প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
নভেম্বর, ১৯৫৫

মুদ্রক ঃ
রয়াল হাফটোন কোং
১০৯সি, বিধান সরণী
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

মার্ডার অন দি হাইওয়ে

।। এক ।।

হাইওয়েব ওপর দিয়ে চলেছে হিপী আর হিপিনীবা দল বেঁধে, চার পাঁচ জন মিলে এক একটা দল। হিপীদের কাঁধে ব্যাগ গীটার, পরনে ঢিলেঢালা শার্ট স্ল্যাক্স। আব হিপিনীদেব পবনে বোতাম খোলা শার্ট মিনি ঝুল হটপ্যান্ট। ভঙ্গী নাচের, ঠোঁটে সস্তা সুবের চটুল গান। মাঝে মাঝে ঢলে পড়া সঙ্গী পুরুষের গায়ে। পুরুষ দল করতে খুব বেশি সময় এদের লাগেনা। কখনও কখনও চারজন হিপীকে একজন হিপিনী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। পালা কবে সেই হিপিনী তাব চাব সঙ্গী পুরুষকে সঙ্গ দিয়ে থাকে। তাদের মনোরঞ্জন ক্লান্তিবিহীন দেহ দিয়ে।

ট্রাক দেখলেই হিপীরা তাদের সঙ্গিনীকে এগিয়ে দেয় ধাক্কা দিয়ে। হিপিনী হাত নেড়ে ট্রাক থামাতে যায় কিন্তু থামে না। তাদেব নাকেব ডগা দিয়ে হাইওয়েব ধুলো ছড়িয়ে দ্রুত বেগে ছুটে যায সামনের দিকে অরেঞ্জভিলে। ট্রাক থামল না দেখে পা ফাঁক করে কুৎসিত অশ্লীল ভঙ্গী কবে হিপিনীটা তাব আব্রুহীন শার্টের শেষ বোতামটা খুলে নাড়া দেয় রাগে উত্তেজনায়।

তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ট্রাক ড্রাইভার স্যাম বেনজের। সে এখন দারুন বেপরোয়া। খিস্তি কবল সে—বেশ্যা কোথাকার। ঘৃণায় তাব মুখ বিকৃত। জানলা দিয়ে এক দলা থুথু বাইরে হাইওয়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে হিপী-হিপিনীদের উদ্দেশ্যে গালি গালাজ কবল। বেজন্মা এবাই নাকি দেশেব ভবিষ্যৎ। এরাই এদেব পর কোন আহাম্মক সন্তানেব বাবা হতে চাইবে? ভালই হয়েছে আমাব বৌটি বাঁজা। পেটে সন্তান ধারনের ক্ষমতা থাকলে বৌটি নিশ্চয়ই ঐ সব বেজন্মাদের মত পুত্র সন্তান জন্ম দিত। সে এক দুর্বিসহ জীবন ভাবল স্যাম। প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে গাঁজাব নেশায় বেসামাল হয়ে পড়েছে, রাস্তায় রাস্তায় গুণ্ডামী মাস্তানী কবে বেড়াচ্ছে।

মৌতাতেব জন্য এই সব হিপী হিপিনীরা তাদেব মা বাবাকেও কোতল কবাতে পাবে। এই এক বেজন্মা শযতানের দল প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে দল বেঁধে মার্কিন-মুল্লুকের এই হাইওযের ওপব দিয়ে হেঁটে চলে হৈ-হুল্লোড় করে, বেলেল্লাপনা কবে গাঁজা-মদ খেয়ে রাস্তায মাতলামো কবে মেয়েদেব গায়ে ঢলে পড়ে। স্বাধীন দেশে কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে পুলিশেব বলবাব কিই বা থাকতে পাবে। তবে পুলিশ দেখলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদেব ভোল পাল্টে ফেলে বন্ধ কবে দেয হৈ হুল্লোড বেলেল্লাপনা মাতলামো। তারপব টহলদাব পুলিশ তাদেব চোখের আড়াল হলেই আগেব মত তাবা আবার হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে, শুরু করে দেয গুণ্ডামী মাস্তানী আর ফিচলেমী।

এ কি অরাজকতা? নাকি শ্মশানের স্তব্ধতাই? আচ্ছা শ্মশান এখান থেকে কত দূরে? ট্রাক ড্রাইভারেব পাশে উপবিষ্ট হ্যারী মিচেল ভাবছিল কথাটা। ভিয়েতনাম ফেবত সৈনিক। পরনে হাফ হাতা খাকি শার্ট খালি ড্রিলেব স্ল্যাকস ধূলোমলিন জুতো। নীল চোখে সতর্ক দৃষ্টি, মাথায় ব্রু কাট চুল, বক্সারেব ঘুঁষিতে নাক ভাঙা ভঙ্গীতে তৎপর, যে কোন মুহূর্তে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা নিয়ে। আপাততঃ চোখ বন্ধ কবে আকাশ পাতাল ভাবছিল তিরিশ বছবেব জোয়ান হ্যারী মিচেল। ভিয়েতনামের আর এক নাম শ্মশান। শ্মশানেব স্তব্ধতা দেখে এসেছে হ্যাবী সেখানে সর্বত্র যেখানে শ্মশান শহর বা গ্রাম বলে আলাদা কোন জগৎ নেই , সর্বত্র নিস্তব্ধ শ্মশানেব স্তব্ধতা বিরাজ করছে সেখানে, যেখানে কেউ মরেও মবে না। নিঃশ্বাস নিতে পাবে এমন তাজা প্রাণ অর্থাৎ মানুষ বেঁচে আছে সেই শ্মশানে আজো। সেই শ্মশানেব চাবপাশে অরণ্য এবং ধানে ভবা মাঠ, প্রান্তর, মানুষ এবং মানুষের তৈবী সব বাড়ি জ্বলছে শুধুই জ্বলছে দাউ দাউ করে।

হ্যারী, তুমি এক সময়ে ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেছ, শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে। আর আজ তুমি যুদ্ধ ফেরৎ ফৌজি জওয়ান। স্যাম বলে, জান হ্যারী, তোমার মত আমিও কোরিয়ার যুদ্ধে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের বিভীষিকা আমিও দেখে এসেছি।

তোমার মত সেখানেও আমি শ্মশানের স্তব্ধতা দেখে এসেছি। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি হ্যারী ঈশ্বরের দোহাই হাইওয়ের উপরে ঐ হারামীর বাচ্চা হিপীদের সঙ্গে টক্কর দিতে যেও না তুমি। হিপিনীদের উপর লোভ করতে যেও না। ওরা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। ওরা—

হিপিনীদের উপর আমার কোন লোভ নেই। জেনে রাখ স্যাম ওরকম মেয়ে ভিয়েতনামে আমি অনেক পেয়েছি। কিন্তু এখানে আমি এসেছি উন্মুক্ত আকাশের নিচে সূর্যস্নাত হবার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য বুঝলে, স্যাম।

বেশ তোমাকে আমি অরেঞ্জভিলেয় নামিয়ে দিলে সেখান থেকে পিছনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেও। পথে অন্য কোন ট্রাক কিংবা গাড়ী পেলে উঠে পড়। ওদের সঙ্গে কখনও মিশতে যেও না যেন, সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে তুমি। ওদের স্বভাব হল একবার যাকে ধরবে ছাড়বে না যতক্ষণ না তারা তাদের দাবী আদায় করে নিতে পারছে। তাই আমি তোমাকে আবার বলছি হ্যারী—

ঠিক আছে আমি লক্ষ্য রাখব, হ্যারী একটু অধৈর্য হয়েই উত্তরটা দিল।

নিজের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেই কথাটা বলল সে। নিজের ভাল মন্দ সে বেশ ভাল করেই জানে।

হ্যারীর হাঁটুর ওপর স্যাম তার একটা হাত রাখল, জান হ্যারী আমার সব থেকে বেশী ভয় কোথায়? মাঝপথে গাড়িটা যদি বিকল হয়ে যায়?

এরকম বিকল হয়ে যাওয়া গাড়ির চালকদের অনেক বীরত্ব অনেক হার না মানার কাহিনী আমি শুনেছি। হিপীরা তাদের মারধোর করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। বীভৎস সেই অভিজ্ঞতা শুনলে আজও গায়ে কাঁটা দেয় যেন। আমার ক্ষেত্রে তা ঘটলে ওরা আমাকে ছিঁড়ে খাবে, এ আমি বেশ ভাল করেই জানি।

আর এও জানি এই হাইওয়েতে আমি তাদের চরম শত্রু। কত হিপী-হিপিনী আমার কাছ থেকে লিফট চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে কেবল ছোটাই সার হয়েছে তাদের আমার ট্রাকের পেছনে। তারা নিশ্চয়ই আমাকে চিনে রেখেছে। আমাকে অমন বেকায়দায় ফেলে তারা কি আমাকে জামাই আদর করে ছেড়ে দেবে ভেবেছ? না কখ্‌খনও তা করবে না। উঃ, সে কথা মনে করলে আমার গায়ের রক্ত শীতল হয়ে যায়।

তার কথা বলার ভঙ্গী এবং ভয়কাতর কণ্ঠস্বর শুনে হ্যারী চকিতে তার দিকে তাকাল।

সত্যি কি রাস্তাটা এতই খারাপ।

হ্যাঁ, তা না হলে আর বলছি কেন, স্যাম বলতে থাকে, এ বছরটা মনে হয় তাদের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আমার এক বন্ধুর ট্রাক বিকল হয়ে যায়। ভাঙা এক্সেল সারাতে বেশ কিছু সময় লেগে যায়। জায়গাটা অরেঞ্জভিল থেকে মাইল কুড়ি দূরে হবে। আমার মত সে-ও ট্রাক ভর্তি কমলালেবু নিয়ে যাচ্ছিল। দুজন পুলিশ তাকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে রাস্তায়। দুটো পা-ই ভাঙা, বুকের তিনটি রিব সম্ভবতঃ ভেঙে গিয়ে থাকবে দুবৃত্তদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে।

আধটন লেবু নষ্ট হয়ে গেছে। তারা আমার বন্ধুর কাছ থেকে শুধু টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়নি তার পোষাকও গা থেকে খুলে নিয়ে যায়। এমন কি তারা গাড়ির যন্ত্রপাতি এবং ইঞ্জিনটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে পালায়। আমার বন্ধু প্রায় দশ সপ্তাহ হাসপাতালে ছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে ট্রাক চালানর পেশা ছেড়ে দেয়। সেই ঘটনার অনেক দিন পর পর্যন্ত সে স্নায়ুর চাপে ভুগেছিল। এখন একটা গ্যারাজে সুপার ভাইজারের কাজ করে। এখানে একটু থেমে স্যাম আবার বলতে থাকে, আমি তোমাকে আবার বলছি হ্যারী এই হাইওয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা, এখানে অনেক হাঙ্গর ওৎ পেতে বসে আছে।

ঐ দ্যাখো আর এক দল হিপী-হিপিনী পথ অবরোধ করবার জন্য ছুটে আসছে সারিবদ্ধ ভাবে, তাদের দেখে সে তার ট্রাকের গতি দিল আরও বাড়িয়ে।

তারা দলে ছিল পাঁচজন। অল্প বয়সী কাঁধ পর্যন্ত লম্বা রুক্ষ চুল, নোংরা দাড়ি, পরনে ছোট

হাফ-প্যান্ট আর ঢিলেঢালা নোংরা সুতীর কোট। ট্রাক না থামালে ওরা যেতেই দেবে না। এমনি মনোভাব নিয়ে ওরা এগিয়ে আসছিল। ওরা যখন বুঝল স্যাম তার ট্রাক কোন মতেই থামাবে না, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ যুবকটি ট্রাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। একটা দৃঢ় মানসিকতার ছাপ পড়ল তার মুখের ওপর। দম আটকে যাওয়া মুহূর্ত। এখুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ভয়ে আঁতকে উঠল হ্যারী। সে দেখতে পাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে ট্রাকের চাকাটা ছেলেটিকে স্পর্শ করতে যাচ্ছে।

বাঃ, স্যাম বেনজ সত্যি সত্যিই দক্ষ চালক যেন ম্যাজিক জানে। চকিতে ট্রাক ঘুরিয়ে সেই হিপী ছোকরার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তার দলের অন্য হিপী-হিপিনীরা তখন পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। কে কার কথা শোনে তখন। শেষ পর্যন্ত ট্রাকের নাগাল না পেয়ে তারা তাদেব ঝাল মেটাতে ভারী এক টুকরো পাথর ছুড়ে মারল ট্রাক লক্ষ্য করে।

পাথরের টুকরোটা ট্রাকের ছাদে লেগে হাইওয়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল।

দেখলে আমার কথা এবার বিশ্বাস হল। তোমার কুত্তার বাচ্চা জানে না সে কি করতে যাচ্ছে। ট্রাকের জানলা দিয়ে আর একদলা থুতু ছুড়ল স্যাম বেনজ।

কেন, এপথ দিয়ে পুলিশ টহল দিয়ে বেড়ায় না?

তাতে কি? একটু আগেই তো বললাম এটা স্বাধীন দেশ, যে কেউ যা খুশী করতে পারে। তাছাড়া পুলিশের চোখেব সামনে এইসব কুত্তাদেব তো ল্যাজ গুটিয়ে যায়। পুলিশ চলে গেলে তারা আবাব তাদের কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। অতএব তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

হ্যারী বলল, সামনে পথ চলা প্রায় পুরোটাই এখনও বাকি পড়ে আছে, অথচ শুরুতেই সব আনন্দটুকু বুঝি নষ্ট হতে বসেছে।

মিয়ামি থেকে প্যারাডাইজ সিটি প্রায় একশো মাইল হবে তাই না? হ্যারী জানতে চাইল।

হ্যাঁ তাই হবে .বাধহয়। অরেঞ্জভিল থেকে দুশো মাইল। আমার কাছে একটা ম্যাপ আছে। সেটা তুমি সঙ্গে রাখতে পার।

তারপর ঘণ্টা খানেক বকব বকব করল ট্রাক ড্রাইভার স্যাম বেনজ।

বেশিব ভাগ সময় সরকারী সমালোচনায় খেলাধূলা সম্পর্কে আলোচনায় কাটিয়ে দিল স্যাম। তার মতে চন্দ্র অভিযান টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। গাড়িব গতি শ্লথ হয়ে এল একসময়। হাইওয়েব পথ ছেড়ে দ্বিতীয় রাস্তায় এসে নামল তারা। একসময় ট্রাক থামিয়ে হ্যারীর উদ্দেশ্যে স্যাম বলে---একটু এগুলেই তোমার রাস্তা তুমি পেয়ে যাবে।

নোংরা রাস্তার কথা বলল সে।

স্যাম আরও বলল, সেই সব নোংরা রাস্তা দিয়ে আর একটা রাস্তা বেরিয়েছে সেটা সামনে জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে। সোজা হয়ে উঠে বসল সে।

তোমাকে একটু বাড়তি পথ হাঁটতে হবে। মাঝপথে কোন ট্রাক কিংবা গাড়ি দেখতে পেলে হাত নেড়ে থামিও। তারা তোমাকে প্যারাডাইজ সিটিতে পৌঁছে দেবে। কৃষকেরা এই পথ দিয়ে হেঁটে যায়। তবে চোখ, কান খুলে পথ চল। এ জায়গায় কোথাও নিরাপদ নয়। র‍্যাক থেকে ম্যাপটা টেনে নিয়ে সে নিজেই দেখতে শুরু করে দিল। তারপর সেটা হ্যারীর হাতে দিয়ে সে বলল এখানকার শহরগুলো কিন্তু ভারী চমৎকার। হিপীদের ঠিক বিপরীত।

তারপর সে অন্য আর একটা র‍্যাক থেকে ভারী মোটা একটা কাঠের গদা টেনে নামাল। সেটার প্রতি হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে গিয়ে স্যাম বলে, এ ধরনের গদা দিয়ে মারপিট করত মার্কিন-মুল্লুকের আদি বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানরা। কাঠের গদাটা সে হ্যারীর হাতে তুলে দিতে চায়।

হ্যারী সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

ধন্যবাদ ওটা আমার কোন কাজে লাগবে না।

রেখে দাও। বেনজ জোর করে। তুমি নিজেই জান না কখন কোনটা তোমার কাজে লাগবে। হ্যারীর হাতে কাঠের গদাটা গুঁজে দিতে দিতে স্যাম তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। আচ্ছা তোমার যাত্রা শুভ হোক।

তারা দুজন করমর্দন করে।

ট্রাকে চড়তে দেওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ। হ্যারী কৃতজ্ঞতা জানায়। ফেরার পথে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। কয়েক মাসের বেশি থাকব না সেখানে।

লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নামল হ্যারী। নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে কাঠের গদাটা সে তার পিঠের ঝোলার ভিতরে চালান করে দিল।

বেশ তো ভালই, দেখা করবে। স্যাম বলে—সারা সিজনে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমি এখানে থাকি। অরেঞ্জভিলে যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করো আমার নাম তারা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে আমি কোথায়।

ফেরার পথে তোমাকে আমি আবার আমার ট্রাকে চড়িয়ে ফিরিয়ে দেব। আর সেই সময় তোমার মুখ থেকে যুদ্ধের খবর শুনব, যুদ্ধের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

হ্যারী হাসল।

ট্রাকটা আবার সেই নোংরা পথ ধরে চলতে শুরু করল। হ্যারী একা একা। জনমানবশূন্য রাস্তা। ধারে কাছে একটা গাড়িও চোখে পড়ল না। ইউক্যালিপটাস গাছের জঙ্গলে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একটা গাছের নিচে বসল এবং একটা সিগারেট ধরাল। স্যাম বেনজের দেওয়া ম্যাপটার উপর চোখ বুলাল সে। ছোট শহর অরেঞ্জভিলে যাবার পথ ধরেই তাকে হাঁটতে হবে।

স্যাম তাকে পই পই করে বলে দিয়েছে। কোন ট্রাক কিংবা প্রাইভেট গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়তে। হাঁটতে গেলে হিপীদের পাল্লায় তাকে পড়তে হবে।

হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকের সরু রাস্তা দিয়ে এগুলে ইয়োলো একরস শহর। হ্যারী আন্দাজ করল এখান থেকে এখনো প্রায় কুড়ি মাইল হাঁটতে হবে তাকে সেই শহরে পৌঁছতে হলে। হাঁটতে গিয়ে সে ভাবল আজ রাতটা সেখানেই কাটাতে হবে তাকে।

তখন প্রায় একটা হবে, রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসল সে।

খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তার। টিফিন কেরিয়ার থেকে সিদ্ধ ডিম, টম্যাটো স্যান্ডউইচ বার করে খেল সে। তারপর এক কাপ কোকো খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বিশ্রাম শেষে উঠতে যাবে তখন গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। ডান দিকে ফিরে তাকাতেই সে দেখল পুলিশের একটা গাড়ি তার দিকেই ছুটে আসছে।

শক্ত সমর্থ দুজন পুলিশকে গাড়ির ভিতরে বসে থাকতে দেখল সে। গাড়ির চালক হ্যারীকে দেখা মাত্র গাড়িটা ফিক্সড করে ঠিক তার পাশে এসে ব্রেক কষল। একটা যান্ত্রিক শব্দ উঠল। গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন পুলিশ দরজা খুলে তাকে ঘিরে ধরল। ছ-ফুট লম্বা লালমুখ পুলিশ সার্জেন্ট একনজরে হ্যারীর আপাদমস্তক দেখে নিল। তার একটা হাত স্টিয়ারিং-এর ওপর অপর হাত বন্দুকের কুঁদোর উপর—

কে তুমি? আর এখানে কিইবা করছ তুমি? বয়স্ক পুলিশ সার্জেন্ট গর্জে উঠল।

এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। শান্তভাবে বলল হ্যারী।

তাই বুঝি! সার্জেন্টের কৌতূহলী চোখ গিয়ে পড়ল হ্যারীর খেটো হাতা খাঁকি শার্ট খাঁকি ড্রিল স্ল্যাকসের উপর। তারপর তাকে একটু নরম মনোভাব প্রকাশ করতে দেখা গেল।

কি নাম তোমার।

হ্যারী মিচেল।

তা তুমি আসছ কোথা থেকে?

নিউইয়র্ক।

কাগজপত্র কিছু আছে?

হ্যারী শার্টের পকেট থেকে তার ফৌজি পরিচয়-পত্র, গাড়ি চালানর লাইসেন্স, পাসপোর্ট বার করে সার্জেন্টের হাতে তুলে দিল।

কাগজপত্রের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে পুলিশ সার্জেন্ট তার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল।

আঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, প্যারাট্রুপার তুমি। আঃ! হঠাৎ সে বন্ধু সুলভ হাসি হাসল। আমার মনে হয় তুমি এখানে একটু মজা লুটতে এসেছ তাই না?

আপনি তা ভাবতে পারেন। হ্যারী শান্তভাবে উত্তর দিল। কিন্তু আমি তা মনে করি না।

সার্জেন্ট কাগজপত্র গুলো তার হাতে ফেরত দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল তা তুমি এখন যাচ্ছ কোথায়?

প্যারাডাইজ সিটি।

তা তুমি কি এভাবে হাঁটা পথেই সেখানে পৌঁছতে চাও? সার্জেন্ট নিজের থেকেই আবার বলে, হ্যাঁ তুমি তো আবার হাঁটতেই ভালবাস।

হ্যারীর রাগ হল সার্জেন্টের মুখ থেকে অমন বিদ্রূপের কথা শুনে।

তার মুখের উপর থেকে একটু আগের সেই শান্ত ভাবটা উধাও হয়ে গেল।

এটা কি জানা আপনাদের একান্ত প্রয়োজন সার্জেন্ট?

হ্যাঁ। যে কেউ প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা না নিয়ে দক্ষিণে প্যারাডাইজ সিটির দিকে যেতে চাইলে আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে চাই তার কাছে সেই টাকাটা আছে কিনা।

তোমার টাকা আছে তো?

হ্যাঁ আছে বৈকি।

দুশো দশ ডলার।

প্রত্যুত্তরে হ্যাবী আরো বলল—আর আমি হাঁটতেও ভালবাসি।

তুমি কি ভাবছ প্যারাডাইজ সিটিতে চাকরী তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে?

না তবে খুঁজে নেব। তবে দুমাসের বেশী সময় থাকবার ইচ্ছে আমার নেই। কারণ নিউইয়র্কে আমার চাকরী ঠিক হয়ে আছে।

সার্জেন্ট মাথা নাড়াল।

তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না। সার্জেন্ট আরও সহজ ভাবে তাব সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। এই জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক, তোমাদের ভিয়েতনামেব ধানক্ষেতের মতই বিপজ্জনক।

এবারেও বিবক্তি বোধ করল হ্যাবী। আপনি হয়ত সে কথা ভাবতে পারেন। আমাব মনে হয় এখানকার ব্যাপারে একটু অতিরিক্ত করে কুৎসা বটান হচ্ছে। তবে সত্যি কথা বলতে কি তাব জন্য আমি মোটেই চিন্তিত নই।

সার্জেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবাব সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কয়েক ঘণ্টা আগে, বলল সে, চারজন হিপী এবং একজন হিপিনী এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটা পোলট্রি ফার্মে হামলা করে পালায়। যাওয়ার আগে তিনটি মুরগী এবং একটি ট্রানজিস্টাব রেডিও লুট করে নিয়ে যায়। সেই সময় চার-চারটে লোক পোলট্রি ফার্মে ছিল। তারা তাদেব চোখের সামনে হিপীদের মুরগী এবং ট্রানজিস্টার লুট করে পালাতে দেখল কিন্তু একবারও কেউ বাধা দেয়নি। হিপীরা চলে যাবার পব তাবা পুলিশকে খবব দেয়। আমি তাদের বুদ্ধির প্রশংসা করে বলেছি হিপীদের সঙ্গে ঝামেলা না বাড়িয়ে তোমবা ভালই করেছ। আমি যখন ঐ সব বেজন্মাদের মুখোমুখি হব তখন বন্দুকের সঙ্গেই মোকাবিলা কবব তাদেব, পিস্তল বা বন্দুক হাতে না থাকলে যেমন ভিয়েতনামীদের মোকাবিলা করা যেত না তেমনি বন্দুক ছাড়া হিপীদের সঙ্গে কথা বলা যায় না; না আমি কখনও বলব না এখানকার ঘটনা একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, আসলে আমরা চোখে যা দেখছি সেটাই বলছি।

হ্যারীর নীল চোখে হঠাৎ লাল আগুন জ্বলে ওঠে।

আমাব অনুপস্থিতিতে দিনকে দিন এসব কি হচ্ছে এ দেশে?

কতকটা স্বগতোক্তি কবাব মত করেই হ্যারী বলে, এই সব নোংরা মেরুদণ্ডহীন হিপীদের ভয়ে আজকের সভ্য মানুষ এভাবে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে কেন?

সার্জেন্ট নীরবে তার অভিযোগে সায় দেয়।

এই তিন বছরে অনেক কিছুর পবিবর্তন হয়েছে। আমাদেব দেশে মাদকদ্রব্য সেবনের সমস্যাটা যে এখন চরমে উঠেছে এ কথা বোধহয় তুমি ভুলে গেছ। বেশির ভাগ হিপীদের ধারণা তাদের দশগুণ বয়স।

স্বপ্নেও তারা যা ভাবেনি সেটা করতে ওদের অহেতুক ব্যস্ততা অথচ দেশের জন্যে কাজের কাজ তারা কিছুই করছে না। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান হল ওদের কাজ। বিয়েতে তারা বিশ্বাসী

নয়। একেবারে শেষ মুহূর্তে সঙ্গিনী হিপিনীদের তারা হাসপাতালে পাঠায়, অসংযমের ফসল তোলবার জন্য নয় ফসল বিনষ্ট করবার জন্য।

বুঝলে, এই সব হিপীদের ওপর নজর রেখ। এভাবে ফালতু বীরত্ব দেখাতে গিয়ে নিজের এমন সুন্দর জীবনটাকে নষ্ট করে ফেল না। আগামী দু'মাস তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে। চাইবে নাকি?

তারপর সে তার সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকাল। ওকে জ্যাকসন, চল এবার যাওয়া যাক। হ্যারীর উদ্দেশ্যে মাথা নেড়ে পুলিশ গাড়িতে গিয়ে উঠল।

অপসৃয়মান পুলিশের গাড়িটা চোখের আড়াল হয়ে যাবার পর হ্যারী তার ঝোলাটা পিঠে তুলে নিয়ে একটু সময় গালে হাত দিয়ে ভাবল, তারপর কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল সেই নোংরা রাস্তা দিয়ে।

ইয়োলো একরসের বড় রাস্তার ধারে একটা রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল। লাল নিয়ন আলোয় নাম লেখা—গুড ইটস। সাইন বোর্ডের নিচে বাক্সের আকারে বিল্ডিংটা, সামনে ঝুলন্ত বারান্দা। সেখানে খদ্দেররা বসতে পারে। মদ খেতে খেতে নজর রাখতে পারে রাস্তার ওপর কি ঘটছে না ঘটছে তা দেখার জন্য। তবে এসবই দিনের বেলার জন্য, রাতের ক্বচিৎ অন্ধকারে বারান্দাটা ব্যবহার হয়ে থাকে।

শহরের একমাত্র বার, রেস্তোরাঁ, রেস্তোরাঁর মালিক টোনি মোরেলি। হাসিখুশি মোটা সোটা জাতে ইটালিয়ান। বছর কুড়ি আগে এই ইয়েলো একরস শহরে সে প্রথম আসে পোলট্রির বাড়-বাড়ন্ত ব্যবসা দেখে সে ঠিক করে এখানে একটা রেস্তোরাঁ খোলা দরকার। তার বরাবরের ইচ্ছে ছিল জনসাধারণকে অন্ন জোগান। অবশ্যই আগের দিনের মত নিখরচায় নয়। আর এখানকার বাসিন্দারাও তাকে আপন করে নিয়েছিল কয়েক দিনের মধ্যে। তার প্রমাণ সে পেল তার স্ত্রীর মৃত্যুর সময়। শহরের প্রায় সব লোক তার স্ত্রীর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়ে যে ভাবে তাকে উষ্ণ সমবেদনা জানায় তাতে তার ধারণা হয়েছে সে শুধু এখানকার একজন শ্রদ্ধেয় নেতা হিসেবে স্বীকৃত নয় সবাই তাকে আন্তরিক ভাবেই ভালবাসে। এটা একটা বাড়তি প্রেরণা বলা যেতে পারে। টোনির মেয়ে মারিয়া এখন এই রেস্তোরাঁয় তার মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, খদ্দেরদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেবার ভার তার ওপর আর ওর বাবা যথারীতি রন্ধনশালার ভার নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছে।

মোরেলির যা কিছু কেনা-বেচা ঐ সকাল এগারটা থেকে দুপুর তিনটের মধ্যে। ইয়েলো একরসের বাসিন্দারা সেই সময়টুকুর মধ্যে এই রেস্তোরাঁয় আসে মদ আর লাঞ্চ খেতে। রাত দশটা নাগাদ রেস্তোরাঁর বেচাকেনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইয়েলো একরসের লোকেরা বাড়িতে নৈশভোজ সারবার পক্ষপাতি। কিন্তু মোরেলি তার রেস্তোরাঁ খুলে রাখে দশটার পরেও। মানুষের সঙ্গ তার ভাল লাগে। যদি সেই সময় কোন আগন্তুক কিংবা ট্রাক-ড্রাইভার অবেঞ্জভিলে যাবার পথে তার রেস্তোরাঁয় ক্ষুধা নিবারণের জন্য আসে তখন সে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায় খুশির পসরা সাজিয়ে।

রাত তখন সাড়ে দশটা। হ্যারী মিচেল তখন বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। ক্লান্ত সে, বুঝি বা ক্ষুধার্তও। ঠাণ্ডা বীয়ার খেলে ভাল হয়। টোনি মোরেলির রেস্তোরাঁটা চোখে পড়তেই সে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল। দরজা ঠেলে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। চারিদিক তাকিয়ে দেখে নেবার জন্য।

প্রায় কুড়িটা টেবিল সাজান রয়েছে —প্রতিটি টেবিলে চারজন করে বসবার ব্যবস্থা করেছে মোরেলি। হ্যারির ডানদিকে বার এবং একটা প্রমাণ সাইজের আয়না।

মাথায় লাল চুল মোটা-সোটা চেহারার একটি মেয়ের দুধ সাদা চামড়ায় প্রথম যৌবনের লাবণ্য, মুখে উছলে পড়া হাসি হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হ্যারীর সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল।

ইয়েলো একরসে তোমাকে স্বাগত জানান হচ্ছে, মেয়েটা তাকে বলল, কি ধরনের ড্রিঙ্কস তুমি পছন্দ কর? তোমার চোখ মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি খুব তৃষ্ণার্ত।

হ্যারী তার হাসির প্রত্যুত্তরে পিঠের ঝোলাটা নিচে নামিয়ে রেখে বারের দিকে এগিয়ে গেল।

তোমার অনুমানই ঠিক, হ্যারী হাসিমুখে বলল, দয়া করে আমাকে বীয়ার দাও, প্রচুর ঠাণ্ডা বীয়ার গিলতে চাই।

বোতল থেকে বীয়ার ঢালে গ্লাসে টোনি মোরেলির মেয়ে মারিয়া, তারপর বীয়ারের সঙ্গে কিছু বরফের টুকরোও মিশিয়ে হ্যারীর দিকে এগিয়ে দেয়।

তোমার চোখে আলো তোমার হাসিতে সূর্য হাসে—বীয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল হ্যারী।

এর আগে কোন পুরুষ এমন অনুরাগে ভরা ভাল ভাল কথা শোনায়নি মারিয়াকে। লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে উঠল।

ধন্যবাদ ঃ—

যে কোন জিনিষ দ্বিতীয়বার পাবার আগ্রহ থাকে তীব্র, আর এক গ্লাস হবে?

মারিয়ার ঠোঁটে খুশির হাসি। দ্বিতীয়বার বীয়ার ঢালল গ্লাসে।

দ্বিতীয় দফায় বীয়ার নিঃশেষ করে চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে হ্যারী অবাক হল।

এখন প্রায় নৈশভোজের সময় হয়ে গেছে। মেয়েটি ভাজা পেঁয়াজ ঢাকা দুটো পর্ক-চপ, এক প্লেট আলু এবং মটরসুঁটি তার সামনে রেখে বলল, এখন আর বীয়ার নয় চটপট খেয়ে নাও।

হ্যারীর চোখ বড় হল। দারুন খিদে পেয়েছিল তার। স্যান্ডউইচ আশা করছিল সে। সে জায়গায় এত খাবার দেখে হাসি উপচে পড়ল তার বড় বড় চোখে। তার মানে তুমি বলছ সব খাবার আমার?

ড্যাড আমরা একজন দারুন ক্ষুধার্ত খরিদ্দার পেয়েছি। যত তাড়াতাড়ি পার বিশেষ ধরনের খাবার কিছু তৈরী কর ওর জন্য, মারিয়া বলল।

মোটাসোটা উজ্জ্বল একটা মুখ রন্ধনশালা থেকে উঁকি মেরে দেখল হ্যারীকে, মোরেলি তার আপাদমস্তক জরীপ করে নিল। সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সে বলে একটু পরেই আবার স্প্যাসেটি দিচ্ছি। পেঁয়াজ তোমার পছন্দ মিস্টার।

সব কিছুই আমার পছন্দ, ধন্যবাদ।

মারিয়া আর একবার তার মুখের দিকে তাকাল। তা তুমি এখন আসছ কোথা থেকে?

নিউইয়র্ক। হ্যারী আর একবার রেস্তোরাঁর উপর চোখ বুলিয়ে নিল। সে এখন আগের থেকে অনেকটা আরামবোধ করছে। ভারী সুন্দর এই জায়গাটা। এরকম সুন্দর একটা জায়গা আমি এখানে আশা করিনি। এখানে আমার রাত কাটানোর মত কোন ঘর পাওয়া যাবে?

মারিয়া হাসল। কাউন্টারের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ও তখন দেখছিল হ্যারীকে মুগ্ধ চোখে। ভদ্রলোককে দেখতে ঠিক যেন ছায়াছবির নায়কের মতন। সেই নীল চোখ ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। হ্যারী যেন ঠিক পল নিউম্যানেরই দ্বিতীয় সংস্করণ।

আমাদের একটা ঘর খালি আছে। ব্রেকফাস্ট সমেত তিন ডলার। সেই সঙ্গে বাড়তি ড্যাডের স্পেশ্যাল স্প্যাসেটি—

তোমার বাবাই সব রান্না করেন? হ্যারী জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ ঠিক তাই। হ্যারীর পাশে বসে মারিয়া তার খাওয়া তদারক করতে লাগল। মাঝে মাঝে আড়চোখে অবাক হয়ে হ্যারীকে দেখে ও। যত দেখে ততই অবাক হয় সে। এমন লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান হাসিখুশি ভরা পুরুষ ছায়াছবির পর্দায় ছাড়া অন্য কোথাও ওর চোখে পড়েনি কখনও এর আগে।

তাড়াতাড়ি স্প্যাসেটি খেতে গিয়ে হ্যারী এক সময় মুখ তুলে তাকাল, এরকম সুস্বাদু স্প্যাসেটি আমি এর আগে কখনো খাইনি, সত্যি বিশ্বাস কর, আমি একটু বাড়িয়ে বলছি না।

না আমি অবিশ্বাস করব কেন! মারিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুশিতে। টোনির উদ্দেশ্যে মৃদু চিৎকার করে ও বলে ওঠে, শুনলে ড্যাড আমাদের নতুন খদ্দের তোমার রান্নার প্রশংসা করছে দারুণ।

হ্যারী তার গ্লাসের শেষ বীয়ারটুকু নিঃশেষ করে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে—এ জায়গাটা তোমার ভাল লাগে?

সন্ধ্যেটা একটু একঘেয়ে লাগে, মারিয়া বলে—তবে দুপুরে লাঞ্চের সময় ছেলের দল খেতে

এলে সময়টা মন্দ কাটত না হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে।

হ্যারীর ইচ্ছে হল, মারিয়ার সঙ্গে ভাব জমায়। মারিয়ার কথাবার্তা শুনে মনে হল ও খুব সহজ সরল প্রকৃতির মেয়ে, এই রকম মেয়েই পছন্দ হ্যারীর।

সায়গন থেকে ফেরার সময় একমাস সে নেপলস এবং ক্যাপরিতে কাটিয়ে এসেছিল। মারিয়ার মত ইটালিয়ান মেয়ের সঙ্গ সে পেয়েছিল সেখানে। ইটালিয়ান মেয়েরা সহজেই পুরুষদের মন জয় করে নিতে পারে। সহজ সরল জীবন বলে তাদের নিয়ে কোন ঝামেলা নেই। তখন মার্কিন-মুলুকে মেয়েদের নিয়ে কম ঝামেলা হতো না, নিউইয়র্কে যে সব মেয়েদের সঙ্গে মিশেছিল তারা তার কাছে যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টাকা নয় তো সেক্স, সেক্স নয় তো কি করে ডায়েটিং করে স্লিম হওয়া যায়। আর তা না হলে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্যান প্যানানি।

তাদের ধারণা সারা পৃথিবীর দায়-দায়িত্ব বুঝি তারাই কেবল বহন করছে।

পুরুষরা নিষ্কর্মা। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে আরো অনেক ঝামেলা। বোমা, বার্থকন্ট্রোল পিল, উইমেন্স লিব রাজনীতি যত্তো সব দুনিয়ার সমস্যা নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামান।

তার থেকে ইতালিয়ান মেয়েরা অনেক সরল অনেক বেশী আন্তরিকতায় ভরপুর তাদের মন।

হঠাৎ হ্যারীর ভাবনায় ছেদ পড়ল একটা কোলাহলের শব্দ শুনে।

শব্দটা রাস্তা থেকে ভেসে আসছিল সেই সঙ্গে একটা মানুষের পায়ের শব্দ। কে যেন ছুটে আসছে মরিয়া হয়ে। মনে হয় প্রাণের ভয়ে ছুটে আসছে সে। শব্দটা হ্যারীকে সন্ত্রস্ত করে তুলল।

মুহূর্তের মধ্যে শব্দটা আছড়ে পড়ল রেস্তোরাঁর প্রবেশ পথের দরজায়। দরজার পাল্লাটা ছিটকে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। হ্যারীর সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আগন্তুকের ওপর। হাঁপাচ্ছে সে। ছাব্বিশ বছরের ভরপুর মার্কিন যুবক। বয়সের তুলনায় তাকে যেন একটু খাটো বলেই মনে হল। মাথার কাল চুল তার শার্টের কলার পর্যন্ত নেমেছে। রোগা ধারাল মুখে ভয়ের মেহগিনী রং, ডান চোখের ঠিক উপরে ধারাল অস্ত্রের দাগ। রক্তের ধারা নেমেছে সেখান থেকে। কালো কালসিটে দাগ। পরনে ময়লা হাফপ্যান্ট ছেঁড়া লাল-সাদা চেকশার্ট। বাঁ-হাত দিয়ে সে তার ক্যানভাসে ঢাকা গীটারটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রেখেছে প্রাণপনে। তার কাঁধে একটা ছোট্ট পশমের ব্যাগ ঝুলছিল। এ সব এক লহমায় দেখে নিয়েছিল হ্যারী।

শিকার সন্ধানকারী জানোয়ারের মত কি যেন খুঁজছিল সে। হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখাল ইশারায়।

ওরা আমাকে তাড়া করেছে। কোথায় আমি লুকোই বলুন তো?

যুবকটির ভয়ার্ত মুখ দেখে কেমন মায়া হল হ্যারীর। চকিতে উঠে দাঁড়াল সে।

বারের পিছনে গিয়ে লুকোও।

যুবকটি বারের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর হ্যারী তার ঝোলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে স্যাম বেনজের দেওয়া কাঠের গদাটা শক্ত মুঠোয় ধরে রাখে এবং অপেক্ষা করতে থাকে হিপীদের আসার। বেশ কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ তখন রেস্তোরাঁর দিকেই এগিয়ে আসছিল।

সে সময় মারিয়া ভয়ে ভয়ে রন্ধনশালা থেকে উঁকি মারছিল। যুবকটিকে বারের পিছনে লুকোতে দেখেই ও উঠে গিয়েছিল, একটা অশুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে এখানে বুঝতে পেরে।

সব ঠিক আছে, নিচু গলায় হ্যারী বলল—, রন্ধনশালায় ফিরে যাও।

হয়তো একটু গণ্ডগোল হতে পারে তবে সামলাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।

তারপর দীর্ঘ নীরবতার পর রেস্তোরাঁর দরজা খুলে গেল ধীরে ধীরে। তারা ঠিক অশরীরী মূর্তির মত নিঃশব্দে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল, চারজন হিপী ছেলে সতের থেকে কুড়ি বছর বয়স হবে তাদের।

প্রত্যেকের মাথায় জটাবাঁধা। এলোচুল কাঁধের নিচে ঝুঁকে পড়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনের গাল-ভর্তি দাড়ি। প্রত্যেকের পোষাক জীর্ণ, মলিন চেহারা, অত্যন্ত নোংরা, গায়ে বদগন্ধ।

আর তাদের সঙ্গিনী হিপিনী মেয়েটির বয়স ষোলর বেশী নয়, বেঁটে রোগাটে চেহারা বুঝিবা একটু বেহায়াও বটে। পরনে কাল ব্লাউজ এবং টান-টান নোংরা লাল হট প্যান্ট। হিপীদের থেকে

ওই হিপিনীর গায়ের বদগন্ধ বেশি তীব্র এবং অসহ্য।

চাক, লোকটা এখানেই ঢুকেছে। তাদের মধ্যে একজন হিপী ছেলে বলে—আমি তাকে এখানে ঢুকতে দেখেছি।

ওদের দলনেতা চাক। হিপীদের মধ্যে ওর বয়সই সব থেকে বেশী। লম্বাটে চেহারা কুৎসিত হিংস্র চাহনি তার চোখে। রেস্তোরাঁর ভিতরে চোখ বুলোতে গিয়ে হ্যারীকে দেখে তার দৃষ্টি থমকে গেল। অবাক হয়ে সে ভাবছে এ আবার কে? হিপীদের দেখে ভয় পায় না। এত দুঃসাহস! চাক তার স্পর্ধা দেখে রেগে গেল। অন্যরা ভিতরে ভিতরে দারুণ উত্তেজিত হচ্ছিল। চাক তাদের হয়ে খিস্তি করল হ্যারীকে, বাস্টার, গীটার হাতে এখানে কাউকে ঢুকতে দেখেছিস?

হ্যারী চেয়ার সরিয়ে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াল নিঃশব্দে, তবে তার স্থির দৃষ্টি পড়ে রইল চাকের উপর।

চাক অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে বলে, আরে তুই বোবা কালা নাকি?

তোদের কথা আমি সবই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সেই সঙ্গে তোদের গায়ের বদগন্ধও। হ্যারী শান্ত মেজাজে বলে, তুই তোর দলেব ছেলেদের নিয়ে এখান থেকে চলে যা। পেটে বদগন্ধে এখানে থাকা যাচ্ছে না।

চাক চমকে ওঠে হ্যারীর স্পর্ধা দেখে। ভয় পেয়ে কিনা কে জানে, দু'পা পিছিয়ে যায় চাক. তাব নিঃশ্বাসে হিস্ হিস্ শব্দ, কুৎসিত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে।

তোর মত আমাকে মেজাজ দেখাবার সাহস কেউ পায না রাগে গজরাতে গজরাতে সে বলে, আমি তোকে—

যা যা কেটে পড় এখান থেকে, হ্যাবীও কম যায় না। চাকেব চডা মেজাজেব সুরের প্রতিধ্বনি কবে সে বলে, ফিরে গিয়ে তোব মাকে বলিস সাবান মাখিয়ে তোকে যেন ভাল করে স্নান কবিযে দেয।

ঠিক আছে ক্রীপ! নোংরা হাত দুটো মুঠো করে চাক গর্জে ওঠে. আমরা এই রেস্তোরাঁটা ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেব। সেই সঙ্গে তোকে পেঁদিয়ে তোব চামডায় ডুগডুগি বাজাব।

কিন্তু আমি তা কবব না, হ্যাবী তার উদ্দেশ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে টেবিল থেকে আব এক ইঞ্চি সরে দাঁড়াল। তার একটা হাত তখন ঝোলার ভিতরে. কাঠেব গদাটা তাব হাতের মুঠোয় আবদ্ধ। কেবল তুমিই আঘাত পাবে' কেবল বাচ্চা ছেলেদের মতো অহেতুক—

কথার মাঝে থামতে হল হ্যারীকে। কারণ ঠিক সেই সময় সামনেব টেবিলটা লাথি মেরে উল্টে দেয় চাক, ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে পড়ে। রেস্তোরাঁ ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। চাক তাব সঙ্গীদেব উদ্দেশ্যে বলে—সবকিছু ভেঙে চুরমাব করে দাও।

ঝোলার ভেতব থেকে হ্যারী তার'হাতটা টেনে বাব করে আনে দ্রুত গতিতে। তার হাতে এখন সেই কাঠেব গদা। তেমনি আচমকা দ্রুত গতিতে যে ভাবে সে ছুটে গেল চাকের দিকে চাক সুযোগই পেল না হাত তোলবাব। হ্যারীব হাতেব ঘুবন্ত কাঠের গদাটা মুহূর্তে আছড়ে পডল চাকেব হাতে। মট করে হাড় ভাঙাব শব্দ হল গাছ থেকে শুকনো ডাল ভেঙে পড়ার মত মেঝেব উপব চাকেব ভারী দেহ পতনেব শব্দ উঠল। সে তখন যন্ত্রণায় কাতবাচ্ছিল।

মাব মাব ঐ শয়তানটাকে। চাক সেই অবস্থায় তাব দলেব ছেলেদেব নির্দেশ দেয।

তাদেব ইতস্ততঃ করতে দেখে হ্যাবী আবাব এগিয়ে এল। তাদেব দলের আর এক ছোকবার দিকে আগেব মত দ্রুতগতিতে ছুটে যায় সে। বাধা দিতে এলে তাব কাঁধের উপব আঘাত হানে হ্যারী তার হাতের সেই কাঠেব গদাটা দিয়ে। ছোকবা ছিটকে পডল অদূরে। যন্ত্রণায় তাব মুখ বিকৃত

বেবিয়ে যাও। হ্যারী চীৎকাব করে উঠল হিপীদের উদ্দেশে।

হ্যাবীর উদ্দেশে হিপিনী মেযেটা একদলা থুতু ছুঁড়ে ছিটকে পড়ে সেখান থেকে। বাকী দুটি হিপী হুড়োহুড়ি করতে করতে দরজার দিকে ছুটে গেল. কে আগে দবজাব ওপারে যেতে পাবে এই আর কি। দ্বিতীয় আহত ছোকরাটা নিজেকে সামলে নিয়ে তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল পায়েব ওপর ভব দিয়ে। একটা হাত তার আহত কাঁধেব উপর ছিল। তার লক্ষ্য দবজার দিকে. পালাবাব পথ খুঁজছে সে। হ্যারী তাব দিকে ছুটে গিয়ে বুটশুদ্ধ ডানপাটা তুলে ছোকবার মেরুদণ্ডে সজোরে

লাথি ঝাড়ল। ছোকরা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল।

হ্যারী এবার আহত চাকের দিকে এগিয়ে গেল। সে তখনো হাঁটু মুড়ে বসে ভাঙা হাত বুকে চেপে ধরে কাতরাচ্ছিল যন্ত্রণায়—

যা দূর হ এখান থেকে, হ্যারী তাকে শাসায়, তা না হলে—

হিপীদের দলপতির দুরবস্থা দেখে হাসি পেল হ্যারীর। চাক তখন আহত হাতটা বুকে চেপে যন্ত্রণায় টলতে টলতে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে থামল। হিপীদের দল বেঁধে পলায়ন দৃশ্য দেখছিল হ্যারী নিবিষ্ট মনে। চাককে যন্ত্রনায় অত কাতরাতে দেখেও তার দলের কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। সবাই তখন যে যার প্রাণ হাতে করে নিরাপদ জায়গায় পালাবার জন্য ছুটছিল।

রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ করে বারের দিকে এগিয়ে গেল হ্যারী। ভয়ে কুঁকড়ে থাকা যুবকটির দিকে তাকাল সে বারের দিকে গিয়ে, ওরা আধমরা হয়ে পালিয়েছে; হ্যারী তাকে আশ্বস্ত করতে কবতে বলল, আমার মনে হয় তোমার একটু ড্রিঙ্কসের খুব প্রয়োজন।

যুবকটি উঠে দাঁড়াল, তার পা কাঁপছিল, তার চোখ মুখ থেকে ভয়ের ছাপটা তখনো মিলিয়ে যায়নি।

আমার মনে হয় আমার দেখা পেলে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে। বারের উপব ঝুঁকে পডল যুবকটি।

সহজ হওয়ার চেষ্টা কর। ভয় পাবার কিছু নেই, হ্যারী বলল।

ওদিকে মারিয়া এবং ওর বাবা বন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে এল। তারা তখনো ভয়ে কাঁপছিল।

এসবের জন্য আমি দুঃখিত, মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে হ্যারী বলে, কাঁচটা ভাঙতে না দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কি করব।

তুমি যা করেছ চমৎকার। আমি সব দেখেছি। মাবিয়া তার কাজের প্রশংসা করে বলে, তুমি আজ এখানে না থাকলে রেস্তোরাঁয় একটা জিনিসও অবশিষ্ট থাকত না।

হ্যারী হাসল।

আমাদের নবাগত বন্ধুর ভার তোমাকে নিতে হবে। হ্যাবী অনুরোধের ভঙ্গীতে তাকায়। বিশ্রীভাবে কেটে গেছে ওর দেহের কয়েকটা স্থান।

এবার টোনি মোরেলির পালা। হ্যারীর একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আনন্দের আতিশয্যে বলে তোমাব কাজের কোন জবাব নেই। এ তল্লাটে ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক ভয়ে কেউ মুখ পর্যন্ত খুলতে পারে না। অথচ তুমি আজ ওদেব আঘাত হেনে পর্যুদস্ত করে বিদায় করলে। ধন্যবাদ মিস্টার। আজকের দিনে তোমার মত সাহসী ছেলে আমাদের একান্ত দরকাব।

প্রশংসায় গদগদ হয়ে হ্যারী প্রস্তাব দেয়, আসুন এবার একটু স্কচ পান করা যাক।

আমার নাম র‍্যান্ডি রোচ, যুবকটি তৃষ্ণার্ত, হাত বাড়ায়, এক পেগ স্কচ আমাকেও দিও। একটু পরে রন্ধনশালা থেকে ফিবে আসে মারিয়া। ওর হাতে গবম জলের পাত্র তোয়ালে অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার। র‍্যান্ডির ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া রক্ত বন্ধ করে সেখানে প্লাস্টার লাগিয়ে দেয় মারিয়া। র‍্যান্ডি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার স্কচের গ্লাসটা হাতে তুলে নেয়।

ধন্যবাদ বন্ধু তোমাকে, স্কচের গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে র‍্যান্ডি বলে, গীটারটা হারালে আমাব চাকরীটাও হারাতে হত।

হ্যারী তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে এবার র‍্যান্ডি রোচের খবর নেয়, তা তুমি কোথায় যাবে বন্ধু?

প্যারাডাইজ সিটিতে। তোমার গন্তব্যস্থলও কি সেখানে? বেশ তো তাহলে দুজনে একসঙ্গে এখান থেকে রওনা দিলে ভাল হয়। র‍্যান্ডি কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলে, একসঙ্গে দুজনে পথ চলাটাও নিরাপদ কি বল বন্ধু।

নিশ্চয়ই! হ্যারী মাথা নাড়ে। শুনে আমি খুব খুশি হলাম।

স্প্যাসেটি স্পেশালের দুটো প্লেট হাতে নিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল মারিয়া—বাবার হাতে তৈরী, তোমাদের জন্য পাঠালেন তিনি আর তিনি জানালেন তোমাদের থাকবার জন্য ঘরের ব্যবস্থা পাকা।

হ্যারী ওর দিকে তাকাল গভীর শ্রদ্ধা জানাতে। চোখে চোখে দুজনের অনেক কথা হল বুঝি। সরবে কিছু বলার থেকে অনেক বেশি মনের কথা।

এ ওকে উজাড় করে দিল। এক সময় লজ্জা পেয়ে রন্ধনশালায় ফিরে গেল মারিয়া। হ্যারী ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে পলক ফেলতে ভুলে গেল।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে র‍্যান্ডির দিকে ফিরে তাকায় সে,—খুব ভাল লোক ওঁরা তাই না!

জানি না। আমি শুধু জানি এই রেস্তোরাঁ একমাত্র তুমিই রক্ষা করেছ। সেই সঙ্গে আমাকেও, র‍্যান্ডি বলল, গীটারটা হারালে আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হত। জানো বন্ধু আমি প্যারাডাইজ সিটিতে সোলো ডোমিনিকোর হোটেলে কাজ করি। আমার কাজ হল গীটার বাজিয়ে গান করা। এই নিয়ে তিন বছর কাজ করছি সেখানে। চমৎকার রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর মালিক এবং মেয়ে ব্যবসাটা চালায়। মেয়েটি দারুন মিশুকে এবং পরোপকারিনী। তা তুমিও তো সেখানে চাকরীর খোঁজেই চলেছ তাই না?

হ্যাঁ। আমার কি কোন সুযোগ আছে বলে তোমার মনে হয়? যে কোন কাজ গ্রহণ করতে রাজী আমি।

র‍্যান্ডি একটু সময় কি যেন ভাবল। তারপর সে আবার সরব হল। হয়ত তোমার একটা চাকরী আমি করে দিতে পারলেও পারি।

সে নিজেই রেস্তোরাঁ চালায়। ডোমিনিকোতে খুব শীগগীর তার কিছু লোকের প্রয়োজন হবে। তা তুমি সাঁতার জানো?

সাঁতার? হাসল সে। হ্যাঁ মনে হয় এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। গত অলিম্পিকে ফ্রীস্টাইল এবং ডাইভিং-এ ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছিলাম।

অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছিলে তুমি। বিস্ময়াবিষ্ট র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করে, কতদিন তুমি ফৌজিতে ছিলে? কবে ভিয়েতনামের যুদ্ধে গিয়েছিলে?

তিন বছর সেখানে আমি একজন সৈনিক হিসেবেই থেকেছি। র‍্যান্ডি তার পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দেয়, আলবাৎ তোমাকে চাকরী দেবে সে। এখন সীজনের সময়। টুরিস্টরা ইতিমধ্যেই এখানে আসতে শুরু করে দিয়েছে। আজকে টুরিস্টরা হোটেল রেস্তোরাঁয় ঢুকলেই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সাঁতার কাটা শেখার জন্য সেখানে কয়েকজন অভিজ্ঞ সাঁতারু খুব প্রয়োজন।

এ চাকরী আমায় খুব মানাবে। হ্যারী দারুণ খুশি। কিন্তু কে জানে আমার আসার আগে অন্য কারোর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলেনি তো?

আমার বিশ্বাস তা হয়নি এখনও পর্যন্ত। চাকরী তুমি ঠিক পাচ্ছই। তবে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

ঠিক আছে, আমার কোন তাড়া নেই, হ্যারী বলে, ভাবছি রাতের অন্ধকারে আমি হাঁটা পথে পাড়ি দেব প্যারাডাইজ সিটির দিকে। রাতে গরমের বালাই নেই। তাছাড়া রাতে পথ চলাটা এখন খুবই নিরাপদ, প্রকাশ্য দিনের আলোয় হিপীদের তাড়া খাওয়ার মত সম্ভাবনা খুবই কম রাতের অন্ধকারে।

বেশ তো কাল সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করা যাবেখন। রাতটা এখানে থেকে যাচ্ছি, কি বল?

হ্যারী মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমি তাহলে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থাটা পাকা করে নিচ্ছি।

এখানে তাদের থাকার প্রস্তাবটা শুনে মা[illegible] খুশিতে ফেটে পড়ে, এ ব্যাপারে আমাদের অনুমতি নেওয়ার কোন প্রশ্ন কি থাকতে পারে?

মারিয়া পাল্টা প্রশ্ন করে তাকায় হ্যারীর দিকে, তুমি আমাদের যে উপকার আজ করলে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সত্যি কথা বলতে কি এখন এই রেস্তোরাঁর মালিক বলতে তুমিই। তাই তোমার রেস্তোরাঁয় যতদিন খুশি তুমি থাকতে পার। এখন বলো অন্য আর কিছুর দরকার আছে কিনা।

একটু গরম জল হলে ভাল হত।

আমি জানতাম তোমার গরম জল লাগবে। তাই আগেই গরম জল তৈরি রেখেছি। চল আমার সঙ্গে। আমি ততক্ষণে তোমাদের বিছানা গুছিয়ে রাখি।

মারিয়াকে হ্যারীর সঙ্গে যেতে দেখে টোনি মোরেলি এবার রন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে আসে র‍্যান্ডির সামনে।

ছেলেটি ভারী চমৎকার, র‍্যান্ডিকে বলে সে, ওকে আমার ছেলের মত করে যদি পেতাম--

আপনি ঠিকই বলেছেন, র‍্যান্ডি তাকে সমর্থন করে বলে, হ্যারীর মত ছেলেকে পাত্র হিসেবে পাওয়া সত্যি গর্বের কথা।

র‍্যান্ডির খাওয়া তখন শেষ। টোনি মোরেলি তার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে আবার সে তার রন্ধনশালায় ফিরে গেছে।

একা একা বসে থেকে র‍্যান্ডি ভাবে, কেন যে মেজাজের মাথায় হ্যারীকে কথা দিলাম, কিন্তু সোলো যদি গররাজী হয়? তখন সে কি করবে? কথাটা মনে হতেই সে ফোনবুথে ঢুকে ফোন করে সোলোকে।

সোলো রেস্তোরাঁয় ছিল না। নিগ্রো কারম্যান জো খবরটা দিল তাকে।

শোন জো খুব জরুরী দরকার ওঁর সঙ্গে কথা বলার। ওঁকে এখন কোথায় পাব বলতে পার?

জো তাকে সোলোর বাড়ির ফোন নম্বর দিল।

হ্যাঁ কে কথা বলছ?

আমাকে চিনতে পারছ? র‍্যান্ডি উত্তরে বলে, র‍্যান্ডি রোচ কথা বলছি। তোমার জন্যে একজন লাইফ গার্ড সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি সোলো।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান। এখন শোন...

।। দুই ।।

প্রায় তিন ঘণ্টা হল রাস্তা দিয়ে হাঁটছে হ্যারী এবং র‍্যান্ডি। হ্যারী আগে এবং র‍্যান্ডি তার পিছনে। দুজনেই কেমন চিন্তিত।

নির্মেঘ আকাশের ভাসমান চাঁদের ছায়া পড়েছিল নিচে সাদা ধুলো ঢাকা রাস্তায়। তখনও উষ্ণ বাতাসের অস্বস্তি বোধটা কাটেনি। রাস্তার দুধারে সুন্দর গাছের ছায়া।

সন্ধ্যা সাতটার সময় তারা হোটেল ইয়েলো একবস্ ছেড়ে এসেছে। আসবার সময় মোরেলি তাদের স্ন্যাক্সের প্যাকেট দেয় পথ ভোজনের জন্য। ফেরার পথে মোরেলির সঙ্গে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল হ্যারী।

মারিয়ার কথা ভাবছিল হ্যারী। ওর সঙ্গে নিউইয়র্কের মেয়েদের তুলনা করছিল সে।

তারা তাদের দেহের সুখ ছাড়া অন্য আর কিছু বুঝি ভাবতে পারে না। সিগারেট খেতে খেতে তারা কেমন অবলীলাক্রমে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, এ যেন ডাল-ভাত খাওয়ার মতন।

আশ্চর্য এতটুকু লজ্জা নেই। ক্লান্তি নেই, দ্বিধা নেই। হ্যারী অবাক হয়ে ভাবে মারিয়া তাদের থেকে আলাদাই শুধু নয় ওর মিষ্টি ব্যবহার এবং সরলতা সব থেকে বেশি আকর্ষণীয়।

আর একটা ব্যাপারে বিস্মিত হতে হয়, অন্য সব মেয়েদের মত মারিয়ারও হয়ত সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু ওর নিজস্ব সমস্যার উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই মনে হয়।

আজকের দিনে প্রত্যেকেরই কিছু সমস্যা আছে কিন্তু সমাধান করবার মত সাহস এবং ক্ষমতা থাকে কতজনেরই?

যাই হোক সেই স্বল্প কয়েক জনের মধ্যে মারিয়া অবশ্যই একজন। হ্যারী ভিয়েৎনাম ফেরৎ সৈনিক, তিন বছর কাটিয়ে এসেছে সে সেখানে।

ভিয়েতনামের মত বিরাট সমস্যা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোন ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে মনে হয় না।

সেখানকার প্রতিটি মানুষের সমস্যা আছে সে সব সমস্যা বিভিন্ন চরিত্রের। তারাও আজ নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানে ব্যস্ত।

কিন্তু মারিয়ার সমস্যা আরও জটিল, সেদিক থেকে ওর কৃতিত্ব অনেক বেশি। তার নিজের সমস্যাও কম নয়।

কিন্তু নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নয়, হ্যারী ভাবল। যাই হোক রেস্তোরাঁর

চাকরীটা তার এক রকম পাকা, সোলো তার সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী বলে মনে হয়।

মিনিট দশেক পরে তারা হাইওয়েতে এসে পৌঁছল। র‍্যান্ডি কাঁধ থেকে তার জলের ব্যাগ এবং গীটারটা নামিয়ে রাখল।

এস, এখানে অপেক্ষা করা যাক। আধঘণ্টার মধ্যে কোন ট্রাক কিংবা গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। র‍্যান্ডি বলে, ভাগ্য প্রসন্ন হলে এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে একটা স্ন্যাক্সবার খোলা পেতে পারি, সারা রাত খোলা থাকে।

বেশির ভাগ ট্রাক ড্রাইভার সেখানে ডিনার সারে। সেই স্ন্যাক্স বার পর্যন্ত গাড়ী পেলে সেখান থেকে একটা ট্রাক পেলেও পাওয়া যেতে পারে। মিয়ামি পৌঁছতে পারলে আর কোন ঝামেলা নেই।

পাহাড়ের ওপর থেকে দুরন্ত গতিতে ছুটে আসছে একটা ট্রাক, হেডলাইটের তীব্র আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

তারা এতক্ষণে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। র‍্যান্ডি এবার রাস্তার মাঝখানে এগিয়ে গেল। চলন্ত ট্রাকটা কিন্তু থামল না। তার চিৎকার শুনেও দুরন্ত গতিতে পথের ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল।

হতাশ হয়ে র‍্যান্ডি ফিরে আসে। হ্যারী তখন পথের ধারে ঘাসের উপর বসে সিগারেট খাচ্ছিল। পরের পনের মিনিট চারটি ট্রাক সেখান দিয়ে ছুটে গেল, কিন্তু কোন ট্রাক ড্রাইভারই র‍্যান্ডির অনুরোধ রাখল না।

এর থেকে হেঁটে যাওয়া ভাল, হ্যারী বলে, আমার মনে হয় না কেউ তোমাকে খাতির করবে।

আরো পনের মিনিট অপেক্ষা করে দেখ, র‍্যান্ডি তাকে আশ্বস্ত করে বলে, মনে হয় আমার এমন বড় বড় চুল দেখে সবাই আমাকে হিপী ঠাওরাচ্ছে। তার চেয়ে এক কাজ কর, আমার বদলে তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ, কোন ট্রাক কিংবা গাড়ি থামান যায় কিনা।

অতঃপর র‍্যান্ডি ফিরে যায় হ্যারীর জায়গায় আর হ্যারী উঠে আসে রাস্তায়। তোমার সাফল্য কামনা করি।

কিন্তু তাতে কোন সুবিধা হয় না। তিন তিনটি ট্রাক হ্যারীর নাকের ডগা দিয়ে ছুটে গেল, কেউ তাকে গ্রাহ্য করল না।

দূরে পাহাড়ের ওপর থেকে হেডলাইটের তীব্র আলো নেমে আসছিল নিচে ঢালু হাইওয়ের ওপরে। জীপ গাড়ীর পিছনে দুই বার্থের ক্যারাভ্যান।

যদিও কোন আশা নেই, বলল সে, তবে আমি চেষ্টা করে দেখব।

হ্যারী মাঝ-রাস্তায় ছুটে গিয়ে হাত তুলে ইশারা করে গাড়ীটা থামানোর জন্য। চোখ মুখে কাতর অনুনয়, করুণ আবেদন, মনে হয় তারা সাড়া দেবার কথা ভাবল। পরমুহূর্তের একটা যান্ত্রিক শব্দ উঠল। ব্রেক কষে গাড়িটা তার সামনে এসে থামল।

র‍্যান্ডি তাড়াতাড়ি তার ব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে গীটার হাতে ছুটে এল হ্যারীর পাশে।

আড় চোখে একবার তাকিয়ে হ্যারী দেখে নিল গাড়ীর চালককে।

আপনি কি মিয়ামিতে যাচ্ছেন? হ্যারী জিজ্ঞেস করল। আমাদের সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন?

গ্যাসবোর্ডের আলো এসে পড়েছিল চালকের মুখের ওপর। কাছে যেতেই হ্যারী একটু অবাক হল, চালক একটি মেয়ে। মেয়েটিও অবাক চোখে দেখছিল তাকে। মেয়েটির চোখে অ্যান্টি-হীট গগলস। সাদা শার্টের ভিতরে গোঁজা।

গাড়ী চালাতে জান? মেয়েটির চাপা ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

হ্যাঁ, সেটা আমি সঙ্গে নিয়েই সব সময় ঘুরে থাকি।

খুব ভাল কথা, মেয়েটি বলে, গাড়ী চালালে লিফট্ দিতে পারি। রাস্তাঘাট ভাল জানা আছে তো?

সোজা চালাতে হবে এই তো।

হ্যারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

তারপর র‍্যান্ডির দিকে তাকিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে—তোমার ঐ সঙ্গী বন্ধু নাকি?

হ্যাঁ, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে মাথায় বড় বড় চুল রেখেছে অন্য কোন খারাপ মতলব-টতলব অবশ্যই নেই বলেই আমার ধারণা।

বেশ তো ভালই তো!মেয়েটি বলে, মোটামুটি তোমায় পেয়ে মনে হয় আমি উপকৃত হব। আঠার ঘণ্টা ধরে আমি এই গাড়ীটা চালাচ্ছি।

তুমি ঠিক সময় এখানে আসায় ভালই করেছ। মেয়েটি দরজা খুলে তাকে আহ্বান করতে গিয়ে বলে, একটু বিশ্রাম না নিতে পারলে পথের মাঝে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। এই ক্যারাভ্যান গাড়ীটা মিয়ামিতে পৌঁছে দিতে হবে। এই গাড়ীর ফরমাসকারী শাসিয়েছে আমার কোম্পানিকে, আগামীকাল সকালে গাড়ীটা না দিলে অর্ডারটা সে বাতিল করে দিতে পারে।

মেয়েটির কথাবার্তা কেমন বেসুর ঠেকল।

সবকিছুই যেন মুহূর্তের মধ্যে অদ্ভুত ভাবে ঘটে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়। আমাদেব পার্টির কথা ভেবে তাড়াতাড়ি চড়ে বস। আমি ততক্ষণে ক্যারাভ্যানের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। মিয়ামিতে না পৌঁছন পর্যন্ত আমাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিও না যেন।

ক্যারাভ্যানের ভিতরে কি দুটো বিছানাব ব্যবস্থা আছে, র‍্যান্ডি জানতে চাইল অনেক আশা নিয়ে, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি, বসে থাকতে পাবছি না।

তুমি যদি ঐ উদ্ভট খেয়ালী লোকটাকে সংযত করতে না পার তাহলে বাকি রাস্তা ওকে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই কাটাতে হবে, হ্যাবীর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে উগরোতে থাকে মেয়েটি। তেমনি গজরাতে গজরাতে সে নিচে ক্যারাভ্যানেব দরজা দিয়ে ঢুকল। ভেতর থেকে দবজা বন্ধ করার শব্দ শুনল তারা দুজন।

হ্যারী এবং র‍্যান্ডি পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর চালকের আসনে গিয়ে বসল হ্যাবী।

দেখলে একটু আগে আমি ভাগ্যের কথা বলছিলাম না? র‍্যান্ডি হাসতে হাসতে বলে, সকাল সাতটার মধ্যে মিয়ামিতে পৌঁছে যাব।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক, কিংবা যে কারণেই হোক হাঁটাব হাত থেকে বাঁচা গেছে। প্রত্যুত্তরে হ্যারী বলে, যাই বল মেয়েটার সাহস আছে। দীর্ঘ আঠার ঘণ্টা ধরে একা হাইওয়ের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে এল, হিম্মত না থাকলে কি কেউ পারে! তারপর আমরা অনুরোধ কবতেই গাড়ী থামাল সে, আমাদের গাড়ী চালাতে বলল, একটুও ভয় ডর বলে কিছু নেই যেন তার।

আমরা না হয়ে কোন গুণ্ডা বদমাস লোকেদের হাতে পড়লে তারা মেয়েটিকে দল বেঁধে ধর্ষণ করে ছাড়ত নিশ্চয়ই। তখন ইজ্জৎ বলে আর কিছু থাকত না তার।

ইজ্জৎ! হায় রিপ ভ্যান উইংকল্! তাহলে বন্ধু তোমায বলি, শোন।

র‍্যান্ডি উত্তরে বলে—মার্কিন মেয়েদের আবার ইজ্জৎ? ওরা তো চায় পুরুষরা ওদের জোব করে ধর্ষণ করুক। এখনকার দিনে ওদের এটা অবসর-বিনোদনের নবতম পথ। ওরা এখন পুরুষদেব দিয়ে ধর্ষণ করানোর জন্য নিজেরাই পুরুষ ধরার ফাঁদ পেতে থাকে। ওদের এখন নিরাবরণ কবতে মুহূর্তমাত্র লাগে তাই এখন ওদের ইজ্জতের কোন প্রশ্ন আসে না। একটু থেমে র‍্যান্ডি আবার বলে, ঐ মেয়েটা হয়তো ক্যারাভ্যানে শুয়ে শুয়ে তোমার কথা ভাবছে। আর মনে মনে তোমার শ্রাদ্ধ করছে, পেয়েও সুযোগের সদ্ব্যবহাব কবলে না।

আশ্চর্য!

হ্যারী হাসে। তার হাসি দেখে মনে হল, এইমাত্র বুঝি সে মেয়েটিকে সত্যি সত্যি ধর্ষণ করে এল এবং সেই তৃপ্তির রেশটুকু তার মেজাজে রয়ে গেছে এখনো।

আচ্ছা দেখতো গ্লোভ কম্পার্টমেন্টটা খুলে কিছু কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। হ্যারী তাকে অনুরোধ করে স্পীডোমিটারের দিকে তাকাল, স্পীডোমিটারে তখন ঘণ্টা পঞ্চাশ মাইল প্রদর্শন করছিল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে কিছু কাগজপত্র একটা প্লাস্টিকের জ্যাকেটেব ভেতর থেকে পাওয়া গেল। জ্যাকেট থেকে সেই কাগজপত্রগুলো বার করে র‍্যান্ডি

পড়তে শুরু করল।

হার্জ কোম্পানি থেকে ভাড়া করা গাড়ী। ভোরো বীচে মিস্টার জোয়েল ব্লচকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়ীর ঠিকানা হল ১২৪৪, স্প্রিংফিল্ড রোড, ক্লিভল্যান্ড। আগের মাইলেজ লগবুকে লেখা আছে কিনা দেখছো।

হ্যাঁ ১.৫৫০ মাইল।

ড্যাসবোর্ডের মাইলেজ কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ল হ্যারী। নিজের মনেই সে বেশ চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ল।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গাড়ীটা ভাড়া করার পর মাত্র ২৪০ মাইল চলেছে অতএব মেয়েটির কথামত দীর্ঘ আঠার ঘণ্টা গাড়ী চালানোর কোন প্রসঙ্গই উঠতে পারে না।

র‍্যান্ডি অবাক হয়ে তার কথা যেন গিলতে থাকে।

তুমি কি সব সময়ই এ ভাবে কথা বলে থাক নাকি? তোমার কথাগুলো যেন গোয়েন্দা উপন্যাসের ঝানু গোয়েন্দাদের মত শোনাচ্ছে।

শোন, আরও আছে, হ্যারী বলতে থাকে, মেয়েটির নাম জোয়েল নয়, তার নাম যাই হোক না কেন, দীর্ঘ আঠার ঘণ্টা তার গাড়ী সে চালায়নি কখনো। মনে হয় গাড়ীটা সে নিশ্চয়ই চুরি করে থাকবে।

দেখ হ্যারী, র‍্যান্ডি তার সুচিন্তিত মতামত জানায়, সাতটার মধ্যে মিয়ামিতে আমাদের যাবার দরকার ছিল, গাড়ী পেয়েছি, সেখান থেকে অন্য কোন গাড়ী কিংবা বাসে চড়ে প্যারাডাইজ সিটিতে যাওয়া যাবে অনায়াসে। অতএব কে গাড়ী চুরি করল, কি না করল অতশত খবরে কি দরকার আমাদের।

চোরাই গাড়ী চালাচ্ছি, রাস্তায় পুলিশ যদি ধরে।

আরে অত চিন্তা করতে হবে না। মাঝরাতে হাইওয়ের উপর পুলিশ পেট্রল আর দেয় না। দেখ গিয়ে ওরা এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

হ্যারী একটু ইতস্ততঃ করে হাল ছেড়ে দেয়। সত্যি তো তার অতশত চিন্তা কিসের। পুলিশের ভাবনা মেয়েটির। তাছাড়া র‍্যান্ডি যখন ঝুঁকি নিতে চাইছে তখন আব এ ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই চলবে। কথাটা ভাবা মাত্র স্টিয়ারিং-এর হুইলটা শক্ত করে চেপে ধরল সে। একটু পরেই গাড়ী পঁয়ষট্টি মাইল বেগে ছুটতে শুরু করল।

হ্যারীকে ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ী চালাতে দেখে র‍্যান্ডি এর পর মারিয়ার দেওয়া প্যাকেট থেকে মুরগীর ঠ্যাং বার করে চিবুতে থাকে। হ্যারীর চোখে চোখ পড়তেই সে তাকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কিছু খাবে নাকি?

এখন নয়।

তাহলে আমি খাই, র‍্যান্ডি মুরগীর ঠ্যাং তারিয়ে তারিয়ে চিবোতে শুরু করল আবার। মারিয়ার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আচ্ছা হ্যারী ভিয়েতনামের মেয়েরা মাল হিসেবে কেমন বল তো?

তুমি তো আর ভিয়েতনামে যাচ্ছো না, হ্যারী বেজার মুখে বলে, তাহলে জেনে কি লাভ বল?

না মানে আমি জানতে চাইছি ওরা সহজেই পুরুষদের কাছে ধবা দেয়, নাকি ওদের পাবার জন্য পুরুষদের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়?

বললাম তো তুমি তো আর ভিয়েতনামে যাচ্ছ না। হ্যাবী বেজার মুখে তার আগের কথা পুনরাবৃত্তি করে বলে, তাহলে জেনে কি লাভ বল?

র‍্যান্ডি বুঝতে পারে, হ্যারী তার অশালীন কথাবার্তায় ক্ষুব্ধ।

ভিয়েতনামের মেয়েদের ওপর হ্যারীর দুর্বলতা আছে কিনা জানি না। ভিয়েতনামের মেয়েদের নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা কেউ করলে তাকে সহ্য করতে পারে না সে।

হ্যারীর মনে পড়ে সায়গন ছেড়ে আসার আগে ভিয়েতনামের এক অতি গরীব একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল তার। বড় রাস্তার ধারে এলেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত হ্যারীর।

মেয়েটি রান্না করা খাবার বিক্রী করত।

তাকে দেখে হ্যারী ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যেত। স্টোভ, রান্নার জিনিসপত্র সব কাঠে বাঁশের তুলিতে ঝুলিয়ে ব্যালান্স রেখে কি করে যে পথ চলত চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করত না। পিঙ্ক রক্তের ঝিমিয়ে-পড়া মেয়েটিকে দেখলে তার মনে হতো, একটা দুষ্টু প্রজাপতি যেন তার চারপাশে উড়ছে। কিন্তু পরে সে জেনেছে, কি দারুণ দৃঢ়চেতা এবং কঠোর প্রকৃতির মেয়ে সে।

সেই দীর্ঘ তিন বছর মেয়েটি তার মণিহার হয়েছিল। ভালবাসা দিয়ে মেয়েটি তার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভিয়েতনামের মেয়ে ভালবাসা জানে। ফ্রন্ট থেকে ফিরে হ্যারী মিচেল দেখত মেয়েটি তার জন্য আয়োজন করছে।

এইভাবে তিন বছর ধরে মেকং উপত্যকার দুর্গম অরণ্যে ভয়ের সঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গে দিনরাত পাঞ্জা লড়তে লড়তে হ্যারী আশার দোলায় দুলত, বুকভরা ভালবাসা নিয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে ভিয়েতনামের এক রমনী, যে রমনী বঞ্চনা জানে না এবং অবিশ্বাস যাকে স্পর্শ করা দূরে থাক তারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

তারপর একদিন সায়গনে বোমা পড়ল। আচমকা বিমান আক্রমণ। স্তব্ধ হতভম্ব ভিয়েতনামীরা ঘটনার আকস্মিকতায় তারা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। ভিয়েতনাম বিমানবাহিনীর চকিত আক্রমণে বোমার ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে আরো অনেক মানুষের মত পৃথিবী থেকে মুছে গেল হ্যারী মিচেলের ভালবাসার মেয়ে। তারপর সে আর অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব জমান দূরে থাক তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। র‍্যান্ডি রোচ ভেবেছে কি? মার্কিন মুল্লুকে বসে ভিয়েতনামের দু-একজন বেশ্যার ছবি দেখে সে কি ভেবেছে সেখানকার সমস্ত মেয়েরাই বেশ্যা? সব মেয়েদেরই জন্ম পুরুষদের বিছানায় বিবস্ত্র হওয়ার জন্যে? ভিয়েতনামের একজন মেয়ের সম্মানে যা তা বলা মানে হ্যারী মিচেলের ভালবাসাকে অপমান করা সে কথা র‍্যান্ডি বোঝে না।

একটা গাড়ীর হেড লাইটের আলো দেখতে পেল হ্যারী।

গাড়ীটা তখন প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল। বোধহয় সেটা পুলিশের পেট্রল কার। কিন্তু হাইওয়ের ওপরে ষাট মাইলের বেশি স্পীড তোলা আইন-বিরুদ্ধ।

পিছনে গাড়ী! র‍্যান্ডি মৃদু চীৎকার করে বলে উঠল—হ্যাঁ দেখেছি, পুলিশের বলেই সন্দেহ হয়। হ্যারী নিচু গলায় তাকে তার অনুমানের কথাটা জানিয়ে দেয়।

কি বলছ তুমি। এই শীতে পুলিশ এখন বিছানায়, র‍্যান্ডি তখন নিজের কথার সমর্থনে বলে, এ রাস্তায় কখনো পুলিশের গাড়ী আমি দেখতে পাইনি।

তুমি কি সত্যিই তাহলে কিছু খাবে না? র‍্যান্ডি জিজ্ঞেস করল।

না, তবে একটু গরম কফি পেলে ভাল হত।

ও জিনিসটা আমারও খুব দরকার।

মিনিট পনের পরেই আমরা একটা রাত-ভোর স্ন্যাক্সবার পাচ্ছি, ভাল কফি তৈরী করে তারা। পাঁচ মিনিট থামবো সেখানে। হয়তো মেয়েটিও কফি পান করতে পারে।

কিন্তু মিয়ামি আসার আগে ওকে ঘুম থেকে না জাগাতে বলেছে ও। হ্যারী তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, মনে আছে তোমার? আমার মনে হয় ঘুমন্ত রমনীকে না জাগানই ভাল বোধ হয়।

র‍্যান্ডি হাসল। হ্যারী, এই রকম একটা বাঘিনীর খুব প্রয়োজন। কিন্তু ওকে বাগে আনার সুযোগ আমার খুব কম। তবে তোমার তা আছে, তুমি হবে ডোমিনিকোর সাঁতারের মাস্টার।

সাঁতার শেখানোর ছলে দুটো কাজ তুমি করতে পারবে, সোলোর জলের নিচে ওর অর্ধনগ্ন শরীরটা নিয়ে যা খুশি করতে পারবে। আর সেই প্রেম প্রেম খেলার ছলে ওকে তুমি সুখের চরম মুহূর্তে সোলো ডোমিনিকোর জয়েন্টে ওর যোগদানের কথাটা পাকা করিয়ে নিতে পারবে। মেয়েটা তোমার দিকে যে ভাবে তাকাচ্ছিল তাতে মনে হয় সে তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।

তুমি দেখছি এখনো ছেলে মানুষটি আছ। হ্যারী হাসতে হাসতে বলল।

আমার কথা তুমি এখন হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ, পরে সোলোয় ঢুকলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। সোলোর সুন্দরী যুবতী মেয়ে নীনাকে তুমি তো এখনো দেখনি। তুমি তার সঙ্গে মিশতে যাচ্ছ। কথাটা ভেবেই আমার কেমন হিংসে হচ্ছে তোমার ওপর। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকে সাবধান

করে দিচ্ছি নীনার ওপর খুব বেশি লোভ করতে যেও না যেন।

এ ব্যাপারে ডোমিনিকোতে সোলোর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলে রাখা ভাল। হয়তো নীনার বাবার কলঙ্কময় অতীত কাহিনী শুনলে তুমি সতর্ক হয়ে যেতে পার। র‍্যান্ডি একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে সোলো সিন্দুক লকারের তালা ভাঙ্গায় ওস্তাদ ছিল। এমন কোন সিন্দুক কিংবা লকার ছিল না যা সে খুলতে পারত না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় সে এবং বিচারে তার পনের বছরের জেল হয়ে যায়।

জেলে থাকাকালীন তার স্ত্রী নীনার জন্ম দিয়ে মারা যায়।

তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে এবং তার সঙ্গীরা মনস্থ করে তারা আর অমন খারাপ ধান্দা নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং প্যারাডাইজ সিটিতে এই রেস্তোরাঁটা খুলে বসে সে।

এখন তার বয়স পঞ্চাশ হলেও দৈহিক শক্তিতে তার এতটুকু ঘাটতি হয়নি। তার ওপর ভাল বক্সিং জানে সে।

আজও নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে থাকে সে।

কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে সে কোথাও যেতে চায় না।

তাছাড়া মেয়ে নীনার দৌলতে তার হোটেল ব্যবসা এখন বেশ রমরমা।

তাই বলছি নীনার সঙ্গে এমন কিছু করো না যাতে তার ব্যবসার কোন ক্ষতি হয়, মেয়ের ক্ষতি হয়। একবার তিনটে মস্তান ছোকরা নীনার পিছনে লেগেছিল। সোলো সেটা টের পেয়ে শক্তি পরীক্ষায় নেমে পড়ে একা অনেকদিন পরে। শেষ পর্যন্ত তার ঘুঁষি এবং রদ্দা খেয়ে সেই তিনটে রোমিও মস্তান হাসপাতালে ভর্তি হয়।

তবে লোক হিসেবে খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ এই সোলো। তার রেস্তোরাঁয় নীনাকে নিয়ে তুমি যতবার খুশি যখন খুশি ফুর্তি করতে পার, তবে নীনার পছন্দ মত। সে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে সহ্য করতে পারবে ততক্ষণ।

কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি নীনার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠবে তখন সোলো তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তুমি যাতে কোন অসুবিধেয় না পড় তাই তোমাকে এই সতর্ক করে দেওয়া।

হ্যারী তার কথা শুনছে কিনা তা দেখার জন্য র‍্যান্ডি একটু থেমে বলল, কই তুমি তো একটা কথাও বললে না। অথচ এতক্ষণ আমিই কেবল বকবক করে গেলাম।

হ্যারীকে চুপ করে থাকতে দেখে নিজেই সে আবাব বলতে থাকে, তবে যাই বল ভায়া নীনা মালটা দারুণ খুবসুরৎ, টাইট বুক, ভারী নিতম্ব।

তুমি নিজের চোখে পরখ করে দেখে বুঝতে পারবে আমি একটুও বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে বলছি না।

আমি যখন ওকে প্রথম দেখি কয়েক রাত আমার চোখে ঘুম ছিল না, ওর টাইট বুকের ওপর থেকে কখনও চোখ সরাতে পারতাম না আমি।

ওয়েটারদের দলপতি ম্যানুয়েল আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, নীনা এখানকার খদ্দেরদের জন্য, কারোর ব্যক্তিগত লালসার খোরাক হতে পারবে না সে। আমি নাকি বেশি বাড়াবাড়ি করলে সোলো আমাকে খতম করে দেবে।

হ্যারী এবার একটু অধৈর্য হয়ে উঠল এবং মুখ খুলল--দ্যাখো র‍্যান্ডি আমি তোমার প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি আমার আচরণে রক্তে আজও ফৌজি শিক্ষার রেশ রয়ে গেছে। সেই ফৌজি শিক্ষায় আমরা জেনেছি, নিজের ঘরের দরজার সামনে নোংরা জিনিস ফেলা উচিত নয়।

অতএব এক্ষেত্রে সোলোর কাছে কাজ করব। আর তার মেয়ের, তার ব্যবসার সর্বনাশ আমি করব এ কথা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারি না।

অতটা নিশ্চিত হয়ো না, র‍্যান্ডি মন্তব্য করে। মনে রেখ তুমি তাকে এখনও দেখনি।

একথা ঠিক যে আমি তাকে এখনও দেখিনি। তোমাকেও একটা কথা মনে বাখতে হবে র‍্যান্ডি তোমার থেকে বছর চারেকের বড় আমি এবং সেটা অনেক পার্থক্য এনে দেয়। আমার যা প্রয়োজন

হয় তা আমি নির্ঝঞ্ঝাটে পেয়ে থাকি। আমি এখন এমন কোন মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করব না যে আমাকে ঝামেলায় ফেলতে পারে। যাইহোক মেয়েটির কাজ কি মানে ওর ভূমিকা কি সেখানে?

অফিসের কাজ দেখাশোনা করা, রিজারভেসন, হিসাবপত্র দেখা।

সন্ধ্যায় বার এবং রেস্তোরাঁয় গিয়ে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করা। আর সোলোর কাজ হল বাজার এবং রান্না করা। শহরে এই রকম তিনটে রেস্তোরাঁ আছে, দারুণ প্রতিযোগিতা। সোলো অবশ্য তাতে ভয় পায় না। সে তার নিজের কাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

সামনে হলুদ আলোর অক্ষরগুলো হ্যারীর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

স্ন্যাক্স দিবা-রাত্র খোলা থাকে।

তাহলে গাড়ীটা এখানে থামাই। হ্যারী আগেই গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দিয়েছিল। রেস্তোরাঁর সামনে চারটে ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। একটা ট্রাকের পিছনে মুস্তাং গাড়ীটা থামাল হ্যারী।

সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড় এবার—হ্যারী নিজে গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলল, এবং র‍্যাণ্ডি তাকে অনুসরণ করল।

তারা একটা বিরাট হলঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। চারজন ট্রাক ড্রাইভার বার বার র‍্যাণ্ডির দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের চোখের ভাষা পড়ে হ্যারী বুঝতে পারে, র‍্যাণ্ডির মাথায় লম্বা লম্বা চুল দেখে তারা বিরক্ত। বোধ হয় হিপীদের একদম সহ্য করতে পারে না তারা।

বাড়তি ঝামেলায় না পড়তে হয় র‍্যাণ্ডিকে নিয়ে, হ্যারী সঙ্গে সঙ্গে অশুভ দিকটার কথাও চিন্তা করল। সেই অবস্থায় ওয়েটারকে দু' কাপ কফির ফরমাস করল সে।

কফির কাপে সবেমাত্র চুমুক দিয়েছে একটা গাড়ীর শব্দ শুনতে পেল হ্যারী। সামনেই একটা জানলা ছিল রাস্তার একেবারে ধারে। হ্যারী জানলা পথে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটা সাদা রঙের মার্সিজ এস ১৮০ তাদের মুস্তাং গাড়ীর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়ীটা সামান্য কয়েক মুহূর্ত থেমেই আবার চলতে শুরু করে দেয়। হ্যারী ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল মার্সিডিজের আরোহীদের।

কিন্তু একমাত্র চালকের মুখ ছাড়া অন্ধকারে অন্য কারোর মুখ তার চোখে পড়ল না। তাও চালকের পুরো মুখটা দেখবার উপায় ছিল না কারণ তার মাথার টুপিটা কপালের অনেকটা নিচে ঝোলানো ছিল।

মিনিট পাঁচেক পরে তারা আবার মুস্তাং গাড়ীতে ফিরে এল। এবার র‍্যাণ্ডি চালকের আসনে বসল। হ্যারী ঘুমোতে চায়।

হ্যারী তখনও অবাক হয়ে ভাবছিল মুস্তাং গাড়ীর সেই মহিলা চালকের কথা, গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট খুলে সে এবার নিজে কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হল।

হার্জ কোম্পানি থেকে ভাড়া করা গাড়ী। ক্লীভল্যাণ্ডের জোয়েল ব্ল্যাচকে গাড়ীটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে দুদিন আগে। লগবুক থেকে আবার সে মাইলেজ পরীক্ষা করে দেখল—২৪০ মাইল মাত্র। অথচ মেয়েটি তাকে বলেছে সে নাকি আঠার ঘণ্টা ধরে গাড়ী চালিয়ে এসেছে। এটা একটা নিছক মিথ্যে কথা, হ্যারী ভাবল। কিন্তু একটা কথা তাকে বারবার ভাবিয়ে তুলছিল। মেয়েটি কেন তাকে গাড়ী চালাতে বলল? তবে কি নিজেকে তার আড়ালে রাখার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? গাড়ীটা কি চুরি করে আনা? আর তাই যদি হয় যে কোন সময় পুলিশের হাতে তারা ধরা পড়লে মেয়েটিও রেহাই পাবে না নিশ্চয়ই। হ্যারী আবার এ কথাও ভাবল, মেয়েটির এমন দুঃসাহসের কারণইবা কি থাকতে পারে।

এই মুহূর্তে হ্যারীকে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে র‍্যাণ্ডি রসিকতা করল। তুমি কি এখনও মারলোর অভিনয় করছ।

গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে কাগজপত্র গুলো রাখতে গিয়ে হ্যারী বলে ঐ ঘুমন্ত মেয়েটা আমাকে এখন যে ধাঁধায় ফেলেছে, তাতে আর যাই কিছু মনে হোক না কেন অভিনয়ের কথা মনে করা বাতুলতা।

বেশ তো এত সব চিন্তা ভাবনা না করে মেয়েটি ঘুম থেকে জেগে উঠলে তার কাছ থেকেই তো প্রকৃত ঘটনাটা জেনে নিতে পার।

র‍্যান্ডি কথাটা শেষ করে সামনের রাস্তাটা ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিল একবার।

ঠিক আছে তাই হবে।

এই বলে মারিয়ার দেওয়া প্যাকেট খুলে মুরগীর ঠ্যাং ডাফনাট আর রেস্তোরাঁ থেকে আনা কফি খেতে তৎপর হল হ্যারী। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

এই হ্যারী উঠে পড়।

র‍্যান্ডির চিৎকারে হ্যারীর ঘুম ভেঙে যায়, প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে চোখ মেলে তাকায় সে। তখন পূবদিকের ধূসর আকাশের একটু একটু রঙ বদলাচ্ছে লাল হলুদ খয়েরী। রাস্তার দু-পাশে পাম গাছের সারি, ওদিকে মুস্তাং ছুটে চলেছে আপন গতিতে।

এইমাত্র আমরা ফোর্ট লডারডেলে ঢুকে পড়েছি। র‍্যান্ডি তাকে বলে আর মিনিট কুড়ি পরেই আমরা মিয়ামিতে পৌঁছে যাব।

সামনের ঐ কাফেটার কাছে গাড়ি থামাও। তারপর সেখানে মেয়েটিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে জেনে নিতে হবে মিয়ামির ঠিক কোন জায়গায় ও আমাদের ছেড়ে যেতে চায়।

হাইওয়ে সংলগ্ন কাফে। কাঠের বাড়ি। সামনে নিয়ন আলোর নিচে সাইনবোর্ডটা জ্বলজ্বল করছিল।

র‍্যান্ডি গাড়িটা থামাতেই হ্যারী চকিতে একবার তার কব্জির ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল, পাঁচটা পনের।

গাড়ি থেকে নেমে হ্যারী বলে—আমি কফির দুটো কার্টন আনছি আর তুমি ততক্ষণে মেয়েটিকে জাগাবার ব্যবস্থা কর।

র‍্যান্ডি বোকার মত হাসল। এ একরকম ভালই হল, তুমি আমাকে সুযোগ করে দিয়ে গেলে কি বল? এখন বুঝছি, সত্যি সত্যি মেয়েদের প্রতি তোমার তেমন কোন আকর্ষণ নেই।

ওঃ চুপ কর।

হ্যারী ধমকে উঠল।

র‍্যান্ডির স্থূল রসিকতায় তার এখন কোন সায় নেই। দ্রুত পা চালিয়ে কাফের দিকে এগিয়ে গেল সে।

কাউন্টারে একজন নিগ্রো ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে টলছিল। অলস ভঙ্গিতে হ্যারীর দিকে তাকাল সে।

খুব কড়া দু কার্টন কফি। ব্ল্যাক, তবে চিনি বেশি থাকবে।

ডাফনাট চাই না? নিগ্রো যুবকটি জিজ্ঞেস করল।

হ্যারীর নিজের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে মেয়েটির কথা ভেবে সে বলল—চারটে দাও।

কফির এবং ডাফনাটের দাম দিতে হ্যারী যখন ব্যস্ত ঠিক সেই সময় মুস্তাং থেকে জোরে জোরে হর্নের শব্দ ভেসে এল।

হ্যারী চমকে কফির কার্টন দুটো এবং ডাফনাটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে এল।

চালকের আসনে বসেছিল র‍্যান্ডি। হ্যারীকে আসতে দেখে দ্রুত হাত নেড়ে আহ্বান জানাল সে।

কাছে এসে র‍্যান্ডির মুখ দেখেই হ্যারী অনুমান করে নিয়েছিল, একটা অশুভ ঘটনা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না সে।

গাড়ির দরজা খুলে যাত্রী আসনে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে দেয় সে।

হ্যারী উঠে বসতেই মুস্তাং ঝড়ের মত ছুটে চলল হাইওয়ের উপর দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে গ্যাস প্যাডেলের ওপর দাঁড়িয়েই ছিল র‍্যান্ডি হ্যারীর অপেক্ষায়।

গাড়ির স্পীড ক্রমশঃ বাড়াতে থাকে র‍্যান্ডি। হ্যারী অবাক হয়ে বলে কি করছ তুমি? স্পীড কমাও বলছি, তুমি কি জান না, এটা রেসের মাঠ নয়। স্পীড কমাও, কি হল তোমার বলবে তো?

র‍্যান্ডি তার কাঁপা কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছল। হ্যারীর কথায় এতক্ষণে একটু ধাতস্থ

হল। গাড়ির স্পীড পঁয়ষট্টিতে নামিয়ে আনল।

জান হ্যারী মেয়েটি মৃত, খবরটা দিতে গিয়ে তার গলা কেঁপে ওঠে।

সেকি!

তবে আর বলছি কি?

র‍্যান্ডি সংক্ষেপে মেয়েটির মৃত্যুর বিবরণ দেয়। ক্যারাভ্যানের দরজা ঠেলতে প্রথমে কোন সাড়া শব্দ না পেতে নব্ ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকি। মেয়েটির সারা দেহ কম্বলে ঢাকা, কেবল একটি হাত ঝুলতে দেখি। ঝুলন্ত শক্ত হাত, কম্বলের ওপরে চাপ চাপ রক্ত।

হ্যারী যেন আচমকা ধাক্কা খেল। র‍্যান্ডির মুখ দেখেই অনুমান করছিল যে, একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। কিন্তু এত খারাপ খবর তাকে যে শুনতে হবে ভাবতেই পারেনি সে।

কিন্তু তুমি এখন কোথায় চলেছ? গলার স্বর যতটা সম্ভব সংযত করে সে বলে, গাড়ি থামাও আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

হাইওয়ের উপর গাড়ি আমরা থামাতে পারি না। র‍্যান্ডি একটু রুক্ষসুরেই বলে, পুলিশ টহল শুরু হয়ে গেছে।

মেয়েটির মৃতদেহ নিয়ে আমি তাদের হাতে ধরা পড়তে চাই না। এ অবস্থায় তারা আমাদের দেখলে সন্দেহ করবে আমরা ওকে খুন করেছি।

হ্যারীর চোয়াল দুটো শক্ত হল। পুলিশের ব্যাপারটা আদৌ তার খেয়াল হয়নি। সত্যি তো পুলিশ তাদের গাড়ি থামিয়ে যদি দেখতে চায়।

র‍্যান্ডি তুমি ঠিক দেখেছ মেয়েটা সত্যিই টেঁশে গেছে?

হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি। প্রথমে আমি দরজায় নক করি, কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে শেষে দরজার হাতল ঘোরালাম, দরজা খুলে গেল।

নীচের বার্থে সেই মেয়েটা, আমি ঠিক দেখেছি এ ব্যাপারে আমার কোন ভুল হতে পারে না। মাথা অবধি কম্বলে ঢাকা। আমি তাকে কয়েকবার ডাকলাম। তারপর নিঃসন্দেহ হতে ওর সেই ঝুলন্ত হাতটা স্পর্শ করলাম।

তারপর সে সব কথা তো তোমাকে একটু আগেই বলেছি। ভয়ে, উত্তেজনায় আমার তখন দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা, কোন রকমে ক্যারাভ্যানের দরজা বন্ধ করে এখানে ফিরে আসি।

র‍্যান্ডির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হ্যারী উইন্ডস্ক্রীনের ওপর দৃষ্টি ফেলতেই তার চোখে পড়ল অদূরে একটা সাইন পোস্ট। সেখানে লেখা আছে, বীচ—এখানে সাঁতার কাটা নিরাপদ।

হাইওয়ে ছেড়ে সী-বীচের দিকে গাড়ি ঘোরাও। ছোট আয়নায় চোখ রেখে কয়েকবার দেখে নেয় হ্যারী। নির্জন হাইওয়েকে এখন মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা যায় অনায়াসে।

গাড়ির স্পীড কমিয়ে হাইওয়ে থেকে নেমে এল ধীরে ধীরে গাড়িটা।

সে সী-বীচের দিকে আরও আধ মাইল পথ চালিয়ে নিয়ে এল নিঃশব্দে, সামনেই সোনালী বালুচর। সেখান থেকে সমুদ্র মাত্র দুশো গজ হবে, হয়তো।

গাড়ি থেকে নামা যাক এখানে। হ্যারী বলে, ক্যারাভ্যান বলে দেবে আমরা এখানে কি করছি। যে কেউ আমাদের এখানে এ অবস্থায় দেখলে ধরে নেবে রাতটা আমরা এখানেই কাটিয়েছি।

গাড়ি থেকে নেমে র‍্যান্ডির দিকে ফিরে সে বলে, চল ক্যারাভ্যানের ভিতরটা দেখে আসি।

র‍্যান্ডি মুখটা বিকৃত করে এমন ভাব দেখায় যে তার যেন বমি আসছে। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায় সে।

ঠিক আছে, তুমি এখানে থাক। আমি একাই দেখে আসছি।

শিশির ভেজা নরম বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলে হ্যারী ক্যারাভ্যানের দরজার দিকে। একবার সে আকাশের দিকে তাকাল, ধূসর রঙটা অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে সেখান থেকে, হলুদ এবং লাল রঙটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে যাচ্ছে আকাশের বুক থেকে, সে জায়গায় নীল রঙের প্রলেপ পড়েছে, আকাশের একেবার পূর্বপ্রান্তে লাল সূর্যের পূর্বাভাস।

পকেট থেকে রুমাল বার করে ক্যারাভ্যানের দরজার হাতলে জড়িয়ে ঘোরাল হ্যারী। দরজাটা

খুলে যেতেই মৃত মানুষের একটা ভ্যাপসা গন্ধ তার নাকে লাগল। ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্র ফেরৎ সে, এ ধরনের গন্ধের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। তাই র্যান্ডির মত নাক সিঁটকাল না সে।

ক্যারাভ্যানের ভেতরে প্রবেশ করেই সে দেখতে পেল লাশটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত কম্বল জড়ান। কম্বলটা একবার তুলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার চাপা দিয়ে দিল সে।

আরে এ যে দেখছি একটি পুরুষের মুখ!

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বাদামী রঙের চুল। পাতলা রোগাটে চেহারা। রোদে পোড়া মুখ।

ধূসর রঙের বিস্ফারিত চোখ হ্যারীর দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিহত ব্যক্তি ভয়ার্ত চোখে তার ঘাতকের দিকে তাকিয়ে ছিল। কম্বলে রক্ত। মৃতের মুখের ডানপাশে কালসিটে দাগ, খোলা মুখের ধারাল হলদে দাঁতের ফাঁক থেকেও রক্ত পড়েছে। এমন ভাবে রক্ত জমাট বেঁধেছে যে লোকটাকে একটা হিংস্র জানোয়ারের মত দেখাচ্ছে।

হ্যারী দ্রুত একবার ক্যারাভ্যানের ভিতরটা তাকিয়ে দেখে নিল। মৃত দেহটা ছাড়া অন্য কোন জীবিত কিংবা মৃতের চিহ্ন কোথাও নেই।

ইতিমধ্যে র্যান্ডি ক্যারাভ্যানের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল দূরত্ব বজায় রেখে নাকে রুমাল দিয়ে।

কি দেখলে মেয়েটি মৃতা তো? কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল র্যান্ডি।

ক্যারাভ্যানের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল হ্যারী। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলে—মেয়েটি পালিয়েছে। মৃতদেহ একটি পুরুষ মানুষের।

র্যান্ডি আঁতকে উঠল। তার বমি পেল আবার। হ্যারী এগিয়ে গেল মুস্তাং-এর দিকে। কার্টন থেকে কফি ঢালল মুখে অনেকটা।

গাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ভাবছে সে এখন। আঠার ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে আসছে মেয়েটা, অথচ লগবুকে তার কোন প্রমাণ নেই।

এই মিথ্যেটা যে মুহূর্তে তার কাছে ধরা পড়ে যায় তখন থেকেই সে আন্দাজ করে নিয়েছিল, মেয়েটা খুব সহজ নয়। তবে তখন থেকে তার আরো একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

ভিজে নরম বালিব ওপরে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল র্যান্ডি। কাছে গিয়ে হ্যারী জিজ্ঞেস করল আমি ঘুমবার পর গাড়ি তুমি কোথাও থামিয়েছিলে?

র্যান্ডি চোখ তুলে তাকাল।

না। সারাক্ষণ আমি গাড়ি চালিয়ে এসেছি। কেন মেয়েটি কি পালিয়েছে?

হ্যারী তার পাশে বসে বলে, হ্যাঁ সে পালিয়েছে। লোকটা মনে হয় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে খুন হয়ে থাকবে কিংবা তার আগেও হতে পারে।

আমি বাজী ধরে বলতে পারি মেয়েটি যখন আমাদের লিফট দিতে এগিয়ে আসে তখন মৃতদেহটা ক্যারাভ্যানের ভিতরে অবশ্যই ছিল। তারপর আমরা যখন কাফেতে বসে কফি খাচ্ছিলাম তখন মেয়েটি নিশ্চয়ই কেটে পড়ে থাকবে। সেই সাদা মার্সিডিজ গাড়ির কথা মনে পড়ে গেল হ্যারীর।

মনে আছে তোমার, একটা মার্সিডিজ গাড়ি ঘণ্টাখানেক ধরে আমাদের গাড়িটাকে অনুসরণ করে আসছিল। তারপর সেই গাড়িটা কাফের সামনে আমাদের মুস্তাং গাড়ির পিছনে এসে থেমেও ছিল। আমরা কোথাও না কোথাও থামব এটা অনুমান করে নিয়েই মার্সিডিজ গাড়িটা আমাদের অনুসরণ করছিল। তারপর আমরা যখন কাফেতে কফির কার্টনে চুমুক দিতে ব্যস্ত মেয়েটা তখন ক্যারাভ্যান থেকে বেরিয়ে সেই মার্সিডিজে উঠে বসে থাকবে। আমরা টের পাইনি। এই ভাবেই সে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে থাকবে।

এখানে একটু থেমে সমুদ্রের দিকে তাকাল হ্যারী। তার চোখে ভ্রূকুটি। আবার সে মুখ খুলল মনে হয় মৃত লোকটি জোয়েল এবং এই লোকটিই আসলে হার্জ কোম্পানির কাছ থেকে গাড়িটা ভাড়া নিয়ে আসছিল।

সহসা উঠে দাঁড়ায় র্যান্ডি, তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপটা স্পষ্ট।

চল এখান থেকে পালিয়ে যাই।

হ্যারী স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বস! হ্যারীর কণ্ঠস্বরে কি ছিল কে জানে!

র‍্যান্ডি তার আদেশ অমান্য করতে পারল না, সে সাহস একটু আগে হারিয়ে ফেলেছে বুঝি।

হ্যারী তাকে পাশে বসিয়ে বোঝাতে থাকে অতঃপর।

শোন র‍্যান্ডি, তোমার কথামত ধর আমরা যদি এই গাড়িটা এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যাই তবুও আমাদের রেহাই নেই। আমাদের মুস্তাং গাড়ি চালিয়ে যেতে অনেকেই দেখেছে। কেউ না কেউ আমাদের মুখ আর চেহারার আদল বাতলে দেবে পুলিশের জেরার মুখে পড়ে। তখন পুলিশ কি ভাববে ভেবে দেখেছ?

তারা ভাববে, ঐ মৃতলোকটা আমাদের লিফট দিয়েছিল। তারপর আমরা সেই সুযোগ নিয়ে তার গাড়ি এবং টাকা পয়সা লুঠ করে তাকে খুন করে থাকব। এক্ষেত্রে সবাই ঠিক এমনটিই ভেবে থাকে এবং মেয়েটিও ভেবে থাকবে আমাদের সম্বন্ধে পুলিশ ঠিক এই রকম একটা কিছু ভাবুক।

একটু থেমে হ্যারী আবার বলতে থাকে—গগ্‌লস্ পরা মেয়েটির চোখ আমরা দেখতে পাইনি। ও আমাদের খুব ঠকিয়েছে। এসবই তার পূর্ব পরিকল্পিত। এই লোকটাকে খতম করে ক্যারাভ্যানে ডেডবডি নিয়ে হাইওয়েতে বেরিয়েছিল মেয়েটি, যে কোন হিপী হিপিনীদের ঘাড়ে গাড়ি মৃতদেহ ক্যারাভ্যান সব চাপিয়ে দেবার জন্য।

তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে? র‍্যান্ডি জানতে চাইল।

এই মৃতলোকটার সম্বন্ধে আমি আরো কিছু জানতে চাই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যারভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে কম্বলটা সরিয়ে দিল মৃত দেহের উপর থেকে। মৃতদেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে হ্যারী।

মৃতদেহের বাঁ-পা নগ্ন। পায়ের তলার মাংস আগুনে ঝলসান হয়েছে বলে মনে হয়। হ্যারী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ল মৃতদেহের উপরে। লোকটার প্যান্টের পকেট হাতড়াল সে, না সেখান থেকে কিছুই পেল না।

এমনকি তার পোষাকের ভেতর থেকে দর্জির দোকানের লেবেলটাও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

এ কাজ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নিশ্চয়ই।

লোকটার সারা দেহে ঐ পায়ের ক্ষত ছাড়া অন্য কোথাও আঘাতের কোন চিহ্ন তেমন নেই। এসব দেখেশুনে মনে হয় মৃত্যুর আগে বিশেষ কোন খবরা-খবর আদায় করার জন্য লোকটার পাটা আগুনে পোড়ান হয়েছিল এবং লোকটার মৃত্যুর কারণ হয়তো যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হার্টফেল করা। তারপর যারা ঐ লোকটাকে কথা আদায় করে নেবার ধান্দায় কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় মানে কোন অপরাধী চক্র তারা তাকে মৃত দেখে হয়তো ভয় পেয়ে গিয়ে থাকবে এবং মতলব আঁটল কোন হিপী হিচহাইকারকে গাড়িতে তুলে তার ঘাড়ে এই খুনের মামলাটা চাপিয়ে দেবে।

এমনিতেই এখনকার যা পরিস্থিতি, পুলিশ হিপীদের সুনজরে দেখতে পারে না।

র‍্যান্ডি তার শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে—তার মানে, মেয়েটা আমাকে দেখে হিপী ঠাওরেছিল?

ইয়া, তোমাকে সে হিপী বলে ধরে নিয়েছিল।

তাহলে এখন উপায়?

একটা উপায় আমি ঠিক করেছি। হ্যারী তার মতলবের কথা বলে।

প্রথমে আমরা এখানে বালি খুঁড়ে লাসটাকে কবর দেব। তারপর খানিক দূরে গিয়ে ক্যারাভ্যানটা খুলে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে আরো খানিক দূরে গিয়ে মুস্তাং গাড়িটা রাস্তার ধারে পার্ক করে পালাব।

এস, র‍্যান্ডি, দুজনে মিলে বালি খুঁড়ে গর্ত করা যাক।

গর্ত খোঁড়ার পর হ্যারী তাকে আহ্বান জানায়, এস র‍্যান্ডি এবার লাসটা ক্যারাভ্যান থেকে এনে এই গর্তে ফেলা যাক।

আমাকে মাফ কর। র‍্যান্ডি নাক সিঁটকে বলে, ওটা ছুঁলে আমার বমি বেরিয়ে আসবে।

হ্যারী ঘড়ির দিকে তাকাল ছটা বেজে পাঁচ। তাড়াতাড়ি কাজটা সারতে হবে হাইওয়ের ওপর লোক চলাচল শুরু হওয়ার আগেই। তাই সে নিজে একা মৃত দেহটা বহন করে আনবার জন্য

ক্যারাভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল। র‍্যান্ডি চোখ বন্ধ করল ঘৃণায়।

হ্যারীরও যে ঘৃণা হচ্ছিল না, তা নয়। নাক-মুখ সিঁটকে লাসটা তুলতে যায় হ্যারী, হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায়। আশ্চর্য! লোকটার মাথার চুল সমেত খুলির চামড়াটা তার হাতে উঠে এল।

না, চুল নয়। মাথার খুলির চামড়াও নয়। ওটা একটা পরচুলা।

পরচুলার নিচে লোকটার মাথা জোড়া টাক। পরচুলাটা এক হাতে তুলে ধরে হ্যারী। হঠাৎ একটা জায়গায় তার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হয়। সে দেখে পরচুলার ভিতরে অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার দিয়ে আটকান একটা ইস্পাতের চাবির ওপরে এমবস্ করা আছে কয়েকটা অক্ষরে, প্যারাডাইজ সিটি এয়ারপোর্ট। লকার ৩৮৮।

তার চোখ দুটো ছোট হল। তাহলে কি এই চাবিটাই খুঁজছিল লোকটার আততায়ী? আর এইজন্যেই কি তার ওপর অমন নৃশংস অত্যাচার হয়?

পরচুলাটা কবরের মধ্যে ফেলে দিয়ে চাবিটা সে তার পকেটে চালান করে দেয় র‍্যান্ডির অজান্তে।

এস র‍্যান্ডি ব্যস্ত হয়ে বলে সে, ওকে এবার কবর দেওয়া যাক।

।। তিন।।

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁ সমুদ্রের একটা খাড়ির ধারে। পাম, সাইপ্রেস এবং স্পাইডার অর্কিডের ছায়ার নিচে সেই রেস্তোরাঁ। বীচের উপরে বার। বড় রঙ বেরঙের ছাতার নিচে রবারের ম্যাট্রেস পাতা। দুটো ছাতার মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট। একান্তে নির্জনে বসে কপোত-কপোতীদের বকবকম করার সুযোগ করে দেওয়া এই আর কি।

ভিজে বালির ওপর দিয়ে আসতে গিয়ে দূর থেকে ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর চাকচিক্য দেখে একটু অবাক না হয়ে পারে না হ্যারী।

র‍্যান্ডি গর্ব ভরে তার দিকে তাকায়, ঐ যে ঐ রেস্তোরাঁর কথাই তোমাকে আমি বলেছিলাম। রেস্তোরাঁর ধারে কাছে একটা খদ্দেরও চোখে পড়ছে না। তবে সপ্তাহ খানেক পরেই টুরিস্ট সিজন শুরু হচ্ছে তখন হয়তো বসবার জায়গাও পাওয়া যাবে না।

রেস্তোরাঁ বিল্ডিং-এর গাড়ী বারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়াল তারা।

সবেমাত্র তারা দুজনে এ ওকে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে, চোখের ভাষায় এ ওর কাজের আদান প্রদান শিখে নিচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে দৈত্যের মত চেহারার একজন মস্তান তাদের কাছে এগিয়ে এসে হৈ চৈ শুরু করে দিল।

হাই র‍্যান্ডি। শেষ পর্যন্ত তুমি পৌঁছে গেলে? একটা রোমশ হাত র‍্যান্ডির হাত জড়িয়ে ধরে খুশির আতিশয্যে।

হ্যারী আন্দাজ করল এই লোকটাই সোলো ডোমিনিকো হবে নিশ্চয়ই, ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর মালিক। দেখতে গরিলার মত ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, কাঠামোয় তার শক্ত মাংসপেশী গুলো ফুলে ফুলে উঠেছে।

পুরু কালো গোঁফ নিচের দিকে বাঁকান। দেখলে মনে হবে শকুনের চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে সে যেন। খুশিতে উপচে পড়ে ডোমিনিকো।

একা আসিনি, ফোনে কথামত একজন সঙ্গীও এনেছি। তারপর সে হ্যারীর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, এস সোলো পরিচয় করিয়ে দিই, হ্যারী মিচেল এক্স-টপ সার্জেন্ট প্যারাট্রুপার--তিন বছর ভিয়েতনামের যুদ্ধে ছিল। অলিম্পিকে খ্যাত সাঁতারু। ওর কথা তো তোমাকে ফোনেই বলেছি। চাকরীর খোঁজে ঘুরছে।

ডোমিনিকো এবার হ্যারীর দিকে ফিরে সরাসরি তাকায় আর বলে ভিয়েতনাম ফেরত? আমার ছেলেও ভিয়েতনামে আছে স্যাম ডোমিনিকো থার্ড কোম্পানি মেরিনস্। চেনো তাকে?

না, তবে থার্ড কোম্পানির নাম শুনেছি।

কেন পারাট্রুপাররা কম কিসের? ডোমিনিকো হাত বাড়ায় হ্যারীর দিকে, কাজ চাও? তা তুমি

সাঁতার জান?

হ্যারী করমর্দন করে। হাতটা তার ঝনঝন করে ওঠে। উঃ কি শক্ত হাতের মুঠি। আঙুলগুলো ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। জোর করে ছিনিয়ে না নিলে বোধহয় আঙুলগুলো অবশ হয়ে যেত।

সাঁতার! তোমাকে ফোনে তো বললাম অভিজ্ঞ সাঁতারু ও অলিম্পিক ফেরত। গাদা গাদা সোনার মেডেল পেয়েছে।

আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি না, ডোমিনিকো তখন হ্যারীর দিকে তাকিয়েছিল। দেহরক্ষীর কাজ পেলে হবে? সপ্তাহে তিরিশ ডলার। চাকরীটা পছন্দ?

যাতে করে বুক ভরে আলো-বাতাস নিতে পারি মোটামুটি সে রকম একটা সংস্থান হলে আমার কাজের পছন্দ অপছন্দের কি এসে যায় বলুন?

কয়েক মুহূর্ত ডোমিনিকো তাকে খুব ভাল করে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল তারপর হাসল।

তাহলে এখন থেকে তোমাকে ভাড়া করা হল। আমাকে এখুনি একটু বাজারে যেতে হচ্ছে। র‍্যান্ডির দিকে ফিরে সে বলে, তুমি তোমার পুরনো কেবিনে থাকবে। পাশের ঘরটায় হ্যারী থাকতে পারে। ওকে ঘরটা দেখিয়ে দাও। আসছে সপ্তাহ থেকে টুরিস্ট-সীজন শুরু হচ্ছে। হ্যারী একদিন তুমি বিশ্রাম নাও, পরের সপ্তাহ থেকে কাজে লেগে পড় কেমন? চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল সোলো ডোমিনিকো।

আচ্ছা হ্যারী তুমি বক্সিং জান?

বডিগার্ডের চাকরী করতে যাচ্ছি। একটু-আধটু জানি বৈকি।

সোলোর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। হ্যারীকে বেকায়দায় ফেলে পরখ করতে চায় সে, কিন্তু হ্যারী ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত। শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে ওস্তাদ সে। সোলোর ডান হাতের বিদ্যুৎগতির পাঞ্চটা তার বুকে এসে লাগার আগেই সাঁ করে সরে গিয়ে সোলোর বুকের উপরে আলতো করে ঘুষি মারে হ্যারী।

ডোমিনিকো চোখ মিট্‌মিট্‌ করে তাকায়। তার চোখে অনেক জিজ্ঞাসা। এক সময় মনে হয় উত্তর সে পেয়ে গেছে বোধ হয়। তার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল।

তারা পরস্পরের দিকে তাকাল।

স্মার্ট বয় দেখছি। ঘুষি খাও না। কিন্তু ঘুষি মারতে ওস্তাদ, তাইনা।

তারপর আচম্বিতে আর একটা ঘুষি হ্যারীর মাথায় এসে পড়ার আগেই সে ঠিক সময়ে মাথা সরিয়ে নেয়। পাঞ্চটা তার কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায়।

তার বদলে পাল্টা ঘুষি মারে হ্যারী আলতো ভাবে সোলোর বুকে, ডোমিনিকো আবার অবাক চোখে তাকাল তার দিকে।

খুব স্মার্ট বয় দেখছি। ঠিক তোমার মত একটি ছেলেকেই খুঁজছিলাম। অপূর্ব পাঞ্চ। তুমি আমার বন্ধু হবার পক্ষে উপযুক্ত হ্যারী।

মিঃ ডোমিনিকো আমি আপনার কাছে চাকরী প্রার্থী। আমি আপনাকে আঘাত করতে আসিনি। কিন্তু কেউ আমাকে ঘুষি মারতে উদ্যত হলে তার পাঞ্চটা ফিরিয়ে দেবার জন্য হাত উসখুস করে। তার জন্য আমি দুঃখিত মিঃ ডোমিনেকো।

ডোমিনিকো বড় বড় চোখ করে তাকাল। তা তুমি অত চিন্তিত হচ্ছ কেন? হ্যারী এ ধরনের পাঞ্চ আমি ভালবাসি।

তাই নাকি? হ্যারী এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, আমি তোমার বন্ধুত্ব লাভে দারুন আগ্রহী। তবে তুমি তোমার পাঞ্চ আর ব্যবহার করো না যেন।

আমার শরীরটা কেমন আনচান করে। স্থির থাকতে পারি না। পরে তোমার পাঞ্জাটার পাঞ্চ দেবার শক্তি হয়তো আর থাকবে না।

ডোমিনিকোর ঠোঁট থেকে হাসিটা উধাও হয়ে যায়। তার ছোট ছোট চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে।

তুমি আবার আমাকে পাঞ্চ করতে উদ্যত? হ্যারীকে আবার উদ্যোগী হতে দেখে সোলো

বলে ঠিক আছে দেখা যাক—

অল্পের জন্য সোলোর ঘুষি হ্যারীর চোয়াল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার হ্যারীর পালা, সে তখন তার ডান হাতটা মুঠো করেছে।

চকিতে সোলো ডোমিনিকোর মুখের উপর ঘুষি চালাল সজোরে হ্যারী। সোলো টাল সামলাতে না পেরে টেবিলের ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হল।

সোলো। র‍্যান্ডি আঁৎকে উঠল। তোমার কি মাথা খারাপ হল হ্যারী? সোলোর দিকে ছুটে যায় র‍্যান্ডি।

ওকে একা থাকতে দাও র‍্যান্ডি ও ঠিক আছে। হ্যারী তাকে বাধা দিয়ে বলে, সুন্দর পাঞ্চ ও ভালবাসে একটু আগেও বলেছিল শোননি?

ওদিকে ডোমিনিকো তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। একটু একটু করে চোখ মেলে তাকাতে শুরু করেছে। তারপর এক সময় হ্যারীর চোখের ওপরে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাসল। সত্যি হ্যারী তোমার পাঞ্চে যথেষ্ট জোরে আছে। আমি দারুন খুশি। তিরিশ নয় সপ্তাহে চল্লিশ ডলার তুমি পাবে সেই সঙ্গে রেস্তোরাঁয় সেরা খানার বন্দোবস্ত রইল তোমার জন্য। ঘরের ছেলের মত থাকবে। র‍্যান্ডি ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তুমি নজর রেখ।

অদূরে বালির ওপরে পার্ক করা বুইক এস্টেট ওয়াগানটার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সোলো ডোমিনিকো। হ্যারী এবং র‍্যান্ডি দুজনেই তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

চোখের আড়াল হতেই র‍্যান্ডি হ্যারীর দিকে না তাকিয়েই হ্যারীর অমন পাগলামোর জন্য রীতিমত অনুতপ্ত হয়ে বলে—চল, তোমার ঘরটা দেখবে চল।

না, ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও।

মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনেই হ্যারী পিছন ফিরে তাকায়। রেস্তোরাঁর প্রবেশ পথে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল হ্যারী। তার অনুমান মেয়েটি সোলো ডোমিনিকোর মেয়ে নীনা ডোমিনিকো। তার আবির্ভাবে হ্যারী যেন ধাক্কা খেল, যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল তার নগ্ন হাত দিয়ে। সে যেন শক্ খেল।

র‍্যান্ডির কথা মনে পড়ে গেল তার। অপরূপ সুন্দরী নীনা। না দেখলে ওর রূপ ঠিক বিচার করা যায় না। বয়স একুশ-বাইশ, তবে তেইশের বেশি নয়। মেয়েটির উচ্চতা গড়পড়তা হলেও দেখলে মনে হয় বেশ লম্বা, বোধ হয় স্লিম ফিগার বলে।

পুরুষ্ট বক্ষ যুগল, সুডৌল পা। ঘন কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপরে। তার চোখে মুখে সাড়া জাগান একটা বন্য লাবণ্য উপছে পড়ছে যেন। তবে এই মুহূর্তে নীনাকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

র‍্যান্ডি তোমার ঐ বন্ধুটিকে আমি আদৌ পছন্দ করি নি। উত্তেজনায় মেয়েটির গলা কাঁপছিল। ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও। ওর ছায়া দেখলেও আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়।

হ্যারীর চোয়াল দুটোও ততক্ষণে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখের রঙ বদলেছে। নীল থেকে ধূসর।

কি ব্যাপার ডোমিনিকো? শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল সে।

তুমি! দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নীনা এবং হ্যারীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তার ভারী নিঃশ্বাস পড়ছিল হ্যারীর বুকে।

ম্যাজেন্টা হল্টার নেক ব্লাউজের আড়াল থেকে নিটোল বক্ষযুগল ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। সাদা স্ট্রেচ প্যান্টের আড়ালে ভারী পাছা আর দীঘল পা দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। তোমার বয়সী কারোর সঙ্গে লড়তে পার না?

ও, এই কথা, হ্যারী বলল, তোমার বাবা কি কচি খোকা? তিনি কি নিজের ভাল মন্দ বোঝেন না ভেবেছ?

উনি নিজেই তো স্বেচ্ছায় আমার মারাত্মক পাঞ্চ খাবার জন্য তাঁর গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দেখনি?

যাই হোক এ সবের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত বিশেষ করে আমাকে যখন তোমাদের এখানে

কাজ করে খেতে হবে।

তুমি যদি ভেবে থাক এখানে তুমি চাকরী পাচ্ছ, তাহলে তোমার মত গবেট মূর্খ দুটো নেই বলে ভাববো। তোমাকে আর এক মুহূর্তও এখানে দেখতে চাই না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

হ্যারীর মুখের রঙ আগের মতই ভাবলেশহীন।

তোমার মতো কচি খুকি মেয়ের হুকুম মানতে আমি রাজী নই।

তোমার বাবা আমাকে এখানকার কাজে বহাল করেছেন। তিনি যদি যেতে বলেন নিশ্চয়ই চলে যাব, তবে তোমার কথায় নয়।

হঠাৎ নীনা একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল, হ্যারীর গালে চড় মারতে যায়, হ্যারী সময় মত একটু সরে দাঁড়াতেই নীনা ব্যালান্স হারিয়ে তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। আঁটো ব্লাউজের আড়ালে নিটোল বক্ষযুগল হ্যারীর বলিষ্ঠ বুকের ওপরে চেপে বসে। হ্যারীর খুব আরাম লাগছিল।

দুহাত দিয়ে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, নীনার পাখীর মত নরম বক্ষযুগল হ্যারীর বুকের পেষণে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

ম্যানুয়েল দূর থেকে দৃশ্যটা লক্ষ্য করছিল। এবার সে বারান্দায় উঠে এল।

শক্ত সমর্থ চেহারার ছোট বেঁটেখাটো লোক পরনে কালো ট্রাউজার গলা খোলা সাদা শার্ট, কোমরে একটা লাল স্যাস বাঁধা। হ্যারীর ঔদ্ধত্য দেখে সে ক্রুদ্ধ।

ম্যানুয়েল ঐ বাজে লোকটাকে তাড়িয়ে দাও এখান থেকে, বলেই নীনা উধাও হয়ে যায় রেস্তোরাঁর ভিতরে।

হ্যারীর ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে র‍্যান্ডির দিকে তাকাল—ও-কে? তুমি সঙ্গে এনেছ ওকে?

নতুন লাইফগার্ড, এই মাত্র সোলো ওকে নিয়োগ করেছে। র‍্যান্ডি প্রত্যুত্তরে বলে।

তাহলে এত হৈ চৈ কিসের?

সোলো আর হ্যারী বক্সিং লড়ছিল, র‍্যান্ডি তাকে বোঝায়, সোলো হেরে গেছে। সেটা নীনার পছন্দ নয়। তাই ওর মন খাবাপ হয়ে গেছে।

ম্যানুয়েল একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আমরা এখানে ওসব মার-দাঙ্গা ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করি না। কাজ করতে চাও তো ভদ্র হয়ে থাকতে হবে এখানে।

ঝুটঝামেলা ভাল লাগে না তোমার? হ্যারী বিদ্রূপ করে তাকে বলে। আহা কি শান্ত ছেলে আমার। তা এ ব্যাপারে মিঃ ডোমিনিকোকে বললেই তো পার!

ম্যানুয়েলের চোয়াল দুটো শক্ত হল। চোখ দিয়ে আগুন ঝরল।

এবার সে র‍্যান্ডির দিকে ফিরে বলে, আধঘন্টা পরে তোমাকে বারে দরকার হবে চলে এস। তারপর হ্যারীর দিকে আর একবার অগ্নিবর্ষণ করে বলে, ব্যাপারটা এখানে একটু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল—। হ্যারী বলে আমি কোন চালাকির আশ্রয় নিতে চাই না র‍্যান্ডি।

র‍্যান্ডি তাকে বোঝায়, আলোচনা যা করার ডোমিনিকো ফিরলে তার সঙ্গে করলেই চলবে। চল, এখন তোমার ঘরটা দেখবে চল।

র‍্যান্ডি প্রথমে তার নিজের কেবিনে ঢুকল তারপর পাশের কেবিনটা দেখিয়ে সে বলে, হ্যারী ওটা তোমার। আর তোমার ওপাশের কেবিনটা ম্যানুয়েলের।

হ্যারী কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা তার কেবিনে রেখে বড করে নিঃশ্বাস নিল। তারও কি কম পরিশ্রম হয়েছে সোলোর সঙ্গে বক্সিং লড়তে গিয়ে?

হ্যারীকে একটু শান্ত হতে দেখে র‍্যান্ডি তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

নিচু গলায় বলে, বন্ধু, সোলোর সঙ্গে লড়াই করে কাজটা তুমি ভাল করনি। তুমি হয়তো জান না, এক সময় গুণ্ডা-মস্তানদের দলপতি ছিল সোলো, তালা সিন্দুক লকার খুলতে ওস্তাদ ছিল সে তখন। এখনও ওর ধারণা, বক্সিং এ এই তল্লাটে ওর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। নীনার ধারণাও তাই।

তাই স্বভাবতই ও চায়না ওর বাবা কারোর কাছে হেরে যাক। আবার ওদিকে ম্যানুয়েলও চায় না তার প্রেমিকা নীনা যেন ওর বাবার ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে আঘাত পাক। লোকটা দারুন ঝামেলাবাজ। তাই বলছিলাম এখানকার অবস্থাটা আগে একটু ভাল করে সমঝে নিয়ে তারপর

সুবিধে মত সময়ে এই সব লোকগুলোকে শায়েস্তা করলে ভাল হয়।

শোন র‍্যান্ডি, এক সময় আমি জঙ্গলের মানুষ ছিলাম। এখন সভ্য দুনিয়ায় ফিরে এসেছি। জঙ্গলে থাকার সময় আমি দেখেছি সেখানে জানোয়ারের মাংস জানোয়ার খায়, তখন জানতাম জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের মূল তফাত এখানেই কিন্তু এখন দেখছি কোন তফাত নেই, এখানে মানুষেও মানুষের মাংস খায়। তোমাদের এই সভ্য দেশে হিপী নেশাখোর জালিয়াৎ ঠগ জোচ্চোর গুণ্ডা-মস্তানরা সেই জঙ্গলের জানোয়ারের থেকেও খারাপ। তাই সহজে আমি ওদের শিকার হব না, আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই।

দশটার কিছু পরে ডোমিনিকো ফিরে এল। পথে গাছের নিচে বসে হ্যারী তার জন্য অপেক্ষা করছিল ঘণ্টা দুই ধরে। এই সময়টা তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। নীনা ডোমিনিকোর অশালীন ব্যবহারের জন্য নয়, সেই মৃত লোকটির মুখ বার বার তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু কে, কে হতে পারে সে।

লোকটাকে কবর দেবার পর মাঝপথে দুটি বিভিন্ন জায়গায় ক্যারাভ্যান এবং মুস্তাং গাড়িটা পার্ক করে রেখে এসেছিল তারা, সোলো ডোমিনিকোর রেস্তোরাঁয় ঢোকার আগে। গাড়ি দুটো ফেলে আসার আগে স্টিয়ারিং হুইল ডোর লক সব ভাল করে মুছে এসেছে যাতে করে পুলিশ তাদের হাতের ছাপ আবিষ্কার করতে না পারে।

হ্যারী এখন নিশ্চিত কোন চিহ্নই সে রেখে আসেনি, পুলিশ তাদের হদিশ পেতে পারে না কোন মতেই।

এক সময় হ্যারী ট্রাউজারেব পকেট থেকে সেই ইস্পাতের চাবিটা বার করল, মৃত লোকের পরচুলার ভিতর থেকে পাওয়া চাবি! চাবির খবব র‍্যান্ডি জানে না। তাকে চাবি পাওয়ার খবরটা বলা উচিত কি উচিত নয় ভেবে উঠতে পারেনি সে।

চাবির প্রসঙ্গ উঠতেই তার মনে হল, তবে কি এই চাবির খোঁজেই আততায়ীরা মৃতের ওপর অমন অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। তার কাছ থেকে চাবির খবর আদায় করবার জন্যেই কি তার পাটা তখন আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে ছিল? কিন্তু অত করেও তারা তার কাছ থেকে চাবিটা হাতাতে পারেনি। প্যারাডাইজ সিটি এয়ারপোর্টের একটা লকারের চাবি এটা। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, ঐ লকারের মধ্যে কি আছে? কিসের লোভে তাবা চাবিটা তার কাছ থেকে পেতে চেয়েছিল? কোন দামী জিনিস না কি কোন গোপন কাগজপত্রের লোভে? র‍্যান্ডিকে সে জিজ্ঞেস কবেছিল সিটি এয়ারপোর্টটা কোথায়? উত্তরে সে জানিয়েছিল শহরের একেবারে পূর্ব প্রান্তে। তার মানে হ্যারী হিসেব করে দেখেছে এখান থেকে মাইল পঁচিশ দূরে প্যাবাডাইজ সিটি এয়ারপোর্ট। বাসে চেপে যাবে, না সোলোর কাছে থেকে একটা গাড়ি ভাড়া নেবে? যাইহোক একটা দিন এখানে অপেক্ষা করার পর যা হয় একটা ব্যবস্থা করে এয়ারপোর্টে যেতে হবে, হ্যারী ভাবল কথাটা খুব মন দিয়ে।

সোলোব পায়েব ভারী বুটের শব্দ হতেই হ্যারী চোখ তুলে তাকাল। তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। সেই সময় নীনাও বেরিয়ে এল বারান্দায়। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তখনও বেশ রেগে আছে।

হ্যারী ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু কি বলছে ঠিক বুঝতে পারছিল না। কেবিনের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল নীনা। হ্যারী জেনে গেছে, ও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে আসছে।

তার আশঙ্কা মেয়েটি ওর বাবার কাছে অনুযোগ করে তাকে এই শহর থেকে হয়তো তাড়িয়ে দিতে পারে। মেয়েটির সেক্সি চেহারা তাকে আকর্ষণ করলেও তার ব্যবহারে মনটা তিক্ততায় ভরে উঠেছিল।

হ্যারীর সন্দেহ হয় মেয়েটি ওর বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হয়তো তাকে ঝামেলায় ফেলতে পারে। তারা কখনোই পরিস্থিতিকে তাদের হাতের বাইবে যেতে দেবে না। সব শেষে সে ভাবে আর একটা বড় সমস্যাব মুখোমুখি হতে যাচ্ছে সে হয়তো। হঠাৎ সে দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোলো তার মেয়েকে হাত নেড়ে থামাব জন্য ইঙ্গিত করল.--

তারপর সে তার চিন্তিত মুখের দিকে ফিরে তাকাল। নীনা গজরাতে গজরাতে তার দৃষ্টিব

আড়ালে চলে যায়।

হ্যারী উঠে দাঁড়িয়ে বালিয়াড়ির দিকে হেঁটে চলল। দুরন্ত গতিতে পা চালিয়ে সোলো তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সোলোর ঠোঁটে হাসি। মৃদুভাষে শুধোয় সে—তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ?

মোটেই না, হ্যারী প্রত্যুত্তরে বলে, ভাবলেশহীন তার মুখ, বরং নীনাই আগ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করল।

সোলোর ঠোঁটে আর এক ঝলক হাসি ঝলকে ওঠে—মেয়ে আমার খুব ভাল আমিই ওর জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি। সোলোর কণ্ঠস্বর এবার কেমন যেন ভারী হয়ে ওঠে কথা বলতে গিয়ে। ওর মার মৃত্যুর পর কেমন যেন ও বদলে গেছে। হ্যারী তোমাকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছি, জান ও তোমাকে আদৌ পছন্দ করে না। অথচ আমি ওকে কত বুঝিয়েছি তুমি খুব ভাল লোক, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছ। হ্যারীর বুকে হাত রেখে সে বলতে থাকে, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই হ্যারী। জান হ্যারী আমার কথা খুব ভাবে ও। ওর ধারণা আমি বুঝি কখনও বুড়ো হতে পারি না। কারো কাছে মাথা নোয়াতে পারি না।

তাই তুমি যখন আমাকে হারিয়ে দিলে স্বভাবতই আমাকে ঘিরে ওর সব স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেল।

সোলোর ঠোঁটে শুকনো হাসি, আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই! হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ডেম্পসীকে তোমার মনে পড়ে? আমি তাকে দারুণ শ্রদ্ধা করতাম ছেলেবেলায়। তাঁকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল তখন। সেই ডেম্পসী টুনির কাছে হেরে যাওয়ার পর আমার সব স্বপ্ন ভেঙে যায় নীনার মত। তাই বলছি হ্যারী নীনার ব্যবহারে তুমি ওর ওপরে রাগ করো না, বুঝেছ?

হ্যাঁ, আমি বুঝেছি মিঃ ডোমিনিকো। একটু ইতস্ততঃ করে হ্যারী বলে, বোধহয় আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই মঙ্গল। আমি আপনার মেয়ের স্বপ্ন ভেঙে দিতে চাই না। এই বিরাট শহরে আমার অন্য কোথাও কি কাজ হবে না? হবে নিশ্চয়ই।

কোন মেয়ের কথায় এভাবে হার মানা তোমার শোভা পায় না হ্যারী, সোলো তাকে বোঝায়। না, ঠিক তা নয়। স্বচ্ছ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে হ্যারী তাকে পাল্টা বোঝাবার চেষ্টা করে, মুশকিল কি জানেন মিঃ ডোমিনিকো দীর্ঘদিন আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি সেখানকার মানুষ ওৎ পেতে থাকত অকারণে আগন্তুককে আক্রমণ করার জন্য। সব সময় তাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। দেশে ফিরে এসে শহরে মানুষদের সেই রকম আচরণ করতে দেখে একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। এখানে এসেও তার পুনরাবৃত্তি দেখে আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও কোন অভিযোগ রেখে যাচ্ছি না। ঠিক আছে।

না ঠিক নেই। আমি তোমাকে এখানে থেকে যেতে বলছি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে আমি তোমার সাহায্য চাই। নীনা বড় ভাল মেয়ে। ও তোমায় ফের বিরক্ত করলে আমাকে বল, আমি ওকে নিষেধ করে দেব, ভবিষ্যতে ও যেন আরো সতর্ক হয়। ও ওর মায়ের বদমেজাজী স্বভাবটা পেয়েছে বুঝলে হ্যারী। আমি তোম্যকে আবার অনুরোধ করছি। দয়া করে তুমি আমার এখানে থেকে যাও। একটু ইতস্ততঃ করে হ্যারী শেষ পর্যন্ত বলে, ঠিক আছে মিঃ ডোমিনিকো, আমি থাকছি।

সোলো খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলে—ধন্যবাদ। তবে এখন থেকে তুমি আমাকে মিস্টার বলে সম্বোধন করবে না, শুধু সোলো বলেই ডাকবে। এখানে সবাই যা বলে থাকে। একটু থেমে সোলো বলে, এখন থেকে তুমি এখানকার সী-বীচের ইনচার্জ। দায়িত্ব নিতে পারবে তো?

নিশ্চয়ই, হ্যারী বলল।

তাহলে ঠিক বারোটার সময় কিচেনে এস দুজনে এক সঙ্গে নৈশভোজ সারব। হ্যারী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

ঘণ্টা দুই ধরে সী-বীচ ঘুরে অকেজো পেডেল বোটগুলোর মেরামত এবং রঙ করানোর ব্যবস্থা করে কিচেনে ফিরে এল হ্যারী।

ইতিমধ্যে সোলো, নীনা, র‍্যান্ডি এবং ম্যানুয়েল খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল।

এস, এস হ্যারী—চেয়ারে হেলান দিয়ে সোলো বলে।

তোমাকে অত পরিশ্রম করতে হবে না। এস খাওয়া শুরু করে দাও। নীনার দিকে ফিরে বলে আমার মেয়ে নীনাকে তুমি তো চেন।

নীনা ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না। ও তখন বড়ো সাইজের একটা বাগ্‌দা চিংড়ির খোলা ছাড়াচ্ছিল।

চোখ পিট্‌পিট্‌ করে সোলো এবার ম্যানুয়েলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যানুয়েল তার দিকে বাগ্‌দা চিংড়ির ডিস এগিয়ে দেয়। হ্যারী কিন্তু তাকে পাত্তা দেয় না।

ম্যানুয়েল অপমানিত বোধ করে মাঝপথে খাওয়া শেষ করে অশোভন ভাবে কিচেন থেকে বেরিয়ে যায়।

ওর হয়ে সোলো ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে, ওর অমন ব্যবহারের জন্যে তুমি যেন কিছু মনে করো না হ্যারী। ও ঐরকম খাওয়ার টেবিলে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। একটু থেমে সে আবার বলে—কাল খুব ভোরে মার্কেটিং করতে বেবোব, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে র‍্যান্ডি বারে ফিরে গিয়েছিল এবং ম্যানুয়েলকে অনুসরণ করে নীনাও কিচেন ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সোলো এবং হ্যারী দুজনে মুখোমুখি বসেছিল। দুজনের হাতে শাদা মদের গ্লাস। সোলো মুখর এবং হ্যারী নীরব শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে মাঝে মাঝে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

সোলো তখন একমাত্র পুত্র স্যামের জন্যে দুঃখ করছিল। ভাল ছেলে সে, তার সাহায্য আমি খুব আশা করেছিলাম।

কিন্তু সে আমার সঙ্গে থাকল না দুঃখ আমার এখানেই, অবশ্য তাকে যেতেই হতো।

হ্যারী তার গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তাই বুঝি। তা বেশ তো স্যামই তো তোমার একমাত্র ছেলে নয়? আমি বইলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই, এক গাল হেসে সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে সোলো বলে, তুমি তো আমার ছেলের মতই, আশ্চর্য কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যারী তোমার কোন অসুবিধে হলে আমাকে বলো।

আমি না থাকলে জোকে বলো সে তোমার প্রয়োজন মত সাহায্য অবশ্যই করবে।

সুযোগ পেয়ে হ্যারী বলে বসে, আমি একবার রাতের শহরটা দেখতে চাই। যানবাহন কি রকম? বাস পাব?

নিশ্চয়ই! প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বাস চলে। ফেরার শেষ বাস রাত দুটোয়।

অত দেরি আমার হবে না। হ্যারী লক্ষ্য করল, সোলো তার গাড়ি দিতে চায় না। ঠিক আছে আমি যেতে পারব।

সন্ধ্যে সাতটার সময় সাঁতার কাটতে গেল হ্যারী, সাঁতার কাটার সময় একটা ডাইভিং বোর্ডের বড় অভাব অনুভব করল সে এবং মনে মনে ভাবল সে পরে এব্যাপারে সোলোর সঙ্গে আলোচনা করবে। ডাইভিং বোর্ডের আকর্ষণ মন্দ হবে না।

ডিনারের টেবিলে সোলোকে একা পেয়ে প্রসঙ্গটা তুলতেই সোলো জিজ্ঞেস করল, বেশ তো তুমি পারবে তৈরী করতে?

নিশ্চয়ই! জায়গাও ঠিক করে ফেলেছি। কোর‍্যাল ফাউন্ডেশনের কাছে একটা ডাইভিং বোর্ড তৈরী করলে ভাল হয়। এখন আমাদের প্রয়োজন কিছু কাঠ, নারকেল ছোবড়ার ম্যাটিং, লোহার রেলিং, সিমেন্ট এবং স্পটলাইটের ব্যবস্থা করতে পারলে আশাকরি দর্শকদের ভাল বকম আকর্ষণ করাতে পারব।

তার মানে তুমি প্রদর্শনীর কথা ভাবছ?

আমি ডাইভিং-এর টেকনিক দেখাব। যদিও অনেকদিন অনুশীলন নেই, তবু দু-চারদিন অভ্যাস করলে মনে হয় আমি আবার আমার ফর্মে ফিরে আসতে পারব।

বিস্ময় ভরা চোখ সোলোর। চমৎকার আইডিয়া তো! কাল আমার সঙ্গে তুমি মার্কেটে এস। মাঝপথে হ্যামারসনের টিম্বার ইয়ার্ডে নামিয়ে দেব তোমাকে। তোমার যা দরকার তাকে বল, পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে সে: সেখান থেকে তুমি বাসে ফিরে আসতে পারবে।

ঠিক আছে।

রাত তখন দশটা। গ্রীষ্মের রাত্রি, হ্যারী ঠিক করল শোয়ার আগে আর একবার সাঁতার কাটতে যাবে। সী-বীচে যাবার পথে চোখে পড়ল আলোকিত রেস্তোরাঁ। তখনো প্রায় এক ডজন লোক ডিনার টেবিলের সামনে বসে ছিল। র‍্যান্ডি সাদা কোট পরে ড্রিঙ্কস পরিবেশন করতে ব্যস্ত। ওদিকে ম্যানুয়েল লাল সস্‌ হাতে নিয়ে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ছোটাছুটি করছিল।

র‍্যান্ডি কিংবা ম্যানুয়েল কারোর প্রতিই হ্যারীর লক্ষ্য ছিল না, তার একমাত্র লক্ষ্য তখন নীনা।

এক সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠল নীনার শরীর। লাল হল্টার নেক ব্লাউজের আড়াল থেকে ওর নিটোল গোল বক্ষযুগল ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, সাদা প্যান্টের আড়ালে ভারী পাছা আর দীঘল পা দুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কালো চক্‌চকে চুলগুলো দু কাঁধ ছুঁয়ে হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে এবং কানের দুল দুটো আলোয় ঝলসে উঠছে মাঝে মাঝে, এই মুহূর্তে ওর মুখের গড়ন খুব সুন্দর এবং সেক্সি দেখাচ্ছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হ্যারী একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সামনের দিকে, মনে হয় ও বোধহয় তাকেই খুঁজছিল, কিন্তু তার সন্দেহ হয় নীনা তাকে দেখতে পাবে কিনা।

পলক পতনহীন চোখে হ্যারী তাকে দেখছিল একটা থামের আড়াল থেকে। এক সময় নীনাকে হঠাৎ দ্রুতগতিতে বারের দিকে ছুটে যেতে দেখল সে। সেখানে ও এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেয়, ভদ্রলোকের হাতে ড্রিঙ্কসের গ্লাস।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হ্যারীর ভিতর থেকে। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ ঝাপসা হয়ে উঠল। ক্লান্ত পায়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল সে।

পরদিন মার্কেটিং সেরে একটা রেস্তোরাঁয় হ্যারীকে সঙ্গে নিয়ে সোলো যখন ঢুকল মার্কেটের টাওয়ার ঘড়িতে তখন গুণে গুণে দশবার শব্দ হয়! কফি খেয়ে তোমাকে হ্যামারসনের টিম্বার ইয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে যাব।

ইতিমধ্যে হোটেল বয় খাবার দিয়ে গিয়েছিল। খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে সোলো বলে, হ্যারী এই সসেজগুলো খেয়ে দেখ এখানকার স্পেশালিটি শুয়োরের মাংস ভিজিয়ে তৈরী, প্রাতঃভ্রমণের পর দারুণ টেস্ট..। হ্যারীর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, এখানকার কাজে তুমি আনন্দ পাচ্ছ তো?

হ্যারী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

তৃতীয়বার সসেজ মুখে দিতে গিয়ে হ্যারী লক্ষ্য করল মুখে স্যানট্যানের তামাটে রঙ, নীলাভ বরফের মত চোখের তারা, লম্বা ছিপছিপে হাড়ে মাংস জড়ান চেহারার একটি লোক রেস্তোরাঁর কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

হাই সোলো, তোমার কি খবর বল? হাত বাড়িয়ে দেয় লোকটা।

তার হাতে হাত মিলিয়ে সোলো জিজ্ঞেস করল, তা তুমি এই অসময়ে এখানে কি করছ?

বদমাস লোকেদের বিচরণ সর্বত্র এবং নিজের স্বার্থে তারা তাদের মায়েরও গলা কাটতে পারে। হঠাৎ এক সময় হ্যারীর দিকে নজর পড়তেই আগন্তুক বলে ওঠে তোমার ঐ সঙ্গী ছোকরাটা কে হে?

হ্যারী তার হিম-চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি দেখেই বুঝে গিয়েছিল লোকটা একজন পুলিশ অফিসার।

হ্যারী ইনি সিটি স্কোয়াডের ডিটেকটিভ টম লেপস্কি, দারুণ স্মার্ট বয়। হ্যারীর দিকে চেয়ে সোলো এবার বলে, মিঃ লেপস্কি, ওর নাম হ্যারী মিচেল, আমার লাইফ গার্ড।

তাই নাকি? হ্যারীর চোখে চোখ রেখে লেপস্কি জিজ্ঞেস করে, তুমি সাঁতার জান? গতবার যে লোকটা লাইফ-গার্ডের চাকরী নেয় সে ভাল করে পা চালাতেই পারত না, হা-হা-হা—।

আমার সঙ্গে থাকলে আপনি নিরাপদে সাঁতার কাটতে পারেন।

হ্যারীর দীর্ঘায়ত চোখের চাহনি নিরুত্তাপ শান্ত। আপনার প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে উদ্ধার করব।

লেপস্কির ঠোঁটে শান্ত মিষ্টি হাসি।

তা আমার হয়তো প্রয়োজন হতে পারে, এক টুকরো সসেজ তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে সোলোর দিকে ফিরে লেপস্কি জিজ্ঞেস করে ব্যান্ডি রিকার্ডোকে তুমি তো চিনতে, তার সঙ্গে শেষ তোমার কবে দেখা হয়েছে বল তো?

রিকার্ডো? তার সঙ্গে আমার বছর দুয়েক দেখা সাক্ষাৎ নেই। আবার সোলো জিজ্ঞেস করল, তার সম্পর্কে তুমি কি খুব আগ্রহী মিঃ লেপস্কি?

নিশ্চয়ই! লেপস্কি সঙ্গে সঙ্গে বলে, তবে আমার কাছে অন্য খবর আছে, তিন দিন আগে রিকার্ডো, এখানে এসেছিল।

কেন সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি? আসেনি সে? বিশেষ করে সে যখন তোমার খুব কাছের লোক ছিল?

আমার খুব কাছের লোক? অবাক চোখে তাকায় সোলো। তুমি পুলিশের লোক লেপস্কি, খুব চালাক।

কিন্তু আমাকে তুমি বোকা ভেব না। পুলিশের ধমকানিতে সত্যিকে মিথ্যে মিথ্যেকে সত্যি বানিয়ে ছাড়ব। না অত বোকা নই।

সোলো আরো বলে, তবে শোন মিঃ লেপস্কি আমার কাছে যে খবর আছে লুকবো না। শুনেছি রিকার্ডো নাকি ভেরো বীচে একটা বড় বিজনেস পেয়েছে। এর বেশি কিছু আমি জানি না। আর জানতে চাই না।

তুমি ঠিক বলছ? ভেরো বীচ? লেপস্কি স্থির চোখে তার দিকে তাকায়, কিসের বিজনেস হতে পারে?

বললাম তো জানি না। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ লেপস্কি, ভেরো বীচে তেমন কোন বড় রকমের বিজনেসের কথা আমি বিশ্বাসও করি না।

কেবল স্মাগলিং-এর বিজনেস ছাড়া। লেপস্কি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তা হতে পারে। কিন্তু আমি যত দূর জানি ব্যান্ডি একজন ছাপোষা মানুষ, স্মাগলার হতে পারে না সে।

তার কোন মানে নেই। অভাবের তাড়নায় মানুষের স্বভাব বদলাতে কতক্ষণ?

হ্যারী খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। মুখ ফিরিয়ে শুনছিল বলে লেপস্কি তার মুখের ভাব দেখতে পেল না।

দ্যাখো সোলো, আমি তোমার সাহায্য চাই, লেপস্কি বলে।

এই কেসটা হয়তো আমার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আর আমি যদি চাকরীতে প্রমোশন না পাই, আমার স্ত্রী আমাকে শাসিয়েছে আমার খাবার করে দেবে না। তাই আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই কেসটা তদন্ত করতে চাই কোন ফাঁক রাখতে চাই না।

আমার কাছে খবর আছে, রিকার্ডো নাকি খুন হয়েছে। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এই শহরে ছিল সে। আমার একটি ছেলে তাকে এয়ারপোর্ট ছেড়ে যেতে দেখেছে। খানিক দূর পর্যন্ত সে তার গাড়ী অনুসরণ করে। কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল সে করেছে হেড কোয়ার্টারে কোন খবর না দিয়ে। রিকার্ডোর মত লোক এ শহরে থাকলে হেড কোয়ার্টারে লাল সংকেত পাওয়া যেত, কিন্তু সেরকম কোন খবর আপাততঃ নেই।

তাহলে সে নিশ্চয়ই কোন ভাড়া করা গাড়ীতে পালিয়ে থাকবে। সমস্ত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিতে খবর নিয়েছি। ভেরো বীচ থানার হার্জের রিপোর্ট থেকে জানা যায় রিকার্ডোর চেহারার মত ক্লীভল্যান্ডের জোয়েল ব্ল্যাচ নামে একজন লোক একটা মুস্তাং গাড়ী ভাড়া করে।

কিন্তু ক্লীভল্যান্ডের সেই ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় জোয়েল ব্ল্যাচ নামে কোন লোক নাকি সেখানে থাকে না।

হার্জকে ব্যান্ডির একটা ফটো দেখাতে সঙ্গে সঙ্গে সে সনাক্ত করে তাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে

জোয়েল ব্ল্যাচের নামে সেই মুস্তাং গাড়ীটা ব্যান্ডিই ভাড়া করেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে রিকার্ডো এবং মুস্তাং গাড়ী উধাও।

দুঃখ প্রকাশ করে সোলো বলে, কিন্তু মিঃ লেপস্কি আমি বোধহয় তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। তার সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি সব বলেছি। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারব না। অত্যন্ত দুঃখিত।

ঠিক আছে সোলো গত পাঁচ বছর ধরে তোমার চোখ কান যেমন খুলে রেখেছিলে, সেই ভাবেই থাকবে বুঝলে। সোলোর পিঠ চাপড়ে বারের ভীড় ঠেলে সূর্যস্নাত রাস্তায় নেমে যায় সে।

লেপস্কি চলে যেতেই সোলো খিস্তি করে—বাস্টার্ড পুলিশের সব লোকগুলোই এই রকম। লোভী কুত্তার জাত।

পদোন্নতি চায়? দাঁড়াও তোমার পদোন্নতি করা আমি বার করছি। হ্যারীর দিকে ফিরে সোলো বলে—আমি ওকে কোন রকম সাহায্য করতে চাই না। ব্যান্ডি নিশ্চয়ই তোমাকে আমার কথা বলেছে। তাই না?

হ্যাঁ কিছু কিছু বলেছে বৈকি, হ্যারী খুব সতর্কতার সঙ্গে বলল।

ও আমার সমব্যথী বলবেই তো। জান হ্যারী লেপস্কির কথা শুনলে আমি হয়তো এতদিনে অনেক টাকাই কামাতে পারতাম। হয়তো এই ব্যবসা থেকেও কবেই অবসর গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু কখনই আমি অবসর গ্রহণ করতে চাই না। কিংবা জেলেও পচতে চাই না। এসব কথা আমি তোমাকে বলছি, কারণ তোমাকে আমি আমার ছেলের মত মনে করি।

আমার দুর্ভাগ্য যে আমার একমাত্র সন্তান যুদ্ধে চলে গেছে। নীনা খুবই ভাল মেয়ে আমার, কিন্তু মেয়েরা কখনই বুঝতে চায় না। কিন্তু স্যাম হলে পারত।

বুঝতে পারত, কি বুঝতে পারত? হ্যারী জিজ্ঞেস করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মেয়েরা বুঝতে চায় না, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ বড় হওয়ার জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করে থাকে। যেমন কোন সুন্দরী নারীকে দেখে তোমার নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা জাগবে তাকে জয় করার জন্যে। এক এক সময় আমি আমার ব্যবসা এবং নীনার কথা ভাবি। আমি না থাকলে ঈশ্বর জানেন কি করে ব্যবসা চলবে। আর আমি এও জানি যে নীনা কোন মতেই ব্যবসা চালাতে পারবে না তখন ওর কি অবস্থা হবে?

ভাববার বিষয়। একটু থেমে হ্যারী জিজ্ঞেস করে, ব্যান্ডি রিকার্ডো লোকটি কে?

আমার পরেই এই ব্যবসায় একজন দক্ষ পিটারম্যান সে। এক সময় ও আর আমি দুজনে এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছি। কখনও একসঙ্গে জেলও খেটেছি।

কিন্তু হ্যারী একটা কথা মনে রেখ, বেআইনী ব্যবসার কখনও পার্টনার নিতে নেই, নিলেই সর্বনাশ। আজকের বাজারে ব্যান্ডির মত বৃদ্ধ লোকের নেওয়া উচিত নয়। আমার মত ওর-ও স্বেচ্ছায় চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাওয়া উচিত। বড় রহস্যময় লোক ছিল ঐ রিকার্ডো। আমাকে দিয়ে কোন অপ্রিয় কাজ করিয়ে না নিলেও তার হাবভাবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি লোকটা যেন কিছু বলতে চায় আমাকে। আমাকে নিয়ে মনে হয় কোন বিপজ্জনক খেলা খেলতে চাইছে। কিন্তু আমি আর ওর ফাঁদে পা ফেলতে চাই না।

তাই বুঝি, হ্যারী বলে, তোমার কথাবার্তা হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ব্যান্ডি সত্যিই তোমার কাছে এসেছিল। কিন্তু সে কথা তুমি টম লেপস্কির কাছে গোপন করতে চাইছ।

সোলোর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

দেখছি তুমি খুব স্মার্ট বয়। পুলিশের কাজে ঢুকলে খুব তাড়াতাড়ি তোমার পদোন্নতি ঘটতে পারে। হ্যাঁ হ্যারী তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু সে কথা লেপস্কিকে বলা যায় না। হ্যাঁ সে আমার কাছে এসেছিল বৈকি। সে আমার নৌকা ভাড়া নিতে চেয়েছিল, ভাড়া দিলে সে আমার নৌকাশুদ্ধ উধাও হয়ে যেত এতদিনে নিশ্চয়ই।

দিইনি ভালই করেছি। আমি ওকে অন্য নৌকার মালিকদের কাছে যেতে বলেছি। নৌকোর বিনিময়ে পাঁচ গ্র্যান্ড ডলার দেবার আশ্বাস দিয়েছিল। আশ্চর্য, না, মোটেই তা নয়। যাইহোক অনেক আলোচনাই তো হল, কাজের কাজ কিছু হল না তেমন।

একটু থেমে সোলো বলে, এ সব কথা যেন অন্য কারোর কাছে প্রকাশ করো না। তুমি আমার ছেলের মত বলেই বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললাম। চুপ করে থেক।

নিশ্চয়ই।

আমার মনে হয় ব্যান্ডি সত্যি খুন হয়ে থাকবে। তুমি কোন খবরই রাখছ না আজকাল।

ইতিমধ্যে তাদের গাড়ীটা এসে থেমেছিল হ্যামারসনের টিম্বার ইয়ার্ডে।

সোলো তাকে সেখানে নামিয়ে যায়।

গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার আগে সোলো তাকে বুঝিয়ে যায় তোমার নৈশভোজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাও। খুব সাবধানে থেক। পুলিশকে কখনও বিশ্বাস করো না। তোমার আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে। খুব সতর্ক হয়ে চলো। আর শোন হ্যারী খুব একটা প্রয়োজন না হলে লেপস্কির সঙ্গে যেচে কখনও আলাপ করতে যেও না। লোকটা অত্যন্ত স্মার্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষী এসব লোক যে কোন লোককে যে কোন মুহূর্তে পুলিশ হাজতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে। অতএব—

মাথা নেড়ে সায় দেয় হ্যারী। অপসৃয়মান সোলোর গাড়ীর দিকে চেয়ে গভীর এক চিন্তায় নিমগ্ন হয় হ্যারী।

।। চার ।।

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর সামনে স্পাইডার অর্কিডের ছাতার নীচে জনা তিরিশ বোর্ডার বসে খোসগল্প করছিল। মহিলারা তাদের সঙ্গীদের মদত দিয়ে যাচ্ছিল।

হ্যারী বসেছিল একটা স্পাইডার অর্কিড গাছের ছায়ায়। র‍্যান্ডি তার ঠিক পিছনে বসেছিল মুখটা তার ঢাকা। ওদিকে হ্যারী তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। টম লেপস্কির কথাগুলো তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল তখন। ব্যান্ডি রিকার্ডো সম্পর্কে সোলোর মন্তব্যও পর্যালোচনা করছিল সে নিজের মনে এবং শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল র‍্যান্ডিকে সব খুলে বলা দরকার কারণ ব্যান্ডির খুনের ঘটনার সঙ্গে তারা নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল।

তবে সে যাইহোক, হ্যারী প্রসঙ্গ শেষে বলে, যেই তাকে খুন করুক না কেন এই চাবিটির জন্য নিশ্চয়ই, এবং তারা এটা পাবে না। এটা এখন আমার হেপাজতে। ওটা ছুঁড়ে ফেলে দাও ইতস্ততঃ না করেই র‍্যান্ডি বলে, ঐ চাবিটাই যত অনিষ্টের মূল কারণ। ওটা আমাদের কাছে না থাকলেই আমরা মুক্ত স্বাধীন কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না। অতএব—

কিন্তু অতটা সহজ নয় হ্যারী বাধা দিয়ে বলে, পুলিশ মৃতদেহের সন্ধান একবার পেলে খুনীদের সন্ধান অবশ্যই করবে জোর কদমে। এই মুহূর্তে পুলিশ জানে লোকটা খুন হয়েছে। কিন্তু কারণটা জানে না। অতএব তারা এখন খুবই সতর্ক। বিশেষ করে লেপস্কি একজন স্মার্ট পুলিশ অফিসার সে যদি একবার মুস্তাং গাড়ীটার সন্ধান পেয়ে যায়, তখন সে জোর তদন্ত চালাতে গিয়ে অবশ্যই আমাদের সন্ধান পেয়ে যাবে। মনে রেখ আমরা খুব একটা পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

তাই আমি দেখতে চাই এই লাগেজ লকারে কি অবশিষ্ট আছে।

এখনও আমি বলছি চাবিটা ফেলে দাও।

ব্যান্ডি নাকি একটা বিরাট ব্যবসা চালাত, গুজব সত্যি কিনা জানি না।

র‍্যান্ডির বাধা সত্ত্বেও হ্যারী বলে যেতে থাকে, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, লোকটা সিন্দুক ভাঙ্গতে সিদ্ধহস্ত ছিল। মনে হয় সেই রকম কোন একটা বড় সিন্দুক ভাঙ্গার জন্য ব্যান্ডিকে ভাড়া করা হয়েছিল এবং কাজটা সে সম্পন্নও করে। কিন্তু সিন্দুক ভাঙ্গার পরেই হয়তো সে ডাবল ক্রস করে থাকবে এবং লুটের মাল নিশ্চয়ই এই লাগেজ লকারে লুকিয়ে রাখবে সে। এই অবস্থায় যার হয়ে সে কাজ করতে নেমেছিল তার দলের লোক তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকবে তার মুখ থেকে লুটের মালের খবর বার করার জন্যে, শেষ পর্যন্ত লোকটা মারা যায়, শোন র‍্যান্ডি, আমার নিশ্চিত ধারণা, এই লকারের মধ্যে মূল্যবান কোন বস্তু অবশ্যই লুকনো আছে।

আমার তা মনে হয় না, হঠাৎ র‍্যান্ডি সপ্রশ্ন চোখে তাকায় তার দিকে। একথা তোমার কি করে মনে হল?

এখন পুলিশের সবার সন্দেহ ব্যান্ডি নিশ্চয়ই কোন বেআইনী কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু কাজটা যে কি, তা তারা এখনও জানতে পারেনি। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে হাই-জ্যাক্ বা এ ধরনের কোন আইন বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত ছিল ব্যান্ডি।

এবার র‍্যান্ডিকে একটু আগ্রহ নিয়ে শুনতে দেখা গেল।

তার মানে তুমি মনে করছ, লকারে টাকার সন্ধান পেলেই সেগুলো আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে?

কেনই বা নয়? পাল্টা প্রশ্ন করে হ্যারী তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে, এর পরেও কি তুমি চাবিটা ফেলে দিতে বলবে?

না, তুমি যখন বলছ লকারটা মূল্যবান তাহলে থাক। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না হ্যারী। র‍্যান্ডির মুখে এক অজানা চিন্তার ছায়া পড়ে।

আচ্ছা হ্যারী, এ ব্যাপারে আমি তো তোমাকে কোন রকম চাপ দিইনি। এ ব্যাপারে কোন কথা তুমি তো আমাকে না বললেই পারতে। লকারের চাবির কথাও না তুললে পারতে আমার কাছে। তুমি তো অনায়াসে লকার খুলে টাকা কিংবা মূল্যবান যা কিছুই থাকুক না কেন বার করে সরিয়ে ফেলতে পারতে। আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম না। তবু কেন তুমি আমাকে জড়াতে গেলে বলতো?

হ্যারী তাকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

কেন জান? আমরা দুজনে এখন একেবারে হরিহর আত্মা। পুলিশও জানে সে কথা। আমাদের সত্যি যে কেউ একজন যদি কখনও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে অপরজনকেও পুলিশ ঠিক খুঁজে বার করবে, হয়তো অকথ্য অত্যাচার চালাবে তার ওপর। ধর আমাকেই যদি পুলিশ পাকড়াও করে, কি জবাব দেবে তুমি তখন? তাই ভাবলাম তোমাকে গোড়ার থেকে সবকিছু অবগত করা আমার কর্তব্য।

হ্যারীর কথা শুনে একবার মুগ্ধ চোখে তাকাল র‍্যান্ডি। তুমি একজন গ্রেট গ্রেটম্যান হ্যারী। সত্যি কি তুমি মনে কর হ্যারী আমরা ধনীলোক হতে যাচ্ছি? রাগ করে হ্যারী, ঠিক এই মুহূর্তে এভাবে স্বপ্ন দেখাটা আমাদের উচিত হবে না।

হঠাৎ নীনাকে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখামাত্র প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করল হ্যারী।

নীনার পরনে লাল বিকিনি, হাতে তোয়ালে। একটু জোরে পা চালিয়ে সী-বীচের দিকে নীনাকে এগিয়ে যেতে দেখে হ্যারীর বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। দৃশ্যটা সত্যিই বড় স্পর্শ করে। ব্রা-বিহীন নীনার স্তনজোড়া এবং ভারী নিতম্বের দোলদোলানি দেখে তার দেহের উত্তাপ হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীনার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হ্যারী এবার কেবিনে গিয়ে প্রবেশ করল পোষাক পরিবর্তন করার জন্য। তাকে এখন একবার বাইরে বেরুতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারীকে কার পার্কিং জোনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। তার পরনে শর্ট-স্লিভ্‌ড শার্ট এবং স্ল্যাক্স। একটা বুইক গাড়ী ভাড়া নিতে হবে তাকে। পার্ক করা ভাড়া গাড়ীগুলোর দিকে চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ একটা সাদা মার্সিডিজ গাড়ীর দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি তার স্থির হয়ে গেল। গাড়ীর নম্বর এস এল ১৮০। কোথায় যেন গাড়ীটা সে দেখেছে, খুব চেনা চেনা। হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে এই গাড়ীটাই সেই মেয়েটিকে তুলে নেয় যে মেয়েটা সেই সময় মুস্তাং গাড়ী চালাচ্ছিল। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ! সৈন্য বিভাগে চাকরী করে এসে আজ তার সবকিছুতেই সন্দেহ জাগাটা খুবই স্বাভাবিক এবং সেই সন্দেহের বশেই হ্যারী গাড়ীর সামনে এগিয়ে গেল, আরোহী শূন্য গাড়ী। জানালার কাঁচগুলো নামান। তবে জানলার কাঁচের উপর থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পড়তে কোন অসুবিধে হল না তার। লাইসেন্সের নাম এবং ঠিকানাটা টুকে নিল সে।

এমানুয়েল কারলোস,
১২৭৯, পাইনট্রী বুলেভার্ড,
প্যারাডাইজ সিটি।

তবে এর থেকে কিছু বোঝা না গেলেও মুখ্যত গাড়ীটা তাকে দারুণ ভাবে ভাবিয়ে তুলল। মন থেকে গাড়ীর স্মৃতিটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারল না সে। এই গাড়ীটাই কি সেদিন হাইওয়ের ওপরে তাদের ফলো করছিল? কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল হ্যারী। দ্রুত বার রুমে গিয়ে প্রবেশ করল সে।

তাকে দেখতে পেয়ে জোর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ড্রিঙ্ক চাই বস? জো এগিয়ে আসে তার সামনে।

ধন্যবাদ! এক কাপ কোকো হলেই চলবে আপাততঃ। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হ্যারী আবার সেই মার্সিডিজ গাড়ীটার কথা ভাবতে বসল।

জোর হাত থেকে কোকোর কাপ নিতে নিতে হ্যারী জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা জো তুমি এমানুয়েল কারলোসকে চেন?

মিঃ কারলোস? হ্যাঁ চিনি বৈকি। চোখ ঘুরিয়ে জো বলে উনি আমাদের একজন দামী খদ্দের। প্রায়ই এখানে আসেন। প্রচুর টাকা আছে। এইমাত্র তিনি মিসেস কারলোসের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

হ্যারীর সন্দেহ প্রশমিত হতে থাকে। ভদ্রলোকের কাজ কি জো?

কিছুই নয়। আমার তো মনে হয় না, উনি কোন কাজকর্ম করেন। ওঁর বাবার প্রচুর টাকা। কারলোসের হাভানা সিগারের ব্যবসা।

আমার যতদূর মনে হয় হাভানা সিগারের আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে এদেশে।

হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক বস, তবে মিঃ কারলোসের দয়ায় মিঃ ডোমিনিকোর কাছে প্রচুর হাভানা সিগারের স্টক আছে। কাস্টমারদের ব্যবহার করার জন্য। তাহলে তুমি বলছ মিঃ কারলোস এখন এই শহরেই আছেন।

হ্যাঁ বললাম তো বস, জো বলে, একটু আগে তিনি এখানে ফোন করতে এসেছিলেন। তারপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তাই বুঝি। হ্যারী সবজান্তার মত করে বলে, দেখছি ভদ্রলোকের বেশ মোটা টাকাই রোজগার। জোব আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হ্যারী বলে এখন চলি জো, পরে আবার দেখা হবে। বার থেকে বেরিয়ে যায় হ্যারী।

তখন বিকেল চারটে। হ্যারী ডাইভিং বোর্ডের জন্য ক্রোমিয়ামের হাতলের ফরমাস দিয়ে সোলোর নিজস্ব গাড়ী এস্টেট চালিয়ে এযারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলল অতঃপর লাগেজ রাখার লকার খুঁজে বার করতে খুব অসুবিধে হল হ্যারীর। এক সময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিচে সুদীর্ঘ অলিন্দ পথে এগিয়ে চলল সে ৩৮৮ নং লকারের খোঁজে।

শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়ে একবার সে ডাইনে-বাঁয়ে অতি সন্তর্পণে তাকিয়ে নিয়ে দেখে নেয়। একজন মোটাসোটা মাঝ-বয়সী মহিলা লকারগুলোর মধ্যে থেকে একটা বড় সাইজের লকার খুঁজে বের করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে পকেট থেকে হ্যারী তার নিজের চাবিটা বার করল এবং ৩৮৮ নং লকারটা খুব সহজেই খুলে ফেলল সে।

লকারের ভেতর থেকে একটা সুটকেস টেনে বার করতে গিয়ে হ্যারী আন্দাজ করল সুটকেসে কিছু নেই সব ফাঁকা। মনে মনে ভীষণ রাগ হল নিজের উপর, ফাঁকা সুটকেস বহনের জন্যে এতটা পথ সে ঝুঁকি নিয়ে চলে এসেছে। লকারে চাবি লাগিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল হ্যারী।

এখন তার মধ্যে নেই কোন ব্যস্ততা কেবল সতর্কতা। রিসেপসন লবির দিকে এগিয়ে চলল সে ভয় বুকে চেপে। হাতের সুটকেসটা তার এখন ভয়ের একমাত্র কারণ। সব সময় তার মনে এখন সংশয় কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। কারোর সতর্ক দৃষ্টি তার হাতের সুটকেসের ওপর পড়ে আছে কিনা। হ্যারী খুব সাবধানে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পা ফেলতে থাকে দ্রুত।

ওহে, কে যায়? হঠাৎ তার নজরে পড়ে ডিটেকটিভ টম লেপস্কি তার বাঁদিক থেকে তাকে থামবার জন্য ইঙ্গিত করছে। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, তার হাতের সুটকেসটা যেন একটা উত্তপ্ত

লাল বিস্ফোরক গোলার মতন।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হ্যারী! ইতিমধ্যে সামনে এসে উপস্থিত হয় লেপস্কি, তার হিম-শীতল চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হ্যারীর হাতের সুটকেসের ওপর।

চিনতে পারছেন আমাকে? পুলিশি বজ্র হুঙ্কার ঝংকারিত হয়ে ওঠে লেপস্কির কণ্ঠে।

নিশ্চয়ই! হ্যারী প্রত্যুত্তরে বলে। ডিটেকটিভ লেপস্কি। যে অফিসার বিস্ময়ের সঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন আমি সাঁতার জানি কিনা।

হ্যাঁ ঠিক তাই, হ্যারীকে সংশয়মুক্ত থাকতে দেখে অবাক হয় লেপস্কি। তা আপনি, এখানে কি করছিলেন? সেটা কি আপনার জানা একান্ত প্রয়োজন? হ্যারী এবার নির্ভয়ে বলে, আমি আমার সুটকেসটা লাগেজ লকার থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। আপনার সুটকেস? হ্যারীর হাতের সাদা রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগের উপর লেপস্কির শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল।

নিশ্চয়ই। জোর দিয়ে হ্যারী বলে, গতকাল রাত্রে এটা আমি লগেজ লকারে রেখে যাই। এখন আমি সোলোর হয়ে কাজ করছি। জিনিসপত্র আমার একান্ত প্রয়োজন। আর কিছু জানার আছে? মিচেল, অত স্মার্ট আমার পছন্দ নয়।

তবে আপনার কি পছন্দ স্যার? হ্যারীর কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হয়।

হ্যারীর অমন তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে লেপস্কি তার টান টান মুখে অন্ধকারের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে দেখা যায়। তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে গলার স্বর চরমে তুলে বলে, আমি আবার বলছি, অত স্মার্ট আমার পছন্দ নয়। কোত্থেকে আপনি আসছেন? আমার কথার জবাব দিন।

হ্যারী তার পকেট থেকে কাগজ ভর্তি একটা প্লাস্টিক ফোল্ডার বার করে লেপস্কির দিকে এগিয়ে দেয়। আপনার এতই যখন কৌতূহল এর মধ্যে আমার পরিচয়পত্র আছে চোখ বুলিয়ে দেখতে পারেন।

লেপস্কি তার হাত থেকে প্লাস্টিক ফোল্ডারটা নিয়ে দ্রুত তার পরিচয় পত্রের উপর চোখ রেখে পরে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বলে ওহো আপনি প্যারাট্রুপার? এবার সে শ্রদ্ধার চোখে হ্যারীর দিকে তাকায়, ঠিক আছে সার্জেন্ট আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। এখানে পুলিশের তরফ থেকে আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

একটু থেমে লেপস্কি আবার বলল, এই শহরে বেশ কয়েকজন স্মাগলাবের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে ইদানিং, তাদের খোঁজে এসেছিলাম।

আপনার প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই। কিছু মনে করবেন না।

না, না, আমি কেন কিছু মনে করতে যাব বলুন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল হ্যারী, আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন এর মধ্যে দোষের কি থাকতে পারে।

আপনার মত সমঝদার লোক কটা আছে বলুন, লেপস্কি এবার প্রসঙ্গ পাল্টায়। আচ্ছা সোলো কি আপনার কাছে ব্যান্ডি রিকার্ডোর কথা বলেছে সার্জেন্ট?

না লেপস্কি, সে রকম কোন কথা সে আমাকে বলেনি।

ধন্যবাদ সার্জেন্ট, তাকে বলবেন, আমি একদিন আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাব।

বেশ তো তিনি খুব খুশি হবেন।

আপনিও কি তাই মনে করেন? লেপস্কি শব্দ করে হাসল। অবশ্য আমার কোন দ্বিমত নেই এ ব্যাপারে। যাই হোক আজ চলি। আশা করি আপনার এখানকার দিনগুলি বেশ ভালই কাটবে। ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় টম লেপস্কি একটু পরেই।

হ্যারী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এস্টেট কারের সামনে এসে দাঁড়ায়।

হাতের সুটকেসটা পিছনের সীটে রেখে সামনে চালকের আসনে গিয়ে বসে সে। একটু পরেই গাড়ীর ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ডিটেকটিভ টম লেপস্কির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনাটা হ্যারীকে বেশ একটু আড়ষ্ট করে তুলেছিল। তার কাছ থেকে সহজে ছাড়া পেলেও ভয় তার যায়নি। পুলিশের লোককে বিশ্বাস নেই। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর পুলিশে ছুঁলে!

এয়ারপোর্ট থেকে ডোমিনিকো হোটেলে ফেরার পথে হঠাৎ ড্রাইভিং মিররের ওপর চোখ

পড়তেই চমকে উঠল হ্যারী। কি ব্যাপার? সবুজ আর সাদায় মেশান রঙ-এর একটি শেভ্রলে গাড়ি তার পিছন নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তার মনে পড়ল গাড়ীটা এয়ারপোর্টের সামনে পার্ক করা ছিল।

মোটাসোটা চেহারার চালকের মাথায় পানামা হ্যাট কপালের অনেকটা নিচে নামান, তার মুখ প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই হয়।

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর কাছাকাছি শেভ্রলে তার এস্টেট গাড়ী অতিক্রম করে গেল। হ্যারী লক্ষ্য করল গাড়ীর চালক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে পিছনে ফেলে উধাও হয়ে গেল। তাতে হ্যারীর ভয় আরো বেড়ে যায়।

প্লাস্টিকের সুটকেসটা হাতে নিয়ে হ্যারী তার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেল সোলোর কাছ থেকে।

দাঁড়াও হ্যারী। তার কথার মধ্যে একটা কড়া হুকুমের সুর ধ্বনিত হল। থমথমে মুখে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ার পূর্বাভাষ। ভবিষ্যতে আমার বিনানুমতিতে কখনও আমার গাড়ী ব্যবহার করবে না, বুঝলে।

হ্যারী তার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে সতর্ক হয়। র‍্যান্ডিকে আমি বলে গিয়েছিলাম তোমাকে বলার জন্য, কোন পরিস্থিতিতে আমি তোমার গাড়ীটা নিতে বাধ্য হই। ইস্পাতের রেলিংগুলোর ফরমাস আজই না দিলে নয় তাই। একটু থেমে হ্যারী আবার বলতে থাকে, ঠিক আছে আমার কাজ আমি এখন থেকে করব। এরপরেও হাই ডাইভিং বোর্ডের জন্য তোমার আগ্রহ থাকলে এরপর থেকে তুমি সব ব্যবস্থা করো। কথা শেষ করা মাত্র হ্যারী তার কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সোলোর ডাকে আবার সে থমকে দাঁড়ায়।

হে! হ্যারী! তা সেই ইস্পাতের রেলিংগুলো কবে ডেলিভারী দিচ্ছে?

দিন সাতেকের মধ্যে।

সোলোর গলার স্বর এবার খাদে নেমে আসে। হ্যারীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, হেঁ হেঁ ও সব কাজ আমার সাজে না। তুমিই বরং দেখাশুনা করো। এতক্ষণ যা তোমাকে বললাম ভুলে যেও।

আমার মাথা ঠিক ছিল না তখন, কি বলতে কি বলেছি। এখন থেকে যখনই তোমার প্রয়োজন হবে আমার গাড়ী তুমি ব্যবহার করতে পার। তুমি কিছু মনে করলে না তো?

না, না মনে করতে যাব কেন? হ্যারী জোর করে হাসার চেষ্টা করল, তাছাড়া তুমি তো আমার বস্। হ্যারী বুঝে গেছে এরপর থেকে সোলো তেমন আর কোন ঝামেলা করবে না।

তা হতে পারে। যাই হোক তুমি কি এখন বীচে যাবে? সোলো বলে, আমি এখন রান্না করতে চললাম।

অতঃপর হ্যারী সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে তার কেবিনের দিকে চলতে শুরু করল।

সোলোর এরপর নজরে পড়ল হ্যারীর সুটকেসের উপর। ওটা তোমার?

হ্যাঁ এয়ারপোর্ট লাগেজ লকার থেকে নিয়ে এলাম এখানে থাকার জন্যে।

নিশ্চয়ই তুমি এখানে থাকবে বৈকি। সোলো তার কাঁধে হাত রেখে বলে, হেঁ হেঁ হাই ডাইভিং বোর্ডের ব্যবস্থা তুমি করো।

করবে তো?

হ্যাঁ, করব বৈকি।

কেবিনে প্রবেশ করে হ্যারী একটু ইতস্ততঃ করল, সুটকেসটা খুলবে কি না। সোলো তাকে একবার বীচের কাজ তত্ত্বাবধান করতে বলে গেছে!

কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি সুটকেসটা রেখে দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল হ্যারী। তারপর বীচের পথে এগিয়ে চলল অলস পায়ে।

হ্যারী দেখল চারলি এবং মাইক ড্রিঙ্কস্-এর ট্রে হাতে সী-বীচের রঙীন চাতালের দিকে তখন এগিয়ে যাচ্ছিল। চতুর্থ ছাতার দিকে এক নজরে তাকিয়ে দেখে নিল দূর, থেকে যেখানে মিঃ এবং মিসেস কারলোস বসেছিল। মিঃ কারলোস নেই তবে মিসেস কারলোসকে সেখানে ম্যাগাজিন

পড়তে দেখা গেল। কাছ থেকে তাকে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। হ্যারী তার সামনা-সামনি গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

আপনার জন্য ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করতে পারি মিসেস কারলোস?

ভদ্রমহিলা তার হাতের ম্যাগাজিনটা পাশে ফেলে রেখে হ্যারীর দিকে তাকাল। চোখের বিরাট গগল্‌সটা তার মুখের প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছিল। তবে তারই মধ্যে হ্যারী দেখল ভদ্রমহিলার নাক এবং মুখটা ছোট।

মনে হল ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই কিংবা দু এক বছরের ছোট বড় হতে পারে। তবে তিরিশের কোঠায় ধরে রাখার একটা অদ্ভুত প্রয়াস তার মধ্যে লক্ষ্য করল হ্যারী। যেমন করে অন্য সব বয়স্ক মেয়েরা ম্যাসেজ, সান-বাথ করে, প্রতিদিন হেয়ার ড্রেসারের কাছে গিয়ে চুলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে বয়সটাকে যৌবনের কোঠায় ধরে রাখার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে থাকে, মিসেস কারলোস তাদের ব্যতিক্রম নন। হ্যারী অনুভবে টের পেল গগলসের আড়াল থেকে ভদ্রমহিলা তাকে মাছের-কাঁটা বাছার মত করে দেখতে থাকে।

না ধন্যবাদ, ভদ্রমহিলার গলার আওয়াজ শোনা মাত্র হ্যারী বুঝে গেছে এই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সেদিনের সেই মুস্তাং গাড়ীর চালিকা ছিলেন। কে আপনি? ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন।

হ্যারী মিচেল ; এখানকার নতুন লাইফ গার্ড।

হ্যালো হ্যারী ; দীর্ঘায়িত চোখ তুলে হাসল ভদ্রমহিলা। সোলোর কাছ থেকে তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারবে, আমি এবং আমার স্বামী প্রায়ই এখানে আসি। তা তুমি সাঁতার জান নাকি? গতবার যে ছেলেটিকে সোলো লাইফ গার্ড হিসেবে ভাড়া করেছিল—

তুমি সাঁতার জান মিসেস কারলোস?

ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে বললেন—সম্ভবতঃ তার থেকে ভালোই জানে। বাজী ধরলে দশ ডলার লাগবে। হ্যারী তার কথায় ভীষণ রেগে গিয়ে বললো যে ঠিক আছে এক রাউন্ড হয়ে যাক, ভদ্রমহিলার ঔদ্ধত্য দেখে তো হতবাক। ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হ্যারী ভাবছিল যে ভদ্রমহিলা খুব চতুর তাই গোপন ভাবটা প্রকাশ করতে চাইছে না। তাছাড়া একটা জিনিস কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না যে মিসেস কারলোসের সঙ্গে মৃতদেহের কি সম্পর্ক আছে? হ্যারী সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো মিসেস কারলোস এবং প্লাস্টিকের স্যুটকেসের কথা।

নৈশ ভোজের আগে হ্যারি তার কেবিনে ফিরে যেতে পারল না কেননা একের পর এক সুন্দরী যুবতী নানারকম প্রশ্ন করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। হ্যারী জানে তারা তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। একথা ঠিক যে সাঁতার কাটা শেখার সময় সে মেয়েদের খুশি করতে পেরেছে। তাদের হ্রস্ব ব্রার নিচে পুরুষ্ট স্তনজোড়া মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে হ্যারীর বুকের মধ্যে চেপে ধরছিল ডুবে যাওয়ার ভান করে। হ্যারীও তাদের মতলব বুঝে হাতের টিপুনি দিতে ছাড়েনি মুখোশের সদ্ব্যবহার করে। সেই মুহূর্তে যুবতীদের চোখের চাহনির মধ্যে আরও অনেক প্রত্যাশা সে লক্ষ্য করেছিল। সব মেয়েদের না হলেও হ্যারী তার পছন্দমতো দু একজনকেই কেবল তার ঠিকানা দিয়েছিল পরে দেখা করার জন্য। সোলো দূর থেকে সব লক্ষ্য করে খুশি হলো।

ডিনারের একটু আগে কেবিনে ফিরে গিয়ে হ্যারী স্নান করে পোষাক পাল্টে সোজা কিচেনে চলে এলো। খুশির আমেজ নিয়ে সোলো তার দিকে তাকালো, বললো 'মিসেস কারলোস তোমার কথা জানতে চাইছিলেন। ভদ্রমহিলার কথা শুনে মনে হলো তোমার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। জো তার জন্য এক প্লেট চিকেন মেরীল্যান্ড এবং কলার ভাজী নিয়ে এলো।

চিকেনে ছুরি চালাতে গিয়ে হ্যারী শুধোয় তার সম্বন্ধে ভদ্রমহিলা কি জানতে চাইছিলেন?

সোলো বললো, মিসেস কারলোস জানতে চাইছিলেন, তুমি এখানে বাই রোড এসেছ কিনা।

চিকেনের স্বাদ নেওয়ার কথা তখন হ্যারী ভুলে গিয়েছিল কেন না তার মাথায় তখন একটাই চিন্তা—মিসেস কারলোস তার সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করছে।

বারে তখন প্রায় চল্লিশজন খদ্দের মদ খেয়ে ঢলাঢলি করছিল যে যার সঙ্গীদের নিয়ে। ম্যানুয়েল টেবিলে টেবিলে ঘুরে তদারক করতে ব্যস্ত। ওদিকে নীনা একটি টেবিলের সামনে চারজন পুরুষের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে মশগুল। ওর পরনে ছিল স্কারলেট পাজামা স্যুট,

পুরুষদের দৃষ্টি পড়েছিল ওর উদ্ধত যৌবনের প্রতীক স্তনজোড়ার ওপরে। তাদের চোখের তারায় সেই ভাবই ছিল।

র‍্যাণ্ডির সঙ্গে হ্যারীর দেখা হতেই সে তাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে মিসেস কারলোসের তার সম্বন্ধে আগ্রহের সব কথা খুলে বললো, সে বললো যে তার দৃঢ় বিশ্বাস যে মিসেস কারলোস সেই মুস্তাং গাড়ীর একমাত্র আরোহিনী।

মদের গ্লাস হাতে অবাক বিস্ময়ে র‍্যাণ্ডি বললো, এ নিশ্চয়ই ভুল ধারণা। মিসেস কারলোস হতেই পারে না।

হ্যারী বার থেকে বেরিয়ে এলো। কেবিনের একদিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে হ্যারীর মনে হলো, দরজার সামনে একটা ছায়া ঘোরাফেরা করছে। একটু পরেই দেশলাই জ্বালানোর শব্দ হলো। কাঠির আগুনে নীনার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সন্ত্রস্থ হলো সে। সিগারেটের আগুন অনুসরণ করে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হ্যারী। অন্ধকারে নীনার মুখ দেখতে না পেলেও একটা ঝড়ের ইঙ্গিত সে শুনতে পেল নীনার দেহের উত্তাপে। সে যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলো।

অন্ধকারের মধ্যে নীনার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।' নীনা আজ নাছোড়বান্দা। অন্ধকার হাতড়ে হ্যারীর হাতের কব্জির উপর ওর উত্তপ্ত হাত দিয়ে চেপে ধরল সজোরে। হ্যারীর মনে হল কিসের যেন একটা আকর্ষণ, সে আকর্ষণ কোন পুরুষই অস্বীকার করতে পারে না। হ্যারীর বুকটা কেঁপে উঠলো। সুবোধ বালকের মতো সে নীনাকে অনুসরণ কবে চললো।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে সারি সারি তাল গাছের নিচে হাজির হলো। পায়ের নীচে বালির রাশি। সামনে সমুদ্রের উপর চাঁদের আলো পড়েছে। নীনা বালির উপর বসে পড়লো এবং হ্যারী ইতস্ততঃ করলেও নীনা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে দিলো। তারপর সে বলতে শুরু করলো, জানো হ্যারী, যখন তুমি ঐ বুড়ো ভামটাকে এক ঘুষিতে নক আউট করে দিলে, আমি তখন খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি জানতাম একদিন কেউ না কেউ ওর ঔদ্ধত্য খর্ব করবেই। তোমার মত একজন পুরুষের জন্যে বোধহয় অপেক্ষা করছিলাম। নীনা বলতে থাকে, ঐ লোকটা আমার বাবা কিন্তু আমি ওকে ভীষণ ঘৃণা করি। জান হ্যারী বছরের পর বছর ধরে ঐ বুড়ো ভামটা আমার মাকে, আমার ভাইকে, আমাকে বোঝাতে চেয়েছে ঐ একমাত্র ভগবান এবং শক্তিমান পুরুষ। লোকটার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই কোন মমত্ববোধ নেই। অদ্ভুত ধরণের চিন্তাধারা নিয়ে সে কোনদিনও আদর্শ স্বামী বা আদর্শ প্রেমিক হতে পারবে না। সে যদি জানতো যে তোমাকে আমার পছন্দ তা হলে আর রক্ষা থাকতো না। আমার পেছন পেছন ছায়ার মতো সে লেগে থাকতো। কিন্তু আমি তাকে বোকা বানিয়েছি। কেন জানো? আমার ভাই স্যামের পর তোমাকেই কেবল আমি পুরুষ বলে মনে করছি।

নীনার মুখ থেকে এই ধরনের অদ্ভুত রকম কথা শোনার জন্য হ্যারী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে এই প্রথম কথা বললো—'কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে বলছ কেন?'

কারণ একমাত্র তুমিই প্রকৃত পুরুষ। একমাত্র তুমিই আমার মনের মতো পুরুষ হতে পার। পার না?

এবারে হ্যারীর মনের বরফ গলতে শুরু করে একটু একটু করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে নীনার কামনার আগুনের আঁচ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

এদিকে নীনা তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে ওর ঠোঁট দুটি চেপে ধরে। চুম্বন অতি দীর্ঘায়ত হয় হ্যারীর শত আপত্তি সত্ত্বেও। তারপর হঠাৎ হ্যারীকে ছেড়ে দিয়ে নিজের পায়জামা টপ এবং ট্রাউজার খুলে ফেলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়াল হ্যারীর সামনে। তারপর হ্যারীর দিকে ঝুঁকে পড়ে নিজের হাতে তার জামা এবং ট্রাউজারেব বোতাম খুলে দিয়ে তাকে বিবস্ত্র হতে বাধ্য করল। হ্যারী বাধা দেবার চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। নীনা তখন হ্যারির মুখটা ওর পাহাড়ের চূড়ার মত সুউচ্চ একজোড়া স্তনের মাঝে চেপে ধরেছিল আর তখনি হ্যারীর সব বাধা-

আপত্তি ভেঙে রেনু রেনু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়েছিল। হ্যারী শেষ পর্যন্ত নীনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তার উষ্ণ নম্র হাতের ছোঁয়ায় নীনা বার বার শিউরে ওঠে। নীনা ধীরে ধীরে সুডৌল পা দুটো ভালো করে দুপাশে ছড়িয়ে দেয় যাতে ওর নগ্ন শরীরে সে তার হাতের ছোঁয়াটা আরও স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। নীনা বুঝতে পারে হ্যারী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। নীনা ওর স্তনবৃন্তের চারপাশে অনুভব করলো তার দাঁতের নিষ্পেষণ, সমস্ত শরীর ছেয়ে ধীরে ধীরে ছলকে ওঠে উষ্ণ রক্তস্রোত। নীনা অনুভব করলো তার রক্তের স্পন্দন, হ্যারীর নগ্ন দেহটা তখন ওর নগ্ন দেহতটে প্রতিটি কূলে উপকূলে আছড়ে পড়ছিল। হ্যারীর সমস্ত শরীরটাকে শক্ত করে আঁকড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ও অনুভব করলো বিপুল শিহরণ, তারপর সবকিছু ধীরে ধীরে কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল।

হ্যারীর কেবিনে প্রবেশ করার আগে র‍্যান্ডি একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিল তারপর সন্তর্পণে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো, তারপর নিচু গলায় হ্যারীকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'একটু আস্তে, এইমাত্র ম্যানুয়েল বিছানায় শুতে গেল'। তাহলে স্যুটকেসটা তোমার কেবিনে নিয়ে যাই চলো ; হ্যারী স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে যায়।

র‍্যান্ডির কেবিনে মাছকাটা ছুরি দিয়ে স্যুটকেসটা খুলতেই তাদের চোখের সামনে প্রথম থাকে ভেসে উঠল মামুলি কয়েকটি জিনিস—ধূসর রঙের স্যুট, তিনটি সাদা শার্ট, চার জোড়া কালো মোজা, শেভিং সেট, টুথব্রাশ, সাবান, এক জোড়া নীল রঙের পায়জামা, চটি এবং ছটি রুমাল। দ্বিতীয় থাকে চমকে ওঠার মত দৃশ্য ৭.৬৭ মি মি. লুগার অটোমেটিক পিস্তল, সঙ্গে বাক্সে ভরা একশোটি কার্তুজ, একশো চেস্টার ফিল্ড সিগারেট, আধ বোতল হোয়াইট হর্স হুইস্কি, পাঁচ ডলারের ছোট একটা বান্ডিল এবং একটি কালো চামড়ার ওয়ালেট।

হ্যারী ডলারের বান্ডিলটা গুনে দেখলো ২৫০ ডলার।

ওয়ালেটের ভেতর থেকে পাওয়া গেল অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড, আমেরিকান এক্সপ্রেস ক্রেডিট কার্ড—থমাস লরী ; ১০০ ডলারের একটি বিল, একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স, উইলিয়াম রিকার্ডোর নামে ইসু করা, ঠিকানা লস এঞ্জেলসের। অবশেষে জানা গেল, মৃত লোকটি সত্যিই ব্যান্ডি রিকার্ডো, কিন্তু এ সব থেকে কিই বা বোঝা যেতে পারে—র‍্যান্ডির কণ্ঠস্বরে হতাশার সুর।

হ্যারী ভাবতে লাগলো এই স্যুটকেশটা কি এমন জরুরী হতে পারে যার জন্য ব্যান্ডিকে প্রাণ দিতে হল?

হঠাৎ স্যুটকেসের ঢাকনার ভেতরে অ্যাডহেসিভ দিয়ে আটকানো একটা প্লাস্টিকের কভারের ভেতরে একটি ভিজিটিং কার্ডের উপর চোখ পড়ল হ্যারীর। লেখা রয়েছে "দ্য ফানেল, শেলডন, এল, টি জিরো সেভেন পয়েন্ট ফরটি ফাইভ, ২৭শে মে।"

মনে হয় এ যেন এক রহস্যজনক সংকেত বার্তা। র‍্যান্ডির হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে হ্যারী নিজের শার্টের পকেটে চালান করে দেয় এবং বলে, আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হবে এই কার্ডটা যদি কোন ক্লু বার করতে পারে সেটা দেখা। অতঃপর স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় হ্যারী। শুভ রাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

।। পাঁচ ।।

প্যারাডাইজ সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টার-এ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জো বেগলার ঠোঁটে সিগারেট আর হাতে কফির কাপ নিয়ে ভাবছিল আজ বিকেল তিনটের রেসে কোন্ ঘোড়ার পিছনে বাজী ধরবে সে, যাতে তার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরে যায়।

হঠাৎ ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সেকেন্ড গ্রেড পুলিশ ডিটেকটিভ টম লেপস্কি, বেগলারের ডেস্কের সামনে। তাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। মুখটা কেমন যেন থমথমে।

চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলো লেপস্কি, 'জো, চীফ, আছেন,' আমি আমার পদোন্নতি চাই। ডিপার্টমেন্টের সব উজবুকেরা যখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে, আমি তখন একা নিজের চেষ্টায় ব্যান্ডি রিকার্ডোর গাড়ী খুঁজে পেয়েছি। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বেগলার জিজ্ঞেস করে, 'তা তুমি আমাকে উজবুক বলে মনে কর লেপস্কি?' 'না না তোমাকে বলতে যাব কেন? হঠাৎ লেপস্কি তার

কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আনল। সে ভাবলো বেগলারকে চটান ঠিক হবে না। কারণ চীফের অনুপস্থিতিতে সেই তো অ্যাক্টিং চীফ। সে বলে 'চীফ যদি বাড়ি থাকে আমি বরং তার সামনা-সামনি নিজের মুখে বললেই ভাল হবে। নিশ্চয়ই তিনি খবরটা আগ্রহ সহকারে শুনবেন।

বেগলার উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, 'চীফের অনুপস্থিতিতে আমিই এখন হেডকোয়ার্টারের একমাত্র চীফ। বল, গাড়ীটা তুমি কোথায় পেলে?'

মিয়ামি সেল্‌ফ-সার্ভিস স্টোরের পিছনে কারপার্কে গাড়ীটা দেখতে পাওয়া গেছে—'

মিনিট দশেক পরে রিপোর্ট টাইপ করে বেগলারের ডেস্কের সামনে মেলে ধরল।

লেপস্কি বলে, 'জো ড্যানি ও ব্রায়েন ব্যান্ডি সোলো ডোমিনিকোর মতোই পাঁচ বছর জেল খেটেছিল। আমার মনে হয়, ওকে একটু ধ্যাতানি দিলেই সে মুখ খুলবে, তিন দিন ব্যান্ডি কি করছিল এখানে।'

বেগলার রিপোর্টের ওপর থেকে চোখ তুলে লেপস্কির দিকে তাকায়, 'তুমি মনে কর সোলো মিথ্যে কথা বলছে?

নিশ্চয়ই তবে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। তাই ভাবছি ওর বন্ধু ড্যানির ওপর থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করলে খবরটা নিশ্চয়ই জানা যাবে।

বেগলার বললো, 'ঠিক আছে তুমি দেখতে পার।'

ইতিমধ্যে বেগলার পুলিশ চীফ টেরেলকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন, রিকার্ডোর গাড়ী খুঁজে পাওয়া গেছে, মিয়ামি পুলিশ তদন্তের ভার নিয়েছে, গাড়ীর ওপর থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া হচ্ছে। মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

প্যারাডাইজ সিটির শহরতলীর এক এলাকার নাম মী-কুম। শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা। এখানেই থাকে জেল ফেরত দাগী আসামী ড্যানি ও ব্রায়েন, রোম্যান আমলের সোনা রূপোর টাকা জাল করে আর্ট কালেক্টারদের কাছে বিক্রী করে বেশ মোটা রকমের রেস্ত কামাত এই ড্যানি। তবে জুলিয়াস সীজারের আমলের টাকা জাল করে একবার ওয়াশিংটন মিউজিয়ামে বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় সে, তার পাঁচ বছরের জেল হয়ে যায়। এখন সে পুরোনো ধান্দা সব ছেড়ে দিয়ে রঙচঙে সীসের পুতুল তৈরী করে মেলমার দোকানে বিক্রী করে।

ড্যানি তিয়াত্তর বছরের বুড়ো, রোগাটে চেহারা, মুখে হাসি লেগেই আছে। লেপস্কির সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র মিষ্টি হেসে জানতে চায় 'কেমন আছেন মিঃ লেপস্কি? আমি কি আপনার পদোন্নতির জন্য অভিবাদন জানাতে পারি?'

লেপস্কি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বলে, 'শোন ড্যানি, তোমার কাছে একটা বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছি। আমাদের কাছে খবর আছে ব্যান্ডি রিকার্ডো এই শহরে এসে গত মঙ্গলবার থেকে তিনদিন থেকেছিল। আমি জানতে চাই এই তিনদিন সে কি করেছিল? তার সম্বন্ধে কিছু জানা থাকলে বল।

ড্যানি চোখ বড় বড় করে তাকায়। 'ব্যান্ডি রিকার্ডো? না না সে আসতে যাবে কেন? তাছাড়া সে আমার কাছে আসতে যাবে কেন? প্রাক্তন ক্রিমিনালরা তাদের পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। তারা নির্জনে একা থাকতেই ভালোবাসে।'

'তাই নাকি? প্রত্যেক রবিবার রাতে যে দুটো যুবতী মেয়ে তোমার ফ্ল্যাটে এসে তোমার সঙ্গে ফুর্তি করে, তোমার হারান যৌবনকে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের গ্রেপ্তার করব কি?'

ড্যানি শিউরে ওঠে। লেপস্কি বুঝতে পারে যে তার ওষুধে কাজ হয়েছে। ড্যানি বললো, না না অমন অন্যায় কাজ করবেন না, বলুন আপনি কি জানতে চান?

তবে একটা শর্তে আমি বলতে পারি, আমার মেয়ে দুটিকে রেহাই দিতে হবে। লেপস্কি বলে, বেশ, তাই হবে।

ড্যানি বলতে শুরু করে, ব্যান্ডি প্রথমে সোলোর কাছে যায় পাঁচশো ডলার ধার পাওয়ার জন্য। কিন্তু সোলো তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়। তারপর সে আমার কাছে আসে। পাঁচশো ডলার দিয়ে ও একটা নৌকো করে কিউবায় যেতে চায়। ও ছিল একজন কমিউনিস্ট। কাস্ত্রোর সমর্থক। বাজারে গুজব, ব্যান্ডি নাকি মৃত। কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হয় না।

তার কথাটা লেপস্কির কাছে বিশ্বাস যোগ্য বলেই মনে হলো। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে লেপস্কি বলে ব্যান্ডি সব সময় পরচুলা পরে থাকতো। এর থেকে মনে হয় মেয়েদের ওপর তার নজর ছিল। তার বর্তমান মেয়েমানুষ কে ছিল জানো?

একটু ইতস্ততঃ করে ড্যানি বলে, তার নাম মাই ল্যাংগলি।

লেপস্কি এবার ভাবলো, ড্যানি সত্যি কথাই বলেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাংগলির ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেল, ১৫৫৬ বি সী ভিউ বুলেভার্ড, মীকুম।

লেপস্কি ড্যানিকে সতর্ক করে দিল যেন সে কারোর কাছে মুখ না খোলে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে দ্রুত পায়ে ড্যানির আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

প্যারাডাইজ সিটির পুলিশ চীফ ফ্র্যাঙ্ক টেরেল হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ করতেই সবাই সন্ত্রস্ত হলো। লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারার লোক ফ্র্যাঙ্ক টেরেল, মাথার চুল বালির রঙ, শক্ত চোয়াল, স্বচ্ছ চোখের চাহনি।

বেগলারের হাতে গ্রাহকযন্ত্র। ঘরে ঢুকেই পুলিশ চীফ জানতে চাইলেন—'লেপস্কি কোথায়?' আর সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল দরজার কাছ থেকে লেপস্কির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

ঘরে ঢুকেই ঝড়ের বেগে ডেস্কের সামনে হাজির হয়ে লেপস্কি রিপোর্ট দেয়, 'চীফ, আমি একটা গরম উত্তেজক খবর সংগ্রহ করে এনেছি। ব্যান্ডির পরচুলা পরার অভ্যাসের কথাটা জেনেই আমি সন্দেহ করেছিলাম ওর নিশ্চয়ই কোনো মেয়েমানুষ আছে। খোঁজ নিয়ে মেয়েটির অ্যাপার্টমেন্টের মালিকের কাছ থেকে জেনেছি বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যান্ডির সঙ্গে ভলকা-ওয়াগান গাড়ীতে চেপে কোথায় যেন চলে যায়।'

টেরেল খুব মনোযোগ সহকারে তার কথাগুলো শুনে বেগলারের দিকে ফিরে বলেন, 'এই মেয়েটাকে তুলে আনতে হবে জো। মেয়েটি এক সময় ট্যাক্সি-ড্রাইভার ছিল, হেরোইন রাখার জন্য তিন তিনবার গ্রেপ্তার হয়। এখন ও এখানকার স্পেনিশ নাইট ক্লাবের হোস্টেস।'

লেপস্কি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো এত সব খবর জো জানলো কি করে?

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো, দূরাভাষে ফ্রাঙ্কের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। টেরেল এর পুলিশ চীফের কণ্ঠস্বর চিনতে কোনো অসুবিধা হলো না। অপর তিনজন অফিসার কান পেতে শুনছিল ফ্র্যাঙ্ক ও টেরেলের কথোপকথন।

গ্রাহক যন্ত্রটা নামিয়ে রেখে টেরেল-বেগলারের দিকে ফিরে বললেন—মুস্তাং গাড়ীর ওপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো কেউ খুব সাবধানে মুছে দিয়ে থাকবে। তবে হেটারলিং কোভের বালি পাওয়া গেছে। বেগলার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'মৃতদেহ কবর দেওয়ার পক্ষে হেটারলিং কোভ খুব ভালো জায়গা।'

'ঠিক আছে জো, তুমি এক ডজন লোক নিয়ে ওখানে বালি খুঁড়ে, ব্যান্ডির মৃতদেহ বার করার ব্যবস্থা কর।' তারপর লেপস্কিকে বলেন, 'শোন লেপস্কি, মাই ল্যাংগলিকে খুঁজে বার করতেই হবে।' সেই সঙ্গে ওর গাড়ীর নম্বরটাও জোগাড় করতে হবে।'

সেইদিন বিকাল পাঁচটার সময় বালি খুঁড়ে ব্যান্ডি রিকার্ডোর লাশটা বের করলো সার্জেন্ট জো-এর লোকেরা। রাত দশটার সময় পুলিশ চীফ ফ্র্যাঙ্ক টেরেল পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পড়ছিলেন, তখন তার সামনে বসেছিলেন সার্জেন্ট জো এবং হোমিসাইড স্কোয়াডের ফ্রেড হেস। মুস্তাং গাড়ীতে রক্তের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি। তাই মনে হয় খুন করার সময় অন্য কোনো গাড়ী হাইজ্যাক করা হয়েছিল। যাইহোক, এখন প্রয়োজন হাইওয়ের প্রতিটি বার, কাফে, পেট্রোল পাম্পে খোঁজ নেওয়া যে, সেদিন রাতে মুস্তাং গাড়ীটা কেউ দেখেছে কিনা। আর গাড়ীতেই বা কে ছিল? ব্যান্ডি রিকার্ডো যদি সত্যি সত্যি কমিউনিস্ট হয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই ফিদেল কাস্ত্রোর হয়ে কাজ করছিল। আজকাল কিউবায় যেতে হলে প্লেন হাইজ্যাকই সব থেকে সহজতর উপায়। অথচ এই ব্যান্ডি লোকটা নৌকা ভাড়া করতে চেয়েছিল কেন? তাহলে এর থেকে বোঝা যায় মালটা নিশ্চয়ই খুব ভারি ছিল, যা প্লেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং মনে হয় এমন কোনো মাল যা কাস্ত্রোর একান্ত প্রয়োজন ছিল।'

টেরেলকে দেখে খুব চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল। তিন চারদিনের মধ্যে কেসটার হদিশ করতে

না পারলে মনে হয় সি. আই. এর হাতে তুলে দিতে হবে।

ভেরো বীচ একটা ব্যস্ত বন্দর মাল রপ্তানির জন্যে। ছোট শহর হলেও ভীষণ কর্মব্যস্ত। সমুদ্রের ধারেই 'দ্য লবস্টার অ্যান্ড দ্য ক্র্যাব' রেস্তোরাঁ কাম হোটেল, তিনতলা বিল্ডিং, ছোট বড় স্মাগলার এবং নারীলোভী ইয়াঙ্কি ছোকরাদের আড্ডাখানা। রেস্তোরাঁর মালিক ডো ডো হ্যামারস্টেইন জাঁদরেল দশাসই চেহারার মেয়েমানুষ। ডো ডো লেপস্কিকে খুব খাতির করে, জানতে চায় কি রকম মেয়েমানুষের প্রয়োজন।

লেপস্কি তাকে ধমকে ওঠে, ও সব ছেনালীপনা রাখ। আমি পুলিশের লোক। বুঝতেই পারছ আমি কেন এখানে এসেছি। আমি জানতে চাই মাই ল্যাংগলি এখন কোথায়?

'বলবো, তবে তুমি আমাকে এতো বোকা ভেবোনা, আগে মালকড়ি ছাড়ো তারপর।'

লেপস্কি দশ ডলারের একটা বিল ডো ডো-র বাতাবিলেবুর মতো স্তনজোড়ার খাঁজে গুঁজে দিল। বিনিময়ে ডো ডো তেইশ নম্বর ঘরটি দেখিয়ে দিল।

অতঃপর ডিটেকটিভ টম লেপস্কি উদ্যত রিভলবার হাতে আচমকা তেইশ নম্বর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লো।

সোনালী চুল, বুকে এক চিলতে ব্রা, নাভির নিচে ছোট একফালি প্যান্টি, বছর পঁচিশের মেয়েটি লেপস্কিকে দেখামাত্র ভয় পেয়ে ডিভানের একপাশে গুটিশুটি মেরে সরে যায়।

পুলিশি বাজখাই গলায় গর্জে ওঠে লেপস্কি, 'বল ব্যান্ডি, মানে ব্যান্ডি রিকোর্ডো কোথায়?'

'জানি না।'

ধমকে ওঠে লেপস্কি, 'জানো না?' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে শাসায়, এর মধ্যে কোকেন আছে। আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে আমার চীফকে বলবো এই প্যাকেটটা তোমাব ঘর থেকে পাওয়া গেছে। তারপর তোমার বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে দেওয়া যাবে।

মেয়েটি দারুণ ভয় পেয়ে গেল, লেপস্কির সঙ্গে প্যাঁচ কযতে সাহস পেলো না। সে স্বীকার করলো—'ব্যান্ডি রিকোর্ডো ভেরো বীচ থেকে মাল পাচার করতো কিউবায় জলপথে। কারা যেন গুলি করে মালসমেত নৌকাটা ডুবিয়ে দিয়েছিলো। সোলো, ড্যানি ও ব্রায়েন কেউ তাকে বন্ধু হয়েও সাহায্য করলো না। শেষ পর্যন্ত আমাকে সে এখানে রেখে এয়ারপোর্টে গেল। ওর সাথে একটা স্যুটকেস ছিল, ঐ স্যুটকেসটার জন্য তার মনের মধ্যে খুব ভয় ছিল।'

সব কথা শুনে লেপস্কির মনে হলো, একটা ক্লু বোধহয় সে খুঁজে পেয়েছে। ল্যাংগলির দিকে ফিরে এবারে সে জানতে চায়—সেই স্যুটকেসটার জন্য কাকে সে ভয় করতো? জানি না, প্রকৃত কাকে সে ভয় করতো কিছুই বলেনি।

লেপস্কি আপন মনে মাথা দোলায় তারপর হুকুম করে, 'চল আমার সঙ্গে তোমাকে থানায় যেতে হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে যায়, পরে আর্তনাদ করে বুকে হাত চেপে মাই ল্যাংগলিকে ডিভান-এর ওপর আছড়ে পড়তে দেখা যায়। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটি লোক। মুখে রুমাল বাঁধা হাতে পিস্তল। লোকটার হাতের উদ্যত পিস্তল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বেরিয়ে এসে মেয়েটির বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। রক্ত ছলকে পড়ছে ডিভানে।

মুহূর্তের মধ্যে লেপস্কি তার কর্তব্য স্থির করে নেয়। মাটিতে শুয়ে পড়ে হোলস্টার থেকে রিভালবারটা বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে ল্যাংগলির আততায়ী পালিয়েছে।

নিচে একতলায় আবার গুলির আওয়াজ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে ডো ডোর করুণ আর্তনাদ হাওয়ায় ভেসে আসে। লেপস্কি তাকিয়ে দেখলো সী-বীচের জনারণ্যে লোকটি হারিয়ে গেল।

।। ছয় ।।

ভোরের আলো ফোটার আগেই হ্যারী মিচেন তার কেবিন থেকে অতি সন্তর্পনে বেরিয়ে এল। হাতে ব্যান্ডি রিকার্ডোর স্যুটকেস। দ্রুত পা ফেলে সী-বীচের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে হাঁটু অবধি সমুদ্রের জলে এসে দাঁড়াল, তখন সময় চারটে পঞ্চান্ন। ধীরে ধীরে গভীর জলে নেমে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্যুটকেসটা অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তারপর কেবিনে ফিরে এল।

তার প্রথম অপারেশন সফল, কেউ দেখতে পায়নি। কেবল সোলো ডোমিনিকোর ঘর থেকে আলোর ক্ষীণ একটা রেখা চুঁইয়ে পড়ছিল বাইরের দরজা পথে।

সোলোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার তখনও কিছু সময় বাকি ছিল। সিগারেটের টান দিতে গিয়ে গত রাত্রের কথা মনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নীনার নগ্ন দেহটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দৈহিক মিলনে যে এত সুখ, এর আগে কখনও সে অনুভব করেনি। এমনকি তার বিবাহিতা স্ত্রীর কাছেও নয়। নীনাই বোধ হয় প্রথম মেয়ে যে নিজের থেকে তাকে যৌন সংসর্গ করতে আহ্বান জানাল। তার মতো নীনাও যৌন সুখে গা ভাসিয়ে দিতে চায়। তার এবং নীনার চাহিদা যেন একই সূত্রে গাঁথা।

হ্যারীর মনে হয়, সোলো যদি একান্তই তার সঙ্গে শক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না সে। আসলে সোলো তার কাছে কোনো সমস্যাই নয়। তাছাড়া নীনার পিতা সে। মেয়ের প্রেমিকের সঙ্গে কেনইবা সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে যাবে। তবু জীবনটা বড় জটিল, বড় সমস্যাবহুল কথাটা ভাবতে ভাবতে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই সোলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সোলো হাসতে হাসতে বলে 'গতকাল রাত্রে আমি তোমার কেবিনে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি তখন সেখানে ছিলে না। আমি বলতে চেয়েছিলাম আজ সকালে আমার কোনো কাজ তোমাকে করতে হবে না। তুমি বরং হাই ডাইভিং বোর্ড তৈরীর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেক। কিন্তু—তুমি কি তোমার আদরের মেয়েটিকে বালির ওপর ফেলে—'

হ্যারীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, সেটা আমার বিজনেস, এ ব্যাপারে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে সোলো।

সোলো গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে কোনো তর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না। এখন যাচ্ছি, আবার ঠিক দশটার সময় আসবো। তৈরী থেক।'

কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। হ্যারী ভাবে সোলো তাকে সন্দেহ করছে না তো? ঠিক সেই মুহূর্তে নীনার ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকায় হ্যারী। নীনা তখন ওর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে এক চিলতে ব্রা, হ্রস্ব নাইলনের স্বচ্ছ প্যান্টি, দুই উরুর সন্ধিস্থলের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভাসিত, প্রতিফলিত। নীনাকে দেখে হ্যারীর দেহের রক্ত যেন চমকে উঠলো। নীনার আহ্বান সে অস্বীকার করতে না পেরে পায়ে পায়ে কখন যে সে নীনার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সে খেয়াল তার ছিল না। সম্বিৎ ফিরে পেলো সে নীনাকে ওর দেহের ওপর থেকে পোষাকগুলো এক এক করে তার চোখের সামনে খুলে ফেলতে দেখে। নীনা তখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছে তাকে ওর কাছে যেতে।

হ্যারীর ইচ্ছা হলো নীনার আহ্বানে সাড়া দিতে কিন্তু দারুণ ভয় পেলো একটু আগে সোলোর হিংস্র চাহনির কথা মনে করে। হ্যারী চোখ ফিরিয়ে নিল নীনার দিক থেকে। তারপর কৃত্রিম অনীহা প্রকাশ করে বললো, 'আমি বরং বাইরে অপেক্ষা করছি। তুমি সাঁতারের পোষাক পরে বেরিয়ে এসো। সী-বীচে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।'

একটু পরে নীনা এসে সমুদ্রে হ্যারীর সঙ্গে যোগ দেয়। জলের তলায় হ্যারী নীনার স্তনবৃন্তে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'গতকালের মিলনের দৃশ্য তোমার বাবা দেখেছে। তার কথার ঝাঁঝ শুনে মনে হল, ভীষণ চটে গেছে সে। অতএব—'

'তাহলে আবার কখন আমরা . . . '

আগামী রবিবার তোমার সঙ্গে শেলডন দ্বীপে গেলে কেমন হয়?

'চমৎকার আইডিয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা মিলনে প্রবৃত্ত হতে পারব সেখানে। বাবার রক্তচক্ষু আর আমাদের দেখতে হবে না। আগামী রবিবাব.....শেলডন দ্বীপ, তুমি আর আমি কেবল সেখানে।'

মিয়ামি সেমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেন্যান্ট অ্যালান লেসিকে পুলিশের কেউ সুনজরে দেখে না। লোকটা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, নিজের ভালো ছাড়া অন্যের সুখ-সুবিধা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না সে।

সামনে তাকে তার চামচা পিটার ওয়েডম্যান সহ জাগুয়ার গাড়ী থেকে নামতে দেখামাত্র টম লেপস্কি সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে যায়, কিন্তু তার শ্যেন দৃষ্টির সামনে অদূরে ডো-ডো এবং মাই ল্যাংগলির মৃতদেহের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লেসি জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখানে? কোন খবর টবর পেলে?'

লেপস্কি সিদ্ধান্ত নেয় লেসির কাছে এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না। তাই সে বলে, 'না কোন খবরই পেলাম না। ব্যান্ডির সম্বন্ধে প্রশ্ন করার আগেই হঠাৎ কোথা থেকে গানম্যান হাজির হয়ে গুলি করে বসে।'

লেসি খিঁচিয়ে ওঠে, যত সব অপদার্থের দল। ভাগো এখান থেকে। রাগে ঘৃণায় লেপস্কি তার গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাবার আগে এক ডলারের বিনিময়ে একটি বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে ল্যাংগলির এক বন্ধুর ঠিকানা সে পেয়ে গেল—'তেইশ-এ টর্টল ক্রোল, চারতলা।' লেপস্কি পিছন দিকে না ফিরে বাঁ দিকের দু' নম্বর রাস্তা দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দেয়।

চারতলায় একটা ঘরের সামনে সাইনবোর্ড ঝুলে থাকতে দেখলো টম লেপস্কি। 'গোলডি হোয়াইট। বিজনেস আওয়ার ঃ রাত আটটা থেকে এগারোটা।'

নক্ করতেই দরজা খুলে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে গোলডি হোয়াইট। বেহায়া মেয়েটা। কমলা রঙ এর সোয়েটার-এর নীচে ওর বেঢপ স্তনজোড়া তাব নিঃশ্বাসের সঙ্গে দুলে উঠছিল, উরু দেখানোর জন্য মিনিস্কার্ট পরেছে। চোখে বিলোল কটাক্ষ হেনে গোলডি বলে, 'বিজনেসের কথা পরে হবে, তোমাকে দেখে ভীষণ ঘেমে গেছি। এসো আমাকে একটু ঠাণ্ডা করে দাও।'

সোয়েটার খোলার সঙ্গে সঙ্গে তার বেঢপ স্তন দুটি ঝুলে পড়ে। লেপস্কি আর স্থির থাকতে না পেরে গোলডির বাম গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়। কাজের সময় এসব একেবারে পছন্দ করি না। কোন ভূমিকা না করে লেপস্কি বলে 'ব্যান্ডি রিকার্ডোর সম্বন্ধে তুমি কি জানো?'

'গত ২৪শে মার্চ পাঁচশো ডলার দিয়ে জ্যাকের বোট তিন সপ্তাহের জন্য ভাড়া নেয় ব্যান্ডি রিকার্ডো। তারপর আট সপ্তাহ তার কোন খোঁজ ছিল না, বোটটাও বেপাত্তা, সেই সঙ্গে বোটের দুজন ক্রু জেসি এবং হ্যানস দুজনেই নিখোঁজ। শুনেছি গত মঙ্গলবার ব্যান্ডি নাকি প্যারাডাইজ সিটিতে এসেছিল, এখন সে মৃত।

এবারে লেপস্কি সেই মটর লঞ্চের আরোহী দুজনের চেহারার বিবরণ জানতে চাইলো।

'হ্যানস লারসেন, দীর্ঘদেহী পুরুষ, ব্লন্ড, বয়স আন্দাজ পঁচিশ। আর জেসী স্মিথের চেহারা রোগাটে পুরু ঠোঁট, ভাঙা নাক, নিগ্রো।

লেপস্কি আরো জানতে চায়—'মাই মরার আগে বলে গেছে ব্যান্ডির নৌকোটা নাকি গুলি করে ডুবিয়ে দিয়েছে কোন দল। তারা কারা?' এ ব্যাপারে জ্যাকি কিংবা অন্য কেউ হলে আমাদের হেড কোয়ার্টারে জানানো প্রয়োজন।

গোলডির দু চোখে বিস্ময়।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই। তুমি এবং জ্যাক যদি আমাদের খবরটা না দাও তাহলে জেনে রেখো, নির্দিষ্ট সময়ের পর তোমাদের ঠিকানা হবে জেল-হাজতে।'

।। সাত ।।

হ্যারী ডোমিনিকো রেস্তোরাঁর বারম্যান জোর কথা ভাবছিল। সে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, 'মিঃ হ্যারী, যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে কেটে পড়। আমার বস্ সোলো ডোমিনিকো হিংস্র লোক। ওকে তুমি বক্সিং-এ নক্ আউট করেছিলে সেদিন, সেই পরাজয়ের শোধ ও ঠিক নেবেই। অতএব যত তাড়াতাড়ি পারো কেটে পড়।'

জোকে ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যারী চোখ ফেরাতেই দেখে র‍্যান্ডি তার কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছে। কেবিনে ঢোকার আগে র‍্যান্ডি তাকে ইশারায় আহ্বান করলো, খবরের কাগজটা হ্যারীর দিকে এগিয়ে দিয়ে র‍্যান্ডি বলে, 'খবরের হেড লাইনটা পড়ে দেখো।'

হ্যারী দ্রুত চোখ বোলায় খবরের কাগজের ওপর ঃ 'মৃত অবস্থায় লোকটাকে পাওয়া গেছে। এই লোকটাকে ১০ই মে থেকে ১১ই মে পর্যন্ত আপনি কি দেখেছেন? মৃত লোকটি সম্ভবতঃ

ক্রিমিনাল, ব্যান্ডি রিকার্ডো নামে পরিচিত। দেখে থাকলে প্যারাডাইজ সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

'তোমার কি মনে হয় পুলিশ আমাদের সন্দেহ করতে পারে?'

হ্যারী মাথা নাড়ে, 'ভাগ্য বিরূপ না হলে সম্ভব নয়। মনে রেখো মুস্তাং গাড়ীটার খবর পুলিশ এখনো পায়নি।' অতঃপর ওরা দুজনেই বারের প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ধীর পায়ে। হঠাৎ আগুয়ান সাদা মার্সিডিজ গাড়ীটা দেখতে পেয়ে পিছন থেকে র‍্যান্ডির হাত ধরে টানে হ্যারী।

মিসেস কারলোসের গাড়ীটা কারপার্কে এসে থামল। তার চোখে সান গগলস থাকার দরুণ মুখটা অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। চালক গাড়ী থেকে নামল এক সময়। বেঁটে মোটা পরনে বটলগ্রীন রঙের স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট, মিসেস কারলোস, গাড়ী থেকে নেমে সী-বীচের পথে হাঁটা দেন।

হ্যারী র‍্যান্ডিকে বিদায় দিয়ে সেও সী-বীচের পথে পা বাড়ালো।

নীনা রোদ পোয়াচ্ছিল সী-বীচে, আড়চোখে হ্যারীর দিকে তাকাল, হ্যারী কিন্তু ফিরে তাকায় না।

সী-বীচের উপর সান-আম্ব্রেলার নিচে মিসেস কারলোস একা, হাত নেড়ে আহ্বান জানায় হ্যারীকে। হ্যারী আড় চোখে এবার খুব কাছ থেকে মিসেস কারলোসকে দেখছে। সেই চোখ, সেই মুখ, স্কার্ফের আড়ালে লুকিয়ে সেদিন রাতে মুস্তাং গাড়ীটা ড্রাইভ করছিলেন মিসেস কারলোস।

কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, মিসেস কারলোসের মত সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা কেন ব্যান্ডি রিকার্ডোর মত একজন পেশাদার স্মাগলারের পাল্লায় পড়তে গেল?

মিসেস কারলোস কাল সন্ধ্যাবেলা হ্যারীকে তার বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ জানালো। হ্যারী জানিয়ে দিল ঐ সময় অন্য একজনের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

মিসেস কারলোস বললো, 'আমার স্বামী বাড়িতে নেই। আমার সঙ্গে গেলে তুমি তিনশ ডলার নগদ পাবে। এত টাকা কোন মেয়ে তোমাকে দিতে পারবে না। তাছাড়া আমার মত এমন এক সুন্দরী যুবতীর দেহ উপভোগ করা তোমার ভাগ্যের কথা।'

'রাস্তায় অনেক কুকুর সঙ্গিনী খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকে আপনার মনের মত সঙ্গী খুঁজে নিন মিসেস কারলোস। আমি দুঃখিত, আমি কুকুর নই।' হন হন করে সমুদ্রের দিকে হেঁটে যায় হ্যারী।

পুলিশ চীফ টেরেলের অফিস ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল টম লেপস্কি। এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছিল তখন সেখানে। অনেকক্ষণ পর টেরেল জানালো যে লেফটেন্যান্ট লেসী তার নামে অভিযোগ করে রিপোর্ট করেছেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে লেপস্কি তাদের সীমানায় ঢুকে অনধিকার চর্চা করে এবং বিন্দুমাত্রও তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেনি।

লেপস্কিও টেরেলকে জানায় যে, লেফটেন্যান্ট লেসীর অনুমতি নেওয়ার অবসর ছিল না, নিতে গেলে পাখী উড়ে যেত। তাছাড়া লেসী পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে অপদার্থ বলে গালাগালি করাতে বাধ্য হয়ে ওনার সঙ্গে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এবারে টেরেল একটু নরম হয়ে লেপস্কির কাজের প্রশংসা করলো।

এবার টেরেল এবং লেপস্কির মধ্যে ব্যান্ডির খুনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। গোলডি হোয়াইট খবর দিয়েছে, ব্যান্ডি নাকি ২৪শে মার্চ জ্যাকি টমাসের মোটর লঞ্চ তিন সপ্তাহের জন্য ভাড়া নেয়, কিন্তু সেই লঞ্চ এবং দুজন ক্রু সমেত বেপাত্তা। মরার আগে ল্যাংগলি বলে গেছে, লঞ্চটা নাকি কেউ গুলি করে ডুবিয়ে দেয়। দু'মাস পরে ব্যান্ডি আবার ভেরো বীচে ফিরে এসে সোলোর কাছে মোটর বোট ভাড়া নিতে চায়, কিন্তু সোলো তাকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর সে একটা মুস্তাং গাড়ী ভাড়া করে উধাও হয়ে যায়। দুদিন পরে মুস্তাং গাড়ী এবং ব্যান্ডির লাশও পাওয়া যায়। এখন কথা হলো কে তাকে খুন করতে পারে? আর তার কারণই বা কি? সেই সঙ্গে জানতে হবে কি ধরনের মাল কিউবা থেকে স্মাগল করে আনত। আবও জানতে হবে, তার খুনের সঙ্গে

কিউবা সরকারের কোন হাত আছে কিনা? এই সব কথা ভেবে মনে হয় কেসটা সি. আই. এ.-র হাতে তুলে দেওয়াই ভালো। মনে হয় ওরা দ্রুত কাজ সারতে পারবে।

হঠাৎ ম্যাক্স জ্যাকবি টেরেলের অফিস ঘরে এসে প্রবেশ করে হন্তদন্ত হয়ে, 'স্যার, এই মাত্র রেটমিক ফোন করে জানাল, ১নং হাইওয়ের উপর একটি মুস্তাং গাড়ীতে দুজন আরোহীকে দেখা যায় ব্যান্ডির নিখোঁজ হওয়ার দিন।

বেগলারের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে টেরেল বলে, 'ঠিক আছে ম্যাক্স, রেটমিককে বল, সে যেন এখুনি এখানে চলে আসে।'

লাল চুলওয়ালা মাথায় থার্ড গ্রেড পুলিশ ডিটেকটিভ রেড রেটমিক রিপোর্ট দিচ্ছিল, আর সার্জেন্ট জো বেগলার সেই রিপোর্ট লিখে নিচ্ছিল দ্রুত হাতে। ঘটনার বিবরণ ছিল এই রকম : 'গত বৃহস্পতিবার রাতে হাইওয়ের উপরে মুস্তাং গাড়ী চালাচ্ছিল দুটি লোক। গাড়ীর পেছনে ছিল একটা ক্যারাভ্যান। সেই গাড়ীটা জ্যাকসনের কাফেতে থামে। লোক দুজন সেই কাফেতে কফি খেতে ঢোকে—'

জোর দিকে ফিরে টেরেল বলে, 'আর হ্যাঁ ক্যারাভ্যানটা তুমি তাড়াতাড়ি খুঁজে বার কর।'

সোলো ডোমিনিকোর রেস্তোরাঁ। ডিটেকটিভ টম লেপস্কির যুবতী স্ত্রী ক্যারল লেপস্কি রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করা মাত্র দারুণ একটা সাড়া পড়ে গেল বহিরাগত খদ্দের এবং রেস্তোরাঁর কর্মচারীদের মধ্যে।

টম লেপস্কির মেজাজ খিঁচড়ে আছে। ব্যান্ডি রিকার্ডোর ভাড়া করা মোটরবোটের দু'জন ক্রু, ব্যান্ডির গার্লফ্রেন্ড মাই ল্যাংগলি, ডো-ডো সবাই আজ মৃত, খুন হয়েছে, অথচ এখনো পর্যন্ত কোনো খুনের কিনারা হয়নি। স্বভাবতই তার মনটা এখনো বিক্ষিপ্ত। শনিবারের ভীড় সামলাতে হ্যারী মিচেলও রেস্তোরাঁর কাজে লেগে পড়েছিল। তার হাতে ড্রিঙ্কসের ট্রে।

লেপস্কি তাদের খাবারের ফরমাস করে দেয়। একটু পরেই খাবার আসে। খাওয়া শেষ করে বাথরুমে যাবার নাম করে রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে টম। ক্যারল তখন হাঁসের ক্যাসারোল খাচ্ছিল তারিয়ে তারিয়ে। ইন্টারকাম টেলিফোন মারফত ম্যানুয়েলকে সাবধান করে দেয় সোলো ডোমিনিকো, ডিটেকটিভ টম লেপস্কি রাউন্ডে বেরিয়েছে। সেই সময় রেস্তোরাঁর সামনে একটা সাদা গাড়ী এসে থামল, মিসেস কারলোস পিছনের সিটে বসে আছেন। গাড়ীর ড্রাইভারকে দেখে মনে হলো লোকটা চেনা। লেপস্কির মনে হলো লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে সে। মনে পড়েছে, মাই ল্যাংগলির খুনি সে, রিভলবার উঁচিয়ে মাইকে খুন করতে দেখেছিল সে। কথাটা মনে হতেই জ্যাকেটের ভেতরে হাত রাখে লেপস্কি। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে পিস্তল সঙ্গে আনতে দেয়নি। অথচ পুলিশের সার্ভিস রেগুলেশন মাফিক গোয়েন্দারা যেখানেই যাক না কেন সার্ভিস পিস্তল তাদের সঙ্গে রাখতেই হবে।

বিনা অস্ত্রে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে গিয়ে লেপস্কি কার পার্কের দিকে এগিয়ে যায়। লোকটার সামনে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করায় জানতে পারে তার নাম 'ফারন্যান্দো কর্টেজ' মিসেস কারলোসের ড্রাইভার।

ঠিক আছে কর্টেজ। হাত তুলে পিস্তলটা আমার হাতে তুলে দাও।

কর্টেজের মুখে হিংস্র হাসি, হাতে উদ্যত ওয়ালথার সেভেন পয়েন্ট সিক্সটিফাইভ পিস্তল। এই পিস্তলের গুলিতেই মাই ল্যাংগলির বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করে টম লেপস্কি. পুলিশের সব কেরামতি এখন স্তব্ধ।

হঠাৎ ফারন্যান্দোর হাতের জোরাল এক ঘুঁষি লেপস্কির মাথায় এসে লাগালো। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখে সরষে ফুল দেখলো।

।। আট ।।

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁয় ওয়েটারদের দলপতি ম্যানুয়েল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় ওর টেবিলের সামনে। 'মিসেস লেপস্কি আপনার স্বামী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, মদের মাত্রা বোধহয় একটু বেশী হয়ে থাকবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। হ্যারী সঙ্গে যাবে আপনাদের বাড়ী পৌঁছে দেবার

জন্য।'

ওয়াইল্ডক্যাট গাড়ীর পিছনের সীটে ক্যারলের স্বামী টম লেপস্কি তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। ক্যারল তার দিকে ঘৃণা ভরে তাকিয়ে শব্দ করে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে চালকের আসনে গিয়ে বসা মাত্র স্টার্ট দেয়। পিছন পিছন সোলোর এস্টেট গাড়ী চালিয়ে চলেছে হ্যারী মিচেল।

এক সময় লেপস্কির ফ্ল্যাটের সামনে দুটো গাড়ীই এসে থামে। হ্যারী তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে লেপস্কির ঘুমন্ত শরীরটাকে তুলে নিয়ে গেস্টরুমের দিকে এগিয়ে যায়। একটু পরেই সে বসার ঘরে ফিরে আসে।

হ্যারীকে দেখে ক্যারল ভাবে, কি সুন্দর লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ চেহারার পুরুষ। ওকে আজ আমার বিছানার সঙ্গী করলে কেমন হয়। ক্যারল নিজের মনে ভাবতে থাকে, একটু পরেই হ্যারী আমার গা থেকে পোষাক ব্রা, প্যান্টি সব কিছু টেনে খুলে ফেলবে, তার পরেই ও আমার দেহটা খুশী মতো ব্যবহার করবে। আমি সেই উত্তেজনায় আনন্দে চীৎকার করে উঠবো।

হ্যারী চলে যেতে চাইলে মিসেস লেপস্কি তাকে বাধা দেয়, বলে—আজ রাতটা তুমি আমার কাছে থাক, উপভোগ কর, আমাকে গ্রহণ কর। একথা বলে একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, স্কার্টটা কোমরের ওপর তুলে ধরে পা দুটো ফাঁক করে দিল হ্যারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

হ্যারী ওর প্রায়-নগ্ন দেহের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে। ক্যারল বুঝতে পারে না, সে তখন হ্যারীর স্পর্শের অপেক্ষায় ছিল। একটু পরে গাড়ীতে স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারল হ্যারী চলে যাচ্ছে। তখনই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

পরদিন ভোর পাঁচটা। র‍্যান্ডির সঙ্গে কফি খেতে গিয়ে হ্যারী বলে, 'জান র‍্যান্ডি আমার মনে হয় ডিটেকটিভ টম লেপস্কি গতকাল মদ খেয়ে বেহুশ হয় নি। আমার ধারণা সোলো পেছন থেকে ওর মুখে ঘুঁষি মেরে থাকবে, তারপর ওর পোষাকে মদ ঢেলে বোঝাতে চেয়েছে লেপস্কি মাতাল হয়ে পড়েছে। যাইহোক আজ সকালে লেপস্কির জ্ঞান ফিরলে পুলিশ চীফ টেরেলের কাছে রাতের সব ঘটনা খুলে বলবে। তারপর ডোমিনিকোর রেস্তোরাঁ ঘিরে ফেলবে পুলিশ। তাই বলছি র‍্যান্ডি পুলিশ এসে পড়ার আগে এখান থেকে কেটে পড়। তোমার সঙ্গে আমিও নীনাকে সঙ্গে নিয়ে শেলডন দ্বীপে পাড়ি দেবো। সেখানে গিয়ে আমরা উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটবো। নীনাও আমাকে একান্ত নিবিড় করে পেতে চায়। সেই ভিয়েতনামের যুদ্ধের পর অনেকদিন মেয়েদের শরীর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিনি।

'কিন্তু আমি যে নীনার চোখে তোমার সর্বনাশ দেখেছি হ্যারী। এ সব ঝামেলায় তুমি নিজেকে জড়াতে যেও না। হ্যাঁ, আমি যাবই। তুমি এখন এখান থেকে যেতে পার।'

মুখ গোমড়া করে র‍্যান্ডি তার কেবিনে ফিরে যায়। হ্যারী ঘড়ির দিকে তাকায়। খাবার সময় হলো। র‍্যান্ডির অটোমেটিক পিস্তল এবং কার্তুজের বাক্সটা ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে। দ্রুত সী-বীচ ধরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল হ্যারী মিচেল। বোট হাউসে অপেক্ষা করছিল নীনা ডোমিনিকো। চারপাশে পাম গাছ, ঝোপঝাড়। ওর পরনে ছোট বিকিনি।

হ্যারী মোটরবোটে ওঠামাত্র চব্বিশ ফুট লম্বা সোলোর মোটরবোট সমুদ্রের বুকে জল কেটে কেটে চলতে শুরু করলো।

পোর্ট হোলে পর্দা খাটানো। কেবিনটা বন্ধ থাকতে দেখে হ্যারী জিজ্ঞেস করে নীনাকে, 'ওটা বন্ধ কেন?'

'ওখানে ড্যাডির মালপত্র থাকে। ড্যাডির হুকুম ছাড়া কেবিন কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তবে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

হ্যারীর মাথায় এখন একটাই চিন্তা শেলডন দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের ফানেলের কথা। সে নীনার কাছে জানতে চায় ফানেল বলতে ঠিক কি বোঝায়?

নীনা বলে, 'সমুদ্রের নিচে পাথরের খাঁজের ভিতরে ঠিক ফানেলের মত একটা প্যাসেজ আছে। তিনমাস অন্তর সমুদ্রে ভাঁটা পড়লে শেলডন দ্বীপের তীরবর্তী সমুদ্রের জল অনেক নীচে চলে যায়। তখন ঐ ফানেল দিয়ে সমুদ্রের নীচে একটা গুহার ভিতরে ঢোকা যায়। আমাদের

লকারে দুটো অ্যাকোয়ালাং আছে, আমরা জলের নীচে সাঁতার কেটে ওখানে যেতে পারি।'

'দ্য ফানেল। শেলডন, এল টি জিরো। সেভেন পয়েন্ট ফরটিফাইভ, ২৭শে মে....' ব্যান্ডি রিকার্ডোর স্যুটকেসের লাইনিং-এর নীচে লুকিয়ে রাখা কার্ডের ওপর লেখা কথাগুলো মনে আছে হ্যারীর। নীনা বলেছে, লকারের ভেতরে দুটো অ্যাকোয়ালাং, নাইলনের দড়ি এবং একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে। সেই স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আড়ালে অ্যান্টিভ্যাজল ড্রাইভিং গগলস, সুতির কালো শার্ট, সাদা স্কার্ফ.....চোখে পড়তেই চমকে ওঠে হ্যারী। কে, কে এই মেয়েটি, মুস্তাং গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল যে মেয়েটি, কে, কে সে? হ্যারীর আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, সেই মেয়ে মিসেস কারলোস নয়, সেই মেয়ে হলো নীনা ডোমিনিকো এবং গাড়ীর পিছনের ক্যারাভ্যানে ছিল স্মাগলার ব্যান্ডি রিকার্ডোর লাশ।

ততক্ষণে ওরা পাথর ও প্রবালের একটা এবড়ো খেবেড়ো দ্বীপে এসে পৌছে ছিল, যার নাম শেলডন দ্বীপ।

নীনা বলে, 'এবারে আমাদের নামতে হবে তারপর জলের নীচে পাথুরে, ফানেলের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে সেই গুহায় ঢুকতে হবে।' নীনার ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো হ্যারী। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো জো-র কথা, সামনেই তোমার মহাবিপদ। হ্যারী অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

হ্যারী তার ব্যাগটা হাতে তুলে নেয়। ব্যান্ডির অটোমেটিক রিভলবারটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর নীনার পেছন পেছন পাথুরে রাস্তা বেয়ে এগিয়ে চলে। ওরা চলে যাওয়াব পর মোটরবোটের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে বোটের ডেকের ওপর দাঁড়াল মিসেস কারলোসের ড্রাইভার ফারন্যান্দো কর্টেজ। তার হাতে উদ্যত পয়েন্ট টোয়েন্টি টার্গেট রাইফেল।

সকাল হতেই টম লেপস্কির ঘুম ভেঙে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে ক্যারল। লেপস্কি বলে, ওরা আমার মাথায় ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিয়ে সারা গায়ে হুইস্কি ঢেলে দেয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব কাজ সোলোরই। আর দেরী না করে সে পোষাক বদল করে গাড়ী করে প্যারাডাইজ সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দিকে ছুটে চলে।

লেপস্কিকে দেখামাত্র পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সার্জেন্ট জো বেগলাব উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায় তার মাথার ব্যথা কমেছে কিনা এবং এও জানায় যে কর্টেজকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে জ্যাকবি এসে জানায় ওয়াশিংটন থেকে হ্যারী মিচেলের ব্যাপারে টেলেক্স এসেছে—হ্যারী ১৯৬৭-র ১২ই মার্চ ভিয়েতনামে যায় এবং ২রা এপ্রিল যুদ্ধে মারা যায়।

হ্যারী মিচেল মারা গেছে? তাহলে ঐ লোকটাই বা কে? জ্যাকবির দিকে ফিরে বেগলার অবিশ্বাসের সুরে বলে 'ওয়াশিংটনে আবার মেসেজ পাঠাও। তাদের বল সঠিক খবর দেওয়ার জন্য।'

সোলোর রেস্তোরাঁ রেড করার জন্য বেরোতে যাবে সার্জেন্ট বেগলার, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে এসে ঢুকল র‍্যান্ডি।

সার্জেন্ট জানতে চাইলো কি ব্যাপার? র‍্যান্ডি জানালো যে, হ্যারী মিচেল তার বন্ধু, তার জীবন বিপন্ন। যে ভাবেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে। র‍্যান্ডি সংক্ষেপে হ্যারীর সঙ্গে আলাপের মুহূর্ত থেকে বংতে শুরু করে—

সবশেষে বলে 'ব্যান্ডির স্যুটকেসের লাইনিং-এর আড়ালে একটা কার্ড পাওয়া যায়। সেই কার্ডের ওপব লেখা ছিল, দ্য ফানেল। শেলডন. এল টি. জিরো। সেভেন পয়েন্ট ফরটিফাইভ. ২৭শে মে—'

একটু পরে টেলেক্স মেশিন থেকে খট্ খটা-খট শব্দ ভেসে এলো। ম্যাক্স জ্যাকবি টেলেক্স মেসেজটা বেগলারের হাতে তুলে দেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ১৯৬৭-র ১২ই মার্চ হ্যারী নিখোঁজ হয়, কিন্তু পরে ১৯৬৭র ২রা এপ্রিল তাকে আবার খুঁজে পাওয়া যায় জীবিত অবস্থায়। তার মানে হ্যারী মিচেল বেঁচে আছে। বেগলার বড় বড় চোখ করে তাকায় লেপস্কির দিকে।

র‍্যান্ডির দিকে ফিরে বেগলার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি নিশ্চিত নীনা ডোমিনিকো আর হ্যারী

মিচেল শেলডন দ্বীপে গেছে?'

'হ্যাঁ। ঐ যে ব্যান্ডির স্যুটকেসের লাইনিং-এর আড়াল থেকে পাওয়া কার্ডটা থেকে হ্যারীর মনে দারুন কৌতূহল হয়। ওর ধারণা, ব্যান্ডি নিশ্চয়ই কোন মাল হাইজ্যাক করে নিয়ে পালাচ্ছিল এবং সেই মাল ঐ দ্বীপেই লুকোনো আছে।

'ঠিক আছে র‍্যান্ডি, তোমার সঙ্গে পরে আমরা আলোচনা করবো। জ্যাকবির দিকে ফিরে বলে, 'একে আপাততঃ লক্ আপে পুরে রাখো। আর শোন, চীফকে খবর দিয়ে বল, আমরা এখন সোলোর রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি।'

হ্যারী মিচেল এবং নীনা ডোমিনিকো, ওদের মুখে মুখোশ, পিঠে অ্যাকোয়ালাং, পরনে সুইমিং কস্টিউম, দুজনের কোমরে বেল্ট নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। অন্ধকারে জলস্রোতে প্রাণপনে সাঁতার কাঁটছিল হ্যারী। প্রায় দুশো ফুট সাঁতার কাটার পর সে অনুভব করলো স্রোতের টান সেখানে একটু কম। তার চোখ পড়লো পাথরের আড়ালে একটা গুহা। দেওয়ালে ফসফরাসের নীল আলো।

হঠাৎ ডানদিকে নজর পড়তেই বড় বড় চোখ করে তাকায় হ্যারী। লম্বায় প্রায় চল্লিশ ফুট ভারী একটা জিনিস। হ্যারীর অনুমান ঠিক, একটা মোটরলঞ্চ। লেখা আছে গ্লোরিয়া ২, ভোরো বীচ। ব্যান্ডির ডুবন্ত মোটরলঞ্চের কথা মনে হতেই দ্রুত ডান দিকে মোড় নেয় হ্যারী। নীনা তাকে অনুসরণ করে। কাছে গিয়ে হ্যারী দেখে পোর্টহোলের কাঁচ ভাঙা, লঞ্চের গায়ে সারি সারি বুলেটের গর্ত, ডেকে, কক্‌পিটে শুকনো জমাট বাঁধা রক্তের কালচে দাগ।

নীনার দিকে তাকায় হ্যারী, 'আচ্ছা নীনা, রক্ত দেখে তুমি তো মোটেই ভয় পাও না, তাই না?'

'তার মানে কি বলতে চাও তুমি?'

হ্যারী ওকে মনে করিয়ে দেয়, 'সোলো আর ফারন্যান্দো কর্টেজ যখন ব্যান্ডি রিকার্ডোর পা টা আগুনের উপর ধরে তার মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছিল, তুমি তো তখন সেখানেই বসেছিলে। তারপর ব্যান্ডি হার্টফেল করে মারা যাওয়ার পর তুমিই তো ব্যান্ডির লাশ মুস্তাং গাড়ীর পেছনে ক্যারাভ্যানে তুলে হাইওয়ে ধরে গাড়ী চালাচ্ছিলে।'

নীনার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। 'ও সব তোমার জানার কথা নয় হ্যারী।'

'হ্যাঁ, আমার জানার কথা হতো না যদি না তুমি প্ল্যান করে আমাকে তোমার সঙ্গে ব্যান্ডির ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারের ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলতে। তাছাড়া সোলো এবং তুমি প্ল্যান করে ব্যান্ডির মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করো। আমাকে দিয়ে এই শেলডন দ্বীপ থেকে ব্যান্ডির স্মাগলিং-এর মাল উদ্ধার করার চেষ্টা করো! তোমরা জানতে একমাত্র আমি ছাড়া এই অভিশপ্ত গুহায় আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিনের সেই মুস্তাং গাড়ীর ড্রাইভার যে তুমিই ছিলে, তোমার লকারে অ্যান্টিড্যাজল গগলস এবং পোষাক দেখেই আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম। এ কয়েকদিন তুমি আমার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করেছিলে তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

'আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি হ্যারী।'

হ্যারী নীনার কথায় কান না দিয়ে দ্রুত হাতে ব্যান্ডির মোটরলঞ্চের কেবিনের দরজা ভেঙে ফেলে। কেবিনের ভেতরে একটা বার্থে চারটি কাঠের সাজানো বাক্স হ্যারীর চোখে পড়ে। নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা বাক্স। হ্যারী তার কোমর থেকে ছুরি বার করে বাক্সের দড়ি কাটতে যায়, নীনা বাধা দেয়। হ্যারী জানতে চায়, ঐ বাক্সগুলোয় কি আছে?

'ডলার। অনেক ডলার, হাজার লক্ষ কোটি ডলার। এবার চল এখান থেকে ফেরা যাক।'

'এখন নয়, আর একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই।' নীনার দিকে এগিয়ে গিয়ে হ্যারী বলে, 'কেবিনের ভেতরে আমাদের সঙ্গে সহযাত্রী কে ছিল? সোলো না কর্টেজ?

ডোমিনিকো রেস্তোরাঁয় বসে সোলোর সঙ্গে আলোচনা করছিল সার্জেন্ট বেগলার এবং টম লেপস্কি। সোলো স্বীকার করল, কোন রকম খোঁজ খবর না নিয়েই হ্যারীকে সে তার হোটেলের লাইফ গার্ডের চাকরীটা দিয়েছিল।

'সোলো তোমার মেয়ে নীনা, সেই ছোকরী হ্যারী মিচেলের সঙ্গে শেলডন দ্বীপে গেছে। লেপস্কি তাকে ভয় দেখায় 'তোমার মেয়ে তার ট্র্যাপে পড়েছে।'

সোলো আপত্তি করে, না, তা হতে পারে না। হ্যারী তার কেবিনেই আছে আর আমার মেয়ে নীনা অবশ্য একা সেখানে গেলেও যেতে পারে, কেননা ও প্রায়ই একা গিয়ে থাকে।

লেপস্কি পকেট থেকে ওয়াশিংটনের প্রথম টেলেক্স মেসেজটা বার করে সোলোর হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'খবরটা পড়ে দেখ অবাক হবে।'

সোলো চমকে ওঠে টেলেক্স মেসেজের ওপর চোখ বুলিয়ে, 'হ্যারী মিচেল মারা গেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধে। তাহলে ঐ লোকটাই বা কে মিঃ লেপস্কি?'

'ডেভ ডোনাহর নাম শুনেছ তুমি সোলো?' লেপস্কি জিজ্ঞেস করে, 'সেক্স-কীলার ডেভ ডোনাহ। ধর্ষণ ও হত্যাকারী ডেভ তিন সপ্তাহ আগে শেরউইনের অপরাধীদের পাগলা গারদ থেকে পালিয়েছে। বয়স তিরিশ, লম্বাচওড়া, ব্লন্ড চুল, নীল চোখ, ভাঙানাক, পেশাদার বক্সার এবং অলিম্পিক ব্রোঞ্জ মেডালিস্ট সাঁতারু। হ্যারী মিচেলের চেহারার সঙ্গে তার দারুণ মিল আছে। সেক্স ম্যানিয়াক ডেভ প্রথমে মেয়েদের উপভোগ করে, তারপর তাদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। ইতিমধ্যে সে তিন তিনটি যুবতী মেয়েকে খুন করেছে। ভয়ে আঁতকে ওঠে সোলো। তারপর অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, 'মিঃ লেপস্কি আমার মেয়ে নির্দোষ।' ভয়ে তার শরীর কাঁপতে থাকে।

লেপস্কি তাকে বাগে পেয়ে বলে, ঠিক আছে সোলো, তোমার মেয়েকে আমরা বাঁচাতে পারি, তবে একটা শর্তে, তার আগে রিকার্ডোর ব্যাপারে তোমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে।

'বেশ বলবো, তবে সে এক বিরাট ইতিহাস। শেলডন দ্বীপে যেতে গিয়ে মোটরলঞ্চে বসেই বলবো।'

সোলোর মোটরলঞ্চের কেবিনে বসে সোলো বলতে শুরু করে, 'মিঃ কারলোসের প্ল্যান ছিল হাভানা থেকে দামী চুরুট এখানে স্মাগল করে নিয়ে এসে চড়া দামে বিক্রি করা। সেই প্ল্যান অনুযায়ী রিকার্ডোর সঙ্গে চুক্তি হয়। তিন কোটি ডলার সে ব্যান্ডির হাতে তুলে দেয় হাভানা চুরুট কেনার জন্য। তাদের সেই গোপন চুক্তির কথা মিসেস কারলোসের ড্রাইভার কর্টেজ আড়াল থেকে শুনে ফেলে। আমার কাছে সে মোটরলঞ্চ ভাড়া নেওয়ার জন্য আসে। আমি কমিউনিস্ট নই। তাই জাতীয় স্বার্থে, কর্টেজ এবং আমি প্ল্যান করি কিউবাগামী ব্যান্ডির ভাড়া করা মোটরলঞ্চ হাইজ্যাক করে পরে আমাদের সরকারের হাতে তিন কোটি ডলার তুলে দেবো। সেই প্ল্যান মত কর্টেজ ব্যান্ডির মোটরলঞ্চের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা ঠিক কোন জায়গায় ব্যান্ডি টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে খবর আমাদের জানা নেই। তাই ব্যান্ডি ফিরে এলে খবরটা জানার জন্য আমরা তার উপর অত্যাচার চালাই। বিশ্বাস করুন মিঃ লেপস্কি আমরা তাকে ঠিক খুন করতে চাইনি। আসলে ও হার্টফেল করে মারা যায়।'

শেষ পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাক হবার আগে সে কি স্বীকার করেছিল সেই মোটর লঞ্চটা ঠিক কোথায় ডুবেছিল?

'নিশ্চয়ই, দু'জন ক্রুর মৃত্যুর পর ব্যান্ডি নিজে মোটরলঞ্চটা চালিয়ে নিয়ে যায় শেলডন দ্বীপের কাছে। তারপর ফানেলের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে সেই পাথরের গুহার মধ্যে ডলারের বাক্সগুলো সাবধানে রেখে আসে সে। কারলোস জানত, আগামী ২৭শে মে আবার শেলডন দ্বীপের সমুদ্রের জলে ভাঁটা পড়বে। সেই মত ব্যান্ডিকে সে বলে আর একটা মোটরলঞ্চ ভাড়া করে টাকাগুলো উদ্ধার করার জন্য।'

'তারপর?'

'আমার তখন একজন ভালো সাঁতারু প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাই ব্যান্ডি রোচ হ্যারী মিচেলের চাকরীর জন্য সুপারিশ করতেই আমি রাজী হয়ে যাই। সেই সঙ্গে হ্যারীকে ব্যান্ডির খুনের সঙ্গে জড়ানোর প্ল্যান করে ফেলি।'

এই পর্যন্ত বলে সে থামলো, লেপস্কি দ্রুত তার জবানবন্দী লেখার প্রতিটি পাতায় তাকে দিয়ে সই করিয়ে নেয় এবং নিজেও সই করে। এবারে সে ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় টেলেক্স মেসেজটা

সোলোকে দেখাল।

সোলো বিস্ময়ে চমকে উঠে বলে, 'তার মানে হ্যারী এখনও বেঁচে আছে? কেন আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বললেন?'

লেপস্কির ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। 'হ্যাঁ বেঁচে আছে বৈকি। গতকাল রাত্রে তুমি আমার মাথায় ঘুঁষি মেরেছিলে, মনে আছে সোলো? এটা হলো তার প্রতিশোধ।'

হ্যারী এবং নীনা জলের নীচে সাঁতার কেটে চারটে ডলার ভর্তি কাঠের বাক্সগুলোকে জলের ওপব ভাসিযে তোলার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু বার বার তাদের প্রচেষ্টা মার খাচ্ছে, ওদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে ফারন্যান্দো।

একটু পরে এক এক করে সমুদ্রের জলে চারটে বাক্সই ভেসে উঠতে দেখা গেল। কিন্তু হ্যারী মিচেলকে দেখা গেল না। হঠাৎ কর্টেজের মনে পড়ে গেলো, মিচেলের সঙ্গে অ্যাকোয়ালাং আছে। সমুদ্র বুকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যর্থ হলো না। জলের উপর মুখোশ পরা একটা মানুষের মুখ উঁকি দিতেই কর্টেজের হাতের রাইফেল গর্জে উঠলো মুহূর্তে।

'আ-আ-আ—' মেয়েলি চীৎকারে সমুদ্রের পাখীগুলো ডানা মেলে এদিক ওদিক ওড়া শুরু করলো।

ওদিকে এখন নীনা ডোমিনিকোর মুখোশ থেকে রক্ত ছলকে উঠছে, সমুদ্রের জল লাল বর্ণ হতে শুরু করেছে। ওব স্পন্দনহীন দেহটা এখন সমুদ্রে ভাসতে থাকে।

কর্টেজের চোখে উদ্বেগের ছায়া কাঁপতে থাকে। হ্যাবী কোথায়?

'হ্যান্ডস আপ।' পেছন ফিবে তাকিয়ে কর্টেজ দেখে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে টম লেপস্কি আব সার্জেন্ট জো বেগলার। ওদের দুজনের হাতেই পিস্তল।

একটু পরেই মোটর বোটের ইঞ্জিনের স্টার্ট দেওয়ার শব্দ ভেসে ওঠে বাতাসে। লেপস্কি চীৎকার করে ওঠে। সোলোর বোট নিয়ে হ্যারী মিচেল পালাচ্ছে ওকে ধর।

জো কোন গা না করেই বলে টম, হ্যাবী তো কোনো অন্যায় করেনি, কাউকে সে খুনও করেনি। শুধু শুধু ওকে ধরে লাভ কি?

হাইওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ফল ব্যবসায়ী ডেভ হার্ফনেসের নীল শেভ্রলে গাড়ীটা। দয়া করে সে হ্যারীকে লিফট্ দিয়েছে। হার্ফনেসের কাছ থেকে হ্যারী জানতে পারল, ইয়েলো একরসের টোনি মোরেলির রেস্তোরাঁটা হিপীরা পুড়িয়ে দিযেছে। আজকাল হাইওয়ের ওপরে হিপী আর হিপীনীদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। টোনি খুন হয়েছে তাদের হাতে, আর ওব মেয়ে মারিয়া সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়ে এখন হাসপাতালে পড়ে আছে। দিনকাল খুবই খারাপ।

হেডলাইটেব আলোয় সারি সারি হিপী আর হিপীনীদের প্রায় নগ্ন দেহগুলো ভেসে উঠলো হ্যারীর চোখের সামনে। তুষার যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, এবার আসছে ভয়ঙ্কর বিক্ষোভের যুগ। হ্যারী ভাবে, এরকম জানলে সে আর সৈনিকের জীবন থেকে অবসর নিতো না।

সে যেন ভিয়েতনামের এক অরণ্য থেকে ফিরে এসে শহর নিউইয়র্কেব বিভীষিকাময় আর এক অরণ্যে প্রবেশ করতে চলেছে।

আই উড র‍্যাদার স্টে পুওর

।। এক ।।

ভারী মন খারাপ, পিটস্‌ভিলের ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস তার পাষাণ-চাপা কপাল নিয়ে নেহাৎ জেরবার। বহুল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শেরিফের পদে সে আর প্রমোশন পাচ্ছে না, যেহেতু বর্তমান শেরিফ বুড়ো-হাবড়া টমসন তাঁর এন্তেকাল অব্দি ঐ পদ ছেড়ে সরে দাঁড়াবে বলে বিশ্বাস হয় না। শুধু কি তাই, যে খুবসুরৎ লেড়কি ইরিসের সঙ্গে ট্রেভারসের কিছুকাল যাবৎ ছুঁক ছুঁক বাছুরে প্রেম চলছে সেখানেও যখন-তখন রীতিমতন বকরাক্ষস হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারোর বায়নাক্কা, বহু পূর্বে নির্ধারিত রোমাঞ্চকর গোপন অথবা উদোম পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। আজ যেমনটি ঘটেছে। বিস্তর ভেবে-চিন্তে ট্রেভারস স্থির করেছিল আজই ইরিসকে বগলদাবা করে সমুদ্রতীরে যাবে। যৌবননিকুঞ্জে প্রেমানন্দে দুটিতে ঘুর ঘুর করবে। ঠিক এমন দিনেই বুড়ো শেরিফের হুকুমে বুকটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। 'কেন, তোমাকে আজ পিটস্‌ভিলের ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ ল্যাম্ব গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে শয্যাশায়ী। দ্বিতীয় অফিসার মিস্ ক্রেগ আজকের এই ছুটির দিনে বসে বসে ব্যাঙ্কে কিছু কাজ সারবেন এবং তাঁদের নতুন ম্যানেজারের জন্যে প্রতীক্ষা করবেন, নতুন ম্যানেজার এলে তোমার অবিশ্যি ছুটি।'

বুকের মধ্যে যাবতীয় ঘণ্টাধ্বনি। সেই সকাল থেকে ট্রেভারস ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তো করছেই। ডবকা ছুঁড়ি ইরিস আর কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্রের দিকে রওনা দেবে। শালা, দুনিয়া রসাতলে চলে যাক!

একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে ব্যাঙ্কের দরজার সামনে থামলো। গাড়ি থেকে এক দশাসই চেহারার বৃষস্কন্ধ লোক নামলো, বড় বড় চরণে পথ পার হচ্ছে।

কেন ট্রেভারস তার পথ জুড়ে। 'আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ।'

সে করমর্দন করে হাসে, 'জানি। আমিই ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার ডেভ কলেভিন।

নতুন ম্যানেজার পুরনো ম্যানেজারের খোঁজ খবর নেয়, 'মিঃ ল্যাম্ব এখন কেমন আছেন?'

'একদম ভালো নয়।...যাক্ আপনি যখন এসে গেছেন, আমারও দায়িত্ব শেষ।' ডেপুটি শেরিফ আপন মনে গুন্ গুন্ করতে করতে নিজস্ব তোফাখানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

মিস্ ক্রেগের সঙ্গে পরিচিত হবার পর প্রেমের ব্যাপারে, কোন পুরুষ মনস্থির করতে পারে না। রূপ ও যৌবন থাকলেও কেমন যেন একটা শীত কাতুরে ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ডেভ কলেভিন প্রসন্ন হতে পারে না।

সে ম্যানেজারের সুসজ্জিত ঘরে ঢুকে আরামদায়ক চেয়ারে বসে মিস ক্রেগের দিকে নিজের সিগার কেসটা এগিয়ে দেন, 'নিন, সিগ্রেট নিন।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমি ধূমপান করি না।' -ক্রেগ অস্বস্তির সঙ্গে বলে, মনে হল দিন সাতেক মিঃ ল্যাম্বের বদলে সে-ই বিছানায় শুয়ে আছে, সে মুখ তুলে সরাসরি ম্যানেজারের দিকে তাকাতে পারছে না।

কলেভিন ভাবলো—এ রকম একটি নিষ্প্রাণ যুবতীর সঙ্গে কিভাবে কাজ করবো।

কলেভিন প্রশ্ন করে, 'অফিসের চাবিগুলো কার কাছে থাকবে?'

'ব্যাঙ্কে ঢুকবার চাবি, তার ভল্টের চাবি—সব দু' সেট করে আছে। একটা আপনার কাছে, অন্যটা আমার কাছে থাকবে। দুজনের চাবি ব্যবহৃত না হলে ভল্টের কপাট খুলবে না।'

কলেভিন হেসে বললো, 'তার মানে ভল্ট থেকে একাকী মাল সরাতে আমি পারছি না, আপনিও পারছেন না। বহুত আচ্ছা।'

প্রাচীন জমিদারের আমেজ তার স্বরে। তার দেহের দুলুনিতে আরামদায়ক চেয়ারটা বজরার মত দোলে।

কলেভিন—'মিঃ ল্যাম্বের ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

ক্রেগ—'কনট অ্যাভিনিউ। ব্যাঙ্কের বাংলো।'

কলেভিন ঠিকানাটা নোটবুকে লিখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এ শহরে থাকবার খাবার বন্দোবস্ত কেমন? কোথায় থাকা যায়?'

'এখানে থাকবার-খাবার ব্যবস্থা জঘন্য', যেন অথৈ জলে পড়ে ক্রেগ উপায় খুঁজছে—'একমাত্র ম্যাকলিন ড্রাইভে মিসেস লোরিং-এর মেস বাড়িটা, মন্দের ভালো স্যার, আপনি ওখানেই উঠতে পারেন।'

'আপনি তাহলে আমার জন্য আগাম খবর পাঠান।'

'নিশ্চয় স্যার। আমি টেলিফোনটা ব্যবহার করছি।'

কলেভিনের প্রত্যয় জন্মালো অসুস্থ মিঃ ল্যাম্বকে দেখে 'এ তো পটল তুললো বলে এবং আমাকে এই শহরতলীর ব্রাঞ্চে অনেকদিন ম্যানেজারি করতে হবে। তবে ম্যানেজারের বাংলোখানা খাসা। সামনে যেন মোগল বাগান। ল্যাম্ব মারা গেলেই এখানে উঠে আসবো আপন অধিকারে।'

মিঃ ল্যাম্বের বাংলো থেকে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে কলেভিন এসে ম্যাকলিন ড্রাইভে পৌঁছলো। সমুদ্রের ধারে এ জায়গাটা সবচেয়ে জমজমাট। একটা দোকান থেকে এক গেলাস শরবৎ কিনে পপলার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গলা ভেজালো কলেভিন... তারপর মিসেস লোরিং-এর শক্তপোক্ত থেবড়ে থাকা বাড়ি 'রুম হাউস'-এ গেলো।

নিজেব পরিচয় দিতেই সাদর অভ্যর্থনা। মিসেস লোরিং নিজে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এসেছে। লোরিং-এর চেহারা ও পোশাক একটু অন্য জাতের। বুক দুটো খুব বড় কিন্তু ঝুলে পড়েনি। ভারী নিতম্ব কিন্তু কোমরে অতিরিক্ত চর্বি নেই। লম্বাটে মুখ ও দাঁত বড় বড়। পবণের স্কার্টটা বেঢপ, লম্বায় ছোট বলে প্রায় জানু অব্দি নাঙ্গা। এই চেহারায় এমন কিছু আছে যা পুরুষকে তাতায় এবং জমজমাট যৌন ভাবনার কুয়াশা জমে...।

বাড়তি ঘর বলতে উপরতলায় মাত্র একখানা ঘরে তারা পৌঁছায়। আলো জ্বালতেই ঘরের মোলায়েম মাধুর্য দ্বিগুণ।

কলেভিন বলে, 'সুন্দব, কত দিতে হবে ম্যাডাম? মনে রাখবেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা কিন্তু এমন কিছু আহামরি বেতন পায় না।'

অনন্য ভঙ্গিমায় মিসেস লোরিং সরাসরি কলেভিনের দিকে তাকলো। কলেভিনের শিবদাঁড়া ও শারীরিক গাঁথুনিতে মৃদু কম্পন ওঠে।

'মাসিক ত্রিশ ডলার খাওয়া-থাকা। অনেকদিন থাকলে রেট কমিয়ে দেবো।'

বড় না হলেও ঘরটি বেশ সাজানো, ছিমছাম। সিঙ্গেলবেডের বদলে ডবল। ডান দিকে একটি বন্ধ দরজা। কলেভিন জানতে চায়, 'ওটা বাথরুমের দরজা?'

'না, এ দরজাটা ব্যবহার করা হয় না। বাথরুমে যেতে হবে বারান্দা দিয়ে।'

লোরিং তীক্ষ্ণ চোরা দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ কবে বললো, এই দরজাটা আমার শোবার ঘরে যাবার। আমি পাশের ঘরেই থাকি।

অনাগত রোমাঞ্চকর কিছু ছবি চকিতে কল্পনা করে কলেভিন বেশ জোরের সঙ্গেই বললো, 'আমি এই ঘরটাতেই থাকতে চাই।'

মিসেস লোরিংএর ঠোঁটে ভাঙ্গা হাসি।

।। দুই ।।

কলেভিন থাকবার ও খাবার সংস্থানটি কম খরচে অল্প সময়ের মধ্যেই পেয়ে গেছে সেটা যে বেশীর ভাগ সময় এই অন্ধকার শহরতলীর তুলনায় স্বর্গ, সকল আবাসিকেরই এই স্বীকারোক্তি।

খাবার টেবিলে বসেও আত্মতৃপ্তি। মাত্র তিনজন আবাসিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কলেভিনের এবং সেই তিনজনের সঙ্গেই রাতের খাবার খেতে বসেছেন। মিস এলিস ক্রেগ, মিস পীয়ারসন এবং মেজর হার্ডি (বয়স সত্তরের ওপর)।

'খাবার টেবিল ছিমছাম, সস্তা সরাইখানার হুলিগলিজমের নাম গন্ধ নেই। খাবার ফাঁকে ফাঁকে বৃদ্ধ ম্যানেজার ল্যাম্বের আকস্মিক অপঘাত আলোচিত হলো। বক্তা এলিস ক্রেগ,...'আমি তো সাহেবের ঘরে ঢুকেই থ'। সাহেব পা হিঁচড়ে হিঁচড়ে বুক চেপে ধরে এগিয়ে আসবার খুব চেষ্টা করেও পারছেন না। কার্পেটের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন।'

ফ্লো খাবার পরিবেশন করছে, আকর্ষণীয় উদ্ভাসিত চোখে লাজুক দৃষ্টি কলেভিনেরমনে ঈষৎ শূন্যতা—সে আশা করেছিল মিসেস লোরিং খাবার টেবিলে আসবে।...

মহিলারা আহার পর্ব শেষ হলে যার যার ঘরে চলে গেলেন। ডাইনিং রুম সংলগ্ন বারান্দায় কলেভিন ও মেজর হার্ডি দুটো আরামপ্রদ ডেকচেয়ারে, হাতে সিগ্রেট, ভোজনান্তিক তৃপ্তি রস লেগে আছে থুতনির ডগায়। মেজর গাপ্পিক, ঠিক মতন তাতিয়ে দিতে পারলে কইতে কইতে তিনি খ্যাপা হয়ে যান আর কি। বিষয় নিজের জীবন ও যুদ্ধের ইতিপূর্ব। অনেকক্ষণ শ্রোতা হিসেবে কলেভিন আদর্শ হয়ে থাকবার পর স্বয়ং মুখ খুললো, 'এই শহরে এই আমার প্রথম আসা। ভাগ্য ভালো যে, মিসেস লোরিং-এর হোটেলে জায়গা পেয়েছি। ভদ্রমহিলার ব্যবহার চমৎকার। আচ্ছা, ওর স্বামী কি করেন?' মেজর দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলেন, 'বছর কয়েক আগে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। আসলে কিট লোরিংয়ের জীবন বড় সংঘাতময়, দুঃখের। কিন্তু মনটা স্টিলের মতন শক্ত বলে সব বাধাই টপকাতে পারছে। স্বামীটার চরিত্র ভালো ছিল না। মদে মেয়েমানুষে একেবারে ঠাসা। যখন স্বামী মারা গেল, মিসেস লোরিংয়ের হাতে তখন কিছু টাকা আর তাদের একমাত্র কিশোরী মেয়ে ইরিস। এই বাড়িটা কিনে হোটেলের ব্যবসা শুরু করলো। এখানে হোটেলের ব্যবসায়ে পয়সা কম। তাই মা-বেটিতে লড়াই করে চলেছে। মেয়ে ইরিসকে যুবতীই বলা যায়, সুন্দরী, স্থানীয় সিনেমা হলের বুকিং-ক্লার্ক। শহরের ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস আবার ওর প্রেমে পড়েছে। সমুদ্রতীরে প্রায়ই দুজনকে দেখা যায়। ইরিসের দেখা পাওয়া দুষ্কর। রাতে হোটেলে ঢোকে। অনেক কাজ করে, রাত দুটোয় শোয় এবং ঘুম থেকে যখন উঠবে, তখন আপনি অফিসে।'

মেজরের প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবরণ শেষ হয়। কলেভিন উঠে দাঁড়িয়ে বলে 'শুভ রাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

বেশী রাত না হলেও কোনরকম হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আর শোনা যাচ্ছে না। কলেভিন বিছানায় শুয়ে সিগ্রেট টানছে। ঘুম নেই। সিগ্রেটের মতন তার মনের ভেতরটাও পুড়ছে। সময় বড় অবাঞ্ছিতভাবে বয়ে যাচ্ছে! কিছুই হলো না তোমার হে কলেভিন। আটত্রিশ বছর বয়স্ক এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মাত্র। সঞ্চয় বলতে মাত্র পাঁচশ ডলার। এমন কিছু একটা করো যা তোমার জীবনের রং বদলে দিতে পারে—অজস্র ডলার উড়তে থাকে তোমার চারপাশে।...

পাশের ঘরে আওয়াজ।

মিসেস লোরিং নিশ্চয় ঢুকলো। বাথরুম যাচ্ছে। জলের তিরি তিরি রব। কলেভিন উঠে বসলো। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো যেখান থেকে খোলা জানালা দিয়ে লোরিং-এর ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। বিছানার ওপর পড়ে আছে সাদা রংয়ের প্যান্টি, স্কার্ট। লেখবার টেবিল, সাধারণ চেয়ার, ছোট টিভি সেট, দেয়ালে পাবলো পিকাসোর তরুণ বয়সে আঁকা ছবির একটা প্রিন্ট।

নিজের ঘরে ফিরে আসে কলেভিন। এই নিরানন্দময় শহরে মিসেস লোরিং কি তাকে উষ্ণ আনন্দ ও সুখ দিতে পারে না? হয়তো পারে, একটু এগিয়ে ঐ কপাটে টোকা মারলে.. না, সাহস হয় না, কলেভিন নিজেকে সতর্ক করে। সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুম যদিও নিয়ে এলো বিবিধ অতৃপ্তি ও বাসনার দুঃস্বপ্ন। ঘুমন্ত কলেভিন ঘেমে নেয়ে বিছানায় ওলট পালট খেতে থাকে।

।। তিন ।।

চারটে একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ দিন কেটে গেল ক্যালেন্ডারেব পাতা থেকে। সকাল ন'টায় গাড়ি চালিয়ে কলেভিন অফিস যায়। পাশে জড়োসড়ো নিরাসক্ত মিস ক্রেগ। সন্ধ্যা সাতটা হয় ফিরে আসতে। ব্যাঙ্কের চাকুরি নিরস। অবশ্য ক্রেগের ঐ কাজেই খুব উৎসাহ, আগ্রহ। এখন কলেভিনের মনে হচ্ছে, মিস ক্রেগের মধ্যে যৌনচেতনা কম থাকাটা শাপে বর হয়েছে কারণ কলেভিন অফিসের বাইরে যা কিছুই করুক না কেন, অফিসের মধ্যে কোন সহকর্মিনীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না। তার এখন যাবতীয় যৌনকল্পনা মিসেস লোরিংকে নিয়ে। একখানা জবরদস্ত ফিগার বটে। যেমন বুক তেমনি পাছা। কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়। তবু যতবার সে তাকে কাছে বা দূরে থেকে দেখতে পেয়েছে ততবার মনে হয়েছে ঐ রকম যৌন আবেদনকারী নারী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। রাতে বিছানায় শুয়ে বন্ধ কপাটের দিকে চেয়েই থাকে। কখনো কোন উত্তেজক আহ্বানে ঐ বন্ধ দুয়ার কি খুলে যেতে পারে না?

সেই হতাশা—জীবনে তার কিছুই হলো না। অনেক টাকা যার নেই, জীবন তো তার কুকুর-বিড়ালের। জীবনকে বর্ণময়, তাৎপর্যময় করে তোলবার সুযোগ কোথায়? সীমিত মাসিক বেতন, একটা পয়সাও উপরি নেই, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ধূ ধূ। অথচ এই সেই কলেভিন যে প্রতিদিন কত হাজার হাজার টাকার লেনদেন করে চলেছে। সেই টাকার একটি আধলাতেও ভাগ বসাবার তার অধিকার নেই। আসলে চিনির বলদ বলতে কাদের বোঝায়, তার মতন ব্যাঙ্ক অফিসাররাই তার প্রমাণ।

মিস ক্রেগ পাঁচদিনের দিন, বুধবার বিকেলে একটি চমকপ্রদ সংবাদ দিলো। তখন কলেভিন তার চেম্বারে বসে লেজার চেকিং করছে। অফিসের একমেবাদ্বিতীয় দু'নম্বর কর্মী মিস ক্রেগ কপাট ঠেলে মুখ বেব করল। 'আসবো, স্যার?'

'আসুন।'

'পরশু এখানকার চারটে ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন দেবার দিন।'

'তাই নাকি? তা এ ব্যাপারে আমাদের ভূমিকাটি কি?'

'টাকাটা কাল সন্ধ্যায় এনে রাখা হবে আমাদের ব্যাঙ্কের একটি বড় ভল্টে। এর জন্য ব্যাঙ্ক মোটা টাকা ভাড়া পেয়ে থাকে।'

'আচ্ছা. ...কত টাকা?'

'তিনশ' হাজার ডলাব।'

ডেভ কলেভিন কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসে বলে, 'কত বললেন?'

'তিনশ' হাজার ডলার।'

কলেভিনের বুক ছম্ ছম্ করে উঠলো। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাঠ হয়ে গেল। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে, শক্তি সঞ্চয় করে অপ্রতিভ অবস্থাটা কাটিয়ে বললো, 'সে তো অনেক টাকা।'

'হ্যাঁ। আর সেই জন্যেই তো স্বয়ং শেবিফ সাহেব উপস্থিত থাকেন ঐ টাকা ঢোকাবার সময।'

'যদি ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়ে, ঐ টাকা লোপাট হয়ে যায়?'

মিস ক্রেগের যান্ত্রিকস্বর, 'সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্ব নেই। সিকিউরিটির দায়িত্ব তো শেরিফেব। তবে এটা আমি আপনাকে হল্‌ফ করে বলতে পারি স্যার—কোন চোর বা ডাকাতের সাধ্যি নেই ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে ঐ টাকার বাক্স নিয়ে যায়।'

'আপনার এতটা প্রত্যয়ের কারণ?'

'বাক্সটা যেখানে রাখা হয়, তার সঙ্গে শেরিফ সাহেবের অফিস ঘরের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ওখানে একটা গোপন ইলেকট্রনিক চোখও রয়েছে। ঐ চোখ ভল্টের মধ্যে অনভিজ্ঞ কাউকে দেখতে পেলেই তা সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে জানিয়ে দেবে শেরিফ সাহেবকে।'

মিস ক্রেগের কথাগুলি কলেভিন খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলো। মিস ক্রেগ চলে যাবার পর সে ভল্টে গিয়ে সন্ধান করে। কিন্তু কোন বিশেষ চোখ তাব নজরে এলো না। সে কুলকুল করে ঘামছে। না, সে এখন অনেক কিছুই জানে না। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে সব কিছু জানবে। টাকা তো প্রতি সপ্তাহেই আসবে। সবুরে মেওয়া ফলে। ...ব্যাঙ্কের বাইরে এসে দাঁড়ায় কলেভিন। মুখ তুলতেই

নজরে এলো, রাস্তার ওপারেই ভয়ের জগৎ-শেরিফ সাহেবের অফিস। একটা বড় পুলিশী টুপিকে দেখতে পাচ্ছে কলেভিন। তার পেশী টান টান শরীর ঈষৎ কুঁজো হয়ে পড়ে।

হোটেলে ঢুকবার মুখেই আজ মিসেস লোরিং-এর মুখোমুখি ; দু'হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে ঢুকছে। পরিশ্রমে-শ্রান্তিতে টকটকে মুখ-চোখ।

কলেভিন সহাস্যে বললো, 'আপনি কি আমাকে সাহায্যের সুযোগ দেবেন?'

ঈষৎ হেসে লোরিং বললো, 'কেউ আমাকে সাহায্য করতে চাইলে, আমি তা গ্রহণে কখনো অস্বীকার করি না।'

বাজারের থলে হাতে কলেভিন লোরিং-এর পিছন পিছন রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল। লোরিং জানাল, 'আজ ডিনারে হবে, তরকারি, স্যুপ, বাছুরের জিভ দিয়ে ডালনা এবং কিডনি ভাজা। এর সঙ্গে থাকবে চর্বিতে ভাজা পরোটা।'

কলেভিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'চমৎকার মাদাম, আমার কিন্তু রান্নার হাত খারাপ নয়।'

'আপনি কি রান্নাতেও আমাকে সাহায্য করতে চান না কি?'

'মন্দ কি? নিজের পুরোনো বিদ্যাটাকে একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।'

কলেভিন অ্যাপ্রোন পরে সত্যিই লোরিং-এর সঙ্গে রান্নায় হাত লাগালো। লোরিং সখেদে বললো, 'এত পরিশ্রম করি মা ও মেয়েতে, তবু আমাদের সচ্ছলতা আসছে না।'

কলেভিন মন্তব্য করলো, 'আপনার এখানে হোটেল খোলাটা উচিত হয় নি।'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে পরামর্শ দেবার মতন কেউ ছিল না। বাড়িটা রাস্তার ওপর পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে খালি খাবি খাচ্ছি। আমি যদি আপনার মত কোন ব্যাঙ্কের অফিসার হতাম তবে এসব ব্যবসা কবে সিকেয় তুলে রাখতাম।'

কলেভিন চুক চুক শব্দ করে বললো 'ব্যাঙ্কের মাইনেতে ধনী হওয়া যায় না।'

'জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকা হাতিয়ে বিরাট ধনী হয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।'

কলেভিন অবাক হয় এই মহিলাটি ক্রমান্বয়ে টাকা-পয়সার আক্ষেপই জানিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে এর মানসিক সমতা আছে। নিঃশব্দে হেসে সে বললো, 'ব্যাঙ্কের কর্মী এবং অফিসাররা সহজেই গোছা গোছা টাকা পকেটস্থ করতে পারে। কিন্তু ভোগ করতে পারবে না। নিয়ম কানুন এমনই যে ধরা পড়ে যাবেই।'

হাতের চেটো থেকে ময়দার গুঁড়ো ফেলতে ফেলতে লোরিং বললো, 'ঠিক ঠিক বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।' কথা বলতে বলতে ওরা রান্নার কাজ করছে। কলেভিনের দিকে পেছন ফিরে লোরিং দাঁড়িয়ে, মাঝে মধ্যে শরীরে শরীরে ঠেকে যায়। যে সব মেয়েদের দেহে বিদ্যুৎ আছে, লোরিং যে তাদেরই একজন—কলেভিন তা অনুভব করে। সে সাহস সঞ্চয় করে লোরিং-এর চওড়া পিঠের ওপর আলতো হাত রাখে। লোরিং-এর দেহকাণ্ড শক্ত হয় কিন্তু সে বাধা দেয় না। তখন কলেভিন ওর পিঠে, কোমরে, ঘাড়ে আঙুল বোলাতে বোলাতে স্বল্পায়াসেই মিসেস লোরিংকে তার দিকে মুখোমুখি করে নামিয়ে আনে মুখের ওপর মুখ, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট। অমন দীর্ঘস্থায়ী উত্তপ্ত চুম্বন কলেভিন এর আগে কোনদিন উপভোগ করেনি। লোরিং নিজেকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, 'ব্যাস আর নয়। তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি এটা রান্নাঘর এবং আমরা সকলের জন্য রাতের খাবার তৈরি করতে এসেছি।'

আবার নিস্তব্ধ একটা রাত। কলেভিনের হাতে সিগ্রেট পুড়ছে। সে নিশ্চিত আজ ঐ বন্ধ কপাট খোলা আছেই। হাতল ধরে ঠেলা দিলেই খুলে যাবে। তারপর.. মিসেস লোরিং-এর সঙ্গে সংসর্গ করবার স্বপ্ন দেখতে গিয়ে কলেভিনের বুকের মধ্যে একটা আগ্নেয়গিরি জীবন্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু দরজার হাতল ধরতেই বিরাট হতাশা, ক্রোধ, অভিমান---লোরিং কপাট বন্ধই রেখেছে।

সেই প্রতীক্ষা। বুকের আগুন বুকের মধ্যে পুষে রাখো। হৃদয়ঙ্গম করো। এক মাঘে শীত যায় না।

।। চার ।।

সেই কুবের-নিবাস, যেখানে আজ সাত রাজার ধন এনে রাখা হবে, চার চারটে কারখানার শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন—সাকুল্যে তিনশ হাজার ডলার।

কলেভিন মিস ক্রেগকে নিয়ে ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। সারি সারি কেবিনেট, সংখ্যায় কয়েক শ', যাদের মধ্যে রক্ষিত আছে স্থানীয় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কিছু মানুষের মূল্যবান কাগজপত্র, দলিল, গয়না। আর যে আধারটি তিনশ' হাজার ডলারের বাসভূমি হবে তার হাঁ-মুখ-এর গভীরতা অনেক।

সন্ধান শেষে কলেভিন প্রশ্ন করে, 'কিন্তু সেই ইলেকট্রনিক চোখটা কোথায়?'

'ঐ যে ওখানে—মিস ক্রেগের তর্জনিকে অনুসরণ করে কলেভিন দেখতে পেল অনেক উঁচু একটা বড় ভেন্টিলেটরকে গ্রিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ঐ গ্রিলের মধ্যে ওটা রাখা রয়েছে।'

কলেভিন কৃত্রিম সংশয় নিয়ে বলে, 'এমন কিছু আহামরি সুরক্ষা ব্যবস্থা নয়, চোর ডাকাতরা আগেই ওটার তার কেটে ফেলবে।'

সঙ্গে সঙ্গে মিস ক্রেগ জানায়, 'তা পারবে না স্যার। ওর তারটারগুলো সব দেয়ালের মধ্য দিয়ে। ফ্লোরের মধ্য দিয়ে, বাইরে রাস্তার তলা দিয়ে সোজা শেরিফ সাহেবের অফিসে চলে গেছে। কেউ দেয়াল বা মেঝে খুঁড়ে সেই তার বের করতে চাইলে ইলেকট্রনিক চোখটা অনেক আগেই চিৎকার করবে। চারিদিক থেকে পুলিশ ব্যাঙ্কটাকে ঘিরে ফেলবে।' বেশ আনন্দের সঙ্গেই ব্যাঙ্ককর্মী মিস এলিস ক্রেগ বলল।

ভেতরে ভেতরে রাগ জমতে থাকে কলেভিনের। সে বলল, 'কিন্তু কেউ তো ব্যাঙ্কের মেইন সুইচটাই 'অফ' করে কুকর্মে হাত দিতে পারে।' এখনো মিস ক্রেগ আত্মপ্রত্যয়ী, 'কোন সুবিধে হবে না তাতে, কারণ, ঐ চোখটাকে চালু রাখে একটি পৃথক জেনারেটর। সেটা এই ভল্টের মধ্যেই থাকে, ঐ দেখুন।'

ছোট ঝকঝকে মোটরটা যেন কলেভিনের ঘর্মাক্ত মুখের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। এ হল এক বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র, যাকে চালু করলে দশ বারো ঘণ্টা একটানা নিঃশব্দে কাজ করে যাবে।

অমন সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনা থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ তার মাথায় মোক্ষম প্রশ্নটা এসে গেল, 'মিস ক্রেগ আমরা তো ঐ টাকার বাক্স রেখে যাবার পর জেনারেটর চালু হবার পরও একাধিকবার ভল্টের মধ্যে যাওয়া আসা করতে পারি। তখন কি প্রতিবারই ঐ ইলেকট্রনিক চোখ হুঁশিয়ার করে দেবে শেরিফকে?'

মিস ক্রেগকে এই প্রথম বিচলিত মনে হচ্ছে। নিরেট পাষাণে বন্দিনী যেন। ধরা গলায় বলল, 'এটাই আসল গোপনীয় ব্যাপার। আমাকে শপথ নিতে হয়েছে, হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও আমি যেন ঐ গোপন তথ্য ফাঁস না করি। কিন্তু আপনি এই ব্রাঞ্চেরই ম্যানেজার, আমার বস। আপনাকে তো সবকিছু জানাতে আমি বাধ্য।'

'আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পারেন।'

'আসলে কি জানেন স্যার। আমরা যখন এখানকার সব কটা আলো অফ করি একমাত্র তখনই ঐ ইলেকট্রনিক চোখটা সচল হয়ে ওঠে। ব্যবস্থা এই রকমই। আবার রাতে আমরা বা অন্য কেউ যদি ব্যাঙ্কে ঢুকে আলো জ্বালে, চোখটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু রাস্তার ওপারে শেরিফ সাহেব ঠিক দেখতে পাবেন ব্যাঙ্কের আলো। সদলে ছুটে আসবেন।'

কলেভিন বিশ্লেষণ করে বুঝলো টাকাটা যদিও বা কখনো লোপাট করা যায়, ফেডারেল গোয়েন্দা দপ্তরের ঝানু কর্মীরা তাকে ছিঁড়ে খাবে। মাত্র দুজন শুধু টাকা সরাতে পারে—এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, দুই ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষক মিস ক্রেগ। কিন্তু নার্ভাস মিস ক্রেগের পক্ষে এটা অবাস্তব। সুতরাং.. একটা বিস্বাদ ভীতি ও অসহায়তা কলেভিনের মনের মধ্যে চাগাড় দিয়ে ওঠে।

পুলিশী গাড়িতে পুলিশী প্রহরায় টাকার বাক্স সন্ধ্যা ঘনাবার আগেই এসে গেল। ব্যাঙ্কের ভল্টে সকলকে নিয়ে প্রৌঢ় শেরিফ ঢুকলেন। চোখের কোণে কলেভিন কে দেখে নিয়ে অনুমান করে, আমি গায়ের জোরে বুড়োকে গুঁড়ো করে দিতে পারলেও বুলেটের জোরে ও আমাকে ঝাঁঝরা

করে দেবে। না, তাগদ দেখাবার তাগিদ আমার নেই। ভল্টের মধ্যে কুবেরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে জেনারেটারটা চালু করে শান্তিরক্ষকরা বেরিয়ে গেল। ব্যাঙ্কের আলো নিভিয়ে দিয়ে মিস ক্রেগ সহ মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে এলো কলেভিনও।

আজ সে আবার হোটেলে ফিরে হেঁসেলে গেল। মিসেস লোরিং চমৎকৃত, 'কি ব্যাপার, আজ আবার ম্যানেজার সাহেব রান্নায় হাত দেবেন না কি?'

গম্ভীরভাবে বললো কলেভিন, 'না, তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।'

'এখানেই বলতে পারো, তৃতীয় কেউ নেই।'

'সেদিন তুমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হাতাবার কথা বলবার পর আমি অনেক ভেবেছি। তোমার কথাই ঠিক। বুদ্ধি আর সাহসের মিশেল ঘটাতে পারলে ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারে।'

'তুমি কি এটা তোমার অন্তর থেকে বলছ?'

'নিশ্চয়, এই বিপর্যস্ত অভাবী দিনগুলির হাত থেকে রেহাই পেতে আমি তোমার সাহায্য চাই, কিট।'

লোরিং-এর জবাবে কোন আবেদন নেই, 'উপযুক্ত ভাগ পেলে নিশ্চয় সাহায্য করবো।'

'তাহলে আজ রাতে আমার ঘরে এসো, আলোচনা করব।'

লোরিং এর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হয়, ফিসফিসিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, আমি যাবো।'

এই সেই রাত, যখন কলেভিনের প্রত্যাশাব্যাকুল দৃষ্টির সামনে বন্ধ দুয়ার খুলে গেল এবং মোহময়ী মিসেস লোরিং এসে ঢুকলো। চেয়ার টেনে কলেভিনের মুখোমুখি বসে, 'বলো।'

'তুমি যদি টাকাটা পাও কি করবে?'

'প্রথমেই এই বাজে জায়গাটা ছেড়ে পালাবো, তারপর বাকি জীবনটা ফূর্তি করে কাটাবো।'

'কিন্তু তোমার মেয়ে তো ডেপুটি শেরিফের প্রেমে পড়েছে। সে যদি যেতে রাজি না হয়?'

'ইবিস বয়সে প্রায় নাবালিকা। ভালমন্দ বোধ এখনো ওর হয়নি। জীবনের রঙিন দিকটা একবার দেখতে পেলে বোকা পুলিশটাকে ঘষা পয়সার মতন ত্যাগ করবে।'

লোরিং-এর আলুথালু চুল ও যৌবন সমারোহ মুখের দিকে চেয়ে অনেকটা স্খলিত স্বরে বললো, 'কিভাবে মালটা সরানো যাবে, বলতো?'

'বাঃ! তুমি এখনো উপায়টা ভেবেই দেখনি।'

কলেভিন হাসে, 'না। এখনো ভাবছি, তুমিও ভাবো। আমরা দুজনে, ভেবে চিন্তে উপায় একটা ঠিকই বের করবো।'

লোরিং দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ায়, তার মুখে বিদায়ী সূর্যের বিষণ্ণতা, 'তা হলে নিজের ঘরে গিয়েই মাথা ঘামাই।'

দরজার কাছে যাবার আগেই কলেভিন তড়াক করে লাফিয়ে তার সামনে দাঁড়ায়, হাত ধরে বিছানার দিকে টেনে আনবার চেষ্টা করে। লোরিং এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়, 'ভুল করছো ম্যানেজার। উপযুক্ত দাম না পাওয়া অব্দি আমি বাড়তি কিছুই তোমায় দেবো না, যাও শুয়ে শুয়ে ভাবো। আমিও ভাবি।'

কলেভিনের মুখের ওপর কপাট বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আজ তার মনে কোন মেদুরতা নেই অনেককাল পর আজই প্রথম নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছে সে, – আমি তো আর একা নই, আমার একজন অংশীদার রয়েছে।

।। পাঁচ ।।

কিছুক্ষণ সবুজ মাঠে শিরা ফুলিয়ে গলফ খেলতে খেলতে কলেভিন দেখলো অন্ধকার ঘনিয়েছে, কুয়াশার জাল ঘন হচ্ছে। শিরদাঁড়া শক্ত করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সে হোটেলে ফিরলো। এই সেই সময়, যখন হলঘরে তিন মূর্তি—এলিস ক্রেগ, মিস পীয়ারসন ও মেজর হার্ডি। পীয়ারসন ও হার্ডি গুজ গুজ, ফুস ফুস করছে রাজ্যের গুজব, সমস্যা ও তাদের নিবসন নিয়ে। ক্রেগ তার কোট ও টুপি চেয়ারের ওপর ঝুলিয়ে রেখে একমনে উল বুনে চলেছে। দৃশ্যটা আদৌ দৃষ্টি-নন্দিত না কলেভিনের কাছে। সে নীচু স্বরে ক্রেগের সঙ্গে দু চারটে কথা সেরে একসময় রান্নাঘরে ঢুকে

পড়লো। সেখানে লোরিং, কলেভিন তাকে বললো, 'কিট, আজ রাতে আর একবার এসো। খুব জরুরী।'

লোরিং-এর চাঁছাছোলা জিজ্ঞাসা, 'কোন বায়বীয় পরিকল্পনা নাকি?'

কলেভিন, 'না। নিরেট এবং বিশেষ কার্যকরী।'

শহরতলী যখন রাতের প্রভাবে মুমূর্ষু, তখন লোরিং এলো।

কলেভিন, 'আমার মাথায় একটা দারুণ পরিকল্পনা এসেছে। মন দিয়ে শুনবে।'

'আমি মন দিয়েই শুনে থাকি।'

কলেভিন, 'দেখো, ব্যাঙ্ক থেকে আমি টাকাটা সরাতে পারি। কিন্তু পুলিশের সমস্ত সন্দেহ হবে ব্যাঙ্কের দুই কর্মীর ওপর—আমি এবং মিস এলিস ক্রেগ।'

লোরিং (দেওয়াল ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ ফিরিয়ে)—সে গুড়ে বালি। 'তোমার ঘাড়েই গিয়ে পড়বে সন্দেহের সিংহভাগটা।'

'ঠিক'—কলেভিন বলে, দাবার চালটা ঠিক ঠিক দিতে পারলে তবে পুলিশের চৈতন্যে অন্য ছায়া খেলা করবে। তাদের সবটুকু সন্দেহ গিয়ে পড়বে মিস ক্রেগের ওপর।'

লোরিং—'হেঁয়ালি না করে খুলে বলো।'

'আমরা মানে তুমি আমি—প্রমাণ করবো, মিস ক্রেগের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রেমিক আছে। এমন প্রেমিক যে মিস ক্রেগকে কাজে লাগিয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না, এলিসের কোন প্রেমিক নেই।'

'নেই তো কি হয়েছে? আমরা প্রমাণ করবো, তার একজন পুরুষ বন্ধু আছে।'

'কি যে মাথামুণ্ডু বলছো বুঝছি না।'

দু চোখ জ্বলতে থাকে কলেভিনের, 'মিস পীয়ারসন আর মেজর হার্ডি হচ্ছেন গুজববাজ ও গল্পবাজ মানুষ। এরা কেবল গল্প বানায় না, বানানো গল্পকে কপ্ করে গিলেও নেয়। কেচ্ছা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া ওদের ওপর দারুণ। তুমি ঐ বুড়োবুড়ির কাছে গিয়ে বলবে, মিস ক্রেগ গোপনে একটি যুবকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছে। সেই বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে এলিস সুযোগ পেলেই এখানে সেখানে ঘুর ঘুর করে। তুমি হয়তো খেয়াল করেছো, এলিস অফিস থেকে ফিরেই হলঘরে কোট ও টুপিটা খুলে রেখে ভাড়া বাথরুম ছাদে পায়চারি করতে যায়। তুমি ঐ সময় কোট ও টুপিটা কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রাখবে এবং বুড়ো বুড়িকে বলবে, এইমাত্র এলিস একটি যুবকের সঙ্গে কোথায় যেন বেড়াতে গেল। তারপর আবার এলিস ছাদ থেকে নামলে তার টুপি ও কোট যথাস্থানে রাখবে। এই ধন্দময় কারবারটা তোমায় করতেই হবে, ডার্লিং।'

এবার লোরিং ভীষণ অস্থির।—'বেশ, বেশ, তাই না হয় করলুম, কিন্তু এর সঙ্গে নিরাপদে ব্যাঙ্কের টাকা সরাবার কি সম্পর্ক?'

কলেভিন বলে 'সম্পর্ক অতীব নিগূঢ়, যদিও পৃথিবীর চতুরতম লোকটাও এখানে থৈ পাবে না। ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে শেরিফ সাহেবের অতন্দ্র হুঁশিয়ারী ও তদারকি সত্ত্বেও টাকা যেদিন লোপাট হবে, সেদিন থেকে মিস এলিসও বেপাত্তা হয়ে যাবে। পুলিশ জানবে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সরিয়ে মিস ক্রেগ তার প্রেমিকের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। তার সেই প্রেমিকের গল্প আমি শোনাবো, তুমি শোনাবে। মিস পীয়ারসন শোনাবে। পুলিশ তখন অন্ধকারে হাতিয়ে বেড়াবে মিস ক্রেগ এবং তার বয়ফ্রেন্ডকে।'

লোরিং কালেভিনের পরিকল্পনা শুনতে শুনতে বিচলিত হয়ে পড়ে। তাব ঠোঁট শুকনো, হাত কাঁপছে, ঢোঁক গিলছে, কি ভাবছে লোরিং? পিছিয়ে যাবে নাকি? কিন্তু পিছিয়ে যাবো বললেই তো যাওয়া যাবে না। নিজের নিরাপত্তার খাতিরে লোরিংকে সেই সুযোগ কলেভিন দেবে না। হতে পারে সে আকর্ষক রমণী। কিন্তু বিপদ বুঝলে কলেভিন তার গলার হাড়টা মট্ করে ভেঙ্গে দিতে পারে। টাকা আমার চাই-ই, চাই। মিসেস লোরিং কাঁপা স্বরে বললো, 'আমাকে একটু হুইস্কি খাওয়াবে?'

'নিশ্চয়।' উঠে গিয়ে কলেভিন উত্তেজক পানীয় নিয়ে এলো।

হুইস্কিটুকু একসঙ্গে গলায় ঢেলে মিসেস লোরিংয়ের যেন আরো উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, মুখ চোখ

লাল, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে তার বুক দুলছে।

লোরিংয়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয় কলেভিন। 'তুমি কি ঘাবড়ে গেলে?'...কিন্তু এখন তো ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। তুমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা জেনে গেছো। তোমাকে এ অভিযানের শরিক হতেই হবে।'

'তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?'

কলেভিন চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'তিন শ' হাজার ডলারের জন্য একটা বা দুটো খুন এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। অন্ততঃ এ নিয়ে মাথা খারাপ করলে চলবে না। আর সত্যি কথা বলতে কি, এর আগেও আমি অনেক মানুষ খুন করেছি। ব্যাঙ্কে ঢুকবার আগে আমি মিলিটারিতে ছিলাম। ঊর্ধ্বতনের হুকুম মানতে গিয়ে কত তরুণকে নির্বিচারে হত্যা করেছি। আর আজ দুর্দান্ত ভবিষ্যত গড়তে আর একবার এই হাতে রক্ত লাগাতে পারবো না? আমি অত গবেট ভীরু নই।'

দু' হাতে মুখ ঢেকে লোরিং শুনছে। তারদিকে কলেভিন আর এক গ্লাস হুইস্কি এগিয়ে দেয়।

লোরিং চোঁ করে সবটা গিলে নিলো। কেমন যেন অস্বাভাবিক হেঁচকি উঠছে। লোভাতুর দৃষ্টিতে বোতলটার দিকে চেয়ে স্খলিত স্বরে বললো, 'আমাকে আর একটু ভাবতে দাও। মাইরি, একটুখানি সময়—'

'ঠিক আছে। যা ভাববার আজকের রাতেই ভাববে। কাল সকালেই জবাব চাই।'

লোরিং টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে কপাটটা বন্ধ করে দিল।

সিগ্রেট ধরায় কলেভিন। সিগ্রেটটা শেষ হলে বাথরুমে ঢুকে বেশ খানিকটা জল শরীরের ওপর বইয়ে সে একটা তোয়ালে পরে নিজের ঘরে ফিরে আসে। আবার একটা সিগ্রেট বের করে আয়নায় নিজের বিপুল প্রতিবিম্বকে দেখে কেমন যেন কামার্ত হয়ে ওঠে সে। সে অনেকগুলো রাত এখানে পার করেছে অথচ পাশের ঘরে .। সে পায়ে পায়ে ঐ বন্ধ কপাটের দিকে গিয়ে হাতলটা ধরে মোচড় দেয় এবং---

কী আশ্চর্য ! বন্ধ দুয়ার খুলে গেছে। কলেভিনের বুকের মধ্যে যে বন্দী বাঘ এতদিন ক্রুদ্ধ আর্তনাদ ছেড়েছে, আজ সে বেরিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ সে ঘরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে। মৃদু নীল আলো। স্বচ্ছ মশারির তলায় শুয়ে থাকা মিসেস লোরিংকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরনে গোলাপি নাইটি। বুক দুটো উঁচু হয়ে আছে। কোমরের কাছ থেকে শরীরটা একটু বেঁকে আছে. একটা হাঁটু মাথা তুলে বুঝি জানিয়ে দিচ্ছে, যে কোন শক্তিমান পুরুষের সঙ্গে দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এই রমনী দেহ। লোরিং এবং কলেভিন—দুজন একে অপরের দিকে চেয়ে আছে। কলেভিন ধীরে ধীরে বিছানায় পৌঁছে বসে পড়লো। কলেভিন মশারির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে লোরিংয়ের বাহু স্পর্শ করলো তারপর নাইটির তলায় ভরাট বুক অব্দি পৌঁছে গিয়েও কোন প্রতিরোধ না পেয়ে সত্যিই এক ক্ষুধার্ত বাঘের মতন মিসেস লোরিংয়ের দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নাইটি ফাইটি কোথায় গুটিয়ে ফেলে নিজের তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কলেভিন লোরিংয়ের যাবতীয় গভীরতাকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে তপ্ত তৃপ্তির সন্ধান করতে থাকে। তার প্রয়াসের, উদ্দীপনার অন্ত নেই। কিন্তু মিসেস লোরিং আশ্চর্য নিষ্ক্রিয়, নির্বাক। এ সময় কোন প্রেমিকা যেভাবে সাড়া দেয়, সুখ ও তৃপ্তিতে সমান ভাগ বসাতে চায়, মিসেস লোরিংয়ের মধ্যে তা দেখা গেল না। স্খলন-লগ্নে কলেভিনের মনে হলো, তার চৈতন্যে দোলা দিয়ে গেল সেই বিরক্তির অনুভূতি ; আমি এই মুহূর্তে যেন এক বেশ্যা সংসর্গ সমাপ্ত করছি। কোন সাড়া নেই, পুরস্কার নেই.. ...যাচ্ছে তাই.....।

!! ছয় !!

টিভির সামনে সিলুট নারীমূর্তির যেন বাহ্যবোধ লুপ্ত। হলঘরে আর কেউ ছিল না। নিঃশব্দে কলেভিন ওর দিকে এগিয়ে গেল। ফিসফিসিয়ে বললো. 'টি ভি.-কে নিয়ে এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ।'

চমকে ওঠে এলিস ক্রেগ, 'স্যার।'

কলেভিন যেন আরো অন্তরঙ্গতার সঙ্গে প্রগলভ, 'আপনার মতন নিষ্ঠাবান ব্যাঙ্ককর্মীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে কিছু ভাবতেই হবে।'

'স্যার।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, আপনার মতন ব্যাঙ্কগতপ্রাণ কর্মীর আজ ভীষণ অভাব। কামচোরের দল দুনিয়া ছেয়ে ফেলেছে। উন্নতি করবার চেষ্টাও নেই, ইচ্ছেও নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মন দিয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে আপনি ব্যাঙ্কে অনেক উন্নতি করতে পারবেন। ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর সানফ্রান্সিসকোতে আপনি বদলিও হয়ে যাবেন।

এলিস ক্রেগের শরীর ঈষৎ উদ্বেলিত হয়। চোখে স্বপ্ন ঘনায়, 'আমি কি করতে পারি?' কলেভিন বললো, 'সন্ধ্যার সময় টি. ভি -র সামনে বসে থাকাটা বন্ধ করতে হবে। এই দু-তিন ঘণ্টা আপনি আপনার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল তুলে পড়াশুনা করতে পারেন। ব্যাঙ্কিং মেনুয়্যাল, গাইড বুকগুলি পড়ুন, মুখস্থ করুন। রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে দূরদর্শন দেখুন। সন্ধ্যাটা নষ্ট করবেন না।

মিস ক্রেগ কৃতজ্ঞতায় উঠে দাঁড়ায়, 'তাহলে আমি আজ থেকেই শুরু করে দিই।'

'নিশ্চয়।'

অভ্যাসমত এলিস কোট ও টুপি হলঘরে রেখে নিজের ঘরে চলে গেল। এখন সে এক অদ্ভুত উচ্চাশা নিয়ে ব্যাঙ্কের আইন-কানুন মুখস্থ করবে।

ক্রেগের টুপি ও কোটটা এনে কলেভিন রান্নাঘরের এক কোণে রেখে দেয়।

মিস পীয়ারসন ও মেজর হার্ডির হলঘরে পদার্পণ ঘটলো। কলেভিন এদের দিকে চেয়ে রহস্যময় গলায় বলে, 'টি ভি. চলছে, কিন্তু টি. ভি.-র সামনে মিস ক্রেগ বসে নেই।'

মিস পীয়ারসন বলে, 'ওমা তাই তো। মেয়েটা গেল কোথায়?'

কলেভিন—'মিঃ এর্কেস এসে ওকে নিয়ে গেছে। সম্ভবত ওরা এখন পার্কে কোন একটা গাছের তলায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে।'

মেজর হার্ডি—'এর্কেস কে?'

কলেভিন—'মিস ক্রেগের হৃদয়।'

বুড়ো বুড়ি প্রায় একই সঙ্গে মিহি ও খটখটে গলার মিশ্রণে বলে, 'মিসেস লোরিং বলেছিল বটে।'

কলেভিন অনুনয় করে, 'বড় লাজুক মেয়ে এলিস। ওকে এ ব্যাপারে কিছু বলে লজ্জা দেবেন না যেন।'

মেজর হার্ডি মাথা নাড়ে, 'না, না। আমরা এখনই ওকে ঘাঁটাতে যাচ্ছি না। ওর ধূ ধূ মন ঠিক ঠিক সবুজ হয়ে উঠুক, তারপর—'

মিস পীয়ারসন হি-হি করে হেসে ওঠে।

কিটি লোরিংকে বেশি রাতে পাকড়ানো হলো। তার চোখ লাল, চুল আলুথালু, বদন অসংবৃত, মুখে বিহ্বলতা, চোখের নিচে কালির আস্তরণ, সর্বাঙ্গ শিথিল—এ্যালকোহলে চুর চুর।

কলেভিন বললো, 'কিটি, টাকাটা সরাবার পরই কিন্তু তা ভোগ করতে পারছি না।'

'কেন?'

'কারণ, তোমার ও আমার—দুজনেরই বর্তমান আর্থিক অবস্থাটা সুবিধের নয়। এখন হঠাৎ যদি আমাদের বড়লোকি চাল চলন শুরু হয়ে যায়, ফেডারেল গোয়েন্দারা নেক নজরে, তাকাতে বাধ্য।'

'তোমার অভিমতটাই শুনি।'

'আমার পরিকল্পনাটা হলো, মালটা হাতাবার পরও বেশ কিছুকাল আমরা এমনি অবস্থাতেই থাকবো। ডাকসাইটে ধনী হয়ে উঠবার কোন কিছুই থাকবে না তোমার আমার আচরণে। এরকম কিছুদিন চলবার পর একদিন লোকেরা দেখবে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।'

লোরিংয়ের হেঁচকি উঠলো 'বিয়ে? তো-মা-র সঙ্গে। অসম্ভব।' খানিকটা খিঁচিয়ে উঠলো কলেভিন, 'তিন শ' হাজার ডলারের অর্ধেকটা পেতে গেলে এরকম কিছু কৌশল তোমাকে নিতেই হবে। এমন সুযোগ জীবনে সবসময় আসে না।'

'ঠিক আছে। তারপর?'

'তারপর একদিন আমি চাকরিতে ইস্তফা দেবো। তুমিও হোটেল বেচে দেবে। পাঁচ জনে জানবে, এ সুখী দম্পতি এখন যৌথ উদ্যোগে নিজেদের ভাগ্য গড়তে লড়াই শুরু করবে। তখন,

আমরা দক্ষিণের কোন বড় শহরে পাড়ি দেব। সেখানে গিয়ে কারবার, জুয়ার বোর্ড ইত্যাদি লোক দেখানো ব্যাপারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করবো, আমরা দ্রুত ধনী হয়ে উঠছি। তারপর একসময় কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স চাইবো তোমার মতন তুমি, আমার মতন আমি।'

নিষ্প্রাণ স্বরে লোরিং বললো, 'এ যে অনেকদিনের ব্যাপার।'

'এমন কিছু নয়, তিন থেকে চার বছরের মামলা।'

'উরে ব্বাশ। না-না।'

'বোকার মতন মাথা নেড়ো না। বাকি জীবনটা পায়ের উপর পা তুলে কাটাতে হলে তিন চার বছর ধৈর্য ধরতেই হবে। যে মানুষের ধৈর্য নেই, ভাগ্যও তার চিরকাল জোড়াতালি মারা অবস্থায় থাকে।'

লোরিং বলে, 'টাকাটা সরিয়ে রাখবে কোথায়?'

আপাতত ঐ ব্যাঙ্কের মধ্যেই।

'আশ্চর্য তো।'

'এটাই বাস্তবসম্মত ভাবনা। আমাদের ঐ ব্রাঞ্চে অনেক পুরনো বাক্স-প্যাঁটরা ডাই করা আছে। টাকাটা ওরই মধ্যে কোথাও গুঁজে রাখবো। ফেডারেল পুলিশ যখন পাতি পাতি করে টাকাটা খুঁজবে, কুবেরের ধন তখন ব্যাঙ্কেরই এক কোণে ঘুমিয়ে আছে। কোন শালা ভাবতেই পারবে না। পরে অস্থিরতা থিতিয়ে এনে মাল এনে ফেলবো তোমার কাছে।'

কলেভিন খুক খুক করে হেসে লোরিংয়ের কোমরে একটা আলতো থাপ্পড় দিয়ে বললো, 'তোমার কিন্তু অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। প্রতি কাজই সূক্ষ্ম. সাবধানে করতে হবে। তোমার ওপরে অনেকটা নির্ভর করবে। মাথা গরম করবে না। খাপ্পা হয়ে উঠবে না। আমি যেমন বলি, তেমন তেমন করো।'

'বলে যাও।'

'প্রথমত, মিস এলিস ক্রেগ আজ থেকে আর হলঘরে বসে সন্ধ্যায় টি ভি. দেখে কাটাবে না। আমি এমন মন্ত্র দিয়েছি যে. এখন থেকে সে প্রতি সন্ধ্যাতেই তার ঘরে বসে ব্যাঙ্কের কানুন মুখস্থ করে কাটাবে। তুমি এই সুযোগে শ্রীমতীর টুপি ও কোট পরে. বাইরে বেরিয়ে পড়বে। আমিও একটা অন্য ধরনের কোট পরে নকল গোঁফ লাগিয়ে একটা পুরনো গাড়ি নিয়ে হাজির হবো এই হোটেলের লনে। গাছ গাছালির আবছা ছায়ায় দুজনে মিলিত হবো। আমি তখন কলেভিন নই, এলিসের প্রেমিক এর্কেস। আর তুমিও তখন লোরিং নও, এলিস ক্রেগ। হলঘরের জানালা দিয়ে দুই বুড়োবুড়ি—হার্ডি ও মিস পীযারসন আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুম্বনাবদ্ধ অবস্থায় এলিস ও এর্কেসকে দেখে কি খুশিই না হবে।'

'অদ্ভুত। তারপর?'

'দ্বিতীয়ত, তোমার সঙ্গে আমার যে বেশ একটা ভাব ভালোবাসা গড়েছে সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সবসময় কাছাকাছি থাকা। চোখে চোখে মধুর ইশারা, একটু ছোঁয়া .. নিজের মেয়েকে জানিয়ে দেবে, আমাকে তুমি বিয়ে করতে চলেছো।'

'ও ঈশ্বর।'

'ভগবানের দোহাই দিচ্ছ কেন? আমার সঙ্গ আর বুদ্ধির দৌলতে তোমার বরাত খুলে যাচ্ছে।'

'বেশ তারপর?'

'তারপর তো সেই শুক্রবারের কালরাত্রি। ঐ তারিখে সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ যাবৎ ব্যাঙ্কের কাজে আমি এলিসকে আটকে রাখবো। সে যখন কাজে ডুবে থাকবে, আমি এক ফাঁকে গিয়ে ব্যাঙ্কের পিছনের দরজাটা খুলে দেবো। ঐ দরজাটা সাধারণতঃ বন্ধই থাকে. ওর চাবি আমার আর এলিসের কাছে থাকে। ফিরে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলিসকে চিরকালের মতন—'

আতঙ্কে আড়ষ্ট লোরিং আবার উচ্চারণ করে, 'হা ঈশ্বর!'

কলেভিন বলে চলে, 'তিন শ' হাজার ডলারের জন্য দু' একটা পায়রা শাবকের রক্ত এমন কি বড় কথা। হুঁ, যা বলছিলাম, তুমি আর একটা গাড়িতে চেপে চলে আসবে ব্যাঙ্কের পেছনে। চুপচাপ ভেতরে ঢুকে এলিসের টুপি ও কোট পরে সামনের দরজা দিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে।

শেরিফ সাহেব দেখবেন, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং এলিস ক্রেগ ব্যাঙ্কের সব বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে গেল।'

মিসেস লোরিং ঠোঁট কামড়ে পায়ের দিকে চেয়ে আছে, ঘাড় ফেরাচ্ছে না, কেবল তার নাসা কাঁপছে।

কলেভিন কিন্তু বলতেই থাকে, 'মধ্যরাতে তুমি আবার ঐ এলিসের পোশাক পরেই ব্যাঙ্কের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে। তবে আমি থাকবো, এর্কেসের ছদ্মবেশে। ব্যাঙ্কের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকবো। তোমার গাড়িটা তো সেখানেই থাকবে। ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারে আমি পট্ পট্ সব কটা বাল্ব খুলে ফেলবো। থাকবে কেবল ভল্টের মধ্যেকার বাল্ব। এই বাল্বটার সুইচ্ অন করা মাত্র ইলেকট্রনিক আইটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। শেরিফ মহাশয় টেরও পাবেন না, কারণ ভল্টের মধ্যের আলোটা বাইরে থেকে আদৌ দেখা যায় না। আমরা টাকাটা সরাবো, লুকিয়ে রাখবো এবং ক্রেগের লাশটাকে এনে তোমার অপেক্ষমান গাড়িতে ফেলবো।'

'ও ঈশ্বর!'

'অনেকটা পথ—ঢালু পথে—আমরা গাড়িতে এলিস ক্রেগের লাশটা নিয়ে যাবো—স্টেশনের দিকে। গাড়িটা একটা পেট্রল পাম্পে দাঁড় করাবো। সেখানে কথাচ্ছলে আমরা পরস্পরকে এলিস ও এর্কেস নামে অভিহিত করবো। কথাবার্তায় আমরা দুজনে থাকবো যুগপৎ স্ফূর্তিবাজ।...ও বলতে ভুলে গেছি, এ ঘটনার আগের দিন তুমি তোমার বর্তমান গাড়িটাকে স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও পার্ক করে রেখে আসবে আমরা দুজনে এলিসের লাশটার একটা হিল্লে করে ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই ফিরে আসবো। লাশবাহী গাড়িটা পথেই পড়ে থাকবে।'

লোরিংয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে কলেভিন। লোরিং কাঁপছে, এখন তার লোভের চেয়ে আতঙ্কই বেশি। কাঁপা হাতে গলায় হুইস্কি ঢালে, হাঁসফাস করে, বুকের বাঁধন আলগা, শরীরময় তন্দ্রালু ঢল! কলেভিন ইচ্ছে করলেই এখন ওকে বিছানায় নিয়ে ঝাঁপাতে পারে। কিন্তু এক রাত্তিরের অভিজ্ঞতাতেই কলেভিন টের পেয়েছে, লোরিং বিছানায় কি বস্তু—মিলনের ঝোঁক নেই, পাল্টি খাবার রোখ নেই, কেবল দেহটাকে হেঁদিয়ে রাখে—ক্ষমতাবান পুরুষ কলেভিনের ওরকম মেয়েমানুষ একদম অপছন্দ।

পরদিন বিকেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠবার মুখে ফুটফুটে এক স্বাস্থ্যবতী আকর্ষণীয়া কিশোরীর মুখোমুখি হতেই কলেভিন চমৎকৃত।

কিটি লোরিংয়ের মেয়ে ইরিস লোরিং। অমন উঠতি যৌবনাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, মুগ্ধতা ইরিসের চোখেও—অমন এক পুরুষালি চেহারা, দৃষ্টিতে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি-তামাশা।

'আপনিই তো মিঃ ডেভ কলেভিন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজাব, আমাদের নতুন বোর্ডার?'

'এবং তুমিই তো ইরিস লোরিং?'

'মার কাছে আপনার কথা শুনেছি।'

'তোমার কথাও কিটি আমায় বলেছে, এখন চললে কোথায়?'

'টেনিসের কোর্টে। এমন সুযোগ বড় একটা পাই না। পরে আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়।'

আপন উদ্দীপনায় ডানা কাটা পরী উড়ে গেল। কলেভিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—কিটির বদলে যদি ওর মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হতো। পিটস্ভিলের দিনগুলি কি মাধুর্যময়ই না হতো।

ইরিস কোর্ট থেকে বেরিয়ে ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারসের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একেবারে সমুদ্রবেলায়। সমুদ্র আজ উদাসীন, ক্রমশ শ্লেটের রং নিচ্ছে।

ইরিস—'আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।'

কেন—'হেতু?'

ইরিস—'মা আবার ড্রিংক করতে শুরু করেছে। আমার মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।'

কেন—'এরকম হবার কারণ?'

ইরিস—'বুঝতে পারছি না।'

কেন—'দরকার মনে করলে তোমার পরিচিত মানসিক ডাক্তারের সাহায্য নাও।'

'ইরিস—অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে তাই করতে হবে।'

'দেরি না করাই ভাল। ব্যাধির উপসর্গ যখন দেখা দিয়েছে, ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।'

বেদনার ছায়া ইরিসের মুখে। বাবা দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর প্রচণ্ড হতাশায় মা মদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কদিনের মধ্যেই দুঃসহ স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হলো। সর্বক্ষণ অ্যালকোহলের জন্য আঁচড়াচ্ছে, খামচাচ্ছে। অসংলগ্ন কথা বলছে, সম্মানবোধ থাকছে না। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে মাকে সারিয়ে তুলতে কিশোরী মেয়ে ইরিস কী লড়াইটা না করেছে। সিনেমা হলে টিকিট বেচা, হোটেল চালানো—মানসিক হাসপাতালে মাকে রোজ দেখতে যাওয়া—ইরিসকে যারা চেনে সকলেই বাহবা দেয়।

মা ভালো হয়ে উৎসাহ ও উচ্চাশা নিয়ে ফিরে এলো। মদ ছেড়েই দিয়েছিল। আবার কেন বোতলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করেছে সে?

ইরিস অন্য কথায় যায়—'আজ আমাদের নতুন বোর্ডার ব্যাঙ্ক ম্যানেজাব মিঃ ডেভ কলেভিনের সঙ্গে পরিচয় হলো।'

সন্দিগ্ধ স্বরে কেন, 'তাই নাকি?'

'দারুণ চেহারা, তাই না?'

'চোখে মুখে কিন্তু কেমন যেন দুষ্কর্ম ও নিষ্ঠুরতার চিহ্ন।'

'মোটেই না। বরং কী অমায়িক উদার হাসি।'

'সেই হাসিতে বধ হয়ে গেলে নাকি?'

'ছিঃ কেন, আমাকে এভাবে কখনো অপমান করবে না।'

ট্রেভারস স্বস্তির ছোঁয়া পেয়ে হেসে ওঠে, 'আরে আমি ঠাট্টা করছিলুম। তুমি হলে আমার বাগদত্তা।'

।। সাত ।।

আশ্চর্য আবির্ভাব যেন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারেব চেম্বারে ইরিস লোবিং ঢুকে পড়েছে। ম্যানেজারেব চেম্বাবেব সাফসুফ টেবিলের এধারে একটা চেয়ার নিলো। মুখোমুখি, সামান্য বিচলিত, সপ্রশ্ন।

'আপনি নাকি আমার মাকে বিয়ে কবতে চলেছেন?'

কলেভিন চেয়ারে দোল খেতে খেতে মিষ্টি হেসে বললো, 'কিটির মতন সঙ্গিনী দুর্লভ।'

'আপনি ওকে ভালবাসেন?'

'অদ্ভুত প্রশ্ন তো। ভাল না বাসলে আমি তাকে বিয়ে করতে যাবো কেন? কিটিও আমাকে ভালবাসে। আমরা দুজনে যথেষ্ট পরিণত মনস্ক। বিয়ের পর আমরা দুজন দুজনকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবো।'

ক্রমশ ইরিসের উদ্বেগ কমে আসছে, সে কলেভিনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কলেভিন বললো, 'বিয়ের পব যৌথ প্রযাসে আমরা আমাদেব ভাগ্যের চাকা ঘোরাবাব চেষ্টা করবো। হয়তো আমি এই ব্যাঙ্কের চাকুরি ছেড়ে দেবো। কিটিও হোটেল বেচে দেবে। তারপর আমবা দক্ষিণের কোন শহরে যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে যাবো। সেখানে কোন লাভজনক ব্যবসা কববো। আমার কিছু প্রতিষ্ঠিত ধনী বন্ধু আছেন, যাদের সহায়তা পেতে পারি।'

কলেভিন থামলো। প্রতিটি উচ্চারিত শব্দে প্রত্যয় ও হাসি।

ইরিস বললো, 'তার মানে, আপনারা পিটসভিল থেকে আমাকেও নিয়ে যাবেন?'

'তোমার মার তো তাই ইচ্ছে। সে কেবল কেন ট্রেভারসের সঙ্গে তোমার প্রেমকে নাকচ করছে না, তরুণ ডেপুটি শেরিফকে বেইজ্জতি করবার সুযোগ খুঁজছে।'

তীক্ষ্ণভাবে ইবিস বলে, 'সে আমি জানি। আপনার কি অভিমত?'

হাসি আরো মোলায়েম করে কলেভিন সিগ্রেট ধরায়, ধোঁয়ার রিং ছাড়ে বাতাসে, 'এ ব্যাপারে আমার অভিমত তোমার মার ঠিক বিপরীত। আমি মনে করি কেন হচ্ছে সচ্চরিত্র যুবক যার সঙ্গে নিশ্চিন্তে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া চলে। কিটিকে বুঝিয়ে রাজি করাবো- -আমরা দক্ষিণে গেলেও তুমি পিটস্‌ভিলে ডেপুটি শেরিফের ঘরনী হয়ে থেকে যাবে।

দু'চোখ কৃতজ্ঞতায় চকচকে। ইরিস বলে, 'আপনি যদি মাকে রাজি করাতে পারেন, বড় ভালো হয়। মা ট্রেভারসের নাম নিলেই তেতে ওঠে।'

'এ ব্যাপারটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও। আর কিছু?'

ইতস্ততঃ করে ইরিস নরম স্বরে বললো, 'আপনি আমার ভাবী পিতা। তাই আপনাকে ব্যাপারটা জানানো উচিত। কয়েক বছর, আগে মা মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছিল।'

চমকে ওঠে কলেভিন, ইরিস দুঃখিনীর গলায় থেমে থেকে বলতে থাকে, 'বাবা মারা যাবার পর মা অস্বাভাবিক মদ খায়। তৃষ্ণার্ত লোকের জলপানের মতন মদ্যপান। এতে কেবল পয়সার শ্রাদ্ধ হলো না, মা স্নায়বিক রোগগ্রস্ত হলো। বুদ্ধি ও স্মৃতি—দুইই, লোপ পেল। বাধ্য হয়ে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে হলো। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমি তাকে সুস্থ করে তুলি। ইদানীং আবার মদের দিকে ঝুঁকেছে। আচাব আচরণে কেমন যেন অপরাধবোধ। আপনি বিয়ের পর ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। আমার মা খুব দুঃখিনী, অসহায়। মেয়ে হিসেবে এটা আমার একান্ত অনুরোধ।'

যথাসম্ভব দরদেব সঙ্গে কলেভিন জবাব দেয়, 'নিশ্চয়। কিটির মঙ্গল মানে তো আমারও মঙ্গল। এখন যদি একটু আধটু মদ খায় সেটা ধর্তব্যের মধ্যে এনো না। একবার যখন জেনে গেছি, তখন এ ব্যাপারে যাবতীয় ধকল সামলাবার দায়িত্ব আমারই।'

সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত, কৃতজ্ঞ ইরিস চলে যায় চোখ-কান দিয়ে হল্‌কা বের হচ্ছে। সে সর্বনাশের দেঁতো হাসি দেখতে পাচ্ছে। আমি এক নম্বরের বুদ্ধু, তিনশ হাজার ডলার ভাবতে ভাবতে এমন চেগে গেলাম যে লোক চিনতে ভুল করলাম। একটা মাথা খারাপের কাছে কিনা সব খুলে বলেছি। যার মাথারই ঠিক নেই! মদের গন্ধে যে ছোঁক ছোঁক করে, তার পেটে গোপন কথা কতক্ষণ থাকবে?...কি কবা যায়? ... কি. ...। যাক টাকাটা তো আগে সরাই ঐ পাগলাকে নিয়ে। তারপর খুনের সংখ্যা একের বদলে যদি দুই হয় সেটা প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবাব মতন হবে কারুকর্ম। তাই না? .

কলেভিনের ঘরে রাত দুপুরে কপাট খুলে কিটি লোরিং ঢুকলো। পোশাক অসংবৃত। দুই পা টালমাটাল। ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। জীবন মানেই প্রতিযোগিতা, লোরিং তা ভুলে গেছে। উচ্চারণে অস্থিরতা, 'তা হলে কাল তোমাব হাতে এলিস খুন হচ্ছে?'

'সে রকমই তো কথা। আদৌ যদি টাকাটা সবাতে হয়—'

'না না না. তুমি কান খাড়া করে শোন. এলিসকে তুমি খুন করতে পারবে না।'

'তিনশ হাজার ডলার।'

'চুলোয় যাক তোমার তিনশ' হাজার ডলার। আমার একটি পয়সারও দরকার নেই। যে টাকায় রক্তের দাগ থাকবে, আমি তা ছোঁব না। খবর্দার তুমি যদি এলিসকে খুন করো—'

কলেভিনের মুখের দিকে চেয়ে লোরিং থেমে গেল। সেই মুখে বিকট হিংস্র দু'টো চোখ জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, 'অর্থাৎ আমাকে উস্কে দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করতে চাইছো। ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। তবে আমি তোমার যা ক্ষতি করার তা করবো। দুনিয়ার সব লোক জেনে গেছে আমাদের প্রেম ও বিয়ের কথা। কাল ভোরে উঠেই আমার প্রথম কাজ হবে ঘোষণা করা—কিটি লোরিংকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ কিটির মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা হাতানো, এলিসকে খুন করা—এই রকম কী উদ্ভট কথা প্রলাপের মতন বকছে আর ঢক ঢক করে মদ গিলছে। ওকে এখনই উন্মাদগারে পাঠানো উচিত। আমার কথা সকলেই বিশ্বাস করবে এমন কি তোমার মেয়ে অব্দি। কারণ কয়েক বছর আগে তোমার এরকম হয়েছিল। তোমার চিৎকার, প্রতিবাদ কেউ শুনবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না—পাগলে কি না কয়।.. আমরা সকলে মিলে তোমাকে হিড হিড করে টেনে পাগলাগারদে নিয়ে যাবো. ইরিস হোটেল চালাবে আর আমি এই ঘরে বহাল তবিয়তে শুয়ে বসে কাটাবো।' খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠে কলেভিন। আতঙ্কে কিটির শুকনো ঠোঁট কাঁপতে থাকে, সে ককিয়ে ওঠে, 'না, না, তুমি এভাবে বলো না আমার এতবড় সর্বনাশ করো না।'

কলেভিন খিঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি আমায় জেলে পুরতে চাইবে আর আমি তার প্রতিদান দেব না?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে দুহাতে মুখ ঢেকে কিটি নিজের ঘরে ঢুকে দুম করে দরজা বন্ধ করলো।

হাতের সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে কলেভিন স্বপ্নভঙ্গের হতাশাকে নিয়ে আর কিছু ভাবতে পারছে

না। কোনক্রমে শুয়ে পড়লো।

অনেক রাতে কলেভিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার শিথিল স্নায়ু কৌতূহল ও সতর্কতার ফণা তুলেছে। নীল চোখে খুনীর মানসিকতা। একটা হাত বালিশের তলায় পিস্তলের ওপর, অদৃশ্য কারুব ইশারা পেলে এখনই ঘটিয়ে দেবে রাত্রিকালীন নৈঃশব্দের মন্বন্তর—একটি ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করছে। সেই মূর্তি তার খাটের কাছে এসে দাঁড়ায়, ঝুঁকে পড়ে তার মুখের ওপর এবং করুণ আর্তি শোনা যায়। 'ডেভ আমি, আমি এসেছি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমার সবকথায় রাজি।'

কলেভিন তার হাতটা পিস্তলের ওপর থেকে সরিয়ে কিটির কপালে রাখে। তারপর গালে, তারপর বুকের ওপর ওকে টেনে নেয়। যদিও ইপ্সিত সুখ মিলবে না, তবুও নিজেকে ও কিটিকে চকিতে নগ্ন করে ভীষণ এক শারীরিক যুদ্ধে বিছানাপত্র লণ্ডভণ্ড করতে থাকে কলেভিন।

।। আট ।।

নির্দিষ্ট কুঠুরিতে তিনশ ডলারের বাক্সটা ঢুকিয়ে জেনারেটরের সাহায্যে যন্ত্রচক্ষুটাকে চালু করে বৃদ্ধ শেরিফ সদলবলে বিদায় নিলেন। যাবার আগে উচ্চিংড়ি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কলেভিনকে মনে কবিয়ে দিলেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে বের হবার ঠিক আগে মেইন লাইনটা অফ করে যাবেন। তাব আগে লাইট অফ করবেন না। মিস ক্রেগ অবশ্য সবই জানেন।'

মৃদু হেসে সায় দেয় কলেভিন। কিন্তু তার হাত ও কপাল ঘামে ভিজছে। পুলিশ চলে যাবার পব সে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দেয়। এলিস একমনে কাজ করে চলেছে। কলেভিন ভাবে আব মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটা আমার হাতে বলি হবে।

কলেভিন কাজে মন বসাতে পাবছে না। সামান্য মান্থলি স্টেটমেন্ট লিখতে ও মেলাতে গিয়ে হিমশিম। ভুল হয় আব এক একটা শিটকে দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপাব বাক্সে নিক্ষেপ করে। কিটিব সাহায্য তার আজ খুব দরকার। কিন্তু কিটিব মত বেসামাল মনের সাক্ষীকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। খালি ঢুক্ ঢুক্ মদ গিলছে আব খিস্তি পাড়ছে, কখন যে সব ফাঁস করে দেবে—ভাবলে কলেভিনেব গায়ে কাঁটা দেয়। টাকাটা হাতাবার পব অবশ্য তাকে কিছুটা সময় নিতেই হবে। তাবপব একদিন বাথরুমে ঢুকে কিটিব মাথায় মোক্ষম আঘাত। কেউ খুন বলে ভাববে না। মাতাল মহিলা পা পিছলে কলেব সঙ্গে মাথা ঠুকে বাথটাবে চিৎপটাং এবং খাবি খেতে খেতে নিশ্চিত মৃত্যু। তাবপর রয়ে সযে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সে লাস ভেগাসে যাবে। সেখানে তাব বন্ধু জুয়াড়ি বোর্ডের মালিক মাবভিন গডউইনের সাহায্যে এমন প্রমাণ করবে যেন জুয়াব দান জিততে জিততে কলেভিন কোটিপতি হয়ে গেল। তারপব একদিন লাস ভেগাসকেও 'গুডবাই'।. ছকটা কি খুব খারাপ?

সময় বয়ে চলে। কলেভিন তার ড্রয়াব থেকে বালিভর্তি মোজাটাকে বেব কবলো। বেশ ভারী ও সহজে ব্যবহাবযোগ্য। এলিস ক্রেগকে খতম করাব পক্ষে যথেষ্ট।

টেলিফোনের বোতাম টিপে টিপে সে কিটিকে ধরলো।

'কে রে?'—কিটির চিৎকাব। গলাব আওয়াজটা টের পাওয়া যায়, আকণ্ঠ মদ গিলে যাচ্ছে। কলেভিন একে নিয়ে কাজে নেমে যে কি ফাঁপড়ে পড়েছে।

'আমি ডেভ। আর আধঘণ্টার মধ্যে আসছো তো?'

'অত মনে কবিয়ে দিতে হবে না। আমাকে কি ভাবো বলো তো?'

'প্লিজ আস্তে। এলিস শুনতে পাবে।'

'আমি এই পনের মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

কলেভিন ফোন নামিয়ে রাখে। কুল কুল করে ঘামছে। সময় নেই, সময় নেই...। সে এখনই এলিসকে শেষ করবে। যে হাতে কাজ সারবে, কোন বাহানায় এত কাঁপছে? আঘাত হানবার আগেই অমন কালঘাম তো ভাল নয়। হুঁ, কলেভিন জীবনে অনেক খুন করেছে তা যে কারণেই হোক। খুন করার মধ্যে সে খুঁজে পায় এক অদ্ভুত আনন্দ ঘন শিহরণ, যেন কোন পারঙ্গমা স্বৈরিণীর সঙ্গে পরমসুখে কাজ সারছে। সে যখন যুদ্ধে ছিল, প্রতিপক্ষের এক জাপানী তরুণকে একটা গাছেব সঙ্গে ঠেসে ধরে সে হত্যা করেছিল। আহ, তখন কী সুখ, কী সুখ...।

'মিস ক্রেগ!'

এলিস কলেভিনের ডাক শুনে পর্দা সরিয়ে এ ঘরে এল। টেবিলের ওপর রাখা এলোমেলো কাজগুলো দেখিয়ে কলেভিন বলল, 'আজ কেন জানি না আমার কাজে ভুল হচ্ছে। আপনি দেখুন তো স্টেটমেন্টটা ঠিক হয়েছে কিনা।'

এলিস অফিসের কাজে সদা উদ্‌গ্রীব। বিরাট টেবিলটাকে পাক খেয়ে কাগজগুলো গুছোতে থাকে, তারপর নির্ভুল কাজ করবার তাগিদে চেয়ারে বসে পড়ে। কলেভিন ওর সাদা ঘাড়ের ওপর প্রখর দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে ডান হাতে সেই ভারী বালিভর্তি মোজা নিয়ে। সে যেই অস্ত্রসমেত হাতটা তুললো ঠিক তখনই কলেভিনকে ভীষণ চমকে দিয়ে টেলিফোনটা চিৎকার করে উঠলো। কলেভিন হকচকিয়ে অস্ত্রটাকে পকেটে রাখে। এলিস হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে তুললো, কলেভিনের দিকে ঘুরে বললো, 'মিসেস রসন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

বিস্মিত হয় এলিস কলেভিনের মুখেব দিকে চেয়ে, 'স্যার আপনাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

কলেভিন কোন জবাব না দিয়ে ফোনে কথা বলা শুরু করে। ব্যাঙ্কের এক বিশিষ্ট গ্রাহক মিসেস রসন শেয়ার বেচাকেনা সম্পর্কে খোশমেজাজে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পরামর্শ চাইছেন। বড় বাচাল। কানের পোকা খসে যায়। কলেভিন মনে মনে খিস্তি দেয়। সময় বয়ে যায়, এখনো ব্যাঙ্কের পিছনের দরজাটা খোলা হয়নি। যদি লোরিং দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়? দুম্ করে ফোনটা কেটে দিয়ে লাফিয়ে ছুটলো পিছনের দরজা খুলতে। এলিসের মনে বিপদ ও অস্বস্তি বিজকুড়ি কাটছিল; সেও কলেভিন-এর পিছন পিছন ছুটলো। দরজা খুলতেই কলেভিন দেখলো, অন্ধকারে কিটি দাঁড়িয়ে। যথারীতি মদে টালমাটাল।

এলিসের বিস্মিত বিপন্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'মিসেস লোরিং! আপনি! এখানে এ সময়ে?'

দুজনকে একসঙ্গে গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে কলেভিনের। আবার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। বিপদের গন্ধ পেয়ে এলিস না এখনই ছুটে পালায়। কিটি কিছু বলবার আগেই আবার টেলিফোনের আর্তস্বর। চড়া গলায় কলেভিন এলিসকে হুকুম দেয়, 'দাঁড়িয়ে কেন? যান, ফোনটা ধরুন না।' বিহ্বল এলিস ফোনটা ধরতে গেছে কি না গেছে, বেসামাল কিটি হাউমাউ করে ওঠে আরে, আমি যে ওকে মৃত দেখবো আশা করেছিলাম তুমি তাহলে এতক্ষণ ধরে—'

কলেভিন চাপা হুঙ্কার দেয়—'চুপ! না হলে মুখ চেপে ধরবো।'

এলিস এসে বললো, 'স্যার, মিসেস রসন আবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কলেভিন একলাফে নিজের চেম্বারে গেল। আর তখন ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বড় টেবিলের সামনে দুই নারী মুখোমুখি—এলিস ও কিটি। এলিস আবার প্রশ্ন করে, 'আপনার কি কোন দরকার আছে এখানে?'

বড় বড় চোখ করে কিটি বললো, 'আমার চেয়েও বেশি দরকার আছে ঐ লোকটার। ঈশ্বরের দোহাই এলিস ও আজ তোমাকে খুন করবে। সত্যি বলতে কি এতক্ষণে, তোমার লাশটা এখানে পড়ে থাকবার কথা ছিল।'

মিসেস রসনকে আগামীকাল সকালে আসতে অনুরোধ করে কলেভিন এ ঘরে ঢোকামাত্র কিটির কথাগুলো শুনতে পেল। এলিস ক্রেগ চকিতে ভল্টের দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভল্টের কপাট বন্ধ করার সুযোগ সে পায় না। কলেভিন ভল্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ইস্পাতের দেয়ালে পিঠ দিয়ে এলিস থরথরিয়ে কাঁপছে, ভয়ে আতঙ্কে গোঙাতে থাকে। 'না, আমাকে ছোঁবেন না,...না—' কলেভিন যখন অনায়াসে তার মোটা মোটা আঙুল দিয়ে এলিসের ঘর্মাক্ত নরম গলা টিপছে তখনো সেই অস্ফুট আর্তি 'না, আমাকে ছোঁবেন না....না....'

।। নয় ।।

ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস প্রেমিক ইরিসের কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তার অপরধারে ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েছিল। সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ মিনিটে ব্যাঙ্কের আলোগুলি নিভিয়ে সেই উদ্ভট ওভারকোট ও টুপি পরিহিতা এলিস ক্রেগ এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ডেভ কলেভিন অফিস থেকে বেরিয়ে এলো। ওরা বেরিয়ে আসা মানেই ট্রেভারস নিশ্চিন্ত। কিন্তু এলিসের চঞ্চল ভঙ্গিমা দেখে সে অবাক, ঠিক

দেখছে তো? নাকি দৃষ্টিভ্রম? এলিস যেন এক নেশাচুরের মতন এলোমেলো পা ফেলে কলেভিনের সাহায্যে কোনমতে গাড়িতে গিয়ে বসলো। হয়তো মিস ক্রেগ অসুস্থ। কেন ট্রেভারস সচেতন হতে গিয়েও কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ে। এলিস ক্রেগের মতন মেয়েরা এই পৃথিবীতে সর্বত্র উপেক্ষিতা, যদিও ওদের ভূমিকা নীরবে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা সাধিত করে। জোকারদের দেশে যেমন তামাশাপ্রিয় জনতা জোকারদের বুকের ওপর কান পাততে ভুলে যায়, এলিসের মতন মেয়েদের কথাও কেউ ভুলেও ভাবে না।

শক্ত চোয়ালে কলেভিন গাড়িটাকে স্বাভাবিক গতিতে রেখে মিসেস লোরিংয়ের একখানা হাত বেশ জোরে মুচড়ে দেয়, 'শালা, মাথা যদি ঠিক না রাখো, মাথাটাই গুঁড়িয়ে দেবো। হোটেলে গিয়ে চুপচাপ ওপরে উঠে যাবে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করেছো কি একদম ফাঁসিয়ে দেবো। বুঝলে?'... কলেভিন কিছু অশ্রাব্য খিস্তি দেয় যেন আগুনের ফুলকির মতন।

এলিসের কোট ও টুপি পরা কিটি যখন হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে উঠছে, মেজর হার্ডি হলঘরে ঢুকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। আবছা আলোয় কিটি লোরিং এখানেও এলিস ক্রেগ হয়ে গেল। যখন সে দৃষ্টিসীমার বাইরে, কলেভিন তখন মেজরকে শুনিয়ে শুনিয়ে হাঁকলো। 'ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকুন মিস ক্রেগ। আমি মিসেস লোরিংকে মাথা ধরার ওষুধ দিয়ে আসতে বলছি।'

মেজর হার্ডি বলল, 'এলিসের শরীর খারাপ বুঝি?'

কলেভিন মুচকি হাসে, 'বলছে, খুব মাথা ধরেছে। মেয়েদের ব্যাপার—কত রকমের যে অসুখ আছে ওদের।'

চিরকুমার হার্ডি হাসে, 'সত্যি। মেয়েদের অসুখের আর শেষ নেই।'

হাসি আর থামতে চায় না। যৌবন পদ্মপাতার জল, কবে যে টুপ্ করে খসে পড়ল, হার্ডি টেরও পায়নি। যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তারই মধ্যে কখনো ক্বচিৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে নারী। নারী—নিছক শরীরময় নারী, যার হৃদয়ের তল হার্ডি কখনো পায়নি। হাসির প্রভাবে মুখের বলিরেখা গভীর হয়। বলিরেখায় হাসি আর ঠিক হাসি থাকে না। শোকেরও ছোঁয়া লাগে।

ঘরে ঢুকে কিটি পোশাক এমন কি জুতো পর্যন্ত না খুলে বিছানায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে গোঙাতে থাকলো। সময় ও ভাগ্য আবার মস্তিষ্কের বিবিধ বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। কলেভিনের কাছে তাৎক্ষণিক কয়েক দফা চড়-চাপ্টা খাবার পরও নেশা কাটল না। হাতে পায়ে থেকে থেকে খিঁচ ধরছে, দু হাত খুঁজে বেড়ায় মদ—আরো মদ।...বাথরুম থেকে ঘামে-ভেজা হাত-মুখ ধুয়ে এ ঘরে কলেভিন ঢুকলো। কিটির অবস্থা দেখে রাগে-ঘৃণায় শরীর রি রি করে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে বুনো ষাঁড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে মিসেস লোরিংয়ের ওপর চড়াও হলো। স্কার্ট তুলে ওর দুই গোলাপী দাবনা, যা কিনা চোখের আরাম হতে পারে, কলেভিনের হিংস্র নখের আক্রমণে চাকা চাকা দাগে ফুলে ওঠে। চুলের মুঠি ধরে কলেভিন তাকে মুখোমুখি দাঁড় করায়। পিঠের ওপর কয়েকটা কিল ঘুঁষি মারে, কোমরে লাথি কষায়। লোরিং ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে, 'আর মেরো না...আমি মরে যাবো।'

কলেভিন ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, 'সম্বিৎ ফিরেছে? না ফিরলে বলো, দুটুকরো করে দিই মেরুদণ্ডটাকে।'

'আমি ঠিক আছি।'

'হুঁ, ঠিক থাকতেই হবে। আর পিছিয়ে আসার পথ নেই।...যা যা করতে হবে, সব মনে আছে?'

'আছে, আছে।'

'একদম গলা তুলবে না। এক ঘুঁষিতে দাঁত তুলে নেবো।...রাত একটার পর এলিসের পোশাকে ব্যাঙ্কের পেছনে, মনে আছে?'

'আছে, আছে।' দু চোখে অভাবনীয় ঘৃণা ও ক্রোধ। শঙ্খিনী সাপের মতন তার সর্বশরীরে বিষ। সে বিষের জ্বালায় জর্জরিত। আমি প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় নেব। কলেভিনকে আমি পাগল বানিয়ে ছাড়ব। ও আমায় যে যন্ত্রণা দিচ্ছে, যথাকালে আমি তার দ্বিগুণ দেব।

কলেভিন ব্যাঙ্কের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলো। বুকের মধ্যে তুবড়ি ফাটছে। এখানে এক অদ্ভুত ভৌতিক রাজত্ব, একটা লাশ পড়ে আছে। একটা লকারে তিনশ' হাজার ডলার রয়েছে। কলেভিন দক্ষ হাতে একটার পর একটা বাল্ব খুলে নিল। ভল্টের মধ্যের বাল্ব বাকি রইল। অতঃপর মেইন

সুইচ 'অন' করলো। আহ্—এ পর্যন্ত সব ঠিক ঠিক। ইলেকট্রনিক চোখটা ঘুমিয়ে পড়েছে। কলেভিন একাই টাকার বাক্সটা ভাঙলো। কড়কড়ে নোটগুলো এনে ভরলো আর একটা পুরনো বাক্সে। যেটা সে ঠেশিয়ে রাখলো ব্যাঙ্কের অব্যবহার্য বস্তুদের ভিড়ে। তারপর ক্রেগের লাশটাকে টানতে টানতে পেছনের দরজার কাছে এনে রাখলো। দানব কলেভিনের গলা শুকিয়ে কাঠ, হাঁপ ধরে গেছে। এখন শুধু প্রতীক্ষা—কিটি লোরিং কখন আসবে।

নিশুতি নিস্তব্ধ রাত হলেও কলেভিনের দু' কানে দ্রিমি দ্রিমি অদ্ভুত একটা বাজনা বেজে চলেছে। গহন আফ্রিকায় আদি মানবরা ঐ বাজনা বাজিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসে। বুকের রক্ত হিম হয় বিপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কায়। একসময়ে কলেভিন গহন আফ্রিকাতেও ছিল। আবার দক্ষিণ আমেরিকার খরস্রোতা খালের মধ্য দিয়ে নৌকাও ছুটিয়েছে, খুন করেছে, মাতলামি করেছে, সারারাত বেশ্যাবাড়িতে থেকেছে, ধর্ষণও করেছে, কিন্তু সুখ পায়নি, নিশ্চিন্তি পায়নি কারণ সুখ ও নিশ্চয়তা দিতে পারে টাকা। টাকাকে কলেভিন কখনো ধরতে পারে নি। যদিও টাকাই হচ্ছে ঈশ্বরেব একমাত্র বিকল্প তার কাছে। সেই ঈশ্বরকে সে এখন বাক্সবন্দী করে রেখেছে। যথাকালে পকেটে পুরবে, বাধা কেবল ঐ একটা লাশ। জীবিত এলিসের সঙ্গে মৃত এলিসের কোন প্রভেদ খুঁজে পায় না কলেভিন। জীবিত অবস্থাতেও যেমন বরফ ছিল মৃত অবস্থাতেও তাই। কলেভিন পা দিয়ে এলিসের বাহুমূল স্পর্শ করে। শরীরটা এখনা শক্ত হয়নি। সে ওর গালে আঙুল বোলায়, ওর তলপেটে চাপ দেয়। ওর স্কার্টের তলায় হাত ঢুকিয়ে ডান স্তন ও বাম স্তন ধরতে থাকে। খুব একটা নরম নয়। যেমনটি হয়ে থাকে নিখাদ কুমারীদেব—প্রাণ ও চেতনা যদি থাকত, অস্ফুট শব্দ উত্থিত হত। ঠোঁটের রং কদাপি তার রক্তাভ নয়, ঈষৎ কালচে। এখন কিন্তু নীলাভ। কলেভিন ঠোঁটের ওপর তর্জনী রাখে, খানিকটা চটচটে শুকনো রক্ত লাগে। কলেভিন যে কী দুর্দান্ত ও ভয়াবহ, সে এলিসকে বিবস্ত্র করে। নিবিষ্ট তন্ময়তায় পরখ করে এলিসের যোনিদেশ এবং এক দীর্ঘশ্বাস ও আক্ষেপ উচ্চারণ, 'ইস্। এই বয়সেও এলিস ক্রেগ যথার্থ কুমারী ছিল—যা কিনা এদেশে ভাবাই যায় না। মৃত্যুব পূর্বে এলিস যদি ধর্ষিতা হত। ব্যাপারটা মানানসই হয়ে উঠত।'

।। দশ ।।

পঞ্চাশের ওপর বয়স হবে ডাউন সাইডের ফেডাবেল এজেন্ট জেমস ইস্টনের, চেহারায় কুমড়োপটাশ, মাথায় মস্ত টাক। এখানে কাজকর্ম না থাকায় শরীরে থাক থাক চর্বি জমেছে, মানসিক উদ্বেগ বাড়লেই পেটের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা—ডাক্তার বলেন আলসার, ইস্টনের আতঙ্ক—হয়তো ক্যানসার। অনেকদিন দৌড়-ঝাঁপ করে না। বন্দুক টন্দুক চালায় না। এ সব কাজের কথা মনে হলেই তার ভেতর অনিশ্চয়তাবোধ সংক্রামিত হতে থাকে। একফালি ঘর ও আধফালি বারান্দা নিয়ে তার অফিস, যেখানে গত দেড় বছর ধরে তৎপরতা তাব কেবল একটা ব্যাপারেই—অফিসেব একমেবাদ্বিতীয়ম্ সহকর্মিনী মাভিস হার্টের সঙ্গে চুটিয়ে ফুর্তি ফার্তা করা। শরীর তার যখনই গরম হয়, মাভিস পোশাক-টোশাক খুলে এগিয়ে আসে তাকে ঠাণ্ডা করতে। ঝড় থেমে গেলে ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস দুধ খায় ইস্টন এবং মাভিস অবোধ্য ভাষায় কি সব বলে খিক্ খিক্ হাসে। মাভিস সুন্দরী নয়, সামনে পিছনে মাংস নেই বললেই চলে। তবে যুবতী, পঞ্চাশ বছরের এক প্রৌঢ়েব কাছে লোভনীয়। ইস্টনের বউ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে, সন্দেহ করেছে। ইস্টন যখনই ঘরে ফেরে, বউ-এর বাক্যবাণে একবারে অস্থির হয়ে ওঠে।

এহেন মেজর ইস্টন পদাধিকারে পিটস্ভিলের ব্যাঙ্ক ডাকাতির সুরাহায় কাজে নেমেছে। পেটে চিনচিনে ব্যথা, মহা অনিশ্চয়তাবোধ। কাজে দেখাতে না পারলে উপরতলার সাহেবরা এবার তার টাক ফাটাবেন।

শেরিফ টমসন বুঝলো, এই মোটা টেকোটাকে দিয়ে কিছুই হবে না, যদিও আইনানুযায়ী ব্যাঙ্ক ডাকাতি মোকাবিলা করাটা ফেডারেল এজেন্টেরই দায়িত্ব। কলেভিন মনে মনে হাসে—জেমস ইস্টনের মত গবেট লোক যদি ফেডারেলের এজেন্ট হয়, তাহলে ওরকম আরো দশ-পাঁচটা খুন নির্বিবাদে করা যেতে পারে। তবে ইস্টন একটু অলস ও ভীরু হলেও বোকা নয়। সে তদন্তে নামলো ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারসকে সঙ্গে নিয়ে।

ইস্টন সরকারী গাড়িতে উঠে ট্রেভারসকে বললো, 'মিস এলিস ক্রেগ আর তার বয়ফ্রেন্ডকে পাকড়াতে পারলেই চুরি যাওয়া টাকার বেশির ভাগটা উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তিনশ' হাজার ডলার খরচ করাটা চাট্টিখানি কথা নয়।' ট্রেভারসের কপালে ভাঁজ, 'আমার কিন্তু স্যার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'আমি এলিসকে গত কয়েক বছর দেখেছি। ওরকম মুখচোরা, লাজুক, কাজে একাগ্র মেয়ের পক্ষে ব্যাঙ্ক ডাকাতি দূরের কথা, বয়ফ্রেন্ড যোগাড় করাটাও যেন অবাস্তব।'

'তা বললে তো হবে না। শেরিফ আমাকে বলেছেন, এই শহরতলির অন্তত চারজন লোক তাকে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেছেন। এই চারজন হলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ কলেভিন। হোটেলের মালকিনী কিটি লোরিং, অবসর প্রাপ্ত মেজব হার্ডি এবং বৃদ্ধা মিস পীয়ারসন। এদের বক্তব্যকে তো উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আসলে তোমার বয়স কম, মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও কম। আমরা বয়সের সঙ্গে দেখেছিও অনেক। যে সব পুরুষ বা মহিলাকে আপাত খুব নিরীহ, যৌনবোধশূন্য, অফিসসর্বস্ব, অসামাজিক বলে মনে হচ্ছে, তাদেরই কারুর কারুর বুকে লুকিয়ে থাকে নানা ধরনের লোভ, কামনা, বাসনা। ক্রেগ ঐ ধরনেরই একজন। ব্যাঙ্কে কাজ করতে করতে সে ধনী হবার স্বপ্ন দেখেছে, নানা রকম পরিকল্পনা করেছে। পরে জনী একার্সের মতন এক ডাকাবুকো ছোকরাকে দোসর পেয়ে কাজটাও হাসিল করে চম্পট দিয়েছে।'

ট্রেভাবস মাথা নাড়ে, 'তা হবে,' কিন্তু মন থেকে কিছুতেই সায় দিতে পারে না।

পুলিশের চাকুরিতে আজকাল লোভী ও গোঁয়াব লোকের যতটা সমারোহ ঘটছে, বুদ্ধিমান লোকের ততটা নয়। অপরাধ ও সন্ত্রাসের জগতে যে পরিমাণ অগ্রগতি দেখা গেছে, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের চাতুর্য তদনুযায়ী হচ্ছে না। এই অবক্ষয়টা এখন প্রায় সর্বত্র। ইস্টনকে আদৌ বুদ্ধিদীপ্ত মনে হচ্ছে না। কেমন যেন একটা পূর্ব নির্ধারিত ধাবণার বশবর্তী হয়েই সে কাজে নেমেছে। তবে এই ধরণের লোক সাহসী হয়ে থাকে। যদি চোখের সামনে তাদের একটা 'খুড়োর কল' লাগিয়ে বাখা হয়, তবে সর্বশক্তি নিয়ে সে ছুটবে আর ছুটবে।

দুজনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কিটি লোবিংয়েব কাছে গেল। কিটির অবস্থা দেখে ট্রেভারসের খুব খারাপ লাগে—মিসেস লোরিং মদ খেয়েছে অথচ মদ ওর কাছে বিষের চেয়েও হানিকর। ইস্টন কিন্তু কিটিকে দেখে একেবারে মোহিত,—সত্যিকারের রূপবতী, যৌবনবতী বলতে যা বোঝায়। ভরাট বুক, মাংসল পশ্চাৎদেশ, সরু কোমর, পা থেকে থাই অব্দি নির্লোম গোলাপী মৃক্তাঙ্গন ..ইস্টন যেন দুচোখে ওকে চাটছে। ওর কাছে মাভিস তো নেহাৎ পেত্নী। কিটিব কথার দিকে তেমন মন না দিয়ে সে ওর শরীর নিয়েই নানারকম কল্পনা করে।

ইস্টন—'আপনি এলিসকে তাব প্রেমিকের সঙ্গে দেখেছেন?'

কিটি—'একাধিকবার।'

ইস্টন—'কোথায়? কোন প্রেক্ষাগৃহে?'

কিটি—'না। এই হোটেলের লনে।'

ইস্টন—'লোকটার একটা বর্ণনা দেবেন?'

কিটি—'লম্বা চওড়া লোক। গালে একটা জড়ুল, মোটা কালো গোঁফ, মাথায় কপাল ঢাকা টুপি।'

ইস্টন—'গাড়িটাব একটা বর্ণনা দিন না।'

কিটি—'যদ্দুব মনে পড়ছে, গাড়িটার মাথাব দিকটা লাল বাকী অংশ বাদামী।'

ইস্টন—'ধন্যবাদ। দরকার হলে আবার আসবো। আমি কি একবার পলাতকার ঘরটা দেখতে পারি?'

কিটি—'আলবাৎ। আসুন আমার সঙ্গে।'

তাদেব এলিসের ঘরে নিয়ে যায় কিটি। তারপর নীচে রান্নাঘরে চলে গেল।

ইস্টন চকচকে চোখে কিটির যাওযাটা দেখে বলেই ফেলে, 'আঃ! কী একখানা মাল মাইরি।'

গম্ভীর গলায় ট্রেভারর্স বলে, 'উনি আমার ভাবী শাশুড়ি।'

'তাই নাকি? ইস, আগে বলতে হয়'—সে চটপট এলিসের ঘরে তল্লাশি শুরু করে। এই একটা কাজে সে কিন্তু সত্যিই দক্ষ। তার খেয়াল হয়, পালাবার আগে এলিস তার যাবতীয় বাক্স প্যাঁটরা সঙ্গে নিয়ে গেছে। এখানে ওখানে হাতাতে হাতাতে ব্যস্ত ইস্টন হঠাৎ বুঝি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়ে গেল। সে খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে—একটি চিঠি! টাইপ করা। নিচের কালিতে জড়ানো স্বাক্ষর—

প্রিয়া,

আজ রাত দেড়টার মধ্যে আমরা তাহলে উড়ান দিচ্ছি। ব্যাঙ্কের পেছনের দরজাটা খুলে রাখবার সময় তোমার ম্যানেজারের নজর সম্পর্কে সতর্ক থেকো। তবে মনে হয়, সকলের কাছে তুমি খুব বিশ্বাসী হওয়ায় কাজটা তোমার পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। সর্বাঙ্গে আমার অজস্র চুম্বন নিও।

ইতি—

তোমার জনী।

ইস্টনের হৃদপিণ্ড সাফল্যের গৌরবে লাফিয়ে উঠল, ট্রেভারসও চিঠিটা পড়লো। ইস্টন তাকে বললো, 'বুঝলে হে, এই হচ্ছে মানুষের চরিত্র। জীবনে কত দেখলাম।'

বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে গেছে ট্রেভারসের, 'সত্যি মানুষ চেনা সবচেয়ে কঠিন কাজ। মিস এলিসের মতন মেয়ে...।'

মেজর হার্ডি এবং মিস পীয়ারসন ঐ একই অভিমতের শরিক—এলিসের মতন মেয়ে ভাগ্যক্রমে হয়তো একজন বয়ফ্রেন্ড যোগাড় করতে পারে, কিন্তু ব্যাঙ্ক ডাকাতি নৈব নৈব-চ।

ইস্টন তাদের বললো, 'সে আপনাদের বিশ্বাস মর্যাদা রাখতে পারেনি। এই চিঠিটাই তার প্রমাণ।'

অবশ্য ঐ চিঠিটাকে মেজর হার্ডি পাত্তা দিতে রাজি নয়। 'আরে রাখুন মশাই চিঠি-ফিঠি, কেউ তো শয়তানি করে ওটা ঐ ঘরে রেখেও যেতে পারে।'

ট্রেভারসের চমক লাগে হার্ডির কথায়। বুড়োর কথায় যুক্তি আছে। এলিস হয়তো কোন জটিল ও প্রখর চক্রান্তের শিকার। তার কানে এলো, মেজর বলছে, 'মেয়েটাকে নির্ঘাৎ কিডন্যাপ করা হয়েছে। ওকে খুঁজে বের করুন, সব রহস্য ফাঁস হবে।'

ফেডারেলের বড়কর্তার ফোন এলো ইস্টনের নামে—ডাউন সাইড স্টেশানে যাবার পথে ক্যালটের পেট্রল পাম্পের এক কর্মচারী নাকি ঐ দিন মাঝরাতে এলিস ও তার বয়ফ্রেন্ডের দেখা পেয়েছিল। তারা গাড়িতে তেল ভরতে এসেছিল শেষ রাতের সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেন ধরবার পথে। তখনই সেই পেট্রল পাম্পের উদ্দেশ্যে ইস্টন ট্রেভারসকে নিয়ে ছুটলো। ছোকরা কর্মচারী গলায় উত্তেজনা নিয়ে এলিস ও তার বয়ফ্রেন্ডের বর্ণনা দিলো। এলিসের গায়ে সেই বেঢপ কোট ও মাথায় বিচিত্র টুপি। তার বয়ফ্রেন্ডের গালে মস্ত জড়ুল এবং মোটা গোঁফ। ওরা নিজেদের মধ্যে সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেন ধরা নিয়ে আলোচনা করছিল। ইস্টনের প্রত্যয় দৃঢ়তর। ট্রেভারস কিন্তু তখনো বলছে, 'একটা কথা ভেবে দেখুন স্যার, যারা টাকা নিয়ে পালিয়েছে তারা নিজেদের কেন এভাবে জাহির করবে? এলিসের বয়ফ্রেন্ড যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে তাদের গন্তব্যস্থানের হদিশ দিতে কত উদগ্রীব। গালে জড়ুল, ঝাঁকা গোঁফ—এসব ছদ্মবেশ নয়তো? আর তা ছাড়া এই ছোট জায়গায় মাত্র চারজন লোক তাদের একসঙ্গে দেখতে পেয়েছে। আমি সন্ধান নিয়ে দেখেছি, ঐ রকম চেহারার ঐ নামের কোন লোক পিটস্‌ভিলে থাকে না। অথচ, সে টাইপ করা চিঠি পৌঁছে দিল। তার মানে সে এখানে টাপইরাইটার সমেত থাকে। আর চিঠির চেয়ে টেলিফোনটা কি অনেক বেশি নিরাপদ নয়?' ইস্টন প্রায় ফুঁসে উঠলো, 'সব মানুষের অভ্যেস কি এক রকমের হয়? অনেকে আছে, যারা দিনের মধ্যে পঁচিশবার বউকেই ফোন করে। আবার অনেকে আছে, টেলিফোনে বিন্দুবিসর্গ জানাবে না, কলম বা টাইপরাইটার নিয়ে বসবে। আর টাইপরাইটারের কথা বলছো? আজকাল তো অনেকে পকেট টাইপ রাইটার নিয়েই ঘোরাঘুরি করে থাকে।' ওপরওয়ালার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবার পর ইস্টনের গর্ব ও উল্লাস আরো বৃদ্ধি পায়—বস তার তদন্ত করবার ধারাটিকে যথার্থ বলেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন, একবার স্টেশনে গিয়ে যাচাই করে দেখতে সত্যি ঐদিন শেষ রাতের সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেনে চেপে ঐ রকম একজোড়া কেউ রওনা দিয়েছিল

কিনা। ইতিমধ্যে এলিস ও তার দোসরের বর্ণনা রেডিও ও দূরদর্শন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বিবরণ ছোট ছোট পর্দাতে প্রতিফলিত হবে।

কয়েক ইঞ্চি প্রসারিত ইস্টনের বুক। আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। দৈবের আশীর্বাদ তথা যদি সুযোগ আসে, আমিও ফেডারেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারি। আর সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা মানে চমকপ্রদ নারীসঙ্গের সুযোগ লাভ। যেমন ঐ কিটি। বাহ্! কে বলবে ঐ রমনী এক যুবতীর জননী। ইস্টন শিস দিয়ে ওঠে।

ইস্টন রেলস্টেশনে পৌঁছে প্রথম ধাক্কা খেল। না, সেদিন ডাউন সাইড স্টেশান থেকে শেষরাত্রের ট্রেনে কোন যাত্রীই এখান থেকে ওঠেনি সানফ্রান্সিসকোগামী ট্রেনে। অর্থাৎ এলিস ও তার বয়ফ্রেন্ড রেলপথে যায়নি। এমনও হতে পারে, তারা এখনো পালায় নি। কোন এক গোপন স্থানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। অথবা ১৯৫৯ মডেলের নির্জন গাড়িতে চেপেই তারা পাড়ি দিয়েছে। 'পিটস্‌ভিলের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে আমরা এবার তল্লাশি চালাবো', ইস্টন বললো। ট্রেভারস কোন মন্তব্য করে না।

।। এগার ।।

কলেভিনকে সকাল থেকে সব্যসাচী হয়ে কাজ সারতে হচ্ছে। কাজের ভারে নুয়ে পড়বার যোগাড়। তার ওপর কাস্টমারদের কেবল একই জিজ্ঞাসা—ব্যাঙ্ক ডাকাতি সম্পর্কে। বিজনেস আওয়ার শেষ হতে কলেভিন খানিকটা ফুরসৎ পায়। আপন মুদ্রাদোষ অনুসারে সে ইতিমধ্যে অন্তত পঞ্চাশবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলেছে। এখন নিজের হাতে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে চেম্বারে ঢুকে স্যান্ডউইচে কামড় লাগায়। এভাবে ব্রাঞ্চ চালানো সম্ভব নয়। একবার হেড অফিসে ফোন করেছিল। রিজিওন্যাল ম্যানেজার এই মুহূর্তে তার কোন স্থায়ী কর্মীকে পিটস্‌ভিলে পাঠাতে পারছেন না। পবিবর্তে নির্দেশ দিলেন, কলেভিন যেন স্থানীয় কোন শিক্ষিত যুবককে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করে। সে যদি উপযুক্ত হয়, ব্যাঙ্ক পরে তাকে ঐ পদে স্থায়ীও করতে পারে। আরো জানা গেল, ঐরকম দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর যে কোন মুহূর্তে ব্যাঙ্কের অডিটর দলবল নিয়ে পিটস্‌ভিল ব্রাঞ্চে গিয়ে হাজির হতে পারেন—ডেভ কলেভিন যেন এর জন্য প্রস্তুত থাকে।

কলেভিন অনেক পরিশ্রম সত্ত্বেও তার সাফল্যের ঘোরে যেন বুঁদ হয়ে আছে। সব যেন আঙ্কিক নিয়মে চলছে। ঐ তো একটা পুরনো বাক্সের মধ্যে তিন হাজার ডলার ঘুমিয়ে আছে। কলেভিন ঐ দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যে বিপুল প্রতিরোধ শক্তি অনুভব করে।

হবে, হবে.....সব হবে। সব কিছুই তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ঈশ্বর এসে তার পকেটে বসবেন। এই উপমহাদেশে যত রকমের মজা ও উত্তেজনা আছে, কলেভিন তা উপভোগ করবে। প্রকাণ্ড গাড়ি নিয়ে যখন এক নাইট ক্লাব থেকে আরেক নাইট ক্লাবে ছুটে যাবে, যখন রাজকীয় ভঙ্গিমায় এক জুয়ার আসর থেকে অন্য জুয়ার আসরে যাবে, যখন সপরিষদ গিয়ে দাঁড়াবে শেয়ার মার্কেটে, চোখে দূরবীন লাগিয়ে রেসের মাঠে বসবে, সেরা সুন্দরীরা, হলিউডের অনন্যা উর্বশীরাও কটাক্ষে তাকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করবে। ডলারে কি না হয়, অ্যাঁ? ডলার কেবল সুখ ও আনন্দ দেয় না, প্রৌঢ়কে যুবক করে তোলে। কলেভিন বহুকাল একটি সমর্থ যুবক হয়ে থাকবে। কেবল এই দমবন্ধ মুহূর্তগুলোকে পার করা। ব্যাস।..

কলেভিন কিছুক্ষণ বাদে ফোন করে ইরিসকে ব্যাঙ্কে ডেকে আনলো। সে ইরিসের দিকে তাকিয়ে পুলক অনুভব করে—মা ও মেয়ের মধ্যে কত পার্থক্য।

কলেভিন—'ইস্, সাবাটা দিন আমার ওপব দিয়ে যেন ঝড বযে গেল। একার পক্ষে এত সামলানো সম্ভব? আজকালের মধ্যেই আবার অডিটর সাহেব এসে যাবেন। কাজের বহর তো আছেই, আপ্যায়নের ঝামেলাও কি কম।'

ইরিস—'সত্যি, কি বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বিপর্যয়ও বলা যায়। এলিসের মতন মেয়ে—সত্যি ভাবাও যায় না। কেনও বলছিল।'

কলেভিন—'কি বলছিল?'

ইরিস—'বলছিল মিস ক্রেগের পক্ষে টাকা সরানো সম্ভবই নয়। নিশ্চয় কেউ ওকে জোর

করে দুষ্কর্মটা করিয়ে ওকে কিডন্যাপ করেছে।'

কলেভিন শক্ত হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে বলে, 'তা হতে পারে। কেনের কথায় যুক্তি আছে।'
ইরিস—'আমাকে ডেকেছেন কেন?'

কলেভিন—'তুমি এই ব্যাঙ্কে চাকরি করবে?'

ইরিস—'আমি!'

কলেভিন—'হুঁ, তুমি। মাইনে খারাপ নয়, সপ্তাহে পঁচাত্তর ডলার। সিনেমা হলের কাজটা ছেড়ে দাও। আমি চাই, আমার ভাবীকন্যা আমার সঙ্গে কাজ করুক। আমি ঠিক তৈরি করে নেবো।'

ইরিস সম্মতি জানিয়ে সানন্দে ফেরে।

কলেভিন আবার ফোনের বোতাম টেপে। এবার মিস ক্রের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'কে, ম্যানেজার সাহেব বলছেন?'

'ঠিক। একবার মিসেস লোরিংকে ডেকে দেবে?'

'তিনি তো ঘরে খিল তুলে শুয়ে আছেন। বললেন, শরীর খারাপ, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।'

'ঠিক আছে। ডাকতে হবে না।'

কলেভিন লাইন কেটে দেয়। আবার তাব খুনীর মেজাজ চড়ছে। হাত পা ঘামছে, দাঁতে দাঁত ঘষে, কিছুতেই ওকে মদ থেকে সরানো যাচ্ছে না।

ধক্ করে ওঠে বুকের মধ্যে—পুলিশের কাছে কখন যে কি ফাঁস করে দেবে।

কিটি লোরিংকে মবতেই হবে।

কিটিই একমাত্র প্রাণী, যে তার পথের কাঁটা। এমন কাঁটা, যার প্রয়োজনীয়তা আছে অথচ বিপজ্জনক।

কিটিকে কিভাবে নিকেশ করা যায়?

খুনের হরেক ছক কলেভিনের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে। তার চোখে রক্ত ঠেলে আসে। হাতের পাতা ঘামতে থাকে। দুনিয়ার পেশাদার খুনীরা যেমন অবিচলিত থাকে কলেভিন তা পারছে না। অনেক কষ্টে সে নিজের হিংস্র উত্তেজনাকে বাগে আনে।

।। বারো ।।

বাহাদুরি খুব রেডিও ও দূরদর্শনের। সাড়া পাওয়া গেল ঠিক উৎস থেকে। যে লোকটা এলিস ক্রেগের তথাকথিত বয়ফ্রেন্ডের কাছে সেকেন্ড হ্যান্ড লিংকন গাড়িটা বিক্রি করেছিল, সে-ই টেলিফোনে ইস্টনের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। ইস্টন ট্রেভারসকে নিয়ে তার গ্যারেজে হাজির হলো। ক্রেতার বর্ণনা যথারীতি একই রকম—লম্বায় চওড়ায় দশাসই, ঝাঁকড়া গোঁফ, ডান গালে জড়ুল। গাড়ি বিক্রেতা আরো একটি তথ্য যোগান দিলো—সেই ক্রেতার নাকি একটি মুদ্রাদোষ আছে নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তোলে। ইস্টন তেমন না না করলেও ট্রেভারর্সের হৃদস্পন্দন কিন্তু বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা দোষ, নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তোলা। মানুষ ছদ্মবেশের আড়ালে অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারে। পারে না নিজের মুদ্রা দোষ।

গাড়ির বর্ণনা ও নম্বর মাথায় গেঁথে ইস্টন ও ট্রেভারস বের হলো, যদি কোথাও গাড়িটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় আবিস্কার করা যায়।

ট্রেভারস বললো, 'গাড়ি যদি ওরা ফেলে রেখে যায়, তবে তা থাকবে কোন বড় সড় পার্কিং গ্রাউন্ডে।'

তারা পিটস্‌ভিল থেকে ডাউন সাইড যাবার পথে প্রতিটি পার্কিং গ্রাউন্ডে খুঁজতে থাকে। তারা যখন স্টেশানের দিক চলেছে ট্রেভারসের নজরে একটা অতিকায় পার্কিং গ্রাউন্ড পড়লো। সে অধীর গলায় চিৎকার করল, 'গাড়ি থামান। ঐ দেখুন স্যার, একটা লিংকন গাড়ি পার্ক করা। কয়েকটা গাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। শরীরটা বাদামী, মাথাটা লাল।' দুজনেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামে 'হুঁ, সেই বস্তুটাই। কোন সন্দেহ নেই। তখনই স্থানীয় থানায় খবর পাঠানো হলো। দারোগা গাড়ির মিস্ত্রী নিয়ে এলেন। ইস্টন মরীয়া হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল, বলা যায় না, হয়তো তিন শ' হাজার

ডলার সমেত ব্যাগও আবিস্কৃত হতে পারে। ট্রেভারসের কেবল মনে হচ্ছে—একটা অশ্রুসজল বিয়োগান্ত নাটকের আধার এই গাড়িটা। তারপর যখন মিস্ত্রীকে দিয়ে পিছনের ডালাটা তোলা হলো সকলের বুকে দামামা বেজে উঠলো। কুমারী এলিস ক্রেগের দুর্গন্ধময় লাশ রয়েছে।

ট্রেভারর্স প্রস্তরবৎ। সে স্থির দৃষ্টিতে গলিত শবের দিকে চেয়ে আছে। অঙ্কটা মিলে যাচ্ছে। সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক। কিন্তু অঙ্ক তো কেবল মিলনেই চলবে না, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে।

কী দুর্গন্ধ! এই হল মানুষের দেহ। এরজন্য এতো সাধ্য ও সাধনা। ট্রেভারসের বুক ক্ষণিকের জন্য হু হু করে ওঠে।

তারপর সে শপথ নেয়,—

আসল আসামীকে সে নিজের হাতেই শাস্তি দেবে।

।। তেরো ।।

মদে চুর, এলো চুল, কিন্তু নেতিয়ে নেই, বরং বেশ স্পর্ধিত কোমর ও বুক। কিটি লোরিং আকস্মিক অভাবিত গলায় দপ্ করে জ্বলে উঠলো কলেভিনের প্রস্তাব শুনে। 'খবর্দার। ইরিসকে যদি তোমার ঐ ব্যাঙ্কের খোঁয়াড়ে ঢোকাও আমি কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বো।'

কলেভিন নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে হেসে বলে, 'তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না ডার্লিং। ইরিসের কাছ থেকে কেন ট্রেভারর্স, মানে পুলিসের কার্যধারা ও অভিমতের প্রাত্যাহিক বিবরণ পাবো।'

কিটির মুখে বিদ্বেষ বিচ্ছুরিত হয়, 'থাক। ওসব কথায় আমাকে ভেজাতে পারবে না। তোমার মতন খুনে, লম্পট, মেয়ে পটাতে ওস্তাদ ইরিসকে যে কোন দিকে নিয়ে যেতে পারে, তা আমি ভালোই বুঝি।'

কলেভিন জিভ বের করে, 'ছিঃ ছিঃ, আমাকে অতটা নীচ মনে করো না। ইরিস আমার ভাবীকন্যা এবং তুমি আমার মহার্ঘ প্রণয়িনী।'

ঘৃণা ভরে কিটি বললো, 'ওসব মিষ্টিকথা আমার কাছে এখন মূল্যহীন। ইরিসকে ব্যাঙ্কে ঢোকাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করো। ইরিস যেমন আছে তেমনি থাকবে। তোমার মতন শয়তানের সাহায্যে ওর ভাগ্যোদয়ের দরকার নেই।'

কলেভিন ক্রোধে নিজের ঘরে ফিরল। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করলো কিটি। কলেভিন আবদ্ধ হিংস্র জানোয়ারের মতন ঘরময় পায়চারী করতে থাকে। আর অপেক্ষা নয়—আজই ঐ সর্বনাশীকে খতম করতে হবে। ও যখন বাথরুমে ঢুকবে, স্নানে ব্যাপৃত হবে...দরজার নাটবল্টু তো আলগা করাই আছে। ..অস্ত্র? পৌণঃপুনিক ব্যবহারেও যে আয়ুধ বিশ্বস্ত, সরল ও নিরাপদ তা তৈরির কায়দা আমার জানা।...একটা বড় মোজার মধ্যে পাঁচটা গলফ বল ঢোকালো কলেভিন। সেটা হাতে নিয়ে কয়েক পাক ঘোরালো। বেশ ভারী এবং মোক্ষম।...কলেভিনের কপাল ঘামছে। আজ অব্দি স্বার্থহীন ভাবে সে কিছু করেনি।..কারুর মুখে উচ্চারিত হবে না, কিটি লোরিং খুন হয়েছে। সবাই জানবে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটা এমন সময়ে ঘটেছে যখন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার গ্যারেজে তাঁর গাড়ি সারাচ্ছেন। খুনই যখন নয়, তখন তল-কূল আর কে খুঁজতে যাবে?...একটা শর্টস্ ও স্পোর্টস গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কলেভিন নীচে নেমে গেল হলঘরে। দূরদর্শন দর্শকের সংখ্যা মাত্র দুই। মেজর হার্ডি ও মিস পীয়ারসন, মারদাঙ্গা থ্রিলার ও সেক্সপ্রধান প্রেমে জমাট বেঁধে আছে। এই মুহূর্তে ভিলেন অর্ধনগ্নিকা নায়িকার দিকে তাকিয়ে। নিছক ভদ্রতার খাতিরে হার্ডি কলেভিনকে জিজ্ঞাসা করলো,—

'চললেন কোথায়?'

'গ্যারেজে গাড়ির পরিচর্যায়।...একদম সময় পাই না।'

অতএব কলেভিন গ্যারেজে ঢুকলো। আর কোন বাধাই দুর্লঙ্ঘ্য মনে হচ্ছে না। শরীরে ধুলো কালি লাগিয়ে গাড়ির কিছু কল কব্জা সে খুলে রাখলো। কিছুক্ষণ গ্যারেজে কাটিয়ে হোটেলের পিছনে এসে দাঁড়ালো। তারপর সে অনায়াসে একটার পর একটা জানালার সানসেট ধরে ধরে তিনতলায় নিজের ঘরে পৌঁছে গেল।

'বলো।'

'মিঃ ইস্টনের এটা কোন দুর্যুক্তি নয় যে, খুনী পিটস্‌ভিল বা ডাউন সাইডেই রয়ে গেছে। তবে আমার সংযোজন এই যে, লোকটার বিশেষ গোঁফ ও নকল জডুল ছদ্মবেশ মাত্র।' কলেভিনের বুকের মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে।

মিঃ মার্থীর ভ্রূকুটিল, 'তোমার অমন সিদ্ধান্তের হেতু?'

'হেতু হলো' এলিসের ঘরে রেখে যাওয়া টাইপ করা চিঠিখানা। ঐ চিঠিটা একটা বড় স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপরাইটারের দ্বারা টাইপ করা। যে মেশিনের ভি এবং টি এই অক্ষর দুটি ভাঙা। কোন মানুষ অতবড় মেশিন নিয়ে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আমরা জেনেছি খুনী তার গাড়িখানা স্থানীয় এক গাড়ি বিক্রেতাব কাছ থেকে খরিদ করে। সে যদি বাইরের লোকই হবে, তাহলে নিশ্চয় এখানে গাড়ি কিনত না। তৃতীয়তঃ, মাত্র পাঁচজন লোককে বাদ দিলে তার ঐ গোঁফ ও জডুল মার্কা মুখ এই এলাকার আর কেউ দেখেনি। অথচ এই ছোট শহরে মানুষ মানুষের সান্নিধ্য সহজেই উপভোগ করে, আর নতুন কেউ এলেই তার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আমার তাই দৃঢ় বিশ্বাস এলিসের প্রতারক প্রেমিক এই শহরেরই কেউ, হয়তো দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজমান কেউ, লম্বা চওড়া তাগড়াই চেহারা, গোঁফ আর জডুল লাগিয়ে দিব্যি ভাঁওতা দিতে পেরেছে মিসেস লোরিং, মেজর হার্ডি, মিস পীয়ারসন, পেট্রল পাম্পের কর্মচারী এবং ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কলেভিনকে। আমাদের এবার খুঁজে বের করতে হবে এই শহবতলীতে যে কটা স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপ রাইটার আছে তার মধ্যে কোনটার দুটো নির্দিষ্ট অক্ষব অক্ষত নয়। একটা নিরেট টাইপরাইটারকে খুঁজতে খুঁজতেই আমরা আসল খুনীকে দেখতে পাবো।'

দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে মিঃ মার্থীব, 'চমৎকার বিশ্লেষণ। এবাব আমি একটি দারুণ উদ্দীপক সংবাদ পেশ করছি। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ আমাদেব জানিয়েছেন যে, যে লোক এই ব্যাঙ্ক ডাকাত ও এলিসের খুনীর সন্ধান দিতে পাববে ব্যাঙ্ক তাকে নগদ ষাট হাজাব ডলার পুবস্কাব দেবে।'

'ষাট হাজার ডলাব।'

চিবুক উর্ধ্বে তুলে মিঃ মার্থী ঘোষণা করে।

ট্রেভাবস ও ইস্টনেব সবিস্ময় উচ্চারণ ধ্বনিত হয়, 'ষাট হাজাব ডলার।' ট্রেভাবসেব ভাবনাব গতি স্তব্ধ থাকে না, এটাই তাব জীবনেব শ্রেষ্ঠ সুযোগ। ষাট হাজার ডলাব পেলে সে পুলিশেব চাকুরী ছেড়ে দেবে। ব্যবসা কবে, সে দ্রুত ধনী হবে। তখন মিসেস কিটি লোরিং আব তাব মেয়েব সঙ্গে বিয়ে দিতে অরাজি হবে না।

ইস্টনেব মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে হয়তো ঐ ষাট হাজার ডলার পেতে চলেছে। পেলেই চাকুরি থেকে অবসর নেবে আব মুখরা বউকে তালাক দেবে এবং একটি ডবকা যুবতীকে রয়ে বসে উপভোগ করবে।

একটু ডান দিকে হেলে ট্রেভাবস দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে খেয়াল কবে। সে ডেভ কলেভিনেব পাশে বসে আছে এবং পর পর দুবাব নাকেব ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনতে পেল।

একটা সাধারণ শব্দ যদিও মুদ্রাদোষজনিত এবং স্নায়ুর প্রভাবে যা ধ্বনিত---ট্রেভাবসেব মনে হল---এ যেন তুষাব মগ্ন কোন পর্বতমালাব মধ্যে হঠাৎই ইয়েতিকে আবিষ্কার করাব মতন ঐতিহাসিক ঘটনা। এই শব্দের সঙ্গেই যেন হাজাব হাজার ডলারের ঝঙ্কার জড়িয়ে আছে। খুন, গলিত শব, উন্নতি অবনতি, অপ্রতিরোধ্য উচ্চাকাঙ্খা, ইস্টন ও ট্রেভাবসের মধ্যে অদৃশ্য প্রতিযোগিতা, ট্রেভারসেব ভবিষ্যৎ, অনিবার্য সুখ---পরপর মনের মধ্যে ছায়া ফেলে গেল।

।। পনেরো ।।

এই সান্ধ্য শহরটিকে বিশদভাবে স্নান করিয়ে দিলো শন্ শন্ ভোঁ ভোঁ বাতাসের সঙ্গে ঝলক ঝলক বৃষ্টি। রাস্তার আলোগুলো ঝাপসা কোথাও কালিমময়। এ হেন অসময়ে ইরিস সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে পথে বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়, মাথাব ওপরকার আকাশ আজ তার আশ্রয় নয় চুল ভিজছে, গাল ভিজছে, উদ্ভিন্ন বুক ভিজছে- একে সিক্ত করতেই বুঝি প্রকৃতির এমন উন্মাদনা।

একটা গাড়ি হঠাৎ তার পাশে এসে থামলো। কপাট খুলে ট্রেভারস মুখ বের করে, 'বৃষ্টিতে ভিজলে বিছানা নেবে, শিগগীর ভেতরে এসো।'

ইরিস তার ভেজা পোশাক সমেত গাড়িতে ঢুকলো, ট্রেভারসের পাশে। শীতের প্রভাব কমাতে ঠোঁট দিয়ে ইরিসের শিস বেরিয়ে আসে, বৃষ্টির নর্তন এখন কম মনে হয় তার।

রাস্তা জনহীন, গাড়িটা ডেডস্টপ। ট্রেভারস ইরিসকে জড়িয়ে ধরে, ইরিসও তাকে। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট, হাত কখনো ইরিসের পিঠের ওপর, কখনো কোমরে, গাড়ির মধ্যে রেডিওতে নীচু পর্দায় বিলি হলিডে চলছে। কিছুক্ষণ চুম্বনাবদ্ধ থাকবার পর ট্রেভারস বললো, 'আমি তোমাকে ভীষণভাবে খুঁজছিলাম। কোনরকমে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

দু'চোখে ইরিসের কৌতুক—'কি ব্যাপার? কিসের জন্য এত ব্যস্ততা?'

ট্রেভারস গাড়িটা চালিয়ে নির্জন স্থানে এনে বললো, 'আমার মানে আমাদের—ভাগ্য এবার খুলে যাচ্ছে ডার্লিং। পয়সার জন্য আমাদের আর কোন লোককে রেয়াৎ করতে হবে না।'

ট্রেভারসের তপ্ত সাহচর্য উপভোগ করতে করতে ইরিস জিজ্ঞেস করে, 'কি রকম?'

'আমি ষাট হাজার ডলার পেতে চলেছি।'

'তুমিও একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করবে নাকি?'

'না, একদম বাজে কথা বলছি না। তবে একথা একমাত্র তোমাকেই বলা যায়, তৃতীয় কারুর কানে গেলেই সব ভেস্তে যাবে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, যে লোক খুনে ডাকাতটার ঠিক হদিশ দিতে পারবে তাকে ষাট হাজার ডলার দেবে। বুঝলে ডার্লিং ষাট হাজার ডলার।'

'হুঁ, টাকার অঙ্কটা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতই। কিন্তু তুমি সেই উবে যাওয়া মহামানবটির সন্ধান পাবে কি করে?'

'মহামানবটি মোটেই উবে যায় নি। সে এখানে আর পাঁচজনের সঙ্গেই দিব্যি হাঁটছে চলছে খাচ্ছে দাচ্ছে, আমি তাকে চিনে ফেলেছি। ইস্টন বা শেরিফ সাহেব চিনতে পারেননি।'

'বটে, সে কি?'

ইরিসের মুখের দিকে চেয়ে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হতে থাকে। চাপা স্বরে বললো, 'তার নাম শুনলে তুমি কেবল চমকে উঠবে না আঘাতও পাবে। কিন্তু যা সত্যি, তা মেনে নিতেই হবে। একমাত্র তোমাকেই আমি তা বলতে পারি কারণ গোপন করে রাখবার মতন মানসিক দৃঢ়তা তোমার আছে।'

ইরিসের চোখেমুখে সন্দেহ ও শঙ্কার ছায়া ঘনায়, 'কে সে?'

ট্রেভারস আরো চাপাস্বরে উচ্চারণ করলো, 'ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ ডেভ কলেভিন।'

ভূমিকম্পেও ইরিস বোধহয় এতটা চমকে উঠতো না। নিস্তব্ধতার পর তীব্রস্বরে প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি কি সুস্থ মস্তিষ্ক? তুমি যা বলছো, তার তাৎপর্য বোঝ?'

দৃঢ়স্বরে ট্রেভারস বলে, 'বুঝি এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মনস্ক, দায়িত্ব নিয়েই নামটা তোমাকে জানালাম।'

'তুমি কি জানো, তিনি আমার মাকে বিয়ে করতে চলেছেন?'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনো সেই দুর্ঘটনাটা ঘটেনি। তোমার উচিত, রুখে দাঁড়ানো।.....শোন, ইরিস, আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি ঐ ব্যাঙ্কে ঢুকে এমন একটি স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপ রাইটারের সন্ধান পাবে, যার 'ভি' আর 'টি' অক্ষর দুটো ভাঙা—যার সাহায্যে এলিস ক্রেগকে তার প্রেমিক চিঠি লিখেছিল এবং এলিস সব জিনিস সরিয়ে ফেললেও ঐ চিঠিটাকে রেখে গেছে পুলিশের কাজকে জলবৎ করে দিতে। কী সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রী এই ডেভ কলেভিন।'

'তুমি যখন অত জোরের সঙ্গে বলছো তখন আমি নিশ্চয় ব্যাঙ্কে ঢুকে পরখ করে আসবো। তবে তোমার ঐ সন্দেহ নেহাৎ আলপটকা, ভিত্তিহীন ও মারাত্মক সিদ্ধান্ত।'

ট্রেভারস ভাবে যদি ইরিস সফল হয় তবে ট্রেভারস ও ইরিস এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে আর যদি সফল না হয় ব্যর্থতার নিরেট পাথরে ট্রেভারস আছড়ে পড়বে। কিন্তু ইরিস সত্যি যদি টাইপ মেশিনটা পায়, আরো ভয়ঙ্কর কোন সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে না তো? তার প্রত্যয় জন্মায়—পুলিশের চাকুরীটা মূলতঃ বাহুবলের নয়, বুদ্ধি ও অনুভূতির।

ইরিস ঝিম্ ঝিম্ মাথা নিয়ে ঘরে এলো। নিজের ঘরে ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়ায়—কিটির

ঘরে আলো। ইরিস দরজা খুলে ভেতরে আসে। কিটি মদ গিলছে। ইরিস ক্ষোভের সঙ্গে বললো, 'ছিঃ! মা, তুমি আবার মদ খাচ্ছ?'

কিটি ক্রোধে ফেটে পড়ে, 'আলবাৎ গিলবো। তুই কেন ব্যাঙ্কে কাজ নিতে রাজি হয়েছিস?'

'তাতে ক্ষতিটা কি?'

'না, তুই ডেভের অফিসে ঢুকবি না।'

'কারণ দেখাও।'

'নিজের মঙ্গল যদি চাস, ওখানে যাবি না।'

'কারণ দেখাতে না পারলে তোমার কথাই বা আমি মানতে যাবো কেন?...মাতালের প্রলাপ।'

ইরিস আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে নিজের ঘরে ঢুকলেও মনে হলো, এক বিকট প্রহেলিকা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে।

মা কিসের ইঙ্গিত দিতে চাইছে?

কেনই বা ট্রেভারসের মনে হচ্ছে—কলেভিনই সমস্ত অপরাধের উৎস? আর ইরিসের মনে প্রতিফলিত হচ্ছে, অন্য ধরনের অনুভূতি। অমন বুদ্ধিদীপ্ত, যৌবন সমৃদ্ধ, বিশাল দেহী পুরুষ! হাসিটা কী দারুণ। যে কোন নারীকে কব্জা করে ফেলবার পক্ষে ঐ হাসির গভীরতা অপরিমিত।

ইরিসের নিজেরই তো কেমন যেন একটা দোলা লেগেছিল কলেভিনের মুখোমুখি হবার পর...এমন কি মার সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা শুনবার পরও।

সে কলেভিনের কাছ থেকে ছুটে ট্রেভারসের পাশে না দাঁড়ানো পর্যন্ত নিজের আত্মবল খুঁজে পাচ্ছিল না। ইরিস আত্মসমীক্ষা করতে ভয় পায়।

।। ষোলো ।।

কলেভিন শেষ রাত্তিরে, যদিও সোৎসাহ পুলকে নয়, কিটি লোরিংয়ের ঘরে ঢুকেছে। কিটির তখন নেশাগ্রস্ত অবস্থা নয়। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। কলেভিন অবরুদ্ধ গলায় বললো, 'খুব মুশকিল পড়ে গেছি ডার্লিং। তোমার সাহায্য চাই।'

'ভনিতা না করে যা বলবার বলে যাও।'

কলেভিন বললো, 'ডেপুটি ট্রেভারস ধরতে পেরেছে, একটা বড় রেমিংটন মেশিনে টাইপ কবা চিঠি এলিসকে লেখা হয়েছিল এবং ঐ মেশিনটার দুটো অক্ষর ভাঙা। এরা এবার সেই টাইপ রাইটারটা সন্ধান করতে করতে ব্যাঙ্কেও ঢুকে যেতে পারে। হয়তো আজ-কাল।'

'তার মানে, ব্যাঙ্কে একবার পুলিশ উঁকি মারলেই কেল্লা ফতে।'

'আমি ব্যাঙ্কের মেশিনটাকে ভল্টের মধ্যে রেখে ওখানে অন্য একটা মেশিন বসাতে চাই।'

কিটি বললো, 'তাই করো।'

'তোমার যে টাইপ রাইটারটা আছে, সেটা আমায় কদিনের জন্য ধাব দাও। ফাঁড়াটা কাটুক, তারপর আবার ফেরৎ নিয়ে আসবো।'

কিটি বিস্ময় প্রকাশ করে, 'ওমা! সেটা যে নেহাৎ ছোট, পোর্টেবল। স্মিথ কোনরি কোম্পানীর।'

কলেভিন ঈষৎ অস্থির, 'তাতেই কাজ হবে। এছাড়া উপায় কি?'

জটিল আওয়াজে কিটি বললো, 'নিয়ে যেও। কিন্তু একটা কথা—'

'কি?'

'আমাকে কিছু টাকা দাও।'

'টাকা! এখন কোত্থেকে পাব? আমার যা টাকা ছিল, সব দিয়ে তো সেই পুরনো গাড়িটা কাজ সারবার জন্য কিনেছিলাম।'

কিটির স্বর প্রলম্বিত, 'লুঠের মাল থেকেই এক থাবা তুলে এনো।'

'এখন ওখানে থাবা বসানো যাবে না। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তুমি বরং সেই উকিলের থেকে তোমার জবানবন্দীটা নিয়ে এসো।'

'আহারে চাঁদু আমার, আমি তোমার হাতে খুন হতে চাই না।'

'তাহলে মদ খাওয়া কমাও। যে হারে গিলছো, লিভার ফেটে মারা যাবে আর পুলিশও সব জানতে পারবে।'

কিটি হি হি করে হেসে ওঠে—'আচ্ছা ফাঁদে ফেলেছি বাস্তু ঘুঘুটাকে।'

বলেই কলেভিনকে এক হেঁচকা টানে নিজের ওপর এনে ফেলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় কিটি। বিপন্ন স্বরে কলেভিন বললো 'আমি মনের দিক থেকে বিশেষ ব্যস্ত ও অস্থির ডার্লিং। এখন সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি যে দৈহিক দিকে ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমার খিদে কে মেটাবে?'

'কেন, আমি আসার আগে তোমার চাহিদা কে মেটাত?'

ঠোঁট উঁচিয়ে কিটি বলে, 'দরকারই পড়ত না। তুমিই তো এসে আমার সেই ছাই চাপা আগুনকে খুঁচিয়ে তুলেছ। এখন সাড়া দেবে না, তা তো হয় না।'

ভীষণ বিরক্তভাবে কলেভিন বললো, 'কামটা তো তোমার ক'দিন যাবৎ তুঙ্গে উঠেছে। এটাও অ্যালকোহলের প্রভাব। আজ আমি মদের বোতলটা ভাঙ্গব।'

খিলখিলিয়ে হেসে কিটি বলে, 'তুমিই আবার নতুন বোতল কিনে সযত্নে আমার শিয়রে রেখে যাবে। কারণ তুমি এখন আমার পোষা জীব। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বাধ্য হবে। জানো তো রোমান সম্রাট নীরোর এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী উন্মাদ সম্রাটের সংসর্গে সুখী না হওয়ায় এক ক্রীতদাসকে অন্তঃপুরে আনিয়ে চুটিয়ে ব্যাপারটা সেরে নিত। অতবড় চেহারার ক্রীতদাস ক্রমশঃ রুগ্ন ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সম্রাট তাকে এমন এক শিবিরে চালান দিলেন যেখানে কেবল কুষ্ঠরোগীরা থিক থিক করছে।'

দাঁতে দাঁত চেপে কলেভিন বলে, 'তুমিও কি আমাকে কুষ্ঠরোগীদের শিবিরে পাঠাতে চাও নাকি?'

ফিক করে হেসে কিটি বলে, 'কুষ্ঠরোগীদের শিবিরে নয়, আমাকে আনন্দ দিতে না পারলে পুলিশের খপ্পরে গিয়ে পড়বে। আমি তো আর মরতে ভয় পাই না। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এখন আমাব আঠারো আনা। থাকবার মধ্যে আছে মদ্যতৃষ্ণা আর দৈহিক কামনা। তোমাকে এই দুটো মিটিয়ে যেতেই হবে।...কি হলো, দাঁড়িয়ে কেন? পোশাকটা খুলে ফেল।...এইখানে বস।

সেই অশেষ বিরক্তিকর ব্যাপারটা তাকে সারতে হবে, উপায় নেই।

—

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার একটা হোল্ডল হাতে নিয়ে সাত সকালে ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাবে। রাস্তার অন্যধারে শেরিফ সাহেবের অফিস থেকে ট্রেভারর্স ছুটে এসে বলে, 'এত সকালে? হাতে হোল্ডল?'

কলেভিন ঘুরে সুন্দর নিষ্পাপ হাসি উপহার দিলো, 'ব্যাঙ্ক ম্যানেজারবা তো ক্রীতদাসদেরও অধম। অডিটর বাহিনী যা ফিরিস্তি দিয়ে গেছে তা গুছিয়ে নিতে আমি তো গলদঘর্ম। তা নতুন কোন সূত্র পেলেন না কি ডাকাত পাকড়াতে?'

'পেয়েছি, পাচ্ছি এবং পাবো। আপনার অফিসের টাইপ রাইটারটা কোন্ কোম্পানীর?'

সকৌতুকে কলেভিন বলে, 'জানি, আপনি একটি প্রমাণ সাইজের রেমিংটনের খোঁজ করছেন। কিন্তু আমি দুঃখিত, এই অফিসের টাইপ বাইটারটি আকারে ক্ষুদ্র, পোর্টেবল এবং রেমিংটন কোম্পানীর নয়।'

'ব্যাঙ্কের মতন প্রতিষ্ঠানে পোর্টেবল টাইপরাইটার। অবাক ব্যাপার!'

'সত্যি তাই। আমার মনেও খটকা লেগেছিল। আসলে প্রাক্তন ও মৃত ম্যানেজার মিঃ ল্যাম্ব, সব সময়ই ব্যাঙ্কের খরচ কমাতে চেষ্টা করতেন।'

কোন প্রকারে ট্রেভারসকে সামলিয়ে কলেভিন ব্যাঙ্কে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। এখনই বোঝা গেল, সে কতটা বিচলিত। কয়েক মিনিট দম নিয়ে মোটা নাকে বিবিধ শব্দ তুলতে তুলতে হোল্ডল খুলে কিটির ছোট টাইপরাইটারটা বের করলো। বড় টাইপরাইটারকে একটা পুরনো অব্যবহৃত বাক্সের মধ্যে ঢোকালো। বড়টার জায়গায় ছোটটা কেমন যেন বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। অতবড় ববারের মাদুরের ওপর অতটুকু একটা টাইপরাইটার। কিন্তু এই মুহূর্তে কলেভিন অন্য কিছু ভাবতে পারছে না।

পরিবেশ কখনো অনুকূল, কখনো প্রতিকূল। শেষ রক্ষা হবে তো?

ইস্টনকে তো সে পকেটে পুরেছিল।

কিন্তু ঐ ট্রেভারস—ছোকরা যেন মাত্রাতিরিক্ত ধারালো। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে এ ধরণের ছোকরাদের চাকরি দেওয়া উচিত নয়। কারণ এরা ভীষণ কলেভিনের মতন একজন চতুর অপরাধীকে এরা ধরে ফেলতে পারে।

কিন্তু তুমি যখন দেখতে পাবে তোমার উপরওয়ালা, তোমার দেশনেতা জঘন্য অপরাধের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে, তখন কি করবে?

নিদারুণ হতাশায় তুমি চাকুরি ছেড়ে দেবে! সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অপরিসীম ঘৃণায় তুমি নিজেই একজন জাঁদরেল সমাজবিরোধী হয়ে উঠতে পার।

ইরিস যথাসময়ে এলো। ব্যাঙ্ককর্মী হিসেবে এই তার প্রথম প্রবেশ। কলেভিন তাকে স্বাগত জানালেও তার চোখে মুখে অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে। তবে কি ট্রেভারস কিছু বলেছে? তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে তার আত্মরক্ষার পদ্ধতিগুলিকে বানচাল করবার জন্যেই কি ট্রেভারস ইরিসকে কাজে লাগাবে?

ইরিস কাজের অছিলায় সেই টাইপ রাইটারের দিকে যায়। তখনই ধক্ করে ওঠে বুকটা! ওখানে যে একটা বড় মেশিন বসানো ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাছাড়া ঐ ছোট টাইপ রাইটারটা যে তার খুব পরিচিত। সে কতদিন কিটির ঘরে গিয়ে ওটা ব্যবহার করেছে। সে মেশিনটার দিকে চেয়ে থাকে আর দূরে দাঁড়িয়ে কলেভিন তা লক্ষ্য করে।

আশঙ্কা সত্যে পরিণত। তীরে এসে তরী ডুববার মতন ঘটনা। মেয়েটার চোখের পাতা নড়ছে না।

কলেভিন নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলছে। তার মনে হল, কতকাল আমি গীর্জায় যাইনি। আমি মাত্র একবারই আমার মায়ের কবরে ফুল দিয়েছিলাম। আচ্ছা, এলিসকে খুন করবার পর আমি যদি তাকে কোথাও কবর দিয়ে আসতাম, হয়তো এতটা বিপদ...।

ঐ সুন্দরী মেয়েটার বিস্ময় ও বিমূঢ়তার মধ্যে এমন তাৎপর্য জমাট বেঁধে আছে যে এখনো সে পলকহীনভাবে চেয়ে আছে।

ইরিস টিফিনের সময় বাইরে ছুটে এলো। ট্রেভারস তার জন্য অপেক্ষা করছে। দুজনে একটা পার্কে গিয়ে ঢোকে।

ইরিস—'ম্যানেজার বড় মেশিনটাকে সরিয়ে সেখানে একটা ছোট মেশিন বসিয়েছে।'

ট্রেভারস—'আমি এটাই আশংকা করেছিলাম।'

ইরিস—'কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, ঐ ছোট টাইপ রাইটারটা আমার মায়ের।'

ট্রেভারস ঠোঁট কামড়ায়, 'তাহলে আজই ব্যাটা মালটা হোল্ডলে ভরে ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল। আমি ওকে হোল্ডল হাতে ব্যাঙ্কে ঢুকতে দেখেছি।'

ইরিস—'আমার এখন কি করণীয়?'

ট্রেভারস—'প্রমাণিত হচ্ছে, বড় টাইপরাইটারটা এখনো ব্যাঙ্কের মধ্যেই লোকানো রয়েছে।'

'তুমি কি তাহলে তল্লাশির পুরোয়ানা নিয়ে আসবে?'

'সেটা আমি করতে পারি, কিন্তু তাহলে ইস্টন সব টের পেয়ে যাবে। সেও তো ষাট হাজার ডলারের পেছনে ঘুরছে।'

'বিষণ্ণ স্বরে ইরিস বলে, 'তাহলে ঐ বাক্‌কুশলী মহাধূর্ত শয়তানটাকে সপ্রমাণ ধরবার উপায় কী?'

'উপায় একটা আছে। তুমি তো এখন ঐ ব্যাঙ্কেরই কর্মী। আগেকার টাইপ করা চিঠির দু একখানা কারবন কপি আমাকে এনে দিতে হবে, ব্যাস। কি পারবে না?'

ইরিস ঢোক গেলে, 'পারবো।'

কিন্তু ব্যাঙ্ক ম্যানেজার টিফিনের সময় স্থানীয় রেস্তোরাঁয় ঢুকে ওখানকার জায়গায় চোখ রেখে দেখলো, ইরিস ট্রেভারসের সঙ্গে পার্কে ঢুকছে।

ব্যাপারটার সম্ভাব্য তাৎপর্য বুঝে কলেভিন তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে এসে ফাইলের মধ্যে যত পুরনো চিঠির কপি ছিল সব সরিয়ে ভল্টের মধ্যে একটা পুরনো বাক্সে রেখে দিল।

ইরিস যখন টাইপ করতে করতে একটা পুরনো কারবন কপির খোঁজ করছে তখন কলেভিন নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়িয়ে মোলায়েম কণ্ঠস্বরে বলল, 'পুরনো কারবন কপি আমিও বিশেষ কিছু দেখবার সুযোগ পাই নি। এলিস খুব একটা গুছিয়ে কাজ করতে জানত না। তুমি ভেবো না। ফাইলিংয়ের কাজটা আমিই করবো।'

আতঙ্কে দমবন্ধ ইরিস টের পাচ্ছে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে এমন একজন যে হাসতে হাসতে যে কোন মেয়ের কণ্ঠনালী ভেঙ্গে দিতে পারে।

।। সতেরো ।।

জেমস ইস্টনও একটা বিশেষ রেমিংটন মেশিনের সন্ধানে পড়তি বেলায় ব্যাঙ্কে এসে হানা দিয়ে গেল। ইস্টনকে সামাল দেওয়া অবশ্য কিছুই না কলেভিনের, কারণ ইস্টন আগেই ধারণা করেছে, ডেভ কলেভিন একজন বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও সৎ ব্যাঙ্ক অফিসার যার অমন চেহারা ও অতুলনীয় হাসি সে অন্ধকারের বাসিন্দা হতে পারে না। তদুপরি কিটি লোরিংয়ের মতন জেনানাকে যে গেঁথে ফেলেছে, তার মত সুখী খুন, ডাকাতিতে জড়াতে পারে না। কলেভিন ইস্টনকে জানালো, সত্যি এই ব্যাঙ্কের যে বড় স্ট্যান্ডার্ড রেমিংটন টাইপরাইটারটা ছিল কলেভিন এসে সেই মেশিনটার খোঁজ পায়নি। হয়তো অকেজো হওয়ায় সেটা কোথাও সরিয়ে রাখা আছে। পরিবর্তে ভাড়া করে টাইপরাইটারে কাজ চলছিল। আজই ম্যানেজার সাহেব তার নর্ম সহকর্মী কিটি লোরিংয়ের ছোট হাতে বহনযোগ্য মেশিনটাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে এসেছে অডিট সম্পর্কিত কিছু জরুরী চিঠি টাইপ করাতে।

ঘূর্নিচেয়ারে দোল খেতে খেতে কলেভিন যখন ইস্টনকে এসব ফিরিস্তি দিচ্ছিলো চেম্বারের দরজা খোলা থাকায় ইরিস সব শুনতে পায়। কলেভিন লোকটা যে অসম্ভব মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী—ইরিসকে শোনাবার জন্যেই বেশ জোরে সে এসব কথা বলছিল।

ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা ছুতেই ইরিস হরিণীর মতন অফিসের বাইরে চলে এল। কলেভিন জানিয়েছে, আজ তার ফিরতে রাত পৌনে আটটা হয়ে যাবে। ইরিস ট্রেভারসকে সবকিছু জানালো। ট্রেভারস বললো, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইস্টনও প্রকৃত অপরাধীর কাছাকাছি পৌঁছিয়েছে। আমাদের আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। আচ্ছা তিনশ' হাজার ডলারের মতন বিপুল টাকা কলেভিন লুকিয়ে রাখলো কোথায়? লোকটা তার হোটেল এবং অফিসের বাইরে কোথাও টুঁ মারে না। ওর ঘরের ভেতরটা তোমাকে একবার দেখতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ইরিস রাজি হয় কারণ কলেভিন আজ পৌনে আটটার আগে ফিরবে না। ইরিস হোটেলে ফিরেই কিটির ঘরের দরজা দিয়ে কলেভিনের ঘরে ঢুকলো। সে আলো জ্বালিয়ে দ্রুত তল্লাসি শুরু করলো। সব উল্টে পাল্টে দেখেও সে একটা পাই পয়সাও পেল না। কেবল জামা কাপড, মোজা, গলফের বল উল, বই এইসব। কিটি রান্নাঘরে। অন্য বাসিন্দারা টিভির সামনে। তল্লাশিতে ক্ষান্ত দেবে তখনই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ। ডেভ কলেভিন পৌনে আটটার অনেক আগেই ফিরেছে। চকিতে সুইচ 'অফ' করে ইরিস কিটির ঘরের দরজার আড়ালে আত্মগোপন করে।

কলেভিন ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। তারপরই বেমক্কা কিটির ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত ইরিসকে আবিস্কার করে।

'তুমি—ইরিস! আমি ভেবেছি কিটি আমার ঘরে ঢুকে বুঝি কিছু খুঁজছে। দূর থেকে আলো জ্বালা দেখতে পেয়েছি তো।'

দু'বার ঢোক গিলে ইরিস বললো, 'আপনার ঘরটা নোংরা হয়েছিল। মিস ক্লেকে দেখতে না পেয়ে আমি নিজেই—'

আরো মৃদু ও মোয়ায়েম স্বরে কলেভিন বললো, 'তুমি বড় চমৎকার মেয়ে ইরিস। কিন্তু তোমারও তো বিশ্রামের দরকার। সর্বক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রেখো না।' ইরিস কোনরকমে নিজের ঘরে ফেরে। সে আতঙ্কে কাঁপছে।

।। আঠারো ।।

মেঘ না চাইতেই যেন জল এবং সুযোগটাকে কাজে লাগাতে ইরিস একপায়ে খাড়া। কলেভিন অ্যাসট্রেতে সিগ্রেটটা গুঁজতে গুঁজতে বললো, 'আজ শনিবার, আমাকে আবার পৌনে বারটার ট্রেন ধরে ফ্রান্সিসকো ছুটতে হবে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। অথচ এখানে কাজের অন্ত নেই।...আচ্ছা, ইরিস, আমি যদি ব্যাঙ্কের চাবিগুলি দিয়ে যাই, তুমি কি কাজটা এগিয়ে রাখতে পারবে না?'

ইরিস ভাবে এই সুযোগে তিনশ' হাজার ডলার খুঁজে দেখা যাবে। মনের উত্তেজনা চেপে রেখে ইরিস ঘাড় কাৎ করে, 'আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন।'

'খুব ভালো।'

কলেভিন চাবির থোকাটা ইরিসের দিকে ঠেলে দেয়। সহসা গুপ্তধন লাভের মতন ইরিস থোকাটাকে চেপে ধরে। কলেভিন চোরা চোখে কৌতুকে ঠাসা ইরিসের মুখ দেখে। বেসিনে হাতমুখ ধোয়ার অছিলায় কলেভিন ব্যাঙ্কের পিছনের দরজাটা খুলে রেখে আসে। তারপর হাত ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ব্যাঙ্কের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। এমন সহজ মৌকা হাতে পেয়ে ইরিস কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত, তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দেয়। পিটস্‌ভিলের ব্যাঙ্কে ডাকাতির কিনারা করায় ট্রেভারসের সঙ্গে তার ফিঁয়াসে ইরিসের নামও সগৌরবে উচ্চারিত হবে। টাকাটা যে এই অফিসের মধ্যেই কোথাও লুকানো আছে নিঃসন্দেহ। এবার সে টাকাটা খুঁজে বের করবেই।

ইরিস ট্রেভারসকে ফোনে খবর দিল, কিন্তু ট্রেভারসকে পাওয়া গেল না। সে কোন এক বিশেষ কাজে পার্শ্ববর্তী শহরে গেছে।

অস্থিরভাবে ইরিস পায়চারি করে। ট্রেভারসের জন্যে অপেক্ষা করবে কি? দরকার নেই, সে নিজেই টাকাটা খুঁজে বের করে ট্রেভারসকে চমকে দেবে।

এবার ইরিস ভল্টের মধ্যে ঢুকলো। তার চোখের তারা ঘুরতে থাকে। একটার পর একটা ডিড বক্স ছাদ পর্যন্ত সাজানো আছে। খুনী ম্যানেজার নিশ্চয়ই যে কোন একটিতে সাত রাজার ধন লুকিয়ে রেখেছে। পর পর দুটো বাক্স খুলে ইরিস কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় কাগজে ঠাসা দেখল। তৃতীয়টি খুলতেই ইরিস উল্লসিত—টাকা, টাকা, অজস্র টাকা, তিনশ' হাজার ডলার।

ইরিস টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, টেরও পেল না, কখন বাঘ মুখ নিয়ে নিঃশব্দে কলেভিন পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ভল্টের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। যখন কলেভিনের নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হলো তখন সে টের পেয়ে ভল্টের কপাট দুহাতে বন্ধ করে দেয়।

ইরিসের মুখ অতিমাত্রায় চমকিত ও আতঙ্কে রক্তশূন্য। তারা পরস্পরের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর শীতল হাসির সঙ্গে কলেভিন বললো, 'আমি এটাই আশা করেছিলাম। তুমি তো শুধু টাকা ভর্তি বাক্সটা খুলেছো। আর একটা বাক্স আছে যেটায় এলিসেব সেই বিচিত্র কোট ও টুপি যা পরে তোমার মা পর পর কয়েকদিন এবং খুনের রাত্রে এলিস সেজে সকলের চোখে ধুলো দিয়েছে। আর একটা বাক্স খুললে তুমি পাবে সেই পোশাক ও নকল গোঁফ যা ব্যবহার করে আমি এলিসের প্রেমিক একর্সের ভূমিকা করে গেছি।'

কলেভিন কথাগুলো বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে আসা মাত্র ইরিস প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'খবরদার আপনি আমাকে ছোঁবেন না।'

অকপট হাসি কলেভিনের মুখে, 'আমি তোমাকে ছুঁতে যাবো কেন? তুমি তো সেই মেয়ে, যে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। তুমি নিজের হাতে টাকা গুছিয়ে নিয়ে যাবে ডাউন সাইড রেলস্টেশনে। তোমাকে পৌঁছে দেবে প্রেমিকপ্রবর ডেপুটি শেরিফ কেন ট্রেভারস। তোমাকে সন্দেহ বা বিরক্ত করবে না। স্টেশনে ঢুকে ক্লোকরুমে টাকার ব্যাগটা রেখে ক্লোকরুমের চাবিটা আমাকে দিয়ে যাবে। আর আমি ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে তোমার মাকে বগলদাবা করে স্টেশানে যাবো, টাকাটা বের করে নেবো, তারপর নিরুদ্বেগচিত্তে রওনা দেবো সুদূর পশ্চিমে। এখানে তুমিও ট্রেভারসকে শাদি করে সুখে ঘরকন্না করবে।' ইরিস বিষম খায়, তার দু'চোখ বিস্ফারিত।

'আপনি সুস্থ আছেন তো?' কলেভিনকে বলে ইরিস।

'আমি ভীষণ সুস্থ। আমার মাথা খুব পরিষ্কার বলেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলো বলে দিতে পারি। আসলে কি জানো ইরিস, তুমি আমার জন্য এই সামান্য পরিশ্রম স্বীকার করতে বাধ্য। না, আর কোন ধন্দে না রেখে প্রকৃত ব্যাপারটা তোমাকে জানাই,—এই যে ব্যাঙ্ক থেকে তিনশ' হাজার ডলার হাতানো এবং এর জন্যে এলিসকে খুন করা—এসবের জন্য আমার চেয়ে তোমার মার দায়িত্ব কিছু কম নয়।'

ইরিস চিৎকার করে, 'এ হতে পারে না।'

গলা খাঁকারি দিয়ে কলেভিন বললো, 'নিজের মাকেই জিজ্ঞেস করো। আমার মনে ডাকাতির বাসনা জাগিয়ে দিতে, তোমার মা-ই এলিসকে খুন করতে উৎসাহ দিয়ে সক্রিয় সাহায্য করে। কিটি এখন আমার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, একে অপরকে ছাড়া এগোতে বা পিছোতে পারব না। তাই, মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব ভাবো। ষাট হাজার ডলার সমেত ট্রেভারসের সঙ্গে ফুরফুরিয়ে উড়বে, না মাকে গ্যাস-চেম্বারের সামনে ঠেলে দেবে? মেয়ে হিসেবে তুমি কোন দায়িত্বটি পালন করতে চাও, যদি এখুনি মা ও আমাকে মারতে চাও? এখুনি ট্রেভারসকে এখানে ফোন করে ডাকতে পারো। আমি পরিষ্কার স্বীকারোক্তি দেবো। আর যদি মার প্রতি তোমার মমত্ব ও কর্তব্য থাকে তাহলে কাল পরশুর মধ্যে টাকাটা এখান থেকে পাচার করতে আমাদের সাহায্য করবে।'

ইরিস মুহূর্তের জন্য কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কলেভিন তার কাঁধে হাত রাখা মাত্র সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কলেভিন বলে, 'কেঁদো না। স্বাভাবিকভাবে মেনে নাও, জীবন বড় বিচিত্র...'

এতকাল ইরিস কিটির মাতলামি সবচেয়ে বড় সমস্যা ভাবতো। এখন যে সমস্যার মুখোমুখি সে হয়েছে, তার কোন সুরাহা সে দেখতে পাচ্ছে না। তার ভবিষ্যৎ ট্রেভারসের সঙ্গে লালিত সব স্বপ্ন জড়িত..। কলেভিনের কথাগুলো কানে বেজে চলেছে, প্রতিটি শব্দ, 'এ সবই জীবনের অঙ্গ জীবন যা কিনা বড় বিচিত্র। ন্যায়-অন্যায় বোধ, মানুষ তার প্রয়োজনবোধে এক সময় এক একরকম ব্যাখ্যা করে থাকে। তুমি যদি সারাটা জীবন দারিদ্র ও অনটনের মধ্যে নিজের সততার গর্ব করো, সেটা হবে নিকৃষ্টমানের আত্মপ্রবঞ্চনা। তোমার মা জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেছে। দারিদ্র ও অনিশ্চয়তা ছিল তার সাথী। এখন সেই প্রেমহীন ও কণ্টকময় জীবন থেকে সে যদি আমার সাহায্যে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে থাকে তবে মেয়ে হিসেবে তোমার কি উচিত তাকে আরো হতাশ ও বিপন্ন করা? আর তুমিও তো ট্রেভারসকে নিয়ে আগামী দিনগুলি মধুময় করতে চাও। কিন্তু তোমারই এক চিলতে সাহায্যের অভাবে তোমার মা যদি আজ ফাঁসিকাঠে পা রাখে, কোথায় থাকবে তোমার সেই সুখ সম্ভাবনা!' সুতরাং বুদ্ধি ও ধৈর্য হারিও না। যা সত্য, যা বাস্তব, তোমার স্বার্থের অনুকূলে সেই পথে এগিয়ে যাও। মানুষ সব পারে, তুমিও পারবে, উঠে দাঁড়াও। নিজের দু'পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াও।'

ইরিস তার দু'পায়ের ওপর দাঁড়াল ঠিকই, কিন্তু পা দুটো টলছে। পায়ের তলার জমি খুঁজে পাচ্ছে না।'

।। উনিশ ।।

ইরিস লোরিং ও কিটি লোবিং মনে মনে তার প্রতি যতই বিমুখ হোক না কেন, ডেভ কলেভিন অনুভব করে, তার পরিকল্পিত অঙ্কটা প্রায় মিলে যাচ্ছে।

অবশ্য পাংশুমুখ ইরিস টাকার বস্তাটা স্টেশনের ক্লোকরুমে রাখতে রাজি হয়নি। তবু সে যা করলো, তার মূল্যও অপরিসীম। সে নিজের মার ভূমিকা ও বিপদের কথা ট্রেভারসকে জানিয়ে দিয়েছে। ট্রেভারস ভাবল, যদি সে ডেপুটি শেরিফের পদে বহাল থাকে, তাহলে কলেভিনের সঙ্গে ইরিসের মাকেও গ্রেপ্তার করতে বাধ্য। এইরকম পরিস্থিতিতে ট্রেভারস শেরিফের কাছে ছুটে গিয়েছিল চাকুরিতে ইস্তফা দিতে। শেরিফের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে সে পিস্তল ও কার্তুজ সমেত কোমরের বেল্ট এবং ব্যাগটাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। তারপর ইরিসকে নিয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রওনা দিলো। ইরিস যখন হারিয়ে যাচ্ছে কিটি তখনো সমানে মাল গিলছে। সকৃতজ্ঞ কলেভিন ইরিসকে ট্রেভারসের গাড়ি অব্দি এগিয়ে দেয়।

দৃষ্টির বাইরে গাড়িটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

কলেভিন নিজেকে খুব হাল্কা অনুভব করে। এরা সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমিকা, যা আজকের দিনে লভ্য নয়। ইরিস এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। আর বেচারি ট্রেভারস তার প্রেমিকার জন্য যে আত্মত্যাগ করল, তার তুলনা হয় না।

সুতরাং পরিকল্পিত অঙ্কটা তার প্রায় মিলে গেল।

ট্রেভারস যখন আর মঞ্চে উপস্থিত নেই, তখন কলেভিনের পক্ষে টাকাটা নিয়ে চম্পট দেওয়া তেমন কিছু সমস্যা নয়। তাকে এ কাজে মোটা বুদ্ধি পুলিশ অফিসার জেমস ইস্টন সাহায্য করতে পারবে। লোকটা কলেভিনের প্রতি শ্রদ্ধায় একেবারে গদগদ। গাড়ির সীটের মধ্যে টাকাটা ঢুকিয়ে সেই গাড়ির চালক করা যাবে ইস্টনকে। কিটিকে নিয়ে কলেভিন চাকুরি ছেড়ে চিরদিনের মতন পিটস্‌ভিল ছেড়ে চলে যাচ্ছে—শোকার্ত ইস্টন সারথি হয়ে হবু দম্পত্তিকে ট্রেন অব্দি তুলে দেবে। পথে তাহলে আর কোন পুলিশ বা শেরিফ বিরক্ত করতে আসবে না। সবচেয়ে হাস্যকর, ইস্টন এরপরেও আরো কিছুকাল ষাট হাজার ডলারের লোভে খুনে ডাকাতটাকে খুঁজবে।

স্বপ্ন, ধৈর্য, তিতিক্ষা, সাহস—এই সমস্ত গুণের মিশেল দিয়ে তৈরি মানুষ আমি কেমন সাংঘাতিক সাফল্যের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছি।

কয়েক পা মাত্র, তারপরই এতদিন মাথার ওপর দারুণ ভারী হয়ে চেপে বসা ভাবনাটা বিলকুল ফাঁকা হয়ে যাবে।

ঐ কিটিকে নিয়েই একমাত্র অশান্তি। সমানে মদ গিলছে, তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, কলেভিনকে অশ্রাব্য খিস্তি দেয়। ও টেঁসে যাওয়া মানেই কলেভিনের গলায় ঝুপ্ করে ফাঁসির দড়ি নেমে আসা। আচ্ছা হারামি মেয়েছেলে। চেহারা খাই খাই হলে কি হবে, বিছানায় একেবারে গোবর, মেজাজ সব সময় উচ্চগ্রামে। সুখ দুঃখের গল্প নেই, আবেগ জাগে না। ওর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে যাওয়া মানে আদিখ্যেতারও অধম।

তবুও ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একদিকে তিনশ' হাজার ডলারকে উপভোগ করবার আনন্দ, অন্যদিকে একটা মাথা খারাপ মেয়েমানুষকে তোয়াজ করে চলা—কি কুৎসিৎ বিপরীত চিত্র রে বাবা! একেই বুঝি বলে বিত্তের অভিশাপ।

কোনদিন আমার জীবনে নিখাদ প্রশান্তি আসে নি। সব সময় একটা না একটা পেরেক হাতের তালুতে লেগে থাকে।

একটাই উপায়—কিটি লোরিংকে খুব পটাতে হবে। কথায়, আচরণে একটা বাতাবরণ তৈরি করতে হবে, যেখানে কিটি ধীরে ধীরে তার ওপর আস্থা ফিরে পাবে আর সেই আস্থাই একদিন তার উকিলের কাছ থেকে কলেভিনের সর্বনাশা নির্দেশনামাটা তুলে আনবে।

কিন্তু কোন পথে অগ্রসর হওয়া উচিৎ?

কিটির আস্থা কি উপায়ে জয় করা যাবে?

তখনই কলেভিনের মাথায় একটা পরিকল্পনা এসে যায়।

আমি যদি কিটি লোরিংকে মা করতে পারি? ওর এখনো মা হবার মতন বয়স ও সম্ভাবনা আছে। আর আমি তো সক্ষম পুরুষ। যদি কিটির মনে মাতৃত্বের স্বাদ নতুন করে জাগিয়ে দিতে পারি? সে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যাবে না। আমার ঔরসজাত সন্তানের মুখ দেখলে তাব চোখের সামনে দুনিয়ার রংই বদলে যাবে। আমাকে তখন সর্বাংশে ভালবাসবে আর সেই সুযোগেই...।

কলেভিন নিজের বুদ্ধিকে তারিফ জানায়।

একটু আবার বিষণ্ণও বোধ করে। তার একার পক্ষে এতগুলি ব্যাপারে মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না। কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে তার মনে হয়, এর চেয়ে নির্বিরোধ একটি গরিব মানুষ হওয়াই শ্রেয় ছিল। বিত্তের অভিশাপ বড় নির্মম!

কলেভিন তখনো তার পূর্ণ হদিশ পায় নি বিত্তের অভিশাপ যে আরো কতটা নির্মম হতে পারে!

তিনশ' হাজার ডলার একটা বড় চামড়ার ব্যাগে পুরে সে নিজের গাড়ির সীটে রেখে এলো। তারপর ব্যাঙ্কের রিজিওন্যাল ম্যানেজারকে ফোন করলো, 'স্যার, আমি ডেভ কলেভিন বলছি পিটস্‌ভিল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।'

'ও, মিঃ কলেভিন। বলুন কি খবর?'

'ইরিস লোরিং নামের যে মেয়েটাকে এখানে বহাল করা হয়েছিল, সে এক পুলিশ অফিসারের প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করে আজই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে পালিয়েছে।'

'খুব মুশকিল তো।'

'আপনারা তো উপরতলার লোক। মুশকিলের আঁচ আপনাদের আর কতটুকু লাগে?'

'কি বলছেন?'

'ঠিকই বলছি' ব্যাঙ্কের কাজে যাঁরা ওপর থেকে হুকুম টুকুম চালান দেন নীচের তলায় তাঁদের সামান্য চক্ষুলজ্জাও থাকে না। হেড অফিসে বসে নানারকম পরিকল্পনা, আত্মতৃপ্তি আর শুচিবাইকে লালন করা সহজ, আপনারা তো ভুলেই গেছেন আপনাদের ব্যাঙ্ক চালাবার অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা।'

'মিঃ কলেভিন, ভুলে যাবেন না, আপনি আপনার ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলছেন। কথাগুলি বিনয় ও সংযমের সঙ্গে বলুন।'

'বিনয় ও সংযম শুকিয়ে গেছে স্যার, এখন কেবলই বিরাগ। আসলে আমি আর পারছি না। একার পক্ষে গোটা ব্যাঙ্কের ঝক্কি—'

'আর একটি স্থানীয় যুবক বা যুবতীকে কাজে নিয়ে নিন।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ সব আনকোরা লোক নিয়ে—'

'তাহলে দু'দিন অপেক্ষা করুন, আমি একজন ক্লার্ক পাঠাচ্ছি।'

'দুদিন কি বলছেন, দু' ঘণ্টাও অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

'মাথা ঠিক রাখুন, মিঃ কলেভিন।'

'মাথা ঠিক রেখেই বলছি। আরো জানাচ্ছি, এই ব্যাঙ্কের চাকুরিই আমি ছেড়ে দিচ্ছি, এই দণ্ডে।'

নিরুত্তর অপর পক্ষ। কলেভিন কল্পনা করছে, রিজিওন্যাল ম্যানেজার সাহেব রাগে কেমন নীল হয়ে গেছেন। পিটস্‌ভিল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মতন একজন নেহাৎ ছোটমাপের অফিসার যুক্তিহীন বশ্যতার গণ্ডীকে চূর্ণ করে দিচ্ছে। ভাবাই যায় না।

'হ্যালো, শুনুন—'

'অনেক শুনেছি স্যার, অনেক শুনেছি। আপনি যদি দু' ঘণ্টার মধ্যে বদলি ম্যানেজারকে পাঠাতে পারেন ভালো। না হলে আমি এই শহরের শেরিফের হাতে ব্যাঙ্কের চাবিগুলি সিল করে দিয়ে যাচ্ছি। আমার ইস্তফাপত্র ডাকযোগে পেয়ে যাবেন...না, না, এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত একেবারে পাকা।' কলেভিন দুম্ করে রিসিভারটি নামিয়ে রাখলো, তার চিবুকের ডোলে টস টস করছে খুশীর উল্লাস, তার চোখে মুখে আনন্দ। একজন সাংঘাতিক যৌবনবতীর গোপন চুম্বন উপভোগ করবার পরও বুঝি এত আনন্দ হয় না। সে ডাকাত, খুনী। কিন্তু তার এই রেওয়াজ বিরুদ্ধ প্রতিবাদটি অকৃত্রিম।

কাউন্টারে গ্রাহকদের ভিড় বাড়ছেই। ম্যানেজার সে-ই যে চেম্বারে ঢুকেছে বের হচ্ছে না কেন? কলেভিন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ আনন্দ পায়। তাদের দিকে এগিয়ে পরপর কয়েকটা চেককে ভাঙ্গিয়ে দেয়। গ্রাহকদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাবে কিন্তু ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠল। ফোন কানে তুলতেই শেরিফ সাহেবের গলা, ভীষণ—অতি ভয়ঙ্কর উদ্বেগ সূচক এক বার্তা ঝঙ্কৃত।

'হ্যালো.. হ্যাঁ, আমি কলেভিন...সে কী! ..কখন?..আইজেন হাওয়ার অ্যাভিনিউতে সেই বিরাট স্টিল-টাওয়ারটার ওপর?...উঠলো কিভাবে? ..ও ঈশ্বর!...মাতলামি, পাগলামি...নিশ্চয়, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

ভেঙ্গে গেল সমস্ত স্বপ্ন।

ডেভ কলেভিন দর দর করে ঘামতে লাগল। শেরিফের কাছ থেকে এমন সংবাদ তার মানসিক দৃঢ়তা ও স্থৈর্যকেও আলগা করে দিয়েছে।

সেই কিটি লোরিং, সেই মাতঙ্গিনী। সর্বনাশী নেশার ঘোরে কিংবা কন্যা ইরিস পুলিশ ট্রেভারসকে নিয়ে চম্পট দেওয়ায় হয়তো কলেভিনকেই একহাত নেবার তাড়নায় এমন কাণ্ড বাঁধিয়েছে, যাতে কলেভিনের হৃদকম্পন কেবল বাড়ে নি, পিটস্‌ভিলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সার্কাস

দেখবার মজায় কাতারে কাতারে সমবেত হচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, শিস্ মারছে...।

স্টিলের তৈরি দু'শ ফিট উঁচু একটি টাওয়ার আছে এই শহরতলির হাইজেন হাওয়ার এভিনিউতে। শ্রীমতি কিটি লোরিং এক পেট মাল খেয়ে এখন ঐ সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে সরু বিপজ্জনক ফ্রেমটার ওপর দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে মজা দেখাচ্ছে। তার লম্বা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো গাঢ় নীল রঙের স্কার্টটা বাতাসে উড়ছে, নীচ থেকে তাকালে ঠিক পুতুলের মতন দেখায়। ওখানে ওঠবার জন্য কোন লিফট্ নেই, ক্রেনই যা ভরসা।

দমকলের লোকেরা তাকে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ,—কিটি চোখ রাঙিয়ে বলছে, তাকে ছোঁবার চেষ্টা করলেই সে লাফ দেবে। পুলিশও ঐ হুমকির সামনে হতভম্ব। এখন একমাত্র কলেভিন ভরসা।

কলেভিন একটা লাফ দিয়ে এক গ্রাহককে ধাক্কা দিয়ে চোঁ চোঁ ছুটে তার গাড়িতে এসে বসে—সে গাড়ির ব্যাকে শুয়ে আছে তিন শ' হাজার ডলার।

গাড়ি উল্কার বেগে ছুটছে।

গাড়ির পিছনে কুবের বড় দাঁত মেলে হিংস্র হাসি হাসছে। কুবেরের অভিশাপ!

সেই দৃশ্য দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ সব ছুটছে।

হারামিরা কি কোনদিন সার্কাসও দেখেনি?...কুত্তী, বেশ্যা, হারামজাদি কিটি! আঃ! একবার যদি নিশ্চিন্তে ওর গলাটা টিপে ধরতে পারতাম।

কলেভিনের হাতে স্টিয়ারিং কাঁপে।

ভিড়ে ভিড়াক্কার। বৈচিত্র্যের প্রতি মানুষের যে কী ভয়ঙ্কর যুক্তিহীন টান, এই মুহূর্তে এখানে এলে তা টের পাওয়া যায়।

বিশাল উঁচু স্টিলের টাওয়ার কিটি লোরিং একটি ছোট নীল পুতুল। এক একজন ক্রেন চালক পালা করে করে কিটির মুখোমুখি যাচ্ছে আর শুনছে কিটির অশ্রাব্য, অশ্লীল খিস্তি ও হুমকি, স্কার্ট তুলে নিজের যৌনাঙ্গ দেখাচ্ছে কিটি। যেন এক ফনাওয়ালা সর্পিনী তীব্র সম্ভোগ বাসনায় শরীর মোচড়াচ্ছে।

শেরিফের সহায়তায় ক্রেন বাহিত ছোট্ট ব্রাকেটের ওপর বিশালদেহী কলেভিন গিয়ে দাঁড়াল। একটু অসাবধানী হলেই তাৎক্ষণিক মৃত্যু। কিন্তু কলেভিন জানে, কিটির মৃত্যু মানে তারও খেল খতম। কিটি মারা যাবার বারো ঘণ্টার মধ্যে সেই অজ্ঞাত উকিলটি কিটির খাম খুলবে, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ ছুটবে, তাকে গ্যাস চেম্বারের পথে টেনে আনতে। যে ইস্টন এখনো ঘুণাক্ষরেও কলেভিনকে সন্দেহের মধ্যে আনে নি, তার তলপেটে সেই একটার পর একটা লাথি মারবে।

সেই সব ভয়াল সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখার অন্তিম প্রয়াসে মহাশূন্যে দুলতে দুলতে ডেভ কলেভিন দু'শ ফিট উঁচুতে কিটির মুখোমুখি হতে এগিয়ে চলেছে।

খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে কিটি কলেভিনকে দেখে, 'এই আমার রসের নাগর এসে গেছে মাইরি। আমি তোমার অপেক্ষাতেই ছিলেম গো, শোবে নাকি এখানে আমার সঙ্গে?'

কলেভিন বলে, 'কি পাগলামি করছো কিটি! প্লিজ নেমে এসো।'

'চুপ শয়তান! তোর মিষ্টি কথায় গলে গিয়ে নামবো বলে উঠিনি। স্টিলের ফ্রেম ধরে নামবো না। নেমে তো যাবোই তবে এক মোক্ষম লাফে।'

আতঙ্কে বিস্ফারিত কলেভিনের চোখ, 'কেন—কেন তা করবে?'

'তোর ওপর প্রতিশোধ নিতে। স্বামী মারা যাবার পর আমি আমার শরীর কাউকে দিইনি। তুই খেলি।'

'এর জন্যেই কি তোমার এত ক্রোধ?'

'ধ্যাৎ! তারপর এলিসের মতন শান্ত, নরম, নির্বিরোধ মেয়েকে আমার সামনে খুন করলি। আমাকেও খুন করার চেষ্টা করেছিলি। তারপর আমার মেয়েকে ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করলি। আমার একমাত্র মেয়ে ইরিস—ভাঙ্গা মন নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আর ট্রেভারস, আহারে, চাকরি ছেড়ে শূন্য হাতে ইরিসের সঙ্গে চলে গেল। কুত্তার বাচ্চা, এ সবের

জন্য তুই-ই দায়ী। আমি তোকে ছেড়ে দেবো ভেবেছিস? আমি তোকে যোগ্য প্রতিদান দেবো।'

'আমাকে ক্ষমা করো, ডার্লিং। তুমি বিত্তের চুড়োয় বসে থাকবে। তিনশ' হাজার ডলার। আমি দুই তৃতীয়াংশই তোমাকে দেবো। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি।'

কিটি দাঁতে দাঁত দিয়ে রি রি করে ওঠে, 'লাথি মারি তোর ঐ ডাকাতির পয়সায়। আর একটা কথা বললে আমি লাফ দিয়ে পড়বো।'

কলেভিনের মধুর স্বপ্ন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সভয়ে সে মাটিতে নেমে এলো।

এখন সবকিছুই বিস্বাদ কলেভিনের কাছে। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। নিজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে—যদি সত্যিই কিটি আত্মহত্যা করে তাহলে তার সময় বার ঘণ্টার মধ্যেই কিছু করতে হবে। কিন্তু টাকা সমেত কে তাকে পৌঁছে দেবে রাস্তার পুলিশী ব্যূহ ভেদ করে? হুঁ, একমাত্র ইস্টনই এ কাজ করতে পারে।

কলেভিন সন্ধানী চোখে ইস্টনকে খোঁজে। ঐ সময়ই কোত্থেকে জমায়েতকে দুহাতে সরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ইস্টনের আবির্ভাব। সে কলেভিনকে বললো, 'আমি তো মশাই হেড কোয়ার্টারে ছিলাম। সেখানে টি. ভি.-র মারফৎ খবর পেয়ে পড়ি কি মরি ছুটে এসেছি। ওর মতন একজন চমৎকার মহিলার একি অভাবনীয় আচরণ।'

বিষণ্ণ হেসে কলেভিন, 'মানসিক রোগ, চাপা ছিল, হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে।'

'কি করা যায়?'

'আর একবার চেষ্টা করবো যদি না পারি তবে আপনাকে নিয়ে আমি ডাকসাইডে গিয়ে মনের দুঃখ ভুলতে বারে ঢুকে মদ খাবো।'

'নিশ্চয় আমি আপনার সঙ্গে থাকবো। সত্যি, আপনার মত মানুষের কপালেও এত কষ্ট থাকতে পারে।'

শেষবারের মতন চেষ্টা করতে কলেভিন ক্রেনে চড়ে ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে উপরের দিকে উঠতে থাকে। কিটি তখন আর আগের মতন বহাল তবিয়তে নেই। চোখে মুখে কেমন যেন অসহায় বিহ্বলতা। পা দুটোও কাঁপছে, তবুও কলেভিনকে দেখে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। তারপর হাসিটা কান্নায় রূপান্তরিক হয়, 'আমি নামবো ডেভ।'

'তাহলে নামতে শুরু করো।'

কিটি বললো, 'শক্তিতে কুলোবে না। আমাকে তোমার ঐ ক্রেন ব্রাকেটে তুলে নাও।'

আঁতকে ওঠে কলেভিন, 'এটুকু স্থানে দু'জনের অবস্থান কোনমতেই সম্ভব নয়। তুমি যেভাবে উঠেছিলে, সেভাবেই ধীরে ধীরে নেমে যাও।'

'এখন আর আমি তা পারবো না তখন হুইস্কির মাধ্যমে আমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল। নেশা কেটে এখন আমার হাত পা কাঁপছে।...প্লিজ, প্লিজ, ডেভ, তুমি আমার হাতটা ধরো, আমি তোমার ওখানে চলে যাই---'

ভীত কলেভিন দেখলো, একখানা নখযুক্ত হাত তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। যদি ঐ হাত তাকে ধরতে পারে, তাহলে কলেভিনের পক্ষে ভারসাম্য রাখা সম্ভব হবে না।

ফলে কলেভিন ব্রাকেটটাকে শরীরের দোলায় দূরে সরিয়ে নিলো।

এবং তখনই—

তখনই মহাশূন্যে কিটি লোরিং ঝাঁপ দিলো। তার শরীর পাক খেতে খেতে বিপুল বেগে নীচের দিকে নামতে থাকে।

।। কুড়ি ।।

ট্রেভারস টি. ভি.-র পর্দায় সেই বিচিত্র দৃশ্য দেখে ঘটনাস্থলে ছুটে এলো, কিটি লোরিংয়ের চূর্ণ বিচূর্ণ প্রাণহীন দেহটা তখন কাপড়ে মুড়ে এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে।

ট্রেভারস গিয়ে শেরিফকে বললো, 'স্যার, আমি চাকুরীতে ইস্তফা দিতে চাই না। ইরিসের মা-ই যখন আত্মহত্যা করলেন তখন ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর এলিস খুনের এক নম্বর অপরাধী ডেভ কলেভিনকে আমি ছাড়বো কেন?'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

সংক্ষেপে কলেভিন ও কিটির কীর্তির কথা ট্রেভারস ব্যাখ্যা করে, ব্যাকুল স্বরে বলে, 'কলেভিনটা কোথায়?'

শেরিফ বিচলিত হয়ে বলে, 'সে লোকটা তো ইস্টনকে নিয়ে ডাউন সাইডে গেল।

'কতক্ষণ আগে? কার গাড়িতে?'

'মিনিট দশেক আগে কলেভিনের নিজস্ব গাড়িতে, চালকের আসনে স্বয়ং ইস্টন।'

'সর্বনাশ। শয়তানটা টাকা সমেত গা ঢাকা দেবার তালে আছে।' বলেই ট্রেভারস শেরিফকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে।

তারা ঝড়ের গতিতে ছুটলো।

কলেভিনের কালো হিম পিস্তলের নলটা ইস্টনের চর্বিবহুল উদরে লাগানো রয়েছে।

এক একবার খোঁচা খায়, আর প্রাণাতঙ্কে ইস্টন গাড়ির গতি তুঙ্গে তুলে দেয়। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা থরথরিয়ে কাঁপছে।

পথ অবরোধকারী পুলিশরা ইস্টনকে চালকের আসনে দেখে সরে যায়। গাড়ি উল্কার বেগে পাহাড় ও বনের দিকে ধেয়ে চললো।

কলেভিনের প্রত্যাশা, একবার সে ঐ বনের মধ্যে ঢুকতে পারলে বারো ঘণ্টা পরে জেগে ওঠা পুলিশ আর তার সন্ধান পাবে না। ইস্টন তো আর জীবিত অবস্থায় ফেরত যাচ্ছে না।

এবার ইস্টন বুঝতে পারে, ঐ বনের মধ্যে একবার গাড়ি নিয়ে ঢুকলে কলেভিন তাকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না, কুকুরের মতন গুলি করে মারবে। কী ভয়ঙ্কর, ছদ্মবেশী, খুনী ডাকাত। ইস্টন তাকে দশ মিনিট আগেও সন্দেহ করতে পারে নি।

শেষ মুহূর্তে নিছক মৃত্যুভয় ইস্টনকে অসম্ভব সাহসী ও বেপরোয়া করে তুললো। সে বনের কাছাকাছি এসেও গাড়ির গতি না কমিয়ে সোজা একটা বড় গাছকে লক্ষ্য করে ছুটে চলে। যথাসময়ে কলেভিন সতর্ক হবার আগেই গাড়িটা সজোরে গাছটাতে ধাক্কা মারলো, গাড়ির সামনেটা ভেঙ্গে তুবড়ে গেল, হিংস্র কলেভিনের পিস্তলটা গর্জে উঠলো। দুহাত পিছনে ঠেলে চকিতে লাফিয়ে উঠে জেমস ইস্টন একেবারে স্থির হয়ে গেল।

কলেভিন সতর্কতা সত্ত্বেও যেভাবে জখম হলো, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐ অবস্থায় আধ হাত এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তার কপালে ঢুকে গেছে অন্ততঃ ছয় ইঞ্চি কাঁচের ছুরি, তার বাঁ হাতখানা গ্রন্থিচ্যুত হয়ে কোন রকমে দেহের সঙ্গে ঝুলে আছে মাত্র, আর ডান পায়ের হাড় অন্তত তিনটে টুকরোয় ভাগ হয়ে গেছে। যে পরিমাণ রক্তস্রাবে সে স্নান করছে, একজন সাধারণ মানুষের শরীরে অত রক্ত সঞ্চয় থাকে না।

সে যে ডেভ কলেভিন, সে কারণেই দেহটাকে ঘষটে ঘষটে গাড়ির পেছনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে ডান হাতে টানতে টানতে টাকার থলিটা বের করে আনে। তারপর থলিটাকে গলায় বেঁধে সে গড়াতে গড়াতে বনের মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করে।

শেরিফ ও ট্রেভারসের গাড়ি তার আগেই সশব্দে এসে থামলো।

প্রথমে শেরিফ পরে ট্রেভারস লাফিয়ে নামলো।

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা কলেভিনের চোখ ভাঁটার মতন জ্বলছে। তার বুকেব তলায় টাকা—অনেক টাকা—তিনশ' হাজার ডলাব।

সে শেরিফকে লক্ষ্য করে তার পিস্তলের ট্রিগার টেপে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট। শেরিফ মাটির বুকে শুয়ে পড়েছে।

ট্রেভারস এবার অস্ত্র তুললো।

আবার শব্দ ও ধুলোর পাতলা মেঘ।

এবারে লক্ষ্য অব্যর্থ।

নিস্পন্দ মৃত ডেভ কলেভিনের চোখ দুটো বিস্ময়করভাবে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলছিল।

আই হোল্ড ফোর এসেস

।। এক ।।

ঠেলে জলখাবারের ট্রেটা সরিয়ে দেবার আগে খুঁটিয়ে দেখে নিল শেষ বারের মত আর কিছু পড়ে আছে কিনা খাবার মত। কিছু নেই ছোট্ট কফি পটেও। জ্যাক আর্চার হতাশ হয়ে সস্তা দামের ফরাসী সিগ্রেট ডালয়েজ ধরাল, তার মনটা গুটিয়ে গেল আবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি দিতেই।

ও যে আগে কখনও এই সেন্ট কেবিনের চেয়েও খারাপ হোটেলে থাকেনি তা নয়, তবে সেগুলোর মত তত বেশি নোংরা গরীব গরীব ভাব এই হোটেলটায় নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল এর চেয়ে সস্তা হোটেল প্যারিসে আর নেই। জ্যাক সময় দেখে নিল ঘড়িতে। দেখা করতে হবে জো প্যাটারসনের সঙ্গে, অতএব বেরিয়ে পড়াই ভাল। আবার কেমন যেন হয়ে গেল মনটা। অনেক দূর যেতে হবে পাতাল রেলে চড়ে। সেই প্লাজা এথিনী হোটেলে ডুরোক, ইনভালিদেস, কনবাদে, ফ্রাঙ্কলিন, রুজভেল্ট এবং সবশেষে আলমা মারকু স্টেশন পার হয়ে যেতে হবে। এই মন খারাপ হবার কারণ, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা চিন্তা করেই। আগেকার দিন হলে, এই ভাবে ট্রেনে করে যেতে হতনা, গা এলিয়ে দিত পেছনের সীটে, আরামে, তাকে ড্রাইভার পৌঁছে দিত ঠিক জায়গায়। কিন্তু কোনো লাভ নেই এসব ভেবে।

জ্যাক আর্চার কোটটা গায়ে গলিয়ে দেখল আয়নায়, পঞ্চাশ বছরের লম্বা মোটাসোটা গড়নের একটি মানুষের ছায়া পড়েছে পাতলা হয়ে আসছে মাথার চুল, মাংসের আধিক্য গাল চিবুকে, ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে গায়ের রঙ, সেই দীপ্তি নেই চোখের তারায়। খানিকটা বেশ ভুড়ি হয়ে যাওয়ার ফলে বেঢপ লাগছে কোটটাকে, অথচ লন্ডনের এক নামী দামী দর্জীর থেকে তৈরি এই স্যুটটা—কে বলবে এখন দেখলে তা, জ্যালজ্যালে হয়ে গেছে কয়েকটা জায়গায়। মনে মনে আয়নায় ছায়াকে উদ্দেশ্য করে জ্যাক আর্চার বলল, যাই হোক না কেন চেহারাটা এখনও মোটের ওপর ভালই আছে। সেই রাশভারী আগেকার দিনের ব্যক্তিত্বের সবটাই দেখছি নষ্ট হয়ে যায়নি।'

বাইরে তাকাল জানালা দিয়ে। শহর যেন হাসছে সূর্যের সোনালী আলোয়। সামনের রু দ্য মেস্রেস রাস্তাটা বেশ সরু, জ্যাম হয়ে আছে ট্রাফিকে। যেন গড়িয়ে গড়িয়ে এগোচ্ছে গাড়িগুলো। জ্যাক শেষ পর্যন্ত ওভার কোটটা পরতে গিয়েও পরলো না, আরও জরাজীর্ণ ওটার অবস্থা? টুপি?

নাঃ, চলবে না টুপি নেওয়াও। লাভ কি বাজে খরচে? প্লাজা এথিনী হোটেলের টুপি রাখার কাউন্টারের মেয়েটাকে তিন ফ্রাঁ বকশিশ অন্তত দিতে হবে টুপি রাখতে হলে। ঘরের বাইরে এল জীর্ণ ব্রীফ কেসটা হাতে ঝুলিয়ে। দরজায় তালা লাগিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

একজন বেরিয়ে এল লিফটের পাশের ঘর থেকে, চাবি লাগিয়ে বোতাম টিপলো লিফটের।

আর্চার দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়ে, আস্তে করে হাঁটতে শুরু করল। প্রায় ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, দেখতে দারুণ সুন্দর। আর্চার জীবনে বহু পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি দেখেনি এমন মানুষ। ছিপছিপে গড়ন, তবে ক্ষমতা রাখে গায়ে, পিছন দিকে গাঢ় বাদামী রঙের চুল ওল্টানো। লম্বাটে মুখটা, খাড়া নাক ঈগল পাখির মত। অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি। আর্চার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জরীপ করে নিয়েছিল লোকটিকে, শুধু যে ভাল দেখতে তা নয়, লোকটা একটা দারুণ দামী স্যুটও পরেছিল। সিনেমার নায়ক নিশ্চয়ই। বিখ্যাত গুক্কি কোম্পানীর জুতো পায়ে আর বেল্ট কোমরে। সাদা ধপধপে সার্ট, স্টাইল নিখুঁত, কিন্তু কিছু নয় এগুলোও, আর্চারকে সবচেয়ে বেশি যেটা অভিভূত করল সেটা হল প্রাচীন, ঐতিহ্য মণ্ডিত ইটনের টাই। আর্চার ইংল্যান্ডে ছিল বেশ কিছুদিন। মনে মনে ওখানকার এই স্ট্যাটাস সিম্বলটাকে ও ঈর্ষা করতো।

লোকটা আর্চারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল লিফটের মধ্যে ঢুকে। দামী আফটার শেভ

লোশনের গন্ধ পেল, আর্চার ভেতরে পা দিয়েই। আর্চারকে অভ্যর্থনা জানালো মিষ্টি হাসি দিয়ে।

বুকের ভেতরটা ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো আর্চারের, ইস্‌স্‌, বাপরে পুরুষের এত রূপও হয়। যেন মূর্তিমান কামদেব। বয়স তিরিশের কোঠার শেষের দিকে। রোদ পোয়ানো মসৃণ চামড়া, দাঁত ঝকমকে—যেন কলগেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। দেখে নিল এক ঝলকে, কব্জীতে সোনার ওমেগা ঘড়ি। সোনার আংটি আঙুলে, তাতে নাম লেখা। বাঁ হাতের কব্জীতে সোনা আর চেন প্ল্যাটিনামের, "লাভলি ডে," আর্চার লিফটের দরজাটা বন্ধ করতে করতে কথাগুলো শুনলো। দারুণ সুরেলা গলার স্বর, মাদকতায় ভরা।

'হ্যা এত দামী একটা মানুষকে এই রকম একটা সস্তা হোটেলে দেখে এতই চমকে উঠেছে আর্চার যে ঐ এক অক্ষরের উত্তর ছাড়া আর যেন কিছুতেই অংকটা মিলছে না।

হীরে বসানো নামের প্রথম অক্ষর লেখা একটা সোনার সিগ্রেট কেস পকেট থেকে বের করতে করতে বলল লোকটা, 'দেখছি তো আপনি সিগ্রেট খাচ্ছেন, তার মানে দরকার নেই অফার করবার?' হীরে বসানো ডানহিল লাইটার অন্য পকেট থেকে বের করে ধরালো নিজের সিগ্রেটটা। তারপর মন মাতানো মৃদু হেসে বলল, 'বড় বিশ্রী অভ্যেস...সবাই বলে আর কি।'

অতক্ষণে লবিতে নেমেছে লিফ্‌ট। লোকটা ভদ্রতাসূচক মাথা নুইয়ে চাবিটা দিল রিসেপশন টেবিলে গিয়ে, তারপর ভীড়ের মধ্যে রাস্তায় নেমে মিলিয়ে গেল।

আর্চার এই হোটেলে আছে প্রায় তিন সপ্তাহ হলো, তার বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে বিসেপশনের মঁসিয়ে ক্যাভিলের সঙ্গে। চাবিটা দিয়ে বলল—'কে এই ভদ্রলোকটি?'

'উনি হলেন মঁসিয়ে ক্রিস্টোফার গ্রেনভিল। জার্মানী থেকে কাল রাতে এসেছেন।'

'জার্মানী থেকে? কিন্তু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, উনি যে ইংরেজ।'

'হ্যাঁ, মঁসিয়ে আর্চার, ইংরেজ উনি।'

'তা এখানে থাকছেন কতদিন?'

'এক সপ্তাহের জন্য ঘর নিয়েছেন।'

একটু হাসলো আর্চার, প্যারিসে ঠিক সময়েই এসেছেন, বটে...বসন্তের প্যারিস, 'আর্চার বিদায় নিয়ে নামলো পথে।

প্যারিসের এই সস্তা হোটেলে গ্রেনভিলের মত ধনী লোক উঠেছে, এ যে ভাবা যায় না! কুড়ি হাজার ফ্রাঁ-ই হবে সোনার সিগ্রেট কেসটার দাম। ভারী অদ্ভুত, আর্চার পাতালরেলের স্টেশনে পৌঁছেই গ্রেনভিলের কথা ভুলে গেল। চিন্তায় ডুবে গেল জো প্যাটারসন আর তার কিম্ভুত প্রস্তাবের কথায়।

প্যাটারসনের মতো বাজে লোকের হয়ে কাজ করার অবস্থা মাত্র আঠারো মাস আগেও তার ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য...ভিক্ষের ধন কাড়া বা আকাড়া বিচারের আর কোন অধিকারই নেই তার।

আবার আর্চার অতীতে ফিরে গেল সেকেন্ড ক্লাসের কামরায় বসে সে মাত্র আঠারো মাস আগেও ছিল সুইজারল্যান্ডের এক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক অ্যাটর্নী ফার্মের সিনিয়র পার্টনার। তারই ওপর ভার ছিল হেরমান রলফের সুইস অ্যাকাউন্ট দেখা শোনার, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী লোকেদের অন্যতম এই হেরমান রলফ," হেরমান রলফ ওনাসিসদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। রলফ যে টাকা খাটাতেন সুইজারল্যান্ডে, তার দেখাশোনা করত আর্চার এবং রলফের স্ত্রী হেলগা। কম নয় টাকার পরিমাণও, দু'কোটি ডলার।

আর্চার ট্রেনের দোলানির সঙ্গে ভারী শরীরটা দোলাতে দোলাতে চিন্তা করছিল, চাঁদ ধরতে চেয়েছিল আকাশের, তাই এভাবে তাকে ভাগ্য পথে বসিয়েছে। বড়লোক হবার সত্যিকারের একটা দারুণ সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে তার এসে গেছে ভেবে, টাকা এমন একটা ব্যবসায় খাটাতে গিয়েই তো তার আজ এই অবস্থা। পেয়েছিল গোপন খবর, প্রচুর নিকেল পাওয়া যাবে অস্ট্রেলিয়ার একটা খনিতে, বন্ধুর কথায় নামমাত্র দামে একটুও দ্বিধা না করে অনেক শেয়ার কিনে ফেলল ঐ ব্যবসার। কুড়ি লক্ষ ডলার তুলে নিয়েছিল রলফের ব্যাঙ্ক থেকে, ভেবেছিল আবার ক'দিনের মধ্যেই টাকাটা আস্তে আস্তে রেখে দেবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল হু হু করে শেয়ারের দাম কমে যাচ্ছে, যদি রলফের স্ত্রী হেলগা সহযোগিতা করত ওর সাথে, তাহলে তাকে আজ এভাবে

ডুবতে হতো না। নিশ্চিত জানতো আর্চার যে ওর বিরুদ্ধে রলফ তহবিল তছরুপের মামলা করবেন, কিন্তু করেন নি। তার কারণ হয়তো রলফ বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে তাঁর স্ত্রী হেলগার গুপ্ত প্রেমিক ছিলো আর্চার। নোংরামি ছড়াবে মামলা করলে, এই ভয়েই মামলা হয়ত হলো না। তাকে কিন্তু শাস্তি পেতে হলো, অন্য ভাবে। আর্চারের নাম ব্যবসার জগতে রলফ ব্ল্যাক লিস্টেড করে দিয়েছিলেন। ফলে সবাই জেনে গিয়েছিল, আর্চার সুবিধের লোক নয়। পরিণামে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কাজ পাওয়ার পথ।

তাঁর টাকা রলফ তুলে নিতেই আর্চারের ফার্মও তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলো। অন্য পার্টনার দুজন বুড়ো, তারা বাঁচলো হাঁফ ছেড়ে। আর্চারকে তারা পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ এককালীন দিয়ে বিদায় করে দিল। আর্চার প্রথম দিকে ভেবেছিল ওর পক্ষে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া সহজ হবে। কিন্তু সুদূর প্রসারী রলফের ক্ষমতা। এমনকি উনি মারা গেছেন এই পাঁচ মাস আগে অথচ কেউ পাত্তা দিতে চাইছে না আর্চারকে।

ওকে কোনো নামকরা ফার্মও নিল না, আর্চার ধীরে ধীরে এক অদ্ভুত শ্রেণীর দালাল জাতীয় লোক হয়ে উঠলো, কাজ হলো শঠ, লোভী ব্যবসায়ীদের এজেন্ট হওয়া। আর বিক্রি করা সেই সব জিনিস, যার অস্তিত্বই নেই কোনো।

শুধু নামকরা অন্তর্জাতিক অ্যাটর্নী ছিল যে আর্চার তাই নয়, ট্যাক্স কনসালটেন্ট হিসেবেও তার সুখ্যাতি ছিল অপরিসীম। এছাড়া দুরন্ত ফরাসী আদব কায়দায়, অনর্গল কথা বলতে পারে জার্মান আর ইতালীয়ান ভাষায়। শুধু তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল লোভীর মত একটা ভুল চালে। কিন্তু উঠতে হবে ওকে, চেষ্টাও করে চলেছিল মরিয়া হয়ে। তবে বাঁচার জন্যে নয়, অন্ততঃ খাবার জন্যে দুমুঠো।

এডমান্ডো শাপিলো, দক্ষিণ আমেরিকার, এক প্রস্তাব পাঠিয়েছে ওর কাছে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের যে সব কোম্পানী নতুন প্ল্যান জোগায় এবং ব্যবসা চালু করতে সেই অনুযায়ী সাহায্য করে ঐ ধরণের একটা প্রোমোটার কোম্পানী একজন আইনজ্ঞ পরামর্শদাতা চাইছে, এক কথায় রাজী আর্চার। সামান্যই টাকাটা, একশো ডলার সপ্তাহে আর শতকরা দেড় ভাগ লেনদেনের। বেশ মেজাজ দেখিয়ে শাপিলো লাখ লাখ ডলারের গল্প শোনাতেই কাৎ আর্চার। আরো একটা বড় টোপ শাপিলো দেখিয়েছে, একজন ধনী মার্কিনী আছে ওর হাতে, যে সম্পত্তি কেনা বেচার কাজ করতে চাইছে।

'মানুষের মনে চাহিদার সৃষ্টি করা আর ঐ চাহিদার জন্য টাকা পয়সা লগ্নী করার কাজ করার ব্যাপারে অসাধারণ প্রতিভা আছে মিঃ প্যাটারসনের। উনি এখন কথাবার্তা বলছেন ইরানের শাহের সঙ্গে। ভীষণ আগ্রহী শাহ। এসব ব্যাপারে আমার আইনের দিক তো আছেই—যদি ঐ দিকটা দেখেন আপনি, তাহলে ভাল হয়। এই ধরনের কাজ আশা করি আপনি ভালই জানেন।'

আর্চার ঘাড় নাড়লো শাপিলোর কথায়। তারপর ওকে কয়েকটা রঙীন প্যাম্পলেট আর কাগজপত্র দিয়ে শাপিলো বলল—'যদি এগুলো পড়ে মনে করেন সাহায্য করতে পারবেন আপনি, তাহলে প্লাজা এথিনী হোটেলে দেখা করা যাবে মিঃ প্যাটারসনের সঙ্গে।'

যে কোম্পানী গড়া হবে তার নামও মোটামুটি ঠিক করা ছিল 'ব্লু স্কাই হলিডে ক্যাম্প।' এই একটা ক্যাম্প তৈরি করা হবে ইউরোপের অনেকগুলো স্বাস্থ্যকর জায়গায়। ছবি ছিল একটা প্যাম্পলেটে, এক ঘরের খড়ের চাল দেওয়া ক্যাম্প। খেলাধূলো, আমোদ প্রমোদের নানা রকমের ঢালাও ব্যবস্থার বর্ণনা। আর্চার সবকিছু পড়ে দেখলো, এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। ইউরোপের বহু জায়গায় ঐ ধরনের ক্যাম্প আছে। বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে আছে ফবেন এক্সচেঞ্জের অসুবিধের জন্য। এসব ভেবে কিন্তু তার কোন লাভ নেই কারণ একশো ডলার সপ্তাহে হাতছাড়া করা বোকামি।

তাছাড়া বলতে পারে কে, বোকার মত ইরানের শাহ এতেই খাটাতে পারেন টাকা।

প্লাজা এথিনী হোটেলের লবিতে এগারোটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ঢুকতেই দেখলো শাপিলো দাঁড়িয়ে সেই পেটেন্ট হাসিটা নেই মুখে, আর্চারের মনটা দমে গেল খুব।

শুকনো গলায় আর্চার প্রশ্ন করল, 'গণ্ডগোল কিছু হল নাকি?'

'গণ্ডগোল? তার চেয়ে বলা ভাল সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে।'

আর্চারকে জোর করে টেনে একটা চেয়ারে শাপিলো বসাতে বসাতে বলল, 'তবে কি জানো আমি এতে ভড়কাবার লোক নই। হঠাৎ ব্যাপারটা থেকে শাহ হাত গুটিয়ে নিয়েছে, হাঁদা...লাভ হতো ভালো।'

এই আশঙ্কাই করছিল আর্চার। হতাশ হল সেটা মিলে যেতেই। একশো ডলার সপ্তাহে পাবার আগেই কাজ খতম। মুখে বলল—'দুঃখ হচ্ছে খুব শুনে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে শেষ নয় এটাই। অন্য জায়গাও আছে, দেখতে হবে সেগুলো। আপনার সঙ্গে মিঃ প্যাটারসন দেখা করতে চান। ওর মেজাজ যদিও এখন খুব বিগড়ে আছে। মানিয়ে নেবেন একটু। এমনিতে মজার লোক খুব, তবে—আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন।'

বেশ কিছুক্ষণ শাপিলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আর্চার প্রশ্ন করল 'আমাকে কি এখনও উনি রাখতে চান?'

'আমার তো মনে হয় তাই। একশো ডলার সপ্তহে এমন কিছু বেশি টাকা নয়। আপনার ডিগ্রী টিগ্রী দেখে উনি একেবারে মোহিত। এমনিতে তো একজন নামকরা লোক আপনি।'

ঝকঝকে তকতকে একটি কেবিনের মধ্যে আর্চারকে নিয়ে গেল আর অপেক্ষা না করে। দিনের চতুর্থ ডবল হুইস্কি খাচ্ছিলো তখন জো প্যাটারসন।

বেঁটে, মোটা, লাল মুখটা, পুরো ব্রনের পদচিহ্ন ভরা মুখ প্যাটারসনের, কালো কলপ লাগানো চুল পাতলা হয়ে আসছে, লাল নাকের ডগাটা, ছোট আর ধূর্ত চোখ দুটো।

আর্চার যে ধরণের মার্কিনদের অপছন্দ করে তাঁর ব্যতিক্রম নয় প্যাটারসন। কথা বলে চেঁচিয়ে, অশ্লীল, রঙচঙে দারুণ পোশাক আর চুরুট অপরিহার্য।

একটু মাতাল হয়ে উঠেছে প্যাটারসন, ওদের ইশারা করল কুতকুতে চোখ তুলে।

'তাহলে...আপনিই আর্চার, তাই না, খাবেন কি?'

আর্চার ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'জিন মার্টিনি খাবো।'

একজন ওয়েটারকে ডেকে শাপিলো অর্ডার দিল, ব্রীফকেসটা পায়ের তলায় রেখে গুছিয়ে বসলো আর্চার।

'শাপিলো বলেছে আপনি আমাদের সব বুঝে গিয়েছেন কাজটার ব্যাপার-স্যাপার, আপনার কি মনে হয়?'

'মনে তো হয় যে আগ্রহী মানুষদের এতে ভালোভাবেই প্রয়োজন মিটবে।' আর্চার খুব সতর্ক হয়ে উত্তর দিল।

'সাবাশ, মাইরী দারুণ বলেছেন, এই না হলে কথা। তাহলে, এমন প্রস্তাব বাতিল করে দিল কেন নচ্ছারগুলো?'

আর্চার পরিষ্কার জানালো, 'কারণ থাকতে পারে একাধিক মত আমি প্রকাশ করতে চাই না, কারণ আমি আলাপ আলোচনার সময় তো ছিলাম না।'

'আর পারা যায় না এই উকিলগুলোকে নিয়ে।' প্যাটারসন একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এরা কিছুতেই সোজা উত্তর দেবে না। যাকগে আসা যাক অন্য কথায়। শাপিলো কাল বিকেলে সৌদি আরব যাচ্ছে। বিকেলে। অঢেল টাকা ওখানকার নচ্ছারগুলোর। ইরান গেছে যাক। আরবের নচ্ছারগুলোর কাছ থেকে টাকা আমরা পাবো। কেমন হয় যদি আইনের দিকটা দেখার জন্যে ওর সঙ্গে আপনিও যান?'

ব্লু স্কাই হলিডে ক্যাম্পের মতো ব্যবসার জন্যে আর্চারের কাছে সৌদি আরবের মন্ত্রীদের ধরার ব্যাপারটা হাস্যকর লাগলেও সপ্তাহে একশো ডলারের কথা চিন্তা করে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলো। তারপর বললো মাথা নেড়ে, 'হ্যা, আমি যেতে রাজি। তবে ঐ সপ্তাহে একশো ডলারে নয়।' আর্চার বেশ মেজাজ দেখিয়ে বলল।

কে বলেছে ঐ ভাবে যেতে। যাতায়াতের খরচ সব আমার, আর দু পার্সেন্টি পাবেন কার্যোদ্ধার করে আসলে, আশা করি সেটা কম টাকা হবে না।'

কতবার যে এরকম কথা আর্চার শুনেছে তার ইয়ত্তা নেই। লাখ লাখ টাকা, আর কমিশন।

প্যাটারসনকে প্রশ্ন করল, 'কেউ জানাশোনা আছে নাকি ওখানে।'

উপুঁড় করে গ্লাসটা গলায় ঢেলে আর্চারের দিকে তাকালো প্যাটারসন।

'না, নেই। বড় কঠিন ঠাঁই প্যারিসের নচ্ছারগুলো। অযথা এখানকার এমব্যাসীতে না ঘুরে সরোজমিনে গিয়ে একেবারে কাজ করা ভালো আমার মতে।'

মাথা নেড়ে শাপিলো সায় দিলো, 'বেশ চলে যাও, সেরে ফেল কাজটা।'

এক চুমুকে মদটা শেষ করে আবার ভরবার জন্যে বলল প্যাটারসন।

ওয়েটারকে ডাকতে শাপিলো মুখ ফেরালো। সেই ফাঁকে দ্রুত চিন্তা করে নিল আর্চার। সৌদি আরব বিনা পয়সায় ঘুরে আসা, ভালই হবে। কে বলতে পারে হয়তো কাজ কর্ম জুটে যেতে পারে ওখানে।

যখন মদ এনে ওয়েটার প্যাটারসনের গ্লাসে ঢালছিল তখন লিফটের সামনের করিডরে দেখা দিল একটু উত্তেজনা।

দুজন পুরুষ, একজন মহিলা, হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তাদের সঙ্গে, কুলীদের হাতে ঠেলা ট্রলারে দারুণ দামী দামী মালপত্তর আসছে করিডর দিয়ে।

আর্চারের বুক কেঁপে উঠলো মহিলাটিকে চিনতে পেরে, হায় ভগবান হেলগা রলফ।

ওর স্বামীর কাছে তহবিল তছরুপের ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখার জন্যে ব্ল্যাকমেল করতে হেলগাকে যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল আর্চার, তারপর ওকে দেখল এই প্রথম। হাতের আড়ালে তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকলো, ও চায় না ওকে দেখুক হেলগা।

হেলগার দুজন পুরুষ সঙ্গী তাল মিলিয়ে ওর সঙ্গে হাঁটবার চেষ্টা করছিল। লম্বা সঙ্গীটি কি যেন বলছিল মাথা নিচু করে, ঠিক মতো তাল রাখতে পারছিল না বেঁটে ভদ্রলোকটি।

সবাই ওরা লিফটে উঠে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'চিড়িয়া দারুণ তো? ওটা কে?' বলে উঠলো প্যাটারসন।

এই সুযোগে একটু চমকে দিতে হবে এই আনকালচারড, আমেরিকানটিকে। আর্চার এই ভেবে বলল, 'উনি হলেন ম্যাডাম হেলগা রলফ।'

ভ্রু কুঁচকালো প্যাটারসন, 'রলফ, তার মানে বিখ্যাত রলফ, ইলেকট্রনিক্সের?'

হ্যাঁ, তবে রলফ মারা গেছে কয়েকদিন আগে। খুব মেজাজে মার্টিনিতে চুমুক দিতে দিতে আর্চার বলল, 'এখন ব্যবসা হেলগাই দেখাশোনা করছে, আর ব্যবসা ভালই চালাচ্ছে।'

প্যাটারসনের কুতকুতে চোখ অবাক বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। 'তাই নাকি? ঐ নচ্ছারগুলো সঙ্গে কারা?'

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আর্চার ডালয়েজের প্যাকেটটা বের করল। সিগারের বাক্স বের করে প্যাটারসন বলল, 'আরে মশাই পুরুষের নেশা করুন, সিগ্রেট ফিগ্রেট, ছোঃ।'

সিগার তুলে নিল ধন্যবাদ জানিয়ে আর্চার।

স্ট্যানলি উইনবর্ণ হল ঐ লম্বা লোকটা, রলফের আইন বিভাগের বড় কর্তা। করপোরেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফ্রেডরিক লোমান ঐ বেঁটে মোটাটা। আমার তো ধারণা কয়েক শ' কোটি ডলার ওদের কোম্পানীর দাম। আমি জানি দশ কোটি ডলার আছে শুধু, হেলগার নিজের অ্যাকাউন্টেই।'

যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে প্যাটারসনের, 'ওরে বাপরে, এতো টাকা।'

'তা বলতে পারেন, বাকী মদটুকু আর্চার হেসে গলায় ঢেলে সিগারে জোরে টান দিল।

'ওঁকে খাওয়াও আর এক পাত্তর হে শাপিলো', হঠাৎ প্যাটারসন উদার হয়ে উঠলো।

শাপিলো ডাকতে লাগল ওয়েটারকে, প্যাটারসন সেই ফাঁকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মনে হচ্ছে এই চিড়িয়াটাকে আপনি খুব ভালো ভাবেই জানেন।'

ঠিক এই জায়গায় এসে আর্চারের উচিত ছিলো মুখ বন্ধ রাখা। কিন্তু সকালে বাজে জলখাবার খাবার পর মার্টিনি খেয়ে উদার হয়ে গিয়েছিল তার মনটা, 'জানি, মানে রলফের সুইস অ্যাকাউন্ট কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমিই দেখাশোনা করতাম, আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম।' আর্চার চোখ টিপলো।

এসব শুনে প্যাটারসন ঘাবড়ে গেল, 'তার মানে ওর সঙ্গে তুমি শুয়েছ টুয়েছ নাকি?'

মদ দিয়ে গেল ওয়েটার, এক চুমুক লাগিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে খানিকটা বলল, 'বলা যাক বরং খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা।'

'হুম, পরিষ্কার হয়েছে ছবিটা! ভাল কথা, তুমি ওর সম্বন্ধে জানো কতদূর, ওর কোটি টাকা আছে?'

'তা হবে,' মদ অর্ধেকটা গলায় ঢেলে আর্চার ফিরে পেয়েছে মেজাজ।

'কিন্তু তোমরা কি এখন একসঙ্গে নেই,' প্যাটারসনের চোখে সন্ধানী দৃষ্টি।

মনে মনে আর্চার বলল, সাবধান বেশি দূর এগোন আর ঠিক হবে না। তারপর বলল, 'কাজ করা কঠিন ওর সঙ্গে। তাই ছেড়ে দিলাম। আসা যাক অন্য কথায়, তাহলে শাপিলো তো সৌদি আরবের টিকিট কিনছে?'

'কি দরকার? যখন এখানেই হাজির মাল, তখন প্রশ্নই ওঠে না সৌদি আরবে যাওয়ার।'

হাঁ হয়ে গেল আর্চার প্যাটারসনের কথা শুনে, 'হাজির এখানেই? কোথায়? আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না।'

আর্চারের গায়ে হাত রেখে প্যাটারসন বলল, 'একটু বুদ্ধি খাটাও। আর্চার তোমার যা খাতির রলফ চিঁড়িয়াটার সঙ্গে তাতে কাজের ব্যাপারে আমাদের ওর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে টাকাটা। ওর কাছে হাতের ময়লা কয়েক লাখ ডলার। টাকাটা ওখান থেকেই আদায় করো। ঠিক আছে?'

হাত-পা আর্চারের অবশ হয়ে এল, 'আমি ওকে খুব ভালভাবে চিনি মিঃ প্যাটারসন। ও টাকা ঢালবে না এই হলিডে ক্যাম্পের ব্যাপারে। না, সুবিধে হবে না ওখানে।'

ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ প্যাটারসন ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকার পরে শাপিলোকে বলল, 'চলো কিছু খাওয়া যাক। কোন্ দিকে যেন খাবার ঘরটা?'

হাত তুলে শাপিলো লম্বা করিডরটা দেখালো। উঠে দাঁড়িয়ে প্যাটারসন আর্চারকে বলল, 'আর্চার, সোজা কথার মানুষ আমি। আমার সঙ্গে একটা মিটিং করিয়ে দাও ওই রলফ চিড়িয়ার। টাকাটা আদায় করার ভার আমার, তোমায় ওসব ভাবতে হবে না। আর পছন্দ করি আমি কাজের লোক। হয় করিয়ে দাও এটা, নয় তো কেটে পড়—

তারপর করিডর দিয়ে হেঁটে চলে গেল কোন কথা না বলে। শাপিলো হতভম্ব আর্চারকে জানিয়ে দিল তার যখন হেলগার সঙ্গে অত মাখামাখি ছিল তখন না করতে পারলে এ কাজটা কোন লাভ নেই। আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল শাপিলোও।

দিনের খাবার সামান্য স্যান্ডউইচ দিয়ে শেষ করে আর্চার হোটেলে ফিরল। বেশি ডাঁট মারতে গিয়ে আর্চার হেলগার ব্যাপারে নিজের ফাঁদে পড়ে গেছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, বুদ্ধিভ্রংশ হচ্ছে এবার?

হিসেব করে দেখল টাকা পয়সা ক্রমশঃ কমে আসছে, নতুন কোনও কাজ নেই হাতে। হবার আশাও দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক হেলগার কাছেও যাওয়া চলবে না।

যখন হেলগার সাথে শেষবার দেখা হয়েছিল তখনও আর্চারকে জেল খাটাবার ভয় দেখিয়ে ছিল দশ বছরের। এখন যদি নিয়ে যায় ওই প্যাটারসনের মতো বাজে লোককে তবে রক্ষে নেই আর।

তাহলে এখন কি করা যাবে?

বিছানায় গা এলিয়ে দিল কোটটা খুলে। ঘুমিয়ে পড়ল মার্টিনির কল্যাণে চিন্তা করতে করতে।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল ঘণ্টা চারেক। ঘুম ভাঙলো দরজায় ধাক্কার আওয়াজ শুনে। ঘড়িতে সন্ধ্যে ছটা বেজে কুড়ি মিনিট। হয়তো ঝি চাকর কেউ এসেছে ঘর পরিষ্কার করার আলো জ্বেলে। বিরক্ত হয়ে খুললো দরজা। হায় ভগবান, সেই চমৎকার চেহারার ক্রিস্টোফার গ্রেনভিল।

'সরি, এইভাবে আপনাকে বিরক্ত করাতে, আমি খুবই দুঃখিত। ফুরিয়ে গেছে সিগ্রেট, তাই এসেছিলাম দু-একটা যদি পাওয়া যায় আপনার কাছে, কিন্তু ঘুমোচ্ছিলেন জানলে,...আমি খুবই দুঃখিত,' সেই সুরেলা গলা।

'না, না কি হয়েছে তাতে, সবারই তো হয় ওরকম। জ্যাক আর্চার আমার নাম...বলতে বলতে বাড়িয়ে দিল ডালয়েজের প্যাকেটটা।

'আপনি নিশ্চয়ই ইংরেজ?'

'ভয়ংকর ভাবে ইংরেজ।'

'আমি ক্রিস্টোফার গ্রেনভিল, নিতে পারি দুটো সিগ্রেট, দেখছি তো আপনারও বেশি নেই।'

আর্চার ওঁর নিখুঁত পোশাক, জুতো, সোনা আর প্ল্যাটিনামের চেন দেখে নিল।

'ঠিক আছে, নিন যা খুশি, আজ খুব খাটুনী গেছে সকালে, তাই বিশ্রাম নিচ্ছিলাম একটু। আপনার হাতে সময় থাকলে একটু বসুন না, গল্প করা যাক।'

'না, মানে অসুবিধে ঘটাতে চাই না আপনার'—মুখে বললেও গ্রেনভিল চেয়ারে বসে পড়ল, 'হোটেলটা ছোটর মধ্যে খারাপ নয়, তাই না?'

'মন্দ নয়, মোটামুটি চলে যায় স্বচ্ছন্দে' 'হেসে উঠল গ্রেনভিল, আর্চারের কথায়, বরং বেশ সস্তা বলা যায়।'

ওর দিকে চেয়ে আর্চার হঠাৎ বেশ ফ্রী হয়ে গেল। এটাই নিঃসন্দেহে প্যারিসের সবচেয়ে সস্তা হোটেল।

'জানি আমি, হোটেল সব যাচাই করেই তো এসেছি এখানে,' গ্রেনভিল হেসে বলল।

ভ্রূ কুঁচকে আর্চার বললো, 'বলতে হচ্ছে তাহলে বাইরের চেহারাটা আপনার দারুণ, একটা ছলনার ছবি।

আবার হাসলো গ্রেনভিল, 'ওটা বাইরের চেহারার ধর্ম। যেমন যতদূর জানি আমি, আপনি একজন খেয়ালি লাখপতি।'

'হলে মন্দ হত না,' আর্চার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আসলে একজন আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ আমি। যদি কিছু মনে না করেন, কোন লাইন আপনার।'

গ্রেনভিল ঝকঝকে জুতোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি একজন সুবিধাবাদী বলতে পারেন। আমি একটা সুযোগের সন্ধানে আছি ঠিক এই মুহূর্তে। আমার কর্মক্ষেত্র এই বিরাট পৃথিবীই।'

আর্চার সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে ভাবল এমন সুন্দর পদ্ধতি নিজের পরিচয় দেবার আর কেউ জানে কিনা জানি না, 'সুবিধাবাদী একজন।'

একটু নীরস সুরে আর্চার বললো, 'কিন্তু আপনাকে তো পোশাকে-আশাকে বেশ কাজের লোক মনে হচ্ছে, কোনো কাজ হাতে আছে কি?'

'মানে, জানতে চাইছেন তো আমার ধান্দার কথা, গ্রেনভিল নিজের প্ল্যাটিনামের চেনটি নাড়তে নাড়তে বলল, 'একটা না একটা ধান্দা থাকে প্রত্যেক সুবিধাবাদী লোকের। আর পোশাকের কথা বলছেন, আমাদের মতো লোকের পোশাকের চটক গেলে সব চলে যায়।'

কথাটা সত্যি বলে মেনে নিল বটে আর্চার, কিন্তু একটু আহত হল মনে মনে। 'আমি একমত অপনার সঙ্গে। কিন্তু আপনি এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি।'

'কোনো কাজ হাতে আছে কিনা? নেই এই মুহূর্তে, কিন্তু কে জানে, পেয়ে যেতে পারি কালকেই। আশা নিয়েই বেঁচে থাকে সুবিধাবাদীরা।'

আর্চার ওর সুন্দর চেহারা, নিখুঁত, পোশাক সহজ সরল ব্যবহার, হাসি মন মাতানো তা লক্ষ্য করছিল। ভাবলো কাজে ঠিক মতো লাগাতে পারলে একে দিয়েই প্যাটের মনের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

'হয়তো আপনাকে একটা ইন্টারেস্টিং কাজ দিতে পারি,' আর্চার খুব সাবধানে চেষ্টা করলো এগোতে।

গ্রেনভিল বললো, 'আমার ইন্টারেস্ট আছে সব কিছুতেই আচ্ছা আপাতত এক কাজ করলে হয় না, বুকচাপা এই ঘরটা ছেড়ে দুজনে মিলে এক প্লেট স্পঘেটি খেলে কেমন হয়। বলতে গেলে আমি সকাল থেকে কিছুই খাই নি। আর খালি পেট থাকলে তেমন খোলে না আমার মাথা।' গ্রেনভিল বেশ জোরে হেসে নিল।

সেই লোকটাই এই লোক যাকে দিয়ে কাজ হবে তার, নিঃসন্দেহ হল আর্চার। সঙ্গে সঙ্গে আর্চার উঠে পড়ল, 'আরও একটু ভাল কিছু খেতে হবে। ভাল ডিনার তোমায় খাওয়াব, চলো যাওয়া যাক।'

রাস্তার ধারের ছোট্ট অতি সাধারণ হোটেলে ঘণ্টা খানেক পরে মোটামুটি ভাল খাবার দিয়ে দুজনে পেট ভরালো। লক্ষ্য করল আর্চার যে ভাবে খাচ্ছিল গ্রেনভিল, তার অর্থ বেশ কিছুদিন পেট ভরে খাবার খায়নি সে। গ্রেনভিল খেতে খেতে তার সুন্দর গলায় পৃথিবীর রাজনীতি, শিল্পকলা প্যারিসের নানা বই সম্বন্ধে একতরফা নানা কথা অনর্গল বলে যাচ্ছিল। ওর কণ্ঠস্বরের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে শুনছিল আর্চার আর ভাবছিল লোকটা কি সর্বজ্ঞ।

গ্রেনভিল কাঁটা চামচ সরিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব ভাল খাওয়া হল, এবার আসা যাক কাজের কথায়, কি একটা ইন্টারেস্টিং কাজের কথা যেন বলছিলে।'

একটা কাঠি নিয়ে আর্চার দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলল—'আমরা দুজনে মনে হচ্ছে একটা লাভজনক কাজ করতে পারবো, তবে তোমার সম্বন্ধে তার আগে আমি কিছু জানতে চাই। নিজেকে তো তুমি সুবিধেবাদী বলে খালাস। কিন্তু তার মানে কি?'

গ্রেনভিল এ কথার উত্তর না দিয়ে বলে উঠলো, 'যা আছে তোমার পকেটে তাতে কি চীজ খাওয়া যেতে পারে একটু করে?'

'চীজ দিয়ে খাওয়া শেষ না করলে বিশ্রি লাগে খুব।'

একটু কঠিন হয়ে আর্চার বলল, 'যা আছে পকেটে তাতে কফি ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়।

'তবে তাই, হোক গ্রেনভিল একটু হেসে বলল, আর সামান্য একটু আভাস তোমার প্ল্যান সম্বন্ধে না দিলে আমি আমার নিজের সব কথা উজাড় করে বলি কি করে?'

'হ্যাঁ...সেটা ঠিক। আমি দেখাশোনা করছি আইনের দিকটা একটা প্রোমোটারের ব্যবসায়। একজন মার্কিন, এর উদ্যোক্তা। হলিডে ক্যাম্প করার জন্যে ইউরোপের নানা জায়গায় টাকা তুলতে চায়, অন্ততঃ দরকার কুড়ি লাখ ডলার। একটু কট্‌কটে লোকটা, তবে মানুষ খাটি, একটু চেষ্টা করলেই আমার মনে হয়, তোমাকে ও কাজ দেবে। এই মাত্র মাথায় এসেছে আইডিয়াটা। ওর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি। ও তোমার চেহারাতে ভুলবে, কিন্তু ওর কাছে যাবার আগে কিছু খবর তোমার সম্বন্ধে জেনে রাখা ভাল আমার।... যদি ইচ্ছে হয় বলবে...'

গ্রেনভিল কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'এখন ঐ সব হলিডে ক্যাম্প নিয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জের রেটের জন্য আর কেউ মাথাই ঘামায় না, ওতে লাভ হবে না।'

মাথা নেড়ে আর্চার সায় দিল। দারুণ সেয়ানা লোকটা, 'আমরা পরে আসছি ও ব্যাপারে। নিজের কথা বলো তোমার।'

সেই মনমাতানো হাসি হেসে সিগ্রেট ধরিয়ে গ্রেনভিল শুরু করলো, 'আমায় ক্রিস বলে ডাকে বন্ধুরা...এবার থেকে তুমিও ডাকবে তাই। খোলাখুলি বলছি একজন গিগোলা আমি, পুরুষ সঙ্গী। ঘৃণ্য পেশাটা, কিন্তু ভুল করো না, একটা পেশা তো বটেই এটা। একটু বেশি বয়সের মহিলাদের কাছে পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজনটা যে কতো এটা যে না বুঝবে তারা ঘৃণাই করবে আমাদের পেশাটাকে। যে কোন হোটেলে যাও দেখবে, বারম্যান ওয়েটার বা অবিবাহিত পুরুষদের বয়স্ক মহিলারা উত্যক্ত করছে। ধনী, মোটা বা শুঁটকে অসুন্দরী, নির্বোধ মানসিক রোগগ্রস্থ নিঃসঙ্গ মহিলা আছে হাজার হাজার। যারা জীবনকে শেষবারের মতো ভোগ করতে চায় 'যৌবন অস্তমিত হবার আগে পুরুষ সঙ্গী নিয়ে ঘুরতে চায়, কাঙাল হয়ে ওঠে আদর পেতে, তাদের কাছে তার জন্যে টাকাটা কোন ব্যাপারই নয়। যারা ওদের এই সব চাহিদা মেটায় তাদেরই একজন আমি। পোশাক আশাক এই যে দেখছ এগুলো মহিলাদের কাছ থেকে ঐ ধরণের হতাশায় উপহার হিসেবে পাওয়া। এক বুড়ী দিয়েছিল এই চেনটা, কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি ওর প্রেমে পড়েছি। এক ধুমসী অস্ট্রিয়ান কাউন্টেসের কাছ থেকে এই সিগ্রেট কেসটা পেয়েছি। তিন সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে নাচতে হবে তার সঙ্গে আবদার ছিল। সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য বশত আমার কাউন্টেসের হয়ে গেল হার্টের অসুখ। তা না হলে তার সঙ্গে এখন আমি নাচছি, ভাবতেওবুক কাঁপে। উনচল্লিশ বছর আমার বয়স। বয়স্কা মহিলাদের গত কুড়ি বছর ধরে আমি সুখ দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে আসছি।' শেষ চুমুক কফিতে লাগিয়ে আবার আর্চারের দিকে সেই ভুবন ভোলানো হাসি দিয়ে বলল, 'জ্যাক বুঝলে, আমার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এটাই।'

আর্চার আনন্দের অতিশয্যে ফুলে উঠতে লাগল ভেতরে ভেতরে। ও সঠিক মানুষ চিনতে

ভুল করেনি, 'মন্দ হয় না একটু চীজ খেলে।'

প্লাজা এথিনী হোটেলের লবিতে প্রায় মাঝরাতে প্যাটারসন ঢুকে ডেস্ক থেকে চাবি নিতে হাত বাড়িয়েছে এমন সময় এগিয়ে এল আর্চার—'গুড ইভনিং মিঃ প্যাটারসন।'

মোটা শরীরটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেঁকিয়ে প্যাটারসন পিছন দিকে তাকালো। আর্চার তার অপেক্ষায় প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছে।

'আপনি কি চান?'

আপনার সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই. কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে এখন...'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ফূর্তি করে এলাম একটু, তাহলে কী রাজী হয়েছে ঐ চিড়িয়াটা?'

প্যাটারসন কথা বলতে বলতে একটা ঢাকা কেবিনে ওকে নিয়ে ঢুকলো 'একটু পান করা যাক,' বলে ডাকল ওয়েটারকে।

মদ দিয়ে গেল ওয়েটার, প্যাটারসন সিগার ধরিয়ে জাঁকিয়ে বসে প্রশ্ন করল, 'আর্চার খুব ব্যস্ত ছিলেন তাই না, বলে কী রলফ চিড়িয়াটা? হওয়া কী সম্ভব?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম রলফকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কুড়ি লাখ ডলার বাগানো অসম্ভব হবে না খুব একটা।'

'আপনার কথা হয়েছে ওর সঙ্গে? তবে এই যে বললেন, ছোঁবেই না ও এসব প্রজেক্ট।'

'আমার প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। তারপর অনেক চিন্তা করে দ্বিতীয়বার দেখলাম বোঝানো ওকে যেতে পারে।'

'আঃ সেটা ঠিক. দ্বিতীয় চিন্তার মতো ভাল জিনিষ আর নেই। তা ওর সঙ্গে কি আপনি যোগাযোগ করেছেন?'

আর্চার একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল—'দারুণ জটিল সমস্ত ব্যাপারটা মিঃ প্যাটারসন। না, আমি যোগাযোগ করিনি ওর সঙ্গে এবং করবোও না। তবুও কুড়ি লাখ ডলার ওকে বুঝিয়ে আদায় করা যে সম্ভব হবে, আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত।'

হুমকি দিয়ে উঠলো প্যাটারসন, 'বলবেন না দুরকম কথা, আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'মিঃ প্যাটারসন যদি ব্যাপারটা আপনি বুঝতে চান, তবে একজন নিমফো ম্যানিয়াক হেলগা রলফ।'

হাঁ করে তাকিয়ে প্যাটারসন শুধু বলল—'নিমকো...কি?'

আর্চার বুঝিয়ে দিল 'যে সময়ে পুরুষ না হলে মেয়েদের চলে না।' চোখ বড় হয়ে উঠলো প্যাটারসনের' 'তার মানে বলতে চান হট সেক্স আছে মহিলার।'

'একটু বেশি তার চেয়ে। হেলগাকে আমি চিনি গত বিশ বছর ধরে। প্রতিদিনের খাদ্যের মতই সেক্স ওর কাছে প্রয়োজনীয়।'

প্যাটারসন খুব গভীর ভাবে কী যেন চিন্তা করতে করতে বলল, 'কিন্তু একটা ভাল চিড়িয়াও তো বটে ও। আমরা একসঙ্গে শুতে পারি তুমি কি মনে করো। আর ওকে এব্যাপারে সন্তুষ্ট করতে পারলে অসুবিধে হবে না টাকা পেতে।'

ওর বসন্তের দাগওলা ঘামে ভরা বিশ্রি মুখটা দেখে আর্চার ভাবলো, হায়রে যদি মানুষ অপরের চোখ দিয়ে দেখতে পারতো নিজেদের।

'মিঃ প্যাটারসন ঠিক তা নয়। শুধু বিশেষ এক ধরণের সুন্দর পুরুষকে পছন্দ করে হেলগা। হতে হবে লম্বা, ছোট হতে হবে বয়সে। সুন্দর অসাধারণ, চালাক চতুর, রসিক, জ্ঞানও থাকা উচিত শিল্প টিল্প সম্বন্ধে, যেহেতু অনেক ভাষা জানে হেলগা নিজে, তাই জার্মান ফ্রেঞ্চ ইতালীয়ান ভাষা সেই পুরুষকে জানতে হবে, অন্ততঃ হলে ভাল হয়।'

সিগারটা চিবোতে চিবোতে প্যাটারসন বলল, 'হায় ভগবান মনে হচ্ছে দারুণ কঠিন ব্যাপার এরকম একটা কামুক চিড়িয়াকে খুশি করা।'

'দশ কোটি ডলার ওর দাম। কঠিন ঠাঁই তো হবেই।'

নাক চুলকে প্যাটারসন বলল, 'তা ঠিক, শাপিলোকে দিয়ে চলবে না? স্প্যানিশ ভাষাও জানে, দেখতেও ভাল।'

'মঁসিয়ে দারুণ বলেছেন।'

'তারপর গ্র্যাতিন দ্য ল্যাঙ্গোস্টিন আর ক্যাপিটেন এন কোকোতে হবে, কেমন?'

'স্যার এর থেকে আর ভালো চয়েস হয় না। আপনার রুচির তারিফ না করে থাকা যায় না।'

আর্চারের দিকে গ্রেনভিল ফিরে বলল, 'আর্চার তুমিও এই খাও, ভাল হবে।'

পেট জ্বলছিল আর্চারের খিদেতে, মাথা নাড়লো।

এক ঝলক হাসি দিয়ে গ্রেনভিল নতুন করে প্যাটারসনকে অভ্যর্থনা জানালো, 'সব ব্যাপারটা জ্যাক বলেছে আমাকে, আর আমার ভাল লাগবে মনে হয় কাজটা। আমি বলি কি, ভাল করে বসে খাওয়ার পর আলোচনা হবে। আমি পছন্দ করি না খেতে খেতে ব্যবসার কথা বলা।' তারপর ভুবন মোহিনী সেই হাসি হেসে বললো, 'আনন্দ করো আগে' এবং কোনো কথা বলার সুযোগ প্যাটারসনকে না দিয়ে বলে যেতে লাগল রিৎস হোটেলের ইতিহাস, এখান থেকে কোন নামকরা লোকেরা গেছেন, কোন ছিটিয়াল মানুষ সব কি কি মজার কাণ্ড করেছিল; হাঁ করে প্যাটারসন বোকার মত শুনে যেতে লাগল সব।

পিঁয়াজের স্যুপ আর গ্র্যাতিন দ্য ল্যাঙ্গোস্টিন এল, ওয়েটার মদ সার্ভ করার জন্য এসে দাঁড়াল গ্রেনভিলের পাশে। গ্রেনভিল আড় চোখে তাকিয়ে বলল, 'চার্লস মিঃ প্যাটারসনের অতিথি আমরা। মিঃ প্যাটারসন জানেন কি, দারুণ বিখ্যাত এখানকার মদের ভাঁড়ার। যদি আপনি এঁদের মাসকাডেট ১৯২১ টেস্ট না করে থাকেন তবে উচিত করা, আচ্ছা চার্লস, এখনও আছে কি তোমাদের মাগগ ৫৯?'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মদের ওয়েটারের, 'নিশ্চয়ই আপনার জন্যে আছে মঁসিয়ে গ্রেনভিল।'

একেবারে আনাড়ী প্যাটারসন মদের ব্যাপারে এসব শুনে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে বলল, 'আমরা ঠিক ওটাই খাব।'

খেতে খেতে গ্রেনভিল দারুণ গল্প বলতে লাগল। মর্ডান পেন্টিং দিয়ে শুরু করল। দারুণ একজিবিশন হচ্ছে নদীর তীরে, দেখে আসুন গিয়ে, দুজনের ভবিষ্যৎ ওদের মধ্যে খুব উজ্জ্বল। কারসিনেল্লা হল একজন, এখন সকলে না চিনলেও, ও একদিন পিকামো হয়ে উঠবে।'...গান বাজনার কথা তারপরেই, 'পিয়ানোবাদিকা এসেছে একজন, বাজায় দারুণ, নাম শালিনস্কি।'

খাবে কি প্যাটারসন, ওর অবস্থা ক্রমশঃ ফাঁদে পড়া পাখির মত হয়ে উঠছে। বেশ মজা পাচ্ছিল আর্চার ওর ওই অবস্থা দেখে, প্যাটারসনকে যেন গ্রেনভিল বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে। একটা কথা বলার সুযোগ প্যাটারসন পাচ্ছে না।

শেষ হল খাওয়া, ওয়েটার যথারীতি শ্যাম্পেন, শরবৎ নিয়ে এল। গ্রেনভিল, প্যাটারসন দুজনেরই আপত্তি। কফি এতো খাওয়ার পর ওয়েটারকে ডেকে গ্রেনভিল ওর প্রিয় মদ বানিয়াক ১৯০৬ দিতে বলল। এতক্ষণ প্যাটারসন চুপ করেছিল, বলে উঠল জোর গলায়, 'না, ডবল হুইস্কি আমার জন্য।'

মদে চুমুক দিতে দিতে সোনার সিগারেট কেস বের করে গ্রেনভিল সিগ্রেট নিল, আর্চারকে বাড়িয়ে দিয়ে প্যাটারসনের দিকে ফিরে বলল, আপনাকে কিনতু দিচ্ছি না, কারণ আপনি যে সিগার খাওয়া লোক, নয়।বুঝেছি তা দেখেই।'

মাথা নেড়ে প্যাটারসন সিগার ধরালো। বুঝে গেছে আর্চার, প্যাটারসন এখন একেবারে গ্রেনভিলের হাতের মুঠোয়।

'মিঃ প্যাটারসন এবার শুরু করা যাক কাজের কথা,' চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গ্রেনভিল বলল, 'যাকে কাজে লাগাতে চাইছেন আপনি, তার সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা দরকার। আমার পরিচয় সংক্ষেপে এই—বয়স আমার উনচল্লিশ বছর। লেখাপড়া করেছি ইংরেজী, ইটন আর কেমব্রিজে, জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর ইতালিয়ান ভাষা অনর্গল বলতে পারি। টেনিস খেলেছি রড লেভারের সঙ্গে। অ্যামেচার ওপেন গলফ্ চ্যাম্পিয়ান, স্কী করতে পারি। জানি তরোয়াল খেলাও। বাজাতে পারি পিয়ানো, গানও জানি। দু একবার স্কালা থিয়েটারে অভিনয়ও করেছি। ঘোড়ায় চড়তে এবং পোলো খেলতে পারি। আমার আগ্রহ আছে আধুনিক শিল্পকলায়। কেমব্রিজ ছাড়ার পরে আমার বাবা, চেয়েছিলেন আমি তাঁর কারবারে জয়েন পার্টনার হয়ে জুনিয়ার করি। পছন্দ হয়নি আমার,'

একটু হাসল গ্রেনভিল, দেখলাম বয়স্ক ধনী মহিলাদের সঙ্গে আনন্দ পাওয়া যায়, ফষ্টিনষ্টি করে ঐ ব্যাপারে মেয়েদের সুখী করার ক্ষমতা একটু বেশিই আছে আমার। আমি এইভাবে পেশাদার পুরুষসঙ্গী হয়ে কাজ করে আসছি গত বিশ বছর ধরে। হেলগা রলফের ব্যাপারে জ্যাক বলেছে আপনি আমার মত অভিজ্ঞ একজন লোক চাইছেন। আমি দেখিনি মহিলাকে, তবে বিশ্বাস আছে সামলাতে পারব তাঁকে। একটা সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে আপনি ইনভেস্টমেন্ট চান কুড়ি লক্ষ ডলারের, তাই তো? যদি একটা চুক্তি হয় আমার আর আপনার মধ্যে তবে কথা দিতে পারি আমি, টাকাটা জোগাড় হয়ে যাবে আপনার।'

প্যাটারসন সিগারে দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে হ্যাঁ...পারবেন আপনি।'

'কোন ব্যাপার নেই মনে হওয়ার মিঃ প্যাটারসন, আমি করে দেব কাজ।'

প্যাটারসন অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো, ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন আর্চার ঘামছিল।

'বেশ, ঠিক আছে। তবে কাজটা কিভাবে করবেন?'

'সেটা আমার ব্যাপার সম্পূর্ণ। সময় লাগবে কয়েক সপ্তাহ, আর টাকা কিছু দিতে হবে।'

আর্চারের দিকে ভ্রূ কুঁচকে প্যাটারসন তাকালো। আর্চার বললো তাড়াতাড়ি, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি আমিও মিঃ প্যাটারসন, তার কথা রাখে ক্রিস।'

'বেশ.....বলুন তারপর,' যেন আরও কিছু জানতে চায় প্যাটারসন।

কফিতে চুমুক দিয়ে গ্রেনভিল বলল, আমার দিক থেকে স্বাভাবিক ভাবেই শর্ত আছে কিছু। ধরে নেব যে আমি ম্যাডাম রলফের ভার নিলে আপনি আমার খরচের দিকটা দেখবেন।

মুখ চোখ প্যাটারসনের কঠোর হয়ে উঠল, এর মানে 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আমি সমান তালে তাল দিয়ে ম্যাডাম রলফের সঙ্গে মিশতে চাই। ঘর নেব প্লাজা এথিনীতে ভাড়া নিতে হবে দামী গাড়ী, আর আমার খরচের জন্য চাই পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।.....যা বিল হবে আমার সব আপনি মেটাবেন', গ্রেনভিল হাসল।

চিন্তা কবার সুযোগ প্যাটারসনকে না দিয়ে আর্চার বলল, 'কুড়ি লাখ ডলার মিঃ প্যাটারসন পেতে হলে আপনার কাছে এটুকু খরচ করা এমন কিছু হবে বলে মনে হয় না। আপনি তো তাছাড়া আমাকে আর শাপিলোকে পাঠাচ্ছিলেন সৌদি আরবে, কম খরচ তো তাতেও হতো না?'

মুখের মধ্যে সিগারটা ঘোরাতে ঘোরাতে কি একটু ভেবে নিয়ে বলল প্যাটারসন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু গ্রেনভিল শোনো, কাজটা করে দেওয়া চাই, তা না হলে ঝঞ্ঝাটে পড়বে তুমি। তোমার ওপর আমি বাজী ধরছি, আর কাজ তুমি পুরো করে দাও।'

সুন্দর মুখ কালো হয়ে উঠলো গ্রেনভিলের। তীক্ষ্ণ গলায় বললো, 'মিঃ প্যাটারসন আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে আপনার দেশের কোনো লোকের সঙ্গে আপনি লেনদেন করছেন না। প্রায়ই আপনাদের মত ব্যবসায়ীরা খুব সুবিধের হয় না। এটা আপনাদের, কারবারের অঙ্গ কিন্তু আপনি আমাকে ধমকাবেন তা সহ্য করবো না আমি। আপনাকে বলেছি আমি ম্যাডাম রলফের কাছ থেকে আপনার ব্যবসার জন্য বিশ লাখ ডলার আদায় করে দেব, কিন্তু আমার শর্তে। যদি আমার ওপর আস্থা না থাকে আপনার, তবে এখনই তা বলে দিন। কিন্তু, আমাকে কখনোই ভয় দেখাবেন না বা ধমকাবেন না।' সোজা হয়ে বসে একদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কথাটা।'

চোখ সরিয়ে নিল প্যাটারসন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বলতে হবে না আর। বুঝেছি আমি, ভুলে যাও যা বলেছি।'

ঘামছিল আর্চার, এবার শান্ত হল মেজাজ। 'তাহলে টাকা পয়সার ব্যাপারটা ঠিক করে নিন আর্চারের সঙ্গে। হোটেলে এলেই টাকাটা যেন পেয়ে যাই। কাজ আছে আমার, চললাম, ধন্যবাদ ডিনারের জন্য, গুড বাই।'

উঠে দাঁড়াতেই ম্যানেজার ছুটে এল, 'অসুবিধে হয়নি তো?' গ্রেনভিল চলে গেল হ্যান্ডশেক করে।

'নাঃ, এলেম আছে বটে লোকটার, দারুণ, দারুণ।' উত্তেজিত হয়ে উঠল প্যাটারসন।

'ঐ বিশ লাখ ডলার যদি কেউ আদায় করতে পারে, তবে তা পারবে গ্রেনভিলই, মিঃ

প্যাটারসন।'

'কোন সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।'

বিল মেটাতে গিয়ে প্যাটারসনের চোখ কপালে উঠলো, ঈশ্বরের কাছে আর্চার মনে মনে প্রার্থনা করল যেন ব্যর্থ না হয় গ্রেনভিল।

।। দুই ।।

হেলগা রলফ স্নান করছিল, প্লাজা এথিনী হোটেলের সুইটের বাথরুমের বিরাট বাথটবে গরম সুবাসিত জলে গা ডুবিয়ে। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মহিলাদের অন্যতম। জল নাড়াচ্ছিল সুন্দর সুগঠিত পা দিয়ে, স্তন দুটো দু হাত দিয়ে মুঠি করে ধরে অনুভব করতে চাইছিল, ওগুলো এখনো শিথিল হয়ে নুয়ে যায়নি।

ভি. আই. পি. ভাবে সব সময় ঘুরলেও, দারুণ তোয়াজ এয়ার হোস্টেসরা করলেও হেলগার দূরপাল্লার যাত্রা ভাল লাগে না কখনই, সেই যাত্রায় বিশেষ করে যদি সঙ্গী হয় স্ট্যানলী উইনবগ, যাকে অপছন্দ করে হেলগা, আর ফ্রেডরিক লোমান, বৃদ্ধটি বিরক্তিকর। কিন্তু ঠিকমত ইলেকট্রনিক করপোরেশন চালাবার জন্যে কোনোমতেই এ দুজনকে বাদ দেওয়া যায় না।

যখন কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল হেলগা তখন ভেবেছিল একবার বিদায় দিই এই দুজনকেই। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল এতই কাজের লোক দুজনে, যে বাদ দেওয়াটা হবে বোকামি।

প্রথমে মাথায় ঢোকায় কথাটা লোমানই, ইলেকট্রনিক কর্পোরেশনের একটা ব্রাঞ্চ ফ্রান্সে খুললে কেমন হয়? এরা উৎসাহিত বোধ করে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তায়। অনেক বেশি সুবিধে। রাজীও হল হেলগা। বাকী কথাবার্তা সেরে নেবার জন্যে লোমান বলেছিলেন উনি আর উইনবর্গ চলে যাবেন ফ্রান্সে।

চমকে দিয়ে ঐ দুজনকে হেলগা বলেছিল প্যারিসে সেও যাবে। কিন্তু এমন ক্লান্তিকর সাতঘণ্টা ওড়ার পরে, বাথটবে গা এলিয়ে হেলগা ভাবছিল, বোধ হয় ঐ সিদ্ধান্তটা নেওয়া বোকামিই হয়ে গেছে।

যতই মধুর শোনাক না কেন বসন্তে প্যারিস যদি কাটাতে হয় নিঃসঙ্গ বা দুটো মাথা মোটা একঘেয়ে বুড়ো কারবারী সঙ্গী এবং বুঝতে পারা যায় যে সব সময়ে ওৎ পেতে আছে ফরাসী সংবাদপত্রের লোকেরা, নিশ্চয়ই তাহলে ভাল লাগবে না।

হেলগা পা দিয়ে জল নাড়তে নাড়তে চিন্তা করছিল, ও বিধবা হয়েছে প্রায় পাঁচ মাস হল। কোটি কোটি টাকার সিন্দুকের রহস্যের চাবিকাঠি হেরমান রলফের এখন হাতের মুঠোয়। কয়েক কোটি ডলার আছে ওর নিজেরই। বিরাট প্রাসাদ প্যারাডাইস শহরে আর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি নিউইয়র্কে, আর তার ডিলুক্স মডেলের বাগানবাড়ি আছে সুইজারল্যান্ডে। খবরের কাগজে ওর প্রত্যেকটি কাজের কথা ছাপা হয়ে যায়, তাই এই রিপোর্টারদের ও ঘেন্না করে।

মাতালের কাছে মদের আকর্ষণের মত হেলগার কাছে সেক্সও এক পরম আকর্ষণীয় বস্তু। হেরমান রলফ মারা যাওয়ার পর ভেবেছিল ও মনোমত একজনকে বেছে নেবে স্বামী হিসেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবল যে কোন সদিচ্ছা তার নেই খবরের কাগজে শিরোনাম হয়ে ওঠার মতো, ফলে স্বামী বেঁচে থাকতেই গোপন প্রেম যেভাবে চালাতো, ধরে রইল সেই পথই।

তথাকথিত তার এই পাঁচ মাসের স্বাধীন জীবনে প্রেমিক জুটেছে তিনজন—একটা কুলি নিউইয়র্ক হোটেলের, একটা বুড়ো, ভাবাই যায় না যুবকদের মত তার যৌন ক্ষমতা, আর একটা হিপি গায়ে দুর্গন্ধওলা, ওকে হেলগা গাড়িতে লিফট্ দিয়েছিলো। আর হিপিটা হেলগাকে গাড়ির পেছনের সীটে শুইয়ে ধর্ষণ করেছিল জোর করে।

কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না, শেষ নেই আমার অর্থের, সবকিছুই আছে। যৌন সঙ্গী বাদে। একটা সুন্দর প্রেমিক স্বামী জোগাড় করতেই হবে যাকে পাওয়া যাবে চাইলেই হাতের কছে। ছুটতে হবে না গোপন কারবারে, অতএব চাই স্বামী।

হেলগা বাথটব থেকে উঠে দাঁড়ালো আয়নার সামনে, বয়স চুয়াল্লিশ অতএব তার ওপর বয়স করুণা বর্ষণ করে চলেছে, তাকে যে ডাক্তার বিউটিসিয়ান আর পরিমিত আহারও যে সাহায্য করছে না তা নয়। উন্নত বুক, দীর্ঘল শরীর, নিতম্ব সরু, সোনালী চুল, নীল বড় বড় চোখ, পুরুষ্ট ঠোঁট, নিখুঁত রঙ, হেলগাকে দশ বছর কম দেখায়। কিন্তু লাভ কি এতে? হেলগা চিন্তা করতে লাগল গা মুছতে মুছতে। যদি পুরুষের পুজোই না পায় এই বরতনু তবে কিসের প্রয়োজন।

ঘরে ঢুকে দেখল জামা কাপড় সব আয়া গুছিয়ে রেখেছে। হোটেলে খাবার ঘরে লোমান আর উইনবর্গের সঙ্গে খেতে যাবে বলেও রেখেছে। একটা আঁটো কালো সিল্কের পোশাক পরে কালো অস্ট্রিচের পালকের স্টোল গায়ে জড়িয়ে হেলগা নীচে নেমে গেল।

টেবিলে লোমান আর উইনবর্গ অপেক্ষা করছিল। হেলগা বুঝতে পারছিল ঘরের সবাই তাকাচ্ছে ওর দিকে। ব্রনর ক্ষত চিহ্নিত মোটা সোটা একজন মার্কিনী বিশেষ করে খেতে খেতে ওর দিকে বার বার তাকাচ্ছিল।

মনে মনে প্যাটারাসন ঘাড় নাড়লো, ঠিকই বলেছে আর্চার, খুব সাবধানে এই চিড়িয়াটাকে খেলাতে হবে। মাথা ঝুঁকিয়ে দুজন বুড়োর সঙ্গে কথা বলার সময় একেবারে স্থির নিশ্চল হল প্যাটারসন।

ডবল গ্লাস হুইস্কি খাওয়া শেষ করে গ্লাস নিয়ে প্যাটারসন নাড়াচাড়া করছিল। হেলগাকে রাত দশটার পর ঐ বুড়ো দুটো লিফট্ পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

হেলগা চিন্তা করছিল হে ঈশ্বর, আবার সেই দুটো ঘুমের পিল, কবে যে পূর্ণ হবে মনের ইচ্ছে।

সুইটে ঢুকে জানলার ভারি পর্দা সরিয়ে দৃষ্টি মেলে দিল নিচের রাস্তায়, গতিময়, আলোকোজ্জ্বল রাতের প্যারিস। উত্তেজনা, মানুষের মিছিল, অথচ নিঃসঙ্গ একা অবস্থায় একজন মহিলা শুধু দেখা ছাড়া আর কি করতে পারে।

পর্দাটা এক ঝট্‌কায় টেনে বিরাট প্রাণহীন ঘরটাতে হেলগা চোখ বোলালো। একটা স্বামী চাই, আর এটাই একমাত্র সমস্যার আসল সমাধান। স্বামী চাই।

সব পোশাক ছেড়ে, হেঁটে গেল বাথরুমে নগ্ন অবস্থায়। ঘুমের ওষুধের শিশিটা বের করল আলমারী খুলে। মুখে ফেলে দিলো দুটো, একবার নিজের নগ্ন শরীরটা আয়নায় দেখল।

বসন্তের প্যারিসে তাহলে এই হল তার প্রথম রজনী। ছোট একটা শোবার পোশাক পরে বেডরুমে গিয়ে নেতিয়ে পড়ল বিছানায়। এমন হয়েছে কতবার, ঘুমের পিল খেতে হয়েছে স্বামীর বদলে, হেলগার স্মরণে নেই।

ঘুমিয়ে পড়ল স্বামীর কথা চিন্তা করতে করতে।

হেলগা পরদিন সকালের সোনা রোদে বেরিয়েছে বেড়াতে, একটা ছুঁচো মার্কা প্রেস ফটো গ্রাফার ওৎ পেতে ছিল। হেলগা দূর থেকেই হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। প্রেসকে চটাতে নেই তা অভিজ্ঞতায় জেনেছে।

হেলগা সাঁজে লিজে রাস্তার রেস্টুরেন্টে চলে এসেছে হাঁটতে হাঁটতে। হ্যাঁ, সত্যিই বসন্তের নিজস্ব রূপ আছে প্যারিসের।

বসল খালি টেবিল দেখে। ওয়েটারটা ছুটে এল ওর দামী ফারের পোশাক দেখে। হেলগা ভোদকা মার্টিনির অর্ডার দিল। সে দেখতে লাগল মানুষের বিচিত্র মিছিল। বোকা বোকা মুখের ট্যুরিস্ট, পাথর সেট করা চশমা আর বিচিত্র টুপি পরা। বৃদ্ধা আমেরিকান হেলগার ভালই লাগছিল। একসঙ্গে খাবার কথা বলেছিল উইনবর্গ, কিন্তু ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেছে কেনাকাটার নাম করে। খাবে একা একা সেও ভাল, ঐ বুড়োদের ব্যবসার কচকচানির চেয়ে তো সেটা ভাল।

অথচ বসন্তের প্যারিসে কি একা একা সুন্দরী নারী যেতে পারে।

ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করল। মাত্র ঠোঁটে লাগিয়েছে, এমন সময় ক্লিক করে একটা শব্দ হল, আলো জ্বলে উঠলো হীরে বসানো সোনার লাইটারে। সিগারেটটা শিখায় ডুবিয়ে মুখ তুললো হেলগা।

একঘণ্টা আগে থেকেই যে গ্রেনভিল অপেক্ষা করছিল হোটেলের বাইরে আর ওকে অনুসরণ করে এত দূর এসেছে, এটা জানার কথা নয় হেলগার।

হেলগা সেই পুরুষটির বাদামী চোখের দিকে তাকালো, এক উত্তপ্ত কামনার ঢেউ এসে হেলগার মধ্যে আছড়ে পড়ল। এই তো একজন মানুষের মত মানুষ। নিখুঁত সব দিক দিয়ে। স্যুট ক্রিম রঙের, কালো-নীল টাই, হাতে সোনা, প্ল্যাটিনামের চেন, লোমশ কবজি; হাসির ফাঁকে মুক্তোর মত দাঁত।

দুজনকে দুজনে দেখতে লাগল।

'প্যারিসের বসন্ত। উপভোগ করতে চায় সকলেই প্রাণ দিয়ে, কিন্তু এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না সঙ্গী না থাকলে।' গ্রেনভিল সুরেলা গলায় বলল।

হেলগার প্রশ্ন 'আপনি কিন্তু নিঃসঙ্গ নন নিশ্চয়ই।'

'আমিও আপনাকে কি ওই প্রশ্নটা করতে পারি?'

হাসল হেলগা, 'পারেন এবং আমি নিঃসঙ্গ।'

'দারুণ হয়েছে। তাহলে দুজনেই আমরা এখন আর নিঃসঙ্গ নই।'

হাসল হেলগা, বহুবার অতীতে মনের মত এই ধরণের মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, পরে করতে হয়েছে অনুতাপও। অথচ পেটে আজ মদ, বাইরে রোদের, মিষ্টি আমেজ প্যারিসের মাতাল আবহাওয়া বেপরোয়া করে তুললো হেলগাকে।

প্যারিসে প্রায় এক বছর আসিনি। মনে হচ্ছে প্যারিস একটুও বদলায়নি।

কাঁধ ঝাঁকালো গ্রেনভিল, 'স্থির হয়ে কি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? বদলেছে প্যারিস, বদলায় সব কিছুই। দেখুন এই লোকগুলোকে,' গ্রেনভিল হাত তুলে দেখাল ট্যুরিস্টদের স্রোতের দিকে, 'আজকাল কি মনে হয় আমার জানেন, বেমানান হয়ে উঠছে আপনার আমার মত লোকেরাই। এই সব নোংরা পোশাক পরা, চুল বড় বড়, গিটার হাতে—এরাই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে। রুচিবান আমাদের মত লোকেরা, যারা তফাৎ বুঝতে পারে ভাল মন্দের, তারাই পিছু হটে যাচ্ছে ক্রমশঃ। তরুণ এই যে প্রজন্ম, এরা যদি মূল্য না বুঝতে পারে জীবনের ভাল দিকগুলোর, যেমন বুঝতে পারি আমি আপনি, তবে তারা কি বুঝতে পাচ্ছে পারে না সেটাও এমন কি, কি যে হারাচ্ছে তাও জানে না।'

গ্রেনভিলের কথায় তেমন মনোযোগ না দিয়ে শুধু হেলগা তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। কথা বলুক, জানে বলতে। ঘুমপাড়ানিয়া ভাব সুরেলা কণ্ঠস্বরে।

একটানা দশ মিনিট কথা বলার পর হঠাৎ চুপ করে গেল গ্রেনভিল, 'আপনাকে বড় বিরক্ত করলাম।'

'আদৌ নয়। ভাল লাগছে আপনার কথা শুনতে।'

হাসল গ্রেনভিল। পুরুষের মত পুরুষ বটে, চিন্তা করল হেলগা।

'হয়তো কারুর সঙ্গে আপনার দেখা করার আছে। যদি না থাকে, তাহলে লাঞ্চ একসঙ্গে খেলে কেমন হয়? কাছেই একটা খুব ভাল রেস্টুরেন্ট আছে।'

হেলগা দেখল লোকটা দারুণ খেলোয়াড়, এগোতে চাইছে এত তাড়াতাড়ি। কিন্তু ভালও লাগল। ওর চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই লোকটা হবে। হেলগাকে দেখছে মুগ্ধদৃষ্টিতে। যাওয়াই যাক।

'মন্দ হয় না। তার আগে পরিচয় জানা উচিত আমাদের পরস্পরের। আমি হেলগা রলফ,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কথাটা বলেই হেলগা ওর মুখের দিকে তাকাল, কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা তা দেখার জন্যে। ওর নাম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শোনা মাত্র লোকেরা চকিত হয়ে ওঠে সম্ভ্রমে। অথচ এর ব্যতিক্রম গ্রেনভিল।

'ক্রিস্টোফার গ্রেনভিল,' ওয়াটারকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিজের কফি আর হেলগার মার্টিনি'র দাম চুকিয়ে দিয়ে বলল, 'অপেক্ষা করুন এক মিনিট, গাড়িটা নিয়ে আসি আমার।'

ওর চলে যাওয়া চেহারাটা হেলগা লক্ষ্য করতে লাগল। লম্বা, দেহ সুগঠিত, তার নিঃশ্বাস ঘন হল। পুরুষ বন্ধু অতীতে বাছতে গিয়ে ভুল করেছে অনেকবার সে। যে ছেলেটাকে বন শহরে ফেলে পালিয়ে এসেছিল, দেখা গেল তার কারণ, ও সমকামী। নাসুর দো-আঁশলা পুরুষটা ছিল ডাইনী-ডাক্তার। তবে মনে হচ্ছে, এবার ভুল হবে না।

গ্রেনভিল রাস্তার ওপর থেকে হেলগাকে হাত তুলে ডাকল। একটা গাঢ় নীল রঙের দারুণ

সুন্দর মাজোরাটি গাড়ি। হেলগাকে দরজা খুলে সাহায্য করল বসতে। প্রায় মাঝ রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে, চারদিক থেকে গাড়ির হর্ণ বাজতে লাগল। ভ্রুক্ষেপ না করে গ্রেনভিল হেলগাকে নিয়ে ধীরে সুস্থে এগোল।

গ্রেনভিলের তির্যক মন্তব্য 'প্যারিসের লোকগুলো ভদ্রতা জানে না।'

হেলগা বলল, 'প্যারিসে গাড়ি চালাতে আমার আতঙ্ক হয়।'

সুন্দরী মেয়েদের গাড়ি চালানো উচিতই নয়, সব সময় একজন সঙ্গী থাকা দরকার, গ্রেনভিলের কথার উত্তাপ হেলগার হৃদয় স্পর্শ করল।

লিজে এভিনিউয়ের শেষে সাঁজে সেইন নদীর বাঁ তীরে গিয়ে ট্রাফিক পার হয়ে দারুণ কায়দায় গাড়ি পার করলো গ্রেনভিল। হেলগার গাড়িটা খুব পছন্দ।

'মাজোরাটি গাড়ি, তাই না? কখনও চড়িনি এর আগে।'

প্যাটারসনের কত খরচ হবে এই গাড়ির জন্য, সে কথা গ্রেনভিল চিন্তা করতে লাগলো।

'দারুণ চলে ফাঁকা রাস্তায়, শহরে...'

গলির রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করালো কয়েক মিনিট পরে, 'এবার সমস্যা পার্কিংয়ের।' এক জায়গায় অতি কষ্টে চট্ করে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে নামল দুজনে। হেলগার হাত ধরে বলল 'হাঁটতে হবে একটু, তারপরে ভাল লাগবে। নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে।'

ভাল লাগবে। নামজাদা প্যারিসের হোটেলে হেলগার ঘোরা অভ্যেস। এই রকম একটা ভোজনালয় আর নোংরা, পর্দা নোংরা, দরজার পেতলের কাজ ময়লা ধরা, হায় ভগবান। যাই হোক যখন এসে পড়েছি। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দারুণ ভিড় দেখা গেল, বেশি বয়সের ফরাসী লোকগুলো খাচ্ছে গোগ্রাসে।

কাউন্টারের পাশ থেকে গ্রেনভিলকে দেখেই জালার মত একটা পেটমোটা লোক এল এগিয়ে, 'মঁসিয়ে গ্রেনভিল? দেখছি তো ঠিক? আসেন নি কদ্দিন।' হাসতে হাসতে বলল গ্রেনভিল, 'এনেছি এক বিশিষ্ট বন্ধুকে...'মাদাম রলফ' তারপর বলল, হেলগার দিকে ফিরে, 'এ হল ক্লদ, আগে হেডকুক ছিল ট্যুর দ্য আরজেন্টের। বহুদিনের জানাশোনা আমাদের।'

হেলগা একটু হতচকিত হয়ে হাত মেলালো ক্লদের সঙ্গে। 'ক্লদ একটু বিশেষ খাবার চাই, তবে যেন খুব গুরুপাক না হয়, দিও হালকার ওপরে। বুঝেছ?'

'মঁসিয়ে গ্রেনভিল নিশ্চয়ই, আসুন এদিক দিয়ে,' একটা ছোট্ট ছিম্‌ছাম ঘরে নিয়ে গিয়ে ওদের বসালো, টেবিল সাজানো চারজানের জন্যে। নিরালা বেশ এবং সাজানো নিখুঁত।

এতটা আশা করে নি হেলগা, চেঁচিয়ে উঠল প্রায়, 'কিন্তু ভারী চমৎকার এ জায়গাটা তো। ভাবতেই পারি না আমি প্যারিসে এমন সুন্দর জায়গা আছে।'

ক্লদ আর গ্রেনভিল হাসলো পরস্পরের দিকে চেয়ে। 'আছে এবং প্রিয় জায়গা আমার এটা।...বলুন কি খাবেন এবার? মাছ পছন্দ হয়?'

'হ্যাঁ।'

ক্লদকে বলল গ্রেনভিল, 'তাহলে দুজনের জন্যে বেলুন দু'টো করে আর সোল কার্ডিনাল। মাসকাদেৎ তার আগে।'

ক্লদ চলে গেল অর্ডার নিয়ে। হেলগাকে আশ্বাস দিল গ্রেনভিল, 'হতাশ হতে হবে না আপনাকে। এখানকার সোল কার্ডিনাল খাবারটা প্যারিসের বিখ্যাত।

গ্রেনভিল এর ফাঁকে হেলগাকে সিগারেট বাড়িয়ে দিল। 'কেসটা দারুণ সুন্দর তো?'

'হ্যাঁ, একজন অস্ট্রিয়ার কাউন্ট আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন এটা, তার একটু সামান্য উপকার করেছিলাম।' চিন্তা করল গ্রেনভিল, সেই মোটা মহিলার সঙ্গে বলরুমে নাচা যে কত শক্ত তা বোঝানো কঠিন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেলগা দেখে নিল একবার গ্রেনভিলকে, ব্যাঙ্গের ঝিলিক যেন ওর বাদামী চোখে।

'তা আপনি প্যারিসে কি করছেন?'

'ব্যবসা আর আনন্দ উপভোগ করতে,' তারপর নিজের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়ে বলল, 'কি জন্য এসেছেন আপনি? জামা কাপড় কিনতে?'

'ব্যবসা করতে আমিও এসেছি। তবে কাপড়ও কিনবো।'

'প্যারিসে ব্যবসা করতে এসেছেন আপনার মত সুন্দরী মহিলা, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না সব বাজে কথা বলছেন।'

তারপর কপাল চাপড়ে হঠাৎ বলল, 'হায় হায় আমি কি হাঁদা। মাদাম রলফ, তাই না? বিখ্যাত মাদাম রলফ?'

গুঁড়ো বরফের ওপর বসানো ঝিনুক এল। ঝুঁকে পড়ে ক্লদ বলল, 'এগুলো অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঝিনুক, এদের আমি খাওয়াই নিজের হাতে।'

'সত্যিই খেতে চমৎকার।' গ্রেনভিল প্রশংসায় মাথা নাড়ল। ক্লদ অন্য খাবার আনতে চলে গেল।

গ্রেনভিল হেসে বলল, 'তাহলে সেই কিম্বদন্তীর মাদাম রলফ আপনিই। আপনার কথা সব কাগজেই থাকে। খুব গর্বিত মনে করছি নিজেকে আর দুজনে আমরা উঠেছি একই হোটেলে, কি আশ্চর্য।"

গ্রেনভিলের মুখের দিকে তাকাল হেলগা, 'অত্যন্ত ধনী করে দিয়েছে আমাকে ভাগ্য। তবে আমার কাছে বড্ড নীরস লাগে জীবন, এই আমার পজিশনে।'

তার দিকে গ্রেনভিল তাকিয়ে সহানুভূতি দেখাল।

'হ্যাঁ বুঝতে পারছি আমি, খবরের কাগজের লোকেদের, সজাগ দৃষ্টি স্বাধীনতা বলতে গেলে না থাকারই মত অথচ দায়িত্ব প্রচুর,' মাথা নেড়ে একটা ঝিনুক খুলতে খুলতে বলল গ্রেনভিল, 'হ্যাঁ অসুবিধে হয় না বুঝতে, আপনার অবস্থা।'

মনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া এই লোকটার সম্বন্ধে হেলগা ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে উঠছে। হঠাৎ দুম্ করে প্রশ্ন করে বসলো কি ব্যবসা আপনার?'

'এটা সেটা। প্লীজ খাবারটাকে নষ্ট করবেন না ব্যবসার মত নীরস কথা দিয়ে। আপনার পদতলে প্যারিস। পৃথিবীর উত্তেজক শহরগুলোর মধ্যে তুলনাহীন প্যারিস।' সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের ইতিহাস বলতে গ্রেনভিল শুরু করল আর হেলগা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল। কথা বলার ফাঁকে সোল কার্ডিনাল চলে এল। খাওয়া শেষ করে কফিতে চুমুক দেওয়া পর্যন্ত কথা বলে গেল একটানা গ্রেনভিল।

'এত আনন্দ পাইনি বহুদিন খাবার খেয়ে, আর শিখিও নি এত কিছু' হেসে বলল হেলগা।

গ্রেনভিল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল, 'হ্যাঁ মন্দ ছিল না খাবার। আর আমি কথা বলি, তবে মনের মত সঙ্গী না পেলে বলি না। আচ্ছা উঠতে হবে এবার? এক জায়গায় ব্যবসার ব্যাপারে যেতে হবেই আমাকে। চলুন হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।

ওরা বেরিয়ে পড়ল টাকা পয়সা চুকিয়ে। গাড়ি স্টার্ট করার আগে বলল, 'এর পুনরাবৃত্তি আপনি পছন্দ করবেন কিনা জানি না। কম কথা বলতে চেষ্টা করবো আমি। একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট আছে ফনতেন ব্লুতে। ওখানে কাল রাতে ডিনার খেলে কেমন হয়।'

একটুও দ্বিধা করল না হেলগা। রহস্যময় লাগছে লোকটাকে, ভালও লাগছে, প্লাজা এথিনী হোটেলে পৌঁছে দিল গ্রেনভিল। হেলগাকে লিফ্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

'আমি কি তোমাকে হেলগা বলে ডাকতে পারি?...ভারী মিষ্টি নাম,' বলল গ্রেনভিল।

'ক্রিস নিশ্চয়ই ডাকবে।' উত্তর দিল হেলগা

'তাহলে ঐখানেই দেখা হবে কাল রাতে আটটার সময়।'

হেলগা গ্রেনভিলের হাত মৃদু স্পর্শ করে উঠে গেল লিফ্‌টে।

জো প্যাটারসন একটা ঘেরা জায়গায় বসে অবাক হয়ে দেখছিল ওদের।

হেলগা চলে যেতেই গ্রেনভিল এগিয়ে গেল প্যাটারসনের দিকে।

'মিঃ প্যাটারসন চিন্তা করবেন না...আর কয়েকটা দিন,' তারপর হাঁ করা অবস্থাতেই প্যাটারসনকে ও ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। একটা খাম আর কাগজ চাইল রিসেপশন ডেস্কে।

লিখল কার্ডে, 'হেলগা, তোমার অতুলনীয় রূপ আর সঙ্গদানের জন্য ধন্যবাদ।'

খামে কাগজটা ভরে হেলগার নাম লিখল ওপরে, 'মাদাম রলফকে বারোটা লাল গোলাপ পাঠিয়ে দেবেন, আমার নামে বিলটা হবে,' গ্রেনভিল মেজাজের মাথায় কথাটা বলে হোটেল ছেড়ে বড় বড়

পা ফেলে বেরিয়ে পড়ল। গ্রেনভিল ও আর্চার সেদিন সন্ধ্যে বেলায় প্যাটারসনের সঙ্গে দেখা করল জর্জ ফিফ হোটেলের ডাইনিং হল-এ। প্যাটারসনের মেজাজটা খুব ভাল, তবে একটু মাতাল।

'আর্চার তুমি ঠিক লোককে বেছেছো।' গ্রেনভিলকে লক্ষ্য করে খাবারের অর্ডার দেবার পর বলল, 'তুমি সত্যিই দারুণ, তুখোড়। ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি তুমি এগোতে পারবে। ওই চিড়িয়াটির মাথা তুমি ঘুরিয়ে দিয়েছ। এখন ও লটকে গেছে।'

ভ্রূ কুঁচকে গ্রেনভিল বলল, 'মিঃ প্যাটারসন এটাই আমার পেশা।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিক দারুণ কাজের লোক।'

প্যাটারসন খাবার খেতে খেতে বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে গ্রেনভিলকে। কিভাবে তৈরি হবে হলিডে ক্যাম্প, দক্ষিণ ফ্রান্সে কত কষ্ট করে এক টুকরো জায়গা জোগাড় করতে পেরেছে কাজে হাত দেওয়া যাবে বিশ লাখ ডলার পেলেই। শুধু এখন কেরামতি গ্রেনভিলের। টাকাটা হেলগার কাছ থেকে বের করতে পারলেই কেল্লা ফতে। ছাপানো হয়ে গেছে নক্‌শা ইত্যাদি। ব্যাপারটা দারুণ ঝকমকে। গ্রেনভিল যেন ওগুলো পড়ে নেয় ঠিকমতো।

মাথা নাড়লো গ্রেনভিল। 'প্যাটারসন, বলে চলল ওকে যদি একবার বঁড়শিতে গাঁথতে পারো, তবে অন্য জায়গাও খোঁজা যাবে। কর্সিকার একটা সুন্দর জায়গার ওপর নজর আছে আমার। বলেও রাখতে পারো ওকে।'

এতদূর শোনার পর আর্চারের মনে হল প্যাটারসন বড্ড বাড়াবাড়ি করছে, একটু বাস্তব জগতে ওকে নামিয়ে আনা উচিত, 'মিঃ প্যাটারসন। আমার উচিত যে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া, হেলগা এক কঠিন ঠাঁই। টাকা ঢাললেও ওই ব্যাপারে কিন্তু ঘুমন্ত পার্টনার হয়ে থাকবে না, মাথা গলাবেই। কন্ট্রোলও হয়তো চাইবে খানিকটা।'

চেঁচিয়ে উঠলো প্যাটারসন, 'আমার ব্যবসায় একটা বাজে মেয়ে মানুষকে মাথা গলাতে দেবো না। তুমি ওকে বলে দেবে গ্রেনভিল, ও তার টাকার শতকরা ২৫ ভাগ পাবে, কন্ট্রোল না।'

গ্রেনভিল আর্চারকে চমকে দিয়ে মিষ্টি করে বলল, 'কোনো সমস্যা এতে হবে বলে মনে হয় না। পূর্ণ বিশ্বাস আমার ওকে আমি রাজি করাতে পারবো আপনার শর্তেই।'

প্যাটারসন খুশিতে ডগমগ হয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিল, 'কথা হল এই তো। পড়ে নাও এগুলো সব, তারপর এগোবে কিভাবে ঠিক করে নাও। টাকা ওর কাছ থেকে বের করতে সময় কত লাগবে বলে মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকালো গ্রেনভিল, খাবার এল নতুন, গ্রেনভিল খেতে খেতে বলল, 'তাড়াহুড়ো করা এ ব্যাপারে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মিঃ প্যাটারসন। তবে দিন দশেক লাগবে বলে মনে হয়।...একবার বিছানায় ওকে তুলতে হবে।'

'বাঃ চমৎকার। তবে একটু টেনে চললে খরচের দিকটা ভাল হয়।'

খাবারের ওপর গ্রেনভিল ছুরি চালাতে চালাতে বলল, বিশ লাখ ডলারের পিছনে ছুটতে হলে এসব ছোটখাট খরচে বিচলিত হলে চলে না। মাদাম রলফের ধারণা হয়েছে আমি বড় লোক। বজায় রাখতে হবে সেই ঠাটটা।'

'নিশ্চয়ই, তবে খেয়াল রেখো, আমি তো আর টাকার গাছ নই।'

'কেই বা হতে পারে আজকালকার দিনে টাকার গাছ?' গ্রেনভিল কথাগুলো বলে সম্পূর্ণ অন্য কথায় চলে গেল। রাতের প্যারিস আর তার রঙ্গরস।

খাওয়া শেষ হলে একটা কাগজে নামকরা এক বেশ্যাবাড়ির ঠিকানা লিখে প্যাটারসনের হাতে দিল, গল্পের মধ্যে এর নাম করতে, প্যাটারসন যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে 'ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে ক্লুদের খোঁজ করবেন।'

প্যাটারসন চলে যেতেই গ্রেনভিল ওয়েটারকে ডেকে আরও একটু ব্র্যান্ডি দিতে বলল।

'বাজে নোংরা টাইপের লোক,' কটাক্ষ করল গ্রেনভিল প্যাটারসন সম্বন্ধে।

'তা ঠিক, কিন্তু রুজিরোজগারের একমাত্র আমার ভরসাস্থল বর্তমানে,' উত্তর দিল আর্চার।

'হেলগা এই হাস্যকর ব্যাপারে মত দেবে বুঝি, একেবারেই তুমি বিশ্বাস করো না?'

মাথা নেড়ে গ্রেনভিলের প্রশ্নের উত্তরে সায় দিল আর্চার, 'বিশ্বাস করি না আদৌ, কিন্তু প্যাটারসন

যতদিন মনে করবে হেলগা, টাকা দিতে পারে আমার লাভ ততদিনই। একশো ডলার পাব সপ্তাহে আর তুমি ওর পয়সায় মৌজ করে বেড়াতে পারবে।'

'আর যখন হেলগা না বলবে তখন?'

একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে আর্চার বলল,' তুমি তখন ছুটবে অন্য কোন ধনী বিধবার পেছনে আর খুঁজে বেড়াবো আমি উদ্যমী নতুন কোনো ব্যবসায়ীকে।'

গ্রেনভিল কফিতে চিনি ফেলে বলল, 'তুমি আদৌ এ ব্যাপারটায় সিরিয়াস নও, তাই না।'

ওর দিকে আর্চার তাকাল, সত্যকে মেনে নেওয়াই কি ভাল নয়।

'এটা তো পরাজিতের মনোভাব। খুঁটিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা। পৃথিবীর সেরা একজন ধনী মহিলাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি জয় করে ফেলেছি। দারুণভাবে চাইছে ও আমাকে শয্যাসঙ্গী করতে। প্রেমিকের আসনে একবার বসতে পারলে আর খুব বুদ্ধিমানের মত এগোলে ওর কোটি কোটি টাকার নাগাল পেয়ে যাবো আমি। স্বীকার করছি এইসব ফন্দী আঁটা যে ষড়যন্ত্র করা আমার লাইনের কাজ নয়। তোমার কাজ বলেই ওটা আমার ধারণা। শুধরে দেবে ভুল বললে, কেমন? এবং তারপরে আর বলার কিছু নেই।'

'বলে যাও, থেমো না, অনেক কিছু মনে হচ্ছে বলতে চাও তুমি,' মনে মনে আর্চার সাবধান হয়ে উঠলো।

'আমি বলি কি আমরা প্যাটারসনকে বাদ দিই, একসঙ্গে তুমি আর আমি পার্টনার হই। হেলগার কাছ থেকে যা টাকা পাওয়া যাবে ভাগ করে নেবো দুজনে।'

আর্চার অনেকক্ষণ চিন্তা করে মাথা নাড়লো, 'ক্রিস খুব ভাল হবে না জিনিষটা। প্যাটারসনের টাকা পয়সার সাহায্য না পেলে আমরা এগোতে পারব না এক পাও। মাজোরাটি গাড়ি চড়া তোমার পক্ষেও হবে না বা থাকা হবে না প্লাজা এথিনীতে। আর অর্থকষ্টের শেষ থাকবে না আমার। মানছি যে প্যাটারসনকে বাদ দিলে ভালই হতো আমাদের পক্ষে, কিন্তু টাকার কি হবে? আর একটা কথা হেলগার, তুমি তো শুধু একটা দিকই দেখেছ আর ভাল দিক সেটা। আমি ওকে চিনি। অন্যদিকে আছে ওর ধূর্ততা, কঠোরতা, আর টাকা পয়সা ও দারুণ বোঝে। ওর সম্বন্ধে বলে রাখি কয়েকটা কথা। একজন নামকরা অ্যাটর্নি ছিলেন হেলগার বাবা এবং আইন অর্থনীতিতেও ওর নিজের ভাল ডিগ্রী আছে। ও মউসানাতে ওর বাবার ফার্মে কাজ করেছে, আমিও একজন পার্টনার ছিলাম ওখানে, তাই আমি জানি ওর ক্ষমতা কতটা। ওকে হালকা ভাবে কখনও নিও না। ও মুহূর্তের মধ্যে জালিয়াতির ব্যাপার ধরে ফেলতে পারে। খুব ভাল বুদ্ধিও। তবে দুর্বলতাও আছে ওর। আর সেটা হল সেক্স। ওর কাছে প্রাধান্য পাবে না ওর দেহগত প্রেমের ব্যাপারটা, টাকা পয়সার কথা যদি তাতে জড়িয়ে থাকে?'

'দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত,' বললো গ্রেনভিল। 'তবে ধন্যবাদ এ খবরগুলোর জন্যে। কিন্তু এখনও আমার মনে হচ্ছে প্যাটারসনকে বাদ দেওয়া যেত। বলছি না এখুনি, নয় আগে বধ করি হেলগাকে তারপর। এটা কিন্তু জ্যাক এখন নির্ভর করছে তোমার উপর। বুদ্ধি খাটিয়ে তুমি যদি একটা পথ বের করতে পার তবে ওর কাছ থেকে কয়েক লাখ হাতাতে পারবো। আমি এটুকু আশ্বাস দিচ্ছি হেলগাকে আমি সামলাতে পারবো, তবে, তোমায় ছকতে হবে প্ল্যানটা।'

আর্চার চোখ আধবোজা করে চিন্তা করতে লাগলো, ও হেরে গেছে শেষ লড়াইয়ে হেলগার কাছে। হয়তো এবার সুযোগ আসছে প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু কি ভাবে? 'চিন্তা করে দেখি,' আর্চার বললো।

'আমার কথাও তাই। সময় আছে হাতে দশ দিন। ততদিন টাকা পেয়ে যাবো এই বাজে লোকটার কাছ থেকে। বোঝাব ওকে, উৎসাহ দেব এই বলে খুব এগোচ্ছি আমরা। তারপর ফেলে পালাবো। অতএব চিন্তা করো না।'

'ক্রিস তোমাকে কিন্তু আমি আবার সাবধান করে দিচ্ছি, হালকা ভাবে নিও না হেলগাকে। ও দারুণ ধূর্ত।'

গ্রেনভিল হাসল সুরেলা গলায়, 'যদি তুমি দেখতে কিভাবে ও আমাকে আজ দুপুরে দেখছিল' তাহলে ভাবতে না এত। টুকটুক করছে পেকে, পড়বে হাত পাতলেই।'

সেই ছোট্ট ঘরে হোটেলের মধ্যে ফিরে প্রায় দু ঘণ্টা গা এলিয়ে চিন্তা করেও আর্চার কোনো পথ পারল না বের করতে।

শেষ পর্যন্ত রাত এগারোটার খবর শোনার জন্যে ক্লান্তিতে হতাশায় রেডিওটা চালিয়ে দিল। সেদিনের সবচেয়ে বড় খবর হল প্যারিসের ওরাল এয়ারপোর্টে, পাঁচজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে মুক্তিপণ হিসেবে এক কোটি ফ্রাঁ না দিলে ছাড়া হবে না ওদের।

রেডিও বন্ধ করে বিরক্ত হয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শোবার বন্দোবস্ত করতে করতে হঠাৎ বন্ধ রেডিওর দিকে তাকিয়ে। তার মাথায় একটা চিন্তা এল এটা নাকি একটা বড় কোনো ব্যাপারের কাজ। ভাবা যাক, সে রাতে ঘুমোতে পারল না ভালোমত।

ছোট্ট রেস্টুরেন্ট ফন্তেন ব্লু প্যালের কাছে একটা গলিতে, নাম রিলেই দ্য ফ্লোরে। মাদাম তোরেন হোটেলের মালকিন, হেলগা আর গ্রেনভিলকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

যত্ন করে হেলগাকে বসিয়ে গ্রেনভিল বলল, 'আমি আগেই অর্ডার দিয়ে রেখেছি, চিকেন অলিভার ফ্রান্সের বিখ্যাত খাবার তোমাকে খাওয়াবো। খেতে দারুণ আর এ রান্নাটা মাদাম তোরেন খুব কষ্ট করে শিখেছেন। একটা অন্য কিছু পানীয় ততক্ষণে খাওয়া যাক্।'

হেলগা একটা দারুণ সুন্দর পোশাক পরেছিল। হাসলো শুধু, প্যারিস সম্বন্ধে 'প্রায় সব কিছুই জানো তুমি ক্রিস। ভাল লাগছে দারুণ জায়গাটা, বড় বড় হোটেল দেখলে আজকাল আমার গা রি রি করে।'

এ কথা মুখে বললেও হেলগা মনে মনে ভাবছিল, খুব রহস্যময় লোকটা। মনে হয় চমৎকার হবে শয্যাসঙ্গী হিসেবেও, তুলনাহীন স্বামী হিসেবেও।

'আমি ঘুরতে ভালবাসি। তোমাকে নিয়ে আমার ইচ্ছে ভিয়েনা, প্রাগ মস্কোর রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে ঘুরি। ও সব কথা থাক। শোনো চিকেন অলিভারের কথা। সবার সেরা ফ্রান্সের রন্ধন শিল্পী হলেন অলিভার। রান্না করাও খুব কঠিন, এতে নানা জিনিস দরকার, ডিমের কুসুম দুটো, পুরু সর, মাখন, মদ বানিয়াক, ট্যারাগন, স্যালাড, আরও অনেক কিছু। এই কারণে খেতে এত ভাল হয় যে মাংসটা সব শেষে চুবিয়ে দেওয়া হয় চিংড়ী মাছের সঙ্গে।

'মনে হয় এটা পৃথিবীর ব্যাপার নয়,' বলল হেলগা।

'অসাধারণ, উপযুক্ত খাদ্য অসাধারণ সুন্দরী মহিলার।'

স্তাবকতায় হেলগার মাথা ঘুরে গেল। প্রাথমিক হালকা মদ খাবার সময় হেলগা বলল, 'ক্রিস, একটা কথা বলো, কি করো তুমি—মানে কি করে চলে তোমার?'

আর্চার সকালেই গ্রেনভিলকে ডেকে পাঠিয়েছিল। বলেছিল খুব সূক্ষ্মভাবে একটা ব্যাপার এসেছে ওর মাথায়, তবে ভাবতে হবে আরও এবং কি করে খেলাতে হবে হেলগাকে তার বিস্তারিত বর্ণনা তাকে দিয়েছে। মাথা নেড়ে প্রতিটি কথায় সায় দিয়েছিল গ্রেনভিল।

'হেলগাকে নিয়ে আজ রাতে ঘোরাফেরা করে পৌঁছে দিও হোটেলে। কিন্তু ওর সঙ্গে কিছুতেই শুয়ো না। আমি চিনি হেলগাকে, যতো ওকে টাঙিয়ে রাখবে তত সাহসী হবে ওকে খেলানো। হোটেল থেকে পরদিন সকালে কেটে পড়বে দু'দিনের জন্যে। চিঠি লিখে মিষ্টি করে জানিয়ে দেবে বাইরে যাচ্ছ ব্যবসার কাজে। বেশ তেতে উঠতে দাও ওকে, এবং তাতবেই ও। হেলগাকে নিয়ে দু'দিন পরে ফিরে যা খুশি তাই করবে। দেখবে তখন ওকে নিয়ে কোন অসুবিধে আর হচ্ছে না।'

গ্রেনভিলের উপদেশটা মনঃপূত হয়েছিল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেলগার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'সামান্য কিছু ব্যক্তিগত আয় গ্রেনভিল ট্রাস্ট থেকে আমার আছে। তাতেই খরচ চলে যায় আমার। আমি এখন ব্যবসা পত্তরের ব্যাপারে টাকা জোগাড় করার কাজ করছি একজন ধনী আমেরিকান ভদ্রলোকের হয়ে। কথা বলতে হয় আজেবাজে লোকেদের সঙ্গে। তাদের খোসামোদ করতে হয় টাকা দেবার জন্যে।...দিন কেটে যায় এই করেই। বলা যায় না, কাজটা তো লেগেও যেতে পারে। তাহলে টাকা হয় বেশ কিছু।'

জানতে চাইল হেলগা, 'স্কীমটা কি তোমাদের?'

'তুমি ইন্টারেস্টেড হতে পারো এমন কিছু নয়।' আর্চারের কথামতো গ্রেনভিল অভিনয়

করলো, 'বাদ দাও, হাতের কাছে এত সুন্দরী সঙ্গিনী থাকলে খারাপ লাগে ব্যবসা বাণিজের কথা চিন্তা করতে।'

খাবার এল ঠিক সেই সময়। সত্যিই এত ভাল খাবার কখনও হেলগা খেয়েছে বলে মনে হয়না।

খাবার সময় হেলগা গ্রেনভিলকে কথা বলতে বাধা দিল না। অন্য কথা সে ভাবছিল। গ্রেনভিল যেন সম্পত্তি বেচাকেনার কথা বলছিল। অঢেল টাকা আছে হেলগার। গ্রেনভিলকে এই স্কীমের ব্যাপারে বাড়িয়ে বললে ওকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে পারবে।

প্যারিসে ফেরার সময় মাজোরাটিতে চেপে হেলগা বলল, 'সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসার এই ব্যাপারটা ঠিক কি? ক্রিস হয়ত আমি আগ্রহী হতে পারি।'

মনে মনে হাসলো গ্রেনভিল। সত্যিই এই মহিলাটিকে চিনেছে হাড়ে হাড়ে।

'নিশ্চয়ই না। তোমার রলফ ইলেকট্রনিক নিয়ে তুমি ব্যস্ত থাকো ভীষণ। না...তোমার জন্যে এসব ব্যবসা নয়।'

'তুমি সেটা জানলে কি করে? ভাল লাগতেও তো পারে আমার,' হেলগা একটু ঝেঁঝে উঠলো।

বস এর সঙ্গে আমি কথা না বলে আলোচনা করতে পারি না তোমার সঙ্গে। দুঃখিত হেলগা, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য কিছু করা চলবে না, তবে তোমাকে আমি বলছি এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ তোমার থাকবে না।'

হেলগা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ঠিক আছে।'

তারপর ফন্তেন ব্লু জঙ্গলের প্রাচীন ইতিহাস বলতে শুরু করলেন গ্রেনভিল। ভাল লাগছিল না হেলগার। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল ঐ সম্পত্তি। কেনাবেচার কথাটা, আর ভাল লাগছিল না অন্য কিছুই। আর্চার বলে রেখেছিল এরকমই হবে। যদি ভাল হয় এই স্কীমটা তবে হাতানো যেতে পারে কিছু টাকা। হেলগা ভাবলো আর বাড়তি সুবিধে হল তাতে ও কাছে পাবে তার প্রাণের ক্রিসকে।

প্লাজা এথিনী হোটেলে ফিরে এল। 'হেলগা, খুবই দুঃখের কথা, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার বসের সঙ্গে দেখা করার কথা।...ভালই কাটলো সন্ধ্যেটা, বিশেষ করে মধুর সঙ্গের জন্য ধন্যবাদ।'

প্যাটারসন একটা কেবিনে বসে সব লক্ষ্য করছিল।

'এবং ধন্যবাদ তোমাকেও ক্রিস। ভাল লেগেছে দারুণ, বিশেষ করে ওই খাবারটা।'

ওকে লিফ্‌ট পর্যন্ত গ্রেনভিল পৌঁছে দিল। আলগাভাবে হাতে চুমু খেয়ে তাকালো হেলগার দিকে গভীর ভাবে।

রাত এগারোটা। মানসিক সুখ নিয়ে বহুদিন পরে হেলগা ঘুমিয়ে পড়ল আরামে। আমাকে লোকটা ভালোবেসেছে। বিশেষ করে লিফ্‌টের কাছে তাকানোর পর হেলগা বুঝে নিয়েছে তার প্রেমে পড়ে গেছে গ্রেনভিল। অমন গভীরভাবে কোনো পুরুষ তাকাতে পারে না নারীর দিকে। হায় যদি জানতো হেলগা যে পেশাদার প্রেমিক গ্রেনভিল।

আঁতকে উঠলো হেলগা বিছানায় শুয়ে। আবার কবে দেখা হবে গ্রেনভিলের সঙ্গে তার? কোন কথা তো হয়নি? ওর সঙ্গ বিনা প্যারিসে দিন কাটানো মুশকিল। গ্রেনভিলহীন প্যারিস তার কাছে শশ্মান। নিজের মনেই একটু পরেই বলল, হেলগা উত্তেজিত হয়ো না, তোমাকে ও ভালোবেসে ফেলেছে, কোথায় যাবে। নিজের থেকেই কালকেই টেলিফোন করবে।

অথচ ঘুম আসছে না দুশ্চিন্তায়। ঘুমের ওষুধ শেষ পর্যন্ত খেতেই হল।

পরদিন সকাল দশটায় ঘুম ভাঙলো। কফি নিয়ে বসেছে এমন সময় টেলিফোন এল। টেলিফোন ধরলো লাফিয়ে গিয়ে, 'রিসেপশন কাউন্টার থেকে বলছি আমরা, একটি চিঠি আছে আপনার মাদাম, সেটা কি পাঠিয়ে দেব?'

হেলগা হতাশ হয়ে বলল 'পাঠিয়ে দিন।'

একটা বাচ্চা চাকর এল কয়েক মিনিট পরে একগোছা গোলাপ আর চিঠি নিয়ে।

'চলে যেতে হচ্ছে নীরস ব্যবসার খাতিরে। গত সন্ধ্যায় তোমাকে খুব কাছে পেয়ে ভাল

লেগেছিল। দুদিন পরে আশা করি দেখা হবে আবার—ক্রিস।'

হেলগা খবরটা পেয়ে হতাশ হয়ে গেল। তবে ঐ টুকুই আশার আলো, আবার ও দেখা করতে চাইছে আমার সঙ্গে।

হেলগা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। প্যারিস ঝলমল করছে বসন্তের সোনালী আলোতে। কিন্তু তার কাছে এই দুদিন প্যারিস অন্ধকার হয়ে থাকবে।

হেলগা নরক যন্ত্রণা ভোগ করল দুটো দিন, যেমনটি আর্চার চেয়েছিল। লোমান আর উইনবর্গ ওকে ভার্সাইয়ের কাছে একটা জায়গা দেখাবার জন্যে নিয়ে যেতে চাইলেন, জায়গাটা ভাল হবে কিনা নতুন কারখানার জন্য। গেল বাধ্য হয়েই, হাতে তো আর কোন কাজ নেই। আলোচনাও হল রাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে। তবে হেলগা কোন কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছিল না। গ্রেনভিলের কথা তার মনে পড়ছিল। মন্ত্রী ডিনারের নেমন্তন্ন করলেন, ব্যাপারটা পাকাপাকি করার জন্যে। অগত্যা হেলগাকে যেতেই হল।

লোমান আর উইনবর্গ পরের দিন কথা বললেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। হোটেলের ঘরে হেলগা শুয়ে ভাবতে লাগলো, গ্রেনভিলও অবিরাম তার কথা চিন্তা করে চলেছে কিনা। সেই পিলের আশ্রয় নিয়ে আবার রাতে ঘুম।

প্যারিস থেকে বেশ কিছু দূরে গ্রেনভিল হোস্ত দ্য শ্যাতুতে ঘুরে বেড়ালো। খেলো পেট ভরে আর ঘুমলো, প্যাটারসনের টাকার শ্রাদ্ধ করে। হেলগার কথা তার মনেই এল না।

সকাল এগারোটা, আন্দাজ দুদিন পরে প্লাজা এথিনী হোটেলে ফিরে এল। টেলিফোনে কথা হল আর্চারের সঙ্গে।

'এবার যাও আর জয় করে ফেলো ওকে। আমার কথা হয়েছে প্যাটারসনের সঙ্গে। ও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।' তারপর কি কি করতে হবে আর্চার গ্রেনভিলকে তার এক লম্বা ফিরিস্তি দিল।

গ্রেনভিল ঐ ভাবেই এগোবে সে জানালো। তবে একটা কথা, টাকা ফুরিয়ে আসছে। আর্চার এ ব্যাপারে সরাসরি প্যাটারসনের সঙ্গে কথা বলতে বললো।

সেইমত প্যাটারসনের ঘরে গিয়ে দেখল কর্সিকার একটা ম্যাপ নিয়ে শাপিলোর সঙ্গে দুজনে খুব ব্যস্ত। প্যাটারসন গ্রেনভিলকে দেখেই গর্জে উঠলো, 'কি হচ্ছে কি? কোথায় ডুব মেরেছিলে দুদিন?'

একটা চেয়ার টেনে গ্রেনভিল হেসে বসলো। 'একটু ভালোমত হেলগাকে তেতে ওঠার সময় দিচ্ছিলাম। এই নিয়ে জ্যাকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। চরমে উঠবে আজ রাতেই।'

'তা আজ রাতে কি হবে?'

কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হবে না প্যাটারসন।

'ওকে ব্লু-স্কাই-এর কথা বলে আমি ওর সঙ্গে বিছানায় গিয়ে শোব।'

একটু চিন্তা করে নিয়ে প্যাটারসন বললো, 'মনে হচ্ছে, তারপর কাজ হবে?'

'ভবিতব্য সবটাই।' মনে হয় আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে ও চিন্তা করবে, তবে কি হবে তা বলা যায় না। হতে পারে টোপ সঙ্গে সঙ্গে গিলবে, যদি না হয় হাল ছাড়বো না আমি। আমি কথা দিচ্ছি মিঃ প্যাটারসন, টাকাটা দশ দিনের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন।'

প্যাটারসন সিগারে বিরাট টান দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, তোমার পুতুল তুমি যে ভাবে খুশি খেলবে।

'তা তো খেলবোই, তবে কিছু টাকার যে দরকার এখন। পাঁচ হাজার ফ্রাঁ আপনার দেওয়া শেষ। অন্ততঃ আরও পাঁচ হাজার চাই।'

প্যাটারসন যেন ভস্ম করে দেবে ওকে, 'একটা পয়সাও আর দেবো না। নিজে খরচ কর তুমি। কমিশন পাবে কাজ হলে। কিন্তু এখন দেবো না আর।' বেশ গম্ভীর হয়ে গ্রেনভিল বললো, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার একটা কানাকড়িও নেই। আমার ধারণা ছিল সেটা আপনি জানেন। হয় আরও পাঁচ হাজার দিন, নয় বন্ধ করুন কাজ।...সোজা কথা।'

রাগে লাল হয়ে উঠলো প্যাটারসনের মুখ, 'যে টাকা দিয়েছিলাম, খরচ করেছ কিসে? হিসেব দাও।'

দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রেনভিল, 'তা দেবো, মিঃ প্যাটারসন তবে কিনা, ব্যাপারটা বিশ লাখ ডলারের আর কিঞ্চিৎ বিসদৃশ আপনার মনোভাবটা। ঠিক আছে এখানেই কি সব ব্যাপারটার যবনিকা পড়বে? অন্য কাজ আছে আমার। আমার ভাল লাগে না দরাদরি করতে।'

একটু দ্বিধা করতেই প্যাটারসন শাপিলো সায় দিল মাথা নেড়ে। তিন হাজার ফ্রাঁ মানিব্যাগ খুলে বের করে টেবিলে রাখলো, 'ব্যাস এর বেশি পাবে না।'

'মিঃ প্যাটারসন, ঠিক আছে ব্যাপারটা এখনেই ইতি হোক। দেখুন অন্য কাউকে আমি যখন পাঁচ হাজার বলি তখন পাঁচ হাজারই নিই।' তারপর শাপিলোর দিকে ফিরে বললো, 'চলে যাচ্ছি আজ সন্ধ্যেবেলাতেই। একটা পুরনো দুর্গ কিনতে চায় এক ধনী বিধবা। খালি বেচারী হেলগার জন্যই যা দুঃখ। শধুমাত্র দু হাজার ফ্রাঁ-এর জন্য এমন একটা ভাল প্রেমিককে হারাচ্ছে। আমি কিন্তু বলি সব সময়েই একজন মহিলার ক্ষতি মানে অন্য মহিলার লাভ।' এগোতে এগোতে দরজার দিকে গুডবাই জানালো প্যাটারসনকে।

'এই দাঁড়াও।'

দাঁড়াল গ্রেনভিল, তাকালো ভ্রূ কুঁচকে।

'তোমার পাঁচ হাজার, এই নাও। কিন্তু আমার কাজ চাই-ই।'

আরো দু'হাজার রাখল প্যাটারসন টেবিলের ওপর। এগিয়ে এসে গ্রেনভিল পকেটে টাকাগুলো ভরতে ভরতে বললো, 'আমার ধারণা মিঃ প্যাটারসন সে প্রতিশ্রুতি আমি আগেই দিয়েছি। আর একটা কথা, কখনো আমাকে ভয় দেখাবেন না বা ধমকাবেন না। আমার রীতি কাজ করে যাওয়াই,' গ্রেনভিল ঘর থেকে এই কথার শেষেই বেরিয়ে গেল।

।। তিন ।।

বেয়ারা সকাল সাতটার একটু পরে ট্রে-তে করে ব্রেকফাস্ট এনেছিল হেলগার জন্য। মুখ আঁটা খাম, ট্রের একপাশে। হেলগা সবকিছু ফেলে খুললো খামটা। লেখা আছে ঃ অন্য কোনো খবর তোমার কাছ থেকে না পেলে তোমার ঘরে আমি কি রাত সাড়ে আটটায় যাবো? মন কেমন করছে তোমার সঙ্গ এবং তোমার সৌন্দর্য দুটোর জন্যই। ক্রিস।

সমগ্র সত্তা যেন হেলগার আনন্দে নেচে উঠলো। কফি খেতে খেতে সে সেই আনন্দ সাগরে ডুব দিল। আজ রাতে, এতদিন পরে।

তবে পুরো ব্যাপারটা এবারে রাখতে হবে নিজের মুঠোর মধ্যে। ঐসব রাস্তার ধারের ছোটখাটো হোটেলে চলবে না যাওয়া। এই ঘরে বসে ওরা দুজনে খাবে, তারপর...।

প্রস্তুতি চললো সারাদিন। হোটেলে নিজের ঘরে খাবার বন্দোবস্ত হবে, থাকবে না ওয়েটার, কথাবার্তা নয় আজেবাজে, তারপর ক্রিসকে নিয়ে এক...টেলিফোন এল। ওঁরা আবার ভার্সাই যাচ্ছেন, উইনবর্গ জানালেন। যদি সঙ্গে হেলগা যায় তাহলে ভাল হয়।

ওসব ভালমন্দে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই হেলগার। এখন বসন্ত এসেছে প্যারিসে। ওদের মাথা ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে কাটিয়ে দিল।

তিনটের সময় হোটেলের হেয়ার ড্রেসারকে আসতে বললো। তারপর হেলগা স্নান সারতে গেল সুগন্ধি জলে। আজ রাতে...বিভোর সুখ চিন্তায়, ক্রিস ওকে জড়িয়ে ধরেছে আলতো ভাবে ও কল্পনা করতে লাগলো নরম ওর ঠোঁট জোড়া...নাঃ, হেলগা আর ভাবতে পারছে না।

স্নান সেরে হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালো। 'দেখুন দুজনের জন্য রাতে আমি ডিনার চাই। আমার ঘরে। আর বন্দোবস্ত এমনভাবে করতে হবে যাতে আমরা নিজেরাই পরিবেশন করে নিতে পারি। খাবার চাই স্পেশাল। কি বলেন আপনি?'

'আপনার রুচির ওপর সবটাই নির্ভর করবে মাদাম। যদি একটু আভাস দেন, মাছ, মাংস, মুরগী?'

হেলগার এসব খাবার ভাল লাগে না, 'আমি ওসব জানি না। কিছু স্পেশাল করুন। আর সেরা জিনিস একেবারে হওয়া চাই।'

'মাদাম নিশ্চয়ই হবে। আমি বলি কি এক ধরণের রোস্ট চিংড়ি মাছের সঙ্গে নয়সেৎ দ্য-ভ্যু অ-মরিলে থাকবে থাকবে চীজও, আর সরবৎ শ্যাম্পেন। আমাদের হোটেলের নিজস্ব বিশেষত্ব নয়সেৎ দ্য-ভ্যু। আমরা ওটা হটপ্লেটের ওপর বসিয়ে রেখে যাবো। দরকার হবে না ওয়েটারের।'

মাথা নেড়ে হেলগা সায় দিল, 'এটাই সবচেয়ে ভাল হবে আপনার মতে?'

'মাদাম নিশ্চিন্ত থাকুন। হতাশ হবেন না আপনি। শুধু শ্যাম্পেন, আর অন্য কোন মদ নয়।'

'তাহলে রাত আটটায়...। তাই রইলো ঠিক।'

আর্চার আর গ্রেনভিল ওপাশে একটা হোটেলে শলাপরামর্শে ব্যস্ত। গ্রেনভিল বললো, 'চরম মুহূর্ত কিন্তু আজকেই, শুতে হবে হেলগার সাথে...আরও পাঁচ হাজার খসিয়েছি প্যাটারসনের কাছ থেকে। শেয়ারটা তোমার নিয়ে যাও।'

হাজার ফ্রাঁ পকেটস্থ করলো আর্চার। টাকার ভীষণ দরকার।

গ্রেনভিল বললো, 'প্যাটারসনের কাগজপত্র সব পড়েছি। ঘটে যার এতটুকু বুদ্ধি আছে সে দেবে না একটা আধলাও।'

আর্চার বলল, 'ঠিক তা নয়। মন্দ নয় স্কীমটা। তবে করা বড় মুশকিল। একটা জুয়া খেলা এটা। তবে এ টোপ হেলগা গিলবে বলে মনে হয় না। মেয়েমানুষ দারুণ ধূর্ত। শোন এখন কি করতে হবে'...

আর্চার পাখি পড়ার মত করে আধঘণ্টা ধরে গ্রেনভিলকে কি কবতে হবে, কি ভাবে এগোতে হবে, বুঝিয়ে দিল সব।

গ্রেনভিল বললো, 'বুঝলাম সবই। ওই মতো এগোলামও। কিন্তু ধরো ও যদি তারপর বাজি না হয়। তুমি কি অন্য কিছু ভেবে রেখেছো?'

'ভেবে রেখেছি। তবে এখন হবে না আলোচনা। ওকে নিয়ে শুতে পারাটাই বড় কথা। ও যদি একবার বিছানায় যায় তোমার সঙ্গে, তাহলে ও তোমার', আর্চার বললো একটু হেসে।

বাবুর্চি এসে রাত আটটার সময় টেবিল সাজিয়ে দিল। একটা ট্রলির ওপর হট্‌প্লেটে সাজানো খাবার। বরফের দুটো ককেট, তাতে শ্যাম্পেনেব বোতল। হেলগা সুন্দর একটা পোষাক পরেছে, সোনার গয়না সামান্য, সে অপরূপা হয়ে উঠেছে।

ম্যানেজাব শেষবাবেব মত এসে সব দেখে শুনে গেল, ঠিক আছে সব।

হেলগা অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। ক্রমশঃ কাঁটা এগিয়ে চলেছে সাড়ে আটটার দিকে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা, টোকা পড়লো দরজায়। হেলগা উত্তেজনা চেপে ধীরে ধীরে গিয়ে দরজা খুললো।

গ্রেনভিল নিখুঁত ছাঁটের একটা গাঢ় রঙের স্যুট পরেছে। সেই ওল্ড ইটেনের টাই। হেলগার হাত আলতোভাবে ঠোঁটে ছুঁইয়ে গ্রেনভিল্ বললো, 'তোমাকে কি চমৎকার দেখতে লাগছে। মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পরে দেখা হচ্ছে, তারপর ঘরের ভেতরে এসে খাবার টেবিলে নজর পড়তেই বললো, 'কিন্তু হেলগা, তোমাকে তো নিয়ে আমি...'

'আজ রাতে নয়,' নিঃশ্বাস চেপে হেলগা বললো, 'আজ আমার পালা। এসো ড্রিঙ্ক করা যাক একটু।...ভোদকা মার্তিনি খাবো আমি।'

'ওটা খুব পছন্দ হয় আমার।' একটা চেয়ারে হাতের ব্রীফকেসটা রেখে গ্রেনভিল মদ মেশাতে লাগলো। 'কিছু কেনাকাটা করেছ?'

'না, জমিটমি দেখেই দুটো বুড়োর সঙ্গে সময কেটে গেছে? তোমার?'

হেসে গ্রেনভিল জানালো, তারও বিশ্রী লেগেছে নীরস কাজে। সামনে মদের গ্লাস এনে একটা চেয়ার টেনে গ্রেনভিল বসলো হেলগার পাশে।

'কি খাচ্ছি আজ আমরা?'

হেলগা গ্লাসে চুমুক দিয়ে খুশি হয়ে বললো, 'দারুণ হয়েছে, ঠিক হিস্কল যেমনটি করে।'

'হিস্কল? কে সে?'

আমার যে বাড়ি আছে ফ্লোরিডাতে, ওখানে থাকে, আমার আর ব্যক্তিগত সব কাজকর্ম দেখাশোনা করে, বলতে গেলে ও আমার এক ধরণের গার্জেনও বটে। ওর মত বিশ্বাসী লোক

আর হয় না। আর ওমলেট তৈরী করে অপূর্ব।'

বিশ্বাসী হোক্ আর যাই হোক্ গ্রেনভিল চাকর বাকর সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে চায় না, 'কিন্তু আমাকে তো তা বললে না কি খাওয়াচ্ছ?'

'মনে হচ্ছে তোমার ক্ষিদে পেয়েছে দারুণ?'

মন মাতানো সেই হাসি হেসে গ্রেনভিল বললো, 'পেয়েছে। নীস থেকে এইমাত্র ফিরেছি। একেবারে অখাদ্য খাবার দিয়েছিল প্লেনে। ফলে বলতে গেলে সারাদিন খাওয়াই হয়নি।'

আসলে সে মোটামুটি খানিকটা খেয়েই নিয়েছিল, তবে মন জয় করা মেয়েদের এই সস্তা পথটায় হেঁটে নিল একটু। 'নীস? আমার দারুণ ভাল লাগে দক্ষিণ ফ্রান্স, চলো যাওয়া যাক্।'

যখন গ্রেনভিল চিংড়ি মাছের খাবারটা দিচ্ছিল, তাকে মুগ্ধ নয়নে লক্ষ্য করে হেলগা ভাবছিল, মানুষটা এত সুন্দর, শয্যাসঙ্গী হিসেবে কত না আরো সুন্দর হবে। আমার জীবনে এমন পুরুষ দ্বিতীয়বার কখনো আসেনি। মুখে খাবার দিয়ে সে বললো, 'কিছু বলো নীস সম্বন্ধে।'

'হেলগা, সত্যি কথা বলতে কি, তোমার একটু উপদেশ আমি চাই। দু' একদিনের ভেতর হয়ত সৌদি আরবে যেতে হবে আমাকে, আর আমার যাবার একটুও ইচ্ছে নেই।'

হেলগা দারুণ শক্ পেল কথাটা শুনে 'সৌদি আরব? কেন?' একটিই চিন্তা ওর মাথায়, ঠিক মতো পাইনি এখনো, চলে যাবে তার আগেই।

'ব্যাপারটা অনেক গোলমেলে, যদি শোনো ধৈর্য ধরে তো বলি।' মুখে চিংড়ি মাছটা পুরে বললো, 'খেতে কিন্তু দারুণ, নেবে আরও একটু।'

মাথা নেড়ে হেলগা বললো, 'বল সৌদি আরবের ব্যাপারটা।'

'বাজে একটা কাজ এটা। বোঝাবার জন্য তোমাকে একটু আগেকার কথা বলে নিচ্ছি। আমার একটা বাড়ি আছে ইংল্যান্ডে, বাবার তৈরী, যেটুকু আয় হয় ওখান থেকে তাতে বেশ চলে যেত আগে, ঠিকমত চলছে না আজকাল। ফলে আমায় করতে হচ্ছে এই সব বাজে কাজ। একটা আমেরিকান আছে, সে সম্পত্তি কিনে ব্যবসা-ট্যাবসা করে। তার মাথায় এখন ঢুকেছে ইউরোপের ভাল ভাল জায়গায় তৈরী করবে হলিডে ক্যাম্প। দরকার টাকার। জোগাড় করতে হবে, কিছু এখানকার বড়লোকের কাছে গিয়েছিলা ইন্টারেস্ট নেই ওদের। এখন ধারণা হয়েছে ওর টাকা আনা যাবে সৌদি আরবের হাঁদা বড়লোকগুলোর কাছ থেকে। ওখানে যাবার খরচপত্র আমায় দেবে। বলেছে মোটা ফী দেবে। মনে হচ্ছে যেতেই হবে।'

খাবারটা হটপ্লেটের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এল গ্রেনভিল। 'খুব ভাল লাগছে এই নিজে নিয়ে খাওয়ার আইডিয়াটা।'

এসব কথা হেলগার কানে ঢুকছিল না। আর মাত্র পাঁচ দিন আছে এখানে, ফিরতে হবে তারপরেই প্যারাডাইস সিটিতে। গ্রেনভিল ওকে ফেলে রেখে সৌদি আরবে চলে যাবে, না। হয় না তা, হতে পারে না।

হেলগা জোর করে হাসলো, 'তোমার এই স্কীমটা সম্বন্ধে আমাকে বল ক্রিস।'

ঠুকরোচ্ছে...বুঝে ফেলেছে গ্রেনভিল, তবে এমন ভাব দেখালো বাইরে যেন এ ব্যাপারে কোন আগ্রহই তার নেই। 'এসব কথা বাদ দাও, তোমার ভাল লাগবে না ওসব...বরঞ্চ মন ভরে দারুণ খাবারটা খাওয়া যাক...'

'আমি জানতে চাই এটা কি ব্যাপার?' হেলগা হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠলো, একটু চমকে উঠে গ্রেনভিল বললো, 'ঠিক আছে বলবো, তবে পরে। আমার কাছেই আছে সব কাগজপত্র।' গ্রেনভিল চেয়ারের ওপর রাখা ব্রীফকেসটা দেখিয়ে বললো।

খুব সাবধানে হেলগার সঙ্গে বারবার এগোতে বলেছিল আর্চার। কিন্তু একটু মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ দেখানোর ফলে সে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল।

গ্রেনভিলের ঐ আত্মতৃপ্তির হাসি দেখে বিপদ সংকেতের লাল আলোটা হেলগার মনের অন্তঃস্থলে দপ্ করে জ্বলে উঠলো। বলে দিয়েছিল আর্চার গ্রেনভিলকে যে দারুণ ধূর্ত হেলগা, বেফাঁস একটু কাজ করলেই জুয়াচুরীর ব্যাপারটা ও ধরে ফেলবে। গ্রেনভিল ধনী নির্বোধ মহিলাদের সঙ্গে মিশে মিশে সব মেয়েদের এক শ্রেণীর মনে করে ভুল করলো।

নিজেকে হেলগা প্রশ্ন করলো, এটা কি প্রাথমিক পদক্ষেপ, লোক ঠকানোর ফাঁদ পাতার? অপন মনে গ্রেনভিলকে খেতে দেখে হেলগা ভাবলো ঠিক নয় এত বেশি সন্দেহপরায়ণ হওয়া। অথচ জ্বলেই রইলো লাল আলোটা। ও চায় এই পুরুষটিকে। ভালবেসেছে মনের মানুষ হিসেবে। কিন্তু যদি জোচ্চোর হয়?

হেলগা মনে মনে হিসেব করে এমনি বললো, 'নীসে কী এই জায়গাটা?'

'না ভ্যালাউরিসে। জায়গাটা দারুণ সুন্দর, চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও।'

'জমি আছে কত হেক্টর?' সেটা জানে না গ্রেনভিল, বললো, 'সব কিছু লেখা আছে কাগজপত্র প্ল্যানে। কিন্তু ও সব কথায় মাথা না ঘামিয়ে এসো আনন্দ করে খাওয়াটা সারি। ভাবতেই পারি নি আমি এখানে রান্না হয় এত ভাল। আর একটা নেবে নাকি?'

'না আর নয়, ধন্যবাদ।' বুঝতে পারলো গ্রেনভিল তাকে খুঁটিয়ে হেলগা বিচার করছে। ওর নীল চোখ বিদ্ধ করতে চাইছে খুব অস্বস্তিকরভাবে গ্রেনভিলকে। 'হেলগা এতোটা সিরিয়াস তুমি হয়ো না, আমি তো আগেই বলেছি তোমার ভাল লাগবে না এসব প্ল্যান। আর জানি এও একটা আধলা দেবে না সৌদি আরবের তৈল সম্রাটরাও।'

হেলগা এসব কথার ধারে কাছে গেল না, সরাসরি প্রায় রুক্ষ্ম স্বরে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কাজ করছ কার হয়ে, কে সেই আমেরিকান ভদ্রলোকটি? কি নাম?'

একটু ইতস্ততঃ করলো গ্রেনভিল, 'ওর নাম?...জো প্যাটারসন, এই হোটেলেই থাকে লোকটা।'

'মোটা, বেঁটে, মুখে বসন্তের দাগ।'

গ্রেনভিল হাঁ হয়ে গেল হেলগার এই প্রশ্নটা শুনে, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। বাজে লোক, তাই না?''

'ওকে দেখেছি আমি। কত টাকা চায় এই হলিডে ক্যাম্প তৈরি করার জন্যে?'

বুঝতে পারছিল গ্রেনভিল, তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে পরিস্থিতি ক্রমশঃ। দুঃশ্চিন্তা তার বাড়তে লাগলো হেলগা সম্বন্ধে।

হেসে বললো গ্রেনভিল, 'চাইছে বিশ লাখ ডলার। ওই টাকাতে ওর ধারণা জমি কেনা আর তৈরী হয়ে যাবে ক্যাম্প। কিন্তু কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই টাকা খাটাবে না এতে। তবে এতে যে কিছু লাভ হবে, আমার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কমিশন পাবো দু' পারসেন্ট। মন্দ কি।'

আবার দপ্‌দপ্ করে উঠলো সেই লাল আলোটা। 'হ্যাঁ, তোমার এত আগ্রহ কেন এখন বুঝতে পারছি। হেলগা চুমুক দিল শ্যাম্পেনে।'

'আর এটা হবে না জানি। তবে সৌদি আরব মাঝখান থেকে ঘোরা হবে। লাভ এটুকুই। কখনো যাইনি আগে।'

'জানাশোনা কেউ আছে ওখানে?' আবার অনুসন্ধানী সেই দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে গ্রেনভিল চমকে উঠলো।

'সে সব মিঃ প্যাটারসনই ঠিক করবে বলে মনে হয়।'

আর খাবো না বলে হেলগা হাত গুটালো, কিন্তু গ্রেনভিল ওর খাওয়া খেয়ে চললো। একটা সিগারেট হেলগা ধরিয়ে আয়েস করে বসে বললো, 'হলিডে ক্যাম্প? মন্দ হয় না টাকা খাটালে। বিশ লাখ? তাই তো বললে, টাকা যদি কেউ দেয় মিঃ প্যাটারসনকে, তবে দেবে কি শর্তে?'

মুখের খাবারটা পেটে চালিয়ে গ্রেনভিল বললো, 'শতকরা পাঁচিশ ভাগ সুদ দেবে।'

'মনে হচ্ছে যথেষ্ট। এর চেয়ে ব্যাঙ্ক অনেক কম দেয়।'

এসব ভাল লাগছিল না গ্রেনভিলের, তাব মন খাওয়ার দিকে।

'আমি অতো জানি না।'

একটা কথা, কার কন্ট্রোলে ব্যবসাটা থাকবে?'

'ওটা যতদূর জানি মিঃ প্যাটারসনের হাতেই থাকবে। এ নিয়ে তবে এত মাথা কেন তুমি ঘামাচ্ছো? এসব ব্যাপারে তুমি আদৌ থাকবে না।'

হেলগা চুপ করে থাকলো অনেকক্ষণ, আর এই নৈঃশব্দ গ্রেনভিলকে অস্বস্তির মধ্যে ফেললো।

'দেখো হেলগা...' হেলগা বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিয়ে ওকে বললো, 'যা খাচ্ছো, খাও ভাল

করে। একটা কথা আমি চিন্তা করছি,' ইস্পাতের কাঠিন্য ওর কণ্ঠস্বরে। গ্রেনভিলের ক্ষিদে উবে গেল। চীজ আর সরবতের কথা হেলগা বললো। আর কফি চাইলো নিজের জন্যে।

দুজনে দু' পেয়ালা কফি নিয়ে বসলো। একটা পরিবর্তন এসেছে হেলগার মধ্যে, সেটা বুঝতে পেরে গ্রেনভিল ক্রমশঃ হতাশ হয়ে উঠেছে। বহুদূরের মানুষ যেন হেলগা, নাগালের বাইরে।

'ক্রিস আমায় কাগজপত্রগুলো দাও তো।'

দেহের আকর্ষণে প্রায় চল্লিশ মিনিট হেলগা জর্জরিত হচ্ছিল। চিন্তা করছিল সারাদিন কিভাবে অন্তরঙ্গ করে দুজনে দুজনকে পাবে। কিন্তু ও বুঝতে পেরেছে এখন ওকে ঠকাবার জন্যে জাল পাতা হচ্ছে। তার আর প্রেম নেই গ্রেনভিলের প্রতি।

আর আর্চার একথা বলে দিয়েছিল বার বার গ্রেনভিলকে, 'এসব নিয়ে তুমি সত্যি সত্যি চিন্তা করতে চাও নাকি।' মরিয়া হয়ে গ্রেনভিল প্রশ্ন করলো, পরিস্থিতির লাগাম বুঝতে পারছিল, ও এখন হাতের মুঠোয় চলে গেছে হেলগার।

'ক্রিস কাগজপত্রগুলো দিতে বলেছি,' আবার তার কণ্ঠস্বরে সেই ইস্পাতের কাঠিন্য।

যেন বিব্রত হয়েছে একটু এমন ভাব দেখিয়ে ব্রীফকেস খুলে ঠাণ্ডা মাথায় রঙীন ছাপা কাগজপত্র হেলগার হাতে তুলে দিল।

'একটু ব্র্যান্ডি নাও তুমি...কিছু দিতে হবে না আমাকে,' হেলগা বললো। গম্ভীরমুখে চেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজপত্র, প্ল্যান দেখতে সব শুরু করলো খুঁটিয়ে, বুঝতে পারলো গ্রেনভিল তার আর করার নেই কিছু। কিন্তু সে হাল ছাড়ার লোক নয়।

শেষ হল পড়া। হেলগা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিয়েছিল প্ল্যানটাই পুরো বাজে। কিন্তু তার চাই এই লোকটাকে এবং চাই সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে। তাই বললো মুখে, 'মনে তো হচ্ছে মন্দ হবে না কাজটা। বেশ কিছু টাকা আছে আমার, টাকাটা খাটালে...আচ্ছা মিঃ প্যাটারসন কি সত্যিই দিতে রাজি পঁচিশ পারসেন্ট?...হ্যাঁ খারাপ কি?'

বোকার মত তাকিয়ে রইলো গ্রেনভিল। কি একটা বলতে গিয়ে হেলগার কাছে বাধা পেল। 'দেখো বিশ লাখ ডলার আমার কাছে কিছু নয়। আর যদি তুমি দু' পারসেন্ট পাও তো, ভাল হয় আরও। এক কাজ করা যাক, ঘুরে আসি ভ্যালাউরিস। বেড়ানোও হবে, দেখাও হবে জায়গাটা। ওখানে উঠবো কার্লটন হোটেলে, আমার চেনা জায়গা। তুমি মিঃ প্যাটারসনকে হ্যাঁ বলে দাও, তবে সবকিছু তার দেখে শুনে নিই। রাত সাড়ে এগারোটা মিনিটের প্লেনে যাবো, আজ নয় কাল রাতে। কি বলো তুমি?'

গ্রেনভিল মাথা নাড়লো সম্মোহিতের মত।

'তবে কথা রইলো তাই। আজ আমি বড় ক্লান্ত, কাল রাত সাতটার সময় দেখা হবে হোটেলের লাউঞ্জে।'

ওকে যে প্রায় হেলগা তাড়িয়ে দিচ্ছে এটা বুঝতে পেরে গ্রেনভিল হতাশ হলো। গ্রেনভিল নিজেকে আরও অসহায় বোধ করতে লাগলো কাগজপত্রগুলো রেখে দেওয়াতে। অথচ কোন কিছু করার নেই। এই তার গিগোলা জীবনে প্রথম পরাজয়, ধরা পড়ে গেছে নিজেই।

আর্চারকে ঘরে ফিরে সব খুঁটিনাটি কথা জানালো। আর্চার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সব শোনার পর বললো, বলেই ছিলাম 'ওকে বোকা বানানো সহজ নয়। সব ডুবিয়েছ নিজেই।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে আমি যে কাল যাচ্ছি। জোচ্চোর আমাকে বুঝতে পেরে থাকলে কেন নিয়ে যাবে?'

'এখনও তুমি হেলগাকে চেনোনি, ঠেকে শিখবে। এবার শোনো, তোমার শরীরটাকে ও ভালোবেসেছে। যা বলে মেনে চলো শান্ত ভাবে। একটা আইডিয়া দানা বাঁধছে আমার মাথায়।'

'আর্চার, বলো না কি আইডিয়া।'

অধৈর্য বেশি হতে মানা করে উপদেশ দিল আর্চার, গ্রেনভিল যেন নিজেকে বেশি চালাক না মনে করে।...ধূর্ত হেলগা, তবে কম আমিও যাই না।

গ্রেনভিল ক্যান শহরের কার্লটন হোটেলের ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্লেষণ করছিল। মেয়েদের নিয়ে এই প্রথম খেলার বদলে নিজেই সে একটা মেয়ের হাতের পুতুল হয়ে উঠেছে।

অথচ, প্যাটারসনকে গত রাতে বলতেই লাফিয়ে উঠেছিল, ভ্যালাউরিসে জমি দেখতে যেতে চাইছে হেলগা। গ্রেনভিল চমৎকার কাজ করেছে। হেলগা গিলতে যাচ্ছে টোপ। জানিয়ে দিল এও যে গ্রেনভিলকে ওখানে কিছুই করতে হবে না, শুধু হেনরী লেগারের সঙ্গে ক্যানেতে গিয়ে দেখা করলেই হবে। ওর নাম নম্বর টেলিফোন-ডাইরেক্টরীতে পাওয়া যাবে। ওখানে হেনরীই জমির ব্যাপারটা দেখাশোনা করছে। ওদের নিয়ে হেনরী যাবে যেখানে যাবার।

হেলগার খোঁজ নিতে গেলে ম্যানেজার জানালো বেরিয়ে গেছে, ফিরবে কখন তার ঠিক নেই। গতকাল বিকেলে ঘুরে বেরিয়েছে প্যারিসে। ঘরে সন্ধ্যেবেলা ফিরতেই টেলিফোন এল হেলগার। ওকে তৈরী হয়ে নিতে বললো সম্রাজ্ঞীর মত এবং গ্রেনভিলও সুবোধ বালকের মত তাই করলো।

হেলগার খাতির প্লেনে, এয়ার পোর্টের সর্বত্র। কার্লটন হোটেলে পৌঁছে গ্রেনভিলকে একেবারে কাটিয়ে দিল, আমি দারুণ ক্লান্ত বলে।

হেলগার চিঠি এল সকালে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে, 'ক্লান্ত লাগছে। একটু কাজ আছে আমার। রাত ন'টার সময় লবিতে দেখা হবে। হেলগা।'

বেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো গ্রেনভিল এইবার মহিলার জন্য। একসঙ্গে ভ্যালার্উরিসে যাবে বলেছে। অথচ ও চেনেই না জায়গাটা। কি যে হবে। হেনরী ফোন করলো লেগারকে। অফিস থেকে জানালো মঁসিয়ে লেগার বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন কখন তা ঠিক নেই। এ হল আর এক বিপদ। তবু যদি জানা যায় কোথায় জায়গাটা, তাহলে নিয়ে যাবে হেলগাকে। প্রশ্ন সেইমত করতেই মাদাম রলফকে নিয়ে হেনরীর সেক্রেটারী জানালো হেনরী লেগার ওই জায়গাতেই গেছেন।

গ্রেনভিলের মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল বরফের স্রোত। বর্ণে বর্ণে যে আর্চারের কথা সত্য তার প্রমাণ পেল। উপায় না দেখে আর্চারকে ফোন করে সব কথা জানালো, ঘাবড়ালো না আর্চার। 'হেলগা এতক্ষণে জেনে গেছে যে আগাগোড়াই ধাপ্পা প্যাটারসনের ব্যাপারটা। তবে ওর এখনও তোমার ব্যাপারে আকর্ষণ আছে। নিরীহ, নির্দোষী সেজে যাবে, আসছি আমি। রাতে ক্ল্যারিস হোটেলে পৌঁছবো। ঠিক হয়ে গেছে আমার প্ল্যান, এতে কাজ হবেই। আর আমি বিশ লাখ ডলার উসুল করবোই। যতো চালাকই ও হোক না কেন, আমি ওকে বুদ্ধির লড়াইয়ে হারাবোই।'

মনে মনে ঈশ্বরের কাছে গ্রেনভিল প্রার্থনা করল। 'তাই হোক।' ক্যানে শহরের পথে পথে ঘুরে, সাঁতার কেটে সমুদ্র পেরিয়ে নানারকম দুঃশ্চিন্তায় রাত ন'টার সময় হোটেলের লবিতে কথামতো অপেক্ষা করতে লাগল গ্রেনভিল।

সিল্ক শিফনের হালকা নীল রঙের পোশাক আর সাদা শেয়ালের ফারের কোট গায়ে। হেলগা এসে পৌঁছলো কাঁটায় কাঁটায়।

'ক্রিস দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে যাবো ব্যুল দ্যর-এ, চলো। কেমন দিনটা কাটলো,' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে ঝড়ের মতঃ বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসলো। গ্রেনভিল অনুগতের মত পেছনে।

প্রথম দিন প্যাটারসনের সঙ্গে দেখা করার সময় পুরো পরিস্থিতিটাকে যেভাবে গ্রেনভিল মুঠোয় পুরে নিয়েছিল, আজ হেলগা ঠিক সেইভাবেই মেজাজী হয়ে উঠেছে। দামী দামী মদ, খাবার, হোটেলের ম্যানেজার থেকে বাবুর্চির এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত সেবা। গ্রেনভিলের মাথা ঘুরে গেছে। আর্চারের উপদেশ, যা চাইছে হেলগা সেই ভাবেই চলো।

হেলগা খাওয়ার পর ফিরলো নিজের স্যুইটে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনভিলও এলো। নানা কথার পর হেলগা হঠাৎ বললো, 'এসো তোমার ব্যবসার ব্যাপারে এবার আলোচনা করা যাক। প্যাটারসনের 'ব্লু স্কাই'-এর প্ল্যানটা তোমার কাছে শোনার পরেই লোক লাগিয়ে খবর নিলাম, ঐ প্যাটারসনটা একটা জোচ্চোর। আমেরিকাতে কয়েক বছর আগে ও জেল খেটেছে। তেমন টাকাকড়িও নেই, সুবিধের নয় ভ্যালাউরিসের জমিটাও। ফুটপাতও আছে মধ্যে দিয়ে, জোচ্চোর হেনরী লেগার লোকটাও। না, না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোমায় একদিন না একদিন হতেই হতো সত্যের মুখোমুখি।'

গ্রেনভিল কপালের ঘাম মুছে বললো, 'তোমায় তো আমি আগেই বলেছিলাম গোলমেলে

ঠেকছে ব্যাপারটা আমার কাছে, হেলগা বলিনি?...'

হেলগা কথার মাঝেই থামিয়ে দিয়ে বললো, 'প্যাটারসনের ওই কাজটা ছেড়ে দাও। তোমার ঠিকই কিছু লোকসান হলো।'

নিভে যাবার আগে গ্রেনভিল বলতে চাইলো, 'তাহলে সৌদি আরবে চলেই যাই। যা কিছু পাই।'

হেলগা একটু রাগত ভাবে বলল, 'ছাড়ো ওসব সৌদি আরব টারব। একটা প্রস্তাব আছে আমার, শুনবে?...তুমি যদি আমাদের করপোরেশনে একজিকিউটিভ অফিসার হয়ে যোগ দাও কেমন হয়?'

'কিন্তু আমি ইলেকট্রনিক্সের কিছুই জানি না।'

'দরকার নেই জানার, আসলে ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে আমার কাজ তুমি করবে।'

গ্রেনভিল বল পাচ্ছে নিজের কোর্টে, মৃদু স্পর্শ হেলগার মনিবন্ধে করে বলল, 'ব্যক্তিগত কতোটা?'

'ভীষণ, ভীষণ ভাবে ক্রিস ব্যক্তিগত,' বলতে বলতে দ্রুত পায়ে শোবার ঘরে হেলগা চলে গেল, গ্রেনভিল পিছনে। গ্রেনভিলের এই রাতে ফেল করা চলবে না, তাহলে শেষ হয়ে যাবে সব। গ্রেনভিল ব্যর্থ হয়নি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ও কল্পনা করছিল আর্চার হাততালি দিচ্ছে।

সূর্যের আলো ঝিলমিলিয়ে ফাঁক দিয়ে এসে পড়তেই হেলগার ঘুম ভাঙলো। আড়মোড়া ভেঙে খুব আরামে চোখ খুললো সকাল দশটা, এমন ঘুম বহুদিন হয়নি। পাশ ফিরে হাত বোলালো গ্রেনভিলের বালিশটায়। পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায় তাই রাত তিনটের সময় চলে গেছে গ্রেনভিল। অথচ হেলগা ওকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না। হেলগা আজ পর্যন্ত যত পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে তার মধ্যে গ্রেনভিল হল সবার সেরা, অতুলনীয় প্রেমিক হিসেবে। সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে হয় প্রতি মুহূর্ত এমন প্রেমিককে। চমৎকার হবে স্বামী হিসেবেও। রূপ, গুণ বুদ্ধি, প্রতিভা ব্যবহার এবং দারুণ প্রেমিক সবার ওপরে।...'বঁড়শিতে কি গ্রেনভিলকে গাঁথতে পেরেছি?' হেলগা মনে মনে প্রশ্ন করলো, ওর চোখের ভাষায়,...আদর করার ভঙ্গীতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ওর জন্যে গ্রেনভিল পাগল। তবে নিজে হেলগা তাড়াহুড়ো করবে না। ইংরেজ গ্রেনভিল, ওরা খুব সচেতন হয় নিজের ব্যাপারে। শুধু বড়লোক বলে আদৌ হেলগাকে বিয়ে করবে না। ওকে নাড়াচাড়া করতে হবে সাবধানে। আর সেই কাজটা সম্ভব নয় এই কার্লটন হোটেলে।

আলস্যে আরেকবার পাশ ফিরতেই মনে পড়ে গেল হেলগার কাস্টগনোলার বাড়িটার কথা। আদর্শ স্থান প্রেম করার পক্ষে। আজেবাজে লোক নেই, লোক নেই খবরের কাগজের। শুধু ক্রিস আর ও। এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে।

সুইজারল্যান্ডে হেরমান রলফ প্রতিবছর কাটাতেন এক মাস। শেষ পর্যন্ত একজন মার্কিন সিনেমা প্রযোজকের এই সুন্দর ভিলাটা কিনে নিলেন। এক উঁচু পাহাড়ের ওপর হ্রদের পাশে বাড়িটা। আর্চার ওকে এখানেই ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। লাভ নেই অতীত ঘেঁটে।

হেলগার মাথায় নানা চিন্তা আসতে লাগলো। ওখানে ঠিক হবে না স্থানীয় লোকদের কাজে নেওয়া গল্প ছড়াবে। তবে ওকে আগলে রাখবে কে? হঠাৎ প্রায় মনে পড়ে গেলো হিঙ্কলের কথা। এই হিঙ্কল গোলমেলে মানুষ। পনেরো বছর ধরে হেরমান রলফের কাছে কাজ করে আসছে। এখন হেলগার। ঘিরে রাখতে চায় হেলগাকে প্রায় পিতৃস্নেহে, অতএব হিঙ্কলকে চাই।

হেলগা কথা বললো ম্যানেজারের সঙ্গে। মিয়ামি থেকে জেনিভা আর নীস থেকে জেনিভার প্লেন কখন কখন তার খবর চাই। তারপর আবার কাস্টগনোলা ভিলার কেয়ারটেকার মিনর ট্রানসেলের কাছে ফোন করলো, 'পরশু যাচ্ছি, পরিষ্কার করে রাখুন বাড়ি।'

কফি ততক্ষণে এসে গেছে। পাওয়া গেছে প্লেনের খবরও। মিয়ামি থেকে একটা আর নীস থেকে দুটো টিকিট কাটতে বলে দিল হেলগা।

হোটেলের অপারেটারকে কফি শেষ করে বললো, প্যারাডাইস সিটিতে ওর বাড়িতে ফোনের কানেকশন দিতে লাইন পাওয়া গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

উত্তেজিত হয়ে হেলগা প্রশ্ন করলো, 'হিঙ্কল?'

'হ্যাঁ, মাদাম, নিশ্চয়ই আশাকরি ভাল আছেন।' হেলগা কোনো মতে চাপলো হাসিটা, হিঙ্কল

সেই চিরকেলে, ভরপুর স্নেহে মমতায়।

'হ্যাঁ, ভাল আছি, খবর আছে একটা।'

'তাই নাকি মাদাম, মনে হচ্ছে কোনো ভাল খবর,' সেই পুরোহিত সুলভ পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'প্রেমে পড়েছি আমি, হিঙ্কল।'

হিঙ্কল একটু বিরতির পর বললো, 'নিশ্চয়ই ভাল হবে খবরটা মনে হচ্ছে, চমৎকার হবে।'

'খুঁজে পেয়েছি একজনকে যাকে বিয়ে করতে চাই আমি।'

আবার সেই অস্বস্তিকর বিরতি, হিঙ্কল বললো, 'আমি বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই ভদ্রলোক যোগ্য হবেন আপনার।'

হেসে ফেললো হেলগা, 'দেখো হিঙ্কল, এতে অত গুরু গম্ভীর হবার কিছু নেই। তিনি চমৎকার মানুষ। এবার শোনো কাজের কথা। কয়েক সপ্তাহ কাস্টাগনোলা ভিলায় থাকবো ঠিক করেছি, যাতে মিঃ গ্রেনভিলকে আমি একটু ভাল করে চিনতে পাবার সুযোগ পাই। বুঝেছে?'

'মাদাম নিশ্চয়ই। আর আপনি চান আমি ওখানে থাকি আপনাদের সঙ্গে?'

'ঠিক তাই,' এরপর হেলগা ওকে কোন ফ্লাইটের টিকিট কিভাবে বুক করা হয়েছে সব বুঝিয়ে দিল। কখন দেখা হবে জেনিভাতে তার বন্দোবস্ত করে নেওয়া হল।

গাড়ি চাই এবার, ফোন করে জানিয়ে দিল রোলস রয়েস কোম্পানীকে, গাড়ি পাঠিয়ে দিতে জেনিভাতে। শুধু ক্রিসকে এবার একান্তে করে পাওয়া। ঐ বিরাট ভিলাতে শুধু সে, গ্রেনভিল আর হিঙ্কল।

'আরে অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই,' গ্রেনভিলকে মিষ্টি কথায় আর্চার বোঝাচ্ছিল 'সব কিছু চলছে ঠিক মতো।'

দুজনের কথা হচ্ছিল একটা ছোট হোটেলে বসে। কিছুতেই রাজী নয় গ্রেনভিল হেলগার কব্জায় থাকতে। ও যেন নারীমাকড়সা একটা, যারা খেয়ে ফেলে নিজেদের পুরুষ সঙ্গীকে।

ছাড়বে না আর্চারও 'ক্রিস, এমনি এমনি বিশ লাখ ডলার আসবে না। বেশ চালিয়ে এসেছো এতক্ষণ পর্যন্ত। এমন ব্যবহার করো ওর সঙ্গে যাতে ও বিশ্বাস করে নেয় ওকে তুমি বিয়ে করবে।'

'বিয়ে করবো?' গ্রেনভিল আঁৎকে উঠলো। 'সম্ভব নয়।'

ওর কথায় আর্চার কান দিলো না, 'হ্যাঁ বিয়ে করবে ওর মনে এই ধারণাটা গেঁথে দিতে হবে। বিশেষ করে যখন ও কাস্টাগনোলা ভিলাতে তোমায় নিয়ে যাচ্ছে, তার মানে হল ও গিলে ফেলেছে টোপ। আচ্ছা এই যে নিয়ে যাচ্ছে তোমায়, টাকা নিশ্চয়ই দিয়েছে।'

জোর করে ওকে হেলগা এক লাখ ফ্রাঁ দিয়েছিল জামাকাপড় কেনার জন্যে। আর্চার টাকার পরিমাণটা শুনে ঘাবড়ালো না, হেলগার ধরণই ঐ। ও বরাবরই প্রেমিক সম্বন্ধে মুক্তহস্ত।

আর্চার পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ চেয়ে নিল। প্ল্যানটা কার্যকর করতে হলে টাকার দরকার। টাকাটা দেবার পর গ্রেনভিল জানতে চাইলো প্ল্যানটা কি?

খুবই সরল প্ল্যান এবং সব ভাল প্ল্যানই সাধারণ যেমন হয়ে থাকে। ভিলাতে তোমরা তিনদিন থাকার পর যখন তুমি হেলগাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করিয়ে দেবে তখনই কিডন্যাপ করতে হবে তোমায়, বিশ লাখ ডলার দাবী করবো মুক্তিপণ হিসেবে এবং পাবো হাতে হাতে।'

অনেকক্ষণ হাঁ করে অবাক বিস্ময়ে গ্রেনভিল তাকিয়ে রইলো, তারপর বললো, 'মাথা খারাপ হয়েছে কি তোমার? মানে আমাকে চুরি করা হবে?'

ঠাণ্ডা মাথায় আর্চার বুঝিয়ে দিলো কি করা হবে। এটা হবে লোক দেখানো চুরি করা। যতদূর আমি চিনি হেলগাকে, একবার যদি ও তোমাকে বিয়ে করার চিন্তা করে তবে যা চাইছি আমরা তাই পাবো। একবার ভাবো জিনিসটা, চমৎকার সব কিছুই, প্রেম, বিয়ে আর নিঃসঙ্গতা নয়। একেবারে হেলগা লাট্টু হয়ে যাবে। তারপর তোমায় হঠাৎ চুরি করা হলো। ওর টাকা আছে প্রচুর, ফিরে পাবার জন্যে তোমাকে কার্পণ্য করবে না টাকা দিতে। হাতে টাকাটা পেলেই তোমার অর্ধেক, বাকিটা আমার।'

'কিন্তু যদি হেলগা খবর দেয় পুলিশে,' বেশ হতভম্ব লাগছিলো গ্রেনভিলকে।

'ও যাবে না পুলিশে। ওকে আমি এত ভয় পাইয়ে দেবো যে টাকাটা ও দিয়ে দেবে পুলিশে

যাওয়ার বদলে।'

'ধরা যাক দিল টাকা, তারপর হবে কি?'

আর্চার বললো 'হাতে টাকা এলেই আমরা পালাবো সুইজারল্যান্ড ছেড়ে।'

'বেশ তাই না হয় হলো, কিন্তু কি ভাবে টাকা দেবে হেলগা?'

আর্চার গ্রেনভিলের এই প্রশ্নে খুশি হয়ে বললো, 'ঠিক বলেছ, তবে কোনো চিন্তা নেই তার জন্যে। আমার একটা সুইস নম্বর অ্যাকাউন্ট আছে। সেখানে টাকা জমা পড়বে।'

এবারে কাকে দিয়ে কিডন্যাপ করানো হবে বিশদ আলোচনা হলো, কি ভাবে হবে। গ্রেনভিলকে কোথায় রাখা হবে এই সব। হুগানোতে যাবে আর্চার। সুইসি হোটেলে সেখানে উঠবে। কিডন্যাপিং হচ্ছে প্রচুর আজকাল। তবে সত্যি প্রমান করার জন্য জিনিসটাকে গ্রেনভিল যেন বাধা দেয় সামান্য। গ্রেনভিলের এই ধরণের বড় অপরাধ করতে সায় দিচ্ছিল না মন, অথচ জড়িয়ে পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো সব কিছু। মনে মনে আর্চার বললো আগে একবার হেরেছি তোমার কাছে, এবার পালা আমার। দেখি বুদ্ধিমান কে বেশি।

।। চার ।।

জ্যাক আর্চার প্রায় দু'বছর আগে তখন লাউসানেতে আন্তর্জাতিক অ্যাটর্নী ফার্মের এক বিরাট সিনিয়ার পার্টনার ছিল। হঠাৎ টেলিফোন এলো একটা, একজন মার্কিন হেঁড়ে গলায় বললো, 'আমি, কথা বলছি মোজেস সেইগাল, চেনেন আমায় আপনি?'

আর্চার সবরকম খবরের কাগজ পড়তো নিয়মিত, ও জানতো মোজেস সেইগাল একজন নামকরা লোক মাফিয়াদের মধ্যে, এফ. পি. আই. আমেরিকার ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে।

উত্তর দিলো খুব সাবধানে। 'হ্যাঁ মিঃ সেইগাল, আমি আপনার কথা পড়েছি।'

'বেশ শুনুন এবার, পরামর্শ দরকার আপনার, ফি পাবেন তার জন্যে। হেরমান রলফকে যে মানুষ পরামর্শ দেয়, সে নিশ্চয়ই আমার মতে ছোট মাপের মানুষ নয়। জেনিভাতে বের্নির রেস্টুরেন্টে আমি থাকবো আগামীকাল রাত আটটার সময়। ওখানে আসুন আপনি, ফায়দা কিছু ওঠানো যাবে।'

কিছুক্ষণ আর্চার চিন্তা করলো টেলিফোন ছেড়ে, যাবে কি যাবে না। জেনে গেছে ও, এখন সেইগালের পড়তির সময়, তবে এও জানে বড় ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক মাফিয়ারা। ফলে পার্টনারকে কিছু না বলে শুধু নিজের লাভের লোভে ও রাজী হল যেতে।

বের্নির রেস্টুরেন্ট বুয়াই গুস্তাভ রোডের গা দিয়ে বেরিয়ে গেছে এমন একটা গলিতে। নোংরা, বাজে টাইপের।

আর্চারকে ঢুকতেই অভ্যর্থনা জানালো একজন মোটা, হৃষ্টপুষ্ট দাড়িওলা মানুষ, 'সেইগাল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' বের্নি হল এই লোকটাই।

পিছন দিকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে আর্চারকে নিয়ে গেল। একজন মোটাসোটা, সুন্দর ভ্রূওলা ইতালিয়ান সেখানে বসে খাঁচ্ছিল কামপারি সোডা।

'ঠিক আছে বের্নি। তোমাদের পচা কিছু খাবার আমাদের দিয়ে যাও তাড়া আছে খুব আমার,' লোকটা কথা বলে গাঁক্ গাঁক্ করে।

কথা বেশি না বাড়িয়ে সেইগাল বললো, 'বেশ কিছু টাকা আছে আমার কাছে। নিরাপদে জমা রাখতে চাই ওগুলো। কি করতে হবে? টাকাটা কিন্তু নগদে আছে।'

'কোনো জানাশোনা ব্যাঙ্কে নম্বর দেওয়া অ্যাকাউন্ট খুলে রেখে দিতে পারেন টাকাটা।'

খুব খুশি সেইগাল। রাখতে হবে পঁচিশ লাখ ডলার। আর্চার পঞ্চাশ হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক পাবে পারিশ্রমিক হিসেবে। তবে চেষ্টা যেন না করে টাকাটা মেরে দেবার, কারণ নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। জানিয়ে দিল আর্চারকে, অ্যাকাউন্ট খুলে যেন নম্বরটা সেইগালের স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সব খাবারটা কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় গিলে গিলে খেয়ে নিয়েছিল সেইগাল। এবার

যাবার পালা। সেইগাল বের্ণিকে দেখিয়ে বলে গেল, 'এ হলো জ্যাক আর্চার, সাহায্য করছে আমাকে, যদি কোনো দিন ওর কিছুর দরকার হয় তবে ওকে তুমি সাহায্য করবে।'

বের্ণি বলল, 'নিশ্চয়ই করবো।'

আজও আর্চার কথাটা ভোলেনি। সোজা বের্ণির রেস্টুরেন্ট থেকে চলে গেলো জেনিভা এয়ারপোর্টে। অনেক কথা মনে পড়ছিল ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আর্চারের অসুবিধে হয় নি লাখ ডলার রাখতে। পরিচয় ছিল ম্যানেজারের সঙ্গে। ঠিক জায়গায় নম্বরটা পাঠিয়ে দেবার মাস দুয়েক পরে মোজেস সেইগালকে খবরের কাগজে দেখলো গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

বের্ণি এগিয়ে এল রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই, পেরেছেই তো চিনতে, প্রশংসা করলো তার কাজের জন্যে। তারপর আপ্যায়ণের পালা শুরু হল। কথাটা আস্তে আস্তে আর্চার পাড়লো। 'বিশ্বাসী দুজন লোক চাই। আমি বিশ্বাসী বলতে চাইছি কারণ কাজ করবে টাকার এবং সব কিছু ভুলে যাবে কাজটা হয়ে গেলে।'

'মিঃ আর্চার কাজটা কি?'

'একটা সাজানো কিড্ন্যাপিং করবে এই দুজন লোক—শুনে রাখুন ভাল করে সাজানো ব্যাপার এটা। চুরি করা হবে যাকে সেই বলছে কাজটা আমাকে করতে। আপনাকেই বলছি শুধু, লোকটি থাকে যে মহিলাটির সঙ্গে তাকে একটু ভয় পাইয়ে দিতে চায় আর কি। কাজ হবে এই দুজনের একটা বাড়িতে গিয়ে যেন দারুণ হিংস্র লোক এমন ভাব দেখিয়ে চুরি করে আনা ঐ লোকটিকে। আসবে না পুলিশ। আমরা একটু বড় রকমের রসিকতা করতে চাই মহিলাটিকে নিয়ে।'

দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে পরম যত্নে বের্ণি বললো, 'এর ফলে হবেটা কি?'

'যথেষ্ট ঐ টুকুই। মহিলা তার মনের মানুষকে হারিয়ে হয়ে উঠবে উদ্‌ভ্রান্ত। ও ফিরে যাবে দিন দুই পরে, ও একেবারে পায়ের তলায় রাখতে চায় মহিলাকে, তাই করা হচ্ছে এটা।'

টাকার প্রশ্ন উঠতেই আর্চার জানলো, দুজনের প্রত্যেককে পাঁচশো ফ্রাঁ করে দেবে। মাথা নেড়ে বের্ণি জানালো হাজারের কম হবে না। গত্যান্তর নেই আর্চারের।

দুজন লোককে একটু পরে নিয়ে এল বের্ণি। কাজ করে স্টিমার কোম্পানীতে। ইংরেজী জানে, জ্যাকস বেলমন্ট একজনের নাম, অপর জন ম্যাক্স সেগেত্তি। নির্ভরযোগ্য লোক আর বড় কিছু নয় কাজটাও। বয়স কম জ্যাকসের, চেহারা রোগা রোগা, ধারালো দৃষ্টি, প্রায় বছর দশেকের ছোট ম্যাক্স-এর চেয়ে। কম দামী দুজনেরই পোশাক, আর নোংরাও। কাজের কথা পাড়লো গম্ভীরভাবে আর্চার। কি করতে হবে, সব শেষে জানালো। চুরি করতে হবে যে মানুষটাকে, সে জানে সব, সামান্য বাধা দেবে লোক দেখানো। দারুণ হিংস্র ভাব দেখিয়ে ওরা দুজনে ওকে তুলে আনবে। ব্যাস্ তারপর পকেটে টাকা গুঁজে ফিরে যাবে ওরা। লু গাসের বাইরে কার্যক্ষেত্রটা।

সব বোঝার ইশারা করে সেগেত্তি মুখে শুধু বললো, 'কত দেবেন এর জন্যে?'

'দুজনকে দু-হাজার করে।' মাথা নাড়লো ওরা, দর কাষাকষি করে রফা হল চার হাজার করে। আলাদা যাতায়াতের খরচ। হাজার ফ্রাঁ করে দুজনকে অগ্রিম দিয়ে দিল আর্চার। দরকার হবে মুখোশ আর পিস্তল। মাথা নেড়ে ওরা দুজনে বললো, 'ওদের সে সব দায় দায়িত্ব।'

বিদায় নেবার আগে ওদের শেষবারের মত আর্চার বুঝিয়ে দিলো কাজটা। ঐ লোকটিকে ঠিক তিনদিন পরে কিড্ন্যাপ করতে হবে। অর্থাৎ আঠারো তারিখের রাতে। অতএব দুজনেই যেন ওরা আঠোরো তারিখ দুপুর দুটোতে সুইমি হোটেলে পৌঁছে যায়, তখন পরের কাজটুকু আর্চার বলে দেবে।

ওরা দুজনে চলে যেতেই বের্ণি বলল, 'কি পছন্দ হয়েছে তো?'

মাথা নাড়লো আর্চার। খুঁত খুঁতে একটু ভাব যে ছিলো না তা নয়। তাই মনে করিয়ে দিলো বের্ণিকে সেইগালের কথাটা। আর্চার চলে যেতেই লুকিয়ে থাকা বাথরুম থেকে সেগেত্তি আর বেলমন্ট বেরিয়ে এলো।

'বের্ণি ব্যাপারটা কি?'

বুঝতে পারছি না ঠিক। তবে মজার ব্যাপার, আর মনে হচ্ছে লাভজনক হবে। ঐ মোটা নচ্ছার

আর্চারটা হেরমান রলফের ওখানে এক সময়ে কাজ করতো। কাকে ও কিড্‌ন্যাপ করতে চাইছে আমি দেখতে চাই আর মেয়েটাই বা কে? আমার সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ রেখে চলবে, যে মুহূর্তে জানতে পারবে বাড়ি আর লোকটা সম্বন্ধে টেলিফোন করে জানাবে।'

মাথা নেড়ে সেগেত্তি বুঝিয়ে দিল সে জানাবে।

'মুখোশ আর বন্দুক চাই যে?'

দাঁত বের করে বের্ণি হাসলো, 'ও সব জোগাড় করা নাকি খুব কষ্টের ব্যাপার। আমার দুটোই আছে, যা দরকার সেটা হলো খবর।'

জেনিভা এয়ারপোর্টের কাস্টমসের বেড়া পার হয়েই হেলগা দেখলো হিঙ্কল দাড়িয়ে আছে গ্রেনভিলকে আন্দাজ করে নিলো হেলগার পিছনে হিঙ্কল।

বয়স বাহান্ন হলেও, হিঙ্কলকে অনেক বেশী বুড়ো দেখায়। বেঁটে, মোটা, সামনের দিকে টাক পড়তে শুরু করেছে। হেরমান রলফের সেবা করেছে পনেরো বছর ধরে। হিঙ্কল রলফ ছিলেন পোলিওর রোগী। হিঙ্কল অনুগত হয়েছে হেলগার, হেরমান মারা যাবার পর। প্রথম থেকেই বেশ শ্রদ্ধা করতো হেলগাকে সে।

প্রেমে পড়ার কথাটা হেলগার মুখ থেকে শোনা অবধি হিঙ্কল বেশ অশান্তিতে ভুগছে। অস্বাভাবিক দুর্বলতার কথা পুরুষের প্রতি হেলগার কথা হিঙ্কল জানে, তবে বেশ হাসিখুসি উজ্জ্বল চেহারা দেখে এয়ারপোর্টে মনে হল ওর, বোধ হয় এবার হেলগা তার মনের মানুষ সত্যি সত্যিই পেয়েছে। কিন্তু কাছ থেকে ভালভাবে গ্রেনভিলকে দেখার পরই ভুল ভাঙলো তার। অত্যন্ত লম্বা, সুপুরুষ আর কেতাদুরস্ত মানুষটা বিপদ সংকেতের লাল আলোটা হিঙ্কলের মনের মধ্যে জ্বেলে দিলো।

হিঙ্কলের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে হেলগা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। 'আঃ হিঙ্কল, কতো দিন পরে দেখা, তোমার অভাব প্রতি পদে পদে অনুভব করতাম।' তারপর গ্রেনভিলের দিকে ফিরে বললো, 'ক্রিস এই হল হিঙ্কল, তোমায় বলেছি যার কথা।'

চাকর বাকরদের নিয়ে আদিখ্যেতা করার সময় বা ধৈর্য গ্রেনভিলের নেই। একটু ব্যবধান বজায় রেখে বললো মাথা নাড়িয়ে, 'হেলগা মালপত্র। নিশ্চয়ই ওগুলো ও সামলাবে।' হিঙ্কলের হাতে লাগেজের কাগজপত্র গুঁজে দিলো।

'হ্যাঁ সামলাব স্যার।' নম্র ভাবে হিঙ্কল উত্তর দিলো

ওরা দুজনে সেই মুহূর্ত থেকে শত্রু হয়ে উঠলো পরস্পরের। হিঙ্কল হেলগার দিকে ফিরে বললো 'নতুন রোলসটা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে মাদাম, সময় চাই কয়েক মিনিট,' তারপর একটা কুলিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে চলে গেল হিঙ্কল।

'ক্রিস, সোনা আমার,' বললো হেলগা, প্লিজ...এক বিশেষ সম্মান আছে হিঙ্কলের আমার কাছে। ওর সঙ্গে ব্যবহার ভালো করো।'

ভুল হয়ে গেছে চালটা বুঝতে পেরে গ্রেনভিল বললো, 'খুব দুঃখিত, হেলগা করবো নিশ্চয়ই।'

এয়ার পোর্ট থেকে দুজনে বেরিয়ে দেখল দামী রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে পোর্টিকোতে। একখানা গাড়ি বটে, গ্রেনভিলের মাথা ঘুরে গেছে।

গাড়ির চারপাশ ঘুরে এসে হেলগা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো, 'সত্যিই চমৎকার গাড়ি।' গ্রেনভিলকে পেছনের সীটে নিয়ে বসে গ্রেনভিলের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে উঠলো হেলগা, 'ক্রিস জানো, আমি এই মুহূর্তগুলোতেই বুঝতে পারি কি অসীম ক্ষমতা টাকার। কতো ভাগ্যবতী আমি ও বিষয়ে। তবে এখন...শুধু আমি আর তুমি..., আমি জানি তোমার পছন্দ হবে আমার ভিলাটাও।'

মালপত্র পিছনের সীটে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরে হিঙ্কল স্টিয়ারিং ধরলো।

'সব ঠিকঠাক আছে তো প্যারাডাইস সিটিতে?'

'হ্যাঁ মাদাম, ভারী সুন্দর বাগানটা হয়েছে।'

'আমি খবর পাঠিয়েছিলাম ট্রান্সেলকে গুছিয়ে রাখতে ভিলাটা।'

'রেখেছে, একটু আগে এয়ারপোর্ট থেকে ওকে ফোন করেছিলাম, ঠিক আছে সব।'

হিঙ্কলের কাঁধে হাত রাখলো আলতোভাবে আদর করে, 'দেখছো, আমায় কত যত্ন করে হিঙ্কল।'

'মাদাম আর একটা কথা, দেরী তো এমনিতেই হয়ে গেছে সেই ভেবে ভেভের ট্রয়েস হোটেলে ঘর বুক করে রেখেছি আপনাদের জন্যে, ওখানে রাতটা কাটিয়ে নিলে ভালো হয়।'

'হিঙ্কল অশেষ ধন্যবাদ,' তারপর হেলগা বললো গ্রেনভিলের দিকে ফিরে। 'ভেভে থেকে কাস্টাগনোলা যেতে লাগে পাঁচ ঘণ্টা। কাল লাঞ্চ খাবার সময়ে ঠিক পৌঁছে যাব। আচ্ছা খাবার দাবার কি বন্দোবস্ত করেছ হিঙ্কল?'

'ট্রাম্পেলকে বলে দিয়েছি সব ভরে রাখতে ডীপ ফ্রিজে।'

গ্রেনভিলের কাঁধে পরম নিশ্চিন্তে মাথা রেখে হেলগা আবেশে চোখ বন্ধ করলো। হ্রদের পাশ দিয়ে রোলস রয়েস ছুটে চললো, গন্তব্য ভেভে।

ট্রয়েস হোটেলে পৌঁছে গ্রেনভিলের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে হেলগা শুভরাত্রি জানালো। চোখ দুটো আমন্ত্রণের প্রতিশ্রুতিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো। গ্রেনভিলের প্রথম কাজ হল ঘরে ঢুকেই ফোন করা আর্চারকে। আর্চার ছিলো সুগানোর হোটেল দ্য সুইসে, জানালো, বন্দোবস্ত হয়ে গেছে সব, চিন্তা করার কিছু নেই তোমার। অভিযান শুরু হবে তিনদিনের মধ্যে।

'কিন্তু কিছু কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না, চিন্তা না করার। ওর ওই চাকরটা...ওই হিঙ্কল...চিন্তায় ফেলেছে আমায়।'

হিঙ্কল? আর্চারও চীৎকার করে উঠল, 'ও এসেছে নাকি ওখানে,?'

'আসেই নি শুধু, ইনচার্জও বটে সবকিছুর। এক নজরে আমাকে দেখেই শুরু করেছে ঘেন্না করতে। মুখের ভাব দেখে আমার কষ্ট হয় না। এইসব পুরানো বাড়ির চাকর বাকরগুলো ভীষণ মারাত্মক জিনিস।'

আর্চার গম্ভীর হয়ে বললো, 'ঠিক বলেছ, হিঙ্কলও দারুণ চালাক হেলগার মতো।'

'দেখো, তোমার এটা মাথাব্যথা। তুমি যা করার করবে।'

আর্চার জানাল গ্রেনভিলের কথার উত্তরে, 'নিশ্চয়ই করব। প্রেম চালাও ওর সঙ্গে ক্রিস, তোমার কাজ ওটা, হেলগা যদি একবার বুঝতে পারে ওকে তুমি বিয়ে করবে, তখন তোমার উপরে হিঙ্কলকে আদৌ পাত্তা দেবে না। আমার ওপর বাকিটা ছেড়ে দাও।'

'যা ভালো বোঝ কর।' গ্রেনভিল বিরস মুখে বললো।

'তবে ক্রিস একটা কথা, ভদ্র ব্যবহার কোরো হিঙ্কলের সঙ্গে, ওর ব্যাপারে সাবধানে এগোবে। বাড়াবাড়ি করবে না। যতোটা পারো তেল দাও ওকে।'

ভোর বেলাতেই গ্রেনভিল হোটেলে ফিরে এলো আর্চারের উপদেশের কথা মনে রেখে। হিঙ্কল রোলস রয়েসের ধুলো ঝাড়ছিল।

যথা সম্ভব গলার সুর মিষ্টি করে গ্রেনভিল বললো, 'হ্যালো হিঙ্কল, সত্যিই সুন্দর গাড়িটা। এটা কেমন গাড়ি?

হিঙ্কল খুব নিস্পৃহ গলায় বললো, 'আমি তো বলবো, স্যার, এটা পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা গাড়ি।'

'নতুন ধরণের গাড়ি। দারুণ হয়েছে রূপোলী শেডটাও। তবে সব সময়ে আমি দু দরজার গাড়ি পছন্দ করি।' গ্রেনভিল ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলো।

'পিপিন ফারিনা, সবচেয়ে সেরা শিল্পী কারিগর গাড়ির বডিটা তৈরী করেছে। প্রথম ইলেকট্রনিক সিস্টেমে এই মডেলের গাড়িই স্টার্ট করা যায়।

সঠিক বুঝতে না পেরে হিঙ্কলের কথার মানে গ্রেনভিল ঘুরতে ঘুরতে গাড়ির চারপাশে বলল, 'মনে হচ্ছে দারুণ পেট্রোল খরচ হয়?'

'স্যার যাদের এই ধরণের গাড়ি কেনার ক্ষমতা আছে, তাদের ভাবনা করতে হয় না পেট্রোলের জন্যে,' হিঙ্কলের কণ্ঠস্বর আরও শীতল হয়ে উঠেছে।

যতগুলো উপায় জানা আছে মানুষকে ভোলাবার জন্যে গ্রেনভিলের, সবচেয়ে সেরা উপায়টা তার মধ্যে কাজে লাগিয়ে মিষ্টি সুরে সে বললো, 'তা তো বটেই,...ওকে তুমি খুব যত্ন করো, মাদাম

রলফ বলেছিলেন। আমিও চাই তাই।'

ওর দিকে তাকালো হিঙ্কল, খুব ভাবলেশহীন চ্যাপ্টা মুখ। 'বেশ তো মিঃ গ্রেনভিল।'

গ্রেনভিল শেষ বারের মত চেষ্টা চালালো, 'ওকে আমি সুখী করতে চাই যেমন চাও তুমিও।'

দুজনেরই এই সব নিরর্থক কথাবার্তায় কোনো লাভ হলো না। পিছনের ঢাকাটা খুলে হিঙ্কল পালকের ডাস্টারটা রেখে দিলো।

সমস্যা বাড়ছে গ্রেনভিল বুঝলো। ওর পরমশত্রু হিঙ্কল। হেলগা এলো এমন সময়।

এগিয়ে গিয়ে গ্রেনভিলের গালে আলতোভাবে চুমো খেয়ে বললো 'বেড়িয়ে পড়া যাক এবার। হিঙ্কল, সব ঠিক তো?'

'ভরা হয়ে গেছে মালপত্র, যখন বলবেন আপনি যাওয়া যাবে তখনই।'

'ক্রিস তাহলে চলো, আমার ভিলাটা তোমাকে না দেখানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

হেরমান রলফ প্রায় দশ বছর আগে একজন মার্কিন ফিল্ম প্রোডিউসারের কাছ থেকে লুগানো থেকে কাস্টাগনোলার এই ভিলাটা কিছু দূরে কিনেছিলেন।

অঢেল টাকা ছিল সিনেমা প্রোডিউসারের, আর ছিল সত্যিকারের সৌখিনতা, অতএব মনের মতো করে যেভাবে খুশি ভিলাটা তৈরী করিয়েছিল। জল গরম করার ব্যবস্থা সমেত বাড়ির ভেতরে সুইমিং পুল, বাইরে বিশাল আর একটা সুইমিং পুল, দোতলায় বিরাট গাড়ি বারান্দায় ছাদ, হ্রদ আর লুগানো শহরটাকে সেখান থেকে ছবির মত দেখা যায়। শোবার ঘর চারটের প্রত্যেকটিতে ডিল্যুজ বাথরুম। চার্ম কমাবার আবশ্যক বন্দোবস্ত ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে। আলাদা কোয়ার্টার চাকরদের। ছোট একটা লিফট, মাটির তলার গুদাম ঘর থেকে কাঠ বয়ে নিয়ে আসার জন্যে চমৎকার ভাবে ফায়ার প্লেসগুলো সাজানো। নীচে নামতে হয় দেড়শোটা সিঁড়ি ভেঙে, তবে পৌঁছনো সম্ভব বড় রাস্তায়, যদি কষ্ট করতে কেউ না চায় তার জন্যে রোপওয়ে আছে দুটো চেয়ারের। শুধু সুইচ টেপার ব্যাপার, রান্না ঘরে যখন তখন কুড়ি জন লোকের খাবার করা যায়। সব ঘরে স্টিরিও আর রেডিওর বন্দোবস্ত। রঙীন টিভিও। ডীপ ফ্রিজ গুদাম ঘরে তা চলে নিজের জেনারেটারে। টেলিফোনের সঙ্গে প্রত্যেক ঘরে লাগানো আছে স্পীকার বক্স, তার মানে যেখানে খুশি বসে যে কোন লোকের সঙ্গে পৃথিবীর কথা বলা চলে টেলিফোনে। মিনি প্রোজেক্টার বসানো একটা ঘরে। অনায়াসে কুড়ি জন বসে সিনেমা দেখতে পারে।

হেলগা আনন্দে ভাসতে ভাসতে সব দেখছিল, আর কথা নেই গ্রেনভিলের মুখে।

ওরা লাঞ্চ খেয়ে এসেছিল পথেই। রান্নাঘরে ঢুকেছে হিঙ্কল, সব সাজানো ঘরদোর। গ্রেনভিলকে নিজের বেডরুমে নিয়ে গেলো হেলগা।

অপূর্ব সুন্দর ঘর। দেওয়াল মাঝ বরাবর মোড়া ঘি রঙের চামড়া দিয়ে, দুটো বড় বড় আয়না, সাদা উলের কার্পেট, বাকি অংশটা খোদাই করা ওক কাঠ দিয়ে ঢাকা। বড় খাট কিং সাইজের।

'হিঙ্কল সব বোঝে, ক্রিস, এই ঘরে আমরা শোবো।'

ভোগ বিলাসে অভ্যস্ত হলেও, এতো ঐশ্বর্য আর সুখের প্রলোভন কখনো গ্রেনভিল পায় নি। ওর মাথা ঘুরে গেছে। বললো কোনো রকমে, 'কি সুন্দর সুইমিং পুলটা হেলগা। একটু স্নান করে নিতে পারি কি?'

'যা খুশি করো, তোমারই এই বাড়িটা।'

হেলগা বুকের মৃদু গুঞ্জনটাকে চেপে গেলো রান্না ঘরে, হিঙ্কল সেখানে সাদা লম্বা কোট পরে মহাব্যস্ত।

'হিঙ্কল, আমি এতো খুশি আর কখনও হইনি হিঙ্কল,. .চমৎকার মানুষ না ও?' হেলগা যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে।

হিঙ্কল স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় উত্তর দিলো, 'মনে তো হচ্ছে মানুষটি চমৎকার।'

হাসি আর থামে না হেলগার, 'ওকে বিয়ে করতে চাই আমি হিঙ্কল। কিন্তু আমাদের ছেড়ে তুমি কখনো যাবে না।'

'মনে তো হয় তাই।' হঠাৎ হিঙ্কলকে ধরে হেলগা ওয়ালজ নাচের ভঙ্গীতে ঘুরপাক খেতে লাগলো সারা রান্নাঘরে। সযত্নে যাতে গা ঠেকাঠেকি না হয়, হিঙ্কলও তালে তালে এইভাবে পা

ফেলতে লাগলো। তারপর হেলগা চলে গেলো হিক্কলের গালে চুমু খেয়ে। হিক্কল বিষাদে চিন্তায় আচ্ছন্ন, মন দিলো মুরগী কাটায়।

হেলগা শোবার ঘরে সব পোশাক খুলে মাথায় স্নান করার টুপি পরে নিলো। তারপর দেহের নগ্নতা ঢাকবার জন্য একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে সুইমিং পুলে ছুটে চলে গেলো।

জলে অলসভাবে গা ভাসিয়ে, গ্রেনভিল চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। জলে আস্তে নেমে ডুব সাঁতারে গ্রেনভিলের একেবারে পাশে গিয়ে উঠলো, তারপর গ্রেনভিলকে কিছু বোঝবার আগেই টেনে নিয়ে গেল জলের তলায়। প্রথম চমক ভাঙার পর হেলগার সম্পূর্ণ বিবসনা দেহ দেখে দ্বিতীয়বার চমকে উঠলো। হেলগা সাঁতার কেটে চলছিলো ডলফিনের মত। ওর ধারে কাছে আসতে পারবে না সাঁতারে বুঝে গ্রেনভিল হেলগাকে দেখতে লাগলো সুইমিং পুলের সিঁড়িতে বসে।

হেলগা অপূর্ব সাঁতারু, এক দমে করেও চারবার এপার ওপার হাঁফালো না একটুও। জল থেকে উঠে এসে গ্রেনভিলকে জড়িয়ে ধরলো। আচ্ছন্ন করে দিলো গভীর চুমুতে, শক্ত করে গ্রেনভিল জড়িয়ে ধরলো হেলগার নরম শরীর।

পরে দুজনে খোলা ছাদে বসে সূর্যাস্ত দেখছিলো চা খেতে খেতে। গ্রেনভিলের হাতটা হেলগা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, 'বারবার আমি স্বপ্ন দেখে এসেছি তোমার মত একজন পুরুষকে নিজের করে পাবো ক্রিস।'

'কিন্তু লক্ষ্মীটি এতে লাভ নেই কোন', গ্রেনভিল প্রস্তুত হয়ে নিলো অভিনয়ের জন্যে, 'অপূর্ব লাগছে এই মুহূর্তও, কিন্তু সেই ভালোলাগা কতক্ষণ থাকবে।'

ওর মুখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো হেলগা, 'তুমি কি বলতে চাইছো?'

গ্রেনভিল হাসলো মনে মনে, তুমি আর আমি, কতবার এই কথাগুলো বলে বলে মহড়া দিয়ে সে রেখেছে, 'সম্ভব নয় হেলগা এটা। এই সুখ, আনন্দ...শুধু যদি তুমি না হতে এতো বড়লোক...'

হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখোমুখি বসে প্রশ্ন করলো হেলগা, 'ক্রিস একটু বুঝিয়ে বলো তোমার কথাটা।' হেলগার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা সাবধান করে দিলো গ্রেনভিলকে, সাধারণ মেয়ে মানুষ নয় হেলগা।

'হেলগা নিশ্চয়ই, খুবই স্পষ্ট ভাবে এ কথা বোঝানো যায়। তুমি যদি এতো বড়লোক না হতে, আমি বিয়ের কথা বলতাম। আর পৃথিবীতে এতো সুখী আর কিছুতেই আমি হতে পারি না, কিন্তু জানো তো তুমি স্ত্রীর পয়সায় ইংরেজরা খায় না।'

'বাজে কথা এসব শুনতে চাই না, কে তোমাকে খেতে বলেছে আমার পয়সায়, অনেক গুণ আছে তোমার। যদি একসঙ্গে তুমি আর আমি কাজ করি, দারুণ আমাদের জুটি হবে।'

গ্রেনভিল অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বসলো, 'হয়তো গুণ আছে আমার, কিন্তু সেসব কাজে লাগেনি টাকা পয়সা উপার্জনের দুজনেই অখুশি, হবো ও ভাবে চললে। শুধু আনন্দে এই মুহূর্তগুলোই ভোগ করা যাক। আমি তারপর চলে যাবো। হেলগা বিশ্বাস করো—'

'ক্রিস আজেবাজে বোকো না। কথা বোলো না বাজে অভিনেতার মতো। বিচ্ছিরি শোনাচ্ছে তোমার কথাবার্তা, বড্ড জোলো। আমরা বলছিলাম ভালোবাসার কথা, টাকার নয়।' গভীর দৃষ্টিতে তারপর তাকিয়ে বললে, 'ক্রিস তোমায় আমি ভালবাসি, শুধু বলো আমায় ভালোবাসো কিনা তুমি?'

মনের আকাশে গ্রেনভিলের চিন্তার বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলে গেলো, হায় ভগবান। একটা বিপজ্জনক মেয়েমানুষ। যে সব কথা এর আগে মন ভরিয়েছে কুত্তিগুলোর তারা তো গলে যেতো এসব কথা শুনে, আর এ বলে কিনা আমার কথা বিচ্ছিরি শোনাচ্ছে।

'ভালবাসি কিনা তোমাকে, তুমি এ প্রশ্ন করতে পারলে?' উর্বর মস্তিষ্ক গ্রেনভিলের দ্রুত কাজ করে চলেছে, 'এত চমৎকার তোমার...'

'ছাড়ো ওসব কথা,' মাঝপথে ওকে হেলগা থামিয়ে দিলো, 'জানতে চাই আমি, আমায় তুমি ভালবাসো কিনা?'

গ্রেনভিল উদগত নিঃশ্বাসটা চেপে ভাবলো, এই ফাঁদ থেকে বেরোনো মুশকিল তার পক্ষে।

'সোনামণি হেলগা, তোমায় ভালবাসি আমি।'

একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে হেলগা তাকিয়ে রইলো, আর তার মুখের ভাবটা গ্রেনভিলও যথাসম্ভব চেষ্টা করলো সরল করার, যা বোঝার হেলগা বুঝে নিয়ে গা এলিয়ে দিলো চেয়ারে। ওর মনের পাষাণ ভার মনে হলো নেমে গেছে, হেলগা মৃদু হাসলো। পরিতৃপ্তির হাসি।

'তাহলে কোন সমস্যাই নেই আর। এসো ড্রিঙ্ক করা যাক একটু।'

টেবিলের ওপর রাখা কলিংবেলের বোতাম ঝুকে পড়ে টিপলো।

হিক্কল ছাদে এলো রূপোর ট্রে হাতে নিয়ে। হিক্কল গ্লাস দুটো আর মদ মেশাবার শেকার ট্রে-টা রাখতে রাখতে বললো, 'হয়তো মিঃ গ্রেনভিল পছন্দ করবেন অন্য কিছু। এতে ভোদকা মার্তিনি শুধু আছে মাদাম।'

'আমারও খুব ভাল লাগে এটা।' গ্রেনভিল কথাটা বলেই বুঝতে পারলো তার গলা মদের জন্যে শুকিয়ে গেছে।

হিক্কল মদ ঢালতে ঢালতে বললো, 'ডিনার তৈরি হয়ে যাবে আধ ঘণ্টার মধ্যে, মাদাম।'

'হিক্কল আজ কি খাওয়াচ্ছ?'

'এবেলা একটু তাড়াহুড়োয় করতে হয়েছে, রাতের খাবার জন্য আছে পায়েতে দ্য ফই, গ্রাস আর চিকেন আলাকিং।'

হেলগা গ্রেনভিলের দিকে তাকালো—'ইচ্ছে করলে তুমি খেতে পারো মাংসের স্টিক।'

'না, না হিক্কল দারুণ হবে এই মেনু।'

মাথা নোয়ালো হিক্কল, 'তাহলে মাদাম আধঘণ্টা পরে। দারুণ সুন্দর সন্ধ্যেটা, এই ছাদেই আশাকরি ভাল লাগবে খাবার দিলে।'

'চমৎকার।'

যতক্ষণ হিক্কল টেবিল সাজাচ্ছিলো চুপ করে থাকলো হেলগা আর গ্রেনভিল। সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত গেলো।

রান্নাঘরে হিক্কল যাবার পর হেলগা বললো, 'তোমার সঙ্গে খাবার পর ক্রিস একটা সিরিয়াস আলোচনা আছে। ও সব কথা এখন হবে না।' হেলগা তারপর কথা পাড়লো কি কি করা যাবে আগামীকাল, 'অনেক দূরে গিয়ে পাহাড়ের রাস্তা ধরে লাঞ্চ খাবো একটা ছোট্ট হোটেলে। খানিকটা বিশ্রাম পাবে হিক্কলও। ও নিশ্চয়ই রাতে ওর তৈরি আসাধারণ ওমলেট খাওয়াবে।'

খুশির ভাব দেখালেও বেশ দমে গেছে মনে মনে গ্রেনভিল। বেশ বুঝতে পারছিলো ও, ক্রমশঃ হেলগা ওকে পুরে নিচ্ছে মুঠোর মধ্যে। যাই হোক্ বিয়ের কথাতে শেষ পর্যন্ত আসা গেছে, আর তাকে আর্চার বলেছিলো তাই করতেই।

হিক্কল সব সময়ে তাদের ডিনার খাবার সময়, ঘিরে রাখলো তাদের। ওরা দুজনে খাওয়ার পর অন্য টেবিলে গিয়ে বসলো, চেয়ারগুলো শোবার মত করে সাজিয়ে তাতে গা এলিয়ে সামনেই হ্রদের জলে রূপোলী চাঁদের ছায়া দেখতে লাগল।

হিক্কল দিয়ে গেলো কফি আর ব্র্যান্ডি। টেবিল পরিষ্কার করে উঠতেই হেলগা বললো, 'তুমি এবার শুতে যাও হিক্কল। যা যা দরকার আমাদের সবই তো দিয়ে গেছো। সদরে তালা দিয়ে দেবেন মিঃ গ্রেনভিল। নিশ্চয়ই তুমি ক্লান্ত।'

'মাদাম ধন্যবাদ, যদি মনে করেন দরকার নেই আর কিছু, তবেই চলে যাবো আমি।'

'দরকার নেই কিছুই। খাইয়েছো দারুণ ভাল, ভাল করে রাতে বিশ্রাম করো।'

'আশা করি বিশ্রাম নেবেন আপনিও,' ট্রে নিয়ে কথাগুলো বলে হিক্কল চলে গেলো।

'ভাবতেই পারি না আমি, আমার চলবে কি করে ওকে না হলে। ও অঙ্গ হয়ে উঠেছে আমার জীবনের।'

গ্রেনভিল সিগ্রেট ধরিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আমিও।'

হেলগা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলতে শুরু করলো, 'নিজেদের সম্বন্ধে এবার ক্রিস একটু সিরিয়াসলি আলোচনা করা যাক। আর বেশ খোলাখুলি ভাবেই। প্রথমে শুরু করছি আমি, হেরমানকে আমি শুধু পাবার আশাতেই বিয়ে করেছিলাম। পঙ্গু আর পুরুষত্বহীন ছিল ও, আর নিষ্ঠুর অসম্ভব। সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী একজন গৃহিনীর ওর প্রয়োজন ছিলো নানা ধরনের ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে, আমি সেদিক দিয়ে ছিলাম আদর্শ। কোনো প্রশ্নই ছিলো না ঠকাবার অথচ ওকে ঠকিয়েছিলাম আমি। এমন একটা জিনিস আমি চাই যা অভিশাপ ছাড়া বলা যায় না আর কিছু, আমার একটা পুরুষের প্রয়োজন' গ্রেনভিলের হাতে হাত রেখে হেলগা হেসে বলে চললো, 'আমি ক্লান্ত হয়ে উঠছিলাম আজে বাজে ব্যাপারে। একজন কাউকে আমার চিরকালের মত চাই। আমি এর আগে কাউকে ভালবাসিনি। এখন বেসেছি একজনকে—তোমাকে।'

গ্রেনভিল চমকে উঠলো হেলগার নিলাজ স্বীকারোক্তিতে, 'হেলগা তোমাকে আমিও ভালোবাসি। কিন্তু বলার আছে একটা ব্যাপার, কিছুতেই আমি একজন মহিলার ঘাড়ে বসে খেতে পারবো না। অত্যন্ত ধনী তুমি।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাকে চাই না অপমান করতে। একটা কথা বলো এবার, যদি আমি বিলিয়ে দিই সব টাকা পয়সা, তবে কি আমায় তুমি বিয়ে করবে?'

হাঁ করে গ্রেনভিল চেয়ে থাকলো তার দিকে, 'কিন্তু তা তুমি করতে পারবে বলে মনে হয় না।

'ওসব কথা ছাড়ো, কি পারবো আর পারবো না তোমায় ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। শুধু বলো তোমার সমান টাকা যদি আমার থাকে তবে কি আমায় তুমি বিয়ে করবে?'

গ্রেনভিল আবার ফাঁদে পা দিচ্ছে, 'নিশ্চয়ই পারবো।'

হেলগা মিষ্টি করে হাসলো, 'কিছু নেই অত দুঃশ্চিন্তা করার, ঐ ধরণের কোনো বোকামী নিশ্চয়ই আমি করতে যাচ্ছি না, এই যাদুকাঠিটি স্বামীর দেওয়া অবহেলায় ফেলে দেবার লোক আমি নই। এ দিয়ে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায় পৃথিবীতে। অতএব...তোমার পর্যায়ে আমি নিশ্চয়ই নেমে আসছি না, বরং আমার স্ট্যান্ডার্ডে তোমাকেই উঠে আসতে হবে। তুমি যদি পঞ্চাশ লাখ ডলার নিজে উপার্জন করতে পারো তবে কি তুমি বিয়ে করবে আমায়?

মনের অস্থিরতা গোপন করার জন্যে গ্রেনভিল অকারণে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললো, 'হেলগা, এসব কথা প্লিজ বন্ধ করো। কোনোদিনও আমি পঞ্চাশ লাখ ডলার পারবো না উপার্জন করতে।'

'তোমায় আমিই দেখিয়ে দেবো কি ভাবে করা যায়।'

হেলগার দিকে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে গ্রেনভিল তাকিয়ে রইলো।

'কি ভাবে?'

'তোমার প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে। তোমাকে সিনিয়ার পার্টনার করে নেবো আমার ব্যবসায়ে। একটা কারখানা খুলছি আমরা ফ্রান্সে, এরপর খুলবো জার্মানীতেও। তোমার আচার-আচরণ, তোমার চেহারা, বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান এসব নিয়ে তোমার পক্ষে কাজ করা খুবই সহজ হবে। তুমি থাকলেই কোনো না কোনো ভাবে টাকা উপার্জন হয়ে যাবে। তিন চার বছর এইভাবে কাজ করলেই জমে যাবে পঞ্চাশ লাখ ডলার। আর তাও যদি না চাও তোমাকে ছয় পারসেন্ট সুদে ধার দিচ্ছি পঞ্চাশ লাখটাও যে কোন না ভাবেই হু হু করে আসবে টাকা। তাহলে আমাদের কালকেই বিয়ে হতে পারে?'

হেলগার সঙ্গে কাজ করা অফিসে, দুজনে বিকেলে গাড়ি চালিয়ে একসঙ্গে বড়ি ফেরা, অ্যাকাউনটেন্ট এক্সপার্টদের চারপাশে ভীড়—না, না, গ্রেনভিল ভয়ে শিউরে উঠলো।

'অসাধারণ তুমি হেলগা, অফারও তোমার অসাধারণ, তবে বলছি খোলাখুলি, এসবে যোগ্য আমি নই। এসব কাজ, বিশ্বাস করো কখনো করিনি, করতে পারবো না।'

'পারবে নিশ্চয়ই,' ইস্পাতের কাঠিণ্য হেলগার কণ্ঠস্বরে, 'আমি আছি তোমার পিছনে, সারা কোম্পানী আছে আমার, মজা হবে দারুণ'।

আর্চারের উপদেশটা হঠাৎ মনে পড়ে গেলো ঃ প্রেম করোনা ওর সঙ্গে। দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি তোমার কথা শুনে হেলগা, একটু চিন্তা করার সময় দেবে আমাকে, ভেবে দেখি একটু। তবে আমার মনে হচ্ছে, একটা কথা যদি তুমি আমার পাশে থেকে সাহায্য করো, পারবো নিশ্চয়ই। কিন্তু এই মুহূর্তে এখন তোমাকে চাঁদের আলোতে দেখে, ভীষণ ভালবাসতে আর আদর করতে ইচ্ছে করছে আমার।

শক্ত মুঠিতে গ্রেনভিলের হাত ধরে, আবেগে বলে উঠলো হেলগা, "হ্যাঁ, ক্রিস এসো, কাছে এসো আরোও, ভালোবাসো।

তারপর জড়াজড়ি করে দুজনে হাঁটলো অনেকক্ষণ ছাদের ওপর। হেলগা ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসে বললো জানলাগুলোর সাটার নামিয়ে দিতে, হেলগা শোবার ঘরে ঢুকলো, বুকে আনন্দের আতিশয্য নিয়ে।'

জলখাবারের ট্রলিটা নিয়ে পরদিন ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় হেলগার ঘরে হিঙ্কল ঢুকলো। জানলার পর্দা সরাতেই ঘর ভরে গেলো আলোর বন্যায়। আর ঠিক তখনই ধড়াস করে উঠলো বুকটা হেলগার, পাশে কেন নেই গ্রেনভিল?

'কোথায় মিঃ গ্রেনভিল?' হেলগা তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলো।

'মাদাম, সাঁতার কাটছেন।'

হেলগার বুক থেকে পাষাণ নেমে গেলো। চুলটা এলিয়ে নিয়ে হাতে তুলে নিলো কফি কাপ—'কখনও তোমার এক মিনিট দেরী হয় না, হিঙ্কল তাই না?'

হিঙ্কল প্রশংসায় কান না দিয়ে বললো, 'দারুণ সুন্দর সকালটা। আশা করি নিশ্চয়ই ঘুম হয়েছিল ভাল।'

হাসলো হেলগা, 'ঘুমিয়েছি দারুণ।' খাটের পাশে ট্রলিটাকে সরিয়ে দিয়ে জানতে চাইলো হিঙ্কল কোথায় খাবেন লাঞ্চ হেলগা।

'পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা, তবে—চারটে হবে ফিরতে, তোমার ঐ বিখ্যাত ওমলেট ডিনারে খাইয়ো,' নিশ্চয়ই মাদাম, চলে গেলো হিঙ্কল, গ্রেনভিলের কথা শেষ কফিটুকু খেতে খেতে চিন্তা করছিলো হেলগা। গ্রেনভিলের তুলনা হয় না শয্যাসঙ্গী হিসেবে। এবার নিশ্চয়ই আর অস্বীকার করবে না গ্রেনভিল তার কোম্পানীতে যোগ দিতে, তবে লুগানোতে কিন্তু বিয়ে হবে না, হবে প্যারাডাইস সিটিতে। গ্রেনভিলকে পাঁচজনের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারটা বেশ জাঁকজমক করেই করতে হবে। হেলগার বুক উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো।

ওরা প্লেনে করে এই সপ্তাহের শেষে প্যারাডাইস সিটিতে চলে যাবে। তখন বিয়ের কথাটাও ঘোষণা করা হবে। আয়োজনের তো শেষ থাকবে না। খবরটা লোমান আর উইনবর্গ শুনে কি করবে সেটা মনে মনে ভেবে হেলগা হেসে নিলো, ওদের নামটা মনে পড়তেই হেলগার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। কোনো কিছু উইনবর্গ বা লোমানকে না জানিয়েই ও গ্রেনভিলকে এখানে নিয়ে চলে এসেছে। এবং নিজের বেশির ভাগ পোশাকও ফেলে এসেছে প্লাজা এথিনী হোটেলে।

এও তো উইনবর্গ মনে করতে পারে ওকে কেউ নিয়ে গেছে চুরি করে, হেলগা লাফিয়ে নেমে পড়লো খাট থেকে। তারপর দ্রুতগতিতে স্নান সেরে বেরিয়ে এলো পোশাক পরে। গ্রেনভিলের সঙ্গে দেখা হলো বাইরেই। ও নিজের ঘরে তোয়ালে জড়িয়ে ফিরছিলো, ওর কাছে গিয়ে দৌড়ে চুমু খেয়ে প্রশ্ন করলো হেলগা, 'ভাল লাগলো সাঁতার কাটতে?'

'অপূর্ব।'

'মনে পড়ে গেলো এইমাত্র.... আমি কোনো খবরই দিয়ে আসিনি অফিসের লোকদের। কফি দিতে বলো হিঙ্কলকে, এখুনি আসছি আমি।'

হেলগা বসবার ঘরে গিয়ে টেলিফোন করল, একটা প্যান্ট আর হাইনেক সোয়েটার পরে গ্রেনভিল ছাদে এসে বসলো।

'স্যার চা না কফি,' হিঙ্কল যেন উদয় হলো শূন্য থেকে।

'কফি.... আর কিছু না' ওখানে বসে গ্রেনভিল অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল হেলগার কথাবার্তা, একটু সময় দরকার এবার, দেখা না করলেই নয় আর্চারের সঙ্গে, কিন্তু কি ভাবে?

হেলগার প্রস্তাবটা নিয়ে সাঁতার কাটার সময় গ্রেনভিল অনেক চিন্তা করেছে। ওর পক্ষে পঞ্চাশ লাখ ডলার চার বছরের মধ্যে অসম্ভব উপার্জন করা, না, প্রথমে দশ লাখ ডলার এসে যায় আর্চারের ফন্দীতে, তার চেষ্টা করতে হবে' যদি না হয় নতুন করে তখন ভেবে দেখবে হেলগার কথা। সবার আগে এখন আর্চারের সঙ্গে দরকার দেখা করা।

কফি আনলো হিঙ্কল, গল্‌ফ খেলার মাঠ আছে কাছাকাছি কোথাও,' প্রশ্ন করলো গ্রেনভিল।

'হ্যাঁ, আছে স্যার, পন্টিটেরেসাতে। মোটমুটি ভালই মনে হয়।পন্টিটেরেসাতে। একটা ম্যাপ আছে আমার কাছে, যদি চান দিয়ে যেতে পারি।'

'ধন্যবাদ, একবারটি ওটা দিও।'

কফি শেষ করে গ্রেনভিল ম্যাপটা দেখে নিলো, বেশ বিরক্ত মুখে হেলগা তখন এলো, 'বোধহয় আবার আমাকে আটকে পড়তে হবে। কোনো কর্মের নয় আমার বুদ্ধু লোকগুলো, কি একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসছে ভার্মাইয়ের জায়গাটা কেনার ব্যাপারে।'

পাশে বসে গ্রেনভিলের হাতটা কোলে তুলে নিয়ে হেলগা বললো, 'আর এই জন্যেই আমার ভীষণ দরকার তোমাকে। একসঙ্গে তুমি আর আমি কাজ করলে কোনো গণ্ডগোল হবে না। আমি ঠিক করেছিলাম, পাহাড়ের দিকে দুজনে মিলে বেড়াতে যাবো। কিন্তু তা আর এখন হচ্ছে না, ফোন আসবে কতকগুলো এবং আমাকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

আর গ্রেনভিলের কাছে অযাচিত সুযোগ এনে দিলো এটাই, 'হেলগা বুঝতে পেরেছি, যে কথাগুলো গতরাতে আমায় তুমি বলেছিলে সে সম্বন্ধে আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে। যদি গল্‌ফ খেলতে যাই আমি, তোমার কি খুব অসুবিধে হবে? আমার মাথা খুলে যায় গলফ খেলার সময়ে, অবাধ সুযোগ পাই চিন্তা করার। তোমার প্রশ্নের উত্তরটাও ফেরার সময় আনবো।'

তখন হেলগার মাথায় ব্যবসার চিন্তা, সম্মতি দিলো মাথা হেলিয়ে, 'যাও না, ভালই তো, নিয়ে যাও রোলসটা। তা কখন ফিরবে?'

'ফিরবো, তিনটের মধ্যে, চলবে তো?'

নিশ্চয়ই, কিন্তু গলফ্‌ খেলার ষ্টিক.... দরকার নেই ষ্টিকের?'

'চেয়ে নেবো ক্লাবের কারুর কাছ থেকে, তাহলে চলি,' গ্রেনভিল বেরিয়ে পড়লো হেলগাকে চুমু খেয়ে।

ওকে চলে যেতে দেখে হেলগা হতাশ হলো খুব, ওর খুব ইচ্ছে করছিল গ্রেনভিল এই সময় ওর পাশে থাকুক, করা যাবে নানা আলোচনা, নেওয়া যাবে ওর মতামত। এবং বুদ্ধিও ওর খানিকটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। আচ্ছা পালিয়ে তো যাচ্ছে না সময়, হেলগা ভাবলো।

গ্রেনভিলকে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতে দেখলো ছাদে দাঁড়িয়ে, তারপর এলো শোবার ঘরে। বিছানা সবে মাত্র ঝেড়ে মুছে হিঙ্কল পরিষ্কার করেছে।

'কিছু খাবার, হালকা লাঞ্চের মত দিতে পারবে হিঙ্কল, কয়েকটা ফোন করার আছে আমার। আর গলফ খেলতে গেছেন মিঃ গ্রেনভিলও, মনে হয় না লাঞ্চের আগে ফিরতে পারবেন বলে।'

'মাদাম নিশ্চয়ই পারবো!' অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হেলগা বললো 'হিঙ্কল ওকে সত্যিই কিন্তু আমি ভালবেসে ফেলেছি, আমাদের কারবারে ওকে একটা পোষ্ট নেওয়াবার চেষ্টা করছি, ও বলেছে ঠিক কথাই. ওকে যদি রাজী করাতে পারি তবে বিয়ে হবে আমাদের।'

'তাতে যদি, মাদাম সুখী হন আপনি,' হিঙ্কল কথাগুলো বলে চলে গেলো, ও যে প্রস্তাবটা পছন্দ করেনি সেটা বোঝা গেলো।

শুরু করলো টেলিফোন বাজতে, হেলগা পরের তিন ঘণ্টা ব্যস্ত রইলো, হেরমান বলফ ইলেকট্রনিক করপোরেশনের ব্যাপারে।

।। পাঁচ ।।

হোটেল দ্য সুইমির আধ নোংরা লাউঞ্জে বসে গতকালের কথা আর্চার চিন্তা করছিলো। মনে শান্তি ছিলো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায়। একটা মার্সিডিজ গাড়ী ভাড়া নিয়েছিলো এভিস কোম্পানীতে। অনেক বাড়ীর দালালদের সঙ্গে দেখা করবার পর প্যাবা ভাইসোতে একটা কাঠের তৈরী বাড়ী পেয়েছে লুগানোর লাগোয়া। একমাসের জন্য বাধ্য হয়ে ভাড়া নিতে হলো, তবে আদর্শ জায়গা গ্রেনভিলের লুকিয়ে থাকার পক্ষে।

আগামীকাল আন্দাজ দুপুর দু'টোর সময় সেগেত্তি আর বেলমন্ট আসবে। ওদের প্রথমেই চিনিয়ে আনবে হেলগার বাড়িটা, তারপর আনবে এখানে, কাল রাতেই তো চুরি করা হবে গ্রেনভিলকে, মনে মনে নিজেকে সমর্থন করে আর্চার মাথা নাড়লো। যদি ঠিক মতো গ্রেনভিল

ভার নিতে পারে হেলগার তবে তার হাতে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই দশ লাখ ডলার না আসার কোনো কারণ নেই। দারুণ জমেছে যে প্ল্যানটা, এখন নির্ভর করছে সবটাই গ্রেনভিলের হাতের কাজের ওপর।

রাস্তার দিকের নোংরা কাচের মধ্যে দিয়ে রূপোলী আলোয় মেশানো রোলস রয়েসে গ্রেনভিলকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো আর্চার, গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করছিলো গ্রেনভিল উল্টোদিকের দরজাটা আর্চারকে দেখে খুলে দিলো। আর্চার উঠে বসতেই গাড়ি স্টার্ট করে দিলো গ্রেনভিল।

'কি অপূর্ব গাড়ি,' উচ্ছসিত হয়ে উঠলো আর্চার, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঈর্ষারও প্রবাহ বয়ে গেলো তার রক্তে। মনে হলো ওর, ওর জীবনে হেলগা না এলে আজ ওর দামী গাড়ি থাকতো এই রকম।

'আমার অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, 'গ্রেনভিলের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় ওর দিকে আর্চার ফিরে তাকালো। 'গণ্ডগোল কিছু হয়েছে নাকি?'

'আমার টুঁটি টিপে ধরেছে এই মেয়ে মানুষটা, ও আমায় পাগল করে দেবে', রাগে গ্রেনভিল ফেটে পড়তে চাইলো। তারপর ট্র্যাফিকের প্রচণ্ড ভীড় কাটিয়ে এলো হ্রদের কাছে, জায়গা দরকার গাড়ি পার্ক করার, কিন্তু ঐ জিনিষটা যেন লুগানোতে নেই। কোথাও শেষ পর্যন্ত জায়গা না পেয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিলো নো পার্কিং এলাকাতেই ও ইঞ্জিন বন্ধ করে বললো, 'ও চায় ওর ফার্মে আমি কাজ করি, ভাবতে পারছো? ও আমাকে বিয়ে করবেই, শুধু কি তাই পঞ্চাশ লাখ ডলার আমাকে ধার দিতে চাইছে যাতে আমি ওর পয়সায় খাচ্ছি তা না মনে করি। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কাজ করবে ওর সঙ্গে বলো? একটু ও আমাকে একলা ছাড়বে না। হয় বিছানায় শোও ওর সঙ্গে না হয় কাজ করো টেবিলে বসে।

আর্চার নিঃশ্বাসটা চেপে গেলো, আহা ঐ ধরণের একটা প্রস্তাব তার কাছে যদি আসতো, সঙ্গে সঙ্গে ও তো ঝাপিয়ে পড়তো, ধার পঞ্চাশ লাখ ডলার আর কাজ করবার প্রস্তাব হেরমান রল্ফ ইলেকট্রনিক কর্পোরেশানে। ভাবাই যায় না। গ্রেনভিলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ ঘৃণায় আর্চারের মন ভরে উঠলো—সত্যিই পুরুষ বেশ্যা গ্রেনভিল লোকটা, ভয় পায় দায়িত্ব নিতে। তবু আর্চার অশান্ত সুরে বললো, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তোমার মনের কথা, তবে প্রয়োজন নেই জড়িয়ে পড়ার। কিন্তু তুমি কি করে এলে?'

গ্রেনভিল বিরস মুখে বললো, 'হেলগাকে বললাম যে আমি ওর কথাটা একটু ভাবতে সময় চাই। আমি ভাল চিন্তা করতে পারি গলফ্‌ খেলার সময়। এছাড়া বেরিয়ে আসার অন্য কোনো পথ ছিল না। জমি কেনার ব্যাপারে ভার্সাইতে দরকারী কয়েকটা কাজে ফোন আসবে ওর কাছে, তাই আমাকে ও একা ছেড়েও দিলো।...ওর ব্যবসায়ে যদি আমি কাজ করতে রাজী হই, তাহলে আমাকে কালকেই বিয়ে করে ফেলবে, গাড়ির হুইলের ওপর রাগের চোটে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলো গ্রেনভিল।

'কিন্তু এটাই করুক হেলগা, আমাদের তাই তো প্ল্যান,' উত্তর দিলো শান্তভাবে আর্চার, 'যেন তুমি বড্ড বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ। কখনই তোমাদের দুজনের বিয়ে হবে না। তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত বেশ ভালই চালিয়েছো। যাও চালিয়ে, তুমি ওর কোম্পানীতে ফিরে গিয়ে বলবে চাকরী করবে, আর বিয়ে যত তাড়াতাড়ি হবে সুখি হবে ততই তুমি।'

একটা সিগারেট ধরালো গ্রেনভিল, 'বিয়ে হবার কথা ওর সঙ্গে চিন্তা করলেই রক্ত শুকিয়ে যায় আমার। আর্চার ঠিক বলছো তো তুমি, সব ঠিকঠাক চলবে শেষ পর্যন্ত। কবে তুমি ওর হাত থেকে আমায় বের করে আনছো বলো?'

মনে মনে ঘৃণায় বিরক্ত হয়ে উঠলো আর্চার। সুন্দর অপদার্থ এই পুতুলটার বদলে সে যদি আজ থাকতো?

'তোমায় কিডন্যাপ করা হবে আগামীকাল রাতের বেলায়, তাহলেই তো দুশ্চিন্তা তোমার দূর হবে। এ পাশের প্ল্যান এখনও পর্যন্ত ঠিক মতো চলছে।'

'ভালো চললেই ভালো। তুমি জানো না, সবসময় খবরদারী করেও আমাকে কিভাবে হাতের

মুঠের মধ্যে পুরে রাখতে চায়, জীবনে এরকম মেয়েমানুষ দেখিনি।'

'নিশ্চিন্ত থাকো। বন্দোবস্ত সব হয়ে গেছে। দুজন লোক যাবে কাল রাত দশটার সময়। মুখোশ পরা পিস্তল হাতে। ওরা ভয় দেখাবে তোমাদের দুজনকে। লোক দেখানো সামান্য বাধা দেবার চেষ্টা করবে তুমি, তবে কড়াকড়ি বেশি করবে না, কারণ যারা যাবে তারা পেশাদার নয়। ওদের সঙ্গে চলে যাবে তুমি। একটা চিঠি এরা হেলগাকে দিয়ে আসবে, আমি চিঠিটা তৈরী করে রেখেছি। কি বলতে হবে হেলগাকে, তাও আমি শিখিয়ে দেবো ওই ভাড়াটে গুণ্ডাদুটোকে কথা দিচ্ছি তোমায়, হেলগাকে ওরা শাসাবে যেভাবে তাতে ও আর পুলিশকে ডাকবে না। ওরা একটা বাড়িতে তোমাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে, আমি ভাড়া করে রেখেছি বাড়িটা। পৌঁছবার পর ওখানে গুণ্ডাদুটোর পাওনা মিটিয়ে তোমার ভার নেবো আমি আর আশা করি সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তুমি মালিক হয়ে যাবে দশ লাখ ডলারের। হ্যাঁ, এতো সহজেই কাজটা হবে।'

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে গ্রেনভিল প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু হিঙ্কলকে নিয়ে কি করবে?'

'হ্যাঁ, আবার হিঙ্কল আছে ওখানে।...শুতে যায় ও কখন?'

'ভগবান জানে। হেলগা গত রাতে ওকে ডিনার খাবার পর শুতে পাঠালো জোর করে।'

'তাহলে ওদের একেবারে এগারোটার সময় পাঠালেই চলবে। তুমি কি মনে করো হিঙ্কল তোমাদের দুজনকে একলা রেখে চলে যাবে?'

'থেকেও যেতে পারে।'

'তাহলে ওর ভার নেবে দুটো গুণ্ডার একজন। হ্যাঁ, আর একটা কথা ক্রিস, তালাটা সদর দরজার খুলে রেখো। আমি ওই বাড়িটা চিনি। ভেতরে ঢোকবার সদর ছাড়া অন্য আর কোন পথ নেই। সদর দরজার কাছেই একটা বাথরুম আছে গলি বারান্দায়। হিঙ্কল চলে যাবার পর এক ফাঁকে চলে আসবে বাথরুমে যাবার নাম করে। ফিরে যাবে দরজার তালাটা খুলে...বুঝেছো?'

মাথা নাড়লো গ্রেনভিল। কাঁচ নামাবার বোতামটা টিপলো, 'কি চাই?' সে খেঁকিয়ে উঠলো ইতালী ভাষায়।

'নো-পার্কিং এলাকায় আপনি গাড়ি রেখেছেন। বে-আইনী এটা।'

'যাক গোল্লায়। গাড়ি রাখার কোনো জায়গায় নেই এই বাজে শহরে। গাড়ি রাখার ভাল বন্দোবস্ত করা তোমাদের উচিত।'

বহুদিন আর্চার সুইজারল্যান্ডে কাটিয়েছে, ও জানে ওখানকার পুলিশ যেমন সৎ, তেমনি স্পর্শকাতর। যেভাবে অপমানজনক কথা গ্রেনভিল বলছে তাতে বাড়বে গণ্ডগোল।

চোখ মুখ কঠোর হয়ে গেলো পুলিশটির, 'দেখান আপনার কাগজপত্র।'

'এই নিন।' গাড়ির কাগজপত্র খোপ থেকে তুলে দিলো পুলিশের হাতে।

কনস্টেবলটি একবার চোখ বুলিয়ে বললো, 'কিন্তু আপনার তো নয় গাড়িটা?'

'পড়তে পারো তো তুমি, মাদাম রলফ গাড়ির মালিক, হয়তো তার নাম অজানা নয় তোমার। তিনিই আমাকে চড়তে দিয়েছেন।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো পুলিশ কনস্টেবলের, 'স্যার আপনার পাশপোর্ট?'

বারবার বহু দেশে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেসের ফলে পাশপোর্ট সব সময় গ্রেনভিল সঙ্গেই রাখতো, বাড়িয়ে দিলো।

তার পরেই আর্চার একটা কাজ করে বসলো বোকার মতো। একটা পুরোনো কার্ড নিজের ব্যাগ থেকে বার করে পুলিশের হাতে দিলো, ওতে ওর নাম ঠিকানা আর শেষ যে আন্তর্জাতিক অ্যাটর্নী ফার্মে কাজ করেছিলো তার নাম লেখা।

নম্র সুরে বললো, 'মিঃ অফিসার একটা কথা, মিঃ গ্রেনভিল ইংরেজ, তেমন ভালো জানেন না ইউরোপের নিয়ম কানুন। বিশ্বাস করুন আমার কথা, মাদাম রলফ চড়তে দিয়েছেন একে তাঁর গাড়ি। মাদাম রলফের ইনি অতিথি, উঠেছেন ওর বাড়িতেই।'

ভাল করে কার্ডটা দেখে ফিরিয়ে দিল। তারপর গাড়ির কাগজপত্র, পাশপোর্ট গ্রেনভিলকে দিয়ে বললো, 'আর কখনো ভবিষ্যতে নো-পার্কিং এলাকায় গাড়ি রাখবেন না।' পুলিশটি স্যালুট করে চলে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনভিলও গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। অসাধারণ কনস্টেবলটির স্মৃতিশক্তি, তার নোটবুকে সব নামধাম টুকে নিলো, খট্‌কা লেগেছে ওর, বাজে পোশাক পরা এইরকম একটা লোক কি করে আন্তর্জাতিক অ্যাটর্নী হতে পারে।

গাড়ি লেকের পাশ দিয়ে চালাতে চালাতে গ্রেনভিল কনস্টেবলটার উদ্দেশ্যে একটা গালাগাল দিলো। নার্ভাস হয়ে আর্চার বললো, 'ক্রিস ভগবানের দোহাই, ওভাবে কথা বলতে নেই সুইস পুলিশের সঙ্গে। কাজ করেছো খুব বোকার মতো।'

'মরুকগে ব্যাটা।' গাড়ি দাঁড়ালো ইডেন হোটেলে গিয়ে।

'চলো গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক একটু।'

দুজনে মুখোমুখি বসলো জিন মার্তিনির অর্ডার দিয়ে। 'আর্চার দ্যাখো, সবকিছু কিন্তু হওয়া চাই ঠিকঠাক। যে লোকদুটোকে পাঠাবে তারা বিশ্বাসী তো?'

আর্চার মুখ খুললো না, মদ না আসা পর্যন্ত। তারপর দুজনের অনেকক্ষণ কথা হলো। গ্রেনভিল ভিলাতে ফিরলো বেলা তিনটের পরে। অনেকটা কমে গেছে মনের ভার। কথা বলে আর্চারের সঙ্গে ও বুঝে গেছে নির্ভেজাল দশ লাখ ডলার কয়েক দিনের মধ্যে ওর পকেটে আসছে। কিছুটা গলফ্ খেলে এসেছে গলফ্ ক্লাবে ট্রেনারের সঙ্গে ট্রেনারকে সহজেই হারিয়ে দিয়েছে। ওর প্রশংসায় ট্রেনার তো পঞ্চমুখ। এত ভাল প্লেয়ার আজ পর্যন্ত ও দেখেনি। গ্রেনভিলও খুশি।

গ্যারেজে রোলসটাকে রেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। হেলগা কার সঙ্গে কথা বলছে টেলিফোনে শুনতে পেলো। তাই নিজের ঘরে গিয়ে সোজা স্নান সেরে পোশাক পাল্টে বসবার ঘরে এসে বসলো।

হেলগার চোখেমুখে বিরক্তির ভাব ছিলো, বেশ খুশি হলো গ্রেনভিলকে দেখে।

'এতো বাজে কাটলো সকালটা যে বলার নয়। আমায় বুদ্ধুগুলো পাগল না করে ছাড়বে না।' গাদাগুচ্ছের কাগজপত্র সামনের টেবিলে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হেলগা উঠে এলো।

গভীর চুমোয় আচ্ছন্ন করে গ্রেনভিলকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'ক্রিস ডিয়ার উত্তরটা দাও ..বলো হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ,' বলার সঙ্গে সঙ্গে হেলগাকে কোলে তুলে নিয়ে গ্রেনভিল বেডরুমে ঢুকলো, দরজাটা পা দিয়ে বন্ধ করে বললো, 'আর এখুনি তার ড্রেস রিহার্সালটা হয়ে যাক্।'

'আরে, আরে এসব দেখলে হিঙ্কল মূর্চ্ছা যাবে,' মুখে বললেও হেলগা ততক্ষণে নিজের জামা কাপড় খুলে ফেলেছে অর্ধেক।

'নরকে যাক হিঙ্কল। আমার বৌকে আমি পেয়েছি।'

দশ মিনিট পরে, খাটে নগ্ন হয়ে পাশাপাশি শুয়ে বকবক করতে লাগলো হেলগা। কিভাবে কোথায় বিয়ে হবে তাদের। তার মন চরম আনন্দে ভরে আছে।

'প্যারাডাইস সিটিতে আমরা যাবো। ওখানে একটা দ্বীপে আমার একটা সুন্দর বাড়ি আছে। একটু দূরে আমার একটা আলাদা কটেজও আছে। তুমি ওই কটেজে থাকবে এনগেজমেন্টের কথা ঘোষণা করার পর। খুব জাঁকজমক করে বিয়েটা করতে হবে। বড় বড় অনেক লোক তাদের বৌ নিয়ে আসবে। আসবে বড় বড় অফিসারও যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে ব্যবসার।'

গ্রেনভিল কুঁকড়ে উঠলো কথাটা চিন্তা করে, কিন্তু অন্য ভাব বাইরে দেখিয়ে ওর গায়ে হাত বোলাতে লাগলো। মুখে বললো, 'আমি সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ পৃথিবীর, নিশ্চয়ই আমি পরশু দিন থেকে স্বাধীন'। মনে মনে বললো, আর দশ লাখ ডলারের মালিক হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই।

মৃদু টোকা পড়লো দরজায়, বাইরে থেকে হিঙ্কল জানালো, 'মাদাম, মিঃ উইনবগ টেলিফান করছেন। মৃদু তিক্ততার আভাস গলার সুরে।'

'লোকটা গোল্লায় যাক,' ফোঁস করে উঠলো হেলগা, কিন্তু টেলিফোনটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো। 'কি ব্যাপার স্ট্যানলী?' কান পেতে শুনে বললো, 'আর একটা ডলারও দেবো না। দর করছে ওরা। কিন্তু স্ট্যানলী একটা কথা. আমাকে এসব ছোটখাটো ব্যাপারে বিরক্ত করার কি দরকার, একটু বিশ্রাম করছি আমি।'

খাট থেকে নেমে আস্তে করে গ্রেনভিল বাথরুমে ঢুকলো। ও জামাকাপড় পরতে পরতে চিন্তা করলো, হায় ভগবান, ও এ কাকে বিয়ে করবে, মানুষ না ব্যবসার যন্ত্র। ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলো কথা বলে চলেছে হেলগা স্ট্যানলীর সঙ্গে। খোলা ছাদে গিয়ে ও বসলো।

'স্যার, চা আনব?'

হিঙ্কল উদার হলো হঠাৎ। গ্রেনভিল বললো, 'ডবল পেগ হুইস্কি আর সোডা।'

হেলগা এলো আধঘণ্টা পরে, 'ক্রিস তোমায় এই লেনদেনটার কথা বলছি। এটা দেখাশোনা করতে হবে তোমাকে। এটা হতে চলেছে বিরাট ব্যাপার। তবে বড় বেশি লোভী হয়ে উঠেছে ফরাসী সরকার। প্রথম থেকেই বলছি তোমাকে।'

তারপর গ্রেনভিলকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হলো পুরো একঘণ্টা। হেলগা কানের কাছে টাকার অংক, খরচ, ধার, সুদের হিসাব, এসব নিয়ে চললো বক্‌বক্‌ করে। যেন কোন রকমে সব বুঝছে এমন ভাব করে মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে সায় দিলো গ্রেনভিল। কিন্তু আর হলো না শেষ রক্ষা, যখন বললো হেলগা, 'শুনলে তো সব ব্যাপারটা, এবার বলো কি মত তোমার?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো গ্রেনভিল। কোনো মতামতই নেই ওর, কারণ ও মন দিয়ে একটা কথাও শোনেনি হেলগার। টাকা পয়সা, কাজ কারবারের সব কথা অর্থহীন ওর কাছে।

তাই সবধানে বললো, 'হেলগা নিজের মতামত দেবার আগে, একবার আমি ভাল করে কাগজপত্র, হিসেবগুলো দেখতে চাই। সম্ভব হবে কি সেটা? তোমাকে তো আমি সাবধান করে দিয়েছি আগেই হিসাবের ব্যাপারে আমি অসম্ভব কাঁচা, তবে প্ল্যান আর হিসেবগুলো দেখার জন্যে কয়েক ঘণ্টা যদি সময় পাই, মনে হয় বুদ্ধি খাটাতে পারবো।'

বেশ হতাশ হলো হেলগা, তবুও বললো মাথা নেড়ে, 'ক্রিস ঠিক আছে, উইনবর্গকে আমি বলছি কনট্র্যাক্ট, প্ল্যান ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি পারে প্লেনে করে পাঠিয়ে দিক। যা বলছো তুমি ঠিকই বলছো।'

টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে প্যারিসে ফোন করার চেষ্টা করলো হেলগা, ঠিক তখনই ভোদকা মার্তিনি নিয়ে হিঙ্কল ঢুকলো।

মনে মনে হাঁফ ছাড়লো গ্রেনভিল, পাওয়া গেল কিছুটা সময়। গ্লাসে মদ ঢেলে হিঙ্কল মেশাচ্ছে, উইনবর্গের সেক্রেটারীকে হেলগা বলে দিলো ভার্সাইয়ের কনট্র্যাক্টের কাগজপত্র পাঠিয়ে দিতে।

'ওগুলো চাই কালকেই,' দুম্‌ করে কথাটা বলে হেলগা ফোন নামিয়ে রাখলো।

'বাড়িতেই কি ডিনার খাবেন, মাদাম' জানতে চাইলো হিঙ্কল।

'হেলগা চলো না, কোথাও খেয়ে আসি বাইরে, মজাও হবে বেশ।' গ্রেনভিল তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'আবার ঐ সব হিসেবপত্রের কথা? বাড়িতে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাবে যে।'

'যাবো নিশ্চয়ই। গুয়েনিয়ে যাবো আমরা, সাদামাটা জায়গাটা, তবে ভালো খাওয়ায়। না, আমরা একটু বেরোবো হিঙ্কল।'

ছাদ থেকে হিঙ্কল চলে যাবার পর প্যারাডাইস সিটির কথা গ্রেনভিল জানতে চাইলো, ও আসলে চাইছিলো যাতে হেলগা আবার ব্যবসা বাণিজ্যের কথা না শুরু করে দেয়। বেশ খুশী মনে হেলগাও বর্ণনা দিতে লাগলো খুঁটিয়ে। দ্রুত গতিতে সময় কেটে গেল। রাত আটটার সময় পোশাক পাল্টাবার জন্যে হেলগা ঘরে গেল, ওখানে বসে বসে গ্রেনভিল চিন্তা করলো আর সাতাশ ঘণ্টা মাত্র, মুক্তি তারপরেই।

পেট ভরে ইতালীয়ান স্টাইলে ডিনার খেয়ে হাতে হাত ধরে দুজনে লেকের ধারে বেড়াতে লাগলো। মানসিক উত্তেজনা হেলগার কমে গেছে, বেশ ফূর্তি মনে। তার স্বামী হতে যাচ্ছে এই মানুষটা। গ্রেনভিলের দীঘল, ছিপছিপে দেহ আর কমনীয়তা ভরা মুখ বারবার হেলগা দেখছিলো। আঃ, কি সুন্দর। মনে মনে সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলো বিয়ের প্রস্তুতির কথা চিন্তা করে। কথাটা লোমান আর উইনবর্গ শুনলে চমকে যাবে দারুণ। ওদের জানানো কখন ঠিক হবে তাই ভাবতে ভাবতে ঠিক করলো শেষ পর্যন্ত, ওদের গ্রেনভিলের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত জানাবে না কিছু। বলতে হবে সিনিয়ার পার্টনার হিসেবে গ্রেনভিল যোগ দিতে যাচ্ছে কর্পোরেশনে। যে কথাটা শুনে ওরা সুখী হবে না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উপায় কি? হেলগার মুঠোয় পুরো

কর্পোরেশনটা, তার নিজের একলার পঁচাত্তর ভাগ শেয়ার। নিশ্চয়ই অন্য ডিরেক্টাররাও ভ্রূ কুঁচকোবে, কিন্তু পরোয়া কিসের। দুঃখের কথাটা এই যে, সব ভালো গ্রেনভিলের, শুধু কেন যে ব্যবসার ব্যাপারে লোকটা মাথা ঘামাচ্ছে না বা একটুও আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ঠিক আছে, দরকার নেই তাড়াহুড়ো করে, কাজ তো একসঙ্গে করা যাক। তারপর ওকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলতে হবে।

নিজের কথা শুধু ভাবতে গিয়ে যেন একটু বেশি গ্রেনভিলকে অবহেলা করে ফেলছে, এটা মনে হতেই হেলগা কথা জুড়ে দিলো গলফ্ খেলা নিয়ে।

নিজের চিন্তায় গ্রেনভিলও মগ্ন ছিলো, কি ভাবে কাল রাতে তাকে কিডন্যাপ করবে, ঠিক মতো সব চলবে তো, যা চাইছে শেষ পর্যন্ত তা পাবে তো? পাকা গলফ্ খেলোয়াড়ের মত হেলগার প্রশ্নের উত্তরে খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে লাগলো গ্রেনভিল। ভালো লাগে না হেলগার এসব শুনতে, ওর ধারণা সময়ের অপব্যবহার গলফ্ খেলাটাই, মুখে অথচ খুব তারিফ করতে লাগলো গ্রেনভিলকে।

বাড়িতে ফিরে দেখলো ওদের জন্যে হিক্কল অপেক্ষা করছে। একটু রেগে হেলগা বললো, 'দেখো হিক্কল, ডিনার খাবার পর ভবিষ্যতে তুমি চলে যাবে তোমার ঘরে। আমি জানি তুমি ভালোবাসো টিভি দেখতে। কোনো কিছু আমার দরকার হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো। কিন্তু চাই না আমি তুমি অযথা জেগে বসে থাকো আমার জন্যে। কী, কানে গেছে কথাটা।'

মাথা নাড়লো হিক্কল 'মাদাম ঠিক আছে, তাই হবে।'

'সদরের তালা গ্রেনভিল বন্ধ করে দেবেন। এবার থেকে ডিনারের পর তুমি বিশ্রাম করবে।'

গ্রেনভিল এ কথাটা শোনার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আর্চার হয়তো যা বলেছে হবে তাই, সব ঠিক মতো এখনও পর্যন্ত চলছে।

পরদিন সকাল সাতটায় গ্রেনভিলের ঘুম ভাঙলো, কিন্তু এখনও মুক্তি পেতে বাইশ ঘণ্টা বাকি। ব্যবসার সেই সব কাগজপত্রগুলো হেলগার এসে যাবে যে প্যারিস থেকে, কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। আর হেলগা তখন চাইবে ওগুলো পড়েটড়ে আমি আমার মতামত দিই। ও নারাজ এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে, আর একমাত্র বাঁচার উপায় অসুস্থতার ভান করা, তার পক্ষে এসব করা নতুন কিছু নয়। আগে আধ বুড়ী মহিলাদের পাল্লায় যখন পড়তো ও তখন, আত্মরক্ষা করতে হয়েছে আধকপালী ব্যাথার নাম করে। আর তাতে কাজও হয়।

একটু নড়ে চড়ে হেলগা উঠতেই গ্রেনভিল একটু গোঙানীর মতো শব্দ করলো। এটা অনেক বছর ধরে প্র্যাকটিস করে রেখেছে সে, সত্যি মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে হেলগা উঠে বসলো, 'ক্রিস, তোমার কি হয়েছে?'

গ্রেনভিল চোখের ওপর হাত রেখে বললো, 'কিছু না।' তোমাকে আমি জাগাতে চাইনি, আমার এরকম হয় মাঝে মাঝে।'

উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে হেলগা গ্রেনভিলের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লো, 'তোমার কি কোথাও ব্যথা করছে?'

'ব্যথা, এটা আধকপালী। এমন হয় মাঝে মাঝে,' যেন চেষ্টা করে গ্রেনভিল একটি গোঙানী চেপে নিলো, "হেলগা ডার্লিং আমায় একটু একলা থাকতে দাও। একটু চুপ করে শুয়ে থাকলে কষ্ট হয় না ততটা।"

"আধকপালী, হায় ভগবান," হেলগা খাট থেকে নেমে পড়লো, 'একটা কিছু খুঁজে পেতে দেখি।'

"না, দরকার নেই, প্লিজ। এটা আমি প্রত্যেকবারই কাটিয়ে উঠি। খুব খারাপ লাগছে। একটু একলা থাকলেই আমি ঠিক হয়ে যাবো। কষ্ট হয় কথা বলতেও।"

'ক্রিস ঠিক আছে, চা চলবে একটু। কি করতে পারি বলো তোমার জন্য।'

'দরকার নেই কিছু। সেরে যাবে ঘণ্টাখানেকর মধ্যে।"

হেলগা একটু ইতস্ততঃ করে বাথরুমে চলে গেলো। চোখ ঢেকে গ্রেনভিল ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলো। চট্ করে স্নান সেরে শব্দ না করে পরে নিলো পোষাক।

হেলগাকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করতে করতে মাঝে মাঝে একটু একটু করে গ্রেনভিল

গোঙাচ্ছিলো।

'ক্রিস, ডার্লিং...ডাক্তার ডাকি।'

'কোনো ডাক্তার আধকপালী সারাতে পারে না।' তারপর খুব কষ্ট করে যেন মুখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে বললো, 'ঠিক হয়ে যাবো আমি। একটু একলা থাকি এখানে, তাহলেই হবে।'

মনে মনে উৎকণ্ঠা নিয়ে হেলগা দাঁড়ালো খোলা ছাদে গিয়ে। গাছে জল দিচ্ছিল হিক্কল। ওকে দেখে হোস পাইপটা বন্ধ করে এগিয়ে এলো, 'মাদাম আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠেছেন। কোনো অসুবিধে হয়নি তো?'

'আধকপালী হয়েছে মিঃ গ্রেনভিলের। ওকে যেন আমরা একটুও ডিসটার্ব না করি।'

হিক্কলের গোল মুখে আরও নিস্পৃহতা ফুটে উঠলো। 'আচ্ছা মাদাম, এটা বড় বাজে অসুখ। তাহলে এখানেই কি আপনার কফি দেবো?'

'তাই দাও।'

গ্রেনভিলের জন্য দুশ্চিন্তায় হেলগার-এর কফিও ভাল লাগলো না। যখন হিক্কল ট্রে নিয়ে যাবার জন্যে এলো, তখন হেলগা বললো 'ভাবতেও পারবে না তুমি যে, মিঃ গ্রেনভিলের মত একজন মানুষ আধকপালী রোগের শিকার হতে পারেন, তাই না হিক্কল?'

ভ্রূ কুঁচকালো হিক্কল, 'মনে হয় আমার এটা এসেছে নার্ভাসনেস থেকে। না, মাদাম ওসব আপনি ভয় করবেন না।'

হেলগার-এর হঠাৎ মনে হলো হিক্কলের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার একটু, 'হিক্কল যেও না, কথা আছে তোমার সঙ্গে, বোসো।'

'দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালবাসি আমি,' মাথা হেলিয়ে একটা 'বাউ' করে বললো হিক্কল।

হো হো করে হেসে উঠলো হেলগা, 'তোমার কি কিছু কখনও ভুল হবাব নয় হিক্কল, আর তোমাকে এইজন্যই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে হয়। বোসো প্লিজ।'

'ধন্যবাদ মাদাম।' একটা চেয়ারের কোনায় হিক্কল কোনরকমে বসলো।

'জানিয়ে রাখা উচিত তোমাকে, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি মিঃ গ্রেনভিলকে। উনি সিনিয়ার পার্টনার হতেও রাজী হয়েছেন আমার কোম্পানীতে। বিয়েটা আগামী মাসে হবে মনে হয়।' হেলগা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

সাপ ব্রহ্মতালুতে ছোবল মারলে যেমন হয় মুখের অবস্থা, তাই হলো হিক্কলের, কথাটা শোনা মাত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার নির্লিপ্ত উদাসীন হয়ে গেলো সে। 'তাহলে শুভেচ্ছা জানাতে হবে মিঃ গ্রেনভিলকে আর শুভ কামনা করছি আপনারও।'

'হিক্কল ধন্যবাদ। আমি নিশ্চয়ই ক্রিসকে পেয়ে সুখী হবো। আর ভাল লাগছে না এই নিঃসঙ্গ জীবন। তুমি তো জানো আমায় কিভাবে একা একা কাটাতে হচ্ছে। আমার জীবন পাল্টে যাবে ওকে কাছে পেলে। অতগুলো বছর রলফের সঙ্গে যে কি বিশ্রী ভাবে কেটেছে মন শিউরে ওঠে ভাবলেও। আমাকে বুঝবার চেষ্টা করো হিক্কল, মত দাও আমার বিয়েতে।'

'নিশ্চয়ই মাদাম,' কিন্তু মন থেকে যে সে কথাটা বললো না বোঝা গেল সেটা। হিক্কল উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ হেলগা রেগে উঠলো, 'তোমায় বসতে বলছি না। আর শোনো এই সপ্তাহের শেষে প্যারাডাইস সিটি যাবো আমরা। সব ব্যাপারটা তুমি দেখাশোনা করবে, তাই আমি চাই, বেশ জাঁকজমক করে হবে বিয়েটা।'

দাঁড়িয়ে রইলো হিক্কল, 'আপনি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন মাদাম,' সে খুব চাপা সুরে বললো।

হেগলা খুব ভালভাবে হিক্কলকে চেনে। যখন ও মনের দিক দিয়ে হযে ওঠে চঞ্চল, তখন বেশ কিছু সময় না দিলে কোনো কাজ হয় না।

'আমি বিনা দ্বিধায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভরসা রাখতে পারি তোমার ওপর,' হেলগা নরম সুরে বললো।

'মাদাম ঠিক আছে। তবে সব সময়ই আপনি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন। আচ্ছা এখন আমি আসি, বাকি আছে কিছু কাজ।'

হেলগা লক্ষ্য করলো হিক্কল ঘাড় শক্ত করে চলে গেলো ভেতরে। যদি খুশি হতো হিক্কল,

তাহলে তো কথাই ছিলো না. ঠিক আছে ওকে সময় দেওয়া হবে। এবার গ্রেনভিলের সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে, বোঝাতে হবে ওকে, হিঙ্কলের দাম অনেক হেলগার কাছে। চেষ্টা করতেই হবে গ্রেনভিলকে হিঙ্কলের মন জয় করার জন্যে। হেরম্যান রলফকে যখন হেলগা বিয়ে করে ওকে হিঙ্কল অপছন্দ করতো। অনেক চেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে হিঙ্কল শুরু করেছিলো।

হেলগা ধীর পায়ে শোবার ঘরে গেলো, দরজা খুললো আস্তে। ওপাশে গ্রেনভিল চা আর সিগারেটের জন্য ছটফট করছিলো। হেলগার পায়ের শব্দ শুনেই মুখের ওপর হাতটা চাপিয়ে ভান করলো ঘুমিয়ে থাকার।

ওকে দেখে নিয়ে হেলগা আবার ফিরে গেলো ধীর পায়ে। 'হায় ভগবান। ওর জীবনে আজকের দিনটার মত এমন ভয়ঙ্কর দিন কখনও আসেনি।'

ঘুমিয়ে থাকার ভান করে গ্রেনভিল সিরিয়াসলি চিন্তা করা শুরু করেছিল। ওর বেশ অস্বস্তি হেলগার ব্যাপারে। ইস্পাতের মত একটা কাঠিন্য আছে হেলগার-এর মধ্যে, সবসময়েই যার জন্যে উদ্বেগের মধ্যে থাকে। হেলগা যদি একবার বুঝতে পারে পুরো ব্যাপারটা, তাহলে কেলেঙ্কারী হবে ভীষণ। টাকাটা আর্চারের কাছ থেকে পেলেই খুব দূর দেশে পালিয়ে যাবে কোথাও, একটা ভাল গোছের বান্ধবী জোগাড় করে ফূর্তিতে কাটাবে বেশ কিছুদিন, তারপর ইউরোপে ফেরা যাবে গণ্ডগোল থিতিয়ে এলে।

একটা কথা হঠাৎ মনে হতেই গ্রেনভিলের মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কতটা বিশ্বাস করা যায় আর্চারকে। সে ওকে কতটুকুই বা চেনে? হঠাৎ দেখা হল প্যারিসের সেই সস্তা হোটেলে। সত্যি সত্যিই কি আর্চার আন্তর্জাতিক অ্যাটর্নী? যে সব জোচ্চোরদের কথা শোনা যায়, তাদেরই কি একজন আর্চার? মানছি, ও চেনে হেলগাকে। কেননা হেলগা সম্বন্ধে ও যা যা বলেছে সবই মিলে যাচ্ছে। আর্চারের কেমন গরীব গরীব ভাব। মুক্তিপণের কুড়ি লাখ ডলার জমা দেওয়া হবে আর্চারের নম্বর দেওয়া একটা সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে। ব্যবস্থাটা এমনিতে পাকা সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রেনভিলের দাবী ঐ টাকার ওপর কি করে টিকতে পারে? যদি আর্চার বেপাত্তা হয়ে যায় টাকা জমা পড়ার পর? ঘামতে শুরু করলো গ্রেনভিল। বেপরোয়া জীবন যাপন, পুরুষ বেশ্যার ভূমিকায় অভিনয় করলেও সে রাজী নয় নিজেকে ঠকতে দিতে। আধো অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে গ্রেনভিল ডুবে রইলো আকাশ-পাতাল এই সব চিন্তায়।

কাঁটায় কাঁটায় দুপুর দুটোর সময় একটা ভাঙাচোরা ভক্সওয়াগনে চেপে ম্যাক্স সেগেত্তি আর জ্যাকস বেলমন্ট হোটেল দ্য সুইমিতে এসে পৌঁছলো। আর্চার হোটেলের বিল চুকিয়ে অপেক্ষা করছিলো তার ভাড়া করা মার্সিডিজ গাড়িতে। ওদের জানালো হাত নেড়ে, অনুসরণ করতে তার গাড়িকে। লুগানোর ব্যস্ত সড়ক হয়ে ওদের গাড়ি হ্রদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চললো প্যারাডাইসের দিকে। আর্চার মাঝে মাঝে গাড়ির আয়নায় দেখে নিচ্ছিলো ঠিক মতো সেগেত্তিরা আসছে কিনা।

সেই ভাড়া নেওয়া গাড়ির সামনে মিনিট দশেক পরে এসে দাঁড়ালো আর্চারের গাড়ি। সেগেত্তিদের ভক্সওয়াগনও পৌঁছে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পুরনো স্যুটকেশ হাতে নিয়ে তারা নামলো। গাঢ় রঙের স্যুট দুজনেরই পরনে। দেখা হয়েছিলো প্রথম যেদিন তার চেয়ে ভদ্র লাগছে অনেক বেশি ওদের।

'ঝঞ্ঝাট হয় নি তো?' ইতালীয় ভাষায় আর্চার প্রশ্ন করলো।

'না স্যার,' একটু হেসে সেগেত্তি উত্তর দিলো।

'মুখোশ আর রিভলবার এনেছো?'

'হ্যাঁ স্যার। আমরা জুরিখ হয়ে এসেছি, ইতালীর কাস্টম্‌সকে এড়াবার জন্য, ঝঞ্ঝাট হয়নি।'

'ঠিক আছে, ভেতরে এসো।' আর্চার ওদের অযত্নে লালিত বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ির সামনে এসে দরজা খুলে বসবার ঘরে ঢুকে বললো, 'তোমরা বসো।'

বসলো দুজনে, আর্চার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললো, 'আজ রাত এগারোটায়

আসল কাজ শুরু হবে। তালা থাকবে না বাড়িটার সদর দরজায়। ঢুকে পড়বে তোমরা জোর করে। বন্দুক দেখিয়ে মহিলা আর পুরুষটিকে ভয় দেখাবে। আর চলে আসবে পুরুষটাকে ধরে নিয়ে। ওকে তোমরা এখানে আনা মাত্র আমার চুক্তি খতম হয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে। বাকি টাকাটা আমি দিয়ে দেবো। আর একটুও তোমরা দেরি না করে চলে যাবে জেনিভা ছেড়ে, একটুও মনে রাখবার চেষ্টা করো না এখানকার ঘটনাটা।'

ঘাড় নাড়লো সেগেত্তি, ঘাড় নিচু করে বেলমন্ট চুপচাপ বসেছিলো।

'কোথায় ঐ বাড়িটা?'

'ওখানে তোমাদের কয়েক মিনিটের মধ্যে নিয়ে যাবো। তবে অসুবিধে একটা হতে পারে। একটা পুরুষ চাকর আছে ঐ বাড়িতে। ও সুবিধের লোক নয়। যদি ও পৌঁছে যায় ওখানে, ওকে তোমাদের একজন সামলাবে।' একটু থেমে আর্চার আবার বললো, 'তবে খুনজখম, মারামারি যেন কোনো রকম না হয়।'

বেলমেন্ট এতক্ষণ পরে মুখ খুললো। শয়তানি হাসি হেসে বললো, 'ঠিক আছে। আমি নেবো ওর ভার।'

ওর গলার হিংস্র স্বরটা শুনে চিন্তিত হলো একটু আর্চার, 'আবার বলে রাখছি আমি, খুন জখম মারামারি কোনো রকম যেন না হয়।' একবার করে দুজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো, 'বুঝতে পেরেছো তো পুরো কথাটা, কোনো চিন্তা নেই ওকে চুরি করে না আনতে পারলেও, তবে খাটাবে না গায়ের জোর।'

'স্যার দরকার পড়বে না তার।' সেগেত্তি বিনীত সুরে জানালো।

'ধরে আনতে হবে যাকে, সে বাধা দেবে নাম মাত্র, তার বেশি নয়। ও বিশ্বাস করাতে চায় মহিলাকে যে জোর করে ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বুঝেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ঠিক আছে। আবার একবার সব কথাটা বলে দিচ্ছি ঘুরিয়ে, ঠিক রাত এগারোটার সময় ওই বাড়িতে তোমরা যাবে, আমার গাড়িটা নেবে। গাড়ি দাঁড় করাবে গেটের বাইরে। বাড়িতে রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে ঢুকবে, তালা থাকবে না সদর দরজায়। তোমরা ভিতরে হুট করে ঢুকে পড়বে। হয় বসবার ঘরে পুরুষ আর মহিলাটি কিংবা খোলা ছাদে দোতলায় থাকবে। বসবার ঘরের দরজাটা বাড়ির বারান্দায় উঠলেই সোজা দেখতে পাবে।' আর্চার ওদের বাড়িটার একটা হাতে আঁকা নক্সা দিলো।

'দেখে নাও ভাল করে।' সেগেত্তি নক্সাটা দেখে নিলো, 'স্যার সুন্দর আছে,' পকেট থেকে আর্চার আর তিরিশটা কাগজ বের করলো, 'কি কি কথা ঠিক বলতে হবে তা আমি লিখে রেখেছি এতে, আমি চাই তোমরা এটা মুখস্ত করে নাও।' সেগেত্তি লেখাটা পড়ে নিয়ে বেলমেন্টকে দিয়ে বললো, 'এটা তোমার কাছে রইলো বেলমন্ট।' তারপর বললো আর্চারকে, 'ম্যাকসই ভালো করবে এ কাজটা বলে মনে হয়।'

'আমি মাথা ঘামাচ্ছি না কে করবে তা নিয়ে। শুধু ঠিক মতো মহিলার কাছে বলা হলেই হলো। সোজা এখানে পুরুষটিকে তুলে নিয়ে চলে আসবে। ব্যস্ কাজ ঐ টুকুই। তারপর টাকা নেবে আর চলে যাবে।'

সেগেত্তি বললো, 'ঠিক আছে স্যার।'

'বেশ চলো বাড়িটা এবার দেখিয়ে আনি, চলো।'

কাজটা এরা ঠিকমতো করতে পারবে এই বিশ্বাস আর্চারের মনের মধ্যে গেঁথে গেলো। হাসিল হবেই কাজ। মার্সিডিজ ছুটে চললো কাস্টাগনোলায় হেলগার বাড়ির দিকে। গাড়ি চালাচ্ছিলো আর্চার আস্তে আস্তে যাতে বাড়ি ঠিক মতো চিনে নিতে পারে সেগেত্তিরা।

হেলগার বাড়ি সে উঁচু পাহাড়টার ওপর, সেটাকে ক্রস করার সময় আরও আস্তে করে দিলো গাড়ি আর্চার। এইটাই সেই বাড়ি। ভিলাহেলিওজ, এই রাস্তা দিয়েই আমি আবার ফিরবো।

লোহার বড়ো ফটকের মধ্যে দিয়ে সেগেত্তি আর বেলমন্ট দুজনেই যতটা দেখা যায় ভাল করে দেখে নিলো বাড়িটাকে। শেষ প্রান্তে রাস্তায় গিয়ে আবার আর্চারের গাড়ি ফিরে এলো। দেখে নিলো সেগেত্তিরাও বাড়িটাকে আর একবার।

'চিনে নিয়েছো?'

'স্যার কোনো চিন্তা নেই।'

'ঠিক আছে, এখনো আট ঘণ্টা সময় আছে তোমাদের হাতে। তোমরা কি আমার ঐ বাড়িটাতেই থাকবে, না, অন্য কিছু করতে চাও?'

'লুগানো শহরটা আমরা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিতে চাই। কখনো এর আগে আসি নি তো। আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন আমাদের, আমরা ওখান থেকে আমাদের গাড়িটা নিয়ে বেরোবো।'

অনেকটা আরাম বোধ করলো আর্চার। এক নাগাড়ে আট ঘণ্টা ওই বাজে লোক দুটোর সঙ্গে কাটানোর চিন্তাটা কুরে কুরে খাচ্ছিলো ওকে। 'বেশ তো তাই হবে,' নিজের বাড়িতে ফিরলো আর্চার।

সেগেত্তি মার্সিডিজ থেকে নেমে বললো, 'ঠিক রাত দশটা পনেরো মিনিটে আমরা এখানে স্যার ফিরে আসবো।'

ওরা বেরিয়ে যেতে দরজাটা চাবি দিয়ে খুলে আর্চার ঘরে ঢুকলো। খাটে শুয়ে পড়ে চিন্তা করতে লাগলো, এখন সফল হতে চলেছে স্বপ্নটা বহুদিন অপেক্ষা করার পর।

দশ লাখ ডলার। ও নিউইয়র্কে চলে যাবে টাকাটা নিয়ে। ওখানে ব্যবসা শুরু করবে ইনকাম ট্যাক্স কনসালটেন্ট হিসেবে। টাকাটা একবার হাতে পেলে ঐ কুত্তিটা পাবে না তার নাগাল পর্যন্ত। আর এটাও ঠিক কখনো এই নিয়ে হেলগা চেঁচামেচি করবে না। কারণ মামলা কোর্টে গেলে হৈ চৈ পড়ে যাবে দারুণ, একটা খবর হয়ে উঠবে হেলগা পাঁচ জনের কাছে, কি না, একজন বাজে লোকের পাল্লায় ও পড়েছিলো যার কাজ মেয়ে বেশ্যাদের মতো, তবে পুরুষ মানুষ গ্রেনভিল তাই তার কাজ মনোরঞ্জন করা মেয়েদের।

ব্যাপারটা নিয়ে হৈ হৈ করে হেরমান রলফও আর্চার হেলগার কি বদনাম ছড়াতো না...তারও ভয়ের কোনো কারণ নেই হেলগার ব্যাপারটা।...কিন্তু ওকে এই লোকদুটো ভাবিয়ে তুলেছে, কেমন যেন মুখে চোখে হিংস্র ভাব। আরও বেড়ে যেতো আর্চারের ভাবনা, যদি দেখতে পেতো লুগানোর পোষ্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়েছে সেগেত্তি আর বেলমেন্টের ভক্সওয়াগন।

সেগেত্তি গাড়িতে বেলমেন্টকে রেখে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো লুগানোর পোস্ট অফিসের টেলিফোন বুথে। কথা বলতে হবে বের্ণির সঙ্গে জেনিভাতে। কথা হলো খুব কম, 'শুধু শুনে গেলো বের্ণি, শেষে বললো, আবার দু' ঘণ্টা পরে ম্যাক্স ফোন কোরো।'

বের্ণির জানাশোনা অনেক লোক সুইজারল্যান্ডে আছে। তার মধ্যে বিশ্বাসী হলো সবচেয়ে ভাগ্যবান বেলিনি। ওর সঙ্গে ভাগ্যবান নামটা জুড়ে গিয়েছিলো। তার কারণ বেশ কয়েক বছর আগে একজন মহিলা পাগল হয়ে ওর পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়, কিন্তু বেলিনির ভাগ্য ভালো ছিলো ও বেঁচে যায়। সবাই ওকে বলতো লাকি বেলিনি।

'লাকি? একটা খবর চাই আমি, ভিলহেলিওজ নামের বাড়িটাতে কাস্টাগনোলোতে কে থাকে?' বের্ণি প্রশ্ন করলো।

'হেলিওজ?' এক পর্দা চড়ে গেলো লাকির গলার স্বর, 'ওটা হেরমান রলফের বাড়ি। মারা গেছে লোকটা, মাঝে মাঝে ওর বৌ এসে থাকে। এখন দেখেছি এসেছে।'

আকর্ণ হাসিতে বের্ণির মুখ ভরে গেলো, 'লাকি কাছাকাছি থেকো। সন্ধ্যে নাগাদ আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।'

ফোন নামিয়ে রেখে আবার নিলো তুলে, এবার এয়ারপোর্ট। এয়ার ট্যাক্সি চাই একটা, লুগনোর কাছে সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে অ্যাগনো এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে।

যখন আবার সেগেত্তি ফোন করলো, তখন জানলো বের্ণি আসছেন, 'যা বলেছে ঐ বজ্জাত আর্চারটা সেই মতো কাজ করো, তুলে নিয়ে এসো ওই লোকটাকে, আমি দেখছি বাকিটা।'

'বের্ণি ঠিক আছে, কিন্তু কোথায় দেখা হবে?'

'সন্ধ্যে ছ'টার সময় অ্যাগনো এয়ারপোর্টে নিতে এসো আমাকে।'

বের্ণি, ঠিক আছে, তখনও মুখে হাসি লেগে আছে বের্ণির, নামিয়ে রাখলো ফোন।

দুপুর বেলায় ক্লান্ত গ্রেনভিল খোলা ছাদে এসে বিরক্ত হয়ে দাঁড়ালো, পেট জ্বলে যাচ্ছে ক্ষিদেতে। ওখানে একটা মাঝারি টেবিলে ফাইলপত্র ছড়িয়ে হেলগা কাজ করছিলো। খুশিতে মুখ

জ্বলজ্বল হয়ে উঠলো ওকে দেখে। 'আশা করি ক্রিস ডার্লিং ভালো আছ অনেকটা?'

একটা শুকনো ভাব মুখের মধ্যে ফুটিয়ে গ্রেনভিল ওর কাছে গিয়ে হেলগার গালে আলতো ভাবে একটা চুমু খেলো।

'অনেকটা ঠিক আছে। ভালো হতো না একটু কফি খেলে?'

'নিশ্চয়ই,' হেলগা বেল বাজিয়ে হিক্কলকে ডেকে পাঠালো।

'ঠিক তো? সত্যি ভাল বোধ করছো তো?'

'কেমন লাগছে একটু, বেশ কয়েক মাস পরে হলো তো,' গ্রেনভিল মুখে সাহস দেখালো।

হিক্কল এলো। 'হিক্কল কফি আনো। অনেকটা ভালো বোধ করছে মিঃ গ্রেনভিল।...একটা ওমলেট কি তুমি খাবে গ্রেনভিল?'

তখন মাংস খাওয়ার ক্ষিধে গ্রেনভিলের, যাই হোক কাজ চালাতে হবে ওমলেটেই। চলে গেলো হিক্কল।

'কাজ করছো দেখছি তুমি। চালিয়ে যাও তুমি, একটু জিরিয়ে নিই আমি।' গা এলিয়ে চেয়ারে চোখ বন্ধ করলো গ্রেনভিল।

হেলগা হাতে ফাইল তুলে নিলো একটু ইতস্ততঃ করে। যখন ট্রে সাজিয়ে হিক্কল কফি, টোস্ট আর ওমলেট আনলো তখন বন্ধ করলো ফাইল।

যখন ঢাকনা খুলে সামনে খাবার মেলে ধরলো হিক্কল, তখন গ্রেনভিল ওমলেটের দিকে তাকিয়ে প্রশংসা না করে থাকতে পারলো না।

মাথা ঝুঁকিয়ে হিক্কল ধীরে ধীরে চলে গেলো। হেলগা বললো 'আজকে আর কাজের কথা আলোচনা হবে না। তবে মনে হচ্ছে বুদ্ধি খুলেছে উইনবর্গের। ও আমাকে সকালে জানিয়েছে, টেলিফোনে জমিটা আমরা আমাদের দামেই পাচ্ছি।'

'বাঃ চমৎকার।' খুশি খুশি ভাব দেখালো গ্রেনভিল, 'তবে এখনো মাথাটা একটু ধরে আছে, আলোচনা কাল হবে ঠিক মতো।' যদিও জানে গ্রেনভিল এই কাল আর আসবে না কোনো দিনও, এক কাপ কফি ঢেলে নিলো।

'নিশ্চয়ই। ক্রিস জানো ভাবতেই পারি নি আমি, তোমার মতো মানুষের আধকপালীর অসুখ থাকতে পারে।

'পেয়েছি বাবার কাছ থেকে, তিনি ওই অসুখেই মারা যান।' হিক্কল সত্যিই ভালো তৈরি করেছিল ওমলেট। ওটা খেয়ে গ্রেনভিল আর এক কাপ কফি খেলো, 'না হিক্কলের তৈরি ওমলেট সত্যিই ফেলা যায় না।'

একটু অস্বস্তির মধ্যে হেলগা বললো, 'হিক্কল একথা শুনলে কষ্ট পাবে। ওর নতুন সৃষ্টি ওমলেট। ওর সঙ্গে এখন থেকে ক্রিস একটু ভাল ব্যবহার করো। ও ভালো চোখে আমাদের বিয়েটা দেখছে না।'

ভ্রূ-কুঁচকে গ্রেনভিল হেলগার দিকে তাকালো, 'ভালো চোখে দেখছ না, তোমার তো ও চাকর, তাই না? পছন্দ হলো কি হলো না ওর, পরোয়া করে কে? অনেক চাকর পাওয়া যাবে।'

শক্ত হয়ে উঠলো হেলগার শরীর, শাণিত দৃষ্টি চোখে, 'ক্রিস প্লিজ হিক্কল সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া থাকা দরকার আমাদের। ওর মতো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যাকে এতো প্রয়োজন আমার। বহুবার অতীতে ও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছে। ও বোঝে আমাকে।'

হিক্কল...কথা বন্ধ করে হঠাৎ জোর করে হেলগা একটু হেসে বলতে থাকলো, 'আমার সংলাপ কি শোনাচ্ছে নাটকের মত। ক্রিস, বলে রাখি এইটুকু আমার জীবনে অপরিহার্য দারুণ ভাবে। ওকে আমার দরকার যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনভিল বুঝতে পারলো ভুল চাল হয়ে গেছে একটা, কিছুই ক্ষতি হবে না, তবে চটাতেও চায় না হেলগাকে।

হেসে বললো, 'দুঃখিত বুঝতে পারিনি, ও এতো আপনজন তোমার। কথা দিচ্ছি, এমন ব্যবহার এবার থেকে করবো যাতে আমাকে হিক্কল পছন্দ করতে শুরু করে।'

গম্ভীর হয়ে হেলগা বললো, 'সত্যিই ও আমার খুব আপনজন, খুব বিশ্বস্ত ও, মন খুব নরম

ওর, আর যে কোনো ব্যাপারে নির্ভর করা যায় ওর ওপর।'

'কথা দিচ্ছি আমি,' মৃদু চাপ দিয়ে হেলগার হাতে খুব আবেগের সঙ্গে বললো।

'ক্রিস ধন্যবাদ, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে তোমাকে যেভাবে আমি চিনেছি, হিঙ্কলও একদিন তোমাকে চিনবে তেমনিভাবে, তারপর দেখবে কতো সৎ ও, কতো বিশ্বস্ত। ঠিক আমারই মতো সেবা করবে তোমার।'

হায় ভগবান, ওই হোঁতকা অংহকারী একটা রাঁধুনী কাম চাকরকে নিয়ে বড় বেশি যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, মনের কথা চেপে রেখে গ্রেনভিল তার স্বভাব সিদ্ধ মিষ্টি হাসি ভিজিয়ে বলল 'তাই আশা করি আমিও।'

হিঙ্কল দুপুর একটার সময় এলো ভোদকা মার্তিনির বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে। মনে পড়ে গেলো গ্রেনভিলের, ও অসুস্থ, সকাল থেকে তাই ইচ্ছে থাকলেও মুখে বলতে হলো না। হিঙ্কলকে বললো, 'দারুণ ওমলেট করেছিলে। অতো কম মশলা দিয়ে ভাবতেই পারি না অমন সুস্বাদু ওমলেট কি করে করো?'

'ভালো লেগেছে আপনার স্যার, খুব খুশি আমি', হিঙ্কল শুকনো গলায় কতকটা ভদ্রতা করলো। তারপর হেলগার দিকে ফিরে বললো, 'মাদাম সিগনন দ্য ভিউ মাসরুমের সসে ভিজিয়ে দেবো লাঞ্চের জন্য আর শেষে ফ্রাই আছে চমৎকার।'

'চমৎকার,' গ্রেনভিলের দিকে তাকিয়ে হেলগা প্রশ্ন করলো, 'খাবে নাকি কিছু?'

ইতস্ততঃ করলো গ্রেনভিল। পেটের একটা কোনও ভরে নি ওমলেটে।

'মনে তো হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ ম্যানেজ করতে পারবো।' বুঝতে পারছিলো গ্রেনভিল, ওর দিকে হিঙ্কল এমনভাবে তাকিয়ে আছে যার অর্থ তার মনঃপুত হচ্ছে না কথাটা। হিঙ্কল চলে গেলে গ্রেনভিল বললো, 'এখনও ও আমাকে ঠিক মেনে নিতে পারে নি, তাই না?'

'একটু সময় ওকে দিতেই হবে। ফাইল পত্র হেলগা সব গুছিয়ে উঠে পড়লো, 'যাই সাঁতার কাটি আমি একটু, চুপ করে তুমি শুয়ে থাকো।'

খুব ইচ্ছে করছিলো গ্রেনভিলেরও সাঁতার কাটতে, কিন্তু বোকামী হয়ে যাবে। আর বাকি আছে ক' ঘণ্টা তার হিসেব কষে দেখলো। এই নরক যন্ত্রণা মাত্র আর দশ ঘণ্টা, স্বাধীনতা তারপরেই। আরামে সে চোখ বুজলো সিগ্রেট ধরিয়ে।

বড় ছাতার তলায় বাগানে বসে লাঞ্চ সারলো দুজনে, হেলগা তারপর ওকে একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিলো শুতে, আর তাই চাইছিলো গ্রেনভিলও। সোজা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। ওপাশে আবার কাগজপত্র বের করে হেলগা কাজ শুরু করলো।

গ্রেনভিল বিকেল সাড়ে চারটের সময় ছাদে এসে দেখে হেলগা কাজ করে চলেছে তখনও। নিচ্ছে নোট, ফোন করছে।

থাকতে পারো না, কাজ না করে? একটু খেদের সুর মিশিয়ে বললো।

হাসলো হেলগা. 'আমি এই বিরাট ব্যবসা রাজ্যের অধিকারী, দশ হাজার কোটি ডলার যার দাম। আমার ডান হাত হতে চলেছো তুমি। রাজত্ব এত বড়ো থাকলে, কাজ না করে থাকা যায় না।...ক্রিস বোতাম টেপো চায়ের জন্যে, আমার প্রায় কাজ শেষ।'

বিয়ে করা এই মহিলাকে। হায় ভগবান, তাহলে তো ক্যালকুলেটারের সুইচ হয়ে যাবো আমি।

দুজনে সারা সন্ধ্যে গল্প করে কাটালো। হেলগা খুব উৎসাহ নিয়ে মধুচন্দ্রিমার পরিকল্পনা করতে লাগলো। একটা প্রমোদ তরণী আছে ওর, ওতে করে ফ্লোরিডার উপকূলে ভেসে বেড়ানো খারাপ হবে না। গ্রেনভিল সাগ্রহে সব কথাতেই সায় দিচ্ছিলো, কারণ ও তো জানেই হেলগার মুঠি থেকে আর কয়েক ঘণ্টা পরে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর দশ লাখ ডলার ওর হাতে আসছে।

হেলগাকে গোধূলির আলোতে দেখে একটা অনাস্বাদিত বেদনা বুকের মধ্যে গ্রেনভিল অনুভব করলো। সত্যিই সুন্দরী হেলগা। শুধু এতো যদি ও বুদ্ধিমতী, এতো কাজের মেয়ে না হতো। ভীষণ কঠোর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, আর কর্তৃত্ব প্রিয় বড় বেশি। একটু উল্টোপাল্টা কিছু হলেই শাণিয়ে ওঠে ইস্পাতের মতো হেলগার দৃষ্টি, ছুরির মতো ধারালো গলার স্বর হয়ে যায়, গ্রেনভিলের ভয় লাগে। না সে নিজের মতো করে এই মহিলাকে পাবে না। সব সময়ে বল হেলগার কোর্টেই থাকবে।

তবুও দুঃখ হচ্ছে বেশ। অপূর্ব বিছানায়, ওর রূপ চোখ চেয়ে দেখার মতো, আর টাকা কোটি কোটি। কিন্তু অনেক বেশি হেলগা ক্ষমতা রাখে গ্রেনভিলের চেয়ে। আর ঠিক এটাও বিয়ে করে ফেললে একবার চিরকালের মতো হেলগা হাতের মুঠোতে ওকে পুরে ফেলবে। টাকা আর স্বাধীনতা চায় গ্রেনভিল। একটা চিড়িয়া জোগাড় করবে যখন খুশি, ভোগ করবে। ফুরিয়ে গেলে প্রয়োজনে তাকে ফেলে জোগাড় করবে আর একটা চিড়িয়া। গ্রেনভিল রাজি নয় পাকাপাকি কোনো বন্ধনের মধ্যে যেতে। এইভাবেই সে চায় বাঁচতে, আর কোনো ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়া নয়, দুঃশ্চিন্তা নয়, রাত কাটানো নয় থলথলে মোটাসোটা বিধবাদের সঙ্গে। ঘড়ি দেখলো চঞ্চল হয়ে।

মদের সরঞ্জাম নিয়ে হিঙ্কল ছাদে এলো, এবার আর থাকতে পারলো না গ্রেনভিল, ভেজাতেই হবে গলা। সেই ভুবন মনোমোহিনী তার সেই হাসি হেসে বললো, 'হিঙ্কল এখন বেশ ভাল বোধ করছি, একটু মাংস ভাজা খেলে মন্দ হয় না।'

খুশি হয়ে হেলগা তাকালো হিঙ্কলের দিকে, সেখানে দেখা গেলো না কোনো ভাবান্তর।

'স্যার বেশ তো, শুধু ভাজা না, অন্য রকম ভাবে একটু তৈরী করবো?'

হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, গ্রেনভিল ক্ষেপে গেলো মনে মনে, ঠিক আছে তোকে আর কয়েকটা ঘণ্টা সহ্য করতেই হবে আমায়। তোর মুখদর্শনও কাল থেকে করতে হবে না, বাঁচা যাবে। 'ভাজা হলেই শুধু চলবে।'

'আমার জন্যেও হিঙ্কল তাই এনো। আর ড্রিংক দিয়ে শুরু করবো না। আমাদের শ্যাম্পেন সরবৎ দিও।'

যেন ছোটো করে গ্রেনভিলকে দেখবার জন্যেই মুখ উজ্জ্বল করলো হাসিতে হিঙ্কল। হেলগার-এর দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেবো নিশ্চয়ই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো গ্রেনভিল, যেন কিছুতেই হিঙ্কলকে ভোলাতে পারা যাচ্ছে না। আশ্বাস দিলো হেলগা, সময়ে ঠিক হয়ে যাবে।

পোশাক বদলাতে গ্রেনভিল চলে গেলো।

হিঙ্কল ডিনারের পর যখন কফি আনতে গেছে, তখন গ্রেনভিল বললো, 'এবার একটু বিশ্রাম দরকার হিঙ্কলের। ওতো কম বয়সী নয় আমাদের মতো। একপায়ে সারাদিন কাজ করে।'

কফি ঢালছিল হিঙ্কল, হেলগা বললো, 'হিঙ্কল যথেষ্ট হয়েছে, প্রত্যেকবারের মতো আজ খাওয়াটা অসাধারণ হয়েছে। তুমি যাও এবার, আমাদের আব কিছু দরকার নেই।'

কোনো কথা না বলে মাথা ঝুঁকিয়ে হিঙ্কল ট্রে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বললো, 'মাদাম ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। শুধু মিঃ গ্রেনভিল যেন বন্ধ করে দেন বড় জানলার পাল্লাগুলো আর তালা দিয়ে দেন সদরে। আমি বাড়ীর বাকী অংশ দেখে নিয়েছি সব,...সুনিদ্রা হোক আপনার।' গ্রেনভিলকে তারপর যেন হিঙ্কল উপেক্ষা করেই চলে গেলো। যাক বদমাসটার হাত থেকে বাঁচা গেলো, গ্রেনভিল ভাবলো মনে মনে। টেলিভিশানে হেলগা একটা ভাল ফিল্ম হচ্ছে চলো দেখা যাক।'

'যাবো, তার আগে আরো কিছুক্ষণ এখানে বসো। ভাল লাগছে এতো, কখন শুরু হবে ফিল্ম।'

ন'টা পঁয়তাল্লিশ-এ

'তাহলে অনেক সময় এখন হাতে, হেলগা নরম সুরে গ্রেনভিলের গায়ে হাত রেখে প্রশ্ন করলো, 'বেশ সুস্থ লাগছে তো এখন ক্রিস?'

'চমৎকার আছি, ফিল্মটা শেষ হলে তার প্রমাণ দেবো।'

বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে গেলো হেলগার চোখে, 'ডার্লিং তোমায় পেয়ে কি খুশিই না হয়েছি কি বলবো। ভাবতে পারবে না তুমি, আমার কতোটা জুড়ে আছো তুমি।'

একটু খোঁচা লাগলো গ্রেনভিলের বিবেকে। আর পৌনে দু' ঘণ্টা পরে। আকাশ ছায়া নক্ষত্রে ভরা, বাতাসে মদির ফুলের গন্ধে, এই তো সন্ধিক্ষণ প্রেম করার।

সে সময় কিন্তু গ্রেনভিলেব মনে প্রেম নেই, অন্যভাব মুখে দেখালেও শুনছিলো কান খাড়া করে শেষ হলো হিঙ্কলের কাজ, বন্ধ হলো রান্নাঘরের দরজা, হিঙ্কলের ঘর বাড়ির পিছন দিকে, ভারি ভারি পা ফেলে ও চলে গেলো সে দিকে।

'টেলিভিশান দেখা যাক চলো।'

বসার ঘরে এলো দুজনে, টিভিটা গ্রেনভিল চালিয়ে দিয়ে বললো, 'আসছি এক মিনিট,' বসার ঘরের দরজাটা ও ভেজিয়ে চলে গেলো সদর দরজার কাছে, তালাটা ঝট্ করে খুলে, নামিয়ে দিলো হুড়কোটা। তারপর পাশের বাথরুমে ঢুকে ফ্ল্যাশটা শব্দ করে টেনে ফিরে এলো শান্ত মুখে। সময় আর এক ঘণ্টা।

পাশে বসলো হেলগার। হাতুড়ি পেটাচ্ছে বুকের ভেতর। বোকার মতো টিভির উজ্জ্বল পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলো, চোখে পড়ছিলো না কিছুই। শুধু চিন্তা একটা, আর এক ঘণ্টা পরে ফাটবে একটা বোমা, তার পরেই পাল্টে যাবে ওর সারা জীবন।

খুবই ভাল ছিলো সিনেমা। একমনে দেখছিলো হেলগা। গা এলিয়ে দিয়ে মনের সুখে গ্রেনভিলের একটা হাত মুঠোর মধ্যে ধরে সে সিনেমা দেখছিলো। একটা মাঝারী পাওয়ারের আলো ঘরে।

জ্বলজ্বলে ঘড়ি একটা তাকে। গ্রেনভিল মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছিলো।

এগারোটার ঘরে ঘড়ির কাঁটা ছুঁতেই দুজন মুখোশধারী হুড়হুড় করে ঢুকলো ঘরের মধ্যে, রিভলবার হাতে।

।। ছয় ।।

হাত ঘড়ি দেখলো আর্চার, ঠিক এগারোটা। সেগেত্তি আর বেলমন্ট এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই ঢুকে পড়েছে হেলগার বাড়িতে।

ঠিক দশটা পনোরো মিনিটে ওরা ফিরে এলো আর্চারের ভাড়া নেওয়া গাড়িতে। কালো চামড়ার দুটো মুখোশ আর অটোম্যাটিক রিভলবার আর্চারকে দেখিয়ে দিলো।

এককালে আর্চার কাজ করেছিলো সেনাবাহিনীতে, তার চেনা আগ্নেয়াস্ত্র। গুলি আছে কিনা পিস্তল দুটোতে তা দেখে নিলো। নেই, তবুও সতর্ক করে দিলো আরেকবার, 'দেখ ধারে কাছে যেয়ো না খুনজখমের, তার চেয়ে বাতিল করা ভালো প্ল্যানটা। ঠিক পাবে তোমাদের টাকাটা, বুঝেছো?'

দেঁতো হাসি হেসে সেগেত্তি চিন্তা করতে মানা করলো। 'আর ফিরিয়ে এনে দাও আমার বন্ধুকে। তাড়াহুড়ো করবে না। ঝামেলায় জড়াতে চাই না পুলিশের সঙ্গে।'

ওরা দুজনে চলে গেলে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে আর্চার বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলো। ঠিকঠাক সব কিছু চললে ওরা সাড়ে এগারোটার মধ্যে গ্রেনভিলকে নিয়ে ফিরে আসবে। যদি চলে ঠিক মতো...

স্যুটকেশ গোছানো আর্চারের। কোনো গণ্ডগোল যদি হয়, সঙ্গে সঙ্গে যাতে পালাতে পারে। পাল্লা দিতে গেলে হেলগার মত মেয়ে মানুষেব সঙ্গে কি হয় কখন কে জানে। বোঝা যাচ্ছে এমনিতে তো ওকে গ্রেনভিল বঁড়শিতে গেঁথেছে, শুধু এখন টাকাটা খেলিয়ে তুলে নেওয়া। কিন্তু যেন হেলগা এক ইস্পাতের তলোয়ার, ধরতে ঠিক মত না পারলে হাত কাটবেই। সেটাই আরও দুঃশ্চিন্তা আর্চারের।

যখন আর্চার ওকে অতীতে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিলো, আর কি করে হেলগা ওকে ভাঁড়ার ঘরে মাটির তলায় বন্দী করে রেখেছিলো, আর্চারের সে সব কথা মনে পড়লো। যখন মনে মনে আর্চার ভাবছিলো নস্যাৎ করে দিয়েছে হেলগাকে, তখন কিন্তু ওকে হেলগাই হারিয়ে বসে আছে। আর তারপর থেকেই আর্চারের এই দুঃখ দুর্দশা শুরু হয়েছে।

আর্চারের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, গ্রেনভিল একবার ফিরে আসুক। বোঝা যায় যদি ঠিক মতো কিডন্যাপিং হয়েছে, তখন হেলগাকে ফোন করবে আর্চার। আর সেটাই হবে সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত আর্চারের কাছে, ভরা সাফল্যের আনন্দ। প্রতিহিংসা নেবার আনন্দ।

ঘড়ি দেখলো আবার, রাত এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। যদি হয়ে থাকে সব ঠিক মতো তাহলে এখন ফিরছে ওরা। আচ্ছা হিঙ্কল, যদি ওই বিপজ্জনক লোকটা, ঝামেলা বাধায়। ও চেনে হিঙ্কলকে।

সে হেরমান রলফের খাস চাকর ছিলো। আর্চারকে যে হিঙ্কল পছন্দ করতো না এটাও ঠিক। ভোঁদা ভোঁদা চেহারাটা হলে হবে কি, হেলগার মতোই ভেতরে ইস্পাতের কঠোরতা আছে হিঙ্কলের মধ্যে। এটাই বোধহয় কারণ যে, হেলগাকে ধীরে ধীরে হিঙ্কল শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। দুজনে এক জাতের।

গাড়ির শব্দ না? সদর দরজায় ছুটে গেলো, খুলতেই দেখা গেলো একটা হেডলাইট গাড়ির রাস্তায়। কিন্তু চলে গেলো গাড়িটা। পরপর বেশ কয়েকটা গাড়ি চলে যাবার পর দেখা গেলো সেগেত্তিদের মার্সিডিজ। গাড়িটা থামতেই আর্চারের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো।

লাফিয়ে নেমে গ্রেনভিল দ্রুত পায়ে আর্চারের কাছে চলে এলো। আর্চার প্রায় রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন করলো 'ঠিক আছে সব?'

'নিখুঁত। ভাল আর হয় না এর চেয়ে,' হাসলো গ্রেনভিল।

'যাও ভেতরে, এ দুটোকে আমি সামাল দিই,' আর্চারের হঠাৎ মনে হলো, যেন দশ ফুট লম্বা হয়ে গেছে সে।

ধীর পায়ে এলো সেগেত্তি আর বেলমন্ট। এবার ওদের হাত থেকে আর্চার চায় নিষ্কৃতি। ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়ি বের করলো দু' হাজার ফ্রাঙ্কের নোট। 'কোনো ঝঞ্ঝাট?'

মাথা নেড়ে সেগেত্তি জানালো—'না। তোমার খবরটা ম্যাকস মহিলাকে জানিয়ে দিলো। মহিলা দারুণ ঘাবড়ে গেছে মনে হচ্ছিল, আর বিশ্বাস করেছে পুরো ব্যাপারটাকে।'

'ঠিক আছে, তোমাদের টাকা এই নাও। ভুলে যাও এসব কথা, তোমরা জেনিভাতে ফিরে যাও।'

সেগেত্তি নোটগুলো গুনে নিলো চাঁদের আলোতে, 'স্যার ঠিক আছে। আমরা এবার যাবো।'

ভক্সওয়াগনে চেপে ওরা চলে গেলো। বাড়ির ভিতরে বসবার ঘরে এসে দেখলো গ্রেনভিল আরাম করে বসে আছে, মুখে হাসি।

গ্রেনভিল বললো, 'চমৎকার কাজ হয়েছে।'

আর্চার হুইস্কির বোতল খুললো, 'আমায় সবটা বলো ক্রিস।' গ্রেনভিল মদে চুমুক দিয়ে শুরু করলো, 'রাত প্রায় নটা আন্দাজ হিঙ্কলকে সরিয়ে দিলাম ম্যানেজ করে। ভালো ছিল ভাগ্য, সিনেমার প্রোগ্রাম টিভিতে দেখার কথা বলতেই রাজি হলো হেলগা। যখন ও টিভির সামনে গিয়ে বন্দোবস্ত করছিলো ভাল করে গুছিয়ে বসবার, সেই ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে খুলে দিয়ে এলাম সদর দরজাটা। ভাবছিলো ও আমি জল বিয়োগ করতে গেছি। সিনেমাটা যখন শেষ হবো হবো ঠিক এগারোটা, এমন সময় দুজন এরা ঢুকে পড়লো হুড়মুড় করে। চেহারাটা ভয় পাওয়ানো বটে। হাসলো গ্রেনভিল, 'ওরা আমাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। ওরা যা করলো হেলগার সঙ্গে তুমি থাকলে দেখতে। আর ওদের চোখের পাতা পড়ছিলো না। হেলগাকে ওদের মধ্যে একজন বললো ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আর কাল সকালে মুক্তিপণের চিঠিটা পাবে। বললো এমনভাবে যে অবিশ্বাস করার কিছু ছিলো না, এতো শাণিত গলার সুর যে লোহা পর্যন্ত কেটে ফেলার মতো। হিস হিস করে চাপা সুরে এমনভাবে বললো যে আমিও প্রথমটা'য় বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশ ডাকলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না একথা বলে শাসিয়েও এলো। একেবারে হেলগা বসে রইলো পাথরের মূর্তির মতো। প্রতিবাদ করার আমি চেষ্টা করতেই আমাকে ওরা একটু দূরে ঠেলে নিয়ে গেলো, তারপর রিভলবার পিঠে ঠেকিয়ে আমাকে জোর করে বের করে আনলো। পাঁচ মিনিটে পুরো ব্যাপারটা খতম। গ্রেনভিল জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বাকি কথাটুকু শেষ করে বললো, 'আমি এখন স্বাধীন। তবে কি জ্যাক, জানো, হেলগা কিন্তু আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে, আর আমিও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে?'

'ওসব কথা বাদ দাও, ওকি তোমাতে সত্যি সত্যিই মজেছে, অর্থাৎ ওর গলায় কি তোমার বঁড়শি আটকেছে ভালো ভাবে, সবচেয়ে এটাই জরুরী কথা। যদি তা হয় তবে ও পুলিশকে ডাকবে না।'

গ্রেনভিল আর আর্চার এইসব আলোচনা করার সময় জানতো না বা সন্দেহও করতে পারেনি যে একটু দূরে গিয়েই ভক্সওয়াগনটা থেমে গিয়েছিলো আর গাড়ি ঘুরিয়ে সেগেত্তি ছায়ার মতো

বাড়িটার পিছন দিকে চলে গিয়ে পিছনের দরজাটা একটা ছুরির সাহায্যে খুলে রান্নাঘরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিলো। আধ ভেজানো ছিল দরজাটা, বসবার ঘরটা ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিলো মোটামুটি। যখন ও পৌঁছলো গ্রেনভিল তখন বলেছিলো, 'গেঁথেছে কি না বঁড়শিতে? কি যে বলো, বঁড়শি নয়, গেঁথেছি একেবারে হারপুন দিয়ে। যখন ওরা দুজন আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো ঘর থেকে, যদি হেলগার তখনকার চেহারা দেখতে। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলো ভয়ে আতংকে হেলগা। সত্যি আমি ওকে মজিয়ে ফেলেছিলাম।...জ্যাক বিশ্বাস করো, একেবারে সারা সন্ধ্যেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো দীর্ঘ মধুচন্দ্রিমা যাপন আলোচনা করে।'

'ভাল। চমৎকার।' খুব খুশি হয়ে আর্চার বললো, 'তীরে প্রায় পৌঁছে গেছি। ওর কাছে আগামীকাল যাব। এই সাক্ষাত করাটার জন্যে বহুদিন ধরে অধীর আগ্রহে বসে আছি। সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন হবে জীবনে ওটা।'

গ্রেনভিল একটু চুপ করে থেকে বললো, 'তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই আর্চার। কম টাকা নয় কুড়ি লাখ ডলার, আর প্রলোভনও তার প্রচুর। তোমার সুইস ব্যাঙ্কের হিসেবে টাকটা তো জমা পড়বে। আমার শেয়ার যে আমি পাবো তার গ্যারান্টি কি?'

ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে আর্চার হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। এতো নিচে নেমে গেছে কি ও যে এইরকম একটা বাজে পুরুষ বেশ্যাও তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না?

আর্চার রেগে গিয়ে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই তোমার অংশ পাবে। একসঙ্গে আছি আমরা, বখরা, আধাআধি।'

''কিন্তু তোমার কথা তো ওটা। আমি কি করে ভরসা রাখি? নিশ্চিন্ত হতে চাই আমি।'

ইতস্ততঃ করলো আর্চার, নিজের এই গরিবী হালের জন্য তার দুঃখ হলো, তবে বুঝতে পারলো এটাও তার এই দুর্দশাগ্রস্ত চেহারার জন্যেই ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না গ্রেনভিল।

'বলো কি বলছো তুমি, বোঝাই তো যাচ্ছে এটা, তুমি বিশ্বাস করছো না আমাকে।'

'ও ভাবে আমার কথাটাকে নিয়ো না জ্যাক। বিশ লাখ ডলারের ব্যাপারে, সত্যি কথা বলতে কি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারি না আমি এবং আমার মনে হয় না তুমিও করবে বলে। এখন থেকে, ওর সঙ্গে তুমি দেখা করে টাকার বন্দোবস্ত করে আসার পর থেকে একসঙ্গে সবসময় থাকবো দুজনে। ব্যাঙ্কে যাবো তোমার সঙ্গে, আমার অংশটা তুমি আমার অ্যাকাউন্টে তুলে দিলে নিষ্কৃতি তোমার। আপত্তি আছে?'

'একটুও না, যদি তুমি তাই চাও, হবে।'

'আমি চাই এইটুকুই।'

'ধরে নাও করা হচ্ছে ওটা। হেলগাকে টাকাটা জোগাড় করতে শেয়ার কিছু বিক্রি করতে হবে। ওকে আমি সময় দেবো তিনদিনের, তবে একটা দিনও বেশি না। আমাদের এখানেই এই কটা দিন থাকতে হবে। সবার চোখের আড়ালে তুমি থাকবে ক্রিস। বোঝাই করে রেখেছি ফ্রিজে খাবার আমি। আর প্রাসাদ এটা না হলেও, যথেষ্ট মাথা গোঁজবার পক্ষে।'

'আমি ঠিক থাকবো,' গ্রেনভিল গলায় হুইস্কিটা ঢেলে দিলো।

'আমায় এবার একটা ছোট কাজ করতে হবে।' আর্চার দেওয়াল আলমারী থেকে একটা পোলারয়েড ক্যামেরা বের করলো, 'এটা কিনে এনেছি আজকে।'

বোকার মতো প্রশ্ন করলো গ্রেনভিল, 'ওটা দিয়ে কী হবে?'

আর্চার হেসে উত্তর দিলো 'তৈরী করবো প্রমাণ, কিনে এনেছি আর একটা জিনিস।' এক বোতল টমাটো সস আলমারী থেকে বের করলো।

'হায় ভগবান, আর্চার তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?'

'মাই ডিয়ার ক্রিস আদৌ না।' বোতলটা তারপর ক্রিসের মুখের সামনে নাড়তে নাড়তে বললো, 'বিশ লাখ ডলার এই টমাটো সসের দাম। বুঝলে, রান্নাঘরে সেগেত্তি আরও একটু এগিয়ে এলো, বসবার ঘরে উঁকি মারলো।

'এটা ক্রিস একটু ঝঞ্ঝাটের বাপার, কিন্তু টাকা অতগুলো পেতে হলে কষ্ট তো করতেই হবে। তোমার মুখে এই সস একটু মাখিয়ে দেবো, আর মেঝেতে তুমি চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকবে। আর

ঐ অবস্থার ছবি তুলে দেখাবো হেলগাকে, কাজ হবে তাতে, টাকা দিতে হেলগা দেরী করবে না। হেলগাকে আমি চিনি, ও একেবারে এইসব খুন খারাপি পছন্দ করে না।'

হেসে গড়িয়ে পড়লো গ্রেনভিল, 'আর্চার দারুণ বুদ্ধি খাটিয়েছো, দারুণ।'

কাজ হবে যতটুকু শুনলে, ততটুকু শোনামাত্র ধীরে ধীরে সেগেত্তি ফিরে গেলো, আর সোজা চলে গেলো ভক্সওয়াগনে চেপে।

'পিয়াজ্জাগ্রান্দের পিছন দিকের একটা রাস্তায় লুগানো শহরে ইতালীর নানারকম জিনিস বিক্রি করার যে দোকানটা আছে লাকি বেলেনি তার মালিক। লাকি থাকতো ছোট্ট দোকানঘরের ওপর আর ফ্ল্যাটে তার স্ত্রী মারিয়া, বেজায় মোটা। আটজন ওদের ছেলেমেয়ে চাকরী বাকরী নিয়ে সবাই ঘরছাড়া। লাকির মাঝে মাঝে বেশ দুঃখ হয় তাদের জন্যে। সে ঘর সংসারী মানুষ। অন্যত্র শেষ ছেলেটি চলে যাবার আগে দোকানের পিছনদিকে গুদাম ঘরের ওপর লাকি একটা ছোট্ট ঘর করেছিলো। ছোট্ট একটা বাথরুম লাগানো ঘর, একজনের থাকার মতো। ছোটো ছেলে থাকত ওই ঘরে যার স্বপ্ন ছিল ড্রাম বাদক হবার। আর লাকির ঐ ড্রামের শব্দটা একটুও ভাল লাগে না। ঘরটার জন্ম হয় সেই জন্যে।

ঐ ঘরেই এদিন দেখা গেলো কথা বলতে লাকি আর বের্ণিকে। লাকি ছিল প্রায় বছর পনের আগে নেপলস শহরের মাফিয়া দলের নায়ক। বয়স এখন তার চুয়াত্তর, ভালই আছে অবসর নিয়ে কিন্তু একবার যে মাফিয়া নেতা হয় তার রক্তে সেই নেশা থেকে যায়। ও জানতো নেপলসের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বের্ণির, এবং বের্ণির উপকার করা মানে উপকার করা ওদের।

বের্ণি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'যা জানো এই রলফ মেয়ে মানুষটা সম্বন্ধে আমায় বলো।' তখন রাত এগারোটা, যে সময়ে ঠিক অভিযানে গেছে—সেগেত্তি আর বেলমন্ট।

সবরকম খবরাখবর লাকি রাখে। হেলগা, লক্ষ লক্ষ ডলার পেয়েছে রলফের উত্তরাধিকার সূত্রে, রলফ বর্তমানে ইলেকট্রনিক কর্পোরেশনের মাথা। নিজেরই ওর প্রায় ছশো থেকে সাতশো লক্ষ ডলার আছে। একটু বেশি কামপ্রবৃত্তি, ফলে হোটেলের ওয়েটার, কারম্যান আর বিশেষ করে ও তাকে ছাড়ে না ইতালীর পুরুষ পেলে। মারা যাবার পর রলফ, যতদূর আমি জানি, ও শান্ত হয়ে গেছিল একটু। ওর এখন একজনকে মনে ধরেছে, লোকটার নাম ক্রিস্টোফার গ্রেনভিল। হেলিওজ ভিলাতে এখন ওরা দুজনে আছে।

'কে এই নচ্ছারটা?'

'গ্রেনভিল', ইংরেজ, দেখলে মনে হয় ও মালদার লোক, কিন্তু ওর ওটা চালাকি। এছাড়া ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, তবে শুনেছি ও জার্মানীতে কিছু কাল ছিলো।'

'কিছু জানো জ্যাক আর্চার সম্বন্ধে?'

'জানি, আগে ও রলফের টাকা পয়সা কোথায় কি আছে তার খবরদারি করতো। ও তখন লাউসানের একটা বিখ্যাত ট্যাক্স কনসালটেন্ট ফার্মের খুব উঁচু পোষ্টে চাকরী করতো। যখনই রলফরা আগে হেলিওজে আসতো তখন সেখানে ঘন ঘন দেখা যেতো আর্চারদের। তারপর হঠাৎ বন্ধ করলো আসা। শুনেছি রলফের কিছু টাকা গ্যাপ করার ফলে ওকে পড়তে হয়েছিলো ঝঞ্ঝাটে, তবে জানি না সঠিক। আবার শুনেছি এও রলফের বউয়ের সঙ্গে লটঘট ছিলো ওর, কিন্তু লোকের মুখে ওটাও শোনা।'

একের পর এক বের্ণি খবরগুলো গেঁথে নিলো মনে, তারপর বললো মাথা নেড়ে, 'ঠিক আছে। এখন শুতে যাও। আমার এখানে কোনো অসুবিধে হবে না। এখন আমি উনুনে চাপিয়েছি একটা কড়া। ফুট ধরতে শুরু করলেই নামাতে হবে। তবে তার ভাগ তুমিও পাবে নিশ্চয়ই।'

লাকি দাঁত বের করে হাসলো।

'হ্যাঁ, ভালই লাগবে একটু বাড়তি টাকা পেলে। এখানে থাকো যতদিন খুশি। কিছু খাবার ইচ্ছে হলেই কফি, হুইস্কি, টেলিফোন আছে, খবর দিও। পাঠিয়ে দেবো। বের্ণি পুলিশি ঝঞ্ঝাটে পড়েছে লাকির ধারণা হয়েছিলো, থাকতে চায় লুকিয়ে। ওর মনের কথা বের্ণি বুঝতে পারলেও ভাঙালো না ভুল।'

'লাকি ঠিক আছে, আসতে পারে কয়েকজন বন্ধুও। আপত্তি নেই তো?'

'কোনো ব্যাপারে আপত্তি নেই আমার, তোমার বস্‌রা যদি মাটিতে শুতে পারে, কারণ খাটতো একটাই।'

লাকি হ্যান্ডশেক করে চলে গেলো। নিজের ঘরে বৌকে গিয়ে বললো বোধহয় বের্ণি খুব ঝঞ্ঝাটে পড়েছে, পৌঁছে দিতে হবে খাবার টাবার চাইলে। ওর থেকে মারিয়া পাঁচ বছরের ছোটো। কথাটা শুনে খুব খুশি হোলো না তবে আপত্তিও করলো না। গত পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবনে যা বলেছে শুনে এসেছে শান্তভাবে মারিয়া। প্রশ্ন করেনি কোন।

বের্ণি লোহার খাটে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলো। সেগেত্তি আর বেলমন্ট বার'টার একটু আগে ওপরে উঠে এলো সিঁড়ি দিয়ে। পুরো ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ দিলো বের্ণিকে, সবশেষে চুরি করে গ্রেনভিলকে আনার পর আর্চারের ওখানে যা ঘটেছিলো জানালো তাও।

'ওই লোকটাকে ওরা এনেছে কুড়ি লাখ ডলার আদায় করার জন্যে। ব্যাপারটা বোঝো?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বের্ণি বললো, 'আরে হাঁদা হোলো আর্চারটা। পেশাদার তো নয়। অত কম নয় গ্রেনভিলের দাম, আমি হলে অনায়াসে পঞ্চাশ লাখ ডলার আনতে পারি। রোমে কদিন আগে এরকম ঘটনা ঘটেছিলো, তাতে দাবি করেছিলো সত্তর লাখ ডলার। শোনো এবার কি করতে হবে...'

হাত পা আধ ঘণ্টা ধরে নেড়ে বের্ণি একটা কথা ওদের বোঝাতে লাগলো, তারপর জানতে চাইলো ওরা বুঝেছে কিনা।

আনন্দে সেগেত্তি লাফিয়ে উঠলো, 'মার দিয়া কেল্লা। কিন্তু আমরা কতো পাবো ভাগ বের্ণি?'

'পরে সেটা ঠিক করা যাবে। এখনও বাকি অনেক কাজ। এখন শুয়ে পড়া যাক এসো। কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ো তোমরা।'

হেলগার ঘুম ভাঙলো আস্তে আস্তে, শান্ত মনে বেশ দু-এক মিনিট জাগন্ত অবস্থায় ও হাত বাড়ালো শুয়ে থেকে গ্রেনভিলকে বুকের কাছে পাবার জন্যে। কিন্তু যখন পেলো না হাতড়েও, তখন হেলগা চোখ খুললো। সূর্যের আলো জানলার খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে ঘরে এসেছে। ঘড়ি দেখলো খাটের পাশে রাখা, সকাল দশটা। হয়তো সাঁতার কাটতে গেছে ক্রিস...গতরাত্রের হঠাৎ সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। হেলগা চাপা আর্তনাদ করে উঠে বসলো, সে শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরে শুয়েছিল। ঘরের চারপাশে পাগলের মতো তাকাতেই খালি চোখের সামনে মুখোশ পরা লোকদুটোর মুখ ভেসে উঠতে লাগলো, রিভলবার হাতে।

কে যেন বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাতে শুরু করলো। গলা থেকে বেরিয়ে আসা আর্তনাদকে চাপা দেবার জন্যে সে নিজের মুখ চেপে ধরলো।

টোকা দরজায়, কফির ট্রলি নিয়ে হিক্কল ঘরে ঢুকলো। ধীরভাবে বললো, 'মনে হলো জেগে উঠেছেন আপনি,' একটা চাদর পাশের ঘর থেকে এনে জড়িয়ে দিলো হেলগার গায়ে। 'গতরাতে আমিই আপনার পোশাক খুলে দিয়েছিলাম, যাতে শুতে পারেন আরাম করে।'

হেলগা জোরে নিঃশ্বাস নিলো, ক্রমশঃ কঠোর হয়ে এলো মনটা। গত রাতে মনে পড়ে গেলো ওদের গাড়িটা চলে যাবার শব্দ শোনার পর পাগলের মত হিক্কলের ঘরে ছুটে গিয়েছিলো। ওকে জড়িয়ে কেঁদে উঠেছিলো। মাথায় ছেলেমানুষের মত হাত বুলিয়ে, ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দিয়ে হেলগাকে শোবার ঘরে এনে হিক্কল খাটে শুইয়ে দিয়েছিলো। তারপর শক্ত করে হাতটা ধরে খাটের পাশে বসে ছিলো সে। ধীরে ধীরে হেলগা সব ঘটনাটা বলার পর, কেঁদে বলেছিলো 'আমি ওকে হারিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না হিক্কল, এনে দাও ওকে। আমি কি করি? যাই কোথায়...'

'উতলা হবেন না এত। আপনি তো জানেন আজকাল এসব ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। শান্ত হোন একটু...'

'হিক্কল, ওকে ওরা মারতে পারে। আমি ওকে ভালবাসি। ওই শয়তানদের কবলে পড়েছে ক্রিস, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ভাবতেও।...আমার চাই-ই ওকে।'

হিঙ্কলের গলায় হঠাৎ রুক্ষতায় হেলগা চমকে উঠলো—'মাদাম রলফ, বড় বেশি পাগলামী করছেন আপনি। আমি তো বললাম আজকাল এসব ঘটনা আকছার ঘটছে। পুলিশ লাগাবো আমি...'

'না, না, না খবর দেওয়া চলবে না পুলিশে। খবর দিলে ওকে ওরা মেরে ফেলবে বলে গেছে। শোনো নি তো তুমি, লোকদুটোর কথা কী হিংস্র ছিলো...'

'তাহলে যতক্ষণ না মুক্তিপণ দাবী করছে, ততক্ষণ চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য পথ নেই। অন্ততঃ ততক্ষণের জন্যে শান্ত হয়ে আপনি বিশ্রাম করুন।'

কিন্তু আর ধরে রাখা যাচ্ছিলো না হেলগাকে। বিছানায় ছটফট করে হিঙ্কলকে ব্যতিব্যস্ত করে

ওর দিকে তাচ্ছিল্য ভাবে তাকিয়ে হিঙ্কল কি ভেবে বাথরুমে গিয়ে ঘুমোবার ওষুধের চারটে বড়ি জলে মিশিয়ে এনে জোর করে তুলে ধরলো হেলগার ঠোঁটের কাছে।

'খাবো না আমি। খাবো না আমি।'

'খেয়ে নিন, আর নাটক করতে হবে না ছেলেমানুষের মত,' হিঙ্কল হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

জলটা এক চুমুকে খেয়ে হেলগা কেঁপে উঠলো। মাথা বালিশে রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমি ওকে ভীষণ ভালবাসি। হে ভগবান, যেন ওরা ওকে না মেরে ফেলে।'

হিঙ্কল পাশে বসে নজর রাখতে লাগলো কখন শুরু হয় ওষুধের ক্রিয়া, হেলগা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো।

নিজের ব্যবহারের কথা, আর কি ভাবে হিঙ্কল পরিস্থিতিটাকে শান্ত মাথায় সামলাচ্ছিলো মনে পড়তেই হেলগা লজ্জায় মুখ নীচু করলো। 'হিঙ্কল ধন্যবাদ। তোমার সাহায্য না পেলে আমার যে কি হতো ভেবে পাই না। আমার কাল রাতের আচরণের জন্যে লজ্জা পাচ্ছি।'

'কি হয়েছে তাতে, মিঃ গ্রেনভিল কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন, দূর হবে আপনার কষ্ট।'

'আছি সেই আশাতেই,' কফিতে চুমুক দিয়ে হেলগা বললো, 'মুক্তিপণের চিঠি আজই পাবো ওরা বলেছে। ফোন করবে কি ওরা?'

'মনে তো হয় তাই। সাধারণ নিয়ম এটাই তো। আপনার স্নানের ব্যবস্থা করছি আমি। যদি টেলিফোন আসে, আপনাকে আমি খবর দেবো।...আর মাদাম একটা কথা...আপনার আজ অগ্নিপরীক্ষার দিন। কোনো মহিলা যখন বিপদে পড়েন, তখন কিছু ভাল চাইতে হলে ভাল ভাবে নিজেকে গুছিয়ে রাখা উচিত।'

হেলগার মন ভরে উঠলো কৃতজ্ঞতায়। ও বেঁচে আছে হিঙ্কল আছে বলে...তারপর স্নান সেরে সিল্কের আকাশনীল রঙের সার্ট আর কালো ট্রাউজার পরে নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হেলগা সম্বোধন করে বললো, 'আমি হেলগা রলফ। ক্রিসকে আমি ভালোবাসি। সবচেয়ে পৃথিবীর ধনী মহিলাদের মধ্যে একজন আমি। আমার হাতে হেরমান রলফের যাদুদণ্ড, লাগুক যতো টাকা লাগে, আমার ক্রিসকে আমি ফিরে পাবার জন্যে খরচ করবো।'

হেলগা খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালো, হিঙ্কল জল দিচ্ছিলো ফুলগাছে। একবার আপাদমস্তক ওকে দেখে বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি, দারুণ সুন্দর দেখতে আপনি।'

'হিঙ্কল ধন্যবাদ। কখনও তোমার স্নেহযত্ন ভুলবো না।'

কয়েকটা ফুল 'শুকিয়ে গেছে, তুলে ফেলতে হবে, আমি বলি কি, আপনি কাজটা করুন। পরিচর্যা করা ভালো বাগানের, তাছাড়া ভুলে থাকবেন সব।' এই বলে কাঁচি আর ছোট্ট ঝুড়িটা হেলগার হাতে তুলে দিলো।

হেলগা এ কাজ কখনো করেনি। তবে করতে গিয়ে দেখলো সত্যিই ভুলে থাকা যায় অনেক কিছুই।

হিঙ্কল হালকা মদ নিয়ে এলো সওয়া এগারোটা আন্দাজ। 'খেয়ে নিন সামান্য কিছু।'

হেলগা হাত ধুয়ে ফিরে এলো, 'ফোন তো করলো না এখনো।'

'না করেনি, তবে এটা তো স্নায়ুযুদ্ধ। আর স্থির বিশ্বাস আমার, মানসিক শক্তির লড়াইয়ে হারবেন না আপনি।'

হেলগা গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললো, 'একটাই চিন্তা আমার ওকে যেন মেরে না ফেলে ওরা।'

'তা কেন করবে?...করবে না।...ফোন না আসে যতক্ষণ একটু লাঞ্চ খেয়ে নিন, আনবো সেই ওমলেট? আপনাকে মনের আর শরীরের জোর রাখতে হবে দুটোরই।'

ঠিক সেই সময়ে কেউ দরজার বোতাম টিপলো, বেজে উঠলো ঘণ্টা। হেলগার মুখ আতঙ্কে সাদা।

হিঙ্কল একটুও না ঘাবড়ে বললো, 'মাদাম প্লিজ। হয়তো পিওন এসেছে, আমি দেখছি।'

'ছাদ পেরিয়ে দরজা খুলতেই আর্চারের মুখোমুখি হলো। শ্যেনদৃষ্টিতে দুজন দুজনের দিকে তাকালো, 'হিঙ্কল কেমন আছো? পারছো চিনতে?'

হিঙ্কল যা বোঝবার বুঝে নিলো। তবে মুখের ভাব না পাল্টে ভ্রূ-কুঁচকে বললো, 'মিঃ আর্চার? তাই তো?'

'নিঃসন্দেহে, আমি একটু কথা বলতে চাই মাদাম রলফের সঙ্গে।'

'বাড়ি নেই মাদাম রলফ।'

'আমার সঙ্গে উনি দেখা করবেনই। খবর দাও ওকে মিঃ গ্রেনভিলের ব্যাপারে এসেছি আমি।'

হিঙ্কল ওর দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কম দামী আর্চারের পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'অপেক্ষা করুন একটু।'

ভাল করে দরজা বন্ধ করে ওপরে এলো হিঙ্কল। হেলগা উত্তেজনায় অধীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

'মাদাম, আপনার সঙ্গে মিঃ আর্চার দেখা করতে চান।'

'কে?'

'মিঃ জ্যাক আর্চার।'

হেলগার চোখে আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠলো। 'আর্চার? এত সাহস ওর হলো কি করে? দাও তাড়িয়ে। ঢুকতে দেবে না ওকে।'

'আমি বলি কি, দেখা করা ভালো ওর সঙ্গে। বললেন, এসেছেন গ্রেনভিলের ব্যাপারে।'

হেলগা চমকে উঠলো, 'তাহলে আর্চার কি আছে ওর পিছনে?'

'জানি না, তবে তাই মনে হচ্ছে।'

আবার সেই ইস্পাতের কাঠিন্য হেলগার মধ্যে ফিরে এলো। পায়চারি করতে করতে ঘরের মধ্যে অতীতের কয়েকটা ঘটনা ভেসে উঠলো ছবির মতো। আর্চারকে মাটির তলার ঘরে আটকে রাখা, আর্চার যখন ঠিক মনে করেছিলো, জিতেছে সে, তাকে তখন চরম আঘাত হানা...ও প্রায় কুড়ি বছর ধরে আর্চারকে চেনে, যখন হেলগার বাবার ফার্মে হেলগা আর আর্চার দুজনেই চাকরী করতো, তখন প্রেম ছিলো ওদের মধ্যে। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই আর্চারই হেরমান রলফকে বিয়ে করতে রাজী করিয়েছিলো, যাতে আর্চার, রলফের সুইজারল্যান্ডের ব্যবসাপত্রে নাক গলাতে পারে। প্রায় কুড়ি লাখ ডলার রলফের সরিয়ে নিয়ে ফাটকাবাজীতে খাটিয়ে আর্চার হেরে ভূত, হয়ে গিয়েছিলো। ভয় দেখিয়েছিলো, হেলগা যাতে সে তার স্বামীকে কোনো কথা না বলে। কিন্তু রাজী হয় নি, হেলগা। ও তখন হারিয়েছে ওকে, পারবে আজও। হেলগা চিন্তা করে বললো 'হিঙ্কল ভেতরে ওকে পাঠিয়ে দাও, আর আমি ওর সঙ্গে একটু একলা দেখা করতে চাই।'

'মাদাম ঠিক আছে।'

হাই-ফাই সেটের পাশ দিয়ে যাবার সময় যন্ত্রটার একটা সুইচ আর বোতামটা টিপে দিয়ে হিঙ্কল চলে গেলো।

...আর্চার ঘরে এলো এক মুখ হাসি নিয়ে, 'মাই ডিয়ার হেলগা, দেখা কতোদিন পরে, ভাল লাগছে বেশ।'

'অনেকদিন পরে তাই না?'

বাইরে থেকে নিঃশব্দে হিঙ্কল বন্ধ করে দিলো দরজাটা। মাথাটা পিছনদিকে নিশ্চল ভাবে একটু হেলিয়ে হেলগা দাঁড়িয়ে রইলো। ছুরির তীক্ষ্ণতা চোখে। আর্চারকে আপাদমস্তক দেখলো। হেলগার ঠোঁট বেঁকে গেলো।

'আঃ, অনেক পরিবর্তন দেখছো আমার মধ্যে, তাই না? ভাঁটার টানে আছি এই মুহূর্তে, তবে সময় এসে গেছে জোয়ার আসারও।' সেই হাসিটা মুখে নিয়েই সে বিনা আমন্ত্রণে বসে পড়লো চেয়ারে, 'তোমাকে সেই আগের মতো এখনও সুন্দর লাগছে হেলগা। কিভাবে যে বয়েসটাকে ম্যানেজ করছো জানি না। তবে হ্যাঁ, কি না হয় টাকা থাকলে। বিউটিশিয়ান, হেয়ার ড্রেসার, ম্যাসাজ আর পোশাক তো বটেই।...আরে আমাকেই কত সুন্দর দেখাতে পারে দামী পোশাকে, তা আমি জানি, তবে আমাকে তুমিই ডুবিয়ে দিয়ে গেছো। তুমিই।'

'তুমি কি চাও?' প্রশ্ন করলো হেলগা, গলার স্বর যেন খোলা তলোয়ার।

'আমি কি চাই? বলবো কি প্রতিশোধ? সুস্পষ্ট মনে আছে আমার—কবে যেন? দশ মাস? তুমি তখন বলেছিলে তোমার হাতে আছে তুরুপের টেক্কা। আজ কিন্তু তুরুপের টেক্কা আমার হাতে।' কোনো উত্তর হেলগা না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ঐভাবে। বলে চললো আর্চার, 'আমি অনেকদিন ধরে এই মুহূর্তটার স্বপ্ন দেখে আসছি হেলগা, আমার থুথু সেদিন গিলতে হয়েছিলো আমাকেই, এবার গিলতে হবে তোমাকে।'...জোরে জোরে আর্চার হাসতে লাগলো।

খুব নামকরা আন্তর্জাতিক অ্যাটর্নী হওয়া সত্ত্বেও পুরনো কিছু ধারণা মনের মধ্যে সযত্নে হেলগার বাবা লালন করতেন। একটা কথা প্রায়ই বলতেন, হেলগাকে, 'যা দেবে তুমি তাই তুলে নেবে। আমন্ত্রণ করা আত্মরক্ষার চেয়ে অনেক ভালো।'

হেলগার বাবার কথা মনে পড়ে গেলো। খুব একটা ঝঞ্ঝাটে হেলগা একবার পড়ে গিয়েছিলো, 'যখন পড়বে কোণঠাসা হয়ে, তখন কথা বলতে দেবে অপর পক্ষকে। সেই সুযোগে শত্রুকে চেনার চেষ্টা করবে। শুনবে ভাল করে, দুর্বল জায়গাটা প্রতি পক্ষের খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।'

'জানার চেষ্টা করো শত্রুকে।'...বাবা আর কখনও এত ভালো উপদেশ আর দেননি, আজ হেলগা সেটা কাজে লাগাতে চাইলো।

আর্চার একটু থেমে হেসে প্রশ্ন করলো, 'কিছু বলবে না?'

হেলগা বললো, 'শুনছি আমি।'

'হ্যাঁ, একজন ভালো শ্রোতা বটে তুমি। আর মিথ্যে কথা বলতে ওস্তাদ চিরকালই। তবে হেলগা এবার আমার তুরুপের তাস।'

'তুমি কি আসল কথায় আসবে? আমার ধারণা তুমি টাকার কথা বলতে এসেছো। এই ছন্নছাড়া তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোমার টাকা চাই।'

আর্চার একটু লজ্জা পেলো, ঐ টাকা চুরি করার আগে ও নিজের চেহারা আর পোশাক নিয়ে সব সময় গর্ব করতো। সার্ট বদলাতো দিনে দুবার, সেলুনে যেতো সপ্তাহে একবার। সব সময়ে ছিমছাম থাকতো, এখন পোকা খাওয়া দাঁতের মত নোংরা পোশাক বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে।

'আমার অসুবিধের সময় আমাকে তুমি সাহায্য করতে রাজি না হওয়াতেই এই অবস্থা আমার, মন্দা যাচ্ছে একটু,' আর্চার বললো।

'অসুবিধের মধ্যে তোমার পড়ার কারণ হলো, তুমি, তছরুপ করে ছিলে তহবিল, জাল করেছিলে সই আর ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিলে আমাকে, দোষটা তার জন্যে তোমারই, আর কারুর নয়।'

'এই সুরে ঠিক তোমার কথা বলা উচিত নয় আমার সঙ্গে।' আর্চার হঠাৎ রুক্ষ্ম হয়ে উঠলো, ব্যঙ্গ করে বলতে গেলো 'আমি.....'

'কিন্তু ঠিক কি না বলো আমার কথাটা? ঐসব অপরাধ তুমি করেছিলে কিনা বলো?...মিথ্যেবাদী আর বলতে চাইছি না।'

ক্রমশঃ যে হেলগা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে পরিস্থিতি, এটা বুঝতে পেরে কাঠোর হবার পথ ধরলো আর্চার, 'তোমার চাকরকে আমি বলেছিলাম গ্রেনভিলের ব্যাপারে আমি এখানে এসেছি।'

গ্রেনভিলের নাম শুনতেই হেলগার মুখ একটু ধারালো হয়ে উঠলো, সেটা লক্ষ্য করে আর্চার একটু আমতা আমতা করলো।

'বলো,' হেলগা সেই রকম তীক্ষ্ণসুরে ছুঁড়ে দিলো কথাটা।

'হেলগা খুবই বাজে ব্যাপার, পরে হবে সে সব কথা, বোসো, দাঁড়িয়ে কেন? একটু সময় লাগবে আমার কথা শেষ করতে, আর তোমার মতো একজন দেবী ঠায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, ভালো দেখায় না সেটা।'

হেলগা একটা চেয়ার টেনে বসলো উত্তর না দিয়ে। আর্চার তাকালো বাইরে খোলা ছাদের দিকে, 'আঃ চমৎকার, বোতল আর গ্লাস। নিশ্চয়ই তোমার প্রিয় ভোদকা মার্টিনি? ওসব যে কতোদিন খাইনি, একটু দাঁড়াও।' ছাদে গিয়ে চট করে হেলগার জন্য ঢালা মদটা এক চুমুকে খেয়ে আরও ঢেলে খানিকটা নিয়ে ফিরে এলো।

'এখনো দারুণ ভোদকা মার্তিনি তৈরি করে তোমার ভৃত্যটি। ওরকম কাজের লোক পাওয়াও কম ভাগ্যের কথা নয়।'

নিশ্চল হয়ে হেলগা বসে রইলো কোলের ওপর হাত রেখে, ভাবলেশহীন মুখে ফুঁসছিলো ভেতরে।

'হ্যাঁ যা বলছিলাম। বাজে ব্যাপার সত্যিই দারুণ, দুই দিন আগে আমার কাছে এক ভদ্রলোক আসেন, ইতালীয়ান মনে তো হয়, বললেন যদি ওর হয়ে একটা কাজ করে দিই তবে ফী হিসেবে দশ হাজার ফ্রাঁ দেবেন। আর্চার মদে চুমুক দেবার সময়টুকু নিলো, 'সেই যবে থেকে আমি গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েছিলাম তোমার স্বামীর টাকাটার ব্যাপারে, আর আমাকে সাহায্য করতে তুমিও এগিয়ে এলে না, তবে থেকে আমি টাকা পয়সার বেশ টানাটানিতে আছি। আর মনে হয় সব জায়গায় তোমার স্বামী বদনামও রটিয়ে দিয়েছিলো আমার নামে। কারণ কাজের জন্যে যেখানেই গেছি নাম শোনামাত্র তারা বিদায় করে দিয়েছে আমায়। ফলে লোভ আমি সামলাতে পারিনি এই দশ হাজার ফ্রাঁ-এর। মনে করছি ঈশ্বরের দান,' বলতে লাগলো আর এক চুমুক খেয়ে, 'আসতে পারে এমন সময় যখন কোনো টাকা পয়সা তোমার থাকবে না, যদিও তার সম্ভাবনা নেই জানি, কিন্তু ধরো না কেন সব নষ্ট হয়ে গেছে, তোমার সব টাকা, তোমাকে যখন একটা পোশাকে কাটাতে হচ্ছে দিনের পর দিন। পয়সা নেই নতুন কেনার, খেতে হচ্ছে সস্তার হোটেলে, কিংবা খাওয়াও জুটছে না কোনো কোনো দিন। হয়তো তখন তুমি দেখবে এতোদিন যে ধারণা ভালো মন্দ সম্বন্ধে তোমার ছিলো, তা পাল্টাতে হচ্ছে আস্তে আস্তে।'

ফলে যখন ঐ লোকটা এলো, আমি মন দিয়ে ওর কথা শুনলাম। আমায় লোকটা বললো তুমি আছো গ্রেনভিলের সঙ্গে এবং তুমি মজে আছো ওর সঙ্গে। আমার মক্কেল—ওকে আমি মক্কেলই বলবো—নজর রাখছে তোমাদের দুজনের ওপর। ও জানে অনেক টাকা তোমার, তাই গ্রেনভিলকে কিডন্যাপ করতে পারলে তোমার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে পাওয়া যাবে অনেক টাকা। খুব দুর্দান্ত আমার মক্কেলটি আর ভয়ানক চরিত্রের লোক। সত্যি কথা বলতে কি, ও যে মাফিয়া দলের লোক অস্বীকার করেনি সেটা। যেন কিভাবে জানতে পেরেছে ও তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিলো আমার, পরিচয় নয় শুধু, ঘনিষ্ঠও ছিলাম বেশ, হেলগা ছিলাম তাই না? বরং বলা যাক্ আমরা ঘনিষ্ঠ ছিলাম।'

কথা নেই হেলগার মুখে, হাত দুটো খালি শক্ত মুঠি পাকিয়ে ফেলেছে। বলে চললো আর্চার, 'পূর্ব পরিচয় আছে তোমার সঙ্গে জেনে মুক্তিপণের ব্যাপারে আমার মক্কেল আমায় পাঠিয়েছে কথা বলার জন্যে। আর আমি আজ এখানে সেই জন্যেই।'

'ঐ লোকটার সঙ্গে আমি সরাসরি কথা বলতে চাই, তোমার মারফৎ নয়,' কাটা কাটা উত্তর দিলো হেলগা।

'কাজ হবে না তোমার কথায়, আড়ালেই থাকতে চায় আমার মক্কেল। তুমি যদি ফিরে পেতে চাও তোমার মনের মানুষকে, আমার সঙ্গেই কথা বলতে হবে তোমাকে। তাছাড়া ফী-টাও খুব বেশি দরকারী আমার কাছে।'

হেলগা তাকালো ঘৃণা নিয়ে, 'তাহলে তহবিল তছরুপকারী জালিয়াত ব্ল্যাকমেলার শুধু নও তুমি একজন মাফিয়া দলেরও সদস্য?'

দুই চোখ আর্চারের লাল হয়ে উঠলো, 'তোমায় আমি মনে করিয়ে দিতে চাই হেলগা, তুমি এই অবস্থায় আমাকে গালাগালি দিতে পারো না।' আর্চার হিংস্র গলায় বলতে থাকলো, 'কুড়ি লাখ

ডলার দিতে হবে গ্রেনভিলকে ফিরে পেতে চাইলে। তোমাকে আমার মক্কেল সময় দিচ্ছে তিনদিনের, টাকাটা জমা দেবে জোগাড় করে একটা সুইস ব্যাঙ্কে। আজ থেকে তিনদিন পরে, এই সময় ঠিক আমি আসবো তোমার কাছে, বাকিটা তোমার হাতে।' গ্লাসটা শেষ করে সে নামিয়ে রাখলো। 'মনে করিয়ে দেওয়া তোমাকে ভুল হবে না যে তুমি লেনদেন করতে যাচ্ছো মাফিয়াদের সঙ্গে, অতএব খুব বেশি সাবধান থাকবে। কিছু উল্টো পাল্টা করলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে গ্রেনভিলের, সেটা জানিয়ে রাখতে বলেছে মক্কেল। যদি যোগাযোগ করো পুলিশের সঙ্গে গ্রেনভিল নাও থাকতে পারে বেঁচে। আর একটা কথা বলেছে মক্কেল, টাকা তিনদিনের মধ্যে না পেলে, গ্রেনভিলের একটা কান পরদিন পার্শেল করে তোমার কাছে পাঠানো হবে।'

সাদা হয়ে গেলো হেলগার মুখ, কিন্তু ঠিক আছে নার্ভ। 'খুবই বর্বরোচিত জিনিসটা সন্দেহ নেই, শুনতে আমারও খারাপ লাগছে, কিন্তু ঐ রকমই মাফিয়াদের কাজ। ওরা বড্ড নিষ্ঠুর। মনে কোরো না যে ওরা ভয় দেখিয়েছে মিথ্যে। আগেও ঘটেছে ও ধরনের ঘটনা, নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে সেগেত্তিদের ব্যাপারে। শোনো আমার কথা, কতো আছে তোমার স্টকে দেখে নাও। ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও কিছু বিক্রি করে, অবশ্য তুমি যদি ফিরে পেতে চাও গ্রেনভিলকে, ওকে আমি দেখিনি এখনও, কিন্তু তুমি ওকে যেহেতু পছন্দ করেছো, তাই ধরে নিতেই হবে যে ও খুব সুন্দর দেখতে। চলে গেলে একটা কান, নিশ্চয়ই ও তত রূপবান থাকবে না।' একটু দরজার দিকে এগিয়ে আর্চার বললো, 'প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আর একটা কথা, এই খামটা আমার মক্কেল পাঠিয়েছেন তোমার জন্যে।' টেবিলের ওপর মুখ আঁটা খামটা আর্চার রাখলো, 'আমি শুনেছি গ্রেনভিল সাহস একটু বেশি দেখাতে গিয়েছিলো। ভুল করেছিলো, কারণ মাফিয়াদের হাতে যে ও পড়েছে তা জানতো না।' আর একটু সময় নিয়ে ও বললো, 'হেলগা ঠিক আছে, আবার তিনদিন পরে আসবো আশা করি। গুড বাই।'

মার্সিডিজে চড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল আর্চার।

হাতুড়ির দাপাদাপি বুকের মধ্যে নিয়ে হেলগা খুললো খামটা। বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা রঙিন তিনটে ফটো। ছবির দিকে তাকিয়ে তার সারা শরীর আতঙ্কে কেঁপে উঠল। হেলগা প্রায় চিৎকার করে পড়ে যাচ্ছিলো, সামলে নিলো কোনো রকমে। হিঙ্কল ঘরে ঢুকলো নিঃশব্দে।

যা অনুমান করেছিলো আর্চার ঠিক তাই হলো, হেলগা ফটোগুলো দেখে ভেঙে পড়েছে একেবারে। মারামারি, রক্তটক্ত পছন্দ হয় না ওর।

মার দাঙ্গা সিনেমাতে থাকলে সহ্য করতে পারতো না হেলগা। যখন কোনো লোককে টিভিতে খুন বা মারধোর করার দৃশ্য দেখাতো হেলগা তখনই টিভি বন্ধ করে দিতো, আর নেই হেলগার সেই ইস্পাতের কাঠিন্য, ভেঙে পড়েছে একেবারে, কাঁদছে ফুঁপিয়ে।

'ওকে ওরা মেরেছে, জানতাম আমি মারবে। ওকে ওরা মেরেছে,' হেলগা ককিয়ে উঠলো।

খুব বিরক্ত হয়ে হিঙ্কল ওর দিকে তাকালো। তারপর তুলে নিলো ফটোগুলো। ভাল করে দেখার পর, ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে টেবিলে ফটোগুলো সাজিয়ে রাখলো। তারপর হেলগার কাঁধে আলতো ভাবে হাত রেখে বললো, 'মাদাম আমি বলি কি, উতলা হবেন না এত। শক্ত করুন মনকে।'

হেলগা বড় বড় চোখ করে তাকালো, বিহ্বল দৃষ্টি। 'দেখো কি হাল ওর করেছে ওরা। শয়তান গুলো। টাকা চাই এখন আমার। আমি.....'হেলগা আবার কাঁদতে লাগলো।

হাই-ফাই সেটের কাছে গিয়ে হিঙ্কল বন্ধ করলো সুইচটা। তারপর খুব পাওয়ার ফুল ম্যাগনিফাইং গ্লাস একটা ড্রয়ার থেকে নিয়ে দেখতে লাগলো ফটোগুলো। মনে হচ্ছিলো প্রথমে ঠিকই, মেঝেতে চিৎ হয়ে গ্রেনভিল পড়ে আছে। চোখ বন্ধ, রক্ত মুখে, ভাল করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখার পর মাথা নাড়লো হিঙ্কল, টেবিলে নামিয়ে রাখলো ছবিগুলো।

'মাদাম, যদি আপনি পাগলামি থামান তবে বলবো একটা কথা,' গলার স্বর হিঙ্কলের বেশ কঠিন।

হেলগা চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে মাথা তুললো, 'একলা থাকতে দাও আমায়, যাও।'

'মাদাম, বলার আছে একটা কথা।'

'কি কথা?'

হেলগার দিকে একটা ফটো তুলে বাড়িয়ে বললো, 'একেবারে টমাটো সসের মত দেখতে এটাকে।'

চমকে উঠলো হেলগা, কান্না বন্ধ করে বলে উঠলো, 'কি বললে? টমাটো সস?...তুমি কি পাগল হয়েছো? কি বলছো যা তা?' গলার স্বর হেলগার কাঁপছিলো।

'এখানে মিঃ রলফের চাকরী করতে আসার আগে এক ভদ্রলোকের কাছে আমি সিনেমাতে চাকরী করতাম। কীভাবে মেক আপ করা হয়...ওঁর কাছ থেকেই শিখেছিলাম। টমাটোর সস ব্যবহার করা হতো রক্ত দেখাবার জন্যে।

'তুমি কি বলতে চাইছো?' হেলগা আবার ফিরে আসতে লাগলো তার পুরোনো মেজাজে।

'বলতে চাইছি আমি, আদৌ মিঃ গ্রেনভিল আহত হননি। দেখা যাবে যে জালিয়াতি করা হয়েছে ফটোগুলোতে।'

'হিঙ্কল, সত্যিই তুমি তাই মনে করো? তোমার ধারণা কি ওকে ওরা মারে নি?'

'আমার তো মনে হয় অস্বাভাবিক মারধোর করাটাই...।'

'শয়তান,' শক্ত হয়ে উঠলো হেলগার মুঠি, কিন্তু ওকে বের করে আনতেই হবে ওদের হাত থেকে।'

'মাদাম.একটা প্রশ্ন করবো কি?'

'হায় ভগবান, হিঙ্কল দরকার নেই এতো ভদ্রতা করার। ঠিক নেই আমার মাথা। বলো কি বলছিলে?'

আবার হিঙ্কল মাথা নাড়লো, আবার তার পুরনো মেজাজে হেলগা ফিরে এসেছে, কেটে গেছে ছেলেমানুষী পাগলামী।

এই যে লোক দুটো ধরে নিয়ে গেছে মিঃ গ্রেনভিলকে, ওরা ঢুকলো কি করে সে কথা কি একবার ভেবে দেখেছেন?

'ওর কি সম্পর্ক তার সঙ্গে? ওরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে চলে গেলো ওকে নিয়ে,' মেজাজী গলায় হেলগা বললো।

কিন্তু কি করে ঢুকলো?' নাছোড়বান্দা হিঙ্কল।

'কেন, সদর দরজা দিয়ে?'

'সদর দরজা, নিজের হাতে আমি হুড়কো দিয়েছি, বন্ধ করেছি তালা।'

'ভুলে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই,' হেলগা অধৈর্য হয়ে উঠলো।

'শুতে যাবার আগে নিজের হাতে আমি বন্ধ করেছি দরজা।'

ওর দিকে হেলগা তাকিয়ে মাথা নাড়লো। 'আমি মাফ চাইছি। ঠিক নেই আমার মাথার।'

'ঠিক আছে, যাই হোক সদর দিয়েই ঢুকেছে ঐ লোক দুটো। আচ্ছা মিঃ গ্রেনভিল কি বারান্দায় বাথরুমে গিয়েছিলেন একবারের জন্যে।'-

আরও বড় হয়ে গেলো হেলগার চোখ।

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'তাহলে মনে হয় আমার সদরের হুড়কো আর তালা খুলে ছিলেন মিঃ গ্রেনভিলই।'

'তার মানে বলতে চাইছো তুমি, মিঃ গ্রেনভিল চুরি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিজেই বন্দোবস্ত করেছেন?' তীক্ষ্ণ গলায় হেলগা চেঁচিয়ে উঠলো।

'জাল এই ফটোগুলো। এখানে মিঃ গ্রেনভিলই একমাত্র ছিলেন, যার পক্ষে সম্ভব ছিলো দরজা খোলা। আর এবং এছাড়া কি অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়?'

'না, আমাকে ও ভালবাসে। ও কখনো এ কাজ করতে পারে না। তোমার কথা আমি শুনবো না। জানি আমি, ওকে তুমি ঘৃণা করো। কিন্তু ওকে ভালবাসি আমি। আমি শুনবো না তোমার কথা।'

'আপনার কাছে মিঃ আর্চারকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার আগে এই হাই-ফাই টেপরেকর্ডারটা আমি চালিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম।' হিঙ্কল একটুও বিচলিত না হয়ে বললো, 'টেপ করা হয়ে গেছে আপনার আর মিঃ আর্চারের কথাবার্তাগুলো। ওর গাড়ির নম্বরটাও আমি টুকে রেখেছি। এবার পুলিশকে আমার মতে খবর দেওয়া উচিত।'

'পুলিশ? না, এখন মাফিয়াদের হাতে ক্রিস। টাকা না দিলে ওরা ভয় দেখিয়েছে, ওর কান কেটে দেবার।' হেলগা লাফিয়ে উঠলো, 'টাকা? কি দাম টাকার? আমি ওকে পাবার জন্যে টাকা দেবো। দেবোই। আমি তোমার বাজে কথায় কান দেবো না। খুবই ঘৃণ্য কথা বলছো তুমি, কারণ ওকে তুমি ঘৃণা করো। ফিরে পাবার জন্যে ওকে যতো টাকা লাগে দেবো।' এক দৌড়ে হেলগা শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো দড়াম করে।

চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে খোলা ছাদে ধীরে ধীরে এসে হিঙ্কল দাঁড়ালো। থমথমে মুখ। দেখতে লাগলো এক দৃষ্টিতে হ্রদের জল, একরাশ চিন্তা মাথায়।

মার্সিডিজ গাড়ির সিটে ভারী শরীরটা দাখিল করে ক্যাসারেট হয়ে আর্চার চলে গেলো প্যারাডাইসের দিকে।

বেশ খুশি মনে মনে, কুত্তিটার পেটে নিঃসন্দেহে ছুরি চালিয়েছে, বেশ হয়েছে। আর্চার নিজের মনেই হেসে উঠলো। দুঃখের কথা এই যে, যখন ঐ ছবিগুলো হেলগা দেখলো তখন তার মুখের ভাবটা দেখা হলো না আর। তবে কল্পনা করা যায় যে নিশ্চয়ই একেবারে ভেঙে পড়বে। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রেমিককে দেখলে আর ওর মনের জোর থাকবে না, ভেঙে পড়বে। আর দেরি করবে না টাকা দিতে।

দশ লক্ষ ডলার। যতগুলো খুশি স্যুট পরতে পারবে, আর নিজের হাতে চুল কাটতে হবে না, নাপিতের সেলুনে যেতে পারবে সপ্তাহে সপ্তাহে। বড়ো হোটেলে পছন্দ মতো থাকবে, ভাল খাবে। দয়া দেখানোর কোন মানে হয় না হেলগাকে। কারণ, আর্চারের বেলায় ওতো দেখায় নি। প্রতিহিংসা কি মিষ্টি।

মাফিয়াদের হাতে গ্রেনভিল পড়েছে, এই পরিকল্পনাটা কাজে লাগাতে পেরে খুব আত্মপ্রসাদ মনে মনে লাভ করলো আর্চার। খুব হাসবে গ্রেনভিলও। দূর ছাই, এসব কথা থাক। এখন পালন করতে হবে একটু উৎসব, তার পরেই পাকালো চোখ। না, না লুকিয়ে রাখতে হবে গ্রেনভিলকে, যতক্ষণ না পাওয়া যায় টাকাটা। যাই হোক যাওয়া যাক এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে। এটা বেশ পছন্দ করবে গ্রেনভিল।

লুগানোতে গাড়ি পার্ক করার একটা জায়গা একটু চেষ্টা করে খুঁজে নিলো। দু বোতল শ্যাম্পেন, কিছু শুকনো মাংস আর চীজ একটা দোকান থেকে আর্চার কিনলো। ভালই হবে ভোজটা।

তারপর আর্চার নিজের ভাড়া করা বাড়ির দিকে মার্সিডিজ চালিয়ে রওনা দিলো। হেলগা এতক্ষণে নিশ্চয়ই হিসেবপত্র করতে বসে গেছে নিজের স্টকের। বিক্রি যাই করুক না কেন, ক্ষতি হবে ওর। উচিত সাজা দেওয়া গেছে কুত্তিটাকে। ওর কবর ওটাই, হেসে ফেললো আর্চার। কল্পনা নেত্রে দেখতে পেলে, হেলগা তার সাধের রোলস হাঁকিয়ে যাচ্ছে ব্যাঙ্কে। ভয় বুকের মধ্যে। প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে খাসা। এখন তার হাতে তুরুপের তাস।

বাড়ি পৌঁছে দরজা খুললো মালপত্র নিয়ে। 'ক্রিস, কাজ হয়েছে,' আর্চার চেঁচিয়ে বললো। উত্তর এলো না কোনো। খুঁজলো বাড়ির সর্বত্র, বাথরুম, রান্নাঘর, ফাঁকা বাড়ি। গ্রেনভিল নেই।

।। সাত ।।

গ্রেনভিল চলে যেতে দেখলো আর্চারকে। তারপর নোংরা আর সেই অগোছালো ঘরে ঢুকে বসলো, অন্তত এক ঘণ্টা লাগবেই আর্চারের ফিরতে। ও ঈর্ষা করে না আর্চারকে। ও বুঝতে পেরেছে এতো দিনে, যেন পুরোটাই হেলগা ইস্পাত দিয়ে তৈরী। কিন্তু আত্মবিশ্বাসও তো আর্চারের কম নয়। গ্রেনভিলকে যে পাগলের মতো হেলগা ভালোবেসেছে, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না, শুধু যেন আর্চার ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, গ্রেনভিল এটুকুই চাইছিলো। আর বুঝতে পেরেছিলো এটাও সে রাখতে পারে আর্চারের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস। তবে এটাও ঠিক হাতে টাকা

না আসা পর্যন্ত নজর রাখতে হবে আর্চারকে। অতোগুলো টাকার ব্যাপার সাবধান না হওয়াটাই বোকামী।

ধরালো সিগ্রেট, আর্চার মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো। পার হয়েছে ক্যাসারেট, এবার এগোচ্ছে কাস্টাগনোলার দিকে। ঘড়ি দেখলো আর দশ মিনিটের মধ্যে হেলগার বাড়ি পৌঁছে যাবে আর্চার। বাজে এরকম বাড়িতে সে কি কষ্টে দিন কাটাবে ভাবাই যায় না, সঙ্গে সঙ্গে সাবধান বানীটা আর্চারের মনে পড়ে গেলো, যেন কেউ তাকে না দেখে। যদি কেউ দেখে ফেলে, তবে ভেস্তে যাবে সব ব্যাপারটাই। খুব কাজের বলে সুনাম আছে সুইজারল্যান্ডের পুলিশের। যে পুলিশটা সেই পার্কিং নিয়ে ঝঞ্ঝাট করেছিলো তার কথা গ্রেনভিলের মনে পড়ে গেলো। খুব রাগ হতে লাগলো নিজের ওপরেই। সেদিন বোকার মতো ব্যবহার করেছিলো, ওর নাম ঠিকানা সব টুকে রেখেছে পুলিশটা, চিনতেও পারবে। যাকগে আর লাভ নেই ভেবে। ও জেনিভা এয়ারপোর্টে যাবে তিনদিন পরে, নিউইয়র্কে পাড়ি দেবার জন্যে। সেখান থেকে মিয়ামি বীচে, কয়েকদিন ওখানে কাটিয়ে চলে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

আচ্ছা আর্চার কি করবে অতগুলো টাকা নিয়ে! খারাপ নয় লোকটা, তাছাড়া বুদ্ধিও রাখে। ওকে বেশ ভদ্রই দেখাবে ভালো পোষাক পরলে আর চুল ছাটলে। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, গ্রেনভিলকে কখনও দুরবস্থায় পড়তে হয়নি আর্চারের মত। কোনো না কোনো বুদ্ধু গোছের মহিলা সব সময়েই ওকে জুগিয়ে গেছে টাকা, তবে দশ লাখ ডলার একসঙ্গে, একেবারে গ্রেনভিল পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যাবে।

গ্রেনভিল চমকে ফিরে তাকালো ছোট একটু শব্দে। সেগেস্তি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, বেলমন্ট ঠিক তার পিছনে। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে গ্রেনভিল দাঁড়ালো, 'এখানে কেন তোমরা? কি দরকার? আমি তো ভেবেছিলাম জেনিভা চলে গেছো তোমরা।'

সেগেস্তি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বললো, 'পাল্টালাম আমরা সিদ্ধান্ত, তাই না বেলমন্ট?'

কোনো উত্তর দিলো না বেলমন্ট, ঠেসান দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গ্রেনভিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

'তোমাদের কি দরকার? যে ঝঞ্ঝাট বাধাতে যাচ্ছে এই ভয়ানক দেখতে লোকদুটো, এটা গ্রেনভিল বুঝতে পারলো? বসেছিলো যে চেয়ারে, সেখান থেকে সরে গেলো একটু দূরে।

'আমাদের কি দরকার?' হাসলো সেগেস্তি, 'দরকার তোমাকে মিঃ গ্রেনভিল, তোমাকে চাই আমরা।'

'তোমরা কি বলছো?' হাতুড়ির শব্দ গ্রেনভিলের বুকে।

'তুমি তো বুঝতে পারো ইংরাজী ভাষাটা। আমরা চাই আমাদের সঙ্গে তুমি আসবে।'

'কিছুতেই না, বন্ধ করো এইসব বাঁদরামি। তোমাদের পুরো দাম দেওয়া হয়ে গেছে। এবার কেটে পড়ো।'

'টমেটো সস দিয়ে কিন্তু এবার ব্যাপারটা হবে না মিঃ গ্রেনভিল, ঘটবে সত্যি সত্যিই,' সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার সেগেস্তি বের করলো।

গ্রেনভিলের শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে গেলো বরফের স্রোত। কেউ কখনো তাকে জীবনে বন্দুক নিয়ে ভয় দেখায় নি এভাবে। ছোট্ট গর্তটি সাইলেন্সারের একচক্ষু দৈত্যের মতো তাকিয়ে আছে যেন ওর দিকে। সে ভয়ে ঘামতে লাগলো।

'আমার দিক থেকে ওই জিনিষটা সরাও, মেরো না, গুলি চালিয়ো না...'

'আমাদের সঙ্গে এসো, এই একটু ঘুরতে যাবো গাড়ি করে। তুমি বসবে সামনের সীটে আর আমি পিছনের সীটে। কোনোরকম বোকামী যদি করতে যাও একটা বুলেট নিঃশব্দে তোমার বুকে ঢুকে যাবে।...আর মিথ্যে ভয় আমি কাউকে দেখাই না।' সেগেস্তি হাসলো।

কাঁপতে লাগলো গ্রেনভিল, শুকিয়ে গেছে মুখ, কপালে ঘাম। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ওদের মাঝখানে ভক্সওয়াগনে উঠলো। বেলমন্ট স্টিয়ারিংয়ে বসলো, তারপর গ্রেনভিলকে সামনের সীটে বসিয়ে ঠিক তার পিছনের সীটে সেগেস্তি বসলো।

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?' গ্রেনভিল খসখসে গলায় প্রশ্ন করলো, 'আমার কাছ থেকে

কি চাও?'

'মুখ শুধু বন্ধ করে রাখো, তাহলেই থাকবে চমৎকার।'

গাড়ি লেক রোডের ওপর দিয়ে যেতে লাগলো, হাত ধরে একটা পুলিশ বৃদ্ধাকে পার করে দিচ্ছিলো রাস্তা। তার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রেনভিল তাকালো। সেগেত্তি পিছন থেকে বললো, 'পাগলামি করতে যেয়ো না মিঃ গ্রেনভিল।'

গাড়ি একটা রাস্তায় মোড় নিলো পিয়াজ্জা গ্রান্দে ঢুকে। তারপর বেলমন্ট গাড়ি দাঁড় করালো কিছুদূর গিয়ে। 'সাবধানে নামবে মিঃ গ্রেনভিল, আমার দূরের নিশানাও খুব ভালো।'

গ্রেনভিলের মনে হচ্ছিল মুহূর্তের জন্যে গাড়ি থেকে নেমে এক দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে চেঁচালে কেমন হয়? কিন্তু দেখলো তাকিয়ে একেবারে রাস্তা জনশূন্য, ফলে সাহস আর করলো না। পিছন পিছন সেগেত্তি নেমে এলো।

কাঠের একটা উঁচু গেট খুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বেলমন্ট এগোতে বললো গ্রেনভিলকে, উঠোন নোংরা, গ্রেনভিল এগিয়ে চললো। গোলা বাড়ির মতো একটা বড়ো বাড়ি সামনে, বেল মন্টকে আধা অন্ধকারের মধ্যে অনুসরণ করলো। চীজ, অলিভ অয়েল ইত্যাদির কড়া গন্ধ চারপাশ থেকে ভেসে আসছে। বেল মন্ট খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো, সেগেত্তি খোঁচা মেরে মেরে গ্রেনভিলকে উঠিয়ে নিয়ে এলো। ছোট একটা খাট ঘরটায়, একটি টেবিল আর চেয়ার। বের্ণি, গ্রেনভিলকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল 'আহ্, মিঃ গ্রেনভিল, দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে, তবে একজন কমন ফ্রেন্ড আছে আমাদের দুজনেরই—মিঃ আর্চার।'

গ্রেনভিলের মনে হলো, এই বেঁটে মোটা দাড়িওয়ালা ইতালীয়ানটাকে দেখে যেন লোকটা লোমে ভরা একটা বিরাট মাকড়সা, স্নান করার সময়ে পড়ে গেছে তার বাথটবে। হাসছিলো বের্ণি, কিন্তু সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা পাথরের চকচকে টুকরোর মতো চোখ জোড়ার দিকে নজর পড়তেই ভয়ে গ্রেনভিল জমে গেলো।

'চেনন আপনি আর্চারকে?' গলার স্বর গ্রেনভিলের বেসুরো।

'নিশ্চয়ই। মিঃ গ্রেনভিল ভেতরে আসুন, বসুন। কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

ঘরে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে গ্রেনভিল একটা আরাম চেয়ারে বসে পড়লো। সেগেত্তি তার পেছনেই আছে বেশ বুঝতে পারছিলো, আর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বেলমন্ট দাঁড়িয়ে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না আমি, আপনারা কি করতে চান আমাকে নিয়ে?'

একটা চেয়ারে বের্ণিও বসতে বসতে বললো, 'বলছি বুঝিয়ে। আমার কাছে এসে মিঃ আর্চার বলেছিলেন, মিথ্যে একটা লোক দেখানো কিডন্যাপিং করার জন্যে চাই দুজন লোক। মিঃ আর্চার বলেছিলেন কাজটা বড় ধরণের একটা রসিকতা হবে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি তা। মনে হয়েছিল আমার, লোক যোগাড় করে দেবার জন্যে পাঁচশো ফ্রাঁ, আর কাজের জন্যে দুজন লোককে সে আট হাজার ফ্রাঁ দিচ্ছে, এতে অনেক বেশি হতে পারে পুলিশি হাঙ্গামার ঝঞ্ঝাট। দেখতে পাচ্ছি এখন, দুজনে মিলে আপনারা কুড়ি লাখ ডলার এই মহিলার কাছ থেকে আদায় করার প্ল্যান করেছেন। আর যেহেতু বুঝতে পারছি, এই কিডন্যাপ করার কাজটা আমাদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না, তাই মনে করি আরও বেশি হওয়া উচিত আমাদের প্রাপ্য।'

'আর্চারের সঙ্গে এ কথা আলোচনা করলেই ভালো হতো। কেন আমাকে জোর করে ধরে এনেছেন?' একটু সাহসী হবার চেষ্টা করলো গ্রেনভিল।

'মন্দ বলেননি কথাটা, কেন ধরে এনেছি জোর করে? কারণ কিডন্যাপ করা হয়েছে আপনাকে আর মিথ্যে নয় এবার লোক দেখানো।'

চমকে উঠলো গ্রেনভিল, 'বুঝতে পারছি না আপনার কথা।'

'মিঃ গ্রেনভিল, এ ব্যাপারে আপনি আর মিঃ আর্চার পেশাদার নন। তবে এমনি এক পরিস্থিতি আপনারা সৃষ্টি করেছেন যার সঙ্গে জড়িত এক মহিলা, এবং আট কোটি ডলার আছে এই মহিলার। আপনি তো বলেছেন, আপনি ওকে হারপুনে গেঁথেছেন.' সেগেত্তির দিকে বের্ণি তাকালো, 'তাই তো ইনি বলেছিলেন সেগেত্তি?'

মাথা নাড়লো সেগেত্তি, 'দেখা যাচ্ছে তাহলে আপনার প্রেমে এই মহিলা হাবুডুবু খাচ্ছে। গ্রহণ

করুন আমার অভিনন্দন। কিন্তু যখন এমন একজন মহিলা, যিনি আট কোটি ডলারের মালিক, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তখন একমাত্র কুড়ি লাখ ডলার দাবি করে অপেশাদাররাই মনের মানুষকে ফিরিয়ে দেবার শর্তে। বুঝতে পারছেন আমার কথাটা?'

শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট গ্রেনভিল জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিলো, 'কিন্তু মহিলা...বড়ো কঠিন। মনে হয় আমার যথেষ্ট বিশ লাখই।'

'কিন্তু সে তো গেলো আপনাদের মতো সৌখিনদের ক্ষেত্রে। পুরো আমি নিজের হাতে নেবো। রোমে আমাদের খুব পুরনো বন্ধু, এই তো কয়েকদিন আগে সত্তর লক্ষ ডলার একজনের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করেছিলো। তাও তো এই মহিলার মতো সেই লোকটা বড়োলোক নয়। আর টাকাটা পেয়েও গিয়েছিল। আপনাকে ফিরিয়ে দেবার বদলে এক কোটি ডলার চাইবো আমি। তার মধ্যে সহযোগিতা করার জন্য আমার সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার ডলার আপনাকে দেবো। ঐরকমই দেবো আর্চারকেও।'

বোবার মতো তাকিয়ে রইলো গ্রেনভিল, 'সহযোগিতা, তার মানে কি?'

'হয়তো একটা কান বা আঙুল আপনাকে হারাতে হবে। তবে কিনা কোনো দুঃখ থাকবে না পঞ্চাশ হাজার ডলার পেলে।'

গ্রেনভিলের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, 'না পারবেন না ওসব করতে।'

'আপনি, কেন বুঝতে পারছেন না মিঃ গ্রেনভিল, যে সত্যি সত্যিই এবার আপনি কিডন্যাপড্ হয়েছেন। বিনা দ্বিধায় বেলমন্ট অক্লেশে একটা কান আপনার কেটে নেবে আর কাটা জায়গাটার চিকিৎসাও লোহা গরম করে, করে দেবে। তেমন কষ্ট আপনাকে না দিয়ে একটা আঙুলও কেটে নিতে পারে। কিন্তু বড়ো কথা নয় ওটা, যা শুনেছি তাতে আপনাকে পাগলের মতো ভালবাসে মহিলা, অতএব টাকা দেবে।'

অজ্ঞানের মতো হয়ে গ্রেনভিল চেয়ারে ঢুলে পড়লো, ঘামতে লাগলো দরদর করে।

বের্ণি উঠলো, 'আমি মিঃ আর্চারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। আমার দূত হয়ে উনি কাজ করবেন। ওতে কম বিপদ। মিঃ গ্রেনভিল বিশ্রাম করুন, আপনাকে কান বা আঙুল খুব সম্ভব হারাতে হবে না। আপনার দেখাশোনা করবে সেগেত্তি আর বেলমন্ট।' তারপর সেগেত্তির দিকে ফিরে বললো, 'আধ ঘণ্টা পরে সেগেত্তি...ঠিক আছে। যেমন হয়ে আছে কথা।'

কাঁপতে শুরু করলো গ্রেনভিল, বের্ণি বেরিয়ে যেতেই।

হেলগা নিজের শোবার ঘরে পায়চারি করছিলো অস্থির ভাবে। ঝড় বইছে মনের মধ্যে। ক্রিসকে চুরি করে নিয়ে গেছে জোর করে, খপ্পরে পড়েছে মাফিয়া শয়তানের। একটিই চিন্তা ওর, কি করে অক্ষত অবস্থায় গ্রেনভিলকে ফিরিয়ে আনবে। আহা ওর কি কষ্টই না হচ্ছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জোগাড় করতে হবে টাকাটা। কোনো দেরি করা চলবে না এ ব্যাপারে। যেন হারামজাদা আর্চারটা এলে টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারি।

ও এখুনি বার্ণে যাবে, ওর সুইস ব্যাঙ্কারের কাছে। দেরি করা চলবে না মাফিয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে।

সে আতঙ্কে ক্রমশঃ দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতে পেরে মনকে শক্ত করা শুরু করলো হেলগা। খাটে বসে পড়লো, হাঁটু দু হাতে চেপে এলোমেলো চিন্তায় সে ডুবে গেলো।

হিঙ্কল!!!

এতো সাহস ওর হয় কি করে? প্রায় পরিষ্কার বলতে চায়, নিজের চুরি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিজেই গ্রেনভিল বন্দোবস্ত করেছে। এতো ঈর্ষা কেন বুড়োটার? যেদিন ও বলেছে যে ও ভালবাসে গ্রেনভিলকে, সেদিন থেকে তার অপছন্দের ভাবটা হিঙ্কল লুকোতে পর্যন্ত চায়নি। এমন কি বিয়ের কথা যেদিন বলা হলো, সেদিন অভিনন্দন ও জানালো ঠিকই, তবে তা বেশ তেতো গলায়। অবশ্য তার কাছে কারণটা অজানা নয়, আসলে মাথার ওপর হিঙ্কল আর কোনো মনিবকে পছন্দ করতে নারাজ, ও দারুণ স্বার্থপর, সুখী হোক হেলগা তা চায় না হিঙ্কল। ও চায় চিরকাল হেলগা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করুক আর চালিয়ে যাক ও খবরদারী। একঘেয়ে ওই ওমলেট খেয়েই যেন জীবন কাটবে আমার। ওসব চাই না, বিশেষ করে একজন প্রেমিক ক্রিসের মতো

পাবার পর।

মিথ্যে কথা ষোলো আনা। এ ব্যাপারে বেদম পেটানো হয়েছে গ্রেনভিলকে, হেলগা নিঃসন্দেহ। কেন, ওই হারামজাদা আর্চার বললো না, একটু বেশি সাহস দেখাতে গিয়েছিলো গ্রেনভিল? কি নাজেহালটাই না হচ্ছে আমার ক্রিস ঐ বদমাসগুলোর হাতে পড়ে। হায়রে, ক্রিস তার আদরের, শয়তানগুলোর সঙ্গে আপ্রাণ লড়েছে। ফটোগুলো যেগুলো মেঝের ওপর পড়েছিল তার দিকে নজর পড়তেই হেলগার সারা শরীরে রক্ত কেঁপে উঠলো।

—বলে কিনা টমাটো সস?...এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় কতোটা ঈর্ষাপরায়ণ হিঙ্কল।

তালা খোলা সদর দরজার?

তারও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। আবার এই কথাটা বলেও ছোটো করতে চেয়েছে আমার চোখে গ্রেনভিলকে।

এও তো হতে পারে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য ক্রিস সদর দরজাটা খুলে দাঁড়িয়েছিলো বাইরে। তারা ভরা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে হ্রদের বুক ছুঁয়ে ভেসে আসা বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েছিলো, স্বাভাবিক খুবই। তারপর দরজা বন্ধ করার জন্য মাথা কেন বা সে ঘামাবে?

আবার হেলগার মনের দৃঢ়তা ফিরে আসছে। দাঁড়ালো উঠে, বার্ণে যেতে হবে এখুনি।

ব্যাগ ছোঁ মেরে তুলে নিলো, মুখে পাউডারের পাফ্টা বুলিয়েই ঢুকলো বসার ঘরে।

হিঙ্কল ওর সাড়া পেয়ে এসে দাঁড়ালো খোলা ছাদে, 'আমি যাচ্ছি বার্ণ-এ। জোগাড় করতেই হবে মুক্তিপণের টাকাটা। ফিরবো সন্ধ্যে নাগাদ।'

'মাদাম বলছিলাম কি আমি...।' কথা শেষ করতে না দিয়ে হিঙ্কলকে হেলগা কটকটে সুরে বললো, 'তোমার বলার কিছু দরকার নেই। তুমি যে অপমানজনক কথা বলেছো মিঃ গ্রেনভিলের সম্বন্ধে, তাতে খুবই শক্ পেয়েছি আমি। তোমার যে এরকম নিচু মন তা ভাবতে পারিনি, যদিও বুঝি তুমি কেন এমন করছো।'

'ফিরে এলেই মিঃ গ্রেনভিলকে বিয়ে করবো আমি। তুমি সেবা করবে আমার এবং মিঃ গ্রেনভিলের। যদি না চাও খোলা আছে রাস্তা, বুঝেছো?'

মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে উঠলো হিঙ্কলের, দাঁড়ালো সোজা চোখে চোখ রেখে। সেই চোখের দৃষ্টিতে এমন হতাশা যে লজ্জায় মাথা নামালো হেলগা।

'নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছে মতো আপনি চলবেন মাদাম।' হিঙ্কল শান্তভাবে বললো।

হেলগা আরও ক্ষেপে উঠলো লজ্জা পাওয়াতে, তীক্ষ্ণ গলায় বললো, 'হ্যাঁ, চলবো নিজের ইচ্ছে মতোই।' ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে গেলো গ্যারেজে।

নিশ্চল হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলো হিঙ্কল, রোলস্টা বেরিয়ে গেল। তারপর বন্ধ করলো সদর দরজা।

বসবার ঘরে ফিরে একটু অস্থির হয়ে পায়চারি করার পর নিজের ঘরে ফিরে এলো কালো মুখ করে। তারপর হঠাৎ কি একটা মনে মনে ঠিক করে চামড়া বাঁধানো একটা খাতা বের করলো ড্রয়ার থেকে। ঠিকানার খাতা, 'ফ'-এর পাতা খুলে পেলো যে ঠিকানা, আর যে ফোন নম্বর খুঁজছিলো সেটা। জাঁ ফৌকন।

টেলিফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলো প্যারিসের।

গা ডুবিয়ে আরাম চেয়ারে বসে নোংরা ঘরের চারপাশে শূন্য দৃষ্টিতে আর্চার ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো। কোথায় গেলো গ্রেনভিল?...নিশ্চয়ই বেপরোয়া হয়ে একেবারে সে রাস্তায় বেরোতে পারে না? না, বিশেষ করে ওকে বারবার সাবধান করে দিয়ে গিয়েছিলো আর্চার। মুক্তিপণ আদায় যতক্ষন পর্যন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ গ্রেনভিলের বাইরে বেরোনো বোকামী হবে। কি হলো তাহলে ওর? কেন এভাবে উবে গেলো, গেছে কোথায়? আর্চার মোটা উরুর ওপর রাগে এক ঘুঁষি মেরে বসলো। যখন ঠিক সব কিছু এগোচ্ছে ভালোর দিকে, কারণ হেলগা যে টাকা দেবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আর, আর ঠিক তখনই অদৃশ্য গ্রেনভিল!

আর একটা কথা তার মনে হলো, হতে পারে এও তো আর্চার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর গ্রেনভিল ভয় পেয়ে বাস ধরে ট্রেনে চেপে সোজা সুইজারল্যান্ড ছেড়ে পালিয়েছে। সম্ভব এটাই। এই কন্দর্পকান্তি, অপদার্থ পুরুষ বেশ্যাটা নার্ভ শেষ পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারে নি।

আর্চারের সারা দেহ মন ভরে গেলো তিক্ততায়। হয়তো গ্রেনভিল ঠিকই করেছে। সুন্দর দেখতে, কম বয়স, সেক্সের টানটাও আছে। ওকে দেখলে আধবুড়ি মেয়ে মানুষগুলো মজে যায়। দশলাখ ডলার ওদের কাছ থেকে না পারে পেতে। কিন্তু বিলাসে জীবন কাটাতে কোনো কষ্ট হবে না।

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো আর্চার, ওকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই সব দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করা লোকেদের মাঝখানে, যারা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে লাখ ডলার করার, জমি বিক্রি করতে যায় সেইসব যেগুলো তারা দেখে নি চোখে পর্যন্ত, কিংবা নামমাত্র ফী-তে তাদের হয়ে ওকালতির কাজ করতে হবে। তার এই ভাগ্য, আরও খারাপ হবে অবস্থা। টাকার পিছনে ছুটতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা। মনে পড়লো জো প্যাটারসনের কথা। না, ফেরার আর মুখ নেই ওর কাছে। খুঁজতে হবে অন্য মক্কেল, তবে সুইজারল্যান্ডে নয়, পালাতে হবে ইংল্যান্ড। এখনও ওর সুইস আকাউন্টে দশ হাজার ফ্রাঁ আছে, কিন্তু যদি তা থেকে তুলতে হয়, তবে কদিন চলবে আর?

ও পুরোপুরি হেলগার ব্যাপারটায় নিশ্চিন্ত ছিলো। এমন কি হলো যে হঠাৎ গ্রেনভিল মত পাল্টে পালালো।

গ্রেনভিল গোল্লায় যাক, ব্যাটা মরুক গে। এখন আর থাকাটা এখানে ঠিক হবে না। যতো তাড়াতাড়ি লুগানো ছেড়ে পালাবে। ভালো ততই। উঠতে যাবে এমন সময় ঘন্টি বাজলো দরজায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর্চারের শরীর শক্ত হয়ে গেলো কাঠের মতো, যেন বুকের স্পন্দন থেমে থেমে চলছে। কে হতে পারে? পুলিশে কি খবর দিয়েছে হেলগা? না সম্ভব নয় সেটা, কিন্তু কি করবে না করবে হেলগা সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নয়। পুলিশ নয় তো? সে একটু ইতস্ততঃ করলো, আবার সাহস করে বেল বাজতেই এগিয়ে গিয়ে খুললো দরজা।

দাঁড়িয়ে হাসছে বের্ণি, ওকে দেখেই বুকের স্পন্দনের গণ্ডগোলটা আবার বেড়ে উঠলো।

'আঃ, মিঃ আর্চার, দেখা হলো আবার, কি ভালই না লাগছে, আছেন কেমন?'

ধূর্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর্চারের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠলো মন। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া গ্রেনভিলের কারণটা নিশ্চয়ই এই বেঁটে মোটা ইতালীয়ানদের সঙ্গে জড়িত, লোকটা যতই হাসুক না কেন তেলানো হাসি, চোখে শয়তানি।

পিছিয়ে এলো এক পা 'বের্ণি দারুণ চমকে গেছি। কি করতে এসেছো এখানে?'

বের্ণি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো, পিছিয়ে পড়লো আর্চার। বের্ণি ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, 'মিঃ আর্চার একটা দরকারী কথা আছে।'

'এসো ভেতরে।' বের্ণিকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

চারপাশে বের্ণি চোখ বুলিয়ে একটা চেয়ার বেছে বসলো, 'কিডন্যাপ করা হয়েছে মিঃ গ্রেনভিলকে?'

বের্ণিকে দরজার গোড়ায় দেখেই বুঝতে পেরেছিলো আর্চার কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু সরাসরি কথাটা শুনে আরও ঘাবড়ালো, 'কিডন্যাপ? কে করেছে?'

'আমি। মিঃ আর্চার আপনি আদৌ পেশাদার নন। ঐ লোক দেখানো আপনার কিডন্যাপিংটা বোকার মতো কাজ হয়েছে। এখন আমি কাজটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছি। ঐ রলফ মহিলাকে এক কোটি ডলার দিতে হবে, গ্রেনভিলকে ফিরে পেতে হলে। সহযোগিতা করলে আমার সঙ্গে তোমরা দুজনেই পঞ্চাশ হাজার ডলার করে পাবে। আমার বাকিটা, আমার হয়ে তুমি দালাল হিসাবে যাবে। ঐ মহিলাকে তুমি গিয়ে বলবে এক কোটি হয়েছে মুক্তি পণের টাকাটা বেড়ে।'

'এক কোটি? ও দেবে না। গ্রেনভিলের একটা কান তোমার মারফতে হাতে পেলে নিশ্চয়ই দেবে।'

আর্চারের, মনে হলো নরম হয়ে গেছে তার পায়ের হাড়গুলো। সে চেয়ারে ধপ্ করে বসে

পড়লো।

'মিঃ আর্চার, এখন আর এটা খেলার পর্যায়ে নেই। আমার কাছে গ্রেনভিল আছে, এবং আমি তৈরি, মহিলাকে ওর কান পাঠিয়ে দেবার জন্যে। ইতস্ততঃ করলে আঙুলও যেতে পারে। কাজ বুঝি আমি, টমাটো সস দিয়ে ছেলেমানুষি করার মতো লোক নই আমি।'

কেঁপে উঠলো আর্চার, সাহস সঞ্চয় করে বললো, 'তাহলে তুমি নিজেই সব ব্যাপারটা করো। এখুনি চলে যাবো আমি, আমি আর নতুন করে এ ব্যাপারে কিছু করবো না।'

হাসলো বের্নি, 'মিঃ আর্চার, বলবো যা করতে হবে তাই।' সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার বের করে নাচাতে নাচাতে বললো, 'মিথ্যে বলছিনা আমি, হাত মিলিয়ে আমার সঙ্গে কাজ না করলে আমি খুন করবো তোমায়। শব্দ হয় না এতে, তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিছুদিন পরে, মৃত অবস্থায়, শুরু করেছে পচতে। বুঝতে পারবে না পুলিশ খুন কে করেছে। অতএব আমার সঙ্গে তুমি সহযোগিতা করবে।'

আর্চার রিভলবারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে, যা বলবে তুমি তাই করবো।'

বের্নি রিভলবার পকেটে পুরে বললো, 'বুদ্ধিমান লোক। তুমি তো টাকা যোগাড় করার জন্য মহিলাকে তিনদিন সময় দিয়েছ। তৃতীয় দিনে গিয়ে বলবে তোমার চাই এক কোটি, দুদিনের মধ্যে। যদি না করে, গ্রেনভিলের একটা কান দিয়ে আসবে ওকে।' ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে উঠলো টেলিফোন। ওটা বের্নি দেখিয়ে বললো, 'আর্চার তোমার ফোন এসেছে, ধরো।'

আর্চার ফোনের কাছে গেল টলতে টলতে, রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই পাগলের মত অপর প্রান্ত থেকে গ্রেনভিল চেঁচাতে লাগলো, 'আর্চার, চুরি করে আমাকে ধরে এনেছে। এটা হয়েছে তোমার দোষে। ভীষণ নিষ্ঠুর এই লোকগুলো। তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে। আমার উচিত হয়নি তোমার কথা শোনা। আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতেই হবে, ভয় দেখাচ্ছে এরা আমার কান কাটবে। আমি—' কেটে গেলো কানেকশন।

আর্চার কাঁপা কাঁপা হাতে নামিয়ে রাখলো টেলিফোন। বের্নি বললো, কথা বলছিলো মিঃ গ্রেনভিল। এর বন্দোবস্ত করেছিলাম আমার কথা মতোই। যাতে বিশ্বাস হয় তোমার, বাজে কথা আমি বলছি না। মিঃ আর্চার এবার শোনো, তুমি ঐ মহিলার কাছে গিয়ে কাল বাদে পরশু বলবে যদি সে তার প্রেমিককে চায় ফিরে পেতে তাহলে যেন সেই পরিমাণ টাকা দেবার বন্দোবস্ত করে। কি করে ওকে বোঝাতে হবে আমি সে ভারটা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি, আর মিঃ গ্রেনভিলের কথা চিন্তা করে নিশ্চয়ই মহিলাকে ভালোভাবে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দেবে। যদি আমি তোমার জায়গায় হতাম মিঃ আর্চার, তবে নিজের প্ল্যান এই রকম চাপে পড়ে ভেস্তে যেতে দেখে, গ্রেনভিলের কথা ভুলে গিয়ে বেমালুম যতো তাড়াতাড়ি পারতাম পালাতাম এদেশ ছেড়ে। কিন্তু যদি তুমি চিন্তা করে থাকো সেরকম কিছু, তবে ভুল করবে। আমি নই সৌখিন গুণ্ডা। আমার সংগঠন এখানে আছে, সব সময় তারা নজর রাখবে তোমার উপর। পালাবার চেষ্টা করলে শুধু তুমি প্রাণ হারাবে অ্যাকসিডেন্ট করে। আর মারা যাও তুমি, এটা চাই না আমি। অতএব তোমার পাশপোর্ট তুমি জমা রাখো আমার কাছে, বলা তো যায় না চেষ্টা করতেও পারো পালাবার।' বের্নি হেসে হাত বাড়ালো, 'পাশপোর্টটা দাও।'

আর্চার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের পাশপোর্ট বের্নির হাতে তুলে দিলো।

'এইবার ঠিক হয়ে গেলো সব। পরশু দিন তাহলে ঐ মহিলার সঙ্গে তুমি দেখা করছো। বুঝিয়ে বলো ওকে মিঃ আর্চার। ঠিক আছে?'

মাথা নাড়লো আর্চার, বুঝেছে।

'চমৎকার। গুডবাই, আবার পরে দেখা হবে।'

ভক্সওয়াগনে চেপে বের্নি চলে গেলো। হতাশা, দুঃখ, ভয় সব মিলিয়ে আর্চার বোকার মতো চেয়ে রইলো।

ধীরে ধীরে রোলস রয়েস এগিয়ে চলেছে বার্ণ-এর দিকে। হেলগা স্টিয়ারিং হাতে, চলে আসার সময় হিঙ্কলের মুখের ঐ হতাশ ভাবটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। সে মনকে কঠোর

করতে চেষ্টা করলো। মনে মনে না বললো, একটা ঐরকম লোক তার ওপর সর্দারী করবে হতে দেবে না হেলগা এটা। যদিও এটা ঠিক যে হিঙ্কল চলে গেলে তার জীবনের একটা বড়ো দিক ফাঁকা হয়ে যাবে ভীষণ। রুক্ষ কথা ওইভাবে বলার জন্যে ওর এখন নিজেরই বেশ লজ্জা বোধ হচ্ছে। ওর কথা যদি হিঙ্কল সিরিয়াসলি নেয়? যদি চলে যায় চাকরী ছেড়ে? নাঃ, ভাবা যায় না। কিন্তু যখন হেলগার জীবনের সঙ্গে ক্রিস জড়িয়ে গেছে। তখন যদি হিঙ্কল আর ক্রিসের মধ্যে বেছে নিতে হয় একজনকে, তবে বাছবে কাকে সেটা অজানা নয় হেলগার। কিন্তু বাদ দিলেও হিঙ্কলকে কি...

'হেলগার মনের দ্বিধা কাটেনি ব্যাঙ্কে ডাইরেক্টারের ঘরে বসেও।'

কম বয়েসি ছিপছিপে বুদ্ধিমানের মত চেহারা, কথা কম বলা ডাইরেক্টারটিকে বেশ ভালো লাগলো হেলগার, কাজ হবে।

'আমি কালকের মধ্যে নগদ বিশ লাখ ডলার চাই।'

'মাদাম রলফ নিশ্চয়ই পাবেন। আপনার ফাইল আমি পড়ে দেখলাম। কিন্তু সময়টা আদৌ ভাল নয় বিক্রি করার পক্ষে। কিছু শেয়ার আপনার বিক্রি করে এখনই টাকা তুলতে হলে ক্ষতি হবে শতকরা পঁচিশ ভাগ। আমরা যদি আপনাকে ধার দিই ঐ টাকাটা, চলবে? মাত্র সাড়ে আট পার্সেন্টি সুদ নেবো আমরা। মনে হয় ভাল হবে এটা করলে।'

'আমাকে কি অতো টাকা আপনারা ধার দেবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'একটা নম্বর দেওয়া সুইস অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা দিতে হবে। আপনাকে পরে আমি নম্বর আর ব্যাঙ্কের নামটা দেবো।'

'মাদাম রলফ অসুবিধে হবে না।'

হেলগা ফেরার মুখে দশ মিনিট পরে। বিকেল চারটে বাজে। হিঙ্কলের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে ওর দারুন লজ্জা লাগছিল, ঠিক করলো বাইরে কাটিয়ে যাবে সন্ধ্যে পর্যন্ত। ভোদকা মার্তিনি খেলো ইডেল হোটেলের খোলা ছাদে বসে। বেড়াতে বেড়াতে লেকের ধারে একবার গ্রেনভিল, হিঙ্কলের চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো তার মাথায়।

আন্দাজ রাত সাতটা। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো কিছুই খায় নি সারারাত। প্রিয় বিয়াঞ্চি রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হেড ওয়েটার একটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালো হেলগাকে, 'মাদাম রলফ, এলেন কতোদিন পরে। কি দেবো বলুন?'

'কিছু হালকা ধরণের।'

'তাহলে মুচ্চিনি টোস্ট আর মাসরুমের সঙ্গে মাংস দিই ভেজানো।'

মাথা নেড়ে হেলগা হ্যাঁ বললো। হিঙ্কলের সম্বন্ধে খেতে খেতে হেলগা সিদ্ধান্ত নিলো, নাঃ এভাবে ওকে হারানো চলবে না। মন ওর জয় করতেই হবে। বোঝাতে হবে ওকে, গ্রেনভিলকে না হলেও চলবে না আমার।

বাড়িতে রাত আটটার সময় ফিরলো। গাড়ি গ্যারেজে ঢোকাবার সময় বাড়ির আলো জ্বলছে দেখলো। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে দেখলো খুলে গেলো দরজা। হিঙ্কল মাথা ঝুঁকিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সেলাম করলো। কোনো ভাবান্তর নেই মুখে।

হেলগা বসার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'হিঙ্কল সব বন্দোবস্ত করে এলাম।'

হিঙ্কল ফিরে এলো দরজায় তালা লাগিয়ে।

'মাদাম ডিনার খাবেন কি?'

'না, ধন্যবাদ, খেয়ে এসেছি হুগানোতে।...হিঙ্কল কয়েকটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।' হেলগা চেয়ারে বসে বললো।

'মাদাম বলুন,' হিঙ্কল একটু দূরে গিয়ে সরে দাঁড়ালো।

'হিঙ্কল একজনকে আমি ভালবেসেছি। কোন মহিলা যখন আমার মতো অবস্থায় প্রেমে পড়ে, তখন তার বুদ্ধি লোপ পায়, ধার ধারে না যুক্তির। হয়ে ওঠে নিষ্ঠুরও। আমাব প্রাণ ক্রিস। আমি তোমাকে সেই কথাটাই বোঝাতে চাই। যা বলেছি সকালে সেটা তুমি ভুলে যাও। আমার জীবনের

একটা বিশেষ অংশ জুড়ে তুমি আছো। তোমাকে বাদ দিলে আমার মধ্যে আর আমি পারবো না থাকতে,' চোখে জল হেলগার, 'বড্ড অসুখী আমি। ঠিক নেই মাথা। অবশ্য তার জন্যে যে ক্ষমা করা উচিত আমায় তা বলছি না। তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ক্ষমা নেই। দয়া করে কি তুমি ক্ষমা করবে আমায়, একটু ভেবে দেখবে আমার দিকটা?'

বেশ দুর্বল হয়ে গেলো হিক্কলও সেই মুহূর্তে। নরম সুরে বললো, 'যতদিন আমাকে দরকার আপনার, সানন্দে আমি সেবা করবো আপনার। যখন খোলাখুলি আপনিও বলছেন, তখন পরিষ্কার বলছি আমিও, আমি দারুণ শ্রদ্ধা করি আপনাকে। মিঃ রলফের সঙ্গে বিয়ের পর অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি আপনি এক অসাধারণ মহিলা। এমন একটা কিছু আছে আপনার মধ্যে যা সব সময়ে আমি প্রশংসা করি মনে মনে...সেটা হলো সাহস। হিক্কল এতোগুলো কথা বলে সোজা হেলগার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, এবং মাদাম, সেই সাহসের প্রয়োজন আবার দেখা দিয়েছে। আমাকে ক্ষমা করবেন, বাকি আছে কয়েকটা বাড়ির কাজ, আমি আসি।' হিক্কল চলে গেলো সেলাম জানিয়ে।

হেলগাকে ঘিরে ধরলো নিঃসঙ্গতা, দাঁড়ালো খোলা ছাদে গিয়ে। লেকের জল চাঁদের আলোতে ভরে গেছে। ভেসে উঠলো ক্রিসের মুখটা। গোটা রাত আর কালকের দিনটা পড়ে আছে বিরাট অজগরের মতো সামনে।

সাহস?...হিক্কল কি বলতে চায়! সে রাতে তিনটে ঘুমের বড়ি খেয়ে হেলগা ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল ৮-৩০ মিঃ, হিক্কল কফির সরঞ্জাম নিয়ে দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকলো। হেলগার তখন ঘুমের বড়ির নেশা কাটেনি, একটু ঝিমোনো ভাব আছে। মাথা তুললো বালিশ থেকে।

'টাইম একটুও পাল্টায় না চিরকালের মতো। মনটা ভীষণ কফি চাইছিলো,' হেসে বললো হেলগা।

'আশা করি ভালোই হয়েছিলো ঘুম,' হিক্কল কফি ঢালতে ঢালতে বললো।

'তিনটে ঘুমের পিল খেয়েছিলাম।'

হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিয়ে হিক্কল একটু পিছিয়ে এসে দাঁড়ালো।

'মাদাম, দারুণ পরীক্ষার দিন আপনার পক্ষে আজকের দিনটা। মনে হয় আমার, মিঃ আর্চার আসছেন না কাল সকালের আগে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলো হেলগা।

আমি 'বলি কি, একটু অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করুন মনটাকে। এই রকমের কোন ঘটনার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকতে হলে সময় যেন আর কাটতে চায় না।'

'না, না, ঠিক থাকবো আমি। সময় কেটে যাবে খোলা ছাদে বসে। তাছাড়া চিন্তা করার আছে অনেক কিছু।'

'সবচেয়ে খারাপ কাজ হবে এটাই। আমার মতে কোমোতে চলে যান আপনি, কেনাকাটা করুন কিছু। কোথাও লাঞ্চ খেয়ে নিন ওখানে। শুধু উত্তেজনাই বাড়বে ছাদে বসলে।'

ঠিক হিক্কলের কথাই, পুরো ছত্রিশটা ঘণ্টা এখনো দারুণ অস্বস্তির মধ্যে কাটবে, ক্রিস ছাড়া এই সময়টা অন্য কিছু চিন্তা আসবে না মাথায়।

'হিক্কল ঠিক আছে, বেরবো আমি।'

জানতো না হেলগা, হিক্কল বিশেষ উদ্বিগ্ন আছে একটা টেলিফোনের জন্য। প্যারিস থেকে ফোনটা আসবে, জাঁ ফৌকনের কাছ থেকে। হেলগা থাকতে ফোন এলে সুবিধে হবে না হিক্কলের, তাই বাইরে পাঠাতে চাইছে জোর করে।

চিন্তাক্লিষ্ট হেলগা বিরস মুখে এগারোটার সময় চলে গেলো। হিক্কল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। খুব চঞ্চল হয়ে পায়চারি করতে করতে হিক্কল খালি ঘড়ি দেখতে লাগলো।

টেলিফোন কলটা দেড়টা নাগাদ এলো। ঘরের সব কাজ ইতিমধ্যে হিক্কল শেষ করেছে। নিজে স্যান্ডউইচ কোন রকমে খেয়ে পেট ভরিয়েছে। পড়ি-কি-মরি করে টেলিফোন বাজতেই ছুটে ঘরে এলো হিক্কল।

দারুণ ভীড় কোমো যাবার পথে। হেলগা গাড়ি চালিয়ে কোনক্রমে এলো। রোলসটাকে সুবিধে

মতো জায়গা খুঁজে পার্ক করালো। শহরে ঘুরতে লাগলো উদ্দেশ্যহীন ভাবে, চোখে পড়ছিলো দোকানের শো-কেসের জিনিসপত্রে, কিন্তু ক্রিসের কাছে মন পড়ে আছে। ও এখন কি করছে? ক্রিসকে ঠিক মতো ওই শয়তানগুলো খেতে দিচ্ছে তো? টাকাটা পাওয়া যাবে কাল, হারামজাদা ওই আর্চারটার মুখে ছুঁড়ে মারবো। ও সন্ধ্যের মধ্যে ক্রিসকে ফিরে পাবে। চিন্তা করতেই আগামীকাল রাতের কথা হেলগার সারা শরীরে কামনার, উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেলো। ক্রিসের সঙ্গে ও। এক হয়ে দুজনে মিশে গেছে, বিশ লাখ ডলারের দাম তার কাছে কতোটুকু, কিছু না। ভালবাসে ক্রিসকে হেলগা...দারুণ ভালবাসে। ফিরে এলেই প্যারাডাইস সিটিতে চলে যাবে। বিয়ে হয়ে যাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো হেলগা, মিটমাট হয়ে গেছে হিঙ্কলের সঙ্গে। বিক্রি করে দেবে হেলিয়ড ভিলাটা, বড় কষ্টকর এখানকার স্মৃতি। এখানে থাকা আর চলবে না। দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার পর হেলগা লুগানো গেলো, পথে নেমে পড়লো জমি বাড়ির দালালের ঠিকানা দেখে, অফিসে ঢুকলো ওদের। এই সুইস ভদ্রলোক সাদামাটা চেহারার। তিনি জানালেন ঐ বাড়ি বিক্রি করিয়ে দিতে কোন অসুবিধে হবে না তার। ঐ ধরনের বাড়ি কিনতে চায় এক ধনী মক্কেল। তাছাড়া যে দাম চাইছে হেলগা সেটা যথেষ্ট ন্যায্য। জানিয়ে দিলো হেলগা, খালি বাড়ির দখলই দেবে সে। তার একটুও কষ্ট হলো না কথাটা বলতে।

বেশ প্রফুল্ল মন। পেট ভরে ইডেন হোটেলে খেয়ে হেলগা বাড়ি ফিরলো। দেখলো বড়ির গেটের সামনে এসে, কি আশ্চর্য, একজন পুলিশ অফিসার বাদামী রঙের পোশাক পরা ওর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে চাপলো নিজের মোটর বাইকে। হুস করে ওর পাশ দিয়ে বেরিয়েও গেল, ঝকঝক- করে উঠলো মাথার সাদা হেলমেট।

গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই দরজা খুলে হিঙ্কল এসে দাঁড়ালো।

'কি করছিলো এখানে পুলিশ?' হেলগা প্রশ্ন করলো কড়া গলায়, কোন ভাবান্তর নেই হিঙ্কলের মুখে, 'নামটা লিখিয়ে রাখতে হয় কমিউনে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম করতে, সেটা করিয়ে নিয়ে গেলো পুলিশ। আপনার ভালোই কেটেছে তো দিন?'

'ভালই,' হেলগা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'বলে এসেছি বাড়িটা বিক্রির জন্যে। আমরা চলে যাবো প্যারাডাইস সিটি, মিঃ গ্রেনভিল ফিরলেই। আমি চাই তুমি বাড়ি বিক্রি পর্যন্ত থেকে যাবে, বিক্রি করে দেবে ফার্নিচারগুলোও, পারবে তো?'

'নিশ্চয় মাদাম।'

প্রসন্ন দৃষ্টিতে হিঙ্কলের দিকে হেলগা তাকালো, 'পুরো ভরসা করা যায় তোমার ওপর।' তুমি এতো বিশ্বাসী, বাড়িটা, বিক্রি হয়ে গেলেই তুমি চলে আসবে প্যারাডাইস সিটিতে। বিয়ের আয়োজন করবে আমাদের।'

'আপনার সেবা করতে পারলেই ধন্য হবো,' বিষাদের ছায়া হিঙ্কলের চোখে। দুঃশ্চিন্তা বাড়লো হেলগার।

'ভালই হবে কাজটা, হিঙ্কল তাই না?'

'আমরা তাই আশা করবো। কিন্তু আপনার চাই?'

হেলগা তাকালো ঘড়ির দিকে। রাত ৯-৪৫ মিঃ। অপেক্ষা করতে হবে আরও চোদ্দ ঘণ্টা আর্চারের জন্যে।

'না, শুতে যাবো আমি। ধৈর্য রেখো আমার ব্যাপারে হিঙ্কল। ওর কথা সব সময়ে মনে পড়ছে...কি করছে ও...কেমন ব্যবহার করছে ওর সঙ্গে ওই বদমাসগুলো...।'

'বুঝতে পারি আমি, মাদাম।'

হিঙ্কলের হাত ধরলো হেলগা, তুমি 'না থাকলে আমি যে কি করবো হিঙ্কল জানি না।'

তারপর বেডরুমে গিয়ে হেলগা বন্ধ করলো দরজা। ভালো করে হিঙ্কল দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে গেলো নিজের। বাদামী রঙের একটা পেট মোটা খাম বিছানার ওপর। পুলিশটা একটু আগে দিয়ে গেছে।

হিঙ্কল চশমা পরে খামটা খুললো। যা পাঠিয়েছে জাঁ ফৌকন সেটা পড়তে শুরু করলো মনোযোগ দিয়ে।

যখন কফির ট্রলি নিয়ে হিঙ্কল ঘরে ঢুকলো তখন জেগে ছিল হেলগা। তার ঘুম ভেঙে গেছে সাড়ে সাতটার একটু আগেই। সারারাত অক্লেশে পাড়ি দিতে সাহায্য করেছে তিনটে ঘুমের পিল। এখন বেশ চাঙ্গা শরীর মন দুই-ই। আসবে আর্চার, টেলিফোন করে ব্যাঙ্ককে আর্চারের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দিতে বলবো। দুপুরের পর খুব সম্ভব ব্যাঙ্কে গিয়ে আর্চার জেনে নেবে সঠিক ভাবে টাকা জমা সত্যি সত্যিই পড়েছে কিনা, তারপর ফিরে পাবে হেলগা তার ক্রিসকে। তার দেহকে ক্রিসের হাত স্পর্শ করবে, তারপর প্লেনে করে দুজনে প্যারাডাইস সিটিতে চলে যাবে, মুক্তি পাবে এই বিভীষিকার হাত থেকে।

হিঙ্কল কফি দিয়ে বললো, রাতে আশা করি ভালই ঘুম হয়েছিলো?'

মৃদু হাসলো হেলগা, 'পিলের জন্য হিঙ্কল। ও আজ রাতের মধ্যেই ফিরে আসবে তাই না? আমার জিনিসপত্র তুমি গুছিয়ে রাখো। আমরা দুজনে কালকেই চলে যাবো প্যারাডাইস সিটি।'

'মিঃ আর্চার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কি মাদাম ভালো হবে না? জিনিসপত্র, উনি চলে গেলেই গুছিয়ে দেবো। সময় লাগবে না।'

হেলগা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, 'গণ্ডগোল হবে না কোনো। রেডি আছে টাকা। আজ রাতেই মিঃ গ্রেনভিল ফিরে আসবেন।'

'আপনার স্নানের কি বন্দোবস্ত করে দেবো আমি, না, একটু বিশ্রাম করবেন আরও?'

'সেরেই ফেলবো স্নানটা।' কালো মেঘের ছায়া হিঙ্কলের মুখে, অস্বস্তি হতে লাগলো হেলগার। জলে যা যা মেশাবার বাথরুমে ঢুকে তা মিশিয়ে বেরিয়ে এলো হিঙ্কল। চলে যাবার উপক্রম করতেই হেলগা বললো, 'হিঙ্কল, কোনো গণ্ডগোল হয়েছে কি? যে কথা আমাকে তুমি বলো নি?'

'এখনও বাকি আছে কয়েকটা কাজ। সেরে ফেলি ওগুলো,'আসছি বলে বেরিয়ে গেলো হিঙ্কল।

রেগে গেলো হেলগা। এমন চটিয়ে দেয় মাঝে মাঝে হিঙ্কল যে বলার নয়। গণ্ডগোল কি হতে পারে? হেলগা বাথরুমে ঢুকলো বিছানা ছেড়ে।

একটা কথা হিঙ্কলের মনে পড়ে গেলো, 'কোনো মহিলা যখন কঠিন সমস্যার মুখে পড়েন তখন তাঁর উচিত সবচেয়ে ভালো অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা ; তখনই সবচেয়ে সুন্দর তিনি দেখতে লাগেন।' হেলগা একটা ট্রাউজার স্যুট গায়ে দিলো নীল রঙের, সম্পূর্ণ চেহারাটা আয়নায় দেখে ভালো লাগলো, দৃঢ় পদক্ষেপে তারপর খোলা ছাদে গিয়ে বসলো।

পৌনে দশটা, প্রায় দুঘণ্টা এখনও অপেক্ষা করতে হবে।

মুখে এসে পড়েছে সকালের নরম রোদ, বেশ লাগছে, এলো হিঙ্কল। লম্বা সাদা হাউস কোটটা ওর গায়ে না দেখে হেলগা চমকে উঠলো। হিঙ্কল গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরেছে। হেলগার দিকে এগিয়ে এলো, হাতে একটা বড় বাদামী রঙের খাম।

খুব শান্ত গলায় বললো 'মাদাম রলফ, কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে, চাকর হিসেবে নয়, বরং বলা ভালো বন্ধু হিসেবে।'

বোকার মতো হতবাক হেলগা ওর দিকে চেয়ে রইলো, 'কি কথা? আর এমন পোশাকই বা তুমি পরেছো কেন?'

যা আমি বলতে যাচ্ছি যদি আপনি তা মেনে না নেন, তবে আমি এখুনি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাবো। তারপর কোনো অনুমতি না নিয়েই। যা কখনো করে না তাই করলো। হেলগার মুখোমুখি বসলো একটা চেয়ার টেনে।

'চলে যাবে? আমি ভেবেছিলাম আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পেরেছো, হিঙ্কল...'

'আপনার বোঝার দরকার, আমার নয়। এবার যা বলতে যাচ্ছি আমি শুনুন, আপনি মাঝপথে বাধা দেবেন না। তারপর আমার কথা শোনা না শোনার দায়িত্ব আপনার।'

হঠাৎ সারা শরীরে হেলগায় বয়ে গেলো বরফের স্রোত, সে বরাবরই দুর্ঘটনা ঘটার আগে একটা পূর্বাভাস পায়।

'আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই খট্‌কা লাগছে, বেশ বলো।'

একটা ভাগ্নী আছে আমার, বোনের মেয়ে। একজন ফরাসী ছোকরাকে প্রায় পনেরো বছর আগে ও বিয়ে করেছিলো। জাঁ ফৌকন, প্যারিসেই থাকে ওরা। তখন পুলিশে চাকরী করতো

ফৌকন। ওকে ইন্টারপোলে বদলী করা হয় বিয়ের পরেই। ফৌকন এই ক' বছরে বেশ উন্নতি করেছে চাকরীতে। এবং ও এখন অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার। দুঃখিত মাদাম, আমি বলতে ভুলে গেছি একটা কথা, মিঃ গ্রেনভিলকে যেদিন প্রথম দেখি, আমার গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো ওঁর ব্যাপারে। আমার ভাগ্নী জামাইকে আমি ফোন করেছিলাম ইন্টারপোলে, কিছু জানে কিনা মিঃ গ্রেনভিল সম্বন্ধে তা জানবার জন্যে।'

হেলগার মুখ সাদা হয়ে গেলো, 'তোমার এতো সাহস? তুমি পাগল হয়ে গেছো ঈর্ষায়। একটা কথাও তোমার আর শুনবো না।'

হতাশার ছাপ হিঙ্কলের মুখে, যা বলবো আমি তা শুনতেই হবে আপনাকে। যা বলতে যাচ্ছি আমি, তার সব প্রমাণ আছে আমার কাছে। একজন পুলিশ অফিসার কাল রাতে মিঃ গ্রেনভিলের পুলিশ ফাইল দিয়ে দিয়েছে আমাকে। এগুলো ফটোস্টাট কপি, আসল কাগজপত্রের। এক স্ত্রী থাকতে তিনবার পর পর বিয়ে করার জন্যে মিঃ গ্রেনভিলকে জার্মান পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

কেঁপে উঠলো হেলগা, মাথা দুহাতে চেপে ধরে তাকিয়ে রইলো বোকার মতো হিঙ্কলের দিকে।

'এক স্ত্রী থাকতে আর একবার বিয়ে,' স্খলিত গলায় কথা বললো হেলগা।

'হ্যাঁ, মাদাম। মিঃ গ্রেনভিল বেছে বেছে মাঝ বয়সী ধনী মহিলাদের শিকার হিসেবে পাকড়াও করতেন, বিয়ে করতেন, জীবন কাটাতেন কদিন তাঁদের পয়সায়, ফুর্তিতে। অরুচি হলেই, তারপর একজনকে ছেড়ে ধরতেন আরেকজনকে।'

'বিশ্বাস করি না,' কঁকিয়ে উঠলো হেলগা, 'তোমার কথা বিশ্বাস করবো না। শুনতে চাই না তোমার কথা।'

একটুও বিচলিত না হয়ে হিঙ্কল বলে চললো, 'পুরোটাই সাজানো এই কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারটা। খোঁজ নিয়ে পুলিশ জেনেছে মাত্র দু' দিন আগে মিঃ আর্চার আর মিঃ গ্রেনভিলকে আপনার রোলস গাড়িতে দেখা গিয়েছিলো। তাঁর কার্ড দেখিয়েছিলো মিঃ আর্চার পুলিশকে। আর মিঃ গ্রেনভিল তাঁর পাশপোর্ট। অথচ মিঃ আর্চারের সঙ্গে আপনার যে কথাবার্তা টেপ করে রেখেছি আমি, তা থেকে জানা যাচ্ছে তখনও প্রায় মিঃ আর্চার দেখেন নি মিঃ গ্রেনভিলকে। অথচ একসঙ্গে ছিলেন দুজনে।'

চোখ বন্ধ করলো হেলগা, মুঠি তার রাগে শক্ত হয়ে উঠলো।

'এই ফাইলে আছে সব কিছু খুঁটিনাটি।'

'বহুবার বিয়ে,' হেলগা পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো, 'শুয়োরের বাচ্চাটা বিয়ে করতে চায় আবার আমায়?'

খুব মায়া হতে লাগলো হিঙ্কলের। হঠাৎ দেখা গেলো ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছে হেলগার শরীর। খুললো চোখ, যেন মুখ পাথরের তৈরী, গলানো সীসের মতো জ্বলজ্বল চোখের দৃষ্টি।

পায়চারি করতে লাগলো অস্থির ভাবে। শান্ত হয়ে হিঙ্কল বসে তার শিরা বের করা হাতটা দেখতে লাগলো একমনে। হেলগা কয়েক মিনিট পরে হিঙ্কলের সামনে এসে দাঁড়ালো। 'এমনি বোকাই হয় মেয়েরা, তাই না হিঙ্কল?' হাত রাখলো ওর কাঁধে হেলগা 'তোমার সাদা কোটটা কি তুমি গায়ে চড়াবে?'

সঙ্গে সঙ্গে হিঙ্কল উঠে দাঁড়ালো, 'মাদাম পরমানন্দে।'

হেলগা তাকিয়ে বললো, 'আর্চার আসছে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও সোজা। যা করার দরকার আমি করবো।'

সেই পুরানো কণ্ঠস্বর ইস্পাতের মতো, আশ্বস্ত হিঙ্কল বলে, 'মাদাম ঠিক আছে।'

চলে গেলো হিঙ্কল, ক্রোধের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বাদামী খামের কাগজগুলো হেলগা বের করে পড়তে শুরু করলো একমনে।

।। আট ।।

আর্চার ভাড়া বাড়ির নোংরা খাটে শুয়ে ছিলো। ঘুম হয়নি রাতে বললেই চলে। ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে চিন্তা করতেই যে ও এখন মাফিয়াদের পুরোপুরি কবলে পড়েছে আর গ্রেনভিলের

অবস্থা আরও খারাপ। কিডন্যাপিংয়ের এই প্ল্যানটা যেন না করলেই ভাল হতো। হেলগার কাছ থেকে মোচড় দিয়ে বিশ লাখ ডলার আদায় করার আনন্দে মশগুল হয়ে বুদ্ধিটাকেও আর্চার ভোঁতা করে দিয়েছিলো। মোজেস সেইগালের মতো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করাটাও দারুণ ভুল হয়েছিলো, আর বের্নির মতো একটা ঠগের কাছে মিথ্যে গল্প নিয়ে যাওয়াটা তো চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে।

এখন কোন মুখ নিয়ে হেলগার কাছে বলবে বিশ লাখ থেকে এক কোটি করা হয়েছে মুক্তিপণের টাকা, আর্চার ভীষণ অপমানিত বোধ করছিলো। হেলগা কি ভাববে? টাকাটা হয়তো, দেবে, কিন্তু গ্রেনভিলের প্রতি আকর্ষণ কতোটা হলে রাজী হবে অতোগুলো টাকা দিতে? রাজী হবে কি আদৌ? যদি এই শয়তানগুলো গ্রেনভিলের কান কেটে কাছে পাঠায় আর্চারের হাত দিয়ে?

নাঃ, ভাবা যাচ্ছে না। টাকা ওকে দিতেই হবে। বোঝাতে হবে হেলগাকে ঠিক ভাবে।

গ্রেনভিলকে ফেলে স্যুটকেশ হাতে নিয়ে এখুনি সুইজারল্যান্ড ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে আর্চারের। চলে যাবে ইংল্যান্ডে। কিন্তু সম্ভব নয়। সেটা আগেই বের্ণি অনুমান করে পাশপোর্টটা চেয়ে নিয়েছে। কোথায় যাবে বিনা পাশপোর্টে!

আর্চার পাশ ফিরে শুলো খাটের মধ্যেই, কপালে ঘাম বিন্দু বিন্দু। বের্ণির কথায় বিশ্বাস করলে ও মাত্র পঞ্চাশ হাজার ডলার পাবে। ভালো হতো এক লাখ হলে। ছাঁটতে হবে সব প্ল্যানই। কিন্তু যদি এমন হয় হেলগা টাকা দিলো আর সবটাই নিয়ে চলে গেলো বের্ণি। ওকে দিলো না এক পয়সাও? সম্ভব তো এটাও?

কোনোরকমে আর্চার ধুকধুকে বুক নিয়ে উঠলো। স্নান করতে গেলো। আয়নায় নিজেকে ভালো করে দেখলো দাড়ি কামাবার সময়। থলথলে চর্বি ভরা মুখে যেন খড়ি উঠছে, কালো দাগ চোখের পাশে, অনিদ্রার চিহ্ন। সে যেন হতাশা আর পরাজয়ের প্রতিমূর্তি, কাউকে মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে।

স্যুটকেশে কাচা সার্ট একটা খুঁজতে খুঁজতে পেলো কিন্তু ফেঁসে গেছে তার কলারটা, বোতাম নেই একটা। যেন হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে, নিজেকে জরাজীর্ণ লাগছে, নাঃ সাহস তবে রাখতে হবে। বুঝতে দেওয়া চলবে না হেলগাকে যে নিজেই সে বিপদে পড়েছে। আর্চার তো ওকে খুব ভাল ভাবে চেনে, এই মহিলা বড় নিষ্ঠুর, যদি একবার জানতে পারে তবে পুরো তার ফায়দা লুটবে হেলগা।

তারপর যা ও করলো কখনও তা করেনি আর্চার। হুইস্কির বোতল সকাল বেলাতেই বের করলো। পর পর দুটো পেগ গলায় ঢেলে বসালো বোতল নিয়ে, যতো হুইস্কি পেটে পড়তে লাগলো তত বাড়তে লাগলো সাহসও।

ক্রমশঃ আর্চারের দেখা দিলো একটু মত্ততা। কিন্তু সে যাই হোক, ফিরে এসেছে নিজের ওপর আস্থা।

ফোন বাজলো দশ টা পনেরো মিঃ-এ, বের্ণির ফোন। বের্ণি বললো, 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যে মিঃ আর্চার ঐ রলফ মহিলার কাছে তুমি যাচ্ছো আমার হয়ে কথাবার্তা বলার জন্যে। আমার ভরসা আছে তোমার ওপর। ঝঞ্ঝাট হবে বলে মনে করো কি?'

'জানি না, তবে সুবিধের নয় মহিলাটি।'

'আমার মাথায় একটা কথা এসেছে, যদি মিঃ গ্রেনভিল কথা বলে মহিলার সঙ্গে। বেশ নার্ভাস হয়ে গেছে ও, কানটা হারাবার ভয়ে কাঁপছে, নিশ্চয়ই মহিলাকে ও ঠিক মতো পারবে বোঝাতে। তাই বলছিলাম ঠিক এগারোটায় তুমি পৌঁছে যাও ওখানে, তার আধ ঘণ্টা পরে ওখানে ফোন করবে গ্রেনভিল। ফলে তোমার পক্ষে কাজটা সহজ হতে পারে।'

একটু ইতস্ততঃ করলো আর্চার, তারপর ভাবলো সব দিক দিয়ে পাওয়া যায় যত সাহায্য ততই ভাল। তাই বললো, 'তাই করো।'

'তাহলে মিঃ গ্রেনভিল সাড়ে এগারোটায় ফোন করবে মহিলাকে।' বের্ণি নামিয়ে রাখলো ফোন।

আর্চার বসার ঘরে এপাশ থেকে ওপাশ হাঁটতে লাগলো। এমন যদি হয় তার সঙ্গে গ্রেনভিল যে ভাবে কাল রাতে কথা বলেছিলো ঐ ভাবে পাগলের প্রলাপ বকতে শুরু করে হেলগার সঙ্গে তবে তো সব শেষ। তবে আর্চারের এ বিশ্বাস ছিলো যে হেলগা শেষ পর্যন্ত গ্রেনভিলের টানেই রাজী হবে টাকাটা দিতে। কিন্তু তার ভাগটা বের্ণি দেবে কিনা আর্চারের, এ বিশ্বাস ছিলো না।

বেয়ারা বণ্ড চেয়েছে বের্ণি। হুইস্কির প্রসাদে আর্চারের মেজাজ চড়েছে। না, ও বেয়ারার বণ্ড দিতে বলবে না হেলগাকে। জমা পড়বে টাকাটা তার নম্বর দেওয়া অ্যাকাউন্টে যাতে ওতে হাত না দিতে পারে সহজে বের্ণি। বের্ণির সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে হবে। আর তার অ্যাকাউন্টে যতদিন থাকবে টাকাটা বের্ণিও ততদিন তেমন বদমাশী করতে পারবে না আর্চারের সঙ্গে। এক কোটি ডলার, নিজে নেবে অর্ধেক বের্ণিকে দেবে অর্ধেক। আর দশলাখ পরম উদারতায় গ্রেনভিলকে দিয়ে দেবে।

আর্চার মুখে এক ধরণের শব্দ করলো বেশ খুশি হয়ে। নজর ঘড়ির দিকে পড়তেই বুঝলো সময় হয়ে গেছে। এপাশ ওপাশ একটু দেখে নিয়ে আর্চার বেরিয়ে পড়লো মার্সিডিজ হাঁকিয়ে। ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে হেলগার মাথা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একটু সাহসও কমেছে। গাড়ি রাস্তার মুখে রেখে ও হেঁটে গিয়ে বেল টিপলো দরজার।

হিঙ্কল বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললো।

'এই যে হিঙ্কল,' আর্চার জোর করে হেসে বললো, 'নিশ্চয়ই মাদাম রলফ অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে?'

'ঠিক তাই, আমার সঙ্গে আসুন।'

বসার ঘরের মধ্যে দিয়ে হিঙ্কলকে অনুসরণ করে একেবারে খোলা ছাদে এসে আর্চার থামলো। হেলগা একটা কালো চশমা পরে গা এলিয়ে একটা আরাম চেয়ারে শুয়ে ছিলো, পাশে ভোদকা মার্তিনির বোতল আর গ্লাস। হিঙ্কল জানালো আর্চার এসেছেন।

হেলগা হাত নেড়ে মুখ না ফিরিয়েই একটা খাড়া চেয়ার দেখালো, সেটা এনে হিঙ্কল এমনভাবে পাতলো যে আর্চারের মুখের ওপর পড়বে সূর্যের আলো, ওতে বসলে।

'এবার হিঙ্কল তুমি যেতে পারো,' হেলগা বললো।

'ঠিক আছে,' বলে হিঙ্কল চলে গেলো।

'এই যে হেলগা, 'একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়ারটাকে সূর্যের আলো যাতে না পড়ে চোখে এইভাবে আর্চার বসতে বসতে বললো, 'আগের মতোই তোমাকে অপরূপা লাগছে।'

আর্চার হেলগার চোখ দেখতে পাচ্ছিলো না গাঢ় কালো কাঁচ থাকাতে। অস্বস্তি হতে লাগলো আর্চার-এর। আর্চার দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে জানে হেলগার মনের ভাব তার চোখের তারায় ফুটে ওঠে, কিন্তু তা তো আর এখন দেখা যাচ্ছে না।

একটা কথাও হেলগা বললো না, নড়লোও না। হাতটা কোলের ওপর রেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেই থাকলো।

আর্চার গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলো, 'হেলগা একটা খারাপ খবর আছে। আমি তোমাকে প্রথমেই বুঝিয়ে দিতে চাই, আমি এসেছি প্রতিনিধি হয়ে আমার মক্কেলের, আর বলতে যাচ্ছি যা, তার সবটাই মক্কেলের কথা, আমার নয়।' একটু অপেক্ষা করলো হেলগার উত্তরের জন্য, কিন্তু ও পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবার বলতে লাগলো নিজের থেকেই, 'জেনে গেছে আমার মক্কেল তুমি কতো বড় লোক। ওর একজন মাফিয়া বন্ধু সত্তর লক্ষ ডলার এক জায়গা থেকে মুক্তিপন আদায় করেছে। তাই মুক্তিপণের অংকটা আমার মক্কেলও বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রেনভিলকে ফেরৎ দিতে হলে সে এক কোটি ডলার চায়।'

আগের মতোই হেলগা নিরুত্তর। ঘামতে শুরু করলো আর্চার অনেরুক্ষণ অপেক্ষা করে, 'তোমার কি আমার কথা কানে গেছে?'

'কালা নই আমি,' ধারালো কণ্ঠস্বর হেলগার, শুনে আর্চার চমকে উঠলো।

'তাই বলছিলাম, মানে আমার কিন্তু এটা কাজ নয়। তুমি দেবে কি এক কোটি ডলার?'

চেয়ারের মধ্যে একটু নড়ে বসলো হেলগা, আলস্য ভাঙতে গায়ের যেমন ভঙ্গী করে বেড়াল তেমনি ভাবে।'

'এই টাকার কতটা অংশ পকেটে যাবে তোমার?'

'তোমার সেটা মাথা ব্যথা নয়।' চটলো আর্চার, 'শুধু তুমি বলবে হ্যাঁ কি না?'

ফিরে তাকালো হেলগা আর্চারের দিকে। চশমার আড়াল থেকে দৃষ্টি দিয়ে ও যে বিদ্ধ করছে আর্চারকে এটা বোঝা গেলেও চেনা যাচ্ছিলো না হেলগাকে।

'যদি বলি,' না?'

হেলগা মিথ্যে কথা বলছে মজা করার জন্যে, এটা চিন্তা করে অস্বস্তি আরও বেড়ে গেলো আর্চারের। 'ওটা তোমার ব্যাপার, গ্রেনভিল কিন্তু খপ্পরে পড়েছে দারুণ শয়তান লোকেদের। আমার কাজ করতেও খারাপ লাগছে ওদের হয়ে। যদি না দাও মুক্তিপণ, ওরা গ্রেনভিলের কান কেটে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। বিশ্রী লাগছে ভীষণ, কিন্তু করার নেই কিছু। আমি আর গ্রেনভিল দুজনেই এই মাফিয়াদের হাতে পড়েছি। হেলগা বিশ্বাস করো, গ্রেনভিলকে ফিরে পেতে হলে দিতেই হবে টাকাটা।'

হেলগা গগ্‌লসের আড়াল থেকে ওর দিকে আবার তাকালো। 'তাহলে ফাঁদে পড়েছো তুমি?'

'তোমাকে তো সবই বুঝিয়ে বললাম। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি কারবার করছি মাফিয়াদের সঙ্গে। ভীষণ নিষ্ঠুর ওরা। ওদের কথা মতো আমি কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি।'

'খুবই দুঃখের ব্যাপার তোমার পক্ষে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে হেলগা বললো।

জ্বলে উঠলো আর্চার 'আমরা অযথা নষ্ট করছি সময়। কি করবে বলো? দেবে কি দেবে না?'

আবার আড়মোড়া ভাঙলো বেড়ালের ভঙ্গীতে হেলগা, গলায় ঢাললো গ্লাসের বাকি মদটুকু, 'তুমি টিমোথি উইলসন নামের কাউকে চেনো?'

আর্চার হকচকিয়ে উঠলো, 'টিমোথি উইলসন, আমি অযথা টিমোথি উইলসনদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাই না। আমার প্রশ্ন, টাকা দেবে কি দেবে না।'

প্যাকেট থেকে একটি সিগ্রেট নিয়ে হেলগা আরাম করে ধরালো। একটা সময় ছিলো যখন তোমাকে আমি মনে করতাম বুদ্ধিমান। কিন্তু টাকা যবে থেকে তছরূপ করলে, জাল করলে সই, করতে চাইলে ব্ল্যাকমেল আর এখন যেমন চর হয়ে এসেছো মাফিয়াদের, তখন ঘৃণা ছাড়া তোমায় আর কিছুই করতে পারছি না।'

মুঠি শক্ত হয়ে উঠলো আর্চারের, 'শোনো আমার কথা। সহ্য করেছি যথেষ্ট অপমান, যদি ফিরে পেতে চাও গ্রেনভিলকে তবে এক কোটি ডলার জেনিভার একটা অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিও। যদি না তাকে ফেরৎ চাও জানিয়ে দিও পরিষ্কার। ক্রূর হাসি ফুটে উঠলো হেলগার ঠোঁটে, 'হায় হতভাগ্য আর্চার। তুমি কি হাঁদা। আমি তোমায় বলেছি টিমোথি উইলসনের কথা। একজন পেশাদার গলফ্ প্লেয়ার ছিলেন ওর বাবা, তবে খুবই কম ছিলো উপার্জন। খেলাটা ছেলেকে খুব ভালোভাবে শিখিয়েছিলেন। এই ছেলেটা সুন্দর দেখতে আর দুরন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে। যদিও বলে বেড়ায় ছেলেটা সে ইটনে কেমব্রিজে পড়েছে, আসলে কিন্তু ষোলো বছর বয়স থেকে সে ঘর ছাড়া। কাজ শেখা শুরু করেছিলো প্যারিসের ক্রিলিয়ান হোটেলে। ফরাসী ভাষা ওখানেই শেখে, ঠিক মতো কাজকর্ম শিখলো না। ইতালীতে পালালো, ওয়েটারের চাকরী নিলো মিলানের একটা ছোট হোটেলে। এখানেও ইতালীয়ান ভাষা শেখে। ও কখনোই ঠিক মতো কাজ করতে পারতো না। জীবনের সবচেয়ে বড় শখ ছিলো ওর মেয়ে মানুষ। ইতালী থেকে গেলো জার্মানী, সেখানে ওয়েটার হলো অ্যাডলন হোটেলে। একজন বয়স্কা বিধবা মহিলা এখানে প্রেমে পড়লেন ওর, বিয়ে হয়ে গেলো বিয়ের প্রস্তাব করতেই। ওই মহিলার ঘাড়ে দু'বছর ছেলেটা ফূর্তি করলো, ভাল না লাগাতে প্রেমে পড়লো আর একজন ধনী বিধবার, আর বিয়েও করলো। কিন্তু এটা করার আগে নিজের নামটা ঐ টিমোথি উইলসন পাল্টে করে নিলো ক্রিস্টোফার গ্রেনভিল।'

আর্চারের সারা শরীরে বয়ে গেলো একটা আতঙ্কের স্রোত, বলতে গেলো কি একটা, কিন্তু ওদিকে হেলগা ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চললো 'আমার হাতে এসেছে গ্রেনভিল বা ঐ উইলসনের

পুলিশ ফাইল, জার্মানি পুলিশ ওকে দুই বিয়ে করার অপরাধে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

আর্চার বসে পড়লো চেয়ারের মধ্যে, বড় বড় ঘামের ফোঁটা মুখে, টেলিফোন বেজে উঠলো এমন সময়।

'আর্চার দেখবে নাকি একবার তোমার তুরুপের তাসগুলো, তুমি ঐ কথাটাই না বলেছিলে, তোমার হাতে তুরুপের তাস?'

ছাদে এলো হিঙ্কল, 'মাদাম মাফ করবেন, ফোনে মিঃ গ্রেনভিল কথা বলতে চাইছেন আপনার সঙ্গে।'

কথা না বলার ভঙ্গীতে মাথা নাড়তেই শেষ ভরসার আশাও আর্চারের জলাঞ্জলি দিলো।

'না, কথা বলার ইচ্ছে নেই ওর সঙ্গে,' হিঙ্কলকে জানিয়ে দিলো হেলগা।

'মাদাম ঠিক আছে,' বসবার ঘরে গিয়ে হিঙ্কল টেলিফোনে বলল, 'মাদাম কথা বলতে চাইছেন না আপনার সঙ্গে।'

এবার কালো চশমা হেলগা খুলে ফেললো, আর্চারের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো, 'বেরিয়ে যাও। একটা কথাও তোমার বিশ্বাস করি না।'

মাফিয়া, বড় সস্তা হয়ে গেছে রসিকতাটা। আমাকে বোকা বানিয়ে তুমি আর তোমার ঐ একাধিক বিয়ে করা ভাঁড়টা ভেবেছিলে বিশ লাখ হাতিয়ে নেবে। ওকে দেখোনি তুমি বলেছিলে। অথচ তোমরা একসঙ্গে ছিলে দুজনে আমারই গাড়িতে তা জানে পুলিশ। চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও আমার। তোমার ধাপ্পা দেওয়ার বুদ্ধিটুকুও নেই, বেরোও।'

মনে হলো আর্চারের, এখুনি বুঝি ও হার্টফেল করবে। টানতে লাগলো জামার কলারটা, বন্ধ হয়ে আসছে দম।

লক্ষ্য করতে লাগলো ওকে, যেন পাথরের মুখোশ তার মুখটা।

হাঁফাতে হাঁফাতে শেষ পর্যন্ত আর্চার বললো, 'হেলগা শোনো আমার কথা, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে আমার কথা, সব কথা আমি স্বীকার করছি। আমি আর গ্রেনভিল মিলে এই প্ল্যানটা করেছিলাম, যাতে মনে করবে তুমি, চুরি হয়ে গেছে গ্রেনভিল। আমার একজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিলো জেনিভাতে, আর আমি বোকার মতো তার কাছে সাহায্য নিয়েছিলাম দুটো লোক দিতে—যারা করবে ঐ সাজানো কিডন্যাপিংটা। ভগবানের নাম করে আমি বলছি, সেই দিন ওরা গ্রেনভিলকে নিয়ে গেলো, অমনি সেটা সাজানোর বদলে হয়ে গেলো সত্যিকারের কিডন্যাপিং। ওরা কেড়ে নিয়েছে আমার পাশপোর্ট। আমাকে জোর করে পাঠিয়েছে তোমার কাছে। কোনো দামই কি নেই তোমার কাছে গ্রেনভিলের?...ওকে তো তুমি ভালবেসেছিলে। টাকা তুমি না দিলে ওরা ওর কান আঙুল সব কাটবে। অন্ততঃ হেলগা বাঁচাবার জন্যেও গ্রেনভিলকে কিছু একটা করো।

আর একটা সিগ্রেট হেলগা ধরালো, লক্ষ্য করলো আর্চার হাত ওর একটুও কাঁপলো না, 'হ্যাঁ, আমি ওকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু সে সব এখন চুকেবুকে গেছে। একটা জোচ্চোর, মিথ্যেবাদীকে ভালবাসা যায় কি করে বলো। দারুণ নীচ প্রকৃতির লোকটা, সে আবার কোনো এক মাঝবয়সী বিধবাকে বিয়ে করবে, সুখে বিলাসে থাকবার জন্যে।'

হঠাৎ যেন হেলগা ক্ষেপে গেল, একটু ঝুঁকে পড়ে বললো, 'মাফিয়া কাহিনীর তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করলাম না। বড্ড সস্তাদরের মিথ্যেবাদী তুমি, চলে যাও। ধন্যবাদ দাও ভাগ্যকে যে তোমাকে আর তোমার ঐ দুবার বিয়ে করা লোকটাকে তুলে দিচ্ছি না পুলিশের হাতে। সাবধান করে দিচ্ছি, যদি কখনো ফের এসে দাঁড়াও আমার কাছে, তাহলে পস্তাতে হবে।'

ছাদে এসে হিঙ্কল দাঁড়ালো আর্চারের পেছনে। হাত পিঠে রাখতেই আর্চার প্রায় কেঁদে ফেললো, 'হেলগা, মিথ্যে কথা বলছি না বিশ্বাস করো। এই লোকগুলো...'

কথা শেষ করার আগেই ওর হাত ধরে হিঙ্কল এমন কায়দায় মোচড় দিলো যে আর্চারের মুখ ঘুরে গেলো, তারপর প্রায় ঠেলতে ঠেলতে বের করে দিলো সদর দরজা দিয়ে হিঙ্কল।

টলতে টলতে কোনো রকমে আর্চার গাড়ির সীটের দিকে চলে গেলে। এটা দেখে সদর দরজা বন্ধ করে ফিরে হিঙ্কল এলো ছাদে।

ঠোঁট কাঁপছে উত্তেজনায় অথচ সারা শরীর ঘৃণায় পাথরের মত কঠিন করে হেলগা শুধু বললো, 'হিস্কল গুছিয়ে ফেলো জিনিসপত্র, চলে যাবো কালকেই।'

'কাজটা হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের। উদাস চোখে এক নজর ওর দিকে তাকিয়ে চলে গেলো হিস্কল হেলগার শোবার ঘরে, স্যুটকেশ নামালো তাক থেকে।

চোখ আড়াল করে দুহাত দিয়ে হেলগা ভাবছিলো টিমোথি উইলসন, শুধু জোচ্চোর নয়, একটা বাজে লোক বহু বিয়ে করা...ওকে যে কী করে ভালবেসেছিলাম আমি, কে জানে। লোকটা আধ বুড়ি মহিলাদের শিকার করে। তবে যে মাফিয়াদের কথা আর্চার বলেছে ওটা একটুও আমি বিশ্বাস করিনি। আমায় দুজনে মিলে বুদ্ধু বানাতে চেয়েছিলো। টাকা নেবে ভয় দেখিয়ে, নরকে যাক দুটোই।

হেলগা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জোরে। তার সর্বনাশ করবে এই পুরুষগুলোই।

হেলগা তার ঐ অদ্ভুদ যৌন প্রবৃত্তির ফলেই তাকে বারবার ফাঁদে পড়তে হয়েছে এইভাবে। কনট্রোল করতেই হবে এটাকে। চিন্তা করতে করতে চোখ বুজে যে কটা রাত কাটিয়েছে ও ক্রিসের সঙ্গে তার কামনাতপ্ত মধুর স্মৃতিতে ডুবে গেলো। চোর বা খুনীও যদি হতো, ক্ষমা করা যেতে পারতো, কিন্তু যে লোকটা হিসেব করে এক স্ত্রী থাকতে অন্য বার তাকে বিয়ে করে...না, না, তাকে বিয়ে করা যায় না।

সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে শোবার ঘরে গেলো হেলগা, স্যুটকেশ গোছাচ্ছিল হিস্কল। 'এলোমেলো হয়ে আছে সব, তাই না।' হেলগা হাসার চেষ্টা করলো জোর করে, 'বাঁচি এখান থেকে বেরোতে পারলে,' তারপর হিস্কলের হাতটা ছুঁয়ে বললো, উপকারী ও বিশ্বস্ত বন্ধু বন্ধুর মতো ঠিক যে সময় মতো আমায় সাহায্য করেছো হিস্কল তা কখনো ভুলব না।

ওর দিকে নিরানন্দ দৃষ্টিতে হিস্কল তাকিয়ে বললো, 'মাদাম সাহস আছে আপনার, আর হার স্বীকার করতে হয় না সাহস থাকলে।'

• গাড়ি চালিয়ে প্যারাডাইসে ফেরার সময় মনে হচ্ছিল আর্চারের ও যেন এক ফাঁদে পড়া ইঁদুর। যেহেতু গ্রেনভিলের সঙ্গে হেলগা কথা বলতে অস্বীকার করেছে অতএব বের্ণি নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছে মুক্তিপণের টাকা হেলগা দেবে না। তাহলে বের্ণি এখন কি করবে? হয় ছেড়ে দেবে গ্রেনভিলকে, নয় হিংস্র হয়ে উঠবে।

করুক যা খুশি, আর ওর মধ্যে নিজেকে আর্চার জড়াচ্ছে না। সোজা চলে যাবে স্যুটকেশ নিয়ে জেনিভা, ওখানে পাশপোর্ট হারিয়ে গেছে আমেরিকার কনস্যুলেটে বলবে।...বলবে জরুরী কাজ আছে ইংল্যান্ডে, দরকার তেমন পড়লে পুরনো কার্ডটা করতেই হবে।

বুদ্ধি করে মনে হলো যদি মার্সিডিজের পিছনের বুটে স্যুটকেশটা তুলে রাখতাম আগে থাকতেই ওর মধ্যে সর্বস্ব আছে। ওটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাই।

রাস্তায় প্রচণ্ড ভীড় লোকের, বাধ্য হয়ে গাড়ি আস্তে চালাতে হলো। যখন ভাড়াটে বাড়িব কাছে পৌঁছেছে, তখন ঘামে সারা শরীর জবজব করছে। বাড়ির মধ্যে গাড়ি রেখে ছুটলো, ওটা বাইরের বসার ঘরেই ছিলো, যেই তুলতে যাবে, বের্ণি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এ সেই হাসিখুশি, চকচকে মুখের বের্ণি নয়, এতোদিন যার সঙ্গে পরিচয় ছিলো আর্চারের, এ এক যেন ভয়ানক হিংস্র পশু, ধিকি ধিকি করে চোখে আগুন জ্বলছে।

'এসো ভেতরে, কি হলো, গ্রেনভিলের সঙ্গে মেয়ে মানুষটা কেন কথা বললো না?'

দুরু দুরু বুক, ঠোঁট শুকনো, ভেতরে ঢুকে গেলো ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে...'টাকা ও দেবে না।'

কার্পেটে থুতু ফেললো বের্ণি, 'বাধ্য দিতে।' অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিলো আর্চারকে লক্ষ্য করে বের্ণি, 'মোটুক, খচ্চর, হাঁদারাম, দেখিয়ে দেবো আমি মহিলাকে কিভাবে জব্দ করতে হয়। আমার সঙ্গে চলো।'

ভয় পেয়ে আর্চার পিছিয়ে এলো দু পা।

'আমার সঙ্গে চলো, গর্জে উঠলো বের্ণি, তারপর বসলো আর্চারেব গাড়িতে। আর্চারও গেলো ভয়ে ভয়ে, এখন ও পরাজিত, বিধ্বস্ত, মান্য করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। স্যুটকেশটা

নিয়ে গাড়িতে রাখলো।

সঠিক ভাবটা দাড়িওয়ালা মুখের মধ্য থেকে চিনতে না পারলেও ও যে একটা কিছু ভয়ানক করতে যাচ্ছে আর্চার এটা বুঝতে পেরে বসে রইলো চুপ করে পিছনের সীটে। গাড়ি চালিয়ে বের্ণি নিয়ে এলো লাকির দোকানের কাছে।

'খোল গেটটা।'

আর্চার বেশ কষ্ট করে ঠেলে গেটটা খুললো, কারণ সে রীতিমতো কাঁপছে তখন। গাড়িটা চালিয়ে বের্ণি সোজা নিয়ে এলো উঠোনের মধ্যে।

'এসো,' দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরটাতে এলো।

দাড়ি কামানো হয়নি গ্রেনভিলের, বিশ্রী লাগছিলো, একটা চেয়ারে মনমরা হয়ে বসেছিলো। লাফিয়ে উঠলো আর্চারকে দেখেই।

'কীসের গণ্ডগোলটা হলো? আমার সঙ্গে হেলগা কথা কেন বললো না?'

গ্রেনভিল পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমার উচিত হয়নি তোমার মুখ দর্শন করা,' আর্চার বললো, তারপর পা কাঁপতে হঠাৎ শুরু করতেই শব্দ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে 'জানতে চাইছো তুমি হেলগা তোমার সঙ্গে কেন কথা বললো না? কারণ একাধিকবার তুমি বিয়ে করেছো, যদি জানতাম আগে ঐ রকম বিয়ে করার জন্যে তোমায় জার্মানি পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তবে আমি ঘেঁষতাম না তোমার ধারে কাছে। ওসব কথা কেন বলোনি? ছোটোলোক কোথাকার...'

ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেলো গ্রেনভিলের মুখ, 'সে কথাও কি জানে?'

'জানে, ওর কছে আছে জার্মান পুলিশের ফাইল। কি করে পেলো জানি না তা, তবে তোমার নাম যে টিমোথি উইলসন একথা ঠিক, জাল পরিচয় দিয়ে তুমি গ্রেনভিল সেজেছো। এও জানে তুমি তিনজন আধবুড়ি বিধবাকে টাকা হাতাবার জন্যে বিয়ে করেছিলে, সবাই তারা বেঁচে আছে।'

'হে ভগবান,' পাগলের মতো গ্রেনভিল তাকাতে লাগলো, ঘরের চারপাশে, পালাতেই হবে আমাকে, যদি ও পুলিশে খবর দিয়ে দেয়?

বের্ণি ওদের কথা শুনছিলো এগিয়ে এলো এবার, 'দুজনেই তোমরা বাজে টাইপের অ্যামেচার। যদি তোমরা মনে করে থাকো হাত থেকে এক কোটি ডলার এমনি এমনি ফসকে যাবে, তা দেবো না যেতে। একটা নতুন কিছু করতে হবে। দেখা যাক কতো সাহস ঐ কুত্তিটার।'

শিস্ দিলো দরজার কাছে গিয়ে, গোলাবাড়ি থেকে সঙ্গে সঙ্গে সেগেত্তি আর বেলমন্ট এসে হাজির।

'টাকা ও দেবে না, ওকে এবার থেকে নরম করবার ভার আমাদের দায়িত্ব।' তারপর গ্রেনভিলকে দেখিয়ে আর্চারের দিকে ফিরে বললো, 'ওর রক্তমাখা কানটা নিয়ে তুমি যাবে। যদি না দেয় তাতেও, আর একটা কান পাঠাবো। না দেয় যতোদিন, একটা একটা করে আঙুল পাঠানো হবে ওকে।'

আর্চার ভয়ে সিঁটিকে উঠে বললো, 'শোনো একটা কথা আমার, যদি চোর খুনী গ্রেনভিল হতো তাহলেও হেলগা টাকা দিতো, কিন্তু বহুবার বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে গেছে ও। বিয়ে হবার কথা ছিলো ওদের, এখন তো হচ্ছে না আর, একটা আধলাও দেবে না।'

কার্পেটে বের্ণি থুতু ফেললো, 'আমরা দেখবো চেষ্টা করে। ওর কান কাটো বেলমন্ট।'

একটা চকচকে ছোরা প্যান্টের হিপ পকেট থেকে বের করলো, ওর দেখাদেখি সেগেত্তি পকেট থেকে একটা ক্ষুর বের করলো যা চামড়ার খাপে ঢাকা।

হাসতে হাসতে বের্ণি বললো, 'শুধু একটু মাথায় লাগবে, তবু কষ্ট খুব একটা হবে না, এসব ব্যাপারে সেগেত্তি দারুণ কাজের লোক। পরে কাটা দাগ সামান্য থেকে যাবে নিশ্চয়ই, তাই বলে কি চেষ্টা না করে বসে থাকবো হাত গুটিয়ে?'

গ্রেনভিল আঁতকে উঠে পিছিয়ে এলো দু'পা, ভয়ে আর্চার মুখ লুকালো দু হাতের আড়ালে।

গ্রেনভিল ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'দাঁড়াও, শোনো আমার কথা,' ঐ মেয়ে মানুষটার কাছ থেকে কমসে কম কি করে এক কোটি ডলার আদায় করা যায় আমি তা জানি। আমি ওকে চিনি,

চেনো না তোমরা। হ্যাঁ, এক কোটি ডলার, আর নিশ্চয়ই পাবে...'

মুখ তুলে বের্ণি দাঁড়াতে বললো সেগেত্তিকে।

'এইসব খুন জখম পছন্দ করে না হেলগা। ভুল হয়ে গিয়েছিলো আর্চারকে পাঠানোটাই, উচিত ছিলো তোমার যাওয়া, ঠিক মতো ওকে তুমিই পারতে বোঝাতে, আর কেউ নয়। আর এখন টোপ হিসেবে ব্যবহারে আমাকে কোনো লাভ হবে না। তবে লাভ হবে কাকে করলে সেটা পেরেছি বুঝতে। কিন্তু বের্ণি তোমাকে যেতে হবে, গ্রেনভিল ঘামতে ঘামতে বললো।

'ঠিক আছে। কথা না হয় আমিই বললাম,...কিন্তু কি সম্বন্ধে...?'

হাঁ করে আর্চার চেয়েছিলো গ্রেনভিলের দিকে, ছুরিটার ফলার ওপর বেলমন্ট আঙুল বোলাচ্ছিলো আর ক্ষুরটাকে সেগেত্তি হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে বিঁধে ফেলতে চাইছিলো দৃষ্টি দিয়ে গ্রেনভিলকে। 'আমার আগেই একথা উচিত ছিলো মাথায় আসা, তাহলে এতো বাঁধতো না সব গণ্ডগোল। খুবই সহজ ব্যাপার...'

সোজা বের্ণি গ্রেনভিলের সামনে দাঁড়িয়ে আঙুলের খোঁচা ওর বুকে মেরে বললো, 'খুবই সহজ তো বলছো...কিন্তু কি সেটা?' চাপা হিংস্রতা তার গলায়।

গ্রেনভিল প্ল্যানটা বললো সংক্ষেপে।

সকাল আটটা বেজে পনেরো মিনিট। ঘুমের ওষুধের রেশ কাটিয়ে জেগে উঠলো হেলগা। হাত পা টানটান করে আলস্যে ঘরের চারপাশে বোলালো হালকা দৃষ্টি। চিরকালের মতো এই ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু কোনো কষ্ট হচ্ছে না তার জন্যে। শুধু দুঃখের স্মৃতিতে জড়ানো এই বাড়ি। হেলগার মনে পড়লো গ্রেনভিলের কথা, একটাই সান্ত্বনার কথা যে ওর আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না গ্রেনভিলের জন্যে। ওকে যে বেমালুম ভুলে যাবে কয়েক সপ্তাহ পরে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতীতে যে সব পুরুষরা হেলগার জীবনে এসেছিলো তাদেরই একজন হয়ে যাবে গ্রেনভিল, সাময়িক কৌতূহলের সামগ্রী হিসেবে অতীতের যাদুঘরের স্মৃতি মাখানো থেকে যাবে তার জীবনে।

কতোটা সাবধান হতে হয় মানুষকে প্রেমে পড়লে, হেলগা একথা চিন্তা করছিলো। কিন্তু ভালবাসা কাকে বলে? তাকে একথা জানতেই হবে যে ভালবাসার আসল রূপের সঙ্গে তার পরিচয় আজও হয় নি। কোনো দিন তার অর্থ মনে হয় সে বুঝতেই পারবে না। এক স্বপ্ন, কল্পনামাখা যেন ভালবাসা। বিশ্বাস করে কতো মানুষ ভালবেসেছে। একদিন তারপর আবিষ্কার করে অর্থহীন ভালবাসা, যাকে হারাতো চোখে, এখন সে সম্পূর্ণ অজানা জগতের মানুষ। অথচ এমন লোকও আছে, হাজার হাজার, এখনও যারা মনে করে ভালবাসা তাদের কাছে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ যেখানে গা এলিয়ে দেওয়া যায় পরম নিশ্চিন্ততায়। ভালবাসার অর্থ ছিলো হেলগার কাছে একটাই—যৌন মিলন। সে ভালবাসা মনে করতো যৌনতার উত্তেজনাকেই। আর তার জীবনে এটাই ছিলো অভিশাপ, ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিলো ও ভালবেসেছে গ্রেনভিলকে, কিন্তু যখন হিক্কল ব[illegible] পালিশকরা মানুষটা বিয়ে করেছে একাধিকবার, জোচ্চোর এক নম্বরের, হঠাৎ তখন সব ভালোবাসা নিমেষে উবে গেলো। ঠিক যেন আলোটা সুইচ টিপে নিভিয়ে দেওয়া।

আর কয়েক ঘন্টা পরে জেনিভা এয়ারপোর্টে হেলগা থাকবে। এই বাড়ি আর জিনিসপত্র সবকিছু বিক্রি করে এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলার জন্যে হিক্কল থেকে যাবে। প্যারাডাইস সিটিতে চলে যাবে হেলগা, আবার জীবন সেই একঘেয়ে, বোর্ড মিটিং নীরস আলোচনা ব্যবসার, সেই বুড়ো লোম্যান আর উইনবনর্গ। এবার হয়তো এটাই হয়ে উঠবে তার জীবনের অংশ। হেলগা পঁয়তাল্লিশ-এ পা দেবে আগামী জুন মাসে।

হেলগা সাইড টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালো, আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট। কেন দেরি হিক্কলের? ঠিক আছে, হেলগার প্রাণ তো আর কফির অভাবে চলে যাচ্ছে না। কাল সারাদিন ধরে আমার জিনিষপত্র বেচারা প্যাক করেছে। খালি করেছে আলমারীগুলো, হয়তো হিক্কল ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বেশিক্ষণ।'

হেলগা আরো একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলো চোখ বন্ধ করে। আর চোখ যে কখন জুড়ে

গেছে জানে না, ঘুম ভাঙার পর খেয়াল হলো, সর্বনাশ নটা বেজে দশ মিনিট।

হিক্কল এখনো আসে নি?

হেলগা লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলো, চট করে বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিলো, একটা পোশাক কোনো রকমে জড়িয়ে হেলগা বসবার ঘরে এলো। এখনো জানলা খোলা হয়নি, বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে নিজেই খুললো জানলা, এখনো সদর দরজার তালা খোলা হয়নি। গাড়ি আসার সরু পথটা দরজা খুলে যেখানে মিশেছে বড় রাস্তার সঙ্গে সেটা দেখলো।

মনে হলো হেলগার, টাটকা দুধ আনার জন্যে হয়তো কাস্টাগনোলাতে হিক্কল গেছে। কখনো অবশ্য হিক্কল ওভাবে যায় না, দুধ এর আগে কখনো নষ্ট হয়নি। রান্নাঘরে গেল হেলগা। তিন বোতল দুধ ফ্রিজের মধ্যে।

তাহলে? হেলগাকে হঠাৎ একটা অজানা ভীতি গ্রাস করতে শুরু করলো। অসুস্থ কি হিক্কল? ঐ অমানুষিক পরিশ্রমের পর কালকে হিক্কলের হার্ট অ্যাটাক হয়নি তো। নিজের পোশাক ছাড়ার ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি লাল রঙের একটা ট্রাউজার স্যুট পরে হেলগা বেরিয়ে এলো। পোশাক পরে তিন মিনিটের মধ্যে ও হিক্কলের ঘরে ছুটলো। একটু অপেক্ষা করলো দরজায় টোকা মেরে। আবার একটু পরে জোরে ধাক্কা দিলো, ওকে নৈঃশব্দ অভ্যর্থনা জানালো, হেলগা জোর করে হাতল ঘোরালো একটু দম নিয়ে।

ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে হেলগা তাকিয়ে দেখলো, সাজানো সুন্দর পরিপাটি বিছানা, কিন্তু হিক্কল নেই।

এবার ধীরে ধীরে এক অজানা আশংকা হেলগাকে ঠুকরোতে শুরু করেছে। ও সদর দরজার দিকে ছুটলো আবার। নাঃ, ওর রোলসের পাশে গ্যারেজে হিক্কলের ভক্সওয়াগন দাঁড়িয়ে, তার মানে গ্রামের দিকে হিক্কল যায় নি। তাহলে কোথায় গেল?

বাগানে আছে কি তাহলে, আর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ওখানেই? দু পাশ দেখতে দেখতে হেলগা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নামলো, বাগানেও নেই। তালা লাগানো গেটে, হেলগা রোপওয়ের চেয়ারে বসে ফিরলো।

তাহলে গেল কোথায় হিক্কল?

হেলগা নতুন করে উপলব্ধি করলো রোপওয়েতে ভেসে আসার সময় তার কাছে দাম কতো হিক্কলের। এ পৃথিবীতে একমাত্র ওর বন্ধু হলো হিক্কল, ভীষণ ভয় করতে লাগলো ও না থাকাতে। তাহলে কি ওকে ছেড়ে হিক্কল চলে গেলো? না, পারে না তা করতে, চলে যেতে পারে না। তাহলে কি হতে পারে? ও কোথায় গেলো?

রোপওয়ের কেবিনের ছোট্ট দরজাটা খুলে সোজা বসবার ঘরে হেঁটে চলে এলো। খবর দেবে কিনা পুলিশকে একথা চিন্তা করতে করতে দু-পা এগোতেই হঠাৎ হেলগা চমকে উঠলো সাপ দেখার মতো।

গা এলিয়ে একটা আরাম চেয়ারে বসে আছে একটা মোটাসোটা গাট্টাগোট্টা দাড়িওয়ালা লোক, চাপা চাপা নাক মুখ, তীব্র দৃষ্টি চোখে, সিগ্রেট ঝুলছে ঠোঁটের ফাঁকে। নোংরা হাইনেকের নীল সোয়েটার আর ছাই রঙের প্যান্টে তেলের দাগ নানা জায়গায়, একটা ইলেকট্রিক ড্রিল কোলের ওপর, প্লাগে লাগানো।

এই ভয়ংকর দর্শন লোকটাকে দেখা মাত্রই একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে স্রোত হেলগার শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে গেলো। বুঝতে পারলো এ বাড়িতে ও একা। ওকে কোনো রকম সাহায্য করবে যে হিক্কল, সেই হিক্কলেও নেই। জোর করে হেলগা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো মনের দৃঢ়তা। প্রশ্ন করলো কঠিন স্বরে 'তুমি কি করছো এখানে?'

দাঁত বের করে বের্ণি হাসলো, ড্রিলটা চালিয়ে কোনো কথা না বলে পাশের দামী ছোট্ট কফি টেবিলটায় একটা ফুটো করলো। গর্ত একটা করার পর, ড্রিলটা টেনে নিয়ে আর একটা গর্ত পাশে বানালো। তারপর বন্ধ করে দিলো সুইচটা।

'যন্ত্রটা দারুন, তাই না বেবী?'

কোনোরকমে ভয়ের নিঃশ্বাসটা চেপে নিয়ে প্রশ্ন করলো হেলগা, 'তুমি কি চাও?'

'বেবী কেমন যেন মনে হলো আমার, আপনার সঙ্গে এবার কথা বলার সময় এসেছে। মনে হচ্ছে ঐ হতচ্ছাড়া আর্চারটা আপনাকে বোঝাতে পারেনি ঠিকমতো যে নিছক ব্যবসা করতে এসেছি আমরা আপনার সঙ্গে। জানতে পারলাম ওর কাছ থেকে ঐ প্রেমিক ছোকরাটার ওপর আপনার আর কোনো মোহ নেই। ওর কান আমি কেটে ভেবেছিলাম আপনাকে পাঠাবো, ও তখন একটা নতুন প্ল্যান দিয়েছে। চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে ঝুঁকে পড়ে বের্ণি আর একটা ফুটো বানালো।

তাহলে দেখছি মিথ্যে কথা বলেনি আর্চার, নিঃসন্দেহে এই কুৎসিৎ প্রাণীটা মাফিয়া, ভাবতে লাগলো হেলগা। আর এর সঙ্গে একা এঁটে ওঠা সম্ভব নয় হেলগার পক্ষে।

'তুমি কি চাও?' হেলগার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার অভাব আগেকার।

বের্ণি ড্রিলটার স্পীড একটু কমিয়ে বললো, 'এক কোটি ডলার চাই বেবী, বেয়ারার বণ্ডে,' একটু ঘাড় উঁচু করে তারপর কর্কশ গলায় বললো, 'আমার হাতে এখন আপনার চাকর হিস্কল। গ্রেনভিল বলেছে হিস্কলের মূল্য অপরিসীম আপনার কাছে। তাই কি?'

হেলগার মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে, একটা চেয়ারের ওপর কোনো রকমে বসে পড়লো ধপ্ করে।

'ও কোথায়?'

'দেখতে পাবেন আপনি, ওর কাছেই যাবো আমি আপনাকে নিয়ে, আরো একটা ফুটো বের্ণি তৈরি করলো, 'এই যন্ত্রটা কতো কাজের আপনি দেখবেন। টাকা আপনি না দিলে, আপনাকে ছোট্ট একটু নাটক দেখাবো, আর তাহলেই আপনাকে মত পাল্টাতে হবে। উঠুন, চলুন। উঠে দাঁড়ালো বের্ণি।

'আপনার সঙ্গে আমি যাবো না।'

ওর দিকে বের্ণি ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকালো, 'আপনাকে আমি যেতে বলেছি। আর বেবী শুনুন, ভাবতে পারেন কি আপনি যে, যদি কারুর হাঁটুর মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয় এই ড্রিলটা, তবে তার হাল কি হবে? যা আমি বলছি তাই করুন, তা না হলে ঐ চাকরটা আপনার আর কোনোদিনও হাঁটতে পারবে না।'

মনে হলো হেলগার সব রক্ত ওর শরীর থেকে কে যেন শুষে নিয়েছে। খুন জখম ও আদৌ পছন্দ করে না, এই ধরনের কুৎসিত লোকটা বিশেষ করে যখন জঘন্য ভাষায় ভয় দেখাচ্ছে তাকে, আর তাও হিস্কলকে নিয়ে...তখন ঠিক থাকে না মাথার। মরিয়া হয়ে বললো হেলগা, 'টাকা দেবো আমি, এখনি ফোন করছি ব্যাঙ্কে।'

ওকে ভালো করে বের্ণি দেখলো, তারপর বললো মাথা নেড়ে 'বেবী বেশ বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলেছেন। তবে দেখবেন কোনো রকম প্যাঁচ কষতে যাবেন না। তাহলে ঠিক করে ফেলুন সব। বেয়ারার বন্ডে কাল সকালের মধ্যে টাকাটা হাতে আসা চাই, তা না হলে তার কাজ ড্রিল শুরু করে দেবে।'

হেলগা কাঁপতে কাঁপতে রিসিভারটা তুললো টেলিফোনের কাছে গিয়ে।

'মাদাম, আর কোনো প্রয়োজন নেই ফোন করার,' সেই মিষ্টি অথচ ভদ্র নিস্পৃহ গলায় হিস্কল বললো।

বোঁ করে হেলগা ঘুরে দাঁড়ালো। হিস্কল দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুপাশে দুজন লম্বা চওড়া লোক, পিস্তল হাতে। হ্যাঁ, হিস্কলই তো। দাড়ি কামানো হয়নি, বিপর্যস্ত পোশাক, কিন্তু হিস্কল ছাড়া মানুষটা আর কেউ নয়।

টক্ করে বের্ণি উঠে দাঁড়াতেই মেঝেতে পড়ে গেলো ড্রিলটা। একজন হিস্কলের পাশ থেকে ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো বের্ণিকে, 'হ্যালো বের্ণি, পালিয়ে বেড়াচ্ছো বহুদিন ধরে এবার কিন্তু পালা আমাদের, চলে এসো।'

এক নজরে পিস্তলটা দেখে নিয়ে বের্ণি হতাশায় কাঁধ ঝাঁকালো।

'কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না আমার বিরুদ্ধে বাজ্জি। আর তুমি সেটা ভালো করেই জানো।'

'বের্ণি চেষ্টা করাই তো আমাদের কাজ। চলো দেখা যাক আমরা কি করতে পারি।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বের্নি হিঙ্কলের দিকে তাকালো। তারপর বেরিয়ে গেলো ঐ দুজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে। সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ, তারপরেই গাড়ি ছাড়ার।

'মাদাম মাফ করবেন। ঠিক নেই আমার পোশাক আশাক। যদি কয়েক মিনিট দয়া করে সময় দেন তাহলে আনতে পারি কফিটা করে।'

চোখে জল হেলগার, কাছে গিয়ে কোনোরকমে হিঙ্কলকে জড়িয়ে ধরলো, 'ওই হিঙ্কল, কী ভয় যে আমি পেয়েছিলাম, কি বলবো। যদি ওরা কোনো ক্ষতি করতো তোমার...'

'মাদাম, আমায় কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে, 'কথাগুলো চাঁচাছোলা গলায় বলে হিঙ্কল হেলগার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো, তারপর হেলগার পিঠ পিতৃস্নেহে চাপড়ে চলে গেলো।

হেলগা চেয়ারে বসে পড়ে কাঁদতে লাগলো অঝোরে। একটু পরে নিখুঁত পোশাক পরে হিঙ্কল যখন কফির ট্রলিটা নিয়ে ঢুকলো তখন ধাতস্ত হয়ে নিয়েছে হেলগা কান্না থামিয়ে।

'আমি, বলি কি একটু ব্রান্ডি কফির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে ভাল হয়, ফিরে পাবেন মনের জোর।'

ঠোট কাঁপছিলো হেলগার, একটু হাসলো জোর করে। 'হিঙ্কল সব দিকেই নজর আছে তোমার। কিন্তু কিছুই আমি মুখে দেবো না, যদি আমার সঙ্গে তুমি না খাও, বোসো।'

আপত্তির ভঙ্গীতে ভ্রূ কোঁচকাতেই রেগে উঠলো, হেলগা 'যা বলছি তাই করো।'

'মাদাম ঠিক আছে। তাহলে আর একটা কাপ আনি।'

কাপ ডিশ নিয়ে একটু পরে ফিরে এলো হিঙ্কল। দুই কাপে কফি ঢেলে একটু করে ব্রান্ডি মিশিয়ে হেলগার উল্টো দিকের চেয়ারে বসলো।

'মাদাম ক্ষমা করবেন আমাকে, আপনাকে এই রকম পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। জোর করেছিলো পুলিশই, ফাঁদ এ রকম না পাতলে ধরা যেতো না ওই শয়তানটাকে।'

হেলগা কফিতে চুমুক দিতে দিতে শান্তি ফিরে পেয়েছে অনেকটা দেহে মনে, বিশেষ করে হিঙ্কল যখন সামনে বসে।

'সব কথা আমাকে বলো হিঙ্কল? শুনতে চাই।'

'মাদাম নিশ্চয়ই। আপনি তো জানতেন যে আমার ভাগ্না জামাই জাঁ ফৌকনকে আমি মিঃ গ্রেনভিলের খোঁজ নেবার জন্যে ফোন করেছিলাম। যা বলি নি তা হলো ফৌকনকে সব কথা আমি বলেছিলাম, কিডন্যাপ করা হয়েছে মিঃ গ্রেনভিলকে, বিশ লাখ ডলার মিঃ আর্চার মুক্তিপণ চাইছেন। সব কথা জানিয়ে ফৌকন সুইস পুলিশকে সতর্ক করে দিলো। এই বাড়িতে ইন্সপেক্টর বাজ্জি দিনরাত পাহারা বসিয়ে দিলেন গত দুদিন ধরে। উনি খুঁজতে চাইছিলেন কোথায় মিঃ গ্রেনভিল আর মিঃ আর্চার লুকিয়ে আছেন। মিঃ আর্চার সেদিন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশে একজন পুলিশ অনুসবণ করে ওঁকে প্যারাডাইসের একটা ভাড়া বাড়িতে গিয়ে পৌঁছয়, এই বের্নি সেখানে গিয়ে হাজির হলো। এখানকার পুলিশ সবাই ওকে চেনে। তবে এতই ধূর্ত বের্নি যে ওকে ধরার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ রাখে না। মিঃ আর্চার আর বের্নিকে পুলিশ অনুসরণ করে সন্ধান পায় লুগানোর একটা ছোট দোকানের, নজর রাখা শুরু করে তার ওপর। ধৈর্য অসীম সুইজারল্যান্ডের পুলিশের তারা অপেক্ষা করে। আর বোঝা যায়, বের্নি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে আপনি আর আগ্রহী নন মিঃ গ্রেনভিলের ব্যাপারে। আমাকে ধরে নিয়ে আসার প্ল্যানও আঁটে। পুলিশ ভাবতেও পারেনি এই চালটার কথা, কিন্তু আমাদের বাড়ির ওপর যেহেতু কড়া পাহারা ছিলো তাই কোনো ব্যাপার ছিলো না ভয়ের তেমন।

সদর দরজা আজ সকালে খোলামাত্র যা রোজই করে থাকি, আমাকে জোর করে দুটো গুণ্ডা মতো লোক ধরে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলো ঐ দোকানে, একটা গোলাবাড়ি ছিলো যার পিছন দিকে। ওখানে মিঃ আর্চার আর এই শয়তান বের্নিকে দেখতে পেলাম. তখনও ধৈর্য ধরে রইলো পুলিশ। তারপর এলো আপনাকে ভয় দেখাতে বের্নি। ওখান থেকে ও বেরোনো মাত্র মিঃ গ্রেনভিল, মিঃ আর্চার আর ঐ গুণ্ডা দুটোকে ইন্সপেক্টর বাজ্জির নির্দেশে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। তারপর আমি আর ইন্সপেক্টর বাজ্জি সোজা চলে এলাম এখানে ঠিক সেই সময়ে, যখন টাকা দেবার জন্য বের্নি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে।...বাকিটা তো জানেন আপনি। এইটুকুই দুঃখ যে আপনার

মূল্যবান সময় ওই বজ্জাতটা এক বিশ্রী অভিজ্ঞতার মধ্যে আপনাকে টেনেও নিয়ে গিয়েছিল। আর নষ্ট করে দিয়েছে এই সুন্দর টেবিলটাকে।'

'আমি এক পয়সা কেয়ার করি না টেবিলটার জন্যে। তোমাকে ফিরে পেয়েছি, আমি খুশি।'

শেষ চুমুক কফিতে দিয়ে হিক্কল বললো, 'মাদাম আমি কৃতজ্ঞ। খুব সাবধানে পুরো ব্যাপারটাকে সামলাতে হবে।' ইন্সপেক্টর বাজ্জি বলেছেন জার্মানীতে ফেরৎ পাঠানো হবে মিঃ গ্রেনভিলকে একাধিক বিয়ে করার অপরাধে বিচারের জন্য। চোরাই জিনিস রাখার অপরাধের অভিযোগে বের্ণি আর তার সঙ্গীদুটোকে জেলে পোরা হবে। বহু চোরাই মাল পাওয়া গেছে বের্ণির বাড়ি সার্চ করে। কিডন্যাপিং-এর চার্জ আনা ইন্সপেক্টর বাজ্জির মতে ঠিক হবে না, আপনি ওতে জড়িয়ে পড়বেন।'

'কি হবে আর্চারের?' প্রশ্ন করলো হেলগা।

'অবশ্য মিঃ আর্চারকে নিয়ে দেখা দিয়েছে সমস্যা। বেশ সমঝদার লোক ইন্সপেক্টর বাজ্জি। যেমন কেস করতে মিঃ রলফও রাজি হননি তেমনি মিঃ আর্চারের বিরুদ্ধে আমার মতে তেমন কোনো মামলা করা ঠিক হবে না। উনি নানা ঝামেলা বাড়াতে পারেন মামলা করলে। ক্রমশঃ গলার স্বর হিক্কলের এতো নীচে নেমে গেলো যে বোঝা যাচ্ছিল সে এটা পছন্দ করছে না, 'ঠিক করা হয়েছে যে, সুইজারল্যান্ড থেকে মিঃ আর্চারকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর ফিরতে পারবে না কোন দিনও। সেটাই ভাল হবে এই পরিস্থিতিতে মনে করি।'

ওর দিকে তাকালো হেলগা। চিন্তা করলো মনে মনে, নিশ্চয়ই হিক্কল জানে আর্চারের সঙ্গে এককালে অবৈধ সম্পর্ক ছিলো হেলগার। হেলগার স্বামীই হয়তো হিক্কলকে সে কথা বলেছিলো। তবে হিক্কল বুদ্ধি রাখে বটে।

আর্চারের বিরুদ্ধে মামলা করলে ও ফাঁস করতেই এ সব কেলেঙ্কারীর কথা বেরিয়ে যাবে কাগজে ; পৃথিবীর অন্যতম ধনী মহিলা একদা রক্ষিতা ছিলো আর্চারের।

'ভালই করেছো,' হেলগা বললো। অন্যদিকে তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'তাহলে সব শেষ হলো।'

'মাদাম হ্যাঁ। অন্য কাজ এবার। আপনি নিউইয়র্ক চলে যাচ্ছেন তিনটের প্লেন ধরে,' হিক্কল উঠে দাঁড়ালো। 'সেরে নিতে হবে শেষ প্যাকিংয়ের কাগজগুলো,' হিক্কল কফির ট্রেটা গুছোতে গুছোতে বললো, 'মাদাম একটা কথা বলবো, কোনো কিছুর দাম ভবিষ্যতে দিতে গেলে একটু চিন্তা করবেন ভাল ভাবে। এক কোটি ডলার নয় নিশ্চয়ই আমার দাম। হিক্কলের স্নেহ ভরা মুখে আনন্দে চোখ দুটো ঝিকঝাক করে উঠলো, 'তবে কৃতজ্ঞ রইলাম আপনার কাছে।'

একলা রেখে হেলগাকে হিক্কল চলে গেলো রান্নাঘরের দিকে।

২

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলো না আর্চার। ইন্সপেক্টর বাজ্জি হঠাৎ দারুণ ভদ্র ব্যবহার করতে কেন শুরু করলো? কেনই বা এত কথা বলছে? চেহারায় পুরো পুলিশ, অথচ বন্ধুর মতো ব্যবহার।

বাজ্জি আর্চারকে হাসতে হাসতে বললো, চলো 'তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি জেনিভা এয়ার পোর্টে, লন্ডন যাবার প্লেনে তুলে দিয়ে তবে ছুটি আমার।'

ইন্সপেক্টর বাজ্জি এয়ারপোর্টে যাবার পথে তার স্ত্রী, ছেলে মেয়ের কথা বলতে লাগলো, রোমে কিভাবে বেড়াতে গিয়েছিলো ফলাও করে তার বর্ণনা করলো। এই রুক্ষ মানুষটার ভেতরে যে এমন একটা হৃদয় থাকতে পারে ভাবতে পারেনি আর্চার।

গ্রেপ্তার না করে আর্চারকে শুধু নির্বাসিত করা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড থেকে এটুকু বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে দারুন। তার মনে সাহস আবার ফিরে আসছে। ইন্সপেক্টর নানা উপদেশ দিলো বেড়াতে যাবার ব্যাপারে।

এয়ারপোর্টের লবিতে গিয়ে দুজনে বসলো, রংচটা আর্চারের স্যুটকেশটা কুলি নিয়ে চলে গেলো, তার হাতে লন্ডনের টিকিট। সবকিছু নিয়মানুযায়ী হয়ে যাবার পর কাস্টমসের গণ্ডীর ভেতরে দুজন লোক এলো। বাজ্জির সঙ্গে তারা হ্যান্ডশেক করে কথা বলতে বলতে দেখে নিলো আর্চারকে।

যে লাউঞ্জে বসে প্লেন ছাড়ার আগে অপেক্ষা করতে হয় সেখানে বাজ্জি নিয়ে গেলো আর্চারকে।

'দেরী হবে একটু। একটু দেরীতে লন্ডনের প্লেন ছাড়বে।'

'সব কিছুতেই আজকাল দেরী হয় ইংল্যান্ডের ব্যাপারে,' উত্তর দিলো আর্চার মুখটা বেঁকিয়ে।

একটা লম্বা বেঞ্চে দুজনে বসলো, সিমেন্টের এয়ার ফিল্ডটা ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো প্লেন দূরে দাঁড়িয়ে। ইন্সপেক্টর বাজ্জি সে দিকে তাকিয়ে বললো, 'মিঃ আর্চার, আপনাকে শেষ বারের মত সরকারী ভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, কখনো চেষ্টা করবেন না সুইজারল্যান্ডে ফেরার। বুঝেছেন আশা করি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো কথা। খুব ভালো। মিঃ আর্চার আপনার ভাগ্য ভাল। যদি আপনার বিরুদ্ধে মাদাম রলফ অভিযোগ করতেন তবে জেলের ঘানি কয়েক বছর আপনাকে টানতে হতো।'

মাথা নেড়ে আর্চার বললো, 'হ্যাঁ, অবশ্যই করার কারণ আছে।'

'নিজস্ব কারণ অত্যন্ত বড়লোকদের সবসময়েই থাকে। আপনি তো তাহলে লন্ডনে যাচ্ছেন। যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করবো, আপনি ওখানে কি করবেন?'

ইন্সপেক্টর বাজ্জি খুব সরলভাবে প্রশ্নটা করলো, তাই ঠিক করলো আর্চারও উত্তর দেবে সরল ভাবে। চিন্তা করতে করতে বললো, 'ওখানে কি করবো, কি করবো হায়, যদি তা জানতাম?' তার জানাশোনা আছে লন্ডনের কিছু লোকজনের সঙ্গে, তবে বেশির ভাগেরই অবস্থা আর্চারের মতো। তারাও ভাগ্যের সঙ্গে জোর লড়ে যাচ্ছে। সেই দারিদ্র, সেই টাকা উপার্জনের উন্মত্ততা। কেউ তাকে হয়তো সাহায্য করতে পারে, তবে অনুমান সবটাই। কিন্তু ইন্সপেক্টরকে তো একথা বলা যায় না। তাই বললো, 'জানো না তুমি ইন্সপেক্টর, নানা সুযোগ লন্ডনে, কাজ কর্ম সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বাজারে নানা রকমের লোন ছাড়া যায়। আরবের টাকা ছড়াছড়ি যাচ্ছে বিনিয়োগের জন্যে, মোটা টাকা পাওয়া যায় সম্পত্তি বিক্রির জন্যে, আর আমার অভিজ্ঞতার দাম আছে এই সব কাজে।'

যেন একটু চিন্তা করে বাজ্জি বললো, 'অথচ ধারণা ছিলো আমার, এখন বেশ মন্দা যাচ্ছে ইংল্যান্ডে।'

কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে আর্চার বললো, 'ওসব প্রচার কাগজের। বিশ্বাস না করছ ভালো। শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে ইংল্যান্ডে গোপন সম্পদের পরিমাণ।'

'তাই না কি?'

'ঠিক তাই। ইংল্যান্ডের ঝঞ্ঝাট সম্বন্ধে আমি জানি, নানা কল্পিত কাহিনী এখন বাজারে চলছে। বলো দেখি কোন দেশে ঝঞ্ঝাট নেই? তবে জেনে রাখো তুমি আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

দুজনে একটু হট্টগোল হতেই ফিরে তাকালো, দ্রুত পায়ে দুজন প্রেস ফটোগ্রাফার পিছু হটতে হটতে একটি মহিলার ফটো তুলছিল। মহিলাটি দারুণ সাজগোজ করা ওদের সামনে দিয়ে ঢুকে গেলো ভি. আই. পি. লাউঞ্জের মধ্যে।

'মিসেস রলফ। মহিলাটি দারুণ দেখতে', বাজ্জি বললো।

চুপসে গেলো আর্চার, তাহলে গ্রেনভিলকে বেমালুম ভুলে গেছে হেলগা।

তার চেহারা দারুণ ঝকঝক করছে, এতো বড় ঝড় যে বয়ে গেছে, চিহ্নমাত্র নেই কোনো তার। কুত্তি কোথাকার।

সফল হলে কিডন্যাপ করার প্ল্যানটা, আজ এই মেজাজ দেখিয়ে ওই রকম ঢুকতে পারতো না ভি. আই. পি. লাউঞ্জে। তার চারপাশে ঘুরঘুর করতো বেয়ারাগুলো। অথচ এমন ভাগ্য যে তার বদলে পাশে বসে, এখান থেকে পুলিশ ওকে তাড়িয়ে দিতে এসেছে। ও যে লন্ডনে পৌঁছে কি করবে তা জানে না। খুঁজতে হবে শিকার, যাতে কামানো যায় দু' পয়সা।

'দারুন সুন্দরী, এককালে শুনেছি আপনি ওঁর সঙ্গে কাজ করতেন?' আর্চারের কানে এসব কথা ঢুকছিলো না। ও একজনকে একমনে দেখছিল। দারুণ সাজগোজ করা, লম্বা চওড়া, বছর পঞ্চাশের এক পুরুষ প্রাচুর্যের চাকচিক্য সর্বাঙ্গে। দেখে বাজ্জি বললো, 'ওই তো মঁসিয়ে হেনরী দ্য ভিলিয়ার্স, বিরাট ধনী আর শিল্পপতি ফ্রান্সের। গুজব এবার উনিই রাষ্ট্রদূত হবেন আমেরিকার।'

ছবি তুলছিল ফটোগ্রাফাররা। দ্য ভিলিয়ার্স পোজ দিলেন হাসি হাসি মুখে।

আর্চার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ওর চেহারাও, দশ লাখ ডলার পেলে, ঐ রকম হতে পারতো।

ঘোষিত হলো নিউইয়র্কের প্লেন ছাড়ার কথা। বাজ্জি সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঐ যে যাচ্ছেন ওঁরা।'

আর্চার দেখলো প্লেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেলগা, দ্য ভির্লিয়ার্স ওর পিছনে। আরও কয়েকজন। তারপরে হেলগা হালকা চালে হেঁটে যাচ্ছে, হেলগার হাত থেকে মাঝপথে কি একটা সাদা মতো পড়ে গেলো, হতে পারে রুমাল। আর্চার বুঝতে পারলো না এতোদূর থেকে, ওটা কুড়িয়ে নিয়ে দ্য ভিলিয়ার্স বড় বড় পা ফেলে হেলগার কাছে এগিয়ে গেলো, লক্ষ্য করতে লাগলো আর্চার, হাত পেতে কি ভাবে হেলগা ওটা নিলো, দ্য ভিলিয়ার্সকে অভ্যর্থনা জানালো এক মুখ উজ্জ্বল হাসি দিয়ে। দু একটা কথার পর ভিলিয়ার্স হেলগার ছোট্ট ব্যাগটা হাতে নিয়ে হেলগার পিছু পিছু অদৃশ্য হয়ে গেলো প্লেনের মধ্যে।

হাসলো বাজ্জি, 'বাঃ এগিয়ে গেল বেশ দ্রুত।'

'সব সময়েই মহিলাটি সব কাজ করে থাকেন দ্রুত ভাবে,' আর্চার যেন মুখে বিষ দিয়ে কথাগুলো বললো, ঠিক সেই সময় ঘোষিত হলো লন্ডনে যাবাব প্লেনের কথা। 'মিঃ আর্চার বিদায়,' হ্যান্ডশেক করে ইন্সপেক্টর বাজ্জি বললো, 'শুভ হোক যাত্রা।'

আর্চারের জীবনে কিছু একটা শুভ হোক এটাই সে কামনা করছিলো আকুল মনে, তাই সর্বান্তকরণে বাজ্জির শুভেচ্ছাকে গ্রহণ করে ধীর পায়ে আর্চার প্লেনের দিকে এগিয়ে গেলো।

ইলেভেনথ্ আওয়ার

এক

আঘাত কখন যে কার আসবে কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রোলো মার্টিনকে প্রথম দেখার পর গোপন মিলিটারী ফাইলে এই মন্তব্যটি লিখেছিলাম।

মার্টিনের দোষের মধ্যে, খুবই পানাসক্ত ; ফলে মাঝে মধ্যে সামনে দিয়ে কোন মহিলা গেলে মন্তব্য করতে ছাড়ে না। স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে ফুর্তিবাজ বলা যায় না, কিছুটা বোকা ধরণের।

স্বাভাবিক অবস্থায় কথাটা লিখলাম এজন্য যে, হ্যারি লাইমের অন্ত্যেষ্টির সময় যখন তাকে দেখলাম তাই মনে হল। শীতকাল, চারদিকে বরফ পড়েছে, ভিয়েনার কেন্দ্রীয় গোরস্থানে বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে লোকগুলো খুঁড়ছে। বরফ সরিয়ে দেখে মনে হল প্রকৃতিও হ্যারিকে চায় না। যাইহোক হ্যারিকে কবর দেওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মার্টিন চলে গেল, যেন পালাল। বছর পঁয়ত্রিশের মার্টিন বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। পরবর্তীকালে এজন্য প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। কাউকে একথা সে বলেনি, বললে হয়ত ঝামেলা এড়াতে পারত।

তার সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে। তখন ভিয়েনা, রাশিয়া, ব্রিটেন আমেরিকা ও ফ্রান্সের মত বৃহৎ শক্তি কবলিত শহরের মাঝে ইনিয়ার স্টার্ডের বাড়ি আছে। এটি একটি সুইশ বাড়ি, তার অসীম ক্ষমতা। এর নির্দেশে এক মাস অন্তর এক একটা শক্তি ক্ষমতায় আসে, সেই মত কাজ করে। আমার কাছে শহরটা গৌরবহীন হয়ত এর পিছনে কোন কারণ আছে যা আমার অজানা। সব সময় বরফে ঢাকা শহর। রাশিয়ার অঞ্চল বরাবর ডানিয়ুব নদী নিশ্চল। জনমানবশূন্য চারিদিক, শুধু থাকার মধ্যে ঝোপঝাড়।

সাত'ই ফেব্রুয়ারী মার্টিন আমার কাছে এসেছিল, এখন শহরের এরকমই অবস্থা। আমি যতটা জানি আর মার্টিনের থেকে যতটা শুনেছি সেভাবেই ঘটনা সাজিয়েছি। এবার সেই গল্প শুরু করব।

।। দুই ।।

রোলো মার্টিন, বার্ক ডেকস্টারের ছদ্মনামে সস্তার পাশ্চাত্য পকেট বুক লিখত। এটা তার পেশা। একবার অস্ট্রিয়ায় ছুটি কাটানোর জন্য সে হ্যারি লাইমের সাহায্য চাইলে হ্যারি তাকে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু নিয়ে কিছু লিখতে বলে। মার্টিন এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। তবুও শুধু ছুটি কাটাবে বলে হ্যাঁ বলেছিল। মার্টিনের মতে হ্যারি ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ হোটেল ও ক্লাবের খরচার জন্য স্থানীয় মুদ্রা যোগাতে পারে। সেই আশায় ঠিক পাঁচ পাউন্ড ব্রিটিশ মুদ্রা নিয়ে ভিয়েনার পথে পা বাড়ায়। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে এক ঘন্টার জন্য প্লেন থামলে একটা আমেরিকান রেঁস্তোরায় ঢুকে সে 'হামবুগ' অর্ডার দিল। কিছুক্ষণ পরই এক সাংবাদিককে তার দিকে আসতে দেখল, লোকটি তার চেনা।

সাংবাদিকটি এসে মৃদু হেসে বলে—'আপনি তো মিঃ ডেকস্টার তাই না? 'একটু ইতস্ততঃ করলেও সে বলে—'হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো?'

—আপনাকে ছবিতে যেমন দেখেছি তার থেকেও অনেক কম বয়সী লাগছে।

—তাই নাকি? ধন্যবাদ।

—আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—আমি এখন একটু ব্যস্ত।

—বেশী সময় নেব না।

—বেশ, বলুন কি জানতে চান?

—ফ্রাঙ্কফুর্ট সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।

—একথা আপনি জানতে চাইছেন কেন?

—আমি এখানকার সংবাদপত্রের পত্রকার।

—দয়া করে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না এখন, কেননা দশ মিনিট হল এখানে এসেছি।

—তাই যথেষ্ট। তা আমেরিকার উপন্যাস সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দেয় মার্টিন—'ওসব আমি পড়ি না।'

—পড়েন না? অবাক হয় সাংবাদিকটি।

—না।

—ধন্যবাদ।

—আপনার আর কি কোন প্রশ্ন আছে?

—আছে।

—তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।

—আপনাকে তো বেশ রসিক মনে হয়।

—কিসে বুঝলেন? পাল্টা প্রশ্ন মার্টিনের।

—নইলে ও কথা বলতে পারতেন না। থাক সে কথা। আচ্ছা, ঐ সামনে ধূসর চুলের, দাঁত উঁচু লোকটি যে খাবার খাচ্ছে তাকে কি আপনার ক্যারী বলে মনে হয়?

—ক্যারি? ক্যারির কথা আমায় জিজ্ঞাসা কেন? মুখ কুঁচকে কথাগুলো বলে মার্টিন।

—আমি জে. জি. ক্যারির কথা বলছি।

—জে. জি. ক্যারি?

—হ্যাঁ।

—না, নামতো শুনিনি কখনও।

—শোনেননি?

—না।

—অবশ্য সবাইকে সব কিছু শুনতে হবে এমন কথা নেই। আপনারা গল্প লিখিয়েরা কি জগৎ ছাড়া?

—হঠাৎ একথার অর্থ?

সাংবাদিকটি গাড়িতে গিয়ে বলল—'আমি কিন্তু লোকটিকে চিনতে পেরেছি।'

—তা হলে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

সাংবাদিকটি কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি ঘরটা পার হয়ে ক্যারীর কাছে এগিয়ে গেল। ক্যারী খুশী না হলেও থেমে আহ্বান জানাল।

এদিকে মার্টিন হতাশা হয়ে পড়ল বিমান বন্দরে হ্যারিকে না পেয়ে। এটা তার অচেনা জায়গা, মুদ্রাও নেই। মহা মুশকিলে পড়ে সে, আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে, রাগও হয়। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, খাওয়া মাথায় উঠেছে, বাইরের দিকে চোখ দিয়ে বসে আছে। মনে মনে ভাবল যদি না আসতে পারে তাহলে একটা খবর রেখে যাওয়া উচিত ছিল হ্যারির। এখন মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হত। হ্যারি লোভ দেখাল আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু নিয়ে কিছু লিখতে সেও রাজী হয়ে গেল। এখন ফল এই। মার্টিনের মন অভিমানে ভরে ওঠে। কিন্তু অভিমান পুষে রাখতে পারে না, হ্যারির বিপদের কথা ভেবে। কোন বিপদ হল, না কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে! আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে তার সঙ্গে মজা করছে হ্যারি। মার্টিনের পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। তারা দুজনে একই স্কুলে পড়তো, তবে কেউ কাউকে চিনত না। হ্যারি নিজেই যেচে এসে একদিন আলাপ করেছিল—'তোমার নাম কি?'

—আমার নাম?

—হ্যাঁ, তুমি ছাড়া তো এখানে কেউ নেই।

—হেসে বলে—বলতে পারি একটা শর্তে।

—শর্ত!

—হ্যাঁ।

—শর্তটা কি?
—তোমায় আমার বন্ধু হতে হবে।
—বন্ধু? আমায়?
—হুঁ।
—তা হব।
—হবে তো?
—বললাম তো। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?
—না, তা নয়।
—তবে?
—তুমি তিন সত্যি করে বল।
—বললাম, এতে হবে না, দিব্যি কাটতে হবে?
—না না। ঠিক আছে।
—এবার আমার একটা কথার জবাব দেবে?
—নিশ্চয়ই, বল, কি জানতে চাও?
—তুমি অমন করে দিব্যি কাটলে কেন?
—আসলে...মার্টিন চুপ করে থাকে।
—আসলে কী?
—আমার কোন বন্ধু নেই। আমি ভাব করতে চাই, কিন্তু, সবাই আমায় এড়িয়ে চলে, তাই।
—ওঃ, এই কথা।
—হ্যাঁ।

হ্যারি মার্টিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বলে—আজ থেকে দুজনে বন্ধু। সব সময় এক সঙ্গে থাকব, আলাদা হবনা কখনো।

মার্টিনও খুশী হয়ে বলে—আমি কথা রাখব।
—তা তো হল, কিন্তু তোমার নামটা এখনো আমায় বলনি।
—আমার নাম রোলো মার্টিন।
—কিন্তু আমি তোমায় একটা নাম দেব।
—কি নাম?
—শুধু মার্টিন। তা মার্টিন বলে ডাকলে রাগ করবে না তো?
—রাগ? তোমার উপর?
—যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দাও তাই আগেই জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি।
—না, না। এসব ভাবার কোন কারণ নেই, তাছাড়া আমার মা-ও কখনো 'রোলো', কখনো মার্টিন বলে ডাকত।
—যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম।
—আমার নামটা তো জানলে, তোমার নাম বল এবার।
—সত্যি, অন্যায় হয়ে গেছে।

হ্যারির কথার ধরণ দেখে মার্টিন হেসে ফেলে বলে—খুবই অন্যায় হয়েছে।
—তা কি শাস্তি হবে?
—পরে ভেবে বলব। আগে নামটাতো বল।
—আমার নাম হ্যারি লাইম।
—এত বড় নাম?
—যে নামে ডাকতে ইচ্ছে করবে সেই নামেই ডেকো আমার আপত্তি নেই।

ওদের দুজনের বন্ধুত্ব দেখে অন্য ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেও ওদের কিছুই যায় আসেনি। মার্টিনের তো নয়ই, কারণ এরকম বন্ধুত্বের তার বড় অভাব ছিল, এতদিন সে ভীষণ কষ্ট করেছে। স্কুলে যেতে ভাল লাগত না, কামাই করত। কিন্তু আজ সে এত খুশী যে আনন্দে

নাচতে ইচ্ছে করছিল।

এরপর থেকে সর্বত্র একসঙ্গে দুজনকে দেখা যেত। সত্যি ছোলেবেলার দিনগুলো বেশ ছিল। তখন স্বার্থ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, তাই সহজেই ঝগড়াও হত ভাবও হত।

আর একদিন, তখন উঁচু ক্লাসে পড়তো, এক ছুটির দিনে হঠাৎ হ্যারি মার্টিনের বাড়ি গিয়ে তাকে ডাকতে থাকে। যদিও তার কোন দরকার ছিল না, কেননা সবাই তাকে চেনে। মার্টিন ডাক শুনে বেরতে যাবে তার আগেই হ্যারি তার ঘরে হাজির।

মার্টিন বলে—কী ব্যাপার?

—কথা আছে।

—কি কথা?

—শিকারে যাবে?

শিকারের নাম শুনে মার্টিনের ভয় হয়, তবুও জিজ্ঞাসা করে, কোথায়? হ্যারি জানে তার স্বভাব, তাই সে আগে জানতে চায় সে রাজী কিনা। মার্টিন আমতা আমতা করে, কিন্তু যেতেই ইচ্ছা করছে, কেন না ক্লাসের ছেলে রবার্ট বাবার সঙ্গে পিকনিকে গিয়ে মুরগি মেরে পরদিন ক্লাসে এসে ফলাও করে সবাইকে গল্প করছিল।

—আরে, যাবে কি না স্পষ্ট করে বল না? তাছাড়া ভয়ের কি আছে, আমি তো থাকছি।

—ঠিক আছে, রাজী।

—থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যারি খুব খুশী।

—কিন্তু শিকারে গেলে তো বন্দুক চাই।

—হ্যাঁ, সেটা আমার ভাবনা।

—তোমার বন্দুক আছে?

হ্যারি মাথা নাড়ে।

—আছে? মার্টিন যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—হ্যাঁ। হ্যারি হাসে।

—কী শিকার করবে?

—যা পাব তাই।

—বাঘ ভাল্লুক যদি আসে?

—আসুক, তাও শিকার করব।

—ইস্!

—আরে, ওসব ওখানে কিছু নেই।

—নেই?

—না।

—তবে কি আছে?

—খরগোসই বেশী আছে।

—খরগোস? আমায় মারতে দেবে?

—নিশ্চয়ই। শিকারে যাবে আর শিকার করতে দেব না! সেদিন একটা খরগোসও মার্টিন মারতে পারেনি। টিপই নেই তো মারবে কি। তবু সেদিনের আনন্দের কথা আজও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। এরকম অনেক ব্যাপারে মার্টিন ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও হ্যারি তাকে কখনো ত্যাগ করেনি। যার ফল দীর্ঘ কুড়ি বছরের বন্ধুত্বের অস্ফুট বন্ধন। কিন্তু এখনো হ্যারি না আসায় বিমর্ষ, অভিমানী হয়ে বসে আছে মার্টিন। আসলে প্রকৃত ভালবাসার ধর্ম এই। যাকে বেশী ভালবাসি, তার উপর সামান্য কারণেই রাগ অভিমানের পাল্লা ভারী হয়ে ওঠে।

পাশের ফাঁকা চেয়ারে একজন বসতেই চিন্তায় ছেদ পড়ে। তবু ভরসা সহজে যায় না। ওই মধুর স্মৃতি বুকের অতল থেকে উঠে আসে।

মার্টিন রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে বাস-এর জন্য দাঁড়ায়। বাইরে আবহাওয়া ভারী, আকাশ মেঘলা, একটু আগে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। হলেও বোঝা যাবে না, কেন না গুড়ো গুড়ো বরফ

পড়ছে। সেই সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া।

বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল হ্যারির জন্য, কিন্তু আসেনি দেখেই অগত্যা হোটেল অ্যাস্টেরিয়া। সেখানে হোটেল ম্যানেজারকে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—হ্যারি এসেছে? ম্যানেজার মাথা নাড়ে, না।

—কোন খবর কি রেখে গেছে?

—না।

—আশ্চর্য তো!

—তবে ক্রাবিন এসেছিল।

—কে ক্রাবিন?

—তা তো জানি না। আপনি চেনেন না?

—নামই শুনিনি তো চিনব।

—ও আপনার নামে মেসেজ রেখে গেছে।

—মেসেজ? আমার নামে?

—হ্যাঁ।

—আপনার কোন ভুল হচ্ছে না তো?

—এতে ভুল হবার কি আছে?

—মেসেজটা আপনার কাছে আছে?

—আছে। এই নিন—বলে বার করে দেয়।

—ধন্যবাদ।

খুলে দেখে লেখা আছে—'আপনাকে আগামীকালের বিমানে আশা করছি। দয়া করে বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আপনার জন্য হোটেলে ঘর বুক করা আছে। চিন্তার কিছু নেই।'

কিন্তু রোলো মার্টিন এক জায়গায় বসে থাকার লোক নয়। হঠাৎ তার মনে হল এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হয়তো কোন ঘটনায় জড়িয়ে পড়বে, সরে পড়াই ভাল। যাক্ মার্টিন হ্যারির ঠিকানা জানত তাই ক্রাবিনের প্রতি কোন আগ্রহই নেই। সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। হ্যারিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমাদের ওখানে গিয়ে কোথায় উঠব?

—কোথায় আবার উঠবে? আমার ফ্ল্যাটে।

—তোমার ফ্ল্যাটে আমার কোন অসুবিধে নেই। তবে...।

—তবে কি?

—তোমার কোন অসুবিধে হবে না?

—অসুবিধে? তোমার জন্য?

—না যদি...

—এ কথা ভাবলে কি করে?

—অন্যায় হয়ে গেছে। কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

—হয়েছে, আর বলতে হবে না।

হ্যারির ফ্ল্যাটটা ভিয়েনার এক প্রান্তে বেশ বড়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে রওনা হল, হ্যারি তার ভাড়া মিটিয়ে দেবে তাই ভেবে। ফ্ল্যাটে পৌঁছে তার কেন জানি মনে হল হ্যারির সঙ্গে দেখা হবে না। চারতলায় পৌঁছে দরজার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল কেন হ্যারি বিমান বন্দরে যায়নি। হ্যারি আর নেই। বুকের মধ্যে আঁটা ব্যাথা অনুভব করল মার্টিন। যাকে সে মানত, ভক্তি করত, ভালবাসত, যার সঙ্গে স্কুলে রঙিন দিনগুলো কাটিয়েছিল, সে নেই।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মার্টিন দরজার সামনে। কিছুক্ষণ পর পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বলে—আপনি হ্যারির ফ্ল্যাটের বেল টিপছিলেন?

—হ্যাঁ?

—বেল বাজিয়ে লাভ নেই।

—এ কথা বলছেন কেন? মার্টিন যেন কুঁকড়ে ওঠে।

—ফ্ল্যাটে কেউ নেই। হ্যারি মারা গেছে।

মার্টিন আর্তনাদ করে ওঠে।

—একটা দুর্ঘটনায়...

মার্টিন বিস্মিত, ভাবে লোকটি বোধহয় ঠাট্টা করছে। কিন্তু মৃত্যু নিয়ে কেউ তো ঠাট্টা করবে না। লোকটি বলে—বুঝতে পারছি আপনার মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা।

—তা তো ঠিকই। তবু মানতে পারছি না।

—আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি কিছু মনে না করেন?

—না, না। মার্টিন নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। তার ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, মাথায় যেন সহস্র বোলতা দংশন করছে। কাঁদতে চাইছে কিন্তু পারছে না।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

—অ্যাঁ! চমকায় মার্টিন।

—নিশ্চয়ই হ্যারি লাইমের কথা ভাবছেন, ভাবাই স্বাভাবিক। আচ্ছা উনি কে হন আপনার?

—ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দীর্ঘ কুড়ি বছরের পরিচয়।

—কুড়ি বছর?

—হ্যাঁ।

—তাই আপনি মানতে পারছেন না। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় বিশেষ করে প্রিয়জনের ক্ষেত্রে তো বটেই।

মার্টিনের মুখ থেকে যেন বেরিয়ে এলেন—আচ্ছা আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?

—ঠাট্টা? আমি? আপনার সাথে?

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ এ কথা ভাবার কারণ? কথার সুরে রাগ বোঝা যাচ্ছে।

—আছে।

—সঙ্গত কারণ আছে?

—হ্যাঁ।

—তা কারণটা জানতে পারি কি?

—অবশ্যই। অনেকে বিদেশী পেয়ে পরিহাস করতে চায়। আপনার কাছে যেটা ঠাট্টা সেটা আমার কাছে মৃত্যুর সমান হতে পারে, সেটা বোঝার চেষ্টা করুন।

—আমি ওসব তত্ত্ব কথা বুঝি না।

—বোঝেন না?

—না।

—তাহলে কিছু বলার নেই।

—আপনি কি একজন বিদেশী?

—হ্যাঁ।

—কোথা থেকে আসছেন?

—আজই ইংল্যান্ড থেকে আসছি।

—আপনি বিদেশী হলেও এ ব্যাপার নিয়ে কেউ ঠাট্টা করে না আমিও করছি না। বিশ্বাস কবতে পারেন।

—আপনি কি রেগে গেলেন?

—না না। আমিও তো মানুষ। আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি, এ সময় অনেকেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। আমিও আমার দাদা...। যাক্ সে কথা।

মার্টিন যেন আর অবিশ্বাস করতে পারল না। তার পা টলছে, শরীরে এক বিন্দু যেন শক্তি নেই। শেষ বারের মত তার সঙ্গে কথাও বলতে পারল না। এভাবে হট্ করে চলে গেল। যদি জানত অসুস্থ ছিল মারা গেছে তা হলেও কিছুটা সান্ত্বনা পেত কিন্তু এ তো বিনা মেঘে বজ্রপাত। মার্টিন লোকটাকে বলে—আমায় একটু বসতে দিতে পারেন।

—আপনি এ বেঞ্চটায় বসুন।

—ধন্যবাদ।

হঠাৎ মার্টিনের হ্যারির কিছু কথা মনে পড়ে। তখন তারা ক্লাস নাইনে পড়ে। দুজনে শিকারে গিয়েছিল। অনেক খরগোস মেরেছিল হ্যারি। তা দেখে মার্টিন বলেছিল—তোমার বন্দুকের হাত তো দারুন।

—তোমার হাতটাও মন্দ নয়।

—কী যে বলো তার ঠিক নেই।

—একটা খরগোস মার নি?

—সে তো তিনবারের পর।

—আস্তে আস্তে হবে।

—যার নয়তে হয় না তার নব্বই-তেও হয় না।

—বাঃ বেশ বললে তো কথাটা।

—আমার কি মনে হচ্ছে জান?

—কি?

—তুমি বড় হয়ে একজন ইঞ্জিনীয়ার হবে।

—ইঞ্জিনীয়ার! হ্যারি হাসে।

—হ্যাঁ, নয়তো ডাক্তার।

—হঠাৎ আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণার কারণ?

—কারণ না থাকলে কি এমনি বলছি?

—সেটাই তো জানতে চাইছি।

—যার হাত এত ভাল সে এরকম একটা কিছু না হয়ে যায় না।

—কিন্তু বন্ধু একটা কথা ভুল না।

—কি?

—তারজন্য লেখাপড়ায়ও ভাল হওয়া চাই।

—তুমি লেখাপড়ায় এমন কিছু খারাপ নও।

—দেখলে তো? তুমি ঠিক একথা বলতে পারলে না। সত্যি এভাবেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। আর তুমি তো আমার থেকে লেখাপড়ায় ভাল।

—তা অস্বীকার করছি না। তবে তুমি যা আছ তাতেই হবে। তাছাড়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও দরকার। সে দিক দিয়ে তুমি এগিয়ে।

—কিন্তু আমার ভাগ্যে ওসব হয়ত কিছু হবে না।

—দেখ, ঠিক হবে।

—কিন্তু...।

—কিন্তু কি?

—মনে হচ্ছে আমার অপঘাতে মৃত্যু হবে।

—অপঘাতে মৃত্যু? তোমার?

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ একথা কেন বলছ?

—জানি না। হঠাৎ মনে হল তাই বললাম।

—ওসব অলক্ষুণে কথা কখনো বলবে না। আর এটা তোমার মনে হলই বা কেন?

—মন তো সব সময় নিজের দখলে থাকে না। তাই ও কখন কি ভাবে তা কি করে বলব?

—তবুও আমার সামনে অন্তত এসব বলবে না।

—তাই হবে।

—মনে থাকবে তো?

—মনে রাখার চেষ্টা করব।

মার্টিন ভাবে শেষে হ্যারির কথাই সত্যি হল। সত্যি দুর্ঘটনায় মারা গেল। কি করে ওর কথা জানল?

এখন একটু মদ পেলে ভাল হত। অন্ততঃ সব কিছু কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকা যেত। কিন্তু পকেট তো খালি। ভগবান সব দিক দিয়ে যেন আজকে পিছনে লেগেছে।

—মিঃ...।

—অ্যাঁ। সম্বিত ফিরে পায় মার্টিন—আমায় কিছু বলছেন?

—কি ভাবছেন?

—কি আর ভাবব? ভাবার কিছু নেই, কবে এই ঘটনা ঘটল?

—বৃহস্পতিবার।

—কি করে?

—গাড়ি চাপা পড়ে। আজ সন্ধ্যাবেলা তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। একটু আগে এলে তাদের আপনি দেখতে পেতেন।

—তাদের মানে?

—মানে হ্যারির বন্ধু-বান্ধবদের কথা বলছি।

—হ্যারিকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল?

—না। তাছাড়া কোন লাভ হত না।

—কেন?

—কাঁধে জিপ গাড়ির মাডগার্ডের প্রচণ্ড আঘাত লাগায় খরগোসের মত রাস্তায় ছিটকে পড়েছিল। তাতেই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

খরগোস কথাটা এভাবে ব্যবহার করবে ভাবতে পারেনি মার্টিন। সহসা হ্যারি যেন তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল।

—হ্যারিকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে?

—কেন্দ্রীয় কবরস্থানে।

—ঠিক আছে চলি। অনেক ধন্যবাদ—আস্তে আস্তে নিচে নেমে যায় মার্টিন। পয়সা না থাকলেও নীচে দাঁড়ান ট্যাক্সিতে উঠে চালককে কেন্দ্রীয় কবরস্থানে নিয়ে যেতে বলে। সীটের ওপর ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয়, ভাবে—কপালে এই ছিল। এখন কি হবে? মাত্র পাঁচটা মুদ্রা নিয়ে ভিয়েনায় কোথায় থাকবে।

কবরখানার চারদিকে উঁচু পাঁচিল। পাশ দিয়ে ট্রাম লাইন গেছে। রাস্তার অন্যদিকে বড় বড় বাড়ি, বাজার। এতবড় কবরখানা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তার। সেখানে প্রবেশ করে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে গেল। কবরখানাতেও চারটে বৃহৎশক্তি অঞ্চল চিহ্নিত। রাশিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত মূর্তি, ফ্রান্সের ক্রশ ছেঁড়া পতাকা। মার্টিনের মনে পড়ে হ্যারি তো ক্যাথলিক। হঠাৎ গাছের তলা দিয়ে তিনজন বেরিয়ে এল। পরনে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাজ পোশাক। যীশুর উদ্দেশ্যে ক্রশ করতে করতে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জায়গা দেখা গেল। একটা বিরাট পার্কের এক জায়গায় বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। চারপাশে লোক, একজন পুরোহিত বিড়বিড় করে কি বলে চলেছে। একটা মেয়ে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে চোখে হাত চাপা দেওয়া। আমি প্রায় কুড়িগজ দূরে দাঁড়িয়ে, মার্টিন আমার দিকে তাকাল ভাবল কোন অপরিচিত, কেননা গায়ে বর্ষাতি। আমায় এসে জিজ্ঞাসা করল—যাকে কবর দেওয়া হল তাকে চেনেন?

—হ্যাঁ।

—ওর নাম কি?

—হ্যারি লাইম।

নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি চোখ দিয়ে জল পড়ছে। অথচ দেখে মনে হয়েছিল সহজে ভেঙে পড়ার লোক নয়। এখানে একটা কথা বলা অনুচিত তবু বলছি, হ্যারির মত মানুষের জন্য সত্যিকারের শোক করার কোন লোক থাকতে পারে বলে জানা ছিল না।

মার্টিন শেষ পর্যন্ত আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি হ্যারির কে হন?

—বন্ধু।

—বন্ধু? অনেকদিনের আলাপ?

—হ্যাঁ, সেই স্কুল থেকে।

—এরা হ্যারির বন্ধু। আপনি এদের সঙ্গে পরিচয় করবেন?

—না, থাক্।

কবর দেওয়া শেষ হলে সে ট্যাক্সির দিকে চলল একটা কথা বোধহয় সকলেই জানেন কোন লোকের ওপর ফাইল লেখা কখনো শেষ করা যায় না। এমনকি মারা গেলেও একশ বছর পরও বন্ধ করা যায় না। সুতরাং আমি মার্টিনকে অনুসরণ করলাম। তিনজনকে চিনতাম, মার্টিন চতুর্থ এবং নতুন। তাই তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বললাম আমি সঙ্গে গাড়ি আনিনি। আপনি দয়া করে আমায় একটু শহরে পৌঁছে দেবেন?

—নিশ্চয়ই।

আমি মার্টিনের সঙ্গে গেলেও আমার গাড়ি পিছনেই আসছে। এটা আমার চালকের জানা। গাড়ি চলতে শুরু করল, কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মার্টিন জিজ্ঞাসা করল না তাকিয়েই—আপনার নাম কি জানতে পারি?

—আমার নাম ক্যালাও। এবার আপনার নাম যদি দয়া করে বলেন।

—রোলো মার্টিন।

—আপনি তো হ্যারি লাইমের বন্ধু ছিলেন, না?

—হ্যাঁ।

—অথচ গত সপ্তাহে একথা স্বীকার করতে অনেকে চাইত না।

—কেন বলুন তো?

—সে কথায় পরে আসছি, আচ্ছা আপনি কি এখানে অনেকক্ষণ এসেছেন?

—আজ বিকেলে ইংল্যান্ড থেকে এসেছি।

—ও।

—হ্যারি আমায় এখানে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু দেখা পেলাম না।

—সত্যি খুব দুঃখ পেলেন।

—হ্যাঁ, ভীষণ।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলে—আমায় একটু মদ খাওয়াতে পারেন, আমার কাছে টাকা নেই শুধু পাঁচ পাউন্ড ব্রিটেনের মুদ্রা রয়েছে। আর এখন মদ খুব দরকার, পেলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

—নিশ্চয়ই, একটু ভেবে 'স্ট্রাকের' একটি ছোট পানশালায় চালককে যেতে বললাম। এখানে ভীড় কম, শুধু বনেদীরাই আসে কেননা পানীয় মূল্য অনেক। পানশালায় ঢুকে একটি কেবিনে বসলাম। পাশের কেবিনে এক দম্পতি। তাছাড়া কেউ নেই। আমার পরিচিত বেয়ারা এসে কিছু স্যান্ডউইচ আর মদ রেখে চলে গেল। মার্টিন দুটো পেগ শেষ করে বলল—'হ্যারি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল। এ দুঃখ সহজে ভুলতে পারব না।' আমি কোন জবাব দিলাম না। ভাবলাম এ মুহূর্তে তাকে খুঁচিয়ে কিছু কথা জানা দরকার তাই বললাম—এ যে সস্তা দরের উপন্যাসের সংলাপ বললেন।

—সস্তা দরের উপন্যাসের সংলাপ? ঠিকই বলেছেন।

—কারণটা জানতে পারি কি?

—আমি যে ওসবই লিখি।

—এবার আপনাকে একটা অনুরোধ করব।

—বলুন।

—হ্যারির সম্বন্ধে, আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

—আমি আরও মদ চাই, আমি ওকে ভুলতে পারছি না। তাছাড়া আপনি অপরিচিত, বেশী বিরক্ত করতে চাই না। শুধু দু এক পাউন্ড ব্রিটিশ মুদ্রা অস্ট্রিয়ান টাকায় ভাঙিয়ে দেবেন?

—ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি সেখানে ছুটি কাটাতে গেলে এভাবে শোধ করে দেবেন।

কাজের কথায় চলে আসি, প্রশ্ন করি—হ্যারির সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে?

কথার উত্তর না দিয়ে মদের গ্লাসটা ঘুরেফিরে দেখতে থাকে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে—হ্যারিকে আমি যতটা জানি আর কেউ জানে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—কতদিন হবে?

—দীর্ঘ কুড়ি বছর তো বটেই। স্কুলে একসাথে পড়তাম। সব যেন চোখের সামনে ভাসছে। সহজে ভোলা যায় না। স্কুলের দিনগুলো বড় মধুর দায়দায়িত্বহীন সময়।

একটু থেমে আবার বলে—একথা ঠিক, আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিল হ্যারি। ওর মত বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি, এর জন্য অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচেছি এবং সে জন্য কৃতজ্ঞ। তার মত লোক আমি দেখিনি। হ্যারি হ্যারিই, ওর তুলনা ও নিজেই।

—আচ্ছা, পড়াশুনায় কি খুব ভাল ছিল?

—না, তা ঠিক নয়। তবে বুদ্ধি ছিল প্রচণ্ড।

ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে আমায় নাজেহাল হতে হয়েছে অনেকবার।

—আর কি?

—ও নিখুঁত ভাবে বেরিয়ে আসতে পারত, কেননা উপস্থিত বুদ্ধি, যেটা অনেকের থাকে না। এজন্য ওকে আলাদা চোখে দেখতাম, গর্বও বোধ করতাম।

কথা শেষ করে মার্টিন হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। ভাবলাম হ্যারির শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠছে। মার্টিন রসিকতা করে বলে, আমি কিন্তু সব সময়ই ধরা পড়ে যেতাম। ওর তুলনায় বোকাই। আমি বলি—এতে হ্যারির সুবিধে ছিল।

—সুবিধে ছিল?

—হ্যাঁ।

—কী আজে বাজে বকছেন? চেঁচিয়ে ওঠে মার্টিন। পাশের কেবিনের কথা থেমে যায়।

—আমার তো তাই মনে হয়।

—আপনার তো অনেক কিছুই মনে হতে পারে তাতে আমার কিছু আসবে যাবে না। ও ইচ্ছে করলে আমার থেকে চতুর কাউকে নিতে পারত কিন্তু তা করে নি। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিত। আমায় ভীষণ ভালবাসত ও।

—আপনি হ্যারিকে শেষ কবে দেখেছেন?

—কবে? দাঁড়ান ভেবে বলছি। কিছুক্ষণ পর বলে চিকিৎসকের সম্মেলনে যোগ দিতে মাস দুয়েক আগে ওখানে গিয়েছিল। জানেন তো ও চিকিৎসক ছিল, তবে আশ্চর্যের বিষয় কখনও প্র্যাকটিস করত না।

—প্র্যাকটিস করতো না?

—না।

—আবার বলছেন চিকিৎসক!

—ওটাই তো মজার ব্যাপার।

—কোন কারণ ছিল কি?

—ছিল তো বটেই। কোন কিছু সম্বন্ধে জানা হয়ে গেলে সে ব্যাপারে একেবারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলত। কেমন যেন নির্লিপ্তভাব।

—কেন বলুন তো?

—চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

—বড় অদ্ভুত মানুষ তো!

—তবে সে প্রায়ই বলত, ডাক্তারিটা মাঝে মধ্যে কাজে লাগে। এর দৌলতে কিছু করা যায়। শুনে আমারও মনে হত কথাটা ঠিক।

আমি মার্টিনের কাছ থেকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছি। মার্টিন বলে—ও বেশ রসিক মানুষ ছিল। ইচ্ছে করলে এই কাজেও প্রচুর সুনাম অর্জন করতে পারত। অবশ্য এটা আমার ধারণা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ শিস দিয়ে একটা গানের সুর বাজায় মার্টিন। আমার চেনা চেনা লাগে সুরটা। বলে এ সুরটা আমি কখনো ভুলব না।

—কেন?

—এটা হ্যারি সব সময় গাইত। কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না ও এভাবে মারা গেল কি করে? একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মার্টিন।

—এভাবে মৃত্যু তার পক্ষে ভালই হয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তার মানে কোন কষ্ট পায়নি?

—সে দিক দিয়ে তাকে ভাগ্যবান বলতে হবে। মার্টিনকে দেখে মনে হল নেশা হয়েছে। আমার গলাব স্বরে সচকিত হয়ে আস্তে আস্তে বলল—আপনি তার সম্বন্ধে কি জানতে চাইছেন?

—কিছুই না।

দেখি তার ডান হাত মুঠো করা, বলি—সব অবস্থায় গায়ের জোর দেখিয়ে লাভ নেই। মার্টিনের হাতের কাছ থেকে আমার চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বললাম—হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ মত ওর তদন্তের কাজ আমি শেষ করেছি। বলে, প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকি। দেখি হাতটা তখনো বন্ধ।

—কী শেষ করেছেন? ওর মত মানুষ হয়না। ও যে আমার হ্যারি।

—তা হতে পারে। তবে আমি অনেক কিছু জেনেছি।

—কী জেনেছেন?

—এই দুর্ঘটনা না ঘটলে ওকে জেলে পচতে হত।

—জেলে? পচতে হত? কী বাজে কথা বকছেন?

—আজে বাজে নয়, ঠিকই বলছি।

—ঠিকই বলছেন? তা কারণটা দয়া করে বলবেন কি?

—সে এই শহরের খুব বাজে ধরনের লোক ছিল।

—বাজে লোক? হ্যারি?

—হ্যাঁ।

—আপনার মাথা ঠিক আছে তো?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—তবু একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন।

—উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

—ঠাট্টা করছেন?

—ঠাট্টা আপনাকে?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। না হলে ও কথা বললেন কী করে? মার্টিনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

—না না। আপনার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?

—নেই বলেই তো জানি।

মনে হল মার্টিনকে অস্বাভাবিক, আক্রমণাত্মক। আমি সচকিত হলাম তবে আমাকে কিছু করতে পারবে না। খুব বেশী হলে পানশালার পরিবেশটা অন্যরকম করে ফেলবে। লজ্জার ব্যাপার হলেও এখানকার ম্যানেজার আমায় ক্ষমা করে দেবে কেন না আমায় চেনে।

মার্টিন প্রশ্ন করে—আপনি কি পুলিশের লোক?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে বললাম।

—আমি ওদের ঘৃণা করি।

—ঘৃণা করেন?

—হ্যাঁ।

—কারণটা জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই। পুলিশরা অত্যাচারী।

—প্রয়োজনে হতে তো হয়ই।

—অপ্রয়োজনেও হয়।

—বাজে কথা।

—মোটেই না। আর অভিযোগ করলে আপনারা শোনেন। পুলিশ বলে কথা।

—একথা মানতে পারছি না।

—মানা না মানা, আপনার ব্যাপার। আর বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনারা বোকা।

—বোকা? হঠাৎ এ রকম মন্তব্য?

—অনেক-অনেক কারণ আছে।

—যেমন!

আপনি এ ধরণের বই লেখেন? তাকিয়ে দেখি মার্টিন হিংস্র মুখে চেয়ার দিয়ে আমাকে আগলাতে চেষ্টা করছে। একজন বেয়ারার চোখে চোখ পড়তেই বুঝিয়ে দিই এখন আমার কি ধরণের সাহায্য প্রয়োজন। এই পানশালায় আমার এটাই একটা সুবিধে।

বেয়ারাকে এগিয়ে আসতে দেখে মার্টিন নিজেকে সংযত করে, বলে—আমার বইতে জমিদারের চরিত্র ঠিক এরকম ধরণের।

একথার আমি কোন জবাব না দিয়ে বলি—আপনি কি আমেরিকায় ছিলেন?

—না। এটাও কি পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ।

—উঁহু। শুধু কৌতূহল নিবারণের জন্য।

—কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি হ্যারির সঙ্গে আমায় জড়াতে চাইছেন। কিছুতেই হতে দেব না।

—আমার মনে হয়না হ্যারি আপনার মত লোককে দলে টানতে চেয়েছিল।

—পেট্রলের চোরা কারবারে কাউকে ধরতে না পেরে হ্যারির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছেন। যা সাধারণ পুলিশরা করে থাকে।

—আমি কর্নেল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে আসছি। মার্টিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি, বেশ উত্তেজিত।

আমি বলি দৃঢ়তার সঙ্গে—কোন পেট্রলের ব্যাপার নয়।

—তাহলে? টায়ারের?

—তাও নয়।

—তবে সাকারিনের ব্যাপার? তা দু একজন নির্দোষীকে ছেড়ে প্রকৃত খুনীকে ধরার চেষ্টা করুন কাজের হবে।

—আপনার কথা মনে রাখব।

—ধন্যবাদ।

—কিন্তু একটা কথা কি জানেন?

—কি কথা?

—খুন করাও হ্যারির আওতায় পড়ত।

—খুন জখমও হ্যারি করত।

বলে হঠাৎই মার্টিন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার ড্রাইভার ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলে। দেখে ড্রাইভারকে বললাম, ও একজন লোক। মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে, ও কিছু নয়।

মার্টিন বলে ওঠে—শুনুন মিঃ ক্যালামান...।

—আমি ক্যালামান না, ক্যাল্যাও। কি বলবেন বলুন।

—আপনার দুর্ভাগ্যের শেষ থাকবে না।

—এটা আপনার কোন গল্পের ডায়লগ?

—আমাকে অপরাধী করতে চাইছেন। আমি এবার যেতে চাই মিঃ ক্যালামান।

—এখন আপনাকে মেরে ক'দিন শুইয়ে রাখতে পারতাম জানেন?

—চেষ্টা করে দেখবেন নাকি?

—সেটা করতে চাই না।

—আপনার অসীম করুণা বলতে হবে।

—তবে আপনাকে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা ছাড়তে হবে।

মুখ বিকৃত করে মার্টিন বলে—তাই নাকি?

মার্টিনের কথায় কোন আমল না দিয়ে কিছু টাকা ওর পকেটে গুঁজে দিয়ে বললাম—আশা করি আজকের রাতটা কোন অসুবিধে হবে না। তবে কাল ভোরের প্লেনে লন্ডনের জন্য সীট বুক করে রাখার চেষ্টা করব।

মার্টিন এতক্ষণ চুপ ছিল এবার বলে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ

—ও ভয় আমাকে দেখাবেন না।

—ভয়? আপনাকে?

—আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

—এটা আমার মতামত।

—মানতে পারছি না। আমার এখানে আসার যাবতীয় কাগজপত্র ঠিক আছে।

—ঠিক আছে তাই তো?

—হ্যাঁ।

—ভাল কথা।

—শুনে খুশী হলাম।

—অন্য শহরের মত এখানেও টাকার দরকার হয়।

—জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

—কালোবাজারে ব্রিটেনের পাউন্ড ভাঙাতে দেখলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করব।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

ড্রাইভারের হাতে ধরা মার্টিনকে এবার ছেড়ে দিতে বললাম। ছাড়া পেয়ে মার্টিন সোজা হয়ে দাঁড়াল পানীয়-র জন্য ধন্যবাদ।

—ঠিক আছে।

—তবে আমার মনে হয় এ খবর সরকারের আওতায় পড়ে।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

—আশা করছি দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার আমাদের দেখা হবে।

—এত দেরী করে?

—আপাতত তাই।

—কাল চলে যাবার সময় দেখা হবে।

—চলে যাবার সময়?

—হ্যাঁ।

—শুধু শুধু কষ্ট করে বিমান বন্দরে যাবেন না কেননা কাল আদৌ যাচ্ছি না স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। আমার এখানে অনেক কাজ আছে।

—পরের কথা পরে হবে। এখন হোটেলে যান খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করুন।

—ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

মার্টিন সহসা আমার দিকে ঘুঁষি চালাল। কোন রকমে মাথা সরিয়ে নিজেকে বাঁচালাম। ড্রাইভারের আঘাতে মার্টিন মেঝেতে ছিটকে পড়ল। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। মার্টিনকে বললাম, 'একটু আগে বলেছিলেন, কোন রকম মারামারি করবেন না।' মার্টিন রাগে গজগজ করতে করতে ক্ষতস্থান মোছে। হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসতে বললাম ড্রাইভারকে, আমি একটু পানীয় নিয়ে বসলাম।

।। তিন ।।

পেইন অর্থাৎ আমার ড্রাইভার এর কাছ থেকে নয়, পরবর্তী ঘটনা শুনেছি রোলো মার্টিনের থেকেই।

হোটেল পৌঁছে ম্যানেজারকে আমার নাম করে পেইন বলে এই ভদ্রলোককে একটা ঘর দিতে হবে। মার্টিন এলে ম্যানেজার তাকে জানাল তার ঘর বুক হয়ে আছে। ঘরটা কতদিনের জন্য আছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারে এক সপ্তাহের জন্য। হঠাৎ পাশ থেকে একজন বলে ওঠে বিমান বন্দরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি বলে দুঃখিত। নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হয়েছে।

—তা একটু হয়েছে।

—আমার নাম ক্রাবিন। হেড কোয়ার্টার থেকে ভুল বার্তা এসেছিল। আমার চেনা একজন লোক, আপনি এসেছেন বলতে সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরে যাই।

—আপনি গেছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, কিন্তু ততক্ষণে আপনি চলে গেছেন। আচ্ছা খবরটা হোটেল থেকে পেয়েছেন তো?

—হ্যাঁ।

—মিঃ ডেকস্টার, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুব খুশী আমি।

—ধন্যবাদ।

—ছেলেবেলা থেকে আপনাকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের আসনে বসিয়েছি আমি। আফ্রিকার অগণিত পাঠকের কাছে আপনি প্রিয়। তবে বিষাক্ত ছোবল বইটা আমার সব থেকে ভাল লাগে।

মার্টিন অন্য চিন্তা করছিল, বলে—এখানে কি এক সপ্তাহ থাকতে পারব?

—হ্যাঁ পারবেন।

—অনেক ধন্যবাদ।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে মার্টিন বলে—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—না, না, মনে করার কি আছে? বলুন কি জানতে চান।

—আমার এখানকার খাবার বিল কে দেবে?

—মিঃ স্মিড।

—মিঃ স্মিড? ভাল কথা।

—আপনার হাত খরচের জন্যও টাকা দরকার।

—ঠিকই ধরেছেন।

—এটা আমিই দেব।

—বেশ ভাল।

—মনে হয় কাল একান্তে কাটাবেন।

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন।

—কোথাও যদি বেরোবার হয় কাল জানাবেন।

—নিশ্চয়ই।

—ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

—কি কথা?

—পরশুদিন এখানকার এক সভায় উপন্যাসিকদের নিয়ে আলোচনাচক্র বসবে। আপনি সভাপতি হলে ভীষণ খুশী হব।

মার্টিন সানন্দে রাজী হয়ে যায়, কেননা তার মুক্তি দরকার।

পরে আমি জানতে পারি, সুরা, নারী, উত্তেজনা এসবের প্রতি তার দুর্বলতা আছে।

প্রথম থেকে মার্টিনের মুখে রুমাল চাপা থাকায় ক্রাবিন কিছুটা বিনয়ের সুরে এবার বলে মিঃ ডেকস্টার আপনার দাঁতে কি ব্যাথা? আমার একজন ভাল দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় আছে।

—না, আঘাত লেগেছে।

—হায় ভগবান। ছিনতাইকারীদের হাতে পড়েছিলেন নাকি?

—না-না।

—তাও ভাল।

—একজন সৈনিকের হাতে পড়েছিলাম।

—সৈনিক? খুব বদরাগী বোধহয়?

—আমি ওর কর্নেলগিরি ঘুচিয়ে দিলাম।

—দেখি কোথায় লেগেছে।

ক্ষতস্থান দেখে ক্রাবিন হকচকিয়ে যায়, কিছু বলে না। মার্টিন পরিস্থিতি সহজ করতে চায়, বলে—নির্জন আরোহী বইটা পড়েছেন?

—বোধহয় না।

—নির্জন আরোহীর সবথেকে প্রিয় বন্ধুকে এক জমিদার গুলি করে মেরেছিল, আর সে আইনের সাহায্যে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছিল। গল্পটা এই।

—আমি ভাবতে পারিনি এধরণের পশ্চিমী উপন্যাসগুলো আপনি পড়েন।

—আমি কর্নেল ক্যালামিনের পিছনে ঠিক এইভাবে লাগব।

—আচ্ছা এই কর্নেল লোকটি কে?

—তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—বলুন।

—হ্যারী লাইমকে চেনেন?

—হ্যাঁ। তবে.....।

—তবে কি?

—খুব ভাল করে চিনি না।

—সে ছিল সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আমার।

—আমার মনে হয় না সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে তার মিল থাকবে।

—না মিল নেই।

—আপনি একটা কথা জানেন কিনা জানি না হ্যারি লাইমের থিয়েটারের সখ ছিল।

—থিয়েটারে ঝোঁক?

—তাই তো মনে হয়।

—কেন?

—মাঝে মধ্যে একজন অভিনেত্রী বন্ধুকে নিয়ে আসত সে।

—বয়স কত?

—বেশ অল্পই।

—তবু।

—কুড়ি বাইশ হবে।

—অভিনয় কেমন করে?

—কাঁচা একেবারে।

মার্টিনের হঠাৎ কবরস্থানের মেয়েটির কথা মনে পড়ে। বলে—আমি হ্যারির কোন বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই, যদি সাহায্য করেন।

—নিশ্চয়ই। তা এই মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হবেন?

—আমার কোন আপত্তি নেই।

—সেই মেয়েটিকে হয়ত সভায় দেখতে পাবেন।

—মেয়েটি কি অস্ট্রিয়ান?

—যদিও নিজেকে তাই বলে, তবে আমার স্থির বিশ্বাস ও অস্ট্রিয়ান নয়।

—কি হতে পারে?

—ও হাঙ্গেরীয়ান। হ্যারিই সম্ভবতঃ ওকে কাগজপত্র ঠিক করে দিয়েছিল।

—মেয়েটির নাম কি?

—বলছি—বলে ভাবতে থাকে ক্রাবিন।

ও নিজেকে আন্না স্মিড বলে।

মার্টিনের মনে হল আর কিছু জানার নেই, তাই বলে—আমি ভীষণ ক্লান্ত, এবার বিশ্রাম করব। কাল ভোরে আপনাকে ফোন করব।

—ঠিক আছে। যাবার আগে কিছু পাউন্ড মার্টিনকে দেয় ক্রাবিন। মার্টিন জানতে চায় কত পাউন্ড। উত্তরে জানায় ক্রাবিন, দশ। এরপরে ক্লান্ত মার্টিন কখন ঘুমের মধ্যে ভিয়েনার স্বপ্ন দেখতে থাকে নিজেই জানে না। দেখে বরফের মধ্যে পা ঢুকিয়ে হাঁটছে। প্যাঁচা ডাকছে, হ্যারির মত একজন কাউকে দেখা গেল। আবার প্যাঁচাটা জোরে ডেকে উঠতে ঘুম ভেঙে যায় মার্টিনের। শুনতে পায় ফোন বেজে চলেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিসিভার তুলে সাড়া দিল। ও প্রান্তে অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলে উঠল, আপনি কি রোলো মার্টিন?

—আপনি কে বলছেন?

—আমায় চিনবেন না।

—তবু পরিচয়টা দিলে ভাল হত।

—আমি হ্যারি লাইমের বন্ধু।

—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে খুশী হব। আপনি কোথায় থাকেন?

—পুরানো ভিয়েনার মোড়ের মাথায়।

—আমাদের সাক্ষাৎটা কাল করলে ভাল হয়। আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত।

—ও, আচ্ছা। আচ্ছা। হ্যারি মারা যাবার আগে আমায় অনুরোধ করেছে যেন এখানে আপনার কোন অসুবিধে না হয় তা দেখতে?

মার্টিন ভাবল, তার তো কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। তাহলে, মনে হল কেউ যেন তাকে সাবধান করে দিল। তাই প্রসঙ্গ বদলাল মার্টিন।

—আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানা হল না।

—আমার নাম কার্টস। আমি আপনার কাছে যেতাম কিন্তু ঐ অঞ্চলে অস্ট্রিয়ানদের প্রবেশ নিষেধ।

—তাহলে কাল আমাদেব পুরনো ভিয়েনায় দেখা হতে পারে।

—ঠিক আছে। কাল অবধি কোন অসুবিধে হবে না তো?

—হঠাৎ এ কথা কেন বলছেন?

—মানে হ্যারি বলেছিল আপনার হাতে টাকা পয়সা নেই, তাই। অন্যকিছু ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি।

—এখন আমার কোন রকমে চলে যাবে। হ্যারি ঠিকই বলেছিল, আমার প্রকৃত বন্ধু ছিল ও।

—আমি সে জন্যই..।

—অনেক ধন্যবাদ।

—না, না, এতে ধন্যবাদের কি আছে। ফোন রাখি তাহলে।

—ঠিক আছে।

মার্টিন ভাবে ভিয়েনায় আমার এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ইনি তৃতীয় ব্যক্তি যে টাকা দিতে চাইছে। মার্টিন রিসিভার নামায় নি, অপরপক্ষও বোধহয় তাই, না হলে হঠাৎ শুনল—কাল সকালে আমাদের দেখা হবে কি?

—সকালে? ক'টায়?

—এগারটা।

—কোথায়?

—স্ট্রাসের পুরনো ভিয়েনায়।

—আপত্তি নেই। ভাল কথা, আপনাকে চিনব কি করে?

—সে ব্যবস্থা করে রেখেছি।

—যেমন?

—বাদামী স্যুট পরে থাকব আমি।

—সে তো অনেকেরই থাকতে পারে।

—তা পারে।

—তাহলে তো বোকা বনে যাব।

—আমার হাতে আপনার লেখা বই থাকবে।

—আমার লেখা বই?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলেন?

—হ্যারি দিয়েছিল, তাহলে ঐ কথাই রইল।

মার্টিন কোন উত্তর না দিয়ে ফোন নামিয়ে চিন্তায় ডুবে যায়। মনে পড়ে কর্নেল তাকে বলেছিল হ্যারি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল। সহসা তার মনে হল হ্যারির মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। যা পুলিশও বার করতে পারেনি।

।। চার ।।

মার্টিন আমায় বলেছিল কার্টসকে প্রথম দেখে একটা ব্যাপার খারাপ লেগেছিল, সেটা পরচুলা। মাথায় ঠিকমতো লাগান ছিল না। অথচ চুলের রেখাগুলো দেখে মনে হয় একটা খেয়ালী মন ও মুগ্ধ করার মত রূপ তার আছে। যখন কথাগুলো শুনছিলাম সেই সময় একটি মেয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল বরফের মধ্য দিয়ে। তাকে দেখে মার্টিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে, খুশী করার জন্য 'বললাম' বেশ সুন্দরী মেয়েটি না? 'চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—'সুন্দরী!'

—আমার তো তাই মনে হয়।

মেয়েটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলে—ওসব বাদ দিয়েছি মিঃ ক্যালাও। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন এর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

—আপনার কথা অস্বীকার করছি না। তবে মনে হল মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিলেন তাই বললাম।

—ঠিক বলেছেন। কেন জানি না মেয়েটিকে দেখে একজনের কথা মনে পড়ছিল।

—কার কথা?

—আন্না স্মিড-এর।

—সে কে? সেও তো মেয়ে।

—হ্যাঁ। একভাবে বলতে গেলে তাই হয়।

—একভাবে বলতে কি বোঝাচ্ছেন?

—সে ছিল হ্যারির প্রেমিক।

—আপনি এখন ওর দেখাশুনা করবেন?

—না মিঃ ক্যালাও। সে অন্য ধরণের মেয়ে, দেখেছেন তো হ্যারির কাজের সময়। তাছাড়া এখন ও সব ব্যাপারে থাকতে চাই না।

—যাক্। আপনি এতক্ষণ কার্টসের কথা বলছিলেন তার কথা বলুন।

—হ্যাঁ, আমি যখন হোটেলে গেলাম তখন দেখি কার্টস নির্জন আরোহী বইটা পড়ার ভান করছে। আমি সামনে যেতেই বলল—রুদ্ধশ্বাস ভাবটা দারুণ টিকিয়ে রেখেছেন।

—উত্তেজনা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

—রহস্য ধরে রাখার এক নিপুণ কারিগর আপনি। বই শেষ না করে ওঠা যায় না।

—ধন্যবাদ, এবার কাজের কথায় আসি। আপনি হ্যারি লাইমের বন্ধু ছিলেন না?

—শুধু বন্ধু?

—তাহলে?

—সব থেকে অন্তরঙ্গ, অবশ্য আপনাকে ছাড়া।

—তার মৃত্যু হল কিভাবে একটু বলুন।

কার্টস একটু ভেবে বলল—দুর্ঘটনার সময় আমি হ্যারির সাথে ছিলাম। একসাথে আমরা ফ্ল্যাট থেকে বের হই। তারপর কুলার নামে এক আমেরিকান বন্ধুকে দেখতে পেয়ে ও তাকাল। রাস্তা পার হবার জন্য পা বাড়াতে হঠাৎ একটা জীপ মোড় ঘুরে এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল। তবে সত্যি বলতে গেলে ওরকম ভাবে রাস্তা পার হওয়া তার উচিত হয়নি।

—হ্যারির একজন প্রতিবেশী যে বলল ওর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে।

—তাহলে তো ভালই হত।

—কেন?

—অ্যাম্বুলেন্স ডাকা অবধি বেঁচে ছিল।

মার্টিন অবাক—তাহলে সে কথা বলেছিল।

—শেষ সময়ে আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল।

—আমার সম্বন্ধে!

—হ্যাঁ।

—কি বলেছিল?

—এ মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না, তবে অনুরোধ করেছিল আপনি এখানে এলে আপনার দেখাশুনা করার। (একটু থেমে) আমি আপনার ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।

মার্টিন একথার উত্তর না দিয়ে বলল—হ্যারি মারা যাবার সাথে সাথে আমায় আসতে বারণ করলেন না কেন?

—আমি তার করেছিলাম।

—করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো পাইনি।

—দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছয়নি।

—তাই হবে। আমারও কপাল, না হলে এ দৃশ্য আমায় দেখতে হয়!

—ভিয়েনার এখন যা অবস্থা তার সেন্সার হতে পাঁচ ছদিন লেগে যায়।

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—কি কথা?

—হ্যারির সম্বন্ধে।

—স্বচ্ছন্দে।

—আচ্ছা আপনি জানেন, হ্যারিকে পুলিশ সন্দেহ করত কোন বাজে ব্যাপারে জড়িত ছিল বলে।

—সবাই জানে আমরা সিগারেট জাতীয় জিনিষ বিক্রি করে রোজগার করি।

—তাহলে পুলিশ সন্দেহ করছে কেন?

—তা তো বলতে পারব না। মাঝে মাঝে পুলিশের মাথায় অদ্ভুত তত্ত্ব ফেরে।

—আপনাকে একটা কথা বলি নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

—বলুন কি বলবেন। আমার ভাল লাগছে আপনার কথা শুনতে।

—আপনি আমার যাবার ব্যবস্থা করলেও এখন আমি যাব না।

ভ্রূ কুঁচকে বলে কার্টস—যাবেন না?

—না।

—কারণটা যদি দয়া করে বলেন।

—আমি, পুলিশের ধারণা যে মিথ্যে তা প্রমাণিত করে তবে যাব।

—তাতে লাভ? আমরা কি হ্যারিকে ফিরিয়ে আনতে পারব?

—তা পারব না ঠিকই...।

কার্টস মার্টিনকে থামিয়ে দিয়ে বলে—ওসব পুলিশী ঝামেলার মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না দয়া করে।

—জড়াতে আমি চাই না। আমি দেখতে চাই কর্নেলকে, যে হ্যারিকে দোষী বলছে। ওকে ভিয়েনা ছাড়া করব আমি।

—আমি বুঝতে পারছি না কি করতে চাইছেন।

—হ্যারির মৃত্যুর রহস্য অনুসন্ধান করব।

—অনুসন্ধান? আবার তো পুলিশী ঝামেলা।

—এছাড়া কোন উপায় নেই।

—একথা কেন বলছেন?

—হ্যারি আমার প্রিয় বন্ধু, তাকে কেউ বদনাম করবে আমি সহ্য করব না।

—আমি আপনার রাগের কারণটা বুঝছি, তবু যদি...।

—উপায় নেই। আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

—কি ব্যাপারে?

—কুলারের ঠিকানাটা দেবেন?

—নিশ্চয়ই।

—ওর, আর ড্রাইভারেরটাও।

—ড্রাইভারের ঠিকানা তো জানি না।

—পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে জেনে নিতে পারব মনে হয়।

—আচ্ছা।

—হ্যারির সেই প্রেমিকাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

—হ্যারির প্রেমিকা?

—হ্যাঁ। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কিন্তু...

—কিন্তু কি?

—দেখা না করাই ভাল।

—এ কথা কেন বলছেন?

—হ্যারির ব্যাপারে কথা বললে মেয়েটি দুঃখ পাবে।

—দুঃখ পাবে? কিছু করার নেই, আমার হ্যারির বিষয়ে জানা দরকার। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—নিশ্চয়ই।

—হ্যারিকে পুলিশ কি ব্যাপারে সন্দেহ করছে আপনি জানেন?

—না, জানি না।

—অবশ্য অনেক কাজের বন্ধুও জানতে পারে না।

—আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—কি কথা?

—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে আপনি হ্যারির ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কিছু নোংরা বেরিয়ে পড়ল।

—নোংরা?

—হ্যাঁ।

ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

—আপনি খোঁজ করুন তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে একটা কথা ভেবে দেখেছেন?

—কি কথা?

—এতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টাকাও দরকার।

—সময় যথেষ্ট আছে, আর টাকার ব্যাপারে আপনি সাহায্য করবেন না?

—যদিও ধনী নই, তবু হ্যারিকে কথা দিয়েছিলাম আপনার থাকার ও শোওয়ার ব্যবস্থা করব।

—কিছু একটা ব্যাপারে বাজী ধরতে পারি আপনার সঙ্গে?

—কি ব্যাপারে?

—আমার স্থির বিশ্বাস হ্যারির মৃত্যুর পিছনে কোন রহস্য আছে।

—রহস্য?

—হ্যাঁ।

—রহস্য বলতে কি বোঝাতে চাইছেন?

—আমার ধারণা পুলিশের ব্যাপারে হ্যারির মৃতদেহ যতটা সুবিধা করেছিল, আসল ব্যাপারে যারা জড়িত তাদেরও কি ততটা সুবিধে হয়েছিল?

কথাটা শুনে কার্টস মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—সাহায্যের দরকার হলে আমায় বলবেন।

—সে তো বলবই। এখন কুলারের ঠিকানাটা দিন।

কাগজে ঠিকানাটা লিখে দেয় কার্টস।

—আপনার ঠিকানাটা পেলে ভাল হত।

—আমার ঠিকানা?

—হ্যাঁ বিদেশে আছি তো, কখন কি দরকার লাগে তাই।

—ঠিক আছে।

—ধন্যবাদ।

কার্টস উঠে পরচুলা ঠিক করে বলে—'আমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন না।' এরপর লেখার প্রশংসা করে চলে যায়। কিন্তু মার্টিনের মনে হল হাসি কৃত্রিমতায় ভরা। সন্দেহের চোখে তার চলে যাওয়া দেখতে লাগল সে।

।। পাঁচ ।।

যোশেফস্টাডের থিয়েটারে স্টেজের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে মার্টিন বসে আছে আন্না স্মিডের অপেক্ষায়। একটা কার্ড পাঠিয়েছে হ্যারির বন্ধু লিখে।

হঠাৎ কণ্ঠস্বব ভেসে আসে—মিঃ মার্টিন। তাকিয়ে দেখে উপরে পর্দার ফাঁকে আন্না স্মিড দাঁড়িয়ে। দেখতে খুব একটা সুন্দরী নয়। তবে আলগা শ্রী আছে। চুল কাল, বাদামী চোখ, চওড়া কপাল।

মেয়েটি বলে—আপনি কি ওপরে আসবেন?

—নিশ্চয়ই।

—আমার ঘরটা ডানদিক থেকে দ্বিতীয়টা। একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায় মার্টিন আমায় বলেছিল, এ জগতে কিছু লোক আছে যাদেরকে দেখে মনে হয় নিরীহ। আন্না স্মিড সেই দলের একজন।

মার্টিন আন্নার ঘরের সামনে এসে অনুমতি চায় প্রবেশের জন্য। আন্না মার্টিনকে স্বাগত জানায়। ঘরে ঢুকে মার্টিন লক্ষ্য করল অভিনেত্রীদের ঘরের মত ঘর নয়, পোশাক, প্রসাধন দ্রব্য কিছু নেই, শুধু এক জায়গায় কেটলীতে জল গরম হচ্ছে। আন্না মার্টিনকে প্রশ্ন করে—চা খাবেন? চা খেতে ভাল না বাসলেও বলে, হ্যাঁ। মার্টিনকে চা দিয়ে, নিজে নিয়ে দুজনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে। মার্টিন তাড়াতাড়ি চাটা খেয়ে নিয়ে কাপটা এগিয়ে রেখে বলে—আপনাকে কটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—বলুন কি জানতে চান?

—হ্যারির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দরকার ছিল, তাই না এসে পারলাম না।

অবাক হয়ে আন্না বলে—হ্যারির ব্যাপারে?

—হ্যাঁ।

নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞাসা করে—কি জিজ্ঞাস্য বলুন?

মার্টিন ভাবল নিজের সম্বন্ধে কিছু জানান ভাল, কেননা সে ছিল তারবন্ধু। তাই বলে—আপনি

হয়তো জানেন আমাদের পরিচয় দীর্ঘ কুড়ি বছরের। আমরা এক স্কুলে পড়তাম, পরবর্তীকালেও সম্পর্ক নষ্ট হয়নি।

—আপনার কার্ড দেখে আমি না করতে পারিনি, কিন্তু হ্যারির ব্যাপারে কিছু বলার নেই।

—কিন্তু আমি হ্যারির সম্বন্ধে...।

মার্টিনকে কথার সাথে সাথে আন্না বলে হ্যারি আজ মৃত।

—আমরা দুজনেই তো তাকে ভালবাসি।

—বাসতাম।

—না, এখনো ভালবাসি, আমার হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে ও। (একটু থেমে) আপনি কুলার বলে কাউকে চেনেন?

—সেই আমেরিকান ছেলেটা?

—হ্যাঁ।

—হ্যারি মারা যাওয়ার পর আমায় কিছু টাকা দিয়ে বলল এটা হ্যারি দিতে বলেছে।

—হ্যারি মারা যাবার সময়ও তোমার কথা চিন্তা করেছে তাতে মনে হয় খুব একটা যন্ত্রণা পায়নি।

—সে কথাটাই নিজেকে সব সময় বোঝাতে চাই, চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। তবু এক এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

—আচ্ছা হ্যারি মারা যাবার সময় আপনি কি ডাক্তারের কাছে গেছিলেন?

—না, তখন যাবার মত মনের অবস্থা ছিল না। অন্যরা গেছিল।

—সেই ড্রাইভারটা কোর্টে কি বলেছিল, মনে আছে?

—হ্যাঁ, তবে...

—তবে কি?

—ড্রাইভারটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

—কেন?

—ও হ্যারিকে চিনত।

—তারপর?

—শেষে কুলারের সাক্ষী ওকে বাঁচাল।

হঠাৎ জানালার বাইরে থেকে আন্নাকে কেউ ডাকতে ইতস্ততঃ বোধ করল, সে তারপর বলল—এখানে বেশীক্ষণ থাকার নিয়ম নেই। তাই...

মার্টিন তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে পুলিশ কেন ওকে সন্দেহ করছে, আপনি জানেন?

—না।

—আমার মনে হয় মারাত্মক কিছুর সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছিল।

—আপনার অনুমান হয়ত সত্যি।

—আচ্ছা কার্টস বলে কাউকে চেনেন?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

—যদি চিনতে পারেন, লোকটি পরচুলা পরে।

—ও, সেই লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আচ্ছা, ওরা সবাই মিলে হ্যারিকে খুন করেনি তো? আমার তো ডাক্তারটাকেও সন্দেহ হয়। আর ভেবে কি হবে সবই তো শেষ।

—কিন্তু আমি কাউকে ছাড়ছি না।

—কী করবেন?

—হ্যারির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।

আবার বাইরে থেকে মেয়েটিকে কেউ ডাকল। মার্টিন বলে—আমি চলি, আবার হয়ত আসতে হতে পারে।

—একটু দাঁড়ান।

—কিছু বলবেন।

—হ্যাঁ।

—বলুন।

—আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—ও আচ্ছা।

কুয়াশার মধ্য দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। গুড়ো গুড়ো বরফ পড়ছে সমানে। মার্টিনের বেশ শীত করছে, মনে হল শরীরটাকে চাঙ্গা করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু, মনের যা অবস্থা তাতে কোন ক্লাবে যেতে ইচ্ছা করছে না। অগত্যা একটা সিগারেট ধরাল মার্টিন, আন্নাকেও দিলে আন্না নেয় না। মার্টিনের মাথায় নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে। সবই বন্ধুকে ঘিরে, তবে একটা ব্যাপার তার আশ্চর্য লাগছে আন্নার কথা হ্যারি তাকে জানায়নি। জানালে তার সঙ্গে রসিকতা করতে পারত।পারত—বিয়ে করেছ নিশ্চয়ই, কেমন দেখতে? সাংঘাতিক সুন্দরী! অভিনেত্রী যখন। আগে বলত—আলাপ না করিয়ে দাও একটা ফটো তো পাঠাও, দেখে চক্ষু সার্থক করি। তারপর উইক এন্ডে প্লেজার ট্রিপে কোথায় যাচ্ছ? আগে থেকে হনিমুনের জায়গা ঠিক আছে তো!

মার্টিন চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে একটা।

—মিঃ মার্টিন কিছু ভাবছেন?

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে, বলে—কিছু বলছিলেন?

—বলছি, কি ভাবছেন?

—তেমন কিছু না।

—আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলছে।

—কি কথা?

—বলব?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন?

—আমি? আপনাকে লুকোব?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

—তাহলে সত্যি কথা বলি।

—বলবেন বৈ কি?

—কিছু মনে করবেন না তে?

—না, না, মনে করার কি আছে! তাছাড়া আপনি আমায় এমন কিছু অসম্মতিজনক কথা বলবেন না নিশ্চয়ই? বিশেষ করে যখন হ্যারির বন্ধু ছিলেন।

—আসলে, আপনার সঙ্গে হ্যারির যে পরিচয় আছে সেটা আমায় আদৌ জানায় নি ও।

—ও।

—অথচ সব কথা বলত ও, আমায় কিছু লুকোত না।

—জানান উচিত ছিল। তবে একটা কথা বলতে পারি।

—কি?

—আপনি যখন হ্যারির বন্ধু তখন আজ থেকে আমারও বন্ধু।

মার্টিন খুশী হয়ে বলে—মিস্ স্মিড!

—হ্যাঁ মিঃ মার্টিন।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

—না না এতে ধন্যবাদের কি আছে। আর হ্যারির বন্ধু যখন নিশ্চয়ই ওর মত ভাল। তাই এত কথা আপনাকে বললাম। আসলে...।

—থামলেন কেন? বলুন।

—আসলে বড্ড একা হয়ে পড়েছি। নিঃসঙ্গতা কাটাতে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। একা থাকলে হ্যারি যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, ওর নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় আমার পাগলের মত অবস্থা হয়। সহ্য করতে পারি না। মনে হয় সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

—না, না ও কথা বলবেন না।

—বলতে তো চাই না। কিন্তু, না বলেও থাকতে পারছি না। ওকে বোঝা যায় না।

আন্না যদি এ মুহূর্তে কাঁদতে পারত তাহলে হাল্কা হত। কাঁদতে পারছে না বলে আরও গুমরে রয়েছে, মার্টিন ভাবে।

—আসলে ও ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছে এবার মার্টিনের, ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুজনে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত মনে পাশাপাশি চলতে থাকে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মার্টিন বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম।

—কি কথা? আন্না যেন স্বস্তি পেল। এতক্ষণ চুপ করে থেকে ভিতরে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল।

—না, জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। হয়তো আপনি...।

—আমি কি?

—দুঃখ পাবেন।

করুন হাসি হেসে বলল—দুঃখ?

—হ্যাঁ।

—নতুন করে কি দুঃখ দেবেন। যা পাবার তো পেয়েছি, এখন কোন কিছুতেই কিছু হয় না, সহ্য হয়ে গেছে। বলুন, কি বলবেন?

ইতস্ততঃ করে বলে মার্টিন—আপনি কি হ্যারিকে আগে থাকতেই চিনতেন?

আন্না যদি চেনে তাহলে হ্যারির সম্বন্ধে অনেক খবর হয়ত পাওয়া যাবে, যা তার কাছে অজানা।

অনেক কষ্টে যেন উত্তর দেয়—না।

—প্রথম পরিচয় কিভাবে হল?

আন্না চলা থামিয়ে বলে, আমাদের প্রথম পরিচয়?

মেয়েটিকে ও ভাবে দাঁড়াতে দেখে মার্টিন কুণ্ঠিত হয়, মনে ভাবে না জিজ্ঞাসা করলেই ভাল হত। যদি না জানতে চাইতে এখন, কি ক্ষতি হত। নিজের ওপর নিজেরই রাগ হয় তার। সঙ্গে সঙ্গে বলে—যদি কোন আপত্তি না থাকে। কথাটা যেন জোলো হয়ে গেছে এই ভেবে আবার বলল—আমার কৌতূহল আপনার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

—না না, আপনি এত সংকোচ করবেন না, আমি ওর ব্যাপারে সবকিছু আপনাকে বলতে চাই। আর...আবার বলতে শুরু করে আন্না।

—আর কি?

—আপনার মধ্যে দিয়ে ওকে নতুন করে জানছি।

—হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

—কথাটা মনে হল, তাই বললাম। আপনার ভয়ের কিছু নেই।

—আমি ভয় পাইনি। মানে আপনার কথাগুলো ঠিক...।

—বুঝতে পারছেন না, তাইতো?

—হ্যাঁ।

—আসলে আপনি তো ওর বন্ধু, ওর ব্যাপারে অনেক কথা জানতে পারব।

—অবশ্যই পারবেন।

—যে কথা হচ্ছিল, হ্যারির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঐ যোশেফস্টাড থিয়েটারে।

—থিয়েটারে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু...

—কিন্তু কি?

—ওর সিনেমা থিয়েটারের প্রতি অনুরাগ ছিল. তা তো জানতাম না।

—ছিল কিনা বলতে পারব না।

—তারপর?

—সেদিন বোধহয় ছুটির দিন ছিল। তারিখটা মনে আসছে না, ডায়রী দেখলে জানা যাবে। আমার ঘরে আছে।

—ডায়রীতে সব কিছু লেখেন বোধহয়?
—সব কিছু নয়।
—তবে?
—মানে স্মরণীয় কিছু ঘটনা আর কি!
—সেদিন ওর আসাটা আপনার কাছে সেরকম কিছু মনে হয়েছিল।
—এখন নাও হতে পারে।
—এরপর?
—হ্যাঁ মনে পড়েছে, গুড ফ্রাইডে ছিল সেদিন।

সবে অভিনয় শেষ হয়েছে। খুব ক্লান্ত লাগাতে পোশাক না ছেড়েই শুয়ে পড়েছিলাম। ঘরে অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলছিল, দরজা ভেজান। থিয়েটারের একটা কাজেব ছেলে এসে বলল—মিস স্মিড, ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

আমি চোখ না খুলেই সাড়া দিলাম।

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন একজন।
—আমার সঙ্গে?
—হ্যাঁ। উপরে নিয়ে আসব?
—এর আগে কোনদিন এসেছিল?
—না।
—নাম জিজ্ঞাসা করেছ? চিন্তিত হয়ে পড়ে আন্না।
—করেছি।
—কি নাম?
—হ্যারি লাইম।
—ও নামে কাউকে আমি চিনি না। অন্য কাউকে ডাকছে দেখ। শুনতে ভুল হয়েছে তোমার।
—কিন্তু নিজের কানে শুনেছি।
—ভুল হয়েছে বলছি তো।
—ভুল।
—হ্যাঁ। আন্না যেমন ছিল সেরকমই থাকে।
—আমি গিয়ে আর একবার জিজ্ঞাসা করব?
—যাও।

একটু পরে ছেলেটি ফিরে এসে বলল—হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছেন।

—ঠিক আছে নিয়ে এস।

অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল। একটু পরে হ্যারি এল। কাজের ছেলেটি চলে যেতে ফুলের তোড়া আমার হাতে দিয়ে হেসে বলল—আজকের অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদ।

আনন্দের সঙ্গে ফুলগুলো নিয়ে হ্যারিকে ধন্যবাদ জানাই। খেয়াল হয় ওকে বসতে বলি নি। সোফায় বসতে বলি।

—আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?
—না না। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?
—হ্যাঁ বলুন।
—একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছা করছে।
—কোন কথা?
—আমার অভিনয় ভাল লেগেছে?

হেসে মাথা নাড়ে হ্যারি।

—ধন্যবাদ!
—আপনি ক্লান্ত জেনেও আলাপ করতে এলাম।
—কিন্তু আমাকে তো সবাই অভিনেত্রী হিসাবে কদর করে না।

—ওটা বাড়াবাড়ি। ভাল অভিনয় করতে না পারলে থিয়েটার গোষ্ঠী কি আপনাকে পুষত?

—একটু কফির ব্যবস্থা করি। কেননা এখন মদ দিতে পারব না।

—ওসব কিছু চাই না। আপনি কথা বলুন তাতেই হবে।

—আমি বড় দরের অভিনেত্রী তো নই, সেজন্য অন্তত একটু কফি হোক।

—অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমার এখন একটু পানীয় দরকার।

হ্যারি কফি শেষ করে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ডায়রী এগিয়ে দেয় আন্নার দিকে। তাকে উঁচু আসনে বসাতে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে আন্না, তারপর ক্রমশঃ দু'জনে দু'জনার কাছাকাছি এসেছে। আনন্দের মাঝে হারিয়ে গেছে।

নিঃশব্দে মার্টিন ও আন্না হেঁটে চলেছে। তার নিজের ঘটনা বলা শেষ। হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। আন্না বলে—এবার ট্রামে উঠতে হবে।

—যাবেন বই কি।

—আবার দেখা হলে খুশী হব।

—আমিও।

কিছুটা ইতস্ততঃ করে আবার বলে—একটা কথা বলার ছিল আপনাকে।

—হ্যাঁ বলুন। এত সঙ্কোচের কি আছে।

—না ঠিক সঙ্কোচ নয়। তবে যদি অভয় দেন তো বলি।

—মানে অনুমতি?

—হ্যাঁ।

—কথাটা খুব সাধারণ বলে মনে হচ্ছে না।

—না তেমন কিছু নয়।

—তাহলে অনুমতি চাইছেন কেন?

—মানে আপনাকে বলতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

—তা কথাটা কি?

—মানে আমি বলছিলাম...

—বলুন কি বলবেন। এত ইতস্ততঃ করার কিছু নেই। আর আমি তো আগেই বলেছি, আপনি হ্যারির বন্ধু, কখনো খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না আমার সাথে।

—সে তো ঠিকই।

—তাহলে এত দ্বিধা কেন?

—আমি বলছিলাম, আপনার ডায়রীতে আজকের কথাগুলো লিখে রাখবেন?

—না।

—লিখবেন না?

—না।

—কারণটা যদি বলেন?

—হ্যারি মারা যাবার পর থেকে আর লিখি না। এখন আমার লেখার কি আছে? নিজের জীবন নিজের কাছেই মিথ্যা মনে হচ্ছে।

—না-না, একথা বলছেন কেন?

—বলতে তো চাই না, কিন্তু চলে আসে। যত রাত বাড়তে থাকে তত হ্যারি যেন সামনে এসে দাঁড়ায়, কথা বলতে চায়। আমি শুধু বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি। কিছু বলতে পারি না। সে কী যন্ত্রণা, বলে বোঝান যাবে না। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি।

কিন্তু আপনার সামনে সমস্ত জীবন পড়ে আছে। এভাবে ভেঙে পড়লে বাঁচবেন কি করে!

—সে কথা ভাবতে পারছি না।

—না ভাবলে তো চলবে না।

—আমি সব কিছু ভুলে যেতে চাই।

—মানুষ তো তা পারে না। তার চাহিদা অনেক।

—চাহিদা?

—হ্যাঁ।

করুণ মুখ করে বলে আন্না—এখন আর চাহিদা বলে কিছু নেই, সব ফুরিয়ে গেছে।

—এখন মন উতলা, তাই এরকম মনে হচ্ছে। একদিন দেখবেন...।

মার্টিনকে থামিয়ে দেয় আন্না, আর এসব আলোচনা তার ভাল লাগছে না। মনে হল মার্টিন তার কথায় কিছু মনে করতে পারে। কিন্তু কি করবে? তার মনের কথা সেই জানে।

ট্রাম এসে পড়তে বিদায় নিয়ে চলে যায় আন্না।

।। ছয় ।।

পেশাদারী গোয়েন্দার থেকে শখের গোয়েন্দাদের সুবিধা অনেক বেশী। কাজের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে না। সত্যি বলতে কি, মার্টিন একদিনে যা করেছিল, আমার লোক হলে সেই কাজ করতে দুদিন লাগত। সবচেয়ে বড় সুবিধে সে হ্যারির বন্ধু তাই সরাসরি ভিতরে যেতে পারছিল। আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

মার্টিন এবার ডাঃ উইস্কলোরের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। হ্যারি লাইমের বন্ধু বলে কার্ড পাঠিয়ে ডাক্তারের বৈঠকখানায় বসে আছে। ঘরে পুরনো দিনের জিনিষে ভর্তি। দেওয়ালে অনেকগুলো ক্রশ ঝোলান. মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর কাঠের ও আইভরির পুরনো মূর্তিগুলো চারদিকে ছড়ান। বড় বড় উঁচু চেয়ারও রয়েছে।

ডাঃ উইস্কলোরের ছোটখাট চেহারা, পোশাক চটকদার, গায়ে কালো কোট উঁচু কলার, ছোট গোঁফ। মার্টিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আপনি মিঃ মার্টিন? হ্যারির বন্ধু?

—হ্যাঁ। তা আপনার সংগ্রহশালাটা তো ভারী চমৎকার।

—আপনার আসার কারণ, আমি রুগী বসিয়ে এসেছিতো।

মার্টিন লজ্জা পেয়ে বলে—বক্তব্য সংক্ষেপেই পেশ করব। আমরা দুজনেই তো হ্যারির বন্ধু ছিলাম, তাই না।

—আমরা বলতে কি আমাকেও বোঝাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—বাদ দিতে পারেন।

—কেন?

—আমি তার চিকিৎসক ছিলাম মাত্র।

—যাক্, হ্যারি আমায় এখানে ডেকেছিল তাকে কি একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে। কিন্তু, এসে দেখি সব শেষ।

—সত্যি ব্যাপারটা বড় দুঃখের।

—আমি সমস্ত ঘটনাটা জানতে চাইছি।

—আপনাকে জানাবার মত কিছু নেই।

—কিছুই নেই?

—না।

—অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।

—আমি যেটুকু জানি বলছি। গাড়ি চাপা দেওয়ার পর গিয়ে দেখি হ্যারি মৃত।

—আচ্ছা, ঐ ঘটনার পর কি জ্ঞান থাকা সম্ভব?

—কিছু সময়ের জন্য থাকলেও থাকতে পারে।

—আপনি কি নিশ্চিত, এটা নিছক দুর্ঘটনা?

দেওয়াল থেকে একটা ক্রশ তুলে নিয়ে ডাক্তার বলে—আমি সেখানে ছিলাম না। আর আমার কাজ মৃত্যু কি কারণে ঘটেছিল তার ওপর সীমাবদ্ধ। এতে অসন্তোষের কি কোন কারণ আছে?

—পুলিশ হ্যারিকে বাজে ব্যাপারে জড়িয়েছিল। আমার মনে হয় এটা খুন নয়ত আত্মহত্যা।

—এ ব্যাপারে কোন মতামত নেই।

—আপনি কুলার বলে কাউকে চেনেন?

—না ঠিক মনে করতে পারছি না।

—হ্যারির মৃত্যুর সময় সে কিন্তু ওখানে ছিল।

—তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছি। আচ্ছা মাথায় কি পরচুলা আছে?

—না, আপনি কার্টসের সঙ্গে ভুল করছেন।

—সেখানে কিন্তু আরও একজন ছিল।

—আপনি কি অনেকদিন হ্যারিব চিকিৎসা করছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কতদিন হবে?

—তা প্রায় বছর খানেক।

—আর আপনার সময় নষ্ট করব না। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই লাগছে, তাহলে চলি।

।। সাত ।।

অনুসন্ধান পর্বের এত বিবৃতির মধ্যে মার্টিন, কোন সন্দেহজনক কিছু পায়নি। ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কি খেয়াল হল হ্যারির ফ্ল্যাটে গেল। সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলা খুবই দরকার।

এক সময় হ্যারির পাশের ফ্ল্যাটে হাজির হয় সে। বেল টিপতে লোকটি বেরিয়ে আসে, মার্টিনকে দেখে চিনতে পারে। ইতিমধ্যে লোকটির স্ত্রীও এসেছে। তাকে বলল—এ পুলিশের লোক নয়, বিশ্বাস কর, হ্যারির বন্ধু, কদিন আগে এসেছিল।

ভদ্রমহিলা কোন জবাব দিল না, মনে হয় অবিশ্বাস করল, একবার স্বামীর দিকে একবার মার্টিনের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। লোকটি এবার বলল—আমি সেদিন দুর্ঘটনাটা দেখেছি।

—আপনি কি কবে বুঝলেন ওটা দুর্ঘটনা ছিল?

—একটা কারণ আছে।

—সেটাই তো জানতে চাই।

মার্টিনকে ফ্ল্যাটের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে সিগারেট দিয়ে লোকটি আবাব শুরু কবল।

—হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ হতে জানালার কাছে গিয়ে দেখি, হ্যারিকে ধবাধবি করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসছে।

আপনি কি এ ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছেন?

—না।

—কেন?

—পুলিশে জড়াতে চাই না। তাছাড়া....।

—কি?

—আমি তো সবটা জানি না।

—আচ্ছা দুর্ঘটনার পর কি মনে হচ্ছিল ও খুব কষ্ট পাচ্ছে?

—না তো।

—এ কথা কেন বলছেন।

—কারণ ও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

—আপনি কি ডাক্তার?

—না।

—তাহলে কি করে বুঝলেন?

—আমি লাশ ঘরের হেড ক্লার্ক। তাই জানালা দিয়ে তাকিয়েই বুঝেছি, ও বেঁচে নেই।

—কিন্তু অনেকে বলেছে যে হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি।

—মৃত্যুকে আমার মত কেউ চেনে না। আমার নাম হেরচক। আমার অভিজ্ঞতার কথা আশেপাশের লোকেদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

—না-না. আমি অস্বীকার করছি না। তবে খবর পেয়েছি হ্যারি ডাক্তার আসার আগেই মারা গেছে।

জোর দিয়ে বলে হেরচক—না। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।

—তবে মিঃ হেরচক আপনার কোর্টে সাক্ষী দেওয়া উচিত ছিল।

—কিন্তু মিঃ মার্টিন পুলিশের ব্যাপারে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। ইচ্ছাকৃতভাবে কে পুলিশের কাছে যায়, তাছাড়া আমি তো প্রত্যক্ষদর্শী নই।

—আর কে কে ছিল?

—তিনজনকে দেখেছি হ্যারির দেহ বয়ে আনতে।

—হ্যাঁ জানি। তাদের মধ্যে ড্রাইভার ছিল।

—না। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামেনি, গাড়িতেই বসেছিল।

কথাটা শুনে মার্টিন চমকে ওঠে, বলে—সেই লোকগুলোর একটু বর্ণনা দিতে পারেন?

হেরচক জানায়, এই ঘটনার সঙ্গে যাতে না জড়িয়ে পড়ে তাই জানালা পরে বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং সে সাক্ষী দিতে রাজী নয়।

মার্টিন চিন্তিত হয়ে পড়ে। এটা যে একটা খুন সে বিষয়ে নিশ্চিত, অথচ এরা কেউই হ্যারির মৃত্যুর সঠিক সময় জানাতে পারল না। এখন পর্যন্ত যে দুজন বন্ধুর সন্ধান পাওয়া গেছে যারা টাকা ও দেশে ফেরার টিকিট দিতে চেয়েছে। তাহলে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার হেরচককে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি হ্যারিকে ফ্ল্যাট থেকে বের হতে দেখেছেন?

—না।

—কোন রকম চিৎকার চেঁচামেচি।

—না, শুধু ব্রেক কষার শব্দ।

মার্টিন মনে মনে সিদ্ধান্তে এল : কার্টস, কুলার ও ড্রাইভার ছাড়া জানা যাবে না হ্যারি খুন হয়েছিল কি না।

—হ্যারির ফ্ল্যাটের চাবি কার কাছে থাকে?

—আমার কাছে।

—একবার ফ্ল্যাটটা দেখতে পারি?

—নিশ্চয়ই।

এরপর স্ত্রীকে ডেকে চাবিটা আনতে বলে। বোঝা যায় ভদ্রমহিলা খুশী নয়। হ্যারির ফ্ল্যাটটা খোলা হলে দেখা যায় বৈঠকখানা ঘরটা ছোট, ঘরে টার্কিস সিগারেটের গন্ধ যেন এখনও ভাসছে। শোবার ঘরে নিভাঁজ বিছানা। সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে যেন মনে হয় হ্যারি যেন কদিন আগেও এখানে ছিল।

মার্টিন বলে উঠল—হ্যারিব রুচি বোধ আছে। পরিষ্কারও বটে।

—কি ভেবে বললেন?

—ফ্ল্যাটটা এত পরিষ্কার তাই।

—ইল্‌কে সমস্ত কিছু করেছে। আসলে হ্যারি তো গোছাল নয়।

—ঘরে কি তেমন কোন কাগজপত্র ছিল?

—এক বন্ধু এসে ওর ব্রিফকেস আর কাগজ ফেলার ঝুড়িটা নিয়ে গেছে।

—বন্ধু নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কে সে বন্ধু?

—ঐ যে পরচুলা পরা লোকটা।

—ঠিক মনে আছে তো?

—হ্যাঁ।

—এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি, হ্যারিকে খুন করা হয়েছে।

—খুন?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ হেরচক বলে—এসব অর্থহীন কথা বলবেন জানলে, এখানে আপনাকে আনতাম না।

—আপনি আমায় অপমান করুন আর যাই করুন, আপনার সাক্ষী কাজে লাগত।

—আমার আর কিছু বলার নেই।

—নেই?

—না, আমি কিছুই দেখিনি। আপনি এবার আসুন।

—বলেই সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেল হেরচক। মার্টিনকে চলে যাবার আগে বলে—এসব ব্যাপারে আমায় কিন্তু কিছুতেই জড়াবেন না।

—পরে দেখা যাবে।

—ও কাজ করবেন না।

—দয়া করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন।

—আমার যা বোঝার তা বুঝে গেছি।

—বোঝেননি, তাহলে এত করে বলতাম না।

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

—মিঃ হেরচক!

—বললাম তো।

—আপনি চান না সত্য প্রকাশ হোক।

—অসত্য কিছু থাকলে তো প্রকাশ হবে। আপনাকে তো আগেই বলেছি ওটা নিছক দুর্ঘটনা তবু জেদ করছেন। তাই আর আমার আগ্রহ নেই।

—আমার আছে।

—তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না।

—মুখে বলছেন কিন্তু সাহায্য করতে চাইছেন না।

—আমি এবার বের হব।

—অর্থাৎ, আমায় যেতে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে চলি, আবার দেখা হবে।

—না দেখা হলেই খুশী হব।

—কিন্তু সেটা যে আমার অখুশীর কারণ হবে!

—চলি।

মার্টিন হোটেলে ফিরতে একজন কর্মচারী একটা চিঠি দিল। মার্টিন ঘুরে তাকায়—চিঠি?

—হ্যাঁ।

—কে দিয়ে গেছে?

—দেখিনি।

—তবে কোথায় পেলেন?

—লেটার বক্সে পড়েছিল।

চিঠি খুলে দেখে ক্রাবিনের লেখা। তাতে আছে পরবর্তী অনুষ্ঠানসূচী নিয়ে আলোচনা হবে আর মার্টিনের সম্মানে আগামী সপ্তাহে একটা ককটেল পার্টির আয়োজন হচ্ছে। এবং আজকের অনুষ্ঠানে সে নিশ্চয়ই হাজির থাকবে। তাই ঠিক আটটা পনেরোতে গাড়ি আসবে হোটেলে মার্টিনকে নিয়ে যেতে।

চিঠিটা পড়ে এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ না দেখিয়ে বিশ্রাম নিতে গেল মার্টিন।

।। আট ।।

কুলারের সাথে দেখা করবে বলে তার ফ্ল্যাটে মার্টিন পৌঁছাল পাঁচটার সময়। এই এলাকাটা আমেরিকার অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। ফ্ল্যাটের নিচেই একটা আইসক্রীমের দোকান। লোকও আছে। কুলারের ফ্লাটে গিয়ে বেল বাজাল মার্টিন। কুলার দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে—হ্যারির যখন বন্ধু তখন আমারও বন্ধু। তাছাড়া আপনাকে আমি চিনি।

মার্টিন অবাক, বলে—আমায় চেনেন?

—হ্যাঁ।

—হ্যারির কাছে শুনেছেন বোধহয়?

—না।

—তাহলে?

—আমি পশ্চিমী নভেলের খুব ভক্ত। বুঝতেই পারছেন।

অন্য সময় হলে খুশী হত মার্টিন কিন্তু এখন তেমন খুশী হল না। সবকিছু কেমন বাজে লাগছে। আসলে হ্যারির মৃত্যুকে সে ঠিক মানতে পারছে না। তবুও বলল—আপনি আমার নভেল পড়েছেন শুনে সুখী হলাম।

—না, না ওকথা বলবেন না।

—সত্যি কথা বললে তাই দাঁড়ায়।

—আমাকে একজন সমঝদার পাঠক ভাববেন না।

—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বলুন।

—হ্যারির মৃত্যুর সময় আপনি তো ওখানে ছিলেন?

—ওফ্ সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য! আর ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস দেখুন সে সময় আমি হ্যারির কাছেই যাচ্ছিলাম।

—কি করে ঘটল ঘটনাটা।

—হ্যারি আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হতে যায়, তখনই একটা গাড়ি ছুটে এসে ধাক্কা মারে।

—গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষেনি?

—কষেছিল, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

এবার একটু পানীয় নেওয়া যাক। হ্যারির এই সব কথা ভাবলে এর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

—দিতে পারেন। আচ্ছা মিঃ কুলার ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে আর কেউ ছিল?

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও থেমে যায় সে। মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে—কোন লোকটার কথা বলছেন?

—আমি শুনেছি আব কেউ ছিল।

—আমি জানি না।

—জানেন না?

—না। এসব কোত্থেকে শুনেছেন।

একটু থেমে আবার বলে—ইচ্ছা করলে পুলিশ রিপোর্ট থেকে জেনে নিন।

—তা অবশ্য জানা যায়, তবু আপনার কাছ থেকেই শুনতে চাইছিলাম।

—তখন আমি, কার্টস ও ড্রাইভার ছাড়া কেউ ছিল না। আপনি সম্ভবত ডাক্তারের কথা বলছেন?

—আমি হ্যারির পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন লোক ছিল. এবং...

মার্টিন ইচ্ছে করে মাঝপথে থেমে যায়। তাকে রহস্যটা খুঁজে বের করতেই হবে।

—এবং কি?

—তার মধ্যে ডাক্তার ছিল না। লোকটি জানালা দিয়ে সব দেখেছে।
—জানালা দিয়ে দেখেছে?
—হ্যাঁ। স্থির দৃষ্টিতে সে কুলারকে দেখতে থাকে।
—দেখতে ভুলও হতে পারে।
—হতে পারে না, তা বলছি না। তবে...।
—কী? একটু ব্যস্ত মনে হয় কুলারকে।
—হয়ত দেখতে তার ভুল হয়নি।
—এবার আমার একটা কথার জবাব দেবেন?
—কি?
—সে কি কোর্টে সাক্ষী দিয়েছিল?
—না।
—কেন?
—পুলিশে নিজেকে জড়াতে চায়নি তাই।
—ভাল করে দেখলে তো সাক্ষী দেবে। আপনি গেছেন, যাহোক মনগড়া কিছু একটা বলে দিয়েছে।
—মনগড়া?
—হ্যাঁ। আপনি এসব ইওরোপীয়ানগুলোকে কোনদিন সুনাগরিক করে তুলতে পারবেন না।
—এ কথা কেন বলছেন?
—ওর কোর্টে সাক্ষী দেওয়া উচিত ছিল।
—হ্যাঁ এ ব্যাপারে আমিও একমত।
—দুর্ঘটনার পর রিপোর্ট নানাভাবে হতে পারে। তবে সবগুলোই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। মার্টিনের দিকে একটু ঝুঁকে বলে—ও আর কি দেখেছে! গলার স্বরে অস্বাভাবিকতা।
—না আর কিছু দেখেনি, তবে হ্যারিকে যখন বাড়ির দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন সে যে বেঁচে নেই একথা বলেছে।
হয়ত প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই, কুলার বলল—প্রায় চেনাই বলেছে।
মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলল—আর একটু মদ দেব আপনাকে?
—না আর দরকার নেই।
—জানেন হ্যারিকে খুব ভালবাসতাম। ওর প্রসঙ্গ উঠলেই খুব কষ্ট হয়। তাই দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।
—আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যাব।
—কি কথা।
—আন্না স্মিডকে চেনেন?
—হ্যারির প্রেমিকা?
—হ্যাঁ।
—একবারের জন্য দেখেছিলাম। ওর কাগজপত্র আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম।
—বন্ধুর প্রেমিকার জন্য উচিত কর্তব্যই করেছেন। তবে কারণটা যদি বলেন।
—আসলে আন্না ছিল হাঙ্গেরিয়ান, বাবা জার্মানি। সব সময় রাশিয়ানদের ভয় পেত। এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। 'সরি' বলে কুলার উঠে গিয়ে ফোনে কিছু কথা বলে ফিরে আসে। মার্টিন প্রশ্ন করে—পুলিশ হ্যারির ব্যাপারে যে কথা বলেছে সে সম্বন্ধে কিছু জানেন?
—আমার মনে হয় না সে রকম কিছু থাকতে পারে। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে ও খুব সজাগ ছিল।
—কিন্তু পুলিশ বলেছে ও এ ব্যাপারে জড়িত ছিল।
—কোন মন্তব্য অবান্তর।
মার্টিন আর কোন কথা না বলে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসে। সবাই এত সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছে যে দিশেহারা অবস্থা, আবার দুর্ঘটনার সময় সে ছিল না। এরা সাহায্য না করলে খড়ের গাদায়

ছুঁচ খোঁজার অবস্থা হবে। না, যে করেই হোক হত্যাকারীকে খুঁজে পেতেই হবে।

।। নয় ।।

মার্টিন নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে। রাত বেশ হয়েছে। অন্ধকারে বাড়িগুলোকে দৈত্যের মত লাগছে। কিছুটা দূরে একটা মিলিটারী থানার কাছে চারজন মিলিটারী একটা জীপে উঠছে।

কুলারের কাছে মদ খাওয়ার পর তার নারী সঙ্গের দরকার হয়ে পড়েছে। মনে পড়ছে বিগত সময়ের আমস্টারডাম ও প্যারিসের নারীসঙ্গের কথা। মার্টিন নিজেকে সংযত করে আন্নার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। রাস্তায় বিজ্ঞাপনে দেখেছে আজ যোসেফস্টাডে কোন নাটক নেই। তার মানে বেরিয়ে না গেলে আন্নাকে পাওয়া যাবে।

তার ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজায় মার্টিন। এখনো মদের নেশা কাটেনি মাথা ঝিমঝিম করছে। আন্না দরজা খুলতে মার্টিন মিথ্যে কথা বলে—আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে চলে এলাম।

—কোথায় যাচ্ছিলেন? এতো শহরের শেষ প্রান্ত।

একটুও বিচলিত না হয়ে বলে—কুলারের বাড়িতে একটু বেশী ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি তাই রাস্তায় ঘুরছিলাম।

মার্টিনকে ঘরে বসিয়ে আন্না জানায় চা ছাড়া এখন আর অন্য পানীয় সে খাওয়াতে পারবে না।

মার্টিন বলে—না, না আপনি বিব্রত হবেন না। টেবিলে রাখা একটা বই দেখে কুণ্ঠার সঙ্গে আবার বলল—হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম না তো?

—না, না।

—আমি এখানে কিছুক্ষণের জন্য বসতে পারি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। একটু চুপ করে আবার বলে—আপনার বেল বাজান শুনে আজ বারবার হ্যারির কথা মনে পড়ছে, এমনি করেই সে আমার কাছে আসত।

আন্না মনে মনে হ্যারির উপস্থিতি টের পাচ্ছে, তাই কখন মার্টিনের দিকে এগিয়ে গেছে নিজেই জানে না। মার্টিনও ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বলে জানলার পর্দা ফেলতে গেছিল, সে টের পায় মেয়েটির হাত তার হাতের মধ্যে। মার্টিন হেসে বলে—এ সময় হ্যারি কি করত?

সহসা গম্ভীর হয়ে বলে আন্না—পুরনো গান নিয়ে সে থাকত। ওগুলোই ওকে প্রেরণা জোগাত।

মার্টিন ভাবে কি করে তাকে খুশী করা যায়। পুরনো একটা গান, হ্যারির খুব প্রিয়। সেটা মনে পড়তেই শিস দিয়ে গাইতে থাকে।

আন্না যেন শ্বাস বন্ধ করে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মার্টিন বলে—হ্যারির কথা ভেবে আর কি করব! মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মত চলে গেল। এলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে, এসে শুনতে হল—হ্যারি নেই।

—তা আমি জানি, কিন্তু আমিও তো মানুষ। আমার একটা অবলম্বন দরকার।

—তুমিও একদিন সবকিছু ভুলে যাবে।

—ভুলে যাব?

—হ্যাঁ।

—একথা বলতে পারলে?

—এটাই তো নিয়ম। তার ব্যতিক্রম হবে কি করে?

—ব্যতিক্রম হতেই হবে আমায় হ্যারির জন্য।

—হলে ভাল। কিন্তু...

—কিন্তু কি?

—একদিন সব ভুলে গিয়ে আবার প্রেমে পড়বে। আন্না চেঁচিয়ে বলে—প্রেমে পড়ব? আমি? তোমার কথা কিছুতেই মানতে পারছি না। আমি এসব চাই না।

মার্টিন সরে আসে জানলার কাছ থেকে। ডিভানে এসে বসে। অন্যসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গত

দুদিনের কথা শোনায় আন্নাকে। সব শোনার পর আন্না বলে—কার্টস, কুলার দুজনেই মিথ্যে কথা বলেছে।

—সম্ভবতঃ এরা তৃতীয় বন্ধুর অসুবিধে মেটাতে চাইছে না। তবে সে ধরা পড়লে এরাও রেহাই পাবে না। আর আমায় তো তাড়াতে পারলে বাঁচে। এখন আমি কি করব? যাব আর একবার হেরচকের কাছে।

—তাই চলো।

—তুমিও যাবে?

—হ্যাঁ। আমার মনে হয় হেরচক ও তার স্ত্রী আমায় সরাসরি না বলবে না।

ঠাণ্ডা হাওয়া আর গুড়ি গুড়ি বরফের মধ্যে দিয়ে তারা রওনা হয় হেরচকের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

আন্না জিজ্ঞাসা করে হেরচকের ফ্ল্যাটটা কি খুব দূরে?

—না খুব বেশী দূরে নয়।

অপর পারে তাকিয়ে দেখে কিছু লোক। কিছুটা এগিয়ে দেখে মার্টিন চিৎকার করে বলে—আরে! হেরচকের বাড়ির তলায় লোক কেন?

—ও এটাই হেরচকের বাড়ি?

—হ্যাঁ। কিন্তু লোক কেন? কোন মিছিল নাকি?

আন্না হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—তুমি হেরচকের কথা আর কাকে বলেছ?

—কয়েকজনকে বলেছি।

—কারা?

—তুমি আর কুলার।

—আমার মনে হয়...। চলো ফিরে যাই।

—কেন? একটা জরুরী কাজে এসেছি।

—তুমি যাবে না?

—না। তাছাড়া ওর বাড়ির কাছে এত লোক, তুমিই বল ব্যাপারটা না দেখে যাওয়া যায়।

—তাহলে আমি চলে যাচ্ছি?

—তুমি চলে যাবে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু একটু আগেই তো আসতে চাইছিলে।

—তা অস্বীকার করছি না।

—তাহলে?

—ওখানে লোক জড় হয়েছে কেন?

—সেটাই তো জানতে চাইছি।

—ভিড় আমার ভাল লাগে না।

—সে কী। তুমি তো অভিনয় কর।

—সেটা আলাদা ব্যাপার।

মার্টিন এবার একাই এগিয়ে যায়। একজন বলে ওঠে—আপনিও কি পুলিশের লোক?

—না।

—পুলিশ এখানে কেন?

—তারা তো আজ সারাদিন এ বাড়িতে ঢুকছে বের হচ্ছে।

—ও। আপনারা কার অপেক্ষা করছেন?

—লোকটাকে বাইরে আনলে একবার দেখতে পাই।

—কাকে?

—হেরচককে।

মার্টিন ভাবে পুলিশ বোধহয় সাক্ষীর জন্য এসেছে। প্রশ্ন করে—হেরচক কি করেছে?

—জানি না।

—তাহলে পুলিশ কেন?
—হেরচক খুন হয়েছে না আত্মহত্যা করেছে তা দেখবার জন্য।
—হেরচক নেই!
মার্টিন বিস্মিত ও হতাশা হয়ে পড়ল। তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে নিশ্চয়ই সে কিছু জানত তাই সরিয়ে দিল। তাহলে? হ্যারির মৃত্যু রহস্য আড়ালেই রয়ে যাবে?
ইতিমধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে সেই ভদ্রলোকের জামা ধরে টানছে আর বলছে—বাবা ফ্রাঙ্কও কত কাঁদছে।
—তুমি শুধু তাই দেখলে।
—না বাবা। পুলিশ ওদের জিজ্ঞাসা করছে সেই বিদেশীকে দেখতে কেমন?
ছেলেটির বাবা হেসে ওঠে তারপর বলে—পুলিশ এটাকে খুন বলেই ধরে নেবে, কেননা হেরচক নিশ্চয়ই নিজের গলা ওভাবে কাটবে না।
ছেলেটি এবার মার্টিনকে ভাল করে দেখে বলে—বাবা ঐ লোকটাও তো বিদেশী।
—আমার ছেলে বলছে আপনি বিদেশী।
মার্টিন কোন জবাব না দিলেও অস্বস্তি বোধ করে।
লোকটি আবার বলে—পুলিশ নাকি আপনাকে খুঁজছে। মার্টিন কোন উত্তর দিল না। এর মধ্যে পুলিশ হেরচকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। পিছনে ফ্রাঙ্ক ও ইল্‌কে। মার্টিন পা বাড়ায় চলে যাবার জন্য। দেখে আন্না দাঁড়িয়ে আছে। গিয়ে বলে—একটা খারাপ খবর আছে।
—কি? খুন হয়েছে?
—হ্যাঁ।
—চল আমরা চলে যাই। হাওয়া সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।
—তাই চল।
তারা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। মার্টিন ভাবতে থাকে হেরচক যা বলেছে সব সত্যিই তাহলে? আন্নাকে বলে—এবার তুমি বাড়ি যাও।
—তাই যাচ্ছি। এগিয়ে দেবে না?
—না।
—জরুরী কাজ আছে?
—আছে ঠিকই, তবে জরুরী নয়।
—তাহলে চলো।
—তোমার ভালোর জন্যই বলছি, এখন থেকে আমায় এড়িয়ে চলা উচিত।
—কেন? তাছাড়া তোমাকে তো কেউ সন্দেহ করছে না।
—কে বলেছে? গতকাল যে হেরচকের বাড়ি গেছিলাম সে সম্বন্ধে পুলিশ খোঁজ নিচ্ছে।
—তাহলে পুলিশের কাছে যাও, তাতে ভালই হবে।
—কি ভাল হবে? ভাল কিছু হবে না। হ্যারি মারা যেতে সব শেষ হয়ে গেছে।
আন্না চুপ হয়ে যায়, হ্যারির নাম শুনে। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে বলে—তাহলে তুমি সন্দেহ মুক্ত হতে পারতে।
—আর সন্দেহ মুক্ত। ওদের বিশ্বাস করি না, মাথায় কিছু নেই। নইলে হ্যারির কাঁধে দোষ চাপায়। তাছাড়া ক্যালাওকে মারতে গেছিলাম। সুতরাং ওরা কি আমায় ছেড়ে কথা বলবে?
—তুমি বিদেশী তোমার ওপর আক্রমণ করতে পারে না।
—সে কথা কে বোঝাবে ওদের।
—এটা অন্যায়।
—ন্যায় অন্যায় কে বুঝবে বল।
—তাহলে আর পুলিশের কাছে গিয়ে কাজ নেই।
—না গেলে হয়ত ভিয়েনায় থাকতে দেবে না।
—বললেই হল।

—তুমি বিদেশী আর ওরা পুলিশ। তোমার থেকে ওদের ক্ষমতা বেশী।

—তোমার তো কাগজপত্র ঠিক আছে।

—থাকলেই বা...

—তাহলে তোমার কিছু করতে পারবে না।

—তুমি ওদের চেন না। ওরা আমায় রীতিমত শাসিয়েছে। তবে...

—তবে কি?

—তবে না ঘাটালে কুলার ছাড়া কেউ ধরবে না।

—কি ভেবে বলছ?

—মনে হল তাই বললাম।

—ধারণা ভুল হতেও পারে।

—তা পারে। এবার চলি হ্যাঁ।

—আচ্ছা। ও, হ্যাঁ একটা কথা বলার ছিল।

—বল।

—হেরচক সামান্য জেনেই খুন হয়েছে।

—তা বলতে পার।

—তুমি সাবধানে থেক।

—ঠিকই বলেছ। আচ্ছা কি করে বলছ হেরচক খুন হয়েছে? আত্মহত্যাও হতে পারে।

—না।

—এতটা নিশ্চিত কি করে হলে?

—তা বলতে পারব না, আমার কথাটা মনে রেখ।

—রাখব।

—চলি।

মার্টিন হোটেলের দিকে পা বাড়ায় তার কানে যেন আন্নার শেষ কথাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। রাস্তা জনহীন, বরফ পড়েই চলেছে। কিছু শব্দ হলেই চমকে উঠছে সে, মনে হচ্ছে কেউ যেন তার পিছু নিয়েছে। ভালয় ভালয় হোটেলে পৌঁছে ঘরে যেতে যাবে, কে যেন পিছন থেকে ডাকে। পিছনে তাকাতে দেখে মিঃ স্মিড ; বলে—কর্নেল আপনাকে ডাকছে।

মার্টিন বুঝল সে ঝামেলায় পড়েছে। কিছুক্ষণ পর যাচ্ছি, বলে হোটেল থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করে। বের হতে যাবে একটা লোক পথ আটকে দাঁড়াল। কাছেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে, লোকটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—ঐ গাড়িতে গিয়ে বসুন। মার্টিন নিরুপায়। গাড়িতে বসতেই জোরে চলতে শুরু করে। মার্টিন ভয় পেয়ে চিৎকার করে—এত জোরে চালাচ্ছেন কেন? যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

আদেশ আছে—বলে ড্রাইভার যেমন চালাচ্ছিল তেমনি চালাতে থাকে।

আবার চিৎকার করে মার্টিন—এত জোরে চালাবার অর্থ কি? আমাকেও কি হ্যারীর মত খুন করার চেষ্টা চলছে?

কোন উত্তর আসে না।

—আর কতদূর নিয়ে যাবেন।

তাও সব চুপ।

হঠাৎ মার্টিনের মনে হল তাকে বোধহয় গ্রেফতার করা হয়নি, হলে পুলিশ থাকত। মনে হয় বিবৃতি নিয়ে ছেড়ে দেবে।

এক সময় গাড়িটা থামল। ড্রাইভার এসে বলল—ঐ সামনের বাড়িটায় যেতে হবে, আসুন।

বাড়িতে পা দিতে কিছু আওয়াজ কানে আসতে মার্টিন বলে—কোথায় নিয়ে এসেছেন আমায় ড্রাইভার জবাব দেবার আগেই দরজা খুলে গেল। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। ক্রাবিনের গলা শুনতে পেল মার্টিন—আসুন আসুন মিঃ ডেকস্টার। আমরা সবাই চিন্তা করছিলাম একেবারে না আসার থেকে দেরী করে আসা ভাল।

মার্টিন বেয়ারাকে দেখতে গিয়ে এক মহিলাকে দেখতে পেল। তাঁর দুদিকে দুজন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার যুবক আস্তে কথা বলছে। সামনে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখে একটা বড় পারিবারিক ছবি টাঙান। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখে দরজা বন্ধ। মার্টিনকে কিছু ভাবার অবকাশ না দিয়ে ক্রাবিন বলে—কফি খেয়ে সভার কাজ শুরু করা যাক। একজন এসে মার্টিনকে কফি দেয়। এই সময়ে এক যুবক এসে বিনয়ের সঙ্গে বলে—আপনার বইতে যদি একটা সই দেন, ভীষণ খুশী হব।

হঠাৎ কালো সিল্কের শাড়ি পরিহিতা এক মহিলা বলে—মিঃ ডেকস্টার আপনার বই কিন্তু একেবারে ভাল লাগে না আমার। আমার মনে হয় উপন্যাসের গল্পটা সব সময় উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত।

—আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সময় কথাগুলো বললে জবাব দিতে সুবিধা হবে।

আর একজন মহিলা বললেন—আমি খুব একটা ইংরাজী উপন্যাস পড়িনি। কিন্তু শুনেছি আপনার উপন্যাস।

মহিলাকে থামিয়ে ক্রাবিন মার্টিনকে কিছু গান করতে অনুরোধ জানায়। এরপরে যথারীতি আলোচনা সভা শুরু হল। ক্রাবিন প্রথমে সুন্দর বক্তৃতা দিল। এমনকী মার্টিনকে করা কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার সম্মান বাঁচায়। মার্টিন প্রথম দিকে ঠিক প্রশ্নগুলো ধরতে পারছিল না।

বাদামী টুপী পরা এক মহিলা প্রশ্ন করল—আপনি কি নতুন কোন উপন্যাস শুরু করেছেন?

—হ্যাঁ।

—কি নাম দিয়েছেন? অবশ্য বলতে যদি আপত্তি না থাকে।

—না, না আপত্তির কি আছে।

—তাহলে বলুন।

—তৃতীয় পুরুষ।

—বাঃ সুন্দর নাম।

—ধন্যবাদ।

আর একজন প্রশ্ন করে কার লেখা আপনাকে সবথেকে বেশী প্রভাবিত করেছে?

সহজভাবে উত্তর দেয় মার্টিন—গ্রে।

নামটা শুনে সবাই যেন বেশ খুশী হল। এক বয়স্ক অস্ট্রিয়ান কিন্তু বলে উঠল—আপনি কোন গ্রে'র কথা বলছেন? এই নাম তো আদৌ শুনিনি?

মার্টিন হাল্কা সুরে উত্তর দেয়—কেন জন গ্রে'র নাম শোনেননি।

এই জবাবে ইংরেজ শ্রোতাদের মধ্যে হাসির আলোড়ন তুলে দিল। ক্রাবিন সেই বয়স্ক লোকটিকে বলল—মিঃ ডেকস্টার আপনার সঙ্গে রসিকতা করেছেন।

—রসিকতা? আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। হাসে ক্রাবিন।

—কি ধরনেব রসিকতা করলেন?

—উনি কবি গ্রে'র কথা বলেছেন।

অপর একজন এবার প্রশ্ন করে—জেমস জয়েস সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

মার্টিন ভ্রূ কুঁচকে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে—আপনি কি বলতে চাইছেন?

লোকটি ইতস্ততঃ করে, তারপর বলে—মানে আমি বলতে চাইছিলাম আপনি কি তাকে শ্রেষ্ঠ লেখক মনে করেন?

—নামটা কি বললেন, জেমস জয়েস?

—হ্যাঁ।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে মার্টিন—আমি তো নামই শুনিনি। তা উনি কি লেখেন?

মার্টিনের এ হেন উত্তরে শ্রোতারা খুশী না হলেও সাহসিকতার তারিফ করল। ঝড়ের মত বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে আর মার্টিন দায়সারা গোছের জবাব দিতে থাকে, তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে স্ট্রেচার, ফ্রাঙ্ক ও কচের হতাশ মুখ, হেরচকের মৃত্যু। তার মনে হয় যদি তাকে প্রশ্ন না করত ওভাবে তাহলে সে মারা যেত না।

এক সময় সভা শেষ হয় সবাই চলে যেতে শুরু করে হঠাৎ আয়নার দিকে নজর পড়তে দেখে পুলিশ ঢুকছে। ক্রাবিনের এক প্রহরীর সঙ্গে পুলিশ দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মার্টিন কি করবে বুঝতে পারে না, সে বোধবুদ্ধি হারিয়ে দরজার দিকেই এগোয়। মিলিটারি পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কে? পাশ থেকে এক তরুণ বলে ওঠে উনি বেনজামিন ডেকস্টার। নামকরা লেখক। মার্টিন ঐ তরুণটিকেই জিজ্ঞাসা করল, বাথরুমটা কোনদিকে?

আবার পুলিশটা জিজ্ঞাসা করে—আমাদের কাছে খবর আছে রোলো মার্টিন এখানে এসেছে।

তরুণটি উত্তর দেয়—ভুল করছেন। এরপর মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে—দরজার বাইরে দু নম্বর ঘরটা। ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, দেখে পেইন দাঁড়িয়ে আছে। পেইনকে আমিই পাঠিয়েছিলাম মার্টিনকে চিনিয়ে দেবার জন্য।

মার্টিন পেইনকে দেখেই পাশের একটা দরজা খুলে ঢুকে যায়। ঘরটা অন্ধকার। মার্টিন কাঁপা গলায় বলে—ঘরে কেউ আছেন?

হঠাৎ বাইরে থেকে কে বলে উঠল—মিঃ ডেকস্টার?

আবার সব চুপচাপ। হঠাৎ ঘরের লাইটটা জ্বলে ওঠে। দেখতে পায় পেইন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বলে—আমরা অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি। কর্নেল আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

মার্টিন ভাবে এমন এক পরিস্থিতি হয়েছে এখন ক্রাবিনকেও সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। ও কি সত্যিই লেখার ভক্ত, এই সভায় ডেকে আনার পিছনে নোংরা উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে নাকি?

।। দশ ।।

মার্টিন দেশে ফিরে যায়নি খবর পেতেই ওর ওপর নজর রাখা শুরু করেছিলাম। পেইন মার্টিনকে নিয়ে আসলে তার কাছ থেকে কার্টস, কুলার ও ক্রাবিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পর হ্যারির প্রসঙ্গে আসি। জানতে চাই আর কিছু জানতে পেরেছে কিনা।

মার্টিন মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

আমার কৌতূহল বেড়ে যায় বলি—আর কি?

—একটা অপ্রিয় কথা বলব?

—অপ্রিয় কথা। বলুন।

—আমাদের চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে আপনারা দেখেও দেখছেন না।

—আমরা দেখেও দেখছি না?

—না, বলতে বাধ্য হলাম।

—কোন ব্যাপারে বলুন তো?

—হ্যারির ব্যাপারে।

—আবার কি ব্যাপার?

—হ্যারি দুর্ঘটনায় মারা যায়নি।

—দুর্ঘটনা নয়?

—না।

—তবে কি?

—হ্যারি খুন হয়েছে।

—খুন হয়েছে!

—হ্যাঁ।

আমি রীতিমত অবাক, বললাম—আত্মহত্যা ভেবেছিলাম কিন্তু খুন হয়েছে বলে ধারণা ছিল না।

অনেক কিছু জানানোর পর শেষে মার্টিন বলল—এর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল।

—প্রত্যক্ষদর্শী!

—হ্যাঁ।

—সে কে? আর ছিল কেন বলছেন? সে কি বেঁচে নেই?

—না বেঁচে নেই।
—বেঁচে নেই?
—না। আর তার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি।
—জেনেছেন?
—হ্যাঁ।
—কি বলেছে।
—তার কাছ থেকে শুনে ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যময় মনে হয়েছে।
—রহস্যময়।
—হ্যাঁ।
—বলুন সে কি বলেছে।
—বুঝতে পারছি না সে কেন তৃতীয় ব্যক্তির ওপর এত জোর দিচ্ছিল।
—তৃতীয় ব্যক্তি?
—হ্যাঁ।
—নাম বলেছে?
—না।
—জানতে পারলেন না?
—পারলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।
—তা অবশ্য ঠিক।
—সেই প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের অনুসন্ধানে কোন রকম সাহায্য করতে চায়নি। তাছাড়া...
—তাছাড়া কি?
—আপনার লোকও তার কাছে যায়নি।
আমি চুপ করে চিন্তা করতে থাকি।
—সবাই মিথ্যে বলেছে।
—সম্বিৎ ফিরে পেয়ে—তার দিকে তাকাই।
—বলছি সবাই মিথ্যে কথা বলেছে।
—মিথ্যে বলেছে।
—হ্যাঁ।

মার্টিনের কথায় সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমাব। এটা যে দুর্ঘটনা তার প্রমান আছে অথচ ও বলছে খুন। হঠাৎ আমার হেরচকের কথা মনে পড়ে যায়। প্রশ্ন করি—আপনার সেই প্রত্যক্ষদর্শী কি হেরচক?

—হ্যাঁ।
বিস্মিত হয়ে বলি—আপনি সেই লোক যার সঙ্গে কথা বলার পর হেরচক মারা যায়।
—তা জানি না।
—আপনার সুবিধের জন্যই জানাচ্ছি, অস্ট্রিয়ান পুলিশ আপনাকে সর্বত্র খুঁজছে।
নির্বিকার ভাবে বলল মার্টিন—আমাকে?
—হ্যাঁ। আরও খবর আছে?
—কি?
—ফ্রাঙ্ক ও কচ বলেছে আপনি হেরচকের সঙ্গে কথা বলার পর সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।
—কারণ?
—জানি না।
—তাকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করিনি যাতে ঐ অবস্থা হবে।
—এখন বলুন হেরচকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আর কে জানত?
—আমি আন্না আর কুলারকে বলেছি।

—শুধু ওদের কে?

—হ্যাঁ।

—আর কাউকে না?

—না।

—ঠিক মনে করে বলছেন তো?

—হ্যাঁ। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে।

—কি কথা?

—এমনও হতে পারে কুলারের ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর কুলার হেরচকের মুখ বন্ধ করার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে খবর দিতে পারে।

—এটা কি শুধু আপনার ধারণা?

—হ্যাঁ।

—কুলার কি কিছু আভাস দিয়েছিল?

—ঠিক মনে করার মত কিছু ঘটেনি।

—হয়ত কুলার কিছু করেনি কারণ আপনি যখন কুলারকে হেরচকের কথা বলতে গেছেন তার আগেই সে খুন হয়ে গেছে। এটাও মনে রাখতে হবে।

—তার আগেই?

—হ্যাঁ।

—আপনার অনুমান যদি...।

—কিছু খবর অন্ততঃ আমাদের ঠিক থাকে।

মার্টিন ঘাড় নাড়ে।

—আর আপনি যে রাতে হেরচকের বাড়ি গেছিলেন সে রাতেই ও খুন হয়েছে। আচ্ছা আপনি তো হোটেলে রাত সাড়ে নটায় ফিরেছিলেন তাই না?

—হ্যাঁ প্রায় ঐ সময়।

—তার আগে কি করছিলেন?

মার্টিন ভাবতে থাকে, তারপর বলে—সারাদিনের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করছিলাম রাস্তায় ছিলাম তখন কিছু ঠিক ছিল না।

—ঘুরে বেড়াবার কোন প্রমাণ আছে?

—ঘুরে বেড়াবার প্রমাণ?

—হ্যাঁ।

—না।

—আপনি ট্যাক্সি চড়েছিলেন?

—উঁহু।

—অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাইছেন।

—তার মানে?

—আপনি হ্যাঁ বললে, ট্যাক্সির নাম্বারটা জিজ্ঞাসা করতাম। এই আর কি।

—না চড়লেও বলতে হবে চড়েছি।

আমি মার্টিনকে ভয় পাওয়ানর জন্য একথা বললাম। ওর পিছনে সবসময় আমার লোক ছিল, সুতরাং জানি ও নির্দোষ তবে একটু আধটু দোষ তো আছে। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি একজনের হাতে ছুরি থাকলেও অনেক সময় অন্য একজন খুনটা করে।

হঠাৎ মার্টিন বলে—একটা সিগারেট খেতে পারি?

সম্মতি পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি করে জানলেন আমি কুলারের বাড়ি গেছিলাম।

—জেনেছি, হেসে বলি।

—কি ভাবে সেটাই তো জানতে চাই।

—অস্ট্রিয়ান পুলিশের কাছ থেকে।

—সিগারেটে টান দিতে গিয়ে থেমে যায় মার্টিন। বলে—মিথ্যে কথা। তারা আমায় চেনে না। এবার বলি—আপনি কুলারের বাড়ি থেকে চলে যাবার পর ওই আমায় ফোন করেছিল।

—কুলার? আপনাকে?

—হ্যাঁ।

মার্টিন শুনে বিড়বিড় করে—তাহলে কুলারকে অপরাধীর পর্যায় ফেলা যাবে না।

একটু চেঁচিয়ে বলে—হ্যারির ব্যাপারে কুলারও মিথ্যে বলেছে।

—কুলার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই আমায় ফোন করেছিল।

—আপনি তাহলে কুলারকে সন্দেহ করছেন?

—হ্যাঁ। সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মার্টিন আমার দিকে তাকিয়ে বলে—আমি বিশ্বাস করি না কুলার এ ব্যাপারে জড়িত। কুলারকে যতটা চিনি, তার সেই সততার জন্য আমি বাজি ধরতে পারি।

মার্টিনের কথার জোরে আমার সন্দেহ চলে যায় কারণ আমিও তাকে চিনি। সে একজন টায়ার ব্যবসায়ী, ভালই পয়সা।

মার্টিন এবার বলে—আচ্ছা কোন সন্দেহজনক ব্যাপার কিছু ছিল যাতে হ্যারি জড়িত?

—না না। ওসবের মধ্যে ও ছিল না। তবে হ্যারির ব্যাপারে কিছু কথা আপনাকে বলতে চাই।

—কি। থেমে গেলেন কেন? বলুন?

—না কিছু না।

—বলতে আপত্তি নেই, তবে আপনি আঘাত পেতে পারেন।

—তবু বলুন, আমি সব শুনতে চাই, সব কিছুর জন্য আমি প্রস্তুত।

—তাহলে শুনুন।

অস্টিয়ান পেনিসিলিন শুধু মাত্র মিলিটারী হাসপাতালগুলো পেত, কিন্তু বেসরকারী হাসপাতাল গুলোতে দেওয়া হত না। তারা প্রয়োজনে চড়া দামে বাইরে থেকে কিনত।

পেনিসিলিন বন্টন ব্যবস্থায় যারা কাজ করত তারা নিজেদের অপরাধী বলে ভাবত না।

—কেন ভাবত না?

—তারা বলত যারা আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে তারাই আসল অপরাধী। অর্থের লোভ বড় সাংঘাতিক, তাই তরল পেনিসিলিনের সঙ্গে রঙীন জল, গুড়ো পেনিসিলিনের সঙ্গে বালি মেশাতে লাগল, তাদের লাভ বেড়ে যেতে লাগল আর যারা ব্যবহার করত তারা উপকারের বদলে অপকার পেত।

—তাইতো স্বাভাবিক।

—যুদ্ধে হাত পা কাটা রোগী বা যৌন ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের বেশী ক্ষতি হতে লাগল। শিশু হাসপাতালের কথা আর বলবেন না। সে মর্মান্তিক দৃশ্য।

—কেন? কি হয়েছিল?

—শিশুদের ম্যানিনজাইটিসের জন্য কিছু পেনিসিলিনের দরকার পড়ায় চোরাবাজার থেকে নেওয়া হয়েছিল। যার ফলে অনেক শিশুর মৃত্যু, বহু শিশু মানসিক রোগগ্রস্ত। এখনও অনেকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মার্টিন অধৈর্য হয়ে বলে—এর সঙ্গে হ্যারির কি যোগ আছে?

—আছে, মিলিটারী ফাইল খুলে তাকে শোনাই। প্রথমদিকে হ্যারিকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় দেখা যেতে লাগল, বিশেষ কয়েকজন লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়তে থাকল সঙ্গে টাকার অঙ্কও। এরপর হ্যারি কিছুটা অসাবধান হয়ে পড়েছিল। আমরা যে তাকে সন্দেহ করছি সে বুঝতে পারেনি।

ওদের এসব কাজকর্ম জানার জন্য আমাদের একজন এজেন্টকে মিলিটারী হাসপাতালে পিয়নের কাজে লাগিয়ে দিলাম। চোরাকারবারে সে যে সব জায়গায় যোগাযোগ রাখত একদিন তার সন্ধান পেলাম, আমাদের হয়ে যে কাজ করত তার নাম হারবিল। তাকে ধমকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি নাম, কতদিন আছ?

—বেশী দিন নয়।

—তবু কতদিন?

—তিন চার মাস হবে।

—মিথ্যে কথা।

—স্যার ছমাসের বেশী না।

—তোমার কিন্তু বাঁচার আশা নেই।

—হুজুর আমায় বাঁচান। এমন কাজ কোনদিন করব না।

—জানি তোমার জন্য কত শিশু মারা গেছে, পঙ্গু হয়েছে? আইনের কাছে তুমি রেহাই পাবে না। বড় সাজা তোমার হবে, কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না। যদি...। ইচ্ছে করে থেমে যাই।

—যদি কি?

—যদি তুমি আমাদের হয়ে কাজ কর।

—তা কি করে সম্ভব।

—কেন?

—ওরা আমায় বিশ্বাসঘাতক ভেবে প্রাণে মেরে দেবে।

—আমাদের হয়ে কাজ না করলে তোমায় ছেড়ে দেব ভেবেছ?

তারপর অনেক বুঝিয়ে চাপ দিয়ে ওকে রাজী করালাম। ওর সাহায্যে জানতে পারলাম কার্টস এ ব্যাপারে জড়িত এবং এখানে একটা বড় ভূমিকা আছে ওর।

মার্টিন জিজ্ঞাসা করে—তাহলে কার্টসকে ধরলেন না কেন? বিশেষ করে সে যখন অপরাধী।

—ইচ্ছে করে ধরিনি।

—কেন?

—ধরলে পুরো দলটা সজাগ হয়ে যাবে। আর আমাদের উদ্দেশ্য দলটাকে ভেঙে দেওয়া।

আমি ফাইল থেকে দুটো ছবি মার্টিনকে দিয়ে বললাম দেখলেই বুঝতে পারবেন এদের নেতা কে? ছবি দেখে মার্টিন স্তম্ভিত, এতদিনের বন্ধুত্ব যেন ভেঙে পড়ল। মনের মধ্যে একটা ব্যথা যেন অনুভব করে সে। দেখেই বোঝা যায় বেশ ভেঙে পড়েছে।

মার্টিনকে চাঙ্গা করার জন্য এক পেগ মদ দিলাম। বাধ্য ছেলের মত পান করে অসহায় ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে যেন সান্ত্বনার ভাষা খোঁজে।

এক সময় স্বাভাবিক হয়ে বলে—আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, আপনারা যেমন হারবিলকে বাধ্য করিয়েছিলেন, তেমনি কোন গোপন চক্র তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হ্যারিকেও কাজে লাগিয়েছিল। নইলে...

মার্টিন এখনও যেন তার বন্ধুকে দোষী ভাবতে পারছে না।

আমি বললাম—হতেও পারে আবার নাও পারে।

—আপনারা হ্যারিকে ধরতে যাবেন বোধহয় ওরা আন্দাজ করেছিল তাই দুনিয়া থেকে ওকে সরিয়ে দিল। আমি আর এখানে থেকে কি করব, ফিরে যাই ইংলন্ডে।

—না যাবেন না।

—যাব না কেন?

—গেলে অস্ট্রিয়ান পুলিশ আপনাকেই সন্দেহ করবে।

—কেন?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস কুলার তাদের সব জানাবে।

—কুলার?

—হ্যাঁ।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—নিরাপদে কে না থাকতে চায়। আর আমাদের হাতে কুলারের বিপক্ষে যাবার মত কিছু নেই।

—তাহলে তৃতীয় পুরুষ কে?

—আমারও একই জিজ্ঞাসা আর তাকে ধরা না পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

।। এগার ।।

মার্টিন আমার কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মনের জ্বালা জুড়োতে ওরিয়েন্টাল নামে এক নৈশ ক্লাবে ঢোকে। উন্মাদের মত কয়েক পেগ খেয়ে বিল মিটিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। পাশাপাশি আর একটা ক্লাব, স্যাকসিন। আবার কিছু দূরে চেজ ভিন্টার। একটাতেও আর যায় না মার্টিন। নেশায় সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। আমস্টারডম ও ডাবলিনের সেই মেয়ে দুটোর কথা মনে পড়ছে। আবার কিছুক্ষণ পর উদাস হয়ে পড়ে মনটা। হ্যারির কথা মনে আসে। রাস্তা সুনসান শুধু বরফ পড়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে করছে সব ভেঙে ছারখার করে দিতে। তার মনের আগুন আন্নাকে পুড়িয়ে দেবে। এতদিন সে ভাল ছিল কিন্তু কি পেয়েছে? শুধু বঞ্চনা।

রাত তিনটের সময় মার্টিন আন্নার ফ্ল্যাটে এসে বেল বাজায়। এখানে না এসে সে পারেনি। এক অমোঘ আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে এসেছে। বেল বাজিয়ে এখন যেন অস্বস্তি হচ্ছে তার।

এবার আওয়াজ ভেসে আসে—কে?

—আমি মার্টিন।

—তুমি এত রাতে?

—হঠাৎ-ই চলে এলাম।

আন্না দরজা খুলে বিস্মিত হয়। মার্টিনও নিজেকে সামলে নেয়, ভাবে ওকে সব বলে হাল্কা হবে। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে মার্টিন বলে—আন্না আমি সব কিছু জেনেছি।

আন্না বলে—আগে বস। এত রাতদুপুরে চিৎকার করে বাড়ির লোকদের জাগিও না। শান্ত হয়ে বস।

দুজনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে। আন্না বলে—পুলিশ কি তোমায় ধাওয়া করেছে?

মার্টিন অবাক হয়—পুলিশ!

—হ্যাঁ।

—কই না তো!

—তুমি তো হেরচককে গুলি করনি?

—হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছ?

—করেছ কিনা আগে তাই বল।

—না করিনি।

—তুমি এত মদ খেয়েছ কেন?

মার্টিন চিৎকার করে বলে—বেশ করেছি।

এরপর নিজেকে সংযত করে বলে—ব্রিটিশ পুলিশ বিশ্বাস করেছে যে আমি হেরচককে খুন করিনি।

—আশাব্যঞ্জক কথা শোনালে।

—তবে হ্যারির ব্যাপারে অনেক কিছু জেনেছি।

—তুমি জেনেছ?

—হ্যাঁ।

—বল কি জেনেছ?

—ও একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল।

—বিশ্রী ব্যাপার?

—ও আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছে। আমি এটা ওর কাছে আশা করিনি। আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করছে।

আন্না উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—আমায় সব খুলে বল। সব জানতে চাই আমি।

মার্টিনের কাছ থেকে সব শুনে বলে—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি? বলে আবার ভাবে মার্টিন মিথ্যা বলছে। হ্যারির কখন এত অধঃপতন হবে? বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে

থাকে আন্না। নিজের মনেই বিড়বিড় কবতে থাকে। আবার বলে—সত্যি বিশ্বাস করতে পারি?

—আমি তোমায় মিথ্যে বলছি এ কথা কি করে ভাবলে?

—না না শুধু জিজ্ঞাসা করছি। আসলে মানতে পারছি না।

—আমিও পারছি না। ওর কি এমন দরকার পড়ল এই রাস্তা বেছে নেবার।

—তাই তো ভাবছি, এছাড়া কি অন্য পথ ছিল না?

—তুমিই ভাল বলতে পারবে। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশার সুযোগ পেয়েছ।

—আমার সঙ্গে ও বিশ্বাসঘাতকতা করল। ঠগ প্রতারক কোথাকার। ওর কথা শুনতেও ঘৃণা হচ্ছে। রাগে আন্নার চোখ মুখ অন্যরকম হয়ে যায়।

—প্রতারণা শুধু তোমার সঙ্গেই করেনি, আমার সঙ্গেও করেছে। ভাবছি কি করে ও এমন পাল্টে গেল।

—আমি আর ভাবতে পারছি না। ওর কথা আর বল না আমার সামনে, ও মারা গেছে ভালই হয়েছে।

—না না, একথা অন্ততঃ তুমি বোল না।

—বলতে বাধ্য হচ্ছি।

—তুমি শান্ত হও, বুঝতে পারছি খুব দুঃখ পেয়েছ।

—ও যদি জেলে পচে মরত তাও আমি সহ্য করতাম না।

—জানি এখনও তুমি ওকে ভালবাস।

—আমার একটা কথার জবাব দেবে?

—কি?

—যে হ্যারি টাকার জন্য এ কাজ করল সে বোধহয় আমাদের চেনা ছিল না।

—এক এক সময় আমারও তাই মনে হয়।

—আমাদের নিয়ে যেন ও ঠাট্টা করে গেছে।

—করতেও পারে। সে থাকলে জবাবটা তার কাছ থেকেই চাইতাম। এখন এসব আমাদের মেনে নিতে হবে।

—মেনে নেবে?

—তাছাড়া উপায় কি?

—আমি পারব না।

—পারতে যে হবে।

—তুমি ভাবতে পার সেই বাচ্চাগুলোর কথা, যারা মারা গেছে, উন্মাদ হয়েছে!

—মার্টিন, ওসব ভুলে যাও।

—পারছি কোথায়।

—তবু সব কিছু ভোলার চেষ্টা করতে হবে।

—আন্না! মার্টিনের গলা চিড়ে যেন নামটা বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ, মার্টিন।

—আমি আর ওকে মনে করতে চাই না।

—চাও না?

—না, আমি...।

—কি? বল? থামলে কেন?

—আমি এখন তোমায় ভালবাসি।

আন্না অবাক হয়ে বলে—আমায়?

—হ্যাঁ আন্না।

—আমিও একটা কথা তোমায় জানাতে চাই।

—কি কথা?

—আমিও তোমাকে ভালবাসি মার্টিন!

—ঠিক বলছ?

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালমত চিনি না।

আন্না ভাবে একবার সে ঠকেছে, দ্বিতীয়বার আর ভুল করতে চায় না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই মার্টিনকে ভাল লেগেছে। অপরের জন্য ওর মনে দরদ আছে, না হলে মৃত বন্ধুর জন্য এত কে করে!

মার্টিন বলে—তুমি হ্যারিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পার না?

—কি করে পারব?

—জানি আমি, নইলে ও কথা জিজ্ঞাসা করতে না।

—বল, হ্যারিকে কি করে ভুলি?

—মার্টিন অভিমান করে বলে—যাক্ হেরচকের মামলা মিটলে ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাব।

—চলে যাবে?

—হ্যাঁ।

হতাশ গলায় প্রশ্ন করে আন্না—কেন?

—এখানে থেকে কি করব? তাছাড়া হ্যারিকে কে খুন করল তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। যে ওকে খুন করেছে ঠিকই করেছে। নইলে এই পরিস্থিতিতে আমিই হয়ত ওকে খুন করতাম।

—তুমি? আন্না চমকে উঠে বলে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি।

—কখনোই পারতে না।

—ঠিক পারতাম।

—তুমি রেগে গিয়ে বলছ। একটু শান্ত হও।

—শান্তই আছি, আর আমার অত তাড়াতাড়ি রাগও হয় না। ছিঃ ছিঃ শেষে হ্যারি কি না...। ওর জন্য গর্ব হত আমার, সবাইকে ওর কথা বলতাম।

একটু থেমে আবার বলে—আর তুমি এখনও ঐ জঘন্য লোকটাকে ভালবাস।

—হ্যাঁ, ওকে আজও ভালবাসি। ওর ব্যাপারে তুমি এত কিছু জেনেছ বলে আমার ভালবাসায় বিন্দুমাত্র চিঁড় খাবে না। তবে এটা ঠিক এসব জানার পর আমি স্তম্ভিত।

—তুমি যে ভাবে কথা বলছ তাতে আমার রাগ হচ্ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আর তুমি বকে চলেছ।

—আমি তোমাকে এখানে আসতে বলিনি, নিজেই এসেছ।

—তুমি কিন্তু বাগিয়ে দিচ্ছ।

আন্না হেসে বলে—একে রাত তিনটের সময় এলে, তারপর রেগে আছ। এখন কি করলে তুমি খুশী হবে।

—আমি এভাবে কখনও তোমায় হাসতে দেখিনি আর একবার হাস।

—দুবার হাসার মত কোন ঘটনা ঘটেনি।

—আমি খুব ক্লান্ত, সারাদিন খুব ধকল গেছে।

—জানালার কাছ থেকে সরে এস।

—কেন?

—ওখানে পর্দা নেই।

—এত রাতে কেউ দেখবে না।

মার্টিন আস্তে বলে—আন্না এখনও তুমি হ্যারিকে ভালবাস তাই না।

—হ্যাঁ।

—সম্ভবত আমিও। কিন্তু কেন জানি না...।

আচ্ছা আজ উঠি।

মার্টিন উত্তরের অপেক্ষা না করে রাস্তায় চলে আসে। হাঁটতে হাঁটতে মনে হয় কেউ তাকে

অনুসরণ করছে। পিছন ফিরে তাকাতেই একটা রোগা লোককে দেওয়ালের দিকে চলে যেতে দেখল। মার্টিন চিৎকার করে—কে ওখানে? জবাব দাও? আওয়াজে একটা ঘরের পর্দা উঠে, আলো এসে পড়ল রাস্তায়। কাউকে দেখতে পেল না মার্টিন। অবাক হয়.কোথায় গেল? উবে গেল নাকি? স্বচক্ষে দেখেছে তাকে। হতভম্বের মত সামনে এগিয়ে চলে সে।

।। বার ।।

সকালে মার্টিন আমার অফিসে আসতে অবাক হয়ে যাই, এভাবে আসবে ভাবিনি। সুপ্রভাত জানিয়ে বসতে বলি। জিজ্ঞাসা করি—হঠাৎ কি মনে করে?

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই কর্নেল।

—কি?

—আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

—ভূত?

—হ্যাঁ।

—না। আমার মনে হয় মাতালেরা ইঁদুর বা ঐ জাতীয় কিছু দেখলেও ভূতের ভয় পায়।

গতকালের আন্না স্মিডের কথা বলার পর বলল একটা লোক তাকে অনুসরণ করছিল, মার্টিন পিছু নিতে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হয়েছে হ্যারি লাইম যেন এসেছিল।

আমি বললাম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—করুন।

—তখন আপনি পান করেছিলেন?

—কেন বলুন তো?

—আগে বলুন, তারপর বলছি।

—হ্যাঁ।

—যা ভেবেছি ঠিক তাই।

—কি ভেবেছিলেন?

—ও সব মদের খেয়ালে...

—কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা নয় যে ভুল করব। আর মদ তো নতুন খাচ্ছি না।

—যাইহোক তারপর কি করলেন?

—কিছুদূরে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে এক পেগ মদ খেলাম।

—তখনই ভূতটা আবার ফিরে এসেছিল।

—না, আসেনি। ঐ রাতে আবার আন্নার ফ্ল্যাটে চলে গেছিলাম।

মার্টিনের কথা শুনে মনে হল, যে লোক অনুসরণ করছিল সে হ্যারি নয়। মার্টিনকে আন্নার সঙ্গে কথা বলতে দেখে দলের লোককে সাবধান করে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

মার্টিন আবার যখন আন্নার ফ্ল্যাটে যায় তখন চারটে বাজে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে শোনে নীচে তার নাম ধরে কে ডাকছে। নীচে তাকিয়ে বলে—আমায় কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ।

—বলুন।

—আন্তর্জাতিক টহলদারী পুলিশ আন্নাকে তুলে নিয়ে গেছে।

—আন্নাকে?

—হ্যাঁ।

—কি যা তা বলছেন!

—ঠিকই বলছি উপরে গেলেই দেখতে পাবেন।

আসলে রাশিয়ার ওপর এখন নিরাপত্তার ভার। রাশিয়ার কাছে খবর ছিল আন্না তাদেরই নাগরিক।

—আন্না রাশিয়ান নাগরিক?

—হ্যাঁ তাই বলেছে। এখানকার কাগজপত্র জাল।

—জাল?

—হ্যাঁ। নাগরিকত্ব ভাঙিয়ে এখানে বসবাস করছে।

এখানে বলে রাখি ভিয়েনা মিলিটারী পুলিশী ব্যবস্থাগুলো অদ্ভুত ধরণের। এক অঞ্চলের লোকদের পক্ষে অন্য অঞ্চলের লোকদের ধরা মুশকিলের ব্যাপার। প্রত্যেকটা অঞ্চলের খুঁটিনাটি শাসন ব্যবস্থা অন্য অঞ্চলের লোককে মেনে চলতে হয়।

আন্নার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করার আগে আমেরিকান পুলিশ জার্মানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল রাশিয়ানটাকে—কি ব্যাপার। রাশিয়ানটা জার্মান ভাষা বোঝে না, শুধু কতগুলো কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দিল। কাগজ দেখে আর কিছু না বলে এগিয়ে যায় তারা। ব্রিটিশ সৈন্যটা ওপরে না উঠে আমায় ফোন করে। কিছুক্ষণ পরই মার্টিন আমায় ফোন করে। তাকে আমি সব জানিয়ে দিই। আমি ফোন পেয়ে আন্নার ফ্ল্যাটের দিকে রওনা হই। রাস্তাতেই ওদের সঙ্গে দেখা হয় আমার। ব্রিটিশ সৈন্যের কথায় তারা হেড অফিসে যাচ্ছিল কাগজপত্র পরীক্ষা করতে। ওদের সঙ্গেই রয়েছে আন্না। রাশিয়ানটাকে জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছে তারপর কাগজগুলো দেখে নিয়ে বলি—আন্নার বিরুদ্ধে কোন অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রমাণ নেই। ওর বিরুদ্ধে তদন্ত করে তারপর রিপোর্ট পাঠাব। আপাততঃ এখন ওকে ছেড়ে দাও।

।। তের ।।

মার্টিন যখন ভূতের গল্প বলছিল আমি বিশ্বাস করিনি। তাছাড়া হ্যারি লাইমের মত লোক মদের ঝোঁকে ভুল দেখেছে তাও মানতে পারছি না। ভিয়েনার ম্যাপটা খুলে বসলাম, ফোন করে জুনিয়ার অফিসারকে হারবিলের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। জানা গেল পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে অন্য অঞ্চলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেই ঠিক ছিল। একটু পরে আবার ফোন পেলাম, জানা গেল হারবিল খুন হয়েছে। হারবিলের ব্যাপারে বিস্তারিত খবর জানতে বলে ফোন রেখে মার্টিনকে বললাম—সেই লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সে জায়গাটা মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—চলুন যেতে হবে।

—কিন্তু আন্নার কি হবে? ওকে যদি আবার হয়রান করে?

—চিন্তার কিছু নেই। ওর বাড়িতে পুলিশ পাহারা রেখেছি। চলুন যাওয়া যাক।

গাড়ি না নিয়ে সাধারণ পোশাকে ট্রামে করে চলেছি। আজকের আবহাওয়া ভাল। নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রাম থেকে নেমে কিছুটা হাঁটার পর মার্টিন বলল—কর্নেল এইখানে।

দেখি সামনে একটা পুরনো পাঁচিল, শ্যাওলা পড়া, আগাছায় ভর্তি। এগিয়ে গিয়ে পাঁচিলটা দেখতে চমকে উঠলাম, পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা। কি মনে হতে দরজায় টান মারলাম। দরজাটা যে খুলে যাবে ভাবিনি। ভিতরে তাকিয়ে দেখি সিঁড়ি নেমে গেছে। মার্টিন বলে—এসব ঘটবে কে জানত!

—সত্যি কারুর জানার কথা নয়, এখানে দরজার কথা কেউ ভাববেই না।

—আমার মনে হয় লোকটাকে ঠিক দেখেছি।

—এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—কর্নেল, এই সিঁড়িগুলো কোথায় গেছে?

—যতদূর মনে হয় যুদ্ধের সময় তৈরী হয়েছিল।

—যুদ্ধের সময়?

—হ্যাঁ।

—সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। তা কোথায় গিয়ে মিলেছে এগুলো?

—সুড়ঙ্গের সঙ্গে। ভিয়েনার নীচে এই সুড়ঙ্গগুলো একটার সঙ্গে একটা যুক্ত, শহরের প্রধান ড্রেনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এরকম দরজা সারা ভিয়েনাতেই আছে। আসলে এগুলো তৈরী হয়েছিল বোম্বিং-এর হাত থেকে রেহাই পেতে। এইগুলোকে পাহারা দেবার জন্য অস্ট্রিয়ানদের

বিশেষ পুলিশ বাহিনী আছে। এর যে কোন একটা দরজা দিয়ে ঢুকে ভিয়েনার যে কোন অঞ্চলে ওঠা যায়।

মার্টিন অবাক—বলেন কি?

—এই হচ্ছে সেই রাস্তা যেখান দিয়ে আপনাদের বন্ধু হ্যারি হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

—হ্যারি? মার্টিন চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—কি করে হবে! ওকে তো কবর দেওয়া হয়েছে।

—আমি ঠিকই বলছি, সমস্ত প্রমাণ তাই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

—কিন্তু...

—কিন্তু কি?

—একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ওরা কাকে কবর দিল তাহলে?

—এখনও জানি না। তবে একটা কাজ করতে বলে এসেছি।

—কোন কাজ? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

—না না আপত্তির কিছু নেই। কবরটা তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি।

—কবরটা?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কবরটা যদি সরিয়ে ফেলে?

—এখনও ফেলেনি। সে খবর আমার কাছে আছে। আর এতক্ষণে হয়ত তোলাও হয়ে গেছে। আর একটা কথা শুধু হেরচকই খুন হয়নি আরও একজন খুন হয়েছে।

—আরও একজন?

—হ্যাঁ।

—কে?

—এখন বলতে পারছি না।

—বলতে পারছেন না, না বলবেন না?

—জানি না, জানলে বলতাম। আর বাজী ধরে বলতে পারি—হ্যারি এই সুড়ঙ্গের কোথাও লুকিয়ে আছে।

—হ্যারি এর মধ্যে রয়েছে।

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। হ্যারির মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সব সাজান ছিল।

—মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।

—খুব স্বাভাবিক।

—দুর্ঘটনার পর হেরচক তো হ্যারির মুখ দেখেছিল, বলেছিল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। সত্যি ব্যাপারটার মধ্যে এত রহস্য আছে কে জানত! একবার হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত।

—তা ঠিক।

—তবে ওকে পাচ্ছি কোথায়?

—পাওয়া যাবে হয়ত। আপনি একমাত্র লোক যার সঙ্গে হ্যারি কথা বলতে আপত্তি করবে না, যদিও এটা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক।

—বিপজ্জনক কেন বলছেন? হ্যারিতো আমার বন্ধু।

—কিন্তু আপনি ওর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন।

—তা অবশ্য ঠিক। তবু ও আমার ক্ষতি করবে না।

—না করলেই ভাল।

—করবে না আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—আপনার বিশ্বাস অটুট থাক।

—আমি এক পলক ওকে দেখেছিলাম, তাই ভাবছি সত্যি ও কিনা। বলুন কি ভাবে এগোব?

—আমার মনে হয় ও এ অঞ্চল ছেড়ে কোথাও যাবে না।

—কেন বলুন তো?
—গেলে অসুবিধে হবে।
—কি ধরনের অসুবিধে? নিরাপত্তার অভাব?
—তা হতে পারে ; হ্যাঁ যা বলছিলাম। আপনি হ্যারিকে সুড়ঙ্গের বাইরে আনতে পারেন।
—আমি বললে ও কথা রাখবে?
—তা ঠিক। রাখলেও রাখতে পারে। যদি এখনও বন্ধু হিসেবে মনে করে।
—করবে না। সেই ছেটোবেলার বন্ধু আমরা, তবে তার আগে কার্টসের সঙ্গে একবার দেখা করব।
—কার্টসের সঙ্গে?
—হ্যাঁ।
—তবে এ ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করতে চাই।
—কেন বলুন তো।
—আমার অঞ্চল থেকে গেলে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না, আর হ্যারিও চাইবে না যে আপনি আমার অঞ্চল ছেড়ে রাশিয়ান অঞ্চলে যান।

মার্টিন থমকে গেলেও তারপর দৃঢ় স্বরে বলে—আমি পুরো ব্যাপারটা ভাল ভাবে বুঝে নিতে চাই তাই কার্টসের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

।। চোদ্দ ।।

রবিবারের দুপুরবেলা মেঘলা আকাশ, বরফও পড়ছেনা। রাস্তায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। মার্টিন চলেছে কার্টসের বাড়ির দিকে। রাস্তার একজায়গায় বোর্ডে লেখা রাশিয়ান অঞ্চল।

কার্টসের বাড়ি পৌঁছে বেল বাজায় মার্টিন। ইচ্ছা করেই আগে জানান দিয়ে আসেনি সে। দরজা খুলে মার্টিনকে দেখে অবাক। বলে—আপনি?

মার্টিনের মনে হয় সে হয়ত কারও জন্য অপেক্ষা করছিল। মার্টিন এবার লক্ষ্য করে কার্টসের মাথায় পরচুলা নেই।

কার্টস অসন্তুষ্ট ভাবে বলে ওঠে—এখানে আসার আগে ফোন করে আসা উচিত ছিল।

মার্টিন—তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

—আমি তো একটু পরেই বেরিয়ে যেতাম।

—একটু পরে বেরতেন এখন তো নয়। আমি কি এবার ভিতরে আসতে পারি?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহ্বান জানায়—আসুন।

ঘরে ঢুকে দেখে খোলা আলমারি থেকে কার্টসের ওভারকোট, বর্ষাতি, কয়েকটা টুপী আর পরচুলা উঁকি মারছে।

পরিহাস করে বলে মার্টিন—তাহলে আপনার মাথায় চুল উঠেছে?

কার্টসের মুখের চেহারা সামনের ড্রেসিং টেবিলের আয়না দিয়ে দেখে মার্টিন। এবার মুখোমুখি হতে বলে কার্টস—মাঝে মাঝে চুলটা খুলে রাখি, আর ওটা পরলে মাথা বেশ গরম থাকে।

—কার মাথা? দুর্ঘটনার সময় পরচুলা পরে থাকলে সহজে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না!

কার্টস কোন জবাব দেয় না।

মার্টিন বলে—যাক্ সে কথা, আমি হ্যারির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—হ্যারি! চমকে ওঠে কার্টস।

—হ্যাঁ। ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব।

—কথা?

—হ্যাঁ।

—ওর সঙ্গে?

—হু।

—পাগল হয়ে গেছেন নাকি?

—কে? আমি?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—আমার একটু তাড়া আছে, তাই আপনার কথার কোন জবাব দিলাম না।

—শুনে খুশী হলাম।

—এবার আমায় খুশী করুন।

—খুশী করব আপনাকে?

—হ্যাঁ।

—কিভাবে?

—দয়া করে এই পাগলের কথা শুনুন তাহলেই হবে।

—বলুন কি বলবেন?

—যদি হ্যারি বা হ্যারির প্রেতাত্মার সঙ্গে আপনার দেখা হয় তাহলে আমার কথাটা জানিয়ে দেবেন। আমি দু' ঘন্টা প্রাটারের ভাঙা গীর্জার কাছে যে বটগাছটা আছে ওখানে থাকব।

এখন আসি। ও হ্যাঁ মনে রাখবেন আমি হ্যারির বিশ্বস্ত বন্ধু।

এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে কিসের যেন একটা আওয়াজ আসে। মার্টিন শব্দটা অনুসরণ করে দরজার কাছে এসে দরজাটা খুলে ফেলে। দেখে রান্নাঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে ডাঃউইস্কলোর বসে আছে। মার্টিন অবাক, কাছে গিয়ে বলে—আপনি এখানে? কি ব্যাপার?

ডাক্তার ইতস্ততঃ করে—মানে...

মানে কি? মার্টিন কোন কথা না বলে কার্টসের কাছে এসে বলে ডাক্তারকে আমার পাগলামোর কথা বলবেন যদি ওষুধ দিতে পারেন। হ্যাঁ, আবার বলছি প্রাটারের গীর্জার কাছে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য থাকব।

প্রাটারের গীর্জার সেই বটগাছটার কাছে মার্টিন ঘণ্টা খানেক হল এসেছে। হ্যারির কোন দেখা নেই। আদৌ সে কি আসবে?

চারদিকে তাকায় মার্টিন। পাহাড়ী এলাকা সামনে ছোট নদী। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। হঠাৎ চমকে ওঠে সে। তার নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা তার কানে বিঁধছে। হ্যারির সেই পরিচিত গানের সুর। চারদিকে দেখে কোথাও কেউ নেই। কিন্তু সে তো ভুল শোনেনি। তাহলে নিশ্চয়ই কাছেই হ্যারি আছে। সহসা পিছন থেকে কে ডেকে ওঠে—রোলো মার্টিন। চমকে পিছন ফিরে দেখে হ্যারি। হ্যারি হেসে বলে হ্যালো মার্টিন, কেমন আছ?

মার্টিন উত্তেজিত—হ্যারি তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—নিশ্চয়ই তা তো থাকবেই। তোমাকে যখন আসতে লিখেছি, সত্যি মার্টিন এতদিন পর তোমায় দেখে কি যে ভাল লাগছে।

—কেন? আমি তো তোমার অন্ত্যেষ্টির সময় উপস্থিত ছিলাম।

হ্যারি হেসে বলে—লোককে কেমন ফাঁকি দিয়েছি বল!

—তোমার প্রেমিকাকে ফাঁকি দিয়ে কিন্তু মোটেই ভাল করনি।

—তুমি আন্নার কথা বলছ?

—হ্যাঁ। ও ভীষণ কাঁদছিল।

—সত্যি মেয়েটা ভাল। আমি ভালবাসি ওকে।

—তোমার সম্বন্ধে পুলিশ যা বলছে আমি বিশ্বাস করিনি। আচ্ছা কি ব্যাপার বলতো?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে হ্যারি—তোমাকে কোনদিন কিছু লুকোইনি, আজও সব খুলেই বলব।

হ্যারির মনে তোলপাড় চলছে। চুপ করে থাকে। মার্টিন নীরবতা ভঙ্গ করে বলে—শিশু হাসপাতালটাকে দেখেছ? দেখলেই বুঝবে কি অবস্থা হয়েছে?

—জানি। একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ।

—কেন? কি আছে?

—দেখই না।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে লোক যাতায়াত করছে, ওপর থেকে বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

হ্যারি বলে—নিচের ঐ বিন্দুগুলো যদি দু চারটে থেমে যায় তাহলে সমাজের কি খুব ক্ষতি হবে?

—তুমি কি বলছ? তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

—না বন্ধু। একটা বিন্দু থেমে গেলে তোমার পকেটে যদি কুড়ি হাজার পাউন্ড আসে তাহলে কেমন হয়?

—তুমি টায়ারের ব্যবসায় থাকলে না কেন?

—ওতে লাভ কম হয়।

—তাতে তো মনে শান্তি পেতে।

—শান্তি।

—হ্যাঁ।

—কুলারের মতন। না না এত ছোট কাজে আমি নেই। তুমি দেখ পুলিশ আমায় ধরতে পারবে না। আমি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াব।

—কিন্তু সেটা কি বাঁচা?

মার্টিন দুঃখ পায় ভাবে হ্যারি আজ কোথায় নেমে গেছে। তার মনে হয় তাকে যদি এখান থেকে ধাক্কা দেয় তাহলেই সব শেষ। হ্যারির বাঁচার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

আবার বলে মার্টিন—তুমি জান পুলিশ তোমার কবর খুঁড়েছে?

—শুনেছি।

—তবু তুমি নির্বিকার। একটা কথার জবাব দেবে?

—কি?

—বল দেবে কি না?

—দেবার হলে নিশ্চয়ই দেব।

—ঐ কবরে কার মৃতদেহ?

—হারবিল।

—হারবিল?

—হ্যাঁ।

মার্টিন স্তব্ধ। তার মাথায় যেন কিছুই আসছে না। মানুষ কত কি করতে পারে। দুনিয়ায় টাকাই সব, আর বিবেক?

মার্টিন রেগে গিয়ে বলে—তোমায় কি করতে ইচ্ছা করছে জান?

—কি?

—বলব? এই পাহাড়ের ওপর থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দিতে।

—না তুমি পারবে না। কারণ এর আগে আমার বহু অপরাধ ক্ষমা করেছ। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি তাই তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারিনি। (একটু থেমে) এখানে আসতে কার্টিস মানা করেছিল। আসলে তোমায় যে ভালবাসি।

—ভালবাস?

—হ্যাঁ।

—কার্টিস কি বলেছে জান? তোমায় মেরে ফেলতে।

—মেরে ফেলতে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু হ্যারি গায়ের জোরে তুমি তো আমার সঙ্গে পারবে না।

—সব সময় কি গায়ের জোর দরকার হয়?

—তা অবশ্য ঠিক।

—তাছাড়া আমার রিভলবার আছে।

—তা তো থাকবেই।

—থাকবেই কেন বলছ?

—নইলে তোমায় মানাবে কি করে?

—বুঝলাম না কথাটা।

—খুব সোজা।

—সোজাটাই শুনি।

—একদিন যে হাতে ছুরি কাঁচি ধরতে শিখেছিলে আজ সে হাতে পিস্তল, সত্যি ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস।

—ও সব তত্ত্ব কথা ছাড়।

—তা নয়ত কি?

—চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

—রাখ তোমার ধর্মের কাহিনী।

—তা তো বলবেই।

—জান তুমি নিচে পড়ে গেলে তোমার চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না। ও সব ডাক্তারী কথা তুমি জানবেই বা কি করে।

এবার হ্যারি নিজেকে স্বাভাবিক করে বলে—কি বোকার মত আমরা করছি। বাদ দাও। চলো মার্টিন ফেরা যাক।

—ফিরবে?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—আগে তুমি বল কার্টস আর ডাক্তারের পিছনে পুলিশ লাগিয়ে দেবে না।

—সেটা পরের কথা।

—জান কার্টস তোমায় মেরে ফেলতে বলেনি। আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম।

—ঠাট্টা।

—হ্যাঁ, বিশ্বাস কর। বানিয়ে বলছি না। বলেই হ্যারি যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। মার্টিন চিৎকার করে—হ্যারি!

পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ডাক ফিরে আসে ; হ্যারি! হ্যারি! হ্যারি!

।। পনের ।।

রবিবার সন্ধ্যায় যোশেফস্টাড থিয়েটারে আন্নার অভিনয় ছিল। মার্টিন তার সঙ্গে দেখা করবে বলে থিয়েটার শেষ হতে তার ঘরে গেল।

আন্না প্রশ্ন করে—কি খবর?

—শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তা খবরটা কি?

—আগে বল কথাটা বিশ্বাস করবে?

—বিশ্বাস না করার কি আছে?

—হ্যারি...

—কি, বল, থামলে কেন?

—হ্যারি বেঁচে আছে।

—হ্যারি বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ।

—না না, মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে?

—হ্যাঁ।

—আন্না বিশ্বাস কর। মিথ্যে বলে আমার লাভ!

—তুমিই জান।

—আর কিছু বলার নেই তাহলে।

আন্না চুপ, মার্টিন ভেবেছিল আন্না কথাটা শুনলে খুশী হবে। তবে সত্যি কথা হ্যারির কোন ব্যাপারে আর আন্না খুশী হোক সে চায় না। আন্নার দিকে তাকিয়ে দেখে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আস্তে আস্তে সমস্ত কথা সে আন্নাকে বলে। মার্টিনের মনে হয় সে যেন মন দিয়ে শুনছে না।

মার্টিনের কথা শেষ হলে, চোখ মুছে আন্না বলে—এর চেয়ে হ্যারি মারা গেলেই ভাল ছিল।

—ঠিকই বলেছ। ও আমাদের ভালবাসার কোন দামই দিল না। সত্যি লজ্জার কথা।

—ও মারা গেলে অনেক বিপদের হাত থেকে বাঁচত।

সেই হতভাগ্য বাচ্চাগুলোর ছবি আন্নার টেবিলে রাখল। আন্না সেগুলো দেখার পর বলল—হ্যারিকে এ অঞ্চলে আনতে না পারলে পুলিশ ওকে ধরতে পারবে না।

—হুঁ।

—তোমার সাহায্য দরকার।

—আমার সাহায্য।

—হ্যাঁ।

—আমার ধারণা ছিল তুমি তার প্রকৃত বন্ধু।

—বন্ধু ছিলাম।

—ছিলে?

—হ্যাঁ। এখন নেই।

—তাহলে তো ধরিয়ে দিতে চাইবেই।

—হ্যাঁ চাইছি। সে তোমার ভালবাসার কোন মূল্য দিয়েছে? তোমায় ঠকিয়েছে, তোমায় নিঃস্ব করেছে।

—তবু হ্যারিকে ধরতে তোমায় সাহায্য করব না।

—করবেনা?

—না, তবে...।

—তবে কি?

—আমি আর ওকে দেখতেও চাই না। গলার স্বরও শুনতে চাইনা।

—সত্যি তুমি একজন অভিনেত্রী।

—হঠাৎ এ কথা?

—বলতে বাধ্য হচ্ছি।

—কিসের জন্য?

—সার্থক তোমার অভিনয়। এখনো হ্যারির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।

—আমি অভিনয় করছি?

—তা নাতো কি?

—কথাটা বুঝিয়ে বলবে?

—জলের মত পরিষ্কার।

—তবু শুনতে চাই।

—হ্যারির সঙ্গে দেখা করবে না, গলার আওয়াজও শুনবে না তবুও তাকে ধরিয়ে দিতে তোমার বাঁধছে। সত্যি তোমাদের নমস্কার। সার্থক সৃষ্টি ভগবানের। তোমাদের কোনটা হ্যাঁ, কোনটা না, আজও বোঝা গেল না। হাসতেও যেমন সময় লাগে না, কাঁদতেও তাই।

—তুমি আমাকে যতই আঘাত দিয়ে কথা বল আমি ও কাজ করব না।

—বাঃ চমৎকার।

—এটাও জেনে রাখ এমন কোন কাজ করব না যাতে হ্যারির কোন ক্ষতি হয়।

—সুন্দর! সুন্দর! হাততালি পাবার মত সংলাপ। তুমি কি এখনও হ্যারিকে চাও।

—তাকে চাই না ঠিকই কিন্তু...।

—কিন্তু কি?

—আমার রক্তের সঙ্গে ও মিশে একাকার হয়ে গেছে, আমার কাছে হ্যারিই এখনও স্বপ্নের পুরুষ, অন্য কেউ নয়।

মার্টিন আর অপমানিত হতে চায় না, তাই কোন কথা না বলে বেরিয়ে আসে।

কর্নেলের কাছে এসে বলে—আমায় কি করতে হবে বলুন?

—এবার শেষ দৃশ্যের অভিনয় হবে।

—এত তাড়াতাড়ি সম্ভব?

—চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি।

—ও হ্যাঁ। কফিন থেকে মৃতদেহ তোলা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কার?

—হারবিলের।

—তাহলে হ্যারি ঠিকই বলেছে।

—আমরা এবার কুলার ও ডাক্তারকে গ্রেফতার করতে পারি।

—তাহলে ভাল হয়।

—তবে কার্টস ও ড্রাইভার হাতের বাইরে।

—কেন?

—রাশিয়ানদের অনুমতি লাগবে।

—একটা কাজ করতে পারবেন?

—কি?

—আপনি কুলারকে সাবধান করে আসুন।

—আমি?

—হ্যাঁ।

—তাতে কি ভাল হবে?

—হবে।

—যদি বিপরীত ফল হয়?

—মানে? কুলারের সন্দেহ হবে? পালিয়ে যাবে তাই?

—হ্যাঁ।

—আমি চাই কুলার পালিয়ে যাক। তাতে বড় শিকারটা জালে পড়বে।

—কেন?

—আপনার উপর হ্যারির বিশ্বাস জন্মাবে ঘণ্টা তিনেক পর হ্যারিকে খবর পাঠাবেন। পুলিশ আপনাকে খুঁজছে এ সময় লুকিয়ে থাকাই ভাল নইলে বিপদ ঘটবে। কি? এ প্রস্তাবে রাজী?

সেই অসুস্থ বিকৃত বাচ্চাগুলোর ছবির দিকে তাকিয়ে বলি—রাজী।

—ধন্যবাদ।

—আমি খুনীর সঙ্গে কখনও আঁতাত করব না।

—এই তো চাই, সাবাস!

।। ষোল ।।

পরিকল্পনা মত সবই ঠিকঠাক চলছে। কুলারকে সাবধান করার জন্য ডাক্তারের গ্রেফতারী পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে মার্টিন আবার কুলারের সঙ্গে দেখা করে। কুলার মার্টিনকে খুশী হয়েই স্বাগত জানায়। বলে—কর্নেলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝামেলা চুকে গেছে। মার্টিন জানায় একটু তো গণ্ডগোল হয়েছে। এ কথায় কুলার চমকে ওঠে। দমে না গিয়ে বলে—হেরচকের ব্যাপারে কর্নেলকে জানিয়েছি বলে কিছু মনে করেননি তো?

—এতে মনে করার কি আছে?

—শুনে খুশী হলাম, আর আপনি তো নির্দোষ।

—কি করে জানলেন?

—জানি।

—জেনে থাকলে ভাল।

—সুতরাং ভয়ের কারণ নেই আপনার, আর একজন নাগরিক হিসেবে কর্নেলকে সব জানান কর্তব্য।

—আপনি যেমন হ্যারির সময় পুলিশের কাছে মিথ্যে বলে ভদ্র নাগরিকের পরিচয় দিয়েছিলেন!

—সত্যি। কর্নেলের ব্যাপারে আপনি খুব রেগে আছেন।

—পুলিশ সেই কবরটা খুঁড়ে ফেলেছে জানেন তো। আর ডাক্তার ও আপনাকে তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করবে।

—গ্রেফতার? ঠিক বুঝলাম না।

—ঠিকই বুঝেছেন। মার্টিন আর কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।

আমাদের প্রাথমিক কাজ শেষ এবার শুধু জাল পাতা বাকি। ভিয়েনার ম্যাপ দেখে মনে হল হ্যারিব বের হবার এটাই ভাল রাস্তা। এই দরজার পঞ্চাশ গজ দূরে একটা রেস্তোরাঁ। আর কোন দরজার কাছে এসব নেই। সুতরাং হ্যারি বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে পঞ্চাশ গজ রাস্তা পাব হয়ে ক্লাব থেকে বন্ধুকে নিয়ে আবার ঐ পথেই চলে যাবে। হ্যারির কাছে এই কায়দাটা নতুন কিন্তু আমাদের নয়। সুড়ঙ্গ পাহারা দেবার জন্য একটা দল রাত বারটায় যায় আর রাত দুটোয় আব এক দল আসে, হ্যারি এই সময়টাকেই বাছবে বন্ধুকে নিয়ে যাবার জন্য।

সেই অনুযায়ী মার্টিন ঐ রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করছে। মার্টিনকে একটা রিভলবার দিয়েছি আত্মরক্ষাব জন্য। সেই নির্দিষ্ট দরজার অদূরে সাদা পোষাকে পুলিশ লুকিয়ে আছে। সুড়ঙ্গ পাহারা দেবাব একটা বিরাট দল আমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। আমি সংকেত দিলেই সব ম্যানহোল বন্ধ কবে দেবে। আর শহরের প্রান্ত ভাগ থেকে টহল দিতে দিতে এদিকে আসবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল হ্যারি সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে ধরা পড়ুক। এতে মার্টিনেরও বিপদ কম হবে, ঝামেলাও কম হবে।

রেস্তোরাঁতে এখন অনেক লোক। বাইরে ভালই ঠাণ্ডা চলছে। মার্টিন যেখানটা বসে আছে সেখানটাও খোলা মেলা। তাই কফি খেয়ে শরীর গরম করছে।

মার্টিনের কিছু দূরে আমার একটা লোক বসিযে রেখেছি আর পাছে কারুর সন্দেহ হয় তাই এক লোককে বেশীক্ষণ রাখছি না। আমি কিছুটা দূরে ফোন নিয়ে বসে আছি। একঘণ্টার ওপর হয়ে গেল হ্যারিব দেখা নেই। হঠাৎ ফোন বেজে উঠতে ব্যস্তভাবে রিসিভার তুললাম, মার্টিন-এর ফোন—আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি কর্নেল।

—হ্যাঁ, খুব ঠাণ্ডা।

—প্রায় শোওয়া একটা বাজে।

—সত্যি অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—আর কি অপেক্ষা করব?

—হ্যাঁ অবশ্যই।

—হুঁ।

—আপনাকে আমার টেলিফোন করা উচিত হয়নি। যেমন চুপচাপ বসে আছেন বসে থাকুন।

—অনেক কাপ কফি খেয়ে ফেলেছি।

—আরও খান।

—শরীর খারাপ কবছে।

—দেখুন মিঃ মার্টিন হ্যারি যদি আসে তবে আব বোধহয় দেবী কববে না।

—আর এসেছে!

—অন্ততঃ আর মিনিট পনের কুড়ি অপেক্ষা করুন।

—ঠিক আছে।

—আর ভুলেও আমায় ফোন করবেন না।

—হায় ভগবান! ঐ তো হ্যারি, সঙ্গে সঙ্গে মার্টিনের ফোন বন্ধ। আমি ফোন নামিয়ে রেখে নির্দেশ দিই ম্যানহোলগুলো বন্ধ করতে। টহলদারী পুলিশকে বলি এবার আমরা নীচে নামব।

এদিকে হ্যারি মার্টিনকে ফোনে কথা বলতে দেখে সাবধান হয়ে পড়েছিল। তাই মার্টিন রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় আমারও কোন লোক সেখানে ছিল না। আসলে একজন উঠে গিয়ে আর একজন যে যাচ্ছিল তার পাশ দিয়েই হ্যারি বেরিয়ে গেল। মার্টিন বাইরে বেরিয়ে আমার লোককে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু যখন চিৎকার করে বলল ঐ তো হ্যারি, ততক্ষণে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে গেছে সে।

আমরাও সুড়ঙ্গে নেমে এসেছি হাতে টর্চ। চারদিক দিয়ে জল পড়ার আওয়াজ আসছে। সব সুড়ঙ্গগুলো কোমর পর্যন্ত জলে ভর্তি। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। সুড়ঙ্গের আসল রাস্তাটা টেমসের প্রায় অর্ধেক। জলে স্রোত রয়েছে বলে পা ফেলতে অসুবিধে হচ্ছে। বাঁকের মুখে কাদা জমে আছে। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে হ্যারি কোন দিকে গেছে। আমার প্রহরীর এক হাতে টর্চ এক হাতে রিভলবার। মার্টিনকে চাপা গলায় সে বলল—আপনি আমার পিছনে আসুন।

—পিছনে গেলে অসুবিধে হবে না?

—না।

—ওকে আপনি চিনতে পারবেন?

—হ্যাঁ। পিছনে যেতে বলছি কেন না ও আপনাকে গুলি করতে পারে।

—তাহলে আপনিই বা সামনে থাকবেন কেন?

—এটা আমার চাকরীর অঙ্গ।

প্রত্যেকটা ম্যানহোলে পাহারা রয়েছে, সমস্ত সুড়ঙ্গটা আমরা ঘিরে ফেলেছি। ছোট ছোট গলি পথ ধরে আসল পথটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

প্রহরীটা বাঁশী বাজালে পাশ থেকে অনেকগুলো বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসল। প্রহরী বলল—আমার টহলদারী বন্ধুরা সবাই এখানে এসে গেছে, এই জায়গাটা সবার নখদর্পণে। সামনের দিকে কি আছে দেখার জন্য টর্চ তুলতেই গুলি ছুটে এল। প্রহরীটা যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, হাত থেকে টর্চ পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললাম—কোথায় লেগেছে?

তেমন কিছু না। হাতটা বোধহয় ছড়ে গেছে। আমার সঙ্গে আর একটা টর্চ আছে, এটা ধরুন। ততক্ষণে ক্ষতস্থানটা বেঁধেনি। কিন্তু স্যার টর্চটা জ্বালাবেন না। ও বোধহয় কাছের কোন গলিতে লুকিয়ে আছে। গুলির প্রতিশব্দ মিলিয়ে যেতে বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেল। প্রহরীটিও বাঁশী বাজিয়ে উত্তর দিল। মার্টিন এবার প্রহরীটিকে জিজ্ঞাসা করে—আপনার নামটা এখনও জানা হয়নি।

—বেটস্। আজ এখানে আমার আসার কথা নয়। শুধু স্পেশাল ডিউটি বলেই এসেছি।

—আমি এবার সামনে থাকব। হ্যারি আমায় গুলি করবে বলে মনে হয় না। আর হ্যারির সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

—কিন্তু স্যার, আমি দুঃখিত।

—কেন?

—আপনার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই নির্দেশই আছে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। মার্টিন বেটসকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যায়। চিৎকাব করে ডাকে—হ্যারি। হ্যারি।

কথাটা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আবার বলে—হ্যারি লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। তুমি বেরিয়ে এস। হঠাৎ কাছ থেকে হ্যারির গলার অওয়াজে সবাই চমকে যায়। হ্যারি বলে—বন্ধু, তুমি আমায় কি করতে বলছ?

—মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এস হ্যারি।

—আমার সাথে টর্চ নেই। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

পিছন থেকে বেটস বলল—স্যার সাবধান।

মার্টিন বলে—আপনারা দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান। ও আমায় কখনও গুলি করবে না।

আবার হ্যারিকে বলে—হ্যারি টর্চ জ্বালছি, বেরিয়ে এস। আর কোন উপায় নেই, ধরা তোমায় দিতেই হবে।

টর্চ জ্বললে কুড়ি গজ দূর থেকে হ্যারি বেরিয়ে এল। মার্টিন বলল—মাথার ওপর হাত রাখ। হ্যারি হাত তোলার ভান করে গুলি চালায়। গুলি মার্টিনের গায়ে না লেগে সুড়ঙ্গের দেওয়ালে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বেটস চিৎকার করে সার্চ লাইট জ্বালতে বলে। আলো জ্বললে দেখা যায় সবাইকে। বেটস জলে উপুড় হয়ে আছে যন্ত্রণায় কাতর। মার্টিন থর থর করে কাঁপছে। হ্যারি কিছুটা দূরে। মার্টিনের গুলি লাগার ভয়ে আমরা হ্যারিকেও গুলি করতে পারছি না। আমরা আস্তে আস্তে এগোতে থাকি। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় হ্যারি কোন উপায় না দেখে বড় সুড়ঙ্গের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সার্চ লাইট ঘোরাবার আগেই ডুব দিয়েছিল তার ওপর স্রোত থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল। মার্টিন সার্চ লাইটের আলো যতদূর যায় তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাতে রিভলবার। হঠাৎ আমার মনে হল সামনে কি যেন নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললাম—মিঃ মার্টিন আপনার বাঁ দিকে গুলি করুন। মার্টিন তৎক্ষণাৎ গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রনার শব্দ ভেসে উঠল। সামনে এগোতে গিয়ে দেখি বেটসের প্রাণহীন দেহ। মার্টিনের ছোঁড়া গুলি তার গায়ে লেগেছে। সামনে তাকিয়ে দেখি মার্টিন নেই। নাম ধরে ডাকতে থাকি কিন্তু জলের শব্দে কিছুই যেন শোনা যায় না। পরক্ষণেই একটা গুলির আওয়াজ পেলাম। মার্টিন অন্ধকারে খানিকটা এগিয়ে গেছিল, টর্চ ইচ্ছা করে জ্বালেনি। হ্যারি মার্টিনের গুলিতে আহত হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোতে থাকে। ত্রিশ ফুট উঁচু ম্যানহোল-এর মুখ থেকে সিঁড়িটা নেমে এসেছে। হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও ওপরে উঠতে পারল না। আর তখনই যেন সেই পরিচিত সুরটা শিস দিয়ে ডাকছিল। শিসের শব্দে এগিয়ে গিয়ে ডাকল মার্টিন হ্যারিকে। ঠিক তখনই আবার শিস থেমে গেল। আর কিছুদূর এগিয়ে যেতে মার্টিনের পায়ে কিছু ঠেকল। আলো জ্বললে দেখি হ্যারি পড়ে আছে হাতে বন্দুক নেই। মনে হল মারা গেছে কিন্তু যন্ত্রণায় কাতরানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। মার্টিন কানের কাছে মুখ এনে ডাকে—হ্যারি! হ্যারি!

হ্যারি চোখ তুলে কিছু বলার চেষ্টা করল। আমি মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে স্পষ্ট শুনি বলছে—বোকা কোথাকার! মার্টিন বলে—আমি আজও বুঝতে পারিনি হ্যারি কেন ওকথা বলেছিল। আজ আমার মনে পড়ছে, যে আমি জীবনে একটা খরগোস মারিনি সেই আমি প্রাণের বন্ধুকে মেরে ফেললাম, সত্যি ভগবানের কী খেলা! আমি মার্টিনকে সান্ত্বনা দিই—মিঃ মার্টিন এখন আমাদের এসব ভুলতে হবে। মার্টিন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—না কর্নেল আমি অন্তত পারব না।

।। সতের ।।

মেঘলাভাব কেটে গেছে। ইলেকট্রিক ড্রিল দিয়ে কবর খোঁড়ার দরকার আজ আর নেই, চারিদিকের আবহাওয়া জানিয়ে দিচ্ছে এখন বসন্তকাল প্রকৃতিও যেন হ্যারীর উপর প্রসন্ন।

হ্যারীর প্রিয়জনের প্রায় কেউ নেই ডাক্তার ও কার্টস প্রায় অনুপস্থিত। কেবল সেই মেয়েটি দ্রুত রাস্তায় দিকে এগিয়ে গেল। তখন একটা ট্রাম গুঁড়ো বরফ ঠেলে এগিয়ে চলেছে।

আমি মার্টিনকে প্রশ্ন করি—'আপনার সঙ্গে গাড়ী আছে? নাকি আমি পৌছে দেব?'

'না, ধন্যবাদ, আমি ট্রামে যাব?

আমি বলি—'শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন, আর আমি হেরে গেলাম।'

মার্টিন ব্যথিত কণ্ঠে বলে—'না, না, কর্ণেল, আপনি একথা বলবেন না। আমি সব হারিয়ে ফেলেছি।...সব হারিয়ে ফেলেছি।'

তারপর মার্টিন একটাও কথা না বলে বড় বড় পা ফেলে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়। আমি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। মনে হয় ওরা নীরবে হেঁটে চলেছে। একটা বোবা দুঃখ তাদেরকে ঘিরে রয়েছে।

সত্যি, বলা যায় না বিপদ কখন আসবে, কার দ্বারা সে শত্রুই হোক আর কোনও প্রিয়জনই হোক।

ইউ আর লোনলি হোয়েন ইউ আর ডেড

।। এক ।।

মার্চের মাঝামাঝি সুন্দর সকালে গাড়ি হাঁকিয়ে যাই সান্টা রোসা এস্টেটের দিকে। স্টেটের মালিক জে ফ্রাঙ্কালিন কার্ফ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভদ্রলোক ফোন করছিলেন, আমি তখন অফিসের বাইরে ছিলাম, ধরে ছিল আমার সেক্রেটারি পাওলা বেনসিংগার। সে বলেছে যে এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা করব। ফোনে কিছু বলেন নি। তিনি যে সান্টা রোসা স্টেটের মালিক তাই উৎসাহিত করেছিল আমাকে।

আমাদের ব্যাবসার খাতিরে অর্কিড শহরের গন্যমান্য মানুষদের খোঁজ-খবর রাখতে হয়। জানতে পারি কার্ফ রেডস্টার নেভিগেশান কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। ভদ্রলোক দু' বছর যাবৎ বিপত্নীক, স্ত্রী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ওঁর জীবন উত্তেজনাহীন। সম্প্রতি যাকে বিয়ে করেছেন সে এক সেলস্ গার্ল হিসেবে কাজ করত। বোধ হয় এ কারণে ভদ্রলোক আমাদের খোঁজ করছেন।

একজন মানুষ যদি পরিণত বয়সে কোন সেলস্ গার্লকে বিয়ে করেন—তাঁকে ঝামেলা পেতেই হবে! সেই জাতীয় স্ত্রীলোকেরা সাধারণত অর্থলোভী হয়। পাওলা আমাকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

কল্পনা থামে না পাওলার। যদি ভদ্রলোকের স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধতা না থাকে—সেক্ষেত্রে ওঁর মেয়ে নাটালির কথা ভাবতে হবে। কুড়ি বছরের মেয়ে। মার সঙ্গে মেয়েও গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিল। তাই মেয়েটি পঙ্গু।

ভদ্রলোক অগাধ টাকার মালিক ; পাওলা বলেছে। বলার পর ওর দু'চোখ টাকার চিন্তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'দ্যাখ ম্যালয়, ভদ্রলোকের কাছে ছুটে যাও। যেন না ভাবেন তাঁর জন্য আমাদের তেমন গরজ নেই। পরে ওঁর মনের পরিবর্তন হতে পারে।'

'তোমার কথাবার্তা শুনলে যে কেউ মনে করবে—এই অফিসের মালিক তুমি! দ্যাখ বাছা, ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ওস্তাদি করতে হবে না।'

গরম হয়ে জবাব দিয়েছে পাওলা, 'ভারী আমার মালিক হয়েছে! বলি অফিসের কাজটা কে করে শুনি? আমি না থাকলে...।'

সিঁড়ি ভেঙে ততক্ষণে আমি নিচে নামতে শুরু করেছি।

অনেক বড় সীমানা সান্টা রোসা স্টেটের। আছে লন, বাগান, সুইমিংপুল আর ঝরণা। খুব সুন্দর ভাবে সাজানো। ঐসব দেখলে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়।

আমার চোখে পড়ল প্রাসাদের দু'পাশে গাছের সারি। লনটা এত বড় যে, পোলো খেলা যায়। ফুলের বাগান দেখলে মন ভরে ওঠে, রঙের বাহারে। নুড়ি বিছানো পথে পাঁচ ছটা গাড়ি। সবচেয়ে ছোট গাড়িটা রোলস্-রয়েস, অদ্ভুত রঙের। দু'জন ফিলিপাইন-দেশীয় ড্রাইভার গাড়ির ধুলো পরিষ্কার করছে। দেখে মনে হল এ কাজ করা ওদের ধর্মবিরুদ্ধ।

বাড়িখানা দেখার মত। ঘর রয়েছে চব্বিশটি।

গেট দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় চোখে পড়ে দুটো টবে লাল এবং হলদে বিগোলিয়া (এক ধরনের ফুলের গাছ)। তারপর মুখোমুখি হই হুইলচেয়ারে বসা একটি মেয়ের। আমাকে দেখে মেয়েটা অবাক হয় না। বরং সন্ধানী দৃষ্টিতে আমাকে জরীপ করে যে, আমি অস্বস্তি টের পাই।

চব্বিশ-পঁচিশ হবে মেয়েটার বয়স। ছোট-খাট চেহারা। পঙ্গুদের যেমন হয় অর্থাৎ দু' চোখের দৃষ্টি বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট। ওর চুল কাঁধের ওপর ছড়ানো। ওর পরনে স্ল্যাক্স আর কাশ্মীরের তৈরী সোয়েটার।

আমি মেয়েটির দিকে হেসে তাকাই মাথার টুপি নামিয়ে। যেন ওকে মুগ্ধ করবেই এমন ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকাই। ওর মুখে হাসি নেই।

'ইউনিভার্সাল সার্ভিস থেকে আপনি এসেছেন?'

জবাবে বলি, 'ম্যাডাম...হ্যাঁ।'

'আপনার সামনের দরজায় আসা উচিত হয় নি। যারা কাজ-কর্মের জন্য আসেন তাঁদের জন্যে ডান দিকে প্রবেশ পথ।'

এই বলে মেয়েটি বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে, আবার আমি সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যাই।

মেয়েটি কড়া চোখে তাকায়, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'মিস কার্ফ' আমি আপনার কথা শুনেছি। সময় পেলে বাড়িটার চারদিক ঘুরে দেখবো।'

আবার মিস কার্ফ বইয়ের ওপর ঝুঁকেছে এবং বলছে আমার কোন কথা ওর কানে যায়নি। লম্বা চুলে ঢেকে দিয়েছে ওর মুখ। আহা বেচারী!

লাভ নেই এখানে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে। তাই আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

খানসামা দরজা খুলে দেয়। দীর্ঘকায় চেহারা। দেখে মনে হয় একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ। ভাবভঙ্গি যেন ধর্মযাজকের মত। সে জানায় যে, মিঃ কার্ফ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। সে আমাকে নিয়ে অগ্রসর হয়। দেয়ালে সাজান যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র। অনেক ওঠা নামা করার পর মিঃ কার্ফের ঘর।

একটু অপেক্ষা করুন 'স্যার, মিঃ কার্ফকে আপনার কথা জানাচ্ছি।' তারপর হালকা পায়ে সে ঘরে ঢুকে যায়।

ছয় লক্ষ মিলিয়ন ডলারের জাহাজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট। জে ফ্রাঙ্কলিন কার্ফ। চেহারা জাঁদরেল টাইপের। কোন রকম ছ্যাবলামো নেই। গায়ের রঙ রোদে পোড়া। দু'চোখ ঘন নীল, ওর বয়স যেন ভুল করে পঞ্চাশ ছুঁয়েছে! দেখতে বেশ শক্ত সমর্থ।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলি, মিঃ কার্ফ দেখছেন, আমি কতটা কাজের লোক হতে পারি।

'আপনিই কী ম্যালয়' হঠাৎ মিঃ কার্ফ গর্জে ওঠেন। মনে হয় ওঁর অধীনে যারা কাজ করে তারাও নির্ঘাৎ চমকে উঠবে।

মাথা নাড়ি, অপেক্ষা করি, কোন কথা বলি না, জানি ধনী ব্যক্তিরা অন্যের কথা শুনতে ভালবাসে না। ওরা মোহিত থাকে নিজেদের কণ্ঠস্বরে।

'ইউনিভার্সাল সার্ভিস থেকে নিশ্চয়ই এসেছেন?' মিঃ কার্ফ নিশ্চিত হতে চান।

ওঁর দু' চোখে সন্দেহ। কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান। এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বড় মানুষের খাম-খেয়ালী আর কি।

'আপনার কাছে বিস্তারিত জানতে চাই।'

'কি ভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে—নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন বা আগ্রহী হবেন। কে যেন বলেছিল, লক্ষপতিরা কাজ চান। সেই লোকটা বলেছিল—' "যে যত বেশি অর্থ রোজগার করবে, তাকে তত বেশি লোকের ওপর নির্ভর হতে হবে। যথার্থ কথা বলেছিল লোকটা।" আর্মি থেকে যখন চলে আসি আমার সামনে কিছুই ছিল না। না কোন অর্থ, না উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু লোকটার কথা আমার মনে ছিল। কি করি, এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো, যার কাজ হবে লক্ষপতিদের সেবা করা। গড়ে উঠল ইউনিভার্সাল সার্ভিস—যার জন্মদিন আগামী সপ্তাহে পালন করা হবে। বলছি না যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান লাভজনক ব্যবসা করছে। এই সামান্য কাজ-কর্ম আর অল্প-স্বল্প অর্থের সংস্থান হয়। কিন্তু এই কাজে অনেক মজা।

'আমাদের প্রতিষ্ঠান মক্কেলদের চাহিদা অনুযায়ী যে কোন কাজের ভার নিয়ে থাকে। মোটের ওপর কাজটা রুচিকর হওয়া দরকার। যেমন, কেউ যদি ডিভোর্স চায়—আমরা পেছপা হই না। অথবা সাদা হাতী জোগাড় করতে বলেন—আমরা সানন্দে সেই কাজের ভার গ্রহণ করি। আমাদের প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ব্ল্যাক মেইলার, নেশাচ্ছন্ন মানুষকে নজর বন্দী করে রাখা, ছাত্রদের ভ্রমণের প্রভৃতি নানা রকম কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছে। কোন মক্কেলের কাজ নিরাপদে রাখা অন্যতম লক্ষ্য। আর কাজের গোপনীয়তা বজায় রাখি।'

অনেক কিছু বলার পর একটু থামি। মিঃ কার্ফ বলেন, 'হ্যাঁ, যা বলেছেন, সব জানি।' এবার বলেন, 'আপনি বসুন। কী পানীয় আপনাকে দেব?'

কোন পানীয়ের দরকার নেই, বসেই জানাই। মিঃ কার্ফ কাজ না দিয়ে পানীয় তৈরী করেন, একটা গ্লাস এগিয়ে দেন, আর একটি গ্লাস নিজের কাছে রাখেন।

আমি বলি 'আপনার কোন কাজে লাগলে খুশি হব। এবং কাজটার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।'

আমার দিকে তাকিয়ে 'মিঃ কার্ফ, বলেন নিশ্চিত না হলে আপনাকে ডাকতাম না। কাজটা আমার পক্ষে স্বস্তিকর নয়।'

হঠাৎ মিঃ কার্ফ বলেন, 'সব খুলে বলার আগে একটা জিনিষ দেখাতে চাই। অদ্ভুত আবিষ্কার। আসুন আমার সঙ্গে।'

আমরা প্রবেশ করি হলঘরের পাশে আর একটা ঘরে। সুগন্ধ পেয়ে মনে হল, এ ঘর কোন স্ত্রীলোকের। তাছাড়া অন্যান্য জিনিষ দেখে তা মনে হল। মিঃ কার্ফ আলমারি খুলে একটা স্যুটকেস বের করলেন। মেঝের ওপর তিনি রাখলেন।

'খুলে দেখুন কি আছে' মিঃ কার্ফ বলেন।

অদ্ভুত ধরনের নানারকম জিনিষ স্যুটকেস খোলার পর আমার চোখে পড়ল। সিগারেট কেস, অনেক চামড়ার মানিব্যাগ, কয়েকটা হীরের আংটি, তিন জোড়া বেখাপ্পা ধরনের জুতো, অনেকগুলি চামচ যার ওপর বিভিন্ন রেস্তোরাঁর নাম লেখা, ছটা সিগারেট লাইটার, অনেকগুলি মোজা, তিনটে কলম এবং একটি নগ্ন নারী মূর্তি।

'এসব জিনিষ আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম', মিঃ কার্ফ বলেন। এখন আসুন আগের ঘরে যাই।'

এবার চেয়ারে বসার পর মিঃ কার্ফ প্রশ্ন করেন, 'ম্যালয়, কি মনে হল আপনার?'

'বেখাপ্পা ধরনের জুতো আর চামচ না দেখলে অস্বাভাবিক কিছু ভাবতাম না।' যেমন দেখেছি, তাতে মনে হয়, চুরি করে এমন কোন বাতিকগ্রস্ত লোকের কাজ? আমার তাই-ই মনে হয়।'

'তাই মনে করি আমিও।'

মিঃ কার্ফ নিঃশ্বাস ছাড়েন।

'যদি কোন ইয়ার্কির ব্যাপাব না হয়... অবশ্য।' আমি বলি।

বিরক্ত গলায় বলেন মিঃ কার্ফ, 'উহুঁ, কোন ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে গেছি। মূর্তি আনা হয়েছে মিসেস সিডনী ফ্লেগের বাড়ি থেকে। তাঁর ঘরে এই মূর্তি দেখেছি। চামচগুলি আনা হয়েছে রেস্তোরাঁ থেকে, অনেকবার গেছি। বুঝতেই পারছেন...ব্যাপারটা মোটেই ইয়ার্কি নয়।'

'এই কাজটা বুঝি আমাকে করতেই হবে? বুঝেছি মিঃ কার্ফ।'

ঠিক 'তাই।'

আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকি তারপর। ভ্রু কুঁচকে মিঃ কার্ফ বলতে থাকেন, 'ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বস্তিকর আবিষ্কার। আসলে কিছুই জানি না স্ত্রীর ব্যাপারে।'

মিঃ কার্ফ একটু থেমে আবার বলেন, 'স্যানফ্রান্সিসকোতে একটা পোশাকের দোকানে আমার স্ত্রী কাজ করত। একটা ফ্যাসান প্যারেডে ওর দেখা পাই। কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়। চার মাস আগের ঘটনা। বিয়ে হয়েছিল গোপনে। এখন বিয়ের ব্যাপারটা অনেকেই জানতে পেরেছে।'

'গোপনে বিয়ে হয়েছিল কেন?'

'মেয়ের জন্যে। মেয়েটা পাগলাটে ধরনের। নাটালিকে দারুণ ভালবাসত ওর মা, ফলে নাটালি শক পায় ওর মার মৃত্যুর খবর শুনে। অনিতা (আমার বর্তমান স্ত্রী) বলল বরং বিয়েটা আমরা গোপনেই করি।'

'আপনার মেয়ের সঙ্গে ধরে নিতে পারি, আপনার স্ত্রীর বনিবনা নেই।'

'যথার্থ আপনার অনুমান। সেটা কোন সমস্যা নয়। আমি জানতে চাই যে, আমার স্ত্রীর চুরির

বাতিক আছে কিনা।'

চোখ মুখ দেখে মনে হয়, এদিকটা মিঃ কার্ফ ভেবে দেখেন নি।

'সে রকম ইচ্ছেও নেই। আমার স্ত্রীকে সহজে বোকা বানানো যায় না।'

'মিসেস কার্ফকে কেউ হয়তো অসম্মান করার জন্যে এই কাজ করতে পারে। জানি না, আপনি ভেবেছেন কিনা। আলমারিতে অলক্ষ্যে এইসব জিনিষ রাখা যায়।'

আমার দিকে মিঃ কার্ফ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'কে করতে পারে? আপনার কী মনে হয়?'

'আপনার ভাল জানা উচিত আমার চেয়ে। আমি সূত্র ধরিয়ে দেব আপনাকে। এই তো জানা গেল যে, স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ের বনিবনা নেই।'

রেগে যান মিঃ কার্ফ, 'এ ব্যাপারে মেয়েকে টানবেন না।'

একটু শান্ত হওয়ার সুযোগ দিলাম মিঃ কার্ফকে। তারপর প্রশ্ন, 'আলমারি খুলতে গেলেন কেন? কিছু আবিষ্কারের প্রত্যাশায়?'

'আমার মনে হয় মিসেস কার্ফকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে। তাই জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছি যদি প্রমান পাওয়া যায়। তখনই চোখে পড়েছে স্যুটকেসটা।'

'স্ত্রীকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে? কারণটা কী?'

মিঃ কার্ফ বলেন, 'প্রত্যেক মাসে স্ত্রীকে হাত খরচ দিয়ে থাকি প্রয়োজনের বেশি। ওর মায়াদয়া নেই খরচের। যাইহোক, গত কয়েক মাসে মোটা অঙ্কের অর্থ তুলেছে ব্যাঙ্ক থেকে।'

'অর্থের পরিমাণ কী রকম?'

'পাঁচ, দশ, পনেরো হাজাব ডলার।'

'এই অর্থ কি কাউকে দেওয়া হয়েছে?'

মাথা নেড়ে মিঃ কার্ফ বলেন, 'সব বেয়ারার চেক।'

'কী মনে হয় আপনার? কেউ কি চুরি করতে দেখেছে...এবং ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা?'

'আপনার ধারণা সম্ভব হতে পারে,' মিঃ কার্ফ বলেন। 'মিসেস কার্ফ যখন কেনাকাটায় যাবেন, তখন নজর রাখার ব্যবস্থা করুন। কোন রকম ঝামেলা বা কার কার সঙ্গে ওঠা বসা, সব জানাবেন।'

'কোন সমস্যাই নয়। আমার একজন বান্ধবী আছে তাকে এ ধরনের কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বান্ধবীর নাম ডানা লিউইস। আজই লাগানো হবে। তাই চান তো?'

সম্মতি জানান মিঃ কার্ফ।

'কাল জানাবো কাজের পরিকল্পনা। আমার ধারণা, আপনার বাড়িতে ওর না আসাই ভাল। বলুন তো, কোথায় আপনার সঙ্গে সে দেখা করবে?'

'এ্যাথলেটিক ক্লাবে। মহিলাদের বিশ্রাম ঘরের সামনে আমি থাকবো।'

চেয়ার সরিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। বলি, 'এবার আমি চলি। আর একটা কথা জানতে চাই। আমি যে আপনার কাজে নিযুক্ত এটা কেউ না জানুক—এমন কি আপনার স্ত্রী বা কন্যা. আপনি নিশ্চয়ই সেটাই চান।

কারণ আপনার কাছে আসার আগে মুখোমুখি হয়েছি আপনার মেয়ের সঙ্গে। মিস কার্ফ জানেন—আমি ইউনিভার্সাল সার্ভিস থেকে এসেছি। এই বাড়িতে নিশ্চয়ই টেলিফোনের এক্সটেনশন আছে।

মিঃ কার্ফ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকান।

'ম্যালয়, ঠিক আছে, আপনি কাজে লেগে যান। শেষ পর্যন্ত কি হয়, দেখা যাক্।' মিঃ কার্ফ বলেন।

আগের মত আমি অসংখ্য পথের গোলকধাঁধা পেরিয়ে সামনের দরজায় পৌঁছে যাই। খানসামাকে জিজ্ঞেস করি, 'মিসেস কার্ফ বাড়িতে আছেন?'

'স্যার, উনি মনে হয় এখন সুইমিং পুলে...ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন?'

'উঁহু' এত বড় জায়গায়...তিনজন মানুষের পক্ষে হারিয়ে যাওয়া...কী মনে হয় তোমার?'

এমন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বোধ হয় খানসামার ইচ্ছে নয়। দরজা খুলে বলে, 'স্যার, আজ

চমৎকার দিন!'

'মনে হয় তাই।' আমি হাঁটার সাথে ভাবি মিস কার্ফ রোদ পোহাচ্ছে কিনা। বারান্দার দিকে তাকিয়ে ওর দেখা পাই না।

যখন গাড়ি বারান্দার দিকে এগিয়ে যাই, চোখে পড়ে স্নানের পোশাকে ঢাকা একটি মেয়েকে। বাড়ির পেছন দিকে সে চলেছে। লম্বা আর স্বর্ণকেশী। ওর চোখে বেপরোয়া ভাব। মনে হয় সাতাশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। ওর দু'চোখ বেশ বড় বড়।

পরস্পরকে আমরা কয়েক মুহূর্ত লক্ষ্য করি। ওর লাল ঠোঁটে হাসি। জানি না এই হাসি আমার উদ্দেশ্যে কিনা। অথবা অন্য কিছু ভেবে। বেশ রহস্যময় হাসি।

মেয়েটি ছুটে যাবার সময় পোশাকের কিছুটা অংশ খুলে যায়। এটা নিশ্চয় ইচ্ছাকৃত। ওর ফিগার দেখে মানুষের মাথা ঘুরে যাবে।

মেয়েটি অনেক দূর গিয়ে ফিরে তাকায়। পেনসিল আঁকা ভ্রূ বেঁকিয়ে সে হাসে। সাংঘাতিক হাসি!

দু'খানা ঘর নিয়ে অর্কিড বিল্ডিংয়ের দশ তলায় ইউনিভার্সাল সার্ভিসের অফিস। শহরের বড় বাণিজ্যিক এলাকা। অর্কিড বিল্ডিংয়ের পেছনের গলিতে থাকে উঁচু পদের লোকদের গাড়ি। গলির সব শেষ সীমায় ফিনেগান পানশালা।

মিঃ কার্ফ সংক্রান্ত বিষয় পাওলার সঙ্গে আলোচনার পর আমি পানশালার উদ্দেশ্যে রওনা হই। যেমন ভেবেছি, অর্থাৎ দেখতে পেলাম ডানা লিউইস, এড বেনি আর ডাক কারমানকে—একটা টেবিলের চারপাশে বসেছে।

আমি, কারমান, বেনি, ডানা আমরা একসঙ্গে কাজ করি।

'হ্যালো ডিক।' ওর পাশে একটা চেয়ারে ডানা বলে, 'বসে পড়। কোথায় ছিলে সকালে?'

ডানা লিউইস চমৎকার, স্মার্ট মেয়ে।

ওর পাশে বসে বলি, 'তোমার জন্যে কাজ নিয়ে এসেছি।' বেনি এবং কারমানের উদ্দেশ্যে বলি,' 'এই যে বাছাধনেরা, তোমাদের জন্যেও অনেক কাজ রয়েছে। এবার কাজে মন দিতে হবে।'

বেনি বলে, 'ধেৎ! কাল সারা রাত বড্ড ধকল গেছে...আমাদের রেহাই দাও।'

কারমান বলে, 'আমাদের কতগুলি শুটকী ঘোটকীকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে হয়েছে। উঃ কী যাচ্ছেতাই কাজ।'

কারমান দীর্ঘকায়, কাজের ও সুদর্শন। ক্লার্ক গেবেলের মতো গোঁফ রেখেছে। বেনি বেঁটে ও মোটা কাজে পটু।

অধৈর্য হয়ে ডানা বলে, 'ডিক, ওরা অপদার্থ শুধু আমার পেছনে লাগা ওদের কাজ।'

আমি বলি, 'কোন মহিলার সঙ্গে এরকম আচরণ করা অন্যায়।'

বেনি বলে, 'ডানার সঙ্গে আমার বোনের মত সম্পর্ক।' বলে সে ডানার মাথায় টুপীর ওপর বড় হাতের থাবা রেখে নাড়তে থাকে।

বেনির পায়ে ডানা লাথি মারে। বেনি রেগে লাফিয়ে ওঠে। কারমান বেনির গলা চেপে ধরে। ব্যস, ধস্তাধস্তি শুরু। টেবিল উল্টে গ্লাস চুরমার হয়।

মাঝে মাঝেই ওরা এরকম ঝগড়ায় মেতে ওঠে। ডানা বলে, 'আমার মোজার ফিতে ছিঁড়ে গেছে। উঃ, তোমাদের যে কবে বুদ্ধি হবে।'

বেনি বলে, 'আমি তো জানি ডানা মোজায় আঠা ব্যবহার করে।'

ডানা বলে, 'সাবধান। আর যদি বাঁদরামো কর...তোমার গলা কেটে দেব।'

টেবিলে চাপড় মেরে বলি, 'তোমরা যদি আমার কথা না মেনে...।'

ডানা বলে, 'ডার্লিং...রাগ কর না। এবার তোমার কাজের কথা বল।'

ডানাকে বলি, 'এ্যাথলেটিক ক্লাবে তুমি বিকেল তিনটেয় মিঃ কার্ফের সঙ্গে দেখা করবে। চোখ খোলা রাখবে। মিসেস কার্ফের পেছনে আঠার মত লেগে থাকবে। যদি মিসেস কার্ফ কোন দোকান

থেকে কিছু চুরি করে...তাকে তুমি রক্ষা করবে।'

বেনি হুইস্কির গ্লাস দিতে দিতে বলে। 'এই কার্ফ মহিলা দেখতে কেমন?

'দারুণ,.....খুব সেক্সি।'

কারমান বলে, 'ডানাকে সাহায্য করা আমাদের দরকার। কী বল তুমি? ডানা কি রকম বোকা টাইপের...।'

ডানা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোমাদের মত আমি বুদ্ধু নই। ডিক, আমি চলি। এই দুটোকে বেশি মদ পান করতে দিও না।'

কারমান বলে, 'ওই মেয়েটার জন্যে আমরা কি না করেছি। বেনি, আমার জন্যে কিছু পানীয় রাখ।'

আমি হুইস্কির বোতল টেনে বলি, 'ব্ল্যাকমেলের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর। তোমাদের বিকেলে কাজ আছে, সংযত হওয়া দরকার। একজন বুড়ো মারলিনকে ধরতে চায়। বুড়োটার লম্বা দাড়ি আছে। দ্যাখ বাপু এ কাজটায় লেগে যেতে পার।'

বেনি বলে, 'বুড়ো লোক...ধেৎ। সেক্সি ধরনের মেয়ে নয় কেন? মিসেস কার্ফের ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও।'

'হয়ত কোন পরীকে খুঁজতে তোমাদের দরকার হবে।'

বেনি বলে, 'এই যে ডিককে দেখছো...ব্যাটা এক নম্বরের বজ্জাত। তবুও ওকে ভালবাসে সবাই।'

আমি ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে মিঃ কার্ফের সঙ্গে দেখা হওয়ার দুদিন বাদে ডানার রিপোর্টটা আবার পড়ছি।

অনিতা কার্ফের চুরি করার কোন প্রবণতা ডানার রিপোর্টে পাওয়া যায়নি। বিকেলে দোকানে গিয়ে কিছু জিনিষ দাম দিয়ে কিনেছে কিছু বাকি রেখেছে।

একজন জর্জ বার্কলের সঙ্গে অনিতা কার্ফের গোপন সাক্ষাতের আবিষ্কার। ওরা পরস্পরের সঙ্গে রীতিমত অন্তরঙ্গ।

গলদা চিংড়ির জন্য বিখ্যাত একটা রেস্তোরাঁয় ওরা মিলিত হয়েছে। শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এই রেস্তোরাঁয় কখনো কার্ফের বন্ধু বান্ধবীরা যায় না।

উইলশায়ার এভেনিউতে বার্কলে থাকে একটা কাঠের তৈরী বাংলোতে। বার্কলে ফিল্মস্টারদের মত চমৎকার পোশাক পরে, ক্রাইসলার গাড়ি হাঁকায়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে বার্কলে এক নম্বর।

ফেয়ারভিউর কাফে নাইট ক্লাবের মালিক রলফ্ ব্যানিস্টার হল দু নম্বর ব্যক্তি। গতকাল সন্ধ্যায় অনিতা প্রায় সাতটার সময় নাইট ক্লাবে গিয়ে ব্যানিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। অনীতা ক্লাবে প্রায় একঘণ্টা ছিল। তারপর রাতের খাবার আগে সান্টা রোসা স্টেটে ফিরে গেছে।

ব্যানিস্টার জালিয়াত টাইপের। নাইট ক্লাব থেকে প্রচুর অর্থ কামায়। জুয়াখেলা চলে, এবং পুলিশের সাহায্যও পায়।

হঠাৎ রাত সোয়া দশটা নাগাদ সমুদ্র সৈকতের রাস্তা ধরে একটা গাড়ি এসে আমার বাংলোর কাঠের গেটের বাইরে দাঁড়ায়। অস্পষ্ট ভাবে একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পাই। বসবার ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। অনিতা কার্ফ বারান্দা পেরিয়ে এগিয়ে এলো। লাল ঠোটের ফাঁকে আধখোলা হাসি পরনে সন্ধ্যাকালীন পোশাক লো-কাট, যার ফলে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ চোখে পড়ে। ওর তাকাবার ভঙ্গী আমাকে প্রায় ধরাশায়ী করে তোলে।

অনিতা বলে, 'হ্যালো...আর কাউকে দেখছি না...আপনি কি একা থাকেন?'

ওকে দেখে...কি বলবো...সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়।

অনিতা বলে, 'ঠিক আছে...আপনাকে আর ভাবতে হবে না। হা-হা-হা, মিস শারলককে ধোঁকা দিয়েছি।'

কিছু বলার আগেই অনিতা বসার ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। আমিও ওর পেছন পেছন ঘরে ঢুকি।

আমার মন আচ্ছন্ন ছিল কিভাবে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করবো অথচ অনিতা যেন বিরক্ত না হয়। এখানে আসার কথা শুনলে মিঃ কার্ফ বিরক্ত হবেন। একথা জেনেই অনিতা এসেছে যে এখন আমি একা থাকবো।

আমি বলি, 'মিসেস কার্ফ আপনি কি কোন প্রয়োজনে এসেছেন?'

অনিতা বলে' কেউ আমার গতিবিধির উপর নজর রাখুক সেটা চাই না আমি। কারণটাও জানতে চাই।'

মনে মনে অবাক হই ডানার ব্যাপারটা কিভাবে জানতে পারল অনীতা?

আমি জবাব দিলাম, 'কারণ জানতে চান? বেশ তো মিঃ কার্ফের কাছে জানবেন। আর একটা কথা, এখানে আপনার আসা মিঃ কার্ফ পছন্দ করেন না।'

অনিতা হেসে বলে, 'মিঃ কার্ফের কথা বলবেন না। উনি আমার অনেক কিছুই পছন্দ করেন না। একটা সিগারেট দেবেন?'

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলি, 'এ সময় কাউকে আশা করিনি। আমি খুব ব্যস্ত।'

অনীতা বলে, 'আমিও বেশীক্ষণ বসবো না। এবার বলুন তো, মেয়েটি আমাকে কেন অনুসরণ করছে?'

'বললাম তো, মিঃ কার্ফকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

'আমাকে দেখে আপনি খুশি হননি অথচ সব পুরুষই আমার সান্নিধ্য চায়। যদি পানীয় চাই দেবেন না?'

আমি টেবিলে গিয়ে পেগ তৈরী করে অনিতার দিকে মদের গ্লাস এগিয়ে দিলাম।

অনিতা হাসি মুখে বলে, 'ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে বাড়িতে আর কেউ নেই।'

'ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আপনি আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন?'

'ও, আপনার গাড়িতে ইউনিভার্সাল সার্ভিসেস লেখা দেখলাম। খানসামা আপনার নাম জানায়। টেলিফোন দেখে এখানে হাজির হলাম।'

'আপনি দেখছি প্রাইভেট ডিটেকটিভকে হার মানিয়ে দেবেন।'

'আপনি কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?'

'উঁহু, সে রকম কিছু নয়।'

'বলুন তো, ইউনিভার্সাল সার্ভিসের আস-৷ কাজ কি?'

'ইউনিভার্সাল যে কোন আইনানুগ কাজ গ্রহণ করে। কাজটা অবশ্যই রুচিকর হওয়া দরকার।'

'কোন মহিলাকে অনুসরণ করা বোধ হয় রুচিকর কাজ?'

'সেটা মহিলার উপর নির্ভর করে।'

'আমার স্বামী কি আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে আপনাকে নিয়োগ করেছে?'

'আমার সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।'

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মিসেস কার্ফ বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করে, 'ওই মেয়েটা আমাকে কি জন্য অনুসরণ করছে?'

আমি একই জবাব দিলাম।

মিসেস কার্ফ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বলে, 'কাজটায় নিশ্চয়ই বেশি অর্থ আসে না?'

'আমার কাজের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। বেশি অর্থ পান কি?'

'জানি না। বেশি অর্থ ব্যাপারটা কি? হীরে ব্যবহার করতে পারি না কিন্তু যা পাই, একজন পোশাক বিক্রেতার চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া কাজে অনেক আনন্দ পাই।'

মিসেস কার্ফ কঠিনভাবে বলে, 'এক হাজার ডলার পেলে নিশ্চয়ই আপনি খুশী হবেন...কি বলেন?'

সুন্দরী মিসেস কার্ফের সঙ্গে বেশিক্ষণ একা থাকা নিরাপদ নয় বুঝে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি। 'দুঃখিত, মিসেস কার্ফ.....আমার হাতে জরুরী কাজ আছে। কাজটায় হয়ত খুব বেশি অর্থ আসবে না কিন্তু কাজ হাতে নিলে আমি বিশ্বস্ত থাকি। আমি মক্কেলকে ধোঁকা দিতে পারি না।'

অনিতা বলে, 'ঠিকই বলেছেন—আপনার কাছে আমার আসা উচিত হয়নি। কিন্তু আমি কি ক্রিমিন্যাল যে আমার পেছনে লোক লাগিয়েছেন? আঃ...কী সুন্দর পেগ বানিয়েছেন, আর একবার হবে না?'

পানীয় তৈরী করতে আমি যখন ব্যস্ত তখন মিসেস কার্ফ পায়ের উপর পা তুলে দেয়, ফলে স্কার্টটা হাঁটুর ওপর অনেকটা উঠে যায়।

পানীয় দিতে দিতে বলি, 'প্রায় হাঁটুর ওপর আপনার স্কার্ট উঠে গেছে—ঠাণ্ডা লাগতে পারে।'

মিসেস কার্ফ রুষ্ট ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকায়।

আমি বলি, 'আমার হাতে এখন অনেক কাজ, মিসেস কার্ফ।'

'কাজের সময় কাজ। আনন্দ করার সময় আনন্দ। আপনার কি স্ফূর্তি করতে ইচ্ছে হয় না?'

'কেন করবে না? কিন্তু কোন মক্কেলের স্ত্রীর সঙ্গে নয়।'

'আমি মিঃ কার্ফের তোয়াক্কা করি না। আপনাকে আমার ভাল লাগছে। আমার পাশে একটু বসুন।'

নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, 'উঁহু...আজ রাত্রে নয়। এবার কিন্তু আপনার বাড়ি ফেরা দরকার।'

মিসেস কার্ফ আরাম কেদারা ছেড়ে আমার কাছে এসে আমার বাহুর ওপর একটা হাত রেখে বলে, 'যাব...নিশ্চয়ই বাড়ি যাব। কিন্তু এখনও সময় হয়নি। আপনি চাইলে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারি।'

মিসেস কার্ফের হাতে আলগা চাপড় মেরে সহানুভূতির সঙ্গে বলি, 'আপনি থাকলেও আমি কিন্তু আপনাকে কিছু জানাবো না। বরং কার্ফকে জিজ্ঞাসা করবেন। এখন আমি বিশ্রাম করবে.. দয়া করে বাড়ি যান।'

মুখের হাসি না নিভিয়েই মিসেস কার্ফ বলে, 'আর একবার ভেবে দেখুন' বলেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমু খেতে লাগল সে।

মনে মনে ভাবি ওকে সবেগে দূরে সরিয়ে দেওয়া উচিত কিন্তু হঠাৎ টের পাই মিসেস কার্ফকে জড়িয়ে অজস্র চুম্বনে ওর মুখ ভরে দিচ্ছি। কখন যেন চুম্বনের মাধ্যমে আরাম কেদারায় বসে পড়ি। ওর নরম স্তনের স্পর্শ পাই। কিন্তু হঠাৎ ওর চাহনী দেখে আমি সবেগে মিসেস কার্ফকে দূরে ঠেলে উঠে দাঁড়াই। নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে হাঁফাতে হাঁফাতে বলি, 'আপনার স্বামীর কাজ শেষ হওয়ার পর আবার আমরা এ খেলায় মেতে উঠবো। এখন চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।'

'ঠিক আছে। যদি মিঃ কার্ফ ডিভোর্স চান—উনি তাই পাবেন। কিন্তু আমার শর্ত অনুযায়ী। ওকে জানাতে পারেন, আমার গতিবিধির ওপর নজর রেখে লাভ নেই। এত সহজে আমাকে কাবু করা যাবে না।'

মিসেস কার্ফ আবার বলে, 'শুধু অর্থের জন্যে ওকে বিয়ে করেছি। যদি জানতাম লোকটা এমন বোকা—ওর অপর্যাপ্ত অর্থও আমাকে কিনতে পারত না। উনি যেন ওর অপদার্থ মেয়ের ওপর নজর রাখেন।'

হঠাৎ মিসেস কার্ফ হেসে বলে, 'আর আপনি? একটা হাঁদারাম! পুরুষ মানুষের মত ব্যবহার করতে শিখুন। আঃ.....টের পেলেন না, আজ আপনি কি লোভনীয় জিনিষ হারালেন।'

রাত তিনটে বেজে চার মিনিট, টেলিফোন বাজতেই আমি রিসিভার হাতে নিলাম, 'কে... ম্যালয় কথা বলছো? আমি মিফ্লিন, পুলিশ হেড কোয়ার্টাস থেকে...অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। তোমার প্রতিষ্ঠানে যে ডানা মেয়েটি কাজ করে তার একটা হাতব্যাগ পাওয়া গেছে।'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললাম, 'শুধু এ কথার জন্যে তুমি আমাকে মাঝরাতে ডেকে তুলেছো?'

'আহা, রাগের কি আছে? মিস লিউসের বাড়িতে টেলিফোনে কোন সাড়া পাইনি। তাছাড়া ব্যাগটা যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে বালির উপর রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে আমি এখুনি রওনা হচ্ছি, ভাবলাম, খবর শুনে তুমি হয়ত আমার সঙ্গে যেতে চাইবে।

'ব্যাগটা কোথায় পাওয়া গেছে?' ঠিক আছে—

'তোমার বাংলো থেকে প্রায় এক মাইল দূরে বালিয়াড়ির কাছে। যাওয়ার পথে তোমাকে তুলে নিচ্ছি ঠিক আছে।'

পোশাক পরা শেষ হতেই গাড়ির শব্দ। একটা গাড়িতে মিফিন...য়ুনিফর্ম পরা আরও দুজন পুলিশ।

ছোটখাট পুলিশ অফিসার মিফিন। সুদক্ষ আর কড়া মেজাজের—বেশ কিছুদিন আমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করেছি। প্রয়োজনে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি। সে আমাকে দেখে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

ওর পাশে বসতেই মিফিন বলল, 'হয়ত আমাদের ধারণা ভুল হতে পারে। রক্তের ব্যাপারটা হয়ত কিছুই না...কিন্তু আমার লোক যা বলছে...তাতে আমাদের যাওয়া দরকার।'

'তোমার লোক এতরাত্রে ওখানে কি করছিল?'

'কি আর, এধার-ওধার ঘুরছিল। এ অঞ্চলে ওয়েন লীডবেটার নামে এক অদ্ভুদ পাগলা ধরনের লোক, গোপনে নর-নীরার প্রণয় লীলা লক্ষ্য করে। কিন্তু লোকটা এমনিতে শান্ত, একটা মাছি মারবারও ক্ষমতা তার নেই।

মিফিন প্রশ্ন করে, 'মিস লিউইস কোন বিশেষ কাজে বেরিয়েছিল কী?'

'আমি জানি না।'

মিঃ কার্ফকে আমি কথা দিয়েছি সুতরাং যাই ঘটুক কোনমতেই আমি মক্কেলের নাম প্রকাশ করবো না।

ড্রাইভার বলে, 'আমরা এসে গেছি। লোকটা বালিয়াড়ির প্রথম লাইন বলেছিল না?'

'হ্যাঁ। সার্চ লাইট ফেলো।' চারিদিকে ঘোরাও যাতে সবকিছু দেখতে পারি।'

তীব্র আলোয় বালিয়াড়ি স্পষ্ট হয়। বড়ই নির্জন জায়গা, আমাদের ডানদিকে সমুদ্র। আমরা গাড়ি থেকে নামি। ড্রাইভারকে মিফিন বলে, 'জ্যাক তুমি এখানে থাক। চিৎকার শুনলে তুমি আমাদের দিকে সার্চ লাইট ফেলবে।'

মিফিন আমাকে একটা টর্চ দিয়ে বলল, 'চল, আমরা খুঁজে দেখি। হ্যারি, তুমি ডান দিকে যাও আমরা বাঁদিকে যাব।'

হাঁটতে হাঁটতে বলি, 'লীডবেটারকে সঙ্গে আনলে কাজটা সহজ হোত।'

'লোকটা কী ভীতু তা তুমি জান। ও পাথরের টুকরো দিয়ে জায়গাটাকে চিহ্নিত করেছে—খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হবে না।'

ঠিক তাই, একশো গজের মধ্যেই আমরা জায়গাটা পেলাম। মিফিন চিৎকার করতেই ড্রাইভার সার্চ লাইটের আলো ফেলে। বালি জায়গায় জায়গায় সমান করা হয়েছে। পায়ের কোন চিহ্ন নেই। পাথরের টুকরোর সামনে লাল রক্তের দাগ। ডানা মেয়েটি চমৎকার, আমাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক ছিল।

মিফিন বলে, 'মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেও ওখানে কেউ ছিল। কিন্তু পায়ের চিহ্ন নেই? ডিক, ওটা কিন্তু রক্তের দাগ।'

'হ্যাঁ।'

হ্যারি কাছে এসে বলে, 'হয়ত ঐ দিকে মিস লিউইসকে পাওয়া যেতে পারে, একটা বড় ঝোপের দিকে দেখিয়ে বলে।' 'মনে হচ্ছে কোন কিছু টেনে নেওয়া হয়েছে।'

মিফিন বলে, 'চল খুঁজে দেখা যাক।'

ওরা এগিয়ে ঝোপের মধ্যে খুঁজতে শুরু করে। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে।

হঠাৎ ওরা থেমে, নিচু হয়ে কি যেন দেখছে। ওরা মিনিট খানেক দেখে মিফিন বলে 'ডিক শোন, মিস লিউসকে পেয়েছি।'

এগিয়ে গিয়ে দেখি চিৎ হয়ে ডানা শুয়ে। ওর চোখ মুখ, চুলে বালি। ডানা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ। ডানার চোখে-মুখে ভীতির ছাপ।

।। দুই ।।

আমি পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে ফিরলাম প্রায় ছটা নাগাদ। আমার পা যেন অবশ হয়ে গেছে হাঁটতে পারি না।

ডানাকে আনতে পুলিশের লোকেরা ব্যস্ত—সেই ফাঁকে আমি পাওলাকে ফোন করেছি। পুলিশের ওখান থেকে সোজা আমি পাওলার কাছে যাই। পাওলার কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড বেদনার চিহ্ন। আমরা সতর্কতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি।

মিফিন আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছে। আমি কিছুতেই মিঃ কার্ফের নাম উচ্চারণ করিনি। বলেছি, জানি না কেন ডানাকে হত্যা করা হয়েছে আর ডানা আমার হয়ে কোন কাজ করেনি।

অবশ্য মিফিন বলেছে, এ ব্যাপারটা পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রান্ডনকে জানাতে হবে। আমাকে ছাড়তে মিফিনের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না।

পাওলা দরজা খুলে দেয়। ওর নিখুঁত বেশবাস দেখে অবাক হই।

'এসো ডিক। কফি তৈরী।'

পাওলা দীর্ঘকায়, দুচোখ কটা, কাজে কর্মে খুব পটু। যুদ্ধের সময় একসঙ্গে কাজ করেছি। ইউনিভার্সাল সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠান গড়ার পেছনে ওর ভূমিকা অনেক। পাঁচ বছর অনেক কষ্টে আমাদের দিন কেটেছে। ওকে আমি কখনও মেয়ে হিসেবে লক্ষ্য করিনি অথচ ওর দৈহিক আকর্ষণও কম নয়। কাজ ছাড়া অন্য কোনরকম দুর্বলতাকে পাওলা কখনো প্রশ্রয় দেয়নি।

'পাওলা, এখন কফি থাক। তুমি এখুনি ডানার ফ্ল্যাটে যাও। হয়ত ডানা রিপোর্টের ডুপ্লিকেট কপি রেখে গেছে। আমি মিঃ কার্ফের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'অত ব্যস্ত হয়ো না। আমি কিছুক্ষণ আগে মিঃ কার্ফের সঙ্গে দেখা করে ফিরেছি। আর এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেনি ডানার ফ্ল্যাটে চলে গেছে।'

'জানতাম তুমি এরকম কিছু করবে। মিঃ কার্ফ কী জেনেছিলেন?'

কফি এগিয়ে দিয়ে পাওলা বলে, 'মিঃ কার্ফেকে ডেকে তুলতে হয়েছে।'

পাওলা এক চামচ ব্র্যান্ডি কালো কফির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ওর ধারণা হুইস্কির চেয়ে কালো কফি ক্লান্তিকে দূর করে বেশী।

'ডিক, কী মর্মান্তিক...বেচারী ডানা...।'

'মর্মান্তিক তো বটেই! তা মিঃ কার্ফ কী বললেন?'

'পাগলের মত কথাবার্তা আর আচরণ। তুমি নিশ্চয়ই বলনি যে, ডানা মিঃ কার্ফের হয়ে কাজ করছে?'

'মাথা খারাপ। জানি না, ব্যাপারটা কতদিন চাপা থাকবে। মিফিন তো আর বুদ্ধু নয়। অবশ্য কার্ফ আছেন, এই যা ভরসা।'

পাওলা আমাকে আর এক কাপ কফি দিয়ে বলে, 'শেষ পর্যন্ত গোপন থাকবে তো? যদি পুলিশ জানতে পারে, কার্ফ আমাদের নিযুক্ত করেছেন—আমাদের ব্যবসার বারোটা বাজবে। আবার কার্ফ শাসিয়েছেন...যদি আমরা মুখ খুলি—মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে আমাদের বিরুদ্ধে কেস করবেন।'

'আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মিঃ কার্ফ বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন—কি বল পাওলা?'

'যা বলেছো...বিপদে পড়লে ভদ্রলোক পিছিয়ে যাবেন।'

'তাঁকে যখন কথা দিয়েছি আমাদের পেছোবার কোন উপায় নেই। তা বলে একটা হত্যাকে গোপন করা...'

'ডিক, ডানার হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পার?'

'না, হয়ত ডানা সেই লোকটার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে লোকটা অনিতাকে ব্ল্যাকমেল করছে। ফলে ডানাকে সরিয়ে দেয়।'

'ডানা কিভাবে খুন হল?'

'পনেরো গজ দূর থেকে গুলী করে হত্যা, কিন্তু বুঝতে পারছি না, খুনী কেন ডানার পোশাক খুলে নিয়েছে।'

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বলি, 'পাওলা, যেভাবেই হোক, এই খুনীকে ধরতে হবে।

'অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে চলতে হবে। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই। খুনীকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা অন্য কোন কাজ হাতে নেব না। অবশ্য এ ব্যাপারে মিঃ কার্ফকে জড়ানো চলবে না।'

পাওলা বলে, 'মিফিনকে কি বিশ্বাস করা যায় না? তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল। হয়তো মিঃ কার্ফকে নেপথ্যে রাখতে রাজী হবে।'

'তেমন আশা কর না। মিফিন এখন পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রান্ডনকে খুনের ঘটনা জানাবে। আর ব্রান্ডন আমাদের কি চোখে দেখে তা তো জানই। পুলিশকে জানালে মিঃ কার্ফ কিছুতেই ব্যাপারটা সহ্য করবেন না। আমাদের যে উনি নিয়োগ করেছেন তার কোন কিছুই প্রমাণ নেই।'

'যাচ্ছেতাই, যদি পুলিশ খুনীর সন্ধান পায় আর খুনী মুখ খোলে—তবে আমাদের দফা রফা হবে।'

'জানি না, যা কিছু সূত্র সব আমাদের হাতে, তাই আমাদেরই জট খুলতে হবে। তাছাড়া এই খুনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত। আমাদের সহকর্মীকে হত্যা করে কোন খুনী পালাতে পারবে না।'

'আমাদের প্রথম পদক্ষেপ কি হবে?'

'প্রথমে মিসেস কার্ফের সঙ্গে কথা বলবো।

পাওলা বলে, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ইতিমধ্যেই মিসেস কার্ফ গা ঢাকা দিয়েছে।'

'তোমার কি তাই ধারণা?'

'মিসেস কার্ফের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু মিঃ কার্ফ রাজী হননি। তিনি জানালেন, মিসেস কার্ফকে শহরের বাইরে সরাবার ব্যবস্থা করেছেন। এতক্ষণে মিসেস কার্ফ গা ঢাকা দিয়েছেন।'

'মিসেস কার্ফকে খুঁজে বের করতে হবে। সে জানে, কে খুনী।'

'মিঃ কার্ফ বলেছেন তার স্ত্রী কিছুই জানে না, আমরা তাঁর স্ত্রীকে খুঁজে বার করলে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।'

'মিঃ কার্ফ যা খুশি বলতে পারেন। তাকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।'

'ডিক, ব্ল্যাকমেইলারই যে খুনী—তা সঠিক নাও হতে পারে। হয়ত মিসেস কার্ফ তার কোন প্রণয়ীকে সাহায্য করছে।'

'মিঃ কার্ফের মেয়ের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। মিসেস কার্ফের সঙ্গে মেয়েটার সম্পর্ক আদৌ ভাল নয়। হয়ত মেয়েটা মুখ খুলতে পারে।

'দেখ চেষ্টা করে। আর কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে?'

'যে লোকটা ডানার বটুয়া খুঁজে পেয়েছে...জানি না মিফিনের মাধ্যমে লোকটার কোন খবর পাওয়া যাবে কিনা। লীডবেটার লোকটা আমাদের হয়তো ধোঁকাও দিতে পারে।'

'ওকে কিছু অর্থ দিলে ওর মুখ বন্ধ করা যেতে পারে।'

'চেষ্টা করব। তারপর আমাদের বার্কলের কথা ভাবতে হবে। মিসেস কার্ফের সঙ্গে ওকে কয়েকবার দেখা গেছে। বার্কলের অতীত সম্পর্কে জানতে হবে। হয়ত ওর কাছে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।'

পাওলা বলে, 'আমি বলবো ব্যানিস্টার হলো ব্ল্যাকমেইলার। ওর মত শয়তান আর কেউ নেই। মিসেস কার্ফের সঙ্গে গত রাতের আগে দেখা করেছে কেন? জানতে পারলে অনেক জট খুলে যাবে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি বলি,.'ব্যানিস্টারের পেছনে বেনিকে লাগাবো। আর কারমান যাবে মিসেস কার্ফকে খুঁজতে। মিসেস কার্ফের.অতীত জানা দরকার। এখন যাব নাটালী কার্ফের সঙ্গে

মোলাকাত করতে।'

পাওলা বলে, 'ডিক, খুব দ্রুত কাজ করতে হবে।'

হঠাৎ দরজায় জোর শব্দ হওয়াতে চমকে দাঁড়িয়ে বলি, 'হয়ত পুলিশ এসেছে।'

পাওলা বলে, 'উহু...পুলিশ নয়। হয়তো বেনি, ওকে আসতে বলেছিলাম।'

পাওলা দরজা খুলে বেনিকে নিয়ে এলো। বেনি বলে, 'যেভাবেই হোক আমাদের খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে। উঃ, ডানার মত চমৎকার মেয়ে ভাবলে...।'

'কিছু খুঁজে পেলে?'

'নিশ্চয়ই। ডানার রিপোর্ট বই আর ওর শেষ রিপোর্টের ডুপ্লিকেট কপি। তাছাড়া একটা জিনিষ পেয়েছি। জিনিষটা ডানার নয় কিন্তু ডানার গদির নিচে পেয়েছি।

অনিতা কার্ফের হীরের নেকলেশ বের করে আমাদের চোখের সামনে ঘোরায়।

* * *

সকাল সাড়ে সাতটায় আমি আর বেনি, ফিনেগান রেস্তোরাঁয় জল খাবার খেতে যাই। কারমান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

একটা টেবিলে আমরা বসি। মোটা ফিনেগান কাছে এলো ওর মুখে অসংখ্য ভাঙা-চোরা দাগ।

ফিনেগান টেবিল মুছতে মুছতে বলে, 'সত্যিই ভারি মর্মান্তিক ব্যাপার। মিস লিউইসের মত চমৎকার মেয়েকে...কে এমন নৃশংস কাজ করতে পারে।'

'জানি না, আমাদের কফি আর খাবার দাও। জলদি।'

'এখুনি দিচ্ছি, যদি আপনার জন্যে কিছু করতে...।'

'ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে জানাবো।'

ফিনেগান গেলে, কারমান বলে, 'তুমি কী ঠিক করেছো?'

'জ্যাক, আমরা এই কাজে তিনজনেই নেমে পড়বো। তাড়াতাড়ি করতে হবে মিঃ কার্ফ যেন না জানেন।'

কারমান বলে, 'ব্রান্ডন জানলে আমাদের বিপদ। মিঃ কার্ফকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমাদের সমস্যা ডেকে আনবে।'

'মিফিনের হাতে কোন সূত্র নেই। আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার—অনিতার নেকলেশ ডানার গদির নীচে কেন?'

বেনি বলে, 'আমি ঘরের চারিদিকে খুঁজছিলাম, বিছানা এলোমেলো ছিল। উঁচু করতেই নেকলেশটা দেখলাম।'

আমি বলি, 'কাল রাত্রে মিসেস কার্ফ আমার কাছে এসেছিল, তখন নেকলেশটা ওর গলায় ছিল। ডানার ফ্ল্যাটে নেকলেশটা কিভাবে গেল আমাদের জানতে হবে।'

খাবার টেবিলে খাবার দিতে দিতে ফিনেগাল বলে, 'আমি ফুল পাঠাতে চাই। মিঃ ম্যালয়, সমাধির সময় আমাকে জানাবেন তো?'

ফিনেগান আরও কিছু বলতে চাইলে বেনি ওকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলে।

আমি বেনিকে বলি, 'ডানার হত্যার সময় পর্যন্ত গতিবিধির খবর নাও। ডানার পোশাক সম্পর্কে কোন ধারণা আছে?

খাবার নিয়ে বেনি জবাব দেয়, ডানার আলমারি আমি ঘেঁটে দেখেছি। ওর পরনে নীল কোট আর স্কার্ট।

কারমান নিজের কাপে কফি ঢেলে বলে, 'নেকলেশটার ব্যবস্থা কি করলে, ডিক?'

'অফিসের আলমারিতে রেখে দিয়েছি। মিঃ কার্ফের মুখ খোলাতে কাজে লাগবে। আজ সকালে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'আমাকে কী করতে বল, ডিক?'

'লীডবেটারের ওপর নজর রাখ। মিফিনের মতে লোকটা পাগলাটে। যদি প্রয়োজন হয়, কিছু অর্থের লোভ দেখাও। খরচের জন্য চিন্তা করো না। কাজ করা চাই।

'তাই হবে। মনে হয় কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে। এখনো পর্যন্ত ব্ল্যাকমেইলারকে

মিসেস কার্ফ তিরিশ হাজার ডলার দিয়েছে। কিন্তু ডানাকে খুন করা হল কেন?'

'হয়ত ব্ল্যাকমেইলার আরো অর্থ আদায়ের ধান্দায় ছিল। আর ডানা তখন বাধা হয়ে দাঁড়াল।'

চিন্তান্বিত হয়ে বলি, 'হয়ত এই হত্যার পেছনে অন্য কোন রহস্য আছে। যদি বার্কলে আর অনিতা প্রেমিক প্রেমিকা হয় এবং তাদের একসঙ্গে ঘুরতে দেখে...হয়ত বার্কলে খুন করতে পারে।'

কারমান বলে, 'উঁহু, বিশ্বাস হচ্ছে না।' বার্কলের অর্থের অভাব নেই। অনিতা ইচ্ছা করলেই মিঃ কার্ফকে ডিভোর্স দিয়ে বার্কলকে বিয়ে করতে পারে। সুতরাং অনিতাকে পাবার জন্যে বার্কলে খুন করবে কেন? আসলে ডানার হত্যার সঙ্গে কার্ফদের কোন রকম সম্পর্ক নেই।'

আমি বলি, 'যীশুর দোহাই। ডানার কোন শত্রু ছিল না। সে কেন বালিয়াড়িতে যাবে—যদি অনিতাকে অনুসরণ না করে?'

বেনি বলে, 'মিসেস কার্ফ যে বালিয়াড়িতে গিয়েছিল—তুমি কি করে বলছো?'

'রাত সাড়ে দশটায় মিসেস কার্ফ আমার কাছে এসেছিল। আমার বাংলো থেকে এক মাইল দূরে ডানাকে পাওয়া যায়। হয়ত আমার সঙ্গে দেখা করার পর অনিতা ঐখানে ব্ল্যাকমেইলারের কাছে যায়। অনিতার অজ্ঞাতে ডানা ঐ জায়গায় যায়। ভয় পাবার মত মেয়ে তো ডানা নয়? ডানাকে দেখে ব্ল্যাকমেইলারের মেজাজ নষ্ট আর ডানাকে হত্যা।'

কারমান বলে, 'অনিতাও তো ডানাকে গুলি করতে পারে।'

'পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশের মত ভারী বন্দুক চালানো কোন মহিলার কর্ম নয়।'

কারমান বলে, 'জানি না। ডানা নেকলেশ নিয়ে কি করছিল? ব্যাপার কি?'

'ধর যদি কেউ ডানার ঘরে নেকলেশটা রেখে দেয়। বেনি খুঁজে না পেলেও পুলিশ ঠিকই বের করতো। তারপর পুলিশ অনিতার কাছে যেত।'

'তাহলে কী নাটালি কার্ফের কাজ?'

'হতে পারে। নেকলেশের কথা শুনেই আমার নাটালির কথা মনে হয়। অনিতাকে নাটালি ঘৃণা করে। অনিতাকে খুনের সঙ্গে জড়ানো নাটালির পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

বেনি প্রতিবাদ করে, 'কিন্তু মিস কার্ফ পঙ্গু...ডানার ঘরে যাওয়া কী তার পক্ষে সম্ভব? ডানার চার তলায় কোন লিফ্‌ট নেই।'

'হয়ত সে কাউকে কাজে লাগিয়েছে। বেনি গত রাত্রে এগারটা থেকে তিনটের মধ্যে কারা ডানার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে—খবর নাও।'

কারমান বলে, 'যদি আমরা মিসেস কার্ফকে খুঁজে বের করতে পারি—যদি ও মুখ খোলে, তাতে আমাদের অর্ধেক কাজ এগিয়ে যাবে।'

'আমি মিঃ কার্ফের সঙ্গে কথা বলব। হয়ত লীডবেটার অনিতা অথবা খুনীকে দেখেছে, ওর সঙ্গে দেখা কর। বেনি, ডানার ফ্ল্যাটে আবার যাও, কিন্তু পুলিশ সম্পর্কে হুঁশিয়ার। দুপুরে এখানে দেখা হবে এবং সব জানা যাবে।'

আমরা যে যার গাড়ির দিকে এগিয়ে যাই। কারমান বলে, 'ডিক, এত সকালে কী কার্ফের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?'

'হ্যাঁ...কার্ফকে চিন্তা করার বেশি সময় দিতে চাই না।'

একজন গার্ডকে সান্টা রোসা স্টেটে প্রবেশের প্রধান ফটকে দেখা গেল। য়ুনিফর্ম পরিহিত গার্ড, অল্প বয়স, দোহারা চেহারা। ওর বিবর্ণ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভাল লাগে না। মনে হয় ছোকরা বেয়ারা টাইপের।

গার্ড আমাকে দেখতে পেল কয়েক গজ দূরে গাড়ি থামাতে। আমি এসে হালকা গলায় বলি, 'গাড়ি চালিয়ে যাব, না হেঁটে যেতে হবে?'

'কোনটাই নয়। যেমন এসেছেন তেমনি গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ুন।'

'আমার নাম ম্যালয়, যাও তোমার বসকে আমার কথা জানাও। তার সঙ্গে আমার জরুরী আলোচনা আছে।'

ধীরে সুস্থে গার্ড একটা সিগারেট ধরায়। দুচোখে যেন বহু দূরে হারিয়ে যাওয়ার দৃষ্টি, স্বপ্নময় হাসি।

'বাড়িতে কেউ নেই। ম্যাক, কেটে পড়।'

'উঁহু...জরুরী। বসকে বল...হয় আমার সঙ্গে দেখা করুক, নয় পুলিশের সঙ্গে।'

গার্ড বলে, 'মিঃ কার্ফ এক ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন আমি জানি না। এখন চট্‌পট্‌ কেটে পড়ে শান্তি দিন।'

আমি সান্টা রোসা স্টেটের এক কোণে এসে গাড়ি ঘোরাই। গাড়ি এমন জায়গায় থামাই যেখান থেকে প্রধান ফটক দেখা যায় না।

লাফ দিয়ে আট ফিট্‌ উঁচু দেয়াল টপ্‌কে নরম মাটিতে পড়ি। প্রায় ন'টা বাজে। চারিদিকটা একবার জরীপ করে দেখি মিস কার্ফ নয়ত অনিতার দেখা পেতে পারি।

আস্তে আস্তে হাঁটি, মাঝে মাঝে পেছনে ফিরে তাকাই গার্ড যেন আমায় না দেখে।

বড় সুইমিং পুল পেরিয়ে যাই। একটা বড় রোডোডেনড্রন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকাই।

তারপর আস্তে আস্তে বাড়িতে গিয়ে দেখি—মিস কার্ফ হুইল চেয়ারে বসে সকালের খাবার খাচ্ছে। তার মুখে অসহায় বিষাদের চিহ্ন।

মাথায় টুপী নামিয়ে আমি বলি, 'হ্যালো...চিনতে পারছেন? আমার নাম ডিক ম্যালয়।'

ক্রুদ্ধ হয়ে মিস কার্ফ বলে, 'আপনি এখানে কি জন্যে এসেছেন?'

'আপনার বাবার সঙ্গে জরুরী কাজ ছিল। তার সঙ্গে দেখা হবে কী?'

মিস কার্ফ বলল, 'মিলস্‌ আপনাকে ভেতরে ঢুকতে দিল?'

'গেটের ছেলেটার নাম মিলস্‌ নাকি?'

'আপনি এখানে কিভাবে এলেন?'

'দেয়াল টপ্‌কে এসেছি। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'বাবা বাড়িতে নেই। আপনি কি দয়া করে চলে যাবেন?'

'বেশ, তবে মিসেস কার্ফের সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'দুঃখিত। মিসেস কার্ফও বাড়িতে নেই।'

'ইস্‌ কি বিশ্রী ব্যাপার! মিসেস কার্ফের নেকলেশ আমার কাছেই থাক।'

মিস কার্ফ একটু জোর গলায় বলে, 'আপনি কেন চলে যাচ্ছেন না?'

'নেকলেশটা ফেরৎ দিতে এসেছি। তা কোথায় মিসেস কার্ফের সঙ্গে দেখা হবে?'

সে চিৎকার করে বলে, 'বেরিয়ে যান।'

'মিসেস কার্ফের ওপর নজর রাখার জন্যে আপনার বাবা আমার প্রতিষ্ঠানের একটি মেয়েকে নিযুক্ত করেছিলেন। মেয়েটি খুন হয়। মিসেস কার্ফের নেকলেশটা মেয়েটির ঘরে পাওয়া যায়।'

'মিসেস কার্ফের ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। আপনি চলে যান।'

'ভাবলাম আপনি হয়ত উৎসাহিত হতে পারেন যে পুলিশ নেকলেশটি খুঁজে পায়নি। মিসেস কার্ফের খোঁজ পেলে—তাকে চিন্তার হাত থেকে বাঁচাতে পারি।'

মিস কার্ফের ভাবভঙ্গি দেখে আমি বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াই। হারামী ছোকরা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। ছোকরা বলে, 'এই যে বীরপুরুষ! আপনাকে কেটে পড়তে বলেছিলাম, তাই না?'

মিস কার্ফ বলে, 'ওকে বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও।'

'ম্যাক, আমার সঙ্গে আসুন। গেট পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

মিস কার্ফকে বলি, 'দেখুন বাজে বকবক করে আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি। মিসেস কার্ফের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সময়ে ঝামেলা এড়ানো যাবে।'

মিলস্‌, মিষ্টি হেসে বলে, 'চলুন আর দেরী করবেন না।'

'দেখুন, আপনি...।' কথা শেষ না হতেই মিলসের ঘুষি আমার মুখে লাগে।

থেঁৎলানো ঠোঁট স্পর্শ করে বলি, 'বেশ চলুন, আপনি শক্তি পরীক্ষা করতে চান তো? তাই হবে।'

মিলস্, কয়েক হাত তফাতে আমার পেছনে এলো। গেটে পৌঁছে আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করি। বাঁ হাত দিয়ে ওর ডান চোয়ালে ঘুষি চালাই। মিলস্ সরে যায়। ফলে ঘুষিটা ফসকে যায় এবং আমি ওর কাছাকাছি এসে পড়ি। মিলস্ আমাকে পরপর পাঁচবার আঘাত করে। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, হাঁটু ভেঙে পড়ে। আবার ওর ডান হাতের ঘুষি আমার চোয়ালে এসে পড়ল। ঘুষি নয় যেন হাতুড়ির ঘা। দুচোখে সর্ষে ফুল দেখি। 'আর আমার সঙ্গে লড়তে আসবেন? আপনার মত মানুষদের আর এখানে দেখতে চাই না। এখন বিদেয় হোন।'

অস্পষ্টভাবে দেখি কে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর বুটের লাথি সবেগে আমার ঘাড়ের ওপর নেমে এলো।

বাংলোয় পৌঁছে দেখি একজন পুলিশ মোটর সাইকেলে বসে আছে সে এগিয়ে এলো।

ওই হারামী ছোকরাটাকে সান্টা রোসা স্টেট থেকে ফেরার পথে শুধু গালাগাল দিয়েছি। আমার নিজের ওপর ছোকরার চেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিলো। ঘাড়ে বুটের লাথি...ব্যাপারটা ভাবতে পারছিলাম না। পুলিশটিকে আমি বলি, 'কী চান? যা বলার তাড়াতাড়ি বলে কেটে পড়ুন।'

'কী হয়েছে? ঘোড়ার লাথি খেয়েছেন নাকি?'

ব্যাঙের সুরে বলি, 'ঘোড়া? আপনি কী ভেবেছেন...।'

'যাক গে, হেডকোয়ার্টারে, ক্যাপ্টেন সাহেব আপনাকে ডাকছেন।'

'তাকে বলবেন আমার অনেক কাজ আছে। ওঁর মত বোকার সঙ্গে বকবক করার সময় নেই আমার।'

'ক্যাপ্টেন সাহেব বলেছেন—তেমন হলে আপনাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে। ভেবে দেখুন, কি করবেন?'

'আপনার সাহেব এভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন না।'

'শুনুন, কাল রাতের খুনের ব্যাপারে উনি কিছু কথা বলতে চান। ঝামেলা না করে যাওয়াই ভাল।'

'বেশ, আমার গাড়িতে যাবো, তবে আপনি সাইরেন বাজিয়ে আগে আগে চলুন—আমার গাড়ি পেছনে থাকবে।'

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে আমরা অগ্রসর হই। হেড কোয়ার্টারে পৌঁছানোর পর পুলিশটি বলে, 'কেমন লাগল বলুন?

'চমৎকার, আবার কখনও আমরা এভাবে আসবো।'

ঘরে ঢুকে মিফিনকে দেখি ওর লাল মুখে কেমন যেন উদ্বেগের চিহ্ন।

আমি বলি, 'হ্যালো মিফিন, কী ব্যাপার?'

'ক্যাপ্টেন সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। ওঁর ধারণা খুনের ব্যাপারে তুমি অনেক কিছু জান। সুতরাং সাবধানে কথা বলবে।'

ঘরটা বেশ বড়, চমৎকার সাজানো। মেঝেতে পুরু গালিচা, দেয়ালে ভ্যান গঁগের আঁকা ছবি। পুলিশ ক্যাপ্টেন, বয়স পঞ্চাশ, বেঁটে চেহারা। মাথায় ঘন সাদা চুল, দু চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ। 'বসুন আপনার সঙ্গে জরুরী আলোচনার দরকার।'

চেয়ারে বসে বলি, 'নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন।'

ব্রান্ডনকে এই প্রথম ভালভাবে দেখার সুযোগ হয়। আমরা পরস্পরকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লক্ষ্য করি।

ব্রান্ডন নাকি কড়া মেজাজের পুলিশ অফিসার। ওর অধীনে যারা কাজ করে তারা ওঁকে ভীষণ ভয় করে।

ব্রান্ডন প্রশ্ন করেন। 'কাল রাত্রের খুনের ব্যাপারে আপনি কি জানেন?'

'কিছুই না। মিফিনের সঙ্গে আমি যাই। তারপর আমরা মিস লিউইসের ডেডবডি দেখতে পাই।'

'আপনার কী মনে হয়?'

'মনে হয় ধর্ষণের জন্য ওকে খুন করা হয়েছে।'

'মেডিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু অন্য কথা বলে। কোন ধস্তাধস্তি বা আঁচড়ানোর চিহ্ন নেই। ডানা লিউইসকে গুলি করার পর উলঙ্গ করা হয়েছে। আমি জানি ডানা আপনার কোন কাজে গিয়েছিল। তাই না?'

আমি মাথা নাড়ি।

'সুতরাং ডানার সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে আপনার বেশি জানা উচিত।'

'হয়ত তাই।'

'ওর কোন শত্রু ছিল?'

'যতদূর জানি—না।'

'কোন প্রেমিক?'

'আমার জানা নেই।'

'জানতে পারতেন।'

'ও কখনোও তার প্রেমিক সম্পর্কে আমাকে কিছু বলে নি।'

'সে ঐ সময়ে বালিয়াড়ির কাছে কেন গিয়েছিল অনুমান করতে পারেন?'

'কোন সময়ে?'

'রাত সাড়ে বারটায়।'

'উঁহু...আমি জানি না।'

'কিন্তু আপনার বাংলোর এক মাইলের মধ্যেই ডানা খুন হয়েছে...যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে নি? আশ্চর্য!'

'ক্যাপ্টেন, আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু একসঙ্গে বিছানায় কখনো শুইনি।'

'আপনি কি সঠিক বলতে পারেন?'

'এ সম্পর্কে আমার ভুল হয় না।'

'কাল রাত সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে আপনি কি করছিলেন?'

'ঘুমিয়েছিলাম।'

'গুলির শব্দ শোনেন নি?'

'ঘুম বলতে বুঝি, ষোল আনা ঘুম।'

ব্রান্ডন কেমন যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে একবার সিগারের দিকে তাকাল।

'কাল রাতে আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'একটি স্ত্রীলোক এসেছিল যার এই খুনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। না, ওর নাম বলতে পারব না।'

ব্রান্ডন জানতে চান, স্ত্রীলোকটি স্বর্ণকেশী এবং লম্বা কিনা। তারপরনে কী সন্ধ্যাকালীন পোশাক ছিল?

ভাবলেশহীন মুখে বলি, 'উঁহু স্বর্ণকেশী নয়।'

ভারী গলায় ব্রান্ডন বলেন, 'মিফিনকে আপনি জানিয়েছেন যে মিস লিউইস আপনার হয়ে কোন কাজ করছিল না—কথাটা কী সত্য?'

'যদি তাই বলে থাকি—সেক্ষেত্রে কথাটা সত্য।'

'তার কোন মানে নেই। আপনার মক্কেলকে আড়ালে রেখে যে মিথ্যে বলছেন না—তার প্রমাণ আছে।'

'আপনার ধারণা ঠিক নয়।'

কড়া গলায় ব্রান্ডন বলে, 'ম্যালয়, যদি জানতে পারি আপনি মক্কেলকে আড়ালে রেখেছেন—সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেব। আর আপনার কাঁধে চাপবে সাহায্যকারী হিসেবে অভিযোগ।'

'বেশ, তো আগে প্রমাণ পান তারপর দেখা যাবে।'

'ম্যালয়, আপনি সুকৌশলে সব ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমাকে বোকা বানাতে পারবেন

না। আপনি একজন খুনীকে আড়ালে রাখছেন।'

'এটা আপনার কল্পনা।'

'স্বর্ণকেশী ওই স্ত্রীলোকটি কে? যাকে কাল রাত্রে ডানার ফ্ল্যাটে দেখা যায়! কে এই মহিলা?'

'আমি জানি না।'

'স্ত্রীলোকটি বেশ ধনী। তার গলায় একটি মূল্যবান নেকলেশ ছিল। স্ত্রীলোকটি কে?'

'আমি ঐ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'স্ত্রীলোকটি আপনার মক্কেল, যার নাম আপনি বলতে চান না।'

'স্বাধীন দেশে স্বাধীন মতবাদে কোন বাধা নেই।'

'আপনি এখনো সময় থাকতে বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করুন। মক্কেলের নাম বলে নিজেকে পরিষ্কার রাখুন। আপনি কি কোন খুনের ঘটনাকে চাপা দিতে পারেন? বলুন, স্ত্রীলোকটি কে...আর ঝামেলা বাড়াবেন না।'

'আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না শহরের যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা হীরের নেকলেশ পরে, আমি তাদের চিনি। আমি দুঃখিত।'

ব্রান্ডন কঠিন চোখে বলেন, 'এটাই কি আপনার শেষ কথা?'

'তাই, ক্যাপ্টেন, আপনাকে সাহায্য করতে না পারায় আমি আন্তরিক দুঃখিত।'

'আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, তাই না? দেখা যাবে। এখন থেকে সাবধানে পা ফেলবেন। আমার লোকেরা কিভাবে মুখ খোলাতে হয় তা জানে।'

দরজার দিকে যেতে যেতে বলি, 'দেখা যাবে। মনে রাখবেন, একজন পুলিশ ক্যাপ্টেনকে তাঁর পদ থেকে সরাবার আমারও অনেক রাস্তা জানা আছে।'

ব্রান্ডনের দু'চোখ জ্বলে ওঠে, 'একবার ভুল পদক্ষেপ হলেই ম্যালয়—আপনার আর নিস্তার নেই।'

'যান যান...নিজের কোটের তকমা পরিষ্কার করুন।' বলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসি।'

।। তিন ।।

প্রিন্সেপ স্ট্রীটের একটা ব্লকে ওলাফের জিমনাসিয়াম অর্কিড শহরের পূর্ব দিকে। ওখানে পৌঁছতে কিছুক্ষণ ক্ষয়া পাথরের রাস্তায় হাঁটতে হয়। কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা...বক্সিং একাডেমি। মালিক ওলাফ ক্রুগার।

ঘরের মধ্যে কেমন যেন ঘামের গন্ধ। একটা রিংকে ঘিরে অনেক লোক। নিগ্রোটা অনেকদিন ওলাফের কাছে আছে। কয়েকজন বক্সার বালির বস্তায় ঘুষি মারছে।

ওলাফের অফিস ঘরের দিকে আমি অগ্রসর হই।

'এই যে ডিক! ভিড় ঠেলে হেরাল্ড কাগজের ক্রীড়া সাংবাদিক হাগসন বললো। হাগসন লম্বা চেহারার মাথায় টাকের আভাস। 'কী ব্যাপার?'

'ওলাফের খোঁজে এসেছি।'

'ওলাফকে অফিসে পাবে।' হাগসন আমার মুখের আহত স্থানটি দেখে বলে, 'খুনের ব্যাপারে নতুন কোন সংবাদ আছে কী? আমি বাজী রেখে বলতে পারি—এ কাজ লীডবেটারের। ব্যাটা এক নম্বরের বজ্জাত। লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের লক্ষ্য করে। একবার আমাকে রীতিমত ভয়...মনে করেছিলাম খচ্চরটা মেয়েটার স্বামী।'

যেতে যেতে বলি, 'খুনী, যে কেউ হতে পারে। তুমি বরং পুলিশের বড়কর্তাকে জিজ্ঞেস করতে পার।'

'আরে, শোন শোন...এত ব্যস্ততা কিসের! একটা মেয়েকে দেখবে? মেয়েটা কে বুঝতে পারছি না।'

হাগসনের কথামত তাকাই। মেয়েটার মাথায় লাল চুল, বড় বড় চোখ। মেয়েটা তীক্ষ্ণ চোখে নিগ্রো বক্সারকে দেখছে।

আমি বলি, 'হ্যাঁ...একটা আগুনের শিখা। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস কর...আলাপ কর।'

'থাক থাক! মেয়েটা একটা চাবুক। মনে হয় ওর পেছনে জবরদস্ত লোক আছে।'

কে যেন হ্যাগসনকে চিৎকার করে ডাকে আর সে এগিয়ে যায়।

ওলাফের অফিসে ঢুকে যাই। টেবিলের উপর অনেকগুলি টেলিফোন। কাছেই চেয়ারে বসে যন্ত্রের মত টাইপ করছে এক স্বর্ণকেশী মহিলা।

ওলাফ একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে, 'কেমন আছে ডিক?'

তিনটে টেলিফোন একসঙ্গে বেজে ওঠে। ওলাফ টেলিফোনে চিৎকার করে বলে, 'আমি এখন ব্যস্ত।'

ওলাফ আমার দিকে সিগারের বাক্স এগিয়ে দেয়, 'তারপর...হ্যাঁ, মেয়েটার খুনের ব্যাপার পড়েছি। দুঃখিত।'

'মেয়েটা খুব ভাল ছিল। ওলাফ মিলস্ নামে কোন ছোকরাকে জান?'

'হ্যাঁ জানি। মেয়েছেলের ব্যাপারে না থাকলে ছোকরা বক্সিংয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারতো। কিন্তু ওই মেয়েছেলের ব্যাপার...ছ'মাস আগে মিলস্ এখান থেকে চলে যায়।'

আমি বলি, 'আমার সামান্য বিরোধ হয়েছিল ওর সঙ্গে। দ্যাখ, ছোকরা বুট দিয়ে কি অবস্থা করেছে।'

'হারামী এক নম্বরের!' ওলাফ বলে,' ব্যাপারটা ভুলে যাও। মিলস্ সাংঘাতিক। ওর সঙ্গে কেন তোমার বিরোধ হয়েছিল?'

'চাকরী গার্ডের...।'

ওলাফ বিস্ফারিত চোখে তাকায়, 'কিন্তু ওর অর্থের অভাব নেই...মনে হচ্ছে অন্যের কথা তুমি বলছো। 'তাই মনে হয় ওর চাল-চলন দেখে। ওর যা পোশাক। যেমন দামী গাড়ি ব্যবহার করে...ও থাকে ফেয়্যারভিউতে। উঃ, ভাবা যায়।'

বলতে থাকে ওলাফ, মিলস্ কিভাবে এত অর্থ পায়।

'ছোকরা খুব ওস্তাদ মেয়েদের বশ করতে।'

'ধন্যবাদ ওলাফ। ছোকরাকে আমি একদিন উচিত শিক্ষা দেব।'

গম্ভীর মুখে ওলাফ বলে, 'ছোকরা খুব দ্রুত মারতে জানে। যদি ঠিক মত ওকে আঘাত করতে পার—মানে ঘুষিতে জোর থাকা চাই।'

'ওলাফ, লাল চুলের মেয়েটি কে? ওই যে বাইরে, চেয়ারে বসে বক্সিং প্র্যাকটিস দেখছে, ওই মেয়েটি।'

ওলাফ হেসে বলে, 'গেইল? গেইল বোলাস। আরে, ওকে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দেখিনি। কাইজার মিলস্ সম্পর্কে মেয়েটি অনেক কিছু জানে। মিস বোলাস বক্সিং নিয়ে পাগল। মিলস্ বক্সিং ট্রেনিং নেওয়া বন্ধ করলে—মিস ওর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। মেয়েটা বড্ড কড়া ধাতের।'

'ওলাফ, ওর সঙ্গে আমাকে একটু আলাপ করিয়ে দাও।'

ফিনেগান রেস্তোরাঁয় দুপুরে অসম্ভব ভিড় থাকে। কিন্তু বাগানের দিকে কিছুটা ঘেরা জায়গায় ফিনেগানের বিশেষ খাতিরের লোকদের বসার ব্যবস্থা আছে।

বেনি আর কারমান দূর থেকে আমাকে ইশারা করে। ঘেরা জায়গায় আমি মিস বোলাসকে নিয়ে বসি। ওরা আমাদের সঙ্গে যোগদান কবে কিন্তু কিছুটা মাতাল মনে হয়।

মিস বোলাসকে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে।

ওদের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে বলি, 'চুপচাপ চেয়ারে বস সুবোধ বালকের মত।'

বেনি কারমানকে বলে, 'ডিকের কাণ্ডটা দেখলে! আমাদের কলুর বলদের মত খাটাচ্ছে। আর নিজে মেয়েছেলে নিয়ে মশগুল।'

কারমান মিস বোলাসকে নত হয়ে সেলাম ঠুকে বলে, 'ম্যাডাম, আমাদের বন্ধু ডিক ম্যালয় থেকে সাবধানে থাকবেন। ও যুবতী মেয়েদের চিবিয়ে খায়। অনেক মেয়ের বাপ ওকে খুঁজে

বেড়াচ্ছে। আমি কী আপনাকে আপনার মা'র কাছে পৌঁছে দেব?'

বেনি বলে, 'ম্যাডাম চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

মিস বোলাস আমাকে বলে, 'ওরা কি সবসময় মাতাল থাকে?'

'ওদের কথাবার্তা এরকম। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। এই যে পরিচ্ছন্ন মাতালটির নাম জ্যাক কারমান। আর অন্যটি এড বেনি। ওরা চ্যাংড়া হলেও ক্ষতিকর নয়। এই যে বাছারা, মিস বোলাসের সঙ্গে পরিচিত হও।'

বেনি বলে, 'ওর চোখদুটো দারুণ আর ওই ঘাড়ের নরম ভঙ্গি...ভাবা যায় না।'

কারমান উচ্ছ্বাসের আবেগে গড়গড় করে একটি কবিতা বলে যায়।

আমাদের জন্যে বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। কারমান বেয়ারাটিকে আদেশ দেয়, 'এক বোতল আইরিশ দিয়ে যাও। মিস বোলাসের দিকে ঝুঁকে বলে, 'আপনাকে কি মদ্যপান করতে অনুরোধ করতে পারি?'

মিস বোলাস বলে, 'লোকটা পাগল। ওরা কী সবসময় এ রকম ব্যবহার করে?'

'অধিকাংশ সময়।'

কারমান বেনিকে বলে, 'ডিকের দিকে চেয়ে দ্যাখ। মনে হচ্ছে ব্যাটাকে জোর ধোলাই দিয়েছে কেউ।'

বেনি তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে দেখে বলে, 'কে এমন করল? এই মেয়েটা কি?'

'বাজে বকবক বন্ধ করে বসো, সব বলছি।' আমি মিলসে্র কথা সব বলি।

বেনি বলে, 'ঘাড়ে লাথি খেয়ে সেই কেচ্ছা আবার রসিয়ে বলতে তোমার লজ্জা করে না। গুল দিচ্ছ না তো?'

'বেশ তো, মিলসে্র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। মিস বোলাস জানে মিলস্ কেমন মস্তান, এক সময় সেরা বক্সার ছিল।

পেলব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোলাস বলে, 'মিলস্ ভাল বক্সার হলেও, গতি দ্রুত হলে ওকে সহজেই কাবু করা যায়।'

'উঁহু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মিলস্ ডান হাতে ঘুষি মারলে তার দফারফা। মিস বোলাস আমাদের সাহায্য করবে। অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে ওর খুব উৎসাহ।'

বেনি বোলাসের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলে, 'আমি আর আপনি রাতের দিকে কাজ করবো। আপনার অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ আমি পড়বো।'

বেয়ারাকে আইরিশ হুইস্কি দিতে বলি। তারপর বেনি আর কারমানের দিকে কট্‌মট্ করে তাকাই; 'অনেক হয়েছে...এবার ছ্যাবলামো বন্ধ করে কাজের কথায় আসা যাক।'

মিস বোলাস মদ স্পর্শ করে না। সে জানায়—রাত সাতটার আগে তার মদ্যপানে আনন্দ হয় না।

গ্লাসে মদ ঢেলে বলি, 'কারমান লীডবেটার সম্পর্কে কী জানলে?'

'লীডবেটারের সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু সে আমাকে বিশেষ কিছু বলে নি। লোকটা অদ্ভুত ধরনের। বালিয়াড়ির কাছে ওর একটা ছোট্ট বাড়ি—ছাদে টেলিস্কোপ ফিট্ করা। দিনরাতের অধিকাংশ সে টেলিস্কোপে দু' চোখ লাগিয়ে কি যেন লক্ষ্য করে।'

'আসল কথা কিছু জানতে পারলে?'

'লোকটা অনেক কিছু জানে। ওর গল্প এরকম মাছ ধরা দেখার সময় নাকি ওর নজরে ডানার হাত ব্যাগ আসতেই পাশে রক্তের দাগ দেখে। পুলিশে খবর দেয় এবং জানায় কাউকে সে দেখেনি। আমি অর্থের লোভ দেখালে ও বলে, ঠিক মনে নেই কাউকে দেখেছে কিনা। ব্যাপারটা আরো ভাবতে চায়।'

'এসব লীডবেটার মিফিনকে জানায় নি?'

'পুলিশকে ও খুব ভয় পায়। মনে হয় ও যেন কী ফন্দি আঁটছে।'

ভ্রূ কুঁচকে বলি, 'হয়ত খুনীকে কব্জা করার তালে আছে। তারপর ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করবে। ওকে একটু ভয় দেখানো দরকার। আমি নিজে ওর সঙ্গে কথা বলবো—যদি কাজ হয়।'

'দেখতে পার চেষ্টা করে। তবে ব্রান্ডনের কথা মনে রেখ।'

'জানি। আর কিছু বলার আছে?'

'সান্টা রোসা স্টেটের সামনে বড় পেট্রোল পাম্পের কাছে গিয়েছি। ভেবেছি মিসেস কার্ফের দেখা পাবো। যখন আমি একজন মেকানিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন মিঃ কার্ফের ফিলিপাইন দেশীয় ড্রাইভার হাজির। পাঁচ পাউন্ডের বিনিময়ে ব্যাটা মুখ খোলে। বলে মিসেস কার্ফ প্যাকার্ড গাড়ি নিয়ে উধাও হয়েছে।'

কারমানের দিকে তাকিয়ে বলি, 'মিসেস কার্ফ বাড়ি ফেরেনি।'

'ড্রাইভার তাই জানায়।'

'হুঁ, দেখা যাচ্ছে মিসেস কার্ফ খুনের ঘটনা জানে, তাই তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করেছে।'

কারমান বলে, 'আমারও তাই মনে হয়। অবশ্য প্যাকার্ড গাড়ির নম্বর টুকে রেখেছি।'

'গাড়ির খোঁজে লেগে পড়। দশ মাইলের মধ্যে সমস্ত হোটেল, গ্যারেজ। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো গাড়ির ওপর নজর রাখ।'

মিস বোলাস বলল, 'নাইট ক্লাবগুলিও খোঁজা দরকার।'

আমি বলি, 'মিস বোলাস ঠিক কথা বলেছে। লা এটোলিতে খোঁজা দরকার।' বেনিকে বলি, 'তুমি কি সকালে ওখানে গিয়েছিলে?'

বেনি বলে, 'ওখানে কাউকে দেখিনি। ব্যানিস্টারকে দেখেছি কিন্তু ও আমাকে দেখেনি।'

কারমানকে বলি, 'লা এটোলির ওপর নজর রেখ। ডানা ওখানে গিয়েছিল কিনা, প্যাকার্ড গাড়ি আছে কিনা আর অনিতা কার্ফ আছে কিনা।'

বেনি বলে, 'ডিক, বাজে বকবে না।'

'আমাদের স্বীকার করতেই হবে খবর পাওয়ার জন্যে মিসেস কার্ফ আমাকে এক হাজার ডলার দিতে চেয়েছিল। আমাকে টলাতে পারেনি। আধ ঘণ্টা পর ডানার ফ্ল্যাটে মিসেস কার্ফকে দেখা যায়। পরদিন ভোরে ডানার গদির নিচে একটা বহু মূল্যবান হীরের নেকলেশ পাওয়া যায়। ডানাকে মিসেস কার্ফ মূল্যবান জিনিষের লোভ দেখিয়ে কাবু করেছে...'

বেনি রেগে বলে, 'ডিক, তোমার ধারণা দ্রুত বদলায়। একবার বললে ডানার ফ্ল্যাটে মিস কার্ফ নেকলেশটা রেখেছে। আবার বলছ অন্য কথা—ব্যাপারটা কী?'

'বেনি, জানি আমার কথা তুমি পছন্দ করছ না, কিন্তু মিসেস কার্ফকে বের করতেই হবে। আমার ধারণা হয় লা এটোলিতে নয় বার্কলের বাড়িতে ও আছে। শহরে না থাকলে অবশ্য অন্য কথা। আমি বার্কলের কাছে যাব। বেনি, তুমি কাজে লেগে যাও। যেখানে ডানার বডি পাওয়া গেছে—সে জায়গাটা চষে ফেলো। আর কারমান, তুমি প্যাকার্ড গাড়ির খোঁজ কর, ঢু মার লা এটোলিতে।'

মিস বোলাস বলে, 'লা এটোলিতে আমি যেতে পারি। আমি ওই ক্লাবের মেম্বার।'

অবাক হয়ে বলি, 'আপনি যেতে চান?'

'ওই ক্লাবে সাঁতার কাটতে তো যাবোই। চারিদিকটা একটু নজর দেওয়া এমন কি শক্ত ব্যাপাব।'

বেনি বলে, 'আঃ, সাঁতারের পোশাকে আপনাকে যা দারুণ দেখাবে।'

মিস বোলাস বলে, 'ওই পোশাক ছাড়াও আমাকে সুন্দর দেখায়। আমাকে গাড়ির বর্ণনা দিন। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

কারমান তার কার্ডের পেছনে গাড়ির নম্বর, ও বর্ণনা লিখে দেয়।

সবাইকে কাঁপিয়ে মিস বোলাস চলে যায়। বেনি বলে, 'আঃ, কী একখানা...!'

কারমান বলে, 'ডিক, মেয়েটাকে কোথায় পেলে?'

জবাবে বলি, 'মেয়েটার সম্পর্কে কিছুই জানি না। ওলাফ ক্রুগার মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। আমার ধারণা মেয়েটাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে।'

ডানার হত্যাকারীর চেয়ে আমি বেশি ভাবছি মিলস্ ছোকরা সম্পর্কে। কিন্তু আমার উচিত আগে ডানার খুনীকে খোঁজা।

তবুও মিলস্‌কে নিয়ে ভাবছি। একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে টেলিফোনের বই খুলি। সহজেই পাই মিলসের ঠিকানা দুশো পঁয়ত্রিশ, বীচউড এভেনিউ, ফেয়ার ভিউ ৩৪২৫৭।

ল্যান্ড রেকর্ড অফিসে যাই। দুশো পঁয়ত্রিশ বীচউড এভেনিউ মিস কার্ক এক বছর আগে কিনেছে।

বাঃ, আবিস্কারের আনন্দে নিজেকে হালকা লাগে। রোলস্ বয়েস গাড়িও কার্কদের। হয়ত এসব ঘটনা ডানার হত্যাকারীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। হয়ত মিলস্ গোটা কার্ক ফ্যামিলিকে প্রতারণা করছে।

ডানাকে খুন করা মিলসের পক্ষে অসম্ভব নয়। যদি মিলস্‌কে গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যেতে পারি...

এবার আমি উইল্টস্‌শায়ার এভেনিউতে বার্কলের বাড়ি যাই। চারিদিকে দ্রুত তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকি। বেশ সুন্দর বাগান। পঞ্চাশ গজ দূরে লন। তারপর সুন্দর দোতলা বাড়ি। বারান্দা দিয়ে উপরে উঠে গেছে সিঁড়ি। দোতলায় চারটে ফ্ল্যাট। সামনের দরজার কাছে গিয়ে কলিং বেল বাজাই। কোন সাড়া না পেয়ে আবার বাজাই। টের পাই, বাড়িতে কেউ নেই।

বাড়ির ভেতরে ঢোকা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। দ্রুত একবার বাড়ির ভেতরটা দেখলে হয়ত কোন সূত্র পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু গাড়ি যে গেটের বাইরে।

গাড়িটাকে চালিয়ে বেশ কিছুটা দূরে একটা গাছের নিচে রেখে বার্কলের বাড়িতে ফিরে আসি। ছুরির সাহায্যে একটা জানালা খুলে ভেতরে ঢুকি। নিঃশব্দে চারিদিকে নজর রেখে এগিয়ে যাই। (বসবাসের)

ঘরটায় পুরুষের বসবাসের চিহ্ন। বুনো তরবারি আর প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র দেয়ালে শোভিত। টেবিলে নানা ধরণের মদের বোতল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যাই।

হয়ত বার্কলে ঘুমুচ্ছে। কান পেতে শুনি উঁহু, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন শব্দ নেই। কাছেই একটা ঘর। সাহসের সঙ্গে দরজা খুলি।

একটা পুরুষদের বাথরুম। পাশের ঘরে ঢুকি। বড় বিছানা, দুজনের শোবার উপযোগী। একটা ড্রেসিং টেবিল, পোশাকের আলমারী।

দরজা খোলা রেখে ড্রয়ার খুলি। একটা ঝকমকে ছবি চোখে পড়ে। মিসেস কার্কের গায়ে পোশাক নেই বললেই চলে। ছবির নিচে লেখা—প্রিয়তম জর্জের জন্যে ভালবাসাসহ অনিতা।

ছবিটা এত বড় যে পকেটে ঢোকানো যাবে না তাই ফ্রেম থেকে খুলে ছবিটা উল্টো করি। রবার স্ট্যাম্প করা একটা ঠিকানা : লুই, ফটোগ্রাফার, স্যানফ্রানসিসকো।

ছবিটা কয়েক বছর আগের। তখন মিসেস কার্কের চেহারা অনেক সজীব ছিল এখনকার মত রুক্ষভাব ছিল না।

আঃ, কী অপূর্ব সুযোগ আমি নষ্ট করেছি। মিসেস কার্কের এরকম ছবি আগে দেখলে সেদিন নিশ্চয়ই সাড়া দিতে পারতাম।

যথাস্থানে ছবি রেখে পোশাকের আলমারি ঘাঁটতে শুরু করি। অসংখ্য স্যুট, টুপী আর জুতোর ছড়াছড়ি। স্যুট সরিয়ে আলমারির ভেতরে উঁকি মারি।

অত্যন্ত পরিচিত নীল কোট ও স্কার্ট চোখে পড়ল। যে রাত্রে ডানা নিহত হয়, ওর পরনে ওই পোশাক ছিল। তবে কী বার্কলে...।

একতলায় পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি পোশাক দুটি বান্ডিল করে দরজার দিকে ছুটে যাই। ড্রয়ার খোলার শব্দ শুনি। কাগজ ওল্টানোর শব্দ। চুপিচুপি ব্যালকনিতে এসে নিচের দিকে তাকাই।

টেবিলের সামনে মিলস্ দাঁড়িয়ে। আমি তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে ছবিটা ডানার কোটে আর স্কার্টের মধ্যে গুঁজে নিয়ে জানলা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

কড়া চোখে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে। বেনির দৃষ্টিতে আহত বিস্ময়।

'ঠিক ভুল সময়ে এসে তুমি আমার বারোটা বাজিয়ে দাও।'

'ব্যাপারটা কি বেনি? মেয়েটার দিকে হাঁ করে...জীবনে কখনো মেয়ে দেখনি?'

'মেয়েটাকে বলছিলাম ওর মত সুন্দরী আমি দেখিনি।'

'এই কী তোমার কাজের নমুনা? যাক্‌গে, এবার বল কতদূর অগ্রসর হলে?'

'গাড়ির কাছে চল।'

'গতরাত্রে ডানাকে দেখেছে এমন কারুর খোঁজ পাইনি। কিন্তু অনিতা কার্ফকে দেখেছে এমন দুজনের সন্ধান পেয়েছি।'

'অনিতা কার্ফ?'

'হ্যাঁ। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার বালিয়াড়ি পর্যন্ত অনিতা কার্ফকে নিয়ে গেছে। মিসেস কার্ফের ভাবভঙ্গি তার অন্যরকম মনে হয়েছিল। আরো অদ্ভুত যে এমন একটা নির্জন জায়গায় নেমে তাকে অপেক্ষা করতে বলল।'

'তখন রাত ক'টা হবে?'

'মধ্যরাতের পর।'

'অন্য লোকটি কে?

'একজন জেলে। সে একজন মহিলাকে সন্ধ্যাকালীন পোশাক পরে বালিয়াড়ির দিকে যেতে দেখেছে। মনে হচ্ছে যখন ডানাকে গুলি করা হয়—সেখানে অনিতা কার্ফ উপস্থিত ছিল। হয়ত কোথাও আড়ালে লুকিয়ে ছিল।'

বেনি চিন্তান্বিত মুখে বলে, 'সমস্ত ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছি—কিন্তু কেউ ডানাকে দেখে নি।'

গাড়ির পেছনের সিট থেকে ডানার কোট আর স্কার্ট এনে বলি, 'একবার তাকিয়ে দ্যাখ।'

বেনির চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, 'আশ্চর্য!'

'ডানার এই পোশাক বার্কলের পোশাকের আলমারিতে পাওয়া গেছে।'

বেনি বলে, 'মনে হয় তবে ডানাকে বার্কলে খুন করেছে।'

'জানি না, বেনি। সব সময় মনে হয়, কিছু একটা পেয়েছি। তারপর অন্যকিছু আবিষ্কার হয়। ফলে প্রথম ধারণা বাতিল হয়। এখন লীডবেটারের কাছে যাচ্ছি। বেনি, আমার সঙ্গে চল।'

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলি, 'লীডবেটারের সঙ্গে কথা বলে আমরা অফিসে যাব। এখন থেকে সাবধান না হলে আমরা আর সঠিক পথে যেতে পারবো না।'

বেনি বলে, 'বার্কলের বাড়িতে মিলস্‌ কি উদ্দেশ্যে যেতে পারে?'

'জানি না। তবে ওর আগে আমি না গেলে অনিতা কার্ফের ছবিটা পেতাম না। আর স্যানফ্রানসিসকোতে গিয়ে তোমাকে অনিতা কার্ফের অতীত জেনে আসতে হবে। হয়ত কিছু দরকারী তথ্য মিলতে পারে।'

আমার অথবা লীডবেটারের বাড়ির কাছে গাড়ি থামাই। ডানার পোশাক আর অনিতা কার্ফের ছবি গাড়ির পেছনেই রেখে আমরা এগিয়ে যাই।

হাঁটতে হাঁটতে বলি, 'কাল রাত্রে চাঁদের আলো তীব্র ছিল। লীডবেটার টেলিস্কোপে হয়ত অনেক কিছুই দেখেছে।'

বেনি বলল, 'লোকটাকে অর্থের লোভ দেখাতে চাও নাকি?'

'জানি না। যদি ঠিকমত কব্জা করতে পারি---হয়ত ঘুষের প্রয়োগ হবে না।'

লীডবেটারের টেবিলের সামনে আমরা দাঁড়াই। চারিদিকে সুনসান। আমরা এগিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারি শোবার ঘরের দিকে। পুরনো আসবাব। টেবিলের ওপর অসমাপ্ত খাবার।

বেনি দরজায় কয়েকবার আঘাত করতে দরজা খুলে যায়। আমরা নোংরা ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাই কোন শব্দ নেই।

বেনি বলে, 'ব্যাটা হয়ত টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে ন্যাংটো মেয়েদের স্নান দেখেছে।'

'চল, ছাদে যাই।'

মই বেয়ে ছাদে উঠি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা বিরাট টেলিস্কোপের দিকে তাকিয়ে থাকি। পাশেই লীডবেটার চিৎ হয়ে শুয়ে, ওর কপালের মাঝখানে একটা গর্ত, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

আমার বাহু দুহাতে জড়িয়ে বেনি বলে, 'উঃ ভাবা যায় না।'

।। চার ।।

আবছায়া ভাব অফিসের মধ্যে। জানালার পর্দা নামানো। আমি পায়চারী করি, পরনের জ্যাকেট আলগা, টাই ঢিলে। চেয়ারে বসা পাওলার চেহারা বরফের মত ঠাণ্ডা।

লীডবেটারকে মৃতাবস্থায় কিভাবে দেখেছি তার বিবরণ শুনে পাওলার যেন ভাল লাগছিল না।

আমি বলি, 'লীডবেটারের বাড়ির সামনে গরান কঠের বড় ঝোপ। ঝোপের আড়াল থেকেই খুনী গুলি করেছে। আমরা তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি, কেউ আমাদের দেখেনি।'

পাওলা সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। যদি আমরা কার্ফের ব্যাপারটা ব্রান্ডনকে জানতাম—লীডবেটার খুন হত না।'

'কি হোত জানি না। নিজের মৃত্যু লীডবেটার নিজেই ডেকে এনেছে। ও খুনীর সঙ্গে দর কষাকষিতে চলে গিয়েছিল। অর্থ লোভই ওর মৃত্যুর কারণ।'

'হয়ত তাই। খবরটা শুনে ব্রান্ডন উত্তেজিত হবেন। ডিক, আমাদের অবস্থা ভাল নয়। এখন আমরা কোনদিকে অগ্রসর হব?'

'বেনিকে স্যানফ্রানসিসকোতে পাঠিয়েছি। অনিতার খবর আনতে। খুনের জায়গায় যে অনিতা কার্ফ উপস্থিত ছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এবার বার্কলের সঙ্গে কথা বলা আমার কাজ।'

'বার্কলের কাছে গিয়ে লাভ নেই...ওর আলমারি থেকে ডানার পোশাক আনার অর্থ ওকে সন্দেহমুক্ত করা। সে সবকিছু অস্বীকার করবে।'

'জানি। কিন্তু ভেবেছিলাম ডানার পোশাক নতুন কোন তথ্য জোগাবে। ক্রেগের ক্লিনিকে ডানার পোশাক পাঠিয়েছি। রিপোর্ট পাওয়ার পর পোশাক বার্কলের আলমারিতে রেখে আসবো।'

'কাজে খুব ঝুঁকি। ডানার প্যান্ট জুতো আর মোজার হদিশ পেলে না?'

'হয়তো কোথাও লুকানো আছে। মিলস্ এসে যাওয়ায় বেশি খুঁজতে পারিনি।'

'তুমি কি মিলসে্র ডেরায় হানা দেবে নাকি?'

'হয়ত দেব, কিন্তু এখনই নয়। মিলসে্র সঙ্গে খুনের হয়তো কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত...।'

'সময়ের প্রশ্নটা আগে ভাবতে হবে। পুলিশ কিছু করার আগেই আমাদের খুনীকে ধরা উচিত।'

'দেখা যাক, ক্রেগের রিপোর্ট কি বলে? একবার ওকে ফোন কর।'

ক্রেগকে টেলিফোন করতে পাওলা এগিয়ে যায়। আমি অনেক কিছুতেই বিভ্রান্ত। ডানাকে কেন উলঙ্গ করা হয়েছিল? ওকে অনিতা কেন নেকলেশ দিয়েছিল?'

পাওলা বলে, 'ডিক, ক্রেগের সঙ্গে কথা বল।'

ডানার পোশাকে রক্ত অথবা বালির কোন চিহ্ন নেই। ক্রেগকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রাখি।

'কিছু পাওয়া যায় নি, মানে মৃত্যুর সময় ডানার পরনে অন্য পোশাক ছিল।'

'খুন করার আগে হয়ত ডানাকে উলঙ্গ করা হয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে ডানার পোশাকে বালির চিহ্ন পাওয়া যেত।'

'হয়ত গাড়ির মধ্যেই ডানাকে উলঙ্গ করা হয়েছে।'

'কিছু ভাবতে পারছি না। বরং বার্কলের সঙ্গে আগে দেখা করি। কারমানকে সঙ্গে নেব। বার্কলে হয়ত ঝামেলা করতে পারে।'

দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

পাওলা ধরে বলে, 'ব্রান্ডন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।'

যেতে যেতে বলি, 'ব্রান্ডনকে তুমি সামলাও। বলবে আমি কোথায় গেছি, তুমি জান না। কাল সকালে দেখা হবে।'

গাড়ি গাছের নিচে রাখি। রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা পকেটে ঢোকাই। তারপর নিচে নেমে বলি,

'এখান থেকে আমাদের হাঁটতে হবে।'

কারমান অনিচ্ছাসত্ত্বে নেমে বলে, 'উঃ, কী গরম! ডিক, বার্কলে কি আমাদের মদ অফার করবে?'

ডানার কোট আর স্কার্ট একটা প্যাকেটে বগলের নিচে রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলি, 'মদের বদলে বার্কলের তরবারির আঘাত পাবে। বার্কলে মধ্যযুগের অস্ত্রাদি সংগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহী।'

'তাই নাকি? কখনোও তরবারির আঘাত কি জিনিষ, জানি না।'

'নিঃশব্দে বার্কলের শোবার ঘরে ঢুকে আলমারির মধ্যে ডানার পোশাক রেখে দিতে হবে। বার্কলে যদি বাগানে থাকে—ওকে আলোচনায় আটকে রাখবে। ভাগ্য ভালো হলো বার্কলে বাড়িতে নেই।'

'বার্কলে যদি তোমাকে হাতে নাতে ধরতে পারে—তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডাকবে। অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে ব্রান্ডনের মুখোমুখি হতে কেমন লাগবে?'

'টেলিফোন থেকে বার্কলেকে দূরে রাখতে হবে। তাই তোমাকে সঙ্গে আনা। বার্কলের সঙ্গে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে।'

বাগানে কেউ নেই। বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলি, 'বুঝতে পারছি না, বার্কলে ভেগে পড়েছে কিনা।'

কারমান বলে, 'আমি আগে যাব।'

'নিশ্চয়ই। দরজায় নক্ কর। যদি বার্কলে থাকে—ওকে ব্যস্ত রাখ। আমি সেই ফাঁকে শোবার ঘরে যাব।'

কারমান দরজার কছে গিয়ে বেল পুশ করে। কোন সাড়া নেই। আবার বেল বাজায়, তখন একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'ব্যাপারটা কী?'

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি আমার পেছনে দীর্ঘকায় সুদর্শন চেহারার এক ব্যক্তি। এই ভদ্রলোক যে জর্জ বার্কলে সেটা বুঝতে বাকি রইল না।

'মিঃ বার্কলে নিশ্চয়ই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন?'

'হ্যাঁ...কী ব্যাপার?'

নিজের প্রতিষ্ঠানের কার্ড এগিয়ে দিলাম। বার্কলে কার্ডটি পড়ে ফেরৎ দিয়ে বলে, 'ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সাহায্য আমার দরকার নেই।'

কারমান এসে দাঁড়ালে বার্কলে ওকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করে।

'আমরা আপনার কাছে অন্য ব্যাপারে এসেছি। একজন মক্কেলের হয়ে আমরা কাজ করছি যার স্ত্রী হলেন আপনার বান্ধবী। এ ব্যাপারে আপনি হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

'খুব দুঃখিত, এখন আমি ব্যস্ত। তাছাড়া অপরিচিত লোকদের আমি পছন্দ করি না।'

'শুনুন মিঃ বার্কলে—পুলিশদের তো হাড়ে হাড়েই চেনেন। ব্যক্তি মানুষদের প্রতি ওদের কোন শ্রদ্ধা নেই। আমাদের আছে।'

বার্কলে ভ্রূ কুঁচকে, 'কী জানতে চান তাড়াতাড়ি বলুন।'

'দুঃখিত, আমাদের আলোচনায় একটু সময়ের দরকার। চলুন বাড়ির ভেতরে বসে কথা বলি।'

'উঃ, যীশুর দোহাই। আপনারা আসুন আমার সঙ্গে...।'

বার্কলে বসার ঘরে ঢুকে গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে সোফায় বসে বলে, 'এবার যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।'

বার্কলের কোলের ওপর ডানার পোশাক রেখে বলি, 'আপনার পোশাকের আলমারিতে এগুলি কিভাবে এলো?'

ডানার পোশাক সন্দেহের চোখে দেখে, মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি। আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলে, 'আবার বলুন তো ব্যাপারটা?'

'এই পোশাক আপনার আলমারিতে কিভাবে এলো জানতে চাই।'

ডানার পোশাক মেঝের ওপর ফেলে বার্কলে হুইস্কির গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলে, 'আপনি কী মাতাল? না পাগল?'

'কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে এসেছিলাম, বাড়িতে কেউ ছিল না তখন। সুতরাং আমি বাড়ির ভেতর ঢুকে চারিদিক দেখি। আপনার শোবার ঘরের আলমারিতে ডানার পোশাক দেখেছি।'

'তাই নাকি? আবার ফিরিয়ে এনেছেন। খুব চালাক লোক আপনি।'

'রক্তের চিহ্ন পরীক্ষা করার জন্যে পোশাক নিয়েছিলাম।'

'রক্তের চিহ্ন...ব্যাপারটা কী?'

'এই পোশাক ডানা লিউইসের। বালিয়াড়িতে গত রাত্রে যে মেয়েটি খুন হয়েছে।'

'কী পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছেন?'

'জানতে চাই যে মেয়েটি কাল রাত্রে খুন হয়েছে এবং যাকে উলঙ্গ অবস্থায় বালিয়াড়ির কাছে পুলিশ আবিষ্কার করে—তার পোশাক আপনার আলমারিতে এলো কিভাবে?'

'জানি না, জানতে চাই না। এবার এই পোশাক নিয়ে বিদেয় হোন।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় বলি, 'ডানা লিউইসের হত্যার ব্যাপারে আপনি মুক্ত নন। আমার হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। ডানা লিউইস আমার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী। মিসেস কার্ফকে অনুসরণ করার সময় সে খুন হয়।'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বার্কলে বলে, 'কী ব্যাপার...আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চান বুঝি?'

'উঁহু, সেসব নয়। খুন হওয়া মেয়েটি আমার বান্ধবী। ওর হত্যার তদন্ত আমি করছি। ওর পোশাক কিভাবে এলো জানতে চাই।'

বার্কলে উঠে বলে, 'যাই বলুন আমি ব্ল্যাকমেলের গন্ধ পাচ্ছি। বরং আমি পুলিশকে ডাকি, ওদের কাছে আপনি প্রমাণ দাখিল করবেন।'

বার্কলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ায়। কারমান প্রস্তুত ছিল। সে তার ছিঁড়ে টেলিফোনটা ঘরের কোণে নিক্ষেপ করে।

বার্কলে এগিয়ে কারমানের মাথায় আঘাত করে। কারমান টেবিলের ওপর ছিটকে পড়ে। আমার দিকে তেড়ে আসার আগেই আমি সজোরে বার্কলের চোয়ালে ঘুষি মারি। বার্কলের দু চোখ উল্টে যায়। ফ্যাকাশে হয়ে মেঝের ওপর পড়ে যায়।

কারমান উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চমৎকার, এবার আমরা একটু হুইস্কি পান করতে পারি...কি বল ডিক?'

'নিয়ে এসো।'

কারমান লিকার ক্যাবিনেটের দিকে গিয়ে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা আমাকে দেয়। এক চুমুকে অর্ধেক খালি করি। বার্কলের জন্য চিন্তা হয়। বেচারী হয়ত কিছুই জানে না।

আমি বলি, 'কারমান সাবধানে এগোতে হবে। নইলে পুলিশের খপ্পরে পড়বো।'

কারমান বলে, 'অন্যায় আমরা কিছুই করিনি। বার্কলেই প্রথমে মারামারি শুরু করে। ওর মুখ থেকে কথা বের করতেই হবে।'

কারমান জলের ঝাপটা দেয়। বার্কলে আস্তে আস্তে চোখ কচলে পিটপিট করে আমাদের দিকে তাকায়।

কারমান বলে, 'অনেক হয়েছে। মিঃ বার্কলে, এবার উঠে বসুন। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমার হাতের জিনিসটা দেখুন আর বাহাদুরি দেখাবেন না।

বার্কলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সোফায় বসল।

সিগারেট ধরিয়ে বলি, 'গোড়া থেকে শুরু করলে কেমন হয়? এবার বলুন, এই পোশাক আলমারিতে কি ভাবে এলো?'

বার্কলে একটু চুপ থেকে খেঁকিয়ে ওঠে, 'উঃ কতবার বলবো, আমি বুঝতে পারছি না আপনারা কি বলছেন।'

ওর কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

'ঠিক আছে, সব খুলে বলছি। কিছুদিন আগে মিঃ কার্ফ আমাদের নিযুক্ত করেন ওঁর স্ত্রীর উপর নজর রাখার জন্যে। কারণ জানার প্রয়োজন নেই। মিসেস কার্ফের নজর রাখার জন্যে ডানা লিউইসকে কাজে লাগাই। সে জানায় যে, মিসেস কার্ফ আর আপনি ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করছেন'

—এ খবর মিঃ কার্ফকে জানানো হয়নি। গতরাত্রে টেলিফোনে সংবাদ শুনে ডানা লিউইস তার ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পরে বালিয়াড়ির কাছে তার ডেড বডি আবিষ্কার করে পুলিশ।'

আমরা মিসেস কার্ফকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মনে হল সে হয়তো এখানে লুকিয়েছে তাই এসেছিলাম। তাকে পাইনি কিন্তু ডানার পোশাক পেয়েছি। যদি আপনি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দিতে পারেন—মনে করবো, আপনি ডানাকে খুন করেছেন। কারণ সে আপনাকে আর মিসেস কার্ফকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখেছে। আমার কথা এবার বুঝতে পেরেছেন?'

'আমি ডানা লিউইস নামে কোন মেয়েকে চিনি না। তাছাড়া, কাল রাত্রে আমি শহরের বাইরে ছিলাম। এই কিছুক্ষণ ফিরেছি।'

'কোথায় ছিলেন আপনি?'

'লস্ এঞ্জেলসে গিয়েছিলাম। গতকাল বিকেল পাঁচটার গাড়িতে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস না হয় আমার গাড়িতে একটা ব্যাগ আছে দেখুন।'

'কোথায় রাত কাটিয়েছেন?'

'একটা মেয়ের কাছে ছিলাম।'

কারমান একটা পেন্সিল এগিয়ে বলে, 'মিঃ বার্কলে, মেয়েটার নাম ঠিকানা লিখে দিন।'

'তার প্রয়োজন আছে কি?'

'মেয়েটার নাম ঠিকানা দিলে আপনারই ভাল হবে।'

'যাচ্ছেতাই ব্যাপার। আমার বান্ধবী কিটি হিচেনস। অ্যাপার্টমেন্ট ৪৮৩৪ এসটোরিয়া কোর্ট। দারোয়ান আমাকে দেখেছে। পানশালার ওয়েটার, লিফ্‌ট চালক আমার কথা বলবে। ওখানে প্রায়ই যাই। আজ বেলা তিনটে পর্যন্ত ওখানে ছিলাম।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু কিভাবে আপনার আলমারীতে ডানার পোশাক পাওয়া গেল।'

'আমার আলমারিতে ঐ পোশাক ছিল বিশ্বাস করি না। আমাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে আপনারা ষড়যন্ত্র করছেন।'

'উপরে গিয়ে আমরা ডানার অন্তর্বাস আর জুতো খুঁজবো—আপনার আপত্তি আছে?'

'কিভাবে জানবো যে, প্রথমবার এসে আপনি ওইগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখে যান নি।'

'আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। ওপরে চলুন।'

তিনজনে ওপরে গিয়ে খুঁজতেই কারমান ডানার জুতো বাথরুমে পায়।

বার্কলে বলে, 'হুঁ...খুব কায়দা। এবার বক্তব্য কী?'

অনেক খুঁজেও ডানার অন্তর্বাস পাওয়া গেল না।

আমরা বসবার ঘরে এসে ডানার পোশাকের সঙ্গে জুতো রেখে দিলাম। বার্কলে গ্লাসে মদ ঢেলে আমাদের দেয়। মনে হয় ডানার মৃত্যুর সঙ্গে বার্কলের কোন সংশ্রব নেই।

অর্ধেক মদ পান করে বার্কলে বলে, 'এবার আর কি বলবেন?'

'মনে হচ্ছে কেউ এখানে ডানার পোশাক আর জুতো রেখে গেছে।'

বার্কলে বলে, 'কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কে এমন করলো?'

'আমার ধারণা খুনীর কাজ। পুলিশ এসব জিনিস এখানে পেলে এতক্ষণে আপনি গারদখানায়।'

'হয়ত তাই।'

'মিসেস কার্ফ আমাদের সাহায্য করতে পারেন। কোথায় পাব বলতে পারেন?'

বার্কলে বলে, 'তিনদিন আগে আমার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, একসঙ্গে ডিনার খেয়েছি।'

'ওর সঙ্গে আপনার কিভাবে পরিচয় হয়?'

'সমুদ্রের ধারে আলাপ হয়। স্বামীর কাছে কোন মজা পায়নি মিসেস কার্ফ।'

'কতদিন থেকে মিসেস কার্ফকে জানেন?'

'প্রায় দশদিন। মেয়েরা স্বেচ্ছায় ধরা দিলে, আমি কি করতে পারি? মিসেস কার্ফ নিজেই আমার কাছে এসেছে।'

'মিসেস কার্ফকে নিয়ে কোনরকমে অশান্তি হয়েছিল কি? যেমন কোন দোকানে গণ্ডগোলের সৃষ্টি? কখনও কিছু আপনার হারিয়েছে কী?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন...মিসেস কার্ফের কী হাতটান অর্থাৎ চুরির বাতিক...'

আমি সম্মতি জানাই।

'তাই মিঃ কার্ফ তার স্ত্রী ওপর নজর...আমি মনে করেছি ডিভোর্সের জন্যে উনি প্রমাণ খুঁজছেন। মিসেস কার্ফও ডিভোর্স চেয়েছে।'

'আপনি কিন্তু প্রশ্নের জবাব দেননি।'

'মিসেস কার্ফের ওই ধরণের আচরণ দেখিনি আর আমার কোন কিছু খোয়া যায়নি।'

'মিসেস কার্ফ কী আপনাকে জানিয়েছে যে, তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই। একটা মেয়ে নাকি ওর ওপর নজর রাখছে। তাই আমি ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করি।'

'কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কেউ মিসেস কার্ফকে অর্থ আদায়ের জন্যে ভয় দেখাচ্ছে। ও কিছু বলেনি আপনাকে?'

অবাক হয়ে বার্কলে বলে, 'উঁহু, এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। অবশ্য শেষবার মিসেস কার্ফ আমার কাছে ধার চেয়েছিল।'

'কত?'

'মিসেস কার্ফকে হতাশ করেছি। বিবাহিতা মহিলাদের আমি ধার দিই না।'

'কখনও কী মিসেস কার্ফ কোন ব্যানিস্টারের কথা উল্লেখ করেছে?'

'না। এ ব্যাপারে ব্যানিস্টার কি জড়িত?'

'ব্যানিস্টারকে আপনি চেনেন?'

'ওর সঙ্গে লা এটোলি রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছে।'

'এখানে মিসেস কার্ফ কি রাত্রে থেকেছে?'

বার্কলে সতর্ক হয়ে বলে, 'আমি বলবো না।'

কারমান রুক্ষ গলায় বলে, 'শাট আপ। প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবেন।'

আমি বলি, 'কাইজার মিলস্ নামে কাউকে চেনেন?'

'গাড়ি চালায় যে ছেলেটা...দু একবার দেখেছি। ওর প্রসঙ্গ আবার কেন?'

'আমার ধারণা, মিঃ কার্ফের বাড়ি পাহারা দেয় মিলস্।'

'হয়ত হবে। মিলস্ কয়েকবার মিসেস কার্ফকে গাড়ি চালিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। আর কিছু জানি না।'

'ড্রয়ারে মিসেস কার্ফের একটা ছবি পেয়েছি। মিসেস কার্ফ নিশ্চয়ই আপনাকে ছবিটা দিয়েছে?'

'খুব সুন্দর ছবি, তাই না? হ্যাঁ, মিসেস কার্ফ দিয়েছে।'

'জানেন কি কখন ছবিটা তুলেছিল?'

'কয়েক বছর আগে। আপনি কী ছবিটা নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ফেরৎ পাবেন না।'

'হতাশ হলাম। একটা ট্রাঙ্ক বোঝাই ওরকম অনেক ছবি আছে। পোশাক ছাড়া যদি মহিলাদের আপনি...।'

'আপনাদের এখন উঠতে হবে।'

বার্কলে বলে, 'এই জুতো নিয়ে কোন পরীক্ষা করবেন না?'

'না। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করুন।'

ডানার পোশাক আর জুতো নিয়ে আমরা বাইরে এলাম। হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে আসি।

কারমান বলে, 'বার্কলেকে সুন্দর একটা ঘুষির জন্যে আমি আনন্দিত।'

'কারমান, সন্দেহভাজন লোকদের তালিকা থেকে বার্কলের নাম বাদ। মিলসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। তাহলে সে আজ দুপুরে বার্কলের বাড়িতে গিয়েছিল কেন?'

আমি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে বলি, 'বার্কলে বক্তব্য আমাদের যাচাই করতে হবে। কারমান, তুমি বার্কলের বান্ধবীর খোঁজ নাও।'

'আজ রাত্রেই কিটি হিচেনস্-এর সঙ্গে দেখা করবো, যদি একটু ফষ্টিনষ্টি করতে পারি?'

'উঃ, মেয়েটা পুলিশ ডাকবে মেয়েদের ধান্দা মন থেকে সরিয়ে নাও।'

আমি গেটের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। কেবিনের জানলা গলিয়ে আলোর রেশ বাইরে পড়েছে। কোনরকমে ঝুঁকি না নিয়ে পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মারি। হালকা সুগন্ধ টের পাই।

মিস বোলাস সোফায় শুয়ে, হাতে একটা ম্যাগাজিন। ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেট। বাঁ হাতে হুইস্কির গ্লাস। ওর পরনে সন্ধ্যাকালীন পোশাক। নগ্ন বাহু আলোয় ঝলসায়।

দরজার কাছে যেতেই মিস্ বোলাস টের পেয়ে নিরুৎসাহের দৃষ্টিতে তাকায়। ম্যাগাজিন হাত থেকে পড়ে যায়।

মিস বোলাস বলে, 'অনেকক্ষণ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ঘরে ঢুকে বলি, 'জানলে তাড়াতাড়ি ফিরতাম। ব্যাপারটা কী?'

মিস বোলাস বলে, 'তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। আমাদের বেরোতে হবে।'

'আমাদের? কোথায়?'

'বলুন তো কোথায়? প্যাকার্ড গাড়িটা খুঁজে পেয়েছি।'

'লা এটোলিতে?'

'হ্যাঁ, গ্যারাজে পেয়েছি।'

একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বসে বলি, 'কোন গণ্ডগোল হয়নি তো?'

'কোন ঝামেলা হয়নি। একজন মেকানিকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পুরুষেরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যায়।'

'চমৎকার করেছেন। আমাকে বুঝি এখুনি লা এটোলিতে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ, ওখানে অনেক কিছু দেখেছি। তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নিন। বার্কলের সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'কিছু লাভ হয়নি। অনিতা কার্ফকে খুঁজে না পেলে...।'

'হয়ত আজ রাত্রে তার দেখা পেতে পারেন।'

শোবার ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে টাই বাঁধছি তখন মিস বোলাস বলে, 'আপনার কাছে রিভলবার আছে?'

'কাছে থাকার দরকার আছে কি?'

'থাকলে ভাল হত। ওখানে কিছু মস্তান আছে।'

'গণ্ডগোলের মধ্যে যেতে চাই না। লা এটোলি কী ঝামেলার জায়গা? আমি তো জানি খুব দামী নাইট ক্লাব।'

'ঠিকই জানেন। কিন্তু ওখানে মোটা অর্থের জুয়া খেলা চলে। প্রত্যেক সভ্য এবং তাদের অতিথিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আপনি তো জানেন, যে ব্যানিস্টার কি ধরনের লোক। ওর নিজস্ব কয়েকজন মস্তান আছে, আমি শুধু সতর্ক করে দিলাম। ওখানে আপনি যা খুশি তাই করতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে। এবার যাওয়া যাক। উঃ, আপনাকে আজ যা দারুণ দেখাচ্ছে...আস্ত গিলে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

মিস বোলাস আমার পাশে গাড়িতে বসল। আমি বলি, 'আজ দুপুরে কাইজার মিলস্ গোপনে বার্কলের বাড়িতে হানা দিয়েছে?'

'কাইজার মিলস্ সম্পর্কে আমি অত উৎসাহী নই।'

'আমার মনে হয় ওর সম্পর্কে আপনি এমন কিছু জানেন যা বলবেন না।'

'মিলস্ সম্পর্কে আমার কিছু বলার বা উৎসাহ নেই।'

'আমি ভেবেছিলাম আমাদের দুজনেরই মিলসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আছে। আর ওই জন্যেই তো আপনি আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাই না?'

'উঁহু, আমি ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে ওই খচ্চরটাকে একাই পালিশ করতে পারি।'

'এবার নিজের কথা বলুন। আপনার দুচোখে সবসময় গরম ভাব থাকে কেন? আপনি কে? কোত্থেকে উদয় হলেন? ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?'

'আমি কে? আমার গ্ল্যামারই আসল—আর কিছু নয়। আমার ছেলেবেলা অনেক কষ্টে কেটেছে। সপ্তাহে বাবার আয় ছিল দশ ডলার। বার বছর বয়সে আমি স্কুল ত্যাগ করি। আমার মা একজন সেলস্ম্যানের সঙ্গে ভেগে পড়ে।'

আমি বলি, 'আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিনতো।'

মিস বোলাস হেসে বলে, 'শুনুন, পনেরো বছর বয়সে আমার বাবা মারা যায়। তখন থেকে আমি নিজের ইচ্ছেমত জীবন যাপন করি।'

মিস বোলাস আবার বলে, 'আমাকে কখনও অর্থের লোভ দেখাবেন না। আমি তাদের ঘৃণা করি তাহলে।'

'অর্থ নেন কেন?'

'আমার একটা কুসংস্কার আছে। যদি কখনও এক পেনীও নিতে অস্বীকার করি—এক ডলার হারাবার ভয় থাকে।'

'আপনি যদি আমার কাছে অন্য কোন মতলবে এসে থাকেন—তাহলে মারাত্মক ভুল করেছেন।'

বিষাক্ত গলায় মিস বোলাস বলে, 'বোকার মত কথা বলবেন না। অর্থের যখন প্রয়োজন হয় ঠিকই পেয়ে যাই। লা এটোলিতে জুয়া খেলে এক রাত্রে আমার কম উপার্জন হয় না। আমাব সঙ্গে কখনও তাস খেলবেন না। ধোঁকা দিতে আমার জুড়ি নেই। আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, আপনার কেবিনে আমাকে থাকতে দেবেন?'

'আবার বলুন তো?'

'আপনার সঙ্গে থাকবো।'

'আমার বিছানা একজনের মত।'

'ওর জন্যে ভাবতে হবে না। আপনি বুঝি চান না আপনার কাছে থাকি?'

'অনেকটা সেরকম। আমি একা থাকাই পছন্দ করি।'

'তাজ্জব ব্যাপার। আসলে সবসময় আমি অর্থ বাঁচাতে চেষ্টা করি। ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভুলে যান।'

'আমি ভাবছি আপনি কতটা শক্ত মেয়ে।'

'একবার আমাকে বাজিয়ে দেখুন।'

গাড়ি থামিয়ে মিস বোলাসের কাছে যাই, 'এখন চমৎকার সময়। কাছে এসো।'

শান্তভাবে সে বলে, 'আপনার সঙ্গে থাকবো তাতে রাজী নন, অথচ গাড়ি থামাতে আপনার আপত্তি নেই।'

'আর ওভাবে বল না।' বলে ওর কোমল মুখে চুমু খাই। ঠোটে চুমু খাই। ও আমার বাহুর মধ্যে লুটিয়ে পড়ে—এভাবে কিছুক্ষণ থাকি।

আমাদের অন্য গাড়ির কর্কশ শব্দ সজাগ কোরে তোলে। রুমাল দিয়ে ঠোট মুছে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করি।

'তোমাকে আজ আস্ত খেয়ে ফেলার ইচ্ছে ছিল...অন্য একদিন হবে...কি বল সুন্দরী।'

গাড়ি লা এটোলির দরজার কাছে থামাই। কয়েকজন গুণ্ডা হাত নেড়ে মিস বোলাসকে অভিবাদন করে আমাকে পাত্তা দেয় না।

আলোয় ঝলমল তিনতলা বাড়ি। উর্দি পরা দারোয়ান এসে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

একটা স্বল্পবাস পরিহিতা মেয়ে এসে আমার টুপী ধরে এবং আমাকে একটা রসিদ দিয়ে বাঁকা চোখে তাকায়।

মিস বোলাস টয়লেটে যেতে চায়। আমি কী ওর জন্যে অপেক্ষা করবো?

দমচাপা পরিবেশের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু ভিড় ঠেলে পাতলা চেহারার একটা লোক এগিয়ে এলো। বুঝলাম ব্যানিস্টারের একজন পোষা মস্তান।

লোকটা কর্কশ গলায় বলে, 'কাকে খুঁজছেন?'

'কাউকে নয়।'

তীক্ষ্ণ চোখে বলে, 'কারুর অপেক্ষায় আছেন?'

মেয়েদের টয়লেটের দিকে দেখিয়ে বলি, 'এখুনি এসে পড়বে।'

সামান্য নরম গলায় বলে, 'এখানে কেবল সভ্যদের এবং তাদের অতিথিদের প্রবেশাধিকার আছে। আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।'

লোকটা আবার আমাকে জরীপ করে। 'যার সঙ্গে এসেছেন—মহিলার নাম বলুন তো।'

'মিস বোলাস।'

'তাই নাকি। তবে তো আপনি খুব চমৎকার সঙ্গিনী পেয়েছেন।'

একজন সভ্য গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাকে যেন খুঁজতে থাকে। মিস বোলাস ফিরে এলে বলি, 'ওই বেজি মুখো লোকটা কে?'

'ওর নাম গেইট্‌স। ব্যানিস্টারের একজন পোষা মস্তান। ওকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'লোকটা তোমার নাম শুনে এমন মুখের ভাব করল যেন মাছি গিলছে।'

আমাকে নিয়ে মিস বোলাস পানশালায় যায়। আমরা কয়েক পাত্র মদ গিলি। জানাই, মিস বোলাস যেন জুয়া খেলতে চলে যায়।

'তুমি কী করবে?'

'চারিদিকে একটু নজর দেব। জায়গাটার একটু ধারণা দাও। মিসেস কার্ফ কোথায় আছে জানো?'

'সম্ভবতঃ ওপর তলায়।'

'ওখানেই আমি খোঁজ করবো।'

'খুব সাবধান। আগেই বলেছি ঝামেলায় যেও না।'

'মিসেস কার্ফকে যে খুঁজে বের করতেই হবে। আমাকে দেখলে বলবো পথ ভুলে এসে গেছি।'

মিস বোলাস বলে, 'এগিয়ে যাও। কতদূর পারবে জানিনা। কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধি যেন মাথায় না চাপে। ব্যানিস্টার ও তার পোষা গুণ্ডাদের কথা যেন মনে থাকে।'

'তোমার শুভেচ্ছা আর উৎসাহ আমার বেশী পছন্দ। পানীয় শেষ করে খেলতে যাও। বিপদে পড়লে নিজেই ব্যবস্থা করবো। ভুলেও পুলিশের কাছে যাবো না। ব্রান্ডন আমাকে নাস্তানাবুদ করার অপেক্ষায় আছে।'

'ঠিক আছে, চলো একসঙ্গে দোতলায় যাই।'

পানশালা থেকে বেরিয়ে আমরা করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে যাই। সিঁড়ির গোড়ায় একজন দাঁড়িয়ে মুখে বিরক্তির চিহ্ন। পকেটে হাত ঢোকানো, গালে ক্ষত চিহ্ন। হাত বাড়িয়ে আমাকে আটকে বলে, 'এই যে ভদ্রলোক কোথায় যাচ্ছেন?'

মিস বোলাস বলে, 'উনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। এত কাজের লোক কবে থেকে হলে। ভেবনা, ব্যানিস্টার তোমাকে বেশি মাইনে দেবে।'

লোকটা আমার হাত ছেড়ে দেয়। আমরা অনেকটা এগিয়ে যাই। আমি বলি, 'ওটা বুঝি আর একটা পোষা গুণ্ডা।'

'ওর নাম শ্যাননন। একসময়ে বক্সার ছিল। আমার যদি কখনও শ্যাননন অথবা গেইট্‌সের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে—আমি শ্যাননের সঙ্গে মোকাবিলা করতে রাজি। কিন্তু গেইট্‌স সবসময় কাছে রিভলবার রাখে।'

'আচ্ছা, এখান থেকেই বিদায় নেওয়া ভাল। চলি...বেশিক্ষণ কিন্তু ওপরে থাকবো না।'

কিছুটা গিয়ে একবার পেছনে তাকাই। লম্বা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি স্বর্ণকেশীকে দেখতে পাই। ভদ্রলোকের পা টলছে। আমি ওপরে যাই এক লাফে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি সামনে একটা টানা বারান্দা, অনেকগুলি দরজা। কিভাবে অগ্রসর

হওয়া যায় ভাবতে থাকি। তখন দশ হাত দূরে একটা দরজা খুলে যায়। স্বর্ণকেশী এক মহিলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সাদা সিল্কের ব্লাউজ আর লাল স্ল্যাক্স তার পরনে।

অনিতা কার্ফকে চিনতে আমার ভুল হয় না।

।। পাঁচ ।।

আমার দিকে সে প্রায় আধ সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর আমাকে চিনতে পেরে তার চোখমুখ ফ্যাকাশে হলেও সে ধৈর্য হারায় না। সে দু পা পিছিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তার আগেই আমি দরজায় জোরে ধাক্কা মারি, সে ছিটকে যায় দূরে। সে নিজেকে সামলে সবেগে ঘরের কোণে অন্য দরজার দিকে ছুটে যায়। তার আগেই আমি তাকে ধরে ফেলি। বলি, মিসেস কার্ফ, ঘাবড়াবেন না। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

এক ঝটকায় অনিতা কার্ফ হাত ছাড়িয়ে নেয়। তার দুচোখ জ্বলে। সে ফিসফিসিয়ে বলে, 'চলে যান।' ঘরটা বেশ ছিমছাম। খাটে ঝকঝকে বিছানা। ড্রেসিং টেবিলে অনেক প্রসাধন সামগ্রী। নানারকম আলোয় ঘরের চেহারা মায়াবী। এ রকম ঘরে লক্ষপতির স্ত্রী আরামে থাকতে পারে। কিন্তু অনিতা কার্ফকে মোটেই সুখী দেখাচ্ছিল না।

'উঃ, আপনার সন্ধানের জন্যে যা চেষ্টা করেছি। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেরিয়ে যান। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না।'

'নেকলেশ...আপনি কি ফেরত চান না?'

মুখ রক্তশূন্য হয়ে ওঠে!

'নেকলেশ...জানি না। আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আপনি সব জানেন। ডানা লিউইসকে আপনি নেকলেশটা কেন দিয়েছেন?'

মিসেস কার্ফ ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খোলে। সে একটা ছোট্ট অটোমেটিক রিভলবার নেয়। রিভলবার সমেত ওব কব্জি চেপে ধরে মোচড়াই।

'ফেলে দিন রিভলবার।'

মিসেস কার্ফ কনুই দিয়ে আমার বুকে আঘাত করে, আমার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি টলতে থাকি কিন্তু ওর কোমর জড়িয়ে টানি।

'শান্ত হোন মিসেস কার্ফ। আপনার কিন্তু আঘাত লাগতে পাবে।'

মিসেস কার্ফ আমাব মুখে ঘুষি মারে। আবার চেষ্টা করতেই আমি ওর হাত মুচড়ে দিলাম। ওর দুহাত পেছনে এনে জোরে মোচড়াতে থাকি। ওর হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ে। একটা লাথিতে রিভলবারটা একেবারে খাটের নীচে।

যন্ত্রনায় মিসেস কার্ফ হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। গোঙানির সুরে বলে, 'আপনি আমার হাত ভেঙে দিয়েছেন।'

ওর কব্জী ছেড়ে ওব কনুই চেপে দাঁড় করাই।

'দুঃখিত মিসেস কার্ফ। মারপিট চেপে কথা বললে কাজ হবে। আপনার নেকলেশ ডানা লিউইসকে কেন দিয়েছেন?'

'আমি দিই নি।'

'আপনি ডানা লিউইসের সঙ্গে যখন ফ্ল্যাটে যান, তখন নেকলেশ পরেছিলেন। যখন বেরিয়ে আসেন, গলায় নেকলেশ ছিল না। ওব ঘরে নেকলেশটা পাওয়া যায়। কেন নেকলেশ দিয়েছিলেন?'

'ওকে আমি দিইনি, বলছি না।'

'হয় আমার কাছে নয় পুলিশের কাছে মুখ খুলুন। মন স্থির করুন।'

হঠাৎ মিসেস কার্ফ ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে রিভলবার খোঁজে। কিন্তু ওটি ওর নাগালের বাইরে।

ওকে টেনে তুলি। আবার মিসেস কার্ফ আমাকে ঘুষি মাবার চেষ্টা করে। আমি ওকে সবেগে ঠেলে দিলাম। মিসেস কার্ফ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলি, 'বলুন কেন ডানাকে নেকলেশ দিয়েছিলেন?'

মিসেস কার্ফ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'আমি দিইনি। নেকলেশটা চুরি হয়ে যায়।'

'ডানা লিউইসের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আপনি ট্যাক্সিতে চেপে ইস্ট বীচের দিকে গিয়েছিলেন কেন?'

চোখে মুখে ভয়ের ছাপ নিয়ে মিসেস কার্ফ বলে, 'কি যা-তা বলছেন। ইস্ট বীচে আমি যাইনি।'

'যখন ডানা লিউইসকে গুলি করা হয় আপনি তখন বালিয়াড়ির কাছেই ছিলেন। ওকে কি আপনি গুলি করেছেন?'

'ইস্ট বীচে আমি যাইনি। বেরিয়ে যান। আপনার কোন কথা আমি শুনব না।'

অদ্ভুত ব্যাপার, মিসেস কার্ফ প্রথম থেকেই এত নীচু গলায় কথা বলছে যেন তার গলার আওয়াজ কেউ শুনতে না পায়। তাছাড়া ওর আতঙ্কিত চেহারা দেখে সন্দেহ হয়।

'আপনি কিছুই জানেন না? তাহলে গা ঢাকা দিয়েছেন কেন? আপনি যে এখানে রয়েছেন মিঃ কার্ফ কি জানেন?'

মিসেস কার্ফ কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায়। তার মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে।

ঘরে কেউ ঢুকেছে আমি টের পাইনি। আয়নায় তার ছায়া পড়তেই আমি ঘুরে দাঁড়াই।

ব্যানিস্টার দাঁড়িয়ে, অবশ্য ওর সঙ্গে আমার আলাপ নেই। ব্যানিস্টারের নজর আমার ওপরে।

ব্যানিস্টার বলে, 'নেকলেশ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?'

আমি বলি 'এ ব্যাপারে আপনি নিজেকে জড়াবেন না। অবশ্য যদি খুনের ব্যাপারে জড়াতে চান, আমার বলার কিছু নেই।'

ব্যানিস্টার বলে, 'নেকলেশটা কোথায়?'

'লকারে পোরা। মিসেস কার্ফ খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন—আপনি কী সেটা জানেন? এখানে ওকে রাখার অর্থ জানেন? অবশ্য এসব ছোটখাট বিষয়ে আপনি মাথা ঘামান না।'

ব্যানিস্টার অনিতাকে বলে, 'এই লোকটার কথাই কী আপনি বলছিলেন?'

মিসেস কার্ফ মাথা নাড়ে কিন্তু তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ।

ব্যানিস্টার আমাকে বলে, 'আপনি এখানে এলেন কিভাবে?'

'হেঁটেই এসেছি। এখানে আসা কী অন্যায়?'

কঠিনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দেয়ালে লাগানো বেল বাজায়। তারপর সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পজিসন নেয়।

তখন রিভলবারের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে টের পাই। দরজা খুলে গেইট্‌স ভেতরে ঢোকে ক্রুর হেসে আমার দিকে তাকায়। ওর হাতে রিভলবার।

ব্যানিস্টার বলে, 'এই লোকটা এখানে কিভাবে এল?'

'মিস বোলাস নিয়ে এসেছে।'

শ্যানন ঘরে ঢোকে। ব্যানিস্টার বলে, 'মিস বোলাসকে নিয়ে এসো।'

ব্যানিস্টার অনিতা কার্ফকে বলে, 'আপনি পাশের ঘরে চলে যান।'

মিসেস কার্ফ বিছানা থেকে নামতে নামতে বলে, 'এই ভদ্রলোকের কথা আমি বুঝতে পারছি না। মিথ্যা কথা বলে আমাকে ঝামেলায় জড়াবার চেষ্টা করছেন।'

কর্কশ কণ্ঠে ব্যানিস্টার বলে, 'বলছি না। পাশের ঘরে চলে যান।'

মিসেস কার্ফ চলে যেতেই ব্যানিস্টার গেইট্‌সকে বলে, 'কেউ ওপরে উঠতে পারবে না—আমার এই নির্দেশ অমান্য করা হল কেন? এ ধরনের ব্যাপার আবার ঘটলে তোমার এবং শ্যাননের এখানে জায়গা হবে না।'

আমি ব্যানিস্টারকে বলি, 'আপনি কেন এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াচ্ছেন? মিসেস কার্ফকে আমার কাছে ছেড়ে দিন।'

ব্যানিস্টার একটা চেয়ারে বসে বলল, 'মনে করবেন না, এত সহজে ব্যাপারটা মিটে যাবে।'

দরজা খুলে মিস বোলাস ঘরে ঢোকে তার পেছনে শ্যানন। তারপর দরজা বন্ধ হয়।

মিস বোলাসের চোখ মুখের ভাব শান্ত। একবার ঘরের চারিদিকে দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যালো...আপনি এখানে এলেন?

ব্যানিস্টার বলে, 'তুমি এই ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছো?'

'ভদ্রলোক আমার সঙ্গেই এসেছেন। আপনি সভ্য বা সভ্যাদের সঙ্গে অতিথি আসুক সেটা চান

না?'

'তোমাকে বা ভদ্রলোককে কারুকে চাই না। আমার সব সময় মনে হয়েছে একদিন না একদিন তুমি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে।'

মিস বোলাস হেসে বলে, 'কী সুন্দর আপনি কথা বলতে পারেন। আপনি যে হতাশ হননি, তাতেই আমার আনন্দ। আপনার ওই ফোতো কাপ্তানদের বলুন রিভলবার সরাতে। ডিক চলে এসো। ওরা আমাদের আটকে রাখতে পারবে না।'

মিস বোলাসের কথায় আমি আশ্বস্ত হতে পারি না। গেইট্‌সের চাউনীতে মনে হয় একটু সুযোগ পেলেই ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ব্যানিস্টার গেইট্‌সকে বলে, 'এই লোকটা নড়লেই গুলি করবে।' তারপর সে শ্যাননকে ইশারা করে।

শ্যানন মিস বোলাসের নগ্ন বাহু চেপে ধরে। মিস বোলাস গা মোচড়ায়। শ্যানন অতর্কিতে জোরে ঘুষি মারে। মিস বোলাস ছিটকে ড্রেসিং টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বোতল নিচে পড়ে ভেঙে চৌচির। কাঁচের টুকরো মিস বোলাসের চোখে বিঁধে যায়। রক্তাক্ত হয় মুখ। সে আধ খোলা চোখে মেঝের ওপর পড়ে থাকে।

দ্রুত এসব ঘটে যায়। এই সুযোগে আমি দ্রুত এগিয়ে গেইট্‌সের কব্জীর ওপর আঘাত করি। ব্যানিস্টারের পায়ের কাছে রিভলবার ছিটকে যায়।

গেইট্‌স টলতে থাকে। ওর মুখে আবার ঘুষি মারি ও ছিটকে দূরে চলে যায়। শ্যানন এগিয়ে আমায় ঘুষি মারে। আমি টাল সামলাবার চেষ্টা করি। শ্যাননের আর একটা ডান হাতের ঘুষি আমার চোয়ালে পড়ে। আমার চোখের সামনে আলো নিভে যায়। আমি অতল খাদে তলিয়ে যাই।

একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে। একটু দূরে প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে দুজন তাস খেলছে।

কি ঘটেছে ভাবতে থাকি। শোবার ঘরের দৃশ্য মনে পড়ল। মিস বোলাস কোথায় আছে কে জানে।

ঘরটা বেশ বড়। চারিদিকে প্যাকিং বাক্সের ছড়াছড়ি। মনে হয় ভূগর্ভের একটা ঘর। উল্টোদিকের দেয়ালে শ্যানন আর গেইট্‌স।

আমি লোহার খাটে শুয়ে আছি। এতক্ষণে শ্যাননের ঘুষির ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছি। যতক্ষণ না আমার মাথার যন্ত্রণা যাচ্ছে ততক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকি। গেইট্‌সের রিভলবারের কথা মনে পড়ল।

আমার পক্ষে গেইট্‌সের মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু শ্যাননকে শায়েস্তা করতে হলে খুব জোরে ঘুষি মারতে হবে। অতীতের অনেক ঘুষির কাটা দাগ ওর মুখে।

গেইট্‌স বলে, 'লোকটার এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে আশা উচিত। বস ওর সঙ্গে কথা বলবে।'

শ্যানন বলে, 'যখন আমি কাউকে ঘুষি মারি—মনে রাখবে, তার গায়ে ফুল ছুড়ে মারি না। তোমায় অন্যমনস্ক দেখছি, নির্ঘাৎ তুমি হেরে যাবে।'

ওরা আমার মাথার থেকে তিন'গজ দূরে বসে। আমার নড়াচড়ায় গেইট্‌স ফিরে তাকায়। তার হাতে রিভলবার উঠল।

কর্কশ কণ্ঠে গেইট্‌স বলে, 'দ্যাখ বাপু, কোনরকম চালাকী কর না। তোমার অবস্থা তাহলে খুব খারাপ হবে।'

'শ্যানন' বসকে খবর দাও। এই লোকটাকে আমি দেখছি।'

চোয়ালের আহত স্থানে হাত বুলিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, 'মিস বোলাসের কি হযেছিল?'

'ওর জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাও।'

'আমার ভাগ্যে যাই থাকুক। মিস বোলাসের কথা তো ভাবতেই হবে। ও কোথায়?

'মিস বোলাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। চুপচাপ না থাকলে রিভলবারের বাট তোমার মাথা চৌচির করবে।'

ঘড়িতে এগারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। অর্থাৎ ক্লাবে এসেছি দেড় ঘণ্টার ওপর। জানি

না, এরপর ভাগ্যে কি জুটবে।

ব্যানিস্টার এলো, পেছনে শ্যানন। গেইট্‌স রিভলবার তাক করে রাখে।

প্রথমেই ব্যানিস্টার বলে, 'মিঃ ম্যালয় আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। নিজের পরিচয় আগে দেননি কেন? আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'নিজের পরিচয় দেবার সময় দিলেন কোথায়?'

'চারতলায় আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। মিসেস কার্ফ আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। সুস্থ বোধ করলে আপনি এখনই চলে যেতে পারেন।'

'আপনার ওই বেজিমুখো লোকটাকে রিভলবার সরিয়ে নিতে বলুন।'

ব্যানিস্টারের ইশারায় সে রিভলবার খাপে ঢুকিয়ে রাখে।

আমি বলি, 'চমৎকার, মিসেস কার্ফ কোথায়?'

'চলে গেছে। আমি তাকে তাড়িয়েছি।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না। ওকে জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলেছি। প্রায় দশমিনিট আগে ও চলে গেছে। নেকলেশের ব্যাপারে আমি আগ্রহী। আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।'

সিগারেট ধরিয়ে আমি ব্যানিস্টারের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে বলি, 'নেকলেশ আপনার কী দরকার?'

'নেকলেশের ব্যাপারে মিসেস কার্ফ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই থাকতে দিয়েছি।'

'তাই নাকি। মিসেস কার্ফ আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। কয়েকদিন আগে এক রাত্রে সে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে তার নাকি নিরাপত্তা চাই। এর জন্যে অর্থ খরচ করবে। একসপ্তাহের জন্যে ক্লাবের একটা ঘর চায়। পাঁচশো ডলার দেবে।'

হেসে ব্যানিস্টার বলে, 'মিসেস কার্ফ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া, সে একজন লক্ষপতিকে বিয়ে করেছে। তাই তাকে একটা ঘর দিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। পরিবর্তে মিসেস কার্ফ আমাকে নেকলেশ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কাল রাত্রে সে আমাকে জানায় যে তার নেকলেশ চুরি গেছে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নি। ওকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল, অবশ্য কারণ আমাকে জানায় নি। ওকে রাত্রে থাকতে দিই। যখন আমরা দেনা-পাওনা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আপনি বাধা দেন। নেকলেশটা আমার প্রাপ্য। কোথায় সেটা?'

'ঘটনাটা শুনলে আপনি আর নেকলেশ দাবী করবেন না। নেকলেশটা পাওয়া গেছে যে মেয়েটা গতকাল রাতে খুন হয়েছে তার ঘরে। মেয়েটার নাম ডানা লিউইস। পুলিশ জানে না, নেকলেশটা আমাদের হস্তগত।'

'ডানা লিউইস কে? মিসেস কার্ফের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?'

'ডানা আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন। মিঃ কার্ফ তার স্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে ওকে নিযুক্ত করেন। এর বেশি কিছু বলতে পারবো না। তবে খবরটা নিজের কাছেই রাখবেন।'

'মিসেস কার্ফ কি ডানা মেয়েটাকে খুন করেছে?'

'জানি না। মনে হয় না।'

নিজের মনে বলে, 'নেকলেশের কথা আমার ভুলে যাওয়াই উচিত।'

'আমি বলি, 'কি জন্যে মিসেস কার্ফ অমন আতঙ্কিত ছিল?'

'জনি না। তবে আমার ক্লাবে থাকাকালীন সবসময়েই সে আতঙ্কিত ছিল। বাবান্দায় কোন শব্দ শুনলেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠত। তাকে যখন আমি ক্লাব ছেড়ে যেতে বলি —তার মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছি।'

'মিসেস কার্ফ আপনার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিল, তাই না?'

'তাকে নাকি একটা লোক ভয় দেখাচ্ছে। সাংঘাতিক লোকটা—তার খোঁজে ক্লাবে এলে যেন আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিই। ওই কারণে আপনার ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে।'

ব্যানিস্টার আবার বলে, 'তারপর আপনার পরিচয় পেয়ে বুঝলাম মিসেস কার্ফ মিথ্যা কথা বলেছে। আর কিছু বলার নেই। এখন আপনি যেতে পারেন। আর কোনদিন এখানে আসবেন না।

আমি ফালতু ঝামেলা পছন্দ করি না।'

আমি উঠে বলি, 'মিস বোলাস কোথায়?'

'আপনার গাড়িতে বসে আছে।'

'জানেন, মিস বোলাস তার ওপর অত্যাচারের জন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে কেস করতে পারে?'

'মিস বোলাস তা করবে না জানি। ও আমাদের অনেকদিন যাবৎ প্রতারনা করেছে। ওর শাস্তি প্রাপ্য ছিল।'

'তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কোনদিক দিয়ে বেরোবার পথ?'

'মিঃ ম্যালয়কে পথ দেখাও। আর মনে রাখবে মিস বোলাস আর এই ভদ্রলোক যেন আমার ক্লাবে কখনও পা না রাখে।'

দরজা খুলে দেখি নিভু নিভু আলোয় একটা রাস্তা। শ্যানন আমার পেছনে।

শ্যানন বলে, 'এগিয়ে যাও। সোজা গেলেই দেখবে গাড়ি রাখার জায়গা। ভাগ এখান থেকে। এখানে যদি আবার দেখি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যাননের মুখে আঘাত করি। ঘুষিটা ছিল উঁচু দরের। ও পড়ে যাবার আগেই আমার সর্বশক্তি দিয়ে চোয়ালে একই জায়গায় আর একটা ভারী ঘুষি দিই। শ্যানন মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারপর ওর দু হাত পেছনে এনে, জোরে মোচড়াই। শ্যাননের নাক এবং মুখের ওপর জুতোর হিল দিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিই।

কোন মহিলাকে কেউ শারীরিক নির্যাতন করলে আমি তাকে ক্ষমা করি না।

গাড়ি সান্টা রোসা স্টেটের গেটের সামনে থামিয়ে হর্ন বাজাই। ভাবছিলাম রাত একটায় গেটে কোন গার্ড থাকবে কিনা, কিন্তু একজন ছিল। অবশ্যই মিলস্ ছোকরা নয়, একটি লম্বা লোক গেট খুলে কাছে এলো।

লোকটা জোরালো ফ্ল্যাশ লাইট আমার ওপর ফেলতেই বলি, 'মিঃ কার্ফ কী এখনও ফিরে আসেন নি?

'হ্যাঁ ফিরেছেন...এত রাতে? উনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন কিনা...আপনার নাম?'

নিজের পরিচয় দিলাম।

'অপেক্ষা করুন, দেখছি উনি দেখা করবেন কিনা।'

গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হই। দরজায় দাঁড়িয়ে খানসামা। সে নিঃশব্দে আমার টুপী হাতে নেয়। এ সময়ে আমার আগমনে সে হয়তো খুশি হয়নি।

খানসামা দরজা সামান্য খুলে নীচু গলায় বলে, 'স্যার, মিঃ ম্যালয় এসেছেন।'

আমি ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

মিঃ কার্ফ বড় একটা আরাম কেদারায় বসে। দু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। হাঁটুর উপর খোলা বই।

মিঃ কার্ফ কর্কশ কণ্ঠে, 'কি চান আপনি?'

রুক্ষ্ম গলায় আমিও বলি, 'মিসেস কার্ফের সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি।'

'আবার আমরা ওই প্রসঙ্গে যেতে চাই না। আপনার সেক্রেটারীকে ইতিপূর্বেই জানিয়েছি যে মিসেস কার্ফের খোঁজ করলে কি ঘটতে পারে। ওই জন্যে এলে—এই মুহূর্তে আপনি চলে যেতে পারেন।'

'আপনি সকালের কথা ভুলে যান। তারপর অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। এমন কিছু সূত্র পেয়েছি যা আপনার স্ত্রীকে খুনের সঙ্গে জড়ানো। ব্যাপারটা পুলিশের কাছেও গোপন থাকবে না।'

'আপনার হাতে কি কোন সূত্র এসেছে?'

'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। মিসেস কার্ফ কোথায়?'

'শহরের বাইরে, এসবের বাইরে আমার স্ত্রীকে রাখতে চাই। ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে না।'

'মিসেস কার্ফের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার কথা হয়েছে।'

শোনামাত্র মিঃ কার্ফের মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠে।

'মিসেস কার্ফের সঙ্গে আপনার...কী বলছেন?'

'হ্যাঁ, তাই। মিস বেনসিংগারকে আজ সকালে বলেছেন যে, আপনার স্ত্রীকে শহরের বাইরে পাঠাচ্ছেন। আসলে কাল রাত্রে আপনার স্ত্রী চলে যাওয়ার পর আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। আপনি জানেন না, আপনার স্ত্রী কোথায় রাত কাটিয়েছে। আপনি হয়ত মনে করছেন—ডানা লিউইসকে মিসেস কার্ফ খুন করেছে। তাই তাকে দূরে রাখার চেষ্টা করছেন। মিঃ কার্ফ, আপনার এই প্রচেষ্টা সফল হবে না কারণ গতরাত দশটার পর মিসেস কার্ফ আমার সঙ্গে দেখা করেছে। জানতে চেয়েছেন কেন তাকে নজর বন্দী করে রাখা হয়েছে। মিসেস কার্ফ আমায় ঘুষ দিতে চেয়েছিল। আপনার কথা তাকে জানাই। আমার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে মিসেস কার্ফ ডানা লিউইসের কাছে যায়। কুড়ি মিনিট পরে মিসেস কার্ফ ডানার ফ্ল্যাট ছেড়ে যায়। ইস্ট বীচের দিকে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সিতে চাপে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডানা একটা টেলিফোন পেয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ে। পরে তাকে লীডবেটার বালিয়াড়ির কাছে দেখতে পায়। পুলিশ ঝোপের আড়ালে ডানার ডেডবডি আবিষ্কার করে। পরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী ডানা লিউইসের ফ্ল্যাটে মিসেস কার্ফের নেকলেশ খুঁজে পায়।'

আমার কথা মিঃ কার্ফ অনড় অবস্থায় শুনছিলেন। নেকলেশের কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন।

মিঃ কার্ফ দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, 'সব মিথ্যা।'

'নেকলেশ আমার কাছে রয়েছে মিঃ কার্ফ। অবস্থা ঘোরালো কেন না ডানার ফ্ল্যাট থেকে নেকলেশটা আনা আমাদের পক্ষে বেআইনী। পুলিশ থেকে বাঁচানোর জন্যে এই ঝুঁকি নিতে হয়েছে। আপনাকে আমি আমার মক্কেল হিসেবে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আপনাকে বাঁচানো এবং গোপনীয়তা রক্ষা—যতদূর সম্ভব করবো। সব নির্ভর করছে মিসেস কার্ফের ওপর। আরও একটি খুনের ফলে ব্যাপারটি বেশী ঘোরালো হয়েছে। লীডবেটার আজ দুপুরে খুন হয়েছে। হয় ও ডানা লিউইসকে খুন হতে দেখেছে, নয় খুনীকে।'

'আপনার ওপর কাজের ভার দিয়ে বোকামী করেছি। আমি ঐ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাই না। আপনার বিরুদ্ধে আমি কেস করবো। যেহেতু একটি অভিশপ্ত মেয়ে খুন হয়েছে...।'

'আপনার স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে গিয়ে ডানা লিউইস খুন হয়েছে। সেটা আপনি ভালভাবেই জানেন। এ ব্যাপারে আপনারও অনেক দায়িত্ব।'

'আমার কোন দায়িত্ব নেই। দেখুন ম্যালয়,...এ সব ব্যাপার থেকে আমাকে দূরে রাখুন। মেয়ের কথা আমাকে ভাবতে হবে।'

'এখন আমাদের মিসেস কার্ফের কথা আগে ভাবা দরকার। কোথায় সে?'

'আপনি তো মিসেস কার্ফের সঙ্গে কথা বলেছেন, আবার আমার কাছে জানতে চাইছেন কেন?'

'আমাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল। লা এটোলিতে সে লুকিয়েছিল। এখানে ফিরেছে কী?'

মিঃ কার্ফ মাথা নাড়েন।

'মিসেস কার্ফ কী আপনাকে কোন খবর দেয় নি?'

'না।'

'অনুমান করতে পারেন, মিসেস কার্ফ কোথায় যেতে পারেন?'

'না।'

মিঃ কার্ফ শান্তভাবে বলেন, 'আমার স্ত্রী লা এটোলিতে সমস্ত রাত ছিল।'

'হ্যাঁ। ব্যানিস্টারকে মিসেস কার্ফ বলেছে—কোন একজন লোক তাকে বিরক্ত করছে। লোকটাকে শায়েস্তা করার কথা সে জানায়। পরিবর্তে ব্যানিস্টারকে নেকলেশ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় মিসেস কার্ফ। নেকলেশ না পাওয়ায় ব্যানিস্টার তাকে তাড়িয়ে দেয়।'

মিঃ কার্ফ বিড়বিড় করে বলেন, 'কী অদ্ভুত ব্যাপার! যে লোকটা তাকে বিরক্ত করছে—সে কে?'

'জানি না। খুঁজে বের করতে হবে। হয়ত সেই লোক মিসেস কার্ফকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করছে।'

'মেয়েটাকে আমার স্ত্রী গুলি করে নি—তাই কি আপনার ধারনা?'

'জানি না। তবে ডানা এবং লীডবেটার পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ বন্দুকের দ্বারা খুন হয়েছে। কুড়ি গজ দূর থেকে লীডবেটারকে গুলি করা হয়েছে এবং কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আপনার স্ত্রীর যা আচরণ—তাকে এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যাক্তির তালিকায় রাখা চলে।'

'ওকে বিয়ে করা আমার বোকামী হয়েছে। যদি আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়—করবো। কিন্তু ব্যাপারটা যেন পুলিশ বা সংবাদপত্র থেকে দূরে থাকে।'

'চিন্তা করবেন না। সবচেয়ে আগে মিসেস কার্ফকে খুঁজে বের করতে হবে। যদি আপনি ওকে অর্থ দেওয়া বন্ধ করেন, আপনার স্ত্রী...'

'তাই করতে হবে। কাল আমি ব্যাঙ্কে যাব।'

'অনেক দেরী হয়ে গেল। হ্যাঁ, চেকটা দেবেন কী?'

সামান্য দ্বিধান্বিত ভাবে চেক লেখেন। 'এই নিন। আমাকে এই ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা করুন—আবার আপনাকে দক্ষিণা দেব।'

চেক পকেটে রেখে বলি, 'আপনাকে ঝামেলা মুক্ত করতে না পারলে চেক ফেরত দেব। আচ্ছা, কতদিন মিলস্‌কে কাজে লাগিয়েছেন?'

'মিলস্? কেন...সে কী এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত?'

'জানি না। শুনেছি মিলস্ খুব কাপ্তেনী চালে থাকে। তবে কি মিসেস কার্ফকে ভয় দেখিয়ে মিলস্ অর্থ আদায় করছে?'

'ওর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। মাস খানেক হলো মিলস্ এখানে কাজে লেগেছে। আমার বাটলার ফ্রাঙ্কলিনই কর্মী বাছাই করে। ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে কথা বলবো কি?'

'এখন নয়, ওর ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আর আপনি যদি আপনার স্ত্রীর কোন খবর পান, আমার অফিসে জানাবেন।'

আমি দরজার দিকে এগিয়ে যাই। মিঃ কার্ফ বলেন, 'আমার ব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত। আমাকে ঝামেলামুক্ত করার জন্য যা করেছেন, তার জন্যে আমি খুশী।'

খানসামা ফ্রাঙ্কলিন করিডরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, মিস কার্ফ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। এই দিকে একটু আসুন।'

একটু আশ্চর্য হই। যাই হোক, খানসামার পেছনে হাঁটি।

খানসামা দরজায় আঘাত করে বলে, 'ম্যাডাম, মিঃ ম্যালয় এসেছেন।'

ঘরে বেড সাইড ল্যাম্পের আলো। মিস কার্ফ বিছানায় শুয়ে। সে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে।

'ওকে খুঁজে পেয়েছেন?'

'এখনও পাইনি।'

'লা এটোলির নাইট ক্লাবে খুঁজেছেন?'

'ওখানে কি খুঁজে পাওয়া যাবে?'

'হয় ওখানে অথবা জর্জ বার্কলের বাড়িতে। এছাড়া অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

'এত নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কিভাবে?'

'ওকে আমি জানি। ও বিপদে পড়েছে তাই না?' চোখে খুশির আভাস।

'মিসেস কার্ফ বিপদে পড়েছেন, এমন ধারণা হল কেন?'

'সে আপনার প্রতিষ্ঠানের মেয়েটাকে খুন করেছে। সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটাকে নিছক বিপদ বলে আপনি মনে করবেন না।'

'আমরা জানি না, মিসেস কার্ফই খুন করেছে কি না। আপনি কী জানেন?'

'মিসেস কার্ফ বন্দুক চালানোর অভ্যাস করছিল।'

'কি ধরনের বন্দুক?'

'রিভলবার। যে কোন ধরণের বন্দুক হোক না ওই নিয়ে ভাবছেন কেন? গত এক সপ্তাহ ধরে মিসেস কার্ফ ইস্ট বীচে টার্গেট প্র্যাক্‌টিস্ করেছে।'

'আপনি কিভাবে জানলেন?'

'ওর ওপর নজর রেখেছি।'

অবাক হয়ে ভাবি, মিলস্ মিসেস কার্ফের ওপর নজর রেখেছে কিনা। বলি, 'যেহেতু একজন স্ত্রীলোক শুটিং প্র্যাকটিস্ করছে—এর অর্থ এই নয় যে সে খুনী।'

'তবে মিসেস কার্ফ লুকিয়ে রয়েছে কেন? সে এখানে ফিরে আসছে না কেন?'

'হয়ত কোন কারণ আছে। আপনি বার্কলে সম্পর্কে কী জানেন?'

বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, 'বার্কলে হল মিসেস কার্ফের প্রেমিক। মিসেস কার্ফ প্রায়ই ওর প্রেমিকের কাছে যেত।'

'মিসেস কার্ফকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা হচ্ছে—আপনি কি জানেন?'

'বিশ্বাস করি না।'

'আপনার বাবার তাই বিশ্বাস।'

'বাবা একটা ছুতো খুঁজছেন। আসলে ও প্রেমিকদের পেছনে অর্থ খরচ করছে।'

'তাই নাকি? আবার তাহলে আমি বার্কলের সঙ্গে কথা বলবো।'

'আপনি বার্কলের সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'হ্যাঁ। আপনার বাবা কী বার্কলের ব্যাপারটা জানেন না।'

মাথা নাড়ে মিস কার্ফ।

'মিসেস কার্ফের আলমারিতে অদ্ভুত সব জিনিস পাওয়া গেছে। ওই সব আপনার বাবার বন্ধুদের বাড়ি থেকে এসেছে। আপনার বাবার কাছে কী এসব শুনেছেন?'

'বাবার বলার দরকার নেই। মিসেস কার্ফ আমার অনেক জিনিস চুরি করেছে। ও একটা চোর।'

'আপনি তাকে ঘৃণা করেন, তাই না?'

'ওকে আমি পছন্দ করি না।'

'স্যুটকেশ ভর্তি অদ্ভুত জিনিসগুলি কেউ মিসেস কার্ফের আলমারিতে গোপনে রাখতে পারে। আগেও এমন ব্যাপার হয়েছে।'

'নির্বোধেরা এমন বিশ্বাস করবে। মিসেস কার্ফ একটা চোর। এমনকি ফ্রাঙ্কলিনের ঘর থেকেও অনেক জিনিস হারিয়েছে।'

'মিলস্ কিছু হারিয়েছে কি?'

'হয়ত হবে।'

'কিন্তু তেমন কিছু হলে মিলস্ অন্ততঃ আপনাকে বলতো—তাই না?'

'সে ফ্রাঙ্কলিনকে জানাত।'

'মিলস্ মিসেস কার্ফের গাড়ি চালিয়েছে, তাই না?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'বুঝতেই পারছেন...মিসেস কার্ফের যেমন চেহারা...আর মিলস্‌েরও অনেক ফালতু অর্থ আছে...তাই ওরা দুজনে একত্রিত হয়েছে কিনা।'

'দুজনে একত্রে...কী জন্যে?'

'মিস কার্ফ, আপনি অনেক কিছু জানেন। আমাকে সব খুলে বললে ভাল করতেন।'

ভ্রু কুঁচকে মিস কার্ফ বলে, 'আপনার কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না।'

'অনেকেই পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের অভিযোগ শুনতে আমার ভাল লাগে।'

মনে হল জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন আমাদের কথা শুনছে।

'মিসেস কার্ফকে খুঁজে পেলে কী তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন?'

'আপনি কি তাই চান?'

'সেটা কোন ব্যাপার নয়। আপনি কী করবেন?'

'যদি সত্যি মিসেস কার্ফই ডানা লিউইসকে হত্যা করে থাকে—তাহলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। কিন্তু আমাকে নিশ্চিত হতে হবে।'

'এখনও আপনি নিশ্চিত নন?'

এখনও মোটিভ খুঁজে পাইনি। মিসেস কার্ফ ডানাকে কেন গুলি করবে। আপনিই কিছু বলুন

না, যাতে আমি বিশ্বাস করি।'

'আমার বাবা স্থির করেছেন যে যদি আগামী দু বছর মিসেস কার্ফ তার সঙ্গে থাকে—মিসেস কার্ফ প্রচুর অর্থ পাবে। মোটিভের পক্ষে এই তথ্য কী যথেষ্ট নয়?'

'বলতে চান বার্কলের ব্যাপারটা ফাঁস হলে ডিভোর্সকে রোধ করতে পারবে না মিসেস কার্ফ—ফলে প্রচুর অর্থ হারাবে। আর তাই ডানাকে হত্যা।'

'হ্যাঁ, তাই। ব্যাপারটা জলের মত সহজ।'

'কিন্তু বার্কলেরও তো অনেক অর্থ আছে।'

'কোথায় অনেক? বার্কলের ওপর মিসেস কার্ফ কখনও নির্ভরশীল হবে না।'

'এখনও ব্যাপারটা পরিস্কার নয়।'

জানালার বাইরে কারো নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনি। আমার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। আমি বলি, 'অর্থের ব্যাপারটা প্রধান হলে মিসেস কার্ফ এখানে ফিরে আসতো। কখনও ব্যানিস্টারের কাছে গিয়ে আত্মগোপন করত না।'

'নিশ্চয়ই তাকে কেউ দেখে ফেলেছে।'

'মিস কার্ফ, আপনাকে নিশ্চয়ই কেউ সমস্ত ব্যাপারে সজাগ রাখে।'

'হ্যাঁ, যেহেতু কোথাও যেতে পারি না, আমাকে সজাগ থাকতে হয়। আমার কথাগুলো চিন্তা করবেন। এখন আমি ঘুমবো। আপনার বান্ধবীকে কে খুন করেছে জানালাম। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আপনি এখন যেতে পারেন।'

'মিসেস কার্ফ সম্পর্কে যদি আপনার অন্য কোন ধারণা থাকে জানাতে ভুলবেন না।'

'আমি আর কথা বলতে চাই না।'

দরজা খুলে জানালার দিকে তাকাই। কি যেন জ্বলজ্বল করছে দেখতে পাই। হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা গামবুটের ঢাকনা। এই গামবুট মিলস্‌কে পরতে দেখেছি। জানালার বাইরে মিলস্ দাঁড়িয়ে ছিল...সম্ভবত মিস কার্ফ জানতো।

ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে কেবিনের দিকে যাই। আকাশে আঙুর ফলের মত চাঁদ জ্বলছে। আমার মাথায় অনেক চিন্তা। এখন দরকার বরফ মেশানো হুইস্কি। তারপর চিন্তা করা যাবে। পাহাড়ের ওপারে প্রভাতের ইশারা। আর নিজেকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না। কেবিনের কাছাকাছি এসে দেখি বারান্দায় আলো। মনে পড়ল, মিস বোলাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসার সময় দরজা বন্ধ এবং আলো নিভিয়ে দিয়েছিলাম। এখন বারান্দার দরজা খোলা এবং আলো জ্বলছে।

গাড়ি থামাবার সময় মনে হল, জ্যাক কারমান অথবা পাওলা হয়ত আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছে।

বারান্দায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াই। দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে, বারুদের গন্ধ।

ঘরের মধ্যে আরও তীব্র বারুদের গন্ধ। জানালার সামনে একটা অটোমেটিক রিভলবার পড়ে আছে। কাছেই সোফার ওপর সাদা ব্রাউজ-আর স্ল্যাকস্ পরিহিতা একজন স্বর্ণকেশী স্ত্রীলোক পড়ে আছে। তার কপালে গর্ত।

কাছে এগিয়ে দেখি স্ত্রীলোকটি মৃত। রক্তমাখা মুখ অনিতা কার্ফের।

অনিতা কার্ফের মৃত দেহের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি। উল্টো দিকের দেয়ালে একজন মানুষের ছায়া পড়ে। মাথায় টুপী। হাতের মুঠোয় ভোঁতা ধরনের কি যেন। দ্রুত সব কিছু ঘটে যায়। মাথায় তীব্র আঘাত করে। মনে হয় আমি যেন শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছি। কার্পেটের ওপর ছিটকে পড়ি।

জ্ঞান ফিরে মদের তীব্র গন্ধ পেলাম। আমার সমস্ত শরীরে ঝাঁঝালো মদের গন্ধ। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। যে বিছানায় শুয়ে আছি মনে হল খুব নরম এবং গরম। মনে পড়ল একজন স্ত্রীলোকের চেহারা—তার কপালে গর্ত।

কার্পেটে এক জায়গায় সিগারেটের পোড়া দাগ। হ্যাঁ, নিজের কেবিনে বিছানায় শুয়ে আছি।

আর সব দুঃস্বপ্ন।

ব্রান্ডনের কণ্ঠস্বর কানে এলো। 'উঃ, কী তীব্র মদের গন্ধ। স্ত্রীলোকটি কে? আগে কখনও দেখেছ?'

মিফিন বলে, 'নতুন মনে হচ্ছে।'

পিট্‌পিট্‌ করে তাকাই। মিফিন বিছানার কাছের জানালা খুলে দেয় টের পাই আমার মাথার খুলিতে অসম্ভব যন্ত্রণা।

মনে পড়ল সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে অনিতা কার্ক। কপালে গর্ত। রক্ত চুইয়ে পড়ছে হলদে কুশনের ওপর। অটোমেটিক রিভলবার। চমৎকার দৃশ্য। ব্রান্ডন এই রকমই চেয়েছিল। যাকে বলে হাতে নাতে ধরা। মনে পড়ল ডানার হত্যার প্রসঙ্গে ওর অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের কথা।

একই বন্দুক ব্যবহার হয়েছে ডানা, লীডবেটার এবং অনিতা কার্ককে খুন করার জন্যে। একই প্রয়োগ ভঙ্গি। খুনী একজন। আর মোটিভ? ওর জন্যে ব্রান্ডন মোটেও মাথা ঘামায় না।

মিফিন কর্কশ কণ্ঠে বলে, 'ওহে ম্যালয়,...অনেক হয়েছে। এবার চোখ খোল।'

মিফিন আমার বাহু ধরে নাড়ায়। মিফিনের হাত সরিয়ে বিছানায় উঠে বসি। দু হাত দিয়ে মাথা ধরে গোঙাই।

'চুপ কর। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। নিজেকে চাঙ্গা কর।'

'তোমার কী মনে হয় আমি নাচছি?'

ব্রান্ডন জেরার ভঙ্গিতে বলেন, 'ব্যাপারটা কী? আপনার এরকম মাতাল...।'

আমি প্রশ্ন করি, 'আপনি কী চান? কে আপনাদের আমার কেবিনে ঢুকতে দিল?'

আমার মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ব্রান্ডন বলেন, 'কে ঢুকতে দিয়েছে অযথা চিন্তা করবেন না। এখানে কী ঘটেছে? এখানে ওই স্ত্রীলোকটি কে?'

'ওখানে বুঝি একজন স্ত্রীলোক রয়েছে?'

মিফিনের দিকে তাকিয়ে ব্রান্ডন হুমকীর ভঙ্গীতে বলেন, 'এই ভদ্রলোক এমন ব্যবহার করছেন কেন?'

'ম্যালয় মাতাল, অন্য কিছু না।'

'যত সব! ওই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে এসো।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। 'না, না, না, ওকে আমি দেখতে চাই না।'

তখন একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ওকে নিয়ে আপনারা কী শুরু করেছেন? ওর কি অবস্থা—আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না?'

মিস বোলাসের রিবনে আটকানো লাল চুল। পরনে লিনেনের ফ্রক। সে বলে, 'বলেছিলাম না, ওকে বিরক্ত করবেন না। ওকে একা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেন না কেন?'

মিস বোলাস আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'প্রিয়তম, এক পাত্তর মদ দেব নাকি? তোমার মাথায় এখনও খুব যন্ত্রনা হচ্ছে?'

ব্রান্ডন বলেন, 'উঁহু উনি আর পানীয়ও চান না আর আপনার মুখদর্শন করতেও চান না। ব্যাপারটা কী...এখানে কোন নাটক চলছে নাকি?'

মনে হল আমি পাগল হয়ে গেছি। মিস বোলাসের পেছনে অন্য একটি ঘরে সোফা। নিশ্চয়ই মিস বোলাস সব কিছু লক্ষ্য করেছে। ব্রান্ডন ও মিফিন নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য করেছে। অথচ ওদের হাবভাবে কোন উত্তেজনার চিহ্ন নেই। বলছে কিনা আমি মাতাল।

আমি এক পা এক পা করে এগিয়ে যাই। ব্রান্ডনের কথায় আমি থামি না। পাশের ঘরে কি আছে, আমাকে দেখতে হবে।

আমার বাহুর ওপর হাত রাখে মিস বোলাস। আমি কোন কিছু পরোয়া করি না। ওকে একপাশে সরিয়ে আমি পাশের ঘরে যাই। সেইরকম ভাবে সোফা রয়েছে কিন্তু কিছু নেই। অটোমেটিক রিভলবার নেই। রক্তে ভেজা হলদে কুশন নেই, কিছু নেই।

আমি কিভাবে বিছানায় ফিরে এলাম মনে নেই। মিস বোলাস আমার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ওর হাতে হুইস্কির গ্লাস। আমি উঠতে যাই, মিস বোলাস আমার ঠোঁটের কাছে গ্লাস ধরে।

হুইস্কি পান করি। মিস বোলাস সরে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ আমার সমস্ত শরীর কাঁপে। তারপর হঠাৎ টের পাই নিজেকে ভীষণ হাল্কা লাগছে।

মিস বোলাস হেসে আমার হাত থেকে গ্লাস নেয়। বলে, 'উঃ, তোমার যা অবস্থা দেখলাম...ভাবা যায় না। কোন তুলনা নেই।'

আমি বিছানায় উঠে বসে বলি, 'এর থেকে তোমার শিক্ষা পাওয়া উচিত। এখন থেকে...।'

ব্রান্ডনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলি, 'এ কি! মিস বোলাস, আমার ঘরে পুলিশের লোক, দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি, ক্যাপ্টেন অফ পুলিশ মিঃ ব্রান্ডন আর মিঃ মিফিন বসে আছেন।'

ব্রান্ডন বলেন, 'ম্যালয় এসব তামাশা বন্ধ করুন। আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।'

মিস বোলাসকে বলি, 'আরও পানীয় দাও।' ব্রান্ডনের দিকে তাকিয়ে বলি, 'আপনি এখানে এসেছেন কেন?'

ব্রান্ডনও লাল চোখে বলেন, 'বাজে বকবক বন্ধ করুন। এখানে এসব কী হচ্ছে? আর এই মেয়েটি কে? এখানে ও কী করছে?'

মিস বোলাস হুইস্কি নিয়ে এলো। ওকে বলি, 'কড়া কফি এনে দাও।'

ব্রান্ডন হুমকির সুরে বলে, 'আমার কথা কী আপনার কানে গেছে?'

মিস বোলাসকে হাতের ইশারায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলি, 'শুনেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, যে আমার উত্তর আপনি পাবেন। আপনার কোন অধিকার নেই, জানতে চাওয়া—মিস বোলাস কে?' পোশাক খুলতে খুলতে বলি, 'এখন আমি স্নান করবো। যদি দরকার মনে করেন, অপেক্ষা করতে পারেন।'

ভাবলাম বাথরুমে মৃতদেহটা দেখতে পাবো। কিন্তু কেউ নেই। দু মিনিট ঠাণ্ডা জলধারা আমার মাথার যন্ত্রণা দূর করে দেয়। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ছে। আমি নয় ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলাম। মাথার পেছনে হাত দিয়ে বুঝি জায়গাটা নরম হয়ে গেছে।

মৃতদেহটা কে সরাল? কেন সরাল? খুনী কী পাগল? যদি সে মৃতদেহ আর বন্দুক না সরাত—ব্রান্ডনের হাত থেকে রেহাই পেতাম না। কে আমার মাথায় আঘাত করেছিল? খুনী?

দরজায় করাঘাতের সঙ্গে ব্রান্ডনের চিৎকার। 'বেরিয়ে আসুন ম্যালয়।'

আমি বেরিয়ে আসতেই ব্রান্ডন রেগে বললেন, 'অনেক হয়েছে। হয় আপনি কথা বলুন অথবা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চলুন।'

টেবিলের ওপর থেকে কফি নিতে নিতে বলি, 'যা বলার এখানেই বলবো। বলুন কি জানতে চান?'

মিস বোলাস রান্নাঘরে গুনগুন করছে। উঁহু, অনিতা কার্ফের মৃতদেহ ও সরায়নি। তাহ্‌লে কে?

ব্রান্ডন বলে, 'বেনি কোথায়?'

উনি যে বেনিকে চেনেন, তা জানতাম না। বেশ সুন্দর গন্ধ কফিটার।

'আপনি এড বেনির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। সে কোথায়?'

'সে স্যানফ্রান্সিসকোতে গেছে।'

'ওখানে কি কাজে গেছে?'

'আপনি জানতে চান কেন?'

'স্যানফ্রান্সিসকো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ওর সম্পর্কে জানতে চাইছে।'

'তাই না কি? বেশ তো, যা জানতে চায় বেনিকে প্রশ্ন করলেই পাবে। ব্যাপারটা কী?'

ব্রান্ডন কর্কশ গলায় বলেন, 'বেনিকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। ও বেঁচে নেই।'

আমি পাগলের মত করে বলি, 'বেনি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। বন্দর পুলিশ ওর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছে। ওদের ধারণা গতকাল রাত ন'টায় ওর মৃত্যু হয়েছে।'

* * *

ওদের যাওয়ার দিকে জানালা দিয়ে দেখি। ব্রান্ডন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গাড়িতে বসলেন। অন্য একটা গাড়িতে মিফিন, ওকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল।

একে একে ডানা, লীডবেটার, অনিতা কার্ফ আর বেনি খুন হল। মিস বোলাস দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমি বলি, 'তুমি এখানে কখন এসেছিলে?'

'আজ সকাল ন'টায় আমি টেলিফোন করেছিলাম। অপারেটার জানায় রিং হয়ে যাচ্ছে কেউ রিসিভার তুলছে না।'

জানালার কাছে আমার পাশে এসে মিস বোলাস বলে, 'কিছু করার ছিল না। তাই তোমার কেবিনে চলে আসি। এসে দেখি তুমি মেঝের ওপর পড়ে আছ। দরজা খোলা, আলো জ্বলছে। তোমায় বিছানায় শুইয়ে যখন জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছি তখন ওদের গাড়ির আওয়াজ পাই। তোমার সমস্ত শরীরে হুইস্কি ছড়িয়ে দিয়েছি। ওদের বলেছি যে, তুমি অতিরিক্ত পান করে মাতাল হয়েছো। আমি চাইনি ওরা জানতে পারুক যে কেউ অতর্কিতে আক্রমণ করে তোমায় এ অবস্থা করে পালিয়েছে। তুমিও নিশ্চয়ই তা চাওনি?'

'উঁহু' পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে মিস বোলাসকে দিয়ে ধরাই। বলি, 'সমস্ত শরীরে হুইস্কি ছড়ানো—বেশ ভাল আইডিয়া, কেবিনে ঢোকার পর কাউকে দেখতে পাওনি?'

'কেউ ছিল না। কী হয়েছে?'

'আমার অপেক্ষায় আড়ালে কেউ ছিল। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর আঘাত করে।'

'তোমাকে দেখাশুনা করার কেউ নেই?'

আজ রবিবার, টনি রবিবার কাজে আসে না।

'রবিবার আমার অপেক্ষায় কেউ থাকে না। রবিবার আমাকে দেখাশুনা করতে আসে সোনালী চুলের সুন্দর একটি মেয়ে।'

শোবার ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকাই। বারুদের গন্ধ নেই।

মিস বোলাস বলে, 'কি ভাবছো তুমি?'

কোন জবাব না পেয়ে আবার বলে, 'ম্যালয়, তোমার শরীর ভাল নেই। তুমি বিছানায় শুয়ে পড়।

'ব্রান্ডন কি বললো, শুনলে না? আমাকে স্যানফ্র্যান্সিসকোতে গিয়ে বেনির মৃতদেহ সনাক্ত করতে হবে।'

'উঁহু, কোথাও যাওয়ার মত তোমার অবস্থা নেই। হয় আমি অথবা অফিসের অন্য কেউ যাবে।'

চারটে এ্যাসপিরিন একসঙ্গে গিলে এক চুমুক কফি পান করি, 'আমাকে যেতেই হবে। বেনি আমার বন্ধু ছিল।'

মিস বোলাস বলে, 'ডাক্তারকে ডেকে তোমার মাথার আহত স্থান পরীক্ষা করানো দরকার।'

নানা চিন্তায় আমার মন ভারী হয়ে ওঠে।

অস্বস্তির সঙ্গে মিস বোলাস বলে, 'যদি জানতে পারতাম তুমি কি ভাবছো। বেনি ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার তোমাকে অস্থির করে তুলেছে।'

'উঁহু...কেবল বেনির কথা ভাবছি। তুমি আর দেরী করছো কেন? নিশ্চয়ই তোমার অনেক কাজ রয়েছে।'

'বাঃ বেশ কথা বলছো। তোমার জন্যে এতক্ষণ যা করলাম...এখনই চলে যেতে বলছো? জানি না, কি জন্যে তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছো না।'

'থাক, আর অভিমান করতে হবে না। দু' একদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কিছু মনে কর না।'

আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করি।

* * *

তিনটে কুড়ি মিনিটে স্যানফ্রান্সিসকোর পরতোলা এয়ারপোর্টে বিমান থামে। বিমানে আমাদের সঙ্গে এসেছে সিনেমার নায়ক নায়িকার দল। ওদের দেখবার জন্যে গেটে ভিড় হয়।

কারমান বলে, 'ডিক, ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। একজন লোককে ভালভাবে জানার আগেই সে মরে যায়। বেনি কখনও বলেনি যে তার বড় ছেলে মেয়ে আছে আর ওর মা-ও বেঁচে আছে।'

'আঃ, এখন বেনির বউ ছেলেমেয়ের কথা বলে লাভ কী?'

কারমান রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলে, 'হুঁ', তুমি ঠিকই বলেছো। আবহাওয়া আর একটু ঠাণ্ডা হলে ভাল লাগবে। জান, কাল রাতে...।'

'আবহাওয়ার কথা এখন থাক।'

'ঠিক আছে।'

সকালের কথা মনে পড়ল। পাওলা এসেছিল। বেনির ব্যাপারে ইতিপূর্বেই ব্রান্ডন পাওলার সঙ্গে দেখা করেছেন। অবশ্য ব্রান্ডন আমাদের কথা বিশ্বাস করেন নি। কারণ, বেনি খুন হয়েছে অন্যত্র।

ডানা, লীডবেটার আর অনিতা কার্ফের খুনের সঙ্গে বেনির হত্যার কোন সম্পর্ক নেই—এ ধারণা কারমানের। আমার ধারণা অন্যরকম। বেনি গতকাল বিকেল সাড়ে চারটেয় স্যান-ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছেছিল। রাত একটায় ওর মৃতদেহ পুলিশ আবিষ্কার করে। মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী ওকে চার ঘণ্টা আগে খুন করা হয়েছিল। অর্থাৎ রাত ন'টায় ও খুন হয়েছিল।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের সামনে ট্যাক্সি থামে। কারমানকে বলি, 'আমাকে কথা বলতে দাও।'

আমরা হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে যাই। একজন লম্বা চেহারার অফিসার আমাদের বসতে বলে।

'আমার নাম ডানিংহ্যাম—ডিটেকটিভ ডিস্ট্রিক কমান্ডার, আপনারা কী মৃতের আত্মীয়?'

নিজেদের পরিচয় দিলাম। আমরা বেনির বন্ধু। আমার নাম শুনে ডানিংহ্যামের মুখ কঠিন হয়, তাতেই বুঝলাম—ব্রান্ডন আমাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়েছে।

ডানিংহ্যাম বলে, 'মৃতদেহের সনাক্তকরণ আপনাদের করতে হবে। এই অফিসারকে আপনাদের নাম ঠিকানা জানান। তারপর আপনাদের মর্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

মার্বেল পাথরের বেদীর ওপর চাদরে ঢাকা তিনটি মৃতদেহ মর্গে ঢুকে দেখতে পেলাম। মাঝখানের মৃতদেহটির মুখের ওপর থেকে চাদর সরান হয়।

ডানিংহ্যাম কর্কশকণ্ঠে বলে, 'চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

কারমানের চোখ মুখ ফ্যাকাশে দেখায়। ডানিংহ্যাম ওর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনিও চিনতে পারছেন তো?'

কারমান মাথা নাড়ায়।

ডানিংহ্যাম বলে, 'ঘাবড়াবেন না। যে কোন লোকের ভাগ্যে এ রকমটা হতে পারে। চলে আসুন, বাইরে যাওয়া যাক্।'

আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়।

* * *

ঘরে দুটো বিছানা, একটা টেবিল। আরাম কেদারাটা দেখলে মনে হবে একদা এর ওপর হাতী বসতো।

হোটেলের বেয়ারা বলে, 'সব রকম ব্যবস্থা এখানে রয়েছে।'

কারমান বলে, 'এ ছাড়া আর কী ব্যবস্থা আছে?'

বেয়ারা বলে, 'মদ পাবেন। অন্যান্য নেশার জিনিস আছে, আর পাবেন মেয়েমানুষ। অর্থ ছাড়ুন সব কিছুর ব্যবস্থা হবে।'

আমরা মদ দিতে বলি।

বেয়ারা চলে গেলে কারমান বলে, 'আর একটু ভাল জায়গায় থাকার মত কী আমাদের হাতে অর্থ নেই?'

কারমান আমার পাশে এসে দাঁড়ালে আমাদের হোটেলের উল্টোদিকে দোতলা বাড়িটার দিকে দেখাই, ওটা ভাড়াটেদের জন্যে নির্দিষ্ট। একতলায় একটা ফটোর দোকান—জ্বলজ্বল করছে লুইয়ের নাম।

'কারমান, দ্যাখ। বেনি প্রথমে ওখানে থেকেই অনুসন্ধান শুরু করে। এক মিনিট—তোমাকে একটা ফটো দেখাচ্ছি।'

বার্কলের ঘর থেকে পাওয়া অনিতা কার্কের ফটোটা বের করি এবং কিভাবে পেয়েছি তা কারমানকে জানাই।

'এখানে আসার পর বেনির প্রথম কাজ ছিল ফটোর বিষয়ে খোঁজ করা। ওকে একটা ফটোর কপি দিয়েছিলাম।'

ফটো উল্টে রবার স্ট্যাম্প দেওয়া নাম ঠিকানা দেখিয়ে বলি, 'এখানে কেন এসেছি—এবার বুঝতে পারলে?'

আরাম কেদারায় বসে কারমান বলে, 'আমাদের এখন কি করা উচিত?'

'রাত্রে কিছু করার নেই। কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে লুইয়ের দোকানে হানা দেওয়া। ওকে অনিতা কার্কের ফটো দেখাবো। জানিনা, কতদূর কাজ হবে। তবে একটা কিছু ঘটবেই। তোমার কাজ হবে, বিপদে পড়লে আমাকে রক্ষা করা, বুঝলে?'

'ঠিক আছে।'

দরজায় টোকা মেরে বেয়ারা দু বোতল হুইস্কি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কারমান বলে, 'তিনটে গ্লাস কেন?'

'একটা গ্লাস ভেঙ্গে যেতে পারে। অথবা কাউকে মদ্যপানে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। মিস্টার তৃতীয় গ্লাস রাখা সবসময় খুবই দরকার।'

'কারমান, বেশ বড় পেগ লাগাও। আমরা সবাই একসঙ্গে পান করবো।' বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা কতদিন এখানে আছ?'

'দশ বছর। যখন প্রথম আসি, হোটেলটা খারাপ ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে সব কিছু বদলে যায়।'

কারমান বেয়ারাটিকে পানীয় দেয়। সে গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে হেসে বলে, 'দেখুন, তৃতীয় গ্লাস কেমন কাজে লাগে।'

হুইস্কির সঙ্গে আমি চারটে এ্যাসপিরিন গিলে ফেলি।

বেয়ারাটিকে বলি, 'ওহে শোন। কিছু অর্থ রোজগার করতে চাও?'

'কি করতে হবে?'

'স্মৃতিশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

'আমার স্মৃতিশক্তি কি কাজে লাগবে?'

বেনির ফটো বের করে বলি, 'মনে করে দ্যাখ—ওকে কখনও দেখেছ কিনা?'

ফটোটি দেখে বেয়ারা মদের গ্লাস টেবিলের ওপর রেখে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'হুঁ, আমাকে বুদ্ধু বানাতে চান। আমি পুলিশের কাছে কখনো মুখ খুলি না।'

কারমান বেয়ারাটির ঘাড় ধরে টানতে টানতে আমার পাশে বিছানায় ওকে বসায়, 'উল্লুক কোথাকার! আমাদের কী পুলিশের লোকের মত দেখাচ্ছে?'

'ওঃ, আপনারা তাহলে পুলিশের লোক নন।'

কুড়ি' ডলার বের করে আমার পাশে রেখে বলি, 'আমাদের আচরণ কী পুলিশের মত?'

লোভীর দৃষ্টিতে ডলারের দিকে তাকিয়ে বেয়ারাটি বলে, 'বলতে পারবো না। আজ দুপুরে পুলিশ এসে নানা রকম প্রশ্ন করেছে। মর্গে তোলা ওর ফটো আঁমাকে দেখিয়েছে।'

'সে বুঝি এখানে ঘরভাড়া নিয়েছিল?'

ডলারের দিকে হাত এগিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, এখানে সে ছিল। কিন্তু ম্যানেজার পুলিশের কাছে তা গোপন করেছে।'

বেয়ারাটি ডলার খামচে ধরে।

কারমানকে বলি, 'একে আরও পানীয় দাও।'

'দেখবেন আমি যেন বিপদে না পড়ি। কোনমতেই চাকরী হারাতে চাই না।'

কারমান মদের গ্লাস এগিয়ে দেয়।

'শোন, ফটোর এই মানুষটি আমাদের বন্ধু। আমরা জানতে চাই কেন ওকে খুন করা হয়েছে। তোমার কোন ধারণা আছে?'

'জানি না। গতকাল বিকেল পাঁচটায় ভদ্রলোক ঘর ভাড়া নেন। এই ঘরের পাশেরটায় উনি ওঠেন। বেশিক্ষণ থাকেন না। বেরিয়ে যান। তারপর আর তাঁকে দেখতে পাইনি।'

'ও কি কোন ব্যাগ রেখে গেছে?'

'ম্যানেজারের কাছে, রয়েছে। ভদ্রলোক ঘরভাড়া দিয়ে যান নি।'

'ব্যাগটা নিয়ে এসো।'

দু চোখ বড় করে বেয়ারা বলে, 'আমি পারবো না। ম্যানেজার দেখতে পেলে...'যাও, নিয়ে এসো। নইলে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবো।'

'এখনি আনতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'এই কাজের জন্য বেশি কিছু পাব কী?'

'আরও দশ ডলার তুমি পাবে।'

বেয়ারা চলে গেলে কারমান বলে, 'চমৎকার। ডিক, তুমি কি করে বুঝলে যে, বেনি এখানে ঘর ভাড়া নিয়েছিল।'

'আমরা কী ফালতু এই হোটেলে ঘরভাড়া নিয়েছি? দাও...আরও হুইস্কি দাও। ওই হারামজাদার সঙ্গে বকবক করে আমার মাথা ধরে গেছে।'

অনিতা কার্ফের ফটোটা স্যুটকেশ থেকে বের করে বিছানায় রাখি।

কারমান বলে, 'ফটো দেখে কী বেয়ারাটি চিনতে পারবে?'

'দেখা যাক, ভুলে যেও না, বেয়ারাটি এখানে দশ বছর যাবৎ আছে।'

বেয়ারা ব্যাগ এনে বিছানার ওপর রেখে বলে, 'ব্যাগটি আবার ম্যানেজারের, ঘরে রেখে আসতে হবে। বিপদে পড়তে চাই না।'

অনিতা কার্ফের ফটো ব্যাগের ভেতর তন্নতন্ন করে খুঁজেও পেলাম না। সব জিনিস গুছিয়ে ব্যাগটা মেঝেতে ফেলে বলি, 'নিয়ে যাও।' দশ ডলার বেয়ারাকে দিয়ে বলি, 'মুখ বন্ধ রাখবে, বুঝলে?'

বেয়ারা ব্যাগ হাতে নিয়ে বলে, 'বলুন, আর কী করতে হবে?'

অনিতার ফটো দেখিয়ে বলি 'একে কখনও দেখেছো?'

'অনেকটা অনিতা গে'র মত দেখতে। হ্যাঁ...হ্যাঁ...নিঃসন্দেহে।'

'চুপ কর। অনিতা গে কে? সে কী করে? কোথায় তার দেখা পাব?'

'জানি না, কোথায় ওর সন্ধান পাবেন। অনেকদিন হল কোথায় চলে গেছে, কে জানে। আর কী সে এখানে ফিরে আসবে?'

'উঁহু আর সে ফিরে আসবে না।'

।। ছয় ।।

আমি হোটেল থেকে বেরোই পরদিন বেলা এগারোটা' নাগাদ। গরমের জন্যে রাতে ঘুম হয়নি। শেষ রাত্রের দিকে হুইস্কির সঙ্গে এ্যাসপিরিন গেলার পর ঘুমাই। সেই ঘুম ভাঙে বেলা ন'টায়।

কারমান বলে মাথায় আঘাত পেলে পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। যথেষ্ট স্নান আর কালো কফি পান করে নিজেকে সুস্থ মনে হয়।

লুইয়ের ফটোর দোকানে যাবার আগে প্রয়োজন অনিতা কার্ফ সম্পর্কে ব্রাস রেল থেকে খবর সংগ্রহ করা।

পুলিশের কাছে রাস্তায় ব্রাস রেল সম্পর্কে খোঁজ করি। পুলিশটি নিশানা জানায়।

ব্রাস রৈল অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ছবি দেখতে থাকি। একটা সুইংডোর ঠেলে এক নোংরা পোশাকের লোক বেরিয়ে এলো।

আমি প্রশ্ন করি 'এই দপ্তর কে পরিচালনা করে?'

'আপনি কী নতুন এসেছেন?

'হ্যাঁ।'

'নিক নেডিক, ওপরে উঠে যান। দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি একটা লোক দু' আঙুলে দ্রুত টাইপ করছে। ঘরটার কোনায় জানালার ধারে একটি অদ্ভুত চেহারার মেয়ে বসে।

কেউ কিছু বলছে না দেখে আমি লোকটার কাঁধে হাতের চাপ দিই। লোকটা টাইপ না থামিয়ে বলে, 'কী চান?'

'নিক নেডিকের সঙ্গে দেখা বলতে চাই।'

'এগিয়ে যান।'

এগিয়ে একটা ঘরে ঢুকি। একটা লোক চেয়ারে বসে খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকা। ওর আঙুলে কড়ে বেশ বড় একটা হীরের আংটি। একটু দূরে বসা বয়স্কা মহিলাটি আমার দিকে তাকায়।

মাথার টুপি নামিয়ে বলি, 'মিঃ নেডিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার নাম ডিক ম্যালয়।

মহিলাটি বলে, 'মিঃ নেডিক এখন খুব ব্যস্ত...জানি না, উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা।'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না। মিঃ নেডিকের সঙ্গে আমি আলাপের ব্যাপারটা ঠিক করে নিচ্ছি...কি বলেন মিঃ নেডিক?'

খবরের কাগজের আড়াল থেকে একটা গোল মুখ উঁকি মারে। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হবো। ইয়ংম্যান, শুধু কোন কিছু বিক্রির ধান্দায় না এলেই চলবে।'

মোটা লোকটার দিকে কার্ড এগিয়ে দিলাম। চোখ বুলিয়ে নেডিক বলে, 'অর্কিড শহরে আপনি থাকেন? মশায়, ওটা হল লক্ষপতিদের জায়গা।'

'আমার প্রতিষ্ঠান ওখানে। আমি একজন যুবতী মহিলা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি। মনে হয় আপনি তাকে জানেন ওর নাম অনিতা গে।'

'কি ধরনের তথ্য জোগাড় করছেন?'

'সব কিছু' নেডিককে সিগারেট দিয়ে বলি, 'অনিতা গে'র অতীত জানতে চাই। আপনি যা জানেন বলুন। কাজে লাগতে পারে।'

নেডিক বলে, 'আমি জানি না। শুনুন, এখন আমি ব্যস্ত।'

'খবরের কাজের জন্য আপনি কিছু পাবেন। ভাববেন না, ফালতু আপনার সময় নষ্ট করতে এসেছি।'

'খাঁটি কথা বলেছেন। আপনার মত যারা সরাসরি কাজের কথা বলেন, আমি তাদের পছন্দ কবি। নেডিক মহিলার দিকে তাকিয়ে বলে, 'মিস ফেনডাকার, আপনি এখন ব্যাঙ্কে যেতে পারেন। জুলিকে বলবেন, আধ ঘণ্টা কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

নেডিক প্রশ্ন করে, 'খবরের জন্যে কত অর্থ আমি আশা করতে পারি?'

'পঞ্চাশ ডলার পেলে আপনি খুশি? অবশ্য আপনার খবরের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করছে।'

'তাই নাকি?। পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে আপনি অনেক খবর পাবেন। অনিতা গে কী কোন বিপদে পড়েছে?'

'এখন নয়। অনিতা গে বিপদে পড়েছিল। আমাব মক্কেল অনিতা গে'র অতীত জানতে চাই।'

নেডিক টেবিলের ওপর হাত বাড়িয়ে বলে, 'ছাড়ুন পঞ্চাশ ডলাব।'

পঞ্চাশ ডলার নেডিকের হাতে দিয়ে বললাম, 'এবার বলুন—শেষ কোন সময়ে আপনার সঙ্গে অনিতা গে ছিল।'

'অনিতা গে আমার সঙ্গে দু' বছর ছিল। জুনের তিন তারিখে ও আমাদের কাছে এসে কাজ চেয়েছিল। নাম বলেছিল অনিতা ব্রোদা। ও নাকি হলিউডে নাইট ক্লাবে নাচগান করতো। ওর

চেহারায় খুব চটক ছিল। পরে দেখেছি কাজে ওর নৈপুন্য ছিল প্রশ্নাতীত।'

'অনিতা গে কাজ ছেড়ে গেল কেন?'

বিমর্ষ মুখে সে বলে, 'অনিতা বিয়ে করলো। কোন মেয়েকে কাজে লাগিয়ে যখন ভাল রোজগার হচ্ছে—সে দুম করে বিয়ে করে বসল।'

'বিয়ের পর ওকে আর দেখেন নি?'

'শুনেছি থেলারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় থেলারকে ত্যাগ করে চলে যায়। কোথায় যায়, জানি না?'

'থেলার কে?'

'অনিতার স্বামী।'

'কখন থেলারকে বিয়ে করে অনিতা, জানেন কী?'

'কেন জানবো না? গত বছর নভেম্বরের আট' তারিখে ওদের বিয়ে হয়।'

'থেলারের কী হয়? সে কী মারা যায়?'

'উঁহু থেলার এখানেই আছে। লুই নামে একজনের সঙ্গে ফটোর দোকান চালায়।'

মাথার যন্ত্রণায়, মাথা টিপে বলি, 'থেলার সম্পর্কে যা জানেন, সব বলুন।'

নেডিক বলে, 'একটু হুইস্কি চলবে? মাথার যন্ত্রণা কমে যাবে।'

'ব্যবস্থা করুন।'

'আমরা হুইস্কি পান করি।'

নেডিক বলে, 'লী থেলার আমাদের সঙ্গে কাজে যোগদান করে। ও ট্রিক শোতে ওস্তাদ ছিল।'

'কি ধরনের ট্রিক শো?'

'যে কোন ধরনের রাইফেলের সাহায্যে ট্রিক শো। বন্দুক চালাতে ওর জুড়ি ছিল না।'

'তারপর থেলার অনিতাকে বিয়ে করেছিল?'

'হ্যাঁ, ওরা চলে যায় বিয়ের পর।'

'থেলারকে ছেড়ে দেয় অনিতা কিছুদিন পর?'

'শুনেছি তাই। কিছুই জানি না। থেলার সাংঘাতিক লোক।'

'ডিভোর্স হয়েছিল ওদের?'

'শুনিনি আমি।'

নেডিক হুইস্কি ঢালে। পানের আগে গ্লাসে ঠোকাঠুকি করি। চমৎকার।

আমি বলি, থেলারের কোন ছবি আছে কি আপনার কাছে?

'নিশ্চয়ই। নেডিক আলমারির দিকে দেখিয়ে বলল, আপনি বয়সে আমার ছোট। ঐ ফাইলটা খুলুন। হ্যাঁ, ওইটি। দেখুন, খামে ফটো রয়েছে। নিয়ে আসুন এখানে।'

ও ফটো বাছতে থাকে। তারপর একটা ফটো এগিয়ে দেয়। বলে, 'এই নিন।'

মুখের ভঙ্গি এমন যে কখনও হাসে না। যে ঝুঁকি নিতে পিছপা হয় না। একজন জুয়াড়ির মুখ। জীবন যার কাছে হেলাফেলার বস্তু।

আমি বলি, 'ফটোটা রাখতে পারি?'

সম্মতি জানায় নেডিক। বলে, অনিতার একটা ফটো দেখাচ্ছি। দেখা হলে বলবেন যে, আমার ব্যাবসায় আবার ওকে পেলে আনন্দিত হবো। এই ফটোটা আপনাকে দিতে পারছি না—কেন না মাত্র একটাই আছে।'

নেডিক থেলারের আর একটা ফটো দেখায়। থেলারের পরনে মস্তানের পোশাক, একটা মেয়ের মুখ ক্যামেরার দিকে তাক করা। মেয়েটার পরনে নামমাত্র পোশাক। ফটোটি মিস বোলাসের।

একটা লোক ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর কিছু কাগজ রাখে। লোকটা নেডিককে বলে, 'গাউনারের কনট্রাক্ট। তাড়াতাড়ি সই করুন নইলে ভদ্রলোকের মত পাল্টে যেতে পারে।'

লোকটা চলে গেলে বলি, 'ফটোর এই মেয়েটা সম্পর্কে বলুন, ওর নাম কী?'

'ওর নাম গেইল বোলাস। ওর সম্পর্কে কী আপনি উৎসাহী?'

যে মেয়ে এধরনের পোশাক পরতে পারে—তার সম্পর্কে আমার উৎসাহ থাকে। মেয়েটি কী এখানে থাকে?'

'ওর সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না। থেলার ওকে আমাদের এখানে এনেছিল।'

'থেলারের সঙ্গে মেয়েটাও বুঝি ভেগে যায়?'

'না। তার আগেই মেয়েটা ভেগে গিয়েছিল যখন থেলার আসনাই সুরু করেছিল অনিতার সঙ্গে।'

'থেলারের সঙ্গে মিস বোলাসের কোন সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল কী?'

'আমার তাই ধারণা। কিন্তু মিস বোলাস বেশ কড়া ধাতের। সে অনিতাকে সহ্য করতে না পেরে ভেগে যায়।'

'ছ' মাস আগে মিস বোলাস কী ভেগে গিয়েছিল?'

'প্রায় সেরকম।'

'এরপর মিস বোলাস সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কী?'

'ওর হদিশ আর পাইনি।'

'আপনি কী কাইজর মিলস্ নামে কাউকে চেনেন?'

একটু ভেবে নেডিক বলে, 'না, এই নামে কাউকে জানি না।'

'লুই সম্পর্কে কিছু জানেন কী?'

'ইয়ংম্যান, আর সময় নষ্ট করতে পারবো না। আমার জরুরী কাজ আছে।'

'যদি আরও পঁচিশ ডলার চান তাহলে আমাকে আরও কিছু সময় দিন।'

'নেডিক হাত বাড়িয়ে দেয়। 'বলুন, কী জানতে চান?'

'লুই কিরকম মানুষ?'

'ভাল ছবি তুলতে পারে। খুব খেলো ধরনের মানুষ। ও আমাদের ব্যবসার অনেক কাজ করে।'

'ওর কিরকম চেহারা?'

'লম্বা, মুখে দাড়ি। অপরাধের জন্য দুবার জেল খেটেছে।'

'পুলিশের সঙ্গে ওর কিরকম সম্পর্ক?

'মোটেই ভাল নয়। পুলিশের ধারণা লুই গোপনে মানুষের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করে। জানি না কতদূর সত্য।'

'থেলারও কী লুইয়ের অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত?'

'থেলার এমন প্রকৃতির মানুষ যে সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ওর অদ্ভুত উচ্চাশা কিন্তু তেমন মনোবল নেই। থেলার সাংঘাতিক মানুষ। ও চলে যাওয়ায় আমি খুশি।'

করমর্দন করে বলি, 'আজকের মত যথেষ্ট। দরকার হলে আবার দেখা করবো। সাহায্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে। একটা কথা মনে রাখবেন। থেলার বড় সাংঘাতিক মানুষ। ওর কাছ থেকে দূরে থাকবেন।'

* * *

ব্রাস রেল থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেলে ফিরে আসি। বেয়ারাকে দেখে বলি—চার বোতল বিয়ার আর স্যান্ডউইচ আমাদের কামরায় পাঠাতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারমান ঘরে ঢুকল পেছনে বেয়ারা।

কারমান বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'স্যান্ডউইচ দিতে বললে কেন? একটা রেস্তোরাঁয় যাওয়ার মত অর্থ কী আমাদের নেই?'

খাবার ও বিয়ার রেখে বকশিস নিয়ে বেয়ারা বিদেয় হয়।

'নাও শুরু কর। এখানে গোপনে আলোচনা করতে চাই।'

কারমান বলে, 'তুমি ওই বাড়ির মধ্যে অনেকক্ষণ ছিলে। আর একটু হলে তোমার উদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নিতাম।'

কারমানকে সবকিছু বলি।

'উঃ, এসবের অর্থ কী?'

'খবরগুলি একসূত্রে গাঁথতে হবে! ধারণাই ছিল না যে মিস বোলাসও এ ব্যাপারে জড়িত।'

'থেলারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কী মিস বোলাস...।'

'জানি না। মিস বোলাসের অর্কিড শহরে যাওয়ার পেছনেও কোন কারণ থাকতে পারে। বড় আবিষ্কার হল, যখন মিঃ কার্ফকে অনিতা বিয়ে করে—তার আগেই ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আর থেলার বন্দুক চালাতে ওস্তাদ। হয়ত থেলারই সব কটা খুন করেছে।'

'তোমার কী ধারণা বেনিকেও থেলার...?'

'হয় থেলার অথবা লুই। অথবা দুজনে মিলে।'

'আর মিলস্‌ও কী খুনের ব্যাপারে জড়িত?'

'জানি না। মনে হয় মিস কার্ফের সঙ্গে মিলস্ এর কোন ব্যাপার আছে। ওরা খুনের ব্যাপারে জড়িত কিনা বলতে পারব না। তবে লুইকে কব্জা করার পক্ষে অনেক খবর সংগ্রহ করেছি।'

স্যুটকেস খুলে লেখার প্যাড বের করে বড় বড় অক্ষরে লিখি : আজ দোকান বন্ধ।

কারমান বলে, 'ব্যাপারটা কী? আর কোন কাজে অগ্রসর হবো না?'

'আরে আমাদের কথা হচ্ছে না। লুইয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। দোকানে ঢোকার আগে এই বিজ্ঞপ্তি বারে লট্‌কে দেব।'

দোকানের দরজা ঠেলতেই লুকানো বেল বেজে ওঠে। দোকানের বাইরে আলো জ্বলে।

যদি দোকানে কেউ থাকে, তার সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে। কারমান সঙ্গে রিভলবার এনেছে। লুই যতক্ষণ না রিভলবার বের করছে চিন্তার কারণ নেই।

ভেতর থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে বলে, 'কী চান?'

'ফটো তুলতে চাই। আপনি তুলবেন?'

'মিঃ লুই এখন খুব ব্যস্ত। আপনারা বরং অন্যদিন আসুন।'

'অপেক্ষা করা অথবা অন্যদিন আসার উপায় নেই।'

কারমান মেয়েটির দিকে রিভলবার তুলে বলে, 'সাবধান, একদম মুখ খুলবে না।'

মেয়েটি চিৎকার করার আগেই ওর মাথায় আঘাত করি। মেয়েটি ঢলে পড়ে।

মেয়েটির হাত পা বেঁধে কাউন্টারের নিচে শুইয়ে রাখি।

কারমানকে বলি, 'চলে এসো। তোমার চমৎকার কাজ।'

কারমান বলে, 'হঠাৎ কোন পুলিশ এসে যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখে—ভাববে আমি একজন বন্দুকবাজ। এ ব্যাপারটা কী চিন্তা করেছো?'

বেশ বড় স্টুডিও। কালো কাপড়ের দিকে মুখ করা কাঠের স্ট্যান্ডে রাখা ক্যামেরা। দুপাশে হাই পাওয়ারের আলো। একটা লোক চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে একগুচ্ছ ফটো দেখছে। লোকটা বেশ লম্বা, গালে দাড়ি।

লোকটা আমাদের দেখে দ্রুত ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়ায়।

কারমান রিভলবার তাক্ করে কর্কশ গলায় বলে, 'সাবধান, হাত গুটিয়ে নাও।'

আমি এগিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা ছোট অটোমেটিক রিভলবার বের করে হিপ পকেটে রাখি।

'হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি লোকটার ঘাড়ের মাঝখানে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারি। লোকটা ছিটকে পড়ে যায়। লোকটাকে টেনে দাঁড় করিয়ে ওর নাকে আর একটা জোর ঘুষি লাগাই। লোকটা ছিটকে পড়ে ক্যামেরার ওপর।'

কারমান বলে, 'ডিক, একটু সতর্ক হও। ওকে একদম রক্তাক্ত কর না।'

ক্যামেরা তুলে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলি তারপর লুইয়ের বুকে জোর আঘাত করি পায়ের জুতো দিয়ে। লুই তাতে আর্তনাদ করে ওঠে।

কারমান বলে, 'বেচারীর ক্যামেরাটা কী দোষ করল?'

'ওর সব জিনিস ভেঙ্গে চুরমার করে দেব।'

লুই মেঝের ওপর শুয়ে দুহাতে মুখ ঢাকা। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

লুইয়ের কাছে গিয়ে বলি, 'বেনিকে খুন করেছো কেন?'

লুই ফিস্‌ফিস্ করে বলে, 'কি বলছেন, আপনারা, বুঝতে পারছি না।'

আমি লুইকে লাথি মেরে বলি, 'বল, কেন বেনিকে খুন করেছো?'

লুই গোঙায়, আবার লাথি মারি।

কারমান বলে, 'ও হয়ত ভাবছে আমরা খেলা করতে এসেছি। মুখ খোলার জন্যে ভাল ওষুধ দরকার।'

লুইকে টেনে তুলি। লুই পড়ে যাচ্ছিলো কিন্তু আমি ধরে থাকি যাতে কারমান ওর ব্যবস্থা করতে পারে।'

কারমান টেবিলের নিচ থেকে একটা ব্লো-ল্যাম্প নিয়ে এলো।

'ভালই হলো এটা পেয়ে। কাজ শুরু করা যাক।'

সোফার ওপরে লুইকে বসাই। কারমান ব্লো-ল্যাম্পে দ্রুত কয়েকবার পাম্প করে। মুহূর্তে আগুনের শিখা লক্‌লক্ করে ওঠে। আমি লুইয়ের বুকের ওপর বসি। বলি, 'দ্যাখ লুই, ফালতু সময় নষ্ট করতে চাই না। বেনির কি হয়েছে জানতে চাই। আমি জানি তুমি, থেলার আর অনিতা গে একসঙ্গে খুনের ব্যাপারে জড়িত। বেনি কাল এখানে এসেছিল। মুখ না খুললে অনেক দুঃখ আছে। বেনি আমার বন্ধু ছিল। কথা বল, কেন বেনিকে খুন করেছো?'

'শপথ করে বলছি, বেনিকে আমি চিনি না।'

'শুনলে ওর কথা—ও নাকি বেনিকে চেনেই না।'

ব্লো-ল্যাম্প তুলে কারমান বলে, 'এটার সাহায্যে ওর স্মৃতিকে চাঙ্গা করে তুলি।'

'তুমি কি আগুনের ছ্যাঁকা খাবে?'

'বেনি কে, জানি না। তোমাদের কথা বুঝতে পারছি না।'

'এবার দ্যাখ, চিনতে পার কি না।' বলে লুইয়ের জুতোর ওপর আগুনেব নীল শিখা কারমান প্রয়োগ করে।

লুইয়ের সমস্ত দেহ কাঁপতে থাকে। ওর আর্তনাদে কানে তালা লাগে।

ইশারায় কারমানকে থামতে বলে, লুইকে বলি, 'তুমি বেনিকে খুন করেছো কেন?'

'আমি খুন করিনি...শপথ করে বলছি, আমি কিছুই জানি না।'

আমি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলি, 'কারমান, এবার জোরে লাগাও।'

কারমান অনেকক্ষণ সেই আলোর শিখা লুইয়ের জুতোর ওপর প্রয়োগ করে বলে, 'এই লোকটাকে চিরদিনের জন্যে পঙ্গু করলে কী খুব ক্ষতি হবে?'

'বল, কেন তুমি বেনিকে খুন করেছো?'

ফিস্‌ফিস্ করে লুই বলে, 'থেলার...বেনিকে থেলার খুন করেছে।'

'মনে হচ্ছে এবার লুই কথা বলবে। কারমান ল্যাম্প প্রস্তুত রেখ। এবার বল, কী হয়েছে?'

বেনি গতকাল বিকেল পাঁচটার আগে দোকানে এসেছিল। বেনি বিপদ সম্পর্কে সজাগ ছিল না। লুইকে অনিতার ছবি দেখিয়ে বেনি জানতে চেয়েছে ওকে চেনে কিনা।

লুই বলে, 'থেলার পর্দার আড়ালে সব শুনছিল। ও রিভলবার বের করে বেনিকে জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে এসেছ। ইতিপূর্বেই ইউনিভার্সাল সার্ভিস সম্পর্কে অনিতা থেলারকে সবকিছু জানিয়েছে। পেছন থেকে বেনিকে মাথায় আঘাত করে থেলার ওকে গাড়িতে করে নিয়ে যায়। এরপর ওর কি হয় জানি না।'

'থেলার এখন কোথায়?'

লুই কি বলে বুঝতে পারি না।

'এই ব্যাটাকে মদ খাইয়ে চাঙ্গা করা দরকার।'

কারমান স্টুডিওর মধ্যে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে বলে, 'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।' খোঁজাখুঁজির পর এক বোতল হুইস্কি পায়। তিনটে গ্লাসে মদ ঢালে। আমাকে এক গ্লাস, নিজে এক গ্লাস নেয়। তৃতীয় গ্লাসের মদ লুইয়ের মুখে ছুঁড়ে দেয়।

গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে বলি, 'এখন থেলার কোথায়?'

লুই কোনক্রমে বলে, 'অনিতাকে দেখতে গেছে।'

'কখন গেছে?'

'গতকাল রাত দশটার প্লেন ধরেছে।'

'তোমাকে মুখ খুলতেই হবে। তুমি কী জান যে, বেনির হাত পা বেধে থেলার ওকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।'

'উঁহু...।'

'থেলার ও অনিতা বিয়ে করেছিল কী?'

লুই সম্মতি জানায় ঘাড় নেড়ে।

'তুমি কী জান অনিতা দু মাস আগে মিঃ কার্ফ নামে একজনকে বিয়ে করেছে?'

'হ্যাঁ। এটা থেলারের পরিকল্পনা। থেলারের মতে মিঃ কার্ফের অনেক অর্থ অনিতা বাগাতে পারবে।'

'অনিতা কি থেলারকে ভয় করতো?'

'থেলারকে ভয় করবার মত কোন কারণ ছিল না।'

'ওদের মধ্যে ঝগড়া ছিল...তারপর ওরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে যায় তাই না?'

'ওটা কিছু নয়। ওরা সবসময় ঝগড়া করতো। মিঃ কার্ফের সঙ্গে পরিচিত হবার পর অনিতা ফিরে এসে থেলারের কাছে জানতে চায়, সে কোন দিকে অগ্রসর হবে। মিঃ কার্ফকে বিয়ে করতে বলে থেলার। তারপর মিঃ কার্ফকে শোষণ করার পরামর্শ দেয়। থেলার মুখ খুলবে না যদি অনিতা নিয়মিত তাকে অর্থ জোগায়।'

'গেইল বোলাস সম্পর্কে কী জান?'

'অনিতার সঙ্গে দেখা হবার আগে থেলারের ট্রিক শোতে গেইল বোলাস সাহায্য করতো। ওকে আমি দেখিনি।'

'গেইল বোলাস কী এই ব্ল্যাকমেইলের সঙ্গে জড়িত?'

'জানি না।'

'থেলার কী এই প্রথম অর্কিড শহরে যায়?'

লুই চুপ করে থাকে। কারমান আগুনের নীল শিখা এগিয়ে আনতেই লুই বলে, 'উঁহু...দু' রাত আগে থেলার অর্কিড শহরে গিয়েছিল। ট্রাঙ্ককলে অনিতা জানিয়েছিল যে, ওকে কে যেন নজর বন্দী করছে। ফলে থেলার অনিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর দেখা পায়নি।'

'থেলার বুঝি এখানে ফিরে আসে?'

'হ্যাঁ। ওকে অত্যন্ত নার্ভাস মনে হয়। ও জানিয়েছে—অনিতাকে যে মেয়েটা নজরবন্দী করার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাকে খুন করা হয়েছে। ফলে থেলার তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে আসে।'

'যাওয়ার আগে কী অনিতাকে থেলার জানায় নি?'

'উঁহু।'

'থেলার এখানে কখন ফিরবে?'

'জানায় নি থেলার।'

'অনিতা কাল রাত্রে খুন হয়েছে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, খুন! থেলার কোন ধরনের বন্দুক ব্যবহার করে?'

'জানি না। হয়ত বড় বন্দুক। বন্দুক সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

কারমানকে বলি, 'কিছু ভাবতে পারছি না।'

কারমান বলে, 'এই হারামজাদাকে নিয়ে কী করবো?'

'ওর ব্যবস্থা আমি করছি। ডেস্কের ওপর থেকে ওই ফটোগুলি নিয়ে এসো।'

কারমান চোখ মুখ কুঁচকে এক গুচ্ছ ফটো আমার হাতে তুলে দেয়।

লুইকে বলি, 'এই নাও। প্রত্যেকটা ফটোর উল্টো পিঠে তোমার নাম লেখ।'

লুই নাম সই করে দিলে ফটোগুলি খামে পুরে তার ওপরে ডানিংহামের নাম লিখে পকেটে

গুঁজি।

'এই ফটোগুলি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা তোমাকে জেলে পোরার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

কারমানকে বলি, 'চলে এসো।'

কারমান লুইয়ের কাছে এগিয়ে বলে, 'বেনি ছিল আমার বন্ধু। এই নাও...।'

কারমান লুইয়ের মুখে নীল আলোর শিখা চেপে ধরে।

।। সাত ।।

অকির্ড শহরে প্রায় সন্ধ্যায় ফিরে এলাম। অফিসে পাওলা ছিল। আমাকে দেখে ওর চোখে মুখে স্বস্তি লক্ষ্য করি।

পাওলা প্রশ্ন করে, 'কী খবর? তোমার মাথার অবস্থা কেমন?'

'এখন মাথা স্কচ হুইস্কি চায়। লক্ষী মেয়ের মত হুইস্কি দাও। আর খবর? হ্যাঁ, সূত্রগুলো জড়ো হচ্ছে। জট খুলতে আরও সময় লাগবে। অন্তত জানতে পেরেছি বেনিকে কে খুন করেছে। লী থেলার নামে একটা হারামজাদা। হয় সে এখনও এখানে আছে অথবা স্যানফ্রান্সিসকোতে ফিরে গেছে। কারমানকে ওখানে রেখে এসেছি নজর রাখতে।'

আমাকে হুইস্কি দিয়ে পাওলা প্রশ্ন করে, 'থেলার কে? ওর কী ভূমিকা?'

'থেলার হচ্ছে অনিতার স্বামী। থেলারকে এখনও খুঁজে পাইনি। ওকে নিয়ে হয়ত কিছু ঝামেলা হতে পারে। ও বন্দুকবাজ।'

পাওলার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়।

'উত্তেজিত হবে না। তোমার নোটবুক কোথায়?'

'কিন্তু ডিক...।'

'নোট রেডি! এখন ফালতু সময় নষ্ট করতে চাই না।'

নোট বুক আর পেন্সিল নিয়ে পাওলা প্রস্তুত হয়।

'পটভূমি স্যানফ্রান্সিসকো। সময় দু' বছর আগে জুন মাসের গোড়ার দিক। একজন নর্তকী, নাইট ক্লাবে উলঙ্গ হয়ে নেচে যে অর্থ রোজগার করে, তার নাম অনিতা ব্রোদা। হলিউড থেকে শহরে উদয় হয়। শহরে সে কাজ খুঁজে বেড়ায়। অবশেষে নিক নেডিকের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর ট্রিক শো চালায়। ওখানে অনিতা ব্রোদা এক সপ্তাহের জন্যে কাজ পায়। কাজেব মাধ্যমে সে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। তাকে কাজে লাগিয়ে নেডিক অনেক অর্থ রোজগার করে।'

'আর একজনের ট্রিক শো বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। থেলার এবং গেইল বোলাসের সম্মিলিত খেলা।'

পাওলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'ঐ মেয়েটাই না...?'

'হ্যাঁ। থেলার এবং অনিতা উভয়ের প্রেমে পড়ে যায়। থেলার স্থির করে ট্রিক শোর কাজ ছেড়ে ফটো তোলার দোকানের অংশীদার হবে। ফটোর দোকানের মালিকের নাম লুই—যার আলাদা অর্থ আসত ব্ল্যাকমেইলের মাধ্যমে। সম্ভবতঃ এই অবৈধ কার্যকলাপে থেলার নিজেকে যুক্ত করে।'

একটু থেমে আবার বলি, 'থেলার গত বছর আট-ই নভেম্বর অনিতাকে বিয়ে করে। ট্রিক শো থেকে সরে যায় গেইল বোলাস। একমাস পরে থেলারকে ছেড়ে অনিতা চলে যায়। হয়তো তাদের মধ্যে আর বনিবনা হচ্ছিল না। যাইহোক, কাপড়ের দোকানে কাজ করার সময় মিঃ কার্ফের সঙ্গে অনিতার পরিচয় হয়।'

'নিশ্চয়ই জান, গাড়ি দুর্ঘটনায় কয়েক বছর আগে স্ত্রীকে হারান মিঃ কার্ফ। ওর মেয়েটি পঙ্গু। মিঃ কার্ফের জীবনটা কোন দিক দিয়েই মধুর ছিল না। অনিতা জাল ফেলে মিঃ কার্ফকে ধরে। উনি বিয়ের প্রস্তাব দেন।'

অনিতা থেলারকে মিঃ কার্ফের কথা জানায়। একজন লক্ষপতিকে বিয়ে করে অনিতা অনেক অর্থ আদায় করতে পারবে। ফলে উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়। থেলার মুখ বন্ধ রাখবে যদি অনিতা

ওকে অর্থ জোগায়। মিঃ কার্ফকে বিয়ে করে অনিতা সান্টা রোসা স্টেটে চলে এলো।

'অনেকের কাছে জেনেছি যে, অনিতার চুরির বাতিক ছিল না। কেউ ওর আলমারিতে গোপনে নানা রকম জিনিস রেখে দিয়েছে। উদ্দেশ্য মিঃ কার্ফকে অপদস্ত করা। অনিতাকে হেয় করতে পারে মিস নাটালি কার্ফ। কারণ, অনিতা বেঁচে থাকলে সান্টা রোসা স্টেটের সম্পত্তির অর্ধেক থেকে সে বঞ্চিত হবে।'

'বার্কলের সঙ্গে অনিতার মেলামেশা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। মিঃ কার্ফের সঙ্গে যৌন জীবনে অতৃপ্তির ফলে অনিতা বার্কলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।'

পাওলা বলে, 'ডিক, বেনি কিভাবে খুন হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, এবার বেনির কথা টুকে নাও। অনিতার সঙ্গে লুইয়ের কোন সম্পর্ক আছে—বেনির এমন ধারণা ছিল না। লুইয়ের দোকানে ঢোকাই ওর পক্ষে বিপদ হয়েছিল। দোকানে ছিল থেলার। বেনি যখন অনিতা সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিল—রিভলবার হাতে থেলার এগিয়ে এসেছিল। তার আগেই অনিতা সব কিছু জানিয়েছে। থেলার অর্কিড শহরে এসে অনিতার দেখা না পেয়ে উত্তেজিত হয়। ফলে তার মাথার ঠিক ছিল না, সে বেনিকে খতম করে দেয়। তারপর রাত দশটার প্লেনে সে অর্কিড শহরে যায়। জানি না, সেই অনিতাকে খুন করেছে কিনা। তবে অনিতার হত্যার সময়—সেই জায়গায় থেলার ছিল। খুঁজে বের করতে হবে থেলার খুন করেছে কিনা। আমি জানি, পেছন থেকে আমার মাথায় থেলার আঘাত করেছিল। হয়ত থেলারই অনিতার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছিল।

মদ্যপান শেষ করে বলি, 'যদি জানতে পারি ডানাকে কেন খুন করা হয়েছে এবং কেন ডানার ঘরে অনিতার হীরের নেকলেস রেখেছিল তাহলে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। লা এটোলিতে আমাকে দেখামাত্র অনিতা কেন এত ভয় পেয়েছিল? সে কেন ওখানে আত্মগোপন করেছিল? ওকে কে খুন করে মৃতদেহ সরাল?'

পাওলা প্রশ্ন করল, 'গেইল বোলাসের ভূমিকা কী?'

জানি না। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে মিস বোলাসের সঙ্গে থেলারের যোগাযোগ আছে। আঘাতের পরে ওকে দেখে আমি হতভম্ব হয়েছিলাম। এর রহস্য আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

একটু থেমে বলি, 'কাইজার মিলস্‌রে ব্যাপারটাও তলিয়ে দেখতে হবে। ফেয়ারভিউতে ওর বাড়িতে আমি হানা দেব।'

পাওলা বলে, 'লীডবেটারের খুনের পর ব্রান্ডন খুব ক্ষেপে গেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। সাবধান ডিক, একটু ফাঁক পেলেই ব্রান্ডন তোমাকে কিন্তু চেপে ধরবে।'

'আগে আমি থেলারের ব্যাপারে অগ্রসর হব। সেই সঙ্গে কাইজার মিলস্‌রে বিষয়টাও, থেলারকে খুঁজতে বেশ সময় লাগবে।'

তারপর টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলি, 'ডানার পুরনো বন্ধু ফিনেগান। ও সাহায্য করতে চেয়েছিল। থেলারকে খুঁজতে ফিনেগানের দরকার হতে পারে।'

ফিনেগানকে লাইনে পেয়ে বলি, 'প্যাট, তোমার জন্যে কাজ আছে। লী থেলার নামে একজনকে খুঁজছি। লোকটা ট্রিক-শুটার, ব্ল্যাকমেইলার এবং সম্ভবত একজন খুনী। ওকে খুঁজে যদি বের করতে পার—কয়েক শো ডলার পুরস্কার পাবে।'

ফিনেগান বলে, 'ঠিক আছে, মিঃ ম্যালয়। চারিদিকে লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। ওর একটা বর্ণনা দিন।'

'লোকটার একটা ফটো পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাজটা খুব জরুরী। ডানার খুনের সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক আছে।'

কঠিন গলায় ফিনেগান বলে, 'ফটো পাঠিয়ে দিন। ঠিক খুঁজে বের করবোই।'

ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন ছাড়ি।

'থেলারের ব্যবস্থা হল। এবার মিলস্‌কে নিয়ে ব্যাপার। পাওলা, এই নোটগুলি টাইপ করে আলমারিতে রেখে দাও। আর হীরের নেকলেসটা মিঃ কার্ফকে দিয়ে তার কাছ থেকে একটা রসিদ নেবে। যদি আমাদের এখানে ওই মহা মূল্যবান জিনিষটি ব্রান্ডন দেখতে পান তাহলে আমাদের

আস্ত চিবিয়ে খাবেন। মিঃ কার্ফের হেফাজতে থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত।'

পাওলা জানায় যে আমার নির্দেশ মত সে সব কাজ করবে।

দরজার দিকে যেতে যেতে বলি, 'যদি আমি কোন বিপদে পড়ি, নোটগুলি মিফিনের হাতে তুলে দেবে।'

আমি কাইজার মিলসে্র বাংলো থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ি। সুন্দর চাঁদের আলো। হাওয়ায় ফুলের গন্ধ। দশটা বেজে কুড়ি মিনিট। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। মনে মনে ভাবছি—এর চেয়ে কী লী থেলারের ব্যাপারে সময় দিলে ভাল হোত।

চারিদিকে তাকিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকি। ছোট্ট সুন্দর একটা বাগান। অদূরে মিলস্-এর বাংলো।

বারান্দার দিকে চারটে জানলা দিয়ে বাইরে আলো পড়ছে। মনে হল মিলস্ বাড়িতেই আছে।

বারান্দার একটা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারি। বেশ সুন্দর ঘরটা সাজানো। মিলস্ আরাম কেদারায় বসে আছে। ঠোটের ফাঁকে সিগারেট, হাতে হুইস্কির গ্লাস। মিলস্ ম্যাগাজিন পড়ছে।

ইচ্ছে হলেও ঝুঁকি নিলাম না বাড়িটার চারিদিকে একবার খুঁজে দেখাব। হয়ত একটু পরেই মিলস্ শুতে যাবে। আধঘণ্টা অপেক্ষা করা ভাল।

এক ঝোপের মধ্যে পাথরের বেদী, যেখান থেকে মিলস্‌কে দেখা যাচ্ছে সেখানে বসি।

কুড়ি মিনিট পরে মিলস্ ম্যাগাজিন রেখে উঠে দাঁড়ায়। মিলস্ গ্লাসে আরও হুইস্কি ভরে চেয়ারে বসে কান খাড়া করে কি যেন শোনে।

নিস্তব্ধ রাত্রিকে চিরে একটা গাড়ির শব্দ, তারপর গেট খুলে পায়ের হালকা শব্দ—কোন মহিলার।

আমি দেয়াল ঘেঁষে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াই। আমার কাছ দিয়ে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে যায়। সুগন্ধ পাই। মহিলাটি ঘরে ঢুকে যায়।

যে স্ত্রীলোকটিকে ঘরে ঢুকতে দেখলাম সে আমার বিশেষ পরিচিতা। মিস নাটালি কার্ফ।

আমার মনে পড়ল পাওলা নাটালি কার্ফ সম্পর্কে কি বলেছে। দু বছর আগে মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। নাটালি পঙ্গু হয় আর ওর মা মারা যায়। প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও মিস কার্ফের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

চিকিৎসক যা করতে পারেনি— মিলস্ তাই করেছে, অসাধ্য সাধন। নইলে মিস কার্ফ অমন সতেজ ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে পারতো না।

মিলসে্র ভারী কণ্ঠস্বর, 'আগে তো বলনি যে, তুমি আজ এখানে আসবে। আগে ফোন করনি কেন?'

আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। দরজার কাছে মিলস্ অসন্তুষ্টভাবে দাঁড়িয়ে।

নাটালি কার্ফ নরম গলায় বলে, 'আমি এসে কী তোমাকে বিরক্ত করলাম?'

মিস্ কার্ফ ভ্যানিটি ব্যাগ চেপে ধরে, চেয়ারের হাতলের ওপর বসে, ওর বেশ সতর্ক ভাব।

মিলস্ বলে. 'আমি এখন শুতে যাচ্ছিলাম।

'তাই নাকি? রাত তো বেশি হয়নি এ জন্যেই কী তোমার মুখে রাগের চিহ্ন?'

মিলস্ দরজা বন্ধ করে বলে, 'রাগ নয়। তোমার এভাবে আসা ঠিক হয়নি। ধর, যদি কেউ থাকতো?'

'ভাবিনি যে, নিজের বাড়িতে আসতে অনুমতি নিতে হবে। পরের বার ভেবে দেখবো।'

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে হাল্কা গলায় নাটালি বলে, 'আমাকে কী তুমি পানীয় দেবে না?'

'এ বাড়ি তোমার। এই সমস্ত দামী মদ তোমার। নিজেই নিয়ে নাও।'

নাটালি টেবিলের কাছে গিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে এক খণ্ড বরফ ফেলে দেয় তাতে। ওর ঠোঁট কাঁপে। নাটালি কার্ফ বলে, 'তোমার কি হয়েছে কাইজার।'

'এভাবে কতদিন চলবে?'

'কতদিন কী চলবে? কী বলতে চাইছো তুমি?'

'ব্যাপারটা ভালভাবেই জান। কতদিন গেটে দাঁড়িয়ে বোকার মত মানুষকে স্যালুট করতে হবে? কতদিন লুকিয়ে চোরের মত তোমার শোবার ঘরে ঢুকবো? ফ্র্যাঙ্কলিন কোন কিছু না জানার ভান করে কতদিন থাকবে?'

'এ ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি?'

'আমরা বিয়ে করতে পারি। এ বাড়িতে আমরা কী একত্রে থাকতে পারি না? তোমার নিজের যথেষ্ট অর্থ আছে। মিঃ কার্ফের বলার কিছু নেই। আমরা কী বিয়ে করতে পারি না?'

'উঁহু, পারি না।'

'মিঃ কার্ফকে তোমার সত্য কথা জানানো উচিত। তোমার জন্যে ওর কি কোন মাথা ব্যথা আছে? দু বছর আগে হয়তো ছিল—এখন আর কিছু নেই।'

'উনি আমার জন্যে এখনও ভাবেন।'

'আমি বলছি...উনি তোমার কথা মোটেও ভাবেন না। তোমার সঙ্গে ওনার ব্যবহারের নমুনা লক্ষ্য করেছ? তোমার খোঁজ খবর উনি নেন? আমি জানি, তুমি কি ভাবছো।'

'কী ভাবছি আমি?'

'তুমি ভাবছো, দিনে দুবারের বেশি তোমাকে দেখতে আসা তোমার বাবার পক্ষে কষ্টকর। তাই না? দিনরাত তোমাকে শুয়ে বা বসে থাকতে দেখা তোমার বাবার পক্ষে অসহনীয়—তুমি বুঝি তাই মনে কর?'

'আমার ওপর এভাবে রাগ করার কোন প্রয়োজন নেই।'

মিলস্‌ আবার বলে, 'আমি যা বললাম, তুমি অস্বীকার করতে পারবে?'

কর্কশ গলায় নাটালি কার্ফ বলে, 'হ্যাঁ, আমি জানি! আমার এমন অবস্থা বাবা সহ্য করতে পারেন না। তার জন্যে আমি খুশি।'

'অনেক হয়েছে। এবার বাস্তবের দিকে তাকাও। তোমার সেই দিনই বারটা বেজেছে যেদিন তোমার বাবা ঐ সোনালী চুলের মহিলাটিকে বিয়ে করেছেন।'

নাটালি চিৎকার করে বলে, 'ওই ব্যাপার নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। শোন, আমাকে খুকি বলনা..শুনতে বিশ্রী লাগে।'

'কবে আর আলোচনা করবে? আমি আর অপেক্ষা করতে রাজী নই।'

'কী বলতে চাও?'

'খুবই সোজা ব্যাপার। কাল থেকে আমার চাকরী শেষ। গেটে আর দাঁড়াতে পারবো না। আর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তোমার শোবার ঘরে চোরের মত.. আর সহ্য হচ্ছে না।'

বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে নাটালি কার্ফ বলে, 'তুমি কী সবকিছু ছেড়ে দেবে?'

'যদি এই বাড়ি আর দামী মদ—খানাপিনা—এ সবের কথা বল—তবে দরকার নেই। আর শোন, বিয়ে না হলে আমি পালাবো।'

'কাইজার, বাবা যতদিন বেঁচে আছেন—তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

'তোমার কী ধারণা, তোমার বাবার মৃত্যুর পর কেউ তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে?'

'আঃ চুপ কর। আমরা যেমন আছি, তেমনি কি থাকতে পারি না? তুমি প্রয়োজনীয় সবকিছু তো পাচ্ছ। তোমার স্বাধীনতা আছে, তোমার কোন কাজে আমি হস্তক্ষেপ করি না।'

নাটালির কব্জী ধরে মিলস্‌ বলে, 'শোন খুকি, তোমার শোবার ঘরের উর্দি পরা চাকরের কাজ আমার দ্বারা আর হবে না।'

'কাইজার...হঠাৎ আমি...বিশ্বাস কর...আমি দুঃখিত।'

'তুমি দুঃখিত, তোমার এই অদ্ভুত আচরণের জন্যে আমি বিন্দুমাত্র ভাবছি না, বুঝলে খুকি। তোমাকে উত্তেজিত দেখে আমি খুশি। জানতাম এরকম একটা কিছু হবে।'

'বাজে বকো না। তুমি এখন ক্রুদ্ধ। আমি যাচ্ছি পরে আলোচনা হবে।'

'পরের দিন আমাদের জীবনে আর আসবে না। কারণ কাল চলে যাচ্ছি।'

মিলস্ তার হাতের সিগারেটটা অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে বলে, 'সিগারেটের মত ওই রকম...।'

'প্লীজ কাইজার...।'

'আমাদের দুজনের সম্পর্ক ওই সিগারেটের মত...।'

'দীর্ঘ নীরবতার পর নাটালি কার্ফ বলে, 'কাইজার, ভেবে দ্যাখ। তুমি কি হারাবে। এই বাড়ি, দামী মদ আব নিরাপত্তা?'

'খুকি, আর আমাকে ধাপ্পা দিয়ো না। তোমার বাড়ি আর অর্থ? আর কী কোন মেয়ে বা বাড়ি নেই? তোমার কি সেই ধারণা।'

'আঃ চুপ কর কাইজার।'

'তোমার মত মেয়ে আর অর্থ কালকেই জোগাড় করা আমার পক্ষে কোন কঠিন ব্যাপার নয়। শোন খুকি, আমাকে রাখতে হলে বিয়ে করতে হবে। তোমার অগাধ অর্থের জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই...আমার জীবনে তুমিই একমাত্র প্রথম এবং শেষ নারী নও।'

নরম গলায় নাটালি কার্ফ বলে, 'আমি হয়ত তোমার জীবনে শেষ নারী হতেও পারি।'

'মিথ্যে আশা কর না। আমি এখন শুতে যাব। আমি বড় ক্লান্ত। তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও।'

বড় বড় চোখ করে নাটলি বলে, 'কালকে কী আমাদের আলোচনা হবে না?'

'কাল আমি এখান থেকে চলে যাব।'

কাইজার, সত্যিই তুমি চলে যাবে?'

'তোমার সঙ্গে কী এতক্ষণ ইয়ার্কি করছিলাম? তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই।'

'এই কথা কী অনিতাকেও জানিয়েছিলে?'

'কী বোকা তুমি! হা হা হা! হুঁ, তুমি অনিতার ব্যাপারটাও জান। কিন্তু তোমার মত অনিতাব এত উৎসাহ ছিল না। শোন খুকি, তুমি কেন ফ্রাঙ্কলিনকে একবার সুযোগ দিচ্ছ না? লোকটা বুড়ো হলেও খুব উৎসাহী তোমার প্রতি।'

নাটালি কার্ফ ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে ছোট্ট অটোমেটিক পিস্তল বের কবলো।

নাটালি পিস্তলের নল মিলসের দিকে তাক্ কবে, 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না, কাইজার।'

'পিস্তল সরাও। শোন, হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

'দুর্ঘটনা? হবে---হতে চলেছে। উঁহু, একদম নড়বে না। কিভাবে পিস্তল চালাতে হয় আমি জানি। লক্ষপতির মেয়ের অনেক কিছু করার সুযোগ থাকে। আমি গুলি চালাতে ওস্তাদ।'

'শোন, বোকামী কর না খুকি...।'

'বলছি না, আমাকে খুকি বলবে না। এখন আমি যা বলবো চুপচাপ তুমি তাই শুনবে।'

জানালার সামনে আমার তিন' ফুট দূরে দাঁড়িয়ে নাটালি কার্ফের চুলের সুগন্ধ টেব পাই। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ কবে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু টের পেলেই ও গুলি করবে ভাবামাত্র আমি ঘামতে থাকি।'

নাটালি কার্ফ বলে, 'জানতাম, খুব তাড়াতাড়ি এরকম কিছু ঘটবে।'

'কাইজার, তোমার মত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। কিন্তু তুমি সুদর্শন এবং স্বাস্থ্যবান। আর মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে ফুর্তি করা যায়। আমায় বোকা মেয়েছেলে ভেব না। অনিতার ব্যাপার-স্যাপার আমি জানি। আমি গোপনে সব লক্ষ্য করেছি। তোমার মত পাজী আব বদমাস লোক আর আমি দেখিনি।'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আমি চেয়েছি। জানতাম তুমি ক্লান্ত হয়ে অন্য মেয়ে মানুষের খোঁজ করবে। উত্তেজিত হলেই তুমি কথা বলবে এবং তোমার আসল চেহারা প্রকাশ পাবে। একদিন তো তুমি আমার কথাও অন্য মেয়েদের কাছে বলবে। কিন্তু কাইজার, তোমার পক্ষে তা আর সম্ভব হবে না।'

'তুমি কী ক্ষেপে গেলে?'

'তোমাকে ছেড়ে দিলে আমি বোকার মত কাজ করবো। কাল সকালে সবাই তোমার মৃতদেহ দেখে জানবে যে স্ত্রীলোকের দ্বারা এই কাজ হয়েছে কিন্তু কোন স্ত্রীলোক কেউ জানবে না। এই

শহরে সবাই জানে, আমি হাঁটতে পারি না। একমাত্র ডাক্তার ম্যাকফিল্ডলে জানেন যে আমি হাঁটতে পারি। কিন্তু উনি বলবেন না। এ খবরে ফ্রাঙ্কলিনও খুশি হবে, সে তোমাকে পছন্দ করে না।'

ফ্যাকাশে ঠোঁট কাঁপিয়ে মিলস্ বলে, 'পিস্তল নামাও.. বোকা মেয়ে কোথাকার।'

'বিদায় কাইজার' বলে নাটালি পিস্তল ওঠায়। তোমাকে নির্জনতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি। একমাত্র মৃত্যুর মধ্যেই নির্জনতা অনুভব করতে পারবে।'

'খবরদার...গুলি কর না।' মিলস্ কিছুটা ঘুরে হাত বাড়ায়।

আমি নাটালি কার্ফের কনুইতে জোরে আঘাত করি, পিস্তল দূরে ছিটকে যায়। সে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে আক্রমণ করে।

সে আমার মুখ রক্তাক্ত করে দেয় তার তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে। তারপর সে বাগানের পথ ধরে গেটের দিকে ছুটে যায়।

মিলস্ বলে, 'এই যে ম্যাক, আমাকে রক্ষা করার জন্যে আপনি এগিয়ে এলেন।'

ঘরে ঢুকে আমি ক্ষতস্থানে রুমাল চাপি। রুমাল রক্তে ভিজে যায়। চেয়ারে বসে বলি, 'খুব ঘাবড়ে গেছেন, তাই না? মনে হচ্ছে এই মাত্র আপনি কবর থেকে উঠে এলেন।'

'ঠিক তাই।' বলে মিলস্ গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়।

আমি মিলসের হাত থেকে বোতল নিয়ে বললাম, 'আমাকে দিন।'

বেশ বড় ধরনের পেগ তৈরী করি। মিলস্ তিন চুমুকে গ্লাস শেষ করে। আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে এমন সুস্বাদু পানীয় আমার জোটে।

মিলস্ আরও পানীয় দিতে বলে।

'মাই গড। আমি যা ভয় পেয়েছিলাম। যদি আপনি ঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ না করতেন .।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এ সময় না এলে কী যে ঘটত.. ।'

'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মেয়েটার মাথার ঠিক নেই। ও সাংঘাতিক ধরনের। ওর কথা শুনেছেন? মৃত্যুর মধ্যে না কি নির্জনতা ..ব্যাপারটা কী? কী এর অর্থ?'

মিলসকে আরও পানীয় দিলাম।

'একসঙ্গে খাবেন না।' অন্তত দশ মিনিট আপনাকে শান্ত দেখতে চাই। কথা বলার আছে।'

'একটা সিগারেট দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চাই। মেয়েটা পাগল। ও হয়তো আবার পিস্তল নিয়ে আসবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি কেটে পড়াই ভাল।'

মিলসের অবস্থা শোচনীয়। হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

আমি বলি, 'ঘাবড়াবেন না। নিশ্চিন্ত থাকুন---মিস কার্ফ আর ফিরে আসছে না।'

পাঁচ মিনিট পরে মিলস্ প্রশ্ন করে, 'ম্যাক, আপনি এখানে কী করছিলেন? অনিচ্ছুক হলে বলবেন না। আপনি না থাকলে এতক্ষণে...। বলুন, আপনার কি কাজে লাগতে পারি। সেদিনের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা ভুলে যান। মেয়েটা যে হাঁটতে পারে জানতাম না।'

'মিস কার্ফের মাথা খারাপ। মিঃ কার্ফকে মেয়েটা পথে বসাতে চায়।'

'কী করেছেন মিস কার্ফ?'

'আপনি শুনতে চান? শুনুন। সংক্ষেপে বলছি, মার সম্পর্কে মিস কার্ফের আবেগ ছিল। কিন্তু মিঃ কার্ফকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতো না। অন্যদিকে মিঃ কার্ফ মেয়ের জন্যে পাগল ছিলেন। মেয়ে মাকে নিয়ে যেভাবে মত্ত ছিল---তাতে মিঃ কার্ফের হিংসা হোত। একবার তিনজনে ভ্রমণে বেরোয়। ওরা দুপুরে খাওয়ার জন্যে এক জায়গায় গাড়ি থামায়। মিঃ কার্ফ অতিরিক্ত মদ্য পান করেন। স্ত্রী বা মেয়ে কাউকে গাড়ি চালাতে না দিয়ে নিজে জেদ করে গাড়ি চালান। সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে। একটা চলন্ত ট্রাকের মুখোমুখি পড়ে ওর গাড়ি। ট্রাক ড্রাইভার মারা যায়। মিস কার্ফ ছিটকে বাইরে যায়। ওর মার সর্বাঙ্গে কাঁচ বিঁধে যায় অথচ মিঃ কার্ফ অক্ষত থাকেন। মিস কার্ফ জ্ঞান ফেরার পর তার মার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। ফলে মিস কার্ফের মাথায় গণ্ডগোল দেখা যায়। ওর

ধারণা, ওর মার মৃত্যুর জন্যে ওর বাবা-ই দায়ী এবং বাবাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। মিঃ কার্ফকে শাস্তি দেবার জন্যে মিস কার্ফ পঙ্গুতার ভান করে।'

'আপনি কিভাবে নিজেকে এই ঝামেলায় জড়ালেন?'

'ওরা গেটে একজন গার্ড চাইছিল। আমার কাছে অর্থ ছিল না তাই কাজটা নিই। তারপর মিস কার্ফ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। মিস কার্ফ আমার সঙ্গে কিছুদিন ফষ্টিনষ্টি করতে চেয়েছিল।'

'আপনি কি জানেন যে অনিতার আলমারিতে চোরাই মালে ভর্তি একটা স্যুটকেস পাওয়া গেছে?'

'ওটা মিস কার্ফের কীর্তি। স্যুটকেস আমিই জোগাড় করেছি—আর মিস কার্ফ গোপনে সেটা অনিতার আলমারিতে রেখে দেয়।'

'গেইল বোলাস সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?'

অবাক হয়ে মিলস্ বলে, 'আপনি কিছু জানেন না?'

'আপনি ওকে চেনেন?'

মিলস্ বলে, 'প্রায় চার মাস আগে গেইল বোলাস এ শহরে উদয় হয়। ও যুদ্ধ দেখতে ওস্তাদ। ক্রুগারের ওখানে ওর দেখা পাই। আমার বক্সিং ওর পছন্দ হয় ফলে আমাদের মধ্যে মেলামেশা শুরু হয়। আমি ছেড়ে দিলে বোলাস আর মেশে না আমার সঙ্গে। মেয়েটা বেশ কড়া ধাতের। জুয়ার রোজগারে ওর দিন কাটতো জানতাম। এখন ও কি করছে জানি না।'

'কখনও কি মেয়েটা লী থেলার সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলেছে?'

'লী থেলার? লোকটা কে?'

'যাকগে। কয়েকদিন আগে আপনি বার্কলের বাড়িতে গোপনে কী করছিলেন?'

একটু চমকে মিলস্ বলে, 'ওখানে আপনি কী করতে গিয়েছিলেন?'

'কাজ ছিল। আপনি কি খুঁজছিলেন?'

'আর কি—মিস কার্ফের কাজে। এমন কিছু খুঁজে পাইনি যাতে মিঃ কার্ফ অনিতাকে সন্দেহ করতে পারে।'

'মিলস্, ডানার মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?'

'কিছু না। মিস কার্ফের ধারণা অনিতা ডানাকে খুন করেছে। কিন্তু অনিতার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর নয়, যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারি ততই মঙ্গল।'

'কেটে পড়ুন তাড়াতাড়ি।'

মিলসের কথাগুলি অর্কিড শহরে ফেরার পথে বারবার মনে পড়ছিল। ডানার হত্যার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

এখন থেলারই হলো সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির মধ্যে এক নম্বর। ব্যানিস্টারের পক্ষে ডানাকে হত্যা করার কোন কারণ নেই অবশ্য যদি নেকলেসের লোভে । নাটালি কার্ফের কোন কারণ নেই ডানাকে হত্যা করার। তাছাড়া, মিস কার্ফ কখনও ভারী বন্দুক চালাতে পারবে না।

আমার কেবিনে ঢুকে আলো জ্বেলে বসবার ঘরে যাই। তখন রাত একটা বেজে পনেরো মিনিট। এত ক্লান্ত লাগছিল যে পোশাক না ছেড়ে শোবার কথা ভাবি। টেলিফোন বেজে ওঠে। নিস্তব্ধ ঘরে টেলিফোনের শব্দ অবাস্তব মনে হয়। বিছানার এক ধারে বসে টেলিফোন তুলি।

প্যাট ফিনেগানের গলার আওয়াজ পাই। সে বলে, 'মিঃ ম্যালয়, আমি লোকটাকে খুঁজে পেয়েছি। জো, বেটিলোর আস্তানায় লোকটা লুকিয়ে আছে।'

'তুমি কী লী থেলারের কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, আমি কি ওখানে যাবো?'

'প্যাট, তুমি শুয়ে পড়। এটা আমায় নিজেকে মোকাবিলা করতে হবে। ধন্যবাদ!'

'শুনুন মিঃ ম্যালয়, আপনি ওখানে একা যেতে পারবেন না। বেটিলো খুব সাংঘাতিক টাইপের!'

'প্যাট, ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। একটা উপকার করবে? স্যানফ্রান্সিসকোতে

টেলিফোন করে কারমানকে প্রথম প্লেনে আসতে বলে দাও। ওকে জানিও কোথায় থেলার রয়েছে।'
ফিনেগানকে কারমানের হোটেলের টেলিফোন নম্বরটা জানাই।
'জো বেটিলো আর থেলারের ব্যাপার আমি সামলাবো।'
ফিনেগান বলে, 'কিন্তু...জো অত্যন্ত সাংঘাতিক...।'
'তাই নাকি? শুতে যাও প্যাট।' টেলিফোন রেখে আমি বিছানার দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হই।'

।। আট।।

আমি জো বেটিলোকে ভালভাবে চিনি। ওর গুণের সীমা নেই। ও কফিন তৈরী করে। গর্ভপাত ঘটায়। ছুরি অথবা গুলির আঘাতে আহত ব্যক্তিদের ক্ষতস্থান সারায়। এ শহরে ওর একটা দোকান কোরাল গ্যাবল্‌স-এর কাছে আছে।
গণ্ডগোলের জায়গা কোরাল গ্যাবল্‌স। মাস্তানের স্বর্গপুরী। এখানে রোজ খুন জখমের ঘটনা ঘটে। পুলিশ রাত্রে দুবার টহল দেয়।
আমি অন্ধকারে ডেলমনিকোর পানশালার কাছে গাড়ি থামাই। রাত একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। এক ঘেয়ে পিয়ানো বাজছে।
আমি বেটিলোর দোকানের দিকে এগোই। জানালা দিয়ে দেখি, কয়েকজন অপরিচিত লোক বসে মদ্যপান করছে। দরজার কাছে বসে আছে স্বল্পবাস পরিহিতা কয়েকটা মেয়ে।
'দেয়ালের সঙ্গে মিশে অন্ধকারে এগিয়ে চলি। নাকে এলো নানা রকম খাবার আর হুইস্কির গন্ধ। চারিদিকে দেখে দেয়াল টপকে প্রাঙ্গনে নেমে পড়ি। জানালার ছিটকিনি ছুরির সাহায্যে খুলে জানালা গলিয়ে ভেতরে ঢুকি। চোরা টর্চ জ্বেলে দেখি ঘরের মেঝে ধুলোয় ভর্তি।
অন্য একটা ঘরে ঢুকে টর্চ জ্বালাই। দেয়াল ঘেঁষে তিন ডজন কফিন। সস্তা কাঠের তৈরী। আমার ডানদিকে আরও তিনটে উন্নত ধরনের কফিন।
একের পর এক কফিনের ঢাকনা তুলে পরীক্ষা করি। অবশেষে সস্তা কফিনগুলির মধ্যে একটা কফিনে অনিতা কার্ককে দেখতে পেলাম।
চোরা টর্চের আলোয় অনিতার রক্তাক্ত মুখের চেহারা দেখে আমি শিহরিত হই। বেটিলো এখানে ওকে রেখেছে, ভাবতে ভাবতে অসাবধানে কফিনের ঢাকনা জোরে ফেলে দিলাম।
ঢাকনা পড়ার শব্দে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব, কান খাড়া করে থাকি। হঠাৎ আমার মনে হয় আমার কাছে রিভলবার নেই। বেটিলো যদি এখানে আমাকে দেখতে পায়...ঝলসানো ছুরি...তারপর কফিনে।
দ্রুত চোরা টর্চ জ্বেলে তিন পা পিছিয়ে যাই। ওষুধের গন্ধে বমি পায়। ভৌতিক স্তব্ধতা। কাছেই শব্দ হয়। আমি সরে যাওয়ার আগেই একজোড়া হাত আমার গলায় সাঁড়াশীর মত চেপে বসে। ভয়ংকর চাপে আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো।
আক্রমণকারীর ইস্পাতের মত শক্ত হাত সরাবার শক্তি আমার নেই। ওর বুক স্পর্শ করে দূরত্ব বুঝে ডান হাত দিয়ে জোরে ঘুষি চালাই। আক্রমণকারী সরে যাবার আগেই আবার একটা মোক্ষম ঘুষি চালাই। লোকটা ছিটকে পড়ে যায়।
চোরা আলোতে দেখি বেটিলো যন্ত্রণাকাতর মুখে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। ওর ঘুষি এড়িয়ে আমি ওর ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত করি। বেটিলো পড়ে যায়। কোন সুযোগ না দিয়ে ওর বুকের ওপর ঘনঘন আঘাত করি। বেটিলো যন্ত্রণায় কাতরায়। ওর চুল ধরে ওর মাথা ঠুকি মেঝের ওপর। ওর শরীর স্পন্দনহীন হয়ে ওঠে।
আধমিনিটে সমস্ত ঘটনা ঘটে যায়।
দরজা খুলে বারান্দায় পা দেওয়া মাত্র গুলির শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি শুয়ে পড়ি। আরও তিনবার গুলির শব্দ হয়। যেই গুলি করুক—তার লক্ষ্য আমি নই।
দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনি। বারান্দায় পায়ের শব্দ। আর একটা দরজা বন্ধ হয়। তারপর স্তব্ধতা

নামে।

* * *

রিভলবার ছাড়া কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছিলো। মনে হল ওপরে কে খুন হল, আমার গিয়ে দেখা দরকার।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় বারুদের গন্ধ পাই। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে চোরা টর্চ জ্বালাই। সামনেই একটা ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়া।

যে গুলি ছুঁড়েছে নিশ্চয়ই সে চম্পট দিয়েছে। তবু কান খাড়া করে উঠে দাঁড়াই। দরজার দিকে এগিয়ে যাই। ছোট্ট ঘর, বিছানায় একটা লোক শুয়ে আছে। পরনে পাজামা, উর্ধাঙ্গ নগ্ন। ওর সাদা ধবধবে বুকে দুটো গর্ত। লোকটা যে লী থেলার তা বুঝতে পারলাম।

এখনও থেলার বেঁচে আছে, ওর জন্যে কিছু করা দরকার। থেলার আমার দিকে তাকায়। বিছানার ওপর ঝুঁকে প্রশ্ন করি, 'কে তোমাকে গুলি করেছে? বল...আমাকে বল।'

থেলার কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু কোন শব্দ বেরোয় না। আস্তে আস্তে সে হাত তুলে একটা আলমারি দেখায়।

'কি আছে ওখানে? আমি আলমারি খুলে দেখি কিছু পোশাক আর একটা ছোট্ট স্যুটকেস। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি। হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ পেয়ে দরজা খুলে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দেখি একজন পুলিশ।

একটা নিচু কণ্ঠস্বর শুনি। 'জ্যাক, ওপরে কেউ আছে?'

আর কিছু না শুনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আবার খুঁজি। ছুরির সাহায্যে আলমারির কাঠ তুলি, একটা গর্ত চোখে পড়ে। চোরা টর্চের আলোয় দেখলাম একটা অটোমেটিক পিস্তল—টেলিস্কোপ লাগানো। আর একটা চামড়ায় বাঁধানো নোটবই। জিনিস দুটো নিতেই দরজায় ধাক্কা পড়ল।

'দরজা খোল। আমরা জানি তুমি ভেতরে আছ। আমরা পুলিশের লোক।'

রিভলবার হিপ পকেটে ঢোকাই। নোটবুক কোটের পকেটে রেখে জানালার দিকে এগোই।

জানালা খোলার সময় একটা পুলিশ বলছে, 'পেছনে চলে এসো। লোকটা মনে হয় জানালা গলিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।'

জানালা গলিয়ে বাইরে এসে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠি। একটা গুলির শব্দ।

একজন পুলিশ বলে, 'লোকটা ছাদে। আমি ওপরে যাচ্ছি।'

এখান থেকে ডেলমোনিকোর পানশালার ছাদ দেখতে পাচ্ছি। দূরত্ব খুব বেশি নয়। উপায় নেই আমাকে লাফ দিতেই হবে। সুতরাং ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে লাফ দিলাম।

লুকোবার মত ডেলমোনিকার ছাদে কোন্ জায়গা নেই। চাঁদের আলোয় আমাকে দেখে ফেলবে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই। কি ঘটবে জানি না। এক জায়গায় মাথা নিচু করে বসে থাকি। তারপর যেই দাঁড়াতে যাব—আমার ডানদিকে একটা দরজা খুলে যায়। ঘরের আলো আমাব ওপর পড়ে।

আমি আক্রমণের জন্যে তৈরী হই। একটি মেয়ে স্বচ্ছ কালো নাইটি পরে আমার সামনে উপস্থিত হয়। মেয়েটি বেশ লম্বা। কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যালো ডার্লিং...তুমি কি বিপদে পড়েছো?'

'বিপদ? সিস্টার, আমি ভীষণ গাড্ডায় পড়েছি।'

'পুলিশ?'

'হ্যাঁ।'

'ভেতরে চলো। ওরা এখুনি ঘরে ঘরে খোঁজা শুরু করবে।'

আমি ঘরে ঢুকি। চমৎকার জায়গা।

মেয়েটি বিছানায় বসে বলে, 'ডার্লিং...তুমি কী করেছো? একটু আগে গুলির শব্দ পেয়েছি। তোমার কাজ কী...?'

'ঝামেলার মধ্যে পড়েছি। পুলিশ আমায় তাড়া করেছে পালিয়ে এসেছি।'

'বেটিলো খুন হয়েছে কী?'

না, 'অন্য আর একজন। বেটিলোর হাড় গুঁড়ো হয়েছে। হারামজাদা বেশ কিছুদিন নড়াচড়া করতে পারবে না।'

'চমৎকার। লোকটাকে আমি ঘৃণা করি।'

বাইরে হাল্কা পায়ের শব্দ, নরম গলায় বলি, 'পুলিশ এসে পড়েছে।'

'ছাগলের দল।' বলে সে দরজা বন্ধ করে দেয়ালে লাগানো বেল বাজায়।

'ওরা ওপরে এসে পড়বে ডার্লিং। চিন্তা কর না।'

দরজায় ধাক্কা পড়ে, 'দরজা খোল! নইলে দরজা ভেঙে ফেলবো।'

বাইরে গুলির শব্দ। দরজার কাছ থেকে মেয়েটিকে সরিয়ে আনি। মেয়েটির বিছানার চাদর হাতে তুলে জানলার কাছে এলাম। আরো গুলির শব্দ শুনি। পকেট থেকে অনেক নোট বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে, 'অনেক ধন্যবাদ, সিস্টার।'

জানালা খুলে নামার জন্যে তৈরী।

মেয়েটি বলে, 'ডার্লিং দারুণ উত্তেজক ব্যাপার। দেখবে—ঘাড় যেন না ভাঙে।

চাদরটি পাকিয়ে দড়ি তৈরী করে নিচে ঝুলিয়ে দিলাম।

'দরজা বন্ধ করে দাও।'

মাটিতে পা রাখা মাত্র একটা কণ্ঠস্বর, 'এই, হ্যাঁ...তুমি...তোমাকে বলছি।'

আমার হাত চেপে ধরে। আমি লোকটির চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুষি মারি। লোকটা পড়ে যায়। আমি গাড়ির দিকে দ্রুত ছুটতে থাকি।

রাত তিনটেব' সময় হর্থন এভিনিউতে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাই। এ স্থানে আগেও এসেছি। এখানে থাকার একটা সুবিধা যে, বাড়িগুলো সাউন্ড-প্রুফ। কিন্তু এর চেয়ে আমি খোলা জায়গায় তাঁবুতে থাকা শ্রেয় মনে করি।

মিস বোলাস গ্রাউন্ড ফ্লোরে দু' কামরাওলা ঘরে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে মিস বোলাসকে চমকে দেব। সামনের দরজা দিয়ে না গিয়ে এত রাত্রে সবার অগোচরে জানলা দিয়ে মিস বোলাসের বসার ঘরে উঁকি দিই। ওর শোবার ঘরের জানলায় টোকা মারি। তিনবার টোকা মারতেই জানলা খুলে যায়। ঘরে আলো জ্বলে।

দেশলাই ধরাই সিগারেটের জন্যে। মিস বোলাস জানালা দিয়ে আমাকে দেখতে পেল। তার চিনতে অসুবিধে হল না। সে আমাকে ইশারা করে।

আমি বলি, 'বৃষ্টি পড়ছে। এখন এক পেগ হুইস্কি না হলে মরে যাবো।'

মিস বোলাস দরজার একপাশে সরে বলে, 'জানালায় টোকা শুনে ভাবছিলাম চোর-টোর এসেছে।'

ছোট্ট ঘর কিন্তু ছিমছাম। একটা চেয়ারে বসে আমি মিস বোলাসের দিকে তাকাই। মুখের মেক আপ দেখে মনে হয় কিছুক্ষণ আগে ও সেজেছে। ওর চোখে ক্রোধের ঝিলিক।

'চোর-টোরের কথা বাদ দাও! কই, পানীয় কোথায়? কী আছে তোমার কাছে?'

টেবিলের দিকে যেতে যেতে বলে, 'দ্যাখ, আমি তোমার ওপর ভীষণ রেগে যাচ্ছি। আমার রাগ তো দেখনি।'

'হঠাৎ আমার ওপর রাগ কেন?'

'এভাবে এত রাত্রে ডেকে তোলা, বেশি বাড়াবাড়ি করছ না?'

মদের গ্লাস টেবিলে রেখে বলি, 'হয়তো তাই। কিন্তু এত রাত্রে আমি তোমার কাছে ফষ্টিনষ্টি করতে আসিনি। জরুরী কাজ। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না।'

'কিসের জরুরী কাজ?'

'প্রায় এক ঘণ্টা আগে লী থেলার খুন হয়েছে। দুটো বুলেট বুকটাকে ফুটো করে দিয়েছে। মিস বোলাস খুব চালাক, মিস বোলাসের দু'চোখের দৃষ্টিতে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

'লী থেলারকে কে গুলি করেছে?'

'সেই একই খুনী, যে ডানা, লীডবেটার আর অনিতা কার্ফকে খুন করেছে। জানতাম না যে অনিতা কার্ফের সঙ্গে তোমার জানাশোনা ছিল। আর তুমি ও লী থেলার একই বিছানায় শুতে।'

'ওসব পুরোনো ইতিহাস। কিন্তু...তুমি এসব জানলে কি করে?'

'নিক নেডিকের কাছে জানতে পারি। সে আমাকে লী থেলারের একটা ছবি দেখায় তাতে তুমিও ছিলে।'

মিস বোলাস বলে, 'কফি বানাই। মনে হচ্ছে তুমি অনেক প্রশ্ন করবে।'

'বানাও। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে অনেক আলোচনা আছে। মনে হচ্ছে লী থেলারের মৃত্যুতে তোমার কিছু আসে যায় নি।'

'কেন আমি কি লী থেলারের জন্যে মুষড়ে পড়বো? আমার কাছে ওর কোন অস্তিত্ব নেই।'

রান্নাঘরে চলে যায় মিস বোলাস। আমি পঁয়তাল্লিশ পয়েন্টের রিভলবার বের করি। টেলিস্কোপে দু চোখ লাগাই কিছুই দেখতে পাই না? এমন জিনিস রিভলবারে লাগানো থাকে আগে দেখিনি। বড় ক্লান্ত লাগায় রিভলবারটি টেবিলের ওপর রাখি। ফ্রেগকে দেখাতে হবে। আগ্নেয়-অস্ত্র, গোলা-বারুদ আর রক্তের ব্যাপারে ফ্রেগ এক্সপার্ট।

কান্নার আওয়াজে আমি সজাগ হই।

আমি এগিয়ে যাই। আধ খোলা দরজা। মিস বোলাস ইলেকট্রিক চুল্লীর কাছে দাঁড়িয়ে। দুহাতে মুখ ঢাকা।

'মিস বোলাস, তুমি বস। আমি কফি তৈরী করছি।'

চমকে দ্রুত চোখ মুছে মিস বোলাস বলে, 'আমিই বানাচ্ছি। প্লীজ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

হাত ধরে ওকে এনে বসবার ঘরে বসাই।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কফি বানিয়ে বসবার ঘরে ঢুকি। মিস বোলাসের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে। কফির কাপ টেবিলে রেখে হুইস্কি মেশাই।

'এই নাও কফি। মিস বোলাস, এবার একটু খোলাখুলি বলো। তুমি লী থেলারের সঙ্গে এক যোগে কাজ করেছো, তাই না?'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মিস বোলাস বলে, 'কী বলতে চাইছো তুমি?'

'আমার কিছু করার নেই। যাই ঘটুক না কেন, মিঃ কার্ফকে আড়ালে রাখতে হবে। মিঃ ব্রান্ডনকে যদি খুনীর কথা জানাই--তাতেও বিপদ। বেনিকে খুন করেছে থেলার। তারপর থেলার খুন হয়। ডানাকে কিন্তু থেলার খুন করেনি। জানতে চাই খুনী কে? মনে হয় এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার।'

'তুমি অনুমান করতে পার না?'

'পারি। কিন্তু অনুমান আর জানা দুটো এক জিনিস নয়। খুনী কে, থেলার জানত—তাই ওকে সরে যেতে হলো। লীডবেটার জানত খুনী কে—ওকেও সরে যেতে হলো। মনে হয় তুমি জান--কে খুনী? বল আমাকে --নয়তো খুনী হয়তো তোমাকেও..।

একটা টেবিল মাঝখানে। মুখোমুখি বসে কফি খাচ্ছি। সে বলল, 'খুনীর হদিশ আমি জানি—এমন ধারনা হল কি করে?'

'একটা ধারণামাত্র। মনে হয় অনিতার খুনের পর তুমি আর থেলার একসঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছিলে। অনিতা যা বলেছে—মনে হয়, সেই গোপন তথ্য তুমি থেলারের কাছ থেকে জানতে পেরেছ।'

'থেলার যখন মৃত --তখন সেকথা ভেবে লাভ নেই। থেলারকে আমি ভালবাসতাম। ওই রাক্ষুসী না আসা পর্যন্ত আমি আর থেলার বেশ সুখেই ছিলাম।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে মিস বোলাস আবার বলে, 'আমার কাছ থেকে থেলারকে অনিতা কার্ফ ছিনিয়ে নেয়। দুদিন পরেই থেলারকে কলা দেখিয়ে মিঃ কার্ফকে সে বিয়ে করে। মিঃ কার্ফ যখন ওই রাক্ষুসীটাকে নিজের কোর্টে নিয়ে যায় একদিন আমি দেখতে পাই ওকে। খোঁজ খবর নিয়ে

জানি অনিতা থেলারকে ডিভোর্স না দিয়েই কার্ফকে বিয়ে করেছে। আমি চুপ করে থাকতে পারি নি। একটা বেনামা চিঠি পাঠিয়ে কার্ফকে জানিয়ে দিয়েছি যে, অনিতা বিবাহিতা।'

'বড় অদ্ভুত ব্যাপার। বেনামা চিঠি তুমি পাঠাতে পার—আমি ভাবিনি।'

'আমার কি ক্ষতি করেছে অনিতা, তুমি কল্পনা করতে পার? অনিতার সঙ্গে থেলার দেখা করে। ঐ সময়ে বার্কলের সঙ্গে অনিতা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। থেলারের কথা শুনে অনিতা ভয় পায়। ব্যানিস্টারকে লোভ দেখিয়ে অনিতা নাইটক্লাবে আত্মগোপন করে। থেলার আমাকে সব জানায়। ডানার মৃত্যু অবশ্যই একটা দুর্ঘটনা। ওকে ভুল করে খুন করা হয়।'

'আমার চিঠি পেয়ে কার্ফ অনিতাকে জেরা করে। তোমার সঙ্গে দেখা করে অনিতা জানার চেষ্টা করেছিল—বার্কলের সঙ্গে ওর আসনাই কার্ফ জানে কিনা। তোমার কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পর অনিতা টের পায়, কার্ফ ওকে অনুসরণ করছে। অনিতা ভয় পেয়ে ডানার কাছে যায়। ওর সাহায্য চায়। ডানা ওকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। কার্ফ বাইরে অপেক্ষা করে। অনিতা ডানাকে নেকলেসের লোভ দেখায় ও বলে, যদি ডানা ওর পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে কার্ফকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, অনিতা সহজেই লা এটোলিতে ফিরে যেতে পারবে। দুজনে পোশাক বদল করে। ফ্ল্যাট ছেড়ে আসার সময় ডানা হীরের নেকলেস বিছানার গদির নীচে লুকিয়ে রাখে। তার সন্দেহ ছিল—শেষ মুহূর্তে হয়তো অনিতার মত বদল হতে পারে। ডানাকে অনিতা মনে করে বালুকাবেলায় কার্ফ খুন করে। এখন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পরিষ্কার। কার্ফই খুন করেছে লীডবেটারকে।'

'তুমি এসব জানলে কি করে?'

'লা এটোলিতে থাকাকালীন অনিতা সমস্ত ঘটনা চিঠিতে থেলারকে জানায়। থেলার আমাকে জানায়। কার্ফকে ব্ল্যাকমেইল করার ধান্দা থেলারের মাথায় অনিতা দিয়েছে।'

'লী থেলার তারপর কী করে?'

'থেলারের অর্থের লোভ প্রচণ্ড তাই রাজী হয়। তুমি ভাবছো, কিভাবে ডানার পোশাক বার্কলের আলমারিতে পাওয়া যায়। ঐ পোশাক অনিতার পরনে ছিল। অনিতার কিছু পোশাক সবসময় বার্কলের আলমারীতে থাকত। সে গোপনে বার্কলের শোবার ঘরে গিয়ে ডানার পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাক পরে বেরিয়ে আসে। ফিরে গেছে লা এটোলিতে। অনিতাকে ব্যানিস্টার বের করে দেয়। অনিতা তোমার কাছে যায়। কেন না কার্ফ ওর পিছু নিয়েছিল। কার্ফের মনে হয়েছিল যে, তুমি অনেক কিছু জান। সে তোমার কেবিনে যায়—উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে খতম করা। তোমাকে না পেয়ে অনিতাকে দেখতে পায়। খুন করে অনিতাকে। থেলার অনিতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ফলে সে স্থির করে তোমার কাছে গিয়ে অনিতার খোঁজ করবে। তোমার কেবিনে পৌঁছতে থেলারের দেরী হল। তাই আগেই কার্ফ অনিতাকে খতম করেছে।'

শ্লেষের সুরে বলি, 'তুমি বলতে চাও—থেলারকেও বুঝি কার্ফ খতম করেছে?'

মিস বোলাস বলে, 'থেলারকে আমি কার্ফ সম্পর্কে সাবধান করেছিলাম। থেলার আমার কথায় কান দেয়নি।'

হঠাৎ আমি উঠে সোজা মিস বোলাসের শোবার ঘরে চলে যাই। মিস বোলাস সঙ্গে সঙ্গে এসে বলে, 'এখানে তোমার কী দরকার?'

ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে আমি মাথা নেড়ে বলি, 'শোন খুকি, তুমি হয়ত ভাবছো আমার স্নায়ু দুর্বল। বাজী রেখে বলতে পারি, পায়ের শব্দ শুনেছি।'

জানালা খুলে দেখি বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।

মিস বোলাস কঠিন কণ্ঠে বলে, 'তুমি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছো।'

'শুধু তুমি আর আমি জানি—কার্ফ হত্যাকারী এবং আমরা দুজনেই এটা বিশ্বাস করি না। তাই না?'

'বিশ্বাস করা শক্ত। থেলার না জানালে আমিও বিশ্বাস করতাম না।'

হেসে বলি, 'থেলার জানালেও আমি মানতে পারছি না। আমি যে খুব কেউকেটা ধরনের গোয়েন্দা। একবার বিছানার দিকে চেয়ে দ্যাখ। আজ রাত্রে তুমি এ বিছানায় ঘুমোও নি। জানালায় টোকা মারার আগে ঐখানে তুমি পোশাক ছেড়েছো।'

এক পাটি জুতো উঁচু করে তুলে বলি, 'তুমি থেলারের ঘাড়ে গুলি করেছো—বেচারীর প্রচুর রক্ত পড়েছিল। হয়ত এখানেও তোমার পোশাক...এই যে দেখা যাচ্ছে...এই দ্যাখ। জুতোর কোনায় রক্তের দাগ।'

মিস বোলাস বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, 'হাবিজাবি কি বলছো বুঝতে পারছি না।'

এক পাটি জুতো দোলাতে দোলাতে আমি বোলাসের পিছু নিই।

'আমার কথা জলের মত সহজ। কার্ফের বদলে নিজেকে ভেবে নাও। দেখবে ব্যাপারটা বুঝবে। তুমিই ডানাকে অনিতা ভেবে গুলি করেছো। লীডবেটারকে খুন করেছো কারণ ডানাকে উলঙ্গ করার সময় সে তোমাকে দেখেছিল। তুমিই প্রচণ্ড ঘৃনায় অনিতাকে খুন করেছো—তুমিই থেলারকে গুলি করেছো—কারণ...বল, কেন তুমি থেলারকে খুন করলে?'

মিস বোলাস জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে। শক্ত হাতে সে কফি ঢালে। চোখ মুখে কোন ভাবান্তর নেই। বলে, 'ম্যালয়, তুমি কী সিরিয়াস?'

'এখনও পর্যন্ত তোমার অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছে। চোখের জল, কার্ফের চমকপ্রদ গল্প। শান্তভাবে আমাকে অনুসরণ করে তোমার শোবার ঘরে ঢোকা—সব নিপুণভাবে করেছো তুমি। এবার বল—তুমি কেন থেলারকে খুন করলে?'

সে দৃঢ় গলায় বলে, 'থেলারকে আমি খুন করিনি। ওকে আমি ভালবাসতাম। কার্ফ ওকে খুন করেছে।'

'দুর্ভাগা—তোমার পুরনো বন্ধু থেলার একটা নোটবুক রেখে গেছে। মৃত্যুর আগে সে ওটা আমাকে দিয়ে যায়। আমি ওটা পড়েছি। পড়ার পর জানতে পারি যে, অনিতা তোমাকে ভয় করতো। সে জানত—ওকে তুমি খুন করার চেষ্টা করছ। তাই তোমার ঘরে এসে তন্ন তন্ন করে দেখেছি। আমি জানি কিছুক্ষণ আগে তুমি কোরাল গ্যাবল্‌স থেকে ফিরেছো। এবার বল, তুমি থেলারকে খুন করেছো কেন?'

হেসে বলে সে, 'হুঁ, বাস্টার্ডটা তাহলে নোট বই রাখতো...ভারী মজার।'

'ফালতু কথা ছাড়। থেলার সম্পর্কে বল।'

'বলছি। আসলে ব্যাপারটা হলো—অন্যান্য হত্যাগুলি থেকে যখন নিষ্কৃতি পেয়েছি—তখন আর একটা বাড়তি খুন করলে কি হয়? অবশ্য ডানার ব্যাপারটা দুর্ঘটনা।'

'হ্যাঁ, ডানার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। ডানার ব্যাপার না হলে আমি মাথা ঘামাতাম না। ডানার খুনী হিসেবে তোমাকে ছাড়তেও পারি না।'

'এ ব্যাপারে তোমার বিশেষ কিছু করার নেই।'

'আমি দুটো জিনিস করতে পারি। নিজের হাতে আইন নিতে পারি অথবা পুলিশের কাছে যেতে পারি। তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে চাই না। সুতরাং পুলিশ তোমার ব্যবস্থা নেবে। হয়ত আমাকেও ছেড়ে দেবে না।'

'তোমার এ ধরনের কাজ কার্ফ পছন্দ করবেন না।'

'তা জানি। যাক, মিঃ ব্রান্ডনকে ফোন করার আগে তুমি কী পোশাক পরে নেবে?'

'কী ইয়ার্কি করছো!'

'বেবি, এবার আর ইয়ার্কি নয়। বড় জোর পনের বছর সাজা হবে।'

বেশ, তুমি যখন তাই চাইছ—সে ক্ষেত্রে আমার পোশাক বদলানোই ভাল।'

কফির কাপ তুলে মিস বোলাস বলে, 'কফির সঙ্গে কী একটু হুইস্কি মেশাতে পারি। তুমি বিশ্বাস করবে না—আমি কিন্তু অসুস্থ বোধ করছি।'

'নিজেই নিয়ে নাও।'

বোলাস কাপটা ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। চোখের ওপর থেকে কফি সরাবার আগেই মিস বোলাস পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ রিভলবার তুলে নেয়।

শান্ত গলায় বলি, 'বিপদ আমি নিজেই ডেকে এনেছি।'

'ওই দিকে যাও। কোন রকম বাহাদুরি করবে না। মনে রাখবে, থেলারের মত আমারও হাতের টিপ অব্যর্থ।'

ওর শোবার ঘরে আমি পেছন ফিরতে ফিরতে ঢুকে পড়ি।

মিস বোলাস আদেশের ভঙ্গিতে বলে 'দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও। নড়াচড়া করলে গুলিতে তোমার মাথার খুলি ফুটো করে দেব। আমি পোশাক পাল্টাবো এখন।'

সে আমাকে ভুল জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। আয়নায় মিস বোলাসকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের মাঝখানে বিছানা। আমার দু'ইঞ্চি দূরে মিস বোলাস। ইতিপূর্বে ও চারজনকে খুন করেছে। আরও একজনকে খুন করা কোন ব্যাপার না।

কিছু বলার জন্যেই যেন বলি, 'দৃশ্যটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে উঠল। ডিটেকটিভের মুঠোয় সর্বদাই মেয়েটি ধরা পড়ে। যদি তুমি আমাকে গুলি কর--গল্পের পরিণতি হবে অনৈতিক।'

মিস বোলাস হেসে বলে, 'অনৈতিক গল্পই আমি পছন্দ করি। তোমার গাড়ি কি বাইরে রেখেছো?'

'নিশ্চয়ই, চাবি দেব?'

মিস বোলাস চেয়ারে বসে মোজা পরতে থাকে। কাছেই জানালার ওপর রিভলবার। মাঝখানে বিছানা না থাকলে একটা সুযোগ নিতাম।

'চাবি পরে নেব। খবরদার নড়বে না।'

সে ড্রয়ার হাতড়ায় কিন্তু একহাতে রিভলবারটা ধরা।

প্রশ্ন করি, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'নিউ ইয়র্ক। তোমাকে ধন্যবাদ—পুলিশ কখনও আমায় সন্দেহ করবে না। নিউইয়র্কে নতুনভাবে জীবন শুরু করবো। আমার মত সুন্দরীর নতুন কিছু খুঁজে নেওয়া অসম্ভব হবে না।'

মিস বোলাস একটা সবুজ সিল্কের হাত কাটা জামা তার নাইটির ওপর চাপায়। আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। মিস বোলাস যখন নাইটির ওপর থেকে একটা পা ওপরে তোলে--আমি বিছানার ওপর দিয়ে ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

মিস বোলাসের চোখের পলক পড়ে না। একভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্ধনগ্ন সুন্দর একটি রমনী দেহ। ওর ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা যায়। ওর হাতে পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ রিভলবার ট্রিগারে ওর আঙুল চেপে বসে।

আমি পাগলের মত মিস বোলাসের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই। কিন্তু অনেক...অনেক দেরী হয়েছিল ওর কাছে পৌঁছতে।

অটোমেটিক রিভলবার গর্জে উঠল। প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আর আগুনের তাপে আমার মুখ ঝলসে যায়। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুলিও। ততক্ষণে ওর কাছে গিয়ে জোরে আঘাত দিতেই রিভলবার ছিটকে পড়ে।

মিস বোলাস মেঝের ওপর পড়ে যায়। ওর মুখে আতঙ্কের ছাপ। দুচোখ বিস্ফারিত, মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে যায়। ওর বুক চিরে রক্তের ধারা গলগল করে বেরোয়। আমি বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। কিছুই বুঝতে পারি না।

আস্তে আস্তে মিস বোলাসের পাশে পড়ে থাকা রিভলবারের দিকে তাকাই। টেলিস্কোপিক নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এটা একটা ট্রিকগান। এমন রিভলবার যা কিনা খুনীকেই খুন করল। এমন রিভলবার যার গুলি পেছন দিকে ছিটকে যায়। খেলারের শেষ ছোট্ট কৌতুক, ওর আমাকে দেওয়া উপহার।

আমি সরে দাঁড়াই। এ ফ্ল্যাট শব্দ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। সুতরাং গুলির শব্দ কেউই শোনে নি। কিন্তু আমি কোন সুযোগ দিতে চাই না। বসবার ঘরে গিয়ে কফির কাপ তুলে নিলাম। খালি হুইস্কির বোতল এবং আমার টুপী ও কয়েকটি সিগারেটের টুকরো তুলে নিলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি আর কোন জিনিসে আমার হাতের স্পর্শ লেগে থাকল কিনা। টেবিলের ওপর রুমাল দিয়ে সযত্নে হাতের ছাপ মুছি। তারপর আলো নিভিয়ে বাইরে চলে এলাম।

সকাল হচ্ছে, আশেপাশে কেউ নেই। অবিরত বৃষ্টি পড়ছে। আমি দৃঢ় পায়ে গাড়ি লক্ষ্য করে দৌড় লাগাই।

দ্য ওয়ে ক্রুকি ক্র্যাম্বলস

।। এক ।।

রাত্রির অন্তিম প্রহর এখন শুরুর পথে।

প্যাবাডাইস সিটি পুলিশ হেড কোয়ার্টার। নাইট ডিউটিতে তখন ছিলেন জো বেইগ্‌লার।

বয়স প্রায় তিরিশের ওপর, তবে বলিষ্ঠ চেহারা, পুলিশী গাম্ভীর্যের ছাপ মুখে সুস্পষ্ট।

একটা ফাইল সামনে নিয়ে তার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন বেইগ্‌লাব, এই সময়ে তাঁর টেবিলের ওপর রাখা ফোনটা সরব হয়ে উঠল।

ভুরু কুঁচকে দেওয়াল ঘড়িতে একবার চেয়ে দেখলেন। রাত তিনটে' বেজে পঞ্চাশ মিনিট। এই অসময়েও কোথা থেকে কাব ডাক এল আবার?

রোমশ হাতে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকিয়ে অপ্রসন্ন কণ্ঠে সাড়া দিলেন : বেইগ্‌লার বলছি।'

লাইনের ওপাশ থেকে ডেস্ক সার্জেন্ট চার্লি ট্যানারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল 'মিঃ হ্যারী ব্রাউনিং তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করার প্রয়াসী জো।'

নাম শোনামাত্রই বেইগ্‌লারের সব বিরক্তি, সব অপ্রসন্নতা কোথায় যেন নিমেষের মধ্যে উবে গেল। যে সে মানুষ নয়, এই শহরের মেয়র আর তাঁদের বড়কর্তা, মিঃ টেরলের বিশেষ বন্ধু লোক। তাছাড়া প্যারাডইস সিটির সবচেয়ে মূল্যবান আর খানদানী তিন তিনটে রেস্তোরাঁর একজন মালিক রূপে জনমানসে তিনি পরিচিত। তাই হ্যারী ব্রাউনিং এর নাম কানে যেতেই বেইগ্‌লারকে যথেষ্ট মাত্রায় স্বতর্ক এবং ঐ সঙ্গে সচেতনও হতে হলো সতর্কতার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে।

—'লাইন দাও।' চার্লিকে বললেন তিনি 'আর শোন, কাউকে দিয়ে একপট কফি পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দাও, গলাটা কেমন শুকনো শুকনো ঠেকছে।'

—'ওকে।'

একটু পরেই লাইনে এলেন হ্যারী ব্রাউনিং।

—'কে? বেইগ্‌লার তো?' ভারী ভরাট গলায় গাম্ভীর্য কণ্ঠস্বর।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ চিনতে অসুবিধা হচ্ছে নাকি।'

—'না, না, শোন, একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছি যে বলার নয় হে ভায়া। আমার রেস্তোরাঁয় একজন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আমি চাই তুমি যতো তাড়াতাড়ি পার এখানে এসে এই গোলমেলে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে যা কিছু করার তাই কব। তুমি এলে আমিও নিজেকে এই ঝামেলার হাত থেকে মুক্ত করতে পারব। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথা কিন্তু স্মরণে রেখো বেইগ্‌লার এই ব্যাপার নিয়ে চারিদিকে হৈচৈ হোক, কাগজে কাগজে ঢি ঢি পড়ে যাক—এ আমি কখনোই চাই না। কারণ এই ব্যাপারটা এতোই সাংঘাতিক যে কাগজে এই ঝামেলার সম্বন্ধে প্রকাশ হওয়ামাত্র আমার রেস্তোরাঁব নামটাও ঐ সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। তুমি ব্যাপারটার গভীরতা কিছুটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছ? এ আমার বাসনা নয়। তুমি এসে তোমার করনীয় কাজগুলো করে নেবে, আমার বলার কিছু থাকতে পারে না। তুমি আসবে, রিপোর্ট নিয়ে নেবে...লাশ তুলে নিয়ে যাবে। ব্যস! এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই মুখরোচক খবর যদি কোনভাবে তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বাইরে চলে যায়, তবে কিন্তু কাউকে আমি ছেড়ে কথা বলব না। আই অ্যাম ক্লিয়ার?'

বেইগ্‌লার বিরস আর শুকনো কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বুঝেছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এ খবর আমি থাকতে বাইরে যেতে দেব না।'

—'লাশ নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর আমার নির্দেশমতো কাজ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব এ খেয়াল তোমার মাথায় কী করে এল হে?'

লাইন কেটে গেল টেলিফোনের।

বেইগ্‌লার কয়েক সেকেন্ড বিতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন টেলিফোন রিসিভারটার দিকে, তারপর কী ভেবে ক্রশবার ঠোকাঠুকি করে ডাকলেন চার্লি ট্যানারকে।

—চার্লি! একবার দেখে নাও তো, তোমার আশেপাশে কোন খবরের কাগজের সাংবাদিক ঘর আলো করে বসে আছে কিনা।'

—'জাস্ট এ মিনিট,' বলে চার্লি থামলেন। একটু পরেই তার কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল : একমাত্র প্যারাডাইস সান-এর বার্ট হ্যামিল্টনই যা উপস্থিত রয়েছে স্ব-শরীরে। ব্যাটাচ্ছেলে এক বোতল বীয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে বেঁহুশ হয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

'কেন? কী ব্যাপার?'

—'তা আছে বটে, কোন ব্যাপার। এক্ষুনি একবার আমাকে বেরোতে হবে। নীচে আজ কারা ডিউটিতে আছে বলতে পার?'

—'হ্যাঁ, মানড্রেক আর জ্যাকসন। মানড্রেক অবশ্য কফির সন্ধানে বাইরে গেছে।'

'ঠিক আছে, তাহলে জ্যাকসনকেই না হয় পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। ও নিজে এসে আমায় রিলিভ করবে। ভালো কথা, হেস্ আছে, না চলে গেছে?'

'আছে তবে সেই কখন থেকে মার মার করে যাচ্ছে।'

—'ওকে দঁড়াতে বলো। আমি যাচ্ছি, ও আমার সঙ্গেই বেরোবে।'

ফেড হেস্—হোমি সাইড ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ। ছোটখাটো ভারিক্কী চেহারার মানুষটি হলে হবে কি যেমনি বুদ্ধি তেমনি চাতুর্যে ভরপুর তার মস্তক।

বেইগ্‌লারকে গম্ভীরমুখে চুপচাপ ড্রাইভ করতে দেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে গেলেন—ব্যাপারটা খুব সুবিধেরও নয় আবার সামান্যও নয়। অনেকটা পথ পেছনে ফেলে আসার পর তিনি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় কোন উদ্দেশ্যে চলেছি আমরা?'

'আমাদের গন্তব্যস্থল হল 'হ্যারী ব্রাউনিং-এর রেস্তোরাঁ'—

'লা-কোকাইল-এ।'

—'খুনের ব্যাপার নাকি?'

—'সঠিক ভাবে এমুহূর্তে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বলতেও চাননি, আমিও জানার জন্য আমার কৌতূহল প্রকাশ করিনি। তবে ফোনে কথা বলে মনে হল হ্যারী ব্রাউনিং-এর এ ব্যাপারে কথা বলার কোন ইচ্ছা নেই। জানো নিশ্চয়ই, উনি এ শহরের একজন গণ্যমান্য প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তি। আমাদের ওপর মহলের বড়কর্তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি নিজ মুখে যখন কিছু বললেন না, তখন ভাবলাম ঘটনাস্থলে পৌঁছেই দেখতে পাব—আসলে কী ব্যাপার। তাইতো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

হেস্ আর কথা বাড়ালেন না।

পুলিশের কার এসে থামল 'লা-কোকাইল'-রেস্তোরাঁর দোরগোড়ায়। নানা রঙ-বেরঙের বাহারীফুল আর পামগাছের সেরা টব দিয়ে মোড়া সুসজ্জিত সাজানো চমকপ্রদ ইন্দ্রপুরীর মতো জায়গা। রাত আড়াইটে নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়, লোকজন, গাড়ী আর আলোর অভাবে অনেকটাই সুনসান আর নিষ্প্রভ।

এঁদের অভ্যর্থনার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য লবিতেই অপেক্ষা করে বসেছিল ফ্লোর ম্যানেজার স্বয়ং লুই। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ আর অভিজাত চেহারা। মুখ ভাবলেশহীন, নিরুত্তাপ কিন্তু তার চক্ষু জোড়া সর্বদাই সজাগ।

লুই এঁদের সঙ্গে করে নিয়ে এল মনিবের কাছে। রেস্তোরাঁর দোতলায় বার কাউন্টারের ধারে একটা টুলের ওপর চুপচাপ বসেছিলেন তিনি। হাতে ধরা ব্রান্ডির গ্লাস, মুখে জ্বলন্ত ধূমায়িত সিগার। ভারিক্কী চেহারা, বয়সে প্রবীন বছর পঞ্চান্ন হবে প্রায়, মাথা ভরা টাক। পবনে মহার্ঘ পরিচ্ছদ, বাটনহোলে একটা সাদা ধবধবে কার্নেশান ফুল গোঁজা। ভদ্রলোককে দেখলেই মনে হয়

ঐশ্বর্য, শক্তি, দম্ভ আর নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি।

সৌজন্য বিনিময়ের পর বেইগ্‌লার তৎপর হয়ে উঠলেন তাঁর কাজের ব্যাপারে। মহিলার লাশ কোথায়—বেইগ্‌লার জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে মিঃ ব্রাউনিং প্রত্যুত্তরে কোন জবাব না দিয়ে শুধু চোখ তুলে তাকালেন লুই-এর দিকে। লুই কোন কথা না বলে মাথা নেড়ে বলল, 'আপনারা আসুন আমার সঙ্গে।'

লুইকে অনুসরণ করতে করতে তাঁরা এসে পৌঁছে গেলেন সেই হলঘরের শেষের একটা ঘরের সামনে। দরজা বন্ধ কিনা বাইরে থেকে তা ঠিক বোঝা গেল না সামনে লাল ভেলভেটের একটা ঝুলন্ত পর্দা থাকায়।

বেইগ্‌লার আর হেস্‌কে দাঁড় করিয়ে লুই সেই পর্দাটা এক হাতে তুলে ধরল একপাশে।

অন্ধকার ঘর, বাইরের আলো ঘরে যেটুকু আলো ছড়াল তা পর্দা তোলার দরুণ। এরপর যে দৃশ্য তাদের সামনে ধরা দিল তা এক মহিলার, স্বর্ণকেশিনী এক সুন্দরী মহিলার দেহ সামনের টেবিলে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে। পরনে সাদা ব্যাকলেস সান্ধ্য পোশাক। পাশেই একটা লেডিজ হ্যান্ড ব্যাগ।

বেইগ্‌লার লুইকে বলে উঠলেন, এখানে আরো একটু জোরাল আলোর ব্যবস্থা করা যায় না?

মিঃ ব্রাউনিংও এসেছিলেন ওদের অনুসরণ করেই। তিনি নির্দেশ দেওয়ামাত্রই লুই সেই ঘরে প্রবেশ করে সুইচ টিপে সবগুলো আলো জ্বেলে দিল এক এক করে। সারা ঘর এখন আলোয় ঝল্‌মল্ করছে।

মহিলার অচৈতন্য দেহ দেখে খুব ভালো ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল যে দেহে আর প্রাণের স্পন্দন নেই, তবু পুলিশী কেতা অনুযায়ী বেইগ্‌লার এগিয়ে গিয়ে প্রাণহীন দেহটা একবার পরীক্ষা করে দেখলেন।

হেসে বলে উঠলেন, 'লাশটার কোন ব্যবস্থা করার আগে এর কতগুলো ছবি নেওয়া দরকার।'

হেসের কথায় বোমার মত ফেটে পড়লেন মিঃ ব্রাউনিং—যা কিছু করণীয় তা মর্গে নিয়ে গিয়ে কর, এখানে ওসব ছেলেখেলা আমি কখনই বরদাস্ত কবব না। কারণ আমার সময়েব যথেষ্ট দাম আছে।

বেইগ্‌লার! তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে লাশ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। তোমাদের এই ছেলেমানুষি কর্ম-কাণ্ডের ফলে আমার এই ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যবসায় যদি বদনামের কোন আঁচড় লাগে তবে তোমাদের কাউকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র আমি নই, তা স্মরণে রেখ। নাউ গেট আর আউট অফ্ হিয়ার, বয়েজ!'

'একেবারেই অসম্ভব! লাশের ছবি না তোলা পর্যন্ত লাশকে নড়ানো এক কথায় বে-আইনী।'

হেস্ দৃঢ় কণ্ঠে আরো বললেন, 'কে বলতে পারে এটা কোন খুনজনিত ব্যাপার নয়?'

জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে মিঃ ব্রাউনিং তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন. 'কে হে বাপু তুমি? আমার সামনে এই অযৌক্তিক আইনের বুলি আওড়াচ্ছ?'

বন্ধুর এই সমূহ বিপদের আশঙ্কা করে বেইগ্‌লার আর চুপ থেকে এই তামাসা দেখতে চাইল না। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পরিস্থিতি কিছুটা হালকা করার জন্য বলল, 'ওঁর নাম ফ্রেড হেস্...উনি হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ। হেস্ যা বলেছে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার ধারণা ঠিকও হতে পারে স্যার, এটা একটা খুনের মামলাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে...'

ব্রাউনিং তাঁর গ্রানাইট পাথুরে গড়া মুখের ওপর একটা দৃঢ়তার আবরণ টেনে ততোধিক দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, এই ব্যাপারটা দেখে কখনই মনে হচ্ছে না এটা কোন খুনের মামলা। খুবই সাদাসিধে সাধারণ আত্মহত্যার রহস্য। পূর্ণবাক্যে বলতে গেলে বলতে হয়, দিস ইজ সুসাইড! ঐ দেখ টেবিলের তলায় এখনও পড়ে আছে একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ সূঁচ সমেত. আর মেয়েটার মুখের আকৃতি একবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ—পূর্বের মুখশ্রীর প্রকৃত রঙ এখন বিবর্ণ হয়ে নীল রঙে রূপান্তরিত হয়েছে। ওভারডোজ হেরোইনই ওর মৃত্যু ডেকে এনেছে।

মেয়েটি নেশা করত একথা এই দৃশ্য দেখার পর সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে। এই সাধারণ ব্যাপারটাকে কেন যে তোমরা এতো গুরুত্ব দিচ্ছ কে জানে। সহজ সাধারণ একটা আত্মহত্যার

রহস্য তোমাদের মগজে ঢুকছে না কেন? মাথামোটা কেমন ধরণের পুলিশ হে তোমরা? এই মগজ নিয়ে তোমাদের আবার এতো মাথা ব্যথা। নাউ গেট আর আউট অফ্ হিয়ার।'

ব্রাউনিং-এর কথামতো বেইগ্‌লার আবিষ্কার করলেন হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ নিডিল সমেত টেবিলের তলা থেকে। মৃতার মুখের অস্বাভাবিক নীলচে ভাব তার দৃষ্টিকেও আকর্ষণ করল। তিনি নিখুঁত ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল ব্রাউনিং এর অনুমান মিথ্যে নয়।

তবু—

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেইগ্‌লার শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আপনি যা বললেন তা পুরোপুরি সত্যিও যেমন নয় তেমনি মিথ্যা বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। মৃতদেহ দেখে আত্মহত্যাও মনে হতে পারে আবার খুনও হতে পারে। কারণ এমনও হতে পারে কেউ ওঁকে জোর করে হয়তো ওভার ডোজ হেরোইন ইনজেক্ট করে তাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

—কে আবার মেরে ফেলবে? মেয়েটি একাই এখানে এসেছিল আর সারাক্ষণ ধরে সে এই ঘরে একাকীই ছিল। অধীর কণ্ঠে এই কথা বলে ফেললো মিঃ ব্রাউনিং। অনেক হয়েছে, এবার তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাশ এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। দিনের আলো ফোটার অপেক্ষায়। আমি আর অযথা সময় ব্যয় করতে চাই না। তোমাদের সঙ্গে অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়ার কোন হীনতম প্রবৃত্তি আমার নেই।

—'না স্যার, তা হয় না। যতক্ষণ না আত্মহত্যার ঠিক ঠিক প্রমাণ আমাদের হাতে এসে পৌঁচচ্ছে ততক্ষণ এখান থেকে লাশ সরাবার কোন ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। আইনের চোখে এটা গুরুতর অপরাধ। ওপর ওয়ালার কাছে যখন ডাক পড়বে তখন আমরা কী জবাবদিহি করব তা আপনি বলতে পারেন? আপনি একবার বোঝার চেষ্টা করুন ব্যাপারটা।' বেইগ্‌লার শান্তকণ্ঠে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করলেন।

ব্রাউনিং-এর দুই চোখ রাগে ধিকিধিকি করে জ্বলছে। উত্তপ্ত কণ্ঠে তিনি যে কড়াকড়া বুলি আওড়ালেন তা হল, তোমাদের মতো এমন অবাধ্য আর নির্বোধ পুলিশ অফিসারের আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা এখান থেকে বিদায় নিতে পার। লুই! পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন টেরলকে ফোন করে একবার ডেকে পাঠাও। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই সরাসরি যা বলার আমি তাকেই বলতে চাই।'

লুই তাড়াতাড়ি চলে গেলে বেইগ্‌লার ব্রাউনিং-এর উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনি অনর্থক আমাদের ওপর চটে যাচ্ছেন স্যার। পুলিশী তদন্তের এটা অন্যতম রীতি। অবশ্য স্বয়ং চীফ যদি বন্ধুত্বের খাতিরে অন্য কিছু নির্দেশ প্রদান করেন, সেকথা আলাদা। আচ্ছা, এখানে আর কোন ফোন আছে নাকি? একবার ব্যবহার করতাম তাহলে।'

—'তোমাদের চীফের সঙ্গে আমার কথোপকথন না হওয়া পর্যন্ত তুমি তার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে পারবে না, বুঝেছ? এটা আমার হুকুম বা নির্দেশ যা তুমি মনে কর তা করতে পার। কথা শেষ হলে রাগে গর্জন করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন বার কাউন্টারের দিকে। বেচারি বেইগ্‌লার, কী আর করেন? বন্ধু, সহকর্মী হেসের দিকে তাকালেন নিরুপায়ের দৃষ্টি নিয়ে, তারপর আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনঃসংযোগ করলেন মৃতা মহিলার নিঃসাড় অসাড় দেহে। সামান্য পরীক্ষার পর সহজে যে ব্যাপারটা মনকে বেশী উতলা করল তাহল মিঃ ব্রাউনিং-এর অনুমান অমূলক নাও হতে পারে। কারণ, মহিলার দু-হাতেই সূঁচে বিধ্বস্ত করা অজস্র দাগ। অর্থাৎ মহিলা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট।

মহিলার পাশেই পড়েছিল তাঁর সাদা ও সোনালী ব্রোকেডের সান্ধ্যকালীন ব্যাগ। সেটা তুলে নিয়ে খুলে একবার চোখ বোলালেন হেস্। প্রসাধন সামগ্রীর সঙ্গে একটা খাম নজরে এল তাঁর। মুখ খোলা। হেস্ খামের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একটা চিরকুট এনে বার করে সন্তর্পণে। পড়েও ফেললেন এক নিমেষে। তারপর বেইগ্‌লারের দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, চিঠিটা আমাদের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। একবার পড়ে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হবে না।

বেইগ্‌লার হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন—

পুলিশ ডিপার্টমেন্ট,

আপনারা ২৪৭, সীভিউ বুলেভার্ডে চলে যান। সেখানে আর একজনের দেখা পাবেন

আপনারা। তার প্রাপ্য সাজা সে আমার কাছ থেকেই পেয়ে গেছে। গ্যাস চেম্বারের কষ্ট লাঘব করার জন্য শর্টকাটই বেছে নিলাম ঐ মুহূর্তে মাথায় যা এল।

মুরিয়েল মার্শ ডেভন

পুনঃ—ও বাড়ির চাবি আপনি দরজার সামনে বিছানো মাদুরের তলায় পেয়ে যাবেন।

বেইগ্‌লার কোন মন্তব্য করার পূর্বেই বার-কাউন্টার থেকে ব্রাউনিং-এর গলা শোনা গেল, 'ওহে বেইগ্‌লার, তোমাদের চীফ্ তোমায় একবার ডাকছেন।'

চিঠিটা হাতে নিয়েই বেইগ্‌লার ছুটলেন ফোন ধরতে। রিসিভারটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েই ব্রাউনিং কয়েক পা তফাতে সরে দাঁড়ালেন।

—'আমায় ডাকছেন, চীফ?'

—আজ্ঞে, মিঃ ব্রাউনিং-এর ফোন পেয়ে আমি এখানে এসেছি। মহিলার লাশ ওপর ওপর দেখে মনে হয় আত্মহত্যা। ওভারডোজ হেরোয়িনের রি-অ্যাকশন। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জও একটা পেয়ে গেছি তাঁর বড়ির কাছ থেকে। শরীরের বেশকিছু জায়গা জুড়ে ইনজেক্‌শান নেওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। আর সেই সঙ্গে হাতে এসেছে একটা সুইসাইড নোট।

তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

মিঃ ব্রাউনিং-এর কানে যেন কোন কথা না পৌঁছয় বুদ্ধি করে বেইগ্‌লার নিম্নকণ্ঠে চিঠির বয়ান পড়ে শোনালেন চীফকে। আবার স্বাভাবিক কণ্ঠে নিজের মতো করে বলতে লাগলেন : 'মিঃ ব্রাউনিং-এর মনোগত ইচ্ছা আমরা বিনা তদন্তেই এখান থেকে লাশ সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। আপনি কী বলেন? তাকি উচিত হবে? আমার মতে এখানে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট স্কোয়াড পাঠানো প্রয়োজন।'

মাঝে কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর আবার বেজে উঠল মিঃ টেরলের গলা : 'তোমার সঙ্গে আর কে আছে?'

—'হেস্।'

—'বেশ, লাশের ভার না হয় ওর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি আর সময় নষ্ট না করে সোজা চলে যাও সীভিউ বুলেভার্ডে। টম লেপস্কিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে হাতে হাতে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে। আমি ব্রাউনিং এর রেস্তোরাঁয় বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি, ও-কে?'

—'ও-কে চীফ।' হাসিমুখে জবাব দিলেন বেইগ্‌লার। 'কিন্তু মিঃ ব্রাউনিং—'

—'ওকে বোঝাবার ভার আমার ওপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে তুমি আর দেরী না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় রওনা দাও।'

—'এক্ষুনি রওনা হয়ে যাচ্ছি, চীফ।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রিসিভারটা মিঃ ব্রাউনিং-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন বেইগ্‌লার, 'নিন কথা যা বলার আছে বলে ফেলুন, মিঃ ব্রাউনিং।'

রিসিভারটা তার হাতে জোর করে ধরিয়ে দিয়ে ছুটলেন তিনি হেসে্র উদ্দেশ্যে।

হেস্‌কে সব জানিয়ে বেইগ্‌লার যখন বাইরে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা ফেলছেন, তাঁর কানে এল, মিঃ ব্রাউনিং ক্রোধে মত্ত হয়ে তর্কের ঝড় তুলেছেন স্বয়ং চীফের সঙ্গে।

টিকি এডরিস, লা কোকাইল রেস্তোরাঁর ওয়েটার। মাঝারি গড়ন, বক্রেশ্বর। মাত্র সাড়ে তিন' ফুট উচ্চতা। দীর্ঘ আট বছর ধরে এই রেস্তোরাঁর কাজ করে আসছে সে। এতোদিন ধরে তার কাজে কোন ত্রুটি দেখা যায়নি। তাই জনপ্রিয়তার শিখরে সে আজ সহজেই পৌঁছতে পেরেছে। শুধু তার দৈহিক খর্বতার জন্যই নয় রেস্তোরাঁর খরিদ্দারদের কাছেও সে ভাঁড় হিসেবে বিখ্যাত।

রাত আড়াইটে নাগাদ রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ হলে সব কাজ সেরে, গুছিয়ে হিসেব জমা দিয়ে, নিজের কম্পার্টমেন্টে তার ফিরতে আরো দেড়-দুঘণ্টা দেরী হয়ে যায়। আজ সে যাবার জন্য জামা-কাপড় পরিবর্তনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় ফ্লোর ম্যানেজার লুই এসে খবর দিল : 'পুলিশ তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়, টিকি।'

—'পুলিশ আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী? কেন? ওই মৃতা মেয়েটার ব্যাপারে বুঝি? ঠিক আছে, আমার যতটুকু জানা আছে, যা দেখেছি তাই খুলে বলব, এর বেশী আর কিছু আমার বলারও নেই কারণ এই পর্যন্তই আমার জানা।'

বার-হল-এর একধারে ফ্রেড হেস্ আর স্বয়ং ডিটেকটিভ ম্যাক্স জ্যাকবি বসেছিলেন একান্ত

পৃথক হয়েই। জ্যাকবির হাতে ধরা নোটবই আর পেন্সিল। এডরিস হেলতে দুলতে এখানে এসে উপস্থিত হল।

দুই ডিটেকটিভ এডরিসের চেহারা দেখে প্রথমে সত্যি সত্যিই হতবাক হয়ে গেলেন। একটা প্রচণ্ড হাসির রোল দুজনেরই বুক ঠেলে গলায় এসে ঠেকল। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সামলে নিলেন নিজেদের।

তুমিই মৃতা মহিলাকে অ্যাটেন্ড করেছিলে? জিজ্ঞাসা করে উঠলেন হেস্।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কী নাম তোমার?'

—'আজ্ঞে, টিকি এডোয়ার্ড এডরিস।'

—'ঠিকানা?'

—'২৪ নং ইস্ট স্ট্রীট সীকোম্ব।'

সীকোম্ব হল প্যারাডাইস সিটিব উত্তর শহরতলী। শ্রমিক শ্রেণীর বেশীর ভাগ লোকেরই সেখানে নিবাস।

—'ভদ্রমহিলা রাত ঠিক কটা নাগাদ এখনে এসেছিলেন বলতে পারবে?'

—'ঘড়িতে তখন ঠিক কটা বেজেছিল বলতে পারব না তবে এগারোটার কিছু পরেই হবে।'

'মহিলা কী এখানে একাই এসেছিলেন না সঙ্গে কেউ ছিলেন?'

'না, একাই এসেছিলেন।'

—'যে ঘরে এই মুহূর্তে তার মৃতদেহ পড়ে আছে, সে ঘরটা কী তাঁর আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল?'

—'আজ্ঞে না, অত রাতে বিশেষ লোকজন বার হল থেকে তখন প্রায় বিদায় নিয়েছিল। সকলেই রেস্তোরাঁয় ভোজন সারার ব্যাপারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই বহু কামরাই খালি পড়েছিল?'

—'মহিলাকে কেমন দেখেছিলে? আই মিন সুস্থ না অসুস্থ?'

—'আজ্ঞে, যতদূর মনে আছে তাকে সুস্থই দেখেছিলাম।'

—'তারপর তিনি ঠিক কী কী করেছিলেন?'

—সোজা তার কামরায় প্রবেশ করে একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলেন। আমি গিয়ে এটাই জানতে চাইলাম : তিনি কী কারো জন্য প্রতীক্ষা করতে চান? জবাবে শুধুমাত্র মাথা নেড়ে 'না' বলে নির্জলা হুইস্কির অর্ডার দিলেন আমাকে। তার হাব-ভাব দেখে মনে হল তিনি প্রাইভেসি চান। তাঁর অর্ডার মতো হুইস্কি সার্ভ করে, পর্দা টেনে আমি অন্যত্র চলে যাই নিজের কাজ সারতে।'

'তারপর'।

—'আড়াইটে নাগাদ আমাদের রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেলে খদ্দেররা একে একে বিদায় নিতে শুরু করে দিল। আমি কামরায় কামরায় উঁকি দিয়ে আসতে আসতে যখন তার কামরার দোর গোড়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম তখন পর্দা টানা রয়েছে। বাইরে থেকে বেশ কয়েকবার সাড়া নেবার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু পরিবর্তে জবাব না পেয়ে পর্দা তুলে দেখি— ঐ অবস্থার সম্মুখীন।'

—'তাহলে তোমার বয়ান হলো : রাত ঠিক এগারটা থেকে আড়াইটে, এই সাড়ে তিনঘণ্টা তুমি আর ওর ধারে কাছে যাওনি। তাইতো, কেমন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এইসময় মিঃ ব্রাউনিং বললেন বন্ধুকে, 'আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম, ফ্র্যাঙ্ক। লু রইল ঐসব এখানকার কাজকর্ম সামলে নেবে। আজ যা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হলো, এতে না আমার ব্যবসায় লোকসানের কোন প্রতিফলন পড়ে। যত তাড়াতাড়ি পার এই সো-কল্ড পুলিশী-তদন্ত শেষ করে ফেল বন্ধু। লুই বেচারিও মানুষ, ওরও তো বিশ্রামের প্রয়োজন।'

—'না, না, বেশীক্ষণ সময় নেবে না আমার লোকেরা। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যেতে পার।'

অতঃপর বন্ধুকে 'গুডনাইট' জানিয়ে মিঃ ব্রাউনিং ধীর পদব্রজে সে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

মিঃ ব্রাউনিং চোখের আড়ালে যেতেই এডরিস বলে উঠল—হেস্ কে? 'মিঃ অফিসার!' আপনি যখন আমাকে প্রশ্ন করে বললেন—'মহিলাকে আমি ঠিক কেমন দেখেছিলাম, তখন কিন্তু জবাবে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল আমাকে। কেন জানেন? মনিব আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলেই বাধ্য হয়ে আপনাকে মিথ্যে বলতে হয়েছিল। কেন না আমি সত্যি প্রকাশ করলে উনি অকারণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন আর আমার এই সাধের চাকরিটিকেও খোয়াতে হোত। এবারে না হয় সত্যি জবাবটাই দিয়ে ফেলি।'

রাগে হেসের চোয়াল নিজের অজান্তেই শক্ত হয়ে উঠল। এডরিস আবার বলতে লাগল—ওঁকে যখন দেখলাম, আমার ধারণা হলো উনি নিশ্চয়ই কোন না কোন ঝামেলার সম্মুখীন হয়েছেন। কেন না, মুখের ভাব বিবর্ণ...দু চোখের চাউনিতে চাঞ্চল্যের ভাব...থর থর করে শরীর কেঁপে উঠছে...হাতের মুঠো মাঝে মাঝে খুলছেন আর বন্ধ করছেন...নিজের মনেই বিড়বিড় করে চলেছেন...সঙ্গীন অবস্থার এই ভয়াবহ রূপ দেখে বুঝলাম যে কোন মুহূর্তে একটা কিছু কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে বসবেন উনি। এর আগেও এমন ঘটনার সম্মুক্ষীণ হয়েছি আমি, তাই পরিস্থিতির এই চেহারা কিছুটা নিজের দখলে থাকায় তাঁকে এই কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে হাতের কাছে হুইস্কির পাত্র রেখে ও দরজা ভেজিয়ে, পর্দা টেনে দিয়ে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেললাম। মনিব আমার চিরদিনই শান্তিপ্রিয় মানুষ। কোনরকম ঝুটঝামেলা কেলেঙ্কারী পছন্দ করেন না। একমাত্র তাঁর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে মহিলাকে ঐভাবে কামরায় আটক করে রাখলাম তখনকার মতো অবস্থার সামাল দেবার জন্য।'

হেস্ আর জ্যাকোবি পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করলেন সবিস্ময়ে। হেস্ জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাটিকে তুমি তবে আগে থাকতে চিনতে?

জবাব দেবার আগে এডরিস একবার দেখে নিল ফ্লোর ম্যানেজার লুই কোথায়? তার চোখে পড়ল, সে কিছুটা দূরে একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কীসের যেন আলোচনা করছে। অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে হেস-এর কথার জবাব দিল স্বরের তীক্ষ্ণতা কিছুটা নরম করে : আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনতাম। আমার উল্টোদিকের অ্যাপার্টমেন্টে উনি থাকতেন।'

—'একথা আগে আমার কাছে প্রকাশ করোনি কেন বাপচাঁদ?' রাগে বিরক্ত হয়ে গালিগালাজ করে উঠলেন হেস্।

—'সে প্রশ্নতো আপনি আমায় করেননি অফিসার,' এডরিস বোকার মতো মুখ করে নিরীহ সুরে জবাব দিয়ে বসল।

—'হয়েছে, অনেক হয়েছে। এবার বলো কী জান তুমি ওঁর সম্বন্ধে। ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন হেস্?

—সত্যিকথা বলতে কী, মেয়েটি ভদ্রঘরের সন্তান হলেও ইদানিং তার চালচলন ঠিক ছিল না।

নেশা করা আর বেশ্যাবৃত্তি তার ছিল জীবিকা। গত আট বছর ধরে ওর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। শুধুই আলাপ। ওর আর আমার মধ্যে যা ছিল তা হল এক সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। কারণ—বলতে বলতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল এডরিস, আবেগশূন্য কণ্ঠে জানাল : 'আমার এই চেহারার মূর্তি দেখে কোন চক্ষুষ্মতী কন্যা আমার সঙ্গে কোন সাহসে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াসী হবে বলুন? মুরিয়েলও আমায় আর পাঁচজনের মতন কৃপা বর্ষণ করে কথালাপ সারত।'

—'কী কথোপকথন হতো তোমাদের?'

—'বলার মতো কিছু নয়, মুরিয়েল যখন নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত তখন ওর ঘর সংসারের জন্য শোক অকারণে উথলে উঠত। মেয়ের কথা, স্বামীর কথা, সংসারের টুকিটাকি বিষয়ে কথা, কখনো কখনো তার বর্তমান প্রেমিকের কথাও শোনাত সাতকাহন করে।

হেস্ আর কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন এডরিসকে, এমন সময় লুই কাছে এসে বলল, 'মিঃ হেস্! আপনার টেলিফোন এসেছে। উঠে দাঁড়ালেন হেস্ যাবার আগে এডরিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে যেন এখানেই থাকে, আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে তাকে।'

বার কাউন্টারে এসে ফোন ধরলেন হেস্—'হ্যালো?'

—'হেস্? আমি বেইগ্‌লার বলছি। চীফ্ আছেন?'

—'হ্যাঁ, কেন?'

—'তাঁকে গিয়ে শুধু বলো যে, মুরিয়েল মার্শের হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া চিরকুটের লেখা অনুযায়ী ২৪৭ নং সীভিউ বুলেভার্ডে এসে একজন পুরুষের লাশ পেয়েছি আমি। খুব কাছ থেকে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচবার গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। আর শোন, তোমাকে আমার একটু প্রয়োজনে লাগবে। চীফ্‌কে বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় চলে এসো এখানে।'

—'ও কে। বলছি তাঁকে। আজ সারা রাতটাই তাহলে আর দু চোখের পাতা এক করার কোন সম্ভবনাই নেই। চমৎকার!'

হেস্ রিসিভারটা ক্রেডেলে সবে মাত্র রেখেছেন ঠিক সেই সময়ে দুজন সাদা কোট পরনে ইন্টার্ন একটা ভাঁজকরা স্ট্রেচার বয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—'ডেডবডি নিয়ে যেতে এসেছে অফিসার।' একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

—'দাঁড়াও, দেখছি ডাক্তারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিনা। এই বলে হেস্ ডাক্তারের উদ্দেশ্যে সেই কামরার দিকে পা বাড়ালেন। এডরিসের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, ঠিক আছে, টিকি। আজকের মতন তোমার ছুটি। আগামীকাল সকাল এগারোটা নাগাদ হেডকোয়ার্টারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ডেস্ক সার্জেন্টকে শুধু এটুকু বলবে, তুমি মিঃ হেসে্র সঙ্গে দেখা করতে চাও, কেমন?'

টিকি মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল।

মুরিয়েল মার্শের মৃতদেহ যে কামরায় ছিল সেই কামরায় এসে হেস্ দেখলেন, ডাক্তার লোইসের কাজ প্রায় সমাপ্ত। তিনি পুলিশ চীফ্ টেরলকে সম্বোধন করে বলছেন,' আমার যা যা, করণীয় ছিল তা সবই হয়ে গেছে। লাশ এবার সরাতে পারেন। আগামীকাল সকাল দশটা নাগাদ আমার ফাইনাল রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।'

ডাক্তারের কথা শেষ হলে হেস্ মুচকি হাসি হেসে বললেন, 'কাজ এখনই শেষ কী বলছেন, ডাক্তার? আরো একটা মৃতদেহ ২৪৭ নং সীভিউ বুলেভার্ডের এক অ্যাপার্টমেন্টে পড়ে আছে আপনারই পথ চেয়ে। এই মাত্র ফোনে এই কথা জানাল স্বয়ং জো। সেখানে যাবেন না?'

টেরল প্রকৃত ব্যাপারটা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। জো এর কাছ থেকে শোনা বুলিগুলো হেস্ পুনরাবৃত্তি করে গেলেন।

টেরল একবার মৃতা মহিলাটির দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর অসাড় দেহটা তখন মেঝেতেই পড়েছিল। সুন্দরী, সুঠাম দেহের অধিকারিনী, বয়স প্রায় চল্লিশ। যৌবন পূর্ণমাত্রায় ভরপুর, ভাঁটার টান তখনও এসে পৌঁছয়নি।

চীফকে কৌতূহলী ভরা চোখ নিয়ে মৃতার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেস্ তখন বলে উঠলেন এডরিসের আওড়ানো বুলিগুলো। টেরল নীরবে শুনে গেলেন সব ব্যাপার। তারপর এও বললেন, ম্যালকে এখানে দায়িত্বে ন্যস্ত করে জো-এর কাছে চলে যাই।

'চলুন।'

মুরিয়েল মার্শ-এর চিরকুটের বয়ান মতোই ২৪৭ নং সীভিউ-বুলেভার্ডের গৃহে উপস্থিত হলেন জো-বেইগ্‌লার। এই এলাকায় ধনিক শ্রেণীর লোকের বাস। তাই গৃহগুলোর মূল্যও যথেষ্ট, সুদৃশ্য এবং বিলাসবহুল। ২৪৭ নং গৃহ একটা বাংলো আকৃতির ভিলা। সামনে কয়েক ফালি বাগান, গৃহকে আজ অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে। হয় বাসিন্দা নেই, না হয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বেইগ্‌লার গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। তারপর গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে নিজের ফ্ল্যাশ লাইটটা টেনে হাতে নিয়ে ফটক খুলে ধীর পদব্রজে এগিয়ে গেলেন সদর দরজার দিকে।

দরজার সম্মুখে দড়ির বোনা মাদুর পাতা। চিরকুটের বয়ান অনুসারে এরই তলায় এই গৃহে প্রবেশের চাবি থাকার কথা।

আর ছিলও তাই। চাবি হাতে নিয়ে বেইগ্‌লার সর্বপ্রথমে কলিংবেল টিপলেন বার কয়েক

সন্তর্পণে। কারো কাছ থেকে কোন সাড়া মিলল না। তিনি যখন এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হলেন যে, গৃহে কেউ উপস্থিত নেই ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি চাবিটা লাগালেন। নিঃশব্দে নীরবে খুলে গেল সদর দরজা। বেইগ্‌লার এক হাতে ফ্ল্যাশ লাইট আর এক হাতে নিজের সার্ভিস-রিভলবারটাকে মুঠোয় চেপে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন ভেতরে।

ভেতরে পা রেখেই ফ্ল্যাশ-লাইট জ্বেলে তিনি এ গৃহের আলোর সুইচের সঠিক অবস্থান দেখে নিয়ে একটা সুইচে চাপ দিতেই প্যাসেজটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। এই প্যাসেজের দুই প্রান্তে দুই পাশে দরজা দুটি তাঁর নজরে এল।

আপন মনেই কিছু ভেবে নিয়ে বেইগ্‌লার প্রথমে বাঁদিকের বন্ধ দরজাটা খোলার ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত নিলেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সুইচের সন্ধান করে আলো জ্বালাতেই অনুধাবন করতে পারলেন নিঃসঙ্গ এক শয়ন কক্ষ। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিরাট শয্যা, তাতে সুন্দর করে চাদর বিছানো, বালিশ পাতা। কিন্তু নির্ভাঁজ অবস্থা ঘোষণা করছিল সেগুলো কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি প্রায় কিছু দিন যাবৎ। খাটের মাথার দিকে, পায়ের দিক বরাবর আর সিলিঙে প্রকাণ্ড ধরণের তিন তিনটে দর্পণ ফিট করা। দেয়াল ঘন সবুজ রঙের ওয়াল পেপারে মোড়া। চার দেয়ালের জায়গায় জায়গায় হাস্যমুখী নিরাবরণা, সুন্দরী লাস্যময়ী রমনীদের দেয়াল চিত্র টাঙ্গানো। আঁকা ছবি নয়—প্রকৃত ফটোগ্রাফস্। ঘরের এক কোণে প্রমাণ সাইজের আলমারী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাল্লা একটু টেনে খুলতেই বেইগ্‌লার মুহূর্তের জন্য একটু থমকে গেলেন।

যুবতীদের বিবিধ অন্তর্বাস, যৌনচিত্র, বিভিন্ন ধরণের সঙ্গম-ভঙ্গীমার চিত্র, যৌনাচারের সময়ে ব্যবহৃত নানা প্রকারের সাজ-সরঞ্জাম—অর্থাৎ একজন বিকৃতকাম যৌন উন্মাদ পুরুষের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন সব রকমারি অদ্ভুত জিনিসে আলমারি বোঝাই।

বেইগ্‌লার বেরিয়ে এলেন সে ঘর থেকে। এবারে তিনি প্রবেশ করলেন পাশের ডানদিকের ঘরে। এ ঘরেও আলো ঢোকেনি। অগত্যা সুইচের সাহায্যেই আলো জ্বালাতে হল। আলো জ্বলে উঠতেই যে দৃশ্য তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল তাতে তিনি শুধু থমকেই যাননি, রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ঘরের ঠিক মাঝখানে পাতা একটা সিঙ্গল বেড খাট। খাটে বিছানো খবরের কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে নিষ্প্রাণ দেহের এক মানুষ। পরণে নীল সাদা ডোরাকাটা পাজামা আর জ্যাকেট।

রক্ত শুধু অজ্ঞাত ব্যক্তির সর্বাঙ্গেই নয়, বিছানা, মেঝে এমনকি দেয়াল পর্যন্ত রক্তের বিন্দুতে ভরপুর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন বেইগ্‌লার সেই দরজার কাছেই। তারপর ক্ষণিকের বিহ্বলতা কাটিয়ে ধীর পদব্রজে এগিয়ে এলেন খাটের অভিমুখেই।

আগন্তুক বলশালী চেহারার অধিকারী। মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো পেশীবহুল কাঁধ, কালো চুল সেই সঙ্গে সরু গোঁফ। মুখশ্রী মন্দ নয়।

মিনিটখানেকের মতো মৃত ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকার পর অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেন বেইগ্‌লার। খাটের পাশেই একটা টিপয়ের ওপর টেলিফোন। সন্তর্পণে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন লা-কোকাইলের উদ্দেশ্যে।

হেস্রে সঙ্গে কথা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই এ বাড়ির দরজার ঘন্টি বেজে উঠল। বেইগ্‌লার বেরিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই রহস্যসন্ধানী ডিটেকটিভ লেপস্কিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

—'শুনলাম এখানে নাকি কী একটা গোলমেলে ব্যাপার হয়েছে। চীফ তোমাকে সাহায্য করার জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন। তা ব্যাপার কী?'

বেইগ্‌লার দরজা বন্ধ করতে করতে জবাব দিলেন, 'খুন। একজনের লাশ পাওয়া গেছে এ গৃহে, এসো একবার দেখে যাও।'

যে ঘরে মৃতদেহ পড়েছিল সেই ঘরে দু'জনে এসে ঢুকলেন। লেপস্কি মৃত ব্যক্তির টুপিটা মাথার দিকে ঠেলে দিয়ে সামান্য বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আরে, এযে আমার পূর্ব পরিচিত জনি উইলিয়ামস্ দেখছি।'

—'তুমি তাহলে চেন এই আগন্তুক কে?'

—'হ্যাঁ, চিনি বৈকি, প্যালেস হোটেলের মাইনে করা নাচিয়ে। ও এখানে মরতে এসেছিল কেন?'

'হয়তো এটাই ওর ডেরা বা আস্তানা।'

—'কে খুনী হতে পারে, কিছু আন্দাজ করতে পারছ?'

'একটি মেয়ে—নাম মুরিয়েল মার্শ।' এই বলে সংক্ষেপে সব ঘটনার বিবৃতি লেপস্কির সামনে তুলে ধরল। তারপর দু'জনে মিলে তল্লাশির কাজে নেমে পড়ল সমগ্র ঘরটার। খুঁজতে খুঁজতে হাতে মিলল একটা আটত্রিশ ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক। এটা পড়েছিল খাটের তলায়। মনে হয় খুনের হাতিয়ার। বেইগ্‌লার সেটা রুমালে মুড়ে নিয়ে নিজের পকেটে চালান করে দিলেন।

তাঁদের যৌথ তল্লাশীর সময়েই উপস্থিত হলেন পুলিশের ডাক্তার। বেইগ্‌লার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এল এবং লাশের সামনে হাজির করে সকৌতুকে বলে উঠলেন, 'এই ধরুন আপনার আমানত, এবার সামলান।'

ডাক্তার গজ গজ করে নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'রাত্রের শেষ প্রহরেই যত ঝামেলা জুটে গেল ভাগ্যে। একটু যে নিদ্রা নেব তার উপায় পর্যন্ত নেই।'

বেইগ্‌লার বা লেপস্কি কেউই কোন মন্তব্য করল না শুধু নিজেদের মধ্যে সকৌতুক দৃষ্টি বিনিময় করে, ঘর থেকে বেরিয়ে এই গৃহের কম্পাউন্ডে এসে দাঁড়ালেন।

লেপস্কি চিন্তিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এই খুনের পেছনে কোন উদ্দেশ্য তো থাকবে? ঝগড়া ঈর্ষা? কিন্তু অত সামান্য কারণেও তো কেউ কাউকে এভাবে নৃশংসরূপে গুলি করতে পারে না। এ যেন মনে হচ্ছে—কোন কিছু ব্যাপার নিয়ে মেয়েটা তার মনের আক্রোশ বর্ষণ করেছে লোকটার ওপরে। তোমার কী মনে হয়?'

বেইগ্‌লার জবাব দেবার পূর্বেই মিঃ টেরল তাঁর দলবল সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেলেন সেখানে।

আধঘণ্টা পরের কথা—

যা দেখার ছিল তা একে একে দেখে নিয়ে মিঃ টেরল তাঁর গাড়িতে বসে পাইপ টানতে টানতে প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে রিপোর্টের জন্য। ডাক্তার উপস্থিত হলেন। তিনি জানলেন : রাত দশটার কিছু আগে বা পরে গুলি করা হয়েছে।

পাঁচটা বুলেটই হৃদযন্ত্রকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। আর গুলিও করা হয়েছে খাটের পায়ার খুব কাছ থেকেই। অর্থাৎ গুলির প্রবেশ পথের গতি নীচ থেকে ওপরে। বিস্তারিত রিপোর্ট আগামীকাল সকাল এগারোটা নাগাদ পেয়ে যাবেন চীফ্। এখনকার মতো তাহলে বিদায় নিই।'

ডাক্তার চলে গেলেন নিজের গাড়িতে চেপে। টেরল অতঃপর নেমে এলেন গাড়ি থেকে। গৃহের ভেতরে পা রাখলেন। হলঘরে বেইগ্‌লার আর হেস্ কথালাপ সারছিলেন নিজেদের মধ্যে। চীফকে আসতে দেখে হেস্ বলে উঠলেন, 'এখনকার কাজ আপাততঃ শেষ, স্যার। একেবারে ওপেন অ্যান্ড শর্ট মার্ডার কেস।'

টেরল বললেন, 'তাতেইতো আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে খুব বেশী করে। শোন, তোমরা দু'জনে মিলে ইস্ট স্ট্রীটে ঐ মেয়েটার অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাও। সুইসাইড নোটের সঙ্গে ওর হস্তাক্ষরও মিলিয়ে নিও একবার। বেঁটে গড়নের বক্কেশ্বরের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখ। আমার মন বলছে, ও অনেক কিছুই জানে, তাই ও যা বলেছে ওর বয়ান তার চেয়ে আরো অনেককিছুই মনে চেপে রেখেছে। হয়তো ওর পক্ষেই বলা সম্ভব, কি কারণে মেয়েটা তার মনে এতো আক্রোশ পুঞ্জীভূত রেখেছিল। যা যা বললাম তা ছাড়াও তোমরা নিজেরা যা পাবে জানবে বুঝবে সে সবের পরিপূর্ণ রিপোর্ট আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যেই আমি যেন পেয়ে যাই। বুঝেছ? নাও এবার চট্‌পট্ এখান থেকে যাবার ব্যবস্থা করে ফেল।'

—'ওকে চীফ্।'

টেরল এগিয়ে গেলেন সেই দিকেই, যেখানে লেপস্কি আর স্কোয়াডের নানান পারদর্শী ব্যক্তির দল নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

—'টম!' লেপস্কিকে ডেকে টেরল শুধু বললেন, এ গৃহে গুলি চালানোর আওয়াজ কারো

কানে পৌঁছেচে কিনা আর জনি উইলিয়ামসে্র পূর্বের কিছু কথা, এ দুটি খবরের দায়িত্ব আমি তোমাকে দিচ্ছি। অবিলম্বে খোঁজ-খবর নাও।'

—'ও-কে, চীফ্।'

।। দুই ।।

মিঃ টেরল আর তাঁর লোকজন লো-কোকাইল রেস্তোরাঁ ত্যাগ করে চলে যাবার পর এডরিসকে আর কোন প্রয়োজনে লাগবে না দেখে জ্যাকবি তাকে চলে যাবার অনুমতি দিলেন।

রেস্তোরাঁর পেছনের দিককার স্টাফ কার পার্কিং জোনে মাত্র দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই সময়ে। একটা কুপারমিনি, আরেকটা বুইক রোডমাস্টার ককভর্টিবল।

বুইকের ড্রাইভিং সীটে বসেছিল জনৈক বৃষস্কন্ধ পুরুষ। তার পরণে ছিল ফন কালারের স্যুট আর মাথায় ব্রাউন স্ট্রহ্যাট। এক মাথা সোনালী কেশ। বয়স প্রায় আন্দাজ আটত্রিশ। সুদর্শন বলিষ্ঠ চেহারা। চিবুকের নীচে গভীর খাঁজ।

প্রথম দর্শনেই এটাই মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে লোকটি হয়তো কোন আইনজ্ঞ, ব্যাঙ্ক অফিসার, রাজনীতির কাণ্ডারী অথবা একজন অভিনেতা।

কিন্তু সে তার একজনও নয়।

লোকটির নাম ফিল অ্যালগির, একজন জেল খালাশি কয়েদী। নিজের চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অসাধারণ বাকপটুতার গুণে বহু লোককে প্রতারণা করে আত্মসাৎ করার অপরাধে ধরা পড়ে, চৌদ্দ বছরের জেল খাটার পর সম্প্রতি সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। জেল থেকে বেরোবার পর যখন অর্থের অভাবে কষ্টভোগ করছে, সেই সময়ে এডরিসের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়। এডরিস তাকে ভরসা দেয় : ফিল যদি তার নির্দেশমতো কাজ করতে প্রস্তুত থাকে তবে সে তাকে ছোট-খাটো 'রাজা' বানিয়ে দিতে পারবে। কাজটা যদিও কঠিন কিছু নয় শুধু বুদ্ধি আর স্নায়ুর জোর থাকলেই কাজ হবে।

কাজটাতে ঝুঁকি ছিল নিশ্চয়ই তবে সামান্য চালের ভুল হলে গ্যাস-চেম্বার পর্যন্ত ঢুকতে হতে পারে, কিন্তু নিজের সাহস আর বুদ্ধিমত্তার ওপর ফিলের ছিল অগাধ আস্থা। তাই অনেক ভেবেচিন্তে রাজী হয়ে গেল সে এডরিসের দেওয়া প্রস্তাবে। অতঃপর তারা দু'জনে মিলে মতলব এঁটে যে খেলা খেলতে ময়দানে নামল, আজই ছিল তার প্রথম রাউন্ড।

এডরিসের অপেক্ষায় গাড়িতে বসে সিগারেট টানতে টানতে সময় অতিবাহিত করছিল ফিল, এমন সময়ে এডরিস এসে তার গাড়িতে উঠে বসল। তাকে দেখে ফিল তাড়াতাড়ি সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমগ্র জানতে চাইল : এদিককার অবস্থার হালচাল?'

—'জলের মতন তরতর করে বয়ে চলেছে।' জবাব দিল এডরিস।'

—'কোন ঝামেলা হয়নি, কেউ কোন এ বিষয়ে সন্দেহ করেনি। তারপর তোমার দিককার খবর কি? সব ঠিকঠাক তো?'

—'আপাততঃ সবকিছু প্ল্যান মতোই চলছে।'

—'গুড। পুলিশ বাংলোর দিকেই গেছে। তারপর আসবে ইস্ট স্ট্রীটে। তোমার পরের চাল কী হতে পারে, তা স্মরণে আছে তো?'

'হ্যাঁ, ফিল গাড়িতে চড়ে গাড়ি স্টার্ট দিল।'

—'বেশ। তবে চলি এখন।' গাড়ি থেকে নেমে পড়ল এডরিস। তারপর বলল, টেরল একজন তুখড় পুলিশ অফিসার।

তাই সকাল সাড়ে সাতটার আগে কখনই স্কুলের ধারে কাছে যাবে না। সাবধান!'

—'জানি হে বাপু, জানি। অত করে সাবধান না করলেও চলবে। তুমি আর আমি তো বহুবারই সেখানে গেছি। যাইনি? তাহলে ঘাবড়াবার আছেটাই বা কি? তুমি তোমার দিকটা দেখ? আমি দেখি আমারটা।'

বলতে বলতে ফিল গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িটা বাঁক ঘুরে তার চোখের আড়াল হতেই, এডরিস গিয়ে তার নিজের মিনি কুপার খানিতে চেপে বসল। বিস্তর খরচ-খরচা করে নিজের এই খাটো

আকৃতির চেহারা অনুযায়ী মিনি সীট, ব্রেক অ্যাক্সিলেটার, গীয়ার ইত্যাদি নতুন করে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নিয়েছে সে নিজে উপস্থিত থেকে। পরিশ্রম করে ড্রাইভিংটা আয়ত্ত করেছে ভালোভাবে। এখন সে একজন দক্ষ ড্রাইভার।

গাড়ি চালিয়ে, কতকটা ইচ্ছে করেই ২৪৭ নং সীভিউ বুলেভার্ডের বাংলোর সামনে দিয়ে নিজের ডেরা ইস্ট স্ট্রীটে ফিরল এডরিস। আড়চোখের দৃষ্টি দিয়ে একবার দেখে নিল পুলিশ কারগুলোর দিকে—সেগুলো সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল' বাংলোর সামনে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে পোশাক-আশাক ছেড়ে প্রথমে জলে গা ভিজিয়ে নিল। তারপর এক গ্লাস হুইস্কি হাতে নিয়ে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে আরাম করে সোফায় গিয়ে বসল।

ঘরটা খুব সাজানো-গোছানো। ফার্নিচার যা ছিল সবই প্রমাণ মাপের। শুধু সেগুলো যথাযথ ভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রতেকটির সামনে একটি করে ছোট টুল পাতা।

হুইস্কি আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের হাত ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে দেখল এডরিস, ভোর সাড়ে ছ'টা। গ্রেটার মিয়ামিতে পৌঁছতে পৌঁছতে ফিলের ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যাবে। সব কিছু নির্বিবাদে চলতে থাকে, তবে প্যারাডাইস সিটিতে ফিরে আসতে সাড়ে আট'টা বাজবে ফিলের। তারপর প্ল্যান অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করে ফিলের খবর দিতে দিতে সাড়ে ন'টা-দ'শটা তো বাজবেই।—মনে এগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

আরও একগ্লাস হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। কয়েক চুমুক দিতে না দিতেই সে শুনতে পেল সাইরেনের শব্দ তুলে পুলিশের একটা গাড়ি সশব্দে থামল তাদের বিল্ডিংয়ের নীচে। এডরিস তাড়াতাড়ি গ্লাস ফাঁকা করে ধুয়ে আবার যথাস্থানে রেখে এল। নিঃশব্দে পায়ে পায়ে বন্ধ দরজার কাছে এসে কপাটের গায়ে কান ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

এই গৃহের কেয়ার-টেকারের কাছে মুরিয়েলের কামরার চাবি নিয়ে বেইগ্‌লার আর হেস্ সশব্দে ওপরে উঠে এলেন।

ওপরে এসে লক্ খুলে মুরিয়েলের টু-রুম অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলেন গোয়েন্দা দুজন। সুন্দর ভাবে সু-সজ্জিত ঘর। প্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্রই মজুত আছে কামরাদুটিতে। ড্রেসিংটেবিল প্রসাধনী দ্রব্যসামগ্রীতে সজ্জিত ছাড়াও রূপোর তৈরী ডবল ফ্রেম-এ দুটো ফটোগ্রাফ সেখানে রাখা ছিল। কালো চুলওয়ালা এক সুদর্শন যুবার, বয়স প্রায় ত্রিশের দোর-গোড়ায়। দ্বিতীয়টি ষোলো সতেরো বছরের এক রমনীর। রমনীর মুখশ্রী যেমন অপরূপা তেমনি চোখদুটোও দুষ্টুমিতে ভরা।

যথারীতি তদন্ত তল্লাসীর পথে পা বাড়ালেন দু'জনে। উল্লেখযোগ্য জিনিস কিছুই মিলল না। তবে কিছু টাকাপয়সা মুরিয়েলের কয়েকটি না দেওয়া বিল আর তার নামের কিছু চিঠিপত্র—যার শুরু 'ডিয়ার মমি' দিয়ে, আর শেষ—'ভালোবাসা নিও, নোরেনা বলে। পত্র প্রেরিকার ঠিকানা : গ্রাহাম কো-এড কলেজ, গ্রেটার মিয়ামি।

মুরিয়েলের ব্যক্তিগত নোটগুলোর সঙ্গে সুসাইড নোটে হস্তাক্ষর মিলিয়ে এটুকু স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেল যে—একজনেরই হস্তাক্ষর।

বেইগ্‌লার বললেন, 'ড্রেসিং টেবিলের ওপর যে যুবতীর ছবি রয়েছে ঐ বোধহয় নোরেনা— মুরিয়েল মার্শের কন্যা। কিন্তু পিতা কে? ছবির ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই নন।'

হেস্ জাবাব দিলেন একটু ভেবে : 'বেঁটেটা জানলেও জানতে পারে। ওর সঙ্গে মুরিয়েলের একটা বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক ছিল। চল, ওকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।'

এ্যাপার্টমেন্টের দরজা পুনরায় লক করে ওঁরা এবার বিপরীতমুখী এ্যাপার্টমেন্টের দরজায় ঘা দিলেন। একটু পরেই দরজা খুলে সামনে এল এডরিস।

—'ও, আপনারা আসুন, ভেতরে আসুন। কফি তৈরী করছিলাম, তাই দরজা খুলতে একটু সময় লেগে গেল।'

ভেতরে প্রবেশ করলেন দু'জনে।

—'বসুন আরাম করে। কফি খাবেন তো?'

—'তা পেলে মন্দ হতো না।' জবাব দিলেন বেইগ্‌লার। চারিদিকে ঘরের সাজসজ্জা

চেয়েচেয়ে দেখতে লাগলেন। একটি ট্রেতে কফি নিয়ে উপস্থিত হল এডরিস।

কয়েক চুমুক কফি খাবার পর হেস্‌ই সর্ব প্রথম থমথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন, 'তোমার সঙ্গে মুরিয়েল মার্শের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল, ওর শয়নকক্ষে ড্রেসিং টেবিলের ওপর যে যুবার ফটোগ্রাফ দেখলাম, সেটা কী ওর স্বামীর ছবি?'

এডরিস বোকা নয়। বুদ্ধি তার মগজেও কিছু আছে। অতসহজে এই পুলিশের ফাঁদে পা দেবার পাত্র সে নয়।

সে উত্তরে শুধু বলল : 'কেমন করে জানব বলুন? আমি তো কখনও ওর ঘরে পা দিইনি।'

হেস্ কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে বামনটাকে দেখলেন, তারপর নিজেই উঠে গিয়ে ফ্রেম সমেত ছবি দুটো নিয়ে এসে এডরিসের হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখে বল।'

ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে এডরিস জানাল : 'না, এ মুরিয়েলের পতিদেবতার ছবি নয়। এরই সঙ্গে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে বেরিয়ে গেছিল। এর নাম হেনরি লিউইস। বছর পনেরো আগের কথা, এক মোটর দুর্ঘটনায় ছোকরা প্রাণ হারায়। তা দেখতে দেখতে এতোগুলো বছর কেটে গেছে।'

'এই মেয়েটি বোধহয় মুরিয়েলের মেয়ে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, নাম নোরেনা।'

—'বর্তমানে থাকে কোথায়?'

—'গ্রাহাম কো-এড কলেজ, গ্রেটার মিয়ামিতে। সেখান থেকে ও পড়াশুনা করছে।'

—'মুরিয়েলের স্বামী জীবিত?'

—'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন।'

—'নাম জান?'

—'জানি। মেলভিন ডেভন।'

—'কোথায় বাস করেন ভদ্রলোক?'

—'সঠিক জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, এই শহরেরই কোথাও তিনি থাকেন।'

—'মুরিয়েলের গৃহত্যাগের কারণ কিছু জানা আছে?'

—'ভাসা ভাসা কিছু জানি—মানে যা শুনেছিলাম মুরিয়েলের মুখ থেকে তাই আর কি। মিঃ ডেভন খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির, কাজ পাগল মানুষ। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ নজর দিতেন না। এই নিয়ে মুরিয়েলের মনে দুঃখ কষ্টের অন্ত ছিল না। বিয়ের বছর দুই বাদে এক পার্টিতে হেনরির সঙ্গে তার প্রথম আলাপ। প্রাণচঞ্চল আর রোমান্টিক প্রকৃতির যুবক। ফলে প্রেমে পড়তে বেশী সময় লাগল না মুরিয়েলের। এরপর একদিন স্বামীর ঘর ছেড়ে সকন্যা মুরিয়েল হেনরীর সঙ্গে আবাব নতুন করে ঘর বাঁধল।

হেনরীর সঙ্গে সুখশান্তিতে বেশ কয়েকবছর অতিবাহিত করেছিল মুরিয়েল। তারপর হঠাৎ একদিন কার অ্যাক্সিডেন্টে হেনরী মারা যায়। এ ঘটনা আগেই বলেছি, পনেরো বছর আগের।'

হেস্ জিজ্ঞাসা করল, 'মুরিয়েল এতো কথা নিজমুখে তোমাকে বলেছে?'

—'হ্যা, তবে একসঙ্গে নয়, বারে বারে, কিছু কিছু করে। কিছু আপনা থেকেই বলেছে আর কথায় কথায় নিজের অজান্তে বেরিয়ে পড়েছে। এই আর কি।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কি, হেনরীর যখন মৃত্যু হয় মুরিয়েল একেবারে নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য। তার মনোগত বাসনা ছিল, মিঃ ডেভনের নিকট থেকে ডিভোর্স পেলেই বিয়ে করে ফেলবে দুজনে। কিন্তু সে স্বাদ আর পূর্ণ হল না। অগত্যা শিশু কন্যাটিকে নিজের আপন পিতার কাছে রেখে মুরিয়েল একটা হোটেলে রিশেপসনিস্ট-এর কাজ নিল। মুরিয়েল আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। কুসংসর্গে পড়ে অধঃপতনের পথে পা ফেলল সে। নেশা করা ধরল—শুধু মদ নয়, মর্ফিন, হেরোইন ইত্যাদি নেশাও ছিল। যা ঘটার তাই ঘটল। চাকরিটা গেল। নিজেই বা কী খাবে আর মেয়ের মুখেই বা কী তুলে দেবে? পরিশেষে তাকে গনিকাবৃত্তির খাতায় নাম লেখাতে হল। চেহারা ভালো, রূপ যৌবন অটল ও অনড়, তাই পেশা জমে উঠতেও দেরী লাগল না। মেয়েকে বোর্ডিং স্কুলে রেখে পড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে নিজেও চলে এল নিউইয়র্ক ছেড়ে এই শহরে।

এখানেই পরিচয় হল জনি উইলিয়ামস্‌ের সঙ্গে।'

এই পর্যন্ত বলে থামল এডরিস। বেইগ্‌লার আর হেসের কাপে আরো খানিকটা কফি ঢেলে দিয়ে বলল, আমার মনে হয়, এর পরের ঘটনা আমার চেয়ে জনিই ভালো বলতে পারবে। আপনারা বরং তার সঙ্গে একবার দেখা করুন। কারণ, সে আমার চেয়ে মুরিয়েলকে আরো অনেক কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেয়েছে।'

হেস্ এবার নিজেই এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে তাতে দু'এক চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'জনি এ জগতের মায়া ত্যাগ করেছে। মুরিয়েল তাকে ভবনদী পার করে দিয়েছে।

আচ্ছা এডরিস! তোমার বান্ধবী তোমাকে এতকিছু বলেছে, আর এই খুনের ব্যাপারেই মুখ খোলেনি?'

এডরিস চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ বড় বড় চোখ করে। তারপর বলল 'না, বলেনি। অবশ্য ওর হাবভাব থেকে শুধু এটুকু বুঝেছিলাম—কিছু একটা কাণ্ড নিশ্চয়ই বাঁধিয়ে এসেছে মুরিয়েল। তবে কারো প্রাণ নিয়ে এসেছে তা বুঝতে পারিনি। কারণ ও মদ্যপানে আসক্ত ছিল তাই নিজের মধ্যে সে ছিল না। তবে জনির ভাগ্যে এরকম যে কিছু একটা ঘটবে তা জানাই ছিল। ব্যাটা নীচ, চুগলি খোর, কুত্তির বাচ্চা!'

—'এরকম একটা কিছু পাওনা জনির ভাগ্যেই বা ছিল কেন? কী করেছিল সে?' জানতে চাইলেন বেইগ্‌লার।

—'ও ব্যাটার জন্য মুরিয়েল কী না করেছিল। ওর খাওয়া, থাকা, জামাকাপড়, বাবুয়ানার সমস্ত খরচ—কি না জুটিয়েছে মুরিয়েল। জনি ওকে প্রথম থেকেই জোঁকের মতন রক্ত চুষে চুষে খেয়েছে। মুরিয়েল কোন প্রতিবাদ জানায়নি, নিঃশব্দে সব সয়ে গেছে। শেষে ব্যাটা ওরই রোজগারের পয়সা নিয়ে প্যালেস হোটেলের এক আধবুড়ি নাচিয়ে মাগীর সঙ্গে ফূর্তিতে মেতে উঠেছিল। এ নিয়ে মুরিয়েল কিছু বলার জন্য উদ্যত হলেই মহা হম্বিতম্বির পাহাড় জুড়ে দিত ব্যাটাচ্ছেলে।

শেষে ছয়মাস ভীষণ কষ্টে দিন কাটিয়েছে মেয়েটা। ড্রাগের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে গিয়েছিল—শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছিল না, খদ্দেরও কমে আসছিল...নোরেনার স্কুলের ফিস বাকি পড়ে যাচ্ছিল, এমন আরও বহু সংকটের সম্মুক্ষীণ হয়েছিল সে।

ধার চেয়েছিল কিছু জনির কাছ থেকে। কিন্তু পরিবর্তে এক পয়সাও দিল না জনি, উল্টে নানা খোঁটা দিত মুরিয়েলকে।'

—'নোরেনা জানে এসব?'

—'না, মুরিয়েল তাকে কিছু জানায়নি। তার মা একজন গণিকা, এটাই তাদের জীবিকার একমাত্র পথ। এ সবকিছুই তার কাছে অজ্ঞাত।

—'তা তুমিতো ওর প্রাণের বন্ধু ছিলে, তুমি আজ ওর এই দুর্দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে না কেন?'

—'আমি দিতে চাইলেও সে কখনই গ্রহণ করত না।

'কেন?'

এডরিসের মুখটা মলিন হয়ে গেল।

সে উদাস কণ্ঠে বলে উঠল, 'কারণ, সে আমায় মানুষ বলে গণ্যই করে না। আমায় কৃপা করত, করুণাও বর্ষণ করত কিন্তু কখনো সমকক্ষ বলে মনে করত না।'

হেস্ আর বেইগ্‌লার আবার নিজেদের মধ্যে একবার চোখাচোখি করলেন। বেইগ্‌লার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চল হেস্, এবার না হয় ওটা যাক টিকি। কফি খাওয়ানোর জন্য অজস্র ধন্যবাদ।'

হেস্‌ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে হেস্ মৃদু হেসে বলে উঠলেন, 'ওহে বেঁটে বক্কেশ্বর! নিজের নাসিকাকে অপরিষ্কার রেখো না যেন, কিছু বুঝলে?'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

কয়েক মিনিট চুপচাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল এডরিস। তার মুখ রক্তিম, চোখ জোড়া

উজ্জ্বল আর হাত মুষ্টিবদ্ধ।

ধীরে ধীরে সে ফিরে এল নিজের বসবার জায়গায়। ঘড়ি দেখল : সকাল সাতটা পনেরো। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল তারপর টেলিফোন স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে একটা বিশেষ জনের উদ্দেশ্যে ডায়াল ঘোরাল।

রিসিভারে ধ্বনিত হল একটি মহিলা কণ্ঠ : দিস ইজ গ্রাহাম কো-এড কলেজ।

—'ডাঃ গ্রাহামের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। খুব দরকারী।'

—'আপনি কে কথা বলছেন?'

—'আমাকে, আপনি চিনবেন না। আমি এডোয়ার্ড এডরিস। আপনাদের স্কুলের একজন ছাত্রী।' 'মিস নোরেনা ডেভনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই ওর সঙ্গে। বিশেষ দরকার।'

—'একটু ধরুন তাহলে।'

কয়েক সেকেন্ড পরে শোনা গেল ভরাট গলার পুরুষ কণ্ঠস্বর : 'দিস ইজ ডঃ গ্রাহাম।'

—ডাঃ গ্রাহাম? আমি এডোয়ার্ড এডরিস বলছি। ডেভন পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু আমি। নোরেনা আমার পরিচিত। নোরেনার মা এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। সিরিয়াস কেস। অবশ্য নোরেনাকে এতো কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই, অকারণে সে অস্থির হয়ে পড়বে। শুধু দুর্ঘটনার কথাটুকুই বলবেন। নোরেনার মা তাঁর কন্যাকে দেখার জন্য খুব ছট্‌ফট্ করছেন। ওঁর অ্যাটর্নী মিঃ স্ট্যানলী টেরল এখন গ্রেটার মিয়ামিতেই আছেন। তাঁকেও এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি এখনি এসে পড়বেন। এটাই স্থির হয়েছে আমার সঙ্গে তিনি বোর্ডিং থেকে নোরেনাকে নিয়ে আসবেন, বুঝেছেন?

ডঃ গ্রাহামকে নিরুত্তর দেখে এডরিস আবার বলে উঠল, কী ভাবছেন, ডক্টর?

—'নোরেনা কী মিঃ টেরলকে চেনে?'

—খুব সম্ভব নয়, তবে নামটুকু জানে বোধহয়। আমাকে খুব ভালো করে জানে ও পূর্ব পরিচিতি আছে আমার সঙ্গে নোরেনার। বুঝতেই পারছেন সমগ্র পরিস্থিতি। ভদ্রমহিলা মৃত্যুশয্যায়। মেয়েকে একবার শেষ দেখা দেখতে চান। আপনার যদি কোন আপত্তি থেকে থাকে তবে না হয় আমি যাই। কিন্তু এর ফলস্বরূপ যে সময়ের অপচয় হবে তার মধ্যে যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তবে দু' পক্ষেরই আফশোষের আর সীমা থাকবে না, ডক্টর।

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপরেই গলা ঝেড়ে নিয়ে ডঃ গ্রাহাম জানালেন : ঠিক আছে, মিঃ এডরিস। আমি নোরেনাকে তার মার দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে তাকে পাঠাবার জন্য তৈরী করে দিচ্ছি। আর কিছু?'

—'নো, থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।'

সিরিভারটা যখন ক্রেডেলে রাখল এডরিস, তখন তার চোখে মুখে চাপা উল্লাসের ছাপ স্পষ্ট।

ডঃ গ্রাহামের অফিসে টেবিলের দু' ধারে মুখোমুখি বসেছিলেন ডঃ গ্রাহাম আর ফিল অ্যালগির। ফিলের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ দামী এবং রুচিসম্পন্ন। সুশ্রী মুখে সময়নোচিত দুঃখের ছায়া।

ফিল বলছিল—মিঃ এডরিসের কাছে যে সংবাদ পেলাম, তাতে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে নোরেনা শেষ পর্যন্ত তার মাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবেন কিনা। আপনি যদি একটু তাড়াতাড়ি নোরেনার যাবার ব্যবস্থা করে দেন ডঃ গ্রাহাম, তবে খুব উপকৃত হই।'

—'ও-তো তৈরীই ছিল। তবে এখনো আসছে না কেন কে জানে? আচ্ছা, আমি একটু এগিয়ে দেখছি—'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবেন ডঃ গ্রাহাম, ঠিক সেই মুহূর্তে নোরেনা এসে প্রবেশ করল তাঁর অফিস ঘরে।

পরনে কুচি দেওয়া ধূসর রঙের স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ, কালো টুপি, কালো মোজা আর কালো জুতো। হাতে ধরা ধূসর রঙের শার্ট কোট, চোখে চশমা।

নোরেনার দিকে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল ফিল মৃদু করমর্দন করে কোমল কণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছ না, নোরেনা। আমি তোমার মায়ের অ্যাটর্নী। কিছুদিন হল তিনি আমার ক্লায়েন্ট। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় এভাবে

হবে আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। যাইহোক, এবার যাওয়া যাক, মিথ্যে সময় নষ্ট করে কী লাভ? পথও তো নেহাৎ কম নয়।

ফিল অ্যালগিরের বুইক যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলেছে গ্রেটার মিয়ামির হেভীট্রাফিক ভেদ করে। পাশাপাশি বসে নোরেনা আর ফিল। দুজনেই নীরব। নীরবতা ভঙ্গ করে নোরেনা খানিকটা ইতস্ততঃ হয়েই জিজ্ঞাসা করল : 'মাকি তখন নেশায় বেঁহুশ ছিলেন।

ফিল একটু অবাক হল নোরেনার এই রকম প্রশ্নের ধরন ধারণে। শুধু জানাল, 'মাতাল? তার মানে? ছিঃ নোরেনা, নিজের মার সম্বন্ধে এ ধরনের মন্তব্য করা শোভনীয় নয়।'

নোরেনা কিন্তু ফিলের এই কথায় বিন্দুমাত্র লজ্জিত হল না দুঃখও পেল না। বরং—আবেগের বশে বলতে লাগল : এ পৃথিবীর যে কোন জিনিসের চেয়ে আমার মা আমার কাছে অনেক বেশী প্রিয়। আমি জানি আমার মা মদ খান, নেশাতেও আসক্ত। যদিও এই কথা কোনদিন তিনি নিজ মুখে আমার কাছে স্বীকার করেননি। কিন্তু এ সংবাদ আমার কানে এসেছে। শুধু তাই নয়, আমি জানি কেন আজ তিনি এই চরম দুর্দশার শিকার? আমাকে মানুষ করার জন্যে মা যে নিজেকে কতখানি উজাড় করে ফেলেছেন তা আর কেউ না জানুক আমি জানি। নিজের এই রিক্ততা গোপন করতেই মদের গ্লাস আমার মা স্বেচ্ছায় হাতে তুলে নিয়েছেন। তাইতো জানতে চাইছিলাম, দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন কি তিনি নেশার ঘোরে বেঁহুশ ছিলেন?'

—'না, অন্ততঃ এডরিস আমায় তা বলেনি। তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা গেছে। যাই হোক তুমি এবার চুপচাপ লক্ষী মেয়ের মতো নিজের জায়গায় বসে থাক। বেশী কথালাপ হলে আমার গাড়ি চালানোর আর কিছু ব্যবসাগত ভাবনাচিন্তার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল, কেমন?'

মিষ্টি মধুর সুরে হুকুম জারি করল স্বয়ং ফিল। কারণ, কথায় কথায় যদি বেফাঁস তার নিজের অজান্তেই নির্গত হয়ে আসে মুখ থেকে। সত্যি কথা বলতে কী সেও তো বিশেষ কিছুই জানে না মুরিয়েল সম্পর্কে।

নিউইয়র্ক থেকে রাতের ফ্লাইটের প্লেন ঠিক ঠিক সময়ে এসেই মিয়ামি এয়ারপোর্টের রানওয়ে স্পর্শ করল। সকাল তখন সাড়ে সাতটা। যাত্রীদের মধ্যে ছিল একজন সপ্তদর্শী তরুনী। রূপ আর যৌবন যেন উপচে পড়ছে তার সারা শরীর থেকে। মাথায় সাদা স্কার্ফ, পরনে সবুজ সোয়েড জ্যাকেট, কালো আঁটসাট প্যান্ট, গলায় গিঁট বাঁধা সাদা রুমাল। জ্যাকেটের সামনের দিকটা উন্মুক্ত। তার তলায় যে সাদা শার্ট ছিল তার দুপাশ দিয়ে উত্তেজক ভঙ্গিতে মাথা তুলে উঠেছিল সুগোল, সুগঠিত দুই সুঠাম স্তন। হাই হিল জুতো পরে হাঁটার তালে তালে সে জোড়াও এবং নিতম্বও অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছন্দে ওঠানামা করছিল।

তার এই ছন্দোময় চলন, চোখ ধাঁধানো রূপের ছটা, বুকে দোলা জাগানো যৌবন মাধুর্য দেখে আত্মহারা হয়নি—ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেনি, এমন নর-নারীর সংখ্যা খুবই কম ছিল এয়ারপোর্টে।

তরুণীর নাম—ইরা মার্শ, মুরিয়েলের সবচেয়ে ছোট বোন। মানুষ হয়েছে ব্রুকলীনের বস্তিতে। ইরার চেয়ে মুরিয়েল বাইশ বছরের বড়। মুরিয়েল যখন গৃহ ছেড়ে আসে, মার্শ পরিবারের জীবন থেকে মুছে যায় চিরদিনের মতন, ইরা তখন পৃথিবীর আলো দেখেনি। এগারোজন ভাইবোনদের মধ্যে ইরা সর্বকনিষ্ঠা। চার ভাই মারা যায়, হয় দুর্ঘটনা না হয় মদ পান করে, মারামারি করতে গিয়ে ছুরি বা গুলিবিদ্ধ হয়ে।

দুজন ডাকাতির দায়ে সারা জীবনের সাজা মাথায় নিয়ে জেল খাটছে। মুরিয়েল আর তার তিন বোন বস্তির ঐ নরক জীবন পেছনে ফেলে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে পড়ে বৃহত্তর জীবনের বিভিন্ন পথে। একমাত্র মুরিয়েলই ক্ষণিকের জন্য দর্শন পেয়েছিল জীবনের উজ্জ্বল দিকটা। তারপর সেও তার আত্মীয় পরিজনদের মতো তলিয়ে যায় অতল অন্ধকার গহ্বরে। ইরার ভাগ্যে যে কী লেখা আছে তা এখনো অজানা। বর্তমানে এডরিসের কল্যাণে ইরা আজ জেনেছে তার বড় দিদির কথা—যাকে সে জন্মের পর চোখে দেখেনি, শুধু মা বাপের মুখে এক আধবার তার নামটুকুই শুনে এসেছে।

মাস চারেক আগে পাবলিক বাথ থেকে যখন স্নান সেরে সদ্য ফিরে আসছিল ইরা, তার নজরে পড়ল তাদের গলির মোড়ে একটা লাল রঙের মিনি কুপার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইরা দেখেও না দেখার ভান করল। সে গাড়ির পাশ কাটিয়ে গলিতেই ঢুকতে যাবে সেই মুহূর্তে খুলে গেল বন্ধ থাকা গাড়ির লাল দরজা। ব্রাউন স্পোর্টস জ্যাকেট ও গ্রে ফ্ল্যানেল পরা এক অদ্ভুত রকমের বেঁটে লোক তিড়িং করে লাফিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে মুখ তুলে বলল, 'তুমি যদি ইরা মার্শ হয়ে থাক তবে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে এই ইরা। মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে দাঁড়ালো, সেই বেঁটে গড়নের বামনকে ভুরু কুঁচকে লক্ষ্য করে উপেক্ষার সুরে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি ইরা মার্শ। কিন্তু তুমি, তুমি কে? আমি পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে কোন অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করি না।'

এডরিস হাসিমাখা মুখেই জবাব দিল, 'আমি তোমার দিদি মুরিয়েল মার্শের বন্ধু। তোমার দিদির ব্যাপারেই কথা ছিল। তাও কি শুনতে প্রস্তুত নও?'

অচেনা ব্যক্তির মুখে দিদির নাম শুনে কেমন থতমত খেয়ে গেল ইরা। শুধু নাম ছাড়া দিদির বাকি সবকিছুই ছিল তার কাছে অজানা। তাই এতো বছর বাদে সেই অদেখা অচেনা অজানা দিদির নাম শুনেও তার বিষয়ে কিছু কথা জানার সুযোগ পেয়ে, কৌতূহলী মন তা জানার জন্য উসখুস করছিল।

আশে-পাশে ততক্ষণে মানুষের ভিড় জমে উঠেছে—ইরার মতন একজন অপরূপা সুন্দরী তরুণীকে আধবয়সী বেঁটে বামনের সঙ্গে পথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে। বেগতিক দেখে ইরা চটপট মিনির দরজা খুলে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে। ইঙ্গিত বুঝে এডরিসও সময় নষ্ট করল না গাড়িতে উঠে বসতে। তারপরেই ছুটে চলল লাল মিনি।

গলির মুখ ছাড়িয়ে বেশ ক্ষানিকটা পথ চলে আসার পর এডরিস বলল, 'আমার নাম টিকি এডরিস। তোমায় সঙ্গে নিয়ে আমি একটা কাজের ধান্দায় আছি, যা করতে পারলে আমরা দুজনেই লাভবান হতে পারব, হাতে কিছু মালকড়িও আসবে।'

—'আমায় নিয়ে? আমায় চেন না জান না অথচ আমায় নিয়ে কাজের ধান্দায় আছ! আশ্চর্য!'

এডরিস হেসে জবাব দিল : 'চিনতাম না একথা সত্যি এবার তো পরিচয়পর্ব শেষ। আর জানার কথা বলছ? আমি তোমার সম্পর্কে যা জানি, তুমি নিজেও তোমার সম্বন্ধে ততোখানি জান কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।'

কথা বলতে বলতে একটা নির্জন জায়গায় দেখে গাড়ি থামাল এডরিস। কথাটার মধ্যে কোথায় কোন মিথ্যা নেই, খুবই সত্যি। মাস খানেক আগে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় একদিন মুরিয়েল তার এই বোনের কথা বলেছিল এডরিসকে। সে বলেছিল : বোনটাকে আজ অবধি চোখের দেখাও দেখিনি আমি। সে যে এ পৃথিবীর আলো দেখেছে তাই জানতাম না। একদিন হোটেলে আমাদের পাড়ার বেশ কিছু লোক এসেছিল খানা-পিনার উদ্দেশ্যে। আমায় দেখে তারা বলাবলি করছিল ওব কথা। বলছিল আমাদের পাড়ার মার্শদের ছোট মেয়েটাকে অবিকল ঐ রিসেপশনিস্ট মেয়েটির মতন দেখতে, তাই না? শুনে তো আমি হতবাক! আমার মেয়ের বয়সী যে আমার বোন থাকতে পারে এ ব্যাপারে আমি কোনদিন সত্য জানার জন্য আগ্রহী ছিলাম না।'

কথাটা এডরিসের মনকে বেশ নাড়া দিল, তাই গেঁথেও গেল একেবারে। কারণ সে যে কাজের উদ্দেশ্যে ছিল তাতে একজন মেয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল। যে সে মেয়ে এই স্থানে বসার উপযুক্ত নয়। সে হবে চটপটে, সাহসী, চাতুর্যে ভরা আর বুদ্ধি মত্তার পরিচয় বহন করবে। বহু সন্ধান করেও এমন মেয়ে তার কপালে জুটছিল না। মুরিয়েলের কথা শুনে তার বোনটাকে একটু বাজিয়ে নিতে চাইল এডরিস। তাই সে বিলম্ব না করে, নিউইয়র্কের এক বে-সরকারী পেশাদার এনকোয়ারী এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের জানাল : 'ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী এক নারীর বর্ণনা কতকটা এই রকম ঃ এখানে যে মুরিয়েলের একটি সুন্দর বর্ণনা তুলে ধরল নাম ইরা মার্শ, নিবাস বস্তী অঞ্চল। তার সম্পর্কে আদ্যোপান্ত ভাল মন্দ সমস্ত সংবাদ চাই।'

ঠিক এক সপ্তাহ পরে এজেন্সীর দেওয়া একটা পাঁচ পাতার রিপোর্ট ছবি সমেত এডরিসের হাতে এসে পৌঁছল, রিপোর্ট পড়ে এডরিসের মন খুশিতে ভরে গেল। তার কাজের পক্ষেই এই

মেয়ে উপযুক্ত।

তার প্ল্যানের বিরাট কঠিন বেড়ার প্রথম ধাপ যে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে গেল। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তার দু'শো ডলার নিজের পকেট থেকেই ব্যয় করতে হয়েছে, তবে এই নিয়ে আফশোস করার মতন নয় সে। সে জানে এমন একটা সময় তার দ্বারে উপস্থিত হতে চলেছে যে সময় দু'শো গুণ টাকা পুনরায় তার পকেটে ফিরে আসবে স্ব-মহিমায়।

ইরা খুব জবরদস্ত মেয়ে (রিপোর্টে তাই বলছে) ছোট-খাটো চুরি চামারিতে পাকাপোক্ত সে। মোকামিন গ্যাঙের (পাড়ার উঠতি মস্তান তরুণদের দল) সঙ্গেও সে যুক্ত। এই দলের সর্দার জেম্ ফার নামের এক আঠারো বছর বয়সের তরুণ। ফারের বান্ধবীর নাম লিয়া ফ্রেচার। মনের সংগোপন আসনে ইরার কামনার পুরুষ ছিল এই ফার। লিয়ার তদারকীর জন্য কাছে যাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পেত না। ফারের কাছে যাওয়ার জন্য পথের কাঁটা লিয়াকে আগে সরাতে হবে। বারংবার হতাশা আর ব্যর্থতার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ইরা তার মনকে আরো দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পেরেছে, মনে মনে এক মতলব আঁটল ইরা।

গোপনে সে জেমকে এড়িয়ে একমাস ধরে কিছু ক্যারাটের প্যাঁচ শিখে নিল। নিজেকে সে লিয়ার একজন প্রতিপক্ষরূপে গড়ে তুলতে পারল। চ্যালেঞ্জ জানাল তার পথের প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী স্বয়ং লিয়াকে। এরপর আর কি?

একদিন একটা পরিত্যক্ত গুদাম ঘরে দলের প্রধান প্রধান সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে 'ফার'কে পাওয়ার দাবী নিয়ে সম্মুখীন হল এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিনী। একমাত্র পরনের ভূষণ বলতে প্যান্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। থাকাটা নিয়মের মধ্যেও পড়ে না। শুরু হল লিয়া ও ইরার দ্বৈরথ সংগ্রাম—অবশ্যই উন্মুক্ত হস্তে।

সেই প্রচণ্ড সংগ্রামে ওদের হিংস্রতা আব তাণ্ডবতা দেখে দলেব প্রায় সকলেই এমনকি যাকে নিয়ে এই তাণ্ডব নৃত্য স্বয়ং ফারও মাঝে মধ্যে এই ভেবে অস্থিত হয়ে পড়ছিল যে : এবার বুঝি মেয়েটা এই অল্প বযসে বেঘোরে মৃত্যুব কোলে ঢুলে পড়বে। কিন্তু বাধা দেবার নিয়ম ছিল না বলেই কেউ যুদ্ধ থামাতে এগিয়েও এলনা। শেষ পর্যন্ত ইরার গলায়ই জয়মাল্য উঠল। অবশ্য তার পুরস্কারস্বরূপ ফারকে নিজের প্রণয়ীরূপে পেলেও তাকে দিন পনেরো ডাক্তারের সেবা-শুশ্রূষায় থাকতে হয়েছিল।

রিপোর্টের অন্ত এই ভাবে : এই তরুণীটি কামুকী, কুটিলা, বদমেজাজী, স্বার্থপর এবং অনৈতিক রূপেও তার যথেষ্ট সুনাম। কোন কিছু নিজের করে পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে এমন কোন দুঃসহ কাজ ছিল না যা সে করতে পারে না। ইরার মূল অস্ত্র ছিল ইরার সাহসিকতা, বুদ্ধিদীপ্তা, চতুরা, বিচক্ষণা, দৃঢ়সংকল্পশালিনী, সর্বোপরি সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারিণী। শুধু তাই নয় লেখাপড়া, বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিং মেশিন ও কম্পিউটারে সে তার পারদর্শীতা বজায় রেখেছিল।'

এডরিস যা আশা করেছিল এই মেয়েটি তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিভাশালী। তাই সে সময় নষ্ট না করে জাল বিছানোর কাজে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। ইরাকে দেখে তার সুপ্ত বাসনা আরো দৃঢ় হল—একে দিয়েই তার কাজ হবে। তবে নিজের মতো করে ঘষে মেজে নিতে হবে এই যা।

এডরিস বলল, 'বুঝলে তো? আমি তোমার সম্পর্কে না জেনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। এবার বলো, তুমি কি কিছু টাকা উপার্জন করতে চাও?'

ইরা একটু ভেবে নিয়ে বলল : এতো সকলেরই কল্পিত ইচ্ছা, তবে আমার চাওয়া দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে : কত পাব আর তার জন্য আমায় কী বলিদান দিতে হবে?'

এডরিস আড়চোখে ইরাকে একবার দেখে নিয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল : 'বেবী তুমি কখনো স্বপ্ন দেখেছ?'

—'বহুবার।'

—'কত টাকা পাবার আশা তুমি কর?'

—'পাবার আশা অনেক।'

—'তবু? তোমার কল্পনার পরিমাণ কত?'

ইরা থতমত খেয়ে গেল। তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, যদি বলি এক' লক্ষ ডলার।'

—'ব্যস!' হো হো করে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল এডরিস। হাসতে হাসতেই বলল, 'তোমার কল্পনার দৌড় এই পর্যন্ত? এত অল্পে সন্তুষ্ট তুমি। দশ-বিশ পর্যন্ত ওঠার ক্ষমতায় কুলোল না? নিছক স্বপ্ন তো!'

ইরা বিরক্তিসূচক মুখ নিয়ে রিস্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বাজে কথা এবার থামাও, অনেক হয়েছে। গাড়ি ঘোরাও। বাড়ি যেতে হবে আমায়, হাতে কাজও কিছু আছে।'

—'বাড়ি ফেরার এতো তাড়া কিসের, বাড়ি ফিরবে তো নিশ্চয়ই। আগে আমার কথা শেষ করতে দাও তারপর না হয় তোমার মতামত দিও—বাজে না কাজের তা শুনলেই বুঝতে পারবে, কোমল কণ্ঠে জবাব দিল এডরিস।

একটু থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল : আমি যদি বলি তোমার প্রাপ্য পঞ্চাশ' হাজার ডলার, তবে কী কোন বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস তোমার আছে?

ইরাও পাল্টা দৃষ্টিতে তার প্রতিপক্ষকে একবার নিরীক্ষণ করল। বোঝবার চেষ্টা করল সে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে নাকি।

কিন্তু এডরিসের মুখভাব, তার চাউনিতে তামাসার কোন ইঙ্গিত ছিল না বরং তার পরিবর্তে সিরিয়াস হবার ভাব-ভঙ্গিমাই ছিল প্রকট। সহসা সে রক্তের মধ্যে এক অনাস্বাদিত পূর্ব চাঞ্চল্য অনুভব করল। নিজেকে অতিকষ্টে সংযত করে ধীরেসুস্থে প্রশ্ন করল : কোন বিষয়ে আমার ঝুঁকি নিতে হবে। যেমন আমি আমার স্বাধীনতার ঝুঁকি নিজেব কবলে নিয়ে নিয়েছি।'

'বলো কি। তোমার স্বাধীনতার ঝুঁকির মূল্য পঞ্চাশ হাজার ডলার? তুমি সত্যি হাসালে। শুধু স্বাধীনতা কেন? তুমি তোমার যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে সব কিছুরই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছ ঐ টাকার জন্য? আর কিছু?'

'শোন, টাকাটা কিন্তু আমি নিজে হাতে তোমার হাতে তুলে দেব না। তোমার বুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে সেই টাকা উপার্জন করতে হবে।'

—'কেমন করে?'

—'পরে আসছি এই কথায়। তার আগে আমাব এই প্ল্যানের প্রকৃত ইতিহাস কি তা জেনে নাও।'

এই বলে এডরিস তার বয়ান শুরু করল। মুরিয়েলের ব্যাপারে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে বিবাহ করা, আবার স্বামীব ঘর ছেড়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা পর্যন্ত যাবতীয় যা কিছু আছে তা একটু একটু করে ইরার সামনে তুলে ধরল। গভীর মনযোগে ইরা এডরিসের কথাগুলো শুনে যেতে লাগল।

অতঃপর এডরিস ইরাকে তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন কবে তুলল : তার প্ল্যানে ইরাব অবস্থান কোথায়, কী তার অংশ ইত্যাদি সব বিস্তৃত ভাবে বলল, 'মুবিয়েলের স্বামী আর কখনো তাঁর মেয়েকে দেখেননি, ষোল বছর ধরে মেয়ের কোন সংবাদ রাখেননি। তোমার চেহারা অবিকল মুরিয়েলের মতন। মিঃ ডেভন যদি তোমায় একবার দেখেন তবে ভাববেন—মুরিয়েলই বোধহয় কোন যাদুমন্ত্র বলে আবার তার কিশোরী বয়সে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাই এদিক থেকে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তোমায় তিনি তাঁর নিজের কন্যা রূপে গ্রহণ করবেন নির্দ্বিধায়।

কথাটাতে যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়নি ইরা তা জানত। কেন না কথায় কথা উঠলে তার মা-ই কতবার বলেছে : তুই আমার হারিয়ে যাওযা মেয়ে মুরিয়েল। তার জায়গা দখল করেছিস তুই, ইরা। অবিকল মুরিয়েল হয়েছিস তুই।'

এডরিস তার বক্তব্য শেষ করলে ইরা বলল, তা না হয় হল, কিন্তু আমি যার পরিবর্তে ডেভনের মেয়ে সেজে যাব তার ব্যবস্থা কী হবে? সে যদি কোনভাবে এই সত্য জানতে পেরে যায়।'

—'না, সে জানতে পারবে না। জানবেই কী করে? গত সপ্তাহ তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই তো আমি ছুটে এসেছি তোমার কাছে। সে জীবিত থাকলে কি আর আমার এই প্ল্যান বাস্তবে পরিপূর্ণ রূপ দেবার সাহস করতাম আমি? সে মারা যেতেই তো এই মতলবটা আমার মাথায়

খেলে গেল। অবশ্য তোমার দিদি গত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে, মনে হয় বড় জোর তিন থেকে চার মাস। তার যা অবস্থা, ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে কিনা সন্দেহ। হেরোয়িনের বিষ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গেছে।

ইরা আবার প্রশ্ন করল : 'দিদির মেয়েটা মরল কী সে?'

—'জলে ডুবে।' অম্লান বদনে মিথ্যে বলে গেল এডরিস। সাঁতার কাটতে নেমেছিল সমুদ্রবক্ষে, হাতে পায়ে খিল ধরে হঠাৎ, সাহায্যের জন্য কেউ ছুটে আসার আগেই সে অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল।'

আর কিছু বলল না ইরা। তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে এডরিস জিজ্ঞাসা করল : 'শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলে? কাজটা করবে কি করবে না? ঝুঁকি আছে নিঃসন্দেহে আর টাকার অঙ্ক পঞ্চাশ হাজার ডলারও তো কিছু কম নয়।'

দীর্ঘ' নিঃশ্বাস ফেলে ইরা বলল, আমায় কয়েকটা দিন ভাবার অবকাশ দাও টিকি। তুমি বরং আগামী রবিবার এখানে একবার পদধূলি দিও। সেই দিনই আমি আমার মতামত জানিয়ে দেব তোমায়।'

—'অসম্ভব! পরের চাকরি করে আমায় বেঁচে থাকতে হয়। ঘন ঘন এত দূরে আসা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আজ এসেছি ছুটি ভাগ্যে জুটেছে বলে। এক কাজ কর, 'এই বলে পকেট থেকে নিজের নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড বের করে ইরার হাতে তুলে দিয়ে বলল, তোমার মন আর মতি স্থির হলেই এখানে আমায় টেলিগ্রাম করে দিও—'হ্যাঁ' বা 'না' এই দুই শব্দের মধ্যে তোমার মর্জি মতো যে কোন একটা বেছে নিয়ে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, তোমার দিদি মৃত্যুর কোলে মাথা না রাখা পর্যন্ত একাজে আমরা হাত দিতে পারব না, তাই ব্যস্ততার কোন কারণ নেই। ঠিকঠিক ভাবে কাজ হাসিল করতে হলে হাতে সময়ের প্রয়োজন। আমি আমার কাজ সঠিক পথেই করতে চাই। বুঝলে?

এয়ারপোর্টের রিসেপশান লবীর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই সব কথাই চিন্তা করছিল ইরা। এরপর বার দুয়েক মুখোমুখিও হয়েছে টিকির সঙ্গে। প্ল্যান আর প্রোগ্রাম এই দুটি বহুবার ঘষে মেজে পরিষ্কার করেছে সে। সব শোনার পর ইরার মনে হয়েছে—প্ল্যান নিখুঁত ও নির্ভুল। সাফল্য এই পথে আসতে বাধ্য। মা-বাবাকে ছেড়ে আসতে মনে যতো ব্যথা অনুভব করেছিল তাব থেকে অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছিল শুধু ফারকে ছেড়ে আসতে। তাকে কোন কথা ইরা জানায়নি। শুধু বলেছে : 'ব্রুকলিনের বাইরে ভালো একটা চাকরী তার ভাগ্যে জুটেছে, আপাততঃ এখন সে সেখানেই থাকবে।'

।। তিন ।।

নোরেনা চুপচাপ সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়িতে বসেছিল। মায়ের কথাই সে চিন্তা করছিল। কথা বললেই বিরক্ত প্রকাশ করছেন বলে মিঃ টেরলকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছিল না। তার তন্ময়তা তখনই দূর হলো যখন সে দেখল পথ ছেড়ে বুইককে বিপথে নামতে দেখে। তাকে বিস্মিত করে ফিল ওরফে মিঃ টেরলকে মেন রোড থেকে সরু আর ধুলোভরা এক রাস্তায় প্রবেশ করতে দেখে সে চিৎকার করে উঠল। 'একি কী করছেন আপনি। এটাতো প্যারাডাইস সিটিতে যাবার পথ নয়।'

—'চিন্তার কিছু নেই, ঠিক আছে।' গম্ভীর মুখে মন্তব্য করে গাড়ির গতিবেগ আরো প্রবলভাবে বাড়িয়ে দিল ফিল।'

—'না, ঠিক একেবারেই নেই, এ পথ আমার চেনা—সোজা নাক বরাবর চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। আপনি ভুল পথে চালিত হচ্ছেন, মিঃ টেরল।' তীক্ষ্ণ সুরে তাকে সাবধান করতে চাইল নোরেনা।

—'সমুদ্র রয়েছে তো কী হয়েছে? সমুদ্র দেখতে তোমার কী ভালোলাগে না?'

এ পথের আগাগোড়াই ফিলের নখ-দর্পণে। গত হপ্তায় হাইওয়ে নাম্বার ৪এ, ধরে সে বারংবার

যাওয়া-আসা করেছে আর সন্ধানের অপেক্ষায় আছে একটি খুনের আদর্শ জায়গা। নির্বিকার চিত্তে নোরেনাকে হত্যা করে তার লাশটা সহজেই সরিয়ে ফেলতে পারবে। অনেক খোঁজা-খুঁজি আর বিচার-বিবেচনার পর এখন যে পথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছে নোরেনাকে সঙ্গে রেখে, সেটাই একমাত্র উপযুক্ত আর আদর্শ স্থান বলে মনে হয়েছে ফিলের।

গত সপ্তাহের শেষ কদিন দিনে-রাতের বিভিন্ন সময়ে এখানে হাজির হয়েছে—কোন সময়ের জন্যই জনমানবের সে সম্মুখীন হয়নি। না পথে, না সমুদ্রের ধারে। শুধু লক্ষ্য করেছে, সপ্তাহের শেষ দুটো দিন—শনিবার আর রবিবার কেউ কেউ সমুদ্রস্নান বা আমোদ আহ্লাদের উদ্দেশ্যেও এখানে আসে।

ফিলের এই প্রশ্নের জবাবের উত্তরে নোরেনা জবাব দিল, 'সে কথা নয়, মিঃ টেরল সমুদ্র দেখতে আমিও ভালোবাসি। সমুদ্রের চেয়ে অনেক বেশী জরুরী আমার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। আর সেটা যতো তাড়াতাড়ি ঘটে ততই মঙ্গল। কারণ আপনিই এই মাত্র বলেছেন আমার মার মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, মিঃ টেরল হাইওয়ে ধরুন।'

—'তুমি কী করে জানলে যে এ পথ ধরে গেলে তুমি তার কাছে পৌঁছতে পারবে না? আমি কী একবারও বলেছি যে তোমার মাতৃদেবী প্যারাডাইস সিটিতে আছে? শুধু বলেছি—তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?'

—'প্যারাডাইস সিটিতে আমার মা নেই? তাহলে কোথায় আছেন?'

—'তোমার মাকে কালভার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই রাস্তাটা ধরে এগোলে কালভার অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছন যাবে।' মিথ্যে বলল ফিল।

—'মোটেই না, দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল নোরেনা, 'এ রাস্তা আমার পরিচিত। এপথ গিয়ে পড়েছে সমুদ্রের বালিয়াড়ির ধারে। স্কুলে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে দু'তিনবার এখানে পিকনিক করতে এসেছি আমি।'

ফিলের রাগে মাথা সপ্তমে চড়ে গেল। সে চোখ লাল করে কর্কশস্বরে বলল, 'বাজে কথা না বলে চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে থাক। এ রাস্তা কোথায় গেছে তা আমার অজানা নয়। মায়ের কাছে তোমার পৌঁছে যাওয়া নিয়ে কথা।'

ভীতসন্ত্রস্ত বিস্ময় ভরা চোখ নিয়ে ফিলের দিকে তাকিয়ে রইল নোরেনা। ডঃ গ্রাহামের অফিসে যে লোকটিকে কিছুক্ষণ আগে সে দেখেছিল, এই কি সেই লোক? তাকে দেখে ভদ্র, চমৎকার আর বিনয়ের অবতার বলেই মনে হয়েছিল। আর এ?

শীতল হিমস্রোত কুল কুল করে প্রবাহিত হয়ে গেল নোরেনার শিরদাঁড়া বেয়ে। সে কূলকিনারা করতে পাচ্ছিল না, যে—একজন মানুষ এতো তাড়াতাড়ি নিজেকে এমন সুন্দর ভাবে বদলে ফেলল কি উপায়ে? একটু পরেই সমুদ্র দেখা চোখের সামনে।

শত'খানেক গজ এগিয়ে গিয়ে এপথ শেষ হয়ে আবার 'ইউ'-য়ের আকারে মোড় নিয়েছিল। নোরেনা আবার তাকাল ফিলের দিকে। মুখের ভাব নরমের পরিবর্তে এখন কঠিন। ঘামে ভিজে সারা মুখ চক্‌চক্ করছে। চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি জুড়ে বিরাজমান ভয়ঙ্কর জ্বালাময় দ্যুতি। নোরেনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সাবধান হতে নির্দেশ করল বারবার।

খবরের কাগজে সে বহু তরুণী রমনীর চরম সর্বনাশের কাহিনী পড়েছে। নেরেনা বার বার এই ভেবেছে যে মেয়েরা নিজেদের দোষেই এভাবে ধর্ষিতা আর নিহত হয়েছিল কামুক নরপশুদের হাতে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অভদ্র আর অশালীন আচার আচরণে লুব্ধ হয়ে ওঠে সেই কামুক নরপশুর দল আক্রমণ হেনেছে মেয়েগুলোর ওপর। তাদের নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছে নিজেদের বাঁচার তাগিদে। কিন্তু এ লোকটি অযথা তাকে কেন আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়? কী অশালীনতা, কী অভব্যতা সে প্রকাশ করেছে এর কাছে? তার কোন অসভ্য আচরণের স্থূল ইঙ্গিতে এই পুরুষের প্রথম রিপুটি জেগে উঠেছে? এতো একজন শিক্ষিত, সুবেশধারী, সুদর্শন পুরুষ—তার মায়ের অ্যাটর্নী। কোন কামোম্মাদ নরঘাতক নয়। কিন্তু এ লোকটি সত্যিই তার মায়ের অ্যাটর্নীতো? কৈ, মাতো কোনদিনই তার কাছে এর বিষয়ে গল্পচ্ছলেও বহির্প্রকাশ করেনি। নোরেনা আবার অগ্নিদগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ফিলের দিকে। ফিল ততক্ষণে তার গাড়ি থামিয়ে

ফেলেছে।

নোরেনা এরকম পরিস্থিতিতে যে কী করবে তা সে ভেবে পেল না। তার মনে ততক্ষণে এই বিশ্বাস দানা বেঁধেছে যে, মায়ের অ্যাক্সিডেন্টের কথা সর্বৈব মিথ্যা। লোকটি এক মস্ত প্রবঞ্চক। প্রবঞ্চনার মাধ্যমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে বাইরে বের করে এনেছে কোন কু-মতলব সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

ফিল গাড়ির ইগ্‌নিশান-কীট সবেমাত্র পকেটে পুরতে যাবে, ঠিক সেই সময় পাশের দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপ দিল নোরেনা। তারপর দে ছুট।

এইরকম পরিস্থিতি যে ফিলের সম্মুখীন হতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই ঝাঁপ দিতে তার কয়েক মুহূর্ত দেরী হল।

নোরেনা ছুটে চলেছে বালির ওপর দিয়ে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ায় সে যে পথ দিয়ে এসেছিল বুইক চেপে, সে পথে না গিয়ে সমুদ্রের সমান্তরাল বালিয়াড়ি ভেঙে ছুটল।

শুধু শুধু হকি আর বাস্কেট-বল খেলেনি সে স্কুল কলেজে—অনর্থক ইন্টার কলেজ টুর্নামেন্ট এক'শ গজের ফ্ল্যাট রেসে বারংবার বিজয়িনী হয়নি...বিশ্রী হাই জাম্পে গোটাকয়েক মেডেল পায়নি স্পোর্টসে। এতোদিনে এটা তার কাজে এল, এবার সে নেমেছে 'জীবন দৌড়ে'। সে কী সফল হবে, পারবে নাকি বাজিমাৎ করতে? ফিলও প্রাণপনে তাড়া করে ছুটছে তার শিকারকে। মেয়েটাকে কোন ভাবেই হাতছাড়া করা চলবে না। মেয়েটা না হলে সমস্ত প্ল্যান একেবারে রসাতলে যাবে তাদের। তার ওপর ধরা পড়লে জেলের ঘানি টানতে হবে। কিন্তু ব্যবধান দু'জনের মধ্যে বেড়েই চলল। ফিলের বুকে হাঁফ ধরল...পা ভারাক্রান্ত হয়ে এল। গতিবেগ আপনা থেকেই কম হয়ে গেল। নোরেনা ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছিল ফিলের দূর দৃষ্টিতে। এক সময় তার চোখে পড়ল, সমুদ্রের দিকে পেছন করে বাঁদিকে মোড় নিয়েছে মেয়েটি। তার লক্ষ্য—ওক, উইলো আর ম্যাপেল গাছে ভরা এক জঙ্গুলে জায়গা।

ফিল আর না ছুটে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সে জানত—ঐ জঙ্গুলে জায়গায় একটা পায়ে-চলা পথ আছে, সেটা ঘুরতে ঘুরতে আবার ঐ পথে এসে মিশেছে—যে পথ ধরে বুইকে হাই হাই করে ছুটে এসেছে তারা। চট করে তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। মেয়েটাকে একসময় না একসময় এই পথেই ফিরে আসতে হবে ঘুরে ঘুরে। তখন তার হাত এড়িয়ে তার পালানোর কোন রাস্তাই খোলা থাকবে না।

নোরেনার অপেক্ষায় একটা গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে বসে থাকার সময় নানা চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিশেষ করে ইরা মার্শের কথা। মেয়েটির প্রশংসায় টিকি একেবারে পঞ্চমুখ। তাদের প্ল্যানের শতকরা নব্বই ভাগ সাফল্যই নির্ভর করছে এই মেয়েটির কর্মশক্তি, বুদ্ধিশক্তি আর স্নায়ুশক্তির ওপরেই। ও যদি সফল হয় তবে তারাও সফলতা পাবে। আর ও যদি ডোবে তাহলে তাদের ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী। তার ওপর নির্ভর করছে সাফল্যের চাবিকাঠি অর্থাৎ শতকরা দশ'ভাগ। ফিলের চালে যদি কোন ভুল হয় তবে জনি উইলিয়ামস্, মুরিয়েলমার্শ আর নোরেনা মেয়েটার হত্যাকাণ্ড নিছকই হত্যাকাণ্ডরূপে সামনে ধরা দেবে।

তাদের প্ল্যান মাঠে মারা যাবে। তারই ভুল হয়েছিল টিকির প্রস্তাবে রাজী হওয়া। সে তার পরিচিত সম্বন্ধে খুবই সচেতন যে সে একজন প্রতারক এবং প্রবঞ্চকও বটে। লোকের সঙ্গে প্রতারণা করাই তার মূল জীবিকা। আজ টিকির ফাঁদে পড়ে তাকে খুনী সাজতে হচ্ছে। আরও একটা ব্যাপারে সে টিকিকে ঠিক মনে-প্রাণে সমর্থন করতে পারছে না। ইরা মেয়েটাকে দশ' হাজার ডলারের লোভ দেখালেই যেখানে কাজ চলে যেত, সেখানে পঞ্চাশ' হাজার দেবার কোন যুক্তি আছে কি? টিকিকে কথাটা বলায় সে সাপের হাসি হেসে বলেছিল : 'আরে দেব বলেছি বলেই যে দিতে হবে তার কী মানে আছে? যেখানে তিন' তিনটে খুন হওয়ার কথা, সেখানে খুনের সংখ্যা আরও একটা বেড়ে চারকে ছুঁয়ে যাবে, কী আসে যায় তাতে?'

নাঃ টিকিকে সত্যি খুব নজরে রাখতে হবে। কে জানে সেও হয়তো আমারই মতো একই ভাবনা ভাবছে হয়তো : চারের জায়গায় ফিলকেও সরিয়ে দিয়ে সংখ্যাটা পাঁচে' দাঁড়ালেই বা ক্ষতি কি? ভাবতে ভাবতে এক অস্থিরতা তার মনকে আরো বিচলিত করে তুলল।

ঠিক সেই সময়ে অধীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। নোরেনা অসতর্ক ভঙ্গিতে বনের পথ ধরে তার সামনে এসে স্ব-শরীরে উপস্থিত হল—মাত্র কয়েক গজ তফাতে।

ফিলকে দেখামাত্র আতঙ্কে নোরেনার মুখ একপলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অজানা এক আগন্তুক নিমেষের মধ্যে তার শরীরের সমস্ত রক্ত আর শক্তি এক লহমায় শুষে নিল চোঁ চোঁ করে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল নোরেনা। ফিল বাঘের মতো অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময় উঠে দাঁড়াল ফিল। নোরেনা নিজের মহামূল্যবান প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে গেল তার আততায়ীর সঙ্গে। কিন্তু শেষ রক্ষা তার হল না। শক্তিহীন, অবসন্ন, বিপর্যস্ত ফিল নোরেনার মৃতদেহের পাশেই দু'হাতের তেলোয় মাথাটা টিপে ধরে চুপচাপ বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তার পরিচয় আজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেল সমগ্র পৃথিবীর কাছে। এতোদিন ধরে তার পরিচয় ছিল প্রবঞ্চক রূপে। কিন্তু আজ সে খুনী, নিরীহ, নিরপরাধ একটি মেয়ের হত্যাকারী। বহুক্ষণ বাদে সে তার অবনত মাথা তুলল। ঘড়ি দেখল সকাল আটটা চল্লিশ। হাতে এখন অনেক কাজ। লাশ পাচার করতে হবে, টুকিটাকি প্রমাণ ইত্যাদি যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিক-ওদিকে, তা লোপ করতে হবে...টিকিকেও ফোন করে এই দুর্ঘটনার কথা জানাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই বসে এভাবে সময় নষ্ট করলেই চলবে না। উঠে দাঁড়াল ফিল। ফিরে গেল বুইকের কাছে। ট্র্যাঙ্ক খুলে একটা বেলচাও বের করে ফেলল। বেলচা সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল মৃতা নোরেনার নাগালের কছে। তার মরদেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পূর্বে সেই সুন্দর চেহারা বর্তমানে বীভৎস আর ভয়ঙ্কর। দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখার মতো ফিলের বুকের পাটা নেই। তাই সে একরকম চোখ বন্ধ করেই লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলল একটা বড় আর উঁচু বালিয়াড়ির দিকে। বালির তলায় পুঁতে ফেলতে হবে লাশটা। ফিলের মনোগত ইচ্ছা ছিল নোরেনার জামা-কাপড়গুলো একটা পুঁটলিতে পাথরে বেঁধে সমুদ্র বক্ষে বিসর্জন দিতে কিন্তু এডরিসের কড়া হুকুমের বিপক্ষে যাওয়ার মানসিকতা তার ছিল না। তাই হুকুম ছিল : 'নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। যদি কোনভাবে পুলিশের হাতে পড়ে তবে ওরা কলেজ-লন্ড্রীর ছাপ লক্ষ্য করে ঠিক তাদের জালে কোনভাবে ফাঁসিয়ে ধরে ফেলবে। সো উই কান্ট টেক এ চান্স।'

তরুণী নোরেনাকে পোশাকমুক্ত করার সময় ফিলের দৃষ্টি গেল তার নধর-নিটোল তারুণ্যের ওপর। হাতকে স্পর্শও করল লোভনীয় ও আকাঙ্খিত কয়েকটি নারী অঙ্গ। অন্য সময় হলে তার যে পৌরুষত্ব জেগে উঠত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এতোই বেদনাদায়ক যে মৃত শরীরের পরশ লাগা মাত্রই সে অজানা এক আতঙ্কে শিউরে উঠছে। নোরেনার গলায় সোনার ক্রুশ ঝোলানো সরু সোনার হার ঝুলছিল, সযত্নে খুলে সে পকেটে ভরল। জামা-কাপড়গুলো বান্ডিল করে বেঁধে নিল। তারপর নোরেনার নগ্ন মৃতদেহটা বালির ওপর শুইয়ে বালিয়াড়ির গায়ে বেলচার ঘা দিয়ে আঘাত হানতে হানতে বালির মধ্যে তাকে কবর দিয়ে ফেলল।

সকাল তখন ন'টা পঁয়তাল্লিশ।

পুলিশ প্রধান মিঃ টেরলের অফিসঘরে কথোপকথন হয়ে চলছিল তাঁর এবং হেস্রে মধ্যে। বেইগ্লার নীরবে বসে কথাবার্তা শুনছিলেন ঘরের এককোণে। হেস্ বলছিলেন : 'আমাদের হাতে যা কিছু প্রমাণ আছে তা ঘুরে ফিরে একটা দিকই নির্দেশ করছে, চীফ। মুরিয়েল মার্শ প্রথমে জনিকে হত্যা করে তারপর লো-কোকাইল রেস্তোরাঁয় এসে নিজেও মৃত্যু বরণ করেছে। রিভলবার আর হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের গায়ে মুরিয়েলেরই ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে আমরা এমন আর কোন প্রমাণ পাইনি যাতে করে প্রমাণ করা যায় যে, সে জনিকে হত্যা করেনি অথবা নিজে বলি হয়েছে অপর কোন অজ্ঞাত আগন্তুকের হাতে।'

—'সুইসাইড নোটের হাতের লেখা রিপোর্ট কী বলছে?'

—'ওটা মুরিয়েলেরই হস্তাক্ষর। ওর অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে অন্য যে সব নমুনা পেয়েছি—এক্সপার্টরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই রায় দিয়েছেন প্রত্যেকটা নমুনাই একজনের হস্তাক্ষর ইঙ্গিত করছে।'

—'হুম্ বুঝলাম।'

—'আমার মনে হয় চীফ্ উই ক্যান্ ক্লোজ দ্য ফাইল, আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?'

মিঃ টেরল হেসের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে পরিবর্তে পাল্টা প্রশ্নের তীর ছুঁড়ে হেস্‌কে বললেন, 'ওর স্বামীর কোন সংবাদ আছে? সন্ধান করতে পেরেছ তার? এনকোয়ারীর জন্যে তাকে তো একবার প্রয়োজন হবেই। তাছাড়া কন্যা-সন্তানও বর্তমান।'

তারপর নিজেই নিজের গাল চুলকোতে চুলকোতে বেইগ্‌লারের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, জো এতক্ষণ ধরে ওদের কথাবার্তা চুপচাপ থেকে শুনে যাচ্ছিলেন।

'জো! টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুঁজে ফেল। ডেভন নামে কাউকে পাও কিনা একবার দেখতো।'

বেইগ্‌লার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেই কামরার এককোণে বুক-সেলফ্ থেকে টেলিফোন ডাইরেক্টরী নামিয়ে এনে ঝুঁকে পড়ে পাতা উল্টাতে শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে জানালেন : 'পেয়েছি চীফ্, মেলভিন ডেভন, এক'শো পঞ্চান্ন হিলসাইড ক্রিসেন্ট। ফোন করবে?'

—'কর।'

বেইগ্‌লার লাইন জুড়লেন টেলিফোনের রিসিভার তুলে। সামান্য পরেই ওপাশ থেকে সাড়া এল এক মহিলার : দিস ইজ মিঃ ডেভনস্ রেসিডেন্স।'

—'সিটি পুলিশ,' বেইগ্‌লার জবাব দিলেন, মিঃ ডেভনকে কলটা একবার দেবেন কি?'

—'তিনি এসময়ে বাড়ি থাকেন না। আপনি ওঁর ব্যাঙ্কে ফোন করে দেখতে পারেন।'

—'কোন ব্যাঙ্ক?'

—'ফ্লোরিডা সেফডিপোজিট ব্যাঙ্ক, নম্বর চান?'

—'নম্বর আমার জানা, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে বেইগ্‌লার তাঁর চীফকে বললেন, 'ভদ্রলোক ফ্লোরিডা সেফ ডিপোজিট ব্যাঙ্কে কাজ করেন স্যার।'

শুনে টেরলের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি একটু চিন্তিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'লোকটি আমার পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। গলফ্ খেলায় তার যথেষ্ট সুনাম। কন্ট্রি ক্লাবে দু'জনে বেশ কয়েকবার এক সঙ্গে গলফ্ খেলেছি। চমৎকার মানুষ। যদি সেই ভদ্রলোক হন তবে একটু সমস্যা সৃষ্টি হবে, তোমাদের 'প্যারাডাইস' কাগজের বার্ট হ্যামিলটন এ সংবাদ তার কানে পৌঁছলে পাতাভর্তি ফীচার লিখতে বসে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। হেডিং দেবে হয়তো—'ফ্লোরিডা সেফডিপোজিট ব্যাঙ্কের একজন কর্তা ব্যক্তির স্ত্রী হত্যা এবং আত্মহত্যার কাণ্ডে জড়িত!' ভাবতে পার কথাটা? ওঁর সঙ্গে কথোপকথনের ব্যাপারটা তুমি বরং আমার ওপরেই ছেড়ে দাও, জো। তুমি অন্য কাজে হাত দাও বরং।'

মিঃ মেলভিন ডেভন একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ, লম্বাচওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। বাদামী চুলে ধূসরতার ছায়া স্পষ্ট।

সমুদ্রের মতো নীল চোখের তারা, শান্ত দৃষ্টি তবে মর্মভেদী। মুখশ্রী যেমন সুন্দর তেমনি হাসি-খুশি। তাঁকে দেখলে বোঝা যায় ভদ্রলোক কর্মী, দয়ালু, বিবেচক কিন্তু মনের দিক থেকে সরলতার পরিবর্তে জটিল মনোভাবই প্রকট।

বহুদিন পরে মিঃ টেরলকে দেখতে পেয়ে তিনি মনে মনে খুবই খুশী হলেন। তাঁকে সমাদরে বসিয়ে কুশলাদি বিনিময়ের পরে বলে উঠলেন, 'কতদিন পরে দেখা!'

'আপনি তো ক্লাবে যাওয়া একপ্রকার ভুলেই বসেছেন, মিঃ টেরল। গলফ্ খেলা ছেড়ে দিলেন নাকি?'

—'না, একেবারে ছেড়ে বললে একটু ভুল বলা হবে। মাঝে মধ্যে ক্লাবেও ঝাঁকি দর্শন দিই। কাজের চাপে কোনটাই ঠিক নিয়ম মাফিক হয় না, এই আর কি।' হাসি হাসি মুখে উত্তর দিলেন টেরল।

কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথালাপ সারতে লাগলেন দুই' বন্ধুতে। বুদ্ধিমান টেরলের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, যদিও মেল ডেভন তাঁর সঙ্গে আন্তরিক ভদ্রতার এবং হৃদ্যতার বশবর্তী হয়েই আলাপ করছেন, তবু তিনি যে কর্মব্যস্ত এবং এই সময়টুকু তাঁর অফিসের কর্তব্য আর কর্মভাণ্ডারকে

একটু একটু করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বলে তাঁর মনের মনি কোঠায় যে সাময়িক অন্যমনস্কতার গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছে, তা তাঁর চোখের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না। তাই ভূমিকার আড়াল না নিয়ে টেরল মূল বক্তব্যে এসে পড়লেন। বললেন, 'মিঃ ডেভন! আমি একজন মহিলার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার অভিপ্রায় নিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন বলেই আমার স্থির বিশ্বাস। ভদ্রমহিলার নাম মুরিয়েল মার্শ ডেভন।'

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য ডেভন মানসিক দিক থেকে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের ওপর শক্ত কাঠ হয়ে গেলেন ডেভন। চোয়াল আপনা থেকেই কঠিন আকার ধারণ করল। শান্ত দৃষ্টি হয়ে উঠল তীক্ষ্ণ আর সন্দেহপ্রবণ। তবে এই ভাবান্তরের রূপের প্রকাশ ছিল সাময়িক। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন : 'আমার স্ত্রীর নাম, কিন্তু কী ব্যাপার? সে কোনরকম ট্রাবলে পড়েছে নাকি?'

জবাব শুনে ভেতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন টেরল, যাক নোরেনার পিতার সন্ধানও অবশেষে মিলল, মনোভাব গোপন রেখে টেরল এবার কথালাপের মধ্যে কিছুটা কৌশলের আশ্রয় নিলেন। গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, হ্যাঁ, একরকম ট্রাবলই বটে। গতরাত্রে উনি মারা গেছেন...সুইসাইড করেছেন।'

শুনে ডেভন অনড় হয়ে বসে রইলেন নিজের চেয়ারে। কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন টেরলের দিকে তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বছর পনেরো-ষোল হবে আমাদের দুজনের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমরা যখন বিবাহ করি তখন দুজনেরই বয়স ছিল খুবই কম—মাত্র উনিশ কি কুড়ি ছুঁইছুঁই। বছর দুই' মতো আমরা একসঙ্গে সুখী গৃহকোণে বসবাস করেছিলাম। আমাদের একটি ফুটফুটে সুন্দর কন্যা সন্তান হয়েছিল। তাকে সঙ্গে নিয়েই সে ঘর ছাড়ে। অভিমানে পাথর হয়ে আমি তার বিপক্ষে গিয়ে তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিনি। এতোদিন পরে, আপনার কাছে এই প্রথম তার নাম শুনলাম, যখন সে মৃত, আত্মহত্যা করেছে শুনে মনে ব্যথা পেলাম। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, মহিলা মুরিয়েল? অন্য কেউ নয়?'

—'একটি মেয়েও আছে, তাঁর নাম নোরেনা।'

—'তবে সে মুরিয়েলই। কারণ মেয়ের নামকরণ আমি করেছিলাম। নোরেনার কোন সংবাদ জানেন?'

মিঃ ডেভনের সঙ্গে দেখা করতে আসার কিছু আগে এডরিসের ফোন এসেছিল মিঃ টেরলের কাছে। তাতে সে জানিয়ছিল : মুরিয়েলের হিতাকাঙ্ক্ষী একজন বন্ধু হিসেবেই সে মুরিয়েলের মৃত্যু সংবাদটা তার মেয়ে নোরেনাকে না জানিয়ে পারেনি। নোরেনা সংবাদ পেয়ে এখানে খুব শীঘ্রই আসছে। কিন্তু সে এসে কোথায়, কার কাছেই বা থাকবে? তারওপর তার ভরণ পোষণের প্রশ্নও আছে। এডরিস হয়তো কিছুদিন তার সব দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু তারপর? সেই জন্যই টিকি টেরলকে অনুরোধ করেছে।

মিঃ টেরল যদি খুব তাড়াতাড়ি নোরেনার পিতার খোঁজ নিতে পারেন আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেই ভদ্রলোকের কাছে মেয়েটার একটা গতি করে দিতে পারেন, তাহলে মুরিয়েলের পারিবারিক বন্ধু হিসেবে খুব খুশী আর সুখের অন্ত থাকবে না তার। তারজন্য প্রয়োজনে যদি কিছু অর্থব্যয় করতেও হয় তাতেও এডরিস প্রস্তুত।

মিঃ টেরল জানিয়েছিলেন : নোরেনার পিতার সন্ধান তিনি অবিলম্বেই করছেন, সেজন্য টিকির চিন্তার কোন কারণ নেই। নোরেনার পিতা ভেবে, এই মুহূর্তে যার খবরা-খবর নিতে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন, যদি তা সত্যি হয় তবে তিনি এডরিসকে এই উপদেশ দেবেন—এডরিস যেন মুরিয়েল আর জনি উইলিয়ামস্-এর কেচ্চা-কাহিনী নিয়ে অযথা জল ঘোলা না করে তোলে। এর ফলস্বরূপ শুধু সেই ভদ্রলোক নয়, নোরেনার জীবনও অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে। এডরিস যদি সত্যি সত্যিই নিজেকে ওদের পরিবারের একজন বলে মনে করে থাকে, নোরেনাকে যদি সে সত্যিই স্নেহ করে, ভালোবাসে তবে যেন মুখে কুলুপ এঁটে থাকে আপাততঃ।

এডরিস এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল।

ডেভন যখন উদগ্রীব হয়ে নিজে থাকতেই নোরেনার সংবাদ জানতে ব্যাকুল হলেন তখন আরো

একবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিঃ টেরল। সানন্দে বলে উঠলেন, নোরেনার খবর ভালোই, আজই তার সীকোম্ব-এ মায়ের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছবার কথা, এই খবর আমরা তার মাধ্যমেই পেয়েছি।

—'বেচারি! এতো অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে না জানি কত কষ্টই না পাবে?'

টেরল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন, 'যদি কিছু না মনে করেন তবে পুলিশ অফিসার হিসেবে আমার কিছু প্রশ্ন করার ছিল আপনার কাছে। আপনি বিত্তবান, এ শহরের মাননীয় ব্যক্তি। তাই অধীনস্থ কাউকে না পাঠিয়ে তদন্তের কাজে আমি নিজে উপস্থিত হয়েছি—একজন বন্ধু হিসেবে।'

—'বেশ, করুন, কী প্রশ্ন করবেন। আমার যতোটা জানা আছে অকপটে আপনাকে খুলে বলব।'

টেরল একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে চলে যাবার পর তাঁর পরবর্তী জীবনের কাহিনী সম্পর্কে আপনি যদি কিছু আলোকপাত করতে পারেন।'

শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব, কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন : 'না।'

মিঃ টেরল সংক্ষিপ্ত ভাবে মুরিয়েল মার্শের কাহিনী তুলে ধরলেন ডেভনের সামনে। ধীরে ধীরে বলে চললেন তার মর্মান্তিক কাহিনী তার অন্তিম দিনটি পর্যন্ত। মিঃ ডেভন স্তব্ধ মুখে পাথরের মতো উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর আসনে, দরকারী অদরকারী সকল প্রমাণ সমেত মার্শের জীবনী টেরল তার কাছে তুলে ধরলে ডেভন বললেন, আপনি বলছিলেন না যে, নোরেনা আজ সকালে ফিরছে প্যারাডাইস সিটিতে?'

—'হ্যাঁ, এডরিস তাই তো বলছিল আমাকে, তার ধারণা, আপনার কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তাকে দেখার জন্য আপনার মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে।'

মিঃ ডেভন বলে উঠলেন, 'এডরিসের ধারণাই ঠিক। তার মা আমার কাছে দোষী হতে পারে কিন্তু সে তো নয়। আচ্ছা মিঃ টেরল! নোরেনার সম্পর্কে আপনার আরো কিছু জানা আছে কি?'

—'যা জানতাম অর্থাৎ এডরিসের মুখ থেকে যা শুনেছি, তার সবটাই আপনার কাছে ব্যক্ত করেছি। বাড়তি হিসেবে তাঁর একটা ছবি বরং আমি আপনাকে দিতে পারি।' এই বলে মিঃ টেরল তাঁর কোটের পকেট থেকে ইরা মার্শের একটি ছবি—এডরিস সুকৌশলে যেটা মুরিয়েলের ড্রেসিংটেবিলের ফটোস্ট্যান্ডে আটকে রেখেছিল আসল নোরেনার ছবির পরিবর্তে, সেটাই বার করে ডেভনের সম্মুখে বাড়িয়ে দিলেন, এই নিন।'

মিঃ ডেভন সাগ্রহে ছবিটা নিয়ে অনেকক্ষণ বিস্মিতপুলকে দেখতে দেখতে এক সময়ে বললেন, 'অবিকল ওর রূপে ঠিক ওর মা। আমার সন্তান নোরেনা। আশ্চর্য! দীর্ঘ পনেরো বছর পরে ওর ছবি দেখছি। সত্যি ভাবতেই অবাক লাগছে যে, আমার সতেরো বছরের সুন্দরী একটি মেয়ে আছে। ওর মায়ের ফ্ল্যাটেই উঠবে বোধহয়? এডরিসের ঠিকানাটা কী যেন মিঃ টেরল?'

টেরল এডরিসের ফোন নাম্বার ও ঠিকানা দুই লিখে দিলেন ডেভনকে। আর বললেন, এডরিসকে টেলিফোন করে বলে দেবেন আপনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যেতে চান। তারপর না হয় যাবেন।'

ডেভন শুধু হাসলেন। বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য? সেতো জলের মতো পরিষ্কার। আমি আমার মেয়েকে তার নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে চাই।'

এয়ারপোর্টের বাইরে বাসটার্মিনাসের কাছে একটা বেঞ্চের ওপর দু'হাত কোলের কাছে জড়ো করে চুপচাপ বসেছিল ইরা। ফিল অ্যালগিরের হাঁকিয়ে আসা গাড়ি তার থেকে একটু তফাতে এসে থেমে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বুঝতে পারল : এই মেয়েটি আসলে ইরা মার্শ, যার ফটো এডরিস তাকে দেখিয়েছিল। এডরিসের অ্যাপার্টমেন্টে একেই হাজির করাতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ফিল। তারপর ইরার সামনা-সামনি এসে গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করল: 'তুমিই কি ইরা মার্শ? ব্রুকলিন থেকে রাতের ফ্লাইট ধরে এসেছ?'

ইরাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফিলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরিপ করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। আশাকরি, তুমি ফিল অ্যালগির?'

—হ্যাঁ।

—তা এতো দেরী হলো কেন? মাল টেনে মত্ত হয়ে ফূর্তি করতে করতে ঘুমে অচৈতন্য ছিলে নাকি?'

ফিলতো হতভম্ব। বাপরে! কী সাংঘাতিক মেয়ে, দেহের বয়সে সতেরো হলে হবে কি, কথা শুনলে মনে হয় মনের বয়সে বুঝি আরো দশ এগিয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ড অতিবাহিত হল তার মুহূর্তের হতভম্ব ভাব কাটাতে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল : 'আমার কাজ-কর্মের কৈফিয়ৎ না চেয়ে চটপট করে গাড়িতে উঠে বস। এখন থেকে নিজের ওজন বুঝে কথা বলতে শেখ। নইলে বিপদে পড়বে কোনদিন।'

ইরা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল : উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।' বুইকের ব্যাকসীটে উঠে বসল।

পাহাড়-প্রমাণ এক বোঝা, নিজের মনে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে ছটপট করছিল এডরিস। সাড়ে এগারোটা বেজে গেল অথচ ফিল বা ইরা—কারো কোন দেখা নেই। কী ব্যাপার কে জানে? ভাবা শেষও হয়নি তার আগেই দরজার ঘন্টি বেজে উঠল। এডরিস ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দোর গোড়ায় ইরা আর ফিল দঁড়িয়ে। দুজনে একসঙ্গে ঘরের মধ্যে পা রাখল। ফিলের হাতের ব্যাগটা দেখিয়ে এডরিস জিজ্ঞাসা করল : 'ওতে কী নোরেনার পোশাক বুঝি?'

—'হ্যাঁ।' জবাব দিল ফিল।

এডরিস তখন ইরাকে বলল, 'ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে ও ঘরে নিয়ে তোমার পোশাক তাড়াতাড়ি করে বদলে ফেল। মিঃ ডেভন আসছেন। হাতে বেশী সময়ও নেই। আর শোন, বুঝে শুনে ওর সঙ্গে মেপে মেপে কথা বলো। কারণ মাথায় রেখ তোমার মার সব দুঃখ কষ্টের মূলে কিন্তু ঐ ডেভনই। আর 'মা' ছিল তোমার প্রাণের চেয়েই প্রিয়। যা যা শিখিয়েছি সেইমতো নিখুঁতভাবে অভিনয় করো। ক্লীয়ার?'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত করে না বললেও চলবে। আমি নিরেট নই, বুদ্ধির জোর আমারও আছে। অভিনয়ের জন্যে যখন টাকাটা হাত পেতে নিচ্ছি তখন দক্ষতার সঙ্গেই অভিনয় করে যাব। এর জন্য অযথা চিন্তা ভাবনা করো না।

কথা শেষ হলে নিতম্ব দুলিয়ে ব্যাগ হাতে করে চলে গেল এডরিসের নির্দেশিত কামরার দিকে।

।। চার ।।

বাহামায় তিন' সপ্তাহ ধরে ছুটি উপভোগ করার পর তাই কিছুক্ষণ হবে বাড়ি ফিরেছে জয় অ্যানসলি। বাবাও গিয়েছিলেন তার এই ভ্রমণের পথে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, জয়ের মতন একজন রোমান্টিক প্রকৃতির মেয়ের পক্ষে বাহমার মতন একটি সুন্দর রোমান্টিক দ্বীপে কোন পুরুষের সঙ্গে না এসে আশী বছরের বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার ভ্রমণের আনন্দটা সম্পূর্ণভাবেই মাটি হয়ে গেছিল। কিন্তু উপায়ঃযখন অভাব তখন এই কঠোর মতকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বহু চেষ্টা করেও বাবার পরিবর্তে মেল ডেভনকে কিছুতেই রাজী করানো সম্ভব হল না।

জয় অ্যানস্লির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ লম্বা তবে স্বাস্থ্যের সঙ্গে তাকে বেশ মানিয়ে গেছে। এই বয়সেও মোহময়ী সুদৃঢ় যৌবনের অধিকারিনী সে। চরিত্র মাধুর্য আর চারিত্রিক দৃপ্ততায় সাধারণ ঘরের মেয়ের চাইতে অনেক ওপরেই ছিল এই জয়। বছর পাঁচেক আগের কথা, এক বান্ধবীর দেওয়া পার্টিতে মেল ডেভনের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ জয়ের। প্রথম দিন থেকেই সে মেলের প্রেমে পড়ে যায়। মেল যে বিবাহিত তবু পত্নীবিহীন এবং এই নিঃসঙ্গতা দুর করতে সে যে কাউকে আবার জীবন সঙ্গিনীরূপে বেছে নিতে তার বিশেষ কোন উৎসাহ নেই—তা অজানা ছিল না জয়ের কাছেও। তবু দমবার পাত্রী সে নয়। জয়ের আশা ছিল, তার প্রেম যদি খাঁটি হয়, নিখাদ হয় তবে একদিন না একদিন মেল তার বাহুতে একান্তভাবেই জয়ের হয়ে নিজেকে সমর্পণ করবেই করবে। জয় চঞ্চল বা অস্থির প্রকৃতির মেয়ে নয়—সে প্রতীক্ষা করতে জানে। গত পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে সে তার প্রতীক্ষার দিন গুণছে। মেলের বান্ধবী আর সঙ্গিনী হিসেবেই জয় পরিতৃপ্ত। জয়ের বাবা একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি। লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ও যথেষ্ট।

মেলকে তিনি সুনজরেই দেখেছেন।

বেডরুমে বসে বসে একমনে মেলের কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে টুকিটাকি জিনিসগুলো গোছগাছ করছিল এই সময় ফোনটা বেজে উঠল।

—'হ্যালো'—

—'জয়, আমি মেল বলছি। ভাল আছ তো? তারপর ছুটি কাটালে কেমন?'

—'মন্দ নয়, ভালোই।'

—'জজ সাহেব ভালো আছেন?'

—'আছেন।'

—'জয়! আজ সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পার? কিছু জরুরী কথা ছিল।'

মেলের কণ্ঠসরের এমন উদ্বেগ ছিল যা জয়ের কানকে ফাঁকি দিতে পারল না। সে মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল, 'নিশ্চয়ই হবে।' কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে তুমি না হয় ঠিক করো?

—'আমার দপ্তরেই চলে এসো।'

—'ব্যাঙ্কে!' একটু অবাক হলো জয়। দীর্ঘদিনের অদর্শনের পরে বিরহের পালা—কাতর যুবক-যুবতীর সাক্ষাৎকারের আদর্শ মিলনস্থল হিসেবে মেল কিনা পরিশেষে তার দপ্তরকেই বেছে নিল। তাই সে অনুরাগ ভরা সুরে বলল, 'এমন চমৎকার সন্ধ্যা কাটানোর জন্যে তুমি আর কোন জায়গা পেলে না, মেল? কেন সমুদ্রের ধারে তোমার যে বাংলোখানা আছে, সেখানে গেলে, মন্দ হয় না।'

—'না জয়, না' তুমি আমার দপ্তরেই এসো। দেখা হবার পর আগাগোড়া একেক করে সব খুলে বলব তোমায়। ঠিক ছ'টার সময় তোমার দর্শন পাচ্ছি তো?'

—'ও, হ্যাঁ?' জয়ের কণ্ঠস্বর সামান্য হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ ব্যাঙ্কে মেল ডেভনের রুমে টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে জয় আর মেল। ডেভন গম্ভীর মুখে কিছু বলছেন। আর জয় একমনে তা হজম করছে। তার চোখে মুখে নানান ভাবের খেলা। মুরিয়েল, জনি উইলিয়ামস্, এডরিস আর নোরেনা, সবাইকে জড়িয়ে সমস্ত কাহিনীটাই কোথাও কোন অপূর্ণ না রেখে পুরোটাই শুনিয়ে গেলেন জয়কে। কাহিনীর অন্ত হতেই অসহায়ের ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন, 'জয়! তোমার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্ব বহু পুরনো।'

প্রকৃত বন্ধুর মতোই আমরা দু'জনে দু'জনের কাছে সহজ, সরল আর কোন বিষয়েই ছলনার আশ্রয় নিতে হয়নি। অকপটেই উভয়ে উভয়ের কাছে সত্যতা স্বীকার করি। নোরেনার কথা আমি জানতাম না। মুরিয়েল ওকে নিয়ে ঘর ছাড়ার পর অভিমানে ওদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ নিইনি আমি, তবে নোরেনা আমার সন্তান। তারজন্য আমার অন্তরে বরাবরই একটা স্নেহকোমল স্থান সুসজ্জিত রয়েছে। তাই মনটা মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে হু হু করে উঠত তারজন্য। যতো সময় পেরোতে লাগল ততই অস্পষ্টরূপে রূপ নিতে থাকল তার ছবি। এতদিন বাদে আচমকা বিস্মৃতিরত ছেয়ে থাকা কুয়াশা সরিয়ে দেখা দিল সূর্যের আলো। সপ্তাহ দুই আগের কথা—তুমি তখন বাহামায় উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে ছুটি কাটানোর জন্য, হঠাৎ করে ফিরে পেলাম আমার সন্তানকে। যখন তাকে হারাই তখন সে খুব ছোট মাত্র দু'বছরের শিশু, আর আজ সে সপ্তদশী তরুণী।

হাব-ভাব, চালচলন...কথাবার্তা কত তফাৎ, কত পরিবর্তন। ও যদি অবিকল ওর মায়ের মতন দেখতে না হতো তবে ও যে আমারই মেয়ে তা বিশ্বাস করতে আমার খুব কষ্ট হতো। ওকে দোষী বানিয়ে লাভটাই বা কোথায়? পরিবেশ আর পরিস্থিতি ওকে আজ এইভাবে গড়ে উঠতে বাধ্য করেছে। আমি ওকে কাছে পেয়ে লোভ সামলাতে পারলাম না। লোভীমন ওকে বুকে টেনে নিল। ওর মুখে একটু হাসি ফোটাতে, সুখে-সাচ্ছন্দ্যে রাখতে একজন আদর্শ পিতা রূপে যা যা করা প্রয়োজন—সবই করে গেলাম একেক করে। কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও হার মানতে হল আমার বিরুদ্ধে ওর অশান্ত মনোভাবকে শান্ত করতে। ও 'বাবা' বলে আমায় ডাকে বটে, শুনে মনে হয় যেন করুণা করে...মুখ বুজে কর্তব্য পালন করে।'

জয় নোরেনার কথা শুনে মনে মনে আচমকা এক ধাক্কা খেল। মেলকে একান্তরূপে পাবার আশা সম্পূর্ণরূপে দুরাশার পরিণতি না পেলেও, আগের চাইতে এ সত্য যেন আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। জয় অত সহজে দমবার পাত্রী নয়। বুদ্ধিমতী সে, মনে আশাও রাখে।

সে জানে, মানুষের মনের চাহিদা কেবলমাত্র তার মা-বোন-মেয়ের পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়। বাড়তি অংশটুকু পূরণের জন্য চাই ভিন্ন প্রকৃতির এক নারী। সঙ্গিনী হোক আর পত্নীই হোক। তাই এখনই হতাশায় মনকে ভরিয়ে তোলার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। সে বলল, 'ডীয়ার মেল।' এতো দিনের দীর্ঘ মানসিক ব্যবধান চট করে আর সহজে কমিয়ে আনার আশা করতে পার না তুমি। এর জন্য তোমায় ধৈর্য ধরতে হবে। সহনশীলরূপে নিজেকে উপস্থিত করতে হবে। সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। তুমি ওর মনের পুঞ্জীভূত নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য এ যাবৎ কী কী প্রচেষ্টা করছে তা জানতে পারি কি?'

—যা যা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে, সবকিছুই চেষ্টা করেছি। তবু ওর যেন কোন কিছুতেই রুচি বা আগ্রহ নেই। বেশীরভাগ সময়েই নিজের ঘরে শুয়ে বসে পপ্‌মিউজিক শোনে। কতবার বলেছি : খেলাধূলা করতে চাও? ক্লাবে যেতে ইচ্ছা করে? পড়াশুনোয় আগ্রহ আছে? নাচ-গান শিখতে চাও? সব প্রশ্নের জবাবে সেই বাঁধা-ধরা গদ, না।' কেবল ওর একটা বিষয়ের প্রতি অসীম উৎসাহ বার বার লক্ষ্য করেছি। সেটা হলো বেঁটে এডরিসের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন দেখা করতে যায়। এই ব্যাপারটা আমার খুবই অপছন্দের। একজন সম্ভ্রান্ত মানুষের মেয়ে হয়েও হুট্ হুট্ করে সামান্য একজন ওয়েটারের সঙ্গে মেলমেশা করবে—আমি এটা একদম বরদাস্ত করতে পারিনা তাই ভাবছি, ওদের মধ্যে দেখাশোনা বন্ধ করে দেব।'

জয় শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এটা করা উচিত হবে না, মেল। ভেবে দেখ, বালিকা বয়স থেকে তোমার মেয়ে তাকে পরিবারের একজন বন্ধুর চোখেই দেখে আসছে। তোমার অনুপস্থিতিতে কাণ্ডারী হয়ে আপদে-বিপদে সে তাদের পাশে থেকেছে। তাই আজ হঠাৎ করে তার অস্তিত্বকে তোমার মেয়ের মন থেকে ছেঁটে ফেলতে পার না তুমি। তাছাড়া, তুমি বাড়িতেই বা থাক কতক্ষণ? সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়, আর ফের দিনের আলো শেষে। একনাগাড়ে গান শুনে বেচারী আর কতটা সময়ই বা কাটাতে পারে বলো তো? আর অন্যগুলোর প্রসঙ্গ তুলছ? সব মেয়ে সব জিনিস পছন্দ করে না। আমার একটা পরামর্শ শুনবে মেল?'

—'বলো।'

—'তোমাদের ব্যাঙ্কে নোরেনাকে একটা কাজ পাইয়ে দাও। সকাল সন্ধ্যে পাঁচজন সমবয়সী মেয়ে পুরুষ আর নানা ধরণের ক্লায়েন্ট আর কাজের মধ্যেও ডুবে থাকবে। মনেরও পরিবর্তন হবে।'

মেল সঙ্গে সঙ্গে এই কথার কোন জবাব দিলেন না। কথাটা তার মনে ধরল।

ইরা যে এতো তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্কে কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে এ বিশ্বাস কিছুতেই এডরিসের মন মেনে নিতে পারছিল না। তাই গম্ভীর মুখ করে বলল, 'বেবী! ঠাট্টা-তামাসারও একটা সীমা থাকা দরকার।

—'সত্যি বলছি, টিকি, আগামী কাল থেকেই আমি কাজে জয়েন করব।'

এডরিস কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল ইরার মুখের দিকে। পূর্বের বিহ্বলতা কাটিয়ে মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে উঠল, 'সত্যিই ইরা, বাস্তবিক একখানা খেল দেখালে তুমি! তা মিঃ ডেভনের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে এতো অল্প সময়ে কাৎ করলে কী ভাবে?'

ইরার মুখে জবাব রেডিই ছিল, এতো শীগ্‌গীর আমার পিতামহাশয় কাৎ হতেন না, যদি না এর পেছনে আর একজনের ছায়া বর্তমান থাকত।'

এডরিস আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল : 'সে আবার কে?'

—'আমার পিতৃদেবের একজন বান্ধবী আছে। গত পনেরো দিন ধরে আমার হাবভাব দেখে পিতামহাশয় বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কী ভাবে সে আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবেন? তা ভেবে পেলেন না। শরণাপন্ন হয়ে পড়লেন তাঁর সেই বান্ধবী প্রেমিকার ওপর। সে-ই পিতাকে বলল : 'তোমার মেয়েকে যদি ফিরিয়ে আনতে চাও, তবে তাকে কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দাও। দেখবে মনের দিক থেকে তখন তুমি অনেক সুস্থ।' পিতৃদেব তার কথা ফেলতে পারলেন

না এবং নিজেও অনুধাবন করলেন আমার নিঃসঙ্গ একাকিত্ব সঙ্গীন অবস্থার।

তারপর আর কি। অগত্যা কথাটা উত্থাপন করলেন আমার নিকটে আমি না-না-না করেও তার কথায় সম্মতি দিয়ে দিলাম।

—'কোন্ ডিপার্টমেন্টে তোমায় ঢোকাচ্ছেন তোমার বাবা, সে সম্বন্ধে বলেছেন কিছু?'

—'না, তা কিছু বলেননি, তবে এটুকু জানিয়েছেন : যেটা আমার ভালো লাগে—আমার উপযুক্ত বলে মনে হবে, সেটাই বেছে নেবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ওপরেই নির্ভরশীল।

—'তবে আর কি,' সোৎসাহে বলে উঠল এডরিস। তুমি তোমার বাবাকে জানিয়ে দেবে যে, অ্যাডিং মেশিন আর কম্পিউটার তুমি ভালোভাবে সামলাতে পার, কাজে কাজেই তোমাকে যেন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টেই রাখা হয়। এরপর এডরিস কতকটা আত্মগতভাবেই বলে বসল : 'প্রথম চাল চালার আগে আমাদের জানতে হবে, ব্যাঙ্কের 'ডেড সেফস্' গুলো কোথায়?

—'ডেড সেফস্! তার মানে?' ভুরু কুঁচকে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করল ফিল। এতক্ষণ সে নীরবে উভয়ের কথোপথন শুনছিল ঘরের এককোণে বসে, হাতে ধরা মদের গ্লাস।

—'যে সেফ্‌গুলো দীর্ঘদিনের জন্য ব্যবহার করা হয় না, তাদের বলে 'ডেড সেফস্।' আমেরিকা বা ইউরোপের নানান অঞ্চল থেকে টাকার কুমীরের দল এই শহরে ছুটি কাটাতে এসে এগুলো টাকা দিয়ে ভাড়া করে। টাকা পয়সা...সোনা-দানা...হীরেজহরতে ঠাসা। মন চাইলে বার করে খরচ করে, আবার বেটিং-এ অন্য কোন ভাবে কিছু টাকা উপার্জন করে সেগুলোও জমা রাখে এই সেফে।

ছুটি ফুরোলে চলে যায়। সেফ্ ঐভাবেই ঠিক পড়ে থাকে। আবার এক' দেড় বছর বাদে যখন ছুটি মেলে, আসে ওখানে। বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সেফগুলো আবার কাজে লাগায়।'

তারপর ইরাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে একবার ঢুকতে পারলে এই ডেড সেফ্‌গুলোর নাম্বার, মালিকের পরিচয়, কতদিন হবে সেগুলোতে হাতের কোন স্পর্শ পড়েনি ইত্যাতি ইত্যাদি জানার সুযোগ, সুবিধা দুই আছে।'

ফুঁসে উঠল ফিল : 'তুমি একটা মাথা মোটা উজবুক! ডেড সেফ্‌গুলোর নম্বর বা হালচাল জানতে পারলেই বা কোন লাভে লাভবান হচ্ছ একবার শুনি?' তোমার ক্ষমতায় কুলোবে সেগুলোর ধারে কাছে পৌঁছবার? জান না, এই ব্যাঙ্কটা আমেরিকার দুর্ভেদ্য ব্যাঙ্কগুলোর অন্যতম?'

এডরিস তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ততোধিক তাচ্ছিল্যের সুরে সুর মিলিয়ে বলল, 'কে যাচ্ছে ওগুলোর ধারে ঘেঁষতে? আগে আমার প্ল্যানটা তৈরী হোক, তারপর দেখো আমি কী করতে পারি। এটা আমার কেয়ারফুল প্ল্যান করা নিখুঁত অপারেশন। এতে বেশ কিছু ধাপও আছে। প্রতি ধাপ বিচার-বিবেচনা করে, চিন্তা করে, সাবধানে সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে এগোতে হবে। আমার প্ল্যানের পয়লা নম্বরের ধাপ ছিল : ব্যাঙ্কের মধ্যে আমার নিজের তরফ থেকে কাউকে ঢোকানো এবং বেশ ভালো পজিশনেই ঢোকানো। প্রথমাংশ ভালভাবেই পার হয়ে এসেছি। দ্বিতীয়াংশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ইরাকে।

দ্বিতীয় ধাপ হলো : ডেড সেফগুলোর সন্ধান করা।

তৃতীয় ধাপ হলো : ডেড সেফগুলোর চাবি...অর্থের পরিমাণ...যেখানে অক্ষত রয়েছে সেগুলো, সেখানে ঠিক কী ধরণের পাহারার বন্দোবস্ত আছে, তা জানা। এভাবেই ধাপের পর ধাপ রয়েছে আমার ছক করা প্ল্যানে। এগুলো বুদ্ধি, সাহসের পরিচয় দিয়ে পার হতে পারলেই একেবারে কেল্লা ফতে।'

—'এতোসব কাণ্ড করতে তো একটা বছরই কেটে যাবে ওর।'

—'তা তো যেতেই পারে, এডরিস মাথা নেড়ে বলে উঠল। সময় যাই লাগুক, ফলটা কিন্তু অমৃতই হবে।'

ইরা এবার উঠে দাঁড়ায় চলে যাবার জন্য। বলল, 'আমার আর ঘন ঘন তোমার এখানে আসা চলবে না, টিকি। এখন থেকে আমার একটাই পরিচয় 'ওয়ার্কিং গার্ল।' দেবার মতো সংবাদ যদি কিছু থাকে তাহলে তোমার সঙ্গে আমি নিজেই সাক্ষাৎ করব। আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি। সো লং টিকি।'

চলে গেল ইরা। ফিলের দিকে একবার ফিরে তাকালও না বা তাকে কোন সম্ভাষণও জানাল না। ফিল এই মেয়েটার দাম্ভিক আচরণে মনে মনে বেজায় চটে গেল।

আরও দিন পনেরো পরের কথা—

দীর্ঘ দু সপ্তাহ ধরে ইরার দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল এডরিস।

এখন তার কী করণীয় এই চিন্তায় যখন সে বিভোর, তার এই বিভোরতা দূর করতে স্বয়ং ইরা এসে হাজির।

'এসো এসো। ভেতরে এসো। কী দুর্ভাবনায় তুমি যে ফেলেছ। সেই যে গেলে এই ক'দিন তোমার টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। ব্যাপার কী?'

—'কিছুই না, কাজের মধ্যেই ডুবে ছিলাম,' একটা সোফায় বসতে বসতে ইরা জানালো। তারপর হাতের মুঠো খুলে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বার করে এডরিসের দিকে বাড়িয়ে ধরে মুচকি হাসি হেসে বলল, 'আশা করি কাজ শুরুর পক্ষে এটা নেহাৎ মন্দ হবে না তোমার কাছে।'

এডরিস কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলে আগাগোড়া দেখে দু'চোখ বোলাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল : 'ডেড সেফগুলোর নম্বর?'

—'হ্যাঁ। মাত্র কয়েকটার। লাখপতি, কোটিপতির ভাড়া করা সেফগুলো। তবে এর মধ্যে কতটা কী আছে, তার কোন যথার্থ রেকর্ড নেই ডিপার্টমেন্টের খাতায়। শুধু কে কত টাকা তুলেছে তার হিসেব রয়েছে। ড্রর বহর দেখে মনে হলো সেফগুলোয় অঢেল অর্থ আছে। আরও একটা সংবাদ পেয়েছি, পাঁচজন টেক্সাস অয়েলম্যান এই সপ্তাহের শেষে দেশে ফিরে যাবে। ক্যাসিনোয় গিয়ে জুয়া খেলে প্রচুর বাজি জিতেছে তারা। টাকাগুলো তাদের সেফে জমা রাখা যাবে বলেই মনে হয়। তাদের সেফের নম্বরও লিখে দিয়েছি ঐ ডানদিকের কলামে।'

—'চমৎকার!' এডরিস হাসি হাসি মুখে জবাব দিল। 'এবার আমাদের জানতে হবে ওখানকার সিকিউরিটি সিস্টেম কেমন।'

—'তাও শুনেছি।' হাত ব্যাগ বের করে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে ইরা তার বক্তব্য পেশ করল : 'আমার পিতৃদেব ভেবেছেন, ব্যাঙ্কে আমি আমার ভবিষ্যত গড়ার জন্য খুবই উদগ্রীব। তাঁকে একবার মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ওখানে সিকিউরিটির বন্দোবস্ত কেমন অকপটে উগরে দিলেন আমার কাছে।'

—'কী রকমের সিস্টেম?' সাগ্রহে জানতে চাইল এডরিস।

—'কড়া পাহারা, ভয়ানক কড়া বললেও অত্যুক্তি হবে না,' বলল ইরা। 'ছ-ছজন সশস্ত্র গার্ড সারারাত ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে তাদের কর্তব্য পালন করে। পাহারাদারদের প্রত্যেকেই বিশ্বাসী। তাদের নিয়ে চলা আর জীবন্ত বোমা নিয়ে নাড়া চাড়া করা প্রায় সমতুল্য ব্যাপার। এখানেও নিষ্কৃতি নেই, তাদের সঙ্গে গোটা কয়েক কুকুরও আছে। ব্যাঙ্কের নীচে তিন' ইঞ্চি মোটা স্টীলের চাদর দিয়ে তৈরী সেফ্ এক-একটা। ঘরটা আগাগোড়াই চারফুট পুরু কংক্রিটের দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে ঘরটা জলে ভরিয়ে দেওয়া হয় আবার ভোর ছ'টা বাজতে না বাজতেই সেই জল বার করে নেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। অনুধাবন করতে কষ্ট হচ্ছে না যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার।'

'আর দিনের বেলায়?'

—'জনাবারো বুলেট প্রুফ জামা পরা গার্ড অটোমেটিক রাইফেল হাতে নিয়ে পাহারায় অটুট। কী চেহারা এক একজনের! সাক্ষাৎ দৈত্য যেন। তাছাড়া অ্যালার্ম আছে জায়গায় জায়গায়। পুলিশের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে সর্বক্ষণ। পবিশেষে ঘন ঘন চেকিং।'

ইরার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দমবন্ধ করে একাগ্রচিত্তে এডরিস তার কথা শুনে গেল। সে নীরব হলে এডরিস গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা বেবী বলতো, ঐ ভল্টে একমাত্র কাদের যাওয়ার সুযোগ আছে?'

—'অবশ্যই ক্লায়েন্টদের। তবে হ্যাঁ, আর একজন যেতে পারে—সে হলো ঐ ব্যাঙ্কের রিশেপসনিস্ট। সেই ক্লায়েন্টদের সঙ্গ দেয় তাদের ভল্টের নাগাল পৌঁছন পর্যন্ত।'

—'তুমি দেখেছ তাকে?'

—'দেখেছি বৈকি! তার নামও জানি, ডেরিস ক্লিয়বি। বয়স তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ হবে। গত আট বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যাঙ্কে কাজ করে এতোদিনের সম্মান অটুট রেখেছে। মনে হয় ওকে আয়ত্তে আনা মোটেই সোজা নয়।'

—'ওর ঠিকানা জানা আছে তোমার?'

'জানা নেই বটে, তবে জেনে নিতে তেমন অসুবিধা হবে না।'

—'ঠিক আছে, ঠিকানা যত তাড়াতাড়ি হয় সংগ্রহ করে নাও। তারপর না হয় আমায় ফোনে জানিয়ে দিও।'

—'ওকে।'

'আচ্ছা ওর কাজ কর্মের ব্যাপারে তোমার কিছু জানা আছে?'

—'হ্যাঁ, জানা আছে। ধরে নাও তুমি ওর হবু ক্লায়েন্ট, তুমি একটা সেফ ভাড়া নিতে ইচ্ছুক। প্রথমে ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা ফর্ম ভর্তি করতে হবে নিজের নাম ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়ে। লিখতে হবে কতদিনের জন্য তুমি সেফ্ ভাড়া নিতে চাও আর কতবার তা ব্যবহার করার বাসনা মনে পোষণ কর। ফর্ম ভর্তি হলে ভাড়া গুণে নিয়ে, তারা তোমার হাতে একটা চাবি তুলে দেবে। ঐ চাবি যদি কোনভাবে হারিয়ে যায় তবে সেফ্ ভাঙ্গা ছাড়া অন্য কোন উপায় তখন থাকবে না। কারণ কোন ডুপ্লিকেট থাকে না ঐ চাবির। প্রত্যেকটি সেফের জন্য দুটো করে চাবি। একটা থাকবে তোমার কাছে, অপরটা অর্থাৎ 'পাস-কী' থাকবে ব্যাঙ্কের হেফাজতে। চাবিদুটো একসঙ্গে পর পর ব্যবহার না করলে ভল্ট খোলা যাবে না। এই চাবি ব্যাঙ্কিং আওয়ার্সে থাকে ডেরিসের জিম্মায়। ছুটির পর চলে যাবার সময়ে ঐ পাস-কীগুলো সে দিয়ে যায় ব্যাঙ্কের চীফ্ গার্ডের হাতে। তুমি যখন তোমার সেফ্ খুলতে চাইবে তখন তোমার চাবিটা দিতে হবে ঐ চীফ্ গার্ডের হাতে। সে তোমার চাবির নম্বর...তোমার নাম...তোমার ছবি...যা তার কাছে একটা খাতায় সযত্নে টোকা আছে, একবার চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলেই 'তোমায় ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেবে। সিঁড়ি বেয়ে মাটির নীচের ঘরে এরপর নামতে হবে তোমায়। সিঁড়ির প্রায় কাছেই চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে থাকে ডেরিস। তুমি তোমার চাবির নম্বর তাকে বলে দিলে সে তখন ঐ নম্বরের 'পাস-কী' বার করে, তোমায় নিয়ে যাবে, তোমার ভাড়া করা সেফের দোর গোড়ায়। পাস-কী দিয়ে সেফের লকটা খুলে দিয়ে সে ফিরে আসবে পুনরায় তার টেবিলে। তুমি পরের লকটা খুলবে কিন্তু তোমার চাবি দিয়ে। তারপর তোমার প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম সেরে নেবে। কাজ শেষ হলে সেফের গায়ে লাগানো পুশ বাটন্ টিপে ঘণ্টা বাজলেই ডেরিস এসে সামনে দাঁড়াবে। তারপর দুজনের চাবির সাহায্যে সেফ্ লক্ করে দিয়ে তোমায় পৌঁছে দেবে চীফ্ গার্ডের কাছে। এই হলো তার কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততার ফিরিস্তি।

ইরার কথা শেষ হলে এডরিস কিছুক্ষণ আপন মনে কী যেন ভাবল, তারপর বহুক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকা ফিল অ্যালগিরকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'শোন ফিল, এবার তোমার কাজ। ইরা সেই ডেরিস মেয়েটার ঠিকানা এনে দিলে তোমাকে তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কম করে হলেও দিন পনেরোর জন্য সে যেন ভুল করেও অফিস মুখো হতে না পারে। আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারছ?'

—'তাতে সুবিধেটা কী হবে?' হতবুদ্ধি ফিল প্রশ্ন না করে পারল না।

—'তাতে সুবিধেটা এই হবে মিঃ ব্লকহেড ইরা তার পিতৃদেবকে বলে ঐ পনেরো দিনের জন্য ডেরিসের জায়গায় কাজে নামবে। আমার স্থির বিশ্বাস, মিঃ ডেভন না করতে পারবেন না। বরঞ্চ এই মধ্যস্থতায় তিনি খুশি ছাড়া অখুশি হবেন না। এই ভেবে যে তাঁর সন্তানের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেও উৎসাহ কিছু কম নয়। আর ইরার প্রধান কাজই হবে ক্লায়েন্টের চাবির আর পাস- কী গুলোর ছাপ নেওয়া।'

—'বুঝলাম। কিন্তু ক্লায়েন্টরা তাদের নিজেদের চাবি ওর হাতে বিশ্বাস করে ছাড়বে কেন? এর পরিবর্তে হয়তো তখন চটে বলেই বসবে : 'জাহান্নামে যাও তুমি?'

এডরিস সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'ওহে বুদ্ধির ঢেঁকি, ইরার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখার সময় হয়েছে কখনো? সাংঘাতিক 'সেক্স বম্ব।' ও যদি মিষ্টি হাসি হেসে চোখ মটকে বুক

উঁচিয়ে মধুমাখা মুখে চাবিটা হাত পেতে চায় এই বলে : 'স্যার আপনি আবার কষ্ট করবেন কেন?' বিশেষ করে বৃদ্ধ টেক্সাস টাকার কুমীরগুলোকে, শুধু তারাই বা কেন, তাদের পিতারা পর্যন্ত আহ্লাদে গদ গদ হয়ে নিজেদের চাবি ইরার হাতে গুঁজে দেবে। লোকচরিত্রের কিছু জ্ঞান আমারও আছে। তোমার কথাই ধরা যাক, তুমি পারবে কী কোন সুন্দরী তরুণীকে 'জাহান্নামে যাও' বলতে?'

ফিল এই আক্রমণের জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল না। তাই আপন মনেই মাথা চুলকোতে লাগল।

এডরিস মাঝ পথে থেমে যাওয়া বক্তব্যকে একটা নতুন দিকে পাক খাইয়ে বলল : ইরার হাতের তেলোয় লুকোন থাকবে চাবির ছাপ নেওয়ার এক টুকরো 'পুটি'।

ইরা ছাপ এনে দিলে তুমি তার থেকে চাবির নকল তৈরী করে ফেলবে। তুমি আগামীকালই চলে যাও ব্যাঙ্কে। একটা সেফ ভাড়া নেবে। তাতে পেট মোটা একটা আজে বাজে কাগজ পুরে জমা করবে। সেই সঙ্গে ডেরিস মেয়েটাকেও ভাল ভাবে চোখে চোখে রাখবে, পরে যাতে চিনতে কোন রকম অসুবিধায় পড়তে না হয় তোমাকে। তারপর ইরা ঐ মেয়েটার ঠিকানা এনে দিলে, সময় বুঝে সেখানে গিয়ে তাকে দিন পনেরোর জন্য 'অচল' করে আসবে। কিন্তু সাবধান! এমন কিছু বোকামি করে ভুল পদক্ষেপ ফেলনা, যাতে পুলিশের টনক নড়ে ওঠে। বুঝেছ?'

—তা না হয় হলো। কিন্তু আমার সেফ্ ভাড়া করার কারণটা মাথায় ঠিক ঢুকল না।

—'ঐ পনেরো দিন ধরে ইরা যে ক'টা ডেড সেফ্ যে পরিমাণে যতটা ফাঁকা করতে পারবে তা এনে তোমার ভাড়া করা সেফে বোঝাই করবে। তুমি প্রতিদিন একবার করে অন্ততঃ সেফ্ ব্যবহার করার শর্তে—প্রতিদিন ব্যাঙ্কে পদধুলি দেবে আর মাল বার করে নিয়ে আসবে। কারো মনেই কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হবে না কারণ তুমি নিজে একজন জেনুইন ক্লায়েন্ট। কম করে মাস ছয়েকের আগে ঐ সেফ্‌গুলোর হাতের ছোঁয়া লাগবে না কোন জনৈকের। যতোদিনে পড়বে তখন আমরা ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে চলে যাব। কী, আর কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো বুঝতে?'

ফিল আর ইরা এডরিসের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সত্যি এখন নির্বাক প্রতিমূর্তি।

।। পাঁচ ।।

এডরিসের প্ল্যানে কোন গরমিল নেই, নিখুঁত বলেই প্রমানিত হল। ঠিকানা পাবার পর ফিল ডেরিস ক্লিয়বির ফ্ল্যাটে গিয়ে তাকে সিঁড়ি দিয়ে পা হড়কে গড়িয়ে পড়ার নিখুঁত ব্যবস্থা করে আসার পর, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ডেরিস পা ভাঙল আর মাস খানেকের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইল নিজের শোবার ঘরে।

ইরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তার পিতৃদেবের কাছে দরবার জানাতে তিনি প্রথমেই কুঁইকুঁই করতে করতে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন, ডেরিসের অনুপস্থিতিতে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বিঘ্নিত হবার ভয়ে।

প্ল্যান অনুযায়ী একদিন ব্যাঙ্কের ছুটির পর এডরিসের অ্যাপার্টমেন্ট আর ফ্লোরিডা ব্যাঙ্ক থেকে কিছু দূরে অন্য এক জায়গায় একটা মাঝারি সাইজের রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে ফিলের হাতে ছোট্ট একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলে দিয়ে ইরা বলে উঠল, 'এতে গোটা কতক পাস-কী'র ছাপ রয়েছে। আপাততঃ এই দিলাম, তবে সময় আর সুযোগ বুঝে অন্য 'পাস-কী'র ছাপও এনে দেব, টিকিকে বলে দিও।'

তারপর বেশ কিছুক্ষণ রেস্তোরাঁয় থাকার পর বেরিয়ে এলো ইরা। পিতৃদেবের উপহার স্বরূপ দেওয়া ছোট কিন্তু শক্তিশালী টি, আর, চার মডেলের গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল বাড়ির অভিমুখে।

এত বিলাস বৈভব আর আরাম স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থেকেও ইরার মনে কিন্তু সুখ ছিল না। দারিদ্র্যের আর অভাবের জ্বালা বর্তমানে নেই কিন্তু যৌবনের জ্বালা? দৈহিক ক্ষুধা? অবশ্য মন চাইলেই গুপ্ত শয্যাসঙ্গীর অভাব তার হবে না সত্যি, কিন্তু তার সারা দেহ-মন জুড়ে সেই জেমস ফার অদৃশ্য ভাবে বিরাজ করছে। সেই সুখ আর তৃপ্তির স্মৃতি কি কখনও স্মরণে না রেখে পারা যায়? নিয়ম করে হপ্তায় চারদিন যৌনক্রীড়ায় মেতে উঠত সে আর ফার। দুষ্টুটা কী পৈশাচিকরূপেই তাকে গ্রহণ করত। তার লালসার কাছে হার মানতে হতো। ব্যথায় আর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ইরার

চোখ ফেটে জল আসতে চাইত। তবু সেই নিষ্ঠুরতার শেষে যে স্বর্গসুখ, যে অনির্বচনীয় তৃপ্তির স্বাদ ইরা পেয়েছে, তার তুলনা কোথায়? পারবে কী এইসব গুড়ি গুড়ি ছেলেরা সেভাবে তাকে সুখের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে? মাস খানেক হলো ফারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। ইরার মতো ফারও নিশ্চয়ই 'সতী' সেজে বসে নেই।

কোন দুঃখেই বা সাজবে? তার মতন পুরুষের কাছে কী মেয়ের অভাব? লিয়াই হয়তো স্ব-মহিমায় আবার তার সাম্রাজ্যে ফিরে এসেছে। নাঃ চিঠি লিখে, প্লেন ভাড়া পাঠিয়ে তাকে আনতেই হবে। সত্যি এই নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আর সহ্য হয় না। কিন্তু মিঃ ডেভন যদি জানতে পারেন? তার ওপর রয়েছে টিকি আর ফিল। তাদের মনেও সন্দেহের সৃষ্টি করবে। তারা যদি এই ভাবে যে ইরা তার দেহের তাগিদে ফারকে কাছে ডাকেনি—নিকটে পাওয়ার উদ্দেশ্য এই সম্পত্তির আরো একজন ভাগীদার রূপে, তখন? চিন্তায় ডুবে গেল ইরা। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? এদিকে ফারকে চা-ই চাই। না হলে চলবে না।

ছ'ফুটের ওপর লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া বলশালী চেহারা হায়াম ওয়ানাসির। বয়স প্রায় তেষট্টি। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। টেক্সাস কোটিপতি, দেড় মাস প্যারাডাইস সিটিতে ছুটি কাটিয়ে আগামী কালই সস্ত্রীক ফিরে যাবেন স্বদেশে। তাঁর এ ব্যাপার মোটেই ভালো লাগছিল না। কোথায় প্যারাডাইস সিটি আর কোথায় তাঁর ডালাসের কাছে টেক্সাস রেঞ্জ।

সেখানে শুধু কাজ, কাজ আর কাজ, মনকে ভোলাবার মতন কিছু নেই। মেয়েগুলো পর্যন্ত টেক্সাসের মত রুক্ষ, কঠিন আর রসকসহীন। তাদের সঙ্গে রোমান্সের কথা ভাবলেই অস্বস্তিতে সারা মন ঘিন ঘিন করে ওঠে।

কিন্তু এখানে? আহা! মধু! মধু!

বেলা তিনটের সময় ওয়ানাসির রোলস রয়েস কার এসে ফ্লোরিডা ব্যাঙ্কের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি গণমান্য আর বিশেষ পরিচিত একজন ক্লায়েন্ট। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই ব্যাঙ্কের গার্ডরা সসম্ভ্রমে আর সাবধানে অভিবাদন জানাল তাঁকে। লকার রুমের ক্ষেত্রেও তাই। সবাই তটস্থ।

চীফ্ গার্ড কুশল জিজ্ঞাসা করলে মুখ থেকে প্রকাণ্ড সিগারেট সরিয়ে বেদনার স্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'মন ভালা নেই হে, তোমাদের এই শহর ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে। আবার আসব সামনের বছর।'

নিয়ম-কানুনের ফর্মালিটি সেরে সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলাকার ভল্টরুমে নামতেই ওয়ানাসির চোখ ছানা বড়া! আরে, এ মেয়েটা আবার কে। কোন হুরী পরী নয়তো, আগের সেই বদখৎ, ভাবলেশহীন, ফ্ল্যাট চেস্টের গোমড়ামুখো ডেরিস মেয়েটা কোথায় গেল? হায়াম ওয়ানাসিকে দেখে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মধুর ভাসিনী হাসি হাসল ইরা!

ইরার রূপ, যৌবন চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল ওয়ানাসির। তিনি অপলকনেত্রে খাণিকক্ষণ চেয়ে রইলেন ইরার দিকে।

—'গুড আফটার নুন, মিঃ ওয়ানাসি, ইরা তাঁর কাছে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল। 'আমি মিস ডেরিস ক্লিয়বির জায়গায় এসেছি—তবে সাময়িক ভাবে কারণ সে এখন সুস্থ নয়।'

ওয়ানাসি ইরার সুঠাম গড়নের শরীরের উঁচু নীচু জায়গাগুলো, তার দেহের খাঁজ আর বাঁকগুলো জহুরীর দৃষ্টি দিয়ে বিচারপর্ব সারতে সারতে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে, হনি? কী নাম তোমার?'

—'নোরেনা ডেভন।'

—'ডেভন? মেল ডেভনের নামের সঙ্গে চমৎকার মিল আছে দেখছি।'

—'উনি আমার বাবা।'

—'সত্যি? তোমার বাবা? সত্যি আশ্চর্যের কথা! আমি দশ বছর ধরে এই ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্ট অথচ মেল ডেভনের যে তোমার মতন এক অপরূপা সুন্দরী বেবী ডল আছে তাই আমার অজানা ছিল!'

—'এতদিন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ছোট থেকে বোর্ডিং, এখন পড়াশুনো শেষ করে

ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না তাই বাবাকে বলে এখানে জয়েন করেছি।'

কথা বলতে বলতে ইরা এমন ভুবন ভোলানো হাসি হাসল, এমন করে তাকাল যে তাতেই বৃদ্ধ ওয়ানাসি অর্ধেক কাৎ।

ইরা তার বলা জারি রাখল, 'একটু আগে ফোনে বাবা আপনার কথা বলছিলেন। আপনার খাতির যত্নের যাতে কোন ক্রটি না হয় সে ব্যাপারে বার বার সতর্ক করে দিচ্ছিলেন। গোড়ার দিকে আমি খুব নার্ভাস বোধ করছিলাম। আপনাকে দেখে মনটা আগের চাইতে অনেক হাল্কা লাগছে। বলুন, কী করতে হবে?'

আরো একবার মন কাড়া হাসি, সেইসঙ্গে বিলোল কটাক্ষ। যেটুকু অবশিষ্ট স্বরূপ পড়েছিল ওয়ানাসির তাও এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। এরপর বৃদ্ধ ওয়ানাসি তার লকারের কাছে নিয়ে গিয়ে তার চাবি আদায় করা, হাতের তেলোয় লুকিয়ে রাখা 'পুটি'তে তার ছাপ নেওয়া ইত্যাদি কিছুই কঠিনরূপে ধরা দিল না ইরার কাছে। কিন্তু বৃদ্ধর সে সব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ কোথায়?তখন তিনি ড্যাব ড্যাব করে ইরার নিতম্বদ্বয়ের ওঠানামা আর সুউন্নত সুগোল স্তনজোড়ার আন্দোলন দেখতেই মোহিত। অন্যদিকে তাকাবার ক্ষমতাই তার এখন নেই।

সেফ্ খুলে একপাশ হয়ে সরে দাঁড়াল ইরা। হায়াম ওয়ানাসি যখন টাকা বার করতে ব্যস্ত ছিলেন, ইরা আড়চোখে চেয়ে যা দেখল তাতে তার চক্ষু ছানা বড়া : সেফটা কম করে একশো আর হাজার ডলারের নোটে ঠাসা। কোথাও একটু ফাঁক-ফোকর নেই। চোখ জোড়া মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল ইরার। বাপরে! এতো টাকা!

বেশকিছু টাকা বের করে ওয়ানাসি ইরার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, 'আপাততঃ যা নিয়েছি, তা যথেষ্ট। আমার হয়ে তুমি না হয় সেফটা বন্ধ করে দাও, হনি। আশা করব তোমার হাতের পরশে আমার এই সেফটা চিরদিনই ফুলেফেঁপে থাকবে।'

ইরা হাসি মুখে ওর আর নিজের চাবি নিয়ে সেফ বন্ধ করার জন্য ঝুঁকে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কাণ্ড করে বসলেন ওয়ানাসি। ইরা ঝুঁকে পড়ে সেফ্ বন্ধ করার কাজে যখন ব্যস্ত, বৃদ্ধ ওয়ানাসি নিজেকে আর সামলাতে না পেরে পেছন থেকে দু'হাত বাড়িয়ে ইরার স্তনযুগল সবলে মুঠো করে ধরে বার কয়েক মর্দন করেই ছেড়ে দিলেন। অন্যসময় আর অন্য স্থান হলে তাঁর মুখে সপাটে জুতোর ঘা বসাত ইরা। পুলিশ ডাকতো, গালাগালির ফোয়ারা ছোটাতো। এত সহজে ছেড়ে দিত না। কিন্তু এক্ষেত্রে মুখ বুজেই সে সবকিছু সহ্য করল। সেফ্ বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে শুধু বললেন, আপনার মতো গণ্যমান্য আর বিত্তবান মানুষের কাছ থেকে ঠিক এ ধরণের ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করিনি, মিঃ ওয়ানাসি। আপনি আমার গুরুজন, আপনার নাতনীর সমকক্ষ আমি, তার ওপর আপনার বন্ধুর মেয়ে। আমার সঙ্গে এই অশোভনীয় আচরণ আপনি কেন করলেন! যাক, ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কখনো করবেন না, এইটুকু আশা আমি রাখতে পারি।'

নিজের অজান্তে এই রকম ব্যবহার করার পর ওয়ানাসি এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন। লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা তার মনকে আষ্টেপিষ্টে বিদ্ধ করছে। ঘামতেও শুরু করেছেন। তাই যত তাড়াতাড়ি হয় এখান থেকে সরে যেতে পারলে তিনি বেঁচে যান। ঝট্‌করে একটা একশো ডলারের নোট বার করে ইরার হাতে গুঁজে দিতে দিতে লজ্জিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মনে কিছু করোনা হনি। ভুল করে সত্যি এক অনুচিত কাজ আমার দ্বারা হয়ে গেছে। এই টাকাটা রাখ, মন যা চায় তাই কিনো, আর দয়া করে মেলকে কিছু এ বিষয়ে বলোনা, কেমন, কেমন? আচ্ছা চলি, আবার আসব সেই সামনের বছর।'

ওয়ানাসি চলে গেলে ইরা আপন মনেই হেসে উঠল। ভাবল, সামনের বছর এসে বৃদ্ধ যখন দেখবে তার হাতের ছোঁয়া বৃদ্ধর সেফ্ ভরপুর না হয়ে পরিবর্তে সব শূন্য হয়ে গেছে, ওর মুখের আর মনের অবস্থা তখন কেমন হবে!

পরের দিন সকাল ন'টা নাগাদ ইরা গিয়ে সেই রেস্তোরাঁয় হাজির হলো। ফোনে আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল এডরিসের সঙ্গে। এডরিস জানিয়েছিল, ফিল তার প্রতীক্ষায় সেখানে থাকবে। ইরা গেলে ওয়ানাসির চাবির ডুপ্লিকেট তার হাতে সেখানেই তুলে দেওয়া হবে। রেস্তোরাঁর এককোণে একটা টেবিল দখল করে তারই প্রতীক্ষায় বসেছিল ফিল। ইরাকে ঢুকতে দেখে হাত নেড়ে কাছে

ডাকল। ইরা গিয়ে বসল টেবিলে। ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে গেলে ফিল তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে, চারিদিকে একবার মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কিনা দেখে নিয়ে, টেবিলের তলা দিয়ে নকল চাবিটা ইরার হাতে চালান করে দিল।

—'খুব যত্নের সঙ্গে তৈরী করেছি এই নকলটা, ফিসফিস কণ্ঠে বলল ফিল, 'আশাকরি কোন ঝামেলা হবেনা। এগারো'টা নাগাদ আমি যাব। আমার সঙ্গে শুধু একটা ব্রিফকেস থাকবে। তুমি পারবে না ঐ সময়ের মধ্যে টাকাগুলো আমার সেফে চালান করে দিতে?'

—মনে হয় পারব যদিও কাজটা সহজ নয়, ঝুঁকি আছে যথেষ্ট। লকাররুমের এককোণে ওয়ানাসির সেফ্, তার ঠিক উল্টো কোণে তোমার। মনে হচ্ছে ঐ সময় সেখানে কারো পদধূলি পড়বে না।' জবাব দিল ইরা।

—তবে ঐ কথাই রইল : ঠিক এগারোটার সময় আমি গিয়ে হাজির হচ্ছি ব্যাঙ্কে। তুমি তার আগেভাগেই এক সেফ থেকে আর এক সেফে টাকাগুলো পাচার করে রাখবে।' ফিল এরপর তার ব্রেকফাস্ট সেরে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরে ইরাও।

দশ'টার একটু আগে ইরা এসে দাঁড়াল গ্রীল দেওয়া ভল্টরুমের দরজার সামনে। চীফগার্ড তাকে গুডমর্নিং জানিয়ে দরজা খুলে দিল। তারপর একে একে সইসবুদ, পাস-কী দেওয়া ইত্যাদি প্রতিদিনকার নিয়মের বেড়াজাল পার হবার পর চীফ্‌গার্ড সহাস্যে জানাল : 'আজকে আপনার খুব পরিশ্রম হবে, মিস। একগাদা ক্লায়েন্টস শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দুপুর নাগাদ আসবেন মিঃ রস আর মিঃ লাজ্জা। দু'জনেই কোটিপতি, ব্যাঙ্কের খয়ের খাঁ। ওদের একটু আদর-আপ্যায়ন করবেন।'

—'চিন্তা নেই, আভুইক, সেদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে।' হাসি মুখে কথাগুলো বলে সিঁড়ি দিয়ে ইরা নেমে এল নীচে।

নিজের টেবিলে এসে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়াল ইরা। শুধু একবার চাইল নেমে আসা সিঁড়ির দিকে। না, গার্ডরা যেখানে পাহারা দিচ্ছে সেখান থেকে এই দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হবে না—যদি না ঝুঁকে বসে দেখবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ইরা আর সময় নষ্ট না করে চটপট ড্রয়ার খুলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বার করে নিজের টেবিল সাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটু সময়ও নষ্ট করা উচিত হবে না। দশ'টা বাজতে তখনও তিন মিনিট দেরি।

উত্তেজনা আর নার্ভাসনেসে ইরার বুক ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে। স্কার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিলের দেওয়া চাবিটা একবার ছুঁয়ে দেখল।

মুহূর্তের ইতস্ততা, আরও একবার সিঁড়ির দিকে চাইল, পরমুহূর্তেই সব দুর্বলতার পাহাড় ঝেড়ে ফেলে সে দ্রুতপদক্ষেপে এগিয়ে গেল ওয়ানাসির সেফের দিকে।

সেফের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কালীন মনে হলো, সে যেন একটা আগ্নেয়গিরির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার অজান্তে যে কেউ এসে যেতে পারে এই ভল্টরুমে। এখান থেকে টেবিল নজর পড়ে না। সেও জানতে পারবে না কারো উপস্থিতি। টেবিলে দেখতে না পেয়ে, 'যে কেউ' যদি তার সন্ধান করতে করতে এখানে এসে পড়ে তবে তার অভাবনীয় কুকীর্তি অবশ্যই তার চোখে পড়বে।

একবার ঘড়ি দেখল ইরা। দশ'টা চার, আভুইকের কাছে সে শুনেছে লকার লেনেওয়ালা ক্লায়েন্টরা দুপুরের আগে আবার কখনো ব্যাঙ্কে পা রাখেনা। কিন্তু দৈবাৎ কেউ এসে পড়ে, তবে? ক্ষণিকের জন্য ইরার শরীরের সারা স্নায়ুতন্ত্র যেন বিকল হয়ে পড়ল। ফিরে যাবার জন্য সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাও ফেলল, জেমের কথা ভেবে সেই বাড়ানো পা আবার টেনে নিল ইরা। সেফ না খুললে আনবার টাকা কোথায় পাবে সে? মিঃ ডেভন তাকে হাত খরচের মতোই যা টাকা দিয়ে থাকেন, তাতে জেমের প্লেন-ফেয়ার...পোষাক পরিচ্ছদ...খাই খরচ...রাহা খরচ...এ সমস্ত কখনই কুলোবে না। অতএব সেফ তাকে যেকোন উপায়েই উন্মুক্ত করতে হবে।

একটু চেষ্টা করতেই সেফ খুলে গেল। নাঃ, ফিলের বাহাদুরীও আছে বটে। নকল হলেও চাবিটা কাজ করছে একেবারে আসলের মতোই। সেফ খুলেই কী মনে করে একবার ঘুরে এলো তার টেবিলের কাছ থেকে। না, কেউ আসেনি। কেউ প্রতীক্ষায় নেই তার। শুধু গার্ডদের পদধ্বনি কানে আসছে মৃদু মৃদু, যেমন আগেও এসেছে বহুবার।

হাতের তেলো ঘামে ঘর্মাক্ত বেজায় ভিজে। স্কার্টের গায়ে ভাল করে হাতমুছে নিল সে। ফিরে

এসে ক্ষণিকের জন্য কাজে মন দিল। থরে থরে সাজানো টাকার বাণ্ডিল। একটা বান্ডিল টেনে দ্রুত গুণে দেখল ৪২,৫০০ ডলারের নোট আছে তাতে।

উফ্! জীবনে এতোটাকার মুখ দেখার সৌভাগ্য এর আগে কখনও হয়নি—ছোঁয়া তো দূরে থাক। কিন্তু এই টাকায় জেমের যাবতীয় খরচ কুলোন সম্ভব হবে কী? আপাত দৃষ্টিতে মনে তো হয় না। তাই আরো একটা বাণ্ডিল টেনে নিল ইরা। তারপর স্কার্ট তুলে টাকার বাণ্ডিল দুটো সে তার প্যান্টির গার্ডল টেনে প্যান্টি আর তলপেটের খাঁজে সযত্নে ঢুকিয়ে দিল। অনেক ভেবে সে গার্ডল দেওয়া প্যান্টি আর ঢিলে কুচি দেওয়া স্কার্ট আজ চাপিয়ে এসেছে।

এবার ফিলের সেফের জন্য টাকা নেওয়ার পালা। যা টাকা আছে সেফটাতে সব নিতে গেলে তাকে চার-পাঁচ বার ছোটাছুটি করতে হবে। দেখাই যাক না হয় এর শেষ। এই ভেবে সে ওয়ানাসির সেফ খালি করে টাকার বান্ডিলগুলো মেঝেয় একে একে নামাতে লাগল। একগোছা নামানোর পর পরবর্তী গোছায় হাত দিতে যাবে, ঠিক এই সময়ে তার কানে এল সিঁড়িতে জুতোর শব্দ।

মুহূর্তের মধ্যে চোখে অন্ধকার দেখল ইরা। বুকের মধ্যে দমাদম মুগুর পিটতে লাগল এক অজানা আতঙ্ক। ভয়ে-আতঙ্কে লজ্জায় সারা শরীর হিম আর কঠিন হয়ে গেল। কেউ যেন এদিকেই আসছে।

স্তূপাকৃতি নোটের তাড়া আর উন্মুক্ত সেফ ফেলেই ছুটল ইরা।

টেবিলের সামনে স্বয়ং তার পিতা মেল ডেভন দাঁড়িয়ে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ইরা। দেহের সমস্ত রক্ত আর শক্তি নিঃশেষে কে যেন চোঁ চোঁ করে শুষে নিল। আত্মসংবরণ করে নিজেকে কোন রকমে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাল ইরা। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো পিতার কাছে যেতেই স্বপ্নের ঘোরেই সে উচ্চারণ করল দুটি শব্দ, হ্যালো ড্যাডি...'

মেল মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চোখ মুখের অবস্থা শুকনো...ফ্যাকাসে...কী ব্যাপার? শরীর খারাপ?'

—'কৈ নাতো!' জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ফিকে হাসি হেসে ইরা জবাব দিল, 'আমি তো ভালোই আছি।'

'টেবিলে তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি কম অবাক হইনি। তা, ভেতরে কী করছিলে?'

—'আজ মিঃ রস আর লাঞ্জা আসছেন এখানে শুনলাম। তাই আগে ভাগে এটাই দেখে আসতে ভেতরে গেছিলাম। তাঁদের সেফ্ দুটোর অবস্থান, যাতে না তাঁদের এখানে এসে অযথা প্রতীক্ষা করতে হয়।' অম্লান বদনে এক ঝুড়ি মিথ্যে বুলি গড় গড় করে আওড়ে চলল ইরা। সময়োচিত কৈফিয়ৎ আবিষ্কারের বাহাদুরীর বহর দেখে সে নিজেই ভেতরে ভেতরে খুব অবাক। মেয়ের কাজের প্রতি অনুরাগ আর ঐকান্তিকতা দেখে মুগ্ধ হলেন ডেভন। তিনি এই জানার প্রয়াস করলেন—'খুঁজে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।' তার বলা শেষ করে চেয়ারে বসে পড়ল ইরা। এইভাবে খুব বেশীক্ষণ ধরে কথা চালাচালি করার ক্ষমতা তার ছিল না। ড্রয়ার খুলে একগাদা কাগজপত্র টেনে বার করে, আপন মনেই যেন বলছে এমনভাবে বলে উঠল : 'কাজের আর শেষ নেই। এখন আবার এগুলো নিয়ে বসতে হবে।'

মিঃ ডেভন ব্যস্ত হয়ে বলে ফেললেন, 'ঠিক ঠিক, তোমার কাজে অযথা বিরক্ত করা বোধহয় আমার উচিত হবে না। যাইহোক, এলাম যখন, একবার না হয় নিজেই ঘুরে দেখে যাই লকার রুমটা। এই বলে তিনি পা বাড়ালেন লকার রুমের গলিপথের দিকে। ভয়ে প্রাণ উবে গেল ইরার। তীরে এসে তরী ডুবল এবার বুঝি। সত্যি তাহলে ঠেকানো গেল না অবশ্যম্ভাবী বিপদকে। কয়েক পা ঘুরলেই ওয়ানাসির খোলা সেফ্ আর মেঝের ওপর জড়ো করে রাখা নোটের তাড়া নজরে পড়বে তাঁর। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিয়ে পিছু থেকে ডাকল ইরা : ড্যাডি!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেভন জিজ্ঞাসা করে উঠলেন : 'কী, ডীয়ার?'

—'জয়ের সঙ্গে আলাপ করাতে আমায় কখন নিয়ে যাচ্ছ?'

সেই চরম মুহূর্তে ইরার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে দিল—মেল ডেভনকে যদি থামাতে চাও তবে জয় অ্যানসনির প্রসঙ্গ তোলার এটাই ঠিক সময়। যা ভাবা,

বর্তমানে ঘটলও তাই। ডেভন শুধু ঘুরেই দাঁড়ালেন না, উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে আবার ফিরেও এলেন ইরার টেবিলের খুব কাছে।

—'তুমি তার সঙ্গে আলাপ করতে সত্যি যাবে, ডীয়ার? আমার তো মনে হয়েছিল জয়ের অস্তিত্ব তুমি মেনে নিতে পারবে না।'

—'ও ধারণা তোমার ভুল ড্যাডি। নানা কারণে আমার মন তখন বিক্ষিপ্ত ছিল বলেই আমি রাজী হইনি। কবে নিয়ে যাবে তাই বল না?' আদুরে কণ্ঠে মধুর সুরে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করল ইরা।

—'কবে কী? আজ রাতেই তোমাকে নিয়ে যাব আর আলাপও করিয়ে দেব। দেখবে, চমৎকার মানুষ সে। তোমার প্রসঙ্গ প্রায়ই উত্থাপন করে। তোমার প্রতি কী যত্ন নেব, সে বিষয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ আর নির্দেশ-বর্ষণ করে আমার ওপর।'

—'ড্যাডি!' টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে অদৃশ্য আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে ইরা বলল, 'জয়কে তুমি খুব ভালোবাস, তাই না?'

ইরার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব সাবধানে উত্তর দিলেন তিনি : 'আমাদের দুজনের মধ্যে-আলাপ বহুদিনের। স্বাভাবিক কারণেই একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।'

'জয়কে বিবাহ করতে চাও?'

ডেভন অবাক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। ইরার মনোভাব বোঝার চেষ্টায় একটু সচেষ্ট হলেন। মুখে শুধু বললেন, 'তুমি কী বলো?'

—'আমার আর তোমার দুজনের জীবন যাত্রা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার চাহিদা যার যার কাছে তার নিজস্ব ধারায়। আমরা কী ভাবে চলতে চাই তার সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভর করে আমাদের মন ও মর্জির ওপর। তাই এ ব্যাপারে আমার বলার-ই বা কী থাকতে পারে ড্যাডি?'

—তুমি কেন এই সত্যটা বুঝতে চাইছ না নোরেনা, ইরার কাঁধে একটা হাত রেখে ডেভন প্রগাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি আমার সন্তান। আমার ঘর সে তো তোমারও ঘর। আমি যদি জয়কে বিয়ে করে তাকে সসম্মানে ঘরে তুলিও, তোমার এ বিষয়ে বলবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে—তা প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক। তোমার ধারণাই ঠিক, জয়কে আমি বিয়ে করতে চাই। এক নয় দুই নয় ষোল বছর ধরে তোমার মায়ের জন্য দিন গুনেছি।

নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবার যা জ্বালা—এ বয়সে সেই জ্ঞান তোমার নেই। আজ ইহ জগতে সে নেই। তার পরিবর্তে তুমি এসেছ আমার নিভে যাওয়া ঘর আলো করতে। আর ভুল বুঝে ফিরে আসার প্রতীক্ষা করেও সে যখন আসেনি তখন তাকে ভুলে থাকার চেষ্টাই করেছি। এখনকার পরিস্থিতি একটু আলাদা। বর্তমানে তার প্রতিভু তুমি।

তোমার এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ অধিকার আছে—আমার বিয়ে করা উচিত হবে না অনুচিত। আমি এবার নতুন করে ঘর বেঁধে সুখী হবার চেষ্টাই করব, না, করব না।

ড্যাডির মুখের দিকে তাকাল ইরা। তার মুখে সে কী দেখল, শুধু সেই জানে। সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বলল, 'তুমি যাতে সুখী হবে তাই-ই করো ড্যাডি। তাকে তুমি হতাশ করো না। তোমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখী জীবন-যাপন কর।'

এমন সময়ে ইরার টেবিলের ফোন স-শব্দে বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে লাগাল ইরা। ওপাশ থেকে অপারেটর জানাল : মিঃ ডেভন বোধহয় আপনার সঙ্গেই রয়েছেন, মিস ডেভন? থাকলে ওঁকে বলুন—মিঃ গোল্ডস্ট্যান্ড ওঁর জন্য ওঁর অফিসে বসেই অপেক্ষা করছেন।'

ইরা সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা ডেভনকে জানাতে তিনি ইরার কপালে ঠোঁট ঠেকিয়ে আদর জানিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সেখান থেকে। ইরারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

মিঃ ডেভন চলে যেতেই ইরা ছুটল ওয়ানাসির সেফের দিকে। মেঝে থেকে টাকার বান্ডিলগুলো তুলে নিয়ে ওয়ানাসির সেফেই ভর্তি করে, সেফে চাবি লাগিয়ে ফিরে এসে বসে পড়ল আবার নিজের টেবিলে।

এগারোটার একটু পরেই ফিরে এল অ্যালগির। হাতে একটা বিরাট আকারের ব্রীফকেস। ইরার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

ফ্যাকাসে, ঘামে সিক্ত ইরার মুখ দেখেই তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করল, কোথাও কোন গণ্ডগোল বেঁধেছে নিশ্চয়ই। সে তাই কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? চাবিটা কাজে লাগেনি নাকি?'

—'না, না চাবি ঠিকই আছে। ধরা পড়তে পড়তে ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। শোন ফিল, একাজ আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়।'

—'তার মানে? টাকা তুমি বার করতে পারনি?'

—'সাবধান! চেঁচিও না, গার্ডরা শুনে ফেলতে পারে। কতবার এক কথা বলব যে, একাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমারই ভুল হয়েছিল তোমাদের প্রস্তাবে রাজী হওয়া। জান, মিঃ ডেভন একটু আগেই এখানে এসেছিলেন। হাতেনাতে ধরে ফেলেওছিলেন আমায়। সবে ওয়ানাসির সেফ্ খুলে টাকার বান্ডিলগুলো বের করে মেঝেতে রেখেছি, ঠিক সেই সময়ে তাঁর পদধ্বনি কানে আসে সিঁড়িতে। এখন তুমি বিচার করো, কী সঙ্গীন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একাই প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছি।'

ফিল বুঝতে পারল ইরার সাংঘাতিক সমস্যার কথা। একটু ভেবে সে বলল, হুঁ, সত্যি একাজ তোমার একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। ও-কে। আমি কাজে নামছি এবার, তুমি এদিকটার দিকে বরং একটু দৃষ্টি দাও। কেউ এলে পেতলের এই পেপার ওয়েটটা মেঝেতে ফেলে সংকেত দেবে আমায়। ঠিক আছে? এবার চাবিদুটো দাও আর বলে দাও সেফ্‌টা কোথায়?'

।। ছয় ।।

চোখে ঘুম না থাকায় শুয়ে শুয়ে নিজের কথাই বিভোর হয়ে ভাবছিল ইরা। সত্যি কী বিরাট পরিবর্তনের মুখ গহ্বরে এসে সে পড়েছে। মাত্র দেড় মাস পূর্বেও সে ছিল বস্তিবাসিনী এক মেয়ে। জীবন ছিল নিত্য অভাব, অসম্মান আর পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ। সেইসঙ্গে কুৎসিত, কদর্য মানানসই পরিবেশ। চোখের সামনে ধরা দিত না উজ্জ্বল আলোকময় ভবিষ্যতের মায়াবী কোন স্বপ্ন। স্বভাবে ছিল বেপরোয়া, দুর্দান্ত পরিশেষে বন্য। কিন্তু এখন?

বর্তমানে সে জীবন কাটাচ্ছে অগাধ প্রাচুর্যের মধ্যে। আপনা হতেই তার কাছে ধরা দিয়েছে নিরাপত্তার বেড়াজাল, সম্মান, বাড়ি-গাড়ি, সর্বোপরি মাথার ওপর অভিভাবকরূপে একজন আদর্শ পিতা।

যাঁর সংস্পর্শে এসে, স্নেহমমতা পেয়ে, তাদের আচরণে এসেছে ভদ্রতা, কোমলতা আর শালীনতার সুস্পষ্ট ছাপ। শুধু একটি মাত্র চিন্তা তাকে প্রবল ভাবে কুরে কুরে পীড়িত করতে লাগল বারংবার। আগে তার পরিচয় ছিল এক সামান্য ছিঁচকে চোর রূপে কিন্তু আজ পরিস্থিতি একটু পৃথক। আজ সে সামান্য থেকে তার ক্ষমতার জোরে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পুরোপুরি এক পাকা চোর হয়ে উঠেছে। একজনের সরলতা, বিশ্বাস আর ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে সে তার পিঠেই ছুরি মারতে উদ্যত হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। মেল যদি বুঝতে পারেন তাঁর কন্যা তাঁর পিতৃস্নেহের এই প্রতিদান তাঁকে দিতে আগ্রহী, তবে সে আঘাত তিনি মনে মনে পাবেন তা এক কথায় অবর্ণনীয়! ইরারও লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকবে না, এরপর কোন মুখে সে তাঁর পিতার সামনাসামনি মাথা তুলে দাঁড়াবে।

বড় হওয়া অবধি মা বাবার স্নেহভালবাসা থেকে এতোদিন সে বঞ্চিত ছিল। পিতৃ-মাতৃস্নেহ কী হয় তা ছিল একেবারে অজানা। কারণ মা ছিল খিটখিটে আর বদরাগী। বাবা ছিল পাঁড় মাতাল আর নরপশু। তার ভয়ে ইরা রাত্রে দরজা খুলে শুতে পারত না।

মদের নেশা চরমে উঠলে নিজের কন্যা আর স্ত্রীর মধ্যে কোন তফাৎ থাকত না তার কাছে।

ইতিমধ্যে জেমকে পত্রপাঠ বলেছে এখানে চলে আসবার জন্য। প্লেনভাড়া আর রাহা খরচের জন্য পাঁচশ ডলারও পাঠিয়ে দিয়েছে পৃথক পৃথক ভাবে। জেম এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে টিকি এডরিস আর ফিল অ্যালগিরের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নিতে হবে। আর মনের দিক থেকে কোন সাড়াও পাচ্ছে না বিপদের ঝুঁকি আর অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে ওদের পেটের ক্ষুধা মেটাতে। লাজ্জা তো স্বভাবে মিঃ ওয়ানাসির চেয়েও এককাঠি সরেস। তিনি শুধু একটি কাণ্ড ঘটিয়েই সন্তুষ্ট

হননি, ইরার স্তনে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে সবলে তাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে চুম্বন করতেও ভুল হয়নি। গার্ডদের ডাকার ভয় দেখাতে তবে তাকে নিরস্ত করা গেছে। অবশ্য পুরস্কার স্বরূপ দুশো ডলার তৎক্ষণাৎই ক্ষতিপূরণ পেয়ে গিয়েছিল ইরা। এমন ক্ষতিপূরণের আশা সে স্বপ্নেও করেনা।

মিঃ লাজ্ঞার চাবির ছাপ নিতে কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। শুধু পারেনি মিঃ রসের চাবির ছাপ নিতে। মহা ধুরন্ধর লোক এই রস। ইরার রূপ যৌবন সত্ত্বেও তার কাছে ইরার হার স্বীকার করতে হয়েছে। উদ্ধত যৌবনের অধিকারিনী তার এই রূপে রসকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে ইরা। আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে, মিঃ রসের চাবির ছাপ নিতে পারেনি বলে তার মনে কোন অনুশোচনা নেই। এর কারণ কি হতে পারে?

এমন কি চাবির ছাপ নিতে ফিল অ্যালগির যখন চুপি চুপি তাকে জানাল : ওয়ানাসির সেফ্ লুট করে পঞ্চাশ হাজার সরিয়েছে, একটুর জন্য হলেও সে তখনও কোন উত্তেজনা অনুভব করেনি ইরা। অথচ দেড় মাস আগে হলে উত্তেজনা আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে ফেটে পড়ত।

নিজের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে বসে ইরা এখন সহজেই বুঝতে পারছে যে, আগের মতন টাকার মোহ আর তার মধ্যে নেই। এখন তার একটাই ইচ্ছা তা হল শান্ত ও স্থায়ী গৃহজীবনে সসম্মানে সমাহিত হওয়া।

এতোদিন পর্যন্ত সে যা যা করে এসেছে, তা কারো মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্র উদ্রেক করতে পারেনি। সবাই তাকে জানে মেল ডেভনের মেয়ে নোরেনা ডেভন বলেই। প্রতি পদেই সে পেয়েছে প্রতিজনের স্নেহ ভালোবাসা মর্যাদা আর বিশ্বাস। কিন্তু যেদিন সে জালে ধরা পড়বে নোরেনা ডেভন পরিচয়ে নয়, একজন জালিয়াৎ, ঘৃণ্যপ্রতারক রূপে, সেদিন কিন্তু তাকে সোনার সিংহাসন থেকে টেনে নামাবে পথের ধুলোয়। তার অবস্থান হবে তখন কোন জেলখানায়।

অস্থিরতায় আর আতঙ্কে বিধ্বস্ত হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল ইরা। মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল সারা মুখ। মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগল : না, না আর আমি পারব না এভাবে পরের হাতের পুতুল সেজে পিচ্ছিল পথ বেয়ে রসাতলের দিকে নেমে যেতে। মেল ডেভনের সঙ্গে আমি পারব না ছলনার কোন আশ্রয় নিতে। আমি সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেব টিকি আর ফিলকে : 'একাজ আমাকে দিয়ে আর হয়ে উঠবে না। তোমরা না হয় অন্য উপায় দেখে নাও।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল টিকির ভাবলেশহীন মুখ খানা। সাপের মতো ক্রূর আর ভয়ঙ্কর সে দৃষ্টি। ওহ! সত্যি কী সাংঘাতিক বিপজ্জনক লোক ঐ টিকি। তার হয়তো সিংহের মতন থাবার জোর নেই, তবে পাইথনের মতন হিমশীতল মৃত্যুপ্যাঁচও উপস্থিত আছে। সেই মরণ-ফাঁস থেকে রেহাই মেলা সুকঠিন।

আচ্ছা, মেলকে বলে আবার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে বদলী হয়ে গেলে কেমন হয়? সেখানে যেতে পারলে টিকির আর কিছু বলবার বা কইবার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তার আর কী দোষ? কর্তার ইচ্ছায় ক্রিয়া। ব্যাঙ্কে তাকে অন্যবিভাগে বদলী করে দিলে তারই বা করার কী থাকতে পারে?'

কথাটা ভেবে নিয়ে মনে একটু শান্তি পেল। আগামী কালই সে কথাটা উত্থাপন করবে তার 'ড্যাডির' কাছে। শান্তির ঘুম নেমে এল ইরার দু-নয়নে।

পরদিন সকাল এগারোটায় যথারীতি ফিল এসে হাজির। তপ্ত চোখে বলল, 'লাজ্ঞার সেফে টাকাকড়ি কোথায়? শুধুইতো দলিল দস্তাবেজ।'

—'সেজন্য আমার করণীয়ই বা কী আছে?'

—'তোমার চোখে পড়েনি তার সেফ্ শুধু কাগজে ঠাসা?'

—'না। তিনি আমায় ঘরে যেতে বলেছিলেন সেফ্ খোলার ঠিক আগের মুহূর্তে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ইরার দিকে তাকিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গম্‌গম্ করতে করতে বলে উঠল, 'লাঞ্চের আগে আর একটা চাবির ছাপ জোগাড় করে দিতে হবে, বুঝেছ?' যেভাবেই হোক তোমাকে একাজ করতেই হবে। তোমার ওসব বিশ্রী অজুহাত আর চলবে না। চালাকির আশ্রয় নিতে হলে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারবে। রাস্তার ওপাশে যে কাফে রয়েছে সেখানে আমি

তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। এই বলে মুখ কালো করে চলে গেল হন্ হন্ করে।

নিজের টেবিলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বধির ইরা। মনে মনে সে ভীষণ বিচলিত। এই দেড়মাসে আজ তার কত পরিবর্তন ঘটে গেছে—এটাও তার একটা চিহ্ন। পূর্বের ইরা হলে ফিলের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিয়ে বসত উপহার স্বরূপ গালে চড় কষিয়ে। একজন মেয়ের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সেটা সম্বন্ধেও ইতরটা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ক্ষোভে ও রাগে অন্ধ হয়ে মুখ গোঁজ করে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল ইরা। এই চিন্তাই তার মনকে কুরে কুরে খেতে লাগল যে, এরপর তার করণীয় কী? ফিলতো ফতোয়া জারী করেই খালাস কিন্তু ওর ফতোয়া মতো কাজ করতে তার মনের দিক থেকে সাড়া পাচ্ছিল না। অবশেষে ভেবে চিন্তে একটা মতলব বার করল ইরা। চাবির ছাপ পেলেই তো ওরা খুশী, বেশ তা না হয় দেবে ইরা। আপাততঃ ওদের ঠেকিয়ে রাখবার এই একটিমাত্র পথ খোলা আছে। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক।

এইভেবে ইরা ভাড়া না দেওয়া পড়ে থাকা দুটো খালি সেফের 'পাস-কী'র ছাপ তুলে নিল চটপট। সেফে কী আছে জানার কোন আগ্রহ নেই ইরার, তাই এদিক থেকে সে মুক্তবিহঙ্গ।

সময়মতো লাঞ্চের সময় চাবি দুটোর ছাপ হাত বদল হয়ে পৌঁছে গেল ফিলের হাতে। ক্লায়েন্টের নাম বলল—মিঃ ক্রুইকশ্যাংক আর মিঃ রিনাশ্যান্ডার। তারই দেওয়া নাম।

চাবি দুটোর ছাপ নিয়ে পকেটে পুরে ফিল জিজ্ঞাসা করল : 'এদের সেফে টাকা কড়ির পরিমাণ কীরকম, দেখেছিলে নিশ্চয়ই?

—'না।'

—'তবে চাবির ছাপ নিলে কোন কৌশলে?'

—'ওরা আমার হাতে চাবির গোছা তুলে দিয়েছিল শুধু লকটা খোলার জন্য।'

ফিল সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে ইরার মুখের দিকে খাণিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। ইরা এই দৃষ্টিকে আর ভয় পেলনা। ফিল আপন মনে কী ভাবল সেই জানে, শুধু মুখে বলল, 'সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ টিকি তোমায় দেখা করতে বলেছে তার ওখানে। অবশ্যই যাবে—' বলে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল ফিল।

টিকির ওখানে যাওয়ার মনোগত কোন তাগিদ ছিল না আজকের ইরার মধ্যে। কিন্তু যা সাংঘাতিক লোক এই টিকি, না গেলে তার বিপক্ষে আবার কী ফন্দি আঁটবে কে জানে। ইরা শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল।

ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট পর, নিজের ডিউটি শেষ করে সে যখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসছে, লবীতে মেলের সামনা সামনি পড়ে গেল ইরা।

—'কাজ শেষ হলো?' হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—'হ্যাঁ আজকের মতন শেষ। আমার প্রস্তাবটার বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করলে নাকি, ড্যাডি?'

—'হ্যাঁ মাত্র দুসপ্তাহ অপেক্ষা কর। তারপরেই তোমার ছুটি। ডেরিস অবশ্য তার মধ্যে জয়েন করতে পারবে না, আমাদের নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চে খবর পাঠিয়েছি। তারা জানিয়েছে : হপ্তা দুয়েকের আগে তারা কাউকে এখানকার জন্য স্পেয়ার করতে পারবে না।'

দু'হপ্তা, মনে মনে এক অজানা অদেখা আতঙ্কে শিউরে উঠল ইরা। সে কী এ দু'হপ্তা ধরে টিকি আর ফিলের মতো ঝানু লোককে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে? এছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই। আগামীকাল ওরা খালি সেফদুটো খোলার পর তাদের নজরে যখন কিছুই আসবেনা, সূত্রপাত ঘটে যাবে মূল ঝামেলার। ওদের কেমন করে রুখবে ইরা? একটামাত্র ভরসা শুধু এই যে রাত্রেই জেম এসে পৌঁছচ্ছে প্যারাডাইস সিটিতে। সে এলে দু'জনে একত্রে বসে শলা-পরামর্শ করে যা হোক একটা উপায় বার করা কিছু কঠিন হবে না। এই ভেবেই তখনকার মতন ইরা তার মনকে শান্ত করল।

এডরিসের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ইরা পৌঁছাল তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। তাকে দরজা খুলে নিজের হাতঘড়ি দেখতে দেখতে গম্ভীর কণ্ঠে এডরিস বলে উঠল, 'অনেক দেরী করে

ফেলেছ। ভেতরে এসো।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত: করে ভেতরে প্রবেশ করল সে। খোলা জানালার কাছে রাস্তার দিকে মুখ করে ফিল অ্যালগির দাঁড়িয়ে দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট।

ভেতরে এসে সোফায় বসতে বসতে ইরা স্পষ্ট শুনতে পেল, এডরিস দরজা লক্ করে দিল। বুকে ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। সে একা আর প্রতিপক্ষ দুজন। তার এই শোচনীয় অবস্থা কোণঠাসা বেড়ালের মতোই করুণ। ইরার মধ্যে পূর্বের সেই বেপরোয়া ভাব আবার স্ব-মর্যাদায় ফিরে এল। সে প্রস্তুত হলো শক্ত হাতে গোটা ব্যাপারটা মোকাবিলা করতে।

প্রথমে এগিয়ে এল ফিল, রাগে আর বিদ্বেষে সারা মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে ইরার। সে নিজের বেল্ট খুলতে খুলতে কুৎসিত ভঙ্গিমায় বলে উঠল : 'ভাগ রে কুত্তীর বাচ্চি! আজ তোরই একদিন কী আমারই একদিন। আজ তোর গায়ের ছাল যদি না ছাড়িয়ে নিই তবে আমার নামই ফিল অ্যালগির নয়। আমাদের সঙ্গে এরকম ধান্দাবাজি?'

ফিল যখন তার প্যান্টের বেল্ট খুলতে সদাই ব্যস্ত, ইরা আত্মরক্ষার তাগিদে চট্ করে সামনের টেবিলে রাখা পেতলের ভারী অ্যাশট্রেটা হাতে তুলে নিয়েই এক ছুটে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সর্পিনীর মতো হিস্ হিস্ করে গর্জে উঠল, 'সাবধান, শয়তান! আমার দিকে আর একপাও এগিয়েছিস কী এই ভারী অ্যাশট্রেটা জানলা গলিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলব। তারপর পুলিশ আর পথের লোকজন এখানে ছুটে আসবে এই হাস্যকর ব্যাপার জানতে। তখন তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করিস দু'জনে।

থমকে গেল ফিল।

বেগতিক দেখে টিকি ধমকের সুরে ফিলকে বলে উঠল : 'আহা! কী হচ্ছে কী ফিল? মাথা ঠাণ্ডা রাখ। ইরার ব্যাপারটা না হয় আমার ওপরই ছেড়ে দাও।'

ফিল ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ইরার দিকে তাকিয়ে বেল্টটা আবার পরতে পরতে চলে গেল ঘরের অন্যপ্রান্তে। এডরিস্ গিয়ে বসল নিজের আর্মচেয়ারে। অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে ইরাকে একবার ডেকে বলল : এসো ইরা। ফিল তুমিও এসে বসো। ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করা যাক আর একবার গোটা ব্যাপারটা।

ইরা পর্যায়ক্রমে এডরিস আর অ্যালগির-এর দিকে তাকিয়ে সোফাটা একটু দূরত্বে—প্রায় দেয়ালের কাছাকাছি টেনে নিয়ে গিয়ে বসল। অ্যাশট্রেটা কিন্তু হাত ছাড়া করল না। এডরিস কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইল ইরার দিকে, তারপর বুলিগুলো কেটে কেটে বলল, 'আমি তোমায় বুদ্ধিমতী বলেই জানতাম। কিন্তু তুমি যে সেই বুদ্ধি আমাদেরই বিপক্ষে কাজে লাগাবার সাহসিকতার পরিচয় দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। নিজের মন গড়া দুটো ভুয়ো নাম দিয়ে আমাদের প্রতারণা করার কী হেতু জানতে পারি?'

ইরার বুক টিপ্ টিপ্ করে উঠল, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল জবাব দিতে গিয়ে। আজ যবনিকা নেমে আসবে গোটা ব্যাপারটার। তবে ইরা মনে মনে চিন্তা ভাবনাও সেরে নিল খুব তাড়াতাড়ি—আপাতত: ভাবভঙ্গিমা দেখে যা মনে হচ্ছে তার মারাত্মক কোন ক্ষতি করা ওদের সাহসে কুলোবে না। কেননা, খোলা জানালা দিয়ে এই বাড়িরই কোন ঘর থেকে টেলিভিসনের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। তার মানে এ বাড়িতে জনপ্রাণী আছে। ওরা তাকে আক্রমণ করার পূর্বেই সে হাতের অ্যাশট্রেটা জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারে জন আর মন বহুল খোলা রাস্তায়, চিৎকার করতে পারে গলা ফাটিয়ে। এই সব ভাবনা ভাবার পর থেকে একটু আশ্বস্ত হলো ইরা। গম্ভীর কণ্ঠে জবাবও দিল : 'আমি আর তোমাদের মধ্যে থাকতে চাই না। তোমরা তোমাদের পকেট ভরার জন্য অন্য কোন কৌশল ঠাওরাও।'

এডরিস ইরার কথার জবাবে শয়তানের হাসি হেসে বলল, 'এরকম যে কিছু একটা ঘটতে পারে এরূপ সম্ভাবনা অনেক আগে থাকতেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ছাড়ব বললেই তো আর ছাড়া যায় না সব জিনিস। বিশেষ করে তোমার পক্ষে।' হাসি থামিয়ে চট্ করে গম্ভীর হয়ে গেল এডরিস। ভয়াল স্বরে বলল, 'তোমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবেই। আগামীকাল তুমি ব্যাঙ্কে গিয়ে ফিল-এর হাতে অন্তত: আরো দুটো জেনুইন চাবির ছাপ নিশ্চয়ই দিতে পারবে। এর অন্যথা যেন না হয়। বুঝেছ?

আমার কথামতো যদি কাজ কর তবে তোমার এই অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব।'

—'না, আমি পারব না।' দৃঢ় স্বরে জবাব দিল ইরা। সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ফিল। তারপর একটা কুৎসিত—খিস্তি বর্ষণ করল। কোমরের বেল্ট খুলতে খুলতে বলল, 'কুত্তীটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও টিকি। ওর কী অবস্থা করি একবার দেখ।'

—'চুপ করো, ফিল।' এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল এডরিস ফিলকে। তারপর ইরার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার যা যা বাসনা ছিল, তা খুব সহজেই তোমার কাছে ধরা দিয়েছে ইরা? বাড়ি-গাড়ি-টাকা এমন কি মাথার ওপর ছাদ বলতে একজন অভিভাবক রূপে ধনবান পিতাও। তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ নিজের ফেলে আসা অতীতটাকে। কিন্তু আমি যা যা চেয়েছিলাম, তা তো এখনও পাইনি ডার্লিং।'

—'যাও, এগিয়ে যাও, মনোগত ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণতি দাও গে, কে তোমায় বাধা দিচ্ছে? দয়া করে আমায় মুক্তি দাও।' দ্রুত কণ্ঠে ইরা তার কথা শেষ করল।

—'কিন্তু তুমি সঙ্গে না থাকলে যে আমার কোন ইচ্ছাই স্বার্থক রূপ পেতে পারেনা, বেবী।' মধুর হাসি হেসে জবাব দিল এডরিস।

বহুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ইরা। মনে মনে সে তার চিন্তার জাল গুটিয়ে ফেলল। সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, 'আমি এখন যাচ্ছি। তোমরা যদি আমার পথের কোনরকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে উদ্যত হও, আমার হাতে ধরা জিনিসটা জানালা গলে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়বে সামনের ঐ রাস্তায়। কথাটা মনে রেখ।'

—'এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই ইরা। যাবার আগে আমার কয়েকটা কথা শুনে যাও।' ইরা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—'মিঃ ডেভনকে ভালোবাসতে শুরু করেছ, তাই না?'

ইরা একটু ইতস্ততঃ করে পাল্টা প্রশ্ন করল : 'তোমার এ প্রশ্নের অর্থ?'

—'অর্থ তো খুবই পরিষ্কার। নিজের পিতৃদেবের তুলনায় এই নকল পিতা অনেক ভালো, চমৎকার মানুষ। তোমায় সুখী করার জন্য ভদ্রলোক তোমার জন্য কী না করেছেন। তাই তাঁর মতো মানুষকে শ্রদ্ধা করা খুবই স্বাভাবিক।'

এডরিসের বক্তব্য বুঝতে পেরে ইরা পাথরের মতো শক্ত কাঠ হয়ে গেল।

নিরীহ কণ্ঠে এডরিস ইরার উদ্দেশ্যে বলছে: 'তোমার নিজের মাতাল পিতা একদিন যদি ব্যাঙ্কে হাজির হয়ে সকলের সামনে বিশেষ করে মিঃ ডেভনের সামনে তোমায় তার নিজের কন্যা বলে দাবী করে বসেন, সেদিন যে কাণ্ডটা ঘটবে তা ভাবতেই সারা শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। সবার কাছে এই সত্য প্রকাশ পেয়ে যাবে যে তুমি ডেভনের কন্যা কোনদিনই ছিলে না, তার শ্যালিকা আর তুমি এই দীর্ঘ ছ' সপ্তাহ ধরে তোমরা একত্রে একই গৃহে অবস্থান করছ, সারা শহরে এই মুখোরোচক ব্যাপার আলোড়ন তুলবে তোমাদের দু'জনকে নিয়ে। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হবে বড় করে...ফলাও করে খবরও প্রকাশিত হবে...সেই সঙ্গে তোমার দিদি মুরিয়েলের অতীত জীবনও সব অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে স্বচ্ছ দিনের আলোয়। এত কাণ্ডের পরেও কী তুমি আশা কর তোমার এই স্নেহপ্রবণ উদার-মনের 'পিতা' সসম্মানে আর সমর্যাদায় আসীন থাকবেন তাঁর ব্যাঙ্কের এই উচ্চতম পদের আসনে? তাই পা ফেলার আগে একবার অন্তত চিন্তা করে নিয়ে তবেই পা ফেলো, বেবীডল আমার।'

ইরা যেন নিষ্প্রাণ এক পাথরের প্রতিমূর্তি।

এডরিস বলল, 'যাক, যা হবার ছিল তা অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। ও নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার কোন কারণ নেই। যা বললাম সুবোধ বালিকার মতন আগামীকালই তার প্রমাণ দিও। কেমন? এবার তুমি আসতে পার।'

ইরা চলে গেলে এডরিস ফিল অ্যালগিরের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে মুচকি হাসি দিয়ে বলল, 'ওহে আমার গোঁয়ার গোবিন্দ! বন্দুকের গুলির চেয়ে কলমের খোঁচা আর ভায়োলেন্সের চাইতে সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচই যে সব সময়ে শ্রেষ্ঠ তা মনে রেখ।'

ইরা যখন জেমফারকে রিসিভ করতে মিয়ামি এয়ারপোর্টে পা রাখল তখন রাত সোয়া আটটা।

এডরিসের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সর্বক্ষণ শুধু চিন্তাই করে গেছে—কী ভাবে এই শয়তান দুটোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ডেভনের সঙ্গে মেয়ের অভিনয়ে অভিনয় করতে করতে কবে যে নিজের অজান্তেই এই দেড় মাসে সত্যি সত্যি তাঁর মেয়ে বলে নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে, এতোদিনে এই সত্য তার অন্তরে উপলব্ধি করল। তার নিজের যা ক্ষতি হবার হোক কিন্তু দেবতাতুল্য অমন এক মানুষকে সে কখনোই পথের ধুলোয় টেনে আনতে পারবে না এবং যতক্ষণ বেঁচে আছে এই অন্যায় সে হতে দেবে না। তার একমাত্র ভরসা—জেম। জেম বুদ্ধিমান, চতুর এবং সাহসীও। সবচেয়ে বড় কথা সে ফন্দিবাজ। জেম নিশ্চয়ই পারবে পাল্টা কোন মতলব এঁটে এই দুই শয়তানের শয়তানী মতলব বানচাল করে দিতে এবং তাদের হাত থেকে তাকেও নিষ্কৃতি দেবে। মিঃ ডেভনের সম্মান আর মর্যাদা নিজস্থানে অক্ষয় এবং অটুট থাকবে।

জেমকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন এয়ারপোর্টের বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে নিজের টি আর ফোর গাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল, গাড়ির মডেল দেখে জেমের চক্ষু ছানা বড়া।

সে জিজ্ঞাসা করল—'গাড়িটা কী তোমার নিজস্ব?'

—'অফকোর্স।'

—'হায় আল্লা! জোটালে কী ভাবে?'

—'জানবে, সবই জানবে। আগে তো গাড়িতে ওঠ।' ইরা তাড়া লাগাল তাকে। জেম হতবুদ্ধির মতন গাড়িতে উঠে ইরার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ইরা। জেমের তখন কাহিল অবস্থা, এতো মূল্যবান গাড়ি...দামী পোশাক দামী মূল্যের প্রসাধনী সরঞ্জাম...এইসব কিছু এই দেড়-দু মাসের মধ্যে জোগাড় করল কী করে ছুঁড়িটা।

শুধু কী তাই! আগে যার নুন আনতে পান্তা জোটানো ভার ছিল, সে এখন কিনা তাকে প্লেন ভাড়া...থাকার খরচ, পোশাক পরিচ্ছদ বাবদ নগদ পাঁচশ ডলার পাঠাচ্ছে। না, তার সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। একসময়ে সে জিজ্ঞাসা করল : 'আমায় নিয়ে কোথায় চলেছ বলো তো? তোমার বাসায়?'

—'স্বচক্ষেই দেখবে।'

আর কোন প্রশ্ন করল না জেম।

ঘণ্টাখানেক পর ইরার গাড়ি এসে থামল সমুদ্রতীরের নিজস্ব অত্যাধুনিক কেবিনে। জনশূন্য আর অন্ধকারে ঢাকা এই সমুদ্রতীর।

দরজার তালা খুলে জেমকে নিয়ে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল ইরা, আলো জ্বালাল। পাইন কাঠের তৈরী চমৎকারভাবে সুসজ্জিত তিন কামরার সুন্দর কেবিন। পাশেই তিনটে পামগাছ। তার ছায়া এসে পড়েছে কেবিনে।

'এখানে থাক? এটা তোমার?' বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করে বসল জেম।

—'না, এখানে থাকিনা। দিন কাটাই অন্য জায়গায়। সেখানে অবশ্য তোমাকে নিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। আর কেবিনটা আমার নিজস্ব সম্পত্তি না হলেও একরকম নিজেরই বলতে পার। ক্ষিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?'

জেমের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ইরা তক্ষুনি রেফ্রিজারেটার খুলে কিছু ঠাণ্ডা খাদ্য বস্তু আর একবোতল বীয়ার বার করে জেম-এর সামনে রাখল।

জেম আর কোন কথা না বলে চটপট আহারে বসে গেল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আর ইরা তার সম্মুখপানে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল তার ঘটে যাওয়া অকথিত কাহিনী। গোড়া থেকেই শুরু করল, তবে টাকার আসল অংশটা শুধু উহ্য রেখে—যা তার কাছে এডরিস কবুল করেছিল।

ভোজন সারতে সারতে জেম একমনে শুনে গেল ইরার কাহিনীর আদ্যপান্ত। একবারও কোন প্রশ্ন করল না। ইরা কাহিনী শেষ করে বলল, 'এই হলো আমার এখানকার বর্তমান ইতিহাস। প্রথমে এই কাজটা করার জন্য এক কথায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু এখন আমার এমন অবস্থা যে মন চাইলেও তাদের জাল ছিঁড়ে বেরতে পারছি না। এবার আমি কী করব অথবা এই পরিস্থিতিতে নিজেকে সামাল দেবার জন্য আমার কী করণীয় বলে দাও তুমি।'

—'এ কাজ থেকে কেন নিজেকে সরিয়ে আনতে চাইছ?'

—'ঐ টাকায় আমার আর কোন আসক্তি নেই। না চাইতেই অনেককিছু আমার ভাগ্যে জুটে গেছে। তাছাড়া আমার বিপদের কথাটাও একবার ভেবে দেখ। এভাবে চলতে থাকলে, একদিন না একদিন ধরা আমায় দিতেই হবে। তখন?'

'ওদের হয়ে কাজ করার জন্য কত টাকা ওরা তোমায় দিতে চেয়েছিল?'

—'পাঁচহাজার ডলার।' অম্লান বদনে মিথ্যে বলে গেল ইরা।

—'এডরিস এতে কত কামাবে?'

'বিশ-ত্রিশ হাজার হবে, সঠিক বলতে পারছি না।'

'মাত্র? আমার তো মনে হয় ওরা তোমার কাছে আসল সত্য চেপে তোমায় বাজে কথা বলেছে।'

—'বাজেই বলুক আর কাজেরই বলুক, তা আমি দেখতে চাই না। আমি আর ঐ চক্রে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চাই না। একটা না একটা উপায় তুমি বার করো, জেম। যা ভুল করেছি—আমার আর টাকার প্রয়োজন নেই। বিপদের ঝুঁকি অযথা আমি মাথায় নিতে চাই না।'

জেম এবার একটা সিগারেট ধরাল। কয়েক মিনিট ধরে তাতে টানও দিল। নীরবে কিছু চিন্তা-ভাবনা করে নিল। তারপর বলল, 'তোমার পক্ষে এই কাজ হাত ছাড়া করা বোধহয় বোকামিই করা হবে।'

—'কিন্তু আমার বিপদ?'

—'বিপদ? কীসের বিপদ? ওরা তোমায় বিপদে ফেলবে? সে তো ওদের হয়ে কাজ না করলে। কিন্তু তুমি এই পনেরোটা দিন যদি মুখ বুজে কাজ করে যাও ওদের কথামতো, কাজের শেষে তখন পুরোপুরি পাঁচ হাজার পেয়ে যাবে। সেটা ভাবছ না কেন একবার? গত দেড় মাসে যদি কারো চোখে কোন রকম কোন সন্দেহের উদ্রেক করে না থাক তবে এই পনেরো দিনেও কেউ তোমাকে সন্দেহের বেড়াজালে জড়াতে পারবে না—যদি তুমি প্রতি পদক্ষেপ বুঝেশুনে সাবধানে ফেল।'

ইরার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল প্রায়। একি শুনছে সে! নিজের কানকে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। যার ওপর নির্ভর করেছিল, অগাধ বিশ্বাসে অকপটে তার কাছে স্বীকার করেছে, শেষে সেই কিনা তাকে এই বিপদের মুখেই ঠেলে দিচ্ছে?

তার দেহমন জেমের ওপর ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় রাগে ক্ষোভে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল : 'না, আমি পারব না তোমাদের আদর্শের পথে চলতে। অসম্ভব।'

জেমের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চোয়াল কঠিন আকার ধারণ করল। এক পলকে নিষ্ঠুর ক্রুর হয়ে গেল মুখের ভাব। সে দ্রুত বেগে ইরার সামনে এসে বিদ্যুৎগতিতে ডান হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সজোরে তার গালে আঘাত হানল। আঘাতের ধাক্কা এতো প্রবল ছিল যে চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল ইরা।

কয়েক মিনিটের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল সে। সারা মাথা ঝিন্‌ঝিন্‌ করে উঠল। ইরা উঠে দাঁড়াবার বহু পূর্বেই জেম তার ওপরে কিল-চড়-লাথির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল।

ইরা অতিকষ্টে বলে উঠল : 'এখান থেকে বেরিয়ে যা রাস্তার নোংরা কুকুর কোথাকার! আমি তোর মুখ পর্যন্ত দেখতে চাই না।'

—দাঁড়া ছুঁড়ি এর মধ্যেই যাব কি? আগে আমার পেটের ক্ষুধা মেটাই—মন ভরুক—পকেট ভরে উঠুক, তবে তো।' কথা বলতে বলতে নিজের পোষাক ছাড়ল জেম। ইরাকেও নির্দেশ দিল তার এই পন্থা অবলম্বন করতে।

—'বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বলছি' আমি তোর কেনা বাঁদী নই যে হুকুম করলেই তা তামিল করতে হবে।'

—'বটে রে কুত্তা'—এই বলেই সে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইরাব ওপর। পূর্বের রণমূর্তি ধরে মারের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল। মারের চোটে অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়ল ইরা। বাধা দেবার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়েছে। এই অবসরকে কাজে লাগিয়ে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দিল জেম। তারপর তাকে চিৎ করে ফেলে নিজেও শুয়ে পড়ল তার ওপর দেহের সব ভার চাপিয়ে। গোপনাঙ্গে তীক্ষ্ণ এক যন্ত্রণা অনুভব করল ইরা। এমন যন্ত্রণার স্বাদ এর আগেও তার ভাগে

জুটেছে। তখন সেই যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলেই মনে হয়নি। মনে হয়েছিল এর স্বাদ তীব্র মধুর। আজ সে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। এই যন্ত্রণার ঢেউ তার সর্বশরীরে হলাহল বইয়ে দিল।

নিজের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়ে যখন জেম উঠে দাঁড়াল, ইরা তখন অঝোরে কেঁদে চলেছে। তার স্তনে, গালে, উরুতে জেমের পাশবিক অত্যাচারের নির্মম চিহ্ন অঙ্কিত।

পোশাক গায়ে চড়াতে চড়াতে অবশ হয়ে পড়ে থাকা ইরার শরীরে পা দিয়ে একটা মৃদু টোকা দিয়ে জেম বলে উঠল, 'তোর হাত ব্যাগে যা মালকড়ি আছে আমার হাত খরচের জন্য নিয়ে নিলাম। তুই আবারও পেয়ে যাবি, পরে কিন্তু আমায় দেবার কেউ থাকবে না। সোলং বেবী।'

ইরা হতাশায় বেদনায়, অপমানে জর্জরিত হয়ে সেই শূন্য ঘরে একাকী চোখের জল ফেলতে লাগল।

জেম কোথাও যায়নি কাছাকাছির মধ্যেই নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল। আর সেই গোপনীয় স্থান থেকেই কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখল ইরাকে। ইরার সমস্ত গতিবিধি সে লক্ষ্য করছিল। কেবিনের দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা কোথায় রাখল ইরা, তাও সে দেখে রাখল। ইরা চলে যাবার পর ধীরেসুস্থে সে তার পূর্বের আশ্রয় নেওয়া স্থান থেকে বেরিয়ে এসে, তালা খুলে কেবিনে প্রবেশ করল। রাত্রে থাকার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো!

জেম এবার গোটা কেবিনটা মনের সুখে ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতে লাগল। দেখা শেষ হলে সে পা রাখল শয়নকক্ষে। সু-সজ্জিত আরামপ্রদ আর বিলাসবহুল নিভাঁজ শয্যা পাতা। জামাকাপড় ছেড়ে রাত্রিকালীন পোশাকের জন্য ক্লোজেট হাতড়াল। পোশাক আসাক যা আছে সবই বেশ মূল্যবান তবে তার খর্ব আকৃতির তুলনায় একটু বেশী বড়। জেম অতঃপর একটা চেস্ট অব ড্রয়ার্স খুলল।

ড্রয়ারে থরে থরে রাখা আছে সার্ট, রুমাল, টাই, মোজা এইসব। উল্টেপাল্টে একবার চোখ বুলিয়ে রেখে দিল। শেষ ড্রয়ারটা টানতেই তার সমস্ত শরীর টান টান হয়ে গেল। একগাদা তোয়ালের ওপরেই একটা পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের অটোমেটিক কোল্ট রিভলবার আছে। বহুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে জিনিসটার দিকে চেয়ে থাকার পর কিছুটা উত্তেজনা আর কৌতূহলের বশেই সে তুলে নিল নিজের মুষ্টিতে।

মোকাসিন গ্যাং-এর মুখ্য ভূমিকা পাবার পর থেকেই এমনই এক প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব বোধ করছিল জেম। নিজের করে একটা রিভলবার পাবার বাসনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার বহুদিনের কিন্তু অর্থ আর সুযোগের অভাবে এতকাল তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। আজ সেটা পরিপূর্ণতা লাভের মুখে এসে পৌঁছেছে। রিভলবারটা সঙ্গে নিয়েই সে বিছানায় বসল। মুখে পূর্বের সেই কুটিল হাসি। আর কে ইরার দয়ার দানের পরোয়া করে? এখন তার হাতে এমন এক হাতিয়ার এসে গেছে যার দ্বারা সে নিজেই কেড়ে নিতে পারবে বহুজনের কাঙ্ক্ষিত পার্থিব বহু কিছু।

নিজের বোনা স্বপ্নে বিভোর হয়ে বিভলবারটা হাতে নিয়ে টান টান হয়ে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিল। আবেশে দুচোখে নেমে এল তৃপ্তির নিদ্রা।

চিন্তায় ভাবনায় জর্জরিত হয়ে বিনিদ্র ভাবে কেটে গেল ইরার গোটা রাত। একটা চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল তা হল : জেমের মতলবটা কী? তাঁর হাবভাব দেখে মনে হয় সে আর ব্রুকলিনে ফিরে যাচ্ছে না। কেন যে সব কথা জেমকে খুলে বলার মতো বোকামী করে বসল ইরা! এখন সে নিরুপায়, সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়েছে ঐ পশুটার কাছে। ঐ জঘন্য ইতর নর-পশুটাকে সে যে কোনদিন মন দিয়েছিল, একথা মনে হতেই তার সারা মন ঘৃণায় ঘিনঘিন করে উঠল। জেমের চিন্তা মন থেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিল। এডরিসের কথা ভাবতেই তার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলল ইরা। এই লোকটা তার জীবনের সকল সমস্যার মূলে, তারও কোন সমাধান খুঁজে পেল না সে। কোথাও যে পালিয়ে গিয়ে একটু পরিত্রাণ পাবে, সে পথও আজ রুদ্ধ। মেল নিরুপায় হয়েই পুলিশকে সজাগ করে দেবেন। ফলস্বরূপ পুলিশের জালে ধরা পড়ার পর তার যাবতীয় কীর্তি কাহিনী অচিরে ফাঁস হয়ে পড়বে জনমানসে। নিশ্চিত ভরাডুবি।

এভাবেই রাত পার হয়ে কখন যে দিনের আলো ফুটল ইরা টেরও পেল না। সকালে উঠে দেখা হলো মেলের সঙ্গে—ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

মেল ইরার ক্লিষ্ট মুখপানে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তোমার কী শরীর ভালো নেই, নোরেনা?'

—'না, না, তেমন কিছুনা,' জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে জবাব দিল ইরা।

তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল : 'কী বলল জয়? বিবাহে তার মত আছে?'

মেল একগাল হেসে জবাব দিলেন : 'হ্যাঁ, এ মাসের শেষাশেষি। আমার হাতে কাজের চাপও অনেক কম থাকবে। নিশ্চিন্তে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যেতে পারব। আশা রাখি, কিছুদিনের জন্য তোমায় একা থাকতে হবে বলে তুমি মনে কিছু করবে না।'

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা ইরার মাথায় খেলে গেল। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে তার এখান থেকে পালিয়ে যাবার চমৎকার এক সুবর্ণ সুযোগ। মেল হনিমুনে চলে গেলে সেও এখানকার হাউসকীপার মিসেস স্টার্লিংকে 'বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি' ঐ ধরণের একটা বাহানা দিয়ে নির্বিঘ্নে এই শহর ছেড়ে সরে পড়বে। অবশ্য কোথায় আর কতদূরে গিয়ে তার এই যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তার কোন ধরণা নেই।

ইরা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল : 'না না, মনে করব কেন? ঐ কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তবে, আমার অগ্রিম 'বেস্ট উইসেস' জানিয়ে দিলাম। কাপের তলানি কফিটুকু সমাপ্ত করে উঠে পড়ল ইরা।'

—'আমি উঠছি ড্যাডি। কাজের একটু তাড়া আছে।' বলে দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ঘড়িতে এগারোটা হবে, জনৈক দীর্ঘাঙ্গিনী, সুসজ্জিতা সুরূপা এক ভদ্রমহিলার প্রবেশ ঘটল লকাররুমে। নাম মিসেস মেরী গ্যারল্যান্ড। স্টীল ম্যাগনেট ধনকুবের মিঃ মার্ক গ্যারল্যান্ডের স্ত্রী। তিনি ও তাঁর স্বামী ঐদিন সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের পথে যাত্রা করছেন। গতরাতে ক্যাসিনোয় জুয়ায় মোটা অঙ্কের বাজী জিতেছেন। সেই টাকাই বোধহয় সেফে রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এখানে হাজির হয়েছেন।—চীফগার্ড সেই রকমই একটা পূর্বাভাস দিল ইরাকে।

ভদ্রমহিলা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ইরার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ইরা সস্মিত মুখে বলল, 'গুডমর্নিং মিসেস গ্যারল্যান্ড, আমি নোরেনা ডেভন। আশা করি, সব কুশল মঙ্গল।'

—'গুডমার্নিং? তুমি মেল-এর মেয়ে? তোমার অনেক কথা শুনেছি মেল-এর কাছে। তোমার মাকেও চিনতাম। অবিকল তারই মতো রূপের অধিকারিনী তুমি। তবে আমার মনে হয় তোমার মার থেকেও সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে তোমার পাল্লাই একটু ভারী'—মুহূর্তের জন্য একটু থামলেন, তারপর গলার স্বর কমিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'শুনলাম মেল নাকি আবার বিবাহ করছে? তুমি এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ জানাওনি?'

—'ঠিকই শুনেছেন। আমার আপত্তি জানাবার কী আছে? বাবার সুখেই আমি সুখী।'

—'বাঃ বাঃ, তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। তা তুমি তোমার নতুন মা, জয় অ্যানস্লিকে দেখেছ কখনো? আলাপ হয়েছে?'

—'হ্যাঁ, সত্যি চমৎকার মানুষ।'

—'তোমার কথাই ঠিক। আমার সঙ্গেও আলাপ আছে। বড় ভালো মেয়ে।'

তারপর মিসেস গ্যারল্যান্ড তাঁর হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা পেটমোটা খাম আর নিজের চাবিটা বার করে ইরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মনে যদি কিছু না করো, নোরেনা সেফটা খুলে এটা রেখে দাও না লক্ষ্মীটি। আমি এখানেই বসে আছি।'

ইরার বুকের রক্ত এই কথায় চলকে উঠল। সে দ্রুত অনেক কিছু তার মনে ছক করে নিল। তারপর এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে নিজের টেবিলের ড্রয়ার খুলে পাস-কী বার করার সঙ্গে একটুকরো পুটিও পুরে ফেলল তালুতে। এরপর ধীর পদব্রজে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলল মিসেস গ্যারল্যান্ডের সেফ যেখানে—অর্থাৎ সেইদিকে।

সেফ্ খুলতেই ইরার দৃষ্টি অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখল : টাকার মোটা মোটা বান্ডিল আর পেটমোটা খাম থরে থরে সজ্জিত আছে তাতে। সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকটি জুয়েল বক্স।

গহনার বাক্সে যে দামী মূল্যের গহনা আছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তার একবার মনেও হল কী প্রয়োজন আর চাবির ছাপ নেওয়ার? একটা কী দুটো পেট মোটা খাম, কি টাকার বান্ডিল আলগোছে তুলে নিয়ে সযত্নে প্যান্টির মধ্যে চালান করে দিলেই কোন ঝঞ্ঝাট নেই। পরক্ষণেই ভাবল : না, অতসহজে ওদের সুবিধে করে দেবে না। চাবির ছাপ দেবে...সেই ছাপ থেকে পরিশ্রম করে চাবি তৈরী করুক, তারপর সোমবার ব্যাঙ্ক খুললে ঐ চাবির সদ্ব্যবহার করে ফেলুক। তার আগে কখনোই নয়।

এই ভেবে সে খামটা রেখে সেফ্ বন্ধ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখে পড়ল, কিছুটা দূরে মিসেস গ্যারল্যান্ড তার কার্যবিধি লক্ষ্য করছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ইরার। বরাত জোরে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস সে খাম বা টাকা কোনটাই নেওয়ার সাহস করেনি সেফ্ থেকে। না হলে আজ যে তার ভাগ্যে কী ছিল...

লাঞ্চ হলে রাস্তার ওপারে কাফেতে গিয়ে অধীর প্রতীক্ষারত অ্যালগিরের হাতে চাবির ছাপটা তুলে দিল ইরা।

—'মাত্র একটাই', গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ফিল।

—'হ্যাঁ, আজ একজনেরই পদধূলি পড়েছিল ভল্টে।'

—'কে?'

—'মিসেস মেরী গ্যারল্যান্ড। নিউইয়র্কের কোটিপতি ব্যাবসাদার মিঃ পার্ক গ্যারল্যান্ডের স্ত্রী।'

—'কোটিপতি যখন বলছ তখন সেফের মধ্যে যৎপরন্যাস্তি মালকড়ি আছে নিশ্চয়ই।'

—'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

—'হুম। আশা করি আমায় দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য করবে না যে, মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমাদের অযথা বোকা বানাবার শাস্তি কী হতে পারে? ঈশ্বরের তোমার প্রতি অনেক করুণা যে একবার বেঁচে গেছ বলে বার বার সে সুযোগের সম্মুখীন তুমি হবে না, বেবী।'

ইরা কোন কথা না বলে শুধু ঘৃণা জনিত দৃষ্টিতে একবার ফিলের দিকে চেয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে এল। একটু পরে ফিরে এল ফিল। নিজের নিজের ভাবনাচিন্তার বেড়াজালে বিচরণ করার দরুণ দু'জনের একজনও লক্ষ্য করল না যে রাস্তার একধারে একটা ভাড়া করা পুরোন গাড়ির মধ্যে থেকে হেস সন্দিহান দৃষ্টিতে এদিকেই তাকিয়ে। পুলিশের চাকুরিতে রহস্য-রোমাঞ্চ যতই অফুরন্ত থাক, ছুটি কিন্তু মোটে পাওয়া যায় না। নিয়মিত ডিউটি ছাড়া, ডাক এলেই সময় অসময় বিচার না করে ছুটতে হবে কর্মক্ষেত্রে। তাই আচমকা এই সপ্তাহে উইক এন্ডে ছুটি পেয়ে হেস মহাখুশী। ছেলে আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পিকনিকের উদ্দেশ্যে প্যারাডাইস সিটি আর মিয়ামির মাঝে যে একটি মাত্র পিকনিক স্পট সমুদ্রের একেবারে ধারে, ঠিক সেই জায়গাতে।

সূর্যের তাপে মনোরম উষ্ণতা...মৃদুমন্দ হাওয়ায় অপরূপ আমেজ সমুদ্র কল্লোলে ঘুম পাড়ানীয়া গানের সুন্দর সুর। একপেট মুখোরোচক পিকনিক লাঞ্চ সেরে, একটা সুন্দর জায়গার সন্ধান পেয়ে হেস পরম নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিলেন, কিছু দূরে বসে স্ত্রী মারিয়া তার সেলাই নিয়ে ব্যস্ত, আর একটু তফাতে ছেলে জুনিয়ার বালি নিয়ে খেলায় মত্ত।

চিত হয়ে কুপোকাত হয়ে দু'হাত ভাঁজ করে মস্তকের নীচে দিয়ে, চোখ বুজে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছেন হেস। চোখে ঘুম নেমে এসেছে, ঠিক এই সময়ে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল আট বছরের ছেলে জুনিয়ারের তীব্র মন্তব্যে।

—'মাম্মী! আমি পপ্‌কে কবর দেব।'

এই বাণী কানে যাওয়া মাত্রই ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। মনে মনে বিরক্ত হলেন জুনিয়ারের ওপর। সত্যি বড় আবদার করে আজকাল। উচিত-অনুচিত যা জেদ ধরছে তা করা চাই-ই। ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মারিয়াই ওর মাথা খেয়েছে। আজকের এই অবস্থার জন্য মারিয়া সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

হেস স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'জুনিয়ারকে তোমার কাছে ডেকে নাও, মারিয়া। আমায় একটা দিন অন্তত আরাম করতে দাও।'

কথাটা শোনামাত্র যা দেরী ছিল, এক ঝংকার দিয়ে উঠল মারিয়া : 'তুমি আরাম করছ—কর

না। ও বড় জোর দু চার মুঠো বালি তোমার গায়ে ছড়িয়ে দেবে, তাতে কী তুমি ক্ষয়ে যাবে নাকি?'

মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন হেস। মায়ের আদর সোহাগের স্রোতে ভেসে গিয়ে ছেলে তখন তার বেলচাটা হাতে নিয়ে মহানন্দে লাফাচ্ছে। হঠাৎ একটা চমৎকার মতলব ঘুরপাক খেয়ে গেল হেসের মগজে। তিনি জানতেন তার ছেলেকে কোন কৌশলে বশীভূত করা যায়। ব্যাপারটা তেমন জটিল নয়, জুনিয়ারের মনকে অধিকতর আকর্ষক কোন কিছুর দিকে প্রভাবিত করতে পারলেই তখনকার মতো নিশ্চিন্ত। সেই উপায়ই তিনি কাজে লাগালেন। কোমল কণ্ঠে কাছে ডাকলেন জুনিয়ারকে। জুনিয়ার এলে, হেস রহস্য রোমাঞ্চ কোন কথা তার কাছে উত্থাপন করতে চলেছেন ঠিক এমনভাবে মুখের ভাব তৈরী করে বললেন, 'আমার একটা কথা শুনবে জুনিয়ার?'

—'কী?'

অনতিদূরের একটা বড়গোছের বালিয়াড়ির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে হেস বললেন, 'ঐ যে বড় বালিয়াড়ি দেখতে পাচ্ছ, ওখানে গতকাল রাতে অভিনব এক কাণ্ড ঘটে গেছে। তুমি যদি কাউকে না বলো—এমনকি তোমার মাকেও, তবে আমি তোমায় বলতে পারি।'

শিশু মাত্রই অজানা, অচেনা অজ্ঞাত বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অপরিসীম। অপরিমেয় কৌতূহল। তার ওপর জুনিয়ারের পরিচয় সে একজন গোয়েন্দার ছেলে। স্বাভাবিক কাবণেই বাবার প্রস্তাব উৎসাহিত হয়ে সে লুফে নিল। বলল, 'না, কাউকে বলবো না, প্রমিস।'

ছেলেকে কোলে বসিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে, কণ্ঠস্বর কোমল করে হেস বলে উঠলেন, 'কাল রাতে এক বৃদ্ধ মাংসের বডা ফেরি করে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিতে ওখানে এসেছিল। যখন সে গভীর নিদ্রায় ডুবে আছে তখন হঠাৎ ভীষণ ঝড় ওঠে সমুদ্রের দিক থেকে। তার ফলে ঐ বালিয়াড়ির বালি আর আশে-পাশের বালি উড়ে গিয়ে, বড়ার ঝুড়ি সমেত চাপা দিয়ে দেয় বৃদ্ধকে। তুমি যদি তোমার বুদ্ধির বলে ঐ বালিয়াড়িতে গিয়ে ওর ডালাটার কোন কিনারা করতে পার তবে লাভবান হবে তুমি। বৃদ্ধ জেগে উঠে খুশীতে ডগমগ হয়ে তোমার হাতে বেশ কয়েকটা বড়া উপহার স্বরূপ তুলে দেবে, তুমিও বডা খেতে পারবে।'

—'সত্যি বলছ?'

—'অকাট্য সত্যি।'

জুনিয়ার একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বালিয়াড়ির দিকে তারপর ফিরে তাকাল তার বাবার মুখের দিকে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে এটাই বুঝতে চাইল যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বাবা তাকে বোকা বানাচ্ছেন না তো?

তাই সে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'তুমিও আমার সঙ্গে চলনা, পপ্। আমার হাতে হাতে একটু সাহায্য করবে।'

—'বেশ তো চল, তবে তুমি তো জান, তোমার সঙ্গে বালি খুঁড়তে আমিও হাত লাগালে বৃদ্ধ খুশী হয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কিছু বড়া খেতে দেবে—তাতে তোমার ভাগে কম হয়ে গেলে কোন আপত্তি নেই তো? তোমার যদি আমাকে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা না থেকে থাকে চল। আমি এক পায়ে খাড়া।'

মাংসের বড়ার প্রতি জুনিয়ারের অস্বাভাবিক দুর্বলতার কথা তাঁর অজানা নয়। তাই বালি খুঁড়ে বৃদ্ধ ফেরিওয়ালার সন্ধান করে পুরস্কার হিসেবে যে ভাগ্যে বড়া জুটবে—তার থেকে বাবাকে ভাগ দেবার ব্যাপার উঠতেই রীতিমত দমে গেল জুনিয়ার। তাই বাবার কথায় মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'তবে থাক, আমি একাই বালি খুঁড়ে বৃদ্ধকে সামনে আনবার ক্ষমতা রাখি।' এই বলে সে ক্ষুদে বেলচাখানা কাঁধে তুলে নিয়ে এক ছুটে এগিয়ে চলল সেই বালিয়াড়ির দিকে।'

মারিয়া এতক্ষণ ধরে বাবা আর ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কোন কথা না বলে সে চুপচাপই তার কাজ করে যাচ্ছিল। ছেলে তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতেই স্বামীর দিকে তাকিয়ে স্থূল মন্তব্য না করে পারল না। সে বলল : নিজের ছেলের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করতে তোমার একটুও লজ্জা করে না, হেস?'

হেস কোন জবাব না দিয়ে সহাস্যে পুনরায় আড় হয়ে গেলেন বালির ওপব। দেখতে লাগলেন তাঁর ছেলে অনাবিল উৎসাহের সঙ্গে সেই বালিয়াড়ির তলায় বালি খুঁড়ে চলেছে প্রাণপণে। মিনিট

কুড়ি পর—হঠাৎ জুনিয়ারের আর্তচীৎকারে স্বামী স্ত্রী উভয়েই চমকে ওঠেন।

তিনি দেখলেন তাঁদের ছেলে অস্থিরভাবে লাফালাফি করছে তার খোঁড়া জায়গাটা ঘেঁষে আর দু'হাত নেড়ে ডাকছে তার বাবাকে।

—'পপ্। শীগ্গীর এসো। দেখে যাও, বৃদ্ধকে নয় তার জায়গায় অন্য এক আগন্তুককে এই বালি খুঁড়ে বার করেছি।'

পুলিশ আর গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে ঘটনাস্থল। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের লোকেরা খুব সতর্কতার সঙ্গে আর সযত্নে নিজের নিজের কাজ বহাল তবিয়তে করে যাচ্ছে জুনিয়ার হেসের বালি খুঁড়ে পাওয়া সেই অজ্ঞাত অপরিচিত মৃতদেহকে কেন্দ্র করে। ডাক্তার লোইসও পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁর ডাক্তারি সাজ সরঞ্জাম নিয়ে। মিঃ টেরেল, বেইগ্লার আর হেস একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন তাঁর অভিনব কর্মপ্রণালী।

একসময়ে বেইগ্লার, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টেরলের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'মৃত মেয়েটির মুখের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ওকে সনাক্ত করা একটু কঠিন তো হবে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থা দেখে যা মনে হচ্ছে, হয় খুনি ওর সমস্ত পোশাক-আসাক সঙ্গে নিয়ে গেছে। আবার এও হতে পারে কোথাও পুঁতে ফেলেছে যাতে না সহজে ওর সনাক্তকরণ কোনভাবে সম্ভব হতে পারে।'

—'হুম! আপাততঃ রিপোর্ট শোনা যাক। তারপর হেড কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে, আগামীকালের সংবাদপত্র, রেডিও আর টিভিতে এই মেয়েটির একটা সাধারণগোছের বর্ণনা দিয়ে খবর প্রচারের সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমার জিম্মায় সঁপে দিলাম, জো।'

—'ও, চীফ। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেইগ্লার বলে উঠলেন, 'সমুদ্রের এই উত্তাল হাওয়ায় আশেপাশে যে রকম বালি উড়ছে তাতে কোন পদচিহ্ন পাওয়ার আশা একেবারেই বৃথা।' খুনী লাশ গুম করার অভিপ্রায়ে পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েই আসরে নেমেছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মোটরে চেপেই এসেছিল।

সে চায়নি যে মেয়েটার পরিচয় সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাক, তাই চলে যাবার সময়ে তার শিকারকে সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রহীন করেই রেখে গিয়েছিল। বোধহয় তার মনে শঙ্কা ছিল যে, মেয়েটার পরিচয় প্রকাশ পেলে সেও আর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে না পুলিশের। তার মানে শিকার আর শিকারী দু'জনেই দু'জনের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল।

টেরেল এবং হেস উভয়েই বেইগ্লারের যুক্তিকে সমর্থন করল।

ইতিমধ্যে নিজের কাজ সেরে ডাক্তার লোইস এসে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। মিঃ টেরেল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালে ডাক্তার জানালেন : 'মার্ডার...জোর জুলুম করে শ্বাস রোধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। দেড়মাসের আগের ঘটনা। মুখের যেটুকু অংশ এখানে আবিষ্কৃত তাতে আঘাত ও কালশিরার দাগই বেশী। তার মানে মেয়েটাকে খুব সহজে বশীভূত করা যায়নি। মেয়েটি সম্পর্কে যাবতীয় ডিটেল্স্ দিতে পারব ডেডবডি মর্গে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষার পর পরই।'

'মেয়েটি কী ধর্ষিতা হয়েছিল?'

—'না।'

ডাক্তারের জবাব শুনে তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। তার মানে এই হত্যাকাণ্ডেব পেছনে অন্য কারণ আছে। লালসার বলি সে হয়নি।

—'বয়স কত হতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

—'১৭ থেকে ১৯ এর মাঝামাঝি।'

—'শরীরের কোথাও কোন আইডেন্টিফাইং মার্কস আপনার চোখে পড়েছে?'

—'না।'

—'মেয়েটি কী ন্যাচারলি ব্লন্ড? না, রঙ করা চুল?'

—'ন্যাচারলি ব্লন্ড।'

—'ভার্জিন? না কি পুরুষ সংসর্গে কখনো জড়িয়ে ছিল?'

—'না, ভার্জিন। আর কোন প্রশ্ন আছে?'

—'আপাততঃ নয়। আপনি কাইন্ডলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেবেন আমাকে।'

—'ও-কে।'—চলে গেলেন ডাক্তার তাঁর নিজের মোটরের দিকে।

টেরেল বললেন, 'শোন জো, তুমিও তোমার কাজে নেমে পড়। মিয়ামি পুলিশের কাছে খোঁজ খবর নাও, দেড় মাস পূর্বে তাদের কাছে কেউ এই বয়সের কোন মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট দায়ের করেছে কি না।'

তেমন কোন সংবাদ যদি না থেকে থাকে তবে আরো অনেক দূর আমাদের জাল বিছোতে হবে। এই ঘটনা তার সমক্ষে যত পাবলিসিটি সংগ্রহ করতে পারবে ততই আমাদের কাজে আরো সুবিধা হবে এই মৃতা মেয়েটির সনাক্তকরণে।'

বেইগ্লার চলে গেলেন। এগিয়ে এলেন হেস। —'তবে একটা কথা চীফ।'

—'বলো।'

—'জায়গাটার আশেপাশে পরীক্ষা করে আমার মনে হচ্ছে—খুন এখানে হয়নি। কাউকে নাকে-মুখে আঘাত করে, শ্বাস রোধ করে মারতে উদ্যত হলে কিছু না কিছু রক্তক্ষরণ হবেই। কিন্তু রক্তপাতের এখানে কোন চিহ্নমাত্র নেই। আমাদের ঐ সমস্ত গাছপালায় পরিবেষ্টিত জায়গার অনুসন্ধান করতে হবে।'

—ঠিক আছে ফ্রেড, আমি ফিরে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে কথা বলে, তাদের যে জোরালো আর্ক ল্যাম্প আছে তা পাঠাবার না হয় ব্যবস্থা করছি। তুমি পুরোদমে তোমার কাজ চালিয়ে যাও।'

রাত, তখন ন'টা বেজে গেছে। ডিটেকটিভ রুমে বসে বেইগ্লার, লেপস্কি আর জ্যাকবির সঙ্গে আজকের ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করছিলেন টেরেল, এমন সময়ে ঘরে পা রাখলেন হেস। ক্লান্ত চোখে মুখে খুশির ছাপ তখন স্পষ্ট। তিনি টেবিলের ওপর একটা হাল্কা নীলরঙের প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা আর একটি কাগজের মোড়ক রাখলেন। চশমাটির ডানদিকের পরকলা বেপাত্তা আর বাঁদিকের পরকলাটি চিড় খাওয়া।

হেস বললেন, 'মেয়েটাকে কোথায় মারা হয় তার সন্ধান আমি পেয়েছি চীফ্। যেখানে সে মৃতা অবস্থায় পড়েছিল তার থেকে ফুট তিনেক ব্যবধানে এটা আমি উদ্ধার করেছি। রক্তের সন্ধানও মিলেছে। আর সেইসঙ্গে পেয়েছি খুনীর জুতোর দাগ। প্লাস্টার অফ্ প্যারিস দিয়ে ছাঁচ তোলারও ব্যবস্থা করে এসেছি জ্যাকের মাধ্যমে।'

টেরেল নিবিষ্ট মনে উল্টে পাল্টে দেখছিলেন সেই ভঙ্গুর চশমা আর তার পরকলারটিকে। বললেন, 'টম! এই চশমা আর পরকলাটা নিয়ে পুলিশ ল্যাব-এ যাও। আমার মন বলছে এর লেন্স কোন সাধারণ লেন্স নয়। এর মধ্যে কোথাও একটা বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে। তারপর ফ্রেম থেকে যতটা সংবাদ যা পাওয়া যায়।'

—'ওকে চীফ্।' চশমা আর পরকলাটা নিয়ে লেপস্কি চলে গেলেন।

।। আট ।।

এডরিসের ঘুম যখন ভাঙল সকাল তখন সাড়ে আটটা। শয়নকক্ষ থেকে শোনা যাচ্ছিল ফিল-এর সুগভীর নাসিকা গর্জন। বসবার ঘরে সোফাকাম-বেড এ পড়ে পড়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। মিসেস গ্যারল্যান্ডের চাবির ছাপ নিয়ে কাল গভীর রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাকে।

চাবিটার কথা মনে উদয় হতেই এডরিসের সারা দেহ মন চনমন করে উঠল। কাল রাত্রে লা-কোকাইল রেস্তোরাঁয় মিঃ গ্যারল্যান্ডের বন্ধু বান্ধবদের এই কথা বলতে সে শুনেছে : গ্যারল্যান্ড নাকি আগের দিন রাত্রে ক্যাসিনোয় গিয়ে জুয়া খেলে বেশ মোটা মূল্যের দাঁও মেরেছেন লাখখানেক ডলারের কম তো নয়ই।

কাজেই মিসেস গ্যারল্যান্ড যদি ইরার হাত দিয়ে তার অর্ধেকও ব্যাঙ্কে জমা রাখেন এত ঝুঁকি নেওয়া তবেই সার্থক।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল এডরিস। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে, দাঁড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, পোশাক পাল্টে সদর দরজা খুলে সেদিনের সংবাদপত্র আর দুধের বোতল সংগ্রহ করল,

তখন ঠিক নটা। ততক্ষণে ফিলের ঘুম ভেঙেছে।

তাকে উঠতে দেখে এডরিস কিচেনে গিয়ে সুইচ অন করে পার্কোলেটারে প্লাগ দিয়ে দুজনের মতো কফির জল বসিয়ে দিল পটে। নিজস্ব কৃতিত্বে হাতের এক ঝটকায় খুলে ফেলল খবরের কাগজের ভাঁজ। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছানাবড়া হয়ে হতবাক মুখ হাঁ হয়ে গেল তার। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল আপনা থেকে। বুকের মধ্যে কেউ যেন দুরমুশ পেটাতে লাগল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছবি সমেত বড় বড় হরফে ব্যানার লাইনে লেখা রয়েছে : কোরাভ কোভ-এ জনৈকা অজ্ঞাত পরিচয় তরুণীর মৃতদেহ আবিষ্কার।

শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু!

নীচে ছোট ছোট অক্ষরে সংবাদদাতার রিপোর্ট।

রিপোর্টটা একবার নয়, দু'বার-তিনবার এক নাগাড়ে পড়ে গেল এডরিস। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে এক লহমায় তাকাল ছাপা ছবিখানার দিকে—বিশেষ করে জুনিয়ার হেসের ছবিটার দিকে। তারপর পার্কোলেটারের সুইচ অফ করে, গুরু গম্ভীর মুখে হাজির হলো বসার কক্ষে। তার চোখ মুখের ভাবগতিক দেখে ফিল একটু ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল : 'কী ব্যাপার?'

এডরিস প্রত্যুত্তরে সকালের সংবাদপত্রটা বাড়িয়ে ধরল তার মুখের সামনে—'নিজেই পড়ে চক্ষু সার্থক কর।'

কাগজের বড় বড় অক্ষরের হেডলাইন দেখে সেও চমকে উঠল। তারপর রিপোর্ট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে একেবারে বিবর্ণ রূপ ধারণ করল।

—'জুডাস! ওরা ওর সন্ধান পেয়ে গেছে তাহলে! কিন্তু আমি তো ভালোভাবেই তাকে কবর দিয়েছিলাম।'

—'তোমার ভালোভাবের নিকুচি করেছে অপদার্থ কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল এডরিস, 'এমনই নিখুঁতভাবে পুঁতেছিলে যে, আটবছর বয়সী একটা বাচ্চা ছেলেরও সেটা খুঁজে বার করতে কোন বেগ পেতে হয়নি। আমার কী ইচ্ছা করছে জান? ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে তোমায় গুলি করে মারতে। আমাদের এতোদিনের স্বপ্নটাকে তুমি তোমার অপদার্থতা আর অযোগ্যতার দরুণ ভেঙে চুরমার করে দিলে। তোমার ওপর দায়িত্ব না দিয়ে যদি নিজে হাতেই কাজটা করতাম, আজকে আর এই দুর্দিনের মুখোমুখি হতে হতো না। আফসোস আর নিরাশায় এডরিসের কণ্ঠ শেষ দিকে একেবারে বুজে এল।

এক পেগ হুইস্কি পেটে পড়তেই কিছুটা সামলে নিল পরিস্থিতিকে এডরিস। সে আর একবার কাগজের রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে, কিছুটা আশা ব্যঞ্জক সুরে সুর মিলিয়ে ফিলকে বলল, 'দেখ ফিল, খবরের কাগজে লিখছে—এখনও ওর সম্বন্ধে কোন তথ্য পুলিশের হাতে এসে পৌঁছয়নি। শুধু তাই নয় খুনীর কোন ক্লুও পায়নি। তাই ইরা যতদিন তার অভিনয় চালিয়ে যেতে পারবে, ততদিন পুলিশ কেমন করে আন্দাজ করবে যে—লাশ আসলে নোরেনার? আমরা এখনও পর্যন্ত তেমন কোন বিপদের সম্মুখীন হইনি। আমরা আমাদের পূর্ব ছকে কাজ চালিয়ে যাব। ছবিটা ভালো করে একবার লক্ষ্য করো ফিল, মুখের অর্ধেক পোকার গহ্বরে চলে গেছে আর অবশিষ্ট অংশটা গলে পচে বিকৃত অবস্থা। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা নিরাপদ। ঐ ছবি দেখে ওর প্রকৃত পরিচয় খুঁজে বার করা একেবারেই দুঃসাধ্য।'

—'কিন্তু যতোই সান্ত্বনা দাও টিকি, আমার বুকের ধুকধুকুনি এখনও পূর্বের মতোই সচল। তোমার চাইতে পুলিশকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। তাই তাদের চেনার অভিজ্ঞতা আমার একটু বেশী বলতে পার। তারা প্রেস রিপোর্টারকে যতোটা বলে, ঠিক ততটাই আবার চেপে রাখে সযত্নে নিজেদের অন্তরে। কে বলতে পারে, এখানেও হয়তো সেই কৌশলটা কাজে লাগিয়েছে কিনা? তোমার সঙ্গে এই কাজে যুক্ত হয়ে ভাগে যে বিশ হাজার ডলার আমার মুঠিতে এসেছে—তাই যথেষ্ট। এদেশে থাকার কোন প্রবণতা আমার আর নেই। আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটেই কিউবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।'

ফিলের কথা শুনে এডরিস ভেতরে ভেতরে একটু দমে গেল। কেননা সে চলে গেলে চাবির ডুপ্লিকেট তৈরী করতে কে আর এগিয়ে আসবে? একাজে ফিলের অবদান ইরার চেয়ে কিছু কম

নয়। তাই মনের ভাব মনেই চেপে এডরিস মুখে শুধু বলল, 'আজ বিকেলেই চলে যেতে চাও?'

আগামীকাল গ্যারল্যান্ডের ভল্ট খুলে টাকার ভাগ না নিয়েই চলে যেতে চাও? জান কত টাকা মজুত আছে ঐ সেফে? এক লাখ ডলার!

গ্যারল্যান্ডের বন্ধুবান্ধবের মুখ থেকে আমার নিজের কানে শোনা! এতটুকু মিথ্যে নয়। সেই টাকার প্রাপ্য ভাগ তুমি না নিয়েই চলে যেতে চাইছ? তোমার পকেটের ঐ বিশ হাজার ডলার আর কতদিন চলবে? সারাজীবন ধরে চলবে কী ওতে?

সোফার ওপর এবার নড়ে চড়ে বসল ফিল। এডরিস এটা বেশ সহজেই বুঝে নিল যে . মাছ অবশেষে টোপ গিলেছে। কিন্তু ওর সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার সময় এবার উপস্থিত। যখন একবার ওর আত্মবিশ্বাসে চিড ধরেছে, তখন ভয় পেয়ে ভুল পদক্ষেপ ফেলে অনেক কিছু অঘটনই ঘটে যেতে পারে। আগে ভাগে টাকাটা একবার বার করিয়ে নিই গ্যারল্যান্ডেব সেফ থেকে, তারপর ওর ভাগ্যে যা লেখা আছে তার শেষ রফা আমি করে দেব, তা হলো--রিভলবারেব একটি কি দুটি গুলি। মনে মনে সেবকমই একটা ফন্দি আঁটল এডরিস।

ববিবার। ছুটিব এই দিনটি কারো কাছে কেটে যায় স্রোতেব মতো, আবার কারো কাছে ঐ দিনটি কাটানো যেন দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে—এমনই শামুকের মতো গুটিগুটি ভাবে বহে চলে ঘণ্টা-মিনিট আর সেকেন্ডেব কাঁটাগুলো। ইরাও একই পথেব পথিক। মনে তার চিন্তাব শেষ নেই, নয় নয় করে আবো বারোটা দিন ধবে তাকে সমানে অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আব কোন দুর্ভাবনা নেই। যেখানে যেমনভাবে সম্ভব হবে দুবেলা দু-মুঠো খেয়ে সে চালিয়ে দেবে। কিন্তু এই গৃহেব গৃহকর্তা মহান হৃদয় মালিকটিকে ছেড়ে যেতে হবে বলে তার কান্না যেন বুক ঠেলে উপবে উঠছে। এতো আবাম আর অফুরন্ত স্নেহ এর আগে সে কোনদিন কারো কাছ থেকে পায়নি। এডরিস আর ফিলেব মতন নামকরা দুজন শয়তান পাপীকে এরকম অন্যায়ভাবে দিনেব পব দিন মুখ বন্ধ রাখাব জন্য টাকা যুগিয়ে যেতে হচ্ছে।

বারোদিন ধরে তাদেব এই নির্যাতন সহ্য করে যেতে হচ্ছে বলে তাব অনুশোচনার কোন অন্ত ছিল না। সে এখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত যোগানেব এই ভয়াল স্রোত থামবে না। কিন্তু দিন সে আব কাটাতেই চায না।

ববিবারটা, ফিলেবও ইবাব মতো একই দশা, দিনটা কাটাতেই চায না। বেডিও খুলে যতবারই সে কোরলে কোভে ডেডবডি পাবাব আর তাব সনাক্তকরণেব জন্য জনসাধারণেব কাছে পুলিশেব তরফ থেকে এই ঘোষণা শুনেছে ততবারই ভয়ে চমকে উঠেছে. নিজেকে ধিক্কাব দিয়েছে আর মনে মনে কঠিন অভিশাপ বর্ষণ করেছে এডরিসকে। অনেক ভাবনা-চিন্তা আব জল্পনা-কল্পনার জাল বুনল বর্তমান আব ভবিষ্যত নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যেব শেষ সীমারেখায় পৌঁছে আর নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে মিয়ামি এয়ারপোর্টে ফোন করে সোমবার বিকেলেব ফ্লাইটেব হাভানাগামী প্লেনে একটা সীটও বুক করে ফেলল।

ইরা আর ফিলের তুলনায় নার্ভের জোর আর আত্মবিশ্বাস এডরিসের দুই-ই ছিল অনেক বেশী। ফিল যখন এয়ারপোর্টে ফোন করতে ব্যস্ত, সেই সময়ে তার দিকে তাকিয়ে একটা ক্রূর হাসি হেসে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে। কর্মস্থলে গিয়ে সে দেখা করল ফ্লোর ম্যানেজার লুইসের সঙ্গে।

তাকে জানাল : তাঁর পুরনো আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রোগে মৃত্যুশয্যায়, তাকে একবার শেষ দেখা দেখতে চেয়েছে, তার দিন দশেকের ছুটির প্রয়োজন। একথা শুনে লুইস গম্ভীরমুখে জবাব দিল—সে নিশ্চিন্তে যেতে পাবে তবে ছুটির মাইনে সে পাবে না।

—কি আর করা যাবে, তাই সে লুইসের কথা শুনে তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবার দুরন্ত লোভ সামলে নিল। ভাল মানুষের মতন এডরিস বলে উঠল, 'চেষ্টা করব আরো তাড়াতাড়ি ফিরতে, না আসা পর্যন্ত একটু কষ্টে-শিষ্টে কাজ চালিয়ে নেবেন। শত হলেও মরণাপন্ন বন্ধু মানুষ, তার অনুরোধ যতই হোক একেবারে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারি না, আর্থিক দিক থেকে আমার না হয় একটু লোকসান হবে।'

হোমিসাইড স্কোয়াডের লোকজনদের কিন্তু ববিবার এই দিনটা কেটে যাচ্ছিল খুব

দ্রুতগতিতে। বিশেষ করে কোরাল কোভ মার্ডার কেস নিয়ে যারা আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে পড়েছিল, তাদের। ভাঙা চশমা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যতল্লাসের জন্য বেশ কিছু লোক ছোটাছুটি করে চলছিল বিভিন্ন জায়গায় জায়গায়।

সকাল, পৌনে আটটা। কিন্তু অত সকালেই মিঃ টেরেলের অফিস ঘরে মিঃ টেরেল শুধুই একা। বেইগ্‌লার আর হেস দুজনে একত্রে হাজির হয়েছেন। কফি খেতে খেতে আলোচনা চলছিল তাঁদের মধ্যে। পুলিশ ল্যাব থেকে পাঠানো ভঙ্গুর চশমার রিপোর্টটা—এই নিয়ে মোট তিনবার পড়লেন টেরেল। রিপোর্টে যা লেখা আছে সেটুকু বাদে যা উল্লেখ নেই তা নিংড়ে বার করার চেষ্টাতেই রত ছিলেন তিনি। রিপোর্টে লেখা হয়েছে : এই চশমা যে পরত সে অ্যাকিউট অ্যাসটিগ্‌ম্যাটিজিম রোগে আক্রান্ত ছিল। তাই চশমাবিহীন সে একেবারেই অন্ধ। সবসময়ের জন্য তাকে চশমা পরে থাকতে হবে। তবে তার বাঁ চোখের চাইতে ডান চোখ অনেক বেশী আক্রান্ত।'...মিঃ টেরেল লেখা লাইনগুলো মনে মনে বারংবার আউড়ে কণ্ঠস্থ করে ফেলতে লাগলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল : সাফল্য যদি আসে তবে এই সূত্রধরে আসতে বাধ্য। তাই তিনি তাঁর তিনজন সহকর্মীর উদ্দেশ্যে এই আদেশ দিয়েছিলেন : তারা যেন একশো মাইল পরিধির মধ্যে যেখানে যত হোলসেল চশমার দোকানের দেখা মিলবে...সেগুলির প্রত্যেকটিতে অবশ্যই ঢুঁ মারবে। তিনি এতেই ক্ষান্ত হননি, তাদের প্রতি কড়া হুকুম জারি করেছিলেন এই বলে : 'হোক রবিবার, চশমার পরকলা তৈরীর ফ্যাক্টরির মালিকের সন্ধান করে যে কোন উপায়ই অবলম্বন করতে হোক না কেন জোর করে ফ্যাক্টরি খোলাবে। শুধু তাই নয়, এও জানার প্রয়াস করবে যে এই ধরণের পরকলা সে কাদের কাছে সাপ্লাই দিয়েছে। আমি আজ বিকেলের মধ্যেই এর সব রিপোর্ট চাই।'

জ্যাকবির ওপর আদেশ ছিল : টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে যতজন আই স্পেশালিস্ট-এব এবং যতগুলো হাসপাতাল—তা জেনারেলই হোক আর স্পেশাল বিষয়ই হোক, -এর নাম আছে, তাদের প্রত্যেকটির কাছে ঐ একই সংবাদ জানাতে হবে।'

আরও তিনজনকে পাঠিয়েছিলেন যারা এই ধরণের প্লাস্টিকের চশমার ফ্রেম বানায়, তাদেব নিকটে। যদিও তিনি জানতেন, রবিবারে এদের সম্পর্কে কুল কিনারা করা সত্যিই কঠিন, তবু তাদেব মধ্যে একজনকেও হাল ছেড়ে না দিয়ে প্রয়োজনে পুলিশী শক্তি আর অধিকারের সদব্যবহার করতে ঢালাও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

টেরেল এবার আরও একটি রিপোর্ট নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। রিপোর্টটা ছিল এই রকম· ঘটনাস্থলে পাওয়া একজোড়া জুতোর গোড়ালির ছাপ সংক্রান্ত। ল্যাব বলছে যে, যে ব্যক্তি ঐ জুতোর অধিকারী, সে লম্বায় ছ'ফুটের কাছাকাছি, ওজনে ১৯০ পাউন্ডের মতন। জুতোর গোড়ালির ছাপ ১০ নং মাপের জুতোয়।

সাপ্লাই করেছে 'দি ম্যানসশপ'—প্যারাডাইস সিটিরই একজন দোকানদার। সেখানেও একজন পুলিশ আর কর্মচারীকে পাঠিয়ে ছিলেন টেরেল...তারা খুব সম্প্রতি কাদের এই জুতো বিক্রী করেছিল, জানতে। কারণ জুতোজোড়ায় নতুনত্বের ছাপ তখনও স্পষ্ট।

দুপুরে লাঞ্চ সেরে মিঃ টেরেল এসে বসলেন তাঁর টেবিলে। ইতিমধ্যে হেস আর বেইগ্‌লারও সেখানে উপস্থিত। হেস এর মুখ থমথমে কঠিন, তার মানে কোরাল কোভ-এ এই কয়েকঘণ্টার মধ্যেও কোন ক্লু হাতে এসে পড়েনি যার দ্বারা অনুসন্ধান কোন নতুন দিকে মোড় নিতে পারে। বেইগ্‌লারের মুখ জুড়ে বিরক্তির ছাপ। তিনি জানালেন : ঐ ধরণের রুগী আর ঐ ধরণের চশমা পরে এমন ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী বত্রিশজন মেয়ের সন্ধান করতে আমরা পেরেছি চীফ্। মজার কথা এই যে, তারা কেউ কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট নয়। তবে শুধুমাত্র এ ব্যাপারে একটা সংবাদ দিতে এখানে সে জানাচ্ছে : গতমাসের ১৭ই মে নাকি একটি মেয়েকে সকাল ৮টা নাগাদ কোরাল কোভ-এর দিকে গাড়ি করে যেতে দেখেছিল।

খবরটা কানে যেতেই খুশিতে টেরেলের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি সহর্ষে বলে উঠলেন, 'লোকটা এখানে এলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

ডিটেকটিভ রুমে বসে সামনে লিস্ট রেখে লেপস্কি, বেইগ্‌লার আর জ্যাকবি যে যাঁর ন্যস্ত

কাজে ব্যস্ত ছিলেন টেলিফোন কানে লাগিয়ে।

একসময় লেপস্কি বললেন : 'ওহে জো! চশমাধারিনী কন্যাদের লিস্টে মেল ডেভনের কন্যার নামও আছে, খেয়াল করেছ?'

—'হ্যাঁ, এতে আর কী এসে গেল? সে তো আর নিজের গা বাঁচিয়ে পালিয়েও যাইনি আর খুনও হয়নি। তবে?'

'না, তা নয়, আমার বলার উদ্দেশ্য হলো—সে কিন্তু চশমা চোখে লাগায় না।'

—'সো হোয়াট? দয়া করে তুমি ভাই তোমার কাজ কর আর আমাকে আমার কাজ নিয়েই থাকতে দাও। মেল ডেভনের মেয়েকে অযথা ঘাটিও না।'

লেপস্কি কিন্তু বেইগ্‌লারের মুখের বলা মন্তব্যে রাগ করলেন না। যথারীতি ভঙ্গিমায় শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'নিজের কাজই তো করছি। আর সেই কাজ করতে গিয়েই তো স্মরণে এল : মিস নোরেনা ডেভনের চোখে চশমা নেই। কেন না, এই দেড় মাসের মধ্যে আমি তাকে ৪/৫ বার মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেছি, সতর্ক হয়েই লক্ষ্য করেছি—সে চশমা পরে না।'

এবার কথাটার গুরুত্ব অনুধাবন করলেন বেইগ্‌লার। তাঁর দৃষ্টি ভরে ফুটে উঠল কৌতূহলের ছাপ। তিনি চট করে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে টেবিলের ওপর চশমা সম্পর্কে ল্যাব-রিপোর্টের কপিখানায় চোখ বুলিয়েছিলেন সেটা তুলে নিয়ে দ্রুত মনঃসংযোগ করলেন। তারপর লেপস্কির দিকে চোখ পড়তেই দেখলেন, তার মুখেও মৃদু হাসির রেখা।

বেইগ্‌লার বললেন, 'রিপোর্ট লিখছে, চশমার মালিককে সর্বক্ষণ চোখে চশমা পরে থাকতে হবে নইলে অন্ধত্ব তাকে ঘিরে ধরবে। আর তুমি বলছ, ডঃ উইডম্যান তাঁর চশমাধারিনী রুগিনীদের নামের যে লিস্ট সাপ্লাই করেছেন তাতে নোরেনা ডেভনের নামেরও উল্লেখ আছে—তোমার বক্তব্য মতো সে বিনা চশমাতেই প্যারাডাইস সিটির রাস্তায় দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়া-আসা করছে। এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হতে পারে? ডাক্তার এ বিষয়ে কোন ভুল রায় দেননি তো? আমি এক্ষুনি একবার ডাক্তারের ফোন লাগাচ্ছি। এই বলে বেইগ্‌লার দ্রুত ডঃ উইডম্যানের নাম্বারে ডায়াল করলেন। কিন্তু ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। তাঁর চেম্বারে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি জানাল : রাত নটার আগে চেম্বারে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

হতাশ হয়ে বেইগলার ফোন নামিয়ে রাখলেন কিন্তু এতসহজে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি নন। তিনি লেপস্কিকে ডেকে তাঁকে স্বয়ং সেখানে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার ব্যাপারে অনুরোধ করলেন। লেপস্কি আর বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে তক্ষুনি রওনা হলেন।

একটু পরেই এসে হাজির হলেন সেই সংবাদ প্রদানকারী ভদ্রলোক। নাম হেনরি টালাস, পেশায় মুদিখানার মাল সরবরাহকারী। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল চীফ্ টেরেলের কাছে।

হেনরী টালাস বললেন, 'আজ সকালে রেডিওতে আপনাদের ঘোষণা শুনলাম। মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা। তাই ভেবে দেখলাম : যা দেখেছি তা আপনাদের কাছে উপস্থাপনা করতে ক্ষতি কী? অবশ্য এতে যদি কোন আসল কাজ হয়ে যায়।'

চীফ টেরেল তাঁর এই নাগরিকতা বোধের জন্য একপ্রস্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। টালাস শুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

'গত মাসের সতেরো তারিখে আমি সীকোম্ব-এ চলেছিলাম কয়েকজন কাস্টমারের কল্ অ্যাটেন্ড করতে। আমার গাড়ির আগে আগেই যাচ্ছিল একটা রোডমাস্টার বুইক কনভার্টিবল। হুড খোলা। তাতে দু'জন আরোহী। একজন মাঝবয়সী পুরুষ, বয়স প্রায় ৩৮/৪০ আর সোনালী কেশ এক তরুণী। বয়স আন্দাজ সতেরো/আঠারো হবে। পরনে সাদা রঙের সার্ট, মাথায় ছোট কালো রঙের টুপি, চোখে নীল ফ্রেমের চশমা।

(এইখানে টেরেল এবং বেইগ্‌লার পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।)

টালাস তার বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন—'যদি না বুইকটা হঠাৎ হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে কোরাস কোভ-এ যাবার সরু পথটায় ঢুকত তবে ভুলে বসতাম ওদের প্রসঙ্গ। কিন্তু অসময়ে পিকনিকের সাজ-ঘর সরঞ্জাম ছাড়াই তাদের ঐ পথের দিকে এগোতে দেখে কম অবাক হইনি আমি।

যাইহোক, যে কথা বলছিলাম, সীকোম্ব-এ আমার কাজকর্ম সেরে ফেরার মুখে বাস টার্মিনাসের কাছে একটা পাম্পে এসে গাড়িতে গ্যাসোলিন ভরছি, একই সময় আবার সেই বুইকটা এসে দাঁড়াল একটু দূরে। সেই লোকটা তারপর গাড়ি থেকে নেমে ঐ বাস টার্মিনাসের একটা বেঞ্চে বসে থাকা একজন মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

—'তোমার দেখা সেই আগের মেয়েটাই কী?'

—'না, অন্য একজন।' টালাস একটু থামলেন, তারপর লাজুক হাসি হেসে বললেন, তিন ছেলে মেয়ের বাপ আমি ..ঘরে স্ত্রী আছে .বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করে গেছি, কিন্তু নিজের মুখে আর কী বলব আপনাদের, মেয়েটার যা চাবুকের মতো দেহের গড়ন...এক লহমায় বুকের রক্ত যেন চলকে উঠল। আগে ওকে দেখিনি, বুইকের লোকটাকে দেখতে গিয়েই ওর দিকে দৃষ্টি পড়ল। দু'জনের মধ্যে কী সব কথা হল।'

—'গাড়িটার নাম্বার প্লেট লক্ষ্য করেছিলেন?'

— 'না স্যার,' আবার পূর্বের সেই লাজুক হাসির ঝলক টালাসের মুখে।—'সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটির রূপ যৌবন দু' চোখ ভরে উপভোগ করতে গিয়ে গাড়িটার নাম্বার প্লেট দেখার কথা আমার মাথায় আসে নি। তবে এটুকু বলতে পারি গাড়িটা ছিল দু'রঙা,- লাল ও নীল। বছর দেড় দুইয়ের মতো পুরোনো হবে।'

—'আর সঙ্গের লোকটি?'

—'লোকটি?' গলা চুলকে টালাস আবার তার কথা শুরু করলেন, আন্দাজ ছ'ফুট মতো লম্বা, চওড়া কাঁধ দুশো পাউন্ডের কম ওজন কখনোই হবে না। সুদর্শন, তামাটে মুখ, সোনালী চুল, সরু গোঁফ, মাথায় ব্রাউন রঙের স্ট্র হ্যাট, পরণে ফন কালারের স্যুট।

লোকটির বর্ণনা টালাসের মুখ থেকে শোনার পর বেইগ্‌লার সহসা নড়ে চড়ে উঠলেন। তাঁর স্মৃতির দুয়ারে এই বর্ণনা যেন হালকা হলেও বেশ কয়েকবার করাঘাত করে গেল।

তিনি এতক্ষণ ধরে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন, এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, মিঃ টালাস। লোকটির মুখের চেহারায় আর কোন বিশেষত্ব ছিল যা আপনার চোখে ধরা পড়ে নি?'

— 'বিশেষত্ব বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন তা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, তবে খুতনিটা ছিল চেরা—কতকটা...এই ফিল্মস্টার ক্যারী গ্রান্টের মতন।'

এই পর্যন্ত শুনেই বেইগ্‌লার উত্তেজিত হয়ে টেবেলের টেলিফোনটা টেনে নিয়ে রিসিভার তুলে একটু দম নিয়ে বললেন, 'কে ম্যাক্স? শোন, কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক পুলিশ ফিল অ্যালগিরের যে ছবিটা আমাদের কাছে পঠিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি পার সেটা পাঠিয়ে দাও। কুইক।' তারপর রিসিভার রেখে টেরেলকে বললেন, 'আমার ভুলও হতে পারে তবে বর্ণনার অনেকটাই হুবহু খাপ খেয়ে যাচ্ছে ফিল অ্যালগিরের চেহারার সঙ্গে, চীফ। তাই একটা চান্স নিয়ে দেখতে ক্ষতি কী! মিঃ টালাস, ছবি আসতে আসতে আপনি ঐ দ্বিতীয় রমণীর চেহারার একটা বর্ণনা দিতে পারেন কি?'

—'কেন পারব না বল? আমি খুব ভালভাবে দু'চোখ ভরে তাকে দেখেছিলাম। লোকটি যদি ক্যারী গ্রান্ট হয় তো মেয়েটি ছিল মেরিলিন মুনরো। তবে কাঁচা বয়স, বছর ১৮/১৯ .লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের মতন . চমৎকার দেহের শরীরী গড়ন, পরনে ছিল গাঢ় সবুজ রঙের সোয়েড জ্যাকেট আর কালো রঙের টাইট-প্যান্ট মাথায় ছিল সাদা রঙের হেডস্কার্ফ।'

—'সে এয়ারপোর্ট বাসে এসেছিল?'

—'হ্যাঁ। আমি যে মুহূর্তে পাম্পে এলাম আর সেও পদার্পণ করল বাস থেকে, তার পর এগিয়ে আসন সংগ্রহ করল বাস-টার্মিনাসের একটা বেঞ্চে।'

ইতিমধ্যে জ্যাকবি ফিল অ্যালগিরের একখানা ছবি নিয়ে সেখানে হাজির হল।

ছবিখানা নিয়ে মিঃ টালাসের হাতে দিয়ে বেইগলার জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, 'এই সেই লোক কিনা দেখে বলুন তো।'

মনযোগ সহকারে দেখার পর টালাস জানালেন—তার চিনতে এতোটুকু ভুল হয়নি, 'হ্যাঁ, এই সেই ব্যক্তি।'

মিঃ টালাসকে সমাদরের সঙ্গে বিদায় দিয়ে টেরেল খুশী খুশী মনে বলে উঠলেন, 'এতক্ষণে

আমরা একটু ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখতে পাচ্ছি। হেস্‌কে একবার ডাক জো।'

হেস এলে তাঁকে টালাসের সব কথা পুনরুক্তি করে টেরেল বললেন, দ্বিতীয় মেয়েটার সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নাও ফ্রেড। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে নিশ্চয়ই নিউইয়র্ক ফ্লাইটে সে এখানে এসেছিল।

'ফ্রেড, এই ব্যাপারে সব রকম খোঁজ খবরের দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। শুধু একটা কথাই মাথায় ঢুকছে না, ফিল অ্যালগির জীবন ব্যাপী একজন প্রতারক থেকে হঠাৎ খুনীর জীবন বেছে নিল কেন?'

মিয়ামি এয়ারপোর্টের এয়ার কন্ট্রোল অফিসে গিয়ে গতমাসের ১৭ তারিখের নিউইয়র্ক ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার্স লিস্ট চেক করতে করতে একটা নামের ওপর হেসের দু চোখের দৃষ্টি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মুখ কঠিন, কুঁচকে গেল যুগল ভ্রূ। নাম—ইরা মার্শ। তিনি ভাবতে লাগলেন · এটা কী কোন কাকতলীয় ব্যাপার? মুরিয়েল মার্শ . ইরা মার্শ...পদবীর ক্ষেত্রে এমন অদ্ভুত সব মিলের বহর ..আত্মীয়তা আছে নাকি দুজনের মধ্যে?

তিনি এনকোয়্যারিতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন ইরার সম্পর্কে। তারা জানাল মেয়েটি ট্রাভেল করছিল একাকী। ঠিকানাও দেওয়া আছে : ৫৭৯, ইস্ট ব্যাটাবি স্ট্রীট, নিউইয়র্ক।

ধন্যবাদ জানিয়ে এয়ার কন্ট্রোল অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন হেস। তারপর সোজা হেডকোয়ার্টার্সে। তাঁর কাছ থেকে রিপোর্ট পাবার পর মিঃ টেরেলের মুখ হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'খোঁজ নাও ইরা মার্শ ডেভনের স্ত্রীর সম্পর্কে কোন আত্মীয় কিনা। এমনও হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মিসেস ডেভনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে তা হল, সে ফিলের খপ্পরে পড়ল কীভাবে?'

এমন সময়ে বেইগ্‌লার আর লেপস্কি হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন সে ঘরে। বেইগ্‌লার কিঞ্চিত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, চীফ্! একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

যে সব মেয়েরা অ্যাকিউট অ্যাসটিগম্যাটিজম চোখের রোগে কষ্ট পাচ্ছিল এবং তারজন্য ঐ রকম পাওয়ারের লেন্স ব্যবহার করছে তাদের চশমায়---তাদের নামের লিস্টে আপনার বন্ধু মেল ডেভনের মেয়ে নোরেনা ডেভনের নামেরও উল্লেখ আছে।

কিন্তু টম জোর দিয়ে বলছে, গত এক মাসের মধ্যে কম করে হলেও পাঁচ/ছয় বার মিস ডেভনকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছে বিনা চশমায়। আমি ওকে পাঠিয়ে ছিলাম ডঃ উইডম্যানের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে। কারণ তিনি ঐ নামের লিস্ট পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে। সেখানে গিয়ে টম কী জানতে পেরেছে তা ওর মুখেই না হয় শুনুন।

বেইগ্‌লার চুপ করাে টম লেপস্কি বললেন, 'চীফ্! ডাক্তার উইডম্যান জোর দিয়ে বলেছেন, নোরেনা ডেভন একজন উৎকট চক্ষুরোগের রুগী, তার ডান চোখটা বাঁ চোখের তুলনায় নাকি বেশী অ্যাফেকটেড।'

টেরেল মুহূর্তের জন্য তাঁর উষ্মা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, তোমরা যখন জানছ ..দেখছ যে মিস ডেভন বহাল তবিয়তে এই শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে—তখন শুধু শুধু এই লোক দেখানো হয়রানির কী প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয়েছিল এভাবে সময় নষ্ট করার?'

লেপস্কি ধীরজ কণ্ঠে বললেন, 'সরি চীফ! আমি ভাবলাম ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটু গোলমালের গন্ধ পাচ্ছি। ডাক্তার লিখছেন নোরেনা ডেভন চশমা পরে কিন্তু আমি তাকে বিনা চশমাতেই চালকের আসনে বসে গাড়ি চালাতে দেখেছি। এ আবার কেমন ধারা কথা? ডাক্তারের রিপোর্ট, এই রোগের রুগী বিনা চশমায় অন্ধেরই সমান। অথচ—'

টেরেল কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর বললেন, 'ঠিক আছে, টম আমি এ নিয়ে পরে আলোচনায় বসব মেল-এর সঙ্গে। তুমি আগে ফিল অ্যালগিরের ছবিটা নাও, হোটেলে হোটেলে সন্ধান কর তার। এখনও সে এই শহরের কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে কিনা খবর নাও চটপট!

লেপস্কি চলে যেতে টেরেল বেইগ্‌লারকে বলে উঠলেন, 'আর তোমাকেও বলি জো, কী দরকার ছিল এইসব অদরকারী কাজে বৃথা সময় নষ্ট করার? আমার তো মনে হয়, এইসব বিশ্রী ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে সেই বুইক গাড়িটা নিয়ে তোমাদের একবার অনুসন্ধান করা খুব-ই উচিত

ছিল।'

—'তারও সন্ধান নিয়েছি চীফ্। ফিল অ্যালগিরই গাড়িটা ভাড়া করেছিল 'হ্যারী চেম্বার্স' এই বেনামিতে।'

—'ঠিকানা পাওনি?

—'হ্যাঁ, তাও পেয়েছি তবে ফল হয়নি কিছু। আজ সকালের দিকেই গাড়ি আর হোটেল সুইটের ভাড়া মিটিয়ে সে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

টেরেলের ভ্রূ যুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হল, নিজের ঘড়ি দেখে নিয়ে তারপর বললেন, 'আজ সকালে? তার মানে এখনও সে এই শহর ছেড়ে যায়নি। জো! তুমি চারদিকে ওর সন্ধানে লোক ছড়িয়ে দাও। রেডিও আর টিভিতে ওর চেহারার বর্ণনা আর ছবি দিয়ে ঘোষণার ব্যবস্থা করো।'

।। নয় ।।

এডবিসের অ্যাপার্টমেন্টে বসে রেডিও খুলে খবর শুনছিল এডরিস আর ফিল। দু'জনের মুখই থমথমে। ঘোষক তখন এই বিবৃতি ঘোষণা করছিলেন :

'কোরাল কোভ মার্ডাব কেসে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। পুলিশ ফিল অ্যালগির ওরফে হ্যারী চেম্বার্স—আপাততঃ যাব ঠিকানা ছিল : রিজেন্ট হোটেল, প্যারাডাইস সিটি—এই ব্যাক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই মার্ডার কেস সম্পর্কে সে অনেক কিছুই জানে। লোকটির উচ্চতা—ছ' ফুট, ওজন ১৯০ পাউন্ড, বলিষ্ঠ কাঁধ, চুলের রঙ সোনালী, সরু গোঁফ, নীল চোখের তারা আর থুতনীর নীচে বিরাজমান একটি ভাঁজ। তার শেষ দেখা মেলে, যখন সে লাল ও নীল রঙের টু-টোন বুইক কনভার্টিবল রোডমাস্টার গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার—এন ওয়াই ৪৫৯৯। এই ব্যক্তির গতিবিধি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র খবর কেউ যদি রেখে থাকেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্স : প্যারাডাইস সিটি ০০১০ এই নাম্বারে অবিলম্বে ফোন করবেন।

এই সংবাদে এডরিস আর ফিল পাথরের প্রতিমূর্তির মতো আধ-মিনিট ধরে বসে রইল নিজের নিজের আসনে। ফিলেরই প্রথম সম্বিত ফেরে। সে এডরিসের দিকে রক্তবর্ণ চোখে চেয়ে ষাঁড়ের মতন গর্জন করে বলে উঠল, হতভাগা বাঁটকুল। তোর জন্যই আজ আমার এই সমূহ বিপদ। তোকে খুন করে আমার নিস্তার মিলবে হতচ্ছাড়া!'

চেয়ার ছেড়ে ফিল দাঁড়াবার আগেই ভীতত্রস্ত শঙ্কিত এডরিস চকিতে ছুটে গিয়ে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দরজায় খিল তুলে দিল। ফিল খিস্তির ফোয়ারা ছোটাল, অনেক কসরত, ধাক্কাধাক্কি করল বন্ধ দরজার গায়ে তবু হার মেনে দরজা খুলল না জেদী এডরিস। সে তখন নিরক্ত মুখ নিয়ে বিছানায় বসে থর থর করে কাঁপছে।

পবিশেষে ঘণ্টাখানেক পর একাধিক হুইস্কি পেটে পড়তেই ফিলের রাগ গলল। সে তখন বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে শান্তকণ্ঠে বলছে, 'অলরাইট, টিকি, এবার বেরিয়ে এসো। আমি তোমার গায়ে হাত তুলব না। প্রমিস।'

কিছুক্ষণ দো-টানায় থাকার পর দরজা খুলে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল এডরিস। কিন্তু বেরিয়েই আবার ভয়ে কাঁটা। ফিলেব হাতে রিভলবার—এডরিসের দিকে তাক করা।

ফিল হুকুম করল : 'বসো একটা চেয়ার টেনে। কথা আছে।'

এডরিস ভালো মানুষের মতন বসে পড়ল। ফিল বলল, শোন টিকি, এখনো বাঁচবার সুযোগ আছে। কোন উপায়ে আমরা যদি পুলিশেব চোখকে ফাঁকি দিয়ে এই শহর ছেড়ে বেরিয়ে মিয়ামিতে গিয়ে পৌঁছতে পারি, তবে আমার যে বন্ধু সেখানে আছে তাব সাহায্যে জাহাজে চেপে আমরা কিটরায় পালাতে পারব।

কিন্তু ওর বড় টাকার খাঁই, তাই এই শহর ছেড়ে যাবার আগে যতটা পরিমাণ সম্ভব হয় টাকার বন্দোবস্ত কবে ফেলতে হবে। আমার মতামত যদি নাও তো বলি, 'গ্যারল্যান্ডেব সিন্দুক খালি করেই আমরা দু'জনে কেটে পড়ি চল।'

এডরিস অতি কষ্টে ম্লান হাসি এনে বলল, 'কিন্তু হাঁদারাম। একবার ভেবে দেখছ কি, ব্যাঙ্কে যাবার সব পথই বন্ধ প্রায়? ওরা তোমায় চিনে ফেলবে না?'

—'আমি ব্যাঙ্কে যাব কোন দুঃখে? ইরাকে ফোন ক'রে বল, সে যেন ব্যাঙ্কের উল্টোদিকেব সেই কাফেতে আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে। তারপর কীভাবে টাকা আনবে, কেমন করে আনবে—সেটা সম্পূর্ণ ভাবে তার ভাবনাচিন্তার ওপরই ছেড়ে দাও।'

এডরিস কোন রকম প্রতিবাদ জানাতে সাহসিকতার পরিচয় দিতে উদ্যোগী না হয়ে সে ফিলের আদেশ ও নির্দেশমতো ফোন করল ইরাকে।

তারপর ফিরে এসে চেয়ারে বসায় ফিল আবার হুকুম করল রিভলবার উঁচিয়ে—ওয়ানসির সিন্দুক এবং আরও ২/১টি সিন্দুক লুট করে যা মাল পাওয়া গেছে, তার ভাগ, আমার অংশেব পঁচিশ হাজার ডলার চট্‌পট্‌ দিয়ে দাও। আমার কথার অন্যথা হলে গুলিতে পেট ফুটো করে ঝাঁঝরা করে দেব স্মরণে রেখো। নাউ কুইক।' অনোন্যাপায় হয়েই বেজার মুখে আলমারি খুলতে লাগল এডরিস। মনে তখন তার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

নিজের টেবিলে বসে থাকাকালীন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ঝিমোচ্ছিলেন বেইগ্‌লার। ডেস্কের ওপর টেলিফোনটা ঠিক এই সময়ে সরব হয়ে উঠল। ক্লান্ত আর অলস কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন রিসিভার তুলে—'হ্যালো—'

--'হ্যালো, জিম, কী খবর?'

—'ফিল অ্যালগিরের ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল। লোকটা আমাদেরই ব্যাঙ্কে একটা লকার ভাড়া নিয়ে প্রতিদিনই আসা যাওয়া করছে।'

—'তাই নাকি?' সজাগ আর সতেজ হয়ে উঠলেন বেইগ্‌লার।

'তোমাদের ব্যাঙ্কে সেফ্‌ ভাড়া নিয়েছে! কেন?'

'নামী দামী জুয়াড়ী বলে তার এখন বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট হাঁক ডাক। সেফ্‌ ভাড়া নিয়েছে অবশ্য 'লসন ফরেস্টার'-এব ছদ্মনামে। কিন্তু রেডিওতে ওর চেহারার বর্ণনা শোনার পর থেকে আমি নিশ্চিত যে, লসন ফরেস্টারই ফিল অ্যালগিব।'

—'হুঁ', কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বেইগ্‌লার বললেন, 'ঠিক আছে জিম, আমার দপ্তরে কেউ একজন এলেই আমি তাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিঃ ডেভনকে বলে ওর লকারে কী আছে তা আমাদের জানা খুবই দরকার। আর ফিল যদি এরমধ্যে এসে উপস্থিত হয়, তবে তাকে আটকাবার ভার তোমার ওপরই দিলাম বন্ধু।'

পূর্ব নির্দেশমতো যথাসময়ে কাফেতে গিয়ে উপস্থিত হল ইরা। এডরিস ওর আসার আগে থাকতেই বসেছিল। ইরা গিয়ে বসল সেই টেবিলে। জিজ্ঞাসা করল : 'আবার তলব কেন?'

—'আজকেব খবরের কাগজটা একবার দেখেছ?'

—'না। সময় পাইনি চোখ বোলাবার।'

—'ফিল ফেঁসে গেছে। পুলিশ ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওর জন্য বিপদ আমারও দোর গোড়ায় এসে হাজির। আমাদের হাতে সময়ের বড় অভাব, বেবী। তাই যা যা বলছি, খুব মন দিয়ে শুনে নাও। গ্যারল্যান্ডের সেফেব নকল চাবি দিচ্ছি তোমায়। যেমন করে যেভাবে সম্ভব হয় মালকড়ি সরিয়ে ফেল। ফিল আসতে পারবে না, তাই একাজটা তোমাকেই উদ্ধার করতে হবে।'

—'না, না আমার দ্বারা একাজ আর হবে না।'

—'না বললে শুনবো না। একাজ তোমাকেই করতে হবে। ফিল কেন আসতে পারবে না তা এই কাগজেই দেখ।' বলে, পকেট থেকে সেদিনকার কাগজখানা বার করে ভাঁজ খুলে ইরার দিকে সহস্তে বাড়িয়ে ধরল এডরিস। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আপাদমস্তক পড়ে গেল ইরা। সারা দেহ এক অজানা আতঙ্কে থর থবে করে শিউরে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে কোনরকমে এটুকু উচ্চারণ করার সম্বিত ফিরে পেল, শুধু বলল : 'একি! এ যে দেখছি খুনের ব্যাপার! তবে কি ফিল—'

—'হ্যাঁ, ফিলই খুন করেছে তোমার দিদির মেয়ে নোরেনাকে। আমি সেদিন তোমায় মিথ্যে বলেছিলাম যে জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। তাকে এখান থেকে সরে পড়তে হলে টাকার দরকার প্রচুর। এই প্রয়োজন না মিটলে সে তো ডুববেই সেই সঙ্গে আমাদের দু'জনের ভরাডুবিও অবশ্যম্ভাবী।'

—'অসম্ভব! আমার দ্বারা কোন মতেই সম্ভব নয় গ্যারল্যান্ডের টাকা চুরি করা। তীর ধনুকের মতো বেঁকে দাঁড়াল ইরা। নোরেনার খুনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলছ কেন? আমি একেবারেই অজ্ঞাত নোরেনার খুনের ব্যাপারে।'

—'শাট আপ!' চাপা গলায় ধমকের সুরে চিৎকার করে উঠল এডরিস, 'পুলিশ অতসহজে তোমায় ছেড়েও দেবে না আর তোমার কথায় ভুলবার পাত্রও তারা নয়। তুমি সব কিছু না জেনে বুঝে নোরেনা সেজে দিনের পর দিন অভিনয় করে যাচ্ছ, তাই না? তোমার একথা তারা বিশ্বাস করবে? খুনী না হতে পারো তবে খুনীর সহকারিনী হয়েছো তো। আমি আর ফিল অবশ্য গ্যাস চেম্বারে ঢুকব। কিন্তু তোমার মতো একজন সুন্দরীকে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসে থেকে প্রতিনিয়ত জ্বালায় যন্ত্রণায় অত্যাচারে অপমানে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে, তখন মনে হবে, এই যন্ত্রণার থেকে মরণই বোধহয় অনেক শ্রেয় ছিল তাতে শান্তিও কিছু কম ছিল না।' ইরা নীরব শ্রোতা।

এডরিস তার বুদ্ধি বলে ইরাকে এমন ভাবে প্রভাবিত করল যে তার কথা বলাতে ওষুধ ধরেছে। সে তাই জিজ্ঞাসা করল : 'কী, আমার প্রস্তাবে মত আছে তো? টাকা হাতে আসতে যতক্ষণ দেরী, এসে গেলেই আমরা পালিয়ে বাঁচব এই শহর থেকে। তুমিও স্বাধীন বিহঙ্গ হয়ে উড়তে পারবে। তখন দেখবে মুক্তির আনন্দই আলাদা। আর যদি এ ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ না থেকে থাকে তবে জেলে পচে মরবে অবধারিত—'

ইরা দম দেওয়া সম্মোহিত পুতুলের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'আমি প্রস্তাবে রাজী।'

সাড়ে আটটা থেকে পৌনে দশটা—এই সোয়া এক ঘণ্টা সময় নানা চিন্তা ভাবনার স্রোতে কখন যে বয়ে গেছে তা খেয়াল করার শক্তি ছিল না ইরার।

ভল্টে পৌঁছে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। নিঝুম হয়ে গুম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর মনকে সংযত আর দৃঢ় ভীতে সবে দাঁড় করিয়েছে এমন সময় একজন গার্ড এসে জানাল : 'মিঃ ডেভন আপনাকে ডাকছেন, মিস।'

—'চলো, যাচ্ছি।'

ডেভনের চেম্বারে প্রবেশ করতেই দৃষ্টি একেবারে স্থির হয়ে গেল। কারণ চেম্বারে ডেভন একা ছিলেন না তাঁর সামনের আসনে আরো একজন অচেনা ব্যক্তি বসে আছে। তাকে না চিনলেও ইরা তার বুদ্ধির দৌড়ে এটুকু বুঝতে পারল ভদ্রলোক পুলিশের একজন। তার সিক্সথ্ সেন্সই যথেষ্ট প্রখর। ইরা তাই ঘাবড়ে গেল না, সে ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল : 'আমায় ডেকেছিলে ড্যাডি?'

—'হ্যাঁ, ডার্লিং, এসো। এনার পরিচয় ইনি ডিটেকটিভ টম লেপস্কি। কোন একটা কাজে তোমার কাছ থেকে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশায় এখানে এসেছেন।'

লেপস্কি কোমল স্বরে বললেন, 'বসুন, মিস ডেভন, খুব বেশী সময় আপনার নেব না। মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন। আচ্ছা, এই ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে বলুন তো একে আপনি চেনেন কিনা—'

এই বলে পকেট থেকে ফিল অ্যালগিরের ছবি বার করে লেপস্কি দেখালেন ইরাকে এবং গোটা কয়েক প্রশ্নও করলেন। প্রত্যুত্তরে ইরা শুধু জানাল : হ্যাঁ লোকটির নাম ফরেস্টার, ফ্লোরিডা ব্যাঙ্কের একজন ক্লায়েন্ট। তবে তাঁর লকারে কি আছে না আছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণাই নেই তার।

আরও একটা প্রশ্নের উত্তরে ইরা জবাব দিল : না, সে মিয়ামির এই ডাক্তার উইডম্যানের নাম কখনো শোনেনি এবং এর পূর্বে তাঁকে চোখের দেখা দেখেনি পর্যন্ত।

তার জবাবে লেপস্কির মনে সন্দেহের বীজ আরো ঘনীভূত হলো।

ডাক্তার উইডম্যান নিজ মুখে এই স্বীকৃতি দিয়েছেন—নোরেনা ডেভন তাঁর দীর্ঘদিনের রুগিনী। নোরেনার বক্তব্য ইতিপূর্বে ডাক্তারের নাম পর্যন্ত শোনেনি। আরও একটা পরীক্ষা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন লেপস্কি। তাঁদের দু'জনের মধ্যে যা যা কথাবার্তা হলো, সে সমস্ত একটা কাগজে ছোট ছোট কিন্তু পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে ইরাকে সেটা পড়ে দেখে সই করে দিতে অনুরোধও করলেন। ইরা কাগজটা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল তারপর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে সই করে দিল। লেপস্কির মনে তখন সন্দেহের ঝড় তোলপাড় করছে। ডাক্তার উইডম্যানের মতে, নোরেনা ডেভন বিনা চশমাতে একেবারেই অন্ধ।

কিন্তু এই মেয়েটি তো চশমা ছাড়াই দিব্যি লিখছে আর পড়ে যাচ্ছে। এ তবে কে? যাইহোক,

শুষ্ক হাসি হেসে উঠে পড়লেন লেপস্কি চেযার ছেড়ে। তারপর নিজের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলে উঠলেন, আর একটা শেষ প্রশ্ন মিস ডেভন। আপনি কখনো ইরা মার্শ নামের কোন মেয়ের কথা ইতিপূর্বে শুনেছেন?'

প্রশ্নটা কানে যেতেই শামুকের মতো খোলসে গুটিয়ে গেল ইরা। মুখ-চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল। মরিয়ার মতো শুধু বলল, 'না...না...ও নাম আমি কখনো শুনিনি।'

বিহ্বল আর বিবর্ণ চোখ মুখের এমন দশা দেখে মেল তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন মেয়ের কাছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোলেন : 'কী হয়েছে নোরেনা? তুমি কী সুস্থ নও? শরীর কী ভালো নেই?'

—'হ্যাঁ, ড্যাডি ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে। আমি এখুনি বাড়ি যেতে চাই। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিলে আশাকরি সুস্থ হয়ে যাব।'

মেল তাকালেন লেপস্কির দিকে। লেপস্কি দুঃখ প্রকাশ করে দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

কেউই কিন্তু তাঁর দু'চোখ ভরা খুশির দীপ্তি আর উত্তেজনা লক্ষ্য করল না।

ইরা আসতেই এডরিস ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : 'এনেছ?'

—'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও : আমার দিদিকেও তোমরা হত্যা করেছ, তাই না?'

এডরিস এই প্রশ্ন ইরার মুখ থেকে শুনতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই একটু ঘাবড়ে গেল। অতি দ্রুতলয়ে সেই ভাব সামলে উঠে উত্তর দিল, সে খোঁজে তোমার কী প্রয়োজন? নেশাই তাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাকে শুধু সেই নরক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। সে থাক, সঙ্গে টাকা এনেছ?'

—'তার হাত ব্যাগের মধ্যে থেকে সুসাইড নোটটা পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেও তোমার কৃতিত্ব ছিল, তুমিই সেটা লিখেছিলে?'

এডরিস একটু অতৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিল—'হ্যাঁ। তাতে হয়েছেটা কী? তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পুলিশ যেসব চিঠিপত্র পেয়েছে, সবই আমার লেখা। শুনে একটু শান্তি পেয়েছ তো? এবার আসল কথা বলো— টাকা এনেছ কিনা?'

—'তুমি তার মনের মানুষকেও খুন করেছ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য?'

—'না, ও ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ফিলের। ও আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করল। ওর উপস্থিতিতে আমাদের প্ল্যানে কোনদিন সাফল্যের মুখও দেখতে না। টাকা এনেছ?'

—'যেজন্য আমার এখানে আগমন, একটা মুখোরোচক সংবাদ তোমার জনাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ব্যাঙ্কে একজন পুলিশের লোক এসেছিল। আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে, ইরা মার্শ নামের কোন মেয়ের সঙ্গে আমার চেনা-জানা আছে কিনা।'

মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়ল এডরিসের। কয়েক মিনিট পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ অতিমাত্রায় সে সক্রিয় হয়ে উঠল। দ্রুত কণ্ঠে বলল 'কই? টাকাটা দাও আমায়! আমার সঙ্গে চলো, পালাই এ শহর ছেড়ে। এখনও হাতে সময় সুযোগ দুই আছে। এসো টাকাটা দাও।'

—'টাকা আমি আনিনি, খালি হাতে এসেছি, আনার সুযোগ থাকলেও আনতাম না। আমি যাব না তোমার সঙ্গে। এরপরের সাক্ষাৎ না হয় পুলিশ কোর্টের জন্যই তোলা থাক আমাদের। বাই।' এডরিসকে বাকাস্ফূর্তির কোনরকম সুযোগ না দিয়ে কাফে থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ইরা।

ভাড়া করা ফোর্ড গাড়িতে বসে গোপনে সবই নজর রেখে চলছিল জেম ফার। সে শুধু অবাক হয়েছিল ফিলের পরিবর্তে এডরিসকে কাফেতে আসতে দেখে। কারণ ইরার কথা মতো নকল চাবি দিতে ফিলেরই আসা উচিত। আসলে সেদিনকার খবরের কাগজ পড়া হয়ে ওঠেনি জেম-এর। তাই সে ফিলের সমূহ বিপদের ব্যাপারে একেবারের জন্যও জানার সৌভাগ্য তার হয়নি।

জেস মনে মনে ভাবল—আসলে ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। কী এমন এর মধ্যে ঘটে গেল যার জন্য অবসন্নের মতো বিধ্বস্ত অবস্থায় ইরাকে বেরিয়ে আসতে হল কাফে থেকে। দ্বিতীয়ত কেনবা এর্ডারিসের এতো ব্যস্ততা?

মন স্থির করে দু'জনের মধ্যে এডরিসের নাগাল পাবার জন্য তাকে অনুসরণ করাই শ্রেয় বলে মনের দিক থেকে সে সাড়া পেল।

লেপস্কির বুঝতে কষ্ট হল না যে নিজের ছকে যে কাজ করতে তিনি অগ্রসর হয়েছেন তা যদি সফলতা পায় তবে তো কোন কথাই নেই।

আর যদি ব্যর্থতার মুখ দেখেন তবে চীফের হাতে তাঁর নাকালের অন্ত থাকবে না। তিনি নোরেনা ডেভনের বিষয়ে বিষদ ভাবে জানার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তার স্কুলের গণ্ডির মধ্যে। যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় পত্র দেখিয়ে, তারপর সম্মুখীন হলেন ডক্টর গ্রাহামের। সোজাসুজিই কাজের কথাই উত্থাপন করলেন।

—'ডঃ গ্রাহাম! আমি আপনার এই স্কুলের এক ছাত্রী—নাম মিস নোরেনা মার্শ ডেভন, তার বিষয়ে কিছু খোঁজ খবর সংগ্রহের জন্যেই আমার এখানে আগমন। আপনার কাছ থেকে ঐকান্তিক সহায়তা পেলে অনুগৃহীত হব আমি।'

—'নোরেনা ডেভন? সে বর্তমানে এখানে নেই। মাস দেড়েক আগেই স্কুল ছেড়ে চলে গেছে টার্ম শেষ করে।' 'জানি আপনি শুধু মনে করে বলুন তার চোখে চশমা থাকত কিনা?'

—'হ্যাঁ থাকত বৈকি। সে চশমা পরত।'

—'চশমা ছাড়া তার পক্ষে কোন কাজ করা এককথায় সত্যিই অসম্ভব ছিল—ঠিক তো?'

—'হ্যাঁ। ভীষণ ভাবে চোখ খারাপ ছিল তার। কিন্তু কেন, আপনি এসব জানতে চাইছেন সেটা শুধু বুঝতে পাবছি না।'

—'নোরেনার চশমার ফ্রেমটা কী নীল রঙের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী ছিল?'

ডঃ গ্রাহাম কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিলেন : 'নীল রঙের ফ্রেম ছিল তা মনে আছে, কিন্তু ফ্রেমটা প্লাস্টিকের তৈরী ছিল কিনা সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর হচ্ছে না, মিঃ অফিসার।' এবার ডঃ গ্রাহাম একটু বিরক্তির সঙ্গেই শুধু বললেন, 'সেই থেকে শুধু নানা রকম প্রশ্ন করে চলেছেন কিন্তু কেন যে করছেন তা তো খুলে বলছেন না?'

লেপস্কি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জানালেন : 'উই হ্যাভ রিজন টু বিলীভ দ্যাট্ কোরাল-কোভ-এ নিহত অবস্থায় যে আনআইডেন্টিফায়েড মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সে নোরেনা ডেভন ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না।'

ডঃ গ্রাহামের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। লেপস্কি এবাব ফিল অ্যালগিরের ফটোগ্রাফ বার করে ডঃ গ্রাহামকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইতিপূর্বে একে কখনো দেখেছেন?'

ডঃ গ্রাহাম কয়েক মিনিট ধরে মন সংযোগ করে ছবিটা দেখে নিয়ে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ইনি তো নোরেনার মায়ের অ্যাটর্নি। এঁরই সঙ্গে নোরেনা গিয়েছিল তার মার অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে।'

—'আপনাদের এখানে নোরেনার কোন ছবি পাওয়া যেতে পারে, ডঃ গ্রাহাম?'

—'পাওয়া যাবে। টার্ম শেষ করে ছাত্রীরা যখন স্কুল ছেড়ে চলে যায়, তাদের একটা গ্রুপ ফটো তুলে রাখা হয়। একটু বসুন, ছবি আমি আনিয়ে দিচ্ছি।'

।। দশ ।।

এডরিস গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে একটা কথাই তার মনে বারংবার ঘুরপাক খেয়ে আসছিল। যে কথার জন্য সে এতো বিব্রত বোধ করছে তা হল ফিলের সঙ্গে বোঝাপড়া সেরে নেওয়ার সময় এবার এসে গেছে। হতভাগা রিভলবারের ভয় দেখিয়ে তার সব টাকা কড়ি হাতিয়ে নিয়ে বসে আছে আর টাকা ছাড়া শূন্য হাতে গা ঢাকা দেওয়া একেবারেই বৃথা। আজ এ ব্যাপারে তারা একটা শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েই ছাড়বে, যা হবে তা দেখা যাবে। কিন্তু সে তো অস্ত্রহীন, একটা অস্ত্র হাতিয়ার রূপে না কাছে থাকলে কোন ভরসায় সে ফিলের মুখোমুখি হবে? সে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিল সীকোম্ব-এর শহরতলীর অভিমুখে।

সমুদ্রের ধারে, গভীর সমুদ্রের যে জায়গাটিতে ইয়টগুলো নোঙর করে আছে, তাদের মাঝি-মাল্লাদের পান-ভোজনের জন্য যে 'বাব' রয়েছে, এডরিসের মিনি কুপার তাব সামনে গিয়ে থেমে গেল। বার তখন ফাঁকা, লোমশ ভালুকের মতো চেহাবা নিয়ে বার-এর মালিক হ্যারী মরিস একাকী বসে একটা রেসিংসীটের নজর রাখছিল। এডরিসকে আসতে দেখে তাকে হাস্য বদনে অভ্যর্থনা জানাল . 'হাই, টিকি। হঠাৎ কী মনে করে?'

এডরিস বলল, 'একটা ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি, হ্যারী। পুলিশী ঝামেলা, দয়া করে প্রশ্ন করো না। শুধু বলো, আমায় জাহাজে তুলে যত তাড়াতাড়ি হয় মেক্সিকোয় পাচার করতে পারবে কিনা?'

মরিস বিস্ফারিত নেত্রে এডরিসের মুখ পানে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করল, এডরিস তার সঙ্গে কোন ঠাট্টা-তামাসা করছে না তো? কিন্তু না, উদ্বিগ্ন চাউনি ভরা থমথমে মুখের ভাব তার ঝামেলায় পড়ারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে একটু থেমে বলল, 'পারব নাই বা কেন? তবে এর জন্য কিছু মালকড়ি খসাতে হবে। আজ রাত দশটা নাগাদ একটা জাহাজ ছাড়ছে।'

—'কত দিতে হবে?'

—'তিন হাজার ডলার।'

এডরিস ভেতরে ভেতরে একটু দমে গেল। ওহ! এতো অনেক টাকার ব্যাপার। কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচাতে গেলে টাকার ওপর মায়ামমতা করা চলে না। তাই সে মরিসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। বলল, 'বেশ তাই-ই দেব। আরো একটা উপকার তোমায় করে দিতে হবে, ভাই।'

—'নিশ্চয়ই করব। বলো কী করতে হবে?'

—'সাইলেন্সার লাগানো একটা রিভলভার চাই। সেটা হাতে হাতে পেয়ে গেলেই ভালো হয়।'

মরিস তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকার পর শুধু জানতে চাইল।

'নেবার পেছনে কোন কারণ থাকাই স্বাভাবিক, কী জন্য?'

—'এ সময় কোন প্রশ্ন নয় হ্যারী। প্লীজ, পারবে তো যোগাড় করে দিতে?'

কাঁধ শ্রাগ করে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল হ্যারি। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলো হাতে একটা ব্রাউন পেপারের পার্সেল নিয়ে।—'তিনশো ডলার।'

এডরিস পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে নিঃশব্দে রিভলবারের মূল্য চুকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি। সো লং হ্যারী।'

অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে এডরিস নেমে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লে জেম ফারও নেমে পড়ল। দেখল, এলিভেটর ব্যবহার না করে এডরিস সিঁড়ি অতিক্রম করে ওপরে উঠছে। মনে মনে একটু অবাক হলো জেম। নিজের রুমের কাছে পৌঁছে দরজা খুলে সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকে এডরিস ডাকল : 'ফিল! এডরিসের হাতের মুঠোয় ধরা সেদিনের খবরের কাগজ। অন্য হাত পকেটে ঢোকান। সে দেখল, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ফিল। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। হাতে ধরা তারই রিভলবার। তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই সে রিভলবার উঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা এনেছ?'

—'তুমি অযথা এতো মাথা গরম করছ কেন বলো তো? পিস্তল নামাও।' বলতে বলতে পকেটে লুকিয়ে রাখা রিভলবারটার সেফটি ক্যাচ সরিয়ে ফেলল এডরিস।

'তোমার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। উঁহু, কাছে আসবার চেষ্টা করো না। টাকা পেয়েছ ইরার কাছ থেকে?'

এডরিস মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি। তার আগে এই খবরের কাগজটায় ছাপা তোমাব ছবির দর্শন একবার ভালো করে দেখে নাও। পাতা জুড়ে তোমার ফটো। তোমার মুখের কোন দিকই বাদ যায়নি ছবি থেকে।'

বলতে বলতে হাতের কাগজটা ছুঁড়ে দিল ফিলেব সামনে। কাগজটা আছড়ে পড়ল ফিলের পদযুগলের কাছে। মুহূর্তের জন্য নত চোখে পায়ের কাছে পড়ে থাকা কাগজে নিজের ফটো দেখছে, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এডরিসের ভুল হল না। চকিতে রিভলবার বের করে গুলিবিদ্ধ করল তার শরীরে। পরপর তিনবার। মৃদু আওয়াজও হল : প্লপ্-প্লপ্-প্লপ্।

মাটিতে পড়ে কয়েক সেকেন্ড ছটফট করতে করতে নিথর নিশ্চল হয়ে গেল ফিলের দেহটা। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে, ধীরে ধীরে রক্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে সারা কার্পেটে।

রিভলবারটা পকেটে পুরে ফিলের মৃতদেহের খুব নিকটে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে কয়েক সেকেন্ড দেখে—এডরিস যখন বুঝল সত্যিই সে মৃত তখন তাকে সার্চ কবার কাজে নেমে গেল। সার্চ করতে করতে টাকাগুলোর দর্শনও পেয়ে গেল। টাকা পরিমাণেও তো প্রচুর। সব পকেটে

নেওয়া সম্ভবপর হবে না বলেই একটা ব্যাগে যা ধরার তা চেপে চুপে ভর্তি করে অবশিষ্ট টাকাগুলো পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল এড্‌রিস। তারপর বিলম্ব না করে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা খুলে চমকে উঠল। ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পিছিয়ে এল দু-পা।

দরজার মুখেই রিভলবার হাতে জেম-ফার দাঁড়িয়ে।

—'কে তুমি? কী চাও?' আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল এডরিস।

—'আমি যে হই না কেন, ভেতরে ঢোক তুমি।' কর্কশ কণ্ঠে তাকে আদেশের সুরে ধমক দিল জেম।

ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল এডরিস। জেম ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফিলের মৃতদেহ তার দৃষ্টিতেও ধরা পড়ল। মুখের ভাব কঠিন হল। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণের স্রোত বয়ে গেল। এডরিসকে হাতের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দু'হাত তুলে দেওয়াল ঘেঁষে পেছন ফিরে দাঁড়াবার জন্য হুকুম জারি করল জেম।

জেম-এর কথা ছাড়া আর কোন বাঁচার উপায় দেখলনা এডরিস। তাই কথামতো এডরিস তার আদেশ পালন করে গেল। সে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ান মাত্রই জেম এক লাফে তার কাছে গিয়ে হাতের পিস্তল দিয়ে সপাটে এডরিসের মস্তকে আঘাত হানল।

মিঃ টেরেলের অফিসরুমে বসে লেপস্কি তাঁর তদন্ত কাহিনীর সম্পূর্ণ সারাংশ শুনিয়ে যাচ্ছিলেন সামনে উপবিষ্ট চীফকে। কাহিনী শেষ হলে লেপস্কির দেওয়া নোরেনার ছবিখানা দেখতে দেখতে মিঃ টেরেল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন 'ডেভন যাকে নিজের মেয়ে ভেবে বসে আছেন, সে মেয়েটা কে?'

—'ইরা মার্শ—মুরিয়েল মার্শের সহোদর বোন—মিঃ ডেভনের শ্যালিকা, এই তার আসল পরিচয়। জবাবটা বেইগলারই দিলেন চীফকে।—'কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক পুলিশের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পেয়েছি যে, ইরা মার্শকে সেখানে শেষ দেখা গেছে গতমাসের ১৬ তারিখে। তারপর সে একেবারে বেপাত্তা। তারা ওর সম্পর্কে কোন কিনারা করতে না পারলেও, আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল। ইরার সন্ধান মিলেছে নিউইয়র্ক থেকে মিয়ামি আসার প্লেনের প্যাসেঞ্জার লিস্টে। এখান থেকেই ইরার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। ফেলে আসা অতীতকে মুছে ফেলে ইরা হয়ে গেল নোরেনা।'

—'কিন্তু কেন? কেন ফিল অ্যালগির তাকে নোরেনা সাজতে বাধ্য করল? কীসের জন্য এই ইমপার্সোনেশান? এই ব্যাপারটাই ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। এর পেছনে এমন এক উদ্দেশ্য নিজেকে আড়াল করে রেখেছে যা সাধনের জন্য ফিল নিজেও খুনী সাজতে দ্বিধান্বিত হয়ে পিছু হটেনি।'

—'ইরা ওরফে নোরেনাকে ধরলেই এর সঠিক জবাব পাওয়া যাবে।'

—'উঁহু, তাড়াহুড়ো করা চলবে না। আমি আগে ডেভনের সঙ্গে কথা বলে সব কথা তার কাছে খুলে বলি, তারপর এ ব্যাপারে ভাবা যাবে। এখন মনে হচ্ছে, ঐ বেঁটে বক্রেশ্বরটা সব জানে। খুব সম্ভব এসবের পেছনে সেই কলকাঠি নেড়েছে। মুরিয়েল মার্শের ড্রেসিং টেবিলে নোরেনার ফটোর পরিবর্তে ইরার ফটো রেখে দেওয়া—এও নিশ্চয়ই তার কারসাজির অন্য একটা দিক। জো! তাকে যত তাড়াতাড়ি পার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা কর।'

বেইগলার মাথা হেলিয়ে ঘর থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন।

—'শোন টম! এখান থেকে মিয়ামি যাবার সমস্ত রাস্তা অবরোধ করার বন্দোবস্ত কর। মিয়ামি এয়ারপোর্টের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখ। এডরিস অথবা ফিল অ্যালগির, দুজনের একজনও যেন প্যারাডাইস সিটি ছেড়ে পালাতে না পারে। আমি চললাম ডেভনের সঙ্গে একবার দেখা করতে।'

উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছিল জেম। এডরিসকে কাবু করে সে কতটাকা হাতিয়েছিল তা গোনবার অবসর পায়নি। তবে তার বুদ্ধিতে সে এটুকু বুঝতে পেরেছিল, লুটের মাল তার পক্ষে আশাতীত হবে। এখানে থাকা আর কোনমতেই নিরাপদ নয়। ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক মনের মানুষ এই এডরিস। ইরার কথাও স্মরণে এল একবার। তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় তাকে সঙ্গিনীরূপে পাশে পেলে মন্দ হতো না। কিন্তু এডরিস ধরা পড়লে ইরাও ঐ জালে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। তাই ইরাকে

সঙ্গিনী করলে পুলিশ তাকেও ছেড়ে কথা বলবে না। তার চেয়ে ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। পকেটে টাকা থাকলে আবার মেয়ে মানুষের অভাব!

সামনের গাড়িগুলোর আচমকা গতিবৃদ্ধি ঘটে গেল। তারা শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে যেতেই জেমের চোখে পড়ল সামনে ট্রাফিক লাইট। এখনো সবুজ। কিন্তু জেম এতোই অভাগা যে সে বেরিয়ে যাবার আগেই সবুজ আলো পাল্টে লাল হয়ে গেল। সজোরে ব্রেক কষতে হলো জেমকে। তাকে আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে, পেছনের গাড়িটা অনেক চেষ্টা করেও সামাল দিতে না পেরে মাঝ গতিতে এসে ধাক্কা মেরে বসল জেমের ফোর্ডের ঠিক পেছনে। মহাখাপ্পা হয়ে মাথা ঘুরিয়ে জেম দেখল, একজন স্বাস্থ্যবান বয়স্ক ব্যক্তি ড্রাইভারের সীট অলংকৃত করে বসে আছেন। পরক্ষণেই তার কানে এল পুলিশের বাঁশির আওয়াজ।

ছলাৎ করে বুকের রক্ত চলকে উঠল জেমের। সে তাড়াতাড়ি নিজের প্যান্টের হিপ্ পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে লুকোতে গেল কিন্তু তার আগেই কানের কাছে গর্জে উঠল একটা বাজখাই কণ্ঠস্বর : 'থামো!'

চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল লালমুখো এক পুলিশের সঙ্গে। সে রিভলবার দেখিয়ে জেমকে বলে উঠল, 'পিস্তল নামাও! কুইক!'

নিরুপায় হয়ে জেমকে নিজের রিভলবারটা ফেলে দিতে হলো নীচে। দুহাত ওপরেও তুলল। ইতিমধ্যে আর একজন পুলিশ এসে দাঁড়ালে তাকে দেখে প্রথম জন বলে ওঠে, 'ছোকরার কী সাহস! আমাকে দেখে পিস্তল বার করেছিল।'

'তাই নাকি।' জেম কিছু বোঝার আগেই তার গালে বিরাশি সিক্কার এক চড় কষিয়ে দিল দ্বিতীয়জন। স্টিয়ারিংয়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল জেম। নাকে আঘাত কিছু কম হল না, ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। মাথা তোলার সময় পর্যন্ত তার ভাগ্যে জুটলনা কারণ মাথা উঁচু করার আগেই হাতদুটো বাঁধা পড়ল হাত কড়ায়।

খানা-তল্লাশী চালাতেই তার পকেট থেকে বেরিয়ে এল মোটা টাকার বাণ্ডিল। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল নোট ভর্তি ব্যাগ। হ্যাগার্ডদের মতো চেহারা...অথচ সঙ্গে একতারা কাঁড়ি কাঁড়ি নোটের বাণ্ডিল আর হাতিয়ার রূপে অটোমেটিক রিভলবার। তাই দুই আর দুই যোগ করে যোগফল চার আনতে খুব বেশী বেগ পেতে হলনা পুলিশকে। তারা ধরেই নিল সে একজন অপরাধী। হয় চুরি না হয় ডাকাতি। চলো সোজা থানায়।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল এডরিস। মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। প্রথমটা স্মরণে আনতে পারছিল না কেমন করে এমন দশা হয়েছে. .শুয়েই বা কেন. .।

আস্তে আস্তে সব কাণ্ড কারখানা চোখের সামনে একে একে জীবন্ত হয়ে উঠল। দুঃখ, হতাশায়, ভয়ে আর সবশেষে যন্ত্রণার তারশে সে কঁকিয়ে উঠল। কয়েক মিনিট পরেই সে উঠে বসল। তার চোখ পড়ল মরে পড়ে থাকা ফিলের প্রতি। অকস্মাৎ অজানা এক ভয় তার মনকে তোলপাড় করতে লাগল। চোখ ফিরিয়ে সে আস্তে আস্তে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে চলল ওয়াইন ক্যাবিনেটের দিকে। কড়া টাইপের ২/১ পেগ হুইস্কি এ সময়ে পেটে পড়লে দেহ মনের দিক থেকে সে একটু সুস্থ হতে পারবে।

হুইস্কি খাওয়ার পর দেহ মনে বল পেল, আগের অবস্থা কাটিয়ে বর্তমানে অনেকটাই স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এল এডরিস। স্নান সেরে নিল। তারপর ঘরে এসে নিজের প্রিয় আর্মচেয়ারটিতে বসে নিবিষ্ট মনে ভাবনার জাল বুনতে শুরু করে দিল :

মেক্সিকোয় পালাবার মতন টাকা বর্তমানে তার নেই। নতুন করে ছক কষে সাফল্য পাবারও কোন সার্থকতা নেই। বৎস টিকি! তুমি এবার বড় ধরণের গাড্ডায় পড়েছ। সহজে যে গাড্ডা থেকে মুক্তি মিলবে, সে আশা করাও বৃথা। সব-সব প্ল্যান ভেস্তে গেল ঐ কুম্ভীর বাচ্চা, অপদার্থ ফিলের জন্য। তোমার চালে কোন ভুল ছিল না। অন্যের দোষে যদি তোমার সাজানো মতলব বানচাল হয়ে যায়, তাতে তোমার কী দোষ থাকতে পারে? ওর যোগ্য শাস্তি ওকে দেওয়া হয়েছে। এবার নিজে শাস্তি পাবার জন্য প্রস্তুত হও। আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আরও বেশ খানিকটা হুইস্কি

গলায় ঢালল এডরিস। নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। আরও হুইস্কি...আরও...

বেইগ্‌লার আর হেস তার হাতে যখন কড়া পরিয়ে দিলেন তখন সে বদ্ধ মাতাল।

ইরা পত্র লিখছিল মেলকে—

ডীয়ার মেল,

মনে বাসনা থাকলেও আমি কখনো আর তোমাকে 'ড্যাডি' বলে ডাকতে পারব না। ডাকার অধিকার আমার ভাগ্যে জুটবে কী? সব কিছু প্রকাশ হওয়ার পর ড্যাডি বলে ডাকা তখন বোধহয় সমীচিন হবে না। তাই নাম ধরেই 'মেল' সম্বোধন করলাম। যাইহোক, এতোদিন ধরে যা করেছি তারজন্য আমি সত্যিই দুঃখিত, অনুতপ্ত। তোমার সামনাসামনি হওয়ার মুখ আমার নেই। বিদায় জানানোর জন্যই শেষপর্যন্ত এই পত্রের দ্বারস্থ হতে হল।

তুমি হয়তো আমার কোন কথাই আজ বিশ্বাস করবে না, আমি জানি ; কিন্তু তবু বলছি, তোমার মেয়ে নোরেনারও প্রাণ যে ওরা নিয়েছে—সত্যিই আমি জানতাম না। ওরা আমার মনে এই বিশ্বাসের বীজ বপন করেছিল যে নোরেনার মৃত্যু জলে ডুবে আকস্মিক ভাবেই হয়েছে। মৃত্যুটা ছিল কেবলমাত্র নিছক এক দুর্ঘটনা।

আমি জানি, তার মৃত্যুর খবর শোনার পরও নোরেনা সাজা আমার উচিত হয়নি। তাই অল্প বয়সেও আমি আমার এই ছোট্ট জীবনে এমন বহু ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, যেগুলো অনুচিত জেনেও করতে বাধ্য হয়েছি। নোরেনা সেজে যে স্নেহ মমতা আমি পেয়েছি তা জীবন-ভোর ভোলার নয়। আমার মতন নষ্ট মেয়ের ভাগ্যে এত সুখ প্রাপ্য ছিল না বলেই এই অল্প দিনের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি তা ফুরিয়ে গেল।

আমি এখন চলেছি নীল সমুদ্রে সাঁতার কাটতে। হাত-পা যতক্ষণ না অবশ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিরাম ধারায় সাঁতার কেটেই চলব। আশা করি, এভাবে সাঁতার কাটতে কাটতে অবসন্ন দেহে যদি সমুদ্রে তলিয়েও যাই এর থেকে সুখের সংবাদ আর কি হতে পারে! আমার মতন মেয়ের মৃত্যু এভাবে ঘটলে অনেকে অনেক কিছু জটিল ঝামলার হাত থেকে সহজেই মুক্তি পেয়ে যাবে।

তবে একটাই দুঃখ অন্তরে থেকে যাবে চিরকাল, তা হল আমি মারা গেলে আমার জন্য তোমার মনে বিন্দুমাত্র বেদনার সঞ্চার করবে কিনা। তবে কেন জানিনা, আমার মন বলছে আমার জন্য তুমি হয়তো গোপনে একবার না একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলবেই।

জয় খুব ভালো মেয়ে। ওকে তুমি বিয়ে করতে ভুলো না যেন, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব তোমার অতীত যন্ত্রণা মুছে দিয়ে তোমাকে সুখী করতে পারা।

গুডবাই মেল, আমার শেষ এবং একটা অনুরোধ, তুমি অন্ততঃ মনে এই বিশ্বাস রেখো যে, আমি যদি নোরেনার বিষয়ে সামান্যতম আঁচও পেতাম যে, তাকে এ পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে একাজ করার জন্য কখনোই আমি রাজী হতাম না।

ভালোবাসা নিও—

ইরা

পত্রলেখা শেষ হলে, মুড়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে টেবিলে রেখে কেবিন থেকে নীরবে বেরিয়ে এলো ইরা। মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের যে ঢেউই তোলপাড় করুক, বাইরের ভাবভঙ্গীতে তার প্রকাশ ছিল না বিন্দুমাত্র। শেষবারের মতন বহু স্মৃতি বিজড়িত কেবিনটাকে দেখে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সমুদ্র বক্ষের দিকে। উন্নত উঁচু মস্তক, সংকল্পে স্থির, নির্ভীক দৃষ্টি। সমুদ্রের জলে নেমে সে তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে সাঁতার কাটতে শুরু করে দিল। সমুদ্র তীর পেছনে ফেলে বহু দূর এগিয়ে গেল যেখানে শুধু জল আর জল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল নতুন সেই জীবন, যে জীবন পাওয়ার কথা তার ছিল না, তবু সাময়িক হলেও সে জীবন ধরা দিয়েছিল। সামনে পেছনে যেদিকে তাকাক শুধু জল আর জল। অগাধ, অনন্ত আর অসীম। কিন্তু ইরার চোখে বিন্দুমাত্র জলকণা পর্যন্ত ছিল না।

ইউ মাস্ট বি কিডিং

অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা আগেই বাড়ি ফিরল কেন ব্রান্ডন। বাড়ি ফিরেই হাঁকডাক শুরু করল তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। দরজা খুলে লবিতে পা দিল 'হাই, হানি! আমি ঘরে ফিরে এসেছি। তুমি কোথায়?'

রান্নাঘর থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল 'তুমি আজ তাড়াতাড়ি কেন?'

কেন গলার আওয়াজ অনুসরণ করে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে তার স্ত্রী রাতের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত।

কেন ব্রান্ডন, তার স্ত্রী কেটি ব্রান্ডন, চার বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ সময় কখনো তাদের কাছে নীরস হয়ে ওঠেনি। স্লিম ফিগার, সোনালী চুল, একটা সুন্দর কমনীয় ভাব যা ওর কাঁধে মাখামাখি করে এলায়িত পশম নরম চুলের সঙ্গে। সব মিলিয়ে একটি বাড়তি সৌন্দর্যের অধিকারিণী কেটি।

প্যারাডাইস ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের হেড সেলসম্যান হল কেন। তার মাসিক আয় মোটামুটি, তবুও সে অফিসের পরেও বাড়তি পরিশ্রম করে। তাদের সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ভাল পাড়াতে সুন্দর বাংলো, দুটি গাড়ি এসব তারা বেশ ভালোভাবে উপভোগ করছে, আবার ভবিষ্যতের জন্যেও সঞ্চয় করছে।

অবশ্য তাদের এই স্বচ্ছল অবস্থা সম্ভবপর হয়েছে কেটির বাড়তি আয়ের দরুন। কেটি, ডঃ হেনজ, যিনি শহরের সব থেকে বড় গায়নোকোলজিস্ট, তাঁর কাছে রিসেপশনিস্টের কাজ করে। তার আয় সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার। কেটি সকাল পৌনে দশটায় অফিসে বেরোয় এবং সন্ধ্যা ছটায় ফিরে আসে। এসময় সে তার প্রিয় বাংলোটির পরিচর্যা করে এবং প্রতিদিন কেনের জন্য নতুন খাবার বানাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। কেবলমাত্র অফিসের কাজে নয়, ঘরের কাজেও সে নিপুণা। বিশেষত রান্নার কাজে সে গর্ববোধ করে।

সেদিনও কেটি একটি নতুন খাবার তৈরী করছিল। কেন রান্নাঘরে হাজির হওয়াতে কেটি তাকে চলে যেতে বলল কারণ সে এখন কাজে ব্যস্ত। কিন্তু কেন তার কোন কথা শুনতে চাইল না। দাঁত বার করে হাসল কেন, তারপর সে কেটির কাছে দুটো প্রস্তাব রাখল—একটি, সে এখনই দেখতে চায়, তাদের বিছানা ঠিক আছে কিনা, অপরটি, কেটিকে নিয়ে সে বাইরে যাবে এবং তাদেব নৈশভোজ কোন রেস্তোরাঁয় সারবে।

কেটি তার স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রথমেই বুঝে নিয়েছিল যে, কেন এখন কি বলতে বা করতে চায়। তাই কেনের কথায় গুরুত্ব দিল না সে। একরকম ধাক্কা দিয়ে কেনের কাছ থেকে সরে গেল।

কেটি কিছুটা মিনতির সুরে বলল 'কেন, তুমি আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমাদের শয়নকক্ষ সুন্দর ভাবেই গোছান রয়েছে, আমি এখন তোমার জন্য পায়েস তৈরী কবছি। আমার হাতে বানানো এরকম সুস্বাদু খাবার তুমি কোন রেস্তোরাঁতে পাবে না।

কেন আগ্রহ সহকারে এগিয়ে এসে সস্‌প্যানের ঢাকনাটা খুলে ফেলে বলল 'হ্যাঁ পায়েস বটে আর এটা থেকে চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছে।' কেটি সায় দিয়ে বলল—এটা চীনা পায়েস, চমৎকার হয়েছে তো বটে কিন্তু তোমার এরকম আচরণের উদ্দেশ্য কি?

কেন এরকম কিছুই প্রত্যাশা কবছিল, তখনি সে বলল—'আমার কাছে একটা খবর আছে,। তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমরা এখন ড্রিঙ্ক করব।'

কেটি কাতরস্বরে বলল-কেন, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও।

কেন এবার রেফ্রিজারেটর থেকে জিন-এর একটা বোতল বার করে লাউঞ্জে এসে বসল, দুটো

গ্লাসে জিন ঢাললো। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল।

প্রায় মিনিট দশ পরে কেটি লাউঞ্জে এল, কেনের পাশে একটা চেয়ারে যুৎসই করে বসে কেনের এত উত্তেজনার কারণটা জানতে চাইল। কেন ততক্ষণে তার ড্রিঙ্কসটা শেষ করে ফেলেছিল। তাকে অল্প-বিস্তর মাতাল দেখাচ্ছিল। কদাচিৎ সে মা-র্টিনি জিন খেয়ে থাকে। কেন তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল—'এটা বেশ ভাল খবর, আমি প্রমোশন পেয়েছি। আজ বিকালে স্টার্নউড তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন, আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম, এইবার বুঝি আমি বিতাড়িত হতে চলেছি। কোন ব্যাপারে তিনি ক্ষেপে না গেলে কাউকে ডেকে পাঠান না তাঁর চেম্বারে, দুরু দুরু বুকে তাঁর চেম্বারে হাজির হলাম। জানলাম, স্টার্নউড তাঁর একটি নতুন পরিকল্পনার কথা শোনাতে চান। পরিকল্পনাটা এরকম,—সিকোম্ব-এ তিনি একটি শাখা অফিস খুলছেন। উদ্দেশ্য, অবিভাবকদের কাছে গিয়ে বীমা সর্ম্পকে তাদের বোঝান, আর বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্যে জীবন রক্ষা পলিশি ফিক্সড করা। খুবই অল্প প্রিমিয়ামে। আর স্টার্নউড চান সিকোম্বোর ঐ শাখা অফিসের ইনচার্জ হই আমি।'

কেটি বিস্ময়ের চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল—'সিকোম্ব? ঐ জায়গাটা তো কালো চামড়ার লোকেদের আস্তানা।' কেন তার কথাটা সংশোধন করে বলল—ওখানকার সকলেই কালো চামড়া নয়, শ্বেতাঙ্গরাও বাস করে। ওখানে প্রায় পনেরো হাজার পলিশি করবার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত যে, ওখানে মুঠো মুঠো সোনা ফলবে। তাই ওই স্থানটি তাঁর প্রয়োজন। কেটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল—'তোমার এই কাজের জন্যে অতিরিক্ত কত পাবে? তবে আমার মনে হয় না যে, এখানে ধনী মক্কেলদের সঙ্গে কাজ করবার পর ওখানে তুমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে।'

কেন কথাটা নিয়ে একটু চিন্তা করল, তারপর বলল—এটা আমার পছন্দ না হলেও স্টার্নউডের কথা ফেলতে পারব না। এটা আমার চ্যালেঞ্জ বলতে পার। একটু থেমে আবার বলতে লাগল, ইনচার্জ হবার দরুন আমার পারিশ্রমিক কতটা বাড়বে, তা আশা করতে পারছিনা, আমার মাধ্যমে যে সব বিজনেস হয়, তার ওপর শতকরা পনের ভাগ টাকা আমি পেয়ে থাকি। তবে স্টার্নউড মানুষকে অযথা খাটান না। তিনি যদি তাঁর ব্যবসার প্রকৃত উন্নতি চান তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার কমিশনের অঙ্কটা বাড়িয়ে দেবেন। আর সেটা নির্ভর করছে আমার পরিশ্রমের উপর।'

কেনের কথা শুনে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেটি। জানতে চাইল---কেন, নতুন অফিস শুরু করছ কবে থেকে।

কেন তাড়াতাড়ি করে উত্তর দিল—'আগামী কাল থেকে শুরু করব।' কিন্তু কেটি---'একটা কথা আমি ভাবিনি, যা আমার ভাবা উচিত ছিল, আর তুমিও তা তলিয়ে ভাবনি যে কথাটা আমার মনে পড়ছে বারবার।' কেটি তাকে একবার ভাল করে দেখল। তারপর বলল---'সেই খবরটা কি শুনি?' কেন বলতে লাগল—স্টার্নউডের মেয়েকে আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সে নাকি দারুণ স্মার্ট। আমার মতোই বীমার ব্যাপারে ওর ভাল জ্ঞান আছে। আমি বাইরে গেলে অফিস দেখাশোনার ভার ওর ওপরই থাকবে। তবে তাই বলে এই নয় যে, সব সময় আমাকে আমার পায়ের ওপর ভর দিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু তুমি জেনে রেখ।

তার কথার মাঝখানে কেটি প্রশ্ন করল---'মেয়েটির কি পছন্দ জান?'

কেন—'কোন ধারণা নেই, কাল ওকে দেখার পর বলব।'

এরপর তারা নৈশ ভোজ সারার উদ্দেশ্যে খাবার টেবিলের দিকে গেল। খেতে খেতে কেটি বলল—'আমার আশঙ্কা, মেয়েটি যদি সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া হয়' কেন কেটির মুখের দিকে তাকাল, দেখল এক অজানা আশঙ্কা তার মুখমণ্ডলে বিস্তৃত।

কেন কেটির উদ্দেশ্যে বলল---'তোমার এতে ঘাবড়াবার কোন প্রয়োজন নেই তো?' আমার মনে খটকা লাগছে অন্য এক কারণে---'মনে কর, মেয়েটি যদি তার বাবার পর তাদের ফার্মের কার্যভার গ্রহণ করে তাহলে ধরে নিতে হয় যে, এটা মোটেই তার খেয়ালের পর্যায়ে পড়ে না। আমি যদি একাজে অসফল হই তাহলে আমি হয়ত অসুবিধায় পড়তে পারি। মেয়েটির বাবার ডেস্কে একটা হট লাইন আছে। মেয়েটির বিস নজরে পড়লে চাকরীটা আমি হারাতে বাধ্য আর স্টার্নউডও

আমাকে খতম করে দিতে পারে। এটাই আমার দুঃশ্চিন্তার কারণ।'

কেটি তার হাতটা কেনের হাতের ওপর রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বলল—'কেন তুমি বেশ ভাল করেই জান, এ কাজে তুমি অবশ্যই সফল হবে।'

খেতে খেতে কেন কেটির রান্নার সুস্বাদের প্রশংসা করে বলল—'এরকম সুস্বাদু চীনা পায়েস আমি কখনো খাইনি।'

আহারের শেষে কেটি কেনের কাছে জানতে চাইল কেন শোবার বিছানা দেখবে বলছিল, তার কারণটা কি?

কিন্তু কেন তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেটিকে জিজ্ঞাসা করল—'খাবার কেমন লাগল?'

'চুলোয় যাক খাবার'! কেটি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল।

পৃথিবীর সব থেকে বিলাসবহুল শহর হল এই প্যারাডাইস শহরটি, সম্মানিত ধনী ব্যক্তিদের বাসস্থল ও খেলার মাঠ হিসাবে পরিচিত। মিয়ামী বীচ থেকে প্রায় কুড়ি' মাইল দূরে এই নগরটি।

অপরদিকে সিকোম্ব শহরটি পশ্চিম মিয়ামীর মত সুন্দর শহর নয়। ঘন ঘন অ্যাপার্টমেন্ট, বাংলো, সস্তায় খাবার। মদ খাওয়ার বারগুলোতে ছেলেদের ভিড় লেগে থাকে প্রায় সর্বদাই আর তারা বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে মত্ত হয়। এখানকার বেশীরভাগ অধিবাসীরাই নিগ্রো (কৃষ্ণাঙ্গ), তারা প্যারাডাইস শহরটির পরিচর্যা করে থাকে।

কেনের নতুন অফিসটি সীভিউ রোডের ওপর। শহরের কেন্দ্রস্থলে, শপিং সেন্টারের ঠিক মাঝখানে।

কেন নির্দিষ্ট সময়ে তার অফিসের সামনে পৌঁছাল। গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা না থাকায় একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়িটি রেখে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অফিসটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। জায়গাটা যেন মদের আড্ডাখানা বলেই মনে হল। পছন্দ না হলেও সে ভেবে নিল এখানকার সম্ভাব্য মক্কেলরা সকলেই খেটে খাওয়া মানুষ। সিটি হেড অফিসের মত বিলাসবহুল অফিসে প্রবেশ করার সংকোচ নিয়ে তাদের এখানে আসতে হবে না। সে বেশ বুঝতে পারল, আশেপাশের একদল মানুষ তাকে দেখছে।

একসময় সে অফিসের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। সামনেই একটা বিরাট লম্বা কাউন্টার। কাউন্টারের পেছনে একটা বড় ঘর, ফাইলের ক্যাবিনেট, ডেস্ক, টাইপরাইটার, টেলিফোন, সবগুলিই পুরোনো বলে মনে হচ্ছিল।

কেন অনুমান করল, ঘরটা নিশ্চই স্টার্নউডের মেয়ের হবে। কাউন্টারের ডালা তুলে সেই বড় ঘরটা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, তুষার নিয়ন্ত্রণের কাঁচের প্যানেল লাগানো দরজার ওপর কালো ছাপার অক্ষরে ছিল—কেন ব্র্যান্ডন, ম্যানেজার।

কাঁচের প্যানেলটা ভাল করে দেখল, সেই মুহূর্তে মনে পড়ল তার পুরোনো অফিসের কথা। দরজার হাতল ঘুরিয়ে ছোট ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল কেন। সে তার নতুন রাজ্য জরীপ করতে লাগল ধীরভাবে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হেড কোয়ার্টারের থেকে দীর্ঘ ব্যবধান সম্পন্ন এই অফিস ঘরটি গরম ও স্টাফি, যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে, জানালা খুলতেই জনতার কলরোল ও ট্রাফিকের শব্দ ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এই ঘরটি মোটামুটি সাজানো-গোছান। স্যুইংসভ্ চেয়ার, কার্পেট মোড়ানো মেঝে, ডেস্ক সংলগ্ন আরো দুটো চেয়ার, রাস্তার ধারে একটা ছোট জানালা, ডেস্কের ওপর টেলিফোন, টাইপরাইটার, অ্যাস্ট্রে, প্যাড ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে কেটিকে বলেছিল, পদোন্নতির এটা একটা সুযোগ,—কথাটা মনে পড়তে তার হাসি পেল। বোধ হয় স্টার্নউড অবশ্যই তাকে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন পদোন্নতির জন্য। নানান কথা চিন্তা করছে ঠিক এমন সময়ে বাইরে অফিস ঘরে কারোর পায়ের শব্দ তার কানে ভেসে এল, কেন তার অফিস ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে দেখল তার ঘরের প্রবেশ পথে সুন্দর, সুঠাম, দীর্ঘ চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রথমে সে ভেবেছিল ইনি সম্ভবত একজন মক্কেল, কিন্তু পরমুহূর্তে ভাল করে নিরীক্ষণ করার পর তার দেহে চকিতে একটা শিহরণ খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ইনিই স্টার্নউডের মেয়ে।

মেয়েটির পরনে ছিল রঙ চটা আঁটো জীনসের 'টি' শার্ট। তার কাঁধ ছুঁই ছুঁই চুলগুলো দেখে

মনে হয় এই মাত্র স্নান করে এলো সে। তার চুলগুলোর মধ্যে একটা তীব্র আকর্ষণীয় শক্তি ছিল, পুরুষচিত্ত চঞ্চল করে তোলার মতই। তার বড় বড় চোখে সবুজ সমুদ্রের গভীরতা, তার মুখের গড়ন মনে রেখাপাত করবার মতই উঁচু চিবুক, ছোট নাক, পুরু ঠোঁট।

কেনের দৃষ্টি মেয়েটির সারা শরীরময় আবর্তিত হতে লাগল। মেয়েটির স্তন দুটি অর্ধ আনারসের মত আঁটো, টি সার্টের ওপর তার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। তার লম্বা পা দুটো সুন্দর সুডৌল, বাসনায় সাড়া জাগানো যুবতী নারীর মতন।

প্রথমে জড়তা কাটিয়ে মেয়েটিই কথা বলল—'তুমি তো কেন ব্রান্ডন, তাই না?'

কেন পালটা প্রশ্ন করল তাকে 'তুমি নিশ্চই স্টার্নউডের কন্যা!' তারপরই সে নিজের পরিচয় দিল।

মেয়েটি মাথা নেড়ে হাসল। হাসতে গিয়ে তার সব দাঁত গুলো বেরিয়ে এল, দেখে মনে হল সে যেন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মডেল। মেয়েটি চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখল তারপর মেয়েটি ডেস্কে রাখা টাইপ রাইটারের দিকে এগিয়ে গেল তারপরই বিরক্তি প্রকাশ করল। 'এটা যেন একটা আস্তাকুঁড়।' তারপরই সে তার ডেস্কের ওপর বসে পড়ে টেলিফোন রিসিভার তুলে ডায়াল করল পিতা স্টার্নউডের উদ্দেশ্যে।

কেন ফ্যালফ্যাল করে তার কাজ কারবার দেখতে লাগল। ওধারের প্রশ্নের জবাবে স্টার্নউড কন্যা বলল 'মিস স্টার্নউড কথা বলছি। ফোনটা মিঃ স্টার্নউডকে দাও।' একটু বিরতি। আবার সে সরব হল—'বাবা! আমি এইমাত্র এখানে পৌঁছেছি, এই জায়গাটা একটা নোংরা আস্তাকুঁড়, প্রায় শ্মশান বললে ভুল হবে না। এরকম জায়গায় কাজ করা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। এখানে রয়েছে একটা ভাঙা টাইপ রাইটার। এ দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব নয়। আমি চাই আই. বি. এম ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার। আর এই অফিস ঘরটা যেন একটা আগুনের চুল্লী। এমন দমবন্ধ করা আলো বাতাসহীন ঘরে আমি কাজ করতে পারব না। দুটো পোঁটেবল কন্ডিশনার কালই আমার চাই।'

রিসিভারের ওপার থেকে মিঃ স্টার্নউডের গলা ভেসে এল। মেয়েটি তার বাবার কথা মনযোগ সহকারে শুনছে আবার সে সরব হল—দেখো, বাবা তুমি আমাকে মিথ্যে বোঝাবার চেষ্টা (কোর না।) তুমি অনেকটা কৃপণের মত কথা বলছ। আমি তোমার সব যুক্তি মানতে নারাজ। হয় ওগুলো আমার চাই, নতুবা আমি এখানে কাজ করতে পারব না।

কথা শেষ করে রিসিভারটা সে নামিয়ে রেখে কেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—'আমরা ওগুলো পাচ্ছি'

বিস্ফারিত চোখে কেন এতক্ষণ দেখে যাচ্ছিল। স্টার্নউডের মুখের ওপর যে কেউ কথা বলতে পারে, তা তার জানা ছিল না।

কেন বলল—'মিস স্টার্নউড, মিঃ স্টার্নউড তোমাকে খুব সুনজরে দেখেন, তাই না?'

মেয়েটি একটু হেসে বলল—'আমি ছোট থেকেই ওনার ওপর খবরদারি করে আসছি। আমার কাছে উনি ঠিক শিশুর মতই সহজ, সরল।'

কথা বলতে বলতে তারা, সারা অফিসটা ঘুরে দেখতে লাগল। একসময় মেয়েটি কেনকে বলল—'তুমি আমাকে কারেন বলেই ডেকো। কিন্তু একটা কথা, তুমি এই পোষাকে সিকোম্বোতে ভাল ব্যবসা করতে পারবে আশা কর?' এবার কেন কারেনের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজের ওপর রাখল—হাল্কা ওজনের চারকোল রং এর স্যুট পরেছিল সে। গলায় রক্ষণশীল টাই, সাদা শার্ট, কড়া পালিসের জুতা। নিজেকে সে বাথরুমের আয়নাতে ভাল করে দেখেছিল, মনে হচ্ছিল নতুন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজিকিউটিভ রূপে সে একেবারেই উপযুক্ত।

সে বিস্ময়ের ঘোরে কারেনের দিকে তাকাতে কারেন বুঝিয়ে বলল—তুমি যদি এই পোষাকে কোন নিগারের দরজায় নক করো, তোমার পোষাক দেখে সে হয়ত দরজাই খুলবে না। এই পরিবেশে আমার মত সাধারণ পোষাকই কাম্য, আমি একটি প্রস্তাবই দিচ্ছি—তুমি বাড়ি গিয়ে পোষাক বদলে এস, তুমি আমার বস, প্রস্তাবটা মানা না মানা তোমার ব্যাপার।

কেন বুঝল—কারেন, ঠিক কথাই বলেছে। এটি প্যারাডাইস সিটির বিলাসবহুল জীবনের পোষাক, তার নির্বাচন ভুল হয়েছে।

কেন তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে বলে গেল।

বাড়ি ফেরার সময় সারাটা পথ নানা কথা ভাবতে লাগল কারেন সম্পর্কে। মেয়েটির ব্যবহার, তার চাউনি, তার শরীর সব কিছুই ব্রান্ডনের চোখে ভাসতে লাগল। একসময় সে নিজের মনে নিচু গলায় চিৎকার করে বলে উঠল—'দেখে নাও ব্রান্ডন! চোখ খুলে দেখে নাও! পৃথিবীর সব থেকে ভাল ও সুন্দরী রমণীকে তুমি বিয়ে করেছ। আজ চার বছর হল তোমাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কখনো তুমি অন্য কোন নারীর দিকে চোখ তুলে তাকাও নি। কিন্তু কারেনের ভাব-ভঙ্গি যা, শরীরে শিহরণ জাগাবার মতন। এখন তুমি তার দিকে চোখ ফেরাতে পার। এই সময়টা তোমার দেখার সময়, অবহেলা করো না।'

বাড়ি ফিরে দেখল, কেটি তার কাজে বেরিয়ে গেছে। সে তখন শয়নকক্ষে ঢুকে আলমারি থেকে তার একটা রঙচটা জীনসের সোয়েট শার্ট ও লোকারস বার করে তার পোষাক বদল করল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করে ভাবল—এবারের পোষাকটা সিকোম্বোর উপযুক্ত হয়েছে। তারপর সে মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে এলোমেলো করে দিল।

এরপর সে গাড়িতে উঠল, মেয়েটির কথা তার আরও একবার মনে পড়ে গেল—মেয়েটি অত্যন্ত স্মার্ট, তার কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে আর মেয়েটি তার নিজ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এখন কাজ করতে হবে তাদের।

সে অফিসে না গিয়ে ট্রু মান স্ট্রিটের ওপর তার গাড়িটা পার্ক করে রাখল। নোংরা রাস্তা দীর্ঘ বেশ, রাস্তার দুধারে ভাঙা কেবিন। এগুলো নিগ্রোদের বাসস্থল। সে দরজায় দরজায় নক করে প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। অনেকেই কেনকে রাতের দিকে আসার জন্য অনুরোধ করল। এর মধ্যে তারা তাদের স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে রাখবে তাদের মধ্যে তিনজন মহিলা চুক্তিপত্রে সই করে তার হাতে দশ ডলারের বিল তুলে দিল। প্রত্যেকেই উৎসাহী কেনের ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য।

মধ্যাহ্নভোজের মধ্যেই সে তিনখানা চুক্তি পাকা করে ফেলল। এবং দশটি সম্ভাবনাময় প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে ফেলল। এরপর অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সে নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিল—পৃথিবীর যে কোন মূল্যবান বস্তুর থেকে তাদের ছেলে মেয়েরাই তাদের কাছে বেশী মূল্যবান। স্টার্নউডের পরিকল্পনাটা চমৎকার বটে।

অফিসে ফিরে এসে দেখল কারেনের আই. বি. এম একজিকিউটিভ টাইপরাইটার এসে গেছে এবং ঐ নতুন যন্ত্রটিতে চিঠি টাইপ করছিল। ঘরগুলোও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে।

কারেন কেনকে দেখে মৃদু হেসে বলল—'আমি দুটো পলিসি বিক্রী করেছি। তা তুমি কতগুলো সংগ্রহ করতে পারলে জানতে পারি কি?'

কেন চটপট তার সংগ্রহের খবর শুনিয়ে দিয়ে বলল—'তুমি তো দারুণ কাজের মেয়ে, বাবাকে বলে সব ব্যবস্থাই করে নিয়েছ দেখছি।'

কারেন উত্তর দিল---আমার বাবাও কম কাজের লোক নয়, তুমি সে কথা ভাল করেই জ'ন। আমি তো তাঁরই মেয়ে। তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে কেরামতি। আর সেটাই তোমার কাছে অত্যাশ্চর্য মনে হচ্ছে।

কেন তার কন্ট্রাক্ট ফর্ম তিনটি কারেনের হাতে তুলে দিতে গিয়ে খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ কবল তাকে। সারা শরীরে একটা কামোত্তেজনা ভাব। কেটিকে বিয়ে করার পর কোন নারীই তাকে এমন ভাবে উত্তেজিত করতে পারে নি। সে ভীষণ বিরক্তবোধ করছে।

কেন কথা ঘোরাল 'তোমার বাবা দারুন স্মার্ট। তাঁর মনে একটা বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে।' কারেন স্মিত হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল তার কথায়। তারপর কন্ট্রাক্ট ফর্মগুলো একবার দেখে নিয়ে ডেস্কের উপর রেখে দিল কারেন, কেনের দিকে ফিরে বললো—'আমার খুব খিদে পেয়েছে বাইরে যাবে কি তুমি?'

কেন তার সঙ্গে বাইরে যেতে রাজি হল না কারণ এই মুহূর্তেই হয়ত কেউ বিজনেস নিয়ে আসতে পারে। তাই সে বলল কারেন যেন একাই লাঞ্চ সেরে আসে এবং তার জন্য হট ডগ বা অন্য কিছু নিয়ে আসে।

কারেন তার কাউন্টারের ডালা তুলে বড় ঘরের দরজা পেরিয়ে সদর দরজার সামনে এগিয়ে গেল। কেন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির পাছা অসম্ভব দুলে উঠেছিল, সারা শরীরের মধ্যে কমনীয় উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। জীনস পরার দরুন পাছার প্রতিটি খাঁজ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কেনের চোখে। অফিস থেকে বেরিয়ে যেতেই ঘরটা যেন শূন্যতায় ভরে গেল। কেন ডেস্কের উপর বসে টেলিফোনের ডায়াল তুলে একটা ফোন নম্বর ডায়াল করল। উদ্দেশ্য কেটির সঙ্গে কিছুটা গল্প করা।

কেটিকে ফোনে কেন জিজ্ঞাসা করল—তুমি এখন ব্যস্ত নেই তো? একটু সহজভাবে কথা বলতে পারবে তো?

কেটি কাজের ব্যস্ততার দরুন তাড়াতাড়ি কথা সারবার জন্য কেনকে বলল।—তোমার নতুন অফিস কেমন লাগল? কেন উত্তর দিল—জায়গাটা মোটামুটি ভালই লাগছে। দশটা কনট্রাক্টের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, এখানকার মেয়েরা ফর্মে সই করবার আগে স্বামীর অনুমতি নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। তাই ফিরতে রাত দশ'টা হতে পারে।

কেটি তার কাছে কারেন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য জানার পর রাতে তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিল।

কেটি বিদায় নেবার পর মুহূর্তের মধ্যে কেন তার ও কেটির কথোপকথনটা মনে মনে একবার আঁওড়ে নিতে চাইল। কেন নিজের ঘোরে একটা বেঁফাস কথা বলে ফেলেছে—'জান হানি, মেয়েটির মধ্যে একটা চমক জাগানো রোমাঞ্চকর হাল্কা ভাব রয়েছে। সত্যিই সে ভীষণ আকর্ষণীয়া, ঠিক তার বাবার মতন। আমি জোর গলায় বলতে পারি আমার মত সে নয়।' কেটি বিমর্ষ গলায় জবাব দিল—'ও কেন, আমি জানতাম না যে, তোমার একটা বিশেষ টাইপ আছে।'

কেন কেটির কথা বলার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারল, সে কতটা ভুল করেছে ঐ কথাটি বলে। তাদের বিয়ে হয়েছে চার বছর। এর মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছে কেটি কতটা চালাক ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ও বটে।

তাই সে তাড়াতাড়ি বলল—'হ্যাঁ হানি! তুমি তো কেবল আমারই মত। তোমার কোন বিকল্প হতে পারে না।'

পরমুহূর্তেই—'ঠিক আছে। আজ রাতে কোন এক সময়েই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।' বলেই সে ফোনের লাইনটা কেটে দিল।

কেন ভাবতে লাগল, প্রমোশন না নিলেই বোধ হয় ভাল হত, স্টার্নডিডকে বলে হেডকোয়ার্টারে সেলস্ম্যান হিসাবে থাকা উচিত ছিল। হেডকোয়ার্টারে তার যে সেক্রেটারী ছিল, সে মধ্যবয়স্কা, মোটাসোটা ও স্মার্ট, কারেনের মত তার সেক্স অ্যাপিল ছিল না, বিশেষতঃ কেটি তাকে পছন্দ করত। কিন্তু সেই বা কি করে জানবে, কারেনের মত এক কামুক মেয়ের পাল্লায় তাকে পড়তে হবে।

এই অফিস ঘরে মাত্র দুজন। সে আর কারেন...। এক শিহরণ খেলে যায় তার দেহে। ঘর্মাক্ত হাত দিয়ে চুলের ওপর বিলি কাটতে থাকে।

একসময় সে প্রসপেক্টাস এর খসরা তৈরী করবার কাজে মন দিল—খুবই সহজ, সরল টার্মস, যা প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কর্পোরেশনের যুবক যুবতীদের জন্যে ভাল কিছু করবার আশা রাখে। টেলিফোনে হেড অফিসের সেলস্ ডাইরেক্টরদের সঙ্গে এবিষয়ে সে আলোচনা সেরে ফেলল।

ইতিমধ্যে কারেন চলে আসায়, তার জন্য কারেনের আনা দুটো হট ডগ গলাধঃকরণ করে সে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। কারেনকে বলে গেল সারাটা বিকাল সে বাইরেই কাটাবে। প্রথমে সে এল স্থানীয় এক স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে। প্রিন্সিপালের বয়স মাঝারি, জাতে নিগ্রো, তিনি প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

এরপর সে প্রিন্সিপ্যালের কাছে আবো একটি প্রস্তাব রাখে—'আপনার স্কুলের হলঘরটা যদি এক সন্ধ্যায় আমাকে ব্যবহার করতে দেন। সেখানে আমি ছেলে মেয়েদের অবিভাবকদের সঙ্গে কথা বলব। আপনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন, তাহলে খুবই সুবিধা হয়।'

প্রিন্সিপাল একটুও ইতস্ততঃ না করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন—'ঠিক আছে। মিঃ ব্রান্ডন

আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। তবে, আমার মনে হয় না, কোন সন্ধ্যাতেই অবিভাবকেরা আপনার ক্লায়েন্ট হবার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে আলোচনার জন্য এখানে আসবে। তাই বলছি, আপনি কোন এক রবিবারকে বেছে নিন, মধ্যাহ্নভোজের পর এখানে চলে আসুন, বিকাল চারটে এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়।

ব্রান্ডন মনে মনে ভাবতে লাগল— এটা অনেকটা চাঁদে অভিযানের মত। রবিবারের ছুটিটা নষ্ট করতে মন চাইল না, তবুও এ সুযোগ নষ্ট হতে দেওয়া যায় না, প্রিন্সিপ্যাল সব দিক বুঝেশুনেই এরকম প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই তাঁর কথাটা ফেলতে পারল না। রবিবার বিকালে আসবে জানিয়ে সে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

যাবার আগে প্রিন্সিপ্যাল তাকে চারজন নিগ্রো কিশোরের নাম ঠিকানা দিয়েছিল, কয়েক ডলার পেলে এরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসপেক্টাস বিলি করতে পারে। কেন' প্রথমেই মুদ্রাকরদের কাছে যায়, তারা আগামী বুধবার বিকালের মধ্যে তিনহাজার প্রসপেক্টাস ছাপিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

এরপর কেন সোজা অফিসে চলে আসে। কারেনের ডেস্কের সামনে বসে সারা বিকালের কার্যাবলী ও ঘটনাগুলো শোনায়। রবিবার সে মিটিং-এ কারেনের সঙ্গ পেতে চায়—একথাও জানায়।

কারেন সন্তুষ্ট হয়। সে বলে—'রবিবার আমার অন্য কাজ ছিল, তবে ওটা আমি বাতিল করে দেব, আমার মনে হয়, এটা খুব সুন্দর পরিকল্পনা, বাবা খুব খুশী হবেন।'—কারেন হাসল।—হাসতে গিয়ে তার বুকটা কিছুটা ঠেলে উঠল।

কেন তার পুরুষ্ট স্তনজোড়া সম্পর্কে সচেতন। 'তোমার জন্য আরো কিছু করতে পারি। তবে আজ রাতে আমার কাজের ব্যস্ততা রয়েছে।'

কেন মৃদু হেসে বলল—'অসংখ্য ধন্যবাদ, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আমি একা সামলাতে পারব না, তোমার মত বুদ্ধিমতী, স্মার্ট মেয়ের প্রয়োজন রয়েছে।'

কারেন ঠিক করল—এ সময়ে কেন বিশ্রাম নিক, আর স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে সেই যোগাযোগ করুক।

কারেন বলল—'আমি বেরোচ্ছি, আমাদের শুরুটা বেশ ভালই মনে হচ্ছে। কাল আবার দেখা হবে।'

বেরোবার সময় দরজার কাছে গিয়ে সে কেনের দিকে ফিরে তাকাল। চোখে মুখে গভীর অনুরাগের ছোঁয়া। তার হাঁটার ভঙ্গিমার সঙ্গে নিতম্বের কাঁপা কাঁপা ছন্দময় ভঙ্গিমাও বেশ নয়নাভিরাম।

কেন যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত পৌনে এগারো'টা। সে তখন দারুন তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্তও বটে। সে ভীষণ খুশী, কেননা দশটা সম্ভাব্য পলিসির মধ্যে আটটা বিক্রী করেছে। প্রথম দিনে তার কমিশন বাবদ ১৯৫ ডলার রোজগার করেছে, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসাবে। গ্যারেজে গাড়ি রাখার সময়, তার মনে হল—স্টার্নউড লোকটা বেশ স্মার্ট ও কাজের।

কেটি তখন বসবার ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছিল। কেনকে দেখে সে টিভি বন্ধ করে দিল। কেটির পরনে ছিল সাধারণ একটি পোষাক, যা পরে সে বাগান পরিচর্যার কাজ করে। কেটি বিস্ময় সহকারে কেনকে জিজ্ঞাসা করল—

'কেন, তোমার এরকম পোষাক কেন আজ?' কেন হাসতে হাসতে বলল—'আমার জীবনের এক নতুন পর্ব, সব কথাই বলছি। তার আগে বীয়ার দাও। তৃষ্ণাটা মেটাই।'

কেটি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল—'সব তৈরী আছে, তুমি টেবিলে বস।' কেনের চেয়ারের উল্টোদিকে কেটি বসল খাবার খেতে। খাবার বলতে—বীফ আর মিক্সড স্যালাড ও বীয়ার। খেতে খেতে কেটি তার নতুন অফিসের কথা জিজ্ঞাসা করল। কেন সবকিছুই বলল, কেবল বলল না কারেনের কথা এবং আগামী রবিবার সে যে মিটিং-এ ব্যস্ত থাকবে সে কথা। কারণ রবিবার ঐ দিনটি কেবল তাদের দুজনের অর্থাৎ কেটিকে নিয়েই তার ঐ দিনটি কেটে যায়।

কেটিকে খুশী করবার জন্য কেন বলল—'প্রথম দিনই আমি একশো পঁচানব্বই ডলার কমিশন আয় করেছি।'

—'জানতাম প্রিয়তম, এ সাফল্য তোমার আসবেই।' কথাটা বলার পর একটু থেমে কেটি

বলল—'তোমার এরূপ পোষাক পরবার কারণটা বললে না তো?'

কেন বলতে শুরু করল—'অফিসে গিয়ে দেখি সেটা যেন একটা আস্তাকুঁড়। ওরকম একটা পরিবেশে উপলব্ধি করলাম, আমার আগের পোষাক নির্বাচনে যথেষ্ট ভুল করেছি।' খানিকটা স্যালাড নিজের পাতে তুলে নিয়ে বলল—'তার পরেই কারেন এল পুরানো পোষাকে। তাই আমিও বাড়িতে এসে পোষাক বদল করে যাই।'

কেটি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—'কারেন? স্টার্নউড কন্যা?'

কেন মাথা নেড়ে সায় জানালে কেটি তার সম্পর্কে কিছু জানতে চাইল। কেন সংক্ষেপে কারেনের পরিচয় দিতে চাইল—স্টার্নউড কন্যা তার বাবার মতই টাফ ও স্মার্ট। সে আধুনিকা, রুচিসম্পন্না, ভিড়ে চলনসই মেয়েদের মতোই সুন্দরী পরনে সাধারণ পোষাক—আঁটো জিনস, টি শার্ট, এলোমেলো চুল।

কথা বলতে বলতে সে তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। পবিত্র, সুন্দর। চুলগুলো মসৃণ ও চকচকে। এত রাতেও প্রসাধন ছাড়া নিখুঁত ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার সাধারণ নীল পোষাক, যে কোন পোষাকের থেকেও দেখতে সুন্দর। সে প্রসঙ্গ, বদলাবার জন্য বলল অবাঞ্ছিত সেই কথাটি—কেটি, আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আসছে রবিবার বিকাল চারটায় স্কুলে মিটিং রয়েছে।

বিস্ময়ের চোখে কেটি কেনের দিকে তাকাল—'কেন, তুমি জান না ঐ দিনেই মেরীর বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান।'

কেন দুঃখের সঙ্গে জানাল—প্রিয়তমা। প্রসপেক্টাস ছাপা হয়ে গেছে তাই—এই মুহূর্তে আমি মিটিংটা ক্যানসেল করতে পারি না। রবিবার ছাড়া এই প্রয়োজনীয় কাজটা হবে না, আর এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং।

কেটি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—তাহলে তুমি ছাড়া পাচ্ছ কখন? কেন একটু চিন্তা কবে বলল—সবটাই নির্ভর করছে অভিভাবকদের সংখ্যার ওপর।

কেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল—'তাহলে, বাজী পোড়ানোর সময় তোমাকে আশা করা যায়। মাঝরাতের আগে পার্টি শেষ হবে না। তার আগে তুমি গেলেই হল। না গেলে মেরী ও জ্যাক খুবই দুঃখ পাবে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেন, বলল—'মিটিং শেষ হওয়া মাত্রই আমি রওনা দেব।'

মেরী হল কেটির বড়বোন ও জ্যাক মেরীর স্বামী। মেরী খুবই দাম্ভিক গোছের, সে নিজের ভাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না, এধরনের মেয়ে কেনের খুবই অপছন্দ। তার স্বামী কর্পোরেশনের উকিল, কেনের মতে, সেই লোকটির সঙ্গে মিলিত হওয়া মানেই জীবনের সবচেয়ে বিড়ম্বনা। এটি তাদের দশম বিবাহ-বার্ষিকী। বার-বি-কিউ-এ মধ্যাহ্ন ভোজ। তারপর বাজী পোড়ানোর উৎসব।

কথাটা যে কেনের মনে ছিল না, তা নয়। সে অফিসের কাজটাকে বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছিল।

কেটি কথা বলতে বলতে খাওয়ার ডিসগুলো ধোয়ার জন্য এগিয়ে গেল—'তোমার আসতে কেন দেরী হচ্ছে, সে কারণটা আমি মেরী ও জ্যাককে বুঝিয়ে বলব, তোমার এই পদোন্নতির খবর শুনলে তারা বেশ খুশী হবে। তা, তুমি কি এখন বেশী রাত অবধি কাজ করবে।'

কেন' তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গেল—'মনে হয়না। তোমাকে তো বলেছি কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করবার জন্য অভিভাবকদের পেতে হলে একটু রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে রবিবার মিটিং হবার পর কোন একটি সমাধান আশা করা যায়। তখন ফিরতে আর রাত হবে না।'

'তুমি যদি রোজ এত রাত পর্যন্ত কাজ করো, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার খুব কম দেখা হবে।'

কেন তার পিঠের ওপর আলতো হাতের ছোঁয়া রেখে আদর করলো তাকে। ওঃ হানি কাছে এসো। তোমার প্রতি আমার আদর আর ভালবাসার এতটুকুও ঘাটতি হবে না। মাত্র কয়েকদিন দেরী হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমিই বল, এই সুযোগটা হাতছাড়া করা যায়? প্রথম দিনেই একশ পঁচানব্বই ডলার আয়, এটা কি যথেষ্ট নয়?

কেটি বলল—'টাকাটাই সব কিছু নয়।' প্রত্যুত্তরে কেন—'ওটা প্রধান না হলেও অনেক সাহায্যে

লাগে।

এরপর তারা শোবার ঘরে চলে আসে। বিছানায় কেটি ঘুমিয়ে, কিন্তু কেন তখনও জেগে। প্রায় সারারাত জুড়ে কেনের হৃদয় আন্দোলিত হচ্ছিল কারেনের চিন্তায়।

তার কমনীয় দেহ খানা কেনের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।—সুন্দর পুরুষ্ট স্তন জোড়া, ভারী নিতম্ব, সুডৌল পা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশী ঘুমাল সেদিন কেন, রাত্রি জাগরণের কারণে।

রবিবার। কেন মিটিং-এর উদ্দেশ্যে স্কুলবাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু স্কুলের বিরাট হলে প্রবেশ করা মাত্রই তার মন ভেঙে গেল। হলটি ছিল পাঁচশো জন বসার মত। কিন্তু কেনের গণণায় উপস্থিতি জনতার সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র চৌত্রিশ জন।

চেয়ারে বসেছিল কারেন ও স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল বার্নেস, বিভিন্ন কাজে তাদেরকে সাহায্য করছিল সেই চারজন নিগ্রো, যারা প্রসপেক্টাস বিলি করেছিল।

মিটিং ফ্লপ হলেও ভাঙা মন নিয়ে সে ব্যবসায়িক মনোভাবে প্রস্তুত হয়ে আগে থেকে তৈরী করে রাখা আলোচনার বিষয়বস্তু মুষ্টিমেয় ক্লায়েন্টদের সামনে পেশ করবার জন্য প্লাটফর্মে উঠল। আলোচনা সারতে সময় লাগল মাত্র দশ' মিনিট। এরপর শ্রোতাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও কেনের উত্তরদান পর্ব। কিছুক্ষণ পরে এক সাদা চামড়ার ট্রাক চালক বলল—এ, এক চমৎকার পরিকল্পনা। সে কনট্রাক্ট ফর্মে সই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তারপর একে একে সমবেত জনতার প্রায় সকলেই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তার জন্য ইনসিওরেন্স পলিসি নিল। ছ'জন ভাববার অবসর নিল। পৌনে পাঁচ'টার সময় মিটিং-এর সমাপ্তি ঘটল।

কেনের দিকে এগিয়ে এলেন বার্নেস, কেনের হাত ধরে বললেন—আমার আশঙ্কা, মিঃ ব্রান্ডন, আপনি নিশ্চয় নিরুৎসাহিত হয়েছেন। তবে আমার ধারণা এই চৌত্রিশ জনের সাড়া পাওয়াই আপনার পক্ষে বিরাট সাফল্য, কেননা ওরা আলোচনা পছন্দ করে না। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ আপনার সেলসম্যান হিসাবে কাজ করবে ওদের জাতির মধ্যে। আপনি অপেক্ষা করুন...অচিরেই ব্যবসা বাড়বে, আর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

তার সহযোগিতার জন্য কেন তাকে ধন্যবাদ জানাল, তার সঙ্গে করমর্দন করে কারেনকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যস্নাত রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

কারেনের উদ্দেশ্যে কেন বলল—আমার মনে হয়, সে ঠিকই বলেছে, তবে আমার কাছে এটা ফ্লপ ছাড়া কিছু নয়।

কারেনও তার প্রথম বক্তব্যের সঙ্গে একমত হল। বলল লোকটা কিন্তু দারুন স্মার্ট। তারা দুজনেই ঠিক করল, স্কুল মিটিং-এর ব্যাপারে একটা ভাল নজির খাড়া করতে হবে। কারেনের পরনে ছিল সাধারণ সূতির পোষাক। আর কেন পরেছিল হাল্কা নীল রঙের জ্যাকেট ও ধূসর স্ল্যাক্স, জ্যাকেটটির বিশেষত্ব এই যে, এতে গলফ্বলের বোতাম বিশেষ সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

কেন কারেনের দিকে ভাল করে তাকাল, রোদে তাকে রোমাঞ্চকর নারীর মত দেখাচ্ছিল। আবেগ কম্পিত ঠোঁট, উত্তেজনায় তার পায়ের সঙ্গে নিতম্বের মৃদু কম্পন তার মনটাকে আরো বেশী উত্তেজিত করে তুললো সেই মুহূর্তে।

মাঝে পাঁচটা দিন ঝড়ের গতিতে কেটে গেছে, সেলস্ ডায়রেক্টার হ্যায়ানস দু' দুবার তাদের নতুন অফিস ঘুরে গেছেন। বেশ মজার লোক তিনি। কারেনের সঙ্গে কথাবার্তায় গদগদ ভাবটা যেন একটু বেশী প্রকাশ পেয়েছে। সে যেন বড় বেশী কারেনের আজ্ঞানুবর্তী। ঘুরে ফিরে তার সেই একই প্রশ্ন—টাইপরাইটার ও এয়ারকন্ডিশনার পেয়ে সে খুশি কিনা, প্রভৃতি। কিন্তু কারেন তাকে একদমই পাত্তা দেয় না।

রোববারের অপেক্ষায় থাকবার সময় সীভিউ রোডের প্রতিটি ভ্যারাইটি স্টোর ও দোকানে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে কেন তাদের কাছে আগুন ও দুর্ঘটনা জনিত ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তার মনে হয়েছে তাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবসা আশা করা যায় না। কারণ, আগেই তারা অন্য ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে এ ব্যাপারে। তবু সে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যেতে চায়। তাদের বন্ধুত্ব চায়। তারা তাকে বেশ ভাল সম্বর্ধনা

জানায়। বেশীর ভাগ দোকানের মালিক তার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের বর্তমান পলিসির মেয়াদ শেষ হলেই তারা প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স করপোরেশনের সঙ্গে পরে কথা বলবে।

কারেনের সঙ্গে খুব কম কথা হয়েছে একদিনে। কারণ তার মত কারেনও তখন কার্ড ইনডেক্স, চিঠি টাইপ করা, বিভিন্ন লোকদের সঙ্গে আলোচনা করবার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন! এক হিসাবে ভালোই হয়েছে, কেন ভাবে মেয়েটির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে সে। কিন্তু সব সময় তার মনে, বিশেষ করে রাতে বাড়ি ফেরার পর, তার মন কেবল আলোড়িত হয়েছে, মেয়েটির তীব্র যৌন চেতনার কথা মনে করে।

কেনের ছুটির দিন শনিবার ও রবিবার, শনিবার সে তার বাড়ির বাগানের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, সন্ধ্যাবেলায় সে কেটিকে নিয়ে সিনেমায় যায়, রেস্তোঁরায় নৈশভোজ সারে। এটাই তার শনিবারের রুটিন। শনিবার কারেন কি ভাবে কাটায় সে কথা জানার জন্য খুবই উৎসুক ছিলো কেন। সে এটুকুই জানতে পেরেছিল সে তার বাবা ও বাবার বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটায়।

রবিবার সকাল থেকেই কেটির মধ্যে দেখা গেছে এক অলস ভঙ্গিমা। কেটি কেনকে বারবার বলেছিল ফোর্ট লডারডেল যাবার জন্য। কেন বলেছিল কেটির ইচ্ছা পূরণ করবে সে।

এই সকল স্মৃতি তোলপাড় করতে গিয়ে কেন ঘড়ির দিকে তাকাল। চার'টে পঁয়তাল্লিশ। ভাবতেই বিরক্ত হল সে, এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে ফোর্ট লডারডেলে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে আর সারাটা সন্ধ্যায় তাকে শালী ও ভায়রাভাই-এর সঙ্গে বিষণ্ণ অবস্থায় কাটাতে হবে। এই রকম অবস্থা চলবে মাঝরাত পর্যন্ত।

হঠাৎ কেনের সকল চিন্তার জাল ছিঁড়ে কারেন একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—'বাড়িতে তোমার কি এখন কাজ আছে? এখন কি তোমার হাতে সময় আছে?'

কারেনের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল কেন। পালটা প্রশ্ন করল—'আমার খুব একটা কাজের চাপ নেই। তবে আট'টার আগে এক জায়গায় পৌঁছাতে হবে। কিন্তু তোমার হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'এমনি কথার ছলেই জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কারেন বলল—'আমার ধারণা এই মুহূর্তে তোমার কোথাও যাবার তাড়া আছে। তুমি কি এক ঘণ্টা আমার জন্য খরচ করতে পারো?'

কেন কাঁপা কাঁপা গলার উত্তর দিল—'তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?'

'তুমি ভালভাবে তাক লাগাতে পার?' জিজ্ঞাসা করল কারেন—'আমি আমার বীচের কেবিনে এখন যেতে চাই, সেখানে কতগুলো তাক লাগাতে হবে।'

রসিকতা করে কেন জবাব দিল—'তাক লাগানোই আমার কাজ, তোমার বীচ-কেবিন আছে জানতাম না।' 'কেবল মাত্র উইকএন্ডের জন্য'—সংক্ষেপে উত্তর দিল কারেন, 'জায়গাটা চমৎকার।'

কথা শেষ, কেনের দিকে কারেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে কেনই ইতস্ততঃ বোধ করে চোখ সরায়। কেটির কথা ভাবল সে, ইচ্ছা করল, কোন অজুহাত দিয়ে কারেনের সঙ্গ ত্যাগ করে পার্টিতে চলে যেতে, কিন্তু পারল না সে। কেটির তুলনায় উত্তেজনা শিহরণ জাগানো রোমাঞ্চকর হাসি, চোখের স্থিরদৃষ্টি সবকিছুই কেনকে উত্তেজিত করে তোলে। কারেন যেন তার সবকিছুই বিলিয়ে দিতে চায় আর কেনও তার সঙ্গ পেয়ে নিজের কামনার-আগুন নেভাতে চায়।

কেনকে চুপ করে থাকতে দেখে কারেন বলল—'তুমি বোধহয় এখন ব্যস্ত আছো? তাহলে অন্য সময়.....।'

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কেন বলে উঠল 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই খুশী হয়েই। কিন্তু যন্ত্রপাতি গুলো তো বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।' কথা বলতে বলতে তার ঠোঁট কাঁপছিল। দুজনেই সেটা বোধহয় অনুভব করতে পেরেছিল।

কারেন আশ্বাস দিয়ে বলল—'আমার কাছে সবকিছুই রয়েছে। অসুবিধা হবে না। চল যাওয়া যাক।'

কেনের গাড়িতে এসে বসল কারেন। তার গাড়িটার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে একমাসের জন্যে। গত সপ্তাহে সে জোরে গাড়ি চালাতে গিয়ে পুলিশদের হাতে ধরা পড়ে। এখন সে ট্যাক্সি

নিয়েই যাতায়াত করে।

কেন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে তাদের গন্তব্যস্থল জানতে চাইল ' ডালার'স ক্রীক।'

কেন বিস্মিত হল—'ওটা হিপিদের কলোনি তো?' কারে., মৃদু হেসে বলল—তোমার আন্দাজ ঠিকই, তবে তাদের কলোনি থেকে আমার কেবিন প্রায় আধ মাইল দূরে। একঘেয়ে মনে হলে তাদের সঙ্গে মিলিত হই, ওদেরকে একটু খোঁচা দিই।'

'ওটা একটা স্টাফ কোয়ার্টার।' 'চমৎকার জায়গা।'

কথা বলতে বলতে একটি গলির শেষ-প্রান্তে এসে থামল তারা। সামনে ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিকের সবুজ আলোর দেখা পেয়ে কেন গাড়ি চালাতে শুরু করল। বাঁ দিকের রাস্তা পেরিয়ে এবার তারা হাইওয়েতে।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল কেটির কথা। তার ফোর্ট লডারডেলে যাওয়াই উচিত ছিল। কারেন তার পাশে বসে আছে ভাবতেই তার দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। তার হাতের নিচে চেটোটা ঘামে ভিজে উঠেছে, গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে। অপরদিকে কারেন বেশ আরাম করেই কেনের পাশের সীটটাতে বসে আছে। পায়ের উপর পা রাখা ছিল। মাইল খানেক যাবার পর সে বলল—'পরের মোড় এলে বাঁদিকে গাড়ি ঘুরিও।'

গাড়ির গতি কমিয়ে আনল কেন। সামনে একটা মোড়ে পৌঁছে বাঁদিকের রাস্তায় গাড়ি ঘোরাল, রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। সামনেই সারি সারি পাম গাছ। কারেনের নির্দেশে কেন এখানেই গাড়ি থামিয়ে দিল। গাড়ি পার্ক করে রাখার পর তারা কেবিন পর্যন্ত হেঁটে গেল। তখন অপরাহ্ন বেলা, সূর্যের তেজ বেশ প্রখর। আগে হাঁটছে কারেন ও তার পিছনে কেন। একটু থেমে সে কারেনের নিটোল গোল ও সুগঠিত নিতম্ব বেশ তারিয়ে তারিয়ে দেখল। তার ভঙ্গিমাও বেশ আকর্ষণীয়।

দূরে হিপিদের কলোনী থেকে গীটারের মৃদু সুর ভেসে আসছে। তারা এখন আনন্দ-ফূর্তিতে ব্যস্ত। নির্জন বালিচর, দু'ধারে বড় বড় গাছ ঘন ভাবে রয়েছে। মাঝে মাঝে ফুলের বাগান এরকম এক নির্জন পরিবেশে কারেনের কামুক দেহ কেনের মনে আগুন জ্বালায় সে বেশ ভাল করে বুঝতে পারল যে, সে কেটির বিশ্বাসভঙ্গ করতে চলেছে। তবুও সে তার নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল—সে কেটিকে ভালবাসে। অন্য কোন নারী তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। কারেনের জ্বালানো যৌন-কামনার আগুন-এর কথা কেটি কখনোই জানতে পারবে না।

ঘন গাছের জঙ্গল পেরিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল তারা, সামনেই পাইক কাঠের কেবিন, এক চিলতে বারান্দা, কারেন আঙুল নির্দেশ করে বলল—'আমরা এসে গেছি।' তিনটি ধাপ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এল। ব্যাগ থেকে চাবি বার করে কেবিনের দরজা খুলল কারেন। তারা দুজনেই প্রবেশ করল ভিতরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হল। এয়ারকন্ডিশন খোলা ছিল। সান ব্লাইন্ড নামানো ছিল। ফলে ঘরটার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অন্ধকার ও আরামদায়ক ঠাণ্ডা অনুভূত হল।

কারেনের পাশে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখল কেন।

ঘরটা বেশ সাজানো। একটি বড় সোফা। তিনটি লাউঞ্জিং চেয়ার, টিভি সেট, ককটেল ক্যাবিনেট, চারটি চেয়ার সহ একটা ওভ্যাল টেবিল, আর একেবারে এক কোণাতে কিং সাইজের একটা ডিভান। একটা আদর্শ প্রেমকুঞ্জ হিসাবে উপযুক্ত। কাঁপা কাঁপা গলায় কেন জিজ্ঞাসা করল—'চমৎকার...কাজ করবার মত ভাল জায়গা বটে, তা তুমি তোমার তাকগুলো কোথায় লাগাতে চাও বলো?'

কারেনের দৃষ্টি কেনের দিকে, হাসল সে, তারপর বলল—'কেন, তুমি আর আমি বেশ ভাল করেই জানি, এখানে তাক লাগাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে এসেছি যে কাজের জন্য, সেটা করতে পারলেই আমরা আমাদেরকেই তাক লাগিয়ে দিতে পারব। আমি তোমাকে চাই কেন। আর তুমিও আমাকে চাও, চাও না? কারেন তার পোষাকের পিছন দিকের জিপারটা টেনে নিচের দিকে নামাতে সেটা তার পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ল, তার পরনে তখন কেবলমাত্র প্যান্টি। কেনের দিকে সে দুহাত বাড়িয়ে দিল।

ঘুম ভাঙ্গতেই অপরাধীর মতো ভীরু চোখ মেলে তাকলো কেন। চারিদিক অন্ধকার থিকথিক করছিল। প্রথমে সে ভাবল—তার নিজের বিছানায় শুয়ে আছে, তার পাশে কেটি। তারপরই তার মনে পড়ল সে কোথায়।

অন্ধকার! কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হাত বাড়াতেই পেল বেড সুইচ। সুইচ টিপতেই ঘরটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। তার পাশেই শুয়েছিল কারেন, সে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। তার লম্বা পা দুটি দুদিকে অনেকখানি ছড়ানো। এর ফলে তার দুই উরুর সংযোগস্থল অনেকখানি উন্মুক্ত ও স্পষ্ট। তার হাত দুটির নীচে স্তনযুগল ঢাকা পড়ে গেছে। কেন বিছানা থেকে নামার জন্য তার পা দুটো সরাতেই কারেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলে তাকাল।

মেঝের উপর দাঁড়িয়ে কেন তার কব্জি ঘড়ির দিকে তাকাল—আট'টা কুড়ি। খানিক আগে ঘটে যাওয়া হট সীনগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক এক করে। কারেন যেন তাকে মাকড়সার মত পেঁচিয়ে ধরেছিল, দীর্ঘ নিবিড় চুম্বনের স্পর্শ নগ্ন দেহের সর্বাঙ্গে। কারেন নিজের হাতে তার দেহ থেকে সব পোষাক খুলে দিয়েছিল। তাকে কিছুই করতে হয়নি। তার হাতের পুতুলের মত শুয়েছিল সে তার বিছানায়। কারেন তখন তার যৌন ক্ষুধায় প্রচণ্ড উত্তেজিত। তার দেহ থেকে সব কিছু নিঃশেষ করে নিংড়ে নিতে চাইছিল কারেন। কেন তার বন্য ইচ্ছার স্বপ্নে কখনো চিন্তাও করেনি, কারেন তাকে নিয়ে যা করেছে, বোধ হয় অন্য কোন নারী তা করতে পারে না। কারেনের জন্য তার সমস্ত যৌন আবেগ, উত্তেজনা সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হয়ে যায় তার নগ্ন দেহের তপ্ত আলিঙ্গন ও চরম মিলনের মধ্যে। কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে শুরু করে, এখন পার্টিতে কেটির সঙ্গে মিলিত হতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। আর এর পরে গেলেও তো কথাই নেই।

কেন মৃদু চীৎকার করে বলে উঠল—'সময় দেখ, আমাকে যেতেই হবে।' কারেন জানতে চাইল—'তোমার এই আতঙ্ক কিসের জন্যে? এ মিলন খুব ভাল লাগল, তাই না?'—তার কণ্ঠস্বর নরম ও ধীর।

কেন তখন পোষাক পরছিল। এমন এক অন্যায় খেলা কেন তার মন থেকে মুছে ফেলতে চাইল। কারেন তখন শুয়েছিল বিছানায়। কারেনের নগ্ন দেহের দিকে তাকাতেই এক আকস্মিক পরিবর্তন অনুভব করল সে। মেয়েটি এক নিম্নস্তরের বেশ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। বাজী পোড়ানোর অনুষ্ঠান শুরু হবার আগেই তাকে ফোর্ট লডারডেলে পৌঁছাতে হবে।

সে কারেনের দিকে তাকিয়ে বলল—'আমাকে এখনই যেতে হবে! আমার স্ত্রী আমাকে আশা করছে।' মাথা নিচু করে কারেন তার নগ্ন দেহটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে হাসল।—'তাহলে তোমাকে যেতেই হবে কেন? এত কাজ রেখো না কেন!'

পোষাক পরা সম্পূর্ণ হলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটির শান্ত কণ্ঠস্বর কেনকে দাঁড় করিয়ে দিল—'কেন, তুমি তো আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেলে না?'

মেয়েটির দিকে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বলল—'আমার ওরকম করা উচিত হয়নি। আমরা তখন আমাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলাম।'

ততক্ষণে বিছানা থেকে নগ্ন কারেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'কখনও দুঃখ প্রকাশ করো না কেন, সবসময় সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে।'

তার কথা কেন শুনছিল না, তার নগ্ন দেহও কেনের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। তার তখন একটাই চিন্তা ফোর্ট লডারডেলে পৌঁছান। কারেন তার ড্রয়ার থেকে একটা শক্তিশালী ফ্ল্যাশ লাইট দিল কেনকে,—'বাইরে ভীষণ অন্ধকার। তোমার গাড়ি খুঁজে পেতে এটা সাহায্য করতে পারে।' ফ্ল্যাশ লাইটটা দেবার সময় কারেনের হাতের স্পর্শ লাগল, তার হাতে।'প্রেমিক হিসাবে তুমি অপূর্ব।'

কথা শেষ না হতেই কেন ফ্ল্যাশ লাইটটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কারেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে গেল। তারপর ঘাস ও গাছপালার মধ্যে সরু পথ দিয়ে ছুটে চলল।

কিছুটা যাবার পরই হঠাৎ তার নাকে এল একটা তীব্র গন্ধ। তার হাতে ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বলতে থাকে তখনও। প্রথমে ভাবল কোন জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহের গন্ধ হবে হয়ত। চলার গতি সে

কমিয়ে দিল। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় দেখা গেল একটি নারীর মৃতদেহ। তার বুকটা কেঁপে উঠল, মুখে হাত দিয়ে স্থির চোখে তাকালো সেদিকে। তারপর হিম শীতল চোখ দুটো সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিল।

মেয়েটির দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন। তার দেহের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক ক্ষতের চিহ্ন। পেট থেকে নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে গিয়ে রক্তমাখা অবস্থায় পড়েছিল। এক ভয়ঙ্কর—বীভৎস দৃশ্য।

বীভৎস দৃশ্য আর তার তীব্র গন্ধে বমি হওয়ার উপক্রম। সেদিক থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে পিছোতে শুরু করে। একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বমি করে। মুখে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল কেবিনে।

তার ঐ রকম মুখ মণ্ডলও ভয়ার্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে কারেন উৎকণ্ঠা ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল—'কি হয়েছে?'

কারেনের কণ্ঠস্বরে কেন যেন সম্বিত ফিরে পায়। 'বাইরে একটি মেয়ের মৃতদেহ। কোন বিকৃত মস্তিষ্কের লোক তাকে খুন করে থাকবে। উঃ! কী বীভৎস দৃশ্য!' বলতে বলতে সে লাউঞ্জিং চেয়ারে বসে পড়ল।

কারেন ততক্ষণে পোষাক পরা সম্পূর্ণ করে কেনের সামনে এসে দাঁড়াল। 'এসব তুমি কি বলছো?' কেন উত্তেজনায় চীৎকার করে বলে উঠল—'একটি মেয়েকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এখনি আমাদের পুলিশকে খবর দেওয়া উচিৎ।'

তার মুখে ঘাম ও কাঁপা কাঁপা হাত দেখে কারেন ককটেল ক্যাবিনেটের সামনে এগিয়ে গিয়ে তার জন্য গ্লাস ভর্তি স্কচ নিয়ে এল। ঢকঢক করে স্কচ গলাধঃকরণ করে কার্পেটের ওপর খালি গ্লাসটা রেখে দিল কেন। পেটে অ্যালকোহল পড়াতে তার শরীরটা একটু গরম ও চাঙ্গা হল।

কারেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল—'খুন হয়েছে বুঝলাম কিন্তু আমাদের এ'ব্যাপারে কিছু করার নেই। কেই বা তোয়াক্কা করে! এখন আমি বলি কি, তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও!'

কেন বলল—'আমি আমার গাড়ির কাছে পৌঁছাতে পারব না, ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য পেরিয়ে।'

কারেন তার আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'বীচ এর পথ হয়ে যেতে পার একটু দূর হবে এই যা'—কথা বলতে বলতে গায়ের আবরণ খুলে ফেলে আলমারি থেকে সাঁতারের পোষাক বার করে নিয়ে পরে নেয়।—'আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।' কেন তার কব্জি ঘড়ির দিকে তাকাল। তখন পৌনে এগারো'টা। 'অনেক দেরী হয়ে গেছে। কোর্ট লডারডেলে পৌঁছান যাবে না।'

কারেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'শক্ত হওয়ার চেষ্টা কর কেন। তোমার স্ত্রীকে ফোন করে বল তোমার গাড়ি মাঝপথে বিকল হয়ে পড়েছে। তারপর বাড়ি ফিরে যাও!'

এরপর তারা দ্বিতীয়বার স্কচ গলাধঃকরণ করে বাড়তি শক্তি সঞ্চয় করল। কারেন রিসিভারটা এগিয়ে দিলে কেন ভায়রাভাইকে ফোন করল। কারেনের বলে দেওয়া কথাগুলো সে আওড়ে গেল।

জ্যাক অর্থাৎ তার ভায়রাভাই জানাল—'এখনও বাজি পোড়ানো শুরু হয়নি। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। আমরা এখানে সকলেই মাতাল হয়ে পড়েছি, তা না হলে তোমাকে আনবার জন্য আমি লোক পাঠাতাম।'

কেন আশ্বাস দিয়ে বলল—'আমি হাইওয়েতে আটকা পড়েছি। ইঞ্জিন মেরামত হয়ে গেলে তোমাদের ওখানে অবশ্যই পৌঁছে যাব।'

কথাবার্তা শেষে কেন রিসিভার নামিয়ে রাখল, কারেনের দিকে চেয়ে, বলল—'সেই মৃতদেহটা...পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত।'

কারেন তার বুদ্ধিলোপের জন্য চীৎকার করে বলে উঠল—'কেন! তুমি কি আজে-বাজে বকছ। পুলিশ নিশ্চয়ই জানতে চাইবে তুমি এখানে কি করছিলে? তুমি আমার এখানে তাক লাগাবার জন্য এসেছিলে একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তুমি আমার কেবিনে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছ, একথা জানতে পারলে আমার বাবা নিশ্চিত হবেন, আমার কুমারীত্ব আর নেই, সেক্ষেত্রে তুমি তোমার চাকরী খোয়াবে, আর আমি কেবিনটা হারাব। অহেতুক পুলিশকে ডেকে ঝামেলা করবার দরকার নেই। চুপচাপ এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।'

স্কচের নেশাটা এতক্ষণে কেনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কেন ভাবল, কারেন ঠিকই

বলেছে, খুনের ব্যাপারে ওর কিই বা করার আছে! আর স্টার্নউড যদি জানতে পারে যে, কেন তার মেয়ের দেহ উপভোগ করেছে, তাহলে তিনি যে তাকে শুধু চাকরী থেকে ছাঁটাই করবেন তাই নয়, ব্ল্যাকলিস্টে তার নাম তুলে দিতে পারেন। ফলে সে ভবিষ্যতে আর কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী পাবে না। কেটিও জানতে পারবে! হায় ঈশ্বর! কি মুশকিলেই না পড়লাম!

কারেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, কেনকে আসতে বলল তার সঙ্গে।

কেন নিরুপায় হয়ে তাকে অনুসরণ করল। খানিকটা পথ ছুটে, খানিকটা হেঁটে, সমুদ্রের ধারে বীচের ওপর এল। দুর্ঘটনার স্থানটি এড়িয়ে অন্য পথ দিয়ে ঘুরে অগ্রসর হয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই তারা একটা লোকের মুখোমুখি হল। লোকটা তাদের দিকেই ছুটে আসছিল দ্রুতগতিতে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় লোকটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। তার গড়ন বেশ লম্বাটে, মুখ ভর্তি দাঁড়ি গোঁফ, পরনে জীনস। কাঁধে লোমশ চামড়ার ব্যাগ ঝোলানো। কাঁধ ভর্তি চুল। তার মুখে পুরু দাঁড়ি গোঁফ থাকার জন্য চোখ আর নাক ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা থামলো। তার গলার আওয়াজ শোনা গেল—'কে, কে ওখানে?' তাদের দিকে লোকটি অদ্ভুতভাবে তাকাতে লাগল, কেন অস্বস্তিবোধ করল। কারেনই প্রথম কথা বলল—'হাই'! কেন ভয়ে, আড়ষ্ট হয়ে গেল, তার শরীরটা অসম্ভব কুঁকড়ে গেল তবুও হাসবার চেষ্টা করল। লোকটির আন্দাজ বছর বাইশ বয়েস হবে। সে প্যাডলার'স ক্রীক কোন দিকটা জানতে চাইল। কারেন দিক নির্দেশ করে বলল—সোজা চলে যাও, আট মাইল হবে, তারপরই কারেন হাঁটতে শুরু করল ও কেন তাকে অনুসরণ করে চলল। হাঁটতে হাঁটতে কেন মন্তব্য করল—'ঐ লোকটা: জানতে পারল আমরা এখানেই ছিলাম'— উদ্বেগ ভরা কণ্ঠস্বর। কারেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল—'ঐ লোকটা, আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে চিনতে পারবে না।'

কেন পিছন ফিরে তাকাল, দেখল লোকটি তখনও দাঁড়িয়ে। হাত নেড়ে কাকে যেন ইশারা করল, তারপর হিপি কলোনির দিকে এগিয়ে গেল। কেন ও কারেন গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। কারেন বলল—ঐ দেখ, তোমার গাড়ি। কেনের খুব নিকটে এসে দাঁড়াল। স্বপ্নালু চোখে কেনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল—'একটা চমৎকার সন্ধ্যা কাটিয়ে এলাম, তাই না?'

কারেনের উষ্ণ স্পর্শ তার কাছে কাঁটার মত বিঁধল, কেন তার আলিঙ্গন শিথিল করে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

কারেন হেসে বলল, সবাই বলে থাকে—দেহ-মন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একটু বিস্বাদ ঠেকে। তবে পরে সব ঠিক হয়ে যায়। হয়তো তোমারও তাই হবে, কাল নয়তো পরশু।' কেনের চিবুকে হাত বুলোয় কারেন আদর করবার ভঙ্গিমায়। তারপর সে এগিয়ে যায় সমুদ্র-তীরের দিকে হাসতে হাসতে।

এর পরের চিত্র প্যারাডাইস সিটিপুলিশ হেডকোয়ার্টারের ডিটেকটিভ রুম। রাত এগারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। রুমটির মধ্যে একটা শান্ত ভাব বিরাজ করছে।

রুমটিতে বসে রয়েছে ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড ম্যাক্স জ্যাকবি আর তার অপর প্রান্তে বসে রয়েছে ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড টম লেপস্কি তার ডেস্কে ক্রস ওয়ার্ড পাজল নিয়ে ব্যস্ত। আর জ্যাকবি নিচু গলায় ফরাসী ভাষায় আবৃত্তি করছিল। তার আকাঙ্খা হল ছুটিতে প্যারিসে গিয়ে ফরাসী ভাষাটা রপ্ত করা। লম্বা পাতলা চেহারার লেপস্কি সবেমাত্র প্রমোশন পেয়েছে। এখন তার আকাঙ্খা হল পুলিশ চীফ হওয়া।

লেপস্কির ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠল। দূরভাষের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনে সে বুঝতে পারল—এটি তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। পুলিশী মেজাজের একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। অপরদিকে তার স্ত্রী গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে লাগল—আমার গাড়ির চাবি কোথায়? লেপস্কি যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে তার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসে, আবার তার রুক্ষ ব্যবহারে সে বেশ ভীতও হয়। সে তার স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করল সে গাড়ির চাবি সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিন্তু পরমুহূর্তেই তার পাল্টা অভিযোগ শুনে সে তার কোটের পকেটে হাত দিয়ে

দেখল চাবিটা পকেটেই রয়েছে। লেপস্কি স্ত্রীর গাড়ির চাবিটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করে একবার দেখে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পকেটে চালান করে দিল। তবুও সে মনে জোর নিয়ে তার স্ত্রীর বক্তব্যকে প্রতিরোধ করতে লাগল, বলল—কুশানের নীচটা দেখেছ? তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল—ঠিক আছে, তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিও। ভাড়াটা পরে তোমায় দিয়ে দেব আর চাবির গোছাটা বাড়ি গিয়ে আমি খুঁজে দেখব। তার স্ত্রী তখন রেগে ছিল, গলার স্বরও উচ্চ। শোন লেপস্কি মিথ্যা অজুহাত দিয়ো না, চাবি তোমার জামার পকেটে রয়েছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কথা শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে লেপস্কি ফিরে আসে তার ডেস্কে। অতক্ষণ লেপস্কি ও তার স্ত্রীর কথাবার্তা একমন দিয়ে শুনে জ্যাকবি নিজের মনে মনে মজা লুটছিলো। সে এবার নিজ মনে ফরাসী সাহিত্য চর্চা শুরু করল। ওদিকে লেপস্কি ছক কষতে লাগল ঘরের ঠিক কোন স্থানটিতে সে তার চাবিটা লুকাবে। নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্তও হল।

কিছুক্ষণ নিরবতা। ঠিক তারপরেই একটি ফোন এল জ্যাকবির ডেস্কে। সে ফোন তুলে—'জ্যাকবি ডিকেটটিভের ডেস্ক' বলে গেল দ্রুত।

ওধার থেকে পুরুষ কণ্ঠে শোনা গেল—কিছুটা ভূমিকা করার পর একটি অত্যাশ্চর্য জনক খবর।—'প্যাডলারস ক্রীক। গাড়ি চলার পথে প্রথম ঘন ঝোপের কাছে একটা বাজে ঘটনা। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার ও অনুসন্ধানের চেষ্টা করুন।'—কথাটা বলার পরেই লাইনটা কেটে গেল। জ্যাকবির মুখটা কঠিন হয়ে গেল। লোকটির পরিচয় সে পায়নি, অমন বাঁধানো কথা তাকে চিন্তিত করে তুলল। জ্যাকবি ঘরের অপর প্রান্তে বসে থাকা লেপস্কিকে টেলিফোনে পাওয়া সংবাদটি দিল। কোন সূত্র না পেয়ে বলল—'হয়ত কোন ধোঁকাবাজ'। কিন্তু লেপস্কি এতে রহস্যের গন্ধ পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ রিসিভারটা তুলে নিয়ে যোগাযোগ রুমে ফোন করল।

'হ্যারী! প্যাডলারস ক্রীক ডিস্ট্রিক্ট-এর ভার কার ওপর আছে?'

উত্তর পাওয়া গেল—'স্টিভওজো'। লেপস্কি তাদেরকে ঐ অঞ্চলের ঝোপ ঝাড়, রাস্তাঘাট সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে বলল।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করে জ্যাকবিকে এই ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরী করে নিতে বলল।

জ্যাকবিও তার টাইপরাইটারে রিপোর্ট টাইপ করতে থাকে। ওদিকে লেপস্কি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল ফোনের অপেক্ষায় ও পরবর্তী কার্য সম্পর্কে ভাবতে লাগল।

কুড়ি' মিনিট এভাবেই চলল। তারপর একসময় ফোনটা বেজে উঠল—'স্টিভ কথা বলছি। সত্যি এখানে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে। একটি মেয়েকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে।'

খবর শুনে লেপস্কি স্তম্ভিত। অনেকদিন পরে দি প্যারাডাইস সিটিতে একটা খুন হল। সে স্টিভকে মৃতদেহের কাছে থাকবার আদেশ দিল, জানিয়ে দিল এখনি সে রওনা হচ্ছে।

চীফ অফ পুলিশ টেরেল, সার্জেন্ট জো বেইগলার, হোমিসাইডের সার্জেন্ট ফ্রেড হেস, লেপস্কি ও আরোও তিনজন গোয়েন্দাকে নিয়ে চার'টি গাড়ি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে যখন রওনা হল, তখন রাত একটা পনেরো মিনিট। এরপর সেখানে এল ডঃ লুইস, পুলিশ মেডিক্যাল অফিসার ও দুজন সহকারী চিকিৎসক তাদের সঙ্গে এল একটি অ্যাম্বুলেন্স। একজন ফটোগ্রাফার ডেডবডির ফটো তুলল কিন্তু বীভৎস গন্ধ ও তার দৃশ্য দেখে সে পাশের ঘন-ঝোপে ছুটল বমি করবার জন্য। মৃতদেহ ভাল করে নিরীক্ষণ করবার পর তা ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পুলিস চীফ টেরেল ডাক্তার লুইসকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, মেয়েটিকে প্রথমে মাথায় আঘাত করা হয়, পরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর তাঁরা কিছু আলোচনার পর ডাঃ, বেইগলার ও টেরেল নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন।

যাবার পূর্বে টেরেল মোটা বেঁটে চেহারার হেসের কাছে এলেন। এই খুনের তদন্তের ব্যাপারে সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তাব রাখলেন।

লেপস্কি, ডাস্টি ও হেস ঠিক করল—তারা হিপি কলোনিতে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করবে

মেয়েটির সর্ম্পকে। প্রথমেই তারা অদূরে বালির ওপরে বসে থাকা ফটোগ্রাফার টেরির কাছে চলল ফটো সংগ্রহ করতে।

টেরি যুবক বয়সী, তবে ফটো তোলবার ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ। প্যারাডাইস মিসিং স্কোয়াডে মাত্র মাস ছয়েক হল সে ঢুকেছে। সে ঐখানে বসে বসে মাথায় হাত দিয়ে ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে যেন কি বলছিল।

তারা তার কাছে এলে, মেয়েটির মুখের তিনটি ফটো কাঁপা হাতে সে এগিয়ে দিল লেপস্কির দিকে।

বলল—'জেসাস! ওঃ কি ভয়ঙ্কর!' লেপস্কি তার হাত থেকে প্রিন্টগুলো নিয়ে চাঁদের আলোয় নিরীক্ষণ করতে করতে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'এর থেকে খারাপ দৃশ্য তুমি কখনো দেখোনি?'

মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী নয়। পাতলা। ছোট ছোট চোখ। কঠিন মুখ। এরপর তারা গাড়িতে উঠে বসল। লেপস্কির ঠিক পাশেই বসল ডাস্টি। ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড ডাস্টি লুকাস ভালো বক্সার। পুলিশ বক্সিং টিমে সেরা বক্সার সে। বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স প্রায় চব্বিশ। শক্ত সাদা বালির উপর দিয়ে সে গাড়ি চালাতে থাকল যতক্ষণ না টেন্ট ও কেবিনের আলো দেখতে পেল।

একজায়গায় এসে লেপস্কি গাড়ি থামাল। সেখান থেকে তারা হাঁটতে শুরু করল। দূর থেকে গীটার ও ড্রামের সুর ভেসে আসছে। একটি লোক সেই সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান গাইছিল। সামনে ঝোপঝাড় দেখে লেপস্কি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—মেয়র হেডলির এ সকল অঞ্চলে নজর রাখা উচিত ছিল, শহরের তুলনায় এই অঞ্চল আরামদায়ক, পরিচ্ছন্ন থাকলে আরো ভাল লাগত।

বালির উপর প্রায় জনা পঞ্চাশ' ছেলেমেয়ে বসেছিল। সকলেই ষোল-পঁচিশ বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ যুবকের মুখে দাঁড়ি গোঁফ ভর্তি, কয়েক জনের চুল কাঁধ ছুঁইছুঁই। মেয়েদেরও পরনে প্রায় একই পোষাক—জীনস, টি-শার্ট, চুলগুলো ছেলেদের মত ছাঁটা ও নোংরা। যে লোকটা গান গাইছিল রীতিমত লম্বা, রোগাটে চেহারা, তার মুখ আর মাথা ঘন চুলে ঢেকে গিয়েছিল, কমলালেবুর একটা ক্রেটের উপর বসেছিল। লেপস্কি ও ডাস্টি তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের দেখে রোগা লম্বা যুবকটা এগিয়ে এল, নিজের পরিচয় জানাল। তার নাম মিশকালো, এই ক্যাম্পটা সে চালায়। লেপস্কিরাও তাদের নিজস্ব পরিচয় দিল।

মিশকালো তাদের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করল। লেপস্কি তার হাতে তিনটি পোলারয়েড প্রিন্ট তুলে দিল। মিশকালো প্রিন্ট হাতে গ্যাসের আলোর কাছে সরে গেল। গভীর মনোযোগ দিয়ে সেগুলো দেখার পর লেপস্কির দিকে এগিয়ে এসে বলল—আমি মৃত মেয়েটিকে চিনি, এর নাম জেনি ব্যান্ডলার।

সকলেই তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটি মৃত শুনে সকলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ।

লেপস্কি বলল—'হ্যাঁ মৃত সে। মেয়েটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।' মিশকালো প্রিন্টগুলো ফেরৎ দিল। মেয়েটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলল 'গতকাল রাতে সে এখানে আসে, বলেছিল মিয়ামিতে একটা চাকরীর অপেক্ষায় রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকদিন থাকবে বলেছিল। তার মৃত্যুতে আমি খুবই দুঃখিত।'

লেপস্কি বলল—তোমরা তাহলে মেয়েটিকে সকলেই চেন। কথা বলতে বলতে সে বালির ওপর বসে পড়ল। ডাস্টিও তাকে অনুসরণ করল। এক ফাঁকে মিশকালো তাদেরকে আহ্বান জানাল মাংসের কচুরি খাবার জন্য। লেপস্কি ও ডাস্টি রাজী হয়ে গেল খাবার জন্য। একটা মোটা-সোটা ধরনের মেয়ে আগুনের উপর রাখা প্যান থেকে দুটো গরম কচুরি কাগজে মুড়ে লেপস্কির হাতে তুলে দিল ডাস্টির সঙ্গে লেপস্কি ইয়ার্কি মারতে লাগল—ডাস্টি তুমি মোটা হয়ে গেছ, এসব খেয়ো না। লেপস্কি কচুরিতে এক কামড় দিয়ে বস্তুটির প্রশংসা করতে লাগল আর ভাবতে লাগল ক্যারলকে বলবে এরকম রান্না করতে। মিশকালো প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটিকে কে খুন করেছে? লেপস্কিও এবার ফিরে এল প্রসঙ্গে—তাহলে গতকাল রাতে সে এখানে আসে, আর মিয়ামি থেকে একটা চাকরীর আশায় অপেক্ষা করছিল সে...এইতো? লেপস্কি জানতে চাইল, সে কোন নির্দিষ্ট চাকরীর কথা বলেছিল কি?

মিশকালো তার দলের সদস্যদের সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে, লেপস্কিদের খাবার পরিবেশক

মোটা মেয়েটি বলল—মেয়েটি বলেছিল, সে নাকি প্রমোদতরীর ক্লাবে কাজ করত। কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি, কেননা মেয়েটির হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল সে একটি হুকার হওয়া ছাড়া, তার অন্য কোন যোগ্যতা থাকতে পারে না।

লেপস্কি মনে মনে ভাবল মেয়েটি ঠিকই বলছে হয়ত। তারপর মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইল। মিশকালো মেয়েটির হয়ে বলল—ওর নাম কেটি হোয়াইট, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, রান্নার কাজ দেখাশোনা করে। লেপস্কি জানতে চাইল মেয়েটি সঙ্গে কিছু এনেছিল কি না? কেটি উত্তরে বলল—'মেয়েটির সঙ্গে একটা ঝোলাব্যাগ ছিল, সেটা ওর কেবিনেই পড়ে আছে। ওটা আমার দরকার—একটু থেমে আবার বলল লেপস্কি—'রাতে কি হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলতে পার? কেটি একটু পরে মুখ খুলল—'সে বেড়াতে যাবে বলেছিল, আমাকেও সঙ্গে যাবার জন্য বলেছিল, কিন্তু আমি তাকে বিশেষ পছন্দ করতাম না, কেননা সে অত্যন্ত ধর্মান্ধ মেয়ে ছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করতাম কিন্তু তার মুখ ভাল ছিল না। তাই সে একা একাই বেড়াতে বেরোয় প্রায় সাত'টা নাগাদ। লেপস্কি অন্যদের জিজ্ঞাসা করল—'বেড়াবার সময় তাকে কেউ দেখেছিল কিনা?'

সকলেই সমস্বরে বলে—'না।'

লেপস্কি বলতে লাগল—'অতএব সে একা বেরোয়, গণ্ডগোলে পড়ে, মাথায় আঘাত পায়, আর তার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে বার করা হয়।

তারপর সকলেই চুপ। একটা নীরব পরিবেশ, সবাই মেয়েটির অমন দুর্ভাগ্যের জন্য মর্মাহত। লেপস্কি তাদের সকলকে সাবধান করে বলল—'মেয়েটির আততায়ী হয়ত নিকটেই রয়েছে, তাই তোমরা কেউ একা বেরোবে না।'

লেপস্কি এরপর মিসকালোর কাছে জানতে চাইল—'এখানকার কাউকে কি এরকম জঘন্য কাজ করার জন্য সন্দেহ করা যেতে পারে?' দৃঢ়স্বরে মিশকালো জানাল—'না'। লেপস্কি তার কথা বিশ্বাস করল, জিজ্ঞাসা করল—'এখানে কি কোন নবাগত আছে?' প্রত্যুত্তরে মিশকালো বলল—কয়েক ঘণ্টা আগে একটি অচেনা লোক—'লু বুন'—একটা নিজস্ব কেবিন ভাড়া করেছে। তার বেশ টাকা আছে বলেই মনে হয়। সে জ্যাকসন ভিলা থেকে এসেছে এখন বোধহয়, তার কেবিনেই ঘুমাচ্ছে।' লেপস্কি খাবার শেষ করে উঠে দাঁড়াল, বলল—সে লু-বুনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তারপর, মিশকালো, লেপস্কি ও ডাস্টি বালির উপর দিয়ে হেঁটে কিছুটা দূরে, যেখানে কাঠের দশটি ছোট ছোট কেবিন রয়েছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, যেতে যেতে মিসকালো বলল—মিঃ লেপস্কি আমি চাই না এখানে কোন গণ্ডগোল বাঁধুক। দু'বছর আমি ক্যাম্পটা চালাচ্ছি, কোন সমস্যা দেখা (দেয় নি।) আর মেয়র হেডলি আমাদের সমর্থন করে নিয়েছেন। একসময় সে আঙুল তুলে লু-বুনের কেবিনটা নির্দেশ করল।—'আপনারা গিয়ে কথা বলুন, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।' লেপস্কি চাইছিল—মিশকালো বরং লু-বুনকে জাগিয়ে তুলে জানাক, ডিকেটটিভরা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। প্রস্তাবটা সে মিশকালোর কাছে রাখল, কিন্তু মিশকালো সম্মত হল না। সে বলল—'আপনারা নিজেরা চেষ্টা করে সুযোগ নিন না?' বলে দাঁত বের করে হাসল—'আমি তো দেখিয়ে দিলাম, এখনো আমি নৈশভোজ সারিনি। তাই আমি চললাম।' তারপর সে লেপস্কির পাশ দিয়ে তার ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল।

ডাস্টির দিকে ফিরে লেপস্কি বলল—'এটা আমাদের একটা মূল্যবান প্রচেষ্টা কি বল?'

ডাস্টি তৎক্ষণাৎ বলল—'কিন্তু লোকটা নিশ্চয়ই একেবারে বোকা নয়?' লেপস্কি তার হোলস্টার থেকে পয়েন্ট থারটি এইট স্পেশ্যাল বার করল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল, একটু ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল, বোধহয় ভেজানো ছিল। ট্রেনিং প্রাপ্ত ডাস্টি মেঝের উপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে তার হাতের রিভলবার দিয়ে পিছন থেকে লেপস্কিকে গার্ড করল, যাতে তার কোন ক্ষতি না হয়।

ঘরে ঢুকতেই একটা নোংরা দুর্গন্ধ নাকে এল তাদের। দেওয়ালে, পিঠ করে এগিয়ে গেল, তার হাতের রিভলবার উদ্যত। এবার অন্ধকারে তাদের চোখ সয়ে এল। এতক্ষণে খাটের ওপর শুয়ে থাকা লোকটা উঠে বসেছে। সম্পূর্ণ নগ্ন, মুখ ভর্তি দাঁড়ি-গোঁফ। লেপস্কি বাজখাঁই গলায়

বলল—নড়বে না, আমরা পুলিশের লোক।

যুবকটি নোংরা চাদর দিয়ে তার কোলটা ঢেকে নিল। তারপর লেপস্কির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—'আমার সঙ্গে আপনাদের কি দরকার থাকতে পারে?'

লেপস্কি এবার তার হাতের অস্ত্র হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল তারা নিশ্চিন্ত লোকটির হাতে কোন অস্ত্র নেই, ডাস্টিও তার হাতের অস্ত্র হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল।

লেপস্কি প্রথমেই তার নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইল, কখন সে এখানে এসেছে? উত্তরে লোকটি বলল—'লু বুন। এখানে ন'টা পাঁচ মিনিটের সময় আমি এই কেবিনটা বুক করেছি। আপনারা কি আমাকে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমাতেও দেবেন না। কি হয়েছে বলুন তো?'

লেপস্কি তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল—'তা তুমি কিভাবে এখানে এলে? কোন পথ দিয়ে?' সমুদ্রতীরের বীচের পথ দিয়ে। রাস্তার উপর একটা বাধা পেয়ে আমি আমার পথ বদলাই, নিচে সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলে আসি।' এবার লেপস্কি আসল কথায় এল—তার কণ্ঠস্বর শান্ত ও সংযত।—'দ্যাখো লু, একটা খুনের কেসে আমরা তদন্ত করতে এসেছি। খেয়াল করে দ্যাখো, তুমি পথে কিছু দেখতে এবং শুনতে পেয়েছিলে কি? রাস্তায় প্রথম ঘন-ঝোপের সামনে একটা মেয়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়, সেই পথ দিয়ে তুমি যাওনি?' খুনের কথা শুনে বুনের চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল—'আপনার অনুমান ঠিকই, আমি ও পথে পা মাড়াইনি, ও ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।' লেপস্কি জানতে চাইল—'তোমার আসার সময় মেয়েটি খুন হয়েছিল। তুমি কি আসার সময় কাউকে দেখতে পেয়েছিলে বুন?' এবার সে তার মুখটা অন্য দিকে ঘোরায়, কিছুক্ষণ দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবে, তারপর বলে—'আমি আসার পথে কাউকে দেখিনি, আর কোনও শব্দ শুনিনি।' তার হাব-ভাব দেখে লেপস্কি বুঝতে পারল যে, সে মিথ্যা কথা বলছে। সে চিন্তা করে দেখল—'মেয়েটিকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, হত্যাকারীর পোষাকে নিশ্চয়ই রক্তের দাগ লেগে থাকবে।' তাই লেপস্কি তার পোষাকটা দেখতে চাইল, কিন্তু বুন তার পোষাক সহজেই দেখাতে চাইল না, সে বলল—'আগে আপনারা সার্চ ওয়ারেন্ট আনুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টির দিকে তাকিয়ে লেপস্কি তাকে এই ঘরটা সার্চ করে দেখতে বলল। ডাস্টি তাঁর নির্দেশ মত একটু এগিয়ে একটা আলমারি খুলতে যাবে, এমন সময় বুন বিছানা থেকে লাফিয়ে এল, আলমারির সামনে আড়াল করে দাঁড়াল, কিন্তু সে বাধা দিতে পারল না, কেননা লেপস্কির হাতে ততক্ষণে রিভলবার দেখা দিয়েছে। পুলিশী গলায় লেপস্কি বলল—শোন বুন, ব্যাপারটা সহজভাবে নেবার চেষ্টা কর।' বাধ্য হয়ে বুন বিছানায় ফিরে গেল কিন্তু শাসাতে লাগল—'আমি আপনাকে দেখে নেব দাদা, আপনি অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, মনে রাখবেন আমি আমার অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কালই আমি আপনার নামে অভিযোগ করব।'

ততক্ষণে ডাস্টির পোষাক পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

বুনও রাগে ফুঁসতে লাগল—তাকে দেখে নেকড়ের মত ক্রুর হাসি হাসল লেপস্কি। বুনের সামনে মেলে ধরল একটা প্যাকেট—'এটা আমি তোমার পোষাকের মধ্যে থেকে পেয়েছি। এর থেকে যে কোন ধারণা করে তোমাকে আমরা এই খুনের মামলায়, জড়িয়ে ফেলতে পারি। সেটা কেমন লাগবে?'

বুন কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর উত্তর দিল—'ঠিক আছে। ওটার কথা ভুলে যান।' লেপস্কি সুযোগ বুঝে তাকে আরো প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে লাগল আর ডাস্টি তার নোটবুকে চটপট জবানবন্দী গুলো লিখতে শুরু করল।

রোববারের রাত্রি, প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই বাইরে বেড়াতে গেছে। গাড়ীর হেডলাইট নিভিয়ে কেবলমাত্র পার্কিং লাইটটা জ্বেলে কেন গ্যারেজে পৌঁছায় গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে রেখে এসে সে তার গাড়ির ভিতরে অনেকক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করল। তারপর গড়ি গ্যারেজে রেখে এসে সে বাংলোয় প্রবেশ করবার দরজা খুলে লবিতে প্রবেশ করে। তার আগমন কেউ টের পায়নি। এটা কেটি ও পুলিশের কাছে একটা বড় এলিবি, সে জানে এটা খুব জরুরী। অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই

সে বসবার ঘরের জানলার দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তার দিকে চোখ মেলে গভীর ভাবাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার বিপরীতে তিন'তিনটে বাংলো অন্ধকারে ডুবে ছিল। একসময় সে সুইচটা অন করে দিল। আস্তে আস্তে সে লাউঞ্জিং চেয়ারে গিয়ে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ন'টা ত্রিশ মিনিট। গাড়ি চালাতে গিয়ে যে চিন্তা ভাবনা গুলো তাকে পাগল করে তুলেছিল, এখন সে চিন্তাগুলো তার মনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

সোডা মেশানো স্কচের গ্লাসটা নিয়ে ভাবতে বসল কেন, ঘটে যাওয়া সন্ধ্যার ঘটনাগুলো। তার অবস্থা এখন অনেকটা তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মত।

প্রথমে কেটিকে বোঝাতে হবে। সে ভাবল, কেটিকে সব সত্য কথাই বলবে। কিন্তু কেটি বোকা মেয়ে নয়, রীতিমত বুদ্ধিমতী। সে তখন নিজের মনেই একটা কল্পনার সারবস্তু গড়ে তুলল কিছুটা নিশ্চিন্ত হল সে। তারপরেই কারেনের কথা মনে পড়ল তার। হায় ঈশ্বর! এই মেয়েটি তাকে পাগল করে তুলেছিল। তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যেই অমন বেপরোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল সে। সে খুব ভুল করে ফেলেছে, যার কোন ক্ষমা নেই। আগামীকালের কথা ভাবতে বসল—অফিসে কাল আবার দেখা হবে তার সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় কারেন তার যৌবন সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছে তার কাছে, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে তার কাছে, অন্য পুরুষের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। কারেন তার কাছে এখন যেন এক দুঃস্বপ্ন, বিভীষিকার মতই মনে হচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ জীবনে ও দাম্পত্য জীবনে কারেন যেন দুর্বিসহ বিভীষিকা, আজ না হয় কাল মৃতদেহটা কেউনা কেউ দেখবে। তারপর পুলিশ আসবে। এমন একটা বীভৎস খুনের ঘটনা যদি না ঘটত তাহলে অনেক আগেই ফোর্ট লডারডেলে গাড়ি চালিয়ে হাজির হতে পারত, আর বাকী রাতটুকু সে মেরী ও জ্যাক-এর বিবাহ বার্ষিকীর উৎসবে যোগ দিতে পারত। কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহটা তার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে। মৃতদেহের দৃশ্যটা মনে পড়তে তার পেটের ভেতরটা মোঁচড় দিয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি তার বমি হবে। তারপর সেই দাড়িওয়ালা লোকটার কথা মনে করল সে, তার খোঁজ যদি পুলিশ পায় এবং লোকটি যদি তার ও কারেনের কথা পুলিশকে বলে দেয়। সে আর ভাবতে পারছে না—

ঘর্মাক্ত কেন তার মুখের ঘাম মুছল। এমন সময়েই কেটির গাড়ির আওয়াজ হল। কয়েক মিনিট পরে কেটি ঘরে এসে ঢুকল। কেন তখনও একইভাবে বসেছিল।

কেনকে প্রশ্ন করল—'তোমার কি হয়েছিল কেন?' গলার স্বর রুক্ষ ও চড়া। কেন শান্ত স্বরে বলল—'প্রিয়তমা, আমি তো জ্যাককে ফোন করে বলেছিলাম, আমার গাড়ি বিকল হয়ে গেছে।'

'কেন! কেন তুমি এলেনা? মেরী খুব দুঃখ পেয়েছে। সবাই তোমাকে আশা করেছিল।'

কেন দুঃখ প্রকাশ করে বলল 'ইগনিসনে গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। আমার একঘণ্টারও বেশী দেরী হয়ে যায়।' 'তবুও তো তুমি আসতে পারতে'। কেন চোখে মুখে বিষাদের ভাব ফুটিয়ে বলল—'নিশ্চয়ই আসতে পারতাম কিন্তু আসল ব্যাপার কি জান, স্কুলের মিটিংটা ফ্লপ করল, তারপর গাড়ি বিকল, তাই পার্টিতে যাওয়ার আর মানসিকতা ছিল না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

কেটি চমকে উঠল—'স্কুলের মিটিং ফ্লপ? প্রিয়তম, আমি তোমার জন্য সত্যই দুঃখিত, ভেবেছিলাম, আজ তুমি বিজয়ের মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসবে।' কেন বলতে লাগল—'পাঁচশ অভিভাবকের জায়গায় উপস্থিত হয়েছিল মাত্র-চৌত্রিশ জন। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখি বিকল হয়ে গেছে, প্লাগগুলো টেনে টেনে খুলে ফেললাম। তুমিই বলো, এমন মুড নিয়ে পার্টিতে যাওয়া যায়?

কেটি প্রশ্ন করল—'তুমি আজ তাহলে কোন বিজনেসই পাওনি?'

কেন নরম সুরে বলল—পাবনা কেন? পেয়েছি, তবে সেটা ফ্লপের পর্যায়ে।'

কেমন যেন মায়া হল কেটির। স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু-হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। কেন তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে আদর করতে লাগল। সে মনে মনে সন্তুষ্ট। প্রথম ধাক্কায় সে সন্দেহাতীত ভাবে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল।

কেটি আদরের ভঙ্গিমায় তার মাথায় মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে সরে গেল। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি কেনের মনে বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। সে হাসি দেখে সকল পুরুষের মনই তৃপ্তি পায়। হতাশা গ্রস্ত

কেনের অতৃপ্ত-মন এবার কান্নায় ভরে গেল।

কেটিকে সে মধুর সুরে ডাকল—'চলো, এবার বিছানায় যাওয়া যাক। কাল ভোরে উঠে মেরীকে ফোন করব, কেমন?' পোষাক ছাড়তে ছাড়তে কেটি জিজ্ঞাসা করল—'মিস স্টার্নউডের কি হল?'

আবার পেটে মোঁচড় দেওয়া যন্ত্রণা, কোনরকমে সে বলল,—'ওর ডেট ছিল, আমি গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগেই ও বেরিয়ে যায়।'

কেটি এবার নিঃশব্দে বাথরুমে ঢুকল গা ধোয়ার জন্য। কেন তার বিছানায় গেল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওপরের সিলিং এর দিকে। নিজের মনে ভাবতে লাগল কেটি তাকে ভুল বোঝে নি। কারেন যেভাবে তার দেহ ও মন বিধ্বস্ত করেছে, কেটির আলতো আদর ও স্পর্শে তা মন থেকে প্রায় লুপ্তই হতে চলেছে। এখন সে ভারমুক্ত।

খানিক পরে কেটি বিছানায় এল, আলোটা নিভিয়ে দিল। তারপর দু'হাত দিয়ে কেটি তাকে জড়িয়ে ধরল, কেনের গা ঘেঁষে শুলো। কেটির মিষ্টি ঘ্রাণ তার নাকে এসে লাগল। এরকমই কিছু সে আশা করছিল কেটির কাছ থেকে, কারেনের উষ্ণ সান্নিধ্যের রেশটা তার কাছে এতক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক ছিল কিন্তু কেটির উষ্ণ আলিঙ্গন ও স্পর্শ তাকে সে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিল। তৃপ্ত কেন কেটিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে যায়।

কিন্তু কেটি বলে—'আজ আমি খুবই ক্লান্ত প্রিয়তম।' তাদের বিয়ের পর এই প্রথম একটা রাত নিষ্ফলভাবে কাটল।

পরদিন সকালবেলায় ঠিক সময়েই জাগল কেন, কেটি তখনও ঘুমুচ্ছে। সে নিজেই কফি তৈরী করল। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে পৌঁছাল। অফিসের দরজা খুলে সে তার চেম্বারে গিয়ে ঢুকল। দু'টো এয়ারকন্ডিশনার মেশিন চালু করে দিল। গতকাল স্কুলের মিটিং-এ ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া কন্ট্রাক্ট ফর্মগুলো গুছিয়ে রাখছিল কেন।

এই সময় কারেন এল, তার অফিসঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কোন সমস্যা নেই তো?'কেন কারেনের দিকে তাকিয়ে দেখল, দেহের সঙ্গে সেঁটে থাকা জীনস আর ঘামে ভেজা আঁটো শার্ট এর নীচ থেকে স্তনজোড়া বড় বেশী কামনার উদ্রেক করছিল। তার চোখ থেকে কামনার-আগুন ঝরে পড়তে লাগল। তবু সে কারেনের প্রতি একটুও আকর্ষণ বোধ করল না। তাই সংক্ষেপে সে উত্তর দিল—'না'। কারেন জিজ্ঞাসা করল—'তোমার কি শরীর খারাপ? তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?' ড্রিঙ্ক করবে?' কেন তার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তাকে তেরোটি কন্ট্রাক্ট ফর্মের রেকর্ড তৈরী করে নিতে নির্দেশ দিল।

কারেন হাসল, এগিয়ে এসে ফর্মগুলো ডেস্কের ওপর থেকে তুলে নিয়ে কেনের উদ্দেশ্যে বলল—'আজ সকালটা কেবলমাত্র কাজের জন্য'। কেন নিরুত্তর। কারেন নিজের মনেই হেসে উঠল, বলল—'ও হো। বুঝেছি অপরাধী মন তো, তাই...' কথা অসমাপ্ত রেখেই সে তার অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল কোমর দোলাতে দোলাতে। কেন পিছন ফিরে বসল, ভাবতে লাগল কি করে এই মেয়েটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়? হেড অফিসে বদলি হবে, না...। এমন সময় তার অফিসের বাইরে কিছু লোকের চিৎকার শুনে কেন উঠে দাঁড়াল। নিজের অফিসঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখল—কাউন্টারের সামনে এক ডজনেরও বেশী কালো নিগ্রো দাঁড়িয়ে আছে। তারা সকলেই ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রার্থী।

তারপর থেকে কেন ও কারেন প্রচণ্ড ব্যস্ত। প্রতিদিন তারা কাজের মধ্যে ডুবে যায়। দুপুরবেলায় সামনের স্ন্যাক্স বার থেকে আসা স্যাণ্ডউইচ কোনরকমে গলাধঃকরণ ও বিকেলে চার'টের সময় অফিস বন্ধ হওয়ার পর ছাড়া তাদের আরামের ফুরসত নেই। এক বিকেল কারেন কেনের উদ্দেশ্য বলল—'আজকাল দিনগুলো আমাদের কাছে খুব ভাল কাটছে। বাবা শুনলে আমাদের ওপর বেশ সন্তুষ্ট হবেন।' কেন হেসে জবাব দিল—'তাহলে মিটিং ফ্লপ হবার কোন আশঙ্কা নেই। হ্যামসকে ডেকে পাঠাব। খবরটা বিজয়-উৎসব করবার মতই আনন্দদায়ক। কি বলো মিস স্টার্নউড?'

কেন তার অফিস-ঘরে ঢুকে সেদিনের কাজগুলো একবার তদারকি করে ফোনের রিসিভারটা সবেমাত্র তুলেছে, উদ্দেশ্য হেড কোয়ার্টারে উন্নতির খবরটা জানানো, এমন সময় বাইরের অফিস ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। সম্ভবতঃ কোন মক্কেল এসে থাকবে। কৌতূহল বশতঃ সে তার নিজের অফিস ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি মেরে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে এটা শীতল রক্তের প্রবাহ নিচে নেমে এল। আগন্তুকের পরিচয়টা একবার নিজের মনে ভেবে নিল। আগন্তুক হলেন ডিটেকটিভ টম লেপস্কি। পাতলা ছিপছিপে লম্বাটে চেহারা, চোখ দুটি নীলাবরণ। তার সঙ্গে কেনের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, তবে সে তাকে পূর্বে দেখেছিল ও তার সম্পর্কে পরিচিত ছিল। তার এক গলফ্ খেলুড়ে বন্ধু আগন্তুক লোকটিকে দেখিয়ে বলেছিল—'দেখিস কেন, টেরেল চাকরী থেকে অবসর নিলে লেপস্কি পুলিশ চীফ হবে।' আর আজ সেই ধূর্ত গোয়েন্দা তার অফিসে এসে হাজির। বোধহয়, সেই দাড়িওয়ালা হিপি লোকটাই তাকে তাদের কথা বলেছে।

ওদিকে লেপস্কি কাউন্টারের উপর ঝুঁকে পড়ে কারেনের দিকে হাসাহাসি মুখ করে তাকায়। কোন যৌবনবতী মেয়ে দেখলে লেপস্কি তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারেন চিঠি টাইপ করছিল কাউন্টারের ওপর চোখ তুলে তাকাতেই লেপস্কির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। উঠে দাঁড়াতে গেল। তার স্তনদ্বয় দুলে উঠল। তা লেপস্কির দৃষ্টি এড়াল না, বরং সে উপভোগ করল, মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল—'মিস স্টার্নউড?'

কারেন লোকটির পরিচয় জানত, আর বুঝতেও পেরেছিল তার এরূপ কথা ও হাসির কারণ। নিজেকে আরও সেক্সি করে তুলতে চেষ্টা করল, দৃষ্টিতে হিল্লোল তুলে তাকাল লেপস্কির দিকে। নিজের থেকেই একটু নরম সুরে প্রশ্ন করল—'আপনি তো একজন পুলিশ অফিসার, আপনার ছেলে পুলে আছে?' প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। অপ্রস্তুত লেপস্কি আমতা আমতা করে বলল,—'ছেলে-পিলে, কেন, না আমি...'কারেনের পাল্টা প্রশ্ন—'আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত। আপনার মত একজন সু-পুরুষ বিয়ে করেনি, এটা অবিশ্বাস্য।'

লেপস্কি কারেনের সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছে, তাকে বোকা বানাতে চাইছে, তা সহজেই বুঝতে পারল লেপস্কি। বেড়ালের সামনে ইঁদুর দেখে ধরতে না পারার ব্যর্থতায় যেমন ফোঁস ফোঁস করে থাকে, তেমনি গজরাতে গজরাতে লেপস্কি কোনরকমে বলল—'মিস স্টার্নউড'! কিন্তু কারেন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল—'ওঃ বুঝেছি, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যা সংখ্যা বাড়াতে চান, এই তো? আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আগে যদি ইনসিওরেন্স করেন, সেক্ষত্রে প্রিমিয়াম অনেক কম লাগবে।'

লেপস্কি এখানে আসার আগে কারেন সম্পর্কে যে সব কথা শুনেছিল, তা সত্য লেপস্কি এবার আন্দাজ করতে পারল। হেস তাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিল কিন্তু পুলিশ চীফ টেরেলের পরামর্শ মতোই সে কারেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মেয়েটির গায়ে পড়া কথাবার্তা তার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হল। দৃঢ়স্বরে লেপস্কি বলল—'মিস স্টার্নউড, আমি একটা খুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি।'

কারেন সরলভাবে বড় বড় চোখ করে তাকালো—'তাই নাকি? তাহলে এই মুহূর্তে আপনি পরিবার বাড়াতে যাচ্ছেন না?'

কারেনের ঠোঁটে মহামারী হাসি। 'পরে হয়তো আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, করবেন তো?' তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লেপস্কি এবার পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে এল—'মিস্ স্টার্নউড, গতকাল রাত্রে আপনার কেবিন থেকে মাত্র এক'শো গজ দূরে একটি মেয়ে খুন হয়। আপনি তখন কেবিনে ছিলেন?'

কারেন স্বপ্নালু দৃষ্টিতে লেপস্কির দিকে তাকাল—'হ্যাঁ, আমি একাই ছিলাম। মিঃ লেপস্কি, কোন সময়ে আপনারও কি একা থাকতে ভাল লাগে না?'

লেপস্কির ক্রুর মন তাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলল—এই সেক্সি মেয়েটি হয়ত, তাকে বোকা বানাতে চাইছে। তাই সে পুলিশী কায়দায় জেরা করতে শুরু করল। 'আপনি কি কিছুই শুনতে পাননি? কোন আর্ত-চিৎকার? কিছুই নয়?'

'আমি তখন টেলিভিশন দেখছিলাম। আপনি কখনো টেলিভিশনের সামনে বসেন না? আপনার মত ব্যস্ত মানুষ টিভি দেখার সময় পাবেই বা কোথায়? তবে টি-ভি'র অনুষ্ঠানগুলো দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।'

লেপস্কি ঠোঁটে নেকড়ের হাসি ফুটিয়ে তুললেন। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন—তখনকার অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে।

কারেনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল, আমতা আমতা করে বলল—'ওহো, কিছু একটা দৃশ্য দেখছিলাম।' এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি কল্পিত অনুষ্ঠানের কথা বলল। পাল্টা প্রশ্ন করল—'আমার টিভি দেখার সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

লেপস্কির শান্ত কণ্ঠস্বর,—'এটা আমার জানা দরকার, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আপনি একটি গাড়ির যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পাননি?'

কারেন বিরক্তি প্রকাশ করে বলল—'আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি, আমি কোন শব্দ শুনতে পাই নি।'

সে মেয়েটির সম্পর্কে জানতে চাইল। লেপস্কি তাঁর পুলিশী চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করল কারেনের উপর। তারপর বলল—মিস স্টার্নউড-এ এক বীভৎস খুন। খুনী মেয়েটির ওপর যে রকম অত্যাচার করেছিল, তা আমি আর কাউকে দেখাতে চাই না, আপনি কেবিনে ছিলেন, তাই আপনি বেঁচে গেছেন।' কারেন শিউরে উঠে বলল—'উঃ কি ভয়ঙ্কর বীভৎস!'

কিন্তু লেপস্কি সেই পূর্বের প্রসঙ্গে। কারেনের দিকে নিক্ষেপ করলেন একই প্রশ্নবান। উত্তর পেলেন সেই একই।

কোন সূত্র না পেয়ে ডিটেকটিভ লেপস্কি বিদায় নেবার আগে কারেনকে বললে—'আপনাকে কোন উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই, তবুও একটা কথা আপনাকে বলি—একা একা ঐ কেবিনে থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। পুলিশের কর্তব্য নয়, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে এই কথাটি বললাম।'

অপরদিকে কারেন মুখে এক ক্রুক হাসির ঝলক ফুটিয়ে বললেন—'আপনি যথার্থই বলছেন, এ ব্যাপারে আপনার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ধন্যবাদ মিঃ লেপস্কি।'

লেপস্কি তার টুপিটা মাথায় পড়ে নিয়ে অফিসের বাইরের দরজার পথে এগিয়ে গেল।

লেপস্কি অদৃশ্য হবার পরই কেন কারেনের কাছে এসে দাঁড়াল, তাকে ভীষণ নার্ভাস দেখাচ্ছিল, মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কারেন তাকে প্রত্যক্ষ করে এরূপ আচরণের কারণ বুঝতে পারল, তাই সে বলল 'এসো, আরাম করে বসো কেন।'

কেনের চঞ্চল মন একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে থাকে কারেনকে। তার ভয় দাড়িওয়ালা লোকটি যদি তাদের সম্পর্কে পুলিশের কাছে জবানবন্দী দেয়, তাহলে তো কারেনের সকল জবানবন্দী মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

কারেন কথা বলতে বলতে তার ডেস্কে গিয়ে বসে—'ধরে নিলাম, ঐ লোকটি যা বলবে তা আমার বিরুদ্ধে যাবে, এমনও হতে পারে পুলিশের কাছে ওর বক্তব্য মিথ্যে মনে হতে পারে।' এরপর কারেন চিঠি টাইপ করতে শুরু করল।

বিকেল পাঁচ'টা বাজল, পুলিশ চীফ টেরেলের ঘরে উপস্থিত হয়েছে সার্জেন্ট বেইগ্‌লার, সার্জেন্ট হেস, ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড লেপস্কিও থার্ড গ্রেড জ্যাকবি, একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য সকলে এসেছেন। টেরেলের ডেস্কের উপর বিভিন্ন রিপোর্ট জমা হয়েছিল—হেসের রিপোর্ট, মেডিকেল অফিসারদের রিপোর্ট, লেপস্কি, জ্যাকবি ও অন্যান্য ডিটেকটিভদের রিপোর্ট।

টেরেল প্রথমেই মেয়েটি সম্পর্কে অবগত করাল সকলকে—মেয়েটির নাম জেনি ব্যান্ডলার, একজন নামকরা দেহ-পসারিনী, কয়েক বছর ধরে সে এই ব্যবসা চালিয়ে আসছে। ডঃ লুইসের রিপোর্টে বলা হয়েছে—মেয়েটির মাথায় প্রথমে আঘাত করা হয়, তারপর ধর্ষণ ও পরে শ্বাসরোধ করে খুন। শুধু এটাই নয়, তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। এটা থেকে বোঝা যায় খুনী একজন যৌন-কামুক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হিপিদের কেউই এসব প্রত্যক্ষ করেনি, কোন শব্দও শোনেনি আর এখানে কোন

খবর দেবার জন্য আজও ছুটে আসে নি।

হেস কথার মাঝে বলল, ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করে যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় পঞ্চাশ জন অন্তত ঐ ঘটনাস্থলের কাছাকাছিই ছিল। ওদের মুখ খুলতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে।'

টেরেল মাথা নেড়ে বলল— এতক্ষণ পর্যন্ত যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে আমাদের সকল সন্দেহ ঘনীভূত হয় ঐ লু বুন লোকটিকে ঘিরে। কারণ ঐ সময় সে যে স্থানটিতে ছিল, সেখান থেকে ঘটনাস্থলটি বেশ স্পষ্টগোচর। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার—ওর পোশাকে কোন রক্তের দাগ নেই!'

তবে আমি নিশ্চিত—লোকটি হয় হত্যাকারী অথবা সে কাউকে দেখে থাকবে। তার কথা বলার ঢং ও আচরণ দেখে মনে হয় সে মিথ্যে বলছে! ঠাণ্ডা মাথায় চতুরের মতো খেলেছে আমাদের সঙ্গে—'

হেস বলল—'তার কাছে অনেক টাকা আছে, টাকার জোরে সে যে কোন লোকের সঙ্গে ইচ্ছামতই ব্যবহার করতে পারে। সে হিপি কলোনিতে বেশ কিছুদিন কাটাতে চায়।'

টেরেল 'ওর' ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিলেন হেসকে। হেস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এরপর টেরেল এলেন মিস স্টার্নউডের কথায়। তার কেবিন ঘটনাস্থল থেকে মাত্র দু'শো গজ দূরে অবস্থিত।

লেপস্কি এবার মুখ খুলল—'মেয়েটির সঙ্গে আমি কথা বলেছি।' জবানবন্দিতে সে বলেছে, ঐ সময় সে নাকি টিভির অনুষ্ঠান দেখছিল। তার কথায় চালাকি স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে। তার বর্ণিত কোন অনুষ্ঠানই সেদিন টিভিতে হয়নি, আমি চেক করে দেখেছি। আমার অনুমান সেই সময় সে তার কোন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দৈহিক সংস্পর্শে লিপ্ত ছিল। সাপ্তাহিক ছুটিতে একা কেবিনে কাটানোর মেয়ে সে নয়।'

মাঝপথে টেরেল তাকে বাধা দিলেন—আমাদের মনে রাখতে হবে সে হল প্রভাবশালী মিঃ স্টার্নউডের কন্যা। আর ওটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এরপর তিনি জ্যাকবির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—'যে লোকটা সংবাদ দিয়েছিল, তার সম্পর্কে কিছু বল।'

জ্যাকবি বিবরণ দিল—'লোকটি ঝড়ের গতিতে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে কথা বলে যায়। গলার কণ্ঠস্বর থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় নি, তবে সে যে কোন বয়সের লোক হতে পারে, পুলিশের বিপক্ষ হতে পারে।'

টেরেল সকলের উদ্দেশ্যে বলল—'খুনটা খুনী নিজেও করতে পারে। লোকটা সেক্স ম্যানিয়াক, এরকম খুন সে আরো করতে পারে। আমাদের সজাগ হওয়া উচিত।' হেসের উদ্দেশ্যে বলল—'ফ্রেড, তোমার বাড়তি লোকের প্রয়োজন হলে আমি মিয়ামী থেকে আমাদের রিজার্ভ ফোর্স আনিয়ে নেব।'

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল, হেসের ফোন। রিসিভার মুখে রেখে কথা বলতে থাকে। সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা শেষ করে সে কথাটি পুনরায় রিপোর্ট করে। তার কথা হয়েছে জ্যাকের সঙ্গে। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। জ্যাক সেখানে একটি অদ্ভুত ধরণের বোতাম খুঁজে পেয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র তিনগজ দূরে গলফ্ বলের মতো দেখতে। বোতামটি বালির মধ্যে অর্ধেক গেঁথে ছিল, এটা একটা সূত্র হতে পারে।

হিপি কলোনির কেটি হোয়াইট রান্নার কাজ করছে। লু-বুন তাকে সাহায্য করছে। কেটির তৈরী স্পাঘেটি ও সস্ লোকেদের প্রিয় খাদ্য। খিদে পেলেই তারা তার কিচেনে আসে। এজন্য সে নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করে।

লু তার রান্না করা খাবার খেতে খেতে তার সঙ্গে নানান কথা বলতে থাকে। কেটি লু-বুনের দাড়ি, মাসল, সবুজ চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কেটি তাকে সুপারম্যান বলে ভাবতে শুরু করেছিল। সেও খানিকটা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল।

এবার লু-বুনের পরিচয় একটু জানা যাক। লু-বুন মাত্র ১৭ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে,

আইনের ছাত্র সে। কিন্তু মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে এসে এ প্রান্ত সে প্রান্ত ঘুরে বেড়ায়। রেস্তোরাঁর কাপডিশ ধোয়া, গ্যারেজে গাড়ি মোছা সর্বকাজেই সে দক্ষ। সে উপলব্ধি করেছিল দুনিয়াটাতে টাকাই সব। সে স্বপ্ন দেখল—সে এক বিরাট ধনী-ব্যক্তি হয়ে গেছে।

তিন দিন পূর্বে সে জ্যাকসন ভিলায় এসেছে। নিঃস্ব লু হাঁটতে হাঁটতে কনফেডারেট পার্কে এল। পার্কের বেঞ্চে বসে থাকা এক সুন্দর পোশাক পরা ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়লে বুন তার ব্যাগটি নিয়ে উধাও হয়। তার থেকে সে চার'শো ডলার পায় আর সেই টাকাতেই সে এখন হিপি কলোনিতে কেবিন ভাড়া করে রয়েছে।

কেটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায়, সে দু'বছর এই কলোনিতে রয়েছে। লু-বুন ও কেটি পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলতে বলতে কারেন স্টার্নউডের কথায় আসে। বুন কেটির কাছে কারেন-এর পরিচয় জানতে চায়।

কেটি বলল—মেয়েটি ভাল, সে ধনী পিতার একমাত্র কন্যা হলেও হিপি কলোনির এক সদস্যা। মাঝে মাঝে এখানকার একটা কেবিনে সে রাত কাটাতে আসে। লু'কে বিস্মিত হতে দেখে কেটি তাকে বোঝায়—কেবিনটি তার প্রেমকুঞ্জ। আর কারেন কামুক প্রকৃতির মেয়ে। সব সময় একটা না একটা পুরুষকে নিয়ে সে থাকতে চায়। আর মেয়েটির বাবা একজন সত্যিকারের কাজ পাগলা লোক। তার বাবা সিকোম্ব শহরে একটি শাখা অফিস খুলেছে। মেয়েটি কাজ করে সেখানে। কেন ব্রাভ্‌ন সেখানকার ইনচার্জ।

এরপর তারা এল ব্রাভ্‌ন প্রসঙ্গে। কেটির ধারনায় কেন ঠিক গ্রেগরী পেকের মত। একবার তার সঙ্গে এই শহরেই কেটির বচসা হয়, তারপর থেকেই কেটির জীবনের মোড় ঘোরে।

লু-বুন ব্রাভ্‌ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নিতে চাইল। প্রত্যুত্তরে কেটি বলল—ব্রাভ্‌ন বিবাহিত, তারা সুখী-দম্পতি। তার স্ত্রী ডাঃ হেনজের কাছে কাজ করে। সম্প্রতি ধনী বংশের মেয়েরা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়লে ডাঃ হেনজ তাদের অপারেশন করে দেয়। সর্বশেষ কেটির মন্তব্য—ব্রাভনের মত সাথী পেলে যে কোন মেয়েই ধন্য হয়ে যাবে।

লু ভাবল অধিক কৌতূহল দেখালে কেটি হয়ত সন্দেহ করতে পারে। সে প্রসঙ্গ পাল্টে কেটির নিজস্ব প্রশ্নে এল—'তুমি কতদিন এই কলোনিতে থাকবে?'

কেটির রাগান্বিত স্বরে উত্তর—'আমার আর যাওয়ার জায়গা বা কোথায় আছে?'

লু তাকে সান্ত্বনার স্বরে বলল 'যেখানেই যাও না কেন তোমার চাহিদা ঠিক থাকবে। পুরুষদের আকর্ষণ করবার মত শরীর তোমার আছে।' তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল—'আমি বাইরে একবার ঘুরে আসি, তুমি সাবধানে থেকো।'

লু তার কেবিনে ফিরে আসে। একটা টেলিফোন ডায়রেক্টরীর পাতা নিয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে একসময় কেন ব্রাভনের ঠিকানাটা পায়। একটুকরো কাগজে কেনের ঠিকানা ও ফোন নম্বর টুকে নিল।

মুখের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ভাবতে লাগল পরবর্তী কার্যক্রম। ব্ল্যাকমেল করবার পক্ষে এটা একটা বড় সুযোগ।

মনে মনে ভাবতে লাগল ঘটনার দিন ব্রাভ্‌ন হয়ত বেশী রাত পর্যন্ত বাইরে থাকার দরুন স্ত্রীর কাছে মিথ্যে অজুহাত দিয়ে থাকবে। বোধহয়, এটাই তার প্রথম বাইরে বেশিক্ষণ থাকা। এবার শুধুমাত্র বাকী কেনের আর্থিক অবস্থাটা নিরীক্ষণ করা। একটা সাধারণ পোশাক পড়ে সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেকআপের দিক থেকে সন্তুষ্ট সে। কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা হাইওয়ে, সিকোম্বের বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখল বাসে প্রচণ্ড ভীড়।

মুহূর্তের মধ্যে সে চলে এল কার স্ট্যান্ডে, সেখান থেকে ১৫৫ ডলার ভাড়ায় একটা গাড়ি নিল। পাঁচ'শো মাইল দূরস্থিত প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কোম্পানীর শাখা অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হল। বেলা এক'টা নাগাদ সে অফিসের মাত্র কুড়ি'গজ ব্যবধানে উপস্থিত হল। গাড়িটাকে সেখানে পার্ক করল। গাড়িতে বসে বসে সে তার পরবর্তী কার্য নির্ধারণ করবার সময়ই দেখল কেন তার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে কুইক লাঞ্চ বার-এ ঢুকল। লু-বুন তাকে একবার মাত্র দেখেই চিনতে পারল। এরপর সে গাড়ি থেকে নেমে শহরের একটি দোকানে গিয়ে শহরের ম্যাপ সংগ্রহ করল। গাড়িতে ফিরে এসে ম্যাপের ওপর চোখ রেখে খুঁজতে লাগল লোটাস স্ট্রীট।

ম্যাপের নির্দেশানুযায়ী গাড়ি এগিয়ে চলল। দু'পাশে ছোট ছোট বাংলো আর ভিলা। গাড়িটা রাস্তার মোড়ে পার্ক করে হেঁটে এল সে। ব্রাভনের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। একনজরে তার বাংলোটা দেখে আন্দাজ করে নিল বাংলোটার দাম পাঁচ হাজার ডলারের অধিক বই কি কম হবে না।

আবার সে ফিরে এল সিকোম্বোর শাখা অফিসে। সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পর দেখল বেশ কয়েকজন নিগ্রো অফিসে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত চিন্তাভাবনা করবার পর সেও অ্যাসুরেন্স অফিসে গিয়ে ঢুকল।

সেই মুহূর্তে এক চিন্তাগ্রস্থ নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল কারেন। প্রবেশ পথেই লু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখতে লাগল। লু চিনতে পারল মেয়েটিকে। ওদিকে কারেনও তাকে চিনতে পারল, তার দেহের মধ্যে চমক জাগান একটা শিহরণ খেলে গেল।

কারেন কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে লু-বুনের দিকে তাকাল, থেমে বলল—এক মিনিট। প্রত্যুত্তরে সে বলল পার্কিং-এর সমস্যা রয়েছে। একটু পরেই সে ফিরে আসবে জানিয়ে চলে গেল।

কারেন জোর করে অন্য খদ্দেরদের দিকে মন দেবার চেষ্টা করল কিন্তু নতুন আগন্তুকের চেহারা মনে হতেই এক অজানা ভয় তাকে গিলে খেতে লাগল। একটা নিগ্রো লোক তার দশ'টা ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়েছে। কারেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে পলিসি বিক্রির মাধ্যমে এই অফিস তাঁর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে চায়।

।। তিন ।।

বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা জেমস স্টুয়ার্টের মত অবিকল দেখতে একটি লোক পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল। দীর্ঘদেহ ও মাথায় ধুসর রং-এর চুল। তার কথাবার্তা, হাবভাবে ব্যবহারে জেমস স্টুয়ার্টের অনুকরণ স্পষ্ট বোঝা যায়।

লোকটির নাম পিট হ্যামিলটন শহরের টি.ভি নেটওয়ার্কের ক্রাইম রিপোর্টার, তার কাজ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঘটনা ও অপরাধমূলক খবর সংগ্রহ করা। এই কাজের দরুন সমাজের সর্বস্তরে তার প্রতিপত্তি, বিশেষতঃ পুলিশ মহলে তার আনাগোনা বেশী দেখা যায়।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকবার মুখেই সার্জেন্ট ট্যানারের ডেস্ক, তাকে অতিক্রম করে সোজা চলে এল বেইগলারের ছোট্ট অফিসে।

'হাই জো, কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি আকাশে উড়ছি তাই যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলাম।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলার পর নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল বেইগ্‌লারের ডেস্কে। পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে বেইগ্‌লারকে প্রশ্ন করল—'জেনি ব্যান্ডলারের কোন খবর আছে? তোমরা এতদিনেও কোন খবর সংগ্রহ করতে পারো নি? এতদিন কি ঘোড়ার ঘাস কাটছিলে?'

বেইগ্‌লার তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কেবলমাত্র একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হল হ্যামিলটনকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। কিন্তু হ্যামিলটনের এমন প্রভাব যে তাকে কেউ সেরকম রূঢ় ব্যবহার করতে পারে না।

বেইগ্‌লার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—'আমরা বোধহয় এক সেক্স ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছি। বলাৎকার করা ছাড়া খুনীর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। এধরণের অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া বেশ কষ্টকর। আপনাকে নিশ্চয় এক কথা বারবার বলার আবশ্যকতা নেই, আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।'

বেইগ্‌লারের স্বভাব হল কোন তদন্তের কাজ শেষ না হলে সে মুখ খোলে না। হ্যামিলটন মেয়েটির সম্পর্কে জানতে চাইলে বেইগ্‌লার জানায়—জেনি ব্যান্ডলার একজন নামকরা দেহ পসারিনী। দুর্ঘটনার দিন কোন আগন্তুককে নিশ্চয়ই প্রস্তাব করে থাকবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য...?

হ্যামিলটন মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। বেইগ্‌লারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল—তাহলে নারী মাংসলোভী ঐ লোকটি আবার এরকম ঘটনা ঘটাতে পারে। শহরের সকল

যুবতী মেয়েদের সাবধান করে দেওয়া উচিত। আর এজন্যে শহরের মেয়র হেডলি এবং তোমার উচিত সবাইকে লাল সংকেত জানানো। যাতে কোন খুন না হয়, সেজন্য এটাই তোমাদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে আমি মনে করছি।

হ্যামিলটন আতঙ্কিত, কারণ বাড়িতে রয়েছে তার পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে। বেইগ্‌লার তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল—'দেখুন, মিঃ হ্যামিলটন, এ ব্যাপারে পুলিশ চীফ ও মেয়রের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তাছাড়া ঘটনাটা মাত্র তিনদিন আগে ঘটেছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই খুনীর প্রকৃতি নির্ধারণ না করে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনার কাছে একটা অনুরোধ—'আপনি এই খুনের বিষয়ে কাগজে লেখালেখি বন্ধ রাখুন, আমাদের কাজে অগ্রসর হবার সুযোগ দিন, যাতে এই শহরে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে—সেটা আপনার এবং আমাদেরও দায়িত্ব।'

হ্যামিলটন প্রতিবাদ করল—'আমরা লেখালেখির দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি করি না, তবে তুমি কিভাবে বিশ্বাস করতে বলো যে, খুনের কোন সূত্র পুলিশ খুঁজে বার করতে পারে নি?'

তীর্যক দৃষ্টিতে বেইগ্‌লার হ্যামিলটনের দিকে তাকায়। রাগত স্বরে বলে—'আপনার যা খুশী তাই বলতে পারেন, তবে আমাদের কাজে কোন গাফিলতি নেই।'

হ্যামিলটন জিজ্ঞাসা করল—'মেয়েটির ফটো পেয়েছো?'

বেইগ্‌লার একটা পোলারয়েড প্রিন্ট তার সামনে তুলে ধরল।

হ্যামিলটন ভাল করে নির্ধারণ করল, তারপর বলল—'মেয়েটি সত্যিই নিম্নস্তরের বেশ্যা ছাড়া কিছু নয়। নিজের দুর্ভাগ্য সে নিজেই ডেকে এনেছে।'

এরপর হ্যামিলটন বিদায় নিয়ে সোজা রাস্তায় চলে এল। ওদিকে লেপস্কি ও জ্যাকবি পোশাকের দোকানগুলোতে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারা হেনরি লেভিন-এর দর্জির দোকানের সামনে গাড়ি থামাল। চারবার তারা দোকানে এসে ফিরে গেছে।

তারা গাড়ি থেকে নেমে দোকানে গিয়ে মালিকের খোঁজ করল। মিঃ লেভিন বুদ্ধিমান ও প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, মোটাসোটা চেহারার লোক। গলফ্ বলের বেতামটা দেখা মাত্রই তিনি চিনতে পারলেন।

লেপস্কি জানতে চাইল—এরকম বোতাম দেওয়া জ্যাকেট কে কে কিনেছিল আপনার দোকান থেকে?

মিঃ লেভিন অফিস রেকর্ড থেকে চারজনের নাম লেখা একটা স্লিপ তুলে দিলেন লেপস্কির হাতে। এরপর লেপস্কি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দোকান থেকে সোজা গাড়িতে চলে এল। জ্যাকবিও তাকে অনুসরণ করল।

স্লিপটিতে চোখ বোলাতে প্রথমেই নামটা লেপস্কিকে যথেষ্ট বিস্মিত করে দেয়। সে মৃদু চীৎকার করে বলে—'কেন ব্রাড্ন? এই বোতামটাই তার দুর্ভাগ্যস্বরূপ তাকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেয়।'

জ্যাকবি তার কথায় বাধা দেয়—তুমি কি করে নিশ্চিত হলে কেন খুনী? আমরা তো এখনও জানি না, এরকম কটা বোতাম তার জ্যাকেট থেকে হারিয়ে গেছে।

লেপস্কি কোন এক আশার সন্ধানে উত্তেজিত হয়ে বলল—'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সে অবশ্যই বোতাম হারিয়েছে এবং ঘটনার দিন সে ঐ মেয়েটির সঙ্গে দৈহিক-সংস্পর্শে লিপ্ত ছিল।' সে জ্যাকবির দিকে এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—'ডিনামাইটের মত অমন একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এলে তোমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত?'

শান্ত স্বরে জ্যাকবি উত্তর দিল—'আমি হলে মিস স্টার্নউডকে একা ছেড়ে আসতাম কারণ আমার মাথায় থাকত চাকরীর চিন্তা।'

লেপস্কি ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—'তুমি ছেলে মানুষের মত কথা বলছ। আমি নিশ্চিত কেন ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছিল।'

জ্যাকবি তর্ক না করে তার কথা মেনে নিয়ে বলল—'ধরলাম, সে কারেনের সঙ্গে ছিল কিন্তু তাতে খুনের কোন যোগ থাকতে পারে না। তুমি ভুল করছ কেনকে দোষী বলে।' জ্যাকবি কেন সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত কারণ তার সঙ্গে কেনের ইনসিওরেন্স ব্যবসাঘটিত পরিচয় রয়েছে। সে

খুব ভাল করে জানে, কোন নারীর সঙ্গে নিজের অজ্ঞতাবশতঃ দৈহিক-মিলনে আবদ্ধ হতে পারে কিন্তু অপরিচিত মেয়েকে ধর্ষণ করা, তার কাজ হতে পারেনা।

কিন্তু লেপস্কি তার বক্তব্যে অনড়। সে বলতে লাগল—ধর, এমনও তো হতে পারে কারেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেন ফেরবার পথে খুনীর মুখোমুখি হয়ে যায়। তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, কেন দুর্ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিল। এমন তো হতে পারে, কেন তার জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর পর সেই ধর্ষিতা মেয়েটিকে হত্যা করে পালায়। চীফের কাছে রিপোর্ট করব, তিনি যদি সবুজ সংকেত দেন, তাহলে তখন আমরা ব্রান্ডনের কাছে যাব, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে।

জ্যাকবি মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলতে পারল না, কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করল—'এই বোতাম লাগানো কোটের অধিকারী আরও তিনজন, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে না?'

লেপস্কি নামের তালিকায় চোখ বোলাল। দ্বিতীয় নামটি সান ম্যাক্সী—ওয়ার্কস-এর ডেপুটি কমিশনার। গত সপ্তাহ থেকে সে নিউইয়র্কে রয়েছে। তৃতীয় নামটি হ্যারী বেন্টলি, গলফ্ খেলোয়াড়। সে লেপস্কির পরিচিত, তাকেও অকারণে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, আর চতুর্থ জন সিরাস গ্রেগ। লেপস্কি নিজের মনে ভাবতে লাগল—এই লোকটাই তো গত পাঁচমাস আগে একটা পথ দুর্ঘটনায় নিহত হন? লোকটা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। এই লোকটাকে সন্দেহের তালিকা থেকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে। স্টীয়ারিং হুইলের উপর হাত রেখে সে ভাবতে লাগল—তাহলে সকল সন্দেহ গিয়ে পড়ছে কেন ব্রান্ডনের উপর।

জ্যাকবি তার মনের ভাব বুঝতে পেরে লেপস্কিকে বলল—গ্রেগ পোশাক বিলাসী ছিলেন। এখন আমাদের জানা দরকার তার স্ত্রী ঐ পোশাকগুলোর কি হাল করছে লেপস্কি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। সে বলল—'হ্যারী বেন্টলির খোঁজখবর আমি নেব, আর তুমি গ্রেগের খবর নাও।'—জ্যাকবি গাড়ি থেকে নামবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলল—'আমি একটু হাঁটতে চাই।'

লেপস্কি তার গাড়িতে স্টার্ট দিল। তার গাড়ি দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত জ্যাকবি অপেক্ষা করল, তারপর লেভিনের দোকানে গেল।

প্রথমেই সে জানতে চাইল—মিঃ গ্রেগ কবে জ্যাকেটটা কিনেছিলেন? লেভিন নিচু স্বরে অনেকটা দুঃখ ও আবেগমিশ্রিত স্বরে বলল—বেচারা গ্রেগ, যেদিন গায়ে চাপায় সেইদিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এটা সাতমাস আগেকার ঘটনা। একটি যুবক চোরাই গাড়ি চালিয়ে আসছিল, তার গাড়িতে সাংঘাতিক ভাবে ধাক্কা মারে। তারা দুজনেই নিহত হয়। এটা একটা ট্র্যাজেডি বটে!

গ্রেগ সম্পর্কে জানা হলেও জ্যাকেটটার বর্তমান দশাটা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করল জ্যাকবি। প্রচলিত প্রবাদ বাক্য কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বার হবার মতই লেভিনের কাছ থেকে জ্যাকবি গ্রেগের পারিবারিক গোলযোগ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলেন। তার সারমর্ম এইরূপ—মিঃ গ্রেগ একজন ধনী ও বীর্যবান ব্যক্তি। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। অপরদিকে মিসেস গ্রেগ একজন বিপজ্জনক মহিলা। তার সঙ্গে মিঃ গ্রেগের বনিবনা হত না। মিসেস গ্রেগের কাছে তার স্বামীর তুলনায় গুরুত্ব ছিল সদ্যোজাত শিশুর। তার একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি একজন ক্যাথলিক ছিলেন এবং ভাল লোক ছিলেন। বেচারা, অনেক কষ্ট পেয়েছে। জ্যাকবি একবার ভাবল—এসকল ঘরোয়া কথা শুনতে গিয়ে সময় নষ্ট করছে না তো? জ্যাকবি জানতে চাইল মিঃ গ্রেগের ছেলেটি কি করে? তারা বর্তমানে কোথায় থাকে সেটা জেনে নিল চটপট সে তার নোটবুকে 'একাসিরা ড্রাইভ'—স্থানটির নাম লিখে রাখল। লেভিন তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল—মিসেস গ্রেগ ভাল লোক নন। টাকার জোরে তিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন। কোন পুলিশ অফিসার তার কাছে যাক, তা সে চায় না।

জ্যাকবি ঠিক করল—সে একটা রিপোর্ট লিখে কেসটার তদন্তের ভার লেপস্কির ওপর দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করবে। লেভিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল সে।

এদিকে সিকোম্ব প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কোম্পানীতে এক আতঙ্কের রেশ। কারেন লু-বুনের খবর কেনকে জানাল। কেন যেন ভয়ে একেবারে গুটিয়ে গেল, শুকনো গলায় সে কারেনকে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?' কারেন একটু থেমে বলল—'লোকটি দাঁড়িগোফ কামিয়ে ফেলেছে, চুল ছোট করে ছেঁটেছে, তবুও আমি নিশ্চিত। গতকালের রাতে আমরা ঐ

লোকটিকেই দেখেছিলাম। লোকটা আমাকে যাচাই করতে এসেছিল, তার ধূর্ত চোখের চাহনি আর হাসি দেখে মনে হয় সে আমাদেরকে চিনতে পেরেছিল আর ঐ ব্যাপারেই সে আমাদের এখানে এসেছে।'

আতঙ্কিত কেন কারেনকে প্রশ্ন করল—'এখন সে কি করবে বলে ধারণা করা যায়?'

—'আমি কি করে জানবো? তবে আমার মনে হয় না, পুলিশকে জানাবে সে।'—সংক্ষেপে জানাল কারেন।

'সে নিশ্চয়ই কোন মতলব এঁটে এখানে এসেছে'—হাতের ঘাম রুমালে মুছতে মুছতে বলল কেন।

'তুমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছ, এরকম ঘটনা তোমার ক্ষেত্রে প্রথম হলেও সমাজে হাজার ঘটছে, আর ঘটবেও।'—কারেনের দ্বিধাহীন জবাব পেয়ে কেন ডেস্কের উপর হাত চাপড়ে মৃদু চীৎকার করে বলে উঠল—'এই ঘটনার গুরুত্ব কতখানি, তা তুমি বুঝতে পারছ না কারেন। তুমি একবার ভেবে দেখ, তোমার বাবা যদি জানতে পারেন, আর সেই সঙ্গে আমার স্ত্রী—তাহলে আমার জীবনটা ব্যর্থতায় পরিণত হবে।'

কারেন যেন বিরক্ত হল এই সকল কথা শুনে। সে বলল—'আমার মত মেয়েকে উপভোগ করার সময় এসব কথা চিন্তা করা তোমার উচিত ছিল। তোমার এসব কথায় মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। তুমি এখন যেতে পারো। আমার অনেক কাজ আছে।'

বিমূঢ় কেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কারেনের দিকে। সত্যিই তো সে, কারেনের মত বহুভোগ্যা এক নারীর দেহ উপভোগ করেছে কয়েক মিনিট নয়, কয়েক ঘণ্টা ধরে। তখনই সে কেটির সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবনকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে ঠেলে দিয়েছে অনিশ্চিতের অন্ধকারে।

নানান ধরনের চিন্তা তার মাথায় জট পাকাতে লাগল। এমন সময় তার ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল ; হেডকোয়ার্টার থেকে মিঃ স্টার্নউডের ফোন। দূরভাষে এক মহিলা তাকে এই সংবাদটা দিল এমনভাবে, মনে হয় সে যেন পোপের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দূরভাষের অপরপ্রান্তে শোনা গেল মিঃ স্টার্নউডের কণ্ঠস্বর।

—'ব্রান্ডন? হ্যামস বলছিল তুমি খুব ভাল কাজ করছ। আমি তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি। এর উপযুক্ত ফল তুমি অবশ্যই পাবে।'

কেন ধন্যবাদ জানাল, একটু থেমে স্টার্নউড তাঁর মেয়ের সংবাদ জানতে চাইলেন, ব্রান্ডনের কেমন লাগছে তার সঙ্গে কাজ করতে—তাও জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সাবধানও করে দিলেন—ব্রান্ডন এই অফিসের ইনচার্জ। সে হেতু কারেনের বাচালতা ও বেয়াদপি যেন কেন সহ্য না করে।

কেন একটু ইতস্ততঃ করছিল। ভাবল, কারেনকে হেড অফিসে বদলি করবার এটা একটা বড় সুযোগ কিন্তু বলতে পারল না। তার কণ্ঠস্বর বলে উঠল—ও বেশ স্মার্ট, ও ভালভাবেই কাজ করছে।

ভালো ব্রান্ডন! তবে ওর কাজের ওপর নজর রাখবে—তার পরেই লাইনটা কেটে গেল।

কেন তার চেয়ারে আরাম করে বসল, তার হাতে কাজ রয়েছে অনেক। এমন সময় কারেন তার অফিস ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কেনের উদ্দেশ্যে বলল—'আমার ডেট আছে, আজ চললাম। কাল আবার দেখা হবে।'

কেন কোন উত্তর না দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচ'টা বেজে পঞ্চান্ন। আর পাঁচ মিনিট পরেই আফিস বন্ধ হবে। কারেন অফিস থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় লু-বুন অফিসে ঢুকল। কারেন তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, লু বুঝতে পারল কারেন তাকে অবশ্যই চিনতে পেরেছে। কারেন নিজেকে পাল্টে বুনকে বলল—'আজকের মতো আমাদের অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, আপনাকে কালকে আসতে হবে।'

লু-বুন দাঁত বের করে হাসল, জিজ্ঞাসা করল— ব্রান্ডন আছে? তোমাদের দুজনের সঙ্গেই আমার দরকারী কথা সারতে কয়েক মিনিট লাগবে।'

কারেন তার নাম জানতে চাইলে সে বলল—'আমাকে লু বলে ডাকতে পার।' তাদের কথাবার্তার অওয়াজ ততক্ষণে কেনের কানে গেছে। সে উঁকি মেরে দেখল আগন্তুককে। তারপর

ড্রয়ার খুলে টেপটা চালু করে দিল। নিজেকে শক্ত করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে কারেন ও লু কেনের দরজার সামনে এসে গেছে। কারেন পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেবার পর কেনকে বলল—'উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।' সকলেই কেনের অফিস ঘরে এসে বসল। প্রথমে লু-ই মুখ খুলল। কিছুটা দেঁতো হাসি হেসে সে কেনের উদ্দেশ্যে বলল,—'হাই দোস্ত। গত রাতে আপনি ওই মেয়েটিকে সঙ্গ দিয়েছিলেন?'

কেন রুক্ষস্বরে বলল—'আপনি কি বলতে চাইছেন? সহজ ভাষায় পরিষ্কার করে বলুন।'

ক্রুদ্ধস্বরে বুন বলে উঠল—'আপনারা বেশ ভাল করেই জানেন, আমি কি বলতে চাইছি। আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না।' তারপর সে গলার স্বর নামিয়ে কেনের উদ্দেশ্যে বলল—'ঘাবড়াবার কিছু নেই, আসুন ভাল ভাবে কথাটা আলোচনা করা যাক।' কারেন একটা ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে ঝুঁকে পড়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল—'এটা কি একটা ঘেরাও?'

বুন তার দিকে চেয়ে দেখল, বুঝতে পারল সে এক রহস্যময়ী-নারী। কয়েক মুহূর্ত পরে বুন বলল—'খুব বেশী স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো না বেবী। জান হয়ত তোমার প্রেমকুঞ্জের কাছে গতরাতে একটি মেয়ে খুন হয় এবং সে সময়ে তোমরা দুজন দৈহিক সুখে লিপ্ত ছিলে। ফেরবার পথে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি প্যাডলারস ক্রীকের খোঁজ চাইলে তোমরা আমাকে পথ বাতলে দিয়েছিলে। আমি জানি তোমরা কেউই মেয়েটাকে খুন করনি।' সে বলতে থাকল—'আজ সকালে পুলিশ ও ডিটেকটিভ-এর দল এসেছিল। তারা আমার ঘর ও আমার পোশাক তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছে রক্তের দাগ বা প্রমাণ পাওয়ার জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে গেছে। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি ঘটনাস্থলের কাছে কাউকে দেখেছি কিনা। আমি তোমাদের কথা বলিনি, আর যদি বলে দিতাম তাহলে এতক্ষণে সকলেই জেনে যেত তোমরা দুজনে গত রাতে কেবিনে ছিলে এবং কি করছিলে। আমি তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছি, সুতরাং আমার জন্যে তোমাদেরও কিছু করতে হবে। তাই নয় কি?'

কারেন বা কেন কেউই মুখ খুলল না। একটু থেমে লু বলল—'শোন দোস্ত। ব্যাপারটা এরকম হলে ভাল হয় না? আমার টাকার দরকার। তোমরা দুজনে আমাকে আর্থিক সাহায্য করবে।' কেনের দিকে ফিরে সে বলল—'তোমার স্ত্রী এক ডাক্তারের অধীনে কাজ করে যার পেশা হল গর্ভপাত ঘটানো। সুতরাং আমাকে আর্থিক সাহায্য করতে তোমার কোন অভাব হবে না।' তারপর কারেনের দিকে ফিরে বলল—'আর বেবী! তুমি ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা হওয়ার দরুণ তুমি স্বেচ্ছাচারী হয়ে জীবন পালন করছ। আমরা তিনজন যদি এই শর্তে রাজী হয়ে যাই, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের চলার পথ সহজ হয়ে যাবে, কোন সমস্যা থাকবে না।'

কেন এক মুহূর্তেই ভেবে নিল এটা ব্ল্যাকমেল ছাড়া কিছু নয়। অর্ধেক খোলা ড্রয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল রেকর্ডারের স্পুলটা তখনও ঘুরছে, রেকর্ড চালিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। কারেনের দিকে সে তাকিয়ে দেখল নির্বিকার ভাবে কারেন বসে রয়েছে। সকলেই চুপ। বাধ্য হয়ে লু মুখ খুলল—আমার উপকারের প্রতিদান স্বরূপ তোমাদের দিতে হবে দশ হাজার ডলার। তাহলে তোমাদের ও আমার কোন সমস্যা থাকবে না। এখন তোমরা বল, আমার এই চুক্তি তোমরা মেনে নিচ্ছ কিনা।'

কারেনের চটজলদি জবাব শোনা গেল—আমাদের কাছ থেকে তুমি একটা পয়সাও পাবে না। তোমার মত জঘন্য চরিত্রের লোকের সঙ্গে কোন বোঝাপড়াই আমরা করতে চাই না।

লু শান্ত গলায় বলল—আমি জানতাম, তোমরা বোকার মত কাজ করবে। আর এও জানি কি করে তোমাদের আয়ত্তে আনা যায়। সে তার শার্টের পকেট থেকে দুটো চিরকুট বার করল। একটা কেনের হাতে ও অপরটি কারেনের হাতে দিয়ে তাদেরকে পড়তে বলল।

কেনের চিঠিটাতে লেখা ছিল :

মিসেস ব্রাউন,

আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন, ২২ তারিখের রাতে প্যাডলারস ক্রীকে কারেন স্টার্নউডের কেবিনে কি করছিলেন!

—একজন শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে, যার কোন অসঙ্গতি কিংবা ভেজালে বিশ্বাস নেই।

অপরদিকে কারেনের চিঠিটা ছিল এরকম—

মিঃ জেফারসন স্টার্নউড :

আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করুন, ২২ তারিখের রাত্রে প্যাডলারস্ ক্রীকে তার কেবিনে আপনার কর্মচারী কেন ব্রাণ্ডনের সঙ্গে কি করছিল!

—একজন শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে, যার কোন অসঙ্গতি কিংবা ভেজালে বিশ্বাস নেই।

লু উঠে পড়ল। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—এবার তোমরা দুজনে আলোচনা করে নাও কি করবে? তিনদিন পরে আমি আসব। টাকাটা তৈরী রেখ। একেবারে নগদ চাই, তোমরা যদি বোকামী কর, তাহলে চিঠিগুলো যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।' ধীর পদক্ষেপে সে দরজা পেরিয়ে গেল। একসময়ে বাইরের দরজাও বন্ধ হল।

কেন তখন কাঁপা কাঁপা হাতে রেকর্ডারের বোতামটা টিপে দিল। কারেন বুঝল—লুর কথাগুলো রেকর্ড হয়ে গেছে। এজন্যে কারেন কেনকে সমর্থন জানিয়ে বলল—আমরা এটার দ্বারাই ঐ শয়তানটাকে কব্জা করতে পারব। টেপটা আমায় দাও, আমি পুলিশের কাছে যাব।'

কেনের ফ্যাকাশে মুখ আরো বেশী বিবর্ণ হয়ে উঠল, সে আঁতকে ওঠার মত বলে উঠল—'এ তুমি কি বলছ? পুলিশ যখন তার বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলের চার্জ আনবে। সেও তখন মুখ খুলবে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।'

কারেন প্রতিবাদ করে বলে উঠল—তার মানে, আমরা দশ'হাজার ডলার ঐ শয়তানটার হাতে তুলে দেব। কেন বলল—'আমার এত টাকা নেই।' কারেন নিজেকে পাল্টে নিয়ে বলল—'আমারও অতো টাকা নেই। ওকে চিঠিগুলো পাঠাতে দাও। আমি আমার বাবাকে বোঝাব আর তোমার স্ত্রীকে বোঝানোর দায়িত্ব তোমার। কথা বলতে বলতে সে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—আমার অনেক দেরী হয়ে গেল। কাল আবার দেখা হবে।'

কারেন চলে গেল। কেন ভাবতে লাগল, কেটিকে সে কি করে বোঝাবে? আজ চার বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয় নি। তাই তাদের বিয়েটা আজো সুখের রয়েছে। একমুহূর্তে সে ভেবে নিল—চিঠিটা পৌঁছানোর আগেই কেটিকে সব কথা বলতে হবে। কিন্তু যদি তার সংসার ভেঙে যায়! কেটি যদি দুঃখ পায়! সে নিজের মনকে প্রবোধ দিল, তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাদের প্রেম কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা উপলব্ধি করে সে বুঝতে পারে, তার ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত। চিন্তাটা তাকে বিমর্ষ করে তুলল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছটা। অফিস বন্ধ করে তার শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে গিয়ে বসল। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে গেল—কি করে কথাটা কেটির কাছে পাড়বে, তাকে বোঝাবে। স্ত্রীর কাছে সে অবিশ্বাসী হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে গাড়ি গ্যারেজ করবার পর সে লবিতে পা রাখল। কেটি তাকে দেখামাত্রই তার কাছে ছুটে এল।

কেটিকে চঞ্চল দেখে সে ভয় পেল। শয়তানটা কেটির সঙ্গে দেখা করে নি তো? চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। কেটির গলার আওয়াজে তার চমক ভাঙল—'কেন, তুমি ফিরে এসেছ। তোমাকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

কেন উদ্বেগ প্রকাশ করল—'কি হয়েছে প্রিয়তমা, আজ তোমাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।'

'মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাবার হার্ট-অ্যাটাক করেছে, এসময় মা আমাকে তাঁর পাশে পেতে চান। আমিও যেতে চাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা প্লেন ছাড়বে। আমি সেটা ধরতে চাই। তুমি আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবে।'—এক নিশ্বাসে দ্রুত কথাগুলো বলে গেল কেটি।

কেটির মা-বাবা আটলান্টায় থাকেন। বাবা একজন সফল অ্যাটর্নি। কেন তাঁর অনুরক্ত। খবরটা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। সে তার নিজের সমস্যার কথা একেবারে ভুলে গেল। কেটির দু'চোখে জলের ধারা দেখে তারও মন ভেঙে গেল। সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে সে বলল—'ওর অবস্থা কি খুবই খারাপ? আমি খুবই দুঃখিত।' কেটি বলল—'আমার তো সেই রকমই মনে হয়।'

বিমান বন্দরের দিকে তারা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় কেটি বলল—'তোমাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে, জানি না, ওখানে কতদিন থাকতে হবে। ফ্রীজে যথেষ্ট খাবার রয়েছে, চালিয়ে নিতে পারবে তো?'

কেন তার হাতের উপর হাত রাখল—'ওটা কোন সমস্যা নয়। আমার জন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না। ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে যাই।'

কেটির চোখে জল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কেনের নিজের সমস্যার কথাটা একবার মনে এল। ভাবল, কেটির অনুপস্থিতিতে ঐ চিঠি এলে কেন তা ছিঁড়ে ফেলতে পারবে।

পুলিশ চীফ টেরেল তার ডেস্কের পেছনে বসে লেপস্কির রিপোর্ট শুনছিল। লেপস্কি তার রিপোর্ট শেষ করে নিজের মন্তব্য পেশ করল—'হ্যারী বেন্টলিকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। সারা সন্ধ্যা সে ক্লাব হাউসে ছিল। তার জ্যাকেটটাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। কোন বোতাম খোয়া যায়নি। এখন বাকি গ্রেগ ও ব্রান্ডন।'—একটু থেমে সে বলতে শুরু করল—'আমার অনুমান সারাটা সন্ধ্যায় কারেনের সঙ্গে কাটাবার পর সে মেয়েটির মৃতদেহ বা মেয়েটিকে খুন করতে পারে? তাই আমি ভাবছি তার উপর চাপ সৃষ্টি করব কিনা।'

টেরেল চিন্তা করে বলল—'তার জ্যাকেটটা পরীক্ষা করে দেখ আর খোঁজ নাও মেয়েটি খুন হবার সময় সে কি করছিল? ব্রান্ডনের মত লোক সেক্স ম্যানিয়াক হতে পারে তা অবিশ্বাস্য। আর কারেন স্টার্নউডের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কৌতূহলের দরকার নেই।'

লেপস্কি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। সে টেরেলের উদ্দেশ্যে বলল—'শুনেছি মিসেস গ্রেগ নাকি দারুন ধূর্ত।' প্রত্যুত্তরে টেরেল—'হ্যাঁ মিসেস গ্রেগের সঙ্গে সাবধানে কথা বলবে। ওর অনেক টাকা আছে আর সেই সঙ্গে একজন প্রভাবশালী লোকও বটে।'

হেড কোয়ার্টারে পুলিশ চীফ ও ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেডের মধ্যে যখন আলোচনা সম্পূর্ণ হল তখন ঘড়ির কাঁটা আট টার ঘর ছাড়িয়ে কিছুটা দূর গেছে। লেপস্কি ভাবল—ব্রান্ডন নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার বাংলোতে ফিরে এসেছে। আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল সে। সে জ্যাকবিকে সঙ্গে নিয়ে কেনের বাংলোর দিকে গাড়ি ছোটাল।

তখন কেন এয়ারপোর্ট থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। সে নিজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেটির বাবার চিন্তায় মগ্ন ছিল। একটা কলিংবেলের আওয়াজ তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে ফেলল।

দরজা খুলে সে দেখতে পেল লেপস্কি ও জ্যাকবি। সে আশঙ্কাও করছিল এ ধরনের কোন ব্যাপার ঘটতে পারে। আতঙ্কিত কেনের মুখের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করল লেপস্কি। সে পুলিশী গলায় নিজের ও জ্যাকবির পরিচয় দিল।

কেন নিজের মনকে শক্ত করে তাদের লাউঞ্জে নিয়ে এসে বসাল। কেন নিজের থেকে জিজ্ঞাসা করল—'কি, ব্যাপার বলুন তো?'

লেপস্কি ধীরে ধীরে যে কোন কাজে এগোন পছন্দ করে। ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করতে থাকে। কেনের চোখ মুখের চেহারা তার সন্দেহকে প্রবল করে তুলল।

লেপস্কিই কেনের উত্তর দিল—আমরা একটা খুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি, মিঃ ব্রান্ডন। পকেট থেকে একটা গলফ্ বল বোতাম বার করে কেনের সামনে রাখল, জিজ্ঞাসা করল—'এটা কি আপনার?'

কেন কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল—আমার তো মনে হয় না। এক অদ্ভুত-আতঙ্ক তাকে গ্রাস করেছে এবং যা সকলেরই দৃষ্টিগোচর।

লেপস্কি আবার বলতে শুরু করে—ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে এই বোতামটা পাওয়া গেছে। এটা একটা অদ্ভুত ধরনের বোতাম, যা সচরাচর কেউ ব্যবহার করে না। টেলর লেভিনের কাছ থেকে জেনেছি যে চারজন এই ধরনের জ্যাকেট কিনেছেন, তাদের মধ্যে আপনি একজন। আপনার সেই জ্যাকেটটা দেখতে পারি?'

কেন দেখাতে না চাইলেও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—হ্যাঁ কেন দেখাব না। এখনি সেটা নিয়ে আসছি। সে শয়নকক্ষে গিয়ে আলমারি খুলে জ্যাকেটটা বার করে দেখলো বোতামগুলি ঠিক রয়েছে। তার মুখে হাসির রেশ ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে ক্ষিপ্রপদে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে এসে লেপস্কির হাতে জ্যাকেটটা তুলে দিল। লেপস্কি গোয়েন্দার চোখ নিয়ে জ্যাকেটটা খুঁটিয়ে দেখল। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল—কিছু মনে করবেন না ব্রান্ডন,

আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য, আসলে পুলিশের কাজই হল সবাইকে সন্দেহ করা। ব্যর্থ লেপস্কি কেনকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে প্রশ্ন করল—মেয়েটি গতকাল রাত আট'টা থেকে দশ'টার মধ্যে খুন হয়। সেই সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

কেন অপ্রস্তুত ভাবে বলল—'সে সময় আমি বাড়িতেই ছিলাম। আমার শালির বিবাহবার্ষিকী ছিল কিন্তু মাঝপথে আমার গাড়ি বিকল হয়ে পড়ায় আমি বাড়িতে চলে আসি এবং আমার স্ত্রীর ফেরা পর্যন্ত জেগেই তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। ঐ ব্যাপারে আপনি আমার ভায়রা ভাই -এর কাছে খোঁজ নিতে পারেন। তার নাম জ্যাক ফ্রেমবি, কর্পোরেশনের উকিল।' লেপস্কি বুঝতে পারল কেন মিথ্যা বলেছে। সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল, তারপর উঠে দাঁড়াল। যাবার আসে তাকে কষ্ট দেবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল লেপস্কি।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে জ্যাকবিকে বলল লেপস্কি—'লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। মনে হয়, সে নিশ্চয়ই খুনীকে দেখে থাকবে। তাকে দেখে মনে হয়, সে নিশ্চয়ই কোন কথা লুকোচ্ছে।' তারপর তারা মিসেস গ্রেগের বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি ছোটাল। দেখি সেখানে আবার কি কৌতুক নাটকের অভিনয় হয়।'

তারা দশ মিনিটের মধ্যে একাসিরা ড্রাইভে পৌঁছে গেল। জায়গাটা অবসরপ্রাপ্ত ধনী ব্যবসায়ীদের জন্যে সংরক্ষিত, সামনে বিশাল-সমুদ্র। প্রত্যেক ভিলার সামনে-পেছনে এক একর জমির ওপর বাগান। চমৎকার সাজান-গোছান ভিলাটি। মিসেস গ্রেগের ভিলাটা রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে।

মিসেস গ্রেগের ভিলাটি দোতলা, সাদা ও নীল রং-এর। দু'জন ডিটেকটিভ লন পেরিয়ে প্রবেশ পথের সাদা দরজার সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক সময় লেপস্কিই বেল টিপল। তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ডান দিকে সুইমিং পুল, আর বাঁদিকে চার'টে গ্যারাজ। একটা গ্যারাজে সিলভার শ্যাডো রোলস চোখে পড়ল, বাকি তিন'টে গ্যারাজ বন্ধ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর লেপস্কি আবার বেল টিপল।

এরপর দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর্চবিশপের মত দেখতে শীর্ণ-রোগাটে দীর্ঘদেহী একটা লোককে দেখা গেল। পরনে কালো ও হলুদ রং-এর ডোরাকাটা পোশাক।

লোকটির চোখদুটো ভাবলেশহীন, ঠোঁট দুটো কাগজের থেকেও পাতলা। লেপস্কির দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভ্রূ তুলে তাকাল সে। লেপস্কি পুলিশী গলায় বলল—'মিসেস গ্রেগের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

লোকটি বলে উঠল—স্যার, এইসময় ম্যাডাম কারোর সঙ্গে দেখা করেন না। তার কণ্ঠস্বর যেন কবরের নিচ থেকে উঠে এল।

লেপস্কি তার ব্যাজটা তুলে ধরে বলল—'আমরা পুলিশের লোক।'

লোকটা পুনরায় বলল—তিনি এখন বিছানায়। আপনারা বরং কাল সকাল এগারোটায় আসুন।

লেপস্কি লোকটির পরিচয় জানতে চাইল—স্যার রেনল্ডস ও মিসেস গ্রেগের পার্টনার।

লেপস্কি কথার জের টেনে বলল—মিসেস গ্রেগকে ঠিক এই সময় বিরক্ত করতে চাই না, তবে আমরা একটা খুনের তদন্ত করতে এসেছিলাম। পকেট থেকে একটা গলফ্ বলের আকারের বোতাম বার করে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল—'দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা?'

রেনল্ডস ভাবলেশহীন মুখে সেটা একবার দেখল। ঘাড় নেড়ে জানাল—'হ্যাঁ, এরকম বোতাম আমি আমার মৃত প্রভু গ্রেগের জ্যাকেটে ব্যবহার করতে দেখেছিলাম।'

রেনল্ড্স জানাল—জ্যাকেটটা অন্যান্য পোশাকগুলোর সঙ্গে স্যালভেসন আর্মিতে পাঠানো হয়েছে গ্রেগের মৃত্যুর দু'মাস পরে।

লেপস্কি জানতে চাইল—জ্যাকেটটার কোন বোতাম খোয়া গেছে কিনা? রোনাল্ডস কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল—'আমি এতো সব খুঁটিয়ে দেখিনি।' ধন্যবাদ জানিয়ে তারা ফিরে এল। গাড়িতে উঠে জ্যাকবিকে বলল সে—'লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল সে মিথ্যে বলছে। তুমি বরং আগামীকাল স্যালভেসন আর্মিতে গিয়ে চেক করো। হয়ত সেই জ্যাকেটটা খুঁজে পাওয়া যাবে।'

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফিরে যেতে যেতে লেপস্কি বলল—'লেভিনের মত ক্লাস ওয়ান টেলর নিশ্চয়ই আসল দামী জ্যাকেটটার সঙ্গে বাড়তি বোতাম সংগ্রহ করে থাকবে।'

কৌতূহল হল জ্যাকবির—'তোমার মনে হঠাৎ এরকম কথা এল কেন? কোন মতলব আঁটছ নিশ্চয়ই।'

লেপস্কি তার উত্তর দিল, কেবলমাত্র মুচকি হেসে। হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে প্রথমে ফোন করল লেভিনের বাড়িতে। অনেকক্ষণ ধরে তারা কথা বলল। জ্যাকবি তাদের কথা আন্দাজে বোঝার চেষ্টা করল। কথা শেষ করে লেপস্কি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। তারপর জ্যাকবির দিকে ফিরে বলল—'আমার অনুমান যদি সত্য হয়, অর্থাৎ ব্রান্ডনের জ্যাকেটে যদি ডুপ্লিকেট বোতাম পাই, তাহলে কালকেই ওকে অ্যারেস্ট করব।'

।। চার ।।

দু'জন ডিটেকটিভের সঙ্গে রেনল্ডস-এর কথাবার্তা লাউঞ্জের দরজা ফাঁক রেখে অ্যামেলিয়া শুনছিল। দুজন ডিটেকটিভের অপ্রত্যাশিত আগমনে সে যেমন ভীত হয়েছিল, তেমনি চমকিত। অ্যামেলিয়াই হল মিসেস গ্রেগ। দীঘল ও ভারিক্কী চেহারার অ্যামেলিয়ার বয়স প্রায় ষাট ছুঁতে যাচ্ছে। রুক্ষ্ম-পাতলা চুল, বিরাট গোলাকৃতি মুখে তার ছোট-ছোট ধূসর রং-এর চোখ ও ছোট নাকটা যেন বেমানান। তার মুখে সর্বদাই একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়।

লেপস্কি তার স্বামীর জ্যাকেটের প্রসঙ্গ তুলতেই সে চমকে উঠল, আবার রেনল্ডস যখন তাদেরকে বলল যে জ্যাকেটটা স্যালভেসন আর্মিতে দিয়ে এসেছে! আসলে এই মুহূর্তে রক্তমাখা জ্যাকেটটা বেসমেন্ট বয়লার রুমে পড়ে আছে। তার সঙ্গে স্ল্যাকস ও জুতো জোড়াও রাখা আছে সেখানে। দরজা থেকে জানালা পর্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সে পায়চারি করছিল। ডিটেকটিভ দু'জন চলে যাবার পর তার বেঢপ বুকের উপর হাত রেখে লাউঞ্জের একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল। চোখে মুখে হতাশা ও অসহায়তার ছাপ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল বিগত কয়েক দিনের ঘটনা।

কয়েক মাস আগে একটা মোটর দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা যায়। দীর্ঘ সাতাশ বছরের বিবাহিত জীবন তাদের সুখের ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর অ্যাটর্নি অ্যামেলিয়ার হাতে তুলে দেয় একটি খাম। খামের উপর লেখা ছিল 'আমার মৃত্যুর পর কেবল খোলা যেতে পারে।' মিঃ গ্রেগ তাঁর স্ত্রীর কাছে পেয়েছিলেন শুধু অবহেলা। তাই উইল অনুযায়ী তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা পায় একমাত্র পুত্রসন্তান ক্রিমপিন। উইলে ক্রিমপিনের প্রতি নির্দেশ ছিল সে যদি মনে করে, তার মাকে এককালীন কিছু অর্থ দিতে পারে। অ্যামেলিয়াকে লেখা চিঠিতেও সেই প্রতিশোধের আগুনের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

অ্যামেলিয়া,

তোমার জীবনে কেবল মাত্র দু'টি জিনিস গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম আমার সম্পত্তি হস্তগত করা। দ্বিতীয় আমাদের ছেলের উপর কর্তৃত্ব করা। আমি জানি, আমাদের ছেলে তোমার মত রুক্ষ-স্বভাবের হয়েছে। তাই আমি ঠিক করেছি, আমার সমস্ত এস্টেটের মালিক হবে সে, যাতে করে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তুমি যেমন আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছো।

সেও যেন ঠিক তোমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করে। তুমি যেদিন আবিষ্কার করবে ক্রিমপিন আর তোমার অধীনে নেই তখন তোমাকে তার আসল রুদ্রমূর্তি দেখাবে। সে হবে তোমার থেকেও ভয়ঙ্কর কঠোর প্রকৃতির। তবুও এই সম্ভাবনার কথা মনে কবে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। আমার এই উইল তুমি পরিবর্তন করতে পারবে না। আর ক্রিমপিন যদি মারা যায় তাহলে আমার সমস্ত এ্যাস্টেটের অধিকারী হবে ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আর তুমি পাবে মাত্র দশ হাজার ডলার। আমাদের ছেলের উপর অন্ধভাবে কর্তৃত্ব করে তুমি তাকে ভিন্ন ধরনের পুরুষ হিসাবে গড়ে তুলেছ। আমার টাকা সে হাতে পেলে তুমি এই নির্মম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে, আর তখন আর আমি এই জগতে থাকব না।

চিঠিটা পড়বার পর অ্যামেলিয়া তার স্বামীর এ ধরণের কথাকে পাগলের প্রলাপ মনে করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। স্বাধীন হবে ক্রিমপিন? আবার হাসল সে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সে ক্রিমপিনের ওপর কর্তৃত্ব করে গেছে আর ভবিষ্যতেও করবে। অ্যামেলিয়া তাকে কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজে যেতে দেয়নি, পাছে মাথা বিগড়ে গিয়ে লোফার তৈরী হয়ে যায়। বাড়িতে দামী শিক্ষক রেখে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই অয়েল পেইন্টিং করার দিকে ক্রিমপিনের ঝোঁক ছিল। তাই অ্যামলিয়া তার প্রাসাদ বাড়ির উঁচু তলায় একটা সুন্দর স্টুডিও সাজিয়ে দিয়েছিল। মাঝে মধ্যে ক্রিমপিন বিচিত্র ধরনের ছবি আঁকে, তার অর্থ কারোরই বোধগম্য হয় না। তার মধ্যে অন্যতম একটি হল—কালো রং-এর আকাশ, লাল রং-এর চাঁদ, কমলালেবু রং-এর সী-বিচ। এক চিত্র বিশেষজ্ঞকে দিয়ে এই সকল ছবির অর্থ বিচার করবার প্রয়াস চালায় মিসেস গ্রেগ। টাকা খেয়ে স্বভাবতই সেই চিত্র বিশেষজ্ঞ রায় দেয়, অস্বাভাবিক তার প্রতিভা। তার ব্যক্তিগত মতামত থেকে জানা যায় এইসব স্মৃতি অসুস্থ মনের পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তার স্বামীর লেখা চিঠির মন্তব্যটাও বারবার মনে হত। তার স্বামীর একতরফা দলিলটা ইতিমধ্যেই বেশ যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে। এর থেকে রেহাই পাবার মতলবও সে ঠিক করে ফেলেছে।

টপ ফ্লোরটি ক্রিমপিনের স্টুডিও। তার অনুপস্থিতিতে অ্যামেলিয়া স্টুডিও-তে গিয়ে দেখল, ইজেলের উপর বিরাট ক্যানভাসটা তার চোখে পড়ল। একটি মহিলার অসমাপ্ত ছবি, কমলালেবু রঙের বালির ওপর শুয়ে আছে, তার পা দুটি ছড়ান, তার যোনিদেশ থেকে রক্তের ধারা নেমেছে।

হতবাক অ্যামেলিয়া স্থির দৃষ্টিতে পেন্টিংটি দেখতে থাকল। সে ভাবতে লাগল যেমন করেই হোক তার এই ধরনের শিল্পকলা বন্ধ করতে হবে। হঠাৎ সে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখল রেনল্ডস দাঁড়িয়ে বিরাট হল ঘরের মধ্যে। পঁচিশ বছরের এই ভৃত্যটি তার স্বামীর কাছে অপছন্দের হলেও অ্যামেলিয়া ও তার ছেলের কাছে খুবই বিশ্বস্ত। স্বামীর সঙ্গে মোকাবিলা করা বা যৌবনে পৌঁছানো ক্রিমপিনকে কি করে হাতের মুঠোয় রাখা যায় এসব পরামর্শ রেনল্ডসই দিয়েছে। মিসেস গ্রেগ রেনল্ডস-এর পরামর্শ ছাড়া এক'পাও চলতে পারেন না। অপরদিকে কুঁড়ে, অলস ও মদ্যপ লোকটি বুঝেছিল মিসেস গ্রেগের খাস খানসামার পদ বজায় রাখতে পারলে দামী স্কচের জোগান পাওয়া যাবে। তাই দুজনেই নিজেদের স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে তুলেছিল। অ্যামেলিয়া রুক্ষস্বরে জানতে চাইল—'ক্রিমপিন কোথায়?'

রেনল্ডস জানাল সে এখন মিঃ গ্রেগের স্টাডিরুমে রয়েছে।

মিঃ গ্রেগ তার স্টাডিরুমে বসে এস্টেটের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করত। কিন্তু সেখানে ক্রিমপিন কি করতে পারে?

অজানা-আশঙ্কা ও কৌতূহল নিয়ে সে ছুটে গেল সেখানে। তখন ক্রিমপিন তার শৈল্পিক আঙুলের ফাঁকে পেনসিল নিয়ে তার বাবার এস্টেটের দলিলপত্র গভীর মনযোগ সহকারে দেখছিল। অ্যামেলিয়া ঘরে ঢুকে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল—'তুমি এখানে কি করছ?'

ক্রিমপিনের চোয়াল দুটি শক্ত হল। কঠোর দৃষ্টি ফেলে সে তার মায়ের দিকে তাকাল, তারপর শোনা গেল একটি ধাতব কণ্ঠস্বর—'বাবা মারা গেছেন। এখন তাঁর সব কাগজপত্র আমাকেই তো দেখতে হবে।'

তার রোবট কণ্ঠস্বর শুনে অ্যামেলিয়ার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেল। এরকম কণ্ঠস্বর সে পূর্বে শোনে নি। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অ্যামেলিয়া তাকে বলে—'তুমি কি করছ, তোমার বাবা সকল সম্পত্তির মালিক তোমাকে করলেও আমার সাহায্য ছাড়া এসব কাজের মোকাবিলা করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি বরং তোমার শিল্পকলা নিয়ে থাক, আর ঐদিকটা আমিই দেখছি।'

ক্রিমপিন তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল—'আমি কিছুই ছাড়ছি না। তোমার রাজত্ব শেষ এবার আমার পালা। অনেকদিন ধরে আমি এজন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি।'

রাগে-উত্তেজনায় অ্যামেলিয়া চীৎকার করে উঠল—তুমি জান, কার মুখের ওপর কথা বলছ তুমি? আমি তোমার মা, আমার কথা শুনে চলবে; যাও, এখুনি তোমার স্টুডিওতে ফিরে গিয়ে তোমার কাজে মন দাও।

কিন্তু ক্রিমপিন তার মায়ের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, হাতের পেন্সিলটা

ডেস্কের ওপর রেখে হাত গুটিয়ে একগুঁয়ের মত বসে রইল। এসময়ে ক্রিমপিনকে অ্যামেলিয়ার মার্টিন মামার মত মনে হল। কয়েক বছর পূর্বেকার স্মৃতি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

অ্যামেলিয়া তখন মাত্র দশ বছরের মেয়ে। তার মার্টিন মামা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে এক বিলাসবহুল হোটেলের একটি ঘরে গিয়ে উঠল। তখন মামার চোখে মুখে অন্য রূপ। এক ভয়ঙ্কর লোলুপ দৃষ্টি অ্যামেলিয়াকে গ্রাস করছিল। 'আমার সোনা মেয়ে, জান তো কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাইরে ঘুরতে হলে কিছু দিতে হয়। এটা হল দেওয়া-নেওয়ার যুগ'—বলতে বলতে মার্টিন মামা এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দিল। অ্যামেলিয়া কি করবে ভেবে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে এইসব কাণ্ড ঘটে গেল। অ্যামেলিয়া শেষ চেষ্টা করল। সে মরীয়া হয়ে তাকে কোন রকমে ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করে ওঠে আর বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নেয় নিজের লজ্জা ও মামার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। তার চীৎকারে হোটেলের কর্মচারী ও খানসামারা ছুটে আসে এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ তাকে পাগল সাব্যস্ত করে পাগলাগারদে পাঠায়। সেখানে সে নাকি আত্মহত্যা করে।

নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল ক্রিমপিন খানিকটা তার মার্টিন মামার চরিত্র পেয়েছে। ঐ মুহূর্তেই তার মনে পড়ল তার স্বামীর চিঠির মন্তব্যটি। 'ক্রিমপিন অন্য পুরুষদের থেকে আলাদা। আমার টাকা হাতে পেলে ও তোমারই মত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে।'

ছেলের এই আচরণ স্পষ্ট করে দিল যে ছেলের উপর জোর খাটানোর দিন তার শেষ হয়ে গেছে। ক্রিমপিন তার ঘোলাটে চোখ নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর—'এই কাগজটা নাও'—ডেস্কের ওপর থেকে একটা কাগজের সীট তুলে নিয়ে অ্যামেলিয়ার হাতে দিয়ে পড়তে বলল এবং শীঘ্রই তার মতামত জানাতে বলল,—'এবার তুমি আসতে পার'—ক্রিমপিনের ঝাঁঝালো উক্তিটি কানে যাবার পর অ্যামেলিয়া কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে কাঁপা কাঁপা পদক্ষেপে লাউঞ্জে চলে এল। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল রেনল্ডস। সেও তার মনিবের পেছন পেছন এসে লাউঞ্জের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাব হাত থেকে সেই কাগজের টুকরোটা নিজের হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগল।

কাগজের সব বক্তব্যটি এইরূপ—অ্যামেলিয়া যদি তার নতুন বাড়িতে তার সঙ্গে থাকতে চায় ভাল, সে বাড়ি থেকে বাৎসরিক আয় সে পাবে পঞ্চাশ ডলার। আর সেটা মনঃপূত না হলে বছবে দশ হাজার ডলার নগদ নিয়ে অন্য যে কোন জায়গা করে নিতে পারে। বর্তমানের এই বাড়িটি বিক্রি করা হবে। বাড়ির পুরাতন জনাদশেক কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে। রেনল্ডস থাকবে তার কর্ত্রীর সঙ্গে এবং তার মাইনে বছরে আরো এক হাজার ডলার বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাতে যদি সে রাজী না হয় তো তাকে বরখাস্ত করা হবে। অ্যামেলিয়া ফিসফিস করে বলল—'ক্রিমপিন নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে।'

এদিকে রেনল্ডস ভাবছিল—এটা তো তার পক্ষে বেশ ভালই হল, বাড়তি এক হাজার ডলার দিয়ে সে অনায়াসে স্কচের খরচ চালিয়ে নিতে পারবে। আর যদি এতে রাজী না হয়, তাহলে তার চাকরী যাবে।

তাই সে অ্যামেলিয়াকে বলল—'ম্যাডাম, মিঃ ক্রিমপিনের প্রথম প্রস্তাবে আপনি রাজী হয়ে যান। উনি অস্বাভাবিক প্রকৃতির লোক হয়ে উঠেছেন। ওর শেষ পরিণতি দেখার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। অ্যামেলিয়া তার বিবাহিত জীবনে এই প্রথম কাঁদল।

এরপরই ক্রিমপিনের সঙ্গে অ্যামেলিয়া, রেনল্ডস ও ক্রিসি নামক এক বয়স্কা মহিলা একাসিরা ড্রাইভের নতুন ভিলায় উঠে আসে।

ভিলার টপ ফ্লোরটা ক্রিমপিনের। একতলায় রেনল্ডসও অ্যামেলিয়ার শোবার ঘর। ক্রিসিকেও একতলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ভাল ঘর দেওয়া হয়। নতুন ভিলাটি অ্যামেলিয়ার বেশ পছন্দসই হয়েছে।

এই ক্রিসি বেশ ভাল রাঁধতে জানে। সে জন্ম থেকেই বোবা। এইজন্যেই হয়ত ক্রিমপিন তাকে রেখে দিয়েছে। টপ ফ্লোরটা পরিষ্কার করবার জন্য সেখানে ঢোকার অনুমতি পেয়েছে কেবলমাত্র ক্রিসি। কিন্তু রেনল্ডসের সন্দেহ ক্রিসি ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝতে পারে, কে কার বিষয়ে কোন কথা

বলছে। সে মাঝে মাঝে ভিলার বাইরেতেও যায় কেনাকাটি করবার জন্যে।

এদিকে ক্রিমপিন সারাক্ষণই তার অ্যাপার্টমেন্টে কাটায়। রেনল্ডস তার খাবার উপরে পৌঁছে দিয়ে আসে। অ্যামেলিয়া ধরে নেয়, সে তার স্টুডিওতে ছবি আঁকার কাজ করছে। মাঝে মাঝে সে যখন তার রোলস নিয়ে বেরোয় অ্যামেলিয়া ধরে নেয়, সে, অ্যান্টনি লুশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছে।

অ্যামেলিয়া এতদিনে তার ছেলের ওপর সব কর্তৃত্ব হারিয়েছে। সে বরাবরই সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রায়ই সে তার বাড়িতে ককটেল পার্টি কিংবা প্যারাডাইস সিটির কোন বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় নৈশভোজে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করত কিন্তু এখানে এসে সব কিছুই বন্ধ। কেউ প্রশ্ন করলে ছেলের শিল্প কলা ও নিরিবিলি পরিবেশের দোহাই দিয়ে মনের ভাব গোপন করে রাখতে হয়। তার ধারণা, ক্রিমপিন একদিন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর থেকেও ভাল ছবি আঁকবে। তাই সে বাধ্য হয়ে পঞ্চাশ ডলার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

একদিন ক্রিমপিন রোলস নিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। ক্রিসিও বাজারে গেছে। কৌতূহলবশতঃ অ্যামেলিয়া ক্রিমপিনের বন্ধ ফ্লোরে গিয়ে হাজির হল। সঙ্গে রেনল্ডসও গেছে। একটুকরো তার গলিয়ে ক্রিমপিনের অ্যাপার্টমেন্টের তালা খোলা হল।

স্টুডিওর সর্বত্র ভয়ঙ্কর বীভৎস ছবি। অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা অ্যামেলিয়ার। ছবিগুলোর বিষয় ছিল এরকম—নগ্ন নারী, কমলালেবু রঙের বালির উপর শুয়ে আছে। মাথার উপর রক্তলাল চাঁদ, কালো সমুদ্র। কোন কোন ছবিতে নগ্ন মেয়েটির দেহের টুকরো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আরও একটি ক্যানভাস, এই ছবিতে যে নারীকে দেখানো হয়েছে তা অ্যামেলিয়ার, রক্তাক্ত দাঁতগুলো কামড়ে ধরে রয়েছে পুরুষের একটি পা, ময়লা সাদা ও লাল স্ট্রাপের ট্রাউজারের আড়ালে সেই পাটা ঝুলছিল। এই ট্রাউজারটি তার স্বামীর। প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সে রেনল্ডস-এর কাঁধে ভর দিয়ে ক্রিমপিনের স্টুডিও থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে চলে এল। তারপর অ্যামেলিয়া কিছুটা ব্রান্ডি গলাধঃকরণ করে একটু সুস্থবোধ করল। ওদিকে রেনল্ডস ততক্ষণে কয়েক পেগ স্কচ খেয়ে নিয়েছে। অ্যামেলিয়া রেনল্ডসের কাছে পরামর্শ চাইল, কি করবে? রেনল্ডস এক মুহূর্তেই ভেবে নিল—ক্রিমপিনের বিরোধিতা করলে চাকরিটা খোয়াতে হবে। সে অ্যামেলিয়ার উদ্দেশ্যে বলল—'ওর পরিণতি দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

অ্যামেলিয়াও ভাবছিল ছেলের সকল কীর্তিকলাপ, তার পাগলামী মেনে নিয়ে পঞ্চাশ ডলারের আশায় চুপ চাপ থাকা, নতুবা তাকে দশ হাজার ডলার বছরের শেষে আয় করতে হবে।

তার কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় জেনি ব্যান্ডলার খুন হয়। নৈশভোজের পর অ্যামেলিয়ারা টিভি দেখছিল। রেনল্ডস হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করেছে। অ্যামেলিয়ার উদ্দেশ্যে বলল—'ম্যাডাম, শীগগির বয়লার রুমে চলুন।'

দারুণ ভয়ে অ্যামেলিয়া রেনল্ডস-এর সঙ্গে বয়লার রুমে গিয়ে যা দেখল, তা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ফার্নেসের সামনে স্তূপীকৃত হয়ে ছিল তার অপরাধের সাক্ষ্য গলফ্ বল বোতাম লাগানো জ্যাকেট, ধূসর রং-এর স্ল্যাক্স, সাদা ও নীল চেক সার্ট, আর সোয়েটার জুতা। সব পোশাক ও জুতো জোড়ার ওপর রক্তের দাগ থিক্‌থিক্ করছিল। জ্যাকেটের ওপর পিন দিয়ে আঁটা ছিল একটি চিরকুট তাতে নির্দেশ দেওয়া ছিল—'এগুলো ধ্বংস করে ফেল।'

ওরা লাউঞ্জে ফিরে এল। অ্যামেলিয়া আগের মত আবার টিভির সামনে বসল। আর সেই মুহূর্তেই টিভিতে হ্যামিলটন নিহত জেনীর মৃতদেহের বর্ণনা দিচ্ছিল। শেষ পর্যায়ে এসে হ্যামিলটন বলল—সেক্স ম্যানিয়াক খুনীকে যখনই কেউ স্বচক্ষে দেখবে সে যেন তখনই স্থানীয় থানায় খবর দেয়। এই বিকৃত-রুচির লোকটি গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত শহরের কোন যুবতী নিরাপদে থাকতে পারছে না।'

খবরটা শুনে রেনল্ডস কাঁপা কাঁপা হাতে টিভির সুইচ বন্ধ করে দিল।

অ্যামেলিয়া তখন গোঙাতে গোঙাতে বলতে থাকে—'না, আমি বিশ্বাস করি না, ক্রিমপিন একাজ কখনই করতে পারে না।' পরক্ষণেই অ্যামেলিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্রিমপিনের আঁকা বীভৎস ছবিটি। তার আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর নির্দেশ দিল রেনল্ডসকে—'এখনি রক্তমাখা পোশাকগুলো পুড়িয়ে ফেল। বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে চাই।' ঠিক সেই সময় লেপস্কি

ও জ্যাকবি তাদের ভিলায় এসে ঢুকেছিল।

ম্যাক্স জ্যাকবি পরদিন সকালে দর্জি লেভিনের কাছ থেকে গলফ্ বোতাম লাগানো জ্যাকেটটি নিয়ে স্যালভেসন আর্মিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পৌঁছল। জিন ফেড্রক, শহরের ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া উপহার বিতরণের ইনচার্জ সে। ফ্রেডক জোর গলায় জানিয়ে দিল—'মিঃ গ্রেগের অন্য পোশাকের সঙ্গে এরকম জ্যাকেট আসেনি।'

ওদিকে কেন ব্রাস্ডন অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তখন বাজে আট'টা পনের। কেন ভাবতে পারেনি লেপস্কি আবার আসবে। নতুন আশঙ্কায় তার মুখখানা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। লেপস্কি পুলিশী গলায় 'সুপ্রভাত মিঃ ব্রাস্ডন, আপনার কাছে ঐ জ্যাকেটটির ডুপ্লিকেট বোতাম রয়েছে তো? আমার সেগুলো একবার দেখা দরকার।'

কেনের মনে হল তার সারা মুখ থেকে রক্ত বুঝি নিমেষে উধাও হয়ে গেল। মুখের ভাব পাল্টে সে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল—'ডুপ্লিকেট বোতাম লেভিন দিয়েছিল কিনা আমি ঠিক বলতে পারছি না। তাছাড়া এ বিষয়ে আমার স্ত্রীই জানবে। সে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা করে থাকে। কিন্তু সে এখন এখানে নেই। তার বাবার অসুখ। সে মা-বাবার কাছে অ্যাটলান্টায় রয়েছে। ফিরে এলে আমি ডুপ্লিকেট বোতাম সেটের কথা জিজ্ঞাসা করব।'

লেপস্কি জোর দিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী ফেরা মাত্রই জেনে খবরটা দিতে আমাকে ভুলবেন না। অন্য কোন জ্যাকেট থেকে এই বোতাম খোয়া যায়নি। আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখেছি।

কেন মাথা নেড়ে বলল—'ঠিক আছে। আমি নিশ্চয়ই জেনে বলব।'

লেপস্কি চলে যাবার পর কেন তার শোবার ঘরে ছুটল। আলমারি খুলে দেখল—বোতাম রাখার বাক্সতে ডুপ্লিকেট সেটটা রয়েছে। জ্যাকেটটা ভাল করে দেখল—প্রতিটি হাতে তিনটি বোতাম, সামনের দিকে তিনটি। তার মানে মোট ন'টি। কিন্তু বাক্সের সব বোতামগুলো খুঁটিয়ে গোনার পর দেখল একটি বোতাম কম পড়ছে।

তার দেহে শিহরণ খেলে যায় এখনি হয়ত সে লেপস্কির কাছে ধরা পড়বে। কারেনের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রসঙ্গটাও উঠতে পারে। চোখ বুজে ফেলে ভয়ে। কেটির কথা ভাবতে থাকে। একমাত্র কেটিই পারে তাকে বাঁচাতে, কেবলমাত্র কেটি যদি বলে লেভিন কোন ডুপ্লিকেট বোতাম সেট দেয়নি। কিন্তু এই মিথ্যে কথাটা বলবার জন্য কেটিকে সে কিভাবে বোঝাবে? ঘড়ির কাঁটা এখন সকাল ন'টা নির্দেশ করছে। কেন তাড়াহুড়ো করে তার অ্যাপার্টমেন্টে তালা বন্ধ করে অফিসের দিকে গাড়ি ছোটাল।

ওদিকে লেপস্কি হেড কোয়ার্টারে গিয়েই আটলান্টা পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করল। কেটির বাবা সিটি কোর্টের অনেক কেস লড়েছে, সেই সূত্রেই লেপস্কির সঙ্গে পরিচয় রয়েছে।

ডেস্ক সার্জেন্ট বলল 'মিসেস কেটি ব্রাস্ডন, উনি তো মিঃ লেসির মেয়ে। ভদ্রলোক আমাদের বন্ধু। কিন্তু তার এখন হার্ট-এর ট্রাবল। মিসেস 'কেটি ব্রাস্ডন এখন তার কাছেই রয়েছে।'

সম্পূর্ণ পরিচয় জানবার পর লেপস্কি কেটির বাপের বাড়ির ফোন নম্বর চাইল। ডেস্ক সার্জেন্ট বিস্মিত হন, প্রশ্ন করল—'কোন গণ্ডগোল।' লেপস্কি স্বাভাবিক ভাবে বলল—'রুটিন অনুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে।' তারপর কেটিকে ফোন করল লেপস্কি। প্রথমেই পরিচয় দিয়ে স্বাভাবিক সৌজন্য প্রকাশ করে জানতে চাইল—কেন ব্রাস্ডনের জ্যাকেটের আসল বোতামের সঙ্গে কোন নকল বোতামের সেট মিঃ লেভিন দিয়েছিল কিনা?

'কি ব্যাপার, ডুপ্লিকেট বোতাম?' বিস্ময় ভরা কণ্ঠে কেটির প্রশ্ন। নরম গলায় লেপস্কি বলল—'না, না, আশঙ্কার কারণ নেই, এটা একটা রুটিন মাফিক তদন্ত। ডুপ্লিকেট সেটটা কোথায় আছে, এটা কেবলমাত্র জানার দরকার।'

কেটি জানাল—ডুপ্লিকেট সেটটা বাড়িতে বোতামের বাক্সেই রয়েছে। লেপস্কি পুনরায় ক্ষমা চাইল তাকে অসময়ে বিরক্ত করবার জন্য, তারপর ফোনটা নামিয়ে রেখে ম্যাক্স জ্যাকবির দিকে তাকিয়ে বলল—'এখন দেখা যাক ব্রাস্ডন কত মিথ্যে স্বপ্ন দেখতে পারে।' তার চোখে মুখে নেকড়ের হাসি।

অফিসে পৌঁছাবার পরই কেনকে তিনজন নিগ্রো দম্পতির সঙ্গে পলিসির ব্যাপারে আলোচনায় বসতে হল। ওরা চলে যাবার পর ডাক মারফৎ আসা চিঠিগুলো পড়তে উদ্যোগী হল, এমন সময় ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠল। কেন রিসিভার তুলে দূরভাষের অপরপ্রান্তে শুনল লেপস্কির কণ্ঠস্বর—'আমি সিটি পুলিশের লেপস্কি বলছি'—লেপস্কির ধাতব কণ্ঠস্বর কেনের কাছে গর্জনের মত মনে হচ্ছিল। আর একটু হলে কেনের হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে যাচ্ছিল।

ঘোর কাটিয়ে কেন প্রশ্ন করল—'কি ব্যাপার, আবার কিসের খোঁজে ফোন করেছেন?'

'আমার তো সেই পুরোনো ধান্দা'—জোর গলায় লেপস্কি এবার বলল—'সেই বোতামগুলো খুঁজে পেলেন?'

কেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'মিঃ লেভিন হয়ত ভুল বলে থাকবেন, আমাকে তিনি কোন ডুপ্লিকেট সেট দেননি। লেপস্কি কেনের স্মৃতিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে বললে, কেন জানাল—সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত। রিসিভার নামিয়ে কেন ভাবতে লাগল, সে এক বিপজ্জনক কাজ করে ফেলেছে। কেটিকে সতর্ক করে দিতে হবে। কেন শ্বশুরমশাইয়ের খবর নেবার বাহানায় রিসিভার তুলল। দূরভাষে কেটির গলা শোনা গেল। প্রথমে কেন জিজ্ঞাসা করল—'প্রিয়তমা, কেটি, তোমার বাবা এখন কেমন আছেন? কেটি কান্না ভরা স্বরে জানাল—'ডাক্তাররা, বলেছেন, ফিফটি-ফিফটি চান্স এদিকে মা প্রায়ই হিস্টিরিয়াতে আক্রান্ত হচ্ছেন। জানি না কবে তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব!'

কেন তাকে সান্ত্বনা দিল, তারপর ভাবল, গলফ্ বোতামের কথাটা বলবে কেটিকে কিন্তু তার আগেই কেটি বলে উঠল—'ওঃ কেন, তোমাকে একেবারে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, কয়েক ঘণ্টা আগে প্যারাডাইস সিটি পুলিশ থেকে ফোনে জানতে চেয়েছিল তোমার জ্যাকেটের গলফ্ বোতামের ডুপ্লিকেট সেটটার কথা। ওরা নাকি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলেছে।'

কেনের বুকটা কেঁপে উঠল, সে একটা কথাও বলতে পারল না। কেটি নিজের থেকে বলল—'আমি ওঁদের বলেছি, সেগুলো তোমার বোতামের বাক্সে রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কেন তখনকার মত নিজেকে বাঁচাবার জন্য বলল—'পরে তোমাকে ফোন করে সব কথা বলব। এখন আমার অনেক ক্লায়েন্ট অপেক্ষা করছে। গুডবাই, ডার্লিং'—তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রাখল সে।

এই সময়েই কারেন কেনের অফিস ঘরে ঢুকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করল—'কেন তোমার কি হয়েছে? তোমার ঘামে ভেজা মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন তোমার ঠোঁটে মৃত্যু-চুম্বন দিয়ে গেছে।' কারেন তার ডেস্কের পাশে এসে বসল। তাকে পেয়ে কেন যেন স্বস্তিবোধ করল। বলল—একটা বোতাম খুঁজে পাচ্ছি না, ওদিকে কেটি লেপস্কিকে জানিয়ে দিয়েছে ডুপ্লিকেট গলফ্ বলের বোতাম সেটটা তার বোতামের বাক্সে রয়েছে। আবার কাল সেই ব্ল্যাকমেলারটা আসবে। পাগলের মত অবস্থা হয়েছে আমার।'

কারেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় অফিসের কাজ কর। বাকি সব দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।'

মুচকি হেসে কারেন কথা কটি বলে তার ডেস্কে ফিরে গেল।

ওদিকে লেপস্কি হেড কোয়ার্টারে টেরেলের কাছে রিপোর্ট পেশ করছিল—লেপস্কি বলল—'কেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে ডুপ্লিকেট বোতামের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল রয়েছে।'

টেরেল মৃদু প্রতিবাদ করল—'কেন মিথ্যা বললেও, এতে প্রমাণিত হবে না যে, সে মেয়েটাকে খুন করেছে।' এটা গেল ব্রাউনের খবর আরও একটি দিক আমরা অনুসন্ধান করিনি। জ্যাকবি খবর নিয়ে জেনেছে মৃত মিঃ গ্রেগের পোশাকের সঙ্গে তার গলফ্ বোতাম লাগান জ্যাকেটটি ছিল না। তুমি বরং মিসেস গ্রেগের সঙ্গে দেখা কর। রেনল্ডস হয়ত অন্য কোথাও পাচার করে দিয়েছে, এখন তাই এই প্রসঙ্গ তুলছে ধরা পড়বার ভয়ে, লোকটি বোধহয় ধাপ্পাবাজ, আব লেপস্কি একটা কথা মনে রেখ, মিসেস গ্রেগ গভীর জলের মাছ। ওঁর সঙ্গে সাবধানে কথা বলবে।'

লেপস্কি গাড়ি নিয়ে মিসেস গ্রেগের বাড়ির দিকে রওনা হল। একাসিরা ড্রাইভের বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই তাকে রেনল্ডসের সামনা সামনি হতে হল। লেপস্কি সরাসরি বলল—'মিসেস গ্রেগের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

লাউঞ্জ থেকে লবিতে এসে অ্যামেলিয়া চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল,—'কি ব্যাপার রেনল্ডস?' রেনল্ডসের প্রত্যুত্তর—'ম্যাডাম, পুলিশের একজন লোক এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

অ্যামেলিয়া ভারিক্কী গলার স্বরে খানিকটা পরিবর্তন এল—'পুলিশ! ঠিক আছে ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

লেপস্কি লবিতে পৌঁছাল। অ্যামেলিয়া একটি কোচের উপর বসে রয়েছে। লেপস্কির মনে হল—সে যেন এক দজ্জাল-শ্বাশুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লেপস্কি একেবারে ভূমিকাহীন ভাবেই কাজের কথাটা পাড়ল। প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিল অসময়ে বিরক্ত করবার জন্য। তারপর জানতে চাইল মিঃ গ্রেগের গলফ্ বোতাম লাগান জ্যাকেটটা সম্পর্কে। লেপস্কি জানাল, আপনার লোক গতকাল রাত্রে আমাকে বলেছিল, আপনার মৃত স্বামীর অন্যান্য পোশাকের সঙ্গে ঐ জ্যাকেটটা পাঠান হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার ইনচার্জ মিঃ ক্রেডাকের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আপনাদের এখান থেকে জ্যাকেটটা পাঠান হয়নি।'

অ্যামেলিয়া লেপস্কির দিকে তাকাল, পরমুহূর্তেই রেনল্ডসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—'রেনল্ডস। ঐ জ্যাকেটটাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো?' সে অ্যামেলিয়াকে সমর্থন করে বলল—'হ্যাঁ ম্যাডাম, গতকাল ওকে আমি সেই কথাই বলেছিলাম।' আগের দিন বয়লার রুমে সেই জ্যাকেটটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

অ্যামেলিয়া লেপস্কির মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির করে বলল—'ঐ ক্রেডাক লোকটা দারুণ সন্দেহজনক। দেখুন হয়ত, আমার স্বামীর জ্যাকেটটা সে নিজের কিংবা নিজের ছেলের ব্যবহারের জন্য সরিয়ে রেখেছে।'

লেপস্কি একটু গলার স্বর জোরাল করে বলল—'মিসেস গ্রেগ, আমি আগেই বলেছি, এটা একটা খুনের তদন্ত। আপনি মিঃ ক্রেডাকের বিরুদ্ধে একটা সাংঘাতিক অভিযোগ আনতে যাচ্ছেন।'

রেনল্ডস হেসে উঠল, অ্যামেলিয়া তৎক্ষণাৎ বলল—'আমরা ঐ জ্যাকেটটি পাঠিয়ে দিয়েছি, এবার যে কেউ তা চুরি করে থাকতে পারে। প্রকৃত চোর কে তা খুঁজে বের করবার দায়িত্ব আপনাদের।' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর অ্যামেলিয়া লেপস্কির উদ্দেশ্যে বলল—'আশা করি আপনি আর বিরক্ত করতে আসবেন না। মেয়র আমার বিশেষ বন্ধু, আমি তাকে জানাতে বাধ্য হব।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম!' নেকড়ের হাসি হেসে লেপস্কি বলল—'আপনাকে আর বিরক্ত করবার প্রয়োজন হবে না। তারপর সে রেনল্ডসকে অনুসরণ করে গাড়িতে গিয়ে বসল। ছুটল পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দিকে।

টেরেলকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানানোর পর সে বলল—'এই দজ্জাল মহিলাকে আমরা ঘাঁটাতে চাই না। বরং তোমরা স্যালভেসন আর্মির সংগ্রহকারক লোকটির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখ।'

টম ও ম্যাক্স টেরেলের নির্দেশমত কাজ করল কিন্তু তারা কোন সূত্র পেল না। এরপর লেপস্কি হিপি কলোনীর দিকে মন দিল, এখানে কোন সূত্র পাবার আশায়।

হিপি কলোনীর লু-বুন তার কেবিনে শুয়ে ছিল, আগের দিন সারাটা রাত সে কাটিয়েছিল একটি নিগ্রো যুবতীর সঙ্গে। যৌন-সংসর্গের কলাকৌশল সম্পর্কে মেয়েটির বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। মেয়েটি সারারাত তাকে দারুণ সুখ দিয়েছে। বুন শুয়ে শুয়ে সেদিনের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা করছিল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। পরের দিন সে প্যারাডাইস সিটির সীকোম্ব শাখা অফিসে যাবে এবং নগদ দশ হাজার ডলার নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে। অ্যাক্ট-লয়ের পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ করবে। এমন সময়ে দরজায় নক করবার শব্দ হল। বুন দরজা খুলে দেখল দরজার ওপারে টিভির প্রতিনিধি হ্যামিলটন দাঁড়িয়ে তার পিছনে একটি ট্রাঙ্ক এবং ক্যামেরাম্যান। ক্যামেরাম্যান হ্যামিলটনকে জিজ্ঞাসা করল—'এখান থেকেই শুরু করি।' হ্যামিলটন মাথা নেড়ে সায় দিল।

ক্রিমপিন টিভি খুলতেই ভাষ্যকার হ্যামিলটনের প্রতিবেদন—'সেক্স ম্যানিয়াককে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোন ক্লু খুঁজে পায়নি।' হ্যামিলটন বলতে থাকে—'আজ সকালে জানতে পারা যায় প্যারাডাইস হিপি কলোনিতে লু-বুন নামে একটি যুবক খুনের দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেছিল। তবে সে মুখ খুলতে রাজী নয়। এই সময় টিভির পর্দায় হ্যামিলটনের মুখের বদলে লু-বুনের কেবিনের দৃশ্য ফুটে উঠল।

ক্রিমপিন শ্যেন দৃষ্টিতে লু-বুনকে দেখতে থাকে। তার চোখ ছোট হয়ে আসতে থাকে। সে ভাবতে থাকে, একটা দারুণ উত্তেজনা পূর্ণ তেল রং-এর পের্টেন্ট সে তো আঁকতে পারবে এবং লু-বুনের বিশেষ এক ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করে ফেলতে হবে।

লেপস্কি তার ডেস্কের সামনে বসেছিল, কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবে এখনও দু-ঘণ্টা সময় আছে। পাশেই বসেছিল জ্যাকবি। লেপস্কি জ্যাকবিকে রিপোর্ট তৈরী করতে বলে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। লেপস্কি বাড়ি ফিরে চীৎকার করে বলে উঠল—'ক্যারল, তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এস।'

খাবারের ফাঁকে ক্যারলের সঙ্গে সে মার্ডার সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করল। একসময় ক্যারল তাকে তিন'টি সূত্রের সন্ধান দিল। সে তার বন্ধু মেথিটেবল বেসিন্ধার কাছ থেকে এই ক্লু তিন'টি পেয়েছে।

লেপস্কি তার বক্তব্যকে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে ক্যারল শান্ত গলায় বলল—'প্রথমে তুমি রক্ত লাল চাঁদ, দ্বিতীয়বার কাল আকাশ, আর তৃতীয়বার কমলালেবু রং-এর সী-বীচের খোঁজ করবে। তার আগে তুমি ঐ সেক্স ম্যানিয়াককে ধরতে পারবে না।'

লেপস্কি এতক্ষণ মাথা নিচু করে তার স্ত্রীর কথাগুলো শুনছিল, এবার সে মাথা তুলে গম্ভীর হয়ে বিড়বিড় করে ক্লু তিনটি উচ্চারণ করল। কিছুটা ইয়ার্কির ছলে সে প্রশ্ন করল—'তা এই প্রলাপগুলো বকতে গিয়ে সে আমার কত পেগ হুইস্কি খরচ করেছে, ডার্লিং?'

ক্যারল তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল—'সব কথা ঠাট্টা করে মেথিটেবলের কথা উড়িয়ে দিও না। তা করলে এবার তোমাকে ঠকতে হবে।' ক্যারল তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল—ওর ঐ তিনটে ক্লু যেন মনে থাকে।

লেপস্কি প্রত্যুত্তরে বলল—'নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই। ঈশ্বরের দোহাই এখন আমাকে আরও কিছু খেতে দাও।'

কেন ব্রান্ডন বাড়ি ফিরে এসে একের পর এক স্কচের গ্লাস শেষ করছে। একটু পরেই লেপস্কি আসবে, তার পরেই তার চলার পথ শেষ হয়ে যাবে। একটি মাত্র গলফ্ বোতামের অভাবে সে ঐ মেয়েটির খুনী রূপে চিহ্নিত হবে। কারেনের সঙ্গে তার গোপন-সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তার চাকরী খোয়া যাবে, কেটির সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হতেও পারে।

তার এই চিন্তার জাল বোনা মাঝপথে প্রায় এগারো'টার সময় থামাতে হল কলিং বেলের আওয়াজে। 'লেপস্কি নিশ্চয়ই এসেছে।'—পায়ের তলার মাটি নেই বলে মনে হল। কাঁপা পায়ে এসে সে দরজা খুলল। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল—লেপস্কি নয় কারেন, তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।' হাঁপাতে হাঁপাতে কারেন দ্রুত পদক্ষেপে কেনের ঘরে ঢুকে গেল,—'আমাকে এখানে আসতে কেউ দেখেনি।'

কেন তার দিকে স্থির চোখে তাকাল—'তুমি এখানে কি জন্য এসেছ?' কেনের দিকে কারেন তার ডান হাতটা মেলে ধরল, হাতের তালুতে একটি বোতাম চকচক করছিল। হাসতে হাসতে সে বলল—'তোমাকে বলেছিলাম না, এটার ব্যবস্থা করে দেব।' কেন তখনও বোতামটার দিকে বড়বড় চোখে চেয়েছিল। কেন জানতে চাইল,—'এটা তুমি কোথা থেকে পেলে?' 'লেভিনের দোকানে গিয়ে জ্যাকেটটা দেখতে চাইলাম। তখন তারা খুব ব্যস্ত ছিল। একটা বোতাম কেটে নিলাম। কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। ভাববে হয়ত বোতামটা কোথাও পড়ে গেছে।' হাত বাড়িয়ে কেন তার হাত থেকে বোতামটা নিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবল তার বয়স দশ বছর কমে গেছে।

ততক্ষণে সে কেনের শোবার ঘরে গিয়ে দ্রুত পোষাকমুক্ত হয়ে তার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল, হাসি মুখে বলল—'এসো এখানে আমরা সেলিব্রেট করি। আমাকে দৈহিক-সুখ দেবার জন্য এই একটা বোতামই যথেষ্ট।'

কেন স্কচের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে, সে এক মুহূর্তের জন্য ভাবল—ঐ শয্যা তার ও কেটির কিন্তু পরমুহূর্তেই কারেনের সৌন্দর্য ও যৌন-আবেদনের কাছে নিজের কামনা-বাসনার আত্মসমর্পণ ঘটল। কারেনের একটা হাত ধরে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

।। পাঁচ ।।

সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করে চারিদিক আলোয় ভরপুর। দরজায় ঘন ঘন কলিংবেলের শব্দ, বিরক্তিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। নিজের মনে ভাবল কে এত সকালে এল? গতকাল রাত্রে আরও একটু মদ খেলে ভাল হত। বেল বাজছে। কেন উঠতে গিয়ে দেখল সে নগ্ন। ড্রেসিং গাউনের মধ্যে নিজের নগ্নতা ঢাকল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে গেল। কারেনের ঘুম ভেঙেছে বেলের শব্দে। নগ্ন শরীর নিয়ে সে বিছানায় উঠে বসল। কেন তখন বিরক্ত ও উত্তেজিত। তার মনে পড়ল গতরাতের কথা। তার মনে পড়ল সেই সময় কেটির বিছানায় কারেনকে নিয়ে শুতে তার ঘৃণা হয়েছিল। কিন্তু মাতাল কেন তা ভুলে একটি মাত্র গলফ্ বল বোতাম পাওয়ার বিনিময়ে কারেনকে দৈহিক সুখ দিতে বাধ্য হয়েছিল। উত্তেজনায় কেন বলে উঠল—'দরজার বাইরে কেউ হয়ত অপেক্ষা করছে, দূর হও আমার সামনে থেকে।' কারেন বলল—'তোমার সেই আতঙ্ক ভাবটা গেল না।'

কেন কাঁপা পায়ে করিডোরে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দেখল লেপস্কি ও জ্যাকাবি দাঁড়িয়ে। কেন তাদের দেখে ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল—'কি চান আপনারা?' 'মিঃ ব্রান্ডন আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত'—লেপস্কি নরম গলায় বলল—'গলফ্ বলের বোতাম সম্পর্কে কিছু কথা বলার আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কেন সতর্ক হয়ে গেল—'আমি বোতামগুলো পেয়েছি, আপনাকে ফোনে জানাব ভাবছিলাম।' 'পেয়েছেন সেগুলো?'—লেপস্কি তাড়াতাড়ি বলল—'দেখতে পারি সেগুলো?'

'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন'—সে তার শোবার ঘরে গেল, লেপস্কি তার পেছন পেছন নিঃশব্দে শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিছানার দিকে তাকিয়ে মনে হল রাত্রে দুজনে বিছানায় থেকেছিল। কেন বোতাম বাক্সটা এগিয়ে দিল লেপস্কির দিকে।

লেপস্কি বোতামগুলো গোণার পর বলল—'আপনার সব বোতামই রয়েছে।' সে আবার জ্যাকেটটা দেখতে চাইল। বোতামগুলো গোণার পর কেনের অনুমতি নিয়ে লেপস্কি জ্যাকেট ও ডুপ্লিকেট বোতামের সেট সঙ্গে নিয়ে গেল।

কেনও বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—'ওগুলো সঙ্গে নিয়ে এখনি বিদায় হন। আমি আপনার মুখ দেখতে চাই না। ওগুলো আপনি যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারেন, ফেলেও দিতে পারেন। আমি ওগুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে চাই!' যাবার সময় লেপস্কি মৃদু হেসে বলল—'এককাপ স্ট্রং কফি খেয়ে নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কেন সজোরে দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে ফিরে গেল। কারেন তখন পোষাক পরে চুল আঁচড়াচ্ছিল। কেটির চিরুণী ব্যবহার করতে দেখে তার মাথায় রাগ উঠে গেল। কেন ফুসে উঠল—' আমি তখন মাতাল ছিলাম। আমি...।' কারেন তার কথার মাঝেই বলল—'ঠিক আছে! তোমার দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করো না। ভুলে যেও না, সারারাত ধরে তুমি আমাকে উপভোগ করেছ। তোমাকে আমি যতবার বলেছি, আমার ছোট্ট রিজারভার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, তা তখন তোমার খেয়াল নেই।' কেনের ইচ্ছা হল ওকে খুন করার। কোন রকমে নিজেকে সংযত করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। নিজেকে ফ্রেস করে সে যখন শোবার ঘরে এল তখন নটা বাজে। কারেনকে তখন বসে থাকতে দেখে খিঁচিয়ে উঠল সে—'তুমি এখন এখানে রয়েছ?' কারেনও পাল্টা চীৎকার করে বলে উঠল—'তোমরা পুরুষেরা সকলেই এক। নারীর দেহ ভোগ করবার পর তোমরা সাধু বনে যাও। তোমার সারা রাতের দুষ্কর্মের চিহ্ন লেগে রয়েছে বিছানার চাদরে। ওটা লন্ড্রীতে পাঠাবার চেষ্টা কর।

কেন জানালার চারিদিকে চোখ রেখে সাবধানে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল গ্যারেজ ঘরে। অফিসে এসে কেন ভাবতে শুরু করল—কারেন তার উপর প্রভাব খাটাতে শুরু করেছে। এক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাকে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে ধরতেই

কেটির কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, কেন চমকে উঠল—'কি হয়েছে কেটি?'

'প্রিয়তম, বাবা ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন—কান্নার সুরে একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল—ডাক্তাররা সব আশা ছেড়ে দিয়েছে, বাবা তোমার খুব খোঁজ করছেন। তুমি একবার আসবে কেন?' কেটির কথা কেনের মনে বেশ দাগ কাটল, কেটির বাবাকে সে নিজের বাবার মতই ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। কেটিকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল—'আমি প্রথম ফ্লাইটেই যাবার চেষ্টা করছি। প্রিয়তমা! তুমি চিন্তা করো না। সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই কারেনের মুখোমুখি হতে হল—'তোমার ছোট্ট বন্ধু লু'র কথা ভুলে গেলে। একটু পরেই সে দাবীমত দশ হাজার ডলার নিতে আসবে।' 'চুলোয় যাক সে।'—চীৎকার করে বলে উঠল কেন। তারপর দ্রুত পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ফ্যাট কেটি হোয়াইট বুনের জন্য প্রাতঃরাশ তৈরী করে বালির উপর বসেছিল। কলোনির প্রায় সবাই এখন সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। নির্জনতায় বসে বসে সে লুর কথা ভাবছিল। 'তোমার চাহিদা সব সময়েই থাকবে। কারণ পুরুষকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা তোমার আছে।'—লু'র কথাটা তার মনে বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল। এরকম কথা কেউ তাকে শোনায়নি। তার মত কুৎসিত মেয়ের আকর্ষণ থাকতে পারে, সে ভাবতেই পারে নি। হয়ত এমন অনেক পুরুষ আছে যারা মোটা-সোটা মেয়ে পছন্দ করে। বোধহয় লু তাদের মধ্যে একজন। লু যদি তার কেবিনে কেটিকে আমন্ত্রণ জানায়, তার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে চায়! উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করল কেটি। জীবনে একটি মাত্র পুরুষ তাকে গ্রহণ করেছিল। লোকটি তখন মাতাল ছিল। তবু কেটির মনে আছে প্রথম পুরুষ সঙ্গ লাভের ভয় পাওয়া, এবং অন্তিম লগ্নে এক অদ্ভুত উত্তেজনার কথা।

কেটি ভাবতে থাকে সে যেন লু'র বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। মিশকালোর ডাকে তার সেই স্বপ্ন দেখায় ছেদ পড়ল। একটু গম্ভীর স্বরে মিশকালো বলল—'কেটি, টিভির ঐ লোকটা মানে হ্যামিলটন আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। লু বুনের সাক্ষাৎকার টিভিতে দেখিয়েছে। হয়ত এর পরে এখান থেকে আমাদের উচ্ছেদ করবে। লু বুন বলছিল সে চলে যাবে কিন্তু আমরা কি করব বলতো?'

কেটির মুখে নিরুদ্বেগের ছায়া। নির্লিপ্ত ভাবে বলল—'অতো চিন্তার কি আছে? আমরা কি কোনদিনও ভাবতে পেরেছিলাম এখানে আসব। আমরা হয়ত এমন কোন জায়গায় যেতে পারব, সেটা এখানকার চেয়ে অনেক ভাল।'

মিশকালোর সঙ্গে কথা বলার মাঝে সে সময়টা জেনে নিল,। দশ'টা বেজে পাঁচ মিনিট। সে লু'র ব্রেকফাস্ট ট্রেতে গোছাতে থাকে। আজ সে মরিয়া। তার ইচ্ছে সে লু'কে সন্তুষ্ট করে তার মনের কথা খুলে বলবে। তারপর আজ রাতে লু আর সে...। মিশকালো সাঁতার কাটতে চলে গেল। এরপর কেটি ট্রে হাতে লু'র কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেটি তার নাম ধরে ডাকল, তারপর দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে উঁকি মারতেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনের অনুভূতিতে তার হাতের ট্রে টা দূরে ছিটকে পড়ল। টেবিলের উপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে লু। তার সর্বাঙ্গে চাপ চাপ রক্ত। সেই রক্ত গড়িয়ে পড়েছে, শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। কেটির চীৎকার শুনে ছুটে এল মিশকালো। সে ধরে নিয়েছিল কোন অঘটন ঘটে থাকবে। সোজা লু'র কেবিনে ছুটে গেল সে।

পুলিশ ফটোগ্রাফার টেরি ডাউন লু'বুনের ক্ষত বিক্ষত দেহের প্রচুর ফটো তুলে কেবিনের বাইরে চলে এল। পুলিশ অফিসার বেইগলার, লেপস্কি, হেস সকলের মুখেই স্বস্তির চিহ্ন। তারা সকলে ডাঃ লুইসের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বেইগলার তার ঘামে ভেজা মুখ রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল—'আমাদের আততায়ীকে সেক্স ম্যানিয়াক হিসাবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। লোকটি হোমোতেও বিশ্বাসী। এধরনের লোক আরও বিপজ্জনক।'

'গতকাল টিভিতে আলোচনাটা শুনেছ?'—বেইগলারের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল লেপস্কি—'আমার মনে হয় সেই আলোচনার কথা শুনেই আততায়ী অনুমান করে লু-বুন তাকে কু-কর্মের সময় লক্ষ্য করে থাকবে। তাই বুনকে সে সরিয়ে দিল।'

কথা বলতে বলতে তারা দেখল ডঃ লুইস, লু'র কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে। কাছে এসে লুইস বললেন—'কেসটা খুবই জটিল। বোধহয় রাত দু'টো নাগাদ তাকে খুন করা হয়েছে। সম্ভবতঃ আততায়ী দরজায় প্রথম নক করে। বুন দরজা খুলতে আততায়ী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছুরি জাতীয় ধারাল অস্ত্র দিয়ে বারবার তাকে আঘাত করে থাকবে। দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টায় ছুরি চালায়। স্বীকার করতে হবে—সেই ছুরিটা ক্ষুরের মতই ধারাল ছিল।'

কেটি বুনের মৃতদেহ দেখে সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, এখনও জ্ঞান ফেরেনি। নজর রাখতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্স এল ঘটনাস্থলে।

বালির উপর বসেছিল মিশকালো। লেপস্কি তার দিকে এগিয়ে গেল—'পাশে গিয়ে বসল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল—'রাত দু'টো নাগাদ বুন খুন হয়েছে, তোমরা কেউ কোন শব্দ শুনতে পেয়েছ?' মিসকালো ভারাক্রান্ত স্বরে বলল—'না, আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম।...বেচারা কেটি...' কথা বলতে বলতে তার গলার স্বর কান্নায় বুজে এল। পাশেই একদল যুবক দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে লেপস্কি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল।—

পাতলা, রোগাটে চেহারার একটি যুবক এগিয়ে গেল। তার চুলগুলো খাড়া খাড়া, বলল সে, 'হ্যাঁ আমি শুনেছি—'

ডাস্টি লুকাস পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে যুবকটির জবানবন্দী লিখে রাখল। লেপস্কি তার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল—' বো ওয়াকার। আমি এখন ছুটিতে রয়েছি। গতকাল রাত দু'টো পঁয়তাল্লিশ, বাথরুম করতে বাইরে বেরিয়েছিলাম, দেখলাম লু'র কেবিনে আলো জ্বলছে। বিস্ময়বশতঃ আমি উৎসুক হয়ে তার কেবিনের কাছে কান পেতে শুনলাম, মাংস কাটার চপারের মত ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোন কিছু কাটার শব্দ।

লেপস্কির পাল্টা প্রশ্ন—'তুমি জানলে কি করে শব্দটা মাংস কাটার মতন?' 'আমার বাবা ছিলেন কষাই—'। লেপস্কি তার মুখ দেখে বুঝল সে সত্য কথা বলছে। তাকে সাবধান করে দিল—টি. ভি বা প্রেসের কাছে কোনভাবেই মুখ খুলবে না, তাহলে তোমার অবস্থা বুনের মতই হতে পারে। কোথাও গেলে পুলিশের অনুমতি ও ঠিকানা জানিয়ে যেতে ভুলো না। তারপর লুকাস লেপস্কির নির্দেশে যুবকটির ঠিকানা লিখে রাখল।

সেই সময় হোমিসাইড স্কোয়াডেব ডিটেকটিভ হেস লু'র কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে ছিল দুটো খাম। হেসের হাতে দিয়ে বলল—'এ দুটো লু বুনের ব্যাগ থেকে পাওয়া গেছে।' একটি মিঃ জেফারসন স্টার্নউড ও অপরটি মিসেস কেন ব্রান্ডনের নামে। হেস ও লেপস্কি চিঠি দুটো পড়ল। 'তার মানে লোকটা তাদের ব্ল্যাকমেল করছিল?' খামের মধ্যে চিঠিটা পুরে রাখতে গিয়ে হেস বলল—'এর মধ্যে খুনের মোটিভ লুকিয়ে আছে।' 'হুঁ'—একটা মশা মেরে লেপস্কি বলল—'দেখ, ফ্রেড আমার মনে হয় যা, ব্রান্ডনের মত একজন সম্মানিত ব্যক্তি একাজ করতে পারে না। এমন কি জীনকেও সে খুন করতে পারে না। একাজ একজন দুষ্কৃতকারীর, আর ব্রান্ডন সেরকম দুষ্কৃতকারী নয়।'

ঘটনাস্থল থেকে মিনিট কুড়ি বাদে ডিটেকটিভ হেড কোয়ার্টারে ফিরল। জ্যাকবির কাছ থেকে সংবাদ পেল টেলর লেভিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। লেপস্কি জানতে চাইল—'চীফ কোথায়?' 'মেয়রের সঙ্গে'। ডেস্কে বসে লেভিনের সঙ্গে যোগাযোগ করল লেপস্কি।

দূরভাষে টেলর জানায়—'আজ সকালে একজন গলফ্ বোতাম দেওয়া জ্যাকেট কিনতে আসে। র‍্যাক থেকে একটা জ্যাকেট বার করে নিয়ে এসে দেখি কাউন্টারের ওপর রাখা অন্য একটা গলফ্ বোতাম নেই, উধাও।' লেপস্কির মুখ কঠিন হল। 'মিঃ লেভিন, বোতামটা হয়ত পড়ে গেছে।' 'না, তা হতে পারে না, বোধহয় কেউ কেটে নিয়ে গেছে'—জোর দিয়ে লেভিন বলল। লেপস্কি জ্যাকেটটা দেখতে চাইল প্রত্যুত্তরে লেভিন—'দুঃখিত মিঃ লেপস্কি, নগদ টাকায় সেটা আমি এক খদ্দেরকে বেচে দিই। তার নাম ঠিকানাও আমার কাছে লেখা নেই।' 'আচ্ছা মিঃ লেভিন, কেউ যদি ওই ধরনের বোতাম কেটে নিয়ে তার পুরান জ্যাকেটে লাগায় কিংবা আপনার দেওয়া ডুপ্লিকেট সেটের মধ্যে রেখে দেয় আপনি কি দেখলে বুঝতে পারবেন কোনটা আসল বা কোনটা জ্যাকেট থেকে কাটা হয়েছে।'

লেভিন জানাল—'তা ধারনা করা অসম্ভব'। লেপস্কি এবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল। সে ম্যাক্সের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল—'ব্রান্ডনের জ্যাকেট ও ডুপ্লিকেট বোতাম সেটটা ল্যাবরেটরিতে পাঠাও আর জিজ্ঞাসা কর সেগুলো একই ধাঁচের ও একই দিনে তৈরী হয়েছিল কিনা?'

ম্যাক্স চলে যাবার পরে সে আবার লেভিনকে ফোন করে জানতে চাইল—'এতদিনের মধ্যে কোন দিন ব্রান্ডন কি তাঁর দোকানে এসেছিল?' লেভিন জানাল সে ব্রান্ডনকে সপ্তাহখানেক দেখেনি।

এগারোটার সময় পুলিশ চীফ টেরেল হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে বেইগলার, হেস ও লেপস্কির সঙ্গে মিলিত হল।

প্রথমে টেরেল ফ্রেডের কাছে জানতে চাইল তার কাজ কতদূর এগিয়েছে? 'ঠিক কোন সময়ে লু'বুনের মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেটা আগে জানতে হবে, জানাটা খুবই জরুরী। কেবিনের সর্বত্র হাত ও পায়ের ছাপ। আমরা সবাইকে তল্লাশী করেছি। মনে হচ্ছে লুকে খুন করবার পূর্বে আততায়ী নগ্ন হয়, যাতে তার পোষাকে কোন দাগ না লাগে। দারুন চতুর সে। কেবিন থেকে দুটো চিঠিও পাওয়া গেছে। হয়ত, কেনই বুনের মুখ বন্ধ রাখবার জন্য এ কাজ করেছে।'

টেরেল লেপস্কির দিকে ফিরে তার মতামত জানতে চাইল। লেভিনের কাছ থেকে সদ্য পাওয়া খবরটি সে টেরেলকে জানাল এবং আরো বলল—সম্ভবতঃ ব্রান্ডনই লেভিনের ব্যস্ততার সময়ে দোকানে ঢুকে এ কাজটি করে থাকবে। এরপর টেরল সকলের উদ্দেশ্যে বলল—'তোমাদের আমি কিছু বলতে চাই। মেয়র নির্দেশ দিয়েছেন মিঃ স্টার্নউডকে যেন কোনমতেই চটান না হয়। তিনি শহরের উন্নতির জন্য আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন, এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কেন ব্র্যান্ডন ও কারেন স্টার্নউড সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি রায় দেন, একেবারে সঠিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত উভয়েরই কেশাগ্র যেন স্পর্শ না করা হয়।' 'কিন্তু স্যার' হেস বলল—'ব্রান্ডনের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে একটা জোরাল মোটিভ আছে।'

টেরেল প্রতিবাদ করে বলল—'তোমরা ভুলে যাচ্ছ, হ্যামিলটনের সাক্ষাৎকারই আততায়ীকে দিয়ে এই দ্বিতীয় খুনটি করিয়েছে। তার নিজের গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদে।' 'তাহলে কি আমরা আবার স্কোয়ার 'এ'তে ফিরে চলেছি?'

টেরেল তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিল—'সিরাস গ্রেগের জ্যাকেটটার হদিশ পাওয়া যায়নি। হতে পারে সংগ্রাহক দু'জনের মধ্যে কেউ একজন জ্যাকেটটা ব্যবহার করে থাকবে এবং তা কোন না কোন ব্যক্তির নজরে পড়বে—'লেপস্কির দিকে ফিরে নির্দেশ দিলেন—'লেভিনের জ্যাকেটটা হ্যামিলটন যেন টেলিভিশনে দেখাবার ব্যবস্থা করে সে ব্যবস্থা তুমি কর। সেই সঙ্গে সকল খবরের কাগজগুলোর দপ্তরে একটা করে কপি পাঠিয়ে দাও। হয়ত, এ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা সমাধানে সাহায্য করবে।'

লেপস্কির মুখের ভাবটা পাল্টে গেল। সত্যিই যদি টি'ভির ক্যামেরায় ব্রান্ডনের জ্যাকেট সমেত তাকে হ্যামিলটন টিভির পর্দায় প্রতিফলিত করতে পারে, সেটাই হবে তার কাছে বিরাট কৃতিত্ব ও গৌরবজনক।

পুলিশ ল্যাবরেটারী ইনচার্জ লেফটেনান্ট দাঁভে উইলেনস্কি ব্যঙ্গ করে বলল লেপস্কিকে—'তোমরা হেডকোয়ার্টারের লোকেরা তোমাদের চোখ কখন ব্যবহার করনা।' লেপস্কি বলল—'কি, কি বললে?' চোখ বড়বড় করে তাকাল।

উইলেনস্কি বিদ্রূপের সুরে বলল—'তোমরা কেবল তোমাদের পা-গুলো ব্যবহার কর, যেমন এক্ষেত্রে তুমি যদি তোমার চোখ দুটো খুলে রাখতে তাহলে ঠিক দেখতে পেতে প্রত্যেকটি বোতামের ওপর ক্রমিক নম্বর দেওয়া রয়েছে।'

লেপস্কি অবাক হয়ে তাকায়। উইলেনস্কি বলল—'হ্যাঁ, বললাম তো,' ভাল করে দেখে বলল 'মিথ্যে আমার সময় নষ্ট করবে না।'

লেপস্কি জ্যাকেটটা ফেরৎ চাইল। 'তবে একটা বোতাম ব্রান্ডেনের জ্যাকেটের কিংবা ডুপ্লিকেট সেটেরও নয়। তাই আমি বলি কি, লেভিনের দোকানের জ্যাকেটের বোতামের ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে সেই বোতামটার নম্বর মিলিয়ে দেখতে পার।'

লেপস্কি বলল—'তাহলে এর থেকে প্রমাণ করা যায়, ব্রান্ডন কিংবা অন্য কেউ জ্যাকেট থেকে বোতামটা কেটে এনে ডুপ্লিকেট সেটের মধ্যে চালান করে দিয়ে থাকবে।'

উইলেনস্কি ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বললেন—'তা, হতে পারে। তবে ব্রান্ডনকে তুমি তোমার খুনী হিসাবে প্রমাণ করতে পারবে না।'—একটু থেমে সে বলতে শুরু করল—'খুন হওয়ার জায়গা থেকে পাওয়া যে বোতামটা হেস আমাকে দেয়, সেটা অন্য ক্রমিক নম্বরের। সেটার সঙ্গে এই বোতামটির কোন মিল নেই।' লেপস্কির মনে তখন অন্য চিন্তা কখন সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল—'সময় চলে যাচ্ছে, জ্যাকেটটা আমায় দাও।'

উইলেনস্কি কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু লেপস্কির তাড়ার চোটে সে আলমারি থেকে তাড়াতাড়ি করে জ্যাকেট ও বোতামের সেটটা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। লেপস্কি দ্রুত হস্তক্ষেপে সেগুলো নিয়ে দরজার দিকে পা চালাতে শুরু করল। কোনরকমে মুখ ফিরিয়ে বলল—'চললাম পরে দেখা করব।'

রাস্তায় নেমে সে টেলিফোন বুথ থেকে ক্যারলকে ফোন করল, উদ্দেশ্য তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, আজ রাত ন'টার সময় হ্যামিলটনের টি'ভির পর্দায় ফার্স্ট গ্রেড ডিটেকটিভ, ভাবী পুলিশ চীফ লেপস্কিকে দেখা যাবে। ওদিকে ক্যারল ফোন তুলেই প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল—'মেথিটেবল-এর সেই সূত্রগুলো তুমি কি করলে।' লেপস্কি কথাগুলো আওড়াল রক্ত রঙের চাঁদ, কাল আকাশ, কমলালেবু রং এর সী বীচ? ক্যারল সন্তুষ্ট হল এই ভেবে যে লেপস্কি তার কথাগুলো মাথায় রেখেছে। লেপস্কি তার গুরুত্বপূর্ণ খবরটা জানাল ক্যারলকে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচার করে দিতে বলল। প্রত্যুত্তরে ক্যারল বলল—তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এস। আজ রাতে আমরা দু'জনে সেলিব্রেট করব।' 'বেশ তো, বিছানাটা ভাল করে সাজিয়ে রাখ।'

'দুষ্টু কোথাকার—' রিসিভার নামিয়ে রেখে সে দ্রুত হ্যামিলটনের টি. ভি সেন্টারের দিকে ধাবিত হল।

বেইগলার আগেই ফোনে হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেখেছিল। তাই লেপস্কি স্টুডিওতে পৌঁছাতেই রিসেপশনিস্ট বলল, —'আপনি মিঃ লেপস্কি? মিঃ হ্যামিলটন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনতলার চার নম্বর ঘরে।' লেপস্কি ধন্যবাদ জানিয়ে বলল 'আমার কি মেক-আপের প্রয়োজন হবে?' 'ওঁরা তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার কোন সমস্যাই হবে না।'

লেপস্কিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হ্যামিলটন 'হাই লেপস্কি! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—'বেইগলার আমাকে সব বলেছে। তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ। এবার তাহলে শুরু করা যাক।' ক্যামেরাম্যান রেডি। সাউন্ড বক্স আগে থেকেই চালু ছিল।

তাকে মেকআপ নিতে হবে কিনা প্রশ্ন করল। 'এমনিতেই তুমি রাজপুত্তুর'—রসিকতা করে হ্যামিলটন বলল—'কেন যে তুমি এই নীরস পুলিশের চাকরীতে এলে, ভাবতে অবাক লাগে!' 'ঠাট্টা রাখ।' গম্ভীর স্বরে লেপস্কি বলল, 'আর টুপিটা?'

মৃদু হেসে হ্যামিলটন বলল 'বেশ তো, তুমি ওটা মাথায় পরতে পার, পুলিশেব মাথায় তো আবার টুপী ছাড়া মানায় না।'

একটু পরেই ক্যামেরা চালু হয়ে যায়। ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট—তারপরেই হ্যামিলটনের কণ্ঠস্বর—'এই জ্যাকেটটা পুলিশের কাছে সনাক্ত করতে হবে। কিংবা এটার ব্যাপারে কোন খবর জানা থাকলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

এর পরেই ক্যামেরার দিক পরিবর্তন ঘটে। একটি যুবকের ইশারাতে লেপস্কি বুঝতে পারল প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। জ্যাকেটটা গুটিয়ে নিয়ে সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হঠাৎ আর মনে হল এই কয়েক মিনিটে তার বুকটা অনেকখানি ফুলে গেছে। একটা পাবলিক বুথ থেকে ফোন করল সে ক্যারলকে। 'হাই বেবী! কেমন লাগল তোমার?' 'তোমার কথা শুনে আমি লিপম কোম্বস, ওয়ানস আর মেসিকদের আমন্ত্রণ জানাই'—বিরক্তির স্বরে কথাগুলো বলতে থাকে ক্যারল—'তারা আমার সঙ্গে হ্যামিলটনের প্রোগ্রাম দেখেছে আর জিনের সবকটা বোতলই শেষ করেছে।' 'ছাড় ওদের কথা!'—লেপস্কি চীৎকার করে উঠল।—'আমি জানতে চাইছি আমাকে কেমন দেখাল?' 'তা আমি কি করে জানব?'—তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল সে যেন টিভির অনুষ্ঠানটি দেখেনি।

'কেন, হ্যামিলটনের শো তুমি দেখনি?' 'নিশ্চয়ই দেখেছি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাইনি।'

ক্রুদ্ধ লেপস্কি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল—'তোমরা কি সবাই স্কচের নেশায় বুঁদ হয়েছিলে?' 'আবোল-তাবোল কথা বলো না লেপস্কি'— ক্যারল মৃদু প্রতিবাদ করে বলে উঠল—'আমরা কখনও মাতাল হইনি, জ্যাকেটের সঙ্গে কেবল তোমার হাতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তোমার চেহারা নয়, আর ঐ হাত দু'টো যদি তোমার হয়, তাহলে এখনি ধুয়ে ফেল, বড় কুৎসিত দেখাচ্ছিল।'

'স্রেফ দু'টো হাত!'—বিস্ময়ে প্রশ্ন করল লেপস্কি।

'হ্যাঁ, বললাম তো'—ক্যারলের বিদ্রূপজনক মন্তব্য।

রিসিভার নামিয়ে রাখল লেপস্কি। ভাবতে লাগল,—হ্যামিলটন টুপির ব্যাপারে অমন শ্লেষের হাসি হাসল কেন? তাকে আজ টুপি পড়িয়ে ক্যারলের কাছে বে-ইজ্জত করে ছাড়ল। সে জন্যই তার মেক-আপের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখান হয়নি।

লেপস্কি সেখান থেকে ডিটেকটিভ রুমে ফিরে এল। হোমিসাইডের তিন প্রধান এখানে বসে রয়েছে। তাদের সঙ্গে জ্যাকবি ও ডাস্টিও ছিল।

বেইগলার তার হাত থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে হাসতে হাসতে বলল—'হ্যামিলটনের শোটা রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে শহরে। সকলেই জ্যাকেটটা সম্পর্কে কিছু বলতে চায়। মনে হচ্ছে সারাটা রাত তথ্য সংগ্রহের জন্য এখানেই থাকতে হবে।'

এমন সময় লেপস্কির ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠল। দূরভাষে একটি মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।—'আমি মিসেস অ্যাপলেব্যাম। এইমাত্র হ্যামিলটনের শোতে জ্যাকেটটা দেখলাম। মিঃ হ্যামিলটন বলেছেন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে...তাই তো?' প্রত্যুত্তরে লেপস্কি—'হ্যাঁ ম্যাডাম'। আগামীসপ্তাহে আমার স্বামীর জন্ম দিন। উপহার দেবার জন্য আমি এই জ্যাকেটটা দিতে চাই, কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

লেপস্কি এমন এক শব্দ করল যে হায়না সামনে থাকলে নিশ্চয়ই ভয় পেত। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

।। ছয় ।।

ক্লড কেনড্রিক তার দোকানের ভারী অ্যান্টিক চেয়ারের উপর হেলান দিয়ে বসল। দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল সে, চোখে মুখে বিষাদের ছাপ। বিরাট রিসেপশন রুম। পেন্টিং-এ ভর্তি অত্যন্ত উঁচু মানের ছবিগুলো। নায্য দাম দিলে যে কেউ কিনে নিতে পারে।

ওয়াটার ফ্রন্টের ডীন অল্ বার্নি এক সময় ক্লড কেনড্রিকের চেহারার বিবরণ দিয়েছিলেন এই রকম—'দীর্ঘদেহী, বিরাট ভারিক্কী চেহারা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফিকে কমলালেবু রং-এর পরচুলা ব্যবহার করে থাকে সে। তার মাথার একটা চুলও অবশিষ্ট নেই। কোন মহিলা মক্কেল দেখলে সে তার পরচুলাটা তুলে ধরে যেমন করে কোন লোক তার মাথায় টুপি খুলে অতিথিকে সৌজন্য প্রকাশ করে থাকে... এ এক অদ্ভুত চারিত্রিক দৃষ্টান্ত যেন। বেঢপ চেহারার জন্য তার পাতলা নাকটা না দেখতে পাওয়ারই মতন। খুঁদে খুঁদে সবুজ চোখ। সব মিলিয়ে তাকে ঠিক ডলফিনের মত দেখতে। যদিও তাঁকে ভাঁড়ের মত দেখতে, এমন কি সে ভাঁড়ের অভিনয় করলেও অ্যান্টিক, জুয়েলারী ও আধুনিক শিল্পকলার সে একজন বিশেষজ্ঞ বটে। প্যারাডাইস অ্যাভিনিউতে তার একটা গ্যালারী আছে। প্রচুর টাকা তার।

সে মাঝে মাঝে মক্কেলদের চাহিদা মেটানোর জন্য মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পেইন্টিং, মূর্তি ইত্যাদি চুরি করে আনার জন্য ভাড়াটে কাজের লোক ঠিক করে রেখেছে। সূর্যস্নাত সকালে কেনড্রিক তার আয় ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দেখছিল আর বারবার হতাশ হচ্ছিল যে, আধুনিক যুগের ছেলে-মেয়েরা পেইন্টিং-এর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এখন এদের আকর্ষণ সেক্সি মহিলা, ড্রাগ, মদ্য পান এবং দামী গাড়ির প্রতি।

মক্কেলদের তালিকায় চোখ রাখতে গিয়ে হঠাৎ গ্রেগের নামটা চোখে পড়ায় মনে পড়ল—লোকটা সমঝদার ছিলেন, প্রকৃত শিল্পের-পূজারী। পিকাসোর কত দামী দামী ছবি যে সে তার কাছ থেকে কিনেছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। লোকটা অসময়ে মারা যাওয়াতে

তার কারবারে একটা বড় অঙ্কের লেন-দেন বন্ধ হয়ে যায়।

এমন সময়েই তার হেড সেলস্‌ম্যান লুইস ডি মার্নি দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল,—'ক্রিমপিন গ্রেগ এসেছে। অয়েল পেইন্টিং কিনতে চায়।'

কেনড্রিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—'হ্যাঁ আমি ওর সঙ্গে দেখা করব, চলো।'

বিরাট গ্যালারী। গ্যালারীর ভেতর পা দিয়ে কেনড্রিক ক্রিমপিনকে দেখল, জো জো তাকে সাহায্য করছে ছবি নির্বাচনের ব্যাপারে।

'মিঃ গ্রেগ'—রোগা লম্বাটে চেহারার সেই যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাল। তার চোখ দুটো ভাসা ভাসা। ঘোলাটে চোখ, চোখের মনি দুটো অসম্ভব চঞ্চল। তার সোনালী চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। একটা ক্লান্ত ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার মুখে। এবার সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—'এক সময় আপনার মৃত বাবার সেবা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আজও তেমনি আমি আপনাকে—বলুন কি করতে পারি?'

ক্রিমপিন গ্রেগ শুধুমাত্র মাথা নাড়ল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের কোন তাগিদ তার মধ্যে নেই। এরকম স্বভাবের অনেক মক্কেলের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে, যারা প্রথমে নীরস থাকলেও পরে তারই ছবির পেছনে বহু টাকা ব্যয় করেছে।

ক্রিমপিন বলল—'আমি কিছু অয়েল পেইন্টিং খুঁজছিলাম।' 'আশা করি আমার এখানে আপনার প্রয়োজন মত সব কিছুই পাবেন'—এক গাল হেসে বলল কেনড্রিক। এরপর ক্রিমপিন জো জো-র দিকে ফিরে নির্দেশ দিল নির্বাচিত জিনিসগুলো প্যাক করে দিতে।

জো-জো প্রায় ডজন খানেক অয়েল পেইন্টিং তুলে নিয়ে কাউন্টারের একেবারে শেষ দিকে এগিয়ে গেল, সেগুলো প্যাক করবার জন্য। 'মিঃ গ্রে'—খুশি হয়ে বলল কেনড্রিক—'আমি জানি আপনি একজন শিল্পী, কিন্তু আগে তো আপনি এখানে আসেননি।'

রুক্ষস্বরে ক্রিমপিন বলল—'অন্য শিল্পীদের আঁকা ছবিতে আমার কোন আগ্রহ নেই, আমি কেবলমাত্র আমার নিজের ছবিকে ভালবাসি।'

'নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই'—মৃদু হেসে কেনড্রিক এবার বসল। মাছ শিকারের প্রত্যাশায় ডলফিনের মত তাকাল বলল—'সত্যি, প্রকৃত শিল্পীর মতই আপনি কথা বলছেন। সম্প্রতি সমালোচক হারম্যান লোয়েনস্টেইন আপনার মায়ের অনুরোধে আপনার ছবিগুলো পরীক্ষা করেছেন এবং প্রশংসাও করেছেন।' এই মন্তব্যটি অবশ্য নিন্দার ছলে স্তুতি। হারম্যানের বক্তব্য—ক্রিমপিনের আঁকা অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিকতার লক্ষ্মণ। কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট সে কোনদিনই হতে পারবে না।—কেনড্রিক বলতে থাকে—'প্যাসিফিক কোস্টে আপনার শিল্পের উপর একটা ফাইন আর্টের একজিবিসন করতে চাই। এ এক দারুন সুযোগ। দয়া করে যেন আপনি না করবেন না।'

আমার কাজে একটা বিশেষত্ব আছে ক্রিমপিন বলল বটে, তবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করল না, কিন্তু নিজের কাজের প্রশংসা শুনে মনে মনে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল।

তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে পুনরায় কেনড্রিক বলল—'মিঃ গ্রেগ, আপনি একজন আধুনিক শিল্পকলার স্রষ্টা। লোয়েনস্টাইন কখনও পছন্দে ভুল করতে পারেন না। আমার প্রদর্শনীতে যদি নিজের শিল্পকে লজ্জায় প্রকাশ না করেন, তাহলে তা বিশ্বেরই ক্ষতি। আপনি আমার কথাগুলো একবার ভেবে দেখুন।'

ক্রিমপিনের হাব-ভাব দেখে বুঝতে পারল বঁড়শিতে সে মাছ প্রায় গেঁথে ফেলেছে।। ক্রিমপিন ততক্ষণে নিজের শিল্পকলা সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেছিল। 'খুব ভাল কথা'—ক্রিমপিন বলল—'আমার ভিলায় কাউকে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে আমার ল্যান্ডস্কেপগুলো থেকে যে কোন একটা দিয়ে দেব। তবে পেইন্টিং-এর উপর আমার স্বাক্ষর যেন না থাকে। প্রথমে দেখতে চাই পাবলিকের প্রতিক্রিয়া কি হয়? ভাল প্রশংসা পেলে আপনাকে আমি তখন নিজের থেকে অনুরোধ করব আরও একটি প্রদর্শনীর জন্য।'

প্যাকেটটা জো-জো তার হাতে তুলে দিল, এক বাক্স রংও উপহার দিল।

হঠাৎ ক্রিমপিনের নজর পড়ল গ্যালারির শেষ প্রান্তে একটা শো কেসের উপর। কাঁচের শো কেসের মধ্যে ভেলভেটের উপর একটা জিনিস রয়েছে।

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেনড্রিক বলল—'আঃ মিঃ গ্রেগ! ঐ অদ্ভুত ধরনের অলঙ্কারটা দেখবার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে পড়লেন?'

এক অজানা আকর্ষণে সে জিনিসটা তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল। জিনিসটা কয়েক ইঞ্চি মাত্র লম্বা, সুন্দর রুবি ও মুক্তোখচিত ছোরা জাতীয় একটা অস্ত্রের মত এটি দেখতে। ক্রিমপিন জানতে চাইল—'এটা কি?'

'একটা পেন্ডেন্ট আজকের দিনে দারুন চল হয়েছে।' কেনড্রিক তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝায়—'সুলেমান দ্য গ্রেটের জীবনের ভীষণ আশঙ্কা ছিল, তাই তিনি এটি নিজের কাছে রাখতেন আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে। সন্দেহ নেই এ ধরনের সুইচ ব্লেড ছুরি প্রথম আবিষ্কার।'

ক্রিমপিনের চোখ দুটো ছোট হয়ে যায়—'সুইচ ব্লেড ছুরি?' কেনড্রিক পেনডেন্টটা ভেলভেটের উপর থেকে তুলে নিয়ে নিজের হাতের তালুর উপর রাখল।

'সুলেমান এর আসলটা ব্যবহার করেন ১৫৪০ সালে। চমৎকার জিনিস এটা। এর কলাকৌশলও অনেক।' জো জোর হাতে পেনডেন্টটা তুলে দিয়ে কেনড্রিক বলল—'এর ব্যবহারটা দেখিয়ে দাও।'

ছুরির একেবারে ওপরের রুবিতে চাপ দিতেই, চার ইঞ্চি লম্বা একটা ধারাল ব্লেড বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড যৌন-উত্তেজনা অনুভব করল ক্রিমপিন।

'বিশ্বের প্রথম স্যুইচ ব্লেড ছুরি।—এটি ক্ষুরের থেকেও ধারাল। সত্যি মিঃ কেনড্রিক এটা একটা অদ্ভুত জিনিস। এর জন্য আপনি কত দাম চান, বলুন?'

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করবার পর কেনড্রিক বলল—'এটা সত্যিই একটা অপূর্ব জিনিস, মিউজিয়ামে রাখবার মতই। এর জুড়ি আপনি বিশ্বের কোথাও পাবেন না। এর দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার হলেও আপনাকে চল্লিশ হাজার ডলারে ছেড়ে দিতে পারি।'

ক্রিমপিন জো জোর কাছ থেকে সেটা নিয়ে রুবিটার উপর হাত দিতেই ধারাল ছুরির মত ব্লেডটা বের হয়ে এল। আর একবার যৌন-উত্তেজনা অনুভব করল ক্রিমপিন। তারপর ক্রিমপিন সেটি চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনল, কিন্তু সে জানতে পারল না এটি সুলেমান পেন্ডেন্টের নকল। রুবির মুক্তোগুলোও নকল। সর্বমোট খরচ হয়েছিল তিন হাজার ডলার। এতে মোট সাঁইত্রিশ হাজার ডলার লাভ করেছে কেনড্রিক।

অপসৃয়মান ক্রিমপিনের দিকে তাকিয়ে লুইস বলল—'স্যার, আজ আপনি বেশ একটা বড় দাঁও মারলেন।'

'লোকটি সাধারণ লোক নয় হে'—মন্তব্য করেই কেনড্রিক লুইসকে নির্দেশ দিল 'আজই তুমি গ্রেগের বাংলোয় গিয়ে পেইন্টিং কয়েকটা নিয়ে এস। আমরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করব। লোইনস্টেইন-এর মতামত ভুলও হতে পারে। হাজার হোক উনি আমাদের একজন মক্কেলও বটে।'

এদিকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এক'শো সাতাত্তরটা টেলিফোন কলের পর ও সেখানে প্যারাডাইস সিটির মানুষের যাতায়াতের ফলে তারা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারে।

ঘড়ির কাঁটা সকাল আট'টা নির্দেশ করছে। লেপস্কি, জ্যাকবি ও ডাস্টি লুকাস তাদের ডেস্কের সামনে বসেছিল। গতকাল লেপস্কি প্রায় এক'টার সময় শুতে যায়। ভাল ঘুম হয়নি, সাড়ে সাত'টার সময় তার ঘুম ভাঙ্গে এবং তড়িঘড়ি অফিসে ছুটে আসে। জ্যাকবি, লুকাস ও সে আলোচনা করতে থাকে গতকাল গলফ্ বল বোতামের উপর টিভি রিপোর্ট নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত সকাল প্রায় দশ'টার সময় তারা এই সিদ্ধান্তে এল, কেন ব্রান্ডন, হ্যারী বেন্টলি, ও সাম ম্যাক্রীর পূর্ণ বিবরণ পেলেও চতুর্থ জ্যাকেটটির কোন হদিশ পায় না। তারা এ বিষয়ে খুবই আগ্রহী।

লেপস্কি লুকাসকে নির্দেশ দিল সে যেন স্যালভেসন আর্মির সেই দুজন লোক সম্বন্ধে খবর আনে। লুকাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে লেপস্কি তার স্ত্রীর কথা ভাবতে বসল। তার স্ত্রীর জন্মদিন, কিন্তু স্থির করতে পারল না ঠিক কোন তারিখটা। তার ভাবগম্ভীর মুখখানা থেকে জ্যাকবি জিজ্ঞাসা করল—'কি ব্যাপার লেপস্কি? কোন সন্দেহজনক চিন্তা'? লেপস্কি তার ভাবনাটা খুলে বলল জ্যাকবিকে, একটুও ইতস্ততঃ না করে জ্যাকবি সেই মুহূর্তে বলল আগামী পরশু, দশ তারিখে। লেপস্কি মৃদু প্রতিবাদ করল তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে। জ্যাকবি তখন পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিল সে পরিচিত সকলের জন্মদিনের

তারিখ একটা নোট বইতে রেকর্ড করে রাখে, এটা সে পিতার সূত্রেই পেয়েছে। জ্যাকবি আরও জানাল—ক্যারলকে দেবার জন্য সে একটা মিনি পারফিউম কিনে রেখেছে।

টাইটা আলগা করে দিতে দিতে লেপস্কি বলল—'আমি ওকে কি উপহার দেব বলতো?' জ্যাকবি বিবাহিত না হলেও প্রচুর মেয়ে বন্ধু থাকবার দরুন সে এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। চটপট বলে ফেলল—'হাতব্যাগ, পোষাক কিংবা অলঙ্কার!'

হাতব্যাগ দেবার কথাটা লেপস্কির মনে ধরল। সে স্থির করে নিল ক্যারলকে সে হাতব্যাগ উপহার দেবে। এমন সময় একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আপনারা যদি একটু চুপ করেন, তাহলে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।' চারিদিকে তাকিয়ে দেখল তারা।

ডিটেকটিভ রুমে আসতে হলে একটি কাঠের বেড়া ডিঙিয়ে আসতে হয়। ঐ বেড়াটার সামনে এগিয়ে এসে লেপস্কি দেখল এক নিগ্রো যুবতী দাঁড়িয়ে। মেয়েটির দেহের গড়ন এক নজরেই সকল পুরুষের নজর কাড়ে। এরকম মেয়ের কাছে সকল পুরুষেরই প্রত্যাশা অনেক।

লেপস্কির মনে সে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কালো চোখ দুটির উপর দৃষ্টি স্থির রেখে লেপস্কি জিজ্ঞাসা করল—'হ্যাঁ মিস?'

এরই ফাঁকে সে নিজের মনে মনে মেয়েটির গড়ন সম্পর্কে একবার আওড়ে নিল। মেয়েটির গায়ের রং কফির মত। পরনে আঁটো সাদা সূতীর স্ল্যাক্স। রক্ত লাল জার্সি টপ। লেপস্কির মনে হল—সব দিক থেকে এমন নিখুঁত একটি যুবতীর দেহ সে দেখেনি। মেয়েটির স্তন দুটি একটা বড় আকারের আনারস দু'ভাগ করে তার বুকের উপর বসিয়ে দেওয়ার মত দেখাচ্ছিল। সরু কোমর, লম্বা-সুডৌল পা দু'টির গড়ন রীতিমত উত্তেজনার খোরাক জোগানোর মত।

লেপস্কি সেই বেড়ার গেটটা খুলে দিল। মেয়েটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় লেপস্কির ডেস্কের ঠিক বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে এসে বসল। লেপস্কি তার স্তনযুগলের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। মেয়েটি লেপস্কির উদ্দেশ্যে বলল—'গতকাল রাত্রে টেলিভিসনে যে জ্যাকেটটার প্রদর্শনী দেখেছিলাম, সে ব্যাপারে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে এসেছি।' লেপস্কি তার নাম জানতে চাইল।—'ডোরোলস হারনানভেজ।' নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে সে বলল—'আমি ক্যামল এভিনিউতে বাস করি। অ্যাপার্টমেন্ট নং ১৬৫। একটা কারখানার মালিক একজন স্প্যানিশ আমার মাকে উপভোগ করে, আমি তাদের ফসল। আমি সেই স্প্যানিশ লোকটির নাম ব্যবহার করছি,'—শ্বেত-শুভ্র দাঁতগুলো মুক্তের হাসি ছড়িয়ে নিজেদের প্রকাশ করল, 'মিঃ ডিটেকটিভ—এই হল আমার পরিচয়।'

মনে মনে শিস দিয়ে উঠল। ক্যামল এভিনিউ হকারদের আস্তানা তা সে জানে। সে ভাবে—বিবাহিত না হলে সেও হয়ত সেখানে অর্থাৎ ১৬৫ নং অ্যাপার্টমেন্টে যেত।

কয়েক মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়ে প্রশ্ন করল—'মিস হারনানভেজ, আপনি বলছেন আপনার কিছু খবর দেওয়ার আছে।'

মেয়েটি ধীরে ধীরে বলতে লাগল—'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সাধারণতঃ টিভির কোন অনুষ্ঠান দেখিনা, তবে ঐদিন ব্যস্ত না থাকার দরুন টিভি দেখছিলাম।'

একটু মনোলোভা হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি পুনরায় বলতে থাকে—'আমি তখন একা, হাতে ছিল মরটিনি, সাঁতারের খোঁজে উদগ্রীব—

লেপস্কি মেয়েটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল, সে ভাবছিল, নিরাবরণ অবস্থায় মেয়েটিকে না জানি কত সুন্দর লাগে।

'গত বাইশ তারিখে ঐ জ্যাকেট পরিহিত এক যুবককে দেখেছি।'

—'কখন, কোথায়?'

জোরে চেয়ারে হেলান দিতে গিয়ে তার ভারী স্তন দুটো উত্তেজনায় দুলে উঠল, লেপস্কি ও জ্যাকবি দৃশ্যটি তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল। কঠিন মুখে লেপস্কি বলল—'পাঁচ তারিখেই তো জেনি ব্যান্ডলার খুন হয়? এই তারিখ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত?'—মেয়েটি বলল—'ঐদিন আমার প্রিয় কুকুর জেমির জন্মদিন। ব্লু-স্কাই রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে। তখন লাঞ্চের সময়। বাড়ি ফিরে দেখলাম—একটি লোক আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আমার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে ছিল দারুণ সুন্দর দেখতে। একটু স্মিত হেসে সে বলল—'জানেন মিঃ ডিটেকটিভ

পুরুষেরা সব সময় আমার কাছে আসে।'

লেপস্কি ভাবল, কথাটা সে মিথ্যে বলে নি। সে যদি বিবাহিত না হত, তাহলে সে হয়ত যেত। মেয়েটি সিগারেট ধরাল, লেপস্কি বলে উঠল—'ঐ লোকটি কি গলফ্ বোতাম লাগান জ্যাকেট পরেছিল?'

ডোরোলস চোখ ছোট করে বলল—'আমার সব কথাটা মন দিয়ে ধৈর্য ধরে শুনুন। ঐ লোকটি পঞ্চাশ ডলারের প্রস্তাব দিচ্ছিল মাত্র এক ঘণ্টার জন্য। ঐ বাদানুবাদের সময়ই ঐ জ্যাকেট পরিহিত একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।'

কৌতূহলী লেপস্কি জিজ্ঞাসা করল—'লোকটি কেমন দেখতে ছিল?' ডোরোলস বলল—লোকটার মুখ দেখিনি। তবে লোকটা ছিল বেশ লম্বা'।

তারপর লেপস্কির একগোছা প্রশ্নের উত্তরে সে বলল—লোকটি লেপস্কির থেকেও লম্বা, বিরাট চওড়া কাঁধ, মাথার টুপীটার ছিল ভুট্টার বীজের মত রং, পায়ে নীল রং-এর স্ল্যাক্স আর গুচ্চি জুতো। দেখলে মনে হয় লোকটি বেশ সৌখিন আর লোকটির হাতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়েছে আর তা হল লোকটি শিল্পী হয়ে থাকবে। আমি অনেক পুরুষের হাত নিয়ে খেলা করেছি আর তাই এক পলক দেখেই বুঝতে পেরেছি লোকটির লম্বা হাতের আঙুল গুলো শিল্পীর না হয়ে পারে না। 'আপনি আমাদের এতসব খবর দিয়ে অনেক উপকার করলেন। তবে, সেই লোকটিকে আপনি দেখলে চিনতে পারবেন তো?'—'নিশ্চয়ই সে জ্যাকেট না পরলেও আমি চিনতে পারব।'

এবার উঠে দাঁড়াল ডোরোলস। তার সমস্ত শরীরটা নৃত্যের ভঙ্গিমায় দুলে উঠল। জ্যাকবি এতক্ষণ মেয়েটির শরীরের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছিল।

যাবার পূর্বে লেপস্কি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল—'আপনি আমাকে যে সব কথা বললেন তা অন্য কারোর কাছে প্রকাশ করবেন না। এই লোকটি ভয়ঙ্কর-বিপজ্জনক।'

মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল—'আপনার কি ধারণা, বেচারী জেনির মত আমার অবস্থা হতে পারে?' 'হ্যাঁ সেই সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'—'তাহলে মিঃ ডিটেকটিভ আপনারা যতক্ষণ না তাকে ধরবার ব্যবস্থা করছেন, ততক্ষণ আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছি না। আপনার কি মনে হয়, আমার একজন দেহরক্ষী দরকার?'—'চীফ মনে করলে তার ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব?' 'তাহলে আমি চলি'!—চলে যেতে গিয়ে জ্যাকবির দিকে স্থির চোখে তাকাল সে। তার গমন পথের দিকে লেপস্কি ও জ্যাকবি তাকিয়েছিল। লেপস্কির ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল সে 'ওর মত হুকারকে পেতে হলে কম করেও দু'শ ডলার খরচ পড়বে তোমার ম্যাক্স। তোমার মত থার্ড গ্রেডের পুলিশের পক্ষে এটা অনেক বেশি, তাই না?'

তখন বাজে দশ'টা। হ্যামিলটনের টিভির প্রোগ্রাম শেষ হতেই রেনল্ডস স্যুইচ অফ করে দিল। একটু ইতস্ততঃ করে অ্যামেলিয়ার দিকে তাকাল সে। তারা দুজনেই লু বুনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ বলছিল। হ্যামিলটনের বলার ভঙ্গিমা এতই গভীর ছিল যে, তারা যেন খুনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে। হ্যামিলটন তার বক্তব্য শেষ করে বলল—'শহরবাসী, আপনারা সকলেই সাবধানে থাকবেন। যতক্ষণ না সে ধরা পড়ছে, কেন্ট নিরাপদ নন।'

অ্যামেলিয়া বন্য চীৎকার করে বলে উঠল—'এ-আমি বিশ্বাস করি না। ক্রিমপিন কখনই খুন করতে পারে না।...'

'ম্যাডাম, একটু ব্রান্ডি দেব?'

—'হুঁ'

লিকার ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে যেতে রেনল্ডস দেখল ক্রিমপিন তার রোলস গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে কেনড্রিকের গ্যালারীর উদ্দেশ্যে।

রেনল্ডস খবরটা অ্যামেলিয়াকে দেওয়ামাত্রই অ্যামেলিয়া তাকে নির্দেশ দিল স্টুডিও তে গিয়ে দেখে এস ওর লেটেস্ট ছবিটা।

রেনল্ডস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে ফিরে এল। অ্যামেলিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই আঁতকে উঠে বলল—'কি হয়েছে, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে

থেকো না, কি হয়েছে বল?' ফিসফিসিয়ে ওঠার মত সে বলল—'উনি একটা মানুষের মাথা আঁকছেন, রক্ত মাখা ছিন্ন মস্তক।'

ছেলের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও এই কথাগুলো তার কানে রোম কাঁটার মত শোনাল। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে বলল—'রেনল্ডস, আমাকে ব্রান্ডি দাও।'—'ঠিক আছে ম্যাডাম, এক্ষুনি দিচ্ছি।' ব্রান্ডি খাওয়ার পর কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেয়ে সে বলল—'আমার সঙ্গে এখন কথা বলোনা।' রেনল্ডস আবার ডাকল—'ম্যাডাম, তিনি আবার কাউকে খুন করতে পারেন?' 'করুকগে',—খেঁকিয়ে উঠল অ্যামেলিয়া, এসব লোক কারা? কে ওদের তোয়াক্কা করে?' 'কিন্তু ম্যাডাম, 'আমরা কিছুই জানি না'—তাঁর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল অ্যামেলিয়া—'আজ যাঁরা আমাকে খাতির করছে, যে মুহূর্তে এই অশুভ খবরটা সকলে জানবে, তারা আমাকে সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।' সেই সঙ্গে অ্যামেলিয়া রেনল্ডস এর চাকরী চলে যাবার ভয়ও দেখাল। 'কিন্তু ম্যাডাম, উনি যে এখন বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন। তিনি হয়ত আপনাকেও আক্রমণ করতে পারেন।' ক্রুদ্ধ স্বরে খানিকটা দাবড়ি দিয়ে বলল অ্যামেলিয়া—'আমাকে? আমি ওর মা, এসব বাজে কথা না বলে তোমার কাজে যাও। আর মনে রেখ, আমরা কিন্তু জানি না, আর কাউকে কিছু বলবও না।

এদিকে হেড কোয়ার্টারে টেরেল তার আসনে উপবিষ্ট আর তার সামনে বসে রয়েছে লেপস্কি, হেস ও বেইগলার। কথা বলার ফাঁকে ক্লান্তি দূর করবার জন্য সকলেই কফি পান করছিল। এই পাগল খুনীকে আমরা এবার ধরতে পারব। চতুর্থ জ্যাকেটটার হদিস করা আমাদের এখন খুবই জরুরী। অন্য তিনজন মালিকের চেহারার সঙ্গে খুনীর চেহারার মিল নেই।'—কথা বলতে বলতে টেরেল এবার লেপস্কির দিকে তাকিয়ে প্রশংসার সুরে বলল—'মেয়েটি সত্যিই তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে দেখছি।' লেপস্কি উত্তরে বলল—'হ্যাঁ'। টেরেল বলতে থাকে—'এই জ্যাকেটটা সত্যিই বোধহয় মিসেস গ্রেগ স্যালভেসন আর্মিতে দান করে থাকবেন। কিন্তু অত দামী গুচ্চি জুতো যে ব্যবহার করতে পারে, সে নিশ্চয়ই এরকম একটা জ্যাকেট নিজেই কিনে ব্যবহার করতে পারে।' এবার হেস বলে উঠল—'এখানে অনেক দু-নম্বরী ধান্দাবাজ লোক আছে, সে হয়ত জ্যাকেট সমেত গুচ্চি জুতো চুরি করতে পারে অথবা দোকান থেকে জোর করে কম দামে সংগ্রহ করতে পারে।' এমন সময় ডাস্টি লুকাস হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল, জানাল—সে এক ছোকরাকে সঙ্গে করে এনেছে, সে ট্রাকচালক, নাম জো-হাইনি, সে তার বাবাকে কিছু পোষাক বিক্রী করতে দিয়েছিল। তারপর টেরেলের নির্দেশে লেপস্কির সহযোগিতায় হেস জো-হাইনিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য তার কাছ থেকে পেল না। তারপর লেপস্কি হেসের কথামত সীকোম্ব শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল, তার লক্ষ্য ছিল সিড হাইনি, জো-হাইনির বাবার দোকানে অতর্কিতে হানা দেওয়া।

সিড হাইনি তার ছেলের মতই লম্বা, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখের ধূর্ত চাহনি। দেখলেই মনে হয়, এ লাইনে পোড় খাওয়া লোক সে। লেপস্কি নিজের পরিচয় দিয়ে বলল —'একটা খুনের তদন্ত করতে এসেছি।' তারপরে সে গলফ্ বোতাম লাগান জ্যাকেটটার কথা বলল।

সিড হাইনি জানাল কিছুদিন পূর্বে গলফ্ বোতাম লাগান একটা জ্যাকেট বিক্রী করেছে কিন্তু নীল জ্যাকেট সে চোখে দেখেনি। লেপস্কির পরবর্তী প্রশ্ন—'ঠিক আছে, তুমি কখন কাউকে গুচ্চি জুতো জোড়া বিক্রী করেছিলে?'

'মানে সেই দামী ইতালিয়ান জুতো?' অবাক হয়ে সে বলল—'ও রকম দামী জুতো এখানে পাবেন না, অন্য ভাল জুতো দেখাতে পারি...।' তার কথা শেষ না হতেই লেপস্কি তাকে ধমক দিয়ে বলল—'ও কথা ভুলে যাও। তোমার ছেলেকে পুলিশী ঝামেলায় জড়াতে পারি, স্যালভেসন আর্মির পোষাক চুরির অপরাধে।'

'না, না ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার মত কাঁচা ছেলে জো নয়।'—দাঁত বের করে সে হাসল। অগত্যা দোকান থেকে বেরিয়ে আসল লেপস্কি। রাস্তায় নামতেই তার কারেন স্টার্নউডের সঙ্গে দেখা।

'হাই মিস স্টার্নউড' লেপস্কি জিজ্ঞাসা করল—'মিঃ ব্রান্ডনের খবর কি?' 'ওঁর শ্বশুর মহাশয়

অসুস্থ, দেখতে গেছে, ফিরতে সোমবার হয়ে যাবে। তা আপনার সেই খুনের তদন্তের খবর কি মিঃ লেপস্কি'? 'চলছে'—তারপর লেপস্কি তাকে অনুরোধ করল তার সঙ্গে দোকানে যাবার জন্য। উদ্দেশ্য ক্যারলের জন্য একটি হাতব্যাগ কেনা এবং কারেনের সাহায্যে তা নির্বাচন করা। ('বেশ তো,) আপনার জন্য সময় আমার হাতে থাকে সব সময়!' মোহিনী হাসি হেসে বলল কারেন, 'প্যারাডাইস স্টোর্সে লেডীজ হাত ব্যাগের স্টক আছে, চলুন সেখানেই যাওয়া যাক।'

পথে কেনড্রিকের গ্যালারির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ক্রিমপিনের ল্যান্ডস্কেপ চোখে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লেপস্কি। তার গায়ের লোমগুলো এবং মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

রক্ত লাল চাঁদ! কালো আকাশ! কমলালেবুর রঙের সী-বীচ... জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার সেই পেইন্টিংটা ভাল করে দেখল সে, ক্যারেলের সেই বৃদ্ধা সঙ্গিনীর ক্লু'র কথা মনে পড়ে গেল তার। এর আগেও সেই ভদ্রমহিলার ক্লু'টা সত্যে পরিণত হয়েছিল। তারপরেই লেপস্কির মনে পড়ল ডোরোলসের কথা —'তার হাত দু'টো শিল্পীর মত দেখতে ছিল—'

তাহলে এই ল্যান্ডস্কেপের শিল্পীই কি খুনী? যাকে তারা খুঁজছে। দীর্ঘ সময় ইতস্ততঃ করে ইচ্ছাকৃত ভাবেই কেনড্রিকের গ্যালারির ভেতরে প্রবেশ করল সে এক সময়।

।। সাত ।।

লুইস সারনির মুখ গোমড়া কারণ কেনড্রিক চায় তার গ্যালারি শনিবার খোলা থাকুক, আর হেড সেলস্ম্যান হিসাবে শনিবার তাঁর গ্যালারিতে হাজির থাকতে হবে। শনিবার যুবকরা বেশীর ভাগ ঐ গ্যালারি প্রদর্শন করতে আসে, ঐ দিন ভাল ব্যবসা হতে পারে। কেনড্রিক তাকে বোঝায় 'তুমি জান না চেরী, শনিবার গ্যালারির দরজা খোলা থাকলে হয়ত কোন সাকার ঢুকে পড়তে পারে। তাছাড়া তোমার তো রবিবার আর বৃহস্পতিবার ছুটি থাকছে।' লুইসের মুখ গোমড়া করবার কারণ হল—'তাকে গ্রেগের ভিলায় যেতে হবে।' লুইস ল্যান্ডস্কেপ মোড়ক মুক্ত করে চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কেনড্রিকের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলে উঠল—'আমরা এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারব না। চেয়ে দেখুন!'

কেনড্রিক ছবিটা নিরীক্ষণ করল—'খুবই আধুনিক ছবি। যুবক খদ্দেরদের দারুণ পছন্দ হবে'। তারপর সে নির্দেশ দিল ওটা জানলায় টাঙিয়ে দিতে। 'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই জানি' জোরে চীৎকার করে উঠল লুইস, ওটা আপনার গ্যালারির মান, ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দেবে।'

কেনড্রিক এবার রেগে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল—'নিজেকে সংযত কর, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে চেরী, গ্রেগ চল্লিশ হাজার ডলার ধার নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। সেটা উসুল করতে হবে?'

অগত্যা ক্রিমপিন গ্রেগের সেই অদ্ভুত ল্যান্ডস্কেপটা জানলার উপর টাঙ্গিয়ে রেখে লুইস একটু আগের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা ভোলবার জন্য একটা ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রাখতে যাবে এমন সময় লেপস্কি গ্যালারিতে ঢুকল, লুইসের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, ওদিকে কেনড্রিকও চমকে উঠল। কোন অশ্লীল উত্তেজক ছবি নেই এই ভেবে সে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। যাই হোক, ভেনিসিয়ান মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার পরচুলাটা ঠিক করে নিল যদি প্রয়োজন হয় লেপস্কির মুখোমুখি হবে সে।

ওদিকে গ্যালারিতে লুইস তখন তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আপনি তো মিঃ লেপস্কি? আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীকে উপহার দেবার জন্য ভাল কোন জিনিস খুঁজছেন, তাই না? আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন স্যার। আপনাকে আমরা কম দামে ভালো জিনিস দিতে পারি। উপহারের জিনিস দেখাই স্যার!'

লেপস্কি তার কথার ভ্রূক্ষেপ না করে জানলার দিকে তাকাল, 'জানালার ওই ছবিটা, রক্ত লাল রঙের চাঁদ আঁকা ছবিটা—

লুইস অবাক চোখে তাকাল, তারপর বলল—'এই ছবিটা নিয়ে যান, আপনার স্ত্রীর খুব পছন্দ হবে। চোখ কান বুঁজে নিয়ে যান স্যার।'

'আমি ওটা কিনতে চাইনা,'—খিঁচিয়ে উঠে বলল লেপস্কি। 'আমি জানতে চাই, ওটা কার আঁকা?

লুইস তার কথায় গুরুত্ব দিল না। রিসেপসন রুম থেকে কেনড্রিক সব শুনছিল। সে এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ করল—'বলা তো যাবে না,'—গ্যালারিতে ঢুকতে ঢুকতে কেনড্রিক বলতে থাকে, —'আপনি নিশ্চয়ই ফার্স্ট গ্রেড ডিটেকটিভ লেপস্কি! সু-স্বাগতম। আমার এই ছোট্ট গ্যালারিতে আধুনিক শিল্প কলায় আপনার খুব আগ্রহ দেখছি—'

'থামুন তো দেখছি' লেপস্কি ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'আধুনিক শিল্পে আমার আগ্রহের কথা হচ্ছে না, আমি জানতে চাইছি শিল্পীর নাম, আর ঠিকানা।'

না জানার ভান করে কেনড্রিক বলে—'আজকালকার শিল্পীরা নাম প্রকাশে তেমন আগ্রহী নয়, ঠিকানাও জানি না, ছবিতে কোথাও নাম লেখা নেই। বিক্রীর জন্য রেখে গেছে। কবে যে আবার আসবে তা বলে যায় নি।'

জিজ্ঞাসাবাদ করে লেপস্কি জানতে পারল শিল্পী কয়েক সপ্তাহ আগে এটি রেখে গেছে। দোকানের কেউই তাকে জানাল না যে, সে দেখতে কেমন! এবং নির্দিষ্ট কার সঙ্গে লেন-দেন হয়েছিল? লেপস্কি জোর দিয়ে বলল এই পেইন্টিংটা জেনি ব্যান্ডলারের খুনের সঙ্গে জড়িত এবং সেই সঙ্গে সে খুনীর বিবরণ দিয়ে গেল এবং সে জানিয়ে গেল সোমবার আসবে।

লেপস্কি চলে যেতেই লুইসের দিকে ফিরে তাকাল কেনড্রিক।

'এর সঙ্গে আমাকে জড়াবেন না।'—লুইস ভয় পাওয়ার মত করে বলে উঠল—'দু'টো খুনের জন্য দায়ী গ্রেগ। এসব জেনেও পুলিশের কাছে কেন তার নাম প্রকাশ করলেন না?'

বিরক্ত কেনড্রিক বলে উঠল—'তাকে বলা মানে আমার চল্লিশ হাজার টাকা গচ্চা দেওয়া।' 'ঠিক আছে এ ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না,'—লুইস তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলে উঠল—'এসব দায়িত্ব আপনার, আর আপনাকেই একা বহন করতে হবে।' কথা বলতে বলতে সে গ্যালারী থেকে উধাও হয়ে গেল।

সেদিন ছিল শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। কারেন স্টার্নউড তার ডেস্ক পরিষ্কার করে উঠে দাঁড়ায়। অফিসে সে একা নিঃসঙ্গ। কারেন অফিস বন্ধ করে রাস্তায় নামে। এই মুহূর্তে সে কোন একজন পুরুষকে শয্যা-সঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। ব্রান্ডনও নেই। তার পুরানো বন্ধুরাও সঙ্গিনীদের ডেট দিয়ে রেখেছে আগে থেকেই। তাই সে সী-ভিউ অ্যাভিনিউ দিয়ে মিয়ামী হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চলে। একটা তালগাছের নীচে এসে দাঁড়াল, উদ্দেশ্য চলমান গাড়িগুলো। গাড়ি থামিয়ে সুপুরুষ চালক দেখে লিফট দিতে বলা। ফোর্ড মারসিডিস কিংবা ক্যাডিলাক কোন গাড়ির চালককে পছন্দ হল না, শেষে দূর থেকে রোলস এর চালককে দেখা মাত্র কারেন এগিয়ে গেল। সোনালী চুল পুরুষ, একেই তার প্রয়োজন।

গাড়ি থামাতে কারেন জিজ্ঞাসা করল—'আমার পথের দিকে যাচ্ছ?' চালক তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল—মেয়েটি তার পেইন্টিং-এর পক্ষে দারুণ হবে। মেয়েটির চোখে মুখে কামনা বাসনার উত্তেজিত ছাপ সুস্পষ্ট। সে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল—'তোমার কোন পথ, সুন্দরী?' যাত্রী আসনে উঠে বসে স্মিত হেসে জবাব দিল কারেন—'প্যাডলার'স ক্রীক।' স্টীয়ারিং-এর হুইলটা শক্ত হাতে ধরে রেখে ক্রিমপিন বলল—'তার মানে সেই হিপি কলোনী, কিন্তু তুমি তো হিপি নও।' কারেন জানাল সেখানে তার একটি কেবিন রয়েছে, নিজের নামটাও জানাল। বিস্ময় প্রকাশ করে ক্রিমপিন বলল—'তুমি সেই বিখ্যাত বীমা কোম্পানীর মালিক, জেফারসন স্টার্নউডের কন্যা? মিঃ স্টার্নউডের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা অনেকদিনের।'

কারেন তার মুখে বাবার নাম শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তার নাম জানতে চাইল।

'ক্রিমপিন গ্রেগ, আমার বাবা সিরাস গ্রেগ কয়েক মাস পূর্বে দুর্ঘটনায় মারা যান।' 'তুমি তাঁর ছেলে? একবার তোমার বাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর আজ অদ্ভুতভাবে তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাই না'? স্টিয়ারিং হুইলটা এক হাতে চেপে অন্য হাত দিয়ে সুলেমান পেন্ডেন্টটা স্পর্শ করল আর সঙ্গে সঙ্গেই এক যৌন উত্তেজনা অনুভব করল। কারেন হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'ওটা কি?' 'হাতের কাছে পেয়ে গেলাম, তুলে নিলাম'। চোখ সরিয়ে নিয়ে ক্রিমপিন বলল—'আমাকে কিছু একটা করতে হবে। কয়েক মিনিটেব বেশী লাগবে না। তোমার কি খুব তাড়া আছে?' সুন্দর সুপুরুষ চেহারা দেখে কাবেনের দেহের রক্ত ইতিমধ্যেই

চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সে একটু জোরে হাসল তার হাসির দমকে ব্রাহীন স্তন জোড়া ব্লাউজের নিচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। বলল—'আমরা দু'জনে যৌথভাবে করলে হয়ত কাজটা ভাল হবে। সেই মুহূর্তেই তার ক্রিমপিনকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল। এরপর ক্রিমপিনের গাড়ি হাইওয়ে ছেড়ে প্যারাডাইস অ্যাভিনিউ এর দিকে গতি নিল।

পেনডেন্টটা হাতে নিয়ে ক্রিমপিন প্রশ্ন করল—'এর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে, যা, আমি এখনিই ব্যবহার করতে চাই। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কেনড্রিকের গ্যালারির জানালার ওপর টাঙান পেইন্টিংটা তোমার কেমন লাগল?' কারেন নির্দ্বিধার উত্তর দিল—'ওটা কোন ইডিয়েট শিশুর আঁকা কিংবা কোন বয়স্কের পাগল প্রায় আচরণের বহিঃপ্রকাশ, যা সুস্থ মানসিকতার পরিচয় বহন করেনা, এটা হয়ত কেনড্রিকের তামাশা মাত্র।' কারেনের বক্তব্য শুনে সুলেমান পেন্ডেন্টটা আঁকড়ে ধরল ক্রিমপিন। রুবির উপর চাপ দিয়ে ধারাল ছুরিটা খোলার এক অদম্য ইচ্ছা তাকে গ্রাস করল। নিজেকে সংযত করবার জন্য সে বলল—'তুমি উইক এন্ডে কি কর? এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?'

মোহিনী হাসি হেসে কারেন বলল—'আমার কেবিনে চল, জায়গাটা খুব ভাল লাগবে। সেখানে কেবল তুমি আর আমি। এনজয় করা যাবে। তারা কেবিনের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কারেন সেখানে গাড়ি থামাতে বলল। রাস্তায় নেমে তারা পাশাপাশি হেঁটে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে ক্রিমপিনের স্পর্শ লাগাতে যৌন উত্তেজনায় তার ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্তে দীর্ঘদেহী ঐ সুপুরুষটিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সুন্দর বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে। ঝোপ-ঝাড়ের পথ ধরে যেতে ক্রিমপিন প্রশ্ন করলে—'এখানেই তো ঐ মেয়েটি খুন হয়েছিল? তোমার এই রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় লাগছে না?'

—'তোমার মত হিম্যান পাশে থাকতে ভয় কিসের?' কারেন তার কেবিনের দরজা খুলে ক্রিমপিনকে আমন্ত্রণ জানাল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ক্রিমপিন, কারেনের চোখে স্থির-দৃষ্টি ফেলে কেবিনটার প্রশংসা করল। তারপর সুলেমান পেন্ডেন্টটার উপর একটা হাত রেখে অপর হাত দিয়ে কারেনের শিরদাঁড়ায় বিলি কাটল। দারুণ যৌন উত্তেজনায় অস্থির হয়ে সে বলে উঠল—'ওরকম আর একবার করো প্লিজ'। কারেনের শিরদাঁড়ার উপর যতই হাতটা ঘোরাফেরা করে ততই তীব্র কামনার-আগুন কারেনকে গ্রাস করে। ক্রিমপিন একসময় তাকে বিছানার দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করতেই কারেন একটু সময় চাইল। তারপর সে তার শরীর থেকে টি-শার্ট, জিনস, তারপর প্যান্টি খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মুখ নিচে করে বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে। শিরদাঁড়ায় বিলি কাটার জন্য ক্রিমপিনের কাছে আবেদন করে।

কারেনের নগ্ন পিঠ, নিতম্ব ও সুডৌল পা ক্রিমপিনের মনেও এক যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কিন্তু সে সুলেমান পেন্ডেন্টটার ওপর চাপ দিয়ে অধিক যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। একসময় তার একটা হাত পেন্ডেন্টের রুবির ওপর পড়তে ধারাল ছুরিটা বেরিয়ে এল। এক হিংস্র উত্তেজনায় ক্রিমপিনের চোখ দু'টো চিক চিক করে উঠল। ছুরিটা দিয়ে সে কারেনের শিরদাঁড়ার উপর বুলাল। নরম চামড়া কেটে রক্ত গড়ায় কিন্তু যৌন উত্তেজনায় কারেন সে কিছুই টের পেল না। অস্পষ্ট স্বরে, বলল—'দাও, আর একবার দাও।'

ক্রিমপিন এবার জোরে সেই ছুরিটা তার শিরদাঁড়ায় চেপে ধরতে রক্তের ধারা নামল তার পিঠ বেয়ে এবার যন্ত্রণা অনুভব করে কারেন লক্ষ্য করল তার বিছানা লাল হয়ে গেছে। ক্রিমপিনের হাতে ধারাল ছুরি দেখে আর্ত চিৎকার করে উঠল কারেন—'এ তুমি আমার কি করলে? কেন করলে?' আর কিছু বলবার আগেই ক্রিমপিন তার হাতের ছুরিটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কারেনের ওপর।

লুসিলের বাটিকের দোকানের ঢুকতেই সেলসগার্ল কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—'বলুন, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?' 'আমার স্ত্রীর জন্য একটা ভাল চামড়ার ব্যাগ চাই।' 'কুমিরের চামড়ার ব্যাগ খুব ভাল হবে।' ব্যাগটা নিরীক্ষণ করল লেপস্কি। ভালই লাগবে ক্যারলের। ব্যাগটা পাওয়ার পর ক্যারল চাইবে নতুন কোট, নতুন গ্লাভস, নতুন জুতো এর সঙ্গে ম্যাচিং করে।

লেপস্কি দাম জানতে চাইল।

'আড়াই'শ'।

'বড্ড বেশী দাম, সঙ্গে অতো নগদ নেই'—লেপস্কি জিজ্ঞাসা করল—'চেক দিয়ে দেব?' মেয়েটি পরিচয় জানতে চাইল লেপস্কির। লেপস্কি তার পরিচয়পত্র মেলে ধরল।—ডিটেকটিভ লেপস্কি। সিটি পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চোখ দুটো বিস্ফারিত হল 'মিঃ লেপস্কি, আপনাকে বিশেষ ডিসকাউন্ট দিতে পারি। এটার মূল্য এক'শ সত্তর দিলেও হবে।'

লেপস্কি অবাক হয়ে তাকায়। মেয়েটি বলে—'আমার ভাই ডাস্টি লুকাস, সে প্রায়ই আপনার কথা বলে থাকে। আপনি নাকি পুলিশ ফোর্সে সব থেকে বেশী স্মার্ট।'

ধন্যবাদ, তাহলে ব্যাগটা প্যাক করে দিন। লেপস্কি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল—'আপনার মত এমন এক সুন্দরী বোন পেয়ে ডাস্টি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।'

মেয়েটি কথাটার অর্থ জানতে চাইল। লেপস্কি মাথা নেড়ে জানাল সে পরে বলবে।

দোকান থেকে বেরল তখন পৌনে সাত'টা। ফিরে এল হেডকোয়ার্টারে। সিড হাইনির রিপোর্ট টাইপ করে টেরেলের কাছে দিয়ে রাত এগারো'টা পনের'ই এ বাড়ি ফিরল লেপস্কি। টেলিভিসনে মধ্য রাতের ফিল্‌ম সবেমাত্র শেষ হয়েছে তখন স্যুইচ অফ করে ক্যারল তার দিকে মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানাল—'শুভ দিন শুরু হল।' 'আর ঠিক এই সময়ই তোমাকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা'—লেপস্কি ক্যারেলের হাতে হাত ব্যাগটা তুলে দিয়ে বলল—'এটা তোমার জন্মদিনের উপহার।' 'ও টম'! আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্যারল বলল—'আমি ভেবেছিলাম তুমি ভুলে গেছ।' 'ফার্স্ট গ্রেড ডিটেকটিভরা কিছুই ভোলে না।'

হঠাৎ টেলিফোন বাজার শব্দে লেপস্কির ঘুম ভাঙল, রাত আড়াই'টা বাজে, হেডকোয়ার্টার থেকে বেইগ্‌লার ফোন করেছে। তার কাছ থেকেই লেপস্কি জানতে পারল কারেন স্টার্নউড খুন হয়েছে।

আতঙ্কে অ্যামেলিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে। বিলাসবহুল শয়নকক্ষের মাঝেই সে চোখ মেলে তাকাল, খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল—বেলা ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বেল টেপামাত্রই রেনল্ডস হাজির হল।

কফি পরিবেশন করতে তার হাত কাঁপছিল, 'তুমি বড্ড বেশী মদ খেয়েছো'—বিরক্ত স্বরে অ্যামেলিয়া বলল। রেনল্ডস তা স্বীকার করে প্রশ্ন করল—'আপনার ব্রেকফাস্ট দরকার?' 'না, ক্রিমপিন কোথায়?' 'তিনি তাঁর অ্যাপার্টমেন্টেই আছেন।' রেনল্ডস-এর কাছ থেকেই সে জানতে পারল ক্রিমপিন গতকাল রাত দশ'টার পরে বাড়িতে এসেছে। রেনল্ডস অ্যামেলিয়ার নির্দেশে টিভি চালিয়ে দেয়। টেলিভিশনের পর্দায় প্রথমে হ্যামিলটনের চেহারা ভেসে উঠল, আর তার পরই কারেন স্টার্নউডের কেবিনের দৃশ্য, তার মৃতদেহের স্থির চিত্র। হ্যামিলটনের বিষাদপূর্ণ কণ্ঠস্বর—'পাগল খুনী আবার এক মহিলাকে নৃশংস ভাবে খুন করেছে 'এই নিয়ে একই সপ্তাহে তিন'টি খুন' হ্যামিলটন বলতে থাকে—'পুলিশের দৃঢ় ধারণা, কেউ নিশ্চয়ই খুনীকে লুকিয়ে রাখছে। মিঃ জেফারসন স্টার্নউড তার কন্যার হত্যাকারীর হদিশকারীকে দু'লক্ষ ডলার পুরস্কার দেবেন, ঘোষণা করেছেন।

সংবাদ দাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে।' টিভি সুইচ অফ করে দিতেই এক অদ্ভুত নীরবতা ঘরটাকে গ্রাস করল। রেনল্ডস ভাবছিল—সে এই পাগল খুনীর কথা ফাঁস করে দেবে। অ্যামেলিয়া তার মনের কথা টের পেয়ে বলে উঠল—'রেনল্ডস! আমরা কিছুই বলব না। এক কোটি ডলার পেলেও বলব না। আমার কথা তুমি একবার ভেবে দেখ, আমার ছেলে পাগল খুনী জানাজানি হলে আমার জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমার আনুগত্যের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।' রেনল্ডস তার মনের ভাব চেপে গিয়ে বলল—'হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।'

অ্যামেলিয়া তার মাইনে বাড়িয়ে দেবার আশ্বাস দিল। রেনল্ডস তার ঘরে চলে গেল।

ওদিকে শহরের এক প্রান্তে কেনড্রিক প্রোগ্রাম দেখে তার বিলাসবহুল ঘরে বসে ভাবতে লাগল—'এক লক্ষ ডলার পুরস্কার। সে নিজেকে পুরস্কারের সম্ভাব্য দাবীদার ভাবতে লাগল কিন্তু তার কাছে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। আর গ্রেগের মত সোনালী চুলের অনেক লোকই তো শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খদ্দেরদের ব্যাপারে গোপন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। লুইসকে ফোন করে জানতে

পারল, সে টিভির কোন প্রোগ্রাম দেখেনি এবং পুরস্কারের কোন খবর সে জানে না।

ওদিকে টিভির স্যুইচ অফ করে ক্রিমপিন ভাবল—'কারেনের মত এক সুপরিচিত গণিকাকে হত্যা করে সে মস্ত বড় ভুল করেছে। তাঁর খবর কারা জানে? কেবল তার মা আর রেনল্ডস। তাঁর মায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে সব কিছু। আর রেনল্ডস একটা মাতাল। মদের জন্য আর টাকার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা সে অবশ্যই করতে পারে। রেনল্ডস এখন রান্নাঘরে।। ক্রিমপিন সেই সুযোগে রেনল্ডস এর ঘরে ঢুকে টেলিফোনের এক্সটেনসন লাইনটা কেটে দিল সুলেমান পেনডেন্টের ছুরি দিয়ে। তারপর তাঁর ঘরের তালা থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে এল করিডোরে।

রেনল্ডস রান্নাঘর থেকে ফিরে ঘরে গেল। আর তৎক্ষণাৎ ক্রিমপিন তার ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে রেনল্ডসকে ঘরবন্দী করে রাখল।

এতক্ষণ ক্রিমপিনের সব কার্য-কলাপ ক্রিসি তার ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখছিল। সেও হ্যামিলটনের অনুষ্ঠান দেখেছে। খুনের বৃত্তান্ত বুঝতে না পারলেও দু'লক্ষ ডলার পুরস্কারের প্রতি সে আগ্রহ প্রকাশ করল।

ওদিকে রেনল্ডস ঘরে ঢুকে মনের সুখে প্রথমে স্কচ গলাধঃকরণ করে। তারপর খবর দেবার জন্য পুলিশকে ফোন করে কিন্তু ডায়াল টোন পায় না। নিচের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে এক্সটেনশন লাইন কাটা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারা দেহের মধ্যে ভয়ঙ্কর হীম-শীতল শিহরণ খেলে যায়, তার দিন এবার ফুরিয়ে এল কি? সে কি খুনীর চতুর্থ শিকার? স্কচের নেশায় তার পা দুটো টলছে। সেই অবস্থাতেই সে দরজা খুলতে গেল আর তখনি বুঝল সে বন্দী হয়েছে।

অ্যামেলিয়া কারেনের কথা ভাবছিল। সে তার স্বামীর সঙ্গে অনেকবার তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। পার্টিতে কারেনকে অনেকবার দেখেছে। কারেনের জন্য সে দুঃখ প্রকাশ করল। রেনল্ডস-এর সিদ্ধান্ত তার মনে ভেসে উঠল সেই সময়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্রিমপিন ঘরে ঢুকল, একটা চেয়ারে বসল। তার হাতের আঙুলগুলো সুলেমান পেনডেন্টের উপর বিলি কাটতে লাগল।

অ্যামেলিয়ার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রিমপিন বলল—'আমার মত তোমারও মনে নিশ্চয়ই একটা সমস্যা জন্ম নিয়েছে আর সেটা হল রেনল্ডস। তাই আমাদের দুজনের স্বার্থেই রেনল্ডসকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। তাতে আমার যেমন ভয় থাকবে না, তুমিও তোমার তথাকথিত সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।' 'ক্রিমপিনবাছা আমার'— ভয়ে ভয়ে অ্যামেলিয়া বলে উঠল—'এ কাজ তুমি করতে যেও না। তুমি অসুস্থ, ডঃ বেইসনের পরামর্শ নাও। সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

মায়ের কথা শুনে ক্রিমপিনের মুখে এক ক্রুর হাসির রেখা ফুটে উঠল। তার জ্বলন্ত চোখ দু'টোতে ঘাতকের চাহনি। অ্যামেলিয়া ভয়ে-শিউরে উঠল। সেই মুহূর্তেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। দূরভাষে কেনড্রিকের গলা। সে জানতে চাইছে যে পুলিশের কাছে পেইন্টিং এর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর অর্থাৎ তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করবে কিনা। সোমবার পুলিশ আমায় জিজ্ঞাসাবাদ-এর জন্য আসবে কারণ তাদের ধারণা তাঁর এই আঁকাগুলো খুনের অর্থ বহন করছে। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রিমপিন বলে উঠল—'পুলিশকে আপনি জানিয়ে দেবেন, আপনি কিছুই জানেন না। আমার কথামত কাজ না হলে চিরদিনের মত আপনাকে সরিয়ে দেব।'

।। আট ।।

দু'লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করবার পরিপ্রেক্ষিতে প্যারাডাইস সিটি পুলিশের হেডকোয়ার্টার যেন একটা পাগলা-গারদে পরিণত হল। টেলিফোনের লাইনও প্রত্যেকটি ডিটেকটিভ সাক্ষাৎকার নেবার জন্য ব্যস্ত। একটি মোটাসোটা যুবক জানাল—'শনিবার সন্ধ্যায় কারেন চলমান গাড়িতে লিফট পাওয়ার চেষ্টা করে। সে লিফট দেবার জন্য গাড়ির গতি কমিয়ে এনেছিল কিন্তু তার চেহারা কারেনের বোধহয় পছন্দ হয়নি।

এই রিপোর্ট থেকে টেরেল বা অন্যান্যরা নিশ্চিত হয় যে, কারেন সেদিন তার ঘাতকের গাড়িতেই লিফট পেয়েছিল।

জ্যাকবি লেপস্কির উদ্দেশ্যে বলে—'আমার ধারণা চতুর্থ জ্যাকেটটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। বোধহয় মিসেস গ্রেগ মিথ্যে বলেছেন যে, সেটা স্যালভেসন আর্মিতে দান করেছেন।'

'কিন্তু কেন, সে অমন মিথ্যে ভাষণ দিতে যাবে?' জ্যাকবি বলল—'লেভিনের কাছ থেকে জানা গেছে মিঃ গ্রেগের সঙ্গে মিসেস গ্রেগের ভাল সম্পর্ক ছিল না। তাদের একটি পুত্র সন্তান আছে। মিসেস গ্রেগ নাকি তার স্বামীর তুলনায় পুত্রটিকে অত্যধিক স্নেহ করেন, তাঁর প্রতি ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ছেলেটি মাঝে মাঝে এমন কাজ করে বসে, যা অস্বাভাবিক গোছের, তবে লেভিন ছেলেটিকে এখনও দেখেনি। লেপস্কি জ্যাকবির কথায় সায় দিয়ে বলল—'তুমি ঠিকই ধরেছ। ধরো, ওর ছেলেই খুনী। মিসেস গ্রেগ মা হিসাবে নিশ্চয়ই তাকে আড়াল করতে চাইবে।' একটু থেমে বলল 'আমাদের এখন জানা দরকার মিঃ গ্রেগের পুত্র কেমন দেখতে?'

'কিন্তু এখানে মিসেস গ্রেগকে নিয়ে যত ঝামেলা,' বলল জ্যাকবি—'মেয়রের সঙ্গে ওঁর খুব দোস্তি আছে ম্যাক্স, কাউকে বলো না এবিষয়ে। এর মোকাবিলা আমি করব। ও, কে?'

এদিকে অ্যামেলিয়া ভাবছিল রেনল্ডস-এর শেষ পরিণতির দৃশ্য সে নিজের চোখে দেখবে না। ক্রিমপিন হয়ত আজ রাতে ওকে খতম করে ফেলবে। ক্রিমপিন বাড়ি থেকে বেরোবার পরই সে ঠিক করল স্প্যানিশ বে হোটেলে সে সঙ্গীদের সঙ্গে দু'দিন কাটিয়ে আসবে।

স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বেরোতে যাবে অ্যামেলিয়া, এমন সময় ক্রিমপিনের মুখোমুখি হল সে। —'এটা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে' অ্যামেলিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল সে—'দু'দিন পরে তোমাকে ফোন করে আসার জন্য জানিয়ে দেব। ততক্ষণে সব কাজ আমি শেষ করে ফেলছি।'

ক্রিমপিন তার নিজের রোলস গাড়িটা মাকে ব্যবহার করার জন্য দিল। ছেলের সঙ্গে করমর্দন করে কাঁপা-কম্পিত পদব্রজে অ্যামিলিয়া বেরিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং চেপে ধরল।

ফ্লয়েড কেনড্রিকের কাছ থেকে ফোন পেয়েই লুইস কয়েক মিনিটের মধ্যে ছুটে এল তাঁর গ্যালারিতে। দীর্ঘ সময় ধরে দুজনের মধ্যে আলোচনা হল।—'কোন কিছু গোপন করতে সে না চাইলে নাম প্রকাশেই বা অনিচ্ছুক হবে কেন?'—বিরক্ত লুইস বলল।

এতক্ষণ কেনড্রিক জানত লুইস পুরস্কারের ব্যাপারে কিছু জানে না। কিন্তু লুইস যখন বলল—'এখানে আসার আগে সে রেডিওতে পুরস্কারের কথাটা শুনে এসেছে'—কথাটা শুনে কেনড্রিকের চোখ দু'টো পাথর হয়ে গেল। কেনড্রিক তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল—'পুলিশের একবার ইনফরমার হওয়া মানে চিরদিনের মত ইনফরমার বনে যাওয়া। ক্রিমপিন গ্রেগকে আমি কথা দিয়েছি। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। তুমি কি চাও, আমরা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলি?'

'কিন্তু তাই বলে একজন খুনীকে আড়াল করতে হবে?'—লুইস প্রতিবাদ করে উঠল। 'এ ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না—' পুলিশকে যা মিথ্যে বলবার তা আপনিই বলবেন।'

'শান্ত হওয়ার চেষ্টা করো চেরী'—মৃদু হেসে শান্ত গলায় কেনড্রিক তাকে বোঝাল—'উত্তেজিত হয়ো না। যদি প্রয়োজন হয় লেপস্কির কাছে তোমাকেও মিথ্যে বলতে হবে।'

কেন ব্রান্ডন সোমবার সকালে অফিসে ঢুকতে গিয়ে দেখে তার প্রাক্তন অফিস সেক্রেটারী মেরী গুড আন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যবয়স্কা, মোটাসোটা, গোলগাল চেহারা এবং বেশ অভিজ্ঞ সে, কেনের মনে হল তার কাছে ঈশ্বরের দূত রূপে যেন মেরীকে পাঠান হয়েছে।

কুশল বিনিময়ের পর মেরী বলল—'গতকাল মিঃ স্টার্নউডের সেক্রেটারী আমাকে নির্দেশ দেয় যে কারেনের স্থানে আমাকে কাজ করতে হবে। মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনে মিঃ স্টার্নউড দারুণ ভেঙ্গে পড়েছেন, বেচারা স্টার্নউড! মেয়ের প্রশংসায় সবসময় পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন।'

অফিসের দরজা খুলে কিছু কথা বলার পরে কেন তাকে নির্দেশ দেয় 'ফাইলগুলো দেখবার জন্য। আর সে দিনের ডাকগুলো পরীক্ষা করতে।

গতকাল রবিবারটা কেনের কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। কারেনের মৃত্যুর খবরে সে

বিচলিত হয়ে গেছিল। জেফারসন স্টানউডকে সে ফোন করে। জেফারসনের অনুপস্থিতিতে কেনের সঙ্গে কথা হয় তাঁর সেক্রেটারীর। কেটির বাবা জাজ লেসি এখন অনেকটা সুস্থ। ডঃ হেইঞ্জ কেটিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন তাঁর বাবাব বিপদ কেটে গেছে। তাই কেটি কেনের সঙ্গে চলে এসেছে। প্লেনে কেনের পাসে বসে তাঁর হাত ব্যাগ খুলতেই চোখে পড়ে গলফ্ বোতমটা। কেটি সেটা তাঁর হতে তুলে দিয়ে বলল—'এই নাও তোমার বোতাম'। কেনের সেই মুহূর্তে মনে পড়ল কারেনের কথা। কারেন একটা ডুপ্লিকেট বোতাম জোগাড় করবার জন্য কি চেষ্টা না করেছিল। বেচারী, ওর ভালবাসার প্রতিদান কোনদিনও সে দিতে পারবে না। ওর প্রেম চিরন্তন। কেটির বিছানায় ওকে উপভোগ করার মানসিক যন্ত্রণাটা এখন তাঁর মন থেকে উধাও। কারেনের প্রতি ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধায় তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শহরের অপর প্রান্তে কেনড্রিকের গ্যালারিতে লেপস্কি ও সে আলোচনা করছিল। লুইস মার্নি পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতে তাঁদের কথা শোনবার চেষ্টা করছিল।

কেনড্রিক সাফ কথা জানিয়ে দিল সে শিল্পীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার নাম ঠিকানা সে কিছুই জানাতে পারবে না। যদি লেপস্কি তাকে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ দেখায়, যে শিল্পী এই তিন'টি খুনের সঙ্গে জড়িত, তবেই সে মুখ খুলবে। লেপস্কি বুঝতে পারেনা সে কি করে কথা বার করবে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কেনড্রিক বলল—'মিঃ লেপস্কি, আমার মনে হয় চীফের সঙ্গে কথা বললে তিনি আমার অসুবিধাটা বুঝতে পারবেন।'

পরাজিত লেপস্কি উঠে দাঁড়ায়। যাবার আগে বলে যায়—'ঠিক আছে। আপনি মুখ খুললেন না। আপনি যখন ঝামেলায় পড়বেন. সেটা হবে আপনার আসল ঝামেলা।' দ্রুত পদক্ষেপে লেপস্কি দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।

লুইস এঘরে এল। তাকে দেখে রাগে ফুঁসে উঠল কেনড্রিক—'দেখলে চেরী, এই স্টুপিড পুলিশটা কিরকম ব্লাফ দিয়ে গেল আমাকে।'

সাড়ে দশটার মধ্যে কেন তাঁর অফিসের যাবতীয় কাজ সেরে ফেলল। এবার সে নতুন বিজনেস সংগ্রহ করবার জন্য বাইরে বেরোতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ডিটেকটিভ লেপস্কি তাঁর অফিসে এল। তাঁর পূর্ব ব্যবহারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল কেন।

হাসি-খুশী মেজাজে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানাল—সে তাঁর জ্যাকেটটা ফেরৎ দিতে এসেছে।

কেন একটু হেসে বলল—'আশা করি আর কোন ঝামেলায় জড়াতে হবেনা।'

তাঁকে মিথ্যে ঝামেলায় জড়ানোর জন্য লেপস্কি দুঃখ প্রকাশ করল।

তারপর কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলল—কারেন ও অন্যান্য খুনের আসামীকে ধরবার জন্য কেনের কাছ থেকে সে সাহায্য পাবার আশায় এসেছে।

ব্রান্ডন জানতে চাইল তাঁকে কি করতে হবে! লেপস্কি বলল—'আপনি সিরাস গ্রেগেব নাম শুনেছেন?' অবাক চোখে লেপস্কির দিকে তাকিয়ে কেন বলে—'তিনি আমার মক্কেল ছিলেন। কয়েক মাস আগে তিনি মারা যান।'

'ওর ছেলে ক্রিমপিন গ্রেগ সম্বন্ধে কিছু জানেন?'—'না, তাঁর সঙ্গে কারবার হয়নি এখনো। তাঁকে চোখেও দেখিনি।' 'কিন্তু ওর ব্যাপারে এত কৌতূহল কেন বলুন তো?'

লেপস্কি বলল—'এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি তো জানেন, গলফ্ বল বোতাম লাগানো জ্যাকেটটার মালিক চারজন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সিরাস গ্রেগ। মিসেস গ্রেগ জানান, সেটা স্যালসেভন আর্মিতে দান করা হয়েছে কিন্তু তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা, মিসেস গ্রেগের রহস্যময় পুত্র ক্রিমপিন গ্রেগ সম্ভবতঃ খুন করে থাকবে ঐ জ্যাকেটটা পরে।'

স্তম্ভিত ব্রান্ডন বলে—'এ ব্যাপারে আমার কি করবার আছে? এতো পুলিশের কাজ...' 'জানি মিঃ ব্র্যান্ডন,' লেপস্কি বলে—'আমরা পুলিশের লোক বলে অসুবিধাটা বেশী। স্বয়ং মেয়র মিসেস গ্রেগের সহায় আর শহরের সব থেকে শক্তিশালী ও স্মার্ট অ্যাটর্নির মক্কেল এই গ্রেগ পরিবার। আমরা নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাইনি ক্রিমপিন গ্রেগের বিরুদ্ধে। তাই পুলিশী অভিযান চালাবার পর

যদি আমাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে গ্রেগ পরিবার আইনগত ব্যবস্থা নেবে পুলিশের বিরুদ্ধে।'

ব্রান্ডন লেপস্কির কথা বুঝতে পারলেও তার কার্যকরী ভূমিকা সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারেনা।

—'লেপস্কি তাকে বুঝিয়ে বলে—'আপনি তাঁর কাছে যাবেন মূল্যবান ল্যান্ডস্কেপগুলো ইনসিওর করানোর প্রস্তাব নিয়ে। আর কথা বলার সময় দেখে নেবেন—তার লম্বা সোনালী চুল কিনা, গুচ্চি জুতো ব্যবহার করে কিনা।' কিন্তু ব্রান্ডন তাতে রাজি হল না।

তখন লেপস্কি ধূর্ত নেকড়ের হাসি হেসে কেনের দিকে ছুঁড়ে দিল তার শেষ হাতিয়ার—'মিঃ ব্রান্ডন, আপনি যদি ক্রিমপিন গ্রেগের হদিশ করে দিতে পারেন, তাহলে মিঃ স্টার্নউডের ঘোষিত দু'লক্ষ ডলার পুরস্কার আপনি জিতে নিতে পারেন।' এতেই কাজ হল। বিস্মিত কেন অবাক চোখে লেপস্কির দিকে তাকাল, 'সত্যি! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি তো?'

অত টাকা পাবার আশায় সে রাজি হয়ে গেল। তাঁর কাছ থেকে সাড়া পাওয়া মাত্র লেপস্কি হেড কোয়ার্টারে ফোন করে জানায় জ্যাকবি যেন এখনি গাড়ি নিয়ে কেনের অফিসে চলে আসে।

লেপস্কি, জ্যাকবি ও কেন একাসিরা ড্রাইভের দিকে অগ্রসর হল।

আগে কেনের গাড়ি ছুটে চলেছে, তারপর লেপস্কি ও জ্যাকবির গাড়ি। জ্যাকবিকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

—'ব্রান্ডনের কথা একবার ভেবে দেখ, যদি বিপদে পড়ে? ধরো, গ্রেগ যদি আমাদের অনুমান মত সত্যই খুনী হয়? আমরা জানি, এই খুনী একজন সাইকোপ্যাল। ধরো, সে যদি ব্র্যান্ডনকে খুন করে? ওকে কাজে লাগানোর আগে চীফের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিৎ ছিল।'

'তুমি অহেতুক ভাবছ ম্যাকস'—ব্রান্ডন স্ব ইচ্ছায় বিপদ বরণ করেছে। পুরস্কারের অর্থটা সে একাই ভোগ করবে।'

লেপস্কি বলতে লাগল আমি তাকে সেই জ্যাকেটটা পবে যেতে বলেছি কারণ সেটা দেখলে গ্রেগের মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলে আমরা বুঝব সেই খুনী তবে, আমি ব্রান্ডনকে সতর্ক করে দিয়েছি সে যেন ভিলার ভেতরে প্রবেশ না করে।

ইতিমধ্যে একাসিরা ড্রাইভে তাঁরা পৌঁছাল। পূর্বের কথামতই গ্রেগ ভিলা থেকে এক'শ গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে কেন হাঁটা পথে এগোচ্ছিল। লেপস্কি, জ্যাকবি তাকে অনুসরণ করে। এখানে এসে শেষবারের মত লেপস্কি কেনকে সাবধান করে দিল।

কেন ব্রান্ডন ভিলাব মধ্যে প্রবেশ করল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রবেশ পথের দরজা খুলে গেল। কেনেব সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে তাকে দেখে কেনের দেহে আতঙ্কের-শিহরণ খেলে গেল। দীর্ঘ দেহী সোনালী চুলে মাথা ভর্তি পরনে গুচ্চি জুতো। লোকটি কেনকে দেখে হাসল, তার ক্রুর হাসিটা সহ্য করতে পারল না কেন। তাড়াতাড়ি বলে—'আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আমাকে মাফ করবেন। আপনিই কি মিঃ গ্রেগ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে ক্রিমপিন বলল—'আপনার পরনের জ্যাকেটটা খুব সুন্দর। এরকম একটা জ্যাকেট আমার বাবারও ছিল।' ভয়ে কেনের গলা শুকিয়ে গেছে, পালাতে পারলে বাঁচে,—'কিন্তু তাকে কোন সুযোগই ক্রিমপিন দিল না।

পকেট থেকে একটা অটোমেটিক পিস্তল বার করে ক্রিমপিন গর্জে উঠল—'আমি যা বলছি তাই করুন। যদি গুলি না খেতে চান তো ভেতরে আসুন।'

কেন ভেতরে ঢুকে ক্রিমপিনের নির্দেশ মত দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। ও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কেনের কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই ভেবে ক্রিমপিন এবার তাঁর হাতের পিস্তল নামিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইল।

কেন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলার চেষ্টা করল,—'আমার নাম কেন ব্রান্ডন, প্যারাডাইস সিটি অ্যাসুরেন্সের প্রতিনিধি আমি। আপনি যদি আপনাব পেইন্টিংগুলো ইনসিওরেন্স করান, তার ব্যবস্থা আমি করতে পারি।' 'আপনি কি কবে জানলেন, আমি ছবি আঁকি? কেনড্রিক আপনাকে বলেছে?' কেন আবার ভয় পেল। লেপস্কি প্রথমে খোঁজ নিতে বলেছিল যে মিঃ গ্রেগ ছবি আঁকে নাকি?

কেন কোনরকমে বলল—'কেনড্রিক বলছিল, আপনার কাছে নাকি কয়েকটা মূল্যবান পেইন্টিং আছে, সেগুলো আপনি ইনসিওর করতে চান?' 'হ্যাঁ, সেগুলো সত্যই খুব মূল্যবান'—তারপর পিস্তলটা পকেটে চালান করে দিয়ে বলল—'আপনাকে সন্দেহ করবার জন্য সত্যি, আমি খুব দুঃখিত। ঠিক আছে, আপনি তাহলে আমার স্টুডিওতে চলুন, ছবিগুলো দেখে আপনিই সেগুলোর দাম ঠিক করে দেবেন।'

দেখার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি কত ইনসিওর করবেন বলুন। আমরা সেই পরিমাণ অর্থের পলিসি করে দেব। ক্রিমপিন তার কথায় গুরুত্ব দিল না, বলল—'খুব বেশী সময় লাগবে না, আমি কতকগুলো জরুরী বিষয় স্টাডি করছি, আমি জীবন্ত ছবি আঁকতে চাই।'

সুলেমান পেনডেন্টটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরতেই ক্রিমপিন এক তীব্র যৌন উত্তেজনা অনুভব করল। তার চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে গেল। আঁতকে উঠল কেন—'আমি বরং কাল একবার আসব। আপনি ততক্ষণ একটা তালিকা তৈরী করে রাখুন।'

ততক্ষণে ক্রিমপিনের চোখ দুটো উত্তেজনা ও রাগে চিকচিক করে জ্বলে উঠতে লাগল। ততক্ষণে সে সুলেমানের পেন্ডেন্টটা প্রায় খোলার উপক্রম করে ফেলেছিল। তার দু'চোখে খুনের নেশা। এমন সময় একটি টেলিফোন এল—সার্জেন্ট বেইগলারের ফোন, ক্রিমপিনের মা অ্যামেলিয়া একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

সংবাদটা তাকে বেশ সন্তুষ্ট করেছে বলেই মনে হয়, ক্রিমপিনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। এদিকে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পর লেপস্কি ও জ্যাকবি ভিলায় ঢুকে কলিং বেল বাজাল। এক নিগ্রো মহিলা (ক্রিসী) দরজাটা খুলে দিল। ইশারায় তাদের উপরে যেতে বলল। তারা রেনল্ডের ঘরে উঁকি মেরে তার দলাপাকান মৃতদেহটা দেখতে পেল। আরও একটা খুন! এরপর তারা ক্রিমপিনের স্টুডিওতে পৌঁছাল। হাতের রিভলবার উঁচিয়ে অতর্কিতে লেপস্কি বলে উঠল—'আমরা পুলিশের লোক, যেমন আছেন, দাঁড়িয়ে থাকুন।'

'ক্রিসী আপনাদের দরজা খুলে দিয়েছে। ওকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আসুন, আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে যাক। আপনারা তো সকলেই মাইনে করা কর্মচারী আমি আপনাদের তিন'জনকে দু'মিলিয়ন ডলার দিচ্ছি, রিপোর্ট বদলে দিন।'

কেন চিৎকার করে উঠল—'ওর পকেটে রিভলবার আছে, বার করে নিন।'

লেপস্কির নির্দেশে ক্রিমপিন হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যাকবি তার পকেট থেকে রিভলবার বার করে নেয়।

'তা হোক', ক্রিমপিন এবার দর চড়াল, তিন মিলিয়ন ডলার'। তাতেও রাজি নই?'

'যেখানে আছেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন'—গর্জে উঠল লেপস্কি।

ক্রিমপিন হেসে বলল—'আমি তো এখন অস্ত্র মুক্ত, তাইনা?' তার একটা হাত সুলেমান পেনডেন্টের কবির উপর চেপে বসল, আর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লেপস্কির উপর। তবে তার আগেই লেপস্কির গুলি লক্ষ্যভেদ করেছিল।

দু'দিন পরের কথা। প্যারাডাইস সিটি ক্লিনিকের একটি ঘরে আহত লেপস্কি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল। 'কেমন লাগছে টম?'—জ্যাকবি প্রশ্ন করল। 'এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম, শয়তানটা আর একটু হলে খতম করে ফেলছিল।'

জ্যাকবি জানাল—সাংবাদিকরা বাইরে অপেক্ষা করছে তার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য। হ্যামিলটন টিভির স্ক্রীনে হাজির করতে চায় এই হীরোকে। জ্যাকবি আরো জানাল—তার প্রমোশন হয়েছে, সে এখন সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভ। আর ব্রাডন দু'লক্ষ ডলার পুরস্কার পাচ্ছে। দু'মিনিট বাদেই ক্যারল ছুটে এল—'ও টম ডার্লিং'। 'হাই হানি'। লেপস্কি রসিকতা করে বলে উঠল—'আমার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার মত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!'

'ওসব রসিকতা থাক'—'তুমি নাকি প্রায় মারা যাচ্ছিলে'?

'তাতে কি হয়েছে? এই দ্যাখো না, আমি তো মরিনি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি খুব খুশী।'

পয়জনাস অর্কিড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের জুলাই মাসের এক সকালে সূর্য মাথা তুলেছে—কুয়াশা সরিয়ে। ম্যাটিতে পড়া শিশির বাষ্প হয়ে যাচ্ছে, বাতাসে গন্ধ আর গুমোট ভাব। ভীষণ গরম। বাতাসে ধুলো উড়ছে, বৃষ্টির আশা নেই।ওল্ডসামকে প্যাকার্ড গাড়িতে বসিয়ে বেইলী খাবারের দোকান মিনিতে ঢুকলো। গত রাতে বেশি মদ টেনেছে বলে গরমে সহ্য হয়নি। চোখ মুখ ফোলা রুক্ষ দৃষ্টি।

কেউ নেই মিনিতে, আসার সময় হয়নি। দোকান পরিষ্কার করছে মেয়েটা। রান্নার বাজে গন্ধ পেয়ে সে নাক বন্ধ করলো।

কাউন্টারে দাঁড়ানো সোনালী চুলের মেয়েটা বেইলীকে পিয়ানোর সুরের ঝংকার স্মরণ করিয়ে দিলো। মেয়েটি কাছে আসার আগে পর্যন্ত মনে হয় সে কোন সিনেমা জগতের নায়িকা।

মেয়েটি বলল—'আমি জানি ভ্যাপসা গরমে তোমার রাতে ঘুম হয়নি, তাই না?

বেইলী ভ্রূকুটি করে স্কচ দিতে বলল। মেয়েটি একটি বোতল একটি গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি হাসি-খুশিতে ভরা মানুষ। রাত করে খুব হৈচৈ করেছো দেখছি।

বেইলী বোতল আর গ্লাস নিয়ে একটা টেবিলে বসলো। তার দিকে তাকিয়ে থাকা সোনালী চুলের মেয়েটিকে রূঢ় কণ্ঠে বলল, কাজে মন দাও, বিরক্ত কর না।

মেয়েটি শরীর টান টান করে বলল—আমি কি করলাম?

বেইলী পিছন ফিরে বসলো—বকবক করো না।

মেয়েটি তাচ্ছিল্যভরে ম্যাগাজিনে মন দিল। মদ খেয়ে চেয়ারে আধশোয়া হয়ে টুপি টেনে চোখ ঢাকলো। মনটা চিন্তিত। রিলি টাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শেষে ব্যাঙ্ক ডাকাতিই করতে হবে, যদি তাড়াতাড়ি কিছু টাকা হাতে না আসে। ব্যাঙ্ক লুটের পক্ষে বেইলী নেই। পুলিশ গোয়েন্দার চারিদিকে নজর। আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা তল্লাশি করছে যখন-তখন। ওল্ডসাম প্যাকার্ডে বসে নাক ডাকছে সে এমন একটা জায়গায় রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ঘুমন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে বেইলী মুখভঙ্গী করলো। লোকটা অপদার্থ। ঘুম আর খাওয়ার চিন্তা, রিলিকে আর তাকে কাজ করতে হয়। বেইলী আরও খানিকটা মদ খেয়ে সিগারেট ধরালো।

বেইলী ডাকলো—এই যে সুন্দরী একবার এসো দেখি। মেয়েটি কোমবে হাত দিয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার গায়ের গন্ধ নাকে যেতেই মনটা কেমন করে উঠলো।

ডিম আর শুয়োরের মাংস পাওয়া যাবে?—মেয়েটির বুকে আঙুলের খোঁচা মেরে বললো। মেয়েটি চট করে সরে গেল।

সভ্য হও, রোমিও—মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়েটি বলল, আমার সাথে শোবার আগে খুনসুটি করতে চাইছো?

বেইলীর ভাল লাগল মেয়েটির রেগে যাওয়া। মেয়েটি তাড়াতাড়ি গিয়ে অভ্যস্ত হাতে একটা ডিম ফাটিয়ে প্যানের মধ্যে দিল। বেইলী অপেক্ষা করতে লাগল। হেনী ঘরে ঢুকলো। বেইলী তার দিকে হাত বাড়াতেই হেনীর চর্বিবহুল মুখ হাসিতে ভরে উঠলো।

বেঁটেখাটো মানুষটা স্বল্প দৈর্ঘের পায়ে দ্রুত এগিয়ে বেইলীর এলিয়ে দেওয়া চেয়ারে ক্লান্তভাবে বসে পড়লো। রুমালে মুখ মুছতে লাগল তেল চিটচিটে টুপি খুলে।

বেইলী জানতে চাইলো—নতুন কোন খবর আছে?

ইতস্ততঃ করে হেনী বলল—আছে। মনে হচ্ছে তোমার কোন কাজ নেই? অবশ্য একটা কাজ আছে। বেশ বড়, কিন্তু তোমাকে দিয়ে হবে না।

বেইলী নেকড়ের মত হেসে বলল, হাতে কোন কাজ নেই হে।

কুতকুতে চোখে হেনী দেখলো বেইলী উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে। জন ব্লানডিসের মেয়ের কথা বলল হেনী। বেইলী আড়চোখে তাকিয়ে সোনালী চুলের মেয়েটাকে দেখলো। চেয়ার ছেড়ে উঠলো নিজেকে সামলে নিয়ে। সে বলল, তোমার সঙ্গে পরে দেখা করবো।

তুমি হঠাৎ যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে? হেনী বললো।

বাইরে অপেক্ষা করছে ওল্ডসাম। উফ্ঃ কি গরম। এমন গরম আগে দেখেছো?

মাথা নেড়ে হেনী বলল, হ্যাঁ, অসহ্য গরম।

বেইলী হাত নেড়ে দরজার দিকে গেল। সোনালী চুল মেয়েটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গালে টোকা মারল। মেয়েটা সাপের মত ফণা তুলে আঃ ভদ্র হও—দু'জনে একই সঙ্গে বলল। মেয়েটি হেসে উঠল। বেইলী প্যাকার্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওল্ডসাম নাক ডাকছে। মাথায় সহস্র চিন্তা। তাহলে আবার দেখা যাবে ব্লানডিসের মেয়েকে। খবরটা ছড়ালে কনসাসের প্রত্যেক মানুষ কানাঘুষা করবে। হেনীর খবর ছড়ায়। আর বাছ-বিচার নেই, প্রত্যেককে খবর পরিবেশন করে।

একটা ওষুধের দোকানে বেইলী ফোন করার জন্য ঢুকল। ফোনে রিলিকে বললো হেনী যা যা বলেছে কিন্তু রিলিকে ফোনের অপর প্রান্তে অর্ধমৃত মনে হল। তাকে অ্যানার বিছানায় বেইলী দেখে এসেছে। ফোনে রিলির কথা শুনে মানুষটাকে অসুস্থ মনে হল।

ভগবানের দিব্যি চুপ কর—রিলি সহসা বলল। একটু অপেক্ষা কর। কথা শুনতে পাচ্ছি না মেয়েটা চেঁচাচ্ছে।

অ্যানার চিৎকার শোনা গেল, তারপর চড় মারার শব্দ, বেইলী মনে মনে হাসলো।

বেইলী বলল—শোন রিলি, অসহ্য গরম যাতে এখান থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে পারি কান পেতে শুনে নাও।

অপরপ্রান্তে শোন, গরমের কথা মাথা থেকে সরাও। এখন আমার কথা শোন।

ব্লানডিসের মেয়ের খবর আছে। ঠিকই বলছি—ধনকুবের জন ব্লানডিসের মেয়ে। তোমাকে আগেও বলেছি একটা পার্টিতে বন্ধু ম্যাকগনের সঙ্গে আসবে। তুমি কিছু ভেবেছো না কি?

এখানে এখুনি চলে এসো। রিলি যেন প্রাণ ফিরে পেল। এ ব্যাপারে আলোচনা করবো—তাড়াতাড়ি এসো।

বেশ আসছি।—বেইলী রিলিকে যতটা অপদার্থ ভেবেছিল ততটা নয়। রিসিভার নামিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। প্যাকার্ডে ঢুকে ওল্ডসামকে মুখ ভেঙিয়ে ওঠে। হুইলের সামনে বসতে বসতে বললো, ঘটনা শুরু হওয়ার পথে।

ছড়ানো চেয়ার টেবিলের মধ্যে দিয়ে বেইলী এগিয়ে গেল। গোল্ডেন স্লিপার ভাল ব্যবসা করছে। পাচক-পাচিকারা ট্রে হাতে নিয়ে যন্ত্রের মত ছুটছে। মানুষের চিৎকার বাজনার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। ঘরের ভিতরটা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পরিষ্কার ভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বেইলী বিরক্তবোধ করলো। পাচিকাটি তাকাল টেবিলের সামনে বসে মুখে শব্দ করতেই। ঘরের চারদিকে তাকালো এক গ্লাস হাইবল দিতে বলে। মিস ব্লানডিসের আসার সময় হয়নি। মেয়েটাকে চেনে না। তার জন্য সংরক্ষিত কোন টেবিল জানা দরকার। সিগারেটের ধোঁয়ায় কিছুই নজরে পড়ছে না। বেইলী ধূমপান আর মদ্যপান করতে করতে চিন্তা করলো। সহসা বাজনা বন্ধ হলো। একজন মাইকের সামনে দাঁড়ালো।

একটা নিবেদন আছে আপনাদের কাছে।—লোকটি ঘোষণা করলো। মিস ব্লানডিস ও ডেরি ম্যাকগন এসে পৌঁছেছেন। আজ ওঁর জন্মদিন। উনি আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করবেন।

আশা করি ওঁর প্রতি আপনারা সহযোগিতা করবেন কিন্তু ভীত করবেন না। আমরা জেনেছি উনি গলায় মুক্তোর হার পরেছেন। সুতরাং মহিলারা নিজের চোখেই দেখার সুযোগ পাবেন, উনি এসেছেন।

ঘরের প্রত্যেকের চোখ দরজার দিকে। মিস ব্লানডিস ঢোকার সাথে সাথে সাদা আলো তার উপর এসে পড়লো। তার পেছনে যে যুবক ঢুকলে সে ধোঁয়ায় ঢাকা বন্ধুদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। বেইলী তাকে খুঁটিয়ে দেখছে, মেয়েটির রূপের খ্যাতি শুধু শুনেছিল এখন নিজের চোখে দেখল। মেয়েটার লাল চুলে আর সারা দেহে আলো এসে পড়ছে। চোখ দু'টি উজ্জ্বল। বেইলী ব্লানডিসের সৌন্দর্যে একেবারে হতবাক। আজ পর্যন্ত অনেক যুবতী দেখেছে কিন্তু মেয়েটি আলাদা, খুব স্বতন্ত্র। নজর কাড়ার মতো নিষ্পাপ চেহারা।

নাচ শুরু হলো বাজনার তালে তালে বেইলী দেখলো এত মদ্য পান করেছে নাচতে পারছে না। মিস ব্লানডিস তাকে কিছু বলল। দুজনে তাদের টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো। ব্লানডিস ম্যাকগনকে মদ্যপান করতে বারন করা সত্ত্বেও ম্যাকগন গ্লাসের পর গ্লাস পান করেই চলেছে।

হৈ চৈ করতে লাগল উপস্থিতেরা, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো। কলেজে পড়া একটা ছেলে একটা মেয়ের হাত ধরে টেবিলে তুলল। কাপ ডিস ভেঙ্গে চুরমার। মেয়েটা চেঁচাচ্ছে সকলে তাকে ঘিরে চিৎকার করতে লাগলো। বেইলী দেখলো, মিস ব্লানডিস অসহিষ্ণুভাবে ম্যাকগনকে ধাক্কা দিচ্ছে। ম্যাকগন স্খলিত পায়ে তাকে অনুসরণ করলো।

বেইলী তাঁদের দু'জনকে বেরিয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তায় আসতেই তাঁর প্যাকার্ড গাড়ি এগিয়ে আসতেই সে পিছনের সীটে উঠে বসলো।

ওল্ডসাম চালক আর রিলি পাশে বসা।

বেইলী বলল,—ওরা মিনিট খানেকের মধ্যে বেরিয়ে আসবে। মেয়েটি গাড়ি চালাবে। সঙ্গের লোকটা নেশায় কাহিল।

সামনে খামার বাড়ির গেট পেরিয়ে গাড়ি দাঁড় করাবে।—রিলি ওল্ডসামকে বলল। আমাদের পেরিয়ে যাক তারপর অনুসরণ করবো। ওল্ডসাম গাড়ি ছোটালো বেইলী বন্দুক পাশে রেখে সিগ্রেট ধরালো। সামনের বাঁকে খামার বাড়ি। বাঁক ঘুরে গাড়ি একটা অন্ধকার জায়গায় থামল।

রিলি বলল রাস্তায় নেমে নজর রাখো। বেইলী নেমে কোন গাড়ি আসছে কিনা দেখতে লাগলো। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর বেইলী উত্তেজিত ভাবে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, ওরা আসছে।

রিলি বলল—গাড়িটা একটু এগিয়ে যেতে দাও। তারপর অনুসরণ করে পথরোধ করবে।

তাদের গাড়ির আলো মিস ব্লানডিসের গাড়িতে পড়ছে। রাস্তা নির্জন ও চওড়া, পিছনের জানালা দিয়ে ম্যাকগনের মাথা দেখা যাচ্ছে।

লোকটা এত মদ খেয়েছে আমাদের কোন অসুবিধা করতে পারবে না—বেইলী বলল।

রাস্তার পরের জঙ্গলের কাছে এলে রিলি বলল,—গাড়িটার সামনে যাও।

আরো মাইল খানেক ছোটার পর ওল্ডসাম সামনের গাড়িকে অতিক্রম করলো তারপর পিছনের গাড়ির গতিরোধ করে গাড়ি থামলো।

বাধ্য হয়েই ব্লানডিসকে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো।

বেইলী বন্দুক হাতে গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, 'বেরিয়ে এসো, আমরা ছিনতাই করবো।'

গাড়ির ভেতর থেকে রিলি সব লক্ষ্য করছে। ওল্ডসাম তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না।

গাড়ির আলোয় মিস ব্লানডিস বেইলীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বন্দুকের নলটা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ব্লানডিস রাস্তায় নেমে বেইলীকে দেখে প্রচণ্ড অবাক হয়েছে। ম্যাকগন চেঁচিয়ে কিছু বলে অনেক কষ্টে মাথা তুলল। কোনরকমে এসে ব্লানডিসের পাশে দাঁড়ালো। বেইলীর হাতের বন্দুকটা যেন ভীতিপ্রদ মনে হল।

বেইলী বলল—উত্তেজিত হয়ো না আমরা লুঠ করবো।

ম্যাকগন গম্ভীর হয়ে বলল, সাবধান, জান না তোমরা কার সঙ্গে কথা বলছো।

বেইলী ম্যাকগনকে পাত্তা না দিয়ে বলল,—মুক্তোর হারটা দাও।

মিস ব্লানডিস দু'পা পিছিয়ে গলায় হাত চাপা দিল।

বেইলী বলল—ওটা খুলে দাও। নইলে জোর করে নিতে হবে।

বেইলী এগোতেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো। ওল্ডসাম বন্দুক চেপে ধরলো মিস ব্লানডিসের পাঁজরায়। ম্যাকগন বেইলীর মাথায় আঘাত করতেই বেইলীর বন্দুক থেকে গুলি ছুটে গেল। সে বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ম্যাকগন ছুটে আসতেই বেইলী তার চোয়ালে ঘুঁষি মারতেই সে ঘুরে পড়ল। তারপর ম্যাকগনকে ক্রমাগত লাথি মারতে লাগল। ম্যাকগনের কাছে মিস ব্লানডিস যেতে পারল না কারণ ওল্ডসামের বন্দুক তার শরীরে ধরা। রিলি গাড়ি থেকে নেমে এল। বেইলীর লাথি মারার শব্দ কেমন যেন। ভোঁতা নয়। রিলি তাকে মাড়িয়ে দিতেই মাটিতে পড়ে থাকা ম্যাকগনের দিকে সবাই তাকাল।

সে বেইলীকে বলল—কুত্তির বাচ্চা।

বেইলী লম্বা ঘাসে জুতো মুছতে লাগল। ভয় পেয়ে বন্দুক সমেত ওল্ডসামের হাত ঝুলে পড়েছে। মিস ব্লানডিস দু'হাতে মুখ ঢাকলো। রিলি ম্যাকগনকে পরীক্ষা করে বেইলীকে বলল, তুমি একটা জানোয়ার, তুমি তাকে খুন করেছ।

বেইলী বলল, খুন করতে বাধ্য করেছে, তোমরা তা স্বচক্ষে দেখেছ।

খুন তাদের জীবনে এই প্রথম তিনজনেই ভাবল। রিলি মিস ব্লানডিসের দিকে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি তার মুখ থেকে হাত সরালো।

রিলি বলল, 'চেঁচালে তোমার অবস্থাও এইরকম হবে। তুমি সব দেখেছ...তোমাকে মেরে ফেলতে হবে।

রিলি এগোতেই মেয়েটি পিছিয়ে গেল। গাড়ির আলোতে মেয়েটির সারা শরীর ও পা দুটো নজরে পড়তেই সে ব্যাকুল হয়ে উঠলো তাকে পাওয়ার জন্যে। তার শীতল হাত মেয়েটার নগ্ন বাহু স্পর্শ করতেই সে চিৎকার করার জন্য মুখ খুললো। রিলি তার মুখে ঘুষি মারতেই হাঁটু ভেঙে সে বসে পড়লো। তাবপর প্যাকার্ডের পেছনের আসনে ছুড়ে ফেলে দু'জনের দিকে ঘুরে বিলি চেঁচিয়ে বলল, মৃতদেহটা জঙ্গলের মধ্যে রেখে এসো।

বেইলী ও ওল্ডসাম মৃতদেহ সমেত গাড়ি জঙ্গলে রেখে প্যাকার্ডের কাছে ফিরে এলো।

বেইলী জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কি করবে?

রিলি বলল—উঠে এসো, চুপচাপ বসো।

বেইলী বলল, তুমি নিশ্চয় মেয়েটাকে হরণ করে নিয়ে যাবে না?

বেইলীর কোট চেপে ধরে রিলি বলল, শোন হাঁদারাম, তুমি এসেই এই জঘন্য কাজ করেছো—এখন না হয় আমি করছি।

কোট ছেড়ে দিতেই বেইলী গাড়ির সামনে ওল্ডসামের পাশে উঠে বসলো। গাড়ির পেছনে মিস ব্লানডিস পড়ে আছে।

রিলি বলল, এটা খুনের ঘটনা। পুলিশ জানতে পারলে মৃত্যু নিশ্চিন্ত, মেয়েটা যতক্ষণ আমাদের কব্জায় থাকবে ততদিনই ভালো। মেয়েটার বাবা ধনী, মোটা টাকা বাগানো যাবে। শোন, আমরা এখন জনির আস্তানায় যাবো। পুলিশ কোনদিনই আমাদের খুঁজে পাবে না যদি পথে আটকে না পড়ি।

ওল্ডসাম মৃদু আপত্তি জানায়। রিলি বলল, আমাদের আর কোন রাস্তা নেই।

বেইলী বলল,—এমনিতেই বেশ গরম, মেয়েটা গরম আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

রিলি চেঁচিয়ে বলল, গাড়ি চালাও।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্যাকার্ডের গাড়িকে আরও কয়েকটি গাড়ি অতিক্রম করে গেল। মিস ব্লানডিসকে তুলে সীটের কোণে বসিয়ে দিল রিলি। অনেক কষ্টে মেয়েটার গলার হারটা খুলে পকেটে পুরে নিল। আবার হাত বাড়িয়ে সিল্কের পোশাকে ঢাকা নরম আর মাংসল উরু স্পর্শ করলো। ফ্লাস লাইট জ্বালিয়ে রিলির মুখের উপর ফেললো।

বেইলী জিজ্ঞাসা করলো, আলো দরকার? রিলি হাত তুলে আলো আড়াল করলো। বেইলী এবার ব্লানডিসের শরীরে আলো ফেলে, 'মালটা' ভালই কি বল?

রিলির ঘুষি খেয়ে মেয়েটার মুখে কালশিরা পড়ে গেছে, এখনো অচৈতন্য। মেয়েটা সিটের এককোনে জবুথুবু হয়ে বসে আছে। সিল্কের কালো চাদরটা পড়ে যাওয়ায় পরণের সাদা পোশাক ও হারটা নেই দেখে বেইলীর ভ্রূ কুঁচকে গেল।

রিলি খিঁচিয়ে উঠল, আলো নেভাও।

বেইলী বলল, আলোর দরকার হলে বোলো।

ওল্ডসাম ঘণ্টা দু'য়েক বাদে জানাল গাড়িতে তেল নিতে হবে। বেইলী মিস ব্লানডিসের ওপর আলো ফেললো মেয়েটা যেন ঘুমোচ্ছে।

রিলি বলল, আরো অনেকক্ষণ এভাবে থাকবে।

ওল্ডসাম একটা পেট্রল পাম্পে গাড়ি দাঁড় করালো। তেল ভরে ঢাকা বন্ধ করছে, সেই সময়ে একটা এয়ারফ্লো গাড়ি প্যাকার্ডের পাশে এসে দাঁড়ালো। তিনজনই চমকে উঠলো। বেইলী বন্দুকটা চেপে ধরলো। একজন দীর্ঘাকৃতি স্বাস্থ্যবান লোক এয়ারফ্লো থেকে নেমে প্যাকার্ডের দিকে তাকায়। বেইলীর ক্রিয়াকলাপও তার নজর এড়ায়নি।

সে জিজ্ঞাসা করলো, বেশ ঘাবড়ে গেছো, তাই না বন্ধু?

রিলি জবাব দিলো—তাতে তোমার কি?

লম্বা লোকটা গাড়িতে উঁকি দিয়ে বলল, আরে রিলি না?

রিলি বলল, তুমি সেই এডি না?

হ্যাঁ ঠিক ধরেছো, এডিই।—লোকটি বলল, বদমাইসির চেষ্টা করো না, ক্লিন বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে।

শোন, এডি আমরা কোন রকম ঝামেলায় যেতে চাই না।

এডি সিগারেট ধরালো। রিলি মিস ব্লানডিসকে আড়াল করলেও এডির নজর এড়ালো না। —সুন্দরী মেয়েছেলে বলে মনে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই। রিলি বলল, এখন আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

এডি বলল সুন্দরী মেয়েছেলে বলেছি নিশ্চয়ই কানে গেছে?

রিলি বলল, নিশ্চয়ই, তাতে হয়েছে কি?

মেয়েটা চোখ উল্টে আছে কেন? ট্যারা বুঝি? তাহলেও দেখতে ভাল। একটু উঁকি মেরে দেখলে তুমি কিছু মনে করবে নাকি?

এবার পথ ছাড়বে?

কর্কশ কণ্ঠে—মেয়েটাকে একবার দেখতে চাই। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রিলি সরে দাঁড়াল। এডি ফ্লাস লাইটের আলো মিস ব্লানডিসের শরীরে ফেলে। দামী মাল, জান নেই নাকি।

রিলি বলল—না। এখন রসিকতা রাখ, আমাদের যেতে দাও।

এডি বলল, বেশ যাও. দেখো, অজ্ঞান মেয়েছেলেটার উপর কোন সুযোগ নিও না। মনে হচ্ছে মদে আসক্তি আছে। [illegible] ঘা লেগে কপালে কালশিরার দাগ। নিশ্চয়ই নিজে করেনি।

এডি তাদের গমনের পথের দিকে তাকায়। পেট্রল পাম্পের লম্বা ছেলেটা এগিয়ে জানালা দিয়ে মাথা গলালো।

এডি জিজ্ঞাসা করতেই ক্লিন বললো ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

এই বড়লোকের মেয়েছেলেটাকে নিয়ে করছে কি? সেটাই বা কে? নিজের মনে চিন্তা করা দরকার।

ক্লিন বলল, অনেকটা পথ গাড়ি চালিয়ে এখন একটু ঘুমের প্রয়োজন। সে সিগারেট ধরিয়ে বলল, যা করবার তাড়াতাড়ি কর। আমারও একটু ঘুমের প্রয়োজন। এডি বলল, তোদের ফোনটা কোথায়?

ছেলেটি গুমটিতে নিয়ে গেল। ফোনে স্লিমের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

শোন স্লিম, রিলি ও তার দলবলেরা একটি বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে গাড়ি করে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

স্লিম বলল, ধরো মায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

কিছুক্ষণ বাদে, মা জানতে চাইছেন, পোশাক কেমন ছিল।

স্লিমের সাদা পোশাক। কালো রঙের চাদর আর বকলেশ দেওয়া জুতো। দেখে মনে হচ্ছিল কোন জমজমাট পার্টিতে গিয়েছিল। এরকম সুন্দরী এখনো দেখিনি। মেয়েটিকে দেখলে মরা মানুষেরও বদ মতলব আসবে।

শোন এডি মা বলছেন ও নাকি ব্লানডিসের মেয়ে, ধনকুবের ব্লানডিস। রিলি এরকম একটা দাঁও মারবে আর আমরা দেখব নাকি!

মা বলছেন, বর্তমানে এই ব্লানডিসের মেয়েটির বেশ সুনাম আছে। গোল্ডেন স্লিপার পার্টিতে যাবার কথা ছিল। রিলি বোধ হয় ওখান থেকেই দাঁও মেরেছে। এডি, এ ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি তবে রিলির জায়গা হলো জনির ডেরা।

এডি ছোকরাকে এক ডলার দিয়ে এয়ারফ্লোতে উঠে গাড়ি চালাতে বললো। স্লিমের ধারণা বুড়ো ব্লানডিসের মেয়েটিকে রিলি উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

ক্লিন বলল, বিদায় নিদ্রাদেবী। কি চমৎকার আমাদের জীবন।

এয়ারফ্লো এগিয়ে চলল।

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল।ওল্ডসামকে গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ওরা দু'জন জানালা দিয়ে লক্ষ্য করছে কেউ অনুসরণ করছে কিনা। মিস ব্লানডিসের জ্ঞান ফিরতেই সে নিজেকে রিলির থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। মেয়েটা কিছু বলতে চাইলে রিলি তাকে চুপ থাকতে বলল। চিন্তা করল, এডি মাথা ঘামালে স্লিমকে জানাবে তখন সব বেজন্ম গুলো আসবে দেখবার জন্যে।

বেইলী ভাবছে এমন সময় সে বলল, মেয়েটাকে কি আমরা পথে নামিয়ে দেবো। চুপ করে থাকো—রিলি খিঁচিয়ে উঠল, বন্দুকটা আবার গর্জে উঠবে।

বেশ চুপ করলাম, স্লিম লাগলে ব্যাপারটা সুখকর হবে না।

এডি ওকে বলবেই আর এডি না বললেও মা প্রিসন জানেন কি করতে হবে।

রিলি বুঝল বেইলীর অনুমান ঠিক।

জনির ডেরার সামনে গাড়ি থামাল। বেইলী দরজায় শব্দ করতেই জনি দরজা খুলল। জনির চেহারাটা যে মদ খাবার জন্য, জনির ডেরায় যত গুণ্ডা বদমায়েশদের স্থান, অথচ পুলিসের অজানা। জনি বেইলীর দিকে তাকিয়ে মদ শেষ করছে।

জনি অবস্থা বুঝে দর হাঁকাল। রিলি গাড়ি থেকে নেমে বলল, টাকা তুমি ঠিকই পাবে। তবে এখন নয়, মেয়েছেলেটাকে পুরে রাখতে পারলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। শোন জনি মেয়েটাকে জানার চেষ্টা না করে চোখ-কান সজাগ রাখবে এবং আমাদের খাওয়াতে হবে। বিনিময়ে কুড়ি ডলার পাবে। রাজি তো।

জনি পঞ্চাশ ডলারের কথা বললে রিলি ওর গায়ে বন্দুক ধরে যা দেব তাই নেবে নইলে—এখুনি খাবারের ব্যবস্থা করো।

জনি ভেতরে ঢুকতেই বেইলী তাকে অনুসরণ করল।

রিলি মিস ব্লানডিসকে নামতে বললো।

মেয়েটার ভয় এখন অনেকটা কমেছে। গাড়ি থেকে নামল।

রিলি বলল, মুক্তির বিনিময়ে তোমাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু ঝামেলা করলে ভাগ্য পুড়বে।

মেয়েটি বলল ফেরৎ না পাঠালে তোমাদেরই ভুগতে হবে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড় কেউ খুঁজে পাবে না।

রিলি জনিকে জিজ্ঞাসা করল—মেয়েছেলেটা কোথায় ঘুমোবে?

উপরতলায় ছোট একটা অন্ধকার ভ্যাপসা গন্ধ ঘরে তারা ঢুকল।

মেয়েটাকে রিলি বলল, নিজের ঘর মনে হচ্ছে তাই না।

মেয়েটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রিলি বলল, কায়দা বন্ধ রাখ। তোমার মত অনেক মেয়েকে টিট করেছি।

রিলি তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলল, আমাকে একটু চুমু দাও।

মেয়েটি খাটের অপর পাশে যেতেই রিলি এই প্রথম তার হিংস্র দৃষ্টি দেখল। রিলি ভাবল

মেয়েটি চিৎকার করলে বেইলী ছুটে আসবে এবং তার কামনা চরিতার্থ করতে চাইবে। তাই সে দরজা বন্ধ করে বাইরে এলো।

নিচে এসে খাবার দেখে সে ওল্ডসামকে বলল, মেয়েটিকে কিছু খাবার দিয়ে আসতে। ওল্ডসাম খুশি হয়ে কিছু খাবার দিয়ে বলল চটপট চালান করে দাও।

খাবারের থালা নিয়ে ব্লানডিস নাক সিঁটকাল।

ওল্ডসাম বলল, জানি এরকম বিছানা আগে ব্যবহার করনি। গাড়ি থেকে একটা কম্বল এনে দিচ্ছি। কম্বল হাতে দেখে রিলি হাসল। মেয়েদের সেবা করতে চায় অথচ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বেইলী খাওয়া শেষ করে সিগ্রেট ধরিয়ে আধশোয়া হল। ওল্ডসামকে ফিরে আসতে আত্মসচেতন দেখাচ্ছে।

রিলি বলল, মেয়েটাকে ঠিকমত আটকে রেখে এসেছ তো।

মেজাজ নরম না হলে কুত্তিটাকে আটকে রাখতে হবে বৈকি।

বেইলী বলল, একটু ঘুমিয়ে নিই।

রিলি জনিকে বলল, কেউ আসতে পারে বলে মনে হয়?

জনি মাথা নাড়ল। তার হাতে একটা শর্টগান। দেখতে নরম হলেও ততটা নয়।

জনি চলে গেলে রিলি ফোনের কাছে এল। বেইলী শুনতে পেল রিলি ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। একসময় রিলি মিস ব্লানডিসের ঘরে ঢুকলো। বেইলী চোখ বুজল।

রিলি পাতলা পলেস্তারার মধ্যে দিয়ে মিস ব্লানডিসকে দেখতে পেল। অগোছালো বিছানা, ঘরের পরিবেশ অসহ্য লাগছে। রিলি বিছানায় বসে জুতো কোর্ট খুলল। বন্দুকটা খাপে ভরা অবস্থায় বিছানায় ফেলল ছুঁড়ে।

ঘরের আলো নেভানো থাকলেও অন্ধকার নয়। রিলি লক্ষ্য করল মিস ব্লানডিস ঘুমোচ্ছে।

মেয়েটির উপর ঝুঁকে পড়ে গলা টিপে ধরল যাতে চিৎকার করতে না পারে।

মিস ব্লানডিস চিৎ হয়ে তাকাল।

রিলি বলল, চুপচাপ থাকো। আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই। তাই চেঁচিয়ে লাভ নেই।

মেয়েটির গলা থেকে হাত সরিয়ে রিলি মেয়েটির দুবাহু চেপে রেখে তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখবার চেষ্টা করল। মিস ব্লানডিস মাথা সরিয়ে নিতে লাগল।

দরজা খুলে বন্দুক হাতে বেইলী দাঁড়িয়ে।

বেইলী বলল ব্যস্ত হয়ো না রিলি। বেশী নড়াচড়া করো না।

রিলি স্থির। বেইলী বলল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। মেয়েটার সঙ্গে শোবে বলেই আমাদের ধরে আনতে বাধ্য করেছ। যাহোক আজই আমি তার বাবার কাছে পাঠাবো।

তুমি পারবে না। ব্লানডিসকে কৃতজ্ঞতার বশে পৌঁছে দিলে তুমিই বিপদে পড়বে।

এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। জনি দরজায় এসে বলল, স্লিম ও তার দলবলেরা নীচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

রিলি আর বেইলী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল।

বেইলী বলল আমি বলেছিলাম স্লিম আমাদের ধাওয়া করবে।

মেয়েটা আর মুক্তোর হারটা আমাদের কাছে আছে তা বলা যাবে না। রিলি বলল নিচে গিয়ে আটকাও আমি বন্দুক নিয়ে নামছি।

বেইলী চলে গেলে রিলি জনিকে বলল দেখবে মেয়েটা যেন চিৎকার না করে। তারপর মিস ব্লানডিসকে বলল, নিচে যে লোকগুলো এসেছে সে তোমার সৌন্দর্য বিচার না করে তোমায় ভেঙে দেবে। স্লিমকে মানুষের পর্যায় ফেলা যায় না। অস্তিত্ব গোপন রাখতে চাইলে চিৎকার করবে না।

মিস ব্লানডিস ভীতির সঙ্কোচ দেখাল। দোতলার বারান্দা দিয়ে তাকাতেই নিচের লোকগুলো তার দিকে তাকাল এডিও আছে। ওপি আর ডক স্লিমের দু'পাশে দাঁড়াল।

স্লিমের বোকা চেহারা আর এক ছদ্মবেশ। আসলে সে একজন অমানুষ।

অল্প বয়স থেকেই স্লিম খুনি। আসলে তাঁর রক্তেই খুনের নেশা। তাঁব খুনের পেছনে আছে

অর্থের নেশা। লেখাপড়ায় কোন আকর্ষণ ছিল না। স্কুল থেকে বিতাড়িত হওয়ার সপ্তা খানেকের মধ্যেই একটি ছাত্রীকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে দেখা যায়। এর পেছনে ছিল স্লিম। তবে কেউ স্লিমকে ফায়ার করার আগেই মা প্রিসন ছেলেকে শহরের বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

একটা জুয়ার ক্লাবে কাঁচ পরিষ্কারের চাকুরী পেয়ে মাদকদ্রব্য আমদানী রপ্তানী দলে জড়িয়ে পড়ে। সে লক্ষ্য করল দলের লোকগুলো প্রচুর পয়সা কামাচ্ছে। সে তখন হাত পাকাল। সব বাজে কাজই করতে তার অসুবিধা হল না। দলপতি হওয়ার পর মা প্রিসন তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল। সে নিজের ছেলেকে একটা সমাজ বিরোধী গড়ে তুলল।

রিলি কোটের পকেটে হাত ঢুকাল। স্লিম তারদিকে তাকিয়ে হাসছে।

এডি বলল—শোন রিলি আমাদের আশা করনি তাই না?

সত্যি তোমাদের আগমন বিস্ময়ের।

এডি জিজ্ঞাসা করতেই রিলি বলল, ওকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছি। বেশীক্ষণ অজ্ঞান ছিল না। শোন রিলি, ওই সুন্দরীকে গোল্ডেন স্লিপার থেকে এনেছিলে তাই না।

না, না। ওকে ইজির রান্নাঘর থেকে পেয়েছিলাম। কাজের তদারকি করছিল। একটু মজা করতে ওকে এনেছিলাম। কিন্তু খুব ভয় পেয়েছে দেখে ছেড়ে দিলাম।

তাকে দেখে তো সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল।

সিনেমার যুগে সব মেয়ের পোশাকেই তাকে সম্ভ্রান্ত মনে হয়।

স্লিম জিজ্ঞাসা করল, জনি কোথায়?

উপরে।

স্লিম এডিকে বলল, ওকে ডাকতে।

জনি তাঁর হাত ধরে টেনে নীচে নামল। একমাত্র ক্লিনের দৃষ্টি রিলি আর বেইলীর উপর। জনির সঙ্গে আবার মিস ব্লানডিস উপরে উঠে দরজা বন্ধ করল। দরজা বন্ধ হতেই ডক ওপি, এডি আর ক্লিন নিজের বন্দুক হাতে তুলে নিল।

স্লিম আদেশ দিল ওদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নাও। ওক ওল্ডসামের বন্দুক কাড়তে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনারের বন্দুক গর্জে উঠল আর সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

হিংস্র অভিব্যক্তি নিয়ে স্লিম একবার রিলি ও বেইলী, ওল্ডসামের দিকে তাকাল।

স্লিম চেঁচিয়ে বলল—ওকে সরিয়ে নাও।

ডক আর ওপি ওল্ডসামের দেহ বাইরে রেখে এল।

এডি রিলিকে বলল, যা জানতে চাইব সত্যি বলবে। মেয়েটা কে?

রিলি বলল, আমি জানি না।

তাহলে আমি তোমাকে জানাই, ও জন ব্লানডিসের মেয়ে। তুমি ওকে এনেছ মুক্তোর হারটা নেবার জন্য। রিলির পকেট থেকে মুক্তোর হারটা স্লিমকে দিল।

এডি দোতলায় মেয়েটার ঘরে ঢুকল।

মিস ব্লানডিস জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

এডি বলল, শোন খুকী, আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।

মিস ব্লানডিস বলল, দয়া করে আমাকে বাড়ি যেতে দাও।

একখানা হাত ধরে এডি বলল, এসো। কোন ভয় নেই।

যদি টাকা চাও আমার কাছ থেকে দেব। ওই লোকগুলোর কাছে আমায় নিয়ে যেও না। বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আমি তো সঙ্গে রইলাম কোন ভয় নেই।

মিস ব্লানডিস বলল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। বাবাকে ফোন করছ না কেন। উনি টাকা দেবেন—তোমাদের।

দরজা খুললে মিস ব্লানডিস এডিকে অনুসরণ করল।

এডি দোতলায় উঠতেই স্লিম বলল ক্লিনকে, ওদের বাইরে নিয়ে যাও।

ডক আর ক্লিন—বেইলী আর রিলিকে বাইরে নিয়ে গেল। স্লিম পিছনে গেল। হাতে দুটি লম্বা দড়ি। শুনতে পেল রিলি চিৎকার করছে।

ভয়ে বেইলী ফ্যাকাশে হয়ে আছে। একটুকরো ফাঁকা জায়গায় স্লিম তাদের দাঁড় করালো।

সে বলল, ওদের গাছের সঙ্গে বাঁধ।

ডক রিলিকে দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধল। রিলি নিজে বাঁচবার চেষ্টা করল না।

বেইলী স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে গাছে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াল, ডক তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই সে তাঁর পেটে এক লাথি মেরে গাছের নিচে নিজেকে আড়াল করল।

স্লিম চেঁচিয়ে বলল, ওকে মেরে ফেল না। ওকে জীবন্ত চাই।

ডক ঘাসের উপর শুয়ে কাতরাচ্ছে। ক্লিন গাছ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। স্লিম একটা ছুরি হাতে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। বেইলী পালাবার পথ খুঁজতে ক্লিনের সামনে পড়ল। তাকে লক্ষ্য করে ঘুষি চালাতে স্লিম এগোতে লাগল। দুজনের ব্যবধান যখন কয়েক গজ তখন স্লিমের ছুরি গিয়ে বিঁধল বেইলীর গলায়।

বেইলীর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করল স্লিম চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

রিলি চিৎকার করে বলল—আমাকে খুন কর না। ভগবানের দিব্যি আমাকে ছেড়ে দাও।

স্লিম হাসল। রিলির জামা ট্রাউজারের তলা থেকে বের করতেই ছেঁড়া অংশ দিয়ে রিলির পেট বেরিয়ে এলো।

স্লিম বলল—এই ছুরিটা তোমার পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তোমার মৃত্যু অনেক দেরীতে হবে।

রিলি বলল, আমার শরীরে এভাবে ছুরি চালিও না। ভগবানের দিব্যি। না করো না.......

স্লিম হাসছে। ছুরিটা রিলির তলপেটে। ছুরিটা পেটে ঢোকাতেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। কিন্তু তার দড়ি তাকে ধরে রাখল।

স্লিম কয়েক ফুট দূরে ঘাসের ওপর সিগারেট ধরাল। রিলির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি মরতে থাক বন্ধু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাত চোখ বেঁধে মিস ব্লানডিসকে একটা জোরাল আলোর মধ্যে ঠেলে দিল। এডি পিছনে তার বাহু দুটি শক্ত করে ধরে। স্লিম অনেকগুলো খুন করার পর বিশ্রাম নিচ্ছে।

মা প্রিসন মেদ বহুল ঝোলা মাংস নিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। নাসিকা তীক্ষ্ণ, চোখ দু'টি উজ্জ্বল ও ধূর্ত। গলায় সস্তা গয়না পরেছে। ক্রিম রঙের শাড়ি পরে হাত দু'টি হাঁটু চেপে ধরে আছে।

এডি হাত খুলে দিতেই মিস ব্লানডিস মা প্রিসনকে দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল।

মিস ব্লানডিসকে পরিচয় করিয়ে দিল—ইনি মা প্রিসন।

বৃদ্ধার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস ব্লানডিস ভয়ে এডির হাত ধরে বসে পড়ল।

মা প্রিসন বেশী কথা বলেননা ও শোনেননা। কিন্তু এখন অনেকগুলো কথা বললেন।

তোমার বাবা না আসা পর্যন্ত তোমায় এখানে থাকতে হবে। সমস্তই তোমার বাবার উপর নির্ভর করছে। তার আগে তোমাকে আমার ছেলেদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। তুমি কোনরকম ঝামেলা করবে না। বুঝেছ তো?

মিস ব্লানডিস উদ্ধত ভঙ্গিতে মায়ের দিকে তাকাল।

মা প্রিসন চেয়ার থেকে উঠে বললেন একে ধরে দাঁড় করাও।

এডি মিস ব্লানডিসকে ধরে দাঁড় করালো। মা প্রিসন সজোরে গালে চড় মেরে বললেন, কোনরকম চালাকি করবে না। যাও ওপরে নিয়ে যাও।

এডি মিস ব্লানডিসকে ওপরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে এডি দেখল সবাই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। মা প্রিসন অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন।

মা প্রিসন বললেন, শোন, মেয়েটাকে একটু একা থাকতে দাও। ওকে খেপান উচিত হবে না।

সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বুড়ো ব্লানডিস ফেডারাল এজেন্টের সঙ্গে দেখা করেছে। এবং ম্যাকগনের মৃতদেহ খুঁজে বার করেছে বলে মনে হয়। টাকা আদায় করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

এডি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল কি করতে হবে আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শহরে গিয়ে ফোন করে বুড়োকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিষেধ করবে। জানাবে আগামীকাল বলা হবে কি করতে হবে। আর বুড়োকে বলবে বাঁকা পথ ধরলে মেয়েটারই ভাগ্য খারাপ হবে। আসল কথা ওকে ভয় দেখাবে।

এডি বলল, বেশ তাই, ওকে সব ঠিকমত জানাব।

মা ক্লিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলত কারা কারা আমরা এরমধ্যে জড়িয়ে আছি।

ক্লিন বলল, জনিও স্বচক্ষে সব দেখেছে...তাবে জনি লোক ভাল। মৃতদেহ তিনটি পুঁতে ফেলতে হবে আর গাড়িটার ব্যবস্থা করতে বলে এসেছি। আর আছে পেট্রল পাম্পের সেই ছোকরা। তখনই সে ভয়ে-অর্ধমৃত অবস্থা তবুও এডিকে চিনতে পারবে।

মা বললেন—সুযোগ না দিয়ে তুমি ছোকরাটাকে সরিয়ে দাও। আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই। ফেডারেল এজেন্ট রিলিও তার সঙ্গীদের খুঁজে না পেলেও সেই ছোকরাটাকে খুঁজে পাবে। ক্লিন তুমি গিয়ে কাজ সেরে ফেল।

মা বললেন, ডক তুমি বুড়ো ব্লানডিসকে চিঠি লেখ। ওকে বল পাঁচ আর বিশ ডলারের নোটে পাঁচ হাজার ডলার দিতে। একটা হালকা রঙের ব্যাগে ভরে নিয়ে আসতে যাতে বয়ে আনা যায়। টাকা যোগাড় হলেই ট্রিবিউন পত্রিকায় ছোট পিপেতে সাদা রঙ বিক্রির বিজ্ঞাপন দিতে। তারপর আমাদের নির্দেশ পাবে। যদি পুলিশে খবর দেয় তাহলে ওর মেয়ের উপর আমরা নির্দয় হব। ঠিক আছে?

ডক এমন কাজ আগেও করেছে। সে চিঠি লেখার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেল। মা প্রিসন সিগারেট ধরিয়ে ছেলেকে বললেন, তুমি কিছু বলছ না।

সে বলল, মেয়েটার মুক্তোর হারটা বিক্রি করতে হবে। হারটা পকেট থেকে বের করে বলল, এটা তোমার আর মেয়েটা আমার।

এটাতো এমনিতেই আমার কাছে আসতো দর কষাকষির দরকার ছিল না। তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি।

তুমি দলের মেয়েদের সম্পর্কে বেশ কঠিন বলে জানি।—নিচু গলায় স্লিম বলল, মা, অনেকদিন মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিনি। তুমি আমাদের মেয়েদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। এই সুন্দরীকে বশ মানাতে চাই। তুমি ওর ভার আমাকে দাও। রাজী হলে মুক্তোর হারটা—

মা ছেলেকে ভালই চেনেন। আজেবাজে না বকে হারটা আমায় দাও।

শোন মা, এই মেয়েছেলেটাকে আমার চাই-ই, বশ তাকে মানাবোই।

চেষ্টা করে দেখ, বাধা দেব না।

স্লিম বলল, মা আমার সঙ্গে উপরে এসো মেয়েটাকে বোঝাই যাতে কোন ঝামেলা না করে।

মা ছেলেকে বললেন, চাইছ পাবে। তবে এই মুহূর্তে নয়। বলেই ছেলের হাত থেকে মুক্তোর হারটা নিলেন।

এডি শহরে পৌঁছে একটা খবরের কাগজ কিনল। খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে মিস ব্লানডিসের হরণ করার খবর। তার সঙ্গে মিস ব্লানডিস ও ম্যাকগনের ছবি। কিন্তু পুলিশের কোন মন্তব্য ছাপা হয়নি। কোণের দিকে সিগারেটের দোকানে ঢুকে পিছনের দরজা দিয়ে জুয়ার আড্ডায় ঢুকে গেল। উপস্থিত নরনারীরা মদ্যপান করছে আর বিলিয়ার্ড খেলছে। এডি ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে ওপিকে দেখতে পেল। ওপিকে শহরে থাকতে বলা হয়েছে আড়িপাতার জন্য।

ওপির দেওয়া মদের গ্লাস নিয়ে বলল, নতুন কিছু খবর আছে?

প্রচুর।—পুলিশ রিলি আর তার সঙ্গীদের খুঁজছে। পুলিশ জেনেছে, বেইলীর নজর মুক্তোর হারের উপর ছিল। ওরা তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। ফেডারেল এজেন্ট যে কোন সময় শহরে তল্লাশি চালাতে আসবে। তোমাকে যেন বন্দুক সমেত ধরার সুযোগ না পায়।

এডি হেসে বলল, আমি এসেছি বুড়ো ব্লানডিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কাজ সেরে ফিরে চল। আস্তানাটা নিরাপদ নয়।

ওপি মদের গ্লাসে চুমুক দিলে, বেশ আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

এডি পথে বেরিয়ে ফোনের জন্য এদিক ওদিক-তাকাচ্ছে, সেই সময় একটি সুন্দরী মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মেয়েটি বেপরোয়া হলেও বাজে মেয়েছেলে বলে মনে হয় না।

শেষে একটা ওষুধের দোকানে ফোনের বুথ খুঁজে পেল। রিসিভারের মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নাম্বারে যোগাযোগ করতেই অপর প্রান্তে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আপনি কে? ব্লানডিস কথা বলছেন, আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। আপনার মেয়েকে পাওয়ার জন্যে কিছু নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। আমাদের নির্দেশমত চললে আপনার মেয়ের কোন ক্ষতি হবে না। আপনার মেয়ে ভালই আছে। তবে পুলিশে খবর দিলে ভাল থাকবে না। দলের অনেক পুরুষই ওকে নিয়ে খেলতে চাইছে। আপনি চালাকি করলে শেষে ওদের কথাই মেনে নিতে হবে। ব্লানডিসকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই এডি রিসিভার নামিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এলো।

এডি লক্ষ্য করল মেয়েটি কাছেই একটি দোকানের শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি তার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি সাদা কার্ড ফেলে দিল। তাতে ছাপা আছে ২৪৩ প্যালেস, ওয়েস্ট। হেসে কার্ডটা পকেটে রেখে দিল।

ওপিকে গাড়িতে তুলে নিতে গিয়ে এডি লক্ষ্য করল, একটা গাড়ি তাদের পেছনে আসছে তাতে দু'জন লোক আছে।

ওপি নিম্ন কণ্ঠে বলল, ফেডারাল অফিসার।

ফেডারাল অফিসার দু'জন তেমন কোন আগ্রহ না দেখিয়ে এয়ারফ্লো গিয়ে প্রবল গতিতে শহরের বাইরে চলে গেল।

ওপি বলল, এখন থেকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে।

ভয় নেই, ব্লানডিস পুলিশে খবর দেবে না।

মা প্রিসনের বাড়িটা গাছ আর ঝোপে ঘেরা একখণ্ড জমির উপর। সহজে মানুষের নজরে পড়ে না। মা প্রিসন অনেক কষ্টে এই বাড়িটার খোঁজ পেয়েছেন। তবে বাইরে থেকে কে ঢুকছে তা ভাল করেই ভেতর থেকে লক্ষ্য করা যায়।

লৌহদুর্গ করে বাড়িটা তৈরী। মা যখন বুঝলেন বোমা আর গুলির আঘাতে বাড়িটাকে কিছু করা যাবে না তখন তিনি দলবল সমেত এখানে উঠে এলেন।

সদর দরজায় এয়ারফ্লো এসে থামল। এডি গাড়ি থেকে নামল। ওপি এয়ারফ্লো গ্যারেজে রেখে ডজ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর স্লিমকে নিয়ে এসে একটি গাড়ি থামল।

মা প্রিসন, অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ক্লিনকে বললেন, প্রথমে তুমি বল।

অনায়াসে কাজ সেরেছি। ছোকরা আমার গাড়িতে তেল ভরতে এলে আমি তার মাথায় গুলি চালালাম।

মা প্রিসন ক্লিনকে ঘুমোতে বললেন। এডি মায়ের কাছে গিয়ে বসল।

ব্লানডিস ভয় পেয়ে মেয়েকে নেবার চেষ্টা করবে। ফেডারাল অফিসাররা নাক গলিয়েছে। দু'জনকে গাড়িতে আসতে দেখেছি।

শেষ পর্যন্ত বাপের মেয়েকে ফিরে পাওয়া হবে না।

আপনি কি ওকে মেরে ফেলবেন?

স্লিম ওকে চায়। কিন্তু মেয়েটা ওকে সহ্য করতে পারে না।

মেয়েটা সম্ভ্রান্ত—অসহায়, স্লিম ওকে নির্দয় ভাবে ভোগ করবে।—এডি রেডিও চালু করল।

মা বললেন—তাতে তোমার কি?

আমার কাছে এটা অন্যায়।

রেডিওতে ঘোষণা শুরু হল। 'সমস্ত গাড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে—ব্লানডিস হরণ সম্পর্কে—যে লোকগুলোকে খোঁজা হচ্ছে—ফ্রাঙ্ক রিলি, চেহারার বর্ণনা পাঁচ 'ফুট দশ

ইঞ্চি—এক'শো চব্বিশ পাউন্ড—বয়স সাঁইত্রিশ।—চুল কালো—গায়ের রং শ্যামবর্ণ—পরণে কালচে বাদামি স্যুট আর হালকা টুপী। আর তৃতীয় ব্যক্তি শ্যাম ম্যাকটন। পাঁচ ফুট সাত—ছত্রিশ—একশো পাউন্ড—ধূসর চুল ও গোঁফ—ওরা শহরের আশেপাশে লুকিয়ে আছে—এবং ওরা বিপজ্জনক ব্যক্তি—এই পর্যন্তই। ম্যাডিস্টোন।

মা বলেন, আমরা নিশ্চিন্ত ফেডারাল অফিসাররা ওদের খুঁজছে।

এক গ্লাস মদ খেয়ে এডি গা এলিয়ে দিল। সে জিজ্ঞাসা করল, স্লিম কোথায়?

শুয়েছে।

একা?

একা নিশ্চয়ই। তুমি কি ভেবেছিলে?

ভেবেছিলে মেয়েটার সঙ্গে শোবার অনুমতি দিয়েছি। টাকা পাওয়ার আগে নয়।

আপাততঃ এডি নিশ্চিত হল। ভাবতেও খারাপ লাগে মিস ব্লানডিসকে স্লিম ভোগ করবে। আমি ঘুমোতে চললাম।

এডি পকেট থেকে রূপোর ঘড়িটা বের করতেই সাদা কার্ডটা পড়ে গেল। মার দৃষ্টি পড়তেই এডি হেসে তুলে নিল।

মাকে বলল, একজন বেশ্যা রাস্তায় আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছিল। কার্ডটা উল্টাতেই নজরে পড়ল ঠিকানাটা।

রাত দু'টোর সময় প্যালেস হোটেলে এয়ারফ্লো এসে দাঁড়াল। ক্লিন এডির দিকে তাকাল।

সে বলল, এখানে তো পৌঁছলাম, তারপর।

এডি বলল, হোটেলের ভেতরে যাচ্ছি তুমি অপেক্ষা কর। স্লিম আমার সঙ্গে যাবে।

ভিতরে ঢুকে দারোয়ানের ডেস্কের সামনে ঘুমে ঝিমানো লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল।

এডি নিচু স্বরে ২৪৩ নং ঘরে কে থাকে?

দারোয়ান বলল, এ খবর আপনাকে জানানো যাবে না। কাল অফিসে এসে জানবেন।

চালাক ছোকরা তাই না?—স্লিম বন্দুক দেখিয়ে বলল, খাতা খুলে বল, ২৪৩ নং ঘরে কে থাকে?

দারোয়ান বন্দুকটা দেখে রেজিস্টারটা এগিয়ে দিল। এডি খাতার পাতা উল্টিয়ে দেখল।

অ্যানা বোর্গ। একটা পাতায় এসে বলল, মেয়েটা কে?

এডি দেখল ২৪৩ নং পাশের ঘর দু'টি ফাঁকা, বন্দুকের উল্টো দিক দিয়ে দারোয়ানের মাথায় আঘাত করতেই সে মাথা লুটিয়ে ডেস্কের উপর পড়ল। এডি তার মাথা তুলে দেখল।

সে বলল, এর স্ত্রী ছেলেপুলে থাকতে পারে। এত জোরে মারাটা ঠিক হয়নি।

স্লিমকে কঠিন দেখাচ্ছে। সে বলল, উপরে গিয়ে মেয়েটার খোঁজ করি।

তারা লিফটে চারতলায় উঠল। তারা এই তলায় দু'শো নম্বর ঘরের খোঁজ পেল।

এডি বলল—কোন ঝামেলা না দেখলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এমন একটা অন্ধকার জায়গায় স্লিম দাঁড়ালো যেখান থেকে করিডোরের শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। ২৪৩ নং ঘর শেষ মাথায়। হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। অন্ধকারে ঘরে ঢুকেই আগে দরজা বন্ধ করল। টর্চের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বালাল।

ঘরে কাউকেই পেল না। পোশাক পাল্টে চলে গেছে মনে হচ্ছে। জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই এয়ারফ্লো গাড়িটাকে দেখতে পেল না।

ক্লিন তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে না কি। ঘরের আলো নিভিয়ে এডি বেরিয়ে আসতেই স্লিম এডির হাত চেপে ধরল।

ক্লিন চলে গেছে। মেয়েলোকটা মনে হয় কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

নিচে কারা যেন কথা বলছে তারা শুনতে পেল। স্লিম নিচে তাকিয়ে বলল ফেডারাল অফিসার। ক্লিন তাই পালিয়েছে এসো আমরা পালাই।

এডি বলল, ব্যস্ত হয়ো না। নিচে কোন গোলমাল হয়েছে।

কি বাজে কথা বলছ?

এই বোর্গ মেয়েছেলেটা কে? রিলির সঙ্গে ওর সম্পর্কটাই বা কি? আমাকে ঠিকানা দিল আসার জন্য অথচ ফেডারাল এসে পড়ল।

এখন চিন্তা না করে পালাই চল। এখান থেকেই আমি সবকিছু দেখতে চাই।

চল পাশের ঘরে ঢুকে পড়ি। ২৪৩ নং ঘর সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারে।

তারা পাশের শূন্য ঘরে ঢুকল। একজন ফেডারাল এজেন্ট উপরে এসে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়াল। এদিক—ওদিক দেখে আবার নিচে নেমে গেল। এডি বাইরে যেতে উদ্যত হতেই স্লিম তাকে বাধা দিল। ২৪৩ নং ঘরের দরজা খুলে একজন মহিলা উঁকি দিচ্ছে। এডি তাকে চিনতে পারল। মহিলাটি প্যাসেজ দিয়ে চলল।

এডি বলল, কি বুঝছ বলতো।

স্লিম জিজ্ঞাসা করল—এই মেয়েটাই কার্ড ফেলেছিল?

এডি ঘাড় নাড়ল।

মেয়েটা এখানে কি করছে?

তাইতো জানতে চাই। এডি প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে মেয়েটার ঘরে ঢুকবে ওর সঙ্গে কথা বলবে বলে। তুমি পুলিশগুলোর দিকে নজর রেখ, কেমন?

স্লিম রাজি হল। এডি সেই ঘরটাতে ঢুকল। আলো জ্বলছে। দেখল একটি মৃতদেহ মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

মা গ্রিসন বিপদের আশঙ্কায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। তিনি মিস ব্লানডিসের ঘরে আসতেই মিস ব্লানডিস বিছানায় উঠে বসল।

তোমায় কেউ কি কখনো এরকম জিনিস দিয়ে মেরেছে? মিস ব্লানডিস ঘাড় নাড়ল। দুঃস্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙে গেছে।

খুব লাগে।—বলেই তার হাঁটুর উপরে সজোরে আঘাত করলেন।

মা হাসলেন। তোমার খুব তেজ তাই না। তারপর রবারের নল দিয়ে পিটোতে লাগলেন।

ওপি বাগান থেকে ফিরে ডককে জিজ্ঞাসা করল, এডি এখনও ফেরেনি?

ডক মাথা নাড়ল। দু'জনে বসবার ঘরে এলো। ওপি দুটো গ্লাসে মদ ঢালল।

ওপি গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—মা কোথায়?

উপর তলায়। মনে হচ্ছে মেয়েটাকে বশ মানাচ্ছে।

বুড়ি নেকড়েটা চুপচাপ বসেছিল হঠাৎ রবারের নল নিয়ে উপরে উঠে গেল।

চিৎকার শুনে ওপি বলল—কে চিৎকার করছে?

ডক রেডিও চালাতেই বাজনার আওয়াজে ঘর ভরে গেল।

ডক বলল—এভাবে মেয়েটাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

বিছানায় বসে মা হাঁপাচ্ছেন। মিস ব্লানডিস বিছানায় বসে খামচে চাদরটা ধরে আছে। রবারের নলটা মেঝেতে পড়ে আছে। আর তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মা গ্রিসন বললেন, এখন আমরা কথা বলতে পারি কি বল?

মা গ্রিসন প্রস্তাব রাখতেই তার মুখ দিয়ে প্রতি কথায় মা বেরিয়ে এলো।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে মা বললেন, বুদ্ধু মেয়ে তুমি কোনদিনই আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তোমার বাবা টাকা দিলেও তোমার সুন্দর মুখ আর কোনদিনই দেখতে পাবে না। তুমি কি স্লিমকে মেনে নেবে।

মিস ব্লানডিস বলল—না। তোমাদের কথায় আমাকে রাজি করাতে পারবে না।

স্লিম যা চায় তাই আদায় করে। আমার কথা না শুনলে ওষুধ খাইয়ে তোমার মন পাল্টে দেবো। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আবার দেখা হবে।

এডি হাওয়া খাওয়ার জন্য মানুষটির পাশে বসল। মৃত মানুষ হেলী তা বুঝতে পারল। খবর সরবরাহ করাই তার কাজ। সেই বেইলীর নাম ফেডারাল অফিসারকে বলেছে।

দরজা খুলতেই সে দেখল স্লিম সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে, বাইরে এসে রুমাল দিয়ে দরজার

হাতলটা মুছল।

রাস্তা থেকে পুলিশের সাইরেন ভেসে এলো। এডিকে হাত নেড়ে সিঁড়ির কাছে ডাকল। ২৪৩ নং ঘরের মেয়েটা চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার শুনে এডি ঘাবড়ে গেল।

ওই ছুড়িটা আমাদের ডোবাবে—চল এখান থেকে পালাই।

উপর তলায় আসতেই ঘরের দরজাগুলো খুলে গেল। পায়ের শব্দ শোনা গেল। নারী পুরুষের মিলিত চিৎকার ভেসে আসে।

হাঁপাতে হাঁপাতে এডি বলল—ছাদে চল। কেন যে টমিগানটা রেখে এলাম।

দু'জনে সিঁড়ির দরজায় এসে দেখল তালা বন্ধ। স্লিম দু'বার গুলি মেরে তালা ভেঙে ছাদে উঠে গেলো। ছাদের কিনারায় গিয়ে কুড়ি ফুট নীচে পাশের বাড়ির ছাদে এসে পড়ল। তারা নিজেদের আড়াল করল। ছেড়ে আসা ছাদে টুপী পরা দু'জন মানুষকে দেখা গেল, স্লিম বন্দুক চালাল। একজন পুলিশকে দেখা গেল না আর একজন আহত হলো।

আমাদের আলাদা হতে হবে। এডি বলল, তুমি এখান থেকে বের হতে পার তাহলে 'কসমস' এ আমার সঙ্গে দেখা করো।

স্লিম বলল, আমি ঠিক বেরিয়ে যাব। আমাকে বাধা দেওয়া কোন পুলিশের কর্ম নয়।

এডি হামাগুড়ি দিয়ে পাশের ছাদে পড়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করল। ছাদ থেকে নামবার কোন উপায় নেই। স্লিম ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ে চলেছে। স্কাই লাইটটা এডির নজরে পড়তেই দৌড়ে গিয়ে ঢাকনা খুলে দেখল একটা শূন্য ঘর। সে নিচে নেমে স্কাইলাইটের ঢাকা যথাস্থানে বসিয়ে দিল।

এডি দরজা খুলে প্যাসেজে এলো। সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় নামতেই দেখল দু'জন পুলিশ উপরে উঠে আসছে।

এডি অপেক্ষা না করে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। প্রথমে মনে হল ঘরটা জনশূন্য, তারপর দেখল একজন মহিলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। এডি মহিলাটির শরীরে বন্দুকটা চেপে ধরল।

শোন, এডি বলল। তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। পুলিশ তোমার খোঁজে আসছে আমি একটু পরেই চলে যাব।

মেয়েটির চোখ দু'টি নীল, সোনালী চুল। পরণে কালো পাজামা তাকে ভালই মানিয়েছে।

এডি বলল, বিছানায় শুয়ে পড়।

শরীরে চাদর ঢেকে ভয়ার্ত মেয়েটি শুয়ে পড়ল। অন্ধকারে শুয়ে নরনারীর চিৎকার শুনতে পেল। কারণ, পুলিশ ঘরে ঘরে তল্লাসি চালাচ্ছে।

এডি মাথা তুলে দেখল মেয়েটা ঠিকমত শুয়েছে কিনা। সে বলল, পোশাক খুলবার দরকার নেই। ভয় নেই, আমি তোমার বিছানায় নেই।

এডি চাদরের তলায় হাত ঢুকিয়ে মেয়েটার একখানা হাত চেপে ধরল। সে হাসল, পুলিশ না যাওয়া পর্যন্ত ধরে থাকব। মেয়েটি মরার মত পড়ে রইল।

সহসা শব্দ হতেই এবং আলোর রশ্মি মেয়েটার মুখে পড়তেই সে হাই তুলল এডি চুপচাপ শুয়ে রইল। মেয়েটা বলল—কে?

ঠিক আছে মিস। পুলিশ বলল, আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি।

কি ব্যাপার বলুন তো?

আমরা একজোড়া বদমায়েশের খোঁজ করছি। আপনি যখন কিছুই জানেন না, তখন আপনার ঘুম ভাঙাবার জন্য দুঃখিত।

এডি অবজ্ঞার ভাব দেখাল।

মেয়েটি বলল—আপনি দয়া করে চলে যান।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। পুলিশটা চলে গেলে এডি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পুলিশটা আবার উঁকি মেরে বলল, নিদ্রা সুখের হোক।

এডি বলল, তুমি চমৎকার অভিনয় করেছ।

মেয়েটি কিছু না বলে এডির একখানা হাত চেপে ধরেছে। এডি শুয়ে রইল। রাস্তায় জনতার

চিৎকার কানে আসতেই চিন্তা করল, স্লিম ধরা পড়েছে। নিজেকে নিরাপদ মনে হল।
এডি উঠে মেয়েটিকে বলল, সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ।
মেয়েটি বলল, তুমি চলে যাও।
হ্যাঁ।
এখনও তুমি আমার আসল সাহস দেখনি। এডি হকচকিয়ে গেল। সে হেসে বলল, বেশ ভালবাসার স্মরণার্থে না হয়—
সে রাত্রিটা থেকে গেল।
ট্রিবিউন পত্রিকায় দু'দিন পরে কয়েকটা টিন বিক্রির একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলো। মা প্রিসন কাজটা ডককে দিল।
তিনি বললেন, লোকটা টাকার যোগাড় করেছে এখন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
ডক বিজ্ঞাপনটা দেখে হাসল।
মা বললেন, মেয়ের জন্য চিন্তাগ্রস্ত বাপের কাজটা সহজ হবে। ফেডারেল অফিসাররা কাছাকাছিই থাকবে। তবে তারা মেয়েকে হাতে নাতে না পাওয়া পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাবে না। তুমি চিঠিতে জানিয়ে দাও কিভাবে টাকা আমাদের হাতে পৌঁছাবে। ম্যাকওয়েল পেট্রোলপাম্প থেকে গাড়ি ছুটিয়ে মাইল খানেক এসে একটা আলো দেখতে পাবে, আলোটা দেখতে পেলেই ব্যাগটা রাস্তায় ফেলে দেবে। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে একা আসবে। আর জানাবে চালাকি করলে মেয়ের জীবনের ক্ষতি হবে।
মা ক্লিনিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একটা টর্চ নিয়ে যে রাস্তায় ম্যাকওয়েল পেট্রোল পাম্প আছে সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে। বুড়ো ব্লানডিসকে আসতে দেখলে তুমি আলোর সংকেত দেখাবে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না, তবে পুলিশ অনুসরণ করতে পারে। মাইলখানেক রাস্তাটা একেবারে সিধে। সুতরাং কেউ অনুসরণ করলে তোমার চোখে পড়বেই। যদি কেউ তোমায় অনুসরণ করে তাহলে তুমি টাকা রাস্তায় ছড়িয়ে দেবে। রাস্তায় টাকা ফেললে তোমায় আর তারা অনুসরণ করবে না। কারণ, তারা বুঝতে পারবে তাদের মেয়ের কি অবস্থা হবে। গোলমাল করে ফেল না।
ক্লিন মাথা নেড়ে বলল, কাল বাতে।
হ্যাঁ।
ক্লিন আর ডক বিদায় নিয়ে এডির ঘরে গিয়ে ঢুকল। ক্লিন বলল—টাকাটা প্রস্তুত কাল রাতে নিতে যাচ্ছি।
অস্থিরভাবে ডক এডিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে মদ আছে?
নিশ্চয়ই, আলমারিতে পাবে...আমাকেও দিও।
তিনটে গ্লাসে ডক মদ ঢালল। দু'জনকে পরিবেশন করে নিজেও খেল। সে বলল, গতরাতের ভীতি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারনি নাকি?
ক্লিন বলল, তুমি ভাগ্যবান এডি। যুদ্ধ যখন চলছে, তখন তুমি এক সুন্দরীকে পেয়ে বিছানায় সুখ ভোগ করলে?
এডি হেসে বলল,—তা না হলে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া যেত না।
একসঙ্গে তিনজনে হেসে উঠল।
ডক বলল—যাই বল এডি, স্লিম ফেডারাল অফিসারদের ভালই শিক্ষা দিয়েছে। তিনজন খতম আর চারজন আহত হয়েছিল। স্লিমের টিকিটিও ওরা ছুঁতে পারে নি। তবে তারাও ছেড়ে কথা বলবে না।
ক্লিন বলল—স্লিম ভয় পায়নি?
ডক মুখভঙ্গি করে বলল—মেয়েটাকে পাবার জন্য নিজেকে শানাচ্ছে।
এডি বলল, মেয়েটাকে নিয়ে কি করা হচ্ছে বলতো? কাজের চাপে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।
ডক বলল, পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। মেয়েটা বুঝতে পারবে না—ওর ওপর কি করা হচ্ছে আর হচ্ছে না।

এডি হেসে বলল, উপরে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসব। অনেকদিন ওকে দেখিনি। দেখতে চাই ওর ওপর কি করা হচ্ছে।

ডক আর ক্লিন পরস্পরের দিকে তাকাল।

ডক বলল, মা চায়না মেয়েটাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাক।

এডি বলল, মা কি চায় তা জানতে চাই না। আমি দেখব মেয়েটার উপর কি অত্যাচার করা হচ্ছে।

ডক বলল, বেশ যাও, এলে জানাব। ক্লিন আর স্লিমের উপর নজর রেখ।

এডি মিস ব্লানডিসের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা বেশ রোগা হয়ে গেছে।

এডি বলল, ভয় পেয়ো না। তোমাকে একবার দেখতে আর কথা বলতে এলাম।

ব্লানডিস বলল—এখান থেকে চলে যাও।

এডি বলল—তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমার ইচ্ছা তুমি এখান থেকে মুক্তি পাও। তাই কিছু বলতে চাই।

মিস ব্লানডিস কাঁধ ঝাঁকাল, এডি ঘরে গিয়ে মদ নিয়ে পান করতে বসল।

মেয়েটি হাত থেকে মদের গ্লাসটি নিল। এডি দেখল মেয়েটির হাত কাঁপছে। মুখে ঢালতে গিয়ে খানিকটা বাইরে পড়ে গেল।

এডি জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে ওরা কি করছে?

মেয়েটি চুপ। এডি বলল, আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই।

ক্ষীণকণ্ঠে মেয়েটি বলল, একটা লম্বা কালো লোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্রী শব্দ করে। গতরাতে ঘুম ভাঙতেই দেখি সে আমার পাশে শুয়ে আছে।

এডি বলল, ও কিছু করেছিল।

সভয়ে মেয়েটি মাথা নাড়ল যেন এখনও তার পাশে শুয়ে আছে। সে বলল, তুমি কি কখনও স্বপ্ন দেখেছ? এমন সব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি যা ঘুম ভাঙলেও মনে হয় আমি এখনও স্বপ্ন দেখছি। গত রাতে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম।

স্বপ্ন আমিও দেখেছি কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয়নি।

গতরাতের স্বপ্নটা ছিল আরও খারাপ। ঘুম ভাঙতেই আরও খারাপ লাগল। দেখি লোকটা আমার গা ঘেষে শুয়ে আর বুড়িটা আমাকে নগ্ন করে রেখেছে। মিস ব্লানডিস কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এডি একটা সিগারেট ধরাল।

মেয়েটি বলল—আমাকে কেউ স্পর্শ করলে ঘেন্না করে। মরা মানুষের মত পড়ে থাকলেও লোকটার হাত আমার সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এডি বলল, এবার থেকে আমি নজর রাখব তোমার উপর।

মিস ব্লানডিস বলল, লোকটা আবার আসবে এখন আমি কি করব। আমি বাড়ি যেতে চাই।

এডি বলল, আমি চেষ্টা করব। হতাশ হয়ো না। এডি বেরিয়ে আসতেই সিঁড়ির মাথায় ডকের সঙ্গে দেখা। ক্লিন অলসভাবে স্লিমের ঘরের সামনে পায়চারী করছিল। এডি তাঁদের অনুসরণ করে ঘরে এলো।

রাগত স্বরে এডি বলল, কুত্তির বাচ্চাটা মেয়েটাকে উন্মাদ করে ছাড়বে। যা অবস্থা তাতে মরতে পারলে ও খুশী হবে।

ক্লিন বলল, মেয়েটার মরাই ভাল।

প্যালেসের হত্যাকাণ্ডের জন্য রিলি ও তার দলবল দ্বারা হত মানুষটির শনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে, আজ ব্লানডিস প্রচুর টাকা মুক্তিপণ দিচ্ছেন।

খবরে প্রকাশ প্যালেস হোটেলের নিহত লোকটির পরিচয় হল হেলী নামে। একজন গল্প লেখক হেলী রিলির দলবলকে জানিয়ে ছিল ব্লানডিস কন্যার গতিবিধি। জানা গেছে যে পাঁচশো ডলার দেওয়া হবে। জন ব্লানডিস মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে নাক গলাতে

দিচ্ছে না। যদিও আইন দপ্তর এ ব্যাপারে তৎপর হতে চান। অপহৃত মেয়েটি ভালই আছে।

হেলীকে রিলির দলবলেরাই খুন করেছে পুলিশের বিশ্বাস। যে দু'জন খণ্ড যুদ্ধের সময় হোটেলের ছাদ থেকে পালিয়েছে পুলিশের হেফাজতে ফটো দেখে হোটেলের দারোয়ান তাদের সনাক্ত করেছে।

খবরটি মা প্রিসন পড়ে শোনালেন।

রিলি কাজটা শুরু করে ভালই করেছিল। স্লিম বলল, সব দোষ ওর ঘাড়েই চাপছে।

এডি বলল, আপাততঃ সব ঠিক আছে কিন্তু হেলীকে কে খুন করল! আমরা জানি রিলি এবং আমরা করিনি। চিন্তার বিষয় বোর্গ মেয়েছেলেটাকে কাজে লাগিয়েছে? হয়তো হেলীকে ওই খুন করেছে—কিন্তু কেন করল। ও তো সবই জানে, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

মা বলেন এডি ঠিক ধরেছে। টাকাটা নেওয়ার আগে ওই বোর্গ মেয়েছেলেটার সম্বন্ধে জানা দরকার।

তুমি শহরে গিয়ে দেখ ওর সম্বন্ধে কোন খবর জোগাড় করতে পার কিনা।

বেশ মা—আমার সঙ্গে কেউ যাবে?—এডির দৃষ্টি স্লিমের দিকে পড়তেই সে মাথা নাড়ল।

মা বললেন, একা যাওয়াই ঠিক হবে। কাজটা কিভাবে করবে নিজেই ঠিক করো। তোমার ভাগ্য ভাল দারোয়ান তোমায় চিনতে পারে নি।

এডি মাকে অনুসরণ করে এল।

এডি বলল, স্লিমকে আপনি বলতে পারেন না, মেয়েটাকে বিরক্ত না করতে।

মা বললেন, তুমি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না, বুঝেছ। মানুষ হিসাবে তুমি ভালই কিন্তু এ ব্যাপারে নাক গলাবে না।

একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা কোনদিন একজন সমাজবিরোধীর কাছে ধরা দিতে চায় না। মেয়েটাকে কেন একা থাকতে দিচ্ছেন না?

মা রেগে বললেন, শোন এডি, স্লিম মেয়েটাকে পেতে চায়—চাইলে পাবেও।

স্লিম যাতে পায় মেয়েটাকে সেই চেষ্টাই আপনি করছেন। ওকি এতই দুর্বল যে মেয়েটাকে ঘুমের ঔষুধ খাইয়ে কব্জা করতে হবে?

মা এডির মুখে এক চড় মারলেন। এডি বললেন, ক্ষমা করবেন।

এডি বেরিয়ে একটু ভেবে ডজ গাড়িটা নেবে মনস্থ করল।

এখন কসমস ক্লাবের ঘড়িতে একটা বেজে বারো মিনিট। এডি ক্লাবে ঢুকল। পরের দিনের জন্য ক্লাব-ধোয়া মোছা হচ্ছে। মেয়েরা নাচে অনুশীলনরত। তারা এডিকে দেখে হাসল। সে অফিসে এলো।

পিট ডেস্কের উপর পা তুলে ঝিমোচ্ছে। এডিকে দেখে অবাক।

এডি বলল, এই যে পিট, কেমন চলছে?

ব্যবসা বড় মন্দা—বন্দুক যুদ্ধ সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি। রিলির আজকাল খুব নামডাক শোনা যাচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যজনক। রিলি কখনো এ ধরনের ভয়ঙ্কর কাজ করেনি। তবে যদি স্লিম হতো—

স্লিম এক সপ্তাহ হলো এ শহরের বাইরে। ওর সঙ্গে আমরাও ছিলাম।

ঠিক ঠিক, তুমি বাইরে ছিলে। তবে তোমাকে আশেপাশে দেখা গেছে। তবু বলব, ব্লানডিস মেয়েটাকে হরণ করলে আমি অনেক সাবধানে থাকতাম। পুলিশ ওৎ পেতে আছে। তারা টাকা দিয়ে মেয়েটাকে ফেরৎ পাওয়ার অপেক্ষা করছে। পেলেই যুদ্ধ শুরু হবে।

রিলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে।

তা যা বলেছ।

আচ্ছা পিট অ্যানা বোর্গ নামে কোন মেয়েকে চেন? এডি কথায় কথায় বলল।

হ্যাঁ চিনি, কেন কি হয়েছে?

ওর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। মেয়েটা কে?

ধর না একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা—

চুপ কর। ওর চেহারা আমি দেখেছি।

সত্যিই তুমি জানতে আগ্রহী?

সত্যি, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যানা রিলির নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে বন্দুক নিয়ে ঘোরে।

কার নিরাপত্তার জন্য বললে?

রিলির।

এডি চমকে ওঠে, হে ঈশ্বর—

জানতাম তুমি অবাক হবে।

অ্যানা রিলির সঙ্গে থাকে না কেন?

ব্লানডিসের মেয়েটাকে নিয়ে রিলি অ্যানার ফ্ল্যাট ছেড়েছে।

মেয়েটা লক্ষ্য করছে, জলটা কোথায় গড়ায়।

যা খুশি হোক গে, তবে অ্যানাকে কষ্ট পেতে হবে।

ও এখন প্যালেস হোটেলেই আছে।

তোমার এত আগ্রহ অ্যানার সম্বন্ধে, ব্যাপার কি বলতো?

মা জানতে চেয়েছেন।

পিট বলল, মাও এর মধ্যে আছেন। ও হ্যাঁ মেয়েটা ওখানেই আছে? আজকাল দু'জন লোক ওর ঘর পাহারা দেয়। খবরের কাগজের লোক না জানলেও পুলিশ জানে। হেলী যখন খুন হয় ও তখন হোটেলের ভিতরেই ছিল।

তাহলে মেয়েটাকে ওরা ধরছে না কেন?

আসলে গোয়েন্দাদের ধারণা রিলি এসেছিল অ্যানার কাছে হেলী পুলিশকে বলে দিতেই ওরা তাকে খুন করেছে। তাই অ্যানার উপর নজর রাখছে যাতে রিলিকে ধরা যায়।

শোন পিট, আমি এই মেয়েছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে চাই...তুমি আমাকে সাহায্য কর। আমি চাই না পুলিশের সন্দেহে পড়ি। তাই ফোন করে তুমি ওকে এখানে আসতে বল।

পিট আপত্তি করতেই এডি বাধা দিয়ে বলল, কাজটা মা করতে বলেছেন, ফোনের খরচ দেবো।

পিট ইতস্ততঃ করে ফোনে প্যালেস হোটেলে যোগাযোগ করে মিস বোর্গকে চাই—কে অ্যানা কথা বলছ। কসমস থেকে পিট বলছি। জরুরী দরকার তুমি এখানে চলে এসো। সে বলল, দশ মিনিটের মধ্যে আসছে।

ওরা তোমার কথা বেশ শোনে, তাই না পিট?

ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। মা সাহায্য করতে বলেছেন বলেই করলাম।

ভয় নেই, আমি বাড়াবাড়ি করব না—এখন তুমি কেটে পড় দেখি।

পিট চলে যেতেই এডি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল।

দরজা ঠেলে অনেকক্ষণ পর অ্যানা বোর্গ ভিতরে ঢুকল। ঘাবড়েছে বলে মনে হল না। সঙ্গে ব্যাগে বন্দুক আছে।

হ্যালো! এডি বলল ব্যস্ত হয়ো না। শুধু তোমার ব্যাগটা ডেস্কের উপর—আপত্তি নেই তো। তুমি তো সবসময় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা কর তাই না?

অ্যানা ব্যাগটা ডেস্কের উপর রেখে চেয়ারে বসল।

এডি ব্যাগটা পরীক্ষা করে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমায় তুমি চেন না? তুমি ভিজিটিং কার্ড রাস্তায় ফেলেছিলে—জানতে চাইছি রিলি কোথায়?

সে বলল, কি দরকার তার খবরে? ওরা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে—আপনি ডেকেছেন তাই এসেছি।

যদি আমায় বন্ধুভাবে নাও তাহলে একটু ভালভাবে কথা বলতে পারি।

অ্যানা বলল—রিলি কোথায়?

কি করে জানলে রিলি কোথায় আছে আমি জানি? রিলি যে রাতে ব্লানডিসকে হরণ করেছিল

সে রাতে ওর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

জানলে কি করে?

আপনি দেখছি বেশ চালাক। আগে যা ঘটেছে আগে আমি বলব তারপর আপনি বলবেন। জনির ডেরা থেকে রিলি আমায় ফোন করেছিল। পরে জানতে পারি রিলি ও মেয়েটা সেই রাতটা ওখানেই ছিল। তারপর কোথায় গেছে বলতে পারল না।

তাতে হয়েছে কি?

রিলি বেপাত্তা। আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রিলি কোথায় আছে তাই আর কি!

আমার ধারণা পুলিশও তাই জানতে চাইছে। মেয়েটাকে পেয়ে ওর ভাগ্য খুলে গেছে।

অ্যানা দাঁড়িয়ে বলল—কি জানতে চান তাই বলুন। বকবক বন্ধ করুন।

ব্যস্ত হয়ো না।

শুধু জানি তুমি রিলির পোষা মেয়ে। তোমাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়েছে।

রিলি মানুষ খারাপ নয়, আমাকে ছেড়ে পালাতে পারে না।

এডি বলল, সে তুমি ভালই জান। ব্লানডিসকে ওর সঙ্গে দেখেছিলাম। রিলি ওর শুশ্রূষা করছিল। মেয়েটার সারা গায়ে ওর হাত ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অ্যানা এডির গালে চড় কষাল। এডি হেসে গালে হাত বুলাল।

অ্যানা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে, বলল, রিলি অমন নয়। অনেকদিন ওর কোন খবর পাইনি। যদি দেখি সত্যি ও আমায় ত্যাগ করেছে তাহলে আমি কি করব? আমার হাতে টাকা পয়সা নেই।

ভেব না। অর্থই জীবনের সব নয়—তোমাকে আমি সাহায্য করব।

এ অবিশ্বাস্য। আপনি মিথ্যা বলছেন।

এডি বুঝল কাজ হয়ে গেছে। ব্যাগের মধ্যে কিছু নোট দিয়ে অ্যানাকে ব্যাগটা ফেরত দিল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে বলল, বিদায়। কিছু মনে কর না। যা বললাম মিথ্যাও হতে পারে। রিলির প্রতীক্ষায় থাক। যখন ক্লান্তি বোধ করবে তখন পিটের মারফত আমায় খবর দেবে।

ক্লিন এয়ারফ্লোতে বসে। বন্দুকটা তাঁর পাশে আর টর্চটা তাঁর কোলের উপর। মনে করেছিল কাজটা চটপট হয়ে যাবে। মা সেইরকমই বুঝিয়েছিল। অন্ধকারে একটা গাছের তলায় এয়ারফ্লো রেখেছে। এখানে বসে সে জন ব্লানডিসের অর্থের অপেক্ষা করছিল। ঘণ্টা কয়েক আগে ডক ব্লানডিসকে ফোন করে জানিয়েছে। কাজটা ভালভাবে করলে মা তাকে অতিরিক্ত পাঁচশো ডলার দেবেন বলেছেন। সে বারবার ঘড়ি দেখতে লাগল।

সহসা দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। গাড়িটা প্রচণ্ড বেগে আসছে। ক্লিন টর্চটা জ্বালাতে আর নেবাতে লাগল। গাড়িটা নিকটে এসেই গতিবেগ কমিয়ে জানলা দিয়ে মোটা চামড়ার ব্যাগটা ফেলে দিলেন। জন ব্লানডিস আদেশ পালন করেছেন।

রাস্তার এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে ক্লিন কোন গাড়ির অস্তিত্ব দেখতে পেল না। ব্যাগটা তুলে এয়ারফ্লোতে উঠে গাড়ি গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে ছুটল।

তাঁর জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। ক্লিন ঘরে ঢুকে টেবিলের উপরে ব্যাগটা রাখল। তিনি ব্যাগটা খুলে নোটের তাড়াগুলো বের করলেন। স্লিম লোভী দৃষ্টিতে টাকাগুলো দেখল।

মা বললেন, টাকা আমাদের হাতে এসে গেছে। কিন্তু এ টাকা আমরা খরচ করতে পারব না। অর্ধেক মূল্যে এ টাকা কাউকে বিক্রি করে দিতে হবে। আমরা বিনিময়ে দু'শো পঞ্চাশ হাজার ডলার আসল টাকা পাবো।

এডি বলল, কে এত ঝুঁকি নিয়ে অর্ধেক টাকা দেবে?

ওপি এতক্ষণ মায়ের বক্তব্য শুনছিল। উত্তেজনায় সে বলল, সব টাকা ভাগ করবেন না? অর্ধেক টাকা এমন কি বেশি?

ডক আর ক্লিন মাথা নেড়ে সায় দেয়। স্লিম কিছু বলল না। সে ভাবছে বন্দি মিস ব্লানডিসের কথা, তার শরীরের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠছে।

মা সকলের দিকে তাকালেন—এক মিনিট। টাকাটা তোমরা ভাগ করে নিতে চাইছ তাই না? কিন্তু তোমরা বাধ্য হয়ে নেবে। বুঝতে পারছ না কত বড় বিপদ তোমাদের, আমি বুঝতে পারছি।

দু'শো পঞ্চাশ ডলারের জন্য ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। সানবামের সঙ্গে টাকা বদলে নেব ঠিক করেছি। ফেরার পথে সে এখানেই আছে তাঁর অনেক পথ জানা আছে সে এই টাকা খরচ করতে পারবে।—কিন্তু আমরা পারব না।

সকলে সকলের দিকে তাকাল। এডি বলল ঠিক আছে মা আর কিছু বলবেন?

ক্লিন বলল টাকা আমাদের হাতে এখন ওগুলো নিয়ে কি করবেন?

তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দেবো। এক'শো ডলার নিজেদের মধ্যে ভাগ করবো। বাকী টাকা নিয়ে ব্যবসা করবো। ব্যবসায় তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। চারিদিক স্বাভাবিক হলে সবকিছু গুটিয়ে এ শহর ছেড়ে চলে যাবো।

একটা ক্লাব খুলব সেখানে। ক্লাবে মেয়েরা থাকবে। জুয়ার আড্ডা থাকবে...আমার কথাটা তোমরা সবাই ভাল করে চিন্তা করো।—সামনে একটা বিরাট সুযোগ সানবাম টাকা নিয়ে পৌঁছলেই তোমরা হাতে পাবে।—ভেবে নাও কিভাবে খরচ করবে।

এডি জিজ্ঞাসা করল—ব্লানডিসের মেয়েকে আমরা কিভাবে ফেরৎ পাঠাবো?

ঘরে নিস্তব্ধতা, মা তাঁর দিকে তাকালেন। স্লিম শক্ত হয়ে বসে রইল। বাকী সকলে অস্বস্তিবোধ করল। মা ধীর কণ্ঠে বললেন—তোমাকে বলেছিলাম না এ ব্যাপারে নাক গলিও না?

টাকা পেয়ে গেছেন, মেয়েটাকে এবার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

মা জানতে চাইলেন। একথা কে বলল? এডি ইতস্ততঃ করে এসব কি হচ্ছে? আপনি এভাবে টাকা নষ্ট করতে পারেন না। শুনুন মা, আপনি কি বুঝতে পারছেন না, ব্যবসার কি ক্ষতি করছেন?

মেয়েটাকে ছেড়ে দিলে বিপদ আসবে। কেউ আর আমাদের বিশ্বাস করে টাকা দেবে না। ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে। মেয়েটাকে ছেড়ে দিলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। ফেডারাল এজেন্ট আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিজের সর্বনাশ তুমি ডেকে আনতে পারো—আমি পারি না, তাই বলব চুপ করে থাকো।

এডি চুপ রইল। স্লিম উত্তেজনায় চিৎকার করে বলল মেয়েটাকে এবার আমার হাতে ছেড়ে দাও মা।

মা বললেন, চুপ করো। মেয়েটা বশে এসেছে—তাই চুপ করে থাক।

লাথি মেরে টেবিল সরিয়ে পকেট থেকে বন্দুক বার করে স্লিম মাকে বলল, মেয়েটা আমার। ওকে নিয়ে আর ব্যবসা করতে পারবে না বুঝেছ।

নিশ্চয়ই বুঝেছি।

কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করবে না।

স্লিম এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁর পা কাঁপছিল। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মিস ব্লানডিসের ঘরের দরজা খুলল।

মিস ব্লানডিস পায়চারি করছিল। পরণে ড্রেসিং গাউন। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। কোনরকম ব্যস্ততা না করে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

মিস ব্লানডিস বলল, আমার কিছু পানীয় চাই। আমি পান না করা অবধি আমার কাছে আসবে না। মদ না খাওয়া পর্যন্ত আমি এসব সহ্য করতে পারি না।

কিছু না বলে স্লিম ফ্লাস্কটা বিছানায় ছুঁড়ে দিল। মদ খেয়ে ব্লানডিস স্লিমের দিকে তাকাল।

সে টলতে টলতে বলল ভীতু কোথাকার?—ভীতু ভীতু। কিছু না করে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আলোটা নিভিয়ে দাও আমি তোমাকে দেখতে চাই না।—তুমি এগিয়ে আসছ দেখে আমার ইচ্ছে হয় পুরুষ হতে। মেঝের উপর ফ্লাস্কটা ছুঁড়তেই হুইস্কিটা গড়িয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগল। আমাকে একা থাকতে দিতে পার না?—আরো কিছুক্ষণ একা, ছুঁয়ো না—দয়া করে।

ঝুলন্ত আলোটা নিভে যেতেই মিস ব্লানডিস ঢাকা পড়ে গেল। অনুভব করল স্লিম তাকে চিৎ করতে চাইছে। তার মাথাটা খাটের পাশে ঝুলছে। অন্ধকারে তার চোখে জল পড়তে লাগল। হঠাৎ তপ্ত বাতাস তার শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিংস্র আর অসম্ভব ভারী কিছু তাকে বিছানায় চেপে ধরল। সে শক্তি হারিয়ে বিছানায় যেন তলিয়ে যেতে লাগল। সে স্লিমকে বলল, তুমি আমায় ব্যথা দিচ্ছ—বুঝতে পারছ না—ব্যথা দিচ্ছ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডেভ ফেনার ডেস্কের উপর পা তুলে দুলতে লাগল। অফিসটা ছোট হলেও বেশ সাজানো গুছানো। আইনের বইগুলো জানালার পাশে সাজানো। ডেভ স্বীকার করলো আইনের বইগুলো শু দেখবার জন্যে নয়।

অফিসেও ফেনার টুপি পরে থাকে। টুপিটা চোখ ঢেকে রাখে বলে মনে হয় ঘুমাচ্ছে।

অফিসের বাইরের ঘরটা পার্টিশান দিয়ে দু'ভাগ করা। পলা ডোনাল টাইপরাইটারের সামনে বসে পত্রিকা পড়ছে।

কলিং বেল বাজতেই সে ঘরে প্রবেশ করল।

ফেনার বলল, হ্যালো খুকী ভাল আছ তো?

পলা টেবিলের উপর ডেস্কে গিয়ে বসল। তাকে সরিয়ে দিয়ে ফেনার বলল, ভদ্র হওয়ার চেষ্টা কর। এটা বাড়ি নয়।

ডেস্কের এক কোণে বসে পলা বলল, বড় একঘেয়ে লাগছে। কাজ নেই এবার থেকে বাড়িতেই থাকব।

ফেনার বলল খারাপ বলো নি। মনে হয় দেশে কোন অপরাধই ঘটে না।

এই ট্রিবিউন পত্রিকা থেকে যথেষ্ট অর্থ পাচ্ছ। পলা বলল গোয়েন্দাগিরি ব্যবসা প্রাইভেট ভাল না।

আরও এক বৎসর অপেক্ষা করি।

তোমার কথা শুনতে হবে। তুমি আমার বশ। সারাদিন মেসিনের সামনে বসা বড় একঘেয়েমি লাগছে।

শীঘ্র কোন কাজ হাতে না পেলে অন্য অনেক কাজ আছে।

বেশ তুমি বাড়ি যাও।

ফেনার বলল, এখানে কি পড়বার মত পত্রিকা নেই?

পলা একটা পত্রিকা টেবিলের উপব রেখে চলে গেল।

ফেনার পত্রিকার পাতা উল্টাতে লাগল।

পলা হঠাৎ ঘরে ঢুকে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল। একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ফেনার বলল, জন ব্লানডিস এসেছেন। ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। আব তোমাকেও দরকার হবে।

পলা গিয়ে দরজা খুলল। জন ব্লানডিসকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি মিঃ ফেনার?

হ্যাঁ।

একটা প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। শুধু জানাবেন হ্যাঁ কি না? কারণ, আমার অনেক কাজ আছে।

আপনার প্রস্তাবটা কি?

আপনি নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছেন তিনমাস আগে আমার মেয়ে হরণ হয়েছে।

ফেনার মাথা নাড়ল।

যারা হরণ করেছে তাদের কারুরই হদিশ পাইনি। এই ব্যবসার উৎস আপনি খুঁজে বের করুন। সংশয় থাকলে হাতে নেওয়ার দরকার নেই। আপনাকে আমি সাহায্য করব টাকার জন্য ভাববেন না। কাজ গুছিয়ে আমাকে বোকা বানাবে—আমি কিন্তু পুরানো ঘুঘু।

এফ. বি. আই. এই কেসটা হাতে নিয়েছে। তাদের যথেষ্ট সুনাম আছে। ওরা সাফল্য না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকবে। কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে পারব না। তাই নিজেই দেখতে চাই। শুনেছি আপনি কোন কাজ শেষ না করে থামেন না। আমি আপনার মত মানুষকেই খুঁজছি।

ব্লানডিস থামলেন। ফেনার চুপ রইল।

কাজ শুরু করার জন্য পাঁচ হাজার ডলার ও বাকি খরচ দেব।

ফেনার বলল, টাকার অঙ্কটা ভালই।

হ্যাঁ টাকাটার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হবে। অফিসে বসে পরিকল্পনা করলেই চলবে না।

ফেনার ভাবল, পাঁচ হাজার ডলার তো কম নয়।

সে বলল, সব কাজ ফেলে আপনার কাজটা হাতে নেব। স্টেনোকে ডেকে কথাবার্তাগুলো নোট করতে চাইলেন।

ব্লানডিস বললেন, আমার কাজ ছাড়া আর কোন কাজ করতে পারবেন না। কোন খবর পেলে আমাকে জানাবেন। ভুল পথে নেমে আবার নতুন করে শুরু করবেন।

মাপ করবেন, আপনি অন্য লোক দেখুন।

কিন্তু কাজ নিতে আপনি রাজি হয়েছিলেন।

তবে এই শর্তে নয়।

বেশ আপনি যেভাবে খুশী শুরু করুন।

এবার আমরা কেসটা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। ফেনার বলল, আপনার মেয়ে চোদ্দ'ই জুন নিখোঁজ হয়েছে।

ঠিক বলেছেন। পুলিশের বক্তব্য ছোট শহরগুলোতে দলটা ডাকাতি করত। অপরাধ সাব্যস্ত হলেও বড় কিছু করেনি। ডাকাতি করে কিন্তু খুন বা হরণ করেনি।

রিলির মেয়ে বন্ধু হোটেলের যে ঘরে থাকে সেখানেই হেলী খুন হয়েছে।

মনে হচ্ছে আপনি অনেক কিছুই জানেন।

ফেনার পলাকে বলল, ব্লানডিস সংক্রান্ত ফাইলটা দাও।

ফাইলটা পলা দিল। ফেনার ব্লানডিসকে বলল, আজ রাতে রিলিকে সনাক্ত করেছে দারোয়ানরা। সেই হেলীকে খুন করেছে। সে আগে কখনও খুন করেনি। সামান্য জিনিসের জন্য খুন—না স্যার, ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছে। আমি জানতে চাই, রিলি তাতে বিখ্যাত দলনেতা হল কি করে?

সে ফাইলের কয়েক পাতায় চোখ বুলিয়ে বলল, আপনার মেয়ে হরণের পরেরদিন সকালে গাড়িতে তেল ভরে যে ছোকরা তাকে খুন করা হলো। ফেলে আসা হয় গোল্ডেন স্লিপার থেকে এক'শো চল্লিশ মাইল দূরে। ফেডারেল এজেন্ট কি এ ব্যাপারে চিন্তা করেছে?

ব্লানডিস বলল, এ ব্যাপারে কিছুই শুনিনি।

রিলি ও তার দলবলেরা পেট্রোল কিনতে গিয়েছিল। ধরা যাক তারা এখানে থেমেছিল। আপনার মেয়ে চিৎকার করে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই, ছোকরাটা খুন হয়। এর পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে আমার অনুমান।

একটা বড় ম্যাপ নিয়ে ফেনার বলল। এই জায়গাটায় পেট্রোল পাম্প। এখন প্রশ্ন প্রতিবেশীদের ফেডারাল এজেন্ট কি জিজ্ঞাসা করেছিল।

ব্লানডিস বললেন, ওরা পাতি পাতি করে খুঁজছে কিন্তু কিছু পায়নি। এই ঘটনার পর থেকে দলটার এবং মুক্তোর হারটির কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, আমার মেয়ের সঙ্গেই যেন ঐ তিনজন উবে গেল।

আপনার ধারণার কথা বলুন।

আমার সন্দেহ মেয়ে বেঁচে নেই কিন্তু লোকগুলো ধরা পড়ুক। ধরা পড়াব চেয়ে খুন হলে বেশী খুশী হব। আজ রাতেই আপনার প্রাপ্য চেক পাবেন।

ওদের ঠিক ধবব। ফেনার বলল, এটা আমার শেষ কাজ হতে পারে।

আধ ঘণ্টা হল ব্লানডিস চলে গেছেন। চিন্তিত ভাবে ফেনার পায়চারি করছে। পলা ডেস্কের এক কোণে বসল।

ফেনার বলল, বোর্গ মেয়েটার থেকে কাজটা শুরু করতে হবে। এই মেয়েটাই হচ্ছে যোগসূত্র। স্থানীয় পুলিশ কতটা সাহায্য করবে জানি না। সে ফোনে মিঃ লোসেব সঙ্গে যোগাযোগ করলো। আমি ফেনার বলছি—হরণ সম্পর্কে ব্লানডিসের সঙ্গে কথা বলেছি। বোর্গ মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ করছি।

কাজটা ব্রেনান হাতে নিয়েছে তাই না? ধন্যবাদ পরে দেখা হবে। চললাম ব্রেনানের সঙ্গে দেখা

করতে।

ফেনার বলল, বোর্গ মেয়েটার খবর কি? কোথায় থাকে? নতুন প্রেমিকের সঙ্গে এ শহর ছেড়েছে মাস খানেক আগে। সেই প্রেমিক এডি সুলজ। মনে করতে পারছ। মা প্রিসনের দলের লোক। রিলির প্রতীক্ষায় থেকে শেষ পর্যন্ত ওকে ধরেছে। বুড়ি নেকড়েটা প্রচুর টাকা রোজগার করছে। কোন অভিযোগ মেলেনি বলে ওকে ধরতে পারছে না।

বোর্গের ওপর কি কেউ নজর রাখছে?

ডোইলে নজর রাখছে। আমার অনুমান সময় অপচয় হচ্ছে। এডি প্রচুর অর্থ যোগাচ্ছে এই মেয়েটার পেছনে। ওই আস্তানায় রিলিকে দেখা যাবে না। তাই ভাবছি ডোইলেকে আর কিছু দিন পরে অন্য কাজে লাগাব।

কেসটা হাতে নিয়ে কি বুঝেছ?

এর আগে আমার হাতে এমন কেস আসেনি। রিলি তার দলবলেরা, মেয়েটা, সেই সঙ্গে মুক্তোর হার কোনটারই হদিশ নেই।

এই বোর্গ মেয়েটা কোথায় কাজ করত?

কসমস ক্লাবে।

কসমস ক্লাব, চিনি। ওর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসব।

লোকটা ধূর্ত। গিয়েও কোন খবর বের করতে পারিনি।

আমাকে ও পছন্দ করে।

ফেনার কসমস ক্লাবে পিটের অফিসে ঢুকে, হ্যালো পিট—আমায় চিনতে পারছ।

পিট বলল—নিশ্চয়ই। হঠাৎ এভাবে ঢুকে পড়লে যে—কি ব্যাপার।

ফেনার পিটের মুখে ঘুষি মেরে বলল, কথা আছে। আমরা এবার কথা শুরু করতে পারি। কি বল?

পিটের চিবুক আর নাক দিয়ে রক্ত, বস কি বলবে?

অ্যানা বোর্গকে তুমি চেন?

হ্যাঁ, চিনি।

ওর সঙ্গে রিলির কি সম্পর্ক?

রিলির মেয়েছেলে।

পরস্পরকে পছন্দ করে?

নিশ্চয়ই ওরা প্রেমগুঞ্জনরত প্রেমিক—প্রেমিকার মত। তবুও ব্লানডিস মেয়েটাকে হরণ করে রিলি ভুলে গেল।

হ্যাঁ। মেয়েটা বেশ অসুবিধাতে পড়েছে।

ওর সঙ্গে কি করে পরিচয় হলো এডির?

পিট উত্তর দিতে দেরী করলে ফেনার ওর গালে এক চড় কষাল। আর দেরী করলে আমাকে আরও কঠিন হতে হবে।

এখানেই এডির সঙ্গে ওর পরিচয়। মেয়েটাকে ডেকে আনতে আমায় বাধ্য করেছিল। বলেছিল, অ্যানার সঙ্গে কথা বলতে মা প্রিসন পাঠিয়েছিল। নির্জনে কথা বলার সুযোগও করেছিল।

ফেনার অবাক হলো। মা প্রিসনের প্রয়োজন হয়েছিল। সে বলল, বেশ বলে যাও।

পিট বলল, তারপর এডি অ্যানার কাছে অনেকবার এসেছে। স্প্রিংফিল্ড ক্লাব খোলার পর অ্যানা চলে গেছে আমাদের কাছ ছেড়ে। আর কিছু জানি না।

পিট যে সত্যি বলছে সেটা ফেনার বুঝল। মা প্রিসন বোর্গের সম্পর্কে আগ্রহী। মেয়েটার সঙ্গে এখুনি কথা বলার দরকার।

ফেনার অফিসের বাইরে এলো।

গলির মুখে প্যারাডাইস ক্লাব। স্টীলের পাত দিয়ে তৈরী প্রবেশ পথের দরজা। বুলেটপ্রুফ কাঁচ লাগান দরজার গায়ে। জানলা দিয়ে আগন্তুকদের মুখ দেখা যাচ্ছে। সভ্যসংখ্যা বেশী নয়। তাদের সঙ্গে বন্ধু—বান্ধব আসতে পারে। জোগাড়ী নিয়ে কিছু ট্যাক্সী ড্রাইভার আসে। তারা

মেয়েছেলেদের খোঁজে আসে সুতরাং ব্যবসা ভালই চলে।

দোতলায় ক্লাব। পরণে লাল কোট আর ট্রাউজার পরে একটি.মেয়ে রিসেপসনে বসে। মা প্রিসন এই ক্লাব চালান। একেবারে দোতলায় প্রবেশ সর্বসাধারণের নিষেধ।

এখানে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এখানে যথেষ্ট রোজগার হয়। এই ক্লাবের সঙ্গে রোকোর সম্পর্ক খারাপ।

রোকোর তিনটে ট্যাক্সী আছে। এই ট্যাক্সীগুলি বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত। বিনিময়ে ভালই রোজগার হয়।

তাছাড়া স্থানীয় দোকানদাররা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে রোকোকে দশ ডলার করে দিত। দিন ভালই চলছিল। মা উল্টোপাল্টা করে দিল।

ট্যাক্সীর ব্যবসায় বাধা পড়তেই নিরাপত্তার রেট বাড়িয়ে দিল। কিন্তু পরের সপ্তাহে টাকা নিতে গিয়ে জানল প্রিসনের দলবলদেরও টাকা দিতে হবে। তারা এবার থেকে তাদের·নিরাপত্তার কথা ভাববে।

রোকো উত্তেজিত হয়ে হেস্তনেস্ত করবার জন্য নিজেই প্যারাডাইস ক্লাবে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল।

মা প্রিসন তাকে ডেকে পাঠাল। স্লিম আর এডি সঙ্গে ছিল। রোকো দাঁড়াতে মা কিন্তু কোন আগ্রহ দেখাল না।

রোকো বলল, ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে ব্যবসা করা সম্ভব হবে। আমার ড্রাইভাররা জোগাড়ীদের আপনাদের ক্লাবে আসতে উৎসাহ যোগায়। এইভাবে কি আমার ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে না।

প্রয়োজনীয় গাড়ি আমাদেরও আছে। আমরা প্রতিযোগিতায় নামতে চাই না। তোমার ট্যাক্সীগুলো পেলে অন্য রাস্তায় চালাবো।

আমার ট্যাক্সীগুলো ভাল।

আমার বক্তব্য শুনেছ, যদি পছন্দ না হয় বলো—

ভেবেছিলাম কোন সুরাহা হবে না।

না, হবে না।

মনে মনে রোকো প্রতিজ্ঞা করে। সুযোগ এলেই প্রতিশোধ নেবো।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরের সপ্তাহ থেকে একজন সদস্যর সঙ্গে রোকো প্যারাডাইস ক্লাবে যায়। থিয়েটার শেষ হওয়ার পর আসল ব্যবসা শুরু হয়। এখানে পূর্ব পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হলো।

এডি জিজ্ঞাসা করল অ্যানাকে এখানে দেখেছে কিনা।

রিসেপশনে বসেছিল মেয়েটি, মাথা নাড়ল। সেই মুহূর্তে স্লিমকে সিঁড়িতে দেখা গেল।

এডি স্লিমকে বলল, অ্যানাকে দেখেছ?

না, এসে পড়বে।

—এডি বলল, কয়েকজন ছোকরা জুয়া খেলছে।

শহরের মানুষ।

রোকোকে ওদের সঙ্গে জুয়া খেলতে দেখলাম।

স্লিম বলল, রোকো? ও কি চায়?

রোকো লোক ভাল। ও আমাদের বেশ ভয় করে।

সুবিধের নয়। এখানে ও আসুক তা আমি চাই না।

যথেষ্ট টাকা খরচ করে তাহলে আমাদের আপত্তি কিসের?

স্লিম জুয়া খেলায় রত ছোকরাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। রোকো খুশিতে মেতে উঠেছে। স্বর্ণকেশী মেয়েটির সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে। স্লিম মুখভঙ্গি করে। মেয়েটির নজর এড়াল না। সে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

রোকো বলল, ব্যাপার কি। আমার পা তোমার ল্যাজে পড়েছে নাকি?

তোমার বেশ্যাটাকে বলো, আমার দিকে না ঝুঁকতে।

কি বললে?

স্লিম আবার বলল—তোমার বেশ্যাটা আমার দিকে যেন না ঝোঁকে।

রোকো দাঁড়াল। উচ্চতায় সে স্লিমের অর্ধেক। স্লিমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মনে ভয়ের সঞ্চার করতে পারেনি। মা প্রিসন ঘরের শেষ প্রান্তের দরজা খুলে বন্দুক হাতে ঢুকল।

তিনি চিৎকার করে বললেন, তুমি মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাও রোকো। স্লিম তুমি উপরে যাও। এখানকার পরিবেশ দূষিত হোক আমি চাই না।

রোকো মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল।

স্লিম উপরে গিয়ে দেখে মিস ব্লানডিস আয়নার সামনে বসে নখ কাটছে। মূল্যবান জিনিস দিয়ে ঘরটা অগোছালো ভাবে সাজানো। স্লিমকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে তাকাল না।

স্লিম বলল, আজ তোমার সঙ্গে মা দেখা করতে আসবে।

আচ্ছা।

কাছে এস।

মিস ব্লানডিস স্লিমের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে টেনে বিছানায় বসাল। স্লিম পুতুলের মত মেয়েটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। মেয়েটি প্রতিবাদ করল না।

স্লিম বলল, আমি নিচে আছি। তুমি সব পেয়েছো তো?

মিস ব্লানডিস শুধু মাথা নাড়ল।

কথা বলতে ভাগ লাগে না, শুধু স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে।

ঘুমোও গে। আজ রাতে আর তোমার কাছে আসব না। আমি খুব ক্লান্ত।

বিছানায় শুয়ে ব্লানডিস স্লিমের দিকে তাকাল। স্লিম মুখ ঘুরিয়ে নিল যেন কোন মৃতের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে।

স্লিম নিচে এলো। নরনারীরা ক্লাবে নাচছে। সে লক্ষ্য করলো এডি বিমর্ষ মুখে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো।

সে স্লিমকে বলল, অ্যানাকে দেখেছ?

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলল, এখুনি উপরে আসবে।

অ্যানা ঠিক তখনি উপরে এলো। তাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সে হাঁপাচ্ছে।

এডি বলল, এক ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করছি। কি করছিলে?

অ্যানা বলল, ভেবেছিলে পালিয়ে গেছি।

বলছি, দেরি করেছ তাই।

অ্যানার উদ্ধত ভঙ্গি, তাতে কি হয়েছে?

ঠিক আছে। ভিতরে এসে একটু পান কর।

তুমি একা পান করো। আমাকে নাচের জন্য প্রস্তুত হতে হবে বলে অ্যানা চলে গেল।

স্লিম বলল, মেয়েটার ফাঁট আছে তো।

এডি বলল, তা হবে। ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে হয় না আমার সঙ্গে ঘুমোবার জন্য।

স্লিমের মনে ঘা লাগল। এডি রেস্তোরাঁয় মদ্যপানে রত একটা দলের সঙ্গে যোগ দিল।

স্লিম লক্ষ্য করল একটা লোক তাকে কৌতুক দৃষ্টিতে দেখছে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে। স্লিমের দিকে দেখে সে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল।

স্লিম বলল, লোকটা কে?

মেয়েটি বলল, নতুন সভ্য। নাম লিখিয়েছে ফ্লাগারটি, দিন কয়েক হলো। ম্যাসন ওকে এনেছে।

টিকিটিকির মত দেখতে লোকটি। মা অফিসে আছেন?

মেয়েটা বলল, লোকটা মনে হয় খারাপ নয়।

যে তোমায় টাকা ঘুষ দেয় তাকেই তোমার ভাল লোক বলে মনে হয়, তাই না!

অফিসে ঢুকে দেখল মায়ের মুখে সিগারেট। তিনি লেজারের যোগফল পরীক্ষা করছেন।

মা বললেন, ব্যস্ত আছি এখন যাও।

ফ্লাগারটি নামে লোকটির পরিচয় কি?

মা রেগে বললেন, দেখছ না আমি এখন ব্যস্ত আছি?

ফ্লাগারটি লোকটি কে?

আমি কি করে জানব? ম্যাসনের চেনা লোক।

শোন মা, লোকটাকে মনে হয় একজন টিকটিকি।

ওর উপরে নজর রাখ।

বেশ তাই হবে।

স্লিম রেস্তোরাঁয় এলো। ফ্লাগারটি মদে চুমুক দিচ্ছে আর একটি যুবতীর সঙ্গে কথা বলছে। স্লিম ইশারা করতেই ডক কাছে এলো।

লোকটাকে পুলিশের লোক মনে হয়।

ডক ঘাবড়ে, গেল, ভিতরে ঢুকল কি করে?

ম্যাসন ঢুকিয়েছে। ম্যাসন সম্পর্কে সন্দেহ নেই তবে লোকটি সম্পর্কে জানতে চাই...নজরে রাখ। দেখবে যেতে না পারে।

ডক মাথা নেড়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভেতরের পরিবেশ বেশ শান্ত। একটু আগে বাজনা থেমে গেছে। মাইক হাতে একজন ঘোষণা করল অ্যানা বোর্গ এবার কামোচ্ছ্বাস পূর্ণ নাচ দেখাবেন।

বাজনার তালে তালে অ্যানের নগ্ন নৃত্য শুরু হল। মেয়েটা ভালই তবে বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা যায় না। যে টেবিলে ফ্লাগারটি বসেছিল সেখানে কেউ নেই।

ফেনার চোখে ঘুম নিয়ে সকালে স্প্রিংফিল্ডে ফিরল। রাতভোর গাড়ি চালিয়ে চেহারা উস্কোখুস্কো।

পলা বলল, বেসরকারী গোয়েন্দাদের ঘুমতে নেই।

ফেনার হাসল। পলা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরে ঢুকে দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে হাত মুখ ধুয়ে গলায় পানীয় জল ঢেলে গ্যারেজে এল।

ব্রেনানের ঠিকানা খুঁজে বের করল মিনিট দশেক পরে। খুশি মনে তাকে উপরের তলায় নিজের ঘরে নিয়ে এলো।

সে বলল, এই ঘটনাটি নজরে রাখার জন্য এখানে ফ্লাগারটি নামে পরিচিত।

ব্রেনার ফেনারকে বলল, তুমি বোর্গের উপর নজর রাখছ। মনে হয় তোমাকে যুক্ত করে আমার যথেষ্ট উপকার হবে।

তোমরা বেসরকারী গোয়েন্দারা কাজ কর অর্থের জন্য আর আমরা কাজ করি সুনামের জন্য।

কেসটা বেশ কঠিন। কেমন বুঝছ?

অনেক জোচ্চুরি কারবার চলে প্যারাডাইসে। মা প্রিসনরাও এর সঙ্গে জড়িত। গতকাল রাতে অ্যানা বোর্গের নগ্ননৃত্য চলাকালীন সকলের অলক্ষ্যে আমি উপরে উঠেছিলাম। দেখলাম প্রত্যেকটা ঘর এখানে ব্যবসার জন্য চলে। করিডোরের শেষ ঘরটা লক করা মনে হয় গোলমেলে। আলো নিভতেই আমি নিচে নেমে যাই। টাকা দিয়ে রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে হাত করেছি।

বন্ধ ঘরটা রহস্যময়। তুমি এবার থেকে সাবধানে থাকবে।

কাল থেকে আমাকে একাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

মেয়েটার ওপর আমি নিজে নজর রাখবো। ওকে কোথায় পাব?

শহরের শেষ প্রান্তে ওর একটা ফ্ল্যাট আছে। এডি সুলজ ওখানে যায়। লোকটা সুবিধের নয়।

ফ্লাগারটি একটুকরো কাগজে অ্যানার ঠিকানা লিখে ফেনারকে দিল। ফেনার চলে গেল।

ফেনার অ্যানার ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়ে জানতে পারল মেয়েটা পাঁচতলায় থাকে। বন্দুক হাতে উপরে এসে কলিংবেল বাজাতে একজন দরজা খুলে দিল।

ফেনার বলল, মিস বোর্গ আছেন?

এখন দেখা হবে না।

তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেনার ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বসবার ঘর শূন্য। হলঘরে আসতে করিডোরের শেষ মাথা থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে এলো। সে, সেই ঘরের দরজায় কান

পেতে এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল।

এডি বিছানায় বসে অ্যানার সঙ্গে কথা বলছে। ফেনার ঘরে ঢুকতেই বন্দুক দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল।

ফেনার বলল, সুপ্রভাত বন্ধু। প্রেমকুঞ্জে ঠিক সময়ে এসে গেছি। তবে দরকারী কাজ আগে করা উচিত।

ঘরের চারিদিকে এডি তাকালো। জানালার পাশে একটা চেয়ারে জামাকাপড় স্তুপাকার করা আছে। এডি জামাকাপড়ের দিকে তাকাল। ফেনার বলল, ওগুলো বসে বসে হাতে পাওয়া যাবে না। তোমরা ঝামেলা কর না। তাহলে আমাকেও করতে হবে।

অ্যানা বলল, তুমি কে? ফেনার বন্দুক হাতে বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

ফেনার জামাকাপড়ের কাছে গেল। এডির পোশাকে একটা বন্দুক পেল। ফেনার সেই চেয়ারে বসল।

এডি জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

ফেনার অ্যানাকে বলল, তোমার বন্ধুকে তোমার প্রেমিককে বিদায় নিতে বল। তুমি আর আমি কথা বলব।

এডি ফেনারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই এডির চোয়ালে ঘুষি এসে পড়ল। প্রথমে হাঁটুর ভর দিয়ে বসে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

অ্যানা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিছানায় বসে। সে বিছানা থেকে নেমে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, বস।

ফেনার বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি বসতে আসি নি।

বস বলছি।

ফেনার বন্দুকটা বের করে বিছানায় ছুঁড়ে দিল। এডির কাছে গিয়ে দেখল তখনো জ্ঞান ফেরেনি।

আরও কিছুক্ষণ অজ্ঞান থাকবে।

অ্যানা বলল, কে তুমি?

রিলির খোঁজ করছি।

তুমি কি পুলিশের লোক?

না। খবরের কাগজের লোক। রিলিকে ভীষণ দরকার, তুমি ওর খবর দিতে সাহায্য করবে?

খবরের কাগজের লোকদের আমি ঘৃণা করি। এখান থেকে ভেগে পড়।

সুন্দরী এত কঠিন হয়ো না।

এখান থেকে যাও।

ফেনার বলল, চললাম, তবে ফিরে এসে রিলি যখন তোমার উপর প্রতিশোধ নেবে তখন ব্যাপারটা সুখকর হবে না।

চলে যাও বলছি।

ওর পথ চেয়ে তুমি আর সে ফূর্তি করছ ভাবলে খারাপ লাগে।

আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি ওর প্রতীক্ষায় দিন গুনছি?

লোকের কথা শুনে বলছি।

সব মিথ্যে। পুলিশের কাছে হাত মিলিয়ে এলে আমার কাছে পাত্তা পাবে না।

ফেনার হঠাৎ তাঁর থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল। অ্যানা বিছানায় পড়ে থাকা বন্দুকটার দিকে ছুটে গেল। ফেনার অ্যানার পিঠে চেপে চিৎ করে ফেলে দু'হাত হাঁটু দিয়ে চেপে ধরল যাতে বন্দুকটা না নিতে পারে।

ফেনার অ্যানার মুখে চড় মেরে বলল, বল রিলির সঙ্গে শেষবার তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল?

বলব না। নিজে খোঁজ করগে।

নিশ্চয়ই করব। তোমার মত অনেক মেয়েকে দেখেছি।

ফেনার কোমরের পাজামার দড়ি খুলে দিল। তারপর তার বুক থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল।

অ্যানা বিছানায় উঠে পাজামা চেপে ধরে। সে রেগে বলল, এর উপযুক্ত শাস্তি তুমি পাবে।

আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিলি জনির আস্তানায় ছিল।

মাতাল জনি?

অ্যানা ঘাড় নাড়ল।

পাজামার দড়িটা অ্যানার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দুর্ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত।

অ্যানা গালাগাল দিতে লাগল। ফেনার বেরিয়ে গেল।

হিংস্র দৃষ্টিতে এডি ও অ্যানার দিকে স্লিম তাকাল।

এডির দিকে তাকিয়ে স্লিম বলল, হা ঈশ্বর! তুমি কি দুর্বল হ'য়ে যাচ্ছ? একটা লোক এসে তোমাদের নাস্তানাবুদ করে চলে গেল।

লোকটা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

কি উদ্দেশ্যে লোকটা এসেছিল? কি জানতে চেয়েছিল আর শেষ ফোন কখন করেছিল?

তারপর?

ভয় পেয়ে বলে ফেলেছি।

নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অ্যানা ভেবে পেল না তারা এমন করছে কেন?

স্লিম জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠল।

অ্যানা বলল, রিলিকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

এডি বলল, চুপ কর। আমাদের মাথা ব্যথা রিলিকে নিয়ে নয়।

স্লিম অ্যানার দিকে এগিয়ে গেল। এডি বলল, ভগবানের দিব্যি, ওকে কিছু বলো না।

শোন, চিরকালের মত ওকে সরিয়ে দিতে হবে এ ধরনের কথা বললে।

এডি বলল, ওর গায়ে হাত দেবে না। তোমারও মেয়েছেলে আছে আর আমারও আছে। অ্যানার সঙ্গে থাকি, ও এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না।

স্লিম বলল, বেশ, মা এর বিচার করবেন। এডি ও স্লিম বেরিয়ে গেল।

এডির কথা শুনে মা প্রিসন ও স্লিম চিন্তায় পড়লেন।

ডক আর ক্লিন ঘাবড়ে গেছে।

মা বললেন, তোমরা সবই শুনলে। লোকটা কথা আদায় করতে জনির কাছে যাবে।

এডি বলল, জনি কিছু ফাঁস করবে না।

জনি মাতাল। ও সব বলে ফেলবে। আমাদের বাঁচা মুস্কিল হয়ে পড়বে।

তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

মা বললেন, জনিকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। স্লিম তুমি, ডক আর ক্লিন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়। কাজ শেষ করে কাল সকালের মধ্যে ফেরা চাই।

তিনজন এয়ারফ্লো গাড়িতে চেপে যাত্রা করল।

রোকো তিনজনের যাওয়া দেখে ভাবল কেন তিনজনে এভাবে গেল। ক্লাবের দিকে তাকাতেই দেখল এডি বেরিয়ে এলো।

তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ঘড়িতে এক'টা বাজছে। ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ডগ'। রোকো রেস্তোরাঁয় ঢুকল। প্যারাডাইস ক্লাবে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা একটা টেবিলে বসে খেতে ব্যস্ত। কাছে গিয়ে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। মেয়েটার নাম মেইজি।

রোকো বলল, একসঙ্গে—দু'শো ডলার রোজগার করতে চাও নাকি?

মেইজির চোখ চকচক করল। দু'শো ডলার! আমি দু'শো ডলারের বিনিময়ে অনেক কিছু করতে পারি।

তাহলে আমার ঘরে এসে টাকাটা রোজগার করো।

ইতস্ততঃ করে মেইজি বলল, আমি ওই ধরনের মেয়ে নই।

আমায় ভুল বুঝলে। আসলে তোমার সঙ্গে কথা বলে কিছু খবর জানতে চাই।

মতলব কি বলতো?

ভয় নেই। আসবে?

বাজে কিছু করবে না বলে দিলাম।

দু'জনে রোকোর ফ্লাটে এলো। মেইজিকে এক গ্লাস পানীয় দিয়ে নিজে একগ্লাস নিল।

রোকো বলল, তুমি প্রিসনদের দলে আছ? ওরা আসবার পর আমার ব্যবসা লাটে গেছে। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ের খোঁজে আছি যে খবরাখবর দিতে পারবে।

মেইজি এক ঢোক মদ গিলে বলল, কি জানতে চাও?

ক্লাবের ভিতরে কি ঘটে?

তেমন না, টাকা কামায়।

অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে নাকি?

একটা ক্লাবে যে ব্যবসা চলতে পারে আর কি—

ওরা আজ বিকেলে কোথায় গেলো?

জানি না।

দশ ডলারে এর চেয়ে বেশি খবর দিতে হয়।

তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।

যথেষ্ট করেছ।

মেইজি তোতলিয়ে বলল, তুমি যে স্লিমের মেয়েছেলেটার ব্যাপারে আগ্রহী তা জানব কি করে?

স্লিমের প্রেমিকা আছে তা জানি।

প্রেমিকা নেই। একটা মেয়েকে উপরের ঘরে আটকে রেখেছে, রাত্রে থাকে।

রোকো ভ্রূ কুঁচকে, মেয়েটা কে?

জানি না। তবে স্লিম ওর জন্য পাগল, মেয়েটা তিনতলায় থাকে। রোজ ভোরে স্লিম ওর সঙ্গে বাইরে যায়। ক্লাব তখন বন্ধ। মাথা নিচু করে মেয়েটা স্লিমের পাশে হেঁটে যায়। দেখে একটা মরা মানুষ মনে হয়।

মেয়েটাকে দেখার সুযোগ পেলে তোমায় কিছু উপহার দিতাম।

বেশ তো, ক্লাবে রাত তিন'টে পর্যন্ত থাকলেই দেখতে পাবে।

রোকো দু'শ ডলার দিয়ে দিল।

মেইজি উঠে দাঁড়াল। রোকো তার হাত ধরে ডিভানের কাছে নিয়ে গেল। মেইজি বোকা হাসি হেসে শুয়ে পড়ল।

সে সতর্ক করে দিল—কোন খারাপ কাজ করবে না। একটা চাদর ঢেকে দিতেই সে হাত পা ছড়িয়ে দিল।

ফেনার সতর্ক হয়ে ঝোপের মধ্যে গাড়িটা নিয়ে গেল। আগাছার আড়ালে ঢেকে রাখল। তারপর ফিরে এসে প্রতীক্ষা করল রাস্তা থেকে দেখা যায় কিনা। তার ধারণা প্রিসনের সঙ্গীরা পিছনে আসছে। চটপট কাজ সারতে হবে।

সে বন্দুক হাতে জনির আস্তানায় পা চালাল। জনি স্টোভে কিছু ভাজছে। ফেনারের প্রবেশ তার নজরে পড়ল না। একটা শটগান দেয়ালে দাঁড় করালো। বন্দুক উঁচিয়ে জনির নাম ধরে ডাকল। ফেনারকে দেখে সে চমকে উঠল।

অসহায় ভাবে জনি বলল, কি চাই?

ফেনার বলল, বোসো।

জনি বসতে পেয়ে খুশি হল।

শোন জনি, তোমার কাছে কিছু খবর চাই। মিথ্যে বললে তোমাকে ফল ভোগ করতে হবে। হাতে বেশী সময় নেই।

রিলি আর তার সঙ্গীরা ব্লানডিস মেয়েটাকে নিয়ে এখানে এসেছিল?

জনি বলল, হ্যাঁ।

তারপর কি হলো?

সাহস না পেয়ে ওদের চলে যেতে বলি।

কতক্ষণ এখানে ছিল?

খেতে যতক্ষণ সময় লাগে।

শোন মাতাল তুমি এর বেশি জান খুলে বল। কোথায় গেছে?

সত্যি বলছি এর বেশি জানি না।

ফেনার ঘুষি মারতেই উল্টে পড়ল, এবার লাথি মারল।

মুখ খোল, তারপর কি হয়েছে?

আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এর বেশি কিছু জানি না।

ফেনার বলল, তপ্ত ফ্রাই প্যানে গলা চর্বি মুখে ঢেলে দেবো না বললে।

আমাকে এসব করো না। প্রিসনরা সব জানে ওদের বলো।

জানালার কাঁচ ভাঙার শব্দ হতেই ফেনার দেখল স্টেনগানের নল। শুয়ে পড়ে জনির কাছে সরে গেল। প্রিসনের দলবল এসে গেছে, সে একটা লোহার ট্যাঙ্কে লুকিয়ে পড়ল।

শটগানের দিকে তাকিয়ে জনি মেঝেতে পড়ে রইল। হঠাৎ বন্দুকের গুলি জনির বুকে এসে বিঁধল। তারপর এক ঝাঁক গুলি লোহার ট্যাঙ্কে এসে লাগল।

একজন চিৎকার করে বলল—ঘর থেকে না বেরিয়ে এলে তোমার শরীর ঝাঁঝরা করব।

ফেনার মরার মত পড়ে রইল। গোলাকৃতি কিছু একটা ঘরের মধ্যে এসে ফাটতেই ছাদ সমেত ঘরটা তাঁর উপর ভেঙ্গে পড়ল।

ধ্বংসস্তূপ থেকে অনেক চেষ্টায় ফেনার দু'টো শরীরের ছায়া দেখল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

একজন বলল, কি করে বেরিয়ে এলে?

ফেনার বলল আমাকে সাহায্য কর। তাদের সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাউকে দেখছ?

কিছুক্ষণ আগে তিনজনকে গাড়ি করে চলে যেতে দেখেছি। আমরা বিস্ফোরণের শব্দে এসেছি।

আমি একজন পুলিশ অফিসার। তিনজন এখুনি একজনকে খুন করে পালিয়েছে। আমি তোমাদের সাহায্য চাই।

ফেনার বলল, তোমরা কোথায় থাক?

মাইল কয়েক দূরে।

কাছাকাছি কোথাও ফোন আছে?

আমাদের ফোন আছে।

বেশ আমার সঙ্গে এসো।

গাড়ি চালিয়ে কিছু দূরে যেতেই ফেনার একটা পুলিশের গাড়ির মুখোমুখি হল। গাড়িতে সাদা পোশাকের একজন অফিসার আর ব্রানডিস।

ফেনার বলল ব্রানডিসকে, যা অনুমান করেছি যদি সত্যি হয় তাহলে হরণকারীরা শীঘ্র ধরা পড়বে।

ব্রানডিস বলল, কি হয়েছে বলুন তো মনে হচ্ছে আপনি কোন বিপদে পড়েছিলেন।

রোম যুদ্ধকে যদি বিপদ বলেন তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন।

ব্রেনান বলল কি ঘটেছে?

পরে শুনবে সে কথা, তোমার কর্মচারীদের কাজের কথা বলতে পারি?

নিশ্চয়ই।

ফেনার অফিসারদের বলল, কবরের সন্ধান পান কিনা খুঁজে দেখুন। মনে হয় খুঁজতে বেশী সময় লাগবে না।

ব্রেনান কর্মচারীদের অনুসরণ করল।

ব্রানডিস বললেন, মনে হয় আপনি কিছু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ।

আপনার কাজ কতটা এগিয়েছে সফল না হওয়া পর্যন্ত বলবেন না?

ঠিক ধরেছেন।

সহসা একটা উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল।

ফেনার বলল, মনে হচ্ছে ওরা কিছু আবিষ্কার করেছে।

ওরা দু'জনে গিয়ে দেখলো। ব্রেনান আর অফিসারেরা একটা আগাছা পরিষ্কার জায়গায় বসে আছে। ব্রেনান একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, এটা আগে খোঁড়া হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে।

ফেনার বলল, একটা বেলচা চাই।

বেলচার সাহায্যে একটা গর্ত দেখা গেল। দুর্গন্ধে ফেনারের বমি এলো। এক গোছা চুল তার নজরে এলো।

মৃতদেহ। ফেনার ব্লানডিসকে বলল, এখানে সময় নষ্ট করতে চাই না। ব্রেনান স্প্রিংফিল্ড মর্গে খবর পাঠিয়ে দেবে।

ঘণ্টা তিনেক পরে সকলে একসঙ্গে আলোচনায় বসল। ফ্লাগারটিও যোগ দিল।

ফেনার ব্লানডিসকে বলল, ম্যাকগনকে হত্যা করে আপনার মেয়েকে রিলি ও তার সঙ্গীরা হরণ করেছে। তাকে নিয়ে ওরা জনির আস্তানায় যায়। অর্থের বিনিময়ে জনি তাদের থাকতে দিত। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক প্রিসনের দল খবর পেয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। রিলিকে হত্যা করে আপনার মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। আপনি টাকা দিয়েছেন রিলিকে নয় প্রিসনদের। সেই টাকায় তারা নাইট ক্লাব তৈরী করে টাকা ও মজা লুটছে আর পুলিশ খুঁজছে রিলিকে।

ব্রেনান ফোনের রিসিভার তুলে নিল।

ফেনার বলল কি করছ?

এ ঘটনা গাড়িতে বললে ওদের মাল সমেত ধরে আনতাম।

ফেনার ব্রেনানের হাত থেকে ফোন রেখে দিল। বসে থাকো চুপ করে। পুলিশের মাথায় গোবরপোড়া আছে।

ব্রেনান নিজের চেয়ারে বসে পড়ল।

ফেনার বলল জানি না অনুমান সত্যি কিনা। প্রমাণ কই আমাদের হাতে? তাছাড়া মেয়েটা ওদের কব্জায় আছে।

জন ব্লানডিস চমকে উঠল। প্রিসনরা একটা ঘরে তাঁকে চাবি দিয়ে রেখেছে।

ব্লানডিস বলল, তাহলে লোকজন নিয়ে ঘেরাও করছেন না কেন?

প্যারাডাইস ক্লাব ইস্পাতের তৈরী দুর্গের মত। ঘেরাও করলে ভিতরে ঢোকার আগেই ওরা আপনার মেয়েকে খুন করবে। তাই আমাকে চিন্তা করতে দিন কি করব।

ফ্লাগারটি বলল, ফেনার ঠিকই বলেছে।

পুলিশ মোতায়েন করে প্রতি কোণে তারপর ঘেরাও করতে চাই। ওরা মেয়েটাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে পারে।

ব্রেনান হেড কোয়ার্টারে নির্দেশ পাঠাল। অ্যানা বোর্গকে হেড কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাও। পারলে এডিকেও নিও। এই মেয়েটা সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সে আমাদের একমাত্র সাক্ষী যে জানে প্রিসনরা জানত রিলি মিস ব্লানডিসকে হরণ করেছে। ওরা মিস ব্লানডিসকে খুন করতে পারে খুব সাবধানে এগোতে হবে।

ফোন বাজল, ফেনার কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল। সে জানাল পুলিশ কবর খুঁড়ে তিনটে মৃতদেহ পেয়েছে। রিলির আঙুলের ছাপ একটি মৃতদেহের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলেছে। মনে হচ্ছে আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্যুট পরে রোকো চুল আঁচড়াল। নিজেকে আয়নায় খুঁটিয়ে দেখল। মেইজি ভুল করে কিছু ফেলে যায়নি। একটা মধুর পাত্রী মেইজি যাকে রোকো খুব পছন্দ করে।

প্যারাডাইস ক্লাবে সে এলো। রোকো উপরে উঠে মেইজির দিকে তাকিয়ে, কোন্ ঘরে মেয়েটা আছে?

মেইজি বলল, তাতে তোমার দরকার কি?

বললে আরো এক'শো ডলার পাবে।

পাগলামী করো না। তাতে বিপদ আছে।

বেশ, আমি উপরে গিয়ে দেখি। মনে রেখ তুমি কিছুই জান না, কিছু দেখনি।

রোকো উপর তলায় চলে গেল। মেয়েটা ভয়ার্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল। হাতল ঘুরিয়ে করিডোরের শেষ ঘরটা খুলল।

মিস ব্লানডিস বিছানায় শুয়ে ধূমপান করছে। ঘবে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

রোকো বলল, বোধহয় ভুল করে ঢুকে পড়েছি।

মিস ব্লানডিস দু'চোখ বুজে বললেন, আপনি চলে যান।

তুমি কে?

মনে করতে পারি না। মনে করতে চাইও না।

আমি জানি তুমি কে।

কি চান আপনি। এখানে এসে ঠিক করেন নি। ও পছন্দ করে না।

শহরের বাইরে গেছে। ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না।

আপনি চলে যান। আপনাকে দেখলে বুড়িটা আমায় মারধোর করবে।

তোমাকে ওরা ঘুমর ওষুধ খাইয়েছে বলে তুমি কে আর কেনই বা এখানে এসেছ মনে করতে পারছ না। রোকো কয়েক পা এগিয়ে গেল।

মিস ব্লানডিস বলল, আমাকে ছোঁবেন না। এখান থেকে যান, আমি ঘুমাতে চাই।

শোন তোমার নাম ব্লানডিস। তোমাকে এখানে চারমাস আগে ধরে আনা হয়েছে। পুলিশ ও তোমার বাবা তোমায় খুঁজছে। কি তোমার নাম ব্লানডিস নয়?

ব্লানডিস? না না ওটা আমার নাম নয়।

রোকো বিছানায় উঠে ব্লানডিসকে ঝাঁকিয়ে বলল, তোমাব নাম ব্লানডিস। তোমাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে।

মিস ব্লানডিস স্মরণ করতেই পারল না।

বেশ তুমি ঘুমোও। আমি আবার আসব।

রোকো নীচে এসে দেখল মেইজিকে হিস্টিরিয়া রোগীর মত দেখাচ্ছে। সে বলল, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে গেছি তুমি কি করছ?

মেইজিকে টাকা দিয়ে—সময় আর অর্থ দুই নষ্ট করেছি আমি।

তুমি দেখছি কৃপন নও।

মা প্রিসন রোকোকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। রোকো বলল, শুভ সন্ধ্যা, মা। মেইজিকে বলছিলাম ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

মা বললেন, আমার মেয়েদের কোন ঝামেলায় জড়াবে না। বলে উপরে চলে গেলেন।

রোকো বলল, ভয়ের কিছু নেই।

মেইজি বলল, আর এরকম কোরো না।

রোকো 'স্টুয়ার্ড ডগ' ক্লাবে ঢুকল প্যারাডাইস ক্লাব থেকে বেরিয়ে। মদের অর্ডার দিল, তখন রাত দশ'টা।

মিস ব্লানডিসের যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে এমনভাবে মা ঘরে ঢুকলেন। মেয়েটাকে আটকে রাখার পরিণাম ভালো করেই জানেন আর স্লিমের মনের ইচ্ছাও জানেন। তিনি ভাবলেন আর কতদিন এভাবে চলবে।

ক্লাব জনশূন্য। মেইজি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, মা নিচে নেমে এলেন। বললেন, অপরিচিত লোক থেকে সাবধানে থেকো। লোকটা আমাদের পছন্দ করে না, ঝামেলা করতে পারে।

মেইজি বলল—ঠিক বলেছেন। আমি ওকে একেবারেই পছন্দ করি না।

মেয়েদের পক্ষে লোকটা ক্ষতিকারক।

মেইজি চলে গেলে, মা ওপিকে বললেন, ব্লানডিসকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। আমি ওকে প্রস্তুত করে দিচ্ছি।

ওপি বলল, আজ রাতে না ঘুরলেও তো চলবে।

বড় রাস্তায় যাবেনা, কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, জোরে হাঁটবে। আর বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে যাবে।

ওপি বলল, কাজটা তো এডি করতে পারে।

এডি অ্যানার সঙ্গে বাড়ি গেছে। তুমিই ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।

মা ব্লানডিসকে বললেন, যাও বাইরে থেকে ঘুরে এসো।

মিস ব্লানডিস পোশাক পরে নিল। মা ভাবলেন, অতিবিক্ত ওষুধ মেয়েটাকে শেষ করে দিয়েছে।

ওপি তোমায় নিয়ে যাবে। কোনরকম বেয়াড়াপনা করবে না। করলে মার খাবে। এদিক-ওদিক তাকাবে না। তাড়াতাড়ি হাঁটবে। ওপির কোন ঝামেলা হলে বুঝতেই পারছো।

ওপি মিস ব্লানডিসের কনুই ধরে বলল, এসো। তারপর তাঁরা রাস্তায় দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল।

একটা গলিতে রোকো দাঁড়িয়েছিল, ওপি আর ব্লানডিসকে দেখে বুঝল স্লিম এখনো ফেরেনি। ওপিকে কাবু করা সহজ, সে চুপিসাড়ে পিছু নিল। রোকো ওপির মাথায় আঘাত করতেই সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

রোকো তার হাত ধরে বলল, আমায় চিনতে পারছ? গাড়ি আছে চল তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো।

আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ফিরে যাব নইলে বুড়িটা আমায় মারবে।

বুড়িটা তোমার নাগাল আর পাবে না। মিস ব্লানডিস কেঁদে ফেলল, রোকো তাকে জোর করে গাড়িতে বসাল।

রোকো ফ্ল্যাটে ঢুকে নিশ্চিন্ত হলো। ব্লানডিস অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে। রোকো বলল, শান্ত হয়ে বসো।

আমাকে কি করতে হবে?

তোমাকে ওষুধ খাওয়ানো হয় বুঝতে পারছ তো? বার বার বোঝাবার পর মনে হল তার স্মৃতি জাগছে।

ব্লানডিস হরণের খবরের কাগজগুলো দেখাতে সে সাগ্রহে তাকিয়ে রইল।

মিস ব্লানডিসকে তার বাড়ির ফোন নাম্বারটা জিজ্ঞাসা করাতেই সে নাম্বারটা বলতে পারল।

স্লিম ও ক্লিন গাড়ি থেকে নামল। ডক গ্যারেজে গাড়ি রাখতে গেল।

এখন সকাল আট'টা বাজে।

মা দাঁড়িয়ে তাঁর চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। মেয়েটা পালিয়ে গেছে।

কি করে পালিয়েছে বল।

ওপি ওকে বেড়াতে নিয়ে গেছে কিন্তু এখনো ফেরেনি।

সে বন্দুক চেপে ধরে, সে জন্য তুমি কি করছো?

কি বা করতে পারি। এতক্ষণে মেয়েটা বোধহয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছে।

এ তোমার চক্রান্ত—তুমি ওকে খুন করেছ, তাই না?

তুমি যা ভাল বোঝ কর।

চারঘণ্টা হলো ওরা গেছে।

এতক্ষণে ওরা এখানে এসে পড়ত, যদি মেয়েটা পুলিশের হাতে পড়ত। পুলিশ নয়, এর পেছনে অন্য কারো হাত আছে।

মা বললেন, রোকোকে টাকা দিতে দেখেছি মেইজিকে।

রোকো—তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

মা বললেন, স্লিম তুমি আর ক্লিন মেয়েটার খোঁজ করো। আর ডক দেখুক বাইরের কি খবর।

ক্লিন বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল আর স্লিম মেইজির ফ্ল্যাটে ঢুকল।

মেইজি ঘুমে আচ্ছন্ন। কণ্ঠনালীতে চাপ দিতেই জেগে গেল।

স্লিম বলল, উঠে বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। গত রাতে রোকো তোমায় টাকা দিয়েছে কেন?

রোকা আমায় টাকা দেয়নি।

স্লিম তার মুখে আঘাত করতে, সে বলল, আমার সঙ্গে শুয়েছিল বলে আমায় টাকা দিয়েছে।

সত্যি কথা বল।

সত্যিই বলছি।

মেইজির মুখে মোজা গুঁজে হাত দুটো বেঁধে ফেলল।

ক্লিন অধৈর্য হয়ে উঁকি দিয়ে সেই দৃশ্য দেখে দু'পা পিছিয়ে এলো।

স্লিম বেরিয়ে বলল, মেয়েটার কাছে খবর পেয়েছি। রোকোর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। ওকে সরিয়ে নাও। পুলিশ ওর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা সুযোগ পাক আমি চাই না।

ক্লিন বলল, জামাকাপড় পরে নাও। তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব।

মেইজি কেঁদে বলল—আমি যাব না।

তোমাকে তো এখানে রাখা যাবে না।

আমি যাব না।

ক্লিন বন্দুক হাতে বলল, না গেলে অন্য পথ ধরতে হবে।

ভয় পেয়ে বলল, বেশ আমি যাব।

তার শরীর কাঁপতে থাকে। ক্লিন তাকে জোর করে এয়ারফ্লোতে ওঠালো। ক্লিন আর মেইজি পাশাপাশি বসল। ক্লিন মেইজির মুখে আঘাত করতেই সে গাড়ির পাটাতনে পড়ে গেল। ক্লিন গাড়ি ছোটাল।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রোকো। মিস ব্লানডিস তখনো খবরের কাগজে ভয়ঙ্কর হরণ কাহিনী পড়ছে।

রোকো বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তোমার বাবা আশেপাশে কোথাও আছেন ওনাকে ফোনে পাচ্ছি না। তাঁর কোন কথাই ব্লানডিসের কানে ঢুকল না। রোকো কাছে এসে তার বাহু চাপড়াল।

মিস ব্লানডিস বলল, আমাকে ছেড়ে দাও।

ভয় পেও না। নিজের ভাল চাও না?

না, না।

তুমি এদের হাত থেকে ছাড়া পেতে চাও না? তোমার বাবাকে দেখতে চাও না।

মিস ব্লানডিস কেঁদে বলল—আমাকে ছেড়ে দাও।

রোকো বলল, আমাকে কিছু করতেই হবে। গুণ্ডার দল এখানে এসে পড়বে।

মেয়েটা দরজা খোলার চেষ্টা করে বলল, আমি যেতে চাই।

রোকো তাকে টেনে এনে বলল, চুপ কর। মিস ব্লানডিস শান্তভাবে বিছানায় শুলো।

তোমাকে সাহায্য করতে চাই। অথচ তুমি এমন করছো কেন? অনেক সময় নষ্ট হয়েছে—পুলিশে খবর দিতে হবে।

না, পুলিশে খবর দেবে না।

রোকো রিসিভার তুলতেই ব্লানডিস রিসিভার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। সজোরে ধাক্কা মারতেই মেয়েটা পড়ে গিয়েও ফোনের তারের দিকে হাত বাড়াল।

রোকো বলল, হাত সরিয়ে নাও। নইলে তোমাকে আঘাত করতে বাধ্য হব।

সর্বশক্তি নিয়োগ করে মিস ব্লানডিস টেলিফোনের তার অচল করে দিল। রোকো কঠোর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

কুত্তি কোথাকার!

মিস ব্লানডিসের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ।

এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি, তুমি আসতে পার—প্রিসনরা এখুনি এখানে এসে পড়বে। ওরা তোমাকে আদর করতে আসবে না। নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনলে।

না। না আসা পর্যন্ত তুমি যাবে না।

তুমি নিশ্চয়ই চাও না, ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাক?

চাই না। কিন্তু ফিরে যাওয়া ছাড়া আর আমার অন্য পথ নেই, এতসব ঘটে যাওয়ার পর আমি বাবাকে মুখ দেখাতে পারব না।

সব ঠিক হয়ে যাবে। পাগলের মত কথা বলো না। এসো, রোকো মেয়েটির হাত ধরে টানল।

মিস ব্লানডিস পথ আগলালো। তুমি এখান থেকে যাবে না। আমি চাই এখানে তোমার সঙ্গে ওর দেখা হোক।

দরজার চাবি খুলতে উদ্যত হলে মিস ব্লানডিস একটা চেয়ার দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল। সে বসে পড়তেই আবার আঘাত করল। রোকো দরজার সামনে থেকে সরে গেল।

মিস ব্লানডিস চাবিটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল। রোকো ডিভানে বসে পড়ল। মেয়েটা দূরে দাঁড়িয়ে।

রোকো চেঁচিয়ে উঠল—খুন করব তোমাকে। ঘড়িতে আট'টা বাজে। রোকো বন্দুক থেকে গুলি বার করে ফেলল। সে ভাবল, মেয়েটা বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে কেলেঙ্কারী করতে পারে।

রোকো বলল, চাবি ছাড়া এ তালা খুলবে না। গুলি করে তালা খুললে লোক জানাজানি হবে। এখুনি সরে পড়া দরকার। তুমি কি এখানে বাকি জীবন কাটাবে। স্লিম না এলে?

ও আসবেই।

ব্লানডিস দেখল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে স্লিম ঢুকছে।

স্লিম তাঁর পিছনে, রোকো বুঝতে পারল মৃত্যু তাঁর সামনে। অন্ততঃ স্লিমের হাতে সে মরতে চায় না। স্লিমের ছোরা তাকে শক্তিহীন করে তুলল। ছুটে এসে ছোরাটা সব উলোট-পালট করে দিল।

অ্যানা অনর্গল এডির সঙ্গে বকছে।

এডি বলল, তুমি নিজেকে যা নও তাই ভাবো। তোমাকে ঠাণ্ডা করা দরকার।

আমি তোমাকে ভয় পাই না। রিলি তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান।

ঠিক বলেছ, তা রিলি এখন কোথায়?

টাকার পাহাড়ে, সেখানে তুমি পৌঁছতে পারবে না।

আজকাল তোমার সঙ্গে দেখা হলেই তুমি ঝগড়া কর কেন?

তুমি কুঁড়ের মত বসে থাকলে আমি চলে যাব।

ইচ্ছা হলে যেতে পার। অনেকে তোমার বেশ্যাগিরি পছন্দ করে।

তুমি আমায় বেশ্যা বললে।

না।

এডি অ্যানার মুখে এক চড় মারল। জামার বেল্ট খুলে বলল, তোমাকে একটু ওষুধ দেওয়া দরকার। বার কয়েক বেল্টের বাড়ি মারল। অ্যানা ছুটে বাথরুমে ঢুকল। এডি বাথরুমে ঢুকে তাকে বাথটবে ফেলে দিল। মেয়েটা ছটফট করতে লাগল।

এবার তুমি ঠাণ্ডা হবে। তারপর এডি বেরিয়ে এলো।

অ্যানা ঘরে এসে দেখে এডি চলে গেছে। অ্যানা উগ্র সাজে সাজলো। পিটের কাছে ফিরে গেলে খুশি হয়ে আমাকে কাজে নেবে। একটা সুটকেশ গোছাতে লাগল।

কলিংবেল বাজতে দরজা খুলে ব্রেনান আর দু'জন সাদা পোশাকের লোককে দেখে অ্যানা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ব্রেনান হেসে বলল, অ্যানা, তোমাব সঙ্গে কথা আছে।

কি চাই? আমি তো কোন দোষ করিনি।

নিশ্চয়ই করনি। আমাদের হেড কোয়ার্টার্স তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চায়।

ব্যস্ত আছি, যেতে পারব না।

ভয় পেও না। বেশি সময় নেব না। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে।

বললাম তো আমি যেতে পারব না।

একজন বন্দুক হাতে বেডরুমে ঢুকে জানাল এডি নেই, চলে গেছে।

বেশ চলুন, তবে তাড়াতাড়ি করবেন।

অফিসে এসে দেখল ফেনার বসে ধূমপান করছে। ফেনারকে দেখে তার চোখ স্থির হয়ে গেল।

ফেনার বলল, তোমাকে বলেছিলাম আবার দেখা হবে।

অ্যানা বলল, ব্যাপারটা কি? ও লোকটা কে?

ব্রেনান বলল, চেয়ার টেনে বস।

অ্যানা তার ব্যাগটি চেপে ধরে বসে।

ফেনার বলল, এসেছ বলে খুশি হয়েছি। তোমাকে একটা গল্প বলব শুনে তুমি খুশি হবে।

গল্পটা কি?

খোলাখুলি ভাবেই বলতে চাই। ব্লানডিসের মেয়েকে হরণের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাচ্ছি, তোমার প্রেমিক রিলি কাজটা শুরু করেছিল। এসব তোমার জানা। প্রিসনরা রিলির কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেয়। তোমার নতুন প্রেমিক সঙ্গীরা এ ব্যাপারে জড়িত। রিলি অদৃশ্য হওয়ায় তুমি ভেবেছিলে তোমায় ছেড়ে ওই মেয়েটাকে নিয়ে ফূর্তিতে মেতে আছে। তুমি এত নিশ্চিত ছিলে যে প্রিসনদের দলে নাম লেখাতে কার্পণ্য করনি। আসলে প্রিসনরা মেয়েটাকে আটকে রেখে তোমাকে বোকা বানিয়েছে।

তাই কি হয়েছে?

ফেনার বলল, মিস বোর্গকে 'এক্সিবিট'টা দেখাও।

একজন পুলিশ বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

ফেনার ব্রেনানের দিকে তাকিয়ে বলল, কাজ হবে মনে হচ্ছে।

নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে কম্পিত পায়ে, ভয়ে অ্যানা ফিরে এসে ধপ করে বসে পড়ল।

প্রিসনরা মেয়েটাকে হাতে পাওয়ার জন্য ওকে হত্যা করেছে। তারপর জনির আস্তানায় কবর দিয়েছে। এডি এসবের জন্য অনেক টাকা পেয়েছে। আর সেই টাকায় তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। এখন তোমার সুযোগ এসেছে—আশা করি তুমি বলে দেবে কি করে ঐ ইস্পাতের তৈরী দুর্গের ভেতরে বিনাযুদ্ধে ঢোকা যায়।

অ্যানার চোখে-মুখে মৃতের মত দৃষ্টি। আপনমনে বিড়বিড় করছে।

লোকটা বিশ্বাসঘাতক। আপনাদের সাহায্য ছাড়াই আমি ওকে শাস্তি দেব। পুলিশের কাছে মুখ খুলিনি আজও খুলব না।

ফেনার বলল—একা কিছু করতে পারবে না। তেমন বুঝলে ওরা তোমায়ও সরিয়ে দেবে। তুমি সে সুযোগ দেবে কেন? বিনা যুদ্ধে কিভাবে ক্লাবের ভেতরে ঢোকা সম্ভব বল। আর কোন পথ আছে? বললে মুক্তি পাবে।

অ্যানা চেঁচিয়ে বলল—তোমরা জাহান্নামে যাও।

সময় নষ্ট হচ্ছে। ফেনার ব্রেনানকে দূরে সরিয়ে নীচু স্বরে বলল, মেয়েটাকে বশে আনতে চাই। কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমার লোকজনদের চলে যেতে বল।

ব্রেনান সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল। এখন ঘরে ফেনার ও অ্যানা। ফেনার ভাবল মেয়েটাকে বশে আনা শক্ত।

রিলি চারমাস হলো খুন হয়েছে। তারিখগুলো মিলিয়ে নাও। প্যালেস হোটেলে একমাস আগে হেনী খুন হয়েছিল, দোষ পড়েছিল রিলির উপর। ক্যারিবারের বন্দুকের সাহায্যে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। এই বন্দুক মেয়েরা ব্যবহার করে। হেনী যেই তলায় থাকত তুমিও সেই তলায় থাকতে এবং খুব ভালবাসতে। আচ্ছা তোমার প্রেমিকের উপর হেনী কি গোয়েন্দাগিরি করত?

আপনার মাথা খারাপ হয়েছে?

হতে পারে। কিন্তু আমি জানতে চাই কে হেনীকে খুন করেছে। ব্লানডিস মেয়েটাকে ফিরে পেতে চাই। আমায় সাহায্য কর। যা জান খুলে বল।

আমাকে কি করতে হবে?

ক্লাবে গিয়ে দেখ মিস ব্লানডিস আছে কিনা। আমি ক্লাবের বাইরে অপেক্ষা করবো। মেয়েটা থাকলে বোমা চার্জ করতে পারব না। কাজটা পারবে?

কি করে পারব। ওরা মেয়েটাকে বন্দী করে রেখেছে। আমাকে ইচ্ছেমত ঘুরতে দেয়া হয় না বাড়ির ভিতরে।

চেষ্টা কর, উপায় খুঁজে পাবে।

দুজনে বেরিয়ে এলো। ব্রেনান বাইরের অফিসে অপেক্ষা করছিল। ফেনার হাঁটতে হাঁটতে চোখ টিপে ইশারা করল।

ফেনার অ্যানাকে রাস্তায় একা হেঁটে যেতে বলল, যা করবার তাড়াতাড়ি করবে।

অ্যানা প্যারাডাইস ক্লাবে অনেকবার ধাক্কা দিতে দারোয়ান দরজা খুলল। অ্যানাকে মার মুখোমুখি পড়তে হলো। তিনি বললেন, হঠাৎ এসময় কি দরকার পড়ল।

মায়ের এমন দৃষ্টি আগে দেখেনি, অ্যানা ভয় পেয়ে বলল, এডির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে তাই খোঁজ করতে এসেছি ও এসেছে কিনা।

মা বললেন, এখানে আসেনি। আমি ব্যস্ত আছি। তিনি অফিসে ঢুকলেন। ঠিক সেই সময় ডক উপরে উঠে এল। ডক অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। অ্যানা ভাবলো এখানে কিছু ঘটেছে?

সে দ্রুত উপরে উঠে গেল। মা আর ডক তখনো অফিসে। এসব ব্যাপারে সে কখনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। এডি বলছিল শেষের ঘরটা ভাঁড়ার ঘর। তাই সব সময় তালা বন্ধ থাকে। ঘরের দরজা আধ ভেজান। ভেতরে কেউ নেই। সে ভাবল মেয়েটা নিশ্চয়ই ক্লাবের বাইরে গেছে, ফেনারকে বলতে হবে। একি মা উপরের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। অ্যানা ভয় পেল।

মা বললেন, আমি তোমায় চলে যেতে বলেছিলাম মনে আছে?

আমি এডিকে খুঁজছি।

ডক এসে মায়ের পাশে দাঁড়ায়। মা জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কোথায় আছ।

ডক বলল, মেয়েটা জেনে গেছে।

অ্যানার কানে যেতেই সে বলল, কি বিষয়ে তোমরা বলছ, আমি জানি না।

মা বললেন, তুমি এখান থেকে যাবে না।

নিশ্চয়ই। আমি এখানেই থাকব।

ক্লাবের বাইবে দাঁড়িয়ে ফেনার অধৈর্য হয়ে ভাবছে হয় অ্যানা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, নয় আটকে পড়েছে। ভাবল যা করবাব নিজেই করব। গাড়িতে চেপে আনার ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

মিস ব্লানডিস লক্ষ্য করল, রোকো ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙ্গে মেঝেতে বসে গেল। মেয়েটা দু'হাতে মুখ ঢাকল, রোকো যন্ত্রণায় শুয়ে পড়ল। স্লিম বলল, আমার সঙ্গে তোমায় ফিরতে হবে।

মিস ব্লানডিস মুখ ঘুরিয়ে নিল যাতে রক্তঝরা শরীরটা না দেখতে হয়। ছোরাটা শরীর থেকে বার করে রোকোর কোটের কাপড়ে রক্ত মুছল। তাবপব জানালার সামনে গিয়ে রাস্তাটা ঝুঁকে দেখল।

বেলা বাড়তে রাস্তা বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। রোকোর চেহারা বেঁটে-খাটো। সে আলমারি খুলে কালো রঙের একটা স্যুট আব সাদা শার্ট বেব করে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ওগুলো পরে নাও।

মিস ব্লানডিস জামা খুলে ফেলল। তারপর ইতস্ততঃ করে স্কার্টটাও খুলল।

স্লিমের বন্য দৃষ্টি তার উপর। মিস ব্লানডিস শার্টটা তুলে নিল। স্লিম শার্টটা ছিনিয়ে নিল। তার চোখে লোলুপতা, গলা থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এলো। মেয়েটাকে ডিভানের উপর টেনে

পা ছড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে গর্জন করতে লাগল। কিছুক্ষণ সুখ ভোগ করল।

মিস ব্লানডিস যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। সে ডিভানের চাদর খামচে ধরল।

অ্যানার কথা ভাবল এডি। মেয়েটার মুণ্ডুপাত করলেও মন তাকেই চাইল। মিস ব্লানডিসকে স্লিমের মন থেকে সরানো দরকার। এই মেয়েটার জন্যই দলের সর্বনাশ হবে।

এডি রাস্তায় নেমে ঠিক করতে পারছে না অ্যানার কাছে না ক্লাবে যাবে। অ্যানাকে দেখার তাগিদ হতেই সে ট্যাক্সিতে চেপে বসল।

লিফট চালক এডিকে দেখে অবাক হয়ে বলল, উপরে গিয়ে লাভ নেই। আপনি চলে যাওয়ার দশ মিনিট পরে পুলিশ এসে বোর্গকে ধরে নিয়ে গেছে।

ঘাবড়ে গিয়ে এডি বলল, আমি এখানে আবার ফিরে আসিনি বুঝলে? এডি তার হাতে কয়েকটা নোট গুজে দিতেই সে বলল, ঠিক আছে, আপনি ফেরেন নি।

এডি রাস্তায় সন্দেহজনক কিছুই দেখল না। একটা ফোন বুথে গিয়ে ডায়াল করল।

ফেনার পিছন থেকে বলে উঠল, ফোন রেখে দাও, নড়াচড়া করবে না।

আড়চোখে এডি উদ্যত রিভলবার দেখে ফোন রেখে দিল।

ফেনার বলল, তোমাকে দরকার।

আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

যদি নাও থাকে খুব শীঘ্রী হাতে আসবে।

এডিকে গাড়িতে তুলে নিল। বুথের পিছন থেকে দু'জন পুলিশকে আসতে দেখে এডি ভয় পেল।

তারা ব্রেনানের অফিসে এলো। ব্রেনান বলল, এডি তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম।

কি অভিযোগে আমাকে ধরে আনলেন জানতে পারি?

জন ব্লানডিসের মেয়েকে চুরি। রিলি, বেইলী আর ওল্ডসামের হত্যার অভিযোগে।

ভুল করছেন। আপনারা একটাও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন না।

ফেনার এডিকে বলল, তুমি যে রিলিকে খুন করেছ সেকথা কি ঠিক নয়?

আপনারা উন্মাদ হয়ে গেছেন।

ফেনার তার মুখে ঘুষি মারল। এডি পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিল।

এভাবে কথা বলবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।

ব্রেনান বলল,আমাদের হাত থেকে ছাড়া পাবে না, যা জান স্বীকার কর। তোমার অনেককে আমরা শায়েস্তা করেছি।

এডি বলল, আপনি কে?

ফেনার বলল, আমার প্রশ্নে যা জান তুমি উত্তর দেবে।

ব্রেনান ঘণ্টা বাজাতেই তিনজন পুলিশ ঘরে ঢুকল।

আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।

যাও।

এডিকে পুলিশ একটা শব্দরোধী ঘরে নিয়ে গেল, মাটির সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে একটা বড় চেয়ার আঁটা রয়েছে। চামড়ার ফিতে ঝুলছে চেয়ারের হাতল আর পায়া থেকে।

ফেনার বলল, চেয়ারে বস।

আপনি আমার উপর অত্যাচার করবেন না।

একজন পুলিশ রুলের একটা ঘা হাঁটুর উপরে বসাল। এডি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আর একজন পুলিশ পিছন থেকে লাথি মারল। তারপর চেয়ারে বসিয়ে হাত পা চামড়া দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। ফেনার এসে জিজ্ঞাসা করল, রিলিকে কে খুন করেছে?

খানিকটা থুথু ছিটিয়ে এডি বলল, আমি তো আগেই বলেছি—।

পুলিশ এডির কণ্ঠনালীর উপর এক ঘা বসাল। ফেনার বলল, না বললে কিন্তু আবার মারধোর করব।

এডি যন্ত্রণায় কাতরিয়ে বলল, জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে ধরে ভুল করেছেন।

আবার রুলার মারলেও এডি মুখ খুলল না। ফেনার বলল, আরও কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইউনিফর্ম খুলে ফেলল একজন পুলিশ। এডি ভয়ার্ত চোখে তাকাল। সে বুঝতে পারল মুখ না খোলা পর্যন্ত এরা অত্যাচার চালিয়ে যাবে। শারীরিক যন্ত্রণা তাকে উন্মাদ করতে বসেছে? সে বলল, আমার উপর অত্যাচার করো না। আমি মিথ্যা বলতে পারব না।

এডি মাথা সরিয়ে নেওয়ার আগেই রুল তার মাথায় এসে পড়ল। এডি জ্ঞান হারাল।

একজন পুলিশ তার চোখেমুখে জল ছিটাতে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলো। ফেনার ইশারা করতে পুলিশ সরে গেল।

ফেনার বলল, রিলিকে কে খুন করেছে?

এডি বলল, স্লিম। সবাইকে স্লিম নিজেই খুন করেছে।

মেয়েটা কোথায়?

স্লিম তাকে আটকে রেখেছে।—ক্লাবে বন্দী আছে—আমাকে আর মারবেন না—আমাকে ছেড়ে দিন।

ওকে নিয়ে যাও। যা জানবার জেনে নিয়েছি।

ফেনার অফিসে ঢুকে ব্রেনানকে বলল—মেয়েটাকে স্লিম আটকে রেখেছে।

বুঝেছি। সময় নষ্ট না করে আমরা পুলিশ নিয়ে যাই।

ব্রেনান বন্দুকটা পকেটে ভরে বেরিয়ে চিৎকার করে আদেশ করছে।

স্লিম মিস ব্লানডিসকে নিয়ে নিচে নেমে এল। মেয়েটার আসল চেহারা রোকোর পোশাকে ঢেকে গেছে। স্লিমের হাতে বন্দুক। তার ধারণা মেয়েটা অবাধ্যতা করবে কিন্তু তেমন কিছু করল না। এয়ারফ্লোটা রাস্তার শেষে দাঁড় করালো। স্লিম মেয়েটার হাত চেপে ধরে এগোল।

স্লিম বলল, আমি গাড়ির দরজা খুলে ধরব তুমি গাড়ির ভিতরে ঢুকবে। তাকে ছেড়ে দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দরজা খুলল। মিস ব্লানডিস নির্দেশমত গাড়িতে উঠে বসল। স্লিম তাকে মাথা নীচু করে থাকতে বলল।

প্যারাডাইস হোটেলের উদ্দেশ্যে এয়ারফ্লো ছুটল। সহসা সাইরেনের আওয়াজ, স্লিম লক্ষ্য করল পুলিশ ভর্তি পাঁচটা গাড়ি তার গাড়িকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। সে গাড়ির গতি কমিয়ে নিল। গাড়িগুলোর গতি প্যারাডাইস হোটেলের দিকে। গাড়িগুলোকে সে অনুসরণ করল। গাড়িগুলি প্যারাডাইস হোটেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্লিম গাড়ি ঘুরিয়ে পাশের রাস্তায় যাওয়ার চেষ্টা করল। চিৎকার শুনে দেখল একজন মোটর সাইকেলে চড়া পুলিশ তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে ব্যস্ত হয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। পুলিশটি এসে বলল, এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছ কেন?

স্লিম মিস ব্লানডিসকে আড়াল করে বলল, কই জোরে চালাচ্ছি না তো। ঘেরাও করছেন নাকি?

বেরিয়ে এসো।

স্লিমের চোখ কঠিন, সে ক্লাচে চাপ দিল, পুলিশটি বলল, বেরিয়ে এসো।

স্লিমের বন্দুক গর্জন করে উঠল। পুলিশটি সামনে ঝুঁকে পেট চেপে ধরল। রক্তে লাল হয়ে উঠল। স্লিম প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি ছোটাল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে ফেনার গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। দেখল ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে একটা এয়ারফ্লো ছুটে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে জানে তার প্রথম কাজ হবে মেয়েটাকে জীবন্ত এই বাড়ি থেকে উদ্ধার করা। আহত পুলিশটির কাছে গিয়ে দেখল বেচারী মারা গেছে।

ব্রেনান বলল, লোকটা কে বলতো?

দলের কেউ হবে।

বিষণ্ণভাবে ব্রেনান বলল, পুলিশ ক্লাবের ভিতরে ঢুকতে পারছে না।

যে কোন উপায়ে ঢুকতে হবে।

আরও কয়েক গাড়ি পুলিশ এলো। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে একটা দমকল এসে গেল। রাস্তায়

জনতার ভীড়, পুলিশ তাদের সামলাতে ব্যস্ত।

বোমার আঘাতে ইস্পাতের দরজা ভাঙ্গা গেল না। ফেনার ব্রেনানকে বলল, আমাকে কয়েকজন পুলিশ দাও। পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করি।

ফেনার কয়েকজন পুলিশ নিয়ে পাশে নাক্সহোমের ছাদে উঠে এলো। তারপর প্যারাডাইসের ছাদে নামল।

ফেনার একজন পুলিশকে বলল, তুমি যেপথে এসেছ সে পথে আরও কিছু পুলিশকে আসতে বল।

পুলিশটি ফিরে এলো।

ছাদ থেকে নেমে ফেনার করিডোরে এলো। সহসা ক্লিন বেরিয়ে এলো। ফেনার গুলি চালাল। এক ঝাঁপে বাকি সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে নিচে নামল। ডক করিডোরে এসে ফেনারকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত পুলিশের বন্দুক গর্জে উঠল। ডক আর্তনাদ করে কোণের দিকে আত্মগোপন করল। বন্দুক তুলে ধরল কিন্তু তার আগেই চোখের তারা স্থির হয়ে গেল।

ফেনার বলল, দ্বিতীয় জন গেল। এখন মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

করিডোরের শেষপ্রান্তের ঘরটিতে এসে ভাবল মিস ব্লানডিস নিশ্চয়ই এখানে আছে। কিন্তু ঘর শূন্য, পালিয়ে গেছে।

তাঁরা আবার সিঁড়ির মাথায় এলো। বাকি লোকগুলো নিশ্চয়ই এখানে আছে। বুড়িটাকেও আমরা ছেড়ে কথা বলব না।

ফেনার বলল, দেখা পেলে তোমার বন্দুকই যেন ওকে গুলি বিদ্ধ করে।

মা প্রিসন ক্লোকরুমের ঘেরাও জায়গা থেকে তাদের আসতে দেখে মোকাবিলা করার জন্য স্টেনগান তুলে নিলেন।

ফেনার ঘেরাও জায়গায় নড়াচড়া এবং স্টেনগানের সরু নল লক্ষ্য করল। সে সিঁড়ির তলায় আত্মগোপন করল। মা প্রিসনের গুলিতে তিনজন পুলিশ মারা গেল।

ফেনার বলল, শোন—বন্দুক আমারও আছে। তুমি আমাকে পাওয়ার আগে আমি তোমাকে পাব। তাহলে কেন ভাল মেয়ের মত চুপচাপ হচ্ছো না।

মায়ের মুখে কটু কথা। ফেনার মাটিতে শুয়ে বন্দুকের নিশানা ঠিক করল।

ফেনার বলল, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। আর যা অনিবার্য তা মেনে নাও।

মা বন্দুক সরিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে ফেনারকে দেখতে পেলেন না। উভয়েই আয়নায় প্রতিফলিত দেখতে পেল।

ফেনার মাটিতে শোয়া অবস্থাতেই বলল—ঠিক ছায়াছবির মতো তাই না।

মা বললেন, শোন বেজন্মা। আমি তোমাকে ঠিকই হাতের মুঠোয় পাব।

ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ইচ্ছে হলে চলে যেতে পার।

ব্রেনান সিঁড়ি থেকে দুজনকেই লক্ষ্য করল।

ফেনানের উপর মায়ের নজর। ব্রেনান মাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলল। মা বুঝতে পেরে স্টেনগান তুলে গুলি ছুঁড়লেন। ব্রেনান নিজেকে আড়াল করল।

ফেনার এই সুযোগ হাতছাড়া করল না। সে মেঝেতে গড়িয়ে সরে গেল। বুকে হেঁটে রেস্তোরাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভাবল স্লিম এখানে লুকিয়ে আছে। মায়ের সঙ্গে ব্রেনানের গুলি বিনিময়ের শব্দ শুনল।

ব্রেনান আলোর সুইচের জন্য হাতড়াল। সহসা রেস্তোরাঁ দেখল সেখানে কেউ নেই। সন্তর্পণে মায়ের অফিসে ঢুকল, সেখানে অ্যানা মেঝেতে পড়ে আছে, অনেকক্ষণ মারা গেছে। গুলি করে হত্যা করেছে।

সহসা হলঘরে আলো। তারপরই সব চুপচাপ। ব্রেনানের চিৎকার শুনল। ফেনার দরজার কাছে এল। ব্রেনান নামছে।

ব্রেনান বলল—বুড়ি মরেছে, ওর গুলি ফুরতেই ওকে মেরেছি।

হতাশভাবে ফেনার বলল, মেয়েটা এ বাড়ির কোথাও নেই।

ব্রেনান হেডকোয়ার্টার্সের অফিসে ফিরল। একজন পুলিশ বসে তার সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত, পোশাক ছেঁড়া।

সে ব্রেনানকে দেখে দাঁড়াল।

স্লিম মার্ফিকে খুন করেছে। আমরা কয়েক মাইল তাঁকে অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়েছে।

ও একা ছিল?

না। সঙ্গে আর একজন ছিল।

মেয়েছেলে?

না। যদি পুরুষের ছদ্মবেশে থাকে তবে আলাদা কথা। কাছে গিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি।

মিস ব্লানডিস সিটে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। স্লিম এয়ারফ্লো ছুটিয়ে যাচ্ছে।

স্লিম আয়নায় দেখল দুজন পুলিশ মোটর সাইকেলে আসছে। একজন গুলি ছুঁড়ছে। সহসা গাড়ি সমেত একজন পুলিশ ছিটকে পড়ল। অন্য পুলিশটি গাড়ি থামাল। স্লিম গাড়ির গতি কমাল।

স্লিম দেখল ব্লানডিস পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। এই মেয়েটাকে নিয়েই চিন্তা তবুও তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারল না। কয়েক মাইল এগিয়ে স্লিম গাড়ি থামাল। এই গাড়ি ছেড়ে এখন অন্য গাড়ি নেয়া উচিত।

স্লিম ব্লানডিসকে বলল, আমরা আর একসঙ্গে থাকতে পারব না।

অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য স্লিমকে আরও এগিয়ে যেতে হলো। একটা গাড়ির পাশে তার গাড়ি দাঁড় করালো। দু'জন মহিলা আরোহী খাবার খেতে ব্যস্ত। একজন যুবতী অন্যজন মায়ের বয়সী। স্লিম বন্দুক উঁচিয়ে বলল, তোমরা ঐ গাড়িতে উঠে বসো। তাড়াতাড়ি, তোমাদের গাড়িটা ছিনতাই হবে।

প্রতিবাদ না করে দু'জন এয়ারফ্লোতে উঠে বসল। তাঁরা ভয় পেয়েছে। মিস ব্লানডিসকে হাত ধরে ছোট গাড়িতে বসাল। রোকোর পোশাকে তাকে বিশ্রী লাগছে।

স্লিম যুবতীকে বলল, তোমার পোশাক খুলে দাও বলছি।

সভয়ে যুবতী পোশাক খুলল। স্লিম সেগুলো নিয়ে ব্লানডিসকে ছুঁড়ে দিয়ে ছোট গাড়ি ছোটালো। স্লিম বলল খানিকটা এগিয়ে গাড়ি থামাব তুমি পোশাক বদলে নেবে।

গাড়ি থামালে মিস ব্লানডিস পোশাক বদলে নিল। আবার গাড়ি চালিয়ে একটা ছোট শহরে পোস্ট অফিসের সামনে গাড়ি থামাল।

স্লিম বলল, ফোন করতে যাচ্ছি চুপচাপ এখানে বসে থাকবে।

স্লিম পিটের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

পিট উত্তেজিত হয়ে বলল, তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। এখন তোমাকে সাহায্য করা মানে খাল কেটে কুমীর আনা। কানসাসে এসো না, নিরাপদ নয়।

স্লিম রিসিভার নামিয়ে ভাবল এখন সে কোথায় যাবে? চারিদিকে জাল পাতা হয়েছে তাকে ধরবার জন্যে।

রাস্তায় নেমে স্লিম দেখল একজন প্রৌঢ় লোক ব্লানডিসের সঙ্গে জানালা দিয়ে কথা বলছে। স্লিম দেখল লোকটার কোটের উপর শেরিফের ব্যাজ আঁটা। স্লিম ঘাবড়ে গেল।

কি ব্যাপার?

শেরিফ কৌতূহল জড়ান কণ্ঠে বললেন, ভদ্রমহিলাকে বলছিলাম, এখানে গাড়ি দাঁড় করানোর সময় নয়।

স্লিম জানাল, তার জানা ছিল না।

শেরিফ বলল, ভদ্রমহিলার মাথা খারাপ নাকি?

হঠাৎ মাকে হারাবার পর থেকে ও এমন হয়ে গেছে।

মিস ব্লানডিস দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে। সে গতিবেগ বাড়াল শহরের বাইরে আসতেই মনে হল পুলিশ এই গাড়িটার খোঁজ করছে।

বনপথ ছেড়ে রাস্তা ক্রমশ পাহাড়ি পথে এগিয়ে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে একটা মতলব উদয় হতেই সে গাড়ি থামাল।

স্লিম ব্লানডিসকে বলল, নামো। এখন আমরা হাঁটব।

স্লিম মেয়েটাকে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। রাস্তার বাঁকে পৌঁছে বলল, এখানে অপেক্ষা কর। ছুটে গিয়ে গাড়িটা খাদের মধ্যে ফেলে দিল। ব্লানডিসের কাছে ফিরে এসে হাত ধরে বলল, চল।

ধুলো আচ্ছাদিত পথে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। উপরে পৌঁছে দু'জনে দাঁড়াল। স্লিম পথের পাশে বসে পড়ল। মিস ব্লানডিসকে পাশে বসাল। আমরা একটা ট্রাক ধরব। গোলমাল করলে কিন্তু গুলি চালাব। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

হিংস্র কণ্ঠে ব্লানডিস বলল, আমাকে কেন খুন করছ না? আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমার বাঁচার ইচ্ছে আছে?

স্লিম মেয়েটার গলা টিপে ধরল। মেয়েটা বাধা দিল না। তারপর সে পকেট থেকে রবারের লাঠি বের করে মারতে উদ্যত হলো।

ভয় পেয়ে মেয়েটা বলল, না, না, আমাকে মেরো না।

আবার আজেবাজে কথা বললে মার খাবে।

ব্লানডিস সরে গেল, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। একটা বন্য প্রাণীকে ভয় দেখালে যেমন করে সেও তেমনি শঙ্কিত চোখে লাঠির দিকে তাকিয়ে রইল।

স্লিম বলল, সঙ্গে এস।

তাঁরা হাঁটতে লাগল। সমতল রাস্তায়, পৌঁছতেই একটা ছোট লরী তাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। স্লিম হাত নেড়ে গাড়িটা থামাল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে হাসল।

স্লিম বলল কোথায় যাচ্ছ?

জেফারসন শহরে—তোমরা দু'জনে আমার গাড়িতে যেতে চাও?

স্লিম বলল, কিছু টাকা দেবো। মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

উঠে পড়। কোথায় যেতে চাও?

আপাততঃ জেফারসন শহরে যাব।

তারা গাড়িতে বসল। স্লিম দেখল মিস ব্লানডিসের উপর ড্রাইভারের নজর।

আমার নাম জিম ও কেউক। কেউক বকবক করে চলছে। স্লিম কিছুই বলছে না। সে বলল, ও কি তোমার বউ?

তোমার জেনে দরকার কি?

কেউক রেডিও চালিয়ে দিল আর কোন কথা বলল না।

স্লিম জিজ্ঞাসা করল, ক'টায় জেফারসনে পৌঁছবো?

কেউক বলল, ঘণ্টা খানেক লাগবে।

হঠাৎ রেডিওতে বলল, খুবই জরুরী সংবাদ জানান হচ্ছে। পুলিশ স্লিম প্রিসনকে খুঁজছে। হয়তো সে কানসাস শহরের দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে একজন কম বয়সের পুরুষ আছে। ব্লানডিসের মেয়েকে অপহরণ আর তাঁর দলের তিনজনকে হত্যার অপরাধে তাঁকে খোঁজা হচ্ছে। শেষ দেখা গেছে একটা ফোর্ড গাড়ি চালাতে। তার দেহের বর্ণনা এইরকম—ঘোষক বলে গেল। পুলিশের অনুমান তাঁর সঙ্গী হল সেই মেয়েটি পুরুষের ছদ্মবেশে। এই লোকটি বিপজ্জনক। দেখলে পুলিশে জানান।

স্লিম রেডিও বন্ধ করে দিল। কেউক কোন কথা বলল না।

স্লিম বলল, গাড়ি থামাবে না।

নিশ্চয়ই।

গাড়ি এগিয়ে চলল।

দুপুর একটা ত্রিশ মিনিট। ব্রেনান অফিসে বসে। টেবিলে একটি বড় ম্যাপ খোলা। ফেন্নার কানে ফোন ধরে বসে আছে।

একজন পুলিশ এসে বলল, মিঃ ব্লানডিস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ফেনার ইশারায় পাঠিয়ে দিতে বলল।

জন ব্লানডিস ভিতরে এসে বলল, কোন খবর আছে?

ব্রেনান ম্যাপে আঙুল রেখে বলল, লোকটা এই পথে যাচ্ছে। পেছনে রেখে যাচ্ছে প্রমাণ। জানা গেছে তার সঙ্গে আপনার মেয়ে আছে। জেফারসন শহরে সব জায়গায় লোক রেখেছি। শীঘ্র ধরা পড়বে।

আপনি বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছেন।

আমরা এখুনি জেফারসনের দিকে রওনা দেব। ব্লানডিস বলল, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

ফেনার বলল, ওখানে খণ্ডযুদ্ধ হবে। স্লিম জীবন থাকতে ধরা দেবে না। আপনি এখানেই থাকুন।

মিঃ ব্লানডিস বলল, মেয়েকে ফিরে পেতে চাই।

ফেনার বলল, নিশ্চয়ই পাবেন আপনার মেয়ের জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে। আপনার চেয়ে আমরা ওকে সহজে উদ্ধার করতে পারব।

তীক্ষ্ণ চোখে ব্লানডিস বলল, বুঝতে পারছি না আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

আমি নিজেই ভাল করে জানি না।

কথা দিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। কথা দিচ্ছি।

আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে, বলেই ব্লানডিস চলে গেলেন।

ব্রেনান বলল, ফেনার ব্যাপারটা তুমি কিভাবে চিন্তা করছ?

ফেনার বলল, মিস ব্লানডিস এই দলে চারমাস বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছে। তুমি ওর ফটো দেখেছ? মেয়েটা সম্ভ্রান্ত মহিলা ওর চেহারাতেই বিদ্যমান। গুণ্ডা দল এত দিন কি ব্যবহার করেছে কে জানে। উদ্ধারের পর বাকী জীবন সুখী নাও হতে পারে।

ব্রেনান বলল, চল জেফারসন শহরে। একজন পুলিশ অফিসার এসে বলল, এইমাত্র খবর এসেছে—প্রিসন মেয়েটিকে নিয়ে জেফারসন শহরের বাইরে একটা খামার বাড়িতে আছে। খামারের মালিক ফোন করে বলল লোকটা যে প্রিসন কোন সন্দেহ নেই।

ফেনার ফোনে পলার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলল, বেনহাম হোটেলের ওপর তলায় একটা ঘর ভাড়া করে রাখ। মিঃ ব্লানডিসের মেয়েকে ওখানে নিয়ে যাব। ফোন ছেড়ে বলল মেয়েটা মারা গেলেই ভাল হতো।

ব্রেনান চলে গেলে ফেনার তাকে অনুসরণ করল।

আচমকা স্লিমের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বন্দুকটা হাতে নিল। স্লিম ভাল করেই বুঝতে পারছে সে জড়িয়ে যাচ্ছে আর পালানো যাবে না। খাদ্য ও আশ্রয় মেলা কঠিন হয়ে পড়েছে। দু'জনে অলিগলির ভিতর দিয়ে জেফারসন শহরের বাইরে এই খামার বাড়ির গোলা ঘরে আশ্রয় পেয়েছে।

স্লিম টর্চ জ্বালাল। খানিকটা তফাতে মেয়েটা শুয়ে আছে। তার মাথার উপর হাত রাখল। ঘুম ভেঙে গেল। ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট শুরু করল। স্লিমের কর্কশ ধমক তাকে চুপ করিয়ে দিল। স্লিম তার আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করল।

পরে দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রোদ আসতেই স্লিমের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে কান সজাগ করল। ঘরের বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। খামারের সদর দরজা বন্ধ, ব্যাপারটা সুবিধের নয়। তার মনটা ভীত হল।

হঠাৎ দু'টো মানুষ ভর্তি গাড়িকে আসতে দেখে চমকে উঠল, তাদের মাথায় নীল টুপি। বন্দুকে রোদ পড়ে ঝকমক করছে। স্লিম ছুটে এসে বন্দুক তুলে নিল। পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে আসছে দেখে স্লিম গুলি চালাল। সামনের পুলিশটা গুলি বিদ্ধ হল অন্যরা আড়ালে গেল।

ব্রেনান আর ফেনার দ্বিতীয় গাড়ির পুলিশদের গোলার পিছন দিকে ঘিরে ফেলতে বলল। সারা বাড়িটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। স্লিম বুঝতে পারল জীবনের শেষ লগ্ন উপস্থিত। তাকে মরতেই হবে। ফেনার ভাবল যা করবার এখনই করতে হবে।

ব্রেনান বলল—আমরা ওকে একটা সুযোগ দেব। ও যদি ঝামেলা চায় ঝামেলা করব। সে চীৎকার করে বলল—হাত তুলে বেরিয়ে এস। প্রিসন তোমার উপর আমাদের নজর আছে। তাই ঝামেলা করো না।

স্লিমের সাড়া পাওয়া গেল না।

ফেনার বলল ও মেয়েটাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

ব্রেনান বলল যদি মেয়েটাকে মেরে না ফেলে তাহলে ঘটনার ইতি সহজে ঘটবে না।

স্লিম গোলাবাড়ির আড়াল থেকে নজর রাখতে লাগল। মনে মনে ঠিক করল মরার আগে কিছু লোক মেরে মরবে। ব্লানডিস ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

স্লিম দেখল কয়েকজন পুলিশ একটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে গোলাবাড়ির দিকে আসছে। গাড়িটা তাদের আড়াল করে আছে। সদর দরজা খোলা।

স্লিম হঠাৎ দৌড়তে লাগল। বেশিদূর পারল না। মেশিনগানের গুলি তার শরীর ঝাঁঝরা করল। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

ফেনার কাছে এসে দেখল স্লিম মৃত।

ব্রেনানকে রেখে ফেনার মিস ব্লানডিসকে নিয়ে গাড়ি করে চলেছে। একটা কথাও বলেনি আর তাঁর দিকে তাকায়ওনি। ফেনার তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা জানাল। খুশি হল তবে সারাটা পথ কেঁদেছে।

পলার ঠিক করা হোটেলে উঠল। হোটেলের ঘর সাজানো চারিদিকে সেন্টের গন্ধ।

মিস ব্লানডিস ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেঁড়া মেঘের দিকে তাকাল। ফুলের গায়ে হাত বোলাল।

ফেনার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, খাবার মজুত আছে। আর কিছু দরকার আছে?

মিস ব্লানডিস মদ চাইল।

গ্লাসে মদ ভরে দিলে মিস ব্লানডিস ফেনারকে চলে যেতে বলল। খাবার ইচ্ছে নেই।

ফেনার বলল বাবাকে ফোন করব?

না।

জানি এতদিন যেভাবে কাটিয়েছ, অনেক ব্যাপারে মানিয়ে নিতে হবে।

আপনি কে জানি না তবে দয়ালু। একটু একা থাকতে দিন। কাল বাবার সাথে দেখা করব।

আমি যাচ্ছি, বিশ্রাম নাও। কোন ভয় নেই প্রিসন মারা গেছে, সব শেষ।

দাঁতে দাঁত চেপে মিস ব্লানডিস বলল, আপনি ভুল বুঝেছেন। ও মরেনি আমার মধ্যে বেঁচে আছে। কোনদিন আমায় ছেড়ে যাবে না।

ফেনার কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। কি মনে করে আবার ঘরে ঢুকল। ঘরশূন্য, মেয়েটার কোথাও চিহ্নমাত্র নেই।

নিচে পথচারীরা ছুটোছুটি আর চিৎকার করতে লাগল। গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

দামী পোশাক পরা এক ভদ্রমহিলা প্রিয় কুকুরকে নিয়ে মূল্যবান গাড়িতে চলেছেন। গাড়ি থামতেই বললেন, থামলে কেন গাড়ি চালক বলল, পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

একজন লোককে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করল, কি ঘটেছে?

বিরক্ত হয়ে লোকটি বলল—একটা পাগলি বাড়ির জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে নিচে পড়েছে। ভদ্রমহিলা দুঃখ প্রকাশ করল।

জাস্ট অ্যানাদার সাকার

জুলাই মাস। সকাল থেকেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। কয়েদখানার ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। লোহার ফটক পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে এসে মুক্তির আনন্দে সব সুন্দর দেখলাম যেন। কয়েদীদের বাড়িতে দিয়ে আসার জন্য সরকারি বাসটা এক কোণে দাঁড়ানো। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যাবো না বাড়িতে। সাড়ে তিন বছর পর স্বাধীনতার আনন্দে আমি দিশাহারা, উন্মত্ত।

এমন সময় পাশ থেকে একজন ডাকলো আমাকে, হ্যারি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ওদিকের বুইকে রেনিক আমাকে হেসে ভিতরে ডাকল। আমি দ্বিধাবোধ করেও গাড়িতে উঠলাম।

রেনিক তার হাত দিয়ে আমার ডান হাত চেপে ধরলো। মৃদু স্বরে আস্তে করে বলল এখন কিরকম লাগছে?

ভালো—কিন্তু তুমি এখানে! পুলিশের বড়কর্তা কি পাঠিয়েছেন?

মাথা নেড়ে রেনিক বলল, না সরকারী কাজে না, নিজের গরজেই এলাম।

যাক, গাড়িটা তো একদম নতুন—কার গাড়ি? তোমার?

হ্যাঁ, মাস দুয়েক হলো কিনেছি।

তাহলে রোজগার ভালই হচ্ছে তোমার?

রেনিক শ্লেষের সাথে বলল বছর দুই হল বড়কর্তার স্পেশাল অফিসার হয়েছি।

আমি লজ্জা পেয়ে ছি ছি বললাম। গিয়ার পালটালো এবং অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে বলল রেনিক—পুলিশ বিভাগে এখন অনেক রদবদল হয়েছে। নতুন বড়কর্তা মিডোজ খুব ভালো লোক।...তা এখন কি ঠিক করলে?

কিছুতো করতেই হবে, কাগজের অফিসের চাকরিটাও নেই।

হুঁ, প্রথম প্রথম অসুবিধা তোমার হবেই।

আর উপায় কি? পুলিশ খুনের শাস্তি সোজা কথা না।

হ্যাঁ, সংবাদপত্র জগতে কিউবিট একজন কেউকেটা লোক তাঁর নেকনজরে যখন পড়েছ, শত চেষ্টাতেও কাগজে চাকরি আর হবে না তোমার।

হ্যারি বিরক্ত হয়ে বলল, সে যা করার করব। স্ত্রী নিনার প্রতিও কর্তব্য আছে। খানিক সময় চুপচাপ চলল। রাস্তায় মানুষ কম।

স্পীড বাড়িয়ে রেনিক বলল, হ্যারি পুলিশে চাকরি করলেও বিশ বছরের বন্ধুত্বে চির খাবে না। নতুন বড়কর্তাকে তোমার কথা বলেছি। তিনি দেখবেন বলেছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পুলিশে চাকরি? মরে গেলেও করব না।

তোমার বৌ নিনার কথা ভাব?

কষ্ট তো আমারও হয়েছে।

রেনিক বলল—বেশ তোমার চাকরি খোঁজা যদি সাহায্য মনে কর, তাহলে কিছু বলবো না।

দেখ, এই সাড়ে তিন বছর আমিও কম কষ্ট করিনি। অন্যায় ন্যায় এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। ওঃ, সাড়ে তিন বছরে। কিভাবে কেটেছে... নিনার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

রেনিক বলল—ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা মেয়ে—একখানা চিঠিও লিখলে না। তিন বছর, এক দিনের জন্যও জেলে দেখা করতে গিয়েও তোমার দেখা পেলো না। অথচ এমন দেখালে তুমি, যেন সে একটা বাইরের মেয়ে।

হ্যাঁ বাইরের মেয়ে...তুমি ভাবতে পারো—নিনাকে লিখবো আমি চিঠি, তা পড়বে ওয়ার্ডার। তুমি ভাবতে পারো—সেই বালিকা ধর্ষণকারী শয়তানটা নিনাকে দেখে বাজে ইঙ্গিত করবে।

তবুও এরই মধ্যে প্রতিটি স্ত্রী স্বামীর সঙ্গ পেয়ে শান্তি পায়। এসব প্রতিকূলতা সব সমাজেই আছে।

আমি চুপচাপ থাকলাম। ডানদিকে সমুদ্র, শহর দূরে, বালিয়াড়ির এপাশে সারবন্দী অনেক কেবিন। বেশ খালি পড়ে আছে। দলবল নিয়ে আসে স্নানার্থীরা। এই কেবিনগুলো ছিল আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র। ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে নামী কাগজ হেরাল্ড, আমি তার সাংবাদিক। সারা শহর জুড়ে খবর খুঁজে বেড়াতে হয়। বিয়ে করেছি ধুমধাম করে। গাড়ি, বাড়ি দুই-ই করেছি। হঠাৎ সেই বিভীষিকার রাত।

বীচ হোটেলের পানশালায় বসে আছি হুইস্কির গেলাস নিয়ে। হাতের সিগারেট পুড়ে চলেছে। খবর চাই আমার। পাশের টেবিলে বসে আছে অচেনা দুজন ব্যক্তি। সমানে পান করে চলেছে। তারা দুজনে কি আলোচনা করছে।

যেই কথাগুলো কানে গেল অমনি মনে হল এ তো খবরের মত খবর। শিকাগোর এক কুখ্যাত গুণ্ডাবাহিনী এই শহর দখল করার তালে আছে। জুয়ার আড্ডা থেকে শুরু করে তারা কিছুই বাদ রাখবে না। এই শহর থেকেই তারা মাসকাবারে আয় করবে পঁচিশ লক্ষ ডলার।

লোকগুলো পাগল নয় তো। পাম সিটির মত শহর দখল করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু না, কথা শুনে বুঝলাম তারা পুলিশ বিভাগ, স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের বড় বড় কর্মকর্তাদের হাত করেছে। এত বড় কাণ্ড হতে চলেছে—বসে থাকলাম না। নিজের চেষ্টায় তদন্ত চালালাম। কষ্ট হলেও কিছু কিছু প্রমাণ পেলাম। ছাপানোর আগে হেরাল্ডের মালিক মিঃ ম্যাথু কিউবিটের সাথে আলোচনা করলাম।

কিন্তু ম্যাথু নিষ্প্রভ, কোন ভাবান্তর দেখা দিল না তার মুখে। স্বয়ং তিনিই যে সেই দলে আছেন, তা যদি একটু টের পেতাম।

উনি বললেন কাগজপত্র সব এনে দেখাও। ছুটলাম বাড়িতে, রাস্তায় পুলিশ আমাকে পথরোধ করলো। পুলিশের বড়সাহেব আমাকে দেখা করতে বলেছেন। থানায় গেলে পর তিনি আমাকে মস্ত এক নোটের তাড়া দিয়ে বললেন টাকার বিনিময়ে আমার তদন্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র তিনি কিনতে চান।

ঘুষ! না, টাকার বান্ডিল না নিয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ি থেকে কাগজপত্র এনে দিলাম ম্যাথুর হাতে। তিনি বললে, রাত সাড়ে দশটায় আমি যেন তার বাড়িতে যাই। শুনে নিনাও ভয় পেল। দশটার একটু আগে নিনাকে নিয়ে বেরোলাম। রাস্তা ফাঁকা, মিনিট পনেরো আর বাকি, এমন সময় তীরবেগে একটা পুলিশের গাড়ি আমার গাড়িতে মারল ধাক্কা। ভাগ্য ভাল, কিছু হলনা। সজোরে ব্রেক কষলাম।

পুলিশের গাড়ি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাড়ির ড্রাইভার আহত। সঙ্গী লোকটি আমার হাতে চটপট এসে হাতকড়া পরালো। অপরাধ অসতর্কভাবে গাড়ি চালানো।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বোবা ; এমন সময় আর একটি জীপ এল। নামলেন সার্জেন্ট বেইলিস। তিনি যেন আগে থেকেই জানতেন সব। আমাকে নিয়ে তিনি গাড়িতে তুলে থানার দিকে চললেন। মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে সার্জেন্ট আমাকে নামতে বললেন। গাড়ির ড্রাইভার শক্ত হাতে পিছমোড়া করে ধরলো আমার হাত। পকেট থেকে হুইস্কির বোতলের পানীয়টুকু আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় মারলেন।

জ্ঞান ফিরলো জেলে। শুনলাম সেই ড্রাইভার নাকি মারা গেছে। এই অপরাধে সাড়ে তিন বছর জেল হল। উকিল প্রাণপণ লড়াই করেছে আমার জন্য, পারেনি। ম্যাথু আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আমার নামে কুৎসা রটাতেও তার দ্বিধা হল না। আমার উকিলের চাপে পড়ে আদালত তদন্ত কমিশন বসালেন। তদন্তে আমার আবিষ্কার খাঁটি এবং নির্ভুল বলে প্রমাণিত হল। পুলিশের বড়কর্তা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

আজ আমি মুক্ত। যদিও চাকরি পাবার সামান্য আশাও আমার নেই। যা আয় করেছি, দুহাতে উড়িয়েছি। নিনার জন্য কিছুই করতে পারিনি। ও কেমন আছে কে জানে। রেনিককে জিজ্ঞাসা করলাম ও ভালো তো!

হ্যাঁ, তোমার জেলে যাবার পর ও কাজে নেমেছে।

গাড়ি থামলো বাড়ির সামনে। নামলাম সেই পরিচিত ঘাস-কাঁকরে ছাওয়া পথ। ছবির-মতো সুন্দর বাংলো। ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে। সদর দরজা খুলে নিনা জলভরা চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘুম ভেঙে দেখি ভোর হয়ে আসছে। নিনা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে আমার পাশে। কি করবো, কোথায় যাবো। নিনাকে পাশে রেখে সিলিং-এর দিকে তাকালাম। রোজগার করতেই হবে যে করে হোক। ম্যাথুর মিথ্যা রিপোর্টের জন্য ছোট খাট সংবাদপত্রগুলো আমাকে দেখলে শিউরে ওঠে। আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে।

নিনার দিকে তাকালাম। জেলে যাবার সময় নিনার বয়স মাত্র বাইশ, আমার সাতাশ।

আহা, বেচারী কি কষ্টই না করেছে। মুখে মলিনতার ছাপ। রোগাও হয়েছে। নিরুপায় হয়ে তাকে কাজ করতে হয়েছে। শত অসুবিধা সত্ত্বেও নিনা ব্যাঙ্কের আড়াইশ ডলার তোলেনি। সাত আট দিন নানা কথা ভাবতে ভাবতে দিন গেল।

গতকাল বিজ্ঞাপন দেখে এক অফিসে গেলাম। অফিসের বড়কর্তা আমাকে দেখে অবাক—আমি যে সুপরিচিত তা বুঝলাম। তিনি বললেন, এ কাজ আপনার জন্য নয়।

নিনার ডাকে চেতনা ফিরল। বললাম, নাঃ কিছু না।

আমার কাছে গোপন কোরো না। সাত পাঁচ ভেবে কোনো লাভ নেই। দেখো আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারব। আমি তুমি কি আলাদা। তোমার যতটা দায়িত্ব আমারও তো ততটাই। বলতে বলতে নিনার গলা ধরে এল।

দুহাতে কাছে টেনে নিলাম।—জেলে থেকে আমি আর আমি নেই। নিনা।

সারা শহরে কাজ নেই আমার জন্য তবুও পথে পথে ঘোরা। মদ খেয়ে সবকিছু ভুলে থাকি। আগেও খেতাম, এখন পরিমাণ বেড়েছে। হ্যাঁ মিথ্যা কথাও বলা শুরু করলাম নিনার কাছে। নিনার চোখে আমার অপদার্থতা প্রমাণ না করার ওটা একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু আস্তে আস্তে নিনা ধরতে পারতো ঠিক। তবু কখনো কিছু বলতো না। আমার প্রতিটি কথা শুনতো, সমবেদনা জানাতো। আগ বাড়িয়ে পকেট খরচা দিত।

ভীষণ ভুল করত নিনা।

একদিন সমুদ্রের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক পানশালায় বসেছি। প্রায় সন্ধে তখন। তাকিয়ে আছি সামনের ফোন-খুপরির দিকে। নানা কথা ভাবছি, কখনো আত্মহত্যার কথাও—এমন সময় দরজা ঠেলে একটি মেয়ে ঢুকল।

পরণে সাদা স্ল্যাক্স, ওপরে সবুজ রঙের টাইট সোয়েটার। চোখে রোদ চশমা। শরীরে ঢেউ তুলে ফোনের দিকে গেল। বয়েস বছর ত্রিশ তো হবেই। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত চেহারা। কিছুক্ষণ বাদে ফোন রেখে যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল। কে এই মেয়েটা? হাতের হাতব্যাগটার কথা চিন্তা করলাম। ব্যাগটি নামিয়ে রেখে সে ফোন করছিল। কিন্তু বেরোবার সময় তো ব্যাগটা দেখিনি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেলো। দরজা ঠেলে ঢুকে থমকে গেলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে দেখি কি তার পরিচয়! দেখাই যাক, কি আছে ব্যাগে। চারিদিক একবার দেখে নিলাম।

সোনার সিগারেট কেস, সোনার লাইটার। একতাড়া নোটের বান্ডিল, ঘেমে গেলাম। কি করা উচিত।

উঃ, এতগুলো টাকা। আর নিনার কাছে হাত পাততে হবে না। সাতরকম ভাবনা এল। কত লোক আসছে, যাচ্ছে। আমিই যে নিয়েছি এমন কোনো প্রমাণ নেই। নিলাম, টাকাটা পকেটে পুরতে যাব, চোখ পড়ল সামনের ছোট আয়নার দিকে।

ঠিক আমার পেছনে মেয়েটি দাঁড়ানো। তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

বলাবাহুল্য আমি অবাক। যেন মুহূর্তের জন্য মৃত্যু এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছে।

দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। আলগোছে ব্যাগটা ফেলে দিলাম। একটানে দরজা খুললাম।

চোখাচোখি হতে সে মৃদু হেসে বলল। আমার ব্যাগটা বোধহয় এখানেই ফেলে গেছি।

হ্যাঁ, ভাবছিলাম বেয়ারার জিম্মায় জমা দিয়ে যাব।

মাত্র দু পা এগিয়েছি, অমনি বেয়ারা এসে আটকালো।

আমাকে বলল, কি ইয়ার, গোলমালের ধান্দায় ছিলে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, ছি, ছি, গোলমাল কেন করবেন, উনি তোমার কাছে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তবু ব্যাগটা একবার দেখে নিন। মেয়েটি বেয়ারার অনুরোধে অনিচ্ছায় ব্যাগটা পরীক্ষা করতে লাগলো। বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ি পেটা শুরু হয়েছে। ভাবছি বেয়ারাকে ধাক্কা মেরে ছুটে চলে যাই।

তখনি সে মাথা নেড়ে বলল, না, সব ঠিক আছে। আমাকে বলল ধন্যবাদ আপনি না থাকলে ব্যাগটা আমার খোয়া যেতো। বেয়ারা সরে গেল। আমার বিস্মিত চাউনি দেখে মেয়েটি হেসে বলল, যদি কিছু মনে না করেন। একটু ড্রিঙ্কস দিতে বলি। প্লিজ, আপত্তি করবেন না মিঃ হ্যারি।

বাঃ মেয়েটি দেখি আমার নামও জানে। আসলে জেল থেকে ছাড়া পাবার পরদিন হেরাল্ড কাগজে আমার একটা ছবি ওরা ছাপিয়েছে। যাবতীয় তথ্য দিয়ে ঘটনা বিকৃত করে কিউবিট ছাপিয়েছে।

দুজনে চেয়ার টেনে বসলাম। ব্যাগ খুলে সোনার সিগারেট কেসটি বের করে বলল, সিগারেট?

একটা তুলে নিলাম, সোনার লাইটার টিপে ধরিয়ে দিলো, নিজেও একটা ধরালো।

তারপর জেল থেকে বেরিয়ে কেমন লাগছে?

ভালো।

খবরের কাগজের কাজটা ছাড়তেই হলো?

হ্যাঁ।

কদিন ধরে রোজই এখানে আসতে দেখি আপনাকে। চাকরি বাকরি কিছু তো হয়নি, তাই না? আসলে চাকরির বাজার খুবই খারাপ এখন।

যা বলেছেন।

আচ্ছা, কেউ যদি আপনাকে কাজ দেয়, করবেন?

অবাক হয়ে বললাম, তার মানে কোন চাকরি আপনার খোঁজে আছে।

আছে, আপনি কি সে কাজ করতে পারবেন?

কি কাজ?

তেমন কিছু না সাধারণ। সামান্য ঝুঁকি আছে।

কাজটা একটু বে-আইনী মনে হচ্ছে?

না, না, বে-আইনী না।

তবে ঝুঁকির প্রশ্ন আসছে কেন। না, না আমি আর এসব ঝামেলায় জড়াবো না।

সে হাসলো—খান। এবার সোজাসুজি তাকে বললাম, বলুন তো কাজটা কি?

বলব, সব বলব। নিরিবিলিতে। আপনার বাড়িতে ফোন আছে নিশ্চয়?

আছে, গাইড নম্বরে পাবেন।

বেশ কাল বাড়ি আছেন তো।

আছি। আজ উঠি, কত হলো বেয়ারা।

হেসে বললো ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, আমি ভুলিনি, হাসতে হাসতে পকেট থেকে টাকার বান্ডিলটা বের করে দিলাম।

ধন্যবাদ বলে সে শরীরে ঢেউ তুলে হাত নেড়ে দরজার দিকে এগোল। গাড়িতে উঠল। আবছা আলোয় গাড়ির নাম্বারটি নজরে পড়লো।

রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকে অটোমোবাইলে একটা ছোট্ট অফিস। এড্ মার্শাল প্রধান কর্মকর্তা। সাংবাদিক জীবনে বহুবার তার কাছে আসতে হয়েছে।

এড্ বই পড়ছিল, আমাকে দেখে বলল আরে, হ্যারি। কি খবর? কেমন আছ?

ভালোই, আটদিন হল জেল থেকে ছাড়া পেলাম।

সিগারেট অফার করতেই এড্ বলল—ছেড়ে দিয়েছি সিগারেট। ক্যান্সার রোগটা বড় চিন্তায় ফেলেছে।

ভালো।

নানা কথায় দশ মিনিট কাটলো।

এবার আসল কথা পাড়লাম। আচ্ছা এড্, খয়েরী রঙের একখানা রোলস্...নম্বরটা SAX।—গাড়িটা কার?

মি: ম্যানরুক্সের।

তাই নাকি ?

গাড়ি বটে, পক্ষিরাজ।

ম্যানরুক্স, মানে সেই প্যারিসের ফেলিক্স ম্যানরুক্স?

হ্যাঁ। বছর দুয়েক হল এসেছে। বিরাট বাড়ি কিনেছে। উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোদ্ধার।

আমি হতভম্ব।

অর্থাৎ উনি হচ্ছেন সেই দস্তা আর তামার ব্যবসায় যিনি কোটি পতি।

হ্যাঁ বলেছি বছর খানেক হলো উনি কঠিন ব্যাধিতে পড়েছেন। ফুসফুসে ক্যান্সার।

চিন্তিত হয়ে বললাম— এত টাকা পয়সা ভোগ করে যেতে পারবেন না?

না, আর বাড়িও কি বাড়ি। সমুদ্রের পুব পাড়ে ইরা ক্র্যানলের বিরাট বাড়িটা। নিজের মনের মত করে সাজিয়েছেন।

ইরা ক্র্যানলে আমারও চেনা। তেলের ব্যবসা থেকে বিরাট ধনী হয়েছিলেন। প্রাসাদের মত বাড়িটা বানিয়েছিলেন। তারপরই কি একটা গোলমালে পড়ে বাড়ি বিক্রির কথা ওঠে।

আচ্ছা, ভালো কথা, ঐ মেয়েটি কে? নীল চশমা পরে গাড়ি চালাচ্ছিল?

ম্যানরুক্সের স্ত্রী।

সেকি! বয়েস তো বেশি না। বুড়োর বয়স তো সত্তর বাহাত্তর তো হবেই।

তাতে কি, টাকা থাকলে একশ বছরেও বউ জোটানো যায়। ইনি নতুন বউ। ফিল্মস্টার।

প্রথম বউ, তার খবর কি?

গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

তাহলে বুড়ো এসেছে স্বাস্থ্য ফেরাতে।

না এসে উপায় কি? মেয়ে, বৌ বায়না ধরেছে এখানে থাকবে।

মেয়ে আছে নাকি?

হ্যাঁ, প্রথম পক্ষের সন্তান। আঠারো বছর বয়স। পরীর মত দেখতে। তা ওদের ব্যাপারে এত আগ্রহ, কি ব্যাপার?

কিছু না, গাড়ি, বউ দেখলাম। তাই জানতে এলাম, ব্যস।

ফেরার পথে সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এলাম। আগামীকাল সে ফোন করবে।

বীচ রোডে বাস থামলো। শিস দিতে দিতে বাড়ি ঢুকলাম।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ হেরাল্ডের অফিসে গেলাম। রেফারেন্স রুমে গত দুবছরের কাগজের ফাইল নিয়ে বসলাম। খুব একটা খুঁজতে হলো না। এমন এক দুনিয়া তোলপারকারী খবর, প্রথম পাতাতেই স্থান পেয়েছে। রিয়া প্যারিসের এক শো গার্ল। প্রৌঢ় ম্যানরুক্সকে বিয়ে করেছে তাঁর অগাধ সম্পত্তির জন্য। নিনা বেরিয়ে গেছে কাজে। বাড়িতে ফিরে শুরু হল অপেক্ষা। ঠিক এগারোটার সময় ফোন এল। রিসিভার তুললাম— হ্যালো।

মি: হ্যারি? সেই তীক্ষ্ণ গলা।

হ্যাঁ, বলুন।

কাল আমাদের দেখা হয়েছিলো ।

মনে আছে মিসেস ম্যানরুক্স।

আমি তার নামটা জেনে যাব, সে আশা করেনি।

সমুদ্রের পুবদিকে একবার কেবিনের মধ্যে বাঁদিকের একটা কেবিন ভাড়া নিতে হবে আপনাকে। রাত নটায় দেখা করবো সেখানে।

বেশ ঠিক আছে।

তাহলে ঐ কথাটাই রইল বলে সে ফোন নামাল।

কি চায় মিসেস ম্যানরুক্স! বেরোলাম, পুব পাড়ের কেবিনের তত্ত্বাবধায়ক বিল হোল্ডনের কাছে গেলাম সাড়ে এগারোটায়। নারী পুরুষ সবাই স্নান করতে নেমেছে।

বিল আমাকে দেখে হেসে বলল, কতদিন পর দেখা হলো আপনার সঙ্গে, বসুন।

বাঁ দিকের শেষ কেবিনটা আজ রাত্রে আমার দরকার। নটা নাগাদ আসবো।

কিন্তু আটটার পর অফিস খোলা রাখি না। সন্ধ্যের সময় চাবিটা যদি নিয়ে যান।

কি দরকার? আপনি বারান্দার কার্পেটের নীচে রেখে যাবেন। আমি খুঁজে নেব।

বিল ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে বকবকানি শুরু করল। কথায় কথা বাড়ে। সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই। আমি উঠে পড়লাম।

বাড়ি ফিরে নিনাকে কি বলবো? ভেবে ভেবে উপায় একটা বাতলালাম। রাত জেগে এড্ মার্শালের সঙ্গে গাড়ি গুণতে হবে।

নিনা আমার কাজের কথা শুনে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলো।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ—গ্যারেজে গিয়ে প্যাকার্ডখানা বের করলাম। হাত নেড়ে নিনাকে শুভরাত্রি জানিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

প্রায় নটা নাগাদ পৌঁছলাম। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। কার্পেটের নীচে ঘরের চাবি পাওয়া গেল।

বেশ বড়ই কেবিন। ঢুকে একটা বৈঠকখানা, একপাশে শোবার ঘর, ছোট্ট একটি স্নানঘর, ওপাশে রান্নাঘর। ঘরে কিছুরই অভাব নেই। বিলাসিতার ছড়াছড়ি।

বাইরের বারান্দায় বেতের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। প্রশস্ত সমুদ্রের ঢেউ এসে আঁচড় কাটছে বালির বুকে। দেখতে দেখতে পঁচিশ মিনিট কেটে গেল।

গুড ইভনিং মি:। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মাথায় সাদা সিল্কের স্কার্ফ, পরণে নীল পোশাক, ডান হাতে চওড়া সোনার ব্রেসলেট।

মুখোমুখি বসে সে হাসলো— আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই জানি, মিঃ। দশ হাজার ডলার যে অবলীলাক্রমে পায়ে ঠেলতে পারে, সে তেজী লোক। আমার একজন তেজী লোকেরই দরকার। আপনি তো ঝুঁকি নিতে ওস্তাদ।

আমি, ওস্তাদ কি করে?

আমার ব্যাগটা থেকে টাকার তোড়াটা সরালেন। ধরা পড়লে ছ বছরের জেল!

আমি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলাম না।

ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন আর একবার?

টাকাকড়ি তেমন পেলে আপত্তি নেই।

বেশ আপনাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবো।

আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কাজটা কি?

আগে বলুন, ঝুঁকি নিতে রাজি আছেন কি?

হ্যাঁ রাজি। টাকা পেলে নিনাকে নিয়ে এ শহর ছাড়বো। নতুন করে জীবন শুরু করব।

রুমালে মুখ মুছে সে বলল স্বামীর দেওয়া মাসিক ভাতা ছাড়া নিজস্ব বলতে আমার কিছু নেই। তিনি যা দেন তা যথেষ্ট। কিন্তু তার মেয়ে বা আমার ঐ টাকায় চলে না।

তা আপনার টাকা নেই, আমাকে কি করে পঞ্চাশ হাজার দেবেন?

আপনার টাকা আপনিই জোটাবেন। আমি শুধু আপনাকে পথটা বলে দেবো।

পথ?

হ্যাঁ, পথ। শুনুন, আমি এবং আমার সৎ মেয়ে ওদেত, আমাদের দরকার সাড়ে চার লাখ ডলার। দু-সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা চাই। আমার একান্ত আশা, এই টাকা যোগাড় করতে আপনি সাহায্য করবেন। বিনিময়ে আপনি পঞ্চাশ হাজার পাবেন।

আমাকে আপনার স্বামী টাকা দেবেনই বা কেন?

আমার স্বামীর অঢেল টাকা, চাইতে গেলে হাজারো কৈফিয়ত চাইবেন। ওদেত বা আমি, আমরা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি নই। আপনার ক্ষেত্রে কৈফিয়ত লাগবে না।

আচ্ছা, আপনার হঠাৎ এত টাকার দরকার হল কেন?

বা, কোটিপতির বৌ-মেয়েদের টাকার দরকার নেই।...নাম ধাম সব তো জেনে বসে আছেন।

আপনারা কি কোনো ব্লাকমেলারের হাতে পড়েছেন?

মিঃ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোয় অযথা কৌতূহল দেখাবেন না। টাকা আমাদের চাই। আপনার সাহায্য পেলে আপনি পাবেন, ব্যস যথেষ্ট নয় কি।

না, কারণ, আপনার ক্ষমতা নেই টাকা দেবার।

এখন নেই পরে পাবেন। শুনুন, আমার সৎ মেয়ে ওদেত গুণ্ডাদের হাতে পড়বে, অপহৃতা হবে। গুণ্ডারা দাবি করবে পাঁচ লাখ ডলার। আপনার কমিশন নেবেন। বাদবাকি আমি আর ওদেত সমান ভাগে ভাগ করব।

গুণ্ডারা কারা?

কেউ না, আসলে ওদেত দূরে কোথাও যাবে। আপনি ভয় দেখিয়ে আমার স্বামীর কাছ থেকে টাকাটা আদায় করবেন। টেলিফোনে একদিন ধমকাবেন, টাকার দাবি করবেন। ব্যস, মিটে গেলো ঝামেলা।

আমি হতভম্ব। ধরা পড়লে হয় ফাঁসি, নয় গ্যাস চেম্বার। কাজটা সাংঘাতিক। একটা ভয় এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে।

কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। সে হেসে বলল, কোনো উপায় নেই মিঃ এ ঝুঁকি নিতেই হবে টাকাটা পাবার জন্য।

কিন্তু এর পরিণাম বুঝছেন তো?

হ্যাঁ, কোন ভয় নেই। সেরকম হলে স্বামীকে আমি সব খুলে বলব। ব্যস তাহলে তো আর ঝামেলা রইল না।

অর্থাৎ সত্যি কথা শোনামাত্র আপনার স্বামী পুলিসকে বলবেন তার কাছ থেকে পাঁচ লাখ ডলার হাতানোর জন্য মেয়েকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী একটু মজা করছিলেন—।

অবাক চোখে রিয়া তাকায়।

ভুলে যাবেন না আমি একজন সাংবাদিক ছিলাম। কোটিপতি। ম্যানরুক্সের মেয়ে গুণ্ডাদের হাতে পড়বে—কম কথা না। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানোর মতো খবর বটে।

রিয়া নড়ে বসে বলল, সহজ ব্যাপারটাকে আপনি জটিল করে তুলছেন। ওদেত হঠাৎ একদিন উধাও হবে। আপনি ফোন করে বলবেন, তারপর উনি বিন্দুমাত্র দেরী না করে টাকাটা দিয়ে দেবেন। এর মধ্যে গোলমালটা কোথায়?

আপাত দৃষ্টিতে কোথাও না, কিন্তু পরে।

পরে কি হবে না হবে, সে ভাবনা এখন না। আগে বলুন কাজটা করতে রাজি আছেন কিনা। না হলে আমি অন্য লোকের খোঁজ করবো।

হাসলাম আমি। সে যাই হোক, যা করবার আপনি করবেন। আমি শুধু এটাই বলছি কাজটা আমার পছন্দ সই না।

না মিঃআপনাকে দিয়ে বোধ হয় কাজটা হবে না। দুঃখিত।

এখানেই শেষ করলে হত, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ডলারের লোভ কম না।

আপনি ভুল করছেন, কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—একথা বলিনি একবারও। জেলের ঘানি টানতে কারই বা ভালো লাগে?

আপনি অযথা চিন্তা করছেন।

আচ্ছা, মি ম্যানরুক্স কি বিশ্বাস করবেন যে তাঁর মেয়ে উধাও হয়েছেন।

মেয়ে বলতে তিনি অজ্ঞান। ব্যস্ত হয়ে উঠবেন তিনি।

টাকাটা আদায় করে আপনি টাকা নিয়ে বাকিটা আমার হাতে তুলে দেবেন।

মেয়েকে দেবো না? আকস্মিক প্রশ্নে সে ঘাবড়ে গেল। ঘাড় নাড়লো, হ্যাঁ।

বেশ, খুঁটিনাটি বিপদ ছাড়া চিন্তার কোন কারণ নেই। পুলিশকে খবর না দিয়ে আপনার স্বামী হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন এটা বিশ্বাস হয় না।

স্বামীকে সামলাবার দায়িত্ব আমার। তিনি বৃদ্ধ অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী।

ঠিক আছে, আগামীকাল আমার মতামত ফোন করে জেনে নেবেন।

কাল কেন? আজই বলে দিন না?

ভাবতে হবে আমাকে। আগামীকাল বলবো।

ব্যাগ খুলে নোটের একটা তাড়া ছুঁড়ে দিলো। কেবিনের ভাড়ার খরচ। কাল ফোন করবো।

দশটা বেজে দশ মিনিট। নিনাকে বলে এসেছি রাত হবে ফিরতে।

আগাগোড়া ব্যাপারটা উলটে পালটে ভাবতে লাগলাম। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়তে লাগলো। প্রায় বারোটা নাগাদ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।

হ্যাঁ, করবো আমি। একাজ করবো। পরদিন সকাল আটটায় গেলাম বিলের কাছে। আরো একদিনের জন্য কেবিনটা চাই। ভাড়া দিলাম। ঠিক, এগারোটায় ফোন এল।

মিঃ?

হ্যাঁ।

কি রাজি আছেন তো?

হ্যাঁ, শুধু একটা শর্ত আপনাদের দুজনের সাথে একটু কথা বলতে চাই আবার।

ফোন রেখে গাড়ি স্টার্ট করে চলে গেলাম।

সন্ধ্যে ছটায় কেবিনে এলাম। সারা দিন ধরে বাড়িতে ছিলাম। টুকিটাকি জিনিষ নিলাম। টেপরেকর্ডার নিলাম। পুলিশের খপ্পরে পড়লে নিজেকে বাঁচাবার এটাই হবে মোক্ষম প্রমাণ।

দরজা খুলে শোবার ঘরে এলাম। টেপরেকর্ডার কায়দা করে ঠিক করলাম।

মাইক্রোফোনটা ফুলদানির পেছনে রাখলাম। ওরা আসার আগে সবটাই আবার পরীক্ষা করে নিলাম।

যাক নিশ্চিন্ত। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। সাড়ে সাতটা বাজে। কে আসতে পারে? দরজা খুললাম। বিল হোল্ডেন দাঁড়িয়ে আছে।

এক ভদ্রলোক একটু আগে এই কেবিনটা ভাড়া নিতে চাইছিলেন। তা আপনি...

না বিল, কয়েকটা লেখা শুরু করেছি। দিন সাতেক লাগবে। এমন নিরিবিলি পরিবেশ না হলে মাথায় কিছু আসতে চায় না।

ঠিক আছে মিঃ। বেশ খিদে পেয়ে গেছে। কাছের কোনো রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে নিতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই।

নটা বাজতে পাঁচ যখন তখন, কেবিনে এসে পৌঁছলাম। অসহ্য গরম। বেতের চেয়ারটা টেনে বারান্দায় বসলাম। সিগারেট ধরালাম। ভেতরে ভেতরে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করছি। রিয়া কি আজও দেরিতে আসবে! আর ওদেত, কেমন মেয়ে কে জানে!

চিন্তায় ছেদ পড়লো। রিয়া এসেছে। সঙ্গে কেউ নেই। ঘরে ঢুকলাম।

কই আপনার মেয়ে কোথায়?

আসবে। এক টানে মাথার স্কার্ফ খুলে ফেললো সে। কি কিছু বলবেন?

বলবো মানে, মিস ম্যানরুক্সের সঙ্গে একটু আলোচনার দরকার।

আশ্চর্য, এতো আলোচনার কি দরকার? ওদেত তো বাচ্চা নয়। তাকে না জানিয়ে কিছু করা হবে না।

বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খুললাম।

দরজার ওপাশে যুবতী দাঁড়িয়ে। কালো কুচকুচে এক মাথা চুল কাঁধ ছাপিয়ে পিঠ অবধি নামানো, পানপাতার মতো মুখ। ষোলো থেকে ছাব্বিশের মধ্যে বয়েস। ওদেত সুন্দরী সন্দেহ নেই। কিন্তু সারা শরীরে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ ছাড়া যে সে কিছু বোঝে না, তা বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো ওদেত আপনি বুঝি আলিবাবা? আপনার চল্লিশ চোরের

খবর কি?

রিয়া বকে উঠল, ওদেত এটা হাসি-তামাশার সময় নয়। জরুরী কথা আছে।

ওদেতের মুখোমুখি সোফায় বসলাম। হাসলো ওদেত। বলুন, কি বলতে চান। বলবেন আপনি, আমি শুনবো।

প্রথমে বলুন এই অপহরণের ব্যাপারটা আপনি জানেন কি না।

নিশ্চয়ই। আমি, রিয়া দুজনেই জানি।

রিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, কাজটা কবে নাগাদ করতে চান?

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মিস ম্যানরুক্স কোথায় উধাও হবেন?

কার্মেলে। তিন চারদিন ও সেই হোটেলেই থাকবে।

কিভাবে যাবে?

গাড়িতে! ওর নিজের গাড়ি আছে।

তাহলে এই অপহরণের ঘটনা আমরা ছাড়া কেউ জানবে না। তাই তো?

হ্যাঁ।

বেশ, আপনার কথা মতো না হয় নিশ্চিন্তেই রইলাম। ধরে নিলাম আপনার স্বামী টাকা দিলেন। এখন মেয়েকে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখেও কি তিনি ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্য পুলিশ ডাকবেন না?

আমি আবারও বলছি মিঃ স্বামী সংক্রান্ত সব কিছু সামলাবার দায়িত্ব আমার। আপনার নয়।

ঠিক আছে। মিস ম্যানরুক্স, আগামী শনিবার আপনার এক বান্ধবীর সাথে আপনার সিনেমা দেখার আয়োজন করতে হবে।

ওদেত ঘাড় নাড়লো,—তারপর?

যাবার আগে দুপুরে খাবাব টেবিলে বাবাকে কথাটা জানাবেন। বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার কথা থাকবে রাত নটার সময়। আপনি সিনেমা হলের ধারে কাছেও যাবেন না। বাড়ি থেকে সোজা বেরিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন পাইরেটস কেবিনে। বাইরে গাড়ি রেখে ঢুকে যাবেন কেবিনে। খাবারেব অর্ডার দেবেন। সাবধান, পরিচিত কারুর সঙ্গে যেন দেখা না হয়।

হবে না।

আসলে পরিচিত লোকজন যাতে না দেখে ফেলে। অপরিচিতরা আপনাকে মনে রাখুক। মিনিট পাঁচেকের বেশি থাকবেন না। সকলের চোখ এড়িয়ে উঠে বসবেন গাড়িতে। নতুন পোশাক, লাল পরচুলা থাকবে পেছনের সীটে। চটপট পরে নেবেন।

আমি ততক্ষণে আপনার গাড়ি নিয়ে এগোবো। কোনো নির্জন জায়গায় আপনার গাড়ি রেখে আমি উঠে বসবো আমার গাড়িতে। সোজা বিমান-বন্দর। লস এঞ্জেলসের হোটেলেও আপনার নামে ঘব নেওয়া থাকবে। হোটেলের ম্যানেজারকে বলবেন আপনি অসুস্থ। খাবারটাবার যেন সে আপনার ঘরেই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে। আমার ফোন না পাওয়া পর্যন্ত আপনি ঘর ছাড়বেন না।

রিয়া বলে উঠল—ওদেতকে তো লস এঞ্জেলসে না পাঠিয়ে কার্মেলে পাঠালেই ভালো হতো।

টাকা পেতে হলে আপনাদের আমার কথামত কাজ করতে হবে। ওদেতকে প্লেনে তুলে দিয়ে আমি আর দেরী করব না। কাছাকাছি কোন বুথ থেকে মিঃ ম্যানরুক্সকে ফোন করব।

প্রথমে তাঁর সেক্রেটারীর টেবিলে ফোন করবেন। তারপর স্বামীর সঙ্গে সে যোগাযোগ করবে, আমি সে সময় তাঁর ঘরেই থাকবো। টেলিফোন যাতে তিনি ধরেন, সেই ব্যবস্থা করবো।

তার আগে ওদেতকে সেই বান্ধবীকে দিয়ে ইতিমধ্যে একবার ফোন করাতে হবে। এটা তোমারই দায়িত্ব ওদেত। তুমি তাকে বলে রাখবে তোমাকে সে যদি নটার মধ্যে হলের সামনে পৌঁছতে না দেখে, তাহলে যেন বাড়িতে ফোন করে খবর নেয়।

তারপর?

তারপর আর কি আমার ফোন পৌঁছবার আগেই তুমি উধাও।

ফোনে তাঁকে বলবো, রাত দুটো নাগাদ টাকা নিয়ে তিনি যেন ইস্ট বীচ রোড ধরে এগোতে

থাকেন। টাকা থাকবে অ্যাটাচিতে। পথের পাশে এক জায়গায় তিনবার আলোর সঙ্কেত তিনি দেখতে পাবেন। সেখানে অ্যাটাচিটা ফেলে তিনি চলে যাবেন। ওদেত কেবিনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি আমার অংশ নিয়ে বাকি টাকা তার হাতে তুলে দেবো।

রিয়া সজোরে বলে উঠল, না তা হবে না। টাকা আপনি আমার হাতে দেবেন।

ওদেত বলে উঠল, কেন আমাকে দিলে তোমার আপত্তি কোথায়?

তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

ওদেত ঠোঁট ওল্টালো।—একবার তোমার হাতে টাকা পড়লে...।

আমি হাত তুলে থামালাম। দাঁড়াও, দাঁড়াও। সমাধান করে দিচ্ছি। তোমার বাবাকে দিয়ে তুমি একটা চিঠি লিখিয়ে রাখবে। টাকা দিয়ে যেন তিনি সোজা লোন বে-তে চলে যান। তোমার সঙ্গে তাঁর সেখানেই দেখা হবে।

কিন্তু বাবা যদি সেখানে আমাকে না দেখতে পান তাহলে সোজা পুলিশেও খবর দিতে পারেন।

মাথা নাড়লাম আমি। ঠিক। তবে তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। লোন বে-তে তোমার গাড়ির পেছনের সীটে থাকবে আরেকটা চিঠি। তাতে লেখা থাকবে তিনি যেন সোজা বাড়ি ফিরে যান, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

হ্যাঁ তা-ই ভালো আপনি দুজনের হাতে টাকা তুলে দেবেন।

এবার কাজের কথায় আসা যাক, অপহরণের দিন থেকে ঘটনা সব বাবা জানতে চাইবেন। তুমি আসার পর তিনি পুলিশেও যোগাযোগ করতে পারেন।

না পুলিশে উনি যোগাযোগ করবেন না। কারণ উনি ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে ছড়াক চাইবেন না। রিয়া বলল।

তবু পুলিশকে আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখতেই হবে। ওদেত কাল তুমি আবার আসবে। আমার কাছ থেকে সব তুমি শিখে নেবে।

রিয়া বলে উঠল অনর্থক আপনারা আবার সময় নষ্ট করবেন, মিঃ?

আমি বলে উঠলাম, আমাকে দিয়ে যদি কাজ করাতে চান, তবে আমার কথামতো আপনাদের চলতে হবে।

আমি কিন্তু কাল আসব। হাসতে হাসতে ওদেত চোখ টিপলো।

বেশ, উঠে দাঁড়ালাম। মিসেস ম্যানরুক্স, ইতিমধ্যে আপনাকে একটা জরুরী কাজ সারতে হবে। শহরতলীর কোনো অখ্যাত দোকানের শরণাপন্ন হবেন। ওর জন্য সাধারণ একপ্রস্ত পোশাক কিনে নেবেন।

ঠিক আছে। কালই কিনে ফেলবো।

কাল ওদেতের সঙ্গে সব পাঠিয়ে দেবেন।

রিয়া আর ওদেত চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে আমি আর দাঁড়ালাম না, তাড়াতাড়ি বোতাম টিপে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করলাম।

পরদিন রাত নটার একটু পরেই ওদেত এলো। সাদামাটা ফ্রক, হাতে ছোট সুটকেশ। — বান্দা হাজির। আদেশ করুন।

এসো, ভেতরে এসো। মা কখন আসবে?

তুমি তো একলা আমাকেই আসতে বলেছ। বৈঠকখানার আলো জ্বলার সাথে সাথে টেপ-রেকর্ডার চালু হল।

ওদেত সোফার পায়ের ওপর পা তুলে বসলো— রিয়া তোমাকে জব্বর পাকড়েছে।

আমি অবাক, পাকড়েছে মানে?

ঐ যে টেলিফোনে হাতব্যাগ ফেলে আসার ঘটনাটা। ওটা তো জানতই।

আমি তখন স্বাভাবিক ছিলাম না। যাই হোক রিয়ার ব্যাপারে সাবধান থেকো। তাহলে কাজটা হচ্ছে শনিবার, মভিসের সাথে সিনেমা যাচ্ছ।

তোমার বান্ধবী ছাড়া বন্ধু আছে।

ঝুরি ঝুরি, কেন?

একজনেরই নাম করো।

জেরা উইলিয়ামস্।

বেশ তা এর সাথে কি ফোনে কথা হয়? হয়। চমৎকার, কে ফোন ধরে?

আমাদের খানসামা।

এসব প্রশ্ন করার কারণটা বলি। শনিবার তুমি সিনেমা দেখতে যাবার কিছুক্ষণ পর পৌনে নটা নাগাদ আমি ফোন করবো।

বাপরে বাপ এযে দেখি অ্যাডভেঞ্চার।

হ্যাঁ, তবে খাঁটি না ভেজাল। কারণ পুলিশের ব্যাপারটা একদম ভুলতে পারছি না।

রাস্তা পার হবার সময় তোমাকে কেউ মুখ চেপে ধরেছে, টেনে অন্য গাড়িতে তুলেছে। গাড়িতে একজনের হাতে ধরা তোমার মুখ, আরেকজন পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে তোমার পাঁজরে। তোমাকে বাদ দিয়ে লোক সাকুল্যে তিনজন। শুনে মনে হবে তিনজনই ইটালির লোক। কি কি কথা হবে তার একটা খসড়া তৈরি করে রেখেছি। পড়ে মুখস্থ করে নাও। যথারীতি গাড়ি অনেকবার ঝাঁকি দেবে। তুমি অনুমানে বুঝবে বড় রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়ি শহরের বাইরে যাচ্ছে। প্রায় দুঘণ্টা চলার পর গাড়ি দাঁড়াবে। লোহাব গেট খুলবে। কুকুর ডাকবে। নুড়ি পাথরের রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে যাবে। যেমন বললাম, মনে রেখো। এই বাড়িতে তুমি থাকবে মোট তিনদিন। তোমাকে একটা বন্ধ ঘরে রেখে দেব। বন্দী থাকাকালীন তুমি কুকুর, গরুর ডাক শুনতে পাবে। কটা মুরগীও জুড়ে দিতে পার। সকাল থেকে রাত অবধি ওরা যা খেতে দিতো, তারও একটা তালিকা তৈরি করেছি। সব ব্যাপারটা নিখুঁত হবে।

তুমি এমনভাবে বলছ যেন সত্যি আমি গুণ্ডাদলের খপ্পরে পড়েছি।

হ্যাঁ, অভিনয় করতে হবে। এবার বাবাকে দুখানা চিঠি লিখে ফেলো। হ্যাঁ, যাবার আগে সঙ্গে আনা পোশাক এবং পরচুলাটা একবার পরে দেখিয়ে যাও তো।

মিনিট দশেক পরে নতুন পোশাকে ওদেত এল। পিঠের চেনটা লাগিয়ে দাও তো বলে পেছন ফিরলো।

আমি কাঁপা হাতে প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে চেন টানলাম। নিমেষে ঘুরে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। আমি এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিলাম। আমি বললাম--- এগুলো কিন্তু অকাজ।

কাজের সঙ্গে ভালো থাকার কোন সম্পর্ক নেই।

ওদেত শোবার ঘরে গেল কাপড় পালটাতে। হ্যারি.. চেনটা খুলতে পারিছ না —ওদেৎ ডাকল, হ্যারি..

নাঃ, এ ডাককে অগ্রাহ্য করতে পারব না। কোনো পুরুষই পারবে না।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে লাগালাম। এগিয়ে গেলাম শোবার ঘরে।

গ্যারেজে গাড়ি রাখতে গিয়ে রেনিকের বুইকখানি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর এই এল। এত রাতে কিসেব দরকার। নিনার কথা মনে হতে নিজেকে ছোট লাগল। নিনার মত স্ত্রী থাকতে ওদেতের কামনায় নিজেকে সমর্পণ করা উচিত হয়নি। লজ্জায় মরে গেলাম।

ঢাকা বারান্দায় ওরা দুজনে বসে গল্প করছে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, নি-না। নিনা ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। আমি অমানুষ, অপদার্থ।

নিনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। রেনিককে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

এক মাস ছিলাম না, ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম। আজই ফিরলাম। শুনলাম তুমি নাকি চাকরি পেয়েছো।

বলার মত কিছু না।

বড় কর্তার সঙ্গে কথা বলে আমি তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি।

না বন্ধু, পুলিশের দয়া গত তিনবছর ধরে পেয়ে বুঝেছি, আর দয়া চাই না।

কিন্তু সে পুলিস আর নেই।

আমাকে একটু ভাবতে দাও।

নিনা বলে উঠল, ভাবনার কি থাকতে পারে হ্যারি?

না, একটু ভেবে দেখি।

বেশ? রেনিক বলল, ভেবেই খবর দিও।

চলি তাহলে, গুডনাইট বলে চলে গেল রেনিক।

নিনা আমার গলা জড়িয়ে বলল, চাকরিটা তুমি নাও, সব দিক থেকে চিন্তা করে দেখো।

নিনা আমার ঘুম পাচ্ছে। আর দাঁড়ালাম না, পোশাক পাল্টে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

নিনা পোশাক পাল্টে বিছানায় আমার পাশে শুয়ে পড়লো। একটা হাত রাখলো আমার বুকে।

আমি নিনার পবিত্র হাত শরীর থেকে সরিয়ে দিলাম। আলগোছে পাশ ফিরলাম। পরদিন বৃহস্পতিবার নিনা গেল গাড়ি নিয়ে। সারাদিন কিছু করার নেই। ওদেতের কথা মনে হল। কালকের অপরাধ বোধটা আর নেই। ওদেতকে আমার চাই। আমি জানি আমি অনেক নীচে নেমে গেছি। রেনিকের দেওয়া সুখের চাকরি থেকে নোংরা পঙ্কিল জীবনের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাপ আমাকে টানছে। সন্ধ্যের সময় কেবিনে গেলাম। সমুদ্রে স্নান করে, সাঁতার কেটে সময় যেন কাটছে না, কখন ওদেত আসবে।

পরদিন নিনা আবার কথাটা তুলল। আমি ভাবছি, বলে কফির কাপে চুমুক দিলাম।

নিনা পাওনাদারদের বিলগুলো তুলে ধরলো। আমি মুদী আর ইলেকট্রিকের টাকা দিয়ে দিলাম।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। আবার কেবিনে গেলাম। ওদেতকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম আগে কেন ওদেত আসে না। অবশেষে সে এলো। দৌড়ে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু সে এক ঝটকায় আমাকে সরিয়ে দিলো।

মেয়ে দেখলেই অমন ছুকছুক কোরো না।

রাগে দপ করে জ্বলে উঠলাম। ইচ্ছে হল গলা টিপে শেষ করে দিই। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ওদেত বলল, খুব তো প্রথম দিন তেজ দেখাচ্ছিলে? কোথায় গেল সেই তেজ। আসলে তোমরা এক একটা...। বলো কি জরুরী কথা। আমি কাগজগুলো মেলে ধরলাম। প্রশ্নের পরপর জবাব দাও।

ওদেত হেসে বলল, পরীক্ষাটা কে দেবে হ্যারি, তুমি না, আমি?।

চুপ করো...তোমার সস্তা মতামত শুনতে আসিনি।

একের পর এক উত্তর দিতে লাগল ওদেত নির্ভুলভাবে।

আমি চমৎকৃত। ঠিক আছে আগামী শনিবার কাজে নামছি।

ওদেত বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো।

রাগ পড়লো?

মুহূর্তে আমার ডান হাত আছড়ে পড়লো ওর মসৃণ গালে।

ওদেত গালে হাত ঘষলো— তুমি, আমায় মারলে হ্যারি?

বেরিয়ে যাও, দূর হও।

ওদেত পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোলো, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে।

তবুও আমাকে হারিয়ে দিলো ওদেত। ঘুম ভাঙতে সকাল সাড়ে সাতটা হয়ে গেল। আজ শনিবার।

নিনাকে বললাম, আমার আজ ফিরতে দেরী হবে।

জনের সঙ্গে দেখা করবে না?

না, সোমবার যাবো।

চাকরিটা তুমি নেবে হ্যারি?

দেখি কেমন মাইনে-পত্তর দেয়?

উঠে নিনাকে জড়িয়ে ধরলাম। নিজেকে ভারি পবিত্র মনে হল।

বেলা দশটা নাগাদ কেবিনে গেলাম। কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো।

খুলে দেখলাম বিল হোল্ডেন।

কেবিনটা কি সামনের সপ্তাহেও রাখবেন?

হ্যাঁ ।

এ সপ্তাহের ভাড়া যদি আজ দিতেন।

কাল দেব, মানিব্যাগটিই আনতে ভুলে গেছি।

ঠিক আছে, মিঃ।

রিয়ার ফোন এল। আজই তাহলে কাজে নামছেন?

সেরকমই তো ইচ্ছে।

কাল বেলা এগারোটায় আমি আবার ফোন করবো।

টাকাকড়িও কিছু নিতে হবে। এখানে চলে আসুন।

আসবো।

বৃষ্টি পড়ছে। আটটা নাগাদ বৃষ্টি ধরল। পৌনে নটা নাগাদ ডায়াল ঘোরালাম। রিং হবার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের সাড়া মিললো—

কাকে চাই?

ওদেত, বলুন জেরী উইলিয়াম্‌স্‌ ফোন করছে।

একটু ধরুন।

ওদেত রিসিভার তুলল।

বলো ।

আশে পাশে কেউ আছে নাকি ?

না। কাল তুমি আমাকে মারলে কেন?

ওসব বাদ দাও। কি কি করতে হবে, মনে আছে তো!

আছে!

তাহলে বেরিয়ে পড়ো । ফোনটা রাখলাম। কেবিনে জমজমাট ভিড়। কিন্তু ওদেত এখনো আসছে না কেন?

নটা বেজে পঁচিশ। হঠাৎ লোহার ফটক পেরিয়ে ঢুকলো ওদেতের দুধ সাদা রঙের ছোট্ট গাড়িখানি।

পরণে লাল পোশাক, মুখ গম্ভীর। আমি হাত নাড়লাম। সেও হাত নাড়ালো। আমি তার গাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

জানলার কাঁচ নামিয়ে রেখে গেছে ওদেত। সঙ্গে আনা সুটকেশটা পড়ে আছে সীটের ওপর। হাতে এখন অঢেল সময়। লস এঞ্জেলসের প্লেন ছাড়ল সাড়ে দশটায়। ওদেতের নামটা পাল্টানো হয়েছে—হারকুট।

দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো ওদেত। দেখি একটি লোক ওদেতের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ওদেতকে বিরক্ত করা শুরু করেছে। ওদেত তাকে যা, ভাগ সমানে বলছে, কিন্তু সেও নাছোড়বান্দা। ওদেতকে দেখে সে ঠিক থাকতে পারছে না। হঠাৎ জড়িয়ে ধরে পর পর চুমু খেলো। আমি এবার ক্ষেপে গেলাম। চকিতে ছুটে গিয়ে রড দিয়ে তার মাথায় বাড়ি দিলাম। সে মাটিতে পড়ে গেল।

ওদেতকে তাড়া লাগালাম। নাও, আর দেরি কোরো না। ওদেত বলল, লোকটা ...

তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। যা বললাম কোরো।

পোশাকটা পাল্টে নাও। গাড়ি স্টার্ট করলাম। খানিকটা যাবার পর আর একটা গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগল। আজ কি কুক্ষণেই যে ভোর হল। গাড়ির ক্ষতি নিয়ে ভাবি না। এবার আর নিস্তার নেই। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

মাফ করবেন স্যর —চমকে চোখ ফেরালাম। বেটেখাঁটো চেহারার মানুষ, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি...।

কি বুঝতে পারোনি হাবার্ট? ভুলটা কার? এক মহিলার গলার স্বর।

আসলে মানে...

শুনব মানে টানে বাদ দাও ।

বেশ মাথা নোয়ালাম আমি। এবার দয়া করে গাড়িটা একটু এগিয়ে নিন।

না, খবরদার। আমি পুলিশ ডাকছি যা করার ওরা এসে করবে।

ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেল।

মন স্থির করতে দেরি হল না। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। ঝনঝন শব্দে ছিটকে পড়লো ও-গাড়ির ভাঙা মাড্‌গার্ড।

মহিলার গলা পেলাম— নম্বরটা...হাবার্ট নম্বর—।

ওদেতকে যেখানে প্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে এসেছি, বড় রাস্তায় ওটার ঘুর-পথটা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেদিকে ছুটলাম।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল।

নিনা ফোন ধরেছে।

লোন-বে থেকে বিমান ঘাঁটি প্রায় সারা পথ ওদেত প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেছে। তাকে অ্যাকসিডেন্টের কথা ইচ্ছে করেই বলিনি। যাক পাশের ফোন বুথ থেকে ম্যানরুক্সের বাড়িতে ফোন করলাম।

ওপাশে ফোন তুলে বলল— কাকে চাই?

মিঃ ম্যানরুক্সকে একবার ডেকে দিন।

আপনার নাম?

নাম জেনে কাজ নেই।

একটু ধরুন...।

খানিকক্ষণ বাদে ম্যানরুক্সের নিভাঁজ ভারী ভবাট গলার স্বরে—বলুন।

তা মিথ্যে বলেনি রিয়া। স্বামীর ওপর আধিপত্য অস্বীকার্য নয়।

শুনুন..আপনার মেয়ে ওদেত এখন আমাদের হাতে। মেয়ের জীবন পেতে যদি চান তাহলে পাঁচ লাখ ডলার যোগাড় করুন। দেরি করবেন না। চালাকি করে পুলিশ-টুলিশ ডাকবেন না। বুঝলেন?

বুঝেছি..কিন্তু কখন কিভাবে দিতে হবে টাকা, যদি জানতে পারতাম...।

বলবো, সোমবার, টাকা যোগাড় করতে আপনার কতদিন লাগবে?

কাল সকালেই পেয়ে যাব টাকা।

বেশ , সোমবার আমি জানাবো। পুলিশে খবর দিলে মেয়েকে আর জ্যান্ত পাবেন না।

বাড়ি ফিরে এলাম। নিনা দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে বলল-- হ্যারি, জনের ফোন, তোমাকে ডাকছে।

আর দাঁড়ালাম না, ছুটে রিসিভার তুললাম।

দারুণ খবর হ্যারি, ছশো ডলার মাইনের চাকরিটা তোমার হয়ে গেছে। এখুনি চলে এসো।

এখুনি? আজ তো রোববার।

কাজের আবার রোব, সোম। বড়কর্তা এক্ষুনি আসবেন। একটা জরুরী, আলোচনা।

জরুরী, কি ব্যাপার?

আরে ফেলিক্স ম্যানরুক্সের মেয়ে গুণ্ডাদলের হাতে পড়েছে—এটা কি কম জরুরী খবর হ্যারি? সুতরাং, হে বন্ধু—বিলম্ব করো না।

আমার গলা শুকিয়ে গেছে। শক্ত মুঠোয় রিসিভার চেপে ধরে আমি তোতলাতে লাগলাম।

না হ্যারি, তোমার কোনো ওজর আপত্তি আমি শুনছি না। এ সুযোগ তুমি পায়ে ঠেলো না, প্লিজ!

ফিসফিস করে বললাম, যাচ্ছি জন, এক্ষুনি যাচ্ছি।

রেনিক বলল— তাড়াতাড়ি এসো, দেরি কোরো না।

নিনা জিজ্ঞেস করলো, কি? এতো জরুরী তলব কিসের?

কি জানি কেন? চাকরিটা শেষে নিচ্ছি। মাস গেলে ছশো ডলার... এ সুযোগ পায়ে ঠেলা ঠিক না।

নিনা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। তুমি রাজি হয়েছো দেখে খুব ভাল লাগছে আমার।

যাই চটপট, তৈরি হয়ে নিই।

রেনিকের অফিসে ঢুকলাম।

রেনিক হাসল। যাক সুবুদ্ধি হল তাহলে।

ম্যানরুক্সের মেয়ে কি হয়েছে তার?

রেনিক বলল চলো, স্যারের কাছে জানতে পারবে।

দরজা ঠেলে আমরা মিভোজের কামরায় ঢুকলাম।

শক্ত সমর্থ চেহারা, চুল ধপধপে সাদা, হাতের আঙুলে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট।

মিভোজ পায়ের শব্দে তাকালেন।

পরিচয় করিয়ে দিল জন।

রেনিক শুরু করলো। সকালে ম্যানরুক্স তাঁকে ফোনে বলেছেন আজই তাঁর পাঁচ লাখ ডলার দরকার। গুণ্ডার দল তাঁকে শাসিয়েছে এ ব্যাপারে পুলিশের শরণাপন্ন হলে মেয়েকে তিনি জ্যান্ত পাবেন না।

এসব তো সবই তোমার অনুমান জন। ম্যানরুক্স তো আর বলেনি। কোনো প্রমাণ কি তুমি পেয়েছো?

বাঃ তবে আর বলছি কি? এই শহরে বাস করতে এসে ম্যানরুক্স একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর জন্য আমাদের দপ্তরে আবেদন করেন। ও রিলে কে পাঠালাম। আমি ফোন করে আজ সকালে জানলাম—ম্যানরুক্সের মেয়ে কাল সিনেমায় যাবে বলে রাত পৌনে নটা নাগাদ সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তার পর আর ফিরে আসেনি।

সিনেমায় গিয়েছিল কি?

না, যে বন্ধুর সঙ্গে যাবার কথা, সে ফোনে করে জানায় ওদেত যায় নি।

ম্যানরুক্স জা[illegible]য়েছে আমাদের?

না, ম্যানরুক্স টাকা নিতে এলেই খবর নেব। ঘটনার মূলে তোমাকে ঢুকতে হবে। আমাদের তরফ থেকে সব রকম সাহায্যই তুমি পাবে। নীরবে মাথা নাড়লাম আমি।

রেনিককে মিভোজ বলল মেয়েটি যে গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তার কোনো হদিশ পেলে?

ও রিলে বলল, মেয়ের সাথে তার গাড়িখানাও উধাও।

গাড়ি বার করতে বেশি অসুবিধে হবে না। গোয়েন্দা বিভাগে ইতিমধ্যে তুমি ঘটনাটা জানিয়ে রেখ।

রাখবো।

তোমার করণীয় কিছু নেই এখন, দুঘণ্টা পর পর বেনিককে ফোন করে জেনে নিও। আমি বললাম, ম্যানরুক্সের ওপর যদি নজর রাখি সে কোথায় টাকা দিতে যাবে।

না তা করতে গেলে বিপদ আছে।

চলি জন , চলি স্যার বলে চলে এলাম রাস্তায়।

বেলা এগারোটায় রিয়া আসবে কেবিনে। ওদেতকে ফোন করলাম। ওদিক থেকে ওদেতের সাড়া মিললো, হ্যালো?

হ্যারি বলছি। এদিকে মস্ত ঝামেলা হয়ে আছে। এখনি কিছু বলছি না। পরে বলছি। তুমি ভালভাবেই ফিরে এসো।

সেই মাতালটা কি মারা গেছে?

না, সে ভালোই আছে। আসলে পুলিশরা নাক গলিয়েছে।

তাহলে কি হবে?

দেখা যাক ।

কিন্তু ...আমার যে তর সইছে না।

ফোনে এসব বলা যায় না। ছাড়ছি । নানারকম চিন্তায় ডুবে গেলাম। এমন সময় রিয়া ঢুকল।

ম্যানরুক্স ব্যাঙ্কে টাকা আনতে গেছে, আমি ওদেতের জন্য গীর্জায় প্রার্থনা করার ছুতো করে বেরিয়ে এলাম।

সোফায় রিয়া পায়ের ওপর পা তুলে বলল টাকাটা কবে নিচ্ছেন?

টাকা। আদৌ পাবো কিনা দেখি।

তার মানে?

আপনার স্বামীর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং আপনাদের বিশ্বস্ত সোফারটি পুলিশের কাছে ইতিমধ্যে সব ফাঁস করে দিয়েছে।

মিথ্যে, সব মিথ্যে আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলছেন, ধাপ্পাবাজ আপনি ।

আপনাকে গল্প শোনাবার মত প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, খোঁজ নিন।

আপনি জানলেন কি করে ?

আমার নতুন চাকরির কথা থেকে শুরু করে—সবই তাকে বললাম।

পুলিশ নিঃসন্দেহ যে ওদেত গুণ্ডাদের হাতে পড়েছে।

হতাশ হয়ে রিয়া কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়লো। কি হবে তাহলে, টাকা আমার চাই-ই।

আমি কিন্তু তখনই জানতাম, পুলিশের চোখে আমরা ধুলো দিতে পারব না। দাঁড়ান সাড়ে এগারোটায় রেনিককে ফোন করে পুলিস কতদূর কি করলো, জেনে নিই।

রেনিকই ফোন ধরল।

কতদূর এগোলে জন?

গাড়ির খোঁজ চলছে। ম্যানরুক্স টাকা নিয়ে গেছেন। তিনটে নাগাদ ফোন কোরো।

করবো।

রিয়াকে বললাম, গাড়িটা এখনো ওরা খুঁজে পায়নি। আপনার বাড়িতে চিঠির বাক্স আছে তো?

আছে।

ঢুকবার সময় এই খামখানা বাক্সে ফেলে যাবেন। সাবধান দস্তানা পরে নেবেন।

তাহলে সত্যি সত্যি কাজটা আপনি করছেন?

করবো না কেন। ওদেত কাল চলে আসবে। কেবিনে পৌঁছে এখানে অপেক্ষা করবে সে। আপনিও এসে যাবেন, ভাগ করে নেবেন টাকাটা।

রিয়া ঘাড় নাড়লো— বেশ, তাহলে ঐ কথাই রইলো।

হ্যাঁ, ওরিলকে চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করবেন। ও পুলিশের চর।

রিয়া একদৃষ্টে আমাকে দেখল। বারান্দা থেকে নামার সময় সে এক চমক আবার দেখলো। তারপর হনহন করে চলে গেল।

মনের মধ্যে কোথায় যেন সন্দেহের একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল।

বৃষ্টিটা ধরতে বিল হোল্ডেনের অফিসে টাকাটা দিতে গেলাম।

কাজ কেমন এগোচ্ছে ?

এগোচ্ছে—কাল রাতেই শেষ হয়ে যাবে।

বিলের অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা ঢুকলাম ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। খাওয়া সেরে কেবিনে ফিরলাম সোয়া দুটো।

বাড়িতে ফোন করলাম।

নিনা ফোন ধরলো—চাকরিটা হয়েছে হ্যারি?

হয়েছে।

তুমি বাড়ি ফিরছ কখন?

ঠিক নেই, জন যা কাজ দিয়েছে, কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।

নিনা হেসে উঠল।

রেনিককে ফোন করলাম। ও তুমি আমায় বাঁচালে হ্যারি। সোজা লোন বে-তে চলে যাও, এক্ষুনি রওনা হতে হবে। গাড়ি পাওয়া গেছে।

আমি নির্বাক, দাঁড়িয়ে রইলাম নির্বাক স্থানুর মতো।

সাদা গাড়িখানি ঘিরে তিনজন পুলিশ গোয়েন্দা। রেনিক দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

গাড়িটা মিস ম্যানরুক্সেরই তো? আলবৎ, সব মিলে যাচ্ছে। হাতের ছাপ নিতে লোকজন আসবে। চলো, ম্যানরুক্সের সাথে দেখা করে আসি। তোমার গাড়িতেই চলো। দশ মিনিট পরে ম্যানরুক্সের বাড়ির ফটকে গাড়ি থামালাম। বাড়ি তো নয় যেন এক দুর্গ।

মিস ম্যানরুক্স বাড়িতে আছেন? রেনিক বলল।

না বেরিয়েছেন।

কখন ফিরবেন?

জানি না ।

একবার মিঃ ম্যানরুক্সের সঙ্গে দেখা করতে পারি?

না, উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারুর সাথে দেখা করেন না।

বলো পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে লেফটেন্যান্ট রেনিক এসেছে।

একমিনিট স্যর খবর দিচ্ছি।

—আসুন স্যর, সোজা এই পথ ধরে চলে যান।

সদর দরজায় খানসামা দাঁড়িয়ে। বেতের একটি চেয়ারে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে রিয়া। তার মুখোমুখি বসে আছেন এক বৃদ্ধ। অনুমানে বুঝলাম ইনিই মিঃ ম্যানরুক্স।

মিঃ ম্যানরুক্স?

আমিই ।

মিস ম্যানরুক্সের খোঁজে আমাদের আসতে হল।

হঠাৎ তার খোঁজে আপনাদের কি দরকার পড়লো ।

দরকার আছে মিঃ ম্যানরুক্স। কাল শেষরাতে এক বৃদ্ধ গাড়ির ধাক্কায় ভীষণভাবে জখম হয়েছিল। একটু আগে লোন বে-তে পুলিশ মিস ম্যানরুক্সের গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। গাড়ির বাঁ দিকের দরজাটা ভাঙা ।

মাথা নাড়লেন। না আমার মেয়ে যদি কাউকে ধাক্কা মারতো, সে পালিয়ে যেত না, তাছাড়া ও পালিয়ে যায়নি। হয়তো কোন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। আজকালকার ছেলেমেয়ে বাবা-মাকে জানিয়ে কিছু করেনা ।

কবে ফিরবেন তিনি? প্রশ্ন করলো রেনিক।

জানিনা, শুনুন কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো আমি পছন্দ করিনা। মেয়ে ফিরলে আমি বরং আপনাদের খবর দেব।

গাড়ি বারান্দার দিকে হাঁটতে হাঁটতে গজগজ করতে লাগল—আমাদের কথাটা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। চেপে গেল।

চেপে যাওয়ার ব্যাপারটা নাও ঠিক হতে পাবে। হয়তো মেয়ে গুণ্ডাদের হাতে পড়েনি।

মিস ম্যানরুক্স যে বিপদে পড়েছেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই আমার।

মিভোজ-এর হেডকোয়ার্টারের কামরায় আবার বৈঠক বসল। না, এখন আমাদের করণীয় কিছুই নেই! কিছু করতে গিয়ে মেয়েটার কিছু হলে মিঃ ম্যানরুক্স কাউকে ছেড়ে কথা বলবেন না। আলোচনা শেষ হলো। বাড়ির পথ ধরলাম। ঢাকা বারান্দায় নিনা বসে ফুলদানিতে রঙ করছিল। হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

গাল টিপে নিনাকে আদর করলাম। রেনিকের সঙ্গে ম্যানরুক্সের ব্যাপারটা সবটাই নিনাকে বললাম নিজের অংশটুকু ছাড়া।

রাতের খাবার খেয়ে আবার বেরোলাম। ফোন বুথ থেকে ওদেতকে ফোন করলাম। হ্যারি বলছি, শোনো কাল রাত এগারোটার প্লেনে তুমি রওনা হচ্ছ। আমি থাকবো, কেবিনে যাবো। তুমি থাকবে আমি থাকব না।

তুমি বলছো, সব ঠিক ঠিক হবে।

আলবৎ ।

হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করলাম। রেনিক নেই, বাড়ি গেছে। তার মানে কোনো খবর নেই।

পরদিন সকাল নটার পর গেলাম অফিসে। শুরু হল আবার কর্মজীবন।

এগারোটার সময় রেনিক এল—কি, কাজকর্ম কেমন লাগছে?

ভালো। নতুন খবর আছে নাকি?

না, লোন বে-তে পুলিশ মোতায়েন আছে।

ম্যানরুক্স যদি সত্যি সত্যি অতোগুলো টাকা গুণ্ডার হাতে তুলে দেন, আমরা তো কিছু জানতেও পারবো না।

তার টাকা তিনি দেবেন, ভয় ওঁর মেয়েকে নিয়ে। হয়তো টাকার বিনিময়ে তিনি তাঁর মেয়েকে জীবিত ফিরে পাবেন না।

রেনিক চলে যেতে একটি সিগারেট ধরালাম। হুঁ, কাল সকালেই আসছে পঞ্চাশ হা-জা-র ডলার।

ফাইলপত্র রেখে বেরোবো, এমন সময় রেনিক ঢুকলো। তার মুখে-চোখে চাপা উত্তেজনা। কিছু ঘটেছে বুঝলাম।

বুঝলে হ্যারি একেই বলে কপাল।

পাইরেট্স কেবিনের কাছাকাছি পাহারাদার কনস্টেবল এক রিপোর্ট দিয়েছে—একটি লোককে নাকি কেবিনর উল্টোদিকের গাড়ি রাখার জায়গায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে।

গলা শুকিয়ে কাঠ। তারপর?

তারপর আর কি? লোকটাকে নাকি একটি মেয়ের পেছন পেছন বেরোতে দেখেছে। মেয়েটি আর কেউ নয়, স্বয়ং ওদেত ম্যানরুক্স।

সে চিনতো তাকে?

বাঃ ওকে কে না চেনে? কাগজে ছবি বেরোচ্ছে।

সেই মাতালটি ?

মাথার জখম নিয়ে সে হাসপাতালে। গেলাম দরোয়ানের কাছে। মিস ম্যানরুক্সের ছবি দেখে দরোয়ান বলল, হ্যাঁ স্যার, এঁরই পেছন পেছন সেই লোকটা বেরিয়েছিলো।

মিস ম্যানরুক্স কখন ঢুকেছিলেন কেবিনে?

ধরুন,. .নটা নাগাদ?

তারপর কি হলো!

মিনিট দশেক পর একজন খবর দিলো একটা লোক নাকি মুখ থুবড়ে আছে।

মিস ম্যানরুক্স কারোর খোঁজে কেবিনে ঢুকেছিল?

সেরকমই তো মনে হয়?

পরণে কি ছিলো তাঁর।

নির্ভুল বর্ণনা দিলো সে ।

উঠে দাঁড়ালো রেনিক — হাসপাতালের সেই লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করে এলে মন্দ হয় না। কি যেন, নাম তাঁর?

ওয়াস্টার কার্বি।

চলো হ্যারি, কাজটা সেরে আসি।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে ওয়াস্টার। আমাদের দেখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে বসলো সে।

সেদিন স্যার, একটু বোধহয় বেসামালই হয়ে পড়েছিলাম। মেয়েটাকে দেখে ঠিক থাকতে পারিনি। ধাঁ করে আমার মাথায় কে এসে ঘা দিল। আমি, জ্ঞান হারালাম।

কেমন দেখতে সে?

বুকটা ধক করে উঠলো আমার।

লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা, কিন্তু ...

আবার দেখলে চিনতে পারবে?

না, না স্যার, চেনা সম্ভব নয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিড়বিড় করল রেনিক, বান্ধবীর সাথে দেখা করার কথা রাত নটায়,

উল্‌টে হাজির হল কেবিনে, কেন?

হয়তো বাড়ি থেকে বেরোবার আগে কোন ফোন পেয়ে থাকবে।

হ্যাঁ, যুক্তি হিসেবে এটাই একমাত্র সম্ভব। ওরিলেকে বলতে হবে। সে হয়তো কিছু বলতে পারে। ফেরার পথ চুপচাপ কাটলো। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ঘরে ঢুকলো রেনিক, ওরিলেকে ফোন করলাম। বলল, মিস ম্যানরুগ্ন বেরোবার মিনিট পাঁচ আগে একটা ফোন আসে। রাত পৌনে নটায়। জেরী উইলিয়ামস-এর ফোন। জেরী মিস ওদেতের বন্ধু। ওকে ভাবলাম জিজ্ঞাসাবাদ করবো। কিন্তু মিভোজ নিষেধ করলো।

কেশে গলা পরিষ্কার করে বললাম। তা আমার কি এখন আর থাকার দরকার আছে?

কাছাকাছি থাকলে কাজের সুবিধে—এই আর কি।

আসলে একটা পার্টিতে যাবার কথা।

একথা আগে বলবে তো, কোথায় পার্টিটা ।

আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছিলাম। বললাম— ক্যাসিনো রেস্তোরাঁয়। রাতভর পার্টি।

রেনিক চলে যেতে ফোন তুলে বাড়ির নম্বর ঘোরালাম।

নিনা আজ আমার ফিরতে একটু রাত হবে। এক্ষুণি বেরোতে হবে, রাত দুটোর পর আমি বাড়ি ফিরবো। ছাড়ছি।

অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম কেবিনে। একটা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি।

রাতের শহর ঘুমোচ্ছে। বিমান-বন্দর থেকে যাত্রী বাস আসতে এখনও মিনিট পনেরো দেরি।

অফিসে সার্জেন্ট হ্যারল্ড জানালেন, একটু আগে রেনিক বাড়ি চেলে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে ওদেতের বাড়িতে ফোন করলাম।

টাকা যোগাড় হয়েছে?

হ্যাঁ?

বেশ, ঠিক দুটোর সময় আপনি বাড়ি থেকে বেরোবেন। নিজের রোলস নিজেই চালাবেন। রাস্তার কোনো এক জায়গায় তিনবার টর্চের আলোর সঙ্কেত দেখতে পাবেন। দেখামাত্র টাকার ব্যাগ জানালা গলিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দেবেন। আপনার মেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে লোন বে-তে পৌঁছে যাবেন। তিনটে নাগাদ তাকে দেখতে পাবেন। যদি সেখানে না পান, মেয়ে বাড়িতেই যাবে।

হুঁ, তারপর?

তারপর আর কি? মেয়ে ভালো আছে । স্ত্রী হিসেবে যেমনই হোক রিয়া, স্বামীর ওপর তার যে আধিপত্য আছে তা বোঝা গেল।

নিজের দিক থেকেও নিশ্চিন্ত হলাম। ব্যাঙ্কের লকারে রাখা সেই দুখানি টেপ মা মেয়েকে ফাঁসাবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য কাজ যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে টেপের দরকার হবে না, টেপ যেখানে আছে, থাকবে। একটা বেজে পাঁচ—পঁচিশটা বাস ক্রমে থামল। একে একে সকলে নামলো।

দূর থেকে একচমক দেখেই চিনলাম ওদেতকে। পরনে সেই নীলের ওপর সাদা স্কার্ট। আমাকেই খুঁজছে।

হাত নেড়ে ইশারা করলাম।

চলো, গাড়ির দিকে পা বাড়ালাম আমি। পেছন থেকে একটা ভারি হাত এসে পড়লো আমার কাঁধে।

নিমেষে যেন এই বিরাট পৃথিবী দুলে উঠল। শক্ত বলিষ্ঠ চেহারা, হ্যারি তুই না সেদিন জেলে গেলি?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার।

টিম কাইলি। হেরাল্ডের একজন জাঁদরেল সাংবাদিক। একে চেনে না, সংবাদপত্র জগতে এমন কোন লোক নেই।

বাপরে বাপ, এমন ঘাবড়ে দিয়েছিল। .. ওদেত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

কেমন আছিস, বল?

ভালো তোমার খবর কি?

এই চলছে একরকম।

ইনি কে?

আমার স্ত্রী নিনার বান্ধবী।

ওদেত তাড়াতাড়ি চলে গেল। এ কিরে হ্যারি, ও অমন তড়িঘড়ি ছুটলো। ব্যাপার কি?

আসলে বড্ড লাজুক।

হয়তো তাই, ভয়ে যেন একেবারে সিঁটিয়ে গেছে। তোর গাড়ি আছে তো, আমাকে প্লাজা হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যা না।

দুঃখিত, আমরা উলটো দিকে যাবো।

চাকরি বাকরি কিছু করছিস নাকি?

হ্যাঁ, পুলিশে।

সময় সুযোগ পেলে একদিন বউকে নিয়ে লস-এঞ্জেলসে যাস।

যাবো, গুড নাইট।

গাড়িতে খুব বকলাম ওদেতকে, তোমার কোনো বুদ্ধি নেই, চলে যেতে পারলে না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বাঃ, ও বুঝি আগে থেকে দেখেনি?

যাকগে, যা হবার হবে।

আমি ভেবে পাচ্ছি না, পুলিশের কথা বললে তুমি কাল—বাবা, বাবা কিছু ...

নাঃ , তোমার বাবা এখনও মুখ খোলেন নি। গাড়ির ধাক্কা থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের ফোন, মিভোজের ধারণা সবই বললাম।

লোন বে-তে অমন একটা কাণ্ড ঘটলো। তুমি তো সেদিন আমায় কিছু বললে না।

যা যা শিখিয়েছিলাম, মনে আছে তো?

মনে আছে ।

দুটো বাজতে কুড়ি মিনিটের সময় কেবিনের সামনে গাড়ি রাখলাম।

যাও পোশাক পাল্টে, হাত পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে নাও।

গাড়ি থেকে নেমে অবার পিছিয়ে এসে ওদেত বলল, আমাকে আদর করলে না।

একটু ইতস্ততঃ করলাম। তারপর দুহাতে গলা জড়িয়ে তার কবোষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম। কিছুক্ষণ পর আলিঙ্গন মুক্ত হলাম।

বিয়ের আগে তোমার সাথে কেন দেখা হল না, হ্যারি?

ভাগ্য । বলে গাড়ি ছাড়লাম।

গাড়ি পিছিয়ে ঝোপের আড়ালে রাখলাম। কিন্তু ম্যানরুক্স যদি আমাকে ধোঁকা দেয়। যদি সঙ্গে করে ওরিলেকে নিয়ে আসে! দূরে হেডলাইটের জোরালো আলো দেখা যাচ্ছে। সে আসছে।

রোলস রয়েজ। হ্যাঁ, ম্যানরুক্স একাই এসেছে। আর মাত্র পঁচিশ গজ দূরে গাড়িখানা টর্চটা মাটির সঙ্গে মিলিয়ে তিনবার সুইচ টিপলাম। এক সেকেন্ড,... দু সেকেন্ড...কালো একটা অ্যাটাচি জানলা গলে রাস্তায় আছড়েও পড়লো। গাঁড়ির গতি না কমিয়ে চলে গেল।

আমার সামনে হাত পাঁচেক দূরে আছে অ্যাটাচি। একমিনিট অপেক্ষা করলাম। তারপর এক ঝটকায় অ্যাটাচি নিয়ে নিলাম।

কেবিনের পাশে গাড়ি রাখলাম। ঘড়িতে তখন তিনটে বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। রিয়ার তো এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা। কেবিন অন্ধকার। আলো জ্বালেনি ওদেত। আলো জ্বালার বিপদও অনেক। সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম বারান্দায়।

না বারান্দায় ওদেত নেই।

আশ্চর্য গেলো কোথায় সে? বৈঠকখানায়... ওদেত। দরজা খোলো।

কোনো সাড়া নেই।

আশ্চর্য হলোটা কি!

দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে আর এক বিস্ময়! দরজা খোলা। নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা—যা চিন্তা ভাবনা ঘুমোবেই তো। আলো জ্বাললাম, না ওদেতের চিহ্নমাত্র নেই। অ্যাটাচি টেবিলে রেখে শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিলাম।

দরজা খুলে দেখলাম ওদেত ঐ পোশাকেই শুয়ে আছে বিছানায়।

ওদেত, এই ওদেত —চাপা স্বরে ডাকতে ডাকতে এগোলাম।

ঠেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শের মত সরিয়ে আনলাম হাত, মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো।

ওদেত...ওদেতের গা ঠাণ্ডা। ঝুঁকে পড়লাম। তার মুখের ওপর। ছিটকে সরে এলাম। নাইলনের একটা মোজা শক্ত পাক খেয়ে জড়ানো রয়েছে গলায়—ওদেত মারা গেছে।

স্বপ্ন নয়,—বাস্তব। খুন—হ্যাঁ ওদেত ম্যানরুক্স খুনই হয়েছে। আমার সমস্ত চেতনা পঙ্গু, টলতে টলতে কোনোমতে দেয়াল আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্কচের একটা বোতল তুলে নিলাম মুঠোয়, ছিপি খুললাম তারপর বোতল উপুড় করলাম গলায়।

রিয়াকে ফোনে খবর দেবার জন্য তৈরি হলাম। খানসামা ফোন তুললো। হয়ত এতোক্ষণ ঘুমায়নি সে, হয়তো ম্যানরুক্সের ফিরে আসার জন্যই অপেক্ষা করবে।

কে বলছেন? কাকে চাই?

মিঃ হ্যামন্ড..। মিসেস ম্যানরুক্সকে একবার লাইনটা দিন। নাম বললেই উনি বুঝতে পারবেন।

উনি ঘুমোচ্ছেন মিঃ হ্যামন্ড।

খুব জরুরী দরকার।

দুঃখিত, মিসেস ম্যানরুক্স অসুস্থ। বলেছেন ঘুমের মধ্যে যেন ওঁকে বিরক্ত না করা হয়।

ও আচ্ছা, ঠিক আছে।

তাহলে কি সত্যি সত্যিই রিয়া অসুস্থ হয়ে পড়লো। কিছুই ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোথায় একটা খটকা লাগছে। ম্যানরুক্সও হয়তো এতোক্ষণে লোন বে-তে পৌঁছে গেছেন। পুলিশ যদি একবার পেছনে লাগে, তাহলে খুনের অপরাধ আমার ঘাড়ে চাপাতে তারা ইতস্ততঃ করবে না। ওদেতের মৃতদেহ কোনোমতেই এখানে পড়ে থাকতে দেওয়া চলবে না। সব ছেড়ে গেলে হয়তো আজ আমি বাঁচবো। কিন্তু কাল, পরশু? বিল হোল্ডেন তো দেখেছে। পুলিশে খবর দেবে সে, পুলিশ আসবে। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে রিয়াই পারে আমাকে বাঁচাতে। আগাগোড়া ব্যাপারটি নিয়ে ওর সঙ্গে একদফা আলোচনা করতে হবে। ওদেতের মৃতদেহের আপাতত একটা সদ্‌গতি করা দরকার। এমন একটি জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে যেখানে সচরাচর কেউ যায় না। রিয়ার সঙ্গে আগে কথাবার্তা বলি, কি তার মতামত—জেনে নিই। তারপর নয় সেরকম বুঝলে পুলিশে খবর দেবো।

বিছানার চাদর মুড়ে মৃতদেহ নিয়ে এলাম বাইরে। ডালা খুলে গাড়ির ট্রাঙ্কে শুইয়ে দিলাম. ডালা নামিয়ে চাবি বন্ধ করে ফিরে এলাম শোবার ঘরে।

বোতলের বাকি পানীয়টুকু গলায় ঢেলে মন অনেকটা চাঙ্গা হল।

আলো নিভিয়ে বেরোতে যাব, চোখ পড়লো অ্যাটচিটার ওপর। বাঁ হাতে অ্যাটাচি তুলে বাইরে এলাম। তালা লাগিয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে। এখন তিনটে বেজে দশ। গাড়ির গতিবেগ কখনো চল্লিশের ওপর তুলবো না।

বড় রাস্তায় উঠে গাড়ির গতিবেগ একটু বাড়িয়ে দিলাম।

তেমাথার মোড়ে এক ট্র্যাফিক সিগন্যাল। গিয়ার বদলে ডাইনে মোড় নেব। সবুজ আলোর সঙ্কেতটা মুহূর্তে রক্তচক্ষু মেলে আমার দিকে কটমট করে তাকালো।

ব্রেক কষলাম। সবুজ। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রেখে গিয়ার বদলে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম। হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আমার মনের অবস্থা সঙ্গীন এখন। গাড়ি অচল, অনড়।

ততক্ষণে সিগন্যালের আলো সবুজ থেকে লালে পালটেছে। আড়চোখে তাকালাম পুলিশটার দিকে। হেলতে হেলতে সে এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে।

আলোর সঙ্কেত লাল থেকে আবার সবুজ।

কি মশায়? রাতভর এখানেই থাকার মতলব?

না, মানে গিয়ারটা বোধ হয় গেছে।

তা এভাবে পথে দাঁড়িয়ে থাকলে, চলবে?

গ্যারেজ-ট্যারেজ খোলা পাব?

দেখি, লাইসেন্স দেখি।

পুলিশের প্রেস-কার্ডখানাও দেখালাম। দেখো কাণ্ড, একথা তো আগে বলতে হয়।

পুরনো হলেও গাড়ি কিন্তু বেশ মজবুত।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

আছে গ্যারেজ মাইলখানেক দূর।

ফোন করে দেখুন।

নম্বরটা ?

আছে ডায়ারিতে লেখা আছে। দাঁড়ান। নম্বর লিখে সে বলল, এক্ষুনি যেন ওরা ক্রেন পাঠিয়ে দেয়। আমার নাম শুনলে ওরা আর আপত্তি করবে না।

উল্টোদিকে ফোন বুথ থেকে ফোন করলাম। সবে বলে নিজের জায়গায় এলাম। কি, রাজি হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

একের পর এক চিন্তা এসে ভিড় করলো।

গাড়ি তো নিয়ে যাচ্ছি বাড়িতে? নিনা যদি হঠাৎ দেখে ফেলে মৃতদেহ! যা কিছু করবো রাত্তিরে।

মিনিট পনের পর গ্যারেজ থেকে ব্রেকডাউন ভ্যান এসে হাজির। মেকানিক ছোকরাটা নামলো। পরীক্ষা করে বললো। গিয়ারটা গেছে। সারাতে দুসপ্তাহ লাগবে।

সারানো টারানো নয়, গাড়িখানা আগে বাপু তুমি আমার বাড়ি অবধি পৌঁছে দাও। পরে সারানোর কথা ভাবা যাবে।

তার মানে? চমৎকার, গাড়ি সারাবে আর একজন, আর আমি পৌঁছে দেব, মাঝরাত্তিরে ডেকে আমার সঙ্গে রসিকতা? এসব ফালতু কাজ আমার দ্বারা হবে না।

বেশ হবে না যখন যাও। পুলিশ হেড কোয়ার্টারের কোন অফিসারকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার বিপদ অনেক, মনে রেখো।

এতেই কাজ হল। তেমাথার থেকে বাড়ি মোট চার মাইল। চুপচাপ গাড়িটা ভ্যানের সঙ্গে বসে এলাম।

আমি দরজা তালাবন্ধ করে পকেট থেকে, ম্যানিব্যাগ বের করলাম।

কত?

পনেরো ডলার।

না আছে মাত্র এগারো ডলার।

নিলো সে। ততক্ষণে ভোর হতে শুরু করেছে। ঘরের আলো নিভিয়ে বাথরুমে ঢুকে ঝাঁঝরি খুলে দিলাম।

পাজামার দড়িটা সবে বেঁধেছি, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো।

রিসিভার তুললাম— হ্যালো?

হ্যারি। রেনিকের গলা ভেসে এলো। একটু আগে ম্যানরুক্স ফোন করেছিলেন। এবার আর লুকোচুরি নয়—পরিষ্কার বললেন—মেয়ে তাঁর গুণ্ডাদলের হাতে পড়েছে। তুমি এক্ষুনি হেড কোয়ার্টার্সে চলে এসো।

ঘামে ভিজে উঠলো শরীর।

দশ মিনিটের মধ্যে আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও।

ঘাড় ঘোরাতেই চোখাচোখি হল নিনার সঙ্গে।

কে ..কে হ্যারি?

জ[illegible]নের ফোন। [illegible]ক্ষুণি হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হচ্ছে.

একটু কফি [illegible] তোমার জন্য?

থাক।

কেন, থাকবে কেন?

পোশাক পাল্টে টাইয়ের নট বাঁধছি, বাইরে জীপ এসে থামলো।

নিনাকে ছোট্ট করে চুমু খেয়ে উঠে বসলাম গাড়িতে।

অফিসে অপারেশন রুমের টেবিলে একখানি ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে তারা তিনজন রেনিক একগাল হেসে বলল-- ম্যানরুক্স যেহেতু মেয়েকে পাননি, তাই আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন।

আমি নিশ্চুপ। ম্যানরুক্স সবই বলেছেন। কোথাও মেয়েটি নেই।

আমি যাচ্ছি আর হ্যারিকে নিয়ে ম্যানরুক্সের সাথে একবার দেখা করে আসি।

বান্টি বলল— কেন জানিনা, মনে হচ্ছে মেয়েটিকে জীবিত পাব না। এর জন্য দাযী তার বাবা, তিনি প্রথম থেকে আমাদের বললে, এতদূর গড়াতো না।

না, বাবা ভুল করেননি। এই কুকীর্তির নায়ক এ শহরেরই লোক।

আমিও তাই মনে করি।

এরকম ধারণার কারণ? আমি বললাম।

কারণ একটা নয়। অজস্র। জেরী উইলিয়ামসের ফোনের কথাটাই ধরা যাক। বেচারা প্রায় পনের দিন যাবৎ বিছানায়, শয্যাশায়ী। তিনি বললেন জেরীর তাঁদের বাড়ি যাওয়া বা তাঁর মেয়েকে ফোনটোন করা বন্ধ হয়েছে। তার মানে গুণ্ডারা জানে ওদেতের সাথে ঘনিষ্ঠতার কথা জেরীর। পাইরেটস্ কেবিনের নামও এ শহরের লোক ছাড়া কেউ জানে না।

আমরা ম্যানরুক্সের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।। আমাদের দেখে ক্লান্ত চোখ দুটো তুলে তাকালেন ম্যানরুক্স, কি মেয়ের মৃত্যু সংবাদ শোনাতে এলেন নাকি?

মেয়ে আপনার জীবিতই আছে। মেয়েকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন।

শনিবার কুড়ি মিনিট আগে বান্ধবীটি জানালো ওদেত সিনেমায় যায়নি। অবাক হলাম। তারপর গুণ্ডাদলের একটি লোক ফোন করলো। সোমবার সকালে ওদেতের একটি চিঠি পেলাম। এই সেই চিঠি। হাতের লেখা আপনার মেয়েরই তো?

হ্যাঁ। গিয়ে দেখি ওদেত নেই। এখানে এসে দেখি, সে নেই। অগত্যা আপনাদের শরণাপন্ন হলাম।

আচ্ছা যে লোকটা আলোর সঙ্কেত দেখাচ্ছিলো, তাকে আপনি দেখেন নি?

না আলোটুকুই দেখেছি, লোকটাকে দেখিনি।

জায়গাটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে হতো। আপনি যদি সঙ্গে..

দুঃখিত লেফটেন্যান্ট। আমি অসুস্থ।

আমি জানতাম, এ প্রশ্ন আপনারা করবেন।

আমি সেই জায়গাটার একটা নক্‌শা করে রেখেছি টেবিলের ড্রয়ার খুলে একখানা কাগজ দিলেন।

বান্টির হাতে কাগজখানি দিলো রেনিক। ফ্রেড, হ্যারিকে নিয়ে এক্ষুনি তুমি ইস্ট বীচ রোডে চলে যাও। গাড়িটা বরং পাঠিয়ে দিও আমি আর ওখানে যাবো না সোজা হেড কোয়ার্টার্সে ফিরবো।

কলের পুতুলের মতো বান্টির পেছন পেছন গিয়ে উঠলাম গাড়িতে।

ইস্ট রোডের সেই ঝোপ। নকশা মিলিয়ে সঠিক জায়গাতে পৌঁছতে বান্টির মত ঝানু পুলিশ অফিসারদের এতোটুকু অসুবিধে হলো না।

শুরু হল তদন্ত।

বিড়বিড় করলো বান্টি, বুঝলেন মিঃ, লোকটা যে এখানেই লুকিয়েছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই দেখুন তার জুতোর ছাপ। আপনি চটপট দুজন ফোরেনসিক অফিসার পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মাথা হেলিয়ে দেরি করলাম না। গাড়ি ছাড়লো। নিজস্ব বলতে আর কিছু নেই। ফটকের বাইরেই রেনিকের দেখা পেলাম।

রেনিকের হাতে একটা অ্যাটাচি।

বুঝলে হ্যারি, এটারও একটা ছবি ছাপতে হবে। ম্যানরুক্স কিনেছিলেন একজোড়া অ্যাটাচি। একটিতে রেখেছিলেন টাকা, আর একটা রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে।

বান্টি ওখানে গিয়ে কিছু পেল?

সব ঘটনাই তাকে বললাম।

দু আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগার, চোখের দৃষ্টি খোলা ফাইলের পাতায় স্থির নিবদ্ধ।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলাম আমরা। ওদেত ও অ্যাটাচির ছবি কাগজে ছাপাবার কথা রেনিক বলল।

ঘাড় নাড়লেন মিভোজ। ততক্ষণে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা ওদেতের গাড়ির একরাশ ছবি তৈরী করে ফেলেছে রেইগার।

পরের তিনঘণ্টা দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না। কাগজের অজস্র প্রতিনিধির প্রেস বিজ্ঞপ্তি নিতে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে ফোন। কাকে বাদ দিয়ে কাকে অনুমতি দেবো—এটাই এক সমস্যা। এককালের সাংবাদিক আমি মোটামুটি সবাই আমার পরিচিত। ততক্ষণে রিপোর্ট আমার তৈরি।

ফোন বাজলো—হ্যালো?

নিনার স্বর—হ্যারি, গাড়ির চাবিটা তখন থেকে খুঁজছি—পাচ্ছি না। তুমি, তুমি নিয়েছো নাকি!

আর বলো কেন! তাড়াহুড়োর মধ্যে গাড়ির কথা তোমাকে বলা হয়নি। কাল রাতের দুরবস্থার কথা সবটাই বললাম।

ইস, আমি তাহলে কি করি। একগাদা পুতুল, ফুলদানি জমেছে, দোকানে আজই পৌঁছে দেবার কথা...গ্যারেজে একটা খবর—

না, তুমি বুঝতে পারছো না নিনা—গিয়ারের গোলমাল—সারাতে গেলে এখন একরাশ টাকার দরকার। তুমি বরং একটা ট্যাক্সি দেখে নাও। বাড়ি ফিরে যা করার করবো। ছাড়ছি।

দরজায় টোকা পড়লো।

কে?

আসতে পারি, হুজুর? দরজা ঠেলে টিম কাইলি ঢুকলো। ঢোক গিললাম আমি।

এসে কোনো লাভ নেই টিম, আমার কাছে কোনো খবর নেই।

সত্যি করে বল, মেয়েটা মারা গেছে, তাই না? আমাদের অনুমান, সে আর বেঁচে নেই।

তা তোদের ম্যানরুক্স কি বলেন?

কি আর বলবেন। সহজ ভাবেই পুরো ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন।

আর তার যুবতী স্ত্রী—তাঁর কি খবর?

তিনি শয্যা নিয়েছেন।

বলিস কি? সত্যি?

বাঃ মিথ্যে বলে আমার লাভ!

ওঃ, কত ভড়ংই যে জানে মাগী!

কেন?

ম্যানরুক্স তো ফরাসী,...আইনটা তুই পড়িসনি?

না মানে...।

কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি হিসেব মত বউ মেয়ের আধাআধি পাবার কথা। তো মেয়ে যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে তাহলে ভাগীদার বলতে রইল ঐ হারামজাদী, দুহাতে সব টাকা ভোগ করবে।

এবার আগাগোড়া ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ওদেত মারা গেছে রিয়ার চক্রান্তে। টিম বলে উঠল কিরে, গুম মেরে গেলি কেন?

না মানে... কথা শেষ করার আগেই টেলিফোনের আওয়াজ হল। মিভোজের ভরাট গলা এল। এক্ষুনি একবার আমার ঘরে এসো বার্কর।

টিম, চলিরে বলে চলে গেল। আমিও মিভোজেব ঘরে গেলাম। বিশেষ পরিস্থিতির জন্য এক প্রেস-বিজ্ঞপ্তি লেখার জন্য বললেন আমাকে, লিখলাম।

ওদেত সংক্রান্ত সব লিখলাম। ওদেতের জীবনহানি আশঙ্কার সম্পর্কেও লিখলাম।

এমন সময় রেনিক ঢুকলো।

বুঝলেন স্যর, মনে হচ্ছে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কার্বি বলল, সেই লোকটা নাকি প্রায়

ছ ফুট বলিষ্ঠ গড়নের। এও জানলাম সে লাকি-স্টাইক সিগারেটের ভক্ত, যে গাড়িতে চড়ে এসেছিল সে, তার তেলের ট্যাঙ্ক ফুটো এবং সর্বোপরি ওজন তার একশো আশি পাউন্ড।
তুমি জানলে কিভাবে?
জুতোর ছাপ দেখে।
বাঃ চমৎকার। বাজিমাত হতে আর দেরি নেই। এবার দরজা ঠেলে রেগলার ঢুকলো।
এদিকে একটা দারুণ, কাণ্ড হয়ে গেছে স্যর? রীচ রোডের হাবার্ট ক্যারী একটু আগে তার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে থানায় ডায়রী করতে এসেছিলেন।
কেন?
যে গাড়ির সঙ্গে তাঁর গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল সেটা ছিল ওদেত ম্যালরুম্মের স্পোর্টস-কার?
বলো কি?
আসল রহস্যটা তো ওখানেই। গর্বের হাসি হাসলো রেইগার।
গাড়ির ড্রাইভার কে চালক, না চালিকা?
চালক স্যর।
চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।
তুমি তাঁকে এখুনি এখানে নিয়ে এসো।
সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। জ্যামন্ডও এক্ষুনি এসে পড়বে।
এখন আর আমার থাকা সমীচীন নয়। ফিরলাম, জন, ডেসকে একরাশ কাজ...
কাজ! বসো, বসো, কাজ-টাজ নিয়ে পরে যাহোক ভাবা যাবে।
অগত্যা বসতেই হলো।
সামরিক-বাহিনীর লোকেরা ইতিমধ্যে বাড়ি বাড়ি তল্লাশী শুরু করে দিয়েছে।
দরজায় টোকা পড়লো।
সস্ত্রীক হার্বার্ট ক্যারিকে নিয়ে ঢুকলো এক পুলিশ-অফিসার।
ঘরে পা দিয়েই শুরু হল মিসেস ক্যারির গজগজানি।
হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম —শুরু করলেন ভদ্রমহিলা।
মিভোজ বলে উঠলেন, গাড়ির চালকের চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?
আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর, হাবার্ট ক্যারি বললেন।
কি রকম দেখতে সে?
মানে, একে অন্ধকার তবে লম্বা বেশ, চেহারাও মজবুত।
মিসেস ক্যারি ঘাড় নাড়লেন, না না। বড়জোর লম্বায় এঁনার মতো। বলে হাত তুলে মিভোজ-কে দেখালেন।
মিভোজ বললেন, মিসেস ক্যারি কথা আমরা আপনার স্বামীর সঙ্গেই বলছি।
মানে সীটে বসেছিল যতদূর আন্দাজ, বলে আমার দিকে তাকালেন, তাকিয়েই রইলেন।
কি, এর মতো? বার্কর তুমি একটু দাঁড়াও তো, লোকটা কি এরই মতো লম্বা?
হ্যাঁ, যতদূর মনে হচ্ছে, দেখতেও সে অনেকটা এঁনারই মতো।
বেশ এবার বলুন।
সে এক অদ্ভুত কাণ্ড স্যর। দোষটা স্যর আমারই।
মিসেস ক্যারি বলে উঠলেন, না দোষ তোমার নয়, আকস্মিক একটা ধাক্কা মেরে লম্বা নেব...তারপর পগার পার।
মিসেস ক্যারি দয়া করে এবার একটু চুপ করুন। গলার স্বর, বয়স আন্দাজ করতে পারেন?
বয়েস কমপক্ষে তিরিশ।
পোশাকটা?
অন্ধকারে যতদূর মনে পড়ছে তার পরনে ছিলো বাদামী রংয়ের ব্লেজার।
তার মাথায় টুপি ছিল?
না।
ফর্সা না কালো?

ঠিক বলতে পারব না।

তার গলার স্বর শুনলে তাকে চিনতে পারবেন?

না, চেনা সম্ভব নয়।

কটা নাগাদ হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট?

দশটা দশ।

গাড়িটা কোন দিকে এগোলো?

এয়ারপোর্টের দিকে।

আচ্ছা রেনিক, এয়ারপোর্টে খোঁজখবর নেবার ব্যবস্থা হয়েছে?

না, আপনি যদি বলেন।

তদন্তের জন্য কোনো জায়গাই বাদ দিলে চলবে না।

ধন্যবাদ মিঃ ক্যারি, দরকার হলে ভবিষ্যতে এরকম সাহায্যের জন্য আসতে হতে পারে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এবার চলো, আদিখ্যেতা দেখাতে হবেনা , বলে গজগজ করতে করতে স্ত্রী দরজার দিকে এগোলেন।

যেতে গিয়ে ক্যারি আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। যদি কিছু মনে না করেন মিঃ মিভেজ...উনি কে? বলে আমাকে দেখালেন।

হ্যারি বার্কর, প্রেস-অফিসার। কিন্তু কেন?

এমনিই, বলে বড় বড় পা ফেলে দরজার দিকে এগোলেন।

তাহলে লোকটা লম্বায় ছ ফুট, ওজন একশো আশি পাউন্ড... আচ্ছা হ্যারী, তোমার দিকে তাকালো সে তোমার ওজন কত?

আমার?...একশো নব্বুই। কিন্তু আমার ওজন জেনে তোমার লাভ কিসের?

লাভ, লাভ...ভাবছি তোমার মুখের অংশটুকু ঢেকে তোমারই একখানা ছবি কাগজে ছেপে দিই— এরকম চেহারার কোনো লোককে যদি, শনিবার রাত নটার পর লোনবে অথবা পাইরেটস কেবিনের আশপাশে দেখে থাকেন, তিনি আমাদের দপ্তরে এসে যোগাযোগ করুন। স্যার, আপনি কি বলেন?

খুব ভাল আইডিয়া। তাহলে শুধু বাকি রইল এখন এয়ারপোর্ট। তুমি বরং রেগলারকে নিয়ে এক্ষুনি এয়ারপোর্ট চলে যাও। আর বার্কর, যেমন যেমন শুনলে চটপট এক রিপোর্ট তৈরি করে ফেলো।

নিজের ঘরে ফিরে চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বুজলাম। হুঁ, জালে এবার মোক্ষম টান পড়েছে। ছবি ছাপা হলে, কে কোথায় আমাকে দেখেছে ভগবান জানেন। এখন আসল যে কাজটা গাড়ির ট্রাঙ্কে রাখা বড়মানুষের মেয়েটি তো চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গন্ধ ছড়াতে শুরু করবেন। আজ রাতের মধ্যেই হেস্তনেস্ত করা দরকার। নিনা জেগে থাকলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না।

হঠাৎ বেজে উঠলো ফোন। নিউজ ডেইলির বার্তা-সম্পাদকের ফোন। সব জানালাম।

জেল থেকে বেরোবার পর নিনার তাড়া খেয়ে এরকমই একটা ব্লেজার আমাকে কিনতে হয়েছিল। রেনিকের স্বরে চমকে উঠলাম। দেখি রেনিকের হাতে হুবহু সেই ব্লেজার।

কি হে, স্ত্রীর ধ্যানে বসলে নাকি। নাও চটপট এটা পরে ফেলো। ছবি তোলার লোকেদের বসিয়ে এসেছি।

অতএব উঠতে হল। ছবি দেখে মিভোজ ভারি খুশী। রেনিক মিভোজকে জানাল যে, সেদিন প্লেনে যারা ছিল তাদের মধ্যে এয়ারহোস্টেস ছাড়া সেই মেয়েটি একাকিনী।

মেয়েটার নাম কি?

অ্যান হারকুট। মিস ম্যানরুক্সের ছবি এয়ারহোস্টেসকে দেখালাম—না এরকম চেহারার মেয়ে সে রাতে প্লেনে ছিল না।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম— জন, আমি তাহলে...

হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।

নিজের কামরায় গিয়ে নিনাকে ফোন করলাম।

হ্যারি।

হ্যাঁ, আজও ফিরতে রাত হবে আমার।

সামরিক বাহিনী উত্তরপ্রান্ত থেকে তল্লাশী চালাতে চালাতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-মুখো এগোচ্ছে। হিসেবমতো এতক্ষণে তারা আমার বাড়ির দিকে...।

হ্যামন্ডের সাকরেদ টেড ব্রাউনকে একটা গাড়ি দিতে বললাম।

বেশ তো, গাড়ি নেবেন, এ আর বেশি কি কথা।

ঠিক আছে, চটপট তেল-টেল ভরে দাও। নটার মধ্যে আমাকে আবার...।

এমন সময় স্বয়ং হ্যামন্ড এসে হাজির।

হ্যামন্ড বাকিতে গাড়ি দিতে চাইলেন না। উনি চাইছেন ত্রিশ ডলার, আর আমার কাছে আছে মাত্র সোয়া দু ডলার।

না, আর দাঁড়ালাম না। এগোলাম বাড়ির দিকে।

সামনের মোড়টা পেরোলেই বাড়ি। মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়ালাম। সার্জেন্ট...।

তার মানে আমার বাড়িটাও খানা তল্লাসী করেছে। দেখি গ্যারেজের দু-পাল্লার দরজাটা খোলা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সামরিক বাহিনীর পোশাক পরা দুই যুবক। নিনা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাদের কি যেন বোঝাচ্ছে।

আমি কাছে যেতেই নিনা বলে উঠল, ঐ তো—খোদ বাড়ির মালিক হাজির। যা দরকার—ওর কাছেই বলুন।

কি ব্যাপার নিনা? এতো রাতে এঁরা দুজন, ব্যাপার কি?

গাড়ির ট্রাঙ্ক খুলে না দেখানো অবধি—

কেন?

আগে তুমি ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও এদের।

কিন্তু নিনা চাবিটা আসার সময় দোকানে দিয়ে এলাম। নতুন একজোড়া চাবি বানিয়ে নেবার জন্য...।

কাল আটটার পর নতুন পুরনো সব চাবিই এসে যাচ্ছে। তখন আসুন।

ঠিক আছে, বলে হ্যাঙ্ক চলো জো, এখনও অর্ধেক রাস্তা।

দাঁড়াও, দাঁড়াও—কালকের জন্য কিছু ফেলে রাখা যাবে না। ট্রাঙ্ক ভেঙেই বরং...।

তার মানে! ট্রাঙ্ক ভাঙতে চাইলে আমি যে ট্রাঙ্ক ভাঙতে দেবো এ কথাটা আপনার মাথায় ঢোকালো কে?

সঙ্গে আমার ওয়ারেন্ট আছে।

আমি পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে চাকরি করি।

ট্রাঙ্ক আমাকে ভাঙতেই হচ্ছে।

খবরদার। নিনা সামনের মোড়ে একজন সার্জেন্টকে দেখে এলাম, তাকে একবার...।

তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেন!

মিনিট দুই কাটতে না কাটতে ফিরে এলো নিনা সঙ্গে আগের দেখা সেই সার্জেন্ট।

কি ব্যাপার, এতো গোলমাল কিসের?

ট্রাঙ্কটা আমি খুলতে চাই, ইনি বলছেন চাবি এর কাছে নেই। তালা ভেঙে দেবার কথা বলছি, তাতেও ইনি রাজী নন।

চাবি, আপনার কাছে নেই কেন?

নতুন একপ্রস্থ চাবি বানাতে আমার সব চাবিই আজ দিয়ে আসতে হল দোকানে।

কোন দোকান?

সেক্রেটারীকে দিয়েছিলাম, তিনি কোথায় দিয়েছেন, জানি না। হেড কোয়ার্টার্সে চাকরি করি, সারা দিন যা ঝামেলা। বারবার বলছি এঁরা যেন কাল এসে যখন হোক যা দেখার দেখে যায়—ঐ এক গোঁ—তালা ভেঙে এখনই এই মুহূর্তে ট্রাঙ্ক দেখবেই।

এটা আপনাদের বাড়াবাড়ি হচ্ছে। হেড কোয়ার্টার্সের লোক...কথায়ও তো একটা দাম দিতে হয়।

ট্রাঙ্ক আমি ভাঙবোই।

ভাঙার আগে ক্ষতিপূরণের কথাবার্তা যে মনে রাখতে হবে।

আমি বললাম, অত তর্ক-বিতর্কে লাভ নেই। বরং এক কাজ করা যাক, রেনিককে একবার ফোন করি। সে যদি মত দেয়, তবেই তালা ভাঙবেন।

ঠিক, আপনি তাই করুন। সার্জেন্ট বলে উঠলো।

ধ্যাৎ, পুলিশের কাজ-কারবারই এমন। চলো হ্যাঙ্ক, এখানে আর না। রিপোর্ট দেবার সময় চীফ অফিসারকে আমি সব ব্যাপারটা বলব।

ধন্যবাদ সার্জেন্ট, অসংখ্য ধন্যবাদ। অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলো সে।

নিনা কপাল চাপড়ালো, ও কি কাণ্ড! সামান্য একটা চাবির জন্য। দুদিন সবুর করলেও তো...

বাদ দাও, আর ভালো লাগছে না। দাও চাবিটা দাও, গ্যারেজের তালা বন্ধ করে রাখি।

চাবি দিলো নিনা। দাও, এবার একটু হুইস্কি দাও।

ধরো সিগারেট।

দাও।

দেশলাইটা কোথায় যে রাখলাম।

আমার কোটের পকেটে লাইটার আছে।

নিনা কোটের পকেটে হাত ঢোকালো। হ্যারি...! নিনা চীৎকার করে উঠলো। চকিতে তার দিকে তাকালাম। দু-আঙুলের ফাঁকে ধরা আমার চাবির রিং। সব চাবিই ওতে আছে।

গলা আমার শুকিয়ে কাঠ। হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেল আমার।

নিনার মর্মভেদী দৃষ্টির সামনে পড়ে আমি আরেকবার মৃত্যুকে যেন প্রত্যক্ষ করলাম।

ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে দশটা বাজলো। নীরবতা ভাঙলো নিনা। বিড়বিড় করে বলল, মেয়েটা তাহলে গাড়ির ট্রাঙ্কেই আছে।

আমি মাথা নীচু করলাম।

বলো হ্যারি, কি করেছো তুমি —হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে ঝাঁকালো।

বিশ্বাস করো—আমি কিছু করিনি।

তুমি তাকে খুন করেছো?

না নিনা, না তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—আমি কিছুই করিনি।

তাহলে গাড়ির ট্রাঙ্কে সে এল কি ভাবে।

সে এক বিরাট ইতিহাস নিনা, তুমি কি সব কথা বিশ্বাস করবে?

চোখের কোণে জল টলমল করে উঠলো। আচ্ছা তোমাকে ছাড়া আমি আর কাকে বিশ্বাস করবো হ্যারি।

এতোদিনের জমাটবাধা কান্না আর বাধা মানলো না। নিনাকে শক্ত আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরলাম। বললাম, রিয়ার সাথে প্রথম পরিচয়ের বিবরণ থেকে সব।

এমনকি ওদেতের সাথে দুরাত কাটানো।

নিনা বলল এতো কাণ্ড। আমায় আগে বলোনি কেন?

বলিনি, আমার এই অভিশাপের কথা তোমাকে বলতে গিয়েও পারিনি।

তুমি...তোমার সব কিছুর অংশীদার হতে চাই আমি।

পরম নির্ভয়ে তাকে বুকে টেনে নিলাম। অনেক দিন পর আবার সহজভাবে শ্বাস নিতে পারলাম।

বাধা দিল নিনা, 'দেরি করা আর ঠিক নয়, চলো।

হ্যাঁ অনেক বিপদ। মৃতদেহ হয়তো পচতে শুরু করেছে। একবার যদি কয়লাখনিতে নিয়ে যেতে পারতাম।

হ্যাঁ, একখানা গাড়ি এক্ষুনি দরকার, কিন্তু ভাড়ার টাকা।

ভাড়ার টাকা তো ট্রাঙ্কেই আছে। ম্যানরুক্সের টাকার বাক্স—ওদেতের মৃতদেহের সঙ্গেই আছে।

বেশ তাহলে তুমি এক কাজ করো। গাড়ি নিয়ে এসো।

উঠলাম। নিনাকে বললাম তুমি চারিদিকে নজর রাখো। আমি অ্যাটাচি নিয়ে আসছি। গ্যারেজের দরজায় তালা খুলে হাট করে দিলাম। পচা গন্ধ বেরিয়েছে। লাশ পচতে শুরু করেছে। তালাটা খুলে অ্যাটাচিটা বার করলাম। শরীর অসাড়, বৈঠকখানার সোফায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজলাম।

হুইস্কির গ্লাস এগিয়ে ধরলো নিনা। দুপ্রান্তে দুটি ট্রি তালা। চাপ পড়তেই তালাটা ফাঁক হল।

কিন্তু না, টাকা নেই, টাকার বদলে একরাশ ভাঁজ করা খবরের কাগজ। দু-হাতে মুখ ঢেকে আমি চোখ বুজলাম।

গাড়ি ভাড়া করার মত তিরিশ ডলারও আমার নেই।

টাকা, টাকা কোথায়?

নেই।

তা হলে এসব ম্যানরুক্সেরই কারসাজি।

না, কারসাজি করার লোক তিনি নন।

ম্যানরুক্স আসলে একজোড়া হুবহু অ্যাটাচি কিনেছিলেন। চালাকি করে কেউ হয়তো বদল করেছে।

চালাকিটা করবে কে?

কেন, রিয়া, কু-মতলবের শিরোমণি। বিশ্বাসের নামে সে আমাকে ঠকিয়েছে।

থাক, ওসব কথা, আগে একটা গাড়ি যোগাড় করতে হবে। বাঁ দিকের রাস্তায় অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে...ওর একখানা যদি নিই?

আমরা গাড়ি চুরি করবো?

না, চুরি নয়, ধার। কিছুক্ষণের জন্য।

রাস্তায় বেড়িয়ে এলাম। অসংখ্য গাড়ি। পুরোনো মডেলের বড়সড় গাড়ি। দরজার হাতলে চাপ দিলো নিনা। খট্ করে একটা শব্দ। দরজা খুললো। যাক বাঁচা গেলো। চাবিটা ড্যাশবোর্ডেই আছে।

তবে কি এখনই?

না এখন নয়। রাত বাড়ুক, ততক্ষণ আমরা সমুদ্রের পাড়ে একটু বসি।

পাশাপাশি আমরা বসলাম।

ফিসফিস করলো নিনা, কিন্তু মেয়েটাকে খুন করলো কে?

ঠিক, একথাটা আমিও সমানে ভেবে চলেছি।

রিয়া?

হতে পারে।

দেখো, আমার কেবল মনে হচ্ছে তোমার এই রিয়ার একজন প্রেমিক আছে।

হতে পারে।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক প্রশ্নের ঝড় উঠলো। উঠলাম আমরা। চারদিকে সতর্কদৃষ্টি ঘুরিয়ে দরজা খুললো নিনা। গাড়িতে উঠে বসলো। আমিও উঠলাম। বাংলোর দিকে যেতে শুরু করল নিনা।

গ্যারেজে পৌঁছে তালাটা খুলে মৃতদেহ ও অ্যাটাচিটা ঐ গাড়ির মধ্যে রেখে দিলাম। তারপর সমুদ্রের কাছাকাছি নির্জন এক জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করালো নিনা। আমি আর নিনা নেমে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলাম।

বাড়ি ফিরে নিনা জ্ঞান হারালো। জ্ঞান ফিরলো একঘণ্টা পর। আমি এগোলাম গ্যারেজের দিকে।

হ্যাঁ, কাজ এখনো বাকি। ওদেতের টুকিটাকি জিনিস সহ স্যুটকেশটার সদগতি করা দরকার। রান্নাঘরে গ্যাসচুল্লী জ্বেলে স্যুটকেস পুড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সকাল নটার সময় অফিসে গেলাম। মাথা ধরে আছে। রাজ্যের ঘুম আসছে চোখে। প্রায় মিনিট পনেরো পর হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোন।

হ্যালো। হ্যারি বলছি।

হ্যারি, ম্যানরুক্সের মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বলো কি!

গুণ্ডারা তার মৃতদেহ একখানা চুরি-করা গাড়ির ট্রাঙ্কে পুরে সমুদ্রের ধারে ফেলে রেখে গেছে।

তার মানে...খুন।

তুমি এখুনি থানায় চলে এসো।

এই সেই গাড়ি, ছবি তোলা থেকে ওর নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। ট্রাঙ্কের তালা খোলা। অ্যাটাচিটা পড়ে আছে একপাশে।

ভারি মজার ব্যাপার, টাকার বদলে অ্যাটাচি বোঝাই এক পাঁজা পুরনো খবরের কাগজ।

বলো কি, অবাক কাণ্ড তো।

যাই হোক, তুমি বরং ম্যানরুক্সের বাড়িতে চলে যাও। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসো। মৃতদেহ সনাক্ত করতে হবে।

আমি...মানে, উনি তো অসুস্থ।

যাও, উনি আসতে না পারেন ও'রিলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছি। মিঃ ম্যানরুক্স...

উনি খুবই অসুস্থ। ডাক্তারের বারণ...।

তাহলে মিসেস ম্যানরুক্সকেই ডাকুন।

আমিও তার সঙ্গে গেলাম ভেতরে। টানা হলঘর পেরিয়ে সেই পেছনের উঠোন। আরাম চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে রিয়া। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আমাদের পায়ের শব্দে চোখ তুলল। আমার দিকে চোখে চোখ পড়তে সে যেন একটু অবাক হলো। চোয়াল শক্ত হলো তার। ইনি...একে তো ঠিক...

হ্যারি বার্কর। হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছি।

হাতের ইশারায় খানসামাকে চলে যেতে বলল রিয়া। কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। আমি হাসলাম, কি চিনতে পারছেন?

রিয়া সিগারেট ধরিয়ে বলল, কেন এসেছেন বলুন।

এলাম..আসতেই হলো। মৃতদেহের হদিশ যে পুলিশ পেয়েছে, সেই খবরটুকু জানাতে এলাম।

ওদেত তাহলে মারা গেছে!

বাঃ অপূর্ব। সে যে মারা গেছে একথা আপনার চেয়ে ভালো আর কে জানে?

টাকার লোভে শেষে আপনি ওকে খুনই করলেন?

হাসলাম, আমাকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই মিসেস ম্যানরুক্স। আর কেউ না জানুক, আমি জানি আপনিই দায়ী। আপনাকে নিস্তার দিচ্ছি না।

এসব কি বলছেন।

স্বামী মারা যাবার পর পুরো সম্পত্তি হাতের মুঠোয় আনার এমন সুন্দর এক সুযোগ...

আশ্চর্য, সেদিন রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমি তখন শয্যাশায়ী। আপনি সে রাতে কোথায় ছিলেন?

আমি কোথায় ছিলাম না ছিলাম তাতে আপনার লাভ হবে না। এ-ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইলে আপনিও নিস্তার পাবেন না।

আপনি অনর্থক ভয় দেখাচ্ছেন মিঃ। মনে রাখবেন, জেল ফেরত একজন কয়েদীর মুখের কথায় চেয়ে পুলিশ কোটিপতির স্ত্রীর কথাতেই অনেক বেশি মর্যাদা দেবে।

আমাকে যতটা বোকা ভেবেছিলেন, আসলে আমি তা নই। আপনার মতলব বুঝতে আমার এতোটুকু অসুবিধে হয়নি। তাই শুরু থেকেই আমি সতর্ক ছিলাম। আমাদের সব কতাবার্তা আমি টেপ করে রেখেছি।

তার মানে...একা পেয়ে আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

সময় এলে বুঝতে পারবেন। কাঁচের দরজা ঠেলে এক বলিষ্ঠ চেহারার যুবক এল। বয়স আমারই মত।

ও'রিলে...আশ্চর্য। আমার ধারণা ছিল ও'রিলে বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু আজ দেখছি, সে যুবক।

গাড়ি তৈরি ম্যাডাম।

থাক, আজ শরীরটা ভালো নয়, যাব না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বলছিলাম, ওদেত-কে যে অবস্থায় পেয়েছি, তার পরনে ছিল নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা স্কার্ট। এই পোশাকটা এলো কোত্থেকে?

স্কার্টটা আমিই কিনে দিয়েছিলাম। সস্তা দামের জামা, স্নান-টান করতে লাগত। গাড়িতেই রেখে দিতো ওদেত। বলে দ্রুত সে চলে গেল।

আপনি নিশ্চয়ই মিঃ বার্কর?

চমকে চোখ ফেরালাম। আমিই ও'রিলে।

রেনিক বলছিল মৃতদেহ সনাক্ত করতে, আমি যেন আপনাকেই সঙ্গে নিয়ে যাই।

মৃতদেহ, তার মানে মিস ম্যানরুক্স তাহলে খুনই হল।

হ্যাঁ।

সেই একবাক্স টাকা, তার কোনো হদিশ পাননি বুঝি?

না।

টাকার হদিশ বের করুন, এই ষড়যন্ত্রের নায়ক কে তারও হদিশ পাবেন।

হাতে হাত ঘষলো সে,—ইস, অমন ফুলের মত মেয়েটা, কোন শয়তান যে তাকে গলা টিপে মারলো। দাঁড়ান মিঃ ম্যানরুক্সকে খবরটা দিয়ে আসি। বলে সে পা বাড়ালো।

আশ্চর্য আমি তো কাউকেই বলিনি ওদেত কিভাবে মারা গেছে। কোনো কাগজেও ছাপা হয়নি। তাহলে ও'রিলে কিভাবে জানতে পারলো যে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে।

হ্যাঁ ঠিক ভেবেছি। এই ষড়যন্ত্রে রিয়ার দোসর ঐ ও'রিলে।

পাঁচ মিনিট পর ও'রিলে এল।

চলুন যাওয়া যাক।

ম্যানরুক্সকে বললেন?

বলেছি।

শুনে খুব ভেঙে পড়েছেন, না?

স্বাভাবিক।

অথচ দেখুন, মিসেস ম্যানরুক্স কিন্তু কত সহজ ভাবেই না নিলেন। হয়তো সৎ মেয়ে বলে পছন্দ-টছন্দ তেমন একটা...।

মাথা নাড়লো ও'রিলে— দুজনের একেবারে গলায় গলায় ভাব ছিল। মিসেস ম্যানরুক্সও কম দুঃখ পাননি। তবু ঐ এক ধরণ। ভেতরে ভেতরে গুমরান।

আমি বললাম, রেনিক বলছিলো ওদেত মারা যাওয়ায় লাভটা একদিক থেকে মিসেস ম্যানরুক্সের।...অ্যাটাচির হদিশ পাওয়া গেছে।

কোন অ্যাটাচি?

ম্যানরুক্সের লুটের টাকার।

কোথায় পেলেন?

গাড়ির ট্রাঙ্কে।

পুরো টাকাটাই ছিল নাকি?

না, একরাশ পুরনো খবরের কাগজ।

সেকি! অতটাকা কি হল?

কি জানি...

মৃতদেহ সনাক্ত করে চলে গেলো ও'রিলে। আমি, রেনিক আর বান্টি আমরা তিনজনই জীপে করে হেড কোয়ার্টার্সের দিকে গেলাম।

রেনিক বলল, পোশাক পাল্টালো কেন সে? আর ঐ খবরের কাগজে ঠাসা অ্যাটাচি—

আগামীকাল দুপুরের আগেই আমার রিপোর্ট চাই।

দরজা খুলে উঁকি দিলো এক সার্জেন্ট, স্যর এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন। নাম ক্রাইস কেলার।

পাঠিয়ে দাও , বলল রেনিক। কিছুক্ষণ পর এক লম্বা চেহারার যুবক ঘরে ঢুকলো।

পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা খবরের কাগজ বের করে টেবিলে মেলে বলল— ছবির এই লোকটিকে আমি দেখেছি লেফটেন্যান্ট।

কোথায়?

এয়ারপোর্টে।

বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠলো।

কবে?

শনিবার রাত এগারোটায়। হঠাৎ দেখি এই লোকটা ব্লেজার পরে আসছিল।

তার মানে?

আসলে ব্লেজারের শখ আমার বহুদিনের কিনবো কিনবো করে আর কেনা হয়ে ওঠেনি। সেই জন্য কারোর গায়ে দেখলেই চোখ যায়।

স্বাভাবিক! তা তাকে দেখলে আপনি চিনবেন?

না।

একলা ছিল সে?

না, সঙ্গে একটি মেয়েও ছিল।

মেয়ে! দেখেছেন তাকে। কি পোশাক ছিল?

হ্যাঁ, পরনে ছিল নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা স্কার্ট, রোদ চশমা চোখে—দেখতে মন্দ না। মাথায় লাল চুল।

রিসিভার তুললো রেনিক— টেইলর? শোনো মেয়েটির পরনের পোশাকটা এখুনি একবার হেড কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দাও।

কেলার অবাক— আপনারা কার খবরটা জানতে চান বলুন তো? লোকটার না মেয়েটার?

কি করছিল তারা?

দুজনে এল লবিতে। একবারও তারা কথা বলেনি।

দরজা ঠেলে ঢুকলো এক সার্জেন্ট। হাতে ওদেতের নীল-পোশাকটা।

এই পোশাকটাই পরনে ছিল কি?

হ্যাঁ, এই জামাই পরা ছিল।

রেনিক হাত বাড়িয়ে দিল— ধন্যবাদ, মিঃ কেলার। ঠিকানাটা দয়া করে দিয়ে যান। আবার দরকার হতে পারে।

চলি তাহলে।

বান্টিকে ফোন করল রেনিক এখুনি চলে এসো। দেরী কোরো না।

আমার দিকে তাকিয়ে রেনিক বলল, হ্যারি, আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন গলদ আছে—ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের মত এটা ব্যাপার না।

গলাটা আমার কেঁপে উঠলো। কেন, নয় কেন?

কেন নয়, এটাই যদি জানতে পারতাম...

বান্টি ঢুকলো ঘরে। কি ব্যাপার এত জরুরী তলব?

কেলারের কথা আগাগোড়া বলল রেনিক বান্টিকে।

আশ্চর্য, এয়ারহোস্টেসের বর্ণনার সাথে কেলারের বর্ণনার দেখছি বেশ মিল আছে। প্লেনের মেয়েটির নাম অ্যান হারকুট।

আমার মন বলছে আগাগোড়া ব্যাপারটা মিথ্যে।

আশ্চর্য ব্যাপার, ওদেতের সাথে উইলিয়ামের দেখা মাসদুয়েক হল বন্ধ। আর তার ফোন পেয়েই সে পাইরেট্‌সি কেবিনে ছুটলো? সেই যে গেল, সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

এরপর সঙ্গে এল বাদামী রঙের ব্লেজার, বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া গড়নের এক যুবক। গাড়ি পেছোতে গিয়ে লাগল ধাক্কা ক্যারির গাড়ির সাথে। তারপর দেখা গেল এয়ারপোর্টে। কেলারের বর্ণনা অনুযায়ী সে অ্যান হারকুট। কিন্তু আমার অনুমান সে ওদেত স্মানরুক্স। সঙ্গী যুবকের কথামতো সে চটপট নিজেকে পাল্টেছে।

তারপর অ্যাটাচির ব্যাপারটা...।

কাল সকালেই সব রিপোর্ট চাই।

রেনিক আমাকে বলল—'আর হ্যারি শহরের সব কাগজে মেয়েটির জামার সব ছবি ছাপাও। দেখি কাজ এগোয় কিনা।

না। শেষ চেষ্টা আমার করতেই হবে। ও'রিলের অপরাধ প্রমাণের শেষ চেষ্টা, দেখা যাক। মুখ বুজে চুপচাপ কাজ করতে হল নব্বই মিনিট। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। উঠব—তখনি

বেজে উঠলো ফোন।

বিরক্তিতে রিসিভার তুললাম— হ্যালো।

হ্যারি, নিনার উদ্বেগ পূর্ণ স্বর ভেসে এলো।

তুমি এখুনি একবার বাড়িতে চলে এসো, ভীষণ দরকার।

দরকার, কেন হঠাৎ...।

নিনা ফোন নামিয়ে রেখেছে। রেনিকের কামরায় ঢুকলাম।—. কি ব্যাপার? মুখ চোখ এরকম?

আর বোলো না, নিনার ফোন পেলাম, বাড়ি যেতে হবে এখুনি, শরীর খারাপ।

যাও, চট করে ঘুরে এসো। অফিসের গাড়িগুলো. .

কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই। বাড়ি পৌঁছলাম। না, নিনা এ-ঘরে নেই।

নিনা, কোথায় গেলে তুমি?

এই যে এখানে।

আমি ঢাকা-বারান্দায় উঁকি দিলাম। দরজার দিকে মুখ করে নিনার উল্টো দিকের একখানি সোফায় বসে ও'রিলে। আর ডান হাতে এক ছোট্ট রিভলবার।

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আসুন।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—এই মুহূর্তে আপনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

রিভলবার শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিয়ে বলল ও'রিলে, আমি অতিথি—আমাকে তাড়ানো কি ঠিক হবে?

কি চান আপনি?

টেপ।

কিসের টেপ?

এই দেখো—সকালে রিয়াকে বলে এলেন—এর মধ্যে সব ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি। এককালের ভালমানুষ।

পুলিশ অফিসার ও'রিলে যে আজ কোটিপতির বৌয়ের পা-চাটা কুকুর...।

বাঃ চমৎকার, এত কিছু জেনে গেছেন আমার সম্বন্ধে, এবার চটপট টেপগুলো দিয়ে দিন।

না, টেপ আপনি পাবেন না।

মিঃ বার্কর অবাধ্য হবেন না। একটা গুলিতেই সব শেষ হয়ে যাবে, এত অব্যর্থ টিপ আমার।

আমি স্থির, নির্বাক।

ধরুন গুলিটা এক মুহূর্তে আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীর ফুসফুস ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। বা এই শিশির নাইট্রিক অ্যাসিডটা যদি আপনার স্ত্রীর মুখে কেউ ঢেলে দেয়...ভাবতে আমারই অবাক লাগছে মিঃ বার্কর।

আমি শিউরে উঠলাম। চলুন।

কোথায়?

ব্যাঙ্কে, লকারে টেপগুলো আছে।

সাবধান—ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না।

না, চলুন, বলে দরজার দিকে পা বাড়ালাম। নিনা ছুটে এসে পথ আগলালো।

আমি এক ঝটকায় সরিয়ে দিলাম নিনাকে।

টেপ হাতছাড়া করলে, প্রমাণ যে কিছুই থাকবে না। ঝোঁকের মাথায়...

আমি কর্ণপাত করলাম না। কালবিলম্ব না করে গাড়ি ছাড়লাম।

তাকিয়ে দেখলাম নিনা কাঁদছে।

দাঁত বের করে ও'রিলে হাসলো। তবে—এই না হলে মরদ।

আমি নিরুত্তর।

রিয়া বলল, টেপগুলো নাকি আপনার কাছেই রয়েছে। তা বলিহারি বটে আপনাকে! মনের এতো জোর আপনার। রেনিক বোধহয় আপনাকে সন্দেহ করে উঠতে পারেন নি—তাই না?

হ্যাঁ, মাথা নাড়লাম আমি।

ঠিক পারবে, নিস্তার আপনি পাবেন না।

জানি।

তবে হ্যাঁ, বিপদে পড়ে শেষে আবার আমাকে বা রিয়াকে ঝামেলায় জড়াবেন না।

আমি ম্লান হাসলাম।

কি হল, হাসছেন যে!

হাসছি আপনার ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ যা চিরকালের নিয়ম।

সে কিরকম মশাই।

সাদামাটা হিসেব। রিয়া ম্যানরুক্সকে বাঁচাবার জন্য আপনি আজ উঠে পড়ে লেগেছেন। অনেক আশা আপনার। এই রিয়াই আপনাকে কুকুরের মতো লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে কসুর করবে না। দুর্ভোগ আপনাকেও ভুগতে হবে।

সহসা অট্টহাসিতে ও রিলে ফেটে পড়লো। বাঃ মিঃ বার্কর, কায়দাটা দেখছি বেশ ভালই করেছেন। কথার বোলচালে রিয়া, আমার মধ্যে একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। ও রিলেকে অতো কাঁচা ছেলে ভাববেন না। রিয়ার কাছ থেকে কথা আদায় না করে...

কি কথা আদায় করবেন?

ভবিষ্যতের কথা। বুড়োটা মরে যাবার একমাস পর সে আমাকে বিয়ে করবে—এমনকি পুরো সম্পত্তির হিসেবটা।

আমি হেসে বললাম, এ ভুল আপনার ওখানেই মিঃ ও রিলে। সাংবাদিক জীবনে এমন ঘটনা আমি আকছার ঘটতে দেখেছি।

আমার জায়গায় যদি আপনি হতেন—

কি আবার। আগে দেখতাম তার কথা কতদূর সত্যি। মুখে সে যা বলে, কাজেও তাই করে কিনা।

আপনি একটা আস্ত গাধা। রিয়াকে চোখের দেখাই দেখেছেন শুধু। মনটা তার দেখেননি। এক কথার মেয়ে সে। মুখে যা বলে—কাজেও তাই।

পরবর্তী কাজ সংক্ষিপ্ত। ব্যাঙ্কে ঢুকলাম। লকার থেকে টেপের বান্ডিল বের করে তুলে দিলাম ও'রিলের হাতে।

চলি।

আসুন, আমার উপদেশটা খেয়াল করবেন।

থ্যাঙ্ক।

অফিসে ফিরতে ফিরতে শোয়া তিনটে। ঘরে ঢুকে দেখি রেনিকের একটা চিঠি। তার সাথে দেখা করার জন্য। তার মানে এক ঘণ্টার অনুপস্থিতিতে অনেক জল গড়িয়েছে।

তিনটে কুড়ি, রেনিকের কামরায় পা রাখলাম।

আমার পায়ের শব্দে চোখ তুলল। বোসো। রিপোর্টের শেষ ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

রেনিকের গলার স্বর গম্ভীর। একঘণ্টার আগের দেখা রেনিকের সাথে এ রেনিকের কোনো মিল নেই। আমি প্রমাদ গুনলাম।

হ্যারি—ওদেত ম্যালরুক্সের সাথে তোমার কি কোনো রকম জানাশোনা ছিল?

এসব তুমি কি বলছো জন। আমার সে সুযোগ কোথায়?

ঠিক তবু তার সম্বন্ধে যদি কিছু—।

কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন আসছে কেন জন?

এমনি, খুনের ব্যাপার। নিজের বৌকে অবধি সন্দেহের চোখে দেখতে হয়। বলে সে হাসলো।

মনের অস্বস্তি চাপা দিতে আমিও তার সঙ্গে গলা না মিলিয়ে পারলাম না।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি মিসেস ম্যালরুক্সের এখন সোনায় সোহাগা। পুরো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এখন সে।

জানো হ্যারি, মেয়েটার সম্বন্ধে যা জানলাম, ভাল না। কত লোকের সঙ্গে যে তার ভালবাসা ছিল। এখুনি লসএঞ্জেলস থেকে আমার লোকেরা ফোন করেছিলো। অ্যান হারকুটের সন্ধান তারা পেয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট একটু আগে পেলাম। আচমকা পেছন থেকে মাথায় আঘাত,

তারপর গলা টিপে খুন।

জন, আমি বরং ঘরেই গিয়ে বসি, একগাদা কাজ রয়ে গেছে টেবিলে।

ঠিক আছে, তুমি ঘরে যাও।

সামনের ঝুল-বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন গোয়েন্দা-অফিসার। চাপা গলায় কি যেন তারা ফিসফাস করছে। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম আমি।

হুঁ, পাহারার ব্যবস্থাও দেখছি।

সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ালাম। চারটে বেজে দশ। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল রেনিক, চলো হে, বড় সাহেব ডাকছেন।

দুজনে মিভোজের ঘরে এলাম।

মিভোজ বললেন এসব কি শুনছি রেনিক?

আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা সুন্দর ছকে-ফেলা গল্প। মেয়েটি এবং ব্লেজার-পরা সঙ্গী দুজনে মিলে গল্পটা সাজিয়েছে।

অ্যান হারকুটের হাতের ছাপের সঙ্গে মিস ম্যানরুক্সের হাতের ছাপ হুবহু মিলে গেছে।

কিন্তু মেয়েটি খুন হলো।—কেন?

কারণ একটা নয়—অজস্র।

কিন্তু...কে সেই দোষী? তার পরিচয়...।

পেয়েছি। যেটুকু পেয়েছি, তাকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বালির ব্যাপারে ফোরেনসিক-রিপোর্টটা পেলে।

ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোন। রেনিক রিসিভার তুলল।— হ্যালো, হ্যাঁ, পেয়েছো? বলো কি? আমরা এখুনি যাচ্ছি। রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো সে।

ইস্ট বীচে এখুনি একবার আমাকে যেতে হচ্ছে। চলো হ্যারি, যাওয়া যাক।

বিল হোল্ডেনের মুখখানা মুহূর্তে ভেসে উঠল। আমাকে দেখে যদি সে সবার সামনে শুরু করে দেয় টাকার তাগাদা—আমার তো দফা রফা।

আমি....আমাকে নিয়ে কেন টানা হ্যাঁচড়া করছো ভাই। টেবিলের কাজ প্রচুর।

থাক...চলো। রেনিক ধমক দিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখি, সেই গোয়েন্দা অফিসার দুজন চলেছে। গাড়ির পেছনে উঠে বসলাম আমরা, তারা দুজন বসল চালকের পাশে।

ইস্ট বীচে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে ছটা। গাড়ি থামলো বিল হোল্ডেনের অফিসের সামনে। আমরা নামলাম।

আসুন মিঃ বার্কর, আসুন। খবরটবর কি বলুন! বিল হেসে বলল।

পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি লেফটেন্যান্ট রেনিক, হেড কোয়ার্টার্স থেকে আসছেন একটা জরুরী তদন্তের ব্যাপারে।

প্রশ্ন! আমাকে? কোন গোলমাল?

না তেমন কিছু নয়। বছর কুড়ি বয়স, মাথার চুল লালচে, নীলের ওপর সাদা ডোরাকাটা স্কার্ট চোখে রোদ-চশমা—এরকম কোনো মেয়েকে কি আপনি গত কয়েকদিনের মধ্যে এখানে দেখেছেন?

দুঃখিত স্যর।

কিন্তু শনিবার মাঝরাত নাগাদ এখানে সে এসেছিলো মিঃ হোল্ডেন। আচ্ছা আপনাকে কত রাত অবধি থাকতে হয় এখানে?

আটটা, ভালো কথা মিঃ বার্কর তো শনিবার সারা রাত এখানেই ছিলেন।

যে ভয় এতোদিন করছিলাম, বিল দিল হাটে হাঁড়ি ভেঙে।

শনিবার রাত্রে এখানে আমি ছিলাম না, ছিলাম শুক্রবার। তোমার হিসেবে বোধহয় ভুল হচ্ছে।

হতে পারে...সারাটা দিন যা ধকল আমাকে পোয়াতে হয়...।

কিন্তু মিঃ বার্কর যে শনিবার রাতে এখানে ছিলেন—এ কথাটা হঠাৎ আপনার মাথায় এলো কেন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন রেনিক।

আমি বললাম— একটা উপন্যাস লেখার ব্যাপারে একটা কেবিন কদিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিলাম জন।

সেকি। কেবিন ভাড়া নিয়েছিলে—আমাকে তো একবারও বলো নি।

ভেবেছিলাম, বইখানা তোমার নামেই উৎসর্গ করবো। আগে থেকে তাই কিছু বলিনি।

চোখ ফেরালো রেনিক, শনিবার রাতে সব কেবিনই তালাবন্ধ ছিল—তাই না মিঃ হোল্ডেন?

হ্যাঁ, তবে মিঃ বার্করের কেবিনের চাবিটা ওনার কাছেই রাখতেন।

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে রেনিক জিজ্ঞেস করলো তোমার কেবিনে নিশ্চয়ই তালা লাগানো ছিল।

হুঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে।

কোন কেবিনটা ভাড়া নিয়েছিলে তুমি?

বাঁ দিকের শেষ কেবিন।

কেবিনটা কি এখন খালি, না লোকজন আছে।

না খালি।

চমৎকার, দিন চাবিটা দিন, কেবিনটাও দেখে যাই।

ঘাড় ফিরিয়ে রেনিক জিজ্ঞেস করলো, মিঃ হোল্ডেন, ওদেত ম্যানরুক্সকে আপনি কি কখনো দেখেছেন?

না, চাক্ষুস কখনো তাকে দেখিনি।

কেবিনে ঢুকে রেনিক বলল—বাঃ ব্যবস্থা তো দেখছি একেবারে রাজকীয়। তা এরকম কেবিন ভাড়া করলে, আমাকে জানালে না?

অন্যমনস্কের মতো ঘাড় নাড়লো রেনিক, হুঁ, খুন হবার পক্ষে আদর্শ জায়গাই বটে!

খুন যে এখানে হয়েছে একথা তুমি ভাবছো কেন?

বেশ ভালো করে ভেবে বল, শনিবার রাত্রে চাবি তুমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে, না রেখে গিয়েছিলে?

আর বল কেন। তাড়াহুড়োর মধ্যে চাবিটা সেদিন নিতে ভুল হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো রেনিক— আরে ব্যস, সাড়ে ছটা, তুমি এখনি বাড়ি যাও, নিনার শরীর খারাপ...।

আরে ধুর, তুমিও যেমন, শরীর খারাপের ব্যাপারটা আসলে একটা মস্ত ধোঁকা। আমাকে তখন ঐ কথা বলে বাড়ি দৌড় করালো। গিয়ে দেখি পুরনো এক বান্ধবী এসেছে, পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। আসার সময় শুনে এলাম, তারা দুজন কোথায় বেরোবে। হয়তো গিয়ে দেখবো নিনা এখনো ফেরেই নি। বরঞ্চ তোমার সাথে থাকি। দরকার টরকার যদি হয়।

আরে না না, দরকার আবার কিসের? থাক, তুমি বাড়ি যাও। রেনিকের স্বরে দৃঢ়তা। আমি জানি আমি চলে যাওয়া মাত্র ফোরেনসিক দপ্তরের তাবৎ লোকজন ঘরে শুরু করে দেবে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা। ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। আমার সম্বন্ধে যেটুকু অজানা তাদের, সেটুকুও আর জানতে বাকি থাকবে না।

তাহলে চলি জন। কাল আবার দেখা হবে।

হুঁ। ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়লো রেনিক।

বিলের অফিসে গেলাম।

তোমার টাকাটা কালকে সকাল দশটার মধ্যে দিয়ে যাব —বলে আর দাঁড়ালাম না—চলি।

বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়েছি একখানা জীপ এসে থামলো আমার পাশ ঘেঁষে। সেই গোয়েন্দা দুজন। একি! বাসে কেন? আমরা তো ঐ দিকেই যাচ্ছি, আপনাকে বরং গাড়ির সামনে...।

থাক, বাসেই যাবো। বলে আগত বাসে উঠে পড়লাম। মাইলখানেক যাবার পর নিতান্ত কৌতূহলের বশে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে দেখলাম সেই জীপখানা বাসের পেছন পেছন আসছে।

বাড়ি ফিরে দেখি নিনা চেয়ারে বসে আছে। আমাকে দেখে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।—জানো ওরা আজ এসেছিল।

কারা?

পুলিশ। দুপুরে আমি বেরিয়েছিলাম বাজারে। সেই ফাঁকে বাড়িতে ঢুকে ওরা কি যেন সব খোঁজ

করে গেছে। হয়তো মাইক্রোফোন ফিট করে গেছে।

ইশারায় চুপ করতে বললাম। শিকারী বিড়ালের মতো আমি দেখতে লাগলাম। ঘড়ির পেছনে সরু কালো তারটা হঠাৎই নজরে পড়লো। সবদিক দিয়েই পাকাপাকি ব্যবস্থা। রেডিওটা চালু করলাম জোরে। রেডিও-র সরব আর্তনাদে গমগম করতে লাগলো ঘর।

কি দেখে তুমি বুঝলে বাড়িতে কেউ এসেছিল।

ঐ দেখো, আলমারীটা খোলা। সব অগোছাল।

দেরী না করে তিনলাফে গিয়ে পৌঁছলাম আলমারির কাছে, হাতল টেনে পাল্লা খুললাম। জামা, প্যান্ট-কোট-টাই সবই আছে। নেই কেবল ব্লেজারটা।

ভয়ের একটা শীতল অনুভূতি শিরা উপশিরা বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। এগিয়ে এসে নিনা দাঁড়ালো আমার পাশ ঘেঁষে— হ্যারি—কি হল?

আমার ব্লেজার, ওরা নিয়ে গেছে।

নিয়ে গেছে!

হ্যাঁ —নিনার চোখ জলে ভরে গেল। নিনাকে বুকে টেনে নিলাম। নির্বাক স্থানুর মত দাঁড়ানো ছাড়া আমার কিছু করার নেই।

তুমি টেপগুলো কেন দিলে?

ও'রিলে সব পারে, ও একটা খুনে।

আচ্ছা জনকে ডেকে যদি সব বলো।

তাতেও লাভ হবে না। অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া হাতে আমার প্রমাণই বা কোথায়?

আচ্ছা টাকাগুলোই বা গেলো কোথায়?

হ্যাঁ, টাকা?

ব্যাঙ্কে।

না, ব্যাঙ্ক নয়, বাড়িতেও নয়।

তবে?

বাইরে কোথাও যেমন ধরো, স্টেশান, এয়ারপোর্টের লেফ্ট্-লাগেজ?

দাঁড়াও, পুরো ব্যাপারটা লিখে সাজিয়ে নিই। বলে একটা রিপোর্ট লিখলাম।

নিনা দেখলো কাগজটা। এতে তোমার লাভ?

আমার লেখা সব জায়গায় পৌঁছবে। প্রচারের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন কেউ তুলবে না।

তাতে তোমার কি?

ও'রিলের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া কথাগুলো। আমি দুটো ফোন করে আসি ডাক্তারখানা থেকে। বাড়ি থেকে করা যাবে না —বলে বেরিয়ে দেখি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যালো , ফ্রেডের পরিচিত স্বর।

ফ্রেড আমি হ্যারি বলছি, একটা জরুরী রিপোর্ট আছে। রাত এগারাটায় যদি প্রচারের ব্যবস্থা করো...।

আলবাৎ, রিপোর্টটা কি—বলো। আমি লিখে নিই।

কাগজের লেখাটুকু পড়ে শোনালাম তাকে।

ঠিক আছে।

এবার ম্যালব্রুক্সের বাড়িতে ফোন করলাম। হ্যালো? খানসামা জিজ্ঞেস করল।

পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে বলছি। মিঃ ও'রিলেকে একবার দিন।

ধরুন।

ফোন তুললো ও'রিলে। হ্যালো?

চিনতে পারছেন?

বলুন কি দরকার?

শেষরক্ষা বোধহয় আর হল না। রেনিক একটা শক্ত মতলব এঁটেছে।

কিসের মতলব?

কিসের আবার, আপনাদের ফাঁসাবার। রাত্ত এগারোটার টেলিভিশানের বিশেষ ঘোষণাটি

মন দিয়ে শুনবেন। ছাড়ছি। বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম। ব্যস কাজ আমার শেষ। বাইরে এলাম।

মিঃ বার্কর, আপনাকে এক্ষুনি আমাদের সঙ্গে হেড কোয়ার্টার্সে যেতে হবে।

চলুন অপেক্ষমান জীপের দিকে এগোলাম। দু-আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, মুখের রেখায় এক নীরব ঔদাসীন্য—আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ তুললো রেনিক— এসো। হাতের ইশারায় সার্জেন্টটিকে চলে যেতে বললো রেনিক। সিগারেটের প্যাকেট বের করলো রেনিক, আমার দিকে এগিয়ে ধরলো— নাও, সিগারেট নাও।

হাত বাড়িয়ে নিলাম। স্থিরদৃষ্টিতে আমার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগলো।

তুমি এসব কেন করতে গেলে হ্যারি?

বলছি। আগে বলো—আমাকে কি তোমরা গ্রেপ্তার করেছো?

না, করিনি। গ্রেপ্তার করার আগে একবার ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে নিতে চাই।

বেশ, কি জানতে চাও বলো।

তুমি...কি ওদেত ম্যানরুক্সকে খুন করেছ?

না, সেকথা তুমি কি বিশ্বাস করবে?

হ্যারি, বিশ বছরের পুরনো বন্ধু আমরা। যা যা হয়েছে, এই ঘটনায় কিভাবে কখন তুমি জড়িয়ে পড়েছো?

টিম কাইলি র সাথে ঘটনার রাতে এয়ারপোর্টে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে...আগাগোড়া ব্যাপারটা তোমার মুখ থেকেই শোনা যাক।

বললাম। রিয়ার সাথে প্রথম দেখা হওয়া থেকে এখন যে দুটো ফোন করলাম সব কথা।

রেনিক স্তম্ভিত। বলো কি। ভেতরে ভেতরে এতো সব কাণ্ড। কিন্তু ওদেত বা রিয়া ম্যালরুক্সের দোষ প্রমাণ করবে কি করে?

প্রমাণ সব আছে। টেপের বান্ডিল ও রিলের হাতে তুলে দিয়ে আমি এখন নিঃস্ব। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য করো।

আমার সাহায্য চাইছো তুমি...আমি কতটুকু কি করতে পারি?

বিশেষ কিছু না। আমার সঙ্গে একবার যাবে ম্যালরুক্সের বাড়িতে। সঙ্গে দলবলও থাকবে। বাকীটা এগারোটা বাজলেই জানতে পারবে।

বেশ, চলো। জীপে ম্যালরুক্সের বাড়ি দশ মিনিটের পথ। ফটকের পাহারায় একজন অফিসারকে রেখে নিঃশব্দে আমরা চারজন নুড়ি বিছানো পথে এগোলাম। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে অতি সন্তর্পণে আমি জানলার পথে উঁকি দিলাম। বাঁ দিকের সোফায় আধশোয়া ও'রিলে। হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাস, ডানদিকের ডিভানে চিত হয়ে শুয়ে রিয়া। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। এগারোটা বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি।

টেলিভিশনটা চালাও —রিয়া বলল। উঠলো ও'রিলে। পর্দায় ভেসে উঠল ফ্রেড হিক্সনের মুখ।—আমার লেখা রিপোর্টটা পুরো পড়ে শোনাল। আমি চললাম, বলে ও'রিলে উঠল।

কোথায়? রিয়া জিজ্ঞেস করল।

মাল সামলাতে। এয়ারপোর্টে গিয়ে এক্ষুনি অ্যাটাচি ছাড়িয়ে আনতে হবে।

না ওসব যাওয়া-টাওয়া বাদ দাও।

তার মানে? সব তুলে দেবো, পুলিশের হাতে?

এছাড়া কোনো উপায় নেই।

রিয়া, তুমিই অ্যাটাচিটা ছাড়িয়ে আনো।

না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রিয়া'চোয়াল শক্ত করলো, ও'রিলে। কথার অবাধ্য হয়ো না।

পারবো না।

গেলে ভালোই করতে, টেপের বান্ডিলটা রয়েছে অ্যাটাচিতে।

তার মানে?

মানে যা তাই। বার্করের দেওয়া টেপের বান্ডিল আমি অ্যাটাচিতেই রেখেছি।

সে কি, তুমি যে সেদিন বললে—টেপ তুমি পুড়িয়ে ফেলেছো?

না। মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

কেন?

তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সব নষ্ট করে বসে থাকবো, আর টাকা পয়সা হাতিয়ে আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে, তা চলবে না। আগে আমাকে বিয়ে করবে, তারপর...।

তুমি, একটা আস্ত নির্বোধ। পুলিশকে ফোন করে সব ঘটনা আমি বলবো। বলবো, বার্কর কোনো দোষ করেনি, ওদেতকে খুন করেছো তুমি। তোমারই প্ররোচনায় আমি এসব করেছি। আমাকে লেখা তোমার গাদাগাদা প্রেমপত্র তাদের নাকের সামনে ছুঁড়ে দেব।

আমাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছো?

তোমার মতো জানোয়ারকে—

কথা শেষ হলো না তার। ও'রিলের হাতে কালো একটা ছোট্ট রিভলবার।

—বরং বলি কি, ভয় দেখানো, পুলিশ ডাকা, এয়ারপোর্টে গিয়ে অ্যাটাচি নিয়ে আসা—এসব থাক। এসবের চেয়ে সহজ যে কাজটা—যেমন ধরো, তোমার কপাল তাক করে মাত্র একটিবার ট্রিগার টেপা—ব্যস্, ফুরিয়ে গেল ঝঞ্ঝাট।

তুমি...আমাকে খুন করে নিস্তার পাবে না শয়তান। বার্কর সব জানে, সব।

রাখো তোমার বার্কর। আর দেরি কোরো না। হাত তুলে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।

আমাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে জানলা টপকে ঘরে ঢুকলো রেনিক। হাতে তার ৩৮ বোরের পুলিশ-স্পেশ্যাল। ও'রিলের পিঠে রিভলবার তাক করে সে হুঙ্কার দিলো—খবরদার ও'রিলে—সাবধান।

ক্ষিপ্র হায়নার মতো ঘাড় ফিরিয়ে ট্রিগার টিপলো ও'রিলে। তার রিভলবারের শব্দকে ছাপিয়ে গর্জে উঠলো রেনিকের পুলিশ-স্পেশ্যাল। মুঠো আলগা হয়ে রিভলবার গড়িয়ে পড়লো মেঝেয়, ও'রিলের জ্ঞানহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো রিয়ার পায়ের কাছে।

দুহাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো রিয়া...।

পুলিশ হাসপাতালে মারা গেল ও'রিলে। জবানবন্দি দিয়ে গেল, ওদেতকে খুন করার মতলবটা আসলে রিয়ার। আমাকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করার মূলেও সে। রিয়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল ও'রিলে। ভালবাসার প্রতিদান হিসেবে সে এসব করেছে।

আবার সেই হাজতবাস। তিনদিনের দিন দেখা করতে এল রেনিক।

একটা সুখবর শোনাতে এলাম। এই মামলায় রাজসাক্ষী হিসেবে তোমার নাম প্রস্তাব করেছেন বড়কর্তা। রাজী?

হ্যাঁ, আমি রাজী।

যাক, তোমার শাস্তি মকুব করার ব্যবস্থাও বড়কর্তা করেছেন। তবে তোমার এ-শহরে বোধহয় আর জায়গা হবে না।

ভালো কথা, নিনা কেমন আছে?

ভালো, বলল আজ থেকেই বাড়ি-বিক্রির চেষ্টায় সে উঠে পড়েছে। শহরটার ওপর তার ঘেন্না ধরে গেছে।

আজই তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে। নিনাও কোর্টে হাজির থাকবে।

চলো তাহলে।

রিয়ার হয়ে পাঁচ, পাঁচজন দুঁদে ব্যারিস্টার লড়লো। ধোপে কোনো যুক্তিই টিকলো না। টেপ বজিয়ে শোনানো হল আদালতে। রায় দিলেন বিচারক। পনেরো বছরের জেল হল রিয়ার। আর আমার পাঁচ বছরের নির্বাসন। নির্বাসন বলতে এ শহর ছেড়ে অন্য যেকোন জায়গায়। এই পাঁচ বছর এ শহরে আসতে পারবো না। না, আর না। শহরটার ওপর আমারও ঘেন্না ধরে গেছে। এখন শুধু নিনা, নতুন করে বাঁচা। আদালতের বিরাট হলঘর পেরিয়ে বাইরে এলাম। দরজার কাছে প্রতীক্ষা করছিলো নিনা। চোখ ভর্তি জল।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার হাসিতে প্রতিশ্রুতির দৃঢ় অঙ্গীকার। হাত ধরে তুলে-চুমু খেলাম। নতুন জীবনের পথে এগিয়ে গেলাম।

অপারেশন সি. আই. এ.

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

।। সি, আই, এ ।।

শক্ত সমর্থ ভারিক্কী চেহারার ক্যাপ্টেন ও' হ্যালোরান প্যারীর মার্কিন দূতাবাসের সামনে গাড়ি থামিয়ে কালো চামড়ার ব্রিফকেসটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দূতাবাসে ঢোকে। রিসেপশন ক্লার্কের দিকে মাথাটা একটু নেড়ে লিফট বেয়ে দোতলায়, করিডর পেরিয়ে সিঁড়ির ছটা ধাপ ওপরে উঠতেই... দীঘল চেহারার একজন মেয়েমানুষ এগিয়ে এলো।

ওর নাম মার্সিয়া ডেভিস। মেয়েটা সি, আই, এ-র প্যারী শাখার সর্বাধিনায়ক জন ডোরির পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

সুন্দরী মেয়ের ধূসর আঁখি লহমার মধ্যে দেখে নেয়, ক্যাপ্টেনের লাল মাংসল মুখ, থ্যাবড়া ভাঙা নাক। হাল্কা নীল চোখ এবং শক্ত ঠোঁট দুটো, মার্সিয়ার মনে হয় বুক উথাল পাথাল করে ডুবে যাচ্ছে।

শক্তসমর্থ পুরুষকে দেখে মার্সিয়া হাসছে।

হ্যালো টিম—

'বুড়ো আছে নাকি?'

'নড়বার নাম নেই। ছুটি নেবে না টিম?'

'ছুটি? এক্কমাসেও ছুটি হবে কিনা কে জানে? তোমার কি খবর?'

'সেপ্টেম্বর...জাহাজে চড়ে বেড়াতে যাবো...'

ক্যাপ্টেন ভাবছে এই সুন্দরী যদি কোনদিন আমার সঙ্গে প্রেম করতে রাজি হয়...

শ্রীমতি মার্সিয়া ডেভিস হেলেদুলে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য ক্যাপ্টেন দেখুক, ওর শরীর কেমন সুন্দর।

ক্যাপ্টেন এগিয়ে যায়। দরজার ওপরে লেখা ঃ

সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সী,
বিভাগীয় ডিরেক্টর,
জন ডোরি।

সি, আই, এ-র কর্মচারীরা-বড়কর্তা জন ডোরি কদিন টিকবে, তাই নিয়ে জুয়া খেলেছিল। তখন ওয়াশিংটন প্যারী অফিসের প্রধান হিসেবে থরলি ওয়েরলিকে পাঠিয়েছিল এবং আটত্রিশ বছর চাকরীর পর ডোরিকে দুনম্বরী পোস্টে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন ওয়েরলি, ওয়াশিংটনের ছেলে ওয়াশিংটনে ফিরে গেছে এবং এই ষাট বছর বয়সে বুড়ো জন ডোরির ঘাড়ে আবার রোয়া গজিয়েছে। লোকটাকে ক্যাপ্টেন পছন্দ করে। কারণ সে বিপদের ঝুঁকি নেয়, শর্টকাট করতে জানে এবং কল্পনা শক্তি আছে।

ক্যাপ্টেন দরজায় টোকা মেরে ঢোকে। জন ডোরি প্রকাণ্ড ডেস্কে বসে ফাইল পড়ছে। পাখীর মত হাল্কা ছোটখাট মানুষ, চোখে পাঁশান চশমা, ফিটফাট চশমার কাচের ওপর দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে জন ডোরি তাকিয়ে, আরে টিম! কি ব্যাপার?'

একটা লোক দুদিন আগে চার তারিখের সন্ধ্যেবেলা ক্যুদ্যলা তুর্নেল-এ গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে দেখে, অন্ধকারে এক যুবতী মেয়েমানুষ শুয়ে আছে। পুলিশ এসে দেখলো যুবতী বেহুঁশ। ওর গলায় আমেরিকান জাতীয় পতাকার তারা আর ডোরা দাগ আঁকা রুমাল বাধা ছিল। তাই ওকে আমেরিকান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মেয়েমানুষটি বেশি মাত্রায় বারবিচুরেট'জাতীয় ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। পরের দিন তার হুঁশ

ফিরলে দেখা গেল, তার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, অ্যামনেসিয়ার দরুণ মেয়েটা তার নাম ঠিকানা মনে করতে পারছে না। এই মেয়েটা আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজী বলে কিন্তু তখন সে খুব নার্ভাস ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। ডাঃ ফরেস্টার পুলিশে খবর দেন মেয়েটার আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নিতে যাতে হাসপাতাল থেকে ছাড়া যায়। উনি ফরাসী পুলিশের কাছে রোগিনীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে খবর পাঠালেন। ডাক্তারের ধারণা, নরওয়ে বা সুইডেনের দূতাবাসে খোঁজ নিলে জানা যাবে—

সি, আই, এ-র ডিভিশন্যাল ডিরেক্টর ডোরি বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমি এ ব্যাপারে কি করবো? আর ডাক্তারই বা কি করে ভাবলো যে দূতাবাসে খবর নিলেই মেয়েটার ঠিকানা পাওয়া যাবে? মেয়েটার কাছে কাগজপত্র কিছু নেই?'

না, হ্যান্ডব্যাগ পর্যন্ত নেই। সোনালী চুল, লম্বা চেহারা, হয়তো নরওয়ে বা সুইডেনের মেয়ে হবে। সকালে ফরাসী পুলিশ খবর পাঠায়। ক্যাপ্টেন ফাইল খোলে, সুন্দরী, ব্লন্ড চুল, নীল চোখ, রোদে সেঁকা বাদামী রং, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, ওজন একমণ বাইশ সের। আইডেন্টিফিকেশন মার্ক :

এক : ডান হাতের কনুইয়ের নীচে ছোট্ট তিল।

দুই : বাম নিতম্বে উল্কিতে আঁকা চীনা হরফে তিনটি প্রতীকী অক্ষর।'

'ড্যাম্‌। মেয়েছেলের শরীরে উল্কি? তাও আবার চীনা হরফে?'

রাইট স্যার! চীনা হরফে তিনটে প্রতীকী অক্ষর মেয়েটার চামড়ায় উল্কি করে আঁকা। ফাইলটা ডেস্কে রাখে ক্যাপ্টেন ও হ্যালোরান।

সি, আই, এ-র প্যারী ডিভিশনের একটা ফাইল পড়েছি, কম্যুনিস্ট চীনের সেরা রকেট-রিসার্চ-বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর ব্যক্তিগত জীবনের অনেকে তথ্য ওই ফাইলে আছে। ওই চীনা বিজ্ঞানী পাগলাটের মতো। তার যে কোন সম্পত্তিতে সে নিজের নামের তিনটে আদ্যাক্ষরের ছাপ দেয়। ফেং হো কুং নামের এই তিনটে অক্ষরের ছাপ লাগায় বাড়ি, গাড়ি, ঘোড়া, বাসনপত্র, জামাকাপড় সব কিছুতে। এমনকি যখন যে মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রেম করে তার চামড়ার উল্কিতে তিনটে আদ্যাক্ষর এঁকে দেয়।

ফাইলে আরও ছিল, একবছর আগে এক সুইডিশ যুবতীকে পিকিং-এর রকেট বিজ্ঞানী রক্ষিতা রেখেছে। এই মেয়েটার শরীরে সেই তিনটে অক্ষর রয়েছে। তাই আপনাকে খবরটা জানালাম।

ডিরেক্টর ডোরি বললো, 'খবরটা কে কে জানে?'

ব্রিটিশ দূতাবাস, স্ক্যান, ডিনে ভিয়ান দূতাবাস এবং ফ্রার্স-মার্তি।

ফ্রার্স-মার্তি ম্যাগাজিনটা তার দুচোখের বিষ। কেচ্ছার গন্ধ পেলেই এই ফরাসী ম্যাগাজিনটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে।

ম্যাগাজিনের কপি ডোরির হাতে ক্যাপ্টেন দেয়।

ম্যাগাজিনের দুনম্বর পাতায় বড় হেডলাইন :

শরীরে উল্কির দাগ

আপনি কি এই মহিলাকে চেনেন?

অস্পষ্ট ফটো ক্যাপশনের নীচে নিউজ প্রিন্টে জেবড়ে গেছে। কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে ব্লন্ড, ফটোটা বিশ্রী হলে মেয়েটা যে সুন্দরী তা বোঝা যাচ্ছে।

ডোরি পড়ে :

রহস্যময়ী এই রমণীর নীতম্বে চীনা অক্ষরে লেখা প্রতীকী চিহ্ন যা বোঝা যায়নি।

'ওরা এসব জানলো কি করে?'

'কুড়ি মাইল দূরে ভাগাড়ে মরা পরলে শকুন কি করে টের পায় স্যার?'

'অনেক মেয়েই শখ করে আঁকায়...কিন্তু তিনটে চীনা আক্ষর।'

ডোরি বলে টম এটা টপ লেভেল অপারেশন। এ পর্যন্ত তুমি কি করেছো?

'মার্কিন জেনারেল ওয়েনরাইট ওই হাসপাতালেই চেক আপের জন্য ভর্তি আছেন মেয়েটির সঙ্গে একই তলায়। ওকে পাহারা দেবার অজুহাতে করিডরে একজন সান্ত্রী রেখেছি। ডাক্তার ফরেস্টারকে বলেছি মেয়েটির নিরাপত্তার জন্য ওঁর চেনা নার্স যেন দেওয়া হয়। সান্ত্রীকে বলেছি

নার্স ছাড়া কেউ যেন ঐ ঘরে না ঢোকে। রিসেপশন ডেস্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোন ভিজিটরকে রোগিনীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

ডোরি মাথা নেড়ে, 'বাঃ চমৎকার। প্রথমে আমাকে জানতে হবে সত্যিই কম্যুনিস্ট চীনের রকেট বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর নামের তিনটে ইনিসিয়্যাল কিনা। যদি মেয়েটা সত্যিই কুং-এর রক্ষিতা হয়, ওর গুরুত্ব ভি, আই, পি,-দের থেকেও বেশি বেড়ে যাবে।

।। কুম্যুনিষ্ট চীনের স্পাইচক্র ।।

প্যারী শহরের রু দ্য রেইনার এক কোণে ছোট্ট এক চীনা রেস্তোরাঁর নাম লা তেইমপল্ দী সিয়েল্। কোন ট্যুরিস্ট গাইডে নাম না থাকলেও প্যারীর সেরা চীনা খাবার এখানে পাওয়া যায়। কোন ট্যুরিস্ট এখানে এলে জানানো হয় সব টেবিল রিজার্ভ হয়ে গেছে। এটা শুধু প্যারী, প্রবাসী চীনাদের জন্যে।

যখন সিয়ার প্যারী শাখার ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন ও' হ্যালোরানের সঙ্গে কথা বলছে, তখনই রেস্তোরাঁর মালিক চুং উ ক্যাস ডেস্কের পাশে বসে ওয়েটারদের ওপরে খবরদারী করছে। ওয়েটাররা প্রায় একডজন কাস্টমারকে লাঞ্চের খাবার দিচ্ছে। টেবিলগুলো ঘিরে সিল্কের উঁচু পর্দা। মাহ-জং টাইলের শব্দ, চড়া গলায় কথাবার্তার শব্দ। পপসঙ্গীতের গর্জন—চীনাদের নিঃশব্দে লাঞ্চ খেতে ভালো লাগে না।

টেলিফোনে রিসিভার বাজতেই চুং উ ক্যান্টেন ভাষায় কথা বলে। রিসিভার পাশে রেখে সাদু মিচেলকে ডাকতে যায়।

সাদু মিচেল, চপ-স্টিকের কাঠি দুটো দিয়ে চিংড়িং মাছটা সবে খেতে যাচ্ছে তখন চুং উ রেশমী পর্দা ঠেলে ঢুকে বলল, 'মঁসিয়ে...টেলিফোন...আর্জেন্টি...'

—জঘন্য ফরাসী উচ্চারণে চুং উ বলে।

ব্লাডি... মুখখিস্তি করে সাদু আর ওর সুন্দরী সঙ্গিনী খিলখিল হাসি হাসে। সাদু ফোন ধরতে ছোটে। সাদু মিচেল দেখতে লম্বা, একহারা গড়ন, মুখটা একটু লম্বা, কালো চুল, ফিটফাট পোশাক, বাদামের মত চোখে শক্ত চাউনি। সাদু মিচেল জনৈক মার্কিন ধর্মযাজকের জারজ সন্তান।

এই মার্কিন মিশনারী ভদ্রলোক তিরিশ বছর আগে কুয়োমিনটাং আমলে পিকিং-এ যান। চীনাদের ভুলিয়ে খৃস্টান করায় উনি ব্যর্থ হলে, মনের দুঃখে হুইস্কির বোতলে ডুবে যান। পাদ্রী সাহেবের মনের দুঃখ ঘোচাতে এক রূপসী চীনা যুবতী এলো। সেই সান্ত্বনার ফল—সাদু মিচেল আধা মার্কিন, আধা চীনা। নিজেকে জারজ সন্তান বলে এতো ঘেন্না করে সাদু যে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে নিজের শত্রু ভাবে।

রু দ্য রিভোলিতে তার ছোট বুটিক। দোকানে জেড পাথর আর পুরোনো দামী জিনিষপত্র বিক্রী হয়। মার্কিন ট্যুরিস্টদের ভিড় জমে।

মেয়েমানুষ ছাড়া সাদুর একদিনও চলে না। এখন তার সঙ্গিনী এক উত্তর ভিয়েৎনামী মেয়ে পার্ল কুও। সাদু দেখলো, তার থেকেও পার্ল মার্কিনীদের বেশি ঘেন্না করে। কারণ, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমারু বিমানের আক্রমণে পার্লের ঘরবাড়ি জ্বলে গেছে। মা-বাবা ভাইবোনেরা মরেছে। হ্যানয়ে কুম্যুনিষ্ট চীনের স্পাই হিসাবে পার্ল দীর্ঘদিন কাজ করেছে।

ওখান থেকে তাকে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। সাদুর দোকানে অনেক মার্কিন ট্যুরিস্ট আসে। বিদেশে এলে ওরা নিজেদের মধ্যে এমন খোলামেলা কথাবার্তা বলে যেন কেউ ইংরেজী বোঝে না। ওদের বেফাঁস কথাবার্তা সাদু চীনা দূতাবাসের একজন কর্মচারীকে জানাতো। সেই খবর মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট চীনের প্রোপাগাণ্ডার কাজে লাগাতো। মার্কিনীদের বেইজ্জৎ করে সে তার মার্কিন বাপের ওপরে বদলা নিত।

সাদু বোঝেনি যে কম্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্র তাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক কাজের জন্যে তালিম দিচ্ছে। পার্ল সুতো ছাড়ছে, ইয়েৎ সেন সুতো গুটোচ্ছে—সাদু মিচেলের আর

ফেরার পথ নেই।

এই টেলিফোন-কল ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সাদু পুরোপুরি কম্যুনিস্ট চীনের এজেন্ট হলো। রিসিভার তুলে সাদু, 'ইয়েস। কে বলছেন?'

ফোনে প্যারীর স্পাই রিং-এর সর্বেসর্বা ইয়েৎ সেনের গলা, 'আমি তোমার দোকানের সামনে আছি। এক্ষুনি এসো।'

'এখন যেতে পারবো না, আমি—'

'এক্ষুনি,' লাইন কেটে যায়,

সাদু ফিরে এসে, 'ইয়েৎ সেন, এক্ষুনি যেতে বলছে।'

'তোমাকে যেতে হবে ডার্লিং?'

'কেন? আমি কি ইয়েৎ সেনের চাকর?'

'তোমাকে যেতেই হবে, ডার্লিং।'

'বেশ, একটু বসো। আমি বেশি দেরী করবো না।'

গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই দোকানে পৌঁছে যায় সাদু। যে স্থূলকায় চীনা ভদ্রলোক জেড পাথর দেখছিল, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

ইয়েৎ সেন বলে, 'এমার্জেন্সী, তোমাকে এজেন্ট হিসেবে বাছা হয়েছে, তোমার খুশী হওয়া উচিত। ল্যুভের গার্ডেনসের কাছে গাড়ি থামাও।'

সাদু মিচেল একটু আতঙ্কিত হয় ইয়েৎ সেনকে দেখে—মোটা লোকটার পরনে ভারী স্যুট, হলুদ মুখটা ভাবলেশহীন, মিনিস্তেয়ার দ্য ফিন্যান্স-এর সামনে সাদু গাড়ি থামায়।

হিপপকেট থেকে ফ্রাঁস-মাতি ম্যাগাজিনের কপি বার করে সাদুর হাতে দেয়।

শরীরে উল্কির দাগ

আপনি কি এই মহিলাকে চেনেন?

ব্লন্ড যুবতীর অস্পষ্ট ফটোতে আঙ্গুল দিয়ে ইয়েৎ সেন টোকা দেয়।

'কাল সকালের মধ্যে এই মেয়েটাকে খুন করবে। সাদু, তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি। তুমি সবরকম সাহায্য পাবে কিন্তু প্ল্যানের ডিটেলস্ তোমাকে ঠিক করতে হবে। আর সন্ধ্যে ছটায় একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবে। সে পেশাদার খুনী, কিন্তু নির্বোধ। তোমাকে বুদ্ধি জোগাতে হবে। এবার শোনো, প্ল্যানটা—'

সাদু মিচেল খুনের প্ল্যান শুনে বুঝলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে সে যে বীজ পুঁতেছে, আজ তারই বিষবৃক্ষে ফল ধরেছে।

।। সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই ।।

লন্ডনের বন্ড স্ট্রীটের ট্যুরিস্টদের কাছে একটা অদ্ভুত ধরনের আকর্ষণ আছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দোকান বন্ধ হয়। কিন্তু তার পরেও পৃথিবীর নানান দেশের মানুষ ট্রাফিকের ভিড় ঠেলে ঘোরাঘুরি করে, প্রত্যেকটা দোকানের শো কেসের সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো প্রিন্ট দেখে। চামড়ায় বাঁধানো বই, লিনেন, দামী ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের উপহারের সামগ্রী।

পরনে বিদেশী কাটিং-এর স্যুট, মার্ক অ্যান্ড স্পেন্সারের শার্ট ও টাই, মাথায় ছোট্ট করে ছাঁটা রূপোলী চুল, চৌকোনা মুখ, চোখদুটো সবুজ ও সমতল— লোকটার বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি। ছ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, পেশীবহুল চেহারা। প্রকাণ্ড হাত দুটো ট্রাউজারের দুই পকেটে, ট্রেনড বক্সারের মত হাল্কা পা ফেলে বন্ড স্ট্রীট বেয়ে চলেছে লোকটা, নাম মালিক। সোভিয়েত রাশিয়ার সবসেরা ও সবচেয়ে সফল স্পাই। তাকে বলা হয়েছে, তুমি এমন ভাবে ঘোরাফেরা করো এবং শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো সবাই যেন ভাবে তুমি ট্যুরিস্ট। পরে দরকার হতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক ক্রমওয়েল রোডের এক অখ্যাত হোটেলে আছে। সে জানে যে বৃটেনের সরকারী স্পাই সংগঠন এম. ওয়ান. সিক্স তার ওপরে নজর রেখেছে। আরও জানে তাদের নিজেদের সংগঠন আর একজন স্পাই রেখেছে মালিকের ওপর নজর রাখতে

মালিকের কাছে তার কাজ একটা খেলা। খেলাটা উত্তেজনায় ভরপুর, সন্তুষ্টি আনে এবং

ধর্ষনকারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন মেটায়।

বন্ড স্ট্রীটের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দোকানের পর দোকানের শো কেসে নানান ভোগ্যপণ্য দেখতে দেখতে তার লোভ জেগেছে।

ওই পোর্টেবল কালো সেটটা কিংবা রূপো ও পাথর বসানো পেনসেটের সঙ্গে চামড়ায় মোড়া সুন্দর ব্লটার—ওগুলো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শোকেসের দিকে না তাকিয়ে সে এগিয়ে গেল। সে জানে হিংসুক স্পাই এই মুহূর্তে তাকে ফলো করে ওপর তলায় রিপোর্ট পাঠাবে।

মোটর হর্ণের আওয়াজে মালিক ফিরে তাকায়। জাগুয়ার গাড়িটা খুব আস্তে তারই পাশে পাশে চলেছে। স্টীয়ারিং হুইলে যুবতী মেয়ে, ব্লন্ড, হাসিখুশী মুখ, বাইশ-তেইশ বছর হবে, কাঁধে পশুলোমের ষ্টোল, দুচোখে কামনার নিমন্ত্রণ, মেয়েটা বেশ্যা, মক্কেল খুঁজছে।

মালিক হাঁটতে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে হয়, মেয়েটাকে দেখিয়ে দেয় রাশিয়ান পুরুষের পেশীবহুল শরীরের শক্তি। কিন্তু সেই স্পাই, রিপোর্ট পাঠাবে।

জাগুয়ার থামে। মেয়েটা বলে, 'একা কেন ডার্লিং? ফূর্তিটুর্তি হবে না?'

নিঃশব্দে হাটে মালিক। সে হোটেলে ফিরে যেতে চায়। বন্ধ ঘর, জানালায় পর্দা, তালাবন্ধ দরজা—ঘরের ভেতরে কেউ নেই, সেখানে সে নিরাপদ।

পিকাডিলী পৌঁছতেই তার হাতঘড়িটা দপদপ করে ওঠে। দেখতে ঘড়ির মতো হলেও ওটা ইলেকট্রনিক পাল্‌সার—মালিককে সংকেত পাঠানোর জন্য। এই মুহূর্তে মলিককে ওদের দরকার। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ওঠে মালিক।

মালিক বার্কলি হোটেলের বুথে ঢুকে ফোন তোলে, 'হ্যালো'?

'চার দুই ও ছয় যোগ করলে বারো হয়', নিজের সাংকেতিক আইডেন্টিটি কোড বলে মালিক।

'এমার্জেন্সী। তুমি এই মুহূর্তে প্যারী যাবে। আটটা চল্লিশের ফ্লাইটে সীট বুক করা হয়েছে। তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এস। লা বুর্জা বিমানবন্দরে 'এস' তোমার সঙ্গে দেখা করবে।'

এয়ার টার্মিনালে মালিকের স্যুটকেস, টিকিট ও ৩০০ ফরাসী ফ্র্যাঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা কবছে সোভিয়েত রাশিয়ার আর এক এজেন্ট দ্রিনা।

স্মারনফ বলেছে, ডিউটি-ফ্রি কিছু সিগারেট নিয়ে গেলে ভালো হয়—এই মোটা অগোছালো পোষাকের লোকটা স্পাই হিসেবে বিশেষ কাজের নয়। মালিক ব্যর্থতাকে ঘেন্না করে। লা বুর্জা এয়ার পোর্টে পুলিশ কোন ঝামেলা করে না। তার জাল পাসপোর্টে দেখানো হয়েছে সে মার্কিন নাগরিক। স্ল্যাভ আমেরিকান এই ট্যুরিস্ট ফ্রান্সে ডলার খরচা করতে এসেছে।

রিসেপশন হলে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত স্পাইচক্রের ফরাসী শাখার প্রধান বোরিস স্মারনফ। ওকে দেখে মালিক খুশী হয়। লোকটা চতুর, নির্মম এবং মানুষ খুন করতে ওস্তাদ। ওব জীবন দর্শন হলো : যে কাজ সম্ভব, তা তো হবেই। যে কাজ অসম্ভব তা চেষ্টা করে করতে হবে।

একটু আগেই এয়ারপোর্টের সামনে ছোটখাটো একটা মারদাঙ্গা হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টের বেড়ার বাইরে হয়তো লন্ডন থেকে প্লেন আসার অপেক্ষায় এক নির্বিবাদী লোক ছিল। আচমকা তিন দিক থেকে তিন জন বীটনিক ছোকরা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ কিছু বুঝবার আগেই ওদের একজন গাটাপার্চায় ঢাকা ধাতুর কোন বার করে লোকটার মাথায় মারে। পুলিশ আসার আগেই ওরা কেটে পড়ে। লোকটাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

লোকটা বৃটিশ স্পাই সংগঠন এম. আই. সিক্স-এর একজন এজেন্ট। রাশিয়ান স্পাই মালিক লন্ডন থেকে প্যারী আসছে জেনে সে নজর রাখতে এসেছিল।

বরিস স্মারনফের আদেশ ওকে মারধোর করা হয়েছে যাতে আর কেউ মালিকের ওপর নজব না রাখে।

'সিগারেট এনেছো?' হ্যান্ডশেক করার সময় স্মারনফ বলে।

'বিষ খেতে চাও, নিজে খাও, আমি কেন বিষ জোগাবো?'

'তুমি নিজের জন্য ছাড়া অন্য কারোব কথা ভাবো না। আমি কখনো তোমাকে কারোর উপকার করতে দেখিনি।'

গাড়িতে বসে ফ্রাঁস-মার্তি ম্যাগাজিনটা স্মারনফ মালিকের হাতে তুলে দেয়।

শরীরে উল্কির দাগ,
আপনি কি এই মহিলাকে চেনেন?

'আমেরিকান হাসপাতালে এই মেয়েটি আছে। খুব সম্ভব ও কম্যুনিস্ট চীনের রকেট বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ফোং হো কুং-এর প্রাক্তন রক্ষিতা। ওকে হাসপাতাল থেকে কিডন্যাপ করে আমরা ম্যালমেইসোঁর একটা বাড়িতে নিয়ে যাবো। অপারেশনের ইনচার্জ তুমি। মেয়েটা কে, মার্কিনীরা সন্দেহ করছে। ওরা হাসপাতালে সান্ত্রীর পাহারা রেখেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো মার্কিনীরা ওকে এমন কোথাও নিয়ে যাবে, যেখান থেকে ওকে কিডন্যাপ করা শক্ত হবে। ওদের ধারণা, ও ফেং হো কুং-এর ব্যাপারে দামী খবর জানে।'

অ্যাকশন পছন্দ করে মালিক। হাসপাতালে মার্কিন মিলিটারী পাহারা, তারই মধ্য থেকে একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করা—এই ধরনের দুঃসাহসিক কাজই তার পছন্দ।

স্মারনফ বলে, 'হাসপাতালের সামনে আমার একজন এজেন্ট রেখেছি। সব থেকে সোজা রাস্তা হাসপাতালে ঢুকে মেয়েটাকে নিয়ে আসা। একজন মার্কিন জেনারেল একই তলায় ভর্তি আছে। আমার কাছে মার্কিন ফৌজের জীপও আছে, ইউনিফর্ম আর অ্যাম্বুল্যান্সও আছে। আইডিয়াটা কেমন?'

'বরিস, তোমার ভাবনা চিন্তার ধরন আমার মতো। প্ল্যানটা চমৎকার, এতেই কাজ হবে।'

স্মারনফ হেসে বলে, 'না, প্ল্যান পছন্দ হলে দায়িত্ব তোমার।'

'বরিস, তোমার কোন উচ্চাশা নেই?'

'না, তোমার আছে নাকি?'

'বোধ হয় না।'

'ম্যালমেইসোঁয় নিয়ে যাবার পর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মেয়েটার দেখাশোনা কে করবে?'

'মেয়েটা খুব সুরৎ। ওকে দেখতে পারলে খুশীই হতাম। কিন্তু চীফ কোভস্কা কাজটা দিয়েছে মারনা ডোরিনস্কাকে।'

'এই কুত্তীটা প্যারিসে কি করছে?'

'ও প্রায়ই এখানে আসে। লোকে বলে ও আর কোভস্কা—'

'কে বলে?' মালিক ধমক দেয়।

'তুমি জানো না?'

'জানি, কিন্তু ওই নিয়ে কথা না বলাই ভালো।'

দুজনেই হেসে ওঠে। ততোক্ষণে গাড়ি প্যারীর রুশ দূতাবাসের সামনে থেমেছে।

* * *

।। আবার সি. আই. এ. ।।

সিয়ার প্যারী শাখার ডিরেক্টর জন ডোরি বিকেল চারটে চল্লিশ মিনিটে আমেরিকান হাসপাতালে ঢুকলো। কিন্তু সত্যি সত্যিই চীনা রকেট বিশেষজ্ঞ ফেং হো কুং-এর নামের আদ্যাক্ষর কিনা আগে জানা দরকার।

মার্কিন দূতাবাসের চাইনিজ এক্সপার্ট নিকোলাস উলফার্টকে খুঁজে বার করতেই সময় নষ্ট হয়েছে। উলফার্ট একদিন ছুটি নিয়ে আঁবোয়াস-এ ওর ছোট্ট এস্টেটে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তাকে খুঁজে হেলিকপ্টারে প্যারী নিয়ে আসতে--মূল্যবান চারঘণ্টা সময় নষ্ট। উলফার্টের সঙ্গে দূতাবাসের সেরা ফটোগ্রাফার জো ভজকেও সঙ্গে এনেছে ডোরি।

ডোরি বলে, 'ডক্টর, গোটা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, মেয়েটাকে খুন করার চেষ্টা হতে পারে। বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে ওর খাবার তৈরী করাতে হবে এবং তোমার বিশ্বস্ত নার্স ছাড়া কেউ ওর কাছে যাবে না। আমি ফটোগ্রাফার এনেছি, ওর উল্কির দাগগুলোর ফটো তুলবে।'

'তার মানে?' ডাক্তার ভুরু কোচকায়, 'উল্কির দাগ মেয়েটার পাছায়। অচেনা একটা লোক তুলবে—না, আমি তা হতে দিতে পারি না।'

ডোরি কর্কশ স্বরে বলে, ফটো আমার চাই, আর ফটোগুলো প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠাতে হতে পারে, বুঝেছো ডাক্তার? পেন্ট্যাথল ইনজেকশন দিয়ে তোমার রোগিণীকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর ছবি তোলা হোক। আমার চাইনিজ এক্সপার্ট ওর উল্কির দাগগুলো দেখবে। জলদি করো—'

'ব্যাপারটা যখন জরুরী, মিনিট দশেক পরে তোমার লোক যেতে পারে।'

'ফাইন। মেয়েটা কি অভিনয় করছে? স্কোপোলাসিন ইনজেকশন দিয়ে দেখলে হয় না?'

'তাতে অভিনয় করলে ধরা পড়ে যাবে সত্যি। কিন্তু স্মৃতিভ্রংশ হলে, স্মৃতি ফিরতে অনেক দেরী হবে।'

চাইনিজ এক্সপার্ট উলফার্ট ঘরে ঢোকে। বয়স ছেচল্লিশ, কিন্তু বাচ্চা ছেলের মতো লালচে ফর্সা রং—মাথায় টাক, বেশ মোটাসোটা।

'ওয়েল?' ডোরি উঠে দাঁড়ায়।

'এই মেয়েটাই কুং-এর রক্ষিতা ওলসেন। কুং-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ওর স্বাক্ষরের প্রতিলিপি অনেকবার দেখেছি। ভুল হতে পারে না। বিশেষ ধরনের উল্কি—বিশেষ রঙে—নকল করা অসম্ভব ব্যাপার।'

উলফার্ট চীনাদের ব্যাপারে উঁচুদরের বিশেষজ্ঞ। খুব চতুর আর্টিষ্ট হয়তো এই ধরনের উল্কি নকল করতে পারে। আমি আমার পেনশন বাজি রেখে বলতে পারি, এই মেয়েটাই কুং-এর রক্ষিতা।'

'টিম, আমি ওয়াশিংটনে খবর পাঠাচ্ছি। ওদের অর্ডার না পেলে কিছু করা যাবে না। আমি এমব্যাসীতে ফিরে যাচ্ছি।'

'নিশ্চিন্তে থাকুন স্যার। মেয়েটা এখানে নিরাপদেই থাকবে।'

কিন্তু ক্যাপটেন ও' হ্যালোরান জানে না যে সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক ততক্ষণে প্যারীতে পৌঁছে গেছে। মালিকের ওপর নজর রাখার জন্য যে ব্রিটিশ স্পাই মার খেয়েছে তার জন্য ব্রিটিশ স্পাই সংগঠন এম. আই. সিক্সের প্যারী শাখার বিভাগীয় ডিরেক্টর এতো রেগেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপজ্জনক স্পাই যে অরক্ষিত অবস্থায় প্যারীর রাস্তায় ঘুরছে এই খবরটা ও' হ্যালোরানকে দিতেই ভুলে গেলেন। মালিক প্যারীতে ঘুরছে শুনলে ও' হ্যালোরানকে আরো সাবধান হতে হতো মেয়েটার ব্যাপারে।

করিডরে অটোমেটিক রাইফেল হাতে প্রহরারত সান্ত্রী—ক্যাপটেন যথেষ্ট ভাবলো।

।। কম্যুনিষ্ট চীনের পেশাদার খুনী ।।

সন্ধ্যে ছটার পরে পাতলা রোগা চেহারার এক ছোকরা সাদু মিচেলের দোকানে ঢুকলো। হাতে ছোট্ট পুরনো সুটকেশ, কোনাগুলো ধাতু বাঁধানো—যে সুটকেশ ক্যানভাসাররা ব্যবহার করে। গায়ের রঙ মরা ও পচা মাছের মত, কালো চোখ দুটো যেন কাউকেই বিশ্বাস করে না।

দেখতে পঁচিশ-তিরিশ মনে হলেও ওর বয়স মাত্র আঠারো। ওর চলাফেরা দ্রুত ও কুটিল। নাম জো জো চ্যানডি। ওর জন্ম মার্সেইয়ে। সমুদ্রের ধারে জাহাজী ক্যাপ্টেনদের মেয়েমানুষ সাপ্লাই করতো জো জো'র বাবা। জো জো'র মা কে কেউ জানে না। দশ বছর বয়সে জো জো ওর বাবাকে হারায়। ছোকরার তাইতেই হাড়ে বাতাস লাগে। এক নিগ্রো দেহজীবিনীর চামচে হয়ে মন্দ কামাতো না।

জো জো কিছু পয়সা জমিয়ে প্যারীতে আসে। সে ভেবেছিল মস্তানি বদমাইসির পক্ষে প্যারীই ঠিক জায়গা। কিন্তু তা নয়, বার কয়েক অ্যারেস্ট হয়ে পুলিশের আড়ং ধোলাই খেয়ে সে চীনে রেস্তোরাঁর 'দাদা' বনে যায়। কম্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্রের প্যারী শাখার প্রধান ইয়েৎসেনের এজেন্ট যে মেয়েটি জো জো ওর সঙ্গে আশনাই জমায়। মেয়েটা বুঝতে পারে, এই রোগা শয়তান ছেলেটা তাদের প্রয়োজনের অস্ত্র হতে পারে। ইয়েৎসেন জো জো-কে ট্রেনিং ও মালকড়ি দেয়।

এক বছরের মধ্যে জো জো এখন ওদের স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী।

যত বিপজ্জনক ও নোংরা কাজ হোক, সে যেকোন কাজ করতে রাজি আছে, মালকড়ির বদলে। তার জীবনদর্শন, যতো মাল ছাড়বে তত মাল কামাবো। বিপদের ঝক্কির কথা ভাবাই বেকার।

পার্ল কুও অদ্ভুত ধরনের ফুলকাটা টুপি পরা মার্কিন মহিলাকে জেড পাথর বেচছিল। জো জো-কে ও চেনে। পার্ল ভাবছিলো এতোদিনে সাদু স্পাইচক্রে সত্যিকারের কাজে নামতে চলেছে।

মার্কিন খদ্দেররা যাবার পর পার্ল জো জো-র দিকে তাকিয়ে হাসে। 'সাদু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, এদিকে এসো।' কাঁচের কাউন্টারের পেছনের দরজাটা খোলে। সাদু মিচেল একটু আগে পার্লকে সব খুলে বলেছে।

ইয়েৎসেন এই মেয়েটাকে খুন করতে বলেছে। সাদুর ফ্যাকাশে মুখ, 'তার মানে মার্ডার! আমি কি করবো?'

'ডার্লিং, খুন করবে অন্য লোক, তুমি শুধু ব্যবস্থা করবে। সাদু, কমিউনিস্ট চীনের স্বার্থে কাজটা তোমাকে করতেই হবে। তুমি কথা না শুনলে আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো আর ইয়েৎসেন তোমাকে খুন করবে। কিন্তু কাজটা ওরা আমাকে করতে বললে আমি খুশী হয়ে করতাম। ওরা তোমাকে বেছে নিয়েছে বলে তোমার গর্ব করা উচিত।'

এবার সাদু গর্বের ভাব দেখাচ্ছে। সে মার্কিনীদের ঘেন্না করে। ওরা তার ক্ষতি করেছে। সুতরাং এটা মার্ডার নয় প্রতিশোধ।

'বসো জো জো, তুমি ওই মেয়েটাকে খুন করবে। আর কাজটা যেন ঠিকভাবে হয়।'

জো জো ছোট্ট সুটকেশটা হাঁটুর উপরে রেখে বসে। ওর শরীর থেকে ঘাম আর ময়লার গন্ধ ভেসে আসে। সাদু নাক কুঁচকিয়ে, 'প্রথমে আমাদের জানতে হবে। মেয়েটা হাসপাতালের কোন ঘরে আছে। তারপর দেওয়াল বেয়ে তোমাকে উঠতে হবে। পারবে তো?'

'এটা তোমার প্রথম কাজ বুঝি? তুমি শুধু গাড়ি চালাবে, ডিটেলস আমর ওপরে ছেড়ে দাও। তুমি নাম কিনবে, আমি টাকা পাবো। দুজনেই খুশী—'

'তুমি আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছো?' সাদু রাগে লাল হয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'আমি যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে।'

'সাদু... প্লীজ, কাজটা ওর ওপরেই ছেড়ে দাও।'

পার্লের দিকে লোভী চাউনি হেনে স্যুটকেশ থেকে পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ অটোমেটিক ও সাইলেন্সার বার করে জো জো।

পিস্তলের নলে সাইলেন্সার এঁটে সে পিস্তলটা ট্রাউজারের ভেতরে কোমরবন্ধনীর নীচের হলাটারে রাখে।

পিস্তল, সাইলেন্সার, পেশাদার খুনীর নিপুণ কাজ দেখে সাদু স্তব্ধ হয়ে যায়।

জো জো বলে, 'আমরা এখন হাসপাতালে যাবো, পাছায় উল্কি আঁকা মেয়েটা কোন তলায় কোন ঘরে আছে আগে জানতে হবে।'

'সাদু,' পার্ল বলে, 'ও যা বলছে, তাই করো, ও পেশাদার খুনী। ওর সঙ্গে কাজ করলে তোমার অভিজ্ঞতা বাড়বে।'

সাদুর স্পোর্টসকার চলে যাওয়ার পর পার্ল ধূপকাঠি জেলে হাঁটু গেড়ে বসে ওদের সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করে।

* * *

।। মার্ক গারল্যান্ড কোথায়? ।।

এয়ারপোর্টে মালিক স্মারনফের সঙ্গে কথা বলছে। সেই সময় ওয়াশিংটন প্যারীর সিয়া-চীফ ডোরিকে তার প্ল্যানমাফিক কাজ করার অনুমতি দিল।

সি. আই. এ. ও এফ. বি. আই. -এর দুই সর্বাধিনায়ক তার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছে। ওরা এখুনি প্রেসিডেন্টকে খবর দিতে চায়নি। তবে অপারেশনের গুরুত্ব এরাও স্বীকার করেছে।

ডোরির বড়কর্তা ফোনে বলেছে :

'জন, ব্যাপারটা আমি তোমার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। প্রথম দিকের খরচাটা কোন অজুহাতে দেখানো যাবে। ব্যাপারটা এখনও আনঅফিসিয়াল থাক।'

ডোরি মনে মনে খুশী হয়। ইচ্ছে মত ডোরি টাকা খরচ করতে পারবে। কারোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

আটটা বাজছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক প্যারীতে পৌঁছেছে। আমেরিকান হাসপাতালের বাইরে স্পোর্টসকারে কম্যুনিষ্ট চীনের স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী জো জো চ্যান্‌ডি ও তার সাকরেদ সাদু মিচেল বসে আছে।

কুং-এর প্রাক্তন রক্ষিতা এরিকা ওলসেনকে পেন্ট্যাথাল ইনজেকশনের দরুণ ঝিমিয়ে রাখা হয়েছে।

মার্কিন ফৌজী সান্ত্রী উইলি জ্যাকসন অটোমেটিক রাইফেল কাঁধে এরিকার ঘরের বাইরে টহল দিচ্ছে।

সিয়ার ডিভিশনাল ডাইরেক্টর জন ডোরি ক্যাপটেন ও'হ্যালোর্যানকে ফোন করে—

'টিম...মার্ক গারল্যান্ডকে মনে পড়ে?'

'গারল্যান্ড? ও তো রোসল্যান্ডের হয়ে কাজ করতো তাই না?'

'ইয়া, ও এখন প্যারীতেই আছে। র্যু দ্য সুইসে ওর স্টুডিও। এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে নিয়ে এসো—'

'এক সেকেন্ড স্যার, মার্ক গারল্যান্ড মারদাঙ্গায় ওস্তাদ। ও যদি আসতে না চায়—'

'দুজন ভালো এজেন্ট পাঠাও। এক ঘণ্টার মধ্যে আনতে হবে।' খুশী হয়ে ফোন রাখে ডোরি।

মার্ক গারল্যান্ড।

চালু, ঠগ, জোচ্চোর, জীবনে দুটো ধান্দা : মেয়েদের সঙ্গে ভাব করা, আর মালকড়ি কামানো।

মার্ক গারল্যান্ড!

দুনিয়ার সেরা পেশাদার স্পাই। ডোরির এই ঝামেলাটা মার্ক গারল্যান্ডই সামলাতে পারে।

গারল্যান্ড রাজি হবে তো?

* * *

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

।। দুনিয়ার সেরা স্পাই মার্ক গারল্যান্ড ।।

রু দ্য সুইসের পুরোনো বাড়ির আটতলার ওপরে এক বিশ্রী ঘরে সন্ধ্যেটা একা কাটাতে মার্ক গারল্যান্ডের ভালো লাগছে না। পকেটে আছে মোটে আট ফ্র্যাঙ্ক বাহাত্তর সেন্তিমে। বিশ্বাস করা যায় না তিনমাস আগেও আমার অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার ডলার ছিল।

গারল্যান্ড ভাবছে, কেন যে বেওকুফের মতো তিনটে বাজে রেসের ঘোড়ায় অত টাকা ঢালতে গেলাম।

রবার্ট হেনরী ক্যারীর সেই ব্যাপারটার পরে...

গারল্যান্ড ভেবেছিল স্পাইগিরি উজবুকদেরই কাজ। তাই সে ডোরিকে বলেছিল, জাহান্নামে যাও।

পাঁসনে চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বুড়ো জন ডোরি তাকে বলেছিল, 'মার্ক গারল্যান্ড! তোমার মত লোক দিয়ে আমার চলবে না। কাজের ব্যাপারটাকে তত গুরুত্ব দাও না।'

মার্ক গারল্যান্ড হেসেছে, 'তোমার চামচা রোসল্যান্ড—তার আত্মার সদগতি হোক—হারামজাদা আমাকে দিয়ে ফুটো পয়সার বদলে যেসব নোংরা কাজ করিয়ে নিয়েছে—ভাবলে আমার—তাই সিয়ার হয়ে কাজ করেছিলাম। গুডবাই ডোরি।'

গত দুমাস স্ট্রীট-ফটোগ্রাফার হিসেবে কোন মতে গারল্যান্ডের দিন গুজরান চলেছে। পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে সে অলিতেগলিতে ওঁৎ পেতে থাকে। প্যারীতে কোন নতুন মেয়ে দেখলেই ফটো তোলে। তারপর প্রিন্টটা দেখিয়ে দশ ফ্রাঁ আদায় করা এমন কি শক্ত ব্যাপার? গারল্যান্ড পটালে মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব জমানো কিছু ব্যাপার নয়। অনেক সময় ট্যুরিস্ট মার্কিন

মেয়েরা মার্ক গারল্যান্ডের পেছনে পেছনে তাঁর ফ্ল্যাটে ঢোকে।

কিন্তু আজকের দিনটা একদম ফাঁকা গেছে। যদি বা দুটো মোটা মার্কিন ট্যুরিস্ট মেয়ের ফটো তুলেছে, ফটোর বদলে কুড়ি ফ্রাঁ চাইতেই ওরা পুলিশ ডাকবে বলেছে।

মার্ক গারল্যান্ড, দোহারা দীঘল চেহারার, শ্যামলা-রং। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, রেডিওর নব ঘোরাতে যায় মার্ক। তখনই কলিংবেল বাজে। সে দরজার ফুটোতে দেখে দুজন ফৌজী রেনকোট আর টুপি পরিহিত, হয়তো আইডেন্টিটি কার্ড চেক করতে এসেছে। এর মধ্যে সি, আই, এ, থেকে কেউ আর আসেনি। হয়তো ডোরির হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হয়তো আমার নামে কিছু রেখে গেছে।

দরজা খুলতেই দুজন বিরাট চেহারার লোক গারল্যান্ডকে ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢোকে।

মার্ক গারল্যান্ড একজনকে চেনে। লোকটা সিয়ার ক্যাপটেন ও' হ্যালোরানের আড়ংধোলাই স্কোয়াডের মাস্তান। নাম ব্রুকম্যান্।

দারুন নিষ্ঠুর, এবং স্যুটিং-এ নিখুঁৎ হাত। ছোকরার আত্মবিশ্বাস দারুণ মনে হচ্ছে, জুতোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন এক্ষুনি বক্সিং-এর রিং-এ লাফিয়ে পড়বে। বালির রঙের চুল, সমতল মুখ, বরফ-ধূসর চোখ, জাতে নিশ্চয়ই আইরিশ।

'কোট পরে নাও। তোমাকে দরকার আছে,' রুক্ষ গলায় বলে ব্রুকম্যান।

'শুনে খুশী হলাম, কার দরকার?' নিশ্চিন্তে পিছিয়ে যায় গারল্যান্ড।

'কাম্ অন্।' ও-ব্রায়েন, সেই আইরিশ ফৌজী ছোকরা ধমক দেয়, 'তোমার জবাব দিতে আসিনি।'

'মাথা গরম করোনা।' ঠাণ্ডা মেজাজে বলে গারল্যান্ড, 'আমি যাচ্ছি।'

ওয়ার্ডরোব থেকে খাটো সাদা রেনকোটটা তুলছে মার্ক গারল্যান্ড, লোক দুটোর দিকে পেছন ফিরে ও কোর্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে...।

'ডোন্ট মুভ!!!'

—হঠাৎ ঘুরেছে মার্ক গারল্যান্ড। তার হাতে অ্যামোনিয়া গান।

লোক দুটো থমকে দাঁড়ায়। ওদের চোখ জ্বলছে। ওরা বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে আছে। গারল্যান্ড টিগারে হাত রাখলে কি হতে পারে, ওরা ভালো করেই জানে।

'মেজাজ সামলে', বলে সিয়ার আড়ং ধোলাই স্কোয়াডের এজেন্ট অস্কার ব্রুকম্যান।

জবাবে গারল্যান্ড হাসে, 'ইউ বিগ ব্লাস্টারিং সনস্ অফ বীচেস! আমি ঘেন্না করি। মানুষকে মেরে তোরা মজা পাস? গেট আউট। তোরা বাইরে না গেলে আমি গুলি করবো!'

সঙ্গে সঙ্গে ব্রুকম্যানের হাতের জোরালো থাপ্পড় ও' ব্রায়েনের মুখে এসে পড়ে। লোকটা পিছু হাটে।

'শাট আপ!' সহকর্মীকে সামলাচ্ছে ব্রুকম্যান। ও জানে, গারল্যান্ড যা বলে, কাজেও তাই করে।

ব্রুকম্যান দাঁত বার করে হাসে। 'আমি শুনেছিলাম তুমি ভাল হয়ে গেছো। মারদাঙ্গায় আগের মতোই আছো দেখছি।'

ও' ব্রায়েনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ব্রুকম্যান। লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে সিয়ার ডিভিশিন্যাল ডিরেক্টর ডোরিকে ফোন করে।

'গারল্যান্ড তোমাকে কাজ দিতে চাই', ডোরির স্বর এখন নরম ও মসৃণ, 'তুমি অনেক টাকা পাবে। তাছাড়া একটা মেয়ে...'

পকেটে আট ফ্রাঁ বাহাত্তর সেন্তিমে আছে, গারল্যান্ড ভেবে দেখে।

'মালকড়ি কত ছাড়বে?'

'দশ হাজার ফ্রাঁ।'

'ডোরি, তুমি মাল টানছো না তো? পরে বলবে, মদের ঘোরে কি বলছ। মেয়েমানুষটি দেখতে কেমন?'

'সুইডিশ, যুবতী ; ব্লন্ড, রূপসী।'

গারল্যান্ড হেসে, 'তাহলে তো কাজটা আমাকে নিতে হয়।'

'এই মেয়েটা যদি কম্যুনিষ্ট চীনের রকেট, পরমাণুবিজ্ঞান ও দুরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী কুং-এর রক্ষিতা এরিকা ওলসেন হয় ও কুং-এর ব্যাপারে অনেক গোপন খবর আমাদের জানাতে পারবে। চীনে জোর খবর নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে কুং। গুজবটা সত্যি কিনা, তাছাড়া কুং-এর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারেও আমরা অনেক কিছু জানতে চাই'।

'আমাকে কি করতে হবে?'

'মেয়েটা অ্যামনেশিয়ায় ভুগছে, স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। তুমি বলবে তুমি ওর স্বামী। প্রমাণ চাইলে— তোমার ম্যারেজ সার্টিফিকেট তৈরী রেখেছি। জাল পাশপোর্টে ওর নাম আছে মিসেস এরিকা গারল্যান্ড। তুমি ধনী ব্যবসায়ী, ফ্রান্সের দক্ষিণে ছুটি কাটাতে এসেছো। ব্যবসার কাজে তুমি প্যারীতে এলে তোমার বউ নিখোঁজ হয়। তারপর মার্কিন হাসপাতালে খোঁজ পেয়ে তাকে নিতে আস। ওখানে তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবে—'

'ইয়া। যদি স্মৃতি ফিরে আসে, তবে ও আমাকে ওর স্বামী সেজে এতদিন ওর পাশে শোয়ার ব্যাপারে আমাকে বদমায়েস, হারামী ভাববে না—'

'পয়লা নম্বর হারামি সাজার জন্যে তুমি দশ হাজার ডলার পাবে।'

'এজ-এর ভিলাটা কার?'

'আমার। ওখানে আর কেউ নেই। ফাঁকা জায়গায় বাড়ি, নিরাপদ, আরামদায়ক।'

'ওয়েল। মালকড়ি বেশ কামাচ্ছো। নইলে নিজের ভিলা—'

'কাজটা তুমি করবে তো?'

'তোমার চামচা রোসল্যান্ড আমাকে বলেছে, তুমি তিলে খচ্চর। এই সুইডিস যদি ধুমসী হয়, দশ হাজার ফ্রাঙ্ক পেলেও আমি মোটা মেয়ের সঙ্গে শুতে পারবো না।'

জন ডোরি একটা ফটো বার করে বলে, 'তোমাকে একটা মেয়েলি পাছার তিনটে উল্কি আঁকা চীনা অক্ষরের ফটো দেখাবো।'

খুশী হয়ে, 'চলবে। ওপরটা তেমনি সুন্দর তো?'

জবাবে ডোরি পাশপোর্টটা খুলে মেয়েটির ফটো দেখায়।

'বেশ চুক্তি হয়ে গেল। কখন যাবো?'

'তোমার জন্যে ২০২ মারসিডিজ মডেলের গাড়ি তৈরী, এখুনি যাবে। এই নাও তোমার কাগজপত্র।'

'মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'ফ্রাঁস-মার্তি ম্যাগাজিন খবরটা ছেপেছে। সাবধানে থেকো—'

'জানতাম, ঝামেলা তো থাকবেই।'

'দু হাজার এখন দেবো। বাকিটা পরে—'

'বড়লোক ব্যবসায়ী সাজতে হলে খরচা হবে। খরচখরচার জন্য কিছু—'

'পাবে না। যা দরকার, আমার চাকর ডায়ালো তোমাকে দেবে। দরকার মতো সে আমার অ্যাকাউন্টের টাকা তুলবে। তুমি না, বুঝেছো গারল্যান্ড—'

'আমাকে তুমি এতো বিশ্বাস করো—'

'ছোট একটা রেডিও-পিল দেবো। আঙুরের বীজের মতো সাইজ। মেয়েটাকে গিলিয়ে দিও। ওর শরীরের ভেতরের গরমে এটা চালু হলে একশো কিলোমিটারের মধ্যে বিশেষ ধরনের র‍্যাডার রিসিভারে ধরা পড়বে। সুতরাং ও নাগালের বাইরে গেলেও ওকে ফের ধরা যাবে। তুমি পিলটা তোমার বুড়ো আঙ্গুলের নখের নীচে রেখো—'

'তার মানে ঝামেলা বাঁধবেই।'

'বাঁধতে পারে। আমার এজেন্ট তোমার দিকে নজর রাখবে। একবার মেয়েটাকে নিয়ে এজ-এর ভিলায় উঠতে পারলেই তুমি নিরাপদ।'

...

ফোন রেখে মার্ক গারল্যান্ড নীচে নামছে। মাঝপথে ও থামে। সিয়ার মারদাঙ্গা স্কোয়াডের

দুই এজেন্ট ব্রুকম্যান আর ও'ব্রায়েন উঠে আসছে। দুটো লোকই ওর দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।

তোমাদের বুরবক্ বড়কর্তার সঙ্গে ফোনে কথা হলো। আমি নাকি হঠাৎ ভি. আই, পি বনে গেছি?

ও'ব্রায়েনের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

'গারল্যান্ড, তোমার মতো বেজন্মা শয়তানদের আমি পছন্দ করিনা। তুমি আমার পাল্লায় পড়লে পেঁদিয়ে টিট করে অ্যাকশন কাকে বলে বুঝিয়ে দেবো।'

'অস্কার, তোমায় ক্ষুদে দোস্ত মাস্তান মনে হচ্ছে?' ব্রুকম্যানের দিকে তাকায় গারল্যান্ড, 'ওকে সামলাও। নইলে বেচারা মারধোর খাবে।'

ব্রুকম্যান বলে, 'ওঃ, ঝামেলা বন্ধ করো।'

পকেট থেকে রুমাল বার করে গারল্যান্ড নাক ঝাড়তে গিয়ে রুমালটা মেঝেতে পড়ে ও কুড়োতে যায়।

হঠাৎ ও'ব্রায়েনের ট্রাউজারের পা দুটো ধরে ওপর দিকে গারল্যান্ড টানে। একটা চাপা আর্তনাদ করে সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে। ওর পিঠটা কাঠের রেলিং-এ ধাক্কা খায়, রেলিং ভেঙ্গে নীচের তলায় ছিটকে পড়ে ও' ব্রায়েন। ও'ব্রায়েন সামান্য নড়ে স্থির হয়ে যায়।

চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঃ ভাঙা রেলিংয়ে ঝুঁকে সহকর্মীকে দেখে ব্রুকম্যান।

'য়্যু ক্রেজী বাস্টার্ড! লোকটা যদি মরে যায়...'

'মস্তানরা সহজে মরে না,' খুশ মেজাজে বলে গারল্যান্ড।

ব্রুকম্যানের হ্যাটটা ধরে টুপিটা ওর চোখের ওপর চেপে ধরে।

খিস্তি করে পিছিয়ে যাচ্ছে ব্রুকম্যান। ওর মেদহীন তলপেটে ঘুষি ঝাড়ে গারল্যান্ড। লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

'এসো গারল্যান্ড, কেমন আছো?'

'তাতে তোমার কি? ঝামেলায় না পড়লে তোমার মতো হাড়বজ্জাৎ, আমাকে ডাকে?'

চেয়ারে বসে হাসছে মার্ক গারল্যান্ড, 'ডোরি, অফিসের বাইরে সোনালী অক্ষরে তোমার নাম? ওয়াশিংটনে কাজের লোকের অভাব পড়েছে?'

'ইউ ইনসোলেন্ট সন অফ এ বীচ!' ডোরি হাসে, 'মারদাঙ্গায় তোমার এলেম আছে। তোমার অবস্থাও ভালো যাচ্ছে না। রাস্তায় ফটো তোলার ধান্দাটা—'

'স্পাইগিরি করতে যেয়ে আলসারে ভোগার চাইতে, ছুঁড়ীদের ফটো খেঁচা অনেক ভালো—'
'দশ হাজার ফ্রাঙ্ক পেলে যে কোন হারামির বাচ্চার কাজ করতে রাজি।'

'তোমার দুটো ধান্দা—টাকা আর মেয়েমানুষ—'

'কাজটা কি বলো দেখি—'

গারল্যান্ডের-ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে ডোরি ভাবছে, শক্তসমর্থ গারল্যান্ড, একে দিয়েই হবে।

ডোরি ভাবে লোকটাকে এড়িয়ে চলি। কিন্তু ওকে কাজে না লাগিয়ে উপায় নেই—

'প্ল্যানটা ভালো স্যার। গারল্যান্ডকে বেছে নিয়ে ভালো করেছেন।'

'আমেরিকান হাসপাতাল থেকে ফলো করবে ও যেন বুঝতে না পরে, ঝামেলায় পড়লে সাহায্য করবে। গারল্যান্ডের গাড়ি ২০২ মারসিডিজ, রং কালো, নম্বর ৮৮৮। ও মেয়েটাকে রেডিও পিল খাওয়াবে। তোমার গাড়িতে র‍্যাডার-স্ক্যানার থাকবে। মেয়েটা না চলে যায়। দরকার হলে ও'হ্যালোরানের মাস্তানদের সাহায্য নিও।' একশ ফ্র্যাঙ্কের প্যাকেট এজেন্টের দিকে বাড়িয়ে দেয় ডোরি, 'তুমি কখনো টাকা চাওনা। গারল্যান্ড সব সময় চায়—'

'স্যার, ওই শয়তান গারল্যান্ড আমার এক এজেন্টকে মেরে ফ্ল্যাট করে দিয়েছে। মাইক ও'ব্রায়েনের কলার বোন ও পাঁজরার হাড় ভেঙেছে। ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গারল্যান্ড ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—'

'হঠাৎ?'

'ও'ব্রায়েন ও ব্রুকম্যান বাড়াবাড়ি করেছিলো।'

ডোরি আস্তে আস্তে বলে, 'সে তো মারদাঙ্গায় ওস্তাদ। তাকে মেরে ফ্ল্যাট করে দিতে পারে গারল্যান্ড...তার মানে, আমি ঠিক লোকই বেছেছি। আর খবর?'

'পিকিং থেকে রিপোর্ট এসেছে, ২৩শে জুন থেকে কুং-এর রক্ষিতা এরিকা ওলসেন নিখোঁজ। ঐ চেহারার মেয়ে হংকং-এ আসে। দু'দিন পরে ইস্তাম্বুল। সেখানে নাম বলে, নাওমি হিল। হংকং বলছে, পিকিং থেকে আসার সময় দুটো ভারী স্যুটকেশ ছিল। কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। কোন বন্ধুর সঙ্গে থাকতো বোধ হয়,'? ডোরি চিন্তিত, 'কোন হোটেলে, বলছে না, ওখানে উঠেছিল? লাগেজ পাওয়া যাচ্ছে না—'

।। কম্যুনিষ্ট চীনের গুপ্তচর ।।

বৃষ্টি পড়ছে। আমেররিকার হাসপাতাল থেকে নার্সরা বেরিয়ে আসছে। অনেকে ছাতা খুলেছে। ব্যুলেভার্দ ভিকতর হ্যগো পেরিয়ে ওরা নার্সেস্ কোয়ার্টারে যাবে।

স্পোর্টসকারে বসে কম্যুনিষ্ট চীনের দুই এজেন্ট। সাদু মিচেল ও খুনী জো জো চ্যানডি।

'ওদের ধরো,' জো জো বলে, 'এরিকা ওলসেন হাসপাতালের কোন তলায় আছে, ওরা জানে। বলো, কাগজের রিপোর্টার—'

'কিন্তু বলবে কেন? তাছাড়া চিনে রাখতে পারে...।'

ততক্ষণে নার্সদের দঙ্গল অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

হাসপাতাল থেকে দেরীতে বেরিয়েছে একটা নার্স। কাছেই বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী হচ্ছে। নার্সটা অল্পবয়সী মেয়ে। শ্যামলা রং।

'মাদমোয়াজেল, আমি প্যারী ম্যাচ-এর রিপোর্টার। দয়া করে বলবেন, যে সুইডিস মহিলার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, তিনি কোন ঘরে থাকেন?'

'ইনফরমেশন ডেস্কে জিজ্ঞেস করুন—'

জো জো'র ডান হাতটা ঝলসে ওঠে, গোঙানির আওয়াজ তুলে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে নার্স।

ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে নার্সের ক্যাপ খুলে মাথার চুলের মুঠো ধরে টানছে জো-জো।

'চেঁচালে খুন করবো, সুইডিস মেয়েটা কোন তলার কোন ঘরে আছে বল্ মাগী...। বল মাগী, জলদি বল্...'

'১১২ নম্বর ঘর, ছতলা,' মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। নার্সের গলা কেটে দিলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিথর হয়ে যায় মেয়েলী শরীর।

রক্তমাখা ছুরির ফলা নার্সের ইউনিফর্মে মুছে ফেলে কম্যুনিষ্ট চীনের ফরাসী স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী জো জো চ্যানডি।

লাইটারের আলোয় নার্সের মুখ দেখে স্তম্ভিত সাদু মিচেল।

'একি? মেয়েটাকে খুন করলে?'

'বেঁচে থাকলে তোমাকে চিনিয়ে দিতো, চলো, সময় নষ্ট করো না।' পাইপ বেয়ে ওপরে উঠছে জো জো চ্যানডি, কার্নিশ ধরেছে। এখন ও হাসপাতালের চারতলায় পৌঁছেছে। নীচে পায়চারী করছে সাদু। অ্যাম্বুলেন্স হতে বিশাল দৈত্যাকার পুরুষ, মাথায় রূপোলী চুল, পরনে সাদা অ্যাপ্রন ড্রাইভারের সীট থেকে নেমে আসে।

ওসবে মন দেয়না জো জো। ওপরের কার্নিশটা দশ ফুট উঁচুতে। বৃষ্টিভেজা পিচ্ছল পাইপ। হঠাৎ হাত পিছলে যায়। একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দোলে জো-জো।

কিন্তু পাইপ বেয়ে ফুট তিনেক গড়িয়েই সে ব্যালান্স ফিরে পায়। তার কুৎসিৎ দাঁতে হাসির ঝিলিক। মৃত্যুকে ভয় পায় না জো জো। টাকার বদলে জীবনের ঝুঁকি নিতে তৈরী।

নীচে দাঁড়িয়ে সাদু মিচেল দেখছে, তার সঙ্গী জো জো চ্যানডি পাইপ বেয়ে নীচে গড়িয়ে যাচ্ছে। সে আঁৎকে ওঠে। নাঃ পড়তে পড়তে সামলে নিলো জো জো, এখন সে পাঁচতলার

কার্নিশে পা রেখে ছ'তলায় উঠছে।

সাদুর বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ডের ধক ধক শব্দ। আর একদল নার্স হাসতে হাসতে হাসপাতালের গেট থেকে বেরিয়ে আসছে। পাছে কেউ চিনে ফেলে, সেই ভয়ে গাড়িতে উঠে বসে। ততক্ষণে ছ'তলার কার্নিশে উঠে প্রত্যেকটা আলো জ্বালা জানালায় উঁকি দিয়ে এরিকা ওলসেনকে খুঁজছে পেশাদার খুনি জো জো চ্যান্‌ডি।

জো জো জানে না, যে নার্সটাকে সে খুন করেছে, সে মরার আগে মিথ্যে বলে গেছে। হাসপাতালের ছ'তলায় কোন মেয়ে-রুগী নেই। ১১২ নম্বরের কোন ঘরও নেই এই হাসপাতালে।

* * *

।। সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই ।।

মার্কিন সান্ত্রী উইলি জ্যাকসন হাসপাতালের করিডোরে টহল দিতে দিতে অটোমেটিক রাইফেলটা কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে নেয়। তার হাতঘড়িতে রাত দশটা বেজে দশ মিনিট। ডিউটি দিতে হবে আরও দু'ঘণ্টা।

'শেপ'-এর হেডকোয়ার্টারে বৃষ্টির মধ্যে টহল দেওয়ার চাইতে হাসপাতালে পাহারা দেওয়া অনেক ভালো।

করিডোরে হাঁটার সময় তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পাছা দুলিয়ে চলে গেল এক নার্স।

সান্ত্রী উইলি জ্যাকসন ডিসিপ্লিন মানে। তার উচ্চাশা আছে। তার মতে আইসেনহাওয়ার, ব্রাডলী ও প্যাটন পৃথিবীর সর্বকালের সেরা পুরুষ। কুড়ি বছর পরে সে নিজেও জেনারেল হবার আশা রাখে।

উইলি জ্যাকসনের বয়স তেইশ বছর। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, শ্যুটিং-এ নিখুঁত হাত। ওদের ব্যাটালিয়ানে উইলি বক্সিং-এ লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন, শেপ বেসবল টিমে সে সেরা পিচার।

ভালো সৈনিক হবার মত সবগুণ আছে বলেই বিপদে পড়লো উইলি।

নার্স চলে যাবার পর থেকেই ভাবছিল, ওই নার্স মেয়েটি তার সঙ্গে শুতে রাজি হলে সে কি করবে।

ঠিক সে সময় লিফটের দরজা খুলে করিডরে পা রাখলো মার্কিন ফৌজের কর্নেলের য়্যুনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক।

ফৌজি অফিসারদের বড্ড সমীহ করে জ্যাকসন। অফিসার দেখে তাব বুদ্ধি লোপ পেলো।

এই বয়সে কর্নেল হওয়ার স্বপ্ন দেখে উইলি। শক্ত সমর্থ চেহারার কর্নেলকে দেখে রাইফেল ঝড়াংঝাট করে স্যালুট করলো উইলি, পুরো করিডরটা কেঁপে উঠলো।

'সোলজার, তুমি এখানে কি কবছো?' ফৌজী কর্নেলের স্টাইলে গাঁক্‌গাঁক্ করে বলে স্মারনফ।

'করিডর পাহারা দিচ্ছি স্যার।'

'জেনারেল ওয়েনরাইট কতো নম্বরে আছেন?'

'১৪৭ নম্বর স্যার।'

'তুমি জেনারেলকে পাহারা দিচ্ছো।'

'না স্যার। ১৪০ নম্বরের রোগিনীকে পাহারা দিচ্ছি।'

'অ্যাট ইজ সোলজার। ওই মেয়েটারই পাছায় উল্কির দাগ?'

'আমি জানিনা স্যার।'

'জেনারেল কেমন আছেন?'

'বলতে পারলাম না স্যার।'

'বুড়ো ষাঁড়টা কোন ঘরে আছে বললে?'

জেনারেলকে কর্নেল অসম্মান দেখানোয় একটু আহত উইলি।

'১৪৭ নম্বর ঘর, স্যার।'

'ওকে, ক্যারী অন্ সোলজার।'

টানটান শরীর, ভারী পায়ে করিডর বেয়ে হেঁটে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় কর্নেলবেশি স্মারনফ।

'ইউ...সোলজার!!!'

'স্যার!'

'আমার জীপে ব্রীফকেস ফেলে এসেছি। ওটা নিয়ে এসো।'

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো লিফটের দিকে ঘুরছিলো জ্যাকসন, আচমকা থেমে বলে :

'কিন্তু স্যার, আমি পাহারা দিচ্ছি...'

'ইউ আর রিলিভড! আমি তো এখানে রয়েছি, তাই না? ব্রিফকেসটা নিয়ে এসো—'

'ইয়েস স্যার।'

জ্যাকসন বোতাম টিপতেই লিফট উঠে আসে, অটোমেটিক লিফটে চড়ে নীচে নামে উইলি। ড্রাইভে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন ফৌজী জীপ, ফৌজী ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক কথা বলছে।

'কর্নেলের ব্রিফকেস,' জ্যাকসন বলে।

'ওহ্, ইয়া,...'

তারপর সেকেন্ডের মধ্যে কি যে ঘটে গেল, পরেও ভালোমতো বুঝতে পারেনি জ্যাকসন।

একজন সান্ত্রী ওর চোয়ালে ঘুঁষি ঝাড়লো, হাতের মুঠোয় পেতলের ডাস্টার। জ্যাকসন পড়ে যেতেই ওর অটোমেটিক রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল অন্য সান্ত্রী।

তারপর অচেতন জ্যাকসনকে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিয়ে জীপ স্টার্ট করে।

ব্রিফ্‌কেস হাতে মার্কিন সৈনিক।...

আসল নাম কোরডাক, সোভিয়েত রাশিয়ার আর এক স্পাই, হাসপাতালের রিসেপশন ক্লার্কের দিকে মাথা নেড়ে লিফটে উঠলো কোরডাক।

পাঁচতলায় করিডরের সামনে পায়চারি করছে স্মারনফ।

'ওয়েল!'

'কোন ঝামেলা হয়নি,' রোগা চেহারা, শ্যামল রং কোরডাক দাঁত বার করে হাসে।

স্মারনফকে ব্রিফকেসটা দিয়ে সে অটোমেটিক রাইফেলটা কাঁধে তুলে করিডোরে টহল দিতে থাকে।

ল্যাভারারিতে ঢুকে ব্রিফকেস থেকে ডাক্তারের সাদা অ্যাপ্রন বার করে ইউনিফর্মের ওপরে পরে নেয় স্মারনফ। স্টেথোস্কোপ বার করে সে গলায় ঝোলায়, হাতে ইনজেক্‌সনের সিরিঞ্জ আর ডায়াল ভর্তি জলের মত ওষুধ—এখন করিডোরে বেঁয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওয়ার্ডের ডাক্তার।

'কোরডাক, হুইল-স্ট্রেচার জোগাড় করো', বলেই করিডর বেয়ে ১৪০ নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সোভিয়েত স্পাই।

১৪০ নম্বর ঘরের ম্লান আলোয় যুবতী হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। বড় বড় নীলাভ-কালো চোখ দুটো স্মারনফকে দেখছে।

'গুড ইভনিং,' ডাক্তারের বেশে স্মারনফ বলে, 'এখন ইনজেকশন দেবো। রাতে ভালো ঘুম হওয়া দরকার।'

।। স্পাই বনাম স্পাই ।।

আপনি আপনার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে চান? মিষ্টার গারল্যান্ড। রিসেপশন ক্লার্কের ফোন পেয়ে নীচে এসেছে নার্স জিনি রোস্। ডক্টর ফরেষ্টার বলেছেন, 'আপনি আসবেন। গাড়ি আছে তো? হ্যাঁ, উনি গাড়িতে যেতে পারবেন, চলুন—'

নার্সের হাসিখুশী চোখ, মুখ দেখে গারল্যান্ডের ভালো লেগেছে।

তারপর লিফটে. .

'মিস্টার গারল্যান্ড, আপনার স্ত্রীর পাছায় উল্কি আঁকা আপনারই আইডিয়া।'

'না, না, পারিবারিক ঐতিহ্য,' গম্ভীর হয়ে বলে গারল্যান্ড, 'আমার শাশুড়ীর পেছনেও এমনি উল্কি আঁকা—'

'সে কি?' চোখ বড়ো বড়ো করে বলে জিনি।

'আমার বউ উল্কির জন্য দারুন গর্বিত। নজর রাখতে হয়। অন্য লোককে উল্কি দেখাতে চায়।

উদ্ধিটা বেয়াড়া জায়গায়, বুঝতে পারছেন—'

'আপনি ইয়ার্কি মারছেন,' নার্স হেসে ওঠে।

১৪০ নম্বর ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় গারল্যান্ড।

সাদা মোটাসোটা চেহারার ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে পেসেন্ট দেখছে।

'ও, আই অ্যাম সরি,' গারল্যান্ড বলে।

'নার্স, এই ভদ্রলোক কে?' ভারিক্কী চালে বলে ডাক্তার বেশী স্মারনফ।

অল্পদিন হলো হাসপাতালে এসেছে নার্স জিনি। এই ডাক্তারকে আগে দেখেনি। সে সাবধান হয়ে যায়।

'আই অ্যাম সরি ডক্টর।'

'আমার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই,' গারল্যান্ড বলছে, 'ডক্টর ফরেস্টার রাজি হয়েছেন।'

ছায়ায় সরে সিরিঞ্জটা পকেটে পোরে স্মারনফ্। একে কোথায় যেন দেখেছি? নিশ্চয়ই সিয়ার চীফ জন্ ডোরির কোন এজেন্ট! তার মানে ঝামেলা...

'ওকে তো ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ও ঘুমোবে। কাল নিয়ে যাবেন—'

হাসপাতালে ডাক্তারকে দেবতা ভাবে। স্টেথো এবং সবজান্তা ভাব—

'মাফ করবেন, ডক্টর, কিন্তু বলা হয়েছিল, আজ রাতেই ওকে নিয়ে যেতে পারি—'

'না, পারেন না,' খিঁচিয়ে ওঠে স্মারনফ, 'কি শুনলেন না? ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কাল সকালের আগে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

অগত্যা পা বাড়ায় গারল্যান্ড।

হঠাৎ চোখে পড়ে, সাদা কোটের নীচে ডাক্তার খাকি ট্রাউজার পরা। জুতোজোড়া ফৌজী ধরনের। এই মুখ কোথায় যেন দেখেছি? সেনেগালের মরুভূমিতে রাশিয়ান স্পাইটা আমার দিকে গুলি চালিয়েছিল ..কিন্তু সে তো খতম হয়ে গেছে...'

দরজা খোলে গারল্যান্ড।

হুইল-স্ট্রেচার নিয়ে আসছে কোরডাক।

স্ট্রেচারের ওপরে রাইফেল।

'ডোন্ট মুভ!'

বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষিপ্র কোডাক রাইফেল তুলে গারল্যান্ডের দিকে উঁচিয়ে ধরেছে।

নার্স জিনি মুখ খুলতেই স্মারনফের শক্ত হাত তার মুখ চেপে ধরে।

'চেঁচালে ঘাড় ভেঙে দেবো,' বলে ওঠে স্মারনফ।

'ইউ অ্যান্ড ইউ!' পিস্তলের নল গারল্যান্ড থেকে জিনির দিকে ঘোরে, 'একে স্ট্রেচারে তোলো। হারি আপ!'

স্ট্রেচারে যুবতীকে তোলবার সময় পড়ে যাচ্ছিল গারল্যান্ড।

'সাবধানে! খিঁচিয়ে ওঠে স্মারনফ।

জিনির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ওর সাহায্য নিয়ে মেয়েটাকে স্ট্রেচারে তোলবার সময় জিনিকে চোখ টিপেছে গারল্যান্ড। তাতে নার্স আশ্বস্ত হয়নি।

ইতিমধ্যে...

'কম্যুনিষ্ট চীনের স্পাই জো জো চ্যানডিও বসে নেই। ছ'তলার জানালা খোলা পেয়ে সবকটা ঘর খুঁজে সে বুঝেছে নার্সটা গুল্ মেরেছিল। সুইডিস রোগিনী এই তলাতে নেই।

হাতে সাইলেন্সার-সমেত পিস্তল, ছুটতে ছুটতে পাঁচতলায় নামে। এবং শব্দ শুনে পিছিয়ে আসে।

অটোমেটিক রাইফেল হাতে সান্ত্রী!

তার মানে...

সেই সুইডিস মেয়েটা এই তলারই কোন ঘরে আছে। এখন ছ'তলায় ফিরে পাইপ বেয়ে পাঁচ তলায় নামবে, তারপর উঁকি মেরে খুঁজে বার করবে।

সাবধানে ঝুঁকে জো জো দেখে, স্ট্রেচারের ওপরে ব্লন্ড যুবতী। লম্বা স্যাটপরা লোক স্ট্রেচার

ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, পেছনে মার্কিন ফৌজী একটা লোক। তার হাতে ফরটিফাইভ অটোমেটিক। পেছনে নার্স, কিছু হয়েছে, আন্দাজ করে জো জো।

'লিফটে যদি ঝামেলা বাঁধাও, গুলি চালাবো।'

'আমার ঝামেলা বাঁধাতে দায় পড়েছে, মেয়েটাকে কব্জা করেছো, আমার কি?' গারল্যান্ড বলে।

'তোমার মতো লোককে কি করে কাজ দেয় ডোরি?'

'ডোরি উজবুক। আমাকে ফ্যাসাদে ফেলো না।'

গারল্যান্ড বলে, রিসেপসন ক্লার্ককে, 'বউকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি? হ্যাঁ নিশ্চয়', তারপর পিস্তল হাতে স্মারনফ আর রাইফেল হাতে কোরডাককে দেখে, 'এসব কি?'

'আমার বউ ভি, আই, পি, বনে গেছে। মার্কিন ফৌজের পাহারায় ওকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

স্ট্রেচার নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে যায় গারল্যান্ড ও জিনি। পেছনে স্মারনফ ও কোরডাক। অ্যাম্বুলেন্সের সামনে সোভিয়েত স্পাই মালিককে দেখে চমকে ওঠে গারল্যান্ড।

'কমরেড মালিক, আমি ভেবেছিলাম, ক'মাস আগেই খতম হয়ে গেছো—'

'আমি অতো সহজে মরি না। গেট ইন্ অ্যান্ড শাট আপ্।'

তারপর নার্স জিনির দিকে তাকিয়ে—

'তুমিও ওঠো।'

নার্সকে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়েছিল গারল্যান্ড, জিনি ওকে পাত্তা না দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে বসলো।

ড্রাইভিং-সীটে স্মারনফ ও কোরডাক। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে গারল্যান্ড, জিনি, স্ট্রেচারে রোগিনী এবং রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক।

'আহ! তার মানেই ঝামেলা—'

র‍্যাডার স্ক্যানার অন্ করলো কারম্যান। তার মানে গারল্যান্ড সুইডিস মেয়েটাকে রেডিও পিল খাইয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স যখন পং দ্য নাঙ্গর পেরিয়ে ছুটে চলেছে, তখন নিরাপদ দূরত্বে, ফলো করে চলেছে কারম্যানের থ্রি পয়েন্ট এইট জাগুয়ার মডেলের গাড়ি।

গাড়িতে বসে সাদু মিচেলও দেখেছে। ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি।

পাখী উড়ে গেছে, সাদুর সহকর্মী জো জো চ্যানডি বুঝেছে। সে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ব্যর্থতাকে ক্ষমা করে না কম্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্রের হর্তাকর্তা ইয়েৎ-সেন। পিস্তল থেকে সাইলেন্সার খুলে পকেটে রাখে। তারপর নীচে নামে। লিফটের খাচা থামাতেই একটা ছায়া তীরবেগে ক্লার্কের পাশ দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছুটে যায়। সে চমকে ওঠার আগেই জো জো সাদুর গাড়িতে উঠে বসেছে।

'গাড়ি স্টার্ট করো।'

'কি হয়েছে?'

'সর্বনাশ! ইয়েৎ-সেন বলেছে, আজই সুইডিস মেয়েটাকে খতম করতে হবে। অপারেশন ব্যর্থ হলে ইয়েৎ-সেন কি বলবে? তার থেকে বড়ো কথা, পার্ল কুও কি বলবে? এর থেকে বড় কথা, পার্ল বলেছে কাজ না হলে ইয়েৎ-সেন খুন করতে পারে।'

'মেয়েটিকে খুঁজে বার করতেই হবে।'

জো জো, তারপর বলে :

'আগে বললে না কেন? অ্যাম্বুলেন্সটা ফলো করতে পারতাম। পরে দেখা যাবে। জো জোকে চড় মেরে কেউ পার পাবে না।'

হারামীর বাচ্চা জো-জোর জন্য আমেরিকানরা সুইডিস মেয়েটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে—

'ইয়াংকিরা সুইডিস মেয়েটাকে কোন চুলোয় রেখেছে, আমি কি করে জানবো?'

'সে কথা তোমার জেনে কাজ নেই। তোমার গাড়ি আছে তো?' সাদা রেনকোট পরে বলে পার্ল, 'তুমি ইয়েৎ-সেনকে ফোন করো। আমার ফিরতে দেরি হবে না।'

ইতিমধ্যে...

'গারল্যান্ড তুমি মেয়েটার স্বামী সেজেছিলে? ওকে কোথায় নিয়ে যেতে?'

ডোরি মার্কিন দূতাবাসে একটা ঘর ঠিক করেছে। ধান্দা ছিল, স্বামী সেজে পীরিত করে কথা আদায় করা। শোনো মালিক, আমার কথা আছে। মেয়েটার স্বামী সেজে কথা আদায় করে ডোবিব বদলে তোমাকে জানাই। রাশিয়ান কমরেড, তুমি যদি আমাকে তিরিশ হাজার ডলার দাও—

'বেইমান। বিশ্বাসঘাতক!' গজগজ করছে নার্স জিনি।

'গারল্যান্ড, তোমার চেয়ে বিষাক্ত সাপকে বেশি বিশ্বাস করি। মেয়েটার থেকে কথা আদায় করার জন্য তোমার দরকার হবে না। বুঝতে পারি না, তোমার মতো স্বার্থপরকে ডোরি কি করে এসব কাজ দেয়? একটু পরেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে তোমাকে আর নার্সকে নামিয়ে দেবো। তুমি ডোরিকে বলবে একাজটা তোমার দ্বারা হলো না। তোমাকে খুন করার কোন অর্ডার আমাকে দেওয়া হয়নি।'

'কমরেড, আমি তোমার কাছে ঘেঁসবো না,' গারল্যান্ড বলে।

'তোমাকে নামিয়ে আমরা গাড়ি বদলাবো। সুতরাং ফলো করনা...'

'আমার ফলো করতে দায় পড়েছে। দেখিয়েছি যে আমি মেয়েটাকে কব্জা করার চেষ্টা করেছিলাম। কাজটা হয়নি। আমি টাকা পেয়ে গেছি এখন ডোরি মরুকগে।'

মালিক ভাবে, ইয়াংকিদের এই এজেন্ট নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবে না। আমিও এই ইয়াংকি এজেন্টের মতো যদি টাকা ও নিজের স্বার্থ দেখতাম তাহলে কতো সহজ হতো আমার জীবন। জোরে বৃষ্টি পড়ছে, যে অটো রুটটা ভিল্ দ্যভ্রের দিকে গেছে, তারই মোড়ে স্মারনফ গাড়ি থামায়। ট্রাফিকের ভীড় বিশেষ নেই।

'গেট আউট।' পিস্তল উঁচিয়ে বলে মালিক।

বেচারা জিনি ততক্ষণে নেমে গেছে। গারল্যান্ডও নেমে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের লাল আলো মিলিয়ে যায়।

নার্সের মুখে রাগের ছাপ। 'তুমি না পুরুষ, তোমার লজ্জা করে না?'

'আমার মা তাই ভেবেছিলেন।' গারল্যান্ড বৃষ্টির জন্যে বিব্রত, 'নইলে আমার মার্ক নাম রাখবেন কেন?'

'মেয়েটাকে ওরা কিডন্যাপ করেছে। তুমি কিছু করবে না?'

'তুমিই বলো, কি করবো। হতচ্ছাড়া বৃষ্টি...'

'একটা গাড়ি থামিয়ে ওদের পিছু নিলে হতো।'

'ওদের কাছে পিস্তল আর অটোমেটিক রাইফেল আছে—মরবার জন্যে ওদের ফলো করবো।'

রাগের চোটে আর একটু হলে গারল্যান্ডকে জিনি মেরেই বসতো। গাড়ি থামিয়ে পুলিশে খবর দাও।

ভিজে ঘাসে পা ঠুকছে জিনি।

হেড লাইটের আলো দেখে রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়ায় গারল্যান্ড।

গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসছে সিয়ার এজেন্ট কারম্যান।

আমি ভেবেছিলাম, ওরা তোমাদের নামিয়ে দেবে। র‍্যাডার স্ক্রীনে ব্লিপ ব্লিপ সঙ্কেতগুলো চমৎকার আসছে। চলো—

পেছনে জিনি আর সামনের সীটে গারল্যান্ড।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।
।। ওস্তাদের মার ।।

ম্যালমেইসঁর একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ির গেটের ভেতর অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে যায়। আলো জ্বলে, সিঁড়ি ভেঙ্গে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে সোভিয়েত মহিলা স্পাই মারনা ডোরিনস্কা।

পরনে কালো সূতীর প্যান্টে গোঁজা পুরুষের উপযোগী লাল রঙের শার্ট। বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, ছ'ফুট লম্বা, কালো চুল যেন মাথায় প্লাস্টার করে সাঁটা, এবড়ো খেবড়ো শক্ত

চেহারা। প্রকাণ্ড হাত দুটো আর পেশীবহুল শরীর দেখলে মনে হয়, মদ্দা না মেয়েমানুষ। মারনা ডোরিনস্কা মালিকের মতো। ওদের সাফল্যের কারণ কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা ও ক্ষুরধাব বুদ্ধি।

'ওকে ভেতরে নিয়ে যাও, তোমাদের কেউ ফলো করেনি তো?' মারনা বলে।

'তার মানে?' মালিক খিঁচিয়ে ওঠে। এই মেয়ে মানুষটাকে সে দেখেছে, পুরুষ এজেন্টদের ওপরে টেক্কা দেয়।

মারনাকে দেখেই মনে হচ্ছে মালিককে সে ঘেন্না করে। সে বলে, 'ডোরিকে অত বোকা ভাবা উচিৎ নয়, তোমরা গাড়ি সরিয়ে ফেলো, কারও নজরে পড়বে।'

'সে আমি বুঝবো। তোমার কাজ ওই মেয়েটাকে দেখাশোনা করা।'

মারনা চলে যায়।

'স্মারনফ, গাড়িটা সরাতে হবে। কোরডাক ছাড়া আর কে এখানে পাহারা দেবে?'

'আমার তিনজন সেরা এজেন্ট, ও নিরাপদেই থাকবে।'

এখন মালিক প্যারীতে যাবে, দূতাবাসে রিপোর্ট দেবে, কাল সকালে এসে সুইডিস মেয়েটাব কাছে কথা আদায় করবে।

স্মারনফ অ্যাম্বুলেন্সে স্টার্ট দেওয়ার পব মালিক বলে, 'বোকা গারল্যান্ড শেষে আমার সঙ্গে দর কষাকষি করছিল---'

মালিক আর স্মাবনফের গাড়ি চলে যাওয়ার পর জাগুযার গাড়িটার ভেতরে গাবল্যান্ড কাবম্যানকে বলে .

এবার ওস্তাদের মার...

গাড়ির ভেতরে টেলিফোন বেজে ওঠে।

গারল্যান্ড। ডোরির গলা সপ্তমে চড়েছে। 'তুমি কবছোটা কি? মেয়েটাকে তুমি কব্জা করতে পারলেনা? আমি এখন ওয়াশিংটনকে কি বলবো?'

'জাহান্নামে যেতে বলো। তুমি কাজ দিয়েছো, কাজ করলে টাকা পাবো তো? বস, ঠিক আছে।' ফোন রেখে কারম্যানের দিকে তাকিয়ে, বুড়োর অনেক আগেই রিটায়ার নেওয়া উচিৎ ছিল। 'চলো, জ্যাক। কাল সকালে আমাকে এজ-এ পৌঁছতে হবেই।'

'বাস্টার্ড,' জ্যাক হেসে ওঠে, 'ওখানে ঢুকে আমরা এক ডজন শক্ত সমর্থ সোভিয়েত স্পাইকে গুলি করে খতম করবো নাকি?'

'তুমি-আমি তা পারি। রাশিয়ানরা মারদাঙ্গার কি বোঝে?'

'ঝামেলায় কাজ নেই,' ড্যাশবোর্ডের প্যানেল খোলে কারম্যান, 'ভেতরে দুটো গ্যাসগান আর গ্যাস মাস্ক আছে।'

এক ইঞ্চি চওড়া ফুটোওলা গ্যাস বন্দুক গারল্যান্ডের হাতে তুলে দিয়ে কারম্যান বলে, 'সাবধানে কিন্তু। এতে যা গ্যাস আছে এক ব্যাটালিয়ান ফৌজকে বেহুঁশ করার পক্ষে যথেষ্ট।'

মুখে গ্যাস-মাস্কের মুখোশ আঁটতে আঁটতে গারল্যান্ড জিনিকে বলে, 'বেবী চুপচাপ বসো। আমবা তোমার পেসেন্টকে নিয়ে আসছি।'

গারল্যান্ডের সম্বন্ধে জিনির মত বদলে গেছে। 'সাবধানে থেকো', ও বলে।

'সামনের বাড়ীটার ওপর তলার জানালায় আলো। মেয়েটা নিশ্চয়ই ওই ঘরে আছে।'

গারল্যান্ড বলে, 'সামনে দিয়ে তুমি ঢুকবে।'

একটা জানালা খুলে আমার দু মিনিট পরে ঢুকবে। আমি পেছন দিয়ে ঢুকবো।

গারল্যান্ড লনের ঘাসের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ছুটছে। গ্যাস মাস্কের দরুন ভালো দেখতে পাচ্ছে না বলে সে মুখোশটা মাথার উপর তুলে দেয়। হঠাৎ বাড়িটার কোনায় এসে গারল্যান্ড নিশ্চল হয়ে যায়।

দশ গজ দূরে একটা লোক। মাথা নীচু করে সে ছুটে যায়। লোকটা ছিটকে পড়ে যেতে যেতে চাপা চিৎকার করে। ভিজে ঘাসের মধ্যে ধস্তাধস্তি করছে দুজন। গারল্যান্ডের হাত দুটো লোকটার গলায়। লোকটা ছটফট করছে। গারল্যান্ডের মুখে ঘুষি মারছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লোকটার

শরীর শিথিল হয়ে যায়।

এবার সাবধানে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির পেছন দিকে যায় গারল্যান্ড।

সামনে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। প্রচণ্ড জোরে জানালায় লাথি মারে গারল্যান্ড। জানালার পাল্লা খুলে যায়। দূরে চিৎকার, গুলির শব্দ। সাঁ করে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে গারল্যান্ড। আবার গুলির শব্দ। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গারল্যান্ড। গ্যাসমাস্কের জন্যে সে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। গ্যাস বন্দুকের নলটা তুলে সে ট্রিগার টেপে।

হিস—স...

বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে হিস, হিস, গ্যাস বেরোয়। গোটা ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে যায়।

রাশিয়ান স্পাই কোরডাক বন্দুক হাতে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। গ্যাসের মধ্যে অচেতন শরীরটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়তে কার্পেটের ওপর পড়ে।

গারল্যান্ড ওপরে উঠে যায়। সামনে একটা দরজা। সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখে গারল্যান্ড, কেউ নেই।

'মার্ক ?'

নীচের তলায় ডাকছে সিয়া এজেন্ট কারম্যান।

'ওপরে উঠে এসো।'

'নীচে ওদের দুটো লোক অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

সিঁড়ি দিয়ে ছুটে আসছে কারম্যান।

'কোন ঝুকি নিও না। আমি শেষের ঘরটা আর তুমি এই ঘরটা দেখো।'

গারল্যান্ড দোতলার শেষ ঘরটার দরজার হ্যান্ডেল ঘোরায়। নিজের নাকের ওপরে জল ভেজা রুমাল চেপে ধরে মাংসল শরীরটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত মেয়ে স্পাই মারনা।

দরজা খুলতেই গ্যারল্যান্ডের আগে ছুয়ে যায় গ্যাসের সাদা ধোঁয়া। নাকে চাপা সত্ত্বেও অস্থির হয়ে ওঠে মারনা। মারনার কাশির শব্দে সাবধান হয়ে গারল্যান্ড হিংস্র চিতার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কব্জিটা চেপে ধরেছে গারল্যান্ড। অন্য হাতে ওর মুখের রুমালটা টানছে।

ড্রাম।

পিস্তলের গুলি ছুটে ছাদে বেঁধে।

হোয়াক !

মারনার ডান হাতের ঘুষি গারল্যান্ডের ঘাড়ে এসে পড়তেই সে ছিটকে পিছিয়ে পড়ে।

ততক্ষণে রুমাল আর পিস্তল মেঝেতে পড়ে গেছে। গ্যাসের ঘ্রাণে সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

গারল্যান্ড আলো জ্বেলে দেখে বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে এরিকা ওলসেন। সুইডিস মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে সিঁড়ি বেয়ে গারল্যান্ড ছুটতে ছুটতে নামছে পেছনে। কারম্যান।

গাড়িতে ঘুমন্ত মেয়েটাকে পেছনের সীটে শুইয়ে দিয়ে গারল্যান্ড বলে, 'বেবী, এই নাও তোমার পেসেন্ট।' জাগুয়ার গাড়ি এবার দক্ষিণের দিকে ছুটে চলে।

।। স্পাইয়ের প্রেমের ফাঁদে ।।

রাত দশটা দশ। সিয়ার চাইনিজ এক্সপার্ট নিকোলাস উলফার্ট—যে সুইডিস মেয়েটার পাছায় উল্কির দাগ তিনটে দেখে বলেছিল, এগুলো চীনা রকেটবিজ্ঞানী কুং-এর সই করা নামের তিনটে আদ্যাক্ষর—সে এখন রু্য সিংগেয়ারের সাজানো গোছানো দামী ফ্ল্যাটে বসে দামী হাই ফি সেটে মাহলারের, সেকেন্ড সিমফনির রেকর্ড শুনছে।

তার বাবা জো উলফার্ট ব্যবসায়ী ছিল। চিয়াং কাইশেকের আমলে চীনেদের ইয়াঙ্কি মাল বেচে মালকড়ি অনেক কামিয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী সূত্রে বাবার সব সম্পত্তি পেয়েছে

একমাত্র ছেলে নিকোলাস। নিকোলাস নিজে চীনা জেড পাথরের গুণাগুণ সম্বন্ধে পৃথিবীর সেরা এক্সপার্টদের একজন। অনেকগুলো চীনা উপভাষা সে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারে। কোথাও জেডপাথর নীলামে বিক্রী হলেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার ডাক পড়ে। ম্যাগাজিনে সে জেডপাথর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখে এবং সীয়ার প্যারী শাখার চীন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে কম্যুনিস্ট চীন সংক্রান্ত ব্যাপারে জন ডোরিকে উপদেশ দেয়।

তার অসাধারণ প্রতিভা দেখে অভিভূত হয়ে ইয়াঙ্কিদের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীরা তাকে সীয়ার চাইনিজ এক্সপার্ট হিসাবে নিয়োগ করে। নিকোলাস উলফার্টের বৈচিত্র্যময় যৌনজীবনের সব তথ্য জানলে ডিভিসন্যাল ডাইরেক্টর জন ডোরির চুল খাড়া হতো।

কলিংবেল বেজে ওঠে। দামী পারস্য গালিচার ওপরে পা ফেলে দরজা খুলতে যায় উলফার্ট। দরজার বাইরে মেয়েটাকে দেখে চমকে ওঠে পার্ল কুও, 'তুমি? এতো রাতে? বৃষ্টিতে ভিজে গেছো যে, এসো ভেতরে—'

কম্যুনিস্ট চীনের উত্তর ভিয়েৎনামী এজেন্ট পার্ল কুও ভেতরে আসে।

না চাহিতে যারে পাওয়া যায়—

বৃষ্টি ভেজা রাতে সুন্দরী মেয়ে ঘরে, উলফার্ট খুশীতে ডগমগ।

কয়েকমাস আগে এক সন্ধ্যায়, চুং-উর চীনে রেস্তোরাঁয় পার্ল টেবিলে একা বসেছিল। উলফার্টকে দেখে হাসে। ফুলের মত সুন্দর মেয়েটাকে দেখে উলফার্ট অভিভূত হয়। খাওয়ার পর মেয়েটা বলে, 'তোমার মতো পুরুষের সঙ্গেই আমি শুতে চাই। যাবে তো?'

উলফার্ট নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। রু ক্যাসতিলানির ছোট্ট একটা হোটেলে পার্ল তাকে নিয়ে গেছে। ঘরের চাবি নেওয়ার সময় দৃষ্টি বিনিময় উলফার্টের নজরে আসেনি।

একঘণ্টা ভিয়েৎনামী মেয়েটার সঙ্গে শুয়ে...বসে...দাঁড়িয়ে...নানা টেকনিক শিখে ও শিখিয়ে.. ক্লান্ত, পরিতৃপ্ত উলফার্ট বুঝলো পশ্চিমী মেয়েরা কামনা বোঝে না। পুরুষ ও রমনী শরীরের মিলনে বিস্ফোরণ কেমন করে হয় জানতে গেলে...এশিয়ার মেয়েদের সঙ্গে যেতে হবে। আরও তিনবার সে পার্লের সঙ্গে সেই ঘরে শুয়েছে।

জীবনে আর শয়নে বৈচিত্র্য পছন্দ করে উলফার্ট। ইতিমধ্যে ওরলিতে এক জাপানী এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে তার আশনাই জমেছে। মেয়েটার টেকনিক একেবারে মার কাটারি।

তারপরে সরবোনের সেই ভারতীয় ছাত্রী যে ফ্রান্সে ফরাসী ভাষা পড়তে এসে ফরাসীদের বাৎসায়ন শেখাচ্ছে—

তারও পরে থাইল্যান্ডের সেই যুবতী—যার কথা ভাবলেই তার খারাপ লাগে—।

পেছনে চাবুক না মারলে মেয়েটার নাকি ভালোবাসা জাগে না।

'পার্ল, আমি যে এখানে আছি, তুমি জানলে কি করে?' পার্ল রেনকোর্ট খুলে আর্ম চেয়ারে বসেছে।

'এরিকা ওলসেন কোথায় আছে আমি জানতে চাই।'

'হোয়াট?'

'আমেরিকান হাসপাতালের সেই সুইডিস মেয়েটাকে ইয়াঙ্কিরা কোথায় নিয়ে গেছে? তুমি ডোরির হয়ে কাজ করো। তোমাকেই খবরটা জোগাড় করতে হবে।'

'গেট আউট। নইলে পুলিশ ডাকবো।'

হ্যান্ডব্যাগ খুলে পাঁচটা চকচকে ফটোর প্রিন্ট পার্ল ওর হাতে দেয় :

'এগুলো যদি বন্ধুরা বা মিস্টার ডোরি দেখে?'

ফটোর উলঙ্গ মেয়ে পুরুষ, নানা ভঙ্গিমায়। মোটা ভুঁড়িদার উলফার্ট। সে যে এতো বিশ্রী মোটা সেটা জানলো এতদিনে। মেয়েটা নিঃসন্দেহে পার্ল কুও।

'ডোরি আমাকে বলবে কেন?' উলফার্ট বলে।

হ্যান্ডব্যাগ থেকে পার্ল একটা ছোট্ট কৌটো বার করে।

'কাল সকাল দশটার আগে এই লিমপেট মাইক্রোফোনটা তুমি ডোরির ডেস্কের নীচে সেটে

দিও। নইলে ফটোগুলো আমরা বিলি করবো—'

পার্ল চলে গেল।

পরের দিন সকালে—

দশটা বাজতে এখনও পাঁচ মিনিট বাকি...

এতো সকালে উলফার্টকে অফিসে দেখে ডোরির পি. এ. মার্সিয়া ডেভিস অবাক হয়।

লোকটার এতো নামডাক। টাক মাথায় ঘাম চকচক করছে, লোকটার কল্পনায় মার্সিয়া ডেভিসের জামা কাপড় খুলে, যেভাবে ওকে ধর্ষণ করছে, মার্সিয়া জানে। মিস্টার উলফার্ট, ফোনে ডোরিকে মার্সিয়া বলে। ভেতরে পাঠাও।

উলফার্ট তিনটে ডবল পেগ ব্রান্ডি খেয়ে ডোরির অফিসে এসেছে। দরদর করে ঘামছে। পকেটে সেই মাইক্রোফোনটা রয়েছে।

একটু আগে ডোরি মার্ক গারল্যান্ডের ফোন পেয়েছে। গারল্যান্ড এখন সুইডিস মেয়েটাকে নিয়ে ফ্রেজী অটোরুট দিয়ে এজ-এর ভিলার দিকে গাড়ি চালাচ্ছে। খবরটা ওয়াশিংটনে দিতে হবে।

উলফার্ট জানে, তার কুৎসিৎ যৌন জীবনের এই ছবিগুলো তার বন্ধুরা দেখলে তার সুসভ্য জীবনের বুনিয়াদ ভেঙ্গে যাবে। চীনেদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত, আমেরিকা কোনদিনই বোঝেনি। এখন নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে উলফার্ট ইয়াঙ্কিদের সঙ্গে বেইমানী করতে তৈরী।

'আমার কালেকশনে চীনা রকেট বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর কয়েকটা জেডপাথর আছে।' ব্রিফকেশ থেকে অনেকগুলো ফটোর প্রিন্ট বার করে সে সামনে মেলে ধরে ডোরির।

'ও, কুং-এর পাথর সংগ্রহের বাতিক আছে বুঝি?'

'ওর কালেকশন খুব দামী, কিছু পাথর আর জড়োয়া গয়না আছে,' বলতে বলতে হঠাৎ তার ব্রিফকেশটা যেন হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে যায়। ব্রিফকেশটা তোলার সময় লিমপেট মাইক্রোফোনটায় অ্যাডহেসিভ লাগানো চটচটে জায়গাটা ডোরির ডেস্কের নীচে সেটে দেয় উলফার্ট।

'থ্যাঙ্কস, উলফার্ট, আমি এখন ব্যস্ত আছি—'

'আমি আঁবোয়াসে যাচ্ছি। তাই এতো সকালে—'

'আশা করি, উইক এন্ডটা তোমার ভালই কাটবে।'

উলফার্ট যাবার পরে ডোরি একটু ভাবে কি ব্যাপার। শুধু কি এই পাথরগুলোর সংবাদ দিতেই—

ঠিক তখনই কিন্তু—

মার্কিন এমব্যাসীর বাইরে যে সান্ত্রী টহল দিচ্ছিল, সে খেয়াল করলো, গেটের কুড়ি মিটার দূরে, একটা 'রেনো আর্ট' মডেলের গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ড্রাইভারটি লম্বা, রোগা, কিন্তু চোখ দুটো চীনাদের মতো। ও ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলছে। ভেতরে বসে আছে চিওংসাঁ পরা এক ভিয়েৎনামী যুবতী। ফর্সা, সুন্দর মুখ। মেয়েটির কানের পাশে হীয়ারিং এড। বেচারা বোধ হয় কানে ভালো শুনতে পায় না।

সান্ত্রীকে দেখে কম্যুনিস্ট চীনের স্পাই সাদু মিচেল হেসে—

'আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে—'

'মসিয়েঁ এখানে তো গাড়ি রাখার নিয়ম নেই—'

'প্লাগগুলো খারাপ হয়ে গেছে—'

হঠাৎ গাড়ির ভেতর থেকে ঝুঁকে পড়ে পার্ল সান্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসে। যেন তরুণ সান্ত্রীর রূপ দেখে সে অভিভূত।

'মসিয়েঁ, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাবেন'—সাদুকে কথাটা বলে চলে যায় সান্ত্রী।

ঘামেভেজা মুখ রুমালে মুছে ইঞ্জিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাদু মিচেল। পার্ল কুও-এর ওই হীয়ারিং এডের সঙ্গে একটা খুব ছোট অথচ দারুণ শক্তিশালী রিসিভিং সেটের যোগাযোগ রয়েছে। নিকোলাসের সেই ছোট্ট লিম্পেট মাইক্রোফোনের সাহায্যে পার্ল এখন সব কিছু শুনতে পাচ্ছে।

এখন ওয়াশিংটনের সিয়া-অফিসের সঙ্গে ডোরি কথা বলছে।

পার্ল বলে, এবার আমরা যেতে পারি।

ইঞ্জিনের হুড বন্ধ করে সাদু মিচেল গাড়িতে স্টার্ট দেয়। সুইডিশ মেয়েটা এজ-এ ডোরির ভিলায় আছে, পার্ল জানায়। ইয়েৎ সেনকে খবর দাও। আজ সন্ধ্যেয় এজ-এ যাবো।

রু দ্য রিভোলিতে সাদু মিচেলের দোকান আজ বন্ধ। ভেতরের ঘরে কম্যুনিস্ট চীনের স্পাইচক্রের প্যারী শাখার সর্বেসর্বা ইয়েৎ সেনের মুখে চাপা রাগ, চেয়ারে বসে পার্ল কুও, এক কোনে বসে পেশাদার খুনী জো জো চ্যান্‌ডি, নতুন এজেন্ট সাদু মিচেল আরও নার্ভাস।

গত রাতেই এরিকা ওলসেন খুন হওয়া উচিত ছিল।

ইয়েৎ সেন বলছে।

পিকিং অসন্তুষ্ট হবে। আমরা অসন্তুষ্ট। এবার যেন ভুল না হয়। তোমরা কখন যাবে?

রাত দুটোর প্লেনে নিস্‌-এ যাবো—

গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে?

হার্জ কোম্পানীর ভাড়া করা গাড়ি ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

পার্ল, খুব শীগগিরই মাইক্রোফোনটা খুঁজে পাবে ডোরি। ও উলফার্টকে বললে উলফার্ট তোমার কথা বলবে। ঠিক আছে বলে ইয়েৎ সেন চীনা দূতাবাসে ফিরে গিয়ে ফোন তোলে। সে ক্যান্টনীজ উপভাষায় নরম উচ্চারণে কথা বলছিল—যার সম্বন্ধে কথা বলছিল,...সে তখন লোয়ার নদীর ধারে ইন দ্য অর্-এ তার ছোট্ট বাগানবাড়ির বন্ধ দরজার আড়ালে ককটেল ক্যাবিনেট থেকে ব্রান্ডির বোতল বার করছে।

উলফার্টের এই বাগান-বাড়িটা গায়ের একটা মেয়ে পরিস্কার করে রাখে। উইক এন্ডে কখনো একটা কখনো দুটো মেয়েকে এনে কামশাস্ত্র শেখায় উলফার্ট। তাই ঝিয়ের উইক এন্ডে আসা বারণ।

উলফার্ট ভাবলো রবিবার অফিস বন্ধ, সোমবার সকালে যে কোন অজুহাতে ডোরির অফিসে গিয়ে কথা বলতে বলতে লিম্পেট মাইক্রোফোনটা খুলে নেবে।

এখন সময়টা কি করে কাটানো যায়? হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে নজর যেতেই দেখে তার দরজার সামনে একটা ভাঙাচোরা ফিয়াট গাড়ি থেকে এক রূপসী যুবতী নামছে। হাতে হোল্ড অল্, পরনে কালো টাইটফিটিং সোয়েটারের আড়ালে স্তনের আদল দেখা যাচ্ছে। সাদা প্যান্ট এতো টাইট যে না পরলেও ক্ষতি নেই, কালো চুল ঘাড়ে এসে পড়েছে। মেয়েটা কলিং বেল বাজাচ্ছে।

দরজা খুলে দেখে চীনা মেয়ে, মাই প্রেটি এখানে কি চাও? ক্যান্টনের মেয়ে, ঠিকই আন্দাজ করে ক্যান্টনিজ উপভাষায় কথা বলে উলফার্ট।

তুমি আমাদের ভাষা জানো? নীচু হয়ে হোল্ডঅল খোলে সুন্দরী মেয়ে, একটা গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট বার করে। ব্রান্ডের নাম পিক হোয়াইট—খবরের কাগজে উলফার্ট অনেকবার নামটা দেখেছে। আমার কাজ এই কোম্পানীর ফ্রী স্যাম্পল বিলি করা। এটা আপনি রাখুন—।

কিন্তু ওটা তো আমার কাজে আসবে না।

সব প্যাকেটগুলো বিলি না করলে কোম্পানী আমাকে পয়সা দেবে না—

আচ্ছা, ঠিক আছে। ভেতরে এসো, না হয় সব প্যাকেটগুলোই আমাকে দিয়ে যাও।

মেয়েটা খিলখিল করে হাসে।

ভেতরে এসো। আমরা ফুর্তি করবো। তোমাকে একশো ফ্রাঁ দেবো—

হোল্ডঅল বন্ধ করে ঘৃণাভরা চোখে তাকিয়ে মেয়েটা গাড়িতে উঠে বসে।

কপাল মন্দ, উলফার্ট কি ভেবে রান্নাঘরের টেবিলে প্যাকেটটা রাখে। রান্নাঘর থেকে বসার ঘরের দিকে চলেছে... তখনই প্যাকেটের ভেতরে লুকানো টাইম বোমাটা ফাটলো। ভিলার সবকটা জানালা ভাঙলো এবং উলফার্টের শরীরে এবড়ো থেবড়ো কয়েকটা টুকুরো ভেঙে পড়লো।

সেদিনই বিকেলে...

প্যারীতে সীয়ার ডিভিসন্যাল ডাইরেক্টর ডোরির ঘরে ক্যাপ্টেন ও' হ্যালোরান ঢুকলো। তার সঙ্গে ওর সেরা ইনভেস্টিগেটর জো ড্যানব্রিজ।

স্যার, ড্যানব্রিজ টেস্ট করে বলছে, আপনার ঘরে কেউ আড়ি পেতেছে—

অসম্ভব। আমি অফিসে আসার আগে তোমরা চেক করেছ।

তখন কোন গোলমাল ছিল না। আপনার অফিসে আজ কে কে ঢুকেছে?

নিকোলাস উলফার্ট, স্যাম বেন্টলি আর মারল জ্যাকসন।

বেন্টলি আর জ্যাকসন বিশ্বস্ত এজেন্ট, তার মানে উলফার্টই বেইমান—

ডেস্কের নীচে লিম্পেট মাইক্রোফোনটা পেয়েছে ড্যানব্রিজ।

টিম, কাছেই রিসিভিং সেট্ নিয়ে কেউ নিশ্চই ছিলো, তুমি খোঁজ নাও। ওয়াশিংটনে ফোন করে জানিয়েছি, এরিকা ওলসেন আর মার্ক গারল্যান্ড আমার ভিলায় গেছে। খবরটা শত্রুরা জানতে পেরেছে। ভিলায় তোমার ছজন এজেন্ট পাহারা দিচ্ছে। তবুও—

মার্ক গারল্যান্ডকে দুঃসংবাদটা জানায় ডোরি।

উলফার্ট ওর বাগান বাড়িতে গেছে। ওকে অ্যারেস্ট করো, ডোরি অর্ডার দেয়, ইনস্পেক্টর ডুশেকে খবর দাও।

সকাল নটায় দূতাবাসের বাইরে একটা গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভারের চোখ চীনাদের মতো। মেয়েটার কানে হীয়ারিং-এড ছিল—

ইনস্পেক্টর।

গাড়িটা কার?

রুদ্য রিভোলির একটা দোকানের মালিক সাদু মিচেলের। কিন্তু নিস্-এর পুলিশ খববটা পাওয়ার অনেক আগেই সাদু মিচেল, পার্ল কুও ও জো জো চ্যানডি পৌঁছে গেছে। এখন কম্যুনিস্ট চীনের তিনজন স্পাই এজ-এর দিকে চলেছে।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

।। প্রেমের শয্যায় মার্ক গারল্যান্ড ।।

জন ডোরির প্রকাণ্ড ভিলা পাহাড়ের ওপরে। বিরাট ঝুল বারান্দার মুখ পাহাড়ের দিকে, প্রত্যেকটা জানালার টবে ফুল ফুটেছে, চারপাশে পাইনের ছায়া।

ছ'জন সোলজার অটোমেটিক রাইফেল হাতে বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে। তাদের চীফ সার্জেন্ট প্যাট ও' লীয়ারি। প্রকাণ্ড মাংসল চেহারা, লাল মুখ-লোকটার সঙ্গে একটা হিংস্র অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকে।

ডোরির চাকর ডায়ালো গারল্যান্ড, জিনি আর এরিকার সুখ সুবিধের দিকে নজর রেখেছে। ডাক্তার ফরেস্টাবকে ফোন করে জিনি রোশ নার্সকে এখানে রাখার জন্য ডোরি অনুমতি নিয়েছে।

গারল্যান্ডের সঙ্গী সিয়া এজেন্ট জ্যাক কারম্যান বিদায় নিয়ে প্যারী যাবার সময় জিনিকে বলেছে :

'সিস্টার গারল্যান্ডের দিকে নজর রাখবেন। ওকে বিশ্বাস করা যায় না।'

নজর রেখেছে বৈকি জিনি। 'আমি যদি এরিকার মত সুন্দরী হতাম', ছোট্ট দুটো পাছায় হাত রেখে টেরাসে জিনি বলে, 'আমি যদি ব্লন্ড হতাম। তুমি আমাকে পছন্দ করতে?'

গারল্যান্ডের শক্ত মাংসল কাঁধ, ঋজু, মেরুদণ্ড চামড়ার বাদামী রং পেছন থেকে দেখতে দেখতে জিনি বুঝতে পারে, ভালোবাসা কারে কয়।

'জয়ালো তোমাকে নিস শহরে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি আরামে এখানে থাকো এটাই চাই। ডোরির টাকায় ইচ্ছেমত কেনাকাটা করো। ইচ্ছে হলে একটা ব্লন্ড কিনে দেখতে পারো তোমাকে কেমন দেখায়। আমার কিন্তু এমনিতেই তোমাকে ভালো লাগে—'

'ও' লীয়ারি, সোভিয়েত আর কম্যুনিষ্ট চীন দুদেশের স্পাইরাই পেছনে লেগেছে। ওরা যদি একটা বোমা ছুড়ে গেটটা উড়িয়ে দেয়।'

'তাতে কোন ফয়দা হবে না। ড্রাইভের ওই কোনে আমার দুজন এজেন্ট মেসিনগান নিয়ে লুকিয়ে আছে।'

'আমার সঙ্গে লোডেড় পিস্তল থাকলে ভালো হতো।'

'ইয়া', পয়েন্ট থারটি-এইট ক্যালিবারের পিস্তল আর কার্তুজের তিনটে ক্লিপ গারল্যান্ডের হাতে তুলে দেয় ও'লীয়ারি।

গারল্যান্ড নিশ্চিন্তে টেরাসে এসে বসে।

সিনজানো বিটারের ককটেল্।

ডিনার?

অ্যাভোকাদো, কাঁকড়া, রসুন দিয়ে জিগো। দামী মদ। পৎ লেহভে কী। বাতাবী লেবুর সরবৎ।

এই তো জীবন।

'হাই!'

আগুন লাল স্লীভলেস পোষাক পরা ব্লন্ড যুবতীকে দেখে চমকে উঠে মার্ক।

'এক বোতল পেরক্সাইড ঢেলে রং করেছি', জিনি হাসে।

'তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। মার্ভেলাস।'

'এরিকার থেকেও—'

'জিনি ডিয়ার, ও আমার বউ।'

'তাহলে আমিও তোমার বউ।'

'নাঃ, বয়েস বড্ড কম। কতো?'

'আমার উনিশ বছর হলো।'

'ইয়া, ইয়া, আমার বয়স তো তোমার দ্বিগুণ—'

চটেমটে ভেতরে চলে যায় জিনি।

রাত সাড়ে নটায় এরিকা ওলসেনের জ্ঞান ফেরে।

'আমি কোথায়? তুমি কে?'

'আমি তোমার স্বামী মার্ক। তুমি আমার বাড়িতে।'

'স্বামী? বাড়ি? আমার তো কিছু মনে নেই,' ব্লন্ড রূপসী চোখ বুজে বলে।

'সুন্দর, কালো, আঙুরের মতো।'

'কি বললে? জিনিষটা কি?' চমকে বলে গারল্যান্ড। 'সুন্দর আঙুরের মতো জিনিষটা কি?'

'আবার চোখ খুলে, জানি না তো। তুমি কে বললে?'

'ডার্লিং এরিকা, তোমার স্বামী মার্ক।'

'মার্ক? তোমার নাম! আমার নাম এরিকা? ঘরে ফিরেছি? বেশ তো—' আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সেদিন রাতে...

দূরে আলোর মালা। টেরাসে মার্কের পাশে এসে দাঁড়ায় জিনি।

'এরিকা ঘুমুচ্ছে। কালকের পরে ওর আর নার্সের দরকার হবে না। আমি হাসপাতালে ফিবে যাবো। তুমি এরিকার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করবে—'

'জিনি, এটা আমার কাজ, পয়সা নিয়েছি—'

'আমি শুতে যাচ্ছি। গুড নাইট।'

গারল্যান্ড শোবার আগে বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নগ্ন শরীরে পোষাক হাতে বেডরুমের দরজা খোলে।

'মার্ক—'

মেয়েলী গলায় ফিস ফিস শব্দ—

'প্লীজ...আলো জ্বেলো না...'

'জিনি!'

'আর তোমাকে পাবো না। মেয়েটা সেরে উঠলে তুমি আর আমার দিকে তাকাবে না।'

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে, জিনি চাদরটা জড়িয়ে বিছানায় বসে—

'প্লীজ মার্ক তুমি আমাকে ঘেন্না করো না।'

'জিনি ডার্লিং, আমি তোমাকে কোনদিন ঘেন্না করবো না, উদোম উলঙ্গ পুরুষ জিনির শরীর

থেকে চাদরটা সরিয়ে স্লীম তরুণীর শরীর আলিঙ্গনে বাঁধে।

'কিন্তু এই কি তুমি চাও?'

'তোমাকে চাই বলেই আমি লজ্জা ভুলেছি'—না চাহিতে যারে পাওয়া যায়—সেই অপরূপ উপহার মার্ক বুকে তুলে নেয়।

।। সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই।

ন্যুইয়র্ক পোস্টের সাংবাদিক হ্যারী হোয়াইটল বছরে তিনবার প্যারীতে আসে। সিয়ার প্যারী শাখার সর্বেসর্বা জন ডোরির পারসোন্যাল অ্যাসিস্টান্ট মার্সিয়া ডেভিস তার পুরনো দিনের বান্ধবী।

ওরা লা তুর দ্যারজে রেস্তোরাঁয় ডিনার খেয়েছে। ফীলে দ্য সল্ কার্দিনাল এবং সুফলেই ভালতেইস—ডিনারের দুটো পদই ওরা চমৎকার রান্না করে।

'মার্সিয়া তুমি বিয়ে করছো না কেন?' লম্বা স্মার্ট দীঘল চেহারার যুবক হ্যারী ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বলে, 'ক্রিস্টমাসে আসছো তো?'

'জানো, আম নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমি কেন বিয়ে করছি না?'

হ্যারী বিয়ে করতে চায়? ট্যাক্সিটা যাবার পর মার্সিয়া ভাবে। ডোরির অফিসের চাকরী ক্লান্তিকর। কিন্তু ন্যুইয়র্কে নিজের দেশে ঘরসংসার পাততে ভালো লাগবে।

খুশী হয়ে গানের সুর ধরে অন্ধকার লবি দিয়ে লিফটে ওঠে মার্সিয়া। চারতলার ঘরে।

তালাটা টেনে চাবিতে চাপ দিতে তবে খোলে। তালাটা কাল সারাতে হবে। এখন সে মিনিট কুড়ি শুয়ে বই পড়বে, তারপর ঘুমুবে।

আলো জ্বেলেই সে চমকে উঠে। ইস্পাতের ধারালো ফলা তার গলা ছুয়ে যায়।

'ইউ বীচ!' হিংস্র চিতার মতো গর্জে ওঠে স্মারনফ। 'টু শব্দ করলে তোর গলা কেটে ফেলবো।'

মালিক আর্মচেয়ারে বসে রাশিয়ান সিগারেট খাচ্ছে। 'বসুন মিস ডেভিস,' মালিক ভদ্রভাবে বলে, 'আমাদের সময় খুব কম। এরিকা ওলসেন কোথায় আছে? ব্যক্তিগতভাবে মেয়েদের শারীরিক নির্যাতন আমি পছন্দ করিনা। কিন্তু আমার সঙ্গীর মত অন্যরকম। আপনি ঠিকঠাক উত্তর না দিলে আমার সঙ্গীর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবো। ডোরি এরিকা ওলসেনকে কোথায় রেখেছে? বলুন—'

মার্সিয়া সিয়ার অনেক ফাইলেই সোভিয়েত রাশিয়ার সব থেকে বিপজ্জনক স্পাই মালিকের ছবি দেখেছে। চট করে ভেবে নেয়, গারল্যান্ড তো আগেই মালিককে বলেছে, এরিকাকে মার্কিন দূতাবাসে রাখার প্ল্যান করেছে ডোরি।

'এরিকাকে মার্কিন দূতাবাসে রাখা হয়েছে।'

'মুশকিলটা কি জানেন? আমাদের এক এজেন্ট, সিয়ার স্পেশাল এজেন্ট জ্যাক কারম্যানকে নিস্ এয়ারপোর্টে দেখেছে। কারম্যান ডোরির স্পেশাল এজেন্ট। ডোরি কারম্যানকে পাঠিয়েছিল গারল্যান্ডকে নজর রাখতে। সুতরাং এরিকা কোৎ দ্য আজীর-এর কোথাও আছে। ঠিক কোথায় আছে এরিকা?'

'গো টু হেল।' কাঁচের অ্যাসট্রে ছুঁড়ে কাঁচের জানালা ভেঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল মার্সিয়া। ঘাড়ে প্রচণ্ড চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ওর ধান্দা খারাপ দেখে স্মারনফ ওর ঘাড়ে হাতের তালুর ধার দিয়ে ক্যারেটে চপ মেরেছে।

মালিক ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখে, 'সুন্দর ঘর। এই ঘরটা যদি আমার হতো। বিশেষ করে স্প্রিংগারের আঁকা ওই স্কেচটা। পাখীরা উড়ছে। মস্কোয় নিজের বিশ্রী ফ্ল্যাটের কথা মনে হতেই ঘেন্না হয়।'

ততক্ষণে পকেট থেকে সিরিঞ্জ বার করে মার্সিয়ার শিরায় চড়া ডোজে স্কোপোলামিন ইনজেকশন স্মারনফ দিয়েছে।

আধঘণ্টা পরে মার্সিয়া ঘুমের মধ্যে কথা বলে। 'এরিকা আর মার্ক গারল্যান্ড এজ-এ ডোরির

বাগান বাড়িতে আছে। বাড়িটার নাম ভিলা হেলিয়স। ও'হ্যালোরানের ছ'জন সান্ত্রী বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে—'

'এবার তোমার দুঃখের কথা তাই না? মেয়েটা দেখতে ভালো—'

'অন্ধকারে সব বেড়াল আর সব মেয়েমানুষই এক দেখায়।' স্মারনফ বলে, 'পৃথিবীতে একটা মেয়েমানুষ কমলে কিছুই হয় না।'

'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো,' বলে, মালিক লিফটে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

স্মারনফ মার্সিয়াকে দাঁড়াতে সাহায্য করে। 'তোমার একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দরকার।'

—খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে মার্সিয়াকে ব্যালকনিতে নিয়ে যায়।

ওষুধের ঘোরে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে মার্সিয়া রেলিং ধরে দাঁড়ায়।

স্মারনফ দেখে, আশে পাশের অন্য কোন ব্যালকনিতে কেউ নেই। নীচে রু্য দ্য লা তুরে-এর জনশূন্য পথ।

মার্সিয়ার পিছনে স্মারনফ দাঁড়িয়ে ওর পায়ের গোছ দুটো ধরে ওপর দিকে টান দেয়।

চারতলা থেকে যখন সে নীচে দাঁড় করানো গাড়ীর ছাদে পড়ে—তখন লাশটার ঘাড়, মেরুদণ্ড ও ডান হাতের হাড় ভেঙে গেছে।

।। কম্যুনিষ্ট চীন বনাম কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ।।

ডোরির ফোন।

'আমার সেক্রেটারী মিস মার্সিয়া ডেভিস আধঘণ্টা আগে খুন হয়েছে। তার ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে তাকে কেউ রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তার হাতের শিরায় ইনজেকশনের দাগ। সম্ভবতঃ আমাদের শত্রুরা তাকে স্কোপোলামিন ইনজেকশন দিয়ে এরিকা ওলসেনের ঠিকানা জেনেছে।

'এটা বোধ হয় সোভিয়েত স্পাই মালিকের কাজ।'

'আমারও তাই মনে হয়। এরিকাকে তুমি টেরাসে যেতে দিও না। পাহাড়ের ওদিক থেকে কেউ গুলি করতে পারে—'

'আমি ওদিকে একজন গার্ড রাখবো। ভালো কথা, এরিকা কালো আঙ্গুরের মত কি একটা জিনিষের কথা বলছে, তুমি কুং-এর ফাইলটা পাঠাও তো—'

ফোন রেখে গারল্যান্ড সার্জেন্ট ও'লীয়ারিকে ডাকে।

'সার্জেন্ট, পাহাড়ের ওধারে একজন লোক আর একটা কুকুরকে পাহারায় রাখো—'

'তুমি তো জানো গারল্যান্ড, পাহাড়ে ওঠার কোন রাস্তা নেই। পেছনের রাস্তা ও ভিলার মধ্যে পাহাড়। আমাদের পেছনের দিকটা সম্পূর্ণ নিরাপদ—'

'ও' লীয়ারী। এটা আমার অর্ডার। ওখানে একটা লোক আর একটা কুকুর থাকবে।'

'ঠিক আছে।'

ইতিমধ্যে...

সমুদ্রের ধারের একটা ছোট ভিলায় ডোরির ভিলার ম্যাপের সামনে ঝুকে পড়েছে মালিক। স্মারনফ ও স্থানীয় সোভিয়েত এজেন্ট পেট্রোভকা।

পেট্রোভকা বলে, 'সামনের গেট ছাড়া কোন রাস্তা নেই, ছ'জন সশস্ত্র সান্ত্রী আছে—'

মালিক বলে, 'পেছনের এই উচু রাস্তাটা থেকে পাহাড়ে নামার কোন সুঁড়িপথ নেই?'

'ম্যাপে তো নেই—'

'ম্যাপে না থাকলে, আছে কিনা খোঁজ নাও।'

একটু পরে...

এস্টেট এজেন্ট এনরি দ্যুমের অফিসে পেট্রোভকা। 'আপনি মসিয়েঁ ডোরির ভিলার পিছন দিকে জমি কিনতে চান? জমি আছে, তবে জল নেই।'

'সে হবে এখন। কিন্তু পেছন দিক থেকে পাহাড়ে নামার রাস্তা আছে কি?'

'রাস্তা একটা ছিল, পুরনো স্কেচ ম্যাপ দেখায় দ্যুমেঁ, 'তবে এখন কেউ ব্যবহার করে না। অতএব, এবড়ো খেবড়ো, পিছল, আলগা মাটি...'

এরই মধ্যে...

নিসেব ভিঙ্গ ফ্রোঁসে গিরিবর্ত পেরিয়ে ছোট একটা হোটেলে পৌঁছেছে কম্যুনিস্ট চীনের তিন স্পাই—পার্ল কুও, সাদু মিচেল, জো জো চ্যানডি। হোটেলউলি রুবি কুও পার্লের মাসী।

জো জো চ্যানডি খোঁজ নিল যে আর্মি পাহারা দিচ্ছে। 'কি করে ঢোকা যাবে, মার্কিন ফৌজের লোক আছে। অ্যালসেশিয়ান কুকুরও আছে। সামনে উঁচু দেয়াল। মেয়েটা ভিলা থেকে না বেরোলে কিছু করা যাবে না। বাড়ির পেছন দিকটায় পাহাড়। সামনের গেট থেকে ভিলাটা ভালো দেখাই যায় না।...

'তুমি আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক। এখন তুমি ঠিক করো, কি করতে হবে...'

পার্ল গিয়ে রুবির সঙ্গে কথা বলে। ফিরে এসে বলে,

'মাসী বলছে পাহাড়ের পেছনের উঁচু রাস্তা থেকে পাহাড়ে উঠে ভিলার পিছনদিকে যাবার একটা সুঁড়িপথ আছে। এখন ওটা ব্যবহার হয়না—'

'কিন্তু ওরা যদি রাস্তাটার কথা জেনে থাকে? যদি পেছনের রাস্তায় ওদের সান্ত্রী বা কুকুর থাকে?'

পার্ল বলে, 'একজন সান্ত্রী বা একটা কুকুরে কিছু হয় না, জো-জো-র কাছে পয়েন্ট টোয়েনটি টু টেলিস্কোপিক রাইফেল আর সাইলেন্সার আছে—'

ভায়োলিনের কেসের ভেতরে টেলিস্কোপিক রাইফেলকে খোলা দুভাগে পার্টস আর সাইলেন্সার রাখা আছে। দুটোই জাপানী ব্রান্ডের—সকাল ৪টা ৫৫র ফ্লাইটে নিয়ে এসেছে সস্তা ফুলকাটা ফ্রকপরা এক চাইনিজ যুবতী। ভায়োলিনের কেসের ভেতরে রাইফেলের পার্টস : পুলিশ কোন সন্দেহ-ই করেনি।

রাইফেলের পার্টসগুলো ফিট করে সাইলেন্সার লাগিয়ে দুরের একটা গাছের দিকে নিশানা ঠিক করতে করতে চ্যান্ডি বলে, 'ধরে নাও, মেয়েটা মরেই গেছে।'

এরই মধ্যে...

মার্ক গারল্যান্ডের কথা মাফিক বাধ্য হয়ে ভিলার পিছনদিকের পাহাড়ের পেছনের যে রাস্তাটা গ্রাঁদ কার্নিশের দিকে গেছে, সেখানে পাহারা দিতে একজন সান্ত্রী পাঠিয়েছে সার্জেন্ট ও'লীয়ারি।

ট্যুরিস্ট বাসগুলো দুপুরবেলা একের পর এক আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠছে। ফটো তোলার জন্য মাঝে মাঝে থেমে থেমে চলেছে।

সান্ত্রী ডেভ ফেয়ারফ্যাক্স জীপে বসে বিরক্ত চোখে ট্যুরিস্টদের দেখছে। তার অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা জীপের পেছনের সীটে। কড়া রোদে পাহারা দিতে না হলে এতক্ষণে সে তার ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে জুয়া খেলে সব টাকা জিতে নিতে পারতো।

টাকাটা ওর দরকার। কদিন আগেই ভিইফ্রাঁস বন্দরে এক ফরাসী যুবতীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। কিন্তু নেভীর ছোকরাদের সঙ্গে মেয়ে পটানোর ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় নামা খুব শক্ত ব্যাপার। ওরা জাহাজ থেকে নামলেই খুপসুরৎ মেয়েগুলো ওদের ঘিরে ধরে।

তিনটে ট্যুরিস্ট বাস রাস্তা দিয়ে চলে গেল। একটা লোক পুরু কাঁচের পাঁসনে চশমাওলা. প্যাঁচার মত মুখ বাসের জানলা থেকে ঘাড় উঁচিয়ে জীপের ফটো তুললো। ওকে মুখ ভ্যাঙায় ফেয়ারফ্যাক্স।

অসহ্য গরমে জীপ চলছে। বাড়ির সামনের ছায়াঢাকা বাগানটা কতো ঠাণ্ডা। লাইন দিয়ে ট্যুরিস্ট বাস চলছে। ওভারটেক করতে পারছে না।

কালো রঙের ৪০৪ মডেলের একখানা গাড়ি শ্লথ ট্রাফিকের স্রোতের মধ্যে, এক সুন্দরী ভিয়েৎনামী মেয়ে ড্রাইভ করছে। ওর পাশে সেই রোগা ছোট কুৎকুতে চোখ লোকটা। পেছনের সীটে নোংরা অগোছালো পোষাকে তরুণ বীটনিক সঙ্গে একটা ভায়োলিন।

পার্ল ফিসফিস করে বলে, 'বাঁদিকে।'

সাদু আর জো জো ফৌজী জীপ দেখে চমকে ওঠে, তবে কি ইয়াঙ্কিরা সুঁড়ি পথটার কথা জেনে গেছে।

জো জো নিজের পয়েন্ট থারটি এইট পিস্তলটা সাদুকে দেয়। সাদু তাড়াতাড়ি ট্রাউজারের ওয়েস্ট ব্যান্ডে পিস্তলটা লুকিয়ে রাখে।

সে ভয় পাচ্ছে।

ইয়াঙ্কি সান্ত্রীর নজরের আড়ালে রাস্তার বাঁকের মোড়ে পৌঁছে পার্ল গাড়ীর বাইরে হাত দেখিয়ে সিগন্যাল দেয়। সে গাড়ি থামাতেই পেছনে ট্রাফিকের ধীরবহমান স্রোত থামে।

পার্ল বলে, 'তাড়াতাড়ি—আধঘণ্টা পরে আসবো, ক্যামেরাটা নিতে ভুলো না।'

সাদু ১৬ মিলিমিটার মুভি ক্যামেরা নিয়ে নামে। তার সঙ্গী জো জো-র কাছে একটা ভায়োলিন আর একটা হ্যাণ্ডারস্যাকের ভেতরে খাবার আর মদ।

দীর্ঘদিন অব্যবহারে পাহাড়ী সুঁড়িপথ ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা। জীপ যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে কয়েকশ' মিটার দূরে সুঁড়িপথের মুখ।

ফেয়ারফ্যাক্স এক লহমার জন্যে চোখ খুলে দেখলো, দুটো লোক—ওদের একজন মুভি ক্যামেরা নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের ফটো তুলছে। সে ভাবে, ট্যুরিস্ট।

আর একটা ট্যুরিস্ট বাস এসে সাদু ও জীপের মাঝখানে যেই আড়াল করেছে, তখন সেই রাস্তা বদলে সুঁড়িপথে ঢুকে পড়ে সাদু ও জো জো। ফেয়ারফ্যাক্স দেখেনি কিন্তু অন্য ট্যুরিস্টরা তাদের দেখেছে।

ট্যুরিস্ট বাস যাচ্ছে, ফেয়ারফ্যাক্স রেডিওর নব ঘোরাচ্ছে, ক্যামেরা আর ভায়োলিন হাতে লোক দুটোর দিকে কোন খেয়ালই করেনি।

ডোরির ভিলা দেখতে পেয়ে সাদু নিশ্চিন্ত হয় যে কোনও সান্ত্রী নেই, আবার বড় রাস্তায় ফিরে আসে।

এরই মধ্যে জো জো এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখান থেকে নীচে ডোরির ভিলার ওপর তলার সমতল ঝুল বারান্দা দেখা যাচ্ছে। টেলিস্কোপে দেখে সে, টেরাসের প্রত্যেকটা পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বেলা ১টা-৩০মিনিট...

...স্থানীয় সোভিয়েত স্পাই পেট্রোভকা জানে। এতক্ষণে মালিক অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পেছনের বড় রাস্তা থেকে সুঁড়িপথ পাহাড় বেয়ে গেছে। সে ম্যাপে দেখেছে। কিন্তু কোথায়! বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে দেয়াল ডিঙিয়ে পাহাড় বেয়ে নামছে। মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সে পুরনো দিনের পায়ে চলা সরু পাহাড়ী রাস্তাটা খুঁজে পায়।

একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ে। নিঃশব্দে ঝোপের মধ্যে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে বসে জো জো। এদিকে কে যেন আসছে। রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল স্থির করল।

হাতে সাত পয়েন্ট তেষট্টি মিলিমিটার ক্যালিবারের মসার পিস্তল : সরু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই পেট্রোভকা নামছে। কম্যুনিষ্ট চীনের পেশাদার খুনী জো জো চ্যানডির রাইফেলের পয়েন্ট টোয়েনটি টু বুলেটে পেট্রোভকার কপালের হাড় চুরচুর হয়ে যায়।

জো জো রাইফেলটা আবার লোড করে। তারপর পেট্রোভকার লাশটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখে।

সমুদ্র সৈকতের ছোট্ট ভিলায় তখনো পেট্রোভকারের জন্যে অপেক্ষা করছে দুই সোভিয়েত স্পাই মালিক আর স্মারনফ।

* * *

।। যখন ভাঙলো মিলন মেলা ।।

মার্ক গারল্যান্ডের খুব ভোরে ঘুম ভাঙে।

'আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি,' প্রেমের শয্যায় উঠে বসেছে নার্স জিনি রোশ। কাল সে চুলে

পেরক্সাইড ঢেলেছে। এখন বহু চুল অগোছালো। তার নগ্ন পিঠ, কোমর ও নিতম্ব পেছন থেকে গারল্যান্ড দেখে। জিনিকে জড়িয়ে ধরে সে ওকে বুকে টেনে নেয়।

'এখনই যেয়ো না।'

'না, প্লীজ,' জিনি উঠে দাঁড়ায়, 'তোমার বয়স আমার দ্বিগুণ।'

'আমার সয়ে যাবে, যদি তুমি সইতে পারো—'

'ভেবে দেখবো—'

'আবার কবে দেখা হবে—'

হাসি চেপে জিনি বলে, 'আমি তো হাসপাতালেই থাকবো। হাসপাতালটা তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ব্রেকফাস্টে কফি, অরেঞ্জ জুস, ডিম, হ্যাম, ব্লু ট্রাউট মাছ। ডোরির পয়সায় ব্রেকফাস্ট মন্দ লাগেনা গারল্যান্ডের।

জিনি এসে খবর দেয়, 'এরিকার ঘুম ভেঙেছে। ও টেরাসে যেতে চাইছে।'

সুইডিস রূপসীর পরনে আজ নীল পোষাক।

'হ্যালো মার্ক, চলো, সমুদ্রে সাঁতার কাটবো—'

'না ডার্লিং, ডাক্তার বলেছে, চড়া আলোয় বেরোনো একদম বারণ, তাহলে তোমার স্মৃতি ফিরবে না।'

'মার্ক, সত্যিই তুমি আমার স্বামী?'

'ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখবে?'

'আমাদের ক'বছর বিয়ে হয়েছে?'

'তিন বছর।'

'বাচ্চা হয়নি কেন?'

'এখনো আমরা ঠিকমতো সংসার পাতার সুযোগ পাইনি।'

'তোমার বিজনেস?'

'হ্যাঁ, আই, বি, এম-এর হয়ে কম্প্যুটারের ব্যবসা করি।'

'তাহলে তোমার বাগানে ফৌজী পাহারা কেন?'

'দু একদিনের মধ্যে ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী এখানে আসছেন। গতমাসে কে যেন ওঁকে বোমা ছুঁড়ে মারতে চেয়েছিল। ওরই নিরাপত্তার জন্যে..পিকিং-এর কথা তোমার মনে পড়ে এরিকা?'

'পিকিং?' এরিকার হাত দুটো মুঠো করা, 'না পিকিং আমার ভালো লাগেনি, হ্যাঁ ভালো লেগেছিল...কালো আঙ্গুর...সোনালী ড্রাগন...আমার কাছে ছিল ..আমার আর কিছু মনে পড়ছে না।'

অনেকক্ষণ পরে...

গারল্যান্ড একা ঘরে বসে চীনা রকেট বিজ্ঞানী ফেং হো কুং-এর ফাইল পড়ছে। ফাইলের শেষের দিকে...দা আর্ট অ্যান্ড দ্য কন্যাসার ম্যাগাজিনের কাটিং,...কুং পরিবারের মূল্যবান পাথর ও অলঙ্কারের সংগ্রহশালায় আছে পৃথিবীর একমাত্র কালো মুক্তো। তৃতীয় শতাব্দীতে এই মুক্তোর মালিক ছিল চীনের প্রাচীর যে তৈরী করেছে সেই শি হুয়াং তি। ১৭৫৩ খৃঃ এই মুক্তো কুং পরিবারের দখলে আসে। সেই থেকেই মুক্তোটা ওদের দখলেই রয়েছে...

তাই কালো আঙুরের কথা বলছিল এরিকা?

একটু পরেই...

মঁতেকার্লোর ব্যুলেভার্দ দা মূল্যাঁয় জুয়েলারীর ব্যবসায়ী জ্যাক ইউ-কে এক কালে ব্ল্যাকমেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মার্ক।

'ইউ, আঙুরের মতো দেখতে কালো মুক্তোর ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, ওটা কুং পরিবারের সম্পত্তি, পিকিং-এ আছে।'

'কুং-এর মুক্তোটাই পৃথিবীর একমাত্র কালো মুক্তো। পারস্য উপসাগরের তৃতীয় শতাব্দীতে কোন জেলে এই মুক্তো পেয়ে শি হুয়াং তি-কে বিক্রী করে। একটা থিওরী আছে। মুক্তোটা কালো হওয়ার কারণ অক্টোপাসের কালো থুতু ঝিনুকের মধ্যে ঢুকেছিল। কুং পরিবার মুক্তোটার মালিক হওয়ার পর ১৮৮৭তে ফেং হো কুং-এর বাবা ওদের পাথর ও জুয়েলারীর একটা ছবিওলা

ক্যাটালগ ছাপায়।'

ইউ অনেক খোঁজার পর ক্যাটালগটা বার করে। এই দেখো, কালো মুক্তোর ফটো—

বড় আঙুরের মত সাইজের কুচকুচে কালো মুক্তো সোনার তৈরী ড্রাগনের পিঠে বসানো।

ফটোটা খুঁটিয়ে দেখে গারল্যান্ড বলে, 'ধরো কুং এটা গোপনে বিক্রী করতে চায়। তোমার কোন খদ্দের আছে, যে কিনতে পারবে? কতো দাম দেবে?'

'অন্ততঃ তিরিশ লাখ ডলার। কিন্তু গারল্যান্ড, ব্যাপারটা কি? কুং কি সত্যিই ওটা বেচতে চায়?'

'এখন না পরে বলবো।'

গারল্যান্ড ভেবেছে, ডোরির কাছে কালো মুক্তোর ব্যাপারে কিছু বলবে না।

গারল্যান্ড ডোরির ভিলায় ফিরে ডোরির ফোন পায়।

'তোমার কথামত অ্যাস্টের্গা হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেখানে মেয়েটা নাওমি হিল নামে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু দুটো সুটকেসের মধ্যে একটা পাওয়া গেছে, আর একটা কোথায় গেল?'

গারল্যান্ড ভাবলো, কালো মুক্তো...নিখোঁজ দুনম্বর স্যুটকেস...

'জিনি, তুমি টেরাসে রোদ পোয়াবে না?'

'যাচ্ছি। এরিকা খুব সুন্দরী তাই না?'

'তুমি ও সুন্দরী', ওকে জড়িয়ে 'তোমার এমন কিছু আছে ওর যা নেই—'

'জিনিষটা কি?'

'আজ রাতে বলবো।'

'বেশ,' ফ্রেঞ্চ উইনডো দিয়ে টেরাসে যায় জিনি।

'ঠিক তখনই..'

ভিলার পেছনে টেরাসের মুখোমুখি পাহাড়ের ওপরে কম্যুনিস্ট চীনের ফরাসী স্পাইচক্রের পেশাদার খুনী জো জো চ্যানডি গরমের চোটে কোট খুলেছে। শার্টের হাতা গুটিয়েছে। হ্যাভারস্যাক থেকে মদের বোতল বার করে আধ বোতল মদ গিলেছে। আরও গরম লাগছে ; মদের বদলে কোকাকোলা আনা উচিত ছিল। চার ঘণ্টার মধ্যে কেউ আসেনি। সে রুটি বার করে কামড় দেয়, হঠাৎ তার শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। রুটি ফেলে সে রাইফেল তোলে।

এতোক্ষণে—

মাথায় ব্লন্ড চুল, পরনে বিকিনি,—মেয়েটা টেরাসে দাঁড়িয়ে চামড়ায় সানট্যান স্প্রে করছে—রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে দেখা যাচ্ছে। নার্স জিনির চুল কালো। এরিকা ওলসেনের চুল সোনালী। অতএব—এই এরিকা।

টেলিস্কোপিক সাইটের ক্রশসেকশন মেয়েটার কপালের মাঝখানে স্থির হয়।

মেয়েটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে, নিশ্বাস বন্ধ করে জো জো ট্রিগার টেপে।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।
।। পোস্ট মর্টেম ।।

রাশিয়ান স্পাই মালিক ও স্মারনফ মার্কিন ফৌজী জোয়ান উইলি জ্যাকসনকে বোকা বানিয়ে তাকে মেরে বেহুঁশ করে এরিকা ওলসেনকে নিয়ে সরে পড়েছিল। উইলিকে ওরা রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। আর জ্ঞান ফিরে দেখে চোয়াল ফুলে উঠেছে। ওর ফাইলে ওর কম্যান্ডিং অফিসার ব্ল্যাকমার্ক দিয়েছে। ওর মেজাজ খারাপ দেখে কেউ ওকে সহজে ঘাঁটাতে চায়না।

ফেয়ার ফ্যাক্সের ডিউটি শেষ। ও'লীয়ারি জ্যাকসনকে ভিলার পেছনের পাহাড়টার পেছনে বড় রাস্তার পাশে পাহারা দিতে পাঠিয়েছে। জ্যাকসন জীপে বসেনি। কুকুরটাকে ঘুমুতে দেয়নি,

তার মেজাজ দারুণ গরম।

বড় রাস্তায় শ্লথগথি ট্রাফিকের অবিরাম স্রোত। বেলা দেড়টা, জ্যাকসন দেখলো। ভায়োলিন কেস হাতে এক বীটনিক ছোকরা পাহাড়ের ধারে সরু ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। এই ছোকরা কোথা থেকে এলো?

'হে, ইউ! দাঁড়াও।'

'ছোকরা হেঁটেই যাচ্ছে। দাঁড়াচ্ছে না।'

'ইউ।'

জো জো তবু হাঁটছে।

জ্যাকসন অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়।

কালো কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে জো জো-র রাস্তা আটকে দেয়। জো জো কুকুরের হিংস্র চোখ দেখে এই প্রথম ভয় পায়।

'তোমাকে থামতে বললাম না?' জ্যাকসন এগিয়ে আসে অটোমেটিক রাইফেল হাতে।

'ইয়াংক্, তুমি বললেই আমি থামবো কেন?'

'তুমি কোথা থেকে এলে? পাহাড়ের ওপর থেকে?'

'পাহাড়ে কি করতে যাবো? আমি ফরাসী নাগরিক। তুমি বেকার ঝামেলা করো না—'

'ভায়লিন কেসটা খোলো—'

'ইয়াংকের হুকুম আমি মানি না।'

সেই মুহূর্তে ধীরবহমান ট্রাফিকের স্রোতে একজন ফরাসী পুলিশকে দেখা গেল। ওকে হাত নেড়ে ডাকে জ্যাকসন।

দারুণ ভয় পেয়ে ভায়লিন কেস ফেলে জ্যাকসনের অটোমেটিক রাইফেলটা ছিনিয়ে নিতে গেল জো জো।

দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটল।

জ্যাকসনের বাঁ হাতের জোরালো ঘুষি জো জোর চোয়ালে এসে লাগলো।

অ্যালসেশিয়ান কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে জো-জোর ডান হাত কামড়ে ধরলো।

এবং তখনই...ভিলার ভিতরে..কিছু সংলাপ...

গারল্যান্ড। 'কালো আঙুর নয়, কালো মুক্তো। সোনার ড্রাগনের পিঠে বসানো। পিকিং...ফেং হো কুং-এর বাড়িতে। মনে পড়ে?

এরিকা। 'মার্ক, আমার কিছু মনে পড়ছে না।'

কথা বলতে বলতে এরিকা খোলা ফ্রেঞ্চ-উইনডোর-এর সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো। গারল্যান্ড ছুটে জানালায় যায়।

নার্স জিনি রোশ টেরাসের ওপরে অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা লাল ফুটো। রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

চাপা আর্তনাদ করে এরিকা অচেতন হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে...

সমুদ্র পারের একটা ভিলায় সোভিয়েত স্পাই স্মারনফ ও মালিক...কিছু সংলাপ...

স্মারনফ।। ভিলার পিছন দিকে যাওয়ার পাহাড়ী রাস্তাটা খুঁজে পেয়েছিল পেট্রোভকা। কিন্তু ইয়েৎ সেনের এজেন্ট জো জো তাকে খুন করে। টেলিস্কোপিক রাইফেলের গুলিতে সে, এরিকা ওলসেনকে খুন করেছে। পুলিশ জো জো-কে অ্যারেস্ট করেছে।

মালিক।। বোরিস, এই আমাদের প্রথম ব্যর্থতা। এখন এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

...মিলিটারী প্লেনে ও দ্রুতগামী গাড়িতে নিজের বাড়িতে ডোরি ফিরে এসেছে।

গারল্যান্ড।। সোভিয়েত ও চীনা স্পাই তোমার সান্ত্রীর সামনে দিয়ে পাহাড়ে উঠলো। ব্লন্ড

চুল দেখে জো জো জিনিকে খুন করলো এরিকা ভেবে। সাংবাদিকদের বলেছি, নিহত মহিলার নাম এরিকা ওলসেন। এরিকা এখন কালো পরচুলা পরে আর নার্সের ইউনিফর্ম পরে জিনি সেজে আমার সঙ্গে মঁতেকার্লো যাবে। ওখানে ধনী ব্যবসায়ী সাজতে হলে আমার অন্তত এক লাখ ফ্রাঁ লাগবে। মালকড়ি ছাড়ো।

ডোরি।। কুড়ি হাজার ফ্রাঁ দেবো এবং হিসাব চাই।

সাতঘণ্টা কেটে গেল, জো জো এখনো ফেরেনি।

রুবির হোটেল সাদু উদ্বিগ্ন, পার্ল কিন্তু নিরুত্তেজ।

হঠাৎ রুবির আর্ত চীৎকার। সাদু পিস্তল বার করে। 'পিস্তল ফেলে দাও' খোলা জানালায় পুরুষের কণ্ঠস্বর।

সাদু গুলি চালায়। পাল্টা গুলির আওয়াজ।

ঘাসের ওপর সাদু লুটিয়ে পড়ে।

পার্ল স্থির নিশ্চল।

মরে যাওয়ার আগে সাদু দেখে, এক জোড়া কালো ফৌজী বুট তার দিকে এগিয়ে আসছে।

* * *

।। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।।

।। কালো মুক্তার জন্যে ।।

মার্ক গারল্যান্ড কালো মুক্তোর কথা ডোরিকে বলেনি। ডোরির ধারণা, এরিকা রকেটবিজ্ঞানী কুং-এর ব্যাপারে দামী কোন তথ্য জানে। মার্কের ধারণা, কুং-এর বহুমূল্য কালো মুক্তোটি এরিকা চুরি করে এনেছে। এখন জুয়েলার জ্যাক-এর সাহায্যে মুক্তোটা বেচতে পারলে—ইউ, গারল্যান্ড এরিকা—তিন জনেরই ফায়দা। তাই সে ডোরিকে মিথ্যে বলে কুড়ি হাজার ফ্রাঁ আদায় করে জ্যাক ইউ-এর মঁতেকার্লোর অ্যাপার্টমেন্টে এরিকাকে নিয়ে এসেছে।

গারল্যান্ড।। ওয়েল, ডার্লিং।

এরিকা।। আমি তোমার ডার্লিং নই। তুমি আমার স্বামী নও। আমার স্মৃতি ফিরেছে। তুমি কে?

গারল্যান্ড।। আমি সুবিধেবাদী। টাকার জন্যে সি. আই-এ-র হয়ে কাজ করছি। প্যারীর রাস্তায় তোমায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়, মার্কিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তোমার পাছায় চীনা কুং-এর নাম সই-র তিনটে আদ্যাক্ষর উল্কিতে আঁকা দেখে সিয়া সন্দেহ করে তুমি কুং-এর প্রাক্তন রক্ষিতা এরিকা। ওদের কথামত তোমার স্বামী সেজে আমি কুং-এর কথা আদায়ের চেষ্টা করছিলাম একই উদ্দেশ্যে রাশিয়ানরা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চায়। চীনারা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল। এখন রাশিয়ান ও চীনারা জানে তুমি মরে গেছ।

এরিকা।। একজন সুইডিস ব্যবসায়ীর সেক্রেটারী হয়ে আমি পিকিং যাই। আমাকে দেখে কুং-এর ভালো লাগে। তার রক্ষিতা হয়ে আমি সপ্তাহে তিনশো ডলার পেতাম। তারই ইচ্ছেয় আমি নিজের শরীরে তার নাম উল্কিতে খোদাই করাই। কিন্তু কুং-এর যৌন অত্যাচাব অসহ্য লাগায় আমি পালিয়ে আসি।

গারল্যান্ড।। কালো মুক্তোটা তুমি চুরি করেছ। তুমি কি ওটা বিক্রি করবে? কমিশন বাদ দিয়ে তুমি কুড়ি লাখ ডলার পাবে। এছাড়া তোমার উপায় নেই। ডোরিকে বললে যে তুমি কুং-এর ব্যাপারে কোন দরকারী খবর জানো না। ও তখন তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না। চীনা স্পাইরা তোমাকে রিভলবার দেখিয়ে কিডন্যাপ করে মুক্তোটা আদায়ের চেষ্টা করবে।

এরিকা ।। মার্ক, আমার ঘরে চলো। কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে শোয়ার আগে তাকে বিশ্বাস করা যায় না।—এরিকার বেডরুমে ঢোকার মুখে হঠাৎ গারল্যান্ডকে ধাক্কা মেরে সরে যায় এরিকা।

খোলা জানালার সামনে সাইলেন্সার লাগানো সাত পয়েন্ট পয়ষট্টি ক্যালিবারেব পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে একজন। গারল্যান্ড চমকে ওঠে।

'মিস্টার গারল্যান্ড', লম্বা মোটাসোটা ভুড়িওলা লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি—নীল চোখ, অমায়িক হাসি। পরনে নিখুঁত হাল্কা স্যুট; দামী টাই, 'প্লীজ বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করবেন

না। আমার শ্যুটিং এর হাত ভালো। ঝামেলা বাঁধালে আপনার ডান হাটুর মালাই চাকিতে গুলি করবো। আমার নাম ওলসেন। আমার কারলোটা ও এরিকা দুই মেয়ে। যার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন ও কারলোটা।'

'ও.কে.' ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসে গারল্যান্ড বলে, 'শ্যুট্! ইওর ট্রিক—'

'রাইট। আমি ও আমার মেয়েরাও আপনার মতো সুবিধেবাদী। আপনি ব্ল্যাকমেলের ভয় দেখাচ্ছিলেন। আপনার সব কথা এই পোর্টেবল টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করা আছে। সি. আই.এ-এর বড়কর্তা ডোরি যদি এই টেপ শোনে তাহলে—'

'কিন্তু ওলসেন, তাতে তোমার কি লাভ? ঝেড়ে কাশো।'

'এরিকা কারলোটার চেয়ে এক বছরের বড়। সে একটা ট্রেড মিশনের সঙ্গে পিকিং-এ যেয়ে কুং-এর নজরে পড়ে। কুং-এর প্রস্তাবমতো ওখানেই থেকে যায়। এতে আমার ও কারলোটার সম্মতি ছিল না। কয়েক মাস পরে পিকিং-এর জীবন অসহ্য লাগায় এরিকা হুং ইয়ান নামে এক চীনা যুবকের সাহায্যে হংকং-এ পালায়। পালাবার সময় সে কুং-এর দামী কালো মুক্তোটা চুরি করে আনে। কিন্তু এর মধ্যে হংকং-এর এজেন্টরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এরিকা লুকায়। সে হংকং ছেড়ে আমার জন্য প্রয়োজনীয় পাশপোর্ট যোগাড় করতে না পারায় অগত্যা কারলোটাকে কেবল পাঠিয়ে হংকং যেতে বলে। এরিকার বয়ফ্রেন্ড হুং ইয়ান এমন একজন উল্কি আঁকিয়ে যোগাড় করে যে কারলোটার পাছায় এরিকার মতোই কুং-এর সইকরা নামের আদ্যাক্ষর তিনটে এঁকে দেয় এবং সে কারলোটাকে এমন একটা চীনা ঔষধ দেয় যা খেলে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সবাই ভাবুক এরিকাই প্যারীতে ফিরেছে। তাহলে চাইনিজ স্পাইচক্র আর এরিকাকে হংকং-এ খুঁজবে না। মার্সের বদলে এরিকা মারা গেছে আপনি পুলিশকে বলেছেন। ভালোই বলেছেন। এখন আমার প্রস্তাব, আপনি হংকং-এ যান ও কালো মুক্তোটা নিয়ে আসুন—অবশ্য এরিকাকেও সঙ্গে আনতে হবে—'

'তুমি নিজে যাচ্ছো না কেন?'

'অতীতের একটা ক্রিমিন্যাল কেসে ব্রিটিশ পুলিশ আমাকে খুঁজছে। আমার হংকং যাওয়া নিরাপদ নয়। তাছাড়া আপনার কাছে এরিকার সঙ্গে বিয়ের ভুয়ো সার্টিফিকেট আর পাশপোর্ট আছে।'

'হংকং যেতে টাকা লাগবে।' গারল্যান্ডের ধান্দা দুটো ঃ টাকা আর মেয়েমানুষ, 'তোমার কাছে মালকড়ি আছে?'

'আমার কাছে নেই। তবে কালো মুক্তো আনতে যাচ্ছেন শুনলে আপনার বন্ধু মিস্টার ইউ হয়তো সাহায্য করবেন। মুক্তো বিক্রির মুনাফায় ওঁরও হিসসা থাকবে।'

'বেশ তাই হবে। কিন্তু কার্লোটার কি হবে?'

'ওর তাড়াতাড়ি সুইডেনে ফেরা দরকার।'

'ডোরিকে বলবো, ও কারলোটা, এরিকা নয়। দু চারদিন সওয়াল করে ডোরি ওকে সুইডেনে ফিরে যেতে দেবে। কিন্তু ওলসেন, টেপটা আমায় দাও, এখন আমরা যখন একই ধান্দাবাজীর পার্টনার।'

'না, মিস্টার গারল্যান্ড, আপনার মতো সুবিধেবাদীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো আপনি কালো মুক্তোটা নিয়ে কেটে পড়বেন—সেক্ষেত্রে টেপটা ডোরির কাছে পৌঁছে যাবে।'

'দেখি, ইউ মালকড়ি ছাড়ে কিনা?'

'গারল্যান্ড, তুমি ভুলে গেছ?' কারলোটা বলে।

'কি ভুলে গেছি?'

'তুমি আমার বেডরুমে কেন এসেছিলে?'

'ইয়া, ইয়া? আমি বোধ হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।'

কারলেটার নীল চোখে কামনার আগুন—

ততক্ষণে আস্তে আস্তে পোষাকের চেন খুলতে শুরু করেছে কারলোটা।

'তোমার বোন এরিকা দেখতে কেমন?' কারলোটার শরীরের ওপর শুয়ে গারল্যান্ডে বলে।
'আমার চেয়ে সুন্দর। তবে বড্ড ঠাণ্ডা—'
কারলোটা ঠাণ্ডা নয়। মার্ক ভাবছিল।

।। সপ্তম পরিচ্ছেদ ।।
।। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি ।।

'মার্ক তোমার গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ কেন?'
'স্পাইয়ের জীবিকার বিপদ—'
ডোরি বলে, 'তুমি আমার নতুন সেক্রেটারীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছ?'
'আমি চুমু খেয়েছি। খারাপ ব্যবহার তোমার সেক্রেটারী করেছে। ডোরি, তোমার মুরগী আণ্ডা পেরেছে। তবে আণ্ডাটা পচা—মেয়েটা এরিকা নয়, এরিকার বোন কারলোটা। এরিকা হংকং-এ ছিল, ও যেন পালাবার সুযোগ পায় তাই ওর বোন কারলোটা পাছায় উল্কি এঁকে আমাদের বুদ্ধু বানিয়েছে। এরিকা ইতিমধ্যে হংকং থেকে পালিয়েছে। তবে কোথায় কেউ জানে না।'
ডোরি বলে, 'আমি কারলোটার সঙ্গে কথা বলবো।'
'ও বাইরে আছে। ডোরি আমার দশহাজার ফ্রাঁ পাওনা আছে। মাল ছাড়ো।'
'আমি তোমাকে বিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়েছি।'
'মঁতেকার্লোয় ফ্ল্যাট জোগাড় করতে কতো সেলামী দিতে হয় জানো? তারপর প্যারী আসার ভাড়া।'
'গারল্যান্ড, পাসপোর্টটা দাও।'
'কোন পাসপোর্ট?'
'এরিকার জাল পাসপোর্ট যেটা দিয়েছিলাম।'
'আরে সেটা তো তোমার ভিলায় ডেস্কের ডানদিকের সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারে রেখে এসেছি—'
'ঠিক আছে, যদি তুমি এই কেসে কোন বেইমানী করে থাকো তবে তোমার বারোটা বাজিয়ে দেবো—'
'ওহ্ ডোরি, তোমার মুরগী পচা আণ্ডা দিলে আমি কি করবো?'
'খুব সম্ভব আমি আর তোমাকে কাজ দেবো না। কাজ হয় না, অথচ তুমি মুনাফা লোটো—'
'কপাল, বুঝলে ডোরি,' হাসতে হাসতে গারল্যান্ড চলে যায়।
একটু আগে ডোরির নতুন সেক্রেটারী মেভিস পলকে চুমু খেতে গিয়ে থাপ্পড় খেয়েছে গারল্যান্ড।
সে এখন এতো জোরে টাইপ করছে যে মেসিনের মত শোনাচ্ছে।
ওর ডেস্কের সামন দাঁড়িয়ে প্লাস্টিকের প্লেটে লেখা 'মেভিস পল' নামটা পড়ে মার্ক।
সুন্দর নাম—সুন্দরী মেয়ে, প্যাডে নামটা লিখে পকেটে রেখে শিস দিতে দিতে অ্যান্টিরুমে গারল্যান্ড ঢোকে। কারলোটা সেখানে অপেক্ষা করছে।
'হি বেবী ভেতরে যাও। বুড়ো বকবক করবে।'
'ডোরি তোমার কিছু করতে পারবে না। আবার দেখা হবে—'
হাসতে হাসতে মার্ক যায়। তিরিশ লাখ ডলারের কালো মুক্তো তার চোখের সামনে ভাসছে।

* * *

।। অষ্টম পরিচ্ছেদ ।।
।। স্পাই ইন হংকং ।।

মার্ক গারল্যান্ড পরের দিন সকালে ট্যাক্সিতে ওরলি বিমানবন্দরে এলো। পরনে নীল রঙের পুরনো ট্রপিক্যাল স্যুট। বয়স্ক পোর্টার তার সুটকেশ বইছে। সে সকাল ৯ টার প্লেনে রোম হয়ে হংকং যাবে। এয়ার ফ্রান্সের রিসেপশন ডেস্কের ক্লার্ক জানালো রোমে প্লেন কিছুক্ষণ থাকবে।

গারল্যান্ডের সুটকেশ বাহকের নাম জাঁ রেঁদু। লোকটা কম্যুনিষ্ট এবং সোভিয়েত স্পাইচক্রের একজন এজেন্ট। সোভিয়েত দূতাবাসে তার প্রতিটা খবর পাঠানোর জন্যে একশ ফ্রাঁ পায়।

এর আগে গারল্যান্ড, জিনি ও এরিকাকে ডোরির ভিলায় পৌঁছে দিয়ে যখন সিয়ার এজেন্ট জ্যাক কারম্যান নিস থেকে প্লেনে ওরলি বিমানবন্দরে আসে, খবরটা সোভিয়েত দূতাবাসে জাঁ রেঁদুই পৌঁছে দেয়। কারণ সে এমব্যাসীতে সিয়ার এজেন্টদের ফটো দেখেছে।

জাঁ রেঁদু এবারেও মার্ক গারল্যান্ড যে হংকং যাচ্ছে এই খবরটা ফোনে সোভিয়েত স্পাইচক্রের কোভস্কিকে জানালো।

গারল্যান্ড হংকং যাচ্ছে কেন? কোভস্কি ভাবছে এরিকা ওলসেন তো মরেই গেছে। আসলে যে ওটা নার্স জিনি এবং যাকে ও এরিকা ভাবছে সে যে কারলোটা এবং এরিকা যে হংকং আছে, এ খবর কোভস্কি জানে না। তবু সন্দেহ হয়। স্পাই মালিককে রোমে পাঠানো হয়েছে এরিকা সংক্রান্ত অপারেশন ব্যর্থতার পর। সেখানে এক বেইমান ব্রিটিশ এজেন্টকে খতম করতে হবে। একটু ভেবে রোমের সোভিয়েত দূতাবাসে মালিককে ফোন করে কোভস্কি।

মার্ক গারল্যান্ডের অন্যের পয়সায় ফূর্তি মারতে জুড়ি নেই। সে প্লেনের ফার্স্ট ক্লাশে যাচ্ছে। জুয়েলার জ্যাক ইউ প্রথমে বুঝতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত কালো মুক্তোর লোভে রাজি হয়।

গারল্যান্ডের এবারের সফর ভালো লাগছে। সুন্দরী হাসিখুশী এয়ার হোস্টেসের ধারণা, লোকটা কোন খেয়ালী মার্কিন কোটিপতি। সারা রাস্তা সে গারল্যান্ডকে ক্যাভিয়ের, শ্যাম্পেন আর কেক প্যাস্ট্রি নিয়ে সাধাসাধি করেছে। গারল্যান্ড রোমে পৌঁছে এয়ারপোর্টের বারে ঢুকে দুটো বড় পেগ স্কচ হুইস্কি খায়। তারপর জেমস হেডলী চেজের লেখা সাম্প্রতিক বেস্টসেলার পেপারব্যাক উপন্যাসটা কিনে প্লেনে ফিরে আসে।

মালিক হাঁফাতে হাঁফাতে ইকনমিক ক্লাস কম্পার্টমেন্টে ঢোকে, রোম থেকে প্লেন ছাড়তে আর মাত্র তিন মিনিট বাকী। কোভস্কি প্যারী থেকে ফোনে বলেছে, এরিকা নিশ্চয়ই মরার আগে জরুরী কিছু বলে গেছে। সেই ব্যাপারেই মার্ক হংকং যাচ্ছে। জরুরী খবরটা সোভিয়েত সিকিউরিটি জানতে চায়। হংকং-এর সোভিয়েত এজেন্টরা মালিককে মদৎ দেবে।

প্লেন উড়ে চলেছে হংকং-এর দিকে। তখনই—

প্যারীর চীনা দূতাবাসে কম্যুনিষ্ট চীনের স্পাইচক্রের প্যারী শাখার হর্তাকর্তা ইয়েৎ সেন পিকিং-এ পাঠানোর জন্য রিপোর্ট লিখছে। তিনজন ভালো এজেন্টকে হারাতে হয়েছে। কিন্তু অপারেশন সাকসেস ফুল। এরিকা ওলসেন খুন হয়েছে। আসল খবর ইয়েৎ সেনও জানে না। রিপোর্টের শেষে সে গারল্যান্ডের নাম ও চেহারার বর্ণনা লেখে : এই লোকটা বিপজ্জনক, এর নাম ও ফটো আমাদের ফাইলে থাকা উচিৎ।

প্লেন হংকং-এ যাবার আঠারো ঘণ্টা আগে ইয়েৎ সেনের রিপোর্ট কেবল পিকিং-এ পৌঁছেছে। এশিয়ার প্রত্যেকটি বিমানবন্দরে গারল্যান্ডের চেহারার বর্ণনা চীনা এজেন্টদের জানানো হয়েছে। চীনা স্পাইচক্র এসব ব্যাপারে কোন ঝুঁকি নেয় না।

গারল্যান্ড জানে না যে সে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে চলেছে। তারই প্লেনে সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক তাকে ফলো করছে। কাই তাক্ বিমান বন্দরে এক চীনা কাষ্টমস অফিসারের কাছে তার নাম ও চেহারার বর্ণনা পৌঁছেছে।

গারল্যান্ড মুরগীর মাংস ও বর্দোর মদ খেয়ে মেজাজে আছে। সে ভাবছে সে বড়লোক হতে চলেছে। তার স্বপ্নের রামধনু এখন কাছে আসছে—হংকং গারল্যান্ডের অচেনা না। এই নিয়ে সে চারবার হংকং-এ এলো। পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়ে ধনী মার্কিন যুবতীর মনে হলো, মার্ককে তার বডিগার্ড নেওয়া উচিত। সেই মেয়ের সুন্দর শরীর পাহারা দিতে গারল্যান্ডের আপত্তি নেই। হংকং-এ চার হপ্তা মেয়েটাকে কামশাস্ত্র শিখিয়েছিল গারল্যান্ড।

একবার টাকার বিনিময়ে সে, সি, আই, এ,-কে হংকং-এর আফিমের চোরাকারবারীচক্র ভাঙতে সাহায্য করে। সে বার সিয়ার রেসিডেন্ট এজেন্ট হ্যারী কার্টিস-এর সঙ্গে পুলিশ বোটে কয়েকটা দিন কাটিয়েছে গারল্যান্ড। তাই পিয়াং ওয়ান্, তাথং এবং ইস্ট লাম্মা চ্যানেলের দ্বীপগুলো তার চেনা।

এবার হ্যারী কার্টিসের সঙ্গে দেখা হলেই সর্বনাশ। মার্ক হংকং-এ এসেছে, শুনলেই ডোরি সন্দেহ করবে, গারল্যান্ডের ধান্দা খারাপ। কার্টিসের অভ্যাস, য়ুরোপ থেকে প্লেন এলে সে এয়ারপোর্টে থাকে। কার্টিসের ভারিক্কী চেহারাটা উঁকি মারছে কিনা তাই দেখতে ব্যস্ত রইলো গারল্যান্ড।

চীনা কাস্টমস অফিসার পাসপোর্ট দেখে গারল্যান্ডের দিকে একবার তাকালো। তখনই কাস্টমসের ইঙ্গিতে এক মোটা-সোটা চীনা ভদ্রলোক ফলো করছে।

মালিকের তীক্ষ্ণ চোখ মোটা-সোটা চীনা এজেন্টকে দেখেছে! ভিড় ভেঙ্গে হংকং-এর সোভিয়েত স্পাই ব্র্যানস্কা মালিকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে। লোকটার মাথায় বালি রং চুল, দাগে ভরা মুখ, বেঁটে ও মোটা চেহারা।

'ঠিক আছে। তিনজন এজেন্ট গারল্যান্ডের দিকে নজর রাখছে, হোটেলে চলুন।'

এই ফাঁকে দেখে নিলেন,

রিক্সায় বসে আছে সুন্দরী চীনা মেয়ে। চিওংসামের সামনেটা কায়দা করে কাটা, ফাঁকা দিয়ে হাঁটুর চার ইঞ্চি ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর জন্যই হংকং ভালোবাসে গারল্যান্ড। এই শহর প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এখানে সবকিছু ঘটে এবং মালকড়ি কামানোর জন্য জায়গাটা ভালো।

গারল্যান্ড ট্যাক্সি ছেড়ে অপেক্ষামান ফেরী নৌকায় চড়ে। সোভিয়েত স্পাই মালিকের দুজন এজেন্ট এবং সেই মোটাসোটা চীনা স্পাই উংলু, তারাও নৌকায় ওঠে।

গারল্যান্ড দশ মিনিট পরে ওয়ানচাই সমুদ্রসৈকতে পৌঁছে হোটেলে যাবে বলে ট্যাক্সিতে ওঠে। কেউ তাকে ফলো করলে সে বুঝতে পারে। মালিকের এজেন্টরা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু মোটা চীনা ভদ্রলোকের দিকে নজর দেয়নি। গারল্যান্ড ট্যাক্সি থেকে নামতেই তার পাশ দিয়ে একটা গাড়ি পাশ কেটে বেরিয়ে গেল। গারল্যান্ড ভাবছিল, আমাকে সাবধানে থাকতে হবে। কিন্তু কালো স্যুট পরা মোটাসোটা চীনা ভদ্রলোক কাছেই সিগারেট কিনছেন। গারল্যান্ড তার দিকে খেয়ালই করছে না।

ওয়াং সি বুড়ো হোটেলের মালিক, মুখে একটু ছাগলদাড়ি আছে। গারল্যান্ড একজন সিয়াব এজেন্ট বলে ওয়াংসি জানে, আগেও সে এই হোটেলে থেকেছে, 'চেনা লোক ছাড়া কাউকে আমার ঘরে যেতে দিও না,' মার্ক বলে। এবার বুথে ঢুকে কারলোটার দেওয়া নম্বর ডায়াল করে।

'কে বলছেন?'

'প্যারীর এক বন্ধু।'

'আশা করি সফর ভালো কেটেছে।'

কারলোটার দেওয়া কোড্ পাশওয়ার্ড ও কাউন্টার পাশওয়ার্ড। একটু আশ্বস্ত হয় গারল্যান্ড।

'তুমি আসবে না আমিই যাবো? আমি ওয়ানচাইয়ের লোটাস হোটেলে উঠেছি।

'পরনে লাল চিওংসাম, বাঁ কানে হীরের ফুল—একটি মেয়ে আপনার ঘরে যাবে। আপনি ওর সঙ্গে চলে আসুন—।' গারল্যান্ড আবার হোটেলের মালিককে বলে, 'একটি মেয়ে আমার কাছে আসবে। আমি ওর সঙ্গে বাইরে যাবো। কেউ ফেলো করলে বিপদ হবে—'

'এই হোটেলে আধঘণ্টা অন্তর মেয়ে আসে।'

ওয়াং-সী খিলখিল করে হাসে, নীচের ঘরগুলোয় কাস্টমাররা মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করে। কেউ যেন না দেখে, ওরা তাই পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে যেয়ে দুটো ছাদ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গলিতে নামে—।

এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে দরজায় টোকা পড়তে গারল্যান্ড দরজা খুলে দেখে, স্লিম সুন্দরী চীনা মেয়ে—পরনে লাল চিওংসান, বাঁ কানে হীরের ফুল।

'তোমার নাম?'

'তান তয়। পয়সা দিলে আমি প্রেম করি'।

গারল্যান্ড হাসে, 'তাই নাকি? এখন চলো।'

সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে দুটো ছাদ পেরিয়ে গলিতে নেমে সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে অস্টিন কুপার। গাড়িতে গারল্যান্ড চড়ে। তান তয় গাড়ি ড্রাইভ করে।

তান তয় বলে, 'এরিকা এখানে নেই। হুং ইয়ান তোমাকে ডেকেছে।'

'তুমি এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কেন?'

'হুং ইয়ান আমার অসুখের সময় মদৎ দিয়েছিল। আমি উপকারীর উপকার ভুলি না।'

মালিক-এর এজেন্ট এই গোপন পথেও নজর রেখেছিল তা গারল্যান্ড জানে না।

সেই মোটাসোটা চীনা ভদ্রলোকও জানিয়েছে মার্ক এখন হুং ইয়ানের ভিলায় যাচ্ছে।

পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট ভিলা। গাড়ি থামিয়ে তান তয় বলে, 'কাজ মিটলে আমার সঙ্গে দেখা করো। ওয়াংসী আমার ঠিকানা জানে।' ঘরে ছোট্ট টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। হুং ইয়ানের বয়স কম, পরনে ঢিলে ঢালা কোট আর ট্রাউজার, চোখ দুটো জ্বলছে।

হুং ইয়ান বলে, 'পাক কোকের কাছে একটা জাং-বোটে এরিকা লুকিয়ে আছে। আমি ওকে ভালবাসি। চীনাদের ধারণা এরিকা প্যারীতে পালিয়েছে। তোমর কাছে ওর পাসপোর্ট আছে?'

' 'হ্যাঁ। আমাকে কেউ ফলো করে থাকতে পারে—'

হুং ইয়ান একটা ছোরা গারল্যান্ডকে দেয়। ওরা দুজনে ভিলার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কুয়াশাঢাকা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে সাবধানে হাঁটতে থাকে। একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ে, কে যেন আসছে? হুং ইয়ান হাঁটতে থাকে। গারল্যান্ড ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বসে। একটা বেটেখাটো চীনা, এক লাফে লোকটার পা দুটো ধরে রাস্তার ওপরে গারল্যান্ড পড়ে যায়। লোকটার হাতের ছোরা ঝলসে ওঠে। ততক্ষণে হুং ইয়ান পেছন ফিরে লোকটার কব্জি ধরে ফেলেছে। গারল্যান্ডের জোরালো ঘুষি লোকটার চোয়ালে, সঙ্গে সঙ্গে হুং ইয়ানের ধারালো ছোরাটা লোকটার বুকে বিঁধে যায়। বড় রাস্তার ধারে একটা গ্যারেজ। পুরনো ভকসওয়াগনে গারল্যান্ড উঠে বসে। হুং ইয়ান ড্রাইভ করছে।

সোভিয়েত স্পাই মালিক ও চীনা স্পাই উংলুর এজেন্ট একই সঙ্গে খবর পাঠায়, গারল্যান্ড অ্যাবোরডিন বন্দরে যাচ্ছে। কালো জলে কি যেন নড়ে ওঠে, গারল্যান্ড ঝুকে দেখে : হাঙ্গরের তিনকোনা পাখনা জলে ফেনা ছড়াচ্ছে।

প্রকাণ্ড জাং বোট পাক কোকের সমুদ্রতীর থেকে আধমাইল দূরে নোঙর করে আছে। মোটরবোট থামিয়ে শিস দেয় হুং ইয়ান। মাথায় চীনা টুপি ঢিলেঢালা চীনা কোট ও ট্রাউজার পরা লম্বা মেয়েটা ওপরের ডেক থেকে উঁকি দেয়।

হুং ইয়ান ডেকেই অপেক্ষা করে। এরিকার পেছন পেছন গারল্যান্ড কেবিনে নামে। ছোট লম্ফের আলোয় মার্ক দেখে, এরিকা তার বোন কারলোটার চেয়ে সুন্দরী।

'আমার কাছে তোমার পাসপোর্ট আর প্লেনের টিকিট আছে। কালো মুক্তোটা কোথায়?'

'কুং-এর মিউজিয়ামে সশস্ত্র সান্ত্রীর পাহারায়।'

গারল্যান্ড চেঁচিয়ে ওঠে, 'ননসেন্স।'

'কালো মুক্তোর গল্প না ফাঁদলে আমার বাবা বা আমার বোন আমাকে পালাতে সাহায্য করতো না। ওরা স্বার্থপর সুবিধেবাদী।'

'তোমার কাছে মুক্তো না থাকলে চীনা স্পাইরা তোমাকে খুন করতে চাইছে কেন?'

'কেন না রকেট বিজ্ঞানী কুং-এর নতুন ক্ষেপনাস্ত্রের ব্যাপারে আমি জরুরী একটা খবর জানি।'

গারল্যান্ড ভাবে, ডোরিই ঠিক বুঝেছিল। তার বড়লোক হবার স্বপ্ন এখানেই শেষ। কালো মুক্তোর জন্যে নয়। ক্ষেপনাস্ত্র সংক্রান্ত গোপন খবরের জন্যে এরিকাকে খুন করতে চাইছে চীনা স্পাইরা।

'গোপন খবরটা কি?'

'ওপরে চলো, প্লেনে ওঠার আগে আমি বলবো না। হুং ইয়ান ওখানে অপেক্ষা করছে। আ-আ-আ!'

হঠাৎ এরিকা চিৎকার করে। গারল্যান্ড ঘুরে দাঁড়ায়।

মালিক কেবিনের দরজায়, তার হাতে উদ্যত পিস্তল। 'ডোন্ট মুভ। আর একটি কথা বললে গারল্যান্ড আমি তোমাকে খুন করবো। মিস ওলসেন, আমি আপনার বন্ধু। এই লোকটা প্যাসেনজার প্লেনে আপনাকে হংকং নিয়ে যাবে। প্লেনে ওঠার আগেই চীনা স্পাইরা আপনাকে খুন করবে। আমি আর্মির চার্টড প্লেনে আপনাকে টোকিও হয়ে মস্কো নিয়ে যাবো। এই যে, প্লেনের কাগজপত্র আর

লগবুক। কুং-এর ব্যাপারে খবর দিলে সোভিয়েত রাশিয়া আপনাকে অনেক টাকা দেবে—'

এরিকা গারল্যান্ডের দিকে একবার তাকিয়ে মনস্থির করে মালিককে বলে, 'আমি আপনার সঙ্গেই যাবো—'

'এরিকা—'ও হুং ইয়ানকে খুন করেছে। তুমি ওপরে সুটকেশ আনতে গেলে ও আমাকেও খুন করবে।' গারল্যান্ড চেঁচিয়ে বলে।

মালিক বলে, 'হুং ইয়ান নৌকোয় বসে আছে। এই লোকটাকে আমি খুন করবো না। যান, মিস ওলসেন, আপনার সুটকেশ নিয়ে আসুন—'

এরিকা চলে যেতেই মালিকের সবুজ চোখ ঝলসে ওঠে : 'গারল্যান্ড তোমাকে বলেছিলাম, আমাদের ব্যাপারে মাথা গলালে তুমি খুন হবে—'

মালিক পিস্তল তোলে।

মেসিনগানের আওয়াজ। মোটরবোটের শব্দ! চমকে মালিক ঘুরে তাকাতেই গারল্যান্ড লাফিয়ে উঠে মালিকের হাতের মনিবন্ধে ক্যারেটেচপ্ মারে, পিস্তল মেঝেতে পড়ে। গারল্যান্ড ওটাকে লাথি মেরে কোনের দিকে ঠেলে দেয়।

মেশিনগানের গুলিতে কেঁপে ওঠে জাংকবোট। মালিক সিঁড়ি বেয়ে ডেকের দিকে ছুটছে পেছনে গারল্যান্ড। মোটর বোট স্টার্ট দেওয়ার শব্দ।

এরিকা ওলসেনের লাশ ডেকে পড়ে আছে। মেশিনগানের গুলিতে মেয়েলী বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

মালিক গারল্যান্ডের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

'কাম অন্, কমরেড,' গারল্যান্ডের হাতে ধারালো ছোরা, 'তোমার গলা কাটতে মন্দ লাগবে না। আমরা যখন লড়ছি, তারই মধ্যে চীনারা কাম ফতে করল।'

মালিক গর্জে ওঠে—'আমাদের ব্যাপারে ফের যদি মাথা গলাও।'

গারল্যান্ড হাসে, 'ভয় দেখাতে হয়, চীনাদের দেখাও।'

জাংকের ধার থেকে নেমে মোটরবোটে ওঠে মালিক। সে বোট স্টার্ট দেয়। ব্র্যানস্কার লাশটা সমুদ্রে ফেলে দেয়।

হুং ইয়ান্ কোথায়? কালো জলে হাঙর ঘুরছে।

গারল্যান্ড ভাবে, মালিক ওকে মেরে জলে ফেলে দিয়েছে। বাকী কাজ হাঙররাই করেছে।

গারল্যান্ড মোটরবোটে তীরে পৌঁছে থানায় ফোন করে।

'মার্ডার। পাক কোকের কাছে জাংকে নোঙর করা। মেয়েটার নাম এরিকা ওলসেন। চীনা স্পাইদের কাজ। সি. আই. এ.-কে খবর দাও—'

'তুমি কে?'

গারল্যান্ড ততক্ষণে ফোন রেখে দিয়েছে।

সে হোটেলে ফিরে প্যারীতে এরিকার বাবাকে ফোন করে।

'ওলসেন, খবর ভাল নয়। চীনা স্পাইরা তোমার মেয়ে এরিকাকে খুন করেছে—'

'চুলোয় যাক। কালো মুক্তোটা পেয়েছো?'

'এরিকার কাছে মুক্তো ছিল না।'

'ইউ চীপ্ ক্রুক! তার মানে মুক্তোটা তুমি নিয়েছ? তিন দিনের মধ্যে ওটা না পেলে তোমার সেই টেপ ডোরির কাছে পৌঁছে যাবে—'

গারল্যান্ড ভাবে, তবে এখন প্যারীতে যাওয়া বিপদ।

এবার গারল্যান্ড টেলিফোন তুলে লোটাস হোটেলের মালিক ওয়াল্ সীর সঙ্গে কথা বলে।

'তান তয় মেয়েটাকে বলো হিল্টন হোটেলে আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

গারল্যান্ড বারে বসে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ভাবছে, জীবন বড় ছোট, উপভোগের এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিৎ নয়।

সে রূপসী চীনা বারবধূ তান তয়ের জন্যে পায়ের ওপর পা রেখে অপেক্ষা করে।

হ্যাভ এ নাইস-নাইট

।। এক ।।

জ্যাকসন ভিলের সেন্ট জন্স নদীর ধারে স্বল্পালোকিত একটা ঘিঞ্জী বারে দু'জন লোক একটা টেবিলে বসে খুব নীচু স্বরে কথা বলছিল। মোটামতন বারম্যান ছাড়া আশেপাশে কেউ ছিল না।

ডানদিকে বসা লোকটার নাম এড হ্যাডন—শিল্পদ্রব্য চোরাকারবারীদের রাজা। লোকটা একজন প্রথম শ্রেণীর পরিকল্পনাকারী। হাবেভাবে চলা ফেরায় যেন এক অবসরপ্রাপ্ত ধনী ব্যবসায়ী। ভদ্রলোকের মতন নিয়মিত ট্যাক্স দেয়। আজ প্যারিসের ফ্ল্যাটে থাকছে তো কাল থাকছে লন্ডনে কিংবা দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন অভিজাত এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে। তার নেতৃত্বে অত্যন্ত সুসংহত ভাবে কাজ করে চলেছে চোরদের একটা বিরাট দল। প্রতিটি চুরির পিছনেই কাজ করছে তাঁর চমৎকার পরিকল্পনা। আর প্রত্যেকটা কাজ থেকেই সে লুটছে বিরাট-মুনাফা।

হ্যাডনকে দেখে কোন 'সেনেটর' বা 'সেক্রেটারী অফ স্টেটস্' ভাবাটা ভুল নয়। লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারা। মাথা ভর্তি ধূসর রঙের চুল। সুন্দর মুখে সবসময়েই একটা বিনয়ী হাসি লেগে রয়েছে। তাঁর এই আপাত সুন্দর চেহারার পেছনে রয়েছে অত্যন্ত ক্ষুরধারসম্পন্ন এবং ধূর্ত এক মাথা।

তাঁর ডানদিকের পাশে বসা লোকটির নাম লু ব্রাডে। অন্ধকার জগতে তাঁর নাম এক নম্বর শিল্প-চোর হিসেবে। পঁয়ত্রিশ বছরের ছিপছিপে চেহারা। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। পিঙ্গল বর্ণের চঞ্চল চোখ দু'টি। যে কোন ধরনের তালা খোলার দক্ষতা ছাড়াও তাঁর আর একটা গুণ রয়েছে। সে হচ্ছে ছদ্মবেশ ধারণ করা। তার মুখের চামড়া রবারের মতন। মুখের ভেতরে কয়েকটা প্যাড ঢোকালেই তার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। নিজেই সে পরচুলা বানিয়ে নেয়। গোঁফ লাগালে মনেই হয় না সেটা আসল না নকল। প্যাড লাগানো জামাকাপড় পরলে তাকে মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা লোক মনে হয়। তার ছদ্মবেশ ধারণ করার এই অপূর্ব দক্ষতার জন্য আজ পর্যন্ত তার নাম পুলিশ রেকর্ডে নেই। যদিও পুলিশ তাকে ধরবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে।

এই দু'টি লোক একসঙ্গে অনেক অন্ধকার জগতের কাজ করেছে এবং এই মুহূর্তে তারা তাদের ঠিক আগের কাজটার সমালোচনা করছে। কাজটা ছিল ওয়াশিংটন মিউজিয়াম থেকে 'ক্যাথারিন দি গ্রেটে'র 'আইকম' চুরি করা। সামান্য কিছু ভুলের জন্য তারা কাজটায় ব্যর্থ হয়েছিল।

হ্যাডন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমার অনেক টাকার লোকসান হয়ে গেছে ঐ কাজটায়, লু। অবশ্য সে জন্য আমি কেয়ার করি না। একবার হার তো পরের বার জিত তো আছেই। তখন লোকসানটা পুষিয়ে নিলেই হল। ঠিক বলছি কিনা?'

ব্রাডে মাথা নাড়ল। 'তোমার মাথায় কোন ফন্দি এসেছে বলে মনে হচ্ছে?'

'আমি একদম বাধ্য না হলে চুপচাপ বসে থাকিনা। এবারের কাজটা বিরাট। অবশ্য তার জন্য ঠিকমতন প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। আমাদের প্রথম কাজ একটা ভাল দল তৈরী করা এই কাজটার জন্য। সেই তালিকার প্রথমেই তোমার নাম আছে। আগামী তিন সপ্তাহের জন্যে তুমি কি খালি আছ?'

ব্রাডে ধূর্তের হাসি হেসে বলল, 'তুমি যখনই আমাকে চাইবে তখনই পাবে, এড।'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল এড হ্যাডন। 'তা ঠিক। কারণ, তুমি জান যে আমি যখন কোন কাজ নিই, তা হল প্রচুর অর্থে থাবা বসান। আমি যখন 'আইকম' চুরির পরিকল্পনা করেছিলাম—সেই সময় আমি প্যারাডাইজ সিটির 'বে হোটেলে' ছিলাম। প্রচুর খরচা হয়েছিল অবশ্য। এখন এই হোটেলটার একটা বিশেষত্ব আছে। এটা বলতে গেলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডিলুক্স হোটেল। শুধুমাত্র অপরিমেয় অর্থের মালিকরাই এই হোটেলে থাকতে পারে। আর সত্যি কথা বলতে কি সেরকম

অর্থবান লোক অনেক আছে বলে এই হোটেলটায় সবসময়েই ভীড় লেগে থাকে।'

ব্রাডে ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলল, 'তুমি ওখানে ছিলে?'

—'নিশ্চয়। আমি বড়লোকদের সাথে ওঠানামা করি আর সেইখান থেকেই আমার পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। খরচা হয় বটে। তবে তার দাম উঠে আসে। এই হোটেলটা থেকেও আমি একটা মগজের খোরাক পেয়েছি।' হ্যাডন সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইটা ঝেড়ে আবার বলল, 'জন ডুল্যাক নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক ঐ হোটেলটার মালিক। লোকটা জানে ব্যবসা করতে। তাকে দেখতে সুন্দর, সম্ভ্রান্ত এবং খদ্দেররাও তাকে পছন্দ করে। সে বেছে বেছে কর্মচারী রাখে এবং সেরা জিনিস পছন্দ করে। আমি হোটেলে কোন স্যুট জোগাড় করতে না পেরে একতলায় কিছু দু-কামরার ঘর রয়েছে, সেখানে ছিলাম। অবশ্য সেগুলোও 'ডিলুক্স'। আমি সারা হোটেলটায়—মানে লাউঞ্জে, তিনটে রেস্তোরাঁয় আর সুইমিং পুলে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম।' তারপর একটু থেমে হ্যাডন ব্রাডেকে লক্ষ করে গম্ভীরভাবে বলল, 'সত্যিই হোটেলটা ভয়ানক ধরণের পয়সাওলা লোকে ঠাসা।'

ব্রাডে মন দিয়ে সব শুনছিল।

—'তোমার আর বলার দরকার হবে না, পুরুষরা যখন ধনী হয় তখন তাদের স্ত্রীরা একে অন্যের সঙ্গে দেখানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। এই প্রতিযোগীতায় দামী জামাকাপড় ছাড়াও থাকে অলংকারের প্রদর্শন। এইসব নির্বোধ মেয়েমানুষগুলো যারা নিজেদের জীবনে এক ডলারও রোজগার করেনি—তারাই তাদের স্বামীর কাছে লক্ষ লক্ষ ডলারের গয়না দাবী করে এবং পেয়েও থাকে। হোটেলের সবচাইতে দামী রেস্টুরেন্টে ডিনারের সময়টা একটা দেখার মতন দৃশ্য। মেয়েরা হীরে, মণি, মুক্তো দিয়ে নিজেদের মুড়ে ডিনার খেতে আসে। আমি জীবনে একটা ঘরের মধ্যে অত মণি মুক্তোর সমারোহ আর দেখিনি। এক এক জন মহিলা প্রায় ষাট, সত্তর লক্ষ ডলারের গয়না পরে আসে।

ব্রাডে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অতীব চমৎকার। তারপর?'

হ্যাডন সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলল, 'তাই আমার মনে হয়েছে হোটেলে যদি একটা দাঁও বসাতে পারি, তাহলে লাভের অঙ্কটা বিরাট হয়।'

'ষাট লক্ষ ডলার?' ব্রাডে প্রশ্ন করল।

'আরও বেশী হতে পারে, তবু ষাটই বলা ভাল।'

'ব্যাপারটা আকর্ষণীয়।' তারপর মাথা চুলকে বলল, 'কিন্তু হোটেলে কিভাবে দাঁও মারবে, এড। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবে?'

'খুব স্বাভাবিক, চট করে তুমি বুঝতে পারবে না, লু। কারণ, তুমি স্মার্ট চালাক চতুর ঠিকই। কিন্তু মগজটা আমার। তুমি কাজ কর আর বুদ্ধি যোগাই আমি। তাই তো তোমার আমার জোটটা এত ভাল।'

'বেশ কাজের কথায় এস। ষাট যদি হয়, তবে আমার ভাগে কত আসবে?'

'কুড়ি। অন্যান্য খরচা সব আমার। ঠিক আছে?'

'বেশ। কিন্তু মালগুলো যখন সরাব, সেগুলো কে সামলাবে?'

'বিরাট হৈ চৈ হবে ঠিকই। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ শুরু হয়ে যাবে। তাই ভাবছি—ঠিক তক্ষুণি মালগুলো শহরে থেকে না সরিয়ে কেনড্রিকের কাছে জমা রাখব। কেনড্রিক আমাদের একনম্বরের বিশ্বাসী লোক। দেখি ওর সাথে কথা বলি।'

ব্রাডে মুখ কুঁচকিয়ে বলল' 'ঐ মোটা লোকটাকে আমি ঘেন্না করি।'

'ওসবে কিছু যায় আসে না।'

'বেশ! কিন্তু কাজটা করবে কী ভাবে? প্ল্যানটা বল।'

হ্যাডন বারম্যানকে আরও দু'পেগ মদ দিয়ে যাবার জন্য বলল। বারম্যান চলে যাবার পরে সে বলল, 'লু, তবে শোন—ঐ হোটেলের সিকিউরিটিটা দারুণ। প্রত্যেক হোটেল বাসিন্দাকে একটা 'স্ক্যামলার' তালাওলা বাক্স দেওয়া হয়। রাত্তে বোর্ডাররা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র এবং অলংকার ঐ বাক্সে রেখে দেয়। স্ক্যামলার তালার নম্বর শুধুমাত্র ঐ বোর্ডারই জানে। এরপর দু'জন সিকিউরিটি

গার্ড এসে সব বাক্স জড়ো করে হোটেলের সিন্দুকে নিয়ে রাখে। বুঝতে পারছ?'

মাথা নাড়ল ব্রাডে। 'স্ক্যামলার তালা? হুঁ,' হেসে বলল, 'আমার কাছে ওসব জলভাত।'

—সুতরাং, বুঝতে পারছ ঐসব ধনী অলস লোকগুলো যখন শুতে যায়, হোটেলের সিন্দুক ভর্তি থাকে অমূল্য সম্পদে।

—হোটেলের সিন্দুকটা কিরকম দেখতে? কোথায় রাখা আছে?

—সেটা দেখে নিতে হবে।

—ঠিক আছে, এখন সিকিউরিটির ব্যবস্থাটা বল।

—হোটেলে দু'জন ডিটেকটিভ আছে। তাঁরা পালা করে হোটেলের তদারকি করে। এবং দেখে মনে হয় যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন। রাত ন'টার সময় অস্ত্রধারী দু'জন সিকিউরিটি গার্ড আসে এবং তাঁরা রাত দু'টো পর্যন্ত পাহারা দেয়। দু'জনেই যুবক এবং শক্ত ধরনের। হোটেলের কলরব স্তব্ধ হয়ে আসে রাত প্রায় তিনটের সময়। কিন্তু কখনও কখনও রাত চারটেয় বোর্ডার আসে। আমার মনে হয় সিন্দুক খোলার আদর্শ সময় হবে রাত তিনটের সময়। আমি এখন আর বিশদভাবে কিছু বলতে পারব না। বাকিটুকু তোমায় দেখে এবং বুঝে নিতে হবে।

—তার মানে আমাকে হোটেলে থাকতে হবে?

—এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমি তোমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই একজন ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে ঐ হোটেলের এক তলার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। মোটা টাকাও জমা দিয়েছি। তুমি আগামী সপ্তায় কর্নেলিয়াস ভান্স নাম নিয়ে ঐ হোটেলে গিয়ে উঠবে। তুমি যে ধনী তার প্রমাণ স্বরূপ একটা রোলস রয়েলসের ব্যবস্থা করেছি। তুমি ছদ্মবেশ নেবে একজন ধনী বৃদ্ধ অশক্ত লোকের যে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে। সঙ্গে থাকবে একজন পুরুষ নার্স। কারোর সাথে মেলামেশা করবেনা এবং হোটেল কতৃপক্ষকে জানিয়ে দেবে তুমি একান্তে থাকতে চাও। তোমার হোটেল বাবদ আমার খরচ খরচা পড়বে পনের হাজার ডলার। ঘরের ভাড়াই দিনে আটশো ডলার। মদ খেতে পারবে না। সাধারণ খাবার খাবে। না হলে বিল আকাশ ছোঁয়া হবে। কি রাজী?

ব্রাডে মাথা নাড়ল।

—তোমার কাজটা হবে সিন্দুকটা খুঁজে বার করে খোলা। তোমার একজন সাহায্যকারী থাকবে যে রোলসটা চালাবে আর লোকজনদের সাথে মিলে মিশে খবর জোগাড় করবে। সেও তোমায় সাহায্য করবে সিন্দুকটা খুঁজে বার করতে এবং অপারেশনের সময় বাক্সগুলো সরাতে এই হচ্ছে মোটামুটি প্ল্যান। এবার বাকিটা তুমি ঠিক করে নেবে।

—তুমি বলছ যে রাতে একজন ডিটেকটিভ পাহারাতে থাকে?

—হ্যাঁ।

—দু'জন অস্ত্রসমেত প্রহরীও থাকে?

—ওদের নিয়ে তুমি চিন্তা কোর না। কারণ, আমি জানি যে প্রথমেই এই ডিটেকটিভ আর প্রহরী দু'জনের ব্যবস্থা করা দরকার। সে ব্যবস্থাও আমি করেছি।

—তাই যদি করে থাক, তাহলে ভাল। এবার পুরুষ নার্সের ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। এসব ব্যাপারে একজন সুন্দরী যুবতী নার্স বেশী কাজে লাগবে—হোটেলের যত্রতত্র সে ঘুরে বেড়াতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় খবরও জোগাড় করতে পারবে।

—তুমি তোমার গার্লফ্রেণ্ডের কথা নিশ্চয়ই বলছ। সে তুমি ঠিক কর। তুমি পাবে মোট কুড়ি। তার থেকে যদি ভাগ দিতে চাও দেবে।

—কিন্তু ঐ ডিটেকটিভ আর গার্ড দু'জনের ব্যবস্থা কি ভাবে করছ?

হ্যাডন বলল, ঘুম পাড়ানী গুলি দিয়ে। এই দ্যাখ, বলে হ্যাডন তার পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে তার থেকে একটা এয়ার পিস্তলের মতন যন্ত্র বার করল—'দ্যাখ, এতে ছ'টা গুলি ভরা আছে। তোমাকে শুধু লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপতে হবে। ছ'ঘণ্টার মতন লোকটা ঘুমিয়ে থাকবে।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' ব্রাডে বলল! হ্যাডন হাসল। 'দেখতেই পাবে, তুমি তো পিস্তল চালাতে পার।'

—না, আমি ওসব মোটে পছন্দ করি না।

—তাহলে অভ্রান্ত টিপ আছে এরকম একজন লোক আমাকে জোগাড় করতে হবে। সেই লোকই তোমার গাড়ি চালাবে, গার্ডগুলোর ব্যবস্থা করবে আর বাক্স সরাবার সময় তোমায় সাহায্য করবে। এবার পিস্তলের ব্যাপারটা আমি তোমায় দেখাব।

হ্যাডন বারম্যানকে ডাকল, বারম্যান এসে বিলের টাকাপয়সা নিয়ে পেছন ফিরতেই, হ্যাডন পিস্তলটা তুলে ট্রিগার টিপল। অস্পষ্ট 'বব' করে একটা শব্দ হল। বারম্যান দু'হাতে তাঁর ঘাড় চেপে হ্যাডনের দিকে বহু কষ্টে একবার তাকাবার চেষ্টা করল। হ্যাডন কিন্তু তখন তাঁর ব্রিফকেস গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে বারম্যানটির হাঁটু দুটো মুড়ে এল এবং সে আস্তে আস্তে মেঝের উপর এলিয়ে পড়ল।

—দেখলে? বিশ্বাস হল? কত তাড়াতাড়ি কাজ করে দেখলে?

চোখ বড় বড় করে ব্রাডে অচৈতন্য বারম্যানটির দিকে তাকিয়ে রইল।

চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই ম্যাগী শ্লুজ পুরুষদের কাছে এক আতংকস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এখন তেইশ বছর বয়সে সে পুরুষদের কাছে নিউট্রন বোমার মতই ভয়ংকর। সত্যিই সব দিক থেকে সে অপূর্ব সুন্দরী। পর্ণমুভি ব্যবসায়ীরা তাকে ব্যবহার করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। বেশ্যাগিরিতে সে ধাপে ধাপে উপরে উঠে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে সে এখন তার মনের মানুষকে নিজেই বেছে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার সঙ্গে লু ব্রাডের দেখা এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম।

ব্রাডে মনস্থির করে নিয়েছে যে ম্যাগীকে সে চোখের জলে পটিয়ে নেবে। ম্যাগীর চেয়ে লাস্যময়ী নার্সের কথা সে চিন্তাই করতে পারে না।

ব্রাডের সাড়া পেয়ে দরজা খুলে দিল ম্যাগী। আর প্রায় বাঘিনীর মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রাডের ওপর।

আধঘণ্টা পরে বিধ্বস্ত ব্রাডে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ম্যাগীর অসাধারণ ক্ষমতার কথা।

একটু ড্রিংক করলে কেমন হয়, ডার্লিং? ব্রাডে বলল।

নিশ্চয়। ম্যাগী বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। ব্রাডে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করল ম্যাগীকে—তার চলাফেরা সবকিছু। নাহ্ ম্যাগীই এই কাজে আদর্শ হবে।

ম্যাগী ফিরে আসলে ব্রাডে বলল, প্যারাডাইস সিটিতে সপ্তাহ খানেক কাটালে কেমন হয়?

ম্যাগী চোখ বড় বড় করে বলল, যেখানে সব কোটিপতিরা বাস করে?

—হ্যাঁ।

—তুমি যেতে চাও?

—যাব না মানে? ওখানে কী দামী দামী হোটেল সমুদ্রতীরে—। এসবের লোভ ছাড়া যায়?

—আস্তে ম্যাগী আস্তে। আমি ওখানে একটা কাজ করতে যাচ্ছি। তুমি যদি আসতে চাও আমাকে সাহায্য করতে হবে।

—নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করব। যে কোন কাজ করতে রাজি তোমার জন্য। আমি তোমাকে পাগলের মতন ভালবাসি।

—ম্যাগী। তাহলে একটা সত্যি কথা শোন আমি কখনই 'এ্যান্টিক ব্যবসায়ী' ছিলাম না।

খক খক করে হেসে উঠল ম্যাগী, সে আমি জানি আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা না।

—'বাঃ, তুমি তো বেশ চালাক মেয়ে হে। আসলে আমি একজন পেশাদার চোর, কথাটা বলে ব্রাডে ম্যাগীর দিকে তাকাল প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

—তার মানে তুমি রবিন হুডের মতন। ধনীদের থেকে চুরি করে গরীবদের বিলিয়ে দাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রাডে বলল, না। আমি চুরি করে নিজের পকেট ভর্তি করি।

—তাই নাকি? আমিও অনেকবার ভেবেছি রবিন হুডের মাথাটা দেখান দরকার। আমি ধনী বুড়োদের ব্যাগ থেকে অনেক টাকা হাতিয়েছি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লে। এটাও তো চুরি—তাই না?

ব্রাডে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাধা অতিক্রম করা গেছে। এখন দরকার ম্যাগীকে তৈরী করে

নেওয়া।

ব্রাডে ম্যাগীকে পরিকল্পনাটা খুলে বলল, তোমার কাজ হবে সিন্দুকটা খুঁজে বার করা। কর্মচারীদের আর ডিটেকটিভকে ভোলানো।

ম্যাগী হাততালি দিয়ে বলল, কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব ম্যানেজ করে নেব।

ব্রাডে ম্যাগীর দিকে তাকিয়ে ভাবল প্রয়োজন হলে ম্যাগী কবরে শোয়া লোককেও তাতিয়ে তুলতে পারে।

—তাহলে?

—তাহলে? ঠিক থাকল সব ম্যাগী ব্রাডের সাথে হাত মেলাল।

জীবনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কুড়িবার জেলে কাটিয়ে এসে আর্ট ব্যানিয়েন এমন উপলব্ধি করেছে যে 'অপরাধের শাস্তি অপরিহার্য।'

জেলে বিভিন্ন দাগী এবং সেরা অপরাধীদের সাথে মিশে এখন ব্যানিয়েন নতুন ধান্ধার কথা চিন্তা করছে। এতে দু'পক্ষেরই লাভ হবে।

বৌয়ের সহযোগিতায় সে অন্ধকার জগতে একটি বিশেষ 'এজেন্সি' খুলে বসেছে। সে দেখেছে যে হলিউডেরও ঐরকম একটা এজেন্সি আছে যারা নানান লোকজন ও আর্টিস্টের যোগান দেয়। পরিকল্পিত অপরাধ সংঘটিত করতে অন্ধকার জগতেও যোগান দিতে হয় সঠিক মেয়ে বা ছেলে। ব্যানিয়েনের তালিকায় এরকম অজস্র অপরাধীর নাম রয়েছে, যারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কাজ করার দক্ষতা রাখে। চাহিদা মাফিক লোকের যোগান দেওয়া বা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়াই ব্যানিয়েনের কাজ। টেলিফোনে এই কাজ চলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে টেলিফোনের আওয়াজের জন্য। তার বৌ বেথ পাশের ঘরে বসে উল বোনে। যখনই একটা কল আসে সে তক্ষুনি তাদের খাতা থেকে উপযুক্ত লোকটির নাম ঠিকানা হাজির করে তার স্বামীর কাছে। লোকটির যা পারিশ্রমিক তার দশ ভাগ পাবে ব্যানিয়েন। ওতে এই ক'বছরে সে ভালই রোজগার করেছে। পুলিশের নজর এড়াবার জন্য অফিস ঘরের দরজায় লাগানো রয়েছে 'দি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাইবেল রিডিং সোসাইটি'।

ব্যানিয়েনের বাবা-মা ছিল ছোট ধরনের চাষী। কিন্তু ব্যানিয়েন চাইত টাকা। সতের বছর বয়সে সে নিউইয়র্ক চলে যায়। সেখানে বছর দু'য়েক অর্ধাহারে থাকার পর ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙ্গার অপরাধে দু'জন লোকের সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দু'বছর জেল হয়। তাঁর বাপ-মার মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই মাইক সৈন্যবিভাগে যোগ দেয়। ব্যানিয়েনের মতে ওটা জানোয়ারের জীবন। কিন্তু ভাইকে সে ভালবাসত। মাইক তার সাথে জেলখানায় দেখা করত—কোনদিন তাকে সমালোচনা করেনি বা শোধরাবার চেষ্টা করেনি। দু'ভাইয়ের মধ্যে অটুট একটা বন্ধন ছিল। ব্যানিয়েন মনে মনে ছোট ভাইকে প্রশংসা করত আর এখন ব্যানিয়েন যখন উপলব্ধি করল 'ক্রাইম ডাজ নট পে', সে নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করল। চল্লিশ বছরের এক মহিলাকে বিয়ে করল। নাম বেথ। বাবা হত্যার দায়ে জেল খাটছে, মা নিউগলিন্সে একটা বেশ্যালয় চালায়।

অফিসে বসে নানান কথা ভাবতে ভাবতে ভাইয়ের কথা মনে পড়ল ব্যানিয়েনের। মাইকের সত্যিই খুব দুঃসময় চলেছে—এমন দুঃসময যেন কোন শত্রুরও না হয়। মাইক সার্জেন্টের পদে প্রমোশন পাবার পরেই বিয়ে করে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় বদলী হয়ে যায়। বছর দুয়েক দু'জনের কোন দেখাসাক্ষাত নেই। চিঠি টিঠি লেখা তাঁর পোষায় না।

দু-সপ্তাহ আগে হঠাৎ মাইকের ফোন আসে। সে ব্যানিয়েনের সাথে দেখা করতে চায়, একা।

—ঠিক আছে, বেথকে কোথাও পাঠিয়ে দেব।

'তাহলে রাত আটটার মধ্যে দেখা করব।' ব্যানিয়েনের দুশ্চিন্তা হয়।

সেই দিনের সাক্ষাৎকারের কথা ভাবলেই ব্যানিয়েন বিষন্ন হয়ে পড়ে। কলিংবেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে সে তার ভাইকে চিনতেই পারেনি। আগে ভাইয়ের চেহারা দেখে তাঁর হিংসে হত। আজকের মাইকের চেহারা সেদিনের মাইকের প্রেতাত্মা যেন। রোগা, গাল তুবড়িয়ে গেছে। চোখ

বসে গেছে। মুখে একটা হতাশার ছাপ।

মাইক তাঁর জীবনের বিগত দু'বছরের কাহিনী শুনিয়েছিল।

বিয়ের এক বছরের মধ্যে তাদের এক কন্যা-সন্তানের জন্ম হয়। মাইকের স্ত্রী মেয়েকে দেখা শোনার জন্য কাজ ছেড়ে দেয়। তার একার রোজগারে কোনরকমে দিন চলছিল।

—কন্যাটি জড়ভরত। কোনদিন লিখতে-পড়তে পারবে না—অনেক কষ্টে কথা বলতে পারবে। যা হোক, সন্তান যখন আমাদের তার ভার আমাদেরই বইতে হবে। সে জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম—মাইক বলে, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—তিন সপ্তাহ আগে মেরী গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে।

ব্যানিয়েন চমকে উঠে বসল।

এসব কথা আমাকে আগে জানাওনি কেন?

—কি লাভ? এখন মেরী না থাকাতে আমি আমার মেয়েকে আমার ব্যারাকের কাছে একটা বোর্ডিং হাউসে রেখেছি। এতদিন পর্যন্ত এইভাবেই চলছিল, কিন্তু আর পারছি না।

—তোমার কি টাকার দরকার মাইক? আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি। কয়েক'শ ডলার দিতে পারি।

—না, আমার কম করে পঞ্চাশ হাজার ডলার চাই।

ব্যানিয়েন অবাক হয়ে মাইকের দিকে তাকাল, অত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?

—টাকাটা ক্রীসের চিকিৎসার জন্য। ক্রীসের হার্টে একটা গোলমাল আছে। ডাক্তার বলছে পনের বছরের বেশী বাঁচবে না। ক্রীসকে বাঁচাতে গেলে ঐ অঙ্কের টাকাটা চাই।

মাইক, তুমি তো রোজগার করছ। মাসে মাসে টাকাটা দিলেও তো হয়।

—কিন্তু আমিও পাঁচ-ছ মাসের বেশী বাঁচব না।

আর্ট ব্যানিয়েন চমকে উঠল।

—মারা যাবে, কি যা তা বলছ, মাইক ব্যানিয়েনের দিকে তাকিয়ে বলল, তার 'টারমিনাল ক্যানসার' হয়েছে। খানিকক্ষণ চুপ করে মাইক বলল, বছর দুই আগে আমার একটা যন্ত্রণা হত—আবার ভাল হয়ে যেত। কিন্তু মেরী মারা যাবার পর সাংঘাতিক যন্ত্রণা শুরু হয়। বাধ্য হয়ে ডাক্তার দেখাই। দিন দুয়েক হল রিপোর্টটা পেয়েছি। আমার আয়ু আর পাঁচ কি ছয় মাস।

—হে ভগবান, তুমি অন্য ডাক্তার দেখাও।

—কোন লাভ নেই। যাক গিয়ে, কাজের কথা শোন। তুমি তো নানান কাজের জন্য লোক নাও। আমায় এমন কাজ দিতে পার যাতে আমি পঞ্চাশ হাজার ডলার পেতে পারি। খুন করতেও আমি পারি। আর ক'টা মাসই বা বাঁচব। ক্রিসের জন্য আমি সব করতে পারি।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আর্ট বলল, এত দামের কাজ তো আমার কাছে নেই। তাছাড়া তুমি নতুন লোক। তোমার ক্রিমিনাল রেকর্ডও নেই। তোমার মতন অনভিজ্ঞকে এত বড় কাজ কে দেবে?

আমি তোমার ওপর নির্ভর করে আছি। আমি মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি। তুমি একটা উপায় করে দাও মাইক ব্যানিয়েনের হাত চেপে ধরল।

—বেশ আমি দেখব। কিন্তু কথা দিতে পারছি না, আর্ট বিমোহিতের মত বলল।

যাবার সময় মাইক আবার মিনতি করল।

আর্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেউই মাইকের মতন একজন অপেশাদারকে কাজ দিতে রাজি নয়।

আজ সকালে বসে আর্ট ভাবছিল কি করা যায়। সে কি তার শেয়ারের কাগজগুলো বিক্রী করে মাইককে টাকাটা দেবে। কিন্তু বেথ রাজি হবে না।

একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। আর্ট মাইকের জন্য কিছুই করে উঠতে পারেনি। কিন্তু ভাইয়ের অসহায় চোখদুটো তাঁর সামনে সবসময়ই ভেসে উঠছে। কিছু একটা করতেই হবে।

আর্টের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। বেথ ঘরে ঢুকে বলল—এড হ্যাডন তোমাকে ডাকছে।

আর্ট সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল। হ্যাড্ন তাঁর এক নম্বরের খদ্দের। টাকা পয়সার ব্যাপারেও তার হাত খুব দরাজ।

রিসিভার তুলে ব্যানিয়েন বলল, 'হ্যালো মিঃ হ্যাডন, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?'

—শোন আর্ট। আমার এমন একজন লোক দরকার যে দেখতে ভাল। অব্যর্থ লক্ষ্য। রোলস চালাতে পারে এবং সোফারের অভিনয় করতে পারে।

—এটা কোন ব্যাপারই নয় মিঃ হ্যাডন। লোক আমার রেডি আছে, কাজটা কি বলবেন?

—বেশ বড় ব্যাপার। আমি ষাট হাজার দেব।

উত্তেজনায় আর্ট চোখ বন্ধ করে ফেলল।

—কোন ব্যাপারই নয় মিঃ হ্যাডন।

—লোকটার নাম কি?

—আমার ভাই। গুলিতে তার অব্যর্থ লক্ষ্য এবং তার টাকার দরকারও আছে। তার উপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারেন।

—তার পুলিশ রেকর্ড?

—কোন রেকর্ড নেই। বর্তমানে সে আর্মিতে একজন বন্দুক প্রশিক্ষক। তাকে দেখতে সুন্দর, কথাবার্তাও চমৎকার। আমি তার হয়ে গ্যারান্টি দিচ্ছি, চোখ বুজে আর্ট বলে ফেলল। যদিও সে জানে কাজে গড়বড় হলে হ্যাডনের মতন খদ্দেরকে তাকে হারাতে হবে।

হ্যাডন বলল, তুমি যদি গ্যারান্টি দাও, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তাকে বলবে, তেইশ তারিখে রবিবার সকাল দশটায় সে যেন 'বে হোটেলে' মিঃ কর্নেলিয়াস ভাঙ্গের কাছে রিপোর্ট করে।

—বন্দুকের ব্যাপারটা?

—ভাঙ্গ তাকে সেটা দেবে। তবে খুনোখুনির ব্যাপার নেই এতে।

—টাকা কখন পাওয়া যাবে?

—কাজ শেষ হলে। দু' একমাস লাগবে। বড় ব্যাপার। মুখ বন্ধ রাখবে। না হলে ব্যবসার জগত থেকে তোমাকে সরতে হবে।

হ্যাডন ফোন রেখে দিল।

এসময় বেথ ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে চিৎকার করে বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে—লিস্টে তো কত লোকের নাম রয়েছে—

আর্ট চেঁচিয়ে বলল, চুপ কর। ও আমার ভাই। আমায় ওকে সাহায্য করতেই হবে।

আর্ট—মিরাডোর হোটেলে মাইককে খবরটা দিল।

মাইক শুনে খুশী হয়ে বলল, আমি জানতাম আমি তোমার ওপর ভরসা করতে পারি। তুমি চিন্তা কোরনা, তোমার সম্মান আমি রাখবই। আমি ঠিক সময়ে হোটেলে পৌঁছে যাব। কিন্তু টাকা?

—তুমি ভেবনা, তোমার হোটেলে আমি এখনই তিন হাজার ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি। সোফারের পোশাকটা উঁচু দরের হওয়া চাই। আমার খদ্দের খুব দামী।

কিছুক্ষণ চুপ করে মাইক বলল, তাহলে খুনের ব্যাপার নেই এর মধ্যে।

—তাই তো বলল।

—ঠিক আছে আর্ট। ধন্যবাদ। আমার উপর ভরসা রাখতে পার, মাইক ফোন রেখে দিল।

আর্ট ভাবল, সে তো ভগবান নয়। কিন্তু ভাইকে সাহায্য তো সে করতে পারছে, এতেই সে খুশী।

।। দুই ।।

স্প্যানিস্ হোটেলের বহির্বিভাগের স্যুটের অর্থাৎ পেন্ট হাউস স্যুটের দ্বিতীয় বাথরুমে ঢুকল অনিতা সার্টেস। পেন্ট হাউস স্যুট হাউসের সবচেয়ে দামী আর আরামদায়ক স্যুট—অন্ততঃ যবে থেকে সিলাস ওয়ারেনটনের ছেলে উইলবার ওয়ারেনটন এই হোটেলে এসেছে। সিলাস ওয়ারেনটন টেক্সাসের কোটিপতি তেলখনির মালিক। উইলবার সম্প্রতি 'মারিয়া গোমে, নামক একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। মারিয়ার বাবা দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকটি রূপোর খনির মালিক। উইলবার প্যারাডাইস সিটির স্প্যানিস-বে হোটেলেই তার মধুচন্দ্রিমা যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মারিয়া প্রায় বাধ্য হয়েই রাজি হয়েছে।

এই উনত্রিশ বছর বয়সেও উইলবার তাঁর বাবার তেল খনিতে যোগদান করেনি। সে হাভার্ডে পড়াশোনা করেছে। অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছে। একবছর সেনাবাহিনীতে ছিল। তারপর বাবার ইয়ট্ নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে মারিয়ার দেখা পেয়েছে এবং বিয়ে করেছে। হানিমুন শেষ হলে, তাঁর বাবার তেল খনিতে দশজন ভাইস প্রেসিডেন্টের অন্যতম হয়ে যোগদান করার কথা।

তাঁর বাবা—সিলাস ওয়ারেন্টন পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে তাঁর ছেলেকে বেশী ভালবাসেন। তাঁর স্ত্রী উইলবারের জন্মের কয়েক বছর পরেই মারা গেছেন। তিনি আর বিয়ে না করে উইলবারের উপরেই তাঁর সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন।

উইলবার যখন বাবাকে বলেছিল সে মারিয়াকে বিয়ে করতে চায় একলহমায় মারিয়ার দিকে তাকিয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেলেকে তিনি এত ভালবাসেন যে এ বিয়েতে তিনি না করতে পারেন নি। ডিভোর্স তো রয়েছেই। তিনি তাঁর ছেলের পিঠ চাপড়িয়ে বলেছিলেন 'বেশ আমার কিন্তু নাতি চাই। আমাকে নিরাশ কোরনা।'

মারিয়ার প্রথম থেকেই উইলবারের বাবার ওপর বিরূপ মনোভাব। তাঁর মনে হয়েছিল এরকম অসভ্য বৃদ্ধ সে আর কখনো দেখেনি। আর বাচ্চা! দূর দূর, যতদিন পারা যায় জীবনে উপভোগ করে নিতে হবে। বাচ্চা-কাচ্চা যত ঝামেলার ব্যাপার।

অনিতা সার্টে স্ হোটেলের অন্যান্য পরিচারিকাদের মধ্যে একজন। বছর খানেক হল সে এখানে কাজ করছে। বয়স বছর তেইশ। গায়ের রঙ কালো—মাথার চুলগুলো কুচকুচে কাল। জাতিতে কিউবান। তার কাজ হচ্ছে বাথরুম পরিষ্কার করা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া—বিছানার চাদর পাল্টানো।

উইলবারের বাথরুম পরিষ্কার করার পর মারিয়ার বাথরুমে গিয়ে তাঁর মেজাজ চড়ে গেল। বড়লোকদের বকে যাওয়া এইসব মেয়েগুলো কি নোংরা। মেঝেময় ভিজে তোয়ালে পড়ে আছে। কাজ করতে করতে তাঁর স্বামী পেড্রোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। দু'বছর তাদের বিয়ে হয়েছে। পেড্রোর পিড়াপিড়িতেই তাঁরা হাভানা ছেড়ে ফ্লোরিডায় এসেছে। কিন্তু পেড্রো এখনও স্থায়ী চাকরী পায়নি। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঝাড়ু দেয়। তাতে কটা পয়সাই বা হয়।

অনিতা পেড্রোকে পাগলের মতন ভালবাসে। তাঁর কাছে পেড্রো জগতের সবচেয়ে সুন্দরতম পুরুষ। সে তার রোগা স্বামীর খিটখিটে মেজাজও মেনে নিয়েছে। নিজের উপার্জনের টাকা স্বামীকেই দিয়ে দেয়। প্যারাডাইস সিটির শেষ প্রান্তে শ্রমিক এলাকায় একটা ঘর নিয়ে তারা থাকে। পেড্রো কিউবায় তাঁর বাবার সেই ছোট্ট আখের ক্ষেতে আবার ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখে অথচ সেই সব ছেড়ে এখানে এসেছিল জোর করে।

কাজ করতে করতে অনিতা ভাবছিল, পেড্রো এখন কি করছে। সে কি কাজের খোঁজে বেড়িয়েছে। সপ্তাহের শেষে দেখা যায় পেড্রো তার উপার্জনের সব টাকাই উড়িয়ে দিয়েছে।

অনিতা যখন কাজ করছে, পেড্রো তখন সমুদ্রের ধারে একটা ঘিঞ্জি বারে বসে তাঁর বন্ধু রবার্টেন ফুয়েনটেসের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে বিয়ার খেতে খেতে।

ফুয়েনটেসও কিউবান। এখানে সে তিনবছর রয়েছে। তাঁর কাজ হচ্ছে ধনী লোকদের ইয়ট পরিস্কার করা। পেড্রোকে সে পছন্দ করে আর প্রতিদিনই পেড্রোর হা হুতাশ শোনে। কারণ, পেড্রো দেশে ফেরার জন্য টাকা জোগাড় করতে প্রায় ক্ষেপে গেছে। আর যে কোন ঝুঁকি নেবে, এই পেড্রো। সুতরাং, কোন পরিকল্পনা করতে বাধা কোথায়?

নীচু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে সে পেড্রোকে বলল, এক হাজার ডলার উপায় করতে কেমন লাগবে?

পেড্রো নেচে উঠল, আরে, তুমি কি বলছ। ঐ টাকাটা পেলে আমি বউকে নিয়ে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারি।

—বেশ শোন তাহলে, তোমার উপর নির্ভর করছে প্ল্যানটা।

—কী রকম?

—কোরাল স্ট্রীটে আমি যে ফ্ল্যাট বাড়িটায় থাকি, তাতে সত্তরজন ভাড়াটে রয়েছে। প্রত্যেকে ষাট ডলার করে ভাড়া দেয়। মোট দাঁড়ায় বিয়াল্লিশ'শ ডলার।

—তাতে কি হয়েছে?

—আরে শোনই না, তুমি আর আমি ঐ টাকাটা হাতিয়ে নিতে পারি। খুব সহজ পদ্ধতিতে।

পেড্রোর চোখ চক চক করে উঠল।—এত সহজে এক হাজার ডলার উপার্জন করা—'ব্যাপারটা খুলে বল ভাই।'

—ঐ ফ্ল্যাট বাড়িতেই থাকে এবে লেভী। সে ঐ ফ্ল্যাটবাড়ির মালিকের কর্মচারী। তাঁর কাজ হল ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেক শুক্রবার ভাড়া সংগ্রহ করা। আমি লক্ষ করেছি ভাড়াগুলো সংগ্রহ করে সে তাঁর ঘরের মধ্যে গিয়ে হিসাবপত্র করে, তারপরে অফিসে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে দেয়। লোকটা ভীতু, মোটা চেহারার আর বয়সও হয়েছে। টাকা গোনবার সময় ওর মুখের সামনে একটা পিস্তল ধরলেই বিয়াল্লিশ'শ ডলার আমাদের পকেটে আসবে। কি কাজটা খুবই সরল আর সোজা না?

পেড্রোর চোখ চকচক করে উঠল। 'ঠিক আছে, চল কালই গিয়ে ব্যাপারটা করি।'

—বেশ। ফুয়েনটেস সাপের মতন কুটিল ভাবে হাসল। লেভীকে রিভলবার দেখানোর কাজটা তোমার। আমাকে সে চিনে ফেলবে। আমি বাইরেটা সামলাব আর তুমি ঘরের মধ্যে কাজটা করবে।

পেড্রো কেমন মিইয়ে গেল, মানে সমস্ত ঝুঁকিটাই আমার।

—আরে এতে ঝুঁকির কি আছে। রিভলবার দেখলেই লেভী স্রেফ অজ্ঞান হয়ে যাবে। আর তুমি সহজেই টাকাটা নিয়ে কেটে পড়বে।

—এর জন্য আমার দু'হাজার ডলার চাই।

—আরে তুমি আমার বন্ধু লোক বলেই এই প্রস্তাবটা করেছিলাম। নইলে আমার লোকের অভাব। দু'হাজারের প্রশ্নই ওঠে না।

—বেশ, দেড় হাজার—নয়তো আমি এর মধ্যে নেই।

'বেশ বাবা, আমি রাজী।' ফুয়েনটেস সামনের দিকে ঝুঁকে আস্তে করে বলল—এবার তাহলে কাজের কথাবার্তা শেষ করে নিই।

অনিতা কাজ শেষ করে ঘরে এসে দেখল, পেড্রো বিছানায় শুয়ে আছে। তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি। খুব আরামে সিগারেট খাচ্ছে। পেড্রোর মুখের দিকে তাকিয়ে অনিতা তাঁর সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গেল। খুব আনন্দে চেঁচিয়ে বলল—পেড্রো তুমি কাজ পেয়েছ না? তোমার মুখই বলছে।

—শনিবার আমরা হাভানায় ফিরে যাচ্ছি। ফেরবার ভাড়া ছাড়া বাবাকে সাহায্য করবার আমার কাছে যথেষ্ট টাকা থাকবে।

অনিতা অবাক হয়ে বলল—তা কি করে সম্ভব?

বালিশের তলা থেকে ফুয়েনটেসের দেওয়া রিভলবাবটা বার করে পেড্রো বলল, এটা দিয়ে সম্ভব।

অনিতার প্রায় মাথা ঘুরে গেল। আজকাল তাঁর মনে হয় পেড্রো খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

—শোন, তুমি এসব কিছু করতে যেও না।

বালিশের নীচে পিস্তলটা রেখে দিয়ে পেড্রো বলল—বেশ তুমি এখানে থাক। আমি শনিবার হাভানায় ফিরে যাবই। পনের'শ ডলার আমি পাচ্ছি।

শোন, এই কাজে বিপদ রয়েছে।

কোন বিপদ নেই। শনিবার আমি ফিরে যাচ্ছি। পেড্রোর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ডিটেকটিভ ফাস্ট গ্রেড টম লেপস্কি শুক্রবারটাকে খুব পছন্দ করে। কোন ঝামেলা না হলে সে সপ্তাহের শেষের দিনগুলো বাড়ি ফিরে যায়। যদিও বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ক্যারল—কাজ, কর কাজ কর বলে তাকে পাগল করে তোলে। কিন্তু হোটেলে কখন চুরি হবে এই প্রতীক্ষায় থাকার থেকে বাড়ি যাওয়া অনেক ভাল।

আজ রাতে ডিউটি অফ হবার আগে সে 'জি স্ট্রিং' ক্লাবে একটা ঘটনার তদন্ত করার জন্য হাজির হয়েছিল।

জি স্ট্রিং ক্লাবের বিপরীতে একটা সরু গলিতে শ্রমিকদের থাকার একটা এ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এবে লেভী শুক্রবারটাকে ঘৃণা করে। ভাড়া আদায় করার কাজ তাকে ক্রমশঃ নিঃশেষ করে

ফেলছে। সবসময়েই কোন না কোন ভাড়াটে ভাড়া দিতে না পারার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে আর লেভীকে তাঁর কাজের খাতিরে কঠোর হতেই হয়। যা তাঁব স্বভাববিরুদ্ধ। এ্যাপার্টমেন্টের মালিকদের কড়া হুকুম, ভাড়া না দিতে পারলে তাকে ছাড়বার নোটিশ ধরিয়ে দিতে হবে এবং ভাড়াটেদের সঙ্গে সে সদ্ভাব রাখতে চাইলেও রাখতে পারে না।

আজ শুক্রবার শেষ ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া তুলতে তুলতে রাত আটটা বেজে গেল। নীচে তাঁর দু-কামরার ঘরে রাতের রান্না করার জন্য সে চঞ্চল হয়ে উঠল।

এবে লেভীর জীবনটা খুব সুখের নয়। অল্প বয়সে সে তার বাবাকে ফল বিক্রীর কাজে সাহায্য করত। বিয়ে করেছিল কাপড়ের কলে কাজ করা একটা মেয়েকে। বাবা মা মারা যাবার পর সে ফলের ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁর এক বন্ধু এই ভাড়া আদায় করার কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল। বছর দুই আগে তাঁর বউ মারা গিয়েছে, তাদের কোন সন্তানও নেই। নিঃসঙ্গ রাতগুলিতে এবে টেলিভিশন দেখে সময় কাটায়। সপ্তাহে একদিন ইহুদিদের ক্লাবে যায়।

এলিভেটরের কাছে এসে এবের বৌয়ের কথা মনে পড়ল। সে সবসময় তাঁর জন্য গরম খাবার তৈরী করে রাখত। আর এখন তাকে রান্না করে খেতে হবে।

টাকা পয়সা ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল এবে। তারপর অন্ধকার সরু প্যাসেজটা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে গিয়ে সে দেখল আলো জ্বলছে না। নিশ্চয়ই ফিউজ হয়ে গেছে।

এবে এমনিতে সতর্ক লোক। জরুরী অবস্থার জন্য সে সবসময়েই প্রস্তুত থাকে। বসবার ঘরে টেবিলের ওপর একটা শক্তিশালী টর্চ সে রেখে দেয়। অন্ধকার হাতড়ে যেই সে সেটা নিতে গেল, এমন সময় তাঁর কাঁধের ওপর কেউ প্রচণ্ড আঘাত করল। টলমল করতে করতে এবে সামনের চেয়ারটায় প্রচণ্ড ধাক্কা খেল—তারপর সবকিছু সঙ্গে নিয়ে সে মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল। কিন্তু টাকার ব্যাগটা সে কিন্তু কখনও ছাড়েনি।

পেড্রো দুরু দুরু বক্ষে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য সে ভয় পায়নি। কারণ ফুয়েনটেস তাকে বলেছে এবে ভীতু প্রকৃতির লোক, বন্দুক দেখলেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। পিস্তল ছাড়া সে একটা টর্চ লাইটও এনেছে। টর্চ পেড্রো জ্বালিয়ে ধরল যাতে এবে তার হাতের পিস্তলটা দেখতে পারে। এবেকে উঠে বসতে দেখে সে কড়া স্বরে বলল, 'টাকার ব্যাগটা আমার দিকে ছুঁড়ে দাও।'

এবে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে সে আগে কখনও পড়েনি। একজন পুলিশ তাকে বলেছিল, 'সবকিছুরই একটা প্রথম আছে। তোমার মালিকরা চায় তুমি একটা পিস্তল রাখ। এই নাও তোমার পারমিট আর এই তোমার বন্দুক। কেমন করে চালাতে হয়, তাও দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু সত্যিই যে বন্দুকের প্রয়োজন হবে সেকথা কখনও ভাবেনি এবে। ভেবে দেখল, ডাকাতটি যদি তার টাকার ব্যাগ নিয়ে পালায়, তাহলে তার চাকরী চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার থাকার জায়গাটুকুও চলে যাবে। এবের তাই পিস্তলটার কথা মনে পড়ল।

'তাড়াতাড়ি কর'—পেড্রো গর্জন করে উঠল। এবে টাকার ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল।

পেড্রোর চোখ চকচক করে উঠল। এত সহজে টাকাটা পাওয়া গেল। খুনোখুনিও করতে হল না। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পেড্রো টাকার ব্যাগটার দিকে ঝুঁকল।

এবের হাত ততক্ষণে তাঁর জ্যাকেটটার ভেতর ঢুকে পিস্তলটার বাঁট চেপে ধরেছে বুড়ো আঙুল দিয়ে। এবে সেফ্‌টিক্যাপও খুলে ফেলেছে। পেড্রো ব্যাগটা তুলতে যাবে, এবে পিস্তলটা বাব করে ট্রিগার টিপল। পেড্রো অনুভব করল তাঁর গালে ভীষণ গরম একটা কিছু ঢুকে গেল। আতঙ্কিত হয়ে সে তাঁর পিস্তলের ট্রিগার টিপল। টর্চের আলোয় পেড্রো দেখল এবের কপাল রক্তে ভিজে গেল—এবের সারা শরীর খিঁচিয়ে উঠল, তাঁরপরই মেঝের ওপর এলিয়ে পড়ল।

পেড্রো হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর হাতে খুন হয়ে গেছে। হিমশীতল একটা স্রোত তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে নামতে থাকল। ধরা পড়লে বাকি জীবন তাকে জেলের মধ্যে থাকতে হবে—সেখানে না থাকবে অনিতা না থাকবে তাঁর বাবা, না থাকবে আখের ক্ষেতের উজ্জ্বল রোদ্দুর।

অনেক লোকের গলার আওয়াজ তার কানে এল। কেউ ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

একজন মহিলা আর্তনাদ করে উঠল।

ফুয়েনটেস কোথায়—ফুয়েনটেসের কাছে তাকে যেতে হবে। এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে পিস্তলটা ধরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাঁর গাল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে অনুভব করল পেড্রো।

ফুয়েনটেস গুলির শব্দ শুনেই বুঝে গেছিল ব্যাপারটা কেঁচে গেছে। দোতালার ভাড়াটেদের দরজা একে একে খুলে যাচ্ছিল। দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস খুনটা তাঁর হাতে হয়নি। ফুয়েনটেস ছুটে গিয়ে ভাড়াটেদের সাথে মিশে গেল। সে দেখতে পেল পেড্রো গালে রক্তঝরা অবস্থায় তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফুয়েনটেস তাড়াতাড়ি ভীড়ের পেছনে চলে গেল।

পেড্রো ভীত চকিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। তার হাতে ধরা রয়েছে পিস্তল। সে ব্যাগটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

লেপস্কি ক্লাবের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। গুলির শব্দে তাঁর পুলিশসত্তা তৎপর হয়ে উঠল। সে তীরবেগে ক্লাবের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। ইতিমধ্যেই বাড়ির সামনে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ঠিক ঐ সময় পিস্তল হাতে পেড্রো রাস্তায় বেরিয়ে এল। তাকে দেখে লোকেরা এদিক ওদিক সরে গেল, মেয়েরা আর্তনাদ কবতে লাগল।

লেপস্কি দৌড়োন অবস্থায় পেড্রোকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে ওর পিছু নিল। পেড্রো ভয়ার্ত চোখে পেছন ফিরে লেপস্কিকে দেখেই পিস্তল চালিয়ে দিল। গুলিটা গিয়ে লাগল ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া এক কৃষ্ণকায় মহিলার মাথায়।

লেপস্কি চিৎকার করে উঠল—'দাঁড়াও, নয়তো গুলি খেয়ে মরবে।' পেড্রো পাশের একটা গলিতে ঢুকে পালাবার চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে লেপস্কির পিস্তল গর্জে উঠল। তীব্র আঘাতে মুখ থুবড়িয়ে পড়ে গেল পেড্রো, তাঁর হাত থেকে টাকাব ব্যাগ আর পিস্তলটা ছিটকে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকল।

ফুয়েনটেস ছুটে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের জানালা দিয়ে সে সবই দেখল। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—পিস্তলটা তাঁর। পেড্রো মরলে তাঁর কিছু যায় আসে না। কিন্তু পিস্তলটা যে তাঁর, পুলিশ ধরে ফেলবে। ফুয়েনটেস ঘামতে লাগল। ইতিমধ্যে সাইবেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি চলে এল। আতংকিত ফুয়েনটেস ভাবল পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হওয়ার আগেই তাকে পালাতে হবে। সে চটপট কয়েকটা জামাকাপড় একটা ভাঙা স্যুটকেসে ভরে ফেলল। কোথায় যাবে সে? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল বন্ধু ম্যানুয়েল টেরেসের কথা। ফুয়েনটেস আর টেরেস হাভানার কাছেই—এক গ্রামের বাসিন্দা। একসঙ্গে স্কুলে যেত, আখের ক্ষেতে কাজ করেছে। টেরেস সমুদ্র তীরে থাকে। টেরেসের উপর সে ভরসা করতে পারে।

হত্যাকাণ্ডেব দু'ঘণ্টা পরে হোমিসাইড স্কোয়াডেব সার্জেন্ট হেস পুলিশ চীফ টেরেলের অফিসে এসে ঢুকল।

—ছিনতাইয়ের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে, স্যার। দু'জনে মারা গেছে। ভয় পেয়েই বোধহয় গুলি চালিয়েছে। হত্যাকারীকে এখনও সনাক্ত করা যায়নি। আমরা আশেপাশে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না। লোকটা একজন কিউবান। কিউবানদের মধ্যে খুব একতা আছে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

—আহত হত্যাকারীটির কি খবর?

—বেঁচে যেতে পারে। গুলি ফুসফুসে লেগেছে। হসপিটালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আছে। ল্যারি ওখানে রয়েছে।

—পিস্তলটা কার—জানতে পেরেছ?

—শীঘ্রই জেনে যাব।

এই সময় সার্জেন্ট বেইগলার এসে ঘরে ঢুকল। পিস্তলটার পরিচয় জানা গেছে। ওটা একজন কিউবানের। নাম রবার্টেন ফুয়েনটেস। এবে লেভীর একই বাড়িতে থাকে। ম্যাক্স কয়েক জনকে

নিয়ে গেছে ওকে ধরে আনার জন্য।

—হয় ফুয়েনটেস পিস্তলটা বিক্রি করছিল, নয়তো সেও এই ব্যাপারে জড়িত, টেরেল বললেন।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। বেইগলার ফোনটা ধরে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর রিসিভার নামিয়ে টেরেলের দিকে তাকিয়ে বলল, ফুয়েনটেস জামাকাপড় নিয়ে সরে পড়েছে। কেউ জানেনা সে কোথায় গেছে।

ওকে আমাদের চাই-ই। টেরেল বললেন—ওকে খুঁজে বার কর।

বেইগলার এইসব কাজ পছন্দ করে। সে বলল, ঠিক আছে স্যার, ওকে আমি খুঁজে বার করবই।

রাত দু'টোর পর অনিতা সমুদ্র তীরে টেরেসের মাছ ধরা নৌকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কয়েকজন পাহারাদার ছাড়া সমুদ্রতীর নির্জন।

জেলে নৌকাটার কাছে গিয়ে অনিতা থামল। সে নিশ্চিত ফুয়েনটেসকে ওখানেই পাওয়া যাবে।

রাত্রে সে রেডিওতে খবরটা জেনেছে। সকালে সে যখন কাজে বেরুচ্ছিল পেড্রো তাকে বলেছিল, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আজ রাতেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

অনিতা স্বামীকে বলল, আমি জানি এরকমটি হবে না। তবে তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পার।

অনিতা সারাদিন পিস্তলটার কথা ভাবছিল। ফুয়েনটেস পেড্রোকে রিভলবারটা দিয়েছে। অনিতা পেড্রোকে এতই ভালবাসে, ভাবছিল সত্যিই বোধহয় কাজটায় কোন ঝুঁকি নেই। সে দুটো স্যুটকেশে সামান্য জামাকাপড় ভরে নিল। তবু তার ভয় ভয় করছিল।

পেড্রোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে রেডিওটা খুলে দিয়েছিল। একে একে সবই জানতে পারলো—এবে লেভীর মৃত্যু-কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা গুলিতে মৃত্যু-পেড্রোর আহত হওয়া শুনে সে পাথর হয়ে গেল।

রেডিও তখনও বলছিল, পুলিশ ফুয়েনটেসকে খুঁজছে। সেই লোকটিকে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। আখের ক্ষেতে রোদে পরিশ্রম করে আর হোটেলে কাজ করে অনিতা ইস্পাতের মতন তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সে শোক সামলে ভাবতে বসল—তাঁর হোটেলের চাকরী যাবে। পুলিশ তাঁর খোঁজ করবে। যা করবার তাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ফুয়েনটেস নিশ্চয়ই পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। ফুয়েনটেসের মুখে সে টেরেসের অনেক গল্প শুনেছে। পুলিশ-জাহাজঘাটায় টেরেসের একটা মাছ ধরার বোট নোঙর করা থাকে। টেরেসের সম্পর্কে সে অনেক শুনেছে। এ অঞ্চলে কিউবানরা তাকে 'ধর্মপিতার' মতন সম্মান করে। কারোর কোন বিপদ হলে সে টেরেসের কাছে যায়। যখন সে মাছ ধরে না, ট্যুরিস্টদের জন্য নানান জিনিসপত্র বিক্রি করে। ব্যবসা তাঁর ভালই চলে।

ফুয়েনটেস নিশ্চয়ই টেরেসের কাছেই আশ্রয় নিয়েছে।

পেড্রোকে বাঁচাতেই হবে। পেড্রো জেলে গেলে অনিতা বাঁচবে কি করে। কিন্তু টেরেস বা ফুয়েনটেস টাকা পয়সা না পেলে কোন সাহায্যই করবেনা। অনেক ভেবে অনিতা একটা পরিকল্পনা খাড়া করল।

ম্যানুয়েল টেরেসের বোটের কাছে গিয়ে অনিতা জানালায় একটা ছোট পাথর ছুঁড়ল।

কে-বলে ম্যানুয়েল বেরিয়ে এল।

আমি অনিতা সারটেস—অনিতা নীচু স্বরে বলল।

।। তিন ।।

মাইক ব্যানিয়েন 'সিভিউ' হোটেলের সামনে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল। তারপর রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেল। রিসেপশনের ছিমছাম পোশাক পরা বয়স্ক ভদ্রলোকটি অভ্যর্থনার হাসি হাসল।

—মিঃ ভান্স আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—আপনি কি মিঃ লুকাস?

—হ্যাঁ।

আর্ট তাকে বলে দিয়েছিল তার নাম টেড লুকাস। ঐ নামেই হোটেলে রিজার্ভেশন করা আছে।

রিসেপশনিস্ট ফোন তুলে কার সঙ্গে কথা বলল।

—মিঃ ভান্স আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

দোতলা, দু'নম্বর ঘর। আপনার ঘর চার তলার বার নম্বর। ব্যাগটা যদি রেখে যান আপনার ঘরে পৌঁছে দেব।

মাইক এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। প্লেন চড়া আর ব্যাগ বওয়ার জন্য তাঁর ভেতরের যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সে সত্যিই মরবে না। কিন্তু আজ এত যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে হচ্ছে সে নিজেকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছে।

সে দুনম্বর ঘরের দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে একটা কড়া গলা তাকে ভেতরে আসতে বলল।

লু ব্রাডে একটা হুইল চেয়ারে বসেছিল। মাইক দেখল একটা রোগা পাতলা বৃদ্ধ তাঁর সামনে বসে আছে।

ম্যাগী পর্যন্ত তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। গতকাল রাতে ঘরে ঢুকে ব্রাডেকে দেখে ম্যাগী লজ্জিত হয়ে 'মাফ করবেন' বলে ফিরে যাচ্ছিল। তাকে স্টেলা জ্যাকি নাম নিতে বলা হয়েছিল।

ব্রাডে তাঁর পরিচিত গলায় বলল—আরে এসো এসো সুন্দরী।

ম্যাগী চোখ বড় বড় করে ব্রাডের দিকে তাকিয়েছিল।

ব্রাডে ম্যাগীকে বলেছিল নতুন লোকটির ওপর লক্ষ্য রাখতে। ম্যাগী তাই শোবার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে ওদের কথাবার্তা শুনছিল।

মাইককে লু ব্রাডে ঠাণ্ডা চোখে জরিপ করছিল। একটু পরেই সে সহজ হয়ে গেল। না, বেশ শক্তপোক্ত লোক। শৃঙ্খলা বোধের একটা আভা বেরোচ্ছে লোকটার মধ্যে থেকে। কিন্তু গর্তে বসা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তায় পড়ল ব্রাডে। অবশ্য দৃঢ় মুখ আর শক্তিশালী চোয়াল রেখা দেখে সে নিশ্চিন্ত হল।

মাইককে বৃদ্ধের গলায় ব্রাডে বলল—তুমিই মাইক ব্যানিয়েন—তোমার নিজের সম্বন্ধে আমাকে বল। মাইক সরাসরি তাকাল ব্রাডের দিকে। এই বৃদ্ধের মধ্যে কি একটা ছলনা রয়েছে।

—আমি এখানে একটা কাজ করতে এসেছি। আপনি আমার সম্বন্ধে জানতে চাইবেন না—আমিও চাইব না আপনার সম্বন্ধে কিছু জানতে।

কথাগুলো ব্রাডের পছন্দ হল। তবে আরেকটু ওকে বাজিয়ে নেওয়া দরকার, সে ভাবল।

—শুনেছি তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। একটু দেখতে চাই।

এই সময় ম্যাগী শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে হাততালি দিয়ে বলল—চমৎকার লোক।

—এস আমরা একটু ড্রিংক করে নিই। ব্রাডে মাইকের সাথে ম্যাগীর পরিচয় করিয়ে দিল। তাঁর এলাকার নামও বলে দিল।

ব্রাডে বলল, তোমাকে ঠকাবার জন্য দুঃখিত। তবে তোমাকে পরীক্ষা করে নেওয়ার দরকার ছিল। আমি সন্তুষ্ট, ম্যাগী তুমি?

ম্যাগী বলল লোকটার পেশীগুলো কি সতেজ।

ব্রাডে হাসল—ম্যাগীর সঙ্গে তোমার মানিয়ে নিতে সময় লাগবে, মাইক। আমারও লেগেছিল।

মাইক এবার নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। পেশাদারী গলায় সে বলল, আমাকে কি করতে হবে মিঃ ভান্স?

—আমি একজন অথর্ব বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করছি। ম্যাগী আমার নার্স। তুমি আমার সোফার। তোমার ইউনিফর্ম নিয়ে এসেছ?

—এনেছি।

—বেশ, এবার আমাদের প্ল্যান শোন।

ব্রাডে কুড়ি মিনিট ধরে মাইককে ব্যাপারটা বোঝাল। বলল, তোমাকে এক বিশেষ ধরনের পিস্তল চালাতে হবে। তাতে কেউ মারা পড়বে না। পিস্তল থেকে একটা বর্শা প্রহরীদের ঘাড় লক্ষ্য

করে ছুঁড়বে। এছাড়া সিন্দুক থেকে বাক্সগুলো সরাবার কাজে আমাকে সাহায্য করতে হবে। এর জন্যে তুমি পাবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ম্যাগী ঘর থেকে পিস্তলটা নিয়ে এস।

মাইক বলল, আপনি জানতে চাইছিলেন আমার লক্ষ্য অব্যর্থ কিনা বলে মাইক ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কুড়ি ফুট দূরে একটা ছবি ঝুলছে। সে ম্যাগীর আনা পিস্তলটা নিয়ে বলল, 'বাঁ দিকের ছেলেটির ডান চোখ দেখতে পাচ্ছেন?

মাইক বসা অবস্থায় পিস্তলটা তুলল, তুলে ট্রিগার টিপল। বব করে একটা আওয়াজ হল।

—দেখুন।

ব্রাডে হুইল চেয়ার ছেড়ে ছবিটার কাছে গিয়ে দেখল বাঁ দিকের ছেলেটির ডান চোখে ওষুধ মাখানো বর্শাটা বিঁধে রয়েছে।

সময় এখন বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিট। স্প্যানিস হোটেলের চারপাশে বেয়ারারা ককটেল ভর্তি ট্রে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডেক চেয়ারে বসে ধনীরা আঙ্গুলের ইশারায় তাদের ডেকে মাঝে মাঝে পান করছিল।

উইলবার ওয়ারেনটনের সকালের সাঁতার কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রী মারিয়া একটা বিকিনি পরে বসে বসে নভেল পড়ছিল। মারিয়া সন্ধ্যাবেলায় সাঁতার কাটে। সকালে নয়। তারপর একঘণ্টা ধরে মেক-আপ করে রাতে দেরী করে খেতে যায়।

উইলবার দু'বার মার্টিনি পান শেষ করেছে। এখন তাঁর নিজেকে ফুরফুরে লাগছে। তাঁর মধুচন্দ্রিমা খুবই সফল হয়েছে। এই হোটেলের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। কিন্তু মারিয়া হচ্ছে সেই ধরণের মহিলা যারা সবসময়েই সার্ভিস নিয়ে অনুযোগ করে। বর্তমানে তাঁর অনুযোগ রয়েছে এই হোটেলে বড্ড বেশী সংখ্যায় বুড়ো মানুষ রয়েছে।

উইলবার তাকে বলেছে বে হোটেল জগতের মধ্যে সবচাইতে দামী আর ভাল হোটেল। এই বৃদ্ধেরা খুবই ধনী। তাই তো এখানে থাকবার টাকা জোগাড় করতে পেরেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে বাবা টাকাটা জুগিয়েছেন।

নাক কুঁচকিয়ে মারিয়া বলল, যেন মনে হচ্ছে—কবরখানায় রয়েছি।

—আমরা অন্য জায়গায় চলে যেতে পারি। কিন্তু সে সব জায়গা কি তোমার পছন্দ হবে? রিভেজে যেতে পারি।

—রিভেজ! ওটা তো একটা বস্তী উইলবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবাকে ফোন করতে যাচ্ছি।

—হে ভগবান! রোজ কি তোমার বাবাকে ফোন না করলে চলে না?

—তিনি আমার ফোনের অপেক্ষা করেন। আমার বেশী দেরী লাগবে না।

উইলবার রোজই বাবার সঙ্গে কথা বলে। সে জানে বাবা তার ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকেন। আর তার বাবা নিঃসঙ্গ। তিনি চান সে তাড়াতাড়ি ডালাসে ফিরে যাক আর তাকে একটি নাতি উপহার দেয়। কথাপ্রসঙ্গে সে মারিয়াকে বলেছিল যে বাবা তাদের জন্য ডালাসে একটা 'ডিলুক্স বাড়ি' কিনেছেন। বাড়িটা পুরো সাজান, পরিচারক-পরিচারিকা রয়েছে, দু'টো গাড়ি, সুইমিং পুল এবং একটা ছোট পার্কও আছে।

—কে' ডালাসের মত গর্তে বাস করতে চায়? আমি প্যারিস বা ভেনিসে যেতে চাই,' মারিয়া বলেছিল।

উইলবার শান্তভাবে বলেছিল, কিন্তু আমার কাজের জায়গা যে ডালাস, মারিয়া। আমরা পরে প্যারিসে যাব।

মারিয়া রেগেমেগে কোন উত্তর দেয়নি। পেন্ট হাউসে ঢুকে বসবার ঘরে গেল উইলবার। সেখান থেকে বাবাকে ফোন করল।

—বল, গিলাস ওয়ারেনটন বললেন, কেমন চলছে?

—চমৎকার, বাবা। তুমি কেমন আছ?

—প্রচুর কাজ। আমি কিছু স্টক বিক্রি করেছি, ভাল লাভ হয়েছে। আরবদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চলছে।

—ভালই চলছে তাহলে।

—তোমার বউ কেমন আছে? সন্তানসম্ভবা হল কি?

উইলবার জোরে হাসল। 'আমাদের একটু সময় দাও, বাবা। পুরোদস্তুর সংসারী হওয়ার আগে পৃথিবীটা একটু দেখে নিতে দাও।

গিলাস ওয়ারেনটন হতাশ হয়ে বলল, ঠিক আছে, তোমরা কবে আসছ?

—দু' সপ্তাহের মধ্যে।

—আমি আমার কাজের কিছু বোঝা হালকা করতে চাই। বাড়িটার কথা মারিয়াকে বলেছ। আশা করি, ওর পছন্দ হবে।

—বলেছি, শুনে খুব খুশি হয়েছে।

—তা তো হবেই। খরচ পড়েছে তিরিশ লক্ষ ডলার। একটু অসন্তোষের গলায় বললেন গিলাস ওয়ারেনটন। যা হোক, তোমাদের আনন্দেই আমার আনন্দ। আমার বোর্ড মিটিং আছে। এখন রাখছি। ভাল থেক।

উইলবার যখন ফোনে কথা বলছিল, অনিতা বাথরুম পরিস্কার করতে করতে সব শুনছিল। বাবাঃ কি বড়লোক এরা। এই ছেলেটিই তেল রাজ্যের রাজা হবে একদিন। অনিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অনিতা আগের দিন সারা রাত ঘুমায়নি। ম্যানুয়েলের বোটের সামনে ঘিঞ্জি কেবিনের মধ্যে ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেসের সঙ্গে সে কয়েকঘণ্টা কথা বলেছে। প্রথমে সে পেড্রোকে সাহায্য করার জন্য ফুয়েনটেসকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু ফুয়েনটেস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি কি করতে পারি। আমাকেই পুলিশ খুঁজছে। আমিই বরং কিছু টাকা জোগাড় করে পালাবার ধান্দা করছি।'

—তুমি এখানেই নিরাপদ ফুয়েনটেস, ম্যানুয়েল বলল, আমি আমার বন্ধুদের বিপদে ফেলিনা।

—পেড্রোও তো তোমার বন্ধু ছিল, অনীতা বলল।

—আমার নয় ফুয়েনটেসের।

ফুয়েনটেস বিরক্তভাবে হাত নেড়ে বলল—আমি কিছুই করতে পারব না। সে পুলিশের হেফাজতে এবং আহত। আমি কি করতে পারি?

অনিতা এবার তাঁর প্রস্তাবটা রাখল। দু'জনে মনোযোগ দিয়ে শুনল। ফুয়েনটেস হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুমি চলে যাও, আর এখানে এস না।

ম্যানুয়েল হাত দিয়ে ফুয়েনটেসকে থামতে বলল—না, এর মধ্যে সম্ভাবনা আছে। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বস।

—পাগলামো, স্রেফ পাগলামো। ফুয়েনটেস গজগজ করতে লাগল।

—ফুয়েনটেস পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের কাজ আমার কাছে পাগলামো মনে হয় না।

অনিতা ঝাঁকড়া চুলওলা নিষ্ঠুর চোখের লোকটার দিকে তাকাল। হয়তো এর ওপর নির্ভর করা চলে।

ম্যানুয়েল অনিতার দিকে তাকাল। আমাকে ভালভাবে ব্যাপারটা বুঝতে দাও। তোমার পরিকল্পনা হল আমরা হোটেলের পেন্ট হাউসটা দখল করে উইলবার ও তাঁর বউকে মুক্তিপণের জন্যে আটকিয়ে রাখি।

হ্যাঁ উইলবারের বাবা কোটিপতি। আর সে তাঁর ছেলেকে ভীষণ ভালবাসে। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ছেলের বিনিময়ে কিছুই নয় তার কাছে।

—কিন্তু পেন্টহাউস দখল করব কি করে?

ফুয়েনটেস উত্তেজিত হয়ে বললো—একদম পাগলী। ওখানে সশস্ত্র প্রহরীরা আছে।'

—আঃ তুমি থাম। বল, পেন্টহাউস দখল কি করে করব?

—আমার সাহায্যে। অনিতা বলল, আমি ঐ হোটেলে কাজ করি। ওখানে সুরক্ষার কি ব্যবস্থা কি ভাবে প্রহরীদের চোখ এড়াতে হবে, সব আমি বলে দেব। অনিতা ফুয়েনটেসের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাকে পুলিশ খুঁজছে। তুমি কি এখানে মাসের পর মাস থাকতে পারবে? ভাব একবার, পেন্টহাউস দখল করলে তুমি হোটেলের কাছ থেকে খাবার, মদ, সিগারেট সবকিছু চাইতে পার। কারণ, তোমাদের হেফাজতে ওয়ারেনটনরা আছে।

ফুয়েনটেস আস্তে আস্তে বলল—তুমি নিশ্চিত আমাদের পেন্টহাউসে ঢোকাতে পারবে?

অনিতা বুঝল এরা টোপ গিলেছে। সে সহজ স্বরে বলল—আমার কাছে দরজা এবং পেন্টহাউসের ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

ম্যানুয়েল বলল— ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমাদের একজন তৃতীয় লোক চাই। আমরা জানিনা কতদিন ওখানে থাকতে হবে। একজন জাগবে একজন ঘুমোবে তা হয় না।

আমি-ই হব সেই তৃতীয়জন— অনিতা বলল।

ম্যানুয়েলের পছন্দ হল না তোমার বাইরে থাকাটাই ভাল—।

কিন্তু অনিতা দৃঢ়স্বরে বলল—আমিই সেই তৃতীয় জন হব। খুব শিগ্রী পুলিশ আমার খোঁজে আসবে। তখন পেন্টহাউসের চাকরীও আমার থাকবে না। যা করবার তাড়াতাড়ি কর।

ম্যানুয়েল মাথা নেড়ে বলল—ঠিক আছে, আমাদের একটু ভাবতে দাও। কাল রাতে এখানে এস।

—কাল রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেবে।

—ঠিক আছে। অনিতা ম্যানুয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার একটা শর্ত আছে। তা হলেই পেন্ট হাউসে তোমাদের ঢোকাব।

—মুক্তিপণের শর্তের সাথে পেড্রোর মুক্তির কথাও থাকবে। টাকা পয়সা তোমরা ভাগ করে নিও। কিন্তু পেড্রো যেন আমাদের সাথে হাভানায় যেতে পারে।

ফুয়েনটেস আবার উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল—তোমার মাথা খারাপ। পেড্রো আহত। আর দু-দুটো সে খুন করেছে। পুলিশ ওকে কিছুতেই ছাড়বে না।

—চুপ কর। ম্যানুয়েল গর্জে উঠল।

'মিসেস সারটেস শর্তটা খুব কঠিন। কিন্তু অসম্ভব নয়। একবার যদি আমরা পেন্টহাউসের দখল নিতে পারি, আমরা সবরকম শর্ত রাখতে পারব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে পেড্রোও আমাদের সাথে হাভানায় যেতে পারে। আমার কথার দাম সবাই জানে।'

অনিতা ঠাণ্ডা চোখে বলল—'ম্যানুয়েল আমি বোকা মেয়ে নই। আমার একমাত্র লক্ষ্য আমার স্বামীকে ফিরে পাওয়া। সময় যখন আসবে—তখন যদি দেখি পুলিশ পেড্রোকে ছাড়ছে না, আমি ঐ ওয়ারেনটন আর ওর পাজী বউটাকে খুন করব। একথাগুলো ওদের জানিয়ে দিও। না পারলে আমিই বলব।

ম্যানুয়েল সপ্রশংস দৃষ্টিতে হতবাকের মতন অনিতার দিকে তাকিয়ে থাকল। একজন শক্তিশালী মেয়ে বটে। এ যা মুখে বলছে, কাজেও তা করবে।

—হ্যাঁ। ওতে কাজ হতে পারে। কাল এস। প্রথমেই তোমার স্বামীর খবরটা নিতে হবে। তারপর আমাদের পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

অনিতা উঠে দাঁড়াল।

স্প্যানিশ বে হোটেলের দিনের ডিউটি রিসেপশন ক্লার্ক ক্লভের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। লম্বা, দোহারা শ্যামলা রঙের সুপুরুষ। সকাল থেকে ডেস্কে বসে লাউঞ্জে ধনী বুড়ো লোকগুলিকে দেখে দেখে সে ক্লান্ত হচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর সামনে আবির্ভাব হল সাদা পোশাক পরিহিত চমৎকার এক রমনী।

ম্যাগী নার্সের পোশাক পরে ক্লভের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বুঝল ক্লভ প্রথম দেখাতেই কাত হয়েছে।

মিঃ কর্নেলিয়াস ভ্যান্সের একটা রিজার্ভেশন আছে—মোহিনী স্বরে সে বলল।

ক্লভ এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়েছিল। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে অভিবাদন করল। বিগলিত স্বরে বলল— মিঃ ভান্স? নিশ্চয়। তিন' নম্বর ব্যালেতে।

ধন্যবাদ। কিন্তু অথর্ব বৃদ্ধটি বাইরেই রয়ে গেছেন। আমি তাঁর হয়ে সই করতে পারি কি? বলে মোহময়ী হাসি হাসল ম্যাগী।

পারভিন ক্লভ টুসকি দিয়ে দু'জন লোককে ডাকল। বলল— আপনি সই করতে পারেন। আর এরা দু'জন আপনাকে ঘরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

ম্যাগী সই করে মাতাল করা একটা হাসি উপহার দিয়ে দু'জন বেলবয়ের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে

থাকা রোলস রয়েসের দিকে এগোল।

পারভিন তখনও সম্মোহিতের মতন ম্যাগীর যাওয়া দেখছিল। হঠাৎ হোটেলের মালিক মিঃ ডুলাক এসে প্রশ্ন করলেন।

—মেয়েটি কে, পারভিন।

—গুড মর্নিং, মিঃ ডুলাক। মিঃ কর্নেলিয়াস ভান্স এই হোটেলে থাকতে এসেছেন। ঐ মেয়েটি ওর নার্স।

—ও, হ্যাঁ। মিঃ ভ্যান্স তো পঙ্গু। তবে কেমন নার্স রাখতে হয় তিনি তা জানেন।

জোরে হাসল পারভিন। যা বলেছেন স্যার।

ডুলাক চলে গেল না। লাউঞ্জে বসে থাকা বোর্ডারদের সঙ্গে কথা বিনিময় করতে করতে সুইমিং পুলের দিকে এগিয়ে গেল।

ডিলুক্স ব্যালেটে পৌঁছেই লু ব্রাডে, ম্যাগী আর মাইক শ্যাম্পেন বার করে বসল।

অনিতা আবার ম্যানুয়েলের ঘিঞ্জি বোটটার কেবিনে উঠে এল। ম্যানুয়েল বলল—কাজটা আমরা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমার স্বামীর খবর পেয়েছি। তাঁর এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তবে বেঁচে যাবে। ডাক্তাররা খুবই চেষ্টা করছে। চিন্তা কোরনা, অনিতা।

অনিতাকে হাত মুঠো আর চোখ বন্ধ করতে দেখে ম্যানুয়েল ভাবল, লোকটার কি ভাগ্য। এমন বউ পেয়েছে।'

ম্যানুয়েল জানাল 'পুলিশরা পেড্রোর পরিচয় বার করবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি এখনও। আমাদের লোকজন মুখে কুলুপ এঁটে আছে। অতএব আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করার যথেষ্ট সময় রয়েছে?'

অনিতা উদ্বিগ্ন ভাবে ম্যানুয়েলের দিকে তাকাল। তারপর সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল—আমার স্বামী বাঁচবে তো?

—হ্যাঁ, বেঁচে যাবে। ঐ হসপিটালে আমার এক বন্ধু রয়েছে। সে বলছে, পেড্রো মারাত্মক আহত তবে বেঁচে যাবে।

অনিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে তা মুছে ফেলল।

ম্যানুয়েল বলল, পেড্রো ভ্রমণ করার মতন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে দেখছ, আমি শুধু টাকার চিন্তা করছি না। তোমার স্বামীর জন্যও ভাবছি। আমাদের এমন চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে পুলিশ পেড্রোকে ছেড়ে দেয়।

কেমন চাপ? অনিতা প্রশ্ন করল।

—'স্প্যানিশ বে' জগতের সেরা হোটেল্। ঐ হোটেলটা না থাকলে শহরের অর্ধেক আয় কমে যাবে। সুতরাং ডুলাক নিজেই পেড্রোকে ছাড়াবার প্রাণপন চেষ্টা করবে।

—ধর, পুলিশ যদি তোমার ধাপ্পায় না বিশ্বাস করে?

ম্যানুয়েল একটু হাসল, আমি কখনও ধাপ্পা দিই না। আমি একটা শক্তিশালী বোমা হোটেলের মধ্যে রাখব। তোমাকে তার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে দিতে হবে।

অনিতা বলল সত্যিই তোমার কাছে বোমা আছে?

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দুটো বোমা পাব। এ বিষয়ে আমি কথাবার্তা বলে রেখেছি। প্রথম বোমাটা সাধারণ, সামান্যই ক্ষতি হবে। দ্বিতীয় বোমাটা শক্তিশালী। পেন্টহাউস দখল করে একটা বেতারের সাহায্যে ছোট বোমাটা ফাটিয়ে ডুলাককে জানিয়ে দেওয়া হবে আমরা মিথ্যে কথা বলছি না।

অনিতা উৎসাহিত হয়ে বলল, চমৎকার প্ল্যান। তুমি সত্যিই 'সত্যনিষ্ঠ লোক'। আমি বোমা দুটো কোথায় লুকোব?

—রান্নাঘরে। রান্নাঘর উড়ে যাওয়ার মানে হোটেলও বন্ধ। ডুলাককে একথা বললে সে নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে। তবে কাজটা সহজ নয়। কিন্তু তোমার স্বামীকে তো বাঁচাতেই হবে।

অনিতা কিছুক্ষণ বসে ভাবল। তারপর উঠে পড়ে বলল—ঠিক আছে, আমি বোমা দুটো

লুকোবার জায়গা খুঁজে বার করব। ধন্যবাদ।

অনিতা চলে যাওয়ার পর ফুয়েনটেস বলল, পেড্রোর জন্য ভাবনা করার কি দরকার। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার আমাদের পেলেই হল। ঐসব বোমাটোমা রাখার প্ল্যান বাতিল কর।

ম্যানুয়েল ব্যস্ত স্বরে বলল, আরে আমি ওকে কথা দিয়েছি। পেড্রোকে আমাদের সাথে নিতে হবে।

ফুয়েনটেস বলল, দাঁড়াও বোমার ব্যাপারে কে তোমার সঙ্গে থাকবে?

ম্যানুয়েল বলল, 'তাহলে বন্ধু বন্দরে বেরিয়ে পড়া পুলিশ তোমাকে ধরে নিক। হয় আমি যা বলব তাই তোমাকে করতে হবে, নয়তো নিজের পথ দেখ।

ফুয়েনটেস বুঝল ম্যানুয়েলের কথা শোনা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় নেই, ব্যাজার মুখে বলল, বেশ, আমি রাজি।

ম্যানুয়েল ফুয়েনটেসের কাঁধ চাপড়ে বলল তা হলে এস আমরা এই উপলক্ষে পান করি। তবে মনে রেখ আমার সঙ্গে কাজ করব বলে যে আমার পান করার সঙ্গ দেয়—সেটা তখন তাঁর কাছে এক অলঙ্ঘনীয় চুক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ফুয়েনটেস নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি।'

মিয়ামি থেকে আসা দু'জন ডিটেকটিভ আর প্যারাডাইস সিটির আটজন ডিটেকটিভ মোট দশ জন ডিটেকটিভ উপকূল অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল ফুয়েনটেসকে ধরবার জন্য। সঙ্গে পেড্রোর ছবিও ছিল—যদি কেউ তাকে সনাক্ত করতে পারে।

কিন্তু ম্যানুয়েলের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই মুখে কুলুপ এঁটে রইল।

লেপস্কি অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করল ম্যানুয়েলের সঙ্গে সে দেখা করবে।

দু'টো নৌকোর মাঝে ম্যানুয়েলের নৌকোটা নোঙর করা ছিল। একটা কাঠের পাটাতনও পাতা ছিল। ম্যানুয়েলের বোটে স্বল্প আলো দেখে পাটাতনের ওপর থেকে লেপস্কি চেঁচাল—এই ম্যানুয়েল, আমি পুলিশের লোক কথা বলছি।

কেবিনে তখন ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেস তাদের নতুন চুক্তির উপলক্ষ্যে পান করছে।

ফুয়েনটেসের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। পুলিশ, ম্যানুয়েল, পুলিশ—।

ম্যানুয়েল তাকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে এল।

—তুমিই টেরেস ম্যানুয়েল? লেপস্কি কর্কশ স্বরে বলল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাই আমার নাম। কিন্তু কি ব্যাপার যদি বলেন।

—রবার্টেন ফুয়েনটেস কোথায়?

—মানে, আমার বন্ধু রবার্টেন?

—হ্যাঁ, সে কোথায় বল। নয়তো হত্যার সহযোগী হিসেবে তোমাকেও চালান করে দেব।

অবাক হবার ভান করে ম্যানুয়েল বলল—হত্যার সহযোগী? মানে কি বলছেন স্যার, আমি বুঝতে পারছি না। আমার বন্ধু গতরাতে আমার কাছে এসেছিল। খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। আমার কাছে হাভানা যাবার জন্য একশো ডলার চাইল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলাম আর সে নৌকা করে হাভানায় পাড়ি দিল।

—কোন বোটে?

—আমি জানিনা। আমাদের অনেক বন্ধুই নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে বা অন্য ব্যবসার খাতিরে হাভানায় যায়। আমরা কিউবানরা এইসব ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করি।

লেপস্কি গম্ভীর স্বরে বলল, আমার মনে হচ্ছে সে এখন তোমার নৌকার মধ্যে রয়েছে।

—মিঃ অফিসার। এখানে লোকে আমাকে সত্যবাদী মানুষ বলে জানে। তবে আপনি আমার নৌকা তল্লাশি করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।

লেপস্কি মুশকিলে পড়ল। যদি সে ফুয়েনটেসকে নৌকায় না পায় তাহলে শয়তানটা কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করবে। অনাধিকার প্রবেশ। ওসব ঝঞ্ঝাটে না পড়ে বরঞ্চ চীফের কাছে রিপোর্ট করা ভাল।

—আমার ঘুম পাচ্ছে। গুড নাইট অফিসার। ম্যানুয়েল পাটাতন তুলে নিল।

।। চার ।।

মারিয়া ওয়ারেনটন এমপ্রেস রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য বেঁকে বসল—আমি ওখানকার বুড়িগুলোকে দেখাতে চাই যে ওদের চাইতে আমার অনেক দামী হীরের গয়না আছে।

—তোমার যা ইচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে লাগানো গুপ্ত সিন্দুকটা খুলে উইলবার গয়নার বাক্সটা বার করল। মারিয়া গয়নাগুলো পরার পর উইলবারের মনে হল, না মারিয়াকে সত্যিই মানিয়েছে।

ম্যাগী যখন ব্রাডেকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল, তাদের উপস্থিতি কেউ তেমন লক্ষ করল না।

একজন ওয়েটার এসে সাহায্য করতে চাইল। ম্যাগী বলল, আমিই একে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে একটা নিরালা দেখে টেবিল দেখিয়ে দাও।

মেনুকার্ডটা ম্যাগী তুলে নিয়ে বলল,'আপনি কি খাবেন?

ওয়েটার বলল আমি সাহায্য করব?

ব্রাডে খিটখিটে বুড়োর গলায় খিঁচিয়ে উঠল, কিছু দরকার নেই। আমি জানি আমি কি খেতে চাই। আমাকে বোকা ভাববার কারণ নেই।

ওয়েটারটি চলে গেলে ম্যাগী বলল তোমার অত রাগারাগি করা উচিত নয়।

—আস্তে, আমি একজন অথর্ব খিটখিটে বুড়ো। তারপর মেনুকার্ড তুলে নিয়ে বলল, কি গলাকাটা দাম। মাছই অর্ডার দাও।

ম্যাগী গোমড়া মুখে বলল, আমি চিকেন মেরীল্যান্ড ভালবাসি।

—আরে দামটা দেখ।

—কিন্তু তুমিই তো বলেছো আমরা কোটিপতি হতে যাচ্ছি।

—যদি সফল না হই, তাহলে এই খাবারের দামটা আমার পকেট থেকে যাবে। সুতরাং আমরা মাছই খাব। তারপর চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বলল এড ঠিকই বলেছে, মেয়েগুলো যা হীরে জহরত পরেছে, তার দাম অনেক হবে।

হঠাৎ একটু শোরগোল উঠল। উইলবার আর মারিয়া রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল। মারিয়াকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তাঁর গয়নার কাছে অন্য সব হীরে নিষ্প্রভ দেখাল।

—হে ভগবান। ব্রাডে বলে উঠল। দেখ দেখ মেয়েমানুষটাকে। ওর হীরের কলারটার দামই হবে কুড়ি লাখ ডলার। ব্রেসলেট দু'টোর দাম হবে তিরিশ লাখ। আর কানের দুল—ও মোট ষাট লাখ ডলারের গয়না পরে আছে।

ম্যাগী বলল, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ওটা একটা নষ্ট মেয়েমানুষ।

ওয়েটার এগিয়ে এসে ব্রাডেকে বলল, আর কিছু লাগবে কি, স্যার?

—কফি। আর, হ্যাঁ। ঐ যে দু'জন এক্ষুনি এল, ওরা কারা?

—মিঃ এ্যান্ড মিসেস উইলবার ওয়ারেনটন, স্যার। ওয়েটার সসম্ভ্রমে বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন চিনতে পারছি। ওরা কি এখন থাকছে এখানে?

—হ্যাঁ, প্রায় আরও দিন দশেক থাকবে।

—চমৎকার জুড়ি, ব্রাডে বলল।

ঘরে ফিরে যাবার কুড়ি মিনিট পরে মাইক এল, বলল, আমাকে আপনি খুঁজছিলেন।

—তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তো?

—হ্যাঁ। বাইরের দিকে একটা স্টাফ রেস্টুরেন্ট আছে। খাবারের ব্যবস্থা ভালই। ওখানে একজন সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে আমার আলাপ হল।

—ভাল। হ্যাঁ, আমরা রেস্টুরেন্টে একটা জুড়ি দেখলাম। বউটা অনেক টাকা দামের গয়না পরে। সাবধানে খোঁজ নাও ওরা গয়নাগুলো কোথায় রাখে, সিকিউরিটি গার্ডের কাছে রাতে গয়নাগুলো জমা দেয় কিনা। দু'জন হাউস ডিটেকটিভ সম্পর্কেও খোঁজ নাও। শুনেছি খুব কঠিন জাতের লোক।

মাইক মাথা নাড়ল। তার ভেতরের যন্ত্রণাটা তাকে অস্থির করে তুলছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, 'আমি একটু হাওয়া খেতে যাচ্ছি। পরে দেখা করব আর রিপোর্ট দেব।'

ব্রাডে তাকে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তার মনে হল এই কঠোর দর্শন সেনাটির মধ্যে কোন

গণ্ডগোল আছে। কপালে ঘাম। গর্তে বসা চোখ। বোধহয় জ্বর হয়েছে। ব্রাডে চিন্তাটা সরিয়ে হীরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ল।

কেবিনে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করল ম্যানুয়েল।
কি হল?— ভয়ার্ত স্বরে ফুয়েনটেস বলল।
—আমি ওদের ধাপ্পা দিয়েছি। কিন্তু বেশীক্ষণ খাটবে না। তুমি সাঁতার কাটতে জান?
—হ্যাঁ। কেন?
পুলিশটা সুবিধের নয়। দাঁড়াও, বলে ঘরের আলো নিবিয়ে মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়াল ম্যানুয়েল। দেখল, রাস্তার ওপারে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।
ঘরে ফিরে টেরেস বলল—শোন তোমাকে একটু সাঁতার কাটতে হবে। ডান দিকের তৃতীয় বোটটায় যাবে। আমার বন্ধুর বোটে। আমার নাম করবে। তারপর আমার ঘরের আলো নেভানো দেখলে ফিরে আসবে। আমি জানি পুলিশটা সার্চ ওয়ারেন্ট আনতে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার নৌকায় ওরা সার্চ করবে।
ঘণ্টাখানেক পরে সত্যিই লেপস্কি এসে ম্যানুয়েলের নৌকা ওলটপালট করে দিল। তল্লাশী শেষ হবার পর ম্যানুয়েল ধূর্তের মতন হাসল। এবার আপনার বিশ্বাস হল তো, আমি সত্যি কথা বলার মানুষ। আমার বন্ধু ফুয়েনটেস এতক্ষণ হাভানায় পৌঁছে গিয়ে বউ আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনন্দ করছে। ম্যানুয়েলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে লেপস্কি চলে গেল। তারও আধঘণ্টা বাদে ফুয়েনটেস ফিরে এল। ম্যানুয়েল বলল, ওরা আর বিরক্ত করবে না। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়।

মাঝরাতের পর হোটেলের বিশাল রান্নাঘরে প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্য কমে এসেছে। প্রধান রাধুনী আর তাঁর প্রধান সহকারী বাড়ি চলে গেছে। শেষ খাবারটাও পরিবেশন হয়ে গেছে। কেবলমাত্র তৃতীয় রাধুনী ডোমিনিক রয়ে গেছে। সে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ডিউটিতে থাকবে। নাইট ক্লাব বা ক্যাসিনো থেকে ফেরা কোন বোর্ডারের যদি খাবার দরকার হয়।
ডোমিনিক ডেজেল কালো বেঁটেখাটো, মোটামুটি সুদর্শন মানুষ। বয়স তিরিশ বছর। এই চাকরীটার সুযোগ-সুবিধে ভালই। মনের আনন্দে তাই ডোমিনিক মাঝরাত থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত রান্নাঘরের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে রাজত্ব করছিল। মাঝরাতেও তাকে অনেক সময় খাবার পরিবেশন করতে হয়। অবসর সময়টা সে বই পড়ে আর ভবিষ্যতে নিজস্ব একটা রেস্টুরেন্ট খোলার স্বপ্ন দেখে।
আজকের রাতটা শান্ত। ওয়েটার দু'জন তাদের ঘরে বসে ঝিমোচ্ছে। ডোমিনিক অফিস ঘরে।
রাত আড়াইটে। খুব নিঃশব্দে অনিতা এসে রান্নাঘরে ঢুকল। সন্ধেবেলায় তাঁর কাজ শেষ হবার পরে সে বেসমেন্টে মেয়েদের বিশ্রামঘরে একটা টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। বিশ্রামঘরের সামনের করিডোরটাই রান্নাঘরে চলে গিয়েছে। রাত দুটো কুড়ি মিনিট পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর বাইরে এসে কান পাতল, হোটেল নিস্তব্ধ। দু'জন ডিটেকটিভ যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।
জোশ প্রেশকট নামে ডিটেকটিভটাকে সবাই ভয় করে। আগে লোকটা পুলিশে চাকরী করত। হোটেলে সে অনেক চুরি-চামারী বন্ধ করেছে। সবাই তাকে ভয় পায়, আর লোকটা চরকির মতন হোটেলে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। রান্নাঘরে, সুইমিং পুল কোথাও সে ছাড়েনা।
অনিতা চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে তাকিয়েছিল। এত জিনিসপত্র আছে ওখানে, বোমাটা কোথায় রাখা যায় এমন নিরাপদ জায়গা সে মনে করতে পারল না। তাঁর বুক ধক্ ধক্ করছিল! সে রান্নাঘর ছেড়ে ভাড়ার ঘরে ঢুকল। সার সার ময়দা, আটা, ডাল চিনি ইত্যাদির জার বসানো রয়েছে।
হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে অনিতা চমকে তাকাল। দেখল ডোমিনিক তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে— তুমি এখানে কি করছ, অনিতা?
অনিতা জোর করে হাসি আনবার চেষ্টা করল— আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, ডোমিনিক? এই শক্ত সমর্থ জোয়ান মেয়েটির ওপর ডোমিনিকের দুর্বলতা রয়েছে। অনিতাও তা জানে। মাঝে

মাঝে ইচ্ছে করে খানিক প্রশয়ও দিত যাতে রান্নাঘর থেকে কিছু উদ্বৃত্ত খাবার তাঁর স্বামীর জন্য নিয়ে যেতে পারে।

আজ গভীর রাতে অনিতা ডোমিনিককে খুঁজতে এসেছে শুনে ডোমিনিক গদগদ হয়ে উঠল।

—আমার অফিসে এস, ডোমিনিক ধরা গলায় বলল।

অনিতা ডোমিনিকের হাত ধরে অফিসঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল, পেড্রো আমার প্রিয়, এ সবই তোমার জন্য করতে হচ্ছে। অফিসঘরে ডোমিনিক জোরজবরদস্তি শুরু করল। অনিতা যত সম্ভব এড়াতে লাগল আর সময় নিতে লাগল বোমাটা কোথায় রাখা যায় ভেবে। এমন সময় ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এতে সম্বিত ফিরে এল ডোমিনিকের। আরে তার চাকরিটাই যাচ্ছিল এই মেয়েটার জন্য। ছিঃ ছিঃ।

অফিসের অপর প্রান্তের একটা দরজা দেখিয়ে ডোমিনিক বলল, ঐ দরজা দিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি।

খুব বেঁচে গেছে সে, অনিতা ভাবল আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। দরজাটা খুলে অনিতা দেখল, সামনের করিডরটা রেস্টুরেন্টের দিকে গেছে। সে রাস্তা চেনে। ব্যালেটগুলোর পেছন দিক দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় নামা যায়। তারপরেই সমুদ্রতীর।

দু'টো দিন পার হয়ে গেল।

এই দু'টো দিন পুলিশ ফুয়েনটেসকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারপর ভাবল সত্যিই বোধহয় ও হাভানাতে চলে গেছে।

হসপিটালে পেড্রো এখনও অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ঘরের পাশে সবসময় একজন ডিটেকটিভ পাহারা দিতে লাগল।

অনিতা কাজের ফাঁকে ফাঁকে ম্যানুয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। বোমাটা সে ময়দার জারের মধ্যে রাখবে ঠিক করেছে। অবশ্য বোমাদুটো এখনও ম্যানুয়েলের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

এই দু'দিন মাইক আর ম্যাগী ব্রাডের প্রয়োজনীয় খবর জোগাড় করে ফেলেছিল। তাই ব্রাডে হ্যাডনের সাথে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করল। ভাল আর দামী সামুদ্রিক খাবার পাওয়া যায়—ইয়ট ক্লাবের এমন একটা রেস্টুরেন্ট হ্যাডন মিটিং-এর ব্যবস্থা করল।

রাত ন'টার সময় ব্রাডে তাঁর বৃদ্ধের ছদ্মবেশ খুলে রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল। একটা নির্জন মত টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসল।

—খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর হ্যাডন বলল—কেমন চলছে এ পর্যন্ত?

—ম্যাগী ভালই কাজ করছে। রিসেপশন ক্লার্কটিকেও বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, এখনও জানতে পারিনি সিন্দুকটা ঠিক কোথায়? তাড়াহুড়ো করতে আমি বারণ করেছি। আস্তে আস্তে রিসেপশন ক্লার্কটির থেকেই আমি তা বার করতে বলেছি। মাইকও গার্ডদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় গার্ডটা বেশি চালাক। আর ডিটেকটিভ দুটোও পেশাদার। তারা রাতে সবসময় সজাগ ভাবে পাহারা দেয়।

হ্যাডন বিরক্ত স্বরে বলল— লু মনে হচ্ছে না তো তুমি খুব বেশী এগিয়েছ। একটা একটা দিন যাচ্ছে আর আমার মিটার চড়ছে।

লু ব্র্যাডে বলল—আরে এড আমার কি তোমার জন্য কষ্ট হয় না। তবে তুমিই আমাকে কাজে লাগিয়েছ—তোমাকেই তার দায় নিতে হবে।

হ্যাডন গর্জন করে বলল—তার মানে?

ব্রাডে হাত দেখিয়ে হ্যাডনকে থামাল, 'সিলাস ওয়ারনেটনের নাম শুনেছ?

হ্যাডন চোখ বুজে মনে করবার চেষ্টা করল, আরে কে না জানে ওর নাম। কিন্তু ওর কি সম্পর্ক এ ব্যাপারে?

খাওয়া চালিয়ে যেতে যেতে ব্রাডে বলল—ওয়ারেনটনের ছেলে-বৌ এখন এই হোটেলে মধুচন্দ্রিমা—যাপন করছে। মেয়েটার সারা শরীর হীরে দিয়ে মোড়া।

উত্তেজনায় হ্যাডনের হাত থেকে কাঁটা চামচ পড়ে গেল, ঐ হীরেগুলোর বাজারে দাম হবে

আশি লক্ষ ডলার, জান কি? বালা দুল আর ব্রেসলেট, তাই তো?

ব্রাডে মাথা নাড়ল।

ঐ হীরেগুলোর কথা আমি সব জানি। বলে যাও, তারপর?

—ওরা হোটেলে আরও দিন দশেক থাকছে।

শোন, এড, সিন্দুকের কথা ভুলে ওয়ারেনটনের হীরেগুলোর দিকে নজর দিলে কেমন হয়? আর মাইক ব্যানিয়েনকে পছন্দ করে ঠিক কাজ করেছ। লোকটার অব্যর্থ লক্ষ্য—একজন প্রাক্তন সৈনিকের সব গুণই তার মধ্যে আছে। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে অবাক করেছে, সে এইসব অপরাধমূলক ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে গেল কেন?

—অত চিন্তার কি আছে? তার ভাই তোমার থেকেও বেশী অপরাধী। সে যখন গ্যারান্টি দিচ্ছে, তখন এত দুশ্চিন্তার কি আছে?

—তা ঠিক। তবে দৃষ্টিটা যেন অসুস্থ লোকের দৃষ্টি বলে মনে হয়।

—ওর ভাই বলেছে ওর টাকার দরকার। আমি ব্যানিয়েন সম্পর্কে আগ্রহী নই—হীরের সম্বন্ধে বল। আর কি খবর পেয়েছ?

—ওয়ারেনটন সিন্দুকে গয়না রাখে না। ঘরের মধ্যে কোন গুপ্ত জায়গায় রাখে। গার্ড মাইককে তাই বলেছে।

—হ্যাডন একটু ভেবে বলল, তুমি বলছ সিন্দুকটার পেছনে না গিয়ে ওয়ারেনটনের হীরেগুলোর দিকে নজর দিতে।

—ঠিক তাই।

—তবে আমার মতে তুমি যদি পঞ্চাশ আর আশি লক্ষ জোগাড় করতে পার—

—অর্থাৎ তুমি সিন্দুকের আর ওদের হীরেগুলো দুটোই সরাতে বলছ।

—আমি এখনই তা ঠিক বলছি না। তুমি আগে সিন্দুকটা কোথায় আছে খুঁজে বার কর। ইতিমধ্যে আমি কেনড্রিকের সঙ্গে ওয়ারেনটনের হীরেগুলো নিয়ে কথা বলব। আচ্ছা, আগামীকাল রাতে আমাদের এখানেই আবার দেখা হতে পারে। তুমি সিন্দুকের খবর নাও। আর আমি ওয়ারেনটনের হীরেগুলো হজম করা যাবে কিনা খোঁজ নেব।

—ঠিক আছে।

—ঠিক আছে।

কিছুক্ষণ আগে ম্যাগী আর মাইক স্টাফ রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প করছিল।

ম্যাগী ব্যানিয়নকে পছন্দ করে। তাকে দেখলে ম্যাগীর ওর বাবার কথা মনে পড়ে যায়।

ম্যাগীর বাবাও সেনাবাহিনীতে ছিল। কিন্তু চুরি করবার অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাবা মারা যাবার পর ম্যাগী এখানে—ওখানে ভেসে বেড়িয়েছে। হরিয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু কলগার্লের জীবন যাপন করলেও তাঁর চেহারা কিম্বা ভেতরকার মানুষটা নষ্ট হয়নি। ব্র্যাডে তাকে সোনার হৃদয়ওলা এক মেয়ে ভাবে।

তাঁর মধ্যে এমন একটা সহমর্মিতা আছে পুরুষরা তা সহজেই অনুভব করতে পারে।

মাইকও কথায় কথায় তাঁর মেয়ের কথা বলেছিল। ম্যাগী বলেছিল তাঁর বাবার কথা।

মাইক বলছিল—শুধুমাত্র মেয়েকে বাঁচাতে আমি এই কাজটা করতে রাজি হয়েছি। কাজটা হবে তো?

ম্যাগী বলল— লু হবে বলেই তো বলেছে। তুমি দুশ্চিন্তা কোরনা।

ব্রাডে রাতে ম্যাগীকে জিজ্ঞেস করল—তোমার সাথে রিসেপশন ক্লার্কের সম্পর্ক কেমন চলছে?

—কেন, কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি?

বুড়োর মেকআপ নিতে নিতে ব্রাডে বলল— না, না, শোন আজ রাতেই যেন তেন প্রকারেণ ওর কাছ থেকে সিন্দুকের খবরটা নেবে।

ম্যাগী অবাক হয়ে বলল, কি করে তা করব?

—শোন, বলবে তোমার রোগীটি ভীষণ খিটখিটে স্বভাবের। সে মেয়ের জন্য কতগুলি

মূল্যবান জহরত কিনেছে। আর তোমার ওপর ভার দিয়েছে হোটেলের সিন্দুক কতটা সুরক্ষিত তা জানার। খবরটা না দিতে পারলে তোমার চাকরী যাবে।

—কাল, সকালেও তো জিজ্ঞেস করা যায়।

—না, যদি আজ পারভিনের সঙ্গে রাত কাটাও ও পুলিশের কাছে তোমার নামটা মুখে আনতে পারবে না।

—উঃ কি চালাক তুমি লু। সত্যিই তো।

পরদিন একই রেস্টুরেন্টে একই সময় ব্রাডে আর হ্যাডন মিলিত হল।

—হ্যাডন জেনেছো, কোথায়?

—হ্যাঁ, পেন্টহাউসের ওপরতলায়।

—কি করে জানলে?

—ম্যাগী রিসেপশন ক্লার্কটিকে কব্জা করে জেনেছে। শুধু তাই নয়, পারভিন আমাকে সিন্দুকটা দেখিয়েছেও। একটা এলিভেটর সোজা পেন্টহাউসের ওপর তলায় সিন্দুক ঘরে উঠে গেছে। ওয়ারেনটনদের মাথার ওপর। প্রতিদিন রাতে সিকিউরিটি গার্ডরা বোর্ডারদের বাক্সগুলি সংগ্রহ করে ঐ সিন্দুকে রাখে। প্রতিটি বাক্সের একটা করে নম্বর আছে। কাজটা শুরু হয় এগারটা থেকে দুটোর মধ্যে। আরও এক রাতের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে পারভিন আমাদের সিন্দুকটা দেখিয়েছে। সিন্দুকটা সলিড। তবে ওটা আমার কাছে কোন ব্যাপার নয়। সমস্যা হচ্ছে বাক্সগুলো কেমন করে সরিয়ে হোটেলের বাইরে নিয়ে যাব?

হ্যাডন বলল—দাঁড়াও ভাবি। কেনড্রিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো ও পঞ্চাশ লাখ টাকায় ব্যবস্থা করবে। তবে বাক্স থেকে বার করে জহরতগুলোও যাচাই করে নিতে চায়। কেনড্রিকের ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়বে। তাই বাক্সগুলো আমি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাব।

ব্রাডে বলল—বাক্সগুলোর কথা ভুলে চল ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই।

—আরে লু, সিন্দুকটা পেন্টহাউসের উপরেই। আমাদের চোদ্দ আনা কাজ তো হয়েই গেল। এবার, আমাকে সিন্দুকটা আর এলিভেটরের কথা আরও বল।

—এলিভেটরটা সবচেয়ে ওপরতলায়। সেটা আরও একটা তলা ওপরে যায়—অর্থাৎ পেন্টহাউসের ওপরতলায়। এলিভেটারের দরজার সামনে 'সার্ভিস' লেখা আরও একটা দরজা রয়েছে। চাবি দেওয়া। পারভিন চাবিটা খোলে। আমরা এলিভেটরের ভেতরে যাই। এলিভেটরে বোতামের জায়গায় একটা চাবি আছে। পারভিন চাবিটা খুললে এলিভেটরটা সোজা আর একটা তলা উঠে সিন্দুকঘরের ভেতরে থেমে যায়। ঘরটায় কোন দরজা জানলা নেই। তবে ছাদের সিলিং-এ একটা 'ট্র্যাপ ডোর' আছে। বোধহয় আগুন লাগলে পালাবার জন্য ঐ দরজাটা।

—একটা বাক্স কি দেখেছ?

—হ্যাঁ পারভিন দেখিয়েছে। ওসব তালা খোলা আমার বাঁ হাতের খেল।

—ধর যদি কুড়িটা বাক্স থাকে, তোমার খুলতে কতক্ষণ লাগবে।

—আধ ঘণ্টা।

—তাহলে এবার প্ল্যান করা যাক। প্রথমে ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো হাতাবে। তারপর সিন্দুকঘরে যাবে। সিন্দুক থেকে বাক্সগুলো বার করে চটপট তার থেকে জহরতগুলো সরিয়ে একটা থলেতে ভরবে। বাক্সগুলো আবার বন্ধ করে সিন্দুকে রাখবে, সিন্দুক বন্ধ করবে। এইভাবে অপারেশনটা হবে। আমি ইতিমধ্যে কেনড্রিকেব সঙ্গে কথা বলছি। পরশু রাতে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

—বেশ তাই হবে, ব্রাডে বলল।

আগুনের গোলার মতন সূর্যটা টুপ করে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল। চারিদিকে আঁধার নেমে এল। টেরেস ম্যানুয়েল কাঁধে একটা থলে নিয়ে তার নৌকায় গিয়ে ঢুকল।

—এই তোমার আসা। ফুয়েনটেস চেঁচিয়ে বলল। অপেক্ষা করছি তো করছিই।

—বেশ তো, অপেক্ষা করনা। নৌকা থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাও। পুলিশ

ছাড়া তোমাকে কেউ আটকাবে না।

ফুয়েনটেস একদম চুপসে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ফুয়েনটেস বলল বল, কি খবর?

—ও মারা যাচ্ছে।

—কে পেড্রো? ফুটেনটেস বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—আমার হসপিটালের বন্ধুটি বলল, পেড্রো নিশ্চয় করে মারা যাচ্ছে। আর বড়জোর এক সপ্তাহ বাঁচতে পারে।

—তাহলে আমাদের বোমাগুলোর দরকার নেই। ওসব ঝামেলা করতে হবে না।

—কিন্তু অনিতার সাথে আমাদের যা চুক্তি হয়েছে সেই অনুযায়ী পেড্রোকেও আমাদের সাথে হাভানায় নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু পেড্রো তো মারা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, সুতরাং অনিতা আর আমার মধ্যে আর কোন চুক্তি হতে পারে না।

—তার মানে? ফুয়েনটেস চেঁচিয়ে উঠল। ঐ বোকা মেয়েছেলেটার জন্য আমরা পঞ্চাশ লক্ষ ডলার হাতছাড়া করব?

—সেটাই তো আমি ভাবছি। আমি সত্যি কথা বলার মানুষ। অথচ এই পঞ্চাশ লক্ষ ডলার আমার জীবনের অনেক বন্ধ দরজা খুলে দিতে পারে।

—আমার অংশের কথাটা তুমি ভুলেই যাচ্ছ। ফুয়েনটেস রাগে গর গর করে উঠল।

ম্যানুয়েল তাঁর সবুজ রঙের চোখে ভাবলেশহীন ভাবে ফুয়েনটেসের দিকে তাকাল—। ভুলিনি। তুমি দশ লক্ষ পাবে।

—তাহলে কি ঠিক করলে?

ম্যানুয়েল উদাসীনের মতন বলল— মেয়েটাকে আমায় মিথ্যে বলতে হবে। এরজন্য আমি নিজের কাছে নীচ হয়ে যাব। কিন্তু টাকার ব্যাপারটা তুচ্ছ করতে পারছি না। যদিও হৃদয়ে একটা ক্ষতস্থান থেকে যাবে মেয়েটাকে ঠকাবার জন্য।

—তাহলে বোমাগুলোর কি দরকার হবে?

—নিশ্চয়ই। অনিতার কাছে আমাদের এই অভিনয়গুলো চালিয়ে যেতেই হবে।

—আমাদের পিস্তলের দরকার হবে।

—সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—হঠাৎ অনিতা দরজা ঠেলে ঢুকল। তাকে দেখে মনে হয় সে অসুস্থ।

ম্যানুয়েল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল— ভাল খবর আছে।

অনিতা সঙ্গে সঙ্গে বলল—কার, পেড্রোর? পেড্রো কেমন আছে?

—আমার বন্ধুটি বলল পেড্রো এত ভাল আছে যে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সে নড়তে-চড়তে পারবে।

—আমার বিশ্বাস হয় না, অনিতা রুদ্ধশ্বাসে বলল। না—না—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—অ্যান্টিবায়োটিক অসাধ্য সাধন করে। অনিতার থেকে চোখ সরিয়ে ম্যানুয়েল বলল-পেড্রো চমৎকার ছেলে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সে একটা কথাও বলেনি। সে তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

অনিতা ছুটে গিয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়ল। ঘর থেকে তার কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল। ম্যানুয়েল চোখ বুজে ভাবল—চল্লিশ লক্ষ ডলার তার এই বুকের ক্ষতটাকে মিলিয়ে দিতে পারবে তো?

ম্যানুয়েল শুনতে পেল অনিতা কান্নাবিজড়িত গলায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। আরও দশ মিনিট পরে অনিতা বেরিয়ে এল। সেই দৃঢ় সতেজ মুখ। ম্যানুয়েল ভাবল এই মেয়ে আমাদের পেন্টহাউসে ঠিক ঢোকাতে পারবে।

—আর দেরী করছ কেন? অনিতা বলল।

—হ্যাঁ, ড্রয়ার থেকে সেলোফেন কাগজে মোড়া বোমা দুটো বার করল ম্যানুয়েল। ছোটো

বোমাটা সিগারেট প্যাকেটের আকারে। শোন, অনিতা ছোটটা তুমি হোটেলের লবীতে রাখবে। বড়টা রান্নাঘরে। আশাকরি বড়টা ব্যবহার করতে হবে না।

বোমা দুটো নিয়ে অনিতা বলল—আমি বোমা দুটো লুকিয়ে রাখব। আমার ওপর নির্ভর করতে পার। অনিতা ম্যানুয়েলের হাতের উপর হাত রেখে বলল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। ফুয়েনটেসকে আমি বিশ্বাস করিনা। লোকে বলে তুমি সত্যবাদী। ম্যানুয়েল তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল— সব ঠিক হয়ে যাবে।' তাঁর নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছিল।

প্রতিটা মানুষেরই কোন না কোন দুর্বলতা আছে, যেমন ছিল স্প্যানিস বে হোটেলের নাইট-ডিটেকটিভ জোশ প্রেসকটের। সে ঘড়ির কাঁটা মেনে চলে। কিন্তু সে নারীদের প্রতি আকৃষ্ট।

লোকটা বিপদজনক জানার পর মাইক তাঁর সময় তালিকা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে প্রেসকট রাত একটার সময় হোটেলের করিডোর দেখে। রাত এক'টা চল্লিশ মিনিটে সে হোটেলের লবি আর রেস্টুরেন্টে যায়। দুটোর সময় রান্নাঘর। দু'টো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সে হোটেলের পার্ক আর সুইমিং পুল ঘুরেফিরে দেখে। লোকটার প্রতিদিনের কর্মসূচী এদিক ওদিক হয়না। ব্যানিয়েন ব্রাডেকে খবরটা জানিয়ে দিল।

তাই আজ রাত দু'টো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আলো ঝলমল কিন্তু জনপ্রাণী শূন্য সুইমিং পুলের জলে নেমে পড়ল ম্যাগী। জলপরীর মতন সে সাঁতার কাটতে লাগল। সেই সময় প্রেসকট এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

দূর থেকে জলের শব্দ পেয়ে প্রেসকট ছুটে সুইমিং পুলের ধারে এসে বিকিনি পরা ম্যাগীকে সাঁতার কাটতে দেখল। নির্জন রাতে ম্যাগীকে এই অবস্থায় দেখে সে প্রায় পাগল হয়ে গেল।

ব্রাডের শেখানো মত ম্যাগী তাকে ইশারা করে সিঁড়ির কাছে চলে এসে না-উঠতে পারার ভান করল। প্রেসকট তাড়াতাড়ি এসে তার হাত ধরল। আড়াল থেকে সব দেখে ব্রাডে তাড়াতাড়ি হোটেলের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আপাততঃ কমসে—কম আধঘণ্টার মতন প্রেসকটকে আটকিয়ে রাখবে ম্যাগী।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্রাডে ওপরতলায় সার্ভিস লেখা দরজাটার কাছে পৌঁছে গেল। এখান থেকে এলিভেটরে চড়ে সে সিন্দুকঘরে যাবে।

সিন্দুকঘরে পৌঁছে সে টর্চ জ্বালিয়ে সিন্দুকের তিনটি তালা পরীক্ষা করে দেখল। না, কোন সমস্যাই নেই। একটা ইস্পাতের তার বেঁকিয়ে নিলেই হল। সে ট্র্যাপ-ডোরটা খুলে মই বেয়ে উঠে বাইরে মাথা বাড়াল। পেন্টহাউস থেকে আলো আসছে। দেখতে পেল মারিয়া হীরের গয়নাগুলো পড়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্রাডে আলোর ঝলমল করা হীরেগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

উইলবার একটা ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে এসে ছবি তুলল। তারপর দু'জনেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

সময় এখন দু'টো পঞ্চাশ মিনিট। এরও পাঁচ মিনিট পর ব্রাডে ঘরে ফিরে এল। তারও কুড়ি মিনিট পর ম্যাগী ফিরে এল।

—কেমন আটকিয়ে রেখেছি।

—বাঃ চমৎকার। কিন্তু আগামীকাল?

এদিকে ম্যাগী বলল—আমার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। ব্রাডে হাসল। আগামীকাল আমরা কাজটা সারছি।

অনিতা তাঁর কালো সুইট সার্ট আর কালো ট্রাউজার্স পরে সবার অলক্ষ্যে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সে সুইমিং পুলের ধার দিয়ে গিয়ে স্টাফদের প্রবেশপথের দিকে এগোল। কিন্তু হলের কিনারায় প্রেসকটকে দেখে সে প্রমাদ গুনল। তারপরেই দেখল প্রেসকট ম্যাগীকে হাত বাড়িয়ে উপরে ওঠাচ্ছে। সে ছুটে কর্মচারীদের প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ডুপ্লিকেট চাবির সাহায্যে সে দরজা খুলে করিডর বেয়ে রান্নাঘরের দিকে এগোল।

ওয়েটার দু'জনকে বসার ঘরে সকালের প্রাতঃরাশের জন্য ডিশ সাজাতে ব্যস্ত দেখল। কিন্তু

ডোমিনিক কোথায়? দেখল অফিসঘরে বসে ডোমিনিক একমনে বই পড়ছে।

চট করে সে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ময়দার জারের ঢাকনীটা খুলল। তারপর হাত ঢুকিয়ে ময়দার ভেতর গর্ত করে বোমাটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর সাবধানে ময়দার ওপরের ভাগটা সমান করে দিল। একটা ঝাড়ন দিয়ে ভাল করে হাত মুছে ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রায় দৌড়ে সে হোটেল লবীতে পৌঁছে গেল। জনপ্রাণী নেই কোথাও। প্রেসকট কোথায় গেল? সে বোমাটা রাখার জন্য পাগলের মতন একটা জায়গা খুঁজতে লাগল। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল প্রবেশদ্বারের কাছেই একটা কাঠের খোদাই করা মেক্সিকান মেয়ের মূর্তি। অনিতা মূর্তিটার একটা খাঁজে বোমাটা ঢুকিয়ে দিল। ছোট বোমাটা ঠিক খাপ খেয়ে গেল। অনিতা বাইরে এল।

পেছনে এবার সে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—অনিতা। অন্ধকার ফুঁড়ে ম্যানুয়েল অনিতার সামনে দাঁড়াল। 'সব ঠিক আছে?'

অনিতা কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলিয়ে বলল, বলেছিলাম তো কাজটা করব। করেছি।

—একটা ঝরঝরে লিংকনের দরজা খুলে দিল ম্যানুয়েল। 'উঠে পড়।'

—পেড্রোর খবর নিয়েছো?

ম্যানুয়েল তাঁর হাঁটুতে চাপড় দিয়ে বলল —সব চমৎকার। পরশু তাকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হবে।

—সত্যিই কি ও এত ভাল আছে?

—যা বলবার তো বললাম। এবার তোমার কথাগুলো বল। বোমাগুলি কোথায় লুকিয়েছো।

অনিতার নিজেকে অনেক হাল্কা লাগছিল। তাঁরা কী সত্যিই সফল হবে? পেড্রোকে নিয়ে সে হাভানার পথে পাড়ি দিতে পারবে। অধীর—উত্তেজনায় ও প্রত্যাশায় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

ম্যানুয়েল অনিতার কথাগুলো শুনছিল বটে, কিন্তু মনের গভীরে কেউ তাকে বলে যাচ্ছিল 'ম্যানুয়েল তুমি এই সরল মেয়েটাকে, যে নাকি তাঁর স্বামীকে পাগলের মতন ভালবাসে তাকে তুমি ঠকাচ্ছ।'

ম্যানুয়েল প্রাণপনে নিজেকে বোঝাতে লাগল—পঞ্চাশ লাখ ডলার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল ফুয়েনটেসের কথা। ঐ অপদার্থটাকে কাটাতে হবে। ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেবে। ওকে সরাতে কোন অসুবিধাই হবে না। পঞ্চাশ লাখ ডলার পেলে সে জীবনে আর কোন অসৎ কাজ করবে না।

অনিতার ফ্ল্যাটবাড়ির কাছে গাড়ি থামাল ম্যানুয়েল। 'তাহলে আগামীকাল?'

—হ্যাঁ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ম্যানুয়েল।

ম্যানুয়েলের মনে আবার একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল। সে আস্তে করে বলল, তুমি তোমার স্বামীকে ফেরৎ পাবে অনিতা।

সকালে ব্রাডে বৃদ্ধের ছদ্মবেশ পরে হুইল চেয়ারে বসে একটা ইস্পাতের টুকরো, তাঁর প্রয়োজনের যন্ত্রে রূপান্তরিত করছিল। সামনে বসে মাইক তাকে লক্ষ্য করছিল। ম্যাগী সাঁতার কাঁটতে গেছে।

গতকাল রাতে ম্যাগী ব্রাডেকে মাইকের মেয়ের কথা বলেছে। শুনে খুবই অভিভূত হয়েছে ব্রাডে।

মাইক বলল—ওটা দিয়ে কি হবে?

—ইস্পাতের এই টুকরো দিয়েই সিন্দুক খুলব। আজ রাতেই। ম্যাগী আমাকে তোমার মেয়ের কথা বলেছে। শুনে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। খুবই করুণ ব্যাপার। তোমার টাকাটা তুমি পেয়ে যাবে, মাইক। তোমার কোন দুশ্চিন্তা হচ্ছে?

—না না, আপনি যখন বলছেন কোন সমস্যা হবে না, আমি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করতে যাব কেন? বলতে বলতে হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল মাইক। তাঁর মুখ সাদা হয়ে গেল।

ব্রাডে তাকে লক্ষ্য করছিল—তুমি অসুস্থ মাইক। তাই না? দেখ আমি তোমাকে পছন্দ করি।

কিন্তু এই কাজটায় একজনের যদি সামান্য ভুলও হয় তাহলে সবাই আমরা ডুবে যাব। ম্যাগীর দায়িত্ব হোটেল ডিটেকটিভকে সামলান। তোমার দায়িত্ব সম্ভাব্য কোন প্রতিরোধকারীকে দেখলে তাকে মোকাবিলা করা। আমার দায়িত্ব সিন্দুক খোলা এবং ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো হাতানো। কিন্তু তোমাকে যে অসুস্থ লাগছে, মাইক?

মাইক কয়েকমুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমি আগামী ছ'মাসের মধ্যে মারা যাব। আমার টারমিনাল ক্যানসার হয়েছে।

ব্রাডে শিউরিয়ে উঠল। টারমিনাল ক্যানসার।

মাইক বলল, আমার নিজের জন্য কোন চিন্তা নেই। আমার মেয়ের জন্য আমি সব করতে পারি। তুমি চিন্তা কোরনা। তোমাকে ডোবাব না।

—না, মানে কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিনা। ধর রাতে কাজে নামার পর তোমার যন্ত্রণা শুরু হল। সত্যি কথা বল মাইক। তুমি যদি বোঝ, কাজটা পারবে না, আমরা কাজটা ছেড়ে দেব। আমি কোনমতেই জেলে যেতে চাই না। ম্যাগীও জেলে যাক, আমি তা চাইনা। ভগবানের দোহাই, মাইক। বল কাজটা তুমি পারবে?

মাইক দৃঢ়স্বরে ব্রাডের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, আমি তোমায় ডোবাব না। আমার কাছে যন্ত্রণা কমাবার ওষুধ আছে। আমি আজ রাতে ওষুধ খেয়েই কাজে নামব। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যা বলবে আমি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করব।

ব্রাডে মাইকের কথা শুনে আশ্বস্ত হল।

সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানুয়েল তাঁর নৌকো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেবিনের বাংকে শুয়ে ফুয়েনটেস টেরেসের কাজকর্মের শব্দ শুনতে পেল। তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। পুলিশ রয়েছে আশেপাশে।

ম্যানুয়েল ঘরে ঢুকে বলল, আমার নৌকো তৈরী। আজ রাতেই কাজটা করব আমরা। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে হাভানার দিকে রওনা হব। ঐ নৌকোয় থাকবে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার আর আমাদের বন্দী উইলবার ওয়ারেনটন। কেউ আমাদের থামাতে সাহস পাবে না।

চমৎকার, চমৎকার।

—তুমি সর এখান থেকে। আমাকে চিন্তা করতে দাও।

ফুয়েনটেস কেবিনে ফিরে এল। উঃ সে দশ লাখ ডলারের মালিক হবে। কত কি করা যাবে ঐ টাকাটা দিয়ে। একটু পরে ম্যানুয়েল ঘরে ঢুকল। 'চল আমরা খাব।'

খাওয়া দাওয়া চুকলে ম্যানুয়েল বলল, শোন বন্ধু। কাজটার মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। ধর, একটা সিগারেট জ্বালিয়ে ম্যানুয়েল বলল আমরা অনিতার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে পেন্টহাউসে ঢুকব। এটা প্রথম ধাপ। তারপর দু'জনকে বেঁধে উইলবারের বাবাকে ফোন করব। তার বাবা পঞ্চাশ লাখ ডলার জোগাড় করবে। এতে কিছু সময় নেবে। একশ ডলারের নোটে নেব ঐ টাকাটা। তার মানে অনেকগুলো টাকা। তাকে বলা হবে পুলিশের কাছে না যেতে, যদি সে ছেলে-বউয়ের জীবন চায়। এ পর্যন্ত সমস্যা হবে না। আমরা তাকে বলব তাঁর ছেলেকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। হাভানার উপকূলে তাকে আমরা ছেড়ে দেব। এরপর তুমি তোমার টাকার ভাগটা নেবে। আমিও আমার ভাগ নেব। তারপর দু'জনেই অন্য কোথাও চলে যাব। পুলিশ না থাকাতে সমস্যাও হবে না।

—তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

—তুমি পেড্রোর বউ অনিতার কথা ভুলে যাচ্ছ।

—আরে, ও বাড়াবাড়ি করলে আমি ওর গলা কেটে ফেলব।

—তখনই পুলিশ এসে মাথা গলাবে। কোন হত্যা-টত্যা চলবে না। অনিতাকে খুন করলে লাসটা কোথায় সরাব?

—তাহলে নৌকোয় তোলার পর তাকে খুন করব।

—আরে অনিতা সাধারণ মেয়ে নয়। ওর স্বামী ছাড়া ও নৌকোয় উঠবে না। এদিকে লোকটা হয় মরছে নয় ইতিমধ্যেই মারা গেছে।

—ফুয়েনটেস হতাশায় হাত ছুঁড়ল। তার স্থূল মাথায় আর কোন উপায় আসছিল না। —তাহলে আমরা করবোটা কী?

—সমস্যা একটাই। এটা না সমাধান করতে পারলে আমাদের হাতে টাকা আসবে না। টেবিলে একটা ঘুষি মেরে ম্যানুয়েল বলল, সমস্যাটার একটা সমাধান করতেই হবে।

ফুয়েনটেস চুপ করে রইল আর ম্যানুয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ম্যানুয়েল স্বগতোক্তির মতন বলে উঠল, না আমাকে মিথ্যে বলতেই হবে যে ওর স্বামীকে আমরা নৌকোয় আনবোই। তারপর সে যদি তার স্বামীকে না পেয়ে বেঁকে বসে তাহলে তাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেব। ম্যানুয়েল অসহায়ের মতন তার মাথায় হাত দিয়ে বলল আমার জাতভাইরা বলে আমি সত্যের মানুষ। এরপর আমার এ নামের ওপর অধিকার থাকবে না। কিন্তু জীবনের এতগুলো বছর আমি সত্যের মানুষই ছিলাম।

ম্যানুয়েলের স্বগতোক্তি শুনে ফুয়েনটেসের হঠাৎ মনে হল, এই লোকটা যদি সত্যকে বিসর্জন দিয়ে দলের একজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাহলে আমার সাথেও তো করতে পারে। আমার দশ লাখ এর হাতে কি নিরাপদ? নৌকোয় উঠে টেরেস যদি অনিতাকে তার হাতে ছেড়ে দেয়—সেখানেই কি ব্যাপারটা শেষ হবে। মাথায় লাঠি মেরে সে যদি ফুয়েনটেসকেও হাঙরের ভোজ হবার জন্য জলে ফেলে দেয়? ভেবে শিউরে উঠল ফুয়েনটেস।

ম্যানুয়েল ফুয়েনটেসকে দেখছিল না। সে তার হাতের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলছিল, হে ভগবান, আমাকে মিথ্যে বলতে হবে। আমাকে ক্ষমা কর।

।। পাঁচ ।।

ফার্স্ট গ্রেডের ডিটেকটিভ টম লেপস্কি মেজাজ খারাপ করে পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে তার টেবিলে বসেছিল। মেজাজ খারাপের কারণ তার বউয়ের সাথে ঝগড়া।

টেলিফোনটা বাজতেই পাশে বসে থাকা জ্যাকবির হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে বলল, লেপস্কি বলছি বলুন।

ল্যারি বলল, যে শয়তান লোকটা দু'জনকে গুলি করেছে, লোকটার জ্ঞান ফিরে এসেছে। ডাক্তার বলছে, মিনিট তিনেকের মত সে কথা বলতে পারবে।

—আমি দশ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি। লেপস্কি চীৎকার করে বলল।

হসপিটালের প্রধান ডাক্তার জেলান্ড স্কিনার লেপস্কি আর জ্যাকবিকে বললেন, লোকটা যে মারা যাবে তা ধরে নিতে পারেন। তবে জ্ঞান ফিরেছে, আশার কথা। প্রচণ্ডভাবে আমরা চেষ্টা করেছি—

লোকটা দুটো খুন করেছে। ও মরলে কি আসে যায়?

—আমাদের এসে যায়। এই হসপিটালের একটা নাম আছে। এখানে আমরা জীবন বাঁচনোর চেষ্টা করি—তা সে যেই হোক না কেন।

একটা নার্স এসে লেপস্কি আর জ্যাকবিকে পেড্রোর কাছে নিয়ে গেল। ল্যারি উঠে দাঁড়াতেই ফাঁকা চেয়ারটা লেপস্কি দখল করে বসল। দেখল পেড্রোর মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া। সে পেড্রোর হাতটা ধরে ঝাঁকাল। পেড্রো গুঙিয়ে উঠল। চোখ খুলে তাকাল।

—কেমন আছ, বন্ধু? লেপস্কির মধুর কণ্ঠস্বরে জ্যাকবি অবাক হয়ে তাকাল।

—পেড্রো আবার গুঙিয়ে চোখ বন্ধ করল।

—বলতো তোমার নামটা কি?

—জাহান্নামে যাও। পেড্রো বিড়বিড় করে বলল।

—শোন বাছা, ডাক্তার বলছে তোমার বাঁচার আশা নেই। যদি তুমি তোমার নামটা না বল, একটু পরেই তুমি একটা বেওয়ারিশ লাশ হয়ে যাবে। পেড্রো চোখ খুলে তাকাল।

—হ্যাঁ, বেওয়ারিশ মড়া। জান পুলিশ বেওয়ারিশ মড়া নিয়ে কি করে। লোকটাকে একটা রবারের চাদরে মুড়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়—হাঙর খাবে বলে? তুমি কি তাই চাও? তুমি যদি আমাদের নামটা বল, তাহলে তোমার বউ বা আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে পারি।

—আমি হাঙ্গরের খাদ্য হব? পেড্রো ভীত স্বরে বলল।

—হ্যাঁ, বাছা। এবার তোমার নামটা বল। তোমার ভালর জন্যই বলছি।

লেপস্কি জানে কিউবানরা ধর্মভীরু হয়, আর কুসংস্কারাচ্ছন্নও।

—আমার নাম পেড্রো সার্টেস। ক্ষীণ স্বরে পেড্রো বলল।

আবার সেই নরম দয়ালু গলায় লেপস্কি বলল, কোথায় থাক তুমি ভাই?

একটু ইতস্তত: করে পেড্রো বলল, সাতাশ নং ফিস রোড, সমুদ্রের ধারে।

—তোমার কি বউ আছে? তাহলে আমরা তোমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করাতে পারি।

—অনিতা।

—সে কি করে, কোথাও কাজ করে?

—সে—পেড্রোর হেঁচকি উঠল, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। মুখটা নেতিয়ে পড়ল।

—তাড়াতাড়ি একটা নার্সকে ডাক। মনে হচ্ছে লোকটা মারা গেছে।

—একটা নার্স এগিয়ে এসে পেড্রোকে দেখে নির্লিপ্তভাবে বলল, আর বড়জোর দু'মিনিট। আপনারা যান। আমার অনেক কিছু করণীয় আছে। বাইরে বেরিয়ে জ্যাকবি বলল, 'হাঙরের, ব্যাপারটা বড় নিষ্ঠুর হয়ে গেল।

—কাজটা তো হল।

মিনিট দশেক পরেই লেপস্কি আর জ্যাকবি পেড্রোর বাড়ির কেয়ারটেকারের কাছে হানা দিল।

—পেড্রো সার্টেস ওপরতলায় থাকে।

—তার বউ আছে এখানে?

—না, কাজে গেছে।

—কোথায় কাজ করে।

কেয়ারটেকারটা অনিতাকে পছন্দ করে। সে ঠিক করল অনিতাকে সে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে না। বলল, জানি না।

—তাকে আমাদের ভীষণ দরকার। তার স্বামী মারা যাচ্ছে। তাকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। লেপস্কি চেঁচিয়ে বলল।

—বললাম তো, জানি না।

—কখন সে কাজ থেকে ফেরে।

—আমি কি করে জানব? কখনও কখনও বেশ দেরী হয়।

—কেমন দেখতে?

কেয়ারটেকার আশ্বস্ত হল, পুলিশ অনিতার চেহারার কোন বর্ণনা জানে না বলে।

—আর পাঁচজন কিউবান মহিলার মতন। বাদামী, খুব মোটা। মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা।

—বয়স কত?

—আমি কি করে জানব। তিরিশ-চল্লিশ।

লেপস্কি বুঝল লোকটার থেকে সে কোন কথা আদায় করতে পারবে না। এই হতচ্ছাড়া কিউবানগুলো সব এককাট্টা। সে জ্যাকবিকে ইশারা করে রাস্তায় নামল।

—আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। তুমি থাক। আমি কাউকে পাঠিয়ে দেব তোমাকে ডিউটি থেকে ছাড়াবার জন্য। মোটাই হোক বা রোগাই হোক—এই বাড়ির ভেতর ঢুকবে এমন প্রতিটা কিউবান মহিলার পরিচয়পত্র দেখবে।

তিক্তকণ্ঠে জ্যাকবি বলল, ভাল কাজ যা হোক। কয়েক মিনিট পরে আবর্জনা ফেলার অছিলায় কেয়ারটেকারটা বাইরে এসে জ্যাকবিকে দেখে আবার ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর সে ছেলেকে ডেকে বলল—ম্যানুয়েল টেরেসের নৌকোটা চিনিস?

—হ্যাঁ।

—দেখ, টেরেসের কাছে গিয়ে বলবি পুলিশ এসে পেড্রোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। আর বাড়িটার ওপর নজর রেখেছে।

অনিতা কাজ সেরে বাড়িতে ফিরছিল। পথে ম্যানুয়েলের ভাঙ্গাচোরা লিংকন গাড়িটা এসে থামল।

—উঠে এস।

—অনিতা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, পেড্রোর কোন খারাপ খবর—

—না, সে ভালই আছে। তবে তুমি বাড়ি যেও না। পুলিশ খুঁজছে।

—পুলিশ।

—হ্যাঁ, চিন্তার কিছু নেই। তাঁরা তোমার চেহারার বর্ণনা বা কোথায় কাজ কর, কিছুই জানে না। আমার নৌকোতে থাক।

—পুলিশ জানল কি করে?

—কোন ইনফর্মার। আমাদের লোকের ভেতরেও তো ইনফর্মার আছে। তবে চিন্তা কোর না। চল, আমরা আমাদের প্ল্যান ঠিক করে নিই।

লেপস্কি সার্জেন্ট বেইগলারকে বলল, আমায় দুটো লোক দিন। লোকটার বউকে ধরতে হবে। কোথায় কাজ করে জানতে পারিনি। সুতরাং, ওর ফেরার অপেক্ষায় থাকতে হবে। সার্জেন্ট বেইগলার বলল—আমার লোক নেই। তবে তুমি সিটি হলে যাও। ওখানে কোন কিউবান কোথায় কাজ করে সব লেখা আছে।

ঠিক, লেপস্কি সঙ্গে সঙ্গে সিটি হলের উদ্দেশ্যে ছুটল। সিটি হলের ইমিগ্রেশন অফিসের কাছে গিয়ে দেখল কিউবানদের লম্বা লাইন পড়েছে।

লেপস্কি কাউনটারের গোড়ায় গিয়ে ব্যাজটা দেখিয়ে কাউন্টারের রিসেপশনিস্ট মিস হেপলওয়েটকে প্রশ্ন করল, শুনুন, মিস—

—আমি ব্যস্ত দেখতেই পারছেন।

—আমি লেপস্কি, সিটি পুলিশ।

—তা আমি কি করব? আপনার কাছে হাঁটু গেড়ে বসব, রিসেপশনিস্ট বলল।

—আমি জানতে চাই, অনিতা সার্টেস কোথায় কাজ করে।

—কেন?

—পুলিশের দরকার। কেন নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, বেবি।

—আমাকে বেবি বলবে না। দুর্ব্যবহারের জন্য আমি তোমার নামে নালিশ করতে পারি।

লেপস্কি মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না, শোন বেবি, সরকারী কাজে বাধা দেবার জন্য আমি তোমায় গ্রেপ্তার করতে পারি? আমি একটা খুনের তদন্ত করছি। তুমি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে আসতে চাও?

মিস হেপলওয়েট লেপস্কির কঠিন মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, আর বাড়াবাড়ি করা উচিৎ হবে না। বলল, কি নাম?

পুলিশী হাসি হেসে লেপস্কি বলল, অনিতা সার্টেস। থাকে ফিস রোড, সমুদ্রের ধারে।

—দাঁড়ান, দেখছি। মিস হেপলওয়েট চলে গেল। একটু পরে এসে বলল, মেয়েটি স্প্যানিশ বে হোটেলে পার্ট টাইম কাজ করে। সকাল দশটা থেকে বেলা একটা। আবার আটটা থেকে—।

—ধন্যবাদ। লেপস্কি চলে গেল।

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কিউবান আরেকজনকে বলল, আমার লাইনটা রাখ। আমি আসছি।

—একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে সে ডায়াল ঘোরাল, ম্যানুয়েল টেরেস?

স্প্যানিশ বে হোটেলের ডিটেকটিভ জোশ প্রেসকট নাইট ডিউটির জন্য আজ বিশেষ করে সাজগোজ করছে। কারণ, আজ রাতে ম্যাগীর সাথে তার অভিসারের তারিখ রয়েছে।

হঠাৎ ঝড়ের মত লেপস্কি ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল—এই যে জোশ।

—কি চাই তোমার, আমি ডিউটির জন্য তৈরী হচ্ছি।

—অনিতা 'সার্টেস' নামে একজন কিউবান মহিলা এই হোটেলে কাজ করে—চেন?

—হ্যাঁ, এখানে ঝাড়ুদারনীর কাজ করে। কেন, কি করেছে?

—ফিস রোডের সেই ভাড়া আদায়কারী লোকটার হত্যার খবরটা তো শুনেছো। অনিতা সেই হত্যাকারীর স্ত্রী। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

একটু চিন্তা করে প্রেসকট বলল, দেখ লেপস্কি মেয়েটা পেন্ট হাউসে কাজ করে। ওখানে কাজ না হলে মালিকের মাথা গরম হয়ে যাবে। বরং তুমি দশটার সময় এস, ডিউটি শেষ হলে মেয়েটিকে আমি আমার ঘরে বসিয়ে রাখব।

লেপস্কির খিদে পেয়েছিল। ভাবল বাড়ি থেকে খেয়ে আসা যাক। দশটা বাজতে দেরী আছে।

অনিতা আর ফুয়েনটেস ম্যানুয়েলের জন্য ঝাড়া তিন ঘণ্টা অস্থির ভাবে অপেক্ষা করছিল।

ম্যানুয়েল ভেতরে ঢুকে বলল, শুভ সংবাদ। আমাকে এক পাত্র মদ দাও ফুয়েনটেস। আমার দেরী হয়ে গেল। কারণ, হসপিটালে আমার বন্ধু খুব ব্যস্ত ছিল।

—পেড্রো, প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে অনিতা জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ—পেড্রো। রামের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ম্যানুয়েল বলল, শেষ পর্যন্ত আমি কথা বলেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পেড্রো সমুদ্রে যাত্রা করতে পারবে কি? সে বলল ঠিকঠাক ব্যবস্থা করলে যেতে পারবে।

ফুয়েনটেস ভাবল ম্যানুয়েল কী সুন্দর অভিনয় করছে।

—কি ব্যবস্থা?

—পেড্রোকে হসপিটাল থেকে নৌকো পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আসতে হবে। একবার নৌকোয় উঠতে পারলে তুমি তো আছই।

—কিন্তু পুলিশরা কি পেড্রোকে ছাড়বে?

—নিশ্চয়ই ছাড়বে। উইলবার আমাদের হেফাজতে থাকবে না? তাছাড়া দু-দুটো বোমা। ডুলাককে আমি বুঝিয়ে দেব, যদি পেড্রোকে নৌকায় না আসতে দেওয়া হয়, আমি নৌকা থেকেই বোমা ফাটাতে পারি।

অনিতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি কি তা পারবে?

—হ্যাঁ, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে।

অনিতা আশ্বস্ত হয়ে একটু হাসল।

—তবে একটা খারাপ খবর আছে। পুলিশ জানতে পেরেছে তুমি কোন হোটেলে কাজ কর।

অনিতা চিন্তা করতে লাগল। ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটস ভাবল এই বুঝি সব ভেস্তে যায়।

অনিতা সহজভাবে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, ভয় পাবার কিছু নেই। হোটেলে কাজের লোক কম। সুতরাং আজ রাতে কিছুই হবে না। আমি কথা দিচ্ছি রাত বারোটার সময় আমি পেন্টহাউসের দরজা তোমাদের জন্য খুলে দেব।

ম্যানুয়েল প্রশংসার গলায় বলল, সত্যিই তুমি সৎ এবং সাহসী মহিলা। দু'এক দিনের মধ্যেই আমরা সবাই হাভানায় পাড়ি দেব।

—আমি তোমায় বিশ্বাস করি, ম্যানুয়েল। তোমরা টাকাটা নিও। আমার শুধু পেড্রোকে চাই।

অনিতা চলে যাবার পর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘরের মধ্যে নেমে এল। ফুয়েনটেস বলল, বিপজ্জনক মহিলা। ওর হাতে পিস্তল দিও না যেন।

ম্যানুয়েল মাথা নাড়ল।

সামুদ্রিক খাবারের রেস্তোরাঁয় কোনার একটা টেবিলে এড হ্যাডন আর ব্রাডে বসেছিল।

কি খবর বল, তাড়াতাড়ি? হ্যাডন বলল।

আজ রাতেই কাজটা করছি। প্রথমে সিন্দুকের মালগুলো হাতাবো তারপর ওয়ারেনটনের হীরেগুলো। কিন্তু তারপর?

—তোমাদের পরিকল্পনা একদম নিখুঁত করেছো তো?

—হ্যাঁ।

—আমিও সব ঠিক করে রেখেছি। কেনড্রিক সব মালগুলিই সামলাবে বলেছে। সে সুবিধেমত জায়গায় মালগুলো লুকিয়ে রাখবে। তারপর হৈ-চৈ থেমে গেলে ও ওগুলোর ব্যবস্থা করবে, টাকা পেতে মাস কয়েক লাগবে।

—কিন্তু কেনড্রিক যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?

—চিন্তা ক'রনা, লু। আমার কাছে ওর সম্বন্ধে এমন সব প্রমাণ আছে তাতে আমি ওকে জেলে পাঠাতে পারব। সুতরাং টাকাটা পাবেই।

—মাইককে আমি কথা দিয়েছি। ও টারমিনাল ক্যান্সারে ভুগছে। একটা জড়বুদ্ধি মেয়ে আছে ওর। মরার আগে মেয়েটার ব্যবস্থা করে যাবার জন্য টাকাটা ওর এক্ষুনি চাই।

—বেশ, তুমি দিয়ে দিও, হ্যাডন বলল।

—আমার থাকলে দিতাম। তোমার কাছে পঞ্চাশ হাজার আর কি? একটু মানবিকতা সম্পন্ন হও, এড।

একটু চিন্তা করে হ্যাডন বলল, বেশ ও যদি ভালভাবে কাজটা শেষ করতে পারে, টাকাটা ওকে দিয়ে দেব।

মারিয়া আর উইলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলে ফিরল। হঠাৎ খেয়ালী মারিয়া বলল, আমার জুয়ো খেলতে ইচ্ছে করছে।

উইলবার বলল, কিন্তু আমাদের কথা ছিল, তুমি হীরেগুলো পরে হোটেলের বাইরে যাবে না।

—বাজে কথা বোল না। আমি আমার হীরেগুলো পরবই আর সাড়ে আটটার সময় বেরুচ্ছি, মনে রেখ।

উইলবার অনেকক্ষণ চিন্তা করে দেওয়ালের গুপ্ত সিন্দুক নম্বর মিলিয়ে খুলে ফেলল। ভেতর থেকে একটা চামড়ার জহরতের বাক্স বার করল। তারপর সিন্দুক বন্ধ করে ডুলাককে ফোন করল।

ডুলাক জানাল সে তাদের সঙ্গে দু'জন বডিগার্ড দেবে। প্রেসকট সবে রাতের খাওয়া শেষ করেছে সেই সময় ডুলাক এসে বলল, তোমাকে বডিগার্ড হয়ে মিঃ এবং মিসেস উইলবারকে ক্যাসিনো পৌঁছে দিতে হবে।

প্রেসকট ভাবল অনিতা সার্টেসকে ধরবার জন্য তার লবিতে বসে থাকার কথা।

—স্যার, পেন্টহাউসে যে মহিলাটি ঝাড়ুদারনীর কাজ করে তার স্বামীকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

—ঐরকম কোন মেয়েছেলেকে আমরা এখানে রাখতে পারি না। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি দেখছি। তুমি যাও।

প্রেসকট বেরিয়ে যেতে ডুলাক স্টাফ ম্যানেজারকে ফোন করল।

—না, স্যার। আজ রাতে স্টাফ কম। পেন্টহাউসের কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। কাল সকালে নিশ্চয় ব্যবস্থা করব। ম্যানেজার বলল।

ঠিক ঐ সময়টাতেই অনিতা হোটেলে উপস্থিত হয়, সে সকাল সকাল এসেছিল এই ভেবে যে অত তাড়াতাড়ি পুলিশরা নিশ্চয়ই আসবে না। তাকে কেউ আসতে দেখেনি। সে চুপচাপ স্টাফরুমের দরজা খুলে একটা টয়লেটে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

অনিতা ভবিষ্যতের নানা রঙীন চিত্র আঁকতে থাকল, তারপর একসময় পেড্রোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বসল। সে যখন প্রার্থনা করছিল ঠিক সেই সময়ে পেড্রো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

ব্রাডে, ম্যাগী আর মাইক ব্যানিয়েল বসে আসন্ন অভিযানের খুঁটিনাটিগুলো আলোচনা করে নিচ্ছিল।

—আমরা মালগুলি হাতাতে পারলেই তুমি দিন দুয়েকের মধ্যে টাকাটা পেয়ে যাবে।

মাইক তাঁর বিশাল কাঁধ ঝুকিয়ে বলল, বাঃ, খুবই খুশীর খবর।

মাইক যন্ত্রণা শুরু হবার আগেই তিনটে যন্ত্রণা নিরোধক বড়ি খেয়ে নিয়েছে। সারা শরীরটা

যেন আড়ষ্ট প্রানহীন। সে বুঝতে পারছে মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে।

—আমি তোমার এমন মেক-আপ করে দেব যে কেউ চিনতে পারবে না। দু'টোর সময় আমরা হোটেলে যাব, কেউ আমাদের লক্ষ্য করবে না সেই সময়। যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলে তুমি 'ভার্ট' গান দিয়ে ব্যবস্থা করবে। ওয়ারেনটনরা সম্ভবতঃ তখন পেন্টহাউসে থাকবে। তুমি তাদের ব্যবস্থাও করবে। কাজগুলো শেষ করতে চল্লিশ মিনিটের বেশী লাগা উচিৎ নয়। আমরা আমাদের ঘরে ফিরে এসে 'বসে'র লোকদের হাতে মাল দিয়ে দেব। আরও দুটো দিন আমরা হোটেলে থাকব যাতে কারও সন্দেহ না হয়। তুমি তোমার টাকা পেয়ে যাবে।

—আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন।

—জানি, তোমার টাকাটা কত দরকার। ম্যাগী, যাও বলে এস আজ রাতে আমি কিছুই খাব না।

প্লাস্টিকের একটা থলে থেকে ম্যানুয়েল দুটো পয়েন্ট আটত্রিশ রিভলবার বার করে টেবিলের ওপর রাখল। একটা রিভলবার সে ফুয়েনটেসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, সাবধান গুলি ভরা আছে। মনে রেখ, সহজে গুলি চালাবে না। পুলিশ যাতে ব্যাপারটার মধ্যে না আসে।

ফোনটা বেজে উঠল। ম্যানুয়েল ফোনে কথা বলল, ধন্যবাদ যথাসময়ে তোমাকে পুরস্কৃত করব। ফোন নামিয়ে রেখে ম্যানুয়েল বলল, আমাদের অনিতা সম্পর্কে আর কোন সমস্যা রইল না। আধঘণ্টা আগে পেড্রো মারা গেছে।

ফুয়েনটেস শক্ত হয়ে উঠল---মারা গেছে। শুভ সংবাদ। কিন্তু অনিতা জানতে পারলে তো আমাদের পেন্টহাউসের ভেতর ঢোকাবে না।

—এতক্ষণে ও হোটেলে ঢুকে পড়েছে। পেন্টহাউসে ঢোকার পর আমরা অনিতাকে জানাব যে পেড্রো ভাল হয়ে উঠছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মারা গেছে। পুলিশ অনিতাকে খুঁজছে। অতএব তাকে আমাদের সাথে আসতেই হবে। আমি তাকে কিছু টাকাও দেব।

—সে ভাবতেও পারে তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। তখন সে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

ম্যানুয়েল বলল, রেডিওর খবরেই ও জানতে পারবে তখন বিশ্বাস হবে পেড্রো মারা গেছে। আমরা অবাক হবার ভান করব।

রাত ন'টা চল্লিশ মিনিটে লেপস্কি জ্যাকবিকে নিয়ে হোটেলের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকল।

রাত দশটা চল্লিশ বেজে গেল। লেপস্কি অধৈর্য হয়ে বলল, প্রেসকটের রাত দশটার সময় মেয়েটাকে নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি গিয়ে দেখি, কি হল। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

রাত এগারোটা পনেরো মিনিটে প্রেসকট একটা নতুন সিগারেট প্যাকেট নেবার জন্য তাঁর অফিসে এল। লেপস্কি আর জ্যাকবির আগুন-ভরা চোখ দেখেই তাঁর অনিতার কথা মনে পড়ল—এই যা। আমাকে ওয়ারেনটনদের বডিগার্ড হয়ে ক্যাসিনোয় যেতে হয়েছিল।

—কিউবান মেয়েটা কোথায়? লেপস্কি গর্জন করে উঠল।

—হয়তো বাড়ি চলে গেছে এতক্ষণ।

—বাড়ি। কি বলছ তুমি? রাত দশটার সময় তোমার তাকে এখানে নিয়ে আসার কথা। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি।

—আরে বললাম না আমাকে একটা কাজে যেতে হয়েছিল। সে নিশ্চয়ই বাড়ি চলে গেছে এতক্ষণে।

—তুমি কেমন করে জানলে সে বাড়ি গেছে। রাগে লেপস্কি চীৎকার করে উঠল।

কারণ রাত দশটায় তাঁর ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। আর শোন, চেঁচিয়ো না। বাড়ি গিয়ে বরং দেখ।

বাড়ি? কেন পেন্টহাউসে লুকিয়ে থাকতে পারে না।

—সে তো ইঁদুরগুলোও থাকতে পারে। যাও যাও ওর বাড়ি গিয়ে দেখ।

—আমি যাচ্ছি। কিন্তু আবার ফিরে আসব। তখন তোমার ব্যবস্থা করব।

—যাও যাও। আমার বস ডুলাক মেয়র আর তোমার বসকে বলে তোমাকে আবার কনস্টেবল বানিয়ে দেবে। এখন দয়া করে কাট তো।

রাত সাড়ে বারোটায় অনিতা যখন দেখল রান্নাঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে চুপিচুপি গিয়ে স্টাফ রুমের দরজাটা খুলে করিডোরটা দেখে নিল। কেউ কোথাও নেই। তখন সে পা টিপে টিপে কর্মচারীদের প্রবেশ পথের দরজা খুলে দিল। ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেস অপেক্ষা করছিল। তাঁরা ভেতরে ঢুকল। তারপর তিনজন মিলে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেল। অনিতা সবচেয়ে ওপরতলার বোতামটা টিপে দিল। —পেড্রো?

—কোন খবর নেই। আমার বন্ধুটি হসপিটালে নেই। চিন্তার কি আছে?

—আমি প্রার্থনা করছিলাম। মন বলছে পেড্রো ভাল আছে।

—ঠিক তাই। নিজের ওপর একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে ম্যানুয়েল বলল ভগবান নিশ্চয়ই তোমার প্রার্থনা শুনবেন।

ওপরে উঠে তাঁরা বিরাট বড় বসবার ঘরটায় ঢুকল।

অনিতা দরজাটা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিল।

অনিতা একটু হাঁপাচ্ছিল, বলল—আলো জ্বালিয়ো না।

—না। আমরা টেরেস থেকে আসা আলোয় ভালই দেখতে পাচ্ছি। ম্যানুয়েল চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, বড়লোকেরা কি আরামেই না থাকে।

তার মনের মধ্যে একটা ভাবনা ঝিলিক দিল। সেও যখন ৫০ লক্ষ ডলারের মালিক হবে এরকম একটা পেন্টহাউস ভাড়া করে থাকতে পারবে।

সে হালকা গলায় বলল, চল আমরা অপেক্ষা করি। ম্যানুয়েল একটা বড় লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পড়ল। ফুয়েনটেসের অস্থির অস্থির লাগছিল। সে 'টেরেসে' গেল। টেরেসের আকার দেখে ফুয়েনটেস অবাক হচ্ছিল। বড় বড় ফুলের টব লাউঞ্জ চেয়ার, টেবিল, ককটেল বার। বাব্বাঃ—

—ক'টা বাজল। ম্যানুয়েল তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, খবরের সময় হয়ে এল। অনিতা আমি একটা ঘোড়ার ওপর বাজি রেখেছি। মনে হচ্ছে খবরটা শুভই হবে। পকেট থেকে ক্ষুদে ট্রানজিস্টারটা বার করে ম্যানুয়েল শুধোল, অনিতা তুমি কখনও ঘোড়ার ওপর বাজী ধরেছ।

—অত বাজে টাকা আমার নেই। এখানে ট্রানজিস্টার চালিয়ো না। কেউ শুনতে পারবে হয়তো।

—আরে না না, আমি আস্তে করে চালাব। সুইচটা চালু করে টিউন অ্যাডজাস্ট করল ম্যানুয়েল।

ফুটেনটেস দরজার কছে এল। তার পিঠে টেরেসের চাঁদের আলো পড়েছে। তার সারা মুখে ঘাম ঝরছিল। ঐ বোকা মেয়েমানুষটা কি ওর স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে চেঁচামেচি শুরু করে দেবে? তাহলেই তো হয়েছে। সে তার পিস্তলটা চেপে ধরল।

রেডিয়োতে স্থানীয় সংবাদ হচ্ছিল। অনিতা নিশ্চল হয়ে বসে রইল। অন্ধকারে তার মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে সেই প্রতিক্ষিত সংবাদটা শোনা গেল। ঘোষণাটা খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে সারা হল। ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেস তৈরী হয়েই ছিল অনিতা চেঁচালে তাকে মুখ চেপে ধরবে।

সীকম্বের ভাড়া আদায়কারীর হত্যাকারী পেড্রো সার্টেস যাকে ডিটেকটিভ টম লেপস্কি তিন হাজার ডলার নিয়ে পালাবার সময় গুলি করে, আজ বিকেলে অল্প সময়ের জন্য তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিন্তু তারপরেই সে মারা যায়।

এরপর ঘোষক ঘোড়ার খবর দেওয়া শুরু করতেই ম্যানুয়েল রেডিওটা মেঝের ওপর শব্দ করে ফেলল আর অনিতার দিকে কঠিনভাবে তাকিয়ে রইল। কিন্তু হিস্টিরিয়ার কোন লক্ষণই অনিতার মধ্যে দেখা গেল না। সে একটা পাথরের মূর্তির মতন বসে রইল।

দূর থেকে আসা সমুদ্রের—গর্জন আর দেরী করে স্নান করতে যাওয়া লোকজনের অস্পষ্ট চেঁচামেচি ছাড়া দুঃসহ এক নিস্তব্ধতা তিনটি প্রাণীকে যেন গ্রাস করে ফেলল।

ম্যানুয়েলই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল, বলল, 'হে ভগবান। একি দুঃসংবাদ। আমার কিছু বলবার ভাষা নেই, অনিতা।'

অনিতা নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

ম্যানুয়েল অনিতার দিকে এগিয়ে গেল।

—আমার কাছে এসো না, হিস্‌হিস্ করে অনিতা বলল।

অনিতার গলার স্বরটা এতই ভয়ঙ্কর যে ম্যানুয়েল থমকে গেল। ফুয়েনটেসও পিছিয়ে গেল।

অনিতা সুইচ টিপতেই একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলে উঠল। সেই আলোয় অনিতার মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেল ম্যানুয়েল। ম্যানুয়েল দেখল অনিতার মুখ থেকে যেন সব রক্ত চলে গিয়েছে। চোখদুটো কোটরে বসে গেছে।

কিন্তু হিস্টিরিয়ার কোন লক্ষণ দেখা দিল না। তবুও ম্যানুয়েল ভাবল এ যেন একজন মৃত স্ত্রীলোকের মুখ।

জোর করে মিথ্যে বলবার চেষ্টা করল ম্যানুয়েল, বিশ্বাস কর অনিতা খবরটা আমার কাছে তোমার মতনই মর্মান্তিক।

অনিতার চোখদুটো জ্বলে উঠল।

হে সত্যনিষ্ঠ মানুষ, তুমি তাহলে আমার কাছে মিথ্যে বলেছিলে। তুমি সবসময়েই জানতে পেড্রো মারা যাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর শুকনো পাতার মর্মরধ্বনির মতন শোনাল। শুধু নোংরা টাকাগুলো হাতাবার জন্য তোমরা আমাকে মিথ্যে বলেছিলে। ভগবান তোমাদের অভিশাপ দেবেন।

—না, অনিতা না। ম্যানুয়েল অস্ফুট গলায় বলল—, আমি দিব্যি গেলে বলেছি। তুমি জান আমি সত্যি কথার মানুষ। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তোমার স্বামীকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। আমি যখন কাউকে কথা দিই তা প্রাণপণে রাখার চেষ্টা করি। আসলে হসপিটালের লোকই আমায় মিথ্যে বলেছিল। কেন সে মিথ্যে কথা বলল? ম্যানুয়েল কপালে করাঘাত করে বলল। আমি তাকে শাস্তি দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

অনিতা চোখ বন্ধ করল। তার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল—পেড্রো তোমাকে আমি হারিয়েছি।

ম্যানুয়েল চকিতে ফুয়েনটেসের দিকে তাকাল। ফুয়েনটেস ঘাড় নাড়াল। তার মতে, ম্যানুয়েলের অভিনয়টা দারুণ হয়েছে।

—আমরা যখন হাভানায় ফিরে যাব তখন ঘটা করে পেড্রোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব। এখন হে অভাগিনী কাঁদ, কেঁদে তোমার মন হাল্কা কর।

আবার ঘরে একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখন যাব।

ম্যানুয়েল এই ভয়টাই পাচ্ছিল। গর্জে উঠে বলল, কোথায়?

—আর কোথায় গীর্জায়। আমার পেড্রোর জন্য মোমবাতি জ্বালাতে হবে। আমার প্রার্থনার প্রয়োজন।

খুব নরম গলায় ম্যানুয়েল বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিন্তু এখন নয় অনিতা। যখন তুমি আর আমি হাভানায় ফিরে যাব, তখন পেড্রোর জন্য হাজার মোমবাতি জ্বালাব আর তার পারলৌকিক কাজও করব।

দরজার দিকে এগোল অনিতা।

ম্যানুয়েল গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল। অনুভব করল, অনিতা কাঁপছে।

—না, না শোন অনিতা পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। তারা জানতে পারবে তুমিই এখানকার দরজা খুলে দিয়েছিলে। তোমাকে গ্রেপ্তার করে ওরা গারদে পুরবে। ভেবে দেখ, তুমি পেড্রোর জন্য কতগুলি মোমবাতি জ্বালাতে পারবে তখন?

ম্যানুয়েল দেখল অনিতার মুখে একটা হতাশার ভাব খেলে গেল। সে অনিতার হাত ছেড়ে দিল।

—চল, আমরা টেরেসে যাই। নরম গলায় ম্যানুয়েল বলল, চাঁদের আলোয় আমরা তোমার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করব।

ঘড়ি দেখল ম্যানুয়েল। এখন রাত একটা পাঁচ। ওয়ারেনটনদের ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। ততক্ষণ এই মেয়েছেলেটাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

জ্যান্ত লাশের মতন অনিতা টেরেসের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যানুয়েল তাকে একটা কোনায় নিয়ে গেল। টবে লাগানো একটা কমলালেবুর গাছের জন্য জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় সোনালী ফলগুলো ঝকমক করছে। পাশাপাশি তারা হাঁটু মুড়ে বসল। ফুয়েনটেস

ম্যানুয়েলের ভণ্ডামি দেখছিল এতক্ষণ অবাক হয়ে। সে মুখ ফেরাল।

ব্যালেটের মধ্যে ব্রাডে মাইকের একটা কৃষ্ণকায় যুবকের 'মেকাপ' দিচ্ছে। থুতনিতে দাড়ি, টুক্সেডো পোশাক।

যাও আমার কাজ শেষ। তোমার মাও তোমাকে চিনতে পারবে না। ডার্ট ছোড়ার সময় তোমায় কেউ দেখে ফেললেও কোন সমস্যা হবে না। একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও। তোমার গোঁফটা একটু ঠিক করে দিই।

'টুক্সেডো' পরা ব্যানিয়েন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে তার মেয়ে ক্রীসের কথা ভাবছিল। নিজের ভেতরটা তার একদম শূন্য মনে হচ্ছে। বেদনা নিরাময়ক পিলগুলো আরামদায়ক বটে। কিন্তু ক্যান্সারের হিংস্র দাঁতগুলো তার জীবনশক্তিকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছে ক্রমশঃ। একটা নেকড়ে বাঘের মতন তার শিকারের দেহটা ছিন্নভিন্ন করছে।

ব্রাডে বসে পড়ে বলল, এবার আয়নায় নিজেকে দেখ।

মাইক আয়নায় দেখল এক শক্তিমান অপরিচিত যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রবল ইচ্ছে হল সেরকম শক্তিমান মানুষ বলে নিজেকে ভাবতে—তাহলে জীবনটা সে আবার শুরু করতে পারত।

ব্রাডে হাসতে হাসতে বলল, কেমন ভাল নয়?

মাইক শান্তস্বরে বলল চমৎকার।

তার কণ্ঠস্বর শুনে ব্রাডে অবাক হয়ে মাইকের দিকে তাকাল—মাইক তুমি সুস্থবোধ করছ তো?

—আমাকে সুস্থ থাকতেই হবে এই কাজটার জন্য। তারপর সে ব্রাডের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, এই কাজটা শেষ করে সত্যিই যদি আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন তুমি আমার মেয়েকে দেখবে—এমন আস্থা কি তোমার ওপর রাখতে পারি?

—মাইক, এ নিয়ে আমাদের আগেই কথাবার্তা হয়েছে। তোমার কাজ শেষ হলেই তোমার ভাগের টাকাটা তুমি পেয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ক'র না।

মাইক পকেট থেকে একটা কার্ড বার করল—লু, এই হচ্ছে আমার মেয়ের ডাক্তারের ঠিকানা। এই কাজটা করার পরে আমার যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, তুমি টাকাটা মনিঅর্ডার করে এই ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিও। আমাকে কথা দাও—

একটা হিমশীতল স্রোত যেন ব্রাডের ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

কিন্তু, মাইক—

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এইটুকু তুমি আমার জন্য করবে?

—নিশ্চয় করব, মাইক। কিন্তু তুমি কি মনে করছ এই দু'দিনের মধ্যে তোমার কিছু হয়ে যাবে? মাইকের ঠাণ্ডা ভিজে হাতটা ধরল ব্রাডে।

—না, ধরনা এটা একটা 'ইনসুর্যান্স'। কাজটা শেষ হয়ে যাবার পর আমি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারব না। আমার মেয়েটাকে গিয়ে একবার আমাকে দেখতেই হবে। তোমার টাকার জন্য আমি বসে থাকতে পারব না। কিছু মনে করলে না তো লু?

—না, নিশ্চয় না মাইক। আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি।

—ধন্যবাদ।

ব্রাডের গলায় কি যেন একটা দলা আটকিয়ে গেল। সে মনে মনে শপথ করল কাজটা যদি কেঁচেও যায় তাঁর, আর টাকা-পয়সা না পাওয়া যায়, সে তবুও দেখবে মাইকের জড়বুদ্ধি মেয়েটা যেন পঞ্চাশ হাজার ডলার পায়—যেখান থেকেই হোক না কেন।

ব্রাডে আর মাইক হাঁটতে হাঁটতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

রাত দুটো নাগাদ প্রেসকট হন্তদন্ত হয়ে ম্যাগীর সন্ধানে সুইমিং পুলের দিকে এগোল। তারও একটু পরে সিকিউরিটি গার্ড দু'জন এসে রাতের ডিউটিতে থাকা কর্মচারীটিকে একটা চাবি দিয়ে চলে গেল। এরও মিনিট দশেক পরে উইলবার আর মারিয়া এসে তাদের ঘরের চাবি নিয়ে গেল।

ব্রাডে বলল, সময় হয়েছে, ওঠ মাইক।

চেঁচালেই মরবে—। ছোরা হাতে চাপা গলায় ম্যানুয়েল বলল। পিস্তল হাতে সামনে দাঁড়াল ফুয়েনটেস।

মারিয়া হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—চুপ করে গিয়ে বসে পড়। চেঁচিয়েছো কি মরেছ। মারিয়া হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, টাকাপয়সা যা নেবার নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। ম্যানুয়েল পয়সার ব্যাগটা ফুয়েনটেসের দিকে ঠেলে দিল। তার চোখ মারিয়ার দিকে।

—মারিয়া ওরা হীরেগুলোর জন্য এসেছে। হীরেগুলো খুলে ওদের দিয়ে দাও, উইলবার শান্ত স্বরে বলল।

—না, হীরেগুলোতে আমার কাজ নেই। আমরা টাকা চাই। আমরা পঞ্চাশ লক্ষ ডলার টাকা চাই।

—অত টাকা আমাদের কাছে নেই।

—তোমার বাবাকে ফোন কর।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনিতা সব শুনল।

সিন্দুক ঘরের দরজা খুলে ক্ষিপ্র হাতে মাইক এক একটা বাক্স খুলে ফেলছিল। বাক্স থেকে জিনিসগুলো সরিয়ে একটা ব্যাগে ভরছিল মাইক।

—দেখছ, এ যেন আপেল পাড়ার মতই সহজ ব্যাপার, ব্রাডে বলল।

মাইক আস্তে আস্তে আবার জেগে ওঠা যন্ত্রনাটাকে টের পাচ্ছিল। তার কপালে ঘাম ফুটে উঠল। সে জোর করে হাসল।

তিরিশ মিনিটের মধ্যে বাক্সগুলো সব খালি হয়ে গেল। তারপর খালি বাক্সগুলো সিন্দুকের ভেতর ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিল ব্রাডে।

—এবার ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো। ব্রাডে ঘড়ি দেখল, দুটো পঞ্চাশ। নিশ্চয় ওরা শুয়ে পড়েছে। চল যাই।

পেন্টহাউসের ছাদে এসে ওয়ারেনটনদের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে প্রমাদ গুনল ব্রাডে—সাবধান, ওরা এখনও ঘুমোয়নি।

অনিতা নিঃশব্দে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোল।

—আমাদের সময় নষ্ট করা চলবে না, মাইক। দেখা যাক, কি হচ্ছে।

দরজার কাছ থেকে সে উঁকি মেরে দেখল নোংরা জামাকাপড় পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে, তাঁর সামনে মারিয়া আর উইলবারের মাথা দেখা যাচ্ছে। শক্তিমান টাক মাথা দাড়িওলা লোকটা একটা ছোরা উঁচিয়ে বলতে লাগল, তোমার বাবাকে বল, পঞ্চাশ লক্ষ ডলার নগদে চাই।

ব্রাডে সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝতে পারলো। ঘরের ভেতরে একটা আয়নার মধ্যে দিয়ে সে হীরের গয়নাপরা মারিয়াকে দেখতে পেল। মাথা ঘুরিয়ে সে মাইককে ইশারায় ডাকল। মাইক নিঃশব্দে এগিয়ে এল।

—প্রথম মোটা লোকটা, তারপরে টেকোটা। তারপর বাকি দু'জন। তাড়াতাড়ি কাজ সার, মাইক।

উইলবার বলছিল—এত রাতে আমি বাবাকে ফোন করতে পারব না।

মাইক ব্যানিয়েন খাপ থেকে এয়ার পিস্তলটা বার করে দু'হাতে ধরল। প্রথমে সে ফুয়েনটেসের ঘাড় লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। উইলবারের কথায় বব আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল। ফুয়েনটেস ঘাড় চুলকে বলল, হতচ্ছাড়া মশা।

বাবাকে ফোন কর এখনই—ম্যানুয়েল গর্জে উঠল। মাইক আবার ট্রিগার টিপল।

তৃতীয় ডার্টটা সে মারিয়ার ঘাড় লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। তারপর চতুর্থটা উইলবারকে লক্ষ্য করে।

ম্যানুয়েল রুদ্ধশ্বাস হয়ে দেখল ফুয়েনটেসের হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ছে। সে একটা সোফার কোনা ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে করতে সোফার পেছনে এলিয়ে পড়ল।

ম্যানুয়েলের হাতও অবশ হয়ে গেল। তাঁর মনে হল যে দ্রুত চেতনা হারাচ্ছে—কোনরকমে

একটা টেবিল ধরে দাঁড়াতে গিয়ে সবশুদ্ধ নিয়ে সে মেঝেতে আছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে উইলবার আর মারিয়াও নিঃশব্দ হয়ে সেটির ওপর পড়ে রইল।

—সাবাস, মাইক। চমৎকার লক্ষ্য। সাবাস।

তারপর ঘরে ঢুকে ব্রাডে চটপট মারিয়ার গা থেকে হীরের গয়নাগুলো খুলে নিল। সেগুলি একটা চামড়ার ব্যাগে ভরে সে পকেটে রেখে দিল।

তারপর দৌড়ে টেরেসে গিয়ে ব্রাডে বলল, মাইক চলে এস। আমি তোমাকে বলেছিলাম না কাজটা জলের মতন সোজা। এরপর ওরা ছাদের ওপর উঠে সিন্দুক ঘরে নেমে গেল। এর মিনিট পনের বাদে সিকিউরিটি বাক্সের মালপত্র আর ওয়ারেনটনদের হীরেগুলো নিয়ে কেনড্রিকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

ব্যানিয়েন তাঁর মেকআপ তুলে সোফারের বেশ পরে নিল। ম্যাগী জেটির উপর শুয়ে ছিল। ব্রাডে এড হ্যাডনকে ফোন করল। হ্যাডন অধীর আগ্রহে ফোনটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

—নিখুঁত ভাবে কাজ শেষ হয়েছে, এড।

—দারুণ, সাবাস। হ্যাডন বলেই ফোন নামাল। ব্যানিয়েন হাতে একটা স্যুটকেশ নিয়ে ঘরে ঢুকল। ভোরের দিকে লস এঞ্জেলসে যাবার একটা প্লেন আছে—আমি ওটা ধরতে চাই।

মাইকের মড়ার মতন সাদা চোখ আর বসে যাওয়া চোখ অব্যক্ত ভাবে সবই বলছিল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, বুঝলে?

—নিশ্চয়। পোর্টারকে বলেছি, একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে। চিন্তা ক'র না মাইক। ব্রাডে আবেগজড়িত গলায় বলল, তুমি কাজটা চমৎকার ভাবে করেছ। তোমায় আমি কথা দিচ্ছি, টাকাটা ডাক্তারের হাতে পৌঁছে যাবে।

দু'জনে করমর্দন করল।

ম্যাগী উঠে পড়ে বলল, তুমি ক্রীসকে দেখতে যাচ্ছ মাইক।

হ্যাঁ।

—তোমার জন্য আমার মন কেমন করবে। যোগাযোগ রেখ। লু, আমাদের টেলিফোন নম্বরটা ওকে দাও না।

—না, যদি কিছু হয়ে যায় আর মাইকের কাছে টেলিফোন নম্বর পাওয়া যায়, ঝঞ্ঝাট হতে পারে।

ব্যানিয়েন ব্যাপারটা বুঝল। ঠিক আছে, চলি। বিদায় লু, তারপর ম্যাগীর কাঁধ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব ভাল লাগল। মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যানিয়েন বাইরে বেরিয়ে গেল।

চলে যাওয়া ট্যাক্সির শব্দ শুনতে শুনতে ম্যাগী বলল, কোন গণ্ডগোল? ওকে অত মনমরা লাগছিল কেন?

—চলে এস, ম্যাগী। একটু ঘুমোন যাক।

—কিন্তু ও এভাবে চলে গেল কেন, লু?

—ওর মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চল শুয়ে পড়ি। খুব ক্লান্তি লাগছে।

অনিতা একটা ঘোরের মধ্যে টেরেস থেকে পেন্টহাউসের বসার ঘরে ঢুকল। সে চেতনাহীন ম্যানুয়েল, ফুয়েনটেস আর উইলবার ও মারিয়াকে দেখল।

অনিতা সবই লক্ষ্য করেছিল। ফুয়েনটেসের পাশে একটা রিভলবার পড়েছিল। অনিতা সেটা কুড়িয়ে নিল।

মিনিট পাঁচেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অনিতা সিদ্ধান্তে এল এই লোকদুটো তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এদের জীবন এখন তাঁর হাতের মুঠোর ভেতর। অনিতা রাগে ঘৃণায় ফুয়েনটেসের মুখে একটা সজোরে লাথি মারল। তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা পাগলাটে হাসি—নিষ্ঠুর, নির্দয়। এই দুটো লোককে সে খুন করবে। এরাই পেড্রোকে প্রলোভন দেখিয়েছিল। এরাই পেড্রোকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

কোমরে গুঁজে রাখা চবিটা বার করেও খাপে ভরে রাখল। তারপর ফুয়েনটসের পায়ের

গোড়ালি ধরে টানতে টানতে টেরেসে নিয়ে এল। তারপর আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে ম্যানুয়েলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে রইল। লোকটা তাকে মিথ্যে কথা বলেছে, নিশ্চয় বলেছে। তারপর বোমাদুটোর কথা মনে পড়ল তাঁর। ম্যানুয়েলের পকেট হাতড়ে কোন যন্ত্রই খুঁজে পেলনা। তার মানে, সব ভাওতা। ম্যানুয়েলের বিশাল দেহটা অতিকষ্টে সে টেরেসের দিকে টেনে নিয়ে গেল। প্রতিশোধের দৃঢ় সংকল্প তাকে শক্তি যোগাল।

—পেড্রো, তুমি আমার কথা শুনতে পারছ। তোমার হয়ে আমি প্রতিশোধ নেব। তাহলে তুমি শান্তিতে ঘুমোতে পারবে।

ছুরিটা বার করে ম্যানুয়েলের অচৈতন্য দেহটার পাশে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর অসীম ঘৃণাভরে ম্যানুয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—তুমি নিজেকে সত্যবদ্ধ মানুষ বলে বড়াই কর। তুমি বলেছিলে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেবে। বোমা দুটোর সম্পর্কেও তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। তুমি শুধু হৃদয়হীনের মতন টাকার কথাই ভেবেছ।

অন্ধকার কেটে আলোর রেখা ফুটছিল। সূর্য উঠতে আরম্ভ করেছে। একঘণ্টার মধ্যে সকাল হয়ে যাবে।

—তাই আমি তোমাকে শাস্তি দেব, ভণ্ড মানুষ। অনিতা হিংস্র গলায় বলল, বলে নিস্কম্প হাতে ম্যানুয়েলের চোখের পাতা খুলে সোজা ছুরির ডগাটা দিয়ে তাঁর চোখের মণিটা ঘুরিয়ে দিল। পরপর দুটো চোখেই সে একই কাজ করল। হ্যাঁ, অসত্য মানুষ। তোমার কাছে কেউ আর আসবে না। কারও সাথে তুমি আর বেইমানি করতে পারবে না।

ম্যানুয়েলের চোখ দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। অনিতা এবার ফুয়েনটেসের পাশে গিয়ে বসল।

—তুমিও এর মধ্যে ছিলে, পেড্রোকে তুমিই মেরেছ! ছুরির বাঁটটা ধরে হিংস্র ভাবে অনিতা ফুয়েনটেসের দেহের ওপর বারবার আঘাত করতে লাগল।

দিনের আলো ছড়িয়ে গেল। অনিতা বাথরুমে গিয়ে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলল। ছুরিটাও ধুল।

নিজেকে একটু শান্ত লাগলেও অনিতা তৃপ্তি পাচ্ছিল না। যে ডিটেকটিভ পেড্রোকে মেরেছে সে বেঁচে থাকলে পেড্রো কবরে শুয়েও শান্তি পাবে না। নামটা যেন কি? হঠাৎই তার মনে পড়ল, টম লেপস্কি। সে বসবার ঘরে টেলিফোন গাইডটা খুলল। লেপস্কির বাড়িটা ঠিকানা বার করতে তাঁর কয়েক মিনিট গেল।

আবার সে চিন্তা করল ম্যানুয়েল আর ফুয়েনটেসের মতন এত সহজে সে লেপস্কিকে মারতে পারবে না। সে ফুয়েনটেসের রিভলবারটা তুলে নিল। পেন্টহাউস ছেড়ে এবার নিঃশব্দে অনিতা বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে কর্মচারীদের ব্যবহৃত সিড়ি দিয়ে নেমে তাদের প্রবেশ পথের দিকে চলে গেল। তারপর বেরিয়ে গেল।

এখন সকাল সাড়ে সাতটা। লেপস্কি তিনটে ডিম ভাজা আর বেশ পুরু হ্যাম দিয়ে প্রাতঃরাশ সারছিল। স্ত্রী ক্যারোল তার দিকে হিংসেভরা চোখ দিয়ে দেখছিল।

ক্যারোল শরীরের ওজন কমানোর জন্য সকালে শুধু এক কাপ চিনি ছাড়া কফি পান করে। কিন্তু লেপস্কির খাওয়া দেখে তার যেন ক্ষিদে পেয়ে গেল। নিজেকে সম্বরণ করে, সে সমালোচনা শুরু করল।

—লেপস্কি তুমি বড় বেশী খাও।

—হ্যাঁ, হ্যামের টুকরোটা বেশ বড়ই।

—শোন তোমার এত ভারী প্রাতঃরাশ করা উচিৎ নয়। আমাকে দেখনা।

লেপস্কি তার কফিতে আরো চিনি মেশাল।

—ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়। শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে না?

—হুঃ জানি তোমার কত কাজ। বেশীর ভাগ দিন তুমি টেবিলের ওপর পা তুলে 'কমিকস্' পড়। তুমি কাজ কথাটার কি মানে জান? কাজ করি আমি, রান্না করা, বাসন মাজা।

এসব কথা লেপস্কি দিবারাত্র শুনছে। তোষামোদের সুরে তাই বলল, তুমি না থাকলে আমার যে কি দশা হবে, বেবি।

ক্যারোল গজগজ করে বলল—রাখ তোমার মিথ্যে তোষামোদ। শোন, সকালে একটা ডিম আর ছোট একটা হ্যাম খাবে। তাতে তোমার শরীর ঠিক থাকবে।

লেপস্কি হেসে বলল—বেবি, তুমি বরং তাই খাওয়া শুরু কর। আমি যা চালাচ্ছি, চালাব।

ক্যারোল প্রায় ফেটে পড়তে যাচ্ছে এমন সময় দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

—যাও গিয়ে দেখ, লেপস্কি বলল।

—কেন তুমি যেতে পারনা? আমার কাজ নেই নাকি?

—আরে পোস্টম্যানও তো আসতে পারে। দেখ তোমার জন্য কোন উপহার এনেছে হয়তো।

ক্যারোল মুখ ঘুরিয়ে সরু প্যাসেজটা দিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। দেখল বেঁটে-চওড়া মতন একজন কিউবান মহিলা দাঁড়িয়ে। তার পরনে কালো স্ল্যাক্স আর কালো সোয়েটার—কি ব্যাপার?

অনিতা বলল, 'আমি মিঃ লেপস্কির সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার ডান হাত পেছন দিকে লুকোন। সেখানে রিভলবারটা ধরা আছে।

—আমার স্বামী প্রাতঃরাশ করছেন। এসময় বিরক্ত করাটা উনি পছন্দ করবেন না। আপনার কি নাম?

অনিতা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুশ্রী মহিলাটির দিকে তাকাল। স্বামীহারা হয়ে সে যে কষ্ট পাচ্ছে, এই মহিলাটিও তাই পাবে। তাঁর বুক মুচড়িয়ে উঠল।

—আমার নাম অনিতা সার্টেজ। মিঃ লেপস্কি আমার স্বামীর সম্বন্ধে আমার সাথে কথা বলতে চান।

—দাঁড়ান জিজ্ঞেস করছি।

ক্যারোল যখন খাওয়ার ঘরে ঢুকল লেপস্কি তার প্লেট সাফ করে ফেলেছে। সে এখন তার তৃতীয় কাপ কফি পান করছে।

—একজন কিউবান মহিলা অনিতা সার্টেজ নাম, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

লাথি মেরে চেয়ারটা সরিয়ে লেপস্কি উঠে পড়ল, হে ভগবান। ওই মেয়েটাকেই তো এত খুঁজছি।

লেপস্কি ঝড়ের বেগে দরজার দিকে ছুটল।

—আপনি কি মিঃ লেপস্কি?

অনিতার কাল পাথরের মতন চোখের দিকে তাকিয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল লেপস্কির সারা শরীরে। অভিজ্ঞতা থেকে সে বলতে পারে, বিপদ আসছে। পিস্তলটা শোবার ঘরে রয়ে গেছে। সে নিরস্ত্র।

সে স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করলো হ্যাঁ, আপনাকে আমি খুঁজছিলাম—

—আপনিই কি সেই লোক যে আমার স্বামীকে গুলি করেছিল।

—ব্যাপারটার মানে—লেপস্কি আমতা আমতা করতে লাগল। আপনি ভেতরে আসুন।

লেপস্কি ভয়ার্ত চোখে দেখল অনিতা তাঁর দিকে পিস্তল তাক করছে।

মর তাহলে—পাগলাটে দৃষ্টি নিয়ে অনিতা বলল।

লেপস্কি হৃদপিণ্ডে একটা ধাক্কা অনুভব করল। পিছু হটতে হটতে কার্পেটে পায়ের গোড়ালী বেঁধে সে পড়ে গেল। অনিতা আরও তিনটে গুলি ছুঁড়ল। তারপর সে পেছন ফিরে ছুটে রাস্তায় নেমে গেল।

সে জানত না ম্যানুয়েল ফুয়েনটেসকে যে রিভলবারটা দিয়েছিল তা ফাঁকা কার্তুজে ভর্তি।

লেপস্কিকে মাটিতে পড়তে দেখে আর গুলির শব্দ শুনে ক্যারোল চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। কিন্তু অজ্ঞান হবার মতন মেয়ে নয় সে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে লেপস্কির পাশে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

শয়তানটা ওকে খুন করেছে।

সে লেপস্কির মাথাটা ধরে দিশেহারার মতন এদিক—ওদিক তাকাতে লাগল।

লেপস্কি নড়ে উঠল। এরকম করে আমায় ধরে থাক। কি যে ভাল লাগছে।

ক্যারোল তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ভেবেছিলাম মরে গেছ তুমি।

লেপস্কি উঠে বসল—আমিও তাই ভেবেছিলাম। সত্যিই বেঁচে আছি তাহলে। একটু ভয়ে ভয়ে লেপস্কি জামাটা খুলে ফেলে তার বুকটা পরীক্ষা করল। তারপর গর্জন করে বলল, কোন দিকে গেছে সে?

আমি কি করে জানব? ও টম আমি ভেবেছিলাম তুমি সত্যিই বুঝি মরে গেছ।

লেপস্কি ছুটে গিয়ে শোবার ঘর থেকে রিভলবারটা তুলে নিল।

ক্যারোল তার হাত চেপে বলল, যেয়ো না। মেয়েছেলেটা উন্মাদ।

লেপস্কি হেসে বলল, আরে এটা পুলিশের চাকরী। শোন বেইগলার আর অন্য সবাইকে খবর দাও।

ক্যারোলের চোখ জলে ভরে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে ডানেবায়ে তাকাল লেপস্কি। জনশূন্য রাস্তা। হঠাৎ দেখল লম্বা কাগজওয়ালা ছেলেটা, নাম টেড, বারান্দায় কাগজ ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে।

লেপস্কি চেঁচিয়ে উঠল, এই টেড।

টেড জোরে সাইকেলে প্যাডেল করতে করতে এগিয়ে এল।

লেপস্কি জানত ছেলেটা একটু হাবাগোবা, কিন্তু লেপস্কিকে ভগবানের মতন পুজো করে। টেড বলেছে তার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হল লেপস্কির মতন একজন পুলিশ হওয়া।

টেড এসে লেপস্কির পাশ দাঁড়াল, এই যে মিঃ লেপস্কি বদমাশগুলো সব কেমন আছে? লেপস্কি বলল— বদমাশেরা আসে আবার মিলিয়ে যায় টেড।

টেড বলল, যা বলেছেন। তারপর পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা দিয়ে কাউকে গুলি করেছেন?

শোন টেড, কাল পোশাক পরা কোন মেয়েকে তুমি এই পথে যেতে দেখেছ?

—আমি জানি আপনি অনেক বদমাশদের এই রিভলবার দিয়ে শায়েস্তা করেছেন। আমিও একদিন পুলিশ হলে এই পিস্তল ব্যবহার করব।

লেপস্কি অধৈর্য হয়ে বলল, তড়াতাড়ি বল, কাল পোশাক পরা কোন মহিলাকে তুমি দেখেছো?

—একজন মেয়েছেলে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—নিশ্চয় দেখেছি।

—কোন পথে গেছে?

—মনে হয় গীর্জার দিকে গেছে। দৌড়ে গীর্জার দিকে গেল। অথচ আমার মা অসময়ে টানতে টানতে গীর্জায় নিয়ে যেত।

সে ছুটে গীর্জার দিকে যেতে যাবে এমন সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল। আরও একটা গাড়ি চাকার তীব্র আর্তনাদ করে থামল। তার থেকে লাফিয়ে নামল জ্যাকবি আর সাদা পোশাক পরা দু'জন পুলিশ।

প্রত্যেকের দৃষ্টি লেপস্কির দিকে। প্রতিবেশীরা বলে লেপস্কি সেরা পুলিশ ডিটেকটিভ। এই প্রসংশার মান রাখার সময় এসেছে।

—কি ব্যাপার কি? জ্যাকবি জিজ্ঞেস করল।

—অনিতা সার্টেজ। পাগল হয়ে গেছে। সে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। চল সেন্টমেরী চার্চে ঢুকেছে।

পকেট থেকে রিভলবার বার করতে করতে জ্যাকবি বলল, বেশ চল ওকে ধরি।

পিস্তল হাতে তাঁরা দল বেঁধে চার্চের দরজার কাছে জড় হল। দরজা খোলা।

লেপস্কি জ্যাকবির সঙ্গে সাবধানে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

দূরে বেদীর কাছে সার সার মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির দপ দপে আলোয় বেদীটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লেপস্কি কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বেদীর সামনে পড়ে থাকা মেয়েটাকে সেই কিউবান মেয়েছেলে বলে চিনতে পারল। বেদীর সিঁড়ি বেয়ে টপ টপ করে রক্তের ধারা পড়ছে। একটা ছুরির হাতল অনিতা সার্টেজের হৃদপিণ্ডে আমূল বিঁধে রয়েছে।

উইলবার ওয়ারেনটন ধীরে ধীরে চোখ মেলল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বউ-এর দিকে তাকাল। সেও জেগে উঠেছে। চোখ মেলে তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

মরিয়া বলল—ওরা কি চলে গেছে?

আমাদের ওপর ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করেছিল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ ওরা চলে গেছে।

ঘুমের ওষুধ? কি বলছ মারিয়া বলল।

—তা ছাড়া আর কি? উইলবার বলল।

—কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মতন মনে হচ্ছে। মারিয়া উঠে তাঁর গলায় হাত দিয়েই আর্তনাদ করে উঠল।

—আমার হীরেগুলো ওরা নিয়ে পালিয়েছে। সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, উইলবার তাকে ধরে ফেলল।

—মারিয়া, চুপ করে বোস। উইলবার বলল।

—ওঃ, আমার হীরে। বাবা কি বলবেন? ওগুলোর দাম এক কোটি ডলার। বদমাশগুলো আমার হীরে নিয়ে চলে গেল। মারিয়া আর্তনাদ করতে লাগল।

—ওগুলো তোমার হারায়নি। পাগলামি ক'র না। মারিয়া একদৃষ্টে উইলবারের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর কাঁপা গলায় বলল, ওগুলো তাহলে কোথায়?

—কোথায় আবার সিন্দুকে।

—আমি পাগল হয়ে গেছি না তুমি?

—আমি তোমার বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে তুমি যদি নিরাপত্তা ছাড়া ওগুলো পরে বাইরে যাবার জন্য জেদাজেদি কর তাহলে তোমাকে নকল সেটগুলো দেব।

—নকল সেট?

—তোমার বাবা যখন হীরেগুলো তোমাকে দেন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে নকল হীরেগুলো আমায় হাতে দেন। তিনি ওগুলো হংকং-এ তৈরী করিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'এক্সপার্টরা' কাঁচকে এমন পরিবর্তন করতে পারেন যা দেখে মনে হবে আসল হীরে। তোমার দুল, হার, বালা যা গেছে তা সব কাঁচের তৈরী।

—হে ভগবান, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

উইলবার গোপনে সিন্দুক থেকে একটা ছোট্ট থলে বার করে মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়া হাঁ করে হীরেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সূর্যের আলোয় ওগুলো ঝকমক করছিল।

থলেটা নামিয়ে মারিয়া উইলবারের দিকে 'ও ডার্লিং' বলে ছুটে গেল—আমার অসভ্য ব্যবহারের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।

উইলবার বলল—যাও, শুয়ে পড়। আমাকে এখন পুলিশ ডাকতে হবে।

—শুয়ে পড়ব? আমার এখন শ্যাম্পেন আর স্যান্ডউইচ খেতে ইচ্ছে করছে। উৎসব পালন করবো না আমরা? মারিয়া আনন্দে চারপাশ ঘুরপাক খাচ্ছিল।

উইলবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুলিশকে টেলিফোন করতে গেল। মারিয়াকে বাইরে টেরেসের দিকে যেতে দেখে হাসল। সে জানে না যে ঐ টেরেসেই দু'দুটো বিকৃত মৃতদেহ পড়ে আছে। সে জানে না গত রাতে এই ঘরেই লোভ, বিশ্বাসঘাকতা, ভালবাসা, প্রতিশোধের এক বিরাট খেলা সংঘটিত হয়ে গেছে। ছোট ছোট মানুষের কত রকমের আবেগ যা উইলবার আর মারিয়া কোনদিন বুঝতে পারবে না।

ভালচার ইজ এ পেসেন্ট বার্ড

।। এক ।।

চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো ফেনেলের। বালিশ থেকে মাথা তুলে কান পেতে রইলো। কোথায় যেন বিপদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নোঙর পড়ার একটানা শব্দ, কিন্তু এটা তো বিপদ সূচক নয়—তবু কিসের আশঙ্কায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

প্রায় একমাস যাবৎ ফেনেল মৃত্যুর আতঙ্কে বাস করছে। নিঃশব্দে বিছানার নীচে হাত ঢুকিয়ে পুলিশী ব্যাটনটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো সে।

পাশের মেয়েটার ঘুম যাতে ভেঙে না যায় এমন ভাবে ধীরে ধীরে গায়ের চাদর সরিয়ে খাট থেকে নামলো। নিঃশব্দে প্যান্ট এবং রাবার সোলের জুতো জোড়া পরে মারাত্মক অস্ত্রটা হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলোয় ডেকে আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলেছে। সে লক্ষ্য করলো বজরা থেকে মিটার পঞ্চাশেক দূরে একটা সাম্পান, দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে বজরার দিকে। সাম্পানের ওপর চারটে ষণ্ডামার্কা চেহারার লোক হাঁটু মুড়ে বসে, একজন ধীরে ধীরে দাঁড় বাইছে। বিপদ যে আসছে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ডেকের ওপর শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে এগোতে লাগলো ধীরে ধীরে। কাউকেই সে পরোয়া করে না। যে কোনো মূল্যে আত্মরক্ষার জন্যে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। আজ নয়তো কাল ওরা যে তাকে খুঁজে পাবে একথা সে ভালো করেই জানে। মৃত্যুর সে করে না।

সাম্পান ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে আসে। জলে দাঁড় ছেড়ে দিয়ে জলযানটির গতি নিয়ন্ত্রণ করলো দাঁড়ি, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সাম্পান লাগলো বজরার গায়ে।

হঠাৎ ফেনেল উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগিয়ে এলো। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হাতের ব্যাটনটা ঘোরালো প্রথম লোকটাকে লক্ষ্য করে। বাতাস কেটে বিদ্যুৎ গতিতে চেনটা গিয়ে আছড়ে পড়লো লোকটার মুখে। একটা আর্তনাদ শোনা গেলো।

দ্বিতীয় আরোহীকেও ফেনেল একই ভাবে ঘায়েল করলো। আরও দু'জন আরোহী গন্ডগোল বুঝতে পেরে দাঁড় তুলে বাইতে শুরু করে দিল। সাম্পান ধীরে ধীরে বজরা থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। ফেনেল চুপচাপ তাদের চলে যাওয়া দেখতে লাগলো।

আর দেরী না করে সে চলে এলো। দরজা ঠেলে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। স্যুইচ টিপে আলো জ্বাললো। মিমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানায়, কি হয়েছে লিউ? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

ফেনেল কোনো কথার উত্তর না দিয়ে ভিজে প্যান্ট ছেড়ে উলঙ্গ অবস্থায় বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। গরম জলের শাওয়ারটা খুলে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো।

মিমি বিস্রস্ত বেশবাসে বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। ফিনফিনে নাইটির আড়াল থেকে ভারী স্তন দুটি ঝুলে রয়েছে। তাঁর সবুজ চোখের দৃষ্টিতে একই সঙ্গে হতাশা আর আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে।

মিমিকে দেখে হাত নেড়ে চলে যেতে বললো ফেনেল, শাওয়ার বন্ধ করলো। ঘরে ঢুকে চটপট জামা প্যান্ট পরে নিল। টেবিলের ওপরের বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো ফেনেল, ঠোঁটে ঠেকিয়ে দেশলাই জ্বাললো। মিমিকে বললো, তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

মনে মনে ভাবলো, মেয়েটি দেখতে যেমনই হোক না কেন, এতদিন মেয়েটি তার উপকারেই

এসেছে, গত চারসপ্তাহ ধরে তাকে বজরায় লুকিয়ে রেখেছে সে। যাই হোক এখন সে পালাতে চায়। একবার বেরিয়ে পড়লে আর কতক্ষণ লাগবে মিমিকে ভুলতে।

মেয়েটি কিন্তু তাকে একের পর এক প্রশ্ন করেই চলেছে। হঠাৎ সে ফেনেলের হাত দুটি ধরে বললো, 'না, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না, কিছুতেই না। ফেনেল একরকম ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলো রিসিভারের দিকে। ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে তিনটে।— জেসি? আমি লিউ বলছি, লিউ ফেনেল। কুড়ি পাউন্ডের একটা কাজ আছে। গাড়িটা নিয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যে কিংস রোডের ক্রাউন পাব-এ চলে এসো, যেন এদিক ওদিক না হয়।

মিমি সামনে এসে দাঁড়ালো, ফেনেল তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেলো অগ্নিকুণ্ডের দিকে। ওপরের তাক থেকে একটা চায়ের কেটলি নামিয়ে নিল, মিমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এসে ফেনেলের হাত চেপে ধরল।

ফেনেলের চোখ দুটি জ্বলে উঠলো। সে প্রাণপণ চেষ্টা করলো ক্রোধ সম্বরণ করতে। বললো, কেন অনর্থক ঝামেলা বাড়াচ্ছো, টাকাপয়সার আমার এখন খুব দরকার। পরে তোমাকে সব শোধ করে দেবো।

'না, পারবে না তুমি। মিমি ডান হাত মুঠো করে ফেনেলের গাল লক্ষ্য করে চালালো এক ঘুষি। ফেনেল কোন প্রকারে ঘুষিটা এড়িয়ে মিমির চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে একটি বিশ পাউন্ড ঘুষি চালালো। নোটের বান্ডিল, একগাদা খুচরো পয়সা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মিমি চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। জ্ঞান হারালো, ফেনেল আর দেরী না করে নীচু হয়ে সমস্ত টাকা পয়সা, নোটের বান্ডিল পকেটে পুরে পুলিশ ব্যাটন হাতে দরজা খুলে এলো বাইরের ডেকে। মিমির দিকে একবারও ফিরে তাকালো না।

বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কনকনে বাতাস বইছে। এক ছুটে কাঠের পাটাতন বেয়ে সে এসে উঠলো পাড়ে। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দৃঢ় মুষ্টিতে ব্যাটনটা চেপে ধরে হাঁটতে লাগলো বড় রাস্তার দিকে।

দূর থেকে জেসির মরিস গাড়িটা দেখা গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে এক ছুটে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলো সে। জেসি লক্ষ্য করলো ফেনেলের চোখের হিংস্র দৃষ্টি।

দশ মিনিটের মধ্যে জেসির ডেরায় গিয়ে দু'জনে ঢুকলো। আলো জ্বাললো, কাবার্ড খুলে এক বোতল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর দুটো গ্লাস এনে রাখলো জেসি টেবিলের ওপর। বোতল খুলে গেলাস ভর্তি করে পানীয় ঢাললো।

ব্যক্তিগত জীবনে জেসি এক রেসের কেরানী। বিশেষ করে নীচের মহলের লোকজনদের নিয়েই এই সব কাজ। ফেনেলের সঙ্গে তার পরিচয় পারমার্স্ট জেলে। এক সাঙাতের কাছে সে শুনেছে, ফেনেল চুকলি খেয়েছে পুলিশের কাছে। তার কাছে খবর পেয়ে পুলিশ মোরোনির পাঁচ পাঁচজন সাগরেদকে গ্রেপ্তার করেছে। মোরোনি ক্রোধে ফেনেলের মৃত্যু পরোয়ানা জারী করেছে, এই অবস্থায় তাকে সাহায্য করার অর্থ বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু কুড়ি পাউন্ডের লোভটাও তো কম নয়।

ফেনেল মিমির নোটের বান্ডিল পকেট থেকে বের করে দু'খানা দশ পাউন্ডের নোট জেসির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো যে, সে জেসির ডেরায় দু'দিন থাকতে চায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেসী রাজী হলো।

এক সপ্তাহ আগে ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন চোখ এড়ায়নি গ্যারী এডওয়ার্ডস্-এর। একজন অভিজ্ঞ হেলিকপ্টার পাইলট প্রয়োজন, বেতন আশাতীত।

গ্যারী অভিনব কিছু করতে চায় সুতরাং চাকরির লোভে টনিকে কিছু না জানিয়েই সে একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল।

গ্যারী এড্ওয়ার্ডস, লম্বা, শক্ত—সমর্থ চেহারার যুবক। বয়স উনত্রিশ। গ্যারীর চেহারার মধ্যে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে মেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তার ওপর। টনি হোয়াইট এর সঙ্গে তার পরিচয় কালো ডোভার ফেরী জাহাজে। দু'জন ফরাসী ডিটেকটিভ এসেছিলো তার

সঙ্গে জাহাজ ঘাটা পর্যন্ত। অবশেষে জাহাজ ছাড়লো। গ্যারী ডেক থেকে সোজা গিয়ে ঢুকলো জাহাজের প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পানশালায়—দীর্ঘ তিন বছর পর এই প্রথম প্রাণভরে মদ খেল। টনি পানশালার উঁচু টুলে বসে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছিলো সিঞ্জানোর গেলাসে। তার বয়স বাইশ। চোখে পড়ার মতোই তার চেহারা। গ্যারী যে অভিবাদন করবে এ আর বিচিত্র কি!

এদিকে গ্যারীকে দেখে রক্তে ঝড় বয়ে গেলো টনির। শরীরের প্রতিটি কোষে যেন যৌবন টগবগ করছে। গ্যারীকে পাওয়ার জন্যে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। একেবারে প্রথম দর্শনেই প্রেম।

হঠাৎ গ্যারীর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। মেয়েদের এসব কায়দা—কানুন তাঁর নখদর্পণে। গ্যারী গেলাসে চুমুক দিয়ে টনির দিকে এগিয়ে গেলো। মৃদু হেসে বললো, আপনাকে জানতে ভারী ইচ্ছা করছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়তে এখনও এক ঘন্টা দেরী, ততক্ষণের জন্য বরং একটা কেবিন ভাড়া করা যাক।

প্রস্তাবটা টনির ভারী মনোমতো হলো। তারপর বন্ধ কেবিনের মধ্যে দু'জনে দু'জনকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনলো, পরিতৃপ্তির আনন্দে দু'জনের মনই পরিপূর্ণ। জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনের এক ফাঁকা প্রথম শ্রেণীর কামরায় দু'জনে পাশাপাশি বসলো। টনি জানালো অন্য কোথাও না থেকে গ্যারী যেন তার ফ্ল্যাটেই থাকে। গ্যারী ভাবলো সেটা মন্দ নয়। সেই থেকে সে টনির কাছেই রয়ে গেছে। শুধু একটা চাকরী এখনও তার জুটলো না। চাকরীর জন্য তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

কফি শেষ করে গ্যারী উঠে দাঁড়ালো দরজা খুলে বাইরে এসে চিঠির বাক্সে একটা চিঠি তাঁর চোখে পড়লো।

ডেইলি টেলিগ্রাফ প্রকাশিত এস, ১০১২ বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপনের উত্তরে তার দরখাস্তের ভিত্তিতেই তাকে ডাকা হচ্ছে।

চিঠি হাতে সে ঘরে ঢুকলো। টনি উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে। পাতলা নাইটিটা কোমর পর্যন্ত উঠে বে-আব্রু হয়ে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে।

গ্যারীর ধাক্কায় ত্রস্তে উঠে বসলো টনি। গ্যারী তাকে আলিঙ্গন করে বললো একটা চিঠি এসেছে তার নামে। গ্যারী ডেইলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে তার দরখাস্ত করা, এই চিঠি আসা সব ব্যাপারটাই বললো। ঠিকানাটা শুনে লাফিয়ে উঠলো টনি। রয়্যাল টাওয়ার্স। সে তো হাল আমলের সবচেয়ে নামী এবং দামী হোটেল। যেন বস্তা বস্তা সোনা, দানা, হীরে-জহরতের গন্ধ ভেসে আসছে।

বেলা এগারোটা নাগাদ গ্যারী পৌঁছে গেল রয়্যাল টাওয়ার্সে। দরওয়ানের কথা মত লিফ্‌টে চড়ে এগারো তলায় পৌঁছে সাতাশ নম্বর স্যুইচ খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। বন্ধ দরজায় ধীরে ধীরে টোকা মারলো সে। দরজা খোলাই ছিল। ছিমছাম সাজানো ঘর, ডিস্কের পেছনে বসে একটা মেয়ে। তার সামনে তিনটে টেলিফোন, একটি টাইপ মেশিন, একটি টেপ রেকর্ডার। মেয়েটিকে দেখে অবাক হলো গ্যারী। মনে হলো যেন রক্তমাংসের মেয়ে নয় একটা যন্ত্র।

চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি 'মিঃ এড্‌ওয়ার্ডস'? যন্ত্রটায় একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠলো। মেয়েটি উঠে এগিয়ে গেল একটা দরজার দিকে। পেছনে পেছনে এলো গ্যারী। ঘরের ভিতরে গ্যারী প্রবেশ করলো।

দরজার সোজাসুজি বিরাট একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছেন এক মোটাসোটা, ছোটখাটো চেহারার ভদ্রলোক। মুখে তাঁর জ্বলন্ত চুরুট, হাত দুটি টেবিলের ওপর স্থির করা। চোখের দৃষ্টি যেন অন্তর্ভেদী। পায়ে পায়ে ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল গ্যারী। স্যালিক হাত তুলে একটা চেয়ার দেখালেন বসার জন্য। তারপর গ্যারীর দরখাস্তটা হাতে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছি-ড়ে ফেললেন আর বললেন, নিজের সম্বন্ধে মিথ্যে বাজে কথা একগাদা লিখেছেন। কল্পনা শক্তি দেখছি বেশ প্রখর।

গ্যারীর চোয়াল শক্ত হলো, ঠিক বুঝতে পারলো না উনি কি বলতে চাইছেন।

একটা সোনার অ্যাসট্রেতে চুরুটের ছাই ঝাড়লেন স্যালিক, পড়ে আমার বেশ মজা লাগছিল—বানানো মিথ্যা গল্প। লোক লাগালাম সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য। আপনি গ্যারী

এড্ওয়ার্ডস—বয়েস উনত্রিশ। জন্ম আমেরিকার ওহিওতে। আপনার বাবার পেট্রোল পাম্পের ব্যবসা ছিল। লেখাপড়া শিখে আপনি বাবার ব্যবসাতে লেগে পড়লেন, মোটর গাড়ি সম্বন্ধে বেশ ভালো জ্ঞান আহরণ করলেন। বিমান চালানো শেখার একটা সুযোগ আপনার হলো। পাইলট হতে বেশী দেরী হলো না। টেক্সাসের এক তৈল ব্যবসায়ীর বিমান চালকের কাজ পেলেন আপনি। ধীরে ধীরে টাকা বাড়ালেন আপনি এবং স্মাগলারদের দলে ভিড়ে গেলেন।

মেক্সিকোর লোকেদের হয়ে আমেরিকায় স্মাগল করার কাজ। ক'দিন পরে চোরাই চালানকারী বনে গেলেন। শুরু করলেন নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসা। লোভেব বশবর্তী হয়ে একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। পুলিশের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা চলাকালীন আপনারই একজন সাকরেদ হেলিকপ্টারটি নিয়ে পালালো। সেটা সে বিক্রি করে সেই টাকা জমা রেখে দিল আপনার অ্যাকাউন্টে। তিন বছর জেলের ঘানি টানার পর বেরিয়ে এসে সেই টাকাটা তুলে নিলেন। ফ্রান্সের পুলিশ এসে তুলে দিয়ে গেল আপনাকে জাহাজে। আপনি সোজা চলে এলেন ইংল্যান্ডে।

স্যালিক চুরুটটা অ্যাসট্রেতে ঠেসে নিভিয়ে দিয়ে গ্যারীর দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, আপনার অতীত জীবন সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আগ্রহ শুধু দুটো ব্যাপারে—এক, আপনার পাইলটের লাইসেন্স আছে এবং দুই আপনি হেলিকপ্টার চালাতে জানেন। আমার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট। আপনার মতো লোককেই তো আমি খুঁজছিলাম। গ্যারী চেম্বারে বসে তাঁর পকেট থেকে পাইলট লাইসেন্স, প্রশংসা পত্র ইত্যাদি ব্যর করে স্যালিকের দিকে এগিয়ে দিল।

স্যালিক একনজরে দেখে বললেন, এতেই হবে। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে একটা চুরুট তুলে নিলেন, তারপর গ্যারীর দিকে চেয়ে বললেন—এমন কোন কাজ যদি আপনাকে করতে বলা হয় সেই কাজ কি মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আপনি করতে রাজী হবেন? পারিশ্রমিকটা কিন্তু খুব আকর্ষণীয়। কাজটি তিন সপ্তাহের। সপ্তাহে তিন হাজার ডলার ফী। তিন সপ্তাহ পর মোট ন'হাজার ডলার হাতে আসবে আপনার। কাজের ঝুঁকি কিছুটা থাকলেও পুলিশের ঝামেলা হবার সম্ভাবনা নেই। গ্যারী জানতে চাইলো ঝুঁকিটা কিসের?

'এই ধরুন বিপক্ষের লোকেদের নিয়ে। তা সব কাজেই একটু ঝুঁকি থাকে। মানুষের জীবনটাই হাজার ঝুঁকি, হাজার ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বয়।

গ্যারী জানতে চাইলো তাকে এখন কি করতে হবে। স্যালিক জানালো আজ রাতে সব কিছু জানানো হবে, তবে কাজটা একান্তই গোপনীয়, পাঁচ কান হলে অসুবিধে আছে।

গ্যারী উঠে দাঁড়ালো। ডেস্কের মেয়েটি উঠে এসে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

ঠিক রাত ন'টায় গ্যারীকে মিঃ স্যালিকের ঘরে ঢুকিয়ে দিল সেই মেয়েটি। ঘরে আরো দু'জন লোক বসে সিগারেট টানছে। চেয়ার টেনে বসলো সে। ভিতরের দিকে একটা দরজা খুলে স্যালিক প্রবেশ করলো। ডেস্কের ওধারের চেয়ারে বসে তিনজনের দিকে তাকালেন। তারপর পরিচয় পর্ব শুরু করলেন।

ইনি মিঃ গ্যারী এড্ওয়ার্ডস, হাতের জ্বলন্ত চুরুটটা দিয়ে দেখালেন তিনি গ্যারীকে। পেশায় পাইলট, মোটর গাড়ী বিশারদ। চোরাই চালান করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিন বছর কাটিয়ে এসেছেন ফরাসী জেলে। স্যালিক এবার দেখালেন গ্যারীর বয়েসী লোকটিকে, ইনি মিঃ কেনেডি জোন্স। শিকারের দল নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করা এই ছিল ওঁর কাজ—। দুর্ভাগ্যবশত মিঃ জোন্সকেও একবার ঘানি টানতে হয়েছে প্রিটোরিয়া জেলে। স্যালিক এবার দেখালেন তৃতীয় ব্যক্তিটিকে। ইনি হলেন মিঃ লিউ ফেনেল। সিন্দুক ভাঙতে পাকা ওস্তাদ। ইনিও যথারীতি বিভিন্ন সময়ে কয়েক বছর জেল খেটেছেন। তিনজনের মধ্যে একটা ব্যাপারে বেশ মিল আছে—তিন জনেই একবার না একবার জেলের ঘানি টেনেছেন। কেউ কোনো কথা বলল না। স্যালিক এবার নীচু হয়ে ড্রয়ার খুলে একট খাম বের করে তাঁর ভিতর থেকে একটা ছবি নিয়ে ফেনেলের হাতে দিলেন। ছবিটা মধ্যযুগের একটা আংটির—ছোট নেগেটিভ থেকে বড় করা হয়েছে। প্রত্যেকেই একবার করে ছবিটা দেখে নিলেন।

স্যালিক বলতে শুরু করলেন যে এবারে আমরা কাজের কথায় আসবো। এই ছবিটা হলো একটা আংটির যেটি সিজার বার্জিয়া তৈরী করেছিলেন। ইনি হলেন সেই লোক যিনি সকলকে

বিষ দিয়ে মারতেন। বিষ প্রয়োগের পদ্ধতিটা ছিল রীতিমতো অভিনব। পনের'শ এক সালে বার্জিয়ার আঁকা নক্সা দেখে এক অজ্ঞাত স্বর্ণকার এই আংটিটি তৈরী করে। এই আংটির গঠন প্রণালী এমনই অদ্ভুত যে ছোট এক হীরের আড়ালে এক সংকীর্ণ স্থানে ভরা থাকতো বিষ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটা ছুঁচের মধ্যে দিয়ে সেই বিষ চলাচলের পথ ছিল। বার্জিয়া যখন কোন শত্রুকে শেষ করার কথা ভাবতেন আংটিটা আঙুলে পরে হীরেগুলোকে ঘুরিয়ে হাতের তালুর দিকে এনে উল্টে দিতেন হীরের মুখটা—ছুঁচটা চলে আসতো ওপরে। তারপর সেই আংটি পরা হাতে করমর্দন করতেন শত্রুর সঙ্গে করমর্দনের সময় শত্রুর হাতে সূঁচটা বিঁধে যেত। রক্তের সঙ্গে বিষ মিশে যেত। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শত্রুর মৃত্যু হতো।

গত চারশো বছর আংটির ইতিহাস অবলুপ্ত। অবশেষে, কিভাবে যেন আংটি ফ্লোরেন্টাইন-এর এক ব্যাঙ্ক মালিকের হাতে এসে পড়ে। ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পর আংটিটা নিলাম হয়ে গেল। আমি আংটিটা কিনলাম। পরে শুনলাম আমার এক মক্কেল বার্জিয়া সম্পর্কিত প্রাচীন ঐতিহাসিক বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করছেন। আমি আংটিটা তাকে বিক্রি করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আংটিটা চুরি হয়ে গেল। আমি খবর পেয়ে লোক লাগিয়ে অনুসন্ধান চালালাম। আমার মক্কেলের ইচ্ছা যেভাবে হোক আংটিটা তার চাই। আমি কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি এক শিল্প সংগ্রাহকের কাছে আংটিটা আছে। আপনাদের তিনজনকে আমার সেই কারণেই প্রয়োজন। আংটিটা আপনাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। স্যালিক আরো বললেন যে, আংটিটা এখন যার কাছে আছে তিনি একজন ধনকুবের। পৃথিবীর তাবৎ মূল্যবান শিল্প-সম্মত জিনিসপত্র সংগ্রহের এক অদ্ভুত বাতিক তাঁর। ন্যায় অন্যায় বোধ তাঁর বিন্দু মাত্র নেই। একদল ভাড়া করা শিল্পী চোর আছে তাঁর। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সংগ্রহশালা থেকে তাঁরা কিছু না কিছু হাতিয়ে দিয়েছে তাকে।

গ্যারী জানতে চাইলো—মিউজিয়ামটা কোথায়? ঠিক বাসুতোল্যান্ড এবং নাটালের সীমান্ত বরাবর একটা জায়গায়—ড্রাকেন্সবার্গ পাহাড়ের কাছাকাছি।

জোন্স হঠাৎ বলে বসলো—আপনি কি কালেন বার্গ-এর কথা বলছেন?

—চেনেন আপনি তাকে?

—শুধু আমি কেন সাউথ আফ্রিকার সকলেই তাকে চেনে।

—বেশ, তাহলে আপনি তাঁর সম্বন্ধে যা জানেন বলুন।

জোন্স একমুহূর্ত ভেবে বলতে শুরু করলো —যা বলছি সবই আমার শোনা কথা। কালেনবার্গকে আমি চোখে দেখিনি তাঁর বাবাকে আমি চিনতাম। ভদ্রলোক ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান প্রত্যাগত এক রিফিউজী। জোহান্সবার্গে এসে তাঁর ভাগ্য ফিরে গেল। এক স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠলেন। ষাট বছর বয়সে স্থানীয় এক মেয়েকে বিয়ে করেন। কালেনবার্গ-এর জন্ম হয়। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর সে বাবার মতোই চতুর বিষয়—বুদ্ধি সম্পন্ন হলো। সুবিশাল তার জমিদারীতে ঢুকতে চেষ্টা করা আর দু'আঙুলের চাপে ঝিনুক খুলতে চেষ্টা করা একই রকম অসম্ভব কাজ।'

স্যালিক জানালেন, একটি কথা মিঃ জোন্স আপনাদের বলেননি সেটি হলো কালেনবার্গ পঙ্গু চলাফেরা করতে পারেনা। তবু সুন্দরী মেয়েদের ওপর ভারী লোভ তাঁর। দুর্গ যতই সুরক্ষিত হোক, উপায় আমি একটা বের করেছি।

—ট্রয়ের ঘোড়ার মতো কাজ করার জন্য একটি মেয়েকে সংগ্রহ করেছি। সেও আপনাদের সঙ্গে যাবে।

স্যালিক কথা বন্ধ করে টেবিলের ওপরের একটা বোতামে চাপ দিলেন। একটু পরে পেছন দিকের দরজা খুলে একটি মেয়ে প্রবেশ করলো। তাঁর চেহারা মাদকতাময়, তিলোত্তমার মতো অপরূপা, মৃদু পদসঞ্চারে স্যালিকের পাশে এসে দাঁড়ালো।

॥ দুই ॥

আর্মো স্যালিক দশ বছর আগে নিতান্তই এক স্বল্পবিত্ত, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ ছিলেন। অবশেষে কি ভেবে এক দিন ইজিপ্টের খবরের কাগজে এক বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন—যে কোন

ধরনের গোলমেলে কাজ উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি করতে রাজি আছেন।

দিন কয়েক পর একটা জবাব এলো। কাজটা গোলমেলে হলেও অসম্ভব নয়। আরবের এক রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন তেল কোম্পানীর সঙ্গে আমেরিকান এক তেল কোম্পানীর ভবিষ্যৎ চুক্তি সম্পর্কিত একান্ত গোপনীয় একটি খবর সংগ্রহ করতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে নেমে পড়ে স্যালিক দশ হাজার ডলার আয় করলেন। বরাত খুলে গেল স্যালিকের। সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে লন্ডনে অফিস খুলে বসলেন। একে একে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠলো। স্থায়ী চাকুরে তাঁর কাছে মাত্র দু'জন। এক নাটালি নরম্যান, রিসেপশনিস্ট এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী, দুই—জর্জ শেরবর্ণ, তাঁর একান্ত সচিব ও ভৃত্য।

কিন্তু অসুবিধা হলো অন্যদিকে। এমন এমন কাজ আসতে লাগলো যেগুলো ঝামেলার কাজ। তিনি ঠিক করলেন একটি মেয়েকে স্থায়ীভাবে রাখা যত জটিল হোক না কেন, কাজ হাসিল করতে মেয়েদের জুড়ে নেই। সুতরাং স্যালিক খুঁজতে বের হলেন তেমন একটি মেয়েকে, যাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে কাজে আসবে। পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত শহরে ঘোরাঘুরি করলেন তিনি। প্রায় ছ'মাস পরে এক সুচতুর, বুদ্ধিমতী—সুন্দরী মেয়েকে তিনি পেয়ে গেলেন, নাম গেঙ্গী। মেয়েটির সঙ্গে একটি চুক্তি হলো, বছরে মাইনে তিরিশ হাজার ডলার। মাইনে এবং কমিশনের টাকা গেঙ্গীয়ের অ্যাকাউন্টে সুইস ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। স্যালিক ভাবলেন তাঁর সারা বছরের আয়ের শতকরা সাতভাগ মেয়েটাকে দিতেই যাবে।

স্যালিক গেঙ্গীকে নিয়ে লন্ডনে এলেন, আত্মরক্ষার নানারকম কায়দা শেখাতে ভর্তি করে দিলেন নামকরা এক ক্লাবে। একমাস পরে প্রশংসাপত্র নিয়ে ফিরে এলো গেঙ্গী। স্যালিক ভারী খুশী হলেন, রয়্যাল টাওয়ার্স হোটেলে এনে তুললেন তাঁকে। নিজের স্যুইটের পাশে ছোট্ট একটা স্যুইটে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। তবে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না গেঙ্গীর প্রতিভা যাচাই করার জন্য। দু'মাসের মধ্যেই দুটি কাজ নিপুণভাবে করে ফেললো। প্রথম কাজ এক মক্কেলের বিরুদ্ধ পক্ষের কাছ থেকে একটি রাসায়নিক ফর্মূলা সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় কাজ জাহাজ কোম্পানীর এক গোপন খবর এনে শেয়ার বাজারে আর এক মক্কেলের অনেক টাকা লাভ করিয়ে দেওয়া। দুটো কাজই নিপুণভাবে করলো গেঙ্গী। স্যালিক মনের খুশীতে গেঙ্গীকে গরমের ছুটি দিলেন। এর পরই এসে হাজির হলো আংটির ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে গেঙ্গীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন তিনি।

টেলিগ্রাম পেয়ে পরের প্লেনেই উড়ে এলো গেঙ্গী। স্যালিক বার্জিয়া আংটি সম্বন্ধে আগাগোড়া সমস্তই বুঝিয়ে দিলেন গেঙ্গীকে। আরও বললেন যে তিনজন পুরুষ তোমার সঙ্গে থাকবে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পেশায় অভিজ্ঞ। তবে কালেন বার্গ লোকটি বড় সাংঘাতিক, একটু সাবধানে থাকবে।

গেঙ্গী স্যালিকের পাশে এসে দাঁড়াতে তিনজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্যালিক তাঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রসিকতা করে বললেন, আপনাদের যে ট্রয়ের ঘোড়ার কথা বলেছিলাম, গেঙ্গী ডেসমন্ডই আমাদের সেই ঘোড়া। এবারে কাজের কথায় আসা যাক। আগামী মঙ্গলবার প্লেনে আপনাদের জোহান্সবার্গে যেতে হবে। সেখানে র‍্যান্ডি ইন্টারন্যাশানাল হোটেলে আপনাদের থাকার বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই করে রেখেছি। মিঃ জোন্স এই অভিযানের যাবতীয় ব্যবস্থা করে না ওঠা পর্যন্ত আপনারা হোটেলেই থাকছেন। কালেনবার্গ-এর বাড়ি এবং জমিদারী সম্পর্কে বিশ্বস্ত সূত্রে কিছু খবর সংগ্রহ করেছি আমি। আংটি উদ্ধারের জন্য মিস ডেসমন্ডকে আগে ঢুকতে হবে তাঁর বাড়িতে এবং ঢুকে জানতে হবে—বাড়ির রক্ষণভাগ কত শক্তিশালী, মিউজিয়ামটা কোথায়। মিস গেঙ্গী ডেসমন্ড বাড়িতে ঢোকার সময় সাজবে একজন জন্তু জানোয়ারের ছবি তুলতে ওস্তাদ পেশাদার ফটোগ্রাফার। অ্যানিম্যাল ওয়ার্লড পত্রিকার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি গেঙ্গী ডেসমন্ড এর নামে একখানা পরিচয়পত্র বের করার ব্যবস্থা করেছি। মিঃ এড্‌ওয়ার্ডস সাজবেন হেলিকপ্টারের পেশাদার পাইলট। কালেনবার্গ-এর বাড়ির লাগোয়া প্লেন নামার বিস্তৃত রানওয়ে আছে। গেঙ্গী এবং মিঃ এড্‌ওয়ার্ডস হেলিকপ্টার নামাবেন সেই রান-ওয়েতে ; জানতে চাইলে বলবেন ওপর থেকে দেখে ভালো লাগলো খুব, তাই নেমে পড়লেন, বাড়ির একটা ছবি তোলার ইচ্ছা আপনাদের। ফিরে এসে ছবি সমেত একটা ফীচার কাগজে ছাপাবেন। কালেনবার্গ-এর

মিউজিয়ামটি মনে হয় সুরক্ষিত এবং অত্যন্ত গোপন স্থানে আছে, যেহেতু মিউজিয়ামে অনেক দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য সামগ্রী আছে। ডারবানে আমার একজন লোক বছর আষ্টেক আগে দেখেছিলো কালেনবার্গ-এর নাম লেখা বড় বড় অনেকগুলো কাঠের পেটি জাহাজ থেকে নামলো। সে জানতো কালেনবার্গ সম্পর্কে আমি বহুদিন থেকেই আগ্রহী। গোপনে অনুসন্ধান চালালো সে। জানা গেল, সুইডেনের বলস্ট্রম্‌দের কাছ থেকে চালান এসেছে পেটিগুলো। আমার সেই লোকটি বুদ্ধি করে জাহাজ কোম্পানীর কাছ থেকে চালানের নকলটাও কিছু টাকাপয়সার বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে। মিঃ ফেনেল, সেই চালানের নকল এবং তাঁর সঙ্গে বাড়ির একটা ম্যাপ আপনাকে দিচ্ছি। চালানের নকল এবং আপনার বলস্ট্রম্‌দের সম্পর্কে জ্ঞান—খুব একটা অসুবিধে বোধ হয় হবে না আপনার। একটা খাম তিনি ফেনেলের দিকে এগিয়ে দিলেন।

—আর মিঃ এড্‌ওয়ার্ডস, ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতমালার ওপর দিয়ে যাবার বিমান পথের একটা ম্যাপ আপনাকে দিচ্ছি। ম্যাপটা দেখে আপনি আমাকে জানাবেন যাতায়াতের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে কিনা, আর একটা খাম তিনি এগিয়ে দিলেন গ্যারীর দিকে।

—এবং মিঃ জোন্স, আপনি তো কিছু কিছু কাজ আগেই করে এসেছেন, তবু আপনাকে বলি এই অভিযানের সাফল্য কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার হাতে। আপনি এবং মিঃ ফেনেল গাড়িতে এগোবেন, মিস ডেসমন্ড আর গ্যারী যাবেন হেলিকপ্টারে।

স্যালিক ড্রয়ার খুলে চারটে খাম বের করে চারজনের দিকে এগিয়ে দিল। প্রত্যেকটি খামে অগ্রিম তিন হাজার ডলারের ট্রাভেলার্স চেক আছে। কাজ শেষ হলে বাকি ছয় হাজার।

স্যালিক আর একটা চুরুট ধরিয়ে তাকালেন ফেনেলের দিকে। আপনাকে দুটো ব্যাপারে একটু সাবধান করে দেওয়ার আছে। প্রথমত, মিস ডেসমন্ড সম্পর্কে কোন অতিরিক্ত আগ্রহ কখনো দেখাতে যাবেন না। যে মুহূর্তে আমি শুনবো গেঈর দিকে হাত বাড়িয়েছেন আপনি, অমনি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা বাহিনীকে সব খবর তুলে দেবো। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে তা হলো কাজটা যে কোন প্রকারে আপনাকে করতেই হবে। খালি হাতে ফিরলেই আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা দপ্তরে আপনার সব গোপন খবর পৌঁছে যাবে। আমি জানি মোরোনির দলের পাঁচ জনকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য মোরোনি আপনার পেছনে লেগেছে—খুন না করে আপনাকে ছাড়বে না, খুব সাবধান!

ফেনেল দরজা খুলে বাইরে এলো। ফেনেল চলে যেতে ন্যাটালি টাইপ করা বন্ধ করলো। কান পেতে শুনলো একটু তারপর নীচু হয়ে টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করলো। টেপটা খুলে সরিয়ে রাখলো আলগোছে।

গ্যারী নীচে নেমে হোটেলের টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করল টনিকে। টনি যেন বসেই ছিল টেলিফোনের পাশে, রিং হতেই রিসিভার তুললো।

শোনো টনি, গ্যারী বললো, খুব ক্ষিদে পেয়েছে আমার। ঠিক এক ঘন্টার মধ্যে চলে এসো কার্লটন টাওয়ার্স-এর কাছে রিব-রুম রেস্তোরাঁয়। ওখানেই সব কথা হবে। রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলো, ড্রাইভারকে রিব-রুম-এর ঠিকানা বলে সীটে শরীর এলিয়ে দিলো। নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে টনি এলো। দু'জনে গিয়ে বসলো একটা নিরিবিলি জায়গায়।

ওয়েটারকে ডেকে দামী দামী একগাদা ভালো খাবারের অর্ডার দিলো গ্যারী। পানীয়রও অর্ডার দিলো।

টনি তাকালো গ্যারীর চোখে, তাহলে চাকরিটা তোমার সত্যি সত্যিই হলো!

না হলে কি! আর এখানে ডিনার খেতে আসতাম?

খাবার এলো টেবিলে। দু'জনে খেতে শুরু করলো। খেতে খেতে গ্যারী টনিকে সমস্ত ব্যাপারটা বললো। ফী বললো তিন হাজার ডলার। মিথ্যে করে বললো গ্যারী।

টনি মুখ নীচু করে সরবতের গেলাসে চুমুক দিল। তাঁর মুখের সেই চপল ভাবটি অন্তর্হিত হয়েছে। দৃষ্টিতে কেমন যেন এক শূন্যতা।

গ্যারী আরও জানালো যে তাঁর সঙ্গে থাকবে এক আমেরিকাবাসিনী ফটোগ্রাফার। একথা শুনে টনির আয়ত দুই চোখের কোণে মুক্তোর মতো জলবিন্দু চিক্ চিক্ করে উঠলো। সে জানতে

চাইলো যে, আমেরিকাবাসিনী ফেটোগ্রাফার সুন্দরী কি না। গ্যারী জানালো, সুন্দরী, হ্যাঁ তা বলতে পারো।

টনির চোখে দুঃখের ছায়া নামলো। —গ্যারী, তুমি কি আর ফিরে আসবে আমার কাছে?

একটু ইতস্ততঃ করলো গ্যারী তারপর মাথা নীচু করে বললো, 'কি জানি বলতে পারি না।'

গ্যারীর একখানি হাত দু'হাতের মধ্যে তুলে নিলো টনি, বুকের কাছটিতে, দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। মাথা নীচু করে গ্যারীর হাতে চুমু খেতে খেতে সে বললো, আমি ভালোবাসি তোমাকে গ্যারী—বিশ্বাস করো খুব ভালোবাসি।

জেসির আস্তানা হর্নসি রোডে, ট্যাক্সি চালককে সেদিকে যেতে বলে ফেনেল এলিয়ে রইলো সীটে।

জেসির ফ্ল্যাট বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু দূরে গাড়ি থামিয়ে নামলো সে। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো—যেন বিপদের গন্ধ ভেসে আসছে। কি মনে করে সিঁড়িতে না উঠে বারান্দার এক প্রান্তে টেলিফোন বুথে ঢুকে ডায়াল করল জেসির ঘরের নম্বর। ফোনটা বেজেই চললো কেউ ধরলো না। এবার সে পুলিসের নম্বর ডায়াল করে বললো শীগ্‌গিরই চলে আসুন ভীষণ বিপদ। খুনও হতে পারে। ফোন নামিয়ে রাখলো সে।

বুথ থেকে বেরিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, তারপর গুটিগুটি পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সে সন্তর্পণে রাস্তা পার হলো, অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অসাড় হয়ে একটা গলির মুখে। একটু পরে পুলিশের দুটো গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে। কয়েক মিনিট পর জেসির ঘরে আলো জ্বললো। আরো মিনিট কুড়ি পর দুটো জোয়ানকে হাত কড়া লাগানো অবস্থায় ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে এলো তিনজন পুলিশ, লাথি মেরে তুললো ওদের গাড়িতে। একজন পুলিশ রইলো জেসির ঘরে।

নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে তাকালো ফেনেল, ওদিকের দেয়ালটা চোখে পড়লো। রক্ত দিয়ে দেয়ালে কেউ যেন পিচকারী খেলেছে। রক্তের বন্যা বইছে। পুলিশটা জেসির মৃতদেহের পাশে বসে কি যেন পরীক্ষা করছে।

ফেনেল কি ভাবলো, তারপর একছুটে গিয়ে পড়লো একেবারে পুলিশটার ওপর। কিছু বোঝার আগেই ধরাশায়ী।

শোবার ঘরে ঢুকে ফেনেল তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চিলে কোঠায় উঠে গেল। টান মেরে যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে নামলো সমান ক্ষিপ্রতায়। এক লাফে তিন—তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নেমে এলো নীচে।

দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। বৃষ্টি পড়ছে। এখন ভালোয় ভালোয় কেটে পড়াই ভালো।

দুটো পুলিশের গাড়ি আর একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে থামলো বাড়ির দরজায়। ফেনেল গলিপথ ধরে এগিয়ে বড় রাস্তায় উঠলো। ট্যাক্সি দেখে হাত তুলে থামালো। ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললো, রয়্যাল টাওয়ার্স হোটেল। একটু তাড়াতাড়ি।

হোটেলে স্যালিকের স্যুইটের দরজায় কড়া নাড়লো ফেনেল। একটু পরে দরজা খুলে দিল এক বয়স্ক লোক। ফেনেল দেখেই চিনলো লোকটা জর্জ শেরবর্ণ, একাধারে স্যালিকের একান্ত সচিব ও প্রধান ভৃত্য।

দরজা বন্ধ করে ফেনেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, মিঃ স্যালিক দিন দু'য়েকের জন্য বাইরে গেছেন। কি দরকার আমাকে বলুন।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ফেনেল বললো, আমাকে এক্ষুনি এ দেশ ছাড়তে হবে। মহা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছি। শয়তানগুলো আমাকে না পেয়ে আমার বন্ধুকে খতম করেছে। পুলিশ এখন সে বাড়িতে। হাতের ছাপ আমার ঘরের সর্বত্র। ব্যাটারা ঠিক ধরে ফেলবে।

শেরবর্ন-এর প্রধান গুণ হলো জরুরী অবস্থায় ধর্মযাজকের মতো মাথা ঠাণ্ডা রাখা। ফেনেল

ছাড়া যে বার্জিয়া আংটি উদ্ধার করা অসম্ভব একথা সে ভালোভাবেই জানতো। ফেনেলকে সে ভেতরের ঘরে চুপচাপ বসতে বলে দরজা বন্ধ করে বাইরে বের হলো।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে জানালো যে, ফেনেলকে লিড অবধি নিয়ে যাবার জন্য বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। হেলিকপ্টারে লিড থেকে তাকে যেতে হবে লো-তুকেতে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে প্যারিসের নরম্যান্ডি হোটেলে, প্যারিস থেকে জোহান্সবার্গে প্লেনে সে যাবে ওরলি পর্যন্ত। সেই ভাবেই তাঁর টিকিট কাটা।

শেরবর্ন আরো বললো যে, এই ব্যবস্থায় আপনার জন্য যা যা খরচ সব বাদ যাবে আপনার ফি থেকে। ফেনেলের হাতে একখন্ড কাগজ গুঁজে দিল সে, সব খুঁটিনাটি এতে লেখা আছে, দেখে নেবেন।

ফেনেল কাগজখানা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লিফটের দিকে ছুটলো। পাঁচ মিনিট পর ভাড়া করা একখানা ট্যাক্সি তাকে উড়িয়ে নিয়ে চললো লিডের দিকে।

।। তিন ।।

গেঈ, গ্যারী, জোন্স এবং ফেনেল ওরা সব যে যার চলে গেছে। স্যালিক তাঁর ওভারকোট এবং বাইরে বেড়াতে যাবার ছোট ব্যাগটি নিয়ে ন্যাটালির অফিস ঘরে ঢুকলেন। ন্যাটালি মাথা নীচু করে কি যেন করছিলো। পায়ের শব্দে মাথা তুলে তাকালো।

গত প্রায় তিন বছর ন্যাটালী আছে স্যালিকের সঙ্গে। এক এজেন্সির কাছে লোক চেয়ে পাঠিয়েছিলেন স্যালিক তার ব্যক্তিগত সহকারী হতে পারে এমন একজন। এজেন্সি যাদের পাঠিয়েছিল. তাদের ভেতর থেকে ন্যাটালিকেই বেছে নিলেন তিনি। স্বভাবতই ন্যাটালির যোগ্যতা অন্যান্যদের থেকে বেশীই ছিল।

ন্যাটালির বয়স আটত্রিশ, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান সে অনর্গল বলতে পারে। অফিস আর বাড়ি ছাড়া তার বাইরের জগতে কোন টান নেই। স্যালিকের মাঝে মাঝে মনে হয় ন্যাটালি মানুষ নয়, একটা যন্ত্র। ন্যাটালির চোখের দৃষ্টি ভেজা ভেজা, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, চেহারায় মাদকতার চিহ্ন মাত্র নেই। কথা বলার সময় স্যালিক ন্যাটালির চোখের দিকে তাকান না।

—দিন দু'য়েকের জন্য বাইরে চললাম মিস নরম্যান, অন্য দিকে তাকিয়ে স্যালিক বললেন, 'আগামীকাল যখন হোক ঘণ্টা খানেকের জন্য এসে চিঠিপত্র কি আসে না আসে একবার দেখে যাবেন। তারপর আপনার ছুটি। স্যালিক আর না দাঁড়িয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে যথারীতি এসে ন্যাটালি চিঠির গোছা খুলে বসেছে এমন সময় জর্জ শেরবর্ন এসে তাঁর ঘরে ঢুকলো।

ন্যাটালি এবং শেরবর্ন কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। দু'জনেই দু'জনকে ঘৃণা করে, অবশ্য কাজের সময় আলাদা—কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন ব্যাপার নেই।

ন্যাটালি কান পেতে শুনলো ডায়ালের শব্দ। শেরবর্ন কাকে যেন টেলিফোন করছে। সে ড্রয়ার টেনে প্লাস্টিকের বড় ব্যাগ খুলে ছোট টেপরেকর্ডারটা এবং তিন রিল টেপ দ্রুত ব্যাগে পুরলো। শেরবর্ন তখন টেলিফোনে কথা বলছিল। ন্যাটালি শুনলো, আজ একেবারে একা কেউ নেই এখানে —ইস। একেবারে ন্যাকা খুকীটি আমার—তিনি সোমবার ফিরবেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ—আসছো তো তাহলে? ঘৃণায়, বিরক্তিতে ন্যাটালির মন ভরে গেল।

ন্যাটালি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, লিফ্টের দরজা খুলতে ন্যাটালি লিফ্টে উঠে নীচে নামার বোতাম টিপলো। দরজা বন্ধ হলো। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ধরে সে কেনসিংটনে তার চার্চ স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছলো। চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলো এখন এগারোটা দশ, শনিবার। ব্রানেটকে এখন ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে তো?

নম্বর ঘুরিয়ে ডায়াল করলো ন্যাটালি। কিছুক্ষণ পর ওপাশ থেকে ভরাট, সুমিষ্ট পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে এলো, মিস নরম্যন? কি মনে করে? কেমন আছেন?

ন্যাটালির গলা একটু কেঁপে উঠলো, একটু ইতস্ততঃ করলো তারপর খানিকটা জোর দিয়েই বলে ফেললো, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই মিঃ ব্রানেট—জরুরী দরকার।

বেশ বেশ, আতিথেয়তার সুর মিঃ ব্রানেটের কণ্ঠে, চলে আসুন তাহলে, এখনই আসুন।

ঘন্টাখানেক পরেই আমি বের হবো।

—না, আপনি এখানে আসবেন আমার ফ্ল্যাটে, ৩৫-এ চার্চ স্ট্রীটের পাঁচ তলায়, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসা চাই। সে রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পর দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। ক্ষণিকের জন্য সমস্ত রক্ত যেন উঠে এলো তার মুখে। এক অজ্ঞাত ভয় যেন পঙ্গু করে দিল তাকে। ধীরে ধীরে উঠে দরজা খুলে দিল।

চার্লস ব্রানেট, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চেয়ার ম্যান, ঘরে ঢুকলেন, দীর্ঘাকায় শক্ত সবল চেহারার মানুষ। পরনে ধূসর রঙের স্যুট।

—এত জরুরী তলব কিসের মিস নরম্যান? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ন্যাটালির দিকে।

ন্যাটালি শান্ত গলায় বললো, বসুন মিঃ ব্রানেট। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য এখানে আপনাকে ডাকিনি। মিঃ কালেনবার্গ সম্বন্ধে কিছু খবর দিতে পারি।

ব্রানেট বললেন, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চেয়ারম্যান তিনি। ম্যাক্স কালেনবার্গ তাঁর মালিক। ব্রানেটের কাছে কালেনবার্গের বরাবর নির্দেশ আছে—লন্ডনের এমন সব খবর যা কালেনবার্গের ক্ষতি করতে পারে, তাঁকে জানাতেই হবে।

এই তো দিন বারো হলো, এক টেলিগ্রাম এসে হাজির নাটাল থেকে—

"আর্মো স্যালিকের কাজকর্মের বিবরণী চাই", কালেনবার্গ। টেলিগ্রামটা পেয়ে তাঁর টনক নড়লো। কালেনবার্গের ক্ষতি করতে পারে—কি সেই খবর? ভেবে কূল পেলেন না তিনি। কিন্তু এতো সব ভেবে লাভ নেই—কালেনবার্গ জানতে চেয়েছেন এটাই বড় কথা। ব্রানেটের কপাল ভালো। দু-এক দিন পরেই এক নিমন্ত্রণ পেলেন—স্যালিকের স্যুইটে ককটেল পার্টিতে যোগদানের সাদর নিমন্ত্রণ। সেই পার্টিতেই তাঁর পরিচয় ন্যাটালি নরম্যানের সঙ্গে। ন্যাটালির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি বুঝলেন, স্যালিকের এই একান্ত সচিবটির এই ভাবলেশহীন সরল মুখের অধিকারিণী মেয়েটির অবিলম্বে যৌনক্ষুধা নিবারণ একান্ত প্রয়োজন।

ন্যাটালি তাঁর দরকারে আসতে পারে—ওকে দিয়েই তাঁর কাজ হতে পারে। ব্রানেট ন্যাটালিকে বলেছিলেন যে, যখন কোন প্রয়োজন হবে নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবেন। ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চেয়ারম্যান আমি। এখানে কাজ করতে এক ঘেয়ে লাগলে বা টাকা পয়সা আরো রোজগারের ইচ্ছে থাকলে আমার সঙ্গে যোগযোগ করতে কোন সঙ্কোচ করবেন না।

বাড়িতে ফিরে ব্রানেট ভাবতে লাগলেন ভালোই হয়েছে, গোপন খবরাখবর যা কিছু একমাত্র ন্যাটালির মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আগে চাই একজন পুরুষ—সর্বগুণ সমন্বিত, একজন শয্যাসঙ্গী—লোলুপ কামোন্মত্ত একজন পুরুষ। এখন প্রয়োজন সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর টম পার্কিন্স-এর সাহায্য। পার্কিন্স-কে ফোন করে ব্যাপারটা বলে দিলো ব্রানেট। বেলা তিনটে নাগাদ পার্কিন্স-এর ফোন এলো আপনার লোক পাওয়া গেছে। ড্যাজ জ্যাকসন তাঁর নাম। চব্বিশ বছর বয়েস। একটা বাজে হোটেলে গীটার বাজিয়ে পেট চালায়, জ্যাকসনকে দেখে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

পাঁচটা বাজার দশ মিনিট পরে ড্যাজ এসে হাজির হলো। ব্রানেটের মহিলা সেক্রেটারী তাকে নিয়ে গেলেন ব্রানেটের ঘরে।

ড্যাজ ঘরে ঢুকতেই ব্রানেট তাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। ড্যাজের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। জ্যাকসন নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তারপর জানতে চাইলো কাজটা কি ধরনের? মালকড়িই বা কত?

ব্রানেট আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলো ড্যাজকে। সব শুনে ড্যাজ বললো আসল কথা ছুকরীটাকে শোয়াতে হবে—এই তো? একশ ডলার চাই আমার। এ ছাড়া ওর যা মাল খসাতে পারবো—সব আমার। ব্রানেট রাজী হলেন এবং ন্যাটালির বাড়ির ও অফিসের ঠিকানা টাইপ করা একখন্ড কাগজ এগিয়ে দিলেন ড্যাজ-এর দিকে।

ব্রানেট ড্যাজকে জানিয়ে দিলেন যে কাজটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে।

জানুয়ারীর এক সূচীতীক্ষ্ণ শীতের রাতে অফিসের কাজ সেরে বেরিয়ে ন্যাটালি দেখলো, তার

গাড়ির পেছনের একটা চাকা একেবারেই গেছে। শীতও পড়েছে ভীষণ। সেই হাড় কাঁপানো শীতে গাড়ির ঐ অবস্থা দেখে তার কান্না এলো। এই অবস্থায় সে কি করবে ভেবে পেলো না।

অন্ধকারের গা ফুঁড়ে এমন সময় বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘাকায় যুবক। ন্যাটালির গাড়ির চাকার হাওয়া সেই খুলে দিয়ে অপেক্ষায় ছিল। অবশেষে সে ন্যাটালির দেখা পেলো।

রাস্তার আলোয় ন্যাটালির লম্বা সুঠাম পা দুটি দেখে তার মন্দ লাগলো না। চেহারার গঠনটাও মন্দ নয়। এবারে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ড্যাজ। ন্যাটালির কাছে গিয়ে বললো, দেখে মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছেন। সাহায্যের দরকার নাকি?

হঠাৎ তাকে দেখে ন্যাটালি চমকে উঠলো, ডাইনে বাঁয়ে সেই কানাগলিতে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউই নেই।

অসহায়ের মত ন্যাটালি বললো, গাড়ির চাকাটা গেছে দেখছি। এমন কিছু নয় অবশ্য, একটা ট্যাক্সি খুঁজছি। সাহায্যের দরকার নেই, ধন্যবাদ!

ড্যাজ এবার আলোর সামনে এসে দাঁড়ালো, দু'জনে এবার দু'জনকে দেখলো। ন্যাটালির ফুসফুসের স্পন্দন বাড়লো, কি সুন্দর সুঠাম চেহারা। উত্তেজিত হলো ন্যাটালি, শিরায় শিরায় রক্তের শিহরণে চমকিত হলো তার শরীর।

ড্যাজ বললো, আমি ঠিক করে দিচ্ছি সব, আপনি গাড়িতে উঠে বসুন, এই শীতে কি বাইরে থাকা যায়—

দরজা খুলে ন্যাটালি গাড়িতে বসলো। যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে নতুন চাকা লাগিয়ে গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে প্যান্টের পেছনে হাত মুছতে মুছতে ড্যাজ বললো, 'সব হয়ে গেছে—আপনি এবার গাড়ি ছাড়তে পারেন।

ন্যাটালি তার দিকে তাকালো। যুবকটি ঝুকে পড়েছে জানলার ওপর, তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে। ঐ দৃষ্টিতে যেন মনে হয় কোন প্রতিশ্রুতির চিহ্ন আছে।

চোখের থেকে চোখ নামিয়ে হাসলো ন্যাটালি, 'চলুন না, আপনাকে একটা লিফট দিই গাড়িতে।'

ড্যাজ রাজী হয়ে গেল। বিপরীত দিকের দরজা খুলে ন্যাটালির পাশে গিয়ে বসে পড়লো। ড্যাজের কাঁধে কাঁধ লাগলো ন্যাটালির, শরীরে শিহরণ খেলে গেলো তার। উত্তেজনায় উল্লাসে ন্যাটালির হাত কাঁপছিল। ড্যাজ মুচকি হেসে বললো, আপনি তো শীতে কাঁপছেন দেখছি, দিন না, আমি চালাই।

নিঃশব্দে ড্যাজের হাতে চাবি তুলে দিলো ন্যাটালি। জায়গা বদল হলো দু'জনের, গিয়ারে লেগে স্কার্টটা একটু ওপরে উঠে গেলো।

ন্যাটালি ভাবলো, সারা শরীরের মধ্যে দেখবার মতো তো আমার পা আর উরু দুটো। দেখুক না একটু।

ন্যাটালির মনে সন্দেহ ছিলো, ঠিকমতো গাড়ি হয়তো চালাতে পারবে না ও—হয়তো ঝড়ের বেগে বিপজ্জনকভাবে উড়িয়ে নিয়ে যাবে গাড়ি। কিন্তু না, গাড়ি ভালোই চালায় ও—তিরিশ মাইলের বেশী গতিবেগ কখনই বাড়ালো না। অভ্যস্ত নিপুণ হাতে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে গাড়ি চালাতে লাগলো। আবার তার সুন্দর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো সে, আবার তার কামনা সজীব হয়ে উঠলো।

ঘাড় ফিরিয়ে ন্যাটালির দিকে ড্যাজ হাসলো—সেই মাদকতাময় হাসি । ন্যাটালির কামনা তীব্রতর হলো, মন তার দুর্বল হলো।

গাড়ি ততক্ষণে নাইট্ স্ব্রীজের ভূগর্ভ রেলস্টেশন পার হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে চার্চ স্ট্রীটে ঢুকে পড়লো। ন্যাটালি আঙুল তুলে দেখালো ঐ যে আমার বাড়ি।

—এই বাড়িটায় থাকেন আপনি? এই বড় বাড়িটায়?

—হ্যাঁ, এই ঢালু রাস্তা ধরে নেমে সোজা গ্যারেজ। একটু ইতস্ততঃ করলো ন্যাটালি, হাত মুখ ধোবেন নিশ্চয়? ড্রিঙ্কস্ একটু—চলুন না ওপরে।

ড্যাজ মুচকি হাসলো, কাজটা সোজা হবে, সে জানতো তাই বলে এত সোজা। —হ্যাঁ, হাতমুখ ধুলে তো ভালোই হতো। আলোকিত প্রশস্ত গ্যারেজে গাড়ি ঢোকালো ড্যাজ।

লিফটে পাঁচতলায় উঠলো দু'জনে, কেউ কোনো কথা বললো না, কেউ কারোর দিকে তাকালো না। ঘরের দরজা খুললো ন্যাটালি। ছোট্ট, ঝকমকে বসবার ঘরে এসে বললো ড্যাজকে, নিন, কোটটা খুলে ফেলুন। বাথরুমটা ওদিকে।

চারিদিকে তাকিয়ে বলল ড্যাজ, বাঃ ভারী সুন্দর তো! এতক্ষণে ন্যাটালি বুঝে গেছে 'সুন্দর' কথাটার ওপর ড্যাজের বড় ঝোঁক।

বাথরুমে পৌঁছে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো ন্যাটালি। ধীরে ধীরে কোট খুললো, স্কার্ট খুললো, কামনা তাঁর হৃদয়ে টগবগ করে ফুটছে, সে কাঁপছে থর থর করে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে তাকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ড্যাজ বুঝলো, জল অনেকদূর গড়িয়েছে। দু'জনে দু'জনের চোখে চোখ রাখলো। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। ড্যাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ন্যাটালির দিকে—শক্ত আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললো তাকে। আনন্দে, উত্তেজনায় ন্যাটালি কেঁপে কেঁপে উঠলো। আচ্ছন্নের মতো সে অনুভব করলো, ড্যাজ তাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকছে। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে শান্তি পেলো। একে একে তাঁর পোশাক খুলে ফেললো ড্যাজ—তপ্ত চুম্বনে ভরিয়ে দিলো তাঁর নিরাবরণ অঙ্গ। বাধা দিল না ন্যাটালি। ড্যাজের হাতে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলো সে।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ড্যাজের। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো সুন্দর সাজানো ঘর। পাশে ন্যাটালি উপুড় হয়ে শুয়ে, হাত দুটি তাঁর বুকের নীচে ভাঁজ করা। ন্যাটালিকে আর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ড্যাজ। ন্যাটালিকে ডেকে তুললো, বললো। খুব ক্ষিধে পেয়েছে। খাবার কিছু আছে কি?

একটু নড়ে চড়ে চোখ মেলে তাকালো ন্যাটালি, চোখ তাঁর পরিতৃপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল। এমন তৃপ্তি আগে কোনদিন পায়নি সে। এত দিনে অনাবিষ্কৃত এক দরজা যেন খুলে গেছে তাঁর সামনে। তাড়াতাড়ি উঠে সে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নিঃশব্দে আলমারীর ড্রয়ার খুলে ফেললো ড্যাজ। ড্রয়ারে একটা সোনার সিগারেট কেস, সোনার লাইটার। গয়নার বাক্সে একটা মুক্তোর হার আর দুটো আংটি। একে একে সব ক'টাই পকেটস্থ করলো ড্যাজ। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করে বসবার ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

ন্যাটালি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তাড়াতাড়ি টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেললো। গোগ্রাসে খেলো ড্যাজ। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আগাগোড়া ঘটনাটা ভাবলো ড্যাজ। বেশ ছবির মতো ঘটে গেলো সব। চেয়ারে বসে ন্যাটালি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে—তাঁর চোখে সেই ভেজা ভেজা দৃষ্টি। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মুখ মুছলো ড্যাজ, বাঃ ভারী ভালো লাগলো, সুন্দর!

তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছিলো, তাই না?

ন্যাটালির চোখে চোখ রেখে বললো ড্যাজ, তোমারও তো পেয়েছিলো ক্ষিদে?

ন্যাটালির গাল গোলাপি হলো। সে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালো। ড্যাজ উঠে দাঁড়ালো, আজ চলি। ন্যাটালির চোখে জল এলো, তুমি—চলে যাবে? থাকবে না? একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠলো তাঁর গলায়, এমন শীত বাইরে—থাকো না আজ।

মাথা নাড়লো ড্যাজ, না থাকা চলবে না, ফিরতেই হবে আমাকে। দরজার দিকে এগোতে লাগলো সে। আবার—আবার কবে দেখা হবে-আমাদের? কথাগুলো আর্তনাদের মতো ন্যাটালির গলা থেকে বেরিয়ে এলো।

ন্যাটালি কিছু বলার আগেই সে চলে গেলো। দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেলো। শব্দটা মেঘের গর্জন হয়ে ন্যাটালির মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়লো।

পরদিন সন্ধ্যায় ন্যাটালি আবিষ্কার করলো, তাঁর সিগারেট কেস, লাইটার এবং গয়নাগুলো অপহৃত হয়েছে। সিগারেট কেস আর লাইটারটা তাকে স্যালিক দিয়েছিলো—তাঁর জন্মদিনে উপহার। মনে বড়ো ব্যথা পেলো সে, বুঝতে বাকি রইলো না ওগুলো কে হাতিয়েছে, পুলিশকে টেলিফোন করে সব জানানোর কথা মনে হলো তাঁর। কিন্তু না, থাক।

দিন পাঁচেক পরে রাত্রিবেলা ন্যাটালি একা ঘরে বসে আছে। দুঃখে, শোকে, বেদনায় সে মুহ্যমান। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে ধরলো।

ড্যাজ বলছি। সেদিন তোমার জিনিসগুলো নিয়ে এসে মোটেই ভালো করিনি, কি করবো।

টাকার যে বড় দরকার হয়েছিল। ওগুলো বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছি। রসিদগুলো তোমাকে দেবো-খন—নিয়ে আসবো এখনই?

—এসো।

রাত দশটার সময় ড্যাজ এসে পৌঁছলো, একটু রোগা হয়েছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে।

ড্যাজ রসিদগুলো ন্যাটালির টেবিলে রাখলো, আবার বললো, কাজটা আমার উচিত হয়নি, কি করি—বড় বিপদে পড়েছিলাম—টাকার দরকার তাই—।

ড্যাজ যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো।

—যেয়ো না লক্ষিটি, কাতর মিনতি ফুটে উঠলো ন্যাটালির গলায়।

ঘুরে দাঁড়ালো ড্যাজ, তাঁর চোখে অস্থির দৃষ্টি। আরো টাকা চাই। আমায় যোগাড় করতে হবে। এখানে বসে কাটালে আমার চলবে না। তোমাকে তো কিছু বলতে পারবো না, তোমার অনেক নিয়েছি আমি।

ড্যাজ তাকে এক বানানো গল্প শোনালো। আগামী কালের মধ্যেই তাকে পঞ্চাশ পাউন্ড যোগাড় করতে হবে।

ন্যাটালি অধীর হলো। সে বলে বসলো, আমি তোমাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দেবো ড্যাজ, আমি তোমাকে এখনই চেক দিচ্ছি।

এক ঘন্টা পর। বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে দু'জন। ড্যাজের সঙ্গে সেই দেখার পর ন্যাটালি আবার নিশ্চিন্ত, সুখী। গতবারের চেয়ে এবার আরো ভালো।

মুখ ফিরিয়ে ড্যাজের দিকে তাকালো সে। ড্যাজের চোখে আবার সেই বিষাদ দৃষ্টি।

সে ধীরে ধীরে বলল, কি হলো ড্যাজ?

ড্যাজ বললো, আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে, ডাবলিন-এ যাবো। ড্যানি আমাকে একটা না একটা কাজ ঠিকই জুটিয়ে দেবে। তোমার পঞ্চাশ পাউন্ড-এ হয়তো দু'দিন চলবে, তারপর কি হবে? আমার বারোশোর প্রয়োজন। বারো'শ পাউন্ড না হলে আমায় ইংল্যান্ড ছেড়ে আয়ারল্যান্ডে যেতেই হবে।

ন্যাটালির সম্বিৎ লোপ পাবার উপক্রম হলো। বিছানা থেকে নেমে নাইটিটা পরে নিলো সে। ড্যাজ আড়চোখে তাকালো তাঁর দিকে—তুরুপের তাশখানা ঠিকই চেলেছে সে। চোখে তাঁর চিন্তার ছায়া। ঘরময় পায়চারি করতে করতে কি যেন ভাবলো ন্যাটালি তারপর বিছানায় বসে ড্যাজের চোখে চোখ রাখলো, ড্যাজ, যদি আমি তোমাকে বারোশো পাউন্ড দিই, থাকবে তুমি লন্ডনে?

—নিশ্চয়ই থাকবো। দশদিনের মধ্যেই আমার চাই।

—যদি তোমাকে টাকাটা দিই, এখানে এসে থাকবে?

—মনে হয় পারবো—তোমার সঙ্গে থাকতে পারবো।'

ন্যাটালি একটানে খুলে ফেললো নাইটি। বিছানায় শুয়ে ড্যাজের গলা জড়িয়ে ধরলো। ড্যাজ অনিচ্ছায় ন্যাটালিকে জড়িয়ে ধরলো।

ন্যাটালির চোখে ঘুম নেই। মন তাঁর চিন্তায় মগ্ন। বারোশো পাউন্ড! তাঁর সঞ্চয় দুশো বাদ দিলেও আরো হাজার পাউন্ড। স্যালিকের কাছে চাওয়া বৃথা। একটা উপায় অবশ্য আছে, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ নাটালের চার্লস ব্রানেটের কথাই বারবার মনে হয়েছে তাঁর। এখানকার বড় বড় ব্যবসায়ে এ পক্ষ ও পক্ষ দু'পক্ষেরই গোয়েন্দাগিরির কথা ন্যাটালির অজানা নেই।

পরদিন সকালে আর দেরী না করে ন্যাটালি ফোন করলো ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে।

ব্রানেটকে ড্যাজ আগেই ফোনে সব জানিয়ে রেখেছে। ন্যাটালির ফোন পেয়ে তাই মোটেই অবাক হলেন না ব্রানেট। বললেন, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হলে বড়ো খুশী হবো মিস নরম্যান।

তিনটে নাগাদ ন্যাটালি ব্রানেট-এর অফিসে এসে জানালো যে এক হাজার পাউন্ডের তাঁর ভীষণ দরকার।

ব্রানেট বললো, মিস নরম্যান, আপনাকে ভেঙে বলার কিছু নেই। আপনার টাকার দরকার আর আমার দরকার খবরের, মিঃ স্যালিকের কাজকর্মের খবর, নাটালের মিঃ ম্যাক্স কালেনবার্গ যে খবরের মূল বিষয়!

ন্যাটালির চোয়ালের হাড় শক্ত হলো। গত কয়েকদিন যাবৎ স্যালিকের টেবিলের টুকরো টুকরো কাগজ থেকে বা শেরবর্ন এর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে সে বুঝেছে ম্যাক্স কালেনবার্গের বিষয়ে একটা কিছু জরুরী পরিকল্পনা হতে চলেছে।

ন্যাটালি আতঙ্কিত স্বরে বললো, ও ব্যাপারে আপনাকে আমি কোনরকম সাহায্য করতে পারবো না। মিঃ স্যালিকের কাজকর্মের ব্যাপারে আমি নেই, তবে একটা কথা বলতে পারি যে কালেনবার্গ নামে একজনের ব্যাপারে কিছু একটা হতে চলেছে।

ব্রানেট হাসলেন, আমি তাহলে আপনাকে একটু সাহায্য করি। দেখবেন আপনার কাজ অনেক সহজ হয়ে আসবে।

কুড়ি মিনিট পর ন্যাটালি ব্রানেটের কাছ থেকে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ছোট একটি টেপরেকর্ডার, ছ'রীল টেপ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ছোট মাইক্রোফোন পেলো, 'মনে রাখবেন, খবরের ওপর টাকা। খবর ভালো হওয়া চাই। হাজার পাউন্ডের দরকার আপনার তাই না? খবর জোগার করুন টাকা পেতে অসুবিধা হবে না।

সেই সাক্ষাৎকারের আটদিন পরে তিনি আজ এসেছেন ন্যাটালির ফ্ল্যাটে। এই তিন দিন ব্রানেটের মাইক্রোফোন অনেক কাজ দিয়েছে। ড্যাজ আটদিন হলো ন্যাটালির সঙ্গে আছে—নিত্য নতুন ভাবে-ভঙ্গীতে ন্যাটালিকে সে নিয়ে গেছে চরম পুলকে সাতরঙা এক জগতে।

ন্যাটালি এবার ব্রানেটকে মিঃ কালেনবার্গের খবর শোনাতে আরম্ভ করলো।

মিঃ কালেনবার্গের কাছ থেকে সিজার বার্জিয়া আংটি চুরির পরিকল্পনা করছেন মিঃ স্যালিক, ন্যাটালি বললো, তিনটে টেপ-এ আমি সব ধরে রেখেছি। কাজটা কিভাবে হবে তার খুটিনাটি বিবরণ এবং কে কে সেই কাজ করবে—সব ধরা আছে আমার টেপ-এ।

বার্জিয়া আংটি। ব্রানেট অবাক হলেন, 'তাহলে এই হলো ব্যাপার! অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মিস নরম্যান টেপগুলো বাজান দেখি, শুনি।'

টেপরেকর্ডার আগেই ঠিক করে রেখে দিয়েছিলো ন্যাটালি, চালিয়ে দিলো এবার। তিন মিনিট রীলের পর সে টেপ বন্ধ করলো, ব্রানেট টেপ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেলেন— সাবাস মিস নরম্যান, আপনাকে বলিহারি! শেষ পর্যন্ত শুনে তিনি বললেন, পারিশ্রমিকের যোগ্য কাজই আপনি করেছেন, এই ধরনের আরো খবর দিলে আরো ভালো পারিশ্রমিক আপনি পাবেন, বিপদের আশঙ্কায় মেসিনটা এবং তিনটে রীল নিয়ে ব্রানেট দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ঘণ্টা তিনেক পর ড্যাজ ফ্ল্যাটে ফিরে এলো। ব্রানেটের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। সে জানে তার টাকা পৌঁছে গেছে ফ্ল্যাটে।

এত টাকার মালিক হবার আনন্দে সে এক ছুঁড়ির সঙ্গে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে—বিলী ওয়াকারের শুঁড়িখানায় জমাটি মাহিফিল হবে আজ রাতে। মহিফিল সেরে সেই ছুঁড়িটাকে নিয়ে যাবে কিংস রোডের এক নামকরা ক্লাবে, সেখান থেকে একেবারে ওর বাড়িতে বিছানায়। ফ্ল্যাটে ঢুকে ন্যাটালিকে দেখে সে একটু অবাক হলো, বিবর্ণ-বিরস মুখে চেয়ারে বসে কাঁদছে ন্যাটালি।

—কি হলো তোমার? জানতে চাইলো সে।

চোখ মুছে ন্যাটালি সোজা হয়ে বসলো, টাকা পেয়েছি, ড্যাজ।

—এতো আনন্দের কথা। মন খারাপের কি আছে? টাকা কোথায়? নিয়ে এসো।

ন্যাটালি তাঁর মুখখানিতে লোভের হীন ছায়া দেখতে পেলো। কাবার্ড খুলে নিয়ে এলো নোটের বান্ডিল।

টাকা দেখে চক্‌চক্ করে উঠলো ড্যাজের চোখ। টাকাগুলোকে লোভীর মতো জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো, আদর করলো। ন্যাটালির মন বেদনায় ভরে গেলো। একেই কি সে ভালোবেসেছে? এই কি তার চোখের সামনে খুলে দিয়েছে তাঁর গোপন পথের দরজা। এতো সে নয়, এ যেন একটা লোভী জন্তু। শেষ নোট কখানা পকেটে পুরতে পুরতে ড্যাজ তার দিকে তাকালো, 'এখান থেকে ভাগবো এবার, কেটে পড়বো।

—তার মানে, টাকা নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

—হ্যাঁ, তাই যাবো। ড্যাজ তীক্ষ্ণ, ঘৃণামিশ্রিত চোখে তাকালো তাঁর দিকে, তোমাকে

ভালবাসতে যাব আমি? শোনো যাবার আগে তোমাকে কয়েকটা কথা বলে যাই, আর যাকে তাকে বিছানায় ডেকো না যখন-তখন বিপদে পড়বে। মরবে!

আর না দাঁড়িয়ে ড্যাজ চলে গেল। ন্যাটালি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ধীরে পায়ে হেঁটে সে চেয়ারে গিয়ে বসলো। দিনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এলো একে একে। সে ভাবতে লাগলো, এমন যে হতে পারে আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। আগাগোড়া আমি তো মরীচিকার পেছনে ছুটেছি।

আবার একা—নিঃসঙ্গ রাত্রি যাপনের সেই নিঃসীম বেদনা। আমি শুধু নিজেকেই ঠকাইনি, ঠকিয়েছি আমার অন্নদাতা স্যালিককেও। কেন ঠকালাম—ড্যাজের জন্য, তাকেই যখন পেলাম না, বেঁচে থাকার আর কি অর্থ তাহলে? সে রান্নাঘর থেকে তরকারী কাটার ছুরিটা হাতে নিলো তারপর বাথরুমে ঢুকে বাথটবের কল খুলে দিলো। জলে তার গলা পর্যন্ত ডুবে গেলো। এরপর দাঁতে দাঁত চেপে বাঁ হাতের কব্জির শিরায় ছুরি টানলো সে। যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো একবার। রক্ত বের হতে লাগলো গল গল করে। জলের রঙ প্রথমে ফিকে, তারপর লাল, তারপর ঘন লাল হলো, চোখ বুজলো ন্যাটালি।

কল্পনায় ভেসে উঠলো ড্যাজের সুন্দর মুখ, তাঁর কোঁকড়া একমাথা চুল, তাঁর সুঠাম—দীর্ঘ অবয়ব।

ন্যাটালির প্রাণবায়ু সেই মধুর—স্মৃতির কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় তাঁর দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

।। চার ।।

সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় স্যালিক ফিরে এলেন তাঁর স্যুইটে। ডেস্কে বসতে না বসতে শেরবর্ন-এর মুখে শুনলেন ফেনেলের প্যারিসে যাবার ইতিবৃত্ত। শুনে রাগে তাঁর গা জ্বলে গেল। সকাল থেকেই তাঁর মেজাজটা খারাপ। তবুও ভালো এখনও একটি খবর তিনি শোনেন নি যে বার্জিয়া আংটি চুরির আগোগোড়া খসড়াটা টেপ বন্দী অবস্থায় ততক্ষণে ম্যাক্স কালেনবার্গের ডেস্কে পৌঁছে গেছে, শুনলে হয়তো তিনি হার্টফেল করতেন।

ন'টার মিটিংটা বিরক্তিতেই শেষ করলেন তিনি। গেঙ্গ, গ্যারী এবং জোন্সের কাছে ব্যাখ্যা করলেন, ফেনেলকে কেন এখান থেকে পালিয়ে প্যারিসে গিয়ে উঠতে হয়েছে। তিনি বললেন, 'মিঃ ফেনেল চলে যাওয়ার ফলে একটু অসুবিধাই হয়েছে আমাদের। কলেনবার্গের নিরাপত্তা বিষয়ে তাঁর কাছে অনেক কিছু জানার ছিলো। র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র খুঁটিনাটি সব কিছু জেনে নেবেন তাঁর কাছ থেকে। আজ রাতে এখান থেকে রওনা হয়ে কাল সকালে আপনারা পৌঁছবেন জোহান্সবার্গ। একটু থেমে ইতস্ততঃ করে বললেন, ফেনেল একটা দাগী—আসামী দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। সাবধানে থাকবেন সকলে। কাজটা ওকে ছাড়া সম্ভব নয় তাই ওকে দলে নেওয়া। গ্যারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস ডেসমন্ডকে নিয়েই যা চিন্তা, একটু নজরে রাখবেন। ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

—আপনাদের যাত্রা শুভ হোক, শেরবর্ন-এর কাছে টিকিট এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি পাবেন। আজ এই পর্যন্তই থাক। তিনজনকে বিদায় দিয়ে স্যালিক ডেস্কের দিকে তাকালেন। কিন্তু সেদিনের ফিরিস্তি লেখা কাগজ তাঁর চোখে পড়লো না। এমন ভুল তো ন্যাটালি কখনো করে না। তিনি আরো অবাক হলেন যখন শুনলেন যে ন্যাটালি আসেনি। গত তিন বছরে যে মেয়ে একদিনও কামাই করেনি আজ তাঁর হলোটা কি?

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। শেরবর্নকে ধরতে বলে কাজে মন দিলেন তিনি কে বলছেন আপনি—অ্যাঁ।— শেরবর্ন এর অবাক স্বর শুনে চোখ তুলে তাকালেন স্যালিক। ফোনের ওপাশ থেকে কিছু একট শুনে শেরবর্ন হতভম্ব হয়ে পড়েছে বোঝা গেল। তাঁর মুখের রঙ ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে।

শেরবর্ন রিসিভারের মুখে হাত চেপে স্যালিকের দিকে তাকালো, স্পেশাল ব্রাঞ্চের সার্জেন্ট গুডইয়ার্ড, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

স্যালিক চিন্তিত হলেন। শেববর্নকে, বললেন, 'ওকে আসতে বলে দাও।' কিছুক্ষণ পর করাঘাতের শব্দে স্যুইটের দরজা খুলে শেরবর্ন মুখোমুখি হলো সার্জেন্ট গুডইয়ার্ডের। সার্জেন্ট স্যালিকের অফিস ঘরে বসলেন, তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্যালিকের দিকে।

স্যালিকের মনে উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ন্যাটালি নরম্যান আপনারই একজন কর্মচারী, তাই না মিঃ স্যালিক ?— অবাক বিস্ময়ে ঘাড় নাড়লেন স্যালিক, হ্যাঁ, কিন্তু আজ তিনি আসেননি। কি ব্যাপার বলুন তো ?'

—শনিবার রাতে মারা গেছেন তিনি, গুডইয়ার্ড পুলিশী কেতায় বললেন, আত্মহত্যা করেছেন।

আতঙ্কের একটা ছায়া ছড়িয়ে পড়ল স্যালিকের চোখেমুখে। মৃত্যুকে তিনি বড় ভয় পান। এখন তাঁর মাথায় চিন্তা এসে গেল যে তাঁর ব্যক্তিগত কাজকর্ম কিভাবে চলবে? ন্যাটালির মৃত্যুটা তাঁর কাছে কিছুই নয়। আসল ব্যাপারটা তিনি এর মধ্যেই ন্যাটালিকে একটু বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন।

গুডইয়ার্ড স্যালিককে বললেন, ন্যাটালির মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্যেই এখানে আসা। আশা করি এ ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারবেন। স্যালিক চুরুটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, দুঃখিত মিঃ গুডইয়ার্ড। মিস নরম্যান বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, কাজকর্মে তাঁর মতো চটপটে মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। মেয়েটির স্বভাব ছিল নম্র আর ব্যবহার ছিল খুব মিষ্টি।

ওভারকোটের পকেট হাতড়ে গুডইয়ার্ড একটি ছোট্ট বস্তু বের করে রাখলেন স্যালিকের টেবিলে, দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা?

নিতান্তই সাধারণ একটা পেপার ক্লিপ, একগোছা কাগজপত্র একসঙ্গে আটকে রাখার কাজেই ব্যবহৃত হয়। পেপার ক্লিপের মতো দেখতে হলেও আসলে বস্তুটি এক অমিত শক্তিশালী মাইক্রোফোন। কেবলমাত্র কয়েকটি অনুমোদিত গোষ্ঠী ছাড়া কারুর কাছে রাখার আইন নেই। এটি সচরাচর গোপন খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্যালিকের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেলো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা।

—এটি পাওয়া গেছে মিস নরম্যানের ফ্ল্যাটে। ভাগ্যক্রমে যে ডিটেকটিভের ওপর মৃত্যু তদন্তের ভার ছিলো, তাঁর সজাগ চোখেই এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তিনি এটি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেন। আমার আগমনের কারণ তাই।

—এই মাইক্রোফোন ব্যবহারের জন্য চাই এক বিশেষ ধরনের টেপরেকর্ডার। ক্লিপটি পকেটে ভরে মিস নরম্যানের ডেক্সটি তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন কিন্তু সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। গুডইয়ার্ড আর না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। গুডইয়ার্ডের শীতল দৃষ্টি স্যালিকের মর্মস্পর্শ করলো।

স্যালিক তাঁর চেয়ারে বসে পড়লেন। বড় ঘাবড়ে গেছেন তিনি। রুমাল বার করে ভিজে হাতের তালু মুছলেন। নানা চিন্তা এসে ভিড় করলো তাঁর মাথায়। মাইক্রোফোনটা কি কখনও তাঁর ডেস্কে ছিল। ডেস্কে যদি মাইক্রোফোনটা থেকেই থাকে তবে কোন্‌টা টেপ হয়েছে আর কোন্‌টা হয় নি? টেপরেকর্ডারটাই বা কোথায় আছে সেইটাই ভাববার কথা নানা ধরনের চিন্তার স্রোত মাথার মধ্যে আসছে।

চার্লস ব্রানেটের অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন তাঁর সেক্রেটারী। সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা একখানি টেলিগ্রাম তাঁর হাতে দিলেন। তিনি জানতে পারলেন হনিওয়েল শেয়ারের দর তিনগুণ বেড়েছে। আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। ইনস্‌পেক্টর পার্কিন্‌স্‌-এর স্বর ভেসে এলো দূরাভাসে, ন্যাটালির মৃত্যু সংবাদ নিয়ে।

ব্রানেট বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা দিয়ে কোন স্বর বের হলো না। পার্কিন্‌স্‌-এর কাছে আরও তিনি জানতে পারলেন যে ন্যাটালির ফ্ল্যাটে নাকি ড্যাজ্জ জ্যাকসন ঘন ঘন যাতায়াত করতো। আশ্চর্যের কথা! ওকি ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়তে পারে?

তেমন সম্ভাবনা নেই। শনিবার রাতেই জ্যাকসন পালিয়েছে। ডাবলিনে গেছে হয়তো। পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চুপচাপ বসে অনেকক্ষণ নানা কথা ভাবলেন ব্রানেট। ন্যাটালির ঘরে ফেলে আসা মাইক্রোফোনের কথাও তাঁর মনে এলো। বিকেলটা একেবারেই তাঁর মাঠে মারা গেল।

র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশানাল হোটেলের লবিতে বড় ভিড়, হৈ চৈ। একদল আমেরিকান ট্যুরিস্ট খুব হৈ চৈ করছে। স্বচ্ছ বর্ষাতিতে শরীর ঢেকে তাঁরা ঘোরাঘুরি করছে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে লিউ ফেনেল পরম বিরক্তিতে সব দেখছিলো। বৃষ্টি সমানে পড়েই চলেছে। প্রায় দেড় দিন সে জোহান্সবার্গে আছে। প্যারিস থেকে জোহান্সবার্গের প্লেনে ওঠার আগে পর্যন্ত তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ছিলো। এখন সে নিশ্চিন্ত, সম্পূর্ণ নিরাপদ। পুলিশ বা মোরোনি—উভয়েরই নাগালের বাইরে সে এখন।

আর কিছুক্ষণ পর হোটেলের সামনে এসে থামলো একখানা কালো ক্যাডিলাক। গাড়ি থেকে নামলো ওরা তিনজনে—গ্যারী, গেঈ আর জোন্স। তাঁরা হোটেলে এসে ঢুকলো।

মিনিট দশেক পর ন'তলায় ফেনেলের স্যুইটে বসবার ঘরে চারজন বসলো টেবিল ঘিরে। সবাই ঠিক করলো যে বিশ্রাম নেবার আগে আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক। ফেনেল বলতে শুরু করলো, শুনুন সকলে, স্যালিকের কাছ থেকে যে নক্সা আমি পেয়েছি তা থেকে ঘটনাস্থলের একটা মোটামুটি ধারণা আমার হয়েছে। আমার বিশ্বাস, কালেনবার্গের মিউজিয়ামটা মাটির নীচে কোথাও আছে।

নক্সায় ছ'টা টেলিভিশন এবং একটা বিপদজ্ঞাপক মনিটরের উল্লেখ আছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে মিউজিয়ামে মোট ঘরের সংখ্যা ছ'টা এবং বাড়ির কোথাও না কোথাও মনিটর তদারকি করার জন্য একজন পাহারাদার আছে। এর প্রধান দোষ এই যে, পাহারাদার কখনো ঘুমিয়ে পড়ে, কোনদিকে না তাকিয়ে একমনে বই পড়তে পারে কিংবা কখন সখনও বাথরুমেও যেতে পারে। আমাদের প্রথমেই জানতে হবে, এই তিনটের কোনটাই সে আদৌ করে কিনা এবং রাতেও সে পাহারায় থাকে কিনা। মিঃ গ্যারীর কাজ এই দুটো বিষয়ে খবর সংগ্রহ করা।

মিউজিয়ামের দরজাটারও উল্লেখ আছে নক্সায়। নিরেট স্টিলের তৈরী দরজা। এই ধরনের দরজা বানায় শুধু বলস্ট্রমরা। দরজায় সাধারণ তালার কোন ব্যাপার নেই—আছে এক টাইম লক। তালাটি লাগিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ডায়ালে অন্য এক সময় ঠিক করে রাখলেই হলো। পৃথিবীতে একমাত্র বলস্ট্রমরা ছাড়া আর কেউ পারবে না সে তালা খুলতে। অবশ্য টাইম লক খোলার ব্যাপারটা আমার কাছে অতি সহজ ব্যাপার। যত ঝামেলার হলো লিফট্‌টাই। কাজটা আমাদের করতে হবে রাতে। আমাদের জানতে হবে রাতে লিফ্‌ট চালু থাকে কি না, যদি না থাকে তবে বুঝতে হবে যে রাতে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সব কেটে দেওয়া হয়।

লিফ্‌ট চালু করার ভার গ্যারীকেই নিতে হবে। আগে থেকে সব দেখেশুনে রাখাই ভালো। আর একটা ব্যাপার আমাদের জানতে হবে সেটা হলো—বাড়িতে ঢুকবো কিভাবে—দরজা দিয়ে না জানলা দিয়ে। যেমন খবর আপনি জানবেন, তেমন খবর আমাকে জানাবেন। ট্রান্সমিটারে জানালে তবেই সেই ভাবে তৈরী হবো।

ফেনেল গ্লাসে শেষ চুমুক দিল। গেঈ উঠে দাঁড়ালো। নীল পোশাকটা তাঁর গায়ে একেবারে কেটে বসেছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, রক্তে যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। তিনজনেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে।

গ্যারী ও জোন্স যে যার ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

ঘণ্টা খানেক পরে জোন্স ফেনেলের ঘরে এলো। এতক্ষণ বসে বসে আরো হুইস্কি টেনেছে ফেনেল। চোখ দুটি তাঁর জবাফুলের মতো লাল।

জোন্সকে নিয়ে ফেনেল বেরিয়ে পড়লো বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়ার আশায়। বৃষ্টি সমানে পড়েই চলেছে। মাথা নীচু করে দৌড়ল দু'জন বৃষ্টির মধ্যে। গ্রীনস্ট্রীটে স্যাম জেফারসনের গ্যারেজ কাছেই। স্যাম তাদের দেখে অভ্যর্থনা জানালো।

স্যাম জোন্সকে বললো, যা যা বলেছিলে সবই যোগাড় করে রেখেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে জো আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

ফেনেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, সব আয়োজনই আপনি করে ফেলেছেন দেখছি। নিজেদের টুকিটাকি ব্যাগটা নিলেই চলবে তাহলে।

বৃষ্টি একটানা পড়েই চলেছে, আর দেরী না করে ওরা হোটেলের পথে পা বাড়ালো।

র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হোটেল সংলগ্ন চেকমেট রেস্তোরাঁয় রাত সাড়ে আটটায়। সকলে এসে জমায়েত হলো একে একে। গেঈ এলো সকলের শেষে। পরনে তার কমলালেবু রঙের ছোট স্কার্ট—গায়ের সঙ্গে আঁট হয়ে বসে আছে। ফেনেল স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলো গেঈকে। জীবনে মেয়েমানুষ কম দেখেনি সে। কিন্তু এর মতো কেউ তার চোখে পড়েনি। গেঈ যেন এক জ্বলন্ত কামনা, লালসার এক উন্মত্ত রূপ।

গ্যারী বললো, বলুন, কি খাবার বলবো? সকলেই ক্ষুধার্ত। মাংস—পাঁউরুটি এবং অন্যান্য রুচিকর খাবারের ঢালাও অর্ডার দেওয়া হলো।

খেতে খেতে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো যে, ব্যবস্থা যখন সব হয়েই গেছে তখন আগামী কালই রওনা দেওয়া ভালো। যত আগে বেরিয়ে পড়া যায় ততোই ভালো। জোন্স বলল, সাধারণতঃ এদিকের চেয়ে ড্রাকেন্সবার্গ-এ বৃষ্টি শুরু হয় দেরীতে।

সে বললো, কালেনবার্গের বাড়ি মেনভিল থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার। হেলিকপ্টার থাকবে মেনভিলে। আকাশপথে চারশো কিলোমিটার আর কতক্ষণ! মিঃ গ্যারী আর মিস্ গেঈ বরং একদিন থেকে যাবে মেনভিল-এর ক্যাম্পে। আমরা মিঃ ফেনেলকে নিয়ে গাড়িতে এগোবো। কাল সকালে রওনা দিলে ভাগ্য ভালো থাকলে আমরা দুপুরের একটু পরেই মেনভিল-এ পৌঁছে যাবো। ওখানে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন ভোরে আমি আর মিঃ ফেনেল বেরিয়ে পড়বো। আপনারা দু'জন তার পরদিন বেলা দশটার পর হেলিকপ্টার ছাড়বেন। কালেনবার্গের জমিদারীর সীমানায় পৌঁছতে আপনাদের সময় লাগবে বড়জোর ঘণ্টাখানেক।

গেঈ জানতে চাইলো মেনভিল জায়গাটা কিরকম?

—ঘোড়ার গাড়ি আর টাঙ্গার রাজ্য বলতে পারেন।' জোন্স থামলো, শহরে আমরা থাকবো না। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরের এক বনে তাঁবু খাটিয়ে আমাদের ক্যাম্প হবে।

ফেনেল মিস ডেসমন্ড-এর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলেই ফেললো 'আপনি এখন আর কি করবেন, চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি আশেপাশে।

গ্যারী চমকে তাকালো ফেনেলের দিকে। গেঈ উঠে দাঁড়ালো, রেস্তোরাঁ ছেড়ে যাবার আগে বলে গেল, তার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

ফেনেলের চোখে আগুন ঠিকরে পড়লো। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, আচ্ছা দেখে নেবো একদিন তোমাকে।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো স্যালিকের সাবধান বাণী। গেঈয়ের দিকে নজর দেবার কোনো চেষ্টা করবেন না। যদি শুনি কোনো রকম নষ্টামির চেষ্টা আপনি করেছেন—আপনার সব গোপন ব্যাপার ফাঁস করে দেবো আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা দপ্তরে।

অস্বস্তিবোধ করলো ফেনেল। হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলো, তারপর সেটা ধরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ভাবতে লাগলো স্যালিক কি করে জানলো তার গোপন ব্যাপার। সে আর ভাবতে পারছে না। ওপাশের বাড়িটার মাথায় নিয়ন সাইনে বিজ্ঞাপন জ্বলছে—নিভছে—জ্বলছে—নিভছে—একে একে স্বাভাবিক হয়ে এলো তাঁর মন।

।। পাঁচ ।।

ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা ম্যাক্স কালেনবার্গের বরাবরকার অভ্যাস। প্রতিদিন তিনি সাতঘণ্টা ঘুমোন।

ঘুম ভাঙতেই জানলা দিয়ে চোখে পড়ে দূরে ছবির মতো পাহাড়ের সারির আড়ালে সূর্য উঁকি মারছে রক্তাক্ত চোখে।

বিরাট বিলাসবহুল তাঁর বিছানাটি কমলা রঙের দামী সিল্কে মোড়া ডিম্বাকার এক কাঠের পাটাতনের ওপর বসানো। হাতের নাগালের মধ্যে ধোঁয়াটে এক কাঠের একটি বোর্ডে রঙবে-রঙের একসারি বৈদ্যুতিক বোতাম। ঘুম ভাঙার পর একটি বোতাম টিপে তিনি নিয়মিত কয়েকটি কাজ করেন।

শায়িত অবস্থায় ম্যাক্স কালেনবার্গকে দেখায় রূপালী পর্দার নায়কের মতো। মাথা আগাগোড়া কামানো, নীল আয়ত দু'টি চোখ, সুন্দর—দীর্ঘ নাক, ভরাট মসৃণ মুখ, পাতলা ঠোঁট, গায়ের রঙ তামাটে।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপ সরিয়ে রাখলেন তিনি। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। সবুজ বোতাম টিপে তাকালেন টেলিভিশনের দিকে। পর্দায় ভেসে উঠলো মায়ার মুখ। লাবণ্যে ঢলঢল মুখখানি তাঁর ছবির মতো সুন্দর। ম্যাক্স সুন্দরের পূজারী। তিনি তাঁর অফিসে সুন্দরী মেয়েদের বেছে বেছে চাকরি দেন।

খাতা পেন্সিল হাতে মায়া হাসলো তাঁর দিকে চেয়ে 'সুপ্রভাত'।

—তুমি ব্রেকফাস্ট সেরে নাও। এক ঘণ্টা পর ডিক্টেশন দিতে ডাকবো আমি।

টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে কালো বোতামটি টিপে স্নানের ব্যবস্থা করলেন তিনি।

শোবার ঘরে তিনি কারোর সঙ্গে দেখা করেন না কখনও। পোশাক পরা অবস্থায় হুইল চেয়ারে বিশেষভাবে নির্মিত ঢাকনায় পা দুটি ঢেকে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন, কারণ পা দু'টি নিয়ে তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

এই ঘরটি তাঁর অফিসঘর। বিশাল স্বাচ্ছন্দ্যময়। দেওয়াল জোড়া জানালা, ডেস্কে বসে জানলা দিয়ে লনের সবটুকু ছাড়াও ফুলের কেয়ারী, দূরের জঙ্গল এবং জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সারি চোখে পড়ে।

ডেস্কে চিঠিপত্র সাজানো, গুরুত্ব অনুসারে এক-একটাতে এক-এক রঙের ফ্ল্যাগ লাগানো। কাল ঘুমোতে যাবার আগে জরুরী কয়েকটি চিঠি তিনি আলাদা করে রেখেছিলেন। সেগুলো হাতে তুলে তিনি সবুজ বোতাম টিপলেন। টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠলো মায়ার মুখ। তিনি ডিক্টেশন দিতে শুরু করলেন।

দ্রুত সেদিন ডাকে আসা চিঠিগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলেন তিনি। প্রায় পঞ্চাশ খানার মতো চিঠি।

একটু পর দরজা খুলে কালেনবার্গের একান্ত সচিব গাইলো টক মার ঢুকলো। কালেনবার্গ আবিষ্কার করছিলেন, পরিদর্শিতা ছাড়াও অন্য কয়েকটি বিরল গুণের অধিকারী টক। সে নির্মম, দয়ামায়াহীন এবং প্রভুর প্রতি একান্ত অনুগত। বেশ কিছুদিন ধরেই কালেনবার্গ তাঁর মিউজিয়াম সাজাবার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ শিল্পচোরের সাহায্য নিচ্ছিলেন। এদের ঠিকমতো পরিচালনা করা, এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া এ এক মহা ঝঞ্ঝাটের বিষয়। অনেক বিচার—বিবেচনা করে তিনি ঠিক করলেন—একমাত্র টকের ওপরই নির্ভর করা যায় এসব ব্যাপারে। তাঁর হাতেই সব ভার দিলেন। এখন সে যে শুধু মিউজিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক, তাই নয় কালেনবার্গের তাবৎ কাজের পরামর্শদাতাও সে।

—বর্জিয়া আংটির ব্যাপারে কিছু খবর আছে?

—আছে। তিনটে চোর কয়েক মিনিট আগে এসে পৌঁছেছে র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশানালে। ফেনেল প্যারিস থেকে গতকালই সোজা হোটেলে পৌঁছে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। এক গ্যারেজের মালিক স্যাম জেফারসন ওদের দরকারী জিনিসপত্র জোগাড় করে রেখেছে। জিনিসপত্রগুলোর একটা তালিকা তৈরী করে রেখেছি আপনার জন্য। ওরা বিমানবন্দরে পৌঁছানো মাত্র ওদের ছবি তুলিয়ে নিয়েছি। ডেস্কের ওপর একখানা বড় খাম রাখলো সে, দলের মেয়েটা দেখতে খুবই সুন্দরী।

সকলের সম্পর্কেই প্রয়োজনীয় তথ্য খামের মধ্যে রাখা আছে।

—ঠিক আছে ধন্যবাদ। পরে আবার ডাকবো আপনাকে। টক চলে যাবার পর কালেনবার্গ একবার গেঙ্গীর ছবিটি তুলে নিলেন। কয়েক মিনিট পর্যবেক্ষণ করে রেখে দিলেন।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি পড়ে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর লাঞ্চ সারতে গেলেন।

লাঞ্চ সেরে আবার টককে অফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন, টক ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন বার্জিয়া আংটি কিনতে আমার কত খরচ হয়েছিলো মিঃ টক?

টক বললো, 'ষাট হাজার ডলার। মর্সিয়েল আংটি কিনেছিলো আড়াই লক্ষ ডলারে। আমরা সস্তায় পেয়েছি বলতে হবে। মর্সিয়েল এখন স্যালিককে আবার পাঁচ লক্ষ ডলার দিচ্ছে আংটিটা উদ্ধারের জন্য। আংটিটা না পেলে তার বার্জিয়ার যাবতীয় সংগ্রহ একেবারে কানা হয়ে যাবে।

কালেনবার্গ চোখ তুলে তাকালেন টকের দিকে, নিক সে, দিয়ে দিলেই হয় তাকে আংটিটা। চারটে চোর আংটির মালিক হওয়ার চেয়ে তাঁর হওয়া অনেক ভালো। আসুক না ওরা এখানে, দেখাই যাক। আমরা বরং ওদের উৎসাহিত করি দেখি জল কোথায় গড়ায়। কিভাবে কি করতে হবে, সব আপনাকে পরে জানাবো। ওদের ঢোকাটাই সহজ হবে—বেরোনোটা নয়। তবে মনে রাখতে হবে, আংটি নিয়ে আমার জমিদারীর সীমানা ছেড়ে ওদের চলে যেতে হবে—তবেই আংটি ওদের। মিউজিয়ামে কাউকে ঢুকতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু বেরোতে দিতে আমার মন চায় না। ভেবে দেখুন ভ্যাটিকান থেকে জুপিটারের মূর্তি হারিয়ে রোমের কোন লোকই সুখী নয়।

টক বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়লো। কালেনবার্গ আরও বললেন যে, গোয়েন্দাবাহিনীকে আমার মাটির নীচের মিউজিয়ামের খবর জানানো কোনরকমেই ঠিক নয়।

কিন্তু তাই বলে স্যার, আপনি মর্সিয়েলকে আংটিটা ফেরৎ দেবেন।

—হ্যাঁ, আংটিটাই ফেরৎ যাবে তাঁর কাছে উদ্ধারকারীরা নয়। অনেক দিন পর জুলুরা মানুষ শিকার করতে পেরে খুশী হবে। টক চমকে তাকালো তাঁর দিকে।

টক বললো, জুলুদের আভাস দিয়ে রাখা ভালো।

আপনি বরং একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন। ভালো শিকার যে করবে সে-ই পুরস্কারটা পাবে।

টক উঠে দাঁড়ালো, আর কিছু বলবেন স্যার?

—না, আর কিছু বলার নেই। হ্যাঁ ভালো কথা, আংটিটা আমাকে একবার পাঠিয়ে দিন তো।

টক চলে গেলে কালেনবার্গ স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের বোতাম টিপলেন, কিমোসা কোথায়? আসতে বলো ওকে।

কয়েক মিনিট পর সাদা পোশাক পরা এক ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ বানটু এসে ঘরে ঢুকলো। কালেনবার্গের বাবার আমলের লোক। এখন জমিদারীর জুলু এবং অন্যান্য নেটিভ কর্মীদের সর্দার। শক্ত হাতে তাদের শাসন করে। কালেনবার্গের সামনে দাঁড়িয়ে সে আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো।

—সেই বুড়ো ওঝাটা কি এখনও আমাদের জমিদারীতেই বাস করে? কালেনবার্গ জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ মালিক।—

—অনেকদিন দেখিনি ওকে। ভেবেছিলাম, এতদিনে ও বোধহয় আর বেঁচে নেই। কিমোসা চুপ করে রইলো।

বাবা বলতেন, লোকটা নাকি হাজার রকমের বিষটিষ জানে।

কালেনবার্গ বললেন, ওর কাছে গিয়ে বলো, আমার একটা বিষের ভীষণ দরকার। খুব ধীরে ধীরে সেই বিষে কাজ হবে। যার রক্তে একবার মিশবে সে বিষ, বারো ঘণ্টার মধ্যেই সে মারা যাবে।

—কাল সকালের মধ্যেই আমার বিষ চাই, কিমোসা মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলো।

কালেনবার্গ একটা দলিল বের করে পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর টক একটি ছোট কাচের বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বাক্সের নীল ভেলভেটের ওপর সিজার বার্জিয়ার আংটিটি বসানো। টক বাক্সটি ডেস্কের ওপর রেখে চলে গেলো।

দলিল পড়া শেষ করে কালেনবার্গ বাক্সটি তুলে নিলেন। দু'আঙুলের চাপে ডালা খুলে আংটিটি বের করে হাতের তালুতে রাখলেন। তারপর আংটিটি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। অবশেষে একখণ্ড হীরার আড়ালে ঢাকা সেই স্থানটি চোখে পড়লো তাঁর—এখানেই রাখা হয় সেই মারাত্মক

তরল—বিষ।

সকাল আটটায় র‍্যান্ড ইন্টারন্যাশানাল হোটেল ছেড়ে তাঁরা রওনা দিলো ১৬ নং হাইওয়ে ধরে হ্যারি স্মিথের দিকে।

অভিযাত্রীর পোশাক সকলের পরনে—বুশশার্ট, হাফ প্যান্ট, হাঁটু অবধি মোজা, মজবুত রবার শোলের জুতো এবং বাঘের চামড়া জড়ানো টুপি। গেঈকে খুব সুন্দর মানিয়েছে।

সামনের আসনে বসেছে গেঈ আর জোন্স। গাড়ির চালক জোন্স। গ্যারী আর ফেনেল পেছনের আসনে। জিনিসপত্র আর চারজন আরোহী মিলিয়ে গাড়িতে প্রায় ঠাসাঠাসি অবস্থা।

রওনা দেবার সময় আকাশে অল্প মেঘ ছিল। আবহাওয়া ছিল আর্দ্র। গাড়ি চওড়া রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো হু হু করে।

প্রথম কথা বললো জোন্স। হ্যারিস্মিথ এখান থেকে দুশো কিলোমিটার। হ্যারিস্মিথে পৌঁছে বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা ধরবো বার্জভিলের পথ। তারপর মেনভিলে পৌঁছে লাঞ্চ সেরে গাইডকে নিয়ে এগোবো আরও তিরিশ কিলোমিটার—জঙ্গলের পথ ধরে। তবেই ক্যাম্পে পৌঁছবো। জঙ্গলের পথটাই হলো সবথেকে রোমাঞ্চকর।

জোহান্সবার্গ ছেড়ে এসে গেঈর ভালোই লাগছিলো।

গাড়ি এগিয়ে চললো। তিন জনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। ফেনেল চুপচাপ দু'পায়ের ফাঁকে তাঁর যন্ত্রপাতির ভারী ব্যাগটা চেপে ধরে একদৃষ্টে চেয়ে আছে গেঈর নিটোল কাঁধের দিকে। মাঝে মাঝে পথের পাশে মৌমাছির চাকের মতো কয়েকটা কুটীর।

বেলা দুটোর সময় গাড়ি এসে পৌঁছালো মেনভিলে। শহরটা পরিষ্কার নয়। মাঝখানে একটা ছোট পার্ক। অশোক ফুলের গাছ এখানে ওখানে কয়েকটা ছড়িয়ে আছে। পার্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে জোন্স ভাঙাচোরা গ্যারেজে গাড়ি এনে তুললো। গাড়ি থেকে নামতেই দু'জন বানটু এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। করমর্দন করলো, দেশী ভাষায় পরস্পর কুশল বিনিময় হলো।

সঙ্গীদের দিকে ফিরে জোন্স বললো, গাড়িটা বরং এখানেই থাক, হোটেল থেকে কিছু খেয়ে আসা যাক।

রোদের তাপ বেড়েছে। জোহান্সবার্গ ছাড়ার কিছু পরেই সূর্য উঠেছে—এখন প্রচণ্ড তেজ। সবাই মিলে রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলো।

হোটেলটি সাধারণ হলেও বেশ পরিষ্কার। জোন্স এক ঘর্মাক্ত কলেবর রেডইন্ডিয়ান ওয়েটারকে ইশারায় ডাকলো, থেম্বার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?

হয়েছে, গেছে হয়তো আশেপাশে কোথাও, এখুনি আসবে। জোন্স উঠে দাঁড়ালো থেম্বার খোঁজ করার জন্য। গেঈ জানতে পারলো যে থেম্বাই হলো আমাদের গাইড।

দূরে এক শক্তসমর্থ চেহারার বানটুকে দেখা গেলো। বুকের ওপর কাপড় গিঁট দিয়ে বাঁধা, ছড়ানো পালকের টুপি আলগোছে মাথায় কাত করে বসানো।

জোন্স পরিচয় করিয়ে দিল। গ্যারী এবং গেঈ করমর্দন করলো তাঁর সঙ্গে। সকলে মিলে গাড়িতে গিয়ে উঠলো, থেম্বা গিয়ে বসলো পেছনের সীটে মালপত্রের ওপর।

মিনিট দশেক পর গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের এক মেঠো পথ ধরলো। রাস্তা উঁচু নীচু, এবড়ো-খেবড়ো—প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চললো ল্যান্ডরোভার। রাস্তা এতোই খারাপ যে গাড়ির গতিবেগ কমাতে হলো। এখানে-সেখানে বড় বড় গর্ত গাড়ি লাফাতে লাগলো খুব। আরো মাইল খানেক এগিয়ে থেম্বার নির্দেশে জোন্স গাড়ি বাঁ দিকে ঘোরালো। জঙ্গল এবারে একটু ঘন। এখানে সেখানে কাঁটার-ঝোপ, ডালপালা নীচু করে পথ ঢেকে রেখেছে।

এখানে-সেখানে কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে। মরে গেছে কয়েকটা। গেঈ সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো জোন্স-এর। —এগুলো এই রকমের কেন? বাজ পড়েছে নাকি?

—না না, জোন্স গিয়ার বদলালো, এসব হলো হাতির একপাল এদিকে এসেছিলো, ভেঙেচুরে দিয়ে গেছে সব। জিনিসপত্র ক্ষতি করতে হাতির মতো ওস্তাদ আর কেউ নয়। আর একটু এগিয়ে

দেখা গেলো পাঁচটা জিরাফ। শূন্যে মাথা তুলে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে।

থেম্বা ওপরে বসে জোন্সকে নির্দেশ দিচ্ছিলো। জোন্স গেঙ্গী-এর দিকে তাকিয়ে বললো, থেম্বা ছাড়া এই জঙ্গলে আমি অসহায়, একেবারেই অসহায়। এদিকের পথঘাট সব ওর নখদর্পণে।

আরো আধঘণ্টা কাটলো। একপাল জেব্রা একবার হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো ওপাশের জঙ্গল থেকে, রাস্তা পার হয়ে ঢুকলো, এপাশের জঙ্গলে। গাড়ি এসে এক খোলা জায়গায় থামলো। হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে একটা। চারজন বানটু আছে হেলিকপ্টার ঘিরে। গাড়ি থামাতে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে জোন্স-এর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

গাড়ি থেকে নেমে জোন্স তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকালো।

গ্যারী গেলো হেলিকপ্টার দেখতে। বানটুদের বিদায় করে জোন্স ফিরে এলো। গেঙ্গীকে বললো ওই দিকে গাছের আড়ালে একটা ঝর্না আছে, পুকুরও আছে একটা ছোট খাটো। গিয়ে স্নান করে আসতে পারেন।

ফেনেল গুটি গুটি গেঙ্গী-এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

গেঙ্গী লম্বা ঘাসে ছাওয়া জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালো।

ফেনেলের হৃৎপিন্ডের স্পন্দন বাড়লো। রক্তে শিহরণ খেলে গেলো। গ্যারী হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলায় ব্যস্ত। জোন্স আর থেম্বা এদিকে তাঁবু খাটাচ্ছে। সে আর দাঁড়ালো না। বড় বড় পা ফেলে এগোলো জঙ্গলের দিকে।

গেঙ্গী একটু আগে আগে হেঁটে চলেছে। তার মাংসল—নিতম্ব ঢেউয়ের মতো দুলছে হাঁটার ছন্দে। ফেনেল আরো জোরে পা চালালো।

আরো একটু এগিয়ে ঝর্না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল নেমে নদীর আকারে ঢুকে পড়েছে বনের মধ্যে।

গেঙ্গী ফেনেলের পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো। রোদ এসে পড়েছে গেঙ্গীর চোখেমুখে। চারপাশে গাছপালা, ঘন-জঙ্গল। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

ফেনেল গেঙ্গীকে বললো, চলো সাঁতার কাটি দু'জনে। জামা খোলো, ন্যাংটা মেয়েমানুষ দেখা আমার অভ্যাস আছে।

গেঙ্গী ঠাণ্ডা ভাবলেশহীন চোখে তাকালো ফেনেলের দিকে, আপনি স্নান করুন—আমি যাই।

সে পেছন ফিরে এগোবার উপক্রম করতেই ফেনেল এক পা এগিয়ে তার হাত চেপে ধরলো। যাওয়া চলবে না তোমার, এখানে থাকতে হবে, জামা-প্যান্ট খুলে আমার সঙ্গে স্নান করতে হবে।

গেঙ্গী শান্ত স্বরে বললো, হাত ছেড়ে দিন আমার।

গেঙ্গী ফেনেলের কব্জি চেপে ধরলো। ফেনেল গেঙ্গী-এর কোমর জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো। আচমকা এক লাথি এসে পড়লো তাঁর বুকে। ফেনেল শূন্যে উড়তে উড়তে এসে পড়লো পুকুরে। গেঙ্গীর হাতে একটা বড় পাথরের টুকরো চোখে ঘৃণার দৃষ্টি। গেঙ্গী পাথর সমেত হাত তুলে শাসালো, খবরদার, উঠলেই মাথা ফাটিয়ে দেবো। আমার কাছে আর কোনদিন ঘেঁষতে আসিস না। জলের ওপর সে পাথরটা ছুঁড়ে দিলো, জল ছিটকে উঠলো ফেনেলের চোখে মুখে।

কালেনবার্গ একগাদা চিঠি সই করছিলেন তাঁর কামরায়, এমন সময় কিমোসা ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে।

কালেনবার্গ তাঁর দিকে তাকাতেই সে এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর ছোট একটি শিশি রাখলো। শিশিটি হলো বিষের শিশি। বারো ঘণ্টার মধ্যে কাজ হবে এমন বিষ। কালেনবার্গ খুশী হলেন। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তাঁর মুখ। বললেন, বাঃ বেশ বেশ। এখন যাও, ওষুধের আলমারী থেকে আমাকে একটা সিরিঞ্জ আর একজোড়া দস্তানা এনে দাও।

কিমোসা একটু পরে দস্তানা আর সিরিঞ্জ নিয়ে ফিরে এলো। সে চলে যেতে তিনি ড্রয়ার খুলে কাচের বাক্সটি বের করলেন।

বাক্স থেকে আংটিটি তুলে ডান হাতের অনামিকায় পড়লেন। ছোট ছোট অসংখ্য হীরের টুকরো থেকে ঠিকরে পড়লো দ্যুতি চারিদিকে। দু'আঙুলে চেপে খুলে ফেললেন আংটির গোপন দরজা। আংটি রেখে শিশি খুলে সিরিঞ্জে টেনে তুললেন খানিকটা বিষ। তারপর সযত্নে আংটির ফাঁকা জায়গাটিতে ঢেলে দিলেন সবটুকু। জায়গাটি পূর্ণ হতে সিরিঞ্জ রেখে গোপন দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। ড্রয়ারে আংটি রেখে একটি বড় খামে তিনি রুমাল, সিরিঞ্জ, শিশি এবং দস্তানা জোড়া ঢোকালেন। কিমোসাকে আবার ডেকে বললেন, এই খামটা পুড়িয়ে ফেলো, সাবধান শিরিঞ্জের ছুঁচে যেন হাত না লাগে।

কিমোসা চলে গেলে কালেনবার্গ চঞ্চল হলেন। কল্পনার ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া তাঁর অভ্যাসের বাইরে, সঠিক প্রমাণ চাই সবকিছুর তবেই শান্তি। ছুঁচের দিকটা ওপরে এনে ডান হাতের অনামিকায় পরলেন আংটিটা। হাতের তালুর দিকে ঘুরিয়ে দিলেন হীরেগুলো। তারপর চেয়ার চালিয়ে কামরা ছেড়ে এলেন বাগানে। পেছনে এলো হিন্ডেনবার্গ।

জোয়াইদকে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেলো। জোয়াইদ তাঁর বানটু কর্মচারীদের একজন। বাগানে মালীর কাজ করে। গাছের ছায়ায় বসে জোয়াইদ ঝিমোচ্ছিলো। কালেনবার্গকে দেখে চকিতে উঠে বসে। কালেনবার্গ তার কাছে এসে চেয়ার থামালেন। হিন্ডেনবার্গ মাটিতে বসে পড়লো। শান্তস্বরে তিনি বললেন, শুনলাম তুমি নাকি এ মাসের শেষেই চলে যাচ্ছো?

জোয়াইদ ভয়ে মাথা নাড়লো। কালেনবার্গ ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। হ্যান্ডশেক করবে না? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

জোয়াইদ ইতস্ততঃ করলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়িয়ে দিল হাত। কালেনবার্গ তার ময়লা হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে করমর্দন করতে করতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জোয়াইদ একটু চমকে উঠলো তারপর তার হাতের একটা আঙুল নিয়ে চুষতে শুরু করলো।

পরীক্ষার প্রথম পর্যায় সার্থক—ছুঁচের মুখটা সত্যিসত্যিই এতদিনে তাহলে বন্ধ হয়ে যায় নি। আর বারো ঘণ্টা পরে বোঝা যাবে বিষটা সত্যিই মারাত্মক কি না।

খোলা জায়গায় ফিরে আসতেই গেঙ্গী শুনলো হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন। সে একটু থমকে দাঁড়ালো। ইঞ্জিনের পাখা ঘুরছে বন্ বন্ করে। চালকের আসনে গ্যারী।

চিৎকার করে গেঙ্গ বললো, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান আমি যাচ্ছি।

ইঞ্জিনের গর্জনে চাপা পড়ে গেলো তার স্বর। হেলিকপ্টার শূন্যে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো। জোন্স ও থেম্বাও দাঁড়িয়ে দেখছিলো হেলিকপ্টারের উড়ে যাওয়া। চোখের আড়ালে অদৃশ্য হতেই তারা শুরু করলো গাড়ি থেকে মালপত্র নামাতে। গেঙ্গী এগিয়ে এলো তাদের দিকে।

জোন্স আকাশের দিকে তাকালো। বললো, যত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায় ততোই ভালো। বৃষ্টি হলে রাস্তাঘাটের যা অবস্থা হবে। জোন্স গেঙ্গী-এর দিকে তাকিয়ে বললো বন্ধুকে কোথায় রেখে এলেন?'

সাঁতার কাটছে।

তাঁর বলার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু ছিল, যার জন্য চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো জোন্স, তার দিকে, 'গণ্ডগোল কিছু করেছে নাকি?

—সে তো জানা কথা। তাচ্ছিল্যের সুরে বললো গেঙ্গী, ঠাণ্ডা করে দিয়েছি একেবারে।

জোন্স সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো তাঁর দিকে। তারপর থেম্বার হাত থেকে স্লিপিং ব্যাগ চারটে নিলো। তারপর গেঙ্গীকে বললো, আমার আর গ্যারীর মাঝখানে আপনি শোবেন। আমার পাশে শোবে থেম্বা তার পাশে ফেনেল।

এক রাতের তো ব্যাপার।

স্লিপিং ব্যাগগুলো তাঁবুতে রেখে জোন্স বেরিয়ে এলো। হাতে তাঁর ২২ বোরের রাইফেল আর একটা কার্তুজ। থেম্বা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করছে তাঁবুর একটু দূরে।

জোন্স বললো, দেখি ক'টা বনমোরগ পাই কিনা। যাবেন আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই চলুন।

দু'জনে গিয়ে ঢুকলো জঙ্গলে।

ফেনেল গুটি গুটি বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে। গাড়ির থেকে রুকস্যাক নামিয়ে সে গিয়ে ঢুকলো তাঁবুতে। হেলিকপ্টারের শব্দ আবার শোনা গেল। ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এলো উড়ো জাহাজটা। গ্যারী চালকের আসন থেকে নামলো। জোন্স এবং গেঈ বন থেকে ফিরে এলো। জোন্স-এর কোমরের বেল্টে দড়ি দিয়ে বাঁধা চারটে বনমোরগ ঝোলানো।

গ্যারীর চোখের দিকে তাকিয়ে গেঈ বললো, 'আমার জন্য দাঁড়ালেন না কেন?'

'ট্রায়াল দিচ্ছিলাম—সঙ্গে কাউকে নিতে ভরসা পাইনি।'

থেম্বা মুরগী ক'টা নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে গেলো। সবাই মিলে ঘাসের ওপর বসে পড়লো। এবারে কাজের কথায় আসা যাক্। জোন্স বললো, ফেনেল আমি আব থেম্বা ভোর চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়বো। সঙ্গে নেবো রাইফেল, বন্দুক আর স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক, খাবার। জোন্স গ্যারীর দিকে তাকালো তারপর গেঈ এর দিকে। 'আপনাদের দু'জনকে এখানে একটা দিন বেশী কাটাতে হবে। পরশু সকালে কালেনবার্গের বাড়ির দিকে রওনা হবেন আপনারা।

তারপর সে কালেনবার্গের জমিদারী সম্বন্ধে ভালো করে বুঝিয়ে দিলো।

'এই হলো কালেনবার্গের জমিদারী। পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে জমিদারী পাহারা দেয় একদল জুলু। উত্তর দিকে পাহারা নেই, যাবার তেমন রাস্তাও নেই। কিন্তু থেম্বার মতে একটু কৌশল খাটিয়ে যেতে পারলে ঐ পথটাই সবচেয়ে নিরাপদ। গাড়ি নিয়ে যতটা এগোনো সম্ভব এগোবো। বাকি পথটুকু হেঁটেই যাওয়া যাবে।

গ্যারী উঠে গেল থেম্বার রান্না দেখতে। গেঈ এসে দাঁড়ালো গ্যারীর পাশে। রান্নার গন্ধ শুঁকে গেঈ বললো, আমার তো ক্ষিদে পেয়ে যাচ্ছে।

গ্যারী বললো, আমাদের আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ চলুন হেলিকপ্টারটা আপনাকে দেখিয়ে আনি। দু'জনে মিলে হেলিকপ্টারের দিকে এগোলো।

ফেনেল সেদিকে তাকিয়ে একটা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিলো। তাঁর সঙ্গে কথা বলার আর প্রবৃত্তি হলো না জোন্স-এর। সে উঠে থেম্বার কাছে গেলো।

বৃষ্টি আসতে আর দেরী নেই। সে থেম্বার পাশে এসে বসল। আধঘণ্টা পরে রান্না শেষ হয়ে এলো। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, বাতাস ভারী হয়ে এলো। সকলে মিলে তাঁবুর চারপাশে গোল হয়ে খেতে বসলো। জোন্স তার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তায় ফেনেল ছাড়া আর সবাইকে খোশ-গল্পে মাতিয়ে রাখলো। ফেনেল নিঃশব্দে মাথা নীচু করে খেলো।

খাওয়ার শেষে প্রত্যেকেরই চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে এলো। সবাই মিলে শোবার জন্য তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। ফেনেল শুধুমাত্র অনেকক্ষণ ধরে তাঁবুর বাইরে ছিল তারপর চারপাশের অন্ধকার জমাট নিস্তব্ধতায় হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লো স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে।

রাত দুটোর সময় তাঁবুর চালে টপটপ বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙলো সকলের। হঠাৎ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে কানে ভেসে এলো এক সিংহের—ক্রুদ্ধ গর্জন।

।। ছয় ।।

ফেনেলের ঘুম ভেঙে গেলো চোখে জোরালো একটা আলো এসে পড়ায়। চোখ মেলে দেখলো থেম্বা আলো হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

থেম্বা ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে যাচ্ছে এই ফাঁকে জোন্স স্নানটা সেরে আসতে গেলো। ফেনেলও গেলো তাঁর পিছু পিছু।

পুকুরের স্নিগ্ধ-শীতল জল স্নান করে শরীর জুড়োলো যেন। তাঁবুতে ফিরে এসে তাঁরা দেখলো গেঈ আর গ্যারী ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বসে থেম্বার ডিমভাজা দেখছে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে হতে অন্ধকার অনেকটা কাটলো। রাঙা আকাশের ফাঁকে সূর্য উঁকি

মারলো— এবার রওনা দিতে হয়।

জোন্স বললো গ্যারীকে, 'তাঁবুটা আপনারা দু'জন ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখতে পারবেন তো?'

খুব পারবো। গুটিয়ে হেলিকপ্টারে তুলে নেবো।

জোন্স বললো, ঠিক এগারোটায় ট্রান্সমিটারে খবর পাঠাবো। এগারোটার পর থেকে দু'ঘণ্টা অন্তর অন্তর খবর পাবেন নিয়মিত।

ফেনেল গাড়িতে তাঁর যন্ত্রপাতির ব্যাগ সমেত উঠে পেছনের আসনে বসলো। জোন্স গেঈ-এর সঙ্গে করমর্দন করে বসলো গিয়ে চালকের আসনে।

গাড়ি ছাড়লো জোন্স। থেম্বা তাঁর পাশে বসে দু'জনকে বিদায় জানালেন।

জঙ্গলে এখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। হেডলাইট জ্বেলে ধীরে ধীরে এগোতে হলো। থেম্বার নির্দেশ অনুসারে গাড়ি চালাতে লাগলো জোন্স।

একটু পরে আকাশ পরিষ্কার হলো। আলো ছড়িয়ে পড়লো জঙ্গলে। থেম্বা হঠাৎ ইশারা করে জোন্সকে গাড়ি থামাতে বললো। গাড়ি থেকে মাত্র বিশ মিটার দূরে একটা গণ্ডার দাঁড়িয়ে। গাড়ির শব্দে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকালো একবার। তাঁর নাকের ওপর এক বিরাট খড়গ। ফেনেল বললো, এগুলো বড় ভয়ঙ্কর হয়।

একে একে জোন্স গাড়ির গতিবেগ বাড়ালো। একপাল ইম্পালা পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির শব্দে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালালো।

হঠাৎ তাঁরা দেখলো পথের পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো সিংহ শুয়ে রয়েছে। ফেনেল রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত হয়ে রইলো। গাড়ি তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সিংহ দুটো মাথা তুললো একবার তারপর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে চোখ বুজলো। ফেনেলের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

এবারে ওরা জঙ্গল পার হয়ে মাটির রাস্তায় পড়লো, থেম্বা ডানদিকে যেতে বললো, এই হলো কালেনবার্গ-এর জমিদারীতে পৌঁছবার রাস্তা, ষাট কিলোমিটার লম্বা। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। এখন বাজে আটটা, জমিদারীর সীমানায় পৌঁছতে এগারোটা। ওখান থেকেই গ্যারীকে খবর পাঠাবো।

রাস্তা খুবই খারাপ। চড়াইয়ের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে ওরা ধীরে ধীরে। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি বেশ নরম, চাকা মাঝে মাঝে বসে যাচ্ছে মাটিতে।

জোন্স গিয়ার বদল করলো। পেছনের একটা চাকা হঠাৎ মাটিতে বসে গেলো। নিমেষে ব্রেক কষে গাড়ি থামালো জোন্স।

জোন্স গিয়ার পাল্টে ব্রেক আলগা করলো। গাড়ি ধীরে ধীরে গড়িয়ে নামতে লাগলো যে পথে এসেছিলো সে পথে। খানিকটা নেমে সেই চড়াই ছেড়ে আর একটা চড়াইয়ের সামনে থামালো সে গাড়ি। জল এড়াতে হলে এই চড়াই বরাবর উঠতে হবে—একটু ঘুর পথ। গাড়ি উঠতে লাগলো। পথে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। দশ মিনিট এগিয়ে আবার থামতে হলো। পেছনের চাকা দুটো কাদায় বসে গেছে।

ফেনেল এবং থেম্বা গাড়ি থেকে নেমে দু'জনে একসাথে গাড়ি ঠেলতে লাগলো। কাজ হলো, গাড়ি গর্ত ছেড়ে উঠলো।

সূর্য ততক্ষণে মাথার ওপর, রোদ বেশ চড়েছে। গাড়ি ধীরে ধীরে উঠতে লাগলো।

পথ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণ হয়ে এলো। এখানে-সেখানে বড় বড় পাথর। দেখে মনে হয় না যে এ পথে কখনও গাড়ি এসেছে। গাছের ডাল বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে আছে। থেম্বা বলেছে সামনের রাস্তা নাকি আরও খারাপ। এইভাবে গড়াতে গড়াতে এগোতে হবে আর কি। বলতে না বলতেই চাকা সরে গেলো। সজোরে ব্রেক কষলো জোন্স। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে, ডানদিকের চাকা গিয়ে পড়েছে একটা খানায়।

থেম্বা ছুটে এলো। টেনে তোলা ছাড়া উপায় নেই। তিনজনেই হাত লাগালো। শেষ পর্যন্ত গাড়ি টেনে তোলা হলো। জোন্স চালকের আসনে ফিরে গিয়ে বসলো। গাড়ি ছাড়ার আগে তিনজন মিলে একটু ড্রিঙ্কস করলো। তারপর ধীরে ধীরে গাড়ি ছাড়লো। পথ ভীষণ খারাপ। পাহাড়ের কোল

ঘেঁষে ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি উঠছে! জোন্স অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে একটু অন্যমনস্কতার ফলে যে কোন মুহূর্তে কয়েক হাজার ফুট খাদে গড়িয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

হঠাৎ করে রোদ নিভে এলো। ধোয়ার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ভরে গেলো আকাশ এক নিমেষে। মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টি নামলো।

নিরুপায় হয়ে তিনজনে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে লাগলো গাড়ি থামিয়ে। শেষে একসময় মেঘ সরে গিয়ে আবার সূর্য উঁকি মারলো। জামাকাপড় ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠতে লাগলো। সিগারেট ধরিয়ে জোন্স গাড়ি ছাড়লো। পাহাড়ের ওপরে পৌঁছে গাড়ি থামাতে হলো। পাহাড় ঢালু হয়ে দু'ভাগে নেমে গেছে নীচে। এক ভাগ সাধারণ উৎরাইয়ের মতো, আর এক ভাগ গভীর খাড়াই। দুটো অংশ মিশেছে গিয়ে অনেক নীচে উপত্যকায়। রাস্তা খুব খারাপ। কোনরকমে একটা গাড়ি চলতে পারে শুধু। দু'পাশে গভীর অতলান্ত খাদ। একবার পড়লে আর রক্ষা নেই। ফেনেলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো।

গাড়ি থেকে ধরাধরি করে মালগুলো নামানো হলো। গাড়ি অনেকটা হাল্কা হলো, থেম্বা বললো এখনও আমাদের কুড়ি কিলোমিটার যেতে হবে। সামনের আর কিছুটা রাস্তা পার হতে পারলে তারপর রাস্তা ভালো। ঘড়িতে এখন ঠিক এগারোটা। জোন্স ট্রান্সমিটার তুলে নিলো হাতে। খবর আদানপ্রদান শুরু হলো।

জোন্স আগাগোড়া ঘটনাটা সংক্ষেপে গ্যারীকে জানালো।

শুনে গ্যারী বললো, মুশকিলে পড়েছো দেখছি। এক কাজ করো, কপিকলটা এবারে কাজে লাগাও। কোনো গাছে আটকে আস্তে আস্তে এগোবার চেষ্টা করে দেখো একবার।

—ঠিক বলেছো, ভালো মনে করিয়ে দিয়েছো। কপিকলের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। ট্রান্সমিটার বন্ধ করলো জোন্স। থেম্বা ত্রিপল সরিয়ে কপিকলের তারের এক প্রান্ত ধরে দৌড়ালো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। জোন্স তারের অপর প্রান্তের গোঁজটা দিলো ফেনেলের হাতে, ভালো করে বাঁধার জন্য। তারপর জোন্স গিয়ার পাল্টে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। হাত ব্রেক তুলে কপিকলের লিভার চালু করলো। ড্রামটা বনবন করে ঘুরতে লাগলো। জোন্স ড্রামের গতিবেগ কমিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলো স্টিয়ারিং ধরে—গাড়ি ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো।

ফেনেল গাড়ির পেছনে পেছনে চলেছে থেম্বা সামনের চাকা দুটোয় নজর রেখে হাত নেড়ে এগোতে বলছে জোন্সকে। গাড়ি গড়াতে গড়াতে এগোচ্ছে। গাড়ি কিছুটা যাবার পর হঠাৎ মাটি ধসে পড়লো। ফেনেল চীৎকার করে জোন্সকে থামতে বললো।

সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পেছনের চাকা তুলে রাখার চেষ্টা করলো, পারলো না। গাড়ি গড়িয়ে পড়ছে খাদে। ফেনেল চীৎকার করে উঠলো। জোন্স ততক্ষণে সীটের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে, তারটা ভয়ানক ভাবে দুলছে। নীচে, অতলান্ত খাদ—অনন্ত মৃত্যু যেন অপেক্ষা করছে ওখানে।

তারের টানে ড্রামটা আস্তে আস্তে খুলে আসতে লাগলো। জোন্স লাফিয়ে উঠলো, বনেটের ওপর ড্রামের পাশের লোহার রডটা চেপে ধরলো এক হাতে, ঝুঁকে পড়ে আর এক হাতে ধরলো তারটা। গাড়ি গড়িয়ে পড়লো খাদে।

থেম্বা তারের এক প্রান্ত ধরে টেনে জোন্সকে তোলার চেষ্টা করছিলো। ফেনেল কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে গিয়ে যোগ দিলো তার সঙ্গে। দুজনের আকর্ষণে জোন্স প্রায় গড়াতে গড়াতে উঠে এলো। পা দুটো ছড়ে গেছে। রক্তে কাদায় শরীর একেবারে মাখামাখি।

একটু পরে সে মাটির ওপর উঠে বসলো। তার ক্লান্ত মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেলো। বললো, গাড়িটা গেলো। এখন আমাদের পায়ে হাঁটা ছাড়া আর উপায় নেই।

জঙ্গলের আড়ালে ল্যান্ডরোভার অদৃশ্য হতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো গেঈ। পুরুষটা দারুণ। আগুনের কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসলো সে।

গ্যারী তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। মেয়েটা নিঃসন্দেহে সুন্দরী। আগুনের ছটা এসে পড়েছে ওর মুখে। মুখখানি হয়ে উঠেছে আরো মোহময়। রক্তে কাঁপন লাগলো গ্যারীর। চোখ নামিয়ে

তাঁবুর দিকে এগোলো—দাড়িটা কামাতে হবে।

তাঁবুর ম্লান বাতির আলোয় দাড়িটা কামাতে কামাতে মনে বারবার ঘুরে ফিরে আসছিলো গেঙ্গীর কথা। হেলিকপ্টারে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই শান্ত জনমানবহীন বনভূমিতে তারাই কেবল দু'জন। কি ভাবে যে সময় কাটবে গ্যারী বুঝতে পারলো না। গেঙ্গী কি আত্মসমর্পণ করবে।

গ্যাবী একটা তোয়ালে নিয়ে বাইরে এলো, গেঙ্গীকে বললো সে স্নান করতে যাচ্ছে।

গেঙ্গী কখানা কাঠ গুঁজে দিল অগ্নিকুণ্ডে। ধিকি ধিকি আগুনটা দপ করে জ্বলে উঠলো। হঠাৎ নিজেকে বড় একা মনে হলো তার।

গ্যারীকে তার খারাপ লাগে না। সে সত্যি কাজের পুরুষ। গেঙ্গীর বুকে সে জোয়ার এনেছে।

সূর্যের তাপ খুব বেড়েছে। গ্যারীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। হাফপ্যান্ট আর জুতো পরে খালি গায়ে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আসছে সে। তোয়ালেটা আলগোছে কাঁধের ওপর ফেলা। কি দুরন্ত পৌরুষ। দেখে মুগ্ধ হলো সে। মৃদু হেসে বললো, 'কি, কেমন লাগলো?'

'দারুণ! বরফ-ঠাণ্ডা জল, শরীর যেন জুড়িয়ে গেলো।'

'আমি একবার ঘুরে আসি তাহলে।' উত্তরের অপেক্ষা না করে গেঙ্গী দৌড়লো পুকুরের দিকে। গ্যারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

পুকুরে গিয়ে গেঙ্গী জামা প্যান্ট খুলে ফেললো। এই নিরালা পরিবেশে নিরাবরণ হয়ে স্নান করার তার প্রবল ইচ্ছা হল। পোশাক পুকুরের পাড়ে রেখে সে জলে ঝাঁপ দিলো। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে সে চিৎ হয়ে জলে ভেসে রইলো। আরামে শান্তিতে তার চোখ বুজে এলো।

হঠাৎ দুটো হনুমান পুকুর পাড় থেকে গেঙ্গী-এর জামা প্যান্ট তুলে নিয়ে অদৃশ্য হলো।

গেঙ্গী জল থেকে উঠে অবাক হলো। তার নজর গেলো পলায়মান হনুমান দুটির ওপর। এখন উপায়?

এদিকে গ্যারী তাঁবুর ছায়ায় বসে স্যালিকের দেওয়া ম্যাপটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলো। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে তাঁর হাত থেকে ম্যাপটা পড়ে গেলো। একি স্বপ্ন না সত্যি। গেঙ্গী সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। গ্যারীর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়লো গেঙ্গীর নিরাবরণ দেহে। গেঙ্গী অসহায়ের মতো বললো 'বাঁদরের কাণ্ডকারখানা দেখ, জামা প্যান্ট সব তুলে নিয়ে গাঁছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। তুমি এনে দাও না প্লিজ!'

গ্যারী আর দেরী না করে ছুটলো পুকুর পাড়ে। গেঙ্গী ধীরে ধীরে তাঁবুর ভেতর ঢুকলো। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হলো তাঁর। বুকটা হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগলো। নীচু হয়ে রুকস্যাক থেকে মার এক প্রস্থ জামা প্যান্ট বের করলো সে। একমুহূর্ত কি ভাবলো তারপরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সব মাটিতে।

চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারপর পা মুড়ে দু'হাতের তালুতে স্তনদুটি ঢেকে অপেক্ষা করতে লাগলো গ্যারীর জন্যে।

প্রায় এগারোটা বাজলো। গ্যারী পাশ ফিরলো। 'ওদের খবর পাঠাবার সময় হয়ে এলো।'

গ্যারীকে ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না গেঙ্গীর, অনিচ্ছায় সে হাত সরিয়ে নিলো। গ্যারী উঠে জামা প্যান্ট পরলো। গেঙ্গী আবার চোখ বন্ধ করলো।

গ্যারীর সম্বন্ধে গেঙ্গীর ধারণা এতটুকু অমিল হয়নি। গ্যারীর সঙ্গসুখ বেশ আরামের। গত এক বছর ধরে মনের ওপর বড় ধকল যাচ্ছিল তাঁর। আজ সুখের প্রচণ্ডতায় সব ধুয়ে মুছে গেলো। কেমন একটা চরম পরিতৃপ্তি, কেমন একটা ঝিম ধরানো নেশা। এই নেশা ভাঙতে চায়নি গেঙ্গী—জন্মজন্মান্তর গ্যারীর পাশে এমনিভাবে শুয়ে থাকার ইচ্ছা তাঁর মন ভরিয়ে রেখে দিলো।

কিছুক্ষণ পর গ্যারীর ডাকে তাঁর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলো। বিছানায় উঠে বসলো সে। গ্যারী চিন্তিত মুখে এসে তাঁবুতে ঢুকলো। গেঙ্গীকে বললো, 'ওরা তিনজন বড় বিপদে পড়েছে। রাস্তা ধসে গিয়ে গাড়ি খাদে পড়েছে। জোন্স প্রায় মরতে মরতে বেঁচেছে।

'পৌঁছাতে পারবে তো শেষ পর্যন্ত?'

'বলছে তো পারবে। দু'ঘণ্টা পর আবার খবর পাঠাবে।'

গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো গেঙ্গী। গ্যারী বললো, ওদের কথা এখানে বসে বসে ভাবলে কোন

সুরাহা হবে না। তার চেয়ে চলো আমরা পুকুরে খানিকটা সাঁতার কেটে আসি তাতে মনটা খানিকটা ভালো হবে। দাঁড়াও তোয়ালেটা নিয়ে আসি।

দু'জনে হাত ধরাধরি করে এগোলো পুকুরের দিকে।

সূর্য মাথার ওপরে। দুর্গম পাহাড়ী পথ। কষ্ট একটু বেশী হচ্ছে, জোন্স ও থেম্বার সঙ্গে ফেনেল আর পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না। সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। জোন্স বলেছে, কালেনবার্গের বাড়ি এখনো চব্বিশ কিলোমিটার। ওদের পা যেন আর চলতে চায় না। জোন্স-এর হাতে স্প্রিঙফিল্ড, কাঁধে রুকস্যাক। থেম্বার রুকস্যাক ভর্তি খাবারের টিন। পাঁচ লিটারের একটা জলের পাত্রও কাঁধে। কোথাও একটু বিশ্রামের জন্য গাছের চিহ্ন মাত্রও নেই।

পরের এক ঘণ্টা খাড়া চড়াই। পথের সবচেয়ে ক্লান্তিকর অংশ। জোন্স ঘড়ির দিকে তাকালো, আর দশ মিনিট পরে গ্যারীকে খবর পাঠাতে হবে। উৎরাইটুকু সহজেই ওরা পার হয়ে গেলো। জঙ্গলে গাছের ছায়ায় বসলো সকলে। রাস্তা এখন মোটামুটি ভালো। মনে হয় ছ'টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

আধঘণ্টা বিশ্রাম করে ওরা আবার হাঁটতে শুরু করলো। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর ওরা একটা গাছের ছায়া দেখে একসঙ্গে খেতে বসলো।

ফেনেল জানতে চাইলো এখনও আর কতটা পথ বাকী?

'এখনো প্রায় ঘণ্টাতিনেকের পথ। তবেই বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে।'

ঠিক তিনটে বাজতে গ্যারীর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করা হলো। তারপর আবার শুরু হলো যাত্রা। দুপাশে বিরাট বিরাট গাছ—ছায়ার মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চললো। কিন্তু তারা জানতে পারলো না সেই গহন অরণ্যে ওরা তিনজন ছাড়াও আরো লোক আছে যারা ওদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

কালেনবার্গ ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি করেন নি। কুড়িজন দৈত্যাকৃতি জুলুকে তিনি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন জঙ্গলে। গোপনে তারা সব লক্ষ্য করে খবর পাঠাচ্ছে কালেনবার্গের একান্ত সচিব মায়ার কাছে। মায়া দ্রুত শর্টহ্যান্ডে খবর লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছে হো-লুর কাছে। হো-লু টাইপ করে সেগুলো দিয়ে আসছে কালেনবার্গের ডেস্কে।

গাড়ি খাদে পড়ে যাবার পর যে তারা হাঁটতে হাঁটতে তাঁর জমিদারীর সীমানায় ঢুকে পড়েছে—কালেনবার্গ সে খবর পেয়েছেন।

ওরা তিনজনে পৌঁছে গেছে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর বড়জোর ঘণ্টা দুয়েকের পথ। ওরা ঠিক করলো থেম্বাকে এখানে রেখে যাবে। ওদের কাজের সঙ্গে ওকে আর জড়াবে না। কাজ হয়ে গেলে আবার ফেরার সময় সঙ্গে নেবে পথপ্রদর্শক হিসাবে।

ফেনেল অনিচ্ছায় উঠে দাঁড়ালো। জোন্স থেম্বাকে কি যেন বললো, থেম্বা হেসে ঘাড় নাড়লো।

জোন্স কাঁধে তুলে নিলো রুকস্যাকটা, 'রাইফেলটাও থাক।' থেম্বার সঙ্গে করমর্দন করে বললো, 'পরশু রাত্রিতে আমরা ফিরবো। যদি একান্তই না ফিরি তবে পরের দিনটা দেখে তুমি চলে যেও।'

ফেনেল এক পা এগিয়ে এসে কুণ্ঠিত চিত্তে হাত বাড়িয়ে দিলো। থেম্বা উষ্ণ করমর্দনে বিদায় জানালো তাকে। দু'জনের চলা শুরু হলো। যতক্ষণ দেখা যায়, ওদের গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো থেম্বা।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আগুন জ্বালাবার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করতে হবে। সে একটু এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে ডালপালা কুড়োতে লাগলো।

হঠাৎ যেন কিসের শব্দে সে থমকে দাঁড়ালো। ঝোপের আড়াল থেকে উঠে এলো এক জুলু। হাতে তার তীক্ষ্ণ—বর্শা, পরনে চিতাবাঘের ছাল। শেষ রৌদ্রের আলোয় ঝলসে উঠলো ইস্পাতের সুতীক্ষ্ণ ফলা। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ছুঁড়ে মারলো তার অস্ত্র।

থেম্বার অনাবৃত পিঠে গেঁথে বর্শাটা কাঁপতে লাগলো থরথর করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। কালো মাটির রঙ লাল হলো। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো থেম্বা। মাটির বুকেই মিশে গেলো তার শেষ নিঃশ্বাস।

।। সাত ।।

হেলিকপ্টারের জানলা দিয়ে উঁকি মারলো গেঈ। দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসের মখমল বিছানো লন, ফুলের কেয়ারী, সোজা সোজা পথ এবং ছবির মতো একখানা বাড়ি। বাড়িটা লম্বা—প্রায় সত্তর মিটার।

গেঈ বলে উঠলো কি সুন্দর বাড়িটা। একটা সুইমিং পুল, বিরাট মাঠ, বড় বড় ছাতা এবং বাগানে বসবার চেয়ার চোখে পড়লো। এবারে নেমে পড়া যাক।

হেলিকপ্টার নামাবার একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাওয়া গেলো অবশেষে। একটু নীচে নামতেই সামরিক পোশাক পরা তিনজন জুলু তাকালো মাথা তুলে।

গ্যারী এবং গেঈ লাফিয়ে নামলো আসন থেকে। একটা জীপ এসে থামলো একটু দূরে।

গ্যারীকে ফেলে গেঈ এগিয়ে এলো। টক গাড়ি থেকে নামলো।

—আমি গেঈ ডেসমন্ড। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড পত্রিকার তরফ থেকে এসেছি, হাত বাড়িয়ে দিলো সে।

টক তাকে খুঁটিয়ে দেখলো—বাঃ ছবির চেয়ে রক্তমাংসের মেয়েটা তো বেশী সুন্দরী। সংক্ষেপে সে করমর্দন সারলো।

—এরকম বিনা নোটিসে এখানে নেমে পড়ার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ওয়ানক-এর জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে এই সুন্দর ছবির মতো বাড়িটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম, না। নেমে পড়লাম। যদি অন্যায় করে থাকি বলুন, এক্ষুনি চলে যাবো।

গেঈ-এর কথা শুনে টক মৃদু স্বরে বললো, আপনার মতো সুন্দরী দর্শনার্থী এখানে কদাচিৎ আসেন। আপাততঃ এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, তারপর যাওয়ার কথা ভাববেন।

আমার নাম গাইলো টক।' গ্যারী ততক্ষণে এসে পড়েছে। গেঈ তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মিঃ টক, ইনি গ্যারী এডওয়ার্ডস—আমার পুষ্পক রথের রথী। টক মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো।

গ্যারী টক-এর সঙ্গে করমর্দন করলো।

গেঈ বলে চললো কি সুন্দর বাড়ি আপনাদের।

আমার বাড়ি নয় এটা মিস্ ডেসমন্ড। মিঃ ম্যাক্স কালেনবার্গ-এর মালিক।

গেঈ বড় বড় চোখ করে তাকালো তাঁর দিকে, সেই বিখ্যাত ম্যাক্স কালেনবার্গ, কোটিপতি!

আমি তো শুনেছি লোকজন বড় একটা পছন্দ করেন না তিনি। গ্যারীর দিকে চিন্তিত ভাবে ফিরলো সে।

গ্যারী আমাদের থাকাটা বোধহয় ঠিক হবে না, উনি বিরক্ত হতে পারেন। চলে যাওয়াই ভালো। বাঃ চোস্ত অভিনয় করছে তো গেঈ, গ্যারী ভাবলো।

টক বললো, আপনারা ব্যস্ত হবেন না মিস ডেসমন্ড। মিঃ কালেনবার্গ লোকজন ভালোবাসেন না, এমন নয়। তিনি আপনাদের দেখে খুশীই হবেন বরং। চলুন বাড়িতে যাওয়া যাক।

জীপে উঠলো তিনজন। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চললো বাড়ির দিকে। গাড়ি থেকে নেমে ফুলের বাগান এবং সুইমিং পুল বাঁয়ে রেখে তারা এসে ঢুকলো এক বিরাট ঘরে। এত প্রাচুর্য গেঈ বা গ্যারী জীবনে দেখেনি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল তারা। নিঃশব্দে সাদা পোশাক পরিহিত একজন জুলু এসে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে একটু গলা ভিজিয়ে নিন বরং। টক চলে গেলো।

জুলুটি অভিবাদন করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। দু' গ্লাস জিনের অর্ডার দিয়ে দু'জন এলো ঘরের বাইরে প্রশস্ত—গাড়ি বারান্দায়। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মত্ত হলো। জুলু দু'গ্লাস পানীয় এবং টোস্ট দিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় টক এলো।

মিস ডেসমন্ড, আপনাদের আগমনে মিঃ কালেনবার্গ খুবই খুশী হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এখন দেখা করতে পারছেন না কারণ তিনি কয়েকটি জরুরী কাজে ব্যস্ত আছেন। রাত্রিতে ছাড়া তিনি সময় করতে পারবেন না। আপনাদের যদি কোন অসুবিধা না থাকে তবে রাতটা এখানে কাটিয়ে

যান।

গেঙ্গী-এর চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো।—বেশ রাতটা তাহলে কাটিয়েই যাই। কালেনবার্গকে আপনি দয়া করে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন মিঃ টক।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো টক।টক গাড়ি বারান্দায় মায়াকে দেখে ফিরলো।ইনি মিস— দাস। আপনাদের দু'জনের দেখাশোনা ইনিই করবেন। আমার একটা কাজ আছে চলি।' টক বিদায় নিল।

মায়া এগিয়ে এলো, আসুন আপনারা আমার সঙ্গে।

মায়া একটা ট্রলীতে করে ওদের নিয়ে একেবারে একটি লম্বা বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছলো। বারান্দাটা এতো লম্বা যে খাটনি বাঁচাবার জন্য এই ভাবেই যাতায়াত করতে হয়।

মায়া ট্রলী থামিয়ে একটি দরজা খুলে বললো, এই আমাদের অতিথি নিবাস। আসুন, ভেতরে আসুন।

ঘরটি বিলাসবহুল আসবাবে নিখুঁত ভাবে সাজানো। মায়া বললো, যা যা দরকার এখানে সবই পাবেন। বেলা একটায় আপনাদের খাবার দেওয়া হবে বাইরের ঘরে, এই হলো আপনার শোবার ঘর মিস ডেসমন্ড। একটু এগিয়ে একটা ঘরের দরজা খুললো সে।

গেঙ্গী খোলা দরজাপথে তাকালা ঘরের ভেতরে। ফিকে নীল রঙের দেয়াল, বিরাট একখানা বড় খাট, একধারে আলমারী, ড্রেসিং টেবিল, নানারকম প্রসাধন-সামগ্রী একটা রূপোর বাক্সে, সব মিলিয়ে ঘরটি ভারী সুন্দর। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেঙ্গী সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। বিছানার উল্টো দিকের দেয়ালজোড়া এক বিরাট আয়না। ঘরের আবহাওয়া গরম করে শরীর শুকিয়ে নেবার শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মেশিন আছে একটা। বৈদ্যুতিক উপায়ে ম্যাসেজেরও মেশিন রয়েছে একধারে।

এতো বিলাস-ব্যসনে কেউ যে থাকতে পারে—গেঙ্গী-এর ধারণা ছিল না। সে বিস্ময়ে হতবাক হলো।

মায়া বলে গেলো স্বচ্ছন্দে আপনারা যা খুশি করতে পারেন—বিশ্রাম করতে পারেন, বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারেন। যখনই কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে আমাদের ফোনে দয়া করে জানাবেন। মৃদু হেসে মায়া বিদায় নিলো।

গেঙ্গী এবং গ্যারী উভয়ের দিকে তাকালো, গ্যারী আনন্দে শিস দিয়ে উঠলো। হঠাৎ একজন জুলু ঘরে ঢুকলো তাদের রুকস্যাক দুটি নিয়ে। মেঝেয় নামিয়ে রেখে নিষ্ক্রান্ত হলো। গ্যারী তাড়াতাড়ি খুলে দেখে নিলো ট্রান্সমিটার আছে কিনা। গেঙ্গীর দিকে তাকালো সে, দেখতে পায়নি তো ওরা ট্রান্সমিটারটা?

গেঙ্গী বললো, দেখলো তো ভারী বয়ে গেলো। সে স্নান করার জন্য তৈরী হতে লাগলো। রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিলো।

পোশাক খুলে ফেললো শীঘ্র। বিরাট আয়নার সামনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের নিরাবরণ রূপ দেখতে লাগলো অনেক সময় ধরে। আয়নার পেছনে এক সঙ্কীর্ণ হুইল চেয়ারে বসে কালেনবার্গ তার প্রতিটি মনোহারী ভঙ্গিমাই হুবহু দেখতে লাগলেন। এক বিশেষ কায়দায় তৈরী আয়নাটি দ্বিমুখী। সামনের দিক থেকে সাধারণ আর পাঁচটা আয়নার মতোই। শুধু পারদের দিকটাই অন্যরকম—সেদিক থেকে আয়নার সামনে দাঁড়ানো মানুষটিকে স্বচ্ছ কাচের মধ্যে দিয়ে দেখার মতোই পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

গেঙ্গী ধীরে ধীরে এবার বাথরুমে গিয়ে বাথটবের কল খুলে দিলো।

জঙ্গলের আড়ালে বসে ফেনেল হেলিকপ্টারটা নামতে দেখলো। ঝড় বাদলে ক্ষয়ে যাওয়া এক বিরাট পাথরের চাঁইয়ের ওপর তাঁরা জায়গা বেছে বসেছে। গাছপালা, ঝোপঝাড়ে চারপাশে ঘেরা ডালপালার ফাঁক দিয়ে কালেনবার্গ-এর বাড়িটা পরিষ্কার নজরে আসছে। ফেনেলের চোখে শক্তিশালী দূরবীন। জোন্স ট্রান্সমিটার তুলে নিলো হাতে। খুলে রেখে দিলো সেট। কখন গ্যারী খবর পাঠাবে কে জানে। ফেনেল একটা সিগারেট ধরিয়ে গা হাত-পা ছড়িয়ে দিলো পাথরের ওপর। ধকল বড় কম যায়নি—অমন একটা বোঝা ঘাড়ে করে এতখানি পথ হাঁটা। চোখ দুটো তাঁর ভারী

হয়ে এলো।

হঠাৎ ট্রান্সমিটারে খট্ করে একটা শব্দ হলো—ওপাশ থেকে খবর আসছে যন্ত্রটা কানের কাছে তুললো সে। জোন্স—গ্যারী কথা বলছি—বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি সব-পরে বলবো আরো কথা—ছাড়ছি। মেশিন বন্ধ হতে ফেনেল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো জোন্স-এর দিকে।

—-ওরা আজ রাত্তিরটা বাড়িতেই কাটাচ্ছে। কালেনবার্গ অসন্তুষ্ট হয়নি বলে ওদের ধারণা। কালেনবার্গ রাত ন'টায় ওদের সঙ্গে দেখা করবেন। গ্যারী আমাদের এখানেই থাকতে বললো—রাত এগারোটায় সে আবার খবর পাঠাবে।

এখন বেলা দুপুর। ওরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলো।

এদিকে গেঈ এবং গ্যারী দুপুরের খাওয়ার পর গাড়িবারান্দায় বসে আছে। গেঈকে খুব সুন্দর লাগছে, সোনালী রঙের একটা শাড়ি পরেছে সে। দু'আঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

ওরা আলোচনা করতে লাগলো যে ফেনেল কি ভাবে ঢুকবে। গাড়ি বারান্দায় দু'একজন পাহারাদার থাকতে পারে।

—চলো, বাগানটা একটু ঘুরে দেখে আসি।

বাইরে প্রচণ্ড গরমের জন্যে গেঈ যেতে রাজী হলো না। গ্যারী তাকে বললো, তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি ঘুরে আসি। একথা বলে সে উঠে দাঁড়ালো। সবুজ সিমেন্টের পথ ধরে সে এগিয়ে গেলো। গেঈ তাঁর গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো। তারপর চোখ বুজিয়ে গ্যারীর কথা ভাবতে লাগলো, চিন্তার সাগরে ডুবে আকাশ-কুসুম ভাবনা ভাবতে লাগলো। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো সে। ঘুম ভাঙলো গ্যারীর ধাক্কায়। সে এসে জানালো বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত যাবার এক্তিয়ার কারোর নেই।

বাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা মস্ত পুকুর। আর পুকুর ভর্তি কিলবিল করছে বড় বড় কুমির। গ্যারী জানালো যে এখানকার পরিবেশটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হলো। কাউকে বেপাত্তা করে দেবার পক্ষে জায়গাটা বেশ ভালো। আগাগোড়া ঘটনাগুলো ভাবলে কেমন যেন খটকা লাগে। কত সহজে ঢুকে পড়লাম আমরা। টক-এর দৃষ্টিটাও খুব সাংঘাতিক।

হঠাৎ ওরা টককে এদিকে আসতে দেখলো। টক এগিয়ে এলো তাঁর মুখে একচিলতে হাসি। চোখের দৃষ্টি প্রথমে গ্যারী তারপর গেঈর ওপর গিয়ে স্থির হলো। কোন অসুবিধা হয়নি তো, দুপুরের খাওয়া?

গেঈ একমুখ হাসি নিয়ে জানালো যে, না, কোনো অসুবিধা হয়নি। জায়গাটা ভারী সুন্দর। টক হঠাৎ করে বলে উঠলো 'মিঃ কালেনবার্গের মিউজিয়াম দেখবেন নাকি মিস ডেসমন্ড?

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও এতটা চমকে উঠতো না গ্যারী। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘোরালো সে। গেঈ ভাবলেশহীন চোখে তাকালো টক-এর দিকে, মিঃ কালেনবার্গ-এর আবার মিউজিয়ামও আছে নাকি?

—আছে মানে পৃথিবীর অন্যতম সংগ্রাহকদের মধ্যে মিঃ কালেনবার্গ একজন।

গেঈ বলে উঠলো, নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই আমরা দেখতে চাই।

গ্যারীও মিউজিয়াম দেখার জন্য উৎসাহ দেখালো।

ঘর থেকে বারান্দায় এলো তাঁরা। যেতে যেতে গেঈ এবং গ্যারীর মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো। তিনজন গিয়ে ট্রলিতে উঠলো। ট্রলী লম্বা বারান্দা পার হয়ে এসে এক জায়গায় থামলো। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক দেয়াল। তাঁরা ট্রলী থেকে নামলো। টক কাছাকাছি একটা জানালার ওপর আঙুল দিয়ে কি যেন টিপলো। দেয়াল সরে গেলো এক পাশে। একটা বন্ধ দরজা চোখে পড়লো। দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই দরজাটা আপনা আপনি খুলে গেলো। সমস্ত দরজাই বৈদ্যুতিক—শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত।

তিনজনে এগিয়ে গিয়ে একটা লিফ্টে উঠলো। সাইডবোর্ডে চার রঙের চারটে বোতাম। টক প্রথমে সবুজ বোতামটি টিপলো। লিফ্ট নীচে নামতে লাগলো ধীরে ধীরে। লিফ্ট মাটি স্পর্শ করতে দরজা খুলে গেলো, তাঁরা ঢুকলো শীতল গুহাকৃতি এক প্রকোষ্ঠে। কয়েক মিনিট টক গেঈ এবং গ্যারীকে দাঁড় করিয়ে রেখে দরজায় কি যেন সব নাড়াচাড়া করলো, তারপর তাদের দিকে

ফিরে বললো, মিউজিয়ামে অমূল্য কতগুলি বস্তু আছে। চুরির ভয়ে আমরা সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছি। এই যে ঢোকার দরজাটা দেখছেন। এটা নিরেট স্টিলের তৈরী। চারপাশের দেওয়াল পাঁচ ফুট চওড়া। দরজায় আছে একটা টাইম লক—এই তালার এমনই কায়দা যে, রাত দশটায় বন্ধ করে দেবার পর, পরদিন সকাল দশটার আগে খোলার আর কোনো উপায় নেই। আসুন এবার।

নীচু ছাদের ঘর একখানি, মৃদু আলোয় রোমাঞ্চকর তার পরিবেশ। দেয়ালে—অসংখ্য ছবি। তাদের মধ্যে রেমব্রাঁর একখানি, পিকাসোর কয়েকখানি এবং রেনেসাঁসের যুগের কয়েকটি অনবদ্য শিল্পকর্ম গেঈর চোখ এড়ালো না। তাঁর মনে হলো সে যেন একই সঙ্গে উফিজি, ভ্যাটিকান মিউজিয়াম এবং লুভ-এ এসে হাজির হয়েছে।

এগুলো নিশ্চয়ই আসল নয়, তাই না মিঃ টক?

—কে বললো আসল নয়? আমি তো আগেই বলেছি আপনাদের মিঃ কালেনবার্গ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহকদের মধ্যে একজন। ভিতরের ঘরে চলুন, সেখানে আরো বিস্ময়কর জিনিস দেখতে পাবেন।

ছবির ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁরা গিয়ে ঢুকলো এক প্রশস্ত—ঘরে। ঘরের মাঝখানে চার মিটার উঁচু এক সোনার বুদ্ধমূর্তি।

টক বললো, ব্যাঙ্কক থেকে আনা হয়েছে মূর্তিটা। গত যুদ্ধের সময় জাপানীরা মূর্তিটির খোঁজে শহর তোলপাড় করে ফেলেছে। মূর্তিটি আগাগোড়া নিরেট সোনার তৈরী। টক শিল্পকর্মের এক একটি নিদর্শন ব্যাখ্যা করলো তাদের কাছে। গ্যারীর শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ কম, তবু সব দেখেশুনে তার মন্দ লাগলো না। এগিয়ে চললো তারা।

গেঈ ঘাড় ফেরালো, আর তখনই চোখে পড়লো তার বার্জিয়া আংটি, একটি ছোট আলোকিত মঞ্চের ওপর ছোট্ট একটি কাচের বাক্সে রয়েছে।

টক বললো, এই হলো সেই বিখ্যাত বার্জিয়া আংটি। বার্জিয়ার অনুরোধে এক স্বর্ণকার বানিয়েছিলো এই বিষের আংটিটা। শোনা যায় সেই স্বর্ণকারই হয়েছিলো বিষের প্রথম শিকার। আংটির কার্যকারীতা পরীক্ষা করতে এবং স্বর্ণকারের মুখ চিরতরে বন্ধ করতে সিজার আংটি আঙুলে পরে তার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। আংটির হীরেগুলোর আড়ালে লুকোনো আছে একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছুঁচ—খোলা চোখে তা ধরা পড়ে না। বার্জিয়ার করমর্দনের সময় স্বর্ণকার মারা যায়।

গেঈ জানতে চাইলো যে এখনও আংটিটায় বিপদের আশংকা আছে কিনা।

—না না মিস্ ডেসমন্ড। এখন আর সে ভয় নেই। আংটিটাকে আবার কার্যকরী করতে হলে আগে বিষ ভরতে হবে।

তারা এগিয়ে চললো। তাদের আরো আধঘণ্টা কাটলো নানারকম বিচিত্র নমুনা দেখে। তারপর সকলে মিলে বাইরে এলো। টক বিদায় নেবার আগে বলে গেলো যে দেড় ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি বারান্দায় নৈশভোজ দেওয়া হবে। একজন ভৃত্য এসে তাদের ডেকে নিয়ে যাবে।

সাড়ে সাতটা বাজে তখন, ভোদ্‌কার সঙ্গে মার্টিনি মিলিয়ে দুটি গেলাস নিয়ে বসলো দু'জন। গ্যারী বললো জান গেঈ, আমার যেন কেমন লাগছে আগাগোড়া, বারবার মনে হচ্ছে আমরা যেন ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। ভেবে দেখ, মিউজিয়ামের প্রত্যেকটা জিনিসই যে চুরি করা—তা আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ধরতে পেরেছি। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তো আমরা একথা রটিয়ে দিতে পারি। তা সত্ত্বেও আমাদের মিউজিয়াম দেখানো হলো কেন? কেন টক আমাকে লিফ্‌ট কি ভাবে কাজ করে এবং তালাটার গোলমেলে রহস্যের কথা শোনালো? এদের কি উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

গেঈ মনে মনে ভাবলো, তাহলে কি আমরা এখান থেকে কোনদিন বের হতে পারবো না! চিরকাল এখানে আমাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে!

গ্যারীর একটা ভরসা ফেনেল এবং জোন্স আছে। ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার একবার।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বাজে তখন একজন ভৃত্য এসে ডেকে নিয়ে গেলো তাদের গাড়ি বারান্দায়। কালেনবার্গ তাদের জন্য চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তারা আসাতে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন।

ওরা আসন গ্রহণ করলে তিনি বললেন, টক এর মুখে শুনলাম, আপনি নাকি অ্যানিম্যাল ওয়ার্লড পত্রিকার তরফ থেকে এসেছেন। কতদিন হলো আছেন ওদের সঙ্গে? আমি পত্রিকাখানি নিয়মিত রাখি। জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে জানতে আমার ভালো লাগে, তা আপনার নামে তো কোনো লেখা, প্রকাশ হতে দেখিনি কোনদিন?

গেঙ্গ একটুও বিচলিত না হয়ে উত্তর দিল, আমি ওখানে মাস ছয়েক হলো আছি। কত বড় বড় লেখকদের লেখাই কাগজে বের হয় না আর আমি তো চুনোপুঁটি মাত্র। তাছাড়া আমার ওপর কতগুলি বাঁধা ধরা কাজ করার নির্দেশ আছে। ভাবছিলাম এই সুন্দর বাড়িটার একটা সুন্দর ছবি নিয়ে ছাপবো।

কালেনবার্গ তাকালেন মুখ তুলে। আমি দুঃখিত মিস্ ডেসমন্ড, এখানে ছবি তোলা নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ।

—যাই হোক এখানকার মিউজিয়াম আপনার কেমন লাগলো বলুন?

—অপূর্ব, এমন এক মিউজিয়ামের মালিক হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ কালেনবার্গ। তিনজন ভৃত্য এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো সুন্দর কারুকার্যখচিত এক ডিনার টেবিলের পাশে।

ডিনারে বসে কালেনবার্গ গ্যারীকে বললেন, মিঃ এডওয়ার্ডস আপনি কি একজন পেশাদার পাইলট?

গ্যারী মাথা নেড়ে বললো না, সবে আরম্ভ করেছি মাত্র। মিস্ ডেসমন্ডই আমার প্রথম খদ্দের।

কালেনবার্গ গেঙ্গ এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তাহলে এক বিরাট কাজে নেমেছেন বলুন?

—হ্যাঁ বিরাট কাজই তো বটে। ওয়ানক-এর গভীর জঙ্গলে যাবো বলে বেরিয়েছি, চোখ পড়লো আপনার এই সুন্দর বাড়িটার ওপর। নেমে পড়লাম।

গেঙ্গ বললো আপনার বাগানটা ঘুরে দেখলাম মিঃ কালেনবার্গ, দেখলাম যুদ্ধের পোশাক পরা একজন জুলু বাগান পাহারা দিচ্ছে। বেশ ভালোই লাগছে।

কালেনবার্গ বললেন, একশো জন এই ধরনের আমার পাহারাদার আছে। ওদের চোখ এড়িয়ে কেউ এখানে ঢুকতেও পারে না। আবার বের হতেও পারে না। সারা দিনরাত্তির ওরা পাহারা দেয় চারপাশের জঙ্গল।

গ্যারী কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো, বাগান নিশ্চয় পাহারা দেবার দরকার হয় না?

—না মিঃ এডওয়ার্ডস, রাতে বাগান পাহারা দেবার জন্য কেউ থাকে না। যখন কোনো অতিথি আসেন এখানে, তখনই তারা বাগান পাহারা দেয়। তাও অবশ্য দিনে—রাতে নয়।

কালেনবার্গ চিন্তান্বিত ভাবে হিন্ডেনবার্গের গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

আরো নানা ধরনের মুখোরোচক খাবার এলো। খাওয়া শেষ হলে টক এসে দাঁড়ালো।—বিরক্ত করছি একটু স্যার, মিঃ ভোরস্টার টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন কালেনবার্গ, ও ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

টক চলে গেল।

কালেনবার্গ বললেন, মাফ করবেন মিস্ ডেসমন্ড। আপনাদের সঙ্গ দিতে পারছি না বলে দুঃখিত, এখনও কয়েকটা কাজ বাকি পড়ে আছে। আপনারা চলে যাবার আগে নিশ্চয়ই দেখা হবে। ছবি তোলার অনুমতি দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত, চলি।

গেঙ্গ এবং গ্যারী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালো। কালেনবার্গের সন্ধানী দৃষ্টি একবার ঘুরে গেলো দু'জনের মুখের ওপর দিয়ে।

অফিসে পৌঁছে টক-এর সঙ্গে দেখা। টক খবর দিলো যে, গাইডটা মারা গেছে। ফেনেল আর জোন্স পাথরের ওপর বসে নজর রাখছে বাড়ির দিকে, এডওয়ার্ডস-এর সাথে ট্রান্সমিটারে যোগাযোগ করছে ওরা। কথাবার্তা যা যা হয়েছে সব টেপ করে রাখা হয়েছে। ফেনেল আজ রাত্রিরে এখানে একলা আসবে। জোন্স ওখানেই থাকবে, এডওয়ার্ডস বুঝতে পেরেছে আমরা ওদের সন্দেহ

করছি। টক বিদায় নিল।

কালেনবার্গ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তাকালেন তাঁর দিকে। বিকেলের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো দেখতে লাগলেন কালেনবার্গ।

হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ হলো, কিমোসা এসে ঘরে ঢুকলো।

—জোয়াইদ মারা গেছে।

কালেনবার্গ ভুরু তুলে তাকালেন তাঁর দিকে, 'মারা গেছে—কি হয়েছিল?

—ঠিক জানিনা, মরার আগে শুধু বলছিল গলা নাকি জ্বলে যাচ্ছে।

—বড় দুঃখের সংবাদ শোনালে কিমোসা, ঠিক আছে। কবর দেবার ব্যবস্থা করো। বেঁচে থাকতে ও তো কোন উপকারেই আসতো না, মরে গিয়েও তাই ক্ষতি হল না কারোর।

কিমোসা আড় চোখে তাকালো তাঁর দিকে তারপর অভিবাদন করে বিদায় নিলো।

কালেনবার্গ চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবতে বসলেন। ঠোঁটের কোনে শয়তানীর হাসি খেলে গেলো তাঁর, এই বর্জিয়া আংটি তাহলে এখনও তেমন মারাত্মক।

।। আট ।।

গেঈ এবং গ্যারী তাদের নির্দিষ্ট ঘরে ফিরে দেখলো বাইরের গাড়ি বারান্দার দিকের সমস্ত দরজা জানালা কে যেন এর মধ্যে বন্ধ করে রেখেছে। শীততাপ যন্ত্রটি চালু থাকায় সব বেশ ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে।

গ্যারী সমস্ত দরজা টেনে দেখলো—খোলা গেলো না, সব তালা বন্ধ।

গ্যারী ভাবলো ফেনেলকে আগে সাবধান করে দেওয়া উচিত। তালা খোলার ব্যবস্থা সেই যা করে করবে। ঘড়ির দিকে তাকালো গ্যারী। এখন দশটা বাজে।

গ্যারী বললো আমার ধারণা লোকটা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। গেঈ শান্ত স্বরে বললো, 'মাথায়ও কিছু গণ্ডগোল আছে। আমার মনে হয় আমরা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। এখানে একবার যখন এসেছি আর পিছু হটবার কোন মানে হয় না। শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হবে। বাগানে রাতে কেউ পাহারায় থাকে না—এটা মিথ্যা কথা। ফেনেলকে আমি বলে দেবো, আসার সময় সে যেন খুব সাবধানে আসে। গ্যারীও বললো—আমারও আগাগোড়া ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে।

গেঈ এবং গ্যারী দু'জনে ঠিক করলো লিফটটা একবার দেখে আসবে। কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে তাঁরা দরজা খুলে বারান্দায় এলো। নিঃশব্দে তাঁরা লিফটের দিকে গেলো, জানলার নীচের বোতামটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলো না। টিপতেই দেয়াল সরে গেলো। লিফটের দরজা খুলে গেলো, গ্যারী ভেতরে ঢুকে প্রথমে লাল বোতামটা টিপে অ্যালার্ম বন্ধ করে দিলো। তারপর সবুজ বোতাম টিপতে লিফট নীচে নামতে লাগলো। একেবারে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গ্যারী আবার সবুজ বোতাম টিপলো—লিফট্ উঠে এলো ধীরে ধীরে। ওপরে পৌঁছে সে লিফট থেকে বেরিয়ে এসে জানলার বোতাম টিপে দেয়াল বন্ধ করে দিলো। তারপর গেঈর হাত ধরে নিঃশব্দে ছুটে এসে ঢুকলো ঘরে।

তাহলে বোঝা গেল যে লিফট চালু আছে। এখন ফেনেল এর ওপরেই সব—নিরাপদে এখানে ঢুকে মিউজিয়ামের দরজা একবার খুলতে পারলেই হলো।

একটু পরে গ্যারী ট্রান্সমিটারে কথা বললো ফেনেলের সঙ্গে। সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। ফেনেল বললো সে বাড়ির দু'প্রান্তের দুটি ঘরের জানলা দিয়ে আলো দেখতে পাচ্ছে।

ফেনেল জানালো আর আধঘণ্টার মধ্যে সে এখানে পৌঁছে যাবে। জোন্স এখানেই থাকবে আমাদের ইশারা না পাওয়া পর্যন্ত। গ্যারী ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিলো। গেঈকে সে জানালো যে ফেনেল এখুনি রওনা দিচ্ছে। বাড়ির আর সব আলো নিভে গেছে। সে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে ঘরের বড় আলোগুলো সব নিভিয়ে দিলো। তারপর জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরের অন্ধকারে।

আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমরা হেলিকপ্টারে মেনভিলে গিয়ে পৌঁছবো। গেঈ বললো এবার পোশাকটা পাল্টে আসি। শোবার ঘরে গিয়ে শাড়ি ছেড়ে জামাপ্যান্ট পরে নিলো সে। গ্যারীও

পোশাক পাল্টে নিলো।

আবার তাঁরা গিয়ে জানালার কাছে বসলো।

একটু পরেই নিঃশব্দে ফেনেল জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। যন্ত্রপাতির ব্যাগ নামিয়ে সে ছোট টর্চের আলো ফেলে দরজার তালা পরীক্ষা করলো। তারপর প্রয়োজন মতো একটি যন্ত্র বেছে দরজার তালা খুলতে বসলো। কয়েক মিনিট পর খট করে একটা শব্দ, তালা খুলেছে। দরজা ঠেলে ফেনেল বসবার ঘরে এলো। গেঈর দিকে তাকিয়ে বললো, বেশ মজায় আছেন দেখছি।

গ্যারীর দিকে তাকিয়ে ফেনেল বললো চলুন, লিফটের দিকে যাওয়া যাক। গেঈকে তারা বলে গেলো, আমরা চললাম তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকো। গেঈ ঘাড় নেড়ে তাদের যেতে বললো।

গ্যারী দরজা খুলে ফেনেলকে ডাকলো, আসুন এদিকে, দেখে যান।

প্রায় পঁয়ত্রিশ খানা ঘর করিডোরের দু'পাশে, নিঃশব্দে তাঁরা এগোলো বারান্দা ধরে। কয়েক মিনিট পর লিফটে নামতে লাগলো নীচে। ফেনেল দরজার কাছে গিয়ে তালা এবং ডায়ালটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে পেছন ফিরলো। যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে কয়েকটা যন্ত্র বের করে সে মেঝেয় নামালো। গ্যারী চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টানতে লাগলো।

ফেনেল নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। কি যে করছে সে-ই জানে। গ্যারী অধৈর্য হয়ে পড়লো। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারী করতে লাগলো নিঃশব্দে। অবশেষে এক ঘণ্টা পর দীর্ঘ অপেক্ষার শেষ হলো। দরজা ঠেলতে খুলে গেলো। তার পর একের পর এক ঘরে ঢুকতে লাগলো। এগিয়ে গেলো সেই আলোকিত মঞ্চটির দিকে। কিন্তু একি! আংটি কোথায়? সেই কাচের বাক্সটির সঙ্গে আংটি-টিও উধাও হয়েছে মঞ্চ থেকে! তারা খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। হঠাৎ দেখা গেলো দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে চারজন দৈত্যাকৃতি জুলু, 'পরনে তাদের চিতাবাঘের ছাল, হাতে বিরাট বর্শা। তাদের দু'জনের চোখে স্থির দৃষ্টি। একজন ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বললো, আসুন আমাদের সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে। গ্যারী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ফেনেল ইতস্ততঃ করলো—পালাবার চেষ্টা বৃথা। দ্বিতীয় কোনো পথ নেই পালাবার। অগত্যা সে নীচু হয়ে তাঁর যন্ত্রপাতির ব্যাগ কুড়িয়ে কাঁধে তুলে সেও গ্যারীর পেছন পেছন এগিয়ে গেলো।

দীর্ঘক্ষণ ধরে গেঈ একা একা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘণ্টা দুই ধরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। সে মনে করলো সে ওদের সঙ্গে গেলেই বোধ হয় ভালো হতো।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হলো। গ্যারী শীঘ্র দরজা খুলে দিলো। কিন্তু একি—পাহারাদার জুলু একজন দাঁড়িয়ে দরজায়। বারান্দার মৃদু আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে তার হাতের বর্শা।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলো গেঈ। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। জুলুটি বলে উঠলো যে মালিক আপনাকে ডেকেছেন। ইতস্ততঃ করলো গেঈ, গ্যারী তাহলে ঠিকই বলেছে—ওরা ফাঁদেই পা দিয়েছে। ভয়বোধটা ততোক্ষণে থিতিয়ে এসেছে। মনে সাহস সঞ্চয় করে ওদের সঙ্গে গিয়ে ঢুকলো কালেনবার্গের কামরায়।

এই তো এসে গেছেন আপনি! চোখ তুলে তাকালেন তিনি, আসুন, এদিকে আসুন। আমি একটা ভারী মজার জিনিস দেখাচ্ছি। টেলিভিশন-এর আলোকিত পর্দার দিকে তাকিয়ে গেঈয়ের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেলো। পর্দায় ফেনেলকে মিউজিয়ামের দরজার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আর দেখা গেলো যে ফেনেল তালাটা খুলে ফেললো। গ্যারী ফেনেলের দিকে এগিয়ে আসছে। গেঈ নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো পর্দার দিকে। তার শরীরের সবটুকু রক্ত বুঝিবা জমে বরফ হয়ে গেছে।

কালেনবার্গ বললেন আজকে ইচ্ছা করেই লিফট্‌টা চালু রেখেছিলাম। গেঈ দেখলো ফেনেল মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলছে, কি হলো?

কালেনবার্গ টেলিভিশন বন্ধ করে দিলেন, বললেন, এই অবধি থাক, ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পড়বে। তখন বাকিটুকু জানা যাবে।

কালেনবার্গ একটি সিগারেট ধরিয়ে গেঈকে জিজ্ঞেস করলেন স্যালিকের খবর।

গেঈ একটুও চমকালো না। চমকের যা কিছু তা আগেই শেষ হয়ে গেছে। ভাবলেশহীন মুখে

সে বললো, এখানে আসার আগে তো দেখে এসেছিলাম বেশ ভালোই আছে, তবে এখন কি হয়েছে বলতে পারি না।

কালেনবার্গের চোখ জ্বলে উঠলো, এবার তাকে চিরদিনের মতো থামতে হবে। দপ করে জ্বলে উঠলো তাঁর চোখ। —হীনতার সীমা তিনি ছাড়িয়ে গেছেন।

গেঙ্গ-এর স্বরে শ্লেষ ফুটে উঠলো, আমার তো মনে হয় তাঁর মতো হীন জঘন্য চরিত্রের লোক আশেপাশে খুঁজলে আরো দু-চারটে অনায়াসে মিলবে। আপনিও তো কম যান না মিঃ কালেনবার্গ।

গেঙ্গ কথা শেষ করতে না করতে দরজা খুলে গেলো। গ্যারী এবং ফেনেলকে নিয়ে চারজন জুলু ঘরে ঢুকলো। কালেনবার্গ হাতের ইশারায় জুলুদের চলে যেতে বললেন। তাঁরা বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কালেনবার্গ ওদের বসতে বলে ফেনেল-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ দিই মিউজিয়ামের দরজা খোলার জন্য। ফেনেল গর্জন করে উঠলো, আংটির জন্য এসেছিলাম আংটি পাইনি। এখান থেকে আমরা চলে যাবো। আপনি আমাদের অনর্থক আটকে রাখতে পারেন না।

—নিশ্চয় যাবেন তবে যাবার আগে কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

—বার্জিয়া আংটির জন্য আপনারা যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা একেবারে নষ্ট হতে দেব না আমি। মিস ডেসমন্ড একটু আগে বলেছিলেন, আংটিটা আইনত আমার প্রাপ্যও নয়, আপনারা আমার চেয়ে কম পরিশ্রম করেননি আংটিটা পেতে, তাই আমার একান্ত ইচ্ছা—আংটি আমি আপনাদের দিয়ে দেবো, তবে কয়েকটা শর্তে। ড্রয়ার খুলে কাচের বাক্সটি বের করে তিনি ডেস্কের ওপর রাখলেন। গ্যারী এবং গেঙ্গ আংটিটা দেখেই চিনতে পারলো।

গ্যারী বললো, কিসের শর্ত?

কালেনবার্গ বললেন, একটা খেলার আয়োজন করেছি আমি—শিকার খেলা। আপনারা তিনজন এবং আপনাদের এক বন্ধু জোন্স হবেন শিকার—আর আমার জুলুরা হবে শিকারী। আপনাদের পালাবার সুযোগ আমি করে দেবো—ভোর চারটের সময় আপনারা রওনা দেবেন। তার তিনঘণ্টা পর সাতটায় জুলুরা রওনা দেবে আপনাদের খোঁজে। বেশ তাড়াতাড়ি এগোতে হবে কিন্তু আপনাদের, নয়তো ধরা পড়ে যাবেন। আর ধরা পড়লে আপনাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হবে। তিনি আরো বললেন যে, আমি জানি, আংটির জন্য আপনাদের পারিশ্রমিক ন'হাজার ডলার। আংটিটা নিয়ে যান—স্যালিককে দিয়ে দেবেন গিয়ে, কাচের বাক্সটি নিয়ে তিনি গেঙ্গর হাতে তুলে দিলেন।

গ্যারী বলে উঠলো, তাহলে আপনি আপনার হীন বিকৃত—মনের সন্তুষ্টির জন্য এই শিকারের আয়োজন করেছেন—তাই তো?

কালেনবার্গের মুখের রেখা বদলে গেলো। শান্ত সদাশয় ভদ্রলোকটির মুখে ফুটে উঠলো ঘৃণা, চরম বিরক্তির চিহ্ন, আমার জমিদারীতে অনধিকার প্রবেশের শাস্তি আপনাদের পেতে হবে—চরম শাস্তি। মিউজিয়ামে যখন ঢুকিয়েছি একবার, তখন আপনাদের মুখ চিরদিনের মতো বন্ধ না করে দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।

গ্যারী বললো তাহলে, কেন দিলেন আমাদের আংটিটা? ডাকুন আপনাদের লোকজন—মেরে ফেলুক আমাদের।

—না শিকার দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। আংটি দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু পালাতে দেবো না আর। তিনি ডেস্কের একটি বোতাম টিপলেন, একদিকের দেওয়াল সরে যেতে বিরাট একখানা ম্যাপ দেখা গেলো। —এই আমার জমিদারির ম্যাপ, বেশ ভালো করে দেখে নিন সকলে। আমার ইচ্ছা বেশ কয়েকদিন ধরে চলুক এ খেলা। দেখুন ম্যাপটা, পূর্ব দিক পাহাড়ে ঘেরা। দক্ষিণ দিকটাও সুবিধার নয় একটা নদী আছে, নদীর আশেপাশের জমিতে বড় বড় বিষাক্ত সাপ কুমির সবই আছে। উত্তর এবং পশ্চিম দিকের পথটাই সোজা, পশ্চিম দিকে মেনভিলের বড় রাস্তায় গিয়ে উঠতে আপনাদের মোট হাঁটতে হবে একশো কুড়ি কিলোমিটার, সুতরাং বুঝতেই পারছেন কত তাড়াতাড়ি যেতে হবে আপনাদের। জুলুদের হাঁটার গতি জানেন তো।

এসব ভেবেই তিনঘণ্টা আগে আপনাদের রওনা দিতে বলেছি। এবারে যে পথ ইচ্ছা আপনারা বেছে নিতে পারেন রওনা দেবার জন্য।

কালেনবার্গ ঘড়ির দিকে তাকালেন, আমার ঘুমোতে দেরী হয়ে গেলো আজ, আপনারা ঘরে ফিরে বিশ্রাম নিন একটু। ঠিক চারটেয় রওনা হবেন। বাধা দেবে না কেউ। বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটবেন কিন্তু। মিস্ ডেসমন্ডদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা এখানকার লোকেদের মুখে মুখে ফেরে, শকুনের চোখে পলক পড়ে না। আমার জুলুদের চোখ কিন্তু শকুনের চেয়ে কম প্রখর নয়। গুড়নাইট!

ওরা ঘরে ফিরে এলো। গেঙ্গ বললো, চলো আমরা এখন বাইরের দিকের দরজা খুলে পালাই। গ্যারী জানালো তার কোনো উপায় নেই, কেননা জুলুরা ওদিকে পাহারা দিচ্ছে।

ফেনেল কপালের ঘাম মুছে বললো, জোন্স-এর সঙ্গে আগে কথা বলে নিই। উত্তর দিকে রওনা দিয়ে থেম্বাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিকে হয় যাওয়া যাবে, ওর কাছে রাইফেলটা আছে।

গেঙ্গ বাক্সের মধ্যে আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল, গ্যারী বললো, এক কাজ করো আংটিটা তুমি আঙুলে পরে নাও। বাক্সের থেকে আঙুলে আংটিটা অনেক নিরাপদ হবে। গেঙ্গ আংটিটা আঙুলে পরে ফেললো।

চারটের সামান্য আগে ঘুম ভেঙে গেলো গেঙ্গর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিছানার ওপর, কোথায় যেন মাদল বাজছে—খুব দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও, রাতের সেই অন্ধকার যেন আরো ভারী, আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে মাদলের একটানা শব্দে—

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে রুকস্যাকটা নিয়ে গেঙ্গ বসবার ঘরে এলো। গ্যারী আর ফেনেল বাইরের দিকের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ঠিক চারটে বাজতেই এক বিশাল চেহারার জুলু এসে দাঁড়ালো বারান্দার দিকের দরজার বাইরে।

গ্যারী বললো, এক্ষুনি বেরোচ্ছি আমরা। দরজা খুলে দিলো সে।

মাদলের শব্দ আরো প্রবল হলো। দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় তিরিশ জন জুলু, পরনে তাদের চিতাবাঘের ছাল, মাথায় উটপাখীর পালকের টুপি। এক হাতে চামড়ার ঢাল, আর একহাতে নিরেট ইস্পাতের তৈরী তীক্ষ্ণ—বর্শা, আগুন জ্বলছে বৃত্তের মাঝখানে, একজন জুলু আগুনের সামনে বসে উন্মাদের মতো বাজাচ্ছে এক প্রকাণ্ড মাদল। বাজনার তালে তালে নাচছে সেই তিরিশজন জুলু।

সেই বিশালাকৃতি জুলু তার বর্শা তুলে ধরলো তিনজনের দিকে প্রথমে, তারপরে জঙ্গল বরাবর তুললো।

গ্যারী এবং ফেনেল রুকস্যাক কাঁধে তুলে গেঙ্গকে মাঝখানে রেখে এগোলো গুটি গুটি, মাদলের শব্দ আরো প্রবল হলো, ভয়ে গেঙ্গর গলা শুকিয়ে গেল।

ওরা তাড়াতাড়ি পা চালালো, লন পেরিয়ে এগিয়ে চললো জঙ্গলের দিকে, পেছন ফিরে তাকাবার সাহস কারুর হলো না, জঙ্গলে এসে প্রথম কথা বললো গ্যারী, ওঃ কি সাংঘাতিক। জোন্স কোথায়?

—ঐ তো ওখানে পাথরের চাইটার ওপর। ফেনেল দু'হাত মুখের কাছে নিয়ে ডাকলো,

জোন্স! তাড়াতাড়ি এসো—এদিকে।

টর্চ বের করে আলো জ্বেলে দোলাতে লাগলো সে। জোন্স-এর গলা শোনা গেলো, আলোটা জ্বেলে রাখো, আমি যাচ্ছি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে জোন্স এলো, পেয়েছো আংটিটা? হেলিকপ্টারে এলে না কেন?

পেয়েছি আংটি। ফেনেল বললো, থেম্বার কাছে যেতে হবে। হেলিকপ্টার নেই। চলো যেতে যেতে সব বলছি। ফেনেল আর জোন্স পাশাপাশি কথা বলতে বলতে এগোলো। গ্যারী আর গেঙ্গ পেছন পেছন, সব কিছু শুনে গতিবেগ বাড়িয়ে দিল জোন্স।

ওরা ভাবতে লাগলো—কি ভাবে কোন পথে জুলুদের এড়ানো যাবে, পূব দিকের পথ অসম্ভব। তারা কেউ পাহাড়ে চড়তে পারে না, উত্তর দিক সম্পর্কে কালেনবার্গ মিথ্যা বলেছে মনে হয় না—নিশ্চয় তার লোক আছে ও পথে, না হলে গ্যারীদের সম্পর্কে অত খুঁটিনাটি খবর পেলো

কি ভাবে। বাকি রইলো শুধু দক্ষিণ দিকের পথ—কুমির আর বিষাক্ত সাপে বোঝাই। অবশ্য পশ্চিম দিকের পথটা ভালো।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাঁরা পৌঁছালো থেম্বার কাছে। আঙুল দিয়ে জোন্স দেখালো, ঐ যে, ঐ গাছের নীচে থেম্বার থাকার কথা।

ফেনেল আবছা অন্ধকারে চারিদিক তাকালো।

জোন্স চিৎকার করে ডাকলো, থে-ম-বা—

ডানার শব্দ করে উড়ে গেলো এক ঝাঁক নিশাচর পাখী কোথায় যেন একটা হায়না হাসলো। কিন্তু থেম্বার গলা শোনা গেল না।

জোন্স এগিয়ে গেল গাছের কাছে। না, ভুল হয়নি তাঁর। এই তো একরাশ শুকনো কাঠ জমা করে রাখা, এইখানে ছিলো জলের টিন, রাইফেল আর খাবারের টিনের ব্যাগটা—গেল কোথায় সব।

ফেনেল গর্জন করে উঠলো ঠিক ভেগে পড়েছে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে।

—না না, তা কখনও হতে পারে না, নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছে।

'এটা কি! একটা জায়গা দেখিয়ে গ্যারী বলে উঠলো, সকলে তাকালো। সদ্য তোলা মাটির স্তূপ একটা, এগিয়ে গেল তারা সেদিকে। স্তূপের ওপর থেম্বার ছড়ানো পালকের টুপিটা বসানো।

বুঝতে বাকি রইল না কার কবর ওটা! জোন্সই প্রথম কথা বললো, ওরা মেরে ফেলেছে ওকে—খাবার, জল, রাইফেল সব নিয়ে ওকে কবর দিয়ে রেখে গেছে! অনেকক্ষণ তারা নিঃশব্দে কবরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গ্যারী—দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, আমাদের আর দেরী করা উচিত হবে না জোন্স। চারটে রাস্তার মধ্যে আমার দক্ষিণ দিকের রাস্তাটাই ধরার ইচ্ছা। ওরা ভাববে আমরা হয়তো পশ্চিম দিক দিয়ে যাবো—তাই ঐ পথেই যাবে ওরা, ভাগ্য ভালো থাকলে মনে হয় কোনক্রমে হয়তো পার হয়ে যেতে পারবো সীমানা, তোমরা কি বলো?

—রাস্তার ওপর নির্ভর করে সব। কুমিরের রাজত্ব বলে তো জানি ও দিকটা!

—তবু ঐ পথই ভালো। তোমার কাছে কম্পাস আছে তো?

পকেট থেকে কম্পাস বের কবে জোন্স দিলো গ্যারীর হাতে। গ্যারী কম্পাসের দিক ঠিক করে নিলো।

যাত্রা শুরু হলো। প্রথমে গ্যারী, তার পেছনে গেঙ্গ তার পেছনে ফেনেল আর জোন্স। কেউ কোনো কথা বললো না। থেম্বার মৃত্যুতে সকলেই শোকাভিভূত। আশু বিপদের আশঙ্কায় পরস্পর পরস্পরের অনেকটা কাছে এগিয়ে আসতে পেরেছে।

তারা দ্রুত এগোতে লাগলো, সময় চারটে বেজে পঞ্চাশ। আর প্রায় দু'ঘণ্টা পরেই জুলুরা রওনা দেবে।

আরো মিনিট কুড়ি চলার পর গ্যারী কম্পাসে দিক ঠিক করলো। —এ পথটা পশ্চিম দিকে বেঁকে গেছে ক্রমশ, আমরা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগোবো।

ঘন—গাছপালায় ঢাকা জঙ্গল। ইতস্ততঃ কাঁটাঝোপ, ঘাসগুলো, প্রায় মানুষের সমান উঁচু।

ফেনেল বললো, এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবো কি ভাবে?

—কিছু করার নেই। দক্ষিণ দিকের একটাই পথ।

জোন্স বললো, এই জায়গাটা খুব সাপেরও উপদ্রব। সাবধানে দেখেশুনে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

গেঙ্গ গ্যারীর হাত চেপে ধরলো। গ্যারী সান্ত্বনা দিলো তাকে, ভয় নেই, আমি তো আছি।

উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথ। মাথার ওপর বাঁদর সমানে কিচির-মিচির করছে। তাঁরা এগোতে লাগলো। গ্যারী কম্পাস নিয়ে বারবার দিক ঠিক করতে করতে এগোলো, কালেনবার্গ যখন ম্যাপটা দেখাচ্ছিলেন, সে দেখেছে, নদীটা দক্ষিণে জমিদারীর সীমানা পেরিয়ে একটা ছোট শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে।

সঙ্গে জল আছে খুব সামান্য। নদীর কাছে গেলে সুবিধাই হবে সব দিক থেকে।

আরো তিন কিলোমিটার এগিয়ে এক গভীর জঙ্গলে এসে ঢুকলো তাঁরা। গেঙ্গী-এর হাত গ্যারীর মুঠের মধ্যে ধরা, বললো, কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

—না, কষ্ট আর কি। আর কতখানি যেতে হবে আমাদের—?

—খুব একটা বেশি নয়, আপাততঃ কুড়ি কিলোমিটার, তারপরই জমিদারীর সীমানা ছাড়িয়ে যাবো আমরা। দেয়ালের ম্যাপটা আমি খুব ভালোভাবে দেখেছি। এই পথটাই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত।

ফেনেল বারবার পিছিয়ে পড়ছে, যন্ত্রপাতির ব্যাগের ওজন বড় কম নয়। ফেনেল বললো, এই বোঝা কাঁধে চাপিয়ে হাঁটলে কোনদিনই সীমানা পেরিয়ে যাওয়া যাবে না। সে কি ভেবে নিয়ে ব্যাগটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো, যাক, ব্যাগটা ফেলে দিয়ে বেশ হাল্কা লাগছে এখন।

সূর্যের মুখ দেখা গেলো, ততক্ষণে তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। কাদা জল বাঁচিয়ে রোদের সেই অসহ্য তাপ মাথায় নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ধীরে ধীরে তাঁরা এগোতে লাগলো,

ঘড়িতে এখন কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজে, ভয়ে—আতঙ্কে ওরা গতিবেগ বাড়িয়ে দিলো।

জোন্স বলে উঠলো জলের গন্ধ পাচ্ছি যেন। নদীর কাছাকাছি এসে গেছি প্রায়।

আরো দশ মিনিট পর সত্যিই সত্যিই নদীর দেখা মিললো, নদীর পাড় চওড়া, পিচ্ছিল।

নদীটা পার হতে পারলে হতো। জোন্স বললো, খুব একটা গভীর বলে মনে হচ্ছে না। এমন কিছু চওড়া নয়, হেঁটেই পার হওয়া যেতে পারে। জুতো জামা খুলে সে মাটির ওপর জড়ো করে রাখলো। গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে পা দিয়ে জল মাপার চেষ্টা করলো।

—মনে হয় গভীর আছে। সাঁতরে পার হতে হবে। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সে নদীর জলে, হাতের বড় বড় টানে জল কাটতে কাটতে এগিয়ে গেল ওপারের দিকে।

হঠাৎ ঘটলো এক অঘটন, তিনজন এপারে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলো সবটুকু। বিপরীত পারের মাথাগুলো নড়ে উঠলো হঠাৎ। বাদামী রঙের একটা কিছু—গাছের গুড়ির মতো দেখতে অনেকটা—মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো জলে ঠিক জোন্স এর সামনে। কাঁটা ভরা। লেজটা একবার জলের ওর প্রলম্বিত হলো মুহূর্তের জন্য। জোন্স আর্তনাদ করে হাত পা ছেড়ে দিলো। জলের নীচে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটা প্রচণ্ড আলোড়ন, ঝটপটানি, ধীরে ধীরে জলের বাদামী রঙ পাল্টে প্রথমে ফিকে লাল, তারপর লাল, শেষে ঘন লাল হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো।

।। নয় ।।

দুপুরে বৃষ্টি নামলো। গত প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে জমা হয়েছে আকাশে, সূর্য গেছে ঢেকে, চারিদিকে নেমেছে নিকষ কালো অন্ধকার। হঠাৎ বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো মেঘের গা বেয়ে। মুহূর্তের মধ্যে তিনজন ভিজে একাকার হয়ে গেলো।

গেঙ্গীর হাত ধরে গ্যারী ছুটলো জঙ্গলে একটু আশ্রয়ের জন্য। একটা বিরাট গাছের নীচে তারা দু'জনে বসলো। ফেনেলও গালি দিতে দিতে এসে জুটলো। নদীর জল ক্রমশ বেড়ে চললো। গত চার ঘণ্টা কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। জোন্স-এর আকস্মিক মৃত্যু সকলের মনে গভীর ছায়া ফেলেছে। কয়েকদিনের পরিচয়ে প্রত্যেকেই জোন্সকে ভালোবেসে ফেলেছিলো।

ক্ষণিকের জন্যও গেঙ্গী ভুলতে পারেনি সেই দৃশ্য। জোন্স এর মুখের সেই ভয়াবহ অভিব্যক্তি বুক ফাটানো আর্তনাদ। সর্বক্ষণ সেই ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

দুঃখ গ্যারীরও কিছু কম নয়। কিন্তু এখন শোক প্রকাশ করার সময় নয়। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা মানে জুলুদের অনেকটা এগিয়ে আসতে সাহায্য করা। সুতরাং এখন না থেমে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য। সে তাই, না দাঁড়িয়ে ক্রন্দনরতা গেঙ্গী-এর হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের পথে।

তিনজনের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছে ফেনেল, জোন্সকে তাঁর পছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

গাড়িটা খাদে গড়িয়ে পড়ার সময় তাঁর ধৈর্য তাঁর অমিত্ত আত্মপ্রত্যয়—সবকিছু মুগ্ধ করে ফেলেছিলো ফেনেলকে। যেন মনে হয়েছিলো যে জোন্স তাঁর কতদিনের বন্ধু।

গ্যারী মৃদুস্বরে গেঈকে বললো, বৃষ্টি হয়ে ভালোই হলো গেঈ, আমাদের পায়ের দাগ সব ধুয়ে মুছে যাবে এখন আর ওরা বুঝতে পারবে না আমরা কোন পথে এসেছি।

গেঈ উত্তরে শুধু হাত চেপে ধরলো গ্যারীর। শোকে-দুঃখে সে মুহ্যমান।

আরো মিনিট দশেকের পর বৃষ্টি কমে এলো। গ্যারী উঠে দাঁড়ালো আর এখানে নয়, এগোতে হবে আবার। নদীর পাড় ধরে তারা এগিয়ে চললো। ও পাড় ঘন-ঝোপ আর বড় বড় ঘাসে ঢাকা। কুমির লুকিয়ে থাকার আদর্শ আশ্রয়। জোন্স এর ঘটনা ঘটে যাবার পর ঝোপঝাড়ের কাছ দিয়ে আর নদী পার হওয়া ঠিক নয়। ফাঁকা মতো একটা জায়গা পেলে তবেই চেষ্টা করা যাবে একবার।

এবারে খেয়ে নেওয়া যাক, তারপর আবার এগোবো। গ্যারী জোন্স-এর রুকস্যাক খুলে খাবারের টিন বের করলো, সেদ্ধ মাংস খানিকটা, তিন জনের জন্য সমান ভাগ করলো সে।

গেঈ অলস সুরে বললো, আমার ক্ষিধে নেই, আমি খাবো না।

গ্যারী তাকালো তাঁর দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো—মুখটা যেন কেমন সাদাটে, রক্তহীন, চোখ দুটো যেন বুজে আসছে।

গেঈ কিছু খেলো না, গ্যারী আর ফেনেল ভাগ করে খেলো খাবারগুলো খেতে খেতে বারবার গ্যারী তাকালো গেঈর দিকে—গেঈ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে চুপচাপ।

খাওয়া শেষ করে ওরা দু'জন উঠে দাঁড়ালো। গেঈ-র কাঁধে হাত রেখে উঠতে বললো গ্যারী। একরকম টেনেই তুলতে হলো তাকে শেষ পর্যন্ত।

কোনরকমে গ্যারী এবং গেঈ পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো, ফেনেলের পিছনে পিছনে। গ্যারী হাত ধরলো তার।

ফেনেল ফিরলো তাদের দিকে। —দোহাই তোমাদের একটু পা চালিয়ে এসো, কোনরকমে তারা দু'কিলোমিটার গেলো, গেঈ আর পারছে না। যেন সে ঘুমের মধ্যে হাঁটছে।

আরো তিন কিলোমিটার যাওয়ার পর একটু বিশ্রামের জন্য একটা জায়গা পাওয়া গেলো—নদী এখানে সামান্য সঙ্কীর্ণ, দু'পাশে মাটির পাড়, অনেক দূর বিস্তৃত ঝোপঝাড় পাড় থেকে অনেক দূরে।

—এখানেই নদী পার হবো আমরা। গেঈকে সে এনে বসালো এক গাছের ছায়ায়, আরো একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে আসি—সঙ্গের জিনিসগুলো তো ভিজতে দেওয়া যায় না।

গ্যারী চলে যেতে ফেনেল আড়চোখে তাকালো গেঈর দিকে। রোদ এসে পড়েছে তাঁর হাতের আংটিটার ওপর, হীরেগুলো যেন জ্বলছে। ফেনেলের চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সে আংটিটা খুলে নেবার জন্য গেঈর দিকে এগিয়ে গেলো।

গ্যারী সেই মুহূর্তে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো হাতে একটা ডাল নিয়ে। ফেনেল সরে গেল গেঈর কাছ থেকে।

জুতো এবং রুকস্যাকগুলো গাছের ডালে দ্রুত বাঁধা হলো। এসো, গেঈকে ডাকলো সে, ডালটা তুমি ধরে থাকবে, আমি ঠেলে নিয়ে যাবো।

দু'জনে জলে নামলো, ফেনেল দাঁড়িয়ে রইলো পাড়ে। কই, এবার তো কুমির এলো না। ওপারে গিয়ে কাদার ওপর বসে পড়লো গেঈ। ফেনেল জলে নেমে ভয়ে আতঙ্কে দ্রুত সাতরে নদী পার হলো। গ্যারী ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছে গেঈর অচেতন প্রায় মুখের ওপর।

ফেনেলের গা বেয়ে জল ঝরছিল টস্ টস্ করে। কর্কশ গলায় সে বললো!, কি ব্যাপার তোমাদের?

—দেখতেই তো পাচ্ছো, গ্যারী অচেতন গেঈকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলো এক গাছের ছায়ায়, জুতো আর রুকস্যাকগুলো নিয়ে এসো।

ফেনেল নিঃশব্দে আদেশ পালন করলো।

গ্যারী বললো, দুটো ডাল পাওয়া যায় নাকি দেখো, স্ট্রেচারের মতো করে বরং ওকে নিয়ে যাবো।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি। ওকে বয়ে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তোমার ইচ্ছা হয় তুমি বয়ে নিয়ে যাও, আমি পারবো না।

গ্যারী কঠিন চোখে তাকালো তার দিকে, তার মানে তুমি বলতে চাও, ওকে এখানে ফেলে রেখে যাবো?

আলবাত, কেন যাবো না? ও আমাদের কে যে এত দরদ দেখাতে হবে? চলো সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

গ্যারী বললো, তুমি যাও, ওকে ফেলে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

—বেশ, কম্পাস আর আংটিটা দাও আমাকে। আমি যাচ্ছি।

—বেরিয়ে যাও—কোনটাই পাবে না।

ফেনেল সবল হাতে ঘুষি ছুড়লো গ্যারীর দিকে, গ্যারীও ফেনেলের চোয়ালে ঘুষি মারলো। আঘাত সামলাতে না পেরে ফেনেল চিত হয়ে পড়লো মাটিতে।

ফেনেল মাটি হাতড়ে তুলে নিলো একটা পাথর—মাথার কাছেই মাটিতে গেঁথে ছিলো সেটা—নিমেষে ছুঁড়ে মারলো গ্যারীর মাথা লক্ষ্য করে। আচমকা আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলো না গ্যারী। চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তার—অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

ফেনেল বহু কষ্টে উঠে দাঁড়ালো, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো গ্যারীর দিকে, পকেট হাতড়ে কম্পাসটা বার করে নিলো। এবার সে এগিয়ে গেলো গেঙ্গী-এর দিকে, এক ঝট্‌কায় তাঁর আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিলো। তারপর দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো, চললাম কম্পাস আর আংটি নিয়ে, এখানে দু'জনে মরো। জুলুদের হাতে না পড়লেও শকুন তোমাদের ঠুকরে খাবে।

আর দেরী না করে অবশিষ্ট খাবারের রুকস্যাকটা তুলে নিলো কাঁধে, তারপর দু'জনের উদ্দেশ্যে থুতু ছিটিয়ে এগিয়ে চললো অন্ধকার জঙ্গলের দিকে।

অনেকক্ষণ পর গ্যারীর জ্ঞান ফিরলো। একটা ছায়া সরে গেলো, তারপর আর একটা, আরও একটা, মাথার ওপর গাছের দিকে তাকিয়ে ভয় পেলো সে। পাতার আড়ালে দুটো শকুন। গ্যারীর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেলো।

গ্যারী সার্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলো কম্পাস নেই। বহু কষ্টে টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালো গেঙ্গী-এর সামনে, গেঙ্গী-এর চোখ মুখ রক্তাভ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অনড়, অচল হয়ে পড়ে আছে একই রকম ভাবে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল থেকে আংটিটা অদৃশ্য।

বসে পড়লো সে গেঙ্গী-এর পাশে। আরো ষাট কিলোমিটার জলাভূমি পেরোলে তবেই সেই শহরটাতে পৌঁছানো সম্ভব। খাবারের রুকস্যাকটা নেই, জলও নেই। ফেনেল সব সঙ্গে নিয়ে গেছে।

ঘড়িতে এখন বিকেল চারটা, গেঙ্গীকে বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে। এই নির্জন বনভূমিতে কি করবেই বা সে ওকে নিয়ে, কার কাছে সাহায্য চাইবে!

ধীর ধীরে চোখ মেললো গেঙ্গী, গ্যারী জানালো যে, কম্পাস আর আংটি নিয়ে ফেনেল চলে গেছে।

—জানি, তুমি কিছু ভেবো না। গেঙ্গী গ্যারীর হাতটা তুলে নিলো তার হাতের মধ্যে।

হঠাৎ একটা শব্দে দু'জনেই মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলো একটা শকুন মগডাল থেকে নেমে এসেছে নীচের ডালে—গলা বাড়িয়ে আছে।

গ্যারী রক্তাক্ত পাথরটা হাতে তুলে নিলো, ছুড়ে মারলো ডাল লক্ষ্য করে। শকুনটা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেলো।

ও বুঝতে পেরেছে আমি মরতে বসেছি। আমি আর বাঁচবো না গো, তুমি বরং চলে যাও এখান থেকে—আমার জন্যে তুমি কেন জুলুদের হাতে প্রাণ দিতে যাবে? কি যে হলো আমার—বুকটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, পা দুটো কি ঠাণ্ডা—মাথাটা ভারী হয়ে আছে, উঃ!

গ্যারী গেঙ্গীর পায়ে হাত দিলো। বরফের মতো ঠাণ্ডা তাঁর পা, বললো, তা বলে আমি তো তোমাকে ফেলে যেতে পারি না।

গ্যারী মনে মনে ভাবলো তাহলে গেঙ্গী কি বাঁচবে না? এই ঘন জঙ্গলে গেঙ্গী পাশে থাকলে

তবুও সাহসে ভর করে এগোনো সম্ভব, কিন্তু একা একা—!

এই অবস্থায় ভগবানকে স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সে গেঙ্গ-এর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, দেখো, আমি বলছি তুমি ঠিক সেরে উঠবে।

এমন সময় গাছের ডালে আবার শব্দ—শকুনটা আবার এসে বসেছে।

গেঙ্গ গ্যারীর একটা হাত চেপে ধরে বললো, তুমি আমার একটা কথা রাখবে? আমি আর বাঁচবো না, মরার আগে আমি উইল করে যেতে চাই, তুমি আমাকে বলেছিলে—সব কিছু টাকার ওজনে মাপতে নেই। ঠিকই বলেছিলে তুমি, টাকাকে যদি বড় করে না দেখতাম তাহলে হয়তো এখানে এসে এরকম ভাবে মরতাম না। তোমার কাছে কাগজ কলম আছে গ্যারী?

গেঙ্গ অসহায়ের মতো কাঁদতে শুরু করলো, গ্যারী—তুমি তো বুঝতে পারছো না, কথা বলতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে। বুক যেন ফেটে যাচ্ছে লক্ষ্মীটি আমার, আমাকে উইল করতে দাও, দোহাই তোমার!

রুকস্যাক হাতড়ে একটা নোটবুক আর পেন বের করলো গ্যারী।

—উইলটা নিজের হাতেই লিখবো। সুইস ব্যাঙ্কের ম্যানেজার আমার হাতের লেখা চেনেন। গেঙ্গ বহু কষ্টে সোজা হয়ে চিঠিটা লিখতে লাগলো। লেখা শেষ করে গ্যারীর হাতে দিলো সে নোটবুকটা।

—আমার সব সঞ্চয় তোমাকে দিয়ে গেলাম গ্যারী, বার্ন-এ আমার অ্যাকাউন্টে প্রায় এক লক্ষ ডলার জমা আছে। ডঃ ফার্স্ট সেখানকার ডাইরেক্টর। ওঁর সঙ্গে দেখা করে সব বলো তুমি। কিভাবে আমরা এখানে এলাম, আমার কি হয়েছে, কালেনবার্গের মিউজিয়ামে কি কি আছে—কিছু যেন বাদ দিও না। যা করার সব তিনি করবেন। এই উইলটা তাঁকে দিও, তিনি তোমাকে সব কিছু দেবার ব্যবস্থা করবেন।

—আচ্ছা সে সব হবেখন। তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো দেখি।

গ্যারী মুখ নামিয়ে তপ্ত চুম্বন এঁকে দিলো গেঙ্গর ঠোঁটে।

আরো তিন ঘণ্টা পর। সূর্য তখন দিনের শেষ আভা মেলে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। গেঙ্গ মারা গেলো, ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছড়ে যাওয়া জায়গাটা তাঁর বা গ্যারীর—কারুর নজরে পড়লো না। পড়লে বুঝতো বার্জিয়া আংটি তার বিষের ছোঁয়ায় আরও একটি প্রাণ হরণ করলো।

গত দু'ঘণ্টা ধরে সমানে হাঁটছে ফেনেল, রোদের সেই প্রচণ্ড তেজ, বনের সেই গভীর নিস্তব্ধতা এবং সর্বোপরি সেই নির্জন একাকীত্ব তাঁর বিশ্রী লাগছিল। তবু সান্ত্বনা এই যে—সীমানার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে সে। সীমানা পার হতে পারলেই তার সমস্ত কষ্টের শেষ হবে। হাজার ভাবনা তার মনে ভিড় করলো।

স্যালিকের অফিসে গিয়ে যখন আংটি দেখাবো কি অবস্থাই না হবে! স্যালিক যদি ভেবে থাকে ন'হাজার ডলার দিলেই আংটিটা তাঁর হাতে পৌঁছিবে তবে মূর্খতারই পরিচয় দেবে সে। আগে স্যালিক আমাকে চারজনের ফি বাবদ মোট ছত্রিশ হাজার ডলার দেবে—তবেই পাবে সে আংটিটা। তারপর নগদ ছত্রিশ হাজার ডলার পকেটে নিয়ে সোজা নাইমস-এ। একটু নিরিবিলিতে না বেড়িয়ে এলেই নয়।

গেঙ্গ আর গ্যারী গেছে—আপদ গেছে। উচিত শাস্তি হয়েছে। মরুক ওখানে পড়ে পড়ে।

সূর্য আস্তে আস্তে ঢলে পড়েছে। তার একটা রাতের আস্তানা খুবই দরকার। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে মনের মত একটা জায়গা মিললো। হেলান দিয়ে বসা যাবে বেশ। তাছাড়া বৃষ্টি এলে মাথা বাঁচানোও যাবে।

ক্ষিধে পেয়েছে বেশ। রুকস্যাক থেকে মাছ ভাজার টিনটা খুলে বসলো সে। শুকনো কাঠপালা জোগাড় করে আগুন জ্বাললো।

রাতের অরণ্য জেগে উঠলো ধীরে ধীরে। কোথাও মৃদু শব্দ কোথাও পায়ের চাপে শুকনো

পাতা গুঁড়োবার শব্দ। গাছের ওপর বাদুড়ের ডানার ঝটপটানি। বাঁদরের কিচির মিচির—সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর—পরিবেশ।

ফেনেলের চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে। চোখ বুজলো সে। মুহূর্তে সমস্ত বনভূমির যাবতীয় শব্দ সরব হয়ে উঠলো তার কানের পর্দায়। ভয়ে আতঙ্কে চোখ মেলে আগুনের আভায় দূরের ঝোপঝাড়ের দিকে তাকালো। জুলুরা আবার আগুন দেখে ধরে ফেলবে না তো! ফেনেলের মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত নেমে গেলো একটা। না, আগুন জ্বালাটা বোকামি হয়েছে। দূর থেকেই আগুন চোখে পড়ে। সে আর দেরী না করে আগুন নিভিয়ে দিল। কালো চাদরের মতো অন্ধকার নেমে এল।

প্রায় এক ঘণ্টা সে জেগে রইলো। এক একটা শব্দে চমকে চমকে উঠলো বারবার। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলো ফেনেল। কেমন একটা আতঙ্ক পেয়ে বসেছে তাকে। বিপদের গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে। বিপদে সতর্ক হবার এক সহজাত প্রবৃত্তি তার আছে। সেই প্রবৃত্তিটাই যেন তাকে ঘুম থেকে তুলে দিলো।

কে যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। শুকনো পাতার শব্দ হচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে মোটা লাঠিটা পেলো সে—শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

টর্চের কথা তাঁর এতোক্ষণ মনেই ছিলো না। পাশেই রেখে দিয়েছিলো। নিমেষে টর্চটা তুলে সুইচ টিপলো সে।

আলো গিয়ে সোজা পড়লো জন্তুটার গায়ে। মুখটা শেয়ালের মতো, বসার ভঙ্গীতে শিকারী কুকুরের ক্ষিপ্রতা, শিউরে উঠলো ফেনেল। হায়নাটা আর একটু হলে লাফিয়ে পড়তো তার উপর।

আলো দেখে জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হলো। ফেনেল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। টর্চের আলোটা আর একটু দূরে ফেললো সে—দুটো জ্বলজ্বল চোখ ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো।

ঘড়িতে তিনটে বাজে, আর ঘুম নয়। আর এক ঘণ্টা পর মোটামুটি আলো ফুটবে। এই এক ঘণ্টা জেগে থাকাই ভালো। আবার বসলো সে মাটিতে। হেলান দিলো গাছে।

হঠাৎ রাত্রির নীরবতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ভেসে এলো এক উচ্চ হাসির শব্দ—হি হি হি হি—।

রক্ত হিম করা উন্মত্ত সেই হাসি। ফেনেলের চুল খাড়া হয়ে উঠলো, ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল। আবার শোনা গেলো সেই হাস্যরোল— হি হি হিহি হিহি—ক্ষুধার্ত হায়নাটা ডাকছে।

দুঃখে—হতাশায় চোখ ফেটে জল এলো ফেনেলের, বাকি রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দিল সে।

ধীরে ধীরে আলো ফুটলো। ফেনেলের শরীর অশক্ত, পেশীতে অসহ্য যন্ত্রণা। সারারাত ঠায় বসে কেটেছে, এখন একটু বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু এখন বিশ্রাম করার সময় নেই।

হাঁটতে শুরু করলো ফেনেল। মন্থর গতিতে কোনোক্রমে অশক্ত শরীরটাকে নিয়ে চললো টানতে টানতে। ঘণ্টা দুই হাঁটার পর এক গাছতলায় বসে পড়লো সে। টিন খুলে খাবার খেলো, জলের বোতল থেকে জল খেলো একটু। আবার হাঁটতে শুরু করলো। আরো খানিকটা এগিয়ে কম্পাস বের করলো সে। একি! এগোবার কথা দক্ষিণ দিকে অথচ সে এগোচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমে। কখন ঘুরতে ঘুরতে ভুল পথ ধরে ফেলেছে সে। বড় বড় ঘাস, জলা জমি —কোথায় সাপ—খোপ লুকিয়ে আছে কে জানে!

তবু না গেলে উপায় নেই। হাতের লাঠি দিয়ে ডালপালা, ঘাস ঝোপঝাড় সরাতে সরাতে সে এগোলো। সমস্ত শরীর বেয়ে তাঁর ঘাম ঝরছে। অসম্ভব রোদের তেজ। একটু বিশ্রামের ভীষণ দরকার এখন।

ঘুমোলে মন প্রাণ অনেক তাজা হবে। দেহে নতুন শক্তি আসবে। দিনের বেলা তো আর হায়না নেই, শুধু জুলুদের নিয়েই যা ভয়।

মনের মতো জায়গা সে একটা খুঁজে বের করলো।

বিরাট একটা গাছের গুঁড়ি, মাঝখানটা ফাঁকা। সে শুয়ে পড়লো। রুকস্যাক দিয়ে বানালো মাথার বালিশ। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মোচন করতে তার চোখ ভরে নামলো নিশ্চিন্ত ঘুম।

হঠাৎ জঙ্গল থেকে হায়নাটা বেরিয়ে এসে ঘুমন্ত ফেনেলকে দেখলো, দু'দিন ধরে সে উপোসী, শিকার জোটাতে পারে নি। তাই মরিয়া হয়ে দিনের আলোয় বেরিয়েছে। ফেনেলের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

এবার আর ফেনেলের ঘুম ভাঙলো না। এত ক্লান্ত এত পরিশ্রান্ত সে যে বিপদে সতর্ক হবার সহজাত প্রবৃত্তি তাঁর হারিয়ে গেছে। হায়নাটা দীর্ঘ আধঘন্টা অপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো। পেছনের দু'পায়ে ভর করে একবার শরীর তুললো তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়লো ফেনেলের ডান পায়ের হাঁটুর ওপর।

নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলো ফেনেল, ঘুম ভাঙলো তাঁর, উঠতে চেষ্টা করলো কয়েকবার, কিন্তু পারলো না। ঘাড় কাত করে তাকালো পায়ের দিকে—হাঁটুর মালাই চাকিটা উধাও। রক্তে মাখামাখি হয়ে কয়েক টুকরো সাদা হাড় পড়ে আছে সেখানে।

যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে চারিদিকে তাকালো ফেনেল। দৃষ্টি স্থির হলো হায়নাটার ওপর। সে পরম তৃপ্তিতে চিবোচ্ছে তার হাড়-মাংস। গল গল করে রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে, ব্যথায় কুঁকড়ে গেলো ফেনেলের শরীর।

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে সে চীৎকার করে উঠলো। কে আছো বাঁ-চা-ও।

সেই গভীর ঘন অরণ্যে তাঁর বুকফাটা আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে একসময় হারিয়ে গেলো।

ফেনেল আর একবার চীৎকার করার চেষ্টা করলো। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হলো এবার, যন্ত্রণা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত শরীরে। ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা অবলুপ্ত হয়ে এলো।

ফেনেল নিঃশব্দে শুয়ে রইলো, নড়াচড়ার শক্তি তাঁর নেই। যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে সে তাকালো আকাশের দিকে। একদল শকুন ঘাড় উঁচু করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

হায়না ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো আবার পেছনের দুপায়ে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ফেনেলের পেটের উপর—তীক্ষ্ণ দাঁতের আঘাতে বের করে আনলো সমস্ত নাড়িভুড়ি। তীব্র যন্ত্রণায় ফেনেল চীৎকার করে উঠলো, এ তাঁর শেষ আর্তনাদ—সেই আর্তনাদ আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো।

বনে জঙ্গলে কম দিন কাটলো না নোগুমেন-এর। কালেনবার্গ-এর জমিদারীতে কাজ করার সময় জঙ্গল পাহারা দিতে হতো। চাকরিটা তাঁর নিজের দোষেই গেছে। সে যাই হোক, এখন সে জঙ্গলেই ফিরে এসেছে জীবিকার সন্ধানে। দক্ষিণ দিকে নদীর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় নিয়ত। সাপ মারে, কুমির মারে। চামড়া নিয়ে যায় মেনভিলে—দাম ভালোই পাওয়া যায়।

সেদিন দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের পথ ধরে এগোচ্ছিলো সে সন্তর্পণে নদীর দিকে। থমকে দাঁড়ালো হঠাৎ—কে যেন চীৎকার করে উঠলো কাতর গলায়। বহুদিনের পুরোনো রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে পায়ে পায়ে সে এগোলো শব্দ লক্ষ্য করে। দৃষ্টি স্থির হলো গাছটার নীচে—ফেনেলের শরীরের অবশিষ্ট অংশটুকু নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি করছে দুটো শকুন।

ধীর মন্থর গতিতে গ্যারী এগিয়ে চললো নদীর পাড় ধরে। রোদের অসহ্য তাপ, সাবধানে সন্তর্পণে পায়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সে এগোতে লাগলো।

কম্পাস ছাড়া সীমানা পার হবার চেষ্টা অসম্ভব—পায়ে পায়ে—বিপদের সম্ভাবনা। জঙ্গলের পথ না ধরে তাই সে নদীর পাড় ধরেই এগিয়ে চলেছে। নিরাপদে সীমানা পার হয়ে ছোট শহরটিতে ঢোকার এইটাই একমাত্র পথ। অবশ্য অসুবিধা যে নেই তা বলা যায় না। কুমিরে টেনে না নিয়ে গেলেও জুলুদের হাতে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবু ভবিষ্যৎ না ভেবে গ্যারী ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এগিয়ে চলেছে।

গেঈকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সে রাতের মতো আর এগোয়নি গ্যারী। দুঃখে ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছিলো জঙ্গলের একটা নিরাপদ জায়গা বেছে। বন্য-জন্তুর দুশ্চিন্তা সে একেবারেই করেনি। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েছে। ঘুমের মধ্যে বার বার গেঈ-এর ক্লান্ত রোগাক্রান্ত মুখটা ভেসে উঠেছে।

ভোর পাঁচটা থেকে সে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে চার ঘণ্টা পার হয়ে গেলো। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তাঁর বুক একেবারে শুকিয়ে গেছে। সম্বলের মধ্যে আছে চার প্যাকেট সিগারেট, একের পর এক তাই খেয়ে চলেছে।

হিসাব মতো ফেনেল-এর এতক্ষণে মেনভিল থেকে জোহান্সবার্গে রওনা হবার কথা। সেখান থেকে সোজা লন্ডনে পৌঁছে স্যালিককে আংটিটা দিয়ে টাকা হাতিয়ে আর কি দাঁড়াবে সেখানে!

সে আরো ভাবতে লাগলো যে, আংটিটা একবার স্যালিক-এর হস্তগত হলে তাঁর হাত দিয়ে কি আর জল গলবে! গ্যারীকে কি আর দেবে সে ন হাজার ডলার! সে যাই হোক না দেয় বয়েই গেলো। একবার ইংল্যান্ডে যেতে পারলেই হয়—গেঈ-এর এক লাখ ডলার তুলে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটবে তার। ইলেকট্রনিক্স-এর ট্রেনিংটা শেষ করে একটা কোম্পানি খুলে বসতে তার বেগ পেতে হবে না।

দুপুরে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু করলো গ্যারী। সন্ধ্যে পর্যন্ত পঁচিশ কিলোমিটার যেতে পারলো সে। এখনো তার তিরিশ কিলোমিটার পথ যেতে বাকি। জঙ্গলের পথ না ধরে নদীর পাড় দিয়ে এগোনো অনেক সোজাই হয়েছে বলতে হবে। এতো পথ হেঁটে এখন সে ক্লান্ত বোধ করছে। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন তার।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে নিরাপদ একটি জায়গা বেছে শুয়ে পড়লো সে। ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙতে আবার সে চলতে শুরু করলো। একটু গতিবেগ বাড়ালে আজ জমিদারীর সীমানা ছাড়িয়ে ছোট শহরটিতে ঢুকতে পারবে সে।

সামনে একটা বাঁক। নদীটা মোড় নিয়েছে ডাইনে। অন্যমনস্ক ভাবে এগোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। ওটা কি! নদীর পাড়ে আটকে আছে! ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গ্যারী সেইদিকে দৌড়োলো। ছোট্ট একটা ডিঙি। উল্লাসে আনন্দে বাক্ শক্তি রহিত হলো তার। ডিঙির পাটাতনে পড়ে আছে এক জুলু। লোকটা বেঁচে নেই। মারা গেছে।

জুলুর ডান হাতের দিকে নজর পড়তেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সে। তার ডান হাতের তর্জনিতে গাছের পাতার আড়াল থেকে রোদ পড়ে ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠছে বার্জিয়া আংটির হীরেগুলো।

লন্ডনের বিমান বন্দরে শুল্ক বিভাগের নিয়ম কানুন সেরে বেরিয়ে গ্যারী আর দাঁড়ালো না, সোজা গিয়ে ঢুকলো টেলিফোন ঘরে। টনির নম্বর ডায়াল করলো। সকাল সাড়ে দশটা হতে চললো টনির কি ঘুম ভেঙেছে এখন। কয়েক মিনিট পর ওপাশ থেকে ঘুমে জড়ানো টনির স্বর ভেসে এলো। গ্যারী তাড়াতাড়ি বললো, টনি, আমি গ্যারী কথা বলছি। আমি এই মাত্র নেমেছি জোহান্সবার্গ এর প্লেন থেকে।

—তাই নাকি! আনন্দে-উল্লাসে টনি বোধহয় উঠে বসলো বিছানায়, গ্যারী ডার্লিং—আমি ভেবেছিলাম, সেই মেয়েটা বোধ হয় তোমাকে এতদিনে তুকতাক করে ফেলেছে...

—বাদ দাও ওসব। শোনো, আগামী কাল আমি বার্ন-এ রওনা হবো, তুমি থাকবে আমার সঙ্গে বুঝলে?

—কতদিন থাকবে ওখানে?

—বার্ন-এ দিন কয়েক, ওখান থেকে যাবো ক্যাপ্রিতে, হপ্তা দু'য়েক থাকবো সেখানে—স্রেফ বেড়াবো।

—যদিও যেতে ভীষণ ইচ্ছা করছে, কিন্তু যাই কিভাবে। বড় জোর দিন তিনেকের ছুটি আদায়

করা যাবে। তাই বলে এতদিন। কাজকর্ম তো করতে হবে, না কি?

—যাই হোক, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তোমার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি আমি। সে ফোন ছেড়ে দিলো।

একটা ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র নিয়ে উঠে বসলো গ্যারী। ড্রাইভারকে রয়্যাল টাওয়ার্স হোটেলে যেতে বললো।

মালপত্র দারোয়ানের কাছে রেখে সেখান থেকে স্যালিককে খবর পাঠিয়ে ওপরে উঠে স্যুইটের দরজা ঠেলে বাইরের ঘরে ঢুকলো গ্যারী। সোনালী চুলের একটি মেয়ে স্যালিকের কামরার দরজা খুলে দিলো।

গ্যারী ঘরে ঢুকলো। স্যালিক বসেছিলেন তাঁর ডেস্কে—মুখে সিগার, থলথলে হাত দুটো টেবিলের ওপর ন্যস্ত।

—সুপ্রভাত মিঃ এডওয়ার্ডস। তিনি গ্যারীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আংটিটা এনেছেন?

—এনেছি। টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসলো গ্যারী।

—এনেছেন, ধন্যবাদ। আর তিনজন? তাঁরা কোথায়? কখন আসছেন তাঁরা?

—তাঁরা আর আসবেন না। তাঁরা কেউ বেঁচে নেই, সবাই মারা গেছে।

—মারা গেছেন! চোখ ছোট ছোট হলো স্যালিকের, মিস্ ডেসমন্ড—সে ও—?

—হ্যাঁ সকলেই মারা গেছে।

স্যালিক অধৈর্য হলেন, আর দু'জন সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, কি হয়েছিলো গেঙ্গর?

—খুব সম্ভবত কালাজ্বর—জঙ্গলে পোকামাকড় হাজারো রকমের—মারা গেলেন শেষে'।

স্যালিক নিঃশব্দে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গেঙ্গর মৃত্যু সংবাদ তাঁকে বড় আঘাত দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর তিনি গ্যারীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, কি করে বুঝবো যে আপনি সত্যি কথা বলছেন? বাকি দু'জন কিভাবে মরলেন?

—বিশ্বাস করা, না করা আপনার মর্জি, মিঃ স্যালিক, গ্যারী অন্য দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, জোন্স কুমিরের পেটে গেছে আর ফেনেলের কি হয়েছে সঠিক বলতে পারি না। খুব সম্ভবত সে মরেছে এক জুলুর হাতে। ফেনেলের রুকস্যাক এবং আংটিটা নিয়ে জুলুটাকে আমি মরে পড়ে থাকতে দেখেছি। ফেনেল আংটি আর কম্পাস নিয়ে আমাকে আর গেঙ্গকে ফেলে একলাই এগিয়ে গিয়েছিল। আমি বেঁচে ফিরে আসলেও গেঙ্গ ফিরতে পারে নি।

স্যালিক চেয়ারে বসে পড়লেন। ভিজে হাতের তালু রুমালে মুছলেন। গেঙ্গর জন্য দশ লক্ষ ডলারের একটা কাজ হাতছাড়া হয়ে গেলো তাঁর। ভেবে রেখেছিলেন, ফিরে এলেই কাজটা করাবেন তাকে দিয়ে। দুঃখের বদলে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেলো তাঁর।

কই আংটিটা দিন।

গ্যারী পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বের করে ঠেলে দিলো স্যালিক-এর দিকে। স্যালিক আংটিটা বাক্স থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। তৃপ্তিতে মন ভরে উঠলো তাঁর। স্রেফ মাথা খাটিয়ে চারটে লোককে দাবার ঘুঁটির মতো চালিয়ে পাঁচ লক্ষ ডলার রোজগার—এ কম কথা নয়।

আংটিটা খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে চোখ তুললেন স্যালিক, ঝামেলা যে আপনাদের কম পোয়াতে হয়নি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আমার। যাই হোক, আপনারা আমার জন্য যে কষ্ট করেছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে ঠকাবো না আমি। পুরস্কার হিসাবে আপনার ফি দ্বিগুন করে দেবো। তার মানে আপনি পাবেন মোট আঠারো হাজার ডলার, খুশি তো?

গ্যারী মাথা নাড়লো, দরকার নেই, ন'হাজার যথেষ্ট। আপনার টাকা যত কম নিতে পারি, ততই মঙ্গল।

স্যালিক এক মুহূর্ত গ্যারীর চোখের দিকে তাকিয়ে নীচু হয়ে ড্রয়ার খুলে একটা লম্বা খাম বের করে ছুঁড়ে দিলেন গ্যারীর দিকে।

গ্যারী খামটা তুলে নিলো—গুণে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলো না। বুকপকেটে খামটা

রেখে চেম্বার ঠেলে উঠে দরজার দিকে এগোলো, তারপর সোজা গিয়ে লিফ্‌টের বোতাম টিপলো। টনিকে দেখবার জন্য তাঁর মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

স্যালিক বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। গেঈ-এর জন্য মনটা তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। তবু ভালো, মেয়েটার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাঁকে অকারণ ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না। মেয়েটা তাঁর জীবনে এসেছিলো, যতদিন বেঁচে ছিলো উপকারই করেছে। এখন নেই যখন আর চিন্তা করে লাভ নেই।

আংটিটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরালেন টেলিফোনের। হীরেগুলো চমৎকার—ওপাশে টেলিফোন বাজলো—তর্জনীতে তিনি আংটিটা গলিয়ে নিলেন—উঃ, ছুঁচের মতো কি যেন একটা বিঁধলো—তাড়াতাড়ি আংটি খুলে টেবিলে রেখে দিলেন তারপর আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে—ক্রি-রি-রিং ক্রি-রি-রিং—ছুঁচটায় তাহলে এখনও আঙুল ছড়ে রক্ত পড়ে—আঙুলটা নিয়ে তিনি জিভ দিয়ে চুষতে লাগলেন—

ক্রি-রি-রিং ক্রি-রি-রিং—টেলিফোন বেজেই চলেছে—চারশো বছরের পুরনো বিষটা এতদিনে নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে—ক্রি-রি-রিং ক্রি-রি-রিং—মার্সিয়েল কি বাড়ি নেই...রক্তটা এখনও ঝরছে, আবার তিনি আঙুলটা মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে লাগলেন। ক্রি-রি-রিং...ক্রি-রি-রিং টেলিফোন বেজেই চললো—তিনি ভাবতে লাগলেন যে—আংটিটা পাওয়া গেছে এই আনন্দের সংবাদ শুনে মার্সিয়েল কি খুশিই না হবে!

৩

এ ব্রাইট সামার মর্নিং

।। এক।।

এক অপরূপ সুন্দর শারদ প্রভাতের পদধ্বনি তখন আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ ভিক্টর ডারমটের ঘুম ভেঙে গেল। কোন এক অজানা আতংকে সারা গা ঘামে ভিজে উঠেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট।

বয়স সাঁইত্রিশ। উন্নত, বলিষ্ঠ, শ্যামলা চেহারা ভিক্টর ডারমটের। অতি-উৎসাহী স্বাক্ষর শিকারীরা প্রায়ই তাকে চিত্রতারকা গ্রেগরী পেক বলে ভুল করে। ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও সে এ জন্য বেশ বিরক্তি অনুভব করে। কারণ স্ব-পরিচয়েই সে যথেষ্ট খ্যাতি ও বিত্তের অধিকারী। গত দশ বছরে তাঁর চারটি নাটক নিউ-ইয়র্কের বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চগুলিতে মঞ্চস্থ হয়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। এখনও মধ্য ইউরোপের বড় বড় শহর থেকে এই ক'টি নাটকের অভিনয় বাবদ তাঁর মোটা টাকা উপার্জন হয়। ভিক্টর বিবাহিত জীবনেও সুখী। স্ত্রীর বয়স এখন আটাশ। দু'জনের পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধন অটুট। তাদের দশ মাস বয়েসের একমাত্র সন্তান।

হঠাৎ দু'মাস আগে ভিক্টর ডারমটের মাথায় এক দুর্ধর্ষ নাটকের আইডিয়া আসে—এক অসাধারণ প্লট, যা তক্ষুনি একটানা লিখে ফেলা দরকার।

ভেরা সিওর হলো ডারমটের সেক্রেটারী। পক্ককেশ এবং দক্ষ এক মহিলা। সে তাকে বলল একটা নির্জন জায়গা খুঁজতে যেখানে সম্পূর্ণ নির্জনে মাস তিনেক ধরে লেখাটা শেষ করতে পারবে। মাত্র দু'দিনের মধ্যে ভদ্রমহিলা চমৎকার একটি বাড়ি খুঁজে বার করলেন। নেভাজ মরুভূমির সীমান্তে একটি ছোট্ট সর্বাধুনিক ধাঁচের 'র‍্যাঞ্চ হাউস'। সেখান থেকে নিকটতম মনুষ্য আবাস হল বোস্টন ক্রীক, কুড়ি মাইল দুরে এবং পীট শহর পঞ্চাশ মাইল দূরে।

বেশ বড় শহর, পীট শহর, কিন্তু বোস্টন ক্রীকে একটা গাড়ী মেরামতের দোকান, গোটা কয়েক কফি হাউস ও একটি মুদির দোকান ছাড়া আর কিছুই নেই।

'নষ্টনীড়' বাড়িটার নাম। এটির মালিক এক প্রবীণ দম্পতি, ইউরোপের নানান জায়গায় বেড়িয়ে তাদের অধিকাংশ সময় কেটে যায়।

একটি দীর্ঘ প্রাইভেট রাস্তা এসে মেঠো রাস্তায় মিলেছে বাড়িটি থেকে। সেই রাস্তা ধরে ঝোপঝাড় ও বালির ভেতর দিয়ে আরো পনেরো মাইল গেলে পীট শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে। সম্পূর্ণ নির্জনতা ও সর্বাধুনিক আরাম পেতে হলে 'নষ্টনীড়ের' থেকে ভালো জায়গা পাওয়া মুস্কিল।

একদিন ভিক্টর ডারমট তাঁর স্ত্রী ক্যারিকে নিয়ে গাড়ি চেপে বাড়িটাকে দেখতে এসেছিল। ঠিক এইরকম একটা বাড়িই সে চেয়েছিল। সুতরাং তিনমাসের জন্য ভাড়া নেওয়ার চুক্তিতে সে সই করে দিল।

নষ্টনীড়ে রয়েছে একটি বড় হলঘর, একটি খাবার ঘর, একটি পড়বার ও অস্ত্রশস্ত্র রাখবার ঘর, তিনটি শোবার ঘর, তিনটি বাথরুম, একটি সর্বাধুনিক সরঞ্জাম সমেত রান্নাঘর এবং একটি সুইমিং পুল। এছাড়া একটি বড় গ্যারেজ ও টেনিস কোর্টও আছে। বাড়ি থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে চাকর-বাকরদের জন্য একটি পাঁচ কামরাওয়ালা কাঠের—কেবিন।

একটু বেশী ভাড়া, কিন্তু ভিক্টর এখন প্রচুর রোজগার করছে এবং জায়গাটা তাঁর মনে ধরেছিল।

. .

সে ভাড়া নেওয়ার আগে ক্যারীর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিল,—'ব্যাপারটা তোমার পক্ষে খুব ক্লান্তিকর হতে পারে। লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে না। তুমি বরং বাড়িতেই থাকো, আর আমি একলা গিয়ে কাজটা সেরে আসি।'

কিন্তু ক্যারীর মতে তার হাতেও কিছু কম কাজ থাকবে না। বাচ্চার দেখাশুনা করতে হবে, ভিক্টর যা লিখবে সেগুলো টাইপ করতে হবে। রান্না করতে হবে। তাছাড়া তার অসমাপ্ত ছবিগুলোও আঁকা শেষ করতে পারবে।

ডি-লং নামে এক ভিয়েতনামী চাকর নেবে বলে দু'জনে ঠিক করল। ছেলেটি বছরখানেক তাদের কাছে কাজ করছে। সে যে কেবল গৃহস্থালী কাজকর্ম ভালো পারে তা নয়, মোটর সারানোর ব্যাপারেও দক্ষ। ডারমট ভাবল, গাড়ি মেরামতের দোকান থেকে এতদূরে থাকতে হবে, সুতরাং ডি-লং সঙ্গে থাকলে ভালই হবে।

দু'মাসের কঠোর ও একাগ্র পরিশ্রমের পর নাটকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভিক্টর এখন সংলাপের ওপর শেষ পালিশ চড়াচ্ছে এবং দ্বিতীয় অংক নিয়ে ঈষৎ ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। কারণ এ অংকটি তাঁর সম্পূর্ণ মনোমত হয়নি। আর হপ্তা দুয়েকের মধ্যে যে নাটক মঞ্চস্থ হবার জন্য তৈরী হয়ে যাবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তার এই নাটকটিও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করবে নিশ্চিত।

'নষ্টনীড়'কে এই দু'মাসে ভিক্টর ও ক্যারী ভালবেসে ফেলেছে। লস এ্যাঞ্জেলেস-এর হট্টগোলের মধ্যে ফিরে যেতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে। মধুচন্দ্রিমার পর এই প্রথম তাঁরা দু'জনে মনের সুখে একান্তে বাস করবার সুযোগ পেল। এখন তাঁরা অনুভব করছে যে, সামাজিক জীবনের গুরুভার ও অন্তহীন পার্টি আর টেলিফোনের আওয়াজ তাদের পরস্পরকে জানবার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে কতটা বঞ্চিত করছিল। এমনকি তাদের সন্তান যে কেমন আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে তা লক্ষ্য করবার সময়ও তাঁরা এর আগে কখনও পায়নি।

ডারমট দম্পতির নষ্টনীড় যতই ভালো লাগুক না কেন, তাদের ভিয়েতনামী চাকরের এই নির্বাসন একেবারেই সহ্য হচ্ছিল না। যত দিন যাচ্ছে, ক্রমশঃই সে আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। সেই জন্যে কাজকর্মের চাড়ও কমে আসছে।

মাঝে মাঝে ভিক্টর ধৈর্যচ্যুত হয়, কারণ ডি-লং -কে একজন সাধারণ চাকরের থেকে তিনগুণ মাইনে বেশী দেওয়া হয়। ক্যারীর আবার দয়ামায়া একটু বেশী। সে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে যে, মাইনে যতই হোক না কেন, নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে অভিযোগ করার অধিকার তাঁর আছে।

এক শারদ প্রভাতে আমাদের কাহিনী শুরু হচ্ছে। তখন ভিক্টর ডারমটের ঘুম হঠাৎ ভেঙে যেতে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে চপ্‌চপ্ করছে।

সে চুপ করে শুয়ে রইল। ঘড়ির টিক টিক শব্দ আর রান্নাঘরের রেফ্রিজারেটারের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া বাড়িটাতে কোনো শব্দ নেই।

কোনো দুঃস্বপ্ন ও তো দেখেনি অথচ গভীর ঘুমটা ভেঙে যে এতটা ভয় পেয়েছে—।

মাথা তুলে দেখল ক্যারী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ছোট্ট খাটের ওপর তাদের ছেলেও আরামে ঘুমোচ্ছে।

তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান দুই সম্পত্তি নিরাপদে আছে দেখে তাঁর অদ্ভুত ভয়টা কমে এল। হৃদপিণ্ডের গতিও স্বাভাবিক হল।

মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য ভিক্টর স্বস্তি পেল না, বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে নিঃশব্দে যাতে ক্যারীর ঘুম না ভাঙে, ড্রেসিং গাউনটা পরে, চটিতে পা গলিয়ে আস্তে দরজা খুলে বড় চৌকো দালানটাতে বেরিয়ে এল।

বড় বসবার ঘরটায় ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, সবকিছু যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই আছে। বিরাট জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। উঠোনের মাঝখানে ফোয়ারা থেকে সজীব জলের রাশি উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, টেরাসের ওপর পড়ে আছে ক্যারীর ফেলে যাওয়া একটি পত্রিকা।

পড়বার ঘরে এবার ঢুকল সে। জানালা দিয়ে তাকাল শ'দুয়েক গজ দূরে চাকরদের ঘরটার দিকে, যেখানে ডি-লং ঘুমোয় সেখানে কোনো প্রাণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য ডি-লং

কস্মিনকালেও সাড়ে সাতটার আগে ওঠে না।

ভিক্টর বিরক্তবোধ করে অথচ কারণ খুঁজে পায় না। রান্নাঘরের দিকে গেল। সে জানত এখন বিছানায় গেলেও ঘুম আসবে না। বরং একটু কফি খেয়ে কাজ শুরু করা যাক।

সে রান্নাঘরে ঢুকে ঘরের অন্য দিকের একটা দরজা খুলে দিল। এ দরজার বাইরে আরেকটা ছোট উঠোন। এই উঠোনের ছোট গেটটি সর্বদা খোলা থাকে। যাতে তাদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর ব্রুনো বাড়ি পাহারা দিতে পারে আর ঘুম পেলে উঠোনে রাখা খাঁচায় এসে ঘুমোতে পারে।

কুকুরের উদ্দেশ্যে ভিক্টর একবার শিস্ দিয়ে কফির পারকোলেটার চালিয়ে দিল। ব্রুনোর খাবার বাটিতে ঢেলে মেঝেতে নামিয়ে রেখে বাথরুমে গেল।

দশ মিনিট পরে দাড়ি কামিয়ে শাওয়ারে স্নান সেরে সাদা শার্ট, নীলরঙের সুতীর প্যান্ট ও সাদা জুতো পরে সে রান্নাঘরে রেগুলেটার বন্ধ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে দেখে ব্রুনোর খাবার তেমনি পড়ে রয়েছে। কুকুরটার পাত্তা নেই। আবার কেন যেন মনটা ভয়ে আঁতকে উঠল। এ বাড়িতে এসে অবধি কখনো এরকম ঘটেনি। প্রতিদিন শিস শোনামাত্র ব্রুনো রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে।

ভিক্টর খাঁচায় ওকে দেখতে পেল না। আবার শিস্ দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গেটের কাছে গিয়ে বাইরের ঝোপঝাড়ে কোথাও কুকুরটাকে দেখতে পেল না।

সে ভাবল এখনোও তো সকাল হয়নি। কুকুরটা বোধহয় ইঁদুর টিঁদুর কিছু তাড়া করে দূরে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু আজকে সব কিছুই কেমন বিশ্রীরকম অস্বাভাবিক।

সে রান্নাঘরে এসে কফি ঢেলে নিয়ে তার মধ্যে ক্রীম মেশাল। তারপর পড়বার ঘরে ডেস্কের সামনে বসে কয়েক চুমুক—কফি খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

সমাপ্ত প্রায় পাণ্ডুলিপিটা হাতে তুলে নিয়ে শেষ ক'পাতায় চোখ বোলাল। কিন্তু তাঁর সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে ব্রুনোর অন্তর্ধান রহস্য। পাণ্ডুলিপি সরিয়ে রেখে কফি শেষ করে আবার রান্নাঘরে গেল।

একইভাবে ব্রুনোর খাবার পড়ে রয়েছে।

ভিক্টর আবার গেটের কাছে গিয়ে শিস্ দিল। নিজেকে হঠাৎ বড় একা মনে হল। ক্যারীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল কিন্তু তাকে না জাগানোই ভাল। সে পড়বার ঘরে গিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল।

সেখান থেকেই বড় জানলাটা দিয়ে দেখতে পেল টকটকে লাল বর্ণের গোলাটা আকাশে উঠল। প্রতিদিন তাকে এই দৃশ্য মুগ্ধ করে। কিন্তু আজ তাদের চারিদিকে বিশাল—জনশূন্য মরুভূমির নিঃসঙ্গতার কথা অনুভব করল।

হঠাৎ তাঁর কানে তাঁর ছেলের ফোঁপানো কান্নার শব্দ এল। দ্রুত সে শোবার ঘরে ঢুকল।

তখন খাবারের জন্য খোকা প্রাতঃকালীন চিৎকার শুরু করেছে। বিছানায় বসে ক্যারী আড়মোড়া ভাঙছিল, ভিক্টরকে দেখে হাসল।

"আজ তুমি সকাল সকাল উঠে পড়েছ। ক'টা বাজে?"

ভিক্টর ছেলের কাছে যেতে যেতে বলল, 'সাড়ে ছ'টা'। বাবার কোলে উঠেই ছেলের কান্না থেমে গেল।

ক্যারী বলল, "তোমার ঘুম হল না?"

"না, কিছুতেই আর ঘুম এল না।"

ছেলে কোলে নিয়ে ভিক্টর খাটে বসল আর তাঁর স্ত্রী বাথরুমে ঢুকল। পনেরো মিনিট পরে ক্যারী খোকাকে খাওয়াচ্ছিল আর ভিক্টর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে তাই দেখছিল। দৃশ্যটা তাঁর খুব ভাল লাগে।

ক্যারী বলল, "কাল রাতে সেই মোটর সাইকেলটার আওয়াজ পেয়েছিলে?"

ক্যারীর কথায় সে আবার সজাগ হয়ে বলল, "মোটর সাইকেল? কই আমি তো শুনিনি।"

"কাল রাতে কেউ একজন মোটর সাইকেলে এখানে এসেছিল। তখন দুটো হবে। কিন্তু চলে যাওয়ার শব্দ আর পেলাম না।"

"পুলিশ-টুলিশ কেউ হবে হয়ত। টহলদারী পুলিশদের একজন মাঝে মাঝে এখানে আসে—মনে পড়েছে তোমার?"

"কিন্তু লোকটা যে আর ফিরল না।"

"তুমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে তাই আর চলে যাওয়ার আওয়াজটা শুনতে পাওনি। চলে না গেলে সে এখানেই থাকত। কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পাইনি।"

ক্যারী বলে, "কি করে জানলে যে সে এখানে নেই?"

"দেখ ডার্লিং লোকটা এখানে থাকবে কি জন্যে? তাছাড়া ব্রুনো তো চিৎকার—ও, হ্যাঁ মনে পড়ল—ব্রুনোকে সকাল থেকে দেখছি না। শিস্ দিলাম কিন্তু সে এল না।" ক্যারী দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে দেখে খাবার তেমনি রয়েছে।

ক্যারী এসে বলল, "কোথায় গিয়ে থাকতে পারে?"

"কিছু তাড়া করেছে বোধ হয়। আমি একটু খুঁজে দেখি।"

ওদিকে খোকার কান্না শুনে ক্যারী শোবার ঘরে ফিরে গেল। ভিক্টর বড় গেটের দিকে শিস্ দিতে দিতে হেঁটে চলল।

বড় গেটের কাছে এসে সরু মেঠো রাস্তাটার চারপাশে তাকাল। কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই।

বালু ঢাকা রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখল তাঁর নিজের গাড়ির চাকার দাগের ফাঁকে এক জোড়া মোটর সাইকেলের চাকার দাগ। সেই চাকার দাগ তাঁর গেটে এসে থেমে গেছে। সে বাঁদিকে তাকাল, সেখানে চাকার দাগ নেই। মনে হয় কেউ একজন মোটর সাইকেলে চেপে পীট শঙ্গরের বড় রাস্তা থেকে মেঠো পথ ধরে তাঁর বাড়ির গেট পর্যন্ত এসেছে। তারপর আরোহী-শুদ্ধ মোটর সাইকেলটি স্রেফ হাওয়ায় মিশে গেছে। চাকার দাগ দেখে বোঝা যায় যে, গাড়িটা গেট থেকে তাঁর বাড়ির দিকেও যায়নি। অথবা বোস্টন ক্রীকের রাস্তাও ধরেনি। গেটের কাছে এসে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

সেই আশ্চর্য চাকার দাগের দিকে তাকিয়ে নিঃসঙ্গতার বিচিত্র অস্বস্তিকর অনুভূতি আবার তাকে ঘিরে ধরল। সে বাড়ীর দিকে জোরে পা চালাল।

ক্যারী দরজায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে। ভিক্টর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

"ভিক্! বন্দুকগুলো নেই।"

ক্যারী ভয় পেয়েছে। আশংকায় তার নীল দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

"বন্দুকগুলো! নেই!"

"তোমার ঘরে গিয়েছিলাম—তাকে একটাও বন্দুক নেই।"

সে অস্ত্রশস্ত্রের ঘরের দিকে চলল। বন্দুকের তাকগুলো তাঁর ডেস্কের আড়ালে একটি ছোট ঘরের মধ্যে ছিল। প্রতিটি তাক খালি পড়ে রয়েছে। এখানে চারটি বন্দুক ছিল, আর ৪৫ ও ১২ ক্যালিবারের দুটি রাইফেল। তাদের একটাও নেই।

মৃদু, ভয়ার্ত স্বরে ক্যারী বলল , "কাল রাতেও তো বন্দুকগুলো ছিল।"

"ছিল বৈকি।" ভিক্টর তাঁর ডেস্কের নীচের ড্রয়ারটি খুলল। এই ড্রয়ারে একটি ৩৮ পুলিশ স্পেশাল অটোমেটিক রিভলবার থাকে। লস এ্যাঞ্জেলেস পুলিশের বড়কর্তা তাকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। ড্রয়ারটা একেবারে ফাঁকা।

ক্যারী এগিয়ে এসে বলল, "তোমার রিভলভারও নেই?"

"মনে হচ্ছে গত রাত্রে কেউ একজন এখানে ঢুকে বন্দুকগুলো নিয়ে সরে পড়েছে। আমি বরং পুলিশকে একটা খবর দিই।"

"আমি যে মোটর সাইকেলের আওয়াজটা পেয়েছিলাম—"

"হতে পারে। দেখা যাক, পুলিশ কি করতে পারে।"

টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই ক্যারী বলল, "সেই লোকটা হয়তো এখনও এখানেই আছে। আমি তো তোমায় বললাম—ওর চলে যাওয়ার আওয়াজ আমি শুনিনি।"

রিসিভার কানে লাগিয়ে ডায়াল করতেই সে বুঝল ফোন কেটে দেওয়া হয়েছে।

ভিক্টর শান্ত গলায় বলল, "মনে হচ্ছে টেলিফোনটাও কেটে গেছে।"

দমবন্ধ গলায় ক্যারী বলল, "গতরাত্রেও তো ঠিক ছিল। সেই যে আমাদের একটা ফোন

এল।"

"জানি, জানি, কিন্তু আপাততঃ আর এটা কাজ করছে না।"

পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। চোখ বড় বড় করে ক্যারী বলল, "ব্রুনোর কী হয়েছে? তোমার কী মনে হয়?"

"তুমি আবার বাড়াবাড়ি কোরো না। কেউ একজন কাল রাতে এ বাড়িতে ঢুকে সেই বন্দুকগুলো হাতিয়েছে আর টেলিফোনের তার কেটেছে। ব্রুনো হয়তো তার হাতে ঘায়েল হয়েছে।"

"তুমি বলতে চাও—ব্রুনো মারা গেছে?"

"জানি না ডার্লিং। হয়তো কিছু ওষুধ টষুধ খাইয়ে দিয়েছে—জানি না।"

ক্যারী ভিক্টরকে জড়িয়ে ধরল। ভিক্টর তাকে ধরে থাকল। ক্যারীর শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। "ভিক্ এসব কি হচ্ছে? আমরা এখন কী করব?"

ভিক্টর বুঝতে পারল যে সে নিজেও বেশ ভয় পেয়েছে, সচেতন হয়েছে চারিদিকের বিশাল নির্জনতার বিষয়ে। ডি-লং-এর কথা তাঁর মনে পড়ল।

"শোনো, তুমি খোকার কাছে থাকো। আমি বরং ডি-লংকে ডেকে তুলি। তাকে তোমার কাছে রেখে আমি চারিদিকটা ঘুরে দেখবো। আর তুমি অত ভয় পেয়ো না।"

ভিক্টর তাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। খোকা তখন হাত পা ছুঁড়ে খেলছে।

"তুমি এখানে থাকো, আমি দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।"

ক্যারী তার হাত চেপে ধরে, "না, ভিক্, তুমি আমায় একলা রেখে কখনো যাবে না।"

"কিন্তু, ডার্লিং—"

"দোহাই তোমার। আমায় ছেড়ে যেও না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি না। তুমি ঘাবড়ানো বন্ধ কর।"

সে জানালার সামনে গিয়ে হাঁক দিল, "ডি-লং! ডি-লং।"

প্রত্যুত্তরে শুধু প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। নিস্তব্ধতা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল।

ক্যারী তখন অগোছাল ও ব্যস্ত ভঙ্গিতে একজোড়া স্ল্যাকস্ ও হালকা সোয়েটার পরে নিচ্ছে।

ভিক্টর বলে, "ব্যাটা একেবারে মড়ার মত ঘুমোয়। চল ক্যারী লোকটাকে ডেকে তুলতে হবে। খোকাকে তুলে নাও।"

দু'জনে কেবিনের দিকে হেঁটে চলল। ক্যারীর কোলে ছেলে।

ভিক্টর কেবিনের দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করল।

ভিক্টর অসহিষ্ণু গলায় বলে, "আমি ভেতরে ঢুকছি, তুমি এখানে দাঁড়াও।"

হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। ভিক্টর ঢুকে—"ডি-লং!"

কোনো সাড়া নেই। রান্নাঘরের কল থেকে জল পড়ার টপ্ টপ্ আওয়াজ। আর কোনো শব্দ নেই।

ভিক্টর বসবার ঘর পেরিয়ে শোবার ঘুরে ঢুকল। অন্ধকার ঘর, বাতাসে একটা কটুগন্ধ ভেসে আসছে। হাতড়ে হাতড়ে আলো জ্বালাল।

ঘরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। বালিশের গায়ে ডি-লং-এর মাথার খাঁজ। সে যে এখানে শুয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গায়ের চাদর একদিকে সরানো। সেখানে ডি-লংকে না পেয়ে একবার রান্নাঘরটা দেখে, ক্যারীর কাছে ফিরে এসে, ভিক্টর বলল—

"লোকটা নেই।"

"তার মানে সে-ই বন্দুকগুলো—আর ব্রুনোকে নিয়ে পালিয়েছে? তোমার কি মনে হয়?

ভিক্টর দ্বিধাগ্রস্ত মনে বলে, "হতে পারে। এ জায়গাটা ওর ভাল লাগছিল না। সে ব্রুনোকে খুব ভালবাসতো। হয়তো তাঁর এক বন্ধুকে দিয়ে একটা মোটর সাইকেল আনিয়েছিল।"

"কিন্তু বন্দুকগুলো?"

একটু ভেবে ভিক্টর বলল, 'হুম, এই ভিয়েতনামীগুলোকে বোঝা বড় মুস্কিল। হয়তো সে কোনো এক গুপ্ত সমিতির সভ্য যাদের বন্দুকের প্রয়োজন রয়েছে। মনে হচ্ছে, নিশ্চিন্তে পালাবার জন্যে টেলিফোনের তারও কেটে দিয়েছে।"

ক্যারী বলে, "কিন্তু অতগুলো বন্দুক আর ব্রুনোকে নিয়ে কি করে একটা মোটর সাইকেলে চাপতে পারে?"

"হয়ত একটা গাড়ীও নিয়ে গেছে। আমি একবার দেখে আসি। আমরা গাড়ীতে করে পীট শহরে গিয়ে এখানে পুলিস পাঠাব। এসব ব্যাপার তারাই ভাল সামলাতে পারবে।"

ক্যারী সম্মতি জানিয়ে, বলল "আমি তাহলে খোকার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিই। তুমি গাড়ী নিয়ে এসো।"

বাড়ির দিকে ক্যারী চলে গেল। ভিক্টর গ্যারেজের দিকে যেতে যেতে কি মনে হল ডি-লংয়ের শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার বাঁদিকের ছোট আলমারীটা খুলল। সামনেই রয়েছে তকতকে পরিস্কার তিনটি স্যুট ও কয়েকটি উর্দি। অন্য তাকে ডি-লং-এর ইলেকট্রিক সেভার পড়ে আছে। গত বড়দিনে ভিক্টর তাকে এটা উপহার দিয়েছিল। সেভারের পাশে একটা কোডাক ক্যামেরা। নতুন লাইকা ক্যামেরা কেনার পর সে এটা ডি-লং-কে দিয়েছিল। ডি-লং-এর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ এ-দুটি।

অসাধারণ কোনো বিপদ না ঘটলে ডি-লং কখনো এ দুটো জিনিষ ফেলে যেত না।—কিন্তু কি হতে পারে?

তারপর ভিক্টর গ্যারেজে গিয়ে বিরাট দরজা দুটো খুলল। নীল-সাদা ক্যাডিলাক ও মার্কারী এস্টেট ওয়াগন পাশাপাশি রয়েছে দেখে সে যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। ক্যাডিলাকে চড়ে বসল। চাবি লাগানোই ছিল। চাবি ঘুরিয়ে পায়ের চাপ দিতেই ঘড় ঘড় করে শব্দ হল। কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্ট নিল না। পর পর তিনবার চেষ্টার পর সে গাড়ী থেকে বেরিয়ে মার্কারী এস্টেট ওয়াগনটাতে গিয়ে বসল। এটাকে চালাবার চেষ্টা করতে সেই একই ব্যাপার হল। ঘড় ঘড় শব্দ হল কিন্তু গাড়ী চলল না।

ভিক্টর ওয়াগন থেকে বেরিয়ে ক্যাডিলাকের বনেট খুলল। গাড়ী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অল্প হলেও সে দেখেই বুঝল যে স্পার্কিং প্লাগদুটো লাগানো নেই। দুটোতে একই ব্যাপার।

কেউ একজন স্পার্কিং প্লাগ ক'টা খুলে নিয়ে দুটো গাড়ীকেই সম্পূর্ণ অচল করেছে।

এক জোড়া অচল গাড়ীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবল, একলা থাকলে সে পুরো অবস্থাটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করত কিন্তু ক্যারী আর বাচ্চার কথা ভেবে সে ভীত হয়ে উঠল। ব্রুনো নেই। ডি-লং নেই। অস্ত্র নেই, টেলিফোন নেই, এখন দেখা যাচ্ছে গাড়ীও নেই।

ক্যারী আর খোকা একলা রয়েছে মনে হতেই সে বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল।

শোবার ঘরে ক্যারী একটা স্যুটকেশে বাচ্চার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। ভিক্টর ঘরে ঢুকতেই ক্যারী বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটেছে। সে তীক্ষ্ণ—গলায় বলে, "কি হয়েছে?"

"ব্যাপার খুব গোলমেলে, গাড়ী দুটোকে অচল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখান থেকে পালাবার উপায় নেই। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ক্যারী বসে পড়ল, "কী হয়েছে গাড়ীর?"

"প্লাগগুলো কেউ খুলে নিয়েছে। ডি-লং তার ক্যামেরা আর সেভার ফেলে গেছে। সে কখনো ও দুটো ফেলে চলে যাবে না, যদিনা—"

ভিক্টর ক্যারীর পাশে বসে বলে, "তোমায় ভয় পাওয়াতে চাই না, কিন্তু ব্যাপারটা বড় ঘোরালো হচ্ছে। কেউ একজন এখানে এসেছে—একজন লোক যে—।"

ক্যারী তার দিকে ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে, "তুমি বলছ ডি-লং বন্দুকগুলো চুরি করেনি?"

"না। চলে গেলে সে কখনো তার ক্যামেরা আর সেভার ফেলে যেত না।"

"তাহলে সে কোথায় গেল? আর ব্রুনোরই বা কী হল?"

"জানি না।"

ক্যারী উঠে দাঁড়িয়ে, "চল আমরা এখান থেকে চলে যাই ভিক। এক্ষুনি! আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।"

"এখান থেকে যাবার উপায় নেই। বড় রাস্তা এখান থেকে পনোরো মাইল দূরে। রোদ্দুরের তাপ বাড়ছে। খোকাকে কোলে নিয়ে এতটা পথ হাঁটতে পারবে না।"

"আমি হাঁটতে রাজি আছি। এখানে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। তুমি খোকাকে নাও। আমি জিনিষপত্র নিচ্ছি। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।"

"অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, চল হাঁটাই যাক। কিছু পানীয় নিতে হবে। আমি একটা ফ্লাস্ক ভরে নিচ্ছি। সূর্য একটু বাদে ভীষণ তেতে উঠবে।"

"তাতে আমার কিছু হবে না—তাড়াতাড়ি করো ভিক।"

ভিক্টর রান্নাঘরে গিয়ে একটা ফ্লাস্কে হিমশীতল কোকাকোলা ভরল। দু'প্যাকেট সিগারেট পকেটে নিল। চেকবই আর হঠাৎ দরকারের জন্য রাখা একশো ডলারের তিনটে নোট পকেটে পুরল।

"তোমার টুপিটা পরে নিও। আমি একটা ছাতা নিয়ে খোকাকে আড়াল করে রাখব। তোমার গয়নাগাটি নিয়ে নাও ক্যারী। আমরা—"

সে থমকে গেল ক্যারীর অস্ফুট চীৎকারে। রক্তহীন মুখে ক্যারী তার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাকে অনুসরণ করে ভিক্টর নিজের পায়ের দিকে তাকাল। তার জুতোর ধার বরাবর একটা গাঢ় লাল রঙের দাগ—লাল দাগটা যে কিসের, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ভিক্টর বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখবার সময় কোনো এক জায়গায় একরাশ রক্তের মধ্যে নিশ্চয়ই পা ফেলেছে।

।। দুই ।।

মাস তিনেক আগের সেই দিনটিতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে 'নষ্টনীড়'-এর বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের কারণ বুঝতে হলে। যেদিন লস্ অ্যাঞ্জেলস শহরে সলি লুকাস নামক একজন অ্যাটর্নী মুখের মধ্যে একটি অটোমেটিক পিস্তলের নল পুরে তার বিরলকেশ মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছিল।

চিরকাল সলি লুকাস কুখ্যাত সব অপরাধীদের হয়ে ওকালতি করে এসেছে। কিন্তু তবু সুচতুর উকিল ও শেয়ার মার্কেটের যাদুকর হিসেবে তার প্রতিপত্তি কম ছিল না। আত্মহত্যার সময় তার বয়েস ছিল পঁয়ষট্টি বছর। গত তিরিশ বছর ধরে সে জিম ক্র্যামারের অধীনে কাজ করেছে—আল ক্যাপোনের পর আমেরিকার সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধীদের অন্যতম। লুকাসের কাজ ছিল বহির্জগতে ক্র্যামারের প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাঁর উপার্জিত টাকা ঠিক মত খাটানো।

প্রায় ষাট বছর বয়েস ক্র্যামারের অপরাধ জীবন শুরু হয় কুখ্যাত—দস্যু রোজার টুহির দেহরক্ষী হিসেবে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন তিনি নিজে দস্যুসর্দারের পদ দখল করলেন এবং আমেরিকাব সবচেয়ে ভয়াবহ গুপ্তসংস্থা 'মার্ডার ইন্‌করপোরেটেড'-এর সদস্য নির্বাচিত হলেন। শেষে দেশের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা এসে পড়ল তাঁর লৌহমুষ্ঠির মধ্যে।

তিনি সমগ্র অপরাধী জীবনে ষাট লক্ষ ডলার অর্থ জমাতে পেরেছিলেন।

আমেরিকান পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর ফেডারেল ব্যুরো অভ্ ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই.) ভালভাবেই জানত যে ক্র্যামার খুব বড় জাতের অপরাধী, দস্যু সম্রাট এবং দেশের বৃহত্তম কয়েকটি ব্যাংক ডাকাতির পেছনেও তাঁর হাত আছে। তবু তারা কিছুতেই তার কোনো অপরাধ প্রমাণ করতে পারেনি। ক্র্যামারের আশ্চর্য চাতুরী ও লুকাসের অসাধারণ আইনের প্যাঁচের সামনে তাঁরা দাঁড়াতে পারেনি।

ক্র্যামার পঞ্চান্ন বছর পূর্ণ হবার পর অবসর নিতে হবে ভাবলেন। দস্যুদলের নায়কের পক্ষে অবসর গ্রহণ করা সহজ কাজ নয়। সাধারণতঃ দলপতির দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিলেই দলের আরেকজন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায় আর সেখানেই দলপতির শেষ। কিন্তু ক্র্যামার বুদ্ধি করে ষাট লক্ষ ডলার আগেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর থেকে কুড়ি লক্ষ ডলার ভবিষ্যত জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে খরচ করতে হল। এই কুড়ি লক্ষ ডলার তাঁর দলত্যাগের পথ এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করল যে, তিনি সত্যিই শেষ পর্যন্ত আরামে ও নিরাপদে লোকচক্ষুর আড়ালে সরে যেতে পারলেন। খুব কম দস্যুসম্রাটই একাজে সফল হয়েছেন।

লুকাসের হাতে বাকী চল্লিশ লক্ষ ডলার ঠিকমত খাটাবার জন্য দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন। লস্

অ্যাঞ্জেলস থেকে অল্পদূরে প্যারাডাইস শহরে একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনে ক্র্যামার অবসর জীবন শুরু করলেন।

হেলেন ডোর্সকে তিনি দস্যুবৃত্তি করবার সময়েই বিয়ে করেছিলেন। সে তখন একটি নাইট ক্লাবে গান গাইতো।—সোনালী চুল। বড় বড় চোখ। বয়সের চেয়ে একটু বেশী বড় দেখাত। ক্র্যামারকে ভালবেসে সে তাঁর সব কিছু মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু দস্যুবৃত্তি থেকে বেরিয়ে ক্র্যামার নিজেকে একজন অতি অমায়িক ভদ্রলোক হিসেবে প্রমাণিত করলেন। চমৎকার গলফ্ খেলতে পারতেন। ব্রিজ খেলার হাতও ভাল, মদও খেতেন। প্যারাডাইস শহরের উচ্চবিত্ত সমাজ তাকে সহজে মেনে নিল। তাঁরা অবশ্য জানত তিনি একজন পয়সাওয়ালা—অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী। হেলেনও এ সমাজে সহজেই মিশে গেল। একটু মোটা হয়েছে এবং রংটা ফ্যাকাশে হয়েছে কিন্তু সেই উচ্ছল—সুরেলা গলার কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও সে পিয়ানোর সামনে বসে মুখে মুখে মজার মজার গান তৈরী করে গাইতে পারে। ক্লাবের আসর যখন এক একদিন ঝিমিয়ে আসে সে সময়ে হেলেনের গান কৌতুকের সৃষ্টি করত।

হেলেন যখন লস্ অ্যাঞ্জেলসে বাজার করতে যেত, বৃষ্টির জন্য গলফ্ খেলা বন্ধ। সেই সময় ক্র্যামার বাড়িতে একলা পড়ে যেতেন। তখন তাঁর মন পুরনো দিনের তীব্র উত্তেজনায় ভরা দিনগুলোর জন্য আনচান করত। তখন ছেড়ে আসা বিশাল ক্ষমতার জন্য তাঁর আপসোস হত। কিন্তু তিনি সেই চিন্তাকে আমল দিতেন না। অপরাধ জীবন থেকে কোনো কলংকের ছাপ না নিয়ে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। এফ. বি. আই. (ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) তাকে ছুঁতে পারেনি। সলি লুকাস তাঁর টাকা খাটিয়ে নিয়মিত মোটা টাকা এনে দিচ্ছে। ক্র্যামার দস্যুজীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান ভাবেন।

ক্র্যামার মনে মনে অনেক সময় দুর্দান্ত সব ডাকাতি অপহরণ বা ব্যাংক লুঠের কথা ভাবতেন। এতে যে শুধু সময় কাটত তা নয় এগুলো তাঁর কাছে দাবার ধাঁধাঁর মতোই আকর্ষণীয় ছিল। তিনি কল্পনার চোখে দেখতেন মাত্র পাঁচজন লোক কী করে লস্ এ্যাঞ্জেলসের চেস্ ন্যাশনাল ব্যাংকের ভেতর ঢুকে দশ লক্ষ ডলার নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। হয়তো এক বর্ষণ ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে হেলেন একটি গানের সুর ভাজছে আর ক্র্যামার বসে বসে ভাবছেন কী করে টেক্রাস প্রদেশের এক কোটীপতির কন্যাকে অপহরণ করে কয়েক লক্ষ ডলার মুক্তিপণ রাখা যায়। এই সমস্ত ভাবনাগুলি তাঁর ভাল লাগত। একবারও তিনি হেলেনকে এই সব ষড়যন্ত্রের কথা কিছু বলেন নি।

যেদিন সকালবেলা সলি লুকাস আত্মহত্যা করল, সেই সকালেই ক্র্যামার চমৎকার একদান গলফ্ খেলা শেষ করে তাঁর পার্টনারের সঙ্গে ক্লাবের বারে ঢুকছিলেন। তাঁরা দু'গেলাস জিন্-এর অর্ডার দিলেন।

ক্র্যামার পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানীয়ের গেলাসটি শেষ করে নামিয়ে রাখলেন। এমন সময় বার ম্যান তাকে বলল, "আপনার একটা ফোন আছে, মিঃ ক্র্যামার, লস্ অ্যাঞ্জেলস্ থেকে।"

ক্র্যামার টেলিফোন বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। সলি লুকাসের বড় কেরানী এবং বন্ধু জ্যাকবস তাকে কর্কশ গলায় খবরটা জানাল।

"আত্মহত্যা করেছে?"

তিনি গত তিরিশ বছর ধরে সলি লুকাসকে চেনেন। তাকে তিনি এক সুচতুর আইনজীবি বলে জানতেন। জানতেন যে টাকা রোজগারের তাঁর এক সহজাত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এও ঠিক যে মেয়েদের ব্যাপারে লুকাস কোনদিন মাথা ঠিক রাখতে পারত না। আর ফাটকা বাজীতে সে ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া। শেষ কপর্দকটি শেষ না হয়ে গেলে লুকাস কখনো আত্মহত্যা করত না। ক্র্যামারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘাম ফুটে উঠল। তাঁর চল্লিশ লক্ষ ডলারের পরিণাম সম্পর্কে আতংকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

এক নাগাড়ে দু'হপ্তা ঘোরাঘুরি করে তিনি সলি লুকাসের আত্মহত্যার কারণ খুঁজে বার করলেন। বোঝা গেল সলির চারজন বড় মক্কেল ছিল—ক্র্যামার তাদের একজন। এরা প্রত্যেকেই তাঁর কাছে বিরাট অংকের টাকা জমা রেখেছিলেন। সমস্ত টাকা লুকাস নিজের কাজে লাগিয়েছিল। হয়ত তাঁর ভাগ্য খারাপ ছিল কিংবা হয়ত ঠিকমত ফাটকাবাজি করবার বয়স তাঁর চলে গিয়েছিল।

যে কারণেই হোক, তাঁর প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল। সুতরাং আরো বেশী করে টাকা ঢেলে অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করল। জমি, বাড়ি ও শেয়ারের ফাটকাবাজী ক্রমশঃ তাকে এক অন্তহীন খাদের গভীরে টেনে নিয়ে গেল। শেষ আশাটুকু যখন ধ্বসে গেল, তখন তাঁর মক্কেলদের জমা দেয়া পুরো নব্বই লক্ষ ডলার অদৃশ্য হয়েছে। ক্র্যামারের চল্লিশ লক্ষ ডলারও তার মধ্যে ছিল। লুকাস ক্র্যামারকে চিনত, সে কখনো তাঁকে ক্ষমা করবে না। তাই নিজেকেই শেষ করে দিল সে।

তিরিশ বছরের বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু লুকাস যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে চরম দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়ে গেছে এটা উপলব্ধি করতে তাঁর কিছু সময় লাগল। ব্যাংকের পাঁচ হাজার ডলার বাদে তাঁর সমস্ত শেয়ার, সমস্ত বণ্ড, এমন কি সেফ ডিপোজিটে রাখা টাকাটাও লুকাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লুকাসের বিশাল বিলাসবহুল অফিসের ভেতর এবং জ্যাকবসের সামনে তিনি বসেছিলেন ঃ জ্যাকবস লম্বা, রোগা চেহারার, শান্ত ভঙ্গিতে জ্যাকবস বলছিল, "এই হল ব্যাপার। মিঃ ক্র্যামার। আমি দুঃখিত। কর্তা যে কী করছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। ক্ষতি আপনার একলার হয়নি, প্রায় নব্বই লক্ষ ডলার হারিয়ে ভদ্রলোকের মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়।"

ক্র্যামার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন, জীবনে প্রথম নিজেকে বৃদ্ধ বলে মনে হল।

তিনি বললেন, "আমার নাম যেন না বেরোয়, এবং কেউ যেন জানতে না পারে যে আমার একটি পয়সাও গেছে—বুঝতে পেরেছ? খবরের কাগজের লোকেরা যদি আমায় এসে ধরে, আমি তোমায় ধরব!"

ক্র্যামার এসে গাড়ীতে বসে চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলেন, চোখের ওপর ভাসছে কেবল অন্ধকার। দারিদ্রে ভরা ভবিষ্যত। হেলেনকে এক্ষুনি খবরটা জানাবেন না। কিন্তু এবার তিনি কি করবেন? সংসার চলবে কি করে? অর্ডার দেওয়া নতুন ক্যাডিলাক গাড়ীটার কথা মনে পড়ল। হেলেনকে জন্মদিনে একটা ফারের স্টোল উপহার দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। দূরপ্রাচ্য সফরের জন্য এক বিলাস—বহুল জাহাজের একটি কামরা রিজার্ভ করা আছে। তার টাকা দেওয়া হয়নি। এই সব খরচ মেটাতে গেলে ব্যাংকের সামান্য পাঁচ হাজার ডলার এক হপ্তার মধ্যে উড়ে যাবে।

ক্র্যামার সিগার ধরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ধীর গতিতে প্যারাডাইসে চললেন। যেতে যেতে ভাবলেন—কিছু একটা করতে হবে।

ঠিক আছে, সজোরে মুখের সিগারটাকে চিবোতে চিবোতে তিনি মনে মনে বললেন, নতুন করে টাকা রোজগারের বয়েস তো এখনও যায়নি। কিন্তু কী করে? ষাট বছর বয়সে চল্লিশ লক্ষ ডলার উপার্জন করা তো মুখের কথা নয়—যদি—

তিনি বাড়িতে পৌঁছে দেখেন হেলেন বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ক্র্যামার ঢুকতেই সে বলল, "জানতে পারলে কিছু? সে কেন আত্মহত্যা করল?"

"দেনার দায়ে, ওপর চালাকি করতে গিয়েছিল—সবাই যে ভুলটা করে। তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমার কিছু ভাববার আছে।"

টাকা রোজগারের ব্যাপারে হেলেন স্ললি লুকাসকে যাদুকর বলে জানত, "তুমি বলতে চাও সলি শেষে ফতুর হয়ে গিয়েছিল?"

"ঠিক তাই, স্রেফ ফতুর।"

হেলেন বলল, "তা আমাদের কাছে এল না কেন? আমরা তাকে সাহায্য করতে পারতাম। বেচারা সলি! কেন এল না আমাদের কাছে?"

ক্র্যামার মুখ কালো করে বললেন, "বেরোবে তুমি? আমার কাজকর্ম আছে।"

"ভাবছি শহরের দিকে যাব—সেই ফারের স্টোলটাকে পছন্দ করে আসব।"

দামী স্টোল কেনবার সময় এটা নয়। কিন্তু তিনি হেলেনকে কথা দিয়েছেন। পরে অবস্থা বুঝে অর্ডারটা না হয় বাতিল করা যাবে। হেলেনের হাতে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, বেরিয়ে পড়ো। তাড়াতাড়ি ফিরবে।" তারপর পড়বার ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরে অজস্র বই। একটা ডেস্ক ও কয়েকটা বড় চেয়ার। জানালার ওপারে গোলাপের বাগান।

ক্র্যামার দরজা বন্ধ করে একটা সিগার ধরিয়ে ডেস্কের সামনে বসলেন। টু-সীটার জাগুয়ার

চড়ে হেলেনের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পেলেন। হেলেনের ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক দেরী। এর মধ্যেই কিছু একটা করতে হবে। বাড়িতে দু'জন নিগ্রো চাকর আছে কিন্তু তাঁরা বিরক্ত করতে আসবে না। ক্র্যামার স্থির হয়ে বসে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। তাঁর অসামান্য অপরাধ প্রতিভা তন্ন তন্ন করে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিভাবে তিনি তাঁর হারানো সম্পদ ফিরে পাবেন।

প্রায় একঘণ্টা ভাববার পরে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের ছাঁটা লন ও গোলাপের ঝাড়ের দিকে তাকালেন। ফিরে এসে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা সস্তা ফাইল বার করলেন। ফাইল খুলে কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং-এর ওপর চোখ বোলালেন। তাঁর মুখ গভীর চিন্তায় থমথমে হয়ে উঠল। শেষে ফাইল বন্ধ করে ড্রয়ারে রেখে দিলেন।

তিনি নিঃশব্দে গিয়ে দরজা ফাঁক করে কান পাতলেন। রান্নাঘর থেকে দুই চাকরের মৃদু কণ্ঠস্বর। দরজা বন্ধ করে এসে ওপরের ডানদিকের ড্রয়ার হাতড়িয়ে একটা ছোট, কোঁচকানো ঠিকানার বই বার করলেন। বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত যে টেলিফোন নাম্বারটা খুঁজছিলেন সেটা পেয়ে গেলেন। ফোনে তুলে অপারেটরকে বললেন স্যানফ্রান্সিসকোতে একটা ফোন করতে চান। ঠিকানা বই থেকে নম্বরটা পড়ে শোনালেন। অপারেটর মেয়েটি বলল কিছুক্ষণের মধ্যেই জানাব।

অনেকক্ষণ বাদে সেই নম্বরটা অপারেটর ধরে দিলেন, 'নম্বর পাওয়া গেছে। তবে বদলে গিয়েছিল নম্বরটা।' ক্র্যামার ধরলেন।

"হ্যালো? কে কথা বলছেন?"

"আমি মো জেগেটির সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

লোকটি বলল, 'কথা বলছি। আপনি কে?" ক্র্যামার বললেন, তোমার গলা চিনতে পারিনি। মো, অনেকদিন হল—সাত বছর তাই না?"

"কে আপনি?"

"কে বলে মনে হয় তোমার? অনেকদিন দেখা হয়নি মো। কেমন আছ?"

জিম? হে ঈশ্বর! জিম তুমি?"

মো জেগেটি বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, 'বিগ' জিম ক্র্যামার তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। স্বয়ং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফোন করলেও সে এতটা অবাক হোত না।

মো দীর্ঘ পনেরো বছর ক্র্যামারের ডানহাত হিসেবে কাজ করেছে। ক্র্যামার পরিচালিত অন্ততঃ বিশটি বড় ব্যাংক লুঠের নায়ক ছিল সে। সেই পনের বছর পুলিশ এবং অপরাধী মহলা মো-কে দস্যুবৃত্তির সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী বলে জানত। জটিলতম লোহার সিন্দুক সে চোখের পলকে খুলতে পারত। পাকা হাতে পকেট মারতে পারত। টাকা জাল করত। চোর ধরার সবচেয়ে নিঁখুত ফাঁদ তছনছ করে দিতে পারত, ডাকাতির পর ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে উধাও হোত। কিন্তু এত দক্ষতা সত্ত্বেও পরিচালনার ক্ষমতা একেবারে ছিল না। একটা ডাকাতির প্ল্যান পুরো ছক কেটে সাজিয়ে দিলে সে অনায়াসে কাজ সেরে আসতে পারত। কিন্তু তাঁর নিজের ওপর প্ল্যান করবার দায়িত্ব এলেই সে একেবারে জলে পড়ত।

ক্র্যামার অবসর নেবার পর সে এই তথ্যটা আবিষ্কার করল। মো নিজে মতলব এঁটে একটা ছোটখাট ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে স্যান কোয়েন্টিন-এর জেলে দীর্ঘ ছ'টি বছর কাটাতে হল। পুলিশ ভাল করেই জানত যে অনেকগুলি অসাধারণ ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে সে জড়িত ছিল। কারারক্ষীরাও সে খবর পেয়েছিল। ফলে তাঁরা মো-র ওপর জঘন্য অত্যাচার চালাল।

মো জেল থেকে বেরিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। তখন তাঁর বয়েস আটচল্লিশ। জেলের অমানুষিক প্রহারে একটা কিডনি একেবারে জখম হয়ে গেছে। ছ'বছর আগে যে দক্ষতম দস্যু বলে পরিচিত ছিল, আজ তার ছায়ামাত্র নেই।

সে দস্যু জীবনে প্রচুর রোজগার করেছিল। কিন্তু দু'হাতে খরচ করে আর বেপরোয়া জুয়া খেলে কাটিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই। কিন্তু আশ্রয় পাবার মত একটা জায়গা ছিল—তাঁর মা।

বিশালকায়া একদা সুন্দরী ডল জেগেটির বয়েস এখন বাহাত্তর। স্যানফ্রান্সিসকোর-র দুটি

উচুঁদরের গনিকালয়ের মালিক তিনি। ছেলে তাকে যতটা ভালবাসত তাঁর কাছে ছেলেও ততটা প্রিয় ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে মো যখন তাঁর কাছে এল, ছেলের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। বুঝতে পারলেন যে তাঁর সমস্ত কর্মক্ষমতা ও স্নায়ু ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হলে সেবা শুশ্রূষা করা দরকার।

তিনি বসবাসের জন্য একটা তিন-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। সে আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার পাশে একটি চেয়ারে বসে থাকত আর বন্দরে জাহাজদের যাওয়া আসা দেখত। আবার ডাকাতি করবার চিন্তা পর্যন্ত তাঁর মাথায় এলে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

আঠারো মাস তার এভাবে কেটে গেল। প্রায়ই ক্র্যামারের কথা মনে পড়ে। ক্র্যামার তার উপাস্য দেবতা ছিলেন। তিনি যে সময় মত দস্যুবৃত্তি ছেড়ে চল্লিশ লাখ ডলার নিয়ে সরে পড়েছেন এজন্য সে তাকে প্রশংসার চোখে দেখত। তার প্রাক্তন দলপতি যে কিছু করে তার সহায়তা করতে পারেন, এ চিন্তাই তার মাথায় আসেনি।

ডলের ভাগ্যে তারপর বিপর্যয় নেমে এল। আঞ্চলিক পুলিশের অপরাধ বিভাগীয় প্রধান ক্যাপ্টেন ও-হার্ডি অবসর নিলেন। ক্যাপটেন ক্যাপশ এলেন তার জায়গায়। রোগা, কড়া মেজাজের মানুষ এবং এক গোঁড়া ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্য। গণিকা বৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করেন আর কখনো তিনি ঘুষ নিতেন না। কাজে লাগবার তিন সপ্তার মধ্যে তিনি ডলের দুটি গণিকালয়ই বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানকার অধিকাংশ গণিকাকে গ্রেপ্তার করলেন। রাতারাতি ডলের সমস্ত উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল, তার ওপর এসে জুটল অজস্র দেনার দায়। এই বিরাট আঘাত তাঁকে পঙ্গু করে দিল। এখন তিনি হাসপাতালে। কী সব বিচিত্র চিকিৎসা চলছে তাঁর উপর। মো-র কাছে সবই এক রহস্যময় প্রহেলিকা।

ডলের মাসোহারা বন্ধ হয়ে যেতে মো বিপদে পড়ল। সে ফ্ল্যাট ছেড়ে বন্দরের কাছে এক নোংরা বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে চাকরী খুঁজল। অধিকাংশ জামাকাপড় ও জিনিষপত্র বেচে ফেলল। তারপর খাবার জোটা মুশকিল হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত এক ইটালীয়ান রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ পেল। একটা মাত্র সে কাজের কাজ করেছিল—স্যানফ্রান্সিসকোর টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে তাঁব ফোন নম্বর পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। এই জন্যেই সেদিন ক্র্যামার তাকে ধরতে পেবেছিল।"

অতিকষ্টে উত্তেজনা চেপে সে বলল, "বিগ জিম! আবার যে তোমার গলা শুনতে পাব এ আমি ভাবতেও পারিনি।"

ক্র্যামারের পরিচিত সেই উদাত্ত হাসি, "কেমন আছ, মো? কাজকর্ম কেমন চলছে—ভালো তো?"

মো তাকাল তেল চটচটে টেবিলে ঠাসা রেস্তোরাঁটার দিকে পড়ে, থাকা রাশিকৃত এঁটো বাসনগুলোর দিকে, যেগুলো তাকে ধুতে হবে।

সে মিথ্যে কথা বলল, 'ভালই আছি।' জিমকে সে জানে, একবার যে ব্যর্থ হয়েছে তাকে তিনি কখনও বিশ্বাস করেন না। সে রেস্তোরাঁর মালিক ফ্রান্সিওলির দিকে তাকাল, লোকটা একমনে টাকা গুণছে। তারপর নীচু গলায় বলল, 'এখন আমি নিজে ব্যবসা আরম্ভ করেছি...ভালই চলছে।'

ক্র্যামার বললেন, 'খুব ভাল, শোনো মো, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। একটা কাজ হাতে এসেছে—তোমার আগ্রহ থাকতে পারে। প্রচুর টাকার ব্যাপার। তোমার ভাগে আড়াই লাখ ডলারের মত পড়তে পারে। আসবে নাকি তুমি?'

মো বলে, "ঠিক শুনতে পাচ্ছি না। লাইনে কিছু গোলমাল আছে বোধহয়। কি বললে যেন তুমি?"

'আমি বললাম যে বড় একটা কাজ হাতে এসেছে। তোমার ভাগে আড়াই লাখ পড়তে পারে।'

মো চোখ বুজতেই জেলখানার সেই ভয়ংকর মারের স্মৃতি মনে পড়ল, তাঁর সর্বাঙ্গ ভয়ে কেঁপে উঠল।

'হ্যালো? শুনতে পাচ্ছো না মো?'

'নিশ্চয়—শুনে তো ভালই লাগলো। কিন্তু কাজটা ঠিক কি, জিম?'

'সে সব কথা তো আর টেলিফোনে বলা যায় না।'

ক্র্যামারের গলা ধারালো শোনাল। 'তোমার এখানে আসতে হবে। তখন কথা হবে। আমি প্যারাডাইস শহরে আছি। কবে তুমি আসতে পারবে?'

করুণ দৃষ্টিতে নিজের পোশাকের দিকে তাকাল, অন্য স্যুটটারও একই অবস্থা। প্যারাডাইস শহরে যাবার ভাড়া কুড়ি ডলার তাঁর কাছে নেই। রেস্তোরাঁর কাজে কোন ছুটি নেই। কিন্তু তবুও রোমাঞ্চ, বিগ জিম—আড়াই লক্ষ ডলার। বিগ জিম কখনও তাকে ভুল রাস্তা দেখান নি।

মো গলা নীচু করে বলল, 'শনিবার নাগাদ যেতে পারি। এখন কাজের চাপ বড় বেশী।'

'আজ কি বার।—মঙ্গলবার? কাজটা জরুরী মো, আরো আগে আসা চাই। তুমি বৃহস্পতিবার এসো। পারবে বৃহস্পতিবার আসতে?'

'তা তুমি যখন বলছ—। ঠিক আছে জিম। বৃহস্পতিবারেই পৌঁছব।'

সে বুঝতে পারল ফ্রান্সিওলি তাঁর কথা শুনে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

ক্র্যামার বললেন, 'প্লেনে কবে চলে এসো। আমি এয়ার পোর্টে থাকব। পৌনে বারটায় একটা প্লেন আছে। তোমায় গাড়ীতে করে আমি বাড়ি নিয়ে আসব। এখানেই লাঞ্চ সারা যাবে। ঠিক আছে?'

তাহলে চাকরীটা ছাড়তে হবে। কিন্তু আবার বিগ জিমের সঙ্গে সে কাজ করতে পারবে।

'আসবো আমি।'

'চমৎকার—আবার দেখা হবে মো।' বলে ক্র্যামার ফোন ছেড়ে দিলেন।

ফ্রান্সিওলি তাঁর সামনে এসে বলল, 'ব্যাপারটা কি? কোথাও যাবার মতলব করছ নাকি?'

নোংরা অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে মো বলে, 'কিছু না এক মাতাল ব্যাটা ফোন করছিল। অনেকদিন আগে একবার আলাপ হয়েছিল। লোকটার মাথায় ছিট আছে।'

ফ্রান্সিওলি সন্দিগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকাল। সে গেলাস ধুতে চলে গেল।

মো-র কাছে বাকী দিনটুকু খুব দীর্ঘ বলে মনে হল। আড়াই লক্ষ ডলার কথাটায় যাদু আছে।

মো চারটে নাগাদ নিজের ঘরে ফিরে এল। দু'ঘণ্টার মধ্যে আর রেস্তোরাঁয় যেতে হবে না। চটচটে জামাকাপড়গুলো খুলে স্নান করে নিল। মুখের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির ওপর ইলেকট্রিক রেজার বুলিয়ে নিল। তারপর একটা পরিষ্কার শার্ট ও সুট পরে এক দৌড়ে চারসিঁড়ি পেরিয়ে রাজপথে নেমে এল। বাসস্টপে এসে থামল। পথে ছোট একগোছা ভায়োলেট ফুল নিয়েছিল। রোজ সে এই ফুল কেনে ডলের জন্য। এটা মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

সে হাসপাতালে এসে সেই দীর্ঘ বিষণ্ণ ঘরটিতে উপস্থিত হল। ঘরভর্তি অজস্র বৃদ্ধা—কেউ অসুস্থ, কেউ বা মৃত্যুপথযাত্রী। মায়ের বিছানায় পৌঁছনো অবধি প্রতিটি বৃদ্ধার দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ রইল।

মো যতবার এখানে আসে মাকে দেখে চমকে উঠে, কেমন যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন। বিবর্ণ সাদা মুখ, ঠোটের দু'পাশে যন্ত্রণার গভীর রেখা। আর এই প্রথম তাঁর চোখে যেন ফুটে উঠছে পরাজয়ের পূর্বাভাস।

মার পাশে বসে হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। ডল বললেন, তিনি বেশ ভালো আছেন। ভাববার কিছু নেই। হপ্তা দুয়েকের মধ্যে তিনি হাঁটা চলা করতে পারবেন তখন দেখা যাবে ক্যাপ্টেন ক্যাপশকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায়।

সে আস্তে আস্তে মাকে বলল, ক্র্যামারের টেলিফোনের কথা। 'ব্যাপারটা কি আমি জানি না। তবে বিগ জিমকে তো তুমি জানো—তাঁর কথা শুনে কোনদিন আমি ঠকিনি।'

খবরটা শোনামাত্র তাঁর বাম অঙ্গের তীব্র যন্ত্রণাটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিগ জিমকে তিনি চিরকাল সম্ভ্রমের চোখে দেখেছেন। অনেকবার তিনি ডলের বাড়িতে এসেছেন। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এক তুমুল সন্ধ্যা কাটিয়ে যাবার আগে ডলের সঙ্গে বসে আধ বোতল স্কচ হুইস্কি শেষ করে বিদায় নিতেন। পুরুষ বটে একজন। ধূর্ত, বুদ্ধিমান ও চটপটে। আজ তাঁর দরকার ডলের ছেলেকে।

'তুমি ওর সঙ্গে দেখা করো মো। বিগ জিম কখনও ভুল করে না। আড়াই লাখ ডলার। একবার ভেবে দ্যাখো।'

'হ্যাঁ, বিগ জিম নিজে যখন বলেছে, তখন কথাটা ভাঁওতা নয়। কিন্তু মা, এই চেহারা নিয়ে তো আর যেতে পারি না। জিম বলল প্লেনে করে চলে আসতে। আমার কাছে একদম টাকা নেই। আমি তাকে বললাম যে ভালই রোজগার করছি। আমার নিজের একটা রেস্তোরাঁ আছে। তুমি তো জানো জিমের মতিগতি। আমাদের দুরবস্থার কথা তাকে বলা সম্ভব ছিল না।'

মো ঠিকই করেছে বুঝে বললেন, 'আমার কাছে টাকা আছে মো। তুমি যখন যাচ্ছ, তখন বেশ স্টাইলের সঙ্গেই যাওয়া দরকার।' বিছানার পাশে ছোট আলমারী থেকে একটা কালো কুমীরের চামড়ার ব্যাগ বের করে তার থেকে একটা খাম বের করে মো কে দিলেন। 'টাকাটা নাও, মো। ভালো একটা সেট কিনো। পায়জামা শার্ট আর টুকিটাকি অনেক জিনিষপত্র লাগবে। ভাল চেহারার একটা সুটকেসও নিও। বিগ জিম এসব খুঁটিনাটি খুব লক্ষ্য করে।'

দশখানা একশো ডলারের নোট দেখে, বিস্ফারিত চোখে সে বলল, 'একী কাণ্ড, মা! এত টাকা কোত্থেকে এলো?'

হেসে ডল বললেন, 'টাকাটা আমার কাছেই ছিল। এটা আমার জরুরী দরকারের জন্য জমিয়ে রেখেছিলাম, মো। এ টাকা এখন তোমার। সাবধানে খরচ কোরো। আমার কাছে আর কোনো টাকা নেই।'

'কিন্তু এ টাকা তোমার লাগবে মা! এ আমি নিতে পারব না। সেরে উঠতে হলে তোমার এখন শেষ পয়সাটা পর্যন্ত দরকার।'

হাতটা চেপে ধরে ডল বললেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই তুই আড়াই লাখ ডলার পাবি, বোকা। জিমের সঙ্গে একবার দেখা করলে আমাদের আর কোনদিন অভাব থাকবে না। নিয়ে নে টাকাটা।'

টাকার খামটা নিয়ে মো গেল রেস্তোরাঁয়। ফ্রাঙ্গিওলিকে বলল যে সে আর চাকরী করবে না। ফ্রাঙ্গিওলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল যে, ওয়েটার আজকাল পয়সায় এক ডজন করে পাওয়া যায়। মো যাবার সময় সে করমর্দন করল না বলে মো-র মনটা একটু খারাপ হল।

বুধবারটা কেটে গেল জিনিষপত্র কিনতে। তারপর ঘরে ফিরে নতুন সুটকেশে সবকিছু গুছিয়ে রাখল। ইতিমধ্যেই চুল কাটা ও নখের পরিচর্যা সেরে নিয়েছিল। নতুন সুট পরে সে আয়নায় নিজেকে প্রায় চিনতেই পারছিল না।

সে সুটকেশ হাতে নিয়ে হাসপাতালে গেল। কিন্তু ওয়ার্ডের নার্সটি জানাল যে আজ তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করা বারণ। তিনি একটু কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁকে বিরক্ত না করাই ভাল।

অসহায় ভাবে সুঠাম, স্বর্ণকেশী নার্সটির দিকে তাকিয়ে এক তীব্র নিঃসঙ্গতা আর ভয় হৃদপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরল।

'বোধ হয় খারাপ কিছু হয়নি, 'না?' ভীতু গলায় প্রশ্ন করল সে।

অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীমায় বসে, বেল্টটা ঠিক করতে করতে মেয়েটি চলে গেল। যেন কিছুই নয় ব্যাপারটা।

মো ইতস্ততঃ করে বাইরের দিকে পা বাড়াল। রাস্তায় এসে খেয়াল হল ভায়োলেটের গোছাটা। আবার ফিরে গেল ফুলওয়ালীর কাছে। ফুলগুলো দিল। বলল, 'মা ভালো নেই। কাল আবার নেব না হয়। তোমাকে দিয়েছি জানলে মা খুশী হবেন।'

মোরে গিয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। একটু পরে অন্ধকার নেমে এল। কী করে প্রার্থনা করবে ভুলে গেল। শুধু, 'প্রিয় যীশু আমার মাকে দেখো, যত্ন নিও—সঙ্গে থেকো। মাকে আমার বড় দরকার।'

বলতে পারল না সে এর চেয়ে বেশী কিছু। মো নীচে নেমে টেলিফোন ধরে হাসপাতালে ফোন করল।

এক মহিলা তাকে জানালেন যে, ডল একটু অস্বস্তিতে আছেন। মো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, কিন্তু জানতে পারল তাকে পাওয়া যাবে না।

সারা রাত্রিটা মো এক মদের আড্ডায় কাটাল। দু'বোতল শেষ করে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সে মাতাল।

।। তিন ।।

ক্র্যামার বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃরাশ খাচ্ছিলেন। হেলেন সকালে কিছু খায় না। সে দ্বিতীয়বার ক্র্যামারের কফির পেয়ালা ভর্তি করে দিচ্ছিল। এমন সময় তিনি সহজ ভঙ্গিতে বললেন। 'আজ সকালের প্লেনে মো জেগেটি আসছে, ডার্লিং। এখানেই লাঞ্চ খাবে।'

চমকে বলল, 'কে?'

'মো জেগেটি। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?'

'মানে সেই বদমাশটা? সবে জেল থেকে বেরিয়েছে, তাই না?'

'প্রায় দু'বছর হলো বেরিয়েছে। বড় ভালো লোকটা। তুমি তো তাকে পছন্দ করতে হেলেন।'

একটু বিবর্ণ হয়ে হেলেন বলল, 'কী চায় সে?'

'কিছুই না। সে এখন নিজের ব্যবসা চালাচ্ছে। গতকাল আমায় ফোন করেছিল। একটা কাজে প্যারাডইস শহরে আসছে। আমি এখানে আছি জেনে ভেবেছে একবার দেখা করে যাবে। অনেকদিন পরে আবার দেখা হবে। চমৎকার লোক।'

তীব্র রাগে হেলেন বলল, 'ও স্রেফ একটা ডাকাত। জিম তুমি কথা দিয়েছিলে ঐ ডাকাতগুলোর আর ছায়া মাড়াবে না। আমাদের সামাজিক—মর্যাদার কথা ভুললে চলবে না। কেউ যদি জানতে পারে যে একটা জেল ফেরৎ আসামী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

'হয়েছে, হয়েছে, হেলেন, ঠাণ্ডা হও। মো আমাদের পুরোনো বন্ধু। একবার জেলে গিয়েছিল তো আমাদের কি? এখন সে ভদ্র জীবন—যাপন করছে আর নিজে ব্যবসা করছে।'

হেলেন অনেকক্ষণ ধরে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কিসের ব্যবসা?'

'জানি না। দেখা হলে না হয় তুমিই জেনে নিও।'

'আমি ওকে দেখতে চাই না, আর ও এ বাড়িতে পা দিক তা-ও আমি চাই না। দেখ, জিম, পাঁচ বছর হল তুমি অপরাধী মহল থেকে সরে এসেছ, আর ফিরে যেতে চেষ্টা করো না।'

ক্র্যামার মাংসের শেষ টুকরোটি মুখে পুরে প্লেট সরিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ধারালো স্বরে বললেন, 'আমি কী করব না করব সে বিষয়ে কারো উপদেশ শোনা আমার পছন্দ নয় হেলেন, তোমার উপদেশও না। তুমি তা জান, মাথা গরম কোরো না। জো এখানেই লাঞ্চ খাবে পুরনো বন্ধু হিসেবে। সে আমার বাড়ি আসছে সুতরাং শান্ত হও।'

স্বামীর গম্ভীর—ধূসর চোখে আগুনের ঝলক হেলেন চিরকাল ভয় করে চলে। সে জানে তাঁর বয়স কিছু কমছে না, রূপে ক্রমশঃ ভাঁটার টান ধরছে। ষাটের কোঠায় গিয়েও ক্র্যামার এ পর্যন্ত অন্য কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি দেননি। হেলেন উঠে একটু হেসে বলল, 'ঠিক আছে জিম। আমি বরং ওর জন্য ভাল কিছু রেঁধে রাখব। আমার শুধু ভয় হয়েছিল যে সেই বিশ্রী পুরনো জীবনটা থেকে হঠাৎ একজন এখানে এসে পড়লে—'

'ভয় পাবার কিছুই নেই। যাকগে, আমি এয়ারপোর্টে চললাম। আমরা দু'জনে সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরব, তৈরী থেকো।' হেলেনের গালে একবার ঠোঁট ছুইয়ে ক্র্যামার বেরিয়ে গেলেন।

হেলেন বসে পড়ল, মো জেগেটি। মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার কথা যখন মো জিমের ডানহাত ছিল। মানুষ হিসেবে মো কে খারাপ লাগত না। কিন্তু তাঁর পরিচয়টা আজ ভয়াবহ, জেল ফেরৎ ডাকাত। তাঁরা আজ প্যারাডাইস শহরে উচ্চবিত্ত মহলে জায়গা করে নিয়েছে। আর এখন কেউ যদি জানতে পারে যে মো তাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে! উহু, জিমের মাথায় কি অন্য কোনো মতলব এসেছে?

এফ. বি. আই.-এর ইন্‌সপেক্টর জে ডেনিসন এবং স্পেশাল এজেন্ট টম হার্পার এয়ারপোর্টের লবিতে তাদের ওয়াশিংটন গামী প্লেনটির খবরের জন্য অপেক্ষা করছিল।

এক বিশাল পেশীবহুল মানুষ ডেনিসন, মুখে বড় একজোড়া গোঁফ। মোটা নাকের পাশে তামাটে দাগ, বয়েস প্রায় আটচল্লিশ একজন সুদক্ষ, পরিশ্রমী পুলিশ অফিসার। প্যারাডাইস শহরেই তাঁর সদর দপ্তর। তাঁর পাশে হার্পারকে বাচ্চা বলে মনে হচ্ছিল। ইন্‌সপেক্টরের চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট সে। রোগা, লম্বা চেহারার উন্নতিশীল যুবক। ডেনিসনের মত কড়া শিক্ষক পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, ছোকরা কাজকর্ম ভালই শিখছে। দু'জনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ইদানীং আবার হার্পার ডেনিসনের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ঝুঁকেছে।

ডেনিসন হঠাৎ হার্পারের বাহুতে চাপ দিয়ে, 'কে এলো দ্যাখো একবার। ঐ যে ব্যাটা মোটকু এইমাত্র গেট দিয়ে ঢুকল।'

হার্পার বেঁটে—মোটা মানুষটিকে দেখতে পেল। প্লেন থেকে নেমে লবিতে এসে ঢুকল। হার্পার চিনতে না পেরে সপ্রশ্ন চোখে কর্তার দিকে তাকাল।

ততক্ষণে ডেনিসন উঠে, 'তাড়াহুড়ো কোরো না। লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে।'

তারা লোকটার পিছু নিল। গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াল।

ডেনিসন বললেন, 'ঐ হল মো জেগেটি। মনে পড়ছে? ওর সঙ্গে মোলাকাত অবশ্য তোমার হয়নি—ওর সময়ে তুমি কাজে ঢোকনি। তবে ওর কীর্তিকলাপ নিশ্চয় শুনে থাকবে।'

'এই সেই জেগেটি! খুব শুনেছি ওর কথা। ক্র্যামারের স্যাঙাৎ। সে সময়ে গুণ্ডামহলের সবচেয়ে দুঁদে ওস্তাদদের একজন ছিল। তারপর দু'বছরের জন্যে জেলে গিয়ে আবার দু'বছর হলো বেরিয়েছে। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ টাকাপয়সা করেছে। সুটটা চমৎকার।'

'এই সেই লোক। কিন্তু ব্যাটা এখানে কী মতলবে এসেছে?'

'ঐ দেখুন—বাঁদিকে। ঐ যে ক্র্যামার স্বয়ং।'

লাউড স্পীকারে শোনা গেল—ওয়াশিংটনের যাত্রীরা সকলে যেন এক্ষুনি পাঁচ নম্বর গেটে চলে আসেন।

পুলিশ অফিসার দু'জন দেখল, ক্র্যামার হাত নেড়ে ইসারা করলেন এবং মো জেগেটি সেদিকে পা চালাল। তারপর অফিসার দু'জন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৫ নম্বর গেটের দিকে চলল।

চিন্তিতভাবে ডেনিসন বললেন, 'ক্র্যামার এবং জেগেটি—সেই অপরাজেয় জুটি। বিপদ বাঁধতে পারে।'

হার্পার বলল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন ক্র্যামার আবার দস্যুজীবনে ফিরে যাবে! ওর হাতে তো অঢেল টাকা আছে। এমন পাগলামি ও করবে না।'

'জানি না। অনেকবার ভেবেছি সলি লুকাস কেন আত্মহত্যা করল। সেই-ই ক্র্যামারের টাকাপয়সার দেখাশুনা করত। যাই হোক ওদের ওপর নজর রাখতে হবে। প্লেনে উঠেই এখানকার পুলিশদের সতর্ক করতে হবে। দীর্ঘ একুশ বছর আমি ক্র্যামারকে বাগে পাবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। যদি ও পুরনো জীবনে ফিরে আসে—সে সুযোগ আমি হাতছাড়া করবো না।'

কেউ তাকে লক্ষ্য করছে সেটা মো বুঝতে পারেনি। দু'জনে কাছাকাছি আসতেই দু'জনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল, গত সাত বছরে অন্যজনের কতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে।

ক্র্যামারের তামাটে চেহারা এখনও তাজা আছে তবে সেই চঞ্চল তরতরে হাঁটার ভঙ্গীটা হারিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য জিমের বয়স এখন ষাট। ক্র্যামারের গায়ে কুচকুচে কালো সোয়েডের জ্যাকেট, বাদামী গ্যাবাডিনের প্যান্ট আর মাথায় সাদা টুপি। দেখে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

মো-র চেহারা আগের চেয়ে অনেক মোটা ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর ও শিথিল ভাব। আর ক্র্যামার লক্ষ্য করলেন তার চোখের অস্বচ্ছন্দ, ভীতু চাহনী এবং ঠোঁট জোড়ার নার্ভাস কাঁপুনি। তবে মো-র চেহারা যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। রোজগার ভালো না হলে, এমন উঁচুদরের পোশাক পরা যায় না।

মো-র হাতে হাত মিলিয়ে ক্র্যামার বললেন, 'অনেকদিন পরে দেখা হল, কেমন আছ?'

মো জানাল যে সে ভালই আছে এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুব খুশী হয়েছে। তারপর দু'জনে ক্যাডিলাক গাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেল।

মো মুগ্ধকণ্ঠে বলে, 'তোমার গাড়ী নাকি, জিম?'

'হ্যাঁ, তবে এবার এটা বেচে নতুন মডেল কিনছি। ঢোকো, হেলেন তোমার জন্যে স্পেশাল খাবার তৈরী করছে. দেরী হলে মজা দেখিয়ে দেবে।'

যেতে যেতে মোর কাছে ডলের সব খবর জানলেন।

ক্র্যামার খুব বিচলিত হলেন। ডলকে তাঁর খুব ভালো লাগতো। তিনি বললেন, 'ভালো হয়ে যাবেন। উনি যথেষ্ট শক্ত ধাতের মানুষ। অসুস্থতা সকলের জীবনেই আসে আবার ভাল হয়ে ওঠে। উনিও সেরে উঠবেন।'

তিনি স্যান কোয়েন্টিনের সম্বন্ধে জানতে চাইলে মো দুই হাতে সজোরে মুষ্ঠিবদ্ধ করে, শক্ত, বোঁজা গলায় বলল,—'অতি জঘন্য জায়গা—সে সময়টা খারাপ কেটেছে।'

ক্র্যামার অতি অল্পের জন্যে এই স্যান কোয়েন্টিন এর গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। এই জেলটা একটা দুঃস্বপ্নের রাজত্ব। তিনি বললেন, 'আমিও সেই রকম ভেবেছিলাম। যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে ভেবো না।—ব্যাপারটা চুকে গেছে।'

নানান গল্পের মধ্যে কুড়ি মাইল রাস্তা কেটে গেল। কিন্তু ক্র্যামার যে কেন মো-কে ডেকেছেন, সে বিষয়ে কোন কথা হল না।

নির্বিঘ্নেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল। খাওয়াটা বেশ ভারী হয়েছিল কিন্তু মো বুঝতে পারল, তার আসাটা হেলেনের ঠিক পছন্দ নয়। তাঁর মন একটু খারাপ হয়ে গেল।

হেলেন সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞেস করল এখন কি করছো।

মো বলল, তাঁর একটা রেস্তোরাঁ আছে। রোজগার পত্র ভালই হচ্ছে।

'তাহলে প্যারাডাইস শহরে এসেছ কি জন্যে?'

ইতস্ততঃ করে মো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ক্র্যামার বললেন, 'ও আরো একটা রেস্তোরাঁ খুঁজছে। চমৎকার মতলব। প্যারাডাইস শহরে একটা ভালো ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ হলে আমাদের সুবিধা হবে।'

লাঞ্চ শেষ হলে হেলেন বলল যে সে শহরে যাচ্ছে আর সেখান থেকে ব্রিজ ক্লাবে।

হেলেন চলে যাওয়ার পর ক্র্যামার বললেন, 'চলো মো, আমার পড়বার ঘরে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

দু'জনে পড়বার ঘরে ঢুকল। ক্র্যামারের বিরাট বাড়ি, বাগান, অজস্র দামী দামী আসবাব পত্র ও জাঁকজমক দেখে মো-র মাথা ঘুরে গেল। এ ঘরে এসে বড় জানালা দিয়ে গোলাপের বাগিচা দেখতে দেখতে বলল, 'চমৎকার বাড়ি পেয়েছ জিম।'

ক্র্যামার বসে এক বাক্স সিগার মো-র দিকে দিয়ে নিজেও একটি তুলে বললেন, 'মন্দ নয়। আচ্ছা সলি লুকাসকে তোমার মনে আছে?'

'নিশ্চয়। সে এখন কি করছে? এখনও কি তোমার হয়ে কাজ করছে?'

'হপ্তা দুয়েক আগে সে নিজেকে গুলি করেছে। কাজটা আমারই করবার কথা, কিন্তু তার আগেই নিজে সেরে ফেলেছে।'

মো শিউরে তাঁর দিকে তাকাল।

ক্র্যামার বলে চললেন, 'হ্যাঁ, আমার চল্লিশ লাখ ডলার উড়িয়ে দিয়েছে। এ কথা কিন্তু তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না। হেলেনকেও আমি জানাতে চাই না। আমার কাছে এখন যে কটা পয়সা আছে, তোমার হাতে ডলারের সংখ্যা তার চেয়ে বেশিই হবে।'

স্বয়ং বিগ জিমের কাছ থেকে চল্লিশ লাখ ডলার মারা! অবিশ্বাস্য, মো স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

ক্র্যামার বললেন, 'সুতরাং এখন আমার বেশ থোকে টাকা দরকার, কাজটা শক্ত নয়, কিন্তু তোমার সাহায্য চাই। আমরা দু'জনে জুটি চিরকাল, কাজ করে এসেছি তাই প্রথমে তোমার কথাই মনে হলো। এখনও আমরা অনায়াসে বড় একটা কাজ হাসিল করতে পারি। আমার মাথায় একটা মতলব আছে। কাজটা ঠিকমত সারতে পারলে প্রচুর টাকা আসতে পারে। পরিকল্পনা ও পরিচালনা সব আমিই করবো, তোমাকে দরকার—অত ভয়, পাবার কিছু নেই, মো। আমি তোমায় কথা

দিচ্ছি একেবারে বিপদের সম্ভাবনা নেই—বুঝতে পেরেছ? যদি কোন গোলমালের আশংকা থাকতো আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতাম না। স্যান কোয়েন্টিনে তোমার দিনগুলি যে কেমন কেটেছে সে আমি বুঝতে পারি। শোন—আমার সঙ্গে কাজ করলে ঐ জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। থাকলে, এই বয়সে আমি কখনও এ ব্যাপারে মাথা গলাতাম না আর তোমাকেও টেনে আনতাম না।'

মো-র মন থেকে এবার ভয় সরে গেল। বিগ জিম যখন নিজে মুখে বলছেন যে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েই তিনি আড়াই লক্ষ ডলার তাঁর হাতে তুলে দেবেন তবে সত্যিই হবে। ক্র্যামারের ওপর অটল বিশ্বাস আছে তাঁর। চোখে ঐ দৃষ্টি নিয়ে ক্র্যামার যদি কোনো কিছু করবার প্রতিজ্ঞা করেন সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করবেনেই।

উৎসাহভরে মো প্রশ্ন করল, 'কাজটা কী বলো দেখি?'

ক্র্যামার বললেন, 'জন ভ্যান ওয়াইলির নাম শুনেছ কখনো?'

মো হতভম্ব মুখে ঘাড় নাড়ল।

'ভদ্রলোক একজন তৈলব্যবসায়ী। নিবাস টেক্সাস প্রদেশ। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু সত্যি সত্যিই নাকি ভদ্রলোক একশ কোটি ডলারের বেশি সম্পত্তির মালিক।'

'একটা লোকের অত টাকা থাকতেই পারে না। এ-ক-শ কোটি ডলার। কোত্থেকে পাবে অত টাকা?'

'গত শতাব্দীর শেষে ওঁর বাবা তেলের খনি আবিষ্কার করেছিলেন। টেক্সাসে তখন সবে লোকবসতি আরম্ভ হয়েছে। সে ভদ্রলোক জলের দরে একের পর এক জমি কিনেছিলেন। সে জমির যেখানেই গর্ত করেন, সেখানেই দেখেন তেল। জীবনে তিনি একটা শুকনো গর্ত খোঁড়েন নি—ভাবতে পারো! তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে ব্যবসা নিল। বাবা যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন জন ভ্যান ওয়াইলি নিপুণ হাতে তাকে দশগুণ করে ফেললেন। বিশ্বাস করো। আজ তাঁর হাতে একশ কোটি ডলারের বেশি বৈ কম হবে না।'

মো মুখের ঘাম মুছে বলল, 'এসব শোনা কথা, কোনদিন সত্যি বলে বিশ্বাস করিনি।'

ক্র্যামার বললেন, 'বেশ কয়েক বছর যাবত আমি ভ্যান ওয়াইলির ওপর নজর রাখছি। ভদ্রলোকের ব্যাপার-স্যাপার বড় অদ্ভুত।' তিনি ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বার করলেন, তার মধ্যে অজস্র খবরের কাগজের কাটিং আটকানো। এই প্রত্যেকটি কাটিং ভ্যান ওয়াইলির পরিবার সম্পর্কে। ওরা নিজেদের সম্বন্ধে যতটা জানেন আমি তার চেয়ে কিছু কম জানি না। মাঝে মাঝে আমি নিছক মজার জন্যেই নানান চুরি ডাকাতির প্ল্যান ভেবে ভেবে খাড়া করতাম। তখন জানতাম না যে একদিন সত্যি সত্যি এ পথে ফিরতে হবে। আমায় যখন ফিরেই আসতে হচ্ছে তখন সেই প্ল্যানগুলো যথেষ্ট কাজে লাগবে। ভ্যান ওয়াইলির স্ত্রী ক্যানসারে মারা গেছেন। একটি মাত্র মেয়ে, তাঁর চেহারা ঠিক মায়ের মত। ভ্যান ওয়াইলির কাছে তাঁর মেয়ের মত মূল্যবান কিছুই নেই।'

ক্র্যামার কিছুক্ষণ তার জ্বলন্ত সিগারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একজন মানুষ যা কিছু চাইতে পারে তার সবটুকু ভ্যান ওয়াইলির আছে। তাঁর এত বেশি টাকা যে সবটা খরচ করা অসম্ভব। তিনি যে কোনো জিনিষ যে কোনো দামে কিনতে পারেন কিন্তু নিজের মেয়ে এমন একটা জিনিষ যা কেনা যায় না।'

মো পুরোটা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ক্র্যামারের মুখের রেখা কঠোর হয়ে উঠল, চোখ দুটো জ্বলছে।' সুতরাং আমরা তাঁর মেয়েকে চুরি করে এনে তাঁর পকেট থেকে সুন্দর ও নিরাপদভাবে চল্লিশ লাখ ডলার নিতে পারি।'

সর্বাঙ্গ শক্ত হল মো-র। দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, জিম! তুমি জানো আমাদের দেশে অপহরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড। শেষে কি গ্যাস চেম্বারে প্রাণ দিতে চাও?'

'তুমি কি ভেবেছ কথাটা আমি ভাবিনি? আমি তো বললাম, পুরো ব্যাপারটা সহজ, নিরাপদ আর সম্পূর্ণ-গোপন। ধরো ভ্যান ওয়াইলি তাঁর মেয়েকে হারালেন, দুনিয়ায় একমাত্র যার জন্য তিনি পরোয়া করেন। চল্লিশ লাখ ডলার তাঁর মত লোকের কাছে মুড়ি-মুড়কী। তোমার মেয়েকে কেউ যদি নিয়ে জানায় যে কুড়ি ডলার মুক্তিপণ দিলেই তুমি তাকে ফেরৎ পাবে, তুমি কি সঙ্গে

সঙ্গে টাকাটা দেবে না? তুমি কি পুলিশ ডাকতে যাবে? না, বরং টাকাটা দিয়ে দেবে। তিনি বিনা ঝামেলায় মেয়েকে ফেরত পাচ্ছেন। তার জন্য যে টাকা খরচ হচ্ছে তার মূল্য তাঁর কাছে যতটুকু আমাদের কাছে কুড়িটা ডলারের দাম তার চেয়ে বেশি।'

'কিন্তু একবার মেয়েকে ফেরত পেলেই তিনি আমাদের পেছনে পুলিশ লাগাবেন। ওরকম লোক কখনও মুখ বুজে অতগুলো টাকার শোক হজম করবে না।'

'আমি তাকে পরিষ্কার সমঝিয়ে দেব যে কোনরকম শয়তানি করলে সুবিধে হবে না। মেয়ের ওপর যতই পাহারা বসান না কেন, একদিন না একদিন আমার দলের একজন বন্দুক হাতে তার কাছে পৌঁছবেই এবং সেইদিনই সব শেষ। আমি তাঁর মনে ভয় ঢুকিয়ে দেব, গণ্ডগোল করলেই মেয়েকে খতম করবই। সে আজ হোক, কাল হোক, আর দু'বছর পর হোক। তিনিও বুঝবেন যে একটা মেয়েকে সারাজীবন কড়া পাহারায় রাখা অসম্ভব। সুতরাং তিনি চুপচাপ থাকবেন।'

'বেশ, চিরকাল তোমার কথায় বিশ্বাস করেছি। তুমি যখন বলছ, তাই হবে। আমায় কী করতে হবে?'

'তোমার ওপর সহজ কাজটার ভার দিচ্ছি। তুমি অপহরণ টুকুর ব্যবস্থা করবে—অবশ্য একলা নয়। আমাদের আরো দু'জন লাগবে। দু'জন কম বয়েসী, শক্ত সমর্থ, ডাকাবুকা ছোঁড়া আমাদের চাই। তাদের ভাগে পড়বে পাঁচ হাজার ডলার। তুমি নিশ্চয়ই দুয়েকটা ভালো ছোকরা যোগাড় করতে পারবে।'

ক্র্যামারের মত মো-র'ও বহুদিন অপরাধী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই কিন্তু সে কথা বললে মহাবিপদ হবে। বিগ জিমকে মো চেনে। তাঁর মুখ দেখে আড়াই লাখ ডলার দেবেন না। যতক্ষণ ঠিকঠাক কাজ হবে, ততক্ষণ তিনি কিছু বলবেন না। কিন্তু একটু অক্ষমতা দেখলেই পত্রপাঠ বিদায়।

হঠাৎ মোর মাথায় একটা কথা এলো,' 'আমি দু'জনকে চিনি, যারা এ কাজ করতে পারে। দুই ভাইবোন তাঁরা। নাম—ক্রেন। এ ব্যাপারে ওদের চেয়ে মানানসই বদমাশ পাওয়া মুস্কিল।'

ক্র্যামার বললেন, 'ক্রেন? কে তাঁরা?'

'আমার নীচের ফ্ল্যাটে থাকে। ভীষণ বেপরোয়া। যমজ ভাইবোন। ভাইটা হল বীটনিক—নিজের দল আছে। ওদের বশে আনা শক্ত। কিন্তু প্রচুর সাহস আছে।'

হেসে ক্র্যামার বললেন, 'ভেবো না, আমি ওদের ঠিক ম্যানেজ করে নেব। ওদের সম্বন্ধে আর কি জানো? কী করে ওরা?'

'কিছুই না। কোন দিন রোজগারের চেষ্টাও করেনি। বললাম যে—ভীষণ বেপরোয়া। ওদের বাবা ছিল এক বন্দুকবাজ। ছোটখাট দোকান আর নির্জন পেট্রল পাম্প লুঠ করে বেড়াত। একদিন মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে দেখে, তাঁর বৌ অন্য লোকের সঙ্গে শুয়ে আছে। দু'জনকেই গুলি করে শেষ করে। পনেরো বছরের জন্য তাঁর জেল হল, কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই জেলের মধ্যে সে আত্মহত্যা করল।'

'ছোটবেলা থেকেই এই ভাইবোন চুরি করা শিখেছিল। ওদের মা ছিল দোকান বাজার থেকে জিনিষপত্র সরাতে সিদ্ধহস্ত। মাকে দেখতে দেখতে এরা দু'জনে মায়ের চেয়েও পাকা চোর হয়ে উঠল। তাঁরা দশ বছর বয়সে বাবা মাকে হারিয়ে অতি বন্য জীবন যাপন করছে। চুরি চামারি করে খাবার দাবার জোগাড় করে। পুলিশ এবং উপদেশদাতাদের সব সময় এড়িয়ে চলে। দু'জনেই খুব চালাক-চতুর। সারাক্ষণ ব্ল্যাকমেলের ছুতো খোঁজে, সুযোগ পেলেই কামড় বসায়। বোনটা সারাক্ষণ রূপ দেখিয়ে বেড়ায় আর কোনো বুদ্ধু ফাঁদে পা দিলেই ভাই এসে টুঁটি ধরে শেষ কানাকড়িটুকু কেড়ে নেয়। ছোঁড়াটা মহা-পোক্ত। আর একটা মেয়েকে দলে নেওয়ার মতলবটাও মন্দ নয়, অনেক কাজে লাগতে পারে।'

কিছুক্ষণ ভেবে ক্র্যামার বললেন, 'আমি স্যানফ্রান্সিসকো গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে যদি ভাল লাগে তাহলে ওদের দলে নিয়ে নেব। ঠিক আছে?'

"আমি কথা বলে রাখব। এর পেছনে তুমি আছ শুনলেই ওরা ছুটে আসবে।'

সে তো আসবেই। তবে কাজটা এখুনি ওদের কাছে ফাঁস কোরো না, মো। আমি আগে ওদের

দেখতে চাই। জানিও যে, বিগ জিম ক্র্যামারের অধীনে কাজ করার একটা সুযোগ পেতে পারে।'

একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে চিতা ক্রেন দাঁড়িয়েছিল। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। সে লাল রং করা পুরুষ্ঠ ঠোটে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে রাস্তার ওপারে গিজা ক্লাবের গেটের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে।

রাত তিনটে, এক্ষুনি খদ্দেররা বেরোবে তাদের একজন না একজন তাকে দেখে এ ফুটপাতে চলে আসবে।

মেয়েদের তুলনায় চিতা একটু লম্বা, চওড়া কাঁধ, উন্মুক্ত বক্ষদেশ পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, নিটোল নিতম্ব ও দীর্ঘ পা। তাঁর পরনের কালো চামড়ার টাউজার্স তেলে চকচকে দেখাচ্ছে। গায়ে কালো চামড়ার সোয়েটার, তার পিঠের দিকে সাদা রঙের একটি 'ক্রেন মাছি'-র ছবি আঁকা, যার প্রচলিত নাম হল 'ড্যাডী লংলেগ্‌স্‌। ভাইবোনে সর্বদা এই ছবি আঁকা পোষাক পরে। এ এলাকার গুণ্ডাদের কাছে তাঁরা এজন্য 'লেদার জ্যাকেট্‌স' নামে পরিচিত—'লেদার জ্যাকেট' হল শস্যবিধ্বংসী ক্রেন মাছির বিষাক্ত লালার নাম।

চিতা তাঁর খেয়ালমত তাঁর কালো চুলকে সোনালী রঙে রাঙিয়ে নিত। চোয়ালের হাড় উঁচু, বড় বড় কালচে নীল চোখ আর সুঠাম নাক। তাকে সুন্দরী বলা যায় না কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে রয়েছে সুতীব্র—যৌন আবেদন। তার নষ্টামীও আদিম আকর্ষণে ভরা। দুই চোখ চুম্বকের মত মানুষকে টেনে আনে। সে তাঁর ভাইয়ের মতই নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী ও হিংস্র। দুই ক্রেন ভাইবোনের মধ্যে কোনো ভালো জিনিস পাওয়া দুঃসাধ্য। এরা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী, অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক, চরম স্বার্থপর। পরস্পরের প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা, তারা দুজনে এক চেহারার যমজ, তাদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি বাঁধত কিন্তু কেউ অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত হলে তখন অন্যজন সর্বদা এগিয়ে আসত। পরস্পরকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। তাঁরা একসঙ্গে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উপভোগ করত। তাদের মধ্যে একজন একটা টাকা রোজগার করলে স্বভাবতঃই অন্যজন তার আট আনার মালিক—এর ব্যতিক্রম কল্পনাতীত।

একটা অন্ধকার গলিতে রাস্তার ওপারে তার ভাই রিফ ক্রেন গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোনের চেয়ে সে কয়েক ইঞ্চি লম্বা। বোনেরই মত তাঁর চওড়া—চোয়াল আর উজ্জ্বল কালো চোখ, ছোটেবেলায় মারামারি করতে গিয়ে একবার তাঁর নাক ভেঙেছিল। কয়েক মাস আগে জনৈক শত্রু বাগে পেয়ে তাঁর ডানদিকের চোখ থেকে চোয়ালের নীচ পর্যন্ত ধারালো ক্ষুর দিয়ে চিরে দিয়েছিল। মুখের এই দুটি ক্ষতের জন্য তাকে আরও হিংস্র ও ভয়াবহ দেখায়। ক্ষুরধারী শত্রুটির তারা যথাসময়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। আজ স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া লোকটির এক পা চলবার সামর্থ্য নেই—মাথায় অজস্র বুটের আঘাত পেয়ে তার মস্তিষ্ক চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে, দৃষ্টিশক্তিও নেই বললেই চলে। রিফ আর চিতা দুজনেই সর্বদা স্কী-বুট পরে থাকে। এ জুতো তাদের পোশাকের সঙ্গে বেশ মানায়। আর রাস্তার লড়াইয়ের সময় অস্ত্র হিসেবেও মারাত্মক কাজ দেয়।

নাইট ক্লাবের দরজা দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে চিতাকে দেখল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে উল্টোদিকে রওনা হল।

লোক বেরোতে শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা না একটা লোক তার দিকে এগিয়ে আসবে। দূরে তাই ভাই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে আরো অন্ধকারে সরে গেল।

নাইট ক্লাব থেকে স্ত্রী পুরুষেরা বেরিয়ে অনেকে গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করল। তারপর বেরিয়ে এলেন একটি ছোটখাট লোক। পরনে বর্ষাতি মাথায় গোল টুপি। ভদ্রলোক রাস্তার ওপার থেকে চিতার দিকে তাকালেন, একবার দ্বিধা করে এপারে চলে এলেন। চিতার অভিজ্ঞ চোখ লক্ষ্য করল ভদ্রলোকের দামী বর্ষাতি হাতে তৈরী জুতো আর ঝকঝকে স্ট্র্যাপওয়ালা সোনার হাতঘড়ি। লোকটা শিকার হিসেবে মন্দ হবে না।

লোকটির সর্বাঙ্গে কেমন যেন এক বেপরোয়া সবজান্তা ভাব। হাল্কা পায়ে হাঁটছেন। রোগা ধূর্ত মুখের তামাটে রং দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোককে প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়।

ভদ্রলোক এসে বললেন, 'কি সখি, কারো জন্যে পথ চেয়ে আছো নাকি?'

নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বার করে একটুকরো পেশাদারী হাসি হেসে বলল, 'হয়ত ছিলাম কারো পথ চেয়ে। কিন্তু এতক্ষণে বোধহয় তার দেখা পেয়েছি। কি বল?'

চিতাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে, চলো বৃষ্টি থেকে বেরোনো যাক। আমার গাড়ীটা ঐখানে আছে। একটা নির্জন, নিরিবিলি জায়গায় গেলে কেমন হয়? অনেক গল্প করা যাবে।'

হেসে চিতা বলল, 'মন্দ মতলব নয়। জায়গাটা কোথায়, আর ঠিক কতটা নির্জন?'

তিনি চোখ টিপে বললেন, "একটা হোটেলে গেলে কেমন হয় সখি? ওড়াবার মত কিছু টাকা আমার পকেটে আছে। ছোট্ট কোনো নিরিবিলি জায়গা তোমার জানা আছে?'

নিতান্ত সহজ হয়ে আসছে কাজটা। চিতা একটু চিন্তা করে বলল, 'বেশ তো, আমার আপত্তি নেই। আমার একটা ভালো জায়গা জানা আছে। চলো সেখানে যাই।'

জ্বলন্ত সিগারেটটাকে আঙুলের টোকায় শূন্যে ছুঁড়ে দিল চিতা। এটা একটা সংকেত। যাতে রিফ বুঝতে পারে সে লোকটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের বুইক কন্‌ভার্টিব্‌ল গাড়ীতে দু'জনে উঠল। চিতা পাশে বসতেই তিনি বললেন। তোমার পোশাকটা তো বড় অদ্ভুত। তোমায় বেশ মানিয়েছে। ড্যাডী লংলেগের ছবিটা লাগিয়েছ কেন?'

বিরক্ত ভরে চিতা বলল, 'ওটা আমার পরিচয় চিহ্ন।' সোনার হাতঘড়িটার দিকে চিতা একবার তাকাল। অন্ততঃ এটা বাগাতে পারলেও খাটুনি পুষিয়ে যাবে।

তারা হোটেলে পৌঁছে একটা ঘরে ব্যবস্থা করে ফেলল। রিসেপশন ডেস্কের বয়স্ক, নোংরা কেরানীটি চিতার দিকে চোখ টিপল। চিতাও চোখ টিপল। দু'জনেই জানে যে রিফ কয়েক মিনিটেব মধ্যেই আসবে।

তাঁরা মাঝারী সাইজের একটা ঘরে এল। ভেতরে একটা জোড়া বিছানা। গোটা দুয়েক চেয়ার একটা ওয়াশ বেসিন আর একটা রোঁয়াওঠা কার্পেট।

বিছানায় বসে চিতা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হাসল। তিনি ততক্ষণে বর্ষাতি আর টুপি খুলে ফেলেছেন। এখন তাঁর গায়ে একটা তৈরী করা কালো সুট। চেহারা দেখে বেশ পয়সাওয়ালা মনে হয়।

চিতা বলল, 'আমার টাকাটা দাও দেখি, তিরিশ ডলার।'

কৌতুকের হাসি হেসে ভদ্রলোক জানালার দিকে গেলেন। নোংরা পর্দাটা সরিয়ে বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় চোখ রাখলেন। দেখতে পেলেন রিফ মোটর সাইকেল থেকে নামলো।

চিতা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কী দেখছ ওখানে? এখানে এসো—আমার টাকাটা চাই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'টাকা পাবে না সখি। তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমার ভাই? কী আজেবাজে বকছো?'

'গত হপ্তায় আমার এক বন্ধুকে তোমরা ফাঁদে ফেলেছিলে। তাকে তুমি এখানেই টেনে এনেছিলে। তাঁর সব টাকাকড়ি নেবার পর তোমার হতচ্ছাড়া ভাই তাকে প্রচণ্ড মার দিয়েছিল। এবার আমার পালা—।'

চিতা লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল, নিতান্ত নিরীহ চেহারা। ছোট দেহ, ওজনেও কম, রিফ এক ঘুষিতে একে সাবাড় করতে পারবে।

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'ছেলেমানুষি করতে যেও না বীরপুরুষ। আমরা গোলমাল চাই না। কিন্তু সামলে না চললে বিপদে পড়বে। তোমার মত দশটাকে রিফ একা খতম করতে পারে। যদি হাসপাতালে যেতে না চাও তোমার মানিব্যাগ আর রিস্টওয়াচ দিয়ে দাও। আমি রিফকে বলব যেন তোমার গায়ে হাত না দেয়।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'লেদার—জ্যাকেট্‌স তাই না! দুই ধূর্ত, হিংস্র তরুণ তরুণী—যাদের গায়ের জোর ছাড়া একটি পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই। সখি, আজ আমি তোমাদের পাওনা মিটিয়ে দিতে এসেছি।'

রিফ ঘরের দরজাটা সজোরে খুলে ঘরে ঢুকল। সাধারণতঃ সে ঘরে ঢোকার আগেই চিতা

সব জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে থাকে। যাতে রিফ এসেই রেগে আগুন হয়ে যাওয়া ভাইয়ের ভূমিকা করতে পারে। আজ তাকে সমস্ত পোশাকশুদ্ধ বসে ছোট্ট মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রিফ থমকে দাঁড়াল।

হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'এসো, খোকা, এসো। তোমার জন্য আমি বসে আছি।'

রিফ চিতার দিকে তাকাতে সে একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বলল, 'আমি জানি না বাপু। লোকটার মাথা খারাপ আছে মনে হয়।'

দরজা বন্ধ করে রিফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বলল, 'ঠিক আছে। দোস্ত, হাতঘড়ি আর মানিব্যাগটা বার করো। অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোবার সময় হল।'

চাপা হাসি হেসে ভদ্রলোক বললেন, "ঘুমের জন্য আমার তেমন তাড়া নেই।'

ভদ্রলোকটির দুঃসাহস দেখে এবার রিফ ক্ষেপে গেল, দু'পা এগিয়ে, দাঁত খিচিয়ে বলল, 'চটপট করো।'

ভদ্রলোক একটু পিছিয়ে, 'মানিব্যাগ চাই?' বলেই পকেটে হাত ঢোকালেন।

চিতা ধারালো গলায় বলল 'সাবধান'। একটি কালো পিস্তল বার করে ভদ্রলোক সেটা রিফের দিকে উঁচিয়ে ধরে বলেন, 'কীরে শয়তান! এরকম প্যাঁচে পড়বি বলে ভাবিস নি, তাই না?'

রিফ ভয়ংকর মুখভঙ্গি করে বলল, 'ওটা ফেলে দে, নইলে মহা বিপদে পড়বি।'

ডানদিকে একটু ভড়কি দিয়েই সহসা বাঁদিক দিয়ে সে আক্রমণ করল। চিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। একী পাগলামি!

রিফ পাক খেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে পিছু হটে এল। অ্যামোনিয়া গ্যাসের তীব্র গন্ধ বেরোল। ততক্ষণে রিফ মাটিতে বসে দু'হাতে চোখ ঘষতে ঘষতে আহত জন্তুর মত আর্তনাদ করছে। চিতা ওঠবার চেষ্টা করতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে গ্যাস-পিস্তলটা তুলে ধরল। দু'হাতে চোখ ঢাকতে গিয়ে একরাশ অ্যামেনিয়া মুখে এসে লাগল। চোখ বাঁচল বটে। কিন্তু নিশ্বাসের সঙ্গে অনেকটা জ্বলন্ত গ্যাস ফুসফুসে ঢুকে গেল। চীৎকার করতে করতে সে মাটিতে পড়ে গেল।

সন্তুষ্ট চিত্তে ছোট মানুষটি বর্ষাতিটা নিয়ে পরলেন, বেশ কায়দা করে হেলিয়ে টুপিটা মাথায় দিলেন। একবার ভূপতিত ক্রেন ভাইবোন দু'জন কেমন কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে দেখে বেরিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

ভদ্রলোক যে কে ছিলেন, ক্রেনেরা জানতেও পারল না। কিন্তু তাদের শাস্তির খবর ছড়িয়ে পড়তে যারা এর আগে তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে, তারা তাঁকে সুবিচারের দূত হিসেবে মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল।

।। চার ।।

গাড়ীতে স্পেশাল এজেন্ট এর ম্যাসন বসেছিল। রেজিস কোর্ট হোটেলের প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। স্যান ফ্রান্সিসকোর ভ্যান নোল অ্যাভিনিউয়ের পাশের এক গলিতে এটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল।

ক্র্যামার যে এই হোটেলে এসে উঠেছেন গত সন্ধ্যায় স্পেশাল এজেন্ট হ্যারী গার্সন স্থানীয় পুলিশ অফিসে এই খবর পাঠায়, সেই থেকে গার্সন এবং ম্যাসন পালা করে হোটেলটির ওপর নজর রাখছে।

সকাল এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। ম্যাসন সকাল থেকে বসে কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়েনি। তবে ম্যাসন ধৈর্য হারাবার পাত্র নয়। সে অনেকবার নানান আজেবাজে হোটেলের সামনে দিনের পর দিন পাহারা দিয়েছে। সে জানে, সে যদি অপেক্ষা করে, তবে আজ হোক কাল হোক একটা না একটা কিছু ঘটবেই।

ঠিক সাড়ে এগারোটায় একটা ট্যাক্সী এল, আর তা থেকে নামল স্বয়ং মো জেগেটি। সে ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে ঝটপট ভেতরে ঢুকে গেল। ম্যাসন তাঁর রেডিও- টেলিফোনের মাইকে ডেনিসনকে খবর দিল।

ডেনিসন বললেন, 'ওদের ওপর নজর রাখো, এবং আমি টমকে পাঠাচ্ছি। জেগেটি বেরোলেই টম তার পিছু নেবে। আর তুমি সামলাবে ক্র্যামারকে।'

দু'জন বয়স্কা মহিলা হোটেলে ঢুকলেন। তার কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সী করে একটি মেয়ে এল। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। তারাও হোটেলে ঢুকল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসে ম্যাসন ভাবল, ওদের সঙ্গে ক্র্যামারের নিশ্চয় কোনো সম্পর্ক নেই।

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে মনে হয় যমজ ভাইবোন, তারা বারোটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে এল। মেয়েটির চুল সোনালী রঙের। পরনে সস্তা সুতির পোষাক, পায়ে কোঁচকান সাদা জুতো আর চোখে সানগ্লাস। ছেলেটির গায়ের রং তামাটে, পরনে গাঢ় সবুজ রঙের প্যান্ট ও খোলা গলার সাদা শার্ট। কাঁধের ওপর বাদামী রঙের হালকা জ্যাকেট ঝোলানো। তার চোখেও কালো চশমা। যেন কমবয়সী ছাত্রছাত্রী, ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েছে। ম্যাসন একবার নিরুৎসাহ ভাবে তাদের দেখল। মো বুদ্ধি করে বলে দিয়েছিল যে ক্র্যামারের সঙ্গে দেখা করবার সময় তারা যেন তাদের চিরাচরিত পোশাক না পরে। এটুকুর জন্যেই তারা পুলিশ অফিসারাটির মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়েই হোটেলে ঢুকে পড়ল।

চিতা চাপা গলায় ভাইকে বলল, 'রাস্তার ওদিকে গাড়ীর ভেতর লোকটাকে দেখেছিস? টিকটিকি হতে পারে।'

রিফ বলল 'হুম দেখেছি। জেগেটিকে বলতে হবে। কিছুই নয় হয়ত এই ব্যাটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোনো এক ডাইভোর্স কেসের মাল-মশলা জোগাড় করছে।'

মো তাদের বলে দিয়েছিল দোতলায় ১৪৯ নং ঘরে গিয়ে দু'বার টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে।

লাউঞ্জে কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি বসেছিলেন। তারা দু'জনে সিঁড়ির দিকে এগোতে তাঁরা সবাই তাকিয়ে দেখলেন।

একজন বেয়ারা তাদেরকে দেখে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। ভেবে দেখল এরা দু'জনে রাস্তা চেনে নিশ্চয়।

১৪৯ নং ঘরের সামনে চিতা আর রিফ পৌঁছল। দু'বার টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। মো ইঙ্গিতে তাদের ভেতরে ঢুকতে বলল।

বিগ জিম ক্র্যামার জানালার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে, ঠোঁটের ফাকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট। ভাইবোনে ঢুকতেই তাদের ওপর কড়া নজর বুলিয়ে নিলেন। তাঁরা দু'জন এমন ভঙ্গীতে ঢুকল যেন নতুন পরিবেশে অনভ্যস্ত দুই জন্তু। মো সত্যিই বলেছে পাকা শয়তান। চিতার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে, দারুন মেয়েটা—কী বুক একখানা।

ক্র্যামারের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রিফ মো-কে বলল, 'হোটেলের বাইরে গাড়ীতে একটা ডিটেকটিভ বসে আছে—প্রাইভেট ডিটেকটিভ বা পুলিশও হতে পারে।'

মো ফ্যাকাশে মুখে ক্র্যামারের দিকে তাকাতেই তিনি শান্তভাবে বললেন, 'চুলোয় যাক। আমি লোকটাকে দেখেছি। ওরা নিশ্চয়ই দেখতে চায় জেগেটি কখন এসে আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করে—কিছুই দেখছি ওদের চোখ এড়ায় না। তেমন দরকার হলে আমি ওর চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে যাব। গত চল্লিশ বছর ধরে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আসছি।'

ক্রেন ভাইবোনও ক্র্যামারকে খুটিয়ে দেখতে কসুর করল না। ছোটবেলায় তার সম্বন্ধে খবরের কাগজে অনেক কিছু পড়েছিল। জানত একদা কুখ্যাত দস্যুসম্রাট ছিলেন, পাপের পথে প্রচুর রোজগারও ছিল—প্রায় ষাট লক্ষ ডলার, আজ ক্র্যামার জরাগ্রস্ত, দেখে হতাশ হল তারা। সিগার মুখে বসা ষাট বছরের এক মোটা লোককে কল্পনাও করতে পারেনি, ভেবেছিল সাংঘাতিক চেহারার এক মানুষ দেখতে পাবে।

—'তোমরা বোসো,' ক্র্যামার বললেন, 'দু-হপ্তা আগে যে অ্যামোনিয়া গ্যাসে রিফের মুখ ঝলসে দিয়েছিল। পরে দেখা হতে ক্র্যামার জিজ্ঞেস করলেন। 'তোমার মুখে আবার কি হল?'

—'কামড়ে দিয়েছিল একটা মাগী,' রিফ বলল। ক্র্যামারের মুখ ও চোখের দৃষ্টি জ্বলে উঠল।

—তিনি গর্জে উঠলেন, "আমি প্রশ্ন করলে ভদ্রভাবে জবাব দিবি—বুঝেছিস?'

'নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' রিফ বলল, 'আমার মুখে কী হয়েছে তাতে আপনার কিছু এসে যায় না।'

ক্র্যামারের দিকে তাকাল জেগেটি। আগেকার দিন হলে একটি ঘুঁষিতে মুখ ভেঙ্গে দিতেন। এসব বাদ দিয়ে বললেন, 'এবার তোমরা শোন, আমি একটা ডাকাতির প্ল্যান করেছি। ইচ্ছে হলে আসতে পার। কোনো ঝুঁকি নেই, আর মজুরি পাঁচ হাজার ডলার। রাজী আছো?'

বুঝতে পেরেছিল চিতা ক্র্যামার ঘায়েল হয়েছেন। সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই বুঝে নিল পুরুষের মনে লালসা জাগাতে পেরেছে সে। ক্র্যামারের বেলাতেও ভুল হয়নি।

'ঝুঁকি নেই কোন?' সে জানতে চাইল, 'তাহলে ঐ পুলিশটা পিছু নিয়েছে কী জন্যে?'

'ওসব কথা ছাড়, তোমরা আসতে চাও? পাঁচটি হাজার ডলার পাবে। মনস্থির কর।'

'কাজটা কী' রিফ বলল?

ক্র্যামার বললেন, 'যতক্ষণ না দলে আসছ, কিছুই জানানো যাবে না, আর দলে যদি একবার ঢোকো, আর বেরোতে পারবে না।'

পরস্পরের দিকে ভাইবোন তাকাল, বলল দু'হপ্তা খারাপ কেটেছে। এক ভদ্রলোক তাদের অ্যামোনিয়া দিয়ে শায়েস্তা করেছে। এটা ছড়িয়ে পড়ায় মাথা হেট হয়েছে, বিদ্রূপ করছে। আর চিতাকে জ্বালাতন করে মারছে, কিছু দিন আগেও তাকে ছোবার সাহসটুকু ছিল না। পাঁচ হাজার অংকটা শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তাদের। একসঙ্গে এত টাকা স্বপ্নেও ভাবেনি। এতদিন গা বাঁচিয়ে খুশীতে থেকেছে। আজ ক্র্যামারের পাল্লায় পরে বিপদের গ্রাসে পড়তে হবে।

এতগুলো টাকার লোভ সামলানো সহজ নয়। রিফ চিতার দিকে তাকালে চিতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রিফ বলল, 'ঠিক আছে আমরা দলে আসছি, কাজটা কী?'

ক্র্যামার মো কে যা বলেছিলেন, এদেরকেও তাই বললেন। কেবল নামগুলো বললেন না, বললেন যে, মেয়েটির বাবার প্রচুর টাকা আছে এবং পুলিশের ঝামেলা না করে মুক্তিপণ মেটাতে দ্বিধা করবেন না।

ভাইবোনে আরেকবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রিফ বলল, 'এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে আমাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। পাঁচ হাজারে হবে না, প্রাণ হারাবার ঝুঁকি যখন নিতে হচ্ছে, আমাদের এক একজনের পাঁচ হাজার ডলার চাই।'

ক্র্যামারের মুখ লাল হয়ে গেল। 'আমার কথা কানে গেল না? বললাম না বিপদের সম্ভাবনা নেই?'

রিফ বলল, 'কাজটা মেয়ে চুরির। হাজারটা গণ্ডগোল বাঁধতে পারে। কোনো কিছু করেই পুলিশের ঝামেলা এড়ানো যাবে না। দশ হাজার না পেলে আমরা এ কাজ ছোব না।"

ক্র্যামার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেরিয়ে যাও তাহলে, দু'জনেই এক্ষুনি বেরোও। তোমাদের মত ঢের ঢের গুণ্ডা আছে যারা পাঁচ হাজারেই করবে।'

রিফ শান্ত গলায় বলল, 'দশ হাজার ডলার পেলে আমরা পরিপাটিভাবে কাজটা সেরে দিতে পারি। কোনোরকম খুঁত থাকবে না।'

গর্জে উঠলেন ক্র্যামার, 'বেরিয়ে যাও। শুনতে পাচ্ছো। বেরিয়ে যাও!'

'টাকাটা তো আপনার পকেট থেকে যাচ্ছে না, অত চটবার কি আছে? আপনি মেয়েটার বাবার কাছে আরো কয়েক হাজার না হয় বাড়িয়ে দিন। তাহলেই তো আমরা খুশী মনে কাজটা সেরে দিই।'

'পাঁচ হাজার ডলার নেবে তো নাও, নইলে একটি পয়সাও পাবে না।' ক্র্যামারের ডান হাত কোটের কাছাকাছি সরে এল। ওখানে যে একটি আগ্নেয়াস্ত্র আছে বুঝতে অসুবিধে হল না।'

রিফ উঠে বলল, 'চল্ চিতা, কাজকর্ম পড়ে রয়েছে।'

'দাঁড়াও একটু', মো বলে উঠল। ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে জিম,' বলে সে শোবার ঘরে গেল।

রিফের দিকে অগ্নিদৃষ্টি রেখে ক্র্যামার ঝড়ের বেগে পাশের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

মো—শান্তভাবে বলল, 'ঠাণ্ডা হও জিম, পরে আমায় দোষ দিও না। এরা অতি ধূর্ত। এদের এভাবে তাড়িয়ে দিলে তুমি কিন্তু ভুল করবে। এ কাজ করার ক্ষমতা এদের আছে, দশ হাজার ডলার দেওয়া যায়। তাছাড়া এখন আর এদের টাকা না দিয়ে আমাদের উপায় নেই। ওরা জেনে গেছে আমরা এক মেয়ে চুরির মতলব আঁটছি। ওরা সাপের মত খল। ওরা যা চায় দিয়ে দাও—ওরা মুখ বুজে কাজ তুলে দেবে। কিন্তু এখন যদি বার করে দাও ওরা রাস্তার ওপারে পুলিশের টিকটিকিটার কাছে সব ফাঁস করে দেবে। পুলিশ ওদের চেনে না—কিন্তু আমাদের খুব চেনে। ওরা আমাদের অনায়াসে বিপদে ফেলতে পারে।'

ক্র্যামারের মুখ টকটকে লাল। বিশাল দু'হাত একবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে। রাগে কাঁপা গলায় বললেন, 'তুমি কী বলতে চাও ঐরকম একটা হতচ্ছাড়ার মুখে মুখে তর্ক করা আমি সয়ে যাব? আমি লোক লাগিয়ে ওকে খুন করাবো। আমি—'

'তুমি কাকে লাগাবে? আজ তো আর আমাদের দলের সেই সব খুনেদের কেউ কাছে নেই। অন্য কাউকে দিয়ে করালে তাকেও তোমার টাকা দিতে হবে কিন্তু ততক্ষণ কিছু করার থাকবে না। পুলিশ একবার কোনক্রমে জানতে পারলে সব শেষ।'

ক্র্যামার জানালার দিকে গিয়ে মো-র দিকে পেছন ঘুরে দাঁড়ালেন। একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হৃদপিণ্ডের নীচে। তিনি গত কয়েক বছরে এতটা উত্তেজিত হননি। জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। ক্রমশঃ মুখ থেকে বাড়তি রক্ত নেমে গেল, হৃদস্পন্দনও স্বাভাবিক হয়ে এল।

মো অস্বস্তির সঙ্গে তাকিয়ে থাকে।

ক্র্যামার ঘুরে দাঁড়িয়ে, 'তোমার কি সত্যি মনে হয় ওরা কাজটা তুলে দিতে পারবে?'

মো বলল, 'আমি জানি ওরা পারবে।'

ক্র্যামার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ ঠিক আছে। কিন্তু আবার যদি কোনো গণ্ডগোল করে। আমি নিজের হাতে ওদেরকে গুলি করে মারব।'

মো মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, 'তাই কোরো, জিম। কিন্তু এখন চলো। ওদের সঙ্গে আবার কথা বলা যাক।'

তাঁরা বসবার ঘরে ফিরে গেল। রিফ নির্বিকার মুখে সিগারেট ধরাচ্ছে। চিতা চেয়ারে চোখ বন্ধ করে গা এলিয়েছিল। দু'জনে ঘরে ঢুকতে সে সোজা হয়ে কাপড় ঠিক করল, কিন্তু তার আগেই ক্র্যামার তাঁর নিটোল অপরূপ সুন্দর পায়ের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেছে।

মো বলল, 'আমরা কথা বলে দেখলাম। তোমরা দু'জনেই পাঁচ হাজার ডলার করে পাবে। অতগুলো টাকা যখন নিচ্ছ, কাজটা কিন্তু ঠিকমত তুলে দেওয়া চাই।'

'কাজ আমরা ঠিকই তুলে দেব।' ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে রিফ বলল। সে বুঝেছিল যে ক্র্যামারের প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখান করাটা চিতার কাছে পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। একবার তারও খটকা লেগেছিল যে সে ভুল করল কিনা। কিন্তু এই বুড়ো ঘাঘুটাকে সত্যিই সে ধাপ্পা দিতে পেরেছে। 'বলুন কি করতে হবে—আমরা করে দেব।'

ক্র্যামার বসলেন. তাঁর বুকের বাঁদিকে মোচড়ানো ব্যথাটাও ছাড়েনি। চিতার ধবধবে সাদা উরুর কথা ভেবে বার বার চিতার ওপর নজর যাচ্ছিল।

তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সাবধান কবে দিচ্ছি। এখন থেকে আমি যা বলব, সেইমত কাজ চাই। তোমাদের কোনোরকম ঝামেলা আমি বরদাস্ত করব না।—বুঝেছ?''

'আমাদের কাজে কোনো খুঁত থাকবে না। আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

রিফের নির্বিকার ক্ষতচিহ্নে ভরা মুখ আব সাপের মত নিষ্প্রাণ চোখদুটো তাকে বিচলিত করল।

'ঠিক আছে।' বলে একটা সিগার ধরিয়ে আবার শুরু করলেন, 'শোনো এবার প্ল্যানটা। মেয়েটাকে চুরি করা নিতান্তই সহজ কাজ। অনেকদিন যাবৎ ওর ওপর আমার নজর আছে। প্রতি শুক্রবার মেয়েটি গাড়ী চালিয়ে স্যান বার্নাডিনো শহরে চুল বাঁধতে যায়। তারপর শহরেই কান্ট্রি ক্লাবে লাঞ্চ সেরে বাড়ি ফেরে। গত দু'বছর ধরে ও একই রুটিন মানছে। অ্যারোহেড হ্রদের কাছে

এক বিরাট এস্টেটে ও বাবার সঙ্গে থাকে। এস্টেটের মাঝখানে তাদের প্রাসাদ থেকে একটা তিন মাইল লম্বা প্রাইভেট রাস্তা চলে গেছে স্যান বার্নাডিনো গামী রাজপথ পর্যন্ত। এই প্রাইভেট রাস্তার শেষে একটি লোহার গেট আছে। বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে এলে এই গেট থেকে টেলিফোনে খবর দিতে হয়। তখন প্রাসাদ থেকেই একজন কর্মচারী গেটের বৈদ্যুতিক তালা খুলে দেয় এবং গেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত মারাত্মক বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।'

'মেয়েটি সকাল ন'টায় বাড়ী থেকে বেরোয়। গেটে পৌঁছয় ন'টা দশ।' চিতার দিকে তাকিয়ে ক্র্যামার বললেন, 'এ কাজটা তোমার, মন দিয়ে শোনো। তুমি ন'টার সময় গেটের বাইরে থাকবে। তোমার সঙ্গে একটা গাড়ী থাকবে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করব। ন'টা দশ বাজলেই তুমি তোমার গাড়ির বনেট খুলে ফেলবে ঠিক যেন গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো কোরো না। মো তোমার আড়ালে থাকবে যেখানে একটা বড় ঝোপ আছে। গেট খোলবার জন্য মেয়েটাকে গাড়ি থেকে নামতে হবে। তখন তুমি গিয়ে তাকে বলবে যে, তোমার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, সে যদি তার গাড়ি করে তোমায় কাছাকাছি কোনো গাড়ি মেরামতের দোকানে পৌঁছে দিতে পারে তো বড় ভাল হয়। তুমি একলা মেয়ে—সে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে না বলবে না। তুমি তার গাড়ি চড়বার পর সে তোমাকে স্যান বার্নাডিনোর দিকে নিয়ে যাবে। মো তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে তোমার সেই গাড়িটায় চড়ে তোমাদের পিছু নেবে।'

ক্র্যামার একটু থেমে চিতার দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'এইবারে তোমার আসল কাজ শুরু হবে। রাস্তার মাঝখানে মেয়েটাকে সমঝিয়ে দিতে হবে যে তোমার কথামত কাজ না করলে সে মহাবিপদে পড়বে। সে জন্য তুমি এই জিনিসটা ব্যবহার করবে।' ক্র্যামার কোটের পকেট থেকে একটি ছোট বোতল বার করে বললেন, 'এর ভেতরে সালফিউরিক অ্যাসিড আছে। বোতলের মাথায় এই ঢাকনির কাছে চাপ দিলেই পিচকিরির মত অ্যাসিড বেরিয়ে আসবে। তুমি তাকে বলবে যে তোমার কথা না শুনলে অ্যাসিড ছুঁড়ে তার মুখের বারোটা বাজিয়ে দেবে। গাড়ির ভেতর চামড়ার আচ্ছাদনের ওপর খানিকটা অ্যাসিড স্প্রে করে একটু নমুনা দেখিয়ে দেবে। সে নিজের চোখে অ্যাসিডের কার্যকারিতা দেখলে আর ঝামেলা করবে না।'

চিতা সম্মতি জানিয়ে বোতলের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে। নেহাৎ সোজা ব্যাপার। এ যন্ত্রটা আমি আগেও ব্যবহার করেছি।'

মো ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে, 'কেমন? বলেছিলাম না।'

'তুমি তাকে ম্যাকলীন স্কোয়ারে গাড়ি পার্ক করবার জায়গাটিতে নিয়ে যেতে বলবে। গাড়ি ঢোকাতে কোন অসুবিধে হবে না। মো তোমাদের পেছনে থাকবে। তুমি আর মেয়েটি গাড়ি থেকে বেরিয়ে মো-র গাড়ির পেছনের সীটে বসবে। মেয়েটা যেন পালাবার চেষ্টা না করে দেখবে, বুঝেছ?'

ক্র্যামার এবার মো-র দিকে তাকিয়ে, 'তুমি ওদের নিয়ে সোজা 'নষ্টনীড়ে' চলে যাবে। তোমাকে ম্যাপে দেখিয়েছি, তুমি জানো ঠিক জায়গাটা কোথায়। দুপুর নাগাদ তোমরা ওখানে পৌঁছে যাবে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

চিতা বলল, 'নষ্টনীড়? সেটা আবার কী?'

ক্র্যামার রিফের দিকে ফিরে বললেন, 'কান পেতে শোনো। এবার তোমার ভূমিকা। এ কাজটার একমাত্র কায়দা হল এমন এক জায়গায় মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখা, যেখানে কেউ তাকে খোঁজবার কথা ভাববে না। আর এমন একজনকে জোগাড় করা যে আমাদের হয়ে মুক্তিপণ সংগ্রহ করে আনবে। কারণ আমাদের মধ্যে কেউ ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। তোমরা কখনও ভিক্টর ডারমটের নাম শুনেছ?'

চিতা বলল, 'ঐ নামের একজন নাট্যকার আছে। তার কথা বলছেন না নিশ্চয়?'

ক্র্যামার বললেন, 'তার কথাই বলছি। লোকটার ভালো নাম আছে। ওকে সবাই চেনে। ওকেই পাঠাব মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলতে। সে ভদ্রলোককে রাজী করাবে টাকাটা দিতে আর পুলিশের ঝামেলা না করতে।'

রিফ মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'কী দরকার পড়েছে তার?'

ক্র্যামার বললেন, 'কারণ তার একটি সুন্দরী স্ত্রী ও একটি ছোট বাচ্চা আছে। তুমি, মো আর চিতা, তিনজনে ডারমটের বাড়িতে জুড়ে বসবে। তোমাদের কাজ হবে ভদ্রলোককে এমন ভয় পাওয়ানো যাতে ও আমাদের অবাধ্য হবার সাহস না পায়।' ক্র্যামার রিফের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, মো একাজের জন্য উপযুক্ত লোকই ঠিক করেছে সন্দেহ নেই। এই চেহারা নিয়েও যদি স্ত্রী ও শিশু শুদ্ধ একজন মানুষের ভয় ধরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয় তাহলে আর কিছু বলবার নেই।

রিফ বলল, 'ঠিক বুঝলাম না। এ লোকটা এর মধ্যে আসছে কি করে?'

ক্র্যামার বুঝিয়ে বললেন, 'লোকটি একটি নাটক লিখতে বসেছে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ওকে একটি র‍্যাঞ্চ হাউস ভাড়া দিয়েছেন। সে বাড়ি আমি দেখেছি। ওরকম একটা যাচ্ছেতাই, নির্জন সৃষ্টিছাড়া বাড়ির কথা ভাবাই যায় না। তবে শান্তিতে, নির্জনে বসে নাটক লেখার পক্ষে আদর্শ জায়গা। বাড়িটার নাম 'নষ্টনীড়'। ডারমট এখন ওখানেই আছে। আর তার স্ত্রী, সন্তান, একজন ভিয়েতনামী চাকর আর একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে।' ক্র্যামার রিফের দিকে আঙুল তুলে ধরলেন। 'তোমার কাজ হবে কুকুর এবং চাকরটার ব্যবস্থা করা, আর তারপর ডারমটদের মনে যথাসম্ভব ভয় ধরিয়ে দেওয়া। বুঝেছ?'

রিফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কুকুরটার ব্যবস্থা আমি করতে পারি কিন্তু—চাকরটার ব্যবস্থা করব মানে কী?'

ক্র্যামার বললেন, 'এই চাকরবাকরগুলো নানান ঝামেলা বাধাতে পারে। তোমাকে সারাক্ষণ ডারমটদের পাহারা দিতে হবে, সুতরাং চাকরটাকে তার ঘরের ভেতর বন্ধ রাখাই নিরাপদ। নইলে সে বিপদ বাধাতে পারে।'

রিফ সম্মতি জানাল।

'তুমি টেলিফোনের তার কেটে দেবে আর গাড়িগুলোকে অচল করে দেবে। ওদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকবে সেগুলো সরিয়ে দেবে। তারপর মো পৌঁছনো পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থেকো। মেয়ে চুরির আগের দিন মাঝরাতে তুমি নষ্টনীড়ে পৌঁছবে।'

জানালার কাছে গিয়ে রিফ প্রশ্ন করল, 'নীচের ঐ টিকটিকির ব্যাপারে কী করা যায়?'

'কিছু না। তোমরা দু'জন নীচের বার-এ গিয়ে দু'পাত্র পানীয় নিয়ে বসো। আধঘণ্টা ওখানে কাটিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে। নীচের লোকটা তোমায় চেনে না। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন পিছু না নেয়। মো এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা পিছু নেবে। এবং এর আগেও অনেক পুলিশ মো-র পিছু নিয়েছে। লাঞ্চ শেষ করে আমি বেরোব। আমারও পিছু নেবে ওরা। কিছু করতে পারবে না।'

ক্র্যামার ব্রিফকেস খুলে একটা মোটাসোটা খাম খুলে রিফের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে সব আছে—ম্যাপ, সময়ের খুঁটিনাটি, আর সমস্ত প্ল্যানের বিবরণ। মুখস্ত করা হয়ে গেলে সব পুড়িয়ে ফেলবে। কাজটা পরের হপ্তায়। ইতিমধ্যে মো গা ঢাকা দেবে। কাজের আগের দিন বিকেল পাঁচটায় তোমরা টুইন ক্রীক ট্যাভার্নে পৌঁছে যাবে। মো সেখানে থাকবে। সে তোমাদের শেষ নির্দেশ দেবে আর দেখে নেবে যে কখন কী করতে হবে তা তোমাদের রপ্ত আছে কিনা। ঠিক আছে?'

রিফ বলল, 'আজ কিছু টাকা দিন না। পকেট একদম ফাঁকা।'

ক্র্যামার খামের দিকে ইঙ্গিত করে। 'ওর ভেতর একশো ডলার পাবে। আপাততঃ চালিয়ে নাও। পরের দিন মো আরো কিছু দেবে। সে তোমার গাড়িটাও নিয়ে যাবে।' তিনি চিতার দিকে তাকিয়ে, 'এবার সোজা বারে গিয়ে বোসো। আর কোনোরকম ঝামেলা করলে শুধু পুলিশ নয়, আমিও তোমাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেব।'

পরের বৃহস্পতিবার রাত্রে রিফ ক্রেন তার মোটর সাইকেলে চড়ে পীট শহর থেকে বোস্টন ক্রীকের দিকে যাচ্ছিল। রাজপথ বেয়ে মাইল পনেরো যাবার পর বাঁদিকে এক কাঁচা রাস্তা দেখা গেল। সেই রাস্তা দিয়ে আরো পনের মাইল গিয়ে সে নষ্টনীড়ের লোহার গেটের সামনে পৌঁছল।

গেটের বাইরে গাড়ি থামিয়ে রিফ র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে তাকালো।

চিরাচরিত কালো চামড়ার পোশাক রিফের পরনে। চোখের বিশাল গগল্‌স্ মুখের অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। অস্বস্তি হচ্ছে, এই তার প্রথম বড় অপরাধ, আর সে জানে এ কাজে কোনো

গণ্ডগোল বাধলে কতবড় বিপদ আসবে।

চিতা আর সে গত সাতদিন ধরে এই কাজ নিয়ে কত পরামর্শ করেছে। কিন্তু দশ হাজার ডলার পাবার স্বপ্ন তাদের সম্মোহিত করেছিল। এ তাদের ছোট খাটো ছিঁচকে চুরির ব্যাপার নয়। সহসা তাদের হাতে এসেছে এই বিরাট ডাকাতির কাজ। এবং মতলব ফাঁস হলেই একমাত্র পুরস্কার মৃত্যু। ক্র্যামারের মত এক পাকা বদমাশ সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে এ ব্যাপারে তাঁরা নাক গলাত না।

এখন, রিফ এই অপহরণের কাজে জড়িয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিতাও জড়িয়ে পড়বে। আর তাদের ফেরবার উপায় নেই। সুতরাং কাজটা ঠিকমত শেষ করতেই হবে।

রিফ গেট খুলে মোটর সাইকেল ঠেলে ঘাসের ওপর নিয়ে গেল। রিফ সামনের দিকে কড়া নজর রেখে সাবধানে এগোলো। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লে সে সামলাতে পারবে না। মো তাকে একটুকরো বিষ মাখানো মাংস দিয়ে দিয়েছে।

এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগল র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে পৌঁছতে। তার ভাগ্য ভাল যে কুকুরটা তাকে দেখবার আগেই সে কুকুরটাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে সে শুয়ে পড়ল। বাড়িটা তখনও পঞ্চাশ গজ দূরে। কুকুরটা এমনভাবে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে যে খুব সম্ভবতঃ সে বিপদের-সংকেত পেয়েছে।

সে মাংসের টুকরোটা বার করে চট্ করে কুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিল। ছোঁড়াটা নিখুঁত হয়েছিল। কুকুরটা ঘুরে গেল রিফের দিকে। কিন্তু অন্ধকারে রিফের কালো পোশাক তাকে একেবারে অদৃশ্য করে রেখেছে।

তার গা দিয়ে দরদরিয়ে ঘাম পড়ছে, সে চুপচাপ শুয়ে, বুকের মধ্যে দুরু দুরু করছে। পাঁচ মিনিট পরে আস্তে মাথা তুলল। দেখল কুকুরটা একপাশ ফিরে মাটিতে পড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে সাবধানে সামনে এগিয়ে গেল।

রিফ সঙ্গে আনা কোদালের সাহায্যে নিহত কুকুরটাকে কবর দিয়ে বালিগুলো সমান করল। এবার সে মোটর সাইকেলের কাছে এসে সেটা ঠেলে নিয়ে চলল বাড়ির বাইরের দিকে। গ্যারেজের পেছনে সেটা রেখে একবার তাকিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভালভাবে দেখে নিল।

এই বাড়ি এবং আশেপাশের বিস্তৃত বিবরণ মো তাকে আগেই দিয়েছিল। তাই চাকরদের কেবিন চিনতে তার দেরী হল না। ঐ কেবিনেই ভিয়েতনামী চাকরটা থাকেন, অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে আগে বাড়ির দিকে গেল। কালো ছায়ার মত সে বাড়ির চারপাশ ঘুরে টেলিফোনের তার বের করল। এগুলো কেটে কালো সুতো দিয়ে বেধে রাখল যাতে বোঝা না যায়।

বাড়ির বাঁদিকে কাঁচের জানলা। তারপরেই বন্দুকের ঘর। নিঃশব্দে তালা ভেঙে বড় ঘরটাতে ঢুকল। অন্যের বাড়িতে গোপনে তালা ভেঙ্গে ঢোকা তাঁর এই প্রথম। ফলে বেশ নার্ভাস হাতে একটা জ্বলন্ত শক্তিশালী টর্চ ধরল। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল বন্দুকের তাকের ওপর। বন্দুকগুলো মাটিতে নামিয়ে মো-র নির্দেশ অনুযায়ী সবকটা ড্রয়ার খুঁজে একটা ০.৩৮ বোরের অটোমেটিক রিভলবার পেয়ে পকেটে পুরল। তারপর বন্দুকগুলো তুলে নিয়ে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল। বাড়ি থেকে বেশ কয়েক'শ গজ দূরে এক বালিয়াড়ির মধ্যে সেগুলো পুঁতে দিল।

এসব সেরে রাত দুটোয় সে বাড়িতে ফিরে কাঁচের জানালাগুলো বন্ধ করে একটা লিকলিকে ছুরির সাহায্যে সুকৌশলে ভেতরের ছিটকিনিটা ফেলে দিল।

তারপর রিফ গ্যারেজে গিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা নামিয়ে দিল। বাতি জ্বালিয়ে চটপট দুটো গাড়ি থেকেই স্পার্কিং প্লাগ খুলে নিল। রুমালে জড়িয়ে বন্দুকের জায়গায় প্লাগকটা পুঁতে ফেলল।

মো যেমন যেমন বলে দিয়েছে ঠিক তেমনি কাজ হয়ে চলেছে। কুকুরটা খতম, বন্দুকগুলোর ব্যবস্থা, গাড়িদুটো অচল এবং টেলিফোন অকেজো। এবার ভিয়েতনামী চাকরটা। অবশ্য রিফের ভয় অনেকটা কেটে গেছে।

পকেট থেকে একটা বাইসাইকেলের চেন বার করল। লড়াইয়ের সময় এটাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় হাতিয়ার। লোহার চেনটা ডানহাতের মুঠোর ওপর ব্যান্ডেজের মত জড়িয়ে চাকরদের কেবিনের দিকে রওনা হল।

ডি-লং মানুষটি নিতান্তই ক্ষুদ্র। ছোট্ট, রোগা চেহারা, তার ওপরে মহা ভীতু। রাত দুটোর কয়েক মিনিট পরে, অস্বস্তির সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ভাবল তাঁর তো এমন হয় না তবে কেন তার ঘুম ভাঙ্গল। খাটের পাশের বাতিটা জ্বালিয়ে উঠে তেষ্টা পেয়েছে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। রেফ্রিজারেটার থেকে এক বোতল কোকাকোলা বার করে কেবিনের তালা খুলে বাইরে এসে র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে তাকাল। আর ঠিক তক্ষুনি কেবিনের ওধার থেকে রিফ এসে তার সামনে দাঁড়াল।

স্তম্ভিত—বিস্ময়ে উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় ডিলং-এর মুখ স্পষ্ট হল কিন্তু রিফ ছিল ছায়ার ভেতরে। কালো ছায়ামূর্তি ছাড়া ডি-লং কিছুই দেখতে পেল না। তীব্র আতংকে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কোকাকোলার বোতলটা হাত থেকে খসে পড়ল। ততক্ষণে বিফ এগিয়ে এল। দেখল ডি-লং চীৎকার করবার জন্য মুখ খুলছে। তার চেন জড়ানো ডান হাতের মুঠো হঠাৎ ভয় পাওয়া ক্ষিপ্রতায় কেউটের ছোবলের মত সামনের দিকে ছুটে গেল।

তার ঘুসি সজোরে আঘাত নিয়ে পড়ল ডি-লংয়ের মুখের একপাশে। সারা হাত ঝনঝনিয়ে উঠল। লোকটা ছিটকে একেবারে কেবিনের ভেতর মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

রিফ মনে মনে ভাবল—এত জোরে মারা মোটেই উচিত হয়নি। ঘুষিটা অতিরিক্ত জোরে বসেছে, আর এই সাইজের একটা লোকের পক্ষে এরকম মোক্ষম আঘাতের পর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে একবার সে তাকাল। মনে মনে ভাবল, কী কপাল! ব্যাটা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিল? মাইরি! ভয়ে আমি—আরেকটু হলেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠত। ঘুষি না চালিয়ে উপায় ছিল না।

লোহার চেনটা হাত থেকে খুলতে গিয়ে রিফের খেয়াল হল চেনটা কেমন যেন ভেজা ভেজা আর চটচটে লাগছে। মুখ বিকৃত করে সে কেবিনের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল।

চাঁদের আলোর নীচে চেনের বারো আনা জুড়ে লেগে থাকা গাঢ়, চকচকে দাগটার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝল এ রক্ত। রাগের চোটে বালির ওপর ঘষে ঘষে চেন থেকে রক্ত মুছে ফেলল। তারপর পকেটে চেনটা রেখে সিগারেট ধরিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে তাকাল পড়ে থাকা রোগা দুই পায়ের দিকে। যদি সে এ ব্যাটাকে মেরে ফেলে থাকে তাহলে সমস্ত প্ল্যানের বারোটা বেজে যাবে। ক্র্যামার বলেছিলেন যে এ কাজে ঝুঁকি নেই। কিন্তু এ হতভাগ্য যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে ক্র্যামার পুলিশের ঝামেলা এড়াতে পারবে না।

দুরু দুরু বক্ষে গালাগাল দিতে দিতে টর্চের আলো ফেলল, ডিলং-এর বিধ্বস্ত মৃত মুখের ওপর।

।। পাঁচ ।।

কুমারী জেলডা ভ্যান ওয়াইলি যদি একশ কোটি ডলারের উত্তরাধিকারিনী না হতো তাহলে যে তার ভাগ্যে কি ছিল তা বলা মুশকিল। এক দ্বিতীয় শ্রেণীর দোকানের সেলস্ গার্ল কিংবা বড়জোর সাদামাটা এক টাইপিস্ট হওয়া। কারণ তার পড়াশুনোর যা অবস্থা তাতে এর বেশী কিছু হওয়া তার স্বপ্নেও আসত না।

সৌভাগ্যবশতঃ সে একজন টেক্সান কোটিপতির একমাত্র প্রিয় সন্তান হয়ে জন্মেছে। সেহেতু প্রকৃতির তরফ থেকে পাওয়া বঞ্চনার অনেকটাই সে ঢেকে রাখতে পেরেছিল।

এমন কিছু সুন্দর নয় তার চেহারা। যেটুকু সৌন্দর্য আছে, তাও কেমন যেন নিষ্প্রাণ ও বর্ণহীন। বড় বড় বাদামী চোখদুটো প্রায় সারাক্ষণই বিষন্ন দেখায়। নাক ও ঠোঁটজোড়া বেশ সুন্দর, কিন্তু চিবুকের গড়ন বেমানান হওয়ায় মুখের সামগ্রিক সৌন্দর্যের অনেকটা নষ্ট হয়েছে। বুকের গড়নও মোটেই উঁচু নয়। এজন্য তার যথেষ্ট দুঃখ কারণ অত্যুন্নত বক্ষ চিত্রাভিনেত্রীদেব সে খুব ভক্ত।

অতিরিক্ত আদরে সে আঠারো বছর বয়সে আজ এক বিষন্ন মেজাজের অবদমিত কাম, খিটখিটে ও অলস প্রকৃতির কুমারী মেয়ে। যে সব যুবক তার চারপাশে থাকে, তাদের আসল নজর তার বাবার ঐশ্বর্যের ওপর, সুতরাং পুরুষ জাতটার ওপরেই তার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল।

টাকা দিয়ে যা কেনা যায়, তার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও জেলডার দৈনন্দিন জীবন ছিল নিতান্ত

একঘেয়ে। হপ্তায় সে কম করে চারটে সিনেমা দেখত, আর হপ্তায় অন্ততঃ দু'বার তাদের বাড়িতে পার্টি বসত। এসব পার্টি চটুলতা আর জাঁকজমক ছাড়া কিছুই না, তবে নিমন্ত্রিত যুবক যুবতীরা রাশি রাশি উপাদেয় খাদ্য ও পানীয় ধ্বংস করে উল্লসিত হত কারণ বিনা পয়সায় ভোজের সম্ভার ছাড়া যায় না। অথচ এরাই আড়ালে মুখ ভ্যাংচায় আর প্রতিদান দেবার কোন চেষ্টাও করে না।

জেলডার কয়েকজন অন্তরঙ্গ জানত যে সে মনে মনে তার সব অসুবিধে আর অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাবাকে দায়ী করে। সে বিশ্বাস করত বাবার অত টাকাপয়সা না থাকলে এতদিনে তাঁর ভালো বিয়ে হয়ে যেত। তাঁর ধারণা বিয়ে হলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। কিন্তু তাঁর বাবার ভালবাসা যেন তার বুকে ভারী পাথরের মত। তার সব ব্যাপারে বাবার আকুল—আগ্রহ দেখে জেলডার সর্বাঙ্গ জ্বলত। আজ যে পুরুষমানুষের ওপর জেলডার অনাগ্রহ তার পেছনেও রয়েছে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা আর ফুর্তি করবার জন্য বাবার সারাক্ষণের উপদেশ।

সকাল সাতটায় জেলডার ঘুম ভেঙেছে। তারপর একজন মহিলা মালিশ বিশেষজ্ঞ এক ঘণ্টা ধরে তার ওপর যন্ত্রণাদায়ক মালিশ চালিয়ে গেছেন। একে আপাততঃ এই বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য জেলডার নিতম্বের ঘের ছোট করে আনা। তারপর বাবার সঙ্গে বিরক্তিকর প্রাতঃরাশ সেরে ন'টার কয়েক মিনিট আগে বাড়ি থেকে বেরোল। তার জাগুয়ার গাড়িতে গিয়ে উঠল।

একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্য সে ঠিক করেছিল আজ তার চুল তাজা অ্যাপ্রিকটের রঙে রাঙিয়ে নেবে। কয়েকটি মেয়েদের পত্রিকায় সে পড়েছে, চুল রাঙানোর ব্যাপারে এটি যে কেবল আধুনিকতম রঙ তাই নয়, এ এটি খুব মিষ্টি ও সম্ভ্রান্তও বটে। জেলডার চিরদিনের বাসনা নিজেকে মিষ্টি ও সম্ভ্রান্ত করে রাখা।

সে লম্বা—রাস্তা বেয়ে জাগুয়ার চালালো। রেসিং ড্রাইভারের মত দক্ষতার সঙ্গে যে কোনো গাড়ি চালানোর ক্ষমতা তার আছে।

চিতা বিদ্যুৎবাহী গেটের কাছে তার জন্য অপেক্ষা করছে পাশে নীল রঙের ফোর্ড লিংকন গাড়ি।

মো জেগেটি প্রায় বিশ গজ দূরে এক ঘন ঝোপের আড়ালে ছিল। সে জানত একবার মেয়েটাকে দখলে আনতে পারলে আর তাদের ফেরবার উপায় থাকবে না। রিফ ক্রেনের মত সেও জানত—তার জীবন—বিপন্ন। যদিও ক্র্যামার কখনও ভুল করেন নি। তবু তার মন বলছিল যে ক্র্যামার একদা চরম সাহস ও সাফল্য অর্জন করেছেন। সেই মানুষের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

সে বেরোবার আগে হাসপাতাল থেকে এক টেলিফোন আসে। একজন নার্স জানাল তার মা খুব অসুস্থ। তিনি মো-কে দেখতে চাইছেন।

মো-র এখন আর উপায় নেই, সে কাজটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সে নার্সটিকে বলল, যত শীঘ্র সম্ভব সে হাসপাতালে আসবে।

তার বিষণ্ন চিন্তায় ছেদ পড়ল গাড়ির আওয়াজে। তীরবেগে গাড়িটা গেটের দিকে আসছে। মো মাথা নীচু করে বসে রইল। চিতা গাড়ির বনেট খুলে ফেলেছে। তার পরনে নতুন নীল-সাদা পোশাক। মাথার সোনালী চুল নীল রিবন দিয়ে পরিপাটি করে বাঁধা। তাকে আর পাঁচটা আমেরিকান মেয়ের মতই দেখাচ্ছিল।

মো আর রিফের মনে যতই ভয় থাকুক, চিতা কিন্তু পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজে নেমেছে। প্রাপ্য দশ হাজার ডলার তারা কিভাবে খরচ করবে, এখন থেকেই প্ল্যান করছে। রিফের অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও একবারও মনে হয়নি যে ব্যাপারটা ফেঁসে যেতে পারে।

জেলডা গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলতে খুলতে ঈর্ষান্বিত চোখে চিতার দিকে তাকায়। চিতার দুই সুকঠিন স্তনবৃন্ত যেন তার সস্তা পোশাক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। জেলডা বুঝল, যেসব যাচ্ছেতাই রকম অস্বস্তিকর নকল কাঁচুলি তাকে পরে থাকতে হয়, সে সব পরবার মেয়েটার দরকার হয় না।

প্রশস্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে চিতা বলল, 'আমার একটু উপকার করবেন? গাড়ির ইগ্‌নিশন্‌টা খারাপ হয়ে গেছে। কাছাকাছি কোনো গ্যারেজ আছে কি?'

জেলডার মেয়েটাকে ভাল লাগল। মেয়েটা এমন এক জগৎ থেকে আসছে, যার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ তার আজ পর্যন্ত হয়নি। তার বেশ কৌতূহল হলো।

'বড় রাস্তার ওপর একটা গ্যারেজ আছে। চল তোমায় পৌঁছে দিই।...উঠে এসো।'

চিতা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'বাঃ! কী দারুণ গাড়িটা! আপনার নিজের?'

'হ্যাঁ—তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'একশ মাইলের চেয়েও জোরে যায় নিশ্চয়ই?'

এ কথাটা বলা খুব ভুল হল, কারণ জেলডা চাল মারতে ওস্তাদ। পায়ের চাপ বাড়িয়ে জেলডা গীয়ার বদলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি সামনের দিকে ছিটকে গেল। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্পীডোমিটারের কাঁটা উঠে গেল ঘণ্টায় একশ পঁয়ত্রিশ মাইলে।

লিংকন গাড়িটার ভেতর মো সবে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় জাগুয়ার গাড়িটা উধাও হয়ে গেল। মো গালাগালি দিতে দিতে লিংকনটা স্টার্ট দিয়ে রাজপথের ওপর নিয়ে এল।

এত জোরে চললে মো তাদের ধরতে পারবে না চিতা বুঝল। দু'হাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করল, 'বড্ড জোরে যাচ্ছেন। দোহাই আপনার, এত জোরে নয়।'

জেলডা তৃপ্তির হাসি হাসল, এই ভেবে যে সে জোরে গাড়ি চালিয়ে কাউকে ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে। আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইলে নিয়ে এল।

'সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে নাকি? এরকম জোরে তো আমি প্রায়ই যাই—জোরে গাড়ি চালাতে আমার খুব ভালো লাগে।'

চিতা ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল, মো-র কোনো চিহ্ন নেই, 'আমিও ভেবেছিলাম মজা লাগবে কিন্তু—তা বলে এত জোরে। আশ্চর্য গাড়ি এটা! আপনি কি স্যান বার্নাডিনো যাচ্ছেন? ওখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার কথা—বড্ড দেরী হয়ে গেছে।'

'ওখানেই যাচ্ছি কিন্তু গ্যারেজে একটু থেমে তোমার গাড়ি সারিয়ে দিতে বলে গেলে হত। ওরা বরং গাড়িটাকে স্যান বার্নাডিনোতে তোমার কাছে পৌঁছে দেবে।'

'থাকতে দিন। আমি ট্যাক্সিতে ফিরে আসব। এখন যত সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার শহরে পৌঁছানো দরকার। ভীষণ দেরী হয়ে গেছে।'

গাড়ি গ্যারেজ ছাড়িয়ে যাবার পর আয়নায় এক ঝলক দেখে জেলডা সক্ষোভে বলল, 'মাটি করেছে। আবার সেই ব্যাপার।'

'কী হয়েছে?'

বিরক্তির সঙ্গে জেলডা বলল, 'এক ব্যাটা পুলিশ, কিছু মনে কোরো না। আমি একটু গাড়ি থামাচ্ছি' বলেই বাঁ পাশে গাড়ি থামিয়ে দিল।

পরক্ষণেই এক লালমুখো দৈত্যাকার পুলিশ মোটর সাইকেলে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল।

পুলিশটি মোটর সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এসে, 'সুপ্রভাত, মিস ভ্যান ওয়াইলি। এইমাত্র আপনি ঘণ্টায় একশ তিরিশ মাইল বেগে যাচ্ছিলেন। কিছু মনে করবেন না। অত্যধিক জোরে গাড়ি চালানোর জন্য আপনার নামটা টুকে নিতে বাধ্য হচ্ছি।'

'জাহান্নামে যাও তুমি, ছেলে বৌ শুদ্ধ। যত প্রাণে চায় আমার নাম লিখে নাও। ভগবান করুন তোমার হতচ্ছাড়া মোটর সাইকেলটা থেকে পড়ে তোমার ঘাড় ভেঙে যায়।'

পুলিশটি হাসল, 'নিশ্চয়ই, মিস ভ্যান ওয়াইলি। কিন্তু ভগবানের দোহাই। রাজপথে একটু আস্তে গাড়ি চালাবেন।' ছোট্ট একটা প্যাডে কীসব লিখে সে একটা জরিমানার টিকিট জেলডাকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আপনার বাবা ভাল আছেন?'

'তাতে তোমার কী এসে যায়। এমনিতেই তিনি তোমার ওপর চটা। আর আজকের ব্যাপারের পরে আরো বেশি চটে যাবেন।'

সে জেলডাকে ভালভাবে চেনে। যে মেয়ে পৃথিবীর এক বৃহত্তম সম্পত্তির অধিকারিনী, তাকে জরিমানা করতে তারও ভাল লাগে না। জোরে গাড়ি চালানোর জন্যে হপ্তায় অন্ততঃ একবার জরিমানা তার হয়। এবার তার পুলিশী চোখ চিতার ওপর পড়তেই কঠিন হয়ে উঠল। চিতাও ভয় পেয়ে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল।

সাড়ম্বরে স্যালুট করল পুলিশটি দু'পা পিছিয়ে। বলল, 'থামালাম বলে রাগ করবেন না। মিস্ ভ্যান ওয়াইলি। বুঝতেই তো পারছেন, না থামিয়ে উপায় ছিল না।'

'হয়েছে মারফি! এবারে যাও, ডুবে মরো গিয়ে' বলে জেলডা হেসে ফেলল।

গাড়ি আবার বড় রাস্তায় আসতেই লিংকন গাড়িতে করে মো তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জেলডা বলল, 'তোমার গাড়ি বলে মনে হল।'

চিতা মাথা নেড়ে বলল, 'আমার গাড়ি? কি করে হতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জেলডা বলল, 'মনে হল যেন তোমার গাড়িটার মত দেখতে। ঐ পুলিশটা আচ্ছা ঝামেলা করতে পারে। এখন ও স্যান বার্নাডিনো পর্যন্ত আমার পিছু পিছু আসবে। লোকটাকে আমি চিনি। মহাপাজি। আমায় জরিমানা করে খুব আনন্দ পায়।'

পাহাড়ের গা বেয়ে শহরের দিকে উঠছে ওরা। চিতা পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল দূরে পুলিশটা তাদের পিছু পিছু আসছে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক হতে পারে। চিতা হাতব্যাগ খুলে ক্র্যামারের দেওয়া অ্যাসিডের চ্যাপ্টা বোতলটা বার করল।

জেলডা বলল, 'কী বার করলে ওটা?'

চিতা হিংস্র গলায় বলল এটা মারাত্মক অ্যাসিড—

বেশ কিছুক্ষণ ভিক্টর ডারমট রক্তে ভেজা জুতোটার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে জুতোজোড়া পা থেকে খুলে ফেলল।

ক্যারী কাঁপা গলায় বলল, 'ওটা রক্ত, তাই না?'

'হতে পারে—জানি না। ওঠো ক্যারী, যাওয়া যাক।'

ক্যারী বলল, 'আমি তৈরী—ভিক্—ওটা রক্তের দাগ, তাই না?'

অন্য এক জোড়া জুতো পরতে পরতে ভিক্টর ভাবছিল কোন জায়গায় গিয়ে তার জুতোয় রক্ত লাগল। মনে হয় ডি-লং-এর। কেবিনে কোথাও রক্ত জমে আছে। 'ডি-লং কি আহত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। ও নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। চলো, আমরা..' হঠাৎ কানে এলো রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ করার শব্দ।

ফিসফিসিয়ে ক্যারী বলল, 'শুনতে পেলে? রান্নাঘরে কেউ ঢুকেছে।'

'রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ মনে হল যেন,' ভীত হয়ে বলল সে।

'ঠিকই শুনেছ, ভিক, বাড়িতে কেউ একজন এসেছে।'

'ঠিক আছে। অত ভয় পেয়ো না। তুমি এখানে থাকো। আমি দেখে আসছি।'

'না—কখখনো তুমি যাবে না। আমার কাছে থাকো।'

'ডার্লিং—দোহাই ওরকম কোরো না—তুমি একটু খোকার কাছে থাকো।' তারপর সে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে দালান পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার সামনে গিয়েই তাঁর হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল। ক্ষতচিহ্নে ভরা বীভৎস মুখ নিয়ে রিফ ক্রেন বসে আছে রান্নাঘরের টেবিলের ওপর। পরনে কুচকুচে কালো চামড়ার নোংরা পোযাক, হাতে একটা মুরগীর ঠ্যাং নিয়ে আরাম করে চিবোচ্ছে। ঐ দৃশ্য দেখে কোন মানুষ ভয় না পেয়ে যায় না।

তাঁর বুক সজোরে ধক্ ধক্ করছে। ভয়ের ঠাণ্ডা—স্রোত বেয়ে পড়ছে। ভিক্টর নির্বাক।

একমুখ হেসে রিফ বলল, 'ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল নাকি ইয়ার?' মুরগীর ঠ্যাংটা একদিকে ছুড়ে ফেলতেই ভিক্টরের সমস্ত ভয় রাগে পরিণত হল।

'কী করছ কী এখানে বসে? কে তুমি?'

নিষ্প্রাণ ও কঠিন দৃষ্টিতে রিফ তাকিয়ে পকেট থেকে সাইকেলের চেনটা বার করল।

'শোনো ইয়ার, আমার সঙ্গে তোমায় মানিয়ে চলতেই হবে। আমি বেশ কয়েকদিন এখানেই থাকব। আমার কথা ঠিকঠাক শুনে চললে তুমি, তোমার বৌ আর তোমার বাচ্চার কোনো বিপদ হবে না। এখন আমার কফি চাই। তোমার বৌকে বল আমায় কফি করে দিতে—কথা কানে গেল?'

ভিক্টর বলল, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ওঠো এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।'

ক্যারী এসে রিফকে দেখেই আঁতকে উঠল। রিফ তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল।

রিফ বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'বাঃ বেশ দেখতে তো। এই যে খুকী, আমায় একটু কফি বানিয়ে দাও। নইলে তোমার প্রাণেশ্বরের মুখ ভেঙে দেব।'

ভিক এগোবার চেষ্টা করলে ক্যারী ভয় পেয়ে তাঁর হাত আঁকড়ে ধরল, 'কিছু করতে যেও না, ভিক! আমি ওকে কফি তৈরী করে দিচ্ছি। ভিক—দোহাই তোমার।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। তোমরা কথা শুনে চললেই আর কোনো ঝামেলা হয় না।' রিফ লোহার চেন জড়ানো ডান হাতের মুঠো দিয়ে সশব্দে টেবিলের ওপর কিল মেরে চীৎকার করে বলল, 'কফি আনো। শুনতে পাচ্ছো? আর একবারও যেন আমায় বলতে না হয়।'

ভিক্টর ক্যারীকে জোর করে রান্নাঘর থেকে ঠেলে বার করে দিয়ে, 'যাও, খোকার কাছে যাও। আমি এ গুণ্ডাটাকে শায়েস্তা করছি।'

রিফ টেবিল থেকে নেমে একমুখ বিদ্রূপের হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে।

ভিক্টর কলেজে পড়বার সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার ভাল নাম ছিল। কিন্তু রিফকে জ্ঞান হওয়া ইস্তক অলিতে গলিতে নিষ্ঠুরভাবে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তার ক্ষমতার সঙ্গে ভিক্টরের তুলনাই চলে না। লোহার চেনসুদ্ধ ডান হাতের মুঠো সজোরে ভিক্টরের মুখের একপাশে আঘাত হানল। ভিক্টর ঠিকরে পড়ে গেল।

ক্যারী তীক্ষ্ণ চীৎকার করে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। জ্ঞানহীন দেহটা সোজা করতেই আবার সে চীৎকার করল—ভিক্টরের মুখের একপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

রিফ চেনটা খুলে পকেটে রেখে তার মোটা আঙুলগুলোর সাহায্যে ক্যারীকে চুল ধরে টেনে তুলল। তারপর তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করল, 'কফি! কানে গেল কথাটা! কফি আনো, নইলে এ শালাকে আমি বুটের বাড়ি মারব।'

ক্যারী আতংকিত চোখে একবার রিফের পায়ের লোহা বাঁধানো স্কী-বুটের দিকে তাকিয়ে টলতে টলতে রান্নাঘরের কোণের দিকে গিয়ে পারকোলেটার চালিয়ে দিল।

জে ডেনিসনের টেবিলের ওপর রাখা অনেকগুলো টেলিফোনের একটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার নিয়ে মোটা গলায় তিনি বললেন, 'ফেডারেল ফিল্ড অফিস। ইন্‌স্‌পেক্টর ডেনিসন কথা বলছি।'

ডেনিসন তাঁর হবু জামাইয়ের গলা পেলেন। 'কর্তা—আমি টম। আমি দুঃখিত—ক্র্যামারকে হারিয়ে ফেলেছি—এই একটু আগে। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে আমি পিছু নিয়েছি। আমার সঙ্গে হ্যারী ছিল। দুজনকেই বোকা বানিয়ে স্রেফ হাওয়ার সঙ্গে লোকটা মিশে গেল।'

ডেনিসন কোনমতে রাগ সামলিয়ে বললেন, 'বেশ ঠিক আছে, টম। এখানে ফিরে এসো চটপট।'

দশ মিনিট পরে স্পেশাল এজেন্ট হ্যারী গার্স্‌ন ফোন করে বললে, 'মাফ করবেন কর্তা, আমরা জেগেটিকে হারিয়ে ফেলেছি।'

ডেনিসন হিংস্রভাবে বললেন. 'জানি জানি, স্রেফ লোকটা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল। তাই না?' বলেই দড়াম করে রিসিভার রেখে দিলেন। পাইপে তামাক ভরছেন এমন সময় টম হার্পার ঘরে ঢুকল।

ডেনিসন বললেন, 'জেগেটিও ভেগেছে। সুতরাং ও দু-ব্যাটাতে নিশ্চয় কোনো মতলব এঁটেছে—কিন্তু কী মতলব?'

হার্পার চেয়ারে বসে, 'ক্র্যামার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে পেছনে কেউ লেগেছে কিন্তু এমন ভোজবাজী দেখাবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। একটা লবিতে ঢুকল, তারপর—'

অধৈর্যভাবে ডেনিসন বললেন, 'বাদ দাও। চল একটু বেরোনো যাক।' মাথায় টুপি চড়িয়ে তিনি এগোলেন। কুড়ি মিনিটের মধ্যে তার গাড়ি ক্র্যামারের বাড়ির সামনে এল।

লোহার গেটের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ক্র্যামার নিশ্চয় বাড়ি নেই। কিন্তু তার বৌয়ের তো বাড়ি থাকার কথা। মেয়েটা এক সময় এক নাইট ক্লাবে গান গাইত। শুনেছি আজকাল নাকি বেশ 'সম্ভ্রান্ত' হয়ে পড়েছে। পুলিশের আবির্ভাবে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে না যায়।'

টম নেমে গেট খুলে আবার গাড়িতে বসল।

বিরাট বাড়িটার দিকে যেতে যেতে ঈর্ষার সঙ্গে সে বলল, 'লোকটা বেশ স্টাইলের মাথায় থাকে, কি বলেন?'

ডেনিসন তেতো গলায় বললেন, 'দশ লাখ ডলার কামালে তুমিও চাইবে স্টাইলে থাকতে। ক্র্যামারের আছে পুরো চল্লিশ লাখ ডলার।'

একজন মোটা, স্মিত চেহারার নিগ্রো মেয়ে দরজা খুলে দিল।

ডেনিসন বললেন, 'মিঃ ক্র্যামার আছেন?'

'মিঃ ক্র্যামার বাড়ি নেই।'

'মিসেস ক্র্যামারকে ডেকে দিলেও চলবে। তাঁকে বল যে কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর (ফেডারেল বুরো) ইনসপেক্টর ডেনিসন এসেছেন।' একরকম জোর করেই ডেনিসন ভেতরে ঢুকে পড়লেন। অগত্যা নিগ্রো মেয়েটি সরে দাঁড়াল। অফিসার দু'জন সুন্দর আসবাবপত্রে সাজানো প্রশস্ত লবিতে ঢুকল।

হেলেন ক্র্যামার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল দু'জনকে দেখে থমকে গেল। অস্বস্তিভরে একটা হাত গলার কাছে উঠে গেল।

ডেনিসন ভারী গলায় বললেন, 'শুভসন্ধ্যা, মিসেস ক্র্যামার। আমরা হচ্ছি কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর অফিসার। মিঃ ক্র্যামার বাড়ি নেই বুঝি?'

এক অসহায় আতংকে হেলেন শক্ত হয়ে উঠল। জিম অবসর নেবার পর থেকেই এরকম এক পরিস্থিতির জন্য সে ভয় পেয়েছে। নিজেকে কোনরকমে সামলে নীচে নেমে এল। নিগ্রো পরিচারিকাটিকে রান্নাঘরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করে।

'হ্যাঁ, মিঃ ক্র্যামার বাইরে গেছেন। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি হচ্ছি ইন্‌সপেক্টর ডেনিসন,' পাশের খোলা দরজা দিয়ে লাউঞ্জের দিকে তাকিয়ে, 'ঐখানে গিয়ে কথাবার্তাগুলো হলে ভাল হয়।' বলেই তিনি লাউঞ্জটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন, তাঁর পেছনে হার্পার।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে হেলেন সে ঘরে ঢুকে বলল, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না—কী হয়েছে?'

'আমি মিঃ ক্র্যামারের সঙ্গে দেখা করতে চাই—পুলিশী ব্যাপার। কোথায় গেছেন তিনি?'

কেমন যেন কুঁকড়ে দুই হাত সহসা মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে এল হেলেনের।

'উনি নিউ ইয়র্ক গেছেন। আমি—আমি ঠিক জানি না কোথায় গিয়ে উঠেছেন। নিজের ব্যবসার ব্যাপারে গিয়েছেন।'

ডেনিসন মনে মনে বললেন পনেরো বছর আগে মেয়েটির চেহারা কত ভাল ছিল এখন অনেক বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর খানিকটা ঘাবড়েও গেছে।

তিনি পুলিশী মেজাজে বললেন, 'একথা কি সত্যি, মিসেস ক্র্যামার, যে মো জেগেটি নামক একজন জেল ফেরৎ আসামী এবং কুখ্যাত অপরাধী হপ্তা'দুয়েক আগে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

হেলেন একটা চেয়ারে বসে বলল, 'হ্যাঁ এসেছিল। সে আমার স্বামীর পুরনো বন্ধু। প্যারাডাইস শহরে নতুন একটা রেস্তোরাঁ খোলবার জন্য জায়গা খুঁজছিল। মো এ শহরে আসছে শুনে স্বভাবতঃই আমার স্বামী মধ্যাহ্নভোজের নেমন্তন্ন করেছিলেন।'

ডেনিসন বিদ্রূপের স্বরে বললেন, 'জেগেটি খুলবে রেস্তোরাঁ? তাই বলেছে নাকি আপনাকে?'

'হ্যাঁ, সেইরকমই তো বলল।'

'আর আমি যদি জানাই যে গত কয়েক মাস মো একটি পঞ্চম শ্রেণীর হোটেলে এক তৃতীয় শ্রেণীর বেয়ারার কাজ করছে এবং নিজস্ব বলতে দশটা পয়সাও নেই, তাহলে কী আপনি খুব আশ্চর্য হবেন?'

হেলেন শিউরে উঠে বলল, 'দেখুন, আমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। ও আমার স্বামীকে যা বলেছে, আপনাকে সেইটুকুই জানালাম।'

'দেখুন মিসেস ক্র্যামার, আপনার বা আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই।

আপনার স্বামী এককালে খুব বড় দস্যু ছিলেন। আমরা তাঁকে ছোঁবার আগেই তিনি বুদ্ধি করে সেই জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি আবার হয়ত পুরোনো পেশায় ফেরার চেষ্টা করছেন। অবশ্য আমার মঙ্গলের জন্য আমি চাই যে তিনি আবার সে চেষ্টা করুন। যাইহোক, তাকে জানিয়ে দেবেন, আমার নজর ওর ওপর আছে। কোনো অপকীর্তি করবার চেষ্টা করলেই বিপদে পড়বেন। বন্ধু হিসেবে একবার তাকে সাবধান করলাম আর দ্বিতীয়বার আমি আসব না। বুঝতে পেরেছেন? হার্পার, চলো এবার ওঠা যাক।'

যখন ডেনিসন হেলেনের সঙ্গে কথা বলছেন, জিম ক্র্যামার সেই সময় লেক অ্যারোহেড হোটেলে এসে পৌঁছলেন। চমৎকার বিলাসবহুল হোটেল। বছরের ওই সময়ে ধনী খদ্দেরদের ভীড়ে ঠাসা থাকে।

ক্র্যামার হোটেল রেজিস্টারে সই করবার সময় নাম লিখলেন—আর্নেস্ট বেন্ডিকস। গত হপ্তায় বুদ্ধি করে তিনি টেলিফোন মারফৎ একটি কামরা রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর ঘর পেলেন। ঘরটির ব্যালকনি থেকে হ্রদ দেখা যায়।

পুলিশ দুটোকে ধোঁকা দিয়ে ক্র্যামার বেশ সন্তুষ্ট বোধ করছিলেন। তিনি আশা করছেন মো-ও ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে পেরেছে। ব্যাগ থেকে জিনিষপত্র বার করে রেখে তিনি ব্যালকনিতে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সেখানে বসে হ্রদের শোভা উপভোগ করে তারপর বসবার ঘরে গিয়ে টুইন ক্রীক ট্যাভার্নে একটা টেলিফোন কল বুক করলেন। ফোন পাবার পর তিনি মিঃ ম্যারিয়নের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন—মো এই ছদ্মনামে উক্ত হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছে।

সংক্ষেপে কথা হল দু'জনের। কোনো সন্দিগ্ধ ব্যক্তি আড়ি পাতলেও তাদের কথা বুঝতে পারত না। কিন্তু ক্র্যামার ঠিকই বুঝে নিলেন যে সব ঠিকঠাক চলছে এবং ক্রেন ভাইবোন এসে পৌঁছেছে।

'কাল ঠিকমত মাল ডেলিভারি দেওয়া হয়ে গেলে আমায় জানিও,' বলে ফোন ছেড়ে দিলেন। হেলেনের কথা একবার মনে হয়েছিল কিন্তু ভাবলেন তিনি তো তাকে বলে এসেছেন যে সলি লুকাসের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে নিউইয়র্ক যাচ্ছেন সে যেন চিন্তা না করে। তিনি জানেন হেলেন বোকা নয়। সে হয়ত তার কথার একবর্ণ বিশ্বাস করেনি। এখন তাকে ফোন করা বিপজ্জনক হবে।

ক্র্যামার ঘরেতেই ডিনার সারলেন। তারপর বাকি সন্ধ্যেটা ব্যালকনিতে বসে কাটালেন—মুখে জ্বলন্ত সিগার হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে সব দেখতে লাগলেন।

তিনি পরের দিন সকালেও রইলেন। এগারোটার একটু পরে মো-র টেলিফোন এল। কাঁপা গলায় এমনভাবে বলছিল যেন তাঁর দম আটকে আসছে।

মো বলল, 'মাল পাওয়া গেছে কিন্তু একটু গোলমাল বেঁধেছে।'

'তুমি এখন কোথায় আছো?'

'লোন্ পাইন্-এ। এক টেলিফোন বুথ থেকে কথা বলছি।'

ক্র্যামার জানতেন যে হোটেলের লবিতে কয়েকটা টেলিফোন বুথ রয়েছে, যেগুলোর লাইন হোটেলের সুইচবোর্ডের ভেতর দিয়ে যায় না।

'তুমি ওখানেই থাকো। তোমার নম্বরটা দাও। এক্ষুনি আবার তোমায় ফোন করছি।'

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটুকু বলাও বিপজ্জনক হল। হয়ত হোটেলের সুইচবোর্ডের কোনো এক অপারেটর লাইনে আড়ি পেতে আছে। কিন্তু কী গোলমাল বেঁধেছে তা জানা দরকার।

মো তাকে ফোন নম্বর জানিয়ে লাইন কেটে দিল।

লিফটে চড়ে ক্র্যামার নীচের জনাকীর্ণ লবিতে নেমে এলেন। কপালজোরে একটি টেলিফোন বুথ খালি ছিল। বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মো-র নম্বরটা ডায়াল করতেই সাড়া দিল সে।

'কী হয়েছে? কীসের গোলমাল?'

মো তাকে মোটর সাইকেলওয়ালা পুলিশটির ব্যাপার জানাল।

'যদি কোনো কিছু ফাঁস হয়ে যায় তাহলে পুলিশটি চিতার পরিষ্কার বর্ণনা দিতে পারবে। আমাদের বরাত মন্দ, কিন্তু মেয়েটা পাগলের মত গাড়ি চালাচ্ছিল। পুলিশে ধরা বিচিত্র নয়।'

'কিন্তু ফাঁস হবে না। ঐখানেই এই কাজটার মজা। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো পুলিশরা কিছুই জানতে পারবে না। ভ্যান ওয়াইলি মেয়েটা কী বলছে?'

'চিতা ওকে সামলে আছে—সেদিকে কোনো ঝামেলা নেই। অ্যাসিড দেখে ভয়ে ওর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম পুলিশের ব্যাপারটা তোমায় জানানো উচিত।'

'ঠিক আছে মো। তুমি এবার বেরিয়ে পড়ো। একঘণ্টার মধ্যে নষ্টনীড়ে পৌঁছে যাবে। আমি তোমায় সাড়ে বারোটায় ওখানে ফোন করব। তুমি পৌঁছেই টেলিফোনের তারটা জুড়ে দেবে। ওখানে পৌঁছেছো জানলেই আমি ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে কথা বলব।'

নিজের কামরায় ফিরে ক্র্যামার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। কোনো কাজেই দেখছি নিশ্চিন্ত হবার জো নেই, পুলিশের ঘটনাটি তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে। পুলিশটির যদি ফোঁপর দালালি করার অভ্যাস থাকে তাহলে হয়ত হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করে দেবে যে ভ্যান ওয়াইলির মেয়ে একজন নিম্নশ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে এক গাড়িতে যাচ্ছে।

নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না ক্র্যামার, বারবার চোখ যাচ্ছে হাতঘড়ির দিকে। শেষে সাড়ে বারোটার কয়েক মিনিট আগেই টেলিফোন অপারেটরকে বললেন, নষ্টনীড়ের নম্বরটা দিতে।

অপারেটর জানাল, 'দুঃখিত। লাইনটা খারাপ আছে। আমাদের ইঞ্জিনীয়ার ইতিমধ্যে লাইন সারাবার জন্য ওখানে গেছেন। আপনি ঘণ্টাখানেক পরে আবার চেষ্টা করুন।'

অপারেটর মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন। এবার বোঝা যাচ্ছে ঘটনার গতি তাঁর অনুকূলে নয়। হয়ত জেলডার কেশ পরিচর্যাকারী ভ্যান ওয়াইলিকে ফোন করে জানাবে যে তাঁর মেয়ে এখনো এসে পৌঁছোয়নি। তিনি খোঁজ নেবেন কান্ট্রি ক্লাবে কারণ, তিনি জানেন চুল বাঁধা শেষ হলে জেলডা ওখানে লাঞ্চ সারে। সেখানেও যদি শোনেন যে সে আসেনি, তাহলে তিনি হয়তো পুলিশে খবর দেবেন। সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

মো কি পরিস্থিতিটা সামলাতে পারবে? লাইন কাটা দেখলে ইঞ্জিনিয়ার কি ভাববে? সে কি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করবে? তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, মো-র ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। মো এবং চিতা জেলডাকে নিয়ে নষ্টনীড়ে পৌঁছে গেছে। ভ্যান ওয়াইলি পুলিশে খবর দেওয়ার আগেই তাকে ফোন করা দরকার।

নোটবুক থেকে ভ্যান ওয়াইলির ফোন নম্বর বের করে ডায়াল করে হঠাৎ কানেকশানটা কেটে দিলেন। এ অঞ্চলে ভ্যান ওয়াইলির প্রতিপত্তি বিরাট। ফোনটা কোথা থেকে এসেছে তিনি অনায়াসে বার করতে পারবেন। তারপর তদন্ত চালালেই দফা—রফা।

বুথ থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে ক্র্যামার একটা ট্যাক্সী ধরে ড্রাইভারকে বললেন, মেন স্ট্রীটে নিয়ে যেতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে জেনারেল পোস্ট অফিসে পৌঁছে সেখান থেকে তিনি ভ্যান ওয়াইলির নম্বর ডায়াল করলেন।

অপরপ্রান্তে একজন বলল, 'মিঃ ভ্যান ওয়াইলির বাড়ি থেকে কথা বলছি।'

'আমি ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে কথা বলতে চাই। জরুরী দরকার—মিস ভ্যান ওয়াইলির সম্পর্কে কিছু বলবার আছে।'

'আপনার নামটা কি?'

'উনি আমায় চিনবেন না। আমি তার মেয়ের জনৈক বন্ধু। আমার নাম ম্যানিকিন।'

'একটু ধরুন দয়া করে।'

সবে ফিরে জন ভ্যান ওয়াইলি পড়বার ঘরে বসে সকালের ডাকে আসা একরাশ চিঠিপত্রে চোখ বোলাচ্ছেন। সামনের ডেস্কের ওপর বড় এক গ্লাস মার্টিনি রাখা আছে।

তাঁর পরিচারক ফেলোস দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বলল যে, 'মিঃ ম্যানিকিন নামে একজন ফোন করছেন।'

'স্যার, উনি বলছেন যে মিস জেলডার সঙ্গে নাকি ওর পরিচয় আছে।'

জন ভ্যান ওয়াইলি এক খর্বাকৃতি ভারী চেহারার মানুষ। চওড়া ধাঁচের মুখ, ছোট ছোট চোখে কঠিন দৃষ্টি। চওড়া কর্তৃত্বব্যঞ্জক চোয়াল। তিনি যেমন মানুষ তাঁর চেহারাও তেমনি—এক প্রাক্তন ওয়াগন ড্রাইভারের সন্তান। যিনি একটি টাকাকে অনায়াসে দশ টাকায় পরিণত করতে পারেন

এবং উপার্জনের পন্থা সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র বাদ-বিচার নেই।

তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। আজ পর্যন্ত জেলডার কোনো বন্ধু তাঁকে সরাসরি টেলিফোন করেনি। টেলিফোনের কাছে গিয়ে বাঁহাতে ফোনের লাইনের সঙ্গে একটা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে ডান হাতে রিসিভার তুললেন।

'বলুন।'

'মিঃ ভ্যান ওয়াইলি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মেয়ের বিষয়ে কথা আছে। আপনার ব্যস্ত হবার কিছু নেই—আপনার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। সে নিরাপদে আছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে অক্ষতদেহে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য আপনি যদি পুলিশে খবর না দেন বা আমাদের নির্দেশের কোনোরকম খেলাপ না করেন, তাহলে আর আপনার জীবনে ইহজীবন দেখবেন না। আমাদের বিরাট দল—আপনার বাড়ির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে, আপনার টেলিফোনও ট্যাপ করা হয়েছে। আপনি কোন কিছু করবার চেষ্টা করবেন না। কাল আবার আপনাকে ফোন করব আমি।' ক্র্যামার ফোন রেখে চটপট ট্যাক্সী স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সী নিয়ে হোটেলে ফিরলেন।

খানিকক্ষণ জন ভ্যান ওয়াইলি নিশ্চল হয়ে গেল। মুখ বিবর্ণ দেখাল। কিন্তু অধরোষ্ঠ সহসা এক কুৎসিত ও নিষ্ঠুর রূপ নিল। রিসিভার নামিয়ে শক্ত গলায় বললেন, 'অ্যানড্রুজকে পাঠিয়ে দাও।'

দু'মিনিটের মধ্যেই মেরিল অ্যানড্রুজ, ভ্যান ওয়াইলির সেক্রেটারী—দীর্ঘ তামাটে, পোড় খাওয়া চেহারার একজন টেক্সান, পরনে স্পোর্টস শার্ট ও নীল রঙের জীনস্, ঘরে ঢুকল। ভ্যান ওয়াইলি তখন ফোনে টেলিফোন অফিসের সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলছেন।

ভদ্রমহিলা জানালেন, 'ফোনটা জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে এসেছিল। ওখানকার এক পাবলিক বুথ থেকে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্যান ফোন ছেড়ে অ্যানড্রুজের দিকে ফিরে, 'এইমাত্র একটা লোক আমায় ফোন করে জানাল যে জেলডাকে অপহরণ কবা হয়েছে। ওর চুল বাঁধবার দোকানে এবং কানট্রি ক্লাবে খোঁজ নাও। জেনে নাও জেলডা ওখানে গিয়েছিল কি?'

ভ্যান ওয়াইলি জানালার দিকে গিয়ে দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। অ্যানড্রুজ চটপট ফোন দুটো সেরে জানাল যে, 'মিস জেলডা চুল বাঁধতে যাননি। আর কানট্রি ক্লাবেও যাননি। পুলিশে খবর দিই?'

ভ্যান ওয়াইলি বিকৃত গলায় বললেন, 'না, কাউকে কিছু বলো না। এখন বাইরে যাও। আমাব অনেক কিছু চিন্তা করার আছে।'

।। ছয় ।।

নষ্টনীড়ের বারান্দায় রিফ দাঁড়িয়েছিল। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে হিপ পকেটে রাখা ডারমটের অটোমেটিক বিভলবারটা ধরল।

বারোটা বাজে, রিফ সামনের ঘরটায় ডারমট এবং তার ছেলে-বৌকে পুরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরের জানালা খোলা ছিল। তাছাড়া আর বেরোবার রাস্তা নেই। রিফ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে সবকটা জানালাই দেখা যায় সুতরাং তার দুশ্চিন্তা নেই। একটি মোক্ষম ঘুষিতেই সে ডারমট এবং তার বৌ-এর সব সাহস উড়িয়ে দিয়েছে।

ভিয়েতনামী লোকটাকে খুন করে রিফ ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছে। তার মতে এটা হচ্ছে ছিঁচকে চোর থেকে এক ধাক্কায় ডাকাত হবার ফল। পুঁচকে লোকটাকে অত জোরে মারবার জন্যে নিজেকে গালাগাল দিচ্ছিল। ডারমটের সাইজের একজন তার হাতের মোক্ষম মার সামলাতে পারে, কিন্তু ঐরকম ক্ষুদে লোক কী করে সহ্য করবে। রিফ ঠিক করল মো-কে চাকরটার ব্যাপারে কিছু বলবে না। মো যতই চালাক হোক না কেন, ভেতরটা তার খুবই নরম। সে হয়তো ঐ সংবাদে ক্ষেপেই যাবে।

কয়েক গজ দূরে গাড়ি থামল। মো গাড়ি চালাচ্ছিল, পেছনের সীটে চিতা আর চুরি করা মেয়েটা।

কৌতূহলের সঙ্গে রিফ মেয়েটির দিকে তাকাল। কিন্তু সে এর চেয়ে রূপবতী কাউকে আশা করেছিল। মেয়েটি গাড়ি থেকে নামলে তাঁর প্রশস্ত নিতম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবল তাহলে চেহারাটা তেমন কিছু খারাপ নয়।

মো গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'সব ঠিক আছে তো?'

'কোনো গোলমাল নেই—তোমার খবর ভাল তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি বরং গাড়িটাকে লুকিয়ে ফেলি। গ্যারেজটা কোথায়?'

রিফ আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে অনেক জায়গা আছে।'

গ্যারেজের দিকে মো চলে গেল। রিফ চিতার দিকে তাকাল। চিতা জেলডার পাশে দাঁড়িয়েছিল, রিফ তাকাতেই চিতা জানাল সব ঠিক আছে। জেলডা এতক্ষণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে রিফের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে নিশ্চিন্ত যে মো তাকে যা বলেছে তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। যতক্ষণ না তার বাবার কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায় ততক্ষণ শুধু তাকে আটকে থাকতে হবে। জেলডা এই কালো চামড়ার পোশাক পরা নোংরা চেহারার লোকটিকে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল। সিনেমার পর্দায় সে অনেকবার এইরকম ডাকাতদের দেখেছে। যাদের দেখলেই শরীরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

মেয়েটার সারা মুখে কেমন লাল রং ছড়িয়ে চোখ কেমন ঘন হয়ে এল। রিফ বুঝল যে মেয়েটা তাকে দেখে বেশ বিচলিত হয়েছে। রিফ বলল, 'আমার নাম রিফ। তোমার নামটা কি সখি?'

'জেলডা ভ্যান ওয়াইলি। তুমিও আছো নাকি এর মধ্যে?'

'নিশ্চয়ই সখি, আমরা সবাই আছি এর মধ্যে। এসো, তোমার নতুন বাসাটা একটু দেখে শুনে নাও। কয়েক পা এগিয়ে জেলডার বাহু চেপে ধরল। কাছাকাছি আসতেই জেলডা দেখল তার ময়লা কাঁধ। নোংরা নখের ডগা আর তার কদমছাঁট চুলের ওপর ধুলো রাশি।

ঘেন্নায় সে নাক কুঁচকে, ছিটকে সরে এল। জেলডা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আমার গায়ে হাত দিও না। তোমার—তোমার গায়ে বিচ্ছিরি গন্ধ।'

রিফের মুখের ধূসর চামড়ার নীচে পেশীগুলো ফুলে উঠল। তার চোখ ধারালো হল, অধরোষ্ঠ সুকঠিন হল।'

চিতা বুঝতে পারল গতিক সুবিধের নয়, 'শান্ত থাক রিফ। শুনতে পাচ্ছিস? ঢের হয়েছে।'

রিফের চোখে ভয়াবহ হিংস্রতার আগুন দেখে জেলডা কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

চিতা চেঁচিয়ে উঠল, 'রিফ, থেমে যা! মো আসছে।'

'ঠিক আছে সখি, আমার মনে থাকবে। অনেক সময় হাতে আছে—আমার মনে থাকবে।'

মো এসে বলল, 'এখানে কি করছ তোমরা? ওকে ভেতরে নিয়ে যাও।'

জেলডাকে নিয়ে চিতা বাড়ির ভেতরে ঢুকল। রিফের দৃষ্টি জেলডার পেছনের দিকটায়।

মো জিজ্ঞেস করল, 'ডারমটদের কী করলে?'

'ওদেরকে সামনের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছি। লোকটা একটু সাহস দেখাবার চেষ্টা করেছিল তাই এক ঘা লাগাতে হয়েছে। এখন আর ঝামেলা করবে না।'

'কুকুরটা?'

'কোনো অসুবিধে হয়নি। পুঁতে দিয়েছি।'

'চাকরটা?'

চাকরদের কেবিনটা দেখিয়ে রিফ বলল, 'ওখানে আটকে রেখেছি। আমায় দেখেই ভয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পালাবার চেষ্টা করবে না।'

'তুমি এবার টেলিফোনের তারটা জোড়া দাও। কর্তা এক্ষুণি ফোন করবে।'

রিফ হুকুম জিনিসটা সহ্য করতে পারে না। বলল, 'হবে না। কেটে দিয়েছিলাম। কিন্তু জোড়া লাগাবার মত তার নেই।'

মো অধৈর্যভাবে বলল, 'গ্যারেজের মধ্যে দ্যাখো না একবার। ওখানে নিশ্চয়ই কয়েক টুকরো

তার পাবে। লাইন ঠিক করতেই হবে। চটপট করো। বলেই সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।'

রিফ ভেবে দেখল এত তাড়াতাড়ি মো-র সঙ্গে ঝগড়া বাধানো ঠিক হবে না। অলস—পদক্ষেপে গ্যারেজের দিকে গেল।

পড়বার ঘরে খাটের ওপর ভিক্টর ডারমট শুয়েছিল। গাড়ির আওয়াজ তাঁর কানে গেল। মাথা ভীষণ ব্যথা করছে। আর মুখের ডানপাশটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তিনঘণ্টা হল তাঁর জ্ঞান ফিরেছে কিন্তু এখনও হাত পা অসাড় হয়ে আছে। ক্যারী পাশে বসে একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে উদ্বিগ্ন চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। ভিক্টর গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ওঠবার চেষ্টা করল।

ক্যারী উঠে বলল, 'শুয়ে থাকো তুমি, আমি দেখছি।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই সে দেখল রিফের সামনে চিতা ও জেলডা দাঁড়ানো। তারপর দেখল মো গাড়ি চালিয়ে গ্যারেজের দিকে গেল। 'আরো তিনজন এলো। উঃ ভিক! এসব কী হচ্ছে? এরা কারা?'

ভিক্টর আস্তে আস্তে উঠে বসল। মাথাটা বনবন করে ঘুরে গেল তারপর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল। সে ক্যারীর পাশ দিয়ে জানালার বাইরে তাকাল।

তখন রিফ জেলডার সঙ্গে কথা বলছে। ভিক্টর চিতার ও জেলডার দিকে তাকাল।

ভিক্টর বিড়বিড় করে বলল, 'অসম্ভব ঐ মেয়েটা—কিন্তু তা কি করে হতে পারে। ঠিক যেন ভ্যান ওয়াইলির মেয়ের মত দেখতে। তুমি তো জানো ক্যারী—ও এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বিত্তশালী মেয়েদের একজন। ওর নামটা বোধহয় জেলডা—তাই না?'

দমবন্ধ গলায় ক্যারী বলল, 'ঠিক বলেছ। বারবার মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি। ওকে নিশ্চয় চুরি করে এখানে আনা হয়েছে।'

বরফজলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা স্পঞ্জটা নিয়ে মুখের পাশে চেপে ধরতে ধরতে বলল, 'ওরা বোধহয় মেয়েটাকে এখানে লুকিয়ে রাখবার মতলব করছে। চমৎকার মতলব। এরকম এক জায়গায় তল্লাসী চালাবার কথা কে ভাববে?'

ক্যারী বলে উঠল, 'আরেকটা গাড়ি আসছে।' ভিক্টর তাকিয়ার ওপর গা এলিয়ে দিল। তার মাথায় দপদপ করছে। এমন সময় খোকা ফুঁপিয়ে—কেঁদে উঠল। ক্যারী সেদিকে ছুটল।

দ্রুতপদে রিফ লাউঞ্জে গেল। জেলডা ও চিতা বসেছিল। মো ককটেল টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একপাত্র পানীয় তৈরী করছিল।

রিফ বলল, 'একটা গাড়ি আসছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।'

মো জানালার কাছে গেল। ডানহাতের আঙুলগুলো নার্ভাস ভঙ্গিতে একবার কোটের নীচে খাপের মধ্যে লুকানো পিস্তলটা স্পর্শ করল। সে চিতার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি পরিচারিকার ভূমিকা নাও। কেউ যদি আসে, দরজা খুলে বলবে ডারমটরা বেরিয়েছে। আমরা তোমার পেছনেই থাকব।' জেলডাকে বলল, 'একটা আওয়াজ করেছ কি মজা দেখিয়ে দেব।'

রিফ হেসে বলল, 'না না, আওয়াজ করবে কেন? কী বলো সখি?'

জেলডা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রিফ বঙ্কিম হেসে বলল, 'ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, দাঁড়াও সখী, আমি তোমাকে' শায়েস্তা করছি। আমি—'

মো গর্জে উঠল, 'চুপ করো। ডারমটদের পাহারা দাও। তারা যেন চুপচাপ থাকে। আমি এখানেই আছি।

রিফ লবি পেরিয়ে পড়বার ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

চিতা বলল, 'টেলিফোন মেরামত করবার ট্রাক একটা।'

মো চাপা গলায়, 'নিশ্চয়ই টেলিফোনের তার চেক করতে এসেছে। যদি দেখে যে তার কাটা—'

চিতা চড়া গলায় বলল, 'আঃ ঠাণ্ডা হও বাপু। ওদেরকে আমি সামলে নেব।'

বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল, ছাদের ওপর একটা বড় মই। ভেতরে দু'জন কমবয়েসী ইঞ্জিনিয়ারা বসে আছে। চিতা এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলল।

লেক অ্যারোহেড হোটেলের লবি পেরিয়ে ক্র্যামার গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান তাকে সেলাম করে বলল, 'আপনার গাড়ি তৈরী। স্যার, আপনার তো দু'দিনের জন্য দরকার। তাই না?'

দারোয়ানের হাতে একটা পাঁচ ডলারের নোট গুঁজে দিতে দিতে ক্র্যামার বললেন, 'হুম। তার পরেও যদি দরকার থাকে, তোমায় জানাব।'

গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় দারোয়ানটি ক্র্যামারকে নিয়ে গিয়ে একটা বুইক কনভার্টিবল গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

'যে কোন সময় গাড়ির দরকার হলে আমায় বলবেন স্যর।'

ক্র্যামার স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শহরের দিকে গাড়ি ছোটালেন।

দুপুর তিনটের কয়েক মিনিট পরে ক্র্যামার নষ্টনীড়ের গেটের সামনে এসে পৌঁছলেন। গাড়ি থামিয়ে গেট খুলে গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে আবার গেট বন্ধ করলেন।

বুকের বাঁদিকের ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে। আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে ক্র্যামার অনুভব করলেন তার আত্মবিশ্বাস ক্রমেই কমে আসছে। বয়েস বাড়ছে। যদি কোনো গণ্ডগোল বাঁধে? এতদিন ধরে দস্যুবৃত্তি করে শেষে যদি জেলে ঢুকতে হয়। এখন আর উপায় নেই। মো-র ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে। প্ল্যানটাও নিখুঁত হয়েছে। কোনো গোলমাল হবে না।

ক্র্যামার দেখলেন রিফ বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে, দু'পা রেলিঙে তোলা। ক্র্যামার গাড়ি থেকে বেরোতেই সে উঠে দাঁড়াল।

গম্ভীর গলায় ক্র্যামার বলেন, 'গাড়িটা সরিয়ে ফেল। মো কোথায়?'

সদর দরজার দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে বারান্দার রেলিং ডিঙিয়ে নেমে গাড়িতে বসে গ্যারেজের দিকে চালিয়ে দিল।

ক্র্যামার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, এমন সময় মো দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ক্র্যামার কড়া গলায় 'কী খবর?'

মো বলল, 'সব ঠিক আছে। মেয়েটা ভেতরে। ডারমটদের নিয়ে কোনো গোলমাল হয়নি। একজন টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ার লাইন দেখতে এসেছিল, চিতা তাকে ম্যানেজ করে নিয়েছে। কোন ঝামেলা নেই।'

একটা প্রশস্ত, নিশ্চিন্ত হাসি হেসে বলল, 'আমার প্ল্যানিং-এ কখনও ফাঁক থাকে না, কী বল? ডারমট কোথায়? ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

পড়বার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে মো বলল, 'ঐখানে আছে। ওর বৌয়ের সঙ্গে।'

ক্র্যামার এগোতেই মো বলল, 'এক মিনিট—জিম। লোকটা একটু ঘায়েল হয়েছে। রিফ তাকে এক ঘা দিয়েছে।'

ক্র্যামারের মুখ লাল হয়ে গেল। মো-র দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, 'মেরেছে? কী বলছ তুমি?'

'তা লোকটা একটু বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল। রিফ অগত্যা তাকে ঠাণ্ডা করতে বাধ্য হয়েছে।'

টুপি খুলে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে ক্র্যামার বললেন, 'কেমন আছে সে?'

'এখন ভালই আছে, তবে রিফের ঘুষির জোর বড় বেশী।'

ক্র্যামার অসন্তোষ প্রকাশ করে তারপর পড়বার বড় ঘরটায় ঢুকলেন।

ভিক্টর আর ক্যারী পাশাপাশি বসেছিল। বয়স্ক বিশালাকৃতি মানুষটিকে দেখে ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

ক্র্যামার তাঁর ব্যবসায়ী সুলভ ছদ্ম আন্তরিক গলায় বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। শুনলাম আমার এক সহকারী নাকি একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। আমি দুঃখিত।'

ভিক্টর বলল, 'কে আপনি? এই সব গুণ্ডাগুলো এ বাড়িতে কী করছে আমায় বলবেন?'

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ক্র্যামার বসে, ক্যারীর দিকে একটু মাথা হেলিয়ে বললেন, 'আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মিসেস ডারমট। এ সবকিছুর জন্য আমি দুঃখিত এছাড়া আমার উপায় ছিল না। মিঃ ডারমট, আপনার বরাত খারাপ যে এ বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন। আপাততঃ আশা

করছি যে আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন। আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আমি পুরো ব্যাপারটা বলছি। তারপর আপনি বিবেচনা করে দেখুন আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন কিনা।'

দৃষ্টি বিনিময় করল ক্যারী ও ভিক্টর। তারপর রাগ সামলিয়ে ভিক্টর বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'বসুন, সব ব্যাপারটা আমার সত্যিই জানা দরকার।'

'পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মেয়েদের একজনকে আমি চুরি করে আনতে পেরেছি। আমার আন্দাজমত মেয়েটির বাবার কাছ থেকে চল্লিশ লক্ষ ডলার মুক্তিপণ চাওয়া যাবে। মুক্তিপণ নিয়ে দরদস্তুর করার সময়, মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখবার জন্য আমাদের একটা গোপন আড্ডা দরকার। এ কাজের জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা পাওয়া খুব শক্ত। মিঃ ডারমট ব্যাপারটা আমি সংক্ষেপে সারছি। আপনাকে আমি নির্বাচিত করেছি টাকাটা মিটিয়ে দিতে রাজি করবার জন্য। টাকাটা সংগ্রহ করে আমার হাতে এনে দেওয়ার ভারও আপনার ওপর থাকবে।'

শক্ত হয়ে গেল সর্বাঙ্গ ভিক্টরের। কী যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ক্র্যামারের শয়তানি চোখের দৃষ্টি ক্যারীর ওপর স্থির দেখে সে থেমে গেল।

ক্র্যামার বললেন, 'আপনাদের বোধহয় একটি বাচ্চা আছে—ছেলে তাই না? বাচ্চাদের আমি ভালবাসি। একটি বাচ্চা বিপদে পড়ুক এ আমি কখনও চাই না। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?'

শান্ত গলায় ভিক্টর বলল, 'পেরেছি বোধহয়—যদি আপনার কথামত না চলি, তাহলে আমার ছেলে তার প্রতিফল পাবে—কি বলেন?'

প্রশস্ত হাসি হেসে ক্র্যামার বললেন, 'আপনার মত মানুষের সঙ্গে কারবার করা সত্যিই বড় আনন্দের, মিঃ ডারমট। আপনি হচ্ছেন চটপটে, বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী। ঐ যে রিফ ছোকরা—বড় গোঁয়ার, আর ওকে পুরোপুরি সামলানো আমার কর্ম নয়। আপনার ওপর দেখছি হাতও চালিয়েছে। হাত চালানোর ব্যাপারে ওর কোনো বাছবিচার নেই—তা সে ছেলেই হোক, মেয়েই হোক আর বাচ্চাই হোক।'

রিফের চেহারা ভিক্টরের চোখে ভেসে উঠল। বস্তির নর্দমা থেকে উঠে আসা এক ঘৃর্নিত কীট—ওর অসাধ্য কিছু নেই। এখন তাঁর কর্তব্য ক্যারী ও খোকাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা।

ভিক্টর বলল, 'আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না, অবশ্য আদৌ যদি ভ্যান ওয়াইলিকে টাকা দিতে রাজী করানো সম্ভব হয়।'

ভীষণ হিংস্র গলায় ক্র্যামার বললেন, 'ভ্যান ওয়াইলির কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'মেয়েটাকে আমি চিনতে পেরেছি। এ অঞ্চলে ওকে কে না চেনে। আমাকে কি করতে হবে বলুন।'

ক্যারী বলল, 'না ভিক! ও কাজ তুমি কখনো—।'

তার দিকে তাকিয়ে ভিক্টর মাথা নাড়ল। তাঁর চোখের দৃঢ় দৃষ্টি দেখে ক্যারী চুপ করে গেল।

ক্র্যামার বললেন, 'আপনার কোনো বিপদ হবে না। আপনি কেবল ভ্যান ওয়াইলিকে বুঝিয়ে বলবেন যে, তিনি যদি টাকা না দেন তাহলে ইহজীবনে আর মেয়েকে দেখতে পাবেন না। তার কাছ থেকে আপনি চার লক্ষ ডলারের দশটি চেক নেবেন। ভ্যান ওয়াইলির যা আর্থিক প্রতিপত্তি, তাতে চেকগুলো ভাঙাতে অসুবিধে হবে না। মিঃ ডারমট, আপনার পরবর্তী কাজ হবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গিয়ে চেকগুলো ভাঙানো। আমি বেশ কয়েকটা ব্যাংকের নাম লিখে দেব। তারপর আপনি এসে টাকাটা আমার হাতে তুলে দেবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে মিস ভ্যান ওয়াইলিকে ছেড়ে দেব। আপনিও নিশ্চিন্তে নাটকটি শেষ করতে পারবেন। কাজটা তেমন কিছু শক্ত নয়, কী বলেন?'

'সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।'

ক্র্যামার এক কঠোর কুৎসিত মুখে বললেন, 'যদি আপনি ভ্যান ওয়াইলিকে বুঝিয়ে রাজী করাতে না পারেন, টাকা না দিলে তার মেয়েকে খুন করা হবে। পুলিশে খবর দেবেন না—তাহলে কিন্তু আপনার স্ত্রী ও ছেলে ভীষণ বিপদে পড়বে। ঐ টাকাটা আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার এখন যা অবস্থা, তাতে দয়ামায়া দেখালে চলবে না। আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, যদি কোন গণ্ডগোল বাধে—তা আপনার দোষেই হোক আর ভ্যান ওয়াইলির অবাধ্যতার জন্যেই হোক—তাহলে প্রথমেই বিপদে পড়বে আপনার স্ত্রী ও ছেলে। ভেবে দেখুন, রিফের মত এক

শয়তান একটা বাচ্চার ওপর কী না করতে পারে। আত্মরক্ষার ক্ষমতা যার নেই, তার ওপর গায়ের জোর ফলাতে ও বেশী আনন্দ পায়। আমার বক্তব্য আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার ষড়যন্ত্র যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আপনাদের তিনজনকে রিফের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে পড়ব। অতএব, খুব সাবধান। আপনারা দু'জনে কথা বলে দেখুন। কাল সকালে আপনাকে ভ্যান ওয়াইলির কাছে যেতে হবে। সব টাকা যোগাড় করতে তিনদিন লাগবে। তারপর এখানে ফিরে আসবেন। সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে হলে আমরা তখনই বিদায় নেব। আর যদি কোনো গোলমাল বাধে...' একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিনি দরজার দিকে চললেন।'

ভিক্টর বলল, 'দাঁড়ান একটু। আমার চাকরের কী অবস্থা, বলবেন একটু?'

'কী আবার হবে। ভালই আছে।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তার শোবার ঘরে রক্ত—উধাও হয়ে গেছে লোকটা।'

ক্র্যামারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। দরজা খুলে, 'রিফ!' তার গভীর ও ভারী গলায় সারা বাড়ি গমগম করে উঠল।

রিফ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চলে এল।

'আমাকে ডাকলেন।'

ক্র্যামার কড়া গলায়, 'ভিয়েতনামী চাকরটা কোথায়? কী হয়েছে তাঁর?'

চাকরদের কেবিনের দিকে ইঙ্গিত করে রিফ বলল, 'ওর ভেতরে আছে।'

ভিক্টর বলল, 'মিথ্যে কথা। ও ঘরে নেই।'

রিফ বিশ্রীভাবে হেসে, 'কী ইয়ার। আরেক ঘা বসাব নাকি?'

ক্র্যামার বললেন, 'থামো'। ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ভিক্টরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিফও বেরিয়ে গেল। লবিতে এসে ক্র্যামার বললেন, 'কী করেছ চাকরটাকে?'

'একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তাই এক ঘা লাগাতে একটু রক্ত পড়েছিল। এখন ভাল হয়ে গেছে।'

ক্র্যামারের মাথায় এখন অনেক চিন্তা। একটা চাকরকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই।

মো শোবার ঘর থেকে বেরোচ্ছিল। ক্র্যামার ইঙ্গিতে ডেকে, 'আজ রাতটা আমি এখানেই থাকব। জায়গা হবে তো?'

'নিশ্চয়ই। অনেক জায়গা আছে।'

'ভ্যান ওয়াইলির মেয়েটা কোথায়?'

'চিতা ওকে পাহারা দিচ্ছে।'

'পালাবার সম্ভাবনা নেই তো?'

'কোনো সম্ভাবনা নেই। রাজপথ পর্যন্ত পৌঁছতে পাকা পনের মাইল হাঁটতে হবে। এই জায়গাটা বাছা চমৎকার হয়েছে।'

তাঁরা শোবার ঘরে ঢুকল। আর রিফ বারান্দায় বেরিয়ে ক্ষুণ্নদৃষ্টিতে একশ গজ দূরে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে সে ডি-লংকে কবর দিয়েছে।

অপহরণের পর ভাইবোনের মধ্যে প্রথম কথাবার্তা হল মধ্যরাত্রে।

বারান্দার শেষপ্রান্তে ইজিচেয়ারে রিফ বসেছিল। যে ঘরদুটোতে ডারমটরা এবং জেলডা ঘুমুচ্ছে, তাদের প্রত্যেকটি জানালার ওপর ওখান থেকে নজর রাখা যায়।

চিতা এসে চেয়ারের পায়ার কাছে মেঝের ওপর বসে পড়ল। রিফ ওকে সিগারেট দিল।

'অমন উসখুস করছিস কেন? ঐ মেয়েটার কথা ভাবছিস?'

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে রিফ বলল, 'তোর কি মনে হয় আমি ঐ মেয়েটাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি!'

'আমার তো সেইরকমই মনে হচ্ছে।'

'চেপে যা। আজ পর্যন্ত আমার মাথা কোন মেয়ে ঘোরাতে পারেনি।'

নিঃশব্দে দু'জনে সিগারেট খাচ্ছে। চিতা বুঝল যে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। ব্যাপারটা শোনবার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। তাঁর ভাই চিরকাল নিজের সব ঝামেলার কথা তাকে খুলে বলে। কিন্তু দশমিনিট পরেও যখন কিছু বলল না তখন চিতা বলল, 'আচ্ছা আমি তাহলে শুতে

চললাম। তোর পরে তো জেগেটির পাহারা দেবার পালা, তাই না?'

'হুম।' চিতা ওঠবার সময় সে বলে ফেলল, 'ঐ হলদে চামড়ার লোকটা—'

চিতা বুঝল, এবার রিফ পেটের কথা বলবে। তাই সে চেপে বসল।

'ওকে এবার কিছু খাবার পৌঁছে দিতে হবে। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। লোকটার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

রিফ বলল, 'তাই নাকি? আমার তো সেরকম মনে হচ্ছে না। লোকটা মরে গেছে।'

পাথরের মত স্থির হয়ে চিতা ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল।

'মরে গেছে। কী হয়েছিল?'

'লোকটা চেঁচাতে যাচ্ছিল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে খুব জোরে মেরে দিয়েছি, হাতে আবার চেন জড়ানো অবস্থায়। শালার মাথাটা একেবারে পচা ডিমের মত ফেটে গেল।'

ঘর্মাক্ত হাতদুটো স্কার্টে মুছতে মুছতে চিতা বুঝল যে এবার তাঁরা সত্যিকারের বিপদে পড়েছে। চিতা একটু সহজ হয়ে বলল, 'মড়াটাকে নিয়ে কি করেছিস?'

'সামনে বালুর প্রান্তরে পুঁতে দিয়েছি।'

'যদি ওরা কোনদিন জানতে পারে যে লোকটা খুন হয়েছে তাহলে আর ক্র্যামার পুলিশের ঝামেলা এড়াতে পারবে না।'

রিফ খিঁচিয়ে বলল, 'আমার ও কথাটা আগেই খেয়াল হয়েছে। বললাম তো, আমার তো কোনো দোষ নেই। ঘুষিটা একটু জোরে লেগে গিয়েছিল, এই যা।'

চিতা ভাবল—মেয়ে চুরি। তারপর শেষে নরহত্যা।

'তুই প্রতিদিন ঐ চাকরদের কেবিনে খাবার নিয়ে যাবি। জেগেটিকে বরং বুঝিয়ে দিস যে লোকটা তোকে দেখে ফেলেছে। কিন্তু তাকে বা আমাকে দেখেনি। দলের আর কারো মুখ যদি ও না চিনে রাখে তাতেই আমাদের মঙ্গল। কথাটা জেগেটি নিশ্চয়ই মেনে নেবে। এতে আমরা আরো দিন দু'য়েক সময় হাতে পাবো।'

রিফ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সামলানো যাবে বলে মনে হয় না, লোকটা যে সত্যিই আমার হাতে খুন হয়েছে।'

চিতা বলল, 'ভেবে দেখতে হবে। দোষটা জেগেটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পুলিশ ওকে চেনে কিন্তু আমাদের চেনে না।'

রিফ খেঁকিয়ে উঠল, 'হয়েছে, চেপে যা। চাকরটা কখন টেঁসেছে তা ওরা বার করে নেবে। লোকটা মরবার পনেরো ঘণ্টা পরে মো এখানে পৌঁছেছে। পুলিশ অত বোকা নয়।'

'ভেবে দেখি—রিফ—মেয়েটার সঙ্গে তুই ঝামেলা বাধাস না।'

রিফ হিংস্রভাবে বলল, 'মেয়েটাকে আমি শায়েস্তা করব। কোনো শালী আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলে রেহাই পায় না। তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসিস না। ওকে আমি ভালভাবেই শায়েস্তা করব।'

উঠে দাঁড়িয়ে চিতা বলল, 'ওর গায়ে হাত দিলে বিপদে পড়বি। আমাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ। ইতিমধ্যেই আমরা যথেষ্ট বিপদে পড়েছি। এর ওপর তুই যদি মেয়েটাকে নিয়ে ঝামেলা করিস রেহাই পাবার উপায় থাকবে না। মেয়েটার কথা ভুলে যা। কী আছে মেয়েটার মধ্যে? চেহারাও তো আহামরি কিছু নয়।—তুই চাকরটার কথা কী বলবি ঠিক করে নে। আমি এখান থেকে পুরো দশ হাজার ডলার নিয়ে বেরোতে চাই, এবং সে টাকা খরচও করতে চাই।' বলে চিতা ভেতরে চলে গেল।

শোবার ঘরে ভিক্টর ও ক্যারী পাশাপাশি শুয়ে ছিল। ক্যারী চাইছিল স্বামীর যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকতে, তাদের বিছানার পাশে ঘুমন্ত খোকা শুদ্ধ ছোট খাটটা রয়েছে।

দু'জনের একজনও ঘুমোতে পারছে না। ক্যারী বলল, 'তুমি এ কাজ করো না ভিক। তুমি কখনও ঐ লোকটার দালাল হিসেবে কাজ করতে পারো না। তুমি কি বুঝতে পারছ না কথাটা?'

অস্বস্তির সঙ্গে ভিক্টর বলল, 'ভ্যান ওয়াইলিদের নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেই আমায় এ কাজ করতে হবে। লোকটা আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। ক্যারী—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ডি-লং মারা পড়েছে।'

'না, না। কী বলছ তুমি?'

'মারা না পড়লেও সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ওর কেবিনে রক্ত জমেছিল। গুণ্ডাটার হাতে সত্যি জোর আছে।' নিজের ক্ষতে হাত বুলিয়ে, 'যদি এতটা জোরে ডি-লংকে মেরে থাকে—'

'চুপ করো ভিক।'

'এ লোকগুলো পাকা অপরাধী। মোটা লোকটাকে আমি চিনি না, তার ঐ ছোকরা গুণ্ডাটার চেয়ে কিছু কম শয়তান নয়। ওর কথামত না চললে তোমার বা খোকার গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করবে না। সুতরাং ওর কাজ আমায় করে দিতেই হবে।'

ক্যারী বলল, 'কিন্তু ভিক্ ঐ লোকগুলোর কাছে আমাকে একলা ফেলে তুমি চলে যাবে?'

'এরা ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করবে না। এরা শুধু টাকা চায়। তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।'

'আমি মোটেই অত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। তুমি কি সত্যিই কাল আমাকে ফেলে চলে যাবে?'

'ক্যারী, তোমার মাথায় যদি অন্য কোনো মতলব না এসে থাকে, তাহলে এ কাজ করা ছাড়া আমার গতি নেই।'

'মতলব? তার মানে?'

'তার মানে, এ ছাড়া অন্য কিছু করার মতলব।'

'আমি তো বারবার বলছি, তুমি আমার আর খোকার কাছে থাকো।'

'অর্থাৎ ঐ লোকটা যা করবে বলে শাসাচ্ছে, তাই করতে দেব?'

কোনো মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। এ নিয়ে অনেকবার একই ব্যাপার হল। ভিক্টর বুঝতে পারলেও, যে ক্যারী এই ডাকাতদের মধ্যে একা থাকতে ভয় পাচ্ছে, এছাড়া তো উপায় নেই।

'আমায় যেতেই হবে, ডার্লিং।'

ভিক্টরের আরো কাছে সরে এসে ক্যারী চোখ বুজল।

মো জেগেটি চতুর্থ গেস্ট-রুমে আরামদায়ক শয্যায় শুয়েছিল। সে অনেকদিন এত আরামে শোয় নি। কিন্তু তার মা-র কথা মনে পড়ে অস্বস্তি লাগছে। দু-হপ্তা তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। স্যান ফ্রান্সিসকো ছাড়ার পর আর কোনো খবরও পায়নি। মায়ের অবস্থা খারাপ জেনেও আড়াই লাখ ডলার হাতে আসবে ভেবে আর বিগ জিম তাকে কথা দিয়েছেন। তিনি কখনো কথার খেলাপ করেন না। মনে মনে মো ভাবল, অতগুলো টাকা হাতে পেলে সে মাকে ঠিক সারিয়ে তুলতে পারবে।

টাকাটা কিন্তু এখনো হাতে আসেনি। সেই মোটর সাইকেলওয়ালা পুলিশটা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। আবার রিফ ক্রেনকে নিয়েও দুশ্চিন্তা—ছেলেটা অতি বদ। যেভাবে ভ্যান ওয়াইলির মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল, মো-র মোটেই ভাল লাগেনি। বুঝতে পারছিল যে, এ দু'জনকে নিয়ে মুশকিল বাধবে। রিফের কাছে আবার ডারমটের রিভলবারটা রয়েছে। রিফের মত এক কাঠ গোঁয়ারের হাতে রিভলবার থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়।

জেলডা মো-র পাশের ঘরে শুয়ে আছে। তার চোখেও ঘুম নেই। সে ভাবছিল, তার বাবা এখন কি করছেন। ঘোড়ার ডিম করছেন মনে মনে বলল। টাকাটা যে ভদ্রলোক চটপট মিটিয়ে দেবেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভেবে তার আপশোস হচ্ছিল, কারণ সে ব্যাপারটা রীতিমত উপভোগ করছে, ঐ মেয়েটা যখন জাগুয়ার গাড়ির ভেতর অ্যাসিড স্প্রে করল সঙ্গে সঙ্গে পুরো জায়গাটার চামড়া কুঁকড়ে খসে পড়ল। সে সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিল। তারপর যখন ভয় কেটে গেল তখন থেকেই তার সমস্ত ঘটনাটা খুব মজার বলে মনে হচ্ছে। সে আরামেই আছে। এ ঘরটা বেশ চমৎকার। আবার ঐ সাংঘাতিক চেহারার ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। ছেলেটির কথা মনে পড়তেই জেলডার শরীর উষ্ণ হয়ে উঠল। স্রেফ একটা জানোয়ার—কিন্তু দারুণ জানোয়ার!

।। সাত ।।

একটা ইজিচেয়ারে দাঁতের ফাঁকে একটা সিগার নিয়ে ক্র্যামার বসে ছিলেন। মো জেগেটি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে আরেকটি ইজিচেয়ারে ভিক্টর ডারমট বসে আছে।

গ্যারেজের দরজা খোলা ; ভিক্টর জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল। রিফ ভিক্টরের ক্যাডিলাক গাড়ি নিয়ে পড়েছে। স্পার্কিং প্লাগদুটো লাগানো হয়ে গেছে। এখন সে গাড়িটার নম্বর প্লেট সরিয়ে ক্র্যামারের আনা ভুয়ো নম্বর প্লেটটা লাগাচ্ছে।

ন'টা বাজে। ক্র্যামার বললেন, 'এগারোটা নাগাদ আপনি ভ্যান ওয়াইলির বাড়ি পৌঁছবেন। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাতেই হবে। বুঝেছেন?'

ভিক্টর বলল, 'বুঝেছি।'

'ভ্যান ওয়াইলি আপনার পরিচয় জানতে চেষ্টা করবেন। যদি তিনি জানতে পারেন এবং এখানে ধাওয়া করেন, তাহলে কিন্তু অতি জঘন্য ব্যাপার হবে। এই ক্রেন ভাইবোন দু'জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না। আর তাঁরা আপনার ছেলে, বৌ এবং ভ্যান ওয়াইলির মেয়েকে শেষ করবে। তারপর শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে যাবে।'

ভিক্টর চুপ করে শুনছিল।

'সুতরাং ভ্যান ওয়াইলির কাছ থেকে চেকগুলো আদায় করবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার ওপর। চেক কটা নিয়ে আপনি স্যান বার্নাডিনো চলে যাবেন। সেখানে চেস ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে প্রথম চেকটা ভাঙাবেন। সেখান থেকে লস্ এঞ্জেলসে গিয়ে মার্চেন্ট ফিডেলিটিতে দ্বিতীয় চেকটা ভাঙাবেন। রাতটা সেখানে মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলে থাকবেন। সেখানে জ্যাক হাওয়ার্ড নামে একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছি। রাত এগারোটায় আপনাকে ফোন করব। যদি সবকিছু ঠিক থাকে, আপনি এই লিস্ট অনুযায়ী উপকূলবর্তী শহরগুলি থেকে একে একে সবকটা চেক ভাঙিয়ে নেবেন। সব শেষে স্যান ফ্রানসিসকো শহরে আসবেন। রোজ আর্মস হোটেলে আমি থাকব। টাকাটা আমার হাতে তুলে দিলেই আপনার ছুটি। আপনি তখন এ বাড়িতে আসতে পারেন। তার আগেই আমরা মিস ওয়াইলিকে ছেড়ে দেব এবং আমার লোকজন সরে যাবে। তারপর যেন আপনি কাউকে কিছু বলবার বা শয়তানি করবার চেষ্টা করবেন না। সবকিছু ভুলে যাবেন। চালাকি করলে ভাববেন না পুলিশ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে। একদিন না একদিন আমার দলের একজন আপনার বাড়ি গিয়ে সপরিবারে শেষ করে দেবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, পেরেছি।'

'বেশ তাহলে এই পর্যন্তই—পরে বলবেন না যে আপনাকে সাবধান করা হয়নি, গাড়ি তৈরী, এবার রওনা হোন।'

'আমার স্ত্রী একলা থাকতে ভয় পাচ্ছে। আপনি এবং আমি যখন এখানে থাকব না, তখন যে তার কোনো বিপদ হবে না, তার গ্যারান্টী কি?'

'বন্ধুবর, আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমার সহকারী মো, এখানে থাকবে। ক্রেনরা একটু জংলী আছে। কিন্তু আমার বন্ধু ওদের শাসনে রাখতে পারবে। যতক্ষণ আপনি আমার নির্দেশ অনুযায়ী চলবেন ততক্ষণ কোনো রকম বিপদের—আশঙ্কা নেই।'

ভিক্টর ক্যারীর কাছে বিদায় নিতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকে দেখল ক্যারী নিজেকে সামলে নিয়েছে।

দু'হাতে ভিক্টরের গলা জড়িয়ে ধরে সে বলল, 'ঠিক আছে ভিক, আমার আর ভয় করছে না। দুশ্চিন্তা করো না। আমি ঠিক থাকব।'

ভিক্টর তাকে আদর করে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে আসব। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এই কদিনের রোমাঞ্চের কথা সারাজীবন ধরে গল্প করব।'

ক্র্যামার এসে বললেন, 'আপনি তৈরী মিঃ—ডারমট?'

ছেলেকে ও ক্যারীকে চুমু খেয়ে ক্যারীর দিকে এক দীর্ঘ নিবিড় দৃষ্টি ফেলে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডারমট।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ক্যারী বিছানায় বসল। তার বুক ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ছেলেকে

জোরে বুকে চেপে ধরল।

অ্যারো হেড লেক পর্যন্ত যে রাজপথ চলে গেছে, সেটা ধরে অনেকদূর পর্যন্ত ক্র্যামার ভিক্টরের গাড়ির পেছনে পেছনে এলেন। তারপর কয়েকবার হর্ণ বাজিয়ে হাত নেড়ে পাশের একটা রাস্তা ধরে নিজের হোটেলের দিকে গেলেন। মোড় ঘুরিয়ে ভিক্টর ভ্যান ওয়াইলির এস্টেটের দিকে এগিয়ে চলল।

দশ মিনিট পরে সে বিদ্যুৎবাহী লোহার গেটটার সামনে এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই সাড়া পাওয়া গেল।

ভিক্টর বলল, 'মিঃ ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি জানেন যে আমি আসবো। মিস ভ্যান ওয়াইলির সংক্রান্ত ব্যাপার।'

'সোজা ভেতরে চলে আসুন খুলে যাচ্ছে গেট'। গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের সদর দরজায় পৌঁছে গেল।

সিঁড়ির গোড়ায় মেরিল অ্যানড্রুজ ছিল। অ্যানড্রুজ ভিক্টরের মত সম্ভ্রান্ত চেহারার একজনকে দেখে চমকে গেল। শুধু চমক নয়, বিস্ময়ও, কারণ তার মনে হচ্ছিল কোথাও যেন এই ভদ্রলোককে দেখেছে।

ভিক্টর বলল, 'মিঃ ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে আমার দরকার আছে।'

'এদিকে আসুন।' বলে তাকে দুটো ঘর পেরিয়ে একটা তকতকে উঠোনে নিয়ে গেল। সেখানে মিঃ ভ্যান ওয়াইলি ছিলেন।

ভিক্টর উঠোনে ঢুকতেই ভ্যান ওয়াইলি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। ইঙ্গিতে অ্যানড্রুজকে চলে যেতে বলে তিনি ছোট টেবিলটার দিকে গিয়ে একটা সিগার তুলে ধরিয়ে তারপর বললেন, 'বলুন এবার। আপনি কে, এবং কী চান?'

শান্তগলায় ভিক্টর বলল, 'মিঃ ভ্যান ওয়াইলি, আপনার এবং আমার সামনে আজ একই সংকট। দু'জনেরই প্রিয়জনের প্রাণ—বিপন্ন। আপনার মেয়েকে যারা অপহরণ করেছে, তাদেরই হাতে বন্দী রয়েছে আমার স্ত্রী এবং শিশুপুত্র। আপনার মেয়ের চেয়ে তাদের দু'জনের নিরাপত্তা আপাততঃ আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।'

বেশ কিছুক্ষণ ভিক্টরকে পর্যবেক্ষণ করে ভ্যান ওয়াইলি একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন—আপনি বলে যান, আমি শুনছি।'

ভিক্টর বসতে বসতে বলল, 'এই লোকগুলো আমাকে নির্বাচিত করেছে আপনার কাছ থেকে চল্লিশ লাখ ডলার আদায় করবার জন্য। গতকাল তারা আপনার মেয়েশুদ্ধ আমার বাড়ি এসে দখল করে নেয়। আমি যদি আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করে দিতে না পারি, তাহলে ওরা আপনার মেয়ে ও আমার বৌ-ছেলেকে খুন করবে। এটা মিথ্যে শাসানি নয়। আমি ওদের দেখেছি। ওদের মধ্যে একটি গুণ্ডা ছোকরা আছে যার কাছে যে কোনো নিষ্ঠুর কাজ নেহাৎ ছেলেখেলা। আমার ধারণা, ইতিমধ্যেই সে আমার চাকরকে খুন করেছে।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'আমায় সতর্ক করা হয়েছে যে বাড়ির ঠিকানা যেন আপনার হাতে না পড়ে। কোনোকিছুই আপনাকে জানানো চলবে না। আমি কেবল আপনাকে জানাতে পারি যে, যদি আপনার মেয়েকে সুস্থ শরীরে ফেরৎ পাবার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আমার হাতে চার লাখ ডলারের দশটা চেক দিতে হবে।'

ভ্যান ওয়াইলি নাকমুখ দিয়ে অজস্র সিগারেটের ধোঁয়া বের করে বললেন, 'আশা করি বুঝতে পারছেন যে, এর ফলে আপনি নিজেও এক চরম অপরাধের অংশীদার হয়ে পড়ছেন। সবকিছু চুকে গেলে যখন পুলিশ রঙ্গমঞ্চে নামবে, তখন হয়তো আপনাকেই গ্যাস চেম্বারে ঢুকতে হবে।'

'ব্যাপারটা চুকে যাবার পর আমায় যদি প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানেও ফেলে দেওয়া হয়, তাতেও আমার কিছু এসে যায় না। এই মুহূর্তে স্ত্রী-পুত্রের নিরাপত্তার চেয়ে কোনো কিছুই আমার কাছে বড় নয়।'

ভিক্টরের মুখের দগদগে ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে ভ্যান ওয়াইলি বললেন, 'এটা কী করে হল?'

'ঐ যে ছোকরা গুণ্ডাটা মেরেছে। ডানহাতের মুঠোয় একটা সাইকেলের চেন জড়িয়ে ঘুঁষি চালায়—একেবারে মোক্ষম চোট লাগে।'

ভিক্টর বলে চলল, 'এই গুণ্ডাটি আমার বাচ্চার, স্ত্রীর বা আপনার মেয়ের মুখে ঐরকম ঘুঁষি বসাতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। আপনার তো অনেক টাকা। ওদের দাবী না হয় মিটিয়ে দিন। চার লাখ ডলারের দশটা চেক। আপনার অহমিকা ছাড়া অন্যকিছু এতে ক্ষুণ্ণ হবে বলে তো মনে হয় না। সুতরাং ইতস্ততঃ করবেন না। এইরকম একটা ঘুঁষি যদি আপনার মেয়ের মুখে লাগে তাহলে আর তার মুখের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আমি ধাপ্পা দিচ্ছি না, মিঃ ভ্যান ওয়াইলি, আমি আপনাকে নগ্ন সত্যটুকু জানিয়ে দিচ্ছি।'

টেবিলের ওপর বলিষ্ঠ দু'হাত রেখে ভ্যান ওয়াইলি বললেন, 'টাকা দিলেই আমার মেয়েকে ফেরত পাব তার স্থিরতা কি?'

'কোনো স্থিরতা নেই। আমি নিজেও জানি না বাড়ি ফিরে আমার ছেলে বৌকে জীবিত দেখব কিনা। কিন্তু এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। টাকাটা দিলে হয়ত বা আপনার মেয়েকে ফেরৎ পেতেও পারেন, এই পর্যন্ত।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। টাকা আমি দিতে পারি কিন্তু তার বদলে যে কী পাব, তা জানা নেই। আপনি আমার মেয়েকে দেখেছেন? সে ভাল আছে?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। মনে হয়, এখন পর্যন্ত সে ভালই আছে।'

'যারা ওকে চুরি করেছে তাদের কথা বলুন। ওদের দলে ক'জন আছে?'

'আমার একমাত্র কাজ হল আপনাকে মুক্তিপণ মিটিয়ে দিতে রাজী করানো। আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কোনো খবর যেন না বেরোয়। আপনি কেবল স্থির করুন, টাকাটা দেবেন, না মেয়েকে ওই লোকগুলোর কব্জায় রেখে দেবেন। ব্যস।'

ভ্যান ওয়াইলি তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'একটু বসুন, টাকার ব্যবস্থা করছি।'

তিনি দ্রুতপদে উঠোন পেরিয়ে পড়বার ঘরে ঢুকলেন। সেখানে অ্যানড্রুজ অপেক্ষা করছিল।

তিনি নির্দেশ দিতেই অ্যানড্রুজ ফোন তুলে নিল। ক্যালিফোর্নিয়া অ্যান্ড মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল সে। ম্যানেজার রীতিমত চমকে গেলেও জানালেন যে, এক ঘণ্টার মধ্যেই চেক তৈরী হয়ে যাবে।

অ্যানড্রুজ রিসিভার রেখে ভ্যান ওয়াইলিকে বললেন, 'এ লোকটা ডাকাতদের কেউ নয়। ও লোকগুলো একে এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে—চমৎকার মতলব। এ লোকটার বৌ ও একটা বাচ্চা ছেলে আছে। ডাকাতগুলো জেলডাকে লুঠ করে ওর বাড়িতে আড্ডা গেরেছে। টাকা আদায়ের ভার পড়েছে এর ওপরে, যদি এ বেচাল করে ওর গোটা পরিবার সাফ করে দেবে।'

'এ ভদ্রলোককে আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি। বেশ নামকরা কেউ একজন হবে। খুব সম্ভবতঃ থিয়েটার লাইনের।'

'লোকগুলো একে প্রচুর মার দিয়েছে। মুখের কাটাটা লক্ষ্য করেছ? ডাকাতগুলো নেহাত সহজ পাত্র নয়। একে তুমি এর আগে কোথাও দেখেছ?'

'ঠিক মনে পড়ছে না। তবে দেখেছি নিশ্চিন্ত। ভদ্রলোককে নিয়ে কী যেন খবর বেরিয়েছিল।'

'খুব কাজের খবর দিলে না? মনে করবার চেষ্টা করো। আমি জানতে চাই, লোকটি কে?'

অ্যানড্রুজ চিন্তা করতে লাগল কোথায় দেখেছে লোকটিকে। থিয়েটার মানে লোকটি কি অভিনেতা? সে স্মৃতি হাতড়ে চলল আর ভ্যান ওয়াইলি ভিক্টরের কাছে ফিরে গেলেন।

মো-কে যেন ফুটন্ত কড়াইয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সে না পারছে আরাম করে বসতে, না পারছে চিন্তা করতে। মা কেমন আছেন? ইচ্ছে করছিল, রিসিভার তুলে হাসপাতালে ফোন করে জানে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা। হয়তো ভ্যান ওয়াইলি পুলিশে খবর দিয়েছেন। পুলিশ হয়ত সব লাইনে আড়ি পেতে আছে। পুলিশ যদি নষ্টনীড়ের খবর জেনে যায় তাহলে তাঁর আড়াই লাখ

ডলারের স্বপ্ন বন্দুকের গুলিতে উড়ে যাবে।

কিন্তু মায়ের খবর জানতেই হবে।

শোবার ঘরে জেলডা ক্যারী আর বাচ্চাটা। তাদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে। ক্রেন ভাইবোন দু'জন রোদ্দুরে গা এলিয়ে শুয়ে আছে, কোকাকোলা খাচ্ছে আর ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। ক্র্যামার তাকে আদেশ দিয়ে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে এক পা না নড়তে। কিন্তু হাসপাতালে ফোন করে মায়ের খবর জানা একান্ত প্রয়োজন।

সবচেয়ে কাছের বুথ হলো বোস্টন ক্রীকে—কুড়ি মাইল দূরে। যদি সে জোরে গাড়ি চালায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরতে পারবে। একঘণ্টায় কী আর ঘটবে?

মো বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্রেন ভাইবোনের দিকে এগিয়ে আসতে তাঁরা মুখ তুলে তাকাল।

মো বলল, 'আমার একটা কাজ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব। তোমরা ঠিকমত পাহারা দাও, গোলমাল বাধিও না। কেবল নজর রেখো মেয়ে দু'জন যেন না পালায়। একঘণ্টার বেশী দেরী হবে না।'

রিফ বলল, 'নিশ্চয়। ফিরে এসে দেখবে আমরা এখানেই বসে আছি। যাবার আর জায়গা কোথায়?'

'এখানেই থাকো তোমরা। আমি কোনোরকম গণ্ডগোল চাই না।'

রিফ বলল, 'গণ্ডগোল আবার কী হবে? আমার তো বেশ মজাই লাগছে, তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমরা সব ঠিকঠাক রাখব।'

সহসা মো একটু ইতস্ততঃ করল রিফের চোখে বিদ্রূপের ছায়া দেখে। কিন্তু ভাইবোনে আবার ছবির বইয়ে নিমগ্ন হলে মো আর দ্বিধা না করে গ্যারেজে গিয়ে লিংকন গাড়িটায় চেপে রওনা হল।

গাড়ি মিলিয়ে যেতেই রিফ আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

চিতা সন্ধিগ্ধ চোখে বলল, 'কোন চুলোয় যাচ্ছিস?'

'চেপে যা। একটু পা খেলিয়ে আসি। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তাতে তোর দরকার কি?'

'খুব হয়েছে রিফ, বসে পড়। তোর আসল মতলব আমার জানা আছে। ও কাজ করিস না। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা দশ হাজার ডলার পাব। সবকিছু ভণ্ডুল করে দিস না।'

'তুই একটা বোকা। বুঝতে পারছিস না যে কাজটা ইতিমধ্যেই ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এই ফাঁকে একটু মজা লুঠতে পারলে ক্ষতি কি? তুই চুপ করে বসে থাক। দ্বিতীয় বার বলব না আমি।'

'মেয়েটার গায়ে হাত দিস নে।'

'চেপে যা বলে বাড়ির দিকে গেল।'

জেলডা বাচ্চাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তাঁর মতে, বাচ্চাদের একদিক থেকে বেরোয় আওয়াজ, আর অন্যদিকে তরল পদার্থ। বাচ্চারা হল একজাতের ছোট জানোয়ার, যারা লোকেদের কাছে সর্বদা বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যদিও জেলডা হল পৃথিবীর সবচেয়ে পয়সাওয়ালা মেয়েদের অন্যতম। তার ধারে কাছে একটা শিশু দেখলে সবাই যেন তার উপস্থিতির কথা ভুলে যায়। এজন্য বাচ্চাদের ওপর তার ভীষণ রাগ।

আপাততঃ সে ইজিচেয়ারে বসে ব্যাজার মুখ করে, ক্যারীর খোকার জাঙিয়া বদলে দেওয়া দেখছিল। বিতৃষ্ণায় তার নাক কুঁচকে গেল। এই বাচ্চাগুলো এক অখাদ্য ব্যাপার। ভিক্টর ডারমটের বাড়িতে থাকতে পেয়ে তার রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ভদ্রলোকের প্রতিটি নাটক সে দেখেছে। এত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত সুবিখ্যাত ভিক্টর ডারমটকেই যে তার মুক্তিপণ আনতে ছুটতে হল, এ ব্যাপারটা তার ভীষণ রোমান্টিক বলে মনে হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে এই নিয়ে সে কত চালই না মারতে পারবে।

তার ক্যারীকে পছন্দ হয়েছিল। এমন সুন্দরী মেয়েকে এইরকম এক মোটা-সোটা বিদঘুটে বাচ্চাকে নিয়ে মাতামাতি করতে দেখে তার করুণা হচ্ছিল। সে চাইছিল আরাম করে বসে ক্যারীর সঙ্গে সাজপোষাক নিয়ে আলোচনা করবে। তার বিশ্বাস, ক্যারী নিশ্চয় জামাকাপড় সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্যারী বাচ্চাটাকে খাটে শুইয়ে কয়েকটা খেলনা ঝুলিয়ে দিল।

জেলডা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ক্যারী বলল, 'ব্যস, এবার কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। এবার ঘরটা গুছিয়ে নিতে হবে। না কি, তুমিই ঘরটা সাজাবে আর আমি গিয়ে রান্নার যোগাড় করব?'

জেলডা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল, 'আ-মি গুছিয়ে নেব? তার মানে?'

'তা ঘরদোর তো একটু গুছিয়ে রাখতেই হয়। আমি রান্না করতে যাচ্ছি, তাই বলছিলাম তুমি ততক্ষণ শোবার ঘর দুটো গুছিয়ে ফেল। ওরা দু'জন তো আর আমাদের কাজে সাহায্য করতে আসছে না!'

জেলডা রাগের সঙ্গে বলল, 'আমিও কোনো কিছু করতে পারব না। আমি কি তোমার চাকর নাকি? দু-এক দিনের মধ্যে আমার বাবা টাকা মিটিয়ে দেবে, আর আমি বাড়ি ফিরে যাবো। এখানকার ঘর দোরের কি হল তাতে আমার বয়ে গেল।'

'কেন, তোমার আপত্তি থাকলে আমি সব কিছু করে নিচ্ছি। খাবার খেতে আশাকরি তোমার আপত্তি নেই?'

'খাবার খাবো বৈকি। একশো বার খাবো।'

'ঠিক আছে। তুমি যদি চুপচাপ বসে থাকতে চাও, তাই থাকো। আমিই সব সেরে নিচ্ছি।'

'আমার দায় পড়েছে চাকরানীর কাজ করতে'। বলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

সেই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে রিফ ভেতরে ঢুকল।

স্তম্ভিত—বিস্ময়ে ক্যারী ও জেলডা তাকিয়ে। রিফের ক্ষতচিহ্নে ভরা মুখ ঘামে চকচক করছে। ক্যারী তার গায়ের গন্ধে দু'পা পিছিয়ে গেল। রিফ জেলডার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জেলডা যেন চেয়ারের মধ্যে জমে গেছে।

রিফ হাতছানি দিয়ে বলল। 'চলে এসো সখি, চলো, তোমাতে আমাতে একটু হুল্লোড় করা যাক। উঠে পড়ো'।

ক্যারী জেলডার সামনে দাঁড়িয়ে। 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ওর গায়ে তুমি হাত দেবে না।'

রিফ কুৎসিত ভাবে বলল, 'সরে যাও সামনে থেকে, নইলে তোমাকে দিয়েই কিন্তু শুরু করব।'

ক্যারী না নড়ে বলল, 'বেরিয়ে যাও।'

সজোরে রিফের বাঁহাত এসে আঘাত করল ক্যারীর মুখের বাঁ পাশে। মনে হল যেন এক তীব্র হাওয়ার ঝাপটা তাকে ছিটকে খাটের উপর ফেলল। মাথা ঝিমঝিম করল, জ্ঞান নেই বললেই চলে। সে সেখানেই পড়ে রইল।

সে অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল জেলডা চীৎকার করছে। অর্ধচেতন অবস্থায় ওঠবার চেষ্টা করতে করতে দেখল জেলডা রিফের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু রিফের আসুরিক শক্তি তাকে টেনে তুলে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। জেলডার আর্ত চীৎকার সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলল। রিফ তাকে টেনে নিয়ে গেল যে ঘরটায়, জেলডা আগের দিন শুয়েছিল। তাকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল।

নিশ্চল হয়ে চিতা বসে রইল। তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে কিন্তু একটুও নড়ল না সে। তার মুখ পাথরের মত কঠিন হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে চীৎকার থেমে গেল।

টেলিফোন বুথে দাঁড়িয়ে মো জেগেটি দেখতে পেল দুটি মেয়ে আঁটসাঁট জীনস পরে, টুলের ওপর বসে কোকাকোলা খাচ্ছে। কদমছাঁট চুলওয়ালা একটি ছেলে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে কথা বলছিল। তার হাতেও স্ট্র শুদ্ধ একটা কোকাকোলার বোতল।

কপালের ঘাম মুছল মো। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। লাইনের ওপার থেকে মৃদু গুঞ্জন আর টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। ওরা তাকে ধরে থাকতে বলেছে। একটি মেয়ে টুল থেকে নেমে গানের বাক্সের মধ্যে একটি মুদ্রা ফেলে দিতেই তীব্র চটুল বাজনা আরম্ভ হল। মেয়েটি

তার শিশু-সুলভ নিতম্ব যুগল দুলিয়ে নাচ শুরু করল।

একটা গলা শোনা গেল। 'মিঃ জেগেটি! আমি নার্স হার্ডিস্টি বলছি। আমি দুঃখিত। আপনার মা গতরাত্রে পরলোক গমন করেছেন।'

গানের আওয়াজ মোর কানে বিঁধছিল, ভদ্রমহিলা যে কী বলছেন তা যেন সে বুঝতে পারছে না। মো সজোরে রিসিভার চেপে ধরল। নিশ্চয় ভুল শুনেছে সে—তার মা—মানে মারা গেছে।

'কী বললেন আপনি? একটু ধরুন।' বুথের দরজা খুলে চীৎকার করে উঠল। 'বন্ধ করো ঐ হতচ্ছাড়া বাজনাটা।'

মেয়েটি নাচ বন্ধ করে তাঁর দিকে তাকাল। তারপর আবার নাচতে শুরু করল। মো-র দিকে কোমর দুলিয়ে আর দু'হাতে তুড়ি দিয়ে।

মো তীব্র হতাশায় দরজা বন্ধ করে 'আমার মা কেমন আছেন?'

'বললাম তো। তিনি শান্তিতে পরলোক গমন—'

'মানে মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গত রাত্রে উনি মারা গেছেন।'

মো আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবল আড়াই লাখ ডলারে তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আজ সে নিঃসঙ্গ। কি করবে টাকা দিয়ে? মা যখন আর বেঁচে নেই—

মো ধীরে ধীরে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলো। গাড়ির ভেতর গিয়ে বসল। নষ্টনীড়ে ফিরে যাবে? যদি কিছু গোলমাল বাধে? ক্র্যামারের বয়েস হয়েছে ঃ যদি আজ তাঁর প্ল্যান ফেঁসে যায়? জেলের সেই ভয়ংকর কথা মনে পড়ল। কী হবে আড়াই লাখ ডলার পেয়ে? কিন্তু মনে পড়ল ছোট্ট রেস্তোরাঁ আর দাসত্বের কথা। সে জীবনে যাওয়া চলে না। টাকাটা পেলে, বাড়ি, ভদ্র জীবন যাপন, বাকি জীবনটার জন্য সঙ্গিনী হতে পারে। তাছাড়া ক্রাম্যারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা খুব খারাপ হবে। না—ফিরে যেতেই হবে।

মো একটা গাড়ি নিয়ে ফিরে চলল নষ্টনীড়ের দিকে।

'মনে পড়ল না এখনও লোকটাকে কোথায় দেখেছ?' ভ্যান ওয়াইলি প্রশ্ন করলেন। ভিক্টর ডারমটকে তার ক্যাডিলাক গাড়িতে উঠতে দেখেছিলেন তিনি। ভিক্টর ক্যালিফোর্নিয়া অ্যান্ড মার্চেন্ট ব্যাংকে যাচ্ছে, চেক নেবার জন্য।

'অ্যানড্রুজ বলল ; 'লোকটি থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত।'

—'নম্বর নিয়েছ গাড়ির?'

—'নিশ্চয়।'

—'ঠিক আছে, এবার কাজে লাগা যাক,' তিনি বললেন।

'এই লোকগুলো যদি ভাবে চল্লিশ লাখ ডলার নিয়ে কেটে পড়বে, তাহলে ভুল করবে। বলছিল যে, টেলিফোন ট্যাপ করেছে। এটা হয়তো ধাপ্পা, কোন ঝুঁকি না নিয়ে, জে ডেনিসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাকে টেলেক্স পাঠাও, বল আমার সঙ্গে লস্ এঞ্জেলস্ এয়ারপোর্টে দেখা করে ১২টার সময়। সাক্ষাৎকার যেন গোপন থাকে। আমরা হেলিকপ্টারে যাবো, যাতে পিছু নিতে না পারে।

ভ্যান ওয়াইলি দেড়ঘণ্টা পর এয়ার পোর্টের পাশে একটি ছোট্ট অফিসে ঢুকলেন। পেছন পেছন অ্যানড্রুজ এল। এইখানেই ডেনিসন তার সঙ্গে দেখা করবেন। ডেনিসনের সাথে টম্ হার্পার।

ভ্যান ওয়াইলি ও ডেনিসনের বেশ কয়েক বছর পর দেখা হল। ডেনিসন একবার তাঁর বিস্ময়কর গোয়েন্দাগিরির সাহায্যে একটি ব্যাংকঘটিত জুয়াচুরি ধরে ফেলে ভ্যান ওয়াইলির অনেকগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই উপকারের কথা ভ্যান ওয়াইলি ভোলেননি। এবং প্রত্যেক বড়দিনে তাঁর কাছ থেকে ডেনিসনের কাছে একরাশ খাদ্য-সামগ্রী উপহার যেত।

করমর্দন করলেন দু'জনে। ভ্যান ওয়াইলির চোখের তিক্ত জ্বালাটুকু ডেনিসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল।

ভ্যান ওয়াইলি ডেস্কের ধারে বসে বললেন, 'আমার মেয়েকে চুরি করা হয়েছে। চল্লিশ লাখ ডলার মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে এবং হুমকি—পুলিশে খবর দিলে মেয়েকে ফেরত পাবো না।

ডেনিসন, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করলাম কারণ মেয়েকে ফেরৎ পাবার সাথে সাথে আমি চাই যে তুমি ডাকাতগুলোকে ধরবার ব্যবস্থা করো। আমরা হেলিকপ্টারে এখানে এসেছি সুতরাং ওদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ফোনে লোকটি আমাকে যা যা বলেছিল, তা এই টেপে রেকর্ড করা আছে। এটা তুমিই রাখো।' টেপের রীলটি তিনি ডেনিসনের হাতে দিলেন।

ডেনিসন বলল, 'ব্যাপারটা কখন ঘটল, মিঃ ভ্যান ওয়াইলি?' হার্পারের দিকে কটাক্ষ করে দেখলেন তাঁর হাতের নোটবুক তৈরী আছে।

ভ্যান ওয়াইলি ডেনিসনকে সব ঘটনার বর্ণনা দিলেন। শেষ পর্যন্ত ভিক্টর ডারমটের প্রসঙ্গ এল।

ভ্যান ওয়াইলি বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে যে এই লোকটির সঙ্গে অপহরণকারীদের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকটি আমারই মত দুরবস্থায় পড়েছে। অ্যানড্রুজ বলছিল যে সে নাকি লোকটিকে আগে দেখেছে।'

অ্যানড্রুজের দিকে তাকালেন ডেনিসন।

'আমি খুব চেষ্টা করছি মনে করতে কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না, ঠিক কোথায় দেখেছি। ভদ্রলোক যে থিয়েটার লাইনের কেউ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত—সম্ভবতঃ একজন অভিনেতা।'

'তা একটা সূত্র তো পাওয়া গেল অন্ততঃ' বলে ডেনিসন প্যারাডাইস শহরের সদর দপ্তরে ম্যাসনকে ফোন করলেন। বললেন, 'আমি মিঃ মেরিল অ্যানড্রুজকে পাঠাচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। তিনিই তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন। তুমি এক্ষুনি থিয়েটারী এজেন্ট সাইসন অ্যান্ড লে-র অফিসে গিয়ে বছর আটত্রিশ বয়সের শ্যামলা চেহারার ছ'ফুট লম্বা যতজন অভিনেতার ছবি পাবে, সব নিয়ে এসো। খুব জরুরী কাজ এটা।' ফোন ছেড়ে তিনি অ্যানড্রুজের দিকে তাকিয়ে, 'আপনি বরং রওনা হয়ে যান, মিঃ অ্যানড্রুজ। ঐ এজেন্টদের কাছে হয়ত সেই ভদ্রলোকের ছবি পেয়ে যাবেন।'

ভ্যান ওয়াইলির দিকে তাকাতে তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ভ্যান ওয়াইলি বললেন, 'এই ডাকাতরা কিন্তু অতি বিপজ্জনক। জেলডার ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাই না। বুঝেছ?'

ডেনিসন শান্তভাবে বললেন, 'নিশ্চয়, এসব ব্যাপার কী করে সামলাতে হয় তা আমরা জানি। এবার আপনার মেয়ের দৈনিক রুটিনের খুঁটিনাটি আরেকটু বলুন আমাকে। আপনি এইমাত্র বলছিলেন যে, একই দিনে একই সময়ে প্রত্যেক হপ্তায় সে চুল বাঁধাতে যেত। তাই না?'

—আরো এক ঘণ্টা আলোচনার ওপর ভ্যান ওয়াইলি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আমি কাজের ভার তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস না করে হঠাৎ কিছু করে বোসো না যেন।'

ডেনিসন উঠে করমর্দন করলেন। ভ্যাম ওয়াইলি বললেন, 'চল্লিশ লক্ষ ডলার আমার কাছে জেলডার চেয়ে মূল্যবান নয়, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

তিনি চলে যেতেই ডেনিসন আবার টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

সদর দপ্তরে মেরিল অ্যানড্রুজ একরাশ বিতৃষ্ণার সঙ্গে শেষ ফটোটি ম্যাসনের ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

'নাঃ—এদের মধ্যে কেউ নয়।'

ম্যাসন বলল, 'হয়ত লোকটি সিনেমায় অভিনয় করে, আমি বরং—'

'সিনেমার অভিনেতা কখনো নয়। আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, ভদ্রলোক থিয়েটার লাইনে এবং ভাল নামডাকও আছে।'

ম্যাসন উঠে দাঁড়িয়ে, 'ঠিক আছে। চলুন তাহলে দৈনিক পত্রিকা হেরাল্ড-এর অফিসে গিয়ে তাদের পুরোনো ফটোগুলোর ওপর চোখ বুলানো যাক। ওদের কাছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে এক লাইব্রেরী আছে। সেখানে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।'

সদরদপ্তর থেকে দু'জনে বেরোচ্ছে। এমন সময় ডেনিসনের সঙ্গে দেখা। তিনি জোরে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন।

ডেনিসন বললেন, 'কিছু পাওয়া গেল?'

তাঁরা কোথায় যাচ্ছে সবকিছু ম্যাসন তাকে জানাল। ডেনিসন সম্মতি জানালেন। অফিসে এসে স্যান বার্নাডিনো-র পুলিশ দপ্তরে ফোন করলেন। জানতে চাইলেন গতকাল সকাল ন'টা নাগাদ ভ্যান ওয়াইলি এস্টেট থেকে স্যান বার্নাডিনোর পথে কুমারী ভ্যান ওয়াইলিকে কোনো পুলিশ অফিসার দেখেছে কিনা। সেখানকার কর্মরত সার্জেন্টটি জানাল যে, সে অবিলম্বে তাকে জানাবে।

ডেনিসন সার্জেন্টটিকে বলে দিলেন, প্রতিটি ভ্রাম্যমান পুলিশ অফিসার যেন একটি 'ই' টাইপ জাগুয়ার গাড়ির খোঁজ করে। গাড়ির নম্বরটা বলে দিলেন।

এরপর তিনি হার্পারকে বললেন অ্যানড্রুজের কাছ থেকে পাওয়া ক্যাডিলাকের নম্বরটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।

হার্পার জানাল, 'এরকম কোন নম্বর নেই।'

ডেনিসন একট টেপ রেকর্ডার টেনে নিয়ে তাতে ভ্যান ওয়াইলির দেওয়া টেপটি চড়ালেন। একাগ্রচিত্তে দু'জনে শুনলেন। পর পর তিনবার পুরো টেপটা শুনে ডেনিসন মেসিন বন্ধ করে একটা সিগার ধরিয়ে আরাম করে বসলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এমন কোনো গুণ্ডাকে চেনো, যে হাতে সাইকেলের চেন জড়িয়ে লড়াই করে?'

হার্পার বলল, 'শ দুয়েক নাম এক্ষুণি দিতে পারি। আমার অচেনা যে সব গুণ্ডাদের এ অভ্যেস আছে তাদের সংখ্যাও ত্রিশ-বত্রিশ হাজারের কম হবে না। এটা আজকাল বীটনিক ছোঁড়াগুলোর এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'কিন্তু এ কাজটা কোনো ছিঁচকে ছোঁড়ার কাজ নয় টম। চল্লিশ লাখ ডলার। টেপে একজন বয়স্ক লোকের গলার আওয়াজ শুনলাম। মনে পড়ছে সেই সব পুরনো দিনের কথা। যখন দস্যুনায়কেরা এরকম বিশাল অংকের মুক্তিপণ দাবি করত। এ সব কাজ ঐ জিম ক্র্যামারকে বড় ভালো মানায়। যদি অবশ্য বোকামি করে আবার দস্যুজীবনে ফিরে আসেন। আমার মনে হয় না আজ আবার তিনি একটা মেয়েচুরির কাজে হাত লাগাবেন। যাই হোক, তুমি এ অঞ্চলের সবকটা ব্যাংকে টেলেক্স করে দাও যে কোনো লোক যদি ভ্যান ওয়াইলির সই করা চার লাখ ডলারের চেক ভাঙাতে আসে, তাহলে যেন আমাদের খবর দেয়। আমরা চেক ভাঙানোর সঙ্গে সঙ্গে এই লোকটির পিছু নিতে পারি।'

সম্মতি জানিয়ে হার্পার বেরিয়ে গেল।

চোখে শূন্যদৃষ্টি, মুখ নির্বিকার, ডেনিসন ধূমপান করে চললেন। ক্র্যামার? হতে পারে! তাকে ও তার সঙ্গী জেগেটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মনে মনে হাসলেন তিনি। যদি ক্র্যামার-এর পেছনে থাকেন এবং তাকে ধরা সম্ভব হয়, তাহলে তাকে গ্যাস চেম্বারে দেবার পরিতৃপ্তি ডেনিসনেরই প্রাপ্য হবে। অবসর নেবার আগে এর চেয়ে বড় পুরস্কার কোনো পুলিশ অফিসারের কল্পনাতীত।

।। আট ।।

ক্যারী খোকার একটানা কান্নার শব্দে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। রিফের আঘাতের জায়গাটা তার গরম ও ফোলা মনে হল। বাচ্চার কান্না ছাড়া সমস্ত বাড়িটা থমথমে। সে ছেলেকে বুকে তুলে নিল। খোকা সন্তুষ্ট হয়ে কান্না থামিয়ে কিচকিচ শব্দ শুরু করল।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ক্যারী দালানে বেরিয়ে কান পাতল। কিছু শোনা যাচ্ছে না। সদর দরজা খুলে তাকাল।

চিতা এদিকে তাকিয়েই উঠোনে রোদ্দুরে বসে আছে।

ক্যারী ভাঙ্গা গলায় বলল, 'তুমি একটু এসো না—'

চিতা বলল, 'ওর মধ্যে নাক গলাতে যেও না। খামোকা মার খাবে।'

'কিন্তু তাই বলে ও ঐ মেয়েটাকে—'

'তোমার ঘরে গিয়ে বসে থাকো।'

ক্যারী ঘরে ফিরে ছেলেকে খাটে শুইয়ে একটি খেলনা হাতে গুঁজে দিল। তারপর দুরুদুরু বক্ষে জেলডার ঘরের দিকে চলল। আবার রিফের মুখোমুখি হবে ভেবে শিউরে উঠল। তাবলে তো আর অসহায় মেয়েটাকে জানোয়ারটার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় সজোরে কিল মেরে চীৎকার করল। 'দরজা খোলো।'

কোন সাড়া না পেয়ে ক্যারী ভয় পেয়ে গেল, তবে কি শয়তানটা জেলডাকে মেরে ফেলেছে?

দরজায় আবার ঘুষি মেরে, 'জেলডা! কী হয়েছে তোমার? দরজা খোলো।'

ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজ পেল ক্যারী। তারপর শুনল জেলডা খিলখিল করে হাসছে।

জেলডা ভেতর থেকে বলল, 'সব ঠিক আছে। তুমি চলে যাও না!'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে ক্যারী দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় একটা শব্দে পেছনে তাকাতেই চিতাকে দেখল। তাঁর মুখে এমন এক অভিব্যক্তি যা ব্যথা, রাগ, হতাশা আর তীব্র ঈর্ষার।

চিতা সজোরে বলল, 'কাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো, বুদ্ধু কোথাকার? মেয়েদের কী করে বশ করতে হয়, তা আমার ভাইয়ের জানা আছে। যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বসো।'

ক্যারী বিতৃষ্ণা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর তীব্র ঘৃণায় শিউরে উঠে ভেতর থেকে ছিটকিনি দিল।

টহলদারী পুলিশ অফিসার মার্ফি জে, ডেনিসনের অফিসঘরে এসে ঢুকল। স্যালুট করে বলল, 'মার্ফি, 'ডি' ডিভিশন। সার্জেন্ট ও' হ্যারিডন আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, স্যর।'

ডেনিসন বললেন, 'মিস্ ভ্যান ওয়াইলির ব্যাপারে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।' মার্ফি চটপট সব কথা বলে গেল 'গাড়িতে বসা এই দ্বিতীয় মেয়েটিকে আমার কেমন যেন অন্যমনস্ক লেগেছিল,' চিতার এক নিখুঁত বর্ণনা দিল মার্ফি। 'আমি ভেবেছিলাম মিস্ ভ্যান ওয়াইলি বোধহয় মেয়েটিকে গাড়ি করে শহরে পৌঁছে দিচ্ছেন।'

যা জানার ছিল ডেনিসন প্রশ্ন করে তাঁর কাছে সবটুকু জেনে নিলেন।

মার্ফি সবশেষে বলল, 'আমি ম্যাকলীন স্কোয়ারে গাড়ি পার্ক করবার জায়গাটা পর্যন্ত মিস ভ্যান ওয়াইলির পেছন পেছন গিয়েছিলাম। তারপর অন্য রাস্তা ধরে।'

'ঠিক আছে, ঐ মেয়েটিকে প্রয়োজন হলে সনাক্ত করতে পারবে তো?

'নিশ্চয় পারবো।'

'কোনো কথা যেন না বেরোয়,' ডেনিসন মার্ফিকে সতর্ক করে দিলেন। তাকে যেতে বলে স্যান বার্নাডিনোর পুলিশ দপ্তরে ফোন করলেন। নির্দেশ দিলেন ম্যাকলীন স্কোয়ারের গাড়ি পার্ক কববার এলাকাটা ভাল করে খুঁজতে। তার ধারণা ওখানেই মিস ভ্যান ওয়াইলির জাগুয়ার গাড়িটা পাওয়া যাবে। সার্জেন্ট জানাল সে খোঁজ নিয়ে ডেনিসনকে খবর দেবে।

মেরিল অ্যানড্রুজ ও ম্যাসন এসে ঢুকল ডেনিসনের ঘরে।

ম্যাসন বলল, 'হেরাল্ড পত্রিকার লাইব্রেরীতে যত ছবি ছিল সব উল্টে পাল্টে দেখলাম, মিঃ অ্যানড্রুজ লোকটির হদিশ পেয়েছেন কিন্তু ষোলআনা নিশ্চিত হতে পারেন নি।' একটা গ্রুপ ফটো দেখাল সে, 'এটা হচ্ছে ভেনিসের জ্যোৎস্না নামক একটা নাটকের কলাকুশলীদের গ্রুপ ফটো। শেষের সারিতে ডানদিক থেকে তৃতীয় লোকটি হলেন ভিক্টর ডারমট—যিনি এই নাটক লিখেছেন। মিঃ অ্যানড্রুজের মতে এই সেই ব্যক্তি।'

অ্যানড্রুজ বলল, 'হ্যাঁ, ফটোটা তেমন পরিষ্কার নয়, তবু আমার ধারণা ইনিই তিনি।'

ডেনিসন টেলেফোনে থিয়েটারী এজেন্ট সাইমন অ্যান্ড লে-র মালিক মিঃ সাইমনকে ধরলেন। ডেনিসনকে তিনি চিনতেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর ফোন পেয়ে বেশ অবাক হলেন।

ডেনিসন বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবেন না মিঃ সাইমন। আমি মিঃ ভিক্টর ডারমটের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তাঁর ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

'সে আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না তাঁকে বাড়িতে পাবেন। ভদ্রলোক বাইরে

গেছেন। কি ব্যাপার বলুন তো?'

একটুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে নিয়ে ডেনিসন বললেন 'ধন্যবাদ। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।' বলেই ফোন ছেড়ে দিলেন।

'ঠিকানাটা হচ্ছে ১৩৩৪৫ নম্বর লিংকন অ্যাভিনিউ, লস, এঞ্জেলস। ম্যাসন, তুমি অ্যানড্রুজকে সেখানে নিয়ে যাও। সেখানে মিঃ ডারমটের খোঁজ করো। যদি তিনি বাড়ি না থাকেন, তবে তাঁর একটা ছবি নিতে চেষ্টা করবে। যদি ইনিই সেই ব্যক্তি হন, তাঁর বর্তমান ঠিকানাটা জেনে আসবে।'

ম্যাসন ও অ্যানড্রুজ বেরিয়ে গেলে হার্পার এসে ঢুকল।

'স্যান বার্নাডিনোর চেস ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক এবং লস এঞ্জেলসের মার্চেন্ট ফাইডিলিটি ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের টেলেক্সের জবাব এসেছে। এই দুই ব্যাংকে ভ্যান ওয়াইলির সই করা চার লক্ষ ডলারের দুটি বেয়ারার চেক ভাঙানো হয়েছে।'

'যে লোকটা চেক ভাঙাতে এসেছিল তার চেহারা কেমন?'

'হ্যাঁ—সেই একই লোক—আটত্রিশ বছর, লম্বা সুদর্শন ও শ্যামলা চেহারা। সাজসজ্জাও বেশ চমৎকার।'

'তোমার ওপর একটা বিশেষ কাজের ভার দিচ্ছি, টম। সোজা অ্যারোহেড লেকে চলে যাও। ঐ অঞ্চলের সবকটা হোটেলে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, জিম ক্র্যামারের চেহারার কোনো লোক সম্প্রতি থেকেছেন বা থাকছেন কিনা। সাবধানে যাবে। আমাদের ফাইল থেকে ক্র্যামারের একটা ফটো নিয়ে নাও। লেট্‌স আর ব্রডিকে সঙ্গে নিও। খুব তাড়াতাড়ি খবর চাই।'

হার্পার বলে উঠল, 'জিম ক্র্যামার? আপনি বলতে চান—?'

'তোমাকে আমি তাড়াতাড়ি খবর পাঠাতে বললাম।'

'আচ্ছা স্যর' বলেই বেরিয়ে গেল।

'ক্যারী!'

জেলডার ডাক ক্যারীর কানে এল। ক্যারী নিজের আহত মুখের ওপর জল লাগাচ্ছিল। ডাক শুনে দরজায় এসে দাঁড়াল।

'ক্যারী!'

শোবার ঘরের দরজা খুলে দালানে এল ক্যারী।

'কী বলছ?'

'এসো না একটু!'

দালান পেরিয়ে জেলডার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যারী। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ইতস্ততঃ করে সে ঘরে ঢুকল।

খাটের একপাশে জেলডা। শুয়ে আছে। বিছানাটা একেবারে লণ্ডভণ্ড। একটি চাদরে জেলডার সর্বাঙ্গ ঢাকা। তার পরিপাটি চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। মুখের রং লালচে। চোখে মুখে তার পরিতৃপ্তির ছাপ।

ক্যারী দেখল রিফ ক্রেনের পাত্তা নেই। খাটের পাশে জেলডার জামাকাপড়ের ধ্বংসাবশেষ। তার পোষাক দু'টুকরো হয়ে পড়ে আছে। অন্তর্বাসগুলো সাদা কাপড়ের টুকরোয় পরিণত হয়েছে।

জেলডা খুব শান্তভাবে বলল, 'আমার আর কোনো জামাকাপড় নেই। আমায় কিছু পোষাক ধার দিতে পারবে?'

'তোমার কোথাও লেগেছে নাকি? সে ছোকরা কোথায়?'

খিলখিল করে হেসে বলল,. 'আমি ঠিক আছি—ও চান করছে। আমিই জোর করে পাঠালাম। উঃ ক্যারী! আমি কাউকে না বলে থাকতে পারছি না। রিফকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তুমি জানো না ও কী অদ্ভুত ভালো! কী ভীষণ আদিম! ক্যারী! আমি ওর প্রেমে পড়েছি। জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষকে আমার ভালো লাগল। আমি ওকে বিয়ে করব।'

'তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে! এ কথা চিন্তা করতে তোমার লজ্জা করছে না? আমায়

কিরকম মেরেছে দেখেছ?'

জেলডা বোকা বোকা হেসে চাদর একটু সরিয়ে তার উরুর ওপর একটা নীল হয়ে যাওয়া কালশিটের দাগ দেখিয়ে বলল, 'আমাকেও মেরেছে। মানুষটা ঐরকম। ও যা চায় তা গায়ের জোরে আদায় করতে জানে—নিষ্ঠুরভাবে—সুন্দরভাবে—।'

ঘেন্নার চোখে ক্যারী চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ করো। বোকা কোথাকার। ঐরকম একটা জানোয়ারকে তোমার ভালো লেগেছে?'

জেলডা মুখ শক্ত করে বলল, 'হিংসে করে আর কি করবে! বুঝতে পারছি ওরও আমাকেই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কী আশা করেছিলে তুমি। হাজার হলেও তোমার বয়েস অনেক বেশি, তার ওপর আবার বাচ্চা আছে। রিফ কখনও তোমার মত একটা মেয়ের সঙ্গে—'

ক্ষিপ্তভাবে ক্যারী বলল, 'আর একটা কথা বললে তোমায় আমি থাপ্পড় লাগাব—ভেবো না মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি।'

রিফ বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। কোমরে একটা তোয়ালে জড়ানো তার বিশাল বুকে ঘন কালো লোম, বাহুতেও অজস্র কালো লোম। ক্যারীর মনে হল এক বীভৎস বনমানুষ। সে দরজার দিকে দু'পা পিছিয়ে গেল।

রিফ একমুখ হেসে ক্যারীকে বলল, 'আবার নাক গলাতে এসেছ সখি? ঝামেলা বাধাতে চাও?'

জেলডা বলল, 'আঃ, রিফ ওকে ছেড়ে দাও। ওর একটু হিংসে হয়েছে। তুমি কাছে থাকলে ও আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। দাও না আমায় কিছু কাপড়—চোপড়। রিফ তাড়াহুড়োর চোটে আমার সব জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে!'

রিফ হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, পরবার কিছু এনে দাও ওকে। আমরা দু'জনে এইমাত্র প্রেমে পড়েছি।'

ক্যারী কোনরকমে কাপড়ের আলমারী দেখিয়ে বলল, 'ওর মধ্যে থেকে যা দরকার নিতে পার।' বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা সুন্দর কাটগ্লাসের বোতল থেকে একরাশ সুগন্ধি জল বুকে মেখে পরিতৃপ্তির সংগে গন্ধ শুঁকল রিফ।

'গা থেকে মাগীদের মত গন্ধ বেরোচ্ছে। কী? এবার ঠিক আছে তো?'

'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, রিফ। কী দারুণ মাসল, তোমার—'

'হয়েছে, হয়েছে। তুমি এবার কাপড় চোপড় পরে নাও দিকি। আমি এক্ষুণি আসছি।'

তারই অপেক্ষায় চিতা বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

রিফ এগিয়ে এসে একমুখ হেসে বলল, 'দারুণ ব্যাপার হয়েছে মাইরী। বুদ্ধু মেয়েটা আমার প্রেমে পড়ে গেছে। ভাবতে পারিস? দশ হাজার ডলার তো এখন আমার কাছে নস্যি। মেয়েটা আমায় বিয়ে করতে চায়।'

জ্বলন্ত চোখে চিতা বলল, 'বিয়ে করবে তোকে? কি বলছিস তুই?'

'সত্যি বলছি! এইমাত্র জানতে পারলাম মেয়েটা আসলে কে। ওর বাবা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে পয়সাওয়ালা বড়লোকদের একজন। টেক্সাসের আর্ধেকটাই নাকি লোকটার কেনা। সেই জন্যেই ক্র্যামার মেয়েটাকে চুরি করেছে। এবার শোন। আমাকে দেখে মেয়েটার মাথা ঘুরে গেছে। এই ধরনের মেয়েদের গায়ের জোরে বশ করতে হয়। আর মাইরী! গায়ের জোর কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছি মেয়েটাকে, ওকে—'

'চুপ কর, নোংরা জানোয়ার কোথাকার। তোকে বিয়ে করবে! বোকা, তুই ভেবেছিস ওর বাবা এ বিয়েতে রাজি হবে?'

রিফের পা সামনের দিকে ছুটে গেল। চিতার গোড়ালিতে পা বাধিয়ে টান দিতেই সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর রিফ সঙ্গে সঙ্গে তার গালে চড় মারল।

চিতা ওঠবার চেষ্টা করতেই রিফ গর্জে উঠল, 'আরো ধোলাই চাই নাকি? যত চাস তত পাবি। খবরদার মুখ খুলবি না। আমি যা বলছি শুনে যা। বুঝতে পেরেছিস?'

চিতা গুটিয়ে গেল।

'এই হচ্ছে আমাদের সুযোগ। ক্র্যামার ব্যাটার খুব আস্পর্ধা যে আমাদের মাত্র দশ হাজার ডলার দিতে চায়, ও টাকা তো এখন কিছুই নয়। তাছাড়া কাজটা ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমি ভেবে দেখেছি, এখন আমাদের কেবল গাড়িতে চেপে মেয়েটাকে ওর বাবার কাছে ফেরৎ দিতে যেতে হবে। তাহলে আমরা এই মেয়ে চুরির ব্যাপার থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। ওর বাবা এত কৃতজ্ঞ হবে যে পুলিশও ডাকবে না। তারপর মেয়েটা বলবে যে সে আমায় ভালবাসে। বলবে যে তাঁর বাচ্চা হতে চলেছে। তখন আর কী উপায় থাকবে? পছন্দ হোক না হোক বিয়েতে রাজি হতেই হবে। আর তারপর মাইরী দুনিয়ার সব টাকা আমাদের কব্জায়, লোকটার কোটি কোটি টাকা আছে।'

'আমি তো আর মেয়েটাকে বিয়ে করছি না। আমার কি গতি হবে?'

'কী সব আজে বাজে বকছিস? তুইও আমাদের সঙ্গে আসবি। তাছাড়া আর কী হতে পারে?'

'আমরা তিনজনে একসঙ্গে থাকব, তাই না? মেয়েটার বয়ে গেছে ওরকম ভাবে থাকতে। আমারও বয়ে গেছে।'

'আমি যা বলব ও তাই করবে।'

'কিন্তু আমি করব না।'

'তুই কী মেয়েটার টাকা বাগাতে চাস না?'

'না, চাই না। জন্মে ইস্তক আমরা এক সঙ্গে বড় হয়েছি। প্রতিটি কাজ একসঙ্গে করেছি। আজ আরেকটা মেয়ের সঙ্গে তোকে ভাগাভাগি করতে আমি রাজি নই। আমি কখনো চাইব না যে ঐ বুদ্ধু মেয়েটা আর তাঁর টাকা তোকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে দিক।'

'তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন তুই আমার বৌ।"

'এই,রিফ—'

জেলডা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকছে। হলদে রঙের শার্ট ও টুকটুকে লাল একটা আটসাঁট স্ল্যাকস, মাথায় বেধেছে একটা সাদা স্কার্ফ। চোখেমুখে খুশির ভাব, মুহূর্তের জন্যে তাকে প্রায় রূপসী দেখাল।

'আমরা কখন রওনা হবো, রিফ?'

'জামাকাপড় পরেই রওনা হচ্ছি।'

'তোমার জন্যে জামাকাপড় বের করে বিছানায় রেখেছি। তাড়াতাড়ি করো, রিফ। চটপট বেরিয়ে পড়তে হবে।'

নীরস গলায় চিতা বলল, 'একটা গাড়ি আসছে।'

রিফ গাড়িটা দেখে বলল, 'জেগেটি আসছে।'

চিতা বলল, 'এবার বেশ মজা হবে। মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যাপারে জেগেটিকে কী বলবি?'

রিফ একছুটে জেলডার ঘরে গিয়ে মেঝেতে ছেড়ে রাখা তার কালো চামড়ার প্যান্টটা তুলে হিপ পকেটে হাত ঢোকাল ভিক্টরের রিভলবারটার উদ্দেশ্যে কিন্তু অস্ত্রটা সেখানে নেই। আশে পাশের সবকিছু খুঁজেও পেল না। বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে রিভলবারটা।

বিশালকায়া ভেরা সিত্তর গত পাঁচ বছর যাবৎ ভিক্টর ডারমটের সেক্রেটারী। আরামপ্রিয় চেহারার পক্ককেশ মহিলা। তার মুখে আপাততঃ সতর্ক কৌতূহলী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

ম্যাসন ও মেরিল অ্যানড্রুজকে তিনি ডেস্কের পেছন থেকে চশমার ভেতর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এবার বললেন, 'কেন্দ্রীয় পুলিশ থেকে আসছেন মিঃ ম্যাসন? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ম্যাসন আবার ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল, 'আপনি দয়া করে বলবেন মিঃ ডারমটকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আমি বললাম যে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মিঃ ডারমটের সঙ্গে আপনার কিসের

প্রয়োজন?'

কথাবার্তার ফাঁকে অ্যানড্রুজ বড় ঘরটার এদিক—ওদিক তাকাচ্ছিল। ঘরের শেষে রূপোর ফ্রেমে আঁটা জনৈক ব্যক্তির ফটো দেখতে পেল। ডারমটের চমৎকার ফটোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সে ঘুরে উত্তেজিতভাবে বলল, 'সেই ভদ্রলোকই ভিক্টর ডারমট। ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।'

ম্যাসন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'এটা একটা জরুরী তদন্তের ব্যাপার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডারমটের সঙ্গে আমাদের দেখা করা দরকার। দয়া করে বলুন তিনি কোথায় আছেন।'

মিস্ সিগুর বললেন, 'মিঃ ডারমট একটি নাটক লিখতে ব্যস্ত। তাঁকে এখন বিরক্ত করা চলবে না। আপনাকে সে ঠিকানা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'মিঃ ডারমট খুব বিপদে পড়েছেন। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে একদল ডাকাত তার বাড়িটি দখল করে নিয়েছে এবং তাদের হাতে তাঁর স্ত্রী ও ছেলের জীবন বিপন্ন।'

মিস সিগুর বললেন, 'আপনার পরিচয় পত্র দেখতে পারি। মিঃ ম্যাসন?'

ম্যাসন বিরক্তির সঙ্গে তার পুলিশী কার্ড বার করে দেখাল।

ঠিক তিন মিনিট পরে ম্যাসন ডেনিসনকে ফোন করছিল।

'ডারমটই সেই ভদ্রলোক। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নষ্টনীড় নামক একটি র‍্যাঞ্চ হাউস ভাড়া নিয়েছেন শ্রী ও শ্রীমতী হ্যারিস জোনস্-এর কাছ থেকে। বাড়িটা সভ্য জগৎ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন। বোস্টন ক্রীক নামক একটা ছোট জায়গা থেকে কুড়ি মাইল আর পীট শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল।'

ডেনিসন বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা। ফিরে এসো এখানে। মিঃ অ্যানড্রুজকে এখন আর প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

ডেনিসন ফোন নামিয়ে রাখতেই আবার বেজে উঠল। স্যান বার্নাডিনোর পুলিশ দপ্তর থেকে সার্জেন্ট ও হ্যারিডন ফোন করছে।

'মিস্ ভ্যান ওয়াইলির জাগুয়ারটা খুঁজে পেয়েছি স্যার। আপনি যেখানে বলেছিলেন সেখানেই। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঃ সামনের দরজার ভেতর দিকে কোনো এক কড়া অ্যাসিড স্প্রে করা হয়েছে। সমস্ত চামড়ার আচ্ছাদনটা জ্বলে গেছে।'

'গাড়ির ভেতরে যা যা আঙুলের ছাপ পাও যোগাড় করো আর কী অ্যাসিড সেটাও দেখো।'

'ইতিমধ্যেই আমার লোকেরা কাজে লেগে গেছে।'

আবার ফোন ছেড়ে, সিগার ধরাতেই টম হার্পারের ফোন এলো।

হার্পার বলল, 'ঠিক ধরেছিলেন কর্তা, ক্র্যামার লেক অ্যারোহেড হোটেলে দু'দিন ছিলেন। হোটেলের দারোয়ান ফটো দেখেই চিনতে পারল। মেয়ে চুরির দিন দুপুর তিনটেয় ক্র্যামার একটা কনভার্টিবল বুইক ভাড়া করে পীট শহরের দিকে গেছেন। সে রাত্রে আর ফেরেননি। পরদিন সকাল এগারোটার পর ফিরেছেন। হোটেলের টাকা চুকিয়ে ট্যাক্সি চেপে রেল স্টেশনের দিকে যান। তার একটু পরেই স্যান ফ্রানসিসকোর ট্রেন ছাড়ে।'

'খুব ভাল, সুতরাং এর পেছনে ক্র্যামারের হাত থাকতে পারে। শোনো টম, তোমার জন্যে ঐখানেই একটা কাজ আছে। আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ যে মিস ভ্যান ওয়াইলি নষ্টনীড় নামক এক র‍্যাঞ্চ হাউসে বন্দী আছে।' নষ্টনীড়ের অবস্থান টমকে বুঝিয়ে দিলেন। 'কিন্তু ষোলআনা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এটা তুমি খুঁজে বার করতে পারবে?'

'পারব বোধহয়।'

কড়া গলায় ডেনিসন বললেন, 'অত আস্তে বললে চলবে না। ডাকাতগুলো যেন কিছু জানতে না পারে। শুনলাম এরমধ্যেই ওরা স্প্রে অ্যাসিড কাজে লাগিয়েছে। খুন করতেও হয়ত দ্বিধা করবে না। ওরা যদি বুঝতে পারে যে ওদের পেছনে পুলিশ লেগেছে তাহলে মেয়েটাকে ডারমটদের আর অন্যান্য যারা ওদের সনাক্ত করতে পারে তাদেরকে শেষ করে দেবে।'

'শোনো টম, একটা গাড়ি ভাড়া করো। তোমার মানিব্যাগ, পুলিশ কার্ড আর পিস্তল কাছে রেখে যাবে। গাড়ি চালিয়ে চলে যাও নষ্টনীড়ে। ভালভাবে জায়গাটার আশপাশ দেখে দরজায় ঘন্টি বাজাবে। যে-ই দরজা খুলুক না কেন, বলবে যে তুমি বাড়ির মালিক হ্যারিস জোনসের বন্ধু এবং

তাদের কাছ থেকে দু'মাসের জন্য বাড়িটা ভাড়া নিচ্ছ। বলবে, তুমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলে তাই একবার বাড়িটা দেখে যেতে ইচ্ছে হল—ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোটের ওপর কথা বলতে বলতে বাড়িটার ভেতরটা দেখে নেবে। ঢুকতে নিশ্চয় তোমাকে দেবে না। কিন্তু জায়গাটার খুঁটিনাটি দেখে নেওয়া চাই। আমাকে জানাবে যে বাড়িটার কাছাকাছি কোন ঘর বা কেবিন আছে কিনা। আর পুলিশের দল সুবিধেমত গা-আড়াল করে গুলি চালাবার মত জায়গা আছে কিনা। বুঝতে পারছ, খুব সাবধানে কাজ করো, টম। ক্র্যামারের দলবল হলে ব্যাপারটা অতি বিপজ্জনক।'

'ঠিক আছে কর্তা। আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি। পাঁচটা নাগাদ ওখানে পৌঁছে যাব। সঙ্গে লেট্‌স বা ব্রডিকে নেব নাকি?'

'কী জন্যে? তোমার কি মন কেমন করছে?'

মো ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে নষ্টনীড় ফিরছিল। বোস্টন ক্রীক পেরিয়ে রাস্তার পাশে গাড়িটা থামাল মনটাকে একটু হালকা করে নেবার জন্য।

কিন্তু তাঁর চোখে একফোঁটা জল নেই, কারণ হঠাৎ সে আবিষ্কার করল তাঁর নিজের কাছে মায়ের মৃত্যুর তাৎপর্য কি? জীবনে এই প্রথম সে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে পারবে। এই আকস্মিক উপলব্ধি তাকে এত চমকে দিল যে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল এই আবিষ্কার তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে ঠিক কতটা প্রভাবিত করবে।

আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি কারণ যে কটি মেয়েকে মো পছন্দ করেছে তাঁর মা নাকচ করে দিয়েছিলেন। সারাটা জীবন তাঁর মায়ের অধীনতায় কেটেছে। তাঁর অজস্র বিরক্তিকর ব্যাপারের মধ্যে ছিল তার উপদেশ—প্রতিদিন জামাকাপড় বদলাতে হবে। মদ বেশি খাওয়া চলবে না ইত্যাদি। আজ আড়াই লক্ষ ডলার হাতে পেলে সে এক নতুন স্বাধীন, চমৎকার জীবন শুরু করতে পারবে।

তাঁর মনে পড়ল যখন সে মায়ের কাছ ছাড়া থাকত তখন আবার ক্র্যামার তাঁর ওপর শাসন চালাতেন। অবশ্য ক্র্যামার অবসর নেবার পর তাঁর সবকিছু বানচাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে তাঁর দোষ কোথায়? এখন আবার ক্র্যামার তাঁর ওপর প্রভুত্ব ফলাচ্ছেন।

মো ভাবল, আড়াইলাখ ডলার! অংকটা চমৎকার। কিন্তু ক্র্যামার এত টাকা দিচ্ছেন তাহলে নিজে কত টাকা বাগাবেন?

মো স্বাধীনতার মত্ততায় স্থির করল যে, ভাগাভাগিটা মোটেই ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না। মতলবটা ক্র্যামারের হলেও আসল বিপজ্জনক কাজটা মো-র ওপর। গণ্ডগোল বাঁধলে মো-র ঘাড়েই আগে কোপ পড়বে। আধাআধি বখরাতে ক্র্যামারকে রাজি করাতে হবে।

মো নষ্টনীড়ের দিকে গাড়ি চালাল। টাকার কথাই তার মাথায় ঘুরছিল। ক্র্যামারকে বলবে যে সে ক্রেন্দেরকে তার নিজের বখরা থেকে টাকা মিটিয়ে দিতে রাজি আছে কিন্তু তাঁকে তার নতুন ব্যবস্থায় টাকা ভাগ করতে হবে।

তাঁর মনকে এইসব কুটিল—চিন্তা এমন সজাগ করে দিয়েছিল যে, নষ্টনীড়ের কাছাকাছি আসতেই সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে বুঝতে পারল কোথাও একটা গলদ বেঁধেছে।

খানিকক্ষণ গাড়িতে বসে বারান্দার দিকে তাকিয়ে রইল। জেলডা নতুন জামাকাপড় পরে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। চিতা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, রিফের চিহ্ন নেই।

মো গাড়ি থেকে বেরোল। সে মনে মনে বলল, কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু কী? ক্রেন্সরা অতি খল। সে তাঁর কোটের বোতাম আলগা করে দিল, যাতে প্রয়োজন বোধে কোটের নীচে রাখা ৩৮ অটোমেটিক পিস্তলটা বার করতে পারে।

বারান্দায় উঠে সে বলল, 'সব ঠিক আছে তো?'

চিতা বলল, 'বেঠিক আবার কি হবে।?'

চিতার মুখের বাঁ দিকের কালশিটে দাগ দেখে তাঁর অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

'রিফ কোথায়?'

চিতা বলল, 'ভেতরে আছে।'

এমন সময় রিফ সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। তাঁর পরনে কালো চামড়ার পোষাক। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'আরে, ফিরে এসেছ তাহলে?'

মো জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ডারমট কোথায়?'

রিফ বলল, 'তাঁর ছোড়াটাকে নিয়ে ভেতরে বসে আছে।'

মো লক্ষ্য করল, রিফের হাত তাঁর পিঠের পেছনে লুকানো।

'আমি না থাকার মধ্যে সব ঠিক ছিল?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলতে বলতে রিফ মো-র দিকে এগোতে লাগল।

মো চোখের কোন দিয়ে দেখল চিতাও সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে।

মো জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পেছনে ওটা কী?'

'কিসের কথা বলছ তুমি?' মো-র কয়েক হাতের মধ্যে সে এসে পড়েছে।

মোকে যে এক সাংঘাতিক জাতের অপরাধী বলে মনে করত পুলিশ বাহিনী সেটা ঠিক। তার মা এবং ক্র্যামার তার ওপর যখন তখন কর্তৃত্ব ফলালেও সে তেমন সংকটে পড়লে একেবারে কেউটের মত ভয়ংকর হয়ে উঠত। খুন খারাপির ব্যাপারে কম বয়েসী গুণ্ডাদের মুখোমুখি লড়াইয়ের সময় মো কখনও পিছু হটেনি। যে কোনো দস্যুর চেয়ে দ্রুত পিস্তল চালাবার আশ্চর্য ক্ষমতা তার ছিল এবং এই ক্ষমতা তাকে বহুবার প্রাণে বাঁচিয়েছে।

রিফ সবে লোহার চেন জড়ানো হাত তুলে মো-কে ঘুষি লাগাতে যাচ্ছে, এমন সময় তার সামনে এক নিকষ কালো পিস্তলের নল উদ্যত, যেন কোন মন্ত্রবলে মো-র হাতে উঠে এসেছে পিস্তল।

চিতা থমকে দাঁড়িয়ে গেল পিস্তল দেখে। কাঁপা গলায় রিফ বলল, 'এ আবার কি?'

মো কড়াগলায় বলল, 'চেনটা হাত থেকে খোলো। মেঝেতে ফেলে দাও।'

এ যেন এক নতুন মো। তার মুখ সুকঠিন, কালো—চোখে স্থির ও ভয়াবহ দৃষ্টি।

তাড়াতাড়ি চেনটা ফেলে রিফ বলল, 'আমি তো কেবল একটু ইয়ার্কি করছিলাম, ওরকম করছ কেন, মো?'

'ওদিকে সরে যাও।'

'তোমার মাথাটাথা খারাপ হল নাকি?' বলে রিফ সুড়সুড় করে বোনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মো চেনটা তুলে বলল, 'এবার বল, এখানে কী হচ্ছে?'

এতক্ষণ জেলডা ভয়ে ভয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। এবার সে বলল, 'ওকে মেরো না! আমরা একসঙ্গে চলে যাব ঠিক করেছি। ওকে আমি বিয়ে করব। তুমি যদি আমাদের সাহায্য করো, আমি বাবাকে বলব তোমায় কিছু টাকা দিতে।'

স্তম্ভিত হয়ে মো পিস্তল নামিয়ে হাঁ করে জেলডার দিকে তাকিয়ে রইল।

রিফ সুযোগ বুঝে বলল, 'এই হল আসল ব্যাপার মো। আমরা প্রেমে পড়েছি। শোনো, এই সুযোগে মেয়েটাকে ফেরৎ নিয়ে গেলে ওর বাবা খুশী হবেন এবং পুলিশের ঝামেলা করবেন না। আমরা বেকসুর বেরিয়ে আসতে পারবো––। আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, আর তোমাকেও খুশী করে দেব।'

মুগ্ধনেত্রে জেলডা রিফের দিকে চেয়ে আছে। তারপর মো চিতার দিকে তাকাতেই বুঝল চিতার অন্ততঃ তেমন মনঃপুত না ব্যাপারটা।

মো-র ক্র্যামারের কথা মনে পড়ল। ব্রেন্নদের এই কাজে ঢোকানোর জন্য নিজেকে গালাগাল দিল সে। ক্র্যামারের আরো তিনদিন লাগবে সব কাজ করতে। জেলডা আর রিফ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। চিতা হয়ত তার স্বপক্ষে থাকতে পারে। তবু বিশ্বাস করা চলে না। তার ওপর ডারমটের স্ত্রীকে পাহারা দিতে হবে।

মো দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছিল, এমন সময় দূরে কাঁচা রাস্তায় একটা গাড়ি আসতে দেখল।

।। নয় ।।

নষ্টনীড়ের লোহার গেটের সামনে টম হার্পার গাড়ি থামাল।

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলতে গিয়ে সে মুখের ঘাম মুছল ভয়ে। সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে সদর দরজায় ঘন্টি বাজাতে হবে। তার কর্তার অনুমান ঠিক হলে ঐ বাড়ির মধ্যে একদল সাংঘাতিক দস্যু আছে। ওরা যদি কোনক্রমে জানতে পারে যে সে পুলিস অফিসার, তাহলে আর প্রাণ থাকবে না, অপহরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা চরম অপরাধে অপরাধী হ'য়ে পড়বে—যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং তাকে হত্যা করে পালাবার চেষ্টা করবে।

আস্তে আস্তে হার্পার গাড়ি চালিয়ে বাড়িটার দিকে চলল। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ দেখলো কোথাও এতটুকু আড়াল—আবডাল নেই। ছোটখাট কয়েকটা বালির স্তূপ আছে। সে আরো লক্ষ্য করল যে কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে কোনো গাড়ি এলে অনেক আগে থেকেই তা বুঝতে পারা যায় ধুলোর মেঘ দেখে।

সিকি মাইল দূরে সবুজ লনের মাঝখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক আরো কতকগুলো ছোট ঘর ও কেবিন। সকালবেলায় এদের অজান্তে এই বাড়িতে হানা দেওয়া অসম্ভব। রাতের বেলায় হানা দেওয়াও অত্যন্ত শক্ত ও বিপজ্জনক হবে।

সে আপনমনে শিস্ দিতে দিতে ভাবল, ডেনিসনের যদি খুব তাড়াতাড়ি এখানে হানা দেওয়ার মতলব থাকে তাহলে সহজ হবে না।

লম্বা বারান্দাটা ফাঁকা ও সবকটা জানালা বন্ধ দেখতে পেল। তারপর চোখে পড়ল বাড়ির কাছে একটা লিংকন গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়িটার সর্বাঙ্গে ধুলো আর পেছনে ক্যালিফোর্নিয়ার এক নম্বর প্লেট লাগানো। টম নিজের গাড়ি থামাতে থামাতে নম্বরটা মুখস্থ করে নিল।

সে বুঝতে পারল তাঁর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে দুরুদুরু বক্ষে, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে ঘন্টি বাজাল।

সে অপেক্ষা করতে করতে ভাবল, হবু শ্বশুর হলে কি হবে সবচেয়ে শক্ত কাজগুলো তার ঘাড়ে চাপাতে দ্বিধা করেন না।

চিতা দরজা খুলে নির্বিকার চোখে তার দিকে তাকাল।

চিতাকে দেখামাত্র সে চিনতে পারল যে জেলডা ভ্যান ওয়াইলি অদৃশ্য হবার আগে টহলদারী পুলিশ অফিসার মার্ফি তার গাড়িতে যে মেয়েটিকে দেখেছিল, তার বর্ণনা সে শুনেছিল ডেনিসনের কাছে।

ডেনিসনের অনুমান মিলে গেল। সে এক ডাকাতের আড্ডায় ঢুকে পড়েছে।

'বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবেন না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। মিঃ ডারমেটের সঙ্গে দেখা হবে কি? আপনি বোধহয় মিসেস ডারমট?'

ঠাণ্ডা গলায় চিতা বলল, 'তারা দু'জনেই বেরিয়েছেন।'

'মিঃ হ্যারিস জোনস, অর্থাৎ এ বাড়ির মালিক আমায় এ বাড়িটা দু'মাসের জন্য ভাড়া দিচ্ছেন। ভাবলাম একবার দেখে যাই। বাড়ির সাইজটা একটু দেখে নেওয়া দরকার।'

'এখন বাড়িতে কেউ নেই। আমি আপনাকে ঢুকতে দিতে পারছি না।'

'সে তো নিশ্চয়। ঠিক আছে আমি তাহলে চলি। আপনাকে বিরক্ত করতাম না, কিন্তু—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি আমি, আপনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন।' বলেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ির দিকে হার্পার হেঁটে চলল। বুঝতে পারছে যে, এখনও তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে এই বুঝি তার পিঠে একটা বুলেট এসে বিঁধল। কিন্তু তার চোখ থেমে নেই। গাড়িতে উঠতে পেরে হার্পার এবার স্বস্তি পেল। ডেনিসন যে খবর চাইছিলেন তা সে সংগ্রহ করে অক্ষত দেহে ফিরতে পেরেছে।

হার্পার বাড়ির নাগালের বাইরে গিয়েই গাড়ি থামিয়ে লিংকন গাড়ির নম্বর টুকে নিল। তারপর পীট শহরে পৌঁছে ডেনিসনকে ফোন করল।

'আপনার আন্দাজ একেবারে মিলে গেছে। মিস ভ্যান ওয়াইলির গাড়িতে যে মেয়েটিকে দেখা

গিয়েছিল সেই এসে দরজা খুলল।' তারপর বাড়িটিতে যাবার রাস্তা এবং চারিপাশের বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

'ঠিক আছে। এবার কি করতে হবে শোনো। ব্রডি আর লেট্‌স্ কে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওখানে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকবে। শেষ রাস্তাটুকু বরং পায়ে হেঁটে যাও। সঙ্গে একটা দূরবীন নিও। দিনরাত কড়া নজর রাখবে বাড়িটার ওপর। তৈরী হয়ে নাও। পীট শহরের পুলিশ দপ্তরের ফ্রাংকলিনের কাছ থেকে তোমার যা যা দরকার নিয়ে যাও। আমি জানতে চাই যে বাড়ির ভেতরে কে কে আছে।'

হার্পার বলল, 'হুঁ'।

'একটা কথা মনে রাখবে—বাড়ির বাসিন্দারা যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে যে তাদের ওপর নজর রাখা হয়েছে। এটা তোমার দায়িত্ব। কোনো ঝুঁকি নিও না। শুভেচ্ছা রইল।'

ভিক্টর ডারমট লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলের রিসেপশন ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আমার জন্য একটা কামরা রিজার্ভ করা আছে। আমার নাম জ্যাক হাওয়ার্ড।'

'আছে বৈকি, মিঃ হাওয়ার্ড। রুম নম্বর পঁচিশ আপনি তো কেবলমাত্র একরাত্রি থাকবেন, তাই না?'

ভিক্টর বুঝতে পারল যে ক্লার্কটি কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, 'হ্যাঁ, কেবল একটা রাত।'

রেজিস্টারে সই করে, বেয়ারার হাতে সুটকেশ দিয়ে তাঁর পেছন পেছন এগিয়ে গেল।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট। বেয়ারা চলে যাবার পর ভিক্টর খাটের ওপর বসে পড়ল। মুখটা এখনো ব্যথা করছে। ক্যারী ও খোকা কেমন আছে?

এখন তাঁর সুটকেসে একশ ডলারের নোটে মোট আট লক্ষ ডলার। প্রথম দুটো চেক ভাঙাতে অসুবিধে হয়নি। তাকে আরেকটা সুটকেশ কিনে চেস ন্যাশন্যাল ব্যাংকে তৃতীয় চেকটা ভাঙাতে যেতে হবে। তারপর সে লস এঞ্জেলস ছেড়ে নির্দেশানুযায়ী উপকূলবর্তী বিভিন্ন শহরে পরিক্রমা শুরু করবে। আজ রাত এগারোটায় সেই ডাকাতটার ফোন করবার কথা।

সারাদিনের এই স্নায়বিক উত্তেজনা আর মুখের টনটনে ব্যথা তাকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার জন্য চেষ্টা করছে।

ক্র্যামার স্যান ফ্রানসিসকো রোজ আমর্স হোটেলে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা বোতলটা থেকে বড় এক গেলাস হুইস্কি ঢাললেন। তারপর তার সঙ্গে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসলেন যদিও তাঁর তুলনায় চেয়ারটা ছোট।

অধীরভাবে বার বার তিনি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ডারমট টাকার প্রথম কিস্তিটা ঠিকমত জোগাড় করতে পেরেছে তো? এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে ভাবলেন আর মদ টানা উচিত হবে না। নৈশভোজের পর থেকে একটানা ড্রিংক করে চলেছেন তিনি। গা বেশ গরম লাগছে আর সঙ্গে সেই বুকের যন্ত্রণাটা। সিগার ধরিয়ে হোটেলের টেলিফোন অপারেটরকে বললেন লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেল ধরে দিতে। একটু দেরি হল নম্বরটা পেতে।

ভিক্টরের গলা চিনতে পারলেন ক্র্যামার।

তিনি বললেন, 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি কে? কাজ কেমন চলছে? সাবধানে কথা বলুন। কোনো ঝামেলা হয়নি তো?'

'না।'

'পয়লা কিস্তির মাল পেয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার। কাল আপনি সান্টা বারবারা যাবেন। সেখান থেকে সালিনাস শহর। সেখানে ক্যামব্রিয়া হোটেলে একই নামে আপনার জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছি। কাল এই সময় আবার আপনাকে ফোন করব।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমার স্ত্রীকে একটা ফোন করতে চাই। পারবো করতে?'

'সেটা ঠিক উচিত হবে না। আমার বন্ধুটি বিরক্ত হতে পারে. সে এমন ফোন টোন পছন্দ

করে না'। বলে তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

গেলাস শেষ করে আবার হুইস্কি ঢাললেন। তাঁর ভারী মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

আমার হাতে এখন আট লক্ষ ডলার—ক্র্যামার মনে মনে ভাবলে। আর তিনদিনের মধ্যে পুরো চল্লিশ লক্ষ ডলার হাতে আসবে। মো আর ঐ ছোঁড়া—ছুঁড়ী দুটোকে কিছু টাকা দিতে হবে। তার পরেও হাতে পঁয়ত্রিশ লাখের বেশী থাকবে। অনায়াসে জীবনের বাকি দিনগুলো এই টাকায় কেটে যাবে।

হেলেনের সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে হল। নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, না, বিপদের সম্ভাবনা কিছু নেই। বিপদ আবার কী হবে। অপারেটরকে বাড়ির নম্বরটা দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন। হেলেন নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তা করছে। এবার ওকে সলি লুকাসের ব্যাপারটা জানানো উচিত। আজ হোক কাল হোক তাকে কথাটা তো জানাতেই হবে। একসঙ্গে সবকিছু দুম করে ফাঁস করা ঠিক হবে না।

টেলিফোন বেজে উঠতেই ক্র্যামার রিসিভার তুলে নিলেন।

'হ্যালো' হেলেনের গলা কেমন যেন দূরাগত ও উত্তেজিত মনে হল 'কে কথা বলছেন?'

ক্র্যামার খোশ মেজাজে হেসে বললেন, 'তোমার প্রেমিক কথা বলছি।'

'ও, জিম! ব্যাপার কি বলো তো? তুমি কোথায় আছ?'

ডেনিসনের কর্মচারী জো সীস ক্রুগারের ওপর ক্র্যামারের বাড়ির ফোন ট্যাপ করবার ভার ছিল। সে এবার নিঃশব্দে টেলিফোন লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত টেপ রেকর্ডারটি চালিয়ে দিল।

'কেমন আছো প্রিয়ে? আমার জন্য মন কেমন করছে নাকি?'

'জিম! দু'জন পুলিশ অফিসার এখানে এসেছিলেন। তোমার খোঁজ করছিলেন।'

ততক্ষণে সীস ক্রুগার টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ারকে ডাক দিয়েছে। ফিস ফিস করে বলল, 'শিগগীর বার করো এই ফোনটা কোথা থেকে আসছে।'

ক্র্যামার বললেন, 'কী বললে? কী জন্য তারা এসেছিল?'

'তোমার সঙ্গে ওঁদের কথা বলবার ছিল। জিম, আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মো যে এখানে এসেছিল, তা-ও ওরা জানেন। এই অফিসারটি, অর্থাৎ ইন্সপেক্টর ডেনিসন—'

হাত থেকে রিসিভার প্রায় খসে পড়ল ক্র্যামারের, 'ডেনিসন!'

'হ্যাঁ। উনি বললেন মো-র নাকি রেস্তোরাঁ টেস্তোরাঁ কিছু নেই। ওর নিজের বলতে একটি পয়সাও নেই। উনি—উনি বললেন যে তুমি যদি মঙ্গল চাও তাহলে কোনোরকম কুকীর্তি, কুমতলব কোরো না। জিম! তুমি নিশ্চয় তেমন কিছু করছ না, কি বল?'

ক্র্যামার ভাবছিলেন, ডেনিসন! এফ. বি. আই-এর সবচেয়ে সুদক্ষ অফিসারদের একজন এবং তাঁর অনেক দিনের শত্রু।

তিনি বললেন, 'আমি তোমায় পরে ফোন করব। চিন্তা করবার কিছু নেই। এখন আমায় বেরোতে হবে। খামোকা দুশ্চিন্তা কোরো না।'

টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ার জানাল, 'ফোনটা এসেছিল স্যান ফ্র্যানসিসকোর রোজ আর্মস হোটেল থেকে।'

সীস ক্রুগার খপ্ করে রিসিভার তুলে স্যান ফ্রানসিসকোর পুলিশ দপ্তরের কানেকশন চাইল।

ক্র্যামার উঠে দাঁড়ালেন। হেলেনকে ফোন করা অত্যন্ত বোকামি হয়েছে। মো-কে তার সঙ্গে মিলিত হতে দেখেই পুলিশ বুঝতে পেরেছে যে তার মাথায় বদ মতলব আছে। রঙ্গমঞ্চে যখন ডেনিসন এসে গেছে তখন ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব। ডেনিসন নির্ঘাত তার বাড়ির লাইনে আড়ী পাতবার ব্যবস্থা করেছিল। তাঁরা জেনে গেছে যে তিনি এই হোটেলে আছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়বে। ক্র্যামার গায়ে কোট চাপিয়েছেন। তার সুটকেসে জামা কাপড় ও টুকিটাকি জিনিষ ছাড়া আর কিছু নেই আর হোটেলের টাকা মেটাবার সময়ও নেই—পুলিশ এসে পড়বে। চটপট বেরিয়ে পড়া দরকার। .

দুজন পুলিশ অফিসার এগারো মিনিটের মধ্যেই রোজ আর্মস হোটেলে এসে ঢুকল। চটপট নিজেদের পরিচয় পত্র দেখিয়ে স্তম্ভিত রিসেপশন ক্লার্কটির নাকের সামনে ক্র্যামারের ফটোটি তুলে ধরল।

'এ লোকটিকে দেখেছ?'

'বাঃ, নিশ্চয় দেখেছি। এতো মিঃ ম্যাসনের ছবি। ভদ্রলোক মাত্র দু'মিনিট আগে বেরিয়ে গেলেন।'

দু'জনের মধ্যে যে একটু বেশি লম্বা তার নাম বব আর্লান। সে বলল, 'আজ রাতে মিঃ ম্যাসন কি কোনো টেলিফোন করেছিলেন?'

'সেটা আমি জানি না তবে খুব সহজেই জানা যেতে পারে।' বলে সে পাশের ঘরে ঢুকল। এ ঘরে সুইচ বোর্ড রয়েছে টেলিফোনের। আর্লান তার পিছু পিছু এল।

পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের জবাব টেলিফোন অপারেটর এক এক করে দিল।

বাড়ি ফেরবার যোগাড় করছেন ডেনিসন, এমন সময় আর্লানের ফোন এল।

'ক্র্যামার একটুর জন্য আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন। বাড়ি ছাড়া আরেক জায়গায় ফোন করেছিলেন তিনি। রাত এগারোটায় লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলে জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন।'

ডেনিসন বললেন, 'ঠিক আছে। আপাততঃ ক্র্যামারের কথা ভুলে যাও। এখনো তাকে ধরবার সময় হয়নি। তিনি লাইন কেটে এবার সীস ক্রুগারকে ফোন করলেন, 'কান খাড়া করে বসে থাকো। মিসেস ক্র্যামারের কাছে আসা প্রতিটি ফোনের বিবরণ আমার চাই।'

বারোটা বাজতে দশ মিনিট, ডেনিসন বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিলেন যে ফিরতে অনেক রাত হবে, নীচে নেমে নিজের মোটরে বসে লস এঞ্জেলসের দিকে ছুটলেন।

ক্যারীর শোবার ঘরে সবাই জড়ো হয়েছে। ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম কারণ হার্পারকে আসতে দেখেই মো ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।

বাচ্চার খাটের পাশে ক্যারী দাঁড়িয়ে। গরমে বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। জেলডা আর রিফ জানালার পাশে, লেসের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। মো পিস্তল হাতে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখান থেকে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখতে পাবে। আর এই তিনজনকে পাহারাও দিতে পারবে।

গাড়ি চালিয়ে হার্পারকে বেরিয়ে যেতে দেখল। তাঁরা হার্পার ও চিতার কথাবার্তা সবই শুনেছে। এবার চিতা ঘরে ঢুকল।

মো আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। যত সব বাজে ব্যাপার। জানলাগুলো খোলো।'

মো বলল, 'শোনো তোমরা দু'জনে মুক্তিপণ পাবার পর কি কর না কর তাতে কিস্‌সু যায় আসে না। কিন্তু ক্র্যামার টাকা নিয়ে না আসা পর্যন্ত কেউ এখান থেকে এক পা নড়তে পারবে না। তোমার মত গুণ্ডাদের চরিয়ে আমার সারাটা জীবন কেটেছে। বদমায়েশি করলে করতে পার কিন্তু এখন থেকে আমার কথার আগে গুলি ছুটবে। বুঝতে পেরেছ?'

রিফ রাগে ফুলছে কিন্তু মো যেরকম অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় পিস্তল বার করেছিল তাঁর পরে তার সামনে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা বা সাহস নেই।

রিফ খেঁকিয়ে উঠল, 'তোমার মাথা বিগড়ে গেছে? বুঝতে পারছ না যে এর ফলে আমরা সাদা হাতে বেরিয়ে আসতে পারব? ওকে ফেরৎ দিলেই আমরা বেকসুর খালাস পাবো। কিন্তু মুক্তিপণ একবার নিলেই আমরা ফেঁসে যাবো।'

মো শান্ত গলায় বলল, 'আমরা কেউ ফাঁসব না। এ কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি আগে থেকেই প্ল্যান করা আছে। তোমরা দু'জনে—'ক্রেন ভাইবোনদের দিকে পিস্তল তুলে বলল, 'এ বাড়ি থেকে বেরোও। এখন থেকে বাইরের একটা কেবিনে থাকবে তোমরা। জেলডা এখানেই থাকবে। তোমাদের দু'জনের একজন ও যদি এ বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যে পা দাও, স্রেফ গুলি খাবে। প্রাণে মারব না। তবে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। মাথায় ঢুকেছে?'

শয়তানি হাসি হেসে রিফ বলল,' আর তুমি কি করবে মোটকু? তিনরাত্তির জেগে আমাদের পাহারা দেবে?'

পিস্তলের গর্জনে ঘর কেঁপে উঠল।

এক ঝলক ভয়ংকর হলদে আগুন ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশগানের মত মুহূর্তের মধ্যে আলো করে দিল। জেলডা চীৎকার করে উঠল।

রিফ টলতে টলতে পিছু হটে এল। হাত কানের ওপর উঠে এল। আঙুল দিয়ে রক্ত বেরোল, ঘাড়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। রিফ রক্তের দিকে তাকিয়ে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সে নরম গলায় বলল, 'গুলি চালাতে আমি জানি। এবার এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যাও, আর ফেরবার চেষ্টা কোরো না। তুমিও যাও,' চিতার উদ্দেশ্যে বলল।

কানে একটা নোংরা রুমাল চাপা দিয়ে রিফ বেরিয়ে গেল। বুলেটটা দক্ষ ম্যার্সেনের ছুরির মত তার কানের লতি উড়িয়ে দিয়েছে।

পিছু পিছু চিতাও বেরিয়ে গেল। খোকা জেগে কান্না শুরু করল। জেলডা উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পিস্তলের গর্জনে ক্যারীর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। সে খোকাকে তুলে নিল।

যতক্ষণ না রিফ আর চিতা সবুজ লন পেরিয়ে কেবিনে না ঢোকে, মো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে ক্যারীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'তোমার এই মেয়েটিকে পাহারা দিতে হবে। একে চোখের আড়াল কোরো না। আমি ওই দু'জনের ওপর নজব রাখছি। তুমি যদি তোমার বাচ্চাশুদ্ধ জ্যান্ত বেরোতে চাও, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতেই হবে। টাকা পৌঁছতে এখনো তিনদিন বাকি। আমার সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি তো?'

ক্যারী ভেবে দেখল এই মোটা ইটালিয়ানটি এ পর্যন্ত তার সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করেছে। ক্রেন ভাইবোনদের বা এই মূর্খ মেয়েটাকে একবিন্দু বিশ্বাস করা চলে না। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকা চলবে না। কারো না কারো পক্ষ নিতেই হবে। তাই মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে মো পিস্তল ভরে রাখল। ক্রন্দনরত খোকার দিকে তাকিয়ে, 'আমার ভাইয়ের দশটি ছেলেমেয়ে। যুদ্ধের সময় সে মারা গিয়েছিল। তার ছেলেমেয়েদের আমিই মানুষ করেছি। বাচ্চাদের আমি খুব ভালো সামলাতে পারি। ওকে আমার কোলে দেবে?'

ক্যারী আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু মো-র চোখে অদ্ভুত এক কোমল দৃষ্টি দেখে থেমে গেল।

ক্যারী বলল, 'ও—ও নতুন মুখ তেমন পছন্দ করে না। আপনার কাছে হয়ত—'

ততক্ষণে মো দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছ। অগত্যা ক্যারী খোকাকে তুলে দিল। খোকা হঠাৎ কান্না থামিয়ে চোখ মুখ কুঁচকে মো-কে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। মো দু'গাল ফুলিয়ে, মৃদু শিসের মত আওয়াজ করল, তারপরেই একমুখ হাসি। খোকাও হাসতে লাগল।

কান্না থামিয়ে জেলডা মো ও ক্যারীর দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাল। তবু তারা জেলডার দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না।

মো বলল, 'বাচ্চাদের আমার খুব ভাল লাগে। ওরাও আমায় খুব ভালবাসে। তুমি, আমি আর তোমার বাচ্চা তাহলে একদলে, কি বল? তুমি মেয়েটার ওপর নজর রেখো। কোনো গণ্ডগোল করলে আমায় ডাকবে। আমি এক থাপ্পড়ে সিধে করে দেব।'

খোকাকে ক্যারীর কাছে দিয়ে মো বারান্দায় গিয়ে বসল। সেখান থেকে কেবিনটা দেখা যাচ্ছিল। ক্যারীকে বিশ্বাস করা চলে কিন্তু ঐ ক্রেন ভাইবোন দু'জন সাপের মত ধূর্ত। তিনরাত্রি জেগে পাহারা দেওয়া সত্যিই অসম্ভব। মো-র একমাত্র আশা, যদি ইতিমধ্যে ক্র্যামার ফোন করেন তাহলে সে তাকে সবকিছু জানাতে পারবে। কেবিনের দিকে দেখল, জানালার খড়খড়ি ও দরজা বন্ধ। ক্রেন ভাইবোন এখন কী করছে?

রিফ ওয়াশ বেসিনে নিজের কানে তুলোর ঝাঁপটা দিচ্ছিল আর শাপ-শাপান্ত করছিল। গুলি

খেয়েই তার সব সাহস উবে গেল।

চিতা ইজিচেয়ারে আরাম করে শুয়ে ভাইকে দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করল না।

এখনো রক্ত পড়ছে দেখে রিফ খেঁকিয়ে উঠল, 'তুই একটু হাত লাগাতে পারছিস না। চুপ করে বসে আছিস যে। রক্তটা থামাবার ব্যবস্থা করতে পারছিস না?'

জীবনে এই প্রথম ভাইকে সাহায্য করবার একটুও ইচ্ছে হল না চিতার। রিফ ঐ টাকাওয়ালা কুত্তীটাকে বিয়ে করবার জন্য মেতে ওঠায় তার মনে এত ঘেন্না ও হিংসে জন্মেছে মনে হচ্ছে যে আজ এক জল্লাদের কুঠারাঘাতে তাদের জন্মের যোগসূত্রটুক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রিফকে চিতা ভাল করেই চেনে। রিফ যখন বলেছে যে সে জেলডাকে বিয়ে করবে তখন রিফ সত্যিই এ বিয়ে চাইছে। রিফ ইতিমধ্যেই স্বপ্ন দেখছে, কী করে মেয়েটার টাকা ওড়াবে। কী করে সে চিতার একান্ত প্রিয় সেই দুরূহ বর্ণহীন জীবন ছেড়ে, পালিয়ে আসবে। কী করে ঐশ্বর্যের নরম পাঁকে ডুবে থাকবে। শীগগিরই একদিন রিফ তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে কখনও চাইবে না যে সারাজীবন চিতা তার লেজুড় হয়ে জ্বালাতন করুক। সে চিতাকে টাকা দেবে নিশ্চিত কিন্তু সেই সঙ্গে চাইবে চিতা তাকে নিষ্কৃতি দিক, যাতে সে ধনীদের সেই নরম, অর্থহীন , উদ্দেশ্যহীন জীবন স্রোতে গা ঢেলে দিতে পারে।

রিফ গালাগালি দিতে দিতেই শোবার ঘরে এসে বিছানার চাদর থেকে একফালি চাদর ছিঁড়ে একটা প্যাডের মতন তৈরী করে কানের ওপর চেপে ধরল। তারপর আরেকফালি কাপড় দিয়ে সেটাকে মাথার সঙ্গে বাঁধল। এতক্ষণে রক্ত বন্ধ হল।

এতক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। রিফ বসবার ঘরে এল। তার চামড়ার জ্যাকেটে রক্তের দাগ। মুখ ফ্যাকাশে, চোখে রাগের আগুন।

' কী হয়েছে তোর? আমায় একটু সাহায্য করলি না যে?'

চিতা নির্বিকার মুখে চেয়ে রইল।

'ঐ ব্যাটা মোটকু। কে জানে ব্যাটা অত ভাল গুলি চালায়। ও ইচ্ছে করলেই আমায় খতম করতে পারত।'

চিতা ভ্রূক্ষেপও করল না।

অনেকক্ষণ অস্বস্তির সঙ্গে রিফ চিতার দিকে তাকিয়ে ভাবল চিতার এ ব্যবহার একেবারে নতুন। কিন্তু কথা বলানোর জন্য সাধ্যসাধনা করতে তার অহমিকায় বাঁধল। তাই সে একবার জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। মো-কে বারান্দায় দেখতে পেল। একটা পিস্তল থাকলে এখান থেকে গুলি চালালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। হঠাৎ মনে পড়ল সেই হারানো রিভলবারের রহস্য। ডারমটের রিভলবারটা হিপ পকেটে রেখেছিল। কিন্তু বার করতে গিয়ে দেখে সেটা নেই। নিশ্চয় কেউ নিয়েছে। মো তখন বাড়ি ছিল না। সুতরাং তিনজন মেয়ের একজন কেউ সরিয়েছে ওটি।

সন্দিগ্ধ চোখে রিফ চিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার রিভলভারটা নিয়েছিস?'

উদাসীনভাবে ঠাণ্ডা গলায় চিতা বলল, 'রিভলভার? কিসের রিভলভার?'

'ডারমটের রিভলভার। প্যান্টের পকেটে রেখেছিলাম তারপর দেখি নেই।'

চিতা মুখ ভেংচে বলল, 'নিজের প্যান্টের পকেট সামলাতে পারিস না।'

'তুই নিয়েছিস কিনা বল?'

'আমি কেন নিতে যাব? দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে,' বলে চিতা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

রিফ খপ করে তার হাত চেপে চীৎকার করে উঠল, 'নিয়েছিস তুই?'

এত জোরে ঝটকা মেরে চিতা হাত ছাড়িয়ে নিল যে রিফ অবাক।

'গায়ে হাত দিস্‌নে। রিভলভারটা আমার কাছে নেই। কার কাছে আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই।'

রান্নাঘরে ঢুকে গেল চিতা।

রিফ গালাগাল দিতে দিতে চিন্তিত মনে জানালায় গিয়ে মো-র দিকে তাকিয়ে রইল।

ডেনিসন রাত একটার পর লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলে এসে ঢুকলেন।

রিসেপশন ডেস্কের ক্লার্কটির কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন এ হোটেলে আজ নতুন কে কে এসেছে। ক্লার্কটি তাকে রেজিস্টার দেখাল। অল্প জিজ্ঞাসাবাদের পর ডেনিসন বললেন, 'আর এই ভদ্রলোক, জ্যাক হাওয়ার্ড—এর চেহারা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়, লম্বা শ্যামলা চেহারা পোশাক আশাক বেশ দামী। মুখের একপাশে কাটা দাগ—বড় বিশ্রী দাগটা।'

'এর ঘরের একটা বাড়তি চাবি আমায় দাও দেখি, এর সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই।'

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ক্লার্কটি পেছনের একটা হুক থেকে চাবি নিয়ে ডেনিসনকে দিল।

'ইন্সপেক্টর আমরা এখানে কোন গণ্ডগোল চাই না। আসা করি কথাটা মনে রাখবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, গণ্ডগোল কে চায়?'

ভিক্টর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ক্যারীর কথা ভাবছিল। দু'ঘণ্টা ধরে একই চিন্তা ঘুরছে সে যদি নিজের কাজ ঠিকমত করে যায়, তাহলে ক্যারী ও খোকার কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু ক্রেন ভাইবোনদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এদের অসাধ্য কিছুই নেই। সহসা কানে এল এক মৃদু শব্দ সে সচকিত হয়ে উঠল।

আস্তে করে তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলেন ডেনিসন, দরজা খুলে গেল। সেই মুহূর্তে ভিক্টর ঘরের আলো জ্বালাল।

ডেনিসন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বললেন, 'আমি ইন্সপেক্টর ডেনিসন, ফেডারেল ব্যুরো থেকে আসছি। আপনি মিঃ ভিক্টর ডারমট, তাই না?'

ভিক্টর বলল, 'হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি হঠাৎ আমার ঘরে—?'

'সব ঠিক আছে, মিঃ ডারমট। আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আমরা সবকিছুই জেনেছি। আপনি যে কী বিপদে পড়েছেন, তা আমরা জানি। এবার আসুন, একসঙ্গে কাজ করা যাক। আমরা এই ডাকাতদের ধরতে চাই। অবশ্য সেই সঙ্গে মিসেস ডারমট ও আপনার বাচ্চার যাতে কোনো বিপদ না হয়, সেটাও আমরা দেখবো। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যতক্ষণ না টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং মিসেস ডারমট মুক্তি পাচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা কিছু করবার চেষ্টা করব না। আপনি শুনে হয়ত ভরসা পাবেন যে, ঠিক এই মুহূর্তে আমার তিনজন অফিসার নষ্টনীড় পাহারা দিচ্ছে। খারাপ কিছু ঘটতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তারা গিয়ে আপনার স্ত্রীকে সাহায্য করবে।'

ভিক্টর রেগে বলল, 'এ ব্যাপারে নাক না গলালেই আপনাদের চলত না? ভ্যান ওয়াইলির মত ধনী লোকের কাছে চল্লিশ লক্ষ ডলার কতটুকু? এই ডাকাতগুলো অতি সাংঘাতিক। বিপদ বুঝলে বাড়ির সবাইকে শেষ করতে দ্বিধা করবে না। ওরা ইতিমধ্যেই আমার চাকরকে খুন করেছে। ওরা—'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি বলছেন আপনার চাকরকে ওরা খুন করেছে?'

নিজেকে সামলে নিয়ে ভিক্টর বলল, 'সঠিক কিছু বলতে পারি না, তবে চাকরটার শোবার ঘরে অনেক রক্ত জমেছিল। তারপর আর তাকে দেখিনি।'

ডেনিসন সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'হয়ত আপনারই মত জোর চোট লেগেছে তার। এবার একটু শান্ত হবার চেষ্টা করুন মিঃ ডারমট। হয়ত আপনার পরিস্থিতিতে পড়লে আমিও ওরকম করতাম। আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কেউ জানে না। আপাততঃ আপনার কাছে কিছু খবর চাই। সবকটা ডাকাতের বর্ণনা চাই আমি। আবার বলছি, আপনার স্ত্রী ও ছেলে নিরাপদ না হলে আমরা কিছু করবো না।'

'আমি আপনাকে কিছু বলতে পারব না। আমার বৌ-ছেলের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই।'

'সে বুঝতে পারছি কিন্তু ব্যাপারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মিঃ ডারমট। আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি বরং বলে যাই আর আপনি জানান ঠিক আছে কিনা আমার অনুমান। আমার ধারণা এই অপহরণের নায়ক যিনি তার বয়েস ষাট, দীর্ঘ, ভারী চেহারা, আর গায়ের রং লালচে। ঠিক আছে?'

একবার দ্বিধা করে ভিক্টর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

'তার সঙ্গে আরেকটি লোক আছেঃ ইটালিয়ান বেঁটে মোটা এবং গায়ের রং কালচে। ঠিক কিনা?'

ভিক্টর মাথা নাড়ল।

'ওদের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে; মাথার চুল সোনালী, লম্বা। একটু রুক্ষ ধরনের মুখ সুশ্রী চেহারা। বয়েস বাইশ কি তেইশ, ঠিক বলছি?'

ভিক্টর আবার মাথা নাড়ল।

'এছাড়াও আরেকটি ছেলে আছে কিন্তু তার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না আর আমার আগ্রহ নেই জানার।'

ভিক্টর বলল, 'ঐ মেয়েটির যমজ ভাই এই ছেলেটি। একেই আমি বেশী ভয় পাচ্ছি—এক হিংস্র নৃশংস গুণ্ডা। এই ছেলেটিই আমায় চোট লাগিয়েছে। হাতের মুঠোয় একটা সাইকেলের চেন জড়িয়ে রাখে।'

'কেমন চেহারা তাঁর?'

রিফের বর্ণনা দিল ভিক্টর। তাঁর বলা শেষ হতেই ডেনিসন উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি এখন যা করছেন তাই করে যান, মিঃ ডারমট। মুক্তিপনের টাকা জোগাড় করুন।' একটা কার্ড দিয়ে বললেন, 'এতে আমার ফোন নম্বর আছে। মুখস্থ করে কার্ডটা পুড়িয়ে ফেলবেন। পুরো টাকা জোগাড় করা হলেই আমাকে ফোন করবেন। ডাকাতগুলো ভেবেছে একবার টাকাটা হাতে পেলেই কাম ফতে। কিন্তু ভ্যান ওয়াইলিকে তারা চেনে না। আপনার স্ত্রী, ছেলে ও মিস ভ্যান ওয়াইলি মুক্তি পেলেই আমরা ওদের পিছু নেব। এখন থেকে আমার তিনজন অফিসার আপনার সঙ্গে থাকবে। সাহায্যের প্রয়োজন হলেই তাদের ডাকবেন—আপনি মিথ্যা দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা তাড়াহুড়োর মাথায় কিছু করব না।'

অসহায় ভঙ্গিতে ভিক্টর বলল, 'মনে হচ্ছে আপনার ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যতক্ষণ না ডাকাতগুলো নষ্টনীড় থেকে বেরোয়, দয়া করে কিছু করবেন না।'

ডেনিসন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, 'আমি কথা দিচ্ছি, ভাববার কিছু নেই। এভাবে ঘরে ঢুকে বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবেন না।'

'শুভরাত্রি, মিঃ ডারমট।' বলেই বেরিয়ে গেলেন।

ভিক্টর সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য-দৃষ্টিতে।

।। দশ ।।

সাবধানে মাথা তুলে ঘুমন্ত ক্যারীর দিকে জেলডা তাকাল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকছে। জেলডা ক্যারীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তারপর খুব সতর্কতার সঙ্গে নেমে পড়ল।

থমথমে নিস্তব্ধতা বাড়ি জুড়ে, জেলডা ভাবল, চুপিসাড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ কেবিনে ঢোকার ঝুঁকি নেবে না শুয়ে পড়বে। মোটা ইটালিয়ানটা কি জেগে আছে? এতক্ষণে তো ঘুমিয়ে পড়বার কথা, কিছু বলা যায় না।

রিফের কাছে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। একবার তার কাছে যেতে পারলেই তাঁরা এখান থেকে পালাতে পারবে নিশ্চিত। রিফের কাছে পৌঁছতে হবেই।

জেলডা উঠে খাটের পাশে রাখা শার্ট প্যান্টটা পরে নিল।

একবার ঘুমের মধ্যে ক্যারী পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে জেলডা স্থির হয়ে গেল। বুক টিপটিপ করছে। ক্যারীর ঘুমের গভীরভাব দেখে সে খালি পায়ে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোলো। আস্তে করে ছিটকিনি খুলে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর সেখানকার খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে এল জ্যোৎস্নায় ভরা রাত্রির বুকে।

বারান্দায় মো জেগে বসে থাকবার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাত জাগার অভ্যেস তার একেবারেই নেই। একটা চেয়ারে আরাম করে সে বসেছিল, পিস্তলটা কোলের ওপর রেখে। এখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বাড়ির সামনের দিকে এসে মো-র নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল। তারপর একদৌড়ে লন পেরিয়ে বালুর ওপর দিয়ে কেবিনের দিকে দৌড়ল।

চিতা কেবিনের ভেতর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। ঘুম যেন এসেও আসছে না। বসবার ঘরে রিফও শুয়ে শুয়ে ঝিমোচ্ছে। দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে সে দূরের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কিন্তু তারপর চাঁদটা বাড়ির পেছনে সরে যাবার সাথে সাথে বাড়ির চারপাশের ছায়া ঘন হয়ে এল। সে আর মো-কে দেখতে পেল না। ওদিকে পা বাড়াবার সাহস তাঁর নেই। ঠ্যাং খোঁড়া করবার ঝুঁকি নিতে সে রাজী নয়। সে দুটো চেয়ার এক করে গা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছে জেলডার কথা।

হঠাৎ একটা শব্দ হতেই চিতা সজাগ হয়ে উঠল। দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ হল। তারপর বসবার ঘর থেকে ফিসফিসে গলার আওয়াজ ভেসে এল। সে নেমে দরজার দিকে গেল। দরজায় কান পাতল। জেলডার গলা। গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে আস্তে আস্তে ছিটকিনি খুলে দরজাটাকে ইঞ্চিখানেক ফাঁক করল। যাতে সব কথা শোনা যায়।

দরজার আওয়াজ হতেই রিফ ধড়মড় করে উঠে বসল, কিন্তু জেলডার গলায় আশ্বস্ত হল। জেলডা বলল, 'ভয় পেয়ো না রিফ—আমি এসেছি।'

সে অন্ধকারে রিফের পাশে হাঁটু পেতে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখল।

জেলডা রিফের কদমছাট চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'আমি থাকতে পারলাম না, তোমার কি খুব লেগেছে?'

রিফ তাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করল, 'ও লোকটা কোথায়? ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। রিফ, এখান থেকে পালানো যায় না? চলো না আমরা এখুনি পালিয়ে যাই।'

'মোটকু দারুণ গুলি চালায়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমার কানের কী অবস্থা করল, দেখলে তো?'

'চিতা কোথায়?'

'পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। আস্তে কথা বলো, ও যেন শুনতে না পায়।' সে জেলডাকে বুকে টেনে নিল।

দরজা বন্ধ করে চিতা খাটে গিয়ে বসল। ক্রমশঃ অস্ফুট কথাগুলো যখন একান্ত বল্গাহীন হয়ে উঠল, তখন সে উঠে দাঁড়াল। ভাবল ব্যাপারটাকে আর এগোতে দেওয়া চলবে না—তাঁর ভাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। একে রোধ করবার একটা মাত্র উপায় আছে। জেলডার গলায় তীব্র আনন্দের অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল। চিতার মনে আর দ্বিধা রইল না। জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ি খুলে জানালা গলে বাইরে বেরোল।

সে নিঃশব্দে গ্যারেজের সামনে গিয়ে সাবধানে দরজা টেনে তুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ হাতড়াবার পর আলোর সুইচ পেয়ে আলো জ্বালালো। গ্যারেজের অপর প্রান্তে দেখতে পেল পার্থিব বস্তুটি—একটা লম্বা হাতলওয়ালা কোদাল।

চিতা কোদাল নিয়ে আলো নিভিয়ে বাইরে এল।

ডি-লঙের কবর খুঁজে বার করতে-তার দুঘণ্টা লেগে গেল। অনেক খোঁড়াখুড়ি করে শেষে বালির তলায় মৃতদেহটাকে আবিষ্কার করল চিতা। ততক্ষণে রাত দুটো বেজে গেছে। নষ্টনীড়ের ওপর চাঁদ আলো বর্ষণ করছে।

আস্তে আস্তে মো নাক ডেকে চলেছে। ক্যারী ভিক্টরের স্বপ্ন দেখছে। রিফ আর জেলডা অবসন্ন দেহে মাটিতে শুয়ে আছে অর্ধজাগ্রত অবস্থায়।

টম হার্পার বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে নিকটতম বালির স্তূপটার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে লেট্‌স্ আর ব্রডি। হার্পার স্যান ফ্রানসিসকোর পুলিশের কাছ থেকে একটা পেরিস্কোপ এনেছে। এর সাহায্যে আড়াল থেকে বাড়ির ওপর নজর রাখতে পারছে। লেট্‌স্ ও ব্রডি ঘুমিয়ে পড়েছে। নজর রাখা সত্ত্বেও কেবিন থেকে চিতার বেরিয়ে আসা হার্পারের চোখে পড়েনি। পেরিস্কোপ তেমন কাজে দেয় না।

চিতা কায়দা করে ঘরে ফিরে এল। শুয়ে পড়ল, পাশের ঘর থেকে ফিসফিসানি ভেসে এলো।

জেলডার কাছ থেকে রিফ সরে গেল। তার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

'রিফ বলল, এবার তুমি ঘরে ফিরে যাও, গা থেকে হাত সরাও!' জোর করে জেলডাকে সরিয়ে দিল সে, 'আর এখনি ভোরের আলো ফুটে উঠবে।'

জেলডা জামাকাপড় নিয়ে উঠে পড়ল।

—'কথা বলো আস্তে।'

—'খুব ইচ্ছে গুলি খাওয়ার?' রিফ বলল।

—'ঐ মোটকু গুলি চালাবে—গুলি কি করে চালাতে হয়, তা ওর ভালো জানা আছে।'

—'ডার্লিং, পুঁচকে লোককে কি তুমি ভয় পাচ্ছো?' প্রশ্ন করল জেলডা।

ওর পিস্তলটাকে ভয় নয় ওর টিপকে ভয়। দরজা দেখিয়ে বলল 'পালাও, আমি কিছু একটা করব। ভাগো এখান থেকে।'

জেলডার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলেনি। বেশ রোমাঞ্চকর লাগলো।

'ভালবাস তুমি, তাই না?' রিফের কাছে বলল সে।

সে জেলডার হাত ধরে মরুভূমির আলোছায়ায় ঠেলে বার করে দিল এক ধাক্কায়। পড়ল গিয়ে কেবিনের বাইরে, পরমুহূর্তেই তাকাল পায়ের কাছে পড়ে থাকা বীভৎস বস্তুটির দিকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলো রিফ সেদিকেই তাকিয়ে আছে, তারপর জেলডা দু'হাতে মাথার চুল ধরে আর্তনাদ শুরু করল।

সেই আর্তনাদ শুনতে পেল চিতা।

ক্র্যামার স্যালিনাস শহরের ক্যামব্রিয়া হোটেলে টেলিফোন অপারেটরকে বললেন প্যারাডাইস শহরের একটি নম্বর ধরে দিতে। তিনি ফিল বেকারকে ফোন করছেন। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি নিয়মিত গলফ্ খেলেন আর বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু বটে!

শেষে এই ক্যামব্রিয়া হোটেলে ক্র্যামার উঠলেন। ভিক্টর ডারমটের আজ এই হোটেলেই আসবার কথা। ক্রমশঃ ক্র্যামার নার্ভাস হয়ে পড়ছেন। তিনি অত্যন্ত বিচলিত ডেনিসন তাঁর বিষয়ে তদন্ত করছেন শুনে। ক্র্যামার ভাবছেন, এ পর্যন্ত ডারমট যা টাকা যোগাড় করেছে তাই নিয়েই চম্পট দেবেন কিনা। এতক্ষণে ডারমটের হাতে নগদ ষোল লাখ ডলার এসে যাওয়ার কথা। কিন্তু জেগেটি ও ক্রেনদের কলা দেখিয়ে চলে যাওয়া উচিত হবে কি? ভাবলেন এ সব করবার আগে একবার হেলেনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

বিকেল পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট। অপরপ্রান্তে বেকার ফোন ধরল।

ক্র্যামার বললেন, 'ফিল—আমি জিম কথা বলছি। একটা গোলমাল হয়েছে। শোনো, বন্ধু হিসেবে তোমায় একটা কাজের কথা বলব, সেটা তোমায় করতে হবে এবং কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। রাজী?'

সে বললে, 'কোথায় গিয়েছ তুমি বল দেখি? তোমার জন্য বসে থেকে থেকে একটা দিন আমার খেলাই হল না।'

'দুঃখিত, কিন্তু আপাততঃ আমি অসুবিধেয় পড়েছি। আমার কাজটা করতে পারবে তো?'

'বাঃ, নিশ্চয় পারব। জিম—যে কোনো কাজ, কাজটা কী?'

'আমার বাড়ি গিয়ে তোমায় হেলেনকে বলতে হবে সে যেন ক্লাবে এসে ঠিক সাতটার সময় আমায় ফোন করে। পারবে বলতে?'

'একশোবার, কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না। তুমি নিজেই তো—'

'আগেই বলেছি কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। পারবে কিনা বলো?'

'বললাম তো পারব।'

'ঠিক আছে।'

তাকে হোটেলের ফোন নম্বরটা দিয়ে ক্র্যামার বললেন, 'পরের হপ্তায় যখন দেখা হবে, তখন তোমায় সবকিছু বুঝিয়ে বলব। এখুনি ফাঁস করতে চাইছি না। ঠিক আছে, ফিল?'

'নিশ্চয়—আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমার বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি। তুমি কিছু ভেবোনা। জিম—তুমি কি কোনো বিপদে পড়েছ?'

'দোহাই ফিল! যা বলছি শুধু সেটুকু কর। এখনকার মত বিদায়।'

ফোন ছেড়ে ক্র্যামার বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সময় যেন কাটছে না। হেলেন সাতটায় ফোন করল।

'কী খবর প্রিয়ে? তুমি ভাল আছ তো?'

হেলেন যেন এক অচেনা গলায় বলল, 'আমি কেমন আছি জানতে চাইছ? কী করে কথাটা বললে? কী হচ্ছে এসব, জিম? আমার জানবার অধিকার আছে। ফিল আমার কাছে গিয়ে এমনভাবে তাকাল, যেন এক দাগী আসামীকে দেখছে। ব্যাপার কী জিম?'

'শান্ত হও, হেলেন। পুলিশের কান বাঁচিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। বুঝতে পারছ না। ওরা আমাদের বাড়ির ফোন ট্যাপ করেছে।'

হেলেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কী জন্যে তাঁরা আমাদের ফোনের লাইন ট্যাপ করবে? তুমি কি কোনো অন্যায় কাজ করেছ? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ক্র্যামার রুক্ষভাবে বললেন, 'চুপ কর হেলেন। তোমায় আমার কাছে আসতে হবে। পুলিশ তোমার পিছু নেবে। তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে। এ কাজ তুমি আগে অনেক করেছ, আজও পারবে। তারপর তুমি স্যালিনাস শহরের ক্যামব্রিয়া হোটেলে চলে আসবে। আমি এখানেই আছি। দূরদেশে আমরা পাড়ি জমাব—হয়তো নিরুদ্দেশের পথে।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ক্র্যামার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হেলেন।'

'এখানেই আছি আমি।—তুমি তাহলে বিপদে পড়েছ। এত টাকা আছে তোমার—এ বোকামি কেন করতে গেলে?'

ক্র্যামার ভীষণ রেগে বললেন, 'মুখ সামলে কথা বলো। এসব ব্যাপারের তুমি কিস্‌সু জানো না। সলি আমাদের সব টাকা মেরে দিয়েছে। শালা জোচ্চোর আমার সমস্ত টাকা ফাটকা খেলে উড়িয়ে দিয়েছে—চল্লিশ লাখ ডলার।'

হেলেন প্রায় চেঁচিয়ে, 'সলি? না, না! সে কখনও এমন কাজ করবে না!'

'ঠিক তাই করেছে। কিন্তু টাকাটা ফেরৎ আনবার ব্যবস্থা আমি করেছি। শোনো হেলেন। তুমি এখানে চলে এসো। আমি তোমায় সবকিছু বুঝিয়ে বলব। ভগবানের দোহাই। একটু সাবধানে এসো। কেউ পিছু নিলে তাঁকে ধোকা দেওয়া চাই নইলে তোমার পিছু পিছু এসে ওরা আমার সন্ধান পেয়ে যাবে—বুঝেছ তো?'

ক্র্যামার বুকের যন্ত্রণায় ঘামছিলেন। 'হেলেন! শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি, ভাবছিলাম আমাদের তাহলে আর কোনো টাকা পয়সা নেই।'

'ঠিক তাই। কিন্তু আমি শীগগির টাকা পাব। আমার কাজ যদি হাসিল হয় তাহলে আমার সবটুকু টাকা ফিরিয়ে আনতে পারব। চলে এসো তুমি। সব বুঝিয়ে বলব।'

'না, জিম। মনে কিছু কোরো না, আমি আসতে পারছি না। আমার বয়েস হয়েছে, তুমিও বুড়ো হয়েছ জিম—আবার অপরাধ জগতে ফিরে যাবার বয়েস তোমার আর নেই। বাড়ি এসো, আমরা একটা উপায় ভেবে বার করব। পনেরো বছর আগে হয়তো পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে অনেক মজা পেতাম। কিন্তু আজ আর এতে কোনো মজা পাচ্ছি না। বাড়ি ফিরে এসো, জিম।'

'আজ আমাদের বাড়ি বলে কিছু নেই। আমার কথা তোমার মগজে ঢুকছে না? আমরা স্রেফ ফতুর হয়ে গেছি। কিন্তু নতুন করে টাকা রোজগারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তুমি এখানে চলে এসো।'

'আমি আসছি না। আগের দিনে আমরা দু'জনে মিলে অনেকবার এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করেছি। ভেবেছিলাম আমরা দস্যুবৃত্তি থেকে সরে আসতে পেরেছি। কিন্তু তুমি আবার সেখানে ফিরে গেলেও আমি ফিরতে রাজী নই। বিদায় জিম। আমি যেমন করে হোক চালিয়ে নেব। যদি কোনদিন তোমার মত বদলায়, যদি কোনদিন ওপথ থেকে সরে আসতে পার তাহলে এসো। না হলে, এই শেষ বিদায় জিম।'

লাইনটা কাটার শব্দে ক্র্যামারের মনে হল যেন একটা দরজা তাঁর মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল।

ক্র্যামার টেলিফোনের বোতাম টেপাটেপি করতে লাগলেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তাঁর স্ত্রী ফোন ছেড়ে দিয়েছে। এই কী সেই হেলেন! এক তৃতীয় শ্রেণীর নাইট ক্লাবের দ্বিতীয় শ্রেণীর গায়িকা যাকে তিনি সেই জীবন থেকে উদ্ধার করেন—তাঁর এই ব্যবহার—যাকে তিনি অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান—কিছুই দিতে বাকি রাখেন নি।

ক্র্যামার আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ঘাম হচ্ছে, কেমন যেন ভয় করছে আর ব্যথাটাও ছাড়ছে না।

ক্র্যামার উঠে ভারী পদক্ষেপে স্যুটকেশের দিকে এগিয়ে একটা হুইস্কির বোতল বার করলেন। অনেকটা মদ গ্লাসে ঢেলে খেয়ে ফেললেন। আবার গ্লাস ভরলেন।

ফোন বেজে উঠতেই ক্র্যামার চমকে উঠলেন, রিসিভার তুললেন।

'আপনি বলছিলেন মিঃ জ্যাক হাওয়ার্ড এলে জানাতে, উনি এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন। এক'শ পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘরে আছেন।'

'ধন্যবাদ' বলে ক্র্যামার ফোন ছেড়ে দিয়ে সিগার ধরালেন। এক'শ পঁয়ত্রিশ নম্বর রুম এই তলাতেই হবে। ডারমটের কাছে ষোলো লাখ ডলার।

ক্র্যামার ভাবলেন, এখন কী করা উচিত? হেলেন কি সত্যিই তাঁকে বিদায় দিয়েছে? তাহলে আর বিপদ ঘাড়ে করে বসে থাকবার প্রয়োজন কি? তার চেয়ে টাকাটা নিয়ে কেটে পড়লেই তো হয়? মো আর ক্রেনদের নিয়ে মাথাব্যথা করে কী হবে?

ষোলো লক্ষ ডলার জীবনের বাকী ক'টা দিনের জন্য যথেষ্ট। একটা নৌকায় চেপে কিউবা পালিয়ে যাওয়া শক্ত হবে না। হয়তো একদিন হেলেন আসবে। ক্র্যামার চোখ বন্ধ করলেন। বুকের একটানা যন্ত্রণাটা ভাবিয়ে তুলেছে। মো-কে বঞ্চিত করা কি উচিত হবে? শেষে উঠে করিডোর বেয়ে এক'শ পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাথরুমে ঢুকে ভিক্টর ডারমট হাত ধুচ্ছিলেন। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। হাত মুছতে মুছতে দরজা খুলে ক্র্যামারকে দেখে চমকে গেলেন। ক্র্যামার দরজা বন্ধ করে বললেন, 'কী? কেমন চলছে?'

'ভালই। আপনাকে এখানে দেখব বলে ভাবিনি।'

'কত টাকা যোগাড় হল?'

'এ পর্যন্ত ষোলো লাখ।' ভিক্টর বিছানার পাশে মেঝেতে পড়ে থাকা স্যুটকেশদুটোর দিকে আঙুল দেখালেন।

'দেখা যাক—খুলুন দুটোকে।'

ভিক্টর শান্ত গলায়, 'আপনি নিজেই খুলুন না কেন।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ক্র্যামার তাকাল। ভিক্টরও অকম্পিত চোখে তাঁর দিকে তাকাল। তারপর একটা চাপা বিরক্তির শব্দ করে একটা স্যুটকেসের ডালা খুললেন। আর ঠিক তক্ষুণি মনে হল যেন একটা জ্বলন্ত বল্লম তাঁর শরীরকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন, দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই অজস্র একশ ডলারের দিকে—বুকের অসহ্য যন্ত্রণায় কথা বেরোচ্ছে না।

ক্র্যামার কী যেন বলতে চাইলেন সহসা তাঁর শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। যেন এক ভেঙে যাওয়া খড়ের পুতুল। তিনি কাতরে উঠলেন যন্ত্রণায়। তারপর মৃত্যু এসে তাঁকে শান্ত করে দিল, তখনো সে টাকাগুলো আঁকড়ে ধরতে চাইছেন—যে টাকা তাঁর আর কোনো কাজে লাগবে না।

ভিক্টর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বিশালদেহী মানুষটিকে মরতে দেখল। যখন সে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল তখন ভিক্টর অসহায়ভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করলেন।

তিনি প্রথমে ক্যারী ও খোকার কথা ভাবলেন। তারপরেই মনে পড়ল সেই পুলিশ অফিসারটি বলেছিলেন যে তাঁর আশেপাশেই একজন না একজন পুলিশ থাকবেই। তিনি দরজা খুলে করিডোরে বেরিয়ে এলেন। একটু বাদে একটু দূরে আরেকটি দরজা খুলে একজন দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার লোক বেরিয়ে এল। সে ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে ভুরু তুলল।

ভিক্টর বলল, 'একটু এদিকে আসুন, ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

ডেনিসন একঘণ্টার মধ্যে হোটেলে এলেন। ভিক্টরের ঘরে ঢুকলেন তাঁর সঙ্গে ছিল সেই পুলিশ অফিসারটি এবং ম্যাসন। ডেনিসন ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে গালে হাত ঘষে টাকা ভর্তি স্যুটকেশটার দিকে তাকালেন।

'কত টাকা আছে ওটার মধ্যে?' ভিক্টর জানালেন কত টাকা আছে। ডেনিসন ম্যাসনের দিকে ঘুরে বললেন, 'হোটেলের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপচাপ মৃতদেহটা সরাবার ব্যবস্থা কোরো। কেউ যেন জানতে না পারে।' স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে বললেন, 'চলুন মিঃ ডারমট। আমরা অন্য কোথাও গিয়ে কথাবার্তাগুলো সারি।'

ক্র্যামারের ঘরে গিয়ে দু'জনে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলেন। ডেনিসন বিছানায় আর ভিক্টর ইজিচেয়ারে বসলেন।

ডেনিসন বললেন, 'বাকি তিনজন ডাকাতকে খুশি করবার পক্ষে যথেষ্ট টাকা আপনার হাতে এসেছে। আমার মনে হয়, এবার পুরোদমে কাজ শুরু করা উচিত। আপনি সোজা নষ্টনীড়ে গিয়ে ওদেরকে টাকাটা দিয়ে দিন। টাকা পেলেই ওরা সরে যাবে। নষ্টনীড় থেকে বেরোলে আমরা ওদের ফাঁকায় পাব। তখন আমার লোকেরা ওদেরকে ঘিরে ফেলবে। আপনি সঙ্গে একটা অস্ত্র নেবেন, মিঃ ডারমট।'

'না—ওখানে গেলেই প্রথমে ওরা আমায় সার্চ করবে। তখন পিস্তল পেলে বুঝতে পারবে যে কিছু একটা গোলমাল আছে।'

'আপনার গাড়িতে একটা পিস্তল লুকিয়ে রাখতে পারেন।'

'ওসব কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছি না। তাছাড়া পিস্তল চালানো আমার তেমন আসে না।'

'বেশ, ঠিক আছে। হয়ত আপনার যুক্তিই ঠিক। ওরা জানতে চাইবে ক্র্যামার কোথায়? বলবেন, অ্যারোহেড হোটেলে। সাতান্ন নম্বর কেবিনে অপেক্ষা করছেন। হোটেলে পৌঁছবার আগেই তাঁরা ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং বলতে বাধা নেই। কথাটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য শোনাবে।'

ভিক্টর সন্দেহের সুরে, 'বলছেন? ধরুন ওরা যদি ঐ হোটেলে ফোন করে ক্র্যামারের খোঁজ নেয়?'

'সে ব্যবস্থা আমি করে রাখব, মিঃ ডারমট। ওদের ফোন পেলে হোটেলের মালিক বলে দেবেন যে ক্র্যামার বেরিয়েছেন।'

'আমার ধারণা, ক্র্যামার অন্যদের জানাননি যে তিনি কত টাকা আদায় করছেন। সুতরাং ষোলো লাখ ডলারেই ওরা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। বাকি চেকগুলো আমায় দিয়ে দিন, আমি ভ্যান ওয়াইলিকে ফেরৎ দিয়ে দেব।'

চেকগুলো দিতে দিতে ভিক্টর বলল, 'হিসেব মতন আমার আরো দু'দিন পরে নষ্টনীড় ফেরবার কথা। এত আগে ফিরলে ওরা সন্দেহ করবে না?'

ডেনিসন জবাব দিলেন, 'বলবেন ক্র্যামার তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাইছিলেন। চেক ভাঙাতে কোন অসুবিধে না হওয়ায় আপনি চটপট কাজ সেরে নিয়েছেন। ওরা এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবে না।'

ভিক্টর দেখলো পছন্দ না হলেও উপায় নেই। বললো, 'ঠিক আছে। আমি এবার বেবিয়ে পড়ি।'

ডেনিসন ঘড়ি দেখে বললেন, 'দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে আপনি স্যান বার্নাডিনো পৌঁছে যাবেন। বালিয়াড়ির আড়ালে আড়ালে আমার লোকেরা বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে। তবু আপনি একটু সাবধানে কাজ করবেন। আমার বিশ্বাস, টাকা পেলেই ডাকাতগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পালাতে চেষ্টা করবে।'

ভিক্টর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমি কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না! আরেক রাত্রি আমার স্ত্রীকে ওখানে রাখতে আমি রাজি নই। আজই আমি নষ্টনীড়ে যাব।'

'দেখুন মিঃ ডারমট—'

তাঁকে থামিয়ে ভিক্টর বললেন, 'আমি আজ রাতেই ওখানে যাব। আমায় কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

হতাশ ভঙ্গীতে ডেনিসন বললেন, 'আপনার জায়গায় আমি হলেও বোধহয় একই কাজ

করতাম। ঠিক আছে, তাই করুন, কিন্তু সাবধান।'

ভিক্টর স্যুটকেশটা তুলে নিলেন, ডেনিসন টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

পাহারা দেবার পালা হার্পারের শেষ হলে, সে লেট্স্‌কে ঠেলে তুলতে যাচ্ছিল এমন সময় জেলডার আর্তনাদ কানে এল।

অন্য দু'জন পুলিশ অফিসারও সেই শব্দে জেগে উঠল। তাঁরা তিনজন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল।

লেট্স্ বলল, 'কী হচ্ছে ওখানে?'

হঠাৎ সেটা থেমে আবার গভীর—নীরবতা নেমে এল।

হার্পার বলল, 'আমি একবার দেখে আসি।'

লেট্স্ বলল, 'দাঁড়াও, এ কাজ তোমার চেয়ে আমি ভালো করতে পারব। ওদের সম্পূর্ণ অজান্তে যেতে হবে। আমাদের কাউকে দেখতে পেলে ওদের কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না।'

যুদ্ধের সময় ছোট রোগা চেহারার লেট্স্ জঙ্গলে জঙ্গলে স্কাউটের কাজ করেছে। হার্পারকে তাঁর যুক্তি মানতে হল যে লেট্স্ই একমাত্র সে কাজ সম্পন্ন করবার ক্ষমতা রাখে।

'ঠিক আছে, আলেক্স। চটপট রওনা হয়ে পড়। ব্যাপারটা জানা দরকার।'

লেট্স্ বালির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল। হার্পার রেডিও টেলিফোনে জানল ডেনিসন অফিসে নেই।

হার্পার কড়া গলায় বলল, 'তাঁকে খুঁজে বার করো। এখানে বিপদ দেখা দিয়েছে। একটি মেয়ের চীৎকার শোনা যাচ্ছে তাঁকে খবরটা দাও।'

মো-র গভীর ঘুম জেলডার চীৎকারে ভেঙ্গে গেল। চমকে, থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। সে যে কোথায় আছে, সে খেয়াল হতেই কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে সামনের কেবিনের দিকে তাকাল। দেখতে পেল জেলডা দু'হাতে নিজের মাথার চুল আঁকড়ে ধরে চীৎকার করছে।

রিফ দৌড়ে জেলডার কাছে এসে তার গালে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিল। চীৎকার থেমে গেল। এবার সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে রিফকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু রিফ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

বীভৎস গন্ধ আসছে সামনে পড়ে থাকা ভিয়েতনামী চাকরটির গলিত মৃতদেহ থেকে।

মো বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ক্যারীর ঘরে আলো জ্বলে উঠল, খোলা জানলা দিয়ে সভয়ে বাইরে তাকাল। ঘরের ভেতর থেকেই মৃতদেহের গন্ধ পাচ্ছে।

এবার জেলডা দৌড় লাগাল। রিফ তার পেছনে ছুটতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিস্তল হাতে মো-কে আসতে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।

চীৎকার করে মো জেলডাকে থামতে বলল, কিন্তু সে দৌড়েই চলল।

মো রিফকে বলল, 'ধরো মেয়েটাকে। পালিয়ে যাচ্ছে।'

রিফের সে কথা কানেই ঢুকল না। সে একদৃষ্টে ভিয়েতনামী লোকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সহসা সে অনুভব করল, জেলডাকে কোনদিন সে বিয়ে করতে পারবে না। প্রাচুর্যে ভরা নিশ্চিন্ত জীবনের স্বপ্ন তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

এতক্ষণে ভিয়েতনামী চাকরটির মৃতদেহ মো-র চোখে পড়ল। তাঁর লোমগুলো সব খাড়া হয়ে উঠল।

খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে চিতা খোশমেজাজে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল।

বাড়ির একশ' গজের মধ্যে লেট্স্ এসে পড়েছে। বুঝতে পারল উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে যাবে। দেখল মো এবং রিফ মাটিতে পড়ে থাকা একটা কালো বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরেই দেখল জেলডা ছুটে আসছে। জেলডাকে চিনতে পেরে ঝোঁকের মাথায় এক লাফে সে উঠে দাঁড়াল।

জেলডাকে থামিয়ে বলল, 'আমি পুলিশের লোক, সোজা দৌড়তে থাক ওখানে।'

লেট্স্‌কে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরোতে দেখল মো। জেলডাকে দেখল এক লাফে সরে আবার দৌড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মো-র পিস্তল থেকে গুলি ছুটল। সে ইচ্ছে করে ট্রিগার টানেনি। চমক ও ভয়ের ধাক্কায় আপনা থেকেই যেন ঘটে গেল।

মাথায় গুলি লেগে লেট্স্ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। জেলডা বালিয়াড়ির পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—'এসব কী হচ্ছে?' মো বলল, তাঁর মাথায় সবকিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 'ব্যাপারটা কী?'

রিফ লেট্স্-এর দিকে দৌড়ে গেল। আর চিৎ করে জামাকাপড় হাতড়াতে লাগল। সে লেট্স্-এর মানিব্যাগ পেল। বেরোল তার পুলিশী পদক, দেখেই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল। ছুটল মোর দিকে।

—'লোকটা পুলিশ!' মো-র কাছে গিয়ে, খিঁচিয়ে সে বলল, 'বুদ্ধু কোথাকার, লোকটাকে খতম করে দিয়েছ।'

পাগলের মত জেলডা ছুটে চলেছিল। হার্পার তাকে দেখে হাত চেপে ধরল।

'আমরা পুলিশ অফিসার, ভয় পেয়ো না।' বলেই সে জেলডার মুখ চেপে ধরল, যাতে চীৎকার করতে না পারে। জেলডা ছাড়া পাবার চেষ্টা করল, ভয়ে তাঁর দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। হার্পার মন্ত্রের মত আউড়াতে লাগল যে সে পুলিশের লোক। পরে জেলডা কথাটা বুঝতে পেরে ধস্তাধস্তি থামাল। তাঁর শরীর শিথিল হয়ে হার্পারের গায়ের ওপর পড়ল।

হার্পার উত্তেজিত গলায়, 'জ্যাক। একে এক্ষুনি ডেনিসনের কাছে নিয়ে যাও। এই মিস্ ভ্যান ওয়াইলি।'

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ব্রডি বলল, 'বাড়িতে যে একটা মেয়ে ও বাচ্চা রয়েছে। তাদের কি হবে?'

হার্পার বলল, 'যা বলছি তাই করো। আমি ওদের যা পারছি করছি।'

জেলডাকে একরকম টেনে ব্রডি নিয়ে চলল বালিয়াড়ির পেছনে লুকানো জীপের দিকে।

হার্পার দেখতে পেল তিনটি মূর্তি বাড়ির ভেতর ঢুকল। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেল একটা ঘরের আলো নিভে গেল।

সবে জীপ স্টার্ট দিয়েছে, এমন সময় সে এবং জীপে বসা ব্রডি দূরে একটি গাড়ির হেডলাইট দেখল। জেলডা ব্রডির পাশে বসে হিস্টিরিয়া রোগিনীর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার বাহুতে একটা চাপড় মেরে ব্রডি জীপ থেকে নেমে পড়ল। হার্পার এসে তার পাশে দাঁড়াল। দু'জনে পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসা গাড়িটার রাস্তা আটকে দাঁড়াল।

ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ভিক্টর। এমন সময় ভিক্টর এক ভয়াবহ কান্নার শব্দ শুনতে পেল—একটি মেয়ে অস্বাভাবিক শুকনো গলায় কেঁদে চলেছে। ভয়ের শিহরণ তার গায়ে বয়ে গেল।

।। এগারো ।।

মো এবং তার ভাই-এর মুখে কীরকম আতংক ফুটে উঠেছে চিতা তা পর্যবেক্ষণ করছিল। দু'জনেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। তাদের মুখের অভিব্যক্তি দেখে চিতা রীতিমত মজা পাচ্ছিল। সত্যিকারের বড় কাজ যখন হাতে আসে আর প্রতিপক্ষের প্রবল ক্ষমতা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়—তখনই বোঝা যায় কে পুরুষ আর কে নাবালক। এদের দু'জনের কাউকেই খাঁটি পুরুষমানুষ বলা চলে না।

কর্কশ গলায় মো বলল, 'ওখানে ঐ মড়াটা কার?'

'কী মনে হয় তোমার? ঐ হলদে চামড়ার চাকরটা। তাকে খুন করতে হয়েছিল। আর তুমি এখন স্রেফ চোরাবালিতে পা ডুবিয়েছ। পুলিশ খুন করে কেউ রেহাই পায় না।'

মো বদ্ধ গলায় বলল, 'আমি ইচ্ছে করে এ কাজ করিনি। গুলিটা হঠাৎ ছুটে গেল। আমি খুন করতে চাইনি।'

নরম গলায় চিতা বলল, 'আদালতে সেই কথাই বোলো।'

রিফ তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুই চুপ কর তো। একটা পুলিশ যখন দেখেছি তখন আরো পুলিশ লুকিয়ে আছে। সুতরাং পুরো ব্যাপার নির্ঘাত ফাঁস হয়ে গেছে।'

খিলখিল করে চিতা হেসে উঠল। 'সত্যি নাকি। ভাগ্যিস তুই বললি।'

মো কাঁপা পায়ে দালান পেরিয়ে ক্যারীর ঘরে ঢুকল।

ততক্ষণে ক্যারী জানলা বন্ধ করে চটপট স্ল্যাক্স আর শার্ট পরে নিয়েছে। মো দেখল সে ভয়ে সাদা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক অবস্থায় খোকার পাশে দাঁড়িয়ে।

মো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তখনো তাঁর হাতে পিস্তল রয়েছে। ক্যারী ভয়ে শিউরে উঠল।

মো পিস্তল রেখে বলল, 'ভয় পেয়ো না আমরা বিপদে পড়েছি।—তুমি শুনছ তো?'

'হ্যাঁ—আমি শুনেছি।'

মো ব্যাপারটা কাউকে বোঝাবার জন্য ব্যাকুল, হুড়মুড় করে বলল, 'বাইরে একজন পুলিশ অফিসার লুকিয়ে ছিল। আমি তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছি। একজন লোককে হঠাৎ নড়তে দেখে পিস্তল থেকে গুলি ছুটে গেল। আমি ইচ্ছে করে করিনি। জীবনে কখনো আমি মানুষ খুন করিনি। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আমি সত্যি কথাই বলছি। যাক এখন আমাদের সামনে খুব বিপদ। তোমার ও বাচ্চারও সামনে বিপদ। আমার হাতে তোমাদের বিপদ হবে না—মনে রেখো। আমি তোমাদের ভালোর চেষ্টাই করবো। কিন্তু অন্য দুজন ঝামেলা বাধাতে চাইবে। তুমি এখনো আমার সঙ্গে আছো তো?'

এই ভীত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল ক্যারী, 'হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গেই আছি।'

'আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না—বুঝতে পারছি। কিন্তু আগে তোমার ব্যবস্থা করে যাবার চেষ্টা করবো। তুমি এখানে থাকো, আর আমি যা বলব ঠিক তাই করবে।'

মো এসে দেখল রিফ এখনো জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আর চিতা একটা চেয়ারের হাতলে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

চড়া গলায় রিফ বলল, 'এবার আমরা কী করব শুনি?'

মো বলল, 'আমরা গাড়িতে চড়ে চম্পট দেবার চেষ্টা করব।' কাজটা মারাত্মক হলেও এখন মৃত্যু ছাড়া কিছুই চাইবার নেই। গুলির মুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলেই সে সুখী হয়। কারণ সে আবার জেলে ফেরার কথা ভাবতেও পারছে না। তাঁর একমাত্র কামনা—মৃত্যুটা যেন তাড়াতাড়ি হয় আর ডারমটের বাচ্চার যেন কোনো বিপদ না হয়। 'আমরা খিড়কির দরজা দিয়ে পালাব।'

চিতা বিস্ময়ভরা গলায় বলল, 'কী করতে চাইছ তুমি বলো দেখি, আত্মহত্যা?'

'এছাড়া পালাবার পথ নেই। আমরা ওদের চোখ ধাঁধিয়ে পালাব। চলো, পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলবার আগে পালাতে হবে।'

রিফ দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু চিতা তাঁর রাস্তা আড়াল করে দাঁড়াল। 'রিফ। বোকার মত কাজ করিসনে। বাড়ি থেকে বেরোলেই ওরা আমাদেরকে গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে দেবে।'

মো বলল, 'ওর কথায় কান দিও না। চলো—পালানো যাক।'

চিতার চোখে সেই অতি পরিচিত আগুনের ঝলক, রিফ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

চিতা বলল, 'মোটকুর কথা শুনিসনে। পালাবার সময় ডারমটের বৌকে সঙ্গে নিতেই হবে। সে গাড়িতে থাকলে কেউ গুলি চালাতে সাহস করবে না।'

সহসা নিশ্চিন্ত হাসি হেসে রিফ বলল, 'মাইরী, মাথা আছে বটে তো।'

সে ক্যারীকে আনবার জন্যে পা বাড়াতেই মো পিস্তল তুলে বলল, 'দাঁড়াও। ও মতলব ছেড়ে দাও। প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয় আমরা তিনজনেই নেব—মিসেস ডারমটকে সঙ্গে নেওয়া চলবে না।'

বালিয়াড়ির পেছনে ভিক্টর, হার্পার ও ব্রডি কথা বলছিল।

হার্পার উত্তেজিত গলায় বলল, 'দেখুন, মিঃ ডারমট, পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আমাদের উপস্থিতির কথা ওরা জেনে গেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের একজনকে ওরা খুন করেছে। আরো লোকজন না আসা পর্যন্ত কিছুই করা উচিত নয়।'

ভিক্টর ভয়ে আশঙ্কায় বলল, 'আমার বৌ ছেলে ঐ বাড়িতে রয়েছে। আপনি কি বলতে চান তাদেরকে খুনীদের হাতে ফেলে চুপচাপ আপনার দলবল আসার অপেক্ষায় থাকব? এক্ষুনি আমি ওখানে যাবো। আমার কাছে মুক্তিপণের টাকা আছে। ওরা টাকা পেলেই চলে যাবে। তারপর তাঁরা পালালো না পালালো তাতে কি? আমার বৌ-ছেলের নিরাপত্তার কথাই আগে ভাবব।'

হার্পার বলল, 'আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু ওরা পুলিশের খবর পেয়ে গেছে তাই টাকা পেলে ওরা পালাবে ঠিকই। কিন্তু পালাবার সময় আপনার স্ত্রী-পুত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। যাতে আমরা গুলি না চালাই। এমন কি শেষে খুন করেও রেখে যেতে পারে। অতএব এখন আপনার টাকা নিয়ে ওখানে যাওয়া চলবে না।'

ইতিমধ্যে ব্রডি জীপে ফিরে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ছুটতে ছুটতে হাজির হল।

'ডেনিসন রেডিও টেলিফোনে কথা বলছেন। উনি তোমায় ডাকছেন।'

রেডিও টেলিফোনের দিকে হার্পার দৌড়ল। পিছু পিছু ব্রডিও গেল। ভিক্টর একা একটু ইতস্ততঃ করে নিজের ক্যাডিলাক গাড়িতে চেপে তীরবেগে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে বেরিয়ে গেল।

চটপট হার্পার ডেনিসনকে সব জানাল।

'আর এখন মিঃ ডারমট গাড়ি করে বাড়িটার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। আমি বারণ করেছিলাম, কিন্তু উনি শুনলেন না।'

অসন্তুষ্ট হয়ে ডেনিসন বললেন, 'সবকিছু গোলমাল করে বসে আছো। মিস ভ্যান ওয়াইলিকে সরিয়ে দাও। সে নিজে জীপ চালাতে পারবে?'

'ব্রডি বলছে সেটা সম্ভব নয়। মেয়েটা একেবারে মৃগীরোগীর মত কান্নাকাটি করছে।'

'তাহলে ব্রডিকে বলো মেয়েটাকে তাঁর বাবার কাছে পৌঁছে দিতে।—আমার বিশ্বাস, ডাকাতগুলো নিরাপত্তার জন্য মিসেস ডারমটকে সঙ্গে নেবে। ওরা সত্যিই যদি মিসেস ডারমটকে নিয়ে পালায়, আমাকে খবর দেবে। কারণ, আমি ওদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করব। বাড়ির ধারেকাছে যেও না। যা যা হচ্ছে, সব আমায় জানাবে।'

রিফ ও চিতা পিস্তলধারী মো-র দিকে তাকিয়ে ছিল।

রিফ দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? ও মেয়েটাকে সঙ্গে নিলেই তো কেল্লা-ফতে। আমাদের আর কোন অসুবিধে হবে না পালাতে।'

মো ক্লান্তভাবে বলল, 'সে আর কতক্ষণের জন্য? ওকে সঙ্গে নিলে আমাদের ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না। ও এখানেই থাকবে।'

চিতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'ওকে না নিয়ে আমরা যাব না।'

মো কঠিনমুখে বলল 'যা বলছি, তাই করো। তোমরা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছ। আমি আর কিছুর পরোয়া করি না। হয় আমার কথা শোনো নয়তো দু'জনকেই আমি শেষ করে দেব।'

ঠিক তখুনি ভিক্টরের গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলো জানালার পর্দায় এসে পড়ল। মো জানালাব দিকে ছুটে গেল। চিতা সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিটকে ফেলে দিল। তার হাতের অস্ত্র চিতা ছিনিয়ে নিয়ে পিছু হটল। মো-র দিকে পিস্তল তুলে হিংস্রভাবে বলল, 'এখন থেকে যা করবার আমরাই করব।'

ততক্ষণে রিফ জানালা দিয়ে উঁকি মারছে। চিতা ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। রিফ ভিক্টরের গাড়ি চিনতে পারল। সে ভিক্টরকে নামতে দেখল।

'ডারমট এসেছে।'

চিতা বলল, সাবধান, গা ঢাকা দিয়ে থাক।'

'পিস্তলটা আমায় দে।'

পিস্তলটা চিতা রিফকে দিল। রিফ আবার উঁকি দিল। ভিক্টর বাড়ির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিক্টর হাঁক দিল, 'আমি একলা আছি। টাকা নিয়ে এসেছি।'

রিফ বলল, 'একলা এসে থাকলে তোমারই মঙ্গল দোস্ত। আমার পিস্তল তোমার দিকে আছে। টাকা নিয়ে সোজা চলে এসো।'

রিফ চিতাকে বলল, 'দরজা খোল।'

মো-র দৃষ্টি ঘরের আনাচে কানাচে একটা অস্ত্রের খোঁজে ঘুরছিল। তাঁর কাছেই টেবিলের ওপর ব্রোঞ্জের তৈরী ছোট একটা নগ্ন নারীমূর্তি ছিল। পায়ে পায়ে সে এসে টেবিলের পাশটিতে দাঁড়াল।

রিফ ঘুরে তাকাল 'কোনো চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না, মোটকু।'

মো বলল, 'কিছুই করবার নেই। সব শেষ হয়ে এসেছে। আমরা আর পালাতে পারব না।'

'চুপ করো। তুমি না পারলেও আমরা ঠিকই পালাব।'

ভিক্টর ঘরে ঢুকল, পেছনে চিতা।

হিংস্রভাবে রিফ বলল, 'পুলিশ তাহলে এসে গেছে, কি বল ইয়ার। এ তোমার বদমায়েশী?'

ভিক্টর বলল, 'ওখানে দু'জন পুলিশ ছিল। একজন মারা গেছে। অন্যজন ভ্যান ওয়াইলিকে পৌঁছতে গেছে।'

জীপ স্টার্ট দেবার আওয়াজ ভেসে এল। জীপের হেডলাইট আলোকিত করে দ্রুত গতিতে পীট শহরের দিকে চলে গেল।

রিফ মুখ ভ্যাংচাল, 'বটে? ভেবেছ তোমার ভাঁওতায় আমি বিশ্বাস করব? চটপট বলো দেখি, ওখানে ঠিক ক'জন আছে?'

'এখন কেউ নেই। তবে শীগগিরই ওরা ফিরে আসছে। আর একঘণ্টার মধ্যে পুরো জায়গাটা পুলিশে ছেয়ে যাবে। তোমাদের টাকা নিয়ে সোজা দৌড় দাও।'

রিফ বলল, 'আলো জ্বালা। তা ক্র্যামার কোথায়? তিনি এলেন না কেন?'

ভিক্টর বলল, 'তিনি আসবেন কেন? তোমাদের ভাগের টাকা পাঠিয়েই তিনি সরে পড়েছেন।'

রিফ স্যুটকেসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কত আছে এতে?'

'ষোলো লাখ ডলার।'

'মিথ্যে কথা।'

'নিজের চোখেই দেখ তাহলে' বলে তালা খুলে ডালা তুলে সরে দাঁড়াল।

ক্রেন ভাইবোন দু'জন রাশিকৃত টাকা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। রিফ এতদূর সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল যে পিস্তল নামিয়ে স্যুটকেসের দিকে এগিয়ে গেল। মো-র কাছাকাছি আসতেই মো বিদ্যুৎবেগে ব্রোঞ্জের মূর্তিটা তুলে সজোরে রিফের কব্জিতে আঘাত করল। এত দ্রুত যে কেউ বোঝবার সময়ই পেল না।

পিস্তল খসে পড়ল রিফের হাত থেকে। মো পিস্তল তুলে তাদের দু'জনের দিকে তুলে ধরল।

চিতা চেয়ারের হাতলের ওপর বসে রইল—নির্বিকার ভাবে, কিন্তু দুই চোখ জ্বলছে।

মো বলল, 'সত্যি কথা বলুন, মিঃ ডারমট। বাইরে কি পুলিশ আছে? আমি এ দু'জনকে ধরিয়ে দিতে চাই—নিজেও ধরা দেব আমি। বাইরে যদি পুলিশ থাকে, তাদের ডেকে আনুন।'

ভিক্টর বলল, 'একজন অফিসার আছে।'

'ঠিক আছে, তাকেই ডাকুন তাহলে।'

রিফ কব্জিতে হাত বুলোতে বুলোতে গালাগাল দিল। ভিক্টর দরজার দিকে গেল। আর মো রিফের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিতার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছিল। তাই সে দেখতে পেল না কখন চিতার হাত ধীরে ধীরে চেয়ারের কুশনের নীচে ঢুকে গেল। আগের দিন রাত্রে সে ভাইয়ের পকেট থেকে ভিক্টরের রিভলবারটা হাত সাফাই করে কুশনের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল।

ভিক্টর দালানে বেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় শোবার ঘর থেকে ক্যারী বেরিয়ে এল।

সে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভিক। তাই যেন মনে হল তোমার গলার আওয়াজ পেলাম।'

তাকে জড়িয়ে ধরল ভিক্টর, 'সব ঠিক আছে তো ডার্লিং। এক মিনিট দাঁড়াও—আমি পুলিশ অফিসারটিকে ডেকে আনি। আমি—'

সহসা বসবার ঘর থেকে গুলি চালানোর কানফাটা শব্দ ভেসে এল।

চিতা কুশনের নীচে রিভলবারের সেফটি ক্যাচ সরিয়ে সেটা বার করেছে। তারপর মো-র পিঠের ওপর লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টেনেছে।

মো বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল, কিন্তু কোনরকম যন্ত্রণা অনুভব করল না। মনে হল কেউ যেন তাকে একটা কাপড় জড়ানো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে। উল্টে পড়ে গেল সে, পিস্তল ছিটকে পড়ল রিফের পায়ের কাছে। চিতার মুখটা এক কঠিন সাদা মুখোশের মত দেখাচ্ছে। মো ওঠবার চেষ্টা করতেই, মো-র মাথার ওপর লক্ষ স্থির করে আরেকবার ট্রিগার টিপল।

মো মায়ের কথা ভাবছিল। তিনি মরবার আগে ভয় পেয়েছিলেন কিনা। মায়ের মৃত্যুর পর তার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। সে যদি ক্র্যামারের প্যাঁচে না পড়ত, তাহলেও ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়াত। সারাটা জীবন সে মা ছাড়া কাউকে আপন বলে ভাবতে পারেনি। সুতরাং মায়ের জীবন শেষ হবার সাথে সাথে তাঁর জীবনের তাৎপর্যও শেষ হয়ে গেছে।—একটুও ব্যথা করছে না, তবু বুঝতে পারছে যে মৃত্যু আসছে। আর যাইহোক, সেই জঘন্য জেলখানায় তাকে আর ফিরে যেতে হবে না। দ্বিতীয় বুলেটটি এসে তাকে শেষ করবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে ডারমটের বাচ্চার কথা ভাবছিল।

মো-র পিস্তলটা রিফ তুলে নিল।

'শালা আমার কব্জিটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।'

'আঃ, চুপ কর।' বলে চিতা দরজার কাছে গিয়ে ভিক্টর ও ক্যারীর দিক রিভলবার তুলে ধরল।

চিতা বলল, 'ভেতরে এসো। সাবধানে।'

ক্যারী মো-র মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে চাপা আর্তনাদ করে ভিক্টরের কাঁধে মুখ লুকালো।

চিতা বলল, 'টাকাটা তুলে নিয়ে গাড়িতে রাখ।'

রিফ খেঁকিয়ে উঠল, 'পারব না। আমার কব্জি ভেঙ্গে গেছে।'

'যা বলছি তাই কর! তোর কব্জির নিকুচি করেছে।'

রিফ গালাগাল দিতে দিতে পিস্তলটা হিপ পকেটে ঢুকিয়ে, স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করে বাঁ'হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভিক্টর ও ক্যারীর দিকে চিতা তাকাল, 'ওকে আমিই খুন করেছি। সুতরাং আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। আমরা যাচ্ছি, কিন্তু তোমার বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

ভিক্টর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'ওকে তোমরা নিয়ে যেতে পারো না। কখনো না।'

'রাস্তা ছাড়ো, আর একবারও যেন বলতে না হয়।'

ক্যারী ভিক্টরের হাত ছাড়িয়ে সরে এল।

সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি। ভিক্ দোহাই—'

'না, আমি যাব। একজন গেলেই তো হল? আমার স্ত্রীকে বাচ্চার দেখাশোনা করতে হবে।'

রিফ ঘরে ঢুকল, ভিক্টরের পেছন দিকে সে ছিল। চিতা মাথা নাড়ল। ক্যারী শেষ মুহূর্তে রিফকে দেখতে পেল, কিন্তু চেঁচিয়ে সাবধান করবার আগেই রিফ ভিক্টরের মাথার পেছনে পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল। ভিক্টর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। ক্যারী সেদিকে এগোতেই রিফ তাকে ধরে ফেলল।

দ্রুতকণ্ঠে চিতা বলল, 'চল, চল। চটপট সরে পড়া যাক।'

ক্যারীকে একরকম টানতে টানতেই দু'জনে তাকে ক্যাডিলাক গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। চিতা ড্রাইভারের জায়গায় বসল আর রিফ ক্যারীকে পেছনের সীটে ঠেলে দিয়ে নিজে তার পাশে বসল। চিতা গাড়ি চালিয়ে দিল।

রিফ কাঁপা গলায় বলল, 'ওরা গুলি চালাবে নাকি?'

'আমায় জিজ্ঞেস করছিস কেন? এক্ষুনি নিজেই জানতে পারবি।'

ক্যারীকে ঢালের মত সামনে ধরে রিফ মাথা নীচু করে বসে রইল। চিতার দিকে তাকাল—চিতা দুই হাত স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রেখে গাড়ি চালাচ্ছে লোহার গেটের দিকে।

নষ্টনীড়ের আশপাশের এলাকার একটা ম্যাপে ডেনিসন চোখ বুলোচ্ছিলেন। এমন সময় হার্পারের ফোন এল।

হার্পার খবর দিল, 'এইমাত্র ওরা পালাল। আমি কেবল, দুটো মেয়ের চেহারা দেখতে পেলাম গাড়ির ভেতর। অন্য ডাকাতগুলো হয়তো গাড়ির মেঝেতে মাথা গুঁজে রয়েছে। একটি মেয়ে

গাড়ি চালাচ্ছিল, আর অন্যজন পেছনের সীটে। ডারমটের ক্যাডিলাক গাড়িটা নিয়ে গেছে। গেট থেকে বাঁদিকে মোড় নিল, অর্থাৎ বোস্টন ক্রীকের দিকে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, টম। বাড়িতে গিয়ে ঢোকো। দেখ ডারমটের কি হল। সাবধানে যেও, শীগগির সব জানাও। আমি অপেক্ষা করছি।'

রেডিও টেলিফোনটা কাঁধে ঝুলিয়ে হার্পার পিস্তল হাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে দৌড়ল।

বাড়ির সামনে আসতেই দেখল ভিক্টর টলমল করে সদর দরজায় এসে দাঁড়াল।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ভিক্টর বলল, 'ওরা আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে। আপনারা কিছু করতে পারছেন না? এরা যে ক্যারীকে নিয়ে চলে গেল।'

হার্পার বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করতেই ভিক্টর তার হাতে খামচে ধরল।

'কোন দিকে গেছে ওরা?'

'বোস্টন ক্রীকের দিকে। এখানে গোলাগুলি চলছিল কেন বলুন তো?'

'নিজের চোখেই দেখে নিন, ওখানে একজন মরে পড়ে আছে।'

বসবার ঘরে ঢুকে হার্পার দেখল মো মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দেহটাকে চিৎ করে দেখল সত্যিই মরেছে কিনা। তারপর রেডিও টেলিফোন চালু করল।

ডেনিসন ততক্ষণে চারিদিকে জাল ছড়িয়ে দিয়েছেন—বোস্টন ক্রীকের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি টহলদারী পুলিশকে ভিক্টরের ক্যাডিলাক গাড়ির খোঁজ করতে বলা হয়েছে, প্রতিটি পেট্রোল পাম্পকে বলে দেওয়া হয়েছে। এলাকার সবকটি এয়ারপোর্টকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

ডেনিসন গম্ভীর হয়ে গেলেন সব শুনে।

ডেনিসন বললেন, 'ওরা তো আর অনন্তকাল গাড়ি চালাবে না। একসময় না একসময় থামাতেই হবে। অবশ্য যতক্ষণ মিসেস ডারমট ওদের হাতে রয়েছেন ততক্ষণ আমরা ওদের আটকাতে পারব না। তুমি অফিসে ফিরে এস, টম। মিঃ ডারমটকে নিয়ে এসো। তাকে বলো আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করবার।'

হার্পারের কানে একটা মোটর গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ এল।

'একটু ধরুন, কর্তা,' বলেই সে জানলার দিকে গিয়ে দেখল ভিক্টর মো-র লিংকন গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করে রাস্তায় নামিয়ে আনল, তারপর উধাও হয়ে গেল।

হার্পার মাইকের কাছে এসে বলল, 'ডারমট পালিয়েছে। ভদ্রলোকের মাথায় ঢুকেছে যে হয়তো তিনি ক্যাডিলাক গাড়িটা ধরতে পারবেন।' এবার একটা বাচ্চার একটানা কান্নার শব্দ। 'হে ভগবান, এখন আবার ডারমটের বাচ্চাটা কান্না জুড়েছে। কী করব আমি?'

'শীগগির তোমারও বিয়ে হবে। তোমারও বাচ্চা-কাচ্চা হবে। এখন থেকে অভ্যাস থাকা ভাল। তুমি বরং বাচ্চাটাকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে এস।'

২

ঘণ্টায় পঁচাশি মাইল বেগে ক্যাডিলাক গাড়িটা বোস্টন ক্রীকের দিকে ছুটল। চিতার মন উল্লাস ও বেপরোয়া উত্তেজনায় ভরে উঠেছে। ইতিমধ্যেই সে পালাবার একটা মতলব ভেবেছে। তাদের কাছে নগদ ষোলো লাখ ডলার আর এক জোড়া আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এখন তাদের অসাধ্য কিছু নেই।

রিফ বলল, 'কোন চুলোয় যাচ্ছিস তুই? এত জোরে চালালে গাড়ি উল্টে যাবে।'

একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে গাড়িটা বিপজ্জনক ভাবে কাত হয়ে গেল। অনেক ধস্তাধস্তির পর গাড়ি সোজা হলে চিতা আবার তুমুল গতিতে ড্রাইভ শুরু করল।

সভয়ে রিফ চীৎকার করল, 'শুনতে পাচ্ছিস না? গাড়ি উল্টে যাবে।'

'আঃ, চুপ কর।'

'কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

'ধারে কাছে নিশ্চয় একটা এয়ারপোর্ট আছে। আমাদের মেক্সিকো পালানো একমাত্র উপায়। একবার যদি একটা প্লেন ভাড়া করে বর্ডার পেরিয়ে মেক্সিকোতে ঢুকে পড়তে পারি, তাহলে আমাদের কেউ ছুঁতে পারবে না।'

'মাইরি, বুদ্ধি আছে বটে তোর। সত্যি, একবার মেক্সিকো পলাতে পারলেই এখানকার পুলিশ

আর কিছু করতে পারবে না।'

চিতা বলল, 'গাড়ির ভেতর কোথাও একটা রোড ম্যাপ আছে কিনা দ্যাখ। সবকিছু আমাকেই করতে হবে নাকি?'

'চটছিস কেন?' বলে রিফ সামনে এসে চটপট গাড়ির সবকটা খোপর খুঁজল। কিন্তু কোনো রোড-ম্যাপ দেখতে পেল না। ক্যারীর দিকে ঘুরে বলল, 'কাছাকাছি কোনো এয়ার পোর্ট আছে?'

এ এলাকার কোথায় এয়ারপোর্ট আছে তা সে জানত, কিন্তু এদেরকে সাহায্য করবার তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।'

'আমি জানি না।'

দাঁত খিঁচিয়ে, ঘুঁষি পাকিয়ে রিফ বলল, 'শিগগীর বলো এয়াপোর্ট কোথায়? ওসব ধাপ্পা আমি শুনতে চাই না। দাঁত ভেঙে দেব।'

'আমি জানি না।'

চিতার দিকে তাকাল রিফ, 'এখন তাহলে কী করবি?'

চিতা বলল, 'খুঁজে বার করতে হবে। পেট্রোল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তুই মেয়েটার পাশে গিয়ে বোস। পরের পেট্রোল পাম্পটায় থামতে হবে। তোর পিস্তল তৈরী রাখিস।'

পৌঁছনোর শীর্ষে গিয়ে রিফ বলল, 'শোনো সখি! টুঁ শব্দটি যেন না বেরোয়। শয়তানী করবার চেষ্টা করলে স্রেফ খতম।'

তাঁরা বোস্টন ক্রীকের কাছাকাছি এসে একটা পেট্রোল পাম্প দেখতে পেল।'

আস্তে করে চিতা বলল, 'গোলমাল বাধতে পারে, সাবধানে থাকিস রিফ।' নিজের রিভলবারটা সে উরুর নীচে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর গাড়ি ঢোকাল পেট্রোল পাম্পে।

একজন লম্বা-চওড়া, স্মিত চেহারার অ্যাটেন্ড্যান্ট গাড়িটা দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এল।

চিতা বলল, 'ট্যাঙ্ক ভর্তি করে দাও। ঝাড়পোছ করবার দরকার নেই। আমাদের তাড়া আছে।'

লোকটি হেসে হেসে পাইপের মুখটা গাড়ির ট্যাঙ্কের ভেতর দিয়ে বলল, 'তাড়া নেই কার? তেল, জল, চাকার হাওয়া সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

ক্যারীর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে রিফ একটা স্যুটকেসের ডালা খুলে একটি একশ ডলারের নোট বার করল।

অ্যাটেন্ড্যান্ট লোকটি বকবক করে চলল, 'তবু ভালো যে আপনারা টেলিফোন করতে চাইলেন না, ওটা সারাদিন ধরে খারাপ। আমায় পাগল করে তুলেছে। এই রাস্তা দিয়ে যে-ই যায় তাঁরই টেলিফোন করবার দরকার হয়।'

চিতা বলল, 'তাড়াতাড়ি হাত চালাও। আমাদের ফোনের দরকার নেই। আচ্ছা, কাছাকাছি এরোপ্লেন-ট্যাক্সির কোনো স্টেশন আছে?'

লোকটি বলল, 'আছে বৈকি! এই রাস্তা ধরে মাইল দু'য়েক গিয়ে বাঁদিকে ঘুরতে হবে। বাঁকের মাথায় একটা সাইনবোর্ডও আছে। ছোট স্টেশন, দু'জন কমবয়সী ছেলে এই ব্যবসাটা করে। অবশ্য পয়সাকড়ি তেমন আসে না, কারণ কাছেই একটা বড় এয়ারপোর্ট আছে। তবে তাড়াতাড়ি প্লেন ভাড়া করতে চাইলে এখানেই সুবিধে হবে।'

ট্যাঙ্ক থেকে হোসপাইপটা বার করে রিফের হাত থেকে একশ ডলাব নিয়ে লোকটা বলল, 'ছোট নোট নেই?'

'না।'

বেশ কিছু সময় লাগল নোটটা ভাঙিয়ে আনতে। রিফ বা চিতা ধারণাও করতে পারল না যে এই পেট্রোল পাম্পের টেলিফোন খারাপ থাকায় তাদের কতবড় সুবিধে হল। বোস্টন ক্রীক থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে একমাত্র পেট্রোল পাম্প যাকে পুলিশের লোকেরা ফোনে ধরতে পারেনি এবং ক্যাডিলাক গাড়িটি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেনি।

চিতা রাজপথ দিয়ে তীরবেগে গাড়ি ছোটালো। চিতার এই পালানোর মতলবটা রিফের যুৎসই মনে হচ্ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করতেই তাঁর মনে হল, ব্যাপার অত সহজ নয়।

সে বলল, 'এই, মেক্সিকো যেতে পাসপোর্ট লাগবে না? প্লেনওয়ালারা যদি নিয়ে যেতে বাজি না হয়?'

চিতা বলল, 'একশোবার রাজি হবে। আমাদের কাছে ষোলো লাখ ডলার ও দুটো পিস্তল আছে। রাজি হতেই হবে।'

'কিন্তু এ মেয়েটাকে নিয়ে কী করব? একে কোন কাজে লাগবে?'

'তোর কি মনে হয়? যতক্ষণ না আমরা নিরাপদ হচ্ছি ও আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

'কী মনে হয় তোর? আমরা পালাতে পারব?'

'জানি না। তবে পালাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।'

সামনে একটা সস্তা সাইনবোর্ড দেখা গেল, তাতে লেখা,—বসউইক বিমান-ট্যাক্সী কেন্দ্র, দু মাইল।

চিতা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা বেয়ে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলল।

।। বারো।।

যখন ভিক্টর নষ্টনীড়ে ফিরছিল তখন তার ক্যাডিলাক গাড়িতে অল্পই পেট্রোল ছিল। বোস্টন ক্রীকে পৌঁছনোর আগে ক্রেন ভাইবোনদের পেট্রোল নিতে থামতেই হবে। ওদের দশ মিনিট পরে ভিক্টর রওনা হয়েছে। ওরা যদি পেট্রোল নিতে গাড়ি থামায় তবে ভিক্টর জোরে গাড়ি চালালে ওদের ধরতে পারবে। ক্যারীর কাছাকাছি পৌঁছনো ছাড়া সে অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না।

ভিক্টর লিংকন গাড়িটাকে এত জোরে চালাচ্ছিল যে পরপর তিনবার সে এগিয়ে আসা ড্রাইভারদের ঘাবড়ে দিয়ে বিদ্যুতের মত বেরিয়ে গেল। স্পীডোমিটার কাঁটা একশ দুই মাইলের ওপর স্থির হয়ে আছে। এ গাড়ি এত জোরে যেতে পারে না।

এখন তাঁর আপশোস হচ্ছে ডেনিসনের অস্ত্র না নেওয়ার জন্য। যদি সে ক্যাডিলাককে ধরে ফেলতে পারে, তখন সে কী করবে? ওদের দু'জনের কাছেই অস্ত্র আছে। সে কোন উপায়ে ক্যারীকে মুক্ত করবে?

পাশের একটা গাড়ি পেরিয়ে ভিক্টর চলে গেল। তীব্র হর্নের আওয়াজ তাঁর কানে এল। পিছিয়ে পড়া গাড়িটার ড্রাইভার চমকে শেষে হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ভিক্টর সামনে একটা 'ক্যালটেক্স' পেট্রোল পাম্প দেখতে পেল। রাস্তায় এই প্রথম পেট্রোল পাম্প। নিশ্চয় এখানেই ওরা পেট্রোলের জন্য থেমেছিল। তারপর সজোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

একটি উর্দিপরা লম্বা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। ভিক্টর গাড়ি থেকে নামল।

লোকটি বলল, 'আরে সর্বনাশ! আমায় ঘাবড়ে দিয়েছিলেন, আগুন নেভাতে ছুটছেন নাকি?'

ভিক্টর প্রশ্ন করল, 'মিনিট দশেক আগে একটা নীল-সাদা ক্যাডিলাক এখানে কি পেট্রোল নিতে এসেছিল? গাড়ির ভেতর দু'জন মেয়ে আর একজন ছেলে ছিল?'

খুশী গলায় লোকটি বলল, 'বাঃ, নিশ্চয়! এই মিনিট পাঁচেক তারা গেল। তারা আপনার বন্ধু বুঝি?'

বন্ধুই বটে! দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভিক্টর বলল, 'কোথায় যাচ্ছে কিছু বলল?'

'একটি মেয়ে আমায় জিজ্ঞেস করছিল যে কাছাকাছি কোনো এরোপ্লেন-ট্যাক্সীব স্টেশন আছে কিনা। আমি বসউইক এয়ারপোর্টে যেতে বলেছি।'

'তোমার টেলিফোন আছে?'

'আজ সারাদিন ধরে ফোনটা খারাপ হয়ে আছে। দুঃখিত, কিন্তু কোনো উপায় নেই—ওফ্, এই নিয়ে কতবার যে এই একই কথা বলতে হল—।'

ভিক্টর গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'একটা বন্দুক পিস্তল কিছু ধার দিতে পারো?'

বিস্ফারিত চোখে লোকটি বলল, 'বন্দুক? তার মানে?'

'বাদ দাও।'

'বন্দুক চাইলেন কেন শুনি একবার?'

'কিছু নয়,' বলে গাড়ি হাঁকিয়ে সে বসউইক এয়ারপোর্টের দিকে চলল। বোর্স্টন ক্রীক যাবার সময় সে অনেকবার তাদের সাইনবোর্ড দেখেছে।

ভিক্টর ভাবল ওরা তাহলে আকাশপথে পালাবার চেষ্টা করছে। পেট্রোল পাম্পের লোকটির কথানুযায়ী ওরা বড়জোর পাঁচ থেকে দশমিনিট এগিয়ে রয়েছে। একটা প্লেন ভাড়া করে আকাশে উঠতে অন্ততঃ একঘণ্টা লাগবে। সুতরাং তার আগেই সে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পারবে।

র‍্যাল্‌ফ্‌ বসউইক টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বসউইকের বয়েস বেশী নয়—বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় বালি রঙের চুল।

তাঁর পার্টনার জেফ্‌ ল্যান্সিং প্লেনের একটা বাতিল করা চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে শুয়েছিল। সে বলল, 'কে ফোন করেছিল।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসউইক বলল, 'তুই হয়তো বিশ্বাস করবি না। পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন করেছিল। বলল যে একদল অপহরণকারী এখানে হানা দিতে পারে। একটি মেয়ে ও একটি ছেলে অন্য একটি মেয়েকে চুরি করে নাকি এইদিকেই আসছে। পুলিশগুলোর মাথা খারাপ। পুরো গত হপ্তাটায় কাউকে এদিকে মাড়াতে দেখলাম না।'

লম্বায় ল্যান্সিং তেমন বেশী নয়, তবে চওড়ায় প্রচুর। গায়ের রং শ্যামলা। বসউইকের চেয়ে বয়সে একটু বড়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পার্টনারের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'লোকগুলো কেমন দেখতে? সে বিষয়ে কিছু বলল নাকি?'

'নিশ্চয়। ছেলেটা লম্বা, বলিষ্ঠ, আর শ্যামলা চেহারা। কালো চামড়ার পোশাক পরে আছে। মেয়েটার চুল সোনালী, সে ঐ ছেলেটিরই যমজ বোন। অন্য মহিলাটি সুন্দরী, চুলের রং লালচে। ওরা বলল, ডাকাতদের প্রত্যেকেই সশস্ত্র এবং অতি বিপজ্জনক।'

ল্যান্সিং বলল, 'ডাকাতগুলো যদি প্লেন বাগাবার মতলবে থাকে তাহলে এরকম একটা নির্জন এয়ারপোর্টেই প্রথমে হানা দেবে। বিপজ্জনক লোক।'

'বটে?' বলে সে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা ৪৫ অটোম্যাটিক রিভলবার বার করল।

হেসে বসউইক বলল, 'ছেলেমানুষি করিস না, জেফ। ওটা চালাতে গেলে তোর হাতেই ফেটে যাবে। গত কয়েক বছরে একবারও ওটাকে পরিষ্কার করা বা তেল দেওয়া হয়নি। আর তাছাড়া ওর কার্তুজ পর্যন্ত নেই।'

বিব্রত হয়ে ল্যান্সিং রিভলবারটা ড্রয়ারে রেখে দিয়ে বলল, 'ডাকাতগুলো যদি সত্যিই এখানে আসে তাহলে আমরা মাইরি একেবারে বোকা বনে যাব।'

বসউইক বলল, 'আসবে না। আমাদের এখানে কেউ আসতে চায় না।—জেফ, কথাটা বলতে আমার ভালো লাগছে না কিন্তু খাতাপত্র দেখে মনে হচ্ছে যে শিগগীর নতুন একটা কিছু না ঘটলে আমাদের পাততাড়ি গুটানো ছাড়া উপায় নেই। এ ব্যবসাটা মোটেই চলছে না।'

'তোকে নিয়ে আসল ঝামেলা যে, তুই রাতারাতি বড়লোক হতে চাস। আরে বাবা, সবকিছুতেই একটু সময় লাগে। আরো মাস দু'য়েক দ্যাখ্‌, তার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বসউইক ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করতে করতে বলল, 'যদি এইভাবে আর কিছুদিন চলে, আমরা স্রেফ দেউলিয়া হয়ে যাব। সত্যি বলছি, জেফ। আয়, এই হিসেবগুলো দেখে যা একবার।'

তাঁরা দু'জনে মিলে দেনা-পাওনার হিসেব শুরু করল। পুরো এক ঘণ্টা ধরে যোগবিয়োগ করবার পর পেনসিল ফেলে ল্যান্সিং উঠে দাঁড়াল।

'অবস্থা যে এত খারাপ তা আমি এর আগে কখনো ভাবিনি, এখন আমরা কী করব?'

বসউইক বলল, 'অন্যেরা যা করে, তাই করতে হবে আর কি। আমাদের চেয়েও বুদ্ধু কাউকে পাকড়ে ব্যবসাটা বিক্রি করে দিতে হবে। আমরা'—হঠাৎ সে থেমে গেল। অফিসঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেছে, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে ফুলকাটা সুতির পোশাক, মাথার চুল অযত্নভরে সোনালি রঙে রাঙানো। আর দুই চোখে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি।

চিতা বলল, 'একটা প্লেন চাই—আমাকে ও আমার বন্ধুদের এক্ষুনি স্যান ফ্রান্সিসকো নিয়ে

যাবার জন্য। পাওয়া যাবে কী?'

প্রশস্ত হাসি হেসে ল্যাঙ্গিং বলল, 'আরে নিশ্চয়! প্লেন তৈরী আছে। স্যানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টের অনুমতি পেয়ে গেলে আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে উড়ে যেতে পারবো। তাহলে হবে তো?'

সন্দেহভরে চিতা প্রশ্ন করল, 'স্যানফ্রান্সিসকোর অনুমতি নিতে হবে কেন?'

ল্যাঙ্গিং বলল, 'ওখানে প্লেন নামাতে গেলে অনুমতি নিতে হয়, বেশিক্ষণ লাগবে না।'

মেয়েটির চেহারাটা তেমন সুবিধের ঠেকছে না। সহসা বসউইকের মনে পড়ল পুলিশের সতর্কবাণী। সে সহজভাবে বলল, 'ওকে এবং ওর সঙ্গীদের ওয়েটিং রুমে নিয়ে বসাও, জেফ। কফি টফি যা লাগে এনে দাও। আমি অনুমতির ব্যবস্থা করছি।'

চিতার দিকে ফিরে ল্যাঙ্গিং বলল, 'নিশ্চয়। এদিক দিয়ে আসুন। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আপনি—' সে নেমে গেল। চিতা কাপড়ের ভাঁজে রাখা রিভলবারটা তুলে ধরেছে।

'ফোন-টোন কিছু করতে হবে না। এক্ষুনি আমাদের আকাশে উড়তে হবে। ডেস্ক থেকে সরে এসো।'

বসউইক ল্যাঙ্গিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল। ল্যাঙ্গিং অবাক হয়ে বলল, 'এসব কী হচ্ছে?'

'চুপ করো' বলে চিতা অফিসের আরো ভেতরে ঢুকল পেছনে ক্যারী ও রিফ। আর রিফের গায়ে কালো চামড়ার পোশাক দেখে ল্যাঙ্গিং বুঝল, এরাই সেই ডাকাত দল।

টেলিফোনের তার রিফ একটানে ছিঁড়ে ফেলল, 'তোমরা দুই মক্কেল যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে যা বলছি তাই করো। আমাদের বেশী সময় নেই। আমরা সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকো পালাতে চাই—আমাদের নিয়ে যেতে হবে। অতএব চটপট হাত-পা চালাও।'

বসউইক বলল, 'মেক্সিকো? অসম্ভব। ভি জুয়ানা এয়ারপোর্টে প্লেন নামানোর অনুমতি নিতেই হবে। তাছাড়া পাসপোর্ট কন্ট্রোল দপ্তরের লোকেরাও তোমাদের চেপে ধরবে। ওরকম করে মেক্সিকো যাওয়া যায় না।'

চিতা বলল, 'হ্যাঁ, যায়। তোমরা আমাদের যে কোনো জায়গায় একটা মাঠের ওপর নামিয়ে দেবে। এয়ারপার্টেই নামতে হবে এমন কোন কথা আছে? সোজা কথা, আমরা মেক্সিকো যাব। আর তোমাদের নিয়ে যেতে হবে।'

বসউইক বলল, 'তা হয় না। একটা হালকা প্লেনকে মাঠে নামানো সম্ভব নয়। আর মাঠই বা তেমন পাচ্ছ কোথায়? মেক্সিকো গিয়েছ কোনোদিন? এ হয় না।'

অস্বস্তিভরে রিফ বোনের দিকে তাকাল। 'খামোখা সময় নষ্ট হচ্ছে। রাস্তা বরাবর পালাবার চেষ্টাই করা যাক। আমার আগেই মনে হয়েছিল এ মতলবটা তেমন—'

'চুপ কর! আমরা মেক্সিকোই যাবো। গুলি খেতে না চাও তো আমাদের ভালোয় ভালোয় পৌঁছে দাও। চলো।'

হতাশ ভঙ্গীতে বসউইক বলল, 'তোমরা যদি তাই চাও, তাই হোক তাহলে। রিভলবারের সঙ্গে তর্কাতর্কি চলে না। তবে আমি আগেই বলে দিচ্ছি, ক্র্যাশ-ল্যান্ড করতে হতে পারে। আমার প্লেনের পাল্লা তেমন বেশী নয়। সুবিধেমত একটা সমতল জায়গা বার করবার আগেই তেল ফুরিয়ে যেতে পারে।'

চিতা বলল, 'সে যখন হবে তখন দেখা যাবে, অত কথা বলতে হবে না। চটপট করো।'

বসউইক ল্যাঙ্গিং-এর দিকে বাঁ চোখের পাতা একটু নাচিয়ে বলল, 'তুই বরং প্লেনটা তৈরী কর, জেফ।'

ল্যাঙ্গিং বলল, 'ঠিক আছে।' কিন্তু তার মনে হল বসউইক বোধহয় বিপজ্জনক কিছু একটা মতলব করছে।

চিতাকে রিফ বলল, 'তুই ওর সঙ্গে যা। আমি এ দু'জনকে পাহারা দিচ্ছি।'

চিতা বলল ল্যাঙ্গিংকে, 'চলো, দোস্ত। চালাকী করবার চেষ্টা করো না।'

এড ব্ল্যাক ডেনিসনের অন্যতম কর্মচারী টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল।

'এলাকার সবকটা পেট্রোল পাম্পকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে কর্তা, কেবল বোস্টন

ক্রীকের বাইরের পাম্পটাকে খবর দেওয়া যায়নি ওদের ফোন খারাপ বলে।'

ম্যাপ থেকে ডেনিসন মুখ তুললেন।

তিনি অধীরভাবে বললেন, 'একজন টহলদারী অফিসারকে তাড়াতাড়ি পাঠাও। ওখানেই ডাকাতগুলোর থামবার সম্ভাবনা বেশী।'

মাইক্রোফোন তুলে নিল ব্ল্যাক। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বোস্টন ক্রীক-গামী পুলিশের একটি গাড়িকে ধরা গেল। টহলদারী পুলিশ অফিসার বেনিং জানাল যে, সে এক্ষুনি ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্পটিতে খবর পাঠাচ্ছে।

রাত একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্পের অ্যাটেন্ডটির ছুটি হয়ে গেছে এবং তার জায়গায় এসেছে তার সহকারী। তার ডিউটি রাত একটা থেকে পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত।

বেনিং-এর প্রশ্নের উত্তরে সহকারীটি বলল, 'আমি তো সে বিষয়ে বলতে পারব না। আমি এইমাত্র কাজে এসেছি। ফ্রেড হয়তো কিছু খবর দিতে পারত কিন্তু তাঁর ডিউটি শেষ হয়ে গেছে।'

'তাঁর বাড়ির ফোন নম্বর জানো?'

'জানি বৈকি। কিন্তু আমাদের টেলিফোন কাজ করছে না। তাছাড়া ফ্রেড বোধহয় এখনো বাড়ি ফেরেনি। সে প্রতিদিন বোস্টন ক্রীকের কোনো এক রেস্তোরাঁয় থেমে রাতের খাবার খেয়ে নেয়।'

বেনিং ফ্রেডের বাড়ির ফোন নম্বর ও ঠিকানা নিয়ে গাড়িতে ফিরে ওয়্যারলেস মারফৎ ডেনিসনকে সব জানাল।

ডেনিসন আদেশ দিলেন, 'খুঁজে বার করো তাকে। চটপট।'

কফি হাউসের সংখ্যা কম নয় বোস্টন ক্রীকে। রাত প্রায় পৌনে দুটোয় বেনিং ক্যালটেক্সের অ্যাটেন্ড্যান্টটিকে খুঁজে বার করল। ফ্রেডের কাছে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে ডেনিসনকে জানাতে দুটো বাজল।

টম হার্পার ততক্ষণে হেড কোয়ার্টার্সে এসে গেছে। অতিশয় তেতো মুখে ডারমটের ছেলেকে কোলে করে ভেতরে ঢুকল। বাচ্চাটা সারা রাস্তা চেঁচিয়েছে। দু'জন মহিলা পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কান্না থামাতে পারল না।

ডেনিসন বললেন, 'ওরা বসউইক এরোপ্লেন-ট্যাক্সীর স্টেশনের দিকে চলেছে। খুব সম্ভবতঃ মেক্সিকো পালাবার চেষ্টা করবে। ওরা আমাদের চেয়ে এক ঘণ্টা এগিয়ে আছে। অবশ্য ডারমট ওদের পেছন পেছন গেছে। তুমি একবার ঐ এয়ারপোর্টটাকে সতর্ক করে দাও।'

হার্পার ফোন কবার চেষ্টা করল কিন্তু ফোন খারাপ।

ডেনিসন বললেন, 'আমি বেনিংকে বলেছি ঐ এয়ারপোর্টে যেতে। যতক্ষণ মিসেস ডারমট ওদের হাতে রয়েছেন ততক্ষণ আমরাও ওদের ওপর চড়াও হতে পারছি না। চলে এসো, টম। আর বসে থাকা যায় না। আমরা হেলিকপ্টারে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি।'

এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তার মাঝামাঝি এসে ভিক্টব গাড়ির আলো নিভিয়ে দিল। আস্তে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টের গেটের সামনে থামল। নেমে গাড়ির পেছনদিকের ডালা খুলে গাড়ি মেরামত করার যন্ত্রপাতিগুলো থেকে একটা ছোট্ট লোহার বড় নিল—এটাই অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগতে পারে। তারপর দ্রুত সতর্ক গতিতে ছোট অফিস ঘরটার দিকে এগোলো।

ক্যাডিলাক গাড়িব কাছাকাছি আসতেই ভিক্টর দেখল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। চিতাকে সে চিনতে পারল। ক্যাডিলাকের পেছনে লুকিয়ে সে শুনতে পেল চিতা ছেলেটিকে বলছে, পা চালাও দোস্ত। হাতে পায়ে খিল ধরেছে নাকি?'

তাঁরা বেশ কিছুদূর যাওয়া পর্যন্ত ভিক্টর অপেক্ষা করল, তারপর নিঃশব্দে অফিসঘবের জানলায় উঁকি মারল।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে ডেস্কের ওপর রিফ বসে। আর তাদের থেকে একটু দূরে ফ্যাকাশে মুখে ক্যারী দাঁড়িয়ে।

প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল ঘরে ঢুকে রিফকে আক্রমণ করে। কিন্তু সে জানত, যতক্ষণ রিফের হাতে

পিস্তল আছে, ততক্ষণ তাকে পরাস্ত করা যাবে না। তার মাথায় এক মতলব এল। দ্রুতপদে ক্যাডিলাক গাড়িটার কাছে গিয়ে পেছনের সীটে তাকাল। দেখল টাকা ভর্তি স্যুটকেসটা সেখানেই রয়েছে। ভিক্টর সে দু'টোকে গাড়ি থেকে বার করল, একবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হ্যাঙ্গারের দিকে তাকাল।

হ্যাঙ্গারের দরজা খুলে ল্যান্সিং ভেতরে ঢুকছে, পেছনে চিতাও। দু'হাতে দুটো স্যুটকেস নিয়ে ভিক্টর অফিসঘরের পেছন দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

চিতা হ্যাঙ্গারের ভেতর দাঁড়িয়ে ল্যান্সিং-এর প্লেন চালু করা দেখছিল।

'দেখ দোস্ত, ভেবো না যে বিনি পয়সায় তোমাদের দিয়ে এসব করিয়ে নিচ্ছি। আমাদের মেক্সিকো পৌঁছে দিতে পারলে পুরো এক হাজার ডলার পাবে। তোমাদের ব্যবসা পত্রের যা অবস্থা দেখছি তাতে এ টাকা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে।'

ল্যান্সিং বলল, 'তাই নাকি? আর যদি ক্র্যাশ-ল্যান্ডিং করতে নিয়ে প্লেনটি ভেঙ্গে যায়?'

'আঃ চেপে যাও। প্লেনটা ইনসিওর করা আছে নিশ্চয়? এখন হাত চালাও।'

হঠাৎ বসউইকের নজর পড়ল রিফের ক্ষতবিক্ষত ফুলে ওঠা কব্জির ওপর। তার মনে হল যদি কোনক্রমে রিফের কাছাকাছি যেতে পারে, তাহলে পিস্তলটা ছিনিয়ে নেওয়া মোটেই শক্ত হবে না। কব্জির যা অবস্থা তাতে ডানহাতটা অচল বললেই হয়।

বসউইক বলল, 'আমার পার্টনার একা প্লেন চালু করতে পারে না। প্লেনটা ঠেলে বার করতে দু'জন লাগে। তোমাদের যদি সত্যিই তাড়া থাকে তাহলে এখন হ্যাঙ্গারে গিয়ে আমার হাত লাগানো উচিত।'

'আগে একথা বলনি কেন?'

'তোমরা আমাকে রীতিমত ঘাবড়ে দিয়েছিলে।'

রিফের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে সহজভাবে জানলার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখল। রিফ সতর্ক ভঙ্গীতে তার ওপর পিস্তলের নল উঁচিয়ে রইল।

'হুম, আমাকেও হাত লাগাতে হবে দেখছি। চলো যাওয়া যাক।'

রিফ ক্যারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

বসউইককে বলল, 'তুমি আমার সামনে যাও।'

বসউইক এখন রিফের তিন ফুটের মধ্যে। ক্যারী এখনো নড়েনি দেখে রিফ ঘুরে তাকে দরজা দিয়ে বেরোতে ইঙ্গিত করল। ফলে বসউইকের উল্টোদিকে ঘুরতে হল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বসউইক ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরল। পিস্তলের নল এক ঝটকায় নীচের দিকে নেমে যেতেই সশব্দে গুলি ছুটল—বুলেটটা ক্যারীর কয়েক ফুট দূরে মেঝের ওপর এক গর্তের সৃষ্টি করল।

বসউইক বুঝতে পারেনি যে রিফের গায়ে কী অসামান্য শক্তি। হাতাহাতি লড়াইয়ে রিফের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথাও তার জানা ছিল না।

রিফ তার ডানহাত ব্যবহার করতে না পেরে তার লোহা বাঁধানো স্কী বুট দিয়ে সজোরে বসউইকের পায়ে আঘাত করল। তীব্র যন্ত্রণায় তার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে এল। পরক্ষণেই রিফ কাঁধের এক ধাক্কায় দেওয়ালের ওপর ছিটকে ফেলে দিল তাকে। তারপর কুৎসিত মুখভঙ্গী করে পিস্তল তুলে বসউইককে গুলি করল।

ক্যারী দু'হাতে মুখ ঢেকে কুঁকড়ে সরে গেল। বসউইকের হালকা বাদামী রঙের শার্ট রক্তে ভিজে গেল। তারপর তাঁর চোখ উল্টে গেল, দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপব।

গুলি চলবার কয়েক সেকেন্ড আগে ল্যান্সিং এরোপ্লেনের ইঞ্জিন চালু করেছিল। ইঞ্জিনের তীব্র গর্জনে গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেল। ভিক্টরও গুলির আওয়াজ শোনে নি। সে অফিসঘর থেকে শ'খানেক গজ দূরে এয়ারপোর্টের সীমানা বরাবর একটা ফাটলের মধ্যে স্যুটকেসটা ফেলে দিয়ে ফিরে আসছিল।

রিফ গালাগাল দিতে গিতে ক্যারীকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। হ্যাঙ্গারের দিকে পা চালাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল।

বিড় বিড় করে সে বলল, 'কী হল আমার। টাকাটা নিতেই ভুলে যাচ্ছিলাম আরেকটু হলে।

এক পা নড়বে না এখান থেকে।' বলে ক্যাডিলাকের কাছে গিয়ে পেছনের সীটে হাত বাড়াল স্যুটকেস দুটোর জন্য। না পেয়ে সচকিত হয়ে এক টানে পেছনের দরজা খুলে ফেলল। গাড়ির ভেতরের আলো জ্বালল।

সবিস্ময়ে রিফ ফাঁকা সীটটার দিকে তাকিয়ে রইল—তার সর্বাঙ্গে এক আশ্চর্য রাগ ও ভয়ের অনুভূতি। সামনের সীটটা একবার দেখল, বিড়বিড় করতে করতে ছুটে পেছনের ডালা খুলল।

টাকা উধাও হয়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে রিফ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। ষোল লাখ ডলার। অদৃশ্য হয়ে গেল? কে নিল?

ক্যারীর বুক দুরদুর করছে রিফের ভাবসাব দেখে। তার ডানদিকে কুড়ি' গজ দূরে অফিসঘর থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে, তাছাড়া শুধু জমাট অন্ধকার। একবার যদি ঐ অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে পারে, তাহলে বোধহয় কেউ তাকে ধরতে পারবে না। এই তার পালাবার সুযোগ। এখন যদি পালাতে না পারে তাহলে মেক্সিকো পৌঁছনোর পর তার যে কী অবস্থা হবে তা ভাবা যায় না।

ক্যারী সেই অন্ধকারের দিকে ছুটল। এত জোরে জীবনে সে কখনও দৌড়য়নি।

তখনও রিফ দাঁড়িয়ে ভাবছে, কে নিল টাকাটা? টাকার কথা ছাড়া তখন তার মাথায় আর কিছু নেই। ক্যারীর কথা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গেছে।

রিফের সহসা মনে হল চিতা! চিতা তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। চিতাই তবে পকেট থেকে রিভলবার চুরি করেছে। চিতাই ভিয়েতনামী চাকরটার মৃতদেহ বার করেছিল। চিতাই জেলডার সঙ্গে তার বিয়ের মতলব বানচাল করে দিয়েছে। আর এখন সেই চিতাই তাকে ফেলে সব টাকা নিয়ে মেক্সিকো পালাচ্ছে।

সে দু'শো গজ দূরে হ্যাঙ্গারের দিকে তাকাল। অনেকগুলো বড় বড় আলো জ্বলে উঠল। রানওয়ের একাংশ উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। ছোট্ট প্লেনটা হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকে বেরিয়ে রানওয়ের ওপর দাঁড়াল। রিফ দেখল চিতাও বেরিয়ে এসে প্লেনের দিকে এগোচ্ছে। উজ্জ্বল আলোতে চিতাকে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টহলদারী অফিসার বেনিংও তাকে দেখতে পেল। বেনিং সবে এয়ারপোর্টে পৌঁচেছে। এবড়ো-খেবড়ো ঘাসজমির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে হ্যাঙ্গারের দিকে তাকিয়েছিল। রিফ ও ক্যারীকে সে অফিসঘর থেকে বেরোতে দেখেছে। আপাততঃ এরোপ্লেন ও চিতাকে দেখে ভাবছিল এখন তাঁর কী করা উচিত। দূর আকাশ থেকে যেন এক যন্ত্রযানের ক্ষীণ গর্জন ভেসে আসছে। বেনিং ভাবল, মনে হচ্ছে এ ডেনিসনের হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

রিফের মাথায় প্রচণ্ড আক্রোশে আগুন জ্বলছিল। পিস্তলশুদ্ধ হাত ক্যাডিলাকের ছাদের ওপর রেখে চিতার পিঠের ওপর লক্ষ্য স্থির করল। চিতা দাঁড়িয়েছিল আর ল্যান্ডিং প্লেনটাকে ঠিকমত রানওয়ের ওপর দাঁড় করাচ্ছিল।

রিফের মনে হল, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চিতা প্লেনে উঠবে আর টাকাশুদ্ধ উধাও হয়ে যাবে। একবার দ্বিধা করল হয়তো দূরত্বটা বেশী হয়ে যাচ্ছে। ইতস্ততঃ করা সত্ত্বেও ট্রিগারের ওপর আঙ্গুলের চাপ বেড়ে গেল। সহসা তীব্র এক আলোর ঝলকানি দিয়ে ভীষণ শব্দে পিস্তল গর্জে উঠল।

ভিক্টর ছোট লোহার রডটা সজোরে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অফিস ঘরের আলোকিত জানলার দিকে ছুটে আসছিল। কিন্তু পঞ্চাশ গজ মত যাবার পর হঠাৎ সে থেমে গেল।

ক্যারীর হাত ধরে অফিস থেকে রিফকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ভিক্টর অন্ধকারে গুড়ি মেরে বসে তাদের ওপর নজর রাখল। দেখল রিফ থমকে দাঁড়িয়ে ক্যারীকে কী যেন বলে গাড়ির দিকে গেল।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে ভিক্টরের গুণ্ডাটা এক্ষুনি জানবে যে টাকাভর্তি স্যুটকেস দুটো উধাও। এখন তাঁর কী করা উচিত? দেখতে পেল ক্যারী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। রিফ গাড়ির দরজা খুলছে। ক্যারী যেন সহসা প্রাণ পেয়ে তীরবেগে তার দিকেই ছুটে আসছে। রিফ কী দেখে ফেলবে? গুলি চালাবে? কিন্তু না, রিফ খেয়ালই করল না যে ক্যারী পালাচ্ছে।

ক্যারী তার কুড়ি গজের মধ্যে এলে, ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

'ক্যারী! আমি—ভিক্টর।'

কোনোরকমে ভয়ার্ত চীৎকারটাকে চেপে তার দিকে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ভিক্টর আবার বলল, 'আমি, ডার্লিং!'

ক্যারী তাঁর বাহু বন্ধনের মধ্যে ছুটে এল। ভিক্টরকে আঁকড়ে ধরল। ভিক্টর রিফের দিকে তাকাল; রিফ এখনও টের পায়নি। সে হ্যাঙ্গারের দিকে চোখ ফেরাল। চিতাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরক্ষণেই পিস্তলের গর্জনে তারা চমকে উঠল। ভিক্টরের চোখের ওপর চিতা একবার কেঁপে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রানওয়ের ওপর।

ভিক্টর বলল, 'চল, পালানো যাক।' ক্যারীকে টানতে টানতে সে এয়ারপোর্টের প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই অন্ধকারের ভেতর থেকে আদেশ শোনা গেল, 'থামো! পালাবার চেষ্টা করো না।'

ভিক্টর এক টানে ক্যারীকে থামিয়ে দিল। পুলিশ অফিসার বেনিং পিস্তল হাতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল।

মাটির বুকে চিতা আছড়ে পড়তেই রিফ এক তীব্র, অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল। মনে হল যেন একটা ধারালো ছোরা তাকে—এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। দীর্ঘ ভয়াবহ কয়েকটা মুহূর্ত সে তার ভূলুণ্ঠিত বোনের দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। চিতার স্কার্ট অনেকখানি উঠে গেছে, তীব্র আলোয় তার সোনালী চুল নেচে বেড়াচ্ছে।

সহসা রিফের নিঃসঙ্গ মনে হল, সে আতঙ্কগ্রস্তের মত হ্যাঙ্গারের দিকে ছুটে চলল।

ল্যাম্পিং পাইলটের আসনে বসে তাকে দেখতে পেল। একবার ইচ্ছে হল সোজা প্লেনশুদ্ধ চম্পট দিতে, কিন্তু বসউইকের কথা মনে পড়ে গেল। তাই সে চুপচাপ বসে রইল—প্লেনের ইঞ্জিন গর্জে উঠল, প্রপেলারের পাখা তীব্র গতিতে ঘুরে চলল।

বোনের কাছে এসে রিফ হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। চিতার পিঠের ঠিক মাঝখানে জামার ওপর লাল রক্তের ছোপ। রিফ হাঁটু গেড়ে বসে পিস্তল নামিয়ে খুব সাবধানে বোনকে চিৎ করল।

চিতা গুঙিয়ে উঠল। চোখ মেলে বলল, 'পালা, পুলিশ এসে গেছে। এই প্লেনে চেপে পালা—আমার জন্য ভাবিস না। পালিয়ে যা শীগগির।'

রিফ কাঁপা গলায় বলল, 'টাকাটা কোথায়? কোথায় রেখেছিস? আমার সঙ্গে তুই এরকম কেন করলি?'

চিতা মাথা নেড়ে অতিকষ্টে কী যেন বলতে গেল কিন্তু চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

রিফের গলা ভেঙ্গে গেল, 'চিতা। টাকাটা কোথায়? কী করেছিস তুই টাকাটা নিয়ে?'

অনেক চেষ্টায় চিতা বলল, 'টাকা তো গাড়িতেই আছে—কী বলছিস কী তুই? ওটা নিয়ে প্লেনে উঠে পড়, রিফ! আমায় গুলি করেছে ওরা।'

রিফ সোজা হয়ে বসল। পাইলটের আসন থেকে তার দিকে তাকিয়ে ল্যাম্পিং শিউরে উঠল। তার মনে হল, ছেলেটা বুঝি এক্ষুনি উন্মাদ হয়ে যাবে।

রিফ চিৎকার করে উঠল 'তুই টাকাটা নিসনি? টাকাটা যে উধাও হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম তুই নিয়েছিস। শুনতে পাচ্ছিস? টাকা উধাও হয়ে গেছে।'

চিতা তীব্র যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল, 'আমি নেব? আমি নিতে যাব কেন? ও তো আমাদেরই টাকা—তোর আর আমার। আমি নেব কেন?'

দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে রিফ নিজের মাথায় ঘুঁষি মারতে লাগল। কানের ওপর বাঁধা নোংরা ব্যান্ডেজটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। অসহ্য দুঃখ ও যন্ত্রণা তাকে উন্মাদ করেছে।

'চিতা—আমি ভাবলাম তুই ও টাকা চুরি করেছিস। আমিই তোকে গুলি করেছি, বোনটি। আমায় মাফ করে দে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বোনটি। আমি তোকে এখান থেকে নিয়ে যাব, তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তুই কিছু ভাবিসনে।'

ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল, চিতা রিফের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে, 'তুই যা, রিফ!

এখন আর আমার জন্য কিছু করবার নেই। আমি সব বুঝতে পেরেছি—তুই এখন পালা।'

'আমি তোকে ফেলে কোথাও যাবো না।' বলে পাগলের মত পিস্তলটা হাতে তুলে নিল। একসঙ্গেই যাব আমরা। মেক্সিকো পৌঁছলেই তোকে সারিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করব। সব ঠিক হয়ে যাবে, বোনটি! টাকা পয়সা সব চুলোয় যাক। আমরা আগের মত থাকব—তুই আর আমি।'

চিতাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রিফ। চিতার মুখ থেকে এক চাপা কান্না বেরিয়ে এল, সমস্ত শরীর বেঁকে গেলো। তারপর মুখ দিয়ে আরো রক্ত বেরোলে—চোখ বুজে এল।

চিতার প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রিফ দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ওপর গরম রক্তের স্পর্শ পেল। তারপর আবার চিতাকে মাটিতে আস্তে করে শুইয়ে দিল।

চিতা মরে গেছে। চিতার মুখটা সে যেন আর চিনতে পারছে না। এই কি সেই চিতা! যাকে সে ভালবাসত, যার সঙ্গে সে ঝগড়া করেছে, চুরি করেছে, বড় হয়েছে। জীবনের সবকিছু ভাগ করে নিয়েছে—না, এ কখনো চিতা নয়।

তার গলা দিয়ে এক বন্য পাশবিক-আর্তনাদ বেরিয়ে এল। রিফ শোকে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে দু'হাতে মাটির ওপর ঘুঁষি মারতে মারতে একটানা কেঁদে চলল।

হেলিকপ্টারের পাইলট আঙুল দেখিয়ে বলল, 'প্লেনের ইঞ্জিনের অত আওয়াজে ওরা কিছু শুনতে পাবে না। আমি আপনাদেরকে নামিয়ে দিতে পারি—কেউ টের পাবে না।'

ডেনিসন বললেন, 'নামাও তাহলে।'

এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচশো গজের মধ্যে হেলিকপ্টারটি আস্তে করে নামল। পিস্তল হাতে ডেনিসন ও হার্পার বেরিয়ে এলেন। প্লেনটা হ্যাঙ্গারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রিফ তার বোনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হঠাৎ একটা মৃদু শিসের আওয়াজ। টহলদারী অফিসার বেনিং অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

'আমি বেনিং স্যার। আমার সাথে মিঃ ও মিসেস ডারমট আছেন। একটু আগে গুলির আওয়াজ পেলাম। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখব?'

ডেনিসন ভিক্টর ও ক্যারীকে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন, 'সব ঠিক আছে। এই অফিসারটি আপনাদের হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেবে। এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সেখানে আপনাদের বাচ্চা আছে। আপনারা রওনা হন। আমরা এখানকার বাকী কাজটুকু সেরে ফেলছি। বেনিং তুমি মিঃ এবং মিসেস ডারমটকে সোজা হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাও।'

ভিক্টর বলল, 'ঐখানে একটা ফাটলের মধ্যে ষোলো লাখ ডলার রাখা আছে।'

হেসে ডেনিসন বললেন, 'টাকার কথা এখন বাদ দিন। আপনারা চটপট হেডকোয়ার্টার্সে যান। মনে হয়, আপনারা ওখানে পৌঁছলে আমার লোকেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।'

বেনিং ভিক্টর ও ক্যারীকে নিয়ে তাঁর গাড়ির দিকে রওনা হল। ডেনিসন রওনা হলেন প্লেনের দিকে, সঙ্গে হার্পার।

চিতার দেহের চারিপাশে রিফ এখন চক্কর খাচ্ছে। সে যেন নিজেই জানে না সে কী করছে, সহসা একবার আহত জন্তুর মত আর্তনাদ করে উঠল। ল্যাম্পিং-এর সবকটা লোম খাড়া হয়ে গেল।

এখন ডেনিসন ও হার্পার আর বেশী দূরে নেই। একজোড়া পিস্তল উঁচিয়ে উঠল রিফের ওপর। চড়া গলায় ডেনিসন বললেন, 'পিস্তল ফেলে মাথার ওপর দু'হাত তোলো।'

চট করে রিফ ঘুরে দাঁড়াল। মূঢ়ের মত গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ে দিশেহারা হয়ে সহসা সে উল্টোদিকে দৌড় লাগাল, অন্ধের মত ছুটে এসে পড়ল এরোপ্লেনের প্রপেলারের ওপর। বিশাল প্রপেলারটা তখন নক্ষত্রবেগে ঘুরে চলেছে—কেউ কিছু বোঝবার আগেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত নেমে এল রিফের ওপর। কসাইয়ের ছুরির মত নির্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত করে দিল রিফের মাথা।

ফ্লেশ অফ দি অর্কিড

।। এক।।

ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে নারীকণ্ঠের এক তীব্র আওয়াজ বাড়িটার কোন এক অংশ থেকে বাতাসে ভেসে আসে যেন কোন অলৌকিক চীৎকার।

বাড়িটার ছড়ানো টানা বারান্দা দিয়ে একটা অল্পবয়সী নার্স রাতের খাবার হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছিলো। ঠিক তখনই বারান্দার বাঁকের কাছে শক্ত চেহারার একটা মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সেই মুহূর্তে আবার সেই বীভৎস—নারীকণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়।

'এই চীৎকারে আমার জ্ঞান হারাবার জোগাড় হয়েছে।' ইচ্ছে করে ওকে মার লাগাই।'

নার্সটা টুপির নীচে চুলগুলিকে ঠিক করতে করতে বলল 'ওই দশ নম্বর ঘরের মেয়েটা ঝড় উঠলেই এমনি করে।

'ও এমন জানলে আমি এ কাজটা নিতাম না। জান তো আজ পনেরো নম্বর ঘরের পাগলীটা আমার চোখ গেলে দেবার চেষ্টা করেছে।

নার্স হাসল, 'অত মন খারাপ করো না জো। মানসিক রোগীদের হাসপাতালে কাজ করলে এগুলো তো সহ্য করতেই হবে।

ওরা কথা বলতে বলতেই আবার সেই নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার শোনা গেল। অপার্থিব হাসি শোনা গেল।

নার্স বলল, সবই আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। জান তো পাগল একেবারে ছেলেমানুষের মতো। এরপর নার্সটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে?'

জো বলল, এটা কি তোমার আমন্ত্রণ। তবে তোমার যদি দেরী হয় তাহলে আমি শুতে যাই। আমার আবার ভোর চারটের সময় উঠতে হবে।

নার্সটি বলল আমারও সঙ্গীর অভাব নেই, ডাক্তার ট্রেভার্স আমার সঙ্গে রামি খেলবেন বলেছেন।

জো বলল, এটাই ডাক্তার ট্রেভার্সের এখন একমাত্র আকাঙ্খা। বলেই রোগীদের ট্রে থেকে একটুকরো গাজর তুলে নিল।

নার্স রেগে বলল, রোগীদের খাবারে হাত দেবে না। দেখো এটা ওই মেয়েটার খাবার।

জো বলল—মেয়েটার অনেক টাকা। এক টুকরো গাজর কম খেলে ওর কোন ক্ষতি হবেনা। আচ্ছা মেয়েটা দেখতে শুনতে কেমন বলো তো। স্যামতো বলে দারুণ রসালো মাল। এছাড়া ব্লানডিশ তো ওর নামে ষাট হাজার ডলার রেখে গেছে।

নার্সটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল সত্যি এক এক জনের কি সৌভাগ্যই না থাকে। তারপর জোকে বলল যাই হোক ও তোমার মনোমত হবে না।

জো বলল—যদি ষাট লাখ ডলারের গন্ধ মাখানো থাকে তাহলে মিসেস অ্যাস্টরের ঘোড়াটাও আমার মন মতো হবে।

কিন্তু জো তোমার কিন্তু ওর সামনে চোখ খুলতে ভয় লাগবে। বৌ হিসাবে ও কিন্তু মোটেই ভাল হবে না। এছাড়া ওর আবার খুনখারাপি করার দিকে ঝোঁক আছে কিনা!' নার্সটি হেসে বলল।

জো বলল অতগুলো টাকার জন্য আমি সে ঝুকি নেবো, এছাড়া আমার সম্মোহনী চোখ দিয়ে ওকে ঠিক কব্জা করে ফেলব।

তারপর নার্সটির দিকে চেয়ে বলল আজ রাতে আটটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। সেই মুহূর্তে তিনতলায় নারীকণ্ঠে নতুন উদ্দীপনায় আবার সেই তীক্ষ্ণ—চিৎকার শুরু হয়ে যায়।

নার্সটি চাবি খুলে ঘরে ঢুকল হাতে ট্রে নিয়ে। দেখল বিছানায় একটি নারীমূর্তি শুয়ে আছে। মেয়েটার সামনে গিয়ে বলল, উঠুন। কিন্তু কেউ সারা না দিতে ও কম্বলটা টান দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দেখল সেখানে কোনো রক্ত মাংসের শরীর নয়, বালিশ শোয়ানো রয়েছে।

ভাল করে নার্সটি কিছু বোঝবার আগেই কে শক্ত হাতে ওর গোড়ালি ধরে টান মারলো। স্থির থাকবে চেষ্টা করেও সে বিফল হলো। কার্পেট বিছানো মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ল।

তিনতলায় সেই নারীকণ্ঠ আবার অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। মনে হল যেন কোন হায়না হাসছে।

জো ডাক্তার ট্রেভার্সের শোয়ার গ্যাম গারল্যান্ডের সঙ্গে একই ঘরে ভাগাভাগি করে থাকে।

জো কিন্তু বিছানায় শুয়েও ঘুমাতে পারলো না। তাঁর পাশে গারল্যান্ড শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সে ভাবল কি একখানা বিশ্রি ঝড়ের রাত। আর ওপরতলার পাগলীটা কি ভীষণ চেঁচাচ্ছে। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে।

গারল্যান্ড বলল—আমরা ঘুমাচ্ছি এমন সময় মেয়েটা যদি নেমে এসে ছুরি ধরে, তারপরেও তো ও হাসবে।

জো শিউরে উঠে বলল, এসব বাজে মজা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

একটা মেয়ে কিন্তু এখানে এমন কাণ্ডই করেছিল। একটা নার্সকে তাড়া করে তাঁর মুণ্ডটা কেটে নিয়ে ফুটবল খেলছিল।

জো বলল 'তুমি একটা মিথ্যুক'। তারপর দুঃখিত গলায় বলল 'আমার কপালটা খুব খারাপ। আজ রাত আটটায় সোনালি চুলের নার্সটার সঙ্গে দেখা করার কথা ওকে নিয়ে গ্যারেজে বসব ভেবেছিলাম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওকে নিয়ে বাইরে যেতেও আমার ভাল লাগবে না।

ওঃ ওই মেয়েটা। ওর কিন্তু ওসব ইচ্ছে টিচ্ছে খুব বেশিই আছে। এখানে কোন নতুন লোক এলেই ও ওর নাগর করে নেয়।

হঠাৎ জো বলল বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে। গারল্যান্ড মৃদু হেসে বলল হয়তো ইঁদুর-টিদুর হবে। এছাড়া বাইরে কি কারোর থাকতে নেই? কিন্তু গারল্যান্ড জোর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বাইরের দিকে কান পাতল।

গারল্যান্ড বলল। বরিস কারলফও হতে পারে। একবার দেখে এসো না।

জো বলল—একশ ডলার দিলেও আমি এখন বাইরে যাবো না। পাগলির চিল্লানী আর ঝড়ের দাপাদাপি আমার মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলছে।

গারল্যান্ড বলল এমন করলে ওরা তোমাকে পাগলা গারদে পুরে দেবে। জো তাও বলল দেখ কুকুরটা কেমন করে ডাকছে।

—কুকুরটা কি তোমার জন্য ডাকতেও পারবে না।

—কুকুরটা ভয় পেলেই এমন করে ডাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুকুরের ডাক শুনল ওরা দু'জন এবার যেন ভয় পেয়ে গেল। গারল্যান্ড কাঁপতে কাঁপতে বলল দেখলে আমাকেও তোমার রোগে ধরেছে।

এর মধ্যে ওরা শুনতে পেল তীব্রস্বরে পাগলা ঘন্টি বাজছে। নির্ঘাৎ কোন পাগল ভেগেছে বুঝলে জো এবার ইচ্ছে না থাকলেও তোমাকে যেতে হবে। গারল্যান্ড বলল।—

তাই আমরা কিরকম সব শব্দ শুনছিলাম। কুকুরটা অনর্গল বিচ্ছিরি ভাবে ডাকছিল।

গারল্যান্ড আর জো বারান্দা দিয়ে ছুটতে শুরু করলো।

এই সময় আবার কুকুরের ডাক শোনা গেল।

এর একটু পরেই শেরিফ ক্যাম্প তাঁর কালো স্লাউচ টুপি থেকে জল ঝেড়ে ফেলে নার্সের পেছন পেছন ডাক্তার ট্রেভার্সের অফিস ঘরে ঢুকলো।

সে ডাক্তারকে বলল শুনলাম আপনার একজন রোগী নাকি পালিয়েছে?

ডাক্তার ট্রেভার্স বিষণ্নমুখে সায় দিয়ে বলল অবশ্য আমার লোকজনেরা ওকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে যদিও মেয়েটা খুব সাংঘাতিক। তাই কাজটা খুব শক্ত। এছাড়া খবরের কাগজে ঘটনাটা বেরালে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শেরিফ বলল—সম্ভব হলে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

সে আমি জানি তবে রোগীনি হচ্ছে জন ব্লানডিশের উত্তরাধিকারিণী। এর মানেটা কি বুঝতে পারছেন?

নামটা শুনেই ক্যাম্পের ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠলো। আচ্ছা কুড়ি বছর আগে যেই ভদ্রলোকের মেয়েকে খুন করা হয়েছিল আপনি কি সেই জন ব্লানডিশের কথা বলছেন?

হ্যাঁ তাই কথাটা জানাজানি হওয়ার আগেই মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে।

গোঁফে তা দিয়ে শেরিফ বলল আপনি ভাববেন না আমি ওকে ঠিক খুঁজে বার করব, কিন্তু আপনি বললেন যে মেয়েটা জন ব্লানডিশের উত্তরাধিকারিণী। লোকটা একটা পাগলকে কেন সব টাকা দিয়ে গেল বলুন তো!

ডাক্তার ট্রেভার্স বলল মেয়েটা তার অবৈধ দৌহিত্রী কথাটা শুধু আপনাকেই বললাম।

শেরিফ যেন বিশ্বাস করতে পারলো না বলল কি বললেন আবার বলুন তো!

ট্রেভার্স বলল একটা মানসিক রোগগ্রস্ত খুনী ব্লানডিশের মেয়েকে গুম করেছিল। ব্লানডিশ মেয়েকে কয়েকমাস পরে খুঁজে পায়। কিন্তু ব্লানডিশ মেয়েকে কাছে পায় নি। বাবা পৌঁছোনোর আগেই মেয়েটা ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু মরবার আগে মেয়েটা একটা কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিল। পাগল গ্রিসতাই মেয়েটার বাবা।

ব্লানডিশ ওকে নিজের কাছে না রাখলেও ওর যত্নআত্তির কোনও অসুবিধে রাখে নি। প্রথম আট বছর ওর মধ্যে কোনও পাগলামির চিহ্ন দেখতে না পেলেও দশ বছর বয়েসে দেখা গেলো, ও অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায় না।

তাছাড়া ওর প্রকৃতিও খুব রুক্ষ হয়ে উঠল। ক্রমশ ওর প্রকৃতি খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। উনিশ বছর বয়েসে ওর আচরণ এমন হয়ে উঠলো যে ওর পালক পিতামাতার কাছে ওকে আর না রেখে আমার তত্ত্বাবধানে এই মানসিক চিকিৎসালয়ে রাখা হল।

ক্যাম্প বলল—মেয়েটা কতদূর সাংঘাতিক সেটা আপনি মনে করুন।

মেয়েটা যে খুব বেশি সাংঘাতিক তা কিন্তু নয়। বরং অধিকাংশ সময়ে ও খুব সুন্দর মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে হয়েই থাকে। মাসের পর মাস স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত হয়ে যায় এটা এক ধরনের মানসিকতা, একে বলে সিজোফ্রেনিয়া।

মেয়েটা এ অবধি কাউকে খুন করেছে কি?

না তা না করলেও ভয়াবহ দুটো বিশ্রি ঘটনা ও ঘটিয়েছে। একজন ভদ্রলোক তার কুকুরকে মারছিল। জীবজন্তু খুব ভালবাসে এই দেখে ও ওর লম্বা নখ দিয়ে ভদ্রলোকের নাক চোখ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ওর নার্স ওকে না ধরে ফেললে ও ওকে খুনই করে ফেলতো।

ভদ্রলোক ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে জন ব্লানডিশ প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে মামলাটা চাপা দেন। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে ব্লানডিশ ইচ্ছাপত্র করে গেছেন যে ওর ষাট লাখ ডলারের সম্পত্তি অছির সাহায্যে তদারকি করতে হয়। এখন মেয়েটা পালিয়ে গেছে জানতে পারলে কোন বদমাশ লোক ওকে আটকে রেখে ওর সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু অছির হাতে সম্পত্তি থাকলে তা তো বেশ নিরাপদ অবস্থাতেই থাকবে।

না এমন কোন আইন নেই। এ রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কেউ যদি পাগলা গারদ থেকে ছাড়া পেয়ে চোদ্দদিন মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে তাহলে পরে তাকে বিধিনিষিধের মধ্যে রাখতে গেলে আবার পাগল হিসাবে প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে।

ব্লানডিশ ইচ্ছাপত্র লিখে গেছেন যে এখান থেকে চলে যাবার পর মেয়েটা যদি আবার পাগল হিসাবে প্রমাণিত না হয় তবে সমস্ত সম্পত্তির অধিকার ওই পাবে। আসলে ব্লানডিশ বিশ্বাস করত মেয়েটা একদিন ভাল হয়ে যাবে।

তার মানে চোদ্দদিনের মধ্যে ভাল না হলে মেয়েটাকে আপনি আর এখানে ফিরিয়ে আনতে পারছেন না।

সেটা সম্ভব যদি দু'জন চিকিৎসকের অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে বিচারক ধরে আনতে রায় দেন তবেই। তবে যারা অনুমোদন দেবেন তাদের সামনে মেয়েটাকে পাগল বলে প্রমাণ করতে হবে।

তাহলে তো ওকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা ওর কোন ছবি আছে?

ডাক্তার ট্রেভার্স বলল না, ওর কোন ছবি নেই। তবে ওর বর্ণনা দিচ্ছি। নোটবই খুলে বলতে লাগল ও পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, মাথায় একরাশ টকটকে লাল চুল। দেহবল্লরী তাকিয়ে দেখার মতোই সুন্দর।

ক্যাম্প এইসব বর্ণনা নোটবুকে লিখতে লিখতে বলল আচ্ছা ওর কোনও বিশেষ সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে কি?

হ্যাঁ ওর কবজিতে একটা দু'ইঞ্চি পরিমাণ কাটা দাগ আছে। ও যখন প্রথম এখানে আসে তখন রাগের মাথায় নিজের শিরা কেটে আত্মহত্যা করতে গেছিল। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে ওর চুল। অমন লাল চুল আমি আর কোথাও দেখিনি।

বেশ এবার তাহলে শুরু করা যাক। আমি রাজ্যের টহলদার সিপাইদের সমস্ত রাস্তার দিকে নজর রাখতে বলছি। আর নিজে পাহাড়গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজছি।

অ্যান্ড্রির সরাইখানার সামনে চলতে চলতে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্যান বার্নগ চালকের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দোকানের দরজা খুলে ঢুকল।

মোটা অ্যান্ড্রি ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল ড্যান কি খবর? আজ কি এখানে থাকবে?

ড্যান মুখ কুঁচকে ক্লান্তিভরা গলায় বলল, না কালকের মধ্যেই আমাকে ওকভিলে যেতে হচ্ছে অতএব থাকতে পারছি না, এক কাপ কফি দাও।

কফি নিয়ে এসে অ্যান্ড্রি বলল তোমার ট্রাক ড্রাইভারটা একটা পাগল তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন বিছানার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তার থেকে কিছুটা ঘুমিয়ে নাও না কেন।

ড্যান গর্জন করে বলল তুমি কি ভাবছ আমি ফালতু মজা লোটার ধান্দায় ঘুরছি। আমি কিছু টাকা রোজগারের ধান্দায় ঘুরছি। কারণ গত দশ সপ্তাহ ধরে ভাড়ার টাকা মেটাতে পারিনি। ট্রাকের যা ভাড়া হয়েছে। এখন বেশি খাটতে হবে। এই বলে কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অ্যান্ড্রি শুভেচ্ছা জানিয়ে টেবিলে রাখা পয়সাটা কুড়িয়ে নিল।

এদিকে ড্যান গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে দিল। অন্ধকারের বুক চিরে আবার ট্রাকটা এগিয়ে চলল। বড়রাস্তার ডানধারে গ্রেনভিউ মেন্টাল স্যানাটোরিয়াম আলোকিত জানলাগুলো দেখা যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে তাঁর অস্বস্তি লাগে প্রতিবার যেমন লাগে।

ট্র্যাকের গায়ে ঝরো বাতাস উন্মাদের মঁতো আটকে যাচ্ছিল। রাস্তাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। তবু সে প্রাণপণে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং চেপে বসে রইল। এমন সময় গাড়ির হেডলাইটের আলোতে ও দেখল যে রাস্তার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টিতে মেয়েটার সর্বাঙ্গ ভিজে চুপচুপ করছে। কিন্তু মেয়েটা গাড়ি থামানোর কোন ইঙ্গিত করল না। ড্যান তখন আচমকা ব্রেককষে গাড়ি থামিয়ে মেয়েটার পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করাল।

ড্যান গলা চড়িয়ে মেয়েটাকে বলল উঠবেন নাকি?

ড্যান আবার বলল আপনি কি গাড়িতে উঠবেন?

হ্যাঁ, উঠবো।

ড্যান মেয়েটাকে তুলে এনে পাশের সীটে বসিয়েছিল।

ড্যান বলল খুব পচা রাত তাই না।

মেয়েটা বলল হ্যাঁ খুব পচা রাত।

তখনি দূরে মৃদু ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল।

ওটা কিসের ঘন্টি।

মেয়েটা বলল পাগলা গারদের ঘন্টি। মানে কেউ পালিয়েছে।

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—কোথাও না।

—ড্যান হঠাৎ ড্যাশবোর্ডের আলোয় দেখতে পেল মেয়েটার বাঁ হাতের মনিবন্ধে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন।

মেয়েটা বলল, আমি কেউ না কোথাও যাচ্ছিও না।

ড্যান বলল—আমি ওকভিলে যাচ্ছি। ওখানে গেলে যদি আপনার চলে, তাই বলছিলাম।

মেয়েটা বলল—চলবে

এর মধ্যে হঠাৎ ড্যানের গাড়ির চাকা পিছল খেয়ে ঘুরে গেল।

ড্যান চাকা ঠিক করে স্টিয়ারিং সজোরে ধরে বলল আর একটু হলেই আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন, না!

মোটেই না। আমরা হয়তো মরেও যেতে পারতাম আপনি কি মরতে ভয় পান?

ইতিমধ্যে তাঁরা খাড়াই রাস্তা বেয়ে চলতে লাগল। ড্যান বলল রাস্তার আধাআধি উঠলে বাতাসের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে বাতাসের বেগ যেন আরো বেড়ে উঠেছে।

মেয়েটি কিছু বললও না তাকালও না।

ড্যান মনে মনে ভাবল মজার কথাই বটে। আমি কেউ না। কোত্থেকেও আসছি না। মনে হয় মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যেই গাড়িটা আবার ঝাঁকুনি খেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল। পেছনে ত্রিপলের বাঁধন ছিঁড়ে কতগুলো আঙুরের বাক্স ছিটকে রাস্তায় পড়ল।

এরপর ড্যান গাড়ি থামিয়ে দিয়ে নীচে নেমে আসল এটা দেখাব জন্য যে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কত হল। গতবছরের মতো এবারও মালপত্র খুইয়ে সে পাহারের মাঝপথে আটকা পড়ে আছে।

সে খুব ক্লান্ত হয়ে গাড়ির ভেতরের ছোট খুপরির মধ্যে ঢুকল। ক্লান্তিতে সে আর চোখ খুলে থাকতে পারলো না।

এর মধ্যেই তাঁর মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। গাড়িটা যেন চলতে শুরু করেছে। সে লক্ষ্য করল যে আদৌ সে গাড়িটা চালাচ্ছে না। মেয়েটার হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ব্যাপারটা তার মাথায় ভাল করে ঢুকবার আগেই তার কানে এলো ধাবমান পুলিসের সাইরেন।

সে বলল—আপনি কি করছেন শীগগির গাড়ি থামান। আমার মালপত্র পরে যাচ্ছে শীগগির গাড়ি থামান। আপনি ওদের হাত থেকে পালাতে পারবেন না।

কিন্তু মেয়েটা তার কথায় কানই দিল না। সে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি বেগে চালিয়ে যেতে লাগল। ড্যান অনুমান করল দ্রুতগামী মোটর সাইকেল চেপে কোন পুলিশ তাদের অনুসরণ করছে।

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বলল—আমি ঠিকই পালাবো। এই বলেই সে ধাতব গলায় হাসতে লাগল।

ড্যান তাঁর সামনে সরে গিয়ে বলল দেখুন ট্রাক নিয়ে দৌড়ে পুলিশকে আটকান যায়না। গাড়ি থামান।

এইবার পুলিশটা আমাদের রাস্তার সামনে গাড়ি নিয়ে দাঁড়াবে। অতএব চাঁদু তোমাকে গাড়ি থামাতেই হবে। আর না হলে ওকে চাপা দিতে হবে।

ঘটনা হলও তাই পুলিশটা ওদের গাড়ির সামনে বাইকটা দাঁড় করিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

মেয়েটা বলল, তাহলে ওকেই ধাক্কা মারব।

ড্যান চিৎকার করে বলল, তুই কি পাগল নাকি?

তারপর তার মনে পড়ল গ্লেনভিউ! সেই ঘণ্টাধ্বনি। কারুর কপাল খুলেছে। ও বুঝতে পারলো। এই মেয়েটাই পাগল। ওই পাগলখানা থেকে পালিয়েছে। পুলিশ ওকেই গ্লেনভিউতে ফিরিয়ে নিয়ে

যেতে এসেছে।

ড্যান মেয়েটার কাছ থেকে সরে বসলো, তাঁর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো। কিছু একটা করা দরকার। নাহলে মেয়েটা পুলিশ আর তাকে মেরে নিজেও মরবে।

সে দেখলো বাইকটা তাদের সামনে ছুটে আসছে। মেয়েটা তার দিকে তাক করে ট্রাকটা নিয়ে এগুচ্ছে।

হায় রে হতভাগা তোর তো বোঝা উচিত যে মেয়েটা পাগল ও তো তোকে চাপা দিয়ে পালাবে ও ট্রাক থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, পালিয়ে যা বুদ্ধু কাহিকা ও তোকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তার কথা পুলিশটার কানে গিয়ে পৌঁছাল না। সে এরপর ইঞ্জিন বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই মেয়েটা তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তার গাল চিড়ে দিল। সেখান থেকে ধারায় রক্ত পড়তে লাগল।

এর মধ্যেই সে দেখতে পেল পুলিশটা কিছু বুঝতে পেরে মোটর সাইকেলটা নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু মেয়েটা প্রাণপনে ট্রাকটা নিয়ে ওটাকে গুড়িয়ে দেবার জন্য তার পিছনে ধাওয়া করছে। একটু পরেই ট্রাকটা এক তীব্র আঘাতে শূন্যে ছুঁড়ে ফেললো মোটর সাইকেলটাকে। বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে পুলিশটার ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেল।

ড্যান চীৎকার করে বলল, পাগলী কোথাকার তুই লোকটাকে মেরে ফেললি। তারপর কিছু না ভেবে মেয়েটার কাছ থেকে ছো মেরে ইঞ্জিনের চাবিটা ছিনিয়ে নিল। কিন্তু মেয়েটার শরীরে ভীষণ জোর স্টিয়ারিং-এর দখল নিয়ে দু'জনের মধ্যে জোর লড়াই লেগে গেল।

ড্যান দেখল তাঁর মুখের খুব কাছাকাছি মেয়েটার মুখ। সে ঘুষি মারতে গেল। কিন্তু তাঁর ঘুষি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। উল্টে মেয়েটা ঘুরে তার গলা টিপে ধরল প্রাণপণ শক্তিতে। ড্যান বুঝতে পারলো, ওর লম্বা সরু আঙ্গুলগুলো ক্রমশ তাঁর মাংসপেশীতে ডুবে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময় গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে আস্তে আস্তে খাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। খাদের ধারে গিয়ে একমুহূর্ত গাড়িটা শূন্যে ঝুলে রইল। তারপরই কড়্কড়্ শব্দ করে নীচের অন্ধকারের দিকে নেমে গেল।

একটা ঢাউস বুইক ভ্যান গাড়ি সকালের আলো গায়ে মেখে স্বচ্ছন্দ গতিতে চড়াই পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল স্টিঙ লারসন। পাশে তাঁর ভাই রয় বসেছিল। স্টিঙ লম্বা চওড়া সুদর্শন পুরুষ। রোদে পোড়া গায়ের রং-এ উজ্জলতা ঠিকরে বেরোচ্ছে।

বড় ভাই রয় ছোট ভাইয়ের তুলনায় একটু বেঁটে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। গতিবিধি ক্ষিপ্র। ওর পরনে শহুরে ছাটকাটের পোষাক।

স্টিঙ ব্লু মাউন্টেন সামিটে নিজের শেয়াল পোষার খামারবাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে ট্রেনে আসা বড় ভাইকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল। দু'ভায়ের মধ্যে বহু বছর দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাই স্টিঙ এর এই আকস্মিক আগমনের হেতু বুঝতে পারছিল না। রয়কে প্রথম দেখে খুব নার্ভাস বলে মনে হচ্ছিল। রয় বারবার জানলায় মুখ ফিরিয়ে দেখছিল কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা। স্টিঙ রয়কে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারছিল না। কারণ সে জানতো রয় ভীষণ স্পর্শকাতর।

স্টিঙ একটু চুপ করে থেকে অস্বস্তি কাটানোর জন্য বলল তোমাকে দেখতে বেশ ভালই লাগছে। তোমার দিনকাল নিউ ইয়র্কে খুব ভালই কাটছে কি বলো।

ওই একরকম কাটছে।

এত বছর পর তোমাকে দেখে ভালই লাগছে। তা হঠাৎ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে কি ব্যাপার।—

রয় একটু চুপ করে থেকে বলল গরমকালে নিউ ইয়র্কে ভীষণ গরম। ভাবলাম তোমার এখানে একটু হাওয়া পরিবর্তন করলে ভালই লাগবে। তারপর সে বলল এখানে দেখছি যতদূর চোখ যায় শুধু পাহাড়ের উপর পাহাড়, জায়গাটা একেবারে নরকের মতো নির্জন।

স্টিঙ বলল, জায়গাটা দারুণ। তবে নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে এসে তোমার খুব নির্জন নিস্তব্ধ লাগবে। আমার নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে। কারো সঙ্গে খুব একটা দেখা হয়না।

রয় বললো, সেটাই আমার পক্ষে ভাল। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরাম করা। তবে একটা কথা তুমি এখানে মেয়েছেলে পাও কি করে?

স্টিঙ বলল 'পাই না,' এখানে আমি একবছর ধরে আছি। আর মেয়েমানুষ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

তাহলে তো একটা রাস্তার মেয়েছেলে ধরে আনলে ভাল হতো। বলতে বলতে রয় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো হাত বাড়িয়ে বলল, দ্যাখো দ্যাখো একটা ট্রাক ভেঙ্গে পড়ে আছে। স্টিঙ দেখে তাকিয়ে বুইক থামিয়ে দিল। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে বলল, হাত লাগাতে হবে রয় ভিতরে একটা লোক আর একটা মেয়ে।

কিন্তু ড্রাইভারের হাত ছুয়েই সে বুঝল যে লোকটা মরে গেছে। কিন্তু মেয়েটাকে ধরে বুঝল যে মেয়েটা বেঁচে আছে। সে বলল রয় একটু সাহায্য কর মেয়েটাকে বার করতে হবে।

রয় এগিয়ে এসে মরা লোকটার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল বলল, কি সর্বনাশ দেখো লোকটাকে মনে হয় বেড়ালে আঁচড়ে দিয়েছে।

তারপর এরা দেখল মেয়েটার হাতের নখে রক্ত আর মাংস লেগে রয়েছে। মনে হয় ড্রাইভারটা মেয়েটাকে বাগে আনতে চেয়েছিল। তাই মেয়েটা ওর এমন হাল করেছে। তারপর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল যে মালটা কিন্তু ভালই ড্রাইভারটার যদি লোভ হয় তাহলে খুব একটা দোষ নেই।

স্টিঙ বলল—মেয়েটার মাথায় খুব চোট লেগেছে এখনই কিছু একটা করা দরকার।

রয় বলল, এসব ফালতু ঝামেলায় না গিয়ে চল তো এখান থেকে কেটে পড়ি। সে অন্যালোকের সঙ্গে গাড়ি চেপে ঘুরতে ঘুরতে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারবে।

স্টিঙ তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল—তা হয় না। মেয়েটাকে জখম অবস্থায় আমরা এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না।

তাহলে রাস্তা অবধি টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখো। কেউ না কেউ এসে ওকে দেখতে পাবে আমি এসব ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাই না।

না-ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার। আমি ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ফ্লেমিংকে দেখানোর ব্যবস্থা করবো। তোমার কিছু বলার আছে?

রাগে রয়ের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সে বললো আসলে একা একা নির্জন অবস্থায় বেশিদিন থাকলে যা হয়। মেয়েমানুষ দেখে একদম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যাচ্ছো।

স্টিঙ প্রথমে রেগে গেলো তারপর সামলে নিয়ে বলল, এখনও খুব একটা পাল্টাওনি দেখছি। সেই স্কুলের ছেলেদের মতো স্বভাব?

স্টিঙ নীচু হয়ে মেয়েটির শরীরে কোথাও হাড়টার ভেঙ্গেছে কিনা পরীক্ষা করতে লাগল।

রয় বলল—মেয়েটাকে ছেড়ে দাও না হলে এজন্য তোমাকে দুঃখ করতে হবে স্টিঙ।

স্টিঙ কোন কথায় কান না দিয়ে ধীর পদক্ষেপে মেয়েটাকে নিয়ে ভ্যানের দিকে এগুতে লাগলো।

ব্লু মাউন্টেন সামিটে স্টিঙের 'সিলভার ফক্স মর্নম' সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আট হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড় ঘেরা এক রমণীয় সুন্দর উপত্যকা। হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে আসা এক ধূলিধূসরিত পথ ধরে সেখানে যেতে হয়।

এক বছর আগে বীমা কোম্পানীর সেলসম্যানের চাকরি ছেড়ে শৃগাল প্রজননের ব্যবস্থা করবে বলে স্টিঙ মনস্থ করে। তাই-এ জায়গাটা আবিষ্কারের পর দলিল দস্তাবেজ হস্তান্তরের কাজে লেগে পড়ে সে। এখানে দিনের পর দিন নিজের কুকুরটা ছাড়া আর কোন সঙ্গী জোটেনা তার।

রয়ের আগমনে প্রথমে সে মনে করেছিল যে নিঃসঙ্গতা খানিকটা ঘুচবে। কিন্তু এখন মনে হল সে সঙ্গী হবার চাইতে সে তাঁর বিরক্তির কারণ হবে বেশি।

স্টিঙ মেয়েটাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতেই রয় গাড়িটার সামনে এসে গাড়ির ঢাকনা খুলে অ্যাক্সিলেটার সুইচের মাথাটা খুলে নিয়ে পকেটে রাখলো। এবং ঘরে ঢুকে গেল।

একটু পরে স্টিঙ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে সে তাকে দেখে বললো, কি মেয়েটাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে দিয়ে এলে?

রয়ের কাছে এসে স্টিঙ বললো, আমি ডাক্তার ফ্লেমিং-এর কাছে যাচ্ছি, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে। এর মধ্যে তুমি মেয়েটার দিকে একটু নজর দিও।

স্টিঙ বেড়িয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। দেখে রয় মুখ চেপে হাসতে লাগল। স্টিঙ সব বুঝতে পেরে একটু পরেই রাগে লাল হয়ে নেমে এল

বলল তুমি কি আমাকে বোকা বানাতে চাইছো? অ্যাক্সিলেটরের মাথাটা তুমিই খুলে নিয়েছো। ভাল চাও তো দিয়ে দাও।

রয় বলল, ওটা আমিই রেখেছি। কারণ আমি চাই আমি যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ বাইরে থেকে কেউ এখানে আসতে পারবে না আর আমি না বলা অবধি এখান থেকে কেউ বাইরেও যেতে পারবে না।

স্টিঙ রেগে বলল, দ্যাখো রয় তুমি কেন এমন করছ আমি জানি না। তবে এসব করে কিছু লাভ হবে না। সুইচটা আমাকে দাও নয়তো আমি ছিনিয়ে নিতে বাধ্য হব। কারণ এ সমস্ত বেয়াদপি আমি সহ্য করি না।

তাই নাকি? এই বলেই রয় একটা নাক ভোতা ৩৮ অটোম্যাটিক স্টিঙের নাকের সামনে লাগিয়ে বলল, এবার? এখনও কি তুমি কেড়ে নেওয়ার মতলব বজায় রাখছো।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? ওটা নামাও।

রয় রুক্ষ গলায় বলল এইতো তোমার বুদ্ধি খুলেছে দেখছি। হয়তো তুমি বুঝতে পেরেছো যে আমি একটা ঝামেলায় জড়িয়ে এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছি। এখানে ডাক্তার ফ্লেমিং আসলে রুগিদের গিয়ে বলবেন যে আমাকে দেখতে পেয়েছেন। তাই যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ তোমাকে আর ওই মেয়েটাকে এখানেই থাকতে হবে।

রয় পাগলামো কোরো না। মেয়েটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার সুইচটা ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে যেতে দাও।

তোমার মাথায় এখনো কিছু ঢোকেনি। তবে শোনো, আমি লিটল বার্নির দলের হয়ে কাজ করেছি। স্টিঙ পত্রিকায় পড়েছে যে লিটল বার্নি খুব খারাপ লোক। পুলিশ তাকে খুঁজছে।

আমি জানতাম তুমি ঝামেলায় ফেসে গেছো। যা করেছি ভালই করেছি। এখন একটু সাময়িক অসুবিধায় পড়েছি। কিন্তু এর পরেই আমি মনের আনন্দে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবো। আমি তো তোমার মতো গেয়ো নই যে জঙ্গলের মধ্যে শেয়াল নিয়ে কাটিয়ে দেবো।

স্টিঙ বলল—পিস্তলটা বরং আমাকেই দাও রয়।

কিন্তু রয় হঠাৎ করে গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা স্টিঙের কানের পাশ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এমনি করে অতি সহজেই আমি তোমার খুলির মধ্যে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিতে পারি।

স্টিঙ নিজের জন্য ভাবে না তার চিন্তা মেয়েটার জন্য। ডাক্তার ফ্লেমিং যখন আসছেন না তখন এক্ষুনি মেয়েটার জন্য কিছু করা দরকার। বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসাব বাক্স ছিল সেটা নিয়ে সে মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শায়িত মেয়েটার মাথার পিছন দিকের আঁঘাত পরীক্ষা করে চিকিৎসার বাক্স থেকে তুলো টুলো বের করলো আগেই সে এক বালতি গরম জল আর একটা তোয়ালে এনে রেখেছিল। কাজ শেষ হবার পর মেয়েটা চোখ খুলে তাকাল।

মেয়েটা মাথায় হাত দিয়ে বলল, খুব কষ্ট। আমি কোথায়।

আমি আপনাকে পাহাড়ের রাস্তায় দেখতে পাই, ট্রাক দুর্ঘটনা হয়েছিল, চিন্তার কিছু নেই মাথা সামান্য কেটে গেছে।

ট্রাক? মেয়েটি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, কোন ট্রাক? আমার মনে পড়ছে না।

সব ঠিক আছে। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

তুমি কি ভালো আমার কাছে থাকো, আমাকে ছেড়ে যেও না।

না, না আমি কোথাও যাচ্ছি না আমি এখানেই থাকবো। আপনি একটু শান্ত হন। কয়েক মুহূর্তের

মধ্যেই মেয়েটা আবার ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়।

অন্য ঘরে রয় চিন্তিত মুখে বসেছিল। 'ছুড়িটার জন্য সব গোলমাল হয়ে গেলো। এর মধ্যে স্টিঙের মনে হলো যে এভাবে মেয়েটাকে বিছানায় ফেলে রাখা চলে না। তাকে ওর পোষাক পাল্টাতে হবে। কিন্তু সে দ্বিধাবোধ করছিল। এর মধ্যে তার পোষা কুকুর স্পটকে দেখে সে হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

এই যে স্পট দ্যাখো তো কি ঝামেলায় পড়লাম। এই বলে সে আলমারি খুলে একটা পোষাক বার করে সেটা বাদ ছাদ দিয়ে ক্যারলের উপযোগী করে ক্যারলকে পড়িয়ে দিল। এই সময় ক্যারলের পোষাক খুলতে গিয়ে সে একটা রুমাল পেল তাতে লেখা ক্যারল। কে এই ক্যারল? যাই হোক ক্যারলকে পোষাক পড়িয়ে দিল। এবং তার সুন্দর শিল্পসুষমামণ্ডিত চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাবল যে এ কোন সস্তা মেয়ে হতেই পারে না।

এর মধ্যে রয় ঘরে ঢুকে বলল, তুমি কি একাই ওকে নিয়ে মজা লুটবে নাকি? যতদিন না ও সুস্থ হয় ততদিন তুমি ওকে রাখো। সুস্থ হলে দেখো ওকে নিয়ে আমি' কেমন মজা লুটি।

।। দুই ।।

পুরো এক সপ্তাহ দেখতে দেখতে কেটে গেল। এই এক সপ্তাহ ধরে খামারবাড়ির সব কাজকর্ম রান্নাবান্না এবং ক্যারলের সুশ্রূষা স্টিঙকে একাই করতে হল। রয় ওকে সামান্যতম সাহায্যও করল না। শুধু সে যেন কার অপেক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সপ্তাহের শেষাশেষি সে একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তার শুধু একটাই জেদ যে স্টিঙ কোথাও যেতে পারবে না। পরিস্থিতি বিচার করে স্টিঙ তার কথা মেনে চলাই যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিল।

ক্যারল যেহেতু স্টিঙেব ঘরে থাকে তাই স্টিঙও রয় একঘরে ঘুমোয় তাতে স্টিঙ দেখল যে ওর ঘুম খুব পাতলা। একটু শব্দ হলেই বয় আতঙ্কে উঠে বসে।

এদিকে ক্যারলের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল। তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও একটা ব্যাপার ঘটল তা হল সে তার আগের নাম ঠিকানা গ্লেনভিউ কিছুই মনে করতে পারছিল না। আর ধীরে ধীরে সে স্টিঙের নিকটে আসতে লাগল। অসহায়ের মতো সে স্টিঙকে আঁকড়ে ধরলো। স্টিঙও ক্যারলের প্রতি গভীর মমতাবোধ টের পেল।

মেয়েদের ব্যাপাবে স্টিঙ চিরদিনই খুব লাজুক। সে ভেবে পাচ্ছিল না যে কি করে এই পরিস্থিতি সামাল দেবে। ক্যারল সুস্থ হবার পরেই সারাক্ষণ স্টিঙের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ক্যারলের মানসিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় স্টিঙের ধারণা হলো মাথার আঘাত শুধু ওর স্মৃতিশক্তি লুপ্ত করে দিয়েছে তা নয়। ওকে শিশুসুলভও করে তুলেছে। স্টিঙ ভাবল ওর সঙ্গে প্রেম করে লাভ হবে না। কারণ স্মৃতি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ও সব ভুলে যাবে।

এদিকে রয় ভাবলো মেয়েটা এখন ভাল হয়ে গেছে। ওকে নিয়ে এখন ফুর্তি করা যাবে। যদিও ক্যারলের সমস্ত আগ্রহ এখন শুধু স্টিঙের দিকে রয়ের দিকে ওর কোন ভ্রূক্ষেপও নেই।

একদিন সকাল বেলায় ক্যারলকে একটা জলাধারের দিকে ঘুরতে দেখে রয় তার হাত ধরলো। সে তার পথ আটকাতে ক্যারল বলল, আমি স্টিঙকে খুঁজছি যে।

স্টিঙের কথা বাদ দাও, এই বলে ও ক্যারলকে জড়িয়ে ধরলো।

ছেড়ে দাও আমি স্টিঙকে খুঁজবো।

ঠিক এমনি সময় স্টিঙ দু'জনকে ছাড়িয়ে দিয়ে রয়কে প্রচণ্ড ঘুষিতে ধরাশায়ী করে ফেললো।

ক্যারল বলল ওকে তুমি মারলে কেন? আমি চাই না ও তোমাকে ভয় দেখাক।

ঠিক আছে তোমার ভাল না লাগলে আমি তোমাকে চুমু খেতে দেবো না।

রয় বলল, তোমার ঘুসিটুসিগুলো সামলে রাখো স্টিঙ তুমি যদি ওরদিকে হাত বাড়াও তাহলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে সে তোমার কাছে যতই পিস্তল থাকুক।

তোমাকে আমি যদি খুন করি কে আমাকে আটকাবে।

দ্যাখো রয় মেয়েটার দিক থেকে হাত না সরালে আমি তোমাকে দেখে নেব।

রয় আর স্টিঙ এরপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। স্টিঙ বলল তুমি কার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে

বেরাচ্ছ। কি বাজে কথা বলছ, আমি মোটেই ভয় পাইনি। আর বাজে কথা বন্ধ কর, না হলে তোমাকে খতম করে দেব। কেন যে আগেই খতম করে দেইনি।

দাওনি, তার কারণ, তুমি একা থাকতে ভয় পাও। তুমি চাও তোমার কিছু হলে আমি তোমার পেছনে থাকি।

রয় বলল, তুমি একটা পাগল যাই হোক আমি এখন ঘুম লাগাতে চাই। কিন্তু রয়ের কিছুতেই ঘুম এল না। সে ক্যারলের কথা ভাবছিল। মেয়েটা তাকে যে বাধা দেবে না সে জানে। এক স্টিঙ তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে যদি ওর ঘরে যাওয়া যায়! কিন্তু হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়তে ও দেখল বাইরে একটা নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি খোলা জানালার পাশ দিয়ে পলকের মধ্যে অন্য ধারে চলে গেল।

ভীত দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার পর মনে হল একটা শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তখন সে স্টিঙকে ধরে প্রাণপণে ঝাঁকানি দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে স্টিঙের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রয়ের পাণ্ডুর মুখ দেখে স্টিঙ বুঝল যে একটা কিছু ঘটেছে।

রয় বলল, বাইরে কে যেন হাঁটছে।

আরে ও তো ক্যারল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখল ক্যারলই হাঁটছে। ও দম ফেলে বললো। যাঃ বাব্বা কি করছে! আমার তো দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে।

স্টিঙ বলল, আস্তে কথা বল। ও হয়তো ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

রয়ের ভয় ভাব কেটে গিয়েছিলো। এখন চোখের সামনে সাদা পাজামার আড়ালে ক্যারলের কামনামদির শরীর, ওর নিরাবরণ পা এসব দেখে রয় অস্থির হয়ে উঠল।

ও বলল, সত্যি তাকিয়ে থাকার মতো জিনিষ, তাই না স্টিঙ।

স্টিঙ বিরক্ত হয়ে ওকে চুপ করতে বললো। আসলে ক্যারল কেন এমন পায়চারী করছে তাই নিয়ে স্টিঙ চিন্তা করছিল।

সহসা ক্যারল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও যেন বুঝতে পেরেছে যে কেউ ওকে লক্ষ্য করছে।

ক্যারলের মুখে জ্যোৎস্না এসে ঢলে পড়েছে। সেই আলোয় ক্যারলের মুখের এক বিচিত্র পরিবর্তন ওরা লক্ষ্য করল।

স্নায়বিক বিকলতার জন্য ওর ঠোঁটের প্রান্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এরপর সে জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রয় বলল—মেয়েটা কেমনভাবে তাকাচ্ছিল দেখেছো? স্টিঙ বললো, দেখেছি কিন্তু এখন দেখতে হবে যে ও কি করছে।

দেখতে যাচ্ছো যাও, কিন্তু সাবধানে থেকো। ও তোমার চোখদুটো না আবার খুবলে নেয়।

স্টিঙ কথা না বলে এগিয়ে গেলো ক্যারলের ঘরের দিকে। দেখলো ক্যারল বিছানায় শুয়ে আছে। চোখ বোজা। তার মুখে চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন এক বিষাদময়ী সৌন্দর্যের প্রতিমা বিছানায় গা এলিয়ে রয়েছে।

সে রাতে রয়ের মতো স্টিঙেরও ভাল ঘুম হল না।

জো আর গারল্যান্ড গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানাটোরিয়ামের পেছন দিকের বিশাল গ্যারেজে একটা অ্যাম্বুলেন্সকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছিল।

জো কে স্যাম বলল, ওই দেখো খবরের কাগজের লোকটা আবার এদিকেই আসছে।

জো বলল—লোকটা আচ্ছা নাছোড়বান্দা, এই লোকটাকে বাজিয়ে দেখলে কেমন হয় বল তো?

স্যাম বলল—ভালই। লম্বা-রোগা ফিল ম্যাগার্থ তখন অলস গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। এখানে সে গত সপ্তাহ থেকে ঘুরঘুর করছে যাতে করে স্যানিটোরিয়াম থেকে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটার সম্পর্কে জুতসই কোন খবর সংগ্রহ করতে পারে এই আশায়।—কিন্তু ডাক্তার ট্রেভার্সের ছোট একটা অপ্রয়োজনীয় জবানবন্দি আর ক্যাম্পের মুখ থেকে দুটো শব্দ—বেরিয়ে

যাও। শোনা ছাড়া তার আর কিছুই লাভ হয়নি। ম্যাগার্থ এ জেলায় স্থানীয় সংবাদ সংগ্রাহক। সংবাদ সংগ্রহে সে বেশ পটু। তার ধারণা মেয়েটি যে এখান থেকে পালিয়ে গেল এর পেছনে নিশ্চয়ই ছোটবড় ঘটনা আছে। তাই সে আজ গ্যারল্যান্ড আর জোকে একটু তলিয়ে দেখার জন্য এসেছে।

অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে হেলান দিয়ে ম্যাগার্থ বলল, কিহে পাগলীটার কোন খোঁজ খবর পেলে।

জো আর গ্যারল্যান্ড দু'জনেই বলল যে তাদের কাছে জানতে চেয়ে কি লাভ, তাঁরা তো মাইনে করা চাকর।

ম্যাগার্থ বলল, আমি ভেবেছিলাম তোমরা কিছু জেনে থাকবে। আসলে আমার টাকার থলেটা দিন দিন ভারী হয়ে উঠছে একটু হালকা করতে চাই।

তাঁরা বলল, কেমন ভারী?

খুব ভারী আর মোটা। তাই বলছিলাম তোমরা যদি কোন খবর জেনে থাকো তাহলে স্বচ্ছন্দে মুখ খুলতে পারো।

ভয় আবার কি দু'জন যদি একশো ডলার পাই তাহলে খবরাখবর দিতে পারি।

খবরটা কিন্তু টাকার উপযুক্ত হওয়া চাই। অবশ্যই উপযুক্ত, কি বলছেন, এ একেবারে সারা জাগানোর মতো খবর। অ্যাটম বোমার চাইতেও মারাত্মক।

শোনা যাক কি রকম মারাত্মক।

স্যাম ম্যাগার্থের দেওয়া নোটগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বলল মেয়েটা হচ্ছে জন ব্লানডিশের উত্তরাধিকারিণী। কি খবরটা কেমন।

এ আবার কি গুল খোকন।

গুল মোটেই নয়। জন ব্লানডিশের একটা মেয়ে ছিল তাকে বহুবছর আগে গুম করা হয়—।

পরদিন সকালে স্টিঙ আর ক্যারল প্রাতঃরাশ খাচ্ছিল। রয় অনেক আগে উঠে ট্রাউট মাছ শিকার করতে গেছে।

স্টিঙ একসময় ক্যারলকে বলল, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল।

ক্যারল বলল, কি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। স্টিঙ বলল, কাল রাতে তুমি উঠেছিলে নাকি আমিও স্বপ্ন দেখছিলাম।

ক্যারল দু'হাতে মাথা টিপে বলল—কি জানি কিছুই মনে করতে পারছি না। অন্ধকার দেখেও ভয় লাগে।

কি স্বপ্ন দেখো বল তো।

ঠিক মনে পড়ছে না। একটা নার্সকেই বারবার স্বপ্ন দেখি।

স্টিঙ সমস্ত দিন চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকলো। যখন সন্ধ্যের পর রয় ফিরে এলো তখনো তার উদ্বিগ্নতা কাটেনি।

এদিকে স্টিঙ আর রয় যখন ঘরে ঘুমুতে গেল, রয় ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলো। যখন সে বুঝলো যে স্টিঙ ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। সে ভাবল ক্যারল তাকে চুমু খেতে দিয়েছে কোন বাধা দেয় নি। অতএব স্টিঙকে না জানিয়ে ক্যারলের কাছে পৌঁছতে পারলে সে ক্যারলকে নিয়ে মজা লুটতে পারবে।

রয় নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বারান্দার শেষপ্রান্তে ক্যারলের ঘর। রয় ঘরে ঢুকে দেখলো ক্যারল চোখ মেলে শুয়ে আছে। সে চোখে বিন্দুমাত্র ভয় বা আশঙ্কার ছায়া নেই।

রয় ক্যারলকে বলল, এই যে আমি তোমাকে একটু সঙ্গ দিতে এলাম। আমাকে দেখে তুমি ভয় পাওনি তো? মনে মনে ক্যারলের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে রয় শরীরে জ্বরের উষ্ণতা অনুভব করছিল।

ক্যারল শান্ত গলায় বলল—আমি জানতাম আজ রাতে তুমি আমার ঘরে আসবে। রয় অবাক হয়ে বলল, তার মানে তুমি চাইছিলে আমি এখানে আসি।

ক্যারল তাঁর দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছিলাম কারণ আজ সমস্ত সন্ধ্যে তুমি আমাকে লক্ষ্য করছিলে। তাই আমার মনে হচ্ছিল যে তুমি আসবে।

রয় মুচকি হেসে ওর গায়ে হাত রাখল ও বলল, আমি তোমাকে আদর করতে চাই।

ক্যারল বলল, কিন্তু স্টিঙ তা চায় না।

ও জানতে পারবে না। এই বলে রয় ক্যারলকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ কানে ক্যারলের মৃদু ধাতব হাসির শব্দ যাওয়াতে সে চমকে উঠলো।

রেগে বলল, অত হাসির কি আছে! এই বলে সে ক্যারলকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু এর মধ্যে ক্যারল তাঁর কঠিন হাত দিয়ে রয়ের ঘাড় খিমচে ধরে রয়ের চোখের ওপর নিজের তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিলো।

অন্য ঘরে স্টিঙের ঘুম আচমকা ভেঙ্গে গেলো। বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এগিয়ে গেল স্টিঙ, দেখলো সেখানে কেউ নেই। তারপর সে রয়ের বিছানায় হাত রাখল দেখলো কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো ক্যারলের কথা। সে দরজার দিকে ছুটলো। এর মধ্যেই সে শুনতে পেলো, স্টিঙ স্টিঙ তাড়াতাড়ি এসো। আমাকে বাঁচাও বলে রয় চীৎকার করছে।

কি হয়েছে, ঘরে ঢুকে বলল স্টিঙ।

দেখলো রয়ের মুখ রয় দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে টসটস করে রক্ত পড়ছে।

রয় বলল, স্টিঙ মেয়েটা আমার চোখ দুটো খুবলে দিয়েছে আমি অন্ধ হয়ে গেছি! ভগবানের দোহাই, আমকে বাঁচাও।

স্টিঙ রয়কে বলল, তুমি ওকে কি করেছিলে? তার পরেই সে দেখলো বারান্দার ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ক্যারল তার দিকেই তাকিয়ে আছে ওর উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত। একটু পড়েই ক্যারল সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে তা দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

ক্যারল ফিরে এসো স্টিঙ চীৎকার করে উঠল।

কিন্তু ক্যারল উধাও হয়ে গেল। স্টিঙ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। সে রয়ের হাত ধরে বলল, উঠে পড়ো। তোমার এমন কিছু হয়নি। তারপর বহু কষ্টে তাকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে বিছানার উপর তুলে দিল।

বললো একটু স্থির হও। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, এই বলে ওষুধের বাক্স আনতে গেল।

রয় চীৎকার করে বললো, আমাকে ছেড়ে যেও না ও আবার ফিরে আসবে।

ঠিক আছে দাঁড়াও, আমি তোমার চোখদুটো ধুয়ে দিচ্ছি। তোমার খুব রক্ত বেরোচ্ছে তাই তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছো না।

না না আমি অন্ধ হয়ে গেছি. তুমি আমার সঙ্গে থাকো। ওরা আমাকে পেলেই খুন করে ফেলবে। এখন আমি অসহায় আমি আর নিজেকে রক্ষা করতে পারবো না।

—কারা তোমার পিছনে লেগেছে।

—সুলিভ্যানরা। অবশ্য তুমি জাননা যে ওরা কি মারাত্মক। ওরা পেশাদার খুনে ওদের কেউ চেনে না। আমাকে খুন করার জন্য লিটিল বার্নি ওদের ভাড়া করেছে।

এখানে ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না। তুমি নিরাপদ।

আচ্ছা এখন বলতো মেয়েটাকে তুমি কি করেছিলে।

কিচ্ছু না। ও বলেছিল ও জানতো আমি আসবো। ও আমাকে চুমু খেতে দিল। কিন্তু তারপর ওই আমার গলা পেচিয়ে ধরে আমার চোখ ওর সুতীক্ষ্ণ আঙ্গুল দিয়ে খুবলে দেয়। ওর গায়ে ভীষণ জোর। মেয়েটা পাগল স্টিঙ।

ও নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু এখন যদি সুলিভ্যানরা চলে আসে আমি কি করবো! তুমি আমাকে বাঁচাবে তো? এই বলে সে তার পিস্তলটা স্টিঙের হাতে তুলে দিল।

স্টিঙ বলল, তুমি একটু শান্ত হও। ওরা তোমাকে খুন করবে কেন?

কারণ আমি লিটিল বার্নিকে ধোকা দিয়েছি। ও আমাকে অনেক দিন ধরে ঠকাচ্ছিল। তাই এবার

যখন দু'জনে মিলে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করি পুরো টাকাটাই আমি হাতিয়েনি। কিন্তু বার্নি আমার পেছনে সুলিভ্যানদের লাগিয়ে দিলো।

ওরা তোমাকে খুঁজে পাবে না।

ঠিকই পাবে। তুমি ওদের চেনো না।

দুটো কালো কাক। এই বর্ণনাটা সুলিভ্যানদের পক্ষে ষোলআনা খেটে যায়। ওদের দু'জনের গায়ে কালো আটোসাটো ওভার কোট, কালো স্লাউচ টুপি মাথায়। কালো প্যান্ট আর কালো ছুঁচোল জুতোয় ওদের দেখলেই মনে হয় মূর্তিমান অমঙ্গল। তাছাড়া দু'জনের গলাতেই রেশমী রুমাল বাঁধা থাকে।

ওরা কয়েকবছর আগে অবধি একটি ভ্রাম্যমান সার্কাসের দলে কাজ করত। ওরা ছিল দলের মুখ্য আকর্ষণ। প্রচারপত্রে ওদের সুলিভ্যান ব্রাদার্স নাম দেওয়া হত। আসলে ওরা মোটেই দু'ভাই নয়। ওদের আসল নাম ম্যাক্স গির্জা এবং ফ্রাঙ্ক ফুর্ট। কালো মখমলে মোড়া পাটাতনের সামনে দাঁড়ানো একটি মেয়েকে নিয়ে ফসফরাস মাখা ছুড়ির খেলা দেখাতো দু'জনে।

এ খেলা সাড়া জাগানো হলেও শীগগিরই সার্কাস আর মেয়েটা দুটোই সুলিভ্যানদের কাছে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ালো।

আসলে মেয়েটার জন্যই তারা এ খেলা শেষ করে দেবে বলে ঠিক করল। মেয়েটি দেখতে ভালো। কিন্তু কাজের পরে সুলিভ্যানদের রীতি সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া সে একটা ভাড়ের সঙ্গে প্রেম করা শুরু করল। অবশেষে একদিন রাতে ইচ্ছা করেই ম্যাক্স তার নিক্ষিপ্ত ছোরায় মেয়েটার গলা পাটাতনের সঙ্গে গেঁথে দিয়ে সমস্যার সমাধান করে ফেললো। আর তখনই তার মাথায় পেশাদার ঘাতক হবার পরিকল্পনা আসে। তাছাড়া সে ভাবল এই পথে অনেক পয়সা রোজগার করা যাবে।

সে ভাবলো এই পৃথিবীতে এমন অনেক নরনারী আছে যারা মোটা টাকার বিনিময়ে কোন একজনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়। এখন ম্যাক্স যদি এ কাজটা করে তাহলে মোটা টাকাটা সেই পাবে। আর এতে কোন ঝুঁকিও নেই। কারণ হত্যার কোন উদ্দেশ্য প্রমাণিত হবে না। আর যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে কাজ করলে ধরা পড়ার কোন কারণই থাকবে না। তার বন্ধু ফ্র্যাঙ্কের কথাটা মনঃপূত হল। ম্যাক্স জানতো ফ্র্যাঙ্কের চাইতে ভাল অংশীদার পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাঁরা চারিদিকে রটিয়ে দিলো যে তিন হাজার ডলার পারিশ্রমিক আব অন্য খরচ বাবদ সপ্তাহে একশো ডলারের বিনিময়ে তাঁরা যে কোন মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। এত কাজ হাতে এসে গেলো যে তাতে সুলিভ্যানরা রীতিমতো অবাক হয়ে গেলো।

একটা কালো ঢাউস প্যাকার্ড ক্লিপারে চড়ে তাঁরা সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়ায়। নিঃশব্দে ওরা মৃত্যু বয়ে আনে। পুলিস ওদের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতো না। কারণ যাকে এরা মারত সেও পুলিশের ভয়ে ভীত থাকতো এবং এজন্য পুলিশের আশ্রয় নিতে পারতো না। যাকে খুন করতো তার একটা ফটো, নাম এবং শেষ ঠিকানা তাদের একমাত্র প্রয়োজন ছিল। ওরা তারপর ওকে ঠিকই খুঁজে বার করতো। তিন হাজার ডলার ওরা ছুঁয়েও দেখত না। সাপ্তাহিক খরচের টাকাতেই তাদের মাস কেটে যেতো। ওরা ঠিক করেছিল বেশ ভালমত টাকা জমলে এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তারা পাখির ব্যবসা করবে। কারণ ওরা দু'জনেই পাখি ভালবাসতো।

রয় যেদিন ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা পয়সা নিয়ে কেটে পড়লো, তারপরে লিটল বার্নি ওদের ভাড়া করলো, পাঁচ হাজার ডলারের বিনিময়ে ওরা রয়কে খুন করার কাজটা হাতে নেয়। রয়কে খুঁজে বার করাই ছিল সবচাইতে মুশকিলের কাজ। কারণ সুলিভ্যানরা ওর পিছনে লেগেছে খবর পেয়েই ও ওর চিরাচরিত আড্ডাগুলো থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। শেষ খবর ওরা যা পেল তাতে রয় নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে পেনসিলভ্যানিয়া স্টেশন অবধি গিয়েছিল। তার পরে সমস্ত সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। মনে হতে পারে যে রয়ের পাত্তা মেলা অসম্ভব। কিন্তু না। তারা অভিজ্ঞ মানুষ শিকারী, তাদের মতে কোনো মানুষকে খুঁজে বের করতে হলে তার প্রকৃতি কেমন, তার আত্মীয় স্বজন

কোথায় থাকে তার বান্ধবী কোথায় থাকে এগুলো জানা দরকার। এগুলো জেনে সামান্য ধৈর্য ধরে থাকলে অভীষ্ট শিকারের সন্ধান পাওয়ার কোন অসুবিধেই থাকে না।

এমনি উপায়ে তাঁরা খুব সহজেই স্টিঙের সন্ধান পেয়ে গেল। তাঁরা জানতে পারল যে স্টিঙ হচ্ছে রয়ের ভাই। সে আগে কানসাস সিটিতে থাকতো এবং এক বীমা কোম্পানির সেলসম্যান ছিল এখন কোন একটা জায়গায় শিয়াল প্রতিপালনের খামার করে সেইখানে বসবাস করছে। তখন তাঁরা এক সপ্তাহ ধরে স্টিঙের বর্তমান সঠিক ঠিকানা জানার জন্য শহরের মধ্যে ও বাইরে প্রতিটি শৃগাল প্রতিপালনের খামারে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহকারীদের টেলিফোন করতে লাগল। এবং বোনার স্প্রিংগের একটি প্রতিষ্ঠান স্টিঙ লারসনকে মালপত্র সরবরাহ করতো, তারাই খুশি হয়ে স্টিঙের ঠিকানা সুলিভ্যানদের জানিয়ে দিলো।

এর ঠিক তিন দিন পরে ব্লু মাউন্টেন সামিট থেকে মাইল কুড়ি দূরের ছোট্ট উপত্যকা শহর পয়েন্ট ব্রিজে একখানা কালো রঙের ঢাউস প্যাকার্ড ক্লিপার থামল। গাড়ি থেকে সুলিভ্যানরা নেমে সামনে একটা জনহীন পানশালায় ঢুকলো।

সুলিভ্যানরা পানশালায় ঢুকে দুটো উঁচু টুলের উপর বসল। দোকানের লোকটার মনে হল এরা সুবিধার লোক নয়। সে বলল, কি দেবো বলুন।

"দুটো লেমনেড'। লোকটা লেমনেড নিয়ে এসে তাদের দিলে ম্যাক্স বলল, আমরা এখানে নতুন লোক। শহরের খবর টবর কি আছে একটু শোনাও তো ভাই।

'এখন তো খুব গরম খবর আছে। এইমাত্র আমি একটা সংবাদপত্রের সাংবাদিকের কাছ থেকে জানলাম।

কি রকম?

গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানাটোরিয়াম থেকে এক পাগলী পালিয়ে গিয়েছিলো। তা এইমাত্র জানা গেল সে নাকি ষাট লাখ ডলারের মালিক।

কিন্তু একটা পাগল মেয়েছেলের অত টাকা হল কি করে।

সবকিছুই ও জন ব্লানডিশের কাছ থেকে পেয়েছে। ও হচ্ছে জন ব্লানডিশের নাতনী।

তা মেয়েটাকে কি খুঁজে পাওয়া গেছে?

না—আর তাই নিয়েই তো যত গোলমাল। মেয়েটার বাবার মাথায় গোলমাল ছিল। মেয়েটারও তাই। এখন চোদ্দ দিনের মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে না পারলে, ওরা ওকে আর পাগলা গারদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এই হচ্ছে এ দেশের আইন আর তাহলেই মেয়েটা ওর সব সম্পত্তি পেয়ে যাচ্ছে।

ম্যাক্স জানতে চাইল যে মেয়েটা কেমন পাগল। দোকানী বলল মেয়েটা একটা ভয়ঙ্কর খুনী।

আচ্ছা ধরো মেয়েটার সঙ্গে আমাদের দেখা হল আমরা ওকে কিভাবে চিনব।

মেয়েটা দেখতে পীচ ফলের মতো সুন্দর। আর ওর কবজিতে একটা কাটা দাগ আছে।

আচ্ছা বুঝলাম, এবার দেখলেই চিনতে পারবো।

এরপর লেমনেডের পয়সা দিয়ে ফ্রাঙ্ক দোকানীকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা এখানে কাছেপিঠে কোথাও শেয়ালের খোয়ার আছে বলে জানো?

নিশ্চয়ই জানি ওই যে ব্লু মাউন্টেন সামিটেই তো লারসনের সিলভার ফক্স ফার্ম।

আসলে আমাদের আবার শিয়ালের ব্যাপারে খুব উৎসাহ। বলল ম্যাক্স।

দোকানির মনে হল লোক দুটো মিথ্যে কথা বলছে ওদের দেখে মোটেই পশমের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না।

আচ্ছা লোকটা কি এখানে একাই থাকে নাকি?

হ্যাঁ ব্যবসাটা ও একাই চালায়। তবে ইদানিং ওর সঙ্গে আরো একজন লোক জুটেছে।

এই কথা শুনেই সুলিভ্যানদের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। ওরা ওদের গাড়িতে চেপে বসল।

এদিকে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল ম্যাগার্থ ওদের লক্ষ্য করে চিন্তান্বিত মুখে একবার নাকটা চুলকে নিলো।

তারপর পানশালায় ঢুকে দোকানিকে বলল, একটা হুইস্কি দাও।

দোকানি ওকে হুইস্কি দিয়ে বলল, ওই লোক দুটোকে আমি আপনার গল্পটা শোনাচ্ছিলাম। ওরা নাকি পশমের ব্যাপারী।'

ম্যাগার্থ বলল—তাই নাকি ওদের দেখে কিন্তু মনে হয় না। ওদের আমি আগেও দেখেছি। যখনই ওদের কোথাও দেখেছি সেখানেই কেউ না কেউ নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সুলিভ্যান ব্রাদার্সের নাম শুনেছো'?

'না।'

'ওরা নাকি পেশাদার খুনে সেরকম কথা শোনা যায়।'

'ওরা স্টিঙ লারসনের কথা জিজ্ঞেস করছিলো, জানতে চাইছিলো সে একা থাকে কিনা।

স্টিঙ লারসন, মানে ব্লু মাউন্টেন সামিটের সেই শৃগাল পালক?

হ্যাঁ লোকটা কিন্তু খুব ভাল। এক হপ্তা আগে ওর সঙ্গে একটা লোককে দেখছিলাম এদিক দিয়ে যাচ্ছে।

অন্য একটা লোকের সঙ্গে?

হ্যাঁ, আপনার কি মনে হয়?

দেখা যাক কি খবর জোগাড় করতে পারি। শোনো এই খবরটা যেন ফাঁস না হয়।

স্টিঙ রয়ের চোখের রক্তপাত বন্ধ করে তাকে বলল আমি ক্যারলকে খুঁজতে যাচ্ছি, এইভাবে ওকে একা—'

না—আমাকে ছেড়ে যেও না। তুমি বেরোলেই ও আমাকে শেষ করে ফেলবে। তুমি বাইরে যেও না ও তোমাকেও আক্রমণ করতে পারে।

স্টিঙ বাইরে তাকাল। তার বাইরে বেরোনোর ইচ্ছে নেই কিন্তু ক্যারলকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। হঠাৎ তার মনে হল মাথায় আঘাত লেগে ক্যারলের মধ্যে খুনীর স্বভাব দেখা দিল কেন? এইসব ভেবে সে রয়ের হাতে পিস্তলটা দিয়ে বলল, আমি কাছে পিঠে একটু খুঁজে আসি।

না-না তুমি যেয়ো না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি। ও আমাকে খুন করে ফেলবে।

স্টিঙ বলল, বাজে কথা বন্ধ করো। তোমার পাপের শাস্তি তুমি পেয়েছো।

স্টিঙ টর্চটা তুলে নিয়ে বাইরের অঙ্গনে বেরিয়ে এলো। তারপর বাইরে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটার কোন চিহ্নও দেখতে পেল না।

হঠাৎ আচমকা হ্রদের পাশে আলোড়ন শুনতে পেল। তার হৃৎপিণ্ডের কম্পন বেড়ে গেল। সে ভাবল বোধহয় ক্যারল।

স্টিঙ চীৎকার করে বলল, ক্যারল তুমি কোথায়?

আর একটু এগিয়ে যেতেই কালো অন্ধকার তাকে ছেয়ে ধরল। ইলেকট্রিক টর্চটা জ্বালতেই সরু পথটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। এগুতে এগুতে মনে হল সে একা নেই কেউ তাকে লক্ষ্য করছে।

সে আবার ডাকল, ক্যারল তুমি কি এখানে আছো? আমি স্টিঙ, তোমাকে খুঁজছি।

সামনের একটা মরা ডাল নড়ে উঠল। সেদিকে টর্চের আলো ফেলতেই স্টিঙের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। সে দেখল কালো পোষাক পড়া একটা লোক হাতে ৪৫ রিভলবার নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ম্যাক্স মৃদুস্বরে বলল, লারসন এগিয়ে এসো। এর মধ্যে সে দেখতে পেল তার পেছনে আরও একটা কালো পোষাক পড়া লোক। তার মানে আরও একজোড়া কালো পোষাক পড়া কাক। তার মানে রয় যাদের কথা বলেছিল সেই সুলিভ্যানরা।

স্টিঙ কোনরকমে বলল—কে তোমরা?

ম্যাক্স বলল—আমরা প্রশ্ন করব, তুমি না। ক্যারল কে?

আমার বান্ধবী আমার সঙ্গেই থাকে।

রয় কি ঘরেই আছে নাকি?

স্টিঙ বুঝতে পারলো যে এক্ষেত্রে মিথ্যে বলে লাভ নেই। সে বলল, হ্যাঁ আছে।

শুনে ম্যাক্স বলল 'ফ্রাঙ্ক তুমি এর দিকে নজর রাখো। আমি রয়ের ব্যাপারটা দেখছি।

কিন্তু মেয়েটার কি করব?

মেয়েটা যদি এখানে না আসে তাহলে কিছুই যাবে আসবে না। নেহাতই যদি এসে পড়ে তবে ওর বন্দোবস্তটাও করে ফেলতে হবে। বরঞ্চ তুমিও আমার সঙ্গে এসো।

ম্যাক্স সামনের দিকে এগুতেই ফ্র্যাঙ্ক পিস্তলের নল দিয়ে স্টিঙকে খোঁচা মেরে বলল, এগিয়ে চল, আর বেশি চালাকির চেষ্টা করলে শুধু শুধু জানটাই খোয়াবে।

স্টিঙ এগিয়ে চলল। সে বুঝতে পেরেছিল যে রয়কে শেষ করে ওরা তাকেও শেষ করে দেবে। কিন্তু নিজের থেকেও সে ক্যারলের জন্য বেশি চিন্তান্বিত হয়ে উঠল। সে বলল যে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করছি না। আমাদের ছেড়ে দাও।

ম্যাক্স বলল, তোমাদের নিয়ে আমার মোটেই কোন চিন্তা নেই। আমরা রয়কে খুঁজছি।

ম্যাক্স ইতিমধ্যে জানলা দিয়ে দেখেছিল যে রয় পিস্তল আঁকড়ে ধরে বিছানায় শুয়ে আছে।

রয় চরম উৎকর্ণ হয়ে শুয়েছিল। তার মনে সুলিভ্যানদের কথা একবারও আসে নি। সে শুধু ভাবছিল ক্যারল ফিরে এসে তাকে ধরে ফেলবে।

ম্যাক্স নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে রয়ের হাতের পিস্তলের দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসল। তারপর রয় যখন বিছানাতে রিভলভারটা রেখে নিজের মাথা টিপতে লাগল ম্যাক্স রিভলভারটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে গুঁজে রাখল।

একটু পরেই রয় পিস্তলটা নেওয়ার জন্য খাটের মধ্যে হাতড়াতে শুরু করল। সেখানে না পেয়ে তার মুখে অস্বস্তি ও আতঙ্ক ফুটে উঠল। সে বিড়বিড় করে বলল নিশ্চয়ই নীচে পড়ে গেছে। এই ভেবে সে বিছানায় উবু হয়ে বসে কার্পেটে হাতরাতে লাগল। একটু পরেই একটা ছুঁচোলো জুতোর প্রান্ত তার হাতে লাগল। তারপর প্যান্ট ছুয়ে উপরে উঠল সে বুঝল যে তার সামনে কেউ বসে আছে। সে চীৎকার করে বলল, কে কে ওখানে।

ম্যাক্স মৃদুভাবে বলল—সুলিভ্যানরা।

রয় চীৎকার করে উঠল, স্টিঙ তাড়াতাড়ি এসো আমাকে বাঁচাও।

ম্যাক্স বলল—কোন লাভ নেই, ফ্রাঙ্ক ওর দিকে নজর রাখছে। ও কিছু সাহায্য করতে পারবে না।

রয় বলল, আমি অন্ধ। একটা অন্ধ মানুষকে নিশ্চই তোমরা খুন করবে না।

ম্যাক্স বলল, বিশ্বাস করি না। এই বলে রয়ের ব্যান্ডেজ টান মেরে খুলে ফেললো।

রয় আর্তনাদ করে উঠল। রয়ের বিধ্বস্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ম্যাক্স বুঝল রয়ের কথা সত্যি সে ফ্র্যাঙ্ককে ডেকে বলল, এদিকে এসে বদমাইশটার থোবরা দেখে যাও। কে ওর চোখ দুটো একদম খুবলে নিয়েছে।

ম্যাক্স বলল, তোমার এমন হল কিভাবে?

ওই খ্যাপা মেয়েটা এরকম করেছে। ওর নাম ক্যারল আমরা ওকে পাহাড়ের গায়ে পেয়েছিলাম।

মেয়েটা কেমন দেখতে।

ওর মাথায় লাল চুল।

ও বুঝতে পেরেছি। তারপর ফ্র্যাঙ্ককে বলল ফ্র্যাঙ্ক আমাদের কপালটা খুব ভাল। ষাট লাখ ডলারের মালকিন লাল চুলের পাগলীটাও এখানেই আছে।

তখন ফ্র্যাঙ্ক স্টিঙকে বলল—কি দোস্ত, বলতো মেয়েটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

ও পালিয়ে গেছে। তখন আমি ওকেই খুঁজছিলাম।

ওকে তো আমাদের খুজে বের করতে হবে। তাহলে ষাট লাখ ডলার পাবো।

কিন্তু ম্যাক্স রয়ের কি করবে?

হ্যাঁ ওকে ধীরে সুস্থে খতম করতে হবে। লিটল বার্নিরও সেরকম ইচ্ছে ছিল।

ওকে জলে চুবিয়ে দিলেই তো হয়।

না ওকে জলে চুবিয়ে মারতে গেলে আমার সর্দি লেগে যাবে। মনে নেই একবার একটা লোককে জলে চুবিয়ে মারতে গিয়ে আমার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়ে গেল।

এ ব্যাটাদের খতম করে আমরা কয়েকটা দিন এখানে থাকবো বুঝলে ফ্যাঙ্ক। জায়গাটা আমার বেশ ভাল লেগেছে।

তাই ভাবছি ওকে নিয়ে একটু অগ্ন্যুৎসব করব।

তাই ভাল তাহলে ওকে মেরে লাসটা গুম করার জন্য আর আমাদের কবরও খুঁড়তে হবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে রয় রেলিং টপকে পাগলের মতো ছুটতে লাগল।

ও ভাবছে ও পালাবে? এই বলে ফ্র্যাঙ্ক মুচকি হাসলো। তারপর রয়কে লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুড়ল। গুলিটা রয়ের পায়ে লাগল ও ছিটকে পড়ে গেল।

এরপর ম্যাক্স প্যাকার্ড গাড়ি থেকে একটা পেট্রোলের টিন বার করে এনে রয়ের গায়ে উজার করে পেট্রল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। রয় পুড়তে থাকলে তার দিকে তাকিয়ে বলল লিটল বার্নি বলেছিল তুমি নরকে গিয়ে পচো। এই তার ইচ্ছা।

আচমকা এক তীব্র আওয়াজে ক্যারল যেন স্বপ্নের পৃথিবী থেকে বাস্তবে ফিরে এলো। প্রথমে তার মনে হল সে যেন স্বপ্নে পাইন বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার অনেক স্বপ্নের কথা মনে পড়ছিল, অসংখ্য মানুষের মুখ কিন্তু কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। সবই আবছা।

ক্যারল ভেবে পাচ্ছিল না কেন ও পাইনের জঙ্গলে বেড়াতে এসেছিল। তার মনে হল হয়তো স্টিঙ তার জন্য চিন্তিত হয়ে তাকে খুঁজছে। এরপরেই সে দেখলো যে সে অর্ধনগ্ন। সে তার জামাটা খুঁজতে চেষ্টা করল। স্টিঙের কথা মনে উঠতেই তার মনে একটা কোমল অনুভূতির জন্ম নিল।

ক্যারল একটু এগোতেই সুলিভ্যানদের দেখতে পেল। চাঁদের আলোয় তাদের তীক্ষ্ণ দেহরেখাগুলো দেখে সে চমকে উঠল। সে তার নগ্ন বুক আড়াল করে তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। ওরা যদি স্টিঙের কোন ক্ষতি করে থাকে সেই ভয়ে ও বিচলিত হয়ে উঠল।

একছুটে ক্যারল ঘরে ঢুকে গেল। দেখলো রয়ের অর্ধদগ্ধ দেহাবশেষ পড়ে রয়েছে। কিন্তু ক্যারল স্টিঙের চিন্তায়-মগ্ন। অবশেষে দেখল মেঝের উপর স্টিঙ হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। স্টিঙ ক্যারলের অপূর্ব দেহ সৌন্দর্য দেখল আর ওর মনে অনুভূতি হল যে ও ক্যারলকে ভালবাসে। আর কোনও মেয়েকে ওর পক্ষে ভালবাসা সম্ভব নয়। সে বলল, ক্যারল সোনা শীগগির আমার বাঁধন খুলে দাও। ক্যারল তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার বাঁধন খুলে দিল।

এরপর ক্যারল ঘরে গিয়ে স্টিঙের একটা জামা পড়ে নিল। তারপর স্টিঙকে জড়িয়ে ধরে বলল স্টিঙ আমিতোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

আমিও তোমায় প্রথম থেকেই ভালবেসেছি। কিন্তু? এখন আর আমাদের দেরী করা চলবে না। আমাদের পালাতে হবে। ওদের গাড়িটায় আমাদের উঠতে হবে। অন্ধকার দিয়ে দৌড়ে চলো।

ওরা সিঁড়ি টপকে এক ছুটে সামনের উঠোনটুকু পেরিয়ে ঢাউস প্যাকার্ড গাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল।

ঠিক তখনই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সুলিভ্যানরা ওদের দেখতে পেল। স্টিঙ বলল, ক্যারল তুমি গিয়ে আগে গাড়ির ইঞ্জিনটা চালু করো। আমি ওদের ঠেকাচ্ছি।

এর মধ্যে ক্যারল গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে। স্টিঙ দৌড়ে—গাড়িতে উঠতে গেল। কিন্তু ম্যাক্স গুলি করল। স্টিঙ গাড়ির দরজার সামনে টলতে টলতে গিয়ে বলল, ক্যারল আমার গায়ে গুলি লেগেছে। ক্যারল কোনও মতে স্টিঙের শরীরটা গাড়িতে তুলে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

ম্যাক্স আবার রিভলবার ছুঁড়তে গেলে ফ্র্যাঙ্ক তাকে থামিয়ে বলল, গুলি ছুঁড়ো না। যদি মেয়েটার গায়ে লাগে ওর দাম ষাট লাখ ডলার।

কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছে যে।

ফ্র্যাঙ্ক বলল তাতে কি আছে আমরা আবার ওকে খুঁজে বের করব। মেয়েটা আর মেয়েটার টাকার জন্য সেটুকু ঝামেলা মানতেই হবে।

।। তিন ।।

নর্থ ব্রিজের উত্তর দিকে পাহাড়তলী অঞ্চলে টিলার গায়ে বড়লোকদের ভূসম্পত্তি ছড়ানো পাহাড়ী পথ ধরে এই অঞ্চলের একটা সুরম্য অট্টালিকার দিকে নিজের ক্যাডিলাকখানা নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ফিল ম্যাগার্থ।

'ভিডা, নর্থ ব্রিজে খারাপ মেয়ে হিসাবেই পরিচিত। সে ফুর্তি নিয়েই জীবন কাটায়। সে বড়লোক। সে পাঁচ হাজার একরের এক কমলালেবুর বাগান অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে এই অর্থ উপার্জন করে।

সুসজ্জিত সদর দরজার সামনে গাড়ি থামিয়ে ম্যাগার্থ তার ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়িতে রাত তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। তারপর সে ফুল ভরা উঠোন পেরিয়ে ভিডার ঘরের জানালায় উঁকি মেরে বলল, জেগে আছো না কি?

বিছানা থেকে কোনোরকম সাড়া না পেয়ে ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকাল ম্যাগার্থ। কিন্তু ভিডার বিরাট বিছানা ছাড়া আর কিছু নজরে এলো না। তখন সে বিছানার সামনে গিয়ে লেপের ভেতর নিজের একখানা হাত ঢুকিয়ে দিল। ভিডা সঙ্গে সঙ্গে চাপা আর্তনাদ করে জেগে উঠল। তারপর আলো জ্বেলে দিল।

ভিডা বলল, তুমি এরকমভাবে আমাকে না জাগিয়ে আর একটু ভদ্রভাবে আমাকে জাগাতে পারতে ফিল।

ভিডা বলল 'আমি ভাবি তোমার মধ্যে আমি কি দেখলাম। এই বলে নিজেকে আয়নায় দেখে বললো যাই বল আমি কিন্তু সুন্দরী।

ম্যাগার্থ একটু মুচকি হেসে বলল, তুমি তো বলো যে আমাকে দেখে সবসময়েই খুশি হও। তারপর কাবার্ড থেকে এক বোতল মাল বের করে সে বলল এ তো দেখছি তলানী পড়ে আছে। খুকুমণি আর একটু বেশি করে রাখলেই পারো।

ভিডা বললো রাখবো। তারপর ম্যাগার্থের দিকে তাকিয়ে সে খুশি হল। ম্যাগার্থ সত্যিই সুপুরষ।

এরপর ম্যাগার্থ পানীয় শেষ করে বিছানায় ভিডার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, আমি একটা বড়সড় দাঁও মারার তালে আছি। ঠিক মতো গুছিয়ে কাজটা করতে পারলে আমার কপাল খুলে যাবে আর তাহলে তোমাকে বিয়েও করতে পারবো। অতএব যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো।

আমি ব্লানডিশ বাড়ির মেয়েকে খুঁজছি।

তুমি—কি বলছো?

না না। তোমার চিন্তার কিছু নেই। এটা একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার। কালকের সকাল থেকে ছ'দিন বাদে মেয়েটা ওর সম্পত্তি পেয়ে যাবে। মেয়েটাকে খুঁজে বের করে যদি ওর সম্পত্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করি তাহলে ও নিশ্চয়ই আমার ওপর কৃতজ্ঞ থাকবে। মেয়েটাকে এখানে নিয়ে এসে জানতে চাইবো যে ষাট লাখ ডলার দিয়ে ও কি করবে, আমি ওর টাকা দিয়ে ওকে বাড়ি কিনে দেবো, গাড়ি কিনে দেবো, তারপর একজন ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো, ব্যাপারটা কি রকম হবে বল দেখি।

ভিডা ক্লান্তভাবে বললো, তোমার অনেক অর্থহীন পরিকল্পনার মধ্যে এটাও একটা। মেয়েটা যে সাংঘাতিক, ওর যে মাথা খারাপ, সেটা কি মনে আছে?

ওসব কথায় আমি দমছি না। মেয়েটাকে আমি দিব্যি সামলাতে পারবো, মেয়েটার নার্সের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ও বলেছে মেয়েটার মনে দুটো ভাগ। মাঝেমাঝেই ওকে রোগটা আক্রমণ করে। তবে বাকি সময় ও বেশ মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে হয়েই থাকে। আর একটা মিষ্টি স্বভাবের মেয়ের উপর নজর রাখার জন্য আমাকে খুব ভালই মানিয়ে যায়।

তুমি একটা ইঁদুর। এই বলে ভিডা কম্বলের তলা থেকে ম্যাগার্থের দিকে লাথি ছুঁড়ল।

ম্যাগার্থ বলল বাধা দিও না। শোনো মেয়েটার অছিদের মধ্যে সাইমন হার্টম্যান বলে একটা বুড়ো, স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে হাজির হয়েছিল। নার্সটা বলল, ক্যারল পালিয়ে গেছে বলে লোকটা রাগে আধপাগল হয়ে গেছিল। ও বুঝতে পেরেছিল যে ওর অছিগিরি আর টিকবে না, ষাট লাখ ডলার ওর হাত দিয়ে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় হার্টম্যান যাতে ষাট লাখ ডলার আত্মসাৎ করতে পারে তাই মেয়েটাকে পাগলাগারদে আটকে রাখা হয়েছে। আসলে মেয়েটা সেরকম ভয়ঙ্কর নয়।

ভিডা বলল, বাজে কথা বলো না। জন ব্লানডিশই এরকম ব্যবস্থা করে গিয়েছিল।

ওর সম্বন্ধে ব্লানডিশের কোন আগ্রহই ছিল না। যা করার ওই হার্টম্যানই করেছে। একটা লোক ওর কুকুরকে পেটাচ্ছিল বলে ক্যারল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই ওকে পাগলা গারদে পুরে রাখা হল।

কিন্তু মেয়েটা তো সাংঘাতিক। ও ট্রাক ড্রাইভারের কি দশা করেছিল মনে আছে?

সেটা ও ওর ইজ্জত বাঁচানোর জন্য করেছিল। এক একটা মেয়ের কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তুমি অবশ্য এই ব্যাপারটা বুঝবে না।

আজ রাত্তিরে কালো রঙের একটা বিরাট প্যাকার্ডে আমি দুটো লোককে দেখলাম। ওরা ব্লু মাউন্টেন সামিটের শেয়াল খামারের মালিক স্টিঙ লারসনের খোঁজখবর নিচ্ছিলো।

ভিডা বলল, আমি স্টিঙকে দেখেছি, ও খুব সুন্দর। ও লোক দুটো বোধহয় সুলিভ্যান ব্রাদার্স ম্যাগার্থ বলল, ওরা দুই পেশাদার খুনে।

ভিডা অবাক হয়ে বললো তার মানে।

আমাকে বলতে দেবে কিনা।

ধরো তুমি কাউকে খুন করতে চাও, তবে সুলিভ্যানদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওরা তোমার কাজটা খতম করে দেবে, তোমার কাজ শুধু ওদের টাকা গছিয়ে দেওয়া।

আমি লারসনের ফার্মে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখলাম কেউ নেই। ঘরে ঢুকে আমি এই জিনিষটা পেলাম, একটা রুমাল বিছানায় রেখে ও বলল, আমি বাজি রেখে বলতে পারি এটা ক্যারল ব্লানডিশের সম্পত্তি। দ্যাখো এক কোণে ওর নামও লেখা আছে। আরো একটা জিনিষ ওখানে পেলাম ডাক্তার ট্রেভার্সের শোফেয়ারের কোট, সেটা ক্যারল পাগলাগারদ থেকে পালাবার সময় নিয়ে গিয়েছিল।

মনে হয় লারসন আর মেয়েটা একসঙ্গে ছিল। সুলিভ্যান ব্রাদার্সরা ওদের ঘরছাড়া করেছে।

যাক গে এখন ভোর হবার আগে অবধি আমি বিশ্রাম নিতে চাই। আর বিশ্রাম মানে একেবারে বিশ্রাম বুঝেছো।

ক্যারল প্যাকার্ডের স্টিয়ারিং চেপে বসেছিল। ওর হৃৎপিণ্ড জুড়ে যেন বরফের হিম কাঠিন্য, ড্যাশবোর্ডের আলোয় স্টিঙের ফ্যাকাশে মুখ ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। স্টিঙ চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। ভাবল সুলিভ্যানদের আওতা থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই ও গাড়িটা থামাবে।

সঙ্কীর্ণ রাস্তায় গাড়ি চালানো অসম্ভব। তাও সে তীব্র গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। এর পরে ও হাইওয়েতে উঠল একটা পরিত্যক্ত কাঠগোলা চোখে পড়ল, ও সেখানে গাড়িটা থামাল।

এরপর ও স্টিঙের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ও ভাবল যে স্টিঙের যদি মৃত্যু হয় কি হবে। স্টিঙের মাথাটা কোলে নিয়ে মনে হল ভীষণ ভারি আর প্রাণহীন। ও চীৎকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। এরপর বহু কষ্টে ও স্টিঙকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পাইন পাতার ওপরে শুইয়ে দিল।

এরপর কোট খুলে ও স্টিঙের বুকে হাত রাখলো, বুঝলো যে অতিক্ষীণ ভাবে হৃৎপিণ্ড চলছে। স্টিঙ যে এখনও বেঁচে আছে এই ভেবেও কিছুটা নিশ্চিত হল।

কিছুক্ষণ পরে স্টিঙ ক্ষীণভাবে চোখ তুলে তাকালে ক্যারল বলল, স্টিঙ তোমারকি খুব কষ্ট হচ্ছে? দেখি যদি রক্তপড়া বন্ধ করতে পারি।

স্টিঙ যন্ত্রণায় মুখটা কুকড়ে বলল যে বুকের মধ্যে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

ক্যারল বলল, স্টিঙ তুমি মরতে পার না। আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

ক্যারল কেঁদে বলল কিভাবে তোমার যন্ত্রণা কমবে। আমি সাহায্যের জন্য কার কাছে যাবো। তোমায় কোথায় নিয়ে যাবো।

স্টিঙ বিড়বিড় করে বলল, ডাক্তার ফ্লেমিং। সোজা পয়েন্ট ব্রিজে নেমে বাঁ দিকের দু'নম্বর বাঁকে। রাস্তার পাশে ছোট বাড়ি। মাইল কুড়ি দূরে, এছাড়া আর কেউ নেই। কোনরকমে এই কথাগুলো বলেই স্টিঙ আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

ক্যারল ভাবলো কুড়ি মাইল দূরেই ডাক্তার ডাকতে যাবো। এছাড়া যখন আর কোন উপায় নেই, সে ভাবল স্টিঙকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তারপর স্টিঙের এখন নড়াচড়া করলে ক্ষতি হবে এই ভেবে তাকে সেখানে রেখে সে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে ফ্লেমিংকে আনতে রওনা হল।

পয়েন্ট ব্রিজ অবধি কিভাবে গিয়েছিল তা ক্যারলের মনে নেই। পয়েন্ট ব্রিজে পৌঁছতেই বাইরের কোন ঘড়িতে রাত আড়াইটের ঘণ্টা বাজলো। সে খুব সহজেই ডাক্তারের বাড়ি খুঁজে পেল। সে দরজায় আঘাত করতে মাঝবয়সী এক মহিলা এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। বিবর্ণ ড্রেসিং গাউন পরা, চুলগুলো অগোছালো।

মহিলা বলল, অত শব্দ করছিলে কেন।

ক্যারল বলল, একজন খুব অসুস্থ। আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

এখানে কিছু লাভ হবে না। ডাক্তারবাবু অসুস্থ তিনি যেতে পারবেন না।

কিন্তু ডাক্তারবাবু না গেলে তো বাঁচানো যাবে না।

না বাঁচবে তো আমি কি করবো?

তুমি অন্য কোথাও যাও। এই বলতে বলতেই মহিলা ক্যারলের বাঁহাতের মনিবন্ধের কাটা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখে গলার সুর নরম করে বলল, তুমি ভেতরে এসো দেখি যদি তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য ডাক্তার বাবুকে রাজি করাতে পারি।

ক্যারল মহিলার হঠাৎ পরিবর্তনে ভয় পেলেও শুধু স্টিঙকে বাঁচাতে হবে এই ভেবে ভিতরে ঢুকলো।

তুমি বসো, আমি ডাক্তারবাবুকে বলছি। দেরী হবে না।

মহিলা বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ও বুঝতে পারলো যে ও ফাঁদে পা দিয়েছে।

ক্যারল শুনতে পেল মহিলা বলছে, আরে গ্লেনভিউর সেই পাগলীটা নিচের তলায়। সেই যাকে সবাই খুঁজছে।

কি বলছো তুমি পুরুষকণ্ঠের উত্তর এলো। কিন্তু মেয়েটা যে সাংঘাতিক, কি করে ওর কাছে যাবো।

যাও বলছি। তুমি নিজেই জানো, তুমি ফোন করতে পারবে না। মেয়েটাকে ধরতে পারলেই পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার।

ক্যারল দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো। ও ভাবলো বোধহয়—স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু ও শুনতে পেল টেলিফোনের ঘন্টি আর একজোড়া এলোমেলো পায়ের শব্দ কেউ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছে। ক্যারল মনে মনে ভাবল এ বাড়ি থেকে পালাতেই হবে।

এর মধ্যেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। একটা লোক ঢুকল। লোকটার মাথায় টাক। বাঁকানো নাক।

নাকি সুরে লোকটা বলল, শুনলাম তুমি নাকি মুশকিলে পড়েছ। বলো আমাকে কি করতে হবে।

ক্যারল বললো, আমি ভুল করে ফেলেছি। আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই।

বুড়ো বলল, অত তাড়াহুড়ো করো না। বুড়ো হলেও আমি ভাল ডাক্তার তুমি বরং এখানেই থেকে যাও আমরাও তাই চাই। একটু কফি খাও।

এর মধ্যেই মহিলা ঘরে ঢুকলো। স্বামীকে বলল, তুমি কিন্তু ওর সঙ্গে যাবে।

কিন্তু মেয়েটা মত পালটে ফেলেছে।

ক্যারল বলল—আমি এখন যাবো।

মহিলা বলল, যাও তুমি পোষাক পরে নাও। আমি এর মধ্যে ওর জন্য এক কাপ কফি করে আনি।

ক্যারল বলল—না, না আমি এখান থেকে যেতে চাই।

মহিলা কঠিন দৃষ্টিতে বলল, আমরা জানি তুমি কে। কাজেই তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না।

ক্যারল দরজার দিকে দৌড়ে গেল কিন্তু সেখানে চাবি লাগানো। হঠাৎ একটা ছোট দরজা ভেজানো দেখলো ক্যারল। হাতলে টান দিতেই দরজাটা খুলে গেল। মহিলা ওকে ছুটে এসে ধাক্কা মারতেই ক্যারলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল।

শেরিফ ক্যাম্প নিজের অফিসে ছোট্ট খাটিয়াতে বসে নাক ডাকছিল। কিন্তু সহকারী স্টামের ঝাঁকুনিতে সে উঠে বসল।

কি ব্যাপার?

ওরা ওকে খুঁজে পেয়েছে।

তার মানে মেয়েটাকে কেউ খুঁজে পেয়েছে। কে পেলো?

ডাক্তার ফ্লেমিং। উনি ফোন করে ওর বাড়িতে যেতে বললেন তাড়াতাড়ি।

হার্টম্যান সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে স্টামকে বলল, পত্রিকার লোকদের ডেকে পাঠাও। তারপর তাদের নিয়ে তুমিও এসো। আমি আগে যাচ্ছি।

সাইমন হার্টম্যান ঘুমোতে পারছিলেন না। হোটেলের বিলাসবহুল ঘরে বসে বসে মদ খাচ্ছিলেন। ছোট খাটো শক্ত ধাঁচের চেহারা ওঁর। ওঁর রাতের ঘুম উড়ে গেছিল। নিউ ইয়র্কের একদা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সলিসিটার ফার্ম সাইমন হার্টম্যান অ্যান্ড রিচার্ডসের প্রধান অংশীদার ছিলেন এই হার্টম্যান। কিন্তু রিচার্ডস অবসর নেবার পর থেকেই ব্যবসায় ভাঙ্গন শুরু হয়। ঠিক তখনই ব্লানডিশ মারা যায়। গঠিত হয় ব্লানডিশ অছি পরিষদ। রিচার্ড আগ্রহ হারিয়ে ফেললো। অছি হিসেবে তখন সব দায় হার্টম্যানের হাতেই পড়লো।

এই জন্যই ক্যারল পালিয়ে যাওয়াতে সে প্রায় পাগল হতে বসেছিল। কারণ ক্যারল যদি ফিরে এসে সম্পত্তি দাবী করে। অবশ্য এর মধ্যেই তিনি অনেকটা সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছেন।

হার্টম্যান ভাবল আর মাত্র ছ'দিনের মধ্যে যদি মেয়েটাকে না পাওয়া যায় তাহলে তার কপাল ভাঙ্গবে।

এর মধ্যেই ফোন বেজে উঠলো। অপর প্রান্ত থেকে স্টাম বলল ডাক্তার ফ্লেমিং মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছেন।

তিনি কোন জায়গায় থাকেন?

স্টাম তাকে বুঝিয়ে বলল। হার্টম্যান ওভার কোটটা পরে উঠে দাঁড়ালেন ফ্লেমিং-এর বাড়ি যাওয়ার জন্য।

পয়েন্ট ব্রিজ রেল ইয়ার্ডের একটা কাফের কাছে একটা খালি ট্রাক এসে থামলো।

ড্রাইভার বললো আপনাদের এখানে নামলে চলবে। সুলিভ্যানরা বলল খুব চলবে। বলে নেমে গেলো। ফ্র্যাঙ্ক বলল, আমাদের কপাল ভালই বলতে হবে। দিব্যি ট্রাকটায় চেপে আসতে পারলাম।

বেশি বকো না। এই বলে ম্যাক্স সামনের কাফেটায় ঢুকে গেল।

কাউন্টারের সামনে বসে ওরা কফির অর্ডার দিল।

পরিচারিকা কফি আনতে ফ্র্যাঙ্ক মনে মনে ভাবল মেয়েটার শরীরটা চমৎকার। সে ভাবল ম্যাক্সের সঙ্গে আলোচনা করবে কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রাখল কারণ ম্যাক্সের তার মতো মেয়েছেলেতে আগ্রহ নেই।

মেয়েটা সুলিভ্যানদের দেখেই বিচলিত হল।

ম্যাক্স বলল, জানিনা লোকটা মরেছে কিনা যদিও আমি দু'দুবার গুলি চালিয়েছি। ওর মরা

একান্ত দরকার কারণ ও আমাদের কাজের সাক্ষী।

তারপর হাই তুলে বলল, সে যাই হোক এখন তো আমাদের একটু ঘুমানো দরকার কিন্তু কোথায় ঘুমাবো।

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো ও মনে হয় বলতে পারবে, ফ্র্যাঙ্ক বলল।

ম্যাক্স মেয়েটাকে বলল, এদিকে কোথাও শোবার জায়গা পাওয়া যাবে?

মেয়েটা বলল, রাস্তার মোড়ে কয়েদখানার পাশেই একটা হোটেল আছে।

আচ্ছা এখানে হাসপাতালটা কোথায়। হাসপাতাল তো এখানে নেই। সবচাইতে কাছের হসপিটাল এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে ওয়ালটনভিলে।

ম্যাক্স বলল, চল ফ্র্যাঙ্ক। একটু ঘুমাতেই হবে।

কিন্তু রাস্তার মোড়ে এসে থমকে গেল ওরা। ওখানে কি হচ্ছে!

শেরিফ ক্যাম্পকে তাড়াতাড়ি কয়েদখানার সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে দেখে ওরা খানিকটা পিছিয়ে গেল। দেখল গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে শেরিফ ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেল।

মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে।

ঘুম চুলোয় যাক আগে দেখতে হবে কি ব্যাপার।

বিছানার পাশে টেলিফোন বাজতে শুরু করল। ভিডা বলল, বাজুক ধরবো না। মনে হয় আমার কোনো প্রেমিকের টেলিফোন।

বাজে কথা থামাও, টেলিফোনটা আমারও হতে পারে। বলে ম্যাগার্থ ফোন ধরতে হাত বাড়াল।

কিন্তু তুমি যে এখানে আছো কেউ জানে না।

আমার পত্রিকায় সম্পাদক মশাই সব জানেন।

ম্যাগার্থ বলল, হ্যাঁলো—

ম্যাগার্থ নাকি হে?

ম্যাগার্থ সম্পাদকের গলা চিনতে পারলো। সম্পাদক বলল—ওই মেয়েছেলেটাকে নিয়ে শুয়ে আছ নাকি?

আর কি নিয়ে শোবো। ঘোড়া?

শোন বিছানা ছেড়ে ওঠো। ওরা সেই ব্লানডিশ কন্যাকে পেয়ে গেছে। তুমি ক্যামেরা নিয়ে ওখানে চলে যাও তুমি না যাওয়া অবধি শেরিফ কিছু করবে না। ওর ইচ্ছে মেয়েটাকে গ্রেপ্তার করার সময় ওর একটা ফটো তোলা হোক।

এক্ষুণি যাচ্ছি। ওঃ ভগবান শেষ অবধি ওরা মেয়েটাকে পেয়ে গেলো। মেয়েটাকে ওরা পাগলা গারদে পুরলে আমার বাড়া ভাতে ছাই পড়বে। নাঃ ওকে আমার বাঁচাতেই হবে।

ডাক্তার ফ্লেমিং-এর বাড়ির সদর দরজা আর খিড়কির দরজার মাঝের সঙ্কীর্ণ বারান্দাটুকু লোকে লোকারণ্য। ফিল ম্যাগার্থ ক্যামেরা নিয়ে পেছনের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্যাম্প বলল, ম্যাগার্থ আমি মেয়েটাকে বের করে আনলেই ছবি তুলে ফেলবে।

এখনও বের করেননি, বলা তো যায় না মেয়েটাই হয়তো আপনাকে বার করে আনবে।

ক্যাম্প—চোরাকুঠুরী দরজায় আঘাত করে বললো, আমরা জানি, তুমি ভেতরেই আছো। তুমি ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো।

এদিকে ক্যারল অন্ধকার চোরাকুঠুরিতে আরো খানিকটা সেঁটিয়ে গেল। ও ঘরের চারিদিকে হাতরে বুঝেছিল যে এই একটা দরজা ছাড়া বেরোনোর আর কোন পথ নেই। নিজেকে মুক্ত করার জন্য ও মরীয়া হয়ে উঠলো কারণ না হলে স্টিঙকে বাঁচানো যাবে না। তারপর ক্যাম্প সজোরে ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে দিতেই ক্যারল একটা শিক দিয়ে ঘরের স্যুইচ নিভিয়ে দিল। ফিউজ নষ্ট করে দিলো।

ক্যাম্প ঘরের মুখে উঁকি দিয়ে বলল, বেরিয়ে এসো বলছি।

হার্টম্যান বলল যান, ভেতরে গিয়ে মেয়েটাকে ধরে আনুন। তবে দেখবেন ও যেন ব্যথা না পায়।

জর্জ স্টীম কেটে পড়ার তালে ছিল। ক্যাম্প তাকে ডাকতে সে বলল, আমি নীচে নামছি না। আমার পাগলকে খুব ভয় লাগে।

তখন ম্যাগার্থ বলল, আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি। তখন শেরিফ আর ম্যাগার্থ ঘরের মধ্যে ঢুকল গাঢ় অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পেল না।

ক্যারল শেরিফের হাত ধরে হ্যাচকা টান মারল; শেরিফ সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর ম্যাগার্থও লোকজনের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য এক বীভৎস চীৎকার করে উঠলো। জর্জ স্টীমের গায়ে গিয়ে সজোরে পড়লো ম্যাগার্থ। সে আবার সিপাইদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো।

ম্যাগার্থ চীৎকার করে বললো, সাবধান মেয়েটা কিন্তু আমাদের মধ্যেই এসে পড়েছে সমস্ত জায়গাটা যেন কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্তি, অরাজকতা, এবং আতঙ্কের রাজত্ব হয়ে রইলো।

সেটুকুই ক্যারলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সদর দরজার কাছে হৈ চৈ শুনে খিড়কির দরজা খুলে পেছনের বাগানে বেরিয়ে পড়লো। ম্যাগার্থ ওকে দেখতে পেয়ে দ্রুত অনুসরণ করলো।

ক্যারল বাগানের পথ দিয়ে অন্ধের মতো ছুটছিলো। ছুটতে ছুটতে একসময় একটা গাছের মোটা শিকড়ে পা আটকে পড়ে গেল ও।

এক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিল ক্যারল। তারপর উঠে বসতে যেতেই ম্যাগার্থ ওর সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।

ম্যাগার্থ বলল, ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাইছি। আমিই আপনাকে পালাতে সাহায্য করেছিলাম।

ক্যারল ম্যাগার্থকে দেখে ভরসা পেল। বলল, আপনি কে?

আমি ফিল ম্যাগার্থ, কাগজের লোক। আপনিও তো ক্যারল ব্লানডিশ তাই না।

জানিনা একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল তারপর কিছু মনে নেই। স্টিঙের দারুণ চোট লেগেছে। ওকে বাঁচাতে হবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

স্টিঙ লারসন? ম্যাগার্থ চোখ কুঁচকে বললো।

হ্যাঁ, আপনি ওকে চেনেন।

কিন্তু ওর কি হয়েছিলো? ওই কালো পোষাক পড়া লোক দুটো কি? হ্যাঁ, ওরা ওকে গুলি করেছে।

ম্যাগার্থ বলল, সত্যিই কি আপনি জানেন না যে আপনি কে?

না, তবে যদি সাহায্য করতে চান আর সময় নষ্ট না করে আমার সঙ্গে আসুন। পাহাড়ের ওপর দিকে একটা কাঠগোলায় আমি ওকে রেখে এসেছি।

আচ্ছা আমি গাড়ি নিয়ে আসছি আপনি জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকুন।

ফিল গাড়ি আনতে গেল। ক্যারল এখন সম্পূর্ণ একা, একটু পরেই তার ভয় করতে লাগল মনে হল ওর সঙ্গে গেলেই ভাল হত। এই মনে করে সে এগোতে লাগল। সহসা তার গতি বন্ধ হয়ে গেল।

বিরাট একটা গাছের গুড়ির পেছন থেকে একটা পুরুষালি টুপির ওপরের অংশ দেখা গেল। এর পরেই কালো ওভার কোট আর কালো স্লাউচ টুপি পরা একটা লোক গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ক্যারলের পথ আটকে দাঁড়াল।

লোকটা ম্যাক্স, সে বলল, দেখো ঝামেলা কোরোনা। তোমাকে আমার দরকার। ক্যারল অস্ফুট আর্তনাদ করে উল্টো দিকে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। কিন্তু সেখানে ফ্র্যাঙ্ক ছিলো।

ক্যারল দাঁড়িয়ে পড়লো। ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গেলো।

ক্যারল বলল, আমাকে ছুঁয়োনা। দয়া করে চলে যাও।

ম্যাক্স বললো, তোমাকে আমাদের দরকার। আর লারসন কোথায় তাকেও আমাদের দরকার।

আমি কিছু জানি না।

সবই জানবে। কি করে মেয়েদের মুখ থেকে কথা বার করতে হয় তা আমি ভালই জানি।

ক্যারল চীৎকার করে বলল, ছেড়ে দাও আমাকে। ফ্র্যাঙ্ক এক লাফে এগিয়ে এসে ক্যারলের

চুলের গোছা ধরে টেনে নিয়ে বললো। ম্যাক্স ওকে ভাল করে পেটাও।

ম্যাক্স সজোরে ক্যারলকে আঘাত করলো।

।। চার ।।

রোদে ভরা বারান্দায় বেরিয়ে পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ম্যাগার্থ বসলো। সে বললো এখন আমার ব্রান্ডির সঙ্গে কালো কফি মিশিয়ে খাওয়া দরকার।

ভিডা বলল—কফি তুমি পাবে কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে না বলা অবধি তুমি ছুটি পাচ্ছো না।

ওরা ডাক্তার ফ্লেমিংয়ের চোরাকুঠরীতে মেয়েটাকে আটকে রেখেছিল। আমি এমন কাণ্ড করলাম মেয়েটা যাতে পালিয়ে যেতে পারে। তারপর ওকে জঙ্গলে রেখে গাড়ি আনতে যাই যাতে করে আমরা লারসনের কাছে যেতে পারি কারণ ও আহত অবস্থায় পরে আছে। কিন্তু গাড়ি নিয়ে এসে দেখলাম ক্যারল নেই। তখন আমি একাই লারসনকে খুঁজে তোমার এখানে নিয়ে এলাম।

তুমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে এখানে আনলে কেন?

কারণ ওর সামনে খুব বিপদ। সুলিভ্যানরা ওকে খুঁজছে।

ওরা তো এখানেও খুঁজে পেতে পারে।

না, কারণ তোমার সঙ্গে লারসনের কোন রকম যোগাযোগ নেই।

মেয়েটার কি হলো?

জানিনা, হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। অথবা সুলিভ্যানদের কবলে পড়েছে।

হয়তো তোমার এখানেও পাহারা বসাতে হবে। ক্যাম্পকে কথাটা বলতে হবে।

আচ্ছা মেয়েটা দেখতে কেমন।

খুব সুন্দর, আর ওকে দেখে মনেই হয়না ও পাগল।

এইসব আলেচনার মধ্যেই ডাক্তার কোবার বেরিয়ে এসে বলল গতিক সুবিধার নয়। তিন দিন না কাটলে কিছুই বলা যায় না।

ওকে হাসপাতালে রাখলেই ভাল হত।

না, সেটা সম্ভব নয়, ডাক্তারবাবু লোক দুটো ওকে দেখলে আবার আক্রমণ করতে পারে।

ঠিক আছে। আমি ওকে দিনে দু'বার দেখে যাবো আর নার্স ডেভিস রইল ওকে দেখাশুনার জন্য।

এরপর ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ফিল।

শেরিফ নিজের অফিসঘরে বসে চুরুট খাচ্ছিল। একটু আগে সাইমন হার্টম্যান এসে ওকে বলল যে মেয়েটাকে ম্যাগার্থ পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

ম্যাগার্থকে ঘরে ঢুকতে দেখেই শেরিফ রেগে বলল, তুমি কিন্তু মেয়েটিকে পালিয়ে যেতে দিয়েছো।

ইচ্ছে করে দিইনি।

হার্টম্যান কিন্তু তোমার উপর খুব রেগে গেছে।

সে তো রাগবেই। কারণ মেয়েটা ওর সম্পত্তি ফিরে পাবে এই ভয়েই লোকটা সিঁটিয়ে আছে। যাই হোক আপনি সুলিভ্যান ব্রাদার্সের নাম শুনেছেন কি?'

ওদের কোন অস্তিত্ব নেই, শেরিফ বলল।

ম্যাগার্থ বলল, ওদের অস্তিত্ব আছে। গতকাল রাত্রে ওরা স্টিঙ লারসনের ভাইকে খুন করেছে। স্টিঙও ওদের গুলিতে আহত।

কিন্তু লারসনের কোন ভাই আছে বলে তো জানতাম না।

আপনি যদি সব জানতেন তাহলে তো আপনি প্রেসিডেন্টই হয়ে যেতেন।

লারসনের সঙ্গেই ছিল মেয়েটা। গতরাত্রে আমি লারসনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি

সুলিভ্যানরা তার ওখানে গিয়ে হাজির হয়ে রয়কে খুন করে মেয়েটাকে নিয়ে কেটে পড়েছিল। কিন্তু তার আগেই লারসন আর মেয়েটা ওদের হাত থেকে বেঁচে নিজেরা ওদের গাড়ি করে পালিয়েছিল সেই সময়ে স্টিঙের গায়ে গুলি লাগে। আর তাকে বাঁচাতেই ক্যারল ডাক্তার ফ্লেমিং-এর কাছে যায়। পরের ঘটনা তো আপনার জানা।

পরে মেয়েটার কি হলো?—

সম্ভবত ও সুলিভ্যানদের পাল্লায় পড়েছে। ম্যাগার্থ ক্যারলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আকস্মিক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার কথা বলল। আমি মিস ভিডার বাড়িতে একটু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে চাইছি। মনে হয় ওরা খোঁজ পাবে না। তবুও আমাদের পক্ষে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

ঠিক আছে ম্যাগার্থ, এটা তুমি আমার ওপরে ছেড়ে দাও। স্টামের সঙ্গে আরও কয়েকজন সহকারীকে আমি মিস ভিডার ওখানে পাঠাবো। তারপর এক বিশাল জাল ছড়িয়ে সুলিভ্যানদের সেই জালে টেনে তুলবো।

হাইওয়েতে এক জায়গায় এসে প্যাকার্ড গাড়িটা দাঁড়াল। গাড়ির চালক ম্যাক্স আর তার পাশে বসে আছে ফ্র্যাঙ্ক। গাড়ির পিছনের সীটে ক্যারল পড়েছিল। ওর হাত পা বাঁধা, মুখে প্লাস্টার লাগানো।

দীর্ঘ আট ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালিয়ে এখানে থামলো ওরা। ওরা ভাবল এখন প্রথম কাজ মেয়েটাকে কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে স্টিঙকে খুঁজে বের করা। তারপর স্টিঙকে হত্যা করা কারণ সে তাদের পাপের সাক্ষী।

এরপর আরও খানিকটা এগিয়ে ওরা একটা বড় ধ্বংসপ্রায় বাড়ির সামনে গাড়ি থামালো।

সুলিভ্যানরা গাড়ি থেকে নামতেই একটা লোক ভেতরের অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। লোকটি শীর্ণ ও বয়স্ক।

সুলিভ্যানরা যে ভ্রাম্যমান সার্কাস দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেই সার্কাসেই এই টেক্স শেরিল বাঘ সিংহের খেলা দেখাতো।

শেরিল সার্কাস ছেড়ে দিয়ে এখানে বসে অবৈধ চোলাই মদের ব্যবসা করে সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। প্রয়োজন হলে শেরিলের খামার বাড়িটা ব্যবহার করতে পারবে এই ভেবে ম্যাক্স ও ফ্র্যাঙ্ক এই খামার বাড়িটা শেরিলের কাছ থেকে টাকা দিয়ে ভাড়া নেয়।

শেরিলের এই খামার বাড়িটা আদর্শ হবে। ছ'টা দিন ওকে এখানে লুকিয়ে রাখলেই সমস্ত সম্পত্তি মেয়েটার হাতে এসে যাবে। এখন ক্যারলকে শিখণ্ডি করে সুলিভ্যানরাই সে সম্পত্তির ভোগদখল করতে পারবে।

শেরিল বলল—এখানে কি মনে করে?

ম্যাক্স ক্যারলকে গাড়ি থেকে বার করে বলল, একে আগে কোথাও নামিয়ে রাখতে দাও।

ক্যারলকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ফ্র্যাঙ্ক শেরিলকে নিয়ে বারান্দার উল্টো দিকে চলে গেল।

—বললো, মেয়েটা ব্লানডিশ। ও পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছিল। ও নিজেই যাতে নিজের ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য ওকে আমরা আগলে রেখেছি। ওর টাকাগুলো ওকে শিখণ্ডি করে আমরা ভোগ করবো। তবে তার জন্য ওকে ছ'দিন লুকিয়ে রাখতে হবে। শোনো তুমি আর মিস ললি ওকে দিব্যি সামলাতে পারবে।

মিস ললি আজকাল একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। ও কতটা সহায়তা করবে জানি না।

এবার ক্যারলের সামনে এসে বলল বল লারসন কোথায়? ওকে কোথায় রেখে এসেছো।

বলবো না।

বলতে তোমাকে হবেই।

চলো তোমাকে ওপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু দাওয়াই দি।

এর মধ্যেই একজন মেয়েদের পোশাক পরে এগিয়ে গেলো। সে মেয়েমানুষ হলেও প্রকৃতির খেয়ালে ওর মুখের নীচে ঘন লম্বা রেশমী দাড়ির আড়ালে ওর মুখের নীচদিকটা ঢাকা পড়ে আছে।

ওকে দেখে ক্যারল চেঁচিয়ে উঠল।

ফ্র্যাঙ্ক হেসে বলল, তোমার মুখটা ওর বোধহয় পছন্দ হয়নি মিস ললি।

এরপর ওরা দু'জন টেনে হিঁচড়ে ক্যারলকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলতে লাগল। এই দেখে মিস ললির চোখে জল এসে গেল। সে ভাবল মেয়েটা সত্যি কি সুন্দর।

সে শেরিলকে বলল, মেয়েটা কে?

সেই ব্লানডিস বাড়ির মেয়ে। যার কথা তুমি সকালে বলেছিলে।

তার মানে সেই পাগলী যাকে সবাই মিলে খুঁজছে। তা ওই ছেলেদুটো মেয়েটাকে নিয়ে কি করছে।

এর মধ্যেই এক ভয়াবহ আর্তনাদে বাড়িটা চমকে উঠল। মিস ললির রক্ত যেন জমে উঠলো। সে এগিয়ে দেখতে গেল।

শেরিল তার হাত ধরে বলল, যেয়ো না। ওদের কাজে বাধা দেবার কি ফল হতে পারে তুমি জান না।

কিন্তু তাই বলে ওরা ওকে মারবে?

তুমি বাগানে চলে যাও তাহলে আর কিছু শুনতে পাবে না। আর তোমার মনে কষ্টও হবে না।

একটু পরেই ওরা দেখলো সুলিভ্যানরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে।

শেরিল বলল—এখনি যাচ্ছো নাকি?

হ্যাঁ।

শেরিল বলল, মেয়েটা কি মুখ খুলেছে।

না খুলে কোথায় যাবে। তাতেই তো জানতে পারলাম স্টিঙ কোথায় আছে।

একটু পরেই একটা গাঢ় নীল রঙের ঢাউস বুইক করে ম্যাক্স আর ফ্র্যাঙ্ক বেরিয়ে গেল।

ওঁরা যাওয়ার আগে শেরিল বললো, তোমরা কবে আসবে?

দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো।

শেরিল মেয়েটার দিকে নজর রেখো। ফিরে এসে যদি মেয়েটাকে না দেখি তাহলে তুমি আর এখানে থাকবে না।

ওরা চলে গেলে মিস ললি ওপরে ক্যারলের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

শেরিল বলল, কোথায় যাচ্ছো?

মিস ললি বলল, এখন ওর একটু যত্ন দরকার মেয়ে মানুষের যত্ন।

তোমাকে দেখেই ও ভয় পাবে।

তবু আমি যাবো।

বেশ যাও তবে। বোকার মতো কিছু করো না।

ঘরের চাবি খুলে মিস ললি দেখলো ক্যারল বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে।

ললি তার সামনে দাঁড়ালে ক্যারল শিউরে উঠল। সে বলল, দয়া করে চলে যান।

মিস ললি বললো, আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাই নি।

ক্যারল বলল, আমি আপনাকে দেখে ভয় পাইনি। আমি একটু একা থাকতে চাই। আপনি কে? কি চান?

কিছু না, আমি তোমাকে মেয়ে হিসেবে সাহায্য করতে পারি। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারি।

ক্যারল বিছানায় লুটিয়ে পড়ে বলল, আমি ওদের বলে দিয়েছি যে স্টিঙ কোথায় আছে।

মিস ললি বলল, অত উত্তেজিত হয়ো না। আমি ওদের বলতে শুনেছি, ওরা তাকে সেখানে পাবে বলে মনে হয় না। দাঁড়াও তোমার জন্য চা নিয়ে আসছি।

ক্যারল বললো, আপনি আমাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করুন।

তা হয় না। আমি তোমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি না। ওর চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

আপনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বুঝতে পারছেন। আমি যাকে ভালবাসি তার যখন সাহায্যের

দরকার তার কি অর্থ হতে পারে। আপনি বলেছেন আপনার একজন প্রেমিক ছিল।

আহা বেচারী। তুমি ওকে খুব ভালবাসো বুঝি। আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসি, এছাড়া বড় রাস্তায় যেতে অনেকটা হাঁটতে হবে। হলঘরের তাকে টাকা থাকবে। এই বলে নীচে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ ক্যারল দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলো। চাবি লাগাবার শব্দ শুনলো না। তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় লাগাল।

সে নিশ্বাস বন্ধ করে দুরুদুরু বুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

ব্লু মাউন্টেন সামিটের পরিত্যক্ত কাঠগোলায় একটা ভাড়া কুঁড়েঘরে এক বুড়ো বাস করতো। সে খুড়ো হামফ্রে নামেই পরিচিত। লোকটা অতি দরিদ্র ও নোংরা।

সে ঘুমিয়ে ছিল। ম্যাগার্থ এসে তাকে তুললো। সে বুড়ো হামফ্রের পরিচিত লোক। সে দেখলো ম্যাগার্থ লারসনের অচেতন দেহটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সন্ধেবেলায় সে যখন রুটি তৈরী করছিল তখন হঠাৎ তার কুঁড়েঘরের দরজা ঠেলে সুলিভ্যানদের প্রবেশ করতে দেখল। কারণ তারা ভেবেছিলো স্টিঙকে এখানে না পাওয়া গেলেও বুড়ো হামফ্রে হয়তো আভাস দিতে পারবে যে সে কোথায় আছে। কে তাকে উদ্ধার করল।

সুলিভ্যানদের দেখে বুড়ো হামফ্রের মুখখানা শুকিয়ে গেল। তার রাতের খাবার চাটুর মধ্যেই পুড়ে গেল।

ম্যাক্স বুড়ো হামফ্রের কাছে গিয়ে বসল। তারপর একটু মুচকি হেসে বলল, আমরা একটা অসুস্থ লোককে খুঁজছি লোকটার কি হল বলতে পারো?

বুড়োর হৃদপিণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলো সে ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, কই না, আমি তো তেমন কোন লোকের কথা জানি না?

ফ্রাঙ্ক বলল—বাপধন তুমি সবই জানো। বলো, না বলে কেন মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে আনবে।

তখন বুড়ো বলল, খবরের কাগজের লোক ম্যাগার্থ এসে ওকে নিয়ে গেছে। এই লোকটা আগেও আমাকে একবার মুশকিলে ফেলেছিলো। কেন এই বুড়োটাকে কি একটু শান্তিতে থাকতে দেওয়া যায় না।

আর কেউ কখনো তোমাকে মুশকিলে ফেলবে না এই বলে ফ্রাঙ্ক বুড়োকে গুলি করে মেরে ফেললো।

সিঁড়ির পথে মাঝ রাস্তায় ঝোলানো ঘড়িটা বেজে উঠতেই ক্যারল থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য মনে হল ওর আত্মাটা যেন দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তারপর ধাতস্থ হলে একটু পরেই সে সিঁড়ি বেয়ে হলঘরে নেমে এল সেখানে একটা ওক কাঠের তাকের ওপরে একটা দশ ডলারের নোংরা নোট রাখা দেখল। নোটটা তুলে নিয়ে ক্যারল দরজাটা ধরে টান দিল। দেখল মিস ললি চায়ের ট্রে হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'জনের মধ্যে সহানুভূতি আর আতঙ্কের এক বিচিত্র সেতু।

কিন্তু এর পর বাগানে গিয়ে বড় রাস্তার দিকে যেতে গিয়ে ক্যারল বাধা পেল। শেরিল ওর পথ আটকে দাঁড়াল।

নিজের ঘরে ফিরে যাও।

ক্যারল বলল, আমি যাবোই।

কিন্তু শেরিল ক্যারলের ঘাড়ে ঘুসি দিয়ে ওকে প্রায় অচেতন করে ফেলল।

কিন্তু মিস ললি একটা বন্দুক হাতে করে দাঁড়াল। শেরিলকে বলল, ওকে ছেড়ে দাও নয়তো আমি গুলি চালাতে বাধ্য হব।

শেরিল ওকে ছেড়ে দিল বলল, তোকে বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি। এর ফল দু'জনকেই ভুগতে হবে।

এদিকে ক্যারল সংকীর্ণ পথ ধরে অবিশ্রান্ত ছুটে চলল। এখান থেকে পয়েন্ট ব্রিজের দূরত্ব কতটা হবে সে বিষয়ে তার কোন ধারনা নেই। তবু তার মনে হল জায়গাটা বেশ দূরেই হবে। সুলিভ্যানরা তার চেয়ে কয়েক মিনিট আগে বেরিয়েছে। কিন্তু ক্যারলের বিশ্বাস ম্যাগার্থ স্টিঙকে নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিরাপদ কোন জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে। সুলিভ্যানরা স্টিঙকে খুঁজে পাবার আগেই ও যেন পয়েন্ট ব্রিজে গিয়ে পৌঁছিতে পারে এটাই ক্যারলের একমাত্র কামনা।

শেরিল দু'হাতে মাথা টিপে বসেছিল। সে খানিকক্ষণ এভাবে থেকে মনে মনে ম্যাক্সের কথা ভাবছিল। ম্যাক্স বলে গেছে যে, যদি মেয়েটাকে এসে এখানে দেখতে না পাই তাহলে নিজের ভাল চাও তো তুমিও এখানে থেকো না।

প্রাতঃরাশের চেয়ারে আতঙ্কিত মুখে মিস ললি বসেছিল। একটু পরেই শেরিল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শেরিলের গায়ে বাইরে বেরুনোর পোশাক। সে বলল ললি তুমিও বরং জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।

একটু পরেই যখন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে শেরিল ললিকে গাড়িতে উঠতে বলল তখন ললি বলল, আমি কোথাও যাব না। এটা আমার বাড়ি।

জানি তোমার বাড়ি। কিন্তু ছেলেদুটোকে তো চেন।

তুমি যাও, হয়তো দু'একদিনের বেশী থাকা যাবে না। কিন্তু আমি এখানেই থাকবো। এখানে থেকে আমার বড় সুখ।

তাহলে আমি চললাম, ওরা বলেছিল দু-তিনদিনের মধ্যেই ওরা আবার ফিরে আসবে।

এদিকে পয়েন্ট ব্রিজের পঁচিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে ভাগ্য বিরূপ হয়ে উঠলো ক্যারলের। রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গাড়িগুলোই যেন ক্যারলকে লাজুকভাবে এড়িয়ে যেতে লাগল। কেউ তাকে তুলতে রাজী হল না।

এতক্ষণে ক্যারল ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে ওকে কয়েকজন তুলে কিছুটা কিছুটা পৌঁছে দিয়েছিল।

বড় রাস্তার ধারে একটা দোকানে কফি খেতে ঢুকে শুনলো চারঘণ্টা আগে সুলিভ্যানরা এখানে এসেছিল। সেখান থেকে জানতে পারলো এখান থেকে পয়েন্ট ব্রিজের দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ মাইল। কিন্তু কোন বাসই সরাসরি সেখানে যায় না। এরমধ্যে একজন যুবক, সে ক্যারলের সামনে বসে কফি খাচ্ছিল বলল সেও পয়েন্ট ব্রিজে যাচ্ছে যদি ক্যারল যায় তাহলে সে পৌঁছে দিতে পারে কারণ তার সঙ্গে গাড়ি আছে।

লোকটার সঙ্গে যেতে রাজী হল ক্যারল, কিন্তু কিছুটা গিয়ে একটা নির্জন জায়গায় লোকটা গাড়ি থামাল। তারপর ক্যারলকে অতর্কিতে জড়িয়ে ধরল। তারপর ক্যারল দরজা খুলে নেমে এলো। লোকটা একাই গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। তারপর আবার একই ব্যাপার। কোনও গাড়িই আর তার সামনে দাঁড়ায় না। সে হাত নেড়ে নেড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

একটু পরে ও রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল, কিছুক্ষণ পরে একটা ওয়াগন ওর কাছে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

ড্রাইভার বলল, উঠবেন নাকি।'

এই বলে ক্যারলের পাশে দাঁড়াল। তারপর বলল, আজ দেখছি দিনটা দারুণ। এই বলে ক্যারলকে চেপে ধরে গাড়িতে ওঠাল। বলল, শোন ভেতরে আর একটা পাগলী আছে তবে দড়ি দিয়ে বাধা, দুটোতে মিলে আবার মারামারি করিস না যেন।

ক্যারল জানত না লোকটা গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানাটোরিয়ামের স্যান গারল্যান্ড। সে কিস্টন থেকে রোগী নিয়ে যাবার জন্যই এখানে এসেছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ক্যারল চীৎকার করতে শুরু করল। কিন্তু আচমকা তার চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল। সে দেখল একটা স্ট্রেচারে এক মহিলা নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। দেখতে শুনতে অতি স্বাভাবিক।

মহিলা উজ্জ্বল বন্য চোখ জ্বেলে ক্যারলের দিকে তাকাল।

।। পাঁচ ।।

সুলিভ্যানরা অনুভব করল যে পয়েন্ট ব্রিজে এক নাম না জানা উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে।

বড় রাস্তা দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে কয়েদখানার পাশ দিয়ে হোটেলের দিকে যেতে গিয়ে, কয়েদখানার পাশে একটা ছোট জটলা দেখে ফ্রাঙ্ক গাড়ির গতি কমিয়ে আনল।

ফ্রাঙ্ক বলল, কি ব্যাপার বলো তো?

যাইহোক আমাদের মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

হোটেলে ঢুকলে রিসেপশনের লোকটি জানতে চাইল কেমন ঘর চাই।

দু-খাটের একখানা, আর কাল সকাল সাড়ে আটটার সময় কফি আর গরম রোলের সঙ্গে ঘরে খবরের কাগজ পাঠিয়ে দেবেন।

ওরা লিফটে করে হোটেলের ওপরদিকে উঠতে লাগল ঠিক তখনি হাতুড়ি পেটানোর ভীষণ শব্দে হোটেলের নীরবতা ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল।

ওদের সঙ্গে যে লোকটি ঘর দেখাতে যাচ্ছিল সে বলল, ফাঁসিকাঠ বানানো হচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্ক বলল, কেন বানাচ্ছে? উত্তরটা অবশ্য জানত।

ফাঁসিতে ঝোলাবে বলে।

কার ফাঁসি?

এর মধ্যেই ওদের ঘরটা এসে গেল। খুব সাধারণ ঘর।

কার ফাঁসি বললে না তো?

ওয়ালটনভিলের সেই খুনেটার।

এবার কেটে পড়ো।

ফ্র্যাঙ্ক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ শুনছিল সে বলে উঠল, ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে কেমন লাগে কে জানে। কখনো ভাবিনি।

ফ্রাঙ্ক বলল, কিন্তু আমাদের ভাগ্যেও এমন হতে পারে।

ম্যাক্স বলল, এবার শুয়ে পড়ো আমাদের ঘুমের দরকার।

ফ্রাঙ্ক বলল, আমার যে ঘুম আসছেনা।

ম্যাক্স চোখ বুজে ফ্র্যাঙ্কের কথা চিন্তা করছিল।

সে বেশ কয়েকদিন ধরে ওকে লক্ষ্য করছিল। ফ্র্যাঙ্ক যদিও মুখে কিছু বলেনি কিন্তু ম্যাক্সের সন্দেহ দিনের পর দিন ফ্র্যাঙ্কের স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে। হয়তো আর বেশিদিন ফ্র্যাঙ্ক তার কাজে লাগবে না। কিন্তু এটা ভাবতে তার ভাল লাগল না। সেই স্কুলে পড়ার দিন থেকে তাদের দু'জনের পরিচয়। একসঙ্গে তাঁরা ছুরি খেলা শিখেছিল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে আটটায়। যখন কফি আর রোলের সঙ্গে উত্তেজনা নিয়ে পরিচারিকা ওদের ঘরে ঢুকল।

ফ্র্যাঙ্ক চায়ের কাপটা বিছানার পাশে টেবিলে রেখে বলল, হয়তো আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা লোকটাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে।

ম্যাক্স কলঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, রোলগুলো খুব একটা গরম নেই।

ম্যাক্সের দাড়ি কামানো মাত্র শেষ হয়েছে, ঠিক এমন সময় ফাঁসিকাঠ থেকে একটা তীব্র আওয়াজ শোনা গেল। ম্যাক্স তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। সে নিজের ক্ষুরটা পরিষ্কার করতে লাগল। তারপর জানলা দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখল বিশাল জমায়েত।

ম্যাক্স ভাবল শালা মড়া খেকো শকুনের দল।

এরপর শোবার ঘরে ঢুকে ম্যাক্স দেখল যে ফ্র্যাঙ্ক চা বা রোল স্পর্শও করেনি।

ম্যাক্স পোশাক পরে নিল। তারপর ফ্র্যাঙ্ককে বলল, আমি এখুনি আসছি। তুমি এখানেই আমার অপেক্ষায় থাকো।

ফ্র্যাঙ্ক তার দিকে তাকিয়ে আছে সে কোনও উত্তর দিল না।

শেরিফের নোংরা অফিসঘরে ঢুকে ম্যাগার্থ বলল—কি খবর আছে নাকি কিছু?

শেরিফ উত্তর দিল এই মাত্র একটা লোককে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে এলাম। তারপর বিকৃত মুখে বলল, একটা খবর পেয়েছি, গতকাল দুপুরবেলা প্যাকার্ড ক্লিপারটাকে কির্স্টন থেকে ক্যাম্পভিলের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তারপর আর কোনও খবর নেই, মেয়েটারও কোন পাত্তা নেই। তবে ক্যাম্পভিলের শেরিফ লক্ষ্য রাখছেন, তেমন কিছু হলে আমরা খবর পেয়ে যাবো।

ম্যাগার্থ টেবিলের ধারে বসে উদ্বিগ্নসুরে বলল, আমি ভাবছি মেয়েটা সত্যিই সুলিভ্যানদের খপ্পরে পড়ল কিনা। ওরা লারসনকে খতম করার জন্য একটা চেষ্টা করবেই, অবশ্য মেয়েটাকে যদি ওরা পাকড়াও করে তাহলে ওকে বিশেষ কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেই স্টিঙের খোঁজে বেরোবে। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না, যে ক্যাম্পভিলের আশেপাশের সমস্ত জায়গাগুলো আমাদের তন্ন তন্ন করে খোঁজা উচিৎ!

সেই ব্যবস্থা তো করেছি। ওরা যদি প্যাকার্ডটা নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসতে চেষ্টা করে, সে জন্য পয়েন্ট ব্রিজে ঢোকার প্রতিটি রাস্তার দিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে।

খুব ভালো এছাড়া এখন আর আমাদের তেমন কিছু করার নেই।

ম্যাগার্থ বলল, আমি এখন ওদিককার খোঁজ খবর নিতে মিস ব্যানিঙের বাড়ি যাচ্ছি। ডাক্তার কোবারের সঙ্গে এই মাত্র দেখা করে এলাম তিনি বললেন লারসন হয়তো এ যাত্রায় বেঁচে যাবে।

শেরিফ বিকৃত মুখে বলল, শোনো ওই হার্টম্যান কিন্তু আবার এখানে এসেছিল।

ভালো কথা মনে করেছেন ম্যাগার্থ বললো, আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমরা হার্টম্যানের অতীত সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করেছি। তা সে সব খবর আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। লোকটা খোলা বাজারে ফাটকা খেলে প্রচুর লোকসান করা সত্ত্বেও বরাবর এক বিচিত্র উপায়ে টাকা মিটিয়ে দেয়। আমি বুঝেছি এই টাকা ও ক্যারলের তহবিল থেকেই ভেঙ্গেছে। এই ব্যাপারে আরও কিছু অনুসন্ধান চালাতে পারলে হার্টম্যানকে বেশ কিছুদিনের জন্য জেলে পুরে দেওয়া যাবে।

শেরিফ বলল, ওঃ তোমরা অর্থাৎ খবরের কাগজের লোকেদের মতো সন্দেহবাই পৃথিবীতে আর নেই। তবে মেয়েটাতো সত্যি ভয়ানক ওকে আমাদের তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করতে হবে।

ম্যাগার্থ বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে ওকে আমার স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে।

সে ব্যাপারটা ডাক্তার ট্রেভার্স আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসলে ওর মনের দুটো ভাগ। কয়েক সপ্তাহ ও খুব স্বাভাবিক হয়েই থাকে, কিন্তু রোগের আক্রমণ হলেই একেবারে ভয়ানক হয়ে ওঠে।

আমি কিন্তু সেটা ভাবি না, বুঝলেন শেরিফ কারণ আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি আপনি তা দেখেননি।

কয়েদখানার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার সময় পাশের মোটরগ্যারেজ থেকে মালিক জেডসন ম্যাগার্থকে ডাকল।

জেডসনের সঙ্গে সামান্য বাক্যবিনিময় করে ম্যাগার্থ গাড়িতে উঠে পড়ল।

ম্যাক্স হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব শুনল সে এগিয়ে এসে জেডসনকে বলল, আচ্ছা ওই ভদ্রলোকটি কি ম্যাগার্থ? মানে খবরের কাগজের লোক?

হ্যাঁ।

আমার কপালটা খুব খারাপ আমার ওকে খুব দরকার। আচ্ছা উনি কোথায় থাকেন জানেন কি?

জেডসন মাথা নেড়ে বলল, বোধহয় মিস ব্যানিঙের বাড়িতে।

আচ্ছা ওই মিস ব্যানিঙটি কে?

গ্রাস হিলে ওর একটা কমলালেবুর বাগান আছে, এই বলে জেডসন চুপ করে গেল।

ম্যাক্স বলল, গ্রাস হিল? আচ্ছা ধন্যবাদ। এই বলে দ্রুত সে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

হোটেলের বিছানায় শুয়ে সুলিভ্যানরা যখন ঘুমানোর চেষ্টা করছিল তখন স্যাম গারল্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার পথ ধরে পয়েন্ট ব্রিজের দিকে এগিয়ে চলছিল।

সে আনন্দ আর উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিল। কারণ সে ক্যারলকে ধরতে পেরেছে। অতএব, পাঁচ হাজার ডলারের পুরস্কারটা তার ভাগ্যেই ঝুলছে। টাকাটা সম্পূর্ণ তার হয়ে যাবে। সে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারবে।

হঠাৎ গারল্যান্ডের মনে হলো মেয়েটাকে স্টেচারের সঙ্গে বেঁধে রাখাই উচিৎ ছিল। কারণ পাগলদের মাথায় যে কখন কি খেয়াল চাপবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু শেষ অবধি অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে কোন শব্দ না পেয়ে সে ভাবল এখন বৃথা সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্লেনভিতে ফিরে যাওয়াই উচিৎ। কিন্তু সে তখন জানতো না, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে দুটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে 'মিনমিনে গলায় কথা বলছিল।

হেটি সামার্স ক্যারলের সহযাত্রী মহিলা বেশ কয়েকবছর অন্য একটা হাসপাতালে ভর্তি ছিল। প্রথম দিকে ভাল থাকলেও এখন ওর খুন খারাপির দিকে মন হয়েছে।

ক্যারল হেটি সামার্সের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল সে একটা পাগলীর সঙ্গে একসঙ্গে বন্দী হয়ে আছে।

হেটি ফিসফিসে গলায় হেসে বলল, ওরা তোমাকেও ধরে ফেলেছে। না, লোকটা চালাক আছে ঠিক চিনে নিয়েছে।

হেটি বলল, ওরা তোমাকে গ্রেনভিউতে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রেখে দেবে।

গ্লেনভিউ নামটা ক্যারলের স্মৃতির এক সুদূর অতীতে গিয়ে আঘাত করলো। নিজের মনে মনে বলল, আমাকে পালাতেই হবে। তারপর ছুটে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলতে চেষ্টা করল।

হেটি হেসে বলল, ওরা তোমাকে পালাতে দেবে না। তুমিও যে আমার মতো পাগল।

আমি পাগল না।

দ্যাখো বোকা মেয়ে এভাবে তুমি পালাতে পারবেনা। তুমি কি সত্যিই পালাতে চাও।

ক্যারল হেটির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি পালাবোই। আমরা দু'জন মিলে চেষ্টা করলে সেটা হয়।

কিন্তু আমার বাধনগুলো। তোমাকে খুলে দিতে হবে।

না ক্যারল সিউরে উঠে বলল।

তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছো আরে আমরা দু'জনেই তো এক দলের। একজন আর একজনকে মারবো কেন?

দয়া করে আমাকে পাগল বলো না। আমি পাগল নই। ক্যারল বলল, এছাড়া তোমাকে খুলে দিলেই বা আমি বেরবো কি করে।

হেটি ফিসফিসিয়ে বলল, আমাকে খুলে দিয়ে তুমি দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচাতে শুরু করবে। ব্যাপারটা বোঝার জন্য লোকটা তখন এখানে আসবে, কারণ এখানে কি হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব ওর। তারপর ও যখন তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে আমি তখন এগিয়ে যাবো ওর দিকে। তারপর দু'জনে মিলে অতি সহজেই ওকে কাবু করে ফেলবো।

পয়েন্ট ব্রিজে পৌঁছুতে যখন আর মাত্র মাইল খানেক বাকি, তখন অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর থেকে দরজা পেটানোর আওয়াজ আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড চীৎকার শুনতে পেল স্যাম। সে চাইছিল না ক্যারল আহত হোক। ওকে অবিকৃত অবস্থায় ডাক্তার ট্রেভার্সের হাতে তুলে দেওয়াই ওর উদ্দেশ্য যাতে করে পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার পেতে কোনো অসুবিধা না হয়।

সে খিস্তি দিতে দিতে গাড়ি থেকে নেমে এসে অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল।

সে স্বল্প আলোয় দেখলো ক্যারল উল্টোদিকের দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে চীৎকার করছে। হেটি সার্মাস তেমনি শুয়ে কম্বলের নীচ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে অর্থহীনভাবে হাসতে লাগলো। গ্যারল্যান্ড ভাবলো ওদিক থেকে চিন্তার কিছু নেই এই ভেবে সে ক্যারলকে ধরে পেছন থেকে হাত মুচকে দিল। তারপর তাকে স্টেচারের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে হেটি কম্বল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। গ্যাবল্যান্ড পিছনে ফিরে দেখলো হেটি নেমে পড়েছে।

গ্যারল্যান্ড ভাবলো যে দু'জনের সঙ্গে একা পারা যাবে না, সে নেমে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে গেল কিন্তু হেটি তার গলা প্রাণপন জোরে পেঁচিয়ে ধরল। এই সুযোগে ক্যারল গাড়ি থেকে নেমে

সামনের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো।

গ্যারল্যান্ড ভাবল যে হেটি পালালে কোনো ক্ষতি নেই তখন সে হেটিকে কোনমতে ছাড়িয়ে ক্যারলের পিছনে দৌড়ে ক্যারলকে ধরতে গেল।

যেই সে ক্যারলের দিকে ছুটে গেল তখনি হেটি রাস্তা থেকে একখণ্ড বড় পাথর তুলে গ্যারল্যান্ডের মাথা লক্ষ্য করে সবেগে পাথরটা ছুঁড়ে দিল।

তখন দুপুর হয়ে গেছে। পাহাড়ের সোনালি কমলা বাগান রোদে স্নান করছে। ডেপুটি সাহেব জর্জ স্টাম টুপিটা মাথার ওপরে ঠেলে দিয়ে মুখে সিগারেট ঝুলিয়ে সাদা চত্বরে বসে ছিল। ভাবছিল গ্রাসহিলের মতো জায়গায় পাহারা দেওয়া খুব সহজ। বিশেষ করে গৃহলক্ষী যদি ভিডা ব্যানিঙের মতো সুন্দরী আর অতিথি পরায়না হন। এছাড়া কাজও কিছু নেই। শুধু বন্দুক হাতে নিয়ে সূর্যস্নান করা। কি আরামের কাজ। সুলিভ্যানদের উপর নজর রাখা। যদিও সে নিজে মনে করে যে আসলে সুলিভ্যানদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

স্টাম যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত যে মাত্র দুশো' গজ দূরেই লম্বা ঘাসের আড়ালে শরীর ডুবিয়ে সুলিভ্যানরা গত আধঘণ্টা ধরে উদগ্র দৃষ্টিতে এ বাড়ির প্রতিটা কার্যকলাপের দিকে নজর রাখছে।

ম্যাক্স বলল, মনে হয় লোকটা এখানেই আছে। না হলে এখানে পাহারা থাকবে কেন?

আমি দেখব এখানে ক'জন পাহারাদার আছে।

বাড়ির ভেতরের অংশ বেশ ঠাণ্ডা সেখানে একটা হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে ম্যাগার্থ বসেছিল।

ভিডা ওর সামনে এসে বলল, এত সকালে তুমি এখানে আসবে ভাবতেই পারিনি।

ভেবেছিলাম ভেতরে গিয়ে রোগীকে দেখে আসবো। নার্স বলল, রাতটা ভালই কেটেছে।

ক্যারল ব্লানডিসের কোনও খবর নেই?

নাঃ সুলিভ্যানদেরও কোনও খবর নেই।

ভিডা বলল সুলিভ্যানরা আছে বলে স্টাম বিশ্বাস করে না।

ওরা হাজির হলে, অবশ্য আশা করি আসবে না তখন সবই বিশ্বাস করবে।

টেলিফোন বাজলে ম্যাগার্থ ফোন ধরে বলল, হ্যালো।

শেরিফ বলল, ম্যাগার্থ চলে এসো এখনি।

ভিডা বলল, যখন তোমায় কাছে পাই তখনি তোমার ডাক আসে।

—আবার একটা পাগলী পালিয়েছে তাই খবর জোগাড় করতে হবে। কি করব যেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু রুটির জোগাড় তো করতে হবে।

বাইরে এসে ম্যাগার্থ স্টামকে বলল, কি খুব মজায় আছেন তো?

হ্যাঁ।

তোমার কাজ তো সুলিভ্যানদের ওপরে লক্ষ্য রাখা।

সুলিভ্যানরা ম্যাগার্থের চলে যাওয়া স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো। এরপর এক বোতল লেমনেড বার করে ম্যাক্স চুমুক দিতে লাগলো। তারপর বোতলটা ফ্র্যাঙ্কের হাতে দিল।

ম্যাক্স বলল, লোকটি যদি এখানে থাকে তাহলে ওকে খুন করতেই হবে। অবশ্য তুমি যদি জেলে বসে ফাঁসিকাঠের আওয়াজ শুনতে চাও তাহলে অন্য কথা।

ফ্র্যাঙ্ক মুখ কুঁচকে বলল—অনেক পয়সা জমে গেছে, এখন কাজ ছেড়ে দিতে চাই।

ম্যাক্স বলল—এখনও আমরা এ কাজ ছাড়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত নই।

পাহাড়ী রাস্তা ধরে দ্রুতবেগে পয়েন্ট ব্রিজের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ম্যাগার্থ শিস্ দিচ্ছিল। সহসা তার মনে হল ভিডার কমলালেবুর বাগানের ম্যানেজার হলে তো দিব্যি সবসময় ওর কাছাকাছি থাকতে পারবে।

ব্লানডিশ বাড়ির মেয়েটাকে খুঁজে পেলে ওকে স্থিতু করার পর প্রস্তাবটা ভিডার কাছে রাখবে মনে করল।

হঠাৎ ম্যাগার্থ অতর্কিতে ব্রেক চাপতেই রাস্তা থেকে পিছলে গিয়ে একটা খাদের সামনে এসে গাড়িটা থেমে গেল। এবং পরক্ষণেই সে দেখল ক্যারল ছিন্নভিন্ন পোশাকে তার দিকে এগিয়ে

আসছে।

ওর কাছে এসে ক্যারল বলল, স্টিঙ কোথায়? ও ভাল আছে তো?

ভালোই আছে। অবশ্য ও এখনও অসুস্থ।

ক্যারল কেঁদে ফেলল। তাকে গাড়িতে বসিয়ে ম্যাগার্থ খুব জোরে গ্রাস হিলের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল।

পয়েন্ট ব্রিজের শহরতলী অঞ্চলের একটা শুঁড়িখানা থেকে বেরোতে গিয়ে ওই দিনই হেটি সামার্স ধরা পড়ে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত শেরিফ ক্যাম্প ম্যাগার্থের খোঁজে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন যে লোকটাকে কখনো দরকারের সময় পাওয়া যায় না। আমার একটা ছবি তুলিয়ে রাখবো ভেবেছিলাম এরমধ্যে ডাক্তার ট্রেভার্স একটা গাড়ি থেকে নেমে শেরিফের কাছে এসে বললেন যে হেটি সামার্স ক্যারলকে বাঁচানোর জন্য গ্যারল্যান্ডকে খুন করেছে। ও ক্যারলের যা বর্ণনা দিয়েছে তা একেবারে সঠিক। তার মানে মেয়েটা আবার পয়েন্ট ব্রিজেই ফিরে এসেছে।

তাহলে তো এক্ষুনি কাজে নেমে পড়তে হয়। এরমধ্যে হার্টম্যান এসে হাজির হল বলল—শুনলাম একটা পাগলী ধরা পড়েছে। ক্যারল নাকি?

না, অন্য মেয়ে রোগী ধরা পড়েছে।

শুনে হার্টম্যান রেগে বলল, তা ক্যারলকে ধরার চেষ্টা করুন।

চেষ্টা তো করছি।

ম্যাগার্থ বিরাট চত্বরের মধ্যে পায়চারি করছিল। ভিডা এগিয়ে এসে বলল, মেয়েটাকে কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগল।

ম্যাগার্থ বলল, মেয়েটা কেমন আছে?

ভাল করে বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ও এখন স্নান করছে। আচ্ছা ওকে একটু ডাক্তার কোবারকে দেখালে হয় না। উনি হয়তো ওর ঘুমের বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন।

সুলিভ্যানরা দেখলো, ম্যাগার্থ চত্বরে বেরিয়ে এসে স্টামের পাশে বসলো ; স্টিঙ এ বাড়িতেই আছে সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসংশয়। কারণ তিনতলার একটা ঘরে তাঁরা একজন নার্সকে জানলার সামনে মাঝে মাঝে বসতে দেখেছে।

ম্যাক্স বলল, চলো এখন কিছু খেয়ে নিই। অন্ধকার হলেই বাড়িতে ঢুকে পড়বো।

সন্ধ্যাবেলায় ক্যারলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙতেই একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ওর মনে ছড়িয়ে পড়ল। ম্যাগার্থ বলেছে এ বাড়িতে যে লারসন আছে তা সুলিভ্যানরা আবিষ্কার করতে পারবে না এছাড়া দিনরাত পাহারার ব্যবস্থা আছে।

সে উঠে জানালার কাছে গেল। মনে হল দূরের ঝোপের মধ্যে বিপদ ওত পেতে আছে। এর মধ্যে ভিডা ঘরে ঢুকল, বলল একি ক্যারল তুমি উঠে পড়েছো।

তারপর ভিডাও জানালার সামনে গেলে ক্যারল বাইরে হাত দেখিয়ে বলল, ওখানে বিপদ ওত পেতে আছে। ওই যে ওই গাছগুলোর কাছে।

ঠিক আছে আমি ফিলকে বলছি। তারপর বাড়ির মাথায় এসে ডাকল ফিল।

ফিল বলল—কি ব্যাপার কিছু ঘটেছে নাকি?

হ্যাঁ ক্যারলের মনে হচ্ছে সুলিভ্যানরা এসে গেছে।

ঠিক আছে আমি পাহারাদারকে বলতে যাচ্ছি তুমি আর ক্যারল নীচে এসো।

এমন সময় রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ম্যাগার্থকে ভেতরে ঢুকতে দেখে স্টাম কুর্সিতে সোজা হয়ে বসল। বলল, কি ব্যাপার কিছু হয়েছে নাকি।

হতে পারে চলুন আপনি আর আমি বাইরেটা ঘুরে দেখে আসি।

সে বলল, আমি আপনার কথামতো চলবো না। ম্যাগার্থ বলল তাহলে শেরিফকে জিজ্ঞেস করি ও কি বলে, কিন্তু টেলিফোন তুলে দেখলো লাইন কাটা।

সে বলল, মনে হয় সুলিভ্যানরা লাইন কেটে দিয়েছে। এছাড়া এইমাত্র মিস ব্যানিঙ ক্ষেতের মধ্যে দুটো লোককে দেখতে পেয়েছে।

একথা আগে বলেননি কেন?

এদিকে চত্বরের একমাত্র প্রহরী, ম্যাসন, হাতের কাছে আলাদাভাবে বন্দুক রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্টাম তাকে বলল, এর মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়েছো।

না।

ম্যাগার্থ তাকে বলল—আর একজন পাহারাদার কোথায়?

বাড়ির পেছন দিকে।

এই মুহূর্তে বাড়ির পেছন দিকে একটা ঘটনা ঘটছিলো।

সুলিভ্যানরা ইতিমধ্যেই চত্বরে পৌঁছে গিয়েছিল। ম্যাক্সের হাতে একটা লম্বা ইস্পাতের ডাণ্ডা তার শেষপ্রান্তে পিয়ানোর তারে তৈরী একটা ফাঁস। ফ্র্যাঙ্কের বাহু স্পর্শ করলো ম্যাক্স। ফ্র্যাঙ্ক থমকে দাঁড়িয়ে আলগা ভাবে ভারি ৪৫টা ধরে রইলে। ম্যাক্স গুড়ি মেরে এগিয়ে প্রহরীর পিছনে এসে দাঁড়াল তারপর লোকটার গলায় ফাঁসটা গলিয়ে দিয়ে তারের শেষ প্রান্তটা টেনে ধরলো। গলায় ফাঁস জড়িয়ে যাওয়ায় লোকটা কোনরকম শব্দ করতে পারছিল না, কিন্তু বড়জোর মাত্র সেকেন্ড দশেকের পরেই ওর শরীরটা নেতিয়ে পড়লো, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এল।

একটু পরেই মোড় বেঁকে পেছনের চত্বরের দিকে এগিয়ে এলো ম্যাগার্থ আর স্টাম।

ম্যাগার্থ বলল কই লোকটাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। ও বোধহয় শুতে চলে গেছে।

স্টাম গলা চড়িয়ে ডাকল ও'ব্রায়েন—এই ও'ব্রায়েন।

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

স্টামকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, ওর তো এখানেই থাকার কথা।

ম্যাগার্থ বলল—ওকে মনে হয় রান্নাঘরে পাওয়া যাবে। ওরা ফিরে আসার মধ্যেই সুলিভ্যানরা ম্যাসনকেও সরিয়ে দিল। কিন্তু ওর রাইফেল আর টুপিটা কুড়িয়ে নিতে সময় পায়নি।

এবার ম্যাসনকেও না দেখে ম্যাগার্থ বলল এবারে দেখছি ম্যাসনও পালিয়েছে।

স্টাম তখন টর্চ জ্বালিয়ে উঠোনে ফেলল। দেখলো ম্যাসনের টুপি আর রাইফেল পড়ে আছে।

ম্যাগার্থ বলল, আলোটা নিভিয়ে দিন। জলদি ভেতরে চলুন।

ম্যাগার্থ বলল, আমি তো বলেই দিলাম সুলিভ্যানরা এসে গেছে। আরও প্রমাণ চান কি?

এবার আপনি এখানে থাকুন। আমি ওপরে যাচ্ছি। সিড়ির মুখেই ভিডার সঙ্গে দেখা হল।

ভিডা বলল, সব ঠিক আছে তো?

ম্যাগার্থ বলল না ঠিক নেই। ওরা এখানেই ছিল পাহারাদার দুটোকে সরিয়ে দিয়েছে। টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে। এখান থেকে বেরুতে না পারলে কিচ্ছু হবে না।

আমি যাবো ক্ষেত পেরিয়ে ওভারসিয়ারের সঙ্গে দেখা করে লোকজন নিয়ে আসব।

এখন না, কারণ ওরা তোমাকে ধরে ফেললে আমরা সবশুদ্ধ ডুবে যাবো।

তারপর বলল, ক্যারল কোথায়?

ভিডা বলল—স্টিঙের কাছে।

ম্যাগার্থ ও ভিডা স্টিঙের ঘরে ঢুকল। দেখল ক্যারল ওর পাশে বসে আছে।

লারসন বলল, ম্যাগার্থ তোমাকে ধন্যবাদ। আমি ক্যারলকে দেখেই অনেকটা ভাল হয়ে গেছি।

নার্স বলল, স্টিঙের কিন্তু এখন কথা বলা উচিৎ নয় উনি এখনও খুব দুর্বল।

ম্যাগার্থ ক্যারলকে বাইরে ডেকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছিলে। ওরা বাইরেই আছে। পাহারাদারদের মেরে ফেলেছে।

ক্যারল ফ্যাকাশে মুখে বলল, না ওরা কিছুতেই ওকে পাবে না।

ভিডা বলল, তাহলে আমি বরং যাই।

ম্যাগার্থ বলল, আমি চাই না তুমি বাইরে যাও।

আমি যাচ্ছি।

সুলিভ্যানরা ঠিক এমনই কোনো সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ফ্র্যাঙ্ক আর ম্যাক্স খিড়কির দরজার কাছে গা ঢেকে অপেক্ষা করছিল! ওরা জানত ম্যাগার্থ সাহায্যের জন্য কাউকে পাঠাবে।

ভিডা তুমি কিন্তু প্রাণপণে ছুটবে।

ভিডা বাইরে বেরিয়ে যেতেই অন্ধকারে মিশে গেল।

সুলিভ্যানরা দেখে মুচকি হাসল।

ক্যারলকে স্টিঙের দিকে নজর রাখতে বলে নার্সটা ওর পাশের ঘরে চলে গেছে। স্টাম সিঁড়ির নীচে বসে আছে।

স্টিঙ ঘুম থেকে উঠে ক্যারলের দিকে তাকাল। ক্যারলের দিকে তাকিয়ে হাসল।

স্টিঙ কথা বোলো না, তুমি অসুস্থ।

ক্যারল বলল, আমি কি পাগল

না তুমি পাগল নয়, স্টিঙ বলল।

তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

শেরিফ কাম্প বলল, আর একবার টেলিফোন করে দেখো, আমি জানি, কেউ না কেউ ওখানে আছে।

কিন্তু অপারেটর বলল, কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। লাইনটা বিকল।

ডেপুটি লফটি বললো, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে বলে মনে করছেন নাকি?

জানি না, জর্জকে বলেছিলাম দু'ঘণ্টা অন্তর টেলিফোন করতে। আসলে মিস ব্যানিঙের কিছু হলে আমার মোটেই ভাল লাগবে না। মেয়েটি ভারী সুন্দর।

লফটি বলল, একবার গিয়ে দেখবেন নাকি।

চলুন দেখা যাক ওখানে কোনোও গণ্ডগোল হল নাকি। এই বলে টেবিলের পেছনের তাক থেকে একটা রাইফেল নামিয়ে ক্যাম্প আর লফটি রওনা হল।

ঘন অন্ধকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ নেই।

ক্ষেতের ভেতরের সরু পথ দিয়ে যেতে যেতে ভিডার মনে হচ্ছিলো, ও যেন ভূগর্ভের এক গুহাপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ও পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো একটা নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও প্রাণপণে ছুট দিল। কিন্তু মাত্র কয়েক গজ পথ যেতে না যেতেই ফ্রাঙ্ক ওর কাঁধের কাছটা খিমচে ধরল।

বাঁ হাত বাড়িয়ে ফ্রাঙ্ক ভিডার মুখ স্পর্শ করল। ভিডা কিছু দেখতে পাবার আগেই ক্ষিপ্রতম বেগে তার ডান হাতটা ওপরের দিকে উঠে এলো। তারপর রবার জড়ানো একটা ভারি অস্ত্র প্রচণ্ড বেগে ভিডার মাথার উপর নেমে এলো।

জর্জ স্টাম হাত পা ছড়িয়ে নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। চৌকিদার দুটো যেমন নিঃশব্দে মসৃণভাবে উধাও হয়ে গেলো তাতে যে কোনও মুহূর্তেই দেওয়াল ফুঁড়ে সুলিভ্যানরা ঘরে ঢুকে পড়বে বলে তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল।

সিঁড়ির মাথায় ম্যাগার্থের পায়চারি করবার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল স্টাম। মাঝে মাঝে ওকে ম্যাগার্থ সতর্ক করে দিচ্ছিলো। স্টামের এখন মনে হচ্ছিলো, এ কাজটা সে না নিলেই ভালো করতো, এর চাইতে নিরাপদে শেরিফের অফিসে বসে থাকা অনেক ভালো।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে বৈঠকখানার দরজার ফাঁক দিয়ে স্টামকে লক্ষ্য করছিলো ম্যাক্স। আর ফ্র্যাঙ্ক দেওয়ালের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে অন্ধকার বারান্দা ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছিল ওর দিকে।

সহসা স্টাম বাতাসে বিপদের গন্ধ পেল। হঠাৎ ইঁদুরে আঁচড়ানোর মতো শব্দ শুনে স্টাম ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। কে ওখানে?

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। ম্যাগার্থ ওপর থেকে বলল—স্টাম আপনি ঠিক আছেন তো। কিন্তু সে নিজের জায়গা থেকে বিন্দুমাত্রও নড়লো না।

সহসা স্টামের হাঁপ ধরার আওয়াজ শোনা গেল। তার পরেই সেই বীভৎস অন্ধকার থেকে এক হতভাগ্যের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো।

ম্যাগার্থ বুঝলো যে এবার তার পালা। কারণ স্টিঙকে পেতে হলে এই সিঁড়ি বেয়েই সুলিভ্যানদের উঠে আসতে হবে।

আলো নিভে যেতে ক্যারল আর স্টিঙ দু'জনে গল্প করছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করে ক্যারলের মনে হল ও বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু স্টিঙকে রক্ষা করার কথা মনে করে সে নিজেকে সজাগ করে তুললো।

স্টিঙ বলল মনে হয় ফিউজ তারটা ছিঁড়ে গেছে তবে ওরা এখুনি সব ঠিক করে দেবে বলে মনে হয়।

ক্যারলের মনে হলো আসল কথাটা এবার স্টিঙকে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ। সে তাই স্টিঙকে জড়িয়ে ধরে বলল, ফিউজ নয় সুলিভ্যানরা। ওরা এবাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

তুমি এতক্ষণ সেটা জানতে।

হ্যাঁ, তবে ম্যাগার্থ ও শেরিফের ডেপুটি বাইরে পাহারায় রয়েছে।

ক্যারল বলল, স্টিঙ আমার ভীষণ ভয় করছে

এদিকে ম্যাক্স ফ্র্যাঙ্ককে বলল, তুমি ম্যাগার্থ দেখো। আমি বাড়ির পেছন দিকে যাচ্ছি।'

ক্যারল চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ম্যাগার্থকে ডাকল।

ম্যাগার্থ বলল—আর এগিয়ো না। ওরা এখানেই হলঘরে রয়েছে। স্টামকেও সরিয়ে দিয়েছে।

আপনি কিছুতেই ওদের স্টিঙের কাছে আসতে দেবেন না। ক্যারল মিনতি করে বলল।

না, ভিডা সাহায্য আনতে চলে গেছে।

ওদিকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মতো অতি সহজে ধুম-নালীরা গা বেয়ে নিচু ছাদটায় উঠে এলো ম্যাক্স। তারপর কয়েক ফুট ওপরে জানলার কাঠে হাত রেখে শরীরের ভারসাম্য ঠিক করে অবলীলাক্রমে ভেতরের দিকে নিজেকে গলিয়ে দিল।

ক্যারল ফিরে এসে স্টিঙকে বলল, ম্যাগার্থ ওখানে একা কিন্তু ও বলেছে ওরা এখানে উঠে আসতে পারবে না।

কিন্তু আমার হয়ে ম্যাগার্থ লড়াই করবে তা আমি কিছুতে হতে দেবো না। এই বলে কম্বল সরিয়ে ও উঠে বসল।

না তুমি যেও না, তুমি এখনও অসুস্থ।

আমি জানি ওরা আমাকে চায়, কিন্তু যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে—তুমি জেনে রাখো ক্যারল আমি তোমাকে খুব ভালবেসেছিলাম। আমার জীবনে আর কিছু নেই, কেউ নেই। ক্যারল বলো তুমি আমাকে ভালবাস।

হ্যাঁ বাসিই তো। ক্যারল ফুঁপিয়ে উঠল।

ম্যাগার্থ কিছু বোঝার আগেই একতীব্র আঘাতে ম্যাক্স ওকে অচেতন করে ফেলল। তারপর ফ্লাশলাইট জ্বালিয়ে ইঙ্গিত করতে ফ্র্যাঙ্ক দ্রুত সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে এল।

পাহাড়ী পথ ধরে তীব্র বেপরোয়া গতিতে সগর্জনে এগিয়ে যাচ্ছিল ফোর্ড গাড়িটা। কাম্প বলল, আরে একটু সাবধানে চলো হে। ওখানে পৌঁছবার আগে শরীরটা টুকরো হয়ে যাক আমি চাই না।

কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। না হলে মিস বানিঙের কিছু হয়ে যেতে পারে। সেটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।

সহসা ক্যারলের পা দুটো যেন শরীরের বোঝা বইতে অসমর্থ হয়ে উঠল। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল ও। মস্তিষ্কটা যেন ফুলে ফেঁপে উঠে আবার কুঁচকে যাচ্ছে। সে দেখলো অতি ধীরে ধীরে পা ফেলে স্টিঙ দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দরজার বাইরেই সুলিভ্যানরা অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তের মধ্যে ম্যাক্সের টর্চ এক ঝলকা নিষ্ঠুর আলো ফেললো স্টিঙের বুকের ওপর।

পরক্ষণেই পর পর কয়েকটা গুলি চালিয়ে ম্যাক্স স্টিঙকে চিরদিনের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিল।

ফ্রাঙ্ক সামান্য শিউরে বলল, এই আমাদের শেষ কাজ ম্যাক্স।

ম্যাক্স বলল, আগে এখান থেকে বের হই চলো। তাড়াতাড়ি এসো।

ফ্র্যাঙ্ক ওকে অনুসরণ করতে যেতেই অন্ধকার থেকে একখানা অদৃশ্য হাত বেরিয়ে এসে ওর বাহু চেপে ধরল। সে ভাবল লারসন বুঝি আবার জীবিত হয়ে উঠেছে।

ফ্র্যাঙ্ক ঘুরে তাকালো। ঘন অন্ধকারে তার কিছুই চোখে পড়ছিল না। কিন্তু সে খুব কাছেই কার যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

সে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে ডাকলো, ম্যাক্স।

এক ঝলক বাতাসের মতো দ্রুত অথচ লঘু ছন্দে ক্যারলের আঙুলগুলো তার সমস্ত মুখগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল।

ম্যাক্স এখানে কে যেন রয়েছে।

নীচে নেমে এস বুদ্ধু কাহিকা, ম্যাক্স তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

এর পরেই ফ্র্যাঙ্কের আকস্মিক রক্ত জমাট করা আর্তচিৎকার শুনে সে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

মুহূর্তের জন্য ম্যাক্সের লৌহকঠিন স্নায়ুগুলোও যেন বিবশ হয়ে রইলো। সহসা কে তার কাঁধ ঘেঁষে চলে যেতে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে সে পেছনের দিকে লাফ দিল।

কিন্তু ততক্ষণে সাড়াশির মতো কতগুলো আঙুল আলতোভাবে তার ঘাড়ের কাছে আঁচড় কেটে দিয়েছে। সে অন্ধের মতো গুলি চালাল। হঠাৎ নিচের সিঁড়িতে হালকা পায়ের শব্দ শুনে সে আবার গুলি চালাল।

ম্যাক্স ফ্র্যাঙ্ককে পিঠের উপর তুলে নিয়ে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় ফ্র্যাঙ্ক তখন কঁকিয়ে উঠেছিলো, আমি অন্ধ হয়ে গেছি ম্যাক্স। মেয়েটা আমার চোখ দুটো খুবলে নিয়েছে।

।। ছয় ।।

স্টিঙ লারসনের মৃত্যুর একমাস পরে এক অলস অপরাহ্নে গ্রাস হিলের বাড়ির সামনে একটা ক্যাডিলাক এসে থামলো।

ভিডা জানলার ধারে বসে ছিল। ম্যাগার্থ গাড়ি থেকে নেমে ভিডাকে জড়িয়ে চুমু খেল। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে বলল, মেয়েটার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললাম। ও যা ঝঞ্ঝাটের কাজ, তা আর কি বলবো।

ও কেমন আছে?

ঠিক সেই আগের মতন। সর্বদা কেমন কঠিন ভাব, ওকে দেখে আমার ভয় লাগে।

এখনও কি ও আগের মতো গুম মেরে থাকে?

হ্যাঁ, আমি কোনও দিকেই ওর আগ্রহ ফেরাতে পারছি না। চেষ্টা করেছিলাম যাতে খবরের কাগজ ওর হাতে না পড়ে। কিন্তু জানি না কি করে কাগজটা পেয়ে ও নিজের সম্বন্ধে সব কথাই জেনে ফেলেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও পায়চারি করেছে।

দু'দিন আগে হোক কি দু'দিন পরে হোক খবরটা ও জানতোই। তবে এভাবে জানা ঠিক হল না। যাক এখন তো সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। ও এখন চল্লিশ লাখ ডলারের মালিক। হার্টম্যান পালিয়েছে। যাই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে আসি। এখন ও নিজের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি দুই পেয়ে গেছে। আমার মনে হয় ও এখন আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পরিকল্পনা করছে। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বল ও একা। বাইরে ওর নিজের কেউ নেই।

জানালার সামনে ক্যারল বসে ছিল। ম্যাগার্থ ঘরে ঢুকতে ও মুখ ফিরিয়ে নিল। তবু ম্যাগার্থ ওর পাশের চেয়ারে বসে বলল, ক্যারল তুমি এখন এক ধনবতী যুবতী। কাগজপত্র সব আমার সঙ্গে আছে একবার দেখে নেবে।

না, আপনি বলছিলেন আমি এখন একজন ধনবতী মহিলা। কিন্তু কতটা ধনী?

চল্লিশ লক্ষ ডলার—অনেক টাকা। তুমি খুশী?

আমি খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে পড়েছি। আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী একটা পাগল

খুনী আমার বাবা।

দ্যাখো ক্যারল কাগজের সব কথা বিশ্বাস করতে নেই। এর জন্য তুমি নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে না। ভিডা আর আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

ক্যারল বলল, আপনাদের আমার সঙ্গে থাকতে ভয় করে না। আমি তো পাগল।

থামো এসব কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি এমন করছো কেন। সামান্য কেঁপে উঠে ক্যারল পেপারটা ফেলে দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল।

না না আপনি দয়া করে আর কিছু বলবেন না। আমি জানি আমি পাগল। আমি আপনাদের দু'জনের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি জানি আপনারা দু'জন আমার ভাল চান।

এখন আমাকে একা থাকতে দিন, হয়তো আমি, আপনার কিংবা ভিডার কেবল ক্ষতি করে ফেলবো। ক্যারল বলল, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, কাল আমি এখান থেকে চলে যাবো। কিন্তু যাবার আগে আমি সকলকে দিয়ে কয়েকটা কাজ করিয়ে নিতে চাই।

কিন্তু তুমি কোথায় যাবে? তোমার ঘরবাড়ি বলতে কোনও বস্তু নেই, তুমি তো আর উধাও হয়ে যেতে পারো না।

এসব আলোচনা করে আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি। আপনি কি আমার বিষয় সম্পত্তির ভার নিতে রাজী আছেন? টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি কিছু বুঝিও না, বুঝতে চাইও না। আমি একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি এসব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে একজন লোক নিযুক্ত করতে বলেছেন। আমার দাদুর অনেকগুলো ব্যবসার মালিকানা এখন আমার হাতে। সেসব ক্ষেত্রে আপনি কি আমার প্রতিনিধি হতে রাজী আছেন?

ম্যাগার্থ অবাক হয়ে বলল, আমার যা সাধ্য আমি করব।

হ্যাঁ এর জন্য আপনি ভাল মাইনে পাবেন।

ক্যারল বলল, আমি এখুনি দু-হাজার ডলার চাই, পেতে পারি? আর একটা গাড়ি আমার জন্য কিনে আনবেন?

ঠিক আছে তুমি যা বলছো তাই করবো তবে যাওয়ার আগে আর একবার ভেবে দেখলে হতো না।

না, আমি আমার পরিকল্পনা ছকে ফেলেছি। আপনি এখন যান, দয়া করে ভিডাকে বলে দেবেন যে আজ আমি আর কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই না। কাল সকালেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

ম্যাগার্থ শেষবারের মতো চেষ্টা করল, আচ্ছা ক্যারল, আমার ওপর কি তোমার কোনই আস্থা নেই। হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। লোকদুটো যখন তোমার শত্রু হয়ে রয়েছে তখন কেন তুমি একা একা চলে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাইছো?

না, যা করার তা আমি একাই করবো। কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।

বেশ বলে ম্যাগার্থ বেরিয়ে গেল।

ক্যারল জানলার পাশে বসে কপালের দু'ধার চেপে ধরল। তারপর মৃদু অথচ স্পষ্ট করে বলল, স্টিঙ, সোনা আমার যেখানেই থাকো তুমি আমাকে ভালবেসো। ওরা যেমন তোমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে আমিও তেমনি ওদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করব। ওদের শাস্তি দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন অভিলাষ নেই।

পরদিনও সমানে বৃষ্টি পড়ছিল। কাদামাখা একখানা কালো রঙের ক্রাইসলার ক্যাপ দুরন্ত চড়াই ভেঙে এগিয়ে আসছিলো টেক্স শেরিফের খামার বাড়ির দিকে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজার হাতল ধরে ঘর খোলবার চেষ্টা করলো ক্যারল। দরজা ভেতর থেকে চাবি বন্ধ।

বেশ কয়েকবার আঘাত করার পর ভেতরে হালকা পায়ের শব্দ শোনা গেল।

মিস ললির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে?

ক্যারল ব্লানডিশ। আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

তুমি ফিরে এলে কেন? তুমি ভিতরে আসতে পারবে না। আমি একা থাকতে চাই।

আমি সুলিভ্যানদের খুঁজছি।

কিন্তু বোকা মেয়ে ওরা তো তোমাকেই খুঁজছে।

ওরা আমার ভালবাসার লোককে মেরে ফেলেছে। আমি ওদের ছাড়ব না।

ও তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও। ভিতরে এস।

ওরা কোথায় আছে আপনি জানেন?

না, আর জানলেই বা কি করতাম। তুমিই বা কি করবে? ওরা যত ক্ষিপ্রই হোক আমি ওদের শাস্তি দেবোই।

দ্যাখো ম্যাক্স আমার দাড়ি কেটে নিয়েছে, বলতে বলতে মিস ললির চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কেন কাটল?

কারণ আমি তোমাকে যেতে দিয়েছিলাম। এর থেকে ওরা যদি আমায় মেরে ফেলত তাহলে ভাল হত। কিন্তু জানত যে এতেই আমি বেশী কষ্ট পাবো। তুমি চলে যাবার দু'দিন পরে ম্যাক্স আর ফ্র্যাঙ্ক এসেছিল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক গাড়িতে বসেছিল। ওকে আমি দেখিনি।

গাড়িতে বসে ছিল তার কারণ ও অন্ধ। স্টিংকে খুন করার পর আমি ওকে অন্ধ করে দিয়েছিলাম।

ওরা যাবার সময় ওপরের যে ঘরটায় ওদের জিনিসপত্র রাখতো সেখান থেকে সব নিয়ে চলে যায়। ঘরটা একবার দেখবে? সেখানে একটা ছবি পড়েছিল। ওরা যাবার পর ওটা কুড়িয়ে পাই। আমি তুলে রেখেছি।

ছবিটা একটা মেয়ের। মাথার কালো চুল মাঝখানে সিঁথি করে আঁচড়ানো। পুরু ঠোঁট শরীরে এমন একটা বন্য—সৌন্দর্য যে তাকে দেখলে পুরুষমানুষ সহজে ভুলতে পারবে না। ছবির নীচে আড়াআড়ি করে সাদা কালিতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, প্রিয় ফ্র্যাঙ্ককে লিনডা। ছবি উলটে পেছনে চিত্রগ্রাহকের ছাপটা দেখে নিলো ক্যারল কেনেথ কার, ৩৯৭১ মেইন স্ট্রীট, সানটোরিডা।

মিস ললি বললো, তুমি ওকে খুঁজে বার করো। তাহলেই তুমি ফ্র্যাঙ্ককে খুঁজে পাবে। কারণ এর কাছে ফ্র্যাঙ্ক যাবেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে কোটিপতিদের লীলাভূমি এই ছোট্ট অথচ ঘন বসতিপূর্ণ শহর, সানটোরিডা। এখানকার অনেক বাসিন্দা জাল, জোচ্চুরি, ব্ল্যাক মেইলিং ইত্যাদি নানা অসৎ উপায়ে সচ্ছলভাবেই জীবন কাটায়।

লম্বা-চওড়া সুদর্শন পুরুষ এডি রিগান। মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল, রোদে পোড়া গায়ের রং, অনেক মেয়েকেই আকর্ষণ করে। যে সব ধনবতী বয়স্কা মহিলা এখানে আনন্দ উপভোগ করতে আসে এডি তাদের সঙ্গ দেয় তাদের সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করে। এবং এই থেকে তার ভালই আয় হয়।

লিনডার সঙ্গে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এডির পরিচয় হয়েছিল।

এক মধুর বিকেলে বয়স্কা মহিলাদের সন্ধানে চোখ খোলা রেখে এডি সমুদ্রতীরে অলসভাবে সময় কাটছিল। হঠাৎ সূর্য স্নানের জন্য লিনডা সমুদ্র থেকে উঠে এল।

লিনডার যে ধরনের শরীর তা স্নানের পোশাকেই ভাল মানায়। তাই সেই দেহবল্লরী দেখে মুহূর্তের মধ্যে বয়স্কা মহিলাদের চিন্তা মাথা থেকে হটিয়ে দিল এডি।

এডি অনেক সুন্দরী দেখেছে। কিন্তু এমনটি আর দেখেনি। সে এগিয়ে এসে লিনডার সঙ্গে ভাব করলো। লিনডাও এডির মতো সুপুরুষ সঙ্গী পেয়ে খুশিই হয়েছিল।

হয়তো এডির সুন্দর মুখ, রোদে পোড়া চামড়া তাকে আকর্ষণ করেছিল। যাইহোক কিছুদিনের মধ্যেই ওদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠল।

এডি ভেবেছিল, অতীতের ঘটনার মতো এবারও সপ্তাহের শেষাশেষি লিনডার সৌন্দর্য তার কাছে বাসি ফুলের মতো বিবর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু তার বদলে সে দেখল যে সে দিনরাত তার

কথাই ভাবছে। এমনকি সে লিনডাকে বিয়েও করতে চায়।

লিনডার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা দেখে এডি অবাক হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটা সমুদ্রতট ছাড়াও সুন্দর একটা বাংলোর মালিক লিনডা।

লিনডার পোশাক-আষাক বাড়ির আসবাবপত্র, এমনকি লিনডার চড়বার জন্য একটা ঝলমলে নীল রঙা রোডমাস্টার বুইক আছে যেটা চালিয়ে ও যখন তখন ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। এসব সে কোথায় পেয়েছে?

লিনডা বলে যে তেলের ব্যবসায়ী ধনী মামার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সে এসব পেয়েছে। যদিও এডি কথাটা বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছিল যে লিন্ডা একমাত্র তাকেই ভালবাসে তাই সত্যিকারের উত্তরটা সে ভাবতেও পারেনি। সে জানতো না যে লিনডার এই সব বিলাসবৈভবের মূলে আছে তার এক প্রেমিক। এখানে যে খুব কমই আসে।

বছরে মাত্র চার কি পাঁচবার লোকটা আসে। লোকটাকে খুব বিশ্রী লাগলেও লিনডা সব মেনে নেয় কারণ না হলে এই সব সুখ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। ও কখনও সুলিভ্যান ব্রাদার্সের কথা শোনেনি। ও ভাবতেও পারবেনা সে যাকে ফ্র্যাঙ্ক বলে ডাকে সে সুলিভ্যান ব্রাদার্সের একজন।

লিনডার সঙ্গে ম্যাক্সের মাত্র দু'বার দেখা হয়েছে। ম্যাক্সকে দেখে ভয় হয়। আর লিনডা যে সুলিভ্যানদের মধ্যে একজনের রক্ষিতা সেকথা জানতে পেরে এডিও সব আগ্রহ প্রথমেই হারিয়ে ফেলল। সুলিভ্যানদের সম্পর্কে অনেক কথা শুনলেও তাদের একজনকেও সে দেখেনি।

আজ এই উষ্ণ রৌদ্রময় বিকালে ওস্যান বুলেভার্ড ধরে ঘি আর টুকটুকে লাল রঙা রোডস্টার যেটা এডিকে এক বয়স্কা বান্ধবী দিয়েছিল সেটা চালিয়ে আসতে আসতে এডির মনে হচ্ছিল সত্যি জীবন কি মধুর!

বেলা সাড়ে তিনটার কয়েক মিনিট পরে লিনডার বাংলোতে পৌঁছে এডি দেখলো, লিনডা ফুলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লিনডা এডিকে দেখে বলল আমি এখুনি ভাবছিলাম যে তুমি আসবে কিনা। বিকেলে একটু সাঁতার কাটতে গেলে কিন্তু দিব্যি মজার হতো।

এডি লিনডাকে আদর করতে করতে বলল, এখন না। বিকেলে ছ'টা নাগাদ জলটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠবে, ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করবো।

তাহলে চলো ভিতরে বসে চা খাই।

প্রস্তাবটা এডির পছন্দ হলো। ওরা কাচের দরজা ঠেলে ঘরে এসে সোফার উপর বসল। লিনডা বলল ঘণ্টা বাজলেই চাকর চা নিয়ে আসবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে এডির চা খাওয়ার একটুও আগ্রহ নেই। না এখন চা নয় এই বলে লিনডাকে কোলে নিয়ে দোতলার একটা ঘরে চলে গেল।

লিনডা বলে আমাকে ছোঁবে না বলছি। এখন আমরা বাইরে স্নান করতে যাবো।

সবই হবে চা খাওয়া, স্নান করা তবে আগে তোমাকে একটু আদর করি এই বলে লিনডাকে জড়িয়ে ধরল।

লিনডা বলল, দেখো আমাকে ছেড়ে দাও। জোর কোরো না, কিন্তু এডি এসব কথায় কানই দিল না।

সময় এগিয়ে চলল। প্রথমে এডির ঘুম ভাঙল। পেশল বাহুদুটো ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে ও চোখ খুলল। পরক্ষণেই ওর পাকস্থলিটা যেন একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলো।

এডি দেখল বিছানার কাছে বসে একটা লোক ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে। লোকটার পোশাক কালো, মুখটা সাদা পাথরের মতো কঠিন।

এডির দৃঢ় আকর্ষণে লিনডা চমকে উঠে জেগে গেল। পরক্ষণেই কালো পোশাক পরা লোকটাকে চিনতে পেরে আতঙ্কে ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

ম্যাক্স মৃদুস্বরে বলল, লিনডা তোমার নাগরটিকে বেরিয়ে যেতে বল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

এডি বেরিয়ে গেল যাওয়ার আগে সে লিনডার দিকে তাকালও না। কারণ ম্যাক্স তাকে ছুরি দিয়ে তালু কেটে দিয়েছিল। লিনডা বলল—এডি আমাকে ছেড়ে যেও না। কিন্তু এডির কানে সে কথা ঢুকল না।

ছুরিটা পকেটে রেখে দিয়ে ম্যাক্স একটা রেশমী চাদর লিনডার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নাও এটা গায়ে জড়িয়ে নাও।

কাঁপা হাতে চাদরটা জড়িয়ে নিতে নিতে লিনডা ভাবল যে ম্যাক্স নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্ককে সব কথা বলে দেবে। এখন ফ্রাঙ্ক কি করবে। তাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। তবে কি এই বিলাস বৈভব সব কিছু হারিয়ে আবার আগেকার জীবনে তাকে ফিরে যেতে হবে!

ম্যাক্স দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, ফ্র্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়েও লোকটাকে না ঠকালে চলছিল না। আমি তো ওকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম কিন্তু ও তোমার মধ্যে কি দেখেছে ওই জানে। এখন থেকে তোমার খরচের টাকা তোমাকেই রোজগার করে নিতে হবে।

লিনডা বলল, দেখো আর কখনও এমন হবে না। তুমি ওকে বলো না। ও আমাকে ভালবাসে শুনলে কষ্ট পাবে।

ঠিকই বলেছ। আর কখনও এমন হবে না। ফ্র্যাঙ্ককে আমি কিছু বলব না, ওর জীবনও নষ্ট করবো না। শোনা, ফ্র্যাঙ্ক চিরদিনের মতো এ বাড়িতে চলে এসেছে। তুমি ওর সঙ্গে থাকবে, ও যা বলে করবে। ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবে, দাড়ি কামিয়ে দেবে, পোশাক গুছিয়ে রাখবে, কাগজপত্র পড়ে শোনাবে। মোট কথা সবসময় তুমি ওর পাশে থেকে ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। তোমার চোখ দিয়ে ও সবকিছু দেখবে।

আমার চোখ দিয়ে দেখবে মানে? ওর নিজেরই তো দুটো চোখ আছে।

ম্যাক্সের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। তারপর ও লিনডার কাছে এসে ওর চুলের গোছা ধরে বলল, কোনও রকম চালাকি করলে আমি তোমাকে শেষ করে ফেলবো। আমি কিন্তু মাত্র একবারই সাবধান করেছি। যদি তুমি পালিয়ে যাও বা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কর তাহলে অ্যাসিড দিয়ে তোমার মুখ পুড়িয়ে দেবো। ও চিরকালই বোকা ও তোমার মধ্যে কি দেখেছিল কে জানে ও তোমাকেই চায়।

দরজা খুলে ম্যাক্স বেরিয়ে গেলো, বললো এসো ফ্র্যাঙ্ক। ও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটু পরেই ফ্র্যাঙ্ক ঘরে এসে ঢুকল। দৃষ্টিহীন চোখদুটো চশমার কালো কাঁচের আড়ালে লুকোনো, হাতে লাঠি। মেদবহুল মুখে উপবাসী জান্তব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের করুণ ছায়া।

ফ্র্যাঙ্ক হাত বাড়িয়ে বলল, দেখো লিনডা আমি বাড়িতে ফিরে এসেছি।

পরের দুটো সপ্তাহ লিনডার জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো কাটল। জীবনের শেষ দিন অবধিও এই দিনটার কথা ভুলতে ও পারবে না।

ফ্র্যাঙ্কের অজস্র চাহিদার আর বিরাম নেই। ফ্রাঙ্ক সর্বদাই ওকে কিছু পড়ে শোনাতে বলে। নয়তো ওর পাশে চুপ করে বসে থাকতে বলে পরবর্তী প্রয়োজন পালন করার জন্য। চোখের দৃষ্টি চলে যাওয়াতে ও এখন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এখন ও লিনডার শারীরিক সৌন্দর্য দেখতে পায় না এর জন্য ওর আকর্ষণী শক্তি ফ্র্যাঙ্কের ওপর কোনও কাজ করছে না। এখন ফ্র্যাঙ্ক ওকে কোনও পোশাকও কিনতে দেয় না। বলে ওসব পরে তোমাকে কেমন লাগছে তা যদি আমি দেখতেই না পাই তাহলে কিনে কি লাভ। লোকটা এখন ভীষণ কিপ্টে হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত সময় বলতে এখন আর লিনডার কিছু নেই। সবসময়েই ফ্র্যাঙ্ক লিনডাকে খোঁজে। অথচ ম্যাক্সের ভয়ে ও ফ্র্যাঙ্ককে ছেড়ে পালাতেও পারছে না।

ও এডির সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছিল। তাই বড় আবেগময় ভাষায় ও এডিকে চিঠি লিখেছিল, এডিও যন্ত্রণায় পাগল, ও নিজেও আগে বুঝতে পারেনি যে লিনডাকে ছেড়ে থাকতে ওর এত কষ্ট হবে।

লিনডার শয়নকক্ষে ম্যাক্সের সেই নাটকীয় অবির্ভাবের ষোল দিন পরে এক ক্লান্ত অপরাহ্নে একটি বয়স্কা মক্কেলের আসার আশায় একটা রেস্তোরাঁয় বসে এডি সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য

করলো একটা মেয়ে তার অদূরেই একটা টুল নিয়ে টেনে বসলো। ওরা দুজন ছাড়া এখন আর কোনও খদ্দের নেই। অভ্যাসের বসে মেয়েটিকে দেখল সে। মেয়েটির পরনের পোশাক নোংরা হলেও রুচিশীল। মাথায় ছোট টুপির আড়ালে একরাশ কালো চুল এলিয়ে রয়েছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তবু সে দেখলো যে মেয়েটির শরীরের গড়ন সত্যি সুন্দর।

একটু পড়েই সে শুনলো মেয়েটা দোকানীর সঙ্গে কথা বলছে।

মেয়েটি বলছে আমি একটা অল্প সময়ের কাজ খুঁজছি। ধরুন কেউ সন্ধ্যেবেলার জন্য সঙ্গিনী খুঁজছেন? অথবা কারো বাচ্চার দিকে নজর রাখার লোক দরকার। এমন কারো কথা আপনার জানা আছে।

দোকানদার আনড্রু মানুষকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা উৎসুক। অবেশেষে বলল তবে এই ছোট্ট শহরে অধিকাংশ লোকেরই বাচ্চা-কাচ্চা নেই।

মেয়েটি কফি নাড়তে নাড়তে বলল, আসলে আমি একটা কাজ করছি। তবে মাইনে খুব একটা সুবিধার নয়। বলল আমার নাম মেরি প্রেনটিস, ইস্ট স্ট্রীটে থাকি। লিখে দেবো?

তারপর একটু থেমে বলল, কোনও অন্ধ মানুষের যদি সঙ্গী প্রয়োজন হয় তাহলেও আমাকে জানাবেন ও বিষয়ে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে।

ঠিক আছে জানাবো। তবে সানটোরিডাতে অন্ধ মানুষ বড় একটা নেই। তেমন কেউ আছে বলেই আমি জানি না। তবে আমি লক্ষ্য রাখবো।

এডি মেয়েটাকে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। সে দোকানদারকে বলল, আন্ড্রু মেয়েটার নাম ঠিকানা আমাকে দাও তো। আমি একজন অন্ধ মানুষকে চিনি তার একজন মহিলার সঙ্গ দরকার।

সেদিনই রাত এগারোটার সময় এডি লক্ষ্য করলো, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ি থেকে কিছু দূরে তার জন্য লিনডা অপেক্ষা করছে।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত দু'জন দু'জনকে আবেগে জড়িয়ে ধরে থাকলো। তারপর এডি বলল শোন লিনডা, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। এভাবে বেশিক্ষণ লোকটার চোখে ধুলো দিয়ে থাকা যাবে না। এর মধ্যে আমি একটা প্ল্যান করেছি।

লিনডা বলল—আমি জানতাম তুমি কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। নাহলে হয়তো কবেই আত্মহত্যা করতে যেতাম।

শোন আমি একটা মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। মেয়েটি সঙ্গিনী হবার কাজ খুঁজছে। তুমি ফ্র্যাঙ্ককে বুঝিয়ে বল যে মাঝে মাঝে এ ধরণের পরিবর্তন ওর ভালই লাগবে। দু-তিন দিন বইপত্র পড়ার জন্য মেয়েটাকে রাখবার জন্য তুমি ফ্র্যাঙ্ককে রাজী করিয়ে ফেল।

লিনডা চোখ ঘুরিয়ে বলল, তাতে আমার লাভ কি? তুমি কি ভেবেছো যে তাকে পেয়ে ও আমাকে ছেড়ে দেবে?

লিনডা একটা জিনিস তুমি ভুলে যাচ্ছো ও এখন তোমার রূপযৌবন দেখতে পায়না। এখন তাই নতুন মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে ও খুশীই হবে। তারপর কিছুদিন পরেই ও একা হতে চাইবে। তখন ওই তোমাকে বাইরে যেতে বলবে। আর আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারবে।

কিন্তু এতে তো অনেক সময় লেগে যাবে এর মধ্যে ম্যাক্স এসে যাবে। সেটা আমি চাই না।

দেখো লিনডা, তুমি যদি ঠিকমতো চাল দিতে পারো, ওর সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে কথা বল তাহলে ও কিছুদিন পর নিজেই তোমাকে চোখের বিষ হিসেবে দেখবে।

লিনডা হাত চেপে বলল—আমি চাই ও মরুক। অতএব অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল।

এক সপ্তাহ ধরে সাবধানে এডির কথামত চলে ও ফ্র্যাঙ্কের কাছে কথাটা তুলল। ও এমনভাবে মেরি প্রেনটিসের বর্ণনা দিতে লাগল (যাকে ও এখনও দেখেই নি) যাতে ফ্র্যাঙ্ক উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। গত সপ্তাহে সে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে। তাই নতুন কাউকে দেখার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় মেরি প্রেনটিস এলো। লিনডা মলিন পোশাক পরা মেয়েটাকে দেখে স্বস্তি পেল। দৃষ্টিশক্তি থাকলে ফ্র্যাঙ্ক দ্বিতীয়বার ওর দিকে তাকাত না।

খুব সাধারণ দেখালেও মেরি প্রেনটিসের বড় বড় সবুজ চোখদুটোর সৌন্দর্য সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু মলিন পোশাক আর প্রসাধনহীন মুখ সে সৌন্দর্য ঢেকে দিয়েছে।

ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মেয়েটি সামান্য বিচলিত হয়ে পড়ল। সেই অবস্থাতেই ওদের একসঙ্গে রেখে লিনডা বেরিয়ে গেল।

সেদিন মেয়েটা চলে যাবার পরেই ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখতে পেল লিনডা। পরের সপ্তাহ থেকে প্রতি সন্ধ্যাতে ডিনার শেষ করে ফ্র্যাঙ্ককে পত্রিকা পড়ে শোনানোর জন্য মেরি প্রেনটিস এ বাড়িতে এসেছে।

পরের সপ্তাহেই ফ্র্যাঙ্ক বলল লিনডা তুমি বাইরে ঘুরে এসো। আমাকে পড়ে শোনানোর জন্য তো মেরি প্রেনটিস রয়েইছে। অতএব সে রাতে মেরি প্রেনটিস বই পড়ে শোনাতে সে বলল, মিস লি বাড়িতে নেই?

না, ফ্র্যাঙ্ক মুচকি হাসল। আমি তোমার সঙ্গে খানিকটা সময় একান্তে কাটাতে চাইছিলাম। কেন জানো নিশ্চয়ই।

জানি। আমার কাছে এসো।

না এখানে নয়। এটা মিস লির বাড়ি। যদি আমার বাড়িতে আসেন তাহলে আলাদা কথা।

ফ্র্যাঙ্ক রাজী হলে মেরি তাকে গাড়িতে চাপিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে দিল। সে বলল, তাড়াতাড়ি চলো মনি, দেখবে আমি তোমাকে কত সুখ দেবো।

ধীরে ধীরে বড় রাস্তার ওপরে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে গাড়ি থামালো মেরি।

ফ্র্যাঙ্ক বলল—আমরা কি পৌঁছে গেছি?

হ্যাঁ, এই তোমার শেষ যাত্রা।

আমি এখন তোমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি কে?

আমি ক্যারল ব্লানডিশ।

আতঙ্কে অন্ধ ফ্র্যাঙ্ক গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে লাগল। সহসা চারিদিকে অনেক চিৎকার আর অনেক গাড়ির ব্রেক চাপার শব্দ পেল।

একখানা লাল রোড মাস্টার দ্রুতগতিতে এগিয়ে এল, গাড়িতে বসে ছিল লিনডা আর এডি। এডি ব্রেক কষার চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হল না। গাড়ির সামনের ধাক্কায় ফ্র্যাঙ্ক ছিটকে রাস্তায় পড়ল। পরক্ষণেই একটা ট্রাক ওকে পিষে দিয়ে গেল।

ওয়ালটনভিল হাসপাতালের রবারের চাদর মোড়া বারান্দা দিয়ে নার্সকে অনুসরণ করে ম্যাক্স এগিয়ে গেল।

দু'মিনিটের বেশি কিন্তু নয়।

ঘরে ঢুকে বিছানায় শোয়া ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকাল ম্যাক্স।

ক্যারল ব্লানডিশ বলেছে প্রথমে আমি তারপর তুমি হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্র্যাঙ্ক বলল।

এরপর ফ্র্যাঙ্ক চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল।

।। সাত ।।

হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ম্যাক্সের মনে হল, সে আগে যত বড়লোক ছিল এখন তার দু'গুণ।

কারণ সুলিভ্যানরা কেউ ব্যাঙ্কে টাকা রাখত না। টাকাটা থাকত ম্যাক্সের বাবার কাছে। কথা ছিল যে আগে মরবে তার ভাগটা অপর অংশীদার পাবে। এখন পেশাদারী খুনের কাজ থেকে সরে সে একটা পাখির ব্যবসা করতে পারে।

সে ভাবল যে ক্যারল তার কিছুই করতে পারবে না। কারণ মেরি প্রেনটিস সেজে যে ক্যারল ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যু ঘটিয়েছে এটা সে লিনডারে সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে।

তার অবশ্য কিছু হবে না। কারণ তার কাছে মেয়েদের কোন দাম নেই।

এই বলে সে গাড়ির দরজা খুলল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখল যে স্টিয়ারিং-এর ঠিক নীচে

একটা টকটকে লাল অর্কিড পড়ে আছে। ফুলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখটা সামান্য কুঁচকে উঠল।

কেউ কি বিনা কারণে এত দামী ফুলটা তার গাড়ির মধ্যে ফেলে গেলো নাকি এর কোনও কারণ আছে।

যাইহোক সে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

পাহাড়ের উপর একটা কাঠের বাড়ির সামনে গাড়ি থামলো। বাড়ির নাম নিরালা। বাড়িটা বেশ পুরনো।

এটা ম্যাক্সের বাড়ি। এখানে ওর বাবা থাকে। সে তিরিশ বছর সার্কাসের ক্লাউন হয়ে কাজ করেছে। নাম তার ইজমি গিজা।

ম্যাক্সকে সে রীতিমতো ভয় করে চলে। যেমন চলতো ম্যাক্সের মাকে। কারণ ইজমি গিজা শান্তিপ্রিয় লোক।

ম্যাক্স গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল। তার বোতামের ঘরে একটা টকটকে লাল অর্কিড।

সে বলল, ফ্র্যাঙ্ক মারা গেছে।

তাহলে এখানেই সব কিছুর ইতি।

ইস, এখন আমাদের দু'জনের টাকাই আমার। এই কথাই ছিল।

ইজমি বলল, আমার অবস্থার কিছু হেরফের হবে কি?

জানি না, তোমার কথা ভেবে দেখার সুযোগ পাইনি। ওসব ছোট-খাট ব্যাপারগুলো পরে ভেবে দেখবো। তুমি কি এখানে থাকতে চাও?

হ্যাঁ আমি এখানে থাকতে ভালবাসি।

তারপর ম্যাক্স ইজমিকে সব কথা খুলে বলল, সে আরও বলল, মেয়েটা এখানেই আছে এই শহরেই। ফ্র্যাঙ্ক বলেছিল ওঁর পর এবার আমার পালা। এ ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়।

কথাটা তুমি আমাকে না বললেই ভালো করতে, এই বলে ইজমি বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

এরপর ম্যাক্স গাড়ি থেকে দুটো বড় ব্যাগ বের করে বাড়ির দোতলায় একটা চোরা কুঠুরির মধ্যে ঢুকল। তারপর সেই ঘরের একটা আলমারীর মধ্যে লুকনো দুটো পুরনো চামড়ার ব্যাগ বের করে আনল।

পরবর্তী আধ ঘণ্টা পাঁচ এবং দশ ডলারের একগাদা বাণ্ডিল গোনায় ব্যস্ত হয়ে রইল ম্যাক্স। এখন সে রীতিমতো ধনী।

একটু পরেই ওর বাবা বলল ওরা ফোন করে ফ্র্যাঙ্কের অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে বলছিল।

ও ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। ফুলটুল পাঠানোর কোনও ব্যাপার নেই।

কিন্তু ওরা বলছে একগাদা ফুল এসে পৌঁছেছে। তুমি ওগুলো নিয়ে কি করতে চাও?

কি ফুল?

লাল অর্কিড। তার সঙ্গে একটা কার্ডও এসেছে। তাতে লেখা আছে ক্যারল ব্লানডিশ ও স্টিও লারসনের পক্ষ থেকে।

রাতের খাওয়া শেষ করে ম্যাক্স বলল, আমি কালই এখান থেকে চলে যাবো।

ইজমি এঁটো বাসনগুলো নিয়ে দরজার দিক থেকে ফিরতেই বাগানের কোণ থেকে কুকুরগুলো ডেকে উঠলো।

ওটা অমন ডাকছে কেন ম্যাক্স বলল।

ইজমি বাগানে দেখতে গেল। দেখল কুকুরটার চোখ আতঙ্কে দিশেহারা। তার মনে হল বাড়ির সামনে যেন একটা চলন্ত ছায়ামূর্তি। ভাবল কল্পনা। সে বাড়ি ফিরে এলো।

তারপর ইজমি আর ম্যাক্স আগুনের কাছে বসে ছিল। একটু পরেই একটা অস্পষ্ট 'ক্যাচ' শব্দ উঠল। ইজমি বললে শুনলে কিছু?

একটা শব্দ হল বলে তো মনে হল, ম্যাক্স বলল।

তারপর ওরা দু'জনেই একটা অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেল।

ইজমিকে বসতে বলে ম্যাক্স পিস্তল হাতে নিয়ে দরজাটা খুলল। বাইরে বারান্দা ঘন অন্ধকারে তলিয়ে আছে। সে খুব উৎকর্ণ হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় উঠে সিঁড়ির লাইটটা জ্বালিয়ে দিল। ঘরে কেউ নেই। কিন্তু আবার কুকুরটা ডেকে উঠলো। সে দৌড়ে জানলা দিয়ে বাগানে তাকাল। দেখল একটা চলন্ত ছায়ামূর্তি।

হঠাৎ ম্যাক্স আতঙ্কিত হয়ে আলমারির দিকে ছুটে গেল। দেখল চোরাকুঠরী খোলা। তার সবকিছু চুরি হয়ে গেছে।

প্রথমে তার মনে হচ্ছিল তার বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে চোরাকুঠরীর মধ্যে হাত ঢুকাল দেখল একটা নরম জিনিষ। বাইরে বের করে দেখল একটা অর্কিড। লাল অর্কিড।

ইজমি ছুটে এসে দেখল, ম্যাক্স মৃগী রোগীর মতো মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার মুখে আঁচড়ের দাগ, তার থেকে রক্ত ঝরছে। ঠোঁটের কোণে গ্যাঁজলা।

বিশাল একটা নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন পার্ম বে হোটেলের একমাত্র বৈশিষ্ট। সেটা সানটো-রিডার যে কোন অংশ থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। তাই যে সব ভ্রমনার্থী প্রথমবার সানটোরিডাতে আসে তারা ভাল হোটেল মনে করে এখানে এসেই ওঠে।

পাম বে'র স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যাও যথেষ্ট। এডি রিগান যখন প্রথম সানটোরিডাতে এসে পদার্পণ করে তখন অন্য ভ্রমণার্থীদের মতো সেও পাম বে'র নিয়ণ আলোতে বিভ্রান্ত হয়ে এখানে এসে ঘর নিয়েছিলো। শীঘ্রই সে বুঝতে পারে, যে হোটেলটা অত্যন্ত বাজে। একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর। কিন্তু সে তো নিজেও তখন তৃতীয় শ্রেণীর তাই সে ওই ঘরটায় থেকে যায়।

সেদিন রাতে ম্যাক্স যখন আবিষ্কার করলো যে তার সব জমানো টাকা চুরি গেছে, তার ঘণ্টা খানেক পরে এডি পাম বে হোটেলের নোংরা ঘরে বসে স্কচ হুইস্কি খাচ্ছিল। হোটেলের সবাই জানতো, ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ এডি। সে যে না জেনেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল তা কেউ বিশ্বাস করছে না কারণ লিনডার সঙ্গে তার প্রেম ছিল।

লিনডা বা এডি কেউই পুলিশকে মেরি প্রেনটিসের সম্বন্ধে কিছু বলেনি। ওরা ভেবেছিল ওর কথা জানালে পুলিশ ভাববে তিনজনে মিলে কাজটা করেছে।

এডি স্থির করেছিল এর পর যতদিন না পুলিশ তার আর লিনডার উপর আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে ততদিন তারা আলাদা থাকবে।

ফ্র্যাঙ্ক লিনডার জন্য কোন অর্থসম্পদই রেখে যাননি শুনে এডি আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এখন থেকে লিনডার জন্য তার টাকা রোজগার করতে হবে। এখন বেশ বড় রকমের একটা দাও মারা প্রয়োজন।

খানসামা এসে ওর খালি গ্লাস ভর্তি করতে করতে বলল, একবার পিছনে তাকান।

ঘাড় ফিরিয়ে এডি দেখলো, প্রধান ফটক পেরিয়ে হোটেলের রিসেপশান ডেস্কের দিকে একটা মেয়ে এগিয়ে চলেছে। মেয়েটি লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, দেখতে মিষ্টি। মাথায় অবাক করে দেবার মতো একরাশ লাল চুল।

এডি মৃদু শিস্ দিয়ে বলল, এসব সরিয়ে রাখো, ব্যাপারটা একটু দেখতে হচ্ছে। এডি লক্ষ্য করল মেয়েটির হাতে দুটো চামড়ার ব্যাগ।

লিফটের দিকে যখন মেয়েটি এগিয়ে গেল তখন এডির মনে হল মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা কে হে?

নাম লিখেছে ক্যারল ব্লানডিশ।

এডি চমকে উঠে ভাবল আরে এই মেয়েটার কথাই তো পেপারে বেরিয়েছিল। ওর দাম কয়েক লক্ষ ডলার। মেয়েটা নাকি পাগল!

এডি বললো, নাঃ একটু চেখে দেখতে হচ্ছে সে ক্যারলের ঘরের নম্বরটা জেনে নিল।

এদিকে ক্যারলকে পৌঁছে দিয়ে চাপরাশী বলল, খাবার কি এখানে খাবেন, আর কি খাবেন যদি বলে দেন ভাল হয়।

খাবার এখানেই এনো। যা কিছু হলেই চলবে। তুমি এখন যাও। এই বলে মাথার শিরা টিপে চেয়ারে বসে রইল।

কিছুক্ষণ এভাবে ও চুপচাপ বসে রইল। মনে হল ও বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। ও যখন ম্যাক্সকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে, সেই তখন থেকেই ওর পেটে কিছু পড়েনি।

বারান্দায় ঘুরেফিরে এডি সময় কাটাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল যে একটা খানসামা খাবারের ট্রে হাতে ক্যারলের ঘরের দিকে যাচ্ছে। সে তখন তার থেকে খাবারটা নিয়ে ক্যারলের ঘরে ঢুকল।

সে দেখল মাথা টিপে গুটিসুটি মেরে একটা চেয়ারে ক্যারল বসে আছে।

সে এডিকে দেখে বলল, খাবারটা রেখে তুমি যাও। ঠিক তখনই মেঝের উপর রাখা ব্যাগের উপর চোখ পড়ল এডির। একটা ব্যানারের গায়ে লেখা ফ্র্যাঙ্ক ফুর্ট। ঠিক এই সময়ে কি একটা কারণে ক্যারল হাত নাড়ল। তাতে ওর কব্জির কাছে কাটা দাগটা স্পষ্ট দেখতে পেল এডি। সে চমকে উঠে বুঝল এই মেয়েটাই মেরি প্রেনটিস।

কিন্তু ক্যারল তাকে চিনতে পারার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলো যে ব্যাগের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক ও ম্যাক্সের জমানো সম্পদ ভর্তি।

ক্যারল ঠিক করেছিল ম্যাক্সকে আরও কয়েকটা দিন জিইয়ে রেখে তিলে তিলে মারবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যাগ দুটোর কথা ক্যারলের মনে পড়ল। ব্যাগ খুলে দেখলো তাতে থরে থরে নোট। সে ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেললো মেঝেতে নোট ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক এমন সময়ে এডি ঘরে ঢুকল। দেখলো মেঝেতে ছড়ানো নোট।

ক্যারলকে বলল—চিনতে পারো।

ক্যারল মৃদুস্বরে বলল—বেরিয়ে যান।

মেরি প্রেনটিস নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে এমন একটা মেয়েকে পুলিশ খুঁজছে। খুনের অভিযোগ আর তার যথেষ্ট প্রমাণও আছে।

তাতে আমার কি?

দেখো তুমি ঢাকবার চেষ্টা করো না। তুমিই মেরি প্রেনটিস। আমি তোমার কব্জিতে কাটা দাগ দেখেছি। আর তুমিই গ্লেনভিউ মেন্টাল স্যানিটোরিয়ামের প্রাক্তন রোগীনি ক্যারল ব্লানডিশ লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক। এখন আমি এ টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছি। পরে তুমি আমাকে বড় অঙ্কের চেক দেবে না হলে আমি তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দেব। বল তোমার কি মতামত?

আপনি বেরিয়ে যান।

বেরিয়ে যাবার আগে এ টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

এগুলো তোমার টাকা নয়।

টাকা কুড়িয়ে নেবার জন্য এডি নিচু হতেই ক্যারল চুল্লি খোচানোর শিকটা দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এডির মাথায় আঘাত করল। তবে আঘাতটা এডির মাথায় লাগল না। কাঁধে লাগল।

এর জন্য একটু পরেই এডি ক্যারলকে টেনে মেঝেতে শুইয়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু একটু পরেই ক্যারল নিজেকে ছাড়িয়ে দরজার সামনে পৌঁছল। দরজায় চাবি দিয়ে দিল।

এডি বলল, চাবি খোল না হলে তোকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কিন্তু কথা না বলে সে এগিয়ে গিয়ে এডিকে আক্রমণ করল। এডি তখন বাঁচবার জন্য একটা চেয়ার তুলে ক্যারলের মাথায় আঘাত করল। নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ক্যারল।

এডি ভাবল খুন করে ফেলেছি। তার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সে ভাবল পুলিশ ওকে খুঁজে পেলেই আমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে।

হঠাৎ আগের কথা মনে পড়লো। হ্যাঁ একমাত্র গ্যাসই তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে।

টেলিফোন তুলে সে বলল, গ্যাস শীঘ্রি এখানে চলে এসো।

গ্যাস এসে বলল, একি? মরে গেছে নাকি?

জানি না।

এডি বলল, মেয়েটা পালাত আমি ওকে না মারলে।

গ্যাস মেঝেতে বসে ক্যারলকে ভাল করে দেখল তারপর বলল খুলিটা একেবারে গুড়ো হয়ে গেছে। এত জোরে মারলে কেন?

আমি নিজে বাঁচার জন্য করেছি।

ওসব কথা তুমি পুলিশকে শুনিয়ো। আমি ভাবছি হোটেলের কথা। পুলিশ তো ঘটনাটা জানলেই হোটেলের দরজা বন্ধ করে দেবে।

ঈশ্বরের দোহাই গ্যাস ওকে বের করে কোথাও ফেলে দিয়ে এসো।

আমি শেষে আমার হাতে হাত কড়া পরাব আরকি।

গ্যাস তুমি বন্দোবস্ত কর। মেঝেতে দেখো বিশ হাজারের বেশি আছে এগুলো তুমি নাও।

গ্যাস বলল, মেয়েটাকে সরিয়ে দিলে ওগুলো দিয়ে দেবে বলছ।

হ্যাঁ শুধু একটু তাড়াতাড়ি সরিয়ে দাও।

তাহলে এবার যাও এডি। বেশ কিছুদিন তোমার এই আঁচড়ানো থোবড়খানা দেখতে চাই না। তোমার এই বদনখানা দেখলেই কিন্তু পুলিশ সন্দেহ করবে। আমি ওকে কর্মচারীদের জন্য আলাদা যে লিফট আছে তাতে করে নীচে নামিয়ে কোনো গাড়িতে তুলে কোনো জায়গায় ফেলে আসবো।

সানটোরিডা মেমোরিয়াল হসপিটালে মন্টগোমারি ওয়ার্ডের বিরাম কক্ষে বসেছিল ইজমি গিজা।

ওরা অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে ম্যাক্সকে নিয়ে এসেছিল।

ইজমির ধারণা, ম্যাক্সকে সন্ন্যাসরোগে আক্রমণ করেছিল। এ রোগের ধারা তাদের গুষ্টিতে আছে।

নার্স এসে ঘরে ঢুকল। মহিলা কি বলবে ভেবে ইজমি ভীত হল। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ সম্পর্কিত কোন কথা বলেছিলেন মহিলাটি। শরীরের বাম অংশে পক্ষাঘাতের স্পষ্ট প্রমাণ।

ইজমি বলল, কিন্তু অবস্থা কি খুবই খারাপ? বাঁচবে তো?

আপনি কয়েক মিনিটের জন্য ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

ঘরে ঢুকে ইজমি দেখলো, ম্যাক্স বিছানায় শুয়ে আছে। তার মুখ দিয়ে অবিরত গোঙানির আওয়াজ বেরোচ্ছে।

জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল নার্স হেন্যিকি, লম্বা কালো চেহারা, অদ্ভুত ভাবলেশহীন মুখ। ইজমি ম্যাক্সকে বলল, তুমি শিগ্রী ভাল হয়ে উঠবে।

নার্স ইজমিকে ধরে বাইরে নিয়ে এলো। কারণ ইজমি কাঁদছিল। সে বলল, নার্স ওকে যথাসম্ভব যত্ন করবেন। ও আমার ছেলে।

ইজমি টানা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল। বারান্দার দু'ধারে সারি সারি দরজা। প্রতিটা দরজার গায়ে ছোট্ট করে নামের ফলক টাঙানো।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে ইজমি দেখল একজন দীর্ঘকায় পুরুষ একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসছে। উল্টোদিকে একটা দরজা ঠেলে ওরা ভেতরে ঢুকলো। তারপরে দরজা বন্ধ করে দিল। কৌতূহলী হয়ে ওই ঘরের নামের ফলকটা পড়ার জন্য এগিয়ে গেল ইজমি। কিন্তু নামটা পড়ে সে চমকে উঠলো।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা অজ্ঞান ক্যারলের দিকে তাকিয়ে ছিল ভিডা এবং ম্যাগার্থ। ডাক্তার ওর নাড়ির গতি পরীক্ষা করছিলেন।

ডাক্তার বলল আশাকরি আমি আপনাকে ঘরে পাঠিয়ে ভালই করেছিলাম। আমি অবশ্য ক্যারল ব্লানডিশের কথা কাগজে পড়েছিলাম। যখন জানতে পারলাম যে এ মেয়েটি কে, তখন আমার মনে পড়লো আপনি ওর ব্যবসায়ের কার্যনির্বাহী নিযুক্ত। তাই ভাবলাম খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিই।

ম্যাগার্থ বলল—অবস্থা খুবই খারাপ, না?

কান্টোর বলল—আমি হলে বলতাম আশা নেই। তবে ভাগ্য ভাল, দেশের সব চাইতে বড়

মস্তিষ্ক বিশারদ ডাক্তার ক্র্যাপলিয়েন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এখানে এসে পৌঁছচ্ছেন। উনি অস্ত্রোপচার করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার ধারণা, ওকে তিনি বাঁচাতে পারবেন।

ভিডা ম্যাগার্থের হাত আঁকড়ে ধরল।

ডাক্তার ক্র্যাপলিয়ন মনে করেন না যে ওর কোন গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। হাড় অবশ্য ভেঙেছে। সম্ভবতঃ দুর্ঘটনার ফলে ওর মস্তিষ্কে আঘাত লেগেছিল কিন্তু অস্ত্রপচার হলে রোগী আবার তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে।

ম্যাগার্থ বিচলিত হল, তার মানে আমাকেও ওর মনে থাকবে না?

না।

ডাক্তার কান্টোরকে খুব আশাবাদী মনে হল, তিনি বললেন আর আধঘণ্টার মধ্যেই অপারেশন শুরু হবে। আপনারা হয়তো পুলিশের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে আবার এখানে ফিরে আসবেন।

সানটোরিডাতে মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব আগন্তুকদের আবির্ভাব হয়।

রেল স্টেশনের পত্রিকা বিক্রেতা ওল্ড জো এদের সবাইকেই দেখেছে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করলে ও বলবে মিস ললি মিডোজের মতো এমন অদ্ভুত আগন্তুক সে আর কখনো দেখেনি।

ভিডা ও ম্যাগার্থের সঙ্গে একই ট্রেনে সানটোরিডাতে এসে পৌঁছেছিলো মিস ললি। ক্যারলকে লিনডার ছবিটা দেখানোর পর থেকে ও বিবেকদংশনে ভুগছিল। ও কেন সুলিভ্যানদের মতো দুটো পাষণ্ডের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ওকে একা ছেড়ে দিল। মিস ললি কেন ওর সঙ্গী হল না।

এভাবে দিন চারেক চিন্তা করার পর যদি ক্যারলকে সানটোরিডাতে পাওয়া যায় এই আশায় খালি ট্রেনে চেপে বসল। বহুদিন সে ট্রেনে চাপে না। কারণ সবাই তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়।

ওল্ড জো জানতে চেয়েছিল কোন সাহায্য লাগবে কিনা?

মিস ললি বলেছিল ও ক্যারল ব্লানডিশকে খুঁজতে এসেছে।

ওল্ড জো কোনো কথা না বলে একটা পত্রিকা এগিয়ে দিয়ে পত্রিকার একটা স্তবকের উপর ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাতে লেখা ছিল যে সানটোরিডা হসপিটালের সামনে আহত অবস্থায় ক্যারল ব্লানডিশকে পাওয়া গেছে। অবিলম্বে ওকে অস্ত্রপচার করা হবে।

রাস্তার উল্টোদিকে ইজমি গিজাকে খুড়িয়ে যেতে দেখে শেষ অবধি মন দিয়ে খবরটা পড়তে পারল না মিস ললি। দীর্ঘ পনের বছরের ব্যবধানেও ওকে চিনতে পেরেছিল সে। ইজমি যেখানে আছে সেখানে ম্যাক্সও থাকবে এই ভেবে সে এগিয়ে গেল।

রুদ্ধ বেদনা ও হতাশ রাগ নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল ম্যাক্স। সে কিছু করতে পারছে না মেয়েটাকে। দরজা খোলার শব্দে সে দেখল অন্য একটা নার্স ঘরে ঢুকল।

তারা দু'জন কথা বলতে লাগল। একজন নার্স অন্য আরেকজন নার্সকে বলল অন্য রোগীটার কি খবর বল। ও কি সত্যিই ক্যারল ব্লানডিশ নাকি?

হ্যাঁ মেয়েটা খুব মিষ্টি, মাথায় সুন্দরী লাল চুল ডাক্তার চমৎকার অপারেশন করেছে ও আবার ভাল হয়ে উঠবে।

উত্তেজনায় ম্যাক্সের দম বন্ধ হয়ে গেল, সে প্রাণপনে নিজেকে সংযত করে রাখল।

ম্যাক্স ভাবল যদি চলতে পারতাম। কিন্তু তার আগে নার্সটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

ওকে সরাতে পারলে ক্যারলকে শেষ করা যাবে। নার্সটা মুখ নীচু করে ওকে বলল কিছু চাই আপনার। বাগে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও মেয়েটাকে চেপে ধরে গলায় মরণফাঁস দিয়ে দিল, ওর হাত দিয়ে।

মেয়েটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাক্স ভাবল যা করার এখনি করতে হবে হাতে বেশী সময় নেই।

সে অনেক কষ্টে নিজের শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে হামাগুড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। মসৃণ মেঝের উপর বাঁ হাত আর বাঁ পা টেনে টেনে সে বেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলল।

বারান্দার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত গুড়ি মেরে চলার সময় নেই ম্যাক্সের। ভাবলো কপাল ঠুকে উল্টো দিকের দরজাতেই ঢুকে পড়বে সে। দেখবে যদি ক্যারল থাকে সেখানে।

মেঝেয় কান পেতে ম্যাক্স উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্ত বাড়িটা একেবারে নিঝুম। এরপরেই লিফটের ঝোড়ো আওয়াজ—আর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দরজা খুলে বারান্দার দিকে গুটি মেরে এগুতে লাগল ম্যাক্স।

ইজমি বলল—এখন ওকে দেখলে তুমি আর অতটা ভয় পেতে না, জানি ছেলেটো ভাল না। কিন্তু এখন ও খুব অসুস্থ।

মিস ললি তবু একইভাবে দু'হাত মুঠো করে পায়চারি করতে লাগল অস্থির হয়ে।

একটা ছোট হোটেলে বসে কথা হচ্ছিল।

মিস ললি বললো, তোমার চেয়ে ওকে আমি ভাল চিনি, ওর ওপরে তোমার দুর্বলতা আছে। তাই তুমি ওর দোষ ঢাকার চেষ্টা করছো। কিন্তু ও একটা শয়তান। ফ্র্যাঙ্কও তাই ছিল।

যাইহোক ললি ও তো এখন পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে।

কিন্তু ও ম্যাক্স আর কেউ না। ওর উল্টো দিকের ঘরটাতেই মেয়েটা রয়েছে, ভাবতেও আমার ভয় লাগে। এত কাছাকাছি ও যদি জানতে পারে।

কিন্তু ও তো কোনোদিনও হাঁটতে পারবে না।

স্যুটকেস খুলে একটা ভারি ছোরা বার করল মিস ললি। বলল এটা ম্যাক্সের অনেকগুলো ছোরার মধ্যে একটা, আমি রেখে দিয়েছিলাম। আর ও ছোরা দিয়ে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। হাঁটতে না পারলেও ও ছোরা ঠিক ছুঁড়তে পারবে।

মিস ললি বলল, আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। না গেলে ঠিক শান্তি পাচ্ছি না।

কিন্তু কেন যাচ্ছ? তুমি কি বলে দেবে ও কি করেছে?

হ্যাঁ বলে ওদের সাবধান করে দেবো।

ওদের কিছু বলো না, ম্যাক্স খুব অসুস্থ, একটু দয়া করো ললি।

কিন্তু ও আমাকে দয়া করেনি।

কিন্তু এখন ও অসুস্থ, ও সুস্থ হলে ওকে নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাবো।

এমন ছেলের জন্ম দিয়েছিলে কেন। আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। তবু তুমি কেন অমন একটা মেয়েকে বিয়ে করলে। মিস ললি ফেটে পড়লো।

ইজমি বলল, তুমি ঠিকই বলেছ তখন তোমার কথা শুনলে ভাল করতাম।

ইজমি ঘরে বসে রইল। দরজা খুলে মিস ললি বেরিয়ে গেল। ও মনে মনে বললো ম্যাক্স শয়তান, কিছু না কিছু শয়তানি করার চেষ্টা ও করবেই।

অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরে মিস ললি সেটাতে চেপে বসলো। যখন ও সানটোরিডা মেমোরিয়াল হসপিটালে পৌঁছল তখন মিনারের ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল।

সদর দরজার দারোয়ান ঘৃণা ও বিরক্তি মেশানো মুখে মিস ললির দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বললো, এখন কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। কাজেই কাল আসতে হবে।

লোকটা মিস ললির মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে নিজের অফিস ঘরে ফিরে গেল।

বিশাল বাড়িটার হাজার হাজার জানলা দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। এ বাড়িরই কোন একটা ঘরে রয়েছে ম্যাক্স। উল্টো দিকের ঘরে ক্যারল।

মিস ললি যেন অমঙ্গলের পূর্বাভাস অনুভব করতে পারছিল। ম্যাক্সকে ও চেনে। ম্যাক্স যদি জানে যে ক্যারল এত কাছে আছে, তাহলে সে যেভাবে হোক ক্যারলকে শেষ করে দেবে।

উল্টো দিকের দরজার গোড়ায় পৌঁছে হাতের ভরে শরীর উঁচু করে নামের ফলকের দিকে তাকালো ম্যাক্স।

ফলকে নাম লেখা ক্যারল ব্লানডিশ। সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে যেন উষ্ণরক্ত স্রোত বয়ে গেলো।

তাহলে মেয়েটা এখানেই আছে। ঘরের ভিতর ঢুকে ম্যাক্স দরজা বন্ধ করে দিল।

সমস্ত ঘরটা আধো অন্ধকার, শুধু খাটের ঠিক ওপরে একটা নীল আলো জ্বলছে। প্রথমে অস্পষ্ট হলেও ও দেখলো ঘরে একটা চেয়ার আর একটা এনামেল করা টেবিল রয়েছে।

গুড়ি মেরে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে ও দেখলো খাটটা বেশ উঁচু। ডান হাতে ভর রেখে উঁচু হয়ে সে দেখল বিছানায় ক্যারল শুয়ে আছে। মাথায় ব্যান্ডেজ জড়ানো। দেখে মনে হয় বুঝি তার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আসলে তা নয় নিঃশ্বাসের তালে তালে তার বুকের মৃদু ওঠা নামা দেখে বোঝা যায় যে সে জীবিত।

তার এত কাছে শিকার তবুও নাগালের বাইরে। সে ভাবল যে কোন উপায়েই হোক মেয়েটাকে শেষ করতেই হবে।

ম্যাক্স নিজেকে আরাম কুর্সির দিকে টেনে নিয়ে চললো। তক্ষুনি তার মনে হল কেউ ওদিকে আছে।

বারান্দা দিয়ে মিস ললি বেদম বেগে ছুটে আসছিল। কেউ ওকে হাসপাতালে ঢুকতে দেখেনি। ইজমি বলেছিল ম্যাক্স চারতলায় আছে। ও জানতো জরুরী ব্যবহারের সিঁড়িতে চট করে কারো সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম। তাই এই পথেই ও উঠে এসেছে।

প্রথমে ও ম্যাক্সকে দেখবে বলে মনস্থ করেছিল। ইজমি যেমন বলেছে ম্যাক্স যদি সেরকম অসুস্থ আর অসহায় হয়ে থাকে, তবে আসল কথাটা ও আর ভাঙবেনা।

সহসা একটা দরজায় ম্যাক্সের নাম দেখতে পেল ললি। সে ঘরে ঢুকে দেখলো একটা নার্স বিছানায় মরে পড়ে আছে। বিছানা ফাঁকা সেখানে কেউ নেই। সে তখন বুঝতে পারলো কি হতে চলেছে। সে দৌড়ে বিপরীত দিকের কেবিনে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যেও ম্যাক্স তৎক্ষণাৎ ওকে চিনতে পারলো। সে জানতো আবছা আলোয় প্রথমেই মিস ললি তাকে দেখতে পাবে না। ম্যাক্স ললির দিকে এগিয়ে চলল কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছন মাত্রই মিস ললি তাকে দেখে ফেলল।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে মিস ললি পিছিয়ে এলো। কিন্তু এর মধ্যে ম্যাক্সও পোশাকের প্রান্ত ভাগ চেপে ধরেছে। মিস ললি মুহূর্তের মধ্যে নীচু হয়ে হাতে ধরা ছুরিটা দিয়ে তীব্র আঘাত করলো ম্যাক্সকে।

কিন্তু ম্যাক্সও ইতিমধ্যে কাঁধের কাছে এক প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে মিস ললিকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

ম্যাক্স অনুভব করলো তার আহত স্থান বেয়ে রক্ত নেমে আসছে প্রবল গতিতে। ছোরার হাতলটা সে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। সে অস্ত্র চালাতে অতি সুদক্ষ।

ইতিমধ্যে মিস ললি উঠে দাঁড়িয়েছে।

ছোরাটা তুলে সে মিস ললিকে ঠিক বুকের মাঝে আঘাত এনে শেষ করে ফেলল। এরপর সে এগিয়ে গেল ক্যারলের খাটের দিকে। কিন্তু মিস ললির বুকের মধ্যে থেকে সে কিছুতেই ছোরাটা তুলতে পারলো না। সেই শক্তিটুকুও নেই।

অতর্কিতে ম্যাক্সের পুরোনো দিনের কথা মনে পড়লো। এখান থেকে সাদা চাদরে মোড়া ক্যারলের নরম গলাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ছোরাটা না তুললে সে কি দিয়ে আঘাত করবে। সেটা তোলার জন্য সে বাটটা ধরল ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে ম্যাগার্থ বেরিয়ে এলো বলল, ম্যাক্স তুমি বড্ড দেরী করে ফেলেছো, আর তুমি এ কাজ করতে পারবে না।

পরক্ষণেই মেঝের ওপরে ঠিকরে পড়ে ম্যাক্স লুটিয়ে পড়ল। ম্যাগার্থ বলল এসো বন্ধু আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

মৃত্যুর আগে ম্যাক্সের মনে এটুকুই তৃপ্তি যে সে ছোরাটা আদৌ ছাড়েনি। তার সুনাম ব্যর্থ হয়নি।

একটু পরেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যারল চোখ মেলে তাকাল। যে বীভৎসতা মেঝের ওপর ওকে ঘিরে রেখেছিল ও বিছানা থেকে তা দেখতে পাচ্ছিল না। অতীত ওর মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। আবার ওর কাছে কেউ আসবে এই আশা নিয়ে সে অপেক্ষা করে রইল।

মেক দ্য করপস ওয়াক

গ্রীষ্মের এক সুন্দর রাত। সময় এখন এগারটা বেজে কিছুক্ষণ মাত্র। একটা কালো আর ক্রোমিয়াম রংয়ের রোলস রয়েস ক্লার্জেস স্ট্রিট থেকে কার্জন স্ট্রিটে এগিয়ে শেফার্ড মারকেটের দিকের সরু পথের ধারে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল।

খেঁকশিয়ালের চামড়ার কোট পরা দুটো যুবতী মেয়ে আবছা আলোছায়ার ভেতর ঘোরাঘুরি করছিল। তারা উৎসুক চোখে ব্যবসায়িক আগ্রহে রোলস রয়েসটাকে দেখতে লাগল। প্রচুর অর্থের মালিক হবার স্বপ্ন তাদের মনে ঈর্ষার মনোভাব জাগিয়ে তুলছিল।

সমস্ত কার্জন স্ট্রিট জনমানবশূন্য দুটি যুবতী নারী এবং রোলস রয়েসটা ছাড়া। লন্ডনের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তা গুলোতে কোন কারণ অকারণ ছাড়াই হঠাৎ নিস্তব্ধতার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

দু'জনের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলল, মনে হচ্ছে আমাদের চাইছে, তাই না?

স্বর্ণকেশী মেয়েটি তার এই আশার কথা শুনে মুখ টিপে হাসল এবং তার ছোট্ট টুপীটার নীচে ঝুলে থাকা কোঁকড়ান চুলে হাত ঢুকিয়ে আনমনে বলল, আমরা রোলস রয়েসের শ্রেণীভুক্ত নই পেয়ারী।

শোফার তারা বসে কথা বলছে দেখে এগিয়ে এল।

দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলল, কি হে? কিন্তু তার অপরিণত মুখটা দেখেই মনে মনে বুঝতে পারল নেহাতই কাঁচা বয়স। কিন্তু কাঁচা বয়স হলেও শোফারটির দৃষ্টির মধ্যে এবং দাঁড়ানোর মধ্যে এমন এক ঋজুতা ছিল যা দেখে অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল।

শোফারটি এদের দেখেই বুঝতে পারল এরা কারা। মুখে বিরক্তির একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রকাশ করল।

—তোমরা কি গিল্ডেড লিলি ক্লাবটা কোথায় বলতে পারো? একটু ইতস্ততঃ করে বৈশিষ্ট্যহীন নরম গলায় সে প্রশ্নটা করল।

—হে ভগবান! মেয়েটি হতাশা আর রাগে বলল। আমার সময় নষ্ট না করে কোন পুলিসকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না। আমি ভেবেছিলাম আমাকে তোমার দরকার।

তার ঠাণ্ডা চোখে ঘৃণা ঠিকরে এলো।—এখানে কোন পুলিস নেই জিজ্ঞেস করার মত। তাছাড়া তোমরাও তো কিছুমাত্র ব্যস্ত নও।

শোফারটি তার সরু মুখটা সিঁটকোল,—না জানলে তো বললেই হয়। আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি।

—তাই করো গিয়ে। মেয়েটি ফিরে গেল।

স্বর্ণকেশী বলল, আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমি জানি।

শোফারটি অধৈর্যের সঙ্গে বলল, কোথায়?

স্বর্ণকেশী তার বন্ধুর মত মুখ টিপে হাসল। ওটা শুধুমাত্র সভ্যদের জন্যে। খুব কড়া নিয়ম। তোমায় ঢুকতে দেবে না।

সে নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে। শুধু বল ক্লাবটা কোথায়?

—সারা রাত ঘুরে মরলেও খুঁজে পাবে না। যদি আমায় সময়ের মুল্য কিছু ছাড় তবে বলতে পারি। স্বর্ণকেশী রোলস রয়েসের দিকে তাকাল।

কালো কোট পরা, মাথার টুপীটা চোখ পর্যন্ত ঢাকা, হাতে রাফস্কিনের দস্তানা পরা একটা বেঁটে লোক গাড়ি থেকে নামল। জুতোর ওপর চাঁদের আলো পরে চকচক করে উঠল। আবলুস কাঠের ছড়িটা নিয়ে ফুটপাত ধরে লোকটা এগিয়ে এল।

—ভাল মেয়ে, তাহলে তুমি জান ক্লাবটা কোথায়?

—নিয়ে যাব। যদি আমার সময়ের দামটা পুষিয়ে দাও, মাথা নেড়ে মেয়েটি বলল।

—তুমি কি রোলোকে চেন? হাতে একপাউন্ডের এক তাড়া নোট নিয়ে লোকটি প্রশ্ন করল। আঙ্গুলের হীরের আংটিটা ঝক্‌মক করে উঠল।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় স্বর্ণকেশী বলল, মনে তো হয়।

আমি তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

মেয়েটি চারিদিকটা দেখে নিলো। রাস্তায় আবার লোক চলাচল শুরু হয়েছে।

—তুমি বরং আমার ঘরে এস। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা যাবে না।

লোকটা হাত ধরে তাকে গাড়ির দিকে নিয়ে গেল,তার চেয়ে বরং এস, গাড়ি চড়ে আমরা একটু ঘুরে আসি। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, একটু এদিক—সেদিক গাড়ি নিয়ে ঘোর। কিন্তু বেশি দূরে যাবার দরকার নেই।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে বেঁটে লোকটি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি রোলোকে চেনো?

—তার সম্বন্ধে কিছু বলা সে পছন্দ করেনা। আমাকে সাবধান হতে হবে।

—আসলে টাকাই সব তাই নয় কি? বলে লোকটি তার দিকে এগিয়ে দিল দশ পাউন্ডের একখানা নোট।

সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে স্বর্ণকেশী বলল, চিনি বৈকি।

—সেকি গিল্ডেড লিলি ক্লাবের মালিক?

স্বর্ণকেশী মাথা নাড়ল।

—ক্লাবটা কি?

—একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল, ওটা একটা বিলাসবহুল নাইট ক্লাব আর কি! লোকে ওখানে নাচাগানা করতে যায়। মেম্বার ছাড়া ওখানে কেউ ঢুকতে পারে না। তুমি পাবে না, কেননা আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম কিনা, জানি।

—বলে যাও।

—কি আর বলব? খাবার-দাবার পাওয়া যায় ওখানে। বাজে খাবার। রোলোও বেশ দু-চার পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে।

—তুমি যা কিছু আমাকে বললে এর জন্যে তোমাকে টাকা দিইনি আমি। ক্লাবের ভেতরের ব্যাপারটা বলো দেখি।

—দেখো, আমি ঠিক জানিনা। তবে লোকমুখে শুনেছি। আসলে কোন বাজে ঝঞ্ঝাটে আমি নিজেকে জড়াতে চাইনা।

—ঝঞ্ঝাটে জড়াবার দরকার নেই তাহলে। টাকাটা আমি ফেরত নেব।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর সে বলল, শোনা যায় রোলো মানুষকে বিপদে সাহায্য করে। তাদের কাছ থেকে সে জিনিসপত্র কেনে। শুনেছি কিছু কিছু মেয়ে তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য কেনে। তার একটা দল আছে। বুচ বলে একটা লোক হোটেলময় ঘুরে বেড়ায়। তাকে আমার খুব ভয় করে। লোকে ওকে খুনী বলে জানে। মন দিয়ে শোন, আমি যা জানি তা হচ্ছে এটা একটা সাধারণ ক্লাব মাত্র।

তাহলে তুমি বলতে চাও রোলো চোরাই মাল আর মাদক ওষুধ কেনা বেচার ব্যবসাদার। তাই না?

—হ্যাঁ, তাই।

—বেশ। আমি রোলোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—ওরা এত কড়া যে তোমাকে ঢুকতেই দেবেনা।

—আমাকে ক্লাবে নিয়ে চল। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল লোকটা।

গাড়ি থেকে নামবার সময় স্বর্ণকেশী অনুভব করল যে শোফারটি তাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে। বেঁটে লোকটিকে নিয়ে অন্ধকারে হাঁটবার সময় শোফারের দৃষ্টি সে পেছন থেকে অনুভব করতে পারছিল। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল সে।

অন্ধকার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলিপথের মুখে এসে লোকটি প্রশ্ন করল, আর কত দূর?

—এই তো গলিটার শেষে। কোনো ভয় নেই। আমার কাছে টর্চ আছে।

অন্ধকারের বুক চিরে সরু সুতোর মত আলো পথ করে দিল। বেঁটে লোকটি আলোর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা সরু পথের মাথায় এসে দাঁড়াল। পথরুদ্ধ করে সামনেই একটা ইঁটের পাঁচিল। দেওয়ালের মাঝখানে একটা গেট। টর্চের আলোয় লোকটি দেখতে পেল কাঠের ওপর থেকে রং খসে পড়েছে। লোহার বড় কড়াটা মরচে ধরা।

স্বর্ণকেশী বলল, ঢুকতে না দিলে আমায় দোষ দিও না।

—অনেক অনেক ধন্যবাদ, তুমি এবার নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পার।

গলি ধরে ফিরে আসার সময় সে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল লোকটা সহজেই ঢুকে গেল। হঠাৎ সে তার পাশে কারোর উপস্থিতি অনুভব করল। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সে। টর্চের আলোটা পাগলের মতো সন্ধান করতে করতে শোফারটির ওপর স্থির।—তুমি আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। তার ভয়ার্ত কণ্ঠ।

—আলো নেভাও। শোফারটির গলায় হিংস্রতা। সাপ যেমন খরগোসকে সম্মোহিত করে ফেলে সেই রকম সম্মোহিত হয়ে টর্চ নিভিয়ে ফেলল সে। চারিদিক অন্ধকার গ্রাস করল। শোফারটি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, কিছু অনুভব করতে পারছ?

স্বর্ণকেশী অনুভব করল তার পোষাকের ওপর দিয়ে পার্শ্বদেশে কিছু খোঁচা মারছে। হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করল সে।—তুমি কি কাজ করছ? ভয়ে সারা শরীর কাঁপছিল।

—এটা একটা ছুরি। খুবই ধারালো তোমার পেটটা চিরে ফেলতে পারি।

দম নিয়ে সে চীৎকার করতে গেল। কিন্তু ছুরিটি তার পশ্চাদদেশের হাড়ে খোঁচা মারল। কাঁপতে থাকল সে। মুখ হাঁ। বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে।

—ব্যাগটা দাও। নড়বে না।

স্বর্ণকেশী তাকে তার হাতের তলা থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে তার টাকাটা পকেটস্থ করতে শুনল।

—পচা ইঁদুর কোথাকার। রাগে এবং ভয়ে সে বলল।

নীচু গলায় লোকটি বলল, তুমি ঐ লোকটাকে এমন কোন খবর দাওনি যাতে উনি তোমাকে দশ পাউন্ড দিয়েছেন। উনি পাগল তাই এভাবে টাকা খরচ করছেন।

সে ছুরিটা দিয়ে মেয়েটার গায়ে চাপ দিতে লাগল। ফার কোটের জন্যে যন্ত্রণাটা সে অনুভব করতে পারলনা।

—আমি টাকাটা রাখছি। তোমার চেয়ে ওটা আমার বেশি প্রয়োজন।

—তুমি ওটা নিয়ে কিছুতেই যেতে পারবেনা। আমি ওকে বলে দেব। ও এখুনি ফিরে আসবে বুঝতে পেরেছো পচা শুয়োর।

সে সরে গেল। স্বর্ণকেশী তার স্কার্টের ভেতর উরুর ওপর যেখানটা কেটে গেছে সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসা অনুভব করল।

মেয়েটি বুঝতে পারল যে ক্ষতটা খুব মারাত্মক নয়। তবু রক্তপাত অনুভব করে ভীত হয়ে উঠল।

—কিন্তু তিনি যখন আসবেন তোমাকে দেখতে পাবেননা। একটা গেঁঠো আঙুলওয়ালা মুঠো চোয়ালে এসে তীব্র আঘাত করল।

রোলো—পঞ্চাশ বছরের এই বিশাল চেহারার লোকটি রোলো। লম্বায় ছ'ফুটের চেয়ে চার ইঞ্চি বেশি। বিশাল মেদবহুল দেহ। বিরাট ডিমের মতো নরম একটা ভুঁড়ি। মোটা মোটা হাত। চোখের দু'পাশে মাংস ঝুলে পড়ে চোখ দুটো ছোট ছোট। সেই চোখে কখনও কোমলতা, কখনও ধূর্তামি, কখনও কামনা। তার ঠোঁটের ওপর মোম লাগানো একটা গোঁফ। বিশাল হাত দুটো মাকড়সার মতো সদাই ব্যস্ত।

গিল্ডেড লিলি ক্লাবের পরিচালনা করা ছাড়া সে আর কিছুই জানেনা। সমস্ত কিছু সন্দেহজনক ব্যাপারেই তার হাত আছে এরকম মনে করা হয়। কেউ বলে চোরাই মালের ব্যবসা, কেউ বলে মাদক ওষুধের। আবার কেউ বলে খুন করা। কেউ সঠিকভাবে কিছু জানে না। লন্ডনের এই ক্লাবের ছ'শো মেম্বারদের প্রত্যেকেই অসৎ সমাজের সর্বস্তরের অসাধু লোক।

ক্লাবটার ভেতরে একটা সাজানো-গোছানো ঘর আছে। তাকে ঘিরে ব্যালকনী। সেখানে

কয়েকজন অনুগ্রহ ভাজন লোকই পৌঁছতে পারে। রোলোর সব কিছু লক্ষ্য করার জন্য এটাই পছন্দ সই জায়গা।

কেউ ক্লাবে ঢুকে রোলোর দিকে তাকাবে তার সঙ্গে রোলো কথা বলতে চায় কিনা। রোলো আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে নিজের অফিস ঘরে ঢুকে যাবে।

কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে যেতে পারবেনা। তাকে বারম্যানের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতে হবে। মদ খেতে হবে। তারপর ছোট্ট নাচবার জায়গায় ঘুরঘুর করতে করতে সবার চোখের আড়ালে ঝোলানো মোটা ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ব্যালকনীতে ওঠার সিঁড়িতে পা রাখতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই গোপনীয়।

বুচ—পাতলা লম্বা। মৃত্যুশীতল চাউনী। কালো পোষাক কালো ঝোলানো টুপী, কালো জামা। লাল হলদে ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ লাগানো সাদা লাল সিল্কের টাই। বুচের কাজ সিঁড়ির পাহারা।

রোলোর অফিসটা বেশ সাজানো গোছানো। রোলো ডেস্কের পেছনে ঘুম জড়ানো মুখের হলদে দাঁতে একটা সিগার চেপে ধরে থাকবে। শেলি থাকবে ফায়ার প্লেসের কাছে। মাঝে মধ্যে সে কথা বলবে। কিন্তু তুমি ঘরে ঢোকামাত্র বড় বড় কালো চোখ তোমার দিকে স্থির হয়ে থাকবে। তার চোখে কিছুই ফসকায় না।

শেলী একজন ক্রেয়ল। হাল্কা ব্রোঞ্জ রং-এর মূর্তির মতো চেহারা। তার বড় বড় কালো চোখ। চওড়া থুতনীর ওপর গোখরো সাপের মতো গালের হাড়। মুখটা লাল ফলের মত, উদ্ধত। শেলি তার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রক্তের জন্যে লজ্জিত। তার সান্ধ্য রং বেরংয়ের পোষাকের ভেতর দিয়ে শরীরের রেখাগুলো স্পষ্ট। তার প্রচণ্ড যৌন আবেদনে প্রতিটা পুরুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। শেলি হচ্ছে রোলোর রক্ষিতা। হয়তো কেউ রোলোর সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা সেরে চলে গেল। রোলো তখন শেলিকে জিজ্ঞেস করবে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। লোকের মনের গোপন ভাব বুঝে বলার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে শেলির এবং এই ক্ষমতার জন্যে সে বহুবার রোলোকে সাবধান করে দিয়েছে।

আজ রাতে রোলো তার ডেস্কে বসে একটা জড়োয়ার গয়না দেখছিল। বুচ এসে বলল, একটা লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিন্তু আমি তাকে আগে কখনও দেখিনি। সে এখানকার মেম্বারও নয়।

—কি চায় সে?

—কিছু বলছে না।

—তবে বলে দাও, আমি দেখা করব না।

—বুচ মাথা নেড়ে বলল, সেটা সে জানে। আর সেজন্যই সে এই খামটা তোমাকে দিতে বলেছে।

রোলো একবার শেলির দিকে তাকিয়ে ভ্রূ-কুঁচকিয়ে খামটা খুলল। ভেতরে একটা ব্যাংক নোট।

হঠাৎ ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। নীচের হল ঘরের ড্রামের মৃদু শব্দটা থেমে গেল। রোলো নোটটা টেবিলে মেলে ধরল। শেলি আর বুচ নোটের দিকে ঝুঁকে পড়ল। একশ' পাউন্ডের নোট।

—এ কে?

বুচ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বেঁটে মত একটা লোক। পোষাক দেখে মনে হচ্ছে বেশ শাঁসালো পার্টি।

—বেশ তবে আমি দেখা করে জানতে চাই লোকটা কে? আমি যদি দু'বার ঘণ্টা বাজাই তুমি লোকটাকে অনুসরণ করবে।

বুচ বেরিয়ে গিয়ে আবার এল। সঙ্গে এলো রোলস রয়েসের সেই বেঁটেটা। মাথার টুপী ঝুঁকিয়ে বলল—আমার নাম ডুপন্ট। আমি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বুচ আড়চোখে রোলোর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

—আপনি তো বেশ ব্যয়বহুল পথে নিজের পরিচয়টা দিয়েছেন। বসুন মিঃ ডুপন্ট।

লোকটি শেলির দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা একটু একা হলে ভাল হতো না?

—আপনি নিশ্চিন্তে যা বলার বলতে পারেন। এবার বলুন আপনি আমার সঙ্গে কেন দেখা

করতে চেয়েছেন?

আমি আপনার সাহায্য চাই।

—আমার অনেক কাজ আছে। লোককে সাহায্য করা আমার পেশা নয়।

—তবে দেখছি আপনার সাহায্য আমাকে ক্রয় করতে হবে।

রোলো টেবিলে হাত ছড়িয়ে বলল, তাহলে আলাদা কথা।

ইতস্ততঃ করে ডুপন্ট বললেন,আমি ভুডুইজম সম্পর্কে আগ্রহী। আমার মনে হয় আপনার থেকে এ সম্বন্ধে কিছু জানতে পারবো। এর জন্যে খরচ করতেও আমি সমান আগ্রহী।

রোলোর এ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। ভুডুইজম সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি কেউ জানেনা। অর্থের কথা মাথায় রেখে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। সুতরাং উৎসাহব্যাঞ্জক হাসি হেসে সে বলল, আমার জানা নেই এমন জিনিস খুব কমই আছে। তবু আমি কিছু বলার আগে আপনাকে আরও বিশদ ভাবে বলতে হবে।

—আমার মনে হয় না এর প্রয়োজন আছে। ভুডুইজমের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার জানে এমন কাউকে কি আপনার জানা আছে? জানেন তো বলুন টাকা পাবেন। না জানলে বলে দিন খামোকা সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

—এ ধরনের ব্যাপার এদেশে উৎসাহব্যাঞ্জক নয়। ব্যাপারটা কি বলুন তো, আপনার এতে খোঁজ কিসের। প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া উচিত।

—এক হাজার পাউন্ড পাবেন, কোন প্রশ্ন করবেন না।

রোলো আশ্চর্য হলেও মুখে প্রকাশ না করে বলল, হ্যাঁ অনেক টাকার ব্যাপার, এবার মনে হয় আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

—ভাল কথা, তবে চটপট্ নাম, ঠিকানা দিন, আর হাতে হাতে টাকা নিন।

রোলোর নাম, ঠিকানা জানা না থাকলেও তার জানা আছে সে কোথায় থাকে। সুতরাং চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে মুখে বলল—একটা লোক আছে, কালই তার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলেছিলাম।

—কে সে?

—তাকে না জিজ্ঞেস করে নাম বলাটা ঠিক হবেনা।

—আপনি তবে কথা বলে রাখুন, আমি আবার আসব।

সন্ধানী দৃষ্টিতে রোলো বলল, কিন্তু আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি বলে গেলেন না তো?

—বলবেন আমি ভুডুইজমের আনুষ্ঠানিক পট দেখতে আগ্রহী, ব্যাপারটার মধ্যে জুমবিইজমও থাকবে। অনুষ্ঠানটা গোপনে হবে। দক্ষিণাও মোটা রকমের দেব।

জুমবিইজম কথাটা মনে রাখার জন্যে রোলো ব্লটিং পেপারে লিখে রাখল। এ কথাটা সে কোন দিনই শোনেনি, অর্থও কিছু বোধগম্য হচ্ছে না।

—মাপ করবেন, দয়া করে বলে যাবেন দক্ষিণাটা কত হবে? আপনার কাছে মোটা রকমের হলেও তার কাছে নাও হতে পারে।

—ঠিক আছে দশ হাজার পাউন্ড দেব। কিন্তু টাকাটার মতো ব্যাপারটাও যেন সফল হয়।

সমীহের দৃষ্টি হেনে রোলো বলল—বৃহস্পতিবার ঠিক এসময়ে আমি লোকটাকে নিয়ে আসব।

—ঠিক আছে। পরিচয়ের জন্যে আপনি পাবেন হাজার পাউন্ড। আর সে পাবে দশ হাজার পাউন্ড।

—ঠিক আছে, বুঝেছি।

—তবে আমার ব্যয়বহুল ভিজিটিং কার্ডটা ফেরত দিন। ঢোকবার জন্যে ওটার প্রয়োজন হয়েছিল।

—রোলো দ্বিরুক্তি না করে একশ পাউন্ডের নোটটা ফেরৎ দিল।

মিঃ ডুপন্ট চলে যেতেই শেলি বলল, লোকটা বদ্ধ পাগল, ওর চোখ দেখেছো?

—হ্যাঁ, তবে বেশ মালদার আছে। রোলো দু'বার বেল বাজাল।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেড়াতে বেড়াতে সুশানকে এই নিয়ে আটবার শুনতে হল এই যে খুকী যাবে নাকি আমার সঙ্গে? সে রাস্তা পেরিয়ে পিকাডিলীর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ফুলহাম রোডের

ঐ পুরোন বাড়িটায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। ওটাই তার ঘর। কিছুক্ষণ আগেও যে ঘরের স্বপ্ন সে দেখছিল একটা চিঠিতেই তা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। চিঠিটা নিয়ে চিন্তা করার জন্যে সারা জীবন পড়ে আছে। আজ নাই বা করল চিন্তা। কিন্তু ঘরে ফিরলেও নিঃসঙ্গতা তাকে আবার চিন্তার দিকে ঠেলে দেবে। তার চেয়ে এই মানুষ জন ভাল।

একটা লোক পা টেনে টেনে পেছন পেছন আসছে। সে মনিকো ছাড়িয়ে গ্লাস হাউসের দিকে আসতেই তার মনে হল গ্লাস হাউস স্ট্রিটে অন্ধকার আর শিকার ধরার জায়গা। এদিকে আসা ঠিক হয়নি। সামনে একটা স্ন্যাক্স বার দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল।

ভেতরটা বেশ গরম। সব টেবিলই ভর্তি। দেখে শুনে একটা টেবিলে বসে পড়ল। সামনের লোকটা মুখ ঢেকে, দুটো গেঁঠো হাতে কাগজ পড়ছে।

ওয়েট্রেস এসে বলল, দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত সুশান হতাশ হয়ে বলল, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এক কাপ কফি—

হবে না, বন্ধ করে দিচ্ছি।

সুশান ভাবল বিশ্রাম তাকে নিতেই হবে, যদি বাইরে সেই লোকটা অপেক্ষা করে থাকে?

সুশান অশান্তির ভয়ে চেয়ার ঠেলে উঠতে গেল।

—বন্ধ কুড়ি মিনিট পর হবে।

—একটা নরম গলা বলল, ওকে এককাপ কফি দাও।

সুশান ও ওয়েট্রেস দু'জনেই টেবিলে বসা লোকটার দিকে তাকাল।

ওয়েট্রেস কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কফি না নিয়ে এলে লোকটা বোধহয় সারারাত এভাবে তাকিয়ে থাকবে।

সে কফি নিয়ে এসে ঠক করে রেখে বিল দিয়ে চলে গেল। লোকটি আবার কাগজের আড়ালে চলে গেল। ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছে হলেও কোন সুযোগ নেই। সুশান দেখে নিয়েছে লোকটার গায়ে শোফারের পোষাক। বয়স তার মতো একুশ-বাইশ হবে। তার চোখ দুটো গভীর কঠিন। ভয় পাবার মত।

সুশান ব্যাগ হাতড়ে প্রত্যাখানের চিঠিটা বার করল আর তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

হঠাৎ সে শোফারকে লক্ষ্য করতে লাগল। কাগজটা এমনভাবে ধরা যে কেবলমাত্র সুশানই তার মুখ দেখতে পাবে।

—কেঁদে কোন লাভ হবে না।

—সুশানের মনে হল এবার সে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

—শোফারটি চোখ দুটো না সরিয়ে বলল, তুমি নরম, মনে হচ্ছে কোন পুরুষ সংক্রান্ত ব্যাপার। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই।

রেগে সুশান বলে উঠল—তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে।

—ভাল। মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে উদ্যম রয়েছে।

—দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

—আমি তোমাকে সাহায্য করতে আগ্রহী। সাহায্য চাই কিনা তোমার?

—আমার মনে হয় তুমি কাকে কি বলছ জানো না।

মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল—আমি মেয়েদের জানি এবং এটাও সঠিকভাবে জানি তুমিই সে মেয়ে যাকে আমি খুঁজছি। আজ তুমি দুঃখী কিন্তু পরে তুমি দুঃখ কাটিয়ে উঠবে।

ব্যাগ তুলে নিয়ে সুশান বলল—অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কথা বলি না। চলি।

—আমি তোমাকে কফি পাইয়ে দিলাম আর তুমি আমার একটা উপকার করবেনা।

—আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।

—ঘরের শেষ প্রান্তে বাঁ দিকের টেবিলে কালো জামা, সাদা টাই একটা লোক বসে আছে। দেখো—

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সুশান বলল—আছে।

—লোকটা আমাকে অনুসরণ করছে।

—তা আমার কি করার আছে?

—আছে। তুমি যে ধাক্কাটা খেয়েছো এ কাজটা করলে তুমি সেটা ভুলতে পারবে। তুমি আমার হয়ে লোকটাকে অনুসরণ করবে। আমি জানতে চাই লোকটা কে। স্থির দৃষ্টিতে সুশান তাকিয়ে রইল।

—এতে ঝুঁকি আছে।

লোকটা বুঝতেও পারবে না। তোমাকে আমি দশ পাউন্ড দেব।

—পাগল হয়েছো। আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারছিনা।

—তোমাকে ভাবতে হবে। এই তুমিই না এক মিনিট আগে নদীতে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলে আর এখন প্রাণের ভয় করছ?

—কিন্তু আমি যে কখনও কাউকে অনুসরণ করিনি।

—খুব সোজা। বাইরে নম্বর এক্স. এল. এ ৩৫৭৮ একটা প্যাকার্ড গাড়ি আছে। পেছন সীটে একটা কম্বল আছে। তুমি ভেতরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাক। সে পেছন ফিরে তাকাবেও না।

—কিন্তু তুমি কে আর লোকটাই বা কে?

—এখন জানার প্রয়োজন নেই। তবে প্রচণ্ড ঝুঁকিও আছে।

সুশান তার ফুলহাম স্ট্রীটের ঘরে ফিরে যাবার কথা ভেবে ভয় পেয়ে বলল ঠিক আছে। বলেই আফশোস হল।

বুচ, তার আসল নাম মাইক এগান। টেমসের পার দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল সন্ধেটা ভাল কাটল। সময় তখন রাত বারটা ত্রিশ মিনিট। ব্যক্তিগত কাজগুলো সারবার সময় আছে। বুচ রোলোর কথা ভাবতে ভাবতে বার্কলে স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখলো ওপরে পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে শেলি ফিরেছে। সে দু'বার হর্ন বাজাল। পর্দাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটা একটা সংকেত। মানে শেলি একলা রয়েছে। গাড়িটা বিশাল গ্যারেজে ঢুকিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে গ্যারেজের দরজা বন্ধ করল। তারপর আলো জ্বালিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল

শেলি বিছানায় আগুন রঙ-এর পাজামা পরে শুয়েছিল। মনিবন্ধে ভারি ব্রেসলেট, পায়ে চটি, মাথায় স্নান করার জন্য সিল্কের টুপী।

—কি হল?

—লোকটাকে পিছু করলাম। কি জিজ্ঞেস করছিল?

—লোকটা কে?

—কেস্টার ওয়েডম্যান—কোটিপতি। কিন্তু কি চাইছিল ও?

—পাগল, একেবারে পাগল।

—খুলে বল।

—ভুডুইজমের ব্যাপার। ও চাইছিল ভুডুইজম জানে এমন লোকের সন্ধান।

—রোলো ভাগিয়ে দিয়েছে?

—না, এগার হাজার পাউন্ডের ব্যাপার তো!

—অনেক টাকা। তা এসো না এটাকে আমরা ভাগাভাগি করে নিই।

—রোলো ছাড়া কেউ পারবেনা।

—তোমারও কিছু মনে আছে। ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কোর না।

—মাইক এত সন্দেহ প্রবণ হয়ো না।

—শেলি! রোলোর কাছ থেকে ভেগে পড়ার তালে আছি। আশা করি যাবার সময় তুমি সঙ্গে থাকবে।

—এত সন্দেহ প্রবণ হয়োনা মাইক। গুড নাইট।

সিঁড়ির মুখে গুঁড়ি মারা সুশান হেডার একটা চড় মারার শব্দ পেল, তারপর সশব্দে একটা দেহের পড়ে যাওয়ার শব্দ। পরমুহূর্তে একটা আধা জান্তব আওয়াজ ঢাকবার জন্যে সে কানে হাত চাপা দিল।

ডাঃ মার্টিন রোলোর ঘরের ঘণ্টা বাজাল। রোলোর পার্শ্বচর লংটম বেরিয়ে এল—ডাক্তার, এত

সকালে ওনার সঙ্গে দেখা হবেনা।

—ভাগো, রোলো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

বিশাল খাটে রোলো শুয়ে আছে। ডাক্তার পাশের চেয়ারে বসল।

পনের বছর আগে ডাঃ মার্টিনের চেম্বার ছিল হারলে স্ট্রিটে। কিন্তু একবার একটা যুবতীকে সাহায্য করতে গিয়ে সব কিছু গড়বড় হয়ে যায়। এখন তিনি শুধু গিল্ডেড লিলির ডাক্তার। তাছাড়া তার অন্তুত সাধারণ জ্ঞানের ফায়দা লোটে রোলো।

ডাক্তার তুমি কি ভুডুইজম সম্পর্কে কিছু জান?

—পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একরকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ডাকিনীবিদ্যা।

—জুমবিইজম?

—মড়াকে জ্যান্ত করা।

—মানে?

—আমার হাইতির এক বন্ধু বলেছিল জোমবি মানে আত্মাবিহীন মৃতদেহ। কবর থেকে তুলে তাতে প্রাণসঞ্চার করা হয়। জুমবিকে দিয়ে মানুষের মত খুন করানো আর যত বাজে কাজ করানো যাবে।

—কি করে প্রাণসঞ্চার করা হয়?

—ওসব ভুডুর গোপন ব্যাপার, কেউই বলতে পারবে না।

রোলো খেতে খেতে চিন্তা করতে লাগল ডাক্তারকে সে টাকার কথা সব খুলে বলবে কি? কিন্তু ডাক্তার ছাড়া এ সম্বন্ধে তাকে আর কেউই সাহায্য করতে পারবেনা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তারকে সব কথা বলাই স্থির করল।

—আমি এ ব্যাপারে কিছু টাকা পেতে পারি। সাহায্য করবে আমাকে?

—টাকা পেলে সবই করতে পারি।

রোলো এগার হাজার পাউন্ডের কথা চেপে গিয়ে কেস্টার ওয়েডম্যানের আসার ব্যাপারটা সব খুলে বলল।

—বুচ কি জানতে পেরেছে, লোকটা কে? ডাক্তারের প্রশ্ন।

—রোলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, হ্যাঁ ও হল কেস্টার ওয়েডম্যান।

ডাক্তার মার্টিন গভীর শ্বাস টেনে বলল—আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ও তো কোটি কোটি টাকার মালিক।

—জানি, আমি চাই তুমি এমন একজনকে খুঁজে বার করো, যে ভুডুইজম সম্পর্কে কিছু জানে। তারপর রোলো চিন্তা করল যে দু'একশ পাউন্ড দিয়ে ডাক্তারকে বোকা বানানো যাবে না, তাই অনেক কষ্টে বলল, তোমাকে হাজার পাউন্ড দেব।

—ওতে কাজ হবে না। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ আমি করি না। সাফ সাফ বলো যা পাবে তার এক তৃতীয়াংশ শেয়ার আমাকে দিতে হবে।

—ডাক্তার দেখ বেশি বাড়াবাড়ি কোর না। তবে বিদেয় করে দেব। তোমাকে ছাড়াই আমার কাজ চলবে।

—ডাক্তার বলল—চলবে না। সম্ভবতঃ আমিই একমাত্র লোক যাকে তুমি অবিশ্বাস করতে পারো না। আমি বুড়ো মানুষ। বুড়োদের অবিশ্বাসী হওয়া পোষায়? ছেলে ছোকরাদের কথা আলাদা তাদের জীবনের অনেক বাকি।

—কি বলতে চাইছো? তুমি কি জান?

—আমি শুধু বলতে চাই আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

—বুচকে পারি না?

— ওর সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। তাহলে বলো এক তৃতীয়াংশে রাজি?

—এক চতুর্থাংশ।

—এক তৃতীয়াংশ।

—বেশ, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। কেস্টার কালই আসবে।

—আসুক। আজ আমি একটু পড়াশুনা করে নোব। ঐ পাগল কোটিপতিটাকে একটু খেলাতে

পারলেই এক মিলিয়ন পাউন্ডও বাগাতে পারবে।

—কি যা তা বলছ?

—ঠিকই বলছি। ওকে আমি জানি। ওর পেছনে উকিল, পুলিশ সব আছে। তাছাড়া এদিকে বুচ টাকার লোভে ব্যাপারটা সে নিজেই হাসিল করার চেষ্টা করবে।

রোলো ঘুঁসি পাকিয়ে বলল, বারবার ওর কথা তুলছ কেন? ও আমার কথামতো কাজ করে। এছাড়া আর কিছু নয়।

দরজার দিকে যেতে যেতে ডাক্তার বলল—তবু খেয়াল রেখো, ভুলেও ওকে এ ব্যাপারে কিছু বোলো না। অনেক টাকার ব্যাপার কিনা!

সুশান হেডার গ্রীনমানে বাস থেকে নেমে হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দশটা বাজতে মিনিট কয়েক বাকী। শোফারটি কথামত আসবে তো?

গতকাল রাতের ঘটনা বেশ ভীতিপ্রদ এবং উত্তেজক। মাঝে তো সে জর্জের কথা ভুলতে বসেছিল। এরকম অভিজ্ঞতা ক'জন মেয়ের হয়? হঠাৎ করে দশ পাউন্ড রোজগার করা গেল। কিন্তু কঠিন পরিবেশের মেয়ে সুশান শিখেছিল অজানা লোকের থেকে কিছু নেবেনা। কিন্তু আজ সে নিজেকে বুঝিয়েছে টাকার বদলে সে একটা কাজ তো করেছে! শোফার যদি তার বিবরণে সন্তুষ্ট না হয়, তবে সে টাকাটা ফেরৎ দেবে।

হঠাৎ মৃদু একটা গলার আওয়াজে সুশানের চিন্তা ভগ্ন হল।

—তুমি তাহলে ঠিক সময়ে এসেছো।

দুরু দুরু বক্ষে তাকিয়ে দেখল শোফারটি ঠাণ্ডা অবন্ধুসুলভ, তিক্ত, বিদ্রূপপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

—ভাবছিলাম তুমি আসবে কিনা, সুশান বলল।

—চল আমরা হাঁটি, রাস্তায় আমাদের কেউ দেখে ফেলতে পারে। সামনের বাগানে ঝোপের আড়ালে ফাঁকা বেঞ্চি দেখে সে বলল, বোস। এখানে কথা বলি। অনেকটা ফাঁক রেখে সুশান বসল।

—কি ব্যাপার? অনুসরণ করেছিলে?

—হ্যাঁ, তার আগে আমি জানতে চাই তুমি কে। কাল রাতে আমাকে বোকা বানিয়েছিলে। আমি বিপদে পড়তে পারতাম।

—আমি কে তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবেনা। কাজ করেছো, বদলে টাকা নিয়েছো। তাই নয় কি?

ব্যাগ খুলে সুশান দশ পাউন্ডের নোটখানা শোফারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও তোমার টাকা। আমার কাজের আগে এটা নেওয়া উচিত হয়নি।

শোফারটির চোখে বিস্ময়।

—নাও, নাও। তাড়া লাগাল সুশান।

—কি ব্যাপার? তোমার কি টাকার দরকার নেই?

—তা থাকবে না কেন? কিন্তু এভাবে টাকা আমি চাই না। সুশানের হাত থেকে টাকাটা হঠাৎ পড়ে গেল।

—ফেলে দিলে যে? তার মানে ভয় পেয়ে তুমি আমার কাজ করনি। এখন টাকা ফেরৎ দিতে এসেছো?

—সুশান রেগে গিয়ে বলল—

—অনুসরণ ঠিকই করেছি। কিন্তু তার আগে বলো তুমি কে?

শোফার গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল, সুশান ভয় পেয়ে এখানে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবেনা। সুশান পালাবে কিনা ঠিক করতে করতে শোফারটি সহজ হয়ে নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল—নাও। টাকাটা নাও। অবশ্য টাকাটা আমার নয়।

গোঁয়ারের মত মাথা নেড়ে সুশান বলল—না নেব না, যতক্ষণ না আমি জানতে পারছি টাকাটা আমি কার থেকে উপার্জন করেছি ততক্ষণ নয়।

টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে শোফার বলল—আমার নাম জো ক্রফোর্ড। আমি মিঃ কেস্টার ওয়েডম্যানের কাছে চাকরী করি। সে যে কত ধনী তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তার ভাই একবার আমার উপকার করেছিল। যদি কেউ উপকার করে থাকে তাহলে আমি কি তার প্রত্যুৎপকার করব না?

—কি ধরনের উপকার?

—আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তার ভাই করনেলিয়াস আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। কেস্টারকে বলে আমাকে থাকতে দেয়। গাড়ি চালাতে শেখায়। তারপর থেকে আমি তাদের হুকুমের দাস। করনেলিয়াস সব সময় আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত।

—তার মানে সে মারা গিয়েছে।

—হ্যাঁ। দু'সপ্তাহ আগে। কেস্টার তার ভাইকে খুব ভালবাসত। এখন তাকে ছাড়া কেস্টারের চলছে না।

—তার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?

—ঠিক বুঝতে পারছিনা। মনে হয় কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকই আছে, কিন্তু কোথাও বের হয়না। কাল আমি তাকে শেফার্ড মার্কেটে গিল্ডেড লিলি ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রোলো লোকটার কাছে সে কি চায়, এই ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

—তোমার দরকারটা কি?

—তারা আমার উপকার করেছিল। এবার তাকে রক্ষা করে আমার উপকারের প্রতিদান দিতে হবে।

—তারা যদি টাকার গন্ধ না পায়?

—পেয়েছে রোলো। জানি না কালো পোষাক পরা লোকটা ক্লাব থেকে বেরোবার পর আমাদের অনুসরণ করে কেন? তাই আমি লোকটা কে জানতে চাই।

—সুশান সব খুলে বলে উদ্বিগ্ন মুখে তাকালো। কাজটা ঠিক হয়েছে কিনা।

—আমি খুব ভাল করেই জানতাম তুমিই পারবে কাজটা।

—টাকাটা তুমি রোজগার করেছো। এই নাও ধরো।

সুশান টাকাটা নিয়ে নিল।

—এখনও অনেক কিছু করার বাকি। ওরা আমাকে যে বকশিস করেছে আমি জমিয়ে রেখেছি। ও টাকাগুলো আমার দরকার নেই। আমাকে সাহায্য কর আর টাকাগুলো নাও।

—আমি তোমার জন্যে আর কি করতে পারি বল।

—আমি কাউকে ক্লাবের ভিতরে পাঠাতে চাই। সেক্ষেত্রে তুমি কি সঠিক?

সুশান সতর্ক হয়ে বলল—মনে হয় না।

জো বাধা দিয়ে বলল, তুমিই পারবে।

—সেক্ষেত্রে তোমাকে আমার জন্যে ওখানে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করতে হবে। এই নাও আমার নাম ঠিকানা।

—বেশ, দেখা যাক্ কি করতে পারি।

সকাল এগারটা বেজে কয়েক মিনিট পরে শেলি সুন্দর দেহ—সৌষ্ঠব আর সুন্দর সাজ-পোষাক পরে নিউব্যান্ড স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলেছে। লোকেরা তাকিয়ে দেখলেও তার কোন খেয়াল ছিল না। সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে এথেন কোর্টের একটা ঠিকানা বলল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে পুরানো ধরনের লিফ্‌টে গিয়ে উঠল সে। ওপরে উঠে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপল। পেতলের পাতের ওপর নাম লেখা গিলোরী।

গিলোরী দরজা খুলল।

—অবাক হচ্ছো?

—তুমি এখানে এসো না, কেউ দেখে ফেলবে।

—ওসব ছাড়। ঢুকতে দেবে কি?

—তুমি বরং চলে যাও। এটা ঠিক নয়, নরম গলায় গিলোরী বলল।

শেলি নিগ্রো গিলোরীকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল।

—তুমি একমাত্র লোক যে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে।

—সমস্ত কালো লোকই তোমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করবে। তুমি আর আমাদের জাতের নও। বল কি চাও?

—তোমাকে দেখার ইচ্ছে হল, তাই এলাম।

—আজ রাতে দেখতে পেতে।

শেলি গিলোরীর পাশে গায়ে গা লাগিয়ে একটা টুলে বসল। সারা শরীর কামনায় জর্জরিত। গিলোরী জাতে হাইতিয়ান। কয়েক বছর পর বুচ, রোলো এরা যখন তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন তার কি হবে? গিলোরী যদি তাকে গ্রহণ করে তবে সে জন্মভূমি ফিরে যাবার জন্যে অধীর আগ্রহী।

শেলি প্রশ্ন করল আমি কি তোমার কেউ নই?

ভাবলেশহীন ভাবে গিলোরী বলল—কেন হবে?

—তুমি কি ভুলে গেছ, তুমি আমায় ভালবাসতে?

—তোমার কাছে ওসবের মূল্য ছিলনা।

—সবারই ভুল হয়। আমরা কি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারিনা?

—ভাগ্যকে পাল্টানো যায়না। চলে যাও তুমি। আর কখনোও আসবেনা।

—আমি কি তোমার থেকে একটু সাহায্য চাইতেও পারিনা?

—না, কারণ তুমি জানো কাজটা ভালো নয়। আমি জানি কি ঘটতে যাচ্ছে। তাই কাজটা আমি করব। তোমার বলার দরকার নেই।

—কি বলতে চাইছো তুমি?

—রোলো যদি আমায় করতে বলে তবেই। এতে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব।

—হাত মুঠো করে শেলি বলল—রোলো কি করতে বলবে?

—তোমরা টাকার জন্য করতে পারনা এমন কি আছে? তাই এখন সাবধান করছি এর থেকে সরে থাকো।

—তুমি বড় হেঁয়ালি করে কথা বলছ।

—তবে আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি। বলে গিলোরী আলমারী থেকে একটা কালো এবং একটা সাদা পুতুল বের করে ডিভানের দিকে ছুঁড়ে দিল। দুটো পুতুল একসঙ্গে পড়ল। কিন্তু সাদা পুতুলটা কালো পুতুলের ওপর।

শেলি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

—আবার দেখো—বলে একই পুনরাবৃত্তি করল। এবারও কালো পুতুলটার ওপর সাদা পুতুলটা। দু'বার একই ফল হল।—দেখতে পাচ্ছো?

—তুমি যদি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কর, তবে ভুল করছ।

পুতুল দুটো শেলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গিলোরী বলল—তবে নিজেই চেষ্টা করে দেখনা।

—হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে শেলি পুতুল দুটোকে দেওয়ালে আছড়িয়ে মারল। দেখা গেল ফলাফল সেই একই। কালো পুতুলটার ওপর সাদা পুতুল।

—সাদাটা কে?

গিলোরী মাথা নেড়ে বলল—জানি না।

—ভয় দেখাচ্ছো?

হঠাৎ বেল বেজে উঠল।

—দরজা খুল না। হয়ত বুচ।

—সেটা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

শেলি দৌড়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে পড়ল।

গিলোরী দরজা খুলে দেখল ডাক্তার মার্টিন, বলল—আসুন আপনাকেই চাইছিলাম।

ঘরে ঢুকেই ডাক্তারের নাকে শেলির প্রসাধনের গন্ধ ঢুকল। মনে মনে ভাবল—এই শেলির

কি সর্বত্র যাতায়াত, চেয়ারে বসে ডাক্তার বলল—তুমি তো নাচের ড্রাম বাজিয়ে, তুমি আমায় আশা করছিলে কেন?

—বলুন, বলুন, যা বলার বলুন গিলোরী বলল।

—তুমি একটা অদ্ভুত মাল, ডাক্তার বলল।

—বোধ হয় তাই, গিলোরী ঘাড় নাড়ল।

—তুমি আমাকে একটা সাহায্য করবে? রোজগারের একটা সুযোগ করে দিতে পারি। লোকটার অনেক টাকা, ভুড়ু সম্বন্ধে জানতে চায়।

—আপনি কি করে ভাবলেন, আমি ভুড়ু সম্বন্ধে জানি?

—তা জানিনা। বই পড়ে জেনেছি এটা একটা আদিম সংস্কার। তবে তুমি না জানলে, জানার ভান করতে পার। ঐ ভানের বিনিময়েই পাবে এক হাজার পাউন্ড।

—তা কি করতে হবে?

—সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নোব। সে রকম কিছুই নয়।

—আপনি ঠিক জানেন ব্যাপারটা সত্যিই সরল সোজা?

—অবশ্য আমাদের জানতে হবে আসলে সে কি চায়।

—আপনি কি ভুড়ুতে বিশ্বাস করেন?

ডাক্তার হেসে বলল—পাগল হয়েছো তুমি?

—আমার দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে। কিন্তু আমি একজন অজ্ঞ-নিগ্রো।

—তুমি বিশ্বাস করনা? বুঝিনা তোমার মধ্যে যেন কি আছে।

—যদি আজ রাতে আমরা রোলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলি?

—তাহলে আমি বুঝলাম তুমি আমার সাহায্যে রাজি আছো। হাজার পাউন্ড তো আর আকাশ থেকে পড়ে না! তাহলে আজ রাতেই দেখা হবে। চলি। ডাক্তার চলে গেলেন।

১৫৫এ ফুলহাম রোডের আবাসিক বাড়িটা সেডরিক স্মাইথ-এর। সুশান হেডার সুন্দরী, বুদ্ধিমতী হওয়ায় তার ওপর প্রখর দৃষ্টি ছিল সেডরিকের। এটা সে নিজের দায়িত্ব মনে করত। ফলে জর্জের চিঠিগুলো সে বাষ্প দিয়ে খুলত এবং পড়ত। সেডরিকের মনেও আঘাত হেনেছিল জর্জের শেষ চিঠিটা এবং দেখেছিল সুশান চিঠিটা পড়ে রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ভেবেছিল ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে সে ফিরে আসবে।

বদলে সুশানের উজ্জ্বল চোখ দেখে সেডরিক অবাক হয়ে গেল। আরও অবাক হলো যখন দেখল পোস্টম্যান তার চাকরী এবং বীমার কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে গেল। অর্থাৎ সুশানের চাকরী নেই। সে ভাবতে লাগল, মেয়েটার কি জর্জ কিংবা চাকরীর জন্যে কোন দুঃখ নেই? করছে কি মেয়েটা? কাল অত রাত পর্যন্ত কি করছিল, কোথায় ছিল? চিন্তায় জর্জরিত হয়ে উঠল। এমন সময় চিন্তাভগ্ন করে বেল বাজতে দেখল দরজায় একটা ছোকরা দাঁড়িয়ে।

—মিস্ হেডার এখানে থাকেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই।

ছোকরাটি বিন্দুমাত্র ভাবনা না করে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ও এলেই এটা দিয়ে দেবে। বাষ্প দিয়ে যেন এটা খুলনা। তোমার মতো হোঁৎকা বদমায়েসদের আমার ভাল চেনা আছে। সেডরিক ভীত চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আজকালকার ছোকরাগুলো যেন কেমন—মনে মনে ভাবতে লাগল সেডরিক। ঐ ছেলেটা কে? কি মানে এসবের? তারপর কেটলীর বাষ্প দিয়ে চিঠিটা খুলল সে।

চিঠিতে লেখা—"২৪সি রুপার্ট স্ট্রিটে ফ্রেসবীর এজেন্সীতে যাও। সে তোমায় ঢুকিয়ে দেবে। জে.সি।

সুশান দরজা ঠেলে ঢুকল। রোগা একটা লোক ডেস্কে বসে। সামনে এক কাপ চা আর রুটি।

—মাপ করবেন। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

—আর চা নেই, চায়ের আশা কোরনা। লোকে মরতে যে কেন ঠিক চায়ের সময় আসে? পাউরুটি কামড়াতে কামড়াতে বলল।

—চা আমি চাই না। আমি চাকরীর খোঁজে এসেছি।

—চাকরী? কিসের চাকরী?

—গিল্ডেড লিলি ক্লাবে চাকরী। সুশান ভাবল মিঃ ফ্রেসবীকে দেখে মনে হচ্ছে কাজ দেবার মত লোক ও নয় বরং ওকেই একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারলে বেঁচে যায়।

—বসতে পারি? মিঃ হো ক্রফোর্ড আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে।

—জানি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল ফ্রেসবী।

ফ্রেসবীর ব্যবহারে সুশান রেগে গিয়ে বলল, থাকে তো বলুন, না হলে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমার এত সময় নেই।

—কে বলল চাকরী নেই? তবে এত তাড়া কিসের?

টেলিফোন বেজে উঠল।—না না জো তোমায় কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। টেলিফোন নামিয়ে সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল—শয়তান ছেলেটার থেকে দূরে থাকবে, সাবধানে থাকবে। ও ভাবছে আমি তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করছি। তাই কি? আমি ভেবেছিলাম তুমি চাকরী খুঁজতে আসা অন্য মেয়েদের মতই কেউ। চা খাবে?

—অন্যান্য মেয়েদের মতো? মানে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সবাই তো এখানে চাকরী, ঘর খুঁজতে আসে।

—গিল্ডেড লিলিতে কি চাকরী আছে?

—এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু ব্যবস্থা করে দোব। কাল সকালে মিঃ মার্শের সঙ্গে দেখা কর। আমার পরিচিত। ওদের সুন্দরী মেয়ে নিয়ে কারবার। তুমি তো বেশ সুন্দরী, তোমার পেছনে ছুঁক ছুঁক করে বেড়াবে। সাবধানে থেকো। কাল সকাল দশটায় ওর সঙ্গে দেখা কোর।

—ধন্যবাদ। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল। তার মনে হল একটা বুনো জানোয়ার যেন ওর দিকে চেয়ে বসে আছে।

বুড়িটা বলল—পাঁচ মিনিট আগেও কুচ্ছিত লম্বা লোকটা জঙ্গলের ওদিকে ছিল। টুপীটা মুখ পর্যন্ত নামিয়ে বিশ্রী মুখটা ঢাকতে চাইছে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জো বলল, কি চায় ও?

—কি করে জানব আমি? বলল ইন্স্যুরেন্সের লোক। জিজ্ঞেস করছিল কে কে থাকে? আমি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

—ঠিক আছে তুমি যাও তোমার কাজ করো। আমি ওকে দেখছি।

এটা একটা গরম দুপুরবেলা। ভয় পাবার মতোও কিছু ঘটেনি। তবু জো-এর হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তবু সে কাল জামা পরা লোকটার সন্ধানে যাবেই। লোকটাকে দেখাতেই হবে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এটা যদি বোঝাতে পারে তাহলেই হয়ত তারা ক্রের্স্টার ওয়েডম্যানকে একা শান্তিতে থাকতে দেবে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে চলল। মনে হয় কালো জামা পরা লোকটা তার দিকে চোখ রাখছে। আঃ, তার কাছে যদি একটা ছুরি বা পিস্তল থাকত। তবুও তাকে যেতে হবে। নইলে ওয়েডম্যানকে রক্ষা করার কেউ থাকবেনা।

বুচ পড়ে থাকা একটা এল্‌ম গাছের গুঁড়িতে বসেছিল। জো তাকাল।

—'হ্যালো,' বুচ বলল।

—জো উত্তর দিল না।

—আমাকে চেন?

জো ঘাড় নাড়ল। বুচের মত শক্তি যদি তার বুকে থাকত। ভাবতে লাগল জো।

—তুমি আর ঐ বুড়ীটা এখানে থাকো? না।

—অনেক হয়েছে। বল।

—বুড়িটা তো কোন কম্মের নয়। তুমি একা আর কি করতে পারবে? আমি হলে তো পালাতাম।

—আমি পালাব না। আমাকে নিয়ে যদি লোকে ঝঞ্ঝাট পাকায়, আমিও তবে পাকাবো।

—বেশ। এটাই তাহলে তোমার শবযাত্রা হবে।

—ওকে একা থাকতে দিচ্ছ না কেন? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?

—সরে যাও। মরার ইচ্ছে থাকলে কেটে পড়।

—আমি থাকবই।

—আমার কথা না শুনলে তোমায় আমি খুন করব। বুঝলে আমি একজন খুনে। অনেকদিন খুন করিনি। হাতটা সুড়সুড় করছে।

—তোমাকে আমি ভয় পাইনা, জো মিথ্যে বলল।

—তুমি তো গড়িয়ে যাওয়া এক স্টীম রোলার থামাবার চেষ্টা করছ। মারা পড়বে বলে দিলাম।

—ওসব আগেও থামানো হয়েছে, এখনও হবে। আমাকে ওসব ভয় দেখিও না।

বুচ বলল—তোমার মত বাচ্চা ছেলে কি করতে পারবে?

জো অনুভব করলো সে লোকটাকে কিছুমাত্র ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু আর অপেক্ষা নয়। এখনই পেছন ফিরতে হবে। সে একটা কথাও না বলে বনের ভেতর সোজা হাঁটা দিল। যদিও ভয়ে হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। তবুও তো সে কালো শার্ট লোকটার মুখোমুখি হতে পেরেছে। ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে পেরেছে।

সে বিশাল গ্যারেজের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বসবার ঘরে গেল। তারপর কয়েক মুহূর্ত কাঁচের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

বুচ কঠিন চোখে শেলির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে জানত ক্রেস্টার ওয়েডম্যান ক্লাবে গিয়েছিল। সেখানে সে ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে। তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শেলি ক্লাব থেকে বেরোতেই সে পিছু নিয়েছে। তাকে জানতেই হবে ঘটনাটা।

—এদিকে এস। ওখানে পুতুলের মতো বসে থাকতে হবেনা। ঝেড়ে কাশ, আমি সব কথা শুনে তবেই নড়বো।

শেলি ঠোঁটে সিগারেট চেপে বিছানায় শুয়ে মেঝেতে পা ঠুকতে ঠুকতে বলল—আমার এ-ব্যাপারে নাক গলাবার দরকার নেই। ওয়েডম্যান চাইছে তার মৃত ভাইকে জীবন্ত করতে। তার বিশ্বাস ডাক্তার এটা পারবে।

বুচ খিঁচিয়ে উঠল,—তা টাকার কথা কি হল?

শেলি চেঁচিয়ে বলল—সেসব কথা কিছুই হয়নি।

—আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরনা। রোলো টাকার ব্যাপারটাই আগে ঠিক করবে. তুমি কি টাকাটা নিজে হাতাবার ধান্দায় আছো?

—তুমি সব সময় আমাকে সন্দেহ করো। বলছি তো রোলো আর ডাক্তার ব্যাপারটা সামলাচ্ছে। আমার কি করার আছে এখানে?

—গিলোরী কি করতে এসেছিল?

—ভুডুর ব্যাপারটা ঐ করবে।

—টাকার লেনদেনের সময় আমি ওখানে হাজির থাকব। দু'মিলিয়ন ডলার ওয়েডম্যানের কাছে কিছুই নয়।

—ওসব চিন্তা মাথা থেকে ছাড়ো। ওসব রোলোর আর ডাক্তারের দু'জনের ব্যাপার। সে যদি কিছু দিতে ইচ্ছে করে তো দেবে, নইলে নয়।

—কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যে কিছু রোজগার করি তুমি তা চাও না ; বুচের কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর রকমের ঠাণ্ডা শোনালো।

বুচের মুখের দিকে তাকিয়ে শেলি বুঝলো বুচকে আর বেশি ঘাটানো ঠিক নয়।—তুমি তো জানো আমি ওসব ধান্দা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি।

—জানি, তুমি আমাকেও কেটে পালাবার ধান্দায় আছো। ও কাজ করলে তোমাকেই আগে

আমি খুন করব, জেনে রেখো।

এটা নিশ্চিত যে যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে তার নাম জড়িয়ে পড়ে তো বুচ তাকে খুন করবেই। সে মরলে ওয়েডম্যানকে কে দেখবে? বুড়িটাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। পুলিশের তাকে বোধগম্য করাতেই সময় পেরিয়ে যাবে। তাছাড়া তারা ওয়েডম্যানকে পাগলা গারদে ভরবে। কিন্তু তা হতে পারে না। বেঁটে লোকটার কাছে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তাকে ভাইয়ের মৃতদেহের কাছে থাকতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্য জায়গায় সরিয়ে দিলে বেশিদিন বাঁচবে না।

উস্কোখুস্কো চুলে আঙুল চালাল জো। মেয়েটা কি কোন কাজে আসবে? তবে মেয়েটার সাহস আছে। কিন্তু সে যদি তাকে পরামর্শ দিতে না থাকে তবে মেয়েটা কি করবে? তবু সে এই মেয়েটাকে বিশ্বাস করতে পারে।

হঠাৎ সে উঠে ঘরের একটা দেওয়াল আলমারী খুলল। ছ'ইঞ্চি বর্গাকার একটা বাক্স বের করল। তারপর টেবিলে কাগজ—কালি নিয়ে বসে পড়ল। একটা লম্বা পাতলা চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলল। বাক্সটা এক পাউন্ড নোটে ঠাসা। করনেলিয়াসের কাছে পাওয়া বকশিশ। দুর্দিনের জন্যে সে জমিয়ে রেখেছিল। মোট তিনশ' পাউন্ড আছে। সুশানকে যদি টাকাটা দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয় সে প্রয়োজন মত কাজগুলো করতে রাজি হবে।

একটা চিঠি লিখে সে খামে ভরল। আবার আর একটা চিঠি লিখল। এই চাবিটা রেখে দিও যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি স্টিলের একটা বাক্স পাচ্ছ। চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলবে। তারপর চাবি আর চিঠিটা একটা খামে ভরল।

সন্ধ্যে ছ'টার পর ডিউক হেডে ফ্রেসবীর সন্ধানে জো হাজির হল। অফিস থেকে বাড়ি যাবার পথে ফ্রেসবীকে এখানেই পাওয়া যায়। সে একটা টেবিলে বসেছিল। পাশে মদের গ্লাস।

জো পাশে বসে বলল, হ্যালো জ্যাক।

ফ্রেসবী সজাগ হয়ে বলল, হ্যালো জো।

সে জানে ফ্রেসবী তাকে ভয় পায়। জো কালো জামা পড়ে আর ফ্রেসবী জো কে ভয় পায়। মজার ব্যাপার।

—তুমি কি আমার একটা কাজ করতে পারবে? আমার এই বাক্সটা তোমার কাছে রাখ। হারাবে না। নাহলে তোমার ব্যাপারে সব আমি পুলিশকে জানাব।

ফ্রেসবী ভয়ে কেঁপে উঠে বলল, হারাবো না, এতে কি আছে? আমি কোন ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চাই না।

—আমার কথামতো কাজ না করলে আরো বিপদে পড়বে তুমি। এতে মারাত্মক কিছু নেই। তবে কিছু লোক এটা নেবার চেষ্টা করবে। মন দিয়ে শোন, আমি তোমাকে রোজ সাড়ে দশটায় ফোন করব। যেদিন না করব তুমি সেদিনই বাক্সটা সুশান হেডারকে দিয়ে আসবে। ওর ঠিকানা ১৫৫ এ, ফুলহাম রোড।

ফ্রেসবী বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ মুছে বলল, তোমার কিছু ঘটতে যাচ্ছে তাহলে?

জো বলল—হতে পারে। কিন্তু তুমি আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা কোরনা, বাক্সটা সঠিক সময়ে সঠিক জনের কাছে পৌঁছনো চাই।

—ঠিক আছে, কিন্তু তোমার পিছু কারা নিয়েছে?

—তোমার ঐ মোটা নাকটা না গলালেও চলবে। হয়তো আমি একমাস ধরে তোমায় ফোন করব, তারপর একদিন হঠাৎ ফোন পাবেনা। সেদিনই বাক্সটা পৌঁছনো চাই। আর তা যদি না হয় বুঝতে পারছো তোমার কি হবে?

ফ্রেসবী চমকে উঠল। সে ভাবতেই পারেনি এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। তিক্ত স্বরে মুখে বলল, সে ক্ষেত্রে তুমি পুলিশের কাছে যাবে।

—ঠিক তাই। সুতরাং বিপদে ফেলার চেষ্টা কোর না।

—কে বলেছে আমি তোমায় বিপদে ফেলব?

—যাক্ ওসব ছাড়ো। যা বললাম ঠিক তাই করবে।

ফ্রেসবীর মুখ চোখ ঘৃণা আর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠল।

স্লেম মার্শ গিল্ডেড লিলির রিসেপশান ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে গতরাতের গেস্ট টিকিটগুলো দেখছিল। মার্শের চেহারা স্থূল। পরনে দামী পোষাক। হাতে মার্গারেট বলে একটা মেয়ের দেওয়া ঘড়ি। কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে সোনার সিগারেট কেস। এটা মে তাকে দিয়েছে। এই দু'জন যুবতীকেই সে ভাগাভাগি করে ভোগ করে। দু'জনেরই ভয় মার্শ অন্য কোন সোসাইটি সুন্দরীর খপ্পরে না পড়ে।

মার্শ যদিও টিকিট গুনছিল কিন্তু মন পড়েছিল ফ্রেসবীর কাছে। সুশান হেডার কে? কেন সে ক্লাবে কাজ চায়? তার মানে সেই মেয়েটির মাইনে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। রোলো বাড়তি লোক রাখবে না। ফ্রেসবীর কথা না রেখেও তার উপায় নেই। সে মার্গারেট আর মের কাছে জোয়ানের কথা ফাঁস করে দেবে। তাহলে ঝামেলার একশেষ হবে। জোয়ানের কথা ফ্রেসবী যে কি করে জানল কে জানে! সুশানকে পকেট থেকে তিন পাউন্ড দিতে হবে ঠিকই তবু সময় তো সে পাবে প্রচুর।

একজন যুবক এসে জানাল, একজন যুবতী তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

—বেশ, তাকে নিয়ে এস, তবে তুমি তোমার ঐ নোংরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাইবে না।

সুশান এগিয়ে এসে বলল, মিঃ মার্শ সুপ্রভাত। আমি সুশান হেডার।

—ও তুমি। হ্যাঁ তোমার কথা ফ্রেসবীর মুখে শুনেছি।

—আপনি নাকি আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন।

—হুঁ। মার্শ চিন্তা করল সুশান সুন্দরী। মার্গারেট ও মের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করল। হঠাৎ তার মনে হল সুশানের ওপর খরচটা ফলবতী হতে পারে। মেয়েটাকে ঠিকমত কায়দা করতে পারলে প্রচুর টাকা উঠে আসবে।

—দেখ হপ্তায় তিন পাউন্ডের বেশি দিতে পারব না। তবে কাজ হাল্কা। সন্ধে সাতটায় আসবে আর মাঝরাতে চলে যাবে।

—ঠিক আছে। আমায় কি করতে হবে?

—তোমার টুপী আর কোটটা খুলে আমার কাছে এসো। সহজ হয়ে বসো আমার কাছে। যদিও জায়গা বেশি নেই, তবু এটুকু জায়গাতে দু'জনের হয়ে যাবে।

মোটা বিচ্ছিরি লোকটার কাছে যেতে সুশানের একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সে নিরুপায় হয়ে কাউন্টারে ঢুকল। পেছনে পেছনে মার্শ।

—তুমি কি উত্তেজক কিছু খুঁজছো?

—মাত্রাতিরিক্ত কিছু নয়।

মার্শের মোটা উরু তার পায়ে চাপ দিচ্ছিল।

—আসলে আমি এখানে কাজের দরকারেই এসেছি। কিন্তু এখন দেখছি অফিসটা বন্ধ হয়ে গেছে।

—তোমার মতো সুন্দরীর চিন্তা কি?

হঠাৎ ডাঃ মার্টিন ভেতরে ঢুকল।

—গুড মর্নিং ডাক্তার। মার্শ বলল।

—হায় ভগবান এসব কি ব্যাপার?

—এ হচ্ছে আমাদের নতুন রিসেপসনিস্ট মিস্ হেডার।

সুশানের দিকে চেয়ে মার্টিন বলল, ভগবান মঙ্গলময় তুমি এই যুবকটির থেকে সাবধানে থেকো। ওর ঐ হাত দুটো যতক্ষণ পকেটে ততক্ষণই নিরাপদ।

সুশান লজ্জায় লাল হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললো। মার্শ জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ডাক্তারকে বলল—তোমাকে এখানে এসব বাজে কথা বলতে কে ডেকেছে অ্যাঁ?

—রোলো একটা মিটিং ডেকেছে। সেখানে সব বড় বড় লোকেদের নামের লিস্ট থেকে তোমার

নাম বাদ। সুশানের দিকে চোখ টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রোলোর অফিসের দিকে পা বাড়ালো ডাক্তার।

—বুড়ো ভাল। কি দরকার ডাক্তারের?

সুশান মনে মনে চিন্তা করে চলেছিল রোলোর মিটিংটা কি তাহলে ক্রেস্টার ওয়েডম্যানের ব্যাপারে?

—মিস্ হেডার, শোন তোমার এখানে কাজ হচ্ছে। বাধা পেল মার্শ। কথা থামিয়ে দেখল বুচ কাউন্টারে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে।

সুশান মনে মনে ভয় পেয়েও বাইরে নির্ভয়ে বুচের পাথরের মতো চোখের দিকে তাকাল।

—ইনি আমাদের নতুন রিসেপশনিস্ট মিস্ হেডার।

বুচ বলল, তোমায় মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।

সুশান চোখ সরিয়ে নিল বুচের দিক থেকে নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

—আমাদের রিসেপসনিস্টের দরকার আছে কে বলল?

—এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যবস্থা। মিস্ হেডার কাজের দরকারে আমার কাছে এসেছিল, আমার দরকার একটু সময়ের। আমি নিজের পকেট থেকে যদি ওর মাইনে দিয়ে দিই, তবে সেটা নিজের ব্যাপার নয় কি?

বুচের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে। সে তাকাল সুশানের দিকে। চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

—সুশান হঠাৎ চট করে বলে উঠল, মনে পড়েছে। তোমার শার্টের কথা আমার মনে পড়েছে। গত হপ্তায় গ্লাস হাউস স্ট্রিটে ছোট্ট কাফেতে তোমায় দেখেছিলাম। তাই না?

বুচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুশানের দিকে তাকালো। মনে হয় সন্দেহ তার মন থেকে সরে গিয়েছে।

—হ্যাঁ তাই। ঠিক।

বুচ চলে গেল।

বুচ চোখের দৃষ্টিতে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা দু'জন নড়ল না।

তারপর মার্শ বলল—থুঃ। আমি তো ভাবতেই পারছি না রোলো এই ধরনের মাল নিয়ে কি করে কাজ কারবার চালায়। ঐ লোকটার জন্যে আমাদের ক্লাবের বদনাম হয়ে যাবে।

সুশান বুচের সন্দেহকে কাটাতে পেরেছে বলে মনে মনে প্রফুল্ল বোধ করতে লাগল। আর ভগবানকে ধন্যবাদ জানালো।

প্রশ্ন করলো—ও কে?

ওর আসল নাম মাইক এগান। সবাই ওকে বুচ বলেই জানে। ও সম্ভবতঃ শিকাগোর বন্দুকবাজ ছিল। ওর কাছ থেকে দূরে, সাবধানে থেকো। ও সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। কাউকে বিশ্বাস করেনা। মহা ঝঞ্ঝাটে লোক একটা। তারপর হঠাৎ মার্শ বলে উঠল—জানিনা রোলো তোমাকে রাখবে কিনা। ও হয়তো তোমাকে ভাগিয়েও দিতে পারে।

সুশান শক্ত হয়ে উঠল। সেক্ষেত্রে আমায় ফ্রেসবীর শরণাপন্ন হতে হবে আমি তো ভেবেছিলাম এটা আমার স্থায়ী চাকরী।

মার্শ হাত চাপড়িয়ে বলল, অত উত্তেজিত হোয় না। আমি অনুমান করছি মাত্র। আমি রোলোকে তোমার সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলবো।

ফ্রেসবীকে যে মার্শ বেশ ভয় পায় এটা লক্ষ্য করে সুশান বলল, একটু সরে দাঁড়াও। আমি তোমার চাপে চ্যাপ্টা হতে চাই না।

ফোনে কথা না বলে মার্শ কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এলো।—ঠিক আছে হেডার। তুমি এখন আসতে পারো। তোমার কাজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত।

হঠাৎ বাইরের দরজা খুলে শেলি ভিতরে ঢুকে ডান-বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

মার্শ তার দিকে সপ্রংশস দৃষ্টিতে তাকাল।

মার্শ তার দিকে তাকাতে সুশান জিজ্ঞেস করল ও কে?

—মাদমোয়াজেল শেলী। রোলের নিজস্ব জিনিস। কালো হলে কি হবে, চোখ টিপে মার্শ বলল মাল বেশ খাসা। তাই নয় কি?

সুশান উত্তর দেবার আগেই গিলোরী এসে ঘরে ঢুকল। গিলোরী বেশ কাছাকাছি এসে সুশানকে লক্ষ্য করতে থাকায় সুশানের নজর পড়ল তার ওপর। তারপর হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

মার্শ তার চকচকে দৃষ্টি হেনে বলল, তুমি সুন্দরী তাই গিলোরী তোমায় ঐভাবে দেখছিল। তোমার সঙ্গে আজ সকালে সবাইকার দেখা হল। আমি ভাবছি ওপরে কি ব্যাপার হচ্ছে আজ!

—লোকটা কে? যদিও ওপরে কি হচ্ছে ভেবে সুশান খুব আশ্চর্য হচ্ছিল।

—ও হচ্ছে গিলোরী। এখানকার ড্রামবাদক। নিগ্রোদের সঙ্গে আমার খুব একটা হৃদ্যতা নেই। তবে লোকটা খুব খারাপও নয়। মার্শ এখন সুশানের চেয়ে মিটিং নিয়েই বেশি কৌতূহলী।

সুশান ভাবল যে করেই হোক ওকে একবার ওপরে যেতেই হবে।—যাবার আগে আমি কি একটু সেজে নেব?

মার্শ বলল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে মেয়েদের প্রসাধনী ঘর, লেখা আছে। ওখানে গিয়ে সেজে নাও।

—তাহলে টুপী আর কোট পরার আগে আমি একবার ওপরটায় ঘুরে আসি।

ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠতেই মার্শ গিয়ে ধরতে গেল। ফাঁক বুজে সুশানও ওপরে উঠে গেল। অর্ধচন্দ্রাকার সিঁড়ি খানিকটা উঠতেই "মহিলা" লেখা টয়লেট। সুশান সেখানে না থেমে সামনের লম্বা প্যাসেজের পাশের ঘরগুলোর প্রতিটা দরজায় কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। পুরু কার্পেটের জন্য পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। তারপর 'প্রাইভেট' লেখা ঘরটায় কান চেপে কিছু স্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেল।

উইম্বিলডন কমনে ঐ বিশাল নির্জন বাড়িটার অসংখ্য ফাঁকা ঘরগুলোর কোন একটা থেকে টেলিফোনের শব্দ ভেসে আসতে থাকল।

অন্ধকার ঘরে বুড়ী পরিচারিকা সারা আলু ছাড়াতে ছাড়াতে জো কে বলল, কে আবার জ্বালাচ্ছে। জো, ফোনটা তুমি ধর।

সারা বলার আগেই জো ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। ভেবেছিল বোধহয় রং নাম্বার। বলল, হ্যালো।

ওপারে সুশানের উত্তেজিত কণ্ঠ, মিঃ ক্রফোর্ড আছেন কি?

গলার স্বর চিনতে পেরে জো বলল, হ্যাঁ, বলো জো বলছি।

—আমি গিল্ডেড লিলির চাকরীটা পেয়েছি। বলে প্রশংসা শোনার আশায় সুশান একটু থামল।

—জানতাম। ফ্রেসবীকে আমি যা বলি ও তাই করে। বল কি হল?

—ওরা সবাই রোলোর ঘরে মিটিং করছিল। আজ রাতে মিঃ ওয়েডম্যানকে ওরা আশা করছে।

—ওরা কারা? সবকিছু খুলে বলো।

—বলছি বিরক্তির সুরে সুশান বলল,—ওখানে ডাঃ মার্টিন বলে একজন ছিল। সেই বেশিরভাগ কথা বলছিল। ওদের কাছে মাদমোয়াজেল শেলি বলে এক নিগ্রো মেয়ে ছিল, রং কালো কিন্তু প্রচণ্ড আকর্ষণীয়া।

—ওসব ছাড়ো আর কে কে ছিল বলো?

—আর একজন কালো জামা পরা গিলোরী বলে এক নিগ্রো। ড্রামবাজায়। সে আমাকে চিনে ফেলেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম সে আমায় সন্দেহ করছে। কিন্তু পরে তাকে আমি বেশ ভাল ধোঁকা দিতে পেরেছি।

জো-এর মুখ বিকৃত হল। সুশান সত্যি ধোঁকা দিয়েছে নাকি মিথ্যে কথা? কালো লোকটার সম্বন্ধে নিজের ভয়ের কথা মনে এল।

—তুমি কি বলতে চাইছ! সুশানের কথা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হয়ত বুচ ভান করছে। ফাঁদে ফেলার মতলবে।

জো এর কথায় সুশান হতাশ হল এই ভেবে যে সে হয়তো জো কে খুশি করতে পারেনি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, তুমি কি খুশী হওনি জো?

—ঠিক আছে। আমি একটু চিন্তিত ছিলাম। তুমি ভাল কাজই করেছো।

—ওরা আজ রাতে ওয়েডম্যানকে আশা করছে। তারা ভুডু নিয়ে কি সব কথাবার্তা বলছিল।

—কি বলছিল?

—ভুডু এক ধরনের ডাকিনীবিদ্যা। ডাঃ মার্টিন গিলোরীকে কি সব বোঝাচ্ছিল। একটা কথা বারবার বলছিল, 'জুমবি'। ওটার মানে ঠিক বুঝলাম না। তুমি কি জান ওটার মানে?

—না খোঁজ করে দেখব।

—আমি সন্ধ্যে সাতটা থেকে মাঝরাত্তির অবধি থাকব। ওরা মিঃ ওয়েডম্যানকে রাত এগারোটায় আশা করছে।

—না উনি যাবেন না। আমি গাড়ি খারাপ করে রাখবো। ওনাকে ওসব লোকের সঙ্গে মিশতে দেবনা।

—হ্যাঁ ওরা খুব ভাল লোক নয়। আমাদের সাবধান থাকা উচিত। এক মিলিয়ন অবিশ্বাস্য ধরনের বিশাল অঙ্ক তাই না?

—দেখ আমি তোমায় একটা চাবি পাঠিয়েছি। সাবধানে রেখো ওটা। আমার কিছু হয়ে গেলে তুমি একটা স্টিলের বাক্স পাবে। ঐ চাবি দিয়ে বাক্সটা খোলা যাবে।

সন্দিগ্ধ সুশান প্রশ্ন করল, তোমার কি হবে? কি বলতে চাইছ?

আমি হয়তো ঐ কালো জামা পরা লোকটার দ্বারা গাড়ি চাপা পড়তে পারি। আমি প্রস্তুত থাকা পছন্দ করি। হয়তো কিছু হবেনা। তবু বলা তো যায়না।

সুশান ভীষণ ভয় পেল।—আমাদের কি পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত?

—না। আমার যা কিছুই ঘটুক তুমি পুলিশের কাছে যাবেনা। কারণটা তো তোমায় বলেছি। এ ব্যাপারে তোমায় কথা দিতে হবে।

—আমি ঐ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না।

—তোমাকে করতেই হবে। তোমার কথা ওরা বিশ্বাস করবে না। আর ওনাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কথা দাও।

—ঠিক আছে কথা দিচ্ছি, কিন্তু এত কাজ একসঙ্গে চালিয়ে যেতে পারব না।

জো তাড়াতাড়ি বলল, পারতেই হবে। জানি তুমি খুব সাহসী মেয়ে।

—কালকে আমি তোমাকে ফোন করব। আমরা দেখা করলে কোন ক্ষতি হতে পারে। ওরা লক্ষ্য রাখবে হয়তো!

—ঠিক আছে। আমার কিছু হলে ফ্রেসবী আছে, ও তোমায় সাহায্য করবে। ফ্রেসবীর কোন একটা গোপন ব্যাপার আমি জানি। সেকথা ঐ স্টিলের বাক্সের ভেতরে একটা চিঠিতে লেখা আছে। ঐ চিঠির ভয় দেখিয়ে তুমি কাজ হাসিল্ করবে। গুডবাই।

জো লাইব্রেরীতে গিয়ে ওয়েবষ্টারের কলেজিয়েট অভিধানটা খুলল। জুমবি। এক অলৌকিক শক্তি যা মৃতদেহকে জীবন্ত করে তোলে বলে বিশ্বাস করা হয়। কিছুক্ষণ ব্যাপারটা চিন্তা করে বুঝল রোলোরা কি চাইছে। তারপর চলল ওয়েডম্যানের ঘরের দিকে।

ওয়েডম্যানের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেবার পর সে খুলে ফেলল, এই প্রথম ওয়েডম্যান তাকে না ডাকতেই সে এসেছে।

—কে, কে ওখানে? ওয়েডম্যানের কৌতূহলী প্রশ্ন।

ঘরটা অন্ধকার। ডেস্কের ওপর একটা শঙ্কু আকৃতির আলো জ্বলছে। ঘরের পর্দা টানা। সারা ঘর বাসি গন্ধে ভরা। ডেস্কের ওপরে স্তূপাকার কাগজে ভরা। ওয়েডম্যান ডেস্কের ধারে বসে। লেজার বই খোলা।

—কি চাও। আমি তো তোমায় ডাকিনি।

—না। গাড়ির ম্যাগনেটটা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ যদি আপনার গাড়ির প্রয়োজন হয় তাই বলে রাখি।

ক্রেস্টারের মুখ শক্ত হল।

—কখন ঠিক হবে?

—এক সপ্তাহ লাগবে মনে হয়। কাজটায় সময় লাগবে। হটাৎ জো-এর খেয়াল হল ঘরে ওয়েডম্যান আর সে ছাড়া কেউ রয়েছে। ক্রেস্টারের সামনের চেয়ারে কে যেন জো-এর দিে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে। হঠাৎ জো ভীষণভাবে চমকে উঠল।

এক সপ্তাহ। ভীষণ অসুবিধা হল তো! তুমি কি শুনতে পাচ্ছো করনেলিয়াস? জো বলছে গাড়িটা সারাতে সপ্তাহখানেক লাগবে।

জো এর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, করনেলিয়াস? কিন্তু সে তো মৃত। চেয়ারে বসা লোকটা করনেলিয়াস?

—আমার আজ রাতেই গাড়িটা প্রয়োজন। তোমাকে নিয়ে বেরোবো।

জো দাঁতে দাঁত চেপে বলল, গাড়ি আজ রাতে পাওয়া যাবে না। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, ঐ চেয়ারে বসে ও কে?

ক্রেস্টার হেসে বলল—কেন জো একে চিনতে পারছো না? এ করনেলিয়াস। তুমি কি ওকে ভুলে গেলে? তারপর পাগলাটে ছোট ছোট চোখ নিয়ে নিশ্চল মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখো জো তোমায় চিনতে পারছে না। জো এদিকে এসো দেখে যাও।

জো মাথা নেড়ে বলল, না, মিঃ করনেলিয়াস মৃত। আর আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা।

ক্রেস্টার বলল—না করনেলিয়াস শীঘ্রই আবার হেঁটে চলে বেড়াবে।

জো পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ক্রেস্টার তার কব্জির ওপর চেপে বসল—জো এটা খুবই গোপন ব্যাপার। তুমি আমাদের পরিবারের একজন। এসব কথা কাউকে ফাঁস করবেনা।

সম্মোহিতের মতো জো চেয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে ক্রেস্টার আলোটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল,—করনেলিয়াসকে ভাল দেখাচ্ছে জো?

জো ভয় পেয়ে জোর করে করনেলিয়াস-এর দিকে তাকালো। দেখতে পেল সেই নিষ্প্রাণ দেহের মুখটা তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। মুখটা হাঁ করা, ফ্যাকাসে জিভ আর হলদে ছোপ দাঁত দেখা যাচ্ছে।

তীব্র কটু গন্ধে জো অসুস্থতা অনুভব করল। তার বমি পেল। ঘাম ঝরতে লাগল।

—তুমি শীঘ্রই হেঁটে চলে বেড়াবে। ওরা তোমাকে জুমবি বলে বলুক। কবরের ঐ ঠাণ্ডার চেয়ে আমার কাছে থাকা ভালো।

ক্রেস্টার-এর প্রলাপ শুনে জো-এর মনে হল লোকটা বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ পরে ভয়টা সহজ হতে সে চিন্তা করে বুঝল—রোলোরা বুঝিয়েছে যে তাঁরা করনেলিয়াসকে আবার জীবন্ত করে দিতে পারে। বদলে ক্রেস্টার তাদের মিলিয়ন পাউন্ড দেবে। কিন্তু মৃতকে কখনও জীবন্ত করা সম্ভব নয়। ওরা ধোঁকা দিয়ে ক্রেস্টারের সমস্ত পয়সা হাতিয়ে নিয়ে ওকে ছিবড়ে করে ছাড়বে।

জো হাত মুঠো করে ঠিক করল এবার থেকে ক্রেস্টারের বেরোনোই বন্ধ করে দেবে। যে করে হোক ক্রেস্টারকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচাতেই হবে। কালো জামা পড়া লোকটার ভয় ও মন থেকে তাড়াতে পারছেনা। ঐ লোকটা মিলিয়ন ডলার হাতাবার জন্য পারেনা এমন কাজ নেই।

রাত দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি হঠাৎ তার খেয়াল হল ক্রেস্টার কি করছে দেখবে। হঠাৎ একটা সতর্ক পদশব্দ তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে শুনতে পেল। তারপর যেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। জো-র বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে নিশ্চয় কিছু শোনার চেষ্টা করছে।

দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। জোর সন্দেহ হল এখুনি বুঝি কালো জামা পরা লোকটা ঘরে ঢুকে পড়বে। না, কেউ এলো না।

এবার পদশব্দটা ফিরে চলল। এবার সতর্কভাবে নয় বেশ জোরে জোরেই।

ভয়ে জো চীৎকার করে উঠল, কে? কে ওখানে? একটা গাড়ির শব্দে জো দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজা খুলতে পারল না। লকটা জ্যাম হয়ে গেছে। জানলার কাছে ছুটে এসে দেখল ড্রাইভওয়েতে রোলস রয়েসটা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে আর গাড়ি চালাচ্ছে ওয়েডম্যান।

বুচ কঠিণ চোখে সন্দেহের দৃষ্টিতে শেলির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে নিশ্চিত জানতো যে ক্রেস্টার ওয়েডম্যান ক্লাবে গিয়েছিল। বুচকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। শেলি ক্লাব থেকে ফিরতেই সে তাকে ধাওয়া করেছে।

আগে পুরো ঘটনাটা জানতেই হবে।

—মাটির পুতুলের মতো শুয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি এখানে এসো।

ঠোটে সিগারেট রেখে শেলি উদাসীনভাবে শুয়ে ছিল বিছানাতে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে খুবই চিন্তামগ্ন আর বিষাদগ্রস্ত।

—এ ব্যাপারে নাক গলাবার দরকার নেই। ওয়েডম্যানের ইচ্ছে তার ভাইকে জীবন্ত করবে। সে বিশ্বাস করে ডাক্তার এটা পারবে।

বুচ মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, টাকার বিষয়ে কি কথা হলো?

শেলি চীৎকার করে বলল কোন কথাই হয়নি।

—তুমি কি ভাবছো আমি এত বোকা?

তুমি কি সে টাকাটা নিজে দিতে চাইছো?

—তুমি আমাকে কেন অহেতুক সন্দেহ করছো? বলছি তো এ ব্যাপারে আমাকে কিছু করার নেই। ডাক্তার আর রোলো সব কিছু করছে।

—গিলোরী কেন এসেছিল?

—ড়ুডুর ব্যাপারটা ঐ তো করবে।

—টাকার লেনদেনের সময় আমি হাজির থাকবো। ওয়েডম্যানের কাছে দু'মিলিয়ন পাউন্ডটা কিছুই নয়।

—এটা রোলোর নিজস্ব ব্যাপার। এ বিষয়ে তোমার কিছু বলার নেই।

—মনে হচ্ছে তুমি চাও না যে আমি কিছু পাই।

বুচের গলা অসম্ভব ঠাণ্ডা।

তার মুখে নিষ্ঠুর হাসি। শেলি বুঝতে পারলো আর কথা বলা ঠিক হয়নি।

—তুমি তো জানো আমি ঐ জগত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছি।

—তাহলে তোমাকে আগেই খুন করবো।—

—পাগলামী কোরনা মাইক। তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি?—হেসে বলল শেলি।

বুচ মুখ বিকৃত করে বলল, তোমাকে কি করে মারবো জানো? হাঁটুর ওপরে শুইয়ে তোমার শিরদাঁড়াটা ভেঙ্গে দোব। যাতে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তোমার সাতদিন সময় লাগে।

শেলি মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, যাক ছাড়ো না ওসব কথা। ওসব নিয়ে মাথা খারাপ কোরনা। আমিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করব।

—হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শেলি বলল, ও! এসব কথা ভুলে যাও মাইক। যাও বাড়ি যাও। আমি ক্লান্ত।

মাইক শেলিকে জড়িয়ে ধরল।—আমি যখনই আসি তখনই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়। বেশ ঠিক আছে আমি ধৈর্য ধরতে জানি। তারপর শেলিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, ওয়েডম্যানের ভাইয়ের মৃতদেহটা ওর বাড়িতেই আছে, না?

শেলি হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। জানি না। কেন?

—ধর আমি গিয়ে মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেললাম। ওটা না পেলে কোন কিছুই করতে পারবে না কেউ। ওটা ফিরে পেতে গেলে ওয়েডম্যানকে আরও কিছু টাকা খরচ করতে হবে।

শেলির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি কখনও এরকম কাজ করতে পারো না।

—কেন পারব না? মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলতে পারলেই এক মিলিয়ন ডলার আমি পেতে পারি।

শেলি সরে গেল যাতে বুচ ওর মুখের ভাব বুঝতে না পারে।—তুমি কি পাগলামী করছো বুচ! এসব করলে সব কিছু ভেস্তে যাবে এই ভেবে বলল—বোকামী কোরনা। তুমি রোলোর কত কাছের লোক। এসব করলে রোলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকরা করা হবে। এটা ঠিক নয়।

—এটাই ঠিক। আসলে এ সব ঝঞ্ঝাটে তুমি নিজেকে জড়াতে চাও না, তা বেশ। আমি একাই

করব।

—তোমার সাহস হবে এসব করার? শেলি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

বুচের মুখ হিংস্রতায় ভরে উঠল। শেলিকে মারবার জন্যে সে হাত তুলল। ঠিক সেই সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

—কারোর আসার কথা আছে?

—না।

—তাহলে বাজিয়ে যাক। বেল বাজিয়ে বাজিয়ে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বেল আবার দীর্ঘসময় ধরে বেজে উঠল।

—জাহান্নামে যাক।

—জানালায় আলো দেখে বুঝতে পারছে আমি আছি।

বেলটা অবিরামভাবে বেজে উঠল।

—অসহ্য! পাগল হয়ে যাব নাকি? দেখি কে এল। বুচ অটোমেটিক একটা ভোঁতা নাকের পিস্তল নিয়ে ভয়ালভাবে দাঁত বের করে হেসে বলল—দেখো, সাবধান। যাকে তাকে ঢুকিও না।

—আমি কাউকেই ঢুকতে দোবনা।

বুচ কাঁচ লাগানো আলমারিটা দেখিয়ে বলল, আমি ওর ভেতরে লুকচ্ছি। নেহাৎ বাধ্য না হলে দরজা খুলবে না।

বেলটা অবিরাম বেজে চলেছে। শেলি নীচে নেমে গেল।

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে শেলি দেখল একটা ছায়ামূর্তি।—কে?

—তুমি কি স্নান করছিলে, নাকি তোমার প্রেমিক তোমায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিল? ডাক্তার মার্টিন প্রশ্ন করল।

—ডাক্তার আপনি এতরাতে এখানে? কম্পিত কণ্ঠে শেলি প্রশ্ন করল।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ডাক্তার বলল, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—না, এখন আমি কথা বলবনা। আমি জামাকাপড় পরে নেই।

—ওতে আমার কোন ভাবান্তর হবেনা। আমি চোখ বন্ধ করে থাকব, কাপড়-জামা ছাড়া তোমাকে একটা হাড়গিলে ইঁদুর মনে হবে।

—দূর হয়ে যাও মাতাল, লম্পট।

—শেলি!

—না।

—তাহলে কি রোলোকে বলব বুচ তোমার প্রেমিক?

—পাগলের মত কি যা তা বকছ!

—চল, চল আমাদের কিছু কাজের কথা আছে, ডাক্তার শেলিকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল।

ডাক্তার আলমারীর দিকে পেছন ফিরে আর্মচেয়ারে বসল আর শেলি ফায়ার প্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে। আলমারীর ফাঁক দিয়ে বুচ ভ্রূভঙ্গী করল।

—মিটিংটা বেশ মজার তাই না। একটু কায়দা করে চললে আমরা বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারি।

এক অশুভ আশংকায় শেলির বুক ধুক্‌পুক্‌ করছিল, সে কোন কথা বলল না।

—দুর্ভাগ্যক্রমে টাকাটা পেতে দেরী হবে। অথচ বেশ কিছু টাকা আমার এখুনি চাই। পাওনাদাররা ছিঁড়ে খাচ্ছে। তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা, আমি কি বোঝাতে চাইছি।

—তুমি আমাকে ব্লাকমেল করতে চাও? বদমায়েস।

—রোলোকে নিশ্চয় তোমার অবিশ্বস্ততার কথা আমায় বলতে হবেনা। রোলো তোমায় কুড়ি হাজার পাউন্ড দেবে বলছে। তাই না!

শেলি বুঝতে পারল বুচ তার কঠিণ দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং প্রতিটি কথা শুনছে।

—বুচ আমার কেউ নয়। কোন প্রমাণ নেই।

—আছে আছে। বুচ এসে দু'বার হর্ণ-বাজায়।

শেলি রাগে অস্থির হয়ে বুচের দিকে তাকালে। বুচ আলমারী খুলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।
—হ্যালো ডক্!

ডাক্তার ঘুরে বুচের দিকে তাকালো। বুচের চোখ ঠিকরে আগুন বেরিয়ে আসছে। বুচ শেলির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার বলল—হ্যালো ডক্। তোমার কাছে সব প্রমাণ আছে না?

—না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। ডাক্তারের গলা কাঁপছিল।

—নিশ্চয়। তোমার মত শিক্ষিত লোক শেলিকে কি করে ব্লাকমেল করবে, আমি ভাবছি তাই।

—নিশ্চয়। ডাক্তার প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করল।

বুচ শেলিকে বলল, যাও তুমি স্নান করতে যাও। ডাক্তারের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে শেলি বলল—স্নান করব!

ডাক্তার ঠেলেঠুলে উঠে চলে যেতে চাইল।—আমি যাচ্ছি। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।

—ডাক্তার, বস। নরম গলায় বুচ বলল।

—ডাক্তারের সারা শরীর যেন অসাড় হয়ে এল, সে ঝপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

শেলিকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল—যাও স্নান সেরে এস। জল বেশি গরম কোরনা। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি।

শেলি ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে জলের কল খুলে দিল।

—কিহে ডাক্তার। এবার নিশ্চয়ই ভুল বলে ফেলেছো! কিন্তু তোমার কি জীবন সম্বন্ধে ক্লান্তি এসে গেছে?

ডাক্তার ভয়ে কেঁপে উঠল। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

—পরের বার এরকম কথা বলবার সময় সাবধান থেকো।

—ধীরে ধীরে ডাক্তার উঠল। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, পরের বার মানে? মানে, আমি এখন যেতে পারি?

বুচ খেঁকিয়ে উঠল। তোমায় মেরে ফাঁসিতে ঝোলবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তুমি যদি তোমার ঝাঁপ খোলার চেষ্টা কর, তাহলে আমি গলায় দড়ি পরার ঝুঁকিটা নেব।

—আমি রোলোকে কিছু বলব না। শুধু একটু মজা করছিলাম আর কি! হিস্টিরিয়া রোগীর মত ডাক্তার বলে।

—যাও ভাগো বুড়ো বাঁদর কোথাকার। তোমায় দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার দরজার দিকে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল, যেতে যেতে শেলিকে দেখে একটু থামল। শেলির মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছায়া। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ডাক্তার। হঠাৎ শেলির গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে আসায় ডাক্তার পিছন ফিরল। মুহূর্তের জন্য প্রবল এক আতঙ্কের মধ্যে দেখল বুচ দু'হাতে একটা কম্বল নিয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে তীক্ষ্ণ চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে সে সিঁড়িটা পার হতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। ঝপ্ করে তার মাথার ওপর কম্বলটা এসে পড়ল আর সে জড়িয়ে একটা পুঁটলীতে পরিণত হয়ে গেল। পুঁটলী বাঁধতে বাঁধতে বুচ বলল—ডাক্তার তোমার আর ফেরা হল না। সবাই ভাববে তুমি জলে ডুবে মরেছো। অসহায় পুঁটলীটা হাতে ঝুলিয়ে নিল।

শেলি ভয়ে আর্তনাদ করে বলে উঠল—না না, কোর না, কোর না। তুমি পাগল হয়ে গেছ নাকি।

—সরে যাও কালো কুত্তী। বুচ এক লাথি মেরে শেলিকে ফেলে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

বুচ বাথরুমে ঢুকে বাথটবের কাছে দাঁড়াল—সহজভাবে নাও ডাক্তার। যত সহজভাবে নেবে তত তাড়াতাড়ি মরতে পারবে।

বাথটবের জলে কিছু পড়ার শব্দটা না শোনার জন্যে শেলি বাথরুমের দরজাটা লাথি মেরে বন্ধ করে দিল।

রোলো তার ডেস্কের পাশে বিশাল আর্মচেয়ারে শুয়েছিল। ঠোটে জ্বলন্ত সিগারেট। কয়েক মিনিট আগে শেলি, গিলোরী আর ডাক্তার চলে গেছে। ওয়েডম্যানও চলে গেছে মিনিট পনের আগে।

রোলো এখন জানে কেমন করে খেলাটা জমাতে হবে! বুড়ো ঘুঘু ডাক্তারটা প্রায় সারাক্ষণ কথার প্যাঁচে ওয়েডম্যানকে ভুলিয়ে রেখেছিল। ব্যাপারটা কি জানতে পারলে রোলো কি ডাক্তারকে খামোকা এক তৃতীয়াংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিত!

দরজায় আস্তে ঠক্‌ঠক্ শব্দ হল।

—ভিতরে এস।

গিলোরী ভিতরে ঢুকল।

—তোমার কি এসব পছন্দ হচ্ছে না গিলোরী? সত্যি কথা বল। দরজাটা বন্ধ করে দাও। ভয় পেওনা। বল আমাকে।

গিলোরী মাথা নেড়ে বলল, এটা ভাল হচ্ছেনা।

—তবুও তুমি কাজটা করবে বলছ?

—হ্যাঁ।

রোলোর মুখের হাঁ দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া বেরিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল।—তুমি এখনও মনে কর যে আমার কাছে তুমি ঋণী? সে সব কথা ভুলে যাও।

গিলোরী মাথা নেড়ে বলল—আমি ভুলিনা।

—তোমার মা চমৎকার মহিলা ছিলেন। তিনি এত সুন্দরী আর অহংকারী ছিলেন যে ক্রীতদাসি হয়ে থাকার অনুপযুক্ত। তাই আমি তোমার মাকে সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনে স্বাধীন করে দিয়েছিলাম। তুমি এখনও কেন সেই ঋণ শোধ করার জন্যে এত উদ্‌গ্রীব?

—তোমাকে বা অন্য কাউকেই আমার পছন্দ নয়। আমার দেশ হাইতিতে ফেরার জন্যে আমি খুব উদ্‌গ্রীব। অথচ ঋণ না শোধ করে কেমন করে যাই! এতদিনে যে সুযোগ এসেছে তা শুভ হোক বা অশুভ হোক! আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনা, কিন্তু।

রোলো উৎসাহিত হয়ে বলল, ঐ ওয়েডম্যানটা বেশ পয়সাওলা।

—কে টাকা পেল আর কে পেল না তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। অশুভত্ব ওখানে নয়। তোমরা আমাদের ধর্ম বিকৃত করেছ। ঠাট্টা করছ। এর থেকে ভালোর কিছু জন্ম হতে পারে না। যা আসবে তা অশুভ।

—আমরা মরাটাকে জীবন্ত করে দেবার ভান করছি। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে এটা তোমার পক্ষে সম্ভব। তুমি মিথ্যেবাদী। আর ওয়েডম্যান যদি তোমার কথায় বিশ্বাস করে তাহলে সে পাগল। আমি এর থেকে কিছু টাকা পয়সা হাতাতে চাই।

—ভাল হবে না।

রোলো গিলোরীর দুঃখী দুঃখী গলার স্বরে অভিভূত হয়ে বলল, কি ঘটতে পারে বলে তুমি মনে কর!

—আমি ভবিষ্যতবাণী করতে পারি না। তবু আপনাকে সাবধান করে বলছি নিজের হাত পরিষ্কার রাখুন।

রোলো দাঁত খিঁচোলো, তুমি বড় অদ্ভুত চরিত্রের। তোমাকে দেখে যা মনে হয়, তার থেকে বেশি জান বোধহয়। মরুক গে। চিন্তার কিছু নেই। যা ঝুঁকি নেবার ডাক্তার সামলাবে।

গিলোরীর চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ঘড়িতে রাত বারোটা কুড়ি মিনিট।—আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার মরবে।

রোলো বলে উঠল—পাগলের মতো কি যাতা বকছ!

—আমি বাড়ি যাচ্ছি। আজ রাতে আমার আর করার কিছু নেই।

—দাঁড়াও। যাচ্ছো কোথায়? ডাক্তার মরবে এর মানেটা কি?

গিলোরী পকেট থেকে একটা কাঠের পুতুল বার করে সিগার কেসটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করাল।

—পুতুলটা যে মুহূর্তে পড়বে, বুঝবে ডাক্তার মৃত।

—আমায় ভয় দেখানোর চেষ্টা কোর না। কর্কশ গলায় চেঁচাল রোলো, তোমার ঐ বাঁদুরে চালাকি আমি অনেক দেখেছি। ডাক্তার মরতে যাবে কেন?

—আমি ডাক্তারের মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখেছি।

ফোন বেজে উঠল। রোলো রিসিভার তুলল, হ্যালো।

একটা চড়া গলা তার কানে ভীষণ জোরে আঘাত করতে লাগল।—দয়া করে আপনি আস্তে বলুন। আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা। কে? কি পাগলের মত সব বলছেন? উত্তেজিত রোলো গিলোরীর হাতে রিসিভারটা দিয়ে বলল, দেখো তো কি বলছে।

—মিঃ ওয়েডম্যান? একটু ধরুন।

—ওয়েডম্যান! কি হয়েছে? কি বলছে? রোলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

—ওর ভাইয়ের মৃতদেহটা চুরি হয়ে গেছে, ও কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

রোলো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, কি পাগলের মতো বকছো! তুমি ঠিক শুনতে পেয়েছো? মৃতদেহ কে চুরি করবে। ওটা ছাড়া তো আমাদের সব কিছুই ভেস্তে যাবে। কে করতে পারে এ কাজ। রোলো গিলোরীর দিকে তাকালো, ডাক্তারই আমাকে ড্রাবলক্রসিং করছে নাতো? ওয়েডম্যানকে অপেক্ষা করতে বল আমি যাচ্ছি। আমরা এখুনি যাচ্ছি। সবাইকে জড়ো হতে বলো। ডাক্তারকে ডাক! বুচ, বুচ কোথায়? বুচ! গাড়ি বার করতে বল।

—ডাক্তার তো মরে গেছে!

গর্জন করে উঠল রোলো, ফেলে দাও পুতুলটাকে। রোলো দেখল পুতুলটা কখন যেন পড়ে গেছে।

ফোনের ডায়াল ঘোরাল।

—না ধরছে না কেউ। হয়তো কারোর সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

—হ্যাঁ। মৃত্যুদূতের সঙ্গে।

—চুপ কর কেলে নিগ্রো কোথাকার। যাও সবাইকে জড়ো কর।

—গিলোরী চলে যেতে রোলো আবার ডায়াল ঘোরাল। না কেউ ফোন ধরছে না।

শেলিকে ফোন করল রোলো।

অনেকক্ষণ পরে শেলি ফোন ধরল।—কে?

—এতক্ষণ ফোন ধরছ না কেন?

—কি চাও? আমি ঘুমোচ্ছিলাম। স্বরটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

—ডাক্তার কোথায়? গিলোরী বলছে ডাক্তার নাকি মারা গেছে।

—গিলোরী! তীব্র আর্তনাদ করে উঠল শেলি। চীৎকারটা এতটা আঘাত করল রোলোর কানকে যে রিসিভারটা হাত থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। রোলো শুনতে পেল অদ্ভুত একটা গোঁঙানীর শব্দ আর তারপর মেঝেতে যেন কেউ ধম করে পড়ে গেল।—হ্যালো! হ্যালো শেলি। হ্যালো! কি হল? কোন জবাব নেই।

গিলোরী ফিরে এসে জানাল—গাড়ি রেডি।

—শেলি। শেলির বোধহয় কিছু হয়েছে। রোলো তার মোটা শরীর নিয়ে টুপী হাতে গাড়ির দিকে ছুটল।

বড় প্যাকার্ড গাড়িটার স্টিয়ারিং-এ লংটম বসেছিল।

গাড়ি ছুটল শেলির অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

সিঁড়ির মাঝপথেই শেলির সঙ্গে দেখা হল। রোলো দেখল শেলির মুখটা ছাইয়ের মত সাদা। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। সারা মুখ লিপস্টিক-এ মাখামাখি।

—শেলি। কি হয়েছে তোমার শেলি? রোলো ঝুঁকে চীৎকার করে উঠল।

—বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এখুনি।

রোলো আস্তে আস্তে তার বিশাল থাবা দিয়ে শেলির কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে?

শেলির মাথা এলিয়ে পড়ল। গোঙাতে গোঙাতে বলল সে, আমাকে একলা থাকতে দাও দয়া করে।

রোলো তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল—বল ডাক্তার সম্বন্ধে কি জান? ডাক্তার কোথায়?

কাঁদতে কাঁদতে শেলি বলল—জানি না। জানি না। কিছু জানিনা।

—ঠিক করে বল। তুমি নিশ্চয় কিছু জান।

—তুমি চলে যাও।

—সময় নষ্ট করছ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গিলোরী বলল।

ক্ষেপে উঠে রোলো বলল—তুমি এখানে কেন এলে? কে আসতে বলল?

—ওয়েডম্যান অপেক্ষা করছে। মনে হয় সেটা আরও দরকারী।

রোলো শেলিকে ছেড়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বলল, তোমার ওসব ন্যাকামি ছেড়ে বুচ কোথায় আছে খোঁজ করে বলে দাও ওয়েডম্যানের ওখানে আসতে। দরকারি কাজ আছে আমার। তোমাকে কাল আমি দেখব। তারপরে গিলোরীকে পাশ কাটিয়ে তরতর করে নেমে গেল্ রোলো।

—বাথরুমটা পরিষ্কার কর শেলি। ওখানে মরার গন্ধ। আর কোন কথা না বলে গিলোরী তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

বসবার ঘরে সেডরিক স্মাইথ অবাক হয়ে বলল, —আচ্ছা তুমি তাহলে এখন অভিনয় ছেড়ে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট।

সুদর্শন যুবকটি জেরী লজ্জায় হেসে বলল, —অভিনয় আর আমার হলনা। কোন প্রশংসা পেলাম না। সুতরাং—

সেডরিক, অনেকদিন পর তার বন্ধু দেখা করতে এসেছে বলে খুব খুশি।

বিয়ারে শেষ চুমুক দিয়ে জেরী বলল, চলি, এখন আমায় থানায় যেতে হবে। মাঝে মধ্যে আসবখন।

ঘড়িতে এগারটা বাজল। তোমাকে আর আটকিয়ে রাখবো না। সেডরিককে উদ্বিগ্ন দেখাল।—মেয়েটা এত ভাল ইদানিং কেমন যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, বুঝতে পারছি না। কি করছে সে এখন!

জেরী বলল—বেশ তো, আইন ভাঙলে আমার কাছে আসতেই হবে। সত্যি বলতে কি সেডরিক আমি এখন একটা জব্বর কেসের আসায় দিন গুনছি। যদি দেখ কেউ কাউকে খুন করতে চাইছে—আমাকে একটা ফোন করে দিও।

জেরী চলে যেতে গ্লাসগুলো ধুয়ে শোবার ঘরের দিকে এগোল সেডরিক। হঠাৎ বেলটা বেজে উঠল। সেডরিক চমকে উঠল। রাত সওয়া এগারোটায় আবার কে এল?

সিঁড়ির ধাপের উপর চোখ পড়তে সেডরিক দেখতে পেল ওখানে জো ক্রফোর্ড দাঁড়িয়ে। মিস হেডারের জন্যে আমি একটা জিনিস এনেছি। শীতল কঠিন দৃষ্টিতে সে তাকাল সেডরিকের দিকে।

জো-কে সে এত রাতে আশা করেনি। সেডরিক পিছিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি? কি চাও তুমি রাত দুপুরে? হঠাৎ তার নজরে এলো একটা ট্যাক্সি আর একটা স্টিল ট্রাংক।

—এটা কি নিয়ে যাব?—ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

—দাঁড়াও আমি ধরছি—জো বলল।

—কি আছে এতে? ভয় ভয়ে প্রশ্ন করল সেডরিক।

—চুপ কর। ওর ঘর কোথায়?

—তুমি কে? এসব কি?

জো সেডরিককে চেপে ধরে কাছে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল—অ্যাই মোটকু, বল্ ওর ঘর কোথায়? চুপচাপ ঘরটা দেখিয়ে দে।

সেডরিক ভয়ে বাক্যহারা হয়ে ওপরে উঠতে থাকল। জো আর ড্রাইভার পেছন পেছন ট্রাংকটাকে বয়ে নিয়ে চলল।

সুশানের ঘরের দরজা খুলে দিল। আলো জ্বালিয়ে সেডরিক বলল—সুশান নিশ্চয় জানে? তাড়াতাড়ি এখানে রেখে চলে যাও। এটা মেয়েদের ঘর, দাঁড়িও না।

ওরা নীচে নেমে এলো। গাড়িতে চড়ে বসে জো সেডরিকের দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে বলবে আমি না বলা পর্যন্ত ও যেন ট্রাংকটা না ছোঁয়।

ঘর থেকে পালিয়ে সেডরিক রান্নাঘরে ঢুকল। এককাপ চা বানিয়ে আবার ঘরে গিয়ে বসল। না সুশানকে ব্যাপারটা জানাতেই হবে। মেয়েটা তার পছন্দ, তাই দুটো দিন তার বিশ্রী কেটেছে।

ট্রাংকটাব কথা মনে পড়তেই একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে লেগে রয়েছে মনে হল। গন্ধটা কিসের? কোথায় সে গন্ধটা আগে পেয়েছ? কি আছে ঐ ট্রাংকটার মধ্যে?

রাত সাড়ে বারোটার সময় সুশান বাড়িতে ঢুকে সেডরিককে বসার ঘরে দেখে অবাক।—শুভ সন্ধ্যা মিঃ সেডরিক! আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছেন।

গম্ভীরভাবে সেডরিক বলল—তোমার সঙ্গে কথা আছে বলে বসে আছি। যদিও জানি ও ব্যাপারে আমার নাক না গলানো উচিত, তাহলেও আমার তোমার কাছে একটা ব্যাখ্যা দাবী করা অমূলক হবেনা।

সুশান ভয় পেয়ে বলল—কেন মিঃ সেডরিক? কি ব্যাপার? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—দয়া করে দু-মিনিট সময় আমার ঘরে এসে বস। আচ্ছা মিস্ হেডার ঐ হতচ্ছাড়া লোকটা কে, যে তোমার জন্যে চিঠি আর ট্রাংক রেখে যায়?

সুশান তাকিয়ে রইল—ট্রাংক?

—হ্যাঁ এক ঘণ্টা আগে রেখে গেছে সে। আমার সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলেছে, তোমার বন্ধু না হলে আমি পুলিশ ডাকতাম।

—পুলিশ? না না।

সুশানকে সে আর আঘাত দিতে চাইল না।—অবশ্য তোমাকে না জিজ্ঞেস করে তা করতাম না। তারপর একটু থেমে বলল—আমি একজন প্রাক্তন সৈনিক, একথা ভুলে যেও না। তাছাড়া ট্রাংকটা দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

—দেখছি, আমি গিয়ে দেখছি।

—তার আগে আমাকে এসবের একটা ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়া উচিত।

সুশান হঠাৎ রেগে গিয়ে বলল—আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলানোই আমি বেশি পছন্দ করি। তা না হলে আমি আপনাকে বোর্ডিং ছাড়ার নোটিশ দোব।

সেডরিক সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—না, না, আমি দুঃখিত। আসলে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম।

ঠিক আছে মিঃ সেডরিক। যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত। মিঃ ক্রফোর্ডের সঙ্গে কথা বলে দেখব। সুশান ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল। জো যে বলেছিল একটা স্টিলের বাক্স পাঠাবে তার বদলে ট্রাংক? ওয়েডম্যানকে ক্লাবে না আসতে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওয়েডম্যান এসেছিলেন। কি যে ব্যাপার! দরজা খুলতেই কানে এল টেলিফোন বাজছে। ফোনটা ধরতে গিয়েই নাকে বিচ্ছিরি গন্ধটা এল। সঙ্গে সঙ্গে শবযাত্রার ফুলের কথা মনে এল।—হ্যালো! কালো ট্রাংকেব দিকে সুশানের চোখ।

—জো বলছি।

—কি হয়েছে? ট্রাংকটাই বা পাঠালে কেন?

—বেশি কথা না বলে শোন। ওয়েডম্যান আমাকে ধোঁকা দিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল। ওর ভাইয়ের মরা দেহটা ঔষধ প্রয়োগে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ওরা ভেবেছিল ওটাকেই জীবন্ত করবে। রোলো ভাঁওতা মেরে কিছু টাকা বাগিয়ে নেবার তালে ছিল। এখন আমি দেহটা লুকিয়ে ফেলেছি। আর চালাকি চলবে না।

—তুমি কি বলতে চাইছ জো?

—ট্রাংকের ভেতরটা তোমার না দেখলেও চলবে।

—না। সুশান চীৎকার করে উঠল।—ও জো প্লীজ—।

—আমি আর কিছু বলতে চাই না। মনে হচ্ছে কারা যেন আসছে। এক মুহূর্ত বিরতির পর জো আবার বলল, ওরা এসে গেছে। ওয়েডম্যান ডেকে পাঠিয়েছেন। ফোনের লাইনটা কেটে গেল।

সুশান ট্রাংকটার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দু-হাতে চোখ ঢাকল। ফোনটা হাত থেকে খসে পড়ল।

জো ফোনটা নামিয়ে দেখল রোলো আর গিলোরী ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে। ওয়েডম্যানের চোখে বেদনার ছায়া।

—এই হচ্ছে জো। আশা করি ও আমাদের সাহায্য করতে পারবে। জো তুমি কোথায় ছিলে? করনেলিয়াস চলে গেছে। কেউ তাকে নিয়ে পালিয়েছে। জো অনুভব করল রোলো তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে।

—গেছেন মানে কি? তিনি তো মারা গিয়েছেন। ওয়েডম্যান বললেন।

রোলো ক্রেস্টারকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার। তার আগে আমি জো-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিন।

গিলোরী ওয়েডম্যানকে শুতে যেতে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাকে নিয়ে চলে গেল। রোলো আর জো দু'জন মুখোমুখি।—তাহলে তুমিই জো। কাকে ফোন করছিলে এইমাত্র?

—আমার বান্ধবীকে।

—বান্ধবীর নাম বল।

—ওটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। তুমি জানতে চাওয়ার কে?

—তোমার মালিক কেন প্রশ্ন করল তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কি বাইরে গিয়েছিলে? জিঘাংসা ভরা গলায় রোলো বলল।

—তুমি আর নিগ্রোটা বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

—তোমার মালিক আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

গিলোরী ফিরে এলো। রোলো প্রশ্ন করল—করনেলিয়াসকে তুমিই সরিয়েছ। তাই না জো?

—ঐ মড়াটা নিয়ে আমার কি দরকার?

—বেশি চালাক সেজোনা জো। ওয়েডম্যান মৃতদেহ ফেরত পাবার জন্যে প্রচুর খরচা করতে রাজি। সময় নষ্ট না করে এসো আমরা দু'জন পার্টনার হই।

—আমি জানলে তো!

—যার কাছে মৃতদেহটা রেখে এসেছো তার ফোন ছিল। তাই না?

জোর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না।

—তোমাকে কি করে কথা বলিয়ে নিতে হয় আমার ভাল জানা আছে। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর।

—জানলে তো বলব। জো বলল।

এই সময়ে বুচ ঠোটে সিগারেট ঝুলিয়ে জো'র ঘরে ঢুকল।

—ঠিক সময়ে এসে গেছো। এই হচ্ছে জো।

—হ্যাঁ। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বুচ বলল—আমাদের দু'জনের আগেই দেখা হয়েছে।

কালো জামা পরা লোকটাকে দেখে জো তার সপ্রতিভতা হারালো। তার সাহস, আশা, শক্তি দৃঢ়তা গলে জল হয়ে গেল। জো ভয়ে কেঁপে উঠল।

জো তুমি বলবে, না বুচের সঙ্গে তোমায় একা রেখে যাব? জো সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিল, বুচের মোকাবিলা করার মতো সাহস বা শক্তি তার নেই। অত্যাচার সহ্য করার মত ক্ষমতাও তার নেই। সে কি সব বলে দেবে? কিন্তু বললেই বুচ তাকে হত্যা করে সুশানের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তারপর মৃতদেহটা বাগাবে। পরে হয়তো সুশান আর মোটা লোকটাকেও হত্যা করবে। তারপর ওয়েডম্যানের রক্ত শুষে ছিবড়ে করে ফেলবে। এ সমস্তই হবে তার দৃঢ়তার অভাবে। আর বুচও তাকে হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা দিয়ে মারবে। সে বড় কঠিন। মৃত্যুকে সে ভয় পায়না। মরতে তাকে হবেই। তাই হোক—

—বেশ আমি বলছি। মৃতদেহটা এ বাড়ির ওপরে আছে। ওপরে চলো। আমি দেখাচ্ছি।

—চালাকি করলে মরবে, রোলো ঝুঁকে পড়ে বলল।

—ওপরে আছে। তোমরা সবাই চলো।

—না, আমরা এখানেই আছি। বুচ তুমি যাও। কিন্তু সতর্ক থেকো ছোকরার ধান্দা খারাপ আছে।

—চল। চালাকি করলে কান দুটো উপড়ে নেব। বুচ বলল।

জো চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তাকে যে মরতে হবে সে জানে কিন্তু তার অবর্তমানে সুশান কি তার চিঠির কথার মত কাজ করতে পারবে? তার যতটুকু করার সে করেছে।

—আস্তে চল, দৌড়বে না, বুচ বলল।

সিঁড়ির মাঝপথে এসে জো ভাবল এবার একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু হাঁটু দুটো দুর্বল লাগছে। হৃদপিণ্ডের শব্দে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথা ঘুরছে। তারা সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে গেছে। এরপর আর সিঁড়ি থাকবে না। একটু ভুল করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। যা থাকে কপালে। কিছু করতেই হবে—

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে বুচের বুকে মারল এক ধাক্কা। বুচ চীৎকার করে উঠলো। বুচ জো'র হাত ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করলে জো তার পেটে সজোরে এক লাথি কষাল। জো'র হাত ফস্কে বুচ সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়তে থাকল।

জো কোন দিকে না তাকিয়ে একটা ছোট জানলার দিকে ছুটে চলল। জানলার পাশে ছাদ। পেছনে বোধহয় রোলো চীৎকার করে ছুটে আসছে। জানলার ফ্রেমটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিল। নড়ছে না। ভয়ে জো-র দম আটকে আসতে লাগল। শুনতে পেল রোলো গাঁক গাঁক করে ছুটে আসছে আর বুচ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের ধুলো, রঙ আর না খোলার জন্যে জানলাটা অনড়। জো কাঁধ দিয়ে জানলার কাঁচ ভেঙ্গে পাশের ছাদে লাফিয়ে পড়ল।

বুচ দৌড়ে আসতে আসতে চীৎকার করে উঠল, থাম।

জো তার কথায় কান না দিয়ে টালি আঁকড়ে তিন কোণা ছাদের প্রান্তে গিয়ে থামল। বুচ হিংস্র আর সতর্কতায়পূর্ণ মুখটা বাড়াল। তার থেকে জো-র দূরত্ব বড় জোর কুড়ি ফুট।

গর্জন করে উঠল বুচ—তুমি আসবে, না আমি যাবো?

জো-র মাথা ঝিমঝিম করছে, তবু সে বুচকে দাঁত বের করে ভেংচাল। বুচ এখন আর তার কিছু করতে পারবে না।

রোলো কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বুচকে সরিয়ে দিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে জো-কে দেখে বুচকে বলল—তখনই বলেছিলাম ছোকরাটাকে লক্ষ্য রাখ। এখন কি করবে?

—আমি যাচ্ছি।

—পাগল হয়েছো? ঐ ঢালু জায়গায় তোমার পা ফসকাবে। তারপর একটু নরম গলায় জোরে বলল, লক্ষ্মীছেলে কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে চলে এস।

—লাফ মারব সেও ভাল, কিন্তু ধরা পড়লেই আমাকে বলতে হবে।

—রোলোর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল।—বোকামী কোর না।

—না। যদিও ভয়ে, ঠাণ্ডায় জো-র দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল।

—রোলো ফিসফিসিয়ে বুচকে বলল, একটা দড়ি জোগাড় কর। ওটাকে ফাঁস লাগিয়ে ধরতে হবে। জো তুমি অকালে মারা পড়বে কেন, তার চেয়ে মড়াটা কোথায় বলে দাও, আমি তোমাকে দশ হাজার পাউন্ড দোব।

—তুমি জান না এরা আমার কি উপকার করেছে। তোমরা কোন চালাকি করে করনেলিয়াসের দেহ খুঁজে পাবেনা, কোন দিনই। এই জন্যই আমি মরতে চাই।

বুচ দড়ি নিয়ে ফিরে এল।—তুমি ছেলেটাকে কথা বলাতে থাক। আমি অন্য দিক থেকে দড়িটা ছুঁড়ছি।

রোলো কপালের ঘাম মুছে বলল—সাবধান কিন্তু, ছোড়াটা পাগল। এ মরে গেলে মৃতদেহ আর পাওয়া যাবে না। রোলো ঝুঁকে পড়ে জোকে বলল, জো, আমরা তোমার সাহায্য ছাড়াই মৃতদেহ খুঁজে নোব, তাই তোমায় ছেড়ে দেবার মনস্থ করেছি। আমরা যাচ্ছি।

—বিশ্বাস করি না।

—বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমাদের চলে যেতে দেখতে পাবে।

—তোমরা আবার ফিরে আসবে। এরকম সুযোগ হয়ত আমি আর পাবো না।

—আমি কাগজে লিখে দিচ্ছি যে, আমরা জোকে একলা থাকতে দোব। বল ঝাঁপ দেবে না?

জো-র ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে ভয় লাগছিল। রোলোর লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সে একটা আশার আলো পেল। কারণ জো যে সমাজ থেকে এসেছে, সই করা কাগজের ওপর গভীর আস্থা আছে তাদের।

জো দেখল রোলো পকেট থেকে কাগজ আর কলম বার করে কি যেন লিখতে লাগল আর বলল—কিভাবে শুরু করব? কাকে সম্বোধন করব?

জো বাঁচার আশায় এমনই বিভোর বুচ যে নল বেয়ে উঠে আসছে, তা খেয়াল ছিল না।

রোলো কাগজটা জোরে জোরে পড়তে থাকল আর জো চোখের কোণা দিয়ে কিছু নড়তে দেখতে পেয়ে ঝটকা মেরে সরে যাওয়ার আগেই তার গায়ের ওপর দড়ির একটা ফাঁস আছড়িয়ে পড়ল। তাহলে এটাও চালাকি! এবার তাকে মরতেই হবে। মুহূর্তের মধ্যে সে দড়ির ফাঁসটা গলার ওপর নিয়ে এল।

বুচ আর রোলো চিৎকার করে উঠল। গলায় ফাঁস এঁটে বসে যাচ্ছে। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। জো-র মুখ সাদা। অসহায় মৃতদেহটা ঝুলে পড়ল।

সেডরিক স্মাইথ কোটটা খুলে শোবার আয়োজন করতে যাচ্ছে, হঠাৎ সুশানের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে সে সুশানের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।—মিস হেডার! কি হয়েছে? কোন শব্দ নেই। সেডরিক সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হল। চাবি লাগানোর শব্দ।

—হে ভগবান! কি হয়েছে মিস্ হেডার? আমি তো ভয়ে মরতে বসেছিলাম।

—তোমায় এখন কিছু বলার সময় নেই। আমায় ছেড়ে দাও। সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল সে। কোথাও কোন বাড়িতে রাত দুটো বাজল। ফুলহ্যাম রোড ধরে পুটনী ব্রীজের দিকে ছোটা শুরু করল। জো'র সঙ্গে দেখা করার চিন্তায় তার মন তোলপাড় করছে। ট্রাংকের মৃতদেহটা জোকে এখুনি নিয়ে যেতে বলবে সে। পুলিশের ঝঞ্ঝাটে একমুহূর্তের জন্যও থাকবে না সে।

একটা ট্যাক্সি ধরে গ্রীনম্যানে নেমে বিশাল পাথরের গেট পেরিয়ে ড্রাইভওয়ের ওপর দিয়ে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল। ড্রাইভওয়েটা একটা বনের ভেতর চলে গেছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতে একটা প্যাকার্ড গাড়ি নজরে এল। সঙ্গে সঙ্গে জো-র কথা মনে পড়ল। পরক্ষণেই সে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেল একটা লম্বা রোগা লোক ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনই সময় একটা গলার শব্দ তার কানে এল।—ছুঁচোটাকে টেনে তুলতে পারছি না। দড়িটা কেটে দি, হতচ্ছাড়াটা নীচে পড়ুক।

সুশান সব কিছুর অস্তিত্ব ভুলে ওপর দিকে তাকিয়ে রইল। কালো জামা পড়া লোকটা তেকোণা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে। দড়ির আগায় যে দেহটা ঝুলছে, তার চুল দেখে সুশানের চিনতে ভুল হলনা। হঠাৎ দেহটা দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে আছড়িয়ে পড়ল। সুশান অনুভব করল মাটির ওপর সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। তারপর সব অন্ধকার।

আবার সজাগ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে সে চিনতে পারল বুচ, গিলোরী আর রোলোকে। সবাই মৃতদেহকে ঘিরে জড় হয়ে দাঁড়িয়ে। শুয়ে শুয়ে নিঃসাড় ভোঁতা অনুভূতি নিয়ে সে বুঝতে পারল মৃতদেহটাকে কবর দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে। বুচ টমকে এক ধাক্কা মেরে কোদাল আনতে পাঠাল।

গিলোরী বলল—কেউ যেন আমাদের লুকিয়ে লক্ষ্য করছে। আমি অনুভব করছি।

রোলো বলল—কে? কোথায়?

সুশান যে ঝোপের আড়ালে শুয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে মৃতদেহটা নিয়ে টম আর গিলোরী এগিয়ে আসতে লাগল। বুচ আর রোলো কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসতে লাগল।

এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে সে লাফিয়ে উঠে ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে দৌড় দিল। শুনতে পেল

একটা ভারী শরীর তার দিকে এগিয়ে আসছে। রোলোকে তার এত ভয় নেই, কিন্তু কালো জামা পড়া লোকটাকেই ভয়। ঝোপঝাড় পেরিয়ে ছুটতে লাগল। বুচও ছোটা শুরু করেছে।

রোলোর হাতির মত ধুপধাপ ছুটে চলার জন্যে বুচ দিক ঠিক করতে পারছিল না। রোলোকে থামতে বলে বুচ কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল। ডান দিকে সে শুনতে পেল সুশান জঙ্গলে পথ হাতড়াচ্ছে। সুশান খুব দ্রুত দৌড়তে লাগল। পিছনে বুশ। হঠাৎ সে ছোটা থামিয়ে একটা ঘন-ঝোপে ঢুকে গেল। বুচও সুশানের পায়ের শব্দ না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সুশান মাত্র বার'গজ দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছে আর ভগবানকে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

বুচ বুঝল সে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। চীৎকার করে বলল, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সুশানের দিকে বুচের পিঠ। সুশান বুঝল বুচ দেখতে পায়নি। সুযোগ বুঝে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আবার উল্টো দিকে ছুটতে লাগল। কিন্তু রোলোর লৌহ কঠিন মুঠিতে তার হাত ধরা পড়ল।—তাহলে তুমিই জো-এর বান্ধবী।

রোলো গর্জন করে উঠল, বুচ, এদিকে এস। পেয়েছি। বুচের পায়ের শব্দ পেয়ে সুশান রোলোর মাংস ভেদ করা তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় বসালে রোলো হাত ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটা শুরু করে দিল সুশান। নিজের হরিণ গতিতে ছোটায় নিজেই অবাক। রোলো নুড়িপাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ল। এখন সে গ্রীনম্যানের দিকে ছুটে চলেছে। হঠাৎ পেছনের পদধ্বনি মিলিয়ে গেল। সুশান থেমে গেল। পেছনে এক ছায়ামূর্তি তাকে লক্ষ্য করল। সামনে এক পুলিসম্যান বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

জ্যাক ফ্রেসবী সন্দিগ্ধ চোখে সুশানের দিকে তাকিয়ে গোঁফে তা দিতে লাগল। মেয়েটা সারারাত বাড়ি ছিলনা, ওর নিশ্চয়ই স্নায়ু বিপর্যয় ঘটেছে।

এগারটা কুড়ি হয়ে গেছে। জো আজ এখনও ফোন করেনি। অথচ মেয়েটা বাক্সটা চাইতে এসেছে। তবে কি জো'র কিছু ঘটেছে? বাক্সটা কি দেবে? চালাকি করতে গিয়ে যদি জো'র ফাঁদে পা দেয়?

—কিসের বাক্স? যে কেউ এসে বাক্স চাইলেই দিতে হবে? আমার কি বাক্সর ব্যবসা! একটু খেলাবার চেষ্টা করল ফ্রেসবী।

সুশান দৃঢ়ভাবে বলল—কোন্ বাক্স তা তুমি ভাল করেই জান। বাড়াবাড়ি করলে পুলিশের কাছে যাব।

ফ্রেসবী ফিসফিস করে বলল, —জো কি বলেছে? কি জান তুমি?

—তা তুমিও জান আর আমিও জানি। ঐসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।

—জো-এর কি হয়েছে?

সুশান উঠে দাঁড়াল।—হয় বাক্সটা দাও নয়তো আমি চললাম। এখানে বাজে সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই।

—আহা। যদি জানতে পারতাম জো'র কি হয়েছে তাহলে মেয়েটার মজা দেখাতাম। সেদিন মেয়েটাও একলা এসেছিল। অথচ জো এই বাড়িতেই ছিল, তাকে মৃতদেহটা টেনে নীচে নিয়ে যেতে দেখেছি। এটাই তার সর্বনাশের মূল। আজও যদি কেউ ঐরকম দেখে ফেলে। আজও—মেয়েটা সুন্দরী। ইচ্ছে হচ্ছে ধর্ষণ আর খুনের। বহু কষ্টে ফ্রেসবী নিজেকে সংযত করে বলল—এই নাও টিকিট। এটা গ্রীক স্ট্রিটের হেবিং অ্যান্ড হব্‌স নামে একটা দোকানে দশ শিলিং দিলে, ওরা তোমায় বাক্সটা দেবে।

সুশান ছোঁ মেরে টিকিট নিয়ে বলল—আমি আবার আসব। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘণ্টাখানেক পরে লায়ন্স টিপসে বসে বাক্সটা জো-র পাঠানো চাবি দিয়ে খুলে সুশান অবাক হলো। এক গোছা টাকা আর তলায় একটা চিঠি। জো লিখছে, তুমি যখন এ চিঠি পড়বে আমি তখন মৃত। কালো জামা পরা লোকটা আমাকে ধমকী দিয়ে গেছে। ও আমাকে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েডম্যানকে ছিবড়ে করার চেষ্টা করবে। পুলিসের ভয় দেখালেই ফ্রেসবী তোমায় সাহায্য

করতে রাজি হবে তবে লোকটা বিপজ্জনক। তোমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে তুমি শুধু ওকে বলবে, তুমি জান ভেরা কোথায়। তোমার মিথ্যেটা ও যেন বুঝতে না পারে। ব্যাস ঐ টুকুতেই কাজ হবে। ফ্রেসবী সম্বন্ধে অযথা জানার চেষ্টা কোরো না। অনর্থক ঝামেলায় পড়বে। যাই হোক পুলিশের কাছে যাবে না। তুমি ছাড়া ক্রেস্টারকে সাহায্য করার কেউ রইল না। এজন্যই টাকাটা দিলাম।

সুশান বুঝতে পারল না, সে কিভাবে ক্রেস্টারকে সাহায্য করবে! তবে জো বিশ্বাসী লোক। বিশ্বাসীদের তার পছন্দ।

তিনশো পাউন্ড! অনেক টাকা। ক্রেস্টারকে সাহায্য না করলে টাকাটাও তার প্রাপ্য হলো না।

ট্রাংকটার কথা ভাবল সে। জো বলেছে মৃতদেহ যেন কেউ না পায়। কিন্তু মড়াটাকে ঘর থেকে সরাতে হবে।

সেডরিক যদি খুলে দেখে ফেলে! ফ্রেসবীর কাছে সাহায্য চাইতেই হবে।

—তুমি আবার এসেছো।? আমি কিছু করতে পারব না।

—জো মারা গেছে, বলে ফ্রেসবীর মুখে সন্তুষ্ট ভাব লক্ষ্য করল। জো আমায় বলে গেছে ভেরা কোথায় আছে।

—ফ্রেসবী ধপ্ করে বসে পড়ে বলল—আর কাকে বলেছে? তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ। তুমি আর বেশিদিন পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না।

—আমি আগেই সাবধান হয়ে গেছি। আমার ব্যাংক ম্যানেজারকে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি, সাতদিন আমাকে দেখতে না পেলে ওটা খুলতে। ফ্রেসবী ধপ্ করে বসে পড়ে বলল—ভুল করলে। পুলিশ তোমায় দোসর ভাববে।

—তুমি কি চাও আমি সব কথা পুলিশকে খুলে বলি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফ্রেসবী বলল, আচ্ছা, কি চাও তুমি?

সুশান ঝড়ের বেগে ওয়েডম্যান, করনেলিয়াস, রোলো, জো সকলের কথা বলে গেল। ওয়েডম্যান মিলিওনীয়ার, টাকার গন্ধ আছে এই ভেবে ফ্রেসবী বলল, আমায় কি করতে হবে?

—মৃতদেহটা লুকোতে হবে।

—পারব না।

সুশান পঁচিশ পাউন্ড বার করে ফ্রেসবীকে বলল, বিনিময়ে এটা রাখ।

—ওতে হবে না কাজ।

—ওতে যখন হবে না তখন হয় তোমায় বিনাপয়সায় কাজটা করতে হবে নয়তো পুলিসকে আমায় সব কথা জানাতে হবে।

সুশান ভাবতে লাগল, ফ্রেসবী কি তাকে সাহায্য করবে?

ফ্রেসবী ভাবল, মেয়েটা যদি এই ধরনের ব্যবহার করতে থাকে তবে ওকে খুন করতেই হবে।

হঠাৎ ফ্রেসবী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—দাও টাকাটা দাও।

—কোথায় লুকোবে?

—বিয়ারিং ক্রসে।

—না ওটা গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুশান বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল কালো জামা পরা লোকটা আসছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে ফ্রেসবীর কাছে লুকোবার জন্য সাহায্য চাইতে ফ্রেসবী গোঁয়ারের মতো বসে রইল, তখন সুশান আলমারীর ভিতর গিয়ে লুকোলো।

আর তখনই বুচ ঘরে ঢুকে ফ্রেসবীকে নরম গলায় প্রশ্ন করল, সুশান হেডার কে?

ফ্রেসবী বুচের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে চিন্তা করে নিল সাবধানে কথা বলতে হবে।

—কে, সুশান? সুশান কি?

—ভাঁওতা দিও না চাঁদু, তুমি জান আমি কার কথা জিজ্ঞেস করছি।

ফ্রেসবী মাথা ঝাঁকাল, আমার মনে পড়ছে না কোন্ হেডার?

—আমাদের সঙ্গে দুশমনী নিশ্চয়ই করতে চাও না! তাহলে চট্পট্ বলে ফেলো, যাকে তুমি

গিল্ডেড ক্লাবে পাঠিয়েছিলে।

—ও! তার নাম তো সুশান হেডার নয়। বেটি, তার নাম বেটি ফ্রিম্যান। ফ্রেসবী বুঝল বুচ ধাপ্পাটা বোঝেনি।

—নাম যাই হোক! মেয়েটার সম্বন্ধে বলো।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফ্রেসবী বলল—আরে মেয়েরা আমার কাছে কাজের ধান্দায় আসে। বায়না দেয়। তাদের নাড়ীনক্ষত্র জানার আমার কি দরকার?

মার্শ বলেছে তুমি মেয়েটার চাকরীর জন্যে খুব চাপ দিয়েছিলে।

ফ্রেসবী বুঝল বুচ অবিশ্বাস করছে না। দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—কড়কড়ে পঁচিশ পাউন্ডের লোভ সামলানো যায়?

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল।

বুচ বলল—তাহলে সত্যিই তুমি জান না সে কে? কোথায় পাবো তাকে?

—কেন, কেন, কোন গণ্ডগোল?

—তা জানি না তবে রোলো ঐ মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে একশ পাউন্ড খরচ করতে রাজি আছে। আজ রাতের মধ্যে ওটাকে না পাওয়া গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। তুমি খোঁজ দিতে পারলে টাকাটা পাবে।

ফ্রেসবী একবার আলমারীটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, না থাক হতচ্ছাড়ীটা ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে চিঠি দিয়ে রেখেছে।

—রোলো এত টাকা কেন খরচ করতে চাইছে?

—তোমার অত সতর কি দরকার! এর পর ক্লাবে মেয়ে ঢোকাবার আগে আমায় জানাবে। নইলে তোমার ব্যবস্থা করে ছাড়বো।

ফ্রেসবী ভয়ে ভয়ে বলল—ঠিক আছে মাইক। আমি খোঁজ করব।

বুচ চলে যেতেও সুশানকে ডাকলো না। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে। মড়াটাকে নিয়েই এত কাণ্ড। আবার অনেক টাকার মামলা। মড়াটার জন্যেই মেয়েটার খোঁজ। মড়াটা তার হাতের মুঠোয়। চেষ্টা করলে মোটা উপার্জন করা যায়।

সুশান বেরিয়ে এলো বিবর্ণ মুখে।

—সবই শুনেছ নিশ্চয়ই। ঠিক আছে এসো আমরা দু'জনে মিলেমিশে কাজ করব। আমার মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি এসেছে। মড়াটা কোথায় লুকোবে!

রোলোর অফিসে অশুভ নিস্তব্ধতা। রোলোর পিছনে শেলি এবং বুচ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। রোলোই প্রথম কথা বলল—মেয়েটা তাহলে এল না। তার মানে জো-ই মেয়েটাকে এখানে ঢুকিয়েছিল।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—ঐ মেয়েটা আমাদের অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। তাছাড়া ডাক্তারের ব্যাপারটাও আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।

শেলিকে খুব করুণ দেখাচ্ছে। জীবনে অনেক বাজে কাজ করলেও, হত্যার মত ব্যাপারে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

—তোমার আবার কি হল? মনে হচ্ছে কিছু লুকোচ্ছো। ঠিক আছে কতক্ষণ চেপে থাকবে। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল ডাক্তারের টিকির দেখা নেই। গিলোরী কেমন করে জানল ডাক্তার মৃত। কেমন করে জানল গিলোরী? রোলো চেঁচালে শেলি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, থামাও এসব। ঐ বুড়োটাকে নিয়ে রঙ্গ করার সময় আমার নেই।

ইতিমধ্যে বুচ বেরিয়ে গিয়ে মার্শকে নিয়ে ফিরে এল।

—হেডার বলে মেয়েটা কে? কাজ দেবার আগে তুমি ওর খোঁজ নাওনি?

—না, স্যার। আমি—আমি ভাবতে পারছি না—আমি না—আমার কোন দোষ নেই। ফ্রেসবীর দোষ। ফ্রেসবী এর আগেও তো আমাদের অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে।

রোলো বুচের দিকে তাকিয়ে—মনে হচ্ছে ছুঁচোটার একটু দাওয়াই লাগবে।

—আমার গায়ে হাত দেবে না।

বুচ শয়তানের মত তার দিকে এগোতে লাগল। মার্শ লাফ মেরে দরজা দিয়ে পালাতে গেল। কিন্তু বুচ তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নোয়াতে নোয়াতে চোয়ালে এক ঘুষি মারল।

রোলো বলল—এসব কি হচ্ছে? আমি একটু শিক্ষা দিতে বলেছি।

বুচ হিপ পকেট থেকে একটা ৩৮ পুলিশ স্পেশাল বার করে তার বাঁট দিয়ে কাঁধে মারতে মারতে ঘরময় ঘোরাতে লাগল। মার্শ আর্তনাদ করতে লাগল। শেলি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না। মনে মনে ভাবল এই বুচের মত জাতখুনে লোকটা যদি জানতে পারে সে তার সঙ্গে ডাবলক্রস করছে, তার পরিণাম কি হবে?

—থাম! রোলোর চীৎকারে বুচ থমকাল। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মার্শের গালে আঘাত করে ঠেলে ফেলে দিল তাকে। ঘাড়ে কালসিটের দাগ নিয়ে মেঝেতে শুয়ে সে কাতরাতে লাগল।

—পুলিশ! টেবিলের লাল আলো জ্বলে উঠেছে। ওকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে হঠাও।

বুচ মার্শকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

রোলো শেলিকে বলল, চলে যাও। তোমার যে কি ব্যাপার ভাগবানই জানেন।

বছর খানেক আগে ক্লাবে একবার পুলিস এসেছিল, আজ আবার। এই পুলিস আসার পেছনে কি মেয়েটার হাত আছে! ওপরের ঘরে আবার ওয়েডম্যানকে তালাবন্ধ রাখা আছে। রোলো তাড়াতাড়ি খাতাপত্তর খুলে বসল।

দরজায় টোকা পড়াতে রোলো বলল—ভিতরে আসুন।

লোকটি ঢুকে বলল, আমি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডামস, মিঃ রোলো।

লোকটাকে দেখতে পুলিশের মত না হলেও খুব একটা নিরাপদও নয়।

—বসুন। চুরুট খান।

—ধন্যবাদ। পুলিসের কাজে বেশী পয়সা নেই, ওসব চলে না। নাইট ক্লাবওয়ালাদের অনেক পয়সা।

—আপনি কি নাইট ক্লাবের লাভের অলোচনা করতে এসেছেন?

—না, আপনি আশা করি ডাঃ হার্বার্ট মার্টিনকে চেনেন?

—হ্যাঁ।

—জলপুলিশ কয়েক ঘণ্টা আগে জল থেকে তার মৃত দেহ উদ্ধার করেছে।

রোলো ভাবল ডাক্তার তো আত্মহত্যা করার লোক নয়, তাহলে কি হত্যা? এর ফলে পুলিশ তার সবকিছু পরীক্ষা করার সুযোগ পাবে।

রোলো বলল—আমি দুঃখিত, মিঃ অ্যাডামস।

সার্জেন্ট লক্ষ্য করল রোলো সত্যিই বিস্মিত। সে ভেবেছিল এর পেছনে বুঝি রোলোরই হাত আছে।—কখন তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে আপনার?

—আমার সঙ্গে দেখা করে ঠিক এগারোটার পরেই চলে গিয়েছিল।

—কি জন্য এসেছিল?

—খুব আড্ডাবাজ ছিল তো তাই। তার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে।

—তার মনে কিছু ছিল বলে মনে হয়?

রোলোর মনে হল পুলিস এটাকে আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করছে। বলল—হ্যাঁ। টাকাকড়ি নিয়ে খুব টানাটানি চলছিল। আমার কাছে ধার চেয়েছিল, আমি দিতে পারিনি। জানতাম যদি ও ডুবতে যাচ্ছে, তাহলে কি—

—আমি তো বলিনি ও আত্মহত্যা করেছে।

—তাহলে কি?

—হয় দুর্ঘটনাবশতঃ নদীতে পড়ে গেছে। নয় কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে কিংবা আত্মহত্যা করেছে। যে কোন একটা কারণে তার মৃত্যু হতে পারে।

—হত্যা, আঘাতের চিহ্ন আছে?

—ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। বেঁটে মানুষ, এগানের মত যে কেউ একটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে পারে।

—এগানের নাম করলেন কেন?

—উদাহরণ দিলাম। তা এগান কোথায়?

—জানি না, আজ সন্ধ্যেয় ক্লাবে আসেনি।

—মজার ব্যপার মনে হল, আসবার সময় দেখলাম।

—ভুল করছেন বোধহয়।

—তাহলে ডাক্তারের ব্যাপারে আমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারবেন না?

—না, আমি শুধু ওর টাকার অভাবটাই জানতাম।

—আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, ডাক্তার যেরকম অনুসন্ধিৎসু লোক ছিলেন, তাতে কারোর ব্যাপারে কিছু জেনে ফেলেছিলেন—। এগান সম্বন্ধে কিছু যদি জানতে পেরে থাকেন—।

—আপনি বার বার এগান এগান করছেন কেন?

—ছোকরাটাকে আমি একবার হাতের মুঠোয় পেতে চাই।

রোলো ভাবল, ডাক্তার কি তাহলে এগান সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিল? শেলির অদ্ভুত ব্যবহারের কথা মনে পড়ছে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে এল।

—আপনার কিছু মনে পড়ছে কি মিঃ রোলো?

—না। দুঃখিত, আর কিছু সাহায্য করতে পারবো না।

—যাক আবার দেখা হবে। অনেক কিছু জানতে বাকী। চলি।

হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকলেন ক্রেস্টার ওয়েডম্যান। ওয়েডম্যান উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরে ঘুরপাক খেতে লাগলেন।—এখানে আমার ভাল লাগছে না, বাড়ি যাব।

—আপনাকে যেন চেনা চেনা লাগছে। অ্যাডমস প্রশ্ন করল।

ওয়েডম্যান এ্যাডমসকে খেয়াল না করে উত্তেজিত হয়ে রোলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার ভাইকে শীঘ্র খুঁজে বের কর। সে কোথায়?

ওয়েডম্যানকে কাঁধ চাপড়িয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল। বসুন, অ্যাডমস চলে গেলে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব।

অ্যাডমস-এর মনে সন্দেহ দানা বাঁধল বেঁটে ওয়েডম্যানকে দেখে, ভাবল কিছু একটা ব্যাপার আছে।—উনি কে?

রোলো অ্যাডমসকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ও আমার বন্ধু নিকোলাস। জন নিকোলাস। মাথার গণ্ডগোল আছে। ও মনে করে ওর ভাই হারিয়ে গেছে, কিন্তু আসলে কোনদিনই ওর কোন ভাই ছিল না।

অ্যাডমসকে বিদায় করে বুচের সঙ্গে মুখোমুখি হল রোলো।—ওয়েডম্যানকে কে ছাড়ল? পুলিশটা ওকে দেখল।

—ওটা মার্শের কাজ। বদমাইসী করেছে। ওটাকে আমি খুন করব।

এদিকে রোলো ঘরে ফিরে আসতেই ওয়েডম্যান বলল—কালকের মধ্যে আমার করনেলিয়াসকে খুঁজে বার না করতে পারলে আমি পুলিশের কাছে যাব।

—পুলিশ আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। বরং আমাকে দশহাজার পাউন্ডের চেক লিখে দিন। কালই যদি ভাইকে ফিরে পেতে চান, ওকে আনবার জন্য ঐ টাকাটা আপনাকে খরচ করতে হবে।

—আমার কাছে টাকা নেই। করনেলিয়াসকে আমি সব টাকা দিয়ে দিয়েছি, সেই দেবে।

—টাকা নেই মানে, কি ব্যাপার?

—তিন মিলিয়ান পাউন্ডের বন্ডে টাকাটা আমি ওর কোমরে জড়ান বেল্টের ভেতর রেখেছি। টাকাটা ওর কাছেই নিরাপদে থাকবে তাই।

দূরাগত মেঘের গুরুগুরু গর্জন। শহরের মাথায় কালো জমাট মেঘ। বৃষ্টি হয়ে থেমে গেছে

কিছু আগে।

ট্যাক্সি থেকে ভারী ট্রাঙ্কটা নামাতে ফ্রেসবীরও কষ্ট হচ্ছিল। পেছন থেকে সুশান বলল, আমি ভেতরে আসতে চাই না।

ফ্রেসবী তিক্ত স্বরে বলল, তোমাকে আমার কথামতো কাজ করতে হবে, নইলে আমি এসব ব্যাপার থেকে সরে যাবো।

ফ্রেসবীর কথা তার কানে ঢুকল না। সে ভাবতে লাগল যদি কেউ তাদের ঐ গলিতে ট্রাঙ্ক সমেত দেখে ফেলে? কান খাড়া করে সে শোনবার চেষ্টা করল কিন্তু নিজের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি, ফ্রেসবীর গভীর শ্বাসের শব্দ আর দূরাগত গাড়ির আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

একটা একঘেয়ে বিরক্তির সুরে ফ্রেসবী বলে চলল, আমি এ কাজ আপনা থেকে করতে পারব না। তোমাকে সাহায্য করতে হবে। পয়সার ঝনঝন্ আওয়াজ পেয়ে সুশান বুঝল ফ্রেসবী পকেটে কিছু খুঁজছে।—হ্যাঁ পেয়েছে। এক মুহূর্ত পরেই চাবি ঢোকানোর আওয়াজ সুশান শুনতে পেল।

দরজা খুলে গলিটায় এক ফালি আলো এসে পড়ল।

ফিস্‌ফিস্ করে সুশান বলল, আমরা কোথায় এসেছি?

—এটা টেড (Ted) হুইটেবীর কারখানা।—তাড়াতাড়ি এস। কেউ দেখে ফেলবে।

ট্রাঙ্ক সমেত ধরা পড়ার ভয়ে সুশান ফ্রেসবীর সঙ্গে হাত লাগিয়ে জরাজীর্ণ প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল। হঠাৎ মেঘের গর্জনের আওয়াজে সুশান দেওয়ালে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। দেওয়ালে লাগানো কাগজের খস্‌খস্ আওয়াজে সুশান কাঠ হয়ে গেল।

ফ্রেসবী তাকে ঠেলা মেরে বলল, চলো আমরা মালটাকে গুদামে নিয়ে যাই।

—কোন গুদাম ঘরে আমি যাচ্ছি না। আমার ভয় করছে। আমি অনেক করেছি, আর নয়।

—কচি খুকী সেজো না, এতটা এগিয়ে ফিরে যাওয়া যায়? কাজ যখন একলা করবে ভেবেছিলে তখন তো খুব সাহস দেখিয়েছিলে। এখন সময় নষ্ট না করে এগিয়ে এসো দেখি।

সুশান ভাবল তার দেখা দুঃস্বপ্নগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ। ফ্রেসবী তার হাত ধরে ঝাঁকুনী দিল—ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? তোমার মতই আমারও কাজটা করতে ভাল লাগছে না।

সুশান হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রেসবীর অন্য হাতটা তাকে আটকে দিল। ফ্রেসবীর জামার দুর্গন্ধ, মুখে বিয়ারের গন্ধ তার নাকে এল।

নিজের ভয়কে সংযত করে, ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে সুশান বলল, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি। আমার সঙ্গে ওরকম করলে—যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে চিঠিটা রয়েছে।

বিড়বিড় করতে করতে ফ্রেসবী ছেড়ে দিল—বেশ তাই যদি মনে কর তো যাও, ট্রাঙ্কটা ফেরত নিয়ে গিয়ে ঘুমোওগে। দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি ডাকি।

ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্কটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চিন্তায় ভয়ে সিটকে গেল সুশান—না না ওটা আমার ঘরে রাখতে পারব না।

—এসো, পথে এসো। তোমাকে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখানে কি ট্রাঙ্কটা নিয়ে ছেলেখেলা করতে এসেছি? খালি বকর বকর।

সুশানের হাতটা ট্রাঙ্কটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নড়ে উঠল। ফ্রেসবী আগে আগে নামতে লাগল, সুশান পেছনে ধরে রইল যাতে ট্র্যাঙ্কটা গড়িয়ে না পড়ে যায়।

সিঁড়ির নীচে নামার পর ফ্রেসবী জিজ্ঞেস করল, সুইচটা খুঁজে পাচ্ছিনা। দেশলাই আছে তোমার কাছে?

কাঁপা গলায় সুশান বলল—নেই। ফ্রেসবীর সঙ্গে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। তার ভয় হচ্ছিল ফ্রেসবী হয়তো অন্ধকারের মধ্যে তাকে চেপে ধরবে। আবার বুঝল মাথা ঠিক না রাখলে ফল আরো খারাপ হবে। হঠাৎ সে একটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেয়ে সুইচটার আশায় এগিয়ে যেতে তার সঙ্গে কিছু একটা ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল। সুশান থেমে গেল।

—তুমি ফ্রেসবী নাকি? তার হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল।

ঘরের অন্যপাশ থেকে ফ্রেসবী জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুশান অন্ধকারে হাত বাড়াতে সে কোন পুরুষের মোটা জামার হাতার স্পর্শ পেল। সে জানত এ ফ্রেসবী নয়। কারণ ফ্রেসবী অন্যপ্রান্তে সুইচ খুঁজতে হাতড়িয়ে দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ মেঘ গর্জনের আওয়াজ সুশানের আর্ত চীৎকারকে ডুবিয়ে দিল।

—কি ঝামেলা হল আবার?

দু'হাতে মুখ ঢেকে সুশান বলল—এখানে কেউ আছে?

—মাথা ঠিক রাখ। এখানে সব 'ডামি'। সেই মুহূর্তে সুইচটায় হাত ঠেকতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠল।

সুশান দেখল সে এক শয়তানের সামনে দাঁড়িয়ে আর সে তার জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে এল। তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না মূর্তিটা মোমের তৈরী।

তার একটা হাত ধরে ফ্রেসবী বলল, উত্তেজিত হয়ো না, এগুলো মোমের প্রতিকৃতি মাত্র।

ভয়ার্ত চোখে সুশান বিশাল ঘরটা দেখতে দেখতে ফ্রেসবীর গা ঘেঁষে এল। সারা ঘরটা মোমের মূর্তিতে ভরা। কোনটা বসে, কোন মূর্তিটা দাঁড়িয়ে। সবগুলোই ঘৃণ্য, শয়তান আর ভয়ঙ্কর দেখতে।

ফ্রেসবী বলল, তোমাকে আগে থাকতে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল আমার। 'হুইটেবী এলিফ্যান্ট আর ক্যাসেল'এর ভায়ের জাদুঘরে মূর্তি সাপ্লাই করে। বেশ সুন্দর দেখতো, তাইনা! এদের সঙ্গে সারারাত কাটাতে তোমার কেমন লাগবে? আমি তোমায় বলেছিলাম না, আমি বেশ চালাকি করে এই মূর্তিগুলোর ভীড়ে মড়াটাকে ঢুকিয়ে দোব, আর কেউ খোঁজই পাবে না।

সুশানের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। নিশ্চল মূর্তিগুলোর দিকে তাকাবার সাহস তার হচ্ছিল না। যদি সে ভয়ে চীৎকার করে ফেলে ফ্রেসবী তাহলে তাকে আক্রমণ করে বসবে।—আমাকে সাহসী হতেই হবে। আমি মূর্তিগুলোর দিকে তাকাবো না।

—হুইটবীর কাজকর্মের এই গা ছমছমে জায়গায় নিজের ইচ্ছেয় থাকতে চাই না।

ফ্রেসবীর ওয়েস্ট কোটটার দিকে দৃষ্টিটা স্থির রেখে সুশান প্রশ্ন করল, আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?

—আমরা এখানে মড়াটার মুখে-হাতে মোম লাগাব। তাহলে ঐ মড়াটাও মোমের মূর্তি হয়ে যাবে। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, টেড নিজেও নিজের তৈরী মূর্তির ভীড়ে মড়াটাকে খুঁজে পাবে না।

নিরুত্তেজ হয়ে সুশান বলল, মোম লাগাতে হবে?

—হ্যাঁ, খুব একটা কঠিন কাজ কিছু নয়, খালি মোম গলিয়ে মুখের ওপর ঢেলে দিলেই ওটা মুখোশের মত হয়ে যাবে। তবে তোমার সাহায্য ছাড়া একলার পক্ষে কাজটা কঠিন হয়ে যাবে।

—না। চীৎকার করে সুশান সিঁড়ির দিকে পেছোতে থাকল। না, আমি এসব সহ্য করতে পারছি না।

ফ্রেসবী হিংস্রভাবে তার দিকে এগিয়ে এলো, গালাগালি করতে করতে বলল—ছেলেমানুষী কোর না। স্থির হও।

সুশান সম্পূর্ণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ফ্রেসবী তাকে ধরবার জন্যে ঝাঁপ দিল। থাম। দাঁড়াও। যেওনা। ফিরে এস।

অন্ধের মত সিঁড়ি বেয়ে সুশান প্যাসেজ বেয়ে এসে দরজা খুলে ছুটতে লাগল। ফ্রেসবী সিঁড়ির মাথায়। যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। সুশান তার নাগালের বাইরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল অন্ধের মত সুশান ছুটে চলেছে।

এই ঘটনার কয়েক মাইল দূরে গ্রেসভেনর স্ট্রিট থেকে একটা সবুজ রং-এর প্যাকার্ড গাড়ি মার্টিনের ছোট্ট বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল।

রোলো গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভার লংটমকে বলল, বেশী দেরী হবে না। যদি কোন পুলিশ নজরে আসে তাহলে বেল বাজাবে।

একগোছা চাবি নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে দরজাটা খুলে গেল। ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ

করে দিয়ে বসবার ঘরে দিয়ে ঢুকল রোলো। সে যার খোঁজ করছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল। কোন এক সময় ডাক্তারের কাছ থেকে সে জানতে পেরেছিল যে সে ডায়েরী লেখে। আজ সে কথা মনে আসতেই ডায়েরীর খোঁজে এখানে এলো রোলো। যে মুহূর্তে সেটা পেয়ে গেল, দরজায় তালা লাগিয়ে আবার গাড়িটাতে এসে বসল। টমকে ফালতু গাড়িটা নিয়ে একটু ঘুরতে বলে ডায়েরীর পাতা ওল্টাতে লাগল। হাতের লেখা সুন্দর, সাজানো।

সুন্দর হস্তাক্ষরে মার্টিন লিখছে, আজ রাতেই আমাকে শেলির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। নইলে আর সুযোগ পাবো না। ওয়েডম্যানের বিশাল সম্পত্তির একটা অংশ সে পাবে। কিন্তু রোলো যদি জানতে পারে বুচ আর শেলি প্রেমিক-প্রেমিকা তাহলে আমার কপালে কানাকড়িও জুটবে না। ফলে আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে বুচকে কিছু খসাতেই হবে। মিটিং শেষে ওদের কাছে গিয়ে চমকিয়ে দেব।

রোলোর কাছে পুরো ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে যেতে লাগল। বুচ আর শেলি প্রেমিক-প্রেমিকা এটা তার বোঝা উচিত ছিল।

নিজের ওপর খানিকটা রাগ নিয়েই ভাবতে শুরু করল ডাক্তার তাহলে শেলির বাড়ি গিয়েছিল, ওখানে বুচ তাকে খুন করেছে। শেলির অস্বাভাবিক আচরণের ছবিটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দুটোকেই মজা দেখাতে হবে। তারপরেই ওয়েডম্যানের কথা মনে পড়ল। বেয়ারার বন্ডে তিন মিলিয়ন ডলার—অবিশ্বাস্য। এটা পেতে হলে তাকে প্রথমেই মড়াটাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার জন্যে বুচকেই তার প্রথম প্রয়োজন। প্রতিশোধের চিন্তাটা অবচেতন মনেই থাক।

মেয়েটাকে খুঁজে বার করাই তার প্রথম কাজ। বুচ রাস্তায় রাস্তায় মেয়েটার খোঁজ করছে, কিন্তু লন্ডনের মতো বিশাল শহরে হয়তো তাকে পাওয়াই যাবে না। কিংবা অনেক সময় লাগবে।

লংটমকে নির্দেশ দিল রোলো—গিলোরীর ওখানে চলো।

মিনিট কয়েক পরেই গাড়িটা এথেন কোর্টে এসে পৌঁছল।

লংটমকে অপেক্ষা করতে বলে সে বাড়ির ভেতর লিফ্টের দিকে এগিয়ে গেল। লিফ্টে চড়ল। শব্দ করে লিফ্টটি তাকে পাঁচতলায় পৌঁছে দিল।

রোলো এটা ভেবে খুশী হলো যে সে ডায়েরীটার খোঁজ পেল বলে পরিকল্পনা মাফিক জরুরী কিছু কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে, তা না হলে হয়তো হঠকারিতায় ভয়ানক কিছু একটা করে বসত। বুচ আর শেলিকে শাস্তি দিতে হলে তাকে ঠিক করে রাখতে হবে যাতে পুলিশ এর মধ্যে নাক গলাবার সুযোগ না পায়।

অধৈর্যের মতো বোতাম টিপল রোলো। দরজা খুলে গেল। গিলোরী দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল আপনি আমার এখানে কখনও আসেননি। কোন বিপদ—

রোলো বড় ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। একটা সিগার ধরিয়ে চিন্তাগ্রস্তভাবে গিলোরীকে বলল, আমাদের করনেলিয়াসের মড়াটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

গিলোরী ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—কেমন ভাবে তা সম্ভব?

নিগ্রোটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রোলো বলল—আমি বিশ্বাস করি একাজটা তুমিই পারবে। এত দিন তুমি বলে বেরিয়েছো আমার কাছে তুমি ঋণী, এখন আমি তোমায় বলছি মড়াটা খুঁজে তুমি আমার ঋণ শোধ কর। এ কারণেই আমার তোমার কাছে ছুটে আসা।

গিলোরী পায়চারী করতে করতে বলল—মেয়েটা জানে মড়াটা কোথায় আছে। ছোট কাঠের পুতুলের মাথায় আঠা লাগানো পুতিটা টোকা মারতে মারতে বলল, এটা আমাদের তার কাছে নিয়ে যেতে পারে।

—বুচ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছিনা, তুমি তাড়াতাড়ি মড়াটা খুঁজে পাবার একটা উপায় বলে দাও।

গিলোরী কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, মেয়েটা কোথায় লুকিয়ে আছে আমাকে খুঁজে দেখতে হবে। এর জন্যে আমার ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু বেশী সময় লাগতে পারে। আমি হাইড পার্কে ঢোকবার গেটের মুখে তার সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। ওখানে অপেক্ষা করুন। একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু ওখানে সে আসবেই।

রোলো তার মুখ বিকৃত করে বলল, কি, বলতে চাও কি তুমি?

গিলোরী পুতুলটাকে মেঝের ওপর দাঁড় করাল। কার্পেটের একটা চৌকো ঘরকে দেখিয়ে বলল, আসুন আমরা কল্পনা করি এটা হাইড পার্ক। যে মুহূর্তে পুতুলটা চৌকো ঘরটায় পৌঁছাবে সেই মুহূর্তে মেয়েটা হাইড পার্কে পৌঁছাবে। তাকে দেখলে আপনি কোন কথা না বলে অনুসরণ করবেন। দেখবেন সেও যেন আপনাকে দেখতে না পায়, তাহলেই দেখবেন আপনি করনেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে পৌঁছে গেছেন। বুঝেছেন?

রোলো অসহায়ভাবে পুতুলটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, গিলোরী দেখো ব্যাপারটা খুব জরুরী। আমাদের সময় নষ্ট করার সময় নেই। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।'

অন্যমনস্কভাবে গিলোরী বলল—যদি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার মত ধৈর্য আপনার থাকে তবেই তার দেখা পেতে পারেন।

রোলো সম্মতি জানিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে গাড়িতে এসে বসে থমকিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল। ওপর তলা থেকে ঢাক বাজানোর শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা শুনতে শুনতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুম...বুম...যেন বিশাল কোন জলরাশি তার দিকে গড়িয়ে আসছে।

অস্বস্তিকর কণ্ঠে লংটম রোলোকে প্রশ্ন করল, আপনি কি কিছু শুনতে পাচ্ছেন? শব্দটা কিসের? ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।

রোলো বলল—কিছুই নয়। গিলোরী তার ঢাক পেটাচ্ছে। তারপর খানিকটা সন্দেহভরা মনে মুখটায় হাতটা বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমরা এখন হাইড পার্কে যাব। একটা ছুকরী মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে সেখানে।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমস বাসের কন্ডাক্টরকে শুভরাত্রি জানিয়ে নেমে ১৫৫এ, ফুলহাম রোডের বাড়ির দরজায় বেল টিপতে টিপতে একটু থমকাল। দেখল এখন প্রায় মধ্যরাত্রি। ভাইনস্ট্রিট পুলিশ স্টেশনের ডেস্ক সার্জেন্ট তাকে সেডরিক স্মাইথের চিরকুট দিলেও তাঁর মেজাজ কিন্তু খুশী হয়নি। কিন্তু সে সেডরিকের বাড়ির কয়েক'শ গজ দূরেই থাকে বলে দেখা করতে এসেছে।

সেডরিক দরজা খুলে তাকে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে বলল, যাক্ এসেছো তাহলে, ভেবেছিলাম আসবে না।

অ্যাডমস অধৈর্যের সঙ্গে বলল, আমি একটুও দাঁড়াতে চাই না, সারাদিনটাই দাঁড়িয়ে কাজে কাটিয়েছি। এখন শরীরটা বিশ্রাম চাইছে, বল ঝামেলাটা কি?

দরজা খুলে সেডরিক তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আরে ভাই, ব্যাপারটা এতই গোলমেলে যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। ভেতরে এস। তুমি জান আমি সবসময় খুশী থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু এখন আমি ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

অ্যাডমস মুখ বেঁকিয়ে বলল, বেশ চল। তোমার দুশ্চিন্তা আমার ভাল জানা আছে। বেড়ালের গায়ে মাছি বসলেও তুমি দুশ্চিন্তায় সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারোনা।

শান্তভাবে সেডরিক বলল, বেড়াল! আমি ঐ নোংরা জানোয়ারটাকে অপছন্দ করি। তাছাড়া আমার পোষা কোন বেড়াল নেই। তোমার উপদেশের আমার বিশেষ প্রয়োজন। জানি তুমি পরিশ্রান্ত। নাও পান কর, হুইস্কি না বিয়ার?

জেরী তার লম্বা পা ছড়াতে ছড়াতে বলল, হুইস্কিই দাও। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী না ফুলিয়ে চট্ করে বল তো আসল ব্যাপারটা কি? কোন বোর্ডার কি তোমাকে পয়সা না দিয়ে পালিয়েছে?

সেডরিক ঠোঁট চেপে বলল, জেরী তুমি কি কিছুতেই আমার অবস্থাটা বুঝতে চাইবে না? তুমি সত্যিই নিষ্ঠুর। আমি তোমায় বলছি ব্যাপারটা বেশ জটিল, তোমাদের পুলিশি আওতায় আসতে পারে।

অ্যাডমস চট্ করে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তাই নাকি কি করে বুঝলে?

—আমি প্রথম থেকেই শুরু করি তাহলে, সেডরিক ধীরে ধীরে জবাব দিল। দুটো বড় গ্লাসে হুইস্কির সঙ্গে সোডা মিশিয়ে একটা জেরীকে দিল, একটা নিজে নিল। তারপর মুখোমুখি বসে

পড়ল।

জেরী আর্মচেয়ারটায় আরাম করে বসে বলল, ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ধীরে সুস্থে সাজিয়ে গুছিয়েই বল।

—হাসবার কিছু নেই। তিক্তস্বরে বলে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সেডরিক বলল, এটা এখন আমার খাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা জানিনা, সম্ভবতঃ সারারাত জেগে কাটাতে হবে।

—হয়তো তাই হবে। নীরস ভাবে জেরী বলল, আজ জাগলে কাল তুমি ঘুমতে পারবে, আমার তা হবে না, পুলিশের কাজ বুঝতেই পারছ।

—তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করতে পারো কিন্তু আমি মিস্ হেডারের জন্যে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কোন একটা কিছু ঘটতে চলেছে, যা আমার ঠিক পছন্দ নয়।

—আবার তোমার সেই মিস্ হেডারের কথা। কেন সে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দিয়েছে?

—না, তাকে অপরাধীসুলভ লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখছি।

—অপরাধীসুলভ বলতে তুমি কি বোঝ? অ্যাডমস হাসল।

—জো ক্রফোর্ডের মুখোমুখি হলে আমি অনেক কিছুই বুঝি।

—জো ক্রফোর্ড? কে সে?

—আমিও সেটা জানতে চাই। সে এখানে আমাকে মিস্ হেডারের নামে একটা চিঠি দিতে এসে আমার সঙ্গে প্রচণ্ড অভদ্র ব্যবহার করেছে। না দেখলে বুঝতে পারবে না তার চোখের দৃষ্টি কি রকম! আমি কাউকে ভয় পাই না, আমাকেও সে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

—সে চিঠি নিয়ে এসেছিল?

—তাহলে আর বলছি কি। এমনই বেপরোয়া লোক যে চিঠির মুখটা ভাল করে বন্ধও করেনি, তাই আমি চিঠিটা পড়া উচিত মনে করেছি।

—তোমার এই অভ্যাসই তোমাকে একদিন বিপদে ফেলবে।

—তা নিশ্চয়, কিন্তু খামের মুখটা খোলা ছিল বলেই পড়বার কথাটা মাথায় এলো। আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু অহেতুক কৌতূহল আমার পছন্দ নয়। যতদূর মনে পড়ছে তাতে লেখা ছিল ২৪ সি, রুপার্ট কোর্টে ফ্রেসবীর এজেন্সিতে যাও। তোমাকে ঢুকিয়ে দেবে। সই ছিল জে-সি।

অ্যাডমস হঠাৎ উঠে বসে বলল, ঠিকানাটা ঠিক বলছো তো?

—নিশ্চয়। জেরীর কৌতূহল দেখে সেডরিক প্রশ্ন করল, তুমি ফ্রেসবীর এজেন্সী চেনো?

অ্যাডমস আবার ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

—শুনেছি। সতর্কভাবে সে বলল। মনে মনে চিন্তা করল যে, সম্প্রতি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জ্যাক ফ্রেসবীর কার্যকলাপ সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে পড়েছে। ভেরা স্মল নামে ওয়েস্ট এন্ড স্টোরের এক কর্মচারিনীর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের ব্যাপারে পুলিশ ফ্রেসবীকে সন্দেহ করছে। ভেরার নিখোঁজে ওর বাবা-মা-ই পুলিশকে ডায়েরী করেছে। পুলিশের কাছে একটা ঝাপসা রিপোর্ট এসেছে ভেরাকে শেষ দেখা যায় ২৪ সি, রুপার্ট কোর্টে। তারপর থেকে তার আর কোন খোঁজ মেলেনি। সন্দেহজনক লোক বলে কয়েক সপ্তাহ পুলিশ তার ওপর নজর রেখেছে। ওয়েস্ট এন্ডের সুসজ্জিত ফ্ল্যাট বেশ্যাদের ভাড়া দেওয়াটাই তার লাভজনক ব্যবসা। আর এর থেকে ফ্রেসবী বেশ টাকা কামাচ্ছে। ফ্রেসবী মেয়েদের কাজ খুঁজে দেয়, মানে দুনম্বরী কাজ।

বেশ তারপর? বল—

সেডরিক ট্রাঙ্কটার আনা আর তা দেখে সুশান কেমন ভেঙ্গে পড়েছিল তা বলল,—সে সারারাত দরজায় তালা দিয়ে বাইরে পড়েছিল। তারপর আজ সে একটা রোগা পাতলা বয়স্ক লোকের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়েই আবার ট্রাঙ্কটাকে টানতে টানতে নিয়ে নেমে এলো।

আমি সুশানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, ওকে ডাকলাম কিন্তু বুঝলাম ও এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত যে আমার ডাক ও শুনতে পায়নি। উল্টে বয়স্ক লোকটা উদ্ধতভাবে আমাকে নিজের চরকায় তেল দেবার উপদেশ দিয়ে গেল। তারপর ট্রাঙ্কটা নিয়ে তাঁরা ট্যাক্সিতে উধাও হয়ে গেল।

অ্যাডমস হুইস্কিটা শেষ করে গেলাসটা রেখে প্রশ্ন করল, তুমি ঠিক দেখেছো মেয়েটা ভেঙ্গে পড়েছিল?

—নিশ্চয়। ভয়ে ওর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। ও যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারত।

—তুমি কি লোকটার আরও একটু বিশদ বর্ণনা দিতে পারবে?

—হ্যাঁ। বছর পঞ্চাশের ওপর বয়স। লম্বা আর রোগা। তার লৌহধূসর রঙের ঝাঁটার মত গোঁফ আছে। নাক টিকালো। ঐরকম বিচ্ছিরি নোংরা বদমাইশ লোক সুন্দরী সুশানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার মোটেই যোগ্য নয়।

—শুনে মনে হচ্ছে উনিই জ্যাক ফ্রেসবী।

মরুক গে। তবে ফ্রেসবী খারাপ লোক বটে কিন্তু দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ দেখছি না।

—কিন্তু জেরী তোমাকে তো ট্রাঙ্কটার কথা এখনও বলিনি। ট্রাঙ্কটায় এমন কিছু আছে যা আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলেছে। জো বলে ছেলেটা যখন ট্রাঙ্কটা রেখে যায় তখন আমি ওটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাই যেটা আমার বাবার শবযাত্রার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

—আজকাল তুমি বোধহয় খুব ডিটেকটিভ গল্প পড়ছ। আমার তো মনে হয় গন্ধটা কর্পূরের গুলির।

সেডরিক মাথা নাড়িয়ে বলল, জেরী তুমি একটু সিরিয়াস হয়ে আমার কথা শোন। আমার ভাল মনে আছে গন্ধটা সেরকমই ছিল। তবে আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে, আমার যেন আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে ট্রাঙ্কটার মধ্যে কোন মৃতদেহ ছিল।

অ্যাডমস দাঁড়িয়ে উঠল, সেডরিক একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? তারপর চিন্তা করল। তাই কি ভেরা স্মল নিখোঁজ? পুলিশের সন্দেহ তাকে হত্যা করা হয়েছে। ফ্রেসবীই তাকে শেষবারের মতো দেখেছে। এখন ফ্রেসবীর সঙ্গে গন্ধওলা ট্রাঙ্ক? মিস্ হেডার বলে মেয়েটারই বা তার সঙ্গে কি সম্পর্ক? কি করছে তারা? ব্যাপারটা সহজ বলে মনে হচ্ছে না। বেশ জটিল।

সেডরিক অ্যাডমসকে লক্ষ্য করছিল। তার ধারণাটা যে অ্যাডমস্ এতক্ষণে ধরতে পেরেছে, এটা লক্ষ্য করে সে অর্ধ বিজয়ী অর্ধ আশান্বিত হবার হাসি হাসল।

অ্যাডমস বলল—আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা সেডরিক। আসলে পুলিশের কাছে এত ভুল খবর আছে যে ব্যাপারটা আমাকে বেশ ভাবিয়েছে। তুমি জেনে রাখ ফ্রেসবীকে আমাদের লোক আজ বেশ কয়েক সপ্তাহ নজরে রেখেছে। আমরা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এমন এক তরুণীর খোঁজ করছি যার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে ফ্রেসবীর হাত আছে বলে পুলিশের সন্দেহ।

সেডরিক উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে আমি ঠিকই বলেছিলাম। ট্র্যাঙ্কের ভেতর মৃতদেহটা পাবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস।

—ধীরে বন্ধু ধীরে। অ্যাডমস বলল, এত তাড়াতাড়ি আমাদের কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। আমি মিস্ হেডারের সঙ্গে কথা বলে দেখতে চাই। ওর থেকে কোন নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে আমার আশা। কিন্তু যদি কোন কাজের না হয় তাহলে অকারণে তাকে ভয় পাওয়াতেও চাই না। এমন কিছু তথ্য চাই যাতে আমরা এগোতে পারি। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে তেমন কোন সূত্র নেই।

সেডরিক হঠাৎ হাত তুলে বলল—ঐ শোন!

তারা দু'জনেই শুনতে পেল কারা যেন সদর দরজাটা বন্ধ করে ছুটে ওপর দিকে গেল।

সেডরিক লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বলল—ঐ ওরা এল!

অ্যাডমসও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।—একটু অপেক্ষা কর। এখন রাত বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। খুব বেশী তাড়াহুড়ো করা আমাদের উচিত হবে না। দেখ তুমি যদি ওকে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে নীচে নামিয়ে আনতে পারো। তুমি বল তোমার কোন পুরোন বন্ধু এসেছে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

সেডরিক ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে বলল, ও বড় অসামাজিক, একথা শুনলে আসবে বলে তো মনে হয় না।

—বেশ তাহলে বলো জো ক্রফোর্ডের কাছ থেকে আসছি, তবে যদি নামে।

—ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কি বলবে?

—সে সব তোমায় ভাবতে হবে না। যাও দেখ শুয়ে পড়ার আগে ডেকে আন।

সেডরিক ওপরে চলে গেল।

জেরী পেছনে হাত দিয়ে পায়চারী করতে লাগল। নিজেকে সে বলল, তাকে সেডরিকের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে কেননা সেডরিককে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। সহজ ব্যাপারকে নাটকীয় করে গেল। হয়তো ট্র্যাঙ্কটায় সন্দেহজনক কিছু নেই, হয়তো গোঁফওলা লোকটাও ফ্রেসবী নয়। যা হোক যাতে বোকা না বনতে হয়, তার জন্যে সঠিক অনুসন্ধান করে তাকে এগোতে হবে।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পরই সেডরিকের পায়ের শব্দ পেল জেরী। সেডরিক একা নয়, সঙ্গে সুশান।

সুশান বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে ভাবল লোকটাকে বেশ নরম বলেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ পুলিশ থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে শুনে সে যেরকম ভয় পেয়েছিল, সেরকম কিছু নয়।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সেডরিক বলল, ইনি মিস্ হেডার আর ইনি জেরী অ্যাডমস।

জেরী হেসে বলল, এত রাতে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম নাতো? ক্ষমা করবেন। দয়া করে বসুন না।

সুশান প্রথমে সেডরিক তারপর জেরীর দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করে সামনের চেয়ারটায় এগিয়ে গিয়ে বসল, আর সেডরিকের দিকে অস্বস্তিভরা চোখ নিয়ে তাকাল।

অ্যাডমস সেডরিকের দিকে ঘুরে বলল, আমার মনে হয় মিস্ হেডার আমার সঙ্গে একা কথা বলতে চান।

সেডরিকের চ্যাপ্টা মুখটা ঝুলে পড়ল।

—তাতো বটেই। নিশ্চয়। তোমরা দু'জন কথা বল। আমি তোমাদের জন্যে চা করে নিয়ে আসি। সুশানের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার অ্যাডমসকে ভালই লাগবে। আমার প্রিয় বন্ধুও। আগে আমরা একই জায়গায় কাজ করতাম।

সুশান অ্যাডমসের দিকে অপেক্ষাকৃত কম সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

জেরী সেডরিককে দরজাটা খুলে ধরে বলল, যাও তুমি চা করে আনো, কথা শেষ হলে তোমাকে ডাকব।

সেডরিক চলে যেতে ঘরে যে নীরবতা নেমে এলো অ্যাডমস হঠাৎ কথা বলায় তা ভঙ্গ হল—সেডরিক বলছিল আপনি নাকি জো ক্রফোর্ডকে চেনেন?

—না তাকে ততটা ভালভাবে চিনি না। সুশান সতর্ক হয়ে উঠল।

—আমরা দু'জনে খুব বন্ধু ছিলাম। শান্তভাবে অ্যাডমস ভাবল, নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে, মেয়েটা বেড়ালের মতই সতর্ক। মেয়েটার চোখে ভয়ের ভাব দেখা যাচ্ছে।

—আমার সঙ্গে জো-র অনেকদিন দেখা হয়নি, তাই সেডরিক যখন জানালো যে সে এখানে আসে, ভাবলাম আপনি যদি জো-র খবরাখবর কিছু দিতে পারেন। যদি বলতে পারেন সে কোথায় আছে?

সুশানের ভালভাবেই মনে আছে যে জো জোর দিয়ে বলেছিল তার কোন বন্ধু নেই। তাই সে নিশ্চিত যে এই সুন্দর পুলিশটি তাকে মিথ্যে কথা বলছে। তার হৃদপিণ্ড শীতল হয়ে এলো।

—আমি—আমি তো জানিনা সে কোথায় থাকে। চোখ নামিয়ে উত্তর দিল, আমি তাকে ভাল করে চিনিও না।

—উত্তরটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক হল তাহলে। এ্যাডমসের স্বর ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠল। আমি আশা করেছিলাম আপনার কাছ থেকে কোন খোঁজ পাব, কিন্তু আপনি যখন বলছেন জানেন না তবে আমায় অন্য উপায়ে তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

—তাই করুন। সুশান দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, অনেক রাত হয়ে গেল, যদি অনুমতি করেন—।

সুশানের চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে এলো আর মাথায় হাত দিল।

অ্যাডমস তাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করছিল। তার মনে হল মেয়েটা স্পষ্টতই সুস্থ নয়। আসলে তার চোখে ক্লান্তির ছায়া এবং নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। চোখে শূন্য দৃষ্টি। সে মাথায় হাত দিয়ে এপাশে-ওপাশে দুলতে শুরু করল।

অ্যাডমস তাড়াতাড়ি তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, মিস হেডার আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? কিন্তু সুশানের কানে কথাগুলো পৌঁছল না।

—মিস্ হেডার! হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অ্যাডমস জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।

সুশান আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, শুনুন, শুনতে পাচ্ছেন। ঢাক বাজছে।

অ্যাডমস কিছু শোনবার চেষ্টা করেও কোন শব্দ তার কানে এলো না। সুশানের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—আমি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা।

সুশান চীৎকার করে বলল, আপনি বদ্ধ কালা বলেই শুনতে পাচ্ছেন না। আমি পাচ্ছি। ঐ তো ঢাক বাজছে। ওটা আমার মাথার ভেতর বাজছে। আর হিস্টিরিয়া রোগীর মত গজরাতে লাগল, ওটা বাজছে, ওটা বাজছে বুম...বুম...বুম...বুম। বেজেই চলেছে বুম...বুম...শুনতে পাচ্ছেন না?

—যতসব বাজে কথা, অ্যাডমস তীক্ষ্ণস্বরে বলল। আপনি সব বাজে জিনিস কল্পনা করছেন নিজেকে সংযত করুন মিস্ হেডার। কোন ঢাক বাজছে না।

—আমার কি হল? নিজের মাথা চেপে ধরে বলল, ওটা আমার মাথার ভেতর বাজছে। থামান না এটা, থামান। আমি কি পাগল হয়ে যাবো। আঃ, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—মিস্ হেডার পাগলামী করবেন না, আমি কোন ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। অ্যাডমস সতর্কভাবে বলল।

সুশান তার দিকে তাকিয়ে, তাকে ধরবার আগেই দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল! তার চাপা কান্নার আওয়াজে সেডরিক ছুটে এলো রান্নাঘর থেকে।

সেডরিক অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয় ওকে যাতা কথা বলেছো। কি বলেছো?

অ্যাডমস হতবাক এবং উৎকণ্ঠায় ভরা মুখে সেডরিকের দিকে তাকাল, আমি তো কোন কথাই বলিনি, মনে হয় ওর স্নায়ু বিপর্যয় ঘটেছে। সে হঠাৎ বলল, কেউ একটা ঢাক বাজাচ্ছে।

—ঢাক, কিসের ঢাক?

—বুঝতে তো পারছি না আমিও, তবে কোন খারাপ কিছু ঘটেছে। আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। ব্যাপারটা দেখা দরকার। ঢাক বাজাচ্ছে ব্যাপারটা আসলে কি? সে কি বোঝাতে চাইছে।

—তবে আমার কি একজন ডাক্তার ডাকা উচিত জেরী? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করল সেডরিক।

—শোন। তীক্ষ্ণস্বরে অ্যাডমস বলল।

তারা স্থির হয়ে সিঁড়ির ওপর দিকে তাকল। ওপর থেকে খুব আস্তে আস্তে একটা তালাবদ্ধভাবে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

তারা কোন ইতস্ততঃ না করেই সিঁড়ি বেয়ে সুশানের ঘরের দরজায় ছুটে গেল। দরজার বাইরে তারা কান পাতল।

অ্যাডমস বলল, মনে হচ্ছে মেয়েটা হাতের মুঠি দিয়ে টেবিল বাজাচ্ছে।

ঠক্ ঠক্ আওয়াজ হয়ে যেতে থাকল।

অ্যাডমস দরজায় ঠোকা দিল, মিস্ হেডার!

সেডরিক ভীতিগ্রস্তভাবে বলল, তুমি এভাবে সবাইকে জাগিয়ে তুললে আমি কি পুলিশ ডাকব?

অ্যাডমস তিক্তস্বরে বলল, ভগবানের দোহাই, নিজেকে সংযত কর। আমি পুলিশ। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমার ওপর এটা ছেড়ে দাও।

যতটা ঠাণ্ডা স্বরে অ্যাডমস কথাগুলো বলল ব্যাপারটা আসলে ততটা ঠাণ্ডা ছিল না। মেয়েটার ঐ ক্রমাগত ঠক্ ঠক্ টেবিল বাজানোর আওয়াজটার মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু ব্যাপার আছে।

তারপর হঠাৎ আওয়াজ থেমে গিয়ে একটা পদশব্দ এগিয়ে আসতে লাগল আর সশব্দে দরজা খুলে সুশান করিডোরে বেরিয়ে এলো। সুশান এগিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাডমস চট্ করে একনজরে তার সাদা মুখ আর শূন্য দৃষ্টি দেখে নিল।

অ্যাডমস সেডরিককে জিজ্ঞেস করল সে কি সুশানকে লক্ষ্য করেছে? তার যেন দেখে মনে হল মেয়েটা ঘুমের ঘোরে হাঁটছে।

অ্যাডমস পিছু নিল এবং দেখল সুশান সদর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল।

অ্যাডমস দৌড়ে এসে বসবার ঘরের টেবিল থেকে টুপিটা নিয়ে সেডরিককে বলল, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ও মন্ত্রমুগ্ধ। কোন খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। আমি ওকে অনুসরণ করছি। কোন চিন্তা কোর না। ব্যাপারটা রহস্যময়।

অ্যাডমস পাতলা ছায়াটার পেছন পেছন চলা শুরু করল।

অন্ধকার একটা বাড়ির দোরগোড়া থেকে বুচ রোলোকে গাড়ি থেকে নেমে ডাক্তার মার্টিনের বাড়িতে ঢুকতে দেখল।

ডাক্তার মার্টিনের ডায়েরির কথা বুচও শুনেছিল। সেও যে মুহূর্তে ডায়েরিটার গুরুত্ব অনুভব করেছিল সেই মুহূর্তে ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে দেখল রোলো মিনিটখানেক আগেই সেখানে পৌঁছেছে। এখন বন্দুক হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মনস্থির করছে।

ডায়েরিতে যদি শেলির কথা লেখা না থাকে, রোলোর থেকে যদি ডায়েরীটা কেড়ে নিয়ে নেয় তাহলে তার সঙ্গে রোলোর সম্পর্ক চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে।

অথচ বিন যুদ্ধে ডায়েরিটা সে হাতছাড়াও করবেনা। ডায়েরিটা সম্পূর্ণভাবে পেতে হলে রোলোকে খুন করা ছাড়া কোন রাস্তা নেই। কিন্তু রোলোকে খুন করতে হলে আগে লংটমকেও খুন করতে হবে। আবার রোলোকে যে মুহূর্তে সে খুন করবে লংটমও তার নিজস্ব বন্দুক দিয়ে তাকে খুন করবে।

সে যখন এইসব চিন্তা করছে তখন রোলো ডায়েরি নিয়ে গাড়িতে উঠল। বুচ এগিয়ে যেতেই গাড়ি এগিয়ে চলল নিউবন্ড স্ট্রিট ধরে গিলোরীর বাড়ির দিকে। কিন্তু গিলোরীর বাড়িতে রোলোর এখন কি প্রয়োজন থাকতে পারে! বুচও তার নিজের গাড়ি নিয়ে রোলোকে অনুসরণ করতে লাগল। সময় মত এথেন্স কোর্টে এসে রোলো তার বিশাল শরীর নিয়ে গিলোরীর বাড়ি ঢুকল। সে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল।

রোলোকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবেনা। সে জানে রোলো ওয়েডম্যানের তিন মিলিয়ন পাউন্ড এই অস্বাভাবিক টাকার অঙ্কের লোভটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। এই বিশাল টাকা দিয়ে রোলো কি কি করবে ভাবতেই বুচের মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। রোলোর কার্যকলাপের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। যদি কেউ টাকাটা পকেটস্থ করতে পারে তো রোলোই। তারপর তার থেকে টাকাটা কেড়ে নিতে হবে এবং রোলোকে খুন করতে হবে। কিন্তু মুহূর্তের এক চুল এদিক-ওদিক হলেই রোলোকে সুযোগ করে দেওয়া হবে আর তার জন্যে তাকে আপশোস করতে হবে। তাই যে মুহূর্তে রোলো তিন মিলিয়ন পাউন্ড পকেটস্থ করবে সেই মুহূর্তেই রোলোকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে এবং তা বুচের হাতেই। আর এ কাজটার পুরস্কার এমন অবিশ্বাস রকমের যে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

রোলো গিলোরীর সঙ্গে কি করছে?

বুচ দেখল প্রায় অধঘণ্টা পরে রোলো গলি থেকে বেরিয়ে লংটমের সঙ্গে কি কথা বলে গাড়িতে চড়ে বসল।

আর বুচ রোলোর গাড়ির লাল টেল ল্যাম্প লক্ষ্য করে বাফটেস ব্যারী এভিন্যু তারপর পিকাডিলী ধরে অনুসরণ করে চলল। রোলো কি তবে শেলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে! নাকি করনেলিয়াসের সন্ধানে যাচ্ছে। বুচের নিজের কোন ধারণাই নেই যে করনেলিয়াসের লাশটা কোথায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস রোলো নিশ্চয় জানে করনেলিয়াসের মৃতদেহটা কোথায় আছে। রোলোর চতুর মস্তিষ্কের কাছে বুচের বুদ্ধি কখনও সমকক্ষ নয় সে জানে। তাই ওয়েডম্যানের টাকাটা হাতাবার একটাই রাস্তা যে রোলোর পেছনে লেগে থাকা।

ভাল। রোলো শেলির কাছে যাচ্ছে না। গাড়িটা এখন বার্কলে হোটেল পেরিয়ে পার্ক লেন

দিয়ে হাইড পার্কে ঢুকে থেমে গেল। বুচ দ্রুত চিন্তা করে পার্কের গেট পেরিয়ে কয়েক'শ গজ দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এমন একটা জায়গায় এল সেখান থেকে লংটম আর রোলোকে দেখা যায়। লংটম ও রোলো কেউই গাড়ি থেকে নামল না। রোলো সিগার খাচ্ছে।

বুচ বেশ কয়েক মিনিট ধরে লক্ষ্য করার পর অধৈর্য হয়ে আরও এগিয়ে এল। ওদের ব্যাপারটা কি? কার জন্যে অপেক্ষা করছে? রাগে মুঠি পাকাল। সে যদি এভাবে পার্কের গেটের কাছে ঘোরাফেরা করে যে কোন মুহূর্তে তাকে পুলিশ ধরে নানা প্রশ্ন শুরু করবে। তাহলে তাকে পার্কের এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হবে যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়।

রোলো অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার সময় বুচ মাঠে ঢুকে একটা গাছের ছায়ার কাছে গিয়ে আড়াল করে ঘাসের ওপর বসল।

আকাশ পরিষ্কার। মনোরম উষ্ণ রাত। চাঁদ প্লেটের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। বুচ ভাবল আর কতকাল এভাবে বসে থাকতে হবে! রোলো তো বেশ গাড়ির ভেতর আরামে বসে আছে। বুচের হাই উঠল।

রোলোর গাড়ির জানলাটা খোলা। সিগার খাওয়া এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। সিগারের তামাকের গন্ধ বুচের নাকে ভেসে আসতে তারও ধূমপান করার ইচ্ছে হতে লাগল। বুচ দেখল, হাওয়ায় সিগারের ধোঁয়াগুলো কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

এমনি করে সময় বয়ে চলল। হঠাৎ রোলো গাড়ির দরজা খুলে নেমে এসে রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল। রোলোর ঘড়িতে তখন একটা বেজে দশ মিনিট।

কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হবে এ সম্বন্ধে রোলোর কোন ধারণাই নেই। কিন্তু তবু গিলোরীর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, সে যে করেই হোক মেয়েটাকে এখানে পাঠাবে। সেই বিশ্বাস নিয়েই সে এতক্ষণ অপেক্ষায় আছে। মেয়েটা যদি না আসে করনেলিয়াসের মৃতদেহ কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সে কোন চিন্তাই করতে পারছে না।

পাদানীর ওপর বসে রোলো আবার ডায়েরিটা পড়তে শুরু করল আর ডায়েরিটা অধৈর্যের মত পকেটে পুরে চিন্তা করতে লাগল বুচ আর শেলির মৃত্যুৎসবের আয়োজনটা বেশ মনোরম করেই করবে। তার হাত নিস পিশ করতে লাগল শেলিকে শাস্তি দেবার জন্যে। কাঁধটা তুলে এখনকার মত চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। দুই বা তিন সপ্তাহ যাই লাগুক, তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই। দু'জনের কারোর জন্যেই সে এখন ফাঁসিতে যেতে রাজী নয়। তার মত বিশাল চেহারার মানুষ ফাঁসিতে ঝুললে হয় দড়ি ছিঁড়বে নয়তো তার মুণ্ডু।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন রোলো অনুভব করল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। চারিদিকটা তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল এসবই তার মনের ভুল।

লংটম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, আর কতক্ষণ বস্? বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমলে হয়না?

—চুপ কর। গর্জে উঠল রোলো। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

—হে ভগবান। সীটে হেলান দিয়ে বসে পড়ল লংটম।

রোলো সিগার শেষ করে আবার গাড়িতে এসে বসল। তারও খুব ক্লান্তি লাগছিল কিন্তু গিলোরী যখন বলেছে আসবে, তাকে প্রতি মুহূর্তেই চোখ রাখতে হবে সেই মেয়েটির অপেক্ষায়। ঝিমোন চলবে না।

রাত প্রায় দুটো পনের মিনিটের সময় সুশান মাঠে ঢুকল।

বুচই প্রথম তাকে দেখে লাফিয়ে উঠেছিল আর কি। কিন্তু ঠিক সময় নিজেকে সংযত করে নিল সে। রোলোর গাড়ির দিকে তাকাতে দেখল রোলো ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। উত্তেজিত হয়ে সে এত জোরে লংটমকে পিঠ চাবড়িয়ে দিয়েছে যে তার দমবন্ধ হবার জোগাড়।

তিনটে লোক তিনদিক দিয়ে তাদের বিভিন্ন অবস্থায় গভীর মনোযোগ দিয়ে সুশান হেডারকে লক্ষ্য করতে লাগল।

সুশান শক্ত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে পার্কে ঢুকল। তারপর রোলোর গাড়ির কাছাকাছি এসে থেমে গেল।

রোলো তার দিকে তাকিয়ে চাঁদের আলোয় তার সাদামুখ আর শূন্যদৃষ্টি দেখল। সে

সোজাসুজি তার দিকে তাকাল এবং মুহূর্তের অস্বস্তির পর রোলো বুঝল যে মেয়েটা তার উপস্থিতির কথা জানেই না।

—মেয়েটাকে লক্ষ্য কর লংটম। ঘুমের মধ্যে হাঁটছে সে।

—তাই তো! গাড়ি থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল। কিন্তু কেন?

রোলোর কানে কোন কথাই ঢুকছিল না। উত্তেজনায় সে বধির প্রায়। 'ভুডু'। তাহলে ব্যাপারটার মধ্যে সত্যি কিছু আছে। রোলোর মনে পড়ল সুদূর এথেন্স কোর্ট থেকে গিলোরী মেয়েটাকে তার কাছে আসতে বাধ্য করেছে।

—চুপ। একটা হাত তুলে সুশানের দিকে দৃষ্টি অব্যাহত রেখে সে বলল।

সুশান ঘুরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে শক্তভাবে দ্রুত পার্কের গেটের দিকে হেঁটে চলল।

—চলে এস। গাড়িটা ওখানে থাকুক। ওকে চোখের আড়াল করা চলবে না। লংটমকে বলল।

লংটমের অপেক্ষা না করেই সে মেয়েটার দিকে হাঁটা শুরু করল। গিলোরীর কথা তার মনে পড়ল যে মেয়েটা তাকে করনেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাবে। এখন আর কোন চিন্তা নয়। ব্যাপারটা এতই উত্তেজিত করে তুলল রোলোকে যে নিয়মমাফিক সতর্কতার কথা সে ভুলে গেল। তিন' মিলিয়ন পাউন্ডের ওপর হাত রাখা ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই সে আগ্রহী নয়।

গোপন জায়গা থেকে বুচ রোলোকে সুশানের পেছন পেছন যেতে দেখে ভাবল যে কোন কারণেই হোক মেয়েটা বিভীষিকাময় রোলোর সামনে হাজির হয়েছে। সে বুঝল না সুশান তাদের করনেলিয়াসের মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় টাকাটার ব্যাপারেও হতে পারে। গোপন জায়গা থেকে বেরোবার আগে সে নিশ্চিত হয়ে নিল যে, কেউ তাকে দেখেনি।

বুচ দেখল মেয়েটা কন্সটিটুয়াল হিলের দিকে যাচ্ছে, তার পেছনে রোলো তার পেছনে লংটম, তাদের পেছনে হঠাৎ আবিষ্কার করল এক ছায়ামূর্তি, যাকে সে চিনত, ডিটেকটিভ অ্যাডমস।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত বন্দুকে পৌঁছল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল যে কাজটা করা বোকামী হবে। সে ভাবল রোলোকে সাবধান করা উচিত পুলিশটা পিছু নিয়েছে। তারপর ঠিক করল, না, পুলিশটা যদি রোলোকে ধরে তবে টাকাটা নিয়ে পালাতে তারই সুবিধা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবল না, টাকাটা কোথায় আছে সে নিজে জানে না। আর যে মুহূর্তে রোলো সেটা জানতে পারবে, পুলিশও জানবে। সেক্ষেত্রে রোলো, লংটম, অ্যাডমসকে খুন করে টাকা হাতানো প্রায় অসম্ভব এবং বিপদজ্জনক।

ইতিমধ্যে রোলো সুশানের পিছু পিছু বাকিংহাম প্যালেস ছাড়িয়ে এখন স্লোয়ান স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তা—জনশূন্য।

অ্যাডমস অন্ধকারে মিশে চলছে যাতে রোলো, লংটম তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু অ্যাডমস খুব অবাকই হল যে রোলো একবারও পেছন ঘুরে তাকালই না।

অ্যাডমস রোলোকে চিনে ফেলেছে। রোলো যখন এই ব্যাপারটার মধ্যে আছে তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয় জটিল। এতদিন সে যে ধরণের কেসের অপেক্ষায় ছিল, আজ তা তার সামনে।

অ্যাডমস থেকে থেকে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা দেখার জন্যে। বুচও এজন্য প্রস্তুত ছিল। সে তার কালো পোশাক, কালো টুপীতে অন্ধকারে মিশে এগিয়ে চলল। রোলোর বিশাল লাশটা জীবনে এই প্রথম এতটা পথ হাঁটছে। আর তার ঘামে ভেজা শরীরটা দেখে লংটম মজা পাচ্ছিল।

—মেয়েটা যে ভাবে হাঁটছে মনে হচ্ছে ব্রিটেন পৌঁছে যাবে। লংটম বলে উঠল।

রোলো গর্জন করে উঠল, ব্রিটেন গেলেও হামাগুড়ি দিয়ে সে যেতে তৈরী আছে।

মেয়েটা আবার থেমেছে।

রোলো লংটমকে টেনে নিয়ে অন্ধকারে সরে গেল। কুড়ি গজ দূরে অ্যাডমসও সতর্ক হল। বুচ এক দেওয়ালে মিশে দাঁড়াল।

সুশান দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে গলিপথ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—এখানে। রোলো চট্ করে এগিয়ে গেল। প্রায় গলির মুখ পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে ঢুকল। এটা

একটা মুখবন্ধ গলি।

লংটমকে রোলো বলল, যাও মেয়েটাকে আমি সামলাচ্ছি, তুমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে গাড়িটা নিয়ে এস।

লংটম এতটা রাস্তা হেঁটে ফিরতে হবে বলে গজরালে রোলো তাকে চোখ পাকিয়ে গর্জে উঠল—যাও। যা বলছি চট্‌পট্‌ কর।

—ঠিক আছে। লংটম দ্রুত আগের পথ ধরে ফিরতে লাগল।

অ্যাডমস আড়াল হবার কোন সুযোগ না দেখে মাথা নীচু করে চলতে লাগল। লংটমের পুলিশের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায় সে অ্যাডমসকে লক্ষ্যই করল না।

লংটমকে আসতে দেখে বুচ একটা অন্ধকার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল, সে কি লংটমকে পুলিশের কথা বলে সতর্ক করবে। না লংটমকে কোন বিশ্বাস নেই। সে যদি রোলো শেলির সম্পর্কে জেনে থাকে তাহলে বুচকেও ফাঁকি দেবে। তার চেয়ে লংটম চলে যাক। তারপর সে প্রথমে অ্যাডমস পরে রোলোকে নিকেশ করবে।

ইতিমধ্যে লংটমের জন্যে বুচের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। লংটম অতিক্রম করল তাকে। রাস্তায় নেমে রোলো আর অ্যাডমসকে দেখতে পেল না। সাবধানে অন্ধকার গলি হেঁটে চলল। সামনে একটা দরজা দেখে কিছু শোনার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলনা। দরজায় আস্তে চাপ দিতে দরজাটা খুলে গেল। পকেট থেকে বন্দুক বের করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। মাথার ওপর ভারী পদশব্দ শুনে ভাবল রোলো ওপরে গেছে কিন্তু আর কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে সদর দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল।

জ্যাক ফ্রেসবী তার সদর দরজা খুলে শোলার টুপীটা খুলে স্ট্যান্ডে রাখল। ভারী ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার পিঠ ব্যাথা করছিল। সুশান পালিয়ে যাওয়ার পর সে ফিরে গিয়ে করনেলিয়াসের মৃতদেহের একটা সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল। কাজটা নক্কারজনক কিন্তু এর থেকে টাকা কামাতে হলে মৃতদেহটা লুকিয়ে রাখতেই হবে।

সে রান্না ঘরে গিয়ে কেটলীটা চাপিয়ে দিল। ফ্রেসবী নিজের পরিচর্যায় অভ্যস্ত ছিল। পাঁচ বছর একা বাস করতে করতে। এখন তার একমাত্র সঙ্গী বেড়ালটা। বেড়ালটাকে খেতে দিতে দিতে ভাবল এখন কি সে রোলোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে? বলবে সে জানে মৃতদেহটা কোথায়! বদলে একশ কিংবা এক হাজার চাইবে সে। ক্লান্তির দরুণ শেফার্ড মারকেট অবধি যেতে ইচ্ছে করছিল না তার। তাই টেলিফোন করতে রাস্তার বুথটায় গেলেই চলবে।

চা তৈরী করে ফ্রেসবী বসবার ঘরে বসল। পাঁচশো পাউন্ড হাতিয়ে সে দেশ ছেড়ে পালাতে পারে। যে রাতে ভেরা স্মলকে মেরে নীচে দেহটা কবর দিয়েছে সে রাত থেকেই সে দেশ ছাড়ার কথা ভাবছে। সুশানের কথা ভাবতেই তার শরীর ঘেমে উঠল। এই ফাঁকা বাড়িতে তাকে যদি একলা পাওয়া যেত চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পেত না। এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া করে কি বোকামীটাই না করেছে সে। যা কিছুই ঘটত না কেন অভিযোগ করার সাহস পেত না সুশান। কারণ করনেলিয়াসের খবর সে জানে। কিন্তু তার নিজের কি হয়? এক বছর আগে হলে সে ইতস্ততঃ করত না। ভেরা স্মল তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তা না হলে তাকে হত্যা করার ইচ্ছে ছিল না তার। মেয়েটা তার জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। সে যদি ওরকম ধস্তাধস্তি না করত, আঘাত করার প্রয়োজন হত না। এখনও ফ্রেসবী মনে করতে পারে ভেরার ভয়ার্ত চোখ। মানুষের চোখে অমন আতঙ্ক ফুটে উঠতে পারে তা ভেরাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না। তার মনে পড়ল কেমনভাবে তার সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল।

হঠাৎ ফ্রেসবী শুনল দরজায় টোকা পড়ছে। ঘড়িটায় দেখল রাত বারোটা। হয়তো কেউ ভুল করে টোকা মেরেছে। এখুনি ভুল বুঝতে পেরে চলে যাবে। কিন্তু আবার জোরে টোকার শব্দ শোনা গেল।

—বিড়বিড় করতে করতে ফ্রেসবী সদর দরজা খুলল।

আলোয় পা রেখে ফ্রেসবীকে দেখে শেলি প্রশ্ন করল, ঘরে তুমি একা আছ?

ফ্রেসবী তার দিকে তাকিয়ে দেখল কি চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। থ্রী কোয়ার্টার কোর্ট উঁচু স্কার্ট।

হেসে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?

চোখ বড় বড় করে শেলি বলল, হ্যাঁ, তুমি কি আমায় চেনো?

মাথা নেড়ে ফ্রেসবী বলল, হ্যাঁ মাদমোয়াজেল শেলি তাই নয় কি?

—আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

ফ্রেসবী সরে দাঁড়াতে শেলি ঢুকে গেল ঘরে।

—এখানে এস। ভাবল, এখানে কি ওকে রোলো পাঠিয়েছে? নাকি নিজের থেকে এসেছে। কি চায় ও?

ফায়ার প্লেসের দিকে ভাঙ্গা আর্মচেয়ারটা দেখিয়ে বলল, চেয়ারটার জন্যে ক্ষমা চাইছি। বসবে না? জানি তুমি ওতে বসতে অভ্যস্ত নও।

—হেডার বলে মেয়েটার সম্বন্ধে কি জান? শেলি প্রশ্ন করল।

ফ্রেসবী এরকম সোজাসুজি প্রশ্ন আশা করেনি। বুচও ওর কথা জিজ্ঞেস করছিল। সময় নেবার জন্যে বলল, চা খাবে?

শেলি গম্ভীর গলায় বলল, না আমি আমার প্রশ্নটার উত্তর এখনও পাইনি।

ফ্রেসবী নিজেকে খানিকটা সামলিয়ে নিল। হঠাৎ সে ভাবল, মেয়েটা আসার পর ঘরটা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। মেয়েটা কালো বটে কিন্তু ওর সুন্দর পোশাক, দস্তানা সব কিছুই উত্তেজক। চা ফেলে ফ্রেসবী শেলির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি খুবই ক্লান্ত যদি কিছু মনে না করেন আমি বসছি। শেলির কয়েক ইঞ্চি দূরে সে বসে শেলির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ফ্রেসবীর কামনা জাগছে বুঝতে পেরে শেলি বলল, আমার সময় বেশী নেই। উত্তরটা দিলে ভাল করতে।

—বুচ তোমায় কিছু বলেনি? আমি যা জানি তা বুচকে বলেছি।

—না বলনি। আমাকে সত্যি কথাটা বললে ভালই করবে। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমার সময়ের দাম আমি ধরে দোব।

ফ্রেসবী শেলির সুন্দর চেহারা দেখতে থাকল। মনোসংযোগ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। আমার সময়ের মূল্য দেবে মানে টাকা দিতেও রাজী আছো খবরের জন্যে?—তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না।

—মেয়েটির সম্বন্ধে কি জান? তাড়াতাড়ি বল, দেরী কোর না। একশো পাউন্ড দোব।

ফ্রেসবী ভাবল একশো পাউন্ড! সে তো বুচও দেবে বলেছিল। অঙ্কের দরটা বাড়াতে হবে।

—পাঁচশো পাউন্ড মোটামুটি ঠিক হতে পারে, বলে সে পকেটে হাত ঢোকাল। এই মুহূর্তে শেলিকে ভীষণ ছুঁতে ইচ্ছে করছে।

শেলি হেসে বলল, বোকার মত কথা বোল না। শক্ত হয়ে বলল, একশো পাউন্ডের বেশী পাবে না। চট্‌পট্‌ বল।

—পাঁচশো। ওর সঙ্গে সারারাত বসে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে তার। শেলি ছাড়া ঘরটাকে ভাবতেই ইচ্ছে করছে না।

অধৈর্য হয়ে শেলি নড়াচড়া করায় তার স্কার্টের প্রান্তভাগ ফ্রেসবীর হাঁটু ছুঁয়ে গেল।

—তুমি জান কি মড়াটা কোথায়?

ফ্রেসবী শক্ত হয়ে বসে রইল। সে নিজেকে সংযত করার জন্যে কোন কথা বলল না।

—তার মানে তুমি জান, বোকা কোথাকার! শিগগীর বল কোথায় আছে। আমার সময় নষ্ট কোর না। এই নাও একশো পাউন্ড। করকরে সাদা নোট বার করল শেলি।

ফ্রেসবী পায়ের ওপর পা তুলে বলল—যথেষ্ট নয়। রোলো আমায় হাজার দেবে বলেছে।

শেলি হতাশাজনিত রাগে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

ফ্রেসবীর সঙ্গে দর কষাকষির সময় নেই এখন। যদি ফ্রেসবীকে ওই অবিশ্বাস্য রকমের টাকার

অর্ধেকও দিতে হয় ভাল, তবু রোলোকে নিতে দেওয়া যায়না। ফ্রেসবীর থেকে মড়াটার খোঁজ নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে তাকে দুর্ঘটনায় ফেলা যায়। আঃ, এসময় বুচ কাছে থাকলে ঘুষের লোভ ছাড়াও অন্য ওষুধ দিয়ে ওর মুখ থেকে কথা বের করে নিত।

—মড়ার ভেতর টাকা লুকোনো আছে। এখন আমরা তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট করলে পরে ওটা যদি কেউ হাতিয়ে নেয়, তখন তোমার দুঃখ করতে হবে।

ফ্রেসবীর চোখ কুঁচকে এলো। ও যদি জানত মড়ার ভেতর টাকা আছে, তাহলে মোম মাখাবার আগে তা বের করে নিত।

—টাকা? কত টাকা?

—শেলি ভাবল বলবে কিনা। তারপর ভাবল ভবিষ্যতে তো জানতেই পারবে। বলল—তিন মিলিয়ন পাউন্ড।

চমকে বসে পড়ল ফ্রেসবী—তুমি ঠিক জানো?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। এখন সময় নষ্ট কোর না। তাড়াতাড়ি বল মড়াটা কোথায়? রোলো যে কোন মুহূর্তে ওটা খুঁজে বের করে নেবে।

ফ্রেসবী ভাবল মড়া খুঁজে বের করা অসম্ভব।

—যদি মড়াটা কোথায় আছে আমাকে নিয়ে যাও, তাহলে টাকাটা আমরা ভাগাভাগি করে নেব।

ফ্রেসবী ভাবল সে ছাড়া যখন কেউ জানে না মড়াটা কোথায়, তবে অমন দাঁতভাঙ্গা অঙ্কের টাকাটা বখরা করতে যাবে কেন? শুধু হুইটবীর ওখানে গিয়ে টাকাটা বের করে দেশছাড়া হতে হবে।

শেলি অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সে বুঝতে পারছে টাকার কথাটা বলা বিপজ্জনক হয়েছে। কিন্তু সে আর কি করতে পারত?

ফ্রেসবী শেলির দিকে তাকাল। ভেরার বেরিয়ে আসা জিভের কথা মনে পড়ল তার। পকেট থেকে মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো বের করল। আমায় খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি খুব ক্লান্ত।

—তুমি সময় নষ্ট করছ। চল আমরা যাই। শেলি বলল।

ফ্রেসবী মাথা নাড়ল। ভেরার মত এত সহজে এই পাতলা চেহারার মেয়েটাকে কাবু করা যাবে না। দেহে যথেষ্ট শক্তির আভাস আছে।

উঠে দাঁড়ায় ফ্রেসবী। চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বলে—হ্যাঁ জায়গাটা দূরে নয়। কি করবে সে এখানেই না হুইটেবীর ওখানে। ওখানে মূর্তিদের ভীড়ে জায়গাটা নাও পাওয়া যেতে পারে।

চারিদিকে তাকাল সে। টেবিলটা সরাতে হবে তারপর হাতদুটো দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরতে পারলেই ব্যাস! একবার ধরতে পারলেই হল।

—আমি বুটটা পালটাই, যদি কিছু মনে না করো। ভয় নেই, বেশী দেরী করবো না।

শেলি কিছু বলার আগেই সে পা বাড়াল দরজার দিকে। ইচ্ছে করে টেবিলের গায়ে ধাক্কা খেল। বিড়বিড় করে বলল, ঝিটা ঠিক জায়গায় রাখে না যে কেন? তারপর টেবিলটা ঠেলে দরজাটা, যাবার সময়, বন্ধ করে দিয়ে গেল।

শেলি ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বুঝল, হতভাগাটার কোন মতলব আছে। সতর্ক হয়ে উঠল যেন। ব্যাগ থেকে খেলনার মত ছোট পিস্তলটা বার করে আওয়াজ হতেই লুকিয়ে ফেলল সে। ফ্রেসবী ফিরে আসার আগে ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

তারপর ফ্রেসবী চোখ লাল করে ঘরে ঢুকল।

শেলির ভীতির ভাব আরও বেড়ে গেল। বুঝতে পারল কোন মতলব আছে ফ্রেসবীর। হয়তো তাকে ভাগিয়ে একাই যাবে করনেলিয়াসের মড়ার কাছে।

—বেশ আমি প্রস্তুত। যাবে কি? ফ্রেসবীর স্বর এত মোটা শোনাল যেন মুখের ভেতর কিছু রেখেছে।

—বেশ। চলো। কিন্তু জায়গাটা কোথায়? ঘরটা পার হবার সময়েই শেলি বুঝতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে। ফ্রেসবীর দুটো হাত তার গলা টিপে ধরল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শেলি বুঝল

তার বাঁচার কোন আশাই নেই। তবু চেতনা হারাবার আগে পাঁচ সেকেন্ড সময় পেল। ভাবল ঝটাপটি করার কোন মানেই হয়না, ফ্রেসবীরঐ ইস্পাত সমান হাতের সঙ্গে। শরীরের ভার ছেড়ে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জনে। শেলি অনুভব করল তার মুখ হাঁ হয়ে জিভ বেরিয়ে আসছে।

ফ্রেসবীর আঙুলগুলো ব্যথা করলেও চাপ দিতেই থাকল। কিন্তু শেলি ধস্তাধস্তি করছে না দেখে মুঠি ঢিলে করল আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল হঠাৎ একটা শব্দ তাকে চমকিয়ে দিল। শেলির দেহটা নড়ে উঠল। আবার একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনল। নীচের দিকে তাকিয়ে বন্দুকটা দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে শেলির মাথায় আঘাত করল। শেলি অনুভব করল সে জ্ঞান হারাচ্ছে। ফ্রেসবী তাকে খুন করতে চায় এটা সে বুঝতে পারল। গিলোরীর কথা মনে পড়ল আর গিলোরীর কাঁধের ওপর থেকে ডাঃ মার্টিন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ব্যঙ্গের হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত। ফ্রেসবী বুঝতে পারল তার পেটে গরম জ্বালাদায়ক কিছু প্রবেশ করেছে। মোটা উলের অন্তর্বাসটা ভিজে উঠেছে। শেলির নাকে আঘাত করে নাকের হাড় ভেঙ্গে দিল সে।

শেলির ছটফটানি থেমে গেল। কিন্তু তখনও আঘাত করে চলতে থাকলে ঠিক সেই সময় কেউ যেন চীৎকার করে তার হাত ধরে টান মারল।

চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। শেলির নখে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত জমে গেছে। উপুড় হয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল সে। পেটের যন্ত্রণায় কুঁকড়িয়ে গেছে। কোন হাত যেন তাকে টেনে বসিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল। পুলিশের হেলমেট পরা একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে।

ফ্রেসবী তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম। তার কাছেও একটা পিস্তল ছিল।

—ও মারা গেছে। কথাটা বলে কন্সটেবলটি ফ্রেসবীর ওয়েস্টকোট খুলে রক্তে লাল ছোপটার দিকে বিতৃষ্ণা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ফ্রেসবী বলল—ওর কাজ এটা। অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এস। আমি মরব না। মরব কি?

কন্সটেবলটি ভাবল—সম্ভবতঃ মারাই যাবে। সে বুঝল ফ্রেসবী আর বেশীক্ষণ নেই। দেরী করার সময় নেই। ফোন আছে ফোন?

—রাস্তার মোড়ে আছে। আমায় ছেড়ে যেও না এখন। আমি একটা জবানবন্দী দোব।

—না আমার যাওয়াই উচিত। তার বয়স কম, এরকম ব্যাপার তার জীবনে কখনও ঘটেনি।

ফ্রেসবীর স্বর চড়ছিল—এটা লিখে ফেল। ওয়েডম্যানের ভাইয়ের মৃতদেহ ২৪এ লেনস্ক স্ট্রিটে হুইটেবীর কারখানায় আছে। ওর ভেতরের তিন মিলিয়ন পাউন্ড রোলো হাতাবার চেষ্টা করছে।

কন্সটেবলটি কথাগুলো নোটবইয়ে লিখে নিল। সে রোলোর নাম শুনেছে।

ফ্রেসবী জোর দিয়ে বলল—হুইটেবীর ওখানে আছে। রোলো অতগুলো টাকা হাতিয়ে নিক এটা তার সহ্য হচ্ছিল না। তিন মিলিয়ন পাউন্ড ছেলেখেলা নয়।

ফ্রেসবী চোখ বুজল। তার ঠাণ্ডা লাগতে লাগল।—তাড়াতাড়ি কর।

পুলিশটিকে ঘর ছেড়ে যেতে সে শুনল। পর মুহূর্তেই শুনতে পেল দৌড়ে সে রাস্তায় নামছে। ফ্রেসবী অনুভব করল তার ট্রাউজার বেয়ে রক্ত নামছে। শেলি মারা গেছে।

কিন্তু সে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই পেতে চায়। পুলিশটি যখন ফোন বুথে পৌঁছল ফ্রেসবীর চোয়াল ঝুলে পড়ল।

কয়েক মিনিট পরে বেড়ালটা ঘরে এসে আরাম করে শেলির মাথার গন্ধ শুঁকল আর পরমুহূর্তেই ফ্রেসবীর বুকের ওপর বসে পড়ে গ-র-র-র করতে লাগল।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমস লক্ষ্য করল রোলো খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

রোলোকে অনুসরণ করার জন্যে সে ব্যস্ত ছিল না। কেননা সে জানত যে রোলো ক্ষেপে উঠলে তার পাশবিক শক্তির কাছে তাকে নতি স্বীকার করতেই হবে। তবে তো সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে ব্যাপারটা

দেখতে হচ্ছে। নিজের কাছে পিস্তল, নিদেনপক্ষে লাঠিটাও নেই।

সিঁড়ির গোড়ায় পা রাখতেই সে একটা মেয়ের কাশির শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। শুনে বুঝল সিঁড়ির ওধার থেকে আসছে।

নিশ্চয়ই মিস্ হেডার। সে কোন মতেই ওপরে উঠে যেতে পারে না। তাই সে সিঁড়ির কাছ থেকে সরে প্যাসেজ থেকে এগিয়ে গুদামঘরের দরজার কাছে পৌঁছল। তার মনে হল ঘরভর্তি বদমাইশ লোক। ভাল করে দেখল, ওগুলো মোমের মূর্তি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুশান। অ্যাডমস বুঝতে পারল সে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, আর ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকাচ্ছে।

ভারী একটা শব্দে তাকে বুঝিয়ে দিল রোলো ওপরে কোন খোঁজ না পেয়ে নীচে নেমে আসছে। অ্যাডমস ঘরের দিকে চোখ বুলিয়ে তিনটে মোমের মূর্তির পেছনে দাঁড়াল। সে নিশ্চিত ছিল রোলো যদি টর্চের আলো না ফেলে তবে তাকে মূর্তি বলেই ভাববে।

সুশান নড়া শুরু করল। অ্যাডমসের বিপরীত দিকের মূর্তিগুলোর দিকে সে এগিয়ে চলল।

রোলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকল।

রোলোকে ঘরটা ঘাবড়িয়ে দিয়েছে। বিকট দৃষ্টিতে রোলো মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

সুশান চেয়ারে ঝুঁকে পড়া একটা ছোট্ট মানুষের মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢাকা দেওয়া মূর্তিটার মুখে গোলাপী রঙের মত জ্বল জ্বল করছিল।

সুশান হাত তুলে মূর্তিটা ছুঁয়ে ভয়ঙ্কর চীৎকার করে সরে দাঁড়াল। রোলো ও অ্যাডমস প্রচণ্ড রকমের চমকিয়ে গেল। সুশানের চোখ এখন জীবন্ত। সে তার সামনে রোলোকে দেখতে পেল।

—ও না। তীক্ষ্ণ চীৎকার করে সে পিছিয়ে গেল। চলে যাও। আমাকে এখান থেকে যেতে দাও।

—ভয় পেও না। ঠিক আছে, রোলো দ্রুত এগিয়ে গেল।

সুশান মুখে হাত চাপা দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

ছুটে যাওয়ার প্রবণতাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে অ্যাডমস দেখতে থাকল, রোলোর উদ্দেশ্যটা কি?

রোলা হাঁপাতে হাঁপাতে সুশানকে শুইয়ে দিল। সে বুঝল, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারপর বিরক্ত স্বরে কিছু বলে ছোট বসা মূর্তিটাকে দেখতে থাকল।

সুশান তাকে নিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। এটাই কি করনেলিয়াস? অন্য মূর্তিগুলোর চেয়ে এর মোমটা নতুন মনে হচ্ছে। রোলো এগিয়ে টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হতে লাগল। মনে হল ভীতিপ্রদ এমন কিছু ছিল যা তার হিম শীতল স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

ঘরের চারদিকে তাকাল সে। অনুভব করল নিশ্চল মূর্তিগুলো ছাড়া কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। হিংস্র মূর্তিগুলো যতই ভীতিপ্রদ হোক না কেন এতদূর এগিয়ে ভয় পাওয়াটা সমীচিন নয়।

নিজেকে সামলিয়ে করনেলিয়াসের কাছে গেল। তারপর বিরক্তি ভরে করনেলিয়াসের কোটটা খুলল।

রোলোর খুব কাছে এক দঙ্গল মূর্তির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বুচ। অ্যাডমস কোথায় আছে তাও বুচের জানা। সে নিশ্চিত অ্যাডমস তাকে দেখতে পায়নি। সে ভাবল রোলোকে মারতে গেলেই অ্যাডমসের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। অ্যাডমস সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আর রোলোকে মেরে তাকে পুরো ঘরটা পেরিয়ে আসতে হবে। তার চেয়ে রোলোকে গুলি করে আলোটা নিভিয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল হবে। অ্যাডমস বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকেও শেষ করবে সে।

সে আবার রোলোর দিকে তাকাল। রোলো ঘামছে। করনেলিয়াসের মড়াটা ছুঁতে তার ঘেন্না করছে। কোট খুলে ফেলল। এই তো বেল্টটা। দুটো পকেটওলা আর পকেট দুটো ফুলে আছে।

কাঁপা হাতে বেল্টটা খুলে নেওয়ার চেষ্টা করল। সজোরে টান মারল বেল্টটায়, মড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেয়।

রোলো চট্ করে দম নিয়ে একটু পিছিয়ে এল।

বুচ আতঙ্কে খিস্তি করতে করতে বন্দুকটা বাগিয়ে নিল।

রোলো বেল্টটা ধরেছিল। জয়ের আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত। পাগলের মত সে এটা পকেটে পুরল। পকেটটা ভাঁজ করা থাক থাক বন্ডে ভর্তি। রোলোর জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত।

বুচ বন্দুক তুলল।

অ্যাডমস নড়াচড়া দেখতে পেল। তার মনে হল একটা মোমের মূর্তি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। বুকে ধুকপুকানি।

এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের সময় ধরে বুচ আর রোলো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। বুচ মুখ বিকৃত করে রোলোর ঠিক কপালের মাঝখানটা লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। নির্জন ঘরটায় গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

রোলোর চোখ বন্ধ হল। এলোমেলো দু-একটা পা ফেলে বুচের দিকে এগিয়ে এক বিশাল হাতির মত ধরাশায়ী হয়ে পড়ল।

বুচ বেল্টটা কুড়িয়ে নিয়ে বাল্বটাকে গুলি করল। গুদোমঘরটা অন্ধকারে ডুবে গেল।

সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাডমস প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ল। যদিও সে নিরস্ত্র তবু ইতস্ততঃ করল না। কোন কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল বুচকে কষ্ট দেবার জন্যে। ছুটতে গিয়ে একটা মূর্তির সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল।

বুচ তার ঘর পেরোবার শব্দ পেয়েছিল।

—ওহে খচ্চর, সরে পড়। তুমি আমাকে ধরতে পারবে না।

অনেক আত্মনির্ভর হয়ে অ্যাডমস বলল, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, বন্দুক তো তোমার একলার নেই।

বুচ গর্জন করে উঠল, আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরনা। আমি জানি তোমাদের মত হোঁদল কুতকুতেরা বন্দুক কেন একটা রড নিয়েও বেরায়ও না। কেটে পড় নয়তো খুলি উড়িয়ে দেব।

বুচের কথা আন্দাজ করে নিজের শরীরকে একটা মোমের মূর্তি দিয়ে আড়াল করল। ভাবল এটা গুলি প্রতিহত করার মত যথেষ্ট নিরেট।

—বুচ ভাল চাওতো ধরা দাও। তোমায় আমি চিনি, পালাবার চেষ্টা কোর না।

বুচ বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়ল।

অ্যাডমস শব্দ শুনে বুঝল গুলিটা মোমের মূর্তির গায়ে লেগে মূর্তিটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। বুচ গুলিটা বেশ ভালই ছোঁড়ে। অ্যাডমস মেঝের সমান্তরাল হয়ে গেল।

অ্যাডমস শুনতে পেল বুচ তার দিকে এগিয়ে আসছে, সে মূর্তিটা সজোরে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। সেটা বুচের শরীরের ওপর আছড়িয়ে পড়ল। অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে লাফিয়ে উঠে অন্ধের মত গুলি ছুঁড়ল। সিলিং থেকে এক চাবড়া পলেস্তারা খসে পড়ল।

বন্দুকের আলোয় অ্যাডমস একঝলক দেখল বুচ কোথায় রয়েছে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

যে মুহূর্তে বুচ বুঝল শয়তান ডিটেকটিভটা তাকে ধরে ফেলেছে সে পাগল হয়ে গেল। টাকাটা নিয়ে পালাবার জন্যে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

পুলিশীজীবনে অ্যাডমস এরকম হাতাহাতি অনেক করেছে। তাই যে মুহূর্তে সে বুচের নখ মুখের ওপর অনুভব করল, সঙ্গে সঙ্গেই সে বুচের বুকে মারল এক্ ধাক্কা। সংঘাতের ভীষণতা কয়েক মুহূর্তের জন্য পরস্পরকে নিশ্চল করে দিল। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমস নিজেকে ছাড়িয়ে বুচের চোয়ালে মারল এক ঘুঁষি। ঘুঁষি খেয়ে বুচ ক্ষেপে গিয়ে অ্যাডমসকে মারল দুটো ঘুঁষি।

কয়েক মিনিট ধরে তারা পরস্পরকে আঘাত পাল্টা আঘাত হানল। অ্যাডমস বুঝল বুচ তার গলা টিপে ধরার ধান্দায় আছে। যত বার বুচ গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছে অ্যাডমস ঘুঁষি না হয় হাত মুচড়িয়ে সরে যাচ্ছে।

এক মুহূর্তের জন্যে অ্যাডমস বুচের কব্জিটা ধরে বলল, আমার হাত থেকে তুমি পালাতে পারবে না, শুধু শুধু ঝামেলা কোর না।

বুচ ঝটকা মেরে অ্যাডমসের পিঠটা বেঁকিয়ে ফেলার জন্যে চাপ দিতে থাকল। অ্যাডমসের গলা চেপে ধরে হাঁটু দিয়ে তার বুকে আঘাত করতে লাগল।

অ্যাডমস দম নিতে পারছিল না। সে লাথি ছুঁড়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকল। চোখে অন্ধকার দেখল। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে সে বুচের হাতের বাঁধন ছাড়াবার জন্যে অসহায় ভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

বুচ যখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিতে থাকল তখন হঠাৎই তার মুঠি ঢিলে হয়ে গেল। নিচে কিছু একটা শব্দ হল। সিঁড়ির মাথা থেকে কেউ যেন বলল, একটা আলো আন জিম।

বুচ এ্যাডমসের গলা ছেড়ে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে দেখল একটা শক্তিশালী টর্চের আলো পড়েছে। পড়ে থাকা পিস্তলটা দেখতে পেয়ে চট্ করে তুলে নিয়ে দেওয়ালের দিকে সরে যেতেই আলোর বৃত্তটা সম্পূর্ণ তার ওপর এসে পড়ল।

—ওখানে কি হচ্ছে?

পুলিশের একটা হেলমেটের আভাস পেয়ে কোন কিছু চিন্তা না করে গুলি চালাল।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো নিভে গেল। হুড়োহুড়ির আওয়াজে সে বুঝতে পারল পুলিশগুলো পিছিয়ে গেছে।

বুচ পাগলের মত মরিয়া হয়ে ভাবল সে যদি এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না যেতে পারে তাহলে ফাঁদে পড়ে যাবে। বেল্টটা কোথায় খোঁজবার জন্যে মেঝেতে হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগল।

—এই যে! বন্দুকটা ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে এগিয়ে এস। কেউ চেঁচিয়ে আদেশ করল।

বুচ নীরবে হাতড়াতে লাগল, বেল্টটা তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আঃ আলোটা নিভিয়ে কি ভুলই না করেছে।

উন্মত্তের মত লম্বা লম্বা বৃত্তে হাতড়াতে হাতড়াতে এ্যাডমসের মুখে ছোঁয়া লাগতেই চম্‌কিয়ে গালাগাল করতে লাগল।

এভাবে কোন কাজ হবে না, তাকে একটা আলো জোগাড় করতেই হবে। এখুনি ঐ ফ্লাইং স্কোয়াড্রনগুলো হাতে বন্দুক নিয়ে হাজির হবে।

—আগে একটা আলো দেখাও। যাচ্ছি। সিঁড়িটা কোন্‌দিকে বুঝতে পারছিনা। বুচ চীৎকার করে বলল।

—তোমার বন্দুকটা আগে ছুঁড়ে ঘরের অপরদিকে ফেল। শব্দটা যাতে আমি শুনতে পাই। অন্ধকারের মধ্যে একটা পুলিশ চেঁচিয়ে উঠল।

বুচ তার ভারী সিগারেট কেসটা বার করে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল। শব্দ করে ওটা পড়ল। এক মিনিট পরে টর্চের আলোয় আবার গুদোমঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

উন্মত্তের মত বুচ তার দিকে তাকাল। সুশান একা অনেক দূরে কুঁকড়িয়ে শুয়ে আছে। তারই কাছে বেল্টটা পড়ে আছে।

বুচ এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে লাফ দিয়ে পড়ে বেল্টটা তুলে নিয়েই ঘুরে ছুটল সিঁড়ির দিকে। তীব্র টর্চের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

—বন্দুকটা ফেলে দাও। উৎকণ্ঠিত গলায় পুলিশটা বলল।

বুচ সামনাসামনি গুলি চালাল। পুলিশটা মেঝের ওপর আছড়িয়ে পড়ল। বুচ পা দিয়ে তাকে সরিয়ে রাস্তা করে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছল। জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সদর দরজার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল চ্যাপ্টা টুপী মাথায় দুটো পুলিশ দরজা ঠেলে ঢুকছে। হাতে ঝক্‌ঝকে পিস্তল।

—দেখ হ্যারি। একজন চীৎকার করে বলল, ব্যাটা মাইক ইগান।

তিক্ত গলায় হ্যারি জবাব দিল, হ্যাঁ, আমি দেখেছি। এই ব্যাটাই জ্যাককে মেরে ফেলেছে।

—বেশ, ব্যাটা পালাতে পারবে না। তুমি সিঁড়ির দিকে নজর রাখ। আমি জ্যাককে সরিয়ে নিই।

বুচ বেশ ভয় পেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় শব্দ পেয়ে সে গুলি চালাল। পাল্টা দুটো গুলি ছুটে এসে দেওয়ালে গেঁথে গেল। মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সে ঘামতে লাগল।

রাগে আর ভয়ে কান খাড়া করে সে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল। বন্দুকটা সামনে বাগিয়ে ধরা। ভাল ফাঁদেই পড়েছে সে। বেল্টটা মুঠোর মধ্যে। এর ভেতর তিন মিলিয়ন পাউন্ড রয়েছে—আর কিনা একটা পাউণ্ডও কপালে জুটবে না। এর থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়া ভাল। জীবন্ত তাকে আর ধরতে হচ্ছে না।

কোটটা খুলে বেল্টটা কোমরে বাঁধল। প্রস্তুত সে। যদিও পুলিশ সারা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে—হয়ত আর একটা বুলেট তার পালবার রাস্তা সাফ করে দিতে পারে। গুলি ছুঁড়তে

ছুঁড়তে সে সিঁড়ির দিকে উঠে যাবে। তাতে তাকে যদি মরতে হয়, সেও ভাল।

হঠাৎ একটা আলো দপ্ করে জ্বলে উঠল—পরমুহূর্তে একটা জ্বলন্ত খবরের কাগজের বল নীচের গুদোমে এসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির দিক থেকে গুলি ছুটে এল।

কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে তার হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল। গালাগাল করতে করতে সে হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে পড়ে গেল।

—ইগান নড়াচড়া করলে তোমায় ঝাঁঝরা করে দেব। কঠিন স্বরে কে বলে উঠল।—বন্দুকটা কোথায়?

বুচ অন্ধকারে লাফ দিয়ে সরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু পিছিয়ে আসতে হল।

তারই বন্দুক হাতে নিয়ে ভয়ার্ত সাদা মুখে সুশান হেডার তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

—খবরদার, নড়বে না। নইলে আমি গুলি করব। সুশান চীৎকার করে উঠল।

বুচ মাথার ওপর হাত তুলে পেছোতে পেছোতে বলল, ওভাবে তাক কোর না—গুলি বেরিয়ে আসবে। গলা কাঁপছে বুচের।

—ঐ ভাবেই থাক। ওপর থেকে কে একজন বলল এবং এক মুহূর্তেই গোটা গুদোমঘরটা মনে হল পুলিশে ভরে গেছে।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট অ্যাডমসের অফিসটা খুব ছোট্ট—অল্প আসবাবপত্র। সুশান হেডার সেখানে একটা শক্ত চেয়ারে বসেছিল।

দরজা খুলে অ্যাডমস ঘরে ঢুকে বন্ধুত্বের হাসি হেসে বলল—আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত মিস্ হেডার। এ ঘরটা কোন মহিলা অতিথিকে অভ্যর্থনা জানবার পক্ষে মোটেই আদর্শ নয়। অ্যাডমস একটা সিগারেট অফার করল।

সুশান ভয়ে ভয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করল।

অ্যাডমস হেসে বলল, ঠিক আছে, মিস্ হেডার। আপনি কিছুটা বোকামী করে ফেলেছিলেন, তবুও আপনি না থাকলে এই ব্যাপারটার জন্যে আমাদের আরও জটিল এবং দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাতে হতো। ভাগ্যক্রমে বুচ সোজাসুজি কাউকে খুন করার কথা স্বীকার করছে না তাই আমিও আমার 'বস'-কে আপনার একটা হত্যার ঘটনা চেপে যাওয়ার ব্যাপারটা জানাইনি। ব্যাপারটা গোপন থাকাই ভাল, বুঝতেই পারছেন।

সুশান কোন জবাব না দিয়ে কোলের ওপর হাত দুটোকে মোচড়াতে লাগল।

—কি এমন ঘটেছিল যে আপনার মতো মেয়ে এইরকম একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন?

সুশান বলল—জানি না, জো ওয়েডম্যানকে সাহায্য করতে চেয়েছিল আর আমি তার জন্যে করুণা অনুভব করেছিলাম। আর আমি—আমি—সত্যি—ওকে সাহায্য না করে পারিনি।

—ভাল। ধূর্ত আর বদমাইশ রোলোটাকে ধরবার চেষ্টা আমরা অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। আপনার সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভব হত কিনা জানিনা।

সুশান প্রতিবাদ জানাল—আমার আর কি করার ছিল?

অ্যাডমস জানাল—পরোক্ষভাবে ছিল। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনুসরণ না করলে ঐ অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থ হাতবদল হয়ে যেত।

—আমি এখন বুঝতে পারছি না, আমি কেন ওখানে গেলাম।

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমাকেও অবাক করেছে। আপনি যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছিলেন। বুচ বলছিল—গিলোরী ভুডু জানে। আমি ওসব বিশ্বাস করিনা। যাইহোক গিলোরীর খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে ফ্রান্স থেকে এখন জাহাজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাড়ি দিচ্ছে।

সুশান অবশেষে প্রশ্ন করল, মিঃ ওয়েডম্যানের কি হল?

—মিঃ ওয়েডম্যান আপনাকে দেখতে চান। আর এজন্যই আমার আপনাকে ডেকে পাঠানো।

—আমাকে উনি দেখতে চান? কেন?

অ্যাডমস মাথা নাড়ল, জানি না। যদি দেখা করতে চান তো চলুন, গাড়ি আছে।

সুশান ইতস্তত: করে জিজ্ঞেস করল—তিনি এখন কোথায়?

—তিনি একটা নার্সিংহোমে। তিনি খুব ভাল নেই। আমাদের এখন তাকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন।

—জো বলেছিল এরকমই ঘটবে।

—হ্যাঁ। রোলোর সঙ্গে দুর্ব্যবহারে তিনি তেমন বিক্ষুব্ধ হননি। তাঁর ওপর নজর রাখার জন্যে এখনও লোক আছে। তাঁকে একা ঘুরে বেড়াবার জন্যে ছেড়ে দিতে পারিনি আমরা। ব্যাঙ্ক তার কাজ দেখাশোনা করছে। তিনি এখন স্বস্তিতে রয়েছেন। অ্যাডমস দাঁড়িয়ে পড়ল—যাবেন?

সুশান দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি বুঝতেই পারছি না তিনি আমার কাছে কি চান? তবে মনে হয় ওনার সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। তাই নয় কি?

অ্যাডমস তার দিকে তাকিয়ে হাসল।—ভয় পাবার কিছু নেই। চান তো আমিও আপনার সঙ্গে থাকব। সুশানকে এ্যাডমসের ভাল লাগে। ভাল লাগে তার ভীত চোখ দুটো আর চুল।

সুশান হেসে বলল, ভয়ঙ্কর সব ঘটনা পার করে এখন একটা বৃদ্ধ লোককে ভয় পাওয়াটা ন্যাকামী করা হবে না কি? চলুন, আমি প্রস্তুত।

তারা গাঢ় নীল রঙের পুলিশের গাড়িতে দ্রুত লন্ডনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। অ্যাডমস সুশানকে সহজ করার চেষ্টা করল।

—এখন তো সব উত্তেজনার শেষ। এখন কি করবেন বলে ভাবছেন?

সুশান মাথা নাড়ল—হয়ত একটা চাকরি করব। কিন্তু চাকরি এখন খুব নীরস, নিরুত্তেজ মনে হবে বলে মনে হয়।

অ্যাডমস হাসল। পাঁচ বছর পুলিশে আছি এরকম ঘটনা এই প্রথম।

সুশান বিস্মিত হয়ে বলল— মনে হয় আপনি উত্তেজনা ভালবাসেন না। যদিও আমি প্রথমে একটু ভয় পাই, তবুও আমার যদি অনেক টাকা থাকত তবে আমি উত্তেজনার দিকে ছুটতাম। উত্তেজনা আমার ভাল লাগে।

—হতভাগা সেডরিক আপনার জন্যে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আপনি আবার কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন তা আমি চাই না।

—জো'র দেওয়া টাকার এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। টাকাটা ফুরিয়ে গেলে কিছু একটা ধান্দা করতেই হবে।

—আপনার কেউ নেই?

—সুশান মাথা নেড়ে বলল—এক কাকীমা আছেন, কিন্তু তিনি আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না।

অ্যাডমস সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলল—তাহলে এবার নিশ্চয় আপনি বিয়ে করবেন? আবার আপনার কোন পুরুষ বন্ধু নেই—এটা বিশ্বাস করতে বলবেন না।

সুশান জোর দিয়ে বলল—সত্যিই নেই। পুরুষরা এত অধিকারপ্রবণ যে ওরা আমার চক্ষুশূল।

—কিন্তু আপনার ভবিষ্যতের দেখাশোনার জন্যে তো কাউকে চাই।

—না, ধন্যবাদ। আমার দেখাশোনা আপাততঃ আমি নিজেই করতে পারবো। পরে দরকার হলে ভেবে দেখব।

অ্যাডমস কিছু জবাব দেবার আগেই গাড়িটা ধীর গতিতে এসে একটা বিশাল নার্সিংহোমের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়ালো।

সুশান কম্বল গায়ে আগুনের পাশে বসে থাকা ক্রেস্টার ওয়েডম্যানের কাছে এগিয়ে গেল।

—বোস। চেয়ার এগিয়ে দিলেন ওয়েডম্যান। আমি যা শুনেছি তুমি একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা। তোমার নামই সুশান হেডার?

—না-না, আমি সেরকম কেউ নই।

—তোমার বয়স অনেক কম। কত বয়স তোমার?

—অক্টোবরে বাইশ হবে।

—তাই বুঝি। গভীর ভাবে তাকিয়ে থেকে ওয়েডম্যান বললেন, ওরা বলছে আমি নাকি পাগল। যত বাজে কথা। আসলে আমার বয়স হয়ে গেছে বলে ব্যবসা ট্যাবসা চালাবার মত ক্ষমতা

আমার নেই। কেন জান, কারণ আমার ভাই আমার সঙ্গে আর নেই। যাইহোক হারানো টাকাপয়সা আবার পেয়ে গেছি আর এ জায়গাটাও ভাল। নিজের দেখাশুনা করতে করতে আমি ক্লান্ত। এরা যদি এ জায়গাটায় রেখে আমার দেখাশোনা করতে চায় করুক।

সুশানের মনে হল সে আর ভয় পাচ্ছে না লোকটাকে। কথাবার্তা শুনেও এতটুকু পাগল বলে মনে হলনা তার, বরং বুড়ো বাপের মতই।

—জো-এর কথা আমায় বল, ওর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুনব বলেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।

সুশান জো-এর কথা, বুচকে অনুসরণ করার কথা, করনেলিয়াসের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার কথা, আধঘণ্টা ধরে বলে গেল।

বাঃ চমৎকার। অ্যাডমসের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে তুমি না থাকলে আমি আমার ঐ দীর্ঘসময়ের রোজগারের টাকাগুলো হারাতাম। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আর হতভাগ্য জো-এর কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না।

—না-না। আসলে এটা করতে আমার ভালই লেগেছিল। আমি উত্তেজনা ভালবাসি আর এখন উত্তেজনাহীন জীবন আমার ভাল লাগছে না।

—দরকারও নেই। তোমার বয়সী সাহসী মেয়ে একলাই জীবনে অনেকদূর যেতে পারে। তুমি আমার বিপদে সাহায্য করেছ। এখন আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই।

ওয়েডম্যান পকেট থেকে একটা খাম বার করে কোলের ওপর রেখে বললেন, আমি পাগল বটে, তবু আমি আমার ট্রাস্টিদের সঙ্গে কথা বলে এ টাকাটা তোমাকে দিতে চাই। তারপর খামটা সুশানের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এখন খুলো না। এমন কিছু বিরাট অঙ্কের টাকা নয়। তবে বছর পাঁচেক তুমি স্বাধীনভাবে ইচ্ছেমত বাঁচতে পারবে আশা করি।

জো'র টাকাটা এখনও আছে।

—ওটা তোমার ফী। তর্ক করো না। বুড়ো ডাক্তারটা এসে পড়ল। সুযোগের সদব্যবহার কর। সুযোগ নষ্ট করতে নেই।

ডাক্তার এজলী ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন, আশা করি এবার আপনি একটু ঘুমিয়ে নেবেন।

সুশান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ধন্যবাদ মিঃ ওয়েডম্যান।

ওয়েডম্যান হাত তুলে বললেন, সুখে থাক বাছা! সাহায্যের দরকার পড়লে আমার কাছে এসো। না হলে, দূরে থেকো। তোমার মত বাচ্চা মেয়ের জায়গা এটা নয়। তারপর হঠাৎই ওয়েডমানের চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেল। —মেয়েটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। ও কে? এখানে ওর কি দরকার? তারপর ঝগড়াটে গলায় বললেন—আমার করনেলিয়াস কোথায়? ওকে এখুনি এখানে আসতে বল। হেভওয়ে স্টিল মারজার সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা আছে।

সুশান খুব আঘাত আর দুঃখ পেল। ডাঃ এজলীকে জিজ্ঞেস করল, উনি কি সুখী?

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে এজলী বললেন, নিশ্চয়। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন তো। আমাকে এখনই গিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলতে হবে, ওনাকে বোঝাতে হবে।

হলে পৌঁছে খামটা খুলে সুশান দেখল তার নামে পাঁচ হাজার পাউন্ড-এর একটা চেক। সই রয়েছে ওয়েডম্যান, ব্যাংক ডাইরেক্টর।

হঠাৎ পুলিশের গাড়ির তীব্র হর্নের আওয়াজে তার চমক ভাঙ্গল। সে তাড়াতাড়ি সযত্নে চেকটা ব্যাগে রাখল। এতগুলো টাকা একসঙ্গে পাবার আশা সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিনও। ভাবল—এখন সে স্বাধীন। সে এখন স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে কিংবা একটা অফিস বা দোকান। এমনকি একটা ডিটেক্‌টিভ এজেন্সীও খুলে বসতে পারে। এখন তাকে কারোর ওপর নির্ভর করতে হবে না।

আবার হর্ন বাজল। সুশান এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। গাড়ির ভেতর বসে আছে অ্যাডমস। সামনের দরজাটা খুলে দিল অ্যাডমস। সুশান গাড়িতে উঠে বসল। সে অ্যাডমসকে ওয়েডম্যানের সমস্ত কথা জানাল। গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে চলল।

ডাবল্ সাফল্

।। এক।।

টেবিলে রাখা ইন্টারকমে ম্যাডক্সের বাজখাঁই গলার কণ্ঠস্বরে আমি ঘুমের জগতে বিচরণ করতে করতে এমনভাবে চমকে উঠলাম যে আর একটু হলেই ঘাড়টা নিশ্চিত মটকে যেত।

'হারমাস! তোমাকে আমার এক্ষুণি একবার প্রয়োজন।' হড়বড় করে টেবিল থেকে পা নামিয়ে ইন্টারকমের বোতাম টিপতে গিয়ে ধাক্কা লেগে টেলিফোনটা কাত হয়ে আছড়ে পড়ল।

'এক্ষুণি আসছি', ঘুমের আমেজটা প্রাণপণে কাটাবার চেষ্টা করতে করতে জবাবটা দিলাম।

একটা হুঙ্কার দিয়ে ইন্টারকমটা স্তব্ধ হয়ে গেল।

দাবীপূরণ বিভাগে আমার বড়কর্তা হওয়া ছাড়াও ম্যাডক্স একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বীমা কোম্পানিগুলোর নিজেদের রেষারেষির মাঝে এমন সুনাম অর্জন করা কখনোই সোজা ব্যাপার নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমি হলাম তারই একজন তদন্তকারী অফিসার। আমাদের এজেন্টদের প্রস্তাবিত কোন বীমা অবেদনকারীর ওপর ম্যাডক্সের সন্দেহ জাগলে তার বিষয়ে তদন্ত করাই ছিল আমার কাজ। আর ম্যাডক্স নিজের ছায়াকেও যখন সন্দেহের চোখে বিষনজরে দেখে তখন আমাকেও ব্যস্ততার মধ্যেই কাটাতে হয়।

কী জানি, এবার কোন্ উটকো ঝামেলায় ফেঁসে যাব, ভাবতে ভাবতে ম্যাডক্সের দপ্তরে প্রবেশ করলাম। গত সপ্তাহে মিটিং হলে বীমা কোম্পানিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের এজেন্টরা এই ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায়, বেশ খুশী খুশী মেজাজেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে বিশ্রামের পালা এবার শেষ। ম্যাডেক্সের ডাক পাবার অর্থ একটাই—কাজ।

ভেতরে পা রাখতেই চোখে পড়ল, ম্যাডক্সের স্বর্ণকেশী সেক্রেটারী প্যাটি ঝড়ের গতিতে টাইপ রাইটারের ওপর আঙুল চালাচ্ছে। সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এত পরিশ্রমের পরেও একজন মেয়ে নিজের সৌন্দর্য বজায় রাখে কোন কৌশলে, সত্যি আমার মাথায় ঢোকে না। টাইপ করাকালীন একমুখ হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকালো ও।

'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না,' ঝুঁকে ওর টাইপ করা কাগজটা পড়তে পড়তেই বলি, 'কর্তাই কিন্তু আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। ভেতরে যাবো, না অপেক্ষা করতে হবে?'

'এক্ষুনি ভেতরে যান, না হলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। তাছাড়া এ কাজটা শেষ করতে না পারলে...' কথাটা অসমাপ্ত পথে রেখেই নীল জোড়া চোখ যুগল ঘুরিয়ে আবার টাইপ করতে শুরু করে দিল ও।

ম্যাডক্সের ব্যক্তিগত দপ্তরের দরজায় টোকা মারলাম। হেঁড়ে গলায় কর্কশ কণ্ঠে ভেতরে যাওয়ার ডাক পেলাম ঠিক সেই মুহূর্তে।

যথারীতি টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের স্তূপের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে ম্যাডক্স। মাথার ধূসর চুলগুলো অবিন্যস্ত, টকটকে রক্তিম মুখ জুড়ে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

'বোসো', কালিমাখা একটা হাতে আরামকেদারার দিকে নির্দেশ করলো ম্যাডক্স। 'তোমায় একটা কাজ করতে হবে,' সামনে রাখা কতকগুলো কাগজ একপাশ করে রাখল। সেগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই মাটি স্পর্শ করল। আমরা কেউই ওগুলো কুড়ানোর কোন চেষ্টা করলাম না, কারণ একাজটা করে প্যাটি । ম্যাডক্স দপ্তর ছেড়ে বেড়িয়ে যাবার পর প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা ওকে এই কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। 'সারা সপ্তাহতো গায়ে খুব হাওয়া দিয়ে বেড়ালে।'

'মন যদি চায় তবে নিজেকে আমি সবসময়েই ব্যস্ত রাখতে প্রস্তুত,' বসতে বসতে কথাটা বলি, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

ম্যাডক্স ভুরু কুঁচকে একবার তীর্যকভাবে তাকাল, তারপর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বাক্সটা

ঠেলে দিল আমার দিকে।

'তোমার হয়তো মনে আছে, মাস তিনেক আগে আমি একবার নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম।' টেবিলে রাখা লাইটারের দিকে হাত বাড়ালো সে, 'তোমার হয়তো এও মনে আছে, সেই সময় আমাদের বড় সাহেব আমার টেবিলে উপবিষ্ট ছিলেন।'

'মনে থাকবে না কেন। আপনার জন্য মন খারাপ হয়ে যেতো আমার।'

ম্যাডক্সের ভুরু যুগল ভয়ঙ্কর রকম ভাবে কুঁচকে উঠল এবার। 'যাক গে, ওসব ন্যাকামি ছাড়ো, সে সময় তুমি কত কাজ করেছিলে তা আমার অজানা নয়। গত সপ্তাহে যতটুকু করেছো, তাও আমার জানা আছে—।

'সব মেশিনেরই কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন,' উত্তরে হালকা সুরে আমি বলি, 'কিন্তু এসময় পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছেন কেন?'

'সেটা বলার জন্যই তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি,' শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে তাকাল ম্যাডক্স, 'আমি যখন ছিলাম না, সে সময় আমাদের কোম্পানি এমন একটা ইনসিওরেন্স করিয়েছে যেটা হয়তো এবাড়ির ত্রি-সীমানার মধ্যে আমি থাকলে কখনোই ঘেঁষার সুযোগ পর্যন্ত দিতাম না। অথচ আমাদের বড়সাহেব এতে কোন গণ্ডগোল দেখেননি। এমন কি ঐ গর্দভ গুডইয়ার, যে পলিসিটা করিয়েছিলো, তারও এতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়েনি। অবশ্য এব্যাপারে তাকে আমি দোষারোপ করতে পারিনা। আমাদের এখানকার সমস্ত এজেন্টরা একটা মতলব মাথায় রেখে দেয় সবসময়, তা হল কী করে কিছু কমিশন তাদের হাতে আসে?'

হুঁ! গণ্ডগোলটা ঠিক কোন জায়গায় তা আমি বুঝি। অ্যালান গুডইয়ার আমাদের সব থেকে বিশিষ্ট সেলসম্যান। কিন্তু মুশকিলটা অন্যজায়গায়, কমিশন মারফত তার যা হাতে আসে তা ম্যাডক্সের আয়ের থেকে বহুগুণে বেশি। ম্যাডক্সের গাত্রদাহ ঠিক ওখানেই।

'পলিসিতে কী কোন গণ্ডগোল পাওয়া গেছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

ম্যাডক্স তাঁর অবিন্যস্ত চুলগুলোর মধ্যে একবার আঙুল খেলিয়ে নিল, তারপর এমন জোরে নাক সিঁটকে হাত ছুঁড়লো যে তাঁর হাতের স্পর্শে আরও বেশ কিছু কাগজ মাটিতে পড়ে গেল।

'প্রথম কথা, পলিসিটা বৈধ নয়। আমাদের মতো কোম্পানির এ ধরনের অবৈধ পলিসি করা শোভা পায়না।' টেবিলে দড়াম করে আচমকা ঘুঁষি মারল ও।

'ইনসিওরেন্স যে করিয়েছে সে নিজের মর্জিমতো পলিসিটা লিখিয়েছে। এর আগে কখনো এরকম অদ্ভুত কথা শুনেছ?...প্রতিবছর হাজার হাজার ডলার খরচা করে উকিল পুষে আমরা নিখুঁত পলিসি ফর্ম তৈরী করাচ্ছি যাতে আমাদের বোকা বানাতে কেউ সাহস পর্যন্ত না করে, অথচ এত বড় বড় বুলি আওড়ে আমরা নিজেরাই সেই ভুল করে বসলাম।'

ওর বক্তব্য আমার মগজে কিছুই ঢুকছিল না, তাই বললাম, 'কষ্ট করে গোড়া থেকে বললে ভালো হতো না? তাহলে অন্তত ব্যাপারটা অনুধাবন করতে সুবিধে হতো আমার।'

'বেশ, তাই বলছি। তবে দয়া করে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো।' অকারণে কলমটা খুলে আবার বন্ধ করে রাখাল ম্যাডক্স। 'গত জুনে আমি যখন নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম, সেই সময় গুডইয়ার হলিউডে জোইস শারম্যানের কাছে যায় 'অগ্নি ও চুরি' বীমা করাতে।...জোইস শারম্যান হলো একজন অভিনেত্রী।'

জোইস শারম্যান যে হলিউডের একজন বিখ্যাত নাম করা অভিনেত্রী তা আমাকে স্মরণ না করালেও চলত। কিন্তু কেউ তার থেকে বেশি জেনে যাবে একথা ম্যাডক্স কোনদিন মানতে রাজি ছিলনা।

'কাজটা করার পর গুডইয়ার একটা বারে গিয়েছিল। অর্থাৎ অভিপ্রায় ছিল ফূর্তি করা। আমাদের এজেন্টরা কোম্পানির সময় কীভাবে অপচয় করে এটা হলো তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু যাকগে সে প্রসঙ্গ।'

ট্রেতে রাখা এক গোছা পলিসি ফর্মের ওপর ছাই ফেলল ম্যাডক্স। "গুডইয়ার অবশ্য বলেছে, ঐ সময় ব্র্যাড ডেনি নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সে থিয়েটারের একটা ছোটখাটো এজেন্ট। কথায় কথায় লোকটা গুডইয়ারের কাছে একটি মেয়ের জন্য 'ব্যক্তিগত

দুর্ঘটনা বীমা' করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আর এতে গুডইয়ারের সন্দেহ করা উচিত ছিল। কারণ, 'ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা' কেউ কখনো উপযাচক হয়ে করাতে আসে না। লোককে বোঝাতে হয়, কাঠ-খড়ও কম পোড়ে না। তবেই রাজি করানো সম্ভব হতে পারে। তাই এপ্রসঙ্গে অযাচিতভাবে কেউ বীমার কথা তুললেই ধরে নিতে হবে, ব্যাপারটার পেছনে যে অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে তা ভালো নয়। কিন্তু ঐ পাঁঠা গুডইয়ারের মাথায় এই সহজ ব্যাপারটা ঢোকেনি। সে মনে মনে ভাবলো, এই দাঁওতে কমিশনের টাকায় নিজের একখানা চকচকে নতুন গাড়ি যদি বাগিয়ে নেওয়া যায়, তবে মন্দ কি! সে ঐদিন রাতেই কোর্ট হোটেলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করার সব বন্দোবস্ত করে ফেলে। এখানেও একটা কথা উঠছে।

হাতের একটা হৃষ্টপুষ্ট আঙুল আমার বুকের ওপর তাক করে নাচাতে নাচাতে ম্যাডক্স বলে উঠল, 'এই কোর্ট হোটেল হল এমন একটা হোটেল, যেখানে এক ঘণ্টার জন্য ঘর ভাড়া করে মেয়েছেলে এনে তুলতেও কোন অসুবিধা হয়না। এবিষয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তাই কেউ কোন অপ্রিয় প্রশ্ন তুলে সময় নষ্ট করেনা। অথচ জীবনে একবার মাত্র হলিউডে গিয়েও ওখানে আমি চারঘণ্টার জন্য কাটিয়ে এসেছিলাম।'

আকর্ণ হেসে উঠলাম আমি, 'আপনার কথা শুনে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, ঐ চারঘণ্টার এক মুহূর্তও আপনি নষ্ট করেননি।

'যা বলছি মন দিয়ে আবার শোনো!' খেঁকিয়ে ওঠে পুনরায় ম্যাডক্স, যে এজেন্টের বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান থেকে থাকে, সে কখনও কোর্ট হোটেলে তার পার্টির সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। অথচ গুডইয়ারের নিজের কমিশনের কথাই সর্বপ্রথম মাথায় এল—

একবারের জন্যও ভেবে দেখল না, তার জন্য আমাকে পরে কত ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে।'

প্রতিবাদে আমার মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজই শুধু বেরলো মাত্র, কারণ অ্যালান গুডইয়ার আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ম্যাডক্সকে তাতে থামানো গেল না।

মেয়েটার নাম, সুসান গেলার্ট। সে এক লক্ষ ডলারের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা করাতে আগ্রহী ছিল। মেয়েটা স্টেজে শো করে নিজের পেট চালায়। বর্তমানে সে নতুন খেলা দেখাচ্ছে। এই পলিসি তার এই নতুন খেলার প্রচারে বেশ কিছু সাহায্যও করবে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা, এই ধরনের একজন তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রীর একলক্ষ ডলারের 'দুর্ঘটনা বীমা' করাকে খবরের কাগজের লোকেরাই বা গুরুত্ব দিতে যাবে কেন? গুডইয়ার এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেনি।'

ম্যাডক্স তাঁর চওড়া নাসিকা একবার রগড়ে নেয়। 'আমি থাকলে প্রথমে তাকে এই প্রশ্নটাই করতাম।...মেয়েটির বক্তব্য, এই পলিসি শুধুমাত্র প্রচারের জন্যই করা। আর যেহেতু ডেনি বা ওর কারুরই টাকাকড়ি নেই, তাই প্রিমিয়ামের অঙ্ক খুব সামান্য না হলে তাদের এমতলবও বাদ দিতে হবে।

...এই কথাটা শোনা মাত্রই গুডইয়ারের ওখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই উচিত ছিল। কিন্তু তা সে করেনি। পরিবর্তে তক্ষুনি সে তাদের প্রিমিয়ারের অঙ্কটা বলে দিল। আর ওরা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে সেটা লুফে নেয়। এবার বলো কী বুঝলে?'

'এখনও পর্যন্ত আমি কোন গণ্ডগোল দেখছি না। আমার যা মনে হচ্ছে তাতে এক লক্ষ ডলারের পলিসিটা প্রচারের উদ্দেশ্যে চমৎকার রূপে ব্যবহার করা যায়। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো টোপটা খুব সহজেই গিলে নেবে।...নাঃ, আপনার মতো সন্দেহ করার কোন কারণ এখনও পর্যন্ত আমার চোখে পড়ছে না।'

'হুম্! তোমার সঙ্গে গুডইয়ারের কোন তফাতই নেই দেখছি। নিজের নাকের ডগার বাইরে তোমাদের চোখে কিছুই ধরা পড়ে না।'

কথাটায় কর্ণপাত না করে আমি প্রশ্ন করে বসি, 'যাইহোক, বলে যান, তারপরে কী হল?'

'এরপর ডেনি আর মেয়েটা এক প্রস্তাব রাখে। ওরা বলে, অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হলে টাকা পাওয়া যাবে, এই আশা বুকে নিয়ে ওরা ইনসিওর করছেনা, তাদের উদ্দেশ্য একটাই, মেয়েটির নাম

কাগজের মাধ্যমে প্রচার করা।

'পলিসিতে প্রচলিত সর্বপ্রকারের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর উল্লেখ করে তাঁরা জানায় যে, ঐসব ক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানী ক্ষতিপূরণের জন্য কখনই দায়ী থাকবে না।

'তাদের যুক্তির বিষয় ছিল, পলিসি সব রকম দুর্ঘটনার দায় থেকে বাদ পড়ে গেলে প্রিমিয়ামও খুব কম হয়ে যাবে, অথচ প্রয়োজনের মুখোমুখি দাঁড়ালে সাংবাদিকদের সন্দেহ নিরসনের জন্য একটা, লিখিত পলিসিও তাঁরা হাতের কাছে প্রস্তুত রাখতে পারবে।'

টেবিলে রাখা স্তূপাকার কাগজগুলো উল্টে, পাল্টে তার থেকে একখানা কাগজ টেনে আনলো ম্যাডক্স।

'এই হলো সেই পলিসি, তিনজনে যুক্তি করে, সম্ভাব্য দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর একটা লিস্ট ওরা পলিসিতে লিখেছে।'

মুখ তুলে কটমট চোখে একবার তাকাল। 'শুনেছো তো, নাকি?... এখানে উল্লেখিত সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে কোনটায় যদি মেয়েটার মৃত্যু ঘটে, তার জন্য আমরা দায়ী থাকবনা, কিন্তু এর বাইরে কিছু হলেই, আমাদের মাল ছাড়তে হবে। কি, বুঝলে কিছু?'

'বুঝলাম।'

'এবার লিস্টটা একবার পড়ে যাচ্ছি, শোনো।' পলিসিটার ওপরে ঝুঁকে পড়তে থাকে ম্যাডক্স। 'নিম্নলিখিত কারণগুলিতে বীমাকারীর মৃত্যু হলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেনা। গুলি বা ছুরিজনিত আঘাত, বিষক্রিয়া, অগ্নিকাণ্ড বা জল দুর্ঘটনা, বিমান, যাত্রীবাহী গাড়ি, মোটর সাইকেল অথবা চক্রচলিত নানাধরনের যানবাহন ও অন্য পরিবহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা বা অসুস্থতা; উচ্চস্থান থেকে পতন বা পতিত কোন বস্তুর আঘাত ; শ্বাসরুদ্ধতা, স্পন্দনহীনতা অথবা তপ্ত তরলের দগ্ধতা ; মস্তিষ্কে কোন প্রকার আঘাত, গৃহপালিত বা বন্যজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ; পোকামাকড় অথবা অন্য সরীসৃপের দংশন ; বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি অথবা যান্ত্রিক গোলযোগ।'

চোখ তুলে একবার তাকিয়ে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো ম্যাডক্স। 'এবার কীরকম মনে হচ্ছে?'

'ঠিকই তো আছে সব। এর মধ্যে গন্ডগোলের আঁচ পেলেন কোথায়?'

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে হাত প্রসারিত করার আরও খানিকটা জায়গা করে নেয় ম্যাডক্স। 'এই ঝুঁকিগুলো বাদ দিয়ে একলক্ষ ডলারের ইনসিওরেন্সের দরুন তাকে বছরে প্রিমিয়াম দিতে হবে মাত্র পনেরো ডলার।'

'এও তো কিছু কম নেওয়া হলো না,' আমি মুচকি হাসি হাসলাম। 'গুডইয়ারতো কোন সম্ভাবনাই বাদ রাখেনি দেখছি।'

'তাই নাকি?' একটু ঝুঁকে বসলো ম্যাডক্স। 'ঠিক আছে, ও নিয়ে আমরা না হয় কিছুক্ষণ বাদে আবার আলোচনায় বসব।'

'যাক আমি বরং পুরো-ঘটনাটার বিবৃতি না হয় একবার দিয়ে দিই। গুডইয়ার এই পলিসিটা নিয়ে বড়সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেছিল। আমি যদি ওখানে থাকতাম তক্ষুনি ওটা বড়সাহেবের মুখে সপাটে ছুঁড়ে মারতাম। বছরে মাত্র পনেরো ডলার প্রিমিয়ামের জন্যে আমরা এক লক্ষ ডলারের একটা ইনসিওর করার ব্যাপারে কেন অযথা ঝুঁকি নিতে গেলাম—ভাবা যায়?... অথচ আমি যখন এবিষয়ে বড়সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য গেলাম, উনিতো আমার কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে একেবারে উড়িয়েই দিলেন। আমাদের উচিত জনসাধারণের সেবা করা। সদা সর্বদা লাভের কথা ভাবলে চলবে না।' শব্দ করে শ্বাস নিল ম্যাডক্স। 'অথচ মেয়েটা মরার পর যদি কেউ টাকা দাবি করতেও আসে, তখন কিন্তু উনি সব দোষ আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেন।'

পলিসিটা হাতে তুলে নিয়ে আমার সামনে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে উঠল,' এই দেখো, এখানে পরিস্কার লেখা আছে, 'এই দুর্ঘটনাগুলো বাদে অন্য যে কোন ভাবে বীমাকারীর মৃত্যু হলে আমরা দায়ী থাকব।'...'অন্য যে কোনপ্রকারে!' একজন চালাক লোকের কাছে কি আমাদের বোকা বানানোর জন্য এটা কি চক্রান্ত রূপে যথেষ্ট নয়?'

'তাই কি?' আমি সামান্য অধৈর্য কণ্ঠেই বলে ফেলি, 'আমার তো মনে হচ্ছে গুডইয়ার কোন

কিছুই অবশিষ্ট রূপে ফেলে রাখেনি। তাছাড়া, আপনি বোধহয় একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেননি। মেয়েটা উপযাচক হয়ে নিজেই পলিসিটা করিয়েছে। আপনার কি ধারণা, সে এমন এক অস্বাভাবিক উপায়ে মরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে তার উত্তরাধিকারীর একলক্ষ ডলার অতি সহজেই হাতের মুঠোয় চলে আসে? এটা আমাকে অন্ততঃ বিশ্বাস করতে বলবেন না।'

ম্যাডক্স একটু পিছিয়ে বলে। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'গতকাল পর্যন্ত আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু আজ দুপুরে কনফারেন্সে যাবার পরেপরেই আমি বদলে ফেলেছি।'

'ওখানের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'অনেক কিছু। ওখানে জেনারেল লয়োবিলিটির অ্যানড্রুজের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় তার কাছে গেলার্ট মেয়েটির বিষয়টা উত্থাপন করেছিলাম। সে বললো ওদের কোম্পানিও নাকি একই শর্তে মেয়েটাকে দিয়ে একটা ইনসিওরেন্স করিয়েছে।'

হাত তুলে আমাকে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত করলো স্বয়ং ম্যাডক্স। 'একমিনিট। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। এনিয়ে আমি ওখানে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি।' ম্যাডক্স হাতড়ে ছোট একটুকরো কাগজের ফালি বের করল। 'মিস গেলার্ট আরও ন'টা কোম্পানী থেকে ঠিক একই ভাবে আরও ন'খানা ইনসিওর করিয়েছে। অর্থাৎ দশ লক্ষ ডলারের জন্য তাকে বছরে প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে মোট দেড়শো ডলার। এবারে বলো, মাথায় কিছু ঢুকল?'

নিস্তব্ধ ঘরে টেবিল ঘড়িটার টিক টিক শব্দই কানে আসছিল। ছাইদানিতে সিগারেটটা গুঁজে আর একটা সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করলাম। তারপর প্যাকেটটা ম্যাডক্সের সামনে ঠেলে দিয়ে বললাম, 'দশ লক্ষ ডলার!!... টাকার অঙ্কটা কম নয়, কিন্তু তার মানে এই তো নয় যে, ব্যাপারটা জোচ্চুরি?'

'শুধু জোচ্চুরি নয়, তার থেকেও বহুগুণে বেশি। এটা একজনের খুনের পরোয়ানা।'

ম্যাডক্সের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হলেও প্রতিবাদ করার সামান্য চেষ্টা করি, 'কিন্তু তাই যদি হবে...'

'তাই যদি হবে নয়, তাই!' প্রচণ্ড শব্দে টেবিলে ঘুঁষি মারলো ম্যাডক্স। 'আজ বিশ বছর ধরে এই লাইনে আমি রয়েছি, এ জিনিস আমার কখনো এর আগে ভুল হয়নি। আমি এতে খুনের গন্ধ পাচ্ছি।'

'আপনি তাহলে বলতে চাইছেন—ডেনি?'

'হলেও হতে পারে, সঠিক কী করে বলবো? তবে এটুকু জোর গলায় বলতে পারি, এটা ছকে বাঁধা খুনের নির্ভূল পরিকল্পনা। আচ্ছা, ডেনির কথাই ধরা যাক। সে হচ্ছে ছোটখাটো একটা থিয়েটার এজেন্ট। সম্ভবত তার পকেট একেবারে কপর্দকশূন্য। এখন কে-ই বা বলতে পারে, সেই মেয়েটাকে নতুন কৌশলে খুন করার ফন্দি ভাঁজেনি? কাজটাও তার কাছে কঠিন কিছু নয়। তাকে শুধু মেয়েটাকে এই বোঝাতে হয়েছে যে, দশটা কোম্পানিকে দিয়ে ও যদি দশ লক্ষ ডলারের ইনসিওর করায়, তাহলে ওটা তার নাম প্রচারে ভীষণভাবে কাজ দেবে। ব্যস!' টুসকি মারল ম্যাডক্স।

'এরপর আর কি! মাস কয়েক পরে মেয়েটাকে প্রাণে মেরে টাকা কড়ি হাতিয়ে নেওয়া! এবার বলো কি বুঝলে?'

'শুনতে তো মন্দ লাগছে না। কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। কী ভাবে খুন করে সে আমাদের কাছে টাকা দাবি করবে? বলুন তো এটা?'

দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল ম্যাডক্স। 'এত বড় সাংঘাতিক রকমের এক পরিকল্পনা যে-ই করে থাকুক, আমরা মাত্র পাঁচ-মিনিট ভেবে সেটা কিছুতেই বের করতে পারব না। তবে আমার চিন্তার বিষয় ও নিয়ে নয়। আমি চাই অনেক আগে থাকতেই পলিসিটা বাতিল করতে, যাতে ওদের কাছে টাকা দাবি করার কোন সুযোগই না থাকে, আর এই জন্যই তোমাকে আমার প্রয়োজন। সুসান গেলার্ট আর ডেনি, এই দু'জনের সম্বন্ধে আমি যাবতীয় তথ্য জানতে চাই। কিন্তু ওরা কোন্ ধান্দায় এই অটুট জুটির বন্ধনে বাঁধা পড়েছে তা আমার জানা দরকার। যদি কিছু গণ্ডগোল না পাও আর আম'রা পলিসিটাও যদি বাতিল করতে না! পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের নীরবে মেয়েটার অন্তিম

পরিণতি দেখা ছাড়া কোন গত্যন্তরও নেই।' আবার টেবিলে এক ঘুষি মেরে বসল ম্যাডক্স, সারা মুখে রক্তিম রঙে রাঙিয়ে উঠিয়েছে। আর যদি তার কিছু হয়েও যায়—আমি জানি এও হতে বাধ্য —আমরা তখন আসল কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়বো।'

'অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কথা বলে নিলে ভালো হতো কারণ, মেয়েটার সত্যিসত্যিই যদি কিছু হয়ে যায়, আর দু-একটা কোম্পানি ওদের দাবির ব্যাপারে সমর্থন জানায়, তখন আমরা ফেঁসে যাব না তো?'

'ও ব্যাপারটা না হয় আমার ওপরই ছেড়ে দাও। কাল সকালে আমি একটা মিটিং ডেকেছি। আমরা যাতে একাই এই তদন্ত চালাতে পারি, সে সম্বন্ধে আমি ওদের রাজি করাতে চেষ্টাও করব। দশ-দশটা গোয়েন্দা একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে অযথা কামড়া-কামড়ি করুক তা আমি কখনই চাইব না।'

'আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না এটা কোন পূর্বপরিকল্পিত জোচ্চুরি। মেয়েটি যদি শুধু মাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে দশ লক্ষ ডলারের একটা পলিসি করানোর জন্য আসত তাহলে আমাদের বড়সাহেবও নিঃসন্দেহে তাকে বাইরের দরজা দেখিয়ে দিতেন। এই কারণেই হয়তো সে বুদ্ধি করে দশটা ভিন্ন কোম্পানির নিকট দ্বারস্থ হয়েছিল?'

ম্যাডক্সের হাসিটা এখন ঠিক নেকড়ের মতোই বিচিত্র দেখালো। 'এই জন্যই আজ আমি এই চেয়ারে বসেছি, আর তুমি এখনও আমার সহকারী হিসেব কাজ করছো। কত বছরের অভিজ্ঞতা আমার জানো? আজ কোথাও কোন গণ্ডগোল হলে আমি এক মাইল দূর থেকেই তার গন্ধ পেয়ে যাই।' পলিসিটার ওপর টোকা মারতে মারতে বলে উঠল, 'শুনে রাখো হারমাস, আমি তোমায় আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই কাগজের টুকরোটা হলো একজনের খুনের পরোয়ানা।'

'বেশ তাই না হয় হলো। এখন কি করতে হবে?'

'লিস্টে লেখা মৃত্যুসম্ভাবনাগুলো ছাড়াও, এই কাগজের অন্তে এমন এক বস্তু আছে, যৎসামান্য অভিজ্ঞ লোকও তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলবে। দেখো।' পলিসিটা সে ছুঁড়ে দিল আমার প্রতি। আমি সেটা তুলে নিয়ে দেখি, নীচে সুসান গেলার্টের ছেলেমানুষি সইটার পাশে আছে কিছুটা অবিন্যস্ত ধাবড়ানো কালির দাগ আর একটা আঙুলের স্পষ্টছাপ।

'এবার গুডইয়ারের কাছে জেনে যাও, এটা মেয়েটার আঙ্গুলের ছাপ কিনা। জানতে চাও,কেন এটা শুধু শুধু পলিসিতে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়ে পড়লো? আমার মনে হয়েছে, এই ছাপটা তাতে যে দেওয়া হয়েছে এর পিছনে এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আর সেই উদ্দেশ্য হলে, সনাক্তকরণের দোহাই দিয়ে আমরা যেন টাকা দেওয়া বন্ধ না করে দিই। আমি তোমায় বলছি হারমাস, যতই আমি পলিসিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি আমার কাছে ব্যাপারটা ততই পরিস্কার হয়ে চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে।—আর আঙ্গুলের ছাপটা আর কিছুই অবশিষ্ট রাখছে না।'

চকিতে আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। বললাম,'ওতে ইলেকট্রিক শকে মৃত্যুর কথাও উল্লেখ আছে বললেন না তো?'

ম্যাডক্স পলিসিটা সযত্নে তুলে নেয়। 'হ্যাঁ, লেখা আছে, বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি অথবা যান্ত্রিক গোলযোগ। ও একই ব্যাপার।'

'না, এক নয়। ইলেকট্রিক চেয়ারে যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক কোন রকম কোন গোলযোগই নেই।'

চমকে উঠল ম্যাডক্স, ভয়ঙ্কর ভাবে কুঁচকে গেল ভ্রূ যুগল। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'ধরে নিন মেয়েটা একজনকে খুন করেছে। আর ও জানে, আগে বা পরে, একদিন না একদিন তাকে ধরা পড়তেই হবে। এখন দশটা শক্তিশালী ইনসিওরেন্স কোম্পানি যদি তার পেছনে থাকে, কোর্টে গিয়ে ও আগের চাইতে অনেকটা স্বস্তি বোধ করবে না কি?'

'কেন?'

'কারণ, আমরা যখন দেখব, মেয়েটা মারা গেলে আমাদের এক লাখ ডলার দিতে হবে, তখন আমরা ভালো ভালো নাম-জাদা উকিল এনে ওকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় লাগব না?

ম্যাডক্সকে উদভ্রান্তের মতো দেখাল। 'হুঁ, হতে পারে!'

'হতে পারে নয়, হতে হবেই! আর বাকি ন'টা কোম্পানিকেও ঐ একই কাজ করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই মরিয়া হয়ে এই চেষ্টাই করবো, তাকে চেয়ারে মৃত্যুর সাজা থেকে বাঁচাতে

শব্দগুলো এখন ভালোভাবে একবার লক্ষ্য করুন। লেখা আছে, বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি। বিদ্যুৎ প্রবাহে মৃত্যু নয় কেন?'

চোয়ালের পাশটা একবার চুলকে নেয় ম্যাডক্স। 'হুঁ...চিন্তার বিষয়ই বটে! তবে আমার ঠিক এব্যাপারটা মনঃপূত হচ্ছে না। তুমি বরং মেয়েটাকে আগে খুঁজে বার করো। চারদিকে ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নাও। তবে হ্যাঁ, মনে রেখো, এই চালবাজিটা ওরা যথেষ্ট মাথা খাটিয়ে বের করেছে। খুব বুঝে-শুনে পদক্ষেপ না ফেললে তুমি কিছুই জানতে পারবে না। আর একটা জিনিস, মেয়েটার মৃত্যু হলে কে বেশি লাভবান হবে এটাও বের করার নিশ্চয়ই চেষ্টা করো। দেখবে ও কোন উইল টুইল করেছে কিনা। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, যে ওর টাকাগুলো পাচ্ছে, পুরো পরিকল্পনার সমস্তটাই তার মাথা থেকে বেরিয়েছে। একবার যদি কোনভাবে ওটা জেনে যাও—ব্যস, অর্ধেক কাজ সিদ্ধি হয়ে যাবে।'

'কোথায় ওর দর্শন পাওয়া যাবে?'

'ঠিকানা দিয়েছে লস এঞ্জেলসের।' পলিসিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ম্যাডক্স। 'দুই, পাঁচ, ছয়, সাত—ফোর্থ স্ট্রীট? গুডইয়ার কী এখন শহরেই আছে?'

'আমি কেমন করে জানবো ও কোথায় আছে? বার-টারগুলো খোঁজ নাও, থাকলেও থাকতে পারে। যাও, এবার এখন থেকে পাত্তারি গোটাও দেখি, আমার হাতে এখন বহু কাজ। আর দয়া করে কথাগুলো নিজের মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ। আমি পলিসিটা নিয়ে তদন্তে নামছি, বড়সাহেবের কানে তোলার কোন বাসনা আমার নেই। একবার যদি এটা জোচ্চুরি প্রমাণ করতে পারি, তখন আমি নিজে গিয়ে তার গলা চেপে ধরব।'

আমি দরজার কাছ বরাবর আসতেই ম্যাডক্স পেছন থেকে বলে উঠল, 'তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?... মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তোমার থেকে ওর ওপর বেশি ভরসা রাখি আমি। ওকেও সঙ্গে নাও, ভালো লাগবে।'

'এত ট্যাঁকের জোর নেই আমার,' এই পর্যন্ত বলেই দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়ালাম।

'ওর দরুণ হপ্তায় তিরিশ ডলার তোমার হাতে আসবে,' ম্যাডক্স হঠাৎ করেই ভীষণভাবে অমায়িক হয়ে ওঠে।

'তিরিশ ডলার!' না হেসে পারি না, 'ওতে তো ওর খাওয়ার খরচও উঠবে না। আপনার কাছ থেকে কাজ ছাড়ার পর থেকে ওর ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনেক উন্নত হয়েছে। হপ্তায় একশোর ব্যবস্থা যদি করতে পারেন, নেওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে।'

'তিরিশ ডলার। এর থেকে এক আধলাও বেশি পাবে না। এখন যেতে পার।'

চরকিবাজির মতো সারা শহরটা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ অ্যালান গুডইয়ারের সাক্ষাত পাওয়ার সৌভাগ্য হল। আর তার থেকে আশ্চর্যের কথা, সে একটা বারেই বসেছিল।

গুডইয়ার একজন আকর্ষণীয়, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, সুঠাম দেহের অধিকারী প্রাণোচ্ছল পুরুষ। আমাদের অন্যান্য এজেন্টরা যেখানে মক্কেলের বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে কাল ঘাম ছুটিয়ে ফেলে, সেখানে গুডইয়ার তার অসাধারণ রমণীয় ব্যক্তিত্বের সাহায্যে অনায়াসেই অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি জুটিয়ে ফেলে আমার থেকে সে ছ'বছরের ছোট কিন্তু এখনই যা উপায় করে তা আমার তিনগুণতো বটেই। মাত্র তিন বছর বীমা কোম্পানিতে ঢুকে আজ সে সব থেকে সফল সেলসম্যান রূপে সুনাম কুড়িয়েছে।

আমাকে দেখা মাত্রই হাত তুললো গুডইয়ার, 'কি সংবাদ, স্টিভ?' একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। 'নে, বোস্। তারপর? এখানে কী মনে করে? হেলেন কোথায়?'

হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডেকে আমার জন্য বীয়ারের অর্ডার দিল।

'এতক্ষণ তোকে গরু-খোঁজা খুঁজছিলাম,' বসতে বসতে বলে উঠি। 'হেলেন এখন বাড়িতে। হয়তো তার ভাবনার বিষয় আমাকে কেন্দ্র করে, কোথায় আমি?'

ওয়েটার বীয়ার আনল। গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'তোর কাছে গেলার্ট মেয়েটার বিষয়ে জানতে এলাম।'

গুডইয়ার হতবাক। 'গেলার্ট! ওকে নিয়ে তোর আবার কী দরকার?'

দরকারটা শুধু একান্তভাবে আমার নয়, ম্যাডক্সেরও।

কেন? পলিসিটা তো তিনমাস আগেই হয়ে গেছে। তিনখানা প্রিমিয়ামও দেওয়া হল। এখন তো আর ওটা বাতিল করাও যাবে না! ঝামেলাটা কীসে বাধলো?'

'ম্যাডেক্সের হুকুম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ওটা বাতিল করাতে হবে।'

গুডইয়ারের মুখ লাল হয়ে ওঠে। আসলে ম্যাডক্স আর ও, পরস্পর পরস্পরের কাছে দু-চক্ষের বিষ। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

'অসম্ভব! তোরা কিছুতেই তা পারিস না! বড়সাহেব নিজে যখন ওতে সই করেছে। ম্যাডক্সকে আমি কখনই এর মধ্যে নাক গলাতে দেব না।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, অত উত্তেজিত হোস না। আগে আমার থেকে পুরো ব্যাপারটা শোন।'

সম্মেলনে ম্যাডক্স যা শুনেছিল, সব খুলে বলার পর বলি, 'এটা কম করে দশ লক্ষ ডলারের মামলা, অ্যালান। ম্যাডক্স যদি উপযাচক হয়ে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর করাতে উদ্যোগী হয়, তুই তাকে দোষ দিতে পারিস না।'

'কিসের আবার খোঁজখবর? এর মধ্যে দোষের কী দেখলো সে? শোন স্টিভ, তুই মিস গেলার্টকেও দেখিসনি, ডেনিকেও নয়। কিন্তু আমি দেখেছি।' তুই ও কী ভাবিস আমি অগ্র-পশ্চাৎ না জেনে বুঝে পলিসিটা করিয়েছি? এই লাইনে যুক্ত হওয়ার পর থেকে আমার একটা পলিসিও আজ পর্যন্ত বাতিল হয়নি। আর সে রকম কোন সুযোগও কাউকে আমি দেব না। ওদের মধ্যে কোন গণ্ডগোল নেই, স্টিভ—আমি তোকে বলছি।

'হতে পারে, কিন্তু এটা একটা রুটিন, তদন্ত করাতে দোষ কোথায়?'

'বেশ, তোমার যা মন চায়, তাই কর গিয়ে তাহলে', উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে গুডইয়ার। 'আমি বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না। তবে ব্যাপারটা আসলে কী, বোধগম্য হয়েছে আমার। ঐ মোটা হারামজাদা ম্যাডক্স হিসেব করে দেখেছে, এই পলিসিতে আমি কত কমিশন পাচ্ছি?...এ থেকে বলা যায় আমার ভাগে কিছুই জোটেনি। সময় নষ্ট হবে জেনেও আমি ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলাম। আর বড় সাহেব বিচক্ষণ বলেই, বুঝতে পেরেছিলেন তাই কোন আপত্তি তোলেন নি।'

'তা নয় হয় হল, কিন্তু ম্যাডক্সকে নিয়েই মুশকিল, ওকে কী করে বোঝাই বল্ তো?'

'নিকুচি করেছে ম্যাডক্সের!'

'ওদের প্রচারের সুযোগ দিতে হবে। বেচারিরা পয়সার জন্য বিশ্রী জায়গায় এঁদো পচা হলে শো দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে যেখানে রাত কাটাচ্ছে—আর ওদের লাইনে রেষারেষির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। একবার ভাব দেখি, নামটা কাগজ মারফত প্রচার হলে ওদের পক্ষে কতখানি সুবিধা হতে পারে? শুধু তাই এই একটা কারণেই ওরা ইনসিওর করার কথা চিন্তা করেছিল। তবে হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, ওরা যে অন্য জায়গাতেও একইভাবে ইনসিওর করিয়েছে, এই সত্য আমার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তাতে অন্যায়টা কোথায় দেখলে? আমাদের কোম্পানির একাই দশ লক্ষ ডলার ইনসিওর করার কথা তুই স্বপ্নেও ভাবতে পারিস?'

'এই কথাটা আমি বার বার ম্যাডক্সকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তার মতে, এটা একজনের খুনের পরোয়ানা।'

'খুন?' গুডইয়ার আঁতকে ওঠে। 'ও লোকটা বদ্ধ উন্মাদ! ওর এবার রিটায়ার করার সময় হয়েছে। কী উদ্ভট সব কল্পনা!...বেশ, তুই নিজে গিয়েই না হয় দেখে আয়, এসব আমি পরোয়া করি না।'

'হয়তো তোর কথাই সত্য।' হাসলাম আমি। 'যাইহোক, অন্ততঃ এই সুযোগে হলিউডটা তো ঘুরে আসা যাবে। বল্, মেয়েটার দর্শন মিলবে কোথায়? পলিসিতে যে ঠিকানা দেওয়া আছে, ওটাই কী ওর পাকাপাকি আস্তানা?'

'না, ওটা ডেনির অফিসের ঠিকানা। ওরা বিভিন্ন শহরে শো দেখিয়ে বেড়ায়, বর্তমানে ও ঠিক কোথায় আছে তা বলতে পারব না। ওদের দেখা পেতে হলে তোকে হয়তো সামান্য দৌড়

ঝাঁপ করতে হতে পারে।'

'তাতে আমার আপত্তি নেই।' বীয়ারটা শেষ করে ফেললাম। 'লম্বা ছুটি নিয়ে আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ, ভালো কথা, পলিসিতে বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি বলে যা লেখা আছে, সেটা কী তুই-ই ওদের বলেছিলি?'

'না, আমার নয়, ওটা ডেনির প্রস্তাব।' গুডইয়ারকে রীতিমতো কেমন বিভ্রান্ত দেখাল। 'কেন? ওতে আবার কী গণ্ডগোল আছে?'

'শব্দগুলো আমার কাছে একটু বেখাপ্পা মনে হয়েছিল। ওটা বিদ্যুৎ প্রবাহে মৃত্যু লিখলে কি এমন ক্ষতি ছিল?'

'এতে কী এসে যায় আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না! শক্ খেয়ে কেউ যদি মারা যায়, তাহলে তার কারণ বৈদ্যুতিক লাইনে ত্রুটি বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোথাও গোলযোগ—এর যে কোন একটা কারণ হবেই—এতো জানা কথা। আমরা ওতে দুটোর-ই উল্লেখ করেছি। তুই এর গ্যাঁড়াকল পেলি কোথায়?'

'যাক গে, ওসব এখন থাক। এমনি ওটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর একটা কথা, পলিসির ওপর আঙুলের ছাপটা কী জন্যে?'

'ওঃ!' পিছিয়ে বসে হতাশ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় একবার গুডইয়ার। 'তোর স্বভাবটাও দিন দিন ম্যাডক্সের মতো হয়ে উঠছে, দেখছি! ও ছাপটা নিছক এক দুর্ঘটনা। পেন থেকে একফোঁটা কালি পড়ে গিয়েছিল আর তার ওপর ওর আঙুল পড়ে যায় আকস্মিক ভাবেই। কিন্তু এতে কী এসে গেল?'

কথাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হল না। ছাপটা দেখে মোটেই মনে হয় না ভুলবশতঃ লেগে গিয়েছিল। ওটা তাহলে এত স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত না। বললাম, 'তুই ঠিক জানিস ওটা ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়নি?'

'হে ভগবান!' আমি এটাই লক্ষ্য করছিলাম ও অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে।

'পলিসিটা লেখার সময় আমি আগাগোড়া ঠায় বসেছিলাম। আর ও যদি ছাপটা নিজে থাকতেই লাগিয়ে থাকে—তাতে কী হলো?'

'আরে অত চটছিস কেন?' ওকে আমি শান্ত করার চেষ্টায় আছি। 'আমায় একটা ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য বলা হয়েছে, তোর সাহায্য আমার এই জন্যই প্রয়োজন!'

'আমি সত্যিই অনুতপ্ত, স্টিভ, তবে ম্যাডক্স যা করছে তাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখাও একেবারেই অসম্ভব। বেশ বুঝতে পারছি ও আমাকে সুস্থ ভাবে কাজ করতে দিতে ইচ্ছুক নয়।'

সিগারেট ধরিয়ে আমি আচমকা প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা মিস গেলার্ট ভুলে তোকে বলেছে কী তার মৃত্যু হলে টাকাটা কার ভাগ্যে জুটবে?'

ব্রীফ কেসের চামড়া-বন্ধনীগুলো আটকে টুপি নিতে হাত বাড়িয়ে দিল গুডইয়ার। 'টাকা পাবার কোন প্রশ্নই উঠছে না,' অতিকষ্টে গলার স্বর আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনল সে। 'তাই উত্তরাধিকারীরও কোন প্রশ্ন না থাকাটাই স্বাভাবিক, এটা শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের চমক ছাড়া আর কিছুই নয়।' উঠে দাঁড়াল। 'চলি, আমাকে গিয়ে আবার গোছগাছ করতে হবে।'

ওকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলে উঠি, 'আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত। চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হলেই মঙ্গল। ম্যাডক্স কিছু ঝামেলা করলে আমি সোজা বড়সাহেবের কাছে চলে যাব। আর অতিরিক্ত কিছু করতে উদ্যোগী হলে চাকরিতে ইস্তফা দিতেও দ্বিধান্বিত হবো না। বাইরে বহু কোম্পানি আছে যারা আমাকে কাছে পেলে বর্তে যাবে। চলি, স্টিভ।

'তোমার থেকে আমি ওর ওপর বেশি আস্থা রাখি।' হেলেন সম্বন্ধে ম্যাডক্সর এই মন্তব্য অযৌক্তিক নয়। পাঁচ বছর ও ম্যাডক্সের ব্যক্তিগত সচিবের কাছে নিযুক্ত ছিল, আর ঐ কম সময়ের মধ্যে ভুয়ো দাবি আদায়ের কেসগুলো ধরতে ও সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। তালিকা না দেখেই ও যেভাবে প্রিমিয়ামের হিসাব-নিকাষ কষে দেয় তাতে মাঝে মধ্যে আমারও মুণ্ডু ঘুরে যায়।

কিন্তু আমার মাথায় এখনও এটা ঢুকছে না ও আমাকে বিয়ে করল কেন?

তবে আমার ওকে বিয়ে করার বিষয়ে যথেষ্ট কারণ আছে। একনম্বর : ওর রান্না খেলে স্বয়ং ঈশ্বরের জিভেও জল আসবে।

দু'নম্বর : নাম মাত্র খরচেও সংসার চালানোর দক্ষতা ওর আছে।

তিন নম্বর : বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে পারে।

চার নম্বর : ম্যাডক্স একবার বিগড়ে গেলে তাকে কিভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন ও আমাকে নির্দেশ দেয়—যেটার প্রায়ই প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমার কাছে।

পাঁচ নম্বর : সিনেমার নায়িকার মতো ওর রূপের ছটা।

ছ'নম্বর : ও নিজেই নিজের পোষাক তৈরীতে পটু। পরিশেষে সাত নম্বর : ও আমাকে বাজারে ধার রাখতে দেয় না, যেটা বিয়ের আগে কোনদিন পারিনি।

আমাদেব চার কামরার অ্যাপার্টমেন্টটা আমার অফিস থেকে কুড়ি মিনিটের গাড়ি চালানোর পথ। আমি যখন বাড়ি পৌঁছালাম তখন রাত্রের আহারের সময় এক ঘণ্টা প্রায় অতিক্রান্ত। কিন্তু তার জন্য আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই। দেরী হওয়ার কারণটা হেলেনের কাছে উপস্থাপনা করার জন্য আমার কল্পনায় জুতসই কাহিনী অটুট আছে।

আমার দেরী করে খাওয়ার অভ্যেসটা হেলেন কোনমতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

ঐ একটা ব্যাপার, আর গাদাখানেক ছাইদানি সাজানো থাকা সত্ত্বেও আমার সিগারেট খেয়ে গালচের ওপর ছাই ছড়ানোর বদভ্যাস, এই দুটো নিয়ে ও প্রায়ই আমার সঙ্গে খিটির-মিটিরের পর্যায়ে চলে আসে।

সন্তর্পণে সামনের দরজা খুলে ছোট্ট হলঘরটা পেরিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই হেলেনের কণ্ঠ কানে এল।

'ফিরলে নাকি গো?' বলতে বলতেই দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালো সে।

যথারীতি ভাবে আমার চক্ষু জোড়া ওর শরীরে আটকে গেল। দেখবার মতোই চেহারা। মাঝারি উচ্চতা, চৌকা আকৃতির কাঁধ, ঘন রঙের বাহার, মাঝখানে সিঁথি কাটা চুলের বোঝা কাঁধের দু'পাশে ঢেকে রেখেছে। হাতির দাঁতের মতো মসৃণ গায়ের চামড়া, চোখ দুটো অপরাজিতা ফুলের মতোই নীল।

'তোমার কিন্তু আজও দেরী হলো,' আমার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।' 'আমি ভেবেছিলাম তুমি বাইরে খেয়ে আসবে। ক্ষিধে পেয়েছে তোমার?'

'ক্ষিদে মানে একথা বলার অর্থ? নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে বলো! আর দেরীর কথা বলছ? আজ যা কাজের চাপ ছিল তা তুমি যদি স্ব-চক্ষে একবার দেখতে—।'

সে আমি তোমার মুখের গন্ধেই আঁচ করতে পারছি। আমি এক্ষুণি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি। আজ কিন্তু হালকা খেয়েই থাকতে হবে। আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে রাতের আহার তৈরীর কথা মনেই ছিল না।'

আমাদের তিনবছরের দাম্পত্য জীবনে এ ঘটনা আজ এই প্রথম। আমি অবাক হয়েই তাকালাম, তারপর কোন কথা না বলে দু'হাত দিয়ে-ওকে কাছে টেনে নিলাম। 'জানো তো, শুধু এই একটা কারণে আমি তোমাকে ডিভোর্স করে দিতে পারি?'

'রাগ কোরো না গো, লক্ষ্মীটি। তোমার জিনিষপত্র গোছগাছ করতেই আমার অনেক সময় ব্যয় হয়ে গেছে।'

'গোছগাছ? তুমি কী করে জানলে আমি বাইরে যাচ্ছি?'

'আমার অনেক গুপ্তচর আছে।' মুচকি হাসি হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল ও, তারপর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় একে একে ছ'টা ডিম ফ্রাইং প্যানের ওপর ফাটানোর পর বলল, 'আমার কাছে কিছুই অজানা থাকে না।'

'প্যাটি তাহলে তোমায় ফোন করেছিল?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'এই একটা সুযোগ বুঝলে,' আমি সহাস্যে বলে উঠি। 'হলিউডে গিয়ে একবার যদি কোন ফিল্ম ডিরেক্টরের নজরে পড়ে যাই ব্যস, আর দেখতে হবে না। আমাকে হিরো হিসেবে কেমন

মানাবে বলো তো?'

মিষ্টি হাসি হাসল হেলেন। 'দারুণ!'

'আর মেয়েরা যখন পটাপট আমার পায়ে ফ্ল্যাট হতে থাকবে?'

'পায়ের ওপর যতক্ষণ তাদের স্পর্শ অনুভব করবে কিছু বলবে না,' কথাটা অসমাপ্ত রেখে দুষ্টমিভরা দু'চোখ নিয়ে তাকাল। 'প্যাটির কাছে শুনলাম, তুমি এক সপ্তাহের মতো বাইরে থাকবে। হয়তো অবসর সময়ে তোমার নাইট ক্লাবে যাবার বাসনা হওয়াটাও খুব অস্বাভাবিক নয়, তাই তোমার সান্ধ্য-পোষাকগুলো আমি সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর হাসি চাপতে পারি না। 'এই জন্যই তোমাকে আমি বলি, এক আদর্শ গৃহিণী। হ্যাঁ, নাইট ক্লাবে দু-একবার পদধূলি ফেললে মন্দ কিছু হবে না।' সহসা নিজেকে ভীষণভাবে অপরাধী বলে মনে হল। 'আর তুমি এখানে একলা-নিঃসঙ্গ কী বা করবে? ...আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমার জন্যে একটা কুকুর ভাড়া করার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই যখন ফিরে আসছি শুধু শুধু এটা কিনলে আখেরে কিছু লাভ হবে না।'

'না, হলিউডে আমরা কুকুর নিয়ে যেতে পারব না। ওখানকার নামী-দামী হোটেলে কখনোই কুকুর সঙ্গে রাখতে দেবে না।'

'আমরা?' আমি অবাক। 'তুমিও যে সঙ্গে যাচ্ছ তা আবার কে বলল?'

স্বভাবসুলভ দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে হেলেন। 'একনম্বর, তোমার বস আর দু'নম্বর, স্বয়ং আমি। তাই আমরা দু'জন যেখানে একদিকে, তুমি আপনা থেকেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছ।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও! তুমি তো বলেই খালাস। টাকাগুলো কোত্থেকে আসবে আগে শুনি?'

'গাদা করা বিল পড়ে আছে, গাড়ি কেনার দামের পনেরোটা কিস্তি এখনো বাকি, তারপর তোমার পাল্লায় পড়ে যে টেলিভিশন সেটটা কিনেছি তার মূল্য এখনও অসমাপ্তর পথে।' 'না না, তা হয় না হেলেন। তুমি পাশে থাকলে আমার খুশির অন্ত থাকত না, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একবার ভেবে দেখো...'

'এটাও বোধহয় প্যাটি হতচ্ছাড়ি তোমার কাছে উগরেছে? ওর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করো না। অফিসশুদ্ধু সবাই জানে ওর চরিত্র, ও কী রকমে মিথ্যেবাদী। এই তো সেদিন...'

'খাবার দেওয়া হয়েছে, মিঃ হারমাস,' হেলেনের মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য। থালা হাতে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় ও।...

গোগ্রাসে খাওয়ার পর সিগারেট ধরিয়ে আমি আবার বোঝাতে শুরু করি, 'আমি জানি ম্যাডক্সের খুব ইচ্ছে তুমি এই যাত্রায় আমার সঙ্গিনী হও। কিন্তু তোমার জন্য সে তিরিশ ডলারের বেশি খরচ করতে নারাজ। আর আমারও কিছু নেই যে...'

'তোমাকে এসব নিয়ে অযথা মাথা ঘামাতে হবে না', হেলেনের মুখে আবার সেই আগের দুষ্টুমিভরা হাসি ফিরে এসেছে।

'আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি বটে, তবে আমার জন্য তোমার এক কপর্দকও খরচা হবে না। কারণ আমি নিজেই একটা কাজ যোগাড় করে ফেলেছি।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে, টাকা তুমি পাবে?' হতবাক, স্তম্ভিত মূর্তি আমার।

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। মাডক্সের কাছে যখন কাজ করতাম, ইনসিওরেন্স লাইনে আমার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তোমাকে বিয়ে করার পরেও যৎসামান্য প্রভাব যা ছিল তা এখনও স্ব-মহিমায় অক্ষত। প্যাটির কাছে শুনেই আমি অ্যানড্রুজকে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম। আমিও এই তদন্তে থাকতে চাই বলতে ও তো লাফিয়ে উঠল। ব্যস, হয়ে গেল আমার একশো ডলার ফি আর আনুসঙ্গিক খরচের ব্যবস্থাদি!'

'সে কি! অ্যানড্রুজরাও তাহলে ঐ একই মত পোষণ করে যে গেলার্টের পলিসিতে গণ্ডগোল আছে?'

'সেটা আমি ওর মাথায় ঢুকিয়েছি,' নির্দ্বিধায় বলে উঠল।

'একশো ডলার! যাক কয়েকটা বিল কমপক্ষে মেটানো যাবে। কিন্তু একমিনিট, অ্যানড্রুজকে

হাড়ে হাড়েই চিনি আমি। কাজ ছাড়া ও তোমার কাছ থেকে অন্য কিছু সুবিধা পাবার প্রত্যাশা করবে না তো?'

'তোমার কী তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে?' চোখ তুলে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাল হেলেন।

একমুহূর্ত নীরবতা, ভেবে নিই। 'বেশ, তাই হবে। একশো ডলার যখন পাওয়া যাচ্ছে তার পরিবর্তে একটু ছাড়তে তো হবেই। তবে দেখতে হবে, তার খাঁই কতটুকু আর আমার ভাগ্যে জুটছে কতটা।'

পেছন থেকে এসে দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল হেলেন, 'আমি গেলে তুমি সত্যি সত্যি রুষ্ট হবে না তো, স্টিভ?'

'তোমার অসুবিধা না হলে আমার আপত্তি থাকবে কেন!'

'তুমি কাজের অতিরিক্ত কিছু করলেও আমার দিক থেকে কোন বাধা তুমি পাবে না।'

'আমি নিজের জিনিসের ওপর বাড়াবাড়ি করেই সন্তুষ্ট।' পেছন থেকে টেনে এনে হাঁটুর ওপর বসালাম। 'আসুন মিসেস হারমাস, স্মরণে রাখার জন্য, তার কিছু নমুনা হাতে কলমে আপনাকে এখন দেখাবো।'...

।। দুই।।

বিকেল তিনটে নাগাদ আমরা লস এঞ্জেলসে পৌঁছালাম। মাল-পত্তর সমেত হেলেনকে কাল ভোর হোটেলের দিকে রওনা করিয়ে আমি চললাম আমাদের শাখা-দপ্তরের বড়বাবু ফ্যান'শর সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে।...

'ম্যাডক্স আমায় ঘণ্টা খানেক আগে ফোন করেছিল' গেলার্টের পলিসি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর ফ্যান'শ বলল, 'আঙুলের ছাপটা সম্বন্ধে সে খোঁজ নিয়েছিল কিন্তু কিছু পাইনি। সে বোধহয় এই ভেবেছিল, মেয়েটার পুলিশের খাতায় নাম থাকবে।'

'পুলিশের খাতায় নাম থাকলে কেউ ওভাবে ছাপ দেওয়ার সাহস দেখায় নাকি!' আমি জবাব দিলাম। 'কিন্তু ওটা অসাবধানতা বশতঃ লেগেছে বলেও আমার মন বিশ্বাস করতে একেবারেই প্রস্তুত নয়।'

'আমি ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি না', মৃদু হাসি হাসল ফ্যান'শ।

'কিন্তু মুশকিল হয়েছে ঐ ম্যাডক্সকে নিয়ে। তার সন্দেহ-বাতিক স্বভাবটা বেড়েই চলেছে। আরে বাপু, গুডইয়ারকে একটু বিশ্বাস করলে ক্ষতিটাই বা কোথায়?'

'ওর মতো দক্ষ সেলসম্যান ক'টা আছে শুনি?'

'আমি ভাগ্যবান যে সে আমার অফিসে বদলি হয়ে এসেছে। তুমি শুনেছ কিনা জানি না, ও তো এখানে জোইস শারম্যানকে পর্যন্ত মক্কেল বানিয়ে নিয়েছে। অত আটঘাট বাঁধা পলিসি আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। প্রিমিয়ামের অঙ্কটা শুনলেই তো মুণ্ডু ঘুরে যায়। শুধু তাই নয়, সে এখানে নিজে উপস্থিত থেকে শারম্যানকে দ্বিতীয় কিস্তির প্রিমিয়াম দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এ জায়গায় আমাদের অন্য এজেন্টরা থাকলে কী করতো? বড় জোর টেলিফোন করে না হয় চিঠি লিখে দায় মিটিয়ে কর্তব্য শেষ করত। কিন্তু গুডইয়ার এদের সকলের থেকে পৃথক। নিজে এসে সে দেখা করেছে। আমি কখনোই তাকে বিতাড়িত করার পক্ষপাতী নই।'

'সে আমার অজানা নয়, গুডইয়ার এখন আমাদের সেরা এজেন্ট। কিন্তু ম্যাডক্স কাউকে বিশ্বাস করবে, এ ভাবাই তো দুরাশা। যাইহোক, আমার ও নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা নেই; কাজটা সহজেই মিটে যাবে এ আশা রাখি। ম্যাডক্সের ধরাছোঁয়ার বাইরে ক'টা দিন কাটাতে পারব, তার থেকে আর সুখের কী হতে পারে।'

ফ্যান'শ মুচকি মুচকি হেসে উঠল। 'অবসর সময়ে যদি দেহ কসরত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে আমাকে জানাতে ভুলো না। আমার নিজস্ব নোটবইতে যেসব—নরম গরম যন্তরবৃন্দের টেলিফোন নম্বর সযত্নে রাখা আছে, ওদের মধ্যে যে কেউ খুশি হয়ে তোমায় সঙ্গ দিতে চাইবে।'

'না ভাই, ঐ উপায়টা এখন আর কাজ দেবে না। গিন্নীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াই। ও— অবশ্য গরম কিছু কমতি নয়। যাক চলি। সময় যখন হাতে আছে,

ডেনির অফিস একবার ঘুরে যাব।'

'রাতে কাজ না থাকলে তোমরা দু'জন একবার কষ্ট করে অ্যাথলেটিক ক্লাবে এসোনা!'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

ফ্যান'শর সঙ্গে করমর্দন করে রাস্তায় পা রাখলাম আমি।

যে বাড়িতে ডেনির দপ্তর সেটাকে দু—পাশ থেকে স্যান্ডউইচের মতো চেপে রেখেছে, একটা ওষুধের দোকান আর একখানা চীনে রেস্তোরাঁ।

সুইং দরজা ঠেলে ভেতরে কদম রাখতেই ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগল। ডেনির নাম একপাশে চোখ পড়ল। আগের কোন ভাড়াটের নামের ফলকের ওপর কাগজ সেঁটে গোটা গোটা কালির হরফে লেখা ঃ

ব্র্যাড ডেনি

এজেন্ট নং দশ, ছ'তলা।

ছ'তলায় উঠেও দেখি একই অবস্থা। ডেনির দপ্তরের পাশেই পুরুষের প্রস্রাবাগার আর দরজার সম্মুখে অবতরণ পথ। দপ্তরের দরজাটা বোধহয় লাগানোর পর থেকে আর রঙের প্রলেপ লাগেনি। দরজায় গায়ে ডেনির একটা পরিচয়-কার্ড আঠা দিয়ে মারা।

দরজাটা বন্ধ দেখে খটখট করে টোকা মেরে বসলাম বেশ কয়েকবার। কিছুক্ষণ জবাবের প্রতীক্ষা করে হাতলটা ঘোরানোর বৃথা চেষ্টা করলাম। কিন্তু ব্যর্থ হতে হল। ঘুরলো না। অর্থাৎ তালা দেওয়া।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দরজাটা ভালো ভাবে দেখে নিলাম। এ তালা খুলতে আমার কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না। আপাততঃ এ প্রচেষ্টা থাক।

ফাঁকা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে বারান্দায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। লিফটের পাশেই আছে আরও একটা দরজা। ওখানেও টোকা মারলাম। এবারও প্রত্যুত্তরে কোন সাড়া মিললো না।

দ্বিতীয়বার টোকা মারতেও সাড়াশব্দ এলো না দেখে দরজার হাতলটা ঘুরিয়ে ঠেলা দিলাম। দরজাটা খুলে গেল আর সেই সঙ্গে বীয়ার আর নর্দমার ভ্যাপসা গন্ধ ভক্ করে বেরিয়ে এসে নাকে লাগল আমার।

সামনে কতকগুলো পাথরের সিঁড়ি। কোনদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমি ওদিকে এগিয়ে গেলাম, তারপর সিঁড়ির ওপর থেকে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে নীচে তাকালাম। বিরাট মাপের একখানা ঘর, তাতে গাদা গুচ্ছের বালতি, ঝাড়ু, খালি টিন আর আছে কাঠের বাক্স। পচা খাবার আর ইঁদুরের দুর্গন্ধে চারিদিক ভরপুর। কাঠের বাক্সের ওপর বসেছিল এক বৃদ্ধ। চোখে মান্ধাতার আমলের টিনের ফ্রেমের সাধারণ এক চশমা, মাথায় টুপি, শতছিন্ন প্যান্ট। এক হাতে ঘোড় দৌড়ের বই, অন্য হাতে বীয়ারের পাত্র নিয়ে আপন মনে গুন গুন করে যাচ্ছিল সে। দুনিয়ার কোন কিছুতেই যেন পরোয়া নেই তার।

তার বীয়ারটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরই আমি নীচে নামতে শুরু করলাম। আমাকে দেখা মাত্রই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধ, চশমাটা টেনেটুনে ঠিক করে নিল, তারপর বীয়ারের খালি পাত্রটা নামিয়ে রেখে চোখ পিটপিট করল বেশ কয়েকবার। লোকটাকে দেখে মনে হয়না যে অযথা ঝামেলা সৃষ্টি করার কোন সুপ্ত-বাসনা আছে বলে। তবু কাছে যাবার আগে আরও সতর্ক হতে লম্বা-চওড়া এক হাসি বর্ষণ করলাম আমি।

'আমি এ বাড়ির ম্যানেজারের খোঁজ করছিলাম। আপনি নাকি?'

ঘোলাটে চোখ দুটো আগের মতো বারকতক পিটপিট করল সে।' 'অ্যাঁ?'

'বলছিলাম, এবাড়িটার তত্ত্বাবধায়ক কী স্বয়ং আপনি? মানে দেখাশুনো করেন?

এবার কথার মানে কী বুঝল কে জানে, তবে কিছুক্ষণ চিন্তা করেই ঘাড় নাড়লো।

অর্থাৎ ও-ই।

ততক্ষণে গরমে দগ্ধ হয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড়। তা সত্ত্বেও একটা খালি টিন নিয়ে ফুঁ দিয়ে ওপরের ধূলো ঝেড়ে তার ওপর বসে পড়ি।

'আপনি যদি এক পাত্র বীয়ার বেচেন, তাহলে আমি নিতে পারি।'

'বেচার মতো আমার কাছে কিছুই নেই।' উত্তর এসেও গেল তৎক্ষণাৎ।

অগত্যা সিগারেটের প্যাকেট বের করে দুটো সিগারেট নিয়ে একটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম। বৃদ্ধ ওটা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে তুলে নিল।

দু'জনেই এক সঙ্গে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলাম। তারপর কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ার পর ও-ই সর্বপ্রথম কথা শুরু করল : 'আমায় খুঁজছিলেন?'

'হ্যাঁ'। মানিব্যাগ থেকে নিজের কার্ড বার করে বাড়িয়ে ধরি। ওটা হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে চোখ বুলিয়ে নেয় কিছুক্ষণ, তারপর আবার ফিরিয়ে দেয় আমাকে।

'ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। ইনসিওর-টিনসিওরে আমার তেমন বিশ্বাস নেই।'

'আরে না, না, ওর জন্যে আপনার দ্বারস্থ আমি হইনি। আমি ব্র্যাড ডেনির সন্ধান করছি।'

'ছ'তলায় চলে যান, দশ নম্বর ঘর।'

'সে, জানি। আমি গিয়েও ছিলাম। উনি বোধহয় বেরিয়েছেন।'

'তাহলে আমার করণীয়ই বা কী থাকতে পারে!' জবাব শেষ করেই ঘোড়দৌড়ের বইটা আবার নাকের ওপর তুলে ধরল সে। অর্থাৎ সোজা কথায়, এখন কেটে পড়ো তো বাপু! কিন্তু অত সহজে ছাড়ার পাত্র আমি নই।

'উনি কখন ফিরবেন বলতে পারেন?' অগত্যা জানতে চাইলাম আমি।

'জানিনা।'

'কোথায় গেছেন জানার উপায় আছে?'

'নাঃ।'

'কিন্তু যে করেই হোক ওঁর সঙ্গে দেখা আমায় করতেই হবে,' গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে নিই। 'কাজটা সত্যিই জরুরী।'

বইটা চোখ থেকে সামান্য সরায় বৃদ্ধ। 'আমাকে দিয়ে কিছু সুবিধা হবে না।'

'হওয়াতো উচিত ছিল', বলেই দু'ডলারের একটা নোট বার করে তার সামনে তুলে ধরি।

বৃদ্ধ এবার নিজের আসন ছেড়ে তড়াৎ করে লাফিয়ে ওঠে। তারপর কয়েক পা হেঁটে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা একটা বীয়ার নিয়ে আসে।

টিনটা হাতে নিয়ে মুঠোয় ধরা নোটটা বাড়িয়ে দিই তার দিকে। 'তাহলে আবার শুরু করা যাক, কেমন? বলুন ডেনি কোথায়?'

'আরে ওসব গুলি মারুন।'

আমি টিনে চুমুক দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সারা গা কেমন গুলিয়ে উঠল। বীয়ারটার স্বাদ ঠিক চায়ের কাপ ধোয়া জলের মতো।

'আপনার সঙ্গে তার শেষ কখন দেখা হয়েছে?'

'গতমাসে, ভাড়া দেবার সময়।'

'এখন কোথায় গেলে তার দর্শন মিলবে, জানেন?'

মুখটাকে কাঁচুমাচু করে ঠোঁট ওলটায় বৃদ্ধ। 'নাঃ, ওনার বহু পরিভ্রমণ করার শখ আছে শুনেছি।'

'কী করে যোগাযোগ করা সম্ভব হতে পারে তাও বলতে পারবেন না?'

'উহুঁ, এই কথাই সেদিন ঐ লোকটাকে বলছিলাম...'

মাঝপথে থেমে গিয়ে চোখ কোঁচকায়, নড়ে চড়ে বসে নিজের জায়গায়।

'কে লোক?'

'তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ধরি। 'বেশ, তাহলে আমার মালটি ভালোয় ভালোয় ফেরত দিন তো দাদু। আমার পয়সা অত সস্তা নয়।'

যেই না বলা সঙ্গে সঙ্গে কাজ। নোংরা হাতে নোটটা শক্ত করে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে বসল,

'দু'দিন ধরে একটা লোক বারবার মিঃ ডেনির সন্ধানে চক্কর দিচ্ছে। আজ সকালেও এসেছিল।'

'নাম কিছু বলেছে সে?'

'না, আমি জিজ্ঞাসা করিনি। দেখেই বোঝা যায় অত্যন্ত বদ স্বভাবের লোক, তার সঙ্গে একাকী কথা বলতেও ভয় লাগে।'

ব্যাপারটা মনে কিঞ্চিৎ সাড়া দিল, জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন অভিনেতা-টভিনেতা নয় তো? ডেনির কিন্তু এদের নিয়েই কাজ কারবার।'

'নাঃ, অভিনেতা সে নয়,' বৃদ্ধর গলার স্বর গুরু-গম্ভীর। তার চোখ দেখলেই আমার শির-দাঁড়া হিম হয়ে যায়।'

'আজও সে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, সকালে। আমাকে দেখতে পায়নি কিন্তু আমি তাকে দেখতে পেয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠেছিল। ভেবেছে ধারে কাছে কেউ নেই। হুঁ-হুঁ বাবা, এবাড়িতে আমার চোখে ধুলো দেবার উপায় আছে!'

'ডেনি তো নেই, তাহলে সে উপরে উঠেছিল কোন উদ্দেশ্যে!'

বৃদ্ধর শীর্ণ মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ভাবলেশহীন হয়ে ওঠে। 'সে আমি কী করে জানব! ওরকম একটা সাংঘাতিক লোককে তো আর প্রশ্ন করে উত্যক্ত করতে পারি না!'

'তাকে দেখতে কেমন, তার একটা বর্ণনা তো দিতে পারেন?' বৃদ্ধ চোখ-টোখ কুঁচকে ভেবে নেয় বেশ কিছুক্ষণ, তারপর মাঝপথে থেমে থাকা তার বক্তব্য আবার শুরু করে, 'আপনার মতোই চেহারা, ঘন গায়ের রঙ। ভুরু দুটো নাকের ওপর জোড়া। যতদূর মনে পড়ছে... নীল আর সাদা ডোরাকাটা একটা কোট পরে এসেছিল। প্যান্টটা...হালকা বাদামী। টুপিটাও প্যান্টের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, তবে গাঢ়।'

বর্ণনা শুনে তো অভিনেতাই বলেই মনে হচ্ছে!

'যাকগে, ওসব প্রসঙ্গ এখন থাক।' আমি আর একটা সিগারেট ধরালাম। 'আমি শুধু তাই জানতে আগ্রহী, যার বিষয় একমাত্র ডেনি। আচ্ছা, সে ট্যুর যাবার সময় নিজের মালপত্র কোথাও রেখে যায়না?'

'রাখতে পারে, আমার জানা নেই।'

'চিঠিপত্রগুলোর কী দশা হয়?'

'ওনার জন্যে রেখে দেওয়া হয়। তবে চিঠি-টিঠি বিশেষ আসে না।'

নাঃ, কোন দিক থেকেই সুবিধের ক্ষীণ আশাও চোখে পড়ছে না। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখতে কোন লোকসান তো নেই।

'আচ্ছা, মিস গেলার্ট নামে কোন মেয়ে তার কাছে আসে?'

'আমি কোন মেয়ে-ফেয়ে সম্বন্ধে জানিনা।'

এতে আমি কম অবাক হলাম না।

'তার কোন বন্ধুও তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসত না?'

'ভাড়াটেদের নিয়ে কোন মাথা-ব্যথা নেই আমার।'

ও যে কীসে মাথা ঘামায় সেটাই একমাত্র চিন্তার বিষয়!

'লোকটাকে পাওয়া মুশকিল হবে দেখছি,' কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াই।

'আরে, বীয়ারটা আপনি কী অসমাপ্তই রেখে দেবেন?' বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ওঠে।

'ওটাইতো আমাকে প্রায় শেষ করার উপক্রম করেছিল', বলেই গটগট করে দ্রুত পদব্রজে দরজার অভিমুখে হাঁটতে শুরু করে দিই।

কালভার হোটেলের কোম্পানীর কাছে হেলেনের খোঁজ-খবর নিয়ে আমি কক-টেল বারে প্রবেশ করলাম। ওর চিহ্ন মাত্র নেই সেখানে।

হোটেলের এককোণে নিরিবিলি একটা টেবিল বেছে সবে মাত্র বসবার আয়োজন করছি, আচমকা ধূমকেতুর মতো উদয় হল হেলেন।

এক মুখ হাসি নিয়ে আমার পাশের আসনটা গ্রহণ করল। 'ভীষণ ভালো লাগছে গো এখানে এসে। কি সুন্দর এখানের ঘরগুলো। তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে ফ্যান'শর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলে না?'

'দিইনি একথা ঠিক, তবে দেওয়ার সুযোগ ছিল। তার কাছে মহিলা জগতের টেলিফোন নাম্বারের একটা বড় লিস্ট আছে! ওদের সঙ্গে সে আমায় একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

'আর তুমি নিশ্চয়ই...?' ব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটা বের করে নিজের মুখটা একবার চোখ বুলিয়ে নেয় হেলেন।

'আরে না, আমি গিয়েছিলাম ডেনির অফিসে।'

'তারপর?'

'মনে হয় লোকটার সন্ধান পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। দারোয়ানের কাছ থেকে কিছু জানা গেল না। ভাবছি রাত্রে ডিনার সেরে ওর অফিসে হানা দেব। ওখানকার সব কাগজপত্র ঘেঁটে-টেঁটে হয়তো কোনসূত্র পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তুমি কী বল?'

'তার মানে শেষ পর্যন্ত তালা ভেঙে ঢুকবে?' হেলেনের চোখ দুটো অপার বিস্ময়ে একবারে ছানা বড়া।

তাছাড়া উপায় তো কিছু নেই। তালাটা দেখে তেমন মজবুত মনে হলনা।'

'আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে যাব।'

'পাগল হলে নাকি! এটা মহিলা মহলের কোন কাজ নয়। তুমি এখানেই থাকবে, আমি ফিরে এসে তোমায় সব বলে দেব।'

'না, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,' ওর কণ্ঠে জেদের আভাস। 'তার থেকেও ভালো হয়, যদি তুমি এখানে থাক আর আমি কাজটা সেরে আসি। মেয়েরা এসব কাজ পুরুষ মানুষের চাইতে ভালোভাবে করতে যথেষ্ট পটু, হৈ-চৈ হবারও কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'পাগলামি করো না হেলেন। এতে ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয়। তোমার মতো আনাড়ি লোকদের একাজ সাজে না। ভেতরে প্রবেশ করতে হবে, তালা ভাঙতে হবে, এরকম বহু ঝামেলার ব্যাপার তো আছেই। অবশ্য একটা মেয়েকে তালা ভাঙতে অবস্থায় দেখার শখ আমার বহুদিনের।'

'তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে এসে দেখে যাও।' হেলেন উঠে দাঁড়াল।

রাত এগারোটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে রওনা হলাম। রাতের আহার সারতে সারতে আমরা গেলার্টের পলিসিটা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনায় বসেছিলাম।

হেলেনের বক্তব্য, ব্যাপারটা সন্দেহজনক রূপে দৃষ্ট হলেও এর মধ্যে যে কোন গ্যাঁড়াকল কারবার আছে তা বলা যায় না। হয়তো এটা সতিসত্যি প্রচারের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। টিম অ্যানড্রুজ তো আমায় বলল, 'পলিসিটা দেখে সে সন্তুষ্ট। অ্যালান গুডইয়ার সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে। সে পলিসিটা করেছে বলেই তার ওটা গ্রহণে কোন আপত্তি নেই। অবশ্য ম্যাডক্স অ্যালানকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনা। তবে এটাও খেয়াল রাখতে হবে, পলিসির গণ্ডগোল আগে থেকে আঁচ করতে ম্যাডক্সের আজ পর্যন্ত ভুল হয়নি। তাই ভুল অ্যালানের হয়ে থাকতে পারে।'

'সে আমি বুঝেছি, কিন্তু এটা যদি সত্যিই কোন গ্যাঁড়াকলের ব্যাপার হয়, মেয়েটা খুন হবে কীভাবে ?

'এখন পর্যন্ত একটা সম্ভাবনাই আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছে।'

পলিসিতে উল্লেখিত বৈদ্যুতিক লাইনের ত্রুটি আর প্রাণদণ্ড হিসেবে বৈদ্যুতিক চেয়ারে মৃত্যু, দুটোর মধ্যে তফাত ঠিক কোন জায়গায় তা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

সব শুনে হেলেন বলল, 'কিন্তু প্রাণদণ্ডের আদেশ আর ক'টা মেয়ের ভাগ্যেই বা জোটে? এটা যদি জোচ্চুরি হয়, তাহলে তার পেছনে যার হাতই থাক, এমন এক অনিশ্চিত ব্যবস্থার ঝুঁকি সে কখনোই নেবে না।'

'কিন্তু আমার মন বলছে, মেয়েটা ইতিমধ্যেই হয়তো একটা খুন করেছে। আর ধরা পড়লে যাতে আত্মপক্ষের দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়, সেই আশায় ও পলিসিগুলো করিয়েছে। আমি জানি, তার ইলেকট্রিক চেয়ারে সাজা পাবার পর সম্ভাবনার আভাস যদিও খুব কম, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত

সে সম্ভাবনা একটুও থেকে থাকবে, ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলোকে ওর হয়ে লড়তে হবে তো?'

'না,' হেলেন গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে। 'আমার তো মনে হয় না। জোচ্চুরি যদি হয়েই থাকে তাহলে সেই টাকা আদায়ের জন্যেই, এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। ব্যাপারটা আমার কাছে যাদুকরের খেলা দেখানোর মতো লাগছে—যে এক হাতের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্য হাতে কাজ সেরে ফেলে। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে, তবে ওদের দু'জনকে চোখে না দেখা পর্যন্ত কোন ভবিষ্যৎবাণী করা আমার বোধহয় এই মুহূর্তে উচিত হবে না, কিন্তু আমার কথাটা স্মরণে রেখ। যে তাসটা ওরা এখন আমাদের দেখাচ্ছে, সেটা যাতে ওরা অন্য না তাসের সঙ্গে বদল করে না নেয় বা করার সাহস পর্যন্ত না পায়, তার জন্য আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।'

'বাবা! তুমি কী দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হয়ে গেলে নাকি?' মিটিমিটি হাসলাম আমি। 'একেই বলে নাকি সহজাত প্রবৃত্তি?'

হেলেন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। 'না গো না, আমার মনে যা ছিল সব কথাই তো তোমার কাছে উজাড় করে দিলাম। আবার যা বললাম তার হয়তো পুরোটাই আমার ভুল।'

তখনকার মতো এই বিচিত্র আলোচনা মুলতুবি রেখে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলাম আমরা। সিঁদকাঠি আর ৩৮ পুলিশ স্পেশালটা সঙ্গে নিয়েই আমরা বেড়িয়ে পড়লাম।

ফোর্থ স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে রয়েল অ্যাভিনিউতে বুইকটা পার্ক করে হেলেনকে বললাম, 'গাড়িটা না হয় এখানেই থাক। অনর্থক পুলিশের মনে সন্দেহ জাগাবার কোন প্রয়োজন নেই। কোন গণ্ডগোল হলেই তুমি একমুহূর্ত না দাঁড়িয়ে কেটে পড়ো। ঝামেলা যদি হয়ও আমি একাই সামলে নেবার ক্ষমতা রাখি।'

'কী রকম ঝামেলা তুমি আশা করছ?'

'তা বলতে পারবনা, কিন্তু সাবধানের কোন মার নেই। পুলিশই আসুক বা অন্য কোন ঝামেলাই হোক, তুমি গাড়ি নিয়ে হোটেলে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

'আর তুমি যদি না ফেরো?'

'তাহলে ফ্যান'শকে ফোন করে আমাকে ছাড়িয়ে আনতে বলবে।'

গাড়ি থেকে নেমে ফোর্থ স্ট্রীটে ফিরে এলাম আমরা। রাস্তায় কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে না দেখে একটা অন্ধকার দুর্গন্ধময় গলিতে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু গলির মাঝবরাবর এসে একটা পায়ের শব্দ কানে আসতেই দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কয়েক সেকেন্ড পরে একটি মেয়ে হনহন করে দ্রুতগতিতে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গলির শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকার ছিল বলে ওর মুখ তেমন ভাল বোঝা গেলনা, শুধু দেখলাম, মাথায় জড়ানো একটা স্কার্ফ আর পরনে গাঢ় রঙের লম্বা কোট।

আচমকা ওকে ভূতের মতো উদয় হতে দেখে আমরা দু'জনেই চমকে উঠেছিলাম। হেলেন ভয়ে-শঙ্কিত হয়ে আমার হাত খামচে ধরেছিল। তার হাত ছাড়িয়ে আমি ঘুরে মেয়েটাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি, এমন সময় গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ কানে এল। দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে দেখি, একটা বিশাল গাড়ি আলো নিভিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে হেলেনও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়িটাকে লক্ষ্য করতে করতে ও বলে উঠল, 'সেন্টের গন্ধ তুমি পেয়েছিলে?—ওটার নাম জয়—'

'বাজারের সবচেয়ে মূল্যবান সেন্ট।'

'চলো, গলিটা একবার দেখা যাক', আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

কুড়ি গজ মতো এগোতেই একটা দরজা নজরে পড়ল। ওপরে সাদা রঙ দিয়ে লেখা ঃ

জেন ম্যাসন
দ্বাররক্ষী
শুধুমাত্র মালপত্র রাখিবার জন্য।

পকেট থেকে টর্চ বার করে দরজার ওপর টর্চের আলো ফেললাম। তারপর দু-পা এগিয়ে একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

'হুঁ! মেয়েটা যতদূর সম্ভব এখানেই এসেছিল।'

'ওর এখানেই অফিস হয়তো!' চাপা গলায় বলল হেলেন, 'যাবে নাকি ভেতরে?'

'হ্যাঁ'। আমি বারান্দায় পা রাখলাম। 'দরজাটা বরং টেনে দাও।'

হেলেন দরজা বন্ধ করে ছোট একটা কাঠের গোঁজ তলায় ঢুকিয়ে দিল। 'পুলিশ এসে পড়লেও সহজে খুলতে পারবেনা। একটা বই দেখে এই নিদর্শন পেয়েছি।'

'ভালোই করেছ। কোন কথা না বলে চুপচাপ আমার সঙ্গে এসো। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠব, লিফটে আমার ঠিক আস্থা নেই।'

নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। হেলেন আমার থেকে দু-ধাপ পেছনে। মাঝে মধ্যে টর্চ জ্বালাচ্ছে।

পাঁচতলায় উঠে হেলেন আচমকা আমার কোট আগের মতোই খামচে ধরল। অগত্যা থেমে যেতে হয় আমাকে। 'কী হল আবার?'

'আমি যেন একটা শব্দ শুনলাম,' আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস কণ্ঠে বলে ও। ' মনে হচ্ছে বাড়িতে জন-মানব আছে।'

কিছুক্ষণ আমরা কান পেতে শুনলাম, কিন্তু কোন শব্দই হল না। 'যাকগে', আমি বললাম। 'তোমার শুনতে ভুল হয়েছে? চলো, আমরা একদম ওপর তলায় যাব।'

হাঁফাতে হাঁফাতে ছ'তলায় পৌঁছে হেলেনের কাছ থেকে টর্চ চাইলাম। 'এবার আলোটা দাও দেখি। বন্ধ তালা কী করে খুলতে হয় আজ আমি তোমায় হাতে নাতে দেখাব। এই দৃশ্য দেখার জন্য অনেকে বহু পয়সা খরচ করতেও রাজি থাকে।' টর্চ হাতে দরজার কাছে এগিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এল ও। টর্চ তুমি নিতে পার কিন্তু একে বোধহয় আর কাজে লাগবেনা।'

এক দর্শনেই বুঝে গেলাম আসল ব্যাপার। দরজাটা অর্ধেক খোলা। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, দেখেই আমার ঘাড়ের লোম-কূপ খাড়া হয়ে উঠল। 'কে ঢুকেছিল ওখানে? আমি তো সন্ধ্যার সময়েও তালা বন্ধ দেখে গেছি।'

'সে যে এখনও ভেতরে নেই তুমি জানছই বা কী করে?' কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভালভারটা টেনে আনি। 'চলো দেখা যাক।' পা দিয়ে দরজাটা খুলে টর্চের আলো ফেলি ঘরের মধ্যে। চারদিকে ধুলোয় ধুলো। আসবাব বলতে একখানা টেবিল, দুটো চেয়ার, দড়ি বেড়িয়ে থাকা কার্পেট আর ফাইল রাখা একটা ক্যাবিনেট। জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই। 'আশ্চর্য তো!' পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। 'তবে কি ডেনি সন্ধ্যার পর কোন এক সময় এসেছিল?' ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল হেলেন, তারপর জানালার খড়খড়ি নামিয়ে আলো জ্বালাল। 'ডেনি বলে আমার অন্ততঃ মনে হয়না। যে মেয়েটাকে আমরা গলির মধ্যে এই কিছুক্ষণ আগে দেখেছি, ও-ই এসেছিল। তুমি সেন্টের গন্ধ পাচ্ছনা?'

বারকয়েক নাক টেনেও সেন্টের কোন গন্ধ আমি পেলাম না। তবে আমার ঘ্রাণশক্তি যে হেলেনের মতো অতো তীব্র নয় তা বহু অনেক আগেই আমার জানা ছিল। 'ঠিক বলছ? আমি কিন্তু এখনও কোন গন্ধ পাচ্ছিনা।'

'আমি কিন্তু স্থির নিশ্চিত, স্টিভ।'

দপ্তরের চারপাশটা একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম, কোথাও কিন্তু কোন বিসদৃশ কিছু চোখে পড়ল না।

'যে মেয়ে অত দামী সেন্ট মাখে সে ডেনির মক্কেল হতে পারেনা।' হেলেন বলে উঠল।

তাহলে কে ও? কি করতেই বা এখানে পদধূলি দিয়েছিল? এগিয়ে গিয়ে একটানে খুলে ফেললাম টেবিলের দেরাজটা। পুঞ্জীভূত জঞ্জালে ভর্তি। কাগজ আটকানোর ক্লিপ, টুকরো কাগজ, পাইপ পরিষ্কার করার কাঠি, খালি তামাকের টিন—কিন্তু কাজে লাগার মতো কিছু নেই। অন্য দরজাগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। একটায় ছিল নোংরা একখানা শার্ট। আর অন্যটায় তোয়ালে, ক্ষুর, দাড়ি কামানোর সাবান আর আয়না।

হেলেন ক্যাবিনেটটা খুলে একটা ফাইল নিয়ে ভেতরের মধ্যে রাখা সমস্ত কাগজপত্রগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে ফাইলটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে রেখে মাথা নেড়ে উঠল, 'নাঃ, এর থেকে বোঝার উপায় নেই তার বর্তমান পরিস্থিতি।'

'তলারটা না ায়ে একবার খুলে দেখো তো।'

তলার দেরাজটা খুলতেই তার থেকে বেড়িয়ে পড়ল লালটেপে জড়ানো এক বাণ্ডিল বীমা-পলিসি।

'এগুলোই হলো যত গণ্ডগোলের মূল কেন্দ্রবিন্দু। দেখি ওগুলো।' টেপ খুলে দশটা পলিসি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। একবার চোখ বোলাতেই বোঝা গেল, গুডইয়ার যেসব শর্তে পলিসিটা করিয়েছিল এগুলো প্রত্যেকটাই তার হুবহু নকল। সইটা দেখতে গিয়ে একটা পলিসি ওলটাতেই আমার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! 'দেখেছো? এখানেও সেই ধ্যাবড়া কালি আর আঙুলের ছাপ!'

হেলেন দ্রুততার সঙ্গে অন্য পলিসিগুলোও উল্টে ফেলে। 'আরি ব্বাস! সবই দেখছি এক ব্যাপার!' আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

'অ্যালান বলছিল কালিটার এই দুর্গতি ঘটনাচক্রে। এখন দেখা যাচ্ছে তা সত্যি নয়। তার মানে গণ্ডগোল একটা আছেই।'

হেলেন পলিসিগুলোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'প্রথম ছাপটা ঘটনাচক্রে হলেও হতে পারে। হয়তো ওটা থেকেই বাকিগুলোতে ছাপ দেবার চিন্তা তার মাথায় দানা বাঁধে।'

'তোমার সহজাত প্রবৃত্তি কী একই মত পোষণ করে?

'না,' মাথা নাড়ে হেলেন। 'বর্তমানে আমাদের কাজ হল অন্য ন'জন এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে হবে, তারাও ছাপটাকে দুর্ঘটনা বলে মনে করে কিনা। এই কাজটা তুমি কর, স্টিভ।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত, এখানে নিশ্চই গণ্ডগোল আছে।'

পলিসিগুলো গুছিয়ে আবার সযত্নে দেরাজে ঢুকিয়ে দিলাম। 'চলো, এখানে দেখার আর কিছু নেই। এক মিনিট সময় যদিও অপব্যয় হয়নি, কিন্তু কোথায় গেলে যে তার দর্শন মিলবে এখনও পর্যন্ত তা জানা গেলনা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে দ্রুত পদব্রজে সিঁড়ি ভেঙে আবার আমরা নীচে নামতে লাগলাম। চার তলার চাতালে নেমে হেলেন হঠাৎ করে থমকে দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরল। 'দাঁড়াও!' ফিসফিস কণ্ঠে ও বলে উঠল। 'শুনতে পাচ্ছ?' টর্চ নিভিয়ে অন্ধকারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালাম এবার আওয়াজটা আমার কানও পরিষ্কার শুনতে পেল। খুব মৃদু খসখস শব্দ নীচের থেকে ভেসে আসছিল।

ঠিক যেন একটা বস্তাকে পাথরের মেঝের ওপর কোন এক জন টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার হাত আরো শক্ত করে সবলে আঁকড়ে ধরল হেলেন। 'কি ওটা?'

বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে আমি নীচে দেখার চেষ্টা করলাম। ঘুটঘুটে গুমোট অন্ধকার ছাড়া দৃষ্টিতে আর কিছুই এলনা, অথচ শব্দ ধারাবাহিক ভাবে হয়েই চলেছে।

'কেউ কিছু টানা হিঁচড়া করছে বলে মনে হয় হেলেনের কানের কাছে মুখ এনে আমি জবাব দিলাম।

কান খাড়া করে রেলিং-এ ঝুঁকে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। সহসা খস খসানি থেমে ধাতু ঠোকা-ঠুকির এক তীব্র শব্দ আমাদের উভয়কেই চমকে দিল।

'লিফটে করে কেউ ওপরে আসছে।' হেলেনকে রেলিঙের ধার থেকে টেনে নিয়ে এসে বলি 'এসো, গা ঢাকা দিই।'

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে লিফটা ওপরে উঠে আসছিল। সামনে একটা দরজা দেখে আমি ভেতরে ঢোকবার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতিও নিলাম। কিন্তু সেটা ছিল তালা বন্ধ।

'সিঁড়িতে চলো,' হেলেন ফিসফিস করে বলে ওঠে। 'ও যতক্ষণ উঠতে থাকবে, আমরা ততক্ষণে ধাপে ধাপে নেমে যাব।'

ওর হাত ধরে সিঁড়ির কাছে একছুটে চলে গেলাম। সবেমাত্র আমরা প্রথম ধাপে পা ফেলেছি, এমন সময় আর একটা শব্দ শুনে থমকে গেলাম আমরা মর্মভেদী এক গোঙানির আওয়াজ লিফটের পাশ থেকে উঠে যেন ভরিয়ে দিচ্ছিল সারা বাড়িময়। 'কেউ জখম হয়েছে। আমার বড়

ভয় করছে স্টিভ,' কাঁপা কাঁপা গলায় হেলেন বলে ওঠে।

ওকে আমার কাছে টেনে নিল চাতাল থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখি, লিফটটা ধীর গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অবশেষে আমাদের থেকে মাত্র দু'গজ দূরে ওটা আপনা থেকে থেমে গেল।

কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপরেই ভারি কিছু একটা গড়িয়ে পড়ার স্পষ্ট আওয়াজ।

হেলেন আগের থেকে আরো সবলে আঁকড়ে ধরল দু'হাতে আমাকে।

ওকে আমার পেছনে ঠেলে দিয়ে, এক হতে রিভলভার ধরে অন্য হাতে টর্চের আলো ফেললাম লিফটের জাফরির ঠিক ওপরে। হেলেন অস্ফুট আর্তনাদে-কঁকিয়ে উঠল।

লিফটের সিঁড়ির কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কম্পমান হাতে টর্চ ধরে আমি এক পা এগিয়ে লিফটের ভেতরে উঁকি দিলাম।

দারোয়ানটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান। চশমাটা ঝুলে পড়েছে তার স্থান অর্থাৎ কান থেকে। সারা মুখে রক্তে মাখামাখি। নিষ্প্রাণ দুটো চোখ। আমি আর এক পা এগোতেই সে জাফরির ওপর মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল।

বহুদূর থেকে হঠাৎ নিস্তব্ধ রাত্রির বুক ভেদ করে পুলিশ সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল আমাদেরও এই কানে।

।। তিন।।

'কে ও?' চাপা উত্তেজনায় হেলেনের গলা থরথর করে কাঁপছে। ঐ অবস্থায় সে আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

নাও, টর্চটা ধরো।

টর্চটা ওর হাতে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতে জড়িয়ে নিলাম। তারপর জাফরি লাগানো দরজাটা আলতো করে খুলে ঝুঁকে পড়ে দারোয়ানের অঃসাড় দেহটা চিৎ করে উল্টে দিলাম। কাঁধ আর গলা ভেদ করে ঢুকে গেছে ছুরির ফলা। কোন দরকার ছিল না, অকারণেই চোখের পাতা টেনে একবার দেখে নিলাম। লোকটা মৃত।

পুলিশের সেই অতি বিখ্যাত সাইরেনের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। হেলেন আমার হাত খামচে ধরে বলল, 'ওপরে চল। গলি দিয়ে বেরোতে গেলে ওদের সামনাসামনি পড়ে যাব।'

নীচে সদর দরজার ওপর দুমদাম করে আওয়াজ হচ্ছিল। আমরা দু'জন পড়ি-মরি করে সিঁড়ি ভেঙে তর-তর করে ওপরে উঠতে লাগলাম।

আমরা ওপরে পা রাখার আগেই পুলিশ অন্দর মহলে ঢুকে পড়ল। হেলেন ক্ষিপ্রহস্তে অবতরণ পথের দরজায় লাগানো খিলটা খুলে বলে উঠল, 'রাস্তাটা ঠিক কোথায় গেছে জানা আছে তোমার?'

'সেটা এক্ষুণি না হয় জানা যাবে। কিন্তু খিলটা আম'রা পেছন থেকে লাগাতে পারবনা। ওরা তখন সহজেই বুঝে যাবে আমরা কোন পথে পালিয়েছি।'

ওর পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকতেই নীচ থেকে একজনের কণ্ঠস্বর কানে এল—'ওপরে কেউ আছে?'

দরজাটা তাড়াতাড়ি করে আটকে দিলাম। অবতরণ পথটা একবার চোখ বুলিয়ে বুঝে গেলাম, ওটা গলি পথে গিয়ে মিশেছে। বাড়ির সামনে দাঁড়ান একজন পুলিশও নজরে এল। রাস্তায় পাহারা বসে গেছে। বললাম, 'এখান দিয়ে নামা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।' হেলেন একটা জায়গার দিকে আঙুল তুলে আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। 'ওখান দিয়ে আমরা যেতে পারি। কষ্ট করে একটু লাফাতে হবে, কিন্তু অসম্ভব হবে না।' কুড়ি ফুট' নীচে রয়েছে আর একটা ছাত। সম্ভবতঃ ওটাই সেই চীনে রেস্তোরাঁ, যেটা আমি সন্ধ্যার সময় দেখেছিলাম।

'পা যদি ভেঙে যায়!'

'ঠিক মতো লাফাতে পারলে ভেঙে যাবার ক্ষীণ আশাও নেই', বলেই ছাতের ওপর বসে পড়ে, পয়োনালীর খাঁজে হাত রেখে, নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে সুন্দর ভঙ্গিমায় নিজের

দেহটাকে নীচের দিকে ছেড়ে দেয় হেলেন। ছাতে পড়ে পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাতছানি দিয়ে ফিসফিস করে ওঠে, 'খুব সোজা, নেমে এসো!'

নিজের মনে অশ্লিল বুলি আওড়াতে আওড়াতে আমি ছাতের ধারে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। ওর থেকে আমার দেহের ভার যথেষ্ট বেশী। বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধা হচ্ছিল না যে আমার গোড়ালির হাড়টা ভাঙনের পথে। যথাসম্ভব আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভবপর ছিল ঠিক সেই ভাবে ওর মতো করে দেহটা নীচে নামিয়ে হাত ছেড়ে দিলাম। নীচে পড়ার পর মুহূর্তের জন্য হলেও মনে হল, আমার চলমান নিঃশ্বাস বোধহয় থেমে গেল। হতভম্ব হয়ে নীরবে বসে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর হেলেন হাত ধরে টানতে সম্বিত ফিরে এল, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম।

'এভাবে কেউ লাফায়?' কপট ধমক দিল হেলেন। 'লেগেছে?'

'শিরদাঁড়া আর দুটো ঠ্যাঙ বোধহয় আর আস্ত নেই, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলো বলে ফেলি। 'তবে তোমার চিন্তার কিছু নেই।'

অবশ্য একথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। হেলেনের মনে আমাকে নিয়ে আদৌ চিন্তা ছিল না। ছাদের রোদ শার্সিটা ও ততক্ষণে নিজের ক্ষমতা বলে খুলে ফেলেছে।

'দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে!' সজোরে নাক টেনে মুচকি হাসি হাসল ও। তারপরেই চোখের নিমেষে রোদ শার্সিতে পা গলিয়ে ঝুপ করে ভেতরে নেমে গেল।

আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দালানে এসে পড়লাম আমরা দু'জনে। সামনে একসারি সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। রেলিঙে ঝুঁকে দেখি বাড়িটা দু'তলা, নীচে ওয়েটাররা ট্রে হাতে ঘোরাফেরা করছে।

'এখান দিয়ে নামা যাবে না, ওরা ঠিক বুঝে যাবে আমরা ওপর থেকে এসেছি,' আমি বলে উঠলাম।

'ওরা বুঝতেই পারবে না।' সিঁড়ির মুখে এগিয়ে যায় হেলেন। 'ওরা এখন ওদের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। চলে এসো।'

দ্রুত পদক্ষেপে নেমে পৌঁছে গেলাম চাতালে। 'মহিলা' লেখা এক দরজা ইঙ্গিতে দেখিয়ে হেলেন বলল, 'বাথরুম থেকে টুপিটার একটা গতি করে আমি আসছি। তুমি ততক্ষণে নীচের একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়।'

আমাকে কিছু বলার অবকাশ পর্যন্ত না দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল ও।

গরাদস্তম্ভ ধরে নীচের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে চাতালটা জনশূন্য হতেই তরতর করে নীচে নেমে গেলাম। রেস্তোরাঁর চাতাল ছাড়িয়ে আরও খান দশেক সিঁড়ি অতিক্রম করে যাবার পর সেখান থেকে ধীরে সুস্থে আবার ওপরেই উঠে এলাম, দেখে সকলেই এই ভাববে যে সবেমাত্র রেস্তোরাঁয় ঢুকছি।

চাতালে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁর দরজার পর্দার আড়াল থেকে উর্দি পরা একজন সজ্জন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আমায় ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আপনার টেবিল কী রিজার্ভ করা আছে স্যার?'

'না। কেন, তার কোন প্রয়োজন আছে নাকি?'

'না না, ঠিক আছে। আজ বহু টেবিল ফাঁকা।' ভুরু কুঁচকে তাকাল সে। 'পাশের বাড়িতে কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি? সাইরেনের শব্দ শুনলাম!'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাই, তারপর গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে এনে জবাব দিই, 'গোটা দুই পুলিসেরও দর্শন পেয়েছি। কিসের ঝামেলা বলা সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় চুরির ব্যাপার, কোথাও চুরি করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়েছে বোধ হয়।'

হেলেন এসে দাঁড়াল। দু'হাত পকেটে গোঁজা, মুখ জুড়ে বিরক্তির চিহ্ন। টুপি না থাকায় ওর চুলগুলো মাথার দু'পাশ থেকে নেমে এসে মুখের সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

'দু'জন স্যার?' হেলেনের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক।

'হ্যাঁ।' আমাদের ছ'ছেলেমেয়ে আর কুকুরটাকে বাইরে রেখে এসেছি।'

অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি বার দুই চোখ পিটপিট করল, তারপর হেলেনের দিকে আর একবার তাকিয়ে আমাদের রেস্তোরাঁর মধ্যে নিয়ে চলল।

'কীসব আবোল-তাবোল বকছো?' হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় হেলেনের ধমক আমাকে শুনতে হল।

'সন্দেহ এড়াতে গেলে এরকম ঘরোয়া প্রসঙ্গ অনেক সময় কার্যকরী হয়ে ওঠে।' হাসতে হাসতেই নীচু গলায় জবাব দিলাম।

রেস্তোরাঁটা যেমন বিরাট তেমনই জাঁকজমকপূর্ণ। এক চিকের দেওয়ালে অতিকায় এক ড্রাগনের চিত্র। আমরা ঢুকতেই ভেতরে বসে থাকা কিছু অচেনা মুখ মুখ তুলে তাকাল। সবার লক্ষ্যের সীমা অবশ্যই হেলেন, আমাকে কেউ ভুল করেও পাত্তা দিচ্ছিল না। কোনের দিকের একটা টেবিল বেছে নিয়ে আমরা বসে পড়লাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে হেলেনকে শুধু চাপা গলায় বলি, 'এভাবে পালানো বোধহয় উচিত হলো না। যে কোন মুহূর্তে আমরা ঝামেলায় ফেঁসে যেতে পারি।'

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়াল হেলেন। 'মোটেও নয়। বরং ওখানে থাকলেই আমরা আরও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তাম।'

'পুলিশকে নিশ্চয়ই কেউ সংবাদ দিয়েছিল। কী মনে হয়, আমাদের পেছনে কোন টিকটিকি লক্ষ্য রাখছে?'

ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁধ বেঁকালো ও, 'দেখতেও পারে। আমরা না হয় এখানে কিছুক্ষণ থাকার পর বেরোব। কেউ যদি আমাদের বর্ণনা ওদের কাছে দিয়ে থাকে...।'

'ঠিকই বলেছো।'

ওয়েটারের আগমন ঘটল,তার হাতে ধরা আমাদের ভোজন সামগ্রী। সে চলে যেতে হেলেন বলল, 'তুমি কি জানো, লোকটা আর বেঁচে নেই?'

'তাতে সন্দেহের কোন ব্যাপার নেই। ওর গলার শিরা দু-ফালা করা।' 'কিন্তু ও লিফটের ভেতর ঢুকলো কী করে?'

'বোধহয় অন্তিম প্রচেষ্টায় একটা ফোন করতে অগ্রসর হচ্ছিল। ওর ঘরে ফোন নেই।'

'তুমি কী মনে কর, ওর মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের ডেনির কোন সম্পর্ক আছে?'

হেলেন নিজের মনে বকে যাচ্ছিল, তার কথায় কর্ণপাত করার মতো মানসিকতা তখন ছিল না। কারণ তখন আমার দৃষ্টি আটকে গেছে ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়ান একজন ব্যক্তির ওপর। মুক্তিমোক্কার মতো লম্বা—পেশীবহুল চেহারা। ফোলা ফোলা লোমশ ভুরু জোড়া-নাকের ওপরে একসঙ্গে মিলে গেছে। রোদে-তপ্ত মুখ গম্ভীর,থমথমে, ভাবলেশহীন। পরনে নীল সাদা ডোরাকাটা কোট আর হালকা বাদামী রঙের পাৎলুন। হাতে ধরা টুপি, পিঙ্গল বর্ণের।

সহসা রেস্তোরাঁর জানালা দিয়ে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল। আমাদের আশে-পাশের কয়েকজন আসন ছেড়ে এক ছুটে জানলার কাছে চলে গেল ব্যাপারটা দেখতে, কৌতূহল চরিতার্থের জন্য। 'এক্ষুণি দেখার চেষ্টা করো না,' আমি হেলেনকে বললাম। 'আমাদের ডোরাকাটা কোর্ট পরা ব্যক্তিটিও এখানে উপস্থিত। মূর্তিমান বেরোবার জন্য উদগ্রীব। আমি ওকে অনুসরণ করছি। তোমার সঙ্গে হোটেলে দেখা হবে।'

হেলেন গাড়ির চাবিটা লুকিয়ে আমার হাতে তুলে দিল। 'তোমার গাড়ি কাজে লাগতে পারে। আমি না হয় ট্যাক্সিতে ফিরব।'

ডোরাকাটা কোটকে দরজার দিকে এগোতে দেখে আমি দ্রুত বেগে এগিয়ে গেলাম কাউন্টারের দিকে। পাঁচ ডলারের একটা নোট রেখে বললাম, 'আমি বাইরের ঝামেলার আবহাওয়াটা একবার দেখতে যাচ্ছি। যা ফিরবে ঐ মহিলাকে দিয়ে দেবেন।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

বারান্দায় এসে দেখি, ডোরাকাটা কোর্ট বাইরে বেরিয়ে পুলিস পরিবেষ্টিত ঘেরা বাড়িটার উল্টো দিক বরাবর হাঁটতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। লোকটা চলার গতিবেগ এতোই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে চক্ষের নিমেষে মিশমিশে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

পাশের বাড়িটার সামনে তিনটে পুলিশের গাড়ি আর একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। প্রবেশের

পথে বেশ কিছু স্থানীয় লোকের ভিড়। পুলিস হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ভিড় সামলাতে। আমাদের প্রতি নজর দেবার অবকাশ পর্যন্ত তাদের ছিলনা।

আমার গাড়ি বরাবর সেই ব্যক্তিটি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। তড়িঘড়ি করে আমি তার নাগাল পাবার জন্য তাকে অনুসরণ করলাম।

পথ চলতে চলতে বেশ কিছু প্রশ্ন আমার মনে জট পাকাতে লাগল। রেস্তোরাঁতে ঐ ব্যক্তির হঠাৎ করে আগমন ঘটল কেন?

ডেনির দপ্তরের দরজা ভেঙে ঢোকা আর দরোয়ানকে হত্যা করার পিছনেও কী ওর কীর্তি? আবার এমন হওয়ায় অস্বাভাবিক নয় যে বাড়িতে আমাদের দেখামাত্রই রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে সে পুলিশকে ফোন করে এই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে। যদিও সবটাই আমার অনুমান, তবুও...

কিন্তু গলির মধ্যে উদয় হওয়া সেই মেয়েটাই বা কে? খুনের সঙ্গে ওরও কী যোগসাযোগ আছে?

ডোরাকাটা কোট গাড়ি রাখার ঘেরা টোপে প্রবেশ-পথের সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। চকিতে আমি পাশের একটা দেওয়ালের সঙ্গে গা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত যে সে আমায় দেখতে পায়নি। বিরাট মাপের ফটকটা পেরিয়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি নিঃশব্দে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফটকের মুখে পৌঁছে গেলাম।

লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না বটে তবে আমি জানি সে ভেতরেই আছে। বিরাট উঁচু দেওয়ালের পাঁচিল। সহজে টপকানো সম্ভব নয়। চেষ্টা করলে আমার কান সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে ভুল করত না। হয় সে নিজের গাড়ির অনুসন্ধানে ব্যস্ত আর নয়তো আমি অনুসরণ করছি বুঝতে পেরে নিজেকে আড়াল করে ঘাপটি মেরে কোথাও অপেক্ষা করছে আমার পরবর্তী কার্যকলাপ দেখার প্রত্যাশাকে বুকে নিয়ে।

লোকটা যদি এই মাত্র একটা খুন করে নিজের হাত রাঙিয়ে থাকে তাহলে আর একটা প্রাণ নিতেও তার হাত কাঁপবে না। মনের মধ্যে অজানা এক অস্বস্তি দেখা দিল রিভালভারটা খাপ থেকে বার করে, পকেটে ঢুকিয়ে আরো কয়েক মিনিট অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর সজাগ দৃষ্টি ভেতরে রেখে দেওয়াল ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। মাঝখানে কম করেও ছ'টা গাড়ি পরপর সার সার করে দাঁড় করানো। কিন্তু কোনটাতেই জন মানবের নড়াচড়ার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। পায়ে পায়ে এক একটা গাড়ির সামনে এগিয়ে ভেতরগুলো ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে চললো এই বিচিত্র খেলা। আমি তখন দস্তুর মতো ঘাম ঝরিয়ে চলেছি। সহসা একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকল। চকিতে ডাইনে বাঁয়ে একবার দেখে নিয়ে সটান খালি মাটিতে নিজেকে গড়িয়ে দিলাম। কোথাও ডোরাকাটা-কোটের পাত্তা পর্যন্ত নেই।

গাড়িটা থেমে যাবার পর হেডলাইটটা আপনা থেকেই নিভে গেল। একজন পুরুষ আর একজন মহিলা গাড়ি থেকে নেমে হনহন করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মেয়েটার উত্তেজনা পূর্ণ গলা কানে আসছিল ঃ

'শেষ পর্যন্ত ফোর্থ স্ট্রীটে খুন হলো! তুমি কি বলো, মৃতদেহটা আমরা দেখতে পাব?'

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি তো নেই।' মেয়েটার হাত ধরে দৌড় লাগাল লোকটা।

ওরা বাইরে চলে যেতেই আমি উঠে দাড়ালাম। ডোরাকাটা-কোট আমার মতো লোককেও বোকা বানিয়েছে। আমার কানকে ফাঁকি দিয়ে দেওয়াল টপকে পালিয়েছে।

ইস, হেলেন যখন একথা শুনবে সে আমার সম্বন্ধে কী ভাববে? আমার মতো ধুরন্ধর বিচক্ষণ এক গোয়েন্দার হাত থেকে লোকটা পালাল, একথা ওকে বলবই বা কোন মুখে।

নিজের উদ্দেশ্যে খিস্তি আওড়াতে আওড়াতে মাঝে দাঁড় করানো গাড়ি গুলোর পাশ দিয়ে প্রবেশদ্বারের দিকে আমি হেঁটে চললাম।

তৃতীয় গাড়িটা অতিক্রম করতেই একটা হালকা শিসের শব্দে আমার কান সজাগ হয়ে উঠল। থমকে গেলাম, দেওয়ালে যেন মুখ ঠুকে যাচ্ছিল। তারপর রুদ্ধশ্বাসে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে দেখার বৃথা চেষ্টায় লেগে গেলাম। যে কোন তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সম্পন্ন বন্দুকধারীর কাছে আমি এখন

চমৎকার এক নিশানা।

মাটিতে বসে পড়ব পড়ব ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে মৃদু খস্‌খস্‌ আওয়াজ হল। রিভালভার রাখা পকেটে হাত ঢুকিয়ে চকিতে আমি সেদিকেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

চওড়া কাঁধওয়ালা এক ব্যক্তি আমার সামনে সশরীরে দাঁড়িয়ে। আচমকা এক প্রচণ্ড ঘুঁষি বুকের ওপর আছড়ে পড়তে আমি বেসামাল হয়ে গেলাম। আগ্নেয় অস্ত্র হিসেবে রিভালভারটা বার করতে উদ্যত হতেই আরো একটা শক্তিশালী ঘুঁষি চোয়ালে আঘাত হানতেই আমার এই দেহ ধরাশায়ী হয়ে মাটির বুকে আশ্রয় নিল।

চোখের সামনে একঝাঁক তারা আর রঙ-বেরঙের আলোর রশনাই দেখতে দেখতে জ্ঞান হারালাম আমি।

হোটেলে ফিরে দেখি, হেলেন শোবার ঘরে পায়চারি করছে। আমার বিধ্বস্ত মুখের দশা আর ধূলো মাখা মলিন পোষাকের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে দৌড়ে এল ও।

'কী হয়েছে, স্টিভ? খুব লেগেছে তোমার?'

কোনরকমে বাঁকা ঠোঁটে হাসলাম। এই অবস্থায় এর থেকে বেশি হাসির ক্ষমতা আমার আসছিল না। 'না, তেমন কিছু নয়,' বিছানায় বসতে, বসতে জবাব দিলাম।

'স্কচের বোতলটা দাও দেখি।'

ক্ষিপ্র হাতে একটা গেলাসে স্কচ ঢেলে আমার পাশে এসে ও বসল।

'বুঝতে পারছি লোকটাকে ধরতে তোমার ক্ষমতায় কুলোয়নি।' গেলাস হাতে একটা লম্বা চুমুক দেবার পর সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম ওকে।'—এই হল ব্যাপার। লোকটা আমার পকেট ভাণ্ডারে থাকা জিনিসগুলো লণ্ডভণ্ড করে কেটে পড়েছে।'

'কি কি ছিল তোমার ঐ ব্যাগে?'

'কি ছিল না তাই বলো? আমার পরিচয়পত্র, ফ্যান'শর ঠিকানা, আমার গোয়েন্দা লাইসেন্স আর যে সমস্ত উপায়ে মৃত্যু হলে গেলার্টের পলিসি থেকে টাকা দাবি করা যাবে না তার একটা লিস্ট। অর্থাৎ এক কথায় ধরতে গেলে সব কিছু। ঐ অজ্ঞাত নামা লোকটি যদি ডেনির চেনা হয়, তাহলে আমি এখানেই শেষ।'

'কী আর করবে বলো,' হেলেন ছোট্ট করে গালে একটা চুমু খেল আমার। 'এরকম ঘটলে তুমি কেন, যে কোন লোকই ফেঁসে যেত। অনর্থক নিজের ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপিও না।'

'তুমি তো বলেই খালাস। আর এ কথাটা যদি একবার ম্যাডক্সের কানে কোন ভাবে পৌঁছে যায়? তক্ষুণি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। যাক, অনেক হয়েছে, এবার শুধু ঘুম। গেলার্ট কেসটা নিয়ে আজ যথেষ্ট মাতামাতি হয়েছে।'

পোষাক আলমারি থেকে আমার পায়জামা বের করে হেলেন বলল, 'তুমি চলে যেতেই ভিড়ের মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। বোকার মতন এদিক-ওদিক উদভ্রান্তের মতো ঘুরে শেষে ক্যাবলা সেজে একটা পুলিশের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলাম। তার কাছ থেকেই শুনলাম, চারতলায় এক হীরের দালালের অফিসের সেফ খোলার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সফল হয়নি। কারণ চোরটা একেবারেই আনাড়ি। সবে হাতখড়ি হয়েছে বোধহয়। কয়েকটা আঁচড় কাটা ছাড়া সেফটার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। পুলিশটার মতে, থ্যাসন—মানে দারোয়ানটা, শব্দ শুনে দেখতে গিয়ে চোরের হাতে ছুরির-আঘাতে বেঘোরে প্রাণ হারায়।'

'ডেনি সম্বন্ধে কিছু শুনলে।' মাথা নাড়ে হেলেন। 'নাঃ! তবে পুলিশ এই সিদ্ধান্তে অনড় যে, হীরেগুলো চুরির মতলবেই লোকটার এখানে আগমন।'

'তাই যদি হয়ে থাকে, তবে দারোয়ানটার খুন হবার সঙ্গে ডেনির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এখনও জোর দিয়ে একথা বলা সম্ভব হচ্ছেনা যে, ঘটনাটা যখন ঘটে ঐ সময় ডোরাকাটা কোট বাড়িতে ছিল কিনা বা এই খুনটা তার দ্বারাই হয়েছে কিনা। তবে তিনদিন ধরে ডেনির খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর ঐ অঘটনের সময়েও আমরা স্ব-চক্ষে তাকে রেস্তোরাঁতে খেতে দেখেছি, তাই সব দেখে-শুনে সমগ্র পরিস্থিতি তাকেই খুনি বলে ইঙ্গিত করছে—অবশ্য তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমাদের হাতে বর্তমানে নেই। আর আছে সন্দেহের এক মুখ 'জয়' সেন্ট মাখা সেই

মেয়েটা। তারই বা এখানে কোন ভূমিকা ছিল কি?'

আমার কথা বলার ফাঁকেই কোন এক সময় হেলেন পোষাক খুলে নাইটিটা পরে নিয়েছিল। ওর পরনের পোষাক খোলার অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা আমাকে সব সময়েই বিবশ করে দেয়।

ও স্নানঘর থেকে বেরোবার পর বললাম, 'বুঝলে হেলেন, এই গেলার্ট মেয়েটাকে আমাদের যে কোন উপায়েই হোক সন্ধান করে বার করতে হবে। থিয়েটারের ছোটখাটো এজেন্টদের কাছে গেলে হয়তো ওর খোঁজ মিললেও মিলতে পারে। এর চাইতে আর কোন উন্নত মানের মতলব দিতে পার?'

'হ্যাঁ।' এক লাফে তড়াক করে বিছানার ওপর উঠে বসল ও।

'আসুন মিঃ হারমাস, আপাততঃ গোয়েন্দাগিরি ভুলে একটু ঘুমিয়ে নিই আমরা। দুটো যে কখন বেজে গেছে সে খেয়াল আপনার আছে?'

'তাহলে শুনুন মিসেস হারমাস,' বুক ফুলিয়ে বলে উঠি, 'একজন গোয়েন্দার ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার প্রবণতা নেই বা থাকা উচিত নয়। দিনে রাতে প্রত্যেকটি ঘণ্টাই তার নিকট যথেষ্ট মূল্যবান।'

'থাক থাক, ওসব এখন তোলা থাক। এখন বিছানায় এসো তো একটু গড়িয়ে নিই...'

পরের দিন প্রাতঃরাশের পর টেলিফোন-পঞ্জী দেখে দেখে আমি আর হেলেন শহরের বিভিন্ন থিয়েটারের এজেন্টদের নামের তালিকা বানিয়ে ফেললাম।

কাজটা যখন শেষ হল, তাকিয়ে দেখি তালিকাটি লম্বায় আমার হাতকেও ছাড়িয়ে গেছে।

'তালিকায় লেখা এত জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে তো আমাদের নাতি-নাতনি হয়ে যাবে,' বিরক্ত কণ্ঠেই আমি বলে উঠলাম।

'কে বলতে পারে আমাদের ভাগ্যে প্রথম বারেই শিকে ছিঁড়ে যাবে না?' হেলেন আশ্বাসের সুরে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল আমায়। লিস্টটা মাঝখান থেকে অর্ধেক করে ছিঁড়ে নাও। অর্ধেকটা নিয়ে তুমি কাজ করো, বাকিটার বোঝা আমি আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি।'

'সত্যি খুব ভালো বুদ্ধি দিয়েছো তো!'

'আচ্ছা, আমারটা দাও দেখি। কাজে নেমে পড়া যাক। একটার সময় খাবার টেবিলে আবার দেখা হচ্ছে। খেতে আসবে তো এখানে?'

'হ্যাঁ, যেখানে যেখানে এজেন্টের দর্শন পাবে, সেইসব জায়গায় বেশি করে মনোযোগ দিও। বড় কোন জায়গায় এ মেয়েটার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। সাবধানে থেকো কিন্তু।'

তালিকাটা পকেটে পুরে আমি নিজের উদ্দেশ্যে পথে নামলাম।

এ কাজটায় যদিও আমার মনের দিক থেকে কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমি জানি ধৈর্য ধরে কাজ করতে পারলে কাজে সফলতা আসবে।

প্রায় দু-ঘণ্টা ক্রমাগত সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা আর এ-অফিস ও-অফিসে দৌড়াদৌড়ি করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আজ বিধাতা আমার ওপর একেবারেই প্রসন্ন নন। ইতিমধ্যে দশটা এজেন্সী অফিসে আমার খোঁজ করা হয়ে গেছে। সুসান গেলার্টের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সবজায়গা থেকে বার বার একটা উত্তর-ই পেয়েছি—নামই কোনদিন শুনিনি মশাই। আর ব্র্যাড ডেনির কথা তো না হয় ছেড়েই দিলাম। তাকে কেউ চেনেও না আর চেনবার কোন ইচ্ছাও তাদের নেই।

একেই এতো গরম, তার ওপর অনবরত হাঁটাহাঁটি করতে করতে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। তাই বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্থির করলাম, পা দুটোকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দিতে কফি হলে মন্দ হয় না।

এ রাস্তায় এজেন্ট ছিল কমপক্ষে বাইশ, আর সকলেরই দপ্তর বাড়ির একেবারে ওপর তলায়, লিফটের কোথাও কোন বন্দোবস্তও নেই। ভেবে দেখলাম, যে বৃদ্ধ ওয়েটারটি আমায় কফি দিয়ে গেল তার কাছে খোঁজ নিলে সে কিছু জানলেও জানতে পারে।

রুমালে মুখ আর ঘাড়ের ঝড়ে পড়া ঘাম মুছতে মুছতে ধীর সুস্থে কথাটা পাড়লাম, 'বুঝলে, আমি একটা মেয়ের খোঁজ করছি। স্টেজে শো করা তার পেশা। নাম সুসান গেলার্ট। চেনো নাকি তাকে?'

'সুসান গেলার্ট?' ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'নাঃ, কোরিন গেলার্টের নাম শুনেছি, সুসান

নয়। ওর আপন বোন নয়তো? কোরিন গেলার্টের একজন বোন আছে, শুনেছিলাম?'

'কোরিন গেলার্ট আবার কে?'

তিনখানা দাঁত আর অনেকটা মাড়ি বের করে বৃদ্ধ হাসল।

'বয়েস কালে ও একটা জিনিস ছিল বটে, স্যার। নিত্যই তার পদধূলি এখানে পড়ত। ভীষণ বেপরোয়া স্বভাবের মেয়ে এই কোরিন।'

'বেপরোয়া! মানে?'

'দুনিয়ায় কাউকে সে মানতো না। ছ-সাত বছর আগে এখানকার 'কী হোল' ক্লাবে নিজেকে উন্মুক্ত করে সকলের সামনে নৃত্য পরিবেশন করত। একদিন হল কি একরাতে সে নেশায় বুঁদ হয়ে ঐ অবস্থাতেই রাস্তায় চলে গিয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে, ওরই জানাশুনো এক পুলিশ তাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে আসে। ওঃ, মেয়ে ছিল বটে একখানা!'

'এখন সে কোথায় আছে জানো?'

না স্যার। তিন বছরের বেশি হয়ে গেল তাকে আমি আর দেখিনি। শুনেছি বিয়ে-সাদি করেছে। তবে এটুকু বলতে পারি, ঐ ব্যবসার সঙ্গে সে আর জড়িত নেই, ওখানে থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছে।'

'আচ্ছা ব্র্যাড ডেনি বলে কারুর নাম শুনেছো? সে যতদূর সম্ভব থিয়েটারের একজন এজেন্ট।'

'নাঃ!' বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়ে শুধু মাথা নাড়ে বৃদ্ধ। 'রাস্তার ওপারে মমি-ফিলিপসের দোকানে বরং চলে যান। তার নিকট এ লাইনের সকলের ছবি পেয়ে যাবেন। ও হয়তো আপনাকে কিছু খবর দিতে পারবে বা আপনার কাজে আসবে।'

বাঃ, চমৎকার মতলবটা আপনা থেকেই ধরা দিল! কফির দাম মিটিয়ে আর বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আবার রোদ ঝরা দুপুরে নেমে পড়লাম।

রাস্তাটা পার হতেই ছোট্ট স্টুডিওটা চোখে পড়ল। কাঁচের জানালার ওপর সব থেকে বেশি ছবি আটকান। ছোট্ট সাইন বোর্ডটায় আবছা অক্ষরে লেখা ঃ

এম ফিলিপিস, ফটোগ্রাফার, স্থাপিত ১৮৯৭।

দরজা ঠেলে ভেতরে পা রাখলাম। সামনেই কাউন্টার।

চারটে বড় বড় বোর্ডের ওপর বেশ কিছু ছবি পিন দিয়ে আটকানো। দরজা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টি তীক্ষ্ণভাবে বেজে উঠছিল, কিন্তু কারও দর্শন পেলাম না।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে পেছনে হঠাৎ কাশির শব্দ কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

দীর্ঘকায়, বিষণ্ন রূপের শ্বেত শুভ্র কেশের এক নিগ্রো কাউন্টারের পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

'গুডমর্নিং স্যার। বলুন?'

আমি আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসলাম। পোষা একটা কুকুরের সামনে তুড়ি মারলে যা হয়, এখানের প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি হল ঠিক সেরকম। বৃদ্ধ তার সাদা ঝকঝকে বড় বড় দাঁতের পাটি এই সুযোগে বার করে দেখিয়ে নিল। নিজের পরিচয়পত্রটা কাউন্টারের ওপর রেখে বললাম, 'আমি আপনার কাছ থেকে কিছু সংবাদ সংগ্রহের জন্য এসেছিলাম।'

কার্ডটা নেড়ে চেড়ে দেখে নিয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো মাথা নাড়ল সে। 'হুঁ, বুঝেছি। আপনার কোম্পানির নাম আমি জানি, মিঃ হারমাস। আমার ছেলে ওখানেই ইনসিওর করিয়েছে।'

'ও, তাই নাকি!' হাসি অক্ষত রেখেই জবাব দিলাম, 'তাহলে একদিকে তো ভালোই হল। আমি এক মহিলার বিষয়ে খোঁজ নিতে এসেছি, মিঃ ফিলিপস। প্রয়োজনটা আমার ইনসিওর সংক্রান্ত।'

'কী নাম বলুন তো?'

'সুসান-গেলার্ট, তার এজেন্টের নাম ব্র্যাড ডেনি। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।'

'সুসান গেলার্ট?' ফিলিপস ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'কোরিন গেলার্টের বোন নাকি?'

'আমি সঠিক জানি না, মিঃ ফিলিপস,' যথাসম্ভব নিরীহভাবে জবাব দিলাম আমি।

'ওই-ই হবে। দু'জনের মধ্যে কোরিন মেয়েটাই চালাক-চতুর ছিল।'

হাড্ডিসার কপালে টোকা মারতে মারতে মাথা নাড়তে থাকে ফিলিপস। 'ওরা যমজ। একমাত্র চুলের রঙ ছাড়া আপনি কোনমতেই ওদের আলাদা ভাবে চিনে নিতে পারবেন না।'

'যমজ?' সজাগ হয়ে উঠি।

'হ্যাঁ, এরকম মিল সচরাচর চোখে পড়ে না। প্রভেদের মধ্যে সুসানের কেশ সোনালী আর কোরিনের কালো। একবার ওরা একসঙ্গে অভিনয় করেছিল, সুসান কালো পরচুলা পরে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ওদের একটা ছবি আমার কাছে হয়তো আছে। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।'

বিরাট একটা ফাইল থেকে গাদা খানেক ছবি বের করে দেখতে লাগল ফিলিপস। এক একটা ছবি দেখছে আর নিজের অজান্তে নাকে হাত চলে যাচ্ছে আর গায়ের জোরে নাক রগড়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, চোখের দৃষ্টি তেমন ভালো নয়। অধৈর্য হয়েই এদিক-ওদিক দৃষ্টি দিলাম আমি।

একসময় তার উল্লাসধ্বনি কানে এল।

'অ্যাই হলো সেই ছবি।' খুশিতে গদগদ হয়ে আট-বারো মাপের একটা ছবি আমার দিকে এগিয়ে দিল সে, 'দেখেই বুঝবেন কী ধরণের অভিনয় করত ওরা।'

ছবিতে এক মহিলা বিরাট মাপের এক দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল। একটু খুঁটিয়ে দেখতেই বুঝে গেলাম, ফ্রেমটা ফাঁকা—ভেতরে কোন আয়না নেই। প্রতিবিম্বটা আসলে ঐ যমজ বোনের, একই ভঙ্গিমায় উল্টো দিকে সে দাঁড়িয়ে। হুবহু একরকম রূপের বাহার দু'জনের। পরনে ঝালর দেওয়া খাটো ঘাগরা আর টাইট কাঁচুলি, তাতে চুমকি বসানো।

'পরচুলা ছাড়া সুসানের আর একটা ফটো আমার কাছে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে,' ফিলিপস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'তবে দেখি, পাই কিনা।'

'এই সুসান মহিলাকে কোথায় গেলে দেখা মিলবে বলতে পারেন?'

'নাঃ, বহুকাল তাকে চোখের দেখা দেখিনি। কোরিনও বিয়ে থা করে বছর তিনেক হল কাজ ছেড়ে দিয়েছে। যতদূর জানি সে এখন বুয়েনস এয়ারস-এ আছে।'

'আচ্ছা, ব্র্যাড ডেনি নামে কারুর নাম আপনি এর আগে শুনেছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি। সেও তো এখানে বার দুই এসেছিল।'

'সে কোন ফটো-টটো তোলেনি এখান থেকে?'

'নাঃ,' বিষণ্ণ-বিষাদে মাথা নাড়ে ফিলিপস।

'আমার কাজকর্মের ধারা তার বোধহয় সেকেলে মনে হতো। সে কিছু ছবি কিনতেই এখানে উপস্থিত হয়েছিল।'

'কী রকম বলুন তো লোকটা?'

'বেশ ভদ্রগোছের লোক।' একদৃষ্টে অ্যালবামের দিকে চোখ রেখে পাতা ওল্টাতে থাকে ফিলিপস। 'নাচেও চমৎকার।'

'সে সুসানের এজেন্ট নাকি?'

'হলেও হতে পারে, আমার ঠিক জানা নেই। মাস ছয়েক আগে তার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন সে একটা নৃত্যনাট্য করছে। বয়স খুব বেশী হবে না ছোকরার। বড়জোর মেরে কেটে তেইশ-চব্বিশ।'

এবার সামান্য ঝুঁকি নিয়েই প্রশ্ন করলাম, 'লোকটাকে আপনি বিশ্বাস করেন, মিঃ ফিলিপস?'

চট করে মাথা তুলে পিটপিট চোখে আমার দিকে তাকাল ফিলিপস, 'বিশ্বাস মানে,.. .ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা।'

'মানে, লোকটাকে দেখে আপনার সৎ বলে মনে হয়?'

'হ্যাঁ', বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে যায় সে। 'যদিও আমি তাঁর সঙ্গে কোন কাজ করিনি, কিন্তু মিঃ ডেনিকে আমার মানুষ হিসেবে সৎ-ই মনে হয়।'

মাথা নাড়া ছাড়া আমার আর কোন কৌশলও জানা ছিল না। গুডইয়ারের কথাগুলো একে একে সব মিলে যাচ্ছে। 'আর এই গেলার্ট বোনেরা?'

ফিলিপস কিঞ্চিৎ অস্বস্তির মুখে পড়ল। 'সমালোচনা করা...হয়তো আমার উচিত হবে না। আর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো অনেক পরিবর্তনও ওদের হয়েছে। আসলে তারা চরিত্রের দিক

থেকে একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল বটে, তবে এ ব্যবসায় লোকেরা সাধারণতঃ এরকমই হ়ে থাকে। তাছাড়া বহুদিন তাদের আর দেখি না, তাই এর চেয়ে বাড়তি কিছু বলাও আমার উচিত নয়।'

বৃদ্ধ অনেক কিছু জেনেও নিজেকে গুটিয়ে রাখল। কথাগুলো আদায়ে সহজ হবে না বলে আমি আর পীড়াপীড়ি করলাম না অহেতুক।

অবশেষে ছবিটা পাওয়া গেল। ফিলিপসের হাত থেকে ওটা নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমি ছবিটা দেখতে লাগলাম। সুসান প্রকৃত সুন্দরী। কৌতুকে ঝলমল করছে চোখের তারা, তবে ও দুটো সময়ে সময়ে চরম দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে পারে তা একবার দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু মুখ দেখে ঘুণাক্ষরেও বোঝার উপায় নেই ও নষ্ট চরিত্রের মেয়ে।

মুখটা খুব চেনা চেনা, কোথায় যেন দেখেছি ওকে...!

দেখা শেষ হলে পর বললাম, 'ছবি দুটো আমাকে বিক্রি করবেন? ফিলিপস একটু অপ্রস্তুত, ইতস্ততঃ করছে দেখে পাঁচ ডলারের একটা নোট সামনে রাখলাম।

'আপনি যদি এগুলো দেন, আমার কোম্পানী বড় উপকৃত হবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! কিন্তু, এগুলোর পরিবর্তে পাঁচ ডলার বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে না? এক ডলারই যথেষ্ট।'

'না না, ঠিক আছে,' বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠি আমি। 'আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো ভাষা আমার নেই, তবু বলছি ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে, মিঃ ফিলিপস। আপনি যে খবর আমাকে শোনালেন তাতে আমার অনেক উপকার হল। আচ্ছা, কোথায় গেলে সুসান গেলার্ট বা ডেনির সঙ্গে দেখা হতে পারে বলতে পারবেন না, না?'

'আপনি ভদেভিল ক্লাবে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। ফায়ার স্টোন বুলেভার্দের কাছেই ক্লাবটা। ওরা ওখানকার মেম্বার হতে পারে।'

'আচ্ছা...বলছেন যখন, দেখি চেষ্টা করে। ধন্যবাদ।' ফিলিপসের সঙ্গে করমর্দন করে, ছবিদুটো সঙ্গে নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম...।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে খোস মেজাজে কাগজ পড়ছিল হেলেন। ওর চোখে-মুখে ক্লান্তির কোন ছাপই নেই বরং অসম্ভব তাজা আর প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিল ওকে। কেন জানি না ওকে দেখেই আমার মনে খটকা লাগল।

'এই তো,' আমাকে দেখামাত্রই মুখ থেকে কাগজটা নামিয়ে মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসল ও। 'ক্লান্তিতে তোমার চোখ মুখ বসে গেছে। খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে বোধহয়?' গরমও পড়েছে বেশ, তাই রোদে আর বেরোতে মন চাইল না, থেকে গেলাম।'

'তার মানে তোমার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সকাল থেকে তুমি এভাবেই বসে?' শুধু অবাকই নই সেইসঙ্গে ততধিক স্তম্ভিত। 'আর এদিকে আমার শালা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে জান কয়লা হবার জোগাড়! তুমি না বলেছিলে লিস্ট দেখে দেখে অনুসন্ধানে নামবে?'

'নিয়েছি গো নিয়েছি,' হাসতে হাসতে হেলেন আমার হাতে মৃদু চাপ দিল।

'তুমি চলে যাবার পর মাথায় হঠাৎ এক উদ্ভট খেয়াল এল, ভেবে দেখলাম পা দুটোকে অনর্থক কষ্ট না দিয়ে মগজটাকে কাজে লাগানো যাক। তুমিই একবার আমায় বলেছিলে, শুধুমাত্র মাথা খাটানোর জন্যই আমাকে একাজে বহাল করা হয়েছে। কি, বলোনি?'

সিক্ত রুমালটা দিয়ে মুখ মুছলাম। 'তুমি জানো কোথায় গেলে ওদের পাওয়া যাবে?'

'জানি বৈকি। ওরা এখন উইলিংটনে প্যালেস থিয়েটারে কাজ করছে।'

'কী করে জানলে?'

'খুব সহজ। আমি ভ্যারাইটিটা উল্টেপাল্টে দেখেছি। আমার মনে পড়ল, আর্টিস্টরা সাধারণতঃ তাদের পরবর্তী শোয়ের বিজ্ঞাপন ঐ পত্রিকাতেই দিয়ে থাকে। যেমনি না ভাবা অমনি কাজ। ভাগ্য জোরে পেয়েও গেলাম। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করা বাসনা ছিল, কিন্তু সম্ভব হবে না জেনে আর বৃথা চেষ্টা করিনি।'

নির্বাক শ্রোতা হয়ে সব শোনার পর উঠে দাঁড়িয়ে আমি বার অভিমুখে হেঁটে চললাম।

।। চার ।।

হেলেন শুধু ওদের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করেই হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি, উইলিংটনের একমাত্র নামকরা হোটেলে ফোন করে রাতে থাকার জন্য একটা ঘরেরও বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল।

লস-এঞ্জেলস থেকে একশো কুড়ি মাইল দূরে একটা পল্লীগ্রাম উইলিংটন যার নাম। ওখানকার প্যালেস থিয়েটারে সন্ধ্যের শোতে যাতে উপস্থিত থাকা যায়, তার জন্য দুপুরের ভোজন শেষ করেই গাড়ি নিয়ে আমরা উইলিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাস্তায় মমি ফিলিপসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হওয়ার শুরু থেকে একেবারে সমাপ্ত পর্যন্ত যা যা ঘটনা ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমি হেলেনকে এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম।

'যমজ বোন!' সব শোনার পর অস্ফুট স্বরে বলে উঠল হেলেন।

'এইবার ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ রহস্যের সমস্ত জট এখানে বেঁধেছে। এই রহস্যের চাবিকাঠি হচ্ছে এই দুই যমজ বোন।'

'তুমি ব্যাপারটাকে আর কেঁচেগণ্ডুস করো নাতো!' আমি মৃদু ধমক দিয়ে বলি, 'সুসানকে এখনও পর্যন্ত আমরা চোখেই দেখলাম না, আর কোরিনের বাস তো সেই সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা।'

'ওখানে একবার ঘুরে এলে কেমন হয়, স্টিভ? আমার বহুদিনের শখ দক্ষিণ আমেরিকা যাবার।'

'আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, আপাততঃ মন দিয়ে তুমি গাড়ি চালাও আর আমাকে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দাও। সারা সকাল কেবল চরকি বাজির মতো ঘুরে চলেছি, একদণ্ড বসার সুযোগ পর্যন্ত এই পোড়া কপালে জোটেনি।'

'ঠিক আছে, তুমি তাহলে ঘুমোও। আমার মাথায় একটা মতলব ঘুরপাক খাচ্ছে। কাজের মতো যদি হয়, তোমাকে ঘুম থেকে তুলে না হয় বলবো।'

'উইলিংটন না পৌঁছুন পর্যন্ত ওটা তোমার মনের মধ্যেই চেপে রাখো,' এই বলেই চোখ বন্ধ করলাম আমি...।

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই উইলিংটন পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা যতটা গ্রাম্য আশা করেছিলাম আমরা আমাদের কল্পনায়, আসলে ততটা কিন্তু নয়। রাস্তাঘাট বেশ ভালো, বাড়িগুলোও চমৎকার। আমরা সোজা হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

শোয়ের সময়ও প্রায় এগিয়ে এসেছে। তাই চটপট হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু জলযোগ করে, হোটেল-আপ্যায়িকার কাছে থিয়েটার হলটার নির্দেশ দিয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম।

প্যালেস থিয়েটারের দূরত্ব হোটেল থেকে খুব বেশী নয়, বড়জোর একশো গজ। গাড়ি না নিয়ে ওটুকু পথ আমরা পায়ে হেঁটেই চলে এলাম। তারপর টিকিট কেটে আমরা হলের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

প্রথমে সঙ্গীত, তারপর হাস্যকৌতুক পরিবেশনের পর আলো কমিয়ে ব্রাড ডেনির নাম ঘোষণা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি মুখর এক চাপা গুঞ্জনে হল ভরে গেল। দর্শকের আসনে সংখ্যা গরিষ্ঠের দিক থেকে পুরুষরা অনেক এগিয়ে, আর সকলেই একটা উদ্দেশ্যই বুকে নিয়ে এসেছে তা হল সামনাসামনি সুসানকে দেখার আকাঙ্খা। এদিক থেকে দেখতে গেলে অসন্তোষটা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

ব্যান্ড শুরু হল, জ্বলে উঠল আলো, ঝলমলে আলোয় স্টেজের মাঝখানে নৃত্যের ভঙ্গিমায় মঞ্চে প্রবেশ ঘটল এক তরুণের। সুদর্শন চেহারা, গোরা রঙ, বলিষ্ঠ কাঁধ, মনোরম হাসি, উজ্জ্বল দুটি চোখ, সদা সতর্ক দৃষ্টি। দর্শক বৃন্দের কাছে প্রথম দর্শনে সে অবাঞ্ছিত হলেও নাচ দেখানোর পর হাততালি কুড়োল প্রচুর।

পরিশেষে দর্শকদের দিক থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে তার নাচ শেষ করল ডেনি।

করতালির শেষ শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে যাবার পথে পা বাড়ালে হাত তুলল ডেনি।

লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন...এবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে চলেছেন, প্রতিভাময়ী,

দুঃসাহসী, অপরূপা এক নর্তকী—যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনাদের কাছে শতাব্দীর সব চাইতে রোমাঞ্চকর নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন।...লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান ঃ 'সুসান গেলার্ট এবং মৃত্যুচুম্বন।'

ডেনি একটু পিছিয়ে দাঁড়াতেই ড্রামবাদক দু-বার করতালে ঝঙ্কার তুলে ড্রামের ওপর তার কেরামতি শুরু করে দিল। দর্শকদের তালে তালে হাততালির সঙ্গে মঞ্চে আলো কমতে কমতে এমন এক সময় উপস্থিত হল যখন নিভে গেল সব আলো।

সারা হল জুড়ে থমথমে এক নীরব নীরবতা, টুক করে একটা আলপিন মাটি স্পর্শ করলেও তার শব্দ বোধহয় শোনা যেত।

সহসা আবার আলো জ্বলে উঠল, মঞ্চের ঠিক মাঝখানে মঞ্চ আলো করে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপা সুন্দরী এক রমনী। তার পরণে ক্ষুদ্র কটিবস্ত্র আর উর্ধ্বাঙ্গে বুকে আর কণ্ঠে আষ্টে-পিষ্টে বেষ্টন করে ফুৎকার দিচ্ছিল ছ ফুট লম্বা এক জীবন্ত গোখরো সাপ। রমনীর নগ্নতার এর চাইতে ভাল প্রাণবন্ত বর্ণনা নিজেকে উজাড় করেও এর বেশী বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অবিরাম ধারায় ড্রামের আওয়াজ—আর দর্শক আসনে উপবিষ্ট জনসাধারণের করতালি আর চিৎকারের মধ্যে প্রায় কুড়ি সেকেন্ড কণ্ঠে লেপ্টে থাকা সাপটার লেজ এক হাতে আর অন্য হাতে ফণা ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমনী।

দেখানোর মতোই শরীরী গঠন আর দৈহিক আকর্ষণ—এক কথায় অপূর্ব। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় সাপটা ওর দেহ পেঁচিয়ে ধরতে আমরা সবাই চাপা উত্তেজনা বুকে নিয়ে ঝুঁকে বসে রইলাম আসনে।

'এই জঘন্য নাচে তুমি এমন মোহিত হয়ে উঠবে জানলে তোমার জন্য একটা দূরবীন নিয়ে আসতাম।'

'লক্ষ্মীটি দয়া করে এখন একটু চুপ করো, আমাকে দেখতে দাও।'

মঞ্চের ওপর ঘুরতে থাকল সুসান। বিরাট ভুল পদক্ষেপ। ওর ভঙ্গিমা দেখে আমি বুঝতে পারলাম, নাচের দক্ষতায় আমার চাইতে ও পিছনেই থাকবে। ছন্দের কোন বালাই নেই, নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু হলের সকলেই তার দিক থেকে চোখ সরাবার ক্ষমতা প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। নাচের দক্ষতা ওর থাক বা না থাক তাতে ওর কিছু আশাভঙ্গ হচ্ছে না। কারণ রমনী ওর দেহ দেখিয়ে দর্শককূলকে মূক করে রেখেছে, মূক হবার মতোই ওর দেহজ গঠন। দেহখানা যে ওর চাবুক তাতে কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

মৃদুভাবে ওয়ালটজ্-এর সুর বেজে উঠতেই রমনীর গতি আরো বেড়ে গেল। সাপের মাথাটা তখনও সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরা। এরপর লেজটা ছেড়ে দিতে সাপটা প্রচণ্ড এক ঝাপটা মেরে ওর শরীর পেঁচিয়ে ধর'ল। এই দৃশ্যে দেখে আশেপাশের কয়েকজন মহিলা অস্ফুট-আর্তনাদ করে উঠলেন আতঙ্কে বিবস হয়ে।

নিজের মনকে এই বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সাপটার বিষ থলি খুলে নেওয়া হয়েছে, বর্তমানে ওর দ্বারা ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে আশ্রয়দাতা ভেবে খামচে ধরলাম সীটের হাতল।

মাঝখানে নাচ থামিয়ে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল আমাদের নর্তকী সুসান। সাপটা ওর দেহের পাক ছেড়ে জড়িয়ে গেল তার হাত আর কণ্ঠে।

ড্রামের তালে তালে এবার হাঁটু ভেঙ্গে নীচু হতে লাগল সুসান। তারপর নিপুণ-দক্ষতায় নিজের দেহ থেকে সাপটা খুলে নিয়ে মাটিতে বসিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে পিছিয়ে এল কয়েক পা। সাপটা সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলি পাকিয়ে ফণা মেলে ধরল। সামনে ঝুলছে তার লকলকে জিভ।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে সাপটার দিকে একদৃষ্টে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল ও। তারপর খুব ধীরে ধীরে তার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিল।

'আরে ব্বাপ!' আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, বেসামাল হয়েই বলে উঠি, 'ওটা যদি এখন ছোবল...'

'চুপ!' হেলেন ধমক দিয়ে বসে আমাকে, কিন্তু ওর গলার স্বরেই বুঝলাম ও নিজেকে সংযত

রাখতে পারেনি। অন্ধকার হলের মধ্যে এক মহিলার আর্তনাদ কানে এল। একজন আসন ছেড়েই লাফিয়ে উঠেছিল, পেছনের লোকেরা তার এই দশা দেখে জোর করে তাকে তার আসনে বসিয়ে দিল।

নত হতে হতে সাপটার ভয়ঙ্কর ফণা থেকে ফুট খানেক দূরে মুখ এনে স্থির হয়ে গেল সুসান। ড্রামটাও থেমে গেল সহসা। হল বিভীষিকাময়-নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেল।

সাপটাও স্থির-নিথর হয়ে আছে। উত্তেজনায় হেলেন আমার হাত খামচে ধরল। এখন আর এটা ছেলেখেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের আশেপাশের সকলেই মুমূর্ষু রোগীর মতো শ্বাস নিচ্ছে। কয়েকজন এমনভাবে গোঙানি দিয়ে উঠছে যেন এখুনি জ্ঞান হারাবার অন্তিম লগ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

আবার নড়ল সুসান। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে সাপটার কাছে এগিয়ে আনতে লাগল তার মুখ। সাপটা তার কাঁটা চামচের মতো জিহ্বা ঢোকাচ্ছে আর অনর্গল বার করছে।...তফাৎ মাত্র এক ইঞ্চি। তার পরেই জিভটা চাবুকের আলতো আঘাতের মতো স্পর্শ করে গেল সুসানের নরম পাতলা-ঠোঁটে। জীবনে এরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য খালি চোখে দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি। নিঃসন্দেহে এটাই ছিল নৃত্যের চরম অন্তিম মুহূর্ত, এরপরই ঝন্‌ঝন্ শব্দে করতাল বেজে উঠল, নিভে গেল মঞ্চের আলো।

কয়েক মুহূর্ত বেশ চুপ করে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলাম আসনে হেলান দিয়ে। দশতলা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠার দুরবস্থা আমার। সারা হল জুড়ে ভারী নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছিল। হঠাৎ একসময় সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ করে করতালির শব্দ ছাপিয়ে গেল সারা হল। কেউ সিটি দিল, চিৎকার বর্ষণ করে কেউ বা অভিবাদন জানাল। থরথর করে কাঁপছে সারা প্রেক্ষাগৃহে।

আলো জ্বলে উঠল, মঞ্চে সুসান মাথা ঝুঁকিয়ে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করতে লাগল। তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পান্না সবুজের একটা আলখাল্লা। কর্পূরের মতো উধাও গোখরোটা।

প্রায় মিনিট পাঁচেক সুসান দর্শকবৃন্দের তুমুল উচ্ছ্বাসের প্রতিদানে অনবরত মাথা ঝুঁকিয়ে আর চুম্বন নিক্ষেপের পর পর্দা নেমে গেল। জ্বলে উঠল আলো। সারা হল আলোর সাজে আবার সেজে উঠল। কিছু লোক কখনও চেঁচিয়ে কখনও সিটি দিয়ে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে যাচ্ছে।

আমার হাত আঁকড়ে ধরে হেলেন বলে উঠল, 'উঃ, বেরিয়ে চলো এখান থেকে। এই পরিবেশ আমার আর একটুও ভালো লাগছে না।'

আমার বুকে তখনও হাতুড়ির পিটুনি হয়ে চলেছে, কুলকুল করে ঘর্মাক্ত সারা শরীর ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। কোনরকমে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম। পাশ দিয়ে উত্তেজিত দর্শক উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে পথ চলছে, উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে তাদের চোখ। কয়েকজনের চোখের দৃষ্টি ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো। আমাকে কাদের মতো দেখাচ্ছিল কে জানে?

'নিউইয়র্কে এরকম উত্তেজক শো কখনোই সে প্রদর্শন করার অনুমতি পাবে না,' হেলেন বলে উঠল।

'আমারও সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুলিশের কাছ থেকে অনুমতির কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু আমি মনে করি এখানে দোষের ভাগীদার কিন্তু দর্শকরাই। ওরা আসলে পরিবেশ তৈরী করেছিল। চলো, ওর সঙ্গে একবার কথা বলব। তোমার মন কী বলে, সাপটা নির্বিষ সাপ?'

'তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি? সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ বিষধর গোখরো সাপ নিয়ে খেলা দেখাতে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেবে?'

'যাক, একটা ব্যাপারে বাঁচোয়া যে আমাদের পলিসির মধ্যে সাপের কামড়ের কথাটারও উল্লেখ আছে। না হলে একটা সাপবদল করার মধ্যে কোন সাহসিকতা নেই। চলো গিয়েই দেখি মেয়েটা মুখে কী বলে।'

বেশ কয়েকজন উন্মুখ দর্শক মঞ্চের দরজার সামনে তখনও ভিড় করে দাঁড়িয়ে। একজন পুলিশ তাদের ভিড় সরাবার চেষ্টায় ছিল। তার কাছে নিজের পরিচয়পত্রটা দেখিয়ে বললাম, 'আমি মিস গেলার্টের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

'এ ব্যাপারে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলুন,' এই বলে দরজা খুলে ধরল সে। আমরা তার হাতের তলা দিয়ে গলে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

তার কাছে গিয়ে গলায় মধু ঢেলে অমায়িক সুরে বললাম, 'আমি মিস গেলার্টের খোঁজে

এসেছিলাম'। ম্যানেজার আর একজন বৃদ্ধ দারোয়ান নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল। আমরা ঢুকতেই দু'জনের দৃষ্টি আমাদের ওপর নিবদ্ধ হল।

কাছে এসে গলায় মধু ঢেলে অমায়িক সুরে বললাম, 'আমি মিস গেলার্টের খোঁজে এসেছিলাম।'

ম্যানেজার মাথা নাড়ল, 'উনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন বলে আমার মনে হয় না। কার্ড আছে আপনার?'

কার্ড এগিয়ে ধরলাম। ম্যানেজার একপলক চোখ বুলিয়ে সেটা দারোয়ানের হাতে দিল। 'এটা মিস গেলার্টকে দেখিয়ে জেনে এসো ভদ্রলোকের সঙ্গে উনি দেখা করবেন কিনা?'

দারোয়ান বেরিয়ে যেতে আমি ম্যানেজারের হাতে একটা সিগারেট দিয়ে বললাম, 'ওঃ, একটা শো দেখালেন বটে!'

'ভালো লেগেছে আপনার?' মাথা জুড়ে বিস্তীর্ণ টাকের মহাশয় ম্যানেজারটির মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

'কিন্তু দেখুন এই পৃথিবীতে এমনও কিছু উত্যক্ত হৃদয়ের লোক আছেন যারা মুখে যা আসছে তাই লিখে যাচ্ছে অম্লান বদনে। শেরিফের অফিসেও কয়েকজন ছুটেছিল। অবশ্য আখেরে কিছুই সুবিধা হয়নি। তবে আমার হলের অবস্থা দেখে মনে হয়, বেশির ভাগ লোকেরই শো মনে খুব আনন্দ দিয়েছে, তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরে। কিন্তু কার আর দায় পড়েছে আমাদের দ্বারস্থ হয়ে এই কথা বলার!' সিগারেট ধরিয়ে হেলেনের দিকে তাকাল। 'এই হলে এর আগে এত বেশী দর্শক হয়নি। আপনার কেমন লাগল মিস?'

'আমি খুব একটা খুশি নই। উন্মুক্ত পোষাকে উলঙ্গ মেয়েদের উদ্দ্যম নৃত্য আমার ভালো লাগে না। তবে ডেনিকে মন্দ লাগেনি।'

'হ্যাঁ, সেও খারাপ নাচে না।' মাথা নাড়তে নাড়তে সিগারেটে টান দেয় ম্যানেজার।

'ছেলেটার ভাগ্য সত্যি ভালো মিস গেলার্টের মতো নর্তকীর সে সঙ্গ পেয়েছে। মেয়েটার ভবিষ্যৎ সত্যি উজ্জ্বল, ভবিষ্যতে আরো নাম খ্যাতি কুড়োবে।'

'যদি না জেলের জীবন ওর কপালে লেখা থাকে।' হেলেনের কাঠ কাঠ জবাব শুনে ম্যানেজারকে ভুরু কোঁচকাতে দেখি। আমি পরিস্থিতিটা সামলে দিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'আমি ওর জায়গায় থাকলে কখনোই সাপটার অত কাছে মুখ নিয়ে যাবার সাহস পর্যন্ত করতাম না। ওটার বিষ নেই যদিও, তবু এই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি।'

মাংসালো গোছের সাদা মুখে মুহূর্তের মধ্যে অমাবস্যার কালো মেঘে ছেয়ে গেল। 'বিষ নেই আপনি এতো জোর দিয়ে বলছেন কী করে? হলের বাইরে বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখেননি?' 'সাপটার বিষ নেই কেউ প্রমাণ করতে পারলেই তাকে আমরা একশো ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছি। যে কেউ যে কোন সময়ে এসে ওটা পরীক্ষা করে যেতে পারে।'

'এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার জন্য কেউ এগিয়ে এসেছে?' হেলেন মুখ খুলেই এই প্রশ্ন ছুঁড়ল।

'নিশ্চয়ই। এইতো সেদিন এক চাষী এখানে এসেছিল, সাপ বিশেষজ্ঞ রূপে নিজেকে পরিচিত করাল। সাপটা রাখা আছে একটা কাঁচের বাক্সে। তাকে দেখা মাত্রই সাপটা ভেতর থেকেই এমন ছোবল মারে যে বিষটা কাঁচের ওপরই ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে কী এমনি ভিড় জমায় এখানে? আমি তো কিছুতেই ভেবে পাই না, আজ পর্যন্ত ওটা শোয়ের সময় ছোবল মারেনি কেন?'

দারোয়ান ফিরে এল।

'উনি দেখা করবেন। গমন পথের দিকে বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে দেখাল সে।

'ডানদিকের একেবারে শেষ দরজা, চলে যান।'

ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতে হেলেনকে চাপা গলায় বললাম, 'মেয়েটার কাছে দুটো সাপ নেই তো! একটা বিষধর, অন্যটা বিষ ছাড়া?'

হেলেন কথার কোন জবাব দিল না। দরজায় মৃদু টোকা দিতেই, ভেতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এল, 'আসুন।'

ভেতরে প্রবেশ করলাম আমরা। খুব সাধারণ এক সাজঘর। চেয়ারের সংখ্যা দুটো আর একটা

প্রসাধনের টেবিল, আসবাব বলতে শুধু এগুলোই ঘরের শোভাবর্ধনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকা দেওয়া একটা কুলুঙ্গী আলমারির প্রয়োজন মেটাচ্ছে। মেঝে জুড়ে এক টুকরো গালচে, আর আছে জলাধার, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছিল জল।

প্রসাধন টেবিলের সামনে বসে সুসান গেলার্ট তোয়ালে দিয়ে জোরে চুল ঘষতেই ব্যস্ত। দেখেই বোঝা যায় এইমাত্র মাথা ধুয়েছে ও। হেলেনের পিঠে খোঁচা মারার একটা সুপ্ত বাসনা আমি আর সামলাতে পারলাম না। এতক্ষণ ধরে ও পরচুলা পরে অভিনয় করেনি একথা প্রমাণ হয়ে গেল। অর্থাৎ কোরিনই নিজের বোনের ছদ্মবেশে অভিনয় করছিল বলে যে অভিমত হেলেন কিছুক্ষণ আগে ব্যক্ত করেছিল তা ভ্রান্ত প্রমাণ হল। হেলেনকে আড়ষ্ট হয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে বুঝলাম, তোয়ালে ঘষার অর্থটা ওর মগজেও ঢুকেছে।

সুসানের পরনে তখন নীল সোয়েটার আর কালো স্ল্যাক্স। প্রসাধনবিহীন থাকা সত্ত্বেও ওকে অপরূপই লাগছিল। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে একমুখ হাসি হেসে ও তাকাল আমার দিকে। 'আসুন, আসুন। সত্যি অবাক হয়েছি, অবাক হবারই কথা কিন্তু।'

হেলেনের দিকে দৃষ্টি পড়তে বলল, 'আপনি কী ওঁর স্ত্রী?'

'হ্যাঁ', হেলেনের উত্তর। 'তবে এই মুহূর্তে জেনারেল লায়বিলিটি কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব আমার ওপরেই।'

'ওঃ!' সুসানের নীল চোখের তারা সামান্য গোলাকার হয়ে গেল। একপলক আমার কার্ডটার ওপর চোখের দেখা দেখে নিয়ে শুধু বলল, 'আর আপনার এখানে আগমন হয়েছে ন্যাশনাল ফিডালিটি থেকে! কেন...কোন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে নাকি?'

'বসুন, বসুন আপনারা। বসার জায়গাও এখানে নেই।' অন্য চেয়ারটা হেলেনের উদ্দেশ্যে ঠেলে দিয়ে দেওয়ালের পাশে রাখা ট্যাঙ্কটা আমাকে দেখিয়ে দিল। 'কিছু মনে করবেন না, কেউ যে এখনে আসতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।' আমি কিছু বলার আগেই গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্র্যাড!...এখানে এসো তো একবার!'

বাইরের দরজা খোলার শব্দ হল। পরক্ষণেই মূর্তিমান ডেনি হাজির হল। আমাদের দিকে অবাক চোখে একবার তাকিয়ে সুসানের দিকে ফিরল সে।

'এ হচ্ছে ব্র্যাড ডেনি,' তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসল সুসান। 'একাধারে আমার এজেন্ট আর পার্টনার। আর...এরা হলেন মিঃ অ্যান্ড মিসেস হারমাস।'

'মিঃ হারমাস এসেছেন ন্যাশানাল ফিডালিটি থেকে আর মিসেস হারমাস জেনারেল লায়বিলিটির প্রতিনিধি হয়ে।'

মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল ডেনি, পরক্ষণেই দন্ত-বিকশিত করে হেসে ফেলল, 'আপনাদের ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো পরস্পরের মধ্যে ঘটকালির কাজ করে এর আগে জানতে সৌভাগ্য ঘটেনি তো! কিন্তু এতে ভেতরের গোপন খবর ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই না? আপনারা বোধহয় অন্য পলিসিগুলোর খবরও রাখেন?'

'হ্যাঁ,' প্রত্যুত্তরে উত্তর দিলাম আমি। 'শুনেছি।'

দু'জনের ওপরই গভীর দৃষ্টি রেখেছিলাম, কিন্তু কারুর মধ্যেই অপরাধ জনিত মনোভাবের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে যেভাবে হাসাহাসি করছে তাতে মনে হয় ব্যাপারটাকে ওরা তেমন গুরুত্ব না দিয়ে তার পরিবর্তে মজার খোরাক রূপেই সেটা ব্যবহার করছে।

'কথাটা আপনাদের জানানো উচিত ছিল কিনা জানি না', ডেনি দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। 'তবে অন্য কোম্পানিতে ইন্‌সিওর করার কথাটা কেউ জানার আগ্রহ প্রকাশ করেনি বলে আমরাও সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করিনি।'

শুধু বললাম, 'আপনারা যে ধরণের পলিসি করেছেন তাতে অন্য কোম্পানিগুলোতে না জানালেও তেমন কিছু ক্ষতি হয়না। মিস গেলার্ট বোধহয় সবশুদ্ধ দশলক্ষ ডলারের ইন্‌সিওর করিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' জ্বলজ্বল করে ওঠে সুসানের মুখ। 'কথাটা যখন প্রেস রিপোর্টারদের কানে উঠবে, কী

হাস্যকর ব্যাপারটাই না হবে বলুন দেখি? আজকের শো দেখে আপনার মন কী বলে? সকলকে আমি তাক লাগিয়ে চমকে দিইনি? প্রতিদিন এরকমটাই ঘটে, তাই না ব্র্যাড?'

'নিশ্চয়ই,' ডেনি গর্বিত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিল সুসানের দিকে। 'বুঝলেন মিঃ হ্যারমাস, আমি ওকে সবসময়ে একটা কথা বোঝাই তা হল ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা। নিউইয়র্ক যাবার আগে এইসব জায়গায় আমাদের খেলা দেখিয়ে খেলাটা আরও ভাল ভাবে রপ্ত করে নেবার সময় বা সুযোগ দুই আমরা পাব। কিন্তু সুসান এক্ষুনি ওখানে যেতে প্রস্তুত অথচ বেলারিয়াসের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আমার নেই। কোন বড় জায়গায় খেলা দেখাতে গিয়ে শেষে কোন সমস্যা না দেখা দেয়?'

'বেলারিয়াস না কী যেন বললেন?'

সুসান ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। 'ওটা আমার সাপের নাম। ওকে কেমন ট্রেনিং দিয়েছি তাতো নিজের চোখেই দেখলেন, ট্রেনিংটা কেমন দিয়েছি বলুন? অবশ্য ব্রাডের কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেলারিয়াস মাঝে—মধ্যেই বড় খেয়ালী হয়ে ওঠে, তখন আমাকে চুমু দিতে একেবারেই অরাজী থাকে।'

'তাতে অত দুশ্চিন্তার কোন ব্যাপার দেখছি না' ওদের ন্যাকামিতে পিত্তি জ্বলে ওঠে আমার। 'আচ্ছা, শুনলাম সাপটা নাকি বিষধর সাপ, আর যতদূর আমি জানি, গোখরোর ছোবল সব সময়েই মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে আনে...'

'ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু আমাকে ও দংশন করবে না।'

'আপনার বিশ্বাসের প্রশংসা না করে আমি পারছি না, অত ঝুঁকির মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে বিষ থলিটা বের করে নেন না কেন?'

'সেটা কী ঠিক হবে?' বিমর্ষ গলায় বলে সুসান। 'ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে আমরা দর্শকের সঙ্গে প্রতারণা করব না নাকি?'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি', আমার দিকে তাকিয়ে ডেনি বলল। 'প্রথমবার শো দেখার পর আমারও তাই মনে হয়েছিল। বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবার পর আমি এখন অনেক ধাতস্থ হয়ে গেছি আর অভিজ্ঞতাও হয়েছে প্রচুর। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, প্রথম দু-মাস ওর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার ওজন এক স্টোন কমে গিয়েছিল। তবে এখন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনা।'

'নিউইয়র্কে ব্র্যাড আমার জন্য নাইট ক্লাবে শো ঠিক করেছে,' সহসা কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল স্বয়ং সুসান।

'সে রকমই ইচ্ছা আছে,' ডেনি বলল। 'দেখা যাক এখন কতদূর কী হয়?'

'সেই ভালো,' আমি বললাম।'আপনাদের দু'জনের জন্যই আমার আগাম শুভেচ্ছা রইল। আচ্ছা, এবার পলিসি সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করা যাক।'

'কেন, ওর মধ্যে গণ্ডগোলের কিছু আছে নাকি?' সুসানের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। মিঃ গুডইয়ার যে বললেন, 'সব ঠিক আছে!'

'না না, পলিসিতে কোন গণ্ডগোল নেই। তবে আপনি যখন এতো লক্ষ ডলারের ইন্সিওর করিয়েছেন, তাই আমার ওপরওয়ালা আপনাকে একবার সতর্ক করে দেওয়া উচিত বলে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ স্পষ্ট কথায়—কোন দুরাত্মা সমগ্র বিষয়টাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারে।' ওরা দু'জনেই আমার দিকে ফ্যাকাশে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' সুসানের মুখ দিয়ে পরিশেষে এই কথাগুলো বেরিয়ে এল।

'আরও সহজ করে বলবো?...বেশ, শুনুন তবে। আপনার এই দশলক্ষ ডলারের দুর্ঘটনা বীমার দরুণ আপনাকে কেউ যদি হত্যা করে বসে, তাহলে জিনিসটা শুধু আপনার পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়, এর জন্য আমাদের কোম্পানিরও লোকসানে ভুগতে হবে।'

'খুন করবে...ওকে?' হতভম্ব হয়ে ডেনি বলে উঠল।

তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সুসানকে লক্ষ্য করে বলি, 'দশলক্ষ ডলার নেহাৎ কম নয়। হয়তো আপনি এটাকে আমার অনধিকার চর্চা বলে মনে করবেন, কিন্তু দুর্ঘটনায় আপনার মরণ হলে

বীমার টাকাটা কার ভাগ্যে জুটবে জানতে পারলে আমি খুশি হতাম।'

'কেন? কেউই পাবে না! মিঃ গুডইয়ার সে কথা আমাদের স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি উনি?'

'তা বলেছে, তবে পলিসিতে কিছু গলতি আছে। ওতে লেখা আছে, উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়া অন্যকিছুতে মৃত্যু হলে আমরা টাকা দিতে বাধ্য থাকব।'

'কিন্তু,' ডেনি বলল, 'মিঃ গুডইয়ারতো আমাদের বলেছেন, দুর্ঘটনায় উনি সবরকমের সম্ভাবনার দিকগুলো পলিসিতে উল্লেখ করেছেন, আর সেই জন্যই এত কম প্রিমিয়াম দিচ্ছি আমরা।'

এই দু'জন যদি ধুরন্ধর অভিনয় না দেখাত তাহলে ওরা মুখে যা বলছে মনে মনে হয়তো সেটাও বিশ্বাস করে বসবে। ওদের দেখে এই কথাই মনে এল আমার।

'এটাই হচ্ছে কথার কথা,' স্থির গলায় বললাম আমি, 'সব রকমের পরিচিত দুর্ঘটনা। কিন্তু আমরা কখনোই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না যে এমন কোন দুর্ঘটনা নেই, যেটা কাজে লাগিয়ে কোন চতুর লোক সুবিধে আদায় করে নিতে পারে সহজেই।'

'ওহ, ব্র্যাড!' চেয়ার ছেড়ে উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠল সুসান। 'উনি আমাকে অহেতুক ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।'

'শুনুন মিঃ হারমাস,' ডেনি তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে উঠল। 'এই সব অর্থহীন কথা বলে কোন লাভ নেই। আপনারা কীভাবে আপনাদের ব্যবসা চালাবেন সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আপনাদের ওপর, তাই এ ব্যাপারে আমাদের উতলা হবার কোন কারণ নেই। আমরা মিঃ গুডইয়ারকে গিয়ে ধরেছিলাম আর উনি আমাদের সব বুঝিয়েও দিয়েছেন, এ পলিসিতে টাকা দাবি করার কোন সম্ভাবনাই নেই। আপনি অনর্থক ওর মনে অকারণ কেন ভয়ের সৃষ্টি করছেন আমার মাথায় ঢুকছে না।'

অসহায় দৃষ্টিতে আমি হেলেনের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা ওর হাতেই ছেড়ে দিলাম পরম নিশ্চিন্তে।

'আমার মনে হচ্ছে আমরা অনর্থক অহেতুক সময়ের অপব্যয় করছি' হেলেনের কণ্ঠস্বর বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'তর্ক—বিতর্কের কোন প্রয়োজন নেই, মিস গেলার্ট। একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে সবরকম পরিচিত দুর্ঘটনার সঙ্গে আপনি বীমা করেছেন। ধরুন, এমন কোন এক অসম্ভব ঘটনা—কী করে, সেটা এখন না হয় ছেড়ে দিন—অসম্ভব এক দুর্ঘটনার আপনি শিকার হলেন এবং প্রাণও হারালেন, যেটার কথা পলিসিতে উল্লেখ নেই। এবার বলুন, সেক্ষেত্রে আমাদেব কাছে বীমার টাকা দাবী করার কার অধিকার থাকতে পারে?'

'এইসব বিশ্রী ধরণের প্রসঙ্গ কেন তুলছেন বার বার আপনারা, বুঝতে পারছি না!' সুসানের গলায় বিরক্তিকর সুর ঝরে পড়ে।

'টাকাটা কার ভাগ্যে জুটবে বলুন?' হেলেন এক ধাপ গলা চড়ায়।

'আমি জানি না।'

'আপনি কোন উইল করেন নি?'

'না।'

'আপনার বাবা-মা জীবিত?'

'না, মারা গেছেন।'

'আপনজন কেউ নেই?'

'এক বোন ছাড়া আমার আপনজন আর দ্বিতীয় কেউ নেই।'

'টাকাটা তাহলে আপনার বোন পাবেন।'

'তাই পাওয়া উচিত, কিন্তু আমি তো তার কোন সম্ভাবনা...'

'আপনার বোনও কী এই লাইনের সঙ্গে যুক্ত?' কথোপকথনের মোড় ঘোরাতে নিরুপায় হয়েই আমি মাঝপথে প্রশ্ন করলাম।

'ছিল, কয়েক বছর হল ছেড়ে দিয়েছে।' সুসান আবার বসে পড়ে কথাটা সমর্থনের আশায় ডেনির দিকে তাকায়। 'আমরা একসঙ্গেই কাজ করতাম। তারপর ওর বিয়ে হয়ে যায়।'

'ওর ঠিকানাটা দিতে পারলে আমাদের বড় ভালো হয়। আমার অনর্থক কৌতুহল দেখে

আপনি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন জানি, কিন্তু দশলক্ষ ডলার পলিসি করার পরে আমরাও আপনার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশা রাখি।'

'না না। আমি কিছু মনে করিনি। আপনি বলুন।'

'বেশ, তাহলে ওঁর ঠিকানাটা দিন দয়া করে।'

'আপনি কী ওর সঙ্গে দেখা করবেন?' সুসানের গলায় সামান্য বিস্ময়। 'ও কিন্তু এসবের বিন্দু বিসর্গ জানে না। আমি ওকে চমকে দিতে চাই।'

'না না, ঠিকানাটা শুধুমাত্র ফাইলে রাখার উদ্দেশ্যেই চাইছি আমরা।'

'ও, তাহলে লিখে নিন। মিস কোরিন কনি...ডড লেক...স্প্রিংভিলে...ক্যালিফোর্নিয়া।'

'মুখে কোন বিস্ময় না ফুটিয়ে আমি ঠিকানাটা লিখে নিলাম। আমার অনুমান ছিল ঠিকানাটা দক্ষিণ আফ্রিকা হবে।'

'ব্যস, আজ এই পর্যন্তই থাক। আর আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না।' কাগজটা মুড়ে পকেটে রাখলাম। 'অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের।'

ওরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তখন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

সুসান প্রশ্ন করল, 'এর মধ্যে গণ্ডগোলের কোন ব্যাপার নেই তো, মিঃ হারমাস?'

'আপনি খুনটুনের কথা বলছেন...'

মৃদু হাসলাম আমি। আরে না না, ওটা একটা কথার কথা। আপনার মতো অল্পবয়সী এক রমনী অত কম প্রিমিয়াম দিয়ে গোপনে দশ লক্ষ ডলারের একটা ইন্‌সিওর করালে তাতে আমাদের 'দাবি বিভাগের' মনে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। আর এই তদন্তটাও আপনার দোষেই হয়েছে। আপনি যদি আগে ভাগে আমাদের জানিয়ে রাখতেন যে, অন্য কোম্পানিগুলোর কাছেও একই ধরণের বীমা করিয়ে রেখেছেন, তাহলে আজ আমাকে এখানে আসতে হতো না। তবে এখন আপনার সাথে কথা বলার পর কোন দ্বন্দ্ব নেই আমার মনে, কথা বলে সন্তুষ্ট যে আপনি কারুর চাপে পড়ে এই পলিসিগুলো করেন নি। ব্যস, গণ্ডগোলের আর কিছুই নেই।'

'তাহলে সব ঠিক ঠাক আছে বলছেন?' ঝুঁকে বসল সুসান।

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, পলিসিতে আপনি আঙুলের ছাপ দিয়েছেন কেন?' হেলেন আচমকাই এই প্রশ্নটা করে বসল। 'আর কেন-ই বা দেখাতে চেয়েছেন ওটা হঠাৎ করে পড়ে গিয়েছিল?'

'কই না তো!' চোখ বড় বড় করল সুসান। 'ওটা হঠাৎই হয়ে গিয়েছিল। কলম থেকে আচমকা এক কালির ফোঁটা পড়ে যেতে আমি বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটা চেপে দিয়েছিলাম। মিঃ গুডইয়ারের এ ব্যাপারে খুশির অন্ত ছিল না। আমিও দেখলাম, মতলবটা খুব খারাপ নয়! তাই অন্য পলিসিগুলো করানোর সময়েও একইভাবে আঙুলের ছাপ দিয়ে দিয়েছিলাম।'

'মতলবটা আপনি কোন দিক থেকে ভালো বলছেন?' হেলেন প্রশ্ন করে বসল।

'মিঃ গুডইয়ার বলেছিলেন. আমার সই সম্বন্ধে এতে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।'

'আপনি যখন এতোই নিশ্চিত যে, পলিসিগুলো থেকে কেউ টাকা দাবি করতে পারবে না, তখন সই সম্বন্ধে সন্দেহ থাকার প্রশ্ন উঠছে কোথায়?'

হেলেন প্রশ্নটা করার সময় মনোযোগসহকারে আমি সুসানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। ওর সারা মুখে জুড়ে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট।

'মিঃ গুডইয়ার যা বলেছিলেন আপনাকে সবটাই বললাম। তাই উনি নিজ মুখে স্বীকার করলেন কাজটা ভালোই হয়েছে, তখন ভাবলাম, এরকম করলে অন্য কোম্পানিগুলোও খুশী হবে নিশ্চয়ই। কেন, কাজটা কী আমি ভালো করিনি?'

'না, ঠিকই করেছেন,' বলে হেলেন দরজা দিয়ে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা ঢিল ছোঁড়ার বাসনা জাগল আমার। বললাম, 'যাবার আগে আপনাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করতে চাই, মিস গেলার্ট। আচ্ছা লম্বা, স্বাস্থ্যবান চেহারা, নীল সাদা ডোরাকাটা কোট পরে এমন কোন লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি? তার ভুরু দুটো নাকের ওপর থেকে জোড়া!'

সুসান শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল, 'কই না তো! কে সে?'

'সে আপনার সন্ধান করছিল।' ডেনিকে বলে উঠলাম, 'শুনেছি তাকে আপনার অফিসের ধারে কাছে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছে বহুদিন ধরে।'

ডেনি ধীরে ধীরে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ালো। 'চেহারার বর্ণনা শুনে ঠিক চিনতে পারছি না, তবে মনে হয় কোন অভিনেতা কাজ পাবার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিল। আসলে খুব অল্পদিনই হল এজেন্টের কাজ শুরু করেছি তো আমি, তাই যারা আমার খোঁজে আমার দোরগোড়ায় আসে তাদের অর্ধেককেই আমি চিনি না।'

'আচ্ছা চলি তাহলে। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দে মন ভরে গেল। আপনাদের শো-এর জন্য আমার আগাম শুভেচ্ছা রইল।' হেলেন আর আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

নীরবে হল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামার পর আমি-ই সর্বপ্রথম মুখ খুললাম, 'তাহলে তোমার বদলি ভূমিকার অভিনয় করার সম্ভাবনাটা একেবারেই খাটল না। ও যে পরচুলা পরে ছিল না তাও স্পষ্টই বোঝা যায়। আর অ্যালানের কথাগুলোও বর্ণে বর্ণে মিলে গেল—ওদের দু'জনকেই আমার ভালো লেগেছে। আমি অবশ্য আগেই টের পেয়েছিলাম যে এটা ম্যাডক্সের উর্বর মস্তিষ্কের একটা ভ্রান্ত চিন্তা মাত্র, এখন ভালোভাবে সেটা প্রমাণও হয়ে গেল।'

'আমার অনুমান কী বলে জানো?' চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেলেন। 'আমার মনে হচ্ছে, ও দুটো যেন বড্ড বেশী ভালোমানুষ।'

'এটা তোমার মেয়েলি সন্দেহ মাত্র। তোমার অবাস্তব তত্ত্বটা ভুল প্রমাণিত হবার পরেও তোমার মন সেটা মেনে নিতে পারছে না কেন?'

'তোমরা যখন কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলে, আমি হাত সাফাই করে ওর আয়নাটা গেঁড়িয়ে নিয়েছি। ওতে ভালো ভাবে গোটা দুই আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। ওটা তোমার পলিসির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অভিপ্রায় আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই দেখবো।' উৎফুল্ল হয়ে উঠি আমি। 'এটার কথা তো আমার মাথাতেই আসেনি!...'

হোটেলে পৌঁছেই ঘরে ঢুকে ব্রীফকেস খুলে পলিসির প্রতিলিপিটা বের করে ফেললাম। হেলেন মুখ দেখার ছোট্ট একটা আয়না বের করল। যাতে অনেকগুলো আঙুলের ছাপ বেশ স্পষ্টভাবেই অক্ষত ছিল। হেলেনের পাউডার কেস থেকে কিছুটা পাউডার নিয়ে আয়নার ওপর ছড়িয়ে দিলাম। ছাপগুলো আরো স্পষ্ট রূপে চোখের সামনে ধরা দিল।

পলিসি আর আয়নায় অক্ষুণ্ণ থাকা ছাপগুলো আলোর নীচে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করেই বুঝতে অসুবিধে হল না, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। হেলেনকে বললাম, এই দেখ আঁকসির মতো শিরটা ওপর থেকে নীচে নেমে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে, আর মাঝের এই গোলাকার চাকাটা দুটোই হুবহু এক। এবার তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ তো?'

'সম্পূর্ণ ভাবে নয়,' হেলেন গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল। আমার মনে হয় ম্যাডক্সকে রিপোর্ট দেবার আগে পর্যন্ত আমাদের একবার কোরিন কন-এর মুখোমুখি হওয়া খুবই উচিত।'

'স্প্রিংভিলের দূরত্ব এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল। কী দরকার শুধু শুধু সময় নষ্ট করার?' তর্ক করার বৃথা চেষ্টা করি আমি।

'একটু ভাবো, চিন্তা করো স্টিভ। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ম্যাডক্সকে সম্পূর্ণ রিপোর্ট দেওয়া আমাদের উচিত হবে কি? আমি মানছি, সুসান আর ডেনিকে দেখে মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে না, তবু আমার স্থির বিশ্বাস যে, কোথাও কিছু না কিছু একটা গণ্ডগোল আছেই।'

ডোরাকাটা কোট আর সেই সেন্ট লাগানো মেয়েটার কথা কী একেবারে ভুলে বসলে? দারোয়ান খুনের সঙ্গে অনায়াসেই ওদের জড়িয়ে ফেলা যায়। তাই বলছিলাম, কোরিন আর তার পতি দেবতার সঙ্গে দেখা করার পরই ঘাড় থেকে সন্দেহের বোঝাটা নামাতে পারব।

'স্মরণে রেখো, সুসানের কিছু হলে কোরিন যদি টাকাটা পেয়ে যায়। ওর স্বামীরও তাতে ভাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই এটা যদি ঠকবাজি হয়, তারও এ ব্যাপারে জড়িত থাকা কোন অসম্ভব কিছু নয়।'

'বেশ, তুমি যা চাইছ তাই হোক। বরং ফ্যান'শকে ফোন করে আমাদের বক্তব্যটা তাকে

জানিয়ে দেয়ওয়াই ভালো।'

।। পাঁচ ।।

একটানা গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যা ছ'টা চল্লিশে স্প্রিংভিলেতে পৌঁছনোর পর আমি 'স্প্রিংভিলে হোটেল' লেখা কাঠের একটা বাড়ির সামনে বুইকটা দাঁড় করালাম।

আমাদের দেখা মাত্রই টাক-মাথা গোলগাল চেহারার এক বৃদ্ধ এগিয়ে এল।

'আসুন, আসুন। আমি পেটে ইগান। হোটেলটা আমারই। এখানে থাকতে আপনাদের কোনরকম অসুবিধা হবে না।'

'বেশ,' আমি বললাম, 'আজ রাতটা আমরা এখানেই থাকতে চাই।'

হোটেলের খাতায় নাম সই করা হলে ইগান আমাদের বলল, 'মিনিট কুড়ির মধ্যে খাবার তৈরী হয়ে যাবে। ততক্ষণ কিছু ড্রিঙ্ক চলবে নাকি?'

'এই কথাটা আমার জিভের ডগায় এসেও গিয়েছিল। চলুন যাওয়া যাক।'

ওকে অনুসরণ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম। সুসজ্জিত একটা বারে এসে ঢুকলাম। পানীয় ঢালতে ঢালতে ইগান বলে উঠল, 'এই সময়টা আমাদের এখানে খুব কম ভিড় থাকে। আপনারা যদি দু-এক মাস আগে বা পরে আসতেন তাহলে এতটা ফাঁকা বোধহয় পেতেন না।'

পানীয় নিয়ে টুলে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে করতে এক সময় সুযোগ বুঝে ঝুপ করে আসল কথাটা পেড়েই ফেললাম : 'আচ্ছা, কনি পরিবারের বাস আশেপাশেই কোথাও শুনেছি। ওদের সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ করা যায় বলতে পারেন?'

ইগান মাথা নাড়ল, 'ওরা থাকে ডেড লেকে—ওখানে সব চাইতে নির্জন জায়গা বলে সুনাম আছে। ওখানে যেতে হলে আপনাদের অনেকখানি পথ যেতে হবে। তার থেকে আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে, এখানে দিন-তিনেক থেকে যান না? প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে ওদের এখানে আগমন ঘটে। এখানে ওরা চিঠিপত্রও নিয়ে আসে, সেইসঙ্গে মাসকাবারি জিনিসপত্রও কিনে নিয়ে যায়।'

আমি মাথা ঝাঁকাই, 'নাঃ, অতদিন থাকার কোন উপায় নেই। কাল রাতের মধ্যে আমাদের যে ভাবেই হোক লস-এঞ্জেলসে পৌঁছতে হবে। আপনি বরং যাবার রাস্তাটা যদি বলে দেন অনেক উপকার হয়।'

'ঠিক আছে, আপনার যা মনে হয় তাই করুন। এই হোটেল ছাড়িয়ে আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে গেলে একটা সাইনপোস্ট চোখে পড়বে। তারপর বাঁদিকে ঘুরে আরও তিনমাইল মতো রাস্তা যেতে হবে। সেখানে গেলেই দেখতে পাবেন, রাস্তাটা আঁকশির মতো দু-ভাগ হয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনারা ডানদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবেন। রাস্তায় প্রবেশের ঠিক মুখে ঘণ্টি বাজাবার এক অদ্ভুত কল আছে দেখবেন। ওটা বাজাতে ভুলে যাবেন না। ওটা হলো, আপনারা যে আসছেন তার সঙ্কেত। গলিটায় একটার বেশী গাড়ি যাবার অন্য কোন রাস্তা নেই। আপনারা যদি ঘণ্টি না বাজিয়ে গাড়ি ঢোকান আর কনিরা যদি ওপাশে থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়, তাহলে আপনাদের দু'জনের একজনকে গাড়ি নিয়ে মাইল দুই পিছু হটতে হবে। আর সে কাজটা কনিরা করতে কখনোই রাজি হবে না পরিবর্তে আপনাকেই সর্বপ্রথম এই কাজটা করতে হবে।'

দন্ত-বিকশিত করে হাসল ইগান, তারপর আবার বলা শুরু করল, 'লেকের ধার দিয়েও একটা রাস্তা গেছে, তবে লম্বায় সেটা পঁচিশ মাইল। কনিদের বাড়িটা একটা দ্বীপের মধ্যে। রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলেই দ্বীপটা দেখতে পাবেন।

সাধারণতঃ এপারে একটা ডিঙি বাঁধা থাকে। ওটা পেলে আপনি নিজেই চালিয়ে চলে যেতে পারবেন। আর যদি ওটার দেখা না পান, তাহলে ঘণ্টির ব্যবস্থাও আছে। ঘণ্টি টিপলেই কনিরা হাজির হবে।'

'কনিরা করে কী?' স্বাভাবিক কণ্ঠে হেলেনের প্রশ্ন।

'ঠিক বলতে পারব না। দ্বীপে ওরা মিঙ্ক চাষ করে। কানে যতদূর এসেছে, ওদের ব্যবসায় ভাঁটা চলছে। স্বামী-স্ত্রী এখন কষ্ট করে তাদের সংসার চালাচ্ছে।'

'বিয়ের আগে মিসেস কনি তো শো দেখিয়ে জীবিকা উপার্জন করত, শুনেছি। গেলাসে চুমুক দিয়ে আমি বললাম, 'তা, ও লাইন ছেড়ে হঠাৎ এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় দিন কাটাচ্ছেন কী করে?'

'মাঝে মধ্যে আমিও তাই ভাবি', চিন্তান্বিত কণ্ঠে জবাব দেয় ইগান। 'তবে ওনাকে দেখে সুখীই মনে হয়! আমি ওর জায়গায় হলে ওরকম বদমেজাজী লোককে নিয়ে বছরের পর বছর কাটাতে পারতাম না।'

'দ্বীপে বসবাস করার আগে কি করতেন ভদ্রলোক?'

বিমর্ষ হয়েই মাথা নাড়ে ইগান, 'বলতে পারি না। তার সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। আমার এখানে এসেও সে বিশেষ মুখ খোলে না। লোকটা দ্বীপে বাস করছে প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল। তবে এই সংবাদ আমার কানে এসে পৌঁছতে আরও একমাস লেগে গেছে। মাস দেড়েক পরে সে তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ভদ্রমহিলা বেশ ভালো। আমার সঙ্গে আলাপও আছে, কিন্তু তাঁর স্বামী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তার কাছ থেকে জানা যায়নি।'

'ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন?' হেলেন প্রশ্ন করল এবার।

দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তুলল ইগান, 'বলতে পারব না। ওদের জোড়ে দেখার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি। ওরা এখানে আসে ঠিকই, তবে পৃথক।'

'সেদিন ওর বোন সুসান গে'লার্টকে দেখলাম আমি,' আমি মুখ খুললাম। 'উইলিংটনে ওর শো দেখতে গিয়েছিলাম। সে এখানে কখনও আসে না?'

'একবার এসেছিল, মিসেস কনে আসার মাসখানেক পরে। আশ্চর্য মিল না ওদের মধ্যে? আমি তো প্রথম দেখে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম মিসেস কনেই বোধহয় চুলের রঙ করিয়েছেন। বহু পরে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম।'

'সেও নাচে, তাই না?'

'একটা গোখরো সাপ নিয়ে খেলার আসরে নামে,' আমি বললাম।

'কনি লোকটারও সাপ পোষার বাতিক আছে। এ যেন তার কাছে একেবারে ছেলেখেলা। তাকে খালি হাতে সাপ ধরতে দেখার অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছে, বিশ্বাস করতে পারেন?'

'সাপ নিয়ে কী করে সে?' হেলেন প্রশ্ন করল।

'বিক্রি করে। গোখরো সাপের মাংসও কিছু লোক এখনও খায় শুনেছি। লোকটা কিছু না হলেও কম করে প্রতিদিন এক ডজন করে গোখরো সাপ ধরে। কোথায় গেলে ওদের দর্শন মিলবে তা ওর নখদর্পণে।'

এধারের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাল ইগান।

'চলি, খাবারের ব্যবস্থা হলো কিনা একবার দেখে আসি। রান্নার লোকটা ভালো বটে কিন্তু এত কুঁড়ে যে চোখের সামনে না থাকলে তাকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব হয় না। কারণ সে দায়সারা হয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করে যাবে।'

ইগান চলে যাবার পর আমি হেলেনকে বললাম, 'তারপর, কী বুঝছো? সন্দেহ আছে আর?'

'আমার এখনও পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ হয়নি', গম্ভীর কণ্ঠে হেলেন জবাব দেয়।

'আচ্ছা, পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকার পেছনে ওদের কোন অভিসন্ধি নেই তো?'

হেলেন একদৃষ্টে আমার পিছনে তাকিয়েছিল। ওর চোখে মুখে চাপা উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। ঘুরে তাকাতেই চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, নীল সাদা ডোরাকাটা কোট পরনে লোকটা দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করছে।

চারপাশে সজাগ চোখ বুলিয়ে আমাদের দিকে সে অচেনার দৃষ্টি নিয়ে তাকাল, তারপর বারের দিকে ধীর পদব্রজে এগিয়ে গেল। একজোড়া মোমের পুতুলের মতো নিষ্পলক নেত্রে আমরা তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কাউন্টারের ওপর অধৈর্য হয়েই বার কয়েক টোকা মেরে বসল সে। ইগান আসতে ভরাট গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল, 'দু প্যাকেট লাকি।'

সিগারেটের বিনিময়ে টাকা নিয়ে ইগান পানীয় দ্রব্যের প্রস্তাব রাখল তার কাছে।

'দরকার নেই। খাবারটা আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কাজ আছে।' প্যাকেট ছিঁড়ে

তার থেকে একটা সিগারেট বের করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

ইগান রান্নাঘরের দিকেই পা বাড়িয়েছিল, আমি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। 'মিঃ ইগান?'

ঘুরে দাঁড়াল সে, 'আর এক গ্লাস খাবেন?'

'না, এখন থাক। আচ্ছা এই লোকটাকে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি। কে বলুন তো, খুব চেনা মুখ?'

'মিঃ হফম্যানের কথা বলছেন। উনি এর আগে আরও দু-থেকে তিনবার এখানে এসেছেন। ভদ্রলোক ফিল্ম লাইনের সঙ্গে যুক্ত।'

'ও, তাহলে বোধহয় হলিউডে দেখেছি। এখানে কী উনি ছুটি কাটাবার উদ্দেশ্যে এসেছেন?'

'না না, কাজেই এসেছেন। এখানে একটা ফিল্ম তুলতে চান। এখন লোকেশান খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সারাদিন কেবল গাড়ি নিয়ে চক্কর মারাই ওঁনার অন্যতম কাজ।'

'কনিদের ওখানে গিয়েছিলেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই। প্রথমবার এসেই ওই জায়গাটা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর।'

'দ্বীপটা ওনার মনে ধরলে কনিদের ভাগ্য খুলে যাবে। ফিল্ম লাইনের লোকেরা ভালোই পয়সা-কড়ি দেয় শুনেছি।'

'আপনার রান্না এগলো কদ্দুর? আমার যে পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে!'

'ব্যস, হয়ে গেছে, তিন মিনিট। রেস্তোরাঁতে বসতে বসতে খাবার আপনাদের সামনে পৌঁছে যাবে,' বলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল ইগান।

'রেস্তোরাঁর দিকে যেতে যেতে হেলেন বলল, 'তোমার কী মনে হয়, লোকটা আমাদের অনুসরণ করেই এতোটা পথ এসেছে? না এমনি এখানে এসে ঢুকেছে?'

'আমাদের অনুসরণ করছে বলে তো মনে হয় না।' একটা টেবিল বেছে বসে পড়ি। ওর এই দুরভিসন্ধি মাথায় চাপলে এত সহজে আমাদের সামনে নিজেকে ধরা দিত না। তাও এটাকে নিছক দৈব্যক্রম বলেও মানতে মনের দিক থেকে সাড়া পাচ্ছি না।'

'সে তো নয়ই। হয় ও আমাদের অনুসরণ করছে, না হয় কনিদের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ আছে। আচ্ছা কনিদের নির্দেশে ডেনির ওপর ও গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে না তো?'

'ঠিক ধরেছ তো! হ্যাঁ, কনিদের লোক হওয়া কোন অস্বাভাবিক নয়।'

সাদা কোট পরা একজন নিগ্রো আমাদের টেবিলে খাবার সাজিয়ে চলে যাবার পর হেলেন বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই গাড়িও ওর সঙ্গে আছে। গাড়ির লাইসেন্স নম্বরটা রেজিস্ট্রেশান কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কেমন হয়?'

'সেটা করলেই ভালো হয়।'

আহার পর্ব মিটিয়ে বুইকটা কোথায় রাখব ইগানকে জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল, পেছনে অনেকগুলো গ্যারেজ আছে। আমার কাছ থেকে চাবি পেলে সে গাড়িটা ওখানে রাখার ব্যবস্থা করবে। আমি নিজেই ও বন্দোবস্তটা করব বলে হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

পাশাপাশি গ্যারেজের শুধু একটারই দরজা বন্ধ ছিল। বুইকটা একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর হেলেনকে মাঝের দরজার সামনে পাহারায় দাঁড় করিয়ে আমি বন্ধ গ্যারেজটার দরজা খুলে ভেতরে পা দিলাম।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে আলো জ্বালাতেই চোখে পড়ল কাদায় সিক্ত একটা প্লাইমাউথ। দেখেই বোঝা যায়, গাড়িটা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হলেও যত্ন-আত্তির তেমন নেওয়া হয় না। গাড়ির নাম্বারটা টুকে নিয়ে দরজা খুলে রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা একবার পরীক্ষা করে দেখলাম:

বার্নাড হফম্যান
৫৫, উইল্টশায়ার রোড
লসএঞ্জেলস ১

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের ডালা খুললাম। ভেতরে রাখা আছে শক্তিশালী

একটা দূরবীন আর একটা ৩৮ বোরের পুলিস স্পেশাল।

নলের মধ্যে পড়া ধূলির আস্তারণটা দেখে মনে হয় ওটা দিয়ে বহুকাল গুলি ছোঁড়া হয়নি। রিভলবারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে গাড়ির অন্য ফোকরগুলো পরীক্ষা করে নিলাম। উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই তেমন চোখে পড়ল না। অগত্যা আলো নিভিয়ে, গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম।

হোটেলে ফেরার পথে পথ চলতে চলতে হেলেনের কাছে সব খুলে বললাম, কিছুক্ষণ আগে গাড়ির মধ্যে যেগুলো সচক্ষে দেখেছি। শেষে শুধু বললাম, 'দূরবীনটা দেখে মনে হল ও কনিদের ওপর নজর রাখছে। তার মানে কথার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, লোকটা কনি আর ডেনি দুজনেরই বিরুদ্ধে। ওকে গিয়ে ধরবো নাকি?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে হেলেন। 'তাতে আমাদের কোন লাভ হবে বলে মনে হয়না। ও যদি সত্যিই দারোয়ানটার হত্যাকারী হয়ে থাকে আমাদের কাছে ও কখনোই এ ব্যাপারে মুখ খুলবে না।'

'লোকটা নিশ্চয়ই আমাকে চিনে ফেলেছিল, নিজে সামনে আসতে চায় না, তাই ঘরে খাবার পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল।'

'আমি এখন শুতে যাব, ঘুম দরকার,' হাই তুলল হেলেন। 'এতখানি রাস্তা গাড়িতে এসে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' ওকে হোটেলের সিঁড়িতে তুলে দিয়ে আবার আমি বারে ঢুকে পড়লাম।

ওখানে আমার জন্য আশ্চর্য এক চমক প্রতীক্ষায় ছিল। দেখি, এককোণে বসে হুইস্কি খাচ্ছে স্বয়ং হফম্যান। আমায় ভেতরে ঢুকতে সম্ভবতঃ সে খেয়াল করেনি।

বার কাউন্টারের পেছনে গ্লাস মুছতে মুছতে ইগান আমাকে লক্ষ্য করেই বলল, 'বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে নিশ্চয়ই?'

'ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা, ভীষণ ঠাণ্ডা। আমাকে একগ্লাস স্কচ দিন।'

স্কচ ঢালতে ঢালতে ইগান বলে উঠল, 'আপনার স্ত্রী কি শুতে গেলেন?'

'হ্যাঁ, বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।' হফম্যানের সঙ্গে শুভ দৃষ্টি হতেই বললাম, 'গুড ইভিনিং। আপনার সঙ্গে এর আগেও কোথাও যেন দেখা হয়েছে, তাই না?'

দু'চোখের শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল, 'দেখতে পারেন।'

ইগানের থেকে গ্লাসটা নিয়ে তার টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম, 'এখানে বসতে পারি?'

লোকটা তার কুচকুচে কালো যুগল চোখ আমার সারা দেহে বুলিয়ে নিল, 'বসুন।'

চেয়ার টেনে তার মুখোমুখি বসে পড়লাম, তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে আমার চোয়ালের ক্ষতচিহ্নটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠলাম, 'ওঃ, আপনার ঘুষি বটে, একটাই যথেষ্ট!'

চোখ ঘুরিয়ে এক পলক আমার ক্ষতটা দেখে নেয় হফম্যান। 'প্রয়োজনে ঘুষিতে শক্তির জোরটা সময়ে সময়ে বেড়ে যায় বৈকি।'

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলাম, 'আপনি তো ফিল্ম লাইনে আছেন শুনেছি। ইন্সিওরেন্সে কাজ করি। এটা জানা আছে নিশ্চয়ই?'

প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলি, 'তারপর, শেষ পর্যন্ত ডেনির নাগাল পেয়েছিলেন?'

'ডেনিকে নিয়ে আমার কোন কৌতুহল নেই,' ঝাঁঝালো কণ্ঠে উত্তরের জবাব এল।

'তাহলে কী আপনি তালা ভেঙে তার অফিস ঘরে ঢুকেছিলেন? কথাটা এই কারণেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেই সময় আমরা আপনাকে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে চীনে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখেছিলাম।'

কম করেও পাঁচ সেকেন্ড মতো লোকটা আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল, সহসা মন স্থির করে এক চিলতে ধূর্ত হাসি ফুটিয়ে তুলল তার ঐ কুটিল মুখে।

'আপনি অসম্ভব চালাক, তাই না? ...বেশ, আপনার সঙ্গে কাজ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। চলুন না আমার ঘরে গিয়ে আলোচনায় বসা যাক।'

'কি সংক্রান্ত?'

'এটা-সেটা নিয়ে আর কি।' উঠে দাঁড়াল, 'আসছেন?'

মাথা নেড়ে এক চুমুকে গ্লাস ফাঁকা করে আমিও উঠে পড়ি। 'চলুন, না হয় যাওয়াই যাক।'

হফম্যানকে অনুসরণ করতে করতে ওর পিছু পিছু এগিয়ে যেতে দেখে, ইগানও কম অবাক হয়নি। সেও আমাকে লক্ষ্য করছিল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল হফম্যান। মাথা ঝাঁকিয়ে ঘরে থাকা একটিমাত্র চেয়ারে আমাকে বসতে বলে নিজে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল।

আমি বসতেই কথা শুরু করে দিল, 'ঘুষিটার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত।' মুখে বলছে বটে তবে দুঃখের লেশমাত্র নেই। 'কেউ আমাকে অনুসরণ করলে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না. তার ওপর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

একটা সিগারেট বার করে প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম। 'এ ব্যাপারে আপনি কোন ভূমিকা নিচ্ছেন?'

'একটা কাজের ব্যাপারেই আমার এখানে আগমন।' মানিব্যাগ খুলে একটা কার্ড দেখাল হফম্যান। তাতে লেখা ঃ

বার্নাড হফম্যান
লাইসেন্স প্রাপ্ত গোয়েন্দা
৫৫, উইল্টশায়ার রোড
লস এঞ্জেলস ১

'আমি একাই একশো,' বিদ্রূপমাখা হাসি ফুটে উঠল হফম্যানের মুখে, 'আপনাদের তুলনায় আমাব ভূমিকা নূন্যতম, তবে মাঝেমধ্যে দু-পয়সা কামিয়ে থাকি।'

'কার হয়ে একাজে নেমেছেন?'

'হরিদাস পালের হয়ে।' আবার হাসল হফম্যান।

'যাক, ওসব কথা এখন থাক। যতদূর আমি জানি, আপনার আমার তদন্তের বিষয় কিন্তু একই ব্যাপার।'

'ডেনির অফিসে যে পলিসিগুলো আছে তার মধ্যে আপনার কোম্পানিটাও পড়ছে নাকি?'

হুঁ, তাহলে ডেনির অফিসে ওই-ই ঢুকেছিল। আমাকে এখন খুব বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই, হ্যাঁ।

'আপনাদের মনেও ওটার ব্যাপারে অসন্তোষ আছে?'

'পুরোপুরি বললে ভুল বলা হবে। তবে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু আমাদের চোখে পড়েনি। কিন্তু পলিসি নিয়ে আপনার দরকারটা কোথায়?'

'এর উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। তবে আজ যদি আপনি আমায় কিছু সংবাদ দেন পরে আমার ভাগ্যে কিছু জুটলে আপনাকে জানাতে ভুলব না। বলুন, রাজী আছেন?'

লোকটাকে গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করছিলাম। আমার তাকে দেখে মোটেই সুবিধের ঠেকছে না। লস এঞ্জেলসের বেসরকারী গোয়েন্দাদের মধ্যে এমনও বহুলোক সন্ধান করলে পাওয়া যাবে যারা বিভিন্ন সূত্রে খবর সংগ্রহ করে নিজেদের মক্কেলদের ব্ল্যাকমেল করে তাদের পসার জমায়। একে দেখেও আমার তাদেরই একজন মনে হচ্ছে। অবশ্য আমার সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তা বলা যায় না, ভুল হলেও হতে পারে। কিন্তু তাচ্ছিল্যভরা ওর চাউনি আর চাপা ঠোঁটের ধূর্ততা আমার প্রথম থেকেই ভালো লাগছে না।

'কি জানার ইচ্ছা আছে আপনাব?'

'সুসান গেলার্ট দশলক্ষ ডলারের একটা ইন্‌সিওর করিয়েছে—কথাটা কী সত্যি?'

মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে কথাটার সমর্থন জানালাম।

'পলিসিটা যে এজেন্টদের দ্বারা হয়েছিল তার নাম কি?'

'তাকে নিয়ে কী হবে?'

হফম্যান নড়েচড়ে বসল, নিজের হাতে ধরা সিগারেটটার দিকে একবার তাকাল, তারপর মুখ তুলল।

'আপনি যদি প্রশ্নবানে আমাকে জর্জরিত করে তোলেন তাহলে আমাদের কাজ মোটেই এগোবে না। লোকটা কে বলুন?'

'লোক আছে সবশুদ্ধ দশজন। মেয়েটা দশজনের কাছে পৃথক পৃথক ভাবে পলিসি করিয়েছে। সবার নাম জানা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।'

'আপনি কার হয়ে কাজ করছেন?'

'ন্যাশানাল ফিডেলিটি।'

'আর আপনার সঙ্গের ঐ মহিলা?'

'জেনারেল লায়বিলিটি।'

'বেশ, আপনাদের এজেন্ট ছিল কারা?'

'অ্যালান গুডইয়ার আর জ্যাক ম্যাকফেডেন।'

সিগারেটে লম্বা টান দিল হফম্যান, তারপর ছাতের দিকে তাকিয়ে ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছাড়ল। 'প্রথম কে করিয়েছিল? গুডইয়ার?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নেড়ে বুড়ো আঙুলের নখ কামড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'পলিসিগুলো আমি দেখেছিলাম। সব কটাই হুবহু একই ধরণের। মনে হয় আপনাদের থেকে পলিসিটা করানোর পর অন্যগুলো করতে মেয়েটার আরও সুবিধা হয়েছিল, তাই না?'

'অনেকটাই তাই।'

'এই ধরণের পলিসি এর আগে কেউ করিয়েছে বলে শুনেছেন?'

'না, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।'

'কনিরা যে এতে জড়িত হঠাৎ এই ভাবনা আপনাদের মনে এল কী করে?'

'জড়িত আছে নাকি?'

জবাব দেবার আগে হফম্যান তার মোটা নাকটা ঘস ঘস করে রগড়ে নিল। 'হয়তো আছে, বিশেষ করে কনি লোকটার ওপর নজর রাখারও প্রয়োজন আছে, তাকে দেখেছেন নিশ্চয়ই?'

'না দেখিনি, কাল তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছা আছে।'

'দেখা করে আসুন তাহলে। আমি তো জোর গলায় বলতে পারি লোকটার পুলিশের খাতায় নাম আছে। তবে সে সম্ভবের চাইতে একটু বেশী ধুরন্ধর। আমি তো তার সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কিছুই জেনে উঠতে পারিনি।'

'কোরিন মেয়েটাকে দেখে কেমন মনে হয়?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল হফম্যান, 'ও কিছু না। এই লোকটাই পেছন থেকে কল-কাঠি নাড়ছে।'

'সব কিছুর পেছনে বলার অর্থ?'

হফম্যানের মুখে সবজান্তার মতো বিখ্যাত সেই হাসি, 'ধৈর্য ধরে কিছুদিন তার ওপর নজর রাখলেই সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার ওপর মুখে কুলুপ এঁটে থাকার নির্দেশ মাথায় ঝুলছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, পলিসির ওপর আঙুলের ছাপ দেওয়ার বুদ্ধিটা কার মগজের? গুডইয়ারের না মেয়েটার?'

'মেয়েটারই হবে।'

হফম্যান আবার মাথা নাড়ল, আমি আগে থাকতেই জানতাম, কনি লোকটা এতো বোকা নয়।'

আমি ধৈর্যের বাঁধ ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিছুটা রুক্ষ স্বরেই বলে উঠলাম, 'আপনি ঝেড়ে কাশলে আমাদের সময়ও বাঁচত আর ঝক্কি-ঝামেলাও অনেক কম হতো। আপনার মক্কেলটি কে জানতে পারি কি?'

'উঁহু, উপায় নেই বলার। এর পেছনে বহুরথী মহারথীও জড়িত, আমার এক পা ভুল

পদক্ষেপে সব কেঁচে গণ্ডুষ হয়ে যাবে। যাক, খবরগুলোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনার কাজে লাগতে পারে এমন কিছু তথ্য আমার হাতে এলেই আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।'

আমি ওঠার বিন্দুমাত্র কোন লক্ষণ না দেখিয়েই বললাম, 'আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে এমন একটা খবর শোনাতে পারি, যা শুনলে রাতের ঘুম আপনার পালিয়ে যাবে। ম্যাসনকে মনে আছে আপনার?'

'ডেনির অফিসের দারোয়ান?'

'হ্যাঁ,' ভুরু কুঁচকে উঠল হফম্যানের। 'কি হয়েছে তার?'

'গতকাল রাতে সে খুন হয়েছে।'

চমকে উঠল সে, 'খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ছুরির সাহায্যে নির্মম হত্যা। কেন, কাগজ পড়েননি?'

'তাতে আমার কী আসে যায়?' উত্তেজনায় দু'হাতের মুঠো শক্ত করে রেখেছিল হফম্যান। 'এসব আমাকে শোনানোর অর্থ কী?'

'কারণ, যে সময় খুন হয় ঐ সময় আপনি ও বাড়িতে ছিলেন। আপনার কর্মকাণ্ড দেখতে গিয়েই বেচারীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।'

'মিথ্যে কথা!' ঝুঁকে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে ও তাকাল। 'আপনিও তখন ওই বাড়িতে উপস্থিত। আমি যদি বলি আপনি তাকে ছুরি মেরেছেন?'

মুখ দিয়ে অবিরাম ধারায় ঘাম চুঁইয়ে ঝরে যাচ্ছিল ওর, জ্বলন্ত দৃষ্টির পরিবর্তে দু'চোখে এখন চাপা-আতঙ্ক। চকিতে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার উঁচিয়ে ধরল আমার সম্মুখে। একপলক সেটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললাম, 'আপনার সঙ্গে সেদিন যে মহিলা ছিল তিনি কে? আপনার কোন ধনী মক্কেল?'

উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে রিভলবার ঝাঁকালো আমার সামনে, 'বেরিয়ে যান!'

হাবভাব দেখেই বুঝলাম ওষুধে কাজ হয়েছে, এখন আর গুলি চালাবার জন্য ওকে বিশেষ প্ররোচনার আর দরকার হবে না।

অযথা ঝুঁকি মাথায় না নিয়ে দালানে বেরিয়ে এসে বলি, 'খুব বেশীদিন তাকে গোপনে লুকিয়ে রাখা আপনার ক্ষমতায় কুলোবে না। আপনি নিজেও ঐ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। তার থেকে আমার কাছে সব কথা খুলে বললে আপনারই সুবিধা হতো। আমাদের কোম্পানির পক্ষে কেউ থাকলে পুলিশকেও তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমঝোতা করেই চলতে হয়। একটু ভেবে দেখবেন।'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যদিও সে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু চোখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম, সেখানে লোভ আর শঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছে। পরিশেষে যা হয়ে থাকে সব সময়—লোভেরই জয় হলো।

'জাহান্নামে যান!' খিঁচিয়ে উঠে আমার মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

পরের দিন সকাল সকাল পোষাক গায়ে পরার সময়ে হেলেনকে হফম্যানের সঙ্গে কথাবার্তার বিশদ বিবরণ দিয়ে দিলাম। গতরাতে যখন ফিরে আসি ও তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, ইচ্ছে করেই আমি তার কাঁচা ঘুম আর ভাঙাইনি।

বিছানায় উঠে বসে চোখ দুটো বড় বড় করে ও একমনে আমার কথা শুনছিল। সবশেষে আমি শুধু বললাম, 'আমার দৃঢ় ধারণা, ম্যাসন ওর হাতে খুন হয়নি। আর ও যদি নাও করে থাকে তাহলে একটাই উজ্জ্বল সম্ভাবনা কাজটা সেই রহস্যময়ী মেয়ের কাজ। আমার মনে হয় ঐ মেয়েটা হফম্যানকে কাজে লাগিয়েছে। ওরা দু'জনেই একসঙ্গে ডেনির অফিসে ঢুকেছিল। আর খুব সম্ভব, মেয়েটা যখন পলিসিগুলো পরীক্ষা করেছিল, হফম্যান তখন তাদের আসল উদ্দেশ্যটা চাপা দিতে ঘটনাটা এমনভাবে সাজিয়ে ফেলে, যাতে দেখে মনে হয় ওটা ডাকাতির চেষ্টা।

ম্যাসনের কান হয়তো কিছু আওয়াজ শুনেই কৌতূহলেই সে এগিয়ে দেখতে গিয়েছিল, সেই সময় মেয়েটা তাকে ছুরি মেরে কোনরকমে ওখান থেকে পালায়। এই কারণেই আমার মুখ থেকে শোনা দারোয়ানের ছুরি খেয়ে মৃত্যুর ঘটনাটা শুনে হফম্যান চমকে উঠেছিল।...বলো, আমার থিওরিটা শুনে তোমার কী মনে হচ্ছে?'

হেলেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বিছানা থেকে নেমে স্নান ঘরের দিকে এগোতে এগোতে মুখে শুধু বলল, 'আমাদের হফম্যানের পেট থেকে আরো কথা আদায়ের চেষ্টা করা উচিত নয় কি?'

'আমি তা ভেবে দেখেছি। দেখি খাওয়া-দাওয়া সেরে আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।'

প্রাতঃরাশ সারতে সারতে ইগানের মুখ থেকে শুনলাম, হফম্যান চলে গেছে। সে বলেছে, 'রাত্রেই গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ আমার কানে গিয়েছিল। উনি এত তাড়াতাড়ি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন যে হোটেলের পাওনাগণ্ডাও অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গেছে।'

'আপনি তাহলে এখন কী করতে চান?' হেলেন প্রশ্ন করল, 'শেরিফকে জানাতে চান ব্যাপারটা?'

মাথা নাড়ল ইগান, 'নাঃ, হফম্যান এর আগেও এখানে এসেছেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করে দেখি।'

ইগান চলে যাবার পর পরই হেলেনের গলার স্বর একেবারে পালটে গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'ইস্! সুবর্ণ সুযোগ হাতে এলেও আমরা তা হারালাম। আমাদের উচিত ছিল ওর ওপর, নজর রাখা।'

'ও চিন্তা কোর না,' ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। 'ওকে এসময় কোথায় পাওয়া যাবে তা একমাত্র আমি জানি। লস এঞ্জেলসে পা দেওয়ার আগে ভাগেই আমি ঠিক ওকে ধরে ফেলব।'

প্রাতঃরাশের পর ডেড লেকের উদ্দেশ্যে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। মাইল তিনেক পরে ইগানের শোনা আঁকশির মতো রাস্তাটা চোখে পড়ল। সামনে একটা ঝরঝরে নোটিশ বোর্ড। তাতে মুক্তোর মতো হরফে লেখা :

ব্যক্তিগত পথ
শুধু একদিকে গাড়ি যাবে
ঘন্টি বাজান

'তুমি কী ঘণ্টা বাজাবে নাকি?' হেলেন জিজ্ঞাসা করল।

'পাগল নাকি! আমরা যে আসছি ওদের আগে থাকতে আমাদের উপস্থিত সম্বন্ধে সতর্ক করব কোন দুঃখে! এটুকু ঝুঁকি তো আমাদের নিতেই হবে।'

আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। রাস্তাটা এত সরু যে দু-পাশের জংলী গাছগুলো গাড়িতে লেগে ছিটকে যাচ্ছিল। প্রায় মাইল খানেক পরে রাস্তা কিছুটা চওড়া হয়ে গেল, আরও দু-মাইল যাবার পর হ্রদের জল আমাদের গোচরে এল।

গাড়ির গতি কমিয়ে এনে বললাম, 'যাক আর বেশী দূর নয়, এসে গেছি। এবার গা ঢাকা দিয়ে জায়গাটা একবার দেখে আসতে হবে।'

গাড়িটা একটা গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে রাস্তার শেষপ্রান্তের দিকে আমরা এগিয়ে চললাম। সামনেই বিরাট হ্রদ। সকালের মিঠে সূর্যের আলো জলের ওপর পড়েছে আর চিকচিক করছে হ্রদের এই জল। অন্ততঃ মাইল দুই চওড়া হবে হ্রদটা। পাড় থেকে সিকি মাইল দূরে আমাদের বিপরীত দিকে একটা ছোট দ্বীপ—বড় বড় ফার গাছে ওটাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল।

'কি সুন্দর জায়গা, চোখ জুড়িয়ে যায় না গো?'

হেলেনের কণ্ঠ জুড়ে আজ উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ছে।

'সে আর বলতে! ঠিক যেন এক দুর্গ।'

প্রায় দশমিনিট দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন আমাদের নজরে এল না। ছোট্ট ঘরটার কাছে একটা মোটরবোট তখনও বাঁধা রয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি বলে উঠি, 'চলো, ওদিক বরাবর কোন নৌকা-টৌকা আছে কিনা একবার দেখে নেওয়া ভাল।'

এদিকের ঘাটেও একটা নৌকা, তাতে মোটর ছিল না। দাঁড় টানতে হবে দেখে কোট খুলে শার্টের হাতা গুটিয়ে নিলাম। হেলেন বসার পর দ্বীপের দিকে নৌকা নিয়ে এগিয়ে চললাম।

ঘর্মাক্ত মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বলে উঠি, 'লোকটার কাছে যদি রাইফেল থাকে আর

গুলি চালানোর অনুশীলনে সে যদি আমাদের বেছে নেয়?'

'খুব খারাপ হবে না তাহলে।' হেলেন খরখরে কণ্ঠে এই কথার জবাব দিয়ে বসে। 'দয়া করে এখন চুপ করো তো! এই দৃশ্যটা আমি খুশী মনেই উপভোগ করছি।'

দ্বীপে পৌঁছতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল। নৌকার মুখ যখন ঘাট স্পর্শ করল আমি তখন একেবারে ঘর্মাক্ত কলেবর। হেলেন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে এগিয়ে গিয়ে নৌকাটা বাঁধতে শুরু করে দিল। আমি ওর পাশে গিয়ে বললাম, 'ওঃ, এটা নিয়ে ফেরার কথা ভাবতেই আমার এখনই গায়ে জ্বর এসে যাচ্ছে। রৌদ্রের তেজ তখন তিনগুণ বেড়ে যাবে।'

'তোমার ওজনও যে কিছুটা কম হয়ে যাবে সেটাও একবার ভেবে দেখছো,' নির্মম কণ্ঠে জবাব দিল হেলেন।

হ্রদ থেকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। পঞ্চাশ গজের মতো সেই রাস্তা ধরে হেঁটে আমরা একটা নির্জন জায়গায় এসে পড়লাম। সামনেই ছোট একটা কুটির আর জরাজীর্ণ কতগুলো পুরনো আমলের বাড়ি। কুটিরের চওড়া বারান্দার ওপর কতকগুলো চেয়ার আর কাঠের একটা টেবিল পাতা আছে।

পরিবেশটার মধ্যে অদ্ভুত এক শ্রীহীন বিভীষিকা অনুভব করলাম।

'যাক বাবা, কুকুর-টুকুরও কোথাও নেই,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল হেলেন। 'সারা রাস্তা আমি কুকুরের ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম।'

'ওদের কুকুরের কোন প্রয়োজন নেই। গোখরো সাপ নিয়ে ওদের সংসার, তাকে ওরা দুধকলা দিয়ে পোষে। মনে আছে নিশ্চয়ই?'

কুটিরটা একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলাম। জানালাগুলো আর সামনের দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে কোন একটা ঘর থেকে রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসছিল।

হেলেনের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, 'মিঙ্ক পোষার খামার অথচ মিঙ্কের দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই—আশ্চর্য! দেখা যাক, বাড়িতে কেউ আছে কিনা।'

বারান্দার সিঁড়িতে তিন ধাপ সবে উঠেছি এমন সময় দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায় একটি মেয়ে। ইগান আর মসি-ফিলিপসের মুখ থেকে শোনা সুসান আর তার বোনের মধ্যে আশ্চর্য এক মিল আছে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে সামান্য তফাৎ আমার দৃষ্টিতে ফাঁকি দিতে পারল না। এই মেয়েটির মুখও ভরাট তবে দাঁতগুলো সামনের দিকে যৎসামান্য ঠেলে উঠেছে। তাছাড়া মাথার কেশও কালো আর যতদূর মনে হয়, স্বাস্থ্যও সুসানের চাইতে ভালো। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। হেলেনকে প্রথম দর্শনে দেখে নিয়ে তারপর হাসি হাসি মুখে আমার দিকে মুখ ফেরাল। 'আপনারা যুগলবৃন্দ কোত্থেকে উদয় হলেন? এত গরমে এতটা পথ নিশ্চয়ই দাঁড়ের সাহায্যে আসেননি?'

'আপনার ধারণাই ঠিক, আসলে আমরা এভাবেই এসেছি।' রুমালে মুখ মুছলাম আমি। 'আমরা উঠেছি স্প্রিংভিল হোটেলে। ওখানকার পেট ইগানের কাছ থেকে আপনাদের মিঙ্কচাষ সম্বন্ধে সেই প্রথম শুনলাম। আমার স্ত্রীর বহুদিনের শখ একটা মিঙ্ক কোট করানো। তাই ভাবলাম, আপনাদের এখানে জ্যান্ত মিঙ্কগুলো দেখিয়ে যদি ওর সখের কিছুটা পূরণ করা যায়...ওগুলো দেখাতে আপনাদের যদি খুব অসুবিধে না হয়—।'

বারান্দায় চলে এল কোরিন কনি। আমাদের দেখে ওকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখে আমার প্রথমে অবাক-ই লেগেছিল।

'সত্যিই কি আপনারা মিঙ্কগুলো দেখার অভিপ্রায়ে নৌকা চালিয়ে এতটা পথ এসেছেন? ইস্, বেচারী! শুধু শুধু এতো কষ্ট ভোগ করতে হল আপনাদের। ঐ হতচ্ছাড়াগুলো তো কবে ইহ-জগত ত্যাগ করেছে!'

'সে কি? ইগান যে বলল...'

'জ্যাক ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল,' খিল খিল করে হাসতে থাকে কোরিন, 'তাই ও কথাটা কারুর কাছে প্রকাশ করেনি। আসলে ওগুলো ওর দোষেই মারা যায়। নিন, বসুন আপনারা, ঠাণ্ডা কফি খাবেন?'

'চমৎকার প্রস্তাব,' এই প্রথমবার হেলেন মুখ খুলল।

'কিন্তু আপনার কোন কষ্ট হবে না তো?'

'ছিঃ ছিঃ, এসব কী বলছেন? এই ছন্নছাড়া জায়গায় মাসের পর মাস মানুষের মুখ দর্শন না করলে আপনারা এটাকেও কষ্ট বলে মেনে নিতে পারতেন না। বসুন, আমি এখুনি আসছি।'

কোরিন ভেতরে ঢুকে যাবার পর আমি হেলেনকে বললাম, 'কী বুঝছো?'

হেলেন দু-কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুলল, 'মেয়েটাকে দেখে তো ভালোই মনে হয়। তবে ও আমাদের পেয়ে খুশি হয়েছে এটা সত্যিই আশ্চর্যের।'

'ওর কত্তাটি অসময়ে গেলেন কোথায়? এখন সেও যদি আমাদের দেখে খুশি হয় তাহলে আমাদের সব থিওরি ভেস্তে যাবে।'

কোরিন ফিরে এল হাতের ট্রেতে তিন গ্লাস কফি। ও ট্রেটা নামিয়ে রাখতেই আমি বলে উঠলাম, 'আমাদের পরিচয় পর্বটা আগে না হয় সেরে ফেলা যাক। এ হলো আমার স্ত্রী, হেলেন। আর আমি, স্টিভ হারমাস। আমরা এই প্রথমবার স্প্রিংভিলেতে ছুটি কাটাতে এসেছি।'

'আমি কোরিন কনি। আমার স্বামী আশেপাশেই কোথাও আছেন। সম্ভবতঃ সাপ ধরার কাজে ব্যস্ত।'

'সাপ?' হেলেন বলে উঠল, 'তাহলে নিশ্চয়ই সুসান গেলার্ট আপনার সহদরা বোন হবেন। গতকাল রাত্রে উইলিংটনে তাঁর শো দেখতে গিয়েছিলাম। কী আশ্চর্য যোগাযোগ বলুন তো!'

কথাটার কী প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যে আমি কোরিনের দিকে তাকালাম, কিন্তু একটা মনোরম বিস্ময় ছাড়া এর বেশী কিছু প্রস্ফুটিত হলো না ওর মুখে। খুশি খুশি গলায় ও বললো, 'সত্যি সত্যি আপনারা সুসিকে দেখেছেন? তাহলে তো এটাকে অদ্ভুত যোগাযোগ বলে মানতেই হয়। বিয়ের আগে আমিও শো দেখিয়ে বেড়াতাম।' এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ল।

'মাঝে মধ্যে ভাবি, আমার মাথায় বোধহয় কোন গণ্ডগোল হয়েছিল। না হলে এই ভয়ঙ্কর জীবনের জন্য কেউ ওটা ছাড়ে! যাক, কীরকম লাগল বলুন সুসির অভিনয়?'

'মনে হল, বড় খোলামেলা,' আমি বলে উঠলাম।

'সাপটাকে দেখে আমার তো ভিরমি খাবার উপক্রম দেখা দিয়েছিল।'

বাঁধ ভাঙা হাসিতে ফেটে পড়ল কোরিন। 'বেলরিয়াস, কে দেখে? ওর তো একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই। সাপটা সুসিকে দেবার সময় জ্যাক ওর বিষ থলিটা আগেই খুলে নিয়েছিল। কিন্তু মজার কথা এই যে, সুসি আজও জানে ওটা বিষধর সাপ।'

'সে কী!' আমি হতবাক। 'ম্যানেজারও সুসির মতোই ঐ একই ধারণা পোষণ করে।'

'সে তো সাপটাকে দেখাশুনো করার ব্যাপারে একটা ওঝাও রেখে দিয়েছে।'

'জানি সব,' কোরিন হাসতে লাগল। জ্যাকই ঐ লোকটাকে ঠিক করে দিয়েছে। সুসি খেলাটাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। ওর ধারণা, সাপটার বিষ না থাকলে লোকের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে। তাই ওকে না জানিয়ে আমরা এই ব্যবস্থা করেছিলাম। এমা, আমি আবার সব ফাঁস করে দিলাম! দোহাই আপনাদের, সুসির সঙ্গে দেখা হলে এই সত্যি কথাটা ওর কানে তুলবেন না যেন।'

'না না, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন,' হাসতে হাসতেই জবাব দিই আমি, 'আমার আর আপনার মধ্যে এই কথা আমাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, উনি এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারবেন না।'

হেলেন একদৃষ্টে কোরিনকে লক্ষ্য করছিল। এতক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ করে সে বলল, 'সত্যিই আপনাদের অদ্ভুত মিল!'

'আমাদের দেখলে সবাই এই একই কথা বলে। বিয়ের আগে আমরা দু'জনে একসঙ্গে খেলা দেখাতাম। আমি তো জ্যাককে কতবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, এই দ্বীপ ছেড়ে চল লোকালয়ে ফিরে যাই। সুসি আর আমি আবার একসঙ্গে খেলার আসরে নামতে পারব। বেচারী সুসি! সাপটাকে নিয়ে ও নিউইয়র্কে শো করার স্বপ্ন দেখে। আমার কোন কথাই ও কানে তোলে না।' বাইরের দিকে চোখ পড়তেই কোরিন বলে ওঠে, 'এই তো, জ্যাক এসে গেছে।'

আমরা দু'জনে ঘুরে তাকালাম। বেঁটে-মোটাসোটা গড়নের একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছিল। পরনে মলীন সাদা ফতুয়া, মোটা কাপড়ের প্যান্ট আর পায়ে উঁচু বুটজুতো। কাঁধে

ঝোলানো এক চটের বস্তা।

লোকটার বয়স তেত্রিশ থেকে বড় জোর চৌত্রিশ, তার বেশী হতে পারে না। অথচ এর মধ্যেই টাক পড়তে শুরু করেছে। থলথলে গোলাকার মুখটা রোদের তাপে বিবর্ণ, গর্তে ঢোকা চোখজোড়া নুড়ি পাথরের মতো নিষ্প্রাণ আর ভাবলেশহীন। সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই আমাদের দুই মূর্তিমানকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

কোরিন বলল, 'জ্যাক, এঁরা হলেন মিঃ অ্যান্ড মিসেস হারমাস। পেটে ইগানের কাছ থেকে খবর পেয়েই আমাদের মিঙ্কের চাষ দেখতে এখানে হাজির হয়েছেন।'

'আপনারা সেই এলেনই তবে বড় বেশী দেরী করে ফেলেছেন', অস্বাভাবিক মৃদু গলার স্বর লোকটার। 'বহুদিন আগেই ওগুলো মরে গেছে। আপনারা কি নৌকো করে এসেছেন?'

'হ্যাঁ', আমি বললাম। বেলটা বাজাবো একবার ভেবেওছিলাম, 'তারপর কী মনে হল, আপনাদের আর বিরক্ত করার ইচ্ছে হলো না।'

জ্যাক কনি মাথা নাড়ল। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই তার মনের মধ্যে কী চলছিল, তবু দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা আর মাথা নাড়ার কায়দার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেখলে সহজেই টের পাওয়া যায়, মোটেই সুবিধের নয় এই লোকটা। কাঁধ থেকে বস্তাটা নামিয়ে রেখে জ্যাক কনি বলল, 'কোরিন আপনাদের দেখিয়ে দেবে জায়গাটা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাকে বেরোতে হবে। আপনারা চাইলেও আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

কুটিরের দরজা বরাবর এগোতেই কোরিন বলে উঠল, 'কিন্তু জ্যাক, আমি যে ভেবেছিলাম, ওঁদের খেয়ে যেতে বলবো!'

জ্যাক কনি থমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কোরিনের দিকে। মুহূর্তের জন্য নিষ্প্রভ চোখের জ্যোতি জীবন্ত হয়ে এক হলুদ দীপ্তিতে ঝলসে উঠল।

'আমি যাবার সময় ওদের নিয়ে যাব,' বলেই ঢুকে গেল কুটিরের ভেতর।

অস্বস্তিকর এক নীরবতা ছড়িয়ে পড়ল আমাদের মধ্যে।

অবশেষে কোরিন মুখে আড়ষ্ট হাসি হেসে বলে উঠল, 'আপনারা কিন্তু জ্যাককে ক্ষমা করে দেবেন। লোকজন ও একদম সহ্য করতে পারে না। আসলে এত বছর ধরে একা থাকতে থাকতে বিনয় জিনিসটা সে একেবারেই ভুলে গেছে।'

'না না ঠিক আছে,' হেলেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। 'মোটরবোট করে ফিরতে স্টিভের ভালোই লাগবে। ওতো এই গরমে নৌকা চালাতে একেবারে অরাজী ছিল।'

'তাহলে আসুন আপনাদের দ্বীপটা ঘুরে দেখিয়ে দিই। কোরিন উঠে পড়ল। 'দেখার বিশেষ কিছুই নেই, তবে আপনাদের হয়তো ভালো লাগতে পারে।'

দেখার মতো কিছুই ছিল না। আমি যা অনুমান করেছিলাম দ্বীপটা তার থেকে অনেক ছোট। কুটিরের ঠিক পেছনে পনেরো-ষোলটা খাঁচা দেখলাম। সব ক'টাই শূন্য। দেখে বোঝা যায়, কোন এক কালে মিঙ্কের রাজত্ব ছিল ওখানে। খাঁচাগুলো দেখিয়ে কোরিন বলল, 'জ্যাকের আজকাল সাপ ধরেই চলে যায়, তাই মিঙ্ক নিয়ে আজকাল ওর কোন মাথা ব্যথা নেই।'

ঘুরতে ঘুরতে আমরা ঘাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় জ্যাক কনি এসে হাজির। মুখে কিছু না বলে সোজাসুজি মোটরবোটে উঠে বসল সে।

'আচ্ছা, বিদায় তাহলে,' কোরিন বলে উঠল। 'কথা এতো কম হল বলে আমার সত্যিই বড় বিশ্রী লাগছে। এদিকে এলে মনে করে একবার আসবেন কিন্তু।'

হেলেনকে ওর সঙ্গে করমর্দন করতে দেখে আমি নিজের সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট নিয়ে কেসটা কোরিনের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

'ও,' ধন্যবাদ বলে সিগারেট নিতে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু আমি অনেকটা ইচ্ছে করেই কেসশুদ্ধ ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে বলে উঠলাম, 'এহ্ হে, কি হল বলুন তো!'

'না না, এটা আমারই দোষ।' হাসতে হাসতে একটা সিগারেট ধরিয়ে কেসটা বন্ধ করে আমায় ফিরিয়ে দিল ও।

যাক, এখানে আসাটা তাহলে একেবারেই বৃথা হয়নি। ওর আঙুলের ছাপ এখন আমার হাতে।

মোটরবোটে উঠতে যাব ঠিক এই সময় হঠাৎ এক বিশ্রী শব্দ কানে আসতেই চমকে পেছনে তাকালাম। কুটিরের দিক থেকে কারুর অস্পষ্ট এক আর্ত চিৎকার ভেসে আসছিল।

'কে চেঁচাচ্ছে?' আমি জানতে চাইলাম।

আমার দেখে বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না যে জ্যাক কনি শব্দটা শোনামাত্র আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসার ব্যর্থ প্রয়াস। তাড়াতাড়ি করে আমি কোরিনের মুখের দিকে তাকালাম।

'চমকে গিয়েছিলেন নাকি?' হাসতে হাসতে বলল ও। 'ওটা আমার পোষা কাকাতুয়া। আপনাকে দেখাতে ভুলে গেছি। রাত্রে ওর চিৎকার শুনলে সবাই চমকে যায়। কাউকে প্রাণে মারা হচ্ছে যেন, অনেকটা তাই না?'

'হ্যাঁ,' কোনরকমে আমি বলে উঠলাম। জানি না কেন আমার মেরুদণ্ড দিয়ে তখন একটা হিম স্রোত নেমে যাচ্ছিল।

'আসুন, উঠে পড়ুন,' জ্যাক কনি তার নরম গলায় যতটা সম্ভব কাঠিন্য এনে বলে উঠল। ইতিমধ্যে সে ইঞ্জিনও চালু করে ফেলেছে। আমি আর হেলেন বসার পর মোটরবোটটা চলতে শুরু করে দিল।

ঘাটে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে লাগল, কোরিন।

'বড় চমৎকার জায়গায় থাকেন আপনারা,' কনিকে বললাম আমি।

জবাব দেওয়া দূরে থাক মুখ তুলে তাকাল না একবারও। চুপ না থেকে আবার বলি, 'আপনার স্ত্রীর পক্ষে জায়গাটা একটু বেশী নির্জন হয়ে গেছে।'

উত্তরে সে মোটরবোটের ইঞ্জিনগুলো সম্পূর্ণ গতিতে চালিয়ে দিল, যার প্রচণ্ড গর্জনে কথা বলা অসম্ভব।

বিপরীত ঘাটে পৌঁছতে দশ মিনিটও বোধহয় লাগল না। জ্যাক কনি সারাক্ষণ ধরে আমাদের উপেক্ষা করে তার চোখের দৃষ্টি সামনের দিকেই স্থির ছিল। ঘাটের কাছে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে এই প্রথম তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল, 'আমাকে আরও ওপাশে যেতে হবে। আপনারা নেমে যান।' আমরা নামার পর বলে উঠল, 'এখানে যদি আসতেই হয় বেল বাজিয়ে আসবেন। সেইজন্যই ওটা লাগানো হয়েছে। আমাদের এখানে চোর-ছ্যাঁচড়ের কোন অভাব নেই, সেইজন্য আগে গুলি চালিয়ে পরে আমি ক্ষমা চেয়ে থাকি।'

কথা শেষ হতে মুখ ঘুরিয়ে সে মোটরবোট করে চলে গেল। একবারও আর পেছনে তাকাল না।

'এই লোককে খুব মিশুকে বলা যায় না, কী বলো?' আমি হাসতে হাসতে বললাম।

'উঃ, কী ভয়ঙ্কর!' মোটরবোটটা একদৃষ্টে লক্ষ্য করতে করতে হেলেন বলল, 'লোকটা আমার হৃৎযন্ত্রে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে শুধু বললাম, 'মেয়েটার আঙুলের ছাপ সিগারেট কেসের ওপর নিয়ে নিয়েছি। তোমার পাউডার একটু পেলেই এক্ষুনি আমি ওটা পরীক্ষা করে নেব।'

সিগারেট কেসের ওপর পাউডার ছড়াতে যে ছাপটা স্পষ্ট হল, সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে এটুকু বুঝতে পারলাম, পলিসির ওপর যে ছাপ পড়েছে তা কোরিনের আঙুলের ছাপ নয়।

কেসটা হেলেনকে দেখিয়ে বললাম, 'চেয়ে দেখো, এই সম্ভাবনাটাও বাতিল। অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।' একটা সিগারেট ধরালাম। 'আচ্ছা, তখন ওর আওয়াজটা তোমার কাকাতুয়ার মতো শুনিয়েছিল?'

'বলতে পারলাম না.' হেলেনকে বিভ্রান্তর মতো দেখাল। 'আমি তো ভীষণভাবে চমকে গিয়েছিলাম। সবচেয়ে মজার কথা, দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখালেও কোরিন আমাদের দ্বীপের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়নি।

'তার অন্য কোন কারণও থাকা স্বাভাবিক। সবারই নিজেদের ঘরদোর দেখানোর ব্যাপারে কখনোই আগ্রহ থাকে না। আমার কান যদি ধোঁকা না খেয়ে থাকে তবে ওটা কোন মেয়েছেলের

চিৎকার ছিল' ইঞ্জিন চালু করলাম।

'জ্যাক কনির আঙুলের ছাপটা নিতে পারলে ভালোই হতো। হফম্যানের ধারণাই ঠিক ছিল। লোকটার চেহারা জেল ফেরত আসামীর মতো। তবে তাকে হয়তো এত সহজে ফাঁদে ফেলা সম্ভব হতো না। কোরিনই বা নিজে থাকতে এত ধরা দিল কেন বুঝলাম না!'

'হ্যাঁ, এটাও একটা প্রশ্ন—যদি না ইচ্ছে করেই ছাপ দিয়ে থাকে,' গলায় চিন্তার ছাপ হেলেনের।

'কতকগুলো জিনিস ভালো করে একবার চিন্তা করো তো স্টিভ। আমাদের দ্বীপে যেতে কোনরকম বেগ পেতে হলো না...কেন? নৌকা রাখার যুক্তি কি?'

'ওর নিজেরই যখন একটা মোটর বোট আছে তখন কোন দুঃখে একটা নৌকা বেঁধে রাখে বলতে পারো?'

'তুমি এবার ব্যাপারটাকে অযথা ঘোলা করে তুলছো? কিন্তু মেয়েটাই বা তার আঙুলের ছাপ আমাদের হাতে আসার সুযোগ করে দেবে কেন?'

'আর ওটা পেয়ে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম?' আমরা কী মনে মনে ভাবছিনা, অযথাই ওদের সন্দেহের তালিকায় ফেলা হচ্ছে? আর দোষী হলে আমাদের মনে এই চিন্তাটা জাগিয়ে তোলা কী ওদের কাম্য নয়?'

আমি মাথা নাড়ি, 'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে বটে।'

'আমার এখনও বদ্ধমূল ধারণা যে এর মধ্যে হাত সাফাইয়ের কোন ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের যা দেখাতে চাইছে শুধু এইটুকুই আমাদের চোখে পড়ছে। স্টিভ, আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই তাহলে মেয়েটাকে বাঁচানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

চট করে আমি একবার ওর মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। 'তোমার তাহলে মন বলছে, মেয়েটাকে ওরা খুন করার মতলবে আছে?'

'ঐ লোকটার পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়। আমার অনুমান মেয়েটার অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো কিনা জানিনা, কিন্তু আমার চোখে পড়েছে সবাই আমাদের ওপর একটু বেশি সদয় হয়ে উঠেছে। সকলে এক কথায় স্বীকার করেছে, মেয়েটার মৃত্যুর পর টাকা দাবি করার কোন সম্ভাবনাই নেই। এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকছে না, স্টিভ। আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে, এই দশলক্ষ ডলারের জন্য কোন একজন মেয়েটাকে এমন এক উপায়ে খুন করার মতলব এঁটেছে, যেটা এখনও পর্যন্ত আমাদের মাথাতেই আসেনি। স্টিভ বিশ্বাস করো, আমি জ্যাক কনির ভয়ঙ্কর ঐ চোখ দুটোর কথা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিনা। লোকটাকে দেখে ভালোর পরিবর্তে খুনীর মতোই ঠিক দেখতে লাগে।'

'লোকটা যে সুবিধের নয় তা আমিও মানছি, কিন্তু আমরা যে এগোব তার তো কোন রাস্তা জানা চাই! আমি বলছি না তোমার কথায় কোন ভুল আছে...' তর্ক করতে করতে আমরা হোটেলের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু তবু কোন মীমাংসায় আসা গেল না।

গাড়ি থেকে নামতে নামতেই বলে উঠলাম, 'ভাবছি তল্পিতল্পা গুটিয়ে লস-এঞ্জেলস ফিরে যাব এখনই। হফম্যানকে যদি ধরতে নাও পারি তাহলে আমার পরবর্তী কাজ হবে, সম্পূণ বিষয়টা ম্যাডক্সের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া।'

'তাহলে তুমি ফিরে যাও, এখান থেকে এক পাও নড়ছি না আমি,' হেলেন উষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে। 'তুমি এতো ছটফট কোর নাতো! আমাদের একজনকে এখান থেকে দ্বীপটার ওপর নজর রাখতে হবে। খুব শীঘ্রই এখানে কিছু একটা ঘটবে, আমার কথা মিলিয়ে নিও তুমি।'

'না হেলেন, আমি এত আহাম্মক নই তোমাকে এই পরিবেশে অচেনা জায়গায় একা ছেড়ে চলে যেতে পারি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠি।

'জ্যাক কনি লোকটা বড় সাংঘাতিক। তার থেকে লস-এঞ্জেলস-এ ফিরে যেতে যদি হয়ই তুমি চলে যাও। আমি এখানে থেকে সব দিকে সামলে নেব।'

'অযৌক্তিক কথা বন্ধ কর, স্টিভ। হফম্যানকে সামলানো আমার একার কম্ম নয় তা তোমার থেকে ভালো কে বোঝে? নিশ্চিন্তে থাকো তুমি, কনি আমায় দেখতে পাবেনা। দ্বীপের উল্টো

দিক থেকে দূরবীণ দিয়ে ওদিকটা আমি লক্ষ্য রাখব।'

পেটে ইগান হোটেলের ভেতর থেকে হনহন করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। 'জনৈক মিঃ ফ্যান'শ আপনাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলেন। উনি বললেন, ফিরেই আপনি যেন তাঁকে ফোন করেন, জরুরী দরকার।'

ইগানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করার পর হেলেনকে বলে উঠলাম, 'ওকে আবার কোন্ পোকায় দংশন করল কে জানে! তুমি বরং এখানে থাকো, আমি ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসি।'...

হেলেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নাম'লাম। ফ্যান'শর দপ্তর পৌঁছতে কয়েক মিনিটও লাগল না। আমাকে দেখা মাত্রই হাঁই হাঁই করে দ্রুত পদক্ষেপে ছুটে এল সে।

'আরে হারমাস নাকি? এসো এসো—ভেতরে এসো। ম্যাডক্সের কড়া হুকুম, গেলার্টের কাজ ছেড়ে এখন থেকে তুমি আমার হয়ে কাজ করবে।'

'কী ব্যাপার কী—এত হাঁক-ডাক কিসের? আমি তো তোমার কাছে এমনিতেই আসছিলাম।'

'ব্যাপার খুব গোলমেলে। ফিল্মস্টার জোইস শারম্যানকে কেউ কিন্তু ন্যাপ করে নিয়ে গেছে। ম্যাডক্স আমাদের হয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছে, এই তার নির্দেশ।'

'তা, এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?' বলেই মনে পড়ে গেল, সম্প্রতি অ্যালান গুডইয়ার জোইস শারম্যানকে দিয়ে একটা পলিসি করিয়েছে।

'মুক্তিপণের দায়িত্ব কি শুধুই আমাদের?'

আমার এই নির্বুদ্ধিতায় নাক সিঁটকে এক বিশ্রী শব্দ করল স্বয়ং ফ্যান'শ।

'দায়িত্ব আমাদের ঘাড়েই পড়বে বৈকি। কিডন্যাপিং-এর জন্যই নসিওর করিয়েছিল। তাকে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের সন্ধান করতে হবে, আর তার খোঁজে ব্যর্থ হলে পুরো পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাদের গুণেগুণে দিতে হবে। নাও, চটপট এবার কাজে লেগে পড়ো তো।'...

।। ছয় ।।

চিত্রজগতে জোইস শারম্যানের উত্থান এক নাটকীয় ঘটনা। শোনা যায়, তিনবছর আগে সে ছিল ম্যান করনাডিনের এক ছোট্ট হোটেলের অ্যাপ্যায়িকা। এসময় পেরি রাইস নামে প্যাসিফিক পিকচার্সের সুদক্ষ এক পরিচালকের নজরে সে পড়ে যায়। রাইসের তখন বাজার মন্দা। অযোগ্যতার অজুহাতে ফিল্ম জগৎ থেকে বিতাড়নের মুখে এসে মুখ থুবড়ে সে পড়েছিল। জোইস শারম্যানের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত তার ভবিষ্যত ছিল অন্ধকারের মোড়কে মোড়া।

যোগ্যতা থাক বা না থাক জোইসকে এক দেখাতেই বিচক্ষণ রাইসের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, মেয়েটার মধ্যে নায়িকা হবার প্রতিভা আছে। তাই অভিনেত্রী হিসেবে ওর যাবতীয় অধিকার নিজের হাতে তুলে নিতে দেরি করেনি। এরপর প্যাসিফিক পিকচার্সকে দিয়ে জোইসের একটা 'স্ক্রিন টেস্ট' করাতেও তাকে কোনরকম বেগ পেতে হয়নি। এই পরীক্ষায় জোইস সহজেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিল।

এক রোমাঞ্চকর কাহিনীর উপনায়িকা হিসেবে জোইসকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়, এতেও সে এমন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে যে নায়িকার ভূমিকাও সেখানে ম্লান হয়ে যায়।। প্যাসিফিক পিকচার্সের প্রধান, হাওয়ার্ড লয়েড প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে একটা ছবির নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তাব করে।

প্রস্তাব যেদিন আসে, সেইদিন সকালে পেরি-রাইস প্যাসিফিক পিকচার্সের কাজ ছেড়ে জোইস শারম্যানের এজেন্ট এবং ম্যানেজার হিসেবে লয়েডের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে। লয়েড অবশ্য তার এই আচরণে ক্রোধে-উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বন্ধ দরজার ভেতর বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে চলতে থাকে রাইস আর লয়েডের দর কষাকষি। অবশেষে যে চুক্তিপত্র সই হয় তা আজও হলিউডের আলোচনার অন্যতম বিষয়।

রাতারাতি হলিউডের সব চাইতে নামী অভিনেতা হয়ে ওঠে জোইস শারম্যান।

এক সপ্তাহ পরেই রাইস নিজের এই দুর্লভ সম্পত্তিকে সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়, তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর যোগ্য সম্মান দেয়।

শুধু অভিনয় ক্ষমতা নয়, জোইস শারম্যানের দৈহিক সম্পত্তিও ছিল চিত্রতারকা হবার উপযুক্ত। তার আগুনরঙা কেশ (ড্রাই করা) আর আয়ত চোখ দুটো (নকল বলে অনেকের সন্দেহের বিষয়বস্তু) ছিল নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই আকর্ষণীয় বস্তু। শরীরের গড়ন ছিল যেমনি নিখুঁত, তেমনি যৌন আবেদনেও শরীর ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

ফ্যান'শর দপ্তরে ম্যাডক্সকে দেখতে পেয়ে আমি অবাক। তার পাশেই ছিল গুডইয়ার। তাকে দেখে খুশীর পরিবর্তে কেমন মনমরা লাগছিল।

ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে ঘরময় পায়চারি করে ফিরছিল ম্যাডক্স। আমাকে দেখেই সে আমার ওপর রাগে ফেটে পড়ল, 'কোন চুলোয় ছিলে তুমি, অ্যাঁঃ, একঘণ্টা ধরে আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি।'

'প্রতীক্ষার অবসান, এই তো এসে গেছি' একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললাম। গুডইয়ারের দিকে একবার মাথা নেড়ে সহজ করে প্রশ্ন করে বসি ম্যাডক্সকে, 'কি ব্যাপার বলুন, শুনি?'

'ব্যাপার?' ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমার দিকে মুখ করে দড়াম করে টেবিলে ঘুঁষি মেরে বসল ম্যাডক্স।

'ব্যাপার কিছু না। আমরা এক হতচ্ছাড়ি ফিল্ম অ্যাকট্রেসকে দিয়ে পলিসি করিয়েছিলাম, যাকে কিডন্যাপ করা হলে মুক্তিপণ দিয়ে আমরা তাকে ছাড়িয়ে নেবো। আর তিন হপ্তা পার হতে না হতেই সেই মাগীকে কারা যেন তুলে নিয়ে গেল। কিছু বুঝলে? এই ব্যাপার।'

পলিসিটা করার সময় আপনি তো এসব কিছুই বলেননি,' গোবেচারার মতো মুখের ভাব ফুটিয়ে গুডইয়ার বলে উঠল। 'আমিই বা কেমন করে জানবো...'

'আর এসবের মধ্যে একদম নাক গলিওনা,' হুঙ্কার দিয়ে বসে ম্যাডক্স। 'পলিসিটা করিয়ে তুমি আমাদের ক্ষতি যা করার ছিল তা করেই দিয়েছ।'

'এক মিনিট', উত্তেজিত কণ্ঠে বাধা দেয় ফ্যান'শ। 'আমি কিন্তু এসব শুনতে ইচ্ছুক নই। অ্যালনের কাজই হলো পলিসি করানো। ওটুকু না করলে আমরা ওকে চাকরিতে কখনোই রাখব না। ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলার কোন অধিকার আপনার নেই।'

কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল ম্যাডক্স, ফ্যান'শর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে গুডইয়ারকে বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ওসব স্মরণে না রাখাই ভালো। আমার মাথার ঠিক ছিল না, আমি আমার ভুল স্বীকার করছি।'

'যাক বাদ দিন ওসব,' গুডইয়ার বলল, মুখে বলল বটে দেখে কিন্তু তাকে খুশী লাগছিল না।

এবার আমি মুখ খুললাম, 'আপনি বরং পুরো ঘটনাটা আমাদের খুলে বলুন। কিডন্যাপ হয় ঠিক কখন?'

'আজ থেকে তিনদিন আগে,' ফ্যান'শ বলল। 'কিন্তু পলিসির কথা ওরা সবেমাত্র জেনে থাকবে। আর এখনও কিডন্যাপের খবরটা স্টুডিওর লোকজনের কানে তোলা হয়নি। সেদিন ডিনারের পর কাউকে কিছু না বলে মেয়েটা গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যায়। রাত দুটোর পরে ও ফিরছে না দেখে রাইস চিন্তিত হয়ে পড়ে। অবশ্য রাইসের মতো মাথা মোটা এক গাড়োল কারুর জন্য চিন্তা করবে একথা আর কেউ বিশ্বাস করলেও আমি করব না।

যাইহোক, ওর বক্তব্য অনুযায়ী জোইসের ফিল্ম লাইনের বহু বন্ধুর সঙ্গে সে ফোনে যোগাযোগ করেছিল, তাঁরা কেউই ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেনি। এরপর পুলিস হেড কোয়ার্টারে খবর আসে, যে, ফুটহিল বলে ভার্দের কাছাকাছি একটা গাড়ি পাওয়া গেছে। গাড়িটা জোইস শারম্যানের আর তার উইন্ডস্ক্রিনের ওপর রাইসের নাম লেখা একটা খাম আটকানো, তাতে লেখা ছিল—মিস শারম্যানকে কিডন্যাপ করা হয়েছে আর মুক্তিপণ আজই দাবি করা হবে।'

'দাবি করা হয়েছিল কি?'

'না। এর অর্থ দাঁড়ায় এইমুহূর্তে আমাদের গাঁট থেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড খুলতে হবে।

মিস শারম্যানের কোন সন্ধান করতে না পারলে এর থেকে আমাদের মুক্তি নেই।'

ম্যাডক্স নাক টেনে বিশ্রী এক শব্দ করল, তার এই শব্দে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

"কোন সূত্র-টুত্র পাওয়া গেছে কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। না—পুলিশ এ ব্যাপারে বেসরকারী তদন্ত শুরু করেছে। রাইসের মনোগত ইচ্ছা নয় যে তারা এব্যাপারে নাক গলাক। সে বলেছে, স্ত্রীকে ও জীবন্ত ফিরে পেতে চায়, আর যতক্ষণ না সে ফিরে আসছে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। তার মানসিক অবস্থা আমি অনুমান করতে পারি। চিঠিতে স্পষ্ট লেখা ছিল, পুলিসকে যেন খবর না দেওয়া হয়, ক্ষতিটা তাহলে মিস শারম্যানকেই ভুগতে হবে।'

ম্যাডক্স অনেকক্ষণ ধরেই কিছু বলার জন্য উসখুস করছিল, এবার সুযোগ বুঝে ফ্যান'শর কথার মাঝে ঢুকে পড়ে, 'আমি চাই তুমি এখুনি শারম্যানের বাড়িতে চলে যাও। যদিও এই আমরাই তোমায় লাগাচ্ছি, তবু পুলিশের দিক থেকে সব রকমের সাহায্যই তুমি পাবে। তাদের সঙ্গে কথা আমার হয়ে গেছে, সেইসঙ্গে তোমার সুযোগ-সুবিধার সব রকমের ব্যবস্থাও সেরে রেখেছি।'

'বেশ।' ফ্যান'শর দিকে ঘুরলাম। 'একটা কথা ছিল আমার। রাইসকে তুমি গাড়োল বললে কেন?'

'আমার বলাতে একটু ভুল হয়ে গেছে। দুশ্চরিত্র কথাটার ওর আচরণের সঙ্গে বেশি মানায়। আজ পর্যন্ত তিনমাসের বেশী একটা দিনও কাউকে নিয়ে ঘর করেনি। মেয়েদের নিয়ে বহু কেচ্ছা কেলেঙ্কারিতে তার নামে শোনা যায়—সব ব্যাপারগুলোই সে দক্ষতার সঙ্গে যে ভাবেই হোক ধামাচাপা দিতে পেরেছে।'

'বর্তমানে সে লজ্জার মাথা খেয়ে স্ত্রীর রোজগারের টাকায় বসে বসে খাচ্ছে। আর বিয়ের আগেই সে যখন একটা চুক্তি তাতে সই করে নিয়েছিল, জোইস এখন তাকে ছেড়েও যেতে পারছে না।'

গুডইয়ারকে প্রশ্ন করলাম, 'রাইসের সঙ্গে পলিসিটার কোন সম্পর্ক আছে কী?'

গুডইয়ার মাথা নাড়ল, 'না, কিছুই নেই। বরং মিস শারম্যানই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল কথাটা যাতে তার কানে না পৌঁছয়।'

'রাইস ওটা পরেও শুনে থাকতে পারে নাকি?'

'তা কী করে সম্ভব? ওটা মিস শারম্যানের উকিলের অফিসে সই করানোর পরে তাঁরই দায়িত্বে রাখা হয়েছিল। মিস শারম্যান কিডন্যাপ হবার পর সেই ভদ্রলোকই আমাদের নিকট টাকা দাবি করেছেন।'

'উকিলের নাম?'

'লিও সিমান,' ফ্যান'শ বলে উঠল। 'উনি এখানকার এক নামজাদা আইনজীবী। রাইস পলিসি সম্বন্ধে আগে বিন্দু-বিসর্গ জানত না, সব শুনে এখন আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।'

'ঠিক আছে।' আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'আমি ওখানেই যাই তাহলে।'

'আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো,' ম্যাডক্স বলল। 'আমি সানফ্রান্সিসকো ফিরে যাচ্ছি। খবর থাকলে আবার আসব।'

'গেলার্টের কেসটা শুনে যাবেন নাকি একবার?'

ঘড়ি দেখল ম্যাডক্স। 'গণ্ডগোলের কিছু না থাকলে এখন তাহলে থাক। আমাকে এক্ষুণি প্লেন ধরতে হবে। আমাদের বর্তমানে আলোচনার বিষয়বস্তু শারম্যান, তার কেসটা নিয়েই মাথা ঘামাবো। গেলার্টের ব্যাপারে কোন দাবি এলে তখন না হয় দেখা যাবে।'

গুডইয়ার আর আমি দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে গুডইয়ার বলে উঠল, 'শালা কী কপাল করেই না জন্মেছি আমি!'

'তোর এত চিন্তার কি আছে?' আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। 'এতে তোর দোষটা কোথায়? বলতে হয় তাই ম্যাডক্স বলেছে। তাছাড়া তোর তো অজানা নয়, এরকম আমাদের লাইনে হয়েই থাকে।'

'তা জানি, কিন্তু আমার দু-দুটো এরকম শোচনীয় ফল হলো, তাই ভাবছিলাম—। যাকগে,

মিস গেলার্টের সঙ্গে দেখা করে কিছু পেলি?'

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ি। 'নাঃ, কাজে আসে এমন কিছু নয়। আচ্ছা, তুই জানতিস, মেয়েটার একটা যমজ বোন আছে?'

'কই, নাতো। কেন, তার সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

'সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। ওর বোন জ্যাক কনি নামে একটা লোককে বিয়ে করেছে। তার মাথায় বদমতলবের চাষ থাকলেও থাকতে পারে।'

উত্তেজনায় হাত-দুটো কাঁপিয়ে ওঠে গুডইয়ার, 'এ দোষটাও কী আমার?'

আমি না হেসে পারিনা, 'আরে অত চটছিস কেন? সুসান গেলার্ট আর ডেনি দু'জনকেই আমি দেখেছি। তোর জায়গায় আমি থাকলে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে পলিসিটা করিয়ে নিতাম। দুটো বোনকেই আমার খুব ভালো লেগেছে।'

'আমি জানতাম, তুই একথাই বলবি', জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে গুডইয়ারের সারা মুখ।

'সত্যিই ওদের মতো সন্দেহ করার মতো কিছু নেই!'

'তুই মেয়েটার অভিনয় দেখেছিস?'

'নারে, একটুর জন্য দেখা হয়নি। কেমন? ভালো?'

'যে জায়গায় ও এখন শো করছে সেখানে সাড়া ফেলেছে, তবে নিউইয়র্কে ও জিনিস কখনোই চলবে না।'

'মেয়েটা প্রায় উলঙ্গ হয়েই একটা সাপ নিয়ে খে'লা দেখায়।'

'হেলেনও তোর সঙ্গে কাজ করছে শুনলাম?'

'হ্যাঁ, অ্যানড্রুজ ওকে কাজে লাগিয়েছে। স্প্রিংভিলেতে কনিদের ডেরার দিকে ও সজাগ দৃষ্টি রেখে বসে আছে।'

'কনিরা আবার এর মধ্যে এল কী করে?' গুডইয়ার অবাক।

'সে আমারও জানা নেই। হেলেন লোকটাকে সন্দেহের চোখে কেন দেখছে একমাত্র ওর পক্ষেই বলা সম্ভব।' সহসা একটা কথা মনে আসতেই প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা, বার্নাড হফম্যান নামে তুই কোন লোককে চিনিস?'

ভুরু কুঁচকে ওঠে গুডইয়ারের। 'নাম শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি কখনো। কেন?'

'গেলার্টের কেসে সেও কাজ করছে। লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই জানতে পারলাম না কে ওকে এই কাজে লাগিয়েছে। তার সম্বন্ধে তুই কিছু জানিস?'

চমকে উঠল গুডইয়ার। তার চমকে ওঠা ক্ষণিকের এই দৃশ্যটা আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

'ও অতি সাধারণ এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লোক তেমন সুবিধের নয়।' তুই ঠিক জানিস গেলার্টের ব্যাপারে সে তদন্তে নেমেছে?'

'শুধু এইটুকুই জানার পরিধির মধ্যে ছিল আমার, লোকটা পলিসিগুলো সম্বন্ধে আগ্রহী। দিন-তিনেক আগে ডেনির অফিসে ঢুকে ওর সেগুলো দেখে আসাও হয়ে গেছে।'

'কেন?' বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে গুডইয়ার।

'মুখ খুলল না। তবে সুযোগ এলে তাকে একটু চাপ দিয়ে দেখব। আশা করি কথাটা আদায় করা আমার পক্ষে খুব সহজ না হলেও শক্ত হবে না।'

গুডইয়ার ঘড়ি দেখাল, 'এবার চলি। অনেক দেরী হয়ে গেল। হফম্যানের সম্বন্ধে কিছু পেলে আমাকে জানাতে ভুলিস না, কেমন?'

ওর কাছে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে চেপে আমি বেভারলি গ্লেন বুল ভার্দের দিকে এগিয়ে চললাম।

জোইস শারম্যানের বাড়ি পৌঁছতে বহুক্ষণ স্টিয়ারিং হাতে বসে থাকতে হলো আমাকে। বাড়িটা সম্বন্ধে আমার প্রত্যাশার হুবহু মিল খুঁজে পেলাম। চলচ্চিত্র শিল্পীরা নিজেদের সাফল্য আর বিত্তশালীতার প্রমাণ স্বরূপ যে সংকল জাঁকজমক প্রদর্শন করে থাকে তার সব উপকরণই অক্ষুণ্ন ছিল বাড়িটায়।

ফ্লাডলাইটে আলোকিত সাঁতার দীঘি, চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ সাজানো বাগান, চওড়া চওড়া বারান্দা, লাউঞ্জে রাখা সারি সারি চেয়ার, ঝুলন্ত শয্যা, বিরাট বিরাট ছত্রছায়ায় নীচে আরামের সুব্যবস্থা—কোনটারই অভাব সেখানে পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। এর ওপর কমপক্ষে কুড়িটা ঘরওলা বিশাল অট্টালিকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

বাড়ির বাইরে পুলিশ পাহারা ছিল, কিন্তু পরিচয়পত্র দেখার পর ওরা আমায় বাড়ীর অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি দিল। বাড়ির সদর দরজাতেও বেশ কয়েকজন প্রহরী। ওখান থেকে একজন পরিচারক সঙ্গে করে আমায় লাউঞ্জে নিয়ে গেল। সেখানে পা দিতেই চোখে পড়ল, তিনজন পুরুষ আর এক তরুণী চাপা-স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল।

একজন পুরুষ আমাকে দেখে এগিয়ে এল। লোকটা ঢ্যাঙা, রোদে পোড়া লম্বাটে মুখ, টিকোলো চিবুক, পেনসিলের মতো সরু গোঁফ আর দাম্ভিক চোখ—সেই দৃষ্টিতে অবজ্ঞা ভরপুর। লোমশ হাতে ছিল সোনার একটা ব্রেসলেট।

ইনি যে পেরি রাইস তা বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধে হল না। জোইস শারম্যানের সঙ্গে এই ব্যক্তির অজস্র ছবি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় চোখে পড়েছে। তবে আমার মনে হয়, তাকে ছবিতে দেখার চাইতে শরীরে দেখা বড় বেশী বিরক্তিকর।

আমি সর্বপ্রথম এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম : 'আমি হারমাস—ন্যাশানাল ফিডালিটি কোম্পানি থেকে আসছি। ক্লেম ডিপার্টমেন্ট থেকে মিঃ ম্যাডক্স আমায় পাঠিয়েছেন।'

'আপনাদের অনেক সময় লেগে গেল,' টেনে টেনে কথা বলে এই ব্যক্তি, 'আমরা তো আপনাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। যাই হোক, এসে যখন পড়েছেন। এঁদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিই।...ইনি মিস মীরা ল্যাসটিস—আমার স্ত্রীর সেক্রেটারি।'

মেয়েটা ঘুরে আমার দিকে তাকাল বটে তবে সে দৃষ্টিতে কৌতূহলের কোন চিহ্নই নেই। ছোটখাটো ঘন বর্ণের মেয়ে। দেখে মনে হয়, ওর শরীরে মেক্সিকান রক্ত থাকা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এরকম পরিস্থিতিতে ভদ্রতার খাতিরে লোকে যা বলে আমিও তাই বললাম, কিন্তু মীরা ল্যাসটিস তাতে উত্তর দেবার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করল না।

'ইনি মিঃ হাওয়ার্ড লয়েড।' লম্বা, সাদা চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। কৌতূহল চোখে তার দিকে তাকালাম। এ-নাম আমার খুব চেনা, কোথায় শুনেছি যেন।

প্যাসিফিক পিকচার্সের প্রধান, হাওয়ার্ড লয়েড পৃথিবীর অন্যতম ধনী হিসেবে জগৎ বিখ্যাত। লোকটার কোটরাগত দু-চোখের সন্ধানী দৃষ্টি আমাকে রীতিমতো বিব্রত করে তুলল।

'আপনি আসায় খুশী হলাম, মিঃ হারমাস।' গুরুগম্ভীর গলার স্বর লয়েডের, নীচু সুর বাঁধা। 'মনে হচ্ছে ভাগ্যদেবী আপনাদের ওপর সু-প্রসন্ন নন!

মৃদু হাসি হাসলাম আমি। 'আমাদের এই ব্যবসায় এরকম ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা লেগেই থাকে, এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়, মিঃ লয়েড।'

'আর ইনি মিকলিন—পুলিশ থেকে এসেছেন।' ছোট আকৃতির বলিষ্ঠ লোকটার দিকে সামান্য মাথা ঝোঁকালাম আমি। জবাবে হাত মেলানোর কোন প্রচেষ্টাই তার দিক থেকে এলোনা।

'এখনও পর্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া গেছে?' আমি জানতে চাইলাম তার কাছে।

'না। মুক্তিপণের অঙ্কটা শোনার প্রত্যাশায় আছি আমরা। ওটা না জানা পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই।'

'টাকা দেওয়ার দায়িত্ব যখন আপনাদের,' রাইস নিজের সোনার সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল, তাই আপনাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। টাকা যোগাড় করতে কত সময় লাগবে?'

'সেটা নির্ভর করছে টাকার অঙ্কের ওপর,' আমি যথা সম্ভব সংযত থেকে জবাব দিই। 'কিডন্যাপ যারা করে তারা কম মূল্যের নোটে টাকা দাবি করে থাকে, সাধারণতঃ এর জন্য অপেক্ষা করতেও ওরা প্রস্তুত থাকে।'

'ও আচ্ছা।' সিগারেট ধরালো রাইস। তার ফ্যাকাশে চোখে দুটো আমার সর্বাঙ্গে যেন বিচরণ করতে লাগল।

'বেচারি জোইসকে তাহলে ততক্ষণ ওদের কবলে আটক থাকতে হবে। টাকাটা যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করে রাখলে আপনাদেরই ভালো।'

'ওরা কত টাকা দাবি করতে পারে আপনার এ সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে?'

কটমট করে আমার দিকে তাকাল রাইস। 'সে আমি কেমন করে জানব?'

'এভাবে আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছি না তো?' লয়েড অধৈর্য হয়েই বলে ওঠে।

'মিঃ হারমাস, আমরা সকলেই এই কথা ভেবে দেখলাম যে, নির্দেশ আসার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকাটা মিটিয়ে দিলে আপনাদের বলার কিছু থাকবে না।'

'তাই নাকি? সত্যি আপনাদের চিন্তা-ভাবনা তারিফের যোগ্য...।'

'নিশ্চয়ই,' উত্তেজিত শোনালো রাইসের কণ্ঠস্বর। 'যেকোন মূল্যে আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চাই।'

মিকলিনের দিকে ফিরে তাকালাম। 'এবিষয়ে আপনি কী বলেন? আপনারাও মুক্তিপণ মিটিয়ে দেবার পক্ষপাতিত্বের দলে?' দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তুলল মিকলিন। টাকা হাতছাড়া হবার আগেই তাঁকে উদ্ধার করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু আমি এখানে এসেছি বেসরকারি ভাবে, তাই এক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করণীয় নেই আমার।'

'পুলিশকে যাতে এ ব্যাপারে জড়ানো না হয় তার জন্য আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে,' লয়েড জবাব দিল, 'মিঃ মিকলিন শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের দায়িত্বেই থাকবেন। টাকা মিটিয়ে দেবার পর মিস শারম্যান ফিরে এলে আবার উনি তদন্তের কাজ শুরু করবেন।'

আমি মিকলিনকে বলে উঠি, 'আপনারা কী করে ভাবছেন টাকা দিলেই মিস শারম্যানকে ফিরিয়ে দেবে?'

'এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু ওঁরা কিছুতেই এই সহজ কথাটা বোঝার চেষ্টাও করছেন না।'

'এর মধ্যে না বোঝার কী কারণ থাকতে পারে?' রাইস সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে আর একটা ধরিয়ে নিল।

'টাকা পাবার পর জোইসকে শুধু শুধু আটকে রেখে ওদের কী লাভ?'

মিকলিন আমার দিকে তাকিয়ে বিচক্ষণের মতো সামান্য ঘাড় নাড়ল। আমি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এটুকু বুঝলাম যে ওদের বুঝিয়ে কোন লাভ নেই যে, অপহরণকারীরা বন্দীদের মেরে ফেলে নিজেদের সুরক্ষিত মনে করে। আমার আর মিকলিনের কথা যদি ওদের মাথায় না ঢুকে থাকে, তাহলে অবুঝ মন খুব শীঘ্রই বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করবে সমগ্র ব্যাপারটা।

'মুক্তিপণের টাকা মেটানোর দায়িত্ব যখন আমাদের ঘাড়েই পড়বে,' আমি বলতে থাকি, 'তখন কতকগুলো ছোটখাটো তথ্য জানার অধিকারও আমাদের থাকা স্বাভাবিক। আচ্ছা, আপনারা বা মিস ল্যাসটিস কি স্থির নিশ্চিত যে, মিস শারম্যান গাড়ী নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা তা একেবারেই জানেন না?'

'এবিষয়ে উত্তর যা দেবার ছিল তা আমি বহুপূর্বেই দিয়ে দিয়েছি,' রাইস উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল। 'পুলিস তার প্রশ্নবানে আমাকে নাজেহাল করে তুলেছে। এরপর আপনিও যদি তাদের পন্থাই অনুসরণ করে তুলতে চান তুলতে পারেন, তবে আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি নিজের শরীরটাকে আরও ক্লান্ত করতে চাই না।'

'সঠিক অনুমান আমাদের মধ্যে কারুর-ই নেই,' লয়েড বলল। 'তবে স্টুডিওর কাজ মিটে যাবার পর জোইস এরকম প্রায় দিনই বেড়িয়ে যেতো। রাত্রে গাড়ি চালালে নাকি ওর নার্ভ ভাল থাকে।'

'উনি সঙ্গে করে কোন মালপত্র নিয়ে গেছিলেন কি?'

রাইস অগ্নিশর্মা হয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমার উদ্দেশ্যে। 'আপনি যা বলছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে?'

'পঞ্চাশ হাজার ডলারের অঙ্কটা খুব ছোট নয়, মিঃ রাইস,' কঠিন সুরে জবাব দিই। 'ওকে যে কিডন্যাপ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চিত হতে চাই।'

এই কথা শোনার জন্য রাইস আর মীরা ল্যাসটিস প্রস্তুত ছিলনা, এরকম যে শুনতে হবে তা

তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। অধৈর্য হয়ে অঙ্গভঙ্গী করে উঠল লয়েড। একমাত্র মিকলিনকে এদের দলে ফেলা যায় না। তিনি সবার থেকে আলাদা। অবিচল মিকলিন।

এক পা আমার দিকে এগিয়ে এল রাইস। তার মরা মাছের মতো চোখ দুটো ধিকিধিকি করে জ্বলছে, নিভছে। 'কি বলতে চান আপনি?'

তার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে জবাব দিলাম, 'আপনার স্ত্রী কোথাও পালিয়ে গিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য চিঠিটা লিখে গেছেন কিনা সে সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে বৈকি। আমার জানা প্রয়োজন, ইন্সিওরেন্সের কথাটা কেউ জেনে, পরে কিডন্যাপিংয়ের অজুহাত দেখিয়েছে কিনা। আপনার স্ত্রী আমাদের কাছ থেকে যে ইনসিওরটা করিয়েছেন, তাতে খুনের উল্লেখ নেই কোথাও, তার পরিবর্তে আছে কিডন্যাপিংয়ের কথা। তাই এবিষয়েও সঠিক ভাবে জানা প্রয়োজন যে আপনি এবং আপনার স্ত্রী দু'জনে মিলে মাথা খাটিয়ে কৌশলে আমাদের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করার চেষ্টা করছেন না।'

'আপনি...আপনি...,' রাইস বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল। অগ্নিদৃষ্টির ভয়াবহ রেশও প্রশমিত হলো কিছুটা। হয়তো উপলব্ধি করল, এই পরিস্থিতিতে মাথা গরমের পরিবর্তে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা উচিত। বললো,' সোজা কথায়, আপনারা এই চেষ্টায় আছেন মুক্তিপণ যাতে না দিতে হয়—তাইতো?'

'একরকম তাই,' হাসি মুখে জবাব দিলাম আমি। 'একেবারে নিরুপায় না হলে আমরা কাউকে টাকা দিই না।...যাক, আমি মিস শারম্যানের ঘরটা একবার দেখতে চাই।'

'এক মিনিট,' লয়েড বলে উঠল। 'আপনি যে সব প্রশ্নের পাহাড় খাড়া করছেন তার একটার সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ আমি দূর করতে পারি।'

'জোইসের পালানোর সম্ভাবনা এক কথায় ভিত্তিহীন, কেন না তার যে ছবিটার স্যুটিং বর্তমানে চলছে, সেটা ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলা চলে। এই অবস্থায় ছবিটা অর্ধেক পথে শেষ করে ও কখনোই পালাতে পারে না। আমি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত।'

'ছবিটা বন্ধ হয়ে গেলে আপনার নিশ্চয়ই বেশ কিছু লোকসানের মুখ দেখতে হবে?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ, বেশ কয়েক হাজার ডলার। আপনারা যা অনুমান করছেন তার থেকেও অনেক বেশি। এর মধ্যেই আমরা পঁচাত্তর হাজার ডলারও খরচ করে ফেলেছি। জোইসকে না পাওয়া গেলে আমাদের পুরোটাই জলে যাবে। তাই, ওকে যে করেই হোক খুঁজে বার করতেই হবে।'

'আমি মিস শারম্যানের ঘরটা দেখতে চাই।' মীরা ল্যাসটিস নীরবে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করেই বিশাল একটা ঘরে আমি পা রাখলাম। ঘরটার দেয়াল সবুজ রঙের আর বাদামী রঙের পর্দা। বিরাট পালঙ্কটাতেও দেয়াল আর পর্দার সঙ্গে মানানসই বাদামী আর সবুজ রঙের সুন্দর কাজ। চিত্র জগতের নায়িকার উপযুক্ত ঘরেরই মতো ঘর। স্বাভাবিক কারণেই একটু হকচকিয়ে গেলাম।

ঘরটার চারপাশে একবার তাকিয়ে আমি মীরাকে প্রশ্ন করলাম, 'উনি ওনার সঙ্গে কোন মালপত্র নিয়ে গেছেন কিনা আপনি বলতে পারেন?'

'না।'

কথাটা শেষ করেই ও চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়, কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি তার সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালাম।

'আর আপনি এও জানেন না, কেন উনি রাত্রে কাউকে কিছু না বলে একা বেড়িয়ে পড়েছিলেন?'

চকচকে গভীর চোখে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। নিকটে এসে দাঁড়াল।

'ও মদে ডুবে থাকতো,' মিষ্টি চাপা গলার স্বর মেয়েটার। 'বেশির ভাগ সময়েই ওর হুঁশ থাকে না নিজে কি করছে। সে রাত্রেও ঐ একই ঘটনা ঘটেছিল। দেখছেন না, ব্যাপারটা ওরা কীভাবে ধামাচাপা দিতে চাইছে? ছবি ছাড়া ওঁদের অন্য কোন চিন্তাই নেই। জোইসের উপযুক্ত স্থান মনস্তাত্বিক বিশেষজ্ঞ, সেখানেই পাঠানো দরকার তাকে।'

কানে হাত বোলাতে বোলাতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা রাইসের বিপক্ষে গিয়ে

বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। আমার যেন মন বলছে ওকে চুমু খাবার চেষ্টা করলে ওর দিক থেকে বিশেষ বাধা আসবে না।

গম্ভীর কণ্ঠেই বলে উঠলাম, 'হুঁ, তাহলে এই ব্যাপার! কদ্দিন, এসব কদ্দিন ধরে চলছে?'

'বহুমাসের ব্যাপার এইসব। এটাই হয়তো ওর শেষ ছবি। এমন অনেক সময়েই হয়েছে যখন ওকে ধরাধরি করে সেট থেকে নিয়ে আসতে হয়।'

'কিডন্যাপটা তাহলে সময় বুঝেই হয়েছে?'

এর কোন উত্তরই বেরাল না মীরার মুখ থেকে।

'আপনার ধারণাও কি তাই বলে, সত্যি সত্যি ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

'না করার কোন কারণ তো চোখে পড়ছে না? চিঠি ফিঠি লিখে যাবার মতো ওর বুদ্ধি ছিলনা।'

'যদি না আপনাকে দেখে আমার খুব ভুল হয়ে থাকে, আপনি ওকে ঠিক পছন্দ করেন না—তাইনা?'

'মোটেও না। ওকে আমার ভালোই লাগে। সবাই ওকে ভালোবাসে।'

'মিঃ রাইসও?'

'ওঁর ওকে ভাল না বাসলেও চলে যায়। কারণ উনি তো ওকে দিয়ে চুক্তিই করিয়ে নিয়েছেন।'

'ও আচ্ছা। তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে।' এগিয়ে এসে ও আমার টাইটা টেনে টেনে ঠিক করতে লাগল। এতে আমাদের মুখ খুব কাছে এগিয়ে আসতে ইঞ্চি ছয়েক ব্যবধানে নিজেকে পিছিয়ে এনে এই দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলাম।

'আমি জানতাম দৃঢ়চেতা গোয়েন্দাদের কথা একমাত্র পুস্তকেই শোভা পায়,' বলেই আমাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে দিল ও।

নিজের মনেই কিছুক্ষণ হেসে একটা সিগারেট ধরালাম আমি। তারপর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের কাজে নেমে গেলাম ঘরটার মধ্যে। আমি নিজেও জানি না কি খুঁজে চলেছে আমার এই দুরন্ত মন। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত, জোইস শারম্যানের সেই রাত গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়াই ওর জীবনের অন্তিম গাড়ি চালানো। মেয়েটার পোষাকের কোন অন্ত নেই। অবশ্য একজন ফিল্ম অভিনেত্রীর পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রাশিকৃত ব্রান্ডির বোতলও হাতে ঠেকল। পোষাকের আড়ালে, জুতোর আলমারির মধ্যে আর অন্তর্বাসগুলোর নীচে সেগুলো লুকোনো ছিল।

দেরাজের ভেতর একটা ২২ রিভলভার পেয়ে গেলাম। গুলিভরা অথচ বোঝা যায় খুব বেশী দিন চালানো হয়নি। ঐ দেরাজেই ছিল তিনটে জয় সেন্টের শিশি কোনোটারই ছিপি খোলা হয়নি। এই আবিষ্কারটার জন্য আমার মন মানসিক দিক থেকে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই ক্ষণিকের জন্য নিশ্চল-নিথর হয়ে পড়েছিলাম। কি মনে হল একটা শিশির ছিপি খুলে ঘ্রাণ নিলাম। হুঁ, অন্ধকার গলিপথে হন্তদন্ত হয়ে বিরাট বড় গাড়িটায় উঠতে দেখা মেয়েটার গায়ের সেন্টের সঙ্গে এই গন্ধটার আশ্চর্য এক মিল আছে। এ চিন্তা যদিও অর্থহীন, কেননা হলিউডের অর্ধেকের বেশি অভিনেত্রীই হয়তো জয় সেন্ট ব্যবহার করে থাকে।

শিশিটার ছিপি আটকে আমি আবার অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এবার যেটা সামনে এল সেটা হল টুপির বাক্সতে লুকাতো কুৎসিত আকৃতির এক ছোরা। সূঁচের মতো তীক্ষ্ণমুখ, দেখতে অনেকটা বরফ কাটা ছুরির মতো।

আকস্মিকভাবে সেন্ট আর ছুরির যুগল আবির্ভাব আমার অনুসন্ধানে আরো চাঞ্চল্য এনে দিল। মনের জোর বেড়ে গেল। জানালার পাশে রাখা টেবিলটার দিকে তাকালাম। এর একটা দেরাজ ছিল কাগজপত্রে আর চিঠিপত্রে ঠাসা, পুরনো চুক্তিপত্র, ছবি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে কাটা টুকরো সংবাদ। চিঠির বান্ডিলের তলা থেকে হাতে ঠেকল একটা ব্যবসায়িক কার্ড। সামান্য অপরিষ্কার, তবে কোণাগুলো ভাঙা। তুলে নিয়ে চক্ষুস্থির, ওটা বার্নাড হফম্যানের।

কার্ডটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে উত্তেজনার এক ঠাণ্ডা শিহরণ নেমে এল আমার মেরুদণ্ড দিয়ে। নীচে কোথাও একটা টেলিফোন বেজে চলেছে।

ফ্যান'শর দপ্তরে আলো জ্বলতে দেখে আমি একটু অবাক-ই হলাম। এখন সাতটা পঁয়তাল্লিশ। এতক্ষণ ধরে তার কাজ করার কথাও নয়। ভেতরে ঢুকে দেখলাম সে কোন কাজও করছে না। টেবিলের ওপর ঠ্যাং তুলে একটা পেপার ব্যাক নভেল পড়তেই সে ব্যস্ত। পাশেই হাতের নাগালের মধ্যে ছিল এক বোতল স্কচ আর সিগারেটের টুকরোয় ভরা ছাই-দানি।

'এই তো এসে গেছো,' সন্তর্পণে পা দুটো মেঝেতে নামিয়ে আনল ফ্যান'শ। তোমার যদি হুট করে প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে ভেবে এতক্ষণ আমি অপেক্ষা করছিলাম। টাকার অঙ্কটা ওরা জানিয়েছে?'

'হ্যাঁ', ঘণ্টাখানেক আগে তাদের দাবির অঙ্ক চেয়ে বসেছে।' চেয়ার টেনে অগত্যা বসে পড়ি।

'জানানোর স্বাদ জাগলেও জিজ্ঞাসা করতেই কেমন যেন ভয় ভয় করছে। কত টাকা?'

'ম্যাডক্সের হয়তো কানে যাওয়া মাত্রই স্ট্রোক হবার উপক্রম হবে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, ইন্‌সিওরেন্সের শর্তগুলো সবই ওদের নখদর্পণে। ওরা পুরোটাই পেতে যায়—পঞ্চাশ হাজার।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে ওঠে ফ্যান'শ। 'বলো কি? কবে দিতে হবে?'

'আজ থেকে চারদিনের মধ্যে। পাঁচ, দশ আর কুড়ি ডলারের নোটে—এর থেকে বড় নোট চলবে না। লোকটার সঙ্গে আমি নিজেও কথা বলে দেখেছি। ভয়ঙ্কর সেয়ানা। চারদিন পরে আবার যোগাযোগ করে সে আমাদের জানিয়ে দেবে টাকা পৌঁছনোর স্থান। ফাঁদ পাতার কোন সুযোগই সে দেবার পক্ষপাতী নয়।'

'আর ম্যাডক্স যদি টাকা দিতে না চায়?'

'না দিয়ে সে যাবেই বা কোথায়? রাইস নিজেই উপযাচক হয়ে ইন্‌সিওরেন্সের কথাটা ফোন করে খবরের কাগজওয়ালাদের বলে এ কাজটা সেরে রেখেছে। টাকা দিতে আমরা বাধ্য।'

'তাহলে সংবাদটা না হয় তাকেই জানিয়ে দিই। নোটগুলো এক কথায় যোগাড় করাও সহজ ব্যাপার নয়।'

'কুড়ি ডলারের থেকে বড় নোটও চলবে না বললে?'

'না। আচ্ছা, মিস শারম্যান বদ্ধ মাতাল ছিল, একথা তোমরা জানতে?'

ফ্যান'শের মুখে চিন্তার ছাপ। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু কিছু গুজব আমার কানেও যে আসেনি তা নয়, তবে পাঁড় মাতাল হবার কথাটা এই প্রথম শুনছি। রাইসকে তোমার লাগল কেমন?'

'যেমনটা ভেবেছিলাম। একজন নামী প্রখ্যাত অভিনেত্রী মদ খেয়ে নিজের কাজ হারাতে বসেছিল, তার এই দুর্দিন দেখে তার স্বামী সুযোগ বুঝে স্ত্রীকে ভাঙিয়ে বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করার মতলব ভাঁজলো। স্ত্রীকে কিডন্যাপ করিয়ে মুক্তিপণটা সে নিজের পকেটস্থ করার অভিপ্রায় রাখে।'

মাথা নাড়ল ফ্যান'শ। 'হতে পারে। তবে সব ঠিক থাকলেও একটা প্রশ্নে কিছু গলদ থেকেই যাচ্ছে।...পলিসিটার কথা সে আগে থাকতে জানতো না।'

'সে প্রমাণ এখনও আমাদের হাতে আসেনি। কে বলতে পারে স্ত্রীর মুখে থেকেই সে প্রথম কথাটা শুনেছিল কিনা!...নাঃ, আমার কাছে এই অনুমান খুব ভিত্তিহীন লাগছে না।'

'আমরাতো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না, এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?'

'টাকা মিটিয়ে দেবার আগে পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। তারপর আছে রাইসের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কিছুদিন দেখলেই বোঝা যাবে টাকা তার গহ্বরে গেছে কিনা।'

'আর জোইস শারম্যান?'

'আমার ধারণা যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে ও আর এপথ মাড়াচ্ছে না।'

'আমারও তাই অনুমান,' চিন্তিত গলায় বলল ফ্যান'শ। 'যাক, আমি না হয় ম্যাডক্সকে একটা খবর পাঠাচ্ছি।'

'তোমার বক্তব্য আমি তাকে জানিয়ে দেব।'

'ওতো মনেপ্রাণে এটাই চায়। এরকম একটা অবস্থা তার মন অনেক আগে থাকতেই কল্পনা করে নিয়েছে।' উঠে দাঁড়ালাম। 'চলি, একটা কাজ আছে। ম্যাডক্স যদি আমার খোঁজ করে, বোলো,

এক ঘণ্টার মধ্যে কালভার হোটেলে ফিরে আসব আমি।'

'আচ্ছা।' হাত তুলল ফ্যান'শ। 'সকালে আবার দেখা হবে।'

বাইরে বেড়িয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে এলাম ৫৫ নম্বর উইল্টশায়ার রোডে। ট্যাক্সি-ওলাকে দাঁড় করিয়ে বাড়িটার দরজায় টোকা দিলাম।

দ্বিতীয়বার টোকা মারার পর একজন স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিল।

'কে?'

'মিঃ হফম্যান আছেন?'

'না।'

বলেই কথা আর না বাড়িয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হলো স্ত্রীলোকটি। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'আপনি কী মিসেস হফম্যান?'

'আমার পরিচয় যাই হোক না কেন তাতে আপনার কি আসে যায়?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে জবাব এল।

'মিঃ হফম্যানের সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন ছিল। কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে বলতে পারেন?'

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করল, তারপর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। 'আপনি ভেতরে আসতে পারেন।'

ওকে অনুসরণ করে যে ঘরে এসে ঢুকলাম, ঘরটা তেমন সাজানো-গোছানো নয়। সব কিছুই আছে তবে সবই অগোছালো। আসবাবপত্রগুলোর ওপর জমা পুরু ধুলোর আস্তরণ। বৈদ্যুতিক আলোয় স্ত্রীলোকটিকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশের মধ্যে, ঘন গায়ের রঙ, তবে মুখটা জুড়ে বিষণ্ণতার ভাব। নিজেকে এভাবে শেষ না করে দিলেও হয়তো তার মধ্যে একটা সস্তা মাপের চটুলতা খুঁজলে এখনও বোধহয় পাওয়া যেত। গায়ে মোটা একটা সোয়েটার। ধূসর রঙের কোঁচকানো স্কার্টটার ঠিক মাঝে বিরাট একটা তেল কালির ছাপ।

'আপনি কি মিসেস হফম্যান?'

'ধরুন তাই,' রুক্ষ মেজাজে জবাব দিল। 'অবশ্য গর্ব করার মতো এটা কিছু নয়। কি চান আপনি?'

আমি একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম। সিগারেটটা ধরিয়ে একটা প্রায় ভাঙ্গা চেয়ারে বসে ও আমার মুখের দিকে তাকাল। 'আপনি যা বলতে এসেছেন চটপট বলে ফেলুন তো। এক্ষুণি আমায় বেরোতে হবে।'

'আপনার স্বামী কোথায় গেছেন আপনি জানেন না?'

'এ কথার জবাব তো আমি অনেক আগেই দিয়েছি। তাকে আপনার কি দরকারে লাগবে বলুন।'

'গতরাত্রে স্প্রিংভিলেতে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ। দেখা হলে ওঁর কিছু রোজগারের বন্দোবস্ত করে দিতাম আর কি।'

কৌতূহলী চোখে জরিপ করল আমায়, মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো জ্বলজ্বলে ভাবে আমার চোখে ও ধরা পড়ল।

'আপনি কি সেই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির লোক?'

'হ্যাঁ। উনি তাহলে আমার সম্পর্কে আপনাকে বলেছেন?'

'ও বলবে!' বিষণ্ণ হাসি হাসল ও। 'ও আমাকে একটা কথাও বলে না। ও ফোনে বলেছিল আড়ি পেতে শুনে নিয়েছি। আপনার নাম হারমাস, তাই না?'

মাথা নেড়ে আমি একটা আরাম কেদারায় আস্তে করে নিজের দেহটা এলিয়ে দিলাম। 'ফোনটা উনি কবে নাগাদ করেছিলেন?'

'ঠিক দিন তিনেক আগে—রাত্রে।'

'কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, কিছু জানেন?'

না। 'তবে একটা আন্দাজে ঢিল মারতে পারি।'

'বলুন?'

অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল ওর মুখ জুড়ে। 'স্বামীর কাজের বিষয় নিয়ে আমি কারুর সঙ্গে

আলোচনা করি না। ও এ ব্যাপারটা পছন্দ করে না।'

মৃদু হাসি হাসলাম। 'সেটা আমার কাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু তার দরুণ কুড়ি ডলারের একটা পাত্তি খরচা করতে রাজি আছি।'

ফ্যাকাশে ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে নড়েচড়ে বসল ও। 'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

নোটটা মানিব্যাগ থেকে বার করলাম। 'এবার বলুন, কে সে?'

'লালচুলো ঐ মেয়েটা, আজকাল ও যার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।'

'শুনুন, ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরী। একটু পরিষ্কার করে খুলে বলুন, কেমন? এর দরুণ টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিচ্ছি। বর্তমানে কুড়ি, বাকিটা তোলা থাক আপনার বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।' নোটটা চেয়ারের হাতলের ওপর দিকে ঠেলে দিলাম।

সেটা তুলে নিয়ে সোয়েটারের ভেতর চালান করে দিল। 'আপনি যেন তার কাছে আবার ফাঁস করে দেবেন না, আমি এসব বলেছি। তবে আমি ভালো করেই জানি। ও আর ফিরে আসছে না।'

'সঙ্গে করে ও জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। কেউ বোধহয় ওকে ভয় দেখিয়েছে। রান্নাঘরে আমায় ব্যস্ত দেখে চুপিসাড়ে ও পালিয়েছে। আমি এবিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে এপথ ও আর মাড়াচ্ছে না।'

'একটু আগে লালচুলো যে মেয়েটির কথা বললেন, সে কে?'

'জানি না। হপ্তাখানেক আগে এখানে একবার এসেছিল। আমি তাকে সঙ্গে করে ভেতরে এনেছিলাম, কিন্তু মুখটা ভালো করে দেখতে পারিনি। তার চোখে লাগানো ছিল গগলস্ আর মাথা জুড়ে বিরাট এক টুপি। এখন সামনে এলেও তাকে চিনতে পারব না।'

'মেয়েটা এর আগে কোনদিন আসেনি?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল ও। 'নাঃ। তবে আমি জানি টাকা নেবার জন্য বার্নি তার সঙ্গে মাঝে মধ্যেই গভীর রাত্রে দেখা করতো।'

'মেয়েটা আপনার স্বামীকে কোন্ কাজে লাগিয়েছিল জানেন?'

ঠোঁট উল্টিয়ে আবার মাথা নাড়ল ও, অর্থাৎ এবিষয়ে ওর কিছুই জানা নেই।

'দিন তিনেক আগে মেয়েটিকে উনি ফোন করেছিলেন বললেন?'

'হ্যাঁ। আমি তখন রান্নাঘরে। কোন্ কাজের সঙ্গে ও যুক্ত সে বিষয়ে জানার ইচ্ছা ছিল আমার। তাই ফোনের শব্দ কানে যেতেই তাড়াতাড়ি দরজার কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে পড়ি। ওরা...ওরা একটা খুন নিয়ে আলোচনা করছিল। আর আমি খুব ভালো ভাবেই জানি, রিসিভারের অপর প্রান্তে কথা বলছিল ঐ লালচুলো মেয়েটা।'

'আপনার স্বামীর কথাগুলো একবার বলতে পারেন?' দু-এক মুহূর্তের জন্য বিরতি। মনে মনে গুছিয়ে নেয়। 'সবটা আমার মনে পড়ছে না, তবে অনেকটা এইরকম ছিল, সে বলছিল ঃ হারমাস নামের ইন্‌সিওরেন্সে কোম্পানীর এক গোয়েন্দা আমার পিছু নিয়েছে। সে জানে আমি তখন ঐ বাড়িতেই উপস্থিত ছিলাম। তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, সে নিজেও এই কথাটা স্বীকার করে। খুনটা সে আমার ঘাড়েই চাপানোর চেষ্টা করবে। শুনুন, অনর্থক এতবড় ঝুঁকি নেবার মনোগত বাসনা আমার নেই। আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। হ্যাঁ, এক্ষুণি। সঙ্গে করে কিছু টাকাও আনবেন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।...বলেই ও ফোন রেখে দিয়েছিল।'

'তারপর কি হল?'

'বেড়িয়ে যায়। তখন সোয়া বারোটা। সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরে এসে সোজা নিজের ঘরে চলে যায়। ও ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে আছি।... আমরা এখন একঘরে থাকি না। দু'জনেরই আলাদা ঘর। মিনিট কুড়ি বাদে ব্যাগ হাতে ও আবার গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল।'

'আপনি তখন বলছিলেন, কেউ ওঁকে ভয় দেখিয়েছে। হঠাৎ করে এই চিন্তা আপনার মাথায় এল কেন?'

'কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে। আপন মনেই বিড়বিড় করতে করতে দর দর করে ঘামছিল। এর আগে এই হাল তার কখনো হয়নি। ও কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। ও যাওয়াতে কষ্টের পরিবর্তে আমি খুশি হয়েছি। অনাবশ্যক ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়ানোর কোন মানসিকতা আমার নেই।' তাকে রাখা ঘড়িটার

দিকে ফিরে তাকাল ও। 'রাত্রের শোতে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা, এখন না বেরোলে আবার দেরী হয়ে যাবে।'

'আর একটা প্রশ্নই আমার আছে, বলতে পারেন ঐ লালচুলো মেয়েটা বাদে আর কারুর সঙ্গে তিনি কাজ করছিলেন কিনা?'

'ঠিকঠিক বলতে পারবো না। দু'একটা ছুটকো-ছাটকা কাজ বোধহয় করত। লোকে তো সব সময়েই ওর খোঁজ করে থাকে।' কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালও। 'কোন্ খুনটার কথা ও বলছিল বলুন তো?'

'জানিনা,' বলেই চেপে গেল ব্যাপারটা। 'আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে কখনোই এর মধ্যে নিজেকে জড়াতাম না। কোথায় গেছেন উনি জানেন না, না?'

'নাঃ। কাল রাত্তিরে ও স্প্রিংভিলেতে গিয়েছিল তাও জানতাম না আমি। কাল ওর সঙ্গে কথা বলেন নি কেন?'

'সুযোগ পাইনি।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'ওকি সত্যি সত্যি কাউকে খুন করেছে?'

'এ, ব্যাপারে সঠিক ভাবে আমার কিছু জানা নেই।' কুড়ি ডলারের আর একটা নোট ওর দিকে এগিয়ে ধরলাম।

'কয়েকদিন এখানেই থাকবেন। পুলিশ হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আসতে পারে।'

'ধ্যাৎ, ওসবে আমি মাথা ঘামাই না,' অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকালো। 'ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না।' এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে ধরলো।

'আপনার স্বামী বর্তমানে কোথায় এই খবরটা, জানতে পারলে আমি একশো ডলার খরচ করতেও প্রস্তুত।' ওকে অতিক্রম করে দুটো সিঁড়ি টপকে বললাম, 'কালভার হোটেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

কথা বলতে বলতে ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখছিলাম। ওটা তখনও অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু রাস্তার উল্টোদিকে যে বিরাট কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আসার সময় খেয়াল করিনি। অন্ধকার থাকার দরুণ গাড়ির মধ্যে কেউ উপস্থিত আছে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। সহসা কাঁচের ভেতর দিয়ে চালক আসনের ওপর কিছু একটা সরে যাচ্ছে মনে হল। এমন কিছু যা রাস্তার মৃদু আলোর আভায় চকচক করছিল।

ট্যাক্সির চালক বাজখাঁই কণ্ঠে আমায় সতর্ক করে চিৎকার করে উঠল। ট্যাক্সিটা ছিল গাড়িটার নাগালের মধ্যেই, তাই চলমান বস্তুটা অনেক আগে থাকতেই তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল।

'সরে যান!' বলেই রাস্তার পাশে লাগানো আগাছার ঝোপ বরাবর লাফ দিলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্তিরেও একটা হলুদ আলো ঝলকে উঠল, তার পর পরই বাতাস চিরে বেরিয়ে গেল একটা গুলির শব্দ। কিছু একটা প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে আঘাত করল আমার বাঁহাতে। মনে হল গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার দৃষ্টি তখন স্থির মিসেস হাফম্যানের দিকে। উপর্যুপরি বেশ কয়েকটা গুলির আঘাত ওকে ছিটকে ফেলেছিল ঘরের ভেতরে। ওর নিস্তেজ হাত দুটো ক্ষতবিক্ষত বুকটাকে আগলে ছিল। পরমুহূর্তেই হাঁটু ভেঙে হলের নোংরা কার্পেটের ওপর আছড়ে পড়ল ও। আগাছার ঝোপঝাড়ের জঙ্গল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমি যখন তার পাশে এসে দাঁড়ালাম, তখন সে মৃত।

টেবিলের ওপর রাখা ঘরের একটি মাত্র আলোকে দেরাজ আর কার্পেটের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

পুলিস ক্যাপ্টেন এত হ্যাকেট চোষ কাগজের ওপর অনবরত পেনসিলটা ঠুকছিল। আলোর পরিধি থেকে কিছু দূরে নেভা চুরুট মুখে লাগিয়ে গভীর চিন্তায় বসেছিল মিকলিন, তার চোখ কড়িকাঠে নিবদ্ধ। ফ্যান'শ দু'হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সমানে হাই তুলে যাচ্ছিল। কাঁচা ঘুম ছেড়ে মাঝ পথেই উঠে সদর দপ্তরে ছুটে আসতে হয়েছে বেচারীকে।

টেবিলের ওপর যন্ত্রণাগ্রস্ত হাতটায় আঙুলের প্রলেপ দিচ্ছিলাম। আমার বাঁ হাতের ক্ষত থেকে

চার চারটে গুলি বার করা হয়েছে। বড্ড শরীর খারাপ লাগছে আমার।

'তাহলে আপনি অনুমান করতে পারছেন না, গুলিটা কে ছুঁড়েছিল?' মুখ না তুলে সহসা প্রশ্ন করল হ্যাকেট।

'নাঃ,' আমি জবাবে বললাম। 'ট্যাক্সি ড্রাইভারের মুখ থেকেই তো সব শুনলেন। সে পুরুষ না মহিলা ছিল সেটুকু দেখার সুযোগও তার ভাগ্যে জোটেনি। এই ঘটনা সে নিজের চোখে ঘটতে দেখেছে, এরকম অঘটন তার জীবনে বোধহয় এই প্রথমবার। তাই সে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে গাড়ির নম্বরটা অব্দি নেওয়ার ভাবনা তার মাথাতে আসেনি। আর আমার যা অবস্থা তখন আমি নিজেকেই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।'

'তার লক্ষ্যে কে ছিল—আপনি না মিসেস হফম্যান?'

'খুব সম্ভব আমি।'

'বেশ।' হ্যাকেট মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'দেখি চিন্তা করে, আমরা যদি ঘটনাটার কোন সমাধানে পৌঁছতে পারি। প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। আপনি হফম্যানের বাড়ি যে গিয়েছিলেন, তার পেছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়ই?'

'আমি ভেবেছিলাম জোইস শারম্যানের হয়ে সে এই কাজ করছে। আশা ছিল চাপ দিলে গরগর করে সে তার কর্মকাণ্ডের ইতিবৃত্তান্ত ঝেড়ে কাশবে।'

জোইসের দেরাজ থেকে হফম্যানের কার্ড পাওয়া আর মিসেস হফম্যানের সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিশদ-বিবরণ দিয়ে বলে উঠলাম, 'আমি জোর গলায় বলতে পারি, জোইস শারম্যান সে রাত্রে গা ঢাকা দেবার আগে হফম্যানের সঙ্গে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করেছিল।'

'তোমার অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহলে তোমার বক্তব্য হল ওই-ই তাকে কিডন্যাপ করেছে?' ফ্যান'শ প্রশ্ন করল।

'না', মাথা নাড়লাম আমি। 'এখন মনে হচ্ছে ওকে কিডন্যাপ করা হয়নি। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। জোইস আর হফম্যান দু'জনে মিলে কিডন্যাপ নাটক করে মুক্তিপণের টাকাটা আত্মসাৎ করার মতলবে আছে।'

'এটা আবার তুমি কোত্থেকে আবিষ্কার করলে?' বিরক্ত হয়ে ওঠে ফ্যান'শ।

'মিসেস হফম্যানের কথা শুনেই তোমাকে এটা বলছি হফম্যানকে ও ফোনে জোইসের কাছ থেকে টাকা চাইতে নিজের কানে শুনেছে। সম্ভবতঃ জোইসকে সে ব্ল্যাকমেল করে তার কাছ থেকে টাকা খাচ্ছিল। আমার বিশ্বাস, ফোর্থ স্ট্রীটের দারোয়ানের খুনের ঘটনার সঙ্গে ওদের দু'জনেরই হাত আছে।'

'জো ম্যাসনের কথা বলছেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হ্যাকেটের প্রশ্ন। 'মঙ্গলবার রাতে ছুরি মেরে যাকে হত্যা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ঐ কিডন্যাপের দিন রাত্রের ঘটনা ওটা। সুসান গেলার্ট নামে একটি মেয়ের ইন্সিওর পলিসি সম্বন্ধে জোইসের আগ্রহ ছিল। হফম্যানকে ঐ কাজেই লাগিয়েছিল জোইস। পলিসিগুলো দেখার উদ্দেশ্যে মেয়েটার অফিসে ওদের যুগলে আবির্ভাব ঘটেছিল।'

'আপনি বলতে চাইছেন ম্যাসনের খুনি অন্য কেউ নয়। স্বয়ং হফম্যান?' আবার প্রশ্ন করল হ্যাকেট।

'না। আমি ভালো ভাবেই জানি, পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত হফম্যান জানতো না যে ম্যাসন মৃত।'

'তাহলে খুনটা করল কে?'

'যে ছুরিটা দিয়েছিলাম আপনাকে, পরীক্ষা করেছিলেন ওটা?'

সামান্য ইতস্ততঃ করে ফোনে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন হাতে নিল। দু-একটা কথা মন দিয়ে শুনলো খানিকক্ষণ, তারপর বলল, 'বেশ, তুমি লেগে থাক, হ্যাচ।'

টেলিফোন রেখে হ্যাকেট যখন আমার দিকে তাকাল, দেখলাম তার ধূসর রঙের চোখ দুটো এখন অদ্ভুত রকমের কঠিন হয়ে উঠেছে। 'ছুরিটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, মিঃ হারমাস?'

আমি পাল্টা প্রশ্নের তীর ছুঁড়লাম, 'ঐ ছুরিতে তাহলে ম্যাসনকে হত্যা করা হয়নি?'

'খুব সম্ভব হয়েছে। ক্ষতটা ছুরির ফলার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, আর হাতলে জমাট বাঁধা রক্তটাও ম্যাসনের ব্লাড গ্রুপের।'

'ওটা আমি জোইসের শোবার ঘর থেকেই পেয়েছি। আমার বদ্ধমূল ধারনা ওটা দিয়েই লোকটাকে খুন করা হয়েছে।'

থমথমে নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। 'আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?' অবশেষে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল হ্যাকেট।

'না, তবে হফম্যান পারবে। জোইসের সেক্রেটারির মুখেই শুনেছি, জোইস অসম্ভব অতিরিক্ত মদ্য পান করত। ঘরটা সার্চ করার পর সে কথার বহু প্রমাণ আমার হাতে এসেছে। এমনও হতে পারে, ম্যাসনের কাছে হঠাৎ করে বাধা পেয়ে নেশায় বুঁদ থাকা অবস্থাতেই বিভ্রান্ত জোইস ওকে ছুরি মেরে বসেছিল।'

হ্যাকেট চিবুকে হাত বোলাতে লাগল। 'আচ্ছা গেলার্ট নামে যে মেয়েটার কথা বলছিলেন একটু আগে, এখানে তার ভূমিকা কি?'

'সে এক বিরাট ব্যাপার। জানিনা কেন এই ঘটনার সঙ্গে আমি ওর যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি।' সুসান গেলার্টের বীমা করানো শুরু থেকে আমাদের ডেড-লেকে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা একে একে খুলে বললাম। কিন্তু ডেনির দপ্তরে আমার আর হেলেনের মধ্যস্ততা করার ব্যাপারটা কতকটা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম।

সব শুনে মিকলিন জানতে চাইল, 'কিন্তু জোইস শারম্যানের এ মেয়েটা সম্বন্ধে এতো আগ্রহই বা দেখাবে কেন? এর তো মাথামুন্ডুই বোঝা যাচ্ছে না!'

'সেটা আমার পক্ষেও বলা সম্ভব নয়। ওটা জানতে পারলে এই অদ্ভুত ইনসিওরেন্স পলিসিগুলোর রহস্যের জটগুলো একে একে খুলে যাবে আমাদের কাছে।'

'আমাদের তাহলে হাফম্যানকে ধরতে হবে,' হ্যাকেট বলে উঠল। 'ওটা হবে আমাদের প্রথম প্রধান কাজ।'

'ধরে নিন, হফম্যান কিডন্যাপ করেছে কিন্তু আমার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না, মিস শারম্যানকে কিডন্যাপ করা হয়নি এই উদ্ভট খেয়াল তোমার মাথায় এল কেন!'— চিন্তিত গলায় ফ্যান'শ বলে উঠল।

'ব্যাপারটাকে এইভাবে সাজিয়ে নিয়ে চিন্তা করুন,' হ্যাকেট আর মিকলিনের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করি, ম্যাসনকে হত্যা করার জন্য ব্ল্যাকমেল করবে জোইসকে। জোইস বুঝে গিয়েছিল, এভাবে টাকা শুষে হফম্যান ওকে নিঃশেষ করে ফেলবে। তাই ও চিরদিনের মতো উধাও হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রিক্ত হস্তেও উধাও হওয়া যায়না! তাই ও হফম্যানের সঙ্গে দেখা করে নিজের পঞ্চাশ হাজার ডলারের পলিসির কথাটা অকপটে খুলে বলে। তারপর দু'জনে মিলিত হয়ে টাকাটা হাতানোর ব্যাপারে সুন্দর এক পরিকল্পনা বানায়। সেইমতো হফম্যান মুক্তিপণ দাবি করে চিঠি লেখে আর জোইস গাড়িটা ফুটহিল বুলভার্দ ছেড়ে গা বাঁচিয়ে সরে পড়ে। এবার তাদের একটাই বক্তব্য, টাকাটা হাতে এলেই নিজেদের ভাগ বুঝে নিয়ে চিরদিনের মতো গা-ঢাকা দেওয়া।...এবার বলুন, ভাবনার এই ধারনাটা আপনাদের কি রকম লাগল?'

'আপনার চিন্তাধারার কোন অন্ত নেই,' বিরক্তির সুরে হ্যাকেট বলে ওঠে। 'এগুলো সবইতো অনুমান মাত্র। আমাদের হাতে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, কোথায় প্রমাণ? কথাগুলো অসম্ভব বলে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না, তবে পুরোপুরি ভাবে মেনে নিতেও আমার মনের দিক থেকে সাড়া পাচ্ছি না। সবার আগে আমি হফম্যানকে গ্রেপ্তার করতে চাই।'

'সব কিছুর মূলে এই লোকটা।'

'আমার কিন্তু কথাগুলো বেশ ভালোই লেগেছে,' ফ্যান'শ জবাব দিল। সময় নষ্ট না করে ম্যাডক্সকেও জানিয়ে দেওয়া হোক। মুক্তিপণের টাকাটা এখুনি দেবার কোন প্রয়োজন দেখছিনা। লয়েড যদি তার নায়িকাকে ফিরে পেতে এতই আগ্রহী, তবে সেই না হয় এখন ওটা মিটিয়ে দিক। পরে কিডন্যাপিংয়ের খবর প্রমাণিত হলে আমরা তার টাকা ফিরিয়ে দেব।'

'টাকা আমাদের যে কোন মূল্যেই দিতে হবে,' আমি বলে উঠলাম। 'রাইস ব্যাপারটা খবরের

কাগজওলাদের কানে তুলে দিয়েছে। তা নিয়ে ওরা কেচ্ছা কাহিনী শুরু করলে কোম্পানির সুনাম বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মুক্তিপণের টাকা আটকাবার একটা রাস্তাই আপাততঃ খোলা আছে—তা হলো, জোইসকে ম্যাসনের খুনী প্রমাণ করা। আর সে কাজটা আমাদের তিনদিনের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে।'

'সেটা কি এখনও প্রমাণ হয়নি?' রুক্ষ কণ্ঠে ফ্যান'শ বলে উঠল। 'সেন্ট, দেরাজের ভেতর পাওয়া কার্ড, জুতোর বাক্সে ছুরি—আর কি পাবার আশা কর তুমি?'

'হাজারে হাজারে মেয়ে জয় সেন্ট ব্যবহার করছে আজ,' আমি বললাম, 'ছুরি বা কার্ডের কথা বলছ, সে তো যে কেউ তার ঘরে গিয়ে রেখে আসতে পারে। এসব জিনিসকে মাধ্যম করে কোন কিছু প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব।'

ফ্যান'শ হ্যাকেটকে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কতদিনের মধ্যে হফম্যানের সন্ধান করতে পারবেন?'

দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তুলল হ্যাকেট, 'হয়তো কাল, কিম্বা আগামী মাসে বা বছর খানেক লেগে যাবে তার কূল-কিনারা করতে করতে। এই ব্যাপারটা নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর।'

'বাঃ চমৎকার!' ফ্যান'শ কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর। 'বুঝতে পারছেন কি, এই তিনদিনের মধ্যে তাকে না পাওয়া গেলে পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাদের গাঁট থেকে যাবে।'

'সেটা আমাকে স্মরণ না করালেও চলবে,' চেয়ার পেছনে ঠেলে মিকলিনের মুখের দিকে তাকাল হ্যাকেট। এই নতুন পরিস্থিতিতে আমরা মিস শারম্যানের অনুসন্ধানের কাজে লেগে পড়তে পারি, কি বলো?'

'হ্যাঁ। তবে কাজটা আমাদের রেখে-ঢেকে বুঝে-শুনে করতে হবে। রাইস যদি একবারও টের পায় যে আমার তার স্ত্রীকে ম্যাসনের হত্যাকারী বলে সন্দেহের তালিকায় রেখেছি, তাহলে এক্ষুণি সে আমাদের সকলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করে বসবে।'

ফ্যান'শ উঠে পড়ল। 'সে সব আপনারাই আমাদের থেকে ভালো বুঝবেন। আমরাও চলি। এসো স্টিভ, গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।'

রাস্তায় নেমে আমি ফ্যান'শকে বললাম, 'তোমাকে এখন টাকার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। কারণ হ্যাকেট যদি ওদের খুঁজে না পায় তাহলে আমাদের ভরাডুবি।'

'ঠিক আছে আমি ম্যাডক্সের সঙ্গে কথা বলব। আর স্টিভ তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা করো। ওরা যদি তোমার ওপরে গুলি চালিয়ে থাকে, সে আবার হয়তো তোমাকে মারার চেষ্টা করবে।'

'আচ্ছা দেখবো।'...

হোটেলে ফিরে এসে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমি শোবার ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম। রিভালভারটা সযত্নে ঢুকিয়ে রাখলাম বালিশের তলায়।

যা অনুমান করেছিলাম সকালে উঠে কাগজ খুলতেই চোখে পড়ে, মুক্তিপণ বীমার কথাটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। অতিরঞ্জিত করে লেখাই তাদের ধর্ম। মাডক্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয়েছিল, সে নাকি চাপের মুখে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, "মুক্তিপণের দাবি আসার পূর্বে জোইস শারম্যানের সন্ধান পাওয়া না গেলে আমাদের কোম্পানি বীমার টাকা দিতে বাধ্য থাকবে।"

ওদের টাকা পাঠানোর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত করণীয় কিছুই নেই, তার ওপর আমার হাতে সামান্য ব্যথা থাকায় আমি আপাততঃ বিশ্রাম নেওয়াটাকেই যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে করলাম।

হেলেনের খবর নিতে পেটে ইগানকে ফোন করলাম তার হোটেলে। সে জানাল, হেলেন তার কাজে ব্যস্ত।

সদাজাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি রেখে বসে আছে লেকের দিকে। মাঝে মধ্যে ইগানও তাকে সঙ্গ দেয়। তার কথা বলার ঢঙ দেখে মনে হল, নজর রাখার কাজে সেও খুব মজা উপভোগ করছে।

সন্ধ্যার সময় হেলেনের ফোন এল। ওকে সব খুলে বললাম। শুধুমাত্র গুলি খাবার কথা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। হফম্যানের নিরুদ্দেশের খবর আর জোইস শারম্যানের ম্যাসনকে হত্যা করার নিশ্চিত প্রমাণ আমার হাতে এসেছে শুনে ও বিস্ময়ে হতবাক।

'আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা, স্টিভ। ওর মতো নামকরা এক অভিনেত্রীর একটা অখ্যাত স্টেজ নর্তকীর পলিসির সম্বন্ধে তার এতো কৌতূহল থাকবে কেন? এর মধ্যে যোগসূত্র কোথায়?'

এই ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারছিনা। সমস্তটাই আমার কাছে গোলক ধাঁধা।'...

আসলে সত্যিও তাই। যত চিন্তা করছি ব্যাপারটা ততই অর্থহীন মনে হচ্ছে।

আমি চুপচাপ থাকলেও পুলিশ বিভাগ হফম্যানকে খুঁজে বার করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু জোইস শারম্যান বা হফম্যানের টিকি পর্যন্ত দেখা কোথায়ও যাচ্ছিল না।

একটা একটা করে ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে ক্রমশঃ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল কোম্পানীর মুক্তিপণ দেবার প্রবল সম্ভাবনা।

আমি নিশ্চিত খবরের কাগজে এই খবরটা ওরকম ফলাও করে না ছাপা হলে ম্যাডক্স কোন না কোন উপায়ে টাকা দেবার ব্যাপারটাই এড়িয়ে যেত। দারোয়ানটাকে খুন করাই জোইস শারম্যানের অন্তর্ধানের অন্যতম কারণ, আমার এ তত্ত্ব ম্যাডক্সের মনেও ধরেছে।

মুক্তিপণের টাকাটা ফ্যান'শ আগে থাকতেই যোগাড় করে রেখেছিল। সেগুলো বর্তমানে কড়া পাহারায় সুরক্ষিত। সহজে বহন করার জন্য নোটগুলো দুটো বড় মাপের সুটকেসে ভরে সযত্নে রাখা হয়েছে। এত টাকা একসঙ্গে দেখা আমার জীবনে এই প্রথমবার।

তৃতীয় দিন বিকেলে—আমরা সেদিন টাকা পৌঁছনোর নির্দেশ পাবার আশা করেছিলাম—আমি, ম্যাডক্স আর মিকলিন ফ্যান'শর দপ্তরে এসে আবার এক হলাম।

মিকলিনের নিকট নতুন কোন খবর ছিলনা, আর হ্যাকেটের যখন আবির্ভাব ঘটল, তার পাংশু মুখ দেখেই বুঝতে কষ্ট হল না, তার ভাগ্যেও সংবাদ কিছু জোটেনি।

'লোকটা নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও আছে,' ঘরের মধ্যে সিংহ বিক্রমে পায়চারি করতে করতে ম্যাডক্স গর্জে উঠল। 'আপনাদের পুলিশ বিভাগের অপদার্থতার জন্যে আজ আমাদের পঞ্চাশ হাজার ডলার জলে যেতে বসেছে।'

'শহরের বাইরেও সে চলে যেতে পারে,' হ্যাকেট নিজের মনেই গজগজ করে উঠল। 'অনর্থক চেঁচামেচি না করে, যদি কিছু ভেবেও থাকেন, তাহলে দয়া করে আমাদের খুলে বলুন।'

'আপনারা কি ভাবে আপনাদের কাজ করবেন সেটা বলা তো আমার কথা নয়?' খেঁকিয়ে ওঠে ম্যাডক্স। কোম্পানী এই হাড় জ্বালানি পলিসি করিয়েই 'আমার জন্য যথেষ্ট মাথাব্যথা জুটিয়ে রেখেছে।'

'শারম্যানের বাড়ি হয়ে আমি একবার আসি', একঘেয়ে কথোপকথন শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। তাই নিজের অজান্তেই কতকটা বিরক্ত হয়েই জবাব দিয়ে বসলাম। 'কোন খবর এলেই আপনাদের ফোন করে না হয় জানিয়ে দেব। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তখন হয়তো ফাঁদ পাতার কোন সুযোগ মিলেও যেতে পারে।'

'তার কোন সম্ভাবনার অবকাশ নেই,' হ্যাকেট বলে উঠল। 'নির্দেশ দেবার আগে ওরা আপনাকে বহু মাইল দূর নিয়ে যাবে। ওদের আমি সকলকেই প্রায় চিনি। ফাঁদ পাতার কথা ওরা আগে থাকতেই পরিকল্পনা করে নেয়।'

'ওঁকে একটা শর্টওয়েভ রেডিও লাগানো গাড়ি দিচ্ছেন নাই বা কেন?' মিকলিন জানতে চাইল।

'ওটার মাধ্যমে উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। নিজেদের আড়াল করে মাইল খানেক দূর থেকেও ওঁর সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রেখে চলতে পারি।'

'এইতো, বাঃ!' ম্যাডক্স পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'এতক্ষণে একটা মনের মতো মতলব পাওয়া গেল। মিঃ হ্যাকেট, আপনি কী বলেন?'

'আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করে ফেলছি। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, মিঃ হারমাস।'

'মিকলিন টাকাটা আনার সময় আমাদের একটা সেরা বেতার গাড়ি আপনার জন্য মনে করে নিয়ে আসবে। ওর এরিয়ালটা আমি বরং খুলে নেব। কোনরকম ঝুঁকি আমরা আর নিতে চাই না।'

'ঠিক আছে, তাহলে চলি আমি।'

রাস্তায় নেমে পাশ-পথের ওপর দিয়ে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলছি, এমন সময় গুডইয়ারকে ফ্যান'শর দপ্তরের দিকেই আসতে দেখলাম।

'আরে অ্যালান?' ওকে দাঁড় করালাম। 'দাঁড়া, দাঁড়া। আমাকে একটু শুভেচ্ছা-টুভেচ্চা জানিয়ে যা। শারম্যানের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম। আমাদের অনুমান টাকা পাঠানোর নির্দেশ আজই পেয়ে যাব।'

'জোইসের দেখা এখনও মেলেনি?'

'নাঃ। সেইসঙ্গে হফম্যানও বেপাত্তা'

'টাকা তাহলে আমাদের-ই দিতে হচ্ছে?' গুডইয়ারকে ভীষণ বিব্রত দেখাচ্ছিল। 'ওহ, কি কুক্ষণে যে পলিসিটা করিয়েছিলাম!'

'ওসব ছাড়্ তো। শোন্, প্রয়োজন তেমন না হলে ওখানে না হয় এখন নাই যাস্।' ম্যাডক্স বর্তমানে ক্ষেপা ষাঁড়ের দাখিল।

গুডইয়ার মুখ বিকৃত করল। 'তাহলে থাক। যথেষ্ট ঝাড় খেয়ে গেছি ওর কাছ থেকে। আচ্ছা স্টিভ, টাকাগুলো পরে সন্ধান করার কোম উপায়-ই কি নেই?'

'মানে আমার হাতছাড়া হওয়ার পর?...আমি তো কোন সম্ভাবনাই দেখছি না। নোটগুলো সব ছোট অঙ্কের। ফ্যান'শ ওগুলোর নম্বর নেবারও সময় পেয়ে ওঠেনি।'

'অর্থাৎ ওদের ধরতে না পারলে আমাদের সব টাকা জলে গেল?'

'তা তো গেলই। তবে সান্ত্বনা একটাই...বিনা খরচে আমাদের কোম্পানির প্রচার বেশ ভালো ভাবেই হয়ে যাচ্ছে।'

'ও শালাদের ধরার জন্য পুলিশ কি করছে? কিছু করা যায় না, এটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়!'

'ওরা আমাকে একটা রেডিও কার দিচ্ছে। এইরে, বলে ফেললাম! তুই আবার মুখ ফসকে কাউকে বলে দিস না যেন। ভাগ্য সদয় হলে হয়তো ওদের ধরে ফেলতেও সফল হব। মাইল খানেক পেছন থেকে পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।'

গুডইয়ারের মুখ এই প্রস্তাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'বাঃ জব্বর মতলব মাথা খাটিয়ে বের করেছ বটে! তুই কিন্তু সাবধানে থাকিস স্টিভ, বিপজ্জনক কাজে ঝুঁকি তো আছেই।'

'তা জানি। আচ্ছা, মিস শারম্যানের সঙ্গে কথা বলে তোর কী মনে হয়েছিল?'

'কোন দিক দিয়ে?'

'শুনলাম ও নাকি অসম্ভব মাল টানে! তোর কী সেরকম কিছু মনে হয়েছিল?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল গুডইয়ার। 'কই, আমার চোখে তো সেরকম কিছু পড়েনি। আমার সঙ্গে বসে বসে দিব্যি কাজের কথা বলে গেল।'

'ওর সেক্রেটারিকে দেখেছিস? মেক্সিকানদের মতো যাকে দেখতে?'

'দর্শন হয়েছে বৈকি। ঐ তো আমাকে সঙ্গে করে জোইসের কাছে নিয়ে গেল।'

'তাহলে পলিসির কথা সেও জানে?'

মাথা নাড়ে গুডইয়ার।

'ও জানে আমি চুরি আর আগুনের পলিসিটার জন্যই গেছি। নতুন পলিসিটার বিষয়ে ও কিছুই জানে না।'

'ওঃ, গোয়েন্দা হবার মজা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আচ্ছা, চলি।'

'অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল আমার, স্টিভ। তোর এই যাত্রায় আমারও তোর সঙ্গী হতে মন চাইছে। এ দায়িত্বটা আমি সম্পূর্ণভাবে আমার বলেই মনে করি।'

'যাকগে, বাদ দে।' ওর পিঠে চাপড় মেরে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলাম আমি।

শারম্যানের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছতে আমার মিনিট দশেক মতো লাগল। ঘড়িতে ঠিক সোয়া ছ'টা। কতকগুলো তাগড়াই চেহারার সেপাই বাড়ির বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। নিজের পরিচয় প্রমাণ করার পরই বাড়িতে ঢোকার অনুমতি মিলল।

সাদা ফ্লানেলের প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জী পরে চাতালে পায়চারি করছিল পেরি-রাইস। আমাকে দেখে রেলিংয়ের কাছে এসে বলল, 'আসুন।'

'কোন খবর আছে?'

'নাঃ। ওরা কিছু জানিয়েছে?'

'নাঃ।' চঞ্চল চোখের দৃষ্টি রাইসের। চাপা উত্তেজনায় হাতের আঙুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

'টাকা যোগাড় রাখা আছে। ওরা খবর দিলেই মিকলিন নিয়ে আসবে।'

'ওদের দাবি ছিল ছোট নোট, তাই রাখা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ।'

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল রাইস। 'বেশ। কোন ভুল পদক্ষেপ নেওয়া হোক আমি চাইনা। আমার স্ত্রী যেমন গেছে তেমনি অক্ষত অবস্থায় যেন ফিরে আসে।' টেবিলে সাজানো পানীয়ের বোতলগুলোর দিকে আমাকে চাইতে দেখে বলে উঠল, 'আপনি পছন্দমতো ঢেলে নিন। এই মুহূর্তে আপনাকে সঙ্গ দিতে আমি অপারগ। অনেক কাজ আছে।' বলেই ওখান থেকে সরে পড়ল।

খানিকটা হুইস্কি,সোডা সহযোগে সদ্ব্যবহার করার পর আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। বারান্দায় অসম্ভব রোদের তাত। মনের মধ্যে চিন্তার বোঝা না থাকলে বাগানের দৃশ্যটা হয়তো উপভোগ করতে পারতাম। কিন্তু ভাগ্যে নেই। অগত্যা বসে বসেই ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ করে মনে হল, জোইস শারম্যান যদি সত্যি সত্যিই ম্যাসনকে হত্যা করে থাকে, তাহলে এরকম বিলাসিতার জীবন ছাড়তে তার কষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ও গা ঢাকা দিয়ে আছেই বা কোথায়?...প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকার পর গরমে উত্যক্ত হয়ে উঠে পড়তে বাধ্য হলাম। দেখা যাক কথা বলার মতো এখানে কারুর দেখা পাই কিনা। মীরা ল্যাসটিস হলেই সব থেকে ভালো, অবশ্য অন্য কেউ হলেও কোন আপত্তি নেই।

হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গেলাম। ওখানে একটা সিঁড়ি, নীচের গোলাপ বাগান পর্যন্ত নেমে গেছে। নেমে ফুলগুলো দেখব কিনা তাই ভাবছি, এমন সময় একজনের গলা কানে এল। গলার আওয়াজ আসছিল খুব কাছের একটা খোলা জানালা থেকে। এক মুহূর্ত শুনতেই বুঝতে অসুবিধা হলনা ঐ কণ্ঠস্বর মীরার। ও বলছিল : 'তুমি এতো জোরের সঙ্গে কী করে ও কথা বলতে পার? ও তো ফিরেও আসতে পারে! তুমি এতো নিশ্চিত হচ্ছ কীসের জোরে?'

' নিঃশব্দে জানালার কাছে এসে কান পাতলাম। 'ও কখনোই ফিরবে না,' রাইসের গলা, 'কেন ফিরবে না তা ঠিক বলতে পারব না, তবে ফিরবে না সে আমি জানি। ইন্‌সিওর কোম্পানির টাকা মিটিয়ে দিলেই আমরা এখান থেকে সরে পড়তে পারি। যাচ্ছো তো আমার সঙ্গে?'

'যাবো। আমার কাছে এর থেকে সুখের আর কীই বা হতে পারে। তবে ও যে ফিরছে না একথা নিশ্চিতভাবে না জানা পর্যন্ত আমি এক পাও নড়ব না এখান থেকে।'

'আমি তো বলছি ও আর ফিরছে না—তুমি কেন আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইছ না?' উত্তেজনায় রাইস ফেটে পড়ে। 'ওরা যদি তাকে প্রাণে মেরে না থেকে থাকে, এতক্ষণে মদ ছাড়া ও কিছুতেই থাকতে পারবে না, মদে ডুবে থাকাই যার ধর্ম। যাবার সময় ওর হাল তো স্ব-চক্ষেই দেখলে?'

'তোমার ওকে যেতে দেওয়া একদমই উচিত হয়নি, পেরি। আমার অবশ্য কিছুই করণীয় ছিলনা, কিন্তু যে অবস্থায় ও গেছে তা দেখে আমার বুক ধড়ফড় করছিল। তুমি ওকে আটকানোর চেষ্টা অন্ততঃ করতে।'

'জাহান্নামে যাক ও!' খেঁকিয়ে ওঠে রাইস। 'ও চলে যাওয়াতে আমি খুশী। কিডন্যাপের পরিবর্তে ওর মৃত্যু হলে আমি আরও খুশী হতাম।'

'পেরি, একটা সত্যি কথা বলবে?...সত্যি সত্যিই কী ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর গুরুগম্ভীর গলায় রাইস প্রশ্ন করল, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'দেখো পেরি, অমন চোখে আমার দিকে তাকিও না,' ভয়ার্ত গলার স্বর মীরার। 'তুমি কি করে এতো জোর দিয়ে বলছো যে ওর ফেরার আর কোন সম্ভাবনাই নেই? প্যারিসে যদি যাওয়া হয়, টাকা আসবে কোত্থেকে?...প্লিজ পেরি, আমার কাছে যা সত্যি তাই বল। আমি জানি তোমার কাছে ফুটো কড়ি, নেই—অত বোকা নই আমি। বিলগুলো আমাকেই মেটাতে হয়। হাজার হাজার

টাকার দেনা ওর মাথায়, তোমারও একই অবস্থা। তুমি কী ভাবে...'

দোহাই তোমার চুপ করবে?' খরখরে গলায় রাইস বলে ওঠে। 'এসব কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। যাবে তো বলো, না হলে আমি একাই চলে যাব।'

'কেন এরকম করে বলছো, গো? তুমি কী বুঝতে পারনা তোমার প্রতি ভালবাসা আমার কতখানি? প্লিজ...'

'তাহলে তোমার এই অনর্থক প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ আপাততঃ বন্ধ রাখো। আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দাও। শীঘ্রই যদি বেড়িয়ে পড়তে হয় আমাকেও অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। যাও, নিজের কাজ করো তুমি।'

নিঃশব্দে জানলা থেকে সরে গিয়ে দৌড়ে বারান্দায় পূর্বের সেই নির্দিষ্টস্থানে ফিরে এলাম। ফ্যান'শকে ফোনে করার আগেই বাড়ির নিঝুম বিভীষিকাময় নিস্তব্ধতা চুরমার করে ঝনঝন শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

সিঁড়ির দরজা খুলতেই রাইসকে চোখে পড়ল। তার চোখের শৃগাল চাউনি আমাকে চমকে দিল।

'কিডন্যাপারদেরই ফোন হবে হয়তো। উত্তরটা আপনি দিন—তবে তাড়াতাড়ি।' ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

তিনলাফে টেলিফোনের কাছে পৌঁছে আমি রিসিভার তুলে ধরলাম। 'হ্যালো! জোইস শারম্যানের বাড়ি থেকে বলছি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর একটা চাপা গলা ভেসে এল ঃ 'কে কথা বলছেন?'

'আমি হারমাস—ন্যাশানাল ফিডালিটির কর্মী।' গলাটা চিনতে পেরেছি। প্রথমবার নির্দেশ দেওয়ার সময় এই লোকটাই কথা বলেছিল।

'আমাদের টাকা প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ।'

'ছোট ছোট নোটে তো?'

'হ্যাঁ, কুড়ি ডলারের ওপরে কিছু নেই।'

'বেশ। শুনুন এখন। এলমো স্প্রিংস চেনেন?'

'চিনি।' লস এঞ্জেলসের একশো মাইল উত্তরে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট শহর এলমো স্প্রিংস।

'ওখানে পৌঁছতে আপনাদের সময় দেওয়া হল ঘণ্টা তিন। পরের নির্দেশ ব্লুটাঙ্গেল পেট্রল পাম্পে গিয়ে পাবেন। আর শুনে রাখুন।... কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে ক্ষতিটা কিন্তু শারম্যানের ভাগ্যে জুটবে।'

'অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই,' নরম গলায় বলি আমি। 'টাকা আপনি ঠিকই পাবেন। কিন্তু আপনাদের কথার কী গ্যারান্টি, টাকা দিয়েও আমরা মিস শারম্যানকে ফেরত পাবোই?'

'মনে করছেন ওকে আমাদের কাছে বন্দী রাখব? ভয় নেই। কুত্তিটা আমায় সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। ও মাগী এতক্ষণে যত বোতল মাল তার পেটে ঢেলেছে তাতে একটা নৌকা ভাসানো যেতো।'

'ওকে একবার নিয়ে আসুন তো। আমি কথা বলব।'

'ও এখানে নেই, বন্ধু,' লোকটার গলার স্বর এখন অনেক হাল্কা। 'আর থাকলেও হেঁটে আসার মতো টেংরির জোর ওর থাকতনা।'

'আচ্ছা, এবার বলুন, ওকে আমরা ফেরত পাচ্ছি কি ভাবে?'

'মালকড়িগুলো মিটিয়ে দিন, বলে দেব। যাক, ওসব বাজে প্রসঙ্গ এখন থাক। তিনঘণ্টার মধ্যে টাকা আমার কাছে যেন এসে যায়।'

ক্লিক শব্দে লাইন কেটে গেল।

ফ্যান'শর নম্বর ডায়াল করতে করতে আমি রাইসকে বললাম, 'এলমো স্প্রিংস, তিন ঘণ্টার মধ্যে। ওখানে গেলে অন্য নির্দেশ পাব।'

'জোইসের সম্পর্কে কী বলল লোকটা।' কাঁপা কাঁপা গলায় জানতে চাইল রাইস।

'টাকা পেলে জানাবে।'

হ্যাকেট ফোন ধরল আমায় কোথায় যেতে হবে তাকেও জানালাম। শুনে সে বলল, 'ঠিক আছে, এক্ষুণি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। আপনি এলমো স্প্রিংস এ পৌঁছনোর আগেই আমাদের গাড়ি দুটো যথাসময়ে সেখানে চলে যাবে।' ধন্যবাদ বলে আমি ফোন রেখে দিলাম।

রাইস আমার নিকট এগিয়ে এল। 'ওরা কোন জাল পাতার ফন্দি আঁটছে না তো?'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালাম। 'সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া মিস শারম্যানকে ফিরিয়ে আনতে আমাদের আগ্রহ আপনার থেকে কিছু কম নয়।'

স্থির চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর, আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে বেড়িয়ে গেল রাইস। আমি আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মিনিট দশেক পরে একটা গাড়ি তীব্রগতিতে ছুটে এসে বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়াল। নীচে নেমে এলাম দ্রুত পদক্ষেপে।

মিকলিন আর ম্যাডক্স গাড়ি থেকে নামল। পেছনের সিটে রাখা দুটো বিরাট স্যুটকেসের দিকে চোখ পড়ল আমার। 'নিন,' মিকলিন বলে উঠল, 'এবার রওনা হয়ে যান। যোগাযোগ রাখবেন, আপনার পেছনেই আমরা থাকব। ভাগ্যে থাকলে তাকে আমরা ধরেই ছাড়ব।'

ধীরে-সুস্থে গাড়িতে উঠে বসলাম আমি। 'এলমো স্প্রিংস-এ পৌঁছে আমি...' কথাটা শেষ করার আগেই রাইস হাজির। মিকলিন থামানোর আগেই গাড়ির দরজা খুলে শর্টওয়েভ রেডিও সেটটা তার চোখে পড়ে গেল।

'হুঁ, তাহলে এই ছিল আপনাদের মতলব!' দাঁত কিড়মিড় করে বলে ওঠে রাইস। 'জাহান্নমে যান আপনারা। আমি এর আগেও বলেছি, কোনরকম ছল-চাতুরির আশ্রয় যেন না নেওয়া হয়। নামুন, গাড়ি থেকে!'

'যেখানে আছেন ওখান থেকে একপাও নড়বেন না!' ম্যাডক্স তাকে টেনে ধরল। 'কাজটা পরিচালনার দায়িত্ব আমার। টাকাটা যখন আমাদের, আর...'

'আমি ওকে কখনোই গাড়ি নিয়ে যেতে দেব না।' ম্যাডক্সের হাত ছাড়িয়ে আমার নিকট আসার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় রাইস। 'জোইসের যদি কিছু হয়ে যায়...'

আমি তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন চালু করে বেড়িয়ে গেলাম। ম্যাডক্স আর মিকলিন দু'জনে মিলে রাইসকে সামলাতে লাগল।...

শারম্যানের বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলাম প্রায় সাতটা নাগাদ। লস এঞ্জেলসের যানবাহনের ভিড়ে প্রথমটায় বেশি জোর এগোনো সম্ভবই হচ্ছিল না, কিন্তু হাইওয়েতে পড়া মাত্র গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি সড়কে গাড়ি চালাতে যথেষ্ট অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল, তবে জায়গাটার কাছাকাছি আসার পর দেখতে পেলাম, আমার হাতে সময় তখনও মিনিট দশ আছে।

একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালাম। বেতার যন্ত্রটা একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ছোট্ট একটা ইস্পাতের আকাশ-তার খাটিয়ে আমি সঙ্কেত জানালাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাকেটের দিক থেকে উত্তর এল।

আমি বলে উঠলাম, 'দেখছিলাম যন্ত্রটা ব্যবহার করা যায় কিনা?'

'আপনার গলা আমরা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি,' গমগম করে উঠল হ্যাকেটের কণ্ঠস্বর। 'এগিয়ে যান আপনি। আমরা ঠিক আধমাইল পেছনেই আছি।'

'এরপর এলমো স্প্রিংস-এ পৌঁছেই যোগাযোগ করব।'

রেডিওটা বন্ধ করে, আকাশ তারটা খুলে রেখে আমি এবার গাড়ি চালাতে মন দিলাম। এবারের রাস্তা ভালো। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পাঁচ আগেই এলমো স্প্রিংস-এ পৌঁছে গেলাম। দূরে বড় রাস্তার ওপর নীলরঙের নিয়ন আলোর ত্রিকোণ দেখা যাচ্ছিল। গাড়িটা সেখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালাম।

পেট্রল-পাম্পে টিমটিমে আলো। জায়গাটা একেবারে নির্জন। তিনটে পাম্পের পাশে ছোট্ট একটা অফিস ঘর। আমাকে দেখে সাদা পোষাক পরা একটি ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

পেট্রল বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম, হাত-পা গুলো একটু খেলাতে হবে। ছেলেটি গাড়ির পেট্রল ভরার ঢাকনিটা খোলার জন্য এগোতেই তাকে দেখে বলে উঠলাম, 'আমার নাম হারমাস। আমার জন্য একজনের এখানে খবর রেখে যাওয়ার কথা, এ বিষয়ে তুমি কিছু জানো?'

'নিশ্চয়ই। আপনার নামে একটা চিঠি আছে আনছি।'

ঘরের মধ্যে থেকে খাম হাতে বেড়িয়ে এল সে। খামের ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আমার নাম। খামটা নিয়ে গাড়ি থেকে সরে এসে টিমটিমে আলোর নীচে দাঁড়ালাম।

লেখাটা সংক্ষিপ্ত ঃ

এখান থেকে ক্যানিয়ন পাসে চলে যান। পরবর্তী
নির্দেশ হাইওয়ের পথ নির্দেশিকার তলায় পাথর চাপা দিয়ে রাখা আছে।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে ছেলেটার কাছে জানতে চাইলাম,

'যে লোকটা তোমাকে এই চিঠিটা দিয়েছিল তাকে কেমন দেখতে বলতে পার?'

'আমি তাকে দেখিনি। আধঘণ্টা আগে একটা বেনামী ফোন আসে। সেই আমাকে বলে আপনার জন্য একটা চিঠি এখানে থাকবে। ঠিক দশ মিনিট পরে আমার টেবিলের ওপর কয়েকটা টাকার সঙ্গে এই খামটা পেয়েছিলাম।'

'সত্যি বলছো তাকে তুমি দেখোনি? দেখো, দেখলে কিন্তু এক্ষুণি দশ ডলার তোমার ভাগ্যে জুটে যাবে।'

ছেলেটির জীবনে এই প্রথমবার হয়তো এতো ডলার প্রাপ্তির সুযোগ ঘটল। আকস্মিক ভাবেই এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। 'আমি দিব্যি গেলে বলছি বাবু তাকে দেখিনি। ইস্ দশ পাত্তি!'

পাঁচ ডলারের একটা নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। 'এখান থেকে ক্যানিয়ন পাস কীভাবে যাব বলো দেখি?'

ছেলেটি নির্দেশ দিল আমাকে।

'এখান থেকে জায়গাটা কত দূর?'

'কম করে তিরিশ মাইল তো বটেই। বড় রাস্তা থেকে একবার পাহাড়ি সড়কে পড়লে ও জায়গায় আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন। ওখানে যাবার ওটাই এক মাত্র রাস্তা।'

ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। মাইল খানেক এগোবার পর গাড়ি দাঁড় করিয়ে আবার যোগাযোগ করলাম হ্যাকেটের সঙ্গে।

'ক্যানিয়ন পাসের দিকে এগোচ্ছি। লিখিত নির্দেশ হাতে এসেছে তবে চিঠি প্রেরককে পেট্রল পাম্পের ছেলেটি দেখেনি। ক্যানিয়ন পাস জায়গাটা জানা আছে তো?'

হ্যাকেট মৃদু কণ্ঠে অশ্রাব্য এক গালি আমার উদ্দেশ্যে বর্ষণ করার পর বলল, 'জানি। ওখানে যাবার রাস্তা ঐ একটি, গা ঢাকা দেবার মতো কোন স্থান সেখানে নেই। লোকটা অসম্ভব রকমের ধূর্ত। ঠিক আছে মিঃ হারমাস, আপনি একাই এগিয়ে যান, ওর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না, ও ঠিক ধরে ফেলবে আমাদের।'

'অন্ধকারও হয়ে এসেছে, ওখানে যেতে যেতে রাত আরো বাড়বে, আলো নিভিয়েও আসতে পারবেন না?'

'অসম্ভব। রাস্তাটা একবার দেখলেই বুঝে যাবেন। আলো জ্বালিয়েই পথ চলা দুঃসাধ্য, সেখানে আলো না জ্বালিয়ে চেষ্টা করাতো আত্মহত্যার সামিল। আমরা নীচে অপেক্ষা করব। আমি চেষ্টা করছি তিনটে গাড়িকে পাহাড়ের উল্টো দিকের রাস্তায় পাঠিয়ে দিতে, তবে অতখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে তারা সময় মতো পৌঁছতে পারবে বলে তো মনে হয়না।'

'তাহলে এখন থেকে আমি একা এই পথের পথিক, তাইতো?'

'একরকম তাই। লোকটা যদি ঐ রাস্তা দিয়েই ফেরে, তাহলে আমরা তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারি।'

'টাকা উদ্ধারের এর থেকে ভালো মতলব আর হয়না, তবে ব্যাপারটা আমার পক্ষে মোটেই সুবিধের নয়। ধরুন, সে যদি আমাকে শেষ করে দেবার মতলবে থাকে?'

'আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম কাজটায় ঝুঁকি আছে', হ্যাকেটের কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ল, 'যদি আর এগোনোর বাসনা না থাকে, ওখানেই অপেক্ষা করুন। মিকলিনকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না, আমি-ই যাবো' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিই। 'ক্যানিয়ন পাসে গিয়ে আবার যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে। গাড়িগুলো আমি পাঠাচ্ছি। ধীরে সুস্থে চালাবেন। ওদিকে পৌঁছতে আমার লোকদের একটু সময় লেগে যাবে।'

গ্রাহক নামিয়ে রেখে ইঞ্জিন চালু করালাম। সহসা ঠাণ্ডা আর কঠিন কিছু আমার ঘাড়ের পেছন স্পর্শ করতেই ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠলাম। জিনিসটা আমার চেনা। ওটা রিভালবার। দুটো হাত শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরে পাথরের মতো বসে রইলাম আমি। প্রতি মুহূর্তে খুলি উড়ে যাবার তীব্র আশঙ্কা।

'নড়ো না—তাকাবার চেষ্টা কোরো না, অচেনা কণ্ঠ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল। 'কথা না শুনলে মুণ্ডুর ঘিলুগুলো কোলে ছড়িয়ে পড়বে।'

অস্বীকার করে লাভ নেই। ভয়ে আমি হিম হয়ে গিয়েছিলাম। কিডন্যাপ যে করেছে সে সশরীরে আমার পেছনে। পেট্রল পাম্পের পেছনে বসে যখন কথা বলছিলাম সেই সুযোগে লোকটা গাড়িতে উঠে পড়ে। অর্থাৎ ঐ ছেলেটা এরই সহযোগী। এর আরও একটা অর্থ দাঁড়ায়। এ ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করার পর ছেলেটাকে যে পুলিশের হাতে তুলে দেব সে উপায় তারা আর রাখবে না।

'চালাও! যা বলছি সেই মতো কাজ করো, নয়তো ঐ ভুলটাই তোমার জীবনের শেষ, ভুল হবে।'

লোকটা রিভালবারের ঠাণ্ডা নলটা ঘাড়ে পেঁচাতে হিমের স্রোত নামতে শুরু করে দিল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

কাঁপা কাঁপা হাতে কোনরকমে স্টিয়ারিং ধরে আমি এগিয়ে চললাম।

মাইলখানেক যাবার পর পেছন থেকে লোকটার নির্দেশ এল, 'বাঁদিকে ঘুরে চলতে থাকো।' ক্যানিয়ন পাসের ঠিক উল্টো দিকের পথে ঘুরে যাচ্ছি আমি। তাই সাহায্য লাভের শেষ আশ্রয়টুকুর আশাও ছাড়তে হল। ফোঁটা ফোঁটা ঘামের বিন্দু নাক গড়িয়ে হাতের ওপর এসে পড়ছিল। ভাগ্য ভালো, হেলেন এখানে উপস্থিত নেই, না হলে আমার এই হাল সে বোধহয় সহ্য করতে পারত না। পৌরুষ, সাহস, সব কিছু খুইয়ে রিক্ত হস্তে নিঃসঙ্গ হয়ে বসে আছি।

'চালাকি করতে গিয়েছিলে, অ্যাঁ?' পেছন থেকে ব্যঙ্গের সুর বেজে উঠল লোকটির কণ্ঠ থেকে। 'এখন দেখার বিষয় বুদ্ধির দৌড় কার বেশি। কোন বাজিতে টাকা লাগাতে হয় আমি ভালোভাবেই জানি।'

'অচেনা লোকের সঙ্গে বাজি ধরার মানসিকতা নেই আমার,' আমার গলাটা বর্তমানে ব্যাঙের ডাকের মতো শোনাল। নিজের দুর্বলতায় নিজেই বিরক্ত। 'আমরা চলেছি কোথায়?'

'অস্থির মনটা গাড়ি চালানোয় দিলেই ভালো—কথা বলো না।'

মুখে কুলুপ এঁটে বাধ্য ছেলের মতো গাড়ি চালাতে লাগলাম। লোকটার নির্দেশ মতো প্রথমে বাঁ দিকে তারপর ডায়ে বেঁকে আবার ঘুরে গেলাম বাঁ-দিকে। কোন পথে চলেছি তার বিন্দু মাত্র ধারণা আমার নেই। কুড়ি মিনিট এভাবে চলার পর পেছন থেকে কণ্ঠস্বরে এবার নির্দেশ ঃ 'ঠিক আছে, এখানেই চলবে। গাড়ি থামাও।'

আমাদের একপাশে ছিল ঝোপঝাড় আর অন্য পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা হাহাকার শূন্যতা। জায়গাটা জুড়ে বিরাজ করছে মহাশ্মশানের স্তব্ধ নীরবতা। অনেক নীচে কতকগুলো গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে পাহাড়ী সড়ক বেয়ে উঠে আসছিল। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আমার—তবে তার সঠিক কারণ পাহাড়ের উচ্চতা না মনের ভীতি সেটা ঠিক এই মুহূর্তে বলা সম্ভব হচ্ছে না।

'জোইস শারম্যানের কী হল? গাড়ি থামিয়ে আমি জানতে চাইলাম।'

'তোমার কী মনে হয়। ঘরছাড়া হওয়ার দুঃখে বেচারি মারা গেছে? নাও, এখন চুপ করে যা বলছি শোনে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে একবার জানাও যে, তুমি ক্যানিয়ন পাসে এসে গেছ। গলার স্বর যেন স্বাভাবিক থাকে, কোথাও একটু বেচাল দেখলেই আমার হাতের জিনিসটা গর্জে উঠবে।'

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে জোইস শারম্যান আর জীবিত নেই। তাকেও মেরে ফেলা

হয়েছে?'

মাথার পেছনে অতর্কিত সজোরে এক বারি পড়তেই চোখে সর্ষেফুল দেখলাম।

'চোপ! পুলিশকে ফোন করো।'

হ্যাকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

'আমি ক্যানিয়ন পাসে পৌঁছে গেছি।' সারা শরীরে ঘামে সপসপ করছে। রিভলভারের নলটা আমার ডান কানের ওপর। আমি জানি, হ্যাকেটের সঙ্গে কথা শেষ হতে যতক্ষণ দেরী, তারপর আমার জীবনেও যবনিকা নেমে আসবে।

'ওকে বলো, নির্দেশ মতো টাকাটা তুমি মাইল পোস্টের তলায় রেখে দিচ্ছো,' আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল লোকটার ঠোঁট। 'আমাকে এখানে টাকা দিতে হবে,' হ্যাকেটকে বললাম। আমার ডান হাতটা ধীরে ধীরে গাড়ির দরজার হাতলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ওগুলো আমি মাইল পোস্টের নীচে রেখে দিচ্ছি।'

'আশে পাশে কেউ কোথাও নেই?' হ্যাকেটের প্রশ্ন।

'না।'

'ঠিক আছে, টাকাটা রেখে ফিরে আসুন। রাস্তায় কোন লাল আলো চোখে পড়লে হেডলাইটটা তিনবার জ্বালাবেন আর নেভাবেন। না হলে আপনাকেও গুলি হজম করতে হবে। আচ্ছা, ছাড়ছি।'

হাতলটা ঠেলেই বুঝতে কষ্ট হলনা, দরজা খুলে গেছে। লাইনটা কেটে যাওয়া মাত্র সজোরে একটা হাত ওপর দিকে চালিয়ে এক ঝটকায় বাইরে এসে পড়লাম। সাঁই সাঁই শব্দে কয়েকটা গুলি ছুটে এল।

আমি গড়িয়ে রাস্তার ধারে আসবার আগেই একটা গুলি রাস্তায় পড়ে ধূলো ময়লায় ভরিয়ে দিল আমার মুখবদন। মরিয়া হয়ে পাহাড়ের প্রসারিত একটা অংশ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম। লোকটাকে এবার চোখে পড়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে গাঁট্টা-গোঁট্টা একটা ছায়ামূর্তি দৌড় আসছিল আমার দিকে। তৃতীয়বার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার প্রবৃত্তি তার নেই। নিজের রিভলভারটা বের করার সুযোগও পেলাম না। কাছাকাছি আসতেই লোকটার হাতে ধরা রিভলভারটা আমার দিকে উঠতে লাগল। সব চিন্তাভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে নীচের ফাঁকা অন্ধকার লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলাম।...

।। আট ।।

সিগারেটের শেষ অংশটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে হ্যাকেট হুইসাল-এর মতো শিস্ দিয়ে উঠল। 'আপনি তাহলে নিশ্চিত যে, লোকটা হফম্যান নয়?'

'না, এ লোক সে লোক নয়,' যন্ত্রণাগ্রস্ত পাদুটো কোন ক্রমে সোজা রেখে বসলাম। সারা শরীর জুড়ে ব্যথা, যন্ত্রণার এই চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছিল, একটা ট্রেন যেন আমার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

লস-এঞ্জেলসগামী একটা গাড়ীর লোকেরা আমার আর্তচিৎকার তাদের কানে না পৌঁছত তাহলে হয়তো কোনদিনই এখানে পৌঁছবার ক্ষমতা আমার হতো না। পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার দৃশ্যটা হয়তো দুঃস্বপ্নের আকার নিয়ে আমাকে অনেকদিন তাড়া করে ফিরবে। ...'হফম্যান যেমন লম্বা তেমন বিশাল চেহারা। তবে অনেকটা বেঁটে, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য বেশ ভালো। পেট্রলপাম্পের ছোকরাটাকে জেরা করে তার মুখ থেকে কিছু পেলেন?'

'আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই, সে হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। আপনার বন্ধু তাকে মাথার পিছন দিক থেকে গুলি করেছে।'

'উঃ!' রাগে আর বিরক্তিতে ফেটে পড়তে মন চাইছিল। মনের এই ইচ্ছাকে দমন করে বললাম, রাইস কী বলছে?'

'সে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে,' মিকলিন বলে উঠল। 'স্ত্রী যে জীবিত নেই একথা সে টের পেয়ে গেছে।'

'কিডন্যাপারদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার বহু আগেই সে এ বিষয়ে জানত।' মীরা ল্যাসটিস

আর রাইসের মধ্যে সংলাপগুলো তার কাছে খুলে বললাম।

'তাহলে এই ঘটনার সঙ্গে সে-ও জড়িত,' সব শোনার পর চিন্তিত কণ্ঠে প্রকাশ করল হ্যাকেট।

ভিন্নমুখী দুটো সূত্রধরে আমরা কাজে এগোতে পারি,' আমি বললাম। 'একটা, জোইস শারম্যান স্যালনকে হত্যা করার পর হফম্যান তাকে ব্ল্যাকমেল করছিল, যার জন্য সে কিডন্যাপ হবার নাটক করে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাবার চেষ্টায় আছে। আর তা যদি না হয়, জোইসের অবধারিত অধঃপতন দেখে, মীরা ল্যাসটিসকে বিয়ের জন্য রাইস নিজেই স্ত্রীকে কিডন্যাপ করেছে। এর মধ্যে যে কোন একটা সম্ভাবনা সত্যি হতে পারে। রাইসের যদি এ ব্যাপারে হাত থাকে, তাহলে যে লোকটা আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে, সে অবশ্যই তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবেই—কারণ, প্রথমতঃ মুক্তিপণের পুরো টাকাটাই তার হাতে, আর দ্বিতীয় হল, রাইসেরও তাতে অংশ আছে। আপনারা কয়েকজন লোককে ওর ওপর দিবারাত্রি পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করছেন না কেন?'

'ঠিক বলেছ,' হ্যাকেট বলল। 'আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'আর যদি কিছু বলার না থেকে থাকে আমার একটু ঘুমের প্রয়োজন।' আমি বলে উঠলাম। 'আপনারা এবার কী করবেন?'

'আমাদের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' গম্ভীর কণ্ঠে মিকলিন জবাব দিল। 'আমাদের এখন কাজ হল কিডন্যাপারটার পিছু নিয়ে মিস শারম্যানকে খুঁজে বার করা।'

দায়িত্ব ওরা ওদের ঘাড়ে নিচ্ছে শুনে খুশী হলাম। প্রচুর ধৈর্য আর সুসংবাদ নিষ্ঠাচারের সঙ্গে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এখানে—একজনের কাজ এটা নয়। হয়তো লোকটা ধৈর্য হারিয়ে এমন কিছু ভুল করে বসবে যেটার মাধ্যমে সে আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। একমাত্র পুলিসের পক্ষেই এইরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব।

একটা ট্যাক্সি ধরে কালভার হোটেলে ফিরে এলাম। লাউঞ্জের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নিজের নাম শুনে পেছনে তাকাতেই দেখি, স্বয়ং অ্যালান গুডইয়ার আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

'এ কি রে! চোট পেয়েছিস নাকি রে?' আমার নোংরা ছিন্ন-বিছিন্ন পোষাকটা সে অবাক চোখে দেখছিল।

'আরে না, সব ঠিক আছে,' আমি হালকা গলায় বলে উঠি। 'খাণিকক্ষণ শুয়ে পড়লেই সব ঝরঝরে। তুই এখানে কী মনে করে?'

'তোর কথাই ভাবছিলাম। ফ্যান'শর কাছে খোঁজ নিতে মন চাইল না। এখানেই তোর অপেক্ষায় ছিলাম। কি হয়েছিল তোর?'

সংক্ষেপে একে একে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তার কাছে বলে ফেললাম। শুনে গুডইয়ার বলে উঠল, 'তোর ধারণা জোইসকে সে মেরে ফেলেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'পুলিশ বলছে লোকটাকে খুঁজে বার করবে?'

'পুলিসকে তো তুই বহুকাল ধরেই চিনিস। ওরা আশাবাদী সব সময়। আশাবাদী না হলে ওদের চলেও না। তবে আমি জোর গলায় বলতে পারি, রাইসও এর মধ্যে জড়িত। পুলিস আজ রাত থেকে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, সেই সঙ্গে ফোনও ট্যাপ করা হবে।'

রাইস?' গুডইয়ার যেন নিজের অজান্তে চমকে উঠল। 'কী করে বুঝলি এসবের মধ্যে তার হাত আছে?'

'ওর কিছু কথা আমার কানে এসেছে। সে আর মীরা ল্যাসটিস পালিয়ে যাওয়ার তালে আছে।'

'চলি রে অ্যালান, আর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চই নিশ্চই। ডেকে শুধু শুধু বিরক্ত করলাম।'

রাতের কেরানীটা এই সময় এগিয়ে এল। 'মিঃ হারমাস, দু-ঘণ্টা ধরে এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজ করছেন। তাঁর নাকি ভীষণ দরকার।'

'কি নাম?'

'নাম বলেননি। শুধু বলেছেন, চোয়ালের ঘুষিটা মনে করিয়ে দিলেই আপনি তাঁকে চিনে নেবেন?'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ক্লান্তি উবে গেল।

'হফম্যান!' উত্তেজিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম গুডইয়ারের দিকে। 'হফম্যান ছাড়া এ আর কেউ নয়!' কেরানীটাকে বললাম, 'কিছু বলতে বলেছে সে?'

'হ্যাঁ, আপনাকে ওশ্যান পার্কের কাছে ব্ল্যাকস হোটেলে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' দরজার দিকে এগোতে এগোতে গুডইয়ারকে বলি, 'এই লোকটার সঙ্গে কথা আমায় বলতেই হবে। ওখানে হয়তো মিলে যাবে আমাদের হারানো বাড়ি।'

'তুমি যা আশা করছ তা নাও হতে পারে?' আমার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটতে হাঁটতে চলতে থাকে গুডইয়ার। 'সকালে দেখা করলেই পারতিস। তিনটে বেজে গেছে। তোর কিছুক্ষণ, বিশ্রামের প্রয়োজন।'

'তুই বিশ্রাম নে,' আমি মৃদু হাসলাম। 'আমার ওখানে যাওয়া খুবই জরুরী।'

ওকে ওখানে ছেড়ে এক দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে এপাশ-ওপাশ তাকালাম। ট্যাক্সির সন্ধানে, সামনে এসে একটা দাঁড়াল। তাতে পা দিতে যাবো গুডইয়ার সেখানে হাজির।

'আমিও যাব নাকি তোর সঙ্গে?

'দরকার নেই। হফম্যান একজন সাক্ষীর সামনে মুখ খুলতে রাজী হবে না। ভাবিস না, আমি ভালোই আছি। আচ্ছা, চলিরে—ফিরে এসে তোকে উপাখ্যান শোনাব।'

এক ঝটিকায় ট্যাক্সির দরজা খুলে লাফিয়ে উঠে চালককে নির্দেশ দিইঃ 'ব্ল্যাকস হোটেল, ওশ্যান পার্কের কাছে।'.....

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। জলের ধারে এদোঁ জায়গায় হোটেলটা। ভাড়া নেবার সময় ট্যাক্সি চালকটি বলে ওঠেন, 'সাবধানে যাবেন, স্যার। এ পাড়াটা ভালো নয়। আমি কী এখানে অপেক্ষা করব।'

'না, তার আর দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

ট্যাক্সির পেছনের লাল আলোটা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফাঁকা পথের ওপরই দাঁড়িয়ে রইলাম। জায়গাটা নিস্তব্ধ, ফাঁকা চারিদিক। আকাশের কালোপর্দার সামনে সমুদ্রে ভাসমান পাহাড়ের আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। জলে তাদের জ্যোতি ছড়াচ্ছিল। ব্ল্যাকস হোটেলের দিকে তাকালাম। উঁচু সরু বাড়ী। দরজার ওপরে নিয়ন আলোয় লেখা নাম।

কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতর থেকে আলো এসে সামনের তৈলাক্ত পাশ-পথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

ধীরে পদব্রজে এগিয়ে এসে চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। কাউন্টারের পেছনে পাকানো চেহারার এক ছোট্টখাটো চেহারার লোক। মুখের সামনে কাগজ ধরা। চশমাটা নাকের ডগায়, আমাকে ঢুকতে দেখে কাগজটা একপাশে সরিয়ে ভাবলেশহীন চোখে আমার দিকে তাকাল।

'একদম একা, দেখছি,' কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে হাসতে হাসতে বলে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা টেনে নিল সে। ডান হাতটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল কাগজের নীচে। আমি জানি, ও হাতটা বর্তমানে গুপ্ত দেরাজে রাখা রিভলবারটার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। লোকটার কুতকুতে চোখের কঠিন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ওটা ব্যবহার করতে সে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে না।

'কি বললেন? আর একবার বলুন তো?' ভাঙা ভাঙা গলায় হিসহিস করে উঠল, চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে আমার প্রতি, তার থেকে এক চুলও এদিক-ওদিক নড়ছে না।

'থাক থাক, গুলিগালা চালাবার কোন প্রয়োজন নেই ; হাতদুটো কাউন্টার থেকে একচুলও না সরিয়ে জবাব দিই। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। এখন দেখছি আমারই ভুল হয়েছে। আমার নাম হারমাস। আমার এক বন্ধু এখান থেকে কিছুক্ষণ আগে যে ফোন করেছিল। সে আমার জন্য প্রতীক্ষায় আছে।'

'কি নাম তার?'

'নিজের নাম সম্বন্ধে সে বরাবরই একটু লাজুক, আসলটা এখানে ব্যবহার করেছে বলে আমার মনে হয় না। সেটা না জানলেই কী নয়, খুব দরকার?'

চশমাটা নাকের ওপর টেনেটুনে ঠিক করে নিল লোকটা। 'কার্ড আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু দোহাই আপনার, ওটা বের করার সময় গুলিফুলি মেরে বসবেন না। আমার রিভলবারটা পেছনের পকেটেই আছে। আপনাকে আগে ভাগেই জানিয়ে রাখলাম।'

'ওসব ন্যাকামির অভিনয় এখন থাক।' ডানহাতটা কাগজের ওপর নিয়ে এল সে। 'এপাড়াটা খুব একটা সুবিধের নয়, আর আপনি আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছেন অহেতুক।'

'আর ছিছি। কিছু মনে করবেন না। সব দোষ আমার।' এতক্ষণে আরাম করে বসবার সুযোগ হল। 'আসলে আমার বলার ঢঙটাই একটু বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল।' মানি ব্যাগ থেকে নিজের একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিই।

কার্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখে, মাথা নেড়ে আমাকে আবার ফিরত দিয়ে দিল লোকটা। 'চার তলার ঘর, নম্বর তিন। ঢোকার আগে বার চারেক টোকা মারবেন, না হলে পেটে কয়েকটা সিসের খণ্ড ঢুকে গেলেও আশ্চর্য হবো না।' বলে চশমাটা নাকের ওপর নামিয়ে আবার কাগজে পড়ায় ডুবে গেল।

ধুলোয় ভরা রেলিং থেকে হাত বাঁচিয়ে ধীরে সুস্থে আমি একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলাম। চারতলায় আসতেই নীল হলুদ কিমোন পরা একটি মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। হাতে একটা জগ নিয়ে এদিকে আসছিল ও। পায়ে জুতোর বালাই নেই, চুলগুলো কাঁধের ওপর এসে পড়েছে।

আমার দিকে মোহিনী হাসি ছুঁড়ে দিয়ে কিমোনটা একটু ফাঁক করে দেখিয়ে দিল মেয়েটা। দেখলাম, ভেতরে বিশেষ কিছু পরেনি। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'কি গো, পথ ভুলে এসেছো নাকি?'

'না, তোমাদের জীবনযাত্রা ঠিক কী রকম সেটাই দেখতে এসেছিলাম।' ওর পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলে উঠলাম।

অশ্রাব্য এক গালি দিয়ে চলে গেল মেয়েটা। তিন নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মুখের ঘাম মুছে নিলাম, তারপর আস্তে আস্তে টোকা মারলাম চারবার। ভয় হচ্ছিল, আশেপাশের ঘর থেকে কারো আবার কাঁচা ঘুম ভেঙে না যায়। দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু ভেতর থেকে এবারও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। উল্টো দিকের একটা ঘরের মধ্যে থেকে ঘড় ঘড় নাকডাকার আওয়াজ ভেসে আসছিল। মনে হচ্ছিল, কাঁচের ওপর করাত চালাচ্ছে কেউ। অন্য দরজাগুলো অবশ্য খোলাই ছিল।

আবার টোকা, সামান্য একটু জোরে হয়ে গেল। সেই সঙ্গে চোরের মতো দু-পাশে তাকাতে লাগলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে শঙ্কা জাগছিল এই বুঝি কেউ কিছু ছুঁড়ে মারল।

এবারও কোন সাড়া না পেয়ে ধীরে ধীরে হাতলটা ঘোরালাম। দরজা কিন্তু আগের মতোই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, নড়ার বিন্দু মাত্র লক্ষণ নেই। চাবির ফুটোয় চোখ রেখে দেখি, ভেতরে আলো জ্বলছে। এবার আরো জোরে টোকা মারলাম। শব্দের জোর এবার এতো বেশী যে করাতের শব্দটা হার মেনে থেমে গেল তৎক্ষণাৎ। তবু কোন উত্তর নেই।

নাঃ ব্যাপার সুবিধের নয়। দু-পাশ একবার ভালো ভাবে চোখ বুলিয়ে, এক দৌড়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম।

নীচে বসা কেরানীটা চশমাটা নাকের পেছনে ঠেলে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে।

'সে নেই, বাইরে গেছে?' হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম আমি।

'কেন?' সে তো আপনার অপেক্ষাতেই ছিল!'

কাগজটা এক পাশে সরিয়ে রাখল লোকটা।

'কই, কোন উত্তর তো পেলাম না! অথচ ঘরে আলো জ্বলছে—তবে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ আপনি কিছু করতে পারবেন,.না আমি পুলিশের দ্বারস্থ হবো?'

লোকটা এতো জোরে লাফিয়ে উঠল যেন বেয়নেটের খোঁচা খেয়েছে। 'বোকার মতো কাজ করবেন না। পুলিস-টুলিস এখানে ঢোকানো চলবে না। দেখুন সে হয়তো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।'

'নাক ডাকালে তার শব্দ পাওয়া আমার উচিত ছিল। আপনার কাছে চাবি আছে, না হলে তালাটা গুলি মেরে ভেঙে ফেলব?'

'আপনার সন্দেহ যদি এভাবে বাড়তে থাকে, সন্দেহ অবসানের জন্য আমিই যাচ্ছি।'

'চলুন তাহলে।'

লোকটাকে আমার সামনে পেয়ে তাকে অনুসরণ করতে করতে উপরে উঠতে লাগলাম। চারতলায় পৌঁছে কিমোন পরা মেয়েটার সঙ্গে আবার দেখা।

'কি গো, কার্লি? এত হিট কিসের?' কেরানীটাকে বলে উঠল মেয়েটা।

'দুর হ, নচ্ছার মাগি! ভাগ এখান থেকে,' গলা না চড়িয়ে কেরানীটা বলে উঠল।

আমিতো ভাবলাম এক্ষুনি বুঝি তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যাবে। অস্বস্তিকর হাসি নিয়ে নিজেকে সরিয়ে আনল মেয়েটা।

'ওঃ, কী চমৎকার লোকজন নিয়ে আপনার এই কারবার!'—তিন নম্বর ঘরের দিকে এগোতে এগোতে আমি বললাম।

'সে নিয়ে মন্তব্য করার কোন অধিকার আপনার আছে কি? ওদের ঠিকঠাক মতো চালাতে পারলে অসুবিধে হবার কথাও নয়। আর গণ্ডগোলের কোন সম্ভাবনাও থাকে না!'

তিন নম্বর ঘরের দরজায় দুম দুম করে শব্দ করে উঠল লোকটা, অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত তারপর পিছিয়ে গিয়ে পায়ের চেটো দিয়ে সজোরে একটা লাথি কষাল দরজা লক্ষ্য করে।

'ওসব ন্যাকা ন্যাকা অভিনয় ছেড়ে দিয়ে দরজাটা খুলুন দেখি,' আমি মন্তব্য করে বসলাম।

আমার দিকে কটমট করে তাকাল সে, তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দেবার পর একপাশে সরে দাঁড়াল। 'ও ঘাবড়ে যেতে পারে,' বলেই হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে দিল।

কিন্তু কিছু হল না। ভেতর থেকে কেউ গুলিও চালালো না। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে ঘরের ভেতর দৃষ্টি দিলাম।

চেয়ারে বসে হফম্যান, শিথিল হয়ে দু-পাশে ঝুলে পড়েছে তার অবশ দুটো হাত। মাথাটা ঝুঁকে রয়েছে বুকের ওপর, কোটে আর মেঝেতে রক্তের দাগ।

'খানকির বাচ্চা মরার জন্য কী শেষ পর্যন্ত এই জায়গাটা বেছে নিল,' কেরানীটা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে এই কথা বলে ফেলল।

ভেতরে ঢুকে হফম্যানের মাথাটা একবার তুলে আবার ধীরে সুস্থে নামিয়ে দিলাম। হাতটা এখনও গরম, তার মানে তার মৃত্যু বেশীক্ষণ আগে হয়নি।

'আরে ব্বাপ!' হফম্যানের হাত স্পর্শ করে চেঁচিয়ে উঠল কেরানীটা। 'এযে দেখছি স্টোভের মতো গরম। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে। পুলিস আসার আগে কয়েকটা হারামজাদাকে এই সুযোগে রাস্তা দেখিয়ে আসি।' দৌড়ে বেরিয়ে গেল সে।

ছোট্ট ঘরটায় আমি আমার পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিলাম। খোলা জানালা দিয়ে কনকনে শীতল সামুদ্রিক হাওয়া আর কুয়াশা ঢুকে আসছিল ঘরের মধ্যে। খুনি বোধ হয় এখানে আসার জন্য জানলার পাশে অগ্নিতারণ পথটা বেছে নিয়েছিল। হফম্যানের বুকের ক্ষতচিহ্নটা খুব সম্ভব মাংস কাটা ছুরি থেকেই তৈরী—কিন্তু অস্ত্রটা কোথাও চোখে পড়ল না। তার পকেটে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। বিছানার তলায় রাখা ছিল দুটো সুটকেস। কাছে আসার মতো তাতেও কিছু পেলাম না।

সহসা অসম্ভব ধরনের ক্লান্তি অবসাদ আমাকে আষ্টেপৃষ্টে দগ্ধ করছে, অথচ দুচোখে এক করার কোন সম্ভাবনাই নেই। হ্যাকেট না আসা পর্যন্ত আমার এখান থেকে নড়ারও কোন উপায় নেই। আর রাত শেষ হতে যতক্ষণ দেরী আছে, তার কাজ কর্ম দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ওঃ, এই সময় একটু পানীয় পেলে কী ভালোই না হতো!

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে তখন কর্মকাণ্ডের হাট বসেছিল। পায়জামার ওপর কোন

রকম জামা পরা, স্যুটকেস হাতে, তিনটে ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোক আমাকে একরকম ধাক্কা মেরে নীচে নেমে গেল। তিন তলাতেও দু'জন মেয়ে রাত্রিবাসের ওপর কোট, ওভারকোট চাপিয়ে সিড়ির দিকে হন্তদন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

টেলিফোন আগলে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং কেরাণী নিজে। আমাকে দেখে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আর তিন মিনিট। হোটেলের খদ্দেরদেরও কিছুটা সুবিধা দিতেই হয়।'

সবশেষে চোখে পড়ল বলিষ্ঠ চেহারার একটা লোক। তার ফ্যাকাশে সাদা মুখটা দেখে বার বার মনে হচ্ছিল, সবেমাত্র ভূতদর্শন হয়েছে। লোকটা তার থলথলে হাতটা কোনরকমে একবার কেরানীটার দিকে তুলে দরজা খুলে বেড়িয়ে গেল।

'এই ছিল শেষ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেরানীটা। 'ওদের সঙ্গে আমি কথা বলবো না, আপনি বলবেন?'

'আমিই বলছি।' আমি টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালাম।

দরজায় ক্রমাগত টোকা পড়তে আমার গাঢ় ঘুমটা নিমেষের মধ্যে ভেঙে গেল। টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম। দশটা বেজে দশ। সূর্যরশ্মি ঘরের বন্ধ খড়খড়ি দিয়ে ঢোকার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ রাত এখন দশটা দশ কখনোই নয়। কোনরকমে অঙ্গাবরণটা গায়ে চড়িয়ে দরজা খুলে দিলাম। হোটেলের ভৃত্য আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল। খুলে দেখি, হেলেনের নাম।

গতকাল দুপুরে কনিরা লটবহর সমেত দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে। দুপুরে আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে দেখা করো।

হেলেনের সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হতেই দেহে আপনা থেকে একটা জোর পেলাম। চটপট ফ্লাস্ক থেকে তিন কাপ কফি খেয়ে, পুলিস সদর দপ্তরের দিকে হাঁটা লাগালাম।

সেখানে কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। হফম্যানের খুনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম সন্দেহ গিয়ে পড়ে রাইসের ওপর।

রাইসই যদি তার স্ত্রীকে আটক করে রাখে, তাহলে হফম্যানের মুখ বন্ধ রাখা তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে দু'জন গোয়েন্দা তার ওপর নজর রাখছিল, তারা জানিয়েছে, রাইস রাত্রে আগে বাড়ী ছাড়া হয়নি।

ওদিকে জোইস শ্যারম্যান বা তার অপহরণকারীর খোঁজ এখনও না পাওয়ায় হ্যাকেটের মেজাজ ভীষণ ভাবে বিগড়ে গেল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠলাম, 'আর আপনি এত ভাবছেন কেন? দেখবেন কেউ না কেউ খুব শীঘ্রই একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়ে বসবে। তখন আমরা তাকে ঠিকই ধরে ফেলব।'

সশব্দে নাক সিঁটকালো হ্যাকেট। আমার কথাটা তাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে আমার কিন্তু মনে হয় না।

ওখান থেকে বেরিয়ে বিমান বন্দরে গিয়ে শুনি হেলেনের প্লেন কুড়িমিনিট দেরী করে আসছে। অগত্যা খাবার কাউন্টারে গিয়ে কফি নিয়ে বসে গেলাম।

নিশ্চিন্ত মনে কাপে চুমুক দিচ্ছি, এমন সময় কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল, 'মিঃ হারমাস না?'

মুখ তুলতেই চোখে পড়ে নিখুঁত পোষাক পরনে এক তরুণী আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারিনি, তারপর বুঝতে পেরেই লাফিয়ে উঠলাম। 'মিসেস কনি! আপনি! শহরে পোষাকে আপনাকে দেখতে অভ্যস্ত নই, তাই চিনতে একটু অসুবিধে হয়েছিল। তারপর, কেমন আছেন?'

ওর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে সত্যি আমার ধারণার অতীত। বুঝতে পারছি না এই সাক্ষাৎ দৈবাৎ না পরিকল্পিত।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে আমার পাশের একটা টুল দখল করল ও। 'ভালোই। আমাকে দেখে

অবাক হয়েছেন তো? আমারও একটু সন্দেহ জাগছিল আপনি না অন্য কেউ। এরকম অযাচিত ভাবে ডাকার জন্য রাগ করেননি তো?'

'আরে না না, আমি ভীষণ খুশি আপনাকে দেখে। কিন্তু ব্যাপার কি, লস এঞ্জেলসে কী মনে করে?'

'বুয়েনস এয়ারস যাচ্ছি আমি।'

'ও আচ্ছা। আপনার স্বামীও নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গেই আছেন?'

কথাটা শোনা মাত্র মুখটা কাঁচুমাচু করে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল ও। 'না, আমি ওকে ছেড়ে এসেছি।'

'সে কী? কবে?'

'গতকাল রাত্রে।'

কফি আনতে গিয়ে কোরিন তার বক্তব্য শুরু করল, 'এ দ্বীপটায় আমি আর মন বসাতে পারছি না। আর মজার কথা কী জানেন? এরজন্য যদি কাউকে দায়ী করা যায় সে-আপনি আর আপনার স্ত্রী। বিশ্বাস করুন মিঃ হারমাস, আপনারাই ছিলেন সর্ব প্রথম যারা আমাদের গৃহে অতিথি হয়ে আসেন। আপনারা চলে আসার পর আমি মনকে শক্ত করে ফেলি, জ্যাক যদি ওখানে থেকে যায় থাক, আমি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকব না। একথা শুনে সে শুধু হেসেছিল। তবে আমার এই প্রস্তাবে আপত্তি করার পরিবর্তে এ কথায় রাজি হয়েছিল। দুনিয়ায় সাপ ছাড়া ও আর কিছুই চেনে না।'

'উনি তাহলে একাই ওখানে থেকে গেলেন?'

'না না, সেও আমার সঙ্গে এখানে এসেছিল। কিন্তু প্লেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত তার হাতে সময় ছিল না। আসলে ও সুসানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বোনের দরকার অবসর আর ওর প্রয়োজন একজন রাঁধুনি। তাই সুসান কয়েক সপ্তাহ ওর সঙ্গে দ্বীপে গিয়ে থাকবে।' আপনার অনুপস্থিতিটা ওর কাছে খুব একটা কষ্টের হবে না। কারণ আপনার অভাব অনুভব করলেই আপনার বোন মাথায় কালো পরচুলা চাপিয়ে নিলেনই মনে করবেন, আপনি বুঝি সঙ্গেই আছেন,' কোরিনকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমি বলে উঠলাম।

মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো কুঁচকে গেল ওর, কিন্তু পরক্ষণেই খিল খিলিয়ে হেসে উঠল। 'ঠিকই বলেছেন। আমার কিন্তু এ ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। বরং অনুতাপের পরিবর্তে ওকে আমি স্বাগতই জানাচ্ছি। নির্জন দ্বীপে দিনের পর দিন কাটাতে আমরা দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। হয়তো এই কারণেই আমরা উভয়ে উভয়ের চোখে বিষ হয়ে উঠেছিলাম, একে অপরকে সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'আপনার বোন এখন আছেন কেমন?'

'ভালোই বলা চলে। নিউইয়র্কে ব্র্যাডঃ শোয়ের কী বন্দোবস্ত করেছে সেই আশায় ও দিন গুণছে। 'মিস্ ডেনি তাহলে বর্তমানে নিউইয়র্কে?'

কোরিন মাথা নাড়ল। 'ওখানে সুবিধে কতটা হবে জানি না, তবে চেষ্টা তো চালিয়ে যাচ্ছি।' কফি শেষ করে আমার বাড়ানো সিগারেটটা হাতে তুলে নিল ও। 'বুয়েনস এয়ারস এ আমি যেতাম না, সুসির সঙ্গেই থাকতাম, কিন্তু আমার পুরনো বস জানিয়েছেন, আমার কাজটা এখনও খালি পড়ে আছে। বিয়ের আগে আমি ওখানেই কাজ করতাম। ভাবছি চাকরিটা আবার নিয়ে নেব।'

ঝুঁকে বসে আমার হাতে ধরা জ্বলন্ত লাইটারে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল ও।

'জোইস শ্যারম্যানের কিডন্যাপিং কেসে তদন্তে আপনিও আছেন? আপনার নামটা কাগজে দেখছিলাম।'

'হ্যাঁ' সহসা নিজেকে সতর্ক করে নিলাম।

'কী সাংঘাতিক কাণ্ড ভাবুন দেখি! আমার থেকে সুসির কৌতূহলই বেশী, কিন্তু খবরটা শুনে আমিও চমকে উঠেছিলাম। আচ্ছা, আপনার ধারণা ওকে মেরে ফেলা হয়েছে?'

গলার স্বর যতটা সম্ভব শান্ত রেখে জবাব দিই, 'হতেও পারে। এই বিষয়ে আপনার বোনের এত কৌতূহল কেন?'

'ওদের মধ্যে একসময় খুব বন্ধুত্ব ছিল!'

'ও আচ্ছা! এটা আমার জানা ছিল না।'

'অবশ্য জোইস তখন সিনেমায় নামেনি। বছর চারেক আগেও ও আর আমার বোন একই ঘরে বসবাস করত। জোইস ছিল হোটেলের রিসেপসনিস্ট আর সুসি আমার সঙ্গেই নাচতো।'

'ওটা বোধহয় স্যান বারনাডিনোতে, তাই না?'

চোখ দুটো আবার যেন চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু মাথা নেড়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল ও। 'তাই হবে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বেচারি জোইস! ও তাহলে আর বেঁচে নেই বলছেন?'

'খুব সম্ভব, আপনার বোনের সঙ্গে তার কি যোগাযোগ ছিল?'

'না, না। জোইস যখন সিনেমায় সুযোগ পেল, সুসি আশা করেছিল ও তাকেই সুযোগ করে দেবে। কিন্তু তার আশা সফল হল না। জোইসের অহঙ্কার বেড়ে গেল—সুসিকে ও তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না। তারপর একদিন সামান্য একটা ঝগড়ার সূত্র ধরে জোইস ওকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। একটু নাম হতেই মাথা বিগড়ে গিয়েছিল আর কি।'

'এটা বেশীর ভাগ লোকেরই হয়ে থাকে, মিসেস কনি।' এসব কথা আমাকে শোনানোর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এগুলো শুধু মাত্র আলাপনের খাতিরে বলছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

'আপনি কী স্প্রিংভিলেতেই রেখে এলেন স্ত্রীকে?' সহজ গলায় ও প্রশ্ন করল। ওর বলার কায়দাটা এতো স্বাভাবিক যে আর একটু হলেই সত্যটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল আর কি।

'আমার স্ত্রী? কই না তো! একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দু'চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে আমার মুখের ওপর, যদিও উজ্জ্বল হাসিটা একবারও ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যায়নি।

'আমার যেন মনে হল, ওঁকে চেনা চেনা ঠেকছে, দেখেছি আগে। একটা মেয়ে আমাদের দ্বীপের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল—তাকে অবিকল আপনার স্ত্রীর মতো দেখতে। কিছু কাজ না থাকলে আমি চোখে দূরবীন লাগিয়ে এটা-সেটা দেখে সময় কাটাই। পাখি দেখতে দেখতে হঠাৎ মেয়েটার দিকে চোখ পড়ে যেতেই মনে হল, উনি বোধহয় আপনার স্ত্রী।'

'না না ভুল দেখেছেন।' টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'ওতো সারাক্ষণই আমার সঙ্গে রয়েছে। এই দিন দুয়েকের জন্য স্যান ফ্রান্সিসকো বেড়াতে গিয়েছিল। আজই ফিরছে, ওকে নিতেই এখানে আসা। ঐ প্লেন নামছে। চলি, দৌড় লাগাতে হবে হয়তো, বুয়েনস এয়ারস এ পৌঁছে আমাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠাতে ভুলবেন না। ওখানে ঘুরে আসার আমারও ইচ্ছে আছে।'

করমর্দন করতে করতে ও বলে উঠল, 'সুসি নিউইয়র্ক গেলে আপনারা দু'জনেই ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন, কেমন?'

'পরিচিত লোক কাছে পেলে ও মনে জোর পাবে।'

'নিশ্চয়ই দেখা করবো। এখন চলি।'...

বিমান থেকে হেলেনই প্রথম নামল। কাছে আসতেই স্থান কাল ভুলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে থাকার পর বাঁধন শিথিল করে বলে উঠলাম, 'তোমাকে এখানেই কামড়ে খেয়ে ফেলার স্বাদ জাগছে। আমার জন্য মন কেমন করেনি তোমার?'

'করেনি আবার!' ঝকঝকে মুক্তোর মতো দন্ত বিকশিত করে হাসতে লাগল ও। 'আমাকে এভাবে গুঁড়িয়ে দেবার এখনই কোন প্রয়োজন দেখছি না স্টিভ। এখনও বহু বছর আমি একান্ত তোমার-ই হয়ে থাকব, তাই নিজের প্রগাঢ় ভালোবাসাকে এই মুহূর্তে ভাবপ্রবণতায় জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে দিও না।'

'এক বার হোটেলে চলো, কত ধানে কত চাল তখনই দেখবে।' ওর স্যুটকেসটা তুলে নিলাম। 'এটা গেল মহড়া।'

'সেটা আমার চেয়ে আর কেইবা ভালো জানবে।' জানাল ও, 'তারপর, এদিককার খবরাখবর কি?'

'অনেক কিছু।' গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। চলো হোটেলে ফিরে সব বলবো।'...

'হোটেলে পা রাখতেই যুক্তিসঙ্গত তর্ক করে প্রথমেই প্রমাণ করে দিলাম, 'ও কাছে না থাকায় আমি কী রকম শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। আমার বলার ভঙ্গিমায় এমন কিছু ছিল, মনে হল তা ওর মনে ধরেছে। তারপর একটু দম নিয়ে বলে উঠলাম, 'আপাততঃ আজ এই পর্যন্তই থাক। এবার আমার কোলে এসে বোস দেখি। এতদিন তুমি কী করলে?'

'আমি চেয়ারে বসবো,' কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে উঠল ও, 'তোমার কোলে একবার বসলে কী হাল হবে আমার জানা আছে।'

'বেশ বাবা তাই বসো।' আমি নিজেই একটা আরামকেদারা টেনে দিলাম। 'এবার শোনাও দেখি, ডেড লেকে কী করছিলে শুনি?'

'ইগান আর আমি পালা করে ওদের ওখানে নজর রাখছিলাম,' আমার সামনে বসে হেলেন তার বক্তব্য শুরু করল। 'এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা জায়গাটার থেকে চোখ সরায়নি। অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। জ্যাক কনি প্রত্যেক দিনই মাছ ধরতে বেরিয়ে যেত। কোরিনকে সেই তুলনায় খুব কমই চোখে পড়ত। ওদের সঙ্গে একজনও দেখা করতে আসেনি। গতকাল বিকেলের দিকে ওরা মোটরবোটে মালপত্র চাপিয়ে এপারে আসে, আর আগে থাকতেই দাঁড় করানো একটা ভাড়া করা গাড়িতে উঠে চলে যায়। আমি তখন ভাবলুম, এই সুযোগে ওদের কেবিনটা একবার দেখে এলে মন্দ হয় না। চলেও গিয়েছিলাম ঘাট বরাবর, কিন্তু পরক্ষণেই চোখের সামনে সাপগুলোর কথা মনে হতেই আর সাহসে কুলোল না। ফিরে এলুম।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'এই, হেসো না। আমি জানি কাজটা ভীতুর মতো হয়েছে। সাপ আছে জেনেও ওখানে পা রাখি কী করে বলো?'

'আমার মুখেও হাসি নেই,' তবে ওর হাতে মৃদু চাপড় মারলাম। 'আমি থাকলেও সাহস করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা বোধহয় হতো না।'

'তবে একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি। দ্বীপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমি আর ইগান ঘণ্টার পর ঘণ্টা কনিদের সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আমার আশা ছিলো গল্পের ফাঁকে ওর কাছে নিশ্চয়ই কাজে লাগার মতো কোন তথ্য পেয়ে যাব। যা ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গেল। ইগান বলল, স্প্রিংভিল থেকে ডেডলেক যাবার পথে সুসান আর জ্যাক কনি একবার তার হোটেলে ড্রিঙ্ক করতে এসেছিল। সুসানকে একা ছেড়ে জ্যাক কনি বাইরে গাড়ি ঠিক করতে চলে যায়। সেই সময় একটা লোক নাকি সুসানের সঙ্গে সিনেমা অভিনেত্রীদের নিয়ে আলোচনায় বসে যায়। বারের পেছন থেকে ওদের কথাবার্তা ইগানের কানেও এসেছিল। লোকটা নাকি বলেছে, জোইস শ্যারম্যান হচ্ছে পৃথিবীর সেরা অভিনেত্রী। ইগানের কথামতো সুসান নাকি এ বিষয়ে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। ওর মতে জোইস একটা নোংরা বিশ্রী মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়। সিনেমায় নামার আগে ওরা নাকি এক সঙ্গেই বসবাস করত। সুসান বলে, ডাইরেক্টর ভালো না হলে নাকি জোইস শ্যারম্যানের পক্ষে ভালো করে পা ফেলাও সম্ভব হবে না। এরপর জ্যাক কনি হঠাৎ ঢুকে পড়তে সুসান চুপ করে যায়। ইগান বলছিল, সে দেখেছে কনি নাকি বাইরে বেরিয়ে সুসানকে কী সব বলছিল, সুসানের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।'

মনে মনে না হেসে পারি না। এখন বুঝতে পারছি কোরিন কনি কেন উপযাচক হয়ে আমাকে সুসান আর জোইসের পরিচয় বলতে উৎসাহী ছিল। বললাম, 'তুমি এয়ারপোর্টে আসার আগে আমার সঙ্গে কোরিন কনির হঠাৎ করে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ওর কাছে শুনলাম, সুসান নাকি জোইসের সঙ্গে থাকত, পরে জোইস তাকে তাড়িয়ে দেয়। ও দ্বীপের আশেপাশে তোমার টিকি দেখতে পেয়েছে বলেও দাবি করেছে।'

'একেবারেই অসম্ভব! নিজেকে আড়াল করে খুব সাবধানেই ছিলাম।'

'ও তোমাকে দূরবীনের সাহায্যে দেখেছিল। যাইহোক তোমাকে কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। একবার স্যান বারনাডিনোতে ঘুরে আসবে? আমিও যেতে পারতাম তবে এই হতচ্ছাড়া কিডন্যাপ কেসটার জন্যে আমায় এখানেই থেকে যেতে হবে।'

'না না, আমি চলে যাচ্ছি। কী করতে হবে তাই বলো।'

'মেয়েটার সঙ্গে যতক্ষণ কথা হচ্ছিল, আমার কেবলই মনে হয়েছে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার

ব্যাপারটা হঠাৎ করে নয়, মনে হয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। তাছাড়া সুসান আর জোইসের কথাটা ও যে ভাবে আকস্মিক ভাবে টেনে আনল, তাতেও খটকা লাগছে। খুব সম্ভব ও বুঝে গেছে ইগান তোমায় কিছু জানিয়েছে, তাই আগে থাকতেই নিজের সাফাই গেয়ে রাখল। তোমাকে এখন স্যান বারনাডিনোতে গিয়ে কিছু খোঁজ-খবরও নিতে হবে। যে হোটেলে জোইসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেটার সন্ধান করে ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে একবার দেখো। ও মেয়েটা সম্বন্ধে যত বেশী জানতে পারবে ততই উপকার হবে আমার। আর চার বছর আগে সুসানের গতিবিধির খোঁজ নাও। ছোট ছোট থিয়েটার পার্টি, এজেন্সি আর স্থানীয় সংবাদপত্রের পুরনো সংখ্যাগুলো ঘাঁটলে নিশ্চয়ই কিছু দরকারি তথ্য হাতে এসে যাবে।'

'তুমি ঠিক কী জানতে চাইছ, স্টিভ?'

'এ বিষয়ে আমিও ঠিক জানি না। তবে সুসান আর জোইসের একসঙ্গে বসবাস সম্বন্ধেও আমি আগে নিশ্চিত হতে চাই। এই ধরনের কেসে অনেক সময় কেঁচো খুঁজতে গিয়ে সাপও বেরিয়ে পড়ে।'...

পরের দিন সকালেই হেলেন স্যান বারনাডিনোর পথে রওনা হয়ে গেল। আমিও যাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ফ্যান'শ লস-এঞ্জেলস-এ থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে আমার আর যাওয়া হয়ে উঠল না।

ওদিকে পুলিস শত চেষ্টা করেও কোন সূত্র খুঁজে পেল না। গুপ্ত আড্ডাগুলোতে হানা দিয়ে তারা অনেক সময় প্রয়োজনীয় সংবাদ পেয়ে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে সফলতার মুখ তারা দেখেনি। আমাদের সব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল পেরি রাইসের ওপর, কিন্তু তাকে অভিযুক্ত করার মতো কোন প্রমাণ তাদের হাতে এসে তখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

অপহরণকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা তার দিক থেকে হয়নি। দিবারাত্র পাহারাধীন থাকা সত্ত্বেও কোন সন্দেহজনক গতিবিধি ধরা পড়েনি তার ক্ষেত্রে। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস যা আমাদের মনে কিছুটা উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। তা হল, রাইস প্যারিসে যাবার চিন্তা বর্তমানে ত্যাগ করেছে। এটা থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে, মুক্তিপণের টাকায় নিজের ভাগ সে এখনও পায়নি। অবশ্য পুরোটাই আমার অনুমান, যার কোন প্রমাণ নেই।

মীরা ল্যাসটিস এখনও রাইসের সঙ্গেই আছে। বাইরেও নিজেকে রাইসের সেক্রেটারী হিসেবে পরিচয় করালেও তাদের আসল সম্পর্কটা আমাদের কাছে আর গোপন ছিল না। যদিও এ ক্ষেত্রেও আমরা অপারগ ছিলাম।

সকালে আমার হাতে কাজও ছিল। পুলিস সদর দপ্তরে যাওয়া আর ওখান থেকে ফ্যান'শর নিকট ঢুঁ মারা। এভাবেই দেখতে দেখতে দুটো দিন কেটে গেল। রাত্রে হেলেন টেলিফোনে আমায় সব খবরা-খবর দিত। এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই তার হাতে এসে পৌঁছয়নি। যে হোটেলে জোইস শারম্যানকে রাইস আবিষ্কার করেছিল সেটার খোঁজ এখনও অব্যাহত রেখেছে। তাড়াহুড়োর কাজ এটা নয়, কিন্তু নামজাদা অমন একজন অভিনেত্রী যে একসময় স্যান বারনাডিনোতে হোটেল আপ্যায়িকার কাজ করত, এ খবরটা আগে কেন কারো কানে যায়নি, আমাদের দু'জনেরই এটা মাথাতে ঢুকছিল না।

এই একঘেয়েমির ব্যতিক্রম ঘটে যায় ঠিক তৃতীয় দিনে। যথারীতি বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে ধীরে-সুস্থে প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করার পর, প্রায় ফাঁকা লাউঞ্জে বসেই সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিলাম।

কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতে পাতার নীচে একটা ছোট্ট খবরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। প্রথমটায় অনেকটা অন্যমনস্ক হয়েই শিরোনামটা একবার চোখ বুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু কী মনে হতে আবার ফিরে এলাম পূর্বে পড়ার সেই শিরোনামে। খবরটা দ্বিতীয়বার পড়তেই মনে হল কেউ যেন আমার মুখে আচমকা ঘুঁষি বসিয়ে দিয়েছে।

সর্পনর্তকীর মর্মান্তিক পরিণতি ঃ
নির্জন দ্বীপে রক্তক্ষরণে মৃত্যু।

দু'সেকেন্ড পরেই উন্মাদের মতো আমি গাড়ির দিকে ছুটে ছিলাম।

।। নয় ।।

ফ্যান'শর দপ্তরে পা রাখতেই চোখে পড়ে দপ্তরের থমথমে পরিবেশ। ম্যাক্স টেবিলের ওপর বসেছিল, তবে তফাৎ এটুকুই যে তার গর্জন তখন বহিঃপ্রকাশ করেনি, কিন্তু তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই বোঝা যাচ্ছে, এবার কারুর কপালে দুর্ভোগ ঘনিয়ে আসছে।

ফ্যান'শ দাঁড়িয়েছিল জানলার পাশেই, তার কাঁপা কাঁপা হস্তের সিগারেট থেকে কার্পেটের ওপর ছাই পড়েছিল। আমাকে দেখামাত্র হালে পানি পেল সে।

'দেখছো এটা?' টেবিলে রাখা খবরের কাগজটার ওপর টোকা মারল ম্যাডক্স।

'হ্যাঁ।' একটা চেয়ার পায়ে করে পেঁচিয়ে টেনে তার ওপর বসে পড়লাম। 'ওতে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ইদানীং আমাদের পলিসিগুলো লাভের পরিবর্তে বড় ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে।'

'তোমার কী মনে হয়, বীমার টাকা কেউ দাবি করবে?'

'তা জানি না, তবে রক্তক্ষরণে মৃত্যুর কথাটা পলিসিতে বিন্দুমাত্র উল্লেখ ছিল না, বিস্তারিত সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত দাবি করার সম্ভাবনাটাই আমি ধরে নেব।'

'বিস্তারিত খবর আমার জানা আছে,' ম্যাডক্স বলে উঠল, 'প্রেস অ্যাসোসিয়েশান থেকে একটু আগেই জেনেছি। মেয়েটা মরেছে গতকাল বিকেলে। নিউইয়র্ক যাবার আগে সে দ্বীপে জ্যাক কনির নিকট কিছুদিন থাকার জন্যই গিয়েছিল। কনি বলেছে, সে সকাল দশটায় দ্বীপ ছেড়ে ওপারে চলে আসে। সুসান নাকি তাকে বলেছিল, ঐ সময়ে সে কেবিনটা পরিষ্কার করে রাখবে।

জানালার ধুলো ঝাড়ার জন্য সে কনির কাছে একটা মই চেয়ে নেয়। কনি তাকে মইটা দেখিয়ে জানায়, ওটা সে ব্যবহার করতে পারে তবে জিনিসটা মোটেই মজবুত নয়। কোন জানলাই যখন সাত ফুটের বেশী উঁচুতে ছিল না, তাই সুসান তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠল, পড়ে গেলেও ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।'

চুরুট ধরানোর জন্য ম্যাডক্স একটু থামল, তারপর ধোঁয়াটা হাত নেড়ে মুখের পাশ থেকে সরিয়ে আবার তার বলা শুরু করে দিল, 'দুপুরের আহারপর্ব মিটে গেলে সুসান জানলা পরিষ্কার করার কাজে লেগে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মইয়ের পাশটা হঠাৎ ভেঙে পড়লে সোজা জানলার ওপর সে আছড়ে পড়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে তার বাড়ানো দুই হাত গিয়ে পড়ে জানালার সার্সির ওপর। কাঁচটা চুরমার হয়ে ভেঙে ওর হাতের কব্জি দুটোর ভেতর ঢুকে শিরা কেটে দেয়।

'এরপর বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, দু'হাতের শিরা কেটে যেতে গলগল করে রক্তক্ষরণ হতে থাকে ওর শরীর থেকে। জায়গা জুড়ে রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখে বোঝা যায়, সুসান ঐ অবস্থাতে সারা ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল—হয় রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজের খোঁজে আর নয়তো সে রক্ত দেখে ভীষণ ভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সপসপে রক্তে ভেজা দুটো তোয়ালেও পাওয়া গেছে। একটা কম্বল ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধার প্রচেষ্টাও সে করেছিল। অবশ্য বাঁধনটা তেমন শক্ত হয়নি, তবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রক্তমাখা পিচ্ছিল হাত দিয়ে নিজের ব্যান্ডেজ বাঁধা একেবারেই অসম্ভব।'

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখছি,' আমি মন্তব্য করে উঠলাম। ম্যাডক্স দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তুলল। 'কাল সরেজমিন তদন্ত হবে। রায় যা বেরোবে তা অনেক আগে থাকতেই জানা। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু—চক্রান্তের কোন প্রমাণ নেই। রক্তপাতের সময় জ্যাক কনি স্প্রিংভিলেতে গিয়েছিল হোটেলে চিঠি আনতে। বহুলোক তার হয়ে সাক্ষী দেবে। তার স্ত্রী বর্তমানে বুয়েনস এয়ারস-এর পথে। ডেনি নিউইয়র্কে, আর রাইসের গতিবিধির যাবতীয় খবর পুলিসই দিয়ে দেবে। সবার কাছেই অজুহাত যথেষ্টই মজবুত। তাছাড়া এমন কোন শক্তিশালী সূত্রই নেই যেটার মাধ্যমে শেরিফের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে।'

'কেবলমাত্র ওর দশলক্ষ ডলারের ইন্‌সিওরটা ছাড়া,' আমি বলে উঠলাম।

'ওটা বোধহয় কনির কাছে অজানা।' ছাদ লক্ষ করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ল ম্যাডক্স। ভুরু কুঁচকে ভাবল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আবার তার প্রসঙ্গ শুরু করল, 'একাজটা অত্যন্ত চালাকির সঙ্গে করা হয়েছে, হারমাস। এরকম সে কিছু একটা ঘটতে পারে অনেক আগে থাকতেই অনুমান করেছিলাম আমি। প্রমাণ যা আছে, তাতে কোন জুরি-ই এই ঘটনাকে চক্রান্ত বলে কখনই রায়

দেবে না। তাদের নিকট এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।'

হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দড়াম করে টেবিলে ঘুঁষি মেরে বসল ম্যাডক্স, 'এটা খুন! কোন ভুল নেই এতে। যে মুহূর্তে ডেনি ঐ গর্দভ গুডইয়ারকে দিয়ে হতচ্ছাড়াটা পলিসি করিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই খুনের মঞ্চ তৈরী হতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন আমাদের এটাই দেখতে হবে, টাকা দাবি করার মতো ক্ষমতা ওদের আছে কিনা।'

'সে তো করবেই,' আমি বলে উঠলাম। 'দাবি না করার কোন কারণ আছে কি?'

'ভালো ভাবে নিজের মগজটা একবার খেলাও, হারমাস। রক্তপাত ঘটিয়ে হত্যা করার অনেক সুবিধে। এতে হৈ-চৈ হয় না, সেইসঙ্গে মৃত্যুও হয় খুব তাড়াতাড়ি—তবে হত্যাকারী সরে পড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, জিনিসটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে, দেখে মনে হবে নিছক দুর্ঘটনা।'

কাঁধ-টাধ বেঁকিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গী করে উঠল ম্যাডক্স। 'এতে অবশ্য আমার কিছু আসে যায় না—কারণ আমি পুলিশের লোক নই। হত্যারহস্যের কিনারা করা আমার কাজের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু জাল-জোচ্চুরির সন্ধান করা আমার কাজের মধ্যে এসে পড়ে। আর এটা হল সরাসরি এক জোচ্চুরি! তা না হলে দশলক্ষ ডলারের অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি করিয়ে কেউ এক মাসের মধ্যেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়বে না। অসম্ভব! এটা খুন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, খুন হতে বাধ্য।'

'তাহলে আমাদের পরবর্তী কাজটা কী?'

'করণীয় কিছুই নেই। চুপচাপ বসে তামাসা দেখা। দান দেবার পালা ওদের, ওরাই চাল চালুক।'

'আর এ ব্যাপারে দেরী করবে বলে মনে হয় না।'

'ওদের যা মন চায় প্রাণ চায় ওরা করুক। এখবরটার পেছনে এমন কিছু নেই যার জন্য আমাদের এতো গুরুত্ব দিতে হবে। কাগজটার ওপর টোকা মেরে বলল ম্যাডক্স। 'আমরা কেউ এটা দেখিনি। আমরা ওদের এই বলবো যে, পলিসিগুলো শুধু মাত্র নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে করানো হয়েছিল, সেই কারণে প্রিমিয়াম এত কম। মেয়েটা আর ডেনি দু'জনেই তোমায় বলেছিল, এ বীমায় টাকা দাবি করার কেউ নেই, এ বিষয়টাও এই সুযোগে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এর জবাবে ওরা যা যা স্বীকার করবে সব সাক্ষীদের সামনে টুকে নেওয়া হবে। আমরা ওদের ভয় দেখাবো, টাকা দাবি করলেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে দেওয়া হবে। জুরিদের কাছে সব ফাঁস করে দিয়ে ব্যাপারটায় জোচ্চুরির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কিনা বিবেচনা করার জন্য আমরা তাদের অনুরোধ করব।'

ঝুঁকে বসে আমার দিকে কটমট করে তাকাল ম্যাডক্স। 'ওদের মনে ভীতির সঞ্চার করতে হবে, যে টাকা দাবির চেষ্টা করলে শুধু জালিয়াতি নয়, খুনের দায়েও তাদের জড়িয়ে ফেলা হবে।'

'সরেজমিন তদন্তের সময় আমায় কী যেতে বলছেন?'

'তদন্ত,' লাফিয়ে ওঠে ম্যাডক্স। 'এতক্ষণ ধরে কী বক-বক করলাম তোমার সঙ্গে?...আমরা গোটা ব্যাপারটাই উড়িয়ে দেব। ওখানে যাওয়া মানেই জুরিদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, ক্ষতিপূরণের টাকা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন। খবরটা আমরা দেখিইনি! মেয়েটা যে মারা গেছে এ বিষয়েও আমরা কিছুই জানি না। কি, মগজে ঢুকেছে তোমার? আমরা কোন কিছুই করবো না।'

'কোন কিছুই না করলে আমাদের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারাতে হবে,' আমি বলে উঠলাম।

'কেবিনটা একবার পরীক্ষা করার ইচ্ছে ছিল। তাছাড়া দেহটা সনাক্ত করলে আঙুলের ছাপও সঙ্গে নিয়ে নিতে পারতাম।'

'ওসব কিছুই আমরা করবো না,' বলার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডক্সের মুখ লাল হয়ে ওঠে। 'এটা আমার আদেশ। দু'একটা সুযোগ হারাতে হবে বলে আমরা কোর্টে নিজেদের মামলাটাকে দুর্বল করে ফেলতে পারি না।'

ওর অভিপ্রায় বুঝেও আমি তাও বললাম, 'একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই। এই

দুটো মেয়েকে দেখতে কিন্তু অবিকল এক। ধরুন, সুসান যদি জালিয়াতির মধ্যে থাকে, তাহলে মৃতদেহটা নিশ্চিত কোরিনের। কিন্তু দেহটা সনাক্ত না করা পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারব না।'

ম্যাডক্স ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল। 'তুমি আমাদের জানিয়েছ, কোরিন এখন বুয়েনস এয়ারস-এ।'

'সেটা ওর কথা, কিন্তু ও সেখানে গেছে কিনা আমরা জানি না। তাছাড়া কালো পরচুলা পরে ওটা সুসানও হতে পারে! অবশ্য ও জাহাজে উঠেছে কিনা সেটা এক্ষুণি আমি জেনে নিতে পারি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল ম্যাডক্স। 'ইচ্ছে হলে জেনে নাও, তবে ওটা শুধু সময়ের অপচয়। দশলক্ষ ডলারের প্রশ্ন যেখানে জড়িয়ে আছে, সেখানে অত সাধারণ ভুল কেউ করবে না।'

'আপনার কথাই হয়তো ঠিক। তাও আমি দেখবো। কোথাও না কোথাও ভুল ওরা করবেই। কিন্তু দেহ সনাক্ত করার ব্যাপারে আপনি কি উৎসাহী নন?'

'উপায়ও নেই!' প্রচণ্ড জোরে টেবিলে এক ঘুঁষি কষাল ম্যাডক্স। 'কোর্টে যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি, দেহটা আমাদের দেখানো হয়নি—সনাক্ত করার সুযোগ আমরা পাইনি, আমরা ঠিক সেই সময়েই সন্দেহ করার অজুহাতে কেস লড়তে পারব।'

'আমি কিন্তু মনে করি দেহটা সনাক্ত করা প্রয়োজন,' জোরের সঙ্গে আমি বলে উঠলাম।

প্রায় ফেটে পড়ার দশা হয়েছিল ম্যাডক্সের। আর এই মুহূর্তে দরজায় টোকা দিয়ে মুখ বাড়ালো ফ্যান'শর সেক্রেটারি মিস ফেভারশ্যাম। মিঃ ব্র্যাড ডেনি নামে এক ভদ্রলোক মিঃ হারমাসের খোঁজ করছেন।'

ম্যাডক্স হাসল। শেয়াল আর বাঘের মাঝামাঝি ঠিক এক জন্তুর মতো তার বর্তমান দশা।

'ঐ এসে গেছে,' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যান'শর দিকে তাকাল। 'তুমি বরং থাকো। কিছুক্ষণের জন্য আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমিও থাকো ফেভারশ্যাম। লোকটা যা বলবে প্রত্যেকটা কথা লিখে নিও। তবে হ্যাঁ হারমাস, খুব সাবধান। আমরা কিছুতেই স্বীকার করবো না, বুঝেছো? দরখাস্ত করে টাকা দাবি করতে বলবে, কাকুতি-মিনতি করলে সোজাসুজি সবকিছু অস্বীকার করবে। আর এই বলবে, প্রয়োজন বোধ করলে যে কোন কোর্টে গিয়ে টাকা আদায় করতে। বুঝেছো?'

'বুঝেছি।'

ম্যাডক্স বেরিয়ে যাবার পর ফ্যান'শ ওর সেক্রেটারীর উদ্দেশ্যে বলল, 'যাও, মিঃ ডেনিকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

নিজের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে ফ্যান'শ তাড়াতাড়ি করে জানালার ধারে সরে গেল। তারপর ফিসফিস কণ্ঠে বলে উঠল, 'কথাবার্তা তুমি না হয় চালিয়ে যাও। মাঝে মধ্যে দরকার পড়লে আমি যোগ দেবো।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডেনি। ঝোড়ো কাকের মতো পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। হাত বাড়িয়ে সে আমার দিকে এগিয়ে আসতেই মিস ফেভারশ্যাম শান্ত পায়ে অন্য একটা টেবিলে গিয়ে নোটবই খুলে বসল। 'শুনেছেন তো?' আমার হাতে হাত মিলিয়ে বলল ডেনি।

'আপনার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হয়ে সত্যি খুশি হলাম,' শান্তকণ্ঠে বলে উঠলাম।

'বসুন, তারপর নিউইয়র্কের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল?'

'বাদ দিন ওসব। সুসানের কথা শোনেননি আপনারা? ও মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' আকাশ থেকে পড়লাম আমি। 'কি হয়েছিল?'

ফ্যান'শ ধীর পদব্রজে এগিয়ে এসে কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিল।

এটার কথা আমাদের কারুরই খেয়াল ছিল না। সেটা মুড়ে আজে-বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল সে।

'সে তো ভয়ঙ্কর কাণ্ড!' চেয়ারে বসে পড়ল ডেনি। তার মুখে ফুটে ওঠা বেদনা আর হতাশা দেখে মনে হচ্ছিল এটা অভিনয় নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে মনে। 'ও নিজের হাতের শিরা কেটে ফেলেছিল, আর সেই সময় ও ছিল ঐ হতচ্ছাড়া দ্বীপটায়। আশে পাশে কেউ কোথাও ছিল না ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। অনর্গল এক নাগাড়ে

রক্তপাতে বেচারির মৃত্যু ডেকে আনে।'

'কী সর্বনাশ!' চেয়ার টেনে বসে পড়ি আমি। 'এ ঘটনা ঘটল কবে?'

'গতকাল একটু আগে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে কাগজে এই খবরটা চোখে পড়ে। তারপর স্প্রিংভিলে হোটেলে পেটে ইগানকে ফোন করে ব্যাপারটা শুনলাম। কনি তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোন প্রয়োজনই মনে করল না। আর কোরিন বর্তমানে বুয়েনস এয়ারস এ। তাই আমি এখন স্প্রিংভিলেতে-ই যাচ্ছি।'

'আমি কি এ ব্যাপারে আপনার কোন কাজে আসতে পারি?'

'না, ধন্যবাদ—আপনি আর কী করবেন! আমি আপনার সঙ্গে ইন্সিওর পলিসিটার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম।'

'হুঁ, এবার তাহলে পথে এসেছে! ফ্যান'শর দিকে তাকালাম আমি। আসুন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন আমাদের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, টিম-ফ্যান'শ।'

ফ্যান'শ এগিয়ে এসে করমর্দন করল।

'পলিসির কথা কী বলছিলেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'মানে, সুসি যখন আর বেঁচে নেই, তখন ওটা তো আর কোন কাজে আসছে না। তাই প্রিমিয়াম দেবার কথাটা চিন্তা করছিলাম। ওটা কি আমায় দিয়ে যেতে হবে?'

মুহূর্তের জন্য মনে হল, কথাটা ঠিক শুনেছি তো! ফ্যান'শ যেভাবে হঠাৎ করে কুঁকড়ে গেল, তাতে বুঝতে কষ্ট হল না, আমার মতো সেও অবাক হয়েছে।

মুখের ভাব যতদূর সম্ভব ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করে আমি জবাব দিলাম, 'না না, তা কেন! ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়াম নেওয়া আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।'

ডেনি এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। 'ওঃ, আপনি আমার মনের বিরাট এক বোঝা হালকা করলেন। ইদানীং আমার সময় ভালো যাচ্ছে না, টাকা-পয়সার খুবই টানাটানি চ'লছে, এর ওপর টাকাটা দিতে হবে ভেবেই আমি আরো চিন্তান্বিত হয়ে পড়ি।'

একজোড়া মাটির পুতুলের মতো চোখ বড়ো বড়ো করে প্রতীক্ষা করছিলাম কখন না ইন্সিওরের টাকাটা দাবি করে বসে, কিন্তু তার ধারে কাছেও সে গেল না।

শুধু বলল, 'জানেন মিঃ হারমাস, আমার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে, এই ইন্সিওরেন্স করে চমক দেখানোর বুদ্ধিটা সুসির মাথায় দানা না বাঁধলে ওকে এভাবে প্রাণ দিতে হতো না।'

'একথা বলছেন কেন?'

'কারণ পলিসিগুলো না করালেও আমার সঙ্গে ঝগড়াও করত না, আর ডেড লেকে গিয়ে থাকার সিদ্ধান্তও নিয়ে বসত না।'

'আপনার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে, প্রচারের জন্য পলিসিগুলো ব্যবহার করতে ও কতখানি উৎসাহী ছিল? মতলবটা ছিল আগাম কিছু প্রচার করে নিউইয়র্কের ম্যানেজারদের কানে ওর নামটা তুলে ধরা। যখন বুঝলাম শো-র যথেষ্ট বাজার ভালো চলছে, আমি পলিসির কথা নিজে উপযাচক হয়েই কাগজের রিপোর্টারদের জানানোর ব্যাপারে বললাম। কিন্তু তাতে ও কি জানাল জানেন?'

'শুনলে আমার মতো আপনিও কম আশ্চর্য হবেন না। প্রত্যুত্তরে বলল, ও ভেবে দেখছে, ওর শো নাকি এতোই ভালো চলছে যে, এরকম একটা সস্তা ধরনের প্রচারে নেমে নিজেকে খেলো, প্রতিপন্ন করার কোন বাসনা ওর নেই। আমি যা বললাম তার বক্তব্যের সঙ্গে আমার বক্তব্য হুবহু এক। ভাবুন দেখি একবার! এক-দুই ডলার নয়, দশলক্ষ ডলারের ইনসিওরেন্স করানোর পরে ও বলছে, নিজেকে খেলো করার কোন বাসনা নেই ওর।'

'মেয়েদের মাথায় এরকম উদ্ভট চিন্তা এসেই থাকে,' সতর্ক হয়েই আমি জবাব দিই। তবে আমি যেদিন হলে খেলাটা দেখেছিলাম, উনি দর্শকদের কাছ থেকে ভালোই সাড়া পেয়েছিলেন। হয়তো ওসব স্বচক্ষে দেখার পরই নিজের অভিনয় ক্ষমতার প্রতি ওর ভুল ধারণা জন্মে গিয়েছিল।'

'ঠিক তাই। আর এই কথাটা বোঝাতে যেতেই ও অদ্ভুতভাবে কী রেগেই উঠল। বললো,

শুধু ওর অভিনয় ক্ষমতার জোরেই আমি যদি নিউইয়র্কে ওর জন্য শোয়ের বন্দোবস্ত না করে দিতে পারি, তাহলে এজেন্ট হবার কোন যোগ্যতা আমার নেই। আমিও তার এই কথায় নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি, মাথাও একটু গরম করে ফেলেছিলাম। যতই হোক, অতগুলো টাকা দিয়ে করানো পলিসিগুলো কাজে না এলে, টাকাগুলো শুধু শুধুই জলে যাবে। সুসিকে একথা বলতেই ও বলে উঠল, নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ও সেগুলো ব্যবহার করবে।' করুণ দৃষ্টিতে তাকাল ডেনি।

'আমিও বোকার মতোই তর্ক করে গেলাম। এতদিন ধরে ওর সঙ্গে কাজ করেছি কিন্তু এরকম মেজাজ এর আগে কোনদিন আমার চোখে পড়েনি। সুসি সেদিনই আমায় জানিয়ে দিল, জ্যাক কনির নিকট ও থাকতে যাচ্ছে, আর নিউইয়র্ক ওর শোয়ের বন্দোবস্ত করতে না পারলে আমার আর দেখা করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'পলিসিগুলো তাহলে আপনারা কাজেই লাগান নি?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লো ডেনি। 'নাঃ, টাকাটাই শুধু নষ্ট হল। এই জন্যই আপনার কাছে আমার আসা। ওর পেছনে আর টাকা ঢালা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়।'

'তার আর কোন প্রয়োজন হবে না, 'মিঃ ডেনি।'

সিগারেটের প্যাকেটটা ঠেলে দিলাম। 'নিন, সিগারেট খান।'

ডেনি সিগারেট ধরানোর পর বললাম, একটু আগে আপনি বলছিলেন, ইনসিওরেন্স করানোর মতলবটা বেরিয়েছিল কিন্তু মিস গেলার্টের মাথা থেকে। আমি এতোদিন ধরে কিন্তু ঠিক তার উল্টোটাই জানতাম। আমার ধারণা ছিল ওটা বোধহয় আপনি করিয়েছিলেন।'

পিটপিট চোখে তাকাল ডেনি। 'না না, ওটা সুসিরই প্ল্যান। প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে আমি তেমন গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু যখন দিলাম, ওর আগ্রহ তখন চলে গেছে।'

'কিন্তু আপনি তো গুডইয়ারকে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। কারণ আমি ছিলাম সুসির এজেন্ট। ওর ব্যবসা সংক্রান্ত সব কিছুই আমাকেই দেখতে হতো। তবে ব্যবস্থা সবটাই ওর হাতে ছিল।'

'ব্যবস্থা বলতে?'

'সুসিই যোগাযোগ করে মিঃ গুডইয়ারের সঙ্গে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয়। আপনার কোম্পানির নামটাও ওই কিন্তু বেছেছিল।'

'তাহলে আপনার বলার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে আমি যা জানতাম সবই ছিল ভুল! আমি তো জানতাম, গুডইয়ারের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হঠাৎ-ই হয়েছিল।'

ডেনির চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব। 'না না, কে বলবে? সুসিই উদ্যোগ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিল।'

'গুডইয়ারের সঙ্গে তার কী ভাবে আলাপ হয় আপনি জানেন?'

'না, ঠিক বলতে পারব না।'

'যাক গে, বাদ দিন ওসব।' হেলান দিয়ে বসে পড়লাম আমি। 'ঘটনাটা ভাবতেও খারাপ লাগছে।'

'আচ্ছা, আপনার আর সময় নষ্ট করব না। আমি শুধু প্রিমিয়ামের ব্যাপারটা জানতে এসেছিলাম। তাহলে ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না বলছেন?'

'না। আমাদের কেবল ডেথ-সার্টিফিকেটের একটা কপি দরকার। ওটা পেলেই প্রিমিয়াম আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি যদি চান, অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গেও আমি কথা বলতে পারি।'

'তাহলে তো ভালোই হয়,' কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠল ডেনি। একটা ছেঁড়া-ফাটা ব্রীফ কেস্ তার হাতে ধরা, সেটা খুলে লাল ফিতে বাঁধা কয়েকটা পলিসি বের করে টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'আপনার হয়তো এগুলো প্রয়োজনে আসতে পারে।'

আমি আর একটু হলেই চেয়ার থেকে উল্টে পড়ার দাখিল। পলিসিগুলো ছাড়া সে বা অন্য কেউ টাকা দাবি করে তার সমর্থনে প্রমাণ দাখিল করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমি এত চমকে

উঠলাম যে, সেটা নিশ্চয়ই নিজের অজান্তে আমার মুখেও প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

ডেনির প্রশ্ন শুনে বুঝলাম আমার অনুমান সত্যি। ডেনি প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার হারমাস, 'আরে না না,' আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, পলিসিগুলোর দিকে তাকিয়ে ফ্যান'শর চোখ দুটো প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসছে। 'আসলে পলিসিগুলোর কথা আমার একবারও খেয়ালই হয়নি।'

'ও।' ডেনি ওগুলো আমার দিকে ঠেলে দিল।

'এগুলো বাতিল হবার পর আমায় লিখে জানাবেন তো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' অনুভব করলাম বিন্দু বিন্দু ঘামে সিক্ত আমার কপাল।

পলিসিগুলো নষ্ট করে ফেললেই প্রতারণার সব রকম সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। ওগুলো ছাড়া টাকা দাবি করার ক্ষমতা কারো নেই। অন্যদিকে পলিসিগুলো বর্তমানে সুসান গেলার্টের সম্পত্তি। আর আমি, ন্যাশানাল ফিডালিটির প্রতিনিধি হিসেবে, কোন অধিকারেই ওগুলো নিতে পারি না। পলিসিগুলো স্পর্শ করেও ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে আনলাম। এগুলো হাতিয়ে নেওয়া চরম অসাধুতা আর ডেনির আপাত-অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া। তাছাড়া দাবি উঠতে পারে জেনেও আমরা পলিসিগুলো নষ্ট করে ফেলেছি, একথাটা একবার চাউর হয়ে গেলে আমাদের কোম্পানির সুনাম চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। নাঃ, ও ধান্দায় আর যেই যাক, আমি নেই।

ফ্যান'শর সমর্থনের আশায় না তাকিয়েই আমি আবার পলিসিগুলো ডেনির দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, 'তদন্তের শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগুলো আপনার কাছেই রাখা বাঞ্ছনীয়। মিস গেলার্টের কাগজপত্রের সঙ্গে এগুলো মনে করে অবশ্যই তাঁর উকিলের কাছে পাঠাবেন।'

এবার বিভ্রান্ত দেখাল ডেনিকে। 'কিন্তু এগুলোর তো কোন মূল্যই নেই। পাঠানোর কী খুব প্রয়োজন আছে?'

প্রথমটায় মনে হল, সে হয়তো ভাঁওতা দিয়েই আমাকে বলিয়ে নিতে চাইছে যে এগুলোর মূল্য আছে, কিন্তু ওর সরল হতচকিত মুখ দেখে বুঝতে পারলাম আমার অনুমান কতখানি ভুল ছিল। সতর্কতার সঙ্গে এবার বলে উঠি, 'উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন ব্যক্তির কোন ব্যক্তিগত কাগজপত্র বিনষ্ট করার কোন অধিকার আপনার নেই। ওঁর কোন উকিল ঠিক আছে কি?'

'ঠিক জানি না, তবে এ ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে। কনির সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি।'

'তাই করুন।'

পলিসিগুলো আবার ব্রীফ কেসে পুরে ডেনি উঠে দাঁড়াল। 'আজই স্প্রিংভিলেতে পৌঁছতে গেলে আমার আর দেরী করা উচিত হবে না। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, মিঃ হারমাস।'

ডেনি চলে যাবার পর সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে, চেয়ারটা পেছনে ঠেলে, আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যান'শর দিকে তাকালাম। 'নাও, এবার শুরু করো। তোমার যা মন চায় বলতে পারো আমায় স্বচ্ছন্দে।'

'না, তোমার জায়গায় আমি উপস্থিত থাকলে, আমি বোধহয় ঐ একই কাজ করতাম,' বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল ফ্যান'শ।

'তুমি আমাকে এর মধ্যে টেনে আনোনি দেখে আমি খুশি। এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। তোমার কী মনে হয়, লোকটা সৎ?'

'সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই,' বলতে বলতে ম্যাডক্স ঢুকে পড়ল হঠাৎ।

'আমি বাইরে থেকে সব শুনতে পাচ্ছি।' আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

'ওগুলো ফেরৎ দেবার পূর্বে তুমি কি একবারের জন্যেও আমার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার অনুভব করলে না?'

'অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কি? আপনি কী মনে করেন, কাজটা আরও সুষ্ঠুভাবে করতে পারতেন? আত্মসম্বরণ করতে গিয়ে শেষে হয়তো রক্ত আপনার মাথায় চড়ে যেত।'

কি একটা বলার জন্য উদ্যত হয়েও দন্ত বিকশিত করে হেসে উঠল ম্যাডক্স। 'তা হয়তো সত্যি হলেও হতে পারত।'...

আমি স্থির নিশ্চিন্ত, ডেনি পলিসিগুলো কনির হাতে তুলে দিলেই, সে এখানে এসে হাজির

হবে, উদ্দেশ্য টাকা দাবি করার জন্য। আর আমি এও নিশ্চিত, যে দেহটা সুসান গেলার্টের বলে প্রচার করা হচ্ছে, ওটা আসলে কোরিন কনির। ম্যাডক্স আমাকে সনাক্ত করণের জন্যে না পাঠিয়ে এক মস্ত ভুল করে বসল। কোরিনই যে খুন হয়েছে তার প্রমাণ হাতে আছে আমার, আর তাতে এতবড় একটা চক্রান্ত নিমেষে বসে পড়বে। মনে মনে স্থির করলাম, ম্যাডক্সের বারণ করা সত্ত্বেও স্প্রিংভিলের মর্গে গোপনে ঢুকে পড়ে নিজের আত্মতুষ্টি করেই চলে আসব। একটু রাত করে গেলে ওখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

কোরিন বুয়েনস এয়ারস-এ গেছে কিনা খোঁজ নিতে যাচ্ছি বলে ম্যাডক্সের কাছে বিদায় নিয়ে আমি হোটেলের দিকে রওনা হলাম।...

হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে প্রথমেই দক্ষিণ আমেরিকান জাহাজ কোম্পানিতে ফোন করলাম। কেরানীটার সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথা বলে জানতে পারলাম, কোরিন কনি নামে একটি মেয়ে সমুদ্রপথে বুয়েনস এয়ারস-এর পথে রওনা হয়েছে। ঐ মেয়েটা আসলে কোরিন কনি কিনা জানি না, কেরানীটিও বলতে পারবে না, তবে কোর্টে কেস উঠলে এ ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ ওর পক্ষে সহায়ক হবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আর দেরী না করে স্যান বারনাডিনোতে আমি ফোন করলাম, হেলেনের হোটেলে। হেলেনকে পাওয়া গেল না, তবে শুনলাম ও আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। ওর জন্যে বিস্তারিত সংবাদ রেখে দিলাম, আর এও বললাম ও এলে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।

টেলিফোন রেখে, আমার দীর্ঘপথের মোটর যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে স্যুটকেসটা গোছগাছ করতে রাখলাম। একটু পরেই টেলিফোনের ঘন্টি। ওটা হেলেনের ফোন ভেবে তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলাম, 'হ্যালো! মিঃ স্টিভ হারমাস বলছি।'

হেলেন নয়, ফোন করেছে গুডইয়ার। খনখনে গলায় চিৎকার করে উঠল সে, 'কাগজ দেখেছিস? হতচ্ছাড়ি মেয়েটা শেষ পর্যন্ত নিজেকেই শূলে চড়িয়েছে।'

'জানি। তুই না করলে আমি এই মাত্র তোকেই ফোন করছিলাম।' নির্ভেজাল ডাহা মিথ্যে, ওর কথা আমায় স্মরণেই ছিল না। আমি এক্ষুনি ফ্যান'শর অফিস থেকে ফিরছি। ম্যাডক্স এখন চৌকো গোছের ডিম পাড়ছে।'

'ব্যাপারটা ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিস না, স্টিভ,' ওর কথাগুলো কেমন যেন জড়ানো জড়ানো।

'আমাদের তাহলে এখন কী করণীয়? কি বলছে ম্যাডক্স?'

'আরে অত উত্তেজিত হোস না। তোর চিৎকারে কানে তালা লাগার জোগাড় আমার।'

'কি আর করবো—কিছু না!'

ছোট্ট একটু নীরবতা।

'ম্যাডক্সও কী তাই বলছে?' ওর কণ্ঠ এখন অনেক সংযত।

'হ্যাঁ।'

'তার মানে টাকা আমরা মেটাবো না?'

'আরে টাকা যে ওরা চাইবে একথা তুই বা ভাবছিস কী করে?'

'নিশ্চয়ই চাইবে। দেহের রক্ত ঝরিয়ে ওর মৃত্যু হয়েছে। আমার পলিসিতে ওটা লেখা ছিল না। কোন ঝানু ধুরন্ধর উকিলের হাতে পলিসিটা পড়লে আমাদের রেহাই মিলবে ভেবেছিস?'

'সেসব আমি জানি না। ডেনি জানে পলিসিগুলো শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এখন কনি যদি টাকা দেবার জন্য আমাদের কাছে খোসামোদ করে তাহলে সেটা চিটিং বাজি করা হবে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। দূরভাসে ওর গভীর নিশ্বাস ফেলাব শব্দ কানে আসছিল।

'তুই কী আমাকে বুদ্ধ বানানোর চেষ্টায় আছিস?'

নিরুপায় হয়ে বলল সে, 'তুই আর ম্যাডক্স ঠিকই ধরেছিলি। ভুল করেছিলাম আমি। ব্যাপারটায় কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। কোন ফন্দি বাজি না থাকলে মেয়েটা কখনোই ওভাবে মরতে পারে না।'

'তুই কী মনে করিস, ওকে খুন করা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই তাই। ম্যাডক্স আমার সম্পর্কে কী বলছে বল্? নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে?'

'দূর, তোর নামটা উচ্চারণ পর্যন্ত সে করেনি।'

'সে-তো আরো খারাপ,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল গুডইয়ার। কদিন আগেই আমি কোম্পানির পঞ্চাশ হাজার ডলার নষ্ট করে ফেললাম। তার ওপর আবার এটা আছে। সম্পূর্ণ দোষ আমার। ভাবছি, ম্যাডক্স তাড়িয়ে দেবার আগে আমি নিজেই কাজ ছেড়ে দেবো। এ জীবনে আর কাউকে দিয়েই ইন্‌সিওর করাচ্ছি না।'

'মিথ্যে মিথ্যে অযথা কেন মাথা গরম করছিস অ্যালান? তুই আমাদের সেরা সেলসম্যান। ম্যাডক্স তোকে তাড়াতে কখনোই সাহস পাবে না। এ ধরনের অবস্থায় অন্য এজেন্টরা বহুবার পড়েছে। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত টাকা কেউ চাইতে আসেনি। তুই এতো ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? এক পেয়ালা মাল সাঁটিয়ে নে দেখি। ওটাই এখন তার দরকার।'

'কোন প্রয়োজন নেই ওসবের।' গুডইয়ারের কণ্ঠ উত্তেজনার শেষ সীমানায় পৌঁছে গিয়েছিল। আমার মান ইজ্জত একে একে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আমি একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। খেদিয়ে দেবার আগে আমি নিজে থাকতেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।'

'তোর যা অবস্থা, মাথা তোর কাজ করছে না, অ্যালান—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে থাকি আমি। সে রকম কোন ইচ্ছে থাকলে বরং ম্যাডক্সের কাছে গিয়ে খুলে বল। তুই যে কী নির্বোধের মতো কাজ করতে যাচ্ছিস, ও তোকে খুব ভালো বুঝিয়ে দেবে। যা না একবার তার কাছে।'

'আমি আমার পদত্যাগ পত্র নিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি। তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

'এখন হবে না—আমি বেরোচ্ছি। কাল সকালে না হয় দেখা করিস।'

'রাত্তিরের দিকে দেখা করতে পারবি?'

'না রে, আমি একটু শহরের বাইরে যাচ্ছি। সকালের আগে ফিরতে পারব বলে তো মনে হয় না। বলবো তোকে সব। কাল এগারোটার পর আমার এখানে চলে আয় না?'

'ঠিক আছে। আমি এখন ম্যাডক্সের কাছে যাচ্ছি।'

'তাই যা। মাথা ঠাণ্ডা রাখিস, ছাড়ছি।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে এক গেলাস পানীয় হাতে ভাবতে বসলাম, গুডইয়ারের কথাগুলো ম্যাডক্সকে জানিয়ে তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত হবে কিনা। পরক্ষণেই চিন্তা করলাম—নাঃ, এসবের কোন দরকার নেই, ব্যাপারটা ওর ওপরেই ছেড়ে দেওয়াই ভালো। স্প্রিংভিলেতে আমায় যেতেই হবে। ম্যাডক্সকে ডাকতে গিয়ে সে যদি আবার নতুন করে কোন কাজ চাপিয়ে দেয় তাহলে যাওয়া বোধহয় আর সম্ভব হবে না।

কোর্টের ভেতরের পকেটে রিভালবারটা গুঁজে নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে আমি বুইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্প্রিংভিলের উদ্দেশ্যে।...

স্প্রিংভিলে যাবার ধূলিকণায় ভরপুর রাস্তা চাঁদের আলোয় সাদা হয়ে গেছে।

শহর ছেড়ে সিকি মাইল ভেতরে যাবার পর আমি একটা ঝোপের পাশে গাড়ি দাঁড় করালাম। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হবে আমায়। কেউ যদি দেখে ফেলে, বা ম্যাডক্স যদি কোনরকমে শুনে ফেলে আমি তার আদেশ অমান্য করেছি, তাহলে এই মুহূর্তেই আমার চাকরির দফা-রফা। গাড়ির দরজায় চাবি এঁটে অন্ধকার ঘেঁষে শহরের দিকে এগিয়ে চললাম।

বেশীরভাগ বাড়িগুলোই এখন অন্ধকার। তবে এদের মধ্যে পৃথক ছিল হোটেল, শুঁড়িখানা আর গোটা দুই কাঠের বাড়ি।

শেরিফের দপ্তর আর মর্গটা বড় রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে। হেলেনের সঙ্গে ডেড লেকে যাবার পথে আমি বাড়িটার ওপর নজর রাখছিলাম।

জঙ্গলটা ধীরে ধীরে অনেক পাতলা হয়ে এল। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি রাস্তাটা একবার ভালো ভাবে চোখ বুলিয়ে নিলাম। জনা ছ'য়েক লোক একটা সেলুনের সিঁড়িতে বসে গান করছিল। ওদের নজর এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। অগত্যা নিজেকে গোপন রেখে আমি বসে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। এগারোটার সময় সবার শেষে থাকা

লোকটা চলে যাবার পর সেলুনের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে আলো না নেভা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকলাম। লম্বা রাস্তাটা এখন জন-মার্নবশূন্য। এবার এগোন যাক।

কান দুটো খোলা রেখে, চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে অতিসন্তর্পণে বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে এগোতে লাগলাম।

মাঝামাঝি আসার পর হঠাৎ একটু দূরে কুকুর চিৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি করে সেলুনের পাশের অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম। কুকুরটা ডেকেই চলেছে, শেকলের ঝাপটা-ঝাপটি আমার কানে এসেছিল।

কুকুরটাকে এড়াতে সেলুনের পেছন দিকটা চলে গেলাম। ভাগ্য ভালো, সেখানে একটা সরু গলি ছিল। গলিটা বড় রাস্তার সমান্তরাল। ওটা ধরে দু-তিন মিনিট জোর কদমে হাঁটতেই শেরিফের দপ্তরের একেবারে সামনা-সামনি পৌঁছে গেলাম।

জানলার ওপর একটা আলো আসছিল। আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

দীর্ঘকায় চেহারার এক লোক একরাশ ছাপা ফর্ম টেবিলে ছড়িয়ে বসেছিল। পাইপের নীল ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে আসছিল আমার মাথার ওপর।

সরে এলাম ওখান থেকে। বাড়িটার ঠিক শেষ প্রান্তে জেলখানা, তার নীচে একটা কাঠের নীচু কেবিন। আরো কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর দরজার ওপরে সাদা অক্ষরে লেখা 'মর্গ' চোখে পড়লো।

বাড়িটা ঘুরে পেছন দিকটায় চলে এলাম। একমাত্র জানালাটায় শার্টার লাগানো। ভেতরে কোন আলো জ্বলছিল না। শার্টারের ওপর কিছুক্ষণ কান পেতে বুঝতে পারলাম, ভেতরে কেউ নেই। এগিয়ে গিয়ে দরজার তালাটা পরীক্ষা করলাম, ওটা খোলা আমার কাছে কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। সঙ্গে করে আনা লোহার ছুঁচালো টুকরোটা দিয়ে নিমেষের মধ্যে খুলে ফেললাম ওটা। তারপর পকেট থেকে টর্চ বার করে আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলা দিলাম। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল পাল্লা দুটো। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে শেরিফের ঘরের জানলাটা একবার দেখে নিলাম।

নাঃ, এদিকে কারো চোখ নেই। সন্তর্পণে আলো জ্বেলে ভেতরে পা বাড়ালাম।

একটা চাকা লাগানো স্ট্রেচার দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো। আসবাব বলতে একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর টেলিফোন। আমার ঠিক বিপরীতে অন্য একটা ঘরের দরজায় সাদা এনামেল রঙ করা একটা ফলকের ওপর লেখা ঃ 'শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষ।' কাছে গিয়ে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। অন্ধকার ঘরটার ভেতর থেকে বীজাণুনাশক ওষুধের গন্ধ ভক্ করে এসে লাগল আমার নাকে। টর্চের আলো ফেলতে চোখে পড়ল, সাদা কল লাগানো একটা গভীর জলাধার, আলো বসানো একটা অপারেশন টেবিল আর তার পাশে অন্য দুটো টেবিলের একটার ওপর চাদর ঢাকা একটা মৃতদেহ। আমি সেদিকেই এগিয়ে গেলাম। উত্তেজনায় ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল আমার। কাঁপা কাঁপা হাতে কোনরকমে চাদরের একটা কোণ উঠিয়ে টর্চের আলো ফেললাম।

শুয়ে আছে সুসান গেলার্ট। নিথর বিষণ্ন মুখটা এখন ফ্যাকাশে, বরফের মতো সাদা হয়ে আছে।

হ্যাঁ, এ যে সুসান এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। চেহারাটা ওরই মতো, কোঁচকানো সোনালী চুলের বাহারও একই রকমের। চাদরটা একটু নীচে টানলাম। ডান দিকের স্তনের ওপর গাঢ় লাল রঙের ছোট্ট একটা জন্ম চিহ্ন। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে মনে করতে চেষ্টা করলাম, এর আগে ওটা কোথাও দেখেছি কিনা। প্রথমবার কোরিনের সঙ্গে দেখা হবার সময় ওটা কী আমার নজরে এসেছিল? যে জামা ওর পরনে ছিল তাতে ওটা কখনোও আড়াল করা যাবে না। স্টেজে সুসানের নাচ দেখার সময়েও এটা আমার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেনি। অবশ্য ছোট্ট এইটুকু চামড়ার দোষ খুব সহজেই প্রসাধনের সাহায্যে লুকিয়ে ফেলা যায়।

প্রমাণের দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই জন্মচিহ্নটাই সামনে শায়িত এই মেয়েটাকে সুসান বলে সনাক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

আঙুলের ছাপ নেওয়ার সমস্ত সরঞ্জামই সঙ্গে মজুত ছিল। মেয়েটার শীতল হাত থেকে চটপট ছাপ তুলে নিলাম। এক নজরে পরীক্ষা করে মনে হল, পলিসির ছাপটার সঙ্গে এর কোন তফাৎ হবার কথা নয়।

সরঞ্জামগুলো একে একে পকেটে রাখতে গিয়ে মন কেমন বেদনায় ভরে উঠল। আমি ভেবেছিলাম মেয়েটা সুসান গেলার্ট নয়, কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

চাদরটা টেনে দিয়ে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। হাতলটা ঘোরাতে গিয়ে সহসা একটা ক্ষীণ শব্দ ওপাশ থেকে কানে এল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কানদুটো সজাগ আর হৃৎপিণ্ড ডাঙায় তোলা জ্যান্ত মাছের মতো ছটফট করতে লাগল।

কিন্তু না, আর কোন শব্দ নেই। তবু আমার স্থির বিশ্বাস, এবাড়িতে আমি আর একা নই।

টর্চ নিভিয়ে, সন্তর্পণে দরজা খুলে, কান দুটো সজাগ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বেশ কয়েক মুহূর্ত। এবারও কিছু হলো না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের একটা দেয়াল শুধু আমার সমুখে। সবটাই আমার কল্পনারই একটা অঙ্গ বলে মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিপদের অনুভূতিটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমার ঠিক পেছনে সুসান-গেলার্টের কথা মনে হতেই একটা কনকনে শীতল স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। অতি সন্তর্পণে বাইরের ঘরটায় দু-পা এগোলাম। আর সেই সময়েই ঘটে গেল অঘটন। আমার ডানদিকে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে আমি এক ঝটকায় ছিটকে একপাশে সরে দাঁড়ালাম।

সহসা একটা ঠাণ্ডা ধাতব বস্তু চড়চড় করে কোটটা ছিঁড়ে আমার হাতটা চেঁচে দিয়ে গেল। তার পরই সামনে থেকে কারুর চাপা গর্জন শুনে ঘামতে শুরু করে দিলাম আমি। মুখের ওপর কয়েকটা হাতের স্পর্শও অনুভবে এল। কাল বিলম্ব না করে মাথা নুইয়ে, দু-হাত বাড়িয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনে।

একটা শক্তিধর পেশীবহুল দেহের ওপর আছড়ে পড়লাম। ইস্পাতের কঠিন ফলা কোটে বিঁধে পাঁজরে খোঁচা মেরে বসল। আমি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ঘুষি চালালাম, ধপ করে গিয়ে লাগল একটা মুখের ওপর। অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে। একটা ছুরি সশব্দে মাটি স্পর্শ করল। এরপরই সবল দুটো হাত আমার বুক হাতড়ে গলার কাছে এগিয়ে এল। মরিয়া হয়ে ঘুরে গিয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ওপর চেপে বসল কোন একজনের হাঁটু।

দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগার আমার। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মোটা-লোমশ দুটো হাত গলা থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম...কিন্তু কিছুতেই সফল হলাম না। সাঁড়াশির মতো আঙুলগুলো গলাটাকে আটকে রেখেছে। কানের ভেতর কেউ যেন দামামা বাজাচ্ছে। বুঝতে পারছিলাম অবশ হয়ে আসছে সারা শরীর, ক্রমে চেতনাও হারাতে বসেছি আমি। গলার চাপটা সহ্য করা সত্যিই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সরল হাতের অধিকারী লোকটি নিঃসন্দেহে ষাঁড়ের মতো শক্তি তার।

আমি আবার ঘুষি চালালাম। কাঁচের জানালায় তুষারের আঘাতের মতো মুখে গিয়ে আঘাত করল ওটা।

অন্ধকারটা আমার চোখে জ্বলন্ত লাল গোলার মতো লাগছিল। হাত উঠিয়ে আমি আবার অন্ধকারে আঘাত হানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওটা যেন সীসের মতো ভারী হয়ে উঠেছে এখন। চিৎকার করতে চাইলাম। জ্বলন্ত গোলাটা যেন সশব্দে মাথার মধ্যে ফেটে আমার এই পৃথিবীটাকে স্তব্ধ করে দিল, সেইসঙ্গে অন্ধকারেও ঢেকে দিল।...

হুইস্কির বোতলটা আমার দিকে ঠেলে দিল শেরিফ। তার হালকা রঙের নীল চোখ দুটো একবারের জন্যও আমার মুখ থেকে সরছিল না।

'এক চুমুক দাও। এখন নিজেই নিতে পারবে।'

বোতলটা তুলে ঢেলে দিলাম গলায়, বেশ খানিকটা। স্বাদ ঠিক দুধের মতো।

'তোমার ভাগ্য ভালো যে আমি সময়মতো ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম।' টেবিলে পড়ে থাকা একটা পাতলা ফলাওয়ালা ছোরার দিকে মাথা নেড়ে দেখালো শেরিফ। 'লোকটা যে ঘুঘু আসামী তাতে কোন ভুল নেই।'

'তাই হবে।' স্বর ভেঙে গেল আমার, বিধ্বস্ত কণ্ঠের যন্ত্রণা চাড় দিয়ে উঠল। 'আপনি দেখেছেন তাকে?'

'নাঃ, আমার পায়ের শব্দ পেয়েই সেখান থেকে হাওয়া হয়ে যায় সে। এত তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছিল যে বন্দুকটা পর্যন্ত আনতে ভুলে গেছি।'

আর এক ঢোঁক গলায় ঢাললাম। আমি জানি প্রশ্নবাণ শুরুর মুহূর্ত এখন আগত, অথচ শরীরের এই রকম অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য একটা কাহিনী ফেঁদে বসব তাও এখন মাথায় আসছে না। তবে বুঝতে পারছিলাম, আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারলাম অর্থাৎ নিজের বারোটা নিজের হাতেই বাজালাম।

এর ওপর ম্যাডক্সও ফেঁসে গেল। সম্পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে রেহাই দেবার পাত্র এ লোক নয়। জ্ঞান ফেরার আগেই সে আমার পকেটে তল্লাশী চালিয়েছিল। আমার মানিব্যাগ, লাইসেন্স, পরিচয়পত্র...সবই টেবিলের ওপর ছড়ানো। অর্থাৎ আমার পরিচয়পত্র তার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে।

'শোনো হে ছোকরা,' হালকা কণ্ঠে বলে উঠল শেরিফ। 'তোমাকে আমি এখুনি জেলে ভরে দিতে পারি আমি জানি তুমি ওখানে কোন উদ্দেশ্য নিয়েই হাজির হয়েছিলে। বলো এবার সেটা কী জন্যে? মেয়েটাকে সনাক্ত করতে?'

'হ্যাঁ!'

'ওকি তোমাদের কোম্পানিতে ইনসিওর করিয়েছিল?'

'শুনুন শেরিফ,' জোর করে সাহসে ভর করে আমার বলা শুরু করি। 'আমি বিরাট এক ঝামেলায় পড়ে গেছি। ঐ মেয়েটা আমাদের নিকট ইন্‌সিওর করিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাছে ওটা জালিয়াতি ছাড়া আব কিছুই নয়। আমাদের অনুমান ওকে হত্যা করা হয়েছে। তাই এখানে এসে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে, মেয়েটা সুসান গেলার্টই—তার যমজ বোন কোরিন কনি নয়। এখন সমস্যা একটাই—তা হল আমার এখানে আমার খবর যদি কোনভাবে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে শুধু আমাদের কোম্পানী নয় সেইসঙ্গে আরও ন'টা কোম্পানীর সবশুদ্ধ দশলক্ষ ডলার একেবারে চলে যাবে।'

ঠোঁট চেটে হালকা ভাবে শিস্ দিয়ে উঠল শেরিফ। তারপর নড়ে চড়ে বসল, 'ব্যাপারটা একটু খুলে বলো দেখি! আমি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।'

লোকটার নম্র আচরণ দেখেও বিচলিত হলাম না। আমি জানি বলতে আমাকে হবেই, না হলে এর থেকেও আরও ভয়ঙ্কর ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। অগত্যা তার কাছে সব খুলে বললাম, এর মধ্যে জোইস শ্যারম্যানের অন্তর্ধাণের কথাটাও বাদ পড়ল না।

এক নাগাড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বিনা মন্তব্যে সবটা শুনে গেল শেরিফ, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে একমত যে ব্যাপারটা সুবিধের নয়, কিন্তু তুমিও ভুল পথে পা বাড়িয়েছ। মেয়েটার নিছক দুর্ঘটনাতেই যে মৃত্যু হয়েছে, তার মৃত্যুতে যে কারো হাত নেই, এ সন্দেহ মেটাতে আমাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কনি যখন জানাল, ওকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, আমার প্রথমে সন্দেহটা তার ওপরে গিয়েই পড়েছিল এই ভেবে সেই ওকে খুন করেছে কিনা। ও লোকটাকে আমার দু-চক্ষের বিষ। ভয়ঙ্কর বদ-চরিত্রের লোক। তাড়াহুড়ো করে তক্ষুণি দ্বীপে ছুটে গিয়েছিলাম। ওখানে যা যা ছিল সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেছে। মইটা—সে যা বলেছিল, তার কথাটা ঠিক। একদম ভাঙাচোরা। এই মইয়ের একটা পায়া ভেঙে যেতে যত বিপত্তি। জানালার ভাঙা কাঁচগুলো দেখেছি—রক্তে সব একেবারে মাখামাখি আর কেবিনের বাইরে যে পায়ের ছাপগুলো ছিল সেগুলো হয় কনির নয়তো এই মেয়েটার।

'আর এখানে সবাই এটাই দুর্ঘটনা বলে প্রমাণও করে দিচ্ছে। মারা যাবার সময় মেয়েটা এই দ্বীপে একাই ছিল। ডাক্তারের কথামতো তার মৃত্যু হয় বেলা তিনটে নাগাদ। এদিকে কনি দ্বীপ থেকে হোটেলে এসে পৌঁছেছিল বেলা দশটায়। জ্যাক ওকলে নামে একটা লোক তখন থেকে সেই বিকেল পর্যন্ত ডেড লেকে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ ধরেছে। জ্যাক কনিকে সে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল।

আর কনি নাকি দ্বীপে ফিরে দু-মিনিটের মধ্যে আবার মোটরবোট নিয়ে এপারে চলে আসে।

তখন সে মেয়েটার মৃতদেহ দেখতে পেয়েই সরাসরি আমার কাছে এই খবর দেওয়ার জন্য ছুটে এসেছিল। আমি যখন লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছই, ওকলে তখনও স্থির চোখে তাকিয়ে আছে দ্বীপের দিকে। এরমধ্যে কাউকেই সে ওখান থেকে ফিরে আসতে দেখেনি। আর আমরাও দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও কারুর দেখা পাইনি। তাই খুন করার যে চিন্তা তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেটাকে তুমি অনায়াসেই ঝেড়ে ফেলতে পার।'

'আমি দুঃখিত—আপনার কথাটা মানতে আমার একটু আপত্তি আছে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠি। 'খুনটা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কীভাবে এটা সংঘটিত হল এটা ঠিক আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

বিচিত্র এক অঙ্গভঙ্গিমা করে উঠল শেরিফ। 'দেখো—প্রমাণ করাতে পারো কিনা। কিন্তু এও বলে রাখি, ওকলের কথা শোনার পর কোন জুরিকে তুমি ও-কথা বিশ্বাস করাতে কখনোই পারবে না।'

'ধরে নিন, কনিই যদি তাকে ঠিক করে থাকে আপনাকে ওসব বলার জন্যে?'

'সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, আর ও প্রকৃতই সাদা লোক। তাকে দিয়ে ও কাজ করানো সম্ভব নয়।'

একটু ইতস্ততঃ করে বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, আমি যে এখানে এসেছিলাম, আপনি কী তা জানিয়ে দেবেন? বুঝতেই পারছেন, আমি কী রকম ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে গেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কনিকে ফাঁসানো, এখন সে যদি কোনভাবে প্রমাণ করে দিতে পারে, আমি এখানে মেয়েটাকে সনাক্ত করণের জন্য এসেছিলাম, তাহলে পরিবর্তে সেই আমাদের ফাঁসিয়ে দেবে।'

সহানুভূতির হাসি হাসল শেরিফ। 'সাধারণতঃ আমি নিজের চরকাতেই তেল দিয়ে থাকি, তবে আমায় যদি সমন দিয়ে কোর্টে নিয়ে গিয়ে শপথ করানো হয়, আমি কিন্তু আসল ঘটনাই বলতে বাধ্য হবো।'

আমি জানি, মর্গে কনিই আমার ওপর চড়াও হয়ে ছিল। সম্ভবতঃ চিনেও ফেলেছে আমাকে। তাই শেরিফকে সে কোর্টে টেনে নিয়ে যাবেই। অর্থাৎ নিস্তার আমার ভাগ্যে নেই, আবার করণীয়ও কিছু নেই। বললাম, 'ভগবানকে ডাকা ছাড়া এখান থেকে বেরোনোর কোন রাস্তা আমার জানা নেই, তিনি যদি কোন উপায় দেখাতে পারেন। আপাততঃ আর কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আগে আমি লস-এঞ্জেলেস-এ ফিরে যেতে চাই। যা করেছি তারজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

'বেশ, এবারের মতো আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু এরপরে আর কখনও এমন কোন কাজ করতে যেও না যেন,' মৃদু ধমক দেবার মতো সুরে বলে উঠল শেরিফ।

'যাবার আগে আর একবার মেয়েটার দেহ দেখে যাবার ইচ্ছে আছে?'

'না, আর প্রয়োজন নেই। ওর কোন ছবি আপনার কাছে আছে?'

'এই মুহূর্তে নেই, তবে কাল সকাল দশটা নাগাদ এসে যাওয়ার কথা। তোমাকে এক কপি পাঠিয়ে দেবো।'

'ওর বুকে যে জন্মচিহ্নটা আছে ওটা আমি ছবিতে একবার দেখতে চাই। একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?'

'কেন পারব না?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'আচ্ছা, চলি তাহলে।'

হাত তুলল শেরিফ। 'এসো।'

শেরিফের দপ্তর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমি। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা একটাই, এই বুঝি কনি চড়াও হল। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না।...

পরের দিন বেলা এগারোটায় ফ্যান'শর দপ্তরে প্রবেশ করলাম আমি। ম্যাডক্স আর ফ্যান'শ নিজেদের মধ্যে কথোপথনে ব্যস্ত ছিল। আমি ঘরে পা রাখতেই ম্যাডক্স কটমট চোখে তাকাল।

'কোন চুলোয় ছিলে এতোক্ষণ? কাল থেকে গরু খোঁজা খুঁজছি তোমাকে!'

'মাপ করবেন। আমি এখানে ছিলাম না, স্প্রিংভিলেতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এমন কিছু একটা হাতে আসবে যাতে এই কেসটায় একটু আলো দেখতে পাই, কিন্তু পেলাম না। তার

পরিবর্তে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে গেল।'

আমি ভাবলাম, ম্যাডক্স বোধহয় ক্রোধে ফেটে পড়বে, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। নিশ্চল হয়ে বসে রইল, তার চোখ দুটো গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল। সামান্য হলেও রক্তাভা বহিঃপ্রকাশ করল তার মুখে, তবু নিজেকে সংযত রাখল।

'তাতে করে ক্ষতির পরিমাণ কতটা?' ঝাঁকালো কণ্ঠে বলল সে।

'ক্ষতি হওয়া যতটা সম্ভব, ততখানি।'

'স্থির হয়ে বসে আমায় সব খুলে বল।'

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে আমি আদ্যপান্ত খুলে বললাম। আমার কথা শেষ হবার পর ম্যাডক্স বলে উঠল, 'হুঁ, আশাকরি তোমার সন্দেহ এখন মিটেছে। তবে আমার যা মনে হচ্ছে, ওরা তোমার জন্যই ফাঁদটা পেতে রেখেছিল, আর তুমি উজবুকের মতো সোজা করে তাতে ধরা দিয়েছো।'

'তাই হবে বোধহয়।' আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। আমি জানি ম্যাডক্সের কাছে ক্ষমা চেয়ে আজ আর কোন লাভ নেই, ওসবের সে ধার ধারে না।

চুরুটটা তুলে নিয়ে একটা প্রান্ত কামড়ে বসল ম্যাডক্স। 'গুডইয়ার রিজাইন দিয়েছে, শুনেছো?'

'বলেছিল দেবে।'

'সত্যি বলতে কি, সে চলে যেতে আমি সুখী-ই হয়েছি। ভালো সেলসম্যান সে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার বিচারবুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই। তুমিও ঠিক তাই।'

'তাহলে আমিও না হয় কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।'

আমার অনুমান ছিল একথা শোনার পর ম্যাডক্স প্রতিবাদী কণ্ঠে গর্জে উঠবে, কিন্তু তাহলো না। চুরুট জ্বালিয়ে প্রায় মিনিট দুই সে ছাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ নত করে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করল, তোমার কাজের দরুণ আমাদের হয়তো একলক্ষ ডলার জলাঞ্জলি যেতে বসেছে। অন্য নটা কোম্পানিও হয়তো একই অবস্থার মুখোমুখি হবে। ভুলটা তোমার অসাবধানতার জন্য হয়নি এটা তোমার নিরেট মস্তিষ্কের দায়িত্বজ্ঞানহীন মূর্খতার ফল। তোমাকে আমি অনেক আগেই সাবধান করেছিলাম এ ব্যাপারে নাক না গলাতে, কারণটাও বলেছিলাম—একবার নয়, কমপক্ষে বারংবার। তা সত্ত্বেও তুমি নিজের অপদার্থতা প্রমাণ করার জন্য সেখানে হাজির না হয়ে পারলে না। তাই তোমাকে যদি এই মুহূর্তে আমি বরখাস্ত করি, সেটা নিশ্চয়ই আমার দিক থেকে কোন অন্যায় হবে না। যাইহোক, সমস্ত ব্যাপারটা আমি ঐ নটা কোম্পানিকেই জানিয়ে দিতে চাই—কারণ তদন্তের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা সবার হয়ে আমি আমার কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ তারাও আমাকে এই প্রস্তাব করবে, তোমাকে এখান থেকে বিতাড়িত করার অভিপ্রায়ে। এবার তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলো।'

'কাজ ছেড়ে চলে যাবো—আর কী করতে পারি?'

আমাকে শ্যেনভরা দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে নেয় ম্যাডক্স। 'তুমি ঠিক জানো, তোমার করণীয় আর কিছুই নেই।...ঝামেলাটা যখন তুমিই সৃষ্টি করেছ, তখন পারো না সেটার জাল থেকে আমাদের ছাড়িয়ে আনতে?'

'সে রকম কোন সম্ভাবনা থেকে থাকলে আমি নিজেই সে কথা বলতাম। মনে হয় এ রহস্যের মীমাংসা করতে গেলে আমার থেকেও উন্নত মস্তিষ্কের চতুর কাউকে আপনার প্রয়োজন।'

'সাত বছর তুমি আমার হয়ে কাজ করছো, হারমাস,' ম্যাডক্সের কণ্ঠস্বর এখন অনেক নরম। 'এখন পর্যন্ত তোমার কাজে কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। যাইহোক, আমি কী করতে চাই একবার শোনো। আমি তোমার একমাসের সবেতন ছুটি দিচ্ছি। এরমধ্যে তুমি কোথায় যাবে বা কী করবে, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তবে এই কেসটার যদি কিনারা করতে পার, তাহলে তোমার চাকরি যথারীতি আগের মতো বহাল থাকবে, এ প্রতিশ্রুতি আমি তোমায় দিচ্ছি। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তোমার ফিরে আসার আর কোন প্রয়োজন নেই।'

ওলে জ্যাকসন আমাদের আর এক গোয়েন্দা। সে নিজেকে অতি মাত্রায় চালাক মনে করলেও, আমি জানি সে আসলে একটা আস্ত গবেট।

কঠিন কণ্ঠে বলে উঠি, 'তার মানে জ্যাকসনকে আমার জায়গায় বহাল করছেন?'

'জ্যাকসন আদেশ মেনে কাজ করে, হারমাস। হ্যাঁ, তাকেই আমি কাজটা দিচ্ছি। কেসটা তুমি যদি নিজে থেকে সমাধান করতে পারো, তাহলে জানবে ভাগ্য তোমার প্রতি সদয়। কিন্তু আমাদের একজন বিশ্বস্ত গোয়েন্দাকে এ কাজে লেগে থাকতে হবে। আর জ্যাকসনের মধ্যে সেই সুপ্ত প্রতিভা আছে, সে নিঃসন্দেহে একজন বিশ্বস্ত লোক।'

কাগজটা আমি সজোরে টেবিলে ছুঁড়ে মারলাম। 'এটা রেখে দিন, নাক মোছার কাজে এটা কাজে আসবে। এই চাকরির আমার প্রয়োজন নেই। আমি চললাম।'

গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দড়াম করে দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দিলাম।

।। দশ ।।

স্যান-বারনাডিনোতে এসে পৌঁছলাম, সময়টা তখন মধ্যাহ্ন ভোজের। রেস্তোরাঁয় ভোজনরত অবস্থায় হেলেনকে দেখতে পেয়ে চুপিসাড়ে এগিয়ে গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললাম, 'খেয়ে নাও, এটাই হয়তো তোমার জীবনের দামী মূল্যের শেষ খাওয়া।'

ও এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যেন আমি চেয়ারের তলায় কোন বাজি ফাটিয়েছি। পরক্ষণেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল। 'স্টিভ! তুমি! কখন এলে গো?'

'এই তো, এইমাত্র। আরে ছাড়ো ছাড়ো, তুমি কী হোটেলের বদনামে উঠে পড়ে লেগেছ নাকি?' ওর হাতের বাঁধনমুক্ত করে চেয়ারে বসে পড়লাম।

'তারপর তোমার নিজের খরচ খরচা কেমন চলছে? আমারটাও চালানোর ক্ষমতায় কুলোবে কি?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'কী ব্যাপার, স্টিভ? কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে আমার জঠর জ্বালাটা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করি, তারপর তোমাকে আজ একটা বেদনাদায়ক কাহিনী শোনাব।'

খাদ্য তালিকা থেকে সবচেয়ে কম মূল্যের খাবারটা অর্ডার দেয়ার পর হেলেনকে অল্প কথায় সব খুলে বললাম। সব শুনে হেলেনের চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল।

'ম্যাডক্সের এতখানি সাহস এল কোথা থেকে? তার কোন অধিকার নেই আমার স্বামীকে এভাবে অপমান করার। আমি এখুনি তাকে ফোন করে...'

'এসবের আর কোন প্রয়োজন নেই হেলেন, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। তোমার সামর্থনেই আমাদের দু'জনের খরচ চালাবার?'

'তুমি কি সত্যি সত্যি এই চাকরি ছেড়ে এসেছ?' অবাক বিস্ময়ে হেলেনের চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল।

'কোন উপায় ছিল না। হারমাস পরিবার অন্যায়ের সঙ্গে কোনদিন আপোস করেনি। আমি মাইনের চেকটাও ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে এসেছি। বলেছি ওটা ওর নাক মোছার কাজে আসবে।'

'তুমি মনে করো তুমি যা করেছ সেটা বুদ্ধিমানের কাজ?'

মাথা নাড়ি। 'না, তা করিনি আমি স্বীকার করছি। হোটেলে ফিরে এসে দেখি আমার কাছে আর মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার পড়ে আছে, কিন্তু এতেও আমার মনে স্বস্তি আছে।'

ওয়েটার খাবার দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আহারে মন দিলাম, কিন্তু হেলেন নিজের প্লেটটা স্পর্শ না করে থমথমে মুখে বসে রইল।

'আমি হলেও হয়তো এই কাজই করতাম,' আমার ভোজন সমাপ্ত হলে ধীরে ধীরে মুখ খুলল ও।

'ঐ মেয়েটাই যে সুসান সে সম্বন্ধে আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। ম্যাডক্সের মোটা মাথায় এই সহজ কথাটা ঢুকলো না?'

'তুমি তো তাকে চেনো। তার মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরপাক খায় তা হল, যেন-তেন প্রকারে টাকার দাবি নস্যাৎ করে কেসটাকে কোর্টে তুলে সংগ্রাম করা। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যতই ভাবছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, কী ধুরন্ধর ওরা। ভেবে পাচ্ছি না, কী করে মেয়েটার প্রাণ

নিল। শেরিফ তো জোর গলায় বলছে, 'মেয়েটা মারা যাবার সময় ঐ দ্বীপে সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না। একমাত্র তার সাক্ষ্যতেই ওরা রেহাই পেয়ে যাবে। তাই, ওকে যে খুন করা হয়েছে এটা যে করেই হোক আমাদের প্রমাণ করতে হবে। তাহলে আমাদের সামনে এখন একটা রাস্তাই খোলা আছে, ওরা যে মেয়েটাকে খুন করেছে সেটা যেভাবেই হোক প্রমাণ করতে হবে। ম্যাডক্স হয়তো এই ভাবছে, টাকার দাবি, আসলে সে মামলা লড়বে। কিন্তু আমার মনে হয় এরকম একটা নিখুঁত চক্রান্ত ফাঁস করার কোন আশাই বোধহয় নেই।'

'দুর্ঘটনাটা পরিকল্পিত নয়তো? তবে এটা হয়তো একটু বেশী কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। ধরো, এমন যদি হয়, কনি ইচ্ছে করেই ব্যবহারের জন্য তার হাতের কাছে ভাঙাচোরা মইটা রেখে এসেছিল, যদি সে মই-এ ওঠার চেষ্টা করে তাহলে সে জানালার কাচের ওপর পড়ে যাবে?'

আমি সজোরে মাথা নাড়লাম। 'তা হতে পারে না। ও হয়তো তাতে জানালা স্পর্শ না করেই লাফিয়ে পড়লে প্রাণে বেঁচে যেত। আমি নিশ্চিত কেউ তার কব্জির শিরা কেটে দিয়েছিল। সে পুরুষই হোক আর স্ত্রী লোকই হোক। কিন্তু শেরিফের পৌঁছবার আগে দ্বীপ থেকে সে হাওয়া হলো কীভাবে, এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'সাঁতরে যেতে পারে না?'

'সাঁতরে গেলেও যেতে পারত তবে দিনের আলোয় কখনোই সম্ভব নয়, রাতে হলেও একটা কথা ছিল। ওকলের কথা অনুযায়ী সে সারাক্ষণ ওখানে বসেছিল। সোয়া মাইল ফাঁকা জায়গা কেউ সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করবেন তার নজরে পড়তেই।'

'তাহলে সে দ্বীপের আশেপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিল।'

'শেরিফের বক্তব্য দ্বীপে সে ছাড়া আর কোন জনমানুষ ছিল না। তাছাড়া তার ধারণা গিয়ে পড়েছিল কনির ওপর, এই কাজটা তার মনে করে। তাই সে কেবিনটা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়েছিল।'

'আচ্ছা স্টিভ, তুমি কী মনে করো এর মধ্যে ডেনির হাত আছে?'

'না। সে তখন নিউইয়র্ক ছিল। আমি নিশ্চিত, কারণ সে সরল মনে আমার হাতে পলিসিগুলো তুলে দিতে চেয়েছিল। সে মেয়েটাকে হত্যা করলে কখনোই ওগুলো ফিরিয়ে দিতে আসত না। তাছাড়া সে জানতো না যে আমি ওগুলো গ্রহণ করব না। যদি ওগুলো নিয়ে নিতাম, তাহলে সব ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ওখানেই ঘটে যেত। আমার অনুমান, তাকে শুধু শিখণ্ডি হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল—এসব বিষয়ে তার কিছুই জানা ছিল না।'

উঠে দাঁড়ালাম। 'চলো লাউঞ্জে বসে কফি পান করতে করতে তোমার সংগ্রহ করা খবরগুলো শোনা যাক। তুমি এ কাজে কতদূর এগোলে?'

হেলেনও উঠে পড়ল। 'আমি এখানে পা রেখেই প্রথমেই সমস্ত হোটেলের নামগুলো যোগাড় করে একে একে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে দিলাম। সংখ্যায় যে কত ছিল তা তোমার ধারণাতেই আসবে না। পথ চলতে চলতে আর বক বক করতে করতে আমার হাল হয়েছিল শোচনীয়, তবু ভাগ্যে কিছুই জুটল না। সবাই-এর বক্তব্যই এক যে জোইস শ্যারম্যান নামে তাদের কোন রিসেপশনিস্ট ছিল না। ভেবে দেখলাম, সিনেমায় নামার সময় ও নিশ্চয়ই নাম বদল করেছিল। সেই অনুযায়ী পাঁচবছর আগে যত রিসেপশনিস্ট কাজ করেছে তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করলাম। কিন্তু এবারও সফল হলাম না। ওঃ স্টিভ, আমার অবস্থাটা তখন কী রকম আকার ধারণ করেছিল একবার ভেবে দেখ।...আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, জোইস শারম্যান এখানে একদিনের জন্যও রিসেপশনিস্ট হিসেবে কাজ করেনি।'

'যাক, এটাও তো একটা কাজের কথা। একেবারে যে শূন্য হস্তে ফিরছো একথা নিশ্চয়ই বলতে পার না। রাইস যে হোটেলে ছিল সেটার খোঁজ পেয়েছ?'

'তা পেয়েছি বটে।' আমার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিল ও। 'হোটেলটার নাম রিজেন্ট। রাইস সেখানে দু'সপ্তাহ মতো ছিল, কিন্তু হোটেল ছেড়ে আসার সময় বিলের টাকা মিটিয়ে যায়নি। হোটেলের ডিটেকটিভের মুখ থেকেই শোনা, একবার রাইসকে সে ঘরে একটা মেয়ে এনে

তোলার জন্য ধরেছিল। মেয়েটার বর্ণনা শুনে মনে হল এই মেয়ে সম্ভবতঃ কোরিন হবে।'

'কোরিন কি তখন স্যান বারনাডিনোতে ছিল?'

মাথা নাড়ল হেলেন। 'হ্যাঁ, সুসান আর কোরিন দু'জনেই তখন একটা নাইট ক্লাবে স্ট্রিপ-টিজ দেখছিল। সেই নাইট ক্লাবটাও খোঁজ করে সেখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে আমি দেখাও করেছিলাম। ওদের দু-বোন আর রাইসকে তার ভালোই মনে হয়। তার বক্তব্য অনুযায়ী, রাইসের নাকি কোরিন সম্বন্ধে একটু উৎসাহ ছিল। প্রায়ই সে স্টেজের পেছনে কোরিনের সঙ্গে দেখা করতে যেত।'

'সুসান আর জোইস শ্যারম্যান একসঙ্গে ছিল কিনা জানতে পারল না?'

'একসঙ্গে ওরা ছিল না—অন্ততঃ এখানে নয়।' 'তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। সুসান আর কোরিন যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকত, নাইটক্লাবের ম্যানেজার সেখানকার ঠিকানা দিয়েছিল। আজ সকালের দিকে সেখানে একবার ঢুঁ মেরেছিলাম। বাড়িটা হাত বদল হয়েছে, তবে সেই সময়ের মালিকের ঠিকানা পেয়ে গেছি। আজ বিকেলে ওখানে যাবার কথা। জায়গাটার নাম বারমডেল—এখান থেকে শ'খানেক মাইলের মতো দূর হবে।

তুমিও যাবে নাকি?'

কথা বলার সময় সারাক্ষণ আমি ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। কেন জানি না মনে হচ্ছিল ও একটু অস্বস্তি বোধ করছে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, 'কী ব্যাপার হেলেন? তোমাকে আজ অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। এতদিন ধরে খুব পরিশ্রম করেছ নাকি?'

জবাব দেবার আগে সামান্য ইতস্ততঃ করল ও।

'জানি না হঠাৎ করে আমার মধ্যে কল্পনাপ্রবণ শক্তি জেগে উঠেছে কিনা, কিন্তু গত দু'দিন ধরে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। কাল রাত্তিরে মনে হল, কেউ যেন আমার শোবার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করেছে। আমি কে, বলে ডেকেও উঠেছিলাম কিন্তু প্রত্যুত্তরে কোন সাড়া পাইনি। অবশ্য শয্যা ছেড়ে উঠে দেখার চেষ্টা আমার দিক থেকেও হয়নি।'

'তোমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে বুঝলে কী করে?'

'মনে হল। দেখিনি কাউকে, তবু এই অনুভূতিটা মন থেকে তাড়াতেও পারছি না।, আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে, স্টিভ।'

আমি ওর হাতে মৃদু চাপড় দিলাম। 'আরে তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ, ভয়ের কোন কারণ নেই। সেই বাড়ির মালিকের কাছে আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই যাব। অকারণ চিন্তা করো না, কেমন?'

'তা করবো না, তবে তুমি আর নতুন করে কোন ঝামেলার সৃষ্টি করো না, স্টিভ দোহাই তোমার?' বুঝতে কষ্ট হল না, ও মুখে যাই বলুক, মনে ওর ভয় ধরেছে।

তাই বললাম, 'শোনো, তুমি বরং সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও।

ঘরের সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কিনা সেগুলো দেখার জন্যেও এসময়ে একজনের সেখানে যাওয়া দরকার।'

প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল ও। 'না স্টিভ, তোমাকে একা ফেলে আমি এক পাও কোথাও নড়ব না। আমার কেবলই চোখে জ্যাক কনির মুখটা ভেসে উঠছে আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে তার আওড়ানো বুলি। নৌকোয় বসে সে যেন আমাদের উদ্দেশ্যে বলছে ঃ 'প্রথমে আমি গুলি মারি পরে ক্ষমা চাই।" লোকটা অতিরঞ্জিত কিছু বলেনি ওর দ্বারা সবই সম্ভব।'

'নিজের স্ত্রীর সুরক্ষার প্রশ্ন উঠলে ওটা আমিও পারি,' আমি মৃদু হাসি হেসে উঠি। 'তুমি শুধু দেখে যাও। প্রথমে একটা ডবল রুম নেওয়া যাক। ব্যাগটা ওখানে রেখে আমবা বেড়িয়ে পড়ব। ফিরে গিয়ে যদি কিছু পেয়ে যাই তবে রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব আর নয়তো দু'জনেই একই পথের পথিক হয়ে লস এঞ্জেজেলস-এ রওনা দেব। ওদের টাকা দাবি করার সেই লগ্নে আমি ওখানে থাকতে চাই।'

মুচকি হাসল হেলেন। 'তুমি যে কাজ ছেড়ে এসেছ এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'আমি ম্যাডক্সকে ছেড়েছি ঠিকই, কেস নয়। তুমিও কী এই চাও জ্যাকসন আমার ওপর টেক্কা মারুক? আমি একাই এই কেসের সব দায়িত্ব নিতে চাই, আর যদি অঘটন কিছু ঘটাতে পারি ম্যাডক্সকে তার জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হবে। স্বাধীন অনুসন্ধানকারী হিসেবে ইন্‌সিওর মূল্যের একশ অংশ দিতে তখন সে বাধ্য থাকবে। দেড় লক্ষ ডলারের একশ শতাংশ কত হয় হিসেব করে তোমার মিঙ্ক কোটটার কথা বরং এখন থেকেই ভাবতে শুরু করে দাও।'

'কেসটা তোমার হাতে ফয়সাল্লা হবার পরই ওটা নিয়ে ভাবতে বসবো,' হাসতে হাসতে বলে উঠল ও। 'এখন থেকেই ভবিষ্যতের কল্পনার জাল বোনা উচিত নয়।'

'তুমি দেখে নিও,' আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'ওরা এক চুল সামান্য ভুল পদক্ষেপ নিলেই কেসটা ফাঁস হয়ে যাবে। পরে আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিও।'...

বারমডেল জায়গাটা উইলিংটনের থেকেও ছোট। একটা বড়োসড়ো দোকান, গোটা দুই পেট্রল পাম্প, একটা সেলুন আর একটা বাস ডিপো সম্বল করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এই শহরটা।

হেলেনের মুখে শুনলাম বাড়ির মালকিনের নাম মিসেস পেইসলে। দোকানটায় ঢুকে ভদ্রমহিলার বাড়ির নির্দেশ জেনে নেবার পর দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, 'আপনি কী ওঁকে চেনেন?'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে বসল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন চিনবো না। উনি তো প্রায়ই আমার এখানে পদধূলি দেন। তবে আপনাদের কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি। বছর দুই আগে স্বামী মারা যাবার পর থেকে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে উনি কেমন যেন ছিটগ্রস্ত হয়ে গেছেন।'

হেলেন আর আমি উভয়েই দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

'একেবারে উন্মাদ নাকি?'

'আরে না না, মাঝে মাঝেই মাথার গণ্ডগোল দেখা যায় আরকি। সেই মুহূর্তে উনি ওনার স্বামীকে জীবন্ত দেখতে পান। তবে ভয়ের কিছু নেই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমি বলে উঠলাম, 'আশা করি ভদ্রমহিলার স্মৃতি শক্তি এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে এসেছিলাম।'

ধুলো ভর্তি অপরিষ্কার রাস্তা ধরে মাইল দুই এগোনোর পর দোকানদারের নির্দেশ মতো একটা ফাঁকা জমিতে এসে পড়লাম আমরা। দেখেই বোঝা যায় জমিটা বহুদিন ধরে অযত্নে পড়ে আছে। আগাছায় ভরা একটা বাগানের মাঝে কাঠের যে বাংলোটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা বোধহয় একটু জোরে ফুঁ দিলেই ধসে পড়বে।

'এটাই হবে,' বলে আমি দরজার পাশে গাড়িটাকে দাঁড় করালাম।

পর্দাহীন একটা জানালার ভেতরে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল। আগাছা মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, একটা ছায়ামূর্তি জানালায় দাঁড়িয়েই মুহূর্তের মধ্যে আবার সরে পড়ল।

'যাক, একটাই সান্ত্বনা, ভদ্রমহিলা বাড়িতে আছে।' কয়েক পা এগিয়ে ভাঙা কাঠের দরজাটার ওপর বারকয়েক টোকা মারলাম।

দড়াম করে মুখের ওপর দরজা খুলে দীর্ঘকায় এক মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স পঁচাত্তরের কাছাকাছি। অপরিচ্ছন্ন কোঁচকানো মুখ মণ্ডল। বিরাট একটা ঘড়ের টুপির পাশ দিয়ে সাদা কেশগুলো বেরিয়ে এসে মুখের কাছে গুটিয়ে গেছে। গভীর জোড়া চক্ষুতে অস্পষ্ট চাউনি। গাঢ় সবুজ রঙের ভেলভেটের পোষাকটার বহু জায়গায় বিশেষ তালি লাগানো। 'কিছু চাইতে এখানে হাজির হয়েছ তোমরা?' হেলেনের সুদৃশ্য পোষাকের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাতে তাকাতে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন। 'আমার নাম হারমাস, আমার সঙ্গে ইনি আমার স্ত্রী। আমরা শুনেছি কয়েক বছর আগে স্যান বারনাডিনোতে আপনার নাকি বিরাট একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস ছিল?'

ভুরু কুঁচকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধা। 'ছিল নাকি? আমার অতো মনে নেই বাপু। তবে তোমাদের কি প্রয়োজন তাতে?'

'আমি সুসান গেলার্ট সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য এখানে এসেছি। শুনলাম তিনি নাকি একসময় আপনাদের সঙ্গেই থাকতো?' ভাবলেশহীন চোখ দু'টো কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছে। 'ও কি কোন ঝামেলায় পড়েছে?' একবার মনে হল 'হ্যাঁ' বললেই ভদ্রমহিলা বোধহয় বেশি খুশি হবেন।। আমি দু'দিক বজায় রেখেই উত্তর দিলাম, 'খুব সম্ভব তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'ও, মরেছে তাহলে!' স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তিনি। 'দেখেছো, আমার স্বামী অনেক আগেই বলে দিয়েছিল ওর শেষ পরিণতি মোটেই সুখের হবে না। তোমরা বরং ভেতরে এসো। আমার স্বামী শুনে খুব খুশি হবে। বহুবার ও আমায় বলেছে,দেখো, মেয়েটা বেঘোরে মরবে। আর আশ্চর্য শেষ পর্যন্ত তার কথাই সত্যি হল! অবশ্য আজ পর্যন্ত এমন হয়নি যে ও যা বলেছে তা ভুল বলেছে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন উঠোনের মধ্যে দিয়ে বাংলোর পেছনের দিককার একটা ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি।

'পাগলামি শুরু হয়ে গেছে,' ফিসফিস কণ্ঠে আমি হেলেনকে বলে উঠলাম।

ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে রান্নার সরঞ্জাম আর বাকি অর্ধেক বসার। মাঝে জ্বলছিল তেলের একটা কুপি। ফাঁকা তাপ চুল্লীর পাশে একটা বিরাট আকারের আরামকেদারা। একজোড়া শতছিদ্র চটি রাখা আছে তার পায়ার সামনে। ঘরে ঢুকেই মিসেস পেইসলে আরাম কেদারার কাছে গিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন, 'উঠে পড়ো হোবেস। এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এতদূর এসেছেন। সেই গেলার্ট নামের মেয়েটা মারা গেছে গো—ঠিক যেমনটি তুমি বলেছিলে।' ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে।

'তোমরা মনে কিছু করোনা, বাবা, আমার স্বামীর ওঠার ক্ষমতা নেই। ভীষণ অসুস্থ। মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন প্রায়।' চোখ দুটো বড় বড় করে এগিয়ে এলেন, তারপর যতটা সম্ভব কণ্ঠ চেপে বলে উঠলেন, 'হার্টের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। অবশ্য এবিষয়ে কিছুই জানে না। আমাকে তাই খুব সাবধানে রাখতে হয়।'

'ও! সত্যি শুনে খুব খারাপ লাগছে।' আমার সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করেছিল।

'থাক, ওঁকে আর বিরক্ত করে প্রয়োজন নেই।'

'তুমি বরং একটু বোসো। ও তোমার সব কথা শুনুক—কিন্তু ভুল করেও কোন প্রশ্ন করতে যেওনা যেন! উত্তর না হয় আমি দেবো।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' একটা খাড়া পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে পড়লাম। 'ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, মিস গেলার্ট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যতদূর জানা গেছে, জানলা পরিষ্কার করতে করতে মই ভেঙে তিনি পড়ে যান, সেই সময় কাঁচের টুকরোর আঘাতে তাঁর কব্জির শিরা কেটে যায়। আমি ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির একজন গোয়েন্দা। মিস গেলার্ট আমাদের কাছে ইনসিওর করিয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে, যাতে আমরা নিশ্চিত যে তাঁর মৃত্যু হঠাৎ হয়নি, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাই কাজে লাগার মতো তথ্যের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি আমরা।'

'শুনলে তো হোবেস?' ফাঁকা আরাম কেদারাটাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন বৃদ্ধা। পরক্ষণেই খরখরে কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে এমনভাবে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন যে আমার মতো গোয়েন্দারও দেহের সারা লোম খাঁড়া হয়ে উঠেছে। 'জানলা পরিষ্কার! ঐ ছুঁড়ি জানালা পরিষ্কার করছিল! উহুঁ এ বিশ্বাস আমার মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না। কোন কিছু পরিস্কার করার মেয়ে ও নয়। ওরা দু'জনেই ছিল কুঁড়ের বাদশা। নোংরার মধ্যেই ছিল ওদের বাস। এ নিয়ে আমার কত্তার মাথাব্যথা কিছু কম ছিল? এ ব্যাপারে তিনি ওদের কিছু কম বলেননি!'

'মারা যাবার সময় উনি জ্যাক কনি নামে এক ভদ্রলোকের কাছে ছিলেন. আমি বলে উঠলাম। সেই ভদ্রলোক সম্প্রতি কোরিন গেলার্টকে বিবাহ করেছেন। চেনেন নাকি তাঁকে?'

'সম্প্রতি বিয়েও করেছে? এই ভুয়ো খবর তোমায় দিল কে? বহু বছর আগে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে চেনা পরিচিতি আমার আছে কিনা? হুঁ! ও হাড়বজ্জাত দাগী আসামীকে ভোলা সম্ভব কখনও! ধরা পড়ার আগে সে প্রায়ই ও বাড়িতে ধর্ম্না দিত। কোরিনকে

সেই তো এজেন্ট ছোকরাটার সঙ্গে পাকড়াও করেছিল। কি যেন নামটা ছিল তার? ভুলে গেলাম!' আরাম কেদারাটার দিকে তাকালেন তিনি। 'কোরিনের সঙ্গে সদাসর্বদা যে ছোকরা তার পিছু পিছু ঘুরঘুর করতো তার নামটা যেন কী....

ঐ যে গো, খুব ভালো পোষাক পরতো আর ক্যাডিলাক গাড়ি চেপে এখানে হাজিরা দিত?'

'পেরি রাইস কি?' আমি বলে উঠলাম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ওঃ, সেই দৃশ্য কি ভোলার! আমার কত্তা উপরে উঠে গিয়েছিলেন এই বলতে যে ওরা যেন ওদের গোলমাল এখানেই থামিয়ে দেয়। কনি তো ঘাড় ধরে এক ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল ওঁকে। আমি চুপচাপ বসে তামাসা দেখছিলাম। কোরিনের গায়ে একচিলতে সুতো পর্যন্ত নেই। চকের মতো সাদা মুখ নিয়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল রাইস। কনির হাতে ধরা ছিল একটা বন্দুক। উনি যে কোন সাহসে উপরে গিয়েছিলেন তা চিন্তা করলে আমি কোন উত্তর পাই না। পরে অবশ্য পুলিস এসে পড়লে কনিকে ধরা দিতেই হয়।

'কনিকে ধরা কোন সহজ ব্যাপার নয় অনেক গুলিগোলা চলার পর তবে সে হার স্বীকার করে নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ওঃ, সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। এই অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবন ভোর ভুলতে পারব না।'

আমি আর হেলেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৃদ্ধের মুখ থেকে নিঃখুঁত কথাগুলো শুনছিলাম। ওঁর বক্তব্য শেষ হলে পর আমি প্রশ্ন করি, 'জ্যাক কনি আর কোরিন তাহলে তখন থেকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল?' 'নিশ্চয়ই। ও লোকটা ছিল রীতিমতো এক ডাকাত। নির্জন দোকান পাট, পেট্রল পাম্প এইসব লুঠ করে বেড়াতো। পুলিস কয়েক সপ্তাহ ধরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আর যখন সে পুলিশের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তখন সে গলা ফাটিয়ে সবার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলে যায় যে কোরিনই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। আমি অবশ্য এব্যাপারে তেমন আশ্চর্য হইনি। ওর ধান্দাই ছিল স্ত্রীর টাকায় ফুর্তি করা। রাইসকে কাছে পেয়ে মেয়েটাও বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে ছিল।

'কোরিনই যে তাকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিল এমন কোন অকাট্য প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ-ট্রমাণ বুঝি না বাপু, তবে এ ব্যাপারে সুসানকে ওর বোনের সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছি। ঝগড়া বলে ঝগড়া! আমার তো মনে হয়েছিল সুসান বোধহয় ওকে মেরেই ফেলবে। শেষে নিরূপায় হয়েই আমার কত্তাটিকে পাঠালাম ওদের দু'জনের মধ্যে মধ্যস্থতা করাতে। সেই ঘটনা থেকেই ওরা আলাদা হয়ে যায়।'

'ওরা মারামারি করেছিল কেন?' আমি জানতে চাইলাম। এই কেসের তদন্তে হাত দেবার পর থেকে এই প্রথমবার কাজ মতো কিছু শুনছি।

'ওমা! সুসান যে কনির সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চালাচ্ছিল। কোরিন এই কথাটা জানত না, কিন্তু আমি জেনেছিলাম। বহুদিন আমার চোখে পড়েছে, কোরিন না থাকাকালীন ও ছোকরা হুট-হাট করে এ বাড়িতে এসে উপস্থিত হতো আর ঐ ছুঁড়ির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে যেতো।

'সুসান তাহলে জেনে গিয়েছিল যে, তার বোনই কনিকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছে?'

'সুসান তো এই বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল। বলছিল ও নাকি মেরেই ফেলবে। শেষে আমার কত্তাটি গিয়ে তাদের গোলযোগ থামায়। এর ঘণ্টা খানেক পরে দেখি, কোরিন হাতে ব্যাগ নিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর তাকে আর কোনদিন দেখিনি। এর ঠিক দু'সপ্তাহ পরে সুসানও চলে যায়। হুঁ, দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো!'

'তারপর কী হল ওদের?' আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম। 'কোরিনের কথা ঠিক বলতে পারি না। তবে শুনেছিলাম সে নাকি বুয়েনস এয়ারস-এ গেছে। সুসান গিয়েছিল লস-এঞ্জেলস। একজনের মুখে থেকে শোনা সে নাকি স্টেজে উলঙ্গ নৃত্য প্রদর্শন করে, জনসাধারণকে আনন্দ দেয়। মরুকগে ওঁরা ও দুটো বাড়ি থেকে বিদায় হতে আজ আমি সত্যি খুশি।'

'ওদের দু'জনের চেহারার মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে,' আমি বললাম। 'কেবল একজনের মাথার কেশ সোনালী আর অন্যজনের কালো। একসময় আমার মনে হয়েছিল, সুসান যদি কালো পরচুলা মাথায় তোলে তাহলে ওদের আলাদা করা কারো পক্ষেই বোধহয় সম্ভব হবে না। আপনি

চিনতে পারবেন, মিসেস পেইসলে?'

'আমি যে কোন সময়ে ওদের চিনে ফেলব,' মাড়ি বিকশিত করে হাসলেন মিসেস পেইসলে। 'ও দুটোই ছিল বেহায়া প্রকৃতির। গায়ে সুতোটিও না রেখে ওরা স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ঘোরাফেরা করত। কতবার যে আমার কত্তাটি ঐ বেহায়া দু'জনের সামনে পড়েছেন ঐ বিশ্রী অবস্থায়, তার ঠিক নেই। আমি ওদের এ ব্যাপারে বকাঝকা কম করিনি, কিন্তু ফল কিছু হয়নি।...

কোরিনের একটা জড়ুল ছিল। ওটা দেখেই আমি ওদের তফাৎ ধরে ফেলব। ছোট্ট একটা চৌকোনা দাগ, ঠিক এখানে,' হাড্ডিসার একটা আঙুল নিজের সমতল বুকের ওপর ঠেকিয়ে দেখালেন মিসেস পেইসলে।

'জড়ুলটা সুসানের গায়েই ছিল বলছেন?'

'সুসান নয়, কোরিন। কি শুনছোটা কি তুমি?'

'আমি কিন্তু জানি সুসানের গায়ে একটা জন্ম চিহ্ন আছে।'

'তোমার শুনতে একটু ভুল হয়েছে। বহুবার ওটার দর্শন লাভ হয়েছে আমার। ছোট্ট একটা দাগ। আর আশ্চর্যের কথা এই যে ঐ মেয়েটা তার জন্য মনে মনে গর্বিত ছিল। ও একদিন নিজে থাকতেই আমাকে জড়ুলটা দেখিয়েছিল। এখন তোমার নাকটা আমার চোখের সামনে যেন পরিষ্কার ঠিক তেমনি ভাবেই জড়ুলটাও পরিষ্কার দেখতে আমার ভুল হয়নি।'...

প্রাণপণে উত্তেজনা মনে দমন করে বাংলো ছেড়ে নিঃশব্দে বেড়িয়ে এলাম দু'জনে। মিসেস পেইসলেকে আমি দীর্ঘ একঘণ্টা ধরে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, জন্মচিহ্নটা সুসানের দেহে মজুত, কোরিনের নয়। তাঁর এই বিশ্বাস থেকে একচুলও তাঁকে নাড়ানো সম্ভব হয়নি।

তবে তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হল তিনি যা বলছেন তার সবটাই সত্য। অর্থাৎ নিখুঁত মাপের এই কেসটায় এই প্রথম ফাটলের সূত্রপাত হল। মৃত মেয়েটা যদি কোরিন কনি হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণের দাবি আপনা থেকেই নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে, আর পলিসিটাকে আমরা অনায়াসেই জালিয়াতির গহ্বরে ফেলে মামলা লড়ার সুযোগ পেয়ে যাব।

'ঐ বুড়ীর থেকেও নির্ভরযোগ্য সাক্ষী যোগাড় করতে হবে, গাড়ির চালক আসনে বসা হেলেনকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বললাম। 'এঁকে সাক্ষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করানো মানে শুধু শুধুই সময়ের অপচয়। বিরোধী পক্ষের যে কোন উকিল খুব সহজেই এঁকে কাবু করে ফেলবে তাদের কথাবলার মারপ্যাঁচে। আমার মনে হয় বুড়িকে বাদ দিয়েও এমন কাউকে পাওয়া যাবে সে কোরিনের জড়ুল চিহ্নটার কথা জানে।'

'পলিসির ওপর আঙুলের ছাপের রহস্যটাও আমাদেরই উদ্ধার করতে হবে,' হেলেন উত্তরে বলে। 'কোরিনের যে ছাপ আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে ওটা মিলছে না।'

'বেশ, ওটা নিয়ে না হয় ভাবা যাক। ও ছাপটা প্রথম থেকেই আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। আচ্ছা, সুসান যদি কোরিন সেজে ওটা করে থাকে?'

'সম্ভাবনাটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, উইলিংটনে সে উপযাচক হয়েই কোরিনের ঠিকানাটা দিয়েছিল। ও জানত, কোরিনের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেই। এখন কে বলতে পারে, ও সেই রাত্রেই ডেড লেকে চলে গিয়ে পরের দিন সকালে একটা কালো পরচুলা পরে আমাদের সঙ্গে কোরিন পরিচয় দিয়ে সাক্ষাৎ করেনি? তোমার সাথে থাকবে, আমি কত সহজে ওর আঙুলের ছাপ নিতে পেরেছিলাম? তুমিও তো সে সময় বলেছিলে, ও যেন ছাপটা আমাদের নিতেই বলছিল!'

'কিন্তু সুসানের আঙুলের ছাপও আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। যে আয়নাটা আমি ওর ড্রেসিং টেবিল থেকে গোপনে তুলে এনেছিলাম, তার ছাপের সঙ্গে পলিসিব ছাপটাও মিলে গেল!'

'কিন্তু আমরা তাকে আয়নাটা ব্যবহার করতে দেখেছি কি? ওটা যে ওখানে আমাদের কথা ভেবেই রাখা হয়নি তা তুমি কেমন করে জানতে পারছ? ধরো, ওটা যদি কোরিনেরই আয়না হয়ে থাকে?'

'ঠিক বলেছো, স্টিভ,' হেলেনের কণ্ঠ বোবা উত্তেজনায় ভরা। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে

কোরিন ছিল কোথায়?'

'বুয়েনস এয়ারসে থাকতে পাবে! আর সব ব্যবস্থা পাকা করার পরেই সুসান আর কনি তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দ্বীপে ডেকে এনে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে! এরপর যা ঘটেছে তা জলের মতো পরিষ্কার। সুসান, কোরিন সেজে বুয়েনস এয়ারসে ফিরে নিজের অ্যালবি ঠিক করে নেবে।' সহসা একটা কথা মনে পড়ে যায়। 'দাঁড়াও, আমি তোমায় বলছি কে মিসেস পেইসলের বক্তব্য সমর্থন করতে পারে। মসি ফিলিপস! সে সুসান আর কোনির দু'জনেরই ফটো তুলে রেখেছিল। জন্মচিহ্নটার কথা তার মনে থাকলেও থাকতে পারে। রাত ভোর গাড়ি চালানোর মতো শক্তি আছে কি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা লস-এঞ্জেলসে ফিরতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি এই কেসের যবনিকা টানা যাবে।

'ঠিক আছে, তোমাকে আমি প্রথমে ঘুমের সুযোগ দিচ্ছি। অর্ধেক রাস্তা যাবার পর আমি তোমায় ডেকে দেবো।'...

নিদ্রা নেবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার ছিলনা। গাড়ির পেছনের সীটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আমি এতোদিন ধরে আবিষ্কৃত তথ্যগুলো এক করে চিন্তায় ডুবে গেলাম।

সব শুনে মনে হচ্ছে, জ্যাক কনিকে কোরিন বিয়ে করেছিল পাঁচ থেকে ছ'বছর আগে। সেই সময়ে সুসান আর কোরিন একটা নাইট ক্লাবে কাজ করতো। সম্ভবতঃ বিয়ের বছরখানেক বাদেই কোরিনকে ছেড়ে কনি নিজের মতো করে বসবাস করছিল।

কিন্তু একসঙ্গে সহবাস না করলেও কনি সময় সময় টাকার অভাব দেখা দিলে স্ত্রীর কাছে হাত পাততেও কুণ্ঠিত হতোনা। দুই বোন যখন স্যান বারনাডিনাতে একসঙ্গে থাকতো, সেই সময় থেকেই কনির সঙ্গে সুসানের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কোরিন এ খবর রাখতো না, বা রাখলেও হয়তো এ ব্যাপারে তোয়াক্কা করত না। কারণ ও তখন পেরি রাইসের প্রেমে মশগুল।

কিন্তু কনির টাকা চাওয়ার ব্যাপারে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল কোরিন।

টাকার জন্য বারংবার হাত পাততো কোরিনের কাছে, মনে মনে কোরিন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া অবৈধ প্রেম ধরা পড়ে যাবার ভয়ও তার অন্তরে ছিল। তাই পুলিসকে দিয়ে তার স্বামীকে ধরিয়ে দেয়।

সুসান তার বোনের কীর্তির খবরটা কানে যেতেই কনিকে সতর্ক করার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু তার আগেই কনি পুলিসের ফাঁদে আটকে পড়ে। মামলায় চার বছর হাজতবাসের সাজা জুটেছিল ওর ভাগ্যে। প্রেমিককে হারিয়ে রাগে অন্ধ হয়ে সুসান ওর বোনকে হত্যা করার চেষ্টাও করেছিল, তাই নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কোরিন বুয়েনস এয়ারস-এ পালিয়ে যায়। আর আমার অনুমান, কনির হাজতবাসের পুরো মেয়াদটাই ও সেখানে কাটিয়েছিল।

দুয়ে দুয়ে চার করলে ব্যাপারটা ঠিক এইভাবে দাঁড়াবে, তাতে দশলক্ষ ডলারের বীমা করার মতলবটা প্রথমে সুসানের মাথা থেকেই বেড়িয়েছিল। ও ঠিক করেছিল, এই টাকাটা বীমা কোম্পানীর থেকে আদায় করে ও কোরিনের ওপর প্রতিশোধের যে আগুনে জ্বলছিল তা নেবাবে সেই অনুযায়ী কনি জেল থেকে পা রাখতেই ও তার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের পরিকল্পনাটা তার কাছে খুলে বলে। ওরা ডেড লেকে গিয়ে ওঠে, আর সুসান একটা গাঢ়রঙের পরচুলা পরে মাঝে মাঝেই স্প্রিংভিলেতে হাজির হতে শুরু করল, যাতে লোকে ধরে নেয় কোরিনই দ্বীপে বাস করছে। ঐ ধরনের জনবিরল একটা জায়গায় একাজটা ছিল অত্যন্ত সহজ এবং নিরাপদ। কাজটা পাকাপোক্ত ভাবে সমাধা করার পর সুসান যেভাবেই হোক কোরিনকে ছলে-বলে কৌশলে ওখানে ডেকে আনে, আর আসামাত্র তাকে বন্দী বানানো হয় জনমানব শূন্য ঐ দ্বীপেই।

এ পর্যন্ত চিন্তার জাল বোনারপর ঘুমে চোখ একেবারে বুঁজে আসছে। গাড়ির ঝাঁকুনি, মধ্য রাত্রির উষ্ণ হাওয়া আর সারাদিনের গাড়ি চালানো ধকল আমার সারা অঙ্গ একেবারে অবশ করে দিচ্ছে, এই ধকল আমার পক্ষে এখন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।...

ঘণ্টাখানেক মতো ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তারপরেই হেলেন আমার হাতে ঝাঁকুনি দিতেই ঘুম ভেঙে গেল।

'এর মধ্যেই সময় হয়ে গেল?' আমি হাই তুলতে তুলতেই বলে উঠলাম। 'আমরা এখন ঠিক কোন জায়গায়?'

'কোথায় বলতে পারব না, তবে আমাদের যা পেট্রল ছিল সব শেষ।'

'হতেই পারে না,' ধড়ফড়িয়ে উঠে বসি, 'বারমডেল থেকে আমরা যখন বেড়োই ট্যাঙ্কটা তখনও অর্ধেক ভর্তি ছিল।'

'কিন্তু এখন আর নেই, অর্ধেক অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। তুমি ডায়ালটা একবার দ্যাখো।'

আমি ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম। ঘুমটার বারোটা অনেক আগেই বেজে গিয়েছিল।

'আশ্চর্য তো! নিশ্চয়ই ট্যাঙ্ক ফুটো হয়েছে! এজায়গাটার নাম বলতে পারবে?'

'নাম-টাম জানি না—স্যান বারনাডিনো থেকে মাইল কুড়ি দূরে এটুকু শুধু বলতে পারি।'

গাড়ি থেকে নেমে টর্চ জ্বালিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনাটা খুললাম। যা ভেবেছি ঠিক তাই, ফুটো হয়েছে! কার্বরেটরের ফিড পাইপটা গর্ত করে দিয়েছে কেউ।

'দেখে যাও। এখানে কেউ কারসাজি করে ফুটো করে দিয়ে গেছে।'

হেলেন আমার পাশটিতে এসে দাঁড়াল। 'কিন্তু করল কখন? কিন্তু কেন?'

'হয়তো আমরা যখন বারমডেলে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক তখন এই কাণ্ডটা করে গেছে। কেন করেছে তা ঠিক বলতে পারব না।'

হেলেন অস্বস্তির সঙ্গে ঘাড় ঘুড়িয়ে অন্ধকার রাস্তাটার দিকে একবার তাকাল।

'আমাদের থেকে একটু পেছনে একটা গাড়ি ছিল। এখানে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত আমি ওটার হেডলাইট স্ব-চক্ষে দেখেছি।'

পরস্পর-পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করার পর আমি বলে উঠলাম, 'আমরা বরং কোথাও লুকিয়ে পড়ি। মনে হচ্ছে আমাদের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে।'

কথাটা শেষও করতে পারিনি। সহসা অন্ধকার ভেদ করে নিঃশব্দে একটা কালোগাড়ি তেড়ে এল আমার দিকে।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠে হেলেন আমায় সজোরে একধাক্কা দিয়ে হেডলাইটের সামনে থেকে সরিয়ে নিল। গাড়ির ফেন্ডারের সঙ্গে হাঁটু ঠুকে আমি একপাশে ছিটকে পড়লাম।

গাড়িটা পাশ দিয়ে যাবার সময় চালক আসনের কাছ থেকে একটা অগ্নি শিখা ছুটে এল আমাকে লক্ষ্য করে। শর্টগানের শব্দটা কানে তালা লাগিয়ে দেবার যোগাড়। গুলিটা আমাদের গাড়িতে লেগে ছিটকে রাস্তার ওপর গিয়ে পড়ল—আমার থেকে তফাত ছিল মাত্র কয়েক ইঞ্চি। হেলেনের কণ্ঠ দিয়ে তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার বেড়িয়ে এল, তার চিৎকার শোনার মতো জ্ঞান তখন আমার অক্ষত ছিল। পরক্ষণেই কালোরঙের গাড়িটা ইঞ্জিনে গর্জন তুলে অন্ধকারের পথে ছুটে চলল।

হেলেনের দিকে দুচোখ মেলে তাকালাম। বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার। অবিন্যস্ত পায়ে আমার দিকে দু-পা এগিয়েই মাটিতে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল।

'হেলেন!'

গগনভেদী চিৎকারে ভুবন কাঁপিয়ে ওর দিকে ছুটে গেলাম। ভয় পেয়েছি জীবনে বহুবার, কিন্তু ভয়ের এরকম শিক্ষা জীবনে এই প্রথম।

'আমি ঠিক আছি গো', ককিয়ে উঠল হেলেন। কাঁধের পেছনে লেগেছে। চোট তেমন কিছু নয় তবে রক্ত ঝরছে।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মাথাটা ঘুরে উঠল। ওকে স্পর্শ করতে বাসনা জাগলেও সাহস পাচ্ছিলাম না, পাছে ও ব্যথা অনুভব করে।

'স্টিভ,' আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। আমাদের গাড়িটার আর কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। দেখো, ও আবার ফিরে না আসে।'

চকিতে হারিয়ে যাওয়া সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ফিরে তাকে আসতে হবেই—এটাই তো স্বাভাবিক। যাবার সময় আমার ওপর গুলি চালাতে একটুর জন্য সে ব্যর্থ হয়েছে। তার ফিড

পাইপে ফুটো করা আর আমাদের হত্যা করার মরিয়া প্রচেষ্টা দেখলেই বোঝা যায় আমাদের লস-এঞ্জেলসে ফিরে যাবার সব রাস্তাতেই তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। সে বদ্ধপরিকর, আমাদের লস-এঞ্জেলসে ফিরতে দিচ্ছে না।

'আমি তোমায় আড়ালে রেখে আসি,' বলেই পাঁজাকোলা করে হেলেনকে তুলে ধরলাম। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে। যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে রাস্তার পাশে জঙ্গলের দিকে ওকে নিয়ে এগিয়ে চললাম। কিন্তু দশ পা এগোতে না এগোতেই আবার ধাক্কা—এবার অবশ্য গাছের সঙ্গে।

'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!' দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বলে উঠি।

আমাদের গাড়ির হেডলাইটের আলো রাস্তার ওপর পড়তেই জঙ্গলের ধার পর্যন্ত আলোয় আলো করে রেখেছিল। আমি জঙ্গলে প্রবেশের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে খুব সাবধানে রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগলাম।

মনে ক্ষীণ আশা ছিল গা ঢাকা দেবার মতো একটা জায়গা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব, কিন্তু হেলেনের কাঁধ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝড়ে পড়া রক্ত আমার কোট রক্তে ভাসিয়ে দিচ্ছে দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছিল সে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। সামান্য বেসামাল হয়ে পা একটু এদিক ওদিক হলেই তার শরীর কেঁপে কেঁপে ককিয়ে উঠছিল।

গাড়ি থেকে কুড়ি গজ মতো সামনে হাঁটার পর একটা রাস্তায় এসে পড়েছিল। রাস্তাটা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেছে। সামনের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঐ রাস্তা ধরে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই কানে এল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। শব্দটা এসেছে খুব কাছ থেকেই, অথচ চোখে কিছুই পড়ছে না। গাড়িটা আলো নিভিয়ে রাস্তা ধরে পিছু হটছিল।

দ্রুতগতিতে পা চালালাম। আবার ভুল পদক্ষেপ নিয়ে বসলাম। ভেঙে পড়া একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেলাম, আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে সজোরে মাটিতে আছাড় খেলো রক্তাক্ত হেলেন। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালালাম। আমার আর হেলেনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েক গজ। চকের মতো সাদা মুখ, চোখ দুটো বন্ধ সম্ভবতঃ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে। ডান কাঁধ আর হাত রক্তে মাখামাখি।

ওকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ক্রমাগত হিমস্রোত নামতে লাগল।

আমি ওর দিকে এগোবার জন্য পা বাড়াব আর কি, ঠিক সেই সময়ে পেছন থেকে ছুটে আসা স্বয়ংক্রিয় পিস্তলের একটা গুলি আমার মুখের প্রায় পাশ ঘেঁষে সাঁইসাঁই শব্দ তুলে বেড়িয়ে গেল। টর্চ নিভিয়ে তাড়াতাড়ি করে মাটি আঁকড়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। সেই মুহূর্তে আরও বেশ কয়েকটা গুলির শব্দ জঙ্গলের নিস্তব্ধতা খানখান করে ভেঙে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মাথার ঠিক ওপর দিয়ে বেড়িয়ে গেল একটা গুলি।

এতক্ষণে নিজের রিভলভার বের করে ফেলেছি। পেছনে পিস্তলের আলোর ঝলকানি লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়েই মাটিতে শুয়ে থাকা গাছটার ওপর উঠে হেলেনের দিকে হাত বাড়ালাম। সবেমাত্র ওকে স্পর্শ করেছি এমন সময় জঙ্গলের কাছে গাড়ির আলোটা জ্বলে উঠে মুহূর্তের মধ্যে ধাঁধিয়ে দিল আমার চোখ।

ভাগ্য ভালো যে পড়ে থাকা গাছের গুড়িটা আমাদের আলো থেকে আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু পিস্তলধারীরা ঘুরপথে পেছনদিক থেকে এসে আক্রমণ করলে আমাদের শেষ করার পক্ষে আপাততঃ দুটো গুলিই যথেষ্ট। অতএব প্রাণে বাঁচতে হলে আমার এক্ষুণি হেডলাইট-দুটোর বারোটা বাজাতে হবে।

অসতর্কতার সঙ্গে মাথা তুলে রিভলভারের নিশানা করলাম। আমার প্রথম গুলিটা ব্যর্থ হল। দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়তেই গাড়ির কাছ থেকে একটা বুলেট ছুটে এসে আমার মুখ থেকে মাত্র ছ'ইঞ্চি দূরত্বে আঘাত করল গাছের গুঁড়িটায়। ততক্ষণে আমার গুলিটা চুরমার করে দিয়েছিল হেডলাইটের একটাকে। চকিতে বসে পড়ে গাছের গুঁড়ির আড়ালে বুকে হেঁটে কিছু দূর গিয়ে আবার রিভালভার তাক করলাম।

লোকটা বোধহয় আমাকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। আমার মাথার সিঁথে কেটে একরকম

বেড়িয়ে গেল গুলিটা। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, ততক্ষণে দ্বিতীয় হেডলাইটও নিভে গেছে।

আমার মাথায় ঝিমঝিমে ভাব আবার ফিরে এল। হামাগুড়ি দিয়ে আমি হেলেনের কাছটিতে ফিরে এলাম। অন্ধের মতো শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করেই চলতে হচ্ছিল। পায়ের তলায় শুকনো খসখসে পাতাগুলো মড়মড় ধ্বনি তুলে আমার গতিপথ ঘোষণা করে চলেছে? আমার মনে আশা এটাই, কোন একটা আচ্ছাদন খুঁজে পেলে হেলেনের ক্ষতস্থানটা একবার পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। চলতে চলতে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার রিভালভারে এখন বুলেটের সংখ্যা মাত্র চার, সঙ্গে অতিরিক্ত কোন গুলির ক্লিপ পর্যন্ত নেই।

কয়েক মিনিট হাঁটার পর কান খাড়া করলাম। পেছনে আবার কোথাও পাতা মাড়ানোর শব্দ শুনতে আমার ভুল হয়নি, কিন্তু আমি থামার সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণকারীর পদধ্বনির শব্দ আপনা থেকেই থেমে গেল। পিস্তলধারী নির্ঘাৎ আমার অভিসন্ধি বুঝে গেছে।

আমার দু'হাত জুড়ে হেলেনের অ:সাড় দেহ শায়িত, আর এতক্ষণ ধরে অতোটা পথ বহন করার পর আমিও ক্লান্ত, তবু আমার থামাথামি সম্ভব নয়। আবার পথচলা শুরু, এবার সামনে গাছের ফাঁক দিয়ে আসা চন্দ্রমার আবছা আলোর দর্শন পেয়ে বুকে বল পেলাম। মনে হচ্ছে ফাঁকা জায়গার কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছি আমি।

আর কিছুদূর চলার পর আলো আরো স্পষ্ট হল, রাস্তাও এখন অনেক পরিষ্কার। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে একটা শঙ্কা জাগল—যদি কারো চোখে পড়ে যাই এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে রাস্তার মাঝখান ঘেঁষে এগোতে লাগলাম।

সহসা পেছন থেকে একটা বন্দুক আবার গর্জে উঠল, সেই সঙ্গে একটা গুলি শব্দের আলোড়ন তুলে বেড়িয়ে গেল আমার মাথার ওপর দিয়ে। তাড়াতাড়ি করে একটা গাছের আড়ালে সরে এলে হেলেনকে নামিয়ে রাখলাম, তারপর এক ঝটকায়, নিজের রিভলভার বার করে বাগিয়ে ধরলাম ছায়াচ্ছন্ন রাস্তাটার দিকে। চোখেও পড়ল না, কানেও শুনলাম না কিছু—তবু আমি জানি, সে ধারে পাশেই কোথাও বিরাজমান।

দু-এক মিনিট অপেক্ষা করেও তেমন কিছু নতুন করে সেখানে না দেখে রিভালভার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। হেলেনের জন্য বড্ড চিন্তা হচ্ছে। ওর ক্ষতস্থানের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। কাঁধে হাত রেখে মনে হয় রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে—

যদিও নিশ্চিত করে এই মুহূর্তে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে ঘন কালো অন্ধকার আমার চোখে সয়ে গেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে একটা রাস্তাও আমার চোখ আবিষ্কার করে ফেলেছে। রাস্তায় পা না দিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতেই আজ ভাগ্যটা পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়ে যাব। মনে মনে স্থির করলাম।

হেলেনকে তুলে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু। নিঃশব্দে এগান একেবারেই অসম্ভব। শুকনো ডালপালাগুলো আমার পায়ের তলায় পিষে ঠিক পটকা ফোটার শব্দ ফাটতে লাগল।

চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শুকনো পাতাগুলো মর্মর শব্দের আর্তনাদ তুলে যোগ দিল তাদের সঙ্গে তবুও আমি এঁকে-বেঁকে চলতে থাকলাম। সবসময়েই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পেছন থেকে গুলি না ছুটে আসে।

শ'খানেক গজ এগোনোর পর হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। মাঝখানে দাঁড়ানো ছোট্ট একটা কাঠের কুটিরের ওপর পরিপূর্ণ ভাবে চাঁদের অলো এসে পড়ছিল। ধসে পড়া ছাদ আর ভাঙা জানলাগুলো দেখেই বুঝতে অসুবিধে হল না, ওটা পরিত্যক্ত, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ঐ পর্যন্ত কোনরকমে পৌঁছতে পারলেই হেলেনের মাথা গোঁজার মতো একটা আশ্রয় অন্ততঃ মিলে যাবে।

ফাঁকা জায়গাটার এক প্রান্তে এসে অন্ধকার ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। ডানদিকে কিছুক্ষণ দূর থেকে মাঝে-মধ্যে ডাল-পাতা মর্মরশব্দ ভেসে আসছিস। খানিকটা পিছনে পড়ে গেছে পিস্তলধারী, সম্ভবতঃ আমার প্রতীক্ষায় এখনও সে ঘুরছে কুটিরের দরজায় যদি তালা ঝোলে তাহলে আমি গেছি। তবু লোকটার পিস্তলের নিশানায় আসার আগেই তালা ভেঙে ঢুকতে পারবো ভেবে মনে সাহস সঞ্চয় করলাম।

হেলেনের শিথিল দেহটা বাঁ-কাঁধের ওপর ফেলে ডাল হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরে, ফাঁকা জায়গাটার মাঝ দিয়ে কুটিরের অভিমুখে দৌড় লাগালাম। কুড়ি গজের এই দূরত্বটাই যেন অন্তহীন রূপে ধরা দিচ্ছিল, কিন্তু দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। চার দেয়ালের ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন আশ্রয়ের পথে পা বাড়ালাম আমি।

হেলেনকে মেঝেতে নামিয়ে রেখে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম, তারপর পকেট থেকে টর্চ বার করে টর্চের আলো ফেললাম চারপাশে।

ভেতরে ঘর একটাই, তবে আয়তনে বিরাট। আমি যে পথে ঢুকেছি সেইদিক বরাবর সরে একটি মাত্র জানলা। কুঠিরটার অবস্থা ভঙ্গুর দেখালেও দেয়াল কিন্তু যথেষ্ট মজবুত। জানালা দিয়ে এক পলক তাকিয়ে নিশ্চিত হবার পর হেলেনের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখার অবকাশ পেলাম।

ও এখনও অজ্ঞান তবে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আরও একবার জানালার কাছ থেকে ঘুরে এসে আমি ছুরি দিয়ে ওর পোষাকের রক্তে ভেজা আস্তিনটা কেটে ফেললাম।

অন্ততঃ পক্ষে আধডজন সীসের ছর্‌রা ওর কাঁধে বিঁধে আছে। হাড়গোড় না ভাঙলেও রক্ত ঝরেছে অনেক। আমার এখন কিছু করণীয় নেই দেখে এক ফাঁকে জানালার পাশে ফিরে গেলাম। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল, একটা ছায়ামূর্তি গাছের পেছনে নিজের দেহের অর্ধেক অংশ আড়ালে রেখে কুটিরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।

চকিতে রিভলভার বার করে আমি আন্দাজে একটা গুলি ছুঁড়লাম। নিশানাটা নেহাৎ মন্দ হয়নি---লোকটা যে গাছের পেছনে গোপনে দাঁড়িয়েছিল তার কিছুটা ছাল ছিটকে যেতেও চেয়ে দেখলাম। সে গুলির প্রত্যুত্তর দেবার পর আমি আর একবার তাকে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপলাম।

এবার লোকটা এক ছুটে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক ক'টা গুলি আমার রিভলভারে আছে তা নিজেই মনে করতে পারছিলাম না। থাকার কথা কিন্তু দুটো, কিন্তু তবু নিশ্চিত নই।

'স্টিভ।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেলেনের কাছে এগিয়ে গেলাম।

'কি হয়েছিল গো? আমি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম?'

'হ্যাঁ, আমার হাত থেকে তুমি ছিটকে পড়েছিলে।' আমি ওর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম। 'এখন কেমন লাগছে?'

'মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে, আর সব ঠিক আছে। কি হয়েছিল, আমার স্টিভ?'

'লোকটা আমাদের অনুসরণ করে এতোটা পথ এসেছিল। আমি কোনরকমে তোমাকে এর মধ্যে এনে তুলেছি। জায়গাটা ভালো নয়, তবে দিনের আলো না ওঠা পর্যন্ত ওকে যদি ওর জালে আটকাতে পারি তাহলে আর কোন ভয় নেই।'

আবার জানালার কাছটিতে এসে দাঁড়ালাম, লোকটার টিকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আমি হলে কুটিরটা চক্কর মেরে পেছন দিক দিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়তাম। এদিকে জানালা আছে, কিন্তু পেছনটা সবই ঢাকা। আমি যা ভেবেছিলাম লোকটাও তাই করল।

রিভালভারটা খুলে দেখি, তাতে একটা গুলি এখনও আছে। সহসা হেলেন পাশ থেকে ফিসফিস কণ্ঠে বলে উঠল, 'ও বোধহয় পেছন দিক দিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমার কানে আওয়াজ আসছে।'

আমি জানালা থেকে এক পাও নড়লাম না। ভেতরে প্রবেশ করতে হলে তাকে হয় জানলা নয়তো দরজা যে কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে।

শুকনো পাতার মচমচ শব্দ অনেক পরিষ্কার ভাবে শোনা যাচ্ছিল। রিভালভারটা উঁচিয়ে ধরে আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। একটা একটা করে মিনিট অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কুটিরের দেয়ালে লাথি মারার আওয়াজ এল বেশ কয়েকবার। পরক্ষণেই বিশৃঙ্খল কিছু পদধ্বনি শুনে চকিতে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটছে।

'ছাদে উঠছে,' ফিসফিস কণ্ঠে বলে উঠল হেলেন। আমি ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম, 'ও এখানে আসার সাহস পাবে না।'

মনে মনে ভাবছিলাম ঃ 'হে ভগবান! তাই যেন হয়, হেলেনের মনে আর নতুন করে ভয় ঢোকাতে চাই না।'

'ধপ করে মেঝেতে একটা কি পড়ল!' 'কী ওটা?' ভয়ে আমার হাত আঁকড়ে ধরল হেলেন। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বেলে চারপাশটা একবার ঘুরিয়ে নিলাম। চোখে কিছু পড়ল না। ছাদে আলো ফেললাম। ওখানে কোন ফোকর পর্যন্ত ছিল না।

'চিমনি দিয়ে নামছে,' হেলেন চাপা কণ্ঠস্বরে বলে উঠল। 'স্টিভ, তোমার কী মনে হচ্ছে...?'

ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের অপর প্রান্তে মরচে পড়া স্টোভটার কাছে গিয়ে টর্চ জ্বাললাম। প্রথমটায় মাকড়সার জাল আর জমাটবাঁধা ধুলো ছাড়া আর কিছু নজরে আসছে না, কিন্তু পরে পরেই ধুলোর মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল ফুট-ছ'য়েক লম্বা একটা গোখরোর দেহ। আলো পড়তেই ওটা চকিতে শরীর মুচড়ে স্তূপাকার করে রাখা কয়েকটা চটের থলির আড়ালে নিজেকে গোপন রাখলো।

চমকে পিছু হটে এলাম। সারা পিঠে আমার আতঙ্কে ঘামে ভিজে জবজব করছে।

'কোথায় গেল ওটা?' হেলেন ভীত কণ্ঠস্বরে কোন রকমে জানতে চাইল।

আমি ওর কাছে সরে এলাম। 'বস্তাগুলোর পাশে। আমার কাছে সর্বসাকুল্যে গুলি একটাই আছে।

'তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। কিছু করতে যেও না। তাহলে ওটা হয়তো চলে যাবে।'

একবার ভাবলাম, হেলেনকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে এক ছুটে পালিয়ে যাই, পরক্ষণেই মনে হল, আমার এই কাজটার প্রতীক্ষায় কনি হয়তো অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ও চিন্তা ছেড়ে আলোটা ঘোরাতে লাগলাম। রিভালভারটা সামনে তাক করা। আমার চোখ দুটো জানালা থেকে সরে থলে গুলোর মধ্যে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি সাপটাকে লক্ষ্য করছি ভেবে কনি জানালা দিয়ে উঁকি দেবার ঝুঁকি দিলেও দিতে পারে, তাই দু'দিক থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম। 'ঐ আসছে!' হেলেন আর্তনাদ চেপে রাখার চেষ্টা করল।

লম্বা আঁশওয়ালা প্রকাণ্ড শরীরটা দেয়ালের গা ঘেঁষে গুটি গুটি পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি আলো ফেলতেই স্যাঁৎ করে সরে গেল আবার। গুলি করার সাহস হল না। হাত ভীষণভাবে কাঁপছিল। লক্ষ্য ব্যর্থ হলে আর রক্ষে নেই।

'টর্চটা ধরতে পারবে?' আমি দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম। হেলেন টর্চটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিল।

আমি কোট খুললাম। 'আলোটা সোজাসুজি ধরো। আমি কোট দিয়ে ওটাকে আক্রমণ করব!'

'না স্টিভ—ওর কাছে যেও না!'

'কিছু হবে না। ঘাবড়িও না, মন শক্ত করো।'

রিভালভারটা পেছনের পকেটে গুঁজে আমি বুল ফাইটারের ভঙ্গিমায় পায়ে পায়ে এগোতে থাকলাম।

হেলেন এতো কাঁপছিল যে আলোটা হাতে স্থির থাকছিল না। সাপটা কুন্ডলি পাকিয়ে তার ইস্কাবনের মতো মাথাটা উঁচিয়ে ধরল।

আতঙ্কে আমি হিম হয়ে গেলাম।

আর এক পাও এগোনোর ক্ষমতা আমার নেই, হতচ্ছাড়াটা যেন আমার সারা শরীরে পক্ষাঘাত এনে দিয়েছিল। কোটটা দু-হাতে চেপে ধরে আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছিল আর সাপটা ফণা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল ক্রমশঃ। হাতের নাগালের মধ্যে সে যেতেই আমি ঝপাত করে কোটটা তার মাথায় ফেলে দিয়ে একলাফে পিছিয়ে এসে রিভলভারটা তাক করলাম।

সাপটা আবার কুণ্ডলি পাকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাত স্থির রাখা আমার পক্ষ কোন মতেই সম্ভব

হচ্ছিল না। একটা অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করে রিভালভারটা ফেলে আবার কোটটা তুলে ধরলাম।

আর ঠিক এই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি জানালার পাশে সরে এসে গুলি চালাল। মুহূর্তের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়লেও, পরক্ষণেই মাটিতে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে রিভালভারটা তুলে নিয়ে জানালার দিকে ঘুরলাম।

'থেমে যাও হে!' গমগমিয়ে উঠল একটি কণ্ঠস্বর।

'গুলি করো না স্টিভ,' হেলেন চিৎকার করে উঠল।

'ওরা অন্য কেউ নয়, চেয়ে দেখ পুলিস।' সঙ্গে সঙ্গে রিভালভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসে পড়লাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে এক পুলিস।

'হাত ওপরে ওঠাও।'

আমি হাত তুলেই সাপটার দিকে তাকালাম। কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে সেটা, তবে মাথাটা উড়ে গেছে।

'বাঃ, দারুণ হয়েছে তো,' এরকম অভাবনীয় দৃশ্য ভাবাই যায় না, আমি বলে উঠলাম। বাইরে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পেয়েও আমরা পরোয়া করলাম না। 'সত্যিই কি গুলি না চালিয়েছেন, দাদা।'

।। এগারো ।।

হেলেনকে স্যান বারনাডিনো হাসপাতালে রেখে তিনদিন পর লস-এঞ্জেলস-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হেলেনকে একা রেখে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু ফেরার মতো শারীরিক অবস্থা না থাকায় অগত্যা নিরুপায় হয়েই আমাকে কাজে একা ফেরার সিদ্ধান্ত নিতে হল।

স্থানীয় পুলিসের করণীয় যা থাকে অর্থাৎ আমাকে জেরায় উদব্যস্ত করে তুলেছিল, কিন্তু আসলে ঘটনাটা আমি তাদের কাছে পুরোপুরি জানাইনি। কেসটার আসল রহস্য এখনও উন্মোচন করতে পারিনি, আমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার আগে ওরা এটা নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিক। আমি তাদের জানিয়েছি, এক বন্দুকধারীর আক্রমণের কবল থেকে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঐ মুহূর্তে কুটিরে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমাদের করণীয় কিছু ছিল না। ওদের মনে এই বিশ্বাসও ঢোকাতে সফল হয়েছি যে সাপটা আগে থাকতেই ওখানে মরে পড়েছিল।

পুলিসের লোকটা জানিয়েছে, গুলির শব্দ শুনে সে ওখানে তদন্তের জন্য ছুটে আসে। বন্দুক-ধারীকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি তবে গাড়ি নিয়ে পালাবার সময় গাড়ির শব্দ সে শুনতে পেয়েছে। লোকটা যে কনি এবিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। গোখরো সাপটাই তার প্রমাণ কিন্তু তবু আমি তার পরিচয়টা নিজের কাছেই চেপে রেখেছি।

হোটেলে ফিরে এসে প্রথমেই আমার নামে কোন চিঠি-পত্র এসেছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ নিলাম। শেরিফ পিটার্স তার কথা রেখেছেন। যে ছবিটা তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাতে ওটা নিঃসন্দেহে কোরিন কনি। জড়ুলটা খুব পরিষ্কার ভাবে ছবিতে ধরা পড়েছে।

ছবিটা কয়েকমিনিট ধরে ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর আমি নিজের মনকে এটাই বোঝাতে সচেষ্ট হলাম যে মেয়েটা কোরিন ভিন্ন অন্য কেউ নয়, কিন্তু কেন জানি না আমার বারবার সুসানের কথাই মনে হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে কেউ আবার টাকা দাবি করেছে কিনা জানার জন্য ফ্যান'শর দপ্তরে ছুটলাম। ফ্যান'শ একা ছিল না, সঙ্গে ম্যাডক্সও আছে। আমাকে দেখেই তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কী মনে করে, কোন দরকার আছে? এখানে তোমার কোন প্রয়োজন থাকার কথা তো নয়।, কারণ তোমাকে আমরা এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

আমি জানতাম অফিসটা ফ্যান'শর, দরজা বন্ধ করতে করতেই আমি জবাব ছুঁড়লাম। 'ও মুখ ফুটে বললেই আমি এক্ষুণি চলে যাব।' ফ্যান'শ হাসছে। 'এসো, স্টিভ। তারপর আছো কেমন?'

'ভালো, তারপর জ্যাকসন কী বলছে?' 'এখন পর্যন্ত জল যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই, সেরকম কিছু ঘটেনি,' ফ্যান'শ জবাব দেয়। ইতিমধ্যে বিরাট শব্দ তুলে নাকটাক সিঁটকে ম্যাডক্স

কিছু কাগজপত্র টেবিল থেকে ফেলেও দিয়েছে।

'আমি তোমাদের কাছে সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে ছুটে এসেছি,' বসতে বসতে বলে ফেলি। 'অবশ্য এর দরুণ আমায় আগের থেকে অনেক বেশি টাকা তোমাদের দিতে হবে।'

'এই পৃথিবীতে তুমি একমাত্র গোয়েন্দা হিসেবে বেঁচে থাকলেও তোমার দ্বারস্থ হবো না, আর তোমাকেও ভুল করে ডাকবো না,' ম্যাডক্স ঘোঁত ঘোঁত করে বলে ওঠে। 'বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে!'

ফ্যান'শ আমার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি মেলে তাকাল। তাকে প্রশ্ন করলাম, 'সবশেষ খবর কি? কেউ টাকা দাবি করেছে?'

'হ্যাঁ, মিসেস কনি গতকাল সকালের দিকে এসে দাবি জানিয়ে গেছেন। এই লাইনের সব চাইতে ধুরন্ধর উকিল এড বায়ান তাঁর হয়ে লড়বে। তাই আমাদের আশা আর নেই বললেই হয়।'

'তোমরা কী চাইছ ওরা মামলা করুক,'

'আজ তোমার কৃপায় কোর্টে দাঁড়াবার সব রাস্তাই আমাদের বন্ধ,' টেবিলে সজোরে এক ঘুঁসি মেরে গর্জে ওঠে ম্যাডক্স। 'মৃতদেহ সনাক্ত করতে গিয়ে তুমি আমাদের পুরো কেসটাই ওদের হাতে তুলে দিয়েছো।'

তাহলে অবস্থা সত্যিই শোচনীয় কি বলেন.' আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বলে উঠি। 'যাকগে, আমার একটা প্রস্তাব আছে। কেসটা যদি আমি বাঁচিয়ে দিই তাহলে আমার ভাগ্যে কত জুটবে?'

ম্যাডক্স আর ফ্যান'শ-এর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে, দু'জনেই হতভম্বের মতো তাকাল আমার দিকে।

' কী বলতে চাও তুমি?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল ম্যাডক্স।

'আমি যা বলেছি তা সহজ-সরল ভাষাতেই বলেছি। আমি কেসটা আমার মতন করে নাড়াচাড়া করতে গিয়েছিলাম যা আপনাদের পছন্দ হয়নি। এই কারণেই কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার কিন্তু আমার আছে। মাল-কড়ি ভালো পেলে আমি এখনও এই কেসে কাজ করতে রাজি।'

'তোমাকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই,' ম্যাডক্স আবার গর্জে ওঠে। এই সহজ কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন। 'তুমি এখন যেতে পার।'

'বেশ, আপনাদের যা ইচ্ছা।' আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'আপনারাই তাহলে ব্যবস্থা করুন।'

' এক মিনিট,' ফ্যান'শ তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'এই কেসটা কী তুমি সমাধান করতে পারবে, স্টিভ?'

'মাত্র দু-ঘণ্টার মধ্যে আমি এই খেলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি।'

ম্যাডক্স এমনভাবে ঝুঁকে বসলো যেন একটা ষাঁড় গোত্তা মারার প্রস্তুতি করছে। 'তুমি কী আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছো।'

'না, আপনারা আর বাকি ন'টা কোম্পানি যদি আমায় খুশি করতে পারে, আমি কেসটা সমাধান করতে এক পায়ে খাড়া।' হাসার দিন আমার, এই ভেবে হেসে ফেললাম।

'দশলক্ষ ডলারের প্রশ্ন—আর এই মাত্র আপনারা বলেছেন, ক্ষীণ আশা পর্যন্ত নেই। একজন স্বাধীনচেতা গোয়েন্দা তার এই কাজের জন্য প্রাপ্য টাকা যা নিতো তা যদি আমাকে দিতে আপনারা রাজি থাকেন, তাহলে এই দশলক্ষ ডলার বাঁচিয়ে দেবার ক্ষমতা আমি রাখি।

ম্যাডক্স মনে মনে চটপট একটা হিসেব কষে নিয়ে বলে উঠল, 'দাঁড়াও, অতো তাড়াহুড়ো করো না। বেশ, তোমার কথা মতো আমি মেনে নিচ্ছি যে স্বাধীন ভাবে কাজ করলে তোমার কিছু টাকা পকেটে আসবে। কিন্তু সে টাকা কদ্দিন তুমি ধরে রাখতে পারবে? যা হবার ছিল তা হয়ে গেছে, এখন সব ভুলে গিয়ে বরং আবার আগের মতো কাজে ফিরে এসো। নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার কর্তব্য তোমার।'

'থাক, অসীম দয়া আপনার। যে কিছু টাকার কথা আপনি এই মাত্র উচ্চারণ করেছেন ওটার দাম বর্তমানে দশ হাজার ডলার। আমার বহুদিনের বাসনা নিজে একটা একটা কাজ আরম্ভ করার।

আপনার হম্বিতম্বি বহুবার আমি শুনেছি, আর নয়। হয় আমাকে আলাদা কাজ করতে দিন, আর নয়তো আমি কেটে পড়ছি, আপনারা যাহোক একটা ব্যবস্থা করুন।'

উত্তেজনায় ম্যাডক্সের প্রায় ফেটে পড়ার দশা, কিন্তু ফ্যান'শ তাকে কিছু বলতে দিল না। সে বলল, 'তুমি যদি এই কেসটা সমাধান করতে পারো স্টিভ, তাহলে কমিশন পাবে এক পারসেন্ট, তার ওপর কাজে যদি ফিরে আসতে প্রস্তুত থাক, তোমাকে বিমুখ করা হবে না। মিঃ ম্যাডক্সের যদি এব্যাপারে কোন আপত্তি থাকে, আমি সোজা বড় সাহেবের দারস্থ হতে বাধ্য হবো।'

সহাস্য ম্যাডক্স পূর্বের রূপ পরিবর্তন করে শেয়ালের মতো হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকাল। 'বেশ, চালিয়ে যাও। তোমাকে ভাড়া করা হলো। কাজ ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি এই মুহূর্তে দিতে পারছি না তবে এটা কার-সাজি প্রমাণ করতে পার, তাহলে আমি খেয়াল রাখবো কমিশনের টাকা যাতে তুমি ঠিক সময়ে পেয়ে যাও।'

'এক পারসেন্ট কমিশনে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এক পারসেন্ট কমিশনে।'

'ঠিক আছে, আপনারা আজকের মতো রায়ানকে ঠেকিয়ে রাখুন। ভাগ্য যদি সদয় হয় তবে আগামী কালই আমি কাজ মিটিয়ে ফেলবো।' আমি মাথা নাড়লাম। 'একবার যদি প্রমাণ করে দিতে পারি, মৃতা মেয়েটা কোরিন কনি, সুসান গেলার্ট নয়, তাহলেই সব ঝামেলার এখানে ইতি ঘটছে।'

'তোমার মাথায় কী এখন ঐ ব্যাপারটাই ঘুরপাক খাচ্ছে?' ম্যাডক্স বলল। 'তোমার কথা মতো তাই যদি হয়েও থাকে, সারা জীবনেও এই কেসের সমাধান করা তোমার ক্ষমতা নয়।'

'আপনি সেই ভেবেই নিশ্চিন্ত থাকুন।' ফ্যান'শর দিকে চোখ টিপে আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম।

বাইরে এলে ফ্যান'শর সেক্রেটারি মিস ফেভারশ্যামের টেবিলের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম, 'আমাদের অফিস স্টাফদের পার্সোনাল ফাইলগুলো একবার বার করুনতো দেখি। আমার কয়েকটা জিনিস একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।'

ফাইলগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে বলে উঠলাম, 'যদি ভেবে থাকেন, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, তাহলে নিজের ফাইলটা সরিয়ে রাখতে পারেন। কারণ আমি একজন ভদ্রলোক, তার ওপর বিবাহিত।'

লজ্জায় রক্তিম আভা ফুটে ওঠে মিস ফেভারশ্যামের মুখে। আধঘণ্টা পরে মসি ফিলিপসের স্টুডিওর সামনে গাড়ি করে হাজির হলাম। দশটা বেজে গেছে, দোকানটা তখন ও খোলেনি। গাড়ি থেকে নেমে দরজার কাছে এসে বন্ধ লোহার জাফরিটা দেখার পর অস্বস্তিকর এক অনুভূতি মনের মধ্যে পাক খেতে শুরু করে দিল। ব্যবসা মন্দ চললেও মসি ফিলিপসের মতো লোক দোকানের সামনে কোন নোটিস না লাগিয়েই ঘুমিয়ে থাকবে বা কোথাও বেড়াতে যাবে বলে তো আমার মনে হয় না।

উল্টো দিকের পাশ-পথ থেকে একটা পুলিস আমাকে তখন থেকে লক্ষ্য করছিল। হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলাম।

হাতের লাঠিটা দোলাতে দোলাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে এল সে, তারপর আমার গাড়িটাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'এখানে কিন্তু সারাদিন গাড়ি রাখার অনুমতি দেবো না।'

'আমার প্রয়োজনও নেই,' এই বলে নিজের পরিচয় কার্ডটা ওর থ্যাবড়া নাকটার দিকে উঁচিয়ে ধরলাম।

কার্ডটা পড়ার পর চোখ দুটো কুঁচকে তাকাল লোকটা। 'তা আমার কী করতে হবে? ঝুঁকে সেলাম ঠুকবো, না আপনার অপরূপ দেহটা দর্শন করে বিভোর হয়ে জ্ঞান হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবো?'

'এ দোকানটা ভেঙে ঢোকার অধিকার যে আমার আছে আপনাকে সেটা বুঝিয়ে দিলাম. আপনার সাহায্যও আমার চাই।'

'কী? কী বললেন?' লাল নাকটা আরও লাল হয়ে উঠল।

'আস্তে দাদা, আস্তে, আমি দোকানটার পেছনে গিয়ে একবার দেখতে চাই ফিলিপসের ব্যাপারটা কী?'

'কি আবার হবে তার?'

'এতো বেলা হয়ে গেল সে এখনও দোকান খোলেনি, অথচ সেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল আজ। সে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা একবার দেখতে চাই,' এইটুকু বলেই তার জবাবের অপেক্ষা না করে ডানদিকের একটা ছোট গলি দিয়ে সোজা দোকানের পেছন দিকটায় চলে এলাম। পুলিসটাও আমাকে অনুসরণ করল, হয়তো সে বুঝতে পারছিল না আমি ঠাট্টা করছি কিনা।

দেখি, দোকানের পেছনের দরজাটা হাট করে খোলা। কাঠ থেকে তালাটা উপড়ে ফেলা হয়েছে। 'একবার দেখে যান এখানে এসে,' আমি পুলিসটার উদ্দেশ্যে বলে উঠি।

ভাঙা দরজাটার দিকে একপলক তাকিয়ে সে পকেট থেকে পিস্তল বের করলো, তারপর থমথমে মুখ নিয়ে সন্তর্পণে পা রাখল ভেতরে। ওকে অনুসরণ করে আমি স্টুডিওতে প্রবেশ করলাম। জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছিল এইমাত্র এখান দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। হাজার হাজার ছবি আর মসি ফিলিপসের যত্নে রাখা ফাইলগুলো ছড়িয়ে ছিল সারা মেঝে জুড়ে। লোহার আলমারির দেরাজগুলো চাড় মেরে খুলে ফেলা হয়েছে। তাপচুল্লীতে বিরাট একটা স্তূপাকার ছাইয়ের গাদা। কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাশিকৃত ছবি জ্বালিয়ে ফেলেছে কেউ।'

'এখানে কীসের খোঁজে এসেছিল জানোয়ারের দল।' পুলিশটা তার আসল মূর্তি ধরল।

'ও মক্কেলের কাছে তো ফুটো কড়ি পর্যন্ত নেই।'

'তার কী হাল হয়েছে এবার দেখা যাক বলা শেষ হলে আমি স্টুডিও থেকে দোকানের দিকে পা বাড়ালাম।

কাউন্টারের ওপর শায়িত ছিল মসি ফিলিপস।

পেছন থেকে আঘাতটা এসেছে, মাথাটা এই আঘাত সামলাতে না পেরে একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে। বৃদ্ধ নিগ্রোটির হাত স্পর্শ করে দেখালাম। উত্তাপ এখন আছে। বললাম,'খুব বেশিক্ষণ নয়, পনেরো মিনিটের মধ্যেই একে সাবাড় করা হয়েছে।'

'অ্যাঁ!' পুলিসটা আঁতকে উঠল। আমি তো সেই সময় দোকানের বাইরেই উপস্থিত ছিলাম। আপনি দাঁড়ান এখানে,' বলে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল সে।...

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিস বাহিনী হাজির হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে ছিল পুলিস ক্যাপ্টেন হ্যাকেট।

সবাই কাজে নেমে পড়ার পর হ্যাকেট আমাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলে উঠল, 'আপনি এখানে কীভাবে এলেন? জানেন কিছু?'

আমার আসার কারণটা তার কাছে খুলে বললাম। বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, চুরি দেখে মসি ফিলিপস নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারত, মৃতা মেয়েটি কোরিন কনি, সুসীন গেলার্ট বহাল তবিয়তে আছে। কোরিনের জন্মচিহ্নটার কথা জানিয়ে সবশেষে বললাম। আমার ধারণা, আমি এখানে আসব কনি টের পেয়ে গিয়েছিল, ফিলিপসের মুখ বন্ধ করার জন্য এখানে হাজির হয়েছিল।

এইসব শোনার পর হ্যাকেটকেও উদ্বিগ্ন দেখালো। 'সাধারণ চুরির ঘটনাও তো হতে পারে। দেখা যাক ওরা কী পায়?'

সিগারেট ধরিয়ে আমরা হ্যাকেটের সহকারীদের কাজকর্ম দেখতে লাগলাম। এখনও মনে হয় ওদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যায়নি।

'জোইস শ্যারম্যানের কোন সন্ধান পাওয়া গেল?' আমি জানতে চাইলাম। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়াল হ্যাকেট। 'নাঃ। আমরা আমাদের দিক থেকে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তাকে আর পাওয়া যাবে না।'

'জ্যাক কনির নাম পুলিসের খাতায় আছে এটা শুনেছি। আপনারা তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে পারেন। পাঁচ-ছয়-বছর আগে স্যান বারনাডিনোতে সে অ্যারেস্ট হয়, তারপর জেলেই তার জীবন কাটে চার বছর। আমার বদ্ধমূল ধারণা ফিলিপসকে যদি কেউ মেরে থাকে তবে সে কনি।'

'ঠিক আছে আমি দেখছি। ফিলিপস মারা যাবার সময় তার উপস্থিতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।'

সিগারেটটা পায়ে চেপে নিভিয়ে দিয়ে বলে উঠি, 'তাই করুন। আমাকে যদি আর প্রয়োজন না লাগে তাহলে আমি এখন যাবো। হাতে অনেক কাজও আছে।'

'ঠিক আছে, যান—তবে বেশি দূরে যাবেন না। আপনাকে আমাদের দরকার পড়লেও পড়তে পারে।'

চিন্তাচ্ছন্ন মন নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এলাম। বিদ্যুৎ চমকের মতো এক কথা হঠাৎ করে মনে এল। জানি না একথাটা আমার আগে কেন খেয়াল হয়নি। তা হল, কোরিনের কেশ কালো, তাই মৃতা মেয়েটি কোরিন হলে নিশ্চয়ই তার কেশে রঙের প্রলেপ লাগানো হয়েছে, সকলের সামনে সুসানরূপে তাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা।

কথাটা মনে আসতেই আমি এক লাফে গাড়িতে উঠে একটা ওষুধের দোকান থেকে শেরিফ-পিটার্সের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলাম।

আমার নামটা শোনা মাত্র লোকটার হাব-ভাব দেখে মনে হল ও খুশি হয়েছে।

বললাম, 'শেরিফ, আমার হাতে এখন কতগুলো প্রমাণ এসে পৌঁছেছে, যাতে করে বোঝায় মৃতা মেয়েটি কোরিন কনি হবার সমস্ত সম্ভাবনা অটুট। দয়া করে দেহটা দেখে আমায় বলবেন, ওর চুলের গোড়াগুলো কালো কিনা!

'তোমার এই চিন্তা মাথায় এল কী করে দেহটা এতক্ষণ আমার কাছে থাকবে? জ্যাক কনি ওটা নিয়ে গেছে। সরেজমিন তদন্তের দু'দিন পরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও সম্পন্ন হয়ে গেছে।'

'অন্ত্যেষ্টি যে হয়ে গেছে আপনি জানেন ঠিক?'

'নিশ্চয়ই। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে করোনোর ঘোষণা করার পর আমার করণীয় কিছুই ছিল না। কনির মৃতদেহ দাবি করার যথেষ্ট যুক্তি ছিল। তবে মেয়েটার আঙুলের ছাপ আমি নিয়ে রেখেছি। কনিই আমাকে এই কাজটা করার জন্য বলেছিল এবং ওটা ফাইলেও রাখার জন্য তার নির্দেশ ছিল। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছে অকারণে অযথা ঝামেলার সম্মুখীন হতে না হয়।'

'আঙুলের ছাপ আমার কোন কাজেই আসবে না। কারণ ওটা আমার কাছেই আছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, শেরিফ।' রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

টেলিফোন খুপরি থেকে বেরিয়ে বার-দুই ওষুধের দোকানের হাওয়া খুব দ্রুত গতিতে জোরে জোরে ফুসফুসে টেনে নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের ছক মনে মনে কষে ফেললাম। সুসান যে কোরিন সেজেছিল এই সত্য যখন প্রমাণ করা সম্ভব হলোই না, তখন কোরিনকে সুসান প্রমাণ করার সর্বশেষ চেষ্টা আমায় করতেই হবে।

আবার খুপরিতে ঢুকে পড়ে ফ্যান'শকে ফোন করলাম। 'হারমাস বলছি। মিসেস কনিকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?'

'বলতে পারছিনা, রায়ানকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়তো কিছু জানতে পারে। তবে সে কারণটা জানতে চাইবে।'

'তা চাইবে। আচ্ছা যাক, ওকে জিজ্ঞাসা করার কোন দরকার নেই। ওকে কোন হোটেলে পাওয়া যেতে পারে কি?'

'তাও বলা সম্ভব নয়। শোনো স্টিভ! আশা করি তুমি তোমার লক্ষ্যে কিছুটা এগিয়েছো। রায়ান আধঘণ্টা আগে এসে খুব চেঁচামেচি করে গেছে। সে আর আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

'হ্যাঁ, তা এগিয়েছে কিছুটা,' ডাহা মিথ্যে বললাম। 'আজ রাত্রেই কেসটার একটা কিনারা করতে চাই।'

ফ্যান'শর সঙ্গে কথা শেষ করে ডায়াল ঘুরিয়ে পুলিস দপ্তরে হ্যাকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

'ফিলিপসের হত্যাকারীর কোন খোঁজ পাওয়া গেল?'

'জ্যাক কনি হতে পারে। আমরা একজন সাক্ষীর খোঁজ পেয়েছি, সে দশটা নাগাদ একটা লোককে দোকানের পেছন থেকে বেরোতে দেখেছে। তার বর্ণনা কনির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আমরা এখন তার সন্ধানেই পাগলের মতো ঘুরে ফিরছি।'

'ডেড লেকটা একবার দেখুন না, সেখানেও সে চলে যেতে পারে।'

'শেরিফ পিটার্সের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। তিনি এক্ষুনি লোকজন নিয়ে সেখানে হাজির হচ্ছেন।'

'মিসেস কনির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। কোথায় গেলে তাঁর দর্শন মিলবে বলতে পারেন?'

'কেন---তাঁকে নিয়ে কী কাজে লাগবে?'

'ফোনে এসব কথা বলা সম্ভব নয়। তবে ভাগ্য সহায় থাকলে বোধহয় শ্যারম্যান অন্তর্ধান রহস্যটাও ভেদ করার ক্ষমতা আমার আছে।'

'ঠাট্টা করছেন নাকি?'

'না ঠাট্টা নয়। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, মিসেস কনির সন্ধান একবার পেলেই সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।?'

সেই সঙ্গে শ্যারম্যানেরটাও হয়ে যাবে।'

'তা, আমাকে কী করতে বলছেন?'

'মিসেস কনিকে খুঁজে বার করুন। এসব কাজ আমার থেকেও আপনার পক্ষে অনেক তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবেন—আর তা করতে হবেও। কিছু লোককে টেলিফোনে রেখে শহরের প্রত্যেকটা হোটেল আর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে খোঁজ নিন। রায়ান দাবি নিয়ে আলোচনা করতে পারে ভেবে তিনি হয়তো বেশি দূর এগোবেন না। এটুকু পারবেন তো?'

হ্যাকেট সম্মতি জানাল।

'আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আবার আপনাকে ফোন করবো। আর হ্যাঁ, শুনুন ক্যাপ্টেন, আমি কথা বলার আগে আপনারা ওঁর সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করতে যাবেন না যেন--কেমন?'

'জ্যাক কনিকে ওর কাছে পেয়ে যেতে পারেন।'

'তার কোন সম্ভাবনা নেই।' তর্ক আর না বাড়িয়ে সংযোগ নিজে থাকতেই বিচ্ছিন্ন করে দিলাম।

খুপরির বাইরে এসে খানিকটা তরতাজা বাতাস বুকে ভরে সেবন করে আমি আবার ডায়াল ঘোরালাম, এবার যার উদ্দেশ্যে করা, তিনি গুডইয়ার। 'স্টিভ বলছি। তোর বাড়ি থেকে একটু দূরে মাত্র তিন-মিনিটের হাঁটা পথ। আসবো, নাকি তোর কাছে?'

'হ্যাঁ, চলে আসতে পারিস' গুডইয়ার জবাব দেয়। 'আমি কাজটা ছেড়ে দিয়েছি, শুনে থাকবি।'

'শুনলাম। আমিও ছেড়ে দিয়েছি।'

'তুইও? কখন?'

'তুই দেবার পরে পরেই। বলবো তোকে সব। আমি আসছি।'

'চলে আয় তাহলে।

সানসেট বুলেভার্দের কাছে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে গুডইয়ার। বাড়িটার প্রবেশপথ যে কোন লাখপতির নজর কাড়ার পক্ষে যথেষ্ট।

স্বয়ংক্রিয় লিফটে চড়ে দশতলায় উঠে দেখতে পেলাম ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করছে গুডইয়ার।

'ডেরাখানা জব্বর তোর,' লিফটের দরজা বন্ধ করতে করতে বলে উঠলাম।

'তা বটে। তবে এখন যা খরচ বেড়ে গেছে আর পোষাতে পারছি না। ভাবছি, এসপ্তার শেষাশেষি এটা ছেড়ে দেবো। কোথায় তুই ছিলি বল্‌তো? তিনদিন ধরে আমি তোর খোঁজ করছি।'

'ম্যাডক্সের সাথে ঝামেলা হতে কেটে পড়েছিলাম। স্যান বারনাডিনোতে হেলেনের কাছে ছিলাম ক'দিন। তুই যে কথা বলতে চেয়েছিলি একথাটা স্মরণেই ছিল না।'

বিরাট বৈঠকখানায় আমায় নিয়ে ঢোকাল গুডইয়ার। ঘরটার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠলাম, 'বাবাঃ! এই জায়গা তুই ছেড়ে দিচ্ছিস?'

গুডইয়ার দরজা বন্ধ করল। 'হ্যাঁ, কি আর করা যাবে, বল। তাহলে তুই ঐ কাজ ছেড়ে দিলি?'

একটা বিরাট আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম। 'হ্যাঁ। ম্যাডক্স ওলে জ্যাকসনকে আমার জায়গায় লাগাতেই রিজাইন দিলাম।'

'অ্যাঁ?...বোঝ তাহলে। এবার তুই কি করবি বলে ভেবেছিস? অন্য কোম্পানিতে চেষ্টা করবি?'

আমি মাথা নাড়ালাম। 'না, আমায় বেশ কিছু টাকা কামাতে হবে। এই কেসটা উদ্ধার করতে পারলে পুরোটাকার এক পারসেন্ট আমার ভাগ্যে জুটবে। দশ লক্ষ ডলারের এক পারসেন্ট নেহাৎ মন্দ তো নয়।'

গুডইয়ার হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। ফ্যাকাশে মুখ জুড়ে চিন্তার রেখা। 'কিন্তু তুই একলা পারবি কি?'

'নিশ্চয়ই।'

একটা সিগারেট বার করে স্থির চোখে আমার দিকে তাকাল গুডইয়ার। 'তোর একথা বলার অর্থ এই দাঁড়ায় সে এই ব্যাপারটা যে ভুয়ো তা প্রমাণ করার ক্ষমতা তুই রাখিস? মেয়েটাকে মেরে ফেলা হয়েছে?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিই। 'এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে শারম্যানের অন্তর্ধাণরহস্যটাও আমার ভেদ করা হয়ে গেছে, বাকি শুধু উন্মোচন।' গুডইয়ার আমার সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো। 'বল্ তো আমায়, ব্যাপারটা কি!'

'হফম্যান মারা যাবার পর থেকেই আমি তোর বিষয়ে চিন্তা করছি অ্যালান। তুই আর আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ জানতো না যে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি রওনা হবার পরই তুইই কনিকে ফোন করে হফম্যানের মুখ বন্ধ করতে চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা করে দিতে বলেছিলি—তাই না?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল গুডইয়ার। 'তুই কি বকছিস, স্টিভ?'

'অনর্থক ভাঁওতা দেবার চেষ্টা তুই যার সঙ্গে ইচ্ছে হয় করিস, কিন্তু আমার সঙ্গে করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিস না, সুবিধে হবে না, অ্যালান। জোইস শ্যারম্যানকে কিডন্যাপ আর কোরিনকে হত্যা, এই দুটোর পেছনেই তোর হাত আছে। ব্যাপারটা এখন দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ। তাছাড়া ম্যাডক্সকে তুই বলেছিলি, ডেনির সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হঠাৎ-ই—আসলটা একটু অন্যরকম। এ ব্যবস্থাটা তোর হয়েছিল সুসান গেলারে সঙ্গে এটা সূত্র হিসেবে নিতান্ত সূক্ষ্ম হলেও এটাই তোর বিরুদ্ধে প্রথম সন্দেহ আমার মনে দানাবাঁধে। মাঝে মাঝেই হুট হাট করে আমার কাছে হাজির হয়ে আমার থেকে সব খবর সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছিলিস। তোকে শর্ট ওয়েভ রেডিও সেটটার কথা বলে আমি আর একটু হলেও নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে জান দিতে বসেছিলাম। খবরটা যদি কেউ পাচার করে থাকে সে তুই। সুসানের আঙুলের ছাপটা যে পলিসির ওপর দুর্ঘটনা ক্রমে পড়ে গেছে—এ তথ্যটাও তোর মুখ থেকে আমাদের সেই প্রথম শোনা। ও ছাপটা কোনদিনই সুসানের ছিল না।, ওটা ছিল ওর বোনের।'

'তুই বোধহয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতেই এসেছিস।' গুডইয়ার মুখে এই কথা বলছিল কিন্তু চোখ দিয়ে ঝরছিল আগুন। 'না হলে আমাকে ধরে নিতে হবে তোর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।'

'দ্বীপের মধ্যে মেয়েটাকে কী ভাবে খুন করা হয়েছিল তাও আমার জানা হয়ে গেছে। জোচ্চুরি যদি একটা করতিস তাহলে হয়তো ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না তোর, কিন্তু দুটো এক করতে গিয়েই তুই ভুল করে ফেললি। জোইস শারম্যানের কিডন্যাপটা কেউ ধরতে পারতো না, কিন্তু অন্যটার ক্ষেত্রে তুই একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলিস।'

'এসব শোনার আমার কোন দরকার নেই,' গুডইয়ার শান্তকণ্ঠে বলে উঠল।

'সেটা তোর ইচ্ছে।' উঠে দাঁড়াই। 'আমি ভেবেছিলাম, আমার মুখ থেকে কথাগুলো শোনার পর তোকে খুশি করতে পারব। এখনও পর্যন্ত আমি কারো কাছে মুখ খুলিনি। ঠিক আছে, চলি তাহলে। তুই ভাবিস না, এর থেকে রেহাই তোর সহজে মিলবে অ্যালান। তা একেবারেই অসম্ভব।' গুডইয়ারের কাছ থেকে কোন উত্তর আসছে না দেখে আমি দরজার কাছে এগিয়ে

গেলাম। আমি দরজা খুলতে যাব ঠিক এই সময়ে উত্তর এল, দাঁড়া!' আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

'বেশ, আমি ভাবছিলাম ব্যাপারটা বোধহয় আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা এখনও করা যায়। এর মধ্যে দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। টাকার অঙ্কটাও বিরাট। তুই এক পারসেন্টের কথা বলছিলি, আমি তোকে এর তিন ভাগের এক ভাগ দিতেও প্রস্তুত।'

'বখরার টাকা আধাআধি করলে কেমন হয়?' আমি আবার গিয়ে আরাম কেদারায় বসে পড়লাম।

'তিন ভাগের এক ভাগ। তুই, আমি আর ঐ মেয়েটা এক ভাগ করে প্রত্যেকে।'

'আর কনি?'

ওকে আমাদের সরাতে হবে। লোকটা সত্যিই ভীষণ ভয়ঙ্কর। আমার যা মনে হয়, টাকাটা এক হাতে এসে গেলেই যে আমাকেও শেষ করে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করবেনা। খুন করাটা ওর কাছে নেহাৎ-ই এক ছেলেখেলা।'

'তুই রাইসের কথাটা ভুলে যাচ্ছিস। তাকে টাকা দিতে হবে না?'

'তাকে নিয়ে আমার নতুন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। পুলিস তাকে জড়িয়ে নিয়েছে, কিছু করার সাহস তার হবে না। টাকার ব্যাপারটা ফয়শালা হলেই, তুই, আমি আর মেয়েটা—অবশ্য তোরও যদি ইচ্ছে থাকে—এখান থেকে কেটে পড়বো। রাইস নিজেকে না জড়িয়ে আমাদের ধরাতে পারবে না?'

'শ্যারম্যানের দরুণ তুই পঞ্চাশ হাজার পেয়ে যাচ্ছিস।'

'হ্যাঁ। এক হপ্তার মধ্যেই রায়ান তার দাবি পেশ করবে। আমি তোর মুখ বন্ধ করতে পুরো টাকা তিন ভাগের এক ভাগ দিতেও প্রস্তুত আছি, স্টিভ।'

'আমার কাছ থেকে তুই ওইটুকু পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট?'

গুডইয়ার মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করল। 'ওই আর...কনিকে সরাতে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।'

যতদিন ও বেঁচে থাকবে আমরা শান্তিতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারবনা।'

'মসি ফিলিপসের স্টুডিও থেকে তাকে বেরোতে দেখা গেছে। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

'ওকে তারা কোনদিনই খুঁজে পাবে না। এর আগেও সে বহুবার পুলিসের চোখকে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।'

'তুই জানিস সে এখন কোথায়?'গুডইয়ার মাথা নেড়ে জানায় সে জানে।

হাত বাড়িয়ে আমি সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিলাম।'

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অ্যালান' আচ্ছা, কে তোকে এসব বুদ্ধি যোগালো বল্ তো? এজেন্টগিরি করে তুই তো বেশ ভালোই পকেট ভারি করছিলি। হঠাৎ করে রাতারাতি রাজা হবার এই উদ্ভট খেয়াল তোর মাথায় ঢুকলো কেন?'

'কে বলেছিল আমি ভালো ছিলাম?' গুডইয়ার ফোঁস করে ওঠে। 'আয়ের দ্বিগুণ খরচা হয়ে যাচ্ছিল। গলা পর্যন্ত ধারে আমি বিকিয়ে গেছি। কিছু না কিছু একটা করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। দশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের অঙ্কটা মন্দ নয়, তখন কনির সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। খুন-টুন আমার ধাতে সয়না মোটেই।'

আমি স্থির চোখে ওর দিকে তাকালাম। 'তাই নাকি? কোরিন-কনিকে কিন্তু তুই খুন করেছিস।'

মুহূর্তের মধ্যে গুডইয়ারের বদন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'মিথ্যে কথা! কনি তাকে মেরেছে।'

'কনি মারবে কী করে, কনি তখন সেখানে ছিলনা। স্প্রিংভিলেতে চিঠি নিতে গিয়েছিল। খুনটা তুই ছাড়া আর কেউ করেনি, অ্যালান।'

বহু কষ্টে গুডইয়ার নিজেকে সংযত রাখল। 'ওকলে তখন দ্বীপটার ওপর নজর রাখছিল। সে আমাকে যেতেও দেখেনি, আর ফিরে আসা প্রশ্ন তো উঠছেই না। খুনটা যে আমার কীর্তি তুই প্রমাণ করবি কীভাবে?'

আজ সকালে তোর ব্যক্তিগত ফাইল স্ব-চক্ষে দেখার আগে পর্যন্ত আমি এটা জানতাম না। কিন্তু যখন দেখলাম, যুদ্ধের সময় সাবমেরিনে তুই কাজ করতিস, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝে গেলাম। আমি জোর গলায় বলতে পারি, তোর ডুবুরির-পোষাকটা লেকের ধারে কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। ওটা পরে, সবার অলক্ষ্যে জলের তলা দিয়ে সাঁতরে সেখানে উপস্থিত হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে, আবার ফিরে আসা তোর পক্ষে কঠিন ছিল না। সত্যি প্রশংসা না করে পারছি না, চমৎকার কৌশল, অসাধারণ তোর বুদ্ধি অ্যালান, কিন্তু অফিসের ব্যক্তিগত ফাইলটার কথা তুই ভুলে গিয়েছিলি।'

গুডইয়ার উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ মুখ গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন। 'আমার সঙ্গে থাকার কোন ইচ্ছে তোর আছে? টাকা যদি পাওয়া যায় আমি তিন ভাগের এক ভাগ তোর হাতে তুলে দেব।'

'টাকা পাওয়ার সব রাস্তা এখন বন্ধ, অ্যালান তুই ধরা পড়ে গেছিস। মেয়েটাকে খুন না করলে তোকে পালানোর একটা সুযোগ আমি দিতাম, এখন আর এসব ভেবে কোন লাভ নেই, উপায়ও নেই। আমি দুঃখিত, ও কাজটা যখন করেছিস তার শাস্তি তোকে মাথা পেতেই নিতে হবে।'

সহসা সে জানলার ধারে সরে গিয়ে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা রিভালভার বার করে আমার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমি এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি,' ওর গলার স্বর কর্কশ, কেমন কাঁপা কাঁপা। 'পঞ্চাশ হাজার ডলার আমার নিজের কাছেই আছে। বাকি টাকাগুলো যদি কপালে নাও জোটে, যেটুকু সম্বল আমার আছে তাই নিয়েই গা ঢাকা দেবো। দুনিয়ার এমন কেউ নেই যে আমার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।'

'বোকার মতো কাজ করিস না। আমাকে মেরে তোর সমস্যার কোন সমাধান হবেনা। তুই যে তিমিরে ছিলিস, সেই তিমিরেই থেকে যাবি। এরকম একটা নাম করা জায়গায় গুলি চালালেই চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে—তাই তখন কিছুতেই পালাতে পারবিনা।' উঠে দাঁড়ালাম।

'আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি, অ্যালান। ভাবার জন্য তোর কাছে কুড়ি মিনিট সময় দিয়ে গেলাম, এটুকু সময় তোর পক্ষে যথেষ্ট। তবে যাই করি, বাঁচার সব রাস্তাই আজ তোর কাছে বন্ধ, পালিয়ে তুই বাঁচতে পারবিনা।' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে গুটিগুটি পায়ে এগোতে থাকলাম। 'দাঁড়া!' সেফটি ক্যাচের ক্লিক ক্লিক শব্দ কানে এল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠি, 'চলি, অ্যালান। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।' দরজা খুলে বাইরে পা বাড়ালাম।

লিফটে পা রাখতে গিয়ে গুডইয়ারের মুখটা ভেসে উঠতেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বীমাকোম্পানিতে যোগ দেবার সময় থেকে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। এতোদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি।

তাছাড়া ও আমার বরাবরই প্রিয় ছিল, ভীষণ পছন্দ করতাম।

সহসা গুলির শব্দটা হাওয়ায় ভেসে আসতেই মনে হল, কেউ যেন আমার পাঁজরে সজোরে মোক্ষম লাথি কষিয়েছে।....

গোলকধাঁধার অন্তিম শেষ চক্রটা মিলল ঐ দিনের বেলায় পাঁচটায়। হয়তো সময় আর একটু বেশি লাগত যদি না পেরি রাইসের বান্ধবী মীরা ল্যাসটিসের সঙ্গে দেখা করার অনুপ্রেরণার তাগিদ অনুভব করতাম।

পুরো চক্রান্তটা খুলে বলতেই মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়ে গলগল করে আমার কাছে ফাঁস করে দিল সব, যতটুকু ও জানত। ওর কথা থেকে যা বুঝলাম, জোইস শ্যারম্যানের অন্তর্ধাণ বা বীমা কোম্পানির টাকা খিঁচে নেওয়ার চক্রান্ত—কোনটার সঙ্গেই ও যুক্ত ছিল না।

রাইস খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়বে শুনে ও আমার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমার ভিন্ন ধর্মী প্রশ্নের একে একে উত্তর দেবার পর জোইস শ্যারম্যানের কক্ষে ঢোকার অনুমতি ওর থেকে অবশেষে পেলাম।

ওর কাছে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার পর মনে হলো, এবার আমি কেসটাকে অনায়াসেই সমাধান করতে পারি। প্রথমে আমি পুলিস সদর দপ্তরে পৌঁছলাম। ওখানে হ্যাকেটকে ব্যাপারটা খুলে বলতে আমার আধঘণ্টা সময় বেড়িয়ে গেল। তাকে আশ্বস্ত করার পর টেলিফোনে ম্যাডক্সকে ডেকে পাঠালাম।

দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে গেল ম্যাডক্স। বীর বিক্রমে পা ফেলতে ফেলতে হ্যাকেটের দপ্তরে প্রবেশ করল। আমি যখন গুডইয়ারের সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত হ্যাকেটের লোকেরা ক্যানিওন ড্রাইভের কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্টে কোরিন কনির সন্ধান পেয়ে যায়।

'আপনার কাছে পনেরো হাজার ডলার পাওনা রইল আমার,' ম্যাডক্স এসে বসতেই তার উদ্দেশ্যে বলে উঠি। 'কেসটা আমি সমাধান করেছি আর এবার অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। তাই লেনদেনের ব্যাপারটা এরকম পরিস্থিতিতে চুকিয়ে ফেলাই যুক্তিসঙ্গত।'

'সত্যি বলছো?' ম্যাডক্সের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর। তা যদি হয় তবে আমার টাকা দিতেও কোন আপত্তি নেই। রায়ান আমায় সারাদিন ধরে জ্বালিয়ে যাচ্ছে।'

'আমরা কি এখন বেরোতে পারি?' হ্যাকেট অধৈর্যের সুরে বলে ওঠে।

'হ্যাঁ।' ম্যাডক্সকে বলে উঠলাম, 'আমরা এখন মিসেস কনির সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতে যাবো। আমরা তিনজন আর সঙ্গে দুই জন পুলিস। যদি কোন ঝামেলায় পড়তে হয় তবে ওরা ব্যাপারটা সামলে নেবে। ওদের এই কারণেই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আগে ব্যাপারটা শোনাও দেখি,' ম্যাডক্স দপ্তরের বাইরে আমাদের অনুসরণ করে চলল। 'বলো, কীভাবে এতো সব জানলে?'

'হুকুম অমান্য করার পরেও।' আমি দন্ত বিকশিত করে হেসে ফেললাম। 'আপনার কথা শুনে আমি যদি স্প্রিংভিলেতে না গিয়ে পড়তাম, তাহলে এ কেসটার ঘোলাটে রহস্য কোনদিনই উন্মোচন করা সম্ভব হতো না। আর এর জন্যই পনেরো হাজার ডলার আপনার পকেট থেকে খসতে হচ্ছে।'

'অত ন্যাকামি না করলেও চলবে,' ম্যাডক্স খেঁকিয়ে ওঠে। 'কে ছিল আর কারই বা হাত ছিল এর পেছনে?' ওকে গাড়িতে ওঠার প্রথম সুযোগটা দিতে আমি একটু পাশে সরে দাঁড়ালাম। তারপর দু'জন পুলিস অফিসারের সঙ্গে সামনের সীটে গিয়ে বলে পড়লাম, আর জবাবে বললাম, আমাদেরই একজন, 'অ্যালান গুডইয়ার।' অপ্রত্যাশিত এক নীরবতা ক্যানিওন ড্রাইভের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা পর্যন্ত স্থায়ী রইল।

গাড়িটা কিছুটা দূরে দাঁড় করিয়ে আমরা সদলবলে বাড়িতে প্রবেশ করলাম। বাড়ির মালকিনকে আগে থাকতেই খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি দরজা খুলেই রেখে ছিলেন। আমরা ঢুকতেই শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে উত্তেজনার সঙ্গে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'দোতলায় নিজের ঘরেই আছে। আজ সারাদিন একবারও ঘরের বাইরে পা দেয়নি।'

হ্যাকেট একজন পুলিসকে হলঘরে দাঁড় করিয়ে আর অন্যজনকে বাড়ির পেছন দিকটায় যাবার নির্দেশ দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আপনি না হয় নক করুন। আমি সময় মতো যোগ দেবো।'

'এসব হচ্ছেটা কি?' ম্যাডক্স গজগজ করতে করতে বলে ওঠে। 'ওখান থেকে বেরোনোর আগের মুহূর্তে আমাকে কী সব জানানো হয়েছিল?'

'হাতে তখন সময় ছিল না আমাদের?' এই বলেই আমি অতো আগে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলাম।

নির্দিষ্ট দরজার দোরগোড়ায় পৌঁছে আঙুলের গাঁট দিয়ে সজোরে কয়েকটা টোকা মারলাম। কয়েক মুহূর্ত পর যে মেয়েটা দরজা খুলে আমার সামনে সশরীরে এসে উপস্থিত হল তাকে দেখতে অনেকটা কোরিন কনির মতো। আতঙ্কে ওর নীল চোখের মণি দুটো বিস্ফোরিত।

'ব্যাপার কি, মিঃ হারমাস...?'

'এইতো! ভেতরে আসার অনুমতি পেলে আমরা ঢুকতে পারি?'

'ইয়ে...মানে, তা বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না। ঘরটা এমন বিশ্রী ভাবে অগোছালো আছে...। এঁদের ঠিক চিনতে পারলাম না, এঁরা কারা?'

বাঁ দিক থেকেই শুরু করছি। মিঃ ম্যাডক্স—ন্যাশনাল ফাই দলটির বড়সাহেব আর পুলিস ক্যাপ্টেন মিঃ হ্যাকেট। আপনি যে টাকাটা ইন্‌সিওর কোম্পানির কাছে দাবি করেছেন আমরা সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এখানে এসেছি।'

মাথা নাড়ল আবার।

আমি দুঃখিত। আপনারা বরং মিঃ রায়ানের সঙ্গে আগে একবার কথা বলুন। উনি আমার অ্যাটর্নি।'

'আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলার পরই এখানে আসছি। উনি আপনার কেস আর চালাবেন না, মিসেস কনি—নাকি মিস গেলার্ট, কোনটা বলে সম্বোধন করবো আপনাকে?' অনুমতির অপেক্ষা না করেই বৈঠক খানায় পা রাখলাম।

হ্যাকেট আর ম্যাডক্সও আমাকে অনুসরণ করল। ভেতরে ঢুকেই ম্যাডক্স নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। পিছু হাঁটল মেয়েটি, সারা মুখ রক্তশূন্য। আমরা সকলেই বসলাম।

আমি প্রথম আমার বক্তব্য শুরু করলাম, 'আমি যা জানি সংক্ষেপে জানানোর চেষ্টা করবো। মিঃ ম্যাডেক্সের কানে এখনও কিছু পৌঁছয় নি, তাই তাঁকেও এবিষয়ে শোনানো দরকার। আশা করি খুঁটিনাটি বিবরণে আপনি বিরক্ত হবেন না।'

'আমি একটা কথাও আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইনা। আমি আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে আগে কথা বলবো।'

'আপনার অ্যাটর্নি সরে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু মনে হয় না উনি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারবেন।' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'গুডইয়ার আর বেঁচে নেই তবে অন্তিম কালে যে আমাদের একটা উপকার করে গেছে। শেষ মুহূর্তে সে সবকিছু নিজের মুখেই ফাঁস করে গেছে।'

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে পরম নিশ্চিন্তে আরাম করে হেলান দিয়ে আমি আবার বলতে শুরু করলাম, 'ঘটনার সূত্রপাত হয় পাঁচ বছর আগে স্যান বারনাডিনোতে। আপনি আর আপনার বোন তখন নাইট ক্লাবে কাজ করতেন। কোরিন বিবাহ করে বসে কনি নামের এক গুণ্ডাকে—লুঠত রাজ করেই যার জীবনের একটা একটা দিন কেটে যাচ্ছিল। ঘটনাচক্রে কোরিনের সঙ্গে পেরি রাইসের আলাপ হয়ে যায়। রাইস তখন মরিয়া হয়ে সিনেমায় নামানোর মতো একটা মেয়েকে পাগলের মতো অনুসন্ধান করে ঘুরে ফিরছে। নাইট ক্লাবে ঢোকার আগে কোরিন অভিনয় ব্যাপারে ট্রেনিং নিয়েছিল, তাই সিনেমায় নামার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করার কোন বাসনা তার ছিল না। রাইসকে ও স্বভাবগুণে সহজেই প্রভাবিত করল।

'রূপের সঙ্গে সঙ্গে গুণও ছিল সমপরিমাণে কিন্তু প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করল ওর ব্যক্তিগত পরিচয়।

'ও এমন একজনের স্ত্রী যে এর মধ্যেই দশ বছর জেল খেটেছে। তার ওপর ও নিজেও ছোট-খাটো একটা নাইট ক্লাবে অশালীন দেহ প্রদর্শনের জন্য কয়েকবার জেলের হাওয়া খেয়ে এসেছে। এই পরিচয় সম্বল করে নামকরা অভিনেত্রী হতে পারে না কেউই। বাজার মন্দা, দেনায় তার গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। নিজের মোটা মূল্যের উপার্জন সঙ্গতি রেখে এক চমকপ্রদ অভিনেত্রী জোটাতে না পারলে তার চাকরি চলে যাবে। তাই সে কোরিনকে নতুন চেহারায়, নতুন নামে, নতুন পরিচয় দেবার ব্যাপারে মনস্থ করে ফেলে। এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল কনিকে যে কোন উপায়ে সরানো। কোরিন এমনিতেই কনির ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই ওকে দিয়ে পুলিশকে কনির ঠিকানায় খবর পাঠাতে রাইসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু কোরিন বোকার মতো আপনার কাছেও নিশ্চিন্ত মনে উপড়ে দিল—কারণ সে জানতনা, আপনার আর কনির মধ্যে দহরম মহরম আছে যথেষ্ট।' একটু থেমে জিজ্ঞাসা করি, 'লাগছে কেমন? গল্পটা অবশ্য পরে আরও রসালো হয়ে ওঠে।'

কোন উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে চুপচাপ বসে রইল

সুসান। ওর মুখটা এখন পাথরের মতো কঠিন।

'আপনি কনিকে সতর্ক করার চেষ্টা করবেন,' আমি বলে উঠলাম। 'কিন্তু তখন আর সময় নেই, অনেক দেরী হয়ে গেছে। কনি গ্রেপ্তার হলো আর আপনার মেরে ফেলার শাসানির চোটে ভয় পেয়ে কোরিন গা ঢাকা দিল। গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো, কোরিন বুয়েনস এয়ারসে গেছে, কিন্তু আসলেও তখন রাইসের সংরক্ষণে নিজের ভোল পাল্টাতে সদাই ব্যস্ত। ওর ঘন কালো চুলের রঙ পাল্টে ফেলে লাল করে। রাইস এক প্লাস্টিক সার্গানের সাহায্য নিয়ে ওর চোখ দুটো ও রূপ বদলে আয়তকার হয়ে গেল। খুব সামান্য হলেও এই দুটো পরিবর্তন কোরিনকে এক নতুন রূপ এনে দিল।... রাইস ওকে নিয়ে হাজির হল হলিউডে। সেখানে ওর পরিচয় স্যান বারনাডিনোতে এক হোটেল পরিচারিকা রূপে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো যাকে রাইস এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বলে সংগ্রহ করে এনেছে। আর এটাই হলো জোইস শ্যারম্যানের জীবনের ইতিবৃত্ত।'

'মানে জোইস শারম্যানই আসলে ছিল কোরিন কনি?' বিস্ময়ে ম্যাডক্সের চোখ দুটো এখন আর আগের মতো নেই, ভোল পাল্টে ছানা বড়া হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ—অবশ্য আপনি 'ছিলো' কথাটা জুড়ে দিতে পারেন। জোইস শ্যারম্যান বা কোরিন কনি বর্তমানে মৃতের তালিকায়। আর স্ব-মহিমায় যিনি আমাদের সামনে ঘর আলো করে বসে আছেন তিনি এর বোন—সুসান।'

ফ্যাকাশে মুখে সামনে বসে থাকা মেয়েটির দিকে মাথা নাড়লাম। 'হেলেনের মনে অদল বদলের এই সম্ভাবনা প্রথমে এসেছিল। সেই তার মনের কথা আমাকে খুলে বলে। এখন দেখছি ওর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ নির্ভুল। আসলে রাইস কোরিনের কাছ থেকে এরকম চমকপ্রদ সাফল্য আশা করেনি। কিন্তু রাতারাতি ও হলিউডের সবচেয়ে নামী অভিনেত্রী হয়ে উঠতে সে কোরিনের ওপর নিজের অধিকার স্থায়ী করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। সে কোরিনকে এই বোঝায় যে কনি কোনদিনই ওর সন্ধান পাবে না আর রাইসকে বিবাহ করলে ওর কাজে আরও সুবিধে হবে।

'রাইস আর কোরিনের বিয়ে হলো পরবর্তী দু'বছর বেশ ভালো ভাবেই কেটে যায়। কিন্তু টাকার গরম কোরিনের সহ্য হলোনা। মদে ডুবে থাকতে শুরু করে দিল। রাইস ওকে বহুবার চেষ্টা করেছে এই মদের নেশা থেকে বার করতে, কিন্তু সফল হওয়ার পরিবর্তে বিফল হল। তখন ওর মদ খাওয়া কাজের পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। আর ঠিক এই সময়ে জেল থেকে বেড়িয়ে আসে কনি, এই নাটকে তার ভূমিকা ছিল একদম আলাদা।'

সুসান গেলার্টের দিকে আঙুল নেড়ে বলে উঠলাম, 'আপনি আর সে একত্রে মিলিত হয়ে হাত মেলায়, জোট বেঁধে পুলিসে সংবাদ দিয়ে, কনিকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কোরিনকে শিক্ষা দেবার নতুন মতলব কষলেন।

জোইস শ্যারম্যানকে নিয়ে আপনার মনে আবছা এক সন্দেহের বীজ ছিল, তাই সে বিষয়ে খোঁজ নিতে কনি হলিউডে হাজির হলো।

'সে কোরিনকে সহজেই চিনে ফেলে, রাইসের কথা, বিবাহের কথা জানতেও তার বেশি সময় লাগেনি।

'ব্যাস, ব্ল্যাক মেল করার এক মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায় কনি। রাইসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে মুখ বন্ধ রাখার জন্যে টাকার দাবি জানালো। রাইস কিন্তু কোরিনকে নিয়ে অন্যরকম মতলব কষেছিল। সে তখন ভালোভাবেই বুঝে গেছে, মাস কয়েকের মধ্যে কোরিন ফিল্ম লাইন থেকে শোচনীয় ভাবে বিতাড়িত হবে। ওর মদ পানের নেশা দিনকে দিন এতো বেশি মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল যে, বেশির ভাগ সময়ই তার হুঁশ থাকতনা। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতো সর্বক্ষণ—নিজের পার্ট মুখস্থ করার ক্ষমতা পর্যন্ত তার ছিলনা। সময় সময় স্টুডিওর মধ্যেও ওকে মাতাল অবস্থায় চোখে পড়তো। হাওয়ার্ড লয়েডও ওকে তাড়ানোর জন্য চুক্তির মেয়াদ সমাপ্তের প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিল।

'ঠিক এই সময় এক ইনসিওরেন্স এজেন্ট রাইসকে এক দুর্ঘটনা বীমা করাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। রাইসের মনে হল, লোকটাকে টাকার লোভ দেখিয়ে কিনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার

এই এজেন্টের নাম ছিল, অ্যালান গুডইয়ার।' এক নাগাড়ে কথা বলতে বলতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কিছুক্ষণ দম নেবার পর আবার বলে উঠলাম। 'রাইস কনিকে নিজের পরিকল্পনার কৌশল জানিয়ে তাতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানানো হল। পরিকল্পনাটা কনির মনে ধরল, কারণ কাজ হাসিল করার পর রাইসকে অনায়াসেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলে পুরো টাকাটা হাতিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হবে বলে তার মনে হলো না। ব্ল্যাকমেলের চিন্তা ছেড়ে সে রাইসের সঙ্গে হাত মেলালো।

'ভাগ্যদেবীর কৃপাদৃষ্টি তখন রাইসের ওপর। বেহিসেবী খরচের দরুণ গুডইয়ারের তখন দেনায় ভরাডুবি। রাইসের কাছ থেকে আসা এরকম লোভনীয় প্রস্তাব সে এড়াতে পারল না। পরিকল্পনাটা দুঃসাহসিক হলেও ভীষণ লাভজনক ছিল। কাজ ঠিক মতো সমাধান করতে পারলে তাতে করে দশ লক্ষ ডলারের সরাসরি আমদানি আর তার ওপর ছিল কোরিনের শেষ নিষ্পত্তি। আর এটা যদি হয়ে যায় রাইসের মীরা ল্যাসটিসকে বিয়ে করার পথে কোন অসুবিধেও দেখা দেবে না। আপনার আর কনির উদ্দেশ্যও পূরণের পথে পা বাড়িয়েছিল।

'পরিকল্পনাটা ছিল সংক্ষেপে ঠিক এইরকম ঃ আপনি যতোটা কম সম্ভব প্রিমিয়ামে দশ লাখ ডলার মূল্যের দশটা দুর্ঘটনা বীমা করাবেন। ওদিকে রাইস কোরিনকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের অপহরণ বীমাও এই সুযোগে করিয়ে নেবে।

পলিসি করাবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কোরিনকে অপহরণ করে দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে চুলের রঙ পাল্টে এমন পদ্ধতিতে ওকে মেরে ফেলবে, যেটার উল্লেখ ইন্সিওরেন্স পলিসিতে থাকবে না। তারপর নিজের চুল রঙ করে, (কালো করে), কোরিন সেজে আপনি ইনসিওরের টাকাটা তুলে নেবেন।

'গুডইয়ার ছিল এক দক্ষ সেলসম্যান। কোরিনকে পলিসির জন্য রাজি করাতে তাকে বেগ বিশেষ পেতে হয়নি। মিঃ ম্যাডক্স যখন কাজের অজুহাতে শহরের বাইরে গেলেন, সে বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের বড়কত্তার কাছ থেকে আপনার নামের অ্যাক্সিডেন্ট পলিসিটা কায়দা করে করিয়ে নেয়।

'আপনার জায়গায় মারা যাওয়ার কথা ছিল কোরিনের, তার লাশ সনাক্ত করণের জন্য ইন্সিওর কোম্পানিগুলো সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে ভেবে, পলিসিগুলোতে কোরিনের আঙুলের ছাপ লাগাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। রাইস একসময় মদ্যপে ডুবে থাকা মাতাল কোরিনকে দিয়ে এ কাজটা সেরে ফেলে। কিন্তু যতটা সে ভেবেছিল কোরিন তখন ততটা বেঁহুশ ছিল না। পলিসিগুলো একবার স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তার ভাগ্যে জুটেছিল।

কোরিনের মনে সন্দেহের বীজ দানা বাঁধতে লাগল। হফম্যান নামের এক গোয়েন্দাকে ও রাইসের পেছনে লাগিয়ে দেয়। হফম্যানের কাছে রাইসের সঙ্গে কনি আর আপনার যোগাযোগের খবর পেয়ে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়ে কোরিন। হফম্যানকে পলিসিগুলোর কাজে সে লাগিয়ে দেয়।

অনুসন্ধানে লেগে পড়ে হফম্যান। তারপর ড্যানির অফিসে পলিসিগুলোর খোঁজ পেয়ে হফম্যান একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই কোরিন জানতে পারল দশ লক্ষ ডলারের অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি আপনি করিয়েছেন।

'দুর্ভাগ্যবশত ড্যানির অফিস থেকে ফেরার সময় কোরিন বাড়ির দারোয়ান ম্যাসনের সামনে আছড়ে পড়ে—সে ওকে বিখ্যাত অভিনেত্রী জোইস শারম্যান বলে সহজেই চিনে ফেলে। অপ্রত্যাশিত এই বাধায় কোরিন ঘাবড়ে যায় আর নেশার ঘোরে উন্মত্ত ঘটিয়ে হারিয়ে ম্যাসনের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়।

'এই ঘরের মধ্যে গুডইয়ার আমাদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো শুনে সে আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দেয়। আপনি তখন রাইসের কাছ থেকে কোরিনের হাতের ছাপের আয়না আনিয়ে হুবহু একরকম আমার হাতে তুলে দেন সযত্নে। 'কনি আপনার ইনসিওর করার আগের মুহূর্তে দ্বীপটা ভাড়া করে রেখেছিল, আপনি কালো পরচুলা মাথায় চাপিয়ে মাঝে মধ্যে ওখানে গিয়ে থাকতেন। কোরিন যে ওখানেই থাকে এটা লোককে জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল আপনার। স্ত্রীকে নিয়ে আমি যখন উইলিংটনে রাত

কাটাচ্ছিলাম, আপনি গাড়িতে উঠে ডেড লেকে চলে যান আর পরের দিন কালো পরচুলা পরে কোরিন সেজে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন? আর একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কী বলা ঠিক হচ্ছে তো?'

'ডাহা মিথ্যে!' ঝাঁঝিয়ে ওঠে সুসান। 'আপনি যা বলে গেলেন এর একটাও প্রমাণ করার ক্ষমতা আপনার নেই।'

'নিশ্চয়ই পারবো,' ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিয়ে সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিলাম। 'যাইহোক, এবার কোরিন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।...ম্যাসনের অকাল মৃত্যুতে ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। ওর এখনও স্থির বিশ্বাস, রাইস ওকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টায় সদা ব্যস্ত। কোরিন মনে মনে গা ঢাকা দিয়ে পালাবার কথাও ভাবতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে হাজির হল হফম্যান, তবে উদ্দেশ্য ভালো ছিলনা। ব্ল্যাকমেলের পরিক্রমা তার শুরু হয়ে গেল।

একবার যে ঘটনাটা ঘটল; সেই ঘটনার সঙ্গেই চক্রান্তের মিল থাকলেও এটা কিন্তু পরিকল্পিত ছকে ফেলা ঘটনা নয়, এটা একেবারেই কাকতলীয়। কোরিনের সঙ্গে হফম্যানের যেদিন দেখা করে হিসেব মিটিয়ে ফেলার কথা পাকাপাকি হয়েছিল—সেই দিনেই আপনি আর কনি ওকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

কোরিন বাড়ির বাইরে পা রাখতেই কনি ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করে তুলে নিয়ে যায়।

হফম্যান ব্যাপারটা দেখার পরও নিজের মুখ বন্ধ রাখে—ওর আশা ছিল এঘটনা থেকে তার ভাগ্যে কিছু হয়তো অর্থ লাভ হবে।

যাই হোক কনি আর আপনি কোরিনকে দ্বীপে নিয়ে গেলেন। মুক্তিপণের টাকা পাওয়া না পর্যন্ত ওকে ওখানে আটকে রাখাই স্থির হলো। আমরা যখন দ্বীপে যাই তখন ও ওখানেই ছিল। যে বীভৎস চিৎকার আমাদের কানে সে পৌঁছেছিল, যেটাকে আপনি স্বচ্ছন্দে কাকাতুয়ারা ডাক বলে চালিয়ে দেন, আসলেও ডাকটা কাকাতুয়ার নয়, ছিল কোরিনেরই আর্ত চিৎকার। আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, কস্মিনকালেও কাকাতুয়া পোষার প্রবৃত্তি আপনার ছিল না।

'এরপর আবার দেখা এয়ার পোর্টে, কোরিনের বেশ ধরে আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে জানালেন, আপনি এখন বুয়েনস এয়ারস যাচ্ছেন। কারণ সুসানের মৃতদেহ আবিষ্কারের সময় অনেক দূরে থাকাই আপানার পক্ষে শ্রেয় ছিল।

'কোরিনকে হত্যার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় গুডইয়ারকে। যুদ্ধে সে নৌবাহিনী ডুবুরির কাজ করতো। এখানেও তার কাজ ছিল ডুবুরির, অর্থাৎ ডুবুরির পোষাকে জলের ভেতর দিয়ে সাঁতরে দ্বীপে ওঠা, কোরিনকে খতম করা আর লেকে ছিপ ফেলে মাছের টোপ গেলায় প্রতীক্ষারত বসে থাকা ওকলেকে কিছু বোঝার বিন্দুমাত্র অবকাশ না দিয়ে আবার এক পদ্ধতিতে ফিরে আসা।

'পরিকল্পনাটা নিখুঁত ছিল—কিন্তু তাও একটা অসুবিধে দেখা দিল। কোরিনের বুকে ছিল একটা জড়ুল। কথাটা পৃথিবীর দুজন মানুষ জানতো। এক, মিসেস পেইসলে যাঁকে নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাননি, কারণ সাক্ষী হিসেবে কোন দিনই কোর্টে যাবার ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। তবে অন্যজন, মসি ফিলিপস যে স্ট্রিপ নাচের জন্য কোরিনের নগ্ন ফটো তুলেছিল।

'আমি লাশ সনাক্ত করতে স্প্রিংভিলেতে গিয়ে আক্রান্ত হই, আবার কনির হাতে। ভাগ্য ভালো সে অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে পালিয়ে যায়, না হলে সেই দিনই আমার ঘাড় মটকে দিতো। মিসেস পেইসলের সঙ্গে কথা বলার পর আবার আমাকে তার আক্রমণের কবলে পড়তে হয়, ফল স্বরূপ তার গুলিতে আমার স্ত্রী আহত হয়ে শয্যা নেয়। এবারও বরাত জোরে এ যাত্রায় বেঁচে যাই কারণ কাণ্ডারী হিসেবে তখন সেখানে পুলিস এসে হাজির হয়। কনি তখন ফিলিপসকে হত্যা করে কোরিনের ছবিটা সমেত ফাইলটা পুড়িয়ে ফেলে।...আর সবশেষে গুডইয়ার, টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে দলে টানার চেষ্টা করে, আর আমি সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার বাঁচার আর কোন উপায় থাকে না। সে নিজেই আত্মহননের পথটা বেছে নেয়।

'কিন্তু এতো কিছু করার পরেও এমন একজন আছে যে জানে কোরিনের বুকে জড়ুল চিহ্নটার কথা। সে হল, মীরা ল্যাসটিস। সে কোর্টে গিয়ে এ বিষয়ে সাক্ষী দিতেও প্রস্তুত। আমিও জোইস

শ্যারম্যানের ঘর তল্লাসী করে তার আঙুলের ছাপ তুলে এনেছি। পলিসিতে লাগানো আঙুলের ছাপের সঙ্গে সেগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। এবার একটা কাজ এখনও বাকি তা হল আপনার চুল যে সোনালী এটা প্রমাণ করা—আশা করি তাতে কোন অসুবিধে হবেনা।' হ্যাকেটের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালাম আমি।

'ক্যাপ্টেন, আমার আর কিছু করাই নেই, এবার কেসটা আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। যা যা করণীয় আপনি স্বচ্ছন্দে তা করতে পারেন?

কিন্তু হ্যাকেট উঠে দাঁড়াবার আগেই সুসানের পেছনের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, ঘরে প্রবেশ করল কনি, হাতে ধরা ·৩৮ পিস্তল একটা।

'নড়ার চেষ্টা করেছো কি প্রত্যেকের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!'

সুসান সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। আমার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হতেই দপ করে জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো। আমরা কেউই নড়া-চড়ার চেষ্টা করলাম না।

'ওদের রিভালভারগুলো বার করে নাও', সুসানকে বলল কনি।

প্রথমে ম্যাডক্সের দিকে দু-পা এগিয়ে গেল সুসান। 'উঠে দাঁড়ান।'

বিভ্রান্ত ম্যাডেক্স কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল।

ওর কাছে কিছু না পেয়ে এবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। 'এবার আপনি।'

আমি ওকে বাধা দিলাম না। আড়চোখে একবার দেখে নিলাম, কনির পিস্তলের লক্ষ্য আমার হ্যাকটের মাঝামাঝি স্থির হয়ে আছে। কাঁধে ঝোলানো খাপ থেকে বের করে আনল আমার রিভলভারটা।.

ভাবলেশ হীন মুখে হ্যাকেট চেয়ে চেয়ে দেখল, এবার পালা তার। সুসান তার কাছেই থাকল। তার একটা হাত জানুতে রাখা টুপির তলায় চাপা পড়েছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে দাঁড়াল।

সুসান কোটের বোতাম খুলতে যেতেই ওর রিভালভার ধরা হাতে সজোরে এক বাড়ি বসাল হ্যাকেট। আমার রিভালভারটা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ওর হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে এসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তেই হ্যাকেট ঘরে গিয়ে সুসানকে আড়াল করে দাঁড়াল।

হ্যাকেটের টুপিটা গড়িয়ে পড়ায় এবার ওর হাতে ধরা রিভালভারটা আমরা সবাই একসঙ্গে দেখতে পেলাম।

দুটো রিভালবারই একই সঙ্গে গর্জে উঠল। হ্যাকেটের গুলিটা সরাসরি গিয়ে বিদ্ধ করল কনির কপালে। সজোরে এক আঘাত খেতেই ছিটকে ঘরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটি স্পর্শ করলাম।

কনির গুলিটা খেয়ে সুসানি দু'হাতে পেট চেপে এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন ওর পিঠে কড়া লাগানো। হাঁটু খুঁড়তে লাগল ধীরে ধীরে। তারপর ফোঁপানির মতো এক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হ্যাকেটের পায়ে ও লুটিয়ে পড়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করল।

ঘণ্টাখানেক পরে ম্যাডক্সের সঙ্গে আমি ফ্যান'শর দপ্তরে প্রবেশ করলাম। আমাদের প্রতীক্ষাতেই অধৈর্য মন নিয়ে বসে ছিল ফ্যান'শ। কিন্তু ম্যাডক্সের হাসিতে উজ্জ্বল মুখের দিকে চোখ পড়তেই বুঝে গেল কাজটা হাসিল করেই আমরা ফিরেছি।

'শালাদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিলাম', দু'হাত রগড়াতে রগড়াতে বলে উঠল ম্যাডেক্স। 'ঐ কুত্তিটাকে গুলি খেয়ে মরতে দেখে আনন্দে মনটা ভরে গেছে। হারামজাদি আমায় এই কয়েক হপ্তা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আমি প্রথম থেকেই জানতাম এই পলিসিটার মধ্যে কোন ফন্দি আছে, আর ঐ হারামজাদা আমাদের গুডইয়ার কোন বদ মতলবে আছে।' আকর্ণ হাসি মুখ নিয়ে চেয়ারে বসল ম্যাডক্স। 'হারমাস, আজ পর্যন্ত আমরা যতোগুলো কাজে হাত দিয়েছি বা সমাপ্ত করেছি তার মধ্যে এটাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ আর নিখুঁত হয়েছে, কি বলো?'

ফ্যান'শর দিকে তাকালাম। হাতে আড়াল করে তার মুখেও মুচকি হাসির ঝিলিক।

'কিন্তু আপনাদের কোম্পানিতে আমার আর, কোন ভূমিকা নেই কারণ কোম্পানির চাকুরি করি না,' আমি বলে উঠলাম। 'আমি ইস্তফা দিচ্ছি—মনে আছে? আর একাজটা করার জন্য

আমার কিছু দাবিও আছে। আপনাদের কাছ থেকে কিছু ডলার পাওনা আমার। আপনি যদি আপনার কথা থেকে একচুলও নড়েন আমি সোজা বড়কত্তার দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবো।'

ম্যাডক্স বেছে বেছে একটা চুরুট বার করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো। তারপর একগাল ধোঁয়া আমার দিকে মুখ করে ছেড়ে বলে উঠল, 'তোমার যদি বাসনা সেরকম থাকে, টাকা তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু নিজের ভালো যদি চাও সব কিছু ভুলে আমার কাছে ফিরে এসো। ভবিষ্যৎ তোমার উজ্জ্বল, হারমাস। আমি তোমার মাইনে একশো ডলার বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। কি মনঃপূত হলো?'

আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। 'পাওনা পনেরো হাজার আমার চাই।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহী নও?' বড় বড় চোখে প্রশ্ন করল ম্যাডক্স।

'মাসখানেক ছুটি কাটালে আমি এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারি,' একটু নরম সুরে কাঁদুনি গাইলাম। 'কিন্তু এই একটা মাস আমি মাতালের মতো দু'হাতে অফুরন্ত খরচা করে মজা লুটবো। এবার তাড়াতাড়ি চেকটা লিখে ফেলুন দেখি! আমি আজই স্যান বারনাডিনোতে হেলেনকে খবরটা দিতে চাই।'

'আমার কথাটা একবার শোনো, হারমাস। আমি তোমায় পাঁচ হাজার ডলার আর ছ'হপ্তার সবেতন ছুটি দিয়ে, ফেরার পর একশো ডলার মাইনে বেশি দিয়ে চাকরিতে বহাল করতেও রাজি আছি।' কপটগাম্ভীর্যের সঙ্গে ম্যাডক্স বলে উঠল, 'এর থেকে ভালো প্রস্তাব আর কি বা হতে পারে, তুমি বলো তো আমাকে?'

'অসম্ভব চাতুর্য জানেন আপনি,' এবার মেজাজ দেখাবার পালা আমার। বেশ, আপনি যদি এক্ষুনি পাঁচ হাজার ডলার পাইয়ে দেন, আর বিনা প্রিমিয়ামে পাঁচ হাজারের ডলারের সন্তান শিক্ষা বীমা করিয়ে দেবার কথা আমায় দেন, তাহলে আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

'চমৎকার! মেলাও হাত।' টেবিলে ঝুঁকে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ম্যাডক্স।

কেশিয়ারের কাছে পাঁচ হাজার ডলারের চিরকুট লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হঠাৎ ম্যাডক্স বলে উঠল 'আর এক মিনিট দাঁড়াও। সন্তান শিক্ষা বীমা না কি একটা বলছিলে যেন? আমি যতদূর জানি তোমার কোন ছেলে মেয়েই নেই!'

'তা নেই, তবে এবার হয়ে যাবে,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জবাব দিই। 'এতোদিন ওসব খরচায় পোষাচ্ছিল না। এবার হারমাস বংশে প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে এক জনের প্রয়োজন খুবই। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে সেবাযত্ন পাওয়ার জন্যেও আমায় একটা ছেলে মানুষ করতেই হবে।'

দরজা বরাবর এসেছি, আকর্ণ দন্ত বিকশিত করে ফ্যান'শ ফোড়ন কেটে বলল, 'দেখো যমজ তৈরী করে ফেলো না যেন!'

টাইগার বাই দ্য টেল

।। এক ।।

কেন্ হল্যান্ড এক মনে ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। মেয়েটি তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল। পরণে সাদা সিফনের ফ্রক, ছিপ ছিপে গৌর-বর্ণ, লম্বা। কেন্ মেয়েটির মন্থর গতিতে চলা নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল। সে কোনদিনও মেয়েদের শরীরের দিকে এভাবে নজর দেয়নি যতদিন থেকে তার অ্যানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ততদিনের মধ্যে। কেন্ নিজেকে প্রশ্ন করল, আমার একি হল? আমি যে খারাপ হয়ে যাচ্ছি পার্কারের মতই। একটা সন্ধ্যে মেয়েটার সঙ্গে কাটানো খুব রোমাঞ্চকর ব্যাপার একথা সে মনে মনে ভাবল, পূর্ব স্বগতোক্তির পরেই। মন সেই জিনিসের জন্য কষ্ট অনুভব করে না, সে জিনিস চোখে দেখা যায় না পার্কার একথা প্রায়ই বলে। ঠিক কথাই। অন্য মেয়েদের দিকে গিলে খাবার মত চোখ করে তাকায় একটু আধটু ফষ্টি-নষ্টি প্রতিটি বিবাহিত লোকই করে। অ্যান এসব কথা জানতেও পারবে না। কেন সেই বা তাকাবে না?

কেন্ বহু চেষ্টা করে মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল, কারণ অ্যান সেদিন সকালেই তাকে চিঠি লিখেছে। সে জোর করে মনের রাশ চেপে ধরল, কারণ মেয়েটা রাস্তার ওপারে গিয়েই চোখের আড়াল হয়ে গেল। কবে নাগাদ অ্যান ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই এ কথা সে চিঠিতে লিখেছে। অ্যান মায়ের কাছে গেছে পাঁচ সপ্তাহ আগে, অ্যানের মায়ের অর্থাৎ কেনের শাশুড়ীর শরীর তখনও সারেনি। সে নিজের মনে বলল বুড়ি শাশুড়ীদের এতদূরে থাকার কোনও মানে হয় না। জামাইদের দুরবস্থার একশেষ হয়, কারণ মায়েদের শরীর খারাপ হলে মেয়েদের গিয়ে দেখাশুনা করতে হয়। নিজের সবকিছু নিজেকেই করে নিতে হবে, যতদিন বৌ শাশুড়ীর কাছ থেকে না ফেরে। অ্যান কাছে না থাকায় সে চোখে সর্ষেফুল দেখছে। এখন কেনের মনে হচ্ছে পাঁচ সপ্তাহ যেন পাঁচ মাস। কেন যখন অফিসের স্টাফ ক্লোকরুমে ঢুকলো। পার্কার বলে উঠল, এই যে এলেন বিয়ে করা ব্যচেলর! সে টাইয়ের গিঁট ঠিক করছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, প্রশ্ন করল কবে ফিরছে অ্যান? শাশুড়ীর শরীর এখনো ঠিক হয়নি, কেন্ উত্তর দিল, ও কবে ফিরবে অ্যানই জানে। পার্কার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে দেখে মাঝে মাঝে আমার হিংসা হয়। একেক সময় মনে হয় আমার মত খুশী বোধ হয় আর কেউ হবে না, যদি আমার বউ মাস খানেক গিয়ে কোথাও থাকে। তখন আমি ওর ওপর ভীষণ রেগে যাই, চৌদ্দ বছর বৌয়ের সঙ্গে ঘর করার পরও একথা মনে হয়। কেন যে এই ফাঁকে জমিয়ে ফূর্তি করে নিচ্ছনা। আরে ভাই, তুমিতো এদিক দিয়ে ভাগ্যবান, আয়নায় নিজের চিবুকটি ভাল করে দেখতে দেখতে পার্কার মন্তব্য করল। কেন্ পার্কারকে ধমকে উঠল, তুমি বাজে আলোচনা থামাবে কিনা?

পার্কার তার পেছনে লেগে আছে, যখন থেকে অ্যান তার মায়ের কাছে গেছে। পার্কার তাকে নাছোড়বান্দার মত অনুরোধ করে, হয় কোন বান্ধবীর সঙ্গে সে ফূর্তি করুক না হয় রোজ রাতে কোন নাইট ক্লাবে যাক। 'তোমায় একটু সতেজ করা দরকার, পার্কার বলে উঠল, তুমি অল্প বয়সে ফুরিয়ে যাচ্ছ। সীগাল হল তোমার জন্য একমাত্র উপযুক্ত স্থান। ওটা খুব ভাল জায়গা, বুড়ো হেমিংওয়ে বলেছিল। সেখানে ভাল ভাল মেয়ে সস্তায় মেলে, মদও সস্তা, ভাল ভাল খাবারও সুবিধাজনক দামে পাওয়া যায়। আমি নিজে এখনও যাইনি। শরীর-মন দুটোই ভাল থাকে একথা সর্বৈব সত্য যদি মুখ বদলানোর মত অন্য মেয়েছেলে নিয়ে মাঝে-মধ্যে ফূর্তি করা যায়। কেন্ বলল, আমায় নিয়ে টানাটানি কোরো না, তুমি রোজ অন্য মেয়েছেলে জুটিয়ে মজা লুটো, কারণ তোমার এ ব্যাপারে প্রচুর শখ আছে। আমি বেশ সুখে আছি, একজনকে নিয়েই।

বেলা বাড়ার পর ভেতরে ভেতরে কেন্ একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করতে লাগল সীগালে যাবার জন্য। মুখে অবশ্য পার্কারকে একথা বলল। এই চঞ্চলতা একসপ্তাহ ধরেই তাকে ব্যতিব্যস্ত করছে একথা সত্য। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যহ অ্যান তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাত বিয়ে হওয়ার

পর থেকেই যখন সে অফিস থেকে ফিরত।

কেনের মন খুশীতে ভরে উঠত, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় যখন সে অ্যানের চেহারাটা কল্পনা করত। সব বদলে গিয়েছে এই পাঁচটি সপ্তাহে। এখন একঘেয়ে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, ক্লান্ত দেহমন নিয়ে প্রত্যহ খালি বাংলোয় ফিরে আসা। সুন্দরী পণ্যা মেয়েদের ভিড়, উজ্জ্বল নিয়ন আলোয় নাচগান খানাপিনা সবই চলছে সীগাল নাইট ক্লাবের ভেতরে, পথে যেতে যেতে বহুদিন তা কেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সে ভেতরে একদিনও ঢোকেনি সাহসের অভাবে। তার পক্ষে অশোভনীয় ওখানে যাওয়া, কারণ সে একজন ব্যাংকের পদস্থ অফিসার। নিজে নিয়ন্ত্রণে মনটাকে ফিরিয়ে আনতে চাইল জোর করে যখন সে লাঞ্চে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। একা বাড়ি গিয়েই সে সময় কাটাবে যতই অপ্রীতিকর লাগুক। ঠিক দেখা হয়ে গেল পার্কারের সঙ্গে যখন সে টুপি আনতে যাচ্ছিল ক্লোকরুমে। পার্কার জিজ্ঞাসা করল, মনস্থির করেছ? তোয়ালেতে পার্কার তখন ভেজা হাত মুছছিল। বল কি করে সময় কাটাবে আজ রাতে? কাজ চালাবে নাকি কোন বান্ধবী টাইপের মেয়েকে দিয়ে অথবা গান গেয়ে, মেয়েছেলে নিয়ে মদ খেয়ে ফূর্তি করবে? একটু ছেঁটে দিতে হবে লনের ঘাসগুলি, কারণ ওগুলো বড় হয়েছে— কেন্ উত্তর দিল, সোজা বাড়ি ফিরব অফিস থেকে।

সন্ধ্যেটা উনি মাটি করবেন ঘাস ছেটে আর বৌ বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। পার্কার গম্ভীর মুখে বলল। আর কিছু তোমার বলার নেই। কেন তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার নিজের প্রতি একটা কর্তব্য আছে হল্যান্ড, একথা তোমায় সিরিয়াসলি বলছি, এমন ভাল সুযোগ আর কোথায় পাবে? এর পর বৃদ্ধ-অথর্ব হয়ে যাবে। চুটিয়ে ফূর্তি করে নাও যে কদিন সুযোগ পাচ্ছ। বয়স তোমার আর বাড়বেনা দেখছি, কেন্ মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল। ছেলেমানুষী কোর না চুপ কর পার্কার। কবরের নীচে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে আমার যখনই বুঝব—তখন বাড়ি ফিরে ঘাস ছাটার চিন্তা করবো—পার্কার উত্তর দিল, আমার যেন বয়স আর না বাড়ে ঈশ্বরের কাছে তাই প্রার্থনা করি।

অফিস থেকে কেন্ যখন বেরোল মন তখন তার দোটানায় পড়েছে। আলোড়ন তুলতে লাগল তার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে যে কথাগুলো পার্কার বলেছে। সে যদি এভাবে চলে সত্যিই বুড়িয়ে যাবে। জীবন তো সামনের দিকেই এগোচ্ছে। এমন কি অপরাধ হবে আজ রাতে যদি সে সীগাল থেকে ঘুরে আসে? জানতেই পারবে না অ্যান কিছু। সে ওখানে আজ যাবেই, ভাবতে ভাবতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন্।

মেয়েদের সঙ্গে প্রমোদ করবে, মদ খাবে, তারপর তাজা মন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। নাইট ক্লাবে গিয়ে ফূর্তি করা ঢের ভাল, ভূতের মত একা একা ফাঁকা বাংলোয় সময় কাটানোর থেকে।

কেন্ পার্কারকে বাড়ি নিয়ে এল অফিস ছুটির পর। বুঝলে কেন্, বিয়েটা করে ঠিক করেছি কিনা এখনো বুঝতে পারছি না, পার্কার বলল আরাম করে চেয়ারে বসার পর। বৌয়েরা বুঝতেই চায়না যে আমাদেরও কোন স্বাধীনতা বলে বস্তু থাকতে পারে। হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কেন্ বলল, আবার বকবক শুরু করলে? পার্কার গ্লাসটা কেনের হাত থেকে নিয়ে জানতে চাইল, কতদিন হল অ্যান বাপের বাড়ি গিয়েছে?

কেন্ উত্তর দিল পাঁচ সপ্তাহ হবে। পার্কার জানতে চাইল তোমার শ্বাশুড়ীর কি হয়েছে। তাঁর অসুখটা কি ধরণের। বেশী বয়েস হলে মানুষের যে সব উপসর্গ দেখা দেয় সেই রকম কিছু বোধ হয় কেন্ উত্তর দিল। আবার বলল একমাস এরকম চলবে মনে হয়। বাইরের কেউ জানতে পারবে না, শুধু তুমি আর আমি জানব পার্কার এক চোখ টিপে প্রশ্ন করল, আজ রাত্রে একটু শরীরের আনন্দ উপভোগ করবে নাকি?

কেন্ বলল, আমি ঠিক তোমার কথা ধরতে পারছি না। এক মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে আমি সন্ধ্যেটা কাটাই, তোমাকে খুলে বললাম, পার্কার বলল। এসব ব্যাপার আমার স্ত্রী কিছুই জানে না। মেয়েমানুষটার কাছে আমি তখনই কাটাই যখন আমার স্ত্রী বাপের বাড়িতে ওর মাকে দেখতে যায়। পার্কারের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কেন্। তার বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। আমায় এ রাস্তা বাতলে দিয়েছে হেমিংওয়ে, পার্কার সহাস্যে বলল।

কোন ভয় পেয়ো না, জানাজানি হবে না তোমার কোন কিছু।

মেয়েটির ব্যবসা হল তাদেরই সঙ্গ দেওয়া যারা একা একা মাল খেয়ে সন্ধ্যের পর সময় কাটায়, ঠিক তোমারই মত। বাড়ি ফেরার আগে ওকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিলেই হবে, যদি তুমি ওকে নিয়ে সন্ধ্যের পর কোথাও বাইরে আনন্দ করে আস। নির্ভয়ে ওর অ্যাপার্টমেন্টে বসে সময় কাটাতে পার যদি বাইরে কোথাও না যেতে চাও। কেউ ঘুনাক্ষরেও জানতে পারবে না। ওখানে সবরকম ব্যবস্থাই আছে তোমাকে খুশী করার মত। বলে পার্কার পার্স খুলল। এই নাও, এখানে ওর নাম ঠিকানা ফোন নং সব লিখে দিলাম, পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে উল্টো পিঠে মেয়েটার নাম ঠিকানা লিখে দিয়ে পার্কার কেনের সামনে রেখে দিল।

ওর নাম কে কার্সন। পার্কার বলল তুমি যাবার আগে একবার ফোন করে যেও। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাও আগে একবার ফোনে জানিয়ে দেবে। তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে ফোন করার পরে। তোমার ঠিক পুষিয়ে যাবে, ওর দর একটু বেশী। ফায়ারপ্লেসের দিকে কার্ডটা ছুঁড়ে মারল কেন্, বলল ওসব আমার দরকার নেই। সিনেমা দেখে এসো ওকে নিয়ে আজ রাতে। পার্কার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, বোকামী করছ কেন? ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কার্ডটা তুলে রাখ। ঘর ছেড়ে বিদায় জানিয়ে বের হয়ে গেল পার্কার। রিভার সাইড ৩৩৩৪ লেখা কার্ডটা তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল কেন্ উঠে গিয়ে। ফায়ার প্লেসের আগুনের মধ্যে কুটি কুটি করে কেন্ কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দিল কিছুক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখার পর। নব ঘুরিয়ে রেডিও চালাল, আরাম কেদারায় বসে আরো দু-এক ঢোঁক হুইস্কি গলায় ঢালল, চেয়ারে রাখা কোটটা তুলে নিয়ে শোবার ঘরে চলে আসার পর। কেন্ নব ঘুরিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল, গুরুগম্ভীর ভাষণ শোনা যাচ্ছে রেডিওতে হাইড্রোজেন বোমার বিপদ সম্পর্কে। ভাষণ দিচ্ছেন কোন এক বিশেষজ্ঞ। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে। কখন বিদায় নিয়েছে তার ভিতরের ইচ্ছাটা, লনের ঘাস ছাটার বিষয়ে। রিসিভার তুলল, কেন্ কিছুক্ষণ, ইতস্ততঃ করার পর। ৩৩৩৪ রিভার সাইড, মনে আছে তখনও ফোন নম্বারটা। একটি মেয়ের গলা ভেসে এল উল্টোদিক থেকে হ্যালো? কেন্ জানতে চাইল, মিসেস কার্সন নাকি?

আপনি কে বলছেন? ঠিক বুঝতে পারছি না তো, মেয়েটি বলল।

কেন্ বলল, আমার এক বন্ধু আপনার পরিচয় দিয়েছেন আপনি আমার নাম বললে চিনতে পারবেন না।

মেয়েটা হেসে বলল, ও বুঝতে পেরেছি। আসতে চান আমার কাছে? কেন বলুন তো এত লজ্জা পাচ্ছেন?

ঠিকানাই তো আপনার জানি না, কেন্ বলল, যেতে তো চাইই। গাড়ি আছে আপনার সঙ্গে মেয়েটি জানতে চাইল। বলল, আমি একেবারে ওপরের তলায় থাকি।

কেন্ উত্তর দিল হ্যাঁ গাড়ি আছে আমার। যেখানে গাড়ি রাখবেন সেখানে কোণের দিকে একটা পার্কিং প্লেস আছে, আমি যে বাড়িটায় থাকি। মেয়েটি বলল, গাড়ি বাইরে রাখবেন না। আমি আসছি ন'টা নাগাদ কেন্ বলল।

ওপরে সোজা উঠে আসবেন, সদর দরজা খোলা আছে দেখবেন আমি অপেক্ষায় থাকব। ছ'টা নাগাদ দেখা হবে, এবার ফোন ছাড়লাম।

মুখ মুছল কেন্ রুমাল বার করে। এখন কি করবে, কেন্ ভাবল বাইরের ঘরে এসে। একদিনের তো ব্যাপার, গিয়ে দেখাই যাক না, নিজের মনেই বলল কেন্, বেশ কিছুক্ষণ দোটানায় কাটানোর পর। থর থর করে কাঁপছে তার হাত অনুভব করল যখন সে টাকা গুণতে লাগল পার্স থেকে গায়ে কোট চাপানোর পরে।

।। দুই ।।

সদর দরজা খোলা দেখল কেন্ যখন সে পঁচিশ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়াল লেসিংটন অ্যাভিনিউতে পৌঁছে। প্রবেশ করল ভিতরে নির্দ্বিধায়।

মেক্রিস্টি, গে হর্ডান, ইউ বার্কলে, গ্লোরে গোল্ড, কে-কার্সন, সব নাম লেখা বাসিন্দাদের,

লেটার বক্সের গায়ে একতলায় সারি দিয়ে।

কেন্ বুঝতে পারল না আর এগোনো ঠিক হবে কিনা, হঠাৎ তার নার্ভ ফেল করল সে ইতস্ততঃ করতে লাগল একমুহূর্ত। ঘরে ফিরে যাই ঘরের ছেলে, ভেতরে ঢুকে কি হবে, নিজের মনেই একবার বলে ফেলল। আর যথেষ্ট নেশা হয়েছে কেন্ তা বুঝতে পারছে, হয়ত ফিরেই যেত যদি না সে হুইস্কি খেত বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই। একথা একদম সত্যি। বল ফিরে এল তার মনে, ততক্ষণাৎ, মনে পড়ল তার পার্কারের অভয় বাণী। কোন কারণ নেই তার এত ভাবনার, যেহেতু রোজই পার্কার মেয়েটার কাছে আসে। উপরে উঠতে লাগল কেন্ সাহসে ভর করে। থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ পেয়ে, যখন সে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেছে। আবির্ভাব হল এক ব্যক্তির, সিঁড়ির মাথার একটু আগেই, ফিরে চলে যাই সে ভাবল।

একহাতে ঘন লোমওয়ালা একটা পিকনিজ কুকুর ধরা, অন্য হাতে একটা টুপি, টাক পড়তে শুরু করেছে মাথায়, মোটা-বেঁটে একটি লোক সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে, এমন একটি লোকের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হল।

আমি নামব পরে, আপনি, আগে উঠে যান লোকটি বলল নরম মেয়েলী গলায়, পিছিয়ে গেল কেন্‌কে উঠতে দেখে। জিজ্ঞেস করল কেন্‌কে আমার সঙ্গে কি আপনি দেখা করতে এসেছেন?

কেন্ উত্তর দিল, না উপরতলায় যাব আমি। সে এসে দাঁড়াল লোকটার পাশে আরও কয়েকধাপ উঠে। জানোয়ারটা বেশ চমৎকার দেখতে তাইনা? লোকটি বলল কুকুরের গায়ের ঘন লোমে হাত বুলিয়ে। সোনার কাপ পেয়েছে ডগ শোতে এ মাসে, লোকটি জানাল।

কেন্ বলল অস্বস্তি ভরা গলায়, হ্যাঁ খুবই চমৎকার দেখতে আপনার কুকুরটি। কেনের দিকে কুকুরটা কুতকুতে লাল লাল চোখে তাকাল। কেন্ ওপরে উঠে গেল আর কথা না বাড়িয়ে। পেছন ফিরে তাকাল সে কিছু একটা মনে করে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌছনর পর। তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটি, কুকুর কোলে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামেনি সেই মোটা লোকটি তখন পর্য্যন্ত। ফিক্ করে হাসল লোকটি, যখন দৃষ্টি বিনিময় হল কেনের সঙ্গে এক অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে উঠল, লোকটির হাসি সে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারলনা। মিশে আছে এক নিষ্ঠুর ধূর্ততা লোকটির হাসির মধ্যে। তাকিয়ে রয়েছে কুকুরটা তার দিকে প্রভুর দৃষ্টি অনুসরণ করে, এটা সে লক্ষ্য করল।

কলিং বেল টিপল কেন্, এগিয়ে গিয়ে দেখল সবুজ রংঙের দরজা সামনেই। খুলে গেল দরজা ভেতর থেকে, কলিংবেল টেপার সাথে সাথেই। একটি মেয়ে তার সামনেই এসে দাঁড়াল কেন্ দেখল। সর্বাঙ্গ সুন্দরী মেয়েটি, অবশ্যই গায়ের রঙ ঈষৎ চাপা, সত্ত্বেও। কোনমতেই তেইশ চব্বিশের বেশী হতে পারে না মেয়েটির বয়স, বুঝতে পারল কেন্ একনজরে দেখেই। কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে মেয়েটির ঘন কালো লম্বা চুল। হাসল মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে।

লাল গাঢ় লিপস্টিক মাখানো তাঁর দুটি পাতলা ঠোটে, নীল রংয়ের মনি তাঁর দুটি বড় বড় চোখের। আবার সচল করে তুলল কেনের ভীত-সন্ত্রস্ত স্নায়ুকে যখন মেয়েটি বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি উপহার দিল। মেয়েটি একপাশে সরে দাঁড়িয়ে কেন্‌কে বলল, ভেতরে আসুন।

এটা বসার ঘর, ভেতরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে কেন্ বুঝতে পারল। ঘরখানা বেশ বড়। বড়কোচ চামড়ার একটা তাঁর সামনে রয়েছে। ফায়ার প্লেস এককোনে রয়েছে। কিছু ফুল সাজিয়ে রাখা আছে ম্যান্টলপিসের ওপর একটা পাত্রে, টেবিলে রেডিওগ্রাম ঢাকা, একটা ডিনার টেবল, বাদাম কাঠের তৈরী, মদের বোতল রাখার একটি ছোট ক্যাবিনেট, একটি টেলিভিশন সেট, একটি রেডিও গ্রাম, আর আছে ঘরে তিনটে বড় আরাম কেদারা।

লঘু পায়ে মেয়েটি এগিয়ে এল ক্যাবিনেটের দিকে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে, যেখানে মদের বোতল রাখা আছে। মেয়েটির কোমরের তলদেশ হাঁটলে দোলে, কেন্ লক্ষ্য করল। কেনের প্রতিক্রিয়া কি হয় আড়চোখে মেয়েটি তা দেখতে লাগল। ভাল করে বসে আরাম করুন। ভেবে নিন এটা আপনার নিজের বাড়ি মেয়েটি বলল, এত জড়সড় হয়ে বসে আছেন কেন? আমি আপনার কোন ক্ষতি করবনা। কোন ভয় পাওয়ার কারণ নেই আমাকে দেখে। আমি আসলে

এ সব জায়গায় আসতে অভ্যস্ত নই। তোমায় দেখে মোটেই ভয় পাচ্ছি না। এ সব জায়গায় কেনই বা আসতে যাবে আপনার মত লোক, একথা সত্য, খিলখিল করে হেসে উঠে মেয়েটি বলল। কোন প্রয়োজন নেই আপনার আমাদের মত মেয়েদের কাছে এসে।

বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে বুঝি? আসল ব্যাপার খুলে বলুন তো, মেয়েটি জানতে চাইল। ঠিক তা নয়, কেন্ বলল, মেয়েটির হাত থেকে গ্লাস নিয়ে তাঁর দু'কান তেতে ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। হঠাৎ মুখ ফসকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেছে, এ কথা জানতে চাওয়া আমার উচিৎ হয়নি, মাপ করবেন, মেয়েটি গ্লাস হাতে এসে তার পাশে বসে বলল। আমার মোটেই ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চাওয়া উচিৎ হয় নি। মেয়েটি আরও বলল আপনার মত কেউ, আমার এখানে আসে না, সেজন্য প্রশ্ন করলাম।

কেন্ খুব খুশী হল মেয়েটির স্পষ্টবাদীতায়। বেশ চনমনে হয়ে উঠল তার মেজাজটা মদে চুমুক দিয়ে।

ধীরে ধীরে তাকে আকৃষ্ট করছে মেয়েটির, হাবভাব চলা ফেরা। এর মত সুন্দরী নয় তবে প্রায় এ রকমই দেখতে একটি মেয়ে তাদের ব্যাঙ্কে কাজ করে। তার যেন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে যে মেয়েটি পণ্যা। মেয়েটি জানতে চাইল, এক পায়ের উপর আর একটি পা ভাঁজ করে বসে, খুব তাড়া নেইতো আপনার?

ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে পারল না কেন্, আমতা আমতা করে বলতে লাগল, না মানে, ঠিক তা নয়।

এখানে যারা আসে তারা যেমনি হুটপাঠ করে আসে তেমনি লুটপাঠ করে চলে যায় তাই জানতে চাইছি, আপনি কি এখানে কিছুক্ষণ থাকবেন? মেয়েটি বলল। তাঁরা সবাই তাড়াতাড়ি চলে যায় হয়ত বাড়িতে বৌয়ের কথা ভেবেই, মেয়েটি বলল ওরা এলে ভীষণ ঘেন্না হয় আমার।

সবাই যে কারণে আসে আমিও সে কারণেই এসেছি, বহুকষ্টে কেন্ আস্তে আস্তে বলে ফেলল। প্রথমে বলল, আমি মানে ইয়ে।

টাকা পয়সার কথাটা আগে সেরে ফেলি কেমন, যা আশা করে এসেছেন তা নিশ্চয়ই পাবেন, মেয়েটি একপলকে তার মুখের দিকে তাকিয়েই বলল, এবং একটু হাসল। কি, খুব বেশী হবে কি? আমি কুড়ি ডলার করে নিই। দশ ডলারের দুটি নোট কেন্ পার্স খুলে বের করে তার হাতে দিল এবং বলল মোটেই বেশী না।

চল আমরা বাইরে থেকে ঘুরে আসি, মেয়েটি নোট দুটি নেবার পর কেন্ বলল। মেয়েটি জানতে চাইল, কোথায় যাবেন বলুন। আমি চাইনা কোন চেনা জানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাক্ কেন্ বলল, ভেবেছিলাম নাইট ক্লাবেই যাব। আমি আপনাকে ব্লু রোজে নিয়ে যাচ্ছি, মেয়েটি বলল, সে নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি বাজী রাখতে পারি যে ওখানে আপনার কোন চেনাজানা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবেনা।

কেন্ বলল, তুমি তৈরী হয়ে এস, ঠিক আছে, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। সবাই যা ছোঁক ছোঁক করে তা বলার নয়, আপনার মত অদ্ভুত মানুষ আমি আগে দেখিনি, মেয়েটি একথা বলল। কেন আপনি এত লাজুক? কি কারণ এত সঙ্কোচের?

কেন্ অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যাও ও কিছু নয়। সাজ-সজ্জা করে মেয়েটি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী হয়ে এল। মেয়েটি বলল, আমায় চুম্বন কর, দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল। এখনও অনেক সময় আছে, কেনের দিকে তাকিয়ে বলল, কেনের ঠোঁট মেয়েটির ঠোঁটে গাঢ় হয়ে চেপে বসল। বাইরে বাতাস জোরে বইছে।

মেয়েটি ট্যাক্সিতে যেতে যেতে কেন্‌কে প্রশ্ন করল। নাচতে সে ভালবাসে কিনা? তুমি কি নাচতে খুব ভালবাস কেন্ জিজ্ঞাসা করল। আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি? কোথা থেকে কি হয়ে গেল, আমার কপাল পুড়ল, একসময় নাচই ছিল আমার প্রধান জীবিকা, মেয়েটি উত্তর দিল, সেজন্য নাচ আমার খুবই প্রিয়।

আমার নাচের পেশা শেষ হয়ে গেল যখন, আমার নাচের পার্টনারকে হারালাম। আগে রোজই আমি নাচতাম ব্লু রোজ ক্লাবে, এখন সেখানেই যাচ্ছি।

কেন্ জানতে চাইল, তোমার নৃত্যসঙ্গীর খবর কি?

সে গম্ভীর ভাবে বলল, ও আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে কোন একজনের সঙ্গে বেশীদিন টিকে থাকতে ও অভ্যস্ত ছিল না। তোমার নীচের তলায় একজন মোটা মতন ভদ্রলোক থাকেন উনি কে? কেন্ প্রসঙ্গ পালটে প্রশ্ন করল, সে বুঝতে পারল না জেনে মেয়েটির ব্য থার জায়গায় আঘাত করেছে। আমি তারই কথা বলছি যিনি পিকনিজ কুকুর নিয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। কে নাক কুঁচকে বলল, ওর কথা আর বোলোনা লোকে ওকে যাচ্ছেতাই বলে। তুমি তাহলে ওকেই দেখেছো। কোন না কোন অজুহাতে ও পথ আটকে দাঁড়াবে, সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠার সময় দেখা হলেই, ওর নাম র‌্যাফায়েল সুইটি। কুকুরকে নিয়ে গাল-গল্প জুড়ে দেবে। কথা বলার ছুতোর ওর অভাব নেই। দু'জনে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল, ট্যাক্সি যখন ব্লু রোজের সামনে এসে দাঁড়াল।

খুব জোরে বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো কে যখনই দরজার বেল টিপল। শুনতে পেলে? চমকে উঠে সেই শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করল কেন্।

বাতাস ঠাণ্ডা হবে জোরে বৃষ্টি নামলে, আকাশ সন্ধ্যে থেকেই মেঘাচ্ছন্ন, বেশ ভাল লাগবে কে উত্তর দিল।

গুড ইভনিং মিস কার্সন, একটি লোক দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল। খুব ব্যস্ত নাকি? কে বলল—গুড ইভনিং জো।

আপনার টেবিল খালি আছে ভেতরে যান মিস কার্সন, লোকটি আপাদ মস্তক কেনের দিকে নিরীক্ষণ করে বলল, কে বলল, আমি একটু ব্যস্তই আছি। বিশাল ঘরের এককোণে একটি টেবিলের ধারে দু'জনে মুখোমুখি বসল যখন কেন্‌কে সঙ্গে নিয়ে ঘরের চারিদিকে কেন্ এতক্ষণে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল। সে চায়না কারো সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাক্ সেই কারণে তার চোখে মুখে অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। কেনের মত একজন উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ক কর্মচারীকে কারও চেনার কথা নয়, এখানে যারা আসে তাঁরা সবাই মজা লুঠতে আসে তাঁরা অন্য জগতের বাসিন্দা, এখানে মজা লুঠতে এসেছে, সুতরাং তার চিন্তাই অমূলক। কেন্ ভাল করে পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারল।

কেনের বুঝতে বাকী রইল না, তাদের আয়ের পথও খুব ভদ্র নয় এবং প্রত্যেকেই এরা অসংযত জীবন-যাপন করে। দরজা ঠেলে এক স্বাস্থ্যবান নিগ্রো ঘরের ভেতর এসে দাড়াল। কে ওয়েটারকে দু'পেগ মার্টিনি অর্ডার দেবার পর, তারপর দরজার দিকে তাকাল। ডানচোখের নীচে একটা বড় কাটা দাগ গাল পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, এমন একটি নিগ্রো যুবক তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিল যুবকটির মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, এবং তার উচ্চতা প্রায় ছ'ফিট। কে নিগ্রো যুবকটিকে লক্ষ করে বলল হ্যালো স্যাম। অনেকগুলো সোনা বাঁধানো দাঁতে হাসল নিগ্রো যুবকটি কে কে দেখতে পেয়ে, কেন্ লক্ষ্য করল।

কে বলল, ওর রাম, স্যাম ভার্সি এই বার আর রেঁস্তোরার মালিক। বছর পাঁচেক আগের কথা, অল্প কিছু টাকা পুঁজি নিয়ে স্যাম এই রেঁস্তোরাটা খুলেছিল। ও একসময় জো লুইয়ের বক্সিং পার্টনার ছিল।

এত জাঁকজমক ছিলনা আগে যখন আমি প্রথম এখানে নাচতে শুরু করি। স্যামের সম্বল ছিল একটা পিয়ানো, আর অল্প কয়েকটা টেবিল চেয়ার, টিমটিম করে আলো জ্বলত। স্যাম, আজ প্রচুর টাকার মালিক, কি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে, কে সংবাদটা জানাল।

কেন্ বলল লোকটাকে দৈত্যের মত দেখতে। কে উঠে দাঁড়াল, ওয়েটার মার্টিনী দিয়ে যেতে এক ঢোক গলায় ঢালার পর, চল রেঁস্তোরায় যাওয়া যাক্। আমার খুব খিদে পেয়েছে। কেন্‌কে উদ্দেশ্য করে কে বলল।

একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী খাওয়া শেষ করে শ্লথ গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, রেঁস্তোরায় বসে প্রন ওমলেট খেতে খেতে কেনের নজরে পড়ল। একরাশ সোনালী চুল মাথার ওপর চূড়ো করে বাঁধা। দুধের মত শ্বেতবর্ণ মেয়েটি, তার পরিধানে লো কাট্ ইভনিং গাউন। পান্নার মত সবুজ মেয়েটির চোখের রঙ, তাও লক্ষ্য করল কেন্। কেনকে সম্মোহিত করে ফেলল এক অদ্ভুত মোহ।

কেন্—কে কে নীচু স্বরে প্রশ্ন করল, মেয়েটিকে চেনো? কে, গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, ওর

নাম গিল্ডা ডোরম্যান, ভাল ভাবেই চিনি। আমার জীবনের এই পরিণতি হতনা, যদি ওর মত গানের গলা আর সুন্দর চেহারা হত। কেন্ খাওয়া শেষ করে বলল, এবার একটু নাচা যাক্ এস। কে বলল, আমার কপাল পুড়েছিল ওই গিল্ডার জন্য। চমৎকার দেখতে ওকে তাইনা? নামকরা গণিকা ও, এই শহরের। তোমার সঙ্গে একটু নাচি এস, ও সব প্রসঙ্গ থাক্। কে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। কেন্ ফেরার সময় ট্যাক্সিতে, কের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে বসে বলল, কোনদিন ভুলবনা আজকের এই সন্ধ্যার কথা! মায়াময় হাসি উপহার দিয়ে কে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, এবং জানতে চাইল কেন্ এখনই বাড়ি ফিরে যাবে কিনা?

কেন্ বলল না, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, এখুনি বাড়ি ফিরবনা। তুমি নিশ্চয়ই বিবাহিত তাই না? কে জানতে চাইল এবং বলল চল বাড়ি যাই। আমি, নিশ্চিত বলতে পারি, 'তোমার স্ত্রী এখন বাড়ি নেই এজন্য বাজি ধরছি। কেন্ প্রশ্ন করল, একথা জানার কোন প্রয়োজন আছে কিনা? কে অনুতপ্ত গলায় বলল, ওকথা বলা আমার উচিৎ হয়নি। কিছু মনে করো না। আজকের এই সন্ধ্যার কথা আমিও কোনদিন ভুলব না। এক নতুন ছন্দ এনে দিলে তুমি আমার জীবনে অবশ্যই যদিও কয়েক মুহূর্তের জন্য! আমি জানতে চাইছি, তোমার অন্য কোন বান্ধবী আছে কিনা? আমি তোমায় চিরদিনের মত বেঁধে ফেলব, যদি তুমি অন্য কোথাও বাঁধা পড়ে না থাক। আমি আর একজনের কাছে বাঁধা আছি কে, কেন্ উত্তর দিল। কেন্ অন্য কথা ভাবতে শুরু করল আর কিছু বলল না। হঠাৎ একটি লোক বেরিয়ে এল উল্টো দিকের গলি থেকে, যখন তাঁরা ট্যাক্সিতে চেপে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসছিল। লোকটির মাথায় টুপি ছিল না, মুখ চোখ সুশ্রী, পাতলা গঠন, লম্বা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় কেন লক্ষ্য করেছিল।

লোকটা যেন আঁধারের বুকে মিলিয়ে গেল হঠাৎ বড় বড় পা ফেলে। কেনের বারে বারে সেই লোকটার কথাই মনে পড়ছিল, যদিও সেই মুহূর্তে তাকে চিনতে পারেনি।

কে কে কেন্ প্রশ্ন করল, এই লাইনে কতদিন আছ? কে তার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে বলল, এক বছর। কিন্তু সদ্‌উপদেশ দিয়ে আমায় দয়া দেখাতে হবে না তোমায় অনুরোধ করছি কে বলল। আমার দু-কান পচে গেছে, একথা শুনতে শুনতে যে আমার মত মেয়ের এ লাইনে আসা উচিৎ হয়নি।

কেন্ বলল, একটা কথা বলতে চাই, তবে আমি জ্ঞান দিচ্ছিনা, তুমি কি পারনা ফিরে আসতে নাচ-গানের লাইনে, অবশ্য যদি একটু চেষ্টা কর।

কে উত্তর দিল, আর ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই বর্তমানে, যদিও ফিরে যেতে পারি। ভাল পার্টনারের অভাব তার অন্যতম কারণ। কেন্‌কে জিজ্ঞাসা করল তুমি কোথায় কাজ করছ? একবার ভাল করে নিরিক্ষণ করল কেন্ উত্তর দেবার আগে। তাকে খুঁজে বের করা বেশ সহজ হবে, যদি সে কোথায় কাজ করে বলে দেয়, কারণ এই শহরে মাত্র তিনটে ব্যাঙ্ক আছে। যারা নিজেদের কর্মস্থলের যাবতীয় খোঁজখবর এই গণিকাদের কাছে দিয়েছে, তারাই ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়েছে এবং বিপদে পড়েছে, এমন অনেক লোকের খবর কেন্ জানে।

খুব সতর্ক গলায় কেন্ জবাব দিল, আমি একটা ছোটখাট অফিসে কাজ করি।

তুমি খুব ভয় পেয়েছো আমার প্রশ্ন শুনে, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কে উত্তর দিল। তোমার কোন ক্ষতি করব না, ভয় পেয়োনা কে হেসে উত্তর দিল।

তোমার মত ভদ্রলোকের পক্ষে এতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিৎ নয়, কে একটু সরে বসে বলল।

কেন্ কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ করেছিল।

কি উল্টোপাল্টা বকছ, জোর করে মুখে হাসি টেনে কেন্ বলল। কে বলল, সত্যি কথাই বলছি, বাইরে সন্ধেটা হঠাৎ একটা অচেনা অজানা মেয়ের সঙ্গে কাটিয়ে গেলে। হয়তো কোন কারণে মনটা একটু বিষণ্ণ ছিল, ভাল চাকরি কর, তুমি একজন বিবাহিত পুরুষ, না কাজটা ঠিক করনি। একদম অন্য ধরণের মেয়ে আছে সেখানে আমি থাকি। তুমি কোন প্রকারেই মুক্তি পেতে না যদি তাদের কারুর পাল্লায় পড়তে।

আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি, তোমার ঠিকানা আর ফোন আমার এক বন্ধু দিয়েছিল। কে-কে সম্বোধন করে কেন্ বলল।

কে বলল, বন্ধুটি তোমার বিশেষ উপকার করেনি, ঝুঁকি নেবার আগে পাঁচবার ভাববে যা করবে ভেবেচিন্তে করবে, একথা আমার বাবা সব সময় বলতেন। আমিও তোমায় একই কথা বলছি।

কে বলল, ভুলে যেও একেবারে আজকের রাতের কথা।

ভুলেও যেন আমার কাছে এসো না, ভবিষ্যতে যদি কখনও মন খারাপ হয়। আমি তোমার সঙ্গে কখনই দেখা করব না যদি আস।

ট্যাক্সি যখন কের বাড়ির গেটে এসে থামল। কেন্ ভাড়া মিটিয়ে কের হাত ধরে নেমে পড়ল। পূর্বের সেই ভাল লাগার অনুভূতিটা মুছে গেছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কেন্ বুঝতে পারল। সে কেকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেই ভাল করত, কে যেন তাকে মনের ভিতর থেকে ইঙ্গিত দিতে থাকল। শীঘ্রই একটা অচিন্তনীয় কিছু ঘটতে চলেছে, কেন্ যেন বুঝতে পারল।

কেন্ পুনরায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল কের পিছু পিছু যদিও সে একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করছিল।

সে তাদের-ই ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, পথ আটকে পিকনিজ কুকুর কোলে নিয়ে সেই র‍্যাফায়েল সুইটি। তাঁরা তিন তলার ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছেই দেখতে পেল। গরগর আওয়াজ তুলল, কটমট করে লাল লাল চোখে কুকুরটা কেন্‌কে দেখে। হেসে র‍্যাফায়েল সরে দাঁড়াল তার আগে কুকুরটিকে ধমকে দিল লিও চুপ।'

কুকুরটি ভাবে ওকে এ বাড়ির দারোয়ান রাখা হয়েছে, দেখতে ছোট হলে কি হবে। লোকটি বলল।

ভেতরে ঢুকে পড়ল কে আর কেন্ দরজা খুলে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে কেন্ বেঁচে যায়। ওর এখন খুব খারাপ লাগছে। চুম্বন করল কে হঠাৎ এগিয়ে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে কেন্ কিছু বলতে পারল না, কিন্তু খুব অসাদৃশ্য বোধ করল। জামাটা আমি একটু ভেতরের ঘর থেকে পালটে আসছি, তুমি একটু বোস। কে বলল।

দরজা বন্ধ করে কে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল কেন্ চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল। সমগ্র সত্ত্বার উপর তার অস্বস্তি বোধটা চেপে বসেছে। অমার্জনীয় অপরাধ করেছে সে আজ সন্ধ্যায়, একি করে বসল সে ক্ষণিকের উত্তেজনা বশে?

কি বিশ্বাসঘাতকতা করল সে স্ত্রীর প্রতি। জীবনে সে আর অ্যানের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। অ্যান যদি একথা জানতে পারে। রাত পৌনে একটা বাজে, সে হাতঘড়ি দেখল। আগেই বাড়ি ফিরে যাবে কিনা সে ভাবল। কে ফিরে আসার আগে। এ প্রান্ত থেকে আকাশের ও প্রান্ত চিরে ফালাফালা করে দিল কেউ, কেনের মনে হল হঠাৎ যখন বিদ্যুৎ চমকাল।

ঘরের জানলার বন্ধ কাঁচগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল পর মুহূর্তেই কান-ফাটানো বাজ পড়ার শব্দে। এবার সে কে-কে বলে বিদায় নেবে। শুরু হয়েছে বৃষ্টি, কেন্ উঠে দাঁড়াল আর অপেক্ষা না করে। কোন সাড়া পেল না সে ভেতর থেকে। যদিও সে শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কে-কে ডাকল। সাড়া দিল না কেউ ভেতর থেকে। কে, আমি বাড়ি যাচ্ছি, আবার ডাকল সে, কেন্ দরজায় টোকা দিল মিনিট খানেক অপেক্ষা করে। সাড়া মিলল না ভিতর থেকে। এ ঘরের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। পুড়ে গেছে হয়তো ফিউজ। তার ডাকে কেউ সাড়া দিল না, আবার কেন্ ডাকল কে? ভয় পেতে লাগল কেন্ ভীষণ। দরজা মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে কেউ ফাঁক করল সামান্য শব্দ সে শুনতে পেয়েছে, এ ঘরে কেউ পা টিপে টিপে ঢুকেছে এইমাত্র শোবার ঘরের দরজা খুলে। তার একথা মনে হল।

কেউ যেন দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে কেন্ স্পষ্ট শুনতে পেল, এ ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল তার আগেই, কেন্ পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল। তার গায়ের লোম উত্তেজনায়-ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল।

সে শোবার ঘরে ঢুকল লাইটার জ্বালিয়ে। দু'হাত মাথার ওপর রেখে কে সামনে খাটের বিছানার উপর শুয়ে আছে। রক্তের ঢাল গড়িয়ে পড়ছে মেঝের উপর। কের বুকের বাঁদিকে এক তাজা গভীর ক্ষত, কেন্ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল। বিছানা, জামা সব তার রক্তে ভিজে

গেছে। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল কের দিকে, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তার পা দু'টো যেন অসাড় হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা ছোট টর্চ লাইট দেখতে পেল খাটের পাশে টেবিলের ওপর, যখন বিদ্যুৎ বেশ জোরে চমকালো, কেন্ হল্যান্ড তার পূর্বে অন্ধকার ঘরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। টর্চটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো কেন্, ক্ষতস্থান ভালো করে পরীক্ষা করল, সুইচ টিপে আলো জ্বালার পর।

কেন্ তার নাম ধরে ডাকতেই কের দু'চোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। তখনও তার সামান্য জ্ঞান ছিল। তারপর মাথাটা ঢলে পড়ল, শিথিল হয়ে গেল তার সারা শরীরের পেশী, হাতের বদ্ধ মুঠো খুলে গেল, দু'চোখ উল্টে গেল।

কাঁচা রক্ত মাখানো ফলায় এমন একটি বরফ কাটা গাঁইতি কার্পেটের ওপর পড়ে থাকতে দেখল কেন্ যখন সে মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল। কেন্ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল যে কেকে হত্যা করা হয়েছে ঐ অস্ত্র দ্বারা।

কি করা উচিৎ এখন আমার? পুলিসের কাছে গিয়ে সব বলব, নিজের মনেই কেন্ বলে উঠল। পুলিস এই অভিযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করবে কেকে সেই খুন করেছে, পুলিস তার কোন কথাই বিশ্বাস করবে না। কেন জানি না একথা পরক্ষণেই তার মনে হল। প্রধান সাক্ষী হিসাবে তাকে খুনের মামলায় জড়াবে, পুলিস তাকে ছাড়বে না যদিও আসল অপরাধী ধরা পড়ে, আর যদি সে পুলিসের সন্দেহের বাইরে ও থাকে। একথা কেনের মনে হল।

প্রত্যেকেই ব্যাপারটা জানবে, ব্যাংকের কতৃপক্ষ এবং অ্যান। কেনের বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল কথাটা মনে হতেই। খবরের কাগজের প্রথম পাতার শিরোনামা হয়ে উঠবে কেন্, যদি তেমন কিছু ঘটে। কেন্, পতিতা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল, কারণ সে লুকিয়ে তার কাছে যেত, স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলেই, একথা সবাই বলাবলি করবে। কে যেন তার ভিতর থেকে নির্দেশ দিল পালিয়ে যেতে।

তুমি এখন নিজের কথা ভাব, মৃতার জন্য এখন আর তোমার করার কিছু নেই, যেহেতু কে মারা গেছে। পালাও এখান থেকে যত শীঘ্র সম্ভব।

কেনের বুকটা কেঁপে উঠল তখনই মনে পড়ল, যে তার এখানে উপস্থিতির কোন প্রমাণ আছে কিনা? না, এখানে প্রমাণ রেখে কিছুতেই তার যাওয়া চলবে না, বোকার মত যদিও পুলিসের ভয় আছে। রান্নাঘর থেকে প্রথমে ফিউজ বক্সটা বের করল টর্চের আলো ফেলে। আলো জ্বলে উঠল পুলিসের হাতে তার নাম লেখা টুপিটা পড়লেই সর্বনাশ হত, তাই বসার ঘর থেকে কেন্ টুপিটা নিয়ে এল।

কেন্ রুমাল বের করে ফিউজ বক্সটা ভাল করে মুছে ফেলল। চার'টে পোড়া সিগারেটের টুকরো বসার ঘরে অ্যাসট্রে থেকে বের করে পকেটে পুরে ফেলল। চার'টে সিগারেট সে ধ্বংস করেছে সন্ধ্যে থেকে এখন পর্যন্ত। এখানে সে দু'বার এসেছে।

কেন্ টেলিফোনের রিসিভারটা পকেট থেকে রুমাল বার করে ভাল করে মুছে ফেলল। এবার সে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যেতে পারে। কোথাও আর তার আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না। উত্তেজনায় আর ভয়ে তার বুক কাঁপছে, সে শোবার ঘরে চলে এল পা টিপে টিপে।

আলোয় ভরে গেল দেয়ালের সুইচবোর্ড যখন সে টর্চ নিয়ে ঘরে ঢুকল। সারা ঘর আলোময় হয়ে গেল কেন্ টর্চের সুইচ টিপতেই। টর্চটা নিভিয়ে ভাল করে সম্পূর্ণ টর্চটা মুছে ফেলল রুমাল দিয়ে অতি সাবধানে। তার পূর্বে আবার একবার তাকাল নিশ্চল দেহটার দিকে। একটু পরেই সে দেখতে পেল কার্পেটে পড়ে থাকা ক্ষুদ্র অস্ত্রটি যখন সে খাটের পাশে টেবিলের উপর টর্চটাকে পূর্বের মতই রাখতে গেল। তার মনে আর কোন কিন্তু নেই যে নীলহাতল লাগানো ঐ বরফ কাটা গাঁইতি দিয়েই কের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সে নিজের মনেই চিন্তা করল, ওটা কি সঙ্গে নিয়েই খুনী এঘরে ঢুকেছিল? না, তা নয়, পরক্ষণেই তার মন যেন বলে উঠল। ওটা নিয়ে খুনী কাজ শেষ হবার পরই চলে যেত, যদি সে ওটা হাতে নিয়ে আসত। খুনী কোন পথ দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল, এটাই এখন বেশী গবেষণার বিষয়।

জানালা বেয়ে খুনী নিশ্চয়ই ওঠেনি। কোন এক ফাঁকে সে সামনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে

বসেছিল। নিশ্চয়ই বাড়তি চাবি ছিল তার নিজের কাছে।

কি লাভ তার এসব ভেবে কেন্ ভাবল। এবার বাড়ি ফেরা যাক্। প্রায় দুটো বাজে, কেন্ ঘড়ির দিকে তাকাল। আর দেরী করে কি লাভ, বৃষ্টি আর হচ্ছে না ঝড়ও থেমে গেছে এইকথা ভেবে কেন্ সেই দরজার দিকে এগোতে গেল। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে, কানে ঠেকাল, কিছু বলল না। তোলার আগে সে কিছুক্ষণ টেলিফোনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

আমি স্যাম বলছি, ওপাশ থেকে পুরুষালি গলায় সে সম্বোধন জানাল, হ্যালো কে!

এ সেই স্যাম ভার্সি, কিছুক্ষণ পূর্বেই যাকে কেন্ ব্লুরোজে দেখে এসেছে। এটা কেন্ বুঝতে পারল স্যাম যাতে তার নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও না পায় এজন্য প্রাণপণে সে শ্বাস চেপে রইল। তুমি কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? স্যাম অধৈর্য গলায় জানতে চাইল। রিসিভারটা কেন্ কাঁপা হাতে নামিয়ে রাখল, তারপর।

দ্বিতীয়বার যাতে চেষ্টা করলেও ফোন না বাজে এজন্য চেয়ারের ওপর পড়ে থাকা খবরের কাগজের একটা কোনা ছিঁড়ে রিসিভার এবং ঘণ্টার মাঝখানে চেপে বসিয়ে দিল। কেন্ একবার ভালো করে চারিদিক দেখে নিল, তারপর দরজা খুলে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেল, সে নিঃসন্দেহ যে তাঁর উপস্থিতির কোন প্রমাণ এখানে নেই।

নীচের তলায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতেই বুকটা তাঁর কেঁপে উঠল। কেনের গতিরোধ করে দাঁড়াল পিকনিজ কুকুরটা যখনই তাঁর চোখে চোখ পড়ল এক সেকেন্ডের মধ্যে, কারণ ভেতরে আলো জ্বলছে, ঘরের দরজা খোলা ছিল র‍্যাফায়েল সুইটির। তারপর কুকুরটার চোখে চোখ পড়তেই বাইরে বেরিয়ে এল। র‍্যাফায়েল সুইটি নিজেই বেরিয়ে এল ভেতর থেকে ঐখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেন্, কেনের দিকে একপলক তাকাল র‍্যাফায়েল, তারপর নীচু স্বরে বলল, কুকুর বাছারা সবাই ঘরে শুতে গেছে, লিও ঘরে যাও।

এটাকে নিয়ে আর পেরে উঠছি না মশায়, র‍্যাফায়েল কেন্‌কে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বলল। আরও বলল, আমার অবস্থা কাহিল কুকুর সামলাতে গিয়ে প্রায় দু'টো বাজে রাত অনেক হল, বৃষ্টিটা ধরে গেছে, খুব দেরী না হলে একবার ভিতরে আসুন না একটু ড্রিংক করে যাবেন, র‍্যাফায়েল, কেন্‌কে অনুরোধ জানাল। বুঝতেই পারছেন একা একা সময় কাটে না। কুকুরটাকে এখনও বিছানায় শোয়াতে পারছি না, কি ঝামেলার ব্যাপার। কুকুরটাকে উবু হয়ে কোলে তুলে নিল সুইটি একথা বলতে বলতে।

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে, কোমর চেপে ধরে কেন্ উত্তর দিল—না, ধন্যবাদ, সিঁড়ি দিয়ে সে দ্রুতপায়ে নামতে লাগল তারপর।

সুইটি রেংলিয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে বলল, একটা লালচে-বাদামী বিশ্রী দাগ আপনার কোটে লেগে আছে, মশাই কি লক্ষ্য করেছেন? ভেতরে আসুন দু'মিনিটে আমি দাগ পারিষ্কার করে দেব, আমার কাছে জামার দাগ তোলার জিনিস আছে। কেন্ উর্দ্ধশ্বাসে নামতে লাগল, সুইটিয়ের কথায় কান না দিয়ে। সামনে একটা হল ঘর একতলায় তার ওপাশে সদর দরজা। একটা মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল সে হলঘরে ঢুকতেই, মেয়েটি উল্টোদিক থেকে আসছিল। কেন্ পেছনে সরে গেল, চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথার কাত হয়ে যাওয়া টুপিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে মেয়েটা বলল, চোখ খুলে চলতে পারেন না। এগিয়ে যেতে হবে ধাক্কা মেরে। সুইচ জ্বালাল মেয়েটি কথা শেষ করেই। আলোয় ভরে গেল সারা হলঘরটি।

এই বাড়ির বাসিন্দা মেয়েটি এবং কের মতই একজন গণিকা। কেন্ একনজরেই বুঝতে পারল। কালো পোশাক পরা, চোখ দুটি গ্রানাইট পাথরের মত কঠোর দেখতে ফর্সা, গোলগাল।

কেন্‌কে আহ্বান জানাল মেয়েটি, পেশাদারী হাসি ছড়িয়ে, এখনই বাড়ি ফেরার তাড়া কিসের, এখন এ রাতের শৈশবকাল, ব্যাপারটা কি?

মেয়েটা তার পথ আগলে দাঁড়াল কেন্ পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই এবং বলল, আমি তোমায় ইচ্ছে করে ধাক্কা দিইনি, মাপ কর। এত লজ্জা কেন, আরে এসোইনা মেয়েটা আর একবার বলল। ভাল মদ খাওয়াব, তোমায় ভাল করে আরাম দেব, চল! কেন্ মরীয়া হয়ে সদর

দরজার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, জোরে বলল 'পথ ছাড়!'

মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার৷ আমার গায়ে হাত দেবে না বলছি। মেয়েটা পেছন থেকে তাকে গালাগালি করতে লাগল সে শুনতে পেল কেন্ এগিয়ে চলল প্রতিবাদ না করেই।

।। তিন ।।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, বৃষ্টিও পড়ছিলো অল্প অল্প কেন্ রাস্তায় বেরিয়ে দেখল, মেঘের আড়ালে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে যে ঘনকালো মেঘে আকাশ ঢেকেছিল সেগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

আমায় ঐ বাড়ি থেকে পরপর দু'জন বেরোতে দেখেছে, তাঁরা নিশ্চয়ই পুলিসের কাছে আমার চেহারার বিবরণ দেবে, তারপর সবকটা খবরের কাগজে সেই বর্ণনার কথা সবিস্তারে ছাপা হবে। কেন্ নিজের মনে মনে বলতে লাগল, কি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। মোটিভ না থাকলে পুলিস আমায় খুঁজে বার করবে কি করে। আমার তো কোন মোটিভ নেই। এই চিন্তা পরমুহূর্তেই তার মাথায় এল, আর পুলিসই বা আমায় খুনের সঙ্গে জড়াতে যাবে কেন? ও ছিল একটা গণিকা, কে তো আর সম্ভ্রান্ত মহিলা নয়, পুলিস অত্যন্ত সংকটে পড়বে, গণিকা খুনের রহস্য ভেদ করতে।

আবার ভাবল, যদি সেই মেয়েটা যাঁর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল একতলার হলঘর অথবা সুইটি যদি কোন কারণে ব্যাঙ্কে আসে তখন কি হবে? এ বিষয়ে তার মনে সংশয় জাগল।

আর হাত-পা অসাড় হয়ে এল কথাটা মনে হতেই।

তখনও কি ওরা আমায় চিনতে পারবে কেন্ ভাবল।

কেন্ নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল, ব্যাঙ্কে ওরা হানা দেবে বলে মনে হয়না। সর্বদা অবশ্য চারিদিকে নজর রাখতে হবে, আমায় সতর্ক থাকতে হবে। আমি কাউন্টার ছেড়ে কেটে পড়ব আমায় দেখতে পাবার আগেই, যদি ওরা কখনও ব্যাঙ্কে আসে।

কদিন সে চোখ কান খোলা রেখে চলতে পারবে। ক'মাস, ক'বছর! সে নিজেকে প্রশ্ন করল, যতদিন চাকরী করব ততদিন কি এই আতঙ্কে থাকতে হবে? আমায় ভয়ে ভয়ে এই দুঃস্বপ্ন নিয়ে কাটাতে হবে? কেন্ আতঙ্কিত হয়ে উঠল কথাটা ভেবে।

পথে-ঘাটে যে কোন জায়গায় তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে তখন, শুধু তো ব্যাঙ্কেই নয়। আমি একমুহূর্তই দিবারাত্রি শান্তিতে থাকতে পারব না। বিভীষিকাগ্রস্ত হয়েই কি আমার দিন কাটবে? থানা, পুলিস, আদালত র‍্যাফায়েল সুইটি সেই মেয়েটা সব সময় আমায় আতঙ্কে রাখবে? তাহলে একটাই উপায় আছে অন্য কোন শহরে ব্যাঙ্কের একটা শাখায় বদলী নিয়ে চলে যাওয়া। বিক্রী করে দিতে হবে হয়ত এখন বাড়িটা। অন্য কোন চাকরি খুঁজতে হবে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে, বর্তমানে অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে পারছি না এছাড়া।

অ্যানও নিশ্চয়ই এরকম একটা ব্যাপার জেনে যাবেই। অ্যানের চোখে সবকিছুই ধরা পড়ে, কেন্ অনেক কিছু ব্যাপার এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি অ্যানের কাছে বিয়ের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কিছুই গোপন রাখতে পারেনি। একবার নিজেরই ভুলের ফলে ক্যাশে চল্লিশ হাজার ডলার কম পড়েছিল। নিজের পকেট থেকে সে গচ্চা দিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা অ্যান পরে কিভাবে জেনে গিয়েছিল। নিজের মনে বলে উঠল কেন্—ইস আমি কি বোকা? কপালে কড়াঘাত করল। মেয়েটার কাছে কেন যে গিয়েছিলাম, এই বলে কেন্ আফশোষ করল। কেনই বা ফেরার পথে আবার ওর ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। বিদায় জানাতে পারতাম তো রাস্তা থেকেই।

সব কথা কি পুলিসের কাছে গিয়ে খুলে বলব, এখন আমি কি করব?

ভেতর থেকে কে যেন তাকে বলল পরমুহূর্তেই, সে একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন গর্দভ। ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না যদি সে পুলিসের কাছে গিয়ে সব খুলে বলে। এখন অ্যানের কথা মনে রেখে নিজেকে শক্ত রাখা উচিৎ। সে তাহলে সন্দেহের বাইরে থাকবে। সব ঝামেলা মিটে যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাওয়া উচিৎ।

সে কথা মনে পড়তেই তার বুকটা আবার কেঁপে উঠল, কের আস্তানায় আসার সময় গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় তার গাড়িটা পার্ক করেছিল। একজন আধবয়সী লোক যে সব গাড়ি পার্কিং করা থাকে তার নম্বর নোট করে রাখে। সে সামনেই একটা ছোট গুমটির ভেতর বসে আছে।

সে তার খাতায় নম্বর টুকে নিয়েছে যখন কেন্ গাড়ি পার্ক করেছে। এটাই তার বিরুদ্ধে একটা বড় প্রমাণ হতে পারে, কেনের মনে হল।

অনেক রাত হয়ে গেল এবার বাড়ি যাবেন তো?

সেই আধবুড়ো লোকটি বলে উঠল কেন্ যখন গুমটি ভেতর ঢুকল। কেন্ উত্তর দিল, হ্যাঁ, এবং সামনের টেবিলের ওপর খাতার পাতায় তার গাড়ির নম্বর লেখা আছে, আঁড়চোখে দেখল। কেন্ চটজলদি খাতাটা তুলে নিয়ে হিপ পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল, যে মুহূর্ত লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে আকাশ দেখতে লাগল।

লোকটা টেবিল হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, আপনার গাড়ির নম্বর বলুন, টিক্ মেরে দিই। আবার বলল আরে খাতাটা যে ওখানে ছিল কোথায় গেল?

কেন্ ধীর পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, কোন মন্তব্য না করে। দরকারের সময় হাতের কাছে একটা জিনিসও পাই না। আপনার নম্বরটা বলুন স্যার, আঁড়চোখে কেন্ দেখল টি এক্স এল ৩৩৪৫ একটা প্যাকার্ড গাড়ি সামনেই পার্ক করা রয়েছে। সে নির্দ্বিধায় বলল আমার নম্বর টি এক্স এল ৩৩৪৫ লোকটা খবরের কাগজের এককোণে নম্বরটা লিখে রেখে বলল এখানেই লিখে রাখি পরে খাতায় তুলে নেবো।

নিজের গাড়ির কাছে নিশ্চিন্ত মনে পৌঁছে গেল কেন্, গুমটি থেকে বেরোবার পূর্বে আধডলার পার্কিং ফি দিল লোকটাকে, কাঁপা হাতে দরজা খুলে সীটে বসল চোখের নিমেষে বড় রাস্তায় এসে পড়ল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ফুল স্পীড তুলল।

কেনের প্রথমেই মনে পড়ল তাঁর স্যুটের কথা, পরদিন যখন সকালে সে ঘুম থেকে উঠল। র‍্যাফায়েল সুটিরও নজর এড়ায়নি যে তাতে রক্তের দাগ লেগেছে। পুলিসের রসায়নবিদরা ঠিক জানতে পারবে যে রক্তের দাগ কের দেহরই, যতই জল দিয়ে প্যান্ট ধোওয়া হোক না। কেন্ গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে এসব জানে। নিজের জুতোজোড়া কেন্ উল্টে-পাল্টে দেখল। চায়ের জল হিটারে চাপাবার পর। রক্ত জমে আছে দেখল বাঁ পায়ের জুতোর চামড়ার নীচে। ঐ দাগটা লেগেছে যে রক্ত ঢাল কের মৃতদেহ থেকে কার্পেটের উপর গড়িয়ে এসেছিল, কেন্ নিশ্চয়ই কোনসময় তার ওপর পা রেখেছিল। এবাড়ি থেকে জুতোজোড়া ও স্যুট যে কোন ভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে। সবার অজান্তে চুপিসাড়ে ও দুটো রেখে আসবে। স্যুট আর জুতোজোড়া যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে সে কিনেছিল। নিজের পরিত্যক্ত দাগ লাগা স্যুটটা সে রেখে দেবে হ্যাঙ্গারে ঝোলানো অসংখ্য স্যুটের মধ্যে। আলাদা প্যাকেট করে ওদুটো সে নিয়ে যাবে। সে রেখে আসবে জুতোও ঐ ভাবে। কিন্তু রেখে আসার পর?

কিন্তু অ্যান ফিরে এসে তার স্যুট না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। আরেকটা স্যুট কিনতে হবে ঠিক ঐরকম দেখতে, অ্যানের সন্দেহ মোচন করার জন্য। একই দোকান থেকে অবিকল আগের মত একজোড়া জুতোও তাকে কিনতে হবে।

কেনের কোন রকম অসুবিধা হল না পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে।

'আপনার সঙ্গে দুটো প্যাকেট ছিল না?' সেলসম্যান ছেলেটি নতুন স্যুট কিনে দোকান থেকে বেরোবার সময় প্রশ্ন করল। যেন খুবই অবাক হয়েছে এমনভাবে করে কেন্ বলল, কই না তো! আমার হাতে কোন প্যাকেট ছিল না, আমার মনেহয় আপনি ভুল দেখেছেন।

।। চার ।।

পরদিন পার্কারের সঙ্গে দেখা হতেই সে প্রশ্ন করল, কেমন ফূর্তি করলে কেন্ কাল রাতে তাই বল। কেন্ উত্তর দিল তোমার মত আমার স্বভাব ওরকম বদ নয়। খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছি কাল রাত্রে, বাগানের আগাছা সাফ করেছি সন্ধ্যের পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

আরে বাবা বলেই ফেলো না, পার্কার বলল, ওসব গুল-তাপ্পি দিয়ে কোন লাভ হবে না। আমি কাউকেই বলব না, ভয় পেয়ো না। বল ওকে তোমার কেমন লাগল? গলার আওয়াজ স্বাভাবিক রেখেই কেন্ বলল, গতকাল আমি কোথাও যাইনি, তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছি। আমি তো তোমায় আগেই বলেছি পার্কার, এখন বিশ্বাস কর আর নাই কর। অবশ্য বলার সময় কেনের

বুকে জোরে শব্দ হচ্ছিল। তোমার কথাই মানতে হচ্ছে, পার্কার বিরস মুখে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। একটু রসিকতা করছিলাম তোমার সঙ্গে, এজন্য কিছু মনে কোরো না। দেখি, এখন একবার কে-কে ফোন করি। ও কি করছে এখন জানতে ইচ্ছে করছে। আজ কি খুব তাড়া আছে ওর কাছে যাবার, এত সকাল সকাল? এখনই। একটা হিমস্রোত কেনের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। কাউন্টার ছেড়ে ফোনের বুথের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পার্কার বলল, দেখা যাক্ একবার ফোন করে। কোন বাইরের পার্টিকে ঘরের ভেতর এনে বসিয়েছে মনে হয়। ও নিশ্চয়ই রাগ করবে না এখন ফোন করলে, কারণ এখন লাঞ্চ টাইম। নিজের কাউন্টারে বাইরে বসে কেন্ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। পার্কার যেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠল কেন্ তা লক্ষ্য করল। পার্কার প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল। বুথের ভেতর থেকে রিসিভার রেখে দিয়ে।

পুলিস কের আস্তানা ঘিরে ফেলেছে। সর্বনাশ হয়েছে পার্কার রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে কেন্‌কে বলল। কেন্ কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, পুলিশ! তার মানেটা কি? কি করছে ওখানে পুলিস?

পার্কার উত্তর দিল, হয়তো রেইড করেছে। ওর ওখানে বিকালে গেলে হয়তো ঝামেলায় পড়তাম, খুব জোর বেঁচে গেছি। মেঝেতে কেনের কলমটা ছিটকে পড়ে গেল ভয়ে। আর উত্তেজনায় সেটা সে কুড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি কি করে জানলে যে ওরা পুলিস!

সিটি পুলিসের লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস ফোনটা ধরেছিল তার কথাতেই জানতে পারলাম, ব্যাটা আবার জানতে চাইছিল আমি কে? কোথায় থাকি এইসব।

কেন্ জানতে চাইল, তুমি কি ওকে তোমার নাম ঠিকানা এসব দিয়েছ নাকি? ওসব বলে আমি ঝামেলায় পড়ি আর কি? পার্কার উত্তর দিল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? ওরা এখানে হানা দেবে নাকি আমার গলা শুনে। তুমি কি মতামত দিচ্ছ? হাজার চেষ্টা করলেও তার থেকে এখন আর পরিত্রাণ নেই জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেও কেন্ বুঝতে পারল। তবুও পার্কারকে বলল, এখানে ওরা ধাওয়া করতে আসবে কেন? ফোনটা কোথা থেকে এসেছিল পুলিস নিশ্চয়ই টেলিফোন বুথে ফোন করে জানবে। তারপর এখানে এসে হাজির হবে যখন সুইটি-র কাছে তার চেহারার বিবরণ পাবে। পুলিস নিশ্চয়ই ওখানে গেছে, হয়তো কেউ কের উপর হামলা করেছে অথবা নিশ্চয়ই ডাকাতি হয়েছে, নয়তো বা কেউ ওকে খুন করেছে। পার্কার নিজের চেয়ারে বসতে বসতে মন্তব্য করল। দু'জনে চুপচাপ কাজ করে আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল। মন বসাতে পারছে না তাঁরা কাজে কোনমতেই। পরিণতি কি হতে পারে একথা ভেবে কেনের শরীর ঘামে ভিজে উঠল, কারণ ভীষণ ঝামেলার মধ্যে সে বন্দী হয়ে পড়েছে বলেই মনে হয়।

হঠাৎ পার্কার তাকে নীচুস্বরে ডাকল। শুনছ কেন্? দেখ লম্বা-চওড়া লোকটাকে দেখে পুলিসের লোক বলে মনে হচ্ছে, দরজার দিকে তাকাও, পার্কার বলল। দরজার কাছে বসে থাকা ম্যাসেঞ্জারের সঙ্গে সত্যিই দশাশই চেহারার একটি লোক কিছু কথা বলছে। কেন্ পার্কারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেল। যে কেউ তাকে পুলিসের লোক বলে ভাববে তাঁর মাংসল মুখ তাঁর ছোট ছোট কুতকুতে চোখজোড়া দেখলে, যদিও লোকটার পরিধানে ইউনিফর্ম নেই।

পার্কারের গলা এবারে কেঁপে উঠল, আচ্ছা ফোন করার সময় আমায় কেউ দেখেনি তো? লোকের সময় কোথায় বল? যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আর বুথ এ দরজার বাইরে, কে কখন ফোন করল কে জানবে বল, দেখবেই বা কি করে কেন্ উত্তর দিল। 'দ্যাখো ব্যাটা এদিকেই আসছে!' বৌকে ফোন করছিলাম বলে দেব চটপট যদি আমায় জিজ্ঞেস করে। আস্তে আস্তে তাদের কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল সেই পুরুষালী চেহারার লোকটি। 'আমি সার্জেন্ট ডোনোভান,' সিটি পুলিসের তরফ থেকে আসছি, প্রথমে পার্কার, তারপর কেন্ আবার পার্কারের দিকে তাকিয়ে কথাটি সে বলল।

এখান থেকে আধঘণ্টা আগে কি কেউ একটা ফোন করেছিল, অথবা যে করেছিল তাকে কি কেউ আপনারা দেখেছেন? সার্জেন্ট জানতে চাইল। না আমি কাউকে দেখিনি স্বাভাবিক গলায় বলল কেন্। আমি কি সেই ফোনের কথা বলছেন, যেটা আমি আধঘণ্টা আগে আমার স্ত্রীকে করেছি, পার্কার হঠাৎ উপযাচক হয়ে বলল। পার্কারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে ডোনোভান

বলল আপনার স্ত্রীকে ফোন করার কথা আমি জানতে চাইছি না। আমি বলছি আর কাউকে বুথে ঢুকতে দেখেছেন কিনা? অর্থাৎ অন্য কেউ। কিছুক্ষণ আগে একজন বয়স্ক লোক একটি মেয়েকে নিয়ে বুথে ঢুকেছিলেন বটে। পার্কার যেন নিবিষ্ট চিন্তা করে সার্জেন্টকে বলল, তখন আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম, সে প্রায় একঘন্টা আগের কথা। আর কেউ তারপর ঢুকেছে কিনা বলতে পারি না।

একটা মনগড়া গল্প পার্কার কেন যে বলল, কে জানে?

আসলে বুথে কোন লোকই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোন মেয়েকে নিয়ে ঢোকেনি। আপনার স্ত্রীকে ঠিকই ফোন করার সময় পেয়েছেন ব্যস্ততার মধ্যেও তীক্ষ্ণ চোখে পার্কারকে দেখতে দেখতে ডোনোভান বলল।

সার্জেন্ট আপনি ঠিকই বলেছেন, দেঁতো হাসি হেসে পার্কার বলল। ডোনোভান লাইটার জ্বেলে একটা দোমড়ান সিগারেট পকেট থেকে বের করে অগ্নিসংযোগ করল। কেন্‌কে বলল তারপর, আপনি দেখেছেন কি কাউকে?

কেন্ শান্তভাবে বলল, নাঃ আমি কাউকে দেখিনি। ভেবে বলুন ভাল করে সার্জেন্ট বলল।

আমি কাউকে ঐ টেলিফোন বুথে ঢুকতে দেখিনি, ভাল করে চিন্তা করেই বলছি, কেন্ বলল।

ডোনোভান দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল হতাশভাবে হাঁটতে হাঁটতে। মন্তব্য করে গেল, কেউ কিছু জানে না, কেউ কিছু দেখেনা বিচিত্র এই শহরের মানুষ।

'অল্পের জন্য এ যাত্রা বেঁচে গেলাম' পার্কার পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বলল। এখন নিশ্চিন্ত হলাম। বল দেখি লোকটাকে কেমন কব্জা করলাম, একথা তোমায় বলতেই হবে।

তখন দু-হাঁটু, কেনের থরথর করে কাঁপছে ও বলল এখনই শেষের কথা বলা যায় না।

একটা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা কিনে চোখের সামনে মেলে ধরতেই দেখতে পেল বড় বড় অক্ষরে প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে খবরটা, যখন সে মোড়ের মাথায় এসে বাড়িতে ঢুকছিল।

'বরফ কাটা গাঁইতির আঘাতে প্রাক্তন নর্তকী নিহত, পতিতালয়ে নির্মম—হত্যাকাণ্ড—'

কেনের তখন এমন মানসিক অবস্থা নেই যে সমস্ত খবরটা বিশদভাবে পড়ে।

তাঁর প্রতিবেশীনি মিসেস ফিল্ডিং হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালেন যখন সে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সবে বাড়ির গেট খুলেছে। অফিস থেকে এই ফিরলেন মিঃ হল্যান্ড? তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরীপ করে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্লান্ত গলায় জবাব দিল কেন্ 'হ্যাঁ,' বাড়ির গেট খোলার পর। বাড়িতে ফেরা হচ্ছে দেরী করে কেমন, যেহেতু বাড়ির গিন্নী এখন অনুপস্থিত। কাল রাতে তো দু'টোর পরে বাড়ি ফিরেছেন। মুচকি হেসে বললেন মিসেস ফিল্ডিং। হঠাৎ চমকে উঠল কেনের বুকের ভিতরটা তাঁর মন্তব্য শুনে। অন্য কারোর সঙ্গে হয়তো ভুল করে ফেলছেন, আপনার বোধহয় ঠিক মনে নেই কাল রাত্রে দুটোর পর না তো! আমি ঠিক এগারোটার সময় শুতে গেছি কাল রাত্রে।

আমি কাল রাত্রে দুটো পর্যন্ত জানালার পাশে বসেছিলাম, সেজন্যই বলছি, মিসেস ফিল্ডিং হঠাৎ বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন। আশ্চর্যভাবে প্রশ্ন করলেন তাই নাকি হল্যান্ড? উঁহু আমি সম্পূর্ণ ঠিক কথাই বলছি। আমি স্বচক্ষে দেখলাম আপনি গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকলেন।

মাপ করবেন, আমার এখন দাঁড়িয়ে কথা বলার শক্তি নেই। আমি ভীষণ ক্লান্ত, আপনি অন্য কাউকে হয়তো দেখেছেন, আমি আবার একই কথা বলছি, আমার সময় কম, আজকে আবার চিঠি লিখতে হবে অ্যানকে। কেন্‌কে বললেন মিসেস ফিল্ডিং তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, নিশ্চয়ই মিঃ হল্যান্ড। অ্যানকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

শ্রান্ত হয়ে সশব্দে কেন্ একটা চেয়ারে বসে পড়ল ভেতরে ঢোকার পর। তার হৃৎপিণ্ড তখনও কাঁপছে। কেন্ অগাধ জলে পড়বে এবং এখনই ষোলকলা পূর্ণ হবে যদি পুলিস খুঁজতে খুঁজতে তার বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে এবং মিসেস ফিল্ডিংকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেন্ হুইস্কি ঢালল আলমারী থেকে বোতল বার করে। তারপর ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল শোবার ঘরের বিছানায় বসে। এবং নিজের কথা ভাবতে লাগল।

সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে চারপাশ থেকে একটা অদৃশ্য জাল গুটিয়ে আসছে এবং তার মধ্যে

সে জড়িয়ে যাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে আবার সে সান্ধ্য দৈনিকটার পাতা খুলে পড়তে লাগল। আজ খুব ভোরবেলায় তাঁর নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় একদা ব্লুরোজ নাইট ক্লাবের সাড়া জাগানো নর্তকী কে কার্সনকে। কের মৃতদেহটি সবার আগে দেখতে পায় তার পরিচারিকা যখন সে অ্যাপার্টমেন্টে আসে। একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন মৃতদেহের বুকে ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর পুলিস দেখতে পায়। রক্তের দাগ লাগা একটি বরফ কাটা গাঁইতি কাছেই পড়েছিল। মিসেস কার্সনের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে ঐ গাঁইতি দিয়ে, এটাই পুলিসের ধারণা।

সার্জেন্ট জ্যাক ডোনোভানকে এই খুনের তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে পুলিসের পক্ষ থেকে। পুলিস কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পেয়েছে তাঁর বিবৃতি অনুযায়ী।

মিস কার্সন খুন হবার আগে মাঝরাতের কিছু পরে একটি লোকের সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসেন, পুলিস এ সংবাদ জানতে পেরেছে আশেপাশের লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারার একটি লোক পরণে ছিল ধূসর রঙের স্যুট। উক্ত লোকটিকে অনেকে মিস কার্সনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেও দেখেছে রাত দু'টো নাগাদ। এই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির খোঁজ করছে পুলিস।

কেনের দু'হাত তখন ঠকঠক করে কাঁপছে সে আর পড়তে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। রক্তের দাগ লাগা স্যুটটা যে দোকানে রেখে এসেছি এ পর্যন্ত ঠিকই করেছি, কিন্তু আমি একটা রাম বোকা। কোন ভরসায় আবার ঐ রকমই একটা স্যুট কিনতে গেলাম! নতুন কেনা স্যুটটা পরে বেরোলেই পুলিস সন্দেহ করবে। আবার পুরনো স্যুটটা না দেখতে পেলে অ্যান কিছু একটু ভাববেই, কেনের অবস্থা এখন ঠিক শাঁখের করাতের মতই। মনে হচ্ছে পুলিস পেছনে ধাওয়া করবেই, আমি এখন কি করব?

এখান থেকে কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যাব? কেন্ নিজেকেই প্রশ্ন করল। গাধা কোথাকার, কোথায় তুমি পালাবে। একথা কে যেন তার মনের ভেতর থেকে বলে উঠল। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন কোন উপায় নেই, নার্ভ শক্ত রাখতে হবে। ঝামেলা হয়তো এতেই কেটে যাবে। অ্যানের মুখের দিকে তাকিয়েও তোমায় এটুকু করতে হবে, তার ওপর নিজের চিন্তাতো আছেই। বাইরের ঘরে এসে বসল কেন্ স্যুট আর জুতোজোড়া ওয়ার্ডরোবে রেখে, তার পূর্বে গ্লাসে সে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মনে তো হচ্ছে না দুদিনের মধ্যে এই ঝামেলা মিটবে। কারণ আর দু'দিন পর অ্যান ফিরে আসবে। হয়তো অ্যান আসার আগেই তাকে জেলে ঢুকতে হবে।

কেন্ জানালা দিয়ে তাকাল, বাইরে গাড়ির শব্দ কানে যেতেই। দু'জন লোক গাড়ি থেকে নেমে তার বাংলোর গেটের দিকে এগিয়ে আসছে। যে গাড়িটা তার বাড়ির সামনেই থেমেছে তার ভেতর থেকে সে দেখতে পেল তাদের মধ্যে একজনকে সে চেনে, সে সিটি পুলিশের সার্জেন্ট ডোনোভান।

।। পাঁচ ।।

সিটি পুলিসের হোমিসাইড ডিপার্মেন্টের লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস অকুস্থলে এসে হাজির হলেন। ঠিক সাতঘণ্টা বাদে, যখন কেন্ হল্যান্ড ২৫ নং লেসিংটন এভিনিউ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। ফটোগ্রাফার, পুলিসের ডাক্তার আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট নিয়ে ডোনোভান বহুক্ষণ আগেই হাজির হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস কে অপরাধী থেকে শুরু করে অন্যান্য অধস্তন কর্মচারী সকলেই ভয় পায়, যেহেতু সে কড়া ধাতের লোক, এমনকি ডোনোভানও পর্যন্ত।

অ্যাডমস এগিয়ে মৃতদেহের ডানহাতের শিরা ধরে নিজের মনেই বলে উঠলেন, অবশ্য তখনও কে কার্সনের মৃতদেহ শোবার ঘরেই পড়েছিল।

তিনি বললেন, অন্ততঃ ছ-সাত ঘণ্টা আগে এর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সার্জেন্ট ডোনোভান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, লেফটেন্যান্ট ঐ বরফ কাটা গাঁইতিটা দেখুন। মেঝের ওপর একটা ছোট বরফ কাটা গাঁইতি পড়ে আছে তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অ্যাডমস দেখতে পেল। কড়া গলায় বদমেজাজী লেফটেন্যান্ট বলে উঠল, কি করব আমি ওটা দিয়ে। লাজুক হাসি হেসে

ডোনোভান বলল, না। ওটা দিয়েই এ মেয়েটাকে খুন করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। দৃঢ় বিস্ময়ে কপালে চোখ তুলে অ্যাডমস বলল, বাঃ সত্যিই তোমার বুদ্ধি আছে, ওটা দিয়ে কি নখ কাটার জন্য? না খুন করবে বলে ওটা ওখানে ফেলে রেখে গেছে। বুঝেছ গর্দভ?

ধমক খেয়ে ডোনোভান চুপ করে গেল। অ্যাডমস হঠাৎ ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে বলে উঠল, কি কি খোঁজ খবর দিতে পার এই মেয়েটি সম্পর্কে? মাত্র বছর খানেক হল মেয়েটি এই লাইনে এসেছে এটুকু খবর পেয়েছি। আগে নাচত ব্লু রোজ নামে একটি রেস্তোরাঁয়। তবে পথে-ঘাটে ও কোনোদিন নোংরামি করেনি।

অ্যাডমস গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কাছে এসে বস। অ্যাডমসের কাছে এসে দাঁড়াল ডোনোভান দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। এমন কিছু অ্যাডমস এখন তাকে বলবে যা তার শুনতে ভাল লাগবেনা, এটুকু সে মনে মনে চিন্তা করল। অ্যাডমস জানতে চাইল, খবরের কাগজের লোকেরা এখনও খবর পেয়েছে কিনা?

ডোনোভান উত্তর দিল, না লেফটেন্যান্ট। লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস ভালভাবেই জানে, ডোনোভান খবরের কাগজ সম্পর্কে ভীতিগ্রস্থ। একবার প্রকারান্তরে ডোনোভানকে দোষারোপ করা হয়েছিল। অতীতে স্থানীয় দু'টি কাগজে পুলিসের বিরুদ্ধে সমালোচনা ছাপা হয়েছিল তাতে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তারও উল্লেখ ছিল। অ্যাডমস বলল যদিও খবরের কাগজের লোকেরা সবই জানতে পারবে তবে বিকেলের পূর্বে নয়।

এই একটা প্রথম খুন হল এই শহরে বহুদিন পরে। আমাদের ছেড়ে দেবে না সেজন্য খবরের কাগজগুলো। মরে গিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল নচ্ছার মেয়েটা, যতদিন বেঁচে ছিল কেউ পাত্তা দিত না। সরকারী প্রশাসনে একটা ডিনামাইট ফাটবে জেনো এই খুনটা হবার ফলে, অবশ্য তুমি জান না বা জানার দরকার নেই যে পর্দার আড়ালে এই মুহূর্তে কি ঘটবে।

এর ফলে প্রশাসনের অনেক লোক চাকরিচ্যুত হবে। ভোটাররা লিন্ডসে বার্টকে ভালবাসে। ওর পেছনে সরকারী সমর্থন আছে। ও বহু বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গণ্যমান্যদের বিপদে ফেলার জন্য। এই কেষ্টবিষ্টুদের একজন আমাদের কমিশনার সাহেব। বার্ট আবার তাকে পছন্দ করে না। অনেক পতিতালয় আছে এই লেসিংটন অ্যাভিনিউতে, কিন্তু কমিশনার সাহেব মাত্র কিছুদিন আগে খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন, আমাদের শহরের মত পরিষ্কার জায়গা আর নেই। বার্ট কিন্তু এই খুন হবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়ার শান দেবে। তাই আগে থেকেই বলে দিচ্ছি মৃত গণিকাটিকে যা-তা ভেবো না, অ্যাডমস একটু থেমে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল।

ডোনোভান তোমাকেই এই কেসটা নিতে হবে, কারণ খবরের কাগজে রোজ লেখালেখি হবে যতদিন না এর সমাধান হয়। এই কেসের ব্যর্থতা বা সফলতা সবই তোমার প্রাপ্য। অবশ্য তোমার প্রয়োজনমত সাহায্য তুমি পাবে। আমার কথা বুঝতে পারলে? ডোনোভান ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, ঠিক আছে লেফটেন্যান্ট। শালা কাজে লাগার পর থেকে আমাকে জ্বালাচ্ছে, মনে মনে অ্যাডমসকে গালাগালি দিল ডোনোভান। এই শহরে অনেক লোকজন আছে, তাদের মধ্যে যে কেউ ওকে মারতে পারে। সুতরাং খুনীকে ধরা এই কেসে খুব সহজ কাজ নয়, একথা ডোনোভান জানে। আমার অদৃষ্ট খারাপ বলে এই দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপল। যাতে আমাকে অকৃতকার্যতার জন্য বরখাস্ত করা যায়।

আমি অসহায়ভাবে একটা রাজনৈতিক ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেলাম।

চমকে উঠে চারিদিকে তাকাল র‍্যাফায়েল সুইটি যে মুহূর্তে দরজায় কলিংবেল বাজল। কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে এই বাড়িতে সে বুঝতে পেরেছে পুলিসের গাড়ি আসতে দেখেই। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তা সে জানে না। তাঁর যাবতীয় দুষ্কর্মের প্রমাণ সে ঘরের ভেতর থেকে সরিয়ে ফেলেছে আগের দিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। পুলিসের চোখে অবশ্যই আপত্তিকর এমন কিছু জিনিস সেগুলো।

একটা মোটাসোটা লোক দাঁড়িয়েছিল তাঁর দরজায়, সে দরজা খুলেই দেখতে পেল। সুইটি

প্রশ্ন করল, কাকে চান? লোকটি নিখুঁত দৃষ্টিতে সুইটিকে দেখতে লাগল এবং উত্তর দিল আমি সার্জেন্ট 'ডোনোভান'। এই মুহূর্তে সুইটিং মনে করতে পারছে না, এই বেঁটে মোটা লোকটাকে সে আগে কোথাও দেখেছে কিনা।

ডোনোভান গম্ভীর গলায়সুইটিকেজিজ্ঞাসা করল, আপনার নামটা?

সুইটি হাস্যবিগলিত হয়ে বলল, আজ্ঞে র‍্যাফায়েল সুইটি। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? আপনার ওপরতলায় যে মেয়েটি থাকে, গত রাত্রে তার কামরায় কি কাউকে ঢুকতে দেখেছিলেন, কারণ মেয়েটি খুন হয়েছে। কই আমি তো কাউকে দেখিনি সুইটি গ্রীবা আন্দোলিত করে উত্তর দিল। আমি কারো সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করি না। একা একা থাকতেই ভালবাসি আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন, আমি রাত্রে খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। কাজেই খোঁজ করি না, কে এল বা গেল।

আচ্ছা আপনি কি কারো চিৎকার বা আর্তনাদ শুনতে পাননি? র‍্যাফায়েল সুইটি যে সত্য কথা বলছেনা, একথা ডোনোভান বুঝতে পারল। কিছুটা থেমে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কোন শব্দও শুনতে পাননি।

সুইটি উত্তর দিল, হাজারটা লোক চিৎকার করলেও, আমার কানে ঢোকেনা যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

ডোনোভান লোকটা যে বিশেষ ক্ষতিকর নয় তা সুইটি বুঝতে পেরেছে। সুইটি ভালভাবে জানে যে অ্যাডমস তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে। যদি অ্যাডমস এসব খোঁজ-খবর নিতে আসতো তবে তার কাছে তা ভয়ের ব্যাপার ছিল। পূর্বে সুইটি এই বাড়িতে লেফটেন্যান্ট অ্যাডমসকে গাড়ি থেকে নেমে ঢুকতে দেখেছে। আগের মতই বিনীত হেসে সুইটি বলল, সার্জেন্ট আমায় মাপ করবেন, এই মেয়েটি অর্থাৎ যে খুন হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমার কোনদিনই পরিচয় ছিল না। একথা ঠিক যে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হত। সত্যিই মেয়েটি খুন হয়েছে? ইস্ কি মর্মান্তিক ব্যাপার!

ডোনোভান তাঁর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, কিছুই শোনেন নি। কিছুই দেখেন নি আপনি। ঠিক বলছেন তো?

সুইটি জবাব দিল, না আমি কাউকে দেখিনি। আপনার কলিংবেল বাজানোর পর আমি উঠে এলাম, শুয়েছিলাম, এবার আমায় তাহলে যেতে দিন। মুচকি হেসে ডোনোভানের দিকে তাকিয়ে সুইটি দরজা বন্ধ করে দিল।

বেশ দ্বিধায় পড়ল ডোনোভান। সবার সামনে চোদ্দপুরুষের উদ্ধার করে ছাড়বেন লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস। এখন যদি সে উপরে গিয়ে বলে স্যার, কিছুই বুঝতে পারলাম না জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হলুদ রং করা দরজার সামনে এসে সে কলিংবেল টিপল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে মরিয়া হয়ে সে যখন একতলায় এল।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল মে ক্রিস্টি নামে একটি মেয়ে। ডোনোভান মেয়েটির নিঃশ্বাসে গন্ধ পেল সাতসকালেই মেয়েটি খানিকটা জিন খেয়েছে। সে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মেয়েটি কিছু বলার আগেই, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, একজন পুলিস অফিসার আমি, সে পরিচয় দিল।

লোকে কি বলবে? মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে বলল, আপনি এখানে ঢুকছেন কেন? কি ব্যাপার?

এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে ডোনোভান বলল, চুপ কর, উত্তর দাও যা জানতে চাই। কে কার্সনকে তুমি কি চিনতে? সে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, কেন? ওর কি কোন বিপদ হয়েছে?

সার্জেন্ট ডোনোভান ধীরে ধীরে জবাব দিল—হ্যাঁ খুন হয়েছে মেয়েটি।

কে খুন করল? ভয়ার্ত চোখে মে প্রশ্ন করল, সেকি? খুন হয়েছে?

ডোনোভান বলল একটা বরফ কাটা গাঁইতি দিয়ে ওকে খুন করা হয়েছে। এখনই আমরা বলতে পারব না কে ওকে খুন করেছে। ওর ব্যবসা কি গতকাল রাতে চালু ছিল?

গতকাল রাতে আমি বাড়ি ছিলাম না সুতরাং বলতে পারব না উত্তর দিল মে। হয়তো খুনীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে কারণ সে আবার এখানে আসতে পারে, কাটাকাটা গলায় ডোনোভান বলল একটা সিগারেট ধরাবার পরে।

তোমারই ভাল হবে, বলে ফেল যদি কিছু দেখে থাক, তোমায় ভাল যুক্তিই দিচ্ছি।

মে বলল, কাউকেই তো দেখিনি আমি।

এই রাত একটা থেকে দু'টোর মধ্যে, কাউকে দেখেছো কিনা ভাল করে মনে করে দেখো ডোনোভান বলল, দেখেছ কি কোন লোককে?

হ্যাঁ, একটা লোক খুব ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে আমার খুব জোরে ধাক্কা লাগে যখন দু'টো নাগাদ আমি বাড়ি ফিরছি, মেয়েটি বলল, কি রকম দেখতে লোকটা? ডোনোভান জিজ্ঞাসা করল।

ধূসর রংয়ের টুপি মাথায়, পরণে হালকা ধূসর রংয়ের স্যুট, গায়ের রঙ ফর্সা নয়, লোকটি দীর্ঘদেহী। আবার লোকটিকে দেখলে চিনতে পারবে?

মে বলল, অবশ্য লোকটিকে দেখে খুনী বলে মনে হচ্ছিল না, তবে দেখলে হয়তো চিনতে পারব।

ডোনোভান জিজ্ঞাসা করল, লোকটির কত বয়স হবে? আরও বলল খুনীকে দেখলে কখনই খুনী বলে মনে হয় না।

মে বলল বয়স হয়তো বছর ত্রিশ হবেই। আর কি জান লোকটার সম্বন্ধে?

এটুকু আমার মনে আছে তার চলার মধ্যে একটা ব্যস্তভাব ছিল, আর কিছু বলতে পারব না। এমনকি আমায় প্রায় ধাক্কা মেরেই বেরিয়ে গেল। আমি বলেছিলাম, একটু ড্রিঙ্ক করে যান, আমার ঘরে এসে বসুন, কিন্তু কিছুতেই লোকটি রাজী হয়নি। মে সংবাদ দিল।

যদি সেই লোকটাকে আবার দেখ, সঙ্গে সঙ্গে পুলিস হেড কোয়ার্টারে ফোন করবে, সবসময় চোখ-কান সজাগ রাখবে বুঝলে তো? ডোনোভান বলল।

অ্যাডমসকে প্রয়োজনীয় তথ্য সব জানাতে হবে, ডোনোভান সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল মে'র সঙ্গে কথা শেষ করে।

।। সাত ।।

গম্ভীর মুখে চুরুট খাচ্ছিলেন মেহগিনি কাঠের বিশাল টেবিলের ওপাশে বসে, পুলিশ কমিশনার পল হাওয়ার্ড। একান্ন বছর বয়স এখন হাওয়ার্ডের, অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খি তিনি। তাঁর ধারণা রাজনীতি পুলিসের চাকরির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর বেশ ভাল সংযোগ আছে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে। তিনি দিনরাত এই উচ্চাকাঙ্খা মনের মধ্যে ধরে রাখেন যে তিনি শীঘ্রই একজন সেনেটার হতে পারবেন, এই যোগাযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করেই।

ঘুষ নিয়ে, তিনি বর্তমানে পুলিসের চাকরিতে উন্নতির শিখরে উঠেছেন। তিনি অনেক বড় বড় অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছেন। মোটা উৎকোচের বিনিময়ে তিনি এমন ভাব করেন যেন তিনি কিছুই জানে না, বোঝেন না। যেসব দুর্নীতি বর্তমান প্রশাসনে চলছে সবই তাঁর জানা। ঘুষ এই একটি শব্দ আছে সব কিছুর মূলে। তিনি নিজের মুখ সবসময় বন্ধ রাখেন, ঘুষ নিয়ে।

ক্যাপটেন্ জো মটলি চুরুট খাচ্ছিলেন, জানলার পাশে একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে, পল হাওয়ার্ডের কাছ থেকে কিছুটা দূরে। একটা কারণেই তাঁর চাকরিটা এখনো বজায় আছে। কারণটা হল, ইনি পুলিস কমিশনারের বড় সম্বন্ধী। মটলি লোক চিনতে পারেন খুব ভাল। পুলিস বাহিনীতে তার মতো দুটি লোক নেই, কাজে ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে। মেয়েছেলে আর ঘুষ একটিতেও হাওয়ার্ডের অরুচি নেই। মটলি বুঝতে পেরেছিলেন পল হাওয়ার্ড পুলিস কমিশনার হবার পর। তিনি নিজের ছোট বোন গ্লোরিয়াকে টোপ হিসাবে হাজির করলেন হাওয়ার্ডের সামনে, একদিন নিজের চাকরি বাঁচানোর জন্য। গ্লোরিয়াকে হাওয়ার্ড বিয়ে করলেন বোকার মত সেই টোপ গিলে। গৃহের শান্তি বজায় রাখতে হলে সম্বন্ধী জো মটলির পেছনে লাগা তাকে বন্ধ রাখতে হবে বিয়ের ঠিক একমাস পরেই হাওয়ার্ড বুঝতে পারলেন।

তাঁর চাকরি আর যেই খাক্ পুলিস কমিশনার খাবে না একথা বুঝতে পেরে মটলি হাফ ছেড়ে বাঁচল। এই মার্ডার কেসের সমাধান চাই সাতদিনের মধ্যে। হাওয়ার্ড মটলির দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, উল্টোদিকে বসে থাকা অ্যাডমসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। যে করেই হোক

খুনীকে ধরা চাই, তোমার অধীনে এখন যত কাজের লোক আছে সবাইকে এই মুহূর্তে কাজে লেগে যেতে বল।

মটলিকে হাওয়ার্ড বলল, আমায় আগে জানাওনি কেন যে এ শহরে এরকম একটা পতিতালয় আছে, ছিঃ ছিঃ সমস্ত বাড়িটাই গণিকায় ভর্তি। এ শহরের কোন নোংরা বাড়ি নেই তোমার কথার সাপেক্ষেই আমি কাগজের লেখকদের কাছে গর্ব করে বলেছি। আবার বলল হাওয়ার্ড।

আমি তো সত্যি কথাই বলেছি, মুখ টিপে নিঃশব্দ হাসি হেসে বলল মটলি তার ভগ্নিপতির কথা শুনে। এ শহরে প্রচুর পতিতালয় ছিল, এখনও আছে। কিছুদিন পর পর ওগুলো চালু হয়। কারণ মাঝে মাঝে আমরা রেইড করে ওগুলো বন্ধ করে দিই। হাওয়ার্ড বললেন, একথা যদি সত্যি হয় তবে এটাকে কেন বন্ধ করনি। সীন ও ব্রায়েন ও বাড়ির মালিক। কঠোর চোখে তাকিয়ে মটলি বলল।

তুমি খুব ভাল ভাবেই জানো পল কেন বন্ধ করিনি। হাওয়ার্ড নরম হয়ে গেলেন সীন ও ব্রায়েনের নাম শুনেই। ফুটো বেলুনের মত মুখখানা তার শুকিয়ে গেল, পূর্বে যে মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। মুখ নীচু করে নিজের জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাডমস, এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে হাওয়ার্ড দেখে নিলেন।

হয়তো সীন ও ব্রায়েনের আসল ভূমিকা কি অ্যাডমস জানে না। অথবা মটলির কথা সে শুনতে পায়নি, এটাই হাওয়ার্ড ধরে নিলেন।

কিন্তু অ্যাডমসের কানে মটলির কথা ঠিকই পৌঁছেছে সীন ও ব্রায়েন যে পার্টির পেছনে আছে, একথা অ্যাডমস ভালভাবেই জানে। ওই ব্যক্তিই পার্টিকে টাকাকড়ি যোগায়। কেউ জানে না, ও' ব্রায়েনের এই গুরুত্বের কথা একমাত্র পুলিসের উচ্চপদস্থ অফিসার ছাড়া যে পার্টির নেতা সেই এককথায় বলতে গেলে।

যাক্‌গে, এবার বল তুমি কতদূর এগিয়েছ। হাওয়ার্ড অ্যাডমসকে বললেন, তিনি নিশ্চিত যে ও' ব্রায়েনের আসল ভূমিকা অ্যাডমস জানে না। মেয়েটির ঘর থেকে বেরিয়ে সেই রাতে একজন লোক উর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, আমরা তার চেহারার বিবরণ পেয়েছি। তদন্ত করার ভারও দিয়েছি ডোনোভানকে অ্যাডমস বলল। তুমি নিজেই এ ভারটা নিতে পারতে, আবার ডোনোভানকে দিলে কেন? বিরক্ত স্বরে হাওয়ার্ড বললেন।

মুখ টিপে হেসে মটলি পুনরায় বলল, অহেতুক ব্যস্ত হও তুমি, পল। এত উত্তেজনা আর শোরগোলের কি আছে? একটা গণিকার খুনের ব্যাপারে?

কেন আমি এত ব্যস্ত হচ্ছি বুঝবে, কাল সকালের কাগজটা আগে বেরোক, হাওয়ার্ড বললেন।

রিপোর্টাররা চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে আমার, তোমার নিশ্চয়ই নয়। ওর অপদার্থতার নিন্দা করে আসছে খবরের কাগজের লোকরা বহুদিন ধরেই বলল মটলি, কিন্তু লোক খারাপ নয় ডোনোভান। আমি মনে করি ডোনোভানকে সেই সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে ওর হারানো সুনাম আবার ফিরে আসে, যদি ও এই কাজটায় সফল হয়। মটলি বলল, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি। বেশ তো? ক্লাবে যাব রাত্রে চুলটা ছেঁটে। নাচের পার্টিতে গ্লোরিয়া আসবে বলেছে। আসছ না কি তুমি?

হাওয়ার্ড বললেন ঠিক বলতে পারছি না, খুব ব্যস্ত আছি এই খুনের তদন্ত নিয়ে। তুমি কেন ক্লাবে যাবে না, তার জন্য। অ্যাডমসই এ কেসটা দেখছে। ওই ঠিক পারবে।

আমার হাতে এখন অনেক কাজ, তুমি এখন যেতে পার। মটলি বলল, তোমার অনুপস্থিতি গ্লোরিয়াকে ম্লান করবে। এবার ফল ফলল মটলির শেষ চালে। অ্যাডমসের উপস্থিতির কথা ভেবে থেমে গেলেন, যদিও গ্লোরিয়ার নাম শুনে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমার কাজ শেষ করতে পারলে আমি যাব, হাওয়ার্ড বললেন, তুমি যেতে পার, একটু হয়তো দেরী হবে আমার।

পুলিসের চাকরী করে কি করে এমন বৌ-পাগল লোক অ্যাডমস মনে মনে বলল, নক্কারজনক! আত্মহত্যা করা অনেক সোজা বৌয়ের গোলামী করার থেকে।

হাওয়ার্ড অ্যাডমসকে নিয়ে আবার শুরু করলেন, আর কাউকে খুঁজে পাওনি তুমি ঐ লোকটি ছাড়া তাড়াতাড়ি কি কেসটা মিটবে? ঘরের কোথাও কোন প্রমান খুনী রেখে যায়নি, অ্যাডমস বললেন, আমার মনে হয় কেসটা ভোগাবে। ঘরের সব জিনিসপত্র ঠিক আছে, কোন মোটিভ

নেই খুনীর। খুব কঠিন ব্যাপার এই গণিকা খুনের রহস্য ভেদ করা। খুব কষ্টের ব্যাপার হবে তাকে ধরা, এটা খুবই সত্যি কথা। যদি না সে ঠিক এমনিভাবে আর একটি গণিকাকে খুন করে। হয়তো ব্ল্যাকমেইল করতে গেছিল মেয়েটি খুনীকে। এটা আমরা মোটিভ হিসাবে ধরে নিচ্ছি, আর লোকটি তাকে মুখ বন্ধ করার জন্য খুন করে অনোন্যপায় হয়েই। মেয়েটির পক্ষে ব্ল্যাকমেইল করা সম্ভব এমন কিছু আমরা সবকটা ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও পাইনি।

হাওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন। লোকটি কি খুব উপযুক্ত খুনী হিসাবে, তুমি কি মনে কর? সেকি পেশাদার খুনী? লোকটি একেবারেই পেশাদার খুনী নয় একথা অ্যাডমস বললেন আমার তাই মনে হয় স্যার। মেয়েটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে রেখে যেত, শ্বাসরোধ করার পর যদি সে পেশাদার খুনী হত।

মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে সামনের দিক থেকে। কোন রকম হৈ চৈ সে করেনি কারণ সে মারা যাবার পূর্বেই খুনীকে দেখতে পেয়েছিল। তাঁর চিৎকার এ বাড়ির অন্যান্য কেউ শুনতে পায়নি। চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে হাওয়ার্ড বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

খুনীকে যেমন করে হোক ধরা চাইই, অ্যাডমস তুমি তোমার তদন্তের কাজে লেগে যাও। ডোনোভান যতটুকু পারে করুক। অ্যাডমস উঠে পড়ে বললেন, কাজ আপনি যথাযথ পাবেন স্যার।

।। আট ।।

যে সরকার বর্তমানে দল চালাচ্ছে গত তিন বছর ধরে তাদের কোটি কোটি টাকা ঢেলেও ব্রায়েন তাঁর কলকাঠি নেড়ে চলেছেন। সীন ও' ব্রায়েন স্বয়ং দলের কর্তা বড়কর্তারা একথা জানেন। অবশ্য সবাই জানে না। তিনবছর আগে খুব শোচনীয় ছিল তাদের আর্থিক অবস্থা। যে দলটি বর্তমানে রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতায় বসে আছে। হঠাৎ তাদের সামনে ঈশ্বরের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হলেন সীন ও' ব্রায়েন আশীর্বাদের মত।

মাদকের চোরা কারবার করতেন সীন ও' ব্রায়েন নিজে। কেউই তাকে দেখেনি দলে যে সকল অন্যান্য লোকজন ছিল, সেই দুজন ছাড়া যারা ছিল ওনার ডানহাত এবং বাঁ হাত। তার দল ছত্রভঙ্গ করে ফরাসী পুলিস, পেছনে লাগে এবং জেলে ঢোকায় তার বিশ্বস্ত লোকজনকে। ও' ব্রায়েনের দুই চেলাই তাদের মধ্যে ছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লিন্ট শহরে ও' ব্রায়েন এসে আশ্রয় নেয়, ফরাসী পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কোনোমতে পালিয়ে আসে, অবশ্য কোটি কোটি টাকা সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সে স্থির করল যে রাজনৈতিক দলকে পরিপুষ্ট করাই হবে তাঁর একমাত্র কাজ। কারণ এত টাকা দিয়ে সে কি করবে ভেবে পেল না। পার্টির টাকা কোথা থেকে আসবে এ বিষয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলেন দলের নেতা এড্ ফেবিয়ান। তখন তিনি জানতে পারলেন, ও' ব্রায়েন তার দলকে বিশাল অর্থ সাহায্য করতে চায়। এবং তিনি সাগ্রহে রাজী হলেন। কতদিনের মধ্যে দলকে টাকা শোধ করতে হবে অথবা এত টাকা সে কোথা থেকে পেল। সে কথা একবারের জন্যও ফেবিয়ান জানতে চাইলেন না।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর দল চাঙ্গা হয়ে উঠল। এবং তারা সরকারে ফিরে এল ও' ব্রায়েনের অর্থ সাহায্যে। ও' ব্রায়েনের হাতের পুতুলে ততক্ষণে পরিণত হয়েছেন ফেবিয়ান। তাঁর বয়সও তখন বেড়ে গেছে। আগের মত সেই সংগ্রামী মনোভাব আর নেই।

তিনি শুধু এটুকু জেনেই খুশী যে পার্টি ফান্ডে কত টাকা জমা পড়ল। নীরবে সমস্ত কিছু পালন করে যাচ্ছেন এর্ড ফেবিয়ান, দলকে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন যেহেতু ও' ব্রায়েন সেইহেতু তাঁর নির্দেশ মান্য করতে হচ্ছে। সীন ও' ব্রায়েনের হাতে এখন দলের আসল কর্তৃত্ব। একজন পুরনো সাকরেদের দেখা পেয়েছিল ও' ব্রায়েন এখানে এসে। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুদিন যোগাযোগও ছিল। হঠাৎ লোকটি ধরা পড়ে যায়, তারপর তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিচারক কুড়ি বছরের জন্য। সমস্তই জানিয়ে দিয়েছে সেই লোকটি পুলিশকে জেলে যাবার আগে ও' ব্রায়েনের বর্তমান কার্যকলাপ সম্বন্ধে।

ফেরারী আসামী তখন ও' ব্রায়েন নিজেই, নিজের ছবি সেজন্য সে কোন কাগজেই ছাপতে দেয়না। এখন তাকে জেলে পোরার কোন ক্ষমতাই পুলিসের নেই এবিষয়ে সে নিশ্চিন্ত, কারণ

ক্ষমতায় তাঁর দল যতদিন আছে ততদিন তো নয়ই। তাঁর স্বভাব সে লোকের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে না এবং সে একটু নির্জনতা ভালবাসে। সে এখন দিন কাটায় বিশাল বাংলোয় বসে, সেটা নাকি নদীর ধারে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হাজার চেষ্টা করলেও বাইরের লোক তাঁর খোঁজ পাবে না, কারণ বাড়ির পেছনে নদী, বাড়ির বাইরে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ির চারপাশে তিন একর বাগান।

বাংলোর দিকে এগিয়ে চললেন গাড়ি থেকে নেমে পুলিস কমিশনার পল হাওয়ার্ড। সামনেই দাঁড়িয়েছিল সালিভান, ও' ব্রায়েনের নিরাপত্তা রক্ষী সে।

দু'চোখে তাঁর বিস্ময় ফুটে উঠল পল হাওয়ার্ডকে দেখতে পেয়ে। পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিল সালিভান প্রথম জীবনে।

পল হাওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন, মি, ও' ব্রায়েন বাড়িতে আছেন কিনা। খুব ব্যস্ত আছেন উনি এখন, তবে হ্যাঁ স্যার, উনি বাড়িতেই আছেন সালিভান বলল।

পল হওয়ার্ড বললেন, আমি দেখা করতে এসেছি িশেষ প্রয়োজনে, একথা ওকে গিয়ে জানাও। সালিভান সরে দাঁড়াল, পথ ছেড়ে দিয়ে বলল স্যার আমি পারবনা, আপনি নিজেই যান। একটা সুরেলা মিষ্টি গান তাঁর কানে ভেসে এল বাংলোর ভেতর থেকে যখন পল হাওয়ার্ড কিছুদুর এগিয়ে গেছেন। সংগীত শোনাচ্ছে কোন মেয়ে। চোখ বন্ধ করে, দু'হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে জড়ো করে রেখে এক বিশাল আর্ম চেয়ারে বসে আছেন ও ব্রায়েন। তিনি দেখতে পেলেন যখন তিনি গানের সুর অনুসরণ করে একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। গান গাইছে ও সুললিত হাতে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

একটি মেয়ে ঘরের এক কোণে পিয়ানোর সামনে বসে। মুগ্ধ হয়ে গেলেন পল, মেয়েটিকে দেখে। সত্যিই সুন্দরী সে। কামনা-মদির ভাব ফুটে উঠেছে তার পাতলা দুটি ওষ্ঠে, টি-কালো পাতলা নাক, চোখ দু'টি সবুজ, ফর্সা গাত্রবর্ণ। তাঁর আগের ধারণা দূর হয়ে গেল এই মেয়েটিকে দেখে, কারণ এতদিন তিনি ভাবতেন এই শহরে তাঁর স্ত্রী গ্লেরিয়ার মত সুন্দরী আর নেই। পুলিস কমিশনার পল হাওয়ার্ড ঈর্ষান্বিত হলেন ও' ব্রায়েনের প্রতি মনে মনে। স্বগোতক্তি করলেন তিনি, যদি এমন একটি মেয়েকে পেতাম যে ঠিক এইরকম সুন্দরী। দেখতে সুন্দর ও সুপুরুষ ও' ব্রায়েন বড় বেশী হলেও বয়স চল্লিশ হবে তাঁর। কিন্তু ও' ব্রায়েনের সরু গোঁফ ও উন্নত ভ্রূ দেখলে মনে হয় কোথায় যেন এক চাপা শয়তানি লুকিয়ে আছে তাঁর চোখে মুখে সৌন্দর্য সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও।

যখনই সে পলকে দেখতে পেল, গান মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে, চমকে উঠল মেয়েটি। বললেন, পল হাওয়ার্ড, আমি দুঃখিত আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। কিছু গোপনীয় কথাবার্তা বলতে চাই, বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি মিঃ ও' ব্রায়েন। আপনার গানটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করল ও' ব্রায়েন এ কথা বলার পর। গিল্ডা, ইনি পুলিস কমিশনার পল হাওয়ার্ড, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে পরিচয় করিয়ে দিল। আর ইনি আমার ভাবি স্ত্রী, গিল্ডা ডোরম্যান, বুঝলেন মি হাওয়ার্ড?

পল হাওয়ার্ড হাসিমুখে বললেন, আপনাদের দু'জনকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। মেয়েটির দু'চোখে ভীতি ফুটে উঠেছে পল দেখতে পেলেন, যদিও সে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করল হাসিমুখে। ও' ব্রায়েন জিজ্ঞেস করল, কমিশনার কি একটু ড্রিঙ্ক করবেন? ইতস্ততঃ করে পল বললেন, কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে এবং ড্রিঙ্ক একটু করতে পারি। অপছন্দ হচ্ছে তার উপস্থিতি এ কথা মেয়েটি বুঝতে পারল। দু'জনের সামনে দুটি গ্লাসে পানীয় এনে দিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও' ব্রায়েন জানতে চাইল, এবার বলুন কমিশনার আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন। পল বললেন, কোন সংবাদ রাখেন কি ২৫ নম্বর লেসিংটন অ্যাভিনিউ সম্পর্কে? ডানদিকের ভুরু তুলে ও' ব্রায়েন জানতে চাইল কি ব্যাপার বলুন তো?

ঐ বাড়ির মালিক তো আপনিই? হ্যাঁ কি হল তাতে? ব্রায়েন বলল।

একটি মেয়ে খুন হয়েছে ঐ বাড়িতে গত রাত্রে, পল হাওয়ার্ড বললেন। যে মেয়েটি খুন হয়েছে সে ছিল একটি গণিকা। খালিকুঠি বলি আমরা ঐ বাড়িকে পুলিসী ভাষায়, গণিকাদের আস্তানা ছিল ঐ বাড়িটা, একথাটাও জানা উচিত। আর চারটে মেয়ে তাদের আপত্তিজনক কারবার চালিয়ে যাচ্ছে ঐ বাড়িতে, আমাদের কাছে এ খবরও আছে।

নিজের মুখকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখলো ও' ব্রায়েন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে-সুস্থে গ্লাসের সবটুকু পানীয় শেষ করে সে বলল, মেয়েটির নাম কি?

ছেড়ে দিন আপনাকে ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

পল হাওয়ার্ড উত্তর দিলেন, কে কার্সন মেয়েটির নাম। ও' ব্রায়েনের চোখ দু'টো নিমেষের জন্য কুঁচকে গেল, কিন্তু মুখের ভাব অপরিবর্তিত রইল। লক্ষ্য করলেন সেটা পল হাওয়ার্ড।

প্রশ্ন করল ও' ব্রায়েন, কিছু জেনেছে কি কাগজের লোকেরা?

পল হাওয়ার্ড জবাব দিলেন, খবরটা ওদের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানাতে হবে। ব্যাপারটা তার আগে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে নিই একথা মনে হল।

ও' ব্রায়েন প্রশ্ন করল, কি করে জানলেন আপনি যে ও বাড়িটা আমার? উত্তর দিলেন পল হাওয়ার্ড, আমায় বলেছে ক্যাপটেন্ জো মটলী। কোন সন্দেহ নেই এখন যে ও' ব্রায়েন নিজেই ওই বাড়িটার মালিক। তাঁকে হয়তো ভিত্তিহীন কথা বলেছে মটলী একথা পল ভেবেছিলেন।

ও' ব্রায়েন মন্তব্য করল, বড় বেশী বাজে কথা বলে মটলী। আবার জানতে চাইলেন পল, কোন প্রমাণ আছে কি যে আপনি ঐ বাড়ির মালিক?

নিশ্চয় আছে, কেন থাকবে না? ওটা কিনেছিল আমার অ্যাটর্নী। ও' ব্রায়েন বলল, আমিই যে ওর আসল মালিক একটু বেশী খোঁজাখুঁজি করলে প্রমাণ হয়ে যাবে।

পল প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনি ঐ দেহ ব্যবসায়ী মেয়েগুলোকেও চেনেন, যারা ওখানে বাস করে?

ও' ব্রায়েন ঘাড় নেড়ে বলল, অবশ্যই চিনি। মোটা বাড়িভাড়া দেয় ওরা ওদের তো অন্নসংস্থান চাই একটা। সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলছি একটু অপেক্ষা করুন। সে একটা নম্বর ডায়াল করল রিসিভার তুলে একথা বলার পর 'হ্যালো টাক্স,' একমুহূর্ত অপেক্ষা করার পর ফোনে বলল, একটা কাজ তোমায় দিচ্ছি শোনো, বাড়ি থেকে সব মেয়েকটিকে ঘাড় ধরে বের করে দাও, ওখানে যে কটা খারাপ মেয়ে থাকে। এখুনি যাও পঁচিশ নং লেসিংটন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে। চারটে ওরকম মেয়ে থাকে ওই বাড়িতে এটুকু আমি জানি বলেই মনে হয়।

ওদের পরিবর্তে চারজন পুরুষমানুষকে ওদের খালি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকিয়ে দাও। পেশা যাইহোক লোকগুলো যেন ভাল ও ভদ্র হয়। বুঝেছো দু'ঘণ্টার মধ্যে কাজটা সেরে ফেলবে। এবার ও' ব্রায়েন হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল রিসিভার যথাস্থানে রেখে। সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল যাক্। ও বাড়িতে যারা থাকে সবাই ভদ্রলোক, কেউ গণিকা নয় খবরের কাগজের লোকেরা গিয়ে বুঝতে পারবে সব কথাই ভিত্তিহীন।

পল হাওয়ার্ড বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম আমিও আংশিকভাবে এতক্ষণ পরে, তবে ভাবতেই পারিনি যে এত সহজ ভাবে আপনি সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন।

ও' ব্রায়েন কাঁধ শ্রাগ করে বলল, এরকম ভাবনা আপনার হবে কেন? অন্য অনেক ব্যাপার আছে যা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাতে পারেন। আমি এমনই একজন দক্ষ ব্যক্তি যে, যে কোন ঝামেলা থেকে বাঁচতে এবং বাঁচাতে পারি। সে উত্তর দিল একটা চুরুট ধরিয়ে।

কমিশনার এবার বলুন, মেয়েটির খুনী কে?

পল বললেন, এখনও তা বলতে পারব না, কে কার্সন খুনীকে মনে হয় চিনতে পেরেছিল, তবে কোন সূত্র রেখে যায়নি। ওর বুকের সামনের দিক থেকে একটা বরফ কাটা গাঁইতি বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ শুনতে পায়নি কের চিৎকার, আশে পাশে যারা ছিল।

জানতে চাইল ও' ব্রায়েন, কে তদন্তকারী এই খুনের?

পল জবাব দিলেন লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস আর সার্জেন্ট ডোনোভান। একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক হয়তো সেই লোকটাই খুনী, এমন একটা লোকের চেহারার কিছুটা বিবরণ পাওয়া গেছে। সামান্যক্ষণ চিন্তার পর, ও' ব্রায়েন বলল, তাই নাকি। আচ্ছা বিবরণটা একবার বলুন তো শুনি।

সুপুরুষ, লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ এরকমটাই শুনেছি। ধূসর রঙের স্যুট পরিধানে ছিল।

ও' ব্রায়েন বলল, খুনীকে সনাক্ত করার পক্ষে এখবর পর্যাপ্ত নয়।

হাওয়ার্ড বললেন, খুনী যাতে ধরা পড়ে আমরা সেই চেষ্টাই চালাচ্ছি, আর কোনো খালি কুঠি আছে কিনা আপনার এই শহরে, ঠিক করে বলুন তো।

ও' ব্রায়েন, অবহেলার সুরে বলল, হয়তো আছে, দু-একটা খালি কুঠি থাকলেও থাকতে পারে কারণ আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে। আজকের মত আমায় ছেড়ে দিন, কমিশনার সাহেব। আমার হাতে অনেক কাজ আছে, কিছু মনে করবেন না। আর প্রতিটি কপি আমার চাই এই খুনের ব্যাপারে যখন যেমন রিপোর্ট আপনি পাবেন এককপি টাইপ করে সঙ্গে সঙ্গে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

কমিশনার বললেন, শুনুন মিঃ ব্রায়েন বাইরের কাউকে পুলিশের রিপোর্ট দেওয়ার নিয়ম আমাদের নেই। তবে আমি নিজে মাঝেমাঝে এসে খবরটা জানিয়ে যাব আপনি যখন বলছেন, যদিও কাজটা বেআইনী। কঠিন চোখে ও' ব্রায়েন বলল, কমিশনার, আমার ঐ রিপোর্টগুলো চাই ই।

সামান্য থমকে গিয়ে কমিশনার বললেন, আচ্ছা তাই হবে। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল পলকে ও' ব্রায়েন নিজে এসে। গম্ভীর মুখে তারপর সে কি যেন ভাবতে লাগল দরজা বন্ধ করে, পল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে যাবার পর।

গিল্ডার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে, গিল্ডা তাকে একদৃষ্টিতে দেখছে দরজা সামান্য ফাঁক করে, তার পেছনের ঘরের ভেতর থেকে। ও' ব্রায়েন তা দেখতে পেল না।

।। নয় ।।

কে কার্সনের খুনের ব্যাপারে আলোচনা করছিল। সার্জেন্ট ডোনোভান তার সহকারী ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড ডানকানের সঙ্গে। কার পার্কের যে অ্যাটেন্ডাটটি সেই বারে ডিউটিতে ছিল সেটা কে কার্সনের বাড়ির সামনে, তাদের কানে এসেছে অ্যাটেন্ডাটটির খাতা চুরি গেছে। সেই লোকটাই খাতা সরিয়েছে, যে লোকটা ধূসর স্যুট পরে এসেছিল, আমারও তাই মনে হয় ডানকান বলল, খাতায় যে ওর গাড়ির নম্বর আছে লোকটা জানত।

ডোনোভান বলল, কথাটা ঠিক, তবে খাতাটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে। ওর খাতাটা যদিও নিয়ে থাকে কি কি তথ্য তাহলে এতক্ষণে আমরা যোগাড় করতে পেরেছি একটা নোটবই হিপপকেট থেকে বের করে পাতা উল্টে পড়ে যেতে লাগল ডোনোভান।

একটি লোক সবুজ রংয়ের লিংকন মোটর গাড়ি এনে রাখে লেসিংটন অ্যাভিনিউর কার পার্কে, লোকটির পরনে ছিল ধূসর রংয়ের স্যুট। গতরাত্রে ঠিক তখন রাত ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। গাড়িটাকে সে হয়তো সমস্ত রাতই এখানে রাখবে, একথা সেই লোকটি বলে তাকে যে লোকটি ভিতরে ডিউটিতে ছিল। ঐ লোকটি একটি ট্যাক্সিতে চড়ে চলে যায় রাত দশটা নাগাদ মৃতা কে কার্সনকে নিয়ে। ওরা ব্লুরোজ রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল একথা জানা গেছে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে। কে কার্সনের সঙ্গে ঐ লোকটিই ছিল একথা ব্লুরোজের মালিক স্যাম ভার্সি যে বিবৃতি দিয়েছে তা থেকেই জানা গেছে। এর আগে তার সঙ্গীদের কখনোই ব্লুরোজে নিয়ে যায়নি কে কার্সন। লোকটিকে নিয়ে যখন সে যায় তখন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা দ্বিতীয় ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে জানতে পারি যে আবার তাঁরা দু'জন ট্যাক্সি চেপে রাত বারোটা নাগাদ কের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ফিরে যায়। সে খুন হয় রাত বারোটা নাগাদ, ডাক্তারের রিপোর্টে জানা যায়। ধূসর স্যুট পরা ঐ লোকটি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, একথা মিস্ ক্রিস্টি ঐ বাড়িরই আরেক বাসিন্দা জানায়। কার পার্কে গিয়ে ঢোকে লোকটি, সেখান থেকে আগেই খাতায় টুকে রেখেছিল তাঁর গাড়ির নম্বর অ্যাটেন্ডাটটি। ভয়ে অজানা লোকটি খাতাটাই সরিয়ে ফেলে পাছে কেউ জানতে পারে। সেটা আসলে তাঁর গাড়ির নম্বর নয়, এমন একটি নম্বর লোকটি অ্যাটেন্ডাটকে বলে যায় যাবার সময়।

ডানকান বলল, আমার সন্দেহ হচ্ছে একজনকে, মনে পড়ে একটা টেলিফোন এসেছিল যখন আমরা তদন্ত করতে যাই কে কার্সনের বাড়ি। আমরা যে মোটা লোকটার সঙ্গে কথা বললাম ব্যাংকে গিয়ে সেই টেলিফোনের সূত্র ধরে, তখন সে আমাদের বলল একটি মেয়ে নিয়ে ঐ বুথে কিছুক্ষণ আগে ফোন করতে ঢুকেছিল একটি বয়স্ক লোক। সেও নিজে ফোন করতে ঢুকেছিল

ঐ বুথে তার বৌকে সে কথা পরে বলল। ঐ বুথ থেকে সকালে একটার বেশী ফোন করা হয়নি, ও মিথ্যে বলেছিল, তা আমরা এক্সচেঞ্জে ফোন করে জানতে পারি। এখন মনে হয় আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো লোকটাকে চেপে ধরলে, কারণ ও যে মিথ্যে বলেছে সেটা ধরা পড়ে গেছে। ও হয়তো নিজেই সেই লোক, আমরা যাকে খুঁজছি। একথা কে বলতে পারবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট ডোনোভান এবং বলল তোমার ধারণা একেবারে অমূলক বলা যায়না বটে, এক্ষুনি গিয়ে তাকে জেরা করা দরকার, আর দেরী করছ কেন?

।। দশ ।।

ঘরে এসে তার আরাম কেদারায় বসল সীন ও' ব্রায়েন, যতক্ষণ না পুলিস কমিশনারের গাড়ি দূরে মিলিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল গিল্ডাও।

ও' ব্রায়েন গম্ভীর সুরে বলল, কথা আছে গিল্ডা, কাছে এসো। আরাম কেদারার হাতলে এসে বসল গিল্ডা। কে কার্সনকে মনে পড়ে গিল্ডা? তাঁর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে ও' ব্রায়েন জিজ্ঞাসা করল। অবশ্যই মনে পড়ে, গিল্ডা তাঁর দিকে রুক্ষ চোখে তাকিয়ে বলল, কিন্তু একথার মানে? তুমি নিশ্চয়ই জান, ওর কিছুটা ভালবাসা ছিল তোমার ভাই জনির সঙ্গে?

গিল্ডা উত্তর দিল, হ্যাঁ এ ব্যাপার তো সেই পুরানো দিনের, এ প্রসঙ্গ এখন আলোচনার অর্থটা কি?

গতকাল রাত্রে কে কার্সন খুন হয়েছে এজন্যই এ প্রসঙ্গ আসছে বলল ও' ব্রায়েন।

আতঙ্কে শিউরে উঠল গিল্ডা তাঁর বক্তব্য শুনে।

ভয়ে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

গিল্ডা তুমি কি বলতে পার কাল রাতে ফিরে এসেছিল কি জনী? প্রশ্ন করল ও' ব্রায়েন, প্যারাডাইস ক্লাবে আমার একজন লোক ওকে দেখেছিল, তুমিও কি ওকে দেখেছো? গিল্ডা নত মুখে, নিম্নস্বরে জবাব দিল, গতকাল রাতে ও শহরেই ছিল, আমার যতদূর জানা আছে।

ও' ব্রায়েন শান্তস্বরে প্রশ্ন করল, তোমার কি মনে হয় খুনটা কি জনিই করেছে? সোজাসুজি ও' ব্রায়েনের চোখের দিকে তাকিয়ে গিল্ডা বলল, কখনই একাজ জনি করতে পারে না। ও' ব্রায়ান বলল, সেটা তো তোমার অভিমত গিল্ডা। একথা তুমি বলছ, কারণ ওকে তুমি ভালবাস। যথেষ্ট বদনাম আছে জনিও খুব ভাল লোক নয়। পাঁচজনের আলোচনা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

গিল্ডা তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠল, আমি আবার বলছি একাজ জনি করেনি। জনিই খুন করেছে, তুমি এমন জোর দিয়ে বলছ কেন, তোমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে?

এসব কথা তোমায় নিজেই পুলিস কমিশনার বলে গেছেন, তাই নয় কি? কমিশনার কিছুই জানেন না জনির সম্পর্কে, তোমার ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত গিল্ডা।

গিল্ডা জানতে চাইল, তবে তুমি শুধু শুধু জনিকে সন্দেহ করছ কেন এ ব্যাপারে।

যথাসঙ্গত কারণেই করছি, এই শহরেই গতকাল রাত্রে জনি ছিল।

গিল্ডা হঠাৎ ভীষণ জোরে বলে উঠল, কিছুতেই একাজ জনি করতে পারেনা।

ও' ব্রায়েন জানতে চাইল, তোমার সঙ্গে কি ওর গতরাত্রে দেখা হয়েছিল।

গিল্ডা উত্তর দিল, ও টেলিফোন করেছিল, তবে দেখা হয়নি। আমাকে তুমি কেন আগে জানাও নি যে ও টেলিফোন করেছিল।

গিল্ডা বলল, সীন, আমি খুব লজ্জিত, ও বারণ করে দিয়েছিল তাই আর জানাতে পারিনি, এখন বুঝছি তোমায় জানানো উচিত ছিল। আমায় ফোন করেছিল কারণ ওর খুব টাকার দরকার পড়েছিল। তখন আমি ক্যাসিনোয় যাব বলে বেরোচ্ছিলাম। ও বলল যদি কিছু টাকা পায় তাহলে নিউইয়র্ক যাবে। আমি বললাম টাকা সঙ্গে নিয়ে যাব, ও যেন ক্যাসিনোয় চলে আসে। শেষ পর্যন্ত ও আসেনি। টাকা হয়তো যোগাড় করেছে অন্য কোথাও থেকে।

ও' ব্রায়েন বলল, তোমার কি মনে হয় টাকাটা কের কাছ থেকে যোগাড় করেছে।

গিল্ডার দু'চোখ ধারালো হয়ে উঠল বলল না, ও জানতই না যে কে কোথায় থাকে। তাছাড়া টাকা ও কের কাছ থেকে কখনই নিত না। ও কের ধারে কাছে ছিল না গতরাতে।

তা হলে তুমি বলছ তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি গতরাতে?

না, দেখা হয়নি, গিল্ডা জবাব দিল।

আমেরিকায় চলে গেছে ও তাহলে?

আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে, যে ও শীঘ্রই আমার সঙ্গে ওখান থেকে যোগাযোগ করবে। আমেরিকায়ই গেছে ও।

ও' ব্রায়েনের মাথায় এক ঝলক চিন্তাটা এল, জনিকে বাঁচাতে চাইছো না তো গিল্ডা? জনি হয়তো এই মুহূর্ত গিল্ডার অ্যাপার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে। ও' ব্রায়েন ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের স্টাডিরুমে ঢুকল, একটা নম্বর ডায়াল করল সে টেলিফোন তুলে দরজা বন্ধ করার পর, হ্যালো টাক্স বলছ?

টাক্সের গলা ভেসে এল অপর প্রান্ত থেকে। নীচু স্বরে জানতে চাইল। হ্যাঁ স্যার, কি করতে হবে বলুন।

আর একটা কাজ তোমায় দিচ্ছি শোন, এখুনি চলে যাও ৪৫ নম্বর ম্যাডেক্স কোর্টে। ওই অ্যাপার্টমেন্টটা মিস ডোরম্যানের। একটু ভালো করে নজর রাখবে চারিদিকে ওখানে গিয়ে, অবশ্য তোমায় যেন কেউ ঢুকতে না দেখে। গিল্ডার ভাই জনি হয়তো ওখানে আত্মগোপন করে আছে। আমার মনে হচ্ছে, যদি তাই হয়, তবে ওকে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে এসো, ওখান থেকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে গিয়ে। হয়তো এ কাজটা সহজ নয়, তবে তুমি এর আগে আরও অনেক কঠিন কাজ করেছো। আমি আপনাকে কাজটা করে ফোন করব, টাক্স বলল, আচ্ছা স্যার, এই কথাই রইল।

ওর মাথায় যেন আঘাত কোরো না, খুব মোলায়েম ভাবে কাজটা সাবতে হবে মনে রেখো। ট্যাক্স উত্তর দিলো—বসের চিন্তার কোন কারণ নেই। ও' ব্রায়েন বাইরে বেরিয়ে এল রিসিভার নামিয়ে রেখে দরজা খুলে, গিল্ডা কৌচে বসে আছে বসার ঘরে ঢুকে দেখল। তার পাশে এসে বসল ও' ব্রায়েন। সে বলল, কিছু মনে কোর না গিল্ডা। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে পরিষ্কার আলোচনা দরকার এবং তা তোমার ভালোর জন্যই। ভাল করে শোন, কয়েকটা কথা তোমায় বলছি। একটা ঝামেলা হয়েছিল কিছুদিন আগে তুমি, তোমার ভাই আর কে কার্সনের মধ্যে। এটা আমার মনে আছে। মাথা ঘামাবার মত কারণ এখন ঘটেছে তা জেনে বেখো। যদিও আগে ব্যাপারটা আমল দিইনি। আমার যে শত্রুর অভাব নেই এটা জেনে রেখো। আর তোমায় যে শীঘ্রই আমি বিবাহ করব তাঁবা সবাই জানে। যদি জনি গতকাল শুধু ওখানে গিয়ে থাকে তাহলে সুবিধা হবে আমার শত্রুদের, যদিও জনি খুন না করে থাকে। জনি একবার শাসিয়েছিল অতীতে কে-কে খুন করবে বলে। অনেকেরই হয়তো মনে আছে যারা আমার শত্রু। হয়তো তার অতীত নিয়ে পুলিস তদন্ত চালাবে। এজন্য আমার সবার আগে জানা দরকার তোমার সঙ্গে কের কি কারণে মনোমালিন্য হয়েছিল। জনির হঠাৎ মাথার গণ্ডোগোল হয়েছিল আমি এইমাত্র জানি, আর তুমি তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে বেখেছিলে কিছুদিন। গিল্ডা, আমার সম্পূর্ণ জানা দরকার আসল ব্যাপারটা কি?

কোনরকম ঝামেলায় পড় যদি জনিকে নিয়ে, তুমি আমায় তাহলে বিয়ে করো না সীন, গিল্ডা অনুরোধ করল।

গিল্ডা, আমি আর কাউকে বিয়ে করব না তোমাকে ছাড়া, মনস্থির করে ফেলেছি সম্পূর্ণভাবে। সবকিছু জানতে চাই শুধু ঝামেলা এড়ানোর জন্য। সব কথা খুলে বল আমায়। গিল্ডা বলতে আরম্ভ করল। বেশ, তবে বলছি শোন আমি আর কে প্রাণের বান্ধবী ছিলাম, একসময় আমরা দু'জনে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। ওর পার্টনার ছিল মরিস ইয়ার্দে, সে নাচত আর আমি গান গাইতাম। ভীষণ স্বার্থপর ছিল মরিস ইয়ার্দে, নীতিবোধ বলে কোন বস্তু ওর মনে ছিল না। আমার সঙ্গে একদিন কে আলাপ করিয়ে দেয় ওকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এসে। আমার দিনরাত অশান্তিময় হয়ে উঠল সেদিন থেকে, আমাকে অনুসরণ করতে লাগল মরিস ছায়ার মত। মরিসকে আমি কেড়ে নিচ্ছি একথা কে ভাবল। আমাদের দু'জনের মধ্যে বচসাও হল এই ব্যাপারে। আমি আজও একথা ভেবে পাই না কের মত মেয়ে কিভাবে প্রেমে পড়ল, ঐ রকম একটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির বাজে লোকের যে লোকটা হল মরিস ইয়ার্দে। আমি শেষ পর্যন্ত ঐ অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়লাম, এমনকি ঐ শহরও ছাড়তে হল কের সঙ্গে ঝগড়ায় বিরক্ত হয়ে, আর মরিস ইয়ার্দের জ্বালাতনে। মরিস ক্ষেপে উঠেছিল কে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে জানতে পেরে। মরিস নিজেই শহর ছেড়ে চলে যায় এবং নাচও ছেড়ে দেয়।

আমি আবার ফিরে এলাম মরিস চলে গেছে শুনে, কিন্তু কে ততদিনে নিজেকে বদলে নিয়েছে। মরিস চলে যাওয়ায় ও আর নাচ করেনি, পতিতা বৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। যুদ্ধ যখন শেষ হল, জনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর পেল তারপর তাঁর ওপর কের নজর পড়ল। মানসিক ভারসাম্য জনির হারিয়েছিল যুদ্ধে গিয়ে, মাতাল হত মদ খেয়ে সারাদিন, ভীষণ মেজাজ গরম করত সামান্য ব্যাপারে। জনি আমার ভাই কে জানতে পারল কিন্তু কে যে গণিকা একথা জনি জানতেও পারল না। কের এমন একটা ধারণা হয়েছিল যে আমার জন্যই মরিস এই শহর ছেড়ে এমনকি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

সেই ঘটনার ও প্রতিশোধ নিতে চাইল, জনির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে। আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম জনিকে কের বিষয়েও কর্ণপাত করল না, ক্ষেপে উঠল, মরিসের জন্য কে যেমন ক্ষেপে উঠেছিল জনিরও ঠিক তেমন হল। কে তাকে শুধু খেলিয়ে চলল, জনি অবশ্য একবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু কে তাতে কান দেয়নি। মেয়েটি যে গণিকা ছাড়া আর কিছু নয়, যাকে সে বিয়ে করতে চায়, একথা ঘটনাক্রমে জনি একদিন জানতে পারল। জনির মাথা গরম হয়ে গেল একথা জেনে, এবং দুর্দান্ত প্রহার করল কে'কে সোজা ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিল স্যাম ভার্সি হয়ত কোন কারণে। হয়ত সেদিনই কে জনির হাতে খুন হয়ে যেত যদি না স্যাম ভার্সি ওকে বাঁচাত। আমি জনিকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাই ঘটনাটা জানার পর। ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ডাক্তাররা বলেছেন পুরো একবছর ওখানে কাটানোর পর।

আমিই ওকে গতকাল বাড়ি ফিরিয়ে আনতে যেতাম। ডাক্তাররা ওকে ছুটি দিয়েছে জনিই একথা ফোনে জানাল।

গিল্ডা নীরব হল, একসাথে এত কথা বলার পর। থুতনিতে হাত বুলাতে বুলাতে চিন্তিত ভাবে ও'ব্রায়েন বলল, তাহলে জনি আর কের ব্যাপারটা স্যাম ভার্সি জানে। গিল্ডা বলল, হ্যাঁ কে কে বেদম মার মেরেছিল জনি ওর উপস্থিতিতেই।

স্যামের কাছে কি গতকাল জনি গিয়েছিল? ও'ব্রায়েন জানতে চাইল। গিল্ডা উত্তর দিল সেকথা আমি বলতে পারবনা।

ও'ব্রায়েন বলল ধরে নিলাম, জনি কে-র খুনী নয়, কিন্তু ঐ রহস্যময় লোকটি যে নাকি কের বাড়ি থেকে রাত দু'টোর সময় বেরিয়ে এসেছিল, সে যতক্ষণ না ধরা পড়ছে, সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির তালিকায় ততক্ষণ জনির নাম থাকবে। এসো, লাঞ্চের সময় হল এখন ওসব কথা থাক্। গিল্ডা বলল সীন আমি বাড়ি ফিরব এখন, জমাকাজ সব সারতে হবে। ও'ব্রায়েন তার হাত ধরে খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, যেখানে যাবার ইচ্ছে হয় যাবে আগে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে তারপর।

টাক্স ফোন করল, গিল্ডা ও'ব্রায়েনের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে বেরোবার কিছু পরেই। খবর কি টাক্স! ও'ব্রায়েন রিসিভার তুলেই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ আমি বস্ বলছি।

টাক্স বলল সুসংবাদ, গিল্ডার অ্যাপার্টমেন্টেই জনি ছিল, ওকে পেয়েছি। আমি পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব এখন ও তোমার দায়িত্বেই রইল, বুঝতে পেরেছ?

।। এগার ।।

কলিংবেল টেঁপার পরেই যে লোকটি এসে দরজা খুলে দিল, সার্জেন্ট ডোনোভান তাকে ঠিক চিনতে পারল, অথচ ডিটেকটিভ্ ডানকান চিনতে পারল না। ব্যাঙ্কে পার্কারের পাশে বসে এই লোকটিই কাজ করছিল। ডোনোভান জলদ স্বরে প্রশ্ন করল, মিঃ হল্যান্ড আপনি তাইনা? শুধু মাথা নাড়ল কেন্ নিরুত্তরে। কেন্‌কে তীক্ষ্ণচোখে সবিশেষ নিরীক্ষণ করছিল পাশে দাঁড়িয়ে ডোনোভানের সঙ্গী ডিটেকটিভ ডানকান্। সে ভ্রু-ভঙ্গী করল কেনের চালচলন দেখে। লোকটা কেন আমাদের দিকে এমন অপরাধীর মত তাকিয়ে আছে নিজের মনেই সে ভাবল, কি ব্যাপার? যেন টাকা লুকিয়ে রেখেছে বাড়িতে, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে মনে হচ্ছে ওর চাহনী দেখে। ডোনোভান বলল, আমরা কয়েকটি কথা বলতে চাই আপনার সহকর্মী মিঃ পার্কারের সঙ্গে দেখা করে। বলতে পারেন ওনার ঠিকানা কি? কেনের মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না, যদিও সে উত্তর দেবার জন্য মুখ খুলল। উত্তর দিচ্ছেন না কেন? কি হল আপনার, বলুন পার্কার কোথায় থাকেন? পুনরায়

জানতে চাইল সার্জেন্ট ডোনোভান উচ্চস্বরে। ওঃ পার্কার, শুকনো হেসে ঢোঁক গিলে বলল কেন্, এই পাশের রাস্তায় থাকেন উনি। কি যেন ইয়ে ১৪৫ মার্শাল, অ্যাভিনিউতে উনি থাকেন পকেট থেকে নোট বই বের করে মিঃ ডানকান। কেনের সামনেই ঠিকানাটা লিখে নিল টেলিফোন বুথ থেকে ওঁর স্ত্রীকে ফোন করবেন একথা কি আজ সকালে আপনাকে বলেছিলেন মিঃ পার্কার? আবার ডোনোভান বেশ চাপ দিয়ে প্রশ্ন করল। কৈ, নাতো, আমায় তো কিছুই বলেনি, কেমন ভড়কে গিয়ে জবাব দিল কেন্ না মানে সে রকম কিছু না তো। একথা তো ঠিক, টেলিফোন বুথে ওকে আপনি ঢুকতে দেখেছিলেন? কেন্ ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিল, ও হ্যাঁ বটে এখন মনে পড়েছে। মনে আছে তখন সময় কত? সে কথা তো মনে নেই কেন্ বলল। ডানকানকে বলল ডোনোভান কেনের দিকে অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করে। কোন লাভ নেই এখানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করে, চল যাই। তাঁরা দুজন গাড়িতে উঠল কেনের দিকে পিছন ফিরে। কেন্ নির্নিমেষে সেই দিকে চেয়ে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা চোখের সামনে থেকে না মিলিয়ে গেল।

ঘরে এল কেন্ সদর দরজা বন্ধ করে, দু'হাতে চেপে ধরে ইজিচেয়ারের পেছন দিকটা, কিছুক্ষণ দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগে বুকের ভেতর যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়েছিল, এই দুই পুলিস অফিসারকে দেখে তা এখনো থামেনি। তাঁর পা দুটো থরথর করে কাঁপছিল কেন্ অনুভব করল।

মনে মনে বলল কেন্ বড় জোর রক্ষা পেয়েছি। ওরা কি বুঝতে পেরেছে আমি ঘাবড়ে গেছি? নিজেকে একটু বশে আনতে হবে এবার থেকে। যদি কখনও আবার ওরা এসে হাজির হয় আগামী দিনে, তাহলেই ওরা সন্দেহ করবে আমি যদি এরকম থরথর করে কাঁপি।

তাঁর মনে পড়ল হঠাৎ পার্কারের কথা। তাঁর কাছ থেকে পার্কারের ঠিকানা নিয়ে গেছে ঐ দুই গোয়েন্দা অফিসার কিছুক্ষণ আগেই। সজাগ করে দিতে হবে পার্কারকে ওরা যাবার আগেই। কেন্ ডায়াল করল পার্কারের টেলিফোন নম্বর, অপেক্ষা করতে হলনা বেশি সময়, উল্টোদিক থেকে ভেসে এল পার্কারের স্ত্রীর গলা। কেন্ বলল, হ্যালো, আমি কেন্ হল্যান্ড কথা বলছি, একটু ডেকে দিন তো ম্যাক্সকে? পার্কারের স্ত্রী বলল, বাগানে দাঁড়িয়ে ম্যাক্স কথা বলছে, দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক আছে, ফোন রাখছি, হতাশ গলায় কেন্ বলল। আমি ফোন করেছিলাম ওকে একটু বলে দেবেন।

কেন্ টলতে টলতে মদের আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল রিসিভার রেখে দিয়ে। গলায় ঢেলে দিল গ্লাসে করে খানিকটা জল না মেশানো হুইস্কি।

ইতিমধ্যে পার্কারের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা দু'জন, তাঁর আর এখন কিছু করণীয় নেই। ইজিচেয়ারে এসে বসল কোনরকমে শ্রান্ত শরীর নিয়ে। এখন সে কি করবে ভাবতে লাগল একটা সিগারেট ধরিয়ে। তাঁর সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল যখনই মনে পড়ল, হয়তো ডানকান আর ডোনোভান পার্কারের সঙ্গে এখন কথা বলছে। ওদের বলে দেবেনা তো পার্কার সত্যি কথাটা ফাঁদে পড়ে। পুলিস জেরা করে বের করে নেবে না তো, যে কের টেলিফোন নম্বরটা পার্কারই তাকে দিয়েছিল। পার্কারের কি মনে আছে তাঁর হালকা ধূসর রঙের স্যুটটার কথা? তাঁর মাথায় এইসব উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরপাক করতে লাগল। চেয়ার ছেড়ে কেন্ উঠে দাঁড়াল। বসে থাকতে তাঁর ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। ইতস্ততঃ ভাবে তাকাতে লাগল সে সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে। পার্কারের বাড়ির সামনে পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখে আসবে ভাবল মোড়ের মাথায় গিয়ে। নিজেকে কেন্ সংযত করল অতিকষ্টে, ভাবল গেলে যদি সে তাদের চোখে পড়ে যায় তখন? একটা কথা কেনের মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল, ফিরে এসে যখন সে দরজা বন্ধ করছিল, তার হাত পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার অবস্থা হল অতিরিক্ত ভয়ে। কেন্ কার পার্কের অ্যাটেনডেন্টের খাতাটা চুরি করে এনেছিল সেই রাতে, যে রাতে কে কে খুন করা হয়। কিছুতেই তাঁর এখন মনে পড়ছেনা। কোথায় তারপর সে খাতাটা রেখেছে।

এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ যে, সেই স্যুটটার পকেটে খাতাটা ছিলনা, সে স্যুটটা ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে রেখে এসেছে, কারণ ও নিয়ে যাবার আগে সেই স্যুটটার পকেট নিখুঁত ভাবে খুঁজেছিল, দেখছিল কিছু ওর ভেতর আছে কিনা। কোথায় আছে তাহলে সেটা? পড়ে গেল নাকি রাস্তায়। একটা রক্তের হিমস্রোত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল, কথাটা মনে হতেই। ওটা নিশ্চয়ই

পুলিসের হেফাজতে আছে, যদি রাস্তায় পড়ে গিয়ে থাকে। কেনের গাড়ির নম্বর ওতেই লেখা আছে এটাই সবচেয়ে বড আতঙ্কের কারণ। ঐ খাতাটা নির্ভুল প্রমাণ যে কেন্ ঐ রাত্রে ওখানে গাড়ি পার্ক করেছিল। কোন'ও ভাবে যদি খাতাটা গাড়ির ভেতরই পড়ে গিয়ে থাকে এমনটাও তো হতে পারে বই কি। গাড়িটা এখুনি একবার খুঁজে দেখা দরকার, কেন্ উঠে পড়ল কথাটা মনে হতেই। তাঁর সদর দরজার দিকেই এগিয়ে আসছে পার্কার। বাগানের গেট খুলে, সদর দরজা খুলে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে যেতেই কেন্ দেখতে পেল। কেন্ আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করল, ম্যাক্স কি ব্যাপার। ক্লান্তি আর উত্তেজনার ছাপ চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ম্যাক্স পার্কারের। পার্কার, থেমে থেমে বলল ভেতরে চল কথা আছে। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল কেন্, ফিরে এল বসার ঘরে পার্কারকে নিয়ে। একটা গ্লাস পার্কারকে দিয়ে বলল, এবার বল কি হয়েছে? আত্মপ্রত্যয়িত ভাবে পার্কার বলল, একটা কথাও ওরা আমার কাছ থেকে জানতে পারেনি। ভীষণ বদমাইশ সার্জেন্টটা কে কে নাকি আমিই সেদিন ফোন করেছিলাম একথা বলল। ও বার বার আমায় চেপে ধরে, যতই আমি অস্বীকার করি। একটাই নাকি ফোন করা হয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে দশটা নাগাদ।

শেষকালে জোর করে কথা আদায় করার জন্য বলল। মানছি মশাই আপনি খুন করেননি, কিন্তু অন্ততঃ তাদের নামগুলো বলে দিন যারা ঐ কে মেয়েটার কাছে আসত। আমিও বার বার বলছি, আমার স্ত্রীকে ছাড়া আমি আর কাউকেই ফোন করিনি। যাচাই করে দেখতে চাইল লোকটা শেষকালে, সে বলল আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা জেনে নেবে। সে কথামত সেই কাজই করল। আমি সেদিন ওকে দশটায় ফোন করেছি কিনা বাড়ির ভিতর ঢুকে মেইজিকে সত্যিই সে জিজ্ঞাসা করল। ওর কথা শুনে বিপদের গন্ধ পেল মেইজি কারণ সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। সরাসরি বলে দিল সে যে ফোনটা সেই করেছিল। ওরা দু'জনেই ক্ষমা চাইল আমার কাছে চলে যাবার সময়। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল কেনের, যাক শুনে স্বস্তি পেলাম। আরাম করে চেয়ারে বসে সে বলল। পার্কার গভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিন্তু মেইজিকে সবকথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। কেন্ অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কি রকম হল? একথাও কি বলেছো যে তুমিও তাঁর ওখানে যাওয়া আসা করতে? এছাড়া পথ ছিলনা, বলতেই হল, পার্কার বলল, ওরা দু'জনে চলে যাবার পর মেইজি সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চাইল। ও ঠিক ধরে ফেলেছে আমি সার্জেন্ট ডোনোভানকে মিথ্যা কথা বলেছি। ব্যাপারটা কিন্তু ও খোলা মনে নিতে পারেনি, সব কথা শুনে মর্মাহত হয়েছে। হয়তো আমার পরিবারের শান্তি ব্যাহত হবে এর ফলে। তুমি সেদিন রাতে কের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলে নাকি? বলতো কেন্ সত্যি করে।

কেন্ উত্তেজিত হয়ে বলল,

আজেবাজে কথা বলছ কেন? কের অ্যাপার্টমেন্টে আমি সেদিন যাইনি, এখনও বলছি আগেও তোমায় বলেছি।

কেন্ তুমি আমায় মিথ্যা কথা বলছ, একথা আমার মনে হচ্ছে। পার্কার বলল, তোমার চেহারার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে, ওরা সন্দেহ ভাজন ব্যক্তির যে বর্ণনা দিল। কেন্ আবার ধমকে উঠল, বাজে কথা বন্ধ কর পার্কার, কেন তোমার বিশ্বাস হচ্ছেনা যে সেদিন আমি ওখানে যাইনি, বারবার বলা সত্ত্বেও। কেন্, আইনের তাতে কিছু যায় আসেনা, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি আর না করি, তবে একথা মনে রেখো, কখনই ওদের কাছে বোলোনা যে আমিই তোমায় ওর টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলাম, যে পরিস্থিতিই আসুক। এর মধ্যে আর আমায় জড়িয়ো না তোমায় মিনতি করছি। তুমি যদি মুখ খোলো তবে চাকরিটি আমি হারাবো, তোমার জন্যই আমার বাড়ির শান্তি নষ্ট হয়েছে। আমায় আর কেউ তখন চাকরি দেবেনা, প্রতিটি খবরের কাগজে যদি আমার ছবি ছাপা হয়। পার্কার বলল। তখন যেন আমায় ফাঁসিয়ে দিয়োনা কেন্, আজ হোক বা কাল তোমায় ঠিক গ্রেপ্তার করবে পুলিস। চুপ করবে তুমি দয়া করে, কেন্ ক্রোধে আর উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়ে বলল, আমার কথাটা একবারও ভাবছ না, শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছ। আমি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাব, তুমিই ভাববে তোমার কি করা উচিৎ, পার্কার বলল। কের কাছে যাবার জন্য তুমিই আমায় ইন্ধন দিয়েছিলে একথা ভুলে যেয়োনা পার্কার, কেন্ ক্রোধান্বিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, খুবই নির্বোধের কাজ করেছি তোমার কথা শুনে। আমি সেদিন কের

কাছে গিয়েছিলাম স্বীকার করছি। কিন্তু তা বলে আমি ওকে খুন করিনি। ও শোবার ঘরে ঢুকেছিল আমায় বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে, তারপর—

পার্কার চীৎকার করে উঠল, চুপ কর, তুমি আমাকেও ঐ খুনের চক্রে জড়াতে চাও এসব কথা বলে, তাইনা? আমার এসব শুনে লাভ নেই, কি ঘটেছিল বা তুমি কি করেছিলে, তোমায় আমি ঐ একটা কথাই বলে দিচ্ছি। তুমি কখনই পুলিসের কাছে বলবেনা যে, আমি তোমায় ওর টেলিফোন নাম্বারটা দিয়েছিলাম। তোমায় আমি কোন কিছুতেই জড়াবো না, ভয় পেয়োনা, কেন্ বলল, তবে একথাও তুমি অস্বীকার করতে পারনা যে নৈতিক দিক্ থেকে তুমিও কিছুটা দায়ী। আমি এই বিপদে পড়েছি তোমার কথা শুনেই। তুমি এবার চলে যাও।

পার্কার ঘর থেকে বিদায় নিল আর একটি কথাও না বলে। পার্কার চলে যাচ্ছে বাগানের ভিতর দিয়ে কেন্ জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল।

কেন্ স্বগোতোক্তি করল পার্কার আমার থেকেও বেশি ভয় পেয়েছে। ও চুপ করে থাকবে সেজন্য, কারোর সঙ্গে আলোচনা করবে না ব্যাপারটা নিয়ে। কেন্ কিন্তু বুঝতে পারল সে নিজে এক জটিল-আবর্তে জড়িয়ে গেছে। ঐ বাড়ি থেকে সেই রাত্রে তাকে বের হতে দেখেছে র‍্যাফায়েল সুইটি এবং আর একটি মহিলা। তাকে সন্দেহ করছে পার্কার খুনী হিসাবে, সে খুব অস্বস্তি বোধ করবে এখন পার্কারের কাছে বসে কাজ করতে। এবার তার দুঃস্বপ্নের সময় শুরু হল, কেন্ একথা বুঝতে পারল।

।। বার ।।

ব্লু রোজ নাইট ক্লাবে ঢুকল লেফটেন্যান্ট অ্যাডামস, তারপর দেখা করল সেখানকার মালিক স্যাম ভার্সির সঙ্গে। কি করতে পারি আপনার জন্য, বলুন লেফটেন্যান্ট, স্যাম বলল। আপনার মতো লোকেরা কচিৎ-কদাচিৎ এখানে পদার্পণ করেন। একটু ড্রিঙ্কস দেব, আপনার আতিথেয়তা কিভাবে করব, বলুন স্যার? আমি এখন ডিউটিতে আছি, স্যাম তোমায় ব্যস্ত হতে হবেনা। কয়েকটা প্রশ্ন তোমাকে গোপনে করতে চাই। ক্লদেৎ, স্যামের বউ একা বসে টাকা গুনছিল ভেতরের ঘরে, সেখানে স্যাম অ্যাডমস কে নিয়ে ঢুকল। টাকাপয়সা দেরাজে ঢুকিয়ে রেখে তাদের দেখে স্যামের বউ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অ্যাডমস বলল স্যাম আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি কে কার্সন সম্পর্কে। অবাক দৃষ্টিতে স্যাম তাঁর দিকে তাকাল। সে অনুমান করতে পেরেছিল, অ্যাডমস তাকে এই প্রশ্নই করবে।

অ্যাডমস জানতে চাইল সার্জেন্ট ডোনাভান স্যামের কাছে এসেছিল কিনা? স্যাম উত্তর দিল, হ্যাঁ, কয়েক ঘণ্টা আগেই এসেছিলেন ডোনোভান। তোমার কাছে যে আমি এসেছিলাম একথা বোলোনা যদি আবার তোমার সঙ্গে ডোনোভানের দেখা হয়, বললেন লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই খুনের তদন্তে নেমেছি। অ্যাডমস বলল, তদন্তের দিক দিয়ে সাবধানে থাকতে হবে। ব্যাপারটা ঘটার ফলে যতদূর মনে হয় রাজনৈতিক ঘোঁট পাকানো সুরু হবে। স্যাম বলল, নিশ্চিন্তে থাকুন স্যার আমার-আপনার মধ্যে আলোচনা কেউই জানতে পারবে না। বড় রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এখানকার রাজনীতিতে। খুব বেশি হলে কয়েক মাস অথবা বছর খানেকের ভিতর। লিন্ডসে বার্ট, মনে হচ্ছে গদীয়ান হবে। অ্যাডমস বলল টলায়মান অবস্থা তাদের এখন যারা সরকারের সামনে আছে। তোমার এবং আমার দু'জনেরই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ও তোমার কারবার অবশ্যই বন্ধ করে দিতে পারে গদীতে বসার পর, এটা স্যাম তোমার জেনে রাখা প্রয়োজন। হয়তো ও তোমায় নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে নাও পারে, কৃতজ্ঞতা বশে যদি তুমি এখন থেকে ওর সঙ্গে সহযোগিতা কর।

লেফটেন্যান্ট আমি বুঝতে পারলাম।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কি কে কার্সনের সেদিন রাতে দেখা হয়েছিল ঠিক করে বল।

হ্যাঁ হয়েছিল, স্যাম বলল। ওর সঙ্গে কি কেউ ছিল? অ্যাডমস প্রশ্ন করল। ধূসর রঙের স্যুট পরা সুদর্শন দীর্ঘদেহী একজন লোক ছিল তাঁর সঙ্গে, স্যাম বলল। সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝতে পেরেছি, অ্যাডমস বলল, আগে কি কখনও তাকে দেখেছিলে?

স্যাম বলল, না।

কে-কি তোমায় লোকটির সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানিয়েছিল? না, কে কিছু বলেনি, বলল স্যাম।

লোকটি কি ওর ব্যবসার খদ্দের না নিছক বন্ধু? অ্যাডমস জানতে চাইল।

বলতে পারছি না নিশ্চিতভাবে, স্যাম বলল। তবে ওদের দু'জনেরই খুব খুশিয়াল ভাব ছিল এটা লক্ষ্য করেছিলাম। কোনদিনই কে কখনও এখানে ওর খদ্দের নিয়ে আসেনি।

তাহলে কি লোকটাকে তোমার মনে হয় ওর বন্ধু, অ্যাডমস বলল। সে সম্পর্কে ঠিক বলতে পারছি না লেফটেন্যান্ট, কারণ আমার সঙ্গে কে লোকটির পরিচয় করিয়ে দেয়নি। আমার এও জানা নেই আদৌ ওর কোন বন্ধু ছিল কিনা।

আচ্ছা তোমার কি একথা মনে হয় যে লোকটির পক্ষে কোন মেয়েকে বরফ কাঁটা গাইতি দিয়ে খুন করা সম্ভব। অ্যাডমস জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর দিল স্যাম, না লেফটেন্যান্ট, খুনীর মত দেখতে লাগছেনা লোকটিকে। আমি এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ যে ও খুন করেনি। অ্যাডমস গম্ভীর মুখে বলল, তোমার কথাই হয়তো সত্যি। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুনের দায়টা ওর ঘাড়েই পড়ছে, এটাই তো মুস্কিলের ব্যাপার। ওকে কের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল কে মারা যাবার পর। এখন কথা হচ্ছে, ওর মোটিভ কি ছিল, যদি ওকে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আচ্ছা পরিস্কার করে বলত স্যাম কে কি রকম প্রকৃতির মেয়ে ছিল? লোকটি হয়তো ব্ল্যাকমেইলড্ হচ্ছিল ওর দ্বারা এমনটাও কি অসম্ভব? স্যাম জোরের সঙ্গে বলল, কখনই তা হতে পারেনা। আদৌ ঐ শ্রেণীর মেয়ে ছিলনা কে, মিঃ অ্যাডমস। ওকে অসৎ পথে নামতে হয়েছিল হয়তো ভাগ্য আর সময়ের চক্রান্তে, কিন্তু ও তেমন মেয়ে ছিলনা যে অত নীচে নামবে। একেবারে অসম্ভব ওর পক্ষে কাউকে ব্ল্যাকমেইল করা।

কেন তাহলে লোকটা ওকে খুন করবে? আচ্ছা লোকটা অসুস্থ মস্তিষ্ক ছিল না কি?

চোখ-মুখের ভাষায়ই ধরা পড়ে যারা পাগল, স্যাম বলল, কিন্তু লোকটাকে দেখে আমার তা মনে হয়নি, উপরন্তু একথা ভেবেছিলাম, যে কের ধারে কাছে ঐ শ্রেণীর একটি লোকের ঘোরাঘুরি করা বরং দৃষ্টিকটু। স্যাম তোমার মতামত কি, আর কে পারে ওকে খুন করতে? লেফটেন্যান্ট, হয়তো আমার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে, তবে গতকাল পাগলা গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছে জনি ডোরম্যান। অনেকদিনের রাগ ছিল ওর কের ওপর, হয়ত ঐ হত্যা করেছে কে কে। নিশ্চয়ই আপনি জানেন জনির সমস্ত ইতিহাস। তাই নয় কি?

অ্যাডমস উচ্চারণ করল। জনি ডোরম্যান! তারপর নীচুস্বরে বলল, হয়তো ভুল নয় তোমার অনুমান স্যাম, তুমি আমায় জানিও জনির এখনকার ঠিকানাটা তল্লাসী চালিয়ে, পারবে তো? আচ্ছা জানাব নিশ্চয়ই একথা বলে স্যাম কেমন গড়িমসি করতে লাগল।

আর হ্যাঁ একটা কথা, অ্যাডমস বলল, আমি সে ব্যবস্থা করব যাতে এই কাজের জন্য কিছু পাওনা দেয় পুলিস থেকে।

স্যাম বলল, শীঘ্রই বিবাহ হবে ও'ব্রায়েনের সঙ্গে জনির বোন গিল্ডার।

।। তের ।।

দরজার দিকে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে যেতে যেতে অ্যাডমস বলল—ব্যাপারটা তাহলে বেশ জট পাকাবে। কিন্তু এসব কথা কাউকে প্রকাশ করবে না। তাহলে, আমি চলি।

স্যাম বলল' লেফটেন্যান্ট আর তৃতীয় কেউ জানবেনা আপনি আর আমি ছাড়া।

নদীর ধারে অপেক্ষারত জাহাজে উইলো পয়েন্টে গিয়ে উঠল গাড়ি থেকে সীন ও'ব্রায়েন, যদিও জাহাজটা দেখাশোনার দায়িত্ব টাঙ্ক এর উপরে কিন্তু জাহাজের মালিক ও'ব্রায়েন স্বয়ং।

টাঙ্কই শুধু বেঁচে আছে, আর সবাই মারা গেছে যারা সীন-ও'ব্রায়েনের মাদক চোরাচালান-কারি দলের পুরোনো লোক, টাঙ্ক তাদেরই এই জাহাজে এনে আশ্রয় দেয় যদি কেউ ঝামেলায় পড়ে, তাঁর অন্ধকার জগতের বন্ধুরা। সে পিস্তল, ছোরা, আর রিভলভার চালনায় ওস্তাদ। দু'হাত ভরে টাকা পায় সে ও'ব্রায়েনের কাছ থেকে। যতই বিপদজনক অথবা কঠিন কাজ হোক টাঙ্ক সে কাজ সম্পন্ন করবেই।

জাহাজের নীচের ডেকে চলে এল টাক্স ও'ব্রায়েনকে সঙ্গে নিয়ে। একটা বন্ধ দরজা পাশেই, দরজা খুলল টাক্স পকেট থেকে চাবি বের করে। বাঙ্কের উপর শুয়ে আছে জনি গুটিশুটি হয়ে ও'ব্রায়েন দেখতে পেল টাক্সের সঙ্গে ভিতরে ঢুকেই, বাঙ্কের বাহিরে তার একটা পা ঝুলছে।

অবিকল গিল্ডার মত মুখটা জনির, ওইরকম তাঁর চোখা নাক ও মুখ, তাঁরও চোখের মণি সবুজ।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ও'ব্রায়েন বলল, কেমন আছ জনি, এখন তোমার মাথা সম্পূর্ণ সুস্থ, অবশ্য ডাক্তারদের মতে। কেন তাহলে গতরাত্রে খুন করলে কে কার্সনকে। অবাক হয়ে জনি তাঁর মুখের দিকে তাকাল বলল আজেবাজে কথা কি বলছ, কে কার্সনকে আমি কেন খুন করতে যাবো। তোমার সঙ্গে তো আমি ছিলাম গতকাল রাত্রে। ও'ব্রায়েন বলল ওসব মিথ্যে গল্পে কোন কাজ হবেনা জনি, আমি পার্টিতে ছিলাম গতকাল রাত্রে, খুন করলে ওকে কেন বল।

আমি ওকে খুন করেছি, কে বলল? মনে পড়ে, তুমি ওকে শাসিয়েছিলে খুন করবে বলে পাগলাগারদে যাবার আগে? ঠিক কাল রাতেই কে খুন হল, আর কালই তুমি সেখান থেকে ছাড়া পেয়েছো। তুমি কি ভাবছ পুলিস তোমায় ছেড়ে দেবে।

আচ্ছা ঠিক আছে, জনি বলল, আমি স্বীকার করছি আমিই না হয় ওকে খুন করেছি। আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওখানে যাবার আগে যে ওকে খুন করব একথা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু একটা কথা থেকে যাচ্ছে। আমার কি লাভ বলত, তোমার মত রাজনীতি করলেওয়ালা ভগিনীপতি থেকে। যদি দু-একটা নোংরা মেয়েকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে, ধরা পড়ে যাই। তুমি সহজেই ঐ লোকটার ওপর দোষ চাপাতে পার, কারণ কাল রাতে কের সঙ্গে সেই লোকটাই ছিল। তোমার কথায় পুলিশ কমিশনার চলেন, আর তুমি তাঁকে বাঁদরের মত নাচাচ্ছ। তোমার কথামত উনি নিশ্চয়ই কাজ করবেন।

যদি আমি তোমার কথামত না কাজ করি, ও'ব্রায়েন বলল, উল্টোটাই যদি হয় খুনের দায় যদি পুলিস কমিশনারকে বলে তোমার ঘাড়ে চাপাই, তাহলে কেমন হবে? ওরকম, হঠকারী কাজ তুমি করবেনা সীন আমি নিশ্চিত, তোমার লোকসানই হবে লাভ কিছু হবেনা যদি আমি খুনী হিসেবে ধরা পড়ি। তার প্রধান কারণ, তুমি আর তখন সাহস পাবেনা গিল্ডাকে বিয়ে করতে। তুমি নিজেকে আড়ালে রাখতে চাও তখন থেকে যখন থেকে তুমি এ শহরের রাজনীতি-প্রশাসনকে করায়ত্ত্ব করেছো। সীন, আমায় তুমি বোকা বানাবার চেষ্টা কোরোনা, তোমার জীবনে এমন অনেক ব্যাপাব আছে যা পর্দার আড়ালে থাকাই ভাল, একথা আমি জানি। তুমি আত্মপ্রচার চাওনা ঠিক সেই কারণেই। তাকে দেখতে লাগল ও'ব্রায়েন মুখের রেখার অদল-বদল না ঘটিয়ে। তাঁর ভেতরে এক অদ্ভুত ইচ্ছা কাজ করতে শুরু করেছে সে বুঝতে পারল, যেটা হল সুস্থ মস্তিষ্কে জনিকে খুন করা। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে দিলনা কথাটা তাঁর চালচলনে। স্থির কণ্ঠে বলল, ও'ব্রায়েন, এখন ভাবতে হচ্ছে সত্যিই, তুমিই ওর খুনী কিনা?

কোন প্রয়োজন নেই তোমার, আমাকে বিশ্বাস কর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। জনি বলল, ব্যাপারটা খুবই নক্কারজনক। একটা বাড়তি চাবি ঐ কে মেয়েছেলেটা রেখে দিত সিঁড়ির ম্যাটের নীচে দরজা খোলবার জন্য। আমি প্রথমে চাবিটা খুঁজে বের করি ওর বাড়িতে গিয়ে, তারপর লুকিয়ে পড়ি দরজা খোলার পর ওর শোবার ঘরে ঢুকে। ওই লোকটাকে নিয়ে ও ঘরে ঢোকে কিছুক্ষণ পরে।

তৈরীই হয়েছিলাম আমি বরফকাটা গাঁইতি নিয়ে। ও চীৎকার করার সময়ই পায়নি, এমন জোরে ওকে আমি আঘাত করেছিলাম। ওর লোকটা পাশের ঘরে চীৎকার করছিল ওর দেরী হচ্ছে দেখে। চুপিসাড়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়ি ঘরের ফিউজ বন্ধ করে দিয়ে। ও'ব্রায়েন জানতে চাইল, কেউ কি তোমায়, ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল? কেউ দেখতে পায়নি, জনি বলল, আর আমি তো বুদ্ধু নই, যে দেখা দিয়ে আসব। তুমি যে এই শহরেই আছ একথা গিল্ডা ছাড়া আর কেউ কি জানে? জনি বলল 'না'। তুমি কের ঠিকানা কোথা থেকে পেলে? বলল ও'ব্রায়েন। আমি জানতাম, যে ও রোজ ব্লু-রোজ ক্লাবে যেত। সেদিন ওর পাশে আগে থেকেই ঘোরাঘুরি করছিলাম। কে একটা লোকের হাত ধরে ভেতরে ঢুকল, হঠাৎ দেখতে পেলাম। আমি গোপনে ওদের অনুসরণ করলাম ওরা যখন বেরিয়ে এল।

তুমি ফের মিথ্যা কথা বলছ, ও'ব্রায়েন প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল। তুমি নাকি চাবি নিয়ে দরজা

খুলে ভেতরে বসেছিলে ওরা বাড়িতে ঢোকার আগেই, এক্ষুণি একথা তুমি বললে! ওদের অনুসরণ করেছিলে এখন আবার বলছ, কোনটা তোমার সত্য কথা? জনি হাসতে হাসতে বলল, ও সত্যি তুমি পুলিসী জেরা করা শুরু করলে, আচ্ছা এবারে সত্যি কথা বলছি শোন, তুমি যখন জানতে চাও। কে'র ঠিকানা আমাকে দিয়েছিল প্যারাডাইস লুই।

তুমি কে'র অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছ একথা তাহলে লুই জানে? ও'ব্রায়েন আবার গর্জন করে উঠল, পাঁচ কান না করেই ছাড়বে না ব্যাপারটা ওর মত একটা বদমাইশ লোক, তুমি কি একথাটা ভেবেছ? জনি অবহেলার ভঙ্গীতে বলল, তোমার ওপর সে ভার দিয়ে দিলাম, লুইকে তুমিই শাসিয়ে রেখ। ব্যাপারটা যেন ও পাঁচকান না করে ওকে সেটা বলে দিয়ো।

ও'ব্রায়েন মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছু একটা ভাবতে লাগল, জনির কথার উত্তর দিলনা। ওকে আমি কখনই খুন করতাম না, যদি আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত না হতাম যে আমায় তুমি বাঁচাতে পারবে। জনি বলল, বড্ড খারাপ এই কেবিনটা, তোমার বাঙ্কে নিয়ে যাও আমায় এখান থেকে বের করে। আমি নিউইয়র্ক চলে যাব, আমায় যদি কিছু মোটা টাকা তুলে দাও তোমার ব্যাঙ্ক থেকে।

ও'ব্রায়েন ধমক দিয়ে বলল, জনি অনভিজ্ঞদের মত কাজ করো না। অনেকদূর ব্যাপারটা গড়িয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। টাঙ্কের দিকে তাকাল ও'ব্রায়েন কথা শেষ করেই। বলল, এখানে জনিকে আটকে রাখবে যতক্ষণ না আমি ছাড়ার নির্দেশ দিই। জনি পালিয়ে গেলে দায়ী থাকবে তুমি সম্পূর্ণভাবে ওর জন্য। এমন শিক্ষা দেবে যদি ও পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে আর দ্বিতীয়বার করতে সাহস পাবেনা। মাথা ফাটিয়ে দেবে অবাধ্যতা করলেই। টাঙ্ক নিষ্ঠুর হেসে বলল, তোমার কথাই শিরোধার্য্য বস্।

জনি চীৎকার করে বলল, আমার সঙ্গে যদি ওরূপ আচরণ কর তার ফল কিন্তু খুবই খারাপ হবে! মনে রেখো তোমায় উচিৎ শিক্ষা দেবো, যদি আমায় ছেড়ে না দাও।

ও'ব্রায়েন ধমকে উঠল, হতভাগা, নির্বোধ ছাগল একটা, একদম চুপ কর। ততদিন তোকে এখানেই থাকতে হবে যতদিন আমি বলব। টাঙ্ক এগিয়ে গিয়ে কেবিনের দরজা খুলে দিল, তাকে ইশারা করতেই। ও'ব্রায়েনের দিকে তাড়া করে এল জনি পরমুহূর্তেই, এবং মেঝেয় ছিটকে পড়ল টাঙ্কের হাতের জোরদার এক ঘুষি খেয়ে।

ও'ব্রায়েন টাঙ্ককে বলল, ওকে একটু রগড়ে দাও, কিন্তু বেশি ক্ষতি যেন কোরোনা। ও'ব্রায়েন জাহাজ থেকে নামার সিঁড়িতে পা রাখল, তার আগে একবার দেখে নিল, মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জনির—দেহটাকে।

।। চোদ্দ ।।

গিল্ডা উঠে পড়ে এগিয়ে এল। যখন দরজায় টোকা পড়ল। তাকে বিরক্ত করতে এল কে? এখানে ক্যাসিনোতে। নিশ্চয়ই ও'ব্রায়েন নয়, গিল্ডা ভাল করেই জানে সে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেনা। মুখে শয়তানী হাসি নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল প্যারাডাইস লুই, দরজা খুলেই গিল্ডা দেখতে পেল। গিল্ডা অহঙ্কারী চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, কি মনে করে এখানে। লুই উত্তর দিল, গতকাল আমার সঙ্গে জনির দেখা হয়েছিল, আমার কাছে হয়তো তুমি এ ব্যাপারে কিছু জানতে চাইবে ভেবে এলাম। গিল্ডার চোখ-মুখের গর্বিত ভাব হঠাৎ অন্তর্হিত হল। তার মুখে জনির নাম শুনে, প্রথম ধাপেই লুই সফল হল। কি আর কথা বলবে এ ব্যাপারে, কিছুটা থমকে গিয়ে গিল্ডা বলল। লুই ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল, বোকামেয়ে, অবশ্যই কিছু কথা আছে, তোমায় বন্ধুর মত কয়েকটা কথা বলে যাই, তুমি বোস।

কোন কথা বলতে চাইনা আমি তোমার সঙ্গে, গিল্ডা গম্ভীর হয়ে বলল, কেই বা তোমায় অনুমতি দিয়েছে এখানে আসার, এক্ষুণি চলে যাও বলছি, বেরোও। আরে শোননা, অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? কোন লক্ষণই দেখা গেলনা লুইয়ের নিষ্ক্রান্ত হওয়ার। বরং আরাম করে বসে বলতে আরম্ভ করল, আমার সঙ্গে জনি গতকাল দেখা করতে এসেছিল, ও কের ঠিকানা জানত চাইল। আমি ওকে ঠিকানাটা বোকার মত দিয়ে দিলাম, আর মারাত্মক ভুল হল সেটাই, আমার দিক দিয়ে। ওকে কখনই ঠিকানা জানাতাম না যদি জানতাম ওর মনে কে কে খুন করার অভিসন্ধি আছে। আমি এখন টানাপোড়েন অবস্থায় পড়লাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, যদি

পুলিসের কাছে বিবৃতি দিতে হয়। প্রস্তরবৎ বসে রইল গিল্ডা। তাঁর দু'চোখ জ্বালা করছে মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে, জনি ওকে খুন করেনি, সে লুইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল। গিল্ডা-পুলিস কিন্তু একথা বিশ্বাস করবে না, লুই বলল, ওরা কিন্তু জনিকেই গ্রেপ্তার করবে আসামী হিসাবে, যখন ও বিশদভাবে সব জানতে পারবে। গিল্ডা লুইকে প্রশ্ন করল দু'হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে, তোমার কত চাই। লুই সপ্রশংস সুরে বলল, বাঃ সোনামেয়ে এই তো আসল কথা বলেছো? কিন্তু চালাক মেয়ে গিল্ডা আবার বলল, কত চাই তোমার?

কে টাকা চায় তোমার কাছে, লুই ব্যস্তভাবে বলে উঠল তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছা হল, আজকের রাতটা বড় সুন্দর, আরে বাবা আমি তো নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছিনা, পরে টাকা পয়সার কথা ভাবা যাবে। তোমার সঙ্গে বেশ কাটবে আজকের রাতটা, ভেবেছিলাম।

গিল্ডা, আশ্চর্য্য হয়ে গেল, প্রশ্ন করল, টাকা চাইনা তোমার? টাকা আমার আছে অঢেল, লুই বলল, কিন্তু একটা জিনিস নেই, তা হচ্ছে তুমি। আর আমার টাকার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। যদি আমার পরিকল্পনা মত কাজ না হয় একটা সিগারেট ধরিয়ে গিল্ডা ধোঁওয়া ছেড়ে বলল, আমায় একটু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে সময় দাও লুই।

ঠিক আছে ভাবো, লুই বলল, কোন অসুবিধা নেই, হাতে আমার সময় বেশি নেই, যা কিছু হবার হবে আজ রাতেই, তাই একটু তাড়াতাড়ি ভাবনাটা সেরে ফেলো।

গিল্ডা বলল, যদি তোমার কথা অনুযায়ী চলি, তবে কারো কাছে প্রকাশ করবে না তো জনির ঐ ব্যাপারটা?

লুই হাসতে হাসতে বলল, পাগল, কোন দুঃখে অন্য কারও কাছে মুখ খুলব। গিল্ডা বলল আচ্ছা আমায় একটু ভাবতে সময় দাও। গিল্ডা মুখের ওপর সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল, লুইকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলনা। ও'ব্রায়েনকে তারপর সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল। ও'ব্রায়েন এই সময় ক্লাবে থাকে গিল্ডা জানে।

ও'ব্রায়েনকে ফোনে পেল মিনিট খানেক পর। গিল্ডা বলল, আমি খুব বিপদে পড়েছি সীন। গিল্ডা, একটু শ্বাস নিয়ে বলল, লুই এসেছিল, কাল রাতে ও জনিকে কের ঠিকানা দিয়েছিল ও আমায় ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে সেই অজুহাতে। আমায় নিয়ে ও ফূর্তি করবে বলছে আজ রাতে, ও জানিয়ে দেবে পুলিসকে যে কে-কে জনি খুন করেছে যদি ওর প্রস্তাবে রাজি না হই। উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে ও'ব্রায়েন বলল, এই ব্যাপার, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি এ ব্যাপারে ধৈর্য্য হারিয়ো না, বিপদ তোমার নয়, লুই নিজেই জালে পড়েছে। আমি ওকে এক্ষুণি উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি।

সীন, ওকে তুমি মারধোর করবে নাকি গিল্ডা উৎকণ্ঠাভরে প্রশ্ন করল, ভুলে যেয়োনা ও খুব বিপজ্জনক লোক। একবার যদি পুলিসকে জানিয়ে দেয়—

তুমি একদম চিন্তা করোনা আমি কি করব তা নিয়ে, সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু পরেই আমি আসছি, এইকথা বলে সে ফোন নামিয়ে রাখল।

আরও কিছু সময় পার হয়ে গেল। গিল্ডা দরজা বন্ধ করে রেখেছে।

।। পনের ।।

সানন্দচিত্তে লুই বারান্দায় পায়চারী করছে। হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকিয়ে সে দেখতে পেল বেঁটে খাটো টাক্স এগিয়ে আসছে তার দিকে কোটের পকেটে দু'হাত গুঁজে, যে নাকি ও'ব্রায়েনের সহকারী। টাক্স বলল, কি ব্যাপার লুই নাকি? তুই এখানে কি অভিসন্ধি নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিস? লুই বলল—আমি অপেক্ষা করছি একটা মেয়েমানুষের জন্য। একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল টাক্সের মুখে. লুইয়ের একেবারেই ভাল লাগল না সেই হাসিটা।

মনে হচ্ছে গিল্ডা ডোরম্যানের পিছু নিয়েছো বলল টাক্স। তেমনি নিষ্ঠুর হেসে। দু'পকেটে হাত গুঁজেই, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে লুই-এর দিকে।

লুইয়ের গলা যদিও কাঁপছে তবুও সে বলল, কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে। তুই এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? বন্ধু, কারণ অবশ্যই আছে, ডান পকেট থেকে হাত বের করল টাক্স এই কথা বলেই, টাক্সের ডানহাতে ছোট নলওয়ালা একটা পিস্তল ধরা ছিল। লুই বিস্ফারিত চোখে তা

দেখতে পেল। টাক্স বলল, বন্ধু তুমি কি জানতে না গিল্ডা মিঃ ও'ব্রায়েনের সম্পত্তি। বিবর্ণ হয়ে গেল লুইয়ের মুখাবয়ব, ঐ পিস্তল দেখিয়েই টাক্স তাকে স্তব্ধ করে ফেলেছে, এইরকম মনোভাব নিয়ে সে টাক্সের দিকে তাকাল। টাক্স বলল, আমার সঙ্গে চলে এসেছো, মনে রেখো তুমি বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে খেলা করছ। লুই, গলাটা জিভের জলে ভিজিয়ে নিয়ে তোতলামির মত করে বলল আ আমি বুঝতে পারিনি কখনই, যে গিল্ডার অধীশ্বর ও'ব্রায়েন কেন আমায় গিল্ডা সে কথা জানাল না।

ও তোমায় জবাবদিহী করতে যাবে কেন? এই কথা বলে টাক্স এগিয়ে এল। পিস্তলের নল লুইয়ের পাঁজরে ঠেকিয়ে বলল, চল আমার সঙ্গে। লুই বাইরে বেরিয়ে এল টাক্সকে অনুসরণ করে পালিত কুকুরের মত। গাড়ি দাড় করানোই ছিল সামনে, হুইটি ও'ব্রায়েনের আরেক চ্যালা বসেছিল ড্রাইভারের সীটে, আরে লুই, যে হুইটি হেসে বলল লুইকে দেখে। ইয়ার, অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল, চল নেমন্তন্নে যাবি চল, ওঠ গাড়িতে। পেছনের সীটে বসাল টাক্স লুইকে, তাঁর পাশে সে নিজে বসল। সে তখনো পিস্তলের নলটা লুইয়ের পাঁজরে ঠেকিয়ে রেখেছে। গাড়ি স্টার্ট দিল। টাক্স তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়? ভীতস্বরে লুই জানতে চাইল। বাড়িতে পৌঁছে দেব তোমায় টাক্স বলল, আর হুইটি হয়তো নেমন্তন্ন খাওয়াবে তোমায়। লুই আতঙ্কে গোঙানো স্বরে বলল, আমার বাড়ির রাস্তা তো এটা নয়, অনুনয় করে বলল, গিল্ডা যে ও'ব্রায়েনের জিনিস, বিশ্বাস কর টাক্স আমি তা জানতাম না। টাক্স বলল, আমরা ঘা না খেলে কিছুই শিখিনা, আগে বল ব্যাপারটা কি, জনি কেন কাল রাতে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? কথাটা এমনি কথা, সত্য নয়, কান্না ভেজা গলায় লুই বলল, একটু ভয় দেখিয়ে মজা করতে চেয়েছিলাম গিল্ডার সঙ্গে। এটা বসের একেবারেই অপছন্দ যে তোর মত একটা, নোংরা লোক গিল্ডাকে ভয় দেখিয়ে যাবে, বলেই হুইটির দিকে তাকাল টাক্স। আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি, গাড়ি এখানেই রাখো হুইটি।

সামনে কিছুটা পোড়ো জমি, তার পাশে নদী, সভয়ে দেখল লুই, পিস্তল পকেটে গুঁজে বেখে গাড়ি থেকে নেমে, টাক্স লুইকে সম্বোধন করে বলল 'নেমে আয়'। গাড়ি থেমে নেমে এল লুই কাঁপতে কাঁপতে। হুইটিও ইতিমধ্যে নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। লুইয়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল টাক্স আর হুইটি, দুটো সাইকেলের চেন হাতে নিয়ে দুজনে ঘোরাতে ঘোরাতে। টাক্স বলল, আমি তোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, বস আবার এসব অপছন্দ করেন। তাই আজ একটু অল্প সামলে দিচ্ছি তোকে। এবার তাহলে আর প্রাণে বাঁচবি না যদি কে'র ব্যাপারে পুলিসের কাছে যাস, বা গিল্ডাকে উত্যক্ত করিস। লুইয়ের পা গুলো তখন কাঁপছে থরথর করে। সে চীৎকার করতে লাগল, হুঁশিয়ার আমার গায়ে যেন হাত না পড়ে, দু'হাত দিয়ে সে মাথা আড়াল করে রেখেছে। লকলকে দুটো চেন তীরের বেগে এসে তার মুখে আঘাত করল পর মুহূর্তেই।

।। ষোল ।।

কেন্ এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল কলিং বেল বাজার শব্দ পেয়েই। পরক্ষণেই সে দেখলো র‍্যাফায়েল সুইটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক চোখে দেখতে লাগল, সেই ছোট পিকনিজ কুকুর লিও, সুইটি-এর কোলে ছিল। সুইটি বলল, চলুন মিঃ হল্যান্ড ভিতরে বসি, আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে। সুইটি কোন ভূমিকা না করেই শুরু করল। যখন কেন্ তাকে ভেতরে এনে বসাল, কাগজে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, মিস কে কার্সন খুন হয়েছে। মানে আপনি গতরাতে যার কাছে গিয়েছিলেন। কেন্ উত্তর না দিয়ে তাঁর বক্তব্যে মনোনিবেশ করল। মিঃ হল্যান্ড এই খবরটা পুলিসের কাছে খুবই জরুরী যে আপনি কের সঙ্গে সে রাতে কিছু সময় ছিলেন। কেন্ প্রশ্ন করল, এতে আপনার প্রয়োজনটা কি?

নিশ্চয়ই আছে, সুইটি বলল, আমি পুরস্কৃত হব আংশিকভাবে খবরটা যদি পুলিসকে জানাই। আর নয়তো পুরস্কারটা আপনি আমায় দেবেন, যদি আপনি কোন ঝামেলায় পড়তে অপছন্দ করেন। আমি যাতে পুলিসের কাছে কিছু না প্রকাশ করি। আচ্ছা, মোদ্দা কথা তাহলে আপনি আমায় ব্ল্যাকমেইল করতে চান? সুইটি লজ্জার মাথা খেয়ে হেসে বলে উঠল, স্যার ব্ল্যাকমেইল কথাটা শুনতে বড় খারাপ। আমি, মানে আমার মত গরীব লোক আপনার কাছে যা আশা করে

তা হল, কিছু অর্থ সাহায্য। কেন্ প্রশ্ন করল, কত দিতে হবে?

অল্প হেসে সুইটি বলল, বেশি কিছুনা, নগদ দু'শো ডলার আপাততঃ আমায় যদি দেন, তারপর অল্প কিছু করে প্রতিমাসে—

কেন্ প্রশ্ন করল অল্প মানে কত? এই ধরুন, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ডলার, সুইটি বলল। ভীষণ বিপদে পড়বে কেন্ বুঝতে পারল, যদি সে একবার সুইটি-এর দাবিতে রাজি হয়। ওর চাহিদার শেষ হবেনা। কেন্ বলল, পুলিস আমায় ঠিক খুঁজে বার করবে আজ অথবা কাল। বরং আপনি নির্ভয়ে বলে দিতে পারেন যা আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। একটা ডলারও আপনাকে আমি দিতে রাজী নই।

ঘাবড়ে গেল সুইটি। সে জীবনে এ পর্য্যন্ত অনেককে ব্লাকমেইল করেছে কিন্তু কাউকে কেনের মত এমন দৃঢ় হয়ে থাকতে দেখেনি। সে একটু ভীত হল, কিন্তু হেসে বলল, পাছে কেসটা তার নাগালের বাইরে চলে যায়। মিঃ হল্যান্ড সুস্থ মস্তিষ্কে সব কিছু বিবেচনা করে দেখুন, আমার জবানবন্দীর ফলে আপনার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। কের মৃত্যুর পর আমিই একমাত্র দেখেছি আপনাকে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। সুতরাং আমিই প্রধান সাক্ষী। যদি আপনি আমার মুখ বন্ধ করতে পারেন—। কেন্ উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আপনার একটু ভুল হচ্ছে, ঐ বাড়ির একতলায় থাকেন একজন মহিলা, তিনিই আমাকে ঐ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন, আপনি নন কখনই। কোনমতেই জোরদার হবেনা আপনার সাক্ষ্য প্রমাণ। সুইটি তাঁর কথাগুলো শুনে ভড়কে গেল। একটু পরেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, ঐ মহিলা আপনাকে দেখেছেন একথা সত্যি মিঃ হল্যান্ড, কিন্তু আপনার পরিচয় তিনি জানেন না। কিন্তু আমি আপনার সবিশেষ জ্ঞাত আছি। আমার কখনই অভিপ্রেত নয় যে সামান্য কয়েকটা ডলার খরচের ভয়ে আপনার মত এক অসাধারণ ব্যক্তির জীবন নষ্ট হবে। কত মর্মাহত হবেন বলুন তো আপনার স্ত্রী যদি জানতে পারেন। তাঁর এখন বয়স কত অল্প! কেনের এবার ধৈর্য্য হারিয়ে গেল, স্ত্রীর নাম শুনেই, সুইটির জামার কলার খামচে ধরে তাকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে নিয়ে গেল চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে। কলার ছেড়ে দিন মিঃ হল্যান্ড, এসব কি হচ্ছে? সুইটি চেঁচিয়ে উঠল, আমায় আরও কিছু বলতে দিন।

কোন কথা আর আপনাকে বলতে দেবনা, সোজা আপনি পুলিসের কাছে চলে যান। একটি পয়সাও আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন না। এতগুলি কথা কেন্ বলল, তারপর বলল, শীঘ্রই দূর হয়ে যান।

সুইটি বলল আমি কিন্তু সত্যিই পুলিসের কাছে যাব যদি আপনি আমার শর্তে রাজি না হন। দু'শো ডলারের বেশি এক পয়সাও আপনার কাছে নেব না, আপনি এই সুশর্তে রাজি হন। বেশ তো দর কমে যাচ্ছে। পাজী, শয়তান কোথাকার, কেন্ ব্যঙ্গ করে বলল, তোকে একটা আধলাও দেবনা, সুইটি-র মুখে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মারল সে, এই কথা বলেই। দরজার কাছে চিৎ হয়ে পড়ল সুইটি অসতর্কিত আক্রমণে ভারসাম্য হারিয়ে। দরজা খুলে উঠে দাঁড়াল কোনক্রমে, তারপর সবেগে দৌড় দিল দরজা খুলে বাগানের রাস্তা ধরে। প্রভুর অনুসারী হল লেজ তুলে তার কুকুর লিও, কারণ সে বুঝেছিল ব্যাপারটার পরিণতি ভাল নয়। বদমাস, বেয়াদব, পেছন থেকে কেন্ চীৎকার করে উঠল আর কোনদিন যদি এখানে দেখি, পিতৃপুরুষের নাম ভুলিয়ে দেব একেবারে।

কেন্ হাঁপাতে লাগল ঘরের ভেতরে এসে। পুলিসের কাছে নিশ্চয়ই সুইটি যাবে এরপর। তারপর সব কিছু ফাঁস করবে থানায় গিয়ে। মনে হয় পুলিস তাকে আধঘণ্টার মধ্যে এসেই গ্রেপ্তার করবে। পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, কেন্ বুঝল। এবার তার সময় হয়েছে সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হবার। সে নিজেই সব কথা পুলিসের কাছে জানাবে, সুইটি থানায় পৌঁছনর আগেই, কেন্ স্থির সিদ্ধান্ত নিল। একবার সে তাকাল, দেওয়ালে যেখানে অ্যানের ছবিটা আছে তার দিকে, তারপর সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কেন্ বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল। সীটের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে বসল সে, নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে পুলিস হেড কোয়ার্টারে যাবার।

।। সতের ।।

সার্জেন্ট আমি নিঃসন্দেহ যে ঐ কেন্ হল্যান্ড লোকটিই খুনী। সার্জেন্ট ডোনোভানের দিকে

তাকিয়ে ডিটেকটিভ ডানকান রায় দিল। প্রশ্ন করল ডোনোভান, তুমি এত নিশ্চিত হলে কিরূপে? বোঝা অত্যন্ত সরল, আমি গাজা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়েছিলাম ডানকান বলল। একখানা রক্তের দাগ লাগা স্যুট আর একজোড়া রক্ত মাখা জুতো ওখানে একজন রেখে গিয়েছিল একথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। এক খদ্দেরের চেহারার যে বিবরণ দিল ওখানকার কর্মচারী, তার সঙ্গে হল্যান্ডের চেহারার বিবরণ অবিকল মিলে যাচ্ছে। দুটো পার্সেল নিয়ে লোকটি দোকানে ঢুকেছিল, আর বেরিয়ে গিয়েছিল খালি হাতে।

ডোনোভান মন্তব্য করল তোমার এই ভাষণে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায়না ডানকান।

না, এটাই শেষ কথা নয়, বলল ডোনোভান, আরও তথ্য আছে আমার কাছে। একথা কি মনে পড়ে যখন আমরা লোকটির কাছে পার্কারের ঠিকানা নিতে যাই, তখন ও কিরকম ভয় পেয়েছিল। পুলিস দেখলে অত ভয় পাওয়ার কি কারণ আছে যদি সে নির্দোষী হয়।

ডোনোভান বলল, ডানকান কেউই সাধারণতঃ খুশী হয়না বিনা কারণে বাড়িতে পুলিস এলে, চল ওর বাড়ি যাওয়া যাক এখানে বসে না থেকে। তাহলে ওকেই খুনী সনাক্ত করবো যদি সবুজ রঙের লিঙ্কন হয় কেন্ হল্যান্ডের গাড়িটা।

দশ'টা বাজে প্রায় দু'জনে পৌঁছল যখন, কেন হল্যান্ডের বাড়ির কাছাকাছি।

ডানকান নিঃশব্দে টর্চের আলো ফেলল বন্ধ গ্যারেজের দরজার ফাঁক দিয়ে।

এই তো সবুজ রঙের লিঙ্কন! সার্জেন্ট ঠিক যা ভেবেছি তাই, সে প্রফুল্লিত হয়ে পরমুহূর্তেই বলে উঠল।

ডোনোভান তাকে গম্ভীর ভাবে হুকুম করল তালা খোলার যন্ত্রটা নিয়ে এস গাড়ি থেকে।

ডোনোভান ডানকানের এই কেরামতিতে একটু ক্ষুণ্ণ হল। কমিশনারকে রিপোর্ট দেবে সে যে এটা সে নিজেই খুঁজে বের করেছে। এই কথাই সে বলবে, ভাবল ডোনোভান, দেখবে তাঁর প্রমোশন কে আটকায়। অনেক জুনিয়ার ডানকান তাঁর থেকে, এখন অনেক দেরী তাঁর প্রমোশন হতে। ডোনোভান রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করবে না ডানকানের কৃতিত্ব সম্পর্কে। সহজেই গ্যারেজের দরজা খুলে ডানকান, তালা খোলার যন্ত্রটা নিয়ে এল। গ্যারেজে ঢোকার পর সুইচ টিপল, আলো জ্বলে উঠল। হঠাৎ ডানকান চেঁচিয়ে উঠল গাড়ির পেছনের সীট খুলেই, দেখুন সার্জেন্ট, পেয়ে গেছি। ডানকান একটা ময়লা নোটবই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবিস্ময়ে ডোনোভান দেখল। সে জানতে চাইল, কি ওটা?

ডানকান বলল, এটা সেই নোটবই, সেটা হারিয়ে গিয়েছিল পার্কের কার অ্যাটেন্ডাটের টেবিল থেকে, এই গাড়ির পেছন সীটে এটা পাওয়া গেল!

ডানকানকে নিয়ে ডোনোভান গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল এই কথা বলতে বলতে, এবার ওকে জেরা করি চল। সদর দরজায় তালা দেওয়া দেখল, বাংলোর কাছে যখন ওরা এল। দু'জনে তাঁরা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। আরো দু'টো জিনিস তাদের করায়ত্ব হল।

গাজা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কিনে আনা একজোড়া জুতো এবং ধূসর রঙের একটি স্যুট। ডানকান একটি ভিজিটিং, কার্ডও খুঁজে পেল তাতে পার্কারের নাম লেখা, ওটা ছিল বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কার্ডের পেছনে ফোন নাম্বার লেখা আছে কে কার্সনের।

নিশ্চয়ই কেন্ কোথাও আত্মগোপন করে আছে ভয়ে, বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আছে, ওকে দেখামাত্র গ্রেপ্তার করার আদেশ জানাচ্ছি আমি থানায় ফোন করে ডোনোভান বলল। এবার আমি নিশ্চিত হলাম যে পার্কারই কেনকে কের কাছে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল।

।। আঠার ।।

এক সুদর্শন তামাটে চেহারার যুবক অ্যাডমসের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, আপনিই কি লেফটেন্যান্ট অ্যাডমস? প্রশ্ন শুনে অ্যাডমস মুখ তুলে তাকাল, হ্যাঁ আমিই, বলুন তো কি ব্যাপার, শান্ত গলায় সে বলল, আমার কি করণীয় আপনার জন্য বলতে পারেন।

কেন্ বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কেন্ হল্যান্ড, আমিই সেই লোক, আপনারা যার অনুসন্ধানে আছেন, আমিই গিয়েছিলাম সেদিন রাতে কে কার্সনের অ্যাপার্টমেন্টে।

অ্যাডমস তাঁর মুখের দিকে তাকাল জরীপ করার দৃষ্টিতে, ঠিকই তো, বর্ণনানুযায়ী মিল আছে। অ্যাডমস প্রশ্ন করল, তাহলে আগে আপনি আসেননি কেন আমাদের কাছে। এই ভেবে আসিনি যে ঝামেলা আরও বেড়ে যাবে, কেন্ উত্তর দিল, কিন্তু এখন দেখছি পালানো সম্ভব নয়। আমি যে কে কার্সনের খুনী নই শুধু এটুকু আপনাদের জানাতে চাই।

আপনাকে আমি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ দিতে চাই। অ্যাডমস বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে সব আলোচনা করা ঠিক হবেনা। বারবার টেলিফোন ধরতে হবে আর অনবরত লোকজন আসা-যাওয়া করছে। অ্যাডমস মাথায় টুপিটা চাপিয়ে কেন্‌কে তাঁর সঙ্গে অন্যত্র যাওয়ার নির্দেশ দিল। ও, একটা কথা, আপনার গাড়িটা কি সঙ্গেই আছে?

না, আনিনি, কেন্ বলল, আমি ট্যাক্সিতেই ভাড়া দিয়ে এসেছি। কেন্‌কে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এল অ্যাডমস নিজের গাড়িতে করে। নিজের টুপিটা খুলে চেয়ারের ওপর রাখল, কেন্‌কে ঘরের ভিতর বসিয়ে বলল এবার আপনি অকপটে সবকথা বলতে পারেন। কেন্ সব কথা খুলে বলল একটুও গোপন না করে সেদিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল সব। খানিকটা স্কচ হুইস্কি দু'টো গ্লাসে ঢেলে অ্যাডমস বলল, আমিও ঠিক তাই করতাম, আপনি যা করেছেন, যদি আমি বিবাহিত হতাম। কেন্ উদ্বেল হয়ে জানতে চাইল, তাহলে আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করেননি?

কিছুই যায় আসেনা তাতে আমি বিশ্বাস করলাম বা না করলাম, অ্যাডমস বলল, সব কিছুই জুরীদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে বিচার হবার পর। এবার ঠিকমতো বলুন, আমি আপনাকে এখন কয়েকটি প্রশ্ন করছি। আপনি কি আর কারো উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন কে কার্সনের অ্যাপার্টমেন্টের আলো নিভে যাওয়ার আগে? কেন্ বলল, না আমি বুঝতে পারিনি, তবে অন্ধকার ঘরে ওর পায়ের শব্দ আর দরজা খুলে নেমে যাওয়ার শব্দ আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

কোন আর্তনাদ কে কার্সনের গলার আপনি শুনতে পাননি? অ্যাডমস প্রশ্ন করল।

কেন্ জবাব দিল না। কারণ ঘনঘন বাজের শব্দ আর বাইরে সেদিন তুমুল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার কানে কিছুই শব্দ আসেনি কে যদি আর্তনাদ করে থাকেও।

আচ্ছা তাই? অ্যাডমস গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবতে লাগল, তারপর প্রশ্ন করল, একটা কুকুর ওয়ালা লোকের কথা বললেন না যে ঐ বাড়িতে থাকে, টেকো মাথা লোকটি, ঠিক বলছি না? হ্যাঁ লোকটির নাম র‍্যাফায়েল সুইটি, খাড়া কান, শকুনের মত বাঁকা নাক, গোটা মাথাটা টাক কেন্ বলল। আপনি কি ওকে চেনেন?

অ্যাডমস বলল অবশ্যই চিনি। মাত্র দু'মাস আগে বাবাজী জেল থেকে বেরিয়েছেন। ওর একমাত্র কাজ লোককে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা।

তাহলে আমাকে ও মিথ্যে করে ভয় দেখিয়েছে একথা আপনি বলছেন? একশবার সত্যি, অ্যাডমস বলল, তবে আপনি যে লোকটার অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বললেন, তাকে নিশ্চয়ই সুইটি দেখতে পেয়েছিল। জানা যাবে ওকে প্রশ্ন করে।

কেন্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তাহলে লেফটেন্যান্ট আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন?

নিশ্চয়ই করছি, তবে আপনি ভাববেন না যে আপনি খুব অনায়াসে পার পাবেন। অ্যাডমস বলল, আপনি এখনো জানেন না যে কি সাংঘাতিক ফাঁদে আপনি গেঁথে আছেন। টেলিফোন বেজে উঠল কিছু বলার আগেই। কেন্ কিছুই বুঝতে পারলনা অ্যাডমস টেলিফোন তুলে কাকে কিছু নির্দেশ দিল। অ্যাডমস রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, এই রকম হুকুমজারী হয়েছে যে আপনাকে দেখামাত্র গ্রেপ্তার করতে হবে। আপনার বাড়ি তল্লাসী করে খুঁজে পেয়েছে ধূসর রঙের স্যুট এবং জুতো জোড়া যেগুলো আপনি গাজা স্টোর্স থেকে কিনে ছিলেন, আমার দুই সহকারী সার্জেন্ট ডোনোভান আর ডিটেকটিভ. ডানকান। আর সেই সঙ্গে তাঁরা খুঁজে পেয়েছে আপনার গাড়ির ভেতর থেকে কার পার্কের অ্যাটেন্ডেন্টের সেই হারানো নোটবুকটা। আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন শহরের প্রতিটি পুলিস।

কেন্ উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো বিশ্বাস করবেন যে আমি খুন করিনি। সে কথা আপনি দয়া করে সবাইকে বলে দিন। মিঃ হল্যান্ড আপনার কি কোন ধারণা আছে যে রাজনীতি কি পর্যায়ের জিনিস? অ্যাডমস বলল। গম্ভীর ভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকে

দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল কেন্ এর মধ্যে রাজনীতির স্থান কোথায়? নিশ্চয়ই স্থান আছে। সীন ও'ব্রায়েন নামে একটি লোক অন্তরালে বসে শহরের রাজনৈতিক-প্রশাসনের সব কলকাঠি নাড়ছে অ্যাডমস বলল, সে বিয়ে করতে চায় গিল্ডা ডোরম্যান নামে এক সুন্দরী ক্যাবারে নায়িকাকে। অর্থ, লোকবল, ক্ষমতা সব তাঁরই হাতে। কোনরকম প্রতিবন্ধকতা তাকে ঠেকাতে পারেনা, যা সে চায় তা ঠিক তাঁর করায়ত্ব হয়। জনি ডোরম্যান অর্থাৎ গিল্ডার ভাইকে-কে ভালবাসত, তারপর তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়, সে ছাড়া পেয়েছে গতকাল, সে শাসিয়েছিল কে-কে খুন করবে বলে মাথাখারাপ হবার পর। যদিও আমি কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাইনি তবুও মনে হয় এই জনিই হয়তো কে-কে খুন করেছে। এইবার কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই চাইবে না তাঁর শ্যালকের প্রাণদণ্ড হোক, ও'ব্রায়েনের মত প্রভাবশালী লোক।

অ্যাডমস আরও বলল, চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবে না ও'ব্রায়েন তার শ্যালককে যাতে বাঁচাতে পারে। অবশ্যই সে এমন একটি লোককে খুঁজবে যার ওপর খুনের ভার চাপানো যায়, আর আপনিই হচ্ছেন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি।

কেন্ বলল, আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। নিশ্চয়ই নয়, অ্যাডমস বলল, এই শহরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার লোক একমাত্র ও'ব্রায়েন। পুলিস কমিশনার মারফত ও'ব্রায়েনের কাছে পৌঁছে যাবে সেই রিপোর্ট, আপনার সম্বন্ধে সার্জেন্ট ডোনোভান যে রিপোর্ট তৈরী কববে। তাতে যে সব প্রমাণ থাকবে সবই আপনার বিরুদ্ধে। যাবতীয় সব প্রমাণ যা আপনার পক্ষে তা অন্তরালে চলে যাবে। হাত-পা কেনের ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তাকে হাত-পা বেঁধে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে মানস চক্ষে দেখতে পেল। তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যভার হবে যখনই ঘাতক সুইচ টিপবে। কেন্ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল তাহলে আমাকে ডেকে এনে মিছামিছি এত কথা শোনানোর কি প্রয়োজন ছিল। তখনই আমায় গ্রেপ্তার করলে ভাল হত। আপনি নিজে একজন পুলিস অফিসার, আমায় কেন আপনার বাড়ি নিয়ে এলেন? কারণ একটাই, আমি আছি ও'ব্রায়েনের বিরোধী দলে।

অ্যাডমস বলল, ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরাতে চেষ্টা করেছি বহুবার, পারিনি। মনে হচ্ছে এবার আমার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে যদি আপনি একটু সহযোগিতা করেন। ও'ব্রায়েন একেবারে নাজেহাল হয়ে যাবে একবার যদি প্রমাণ করতে পারি যে জনি ডোরম্যানই আসল খুনী। আমার লোকেরা আপনাকে ধরার জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু করুক তাই আমি চাই। আমি জনিকে ধরব সেই অবসরে, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। আপনি যাতে আমার লোকেদের হাতে ধরা না পড়েন, আমি জনিকে গ্রেপ্তার করার আগে, সেই কারনেই আপনাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। আপনার কথা বলতে হবে লিন্ডসে বার্টকে, আমি সেই চেষ্টাই চালাব যাতে উনি আপনাব ব্যাপারে উৎসাহিত হন। আপনার কোন চিন্তাই নেই একবার যদি তাকে বোঝাতে পারি। আপনিও একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন। কয়েক সপ্তাহ বা কয়েকদিন লেগে যেতে পারে এজন্য সেকথা এখনই ঠিক করে বলা যাচ্ছেনা। দয়া করে রাস্তায় বেরোবেন না, মনে রাখবেন এখানে থাকলে আপনার বিপদ আসবেনা। খুব করিৎকর্মা আমার লোকেরা। এমনিতেই ওরা উদভ্রান্ত হয়ে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর যদি রাস্তায় দেখে, ধরে সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দেবে। অ্যাডমস সমস্ত কথাই বিস্তৃতভাবে কেনকে বোঝাল। কেন্ হতবিহ্বল হয়ে বলে উঠল কিন্তু আপনার এখানে আমি কি করে একা থাকব। আমার স্ত্রী শীঘ্রই ফিরে আসবেন বাপের বাড়ি থেকে। এছাড়াও আমি চাকরি করি দায়িত্ব পূর্ণ পদে। তার কি ব্যবস্থা হবে? একটু দাঁড়ান, হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে অ্যাডমস তাকে বললেন, আপনি যে একটা জট পাকানো সমস্যায় পড়েছেন তা পূর্বেই বলেছি। আপনার জীবনের চাইতে কখনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় আপনার চাকরি অথবা আপনার স্ত্রী। আপনার জীবনের শেষ সেখানেই হবে, যদি আপনি ধরা পড়েন। সব সময় এটা মনে রাখবেন।

জনি ডোরম্যানকে যদি আপনি ধরতে না পারেন তখন আমার কি হবে, কেন্ প্রশ্ন করল। সময়ের কথা সময়েই ভাবব। কি হবে আমার স্ত্রীর? আপনার ভাবা উচিৎ ছিল নিজের স্ত্রীর কথা, কে'র সঙ্গে ফূর্তি করতে যাবার সময়, গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে অ্যাডমস বলল, ব্যাপারটা সহজভাবে নিন, দুঃশ্চিন্তা না করে। আমি এখন আবার হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে যাচ্ছি। আপনি আপাততঃ থাকুন

এখানেই। ও একটা কথা, সেদিন যখন ব্লু রোজ ক্লাবে কের পাশে বসেছিলাম, সেই সময় গিল্ডা ডোরম্যান এসেছিল, আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি, গিল্ডা আর কে দুজনে একসময় একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকত ভাগাভাগি করে, কেন্ বলল। না তো আমি একথা জানতাম না—মাথায় টুপিটা পরে অ্যাডমস বলল, তবে এখনকার সমস্যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই মনে হয়। আমার ওপর ছেড়ে দিন ব্যাপারটা।

কেন্ বলল, আমার একজন উকিল দরকার।

বিস্তর সময় পাবেন উকিল খোঁজার, এখন পাশের ঘরে শুয়ে আরামে ঘুমান, অ্যাডমস বলল। এবার আমি তাহলে চলি বলেই সে বেরিয়ে গেল, কেন্কে আর কিছু বলার সময় দিলনা।

কেন্ দুর্ভাবনায় পড়ল, অ্যাডমস বেরিয়ে যাবার পর। সে ভেবেই পাচ্ছে না কি করবে, সবকিছুই যেন হঠাৎ ঘটে যাচ্ছে। তবে এটা সত্যি যে সে এক রাজনৈতিক প্যাঁচের মধ্যে পড়ে গেছে, অ্যাডমস সত্যি কথাই বলেছে। এই জটিল রাজনীতির দাবা খেলায় অ্যাডমস তাকে গুঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে, কেন্ তাও জানে। তাঁর কোন চিন্তার কারণ নেই যদি সব হিসাব অনুযায়ী মিটে যায়, তা না হলে অ্যাডমস নিজের হাত ধুয়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না, তাকে দোষী প্রমাণ করে।

তাঁর স্ত্রী অ্যানের কথা মনে পড়ল, বাংলো খালি দেখবে অ্যান ফিরে এসে, দেখবে কেন্ উধাও। একবস্ত্রে লোকটা উধাও হল কোথায়, কাউকে না জানিয়ে, এক রাত্রের মধ্যে। আর অফিসেও খোঁজ করবে। কখনও সে এখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকতে পারেনা, কাউকে কিছু না জানিয়ে। যদি একজন নামী উকিলের শরণাপন্ন হয় তাহলে খুব ভাল হয়। তাঁর সামনে রাখা টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল, যখন সে মনে মনে চিন্তা করছে কোন উকিলের সঙ্গে সে দেখা করবে। কেন্ রিসিভার তুলল, সামান্য ইতস্ততঃ করার পর। ওপাশ থেকে একজন ভারী গলায় বলে উঠল, হ্যালো লেঃ অ্যাডমস? কেন্ বুঝতে পারল নিশ্চয়ই স্যাম ভার্সি। কেন্ উত্তর দিল লেঃ একটু বাইরে গেছেন, হয়তো হেড কোয়ার্টারে। ভার্সি একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি লিখে নিন একটা খবর,উনি এলে দিয়ে দেবেন, বলবেন যে টাঙ্কের জাহাজে জনিকে একবার দেখা গেছে, 'উইলো পয়েন্ট' ঐ জাহাজের নাম। কেনের শরীরের ভিতর একটা শিহরণ খেলে গেল, সে বলল, ঠিক আছে, বলে দেব।

নোঙ্গর করা আছে জাহাজটা নদীর মোহানায়, ভার্সি বলল, উনি সব বুঝে নেবেন ওকে বললেই। ঠিক আছে ওকে বলে দেব, বলেই কেন্ লাইন ছেড়ে দিল। বেশ কিছুক্ষণ পর পুলিস হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল রিসিভার তুলে, ডেস্ক সার্জেন্ট ফোন তুলে প্রশ্ন করল হ্যালো কাকে চান, হ্যালো। কেন্ বলল লেঃ অ্যাডমসকে একবার দিনতো। আপনি কে কথা বলছেন? উনি তো বেরিয়ে গেছেন। উনি কি এখনো পৌঁছননি, বলে গেলেন অবশ্য হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছেন। ডেস্ক সার্জেন্ট বলল, উনি এসেছিলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছেন। কিছু কি জানাতে হবে। ফোন রেখে দিল কেন্ কিছু না বলে। জনির জাহাজ যদি ছেড়ে চলে যায় অ্যাডমস গিয়ে পৌঁছনর আগেই, সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। তাঁর নিজেকে নিজেই সাহায্য করতে হবে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে, সে বরং জলের ধারে গিয়ে নজর রাখবে এখানে বসে না থেকে জাহাজটা চলে গেল কিনা। অ্যাডমসের আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কেন্ স্যাম ভার্সির দেওয়া খবরটা লিখল, অ্যাডমসের টেবিলের উপর থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে এবং সে উইলো পয়েন্ট জাহাজ খুঁজে বের করবে এটাও লিখল। যত শীঘ্র সম্ভব অ্যাডমস যেন সেখানে চলে যান। কেন্ টেবিলের উপর কাগজটা চাপা দিয়ে রাখল, খুব সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এল টুপিটা মাথায় চাপিয়ে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন বাইরে, অন্ধকার আর বৃষ্টির ভেতরে হাঁটতে অদ্ভুত এক নিরাপত্তা বোধ করল সে। দ্রুতগতিতে সে নদীর মোহানার দিকে এগিয়ে চলল রাস্তায় নেমেই।

।। উনিশ ।।

ডেস্ক সার্জেন্ট অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল অ্যাডমসকে ঢুকতে দেখেই, নতুন কোন আসামী আছে নাকি ব্যাপার কি? অ্যাডমস প্রশ্ন করল? ডেস্ক সার্জেন্ট বলল. না স্যার আসামী নেই কেউ, তবে

প্যারাডাইস লুইকে পাওয়া গেছে ওয়েস্ট স্ট্রীটে হৃতচেতন অবস্থায়। ওর প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা, কেউ ওকে বেদম পিটিয়েছে, সালিভান ওকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিল, তখন সালিভান ডিউটিতে ছিল। লুইয়ের বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম তার মতানুযায়ী। অ্যাডমস প্রশ্ন করল, কোথায় আছে লুই? ডেস্ক সার্জেন্ট জবাব দিল, কাউন্টি হাসপাতালে ছ'নম্বর ওয়ার্ডে। ততক্ষণাৎ কাউন্টি হাসপাতালে চলে গেল গাড়ি নিয়ে অ্যাডমস আর বিলম্ব না করে। সারা মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা, চোখ বুঁজে শুয়ে আছে লুই, ছ'নম্বর ওয়ার্ডে পৌঁছে দেখতে পেল ঝুঁকে পড়ে। অ্যাডমস তাঁর হাত ধরে ঝাঁকাল ডাকল, লুই। অ্যাডমসকে চোখ মেলে দেখতে পেল লুই। খেঁকিয়ে উঠে বলল, ছেড়ে দাও বলছি আমাকে, একেবারে বিরক্ত করবে না। কে তোমার এই দুর্দশা করল? তাঁর বিছানার একধারে বসে অ্যাডমস জানতে চাইল।

নিঃশব্দে নোটবই খুলে দাঁড়িয়েছিল অ্যাডমসের সহকারী ওয়াটসন, আমায় ছেড়ে দাও, একটা কথাও আমি বলব না লুই বলল। পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল অ্যাডমস কিছু না বলে, তারপর জ্বলন্ত কাঠিটা লুইয়ের হাতের পাতায় চেপে ধরল। যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে লুই হাতটা সরিয়ে নিল। তাঁর চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল। বল এখনো কে তোমায় মেরেছে বলল অ্যাডমস, নাহলে এবার তোমার কবজিতে ছ্যাঁকা দেব। টাক্স আর হুইটি, লুই অস্ফুট স্বরে বলল অ্যাডমসের নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে। অ্যাডমস আরও নীচু হয়ে জিজ্ঞেস করল কেন মারল? ওরা এরকম করল কি কারণে? লুই বলল আমি ঠিক মনে করতে পারছিনা, বলেই সে দেখল আবার দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছে অ্যাডমস, বলছি, একটু দাঁড়াল বলল লুই সহকর্মী ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে অ্যাডমস জ্বলন্ত কাঠি নিভিয়ে ফেলল। তারপর লুইয়ের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল। লুই সব কথা ফাঁস করে দিল কোন কিছু গোপন না করে।

কে কার্সনের ঠিকানা কি তুমিই জনিকে দিয়েছিলে? অ্যাডমস জানতে চাইল। কে প্রায় রোজ ব্লু রোজ নাইট ক্লাবে যায়। একথা আমি জনিকে বলেছিলাম, কারণ আমি কে'র ঠিকানা জানিনা। রাত্রি তখন ক'টা বাজে?

তা প্রায় এগারটা হবে বলল লুই।

ও'ব্রায়েনের হয়ে তাহলে টাক্স কাজ করছে, অ্যাডমস জানতে চাইল। লুই বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই, একমাত্র টাক্সই বেঁচে আছে ও'ব্রায়েনের চেলাদের মধ্যে। লুই বিবৃতি দিচ্ছিল ওয়াটসন সব লিখে নিয়েছে, এবার লুইকে দিয়ে নোট বইয়ের পাতায় সই করাল অ্যাডমস। ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে জানতে চাইল লুই কেমন আছে, যখন সে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল ডাক্তার বললেন, একেবারেই অবস্থা ভাল নয়। খুলি ফেটে ভেতরের মগজ বেরিয়ে এসেছে, এমন জোরে কেউ ওকে সাইকেলের চেন দিয়ে মাথায় মেরেছে। আজ রাত কাটানো হয়তো সম্ভব নয়। অ্যাডমস ওয়াটসনকে নিয়ে গম্ভীর মুখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, ডাক্তারের কথা শেষ হলে।

।। কুড়ি ।।

ছোট একটা নৌকো বাঁধা ছিল জেটির ধারে, কেন্ তাতে চেপে সাবধানে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলল, কিছুদূরে যেখানে উইলো পয়েন্ট জাহাজটা আছে সেইদিকে। মোটর বোটের এঞ্জিনের শব্দ পেল সে কিছুদূর এগোনোর পর। তাঁর পাশ দিয়ে জল কেটে একটা মোটর বোট বেরিয়ে গেল, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। কেনের নৌকটা দুলে উঠল ঢেউয়ের আঘাতে। কেন্ লক্ষ্য করল ঠিক উইলো পয়েন্টের গায়ে গিয়ে মোটর বোটটা থেমে গেল। একটা মূর্তি জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল, অন্ধকারেও কেন্ দেখতে পেল। নৌকা ভেড়াল কেন্ জাহাজের পাশে এসে দাঁড় টেনে নিঃশব্দে। আর কোন লোক সেখানে ছিলনা, বুঝতে পারল সে মোটর বোটের পাশে এসে। জাহাজের পোর্ট অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে দু'টি লোকের কথোপকথন তাঁর কানে এল, সে মুহূর্তে কেন্ ভাবছিল এখন তার কি করা উচিৎ।

ভাল করে শিক্ষা দিয়েছ তো লুইকে?

টাক্স বলল অবশ্যই প্রচণ্ডভাবে। ওর মাথার ঘিলু বেরিয়ে এসেছে, চেন দিয়ে মেরে ওর মুখ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে হুইটি। ও'ব্রায়েন জানতে চাইল, তাহলে কি ও এখন বেঁচে নেই? স্যার,

সে সম্বন্ধে ঠিক বলতে পারবনা।

আচ্ছা, ও মরে গেলেই ভাল হয়, হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা, একটু চিন্তা করে ও'ব্রায়েন বলল। মুশকিলে পড়ব ও যদি মৃত্যুর আগে জবানবন্দী দিয়ে যায়। বস্ এটা খুব আশ্চর্য্যের ব্যাপার হবে, যদি ও বেঁচে ওঠে, কারণ আমরা দু'জনে ওকে যেভাবে জখম করেছি। ও'ব্রায়েন গলা নামিয়ে বলল, শোন, জনিকেও আর বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই ওকেও শেষ করে দিতে হবে। আপনার কথাই শেষ কথা বস্। ওকে খুন করে, একটা কাঠের পিঁপের ভেতর পুরে আগা পাস্তলা সিমেন্ট দিয়ে ভরাট করে দেবে। ও'ব্রায়েন বলল, কাকপক্ষীও যেন না টের পায় এমন জায়গায় গিয়ে পিঁপেটা পুঁতে দেবে।

তাই হবে বস্, ঐ কথাই রইল, ও'ব্রায়েন বলল আমি একবার দেখা করব জনির সঙ্গে, তারপরে জনির কেবিনের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল টাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে। দু'চোখ বুঁজে জনি শুয়েছিল, উঠে বসল পায়ের শব্দে। ও'ব্রায়েন বলল শুনছ জনি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কাজের কথা বলতে এলাম, জনি বলল, দেরী না করে বলে ফ্যালো, তবে তোমার বেশ কিছু টাকা গচ্চা লাগবে তা যে কাজই হোকনা। ও'ব্রায়েন বলল, আমি তোমার সঙ্গে কোন শর্তে যেতে চাইনা জনি, ভুলে যেয়োনা তোমায় এখানে আজীবন বন্দী থাকতে হবে, যদি আমার কথার অবাধ্যতা কর। জনি বলল, আগে শুনিইনা তোমার প্রস্তাবটা কি? ও'ব্রায়েন বলল ফ্রান্সে চলে যেতে হবে তোমায় আজ রাতেই এ স্থান ছেড়ে, প্রথমে যাবে এয়ারপোর্টে তারপর নিউ ইয়র্কের প্লেনে চাপবে ওখানে গিয়ে। আমার একজন লোক নিউইয়র্কে থাকে সে তোমায় প্যারিসের প্লেনে চাপিয়ে দেবে। আমার আরেকজন লোক তোমায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে। আমি যতদিন না আদেশ দেব, ততদিন থাকবে তুমি ঐ অ্যাপার্টমেন্টে। জনি প্রশ্ন করল, আচ্ছা আমায় ভাগাবার জন্যে কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ বলতো? লজ্জা করছে না তোমার আবার জবাবদিহী চাইছ? ও'ব্রায়েন উচ্চৈস্বরে বলল, তোমার তো একটাই কাজ এখানে থেকে শুধু ঝামেলা বাড়াবে। আমার তোমার মত শ্যালকের সঙ্গের প্রয়োজন নেই।

ঠিক আছে যাব আমি, জনি বলল, কিন্তু কে আমার প্লেনের ভাড়া যোগাবে? তোমার প্লেনের ভাড়া আমার লোকেরা দেবে। ও'ব্রায়েন পার্স খুলে তিনটে একশো ডলারের নোট বের করল, আর বলল, নাও এ টাকাটা তুমি রাখ, আর আমার সামনে একটা চিঠি লেখো গিল্ডাকে, লিখবে যে বেশ কিছুদিন তোমার ফিরতে দেরী হবে কারণ তুমি প্যারিসে যাচ্ছ। জনি বাধ্য ছেলের মত ও'ব্রায়েনের জবানী অনুসারে গিল্ডাকে চিঠি লিখে দিল। ও'ব্রায়েন চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল, সব কিছুই তাঁর পরিকল্পনা মত এগোচ্ছে, ও'ব্রায়েন দারুণ খুশী। গিল্ডা কখনই তাকে সন্দেহ করতে পারবেনা যদি জনিকে খুন করে পুঁতে ফেলা হয়। গিল্ডা বিশ্বাস করবেই যে জনি প্যারিসে আছে, কারণ সে নিজে হাতে চিঠি লিখে গেছে গিল্ডাকে। জনির মৃত্যু হয়েছে প্যারিসে থাকাকালীন একথা সে গিল্ডাকে জানাবে বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর। মোটর বোটে উঠল ও'ব্রায়েন জাহাজ থেকে নেমে হুকুম দিল টাঙ্ককে যাতে কাজটা নিঃসাড়ে সে সেরে ফেলে। তারপর জেটির দিকে চলল এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে।

কেন্ জাহাজের দিকে আড়ালে নৌকোটাকে নিয়ে গিয়েছিল যখন সে বুঝতে পারল ও'ব্রায়েন নেমে আসছে। সে চুপিসাড়ে নৌকটা এনে জাহাজের গায়ে ভেড়াল, মোটর বোটে চেপে ও'ব্রায়েন যখন দূরে চলে গেল। কেন্ হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগোল তারপর টাঙ্ককে দেখতে পেল। চট করে সে আড়ালেই লুকিয়ে পড়ল, টাঙ্কের সঙ্গে মহড়া দেওয়া তার একার কর্ম নয় কেন্ বুঝতে পারল। যদি কোনমতে জনির কাছে পৌঁছন যায় তবে তাকে সব কথা বলে সাবধান করে দিতে হবে। তারপর টাঙ্ককে চেপে ধরতে হবে দু'জনে মিলে।

কেন্ উঠে দাঁড়াল টাঙ্ক সিঁড়ি দিয়ে উঠে যখন ওপরের ডেকে চলে গেল। সে দেখল চারটে কেবিন পাশাপাশি, সব কটাই ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু দেখল একটা দরজার গায়ে চাবি ঝুলছে সুতরাং এখানেই জনিকে আটকে রাখা হয়েছে। একটি অল্পবয়সী ছেলে বাক্সের উপর শুয়ে আছে ছেলেটি দেখতে সুন্দর, সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল। জনি মুহূর্তের মধ্যেই চমকে উঠে দাঁড়াল, কেন্‌কে প্রশ্ন করল, কে তুমি? কেন্ দরজা ভেজিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে

বলল, তোমার জানার কোন প্রয়োজন নেই আমি কে? উত্তেজনায় মনে হচ্ছে কেনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেন্ বলল জনির বিস্ফারিত দৃষ্টির অনুসরণ করে, আমি নৌকোয় বসেছিলাম, ঠিক জাহাজের পাশেই, তোমায় খুন করে পুঁতে ফেলার মতলব আঁটা হচ্ছে একথা শুনতে পেলাম। জনি অপ্রসন্ন সুরে বলল, নিশ্চয়ই তুমি ও'ব্রায়েনের দলের লোক, আমায় তুমি ভয় দেখাতে পারবেনা, ওসব ফালতু কথা বলে, চলে যাও এখান থেকে।

কেন্ বলল এক সেকেন্ডও তোমার জন্য নষ্ট করতে পারবনা। তোমায় খুন করে পিঁপেতে ভরে পুঁতে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে টাক্স। আমরা দু'জনে ওকে অনায়াসেই কাবু করে ফেলতে পারি যদি তুমি সহযোগিতা কর। এতক্ষণে জনি কেনের কথা বিশ্বাস করল। তবে কপাল ঘেমে উঠল, সে মনে মনে জানল নিশ্চিত মৃত্যু হবে তাঁর। পিস্তল আছে টাক্সের সঙ্গে জনি বলল। কি করে আমরা তাঁর সঙ্গে লড়াইতে নামব?

ওকে প্যাঁচে ফেলে ঘায়েল করতে হবে কেন্ বলল এখানে বসে বসে ওকে কাবু করা যাবেনা বাইরে বেরিয়ে এস। জনি বলল চাবিটা আমায় দাও, সে হঠাৎ উন্মাদের মত বলে উঠল দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকব আমি, আর তুমি ইতিমধ্যে পুলিসকে খবর দিয়ে দেবে তাইত? কেন্ ধমক দিয়ে বলল কেন বোকার মত কথা বলছ? বন্ধ দরজা ও ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। যা কিছু আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। দু'জনে থেমে গেল হঠাৎ বাইরে কার পায়ের শব্দ পেল। শিস্ দিতে দিতে এগিয়ে আসছে টাক্স। কেন্ সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল, একটা হুইস্কির বোতল আর ভাঙা চেয়ার ছাড়া কোন জিনিসই কেবিনের ভেতর নেই যা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল বোতলটা হাতে নিয়ে। টাক্স পিস্তল হাতে নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, বলল, জনি। কি ব্যাপার? দরজা খোলা কেন কেবিনের? হয়তো ও'ব্রায়েন খুলে গেছে যাবার আগে ভুল করে। আমি কি করে জানবো? হবে হয়তো, যাক্ টাক্স বলল এখন শোনো, কিছু দরকারী কথা। দেখ জনি, তোমার ওপর বস্ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আর তোমায় বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে পিঁপেতে তোমায় খুন করে পুরে ফেলা হবে। তারপর তোমায় মাটিতে পুঁতে ফেলব।

জনি চিৎকার করে উঠল, এগিও না খবরদার আমার দিকে, এই অবসরে এগিয়ে এসে পেছন থেকে টাক্সের মাথা লক্ষ্য করে বোতলটা মারল কেন্। পায়ের আওয়াজ আগেই শুনতে পেয়েছিল টাক্স। ঘাড় নীচু করে মাথাটা ঠিক বাঁচিয়ে নিল। বোতলটা ভেঙে টুকরো হয়ে গেল তাঁর কাঁধে লেগে।

কেন্ ক্ষিপ্র গতিতে সজোরে এক ঘুঁষি চালাল টাক্সের মুখ লক্ষ্য করে, টাক্স এবারে সরে গেল। তারপর টাক্স কেনের বুকে এক ঘুঁষি মারল। কেন্ কাতরোক্তি করতে লাগল বুকে হাত দিয়ে। জনিকে হাঁটুর ওপর এক লাথি মেরে শুইয়ে দিল টাক্স জনি যেই ফাঁক পেয়ে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল। জনিকে নিয়ে টাক্স যখন ব্যস্ত কেন্ ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে তাকে জাপটে ধরল। কেনের মনে হল সে একটা বুনো গরিলাকে জাপটে ধরেছে। একটা ঝটকায় টাক্স কেবিনের দেওয়ালে আছড়ে ফেলল কেন্‌কে। কেন্ আর জনি আবার উঠে দাঁড়াল, কেনের দিকে কুটিল হিংস্র চোখে তাকিয়ে টাক্স বলল। বাঃ বেশ তো একজন দোস্ত জুটিয়েছ? খুব ভাল কথা তবে কবরে যাবে দুজনেই একসঙ্গে। পিপেতে পুরে দু'জনকেই-তারপর কবর দেব। টাক্স কালবিলম্ব না করে পকেট থেকে ছুরি বার করল, অনেক বেশি জায়গা আছে পিঁপের ভেতর এই কথা বলেই। ছুরিটা নাচাতে নাচাতে এগিয়ে আসতে লাগল টাক্স বলল বল কাকে আগে খতম করি তোদের দু'জনের মধ্যে?

তাকেই মারব যে বলবে। কেন্ চেয়ার ছুড়ে টাক্সের বুকে মারল, তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সহজেই চেয়ারটাকে এড়িয়ে গেল, সে কেনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল পর মুহূর্তেই, এবার তাঁর মুখে ঘুঁষি চালাল কেন্। টাক্সের ছুরি কেনের কোটের কাপড়ের ভেতর চলে গেছে কেন্ টের পেল। এক ধাক্কায় টাক্সকে সে মাটিতে ফেলে দিল। তাঁর ছুরি ধরা ডান হাতটা চেপে ধবল দু'হাতে সজোরে। জনিও এবার সাহসী হয়ে এগিয়ে এল। টাক্সের বুকে খুব জোরে লাথি মারল ডানপায়ের জুতো দিয়ে। টাক্স মুহূর্তের জন্য অকেজো হয়ে পড়ল, কিন্তু কেনের মুখে এক ঘুঁষি মারল সে পরমুহূর্তেই দেহের সব শক্তি প্রয়োগ করে। টাক্স মাটি থেকে উঠতে যাচ্ছিল কেন্ উলটে পড়ে যেতেই, কিন্তু জনি তার আগেই পর পর বেশ কয়েকবার আঘাত মারল টাক্সের মাথায় চেয়ারটা দু'হাতে তুলে ধরে। নিস্পন্দ

হয়ে পড়ে রইল টাঙ্ক, জনি এগিয়ে এসে তাঁর পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। তারপর বেরিয়ে এল কেবিন থেকে কেন্‌কে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে।

।। একুশ ।।

অ্যাডমস গম্ভীর ভাবে বলল, অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে সারাজীবন তুমি পয়সা কামিয়েছো। তোমার অনেক কিছুই জানা আছে কে কার্সনের খুন সম্বন্ধে। আমায় কিছু বলতে সংকোচ করনা, যা জানো বল।

উত্তর দিল সুইটি, মরিস ইয়ার্দের সঙ্গে আমি কথা বলতাম, লেফটেন্যান্ট যদি আপনার জায়গায় আমি থাকতাম, উনি অনেক খবর জানেন।

আমি জানিনা তিনি কে?

সে হল কে কার্সনের নৃত্যসঙ্গী, মরিস কে-কে ছেড়ে চলে যায়। কারণ ওদের মনোমালিন্য হয়েছিল। সুইটি সংবাদ দিল। অ্যাডমস জানতে চাইলেন ওদের ঝড়ার কারণটা কি? একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকত কে আর গিল্ডা। গিল্ডার প্রেমে পড়ে যায় মরিস। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এ নিয়ে গিল্ডার সঙ্গে কের, লস এঞ্জেলসে চলে যায় মরিস কিছুদিন পর। অবশ্য তাঁর সঙ্গী হয় গিল্ডা। ইয়ার্দে কিছুদিন আগে কের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমিও পরের কথাবার্তা সব শুনি আমার ঘরের দেয়ালে কান পেতে। একদিন শুনতে পেলাম কের সঙ্গে মরিস ইয়ার্দের খুব বাকযুদ্ধ হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে কে-কে খুন করবে বলে মরিস শাসিয়েছিল।

টুপি খুলে মাথা চুলকোতে লাগল লেঃ অ্যাডমস। ক্রমশঃ জট পাকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা। জনিকেই এ পর্যন্ত খুনী সাব্যস্ত করেছিল অ্যাডমস। ঘটনার গতি যে অন্যদিকে বাঁক নিচ্ছে র‍্যাফায়েল সুইটিয়ের বিবৃতিতে বোঝা যাচ্ছে। এ বিষয়ে অ্যাডমস নিশ্চিন্ত যে, জনি বা মরিস যেই খুনী হোক, গিল্ডা ডোরম্যান এ বিষয়ে কিছুটা জড়িত।

কোথায় থাকে মরিস ইয়ার্দে? অ্যাডমস প্রশ্ন করল। র‍্যাফায়েল সুইটি বলল, লেঃ ওয়াশিংটন হোটেলে থাকে। র‍্যাফায়েল সুইটি-র অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল অ্যাডমস চিন্তান্বিত অবস্থায়।

।। বাইশ ।।

কেন্ আর জনি দু'জনেই তীরে উঠে এল নৌকো থেকে নেমে। কিভাবে লেঃ অ্যাডমসের হাতে জনিকে তুলে দেওয়া যায় ওকে বুঝতে না দিয়ে একথাই কেন্ ভাবছে। আবার ভয়ও আছে তাঁর অন্যদিক দিয়ে। টাঙ্কের পিস্তলটা জনির পকেটে আছে অর্থাৎ জনি সশস্ত্র। একবার জ্বলছে আর নিভছে ওয়াশিংটন হোটেলের নিয়ন আলো, হোটেলটা সামনেই। হঠাৎ একটা পুলিস কনস্টেবল, যেন আকাশ থেকে তাদের সামনে আবির্ভূত হল। ভাল করে তাকাল সে দু'জনের মুখের দিকে, বলল এমন একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা যার নাম কেন্ হল্যান্ড। এরকম আপনার সঙ্গে তার চেহারার অবিকল মিল আছে। কেন্ হল্যান্ড নাকি আপনি? কেন্ উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল, কখনই আমি নই। ধীরে ধীরে পুলিস কনস্টেবলটির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জনি, কেন্ কথা বলতে ব্যস্ত থাকায় দেখতে পায়নি, জনির পিস্তল গর্জে উঠল হঠাৎ আর পুলিসটি পড়ে গেল মাটিতে মুখ থুবড়ে কাটা কলাগাছের মতই।

কেনের হাত ধরে টানল জনি, এখুনি পুলিস আমাদের পিছু নেবে, চলে এসো তাড়াতাড়ি দৌড়ও।

যখন দু'জনে ছুটছিল হঠাৎ ওয়াশিংটন হোটেলের বারান্দা থেকে গুলির শব্দ হল, জনি অন্ধকারে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল বলল, আমার হাতে গুলি লেগেছে, পালিয়ে এস গুলি চালাচ্ছে ওরা। উন্মাদের মত তাঁরা দু'জন দৌড়তে লাগল, ঢুকে পড়ল সামনের একটা গলিতে, সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে বাঁশী বাজিয়ে বড় রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিস, ওরা শুনতে পেল। একটা ভাঙ্গা বাড়ি দেখতে পেয়ে কেন্ দাঁড়াল, যখন ওরা গলির ভেতর দিয়ে ছুটছিল। রাস্তায় এসে একটি মেয়ে পরক্ষণেই দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে আসুন একপলক তাদের দু'জনকে দেখে নিয়ে মেয়েটি বলল, কেন্ জনিকে ধরে ধরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। অনেকগুলো লোক

ছোটাছুটি করে গলির ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে তাঁরা শুনতে পেল, মেয়েটি যেইনা দরজা বন্ধ করল। তাদের দু'জনকে তাড়া করেই লোকগুলো গলিতে ঢুকেছে কেন্ বুঝতে পারল, কিন্তু তাঁরা অন্ধকারে ঠিক হদিস করতে পারছে না।

ভেতরে শোবার ঘরে কেন্ জনিকে নিয়ে গেল, মেয়েটি নির্দেশ দিল তাকে যেন আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। মেয়েটি জল আর তোয়ালে নিয়ে আসতে কেন্ বিস্মিত হয়ে গেল। মেয়েটির শুশ্রূষার ফলে জনির হাত থেকে কিছুক্ষণ পর রক্তপড়া বন্ধ হল।

কেন্ প্রশ্ন করল টেলিফোন আছে এখানে? এখানে নেই, তবে একটা বুথ আছে গলির মোড়ে মেয়েটি উত্তর দিল। টেলিফোন করা যাবে ওখান থেকে। তবে আপনার এখন না বেরোনই ভাল কারণ চারিদিকে তল্লাশী চলছে। কেন্ বলল, তোমাকে ঠিক বোঝানো যাবেনা, কিছুক্ষণ আগে আমার বন্ধু একটি পুলিসকে খুন করেছে। এখান থেকে ওকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।

মেয়েটি সহাস্যে বলল, তাতে আবার কি হয়েছে, সে পুলিস খুন করেছে। দু'জন পুলিসকে খুন করেছে আমার ভাইও। কেন্ তবুও তার দিকে নিরাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, না ওকে সরাতেই হবে এখান থেকে। জনির উপরে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটি বলল, অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে ওর শরীর থেকে। এখন হাঁটা চলা করা ওর পক্ষে অসম্ভব। আমি আপনাদের জন্য কফি তৈরী করে আনছি, আপনি একটু সুস্থ ভাবে বিশ্রাম নিন। কেন্ কণ্ঠে অস্বস্তি নিয়ে বলল এখানেও তো আসবে পুলিস!

মেয়েটি তাচ্ছিল্য ভরে বলল, আসেনি তো এখনও। এখন ও কথা ভুলে যান।

।। তেইশ।।

র‍্যাফায়েল সুইটি উপরে উঠে এল ৪৫, ম্যাডক্স কোর্টের লিফটে চেপে। লিফট থেকে বেরোনোর পর সামনে একটি দরজা তাঁর চোখে পড়ল। সে দরজার কলিংবেল টিপল। দরজা খুলে গেল কিছু পরেই। তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল গিল্ডা ডোরম্যান, পরনে তার নীল রংয়ের রাত্রিবাস। সুইটি বলল, অবাক হবেন না মিস ডোরম্যান, আমি কিছু খবর যোগাড় করে এনেছি মরিস ইয়ার্দে এবং আপনার ভাই জনির। গিল্ডা ভ্রূ সঙ্কোচন করে প্রশ্ন করল, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? র‍্যাফায়েল সুইটি আমার নাম, জনি আমার বন্ধু। ভেতরে কি আমায় যেতে দেবেন না। এভাবেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব আমি?

গিল্ডা বলল, কখনই আপনি ভেতরে ঢুকবেন না, চলে যান এক্ষুণি আপনি। কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে কোন রকম বিরক্ত করব না। আপনি শুনলে অবশ্যই কৌতূহলী হবেন। কারণ আমার কাছে সেরকম কিছু সংবাদ আছে। সামান্য চিন্তা করার পর গিল্ডা সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল সুইটি। গিল্ডা চেয়ারে বসতেই বলল, কি বলার আছে বলুন। এমনকি খবর আছে আপনার কাছে যা আমাকে বলতে হবেই।

ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, বলছি। কৃতার্থ হওয়ার মত হেসে সুইটি বলল, একটু হুইস্কি আর সোডা দিন আগে আমাকে, গলাটা শুকনো হয়ে গেছে। গিল্ডা চাপা অথচ রুষ্ট গলায় বলল, দেখুন এখানে এসব কিছু দেওয়া যাবেনা, আপনার যা বলার আছে বলে ফেলুন। ম্যাডাম, আমি খবরের বিনিময়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে থাকি। আপনি নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হবেন আমি আপনার ভাইয়ের সম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করেছি তা কেনার জন্য, হিসেবী গলায় সুইটি বলল।

গিল্ডা প্রশ্ন করল, আপনি কি আমায় ব্লাকমেইল করতে এসেছেন? অবশ্যই না সুইটি বলল, তবে দামী খবর পেতে গেলে দাম তো দিতেই হবে। আমি পাঁচশো ডলার নেব, যে খবর দেব তার জন্য। গিল্ডা বলল, আমার যদি অত টাকা না থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার গয়নাগাঁটি কিছু আছে হয়তো টাকা নেই। সুইটি বলল, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তাহলে একটু বসুন, আপনাকে দেবার মত আমার কি কি আছে ভেতরে গিয়ে দেখে আসছি। গিল্ডা বেড়ালের মত হালকা পায়ে ভেতরে চলে গেল। গিল্ডা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল, এক সময় সুইটি পেছন ফিরে দেখল কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, গিল্ডার হাতে উঁচু করে পিস্তল ধরা।

পিস্তলটা সুইটি-র দিকে তাক্ করে ধরে গিল্ডা বলল, কি খবর জোগাড় করেছেন এবার বলতে পারেন। তা না হলে আমি গুলি করব আপনার পায়ে। আপনি চুরি করতে ঢুকেছিলেন আমার

ঘরে একথা বলব সবাইকে, পালাতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছেন আমার গুলিতে। একটু আগে লেঃ অ্যাডমস আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন সুইটি বলল, জনিই যে কের খুনী এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। ওকে অবশ্য আমি বলেছি খুন করেছে মরিস ইয়ার্দে জনি নয় সুতরাং ওর ধারণা ভুল। কঠোর দৃষ্টিতে গিল্ডা তাকে দেখল এবং প্রশ্ন করল, আপনি কেন ওঁকে একথা বলতে গেলেন। কারণ মরিস ইয়ার্দে খুন হবার আগের দিন কে'র ঘরে এসেছিল। সুইটি বলল, আমি ঠিক কে'র ঘরের নীচের তলায় থাকি, ওদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হচ্ছিল শুনতে পেলাম হঠাৎ শুনতে পেলাম ইয়ার্দে কে-কে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে। গিল্ডা জানতে চাইল, সমস্ত কথাই আপনি অ্যাডমসকে বলেছেন? সুইটি বলল হ্যাঁ, কারণ আমার পুরনো বন্ধু জনি, আমি চাইনা ওর কোন বিপদ হোক। আমার কর্তব্য বন্ধুর জন্য কিছু করা। আপনি পাঁচশো ডলার দেবেন এর বিনিময়ে। গিল্ডা অবাক হল। সুইটি ঠোটটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, সে বিবেচনা আপনার নিজের উপর। আমি তাঁর জীবন বাঁচিয়েছি, তাঁর ওপর জনি আপনার ভাই।

এখনো কি জনির খোঁজ করছে পুলিস, গিল্ডা জানতে চাইল। বোধহয় না, সুইটি বলল। মরিস ইয়ার্দেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন অ্যাডমস। ওয়াশিংটন হোটেলে আছে মরিস, মনে হয় ওখান থেকেই তুলবে ওকে অ্যাডমস।

গিল্ডা ড্রয়ার থেকে পাঁচ ডলারের চারটে নোট বের করে সুইটি কে দিয়ে বলল, নিন। এরচেয়ে কিছু বেশি হতে পারেনা আপনার খবরের দাম। এবার মান নিয়ে সরে পড়ুন। সুইটি নিরাশ হয়ে বলল কুড়ি ডলার মাত্র, আমার হাত একেবারে খালি। দিননা ম্যাডাম আর কয়েকটা টাকা। শীঘ্রই বেরোও, পিস্তল উঁচু করে গিল্ডা গর্জন করে উঠল, যাও বেরিয়ে যাও

যখনই বিরস বদনে সুইটি উঠতে গেল দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। পাশের দরজা দ্রুত গতিতে খুলে, পিস্তল নামিয়ে গিল্ডা নীচু স্বরে বলল, জলদি এদিক দিয়ে নেমে যান, বড় রাস্তা পেয়ে যাবেন। সুইটি যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, গিল্ডা আবার চাপা গলায় বলল, খবর বিক্রী করার জন্য আর কোনদিন আমার কাছে এভাবে আসবেন না কিন্তু বলে দিলাম। এই কথা বলেই সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

গিল্ডা এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলল, সুইটি যেই পেছন দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ও'ব্রায়েন হেসে গিল্ডার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছো। গিল্ডা বলল, মিথ্যা কথা বলবনা, ভয় পেয়েছি একটু তা সত্যি। কিছুই খোঁজ পাচ্ছিনা জনির, ওকি উধাও হয়ে গেল কিছু না জানিয়েই। তুমি কি ওর খবর কিছু জান? তোমার কাছে তো সেজন্যই এলাম ও'ব্রায়েন হেসে বলল, আমার সঙ্গে জনি আজ দেখা করতে এসেছিল। গিল্ডা অবাক হয়ে গেল, বলল দেখা করতে এসেছিল তোমার সঙ্গে কেন?

ব্রায়েন বলল, কে কার্সনের খুনের ব্যাপারে ওকে পুলিস সন্দেহ করতে পারে তাই জনি বলল ও কিছুদিন ফ্রান্সে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। আমার কাছে ও তিনশো ডলার নিয়ে গেল। তোমার কাছে টাকা নিয়েছে, জনি ফ্রান্সে গেছে গিল্ডা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, একবার আমার সঙ্গে যাবার আগে দেখাও করলনা। ও'ব্রায়েন হাসতে হাসতে পকেট থেকে জনির লেখা পত্রখানা বের করে দেখাল, বলল দেখা হয়তো করেনি তবে ও যাবার আগে তোমায় একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

টেবিলের উপর রাখল চিঠিটা তারপর মন দিয়ে গিল্ডা সেটা পড়ল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একবার দেখা করে গেলে ভাল করত যাবার আগে।

ও'ব্রায়েন বলল আর মন খারাপ করে কি হবে দেখা যখন হয়নি। তবে ফ্রান্সে ও বেশিদিন থাকবেনা, দেখে নিও।

আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা এবারে তাহলে পাকা করে ফেলা যাক্ তুমি কি বলছ গিল্ডা? তাহলে এ সপ্তাহের শেষ নাগাদ বিয়ের তারিখটা ঠিক করে ফেলি, কি বল?

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল গিল্ডার মুখ, লাজুক হাসি হেসে বলল, তুমি যেদিন মনে করবে সেদিনই হবে সীন। ও'ব্রায়েন উঠে পড়ল বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাহলে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করতে শুরু করছি। রাত হয়েছে, তুমি আর কোনরকম অযথা চিন্তা না করে শুয়ে পড়। তোমায় তারিখটা কাল সকালে ফোন করে জানিয়ে দেব। সুইটি তাঁদের প্রত্যেকটা কথা দরজায়

কান পেতে শুনে নিল। সে আশ্চর্য্য হল জনি চলে গেছে শুনে, আরো আশ্চর্য্য হল যে গিল্ডা সীন নামে একটি লোককে বিয়ে করছে। সীন ও'ব্রায়েন কি সেই বিখ্যাত অপরাধী? সেই লোকটাই সীন এ কথা ভেবে আরও আশ্চর্য্য হল। সুইটি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল, গিল্ডা দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুতে গেল, ও'ব্রায়েন দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার পর। রাত অনেক হয়েছে এবার তাকেও বাড়ি যেতে হবে। সুইটি-র হঠাৎ খুব খিধে পেল। অতি সন্তর্পণে সে গিল্ডার কিচেনে গিয়ে ঢুকল। সুইটি ং-র জিভে জল এল, সামনেই বিশাল রেফ্রিজারেটার, তাঁর পেটে সারাদিন একটুও দানাপানি নেই, নিশ্চয়ই ঐ ফ্রিজের ভেতর ভালমন্দ অনেক খাবার আছে।

ফ্রিজের দরজা আলতো ভাবে টান মারতেই খুলে গেল, পরক্ষণেই চমকে উঠল ভূত দেখার মত জালিয়াত ব্ল্যাকমেইলার র‍্যাফায়েল সুইটি ভয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে,. ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। মরিস ইয়ার্দের মৃতদেহ পড়ে আছে ফ্রিজের ভেতর, সারা মুখ রক্তাক্ত, হাঁটু মোড়া অবস্থায় পড়ে আছে দেহটা।

।। চব্বিশ ।।

মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে আছে টাক্সের। সে ও'ব্রায়েনের নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে ঠিক অনুমান করতে পারছে যে, কি সাংঘাতিক হবে এর ফল। চারিদিকে ও'ব্রায়েন রটিয়ে দেবে টাক্সের ব্যর্থতার খবর, এবং বের করে দেবে তাকে দল থেকে। তাকে ফিরে যেতে হবে চুরি জোচ্চুরি খুন রাহাজানির দিনগুলিতে। যেখানে গেলে ও'ব্রায়েনের কাছ থেকে আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবেনা, সে যে পুলিশের নজর থেকে বাঁচবে। পেটের দায়ে তাকে যে কোন অপরাধমূলক কাজ করতে হবেই একথা টাক্স ভালভাবেই জানে। এবং পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে তার মৃত্যু অবধারিত। কোনটিই এর ঘটবেনা যদি সে জনিকে ধরে মেরে পুঁতে ফেলতে পারে ও'ব্রায়েনের নির্দেশমত, তাহলে সে রাজকীয় ভাবে দিন কাটাতে পারবে। কাজটা তাকে আগেই সেরে ফেলতে হবে। একথা যাতে ও'ব্রায়েনের কানে না পৌঁছয় যে জনি একটা অন্য লোকের সঙ্গে জাহাজ থেকে পালিয়েছে, গরু খোঁজা করে খুঁজতে হবে জনিকে, তা যেখান থেকেই হোক।

টাক্স ডাঙ্গায় উঠে এল জেটিতে নৌকা ভিড়িয়ে। তারপর ওয়াশিংটন হোটেলে ঢুকল শ্লথ গতিতে। হোটেলের ম্যানেজার সেথ কাটলারের সঙ্গে তাঁর দেখা হল রিসেপশন কউন্টারে। টাক্স প্রশ্ন করল, খবর কি সেথ কাটলার? এদিককার খবর ভাল? কাটলার বলল, হাওয়া খারাপ, কেটে পড় এখান থেকে যদি নিজের ভাল চাও।

টাক্স প্রশ্ন করল, কারণটা কি?

কিছুক্ষণ আগে এক পুলিস কনস্টেবলকে জনি ডোরম্যান গুলি করেছে। টাক্সের হাত পা মনে হচ্ছে পেটের ভেতর ঢুকে গেল এই কথা শুনে, সে বলল, তাই নাকি? কাটলার বলল, হ্যাঁ খবরটা সত্যি। আরেক জন ছিল ওর সঙ্গে। অবশ্য তাকে ঠিক চিনতে পারিনি। মরিস ইয়ার্দের খোঁজে এসেছিল লেঃ অ্যাডমস, বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল ওকে না পেয়ে। আমি ছিলাম তাঁর পাশে, দেখতে পেলাম জনি একটা লোকের সঙ্গে এদিক দিয়ে যাচ্ছে। কিসব প্রশ্ন করছিল একটা পুলিস কনস্টেবল, যে লোকটি ওর সঙ্গে ছিল তাকে। পেছন থেকে হঠাৎ তাকে জনি গুলী করল। পুলিসটা মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেই। লেঃ অ্যাডমস জনিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। জনির বুকেই গুলিটা লাগত, আমি যদি সময়মত অ্যাডমসের হাতটা ধরে না ফেলতাম। মারা গেছে কি কনস্টেবলটা? টাক্স জানতে চাইল। ইস, সত্যি তুমি একটা ফালতু লোক, তাচ্ছিল্যের হাসিহেসে কাটলার বলল, কখনও কোন কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছে জনি সারা জীবনে।

পুলিস বেঁচে আছে, তবে জখম হয়েছে। আর যদি এই ভয়ে মরে যে জনির মত ওস্তাদ ওকে মেরে ফেলেছে, তাহলে অন্য কথা। টাক্স বলল, আচ্ছা জনি কোথায় আছে, আমার খুব প্রয়োজন ওকে। ওকে কি দরকার হলেই পাওয়া যাবে। পুলিস হন্যে হয়ে ওকে খোঁজাখুঁজি করছে। টাক্স ধৈর্য্য হারিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি বল কোনদিকে গেছে ওরা? মনে আছে সেই রোজ মেয়েছেলেটাকে? কাটলার বলল, পার্শের দোকানে যে মেয়েটা দিনের বেলায় কাজ করে আর খালাসীদের কাছে রাতের বেলায় সঙ্গ দিয়ে পয়সা রোজগার করে আরে মনে নেই সেই মেয়েটার

কথাই বলছি, গতবছর দু'টো তরতাজা পুলিস খুন করলো যার ভাই পুচকে স্টেড? সেই রোজ মেয়েছেলেটার বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে আছে জনি আর তাঁর সঙ্গীটা।

টাক্স প্রশ্ন করল, তুমি জানলে কি করে?

কাটলার বলল, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাই বলছি। লেঃ অ্যাডমস দেখতে পেত যদি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থাকত। টাক্স বলল, নিয়ে চল আমায় রোজ মেয়েছেলেটার কাছে। ওরে সর্বনাশ, ভীত গলায় কাটলার বলল, চারিদিকে পুলিসে ছেয়ে গেছে। তোমায় কি করে আমি তার ভিতর দিয়ে নিয়ে যাব? আচ্ছা ঠিক আছে, কমপক্ষে ছাদ থেকে আমায় বাড়িটা দেখিয়ে দাও টাক্স বলল, আমি নিজেই যাওয়ার চেষ্টা করব। ওয়াশিংটন হোটেলের ছাদে উঠল লিফটে চড়ে কাটলার আর টাক্স। আলো নিভিয়ে দিল কাটলার আঙ্গুল দিয়ে সামনের দিকে নির্দেশ করে বলল, ঐ যে পুরনো বড় বাড়িটা দেখছ দূরে সরু গলির ভেতর, রোজের ঠেক ওখানে। ওখানেই জনি ঢুকেছে তাঁর বন্ধুকে নিয়ে। টাক্স নীচুস্বরে বলল, আচ্ছা বুঝেছি, আমায় ওখানে যেমন ভাবেই হোক যেতে হবেই। হোটেলের সামনে, গলির মুখে আর ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল নজর রেখে কয়েকজন কনস্টেবল। টাক্স লক্ষ্য করল, এ বাড়ির সামনে দিয়ে তাঁরা কয়েকবার যাতায়াত করল। টাক্স মনে মনে বলল, ঢুকতে হবে গলির উল্টো পথে, তারপর ঐ বাড়িতে ঢুকব পাশের বাড়ির ছাদ দিয়ে নেমে। এটাই নিরাপদ ব্যবস্থা যদিও সময় বেশি লাগবে।

জনি কাতরাতে কাতরাতে চোখ খুলল, কি ব্যাথা হাতে! বলল, কতক্ষণ আগে এসেছি আমরা এখানে? কেন্ জবাব দিল, হয়তো মিনিট কুড়ি হবে। কোথায় গেল সেই মেয়েটা? কেন তাকে দেখতে পাচ্ছিনা?

কেন্ বলল, ও নীচে গেছে একটু গরম দুধ আনতে তোমার জন্য। বাইরের অবস্থা কি? কেন্ বলল, ঠিক বলতে পারছিনা, তবে জায়গাটাকে মনে হয় পুলিস ঘিরে ফেলেছে, কারণ আশেপাশের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে। জনি জানতে চাইল, এখানে কি আমাদের নিরাপত্তা আছে? কেন্ বলল তা মনে হয়না, কারণ ওরা বোধহয় প্রত্যেকটা বাড়ি তল্লাসি করবে। ওরা জেনে গেছে আমরা গলির ভেতর কোন বাড়িতে আত্মগোপন করে আছি। তাই নাকি? জনি বলল, পালাতে পারবে একা তুমি এখান থেকে? কেন্ বলল, একেবারেই না। জনি মিনতি ভরা গলায় বলল, একবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখোনা, আলোটা নিভিয়ে দাও। কেন্ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল লণ্ঠনের পলতেটো যেটা ছিল ঘরের একমাত্র আলো। বাইরের দিকে তাকাল জানালার পর্দা তুলে। সে কিছুই দেখতে পেলনা প্রথমে, দু'জন সন্দেহজনক ব্যক্তি জানালার নীচে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল। কেন্ চাপা স্বরে জানালো, দু'টো পুলিস এখনো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ হল দরজা খোলার, রোজ মেয়েটির গলা পাওয়া গেল পরক্ষণেই, কি হল আলো নেভানো কেন? কেন্ বলল এক্ষুণি জ্বালিয়ে দিচ্ছি, সে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিল দেশলাই ধরিয়ে। বলল একটু দেখছিলাম রাস্তার হালচাল, পুলিস এখনো রাস্তায় আছে।

মেয়েটি জানতে চাইল জনির কাছে গিয়ে, কেমন আছ এখন? ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেসে জনি বলল, ভাল নয়। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, যে তুমি আমার হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছ। কি বল, অনেক রক্ত বেরিয়েছে না? মেয়েটি উত্তর দিলনা জনির কথার, কেন্‌কে বলল, আপনি এখন কি করতে চান? যদি চলে যেতে চান, তবে এখনই ছাদ দিয়ে উঠে পালাতে পারেন, এর দেখাশোনা আমি করছি। পালাতেই তো চায় কেন্ যদি সরে পড়তে পারে এখান থেকে তাহলে সে খবর দিতে পারবে লেঃ অ্যাডমসকে যে জনি এখানেই আছে। একটা বিরাট অপরাধের বোঝা তাঁর স্কন্ধচ্যুত হবে।

জনির দিকে তাকিয়ে কেন্ বলল, তুমি কি বল? জনি বলল, ঠিক কথাই আর দেরী না করে তুমি তড়িঘড়ি সরে পড়। কেন্ বলল, না হয় পালালাম আমি, কিন্তু তোমার কি হবে জনি?

জনি বলল, তুমি আমার একটা উপকার করতে পার এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে, এখানে এসে শোন। কেন্ তাঁর কাছে যেতেই, জনি চাপা গলায় বলল, পুলিসের কড়া নজর আছে চারদিকে, জানি না তুমি কোন রাস্তায় বেরোবে। যদি পার আমার বোন গিল্ডার কাছে চলে যাও। ৪৫ নম্বর ম্যাডক্স কোর্ট ওর ঠিকানা। ও তোমায় নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে চারপাশের উত্তেজনা যতক্ষন না থেমে যায়। ওকে বিস্তৃতভাবে বোলো আমার দুর্দশার কথা। আর ও'ব্রায়েন আমায় খুন করে পুঁতে ফেলতে চেয়েছিল এ কথাও বলবে। যাতে গিল্ডা ভাবে আমি ফ্রান্সে যাচ্ছি, এজন্য ও আমায় দিয়ে জোর করে চিঠি লিখিয়ে

নিয়েছে গিল্ডাকে দেবার জন্য পাছে গিল্ডার মনে কোনরকম সন্দেহ জাগে সেজন্য। ও'ব্রায়েনকে গিল্ডা যাতে চিনতে পারে, এবং বোঝে ভয়ঙ্কর একটা শয়তান সে, তাকে গিল্ডা বিয়ে করতে চলেছে। দয়া করে তুমি এটুকু আমার জন্য কোরো।

কেন্ দোটানায় পড়ে গেল। জনি বলল, তোমারও এতে ভাল হবে। টাকা দেবে তোমায় গিল্ডা, ও তোমার ব্যবস্থা করে দেবে যাতে তুমি এই শহর ছাড়তে পার।

আচ্ছা ঠিক আছে কেন্ বলল, একটা কাগজে তুমি সব কথা লিখে দাও গিল্ডাকে।

জনি একটা পুরনো খামের গায়ে কেনের কলম দিয়ে খসখস করে কিছু কথা লিখল, কেন্ সেটা না পড়েই পকেটে পুরে ফেলল। জনি বল, চিঠিটা ওকে দিলেই ও বুঝবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। বন্ধু বিদায়।

বিদায়! কেন্ বলল, সে তখন ছটফট করছে বেরিয়ে পড়ার জন্য। পুলিস যদি জনিকে এখানে খুঁজে পায় অ্যাডমস-এর কাছে উপস্থিত হওয়ার আগেই, এবং যদি এমন ব্যাপার ঘটে যে গোলাগুলি চলে তবে নিশ্চয়ই জনি মারা পড়বে। তাঁর মানে তখন তার ঘাড়ে পুরোপুরি পড়বে কে কার্সনকে হত্যা করার অভিযোগ। অসম্ভব, অ্যাডমসের সঙ্গে দেখা করতে হবে যে কোন উপায়ে। রোজ অধৈর্য্য হয়ে বলল, দেরী না করে আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আসুন। আর দেরী হলে ওরা পাহারা বসাবে ছাদের দিকেও।

কেন্ ছাদের কাছে এল মেয়েটিকে অনুসরণ করে। একটা বড় জানালা ঘরের বাইরে। ওপাশেই ছাদ। ছাদে নেমে যান, ঐ জানালা গলে। মেয়েটি বলল। ছাদ টপকাতে কোন্ অসুবিধা হবেনা, কারণ পাশের বাড়িগুলো সব পাশাপাশি। প্যারামাউন্ট সিনেমা সামনেই পড়বে ওখানে পৌঁছতে পারলে ভাবনা নেই। সিনেমা হলের পাশে আরেকটা গলি পাবেন, সেটা শেষ হয়েছে লেনক্স স্ট্রীটে গিয়ে। বাকিটা আপনার বুদ্ধিমত করবেন, আগে ঐখানে চলে যান। ধন্যবাদ, কেন্ বলল ঋণী রয়ে গেলাম তোমার কাছে যদি কোনদিন এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাই তবে তোমায় আমি মনে রাখবো। এখন পালান ওসব ভদ্রতা পরে হবে—মেয়েটি বলল, আমি আপনার বন্ধুকে সুস্থ করে তুলব। কেন্ বলল, আমি তোমায় ভুলতে পারবনা। মেয়েটি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে কেউ ভুলতে বলছেনা, সময় এখনো আছে পালান। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তোমার সহযোগিতার জন্য বলে কেন্ মেয়েটির দিকে হাত বাড়াল করমর্দন করার জন্য। মেয়েটি অশালীন হেসে বলল ইস্, আপনি একটি তুখোড় লোক। কেনের গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট একটা চুমু খেল সে তারপর বলল, আর দেরী করা ঠিক নয়। খুব মুশকিলে পড়বেন শিগ্‌গীর পালান।

কেন্ ছাদের ওপর এসে নামল জানালা গলে। কেন্ তাকিয়ে দেখল চারিদিকে অন্ধকার বড় বড় বাড়িগুলোর মাথায় নিয়ন আলো জ্বলছে। আশেপাশের বাড়িগুলো সব গায়ে গায়ে, মেয়েটি ঠিকই বলেছে। কয়েকটা ছাদ টপকে কেন্ কিছুদূর এগোল। সে চমকে ডানদিকে তাকাল, তাঁর কানে গেল উত্তেজিত গলায় কেউ চীৎকার করছে। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, তার অনতিদূরে দু'জন লোক একটি বাড়ির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মহিলা ও অপরটি পুরুষ। কেন্‌কে লক্ষ্য করে একজন জোর গলায় বলে উঠল, ছাদের ওপর একটা লোক ঐ দেখ। কেন্ উপায়ান্তর না দেখে একলাফ মারল নীচে, অবশ্য ছাদটা একতলা বাড়ির ছিল তাই।

একটা বিরাট উঁচু পাঁচিল সামনেই, বন্ধ দরজা, কারা যেন সেই দরজায় সজোরে ঘা দিচ্ছে ওপাশ থেকে। একটা বড় লোহার সিঁড়ি পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আছে, কিছুটা দৌড়ে যেতেই কেন্ দেখতে পেল। সিঁড়ি বেয়ে যেই কেন্ উপরে উঠতে গেল, চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিস কনস্টেবল, পালাতে হবেনা বাছাধন সিঁড়ি বেয়ে, গুলি খাবে যদি না নেমে আস। কেন্ সোজা উঠে গেল তাঁর কথায় পাত্তা না দিয়ে। পরক্ষণেই কিছু এলোপাথাড়ি গুলি চলল, সেগুলো তাঁর আশেপাশের দেয়ালের গায়ে গিয়ে লাগল। কিছু সিমেন্টের ভাঙ্গা টুকরো তাঁর চোখে-মুখে লাগল। তারপর সে সিঁড়ির মাথায় আরেকটা বাড়ির ছাদে নেমে এল। কারা যেন বলাবলি করছে।

কেন্ শুনতে পেল, একটা মাত্র লোক ঐ ছাদে গিয়ে নেমেছে সিঁড়ি বেয়ে। ওরা তাহলে তাকে অন্ধকারে দেখতে পায়নি, যাক্ বাঁচা গেছে কেন্ মনে মনে বলল। হঠাৎ পরপর তিনবার গুলির শব্দ তাঁর কানে এল অন্ধকারের বুক চিরে কে যেন আর্তনাদ করছে শুনতে পেল আবার পরমুহূর্তে গুলির

শব্দ। ব্যাপার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পুলিসগুলো হয়তো নিজেদের মধ্যেই মারপিট শুরু করেছে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সে আগুন জ্বালল, দেখল একটা দরজা তার সামনেই। সন্তর্পণে সে দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। দেখল সোজা চলে গেছে একটা অল্পবিস্তর চোরা গলি। কেন্ রাস্তায় নেমে এল লঘু পায়ে।

রোজের বাড়ির ছাদের কাছে এগিয়ে গেল টাক্স অন্ধকারে একটার পর একটা বাড়ির ছাদ টপকিয়ে। টাক্সের রিভলভার গর্জে উঠল হঠাৎ সামনের বাড়ির ব্যালকনি থেকে একটা কনস্টেবল তাকে দেখতে পেয়েই যখন চেঁচিয়ে উঠল। পুলিসটা গুলি খেয়ে পড়ে গেল ব্যালকনিতে মুখ থুবড়ে, আরেকটা কনস্টেবল রাস্তার নীচে দাঁড়িয়েছিল, টাক্সের বাঁ হাতে এসে বিঁধল তাঁর রিভলভারের গুলি। মুখ তাঁর বিকৃত হয়ে গেল প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। নীচের পুলিসটাকে সে গুলি ছুঁড়ল দাঁতে দাঁত টিপে ধরে। কয়েক পা দৌড়নোর পর পুলিসটি পড়ে গেল রাস্তার ওপর। তৎক্ষণাৎ টাক্স রোজের জানালার কাছে পৌঁছল, মাটি ফুঁড়ে যেন একটা পুলিস উঠে দাঁড়াল। ছাদের এক কোন থেকে, টাক্সের দিকে রিভলভার তাক্ করে বলল, হাত ওঠাও।

সঙ্গে সঙ্গে টাক্স তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে। পুলিস টাক্সের দিকে গুলি ছুঁড়ল যদিও সে গুলি খেয়ে পড়পড় অবস্থা। ছাদের জানালা দিয়ে টাক্স বাড়ির ভেতর নেমে পড়ল পেটের যন্ত্রণায় কাঁতরাতে কাঁতরাতে।

তখন ঘরের ভেতর জনি আর রোজ উৎকর্ণ হয়ে সেই গোলাগুলির শব্দ শুনছে। রোজ বসেছিল দেয়ালে পিঠ দিয়ে, তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে ভয়ে অন্ধকারে হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে সে বড়বড় চোখ মেলে। টাক্সের মুঠো থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পিস্তলখানা হাতে চেপে ধরে বসে আছে জনি খাটের একপাশে। রোজ বলল, ঐভাবে একা যেতে দেওয়া উচিত হয়নি তোমার ঐ বন্ধুকে। ওকে গুলি করে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেবে পুলিসের লোকেরা। জনি বলল চুপ কর। মনে হচ্ছে ও লড়াই করছে পুলিসদের সঙ্গে। তখনই জনির মনে পড়ল, ওর হাতে যে পিস্তল বা রিভলভার ছিল না।

জনির মনে হল কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খোঁজে টাক্স এখানে আসেনি তো? ঠিক সেই সময় শব্দ হল জানলার কাচ ভাঙ্গার। ছাদের ওপর ধুপ করে প্যাসেজের এদিকে কে যেন লাফিয়ে পড়ল।

রোজ ভয়ে বলে উঠল, কিসের যেন শব্দ হল? ভেতরে ঢুকেছে কেউ ছাদের জানালা ভেঙ্গে। জনি বলল, বাতিটা শিগগীর নিভিয়ে দাও।

ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে রোজ দেওয়ার পর জনি বলল বন্ধ করে দাও দরজাটা। দরজাটা হা করে খোলা ছিল যখন রোজ অন্ধকারে দরজাটা বন্ধ করতে গেল, বাইরে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পিঠ দিয়ে পাল্লা দু'টো চেপে দাঁড়িয়ে থাকল রোজ। একজোড়া ঠাণ্ডা হাত তাকে চেপে ধরল হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর। আতঙ্কে রোজ চীৎকার করে উঠল। ঘরের ভেতরে বসে পরিস্কার শুনতে পেল জনি তাঁর সেই চীৎকারের শব্দ। উত্তেজনায় আর উৎকণ্ঠায় জনির শরীর তখন মুহুর্মুহু কাঁপছে। জামা ভিজে উঠেছে ঘামে। একটা লোক তাকে বলপূর্বক ঠেলে ঢুকতে চাইছে ঘরের ভেতর রোজ অনুভব করল। ভালো করে তাকে দেখা যাচ্ছেনা অন্ধকারে। তবে সে অন্য কেউ হতে পারে পুলিসের লোক নয় অবশ্যই, এটা রোজের মনে হল। সে লোকটাকে উদ্দেশ্য করে অন্ধকারে কিল, চঁড় ঘুষি মেরে যাচ্ছে।

হঠাৎ লোকটা তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরল, মুখে একটা শপথ উচ্চারণ করেই। ছটফট করে উঠল রোজ তাঁর দু'হাতের কঠোর আক্রমণে। সে লোকটার চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল ছাড়া পাবার শেষ অস্ত্র হিসেবে। দারুণ শক্তিশালী লোকটা কারণ সে তাঁর কাছে কিছুই নয়। রোজের নরম শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে দু'চারবার ঝাঁকিয়ে আহত অবস্থাতেই। এই লোকটিই যে টাক্স একথা বলা-বাহুল্য। দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে তার পেট থেকে, পুলিসের গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে তাঁর পেট। মুখ চোখও রক্তাক্ত। জনি কোন দিকে আছে টাক্স বোঝার চেষ্টা করল, সে রিভলভার বের করে ধরল যন্ত্রণায় কাঁতরাতে কাঁতরাতে। টাক্সের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল জনি। পিস্তুল হাতে কান পেতে সে অন্ধকার ঘরে বসেছিল। টাক্স যে তাঁর থেকে কয়েক ফুট মাত্র দূরে একথা জনি বুঝতে পারছিল। তবুও জনি গুলি চালানোর মত সাহস সঞ্চয় করতে পারছেনা। যদি গুলির ছোঁড়ার শব্দ বুঝে টাক্স তাঁর অবস্থান অনুমান করে ফেলে।

অ্যাডমসের দিকে ফিরে ও'ব্রায়েন বলল, এখন এ লোকটাকে এখান থেকে নিয়ে যান, আর এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে এই লোকটিকে অভিযুক্ত করা যায় কে কার্সনের খুনী হিসাবে। আর যদি একটি অসংলগ্ন কথা শুনি এখানে দাঁড়িয়ে বলছেন, তবে আপনার চাকরি কি করে বজায় রাখেন তা আমি দেখিয়ে দেব। অ্যাডমস বলল, কিছু মনে করবেন না আপনার কথায় ওকে গ্রেপ্তার করা যাবেনা। কারণ কে কার্সনকে হল্যান্ড খুন করেনি। অধৈর্য্য হয়ে ও'ব্রায়েন জানতে চাইল, তাহলে খুনী কে? অ্যাডমস গিল্ডার দিকে অঙ্গুলী-প্রদর্শন করে বলল। আপনার আগামী দিনের পত্নী গিল্ডা ডোরম্যান, উনিই কে কার্সনকে হত্যা করেছেন। ও'ব্রায়েনকে দেখে মনে হল, সে যেন ক্রোধে উত্তেজনায় অগ্নুৎপাত ঘটাবে, বলে উঠল, আপনি কি বলছেন খেয়াল আছে? মুখের লাগাম টেনে কথা বলুন লেফটেন্যান্ট, নাহলে আমি—। ও' ব্রায়েন কথা শেষ না করেই গিল্ডার দিকে তাকাল, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে গিল্ডা। সে তাকিয়ে আছে বড় বড় আতঙ্কিত চোখে শোবার ঘরের দিকে। একটা বাদামী রঙের পিকনিজ কুকুর শোবার ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর ঠিক গিল্ডার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কুকুরটা গিল্ডার মুখের দিকে, তারপর এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের বন্ধ দরজার সামনে। দরজা আঁচড়াতে লাগল নখ দিয়ে। তাড়িয়ে দাও ওটাকে এখান থেকে গিল্ডা চীৎকার করে উঠল, বলছি ওটাকে বের করে দাও।

একলাফে অ্যাডমস এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের সামনে তার দরজাটা খুলে ফেলল। কুকুরটা কুঁইকুঁই করে কাঁদতে লাগল ঘরে ঢুকে। র‍্যাফায়েল সুইটি-র মৃতদেহ পড়ে ছিল মেঝের ওপর উপুড় হয়ে। একটা বরফ কাটা ছোট গাঁইতি বিঁধে ছিল তাঁর ঘাড়ের ওপর। মেঝের ওপর রক্তের ধারা গড়িয়ে জমে আছে। গিল্ডা ও'ব্রায়েন তাকে অনুসরণ করে রান্নাঘরে এসেছিল। তাঁরা দরজায় এসে দাঁড়াল। অ্যাডমস গিল্ডার দিকে তাকিয়ে দেখল তাঁর মুখটা মড়া মানুষের মত রক্তহীন হয়ে গেছে। ও'ব্রায়েন বিস্মিতভাবে অ্যাডমসকে প্রশ্ন করল, কে এই লোকটা?

র‍্যাফায়েল সুইটি-এর নাম, অ্যাডমস উত্তর দিল। লোকটি একজন ব্ল্যাকমেইলার।

কুকুরটা ততক্ষণে, মুখে অল্প শব্দ করতে করতে রেফ্রিজেটারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নাকে কিছু গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে সে, তারপর রেফ্রিজেটারের কাছে গিয়ে দরজাটা নখ দিয়ে খামচাতে শুরু করল। অ্যাডমস রেফ্রিজেটরের হাতলটা ধরে একটান দিতেই ওটা খুলে গেল। ও'ব্রায়েন আর অ্যাডমস দু'জনেই অবাক হয়ে গেল দেখল ভেতরে পড়ে আছে কুঁকড়ে মরিস ইয়ার্দের রক্ত মাখা মৃতদেহটা। ও'ব্রায়েন ক্ষীণস্বরে বলল, হায় ভগবান এটা কে আবার? অ্যাডমস গিল্ডার দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করে বলল, ওনার প্রাক্তন স্বামী ইনিই।

অ্যাডমস এবং ও'ব্রায়েন দু'জনেই বসার ঘরে ফিরে এল। গিল্ডা বলল, তুমি বিশ্বাস কর সীন, আমি কখনই একাজ করিনি। আমার কথা তোমায় বিশ্বাস করতেই হবে। আমি ওদেরকে ঠিক এই অবস্থায় দেখতে পাই রান্নাঘরে ঢোকার পর। আমি শপথ করে বলতে পারি। গিল্ডার কাঁধে হাত দিয়ে ও'ব্রায়েন বলল, ভয় পেয়োনা গিল্ডা। আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করব। এখন ঘটনাটা পরিস্কার ভাবে বোঝা দরকার ও'ব্রায়েন অ্যাডমসের দিকে তাকিয়ে বলল। ঘটনাটার ইতিহাস বোঝা খুবই সহজ, অ্যাডমস একপা সামনে এগিয়ে এসে বলল, আমি মিস্ গিল্ডা ডোরম্যানকে অভিযুক্ত করছি, কে কার্সন, মরিস ইয়ার্দে এবং র‍্যাফায়েল সুইটিকে খুন করার জন্য। এরপর বাকি অংশটা হেড কোয়ার্টার্সে বসেই প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

ও'ব্রায়েন বলল, কখনই না এখানেই বলতে হবে সব কথা। মিস ডোরম্যান অস্বীকার করছেন তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ। আপনার হাতে কি উপযুক্ত প্রমাণ আছে এইসব অভিযোগের?

অ্যাডমস উত্তর দিল যথেষ্ট সত্যানুগ প্রমাণ আছে আমার হাতে যাতে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। বলুন সবকিছু, ও'ব্রায়েন বলল, আমি স্বকর্ণে তার সবকিছু শুনতে চাই। সমস্ত ব্যাপারটা একটা নির্দিষ্ট হেতুর উপর পরিচালিত হয়েছে আমি আগেই সেটা ব্যক্ত করেছি। অ্যাডমস বলতে শুরু করল। শুরুতেই একটা জিনিস আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম কে কার্সনের খুনের তদন্তে। জনিই হয়তো খুনী একথা ভেবেছিলাম। কারণ ও অসুস্থ মস্তিষ্ক ছিল, তাছাড়া সে একবার কে-কে শাসিয়েছিল খুন করবে বলে অতীতে। কিন্তু একাজ যে জনির পক্ষে সম্ভব নয়, পরে ভেবে দেখলাম। কে আর কেন্ যখন নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসে তখন জনিকে একবার দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আদৌ জনি জানত না

কের আস্তানা কোথায়। সেটা খুঁজে বার করাও জনির পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই ওকে আমি বাদ দিয়েছিলাম আমার সন্দেহ ভাজনদের তালিকা থেকে। তারপর মরিস ইয়ার্দের কথা আমি জানতে পারলাম। মরিসের সঙ্গে কার্সনের একসময় তুমুল বিবাদ হয়েছিল এ কথা আমার কানে এল। কে-কে মরিস খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছিল।

আমি মরিসের সন্ধানে তাঁর হোটেলে গেলাম। কিন্তু তখন পাখি খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে। তার ঘরে ঢুকে দেখলাম বিছানা, বালিশ, চাদর, আসবাব পত্র সব নয়-ছয় হয়ে পড়ে আছে, দেখে মনে হল পাগলের মত কেউ সবকিছু ঘেঁটেছে কোন কিছু খোঁজার জন্য। জিনিসটা কোন কাগজ বা সার্টিফিকেট হবে মনে হল, কারণ তার খোঁজার ধরন ছিল সেই রকমই। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত এবং সেই কারণেই পুলিস অফিসার হিসাবে আমার সুনাম আছে। আর আমার এটাও মনে হল সারা ঘরে যে তছনছ করে বেরিয়েছে সে সম্ভবতঃ স্ত্রীলোক, এটা কেন বলতে পারছিনা আমার মনে হল এবং সে একটা বিয়ের সার্টিফিকেটের সন্ধানেই এসেছিল।

তারপর অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারি লস্ এঞ্জলসে তেরো মাস আগে মরিস মিস ডোরম্যানকে বিবাহ করে। এখন শুনছি মিঃ ও'ব্রায়েন আপনি মিস ডোরম্যানকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন। সত্যিই উনি পাত্রী হিসাবে খুব ভাল, কে কার্সন যদি বেঁচে থাকত আর জানতে পারত যে মরিসকে গিল্ডা বিয়ে করেছিলেন তবে দু'জনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লেগে যেত এতে কোন সন্দেহ নেই। কে গিল্ডার উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিল। এবং ঐ বিয়ের ব্যাপারটা জানতে পারলে কমপক্ষে গিল্ডাকে সে ব্লাকমেইল করতই। দেখছেন উদ্দেশ্য কিভাবে বেরিয়ে আসে ধারণাকে অনুসরণ করে? আমার সন্দেহ পড়ল মিস ডোরম্যানের উপর তখন থেকেই। সেইরাতে উনি ব্লু রোজ নাইট ক্লাবে গিয়েছিলেন। এবং এদিকে ওখান থেকে আধঘণ্টা আগেই বেরিয়ে যান। তারপর কার্সন হল্যান্ড সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তিনি কে কার্সনের বাড়িতে ঐ সময়টুকুর মধ্যেই পৌঁছে যান ডোরম্যান। সিঁড়িতে ম্যাটের নীচে যে বাড়তি চাবি রাখা থাকে গিল্ডা তা জানত, কারণ সে কিছুদিন কে'র সঙ্গেই অ্যাপার্টমেন্টে বাস করেছিল। সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার চাবি তাঁর কাছে নিশ্চয়ই ছিল, কে'র শোবার ঘরে যেই কেন না আত্মগোপন করে থাকুক। মিস ডোরম্যান বাড়ি ফেরেন সেই রাত্রে দু'টোর সময়, নীচে নাইট ক্লার্ক আমায় বলেছে। ঘড়িতে ঠিক তখন একটা বেজে চল্লিশ মিনিট যখন মিস গিল্ডা কে কার্সনকে খুন করে ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠিক কুড়ি মিনিট সময় লাগে গাড়ি চালিয়ে কে'র ওখান থেকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আসতে। মরিস ইয়ার্দে গতকাল ওখানে রাত ন'টা নাগাদ এসেছিল নাইট ক্লার্কের কাছে তাও আমি জানতে পারি। তারপর আর তাকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়নি। সম্ভবত মরিস ইয়ার্দে গিল্ডার কাছে এসেছিল ভয় দেখিয়ে টাকা নিতে, এমন কি হয়তো শাসিয়েছিল যে টাকা না দিলে তাদের বিয়ের ব্যাপারটা প্রকাশ করে দেবে। সেই কারণে তাকে হত্যা করেন গিল্ডা এবং দেহটা ফ্রিজে লুকিয়ে রাখেন। ভেবেছিলেন ঠিক সময়ে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলবেন। তারপর উনি ওয়াশিংটন হোটেলে যান, মরিসের ঘরে গিয়ে বিয়ের সার্টিফিকেটটা খোঁজার চেষ্টা করেন, তাঁর যাবতীয় জিনিসপত্র হাতড়াতে থাকেন, খুঁজে বের করেন সেই সার্টিফিকেটটা।

তারপর সেটা পুড়িয়ে ফেলেন। তারপর যান ব্লু রোজ নাইট ক্লাবে হল্যান্ড এবং কে'র সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়। তিনি যথারীতি কের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে প্রবেশ করেন, ওরা ওই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই। তিনি জানতেন হল্যান্ড এবং কে তার ঘরে ফিরে আসবে, এজন্য তার শোবার ঘরে গিল্ডা অপেক্ষা করতে থাকেন। হল্যান্ডকে বাইরের ঘরে বসিয়ে যখন কে শোবার ঘরে ঢোকে তখন অতর্কিতে বরফ কাটা গাঁইতি দিয়ে তাকে হত্যা করেন গিল্ডা ডোরম্যান। এবং পালিয়ে যান মেন সুইচ বন্ধ করে দিয়ে। তিনি স্থির নিশ্চিন্ত ছিলেন যে কের খুনী হিসাবে চিহ্নিত হবে কেন্ হল্যান্ড।

ও'ব্রায়েন সমস্ত শোনার পর সিগারেট ধরিয়ে মন্তব্য করলেন, আপনার সুপরিকল্পিত যুক্তির নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব আছে। কিন্তু ভুলে যাবেন না যে কোন উপযুক্ত উকিল এ যুক্তিও খণ্ডন করতে পারবে। লেফটেন্যান্ট একথা আপনার জানা দরকার যে, জনি স্বীকারোক্তি করেছে আমার কাছে যে সেই কে কার্সনকে খুন করেছে। যেহেতু গিল্ডার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল সেজন্য জনি বোনকে বাঁচাতে আপনাকে ঐরূপ বিবৃতি দিয়েছিল। অ্যাডমস সংযত কণ্ঠে বললেন। হয়তো আপনি ম্যাডামকে খুনী জানলে বিয়ে নাও করতে পারেন। আর জনিও জানত এই বিয়ে হলে

সে আর্থিক দিক দিয়ে বেশ লাভবান হবে।

কথাটা ঠিক বলছি তো? অ্যাডমসের কথা শেষ হবার পূর্বেই, পকেট থেকে নিমেষে রিভলভার বের করল ও'ব্রায়েন। আমি গুলি চালাব কিন্তু—যদি এক পাও সরে যান, অ্যাডমসকে মাথা লক্ষ্য করে রিভলভার তুলে বলল ও'ব্রায়েন। যান ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান, বলল পরক্ষণেই কেন্‌কে লক্ষ্য করে। কেন্ অ্যাডমসের পাশে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল কোন প্রতিবাদ না করে। অ্যাডমস তাঁর নরম ভাবমূর্তি বজায় রেখে বলল, মি'. ও'ব্রায়েন আপনি কিন্তু এভাবে এড়িয়ে যেতে পারবেন না, আর মিস্ গিল্ডাও বাঁচতে পারবেন না অবশ্যই। যদিও গিল্ডা কে কার্সনের খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পান, কিন্তু আরও দুটো নরহত্যার দায় বর্তাবে ওর ওপর। একথা অবশ্যই মনে রাখবেন।

ও'ব্রায়েন বলল, আপনি হতে পারেন একজন দক্ষ পুলিস অফিসার, কিন্তু পরিচালনার প্রতিভায় আমার সমকক্ষ নন। আমার কাছ থেকে শেখার মত অনেক কিছু আপনার বাকি আছে। ইশারায় ডাকল ও'ব্রায়েন গিল্ডাকে বলল, হুইটিকে ফোন করে এক্ষুণি এখানে আসতে বলে দাও, বুঝেছো? ও যেন শক্ত সামর্থ চারজন গুণ্ডাকে নিয়ে আসে এখানে, একথা বলে দাও। আস্তে আস্তে পা ফেলে গিল্ডা এগিয়ে যেতেই অ্যাডমস বলল, আমি কখনই এরকম বোকামী করতাম না যদি আপনার জায়গায় থাকতাম। কারণ এভাবে আপনি রেহাই পাবেন না। ও'ব্রায়েনের দু'চোখে তখন হিংস্র জানোয়ারের দৃষ্টি, সে বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল, তাই নাকি? আগে অনুধাবন করুন আপনাদের দু'জনের কি পরিণতি করব আমি। কাল সকাল বেলায় একতলায় আপনার আর হল্যান্ডের যুগপৎ মৃতদেহ দেখা যাবে। আর সকলে জানবে হল্যান্ড মারা গেছে আপনার গুলিতে। আর এটাও প্রমাণিত হবে দু'জনে দু'জনকেই মেরেছেন। আর প্রমাণ করতে হবে যে নাইট ক্লার্কটাও আপনাদের যে কোন একজনের গুলি খেয়ে মারা গেছে। আর রান্নাঘর থেকে মৃতদেহ দুটি বের করে হুইটির লোকেরা কোন গোপন জায়গায় পুঁতে দেবে।

অ্যাডমস বলল, আপনার পরিকল্পনা যে তুলনাহীন একথা স্বীকার করতেই হবে।

ও'ব্রায়েন হাসল, নিষ্ঠুর ভাবে বলল, ও'ব্রায়েনের পরিচালনা, সুতরাং যে কোন প্ল্যান নিখুঁত হবেই, বুঝলেন মিঃ লেফটেন্যান্ট?। হাত কাঁপছিল গিল্ডার ফোন ধরতেই, সে রিসিভার নামিয়ে রাখল, বলে উঠল কাঁদো কাঁদো গলায়, আমি পারবনা সীন। আচ্ছা থাক তোমায় ফোন করতে হবেনা। আমিই ধরছি ফোন, ভয় পেয়োনা, এতটুকু ঝামেলা তোমার উপর আমি আসতে দেবনা। গিল্ডা কোনমতে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল অগোছালো ভঙ্গীতে।

ও'ব্রায়েন সম্বোধন করল, চতুর পুলিস অফিসার আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি, এই বলে সে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। সে কিন্তু লক্ষ্য করল না, রান্নাঘর থেকে সুইটির কুকুরটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তার দিকেই। কুকুরটা ও'ব্রায়েনের কাছে এগিয়ে এসে দু'পা তুলে দিল তাঁর হাঁটুর ওপর, এক লাথি মেরে কুকুরটাকে সরিয়ে দিল সে মাথা নীচু করে। সেই অবসরে অ্যাডমস তার রিভলভার বের করল পকেটের ভিতর থেকে।

অ্যাডমস বন্দুকের ঘোড়া টিপল, ও'ব্রায়েন যেই মুখ তুলে তাকাল। অব্যর্থ গুলি লাগল, ও'ব্রায়েনের ডান চোখের নীচে। ক্ষতস্থান থেকে ছিটকে এল একঝলক রক্ত। পিস্তল পড়ে গেল ও'ব্রায়েনের হাত থেকে, আবার তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল অ্যাডমস যখনই সে টলতে টলতে পেছনে সরে যাচ্ছে। ও'ব্রায়েনের দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেল, একবার পাক খেয়ে দেহটা মেঝের উপর পড়ে গেল।

অ্যাডমস কেনের দিকে তাকাল এবং হেসে বলল, শয়তান, বরাহটা আমাকে কাহিল করে দিয়েছিল। মিঃ হল্যান্ড, আপনিও কি আমার মত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন নাকি? কেন্ কিছু বলতে পারলনা অবশভাবে চেয়ারে বসে পড়ল। দু'হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর শোবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অ্যাডমস। দু'হাতে দুইকান চাপা দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল গিল্ডা, ভয়ে সে আর্ত চীৎকার করে উঠল যখন সে অ্যাডমসকে দেখতে পেল। অ্যাডমস বলল, বোনটি এখন আর কোন চীৎকারে কাজ হবেনা। আপনাকে বাঁচাবার জন্য এখন আর কাউকে পাবেন না। লক্ষ্মী মেয়ের মত চলুন আমার সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে। কথাবার্তা যা কিছু ওখানেই সারব। গিল্ডা ধীরে ধীরে পিছন দিকে সরতে লাগল। তার

দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অ্যাডমস বলল, কুকুরটাই যত নষ্টের গোড়া, ওটাই ও'ব্রায়েনকে ফাঁসিয়ে দিল, কুকুরটাই শুধু ও'ব্রায়েনের পরিচালনার বাইরে থেকে গেল, আর সবকিছু একপ্রকার যাই হোক। আমায় মারতে চেয়েছিল, আমিই ওকে খতম করলাম। কোন রকম চাতুরী করবেন না বোনটি, চলুন আমাদের সঙ্গে।

গিল্ডা হিস্ হিস্ করে বিষাক্ত সাপের সুরে বলল, সরে যাও বলছি আমার কাছ থেকে। অ্যাডমস বলল, মিথ্যে ভয় পাবেন না, আপনার মাত্র কুড়িবছর সাজা হবে। তারপর ভবলীলা সাঙ্গ করবেন, সব দুঃখ-কষ্টের ওপারে চলে যাবেন, যেদিন হাইড্রোজেন বোমা পড়বে। সত্যিই আপনি ভাগ্যবতী। গিল্ডা একদৌড় দিয়ে নিমেষে শোবার ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল, অ্যাডমসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে। গরাদ খোলা ছিল জানালার। সেই খোলা জানালা দিয়ে নিমেষের মধ্যে গিল্ডা নীচে লাফ দিল। নীচের তলায় শানের ওপর পরক্ষণেই তার দেহটা ষোল তলা নীচে আছড়ে পড়ল এবং তার শব্দও শোনা গেল।

অসহায় হয়ে অ্যাডমস বসার ঘরে ফিরে এল। তারপর যোগাযোগ করল হেড কোয়ার্টারে, টেলিফোন তুলে বলল, একটুও দেরী না করে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর স্কোয়াড পাঠিয়ে দিন ৪৫ নম্বর ম্যাডক্স কোর্টে। সে কেনের পাশে এসে দাঁড়াল রিসিভার রেখে দিয়ে, তাকে বেশ করে ঝাঁকুনি দিল। বলল, এখনো এখানে বসে থেকে কি করছেন, ঘর বাড়ি আছে তো? বাড়ি ফিরতে কি ইচ্ছা করছেনা? কেন্ ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল, সে মনে হচ্ছে কথা বলার ক্ষমতাটুকুই হারিয়ে ফেলেছে বিচিত্র সব ঘটনার ধাক্কায়।

অ্যাডমস বলল ভয় পাবেননা। আপনি এখন স্বাধীন। তবে আমার অনুরোধ এবং আদেশ, যা যা ঘটেছে তা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। তবে এটুকু জানবেন পুলিস আর আপনার সন্ধান করবেনা। টলতে টলতে ক্লান্ত শরীরে কেন্ দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অ্যাডমস ডাকল, আরে মশাই শুনে যান। কুকুরটা তখনো ঘরের ভেতর সঙ্গীহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। নিয়ে যাননা কুকুরটাকে আপনার সঙ্গে, অ্যাডমস তার দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বলল। একটু কি জায়গা হবেনা ওর জন্য আপনার বাড়িতে?

কেন্ কুকুরটার দিকে সভয়ে তাকাল, উত্তর দিল, কখনোই না! আমি যদি আর কখনও এই পিকনিজ জাতীয় কুকুর দেখি তবে অসুস্থ হয়ে পড়ব। কথা শেষ করেই সে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে এল নীচে।

কেনের স্ত্রী অ্যান ট্রেন থেকে নেমেই প্রশ্ন করল, ভাল আছতো তুমি? কেন্ অপ্রস্তুত গলায় বলল, নিশ্চয়ই হ্যাঁ, ভাল আছি। আমি দারুণ সুস্থ আছি। অ্যান মন্তব্য করল, কিন্তু তোমার চোখ মুখ অন্যরকম কথা বলছে, তোমাকে যেন খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। কি রকম পরিবর্তন বোধ লাগছে। কেন্ বলল, ওসব ফালতু কথা থামাও, মালপত্র কোথায় রেখেছ বল? ওগুলো ঠিকমত পরিচালনা করা প্রয়োজন ক্ষণিকের জন্য ও'ব্রায়েনের প্রচলিত শব্দটি 'পরিচালনা করা' কথাটা কেনের মনে পড়ে গেল, তাই বাক্যটি প্রয়োগ করার সুযোগ সে ছাড়তে পারল না।

অ্যান প্রশ্ন করল কি করে সময় কাটতো তোমার, যখন আমি ছিলাম না?

এই গোলাপ ঝাড়ে জল দিতাম, ঘাস ছাটতাম, বাগান পরিস্কার করতাম এইসব আর কি। কেন্ মনে মনে ভাবল, ওঃ অল্পের জন্য বেঁচে গেছি দারুণ বিপদ থেকে। ওঃ, প্রচণ্ড শিক্ষা হয়ে গেছে। অ্যান গাড়ি থেকে নেমে বলল, বাঃ বাগানটা সুন্দর করে রেখেছো তো। হঠাৎ বলল, আরে কি ব্যাপার এটা কি? কেন্ তুমি কি আমাকে চমক দেবে বলে এটাকে এনেছ?

কেন্ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল, একটা পিকনিজ কুকুর বাংলোর সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করছে।

ফূর্তি করবো তা নয়, কেবল টাকা টাকা টাকা। যে কোনও উপায়ে টাকাটা জোগাড় করতেই হবে।

দরজা খুলে মেগ বারলো দাঁড়িয়ে আছে। তার নীল চোখের তারায়—জিজ্ঞাসা!

আচ্ছা কত বয়েস হবে মেগ-এর। আমার সমান না দু-এক বছরের ছোট। ওঃ কি একখানা চেহারা, দুর্দান্ত, দারুণ ফিগার।

অ্যানসনের শিরায় শিরায় যেন ঝড় বয়ে গেল। তার রক্তে শিহরণ খেলে গেল। সে মেগকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

লম্বা, তার চেয়ে ইঞ্চিখানেক লম্বাই হবে। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, দীর্ঘ সুঠাম দুটো পা। তার পরনে কমলালেবু রঙের সোয়েটার, পায়ের হাঁটু অবধি কালো মোজা। একমাথা সোনালী চুল সবুজ ফিতেয় বাধা, স্ফীত মুখগহ্বর, পুরু ঠোঁট, ছোট সরু বাঁকানো নাক। সব কিছু মিলিয়ে মেগ অপরূপা। পুরুষের হৃদয়ে কামনার-আগুন জ্বালাতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

অ্যানসন এতো রূপ এর আগে কোনদিন দেখেনি।

মেগ-এর চোখ থেকে জিজ্ঞাসার ভাবটা অদৃশ্য হল। সে মৃদু হেসে বলল আপনি। আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

অ্যানসন মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এলো। সে স্বাভাবিক ভাবে হেসে বললো, আমি জন অ্যানসন, ন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স করপোরেশন থেকে আসছি। আপনিই তো মিসেস বারলো? আপনার চিঠি পেয়ে...।

আসুন আসুন, ভেতরে আসুন?

অ্যানসন মেগ-এর পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলো। ছোট একখানা হলঘর পেরিয়ে বসবার ঘরে এলো।

ঘরখানি বেশ বড়সড়। এক পাশে বেশ বড় একটা অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের সামনে বিরাট এক সোফা, ঘরের কোণায় একটা টেবিল। তার উপর একটা ছোট টাইপরাইটার, অনেক সাদা কাগজ, কয়েকটি কার্বনের বাক্স এবং একটা ওয়েবস্টার ডিক্সনারী।

অ্যানসন ঘরে পা দিয়েই বেশ অবাক হল। মেঝেতে ধুলো জমে আছে, আসবাবপত্রও ধুলিমলিন। বাড়ির বাইরের মতো ভেতরেও অযত্ন-অবহেলার ছাপ। সব যেন কেমন ছন্নছাড়া, সব কিছুতেই অগোছালো ভাব।

অগ্নিকুণ্ডের কাছে মেগ ঘুরে দাঁড়াল। তার সঙ্গে অ্যানসনের চোখাচুখি হল?

একরকম জোর করেই অ্যানসন তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তারপর সে জানলার কাছে গিয়ে বাগানের দিকে তাকাল, বলল, বাগানটা কিন্তু খুব সুন্দর। বাগানের মতো বাগান বটে একখানা।

আমার স্বামী আপনার কথা শুনলে খুশী হতেন, বাগানই ওর ধ্যানস্থ-জ্ঞান।

অ্যানসন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ধ্যানজ্ঞান মানে কি?

মানে ঐ আর কি। তিনি সবসময় ঐ বাগান বাগান করেই গেলেন। এখন আপনি ওনাকে পাবেন শহরের ঐ ফ্রামলের দোকানে। ওদের ওখানের ফুল-বিভাগের উনিই সর্বেসর্বা। কিন্তু একি, আপনি দাঁড়িয়ে কেন সোফায় বসুন।

অ্যানসন ইতঃস্তত করেও সোফার একপ্রান্তে বসে পড়লো। মেগ তার চেয়ে হাত খানেক দূরে বসল। তার প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে মৃদু বাতাস ভেসে এল। অ্যানসন বুক ভরে তা গ্রহণ করল।

হ্যাঁ, তা যা বলতে যাচ্ছিলাম আমার স্বামী ফিল চায় আমি আমার গয়নাগুলো ইনসিওর করে ফেলি। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ওগুলোর ইনসিওর করার মতো দাম আছে। ওর সঙ্গে এই নিয়ে অনেক তর্ক অনেক কথা কাটাকাটি। কিন্তু না, ওর ওই এক গো। ইনসিওর করাতেই হবে।

আচ্ছা বছরে এক হাজার ডলারের প্রিমিয়াম কত পড়বে। কারণ কিনা এর ধারণা ওগুলোর দাম এক হাজার ডলার। আমার অবশ্য বিশ্বাস হয় না।

আচ্ছা গয়নাগুলো একবার এনে আমাকে দেখাতে পারেন।

নিশ্চয়ই এখুনি নিয়ে আসছি।

সারা দেহে হিল্লোল তুলে মেগ ঘর থেকে বেরোলো। তার হাঁটার ভঙ্গিটাও কি সুন্দর অ্যানসন ভাবলো।

একটু পরেই একটা ছোট রঙচটা গয়নার বাক্স নিয়ে মেগ ফিরে এলো। এসে সোফায় বসে বাক্সর ঢাকনা খুলল। দেখে অ্যানসন যথেষ্ট হতাশ হল। বাক্সে সস্তা দরের সব গিলটির গয়না।

সে অবাক-বিস্ময়ে চোখ তুলে বলল, ব্যাস।

হ্যাঁ, এই সব।

কিন্তু এগুলোর দাম হাজার ডলার তো দূরে থাক পঞ্চাশ ডলারের বেশি হবে বলেতো মনে হয় না।

মেগ এই কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল আমিও তো তাই মনে করি বলে অ্যানসনের পাশে বসে পড়ল। দু'জনের হাতে হাত ছুঁয়ে গেল। আর এতেই অ্যানসনের দেহে শিহরণ খেলে গেল।

মেগ হাসি থামিয়ে বলল, আমি ফিলকে আগেই বলেছিলাম যে পুরনো গয়নার দাম আজকাল আর পাওয়া যায় না। আমার কথা ও বিশ্বাসই করল না। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। কিছু মনে করবেন না।

না না মনে করার কি আছে। মুখে একথা বললেও মনে মনে অ্যানসন একটু বিরক্ত হল। সে বলল তা গয়না ছাড়াও তো ইনসিওর করার আরো অনেক জিনিস আছে মিসেস বারলো। যেমন বাড়ি, বাগান, অগ্নিবিমা, বলুন না এসেছি যখন একটা কিছু করে যাই।

মিঃ অ্যানসন সে সব অনেক আগেই হয়ে গেছে। বাড়িটা আমার দিদিশাশুড়ীর, মরার আগে তিনি সবরকম ইনসিওরই করিয়ে গেছেন।

তাহলে তো সব মিটেই গেল। ঠিক আছে আমি তাহলে চলি।

যাবেন, আচ্ছা কিন্তু একটু দাঁড়িয়ে যান মিঃ অ্যানসন। যখন আপনি এসেইছেন তখন অন্য একটা কাজে আমাকে একটু সাহায্য করে যান।

বলুন না কি কাজ!

সে মনে মনে ভাবল ভালই হলো। আরো কিছুক্ষণ থাকার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। এমন সুন্দরী মহিলার সংস্পর্শে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণই লাভ।

মেগ একটু ইতঃস্তত করে বললো, মানে আমি একটা ছোট গল্প লিখেছি। লিখেছি মানে লিখবো বলে ভেবেছি আর কি। গল্পটা ইনসুরেন্সের ব্যাপার নিয়ে। কোথাও কোনো বাদ-টাদ হয়ে গেল কিনা, এই নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতাম।

অ্যানসন টাইপ মেসিনের দিকে ঘাড় তুলে তাকিয়ে বলল ও আপনি বুঝি ছোট গল্প লেখেন?

ঐ লেখার চেষ্টা করি আর কি। কিছু তো একটা করতে হবে। সময় তো আর কাটতে চায় না। তবে এখনও কোথাও কোন গল্প পাঠাইনি। তাছাড়া ফিল-এর রোজগারও তেমন বেশী নয়। যদি লিখে দু-দশটা টাকা রোজগার করতে পারি, তাহলে হাত খরচ করা যায়। আচ্ছা একটু বসুন আমি বরং আপনার জন্য একটু হুইস্কি নিয়ে আসি। আশাকরি আপত্তি নেই। এ ছাড়া অবশ্য আমার আর কিছু নেই।

ঘড়ি দেখলো অ্যানসন, পাঁচটা বাজে এখন একটু হুইস্কি হলে মন্দ হয় না, সে হেসে বলল না, আপত্তির কি? চলবে।

মেগ হুইস্কি আনতে গেল। অ্যানসন ভাবতে বসলো, কথাবার্তা শুনে মনে হলো যে বিবাহিত জীবনে মেগ সুখী নয়। কারণ স্বামীর রোজগার নেই। এছাড়া স্বামী বেশিক্ষণ সময়ও দেয় না। তাই সময় কাটানোর জন্য সে গল্প লিখতে শুরু করেছে নাকি টাকা রোজগারের ব্যাপারটাই বেশী দরকারী।

মেগ দু-গ্লাস পানীয় নিয়ে ঘরে ঢুকলো। একটা গ্লাস অ্যানসনের হাতে তুলে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে মেঝেয় গিয়ে বসল।

ঘরে আলো সে জ্বাললো না। যদিও সন্ধ্যা নেমেছে। ঘরে ঘনায়মান অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক শীতল-বাতাস ভেসে এলো। অ্যানসন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলো। তার চোখে তন্ময় ভাব। সে মেগ-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আমার গল্পের প্রধান চরিত্র একটা মেয়ে-আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল মেগ'। মেয়েটির অনেক

টাকা চাই, অনেক টাকা। তার প্রেমিক যুবকটি এক বিমান বন্দরের টিকিট ক্লার্ক। মেয়েটি অবাক ভাবনাচিন্তা করে একদিন এক জীবনবীমা করে বসল। বীমার মূল্য দু'লক্ষ ডলার। এবার শুরু হল প্রতীক্ষা। সে এবং সেই যুবকটি অপেক্ষায় রইল কবে একটা বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। ছ-মাস পরে একটা বিমান দুর্ঘটনা হল। যুবকটি খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী তালিকায় মেয়েটির নাম বসিয়ে দিল। অন্যান্য সব নিয়মকানুন লেখা টিকিটের টাকা নেওয়ার রসিদে মেয়েটার নাম বসানো ইত্যাদি সব কাজই সে সেরে ফেললো। মেয়েটি শহর ছেড়ে দূরে গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করলো। এরপর যুবকটির প্ররোচনায় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে মেয়েটির বোন দিদির মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দু'লক্ষ ডলার দাবী করে চিঠি লিখলো বীমা কোম্পানিকে। যুবকটির কাছ থেকে সংগৃহীত দিদির মৃত্যু-সম্পর্কিত যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সে পাঠালো বীমা-দপ্তরে। গ্লাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে মেগ অ্যানসনের দিকে ফিরলো, এই হলো আমার গল্পের খসড়া। খুঁটিনাটি তথ্যের দিকগুলো অবশ্য ভালভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে হবে। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, যেটুকু বললাম আপনাকে, তাতে ওরা টাকা পাবে, না পাবে না?

অ্যানসন গত বারো বছর চাকরী জীবনে অনেক দেখেছে। বীমা-কোম্পানির কাছ থেকে ছলেবলে কৌশলে টাকা আদায়ের হাজারো ফিকির তার প্রায় কণ্ঠস্থ। প্রত্যেক সপ্তাহেই হেড অফিস থেকে ছাপানো বুলেটিন আসে এসব ফন্দি-ফিকিরের হাজারো কাহিনী উল্লেখ করে। বীমার দাবী পূরণের বিভাগটির সর্বেসর্বা হলেন ম্যাডক্স—তিনি এ ধরণের জাল-জোচ্চুরি ধরার ব্যাপারে ওস্তাদ এবং তার বিভাগের প্রত্যেকটা লোকই এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার।

গত তিন মাস ধরে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কলাকৌশলের কথা অ্যানসন নিজেও যে ভাবেনি তা নয়। কারণ দেনাপাওনা মিটাতে কিছু উপরি টাকা না হলেই নয়? কিন্তু যতবারই ভেবে ভেবে কিছু একটা খাড়া করেছে ততবারই মনে পড়েছে ম্যাডক্স-এর চেহারা, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার ক্ষুরধার বুদ্ধি। সে বুঝেছে যে দুনিয়ার তাবৎ লোককে ফাঁকি দিতে পারলেও ম্যাডক্সকে সে কোনও ক্রমেই ঠকাতে পারবে না। তিনি তাঁর অভ্যস্ত চোখে এক নজর দেখেই ঘটনাটা ধরে ফেলবেন।

অ্যানসন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল যে আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু গল্প হিসাবেই চলবে বাস্তবজীবনে চলবে না—অচল, অসম্ভব।

মেগ অবাক হয়ে বলল-কেন অসম্ভব কেন?

কারণ প্রথমত টাকার অঙ্কটা অত্যন্ত বেশী। আমাদের কোম্পানির নিয়ম পনেরো হাজারের বেশী কোনো দাবী এলেই আগাগোড়া বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। ধরুন মেয়েটি আমাদের কোম্পানিতেই বীমা করেছে। যেই তাঁর কোন বোন চিঠি দেবে, অমনি ঐ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্তর পাঠিয়ে দেওয়া হবে দাবী পূরণের দপ্তরে। এই দপ্তরের সর্বময় কর্তাব্যক্তিটি এই একই কাজ করছেন গত বিশ বছর ধরে। এসব কায়দা তার একেবারে মুখস্থ। তিনি কাগজপত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন যে দাবীটা একেবারে ভুয়ো। মেয়েটির বোনের চিঠি পেয়েই তার মনে একগাদা প্রশ্ন জাগবে—এরকম সাধারণ একটা মেয়ে কেন তার জীবন এতো বেশী টাকায় বীমা করতে গেল? টাকাটা কি পাবে তার বোন? কেন পাবে? সব মিলিয়ে কুড়িজন ঝানুলোক আছে তাঁর দপ্তরে। তাদের দু'জনকে তিনি এঁসব প্রশ্নের উত্তর জানতে পাঠিয়ে দেবেন ব্যাস আর দেখতে হবে না, সাতদিনের মধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে তিনি যাবতীয় খবর পেয়ে যাবেন। যুবকটিরও খোঁজ পাবেন। তারপর আর কি, ঠেলা সামলাও এবার। না মিসেস বারলো বাস্তব জীবনে আপনার এ গল্প গল্পই। অন্ততঃ ম্যাডক্স বা তাঁর মতো লোক যেখানে আছেন, সেখানে এ চেষ্টা করা নেহাৎ বাতুলতা।

মেগ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ইস্ ভেবেছিলাম বেশ জব্বর একখানা গল্প ভেবেছি, হলো না। সে উঠে অগ্নিকুণ্ডে একখণ্ড কাঠ গুঁজে দিল, তাহলে বীমা কোম্পানিকে ঠকানো ভারী শক্ত, কি বলেন?

নেহাতই কথার পিঠে কথা তবুও অ্যানসন চমকে উঠলো, হ্যাঁ তা শক্ত তো বটেই। তবে—

তবে? তবে কি? মেগ জ্বলন্ত মুখে বলল।

তবে একেবারে অসম্ভব, এমনও নয়। তেমন তেমন জুটি হলে পারা যায়।

মেগ হেসে বলল, তার মানে আপনিও এনিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। বেশতো আমাকে ভাল

দেখে একটা আইডিয়া দিন না গল্প লিখি। তারপর ছাপা হলে যা টাকা পাওয়া যাবে দুজনে ভাগাভাগি করে নেবো।

অবশিষ্ট পানীয়টুকু খেয়ে অ্যানসন অনিচ্ছাসত্বেও উঠে দাঁড়াল। বলল—আজ আর নয় আজ আসি।

মেগও উঠে দাঁড়াল। তার শরীরে আবার অ্যানসনের চোখ এঁটে গেল। মেগ বললো—যদি তেমন কিছু আইডিয়া মাথায় আসে তাহলে চলে আসবেন এখানে। হুইস্কি খেতে খেতে বেশ আলোচনা করা যাবে দু'জনে।

অ্যানসন মাথা চুলকে বলল—কিন্তু আপনার স্বামী তিনি তো আমার আসাটা অপছন্দ করতে পারেন।

—হ্যাঁ তা পারে। কারণ ফিল খুব একটা মিশুকে নয়। তবে সোমবার আর বৃহস্পতিবার এই দুটো দিন আমি একলাই থাকি। এ দু'দিন ও বাড়িতে থাকে না। একটা নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। রাতটা এক বন্ধুর সঙ্গে সেখানেই কাটায়।

অ্যানসনের হাতের তালু ঘেমে উঠলো ও তাই নাকি তাহলে...

তাহলে আপনি যদি কোনো আইডিয়া পেয়েই যান ঐ দু'দিনের যে কোনও একদিন সোজা এখানে চলে আসুন। রাতে আমি এই দু'দিন একাই থাকি। ভুলবেন না কিন্তু সোম আর বৃহস্পতি।

মেগ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল, আচ্ছা আপনার স্বামীর কি কোন জীবনবীমা আছে?

না ওর ওসবে বিশ্বাস নেই। মেগ অল্প হেসে বলল, আপনার তেমন সুবিধা হবে না। আগে আরো কত সেলসম্যান এসেছে কত বুঝিয়েছে। কিন্তু ফিল বীমার ধার দিয়েও যায় নি।

অ্যানসন নুড়ি-বিছানো রাস্তায় পা রাখলো, আচ্ছা, চলি তাহলে। ধন্যবাদ তেমন কিছু মাথায় এলে আপনাকে জানাবো।

মেগ মৃদু হেসে বলল আপনাকে অনর্থক ভোগালাম।

বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায় পড়তে শুরু করেছে। অ্যানসনের সেদিকে খেয়াল নেই। সে শিস্ দিতে দিতে এগলো গাড়ির দিকে।

মেগ জানালার পর্দার আড়াল থেকে তাকে গাড়িতে উঠতে দেখলো। ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি ছাড়লো অ্যানসন। শেষবারের মতো একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটাকে দেখলো, তারপর দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত হল।

গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই মেগ জানালার ধার থেকে সরে তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে রাখা ফোনটার দিকে এগিয়ে গেল। রিসিভার তুলে ডায়াল করলো।

একটু পরে ওপাশের সাড়া মিললো। ভারী পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো দূরাভাষে, কে? কাকে চাই?

মেগ বলছি—ফাতনা নড়ছে।

একটু বিরতি। সেই গলা আবার ভেসে এলো—টোপটা গিলতে দাও। ভাল করে গিলুক, তারপর হঠাৎ টান মারবে, বলে ফোন রেখে দিল।

।। দুই ।।

অ্যানসনের প্রু টাউনে সপ্তাহে দু'দিন কাজ থাকে, সে রাতটা সে মার্লবোরো হোটেলেই কাটাল।

ফে ললির সঙ্গে আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল। সে একটু বেশী রাতে আসবে। সে ঠিক পাকা পতিতা নয়, দিনের বেলায় একটা সিগারেটের দোকানে কাজ করে আর রাত্রে এরকম দু একটা উপায়ে উপরি রোজগার করে।

মার্লবোরো হোটেলের সবাই অ্যানসনের পরিচিত। প্রু টাউনে এলে সে এখানেই রাত কাটায়। সুতরাং কেউ কিছু মনে করে না। যখন তার ঘরে মেয়েরা আসে তখন হোটেলের কেউ দেখেও দেখে না।

অ্যানসন হোটেলে ফিরে দাড়ি কামাতে বসল। তার মনে বার বার মেগের সুঠাম চেহারা ভেসে উঠতে লাগল। মেগের পাশে ললিকে তুলনা করতে গিয়ে তার মনে হল কোথায় মেগ সৌন্দর্যের

প্রতিমা আর কোথায় ললি কুমড়োর মতো মোটা-সোটা থলথলে। কারণে-অকারণে হা হা করে হাসে। গায়েও কেমন যেন আঁশটে গন্ধ। ছিঃ এইসব মেয়ের সঙ্গে রাত কাটানো আর মেগের সঙ্গে। কোথায় মেগ আর কোথায় ললি। চাঁদে আর বাঁদরে।

সে একদলা থুতু ছিটালো মেঝের ওপর। উঠে ললির নম্বর ডায়াল করলো। কিন্তু ফোনটা কেউ ধরল না বেজেই চলল, বিরক্ত হয়ে সে ফোন রেখে দিল। ফোনে ললিকে পেলে সে আসতে না করে দিতো।

আর ললি-টলি নয় এখন মেগ, মেগ- বারলো তার স্বপ্নের রাণী। আসলে মেগ নিশ্চয়ই তার দিকে ঝুঁকেছে, তাই সোম আর বৃহস্পতি কথাটা অমন কায়দা করে জানিয়ে দিলো। সোজা বাংলায় একেই বলে কাছে আসার আমন্ত্রণ।

এবার দাড়ি কামিয়ে চানের জন্য অ্যানসন বাথরুমে ঢুকল। সেখান থেকে শুনতে পেল কে যেন ঘরে ঢুকেছে। বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখলো যে ললি বিছানার উপর রাখা তার মানি ব্যাগটা খুলে কি যেন দেখছে।

অ্যানসনের সাড়া পেয়েই ললি চমকে উঠল তার হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল। সে হেসে বললো—একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম আজ। মনে হয় আমাকে দেখে খুব চমকে গেছ।

অ্যানসন চোখে বিরক্তির ভাব নিয়ে এগিয়ে এল। অথচ সাতদিন আগে এই ললিই ছিল তার হৃদয়ের রাণী। সে আবার একদলা থুথু ফেলে ললিকে বলল—মনে হয় আমার থেকে তুমিই বেশি চমকে উঠেছো।

ললি হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললো জন ডার্লিং তোমাকে একটা কথা বলবো।

অ্যানসন অন্য দিকে তাকিয়ে বললো বলো।

একটু মুশকিলে পড়েছি, বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে এক মাসের। আগামীকাল বাড়িওয়ালাকে একশো ডলার দিতে না পারলে ঘরটা ছাড়তে হবে।

তা আমি কি করবো? রাস্তা-ঘাটে কত একশ ডলার ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু-একটা ধরে নাও না। জন ডার্লিং তুমি এরকম কথা বলছ। তোমার কাছ থেকে একথা আমি আশা করিনি।

ব্যাগ থেকে ছ'টা কড়কড়ে দশ ডলার ললিকে দিয়ে অ্যানসন বলল দেখ ললি এর থেকে বেশী কিছু আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আজ তুমি যাও, শরীরটা গড়বড় লাগছে। দরকার হলে পরে তোমাকে ফোনে জানাব।

নোট ক'টা দেখে ললির চোখ দুটো চকচক করে উঠল। সে বলল—একশো ডলার পেলে ভাল হতো।

না, আমার পক্ষে আর দেওয়া সম্ভব নয়। দয়া করে এখন কেটে পড়ো আমাকে আর জ্বালিও না।

ললি বললো, আচ্ছা চলি আসছে হপ্তায়ে আবার দেখা হবে, এই বলে নোটগুলো ব্যাগে পুরতে পুরতে বললো অবশ্য আজকেও আমি থাকতে পারি। ভেবে দেখো আর একটু, তবে যখন বললে শরীর খারাপ তাহলে আজকে আসি, আবার দেখা হবে।

বিছানায় শুয়ে বাকি রাতটুকু মেগের চিন্তায় কেটে গেলো। ভোরের দিকে চোখে ঘুম এলো।

পরদিন তার কাজ ল্যাম্বস্‌ভিলে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। কাজকর্ম শেষ হতে হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। এবার ব্রেন্টে ফেরার পালা। প্রু টাউন হয়েই ব্রেন্টে যাবার পথ।

অ্যানসন চলতে চলতে নানান কথা ভাবলো। প্রু টাউনে থামবো নাকি। মেগ-এর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবো নাকি, আজ তো তার রাতে একা থাকার কথা। কিছু মনে করবে কি। কিন্তু গল্পের আইডিয়া। সে বিষয়ে তো কিছু ভাবা হয় নি। মেগ জানতে চাইলে বোকা বনতে হবে, কিন্তু পরে সে ভাবলো এত ঘন ঘন গেলে বরং আমার ক্ষতি হবে। কি ভাবতে কি ভেবে বসবে। তার থেকে একটা মোটামুটি আইডিয়া মাথায় নিয়েই ওর কাছে যাবে। আগামী সোমবার ও তো একাই থাকবে সেদিনও নয় রাতে যাওয়া যাবে। সে ব্রেন্টে চলে গেল।

অ্যানা আরভিন অবাক চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বলল এত কি ভাবছেন মিঃ অ্যানসন।

অ্যানসন চমকে উঠল। তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। সে অ্যানার দিকে ফিরল। চোখে অপার কৌতূহল নিয়ে অ্যানা ছোট্ট টাইপ মেসিনটার ওপাশে বসে আছে।

অ্যানা গত দু'বছর ধরে তার সঙ্গে কাজ করছে। মেয়েটা ভালো হাসিখুশি প্রকৃতির। কাজে কর্মেও বেশ চটপটে। পুরুষদের কাছ থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকে। তাই পোষাক-আষাক একটু অদ্ভুত, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

গল্পের একটা জবরদস্ত প্লট ভাবছিল সে। অ্যানা তার বারোটা বাজিয়ে দিল।

অ্যানসন ফিরে তাকাতেই অ্যানা বলল, এই নিয়ে দু'বার ডাকলাম আপনাকে, এমন তন্ময় হয়ে বসে আছেন মনে হয় কাউকে খুন করবার প্ল্যান করছেন মনে মনে। ব্যাপারটা কি?

কি, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যাথার কোন দরকার নেই। মন দিয়ে নিজের কাজ কর।

জানালার কাছে উঠে গেল অ্যানসন। তারপর সে নীচে তাকিয়ে দেখল মেইন স্ট্রীট দিয়ে পিলপিল করে গাড়ি ঘোড়া চলছে। সেদিকে তাকিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল।

আজ শনিবার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এক বন্ধুর সঙ্গে গলফ্ খেলতে যাবার কথা। কিন্তু খেলায় আজ তেমন উৎসাহ নেই কারণ তার মন পড়ে আছে প্রু টাউনে। কাজে কিছুতেই মন বসছে না। টেবিলে একগাদা চিঠি পড়ে আছে। কিন্তু মনে পড়ছে শুধু সুন্দরী মেগ বারলোর কথা।

সত্যি সত্যিই তার মাথায় একটা খুনের পরিকল্পনা ঘুরছিল। অবশ্য বাস্তবে নয়। মেগ-এর গল্পের প্লট ভাবছিল সে। আচ্ছা সে যদি সত্যি সত্যিই খুনটা করে তাহলে কি কেউ বুঝতে পারবে। অ্যানা কিভাবে বুঝল? ও কি চশমার কাচে মনের কথাও পড়তে পারে নাকি?

মন থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে চেয়ারে ফিরল, অ্যানাকে বলল, এসো খাতা পেনসিল নিয়ে, ডিটেকশান নিতে হবে।

ব্রেন্ট রেল স্টেশনের কাছে অ্যালান আর্মস নামের বিরাট পাঁচতলায় অ্যানসনের এক কামরার ফ্ল্যাট। বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই বাড়ি। ইনসুরেন্স করপোরেশনের চাকরী পাবার পর থেকেই সে এখানে আছে। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের জন্যই আলাদা গ্যারেজ আছে। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও মোটামুটি ভালো।

আজ গলফ্ খেলাটা মোটেই জমেনি। রাতের খাবার তার মুখে বিস্বাদ লাগলো। একমাত্র ভালো লাগল হুইস্কি। প্রায় এক বোতল হুইস্কি সে বসে বসে গিলল।

খানিকটা নেশা হল। মাথাটাও হালকা লাগলো। গাড়ি চালিয়ে সে সোজা বাড়িতে এলো। গ্যারেজে ঢুকে ইঞ্জিন বন্ধ করে হেডলাইট নিভালো। তারপর বেরিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে পেছন ফিরলো। দেখল গ্যারেজের অন্ধকার কোনে একটা ছায়া নড়ে উঠল।

আজ এ সময় তো লোকজন এমনিতেই বাড়িতে নেই। সকলেই প্রায় গেছে ব্রেন্ট-এ, দেড় দিনের ছুটি কাটাতে। তাহলে এ ছায়াটা কার।

ছায়াটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এল। লম্বা গাট্টাগোট্টা চেহারার এক পুরুষ। সে অ্যানসনের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই অ্যানসন একটা ঢোক গিলল।

লোকটা ভরাট গলায় বলল—এই যে দোস্ত এতক্ষণে এলে তাহলে। তোমার জন্য এখানে দু-ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

অ্যানসনের হৃৎপিণ্ডের গতি হঠাৎ বেড়ে গেল। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। ইস্ এ ক'দিন জো ডানকানের টাকা শোধ দেবার কথাটা একেবারেই মনে ছিল না। মেগ-এর ভাবনায় এই ক'টা দিন যেন কিভাবে কেটে গেল, ডানকান তো তাকে বলেই ছিলো যে শনিবারের মধ্যে অন্ততঃ আসলটা মিটিয়ে দিতে, না হলে সে গেলার হেগনকে পাঠাবে।

সেই গেলার হেগানই এখন মূর্তিমান যমদূতের মতো সামনে দাঁড়িয়ে।

গেলার সম্বন্ধে তার একটা গল্প মনে পড়ল। একজন লোক জো-র টাকা শোধ করতে পারেনি। পরদিন গেলার গিয়েছিল তার সঙ্গে মোলাকাত করতে। গেলার কিছুই করেনি শুধু দু'হাতে সপাটে লোকটাকে মেঝের ওপর দুটো আছাড় মেরেছে। অনেক চিকিৎসার পরেও লোকটাকে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হয়। পুলিশ গেলারকে ধরেছিল। কিন্তু পাঁচ জায়গার পাঁচজন লোক গেলার-এর পক্ষে সাক্ষ্য

দিয়ে বলেছে যে এই ঘটনার সময় গেলার তাদের সঙ্গে জুয়ো খেলছিল। অতএব গেলার ছাড়া পেয়ে গেছে।

মাত্র দু'হাত দূরে গেলার। সে এক পা পেছোলে গেলার এক পা এগোল। মুখে তার ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি। সে বলল—টাকা নিতে এসেছি টাকা দাও।

অ্যানসন-এর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হল। তুমি জোকে বোলো আমি সোমবার টাকা দিয়ে দেবো। ভয়ে অ্যানসন তোতলাতে লাগল।

—সোমবার না জো আমাকে আজই টাকা নিয়ে যেতে বলেছে। আজই তার টাকা চাই। নাও মাল ছাড়ো দোস্ত। বলে সে এগিয়ে এল।

অ্যানসন বলল—বলছি তো সোমবার ঠিক টাকা দিয়ে দেবো। তুমি এগোচ্ছো কেন?

গেলার দাঁত বের করে হাসতে লাগল। সে বলল—আরে দোস্ত অত ভয় পেলে চলে। জোর কাছে কাজ করার আগে আমি ছিলাম অ্যান-এর সঙ্গে। মনে আছে তো সেই অ্যানবার্নস্টেন, সে তোমার কাছে আট হাজার ডলার পায়? সে অবশ্য ভেবেই রেখেছে যে তুমি আর উপুড় হস্ত করছো না। এখনও অবশ্য শোধ দেয়ার সময় পেরিয়ে যায়নি। সময় আছে, কিন্তু সে এখন থেকেই চিন্তায় পড়েছে। বেশ সোমবার কিন্তু ঠিক টাকা মিটিয়ে দিও। নইলে আবার আমাকে আসতে হবে। আর এখন থেকে অ্যান-এর টাকাটাও জোগাড় করার চেষ্টা করো। কেন শুধু শুধু আট হাজার ডলারের জন্য জীবনটা অনর্থক খোয়াতে যাবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সে আর বলতে। সে আমি আগেই জমাতে শুরু করেছি। অ্যানসনের ধড়ে যেন প্রাণ এলো। বুকের স্পন্দনটা একটু কমলো।

—তাহলে ঐ কথাই রইলো। সোমবার শোধ দিচ্ছো কথার যেন নড়চড় না হয়। হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। দিচ্ছি, দিচ্ছি। অ্যানসন মনে মনে ভাবলো যাক বাবা তাহলে এই কথাই রইল। দুটো দিন সময় পাওয়া গেল। সোমবার রাত্রে আমি পগার পার। মেগ-এর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খাবো। তাহলে এখনকার মতো ঝামেলা মিটল।

কিন্তু না ঝামেলা মিটল না। গেলার চোখের নিমেষে তার তলপেট লক্ষ করে চালাল এক ঘুষি। অ্যানসনের মুখ দিয়ে কোৎ করে একটা শব্দ বেরল। তারপর লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল।

অ্যানসনের চোখের সামনে হাজার সরষে ফুল ফুটে উঠলো। বহুদূর থেকে যেন ভেসে এলো গেলার-এর গলার স্বর। সোমবার যেন ভুল না হয়? তাহলে মনে রেখো, আর আট হাজারের জন্য এলে তোমাকে আর জ্যান্ত রেখে যাবো না। আজ তাহলে চলি।

অ্যানসন দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে রইল। গেলার এর বুটের শব্দ তার কানের পর্দায় আওয়াজ তুলল। শরীরের কোষে কোষে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল।

অ্যানসন চোখ খুলল। অবশ হাত চোখের সামনে এনে ঘড়ি দেখলো। সময় সকাল এগারোটা। তারিখটা একদিন এগিয়ে গেছে। আজ রবিবার প্রায় বারোঘণ্টা একটানা ঘুমিয়েছে সে।

একটু মাথা তুলে পেটের দিকে তাকাল। দেখল নাভির কাছে চামড়ায় গোল হয়ে কালশিরা পড়েছে।

গেলার চলে যাবার পর বহুকষ্টে যন্ত্রণাকাতর শরীরটা টেনে নিয়ে সে লিফটে করে কোনরকমে নিজের ফ্ল্যাটে আসে। তারপর ঘরে ঢুকে আর হুঁশ হয়নি। গেলারটা একটা আস্ত শয়তান।

নাঃ সোমবারের মধ্যে টাকাটা শোধ করতেই হবে। এবার গেলার রক্তপাত না করে ফিরে গেছে, এর পরের বার রক্ত না ঝরিয়ে যাবে না। অ্যান-এর টাকাটাও জুনের মধ্যে যেভাবেই হোক শোধ করা চাই। আট হাজার ডলার কম কথা নয়। তখন মাথাটাই বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। না হলে খবরের উপর ভরসা করে কেউ কখনো ঘোড়ার পেছনে আট হাজার ডলার খেলে? একে বোকামী না বলে বলে মতিচ্ছন্নতা। লাভটা কি হলো? টাকায় যে টাকা গেলো একগাদা ধার হলো, এখন সেই ধার শুধতে জীবন-মরণ আশংকা।

একইভাবে বিছানায় শুয়ে রইল অ্যানসন। ভয়ে-আতঙ্কে হতাশায় সে বারবার শিউরে উঠল। নাঃ একটা উপায় বের করতেই হবে। টাকা চাই টাকা।

দেখতে দেখতে চার ঘণ্টা কেটে গেলো। তার মাথায় একের পর এক চিন্তা এসে ভিড় করল।

কোনোটাই তেমন জোরাল নয়। তাই শেষমেষ সব ক'টাই ছেটে বাদ দিতে হল।

না, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সদুপায়ে অর্থ উপার্জন, সৎভাবে জীবন-যাপন এসব স্রেফ উপদেশ, কাজের কথা নয়। সততায় পয়সা আসে না, এর জন্য সুযোগ বুঝে অসাধুতার আশ্রয় নিতে হয়।

হঠাৎ তার মেগ-এর কথা মনে পড়লো।

মনে হয় মেগও টাকা রোজগারের ধান্দায় আছে। আলবৎ আছে, নাহলে সেদিন তাকে ডেকে গয়না দেখিয়ে বীমা করতে ডাকত না। এটা তো স্রেফ ভনিতা। আসলে তার কাছ থেকে বীমা কোম্পানিকে ফাঁসাবার দু-একটা কায়দা-কানুন জেনে নেওয়াই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। না হলে কেনই বা সে তাকে আমন্ত্রণ জানাবে, কেনই বা কায়দা করে বলবে যে বৃহস্পতি আর সোমবার এই দুটো দিন তার স্বামী বাড়ি থাকে না, সে একা থাকে। হ্যাঁ মেগকে দিয়ে কাজ হবে, ওকে হাতে রেখে সবদিক ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। এই তার একমাত্র বাঁচার পথ।

তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। ধীরে ধীরে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। সেদিন আর সে ঘুম ভাঙলো না। ঘুম ভাঙলো পরদিন সোমবার।

ফ্রামলের দোকানের সামনে গাড়ি রেখে সে এগুলো।

তার হাটতে কষ্ট হচ্ছে। পেটের মধ্যে সমানে মোচড় দিচ্ছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল অ্যানসন। সে রিসেপশানে জেনে নিল যে ফুলের বিভাগটা কোথায়।

মেয়েটা বলল—লিফটে সোজা নেমে যান। নীচের তলায় একেবারে কোণের দিকে পুষ্প বিভাগ। ফুলের কাউন্টারে প্রচণ্ড ভীড়। সবারই সমান তাড়া, সমান ব্যস্ততা, সবারই কোনো না কোন জরুরী কাজ পড়ে আছে।

অ্যানসন চুপচাপ দাঁড়িয়ে নানারকম পুষ্প দেখতে লাগল। একপাশে জিনিয়া ফুলের কয়েকটা জোড়া, সে দেখেই বুঝলো যে এগুলো বারলো বাড়ির ফুল। নাঃ ফিল বারলো নিঃসন্দেহে গুনী লোক। তার হাতের কাজ খুব সুন্দর।

কাউন্টারের ওপাশে ফুলের মতই সুন্দর চারটে মেয়ে ছোটাছুটি করে খদ্দের সামলাচ্ছে।

বারলো, হ্যাঁ আলবত এই লোকটাই ফিল বারলো ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে অর্ডার-বই এবং পেনসিল। সে মেয়েদের কাজ তদারকি করছে।

কিন্তু এটা কেমন হল। হিসেব তো ঠিক মিলছে না। অমন সুন্দরী অপরূপা স্ত্রী, নিজে সে এমন কুৎসিত কেন?

বয়েস চল্লিশের বেশী ছাড়া কম নয়। এক মাথা ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। রোগা, বেঁটে, গর্তে ঢোকা দুটো ছোট ছোট কুতকুতে চোখ। চোখের কোণে কালি। পাতলা ঠোঁট। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বদমেজাজী। খড়গর মতো তীক্ষ্ণ, বাঁকানো নাক। সুন্দরের মধ্যে শুধু ওর হাত দু'খানা। যেমন লম্বা, তেমন সুন্দর হাতের গড়ন, ঠিক যেন শিল্পীর হাত, এছাড়া মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সুন্দরের চিহ্নমাত্র নেই।

অ্যানসন ধীরে ধীরে কাউন্টার ছেড়ে বাইরে এলো। গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ভাবল নাঃ ভয়ের কিছু নেই। ফিল বারলোর মতো বিরোধী দলের প্রতিযোগীকে কায়দা করতে আমার একেবারেই বেগ পেতে হবে না, একটুও না। তার বুক চিরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

পাশেই এক সারি টেলিফোন বুথ। সে ঢুকে পড়লো একটাতে। টেলিফোন বই দেখে প্রু টাউনের বারলোদের নম্বর পেতে দেরী হলো না।

রিসিভার তুলে সে ডায়াল করলো। ফোন মেগই তুলল। হ্যালো কাকে চাই?

নমস্কার মিসেস বারলো। আমি জন অ্যানসন কথা বলছি?

কে?

এ কিরে বাবা, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি?

জন অ্যানসন, ন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স-এর জন অ্যানসন। মনে পড়েছে?

আরে ছি ছি! দেখুন কাণ্ড, কিছু মনে করবেন না। আমি এতোক্ষণ লিখছিলাম, মনটা তাই অন্য দিকে পড়ে ছিল।

আমি আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো?

না না বিরক্তির কি? আমি তো আজ সকালেও আপনার কথা ভাবছিলাম, আমার গল্পের আইডিয়ার কতদূর কি করলেন।

আপনাকে তো সেই জন্যই ফোন করলাম। একটা জব্বর আইডিয়া মাথায় এসেছে। গল্পের জন্য খুব ভালো একখানা প্লট। ভাবছিলাম যে...

কি ভাবছিলেন?

আচ্ছা আজ রাতে কি আপনার কোন কাজ আছে?

কাজ মানে কয়েকটা জরুরী টেলিফোন করতে হবে তারপরেই কাজ শেষ। সাতটা নাগাদ যদি আপনার বাড়িতে পৌঁছই তাহলে খুব অসুবিধে হবে কি?

না না, অসুবিধে কি? আজ তো আমি সারারাত একলাই থাকবো। আসুন না আজ কিন্তু এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। তারপর বেশ জমিয়ে গল্প-স্বল্প করা যাবে।

অ্যানসনের বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হল। এত জোর শব্দ, মেগ ফোনে শুনতে পাচ্ছে না তো।

ঠিক আছে তাহলে ওই কথাই রইল। সন্ধ্যে সাতটা, ছাড়ছি। আনন্দে-উত্তেজনায় তার হাত কাঁপতে লাগল।

গায়ের রং মাজা, পরনে নীল সার্ট ও সাদা স্ল্যাক্স বেশ সম্ভ্রান্ত গোছের চেহারা, মেয়েটি হেঁটে এসে ফিল বারলোর সামনে দাঁড়ালো। তার নীল চোখের তারায় জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল—আচ্ছা এটা কি ম্যাগনোলিয়া লাগাবার সময়?

বারলোর চোয়াল শক্ত হলো, বুকের স্পন্দন বাড়লো, না আরো ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের বললে আমরাই লাগিয়ে দিয়ে আসবো, এসব কাজ আমরা প্রায়ই করে থাকি।

বেশ তো তাহলে অর্ডারটা লিখে নিন। মিসেস ভ্যান হার্ভজ, দু-ডজন ম্যাগনোলিয়া। এখানে আমার নামে অ্যাকাউন্ট আছে। টাকা পয়সা যা খরচ হয়, সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই নিয়ে নেবেন। যেন দেরী না হয়। বলে আর দাঁড়াল না।

ওপাশে পোষাকের কাউন্টারের দিকে এগুলো। হাঁটার ছন্দে হিল্লোল উঠলো।

বারলো অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

।। তিন ।।

অ্যানসন ধুলো-ওড়ানো রাস্তাটার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, নাঃ লোহার দরজা খোলাই আছে, একেবারে হাট করে খোলা। সুতরাং কোন চিন্তা নেই। সে গাড়ি গ্যারেজে তুলল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ফটকের দরজা বন্ধ করে বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল।

কড়া নাড়তে হলো না। মেগ যেন অপেক্ষাতেই বসেছিলো, দরজা খুলে দিলো। অ্যানসন ভিতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে মেগ তার দিকে ফিরলো। বলল একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। আমি ভাবছিলাম আবার কি কাজেকর্মে আটকে পড়েন।

অ্যানসনের চোখ তার শরীরে ঘুরে গেল। মেগ দেখে মৃদু হাসল।

বাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ভেতরে আসুন। বসবার ঘরে দু'জন এলো। ঘেরাটোপে ঢাকা মৃদু নীল আলো। ওভার কোট খুলতে খুলতে জন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেগকে দেখলো।

তার পরনে লাল টকটকে চওড়া কলারের সার্ট, যেন রূপের লেলিহান শিখা ধিকিধিকি জ্বলছে। আজ যেন মেগ সেদিনের চেয়ে আরো সুন্দরী, আরো মোহময়ী।

মেগ বলল, চলুন আগে খেয়ে নেওয়া যাক। খিদেয় আমার পেট জ্বলছে, সকাল থেকে লিখছি। আজ দুপুরের খাওয়া খেতেও ভুলে গেছি।

অ্যানসনের খিদে না থাকলেও সে বলল, বেশ তো চলুন না খেয়ে নেওয়া যাক। তা আপনার লেখা কেমন এগালো।

ঐ একরকম। দু'জনে একটা টেবিলে খেতে বসলো। খাবার বলতে তেমন কিছু নয়। মাংস, রুটি, হুইস্কি আর দু'বোতল সোডা ও বরফ।

মেগ হেসে বলল, চড়ুইভাতি গোছের আর কি! রান্নাবান্না আবার আমার তেমন আসে না।

দু'জনে খেতে শুরু করল, কয়েক মিনিট নীরবে কাটলো। মেগ বলল, এবার বলুন আপনি কি ভেবেছেন, আমি তো শুনবো বলে একেবারে মুখিয়ে আছি। এতোদিনে জব্বর একখানা গল্প হবে।

অ্যানসন দুটো গেলাসে পানীয় ঢালল। নিজের গেলাসটা তুলে ছোট্ট চুমুক দিলো। বললো, বলছি তবে আগে একটা প্রশ্ন করি মিসেস বারলো, কিছু মনে করবেন না নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার তবু শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের বিয়ে হলো কতদিন হয়েছে?

তা বছর খানেক। এই তো এমাসের শেষে আমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। কেন বলুন তো এ প্রশ্ন?

মিসেস বারলো সবার সম্বন্ধে জানতেই আমার ভারী ইচ্ছা। আজ বিকালে আমি ফ্রামলের দোকানে গিয়েছিলাম। আপনার স্বামীকে দেখে এলাম। ভারী ব্যস্ত মানুষ উনি।

তা আর বলতে, সব সময়েই উনি ব্যস্ত। সেই ছোটবেলার পড়া ব্যস্ত মৌমাছির মতো।

গলার স্বরে একটু কি অসন্তোষ ফুটে উঠল। একটু ক্রোধ ঘৃণা, অ্যানসন বললো, দেখুন লোকজন নিয়েই আমার কাজ। কোন কোন সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বিরাট গরমিল দেখলে আমার চোখে লাগে। এই আপনাদের কথাই ধরুন না। আপনি ওর মতো কোনো একজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন—অ্যানসন বলে ভাবলো খুব একটা বেশি বলে ফেললাম না তো।

মেগ-এর উত্তর শুনে সে অবাক হল, রক্তে যেন ঝড় বয়ে গেল।

মেগ বলল ভগবানই জানেন কেন যে ওকে বিয়ে করতে গেলাম তখন। মাথাটাই বোধহয় তখন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

অ্যানসন তার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইল। মুখ নীচু করে সে খেতে লাগল। কয়েক মিনিট সব চুপচাপ, হঠাৎ মেগ মুখ তুলে তাকালো অ্যানসনের দিকে। একি আপনি খাচ্ছেন না।

আর খাওয়া, খাওয়া তার মাথায় উঠে গেছে।

সে বলল না, পেটটা তেমন ভাল নয়, আর খেতে ইচ্ছে করছে না।

বেশ তাহলে একটু হুইস্কি নিন। নাকি অসুবিধা আছে।

না, হুইস্কিও ভাল লাগছে না।

আপনি তাহলে উঠে পড়ুন আগুনের কাছে গিয়ে সোফায় বসুন, আমার এই হয়ে এল বলে।

অ্যানসন সোফায় এসে বসল ভাবল মেগ-এর কথা, সে বলেছে কেন যে ওকে বিয়ে করতে গেলাম ভগবান জানেন। তখন বোধহয় আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছিল।

এটা কি একটা ইঙ্গিত? মনের চাপা-বেদনার প্রকাশ? অ্যানসন কি এরই অপেক্ষায় ছিলো?

মেগ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল যে আমি স্বামী সম্বন্ধে এমন বললাম শুনে আপনার হয়তো খারাপ লাগল। কথার পিঠে কথা এলো তাই বললাম। আসলে বড় দুঃখে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ও বড়লোক নয়, ও দেখতে সুন্দর নয়। মাথায় কেবল ওর ওই এক চিন্তা, বাগান আর বাগান। অদূর ভবিষ্যতে নিজে একটা ফুলের নার্সারী করবে। ফুল বিক্রী করে ধনী হয়ে যাবে রাতারাতি।

তা নার্সারিই করুন, আর দোকানই করুন, টাকা তো চাই। মুরোদ তো নেই আধ পয়সার, তিন হাজার ডলার আসবে কোত্থেকে।

কিন্তু তিন হাজার ডলার দিয়ে কিং হবে? অত কমে হলে তো যে কেউ এই ব্যবসা খুলে বসতো।

যেমন ছোট মন, বড় কিছু ভাবতেও বুক ধড়ফড় করে। আমিও তো বলেছিলাম যে এত কম টাকায় কিছু হবে না। তা আমায় ধমকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু কেন আপনি ওকে বিয়ে করলেন, কিসের আশায়?

মেগ অনেকক্ষণ চুপ করে বলল, ভাগ্যের ফের ছাড়া আর কি বলুন। তখন তো ভেবেছিলাম অনেক কিছুই ওর টাকা আছে, বাড়ি আছে, চাকরী করে, ব্যাস মেয়েদের আর কি চাই। বিয়ে করলাম, কিন্তু এখন বুঝছি যে আমি কি ভুল করেছি। তখন তো বুঝিনি। জানেন মিঃ অ্যানসন এর থেকে আমি বিধবা হলেও ভাল হত। ওর কবল থেকে মুক্তি পেতাম। মেগ মাথা নীচু করলো, চোখের কোনে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করে উঠলো।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। মুখ নীচু করে মেগ খেতে লাগল। তারপর কাঁটা-ছুরি

নামিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল বলল, দেখুন কখন কাকে কেন ভাল লাগে কেউ বলতে পারে না। যেমন আমাকে আপনার ভাল লেগেছে, কেন লেগেছে, কি জন্য?

অ্যানসনের হাতের গেলাস চলকে খানিকটা পানীয় মাটিতে পড়ল। সে এরকম সোজাসুজি প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না। সে একটু ইতঃস্তত করে বললো—আমার ভাল লেগেছে কারণ আপনি সুন্দরী, অপরূপা।

মেগ হাসলো, তার শরীরে হিল্লোল খেলে গেল। সে বলল, আপনিই প্রথম পুরুষ যিনি আমার সম্বন্ধে এমন প্রশংসা করলেন। এমন করে আর কেউ বলেনি, আমার স্বামীও নয়।

বলেনি তো ভারী বয়েই গেল, এই তো আমি বললাম, ব্যাস যথেষ্ট নয় কি?

অমন করে বলবেন না, আপনিও কি কম সুন্দর? পুরুষদের এমন চেহারাই আমার ভাল লাগে।

অ্যানসনের বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। সে লাল মুখ করে বলল—যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিন থেকেই মনে হয়েছে, আপনি অপূর্ব, আপনি অতুলনীয়। সত্যি কথা বলতে কি, এ ক'দিন সমানে শুধু আপনার কথাই ভেবেছি অন্য কিছু ভাবার সময়ই হয়নি।

মেগ টেবিলের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালো তারপর বলল যে এরকমই হয়, আমার মনের অবস্থাও এমনই ছিল একদিন। জন ওঃ তোমাকে দেখে আমি আর পারছি না। আমি পারছি না।

এরপর মেগ দু'হাত বাড়িয়ে অ্যানসনের দিকে এগিয়ে এল। অ্যানসন উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করল। মেগও তাকে দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

কাঠের একটা বড় টুকরো দপ্ করে জ্বলে উঠল। ঘর উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। মেগ উঠে বসল, তারপর অগ্নিকুণ্ডে আরও কয়েক টুকরো কাঠ গুঁজে দিল।

সে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বলল—একটু ড্রিঙ্কস চলবে।

নাঃ এখন ভাল লাগছে না, তুমি আমার কাছে এস মেগ। মেগ গেল না। আগুনটা উসকে দিল।

ক'টা বাজে দেখেছো। ন'টা বেজে গেছে। আজ রাতটা তুমি থাকবে তো।

থাকবো।

মেগ একটা সিগারেট ধরিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এবার বলো তুমি কি গল্প ভেবেছো?

অ্যানসন মুখ তুলে কড়ি কাঠ গুনল। তার মন পরিপূর্ণ সুখী। এত সুখ সে জীবনে পায়নি। মেগ-এর দেহের কোষে কোষে ভরা রোমাঞ্চ।

মেগ বলল, কই বল তোমার গল্পটা শুনি।

অ্যানসন বল্ল, বলছি আগে একটু হুইস্কি দাও গলাটা ভিজিয়ে নিই।

মেগ দুটো গেলাসে হুইস্কি ঢালল। একটা নিজে নিল, আর একটা দিল অ্যানসনকে।

অ্যানসন বলল সাজিয়ে-গুছিয়ে গল্প বলার অভ্যেস নেই। মোটামুটি ঘটনাটা তোমাকে বলি তারপর তুমি সাজিয়ে নিও, গল্পটা এইরকম—

এক বীমা কোম্পানির সেলস্ম্যান হচ্ছে নায়ক। তার ভীষণ টাকার দরকার। একদিন কাজে বেরিয়ে তার সঙ্গে একটা মেয়ের দেখা হল। আর প্রথম দর্শনেই প্রেম, দু'জনেই দু'জনকে ভালবেসে ফেলল। মেয়েটি বিবাহিত কিন্তু অসুখী। সে তার স্বামীকে চাপ দিল জীবনবীমা করাতে। এদিকে সে আর তার প্রেমিক দু'জনে মিলে বেচারা স্বামীটিকে খুন করার মতলব আঁটল। কী ভাবে কি করলে বীমার টাকা পুরো হস্তগত হবে সেই সেলস্ম্যানটির কণ্ঠস্থ। তাই ঝামেলা কিছু হল না। স্বামী মরল টাকাও পাওয়া গেল। এবং সেই প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ে করে সুখে দিন কাটাতে লাগল। এই হল গল্পের ছক এবার তোমার কলমের জোরে এটাকে আকর্ষণীয় করার ভার তোমার, এখন বল কেমন লাগল গল্পটা।

মেগ লোহার শিকটা তুলে নিয়ে আগুনটা একবার খুঁচিয়ে দিল। মৃদু স্বরে সে বলল, ভালো তবে ততটা বাস্তব নয়। কারণ তুমিই আগের দিন বলেছিলে যে বীমা কোম্পানিকে ঠকানো সহজ নয়। তাহলে এরা দু'জনে ঠকাবে কিভাবে?

সহজে কি আর পারবে, বড় কঠিন কাজ। কিন্তু একটা সুবিধে যে নায়ক বীমা কোম্পানিতে

কাজ করে। তাই তেমন একটা অসুবিধে হবে না। বরং সে আছে তাই ব্যাপারটা সুবিধেই হবে।

কিন্তু তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। একটা কথা কিন্তু ভুললে চলবে না কারণ পাঠকরা আজকাল আর বোকা নয়। সবকিছু খুঁটে খুঁটে বিচার করে তবেই তাঁরা ক্ষান্ত হয়। তোমার গল্পে আছে স্বামীকে-স্ত্রী বীমা করাতে চাপ দেবে। সে দেবে আর স্বামীই বা বীমা করবে কেন ধরো ফিল—আমার স্বামীই গল্পের স্বামী, এবং আমি তার স্ত্রী, যতদূর জানি ফিল মরে গেলেও বীমা করবে না, কিছুতেই না।

এত জোর দিয়ে তুমি কিছু বলতে পারো না মেগ। গল্পের বাঁধুনি বা উপস্থাপনার ওপরই আগাগোড়া ব্যাপারটা নির্ভরশীল। দাঁড়াও বিষয়টা তোমাকে ভালো করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দি। ধরো আমি সেই বীমা কোম্পানির সেলস্ম্যান। কি পছন্দ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, অপছন্দ হওয়ার কি আছে।

বেশ। আমি যদি সেই সেলস্ম্যান হই, তাহলে তুমি একরকম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো মেগ তোমার স্বামীকে আমি বীমা করাতে বাধ্য করবোই করবো। হ্যাঁ আলবৎ তাকে আমি বোঝাবই অন্য ভাবে, অন্য কায়দায়।

কায়দাটা কি?

কেন, এতো জলের মতো সোজা, আমি বোঝাব বীমা করলে তার সুবিধে হবে। বীমার পলিসি ব্যাঙ্কে জমা রেখে সে লোন নিতে পারবে। ব্যাস কেল্লা ফতে। ও বরং তখন আমার হাতে পায়ে ধরবে বীমা করিয়ে দেবার জন্য।

মেগ বলল বাবা, এতোও আছে তোমার মাথায়! যাক একটা বড় চিন্তা গেল।

দাঁড়াও দাঁড়াও এই তো শুরু। আরো আছে, তা বীমা সে করবে কিন্তু কত টাকার। মন ছোট তাই ভাবনা চিন্তাও ছোট। মেরে কেটে বড় জোর পাঁচ হাজার ডলারের বীমা করবে সে। তাছাড়া তিন হাজার ডলার ধার পাবার জন্য পাঁচ হাজার ডলারের বীমাই যথেষ্ট। কিন্তু ধার টার নিয়ে সে যদি হঠাৎ একদিন পটল তোলে তাহলে, সবমিলিয়ে তোমার হাতে কত আসছে?

মেগ বললো, কতো?

কতো আবার সব মিলিয়ে দেড়-দু'হাজার। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ। আমাদের দুজনের অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশেক চাই। তার কমে আমার চলবে না।

হ্যাঁ তা ঠিক কিন্তু...

কিন্তু মজাটা এই আমি তোমার স্বামীকে করাবো পঞ্চাশ হাজারের বীমা, অথচ সে তার বিন্দু বিসর্গও জানবে না। সে জানবে যে তার বীমার মূল্য মাত্র পাঁচ হাজার ডলার।

অ্যানসন গর্বভরা দৃষ্টি নিয়ে মেগ-এর দিকে তাকাল। মেগ তার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে সে বলল যে গল্পটা এবার বেশ জমে উঠেছে। আচ্ছা ধরেই নেওয়া যাক যে ফিলের নামে পঞ্চাশ হাজারের বীমাই করানো হল কিন্তু তারপর কি হবে।

অ্যানসন প্রমাদ গুনল এবারই যা কিছু কারিগুরি। এখনকার ঘটনা বেশ ভেবেচিন্তে বলতে হবে।

হাতের গেলাস নামিয়ে অ্যানসন সিগারেট ধরালো। বলল, দেখো মেগ এখন বরং আমাদের নামধামগুলো বাদ দাও। এগুলো এজন্য বলছিলাম যাতে কাহিনীটা সহজেই তোমার বোধগম্য হয়। যেটুকু বলেছি আশা করি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছ। এবার ভেবে নাও ফিল নয় একজন লোক বীমা করিয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডলারের। এখনও সে জানে না, তার স্ত্রীর সঙ্গে বীমা কোম্পানির সেই সেলস্ম্যানটির সম্পর্ক গভীর, তাঁরা দু'জনে মিলে কি চক্রান্তই না করেছে।

তারপর?

এখন এদের দু'জনের অনেক টাকার দরকার। স্বামী বেচারা মরলে স্ত্রীর হাতে নগদ করকরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার আসবে। আগে থেকেই ঠিকঠাক, টাকাটা দু'জনে মিলে সমান ভাবে ভাগ করে নেবে। কিন্তু কি আপদ, স্বামী যে ছাই মরেও না। এরা দু'জন তাই ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে একসময় ঠিক হল যে স্ত্রীকে স্বামীর কবল থেকে মুক্তি পেতেই হবে। তবে এটা তো ঠিক যে স্বামীর সাধারণভাবে মরলে চলবে না সে যে দুর্ঘটনায় পড়ে মরেছে, এটা প্রমাণ

করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণ করতে হবে যে স্বামীর এই হঠাৎ মৃত্যুর পিছনে স্ত্রীর কোন হাত নেই।

মেগ প্রশংসার দৃষ্টিতে অ্যানসনের দিকে তাকাল। বলল বাব্বা মাথা খাটিয়ে বেশ তো বের করেছো। তারপর কি হবে?

তারপর ধরে নাও যে স্বামীটার একটা খুব সুন্দর বাগান আছে বাগানে একটা ছোট পুকুর আছে। একদিন এক শনিবার বিকালে লোকটার বউ গেছে শহরে বাজার করতে। দেখে গেছে স্বামী বাগানের কাজে ব্যস্ত। ফিরে এসে দেখে যে স্বামী পুকুরের পাশে রাখা একটা মই থেকে পুকুরে পড়ে গেছে। তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগার জন্য আর জল থেকে উঠতে পারে নি। সেভাবেই সে মরে পড়ে আছে। আসলে সে কিন্তু অন্যভাবে মরেছে। স্ত্রী যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সেলস্‌ম্যানটি বাড়িতে চুপিচুপি ঢুকে স্বামীর মাথায় শক্ত একটা লাঠি দিয়ে আঘাত করে তারপর তাকে পুকুরে ডুবিয়ে সরে পড়েছে ব্যস কেল্লা ফতে।

অ্যানসন আর মেগ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর মেগ ধীরে ধীরে বলল, কিন্তু তোমার সেই লোক, সেই ম্যাডক্স না কি যেন তার নাম, তাকে কিভাবে ফাঁকি দেওয়া হবে?

অ্যানসন গেলাসে দীর্ঘ চুমুক দিলো। ভাবলো, না আর কোনো চিন্তাই নেই। মেগ আমার সঙ্গে সহযোগীতা করবেই। ম্যাডক্স-এর নাম বলে সে কাহিনীটাকে বাস্তবের দিকে হঠাৎ মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। মেগ স্বামীর কবল থেকে মুক্তি চায়, সে স্বামীর জীবনের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করতে তার এতোটুকু আপত্তি নেই।

ম্যাডক্স, হ্যাঁ তাকে ভুললে চলবে না, তার ক্ষুরধার বুদ্ধিকে ছোট করে দেখলে চলবে না। লোকটা ভয়ঙ্কর, তবু তার ভাবনা-চিন্তার একটা নির্দিষ্ট পথ বা ধারা আছে। সে কি ভাববে! সে ভাববে স্বামী এবং স্ত্রী, স্বামী পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমা করিয়ে হঠাৎ একদিন মারা গেল। আচ্ছা স্ত্রীটি আসলে কেমন, এ ভাবেই শুরু হবে তার চিন্তা। তোমার কিন্তু স্বামীর মৃত্যুকালীন সময়ের এক জব্বর অ্যালিবাই থাকা চাই। প্রথমেই সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ম্যাডক্সকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে স্বামীর মৃত্যুতে তোমার কোন হাত নেই। একবার যদি এ বিশ্বাস তার মনে আনা যায় তাহলে টাকা পেতে আর কোনো অসুবিধে হবে না। বাকীটুকু যা করার আমিই করবো।

তাহলে আমি যখন প্রু টাউনে বাজার করতে যাবো তখন তুমি সামলাবে ফিলকে, কি তাইতো? মেগ বলল।

অ্যানসন চমকে উঠল মেগ-এর কণ্ঠস্বরে এতোটুকু চাঞ্চল্যের চিহ্ন নেই।

হ্যাঁ, আপাততঃ এই। এক চুমুকে গেলাসের হুইস্কিটুকু নিঃশেষ করে সে গেলাস নামালো, উঠে বলল কি আইডিয়াটা তোমার পছন্দ হয় তো?

ধীরে ধীরে চোখ তুললো মেগ, অ্যানসন-এর চোখে তার দৃষ্টি স্থির হল। খুব ভালো আইডিয়া জন, খুব ভালো। জন তুমি যদি জানতে গত একটা বছর কিভাবে আমি কাটিয়েছি। কিভাবে এই এক বছরে ফিল আমার সব স্বপ্ন, সব আশা, সব সুখ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আমি নিষ্কৃতি চাই জন, ওর কবল থেকে মুক্তি চাই। দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেগ।

অ্যানসন তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে তার চুলে মুখ রাখলো, ফিসফিস করে বললো, মুক্তি তুমি পাবে মেগ, টাকাও পাবে। আমারও টাকার দরকার, টাকা দু'জনে ভাগ করে নেবো, এই বলে মেগকে জড়িয়ে ধরলো।

মেগ বলল—চলো আমরা দোতলায় যাই।

অ্যানসন উঠে দাঁড়াল বলল চলো। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ভাবলো মেগ কতো সহজেই না রাজী হল। আচ্ছা মেগ কি আগে থেকেই তার স্বামীকে খুন করার কথা ভাবছিল।

তার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল।

নীচের তলায় কোথায় যেন ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। খোলা জানালা দিয়ে এক

চিলতে ভোরের রোদ যেন হামাগুড়ি দিল। অ্যানসন শোবার ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাল।

বাড়ির বাইরের মতো এ ঘরটাও নোংরা অগোছালো। দারিদ্রের ছাপ দেয়ালে, সিলিংয়ে, দরজায়, কড়িকাঠে, সর্বত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম মেগ, ভোরের আলোয় তাকে আরো সুন্দর আরো মনোহারী লাগছে।

অ্যানসন দু-হাতে মেগকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর বলল ওঠো।

মেগ বলল উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় সারাজীবন এভাবে শুয়ে থাকি।

আমারও ! আচ্ছা মেগ তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো ? এ কিন্তু তোমার গল্প নয় যে কল্পনায় পুরো ব্যাপারটা ঘটে যাবে।

জানি সব ভেবেই আমি রাজী হয়েছি। এভাবে আমি আর পারি না। আমার টাকা চাই অনেক টাকা।

আমি জানি তুমি আপত্তি করবে না কিন্তু মেগ, যতটা সোজা তুমি ভাবছো, ততটা সোজা কিন্তু নয়, অনেক কিছু ভাবতে হবে আমাদের। খতিয়ে দেখতে হবে। সবে খসড়াটা আমরা ভেবেছি, শুরু করলে দেখবে কত ঝঞ্ঝাট।

দাঁড়াও বাপু! মেগ উঠে বসলো, আগে একটু কফি নিয়ে আসি। কফি খেতে খেতে কথা বলবো। এ সুযোগ হয়তো আর হবে না। এতো নিরিবিলি, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি চট্ করে দু কাপ কফি করে নিয়ে আসি।

অ্যানসন ভাবলো মেয়েটা মন্দ বলেনি। কাজ শুরু হলে দেখা সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। ম্যাডক্স যদি কোনোক্রমে জানতে পারে যে তারা প্রেমিক প্রেমিকা, তাহলে কানাকড়িও পাওয়া যাবে না উল্টে ঝামেলার একশেষ হবে।

নীচের তলায় মেগের ব্যস্ত পদসঞ্চার শোনা গেল। একটু পরে দু'কাপ কফি নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো, একটা কাপ অ্যানসনকে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে বসলো বিছানার একপাশে। সে বলল, তোমার কি মনে হয়, আমরা দু'জন পারবো?

অ্যানসন মনে মনে যথেষ্ট অবাক হলো। কি আশ্চর্য! মেয়েটার ভঙ্গিতে এতোটুকু চাঞ্চল্য নেই, যেন স্থির বিশ্বাসে দাবা খেলতে বসেছে সে। সে ভাবছে ব্যাপারটা গল্প লেখার মতোই ছেলেখেলা। সব একেবারে ছিমছাম, সাজানো-গোছানো। নাঃ ওকে সতর্ক করে দেওয়ার দরকাব নেই। বিপদের আঁচ আগে থেকেই দেওয়া দরকার।

অ্যানসন অন্য দিকে তাকাল, দেখো পারবোই যে একথা তেমন জোর দিয়ে বলতে পারি না, তবে সময় লাগবে। ভালো করে প্রতিটা পদক্ষেপ ভেবে ঠিক করতে হবে। তবে একটা কথা আমার জানা চাই যে স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়ে তুমি লাভবান হতে চাও কি না?

মেগ অধৈর্য স্বরে বললো, আমি তো বলেইছি, আমি আছি তোমার সঙ্গে, আমি রাজী।

কিন্তু বুঝতে পারছ তো আমরা কি সাংঘাতিক কাজ করতে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু খুন করতে যাচ্ছি।

আমি জানি, মেগ বললো খুনে আমার কোনো ভয় নেই। তোমার আছে নাকি?

হ্যাঁ আছে।

অন্য কারো ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি না, তবে ফিল মরলেই আমার শান্তি। আমাব মুক্তি।

কেন তুমি তো ওর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদও করতে পারতে।

তাতে আমার কি লাভ হতো, বড়জোব দু'বেলা দু'মুঠো খাবার আর মাথার ওপর ছাউনি ব্যস। কিন্তু না এত অল্পে আমার শান্তি নেই, আমি ওকে শাস্তি দিতে চাই, কঠোর শাস্তি। গত একবছর ধরে ও আমাকে জ্বালিয়েছে, তুমি ভাবতে পার রাতের পর রাত গেছে যন্ত্রণায়, দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ওর শাস্তি চাই আমি। ও মরুক।

এতক্ষণে অ্যানসন নিশ্চিন্ত হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। তাহলে এই ব্যাপার, এই কারণেই মেগ তার স্বামীকে খুন করতে চায়।

কিছু মনে কোরো না মেগ, আমি জানতাম না যে তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী এমন নিষ্ঠুর

আচরণ করে। জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না। ঠিক আছে তাহলে আর চিন্তার কিছুই নেই. তোমার স্বামীই হবে আমার দাবার বোড়ে। এখন থেকে তাহলে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দাও। আমি যা যা বললাম ভেবে দেখো হয়তো কোথাও আমার ভুল হয়েছে, কিছু হয়তো এড়িয়ে গেছি আমি। তোমার কাছে হয়তো তা ধরা পড়লেও পড়তে পারে। সবটুকু একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। ফেঁসে গেলেই গণ্ডগোল, জুরীরা কিন্তু তোমার চাঁদপানা মুখের দিকে তাকিয়ে দণ্ড মকুব করবে না। মনে রেখো খুনী আর খুনীর আসামী দু'জনেই সমান অপরাধী।

কিন্তু ধরা পড়বো কেন? আর ভুলই বা হবে কেন? খুনটা বড় অদ্ভুত অপরাধ মেগ। বেশ ভেবে-চিন্তে কোথাও কোনো গাফিলতি না রেখে তুমি একটা খুন করলে। তবু কি যেন হয়ে গেলো, ব্যস, আর দেখতে হবে না। একটা ভুলই তোমাকে গ্যাস চেম্বারে ঢোকাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তোমার যত সব উদ্ভট কথা। কাপ সরিয়ে রেখে মেগ একটা সিগারেট ধরালো। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

বেশ বেশ বিশ্বাস থাকা ভালো, এখন তিন হাজার ডলার আমার দরকার তুমি পারবে দিতে।

আমি তিন হাজার কেন, তিন ডলারও আমার নেই। হাত খরচ যা দেয় তার থেকে মাসে একটা ডলারও সরিয়ে রাখতে পারি না।

অ্যানসন জানতো, তবু একবার বাজিয়ে দেখলো। বললো ঠিক আছে দরকার নেই, আমিই যেমন করে হোক ব্যবস্থা করে নেবো, যেভাবেই হোক।

মেগ বলল কিন্তু তিন হাজার ডলার নিয়ে তুমি কি করবে?

কি করবো। নাটকীয় ভঙ্গিতে গায়ের চাদর সরিয়ে নাভির কাছে তিন রঙা দাগটা সে মেগকে দেখালো। এই দেখো।

একি! কি হয়েছে জন কিভাবে এমন হল।

শোনো তাহলে এই বলে অ্যানসন, গেলার হেগান, জো ডানকান এবং স্যাম বার্সস্টেন-এর ঘটনা আগাগোড়া মেগকে শোনাল, তারপর চোখ নামালো, বড় মুশকিল মেগ, বড্ড ঝামেলা। কত কি করেছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। এখন তুমি আমার সাথী, এক অপদার্থের জীবনের বিনিময়ে আমাদের দুজনের চেষ্টায় আমার সে স্বপ্ন এবার সার্থক হবে।

জো ডানকান তো তোমার কাছে এক হাজার ডলার পাবে, তোমার তিন হাজার ডলারের কি দরকার?

বাঃ তোমার স্বামীর বীমার প্রিমিয়াম দিতে হবে না। পঞ্চাশ হাজারের বীমার এক বছরের প্রিমিয়াম দু'হাজার ডলার। প্রথম প্রিমিয়াম না দিলে একটা আধলাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার দরকার তিন হাজার ডলার, যেভাবে হোক টাকাটা আমাকে জোগাড় করতেই হবে। চুরি করতে হয় করবো, ডাকাতি করতে হয় করবো, দরকার হলে খুনও করবো।

কি সব আবোল-তাবোল বকছ, চুরি করবে কেন? তা চাইলে কেউ আমার মুখ দেখে তো আর তিন হাজার ডলার দেবে না, তাই চুরিই একমাত্র উপায়। না না ভয়ের কিছু নেই। চুরি করতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। সব আমি আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রেখেছি। আচ্ছা ভালো কথা, তোমার স্বামী ব্যবসা-ট্যবসা করতে পারবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ তা পারবে। একদিকে তার জন্য লালসা আর একদিকে তার ফুল বাগান, না এদিকে কোন অসুবিধে নেই।

বেশ এবার বলতো যদি কোনো কাগজে তাকে সই করতে বলা হয় তাহলে কি সে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে? কারণ একধরণের লোক আছে যারা পড়া-টড়ার ধার ধারে না, সই করেই খালাস আর এক ধরণের লোক আছে যারা খুঁটিনাটি সব পড়ে তারপর সই করে। তোমার স্বামী কি ধরণের?

না তা নয় তবে ও পলিসিতে সই-ই করবে না। কি করবে না করবে তা তো পরের কথা। এখন বলতো তিন বা চারখানা পলিসির নকলে যদি তাকে সই করতে বলা হয় সে কি করবে? সব ক'টাই কি খুঁটিয়ে পড়বে?

না তা দেখবে না। সে রকম লোক নয়।

ব্যস্ ব্যস্ যথেষ্ট, আমার আর কিছু জানার নেই। মেগকে জড়িয়ে ধরে বললো তাহলে তুমি আমার সঙ্গে থাকছো, আমাকে সাহায্য করছো, তাই তো। ভেবে দেখো একবার নামলে আর ফেরবার জো নেই।

মেগ অ্যানসনের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো আমাকে নিয়ে এখনও তোমার মনে সন্দেহ কেন মেগ, আমি তো বলেইছি, আমি আছি, তোমার পাশে সব সময় আমাকে পাবে। ব্যস্, আর কি? টাকা আমার চাই কিন্তু তোমাকেও চাই, টাকা বা তোমার জন্য আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করতে রাজী।

আবেগে-আবেশে অ্যানসন চোখ বুজল। মেগ-এর শরীরের উত্তাপ তার শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এমন পরিবেশে সাধুরাও বোকা হয়। অ্যানসনও বোকামী করল।

টোস্টও সেঁকতে গিয়ে পুড়ে গেছে, ডিমও সেদ্ধ হয়নি অ্যানসন তাই কোনো মতে চিবোতে চিবোতে দেওয়ালে ঝোলানো একটা বাঁধানো সার্টিফিকেট দেখিয়ে মেগকে জিজ্ঞেস করলো ওটা কি? কার সার্টিফিকেট?

মেগ তার সামনের চেয়ারে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। সময় সকাল আটটা। একটা সবুজ রঙের গাউন পরেছে মেগ। চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। সারা দেহে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। তবু যেন তার সৌন্দর্য বেড়েছে, ম্লান হয়নি।

ওটা ফিল এর। মেগ বলল ওটা নিয়ে ওর খুব গর্ব। রাইফেল স্যুটিং করে কোথায় যেন ফাস্ট হয়েছিল একবার, তারই সার্টিফিকেট।

অ্যানসন চেয়ার ঠেলে উঠে দেয়ালের কাছে গেল। প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রশংসাপত্রটি পড়লো। প্রু টাউনের স্মল গার্মস্ অ্যান্ড টারগেট ক্লাব ৩৮ রিভলবার স্যুটিংয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য ফিলিপ বারলোকে এই প্রশংসাপত্রখানি দিচ্ছে।

অ্যানসনের কপালে চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। ফিরে এসে চেয়ারে বসে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর সে মেগকে বলল তাহলে তোমার স্বামী স্যুটিং-এ ওস্তাদ।

এককালে হয়তো ছিল। এখন আর ওসব করে না। বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত কোনোদিন তো দেখলাম না রিভলবার হাতে নিতে। এখন তো শুধু বাগানের শখ।

তাহলে তোমার স্বামীর একটা রিভলবার আছে?

আছে। কিন্তু এসব প্রশ্ন করছ কেন?

রিভলবারটা কি এই বাড়িতেই আছে?

হ্যাঁ, ঐ তো আলমারির দেরাজে আছে।

একবার দেখাবে?

দেখবে কেন? কি দরকার ওটা দেখার?

আগে জিনিসটা দেখে নিই তারপর কি দরকার বলছি।

মেগ কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে আলমারির ড্রয়ার থেকে একটা কাঠের বাক্স এনে টেবিলের ওপর রাখলো।

বাক্স খুলে অ্যানসন রিভলবারটা নিল। পুলিসের ব্যবহার্য ৩৮ বোরের ছোট রিভলবার। এক বাক্স কার্তুজও বাক্সে আছে।

চেম্বার ফাঁকা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগাগোড়া কারিগুরিটুক দেখলো অ্যানসন। তারপর মুখ তুললো, এখন আর এটা সে ব্যবহার করে না তাইতো?

বললাম তো বিয়ের পর থেকে এ অবধি একদিনের জন্যও ওকে এটা আর হাতে নিতে দেখিনি। কিন্তু কেন, তোমার কি দরকার?

আচ্ছা মেগ রিভলবারটা যদি আমি একদিনের জন্য আমার কাছে রাখি তাহলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে?

কিন্তু কেন এটা তোমার কাছে রাখবে?

বলো না অসুবিধে হবে কি?

না অসুবিধে কিসের কিন্তু কারণটা আমাকে বলতে হবে।

মাথা খাটাও ভাবো, ভেবে দেখো। রিভলবারটা পকেটে ঢোকাল, অ্যানসন বলল আমাকে তিন হাজার ডলার জোগাড় করতে হবে বুঝেছ?

মেগ ভাবলেশহীন চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে রইল।

কার্তুজের বাক্স থেকে ছ'টা কার্তুজ তুলে নিল অ্যানসন, পকেটে রাখলো।

দীর্ঘ নীরবতা, কেউ কোন কথা বললো না। ধীরে ধীরে অ্যানসন মেগের দিকে এগিয়ে এলো। তারপর তাকে আলিঙ্গন করলো।

।। চার।।

বেলা পড়ে এলে অ্যানসন গাড়ি চালিয়ে সোজা এলো ব্রেন্ট হাইওয়ের ক্যালটেক্স সার্ভিস স্টেশনে। বেয়ারাকে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল দিতে বলে অফিস ঘর পেরিয়ে সে ঢুকলো গিয়ে বাথরুমে। ইচ্ছে করেই দরজা বন্ধ করলো না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অফিস ঘরটা দেখতে লাগল।

ঢোকার দরজার সোজাসুজি দেয়াল ঘেঁসে ডেস্কের পাশে ফাইলপত্র রাখার ক্যাবিনেট, তার পাশেই পুরোনো ধাচের এক বিরাট লোহার সিন্দুক। রাস্তার দিকের দেয়াল জোড়া দুটো জানলা।

সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা এগোলো গাড়ির দিকে। তেল ভরা শেষ হয়েছে। ব্যাগ খুলে টাকা মিটিয়ে দিতে দিতে অ্যানসন বললো, তোমাদের পেট্রল পাম্প তো সারাদিন খোলা থাকে তাই না?

হ্যাঁ থাকে। রাতে ঘণ্টা ছ'য়েকের জন্য আমি বাড়ী যাই। আমার সাকরেদ হ্যারি তখন এ দিকটা সামলে নেয়।

অ্যানসন কয়েক মাস আগে ম্যানেজারকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে পাম্পের নামে একটা অগ্নিবীমা করাতে এখানে এসেছিল। ম্যানেজার কথায় কথায় সেদিন তাকে জানিয়েছিল সে সিন্দুকে সব সময় নগদ তিন থেকে চার হাজার ডলার মজুত রাখে। বারলোর বাড়িতে রিভলবারটা হাতে নিয়েই তার মনে পড়েছিল, এই পাম্পের কথা, তিন হাজার ডলারের ঘাটতি পূরণের জন্য এরকম আদর্শ স্থান আর দুটো নেই।

অ্যানসন ভাবল আশ্চর্য, চুরির কথা ভাবছি। মন আমার এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না। ভয় হচ্ছে না একবারও। অবশ্য হবেই বা কেন পকেটে রিভলবার থাকলে আর ভাবনা কি?

ভোর চারটে নাগাদ আসাই ঠিক হবে। ওর সেই সাকরেদ ছোকরা কি যেন নাম হাঁ হ্যারি সে তখন একলাই থাকবে। তাকে রিভলবার দিয়ে ভয় দেখিয়ে সিন্দুক খুলতে বাধ্য করা হবে। ব্যস্ তারপর আর কে দেখে। জো ডানকান-এর মুখ বন্ধ করা যাবে, ফিল বারলোর প্রথম বছরের প্রিমিয়ামের টাকারও একটা সুরাহা হবে। সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত, ঝামেলার আর কোন কারণই থাকবে না।

মার্লবোরো হোটেলে ফিরে নিজের কামরায় ঢুকলো অ্যানসন। দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর বসে রিভলবারটা পকেট থেকে বের করলো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। ছ'টা কার্তুজ চেম্বারে ভরলো, তারপর রিভলবারটা সুটকেসে রেখে সে উঠলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গেল হোটেলের পানশালায়। পরপর দু'গ্লাস হুইস্কি টেনে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সে গেল রেস্তোরাঁয়। অ্যানসন ডিনার টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দিল। খাবার এলে সামান্য কিছু খেয়ে প্লেট সরিয়ে সে এক বোতল ক্লারেট আনতে বললো। টকটকে লাল রঙের পানীয়ের দাম নিতান্ত কম না। তবু সে অর্ডার দেবার সময় দামের কথা বিবেচনা করেনি কারণ পানীয়টার প্রতি তার কোন আগ্রহ না থাকলেও আসল আগ্রহ বোতলের ছিপিটার ওপর। বোতলের শোলার ছিপিটা কাজে আসবে।

অ্যানসন বিল মিটিয়ে ন'টা নাগাদ উঠে পড়লো। ছিপিটা পকেটে পুরলো। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুতে ধুতে নজর পড়লো আয়নায়। পেছন দিকে দূরে দেওয়ালের লাগোয়া আলনায় ঝোলানো সারিবাহী রঙবেরঙের কোট আর টুপি। হোটেলে ঢোকার আগে সবাই এখানে কোট, টুপি ছাতা রেখে যায়।

এক নিগ্রো পাহারাদার আলনার কাছে একটা টুলে বসে ঝিমোচ্ছে। অ্যানসন মন্থর পায়ে সেদিকে এগোল। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিকে চেয়ে আবার চোখ বুজল নিগ্রোটা।

বাদামী রংয়ের ওপর সবুজ ডোরাকাটা ওভারকোট আর একটা পালকের টুপি তুলে নিল অ্যানসন। তারপর দ্রুত হোটেলের খিড়কি পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা এগিয়েই রাস্তা। গাড়ির পেছনের বনেটে কোট আর টুপিটা রেখে সে বনেট বন্ধ করলো। তারপর আবার হোটেলে ফিরে এলো।

নির্দিষ্ট ঘরে এসে অ্যানসন বিছানায় শুয়ে পড়লো। হাত পা ছড়িয়ে আগাগোড়া ঘটনাটা মনে মনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলো।

কাজটা মনে হয় সহজই হবে। শেষ অবধি মাথা ঠিক রেখে কাজটা করতে পারলে হয়। হোটেলের খিড়কি পথ দিয়ে ভোর তিনটে নাগাদ বেরোতে হবে। তখন কেউ জেগে বসে থাকবে না। পেট্রল-পাম্পের পাশের এক কানাগলিতে গাড়িটা রেখে সে পাম্পের অফিস ঘরে ঢুকবে।

তবে হ্যাঁ ঢোকার আগে কায়দা করে চেহারাটা একটু পাল্টে নিতে হবে। ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে টুপিটা কাত করে মুখ ঢাকতে হবে। মুখের বাকী অংশ রুমালে ঢাকতে হবে। ছিপিটা পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই মেখে ভ্রু আর জুলফির রং পাল্টাতে হবে। ব্যাস তারপর হাতে রিভলবারটা বাগিয়ে গুটি গুটি অফিস ঘরে ঢুকেই হ্যান্ডস্ আপ!

কেউ বাধা দিতে এলো তো বুম বুম ধোঁয়া।

নাঃ মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দশটা বাজে সবে, আচ্ছা মেগ এখন কি করছে। ঘুমোচ্ছে, যাক, একটু বাইরের হাওয়ায় ঘুরে আসা যাক।

বাইরে যাওয়া আর হলো না। পানশালায় দু'জন পরিচিত সেলস্‌ম্যানের সঙ্গে দেখা হলো। অ্যানসন তাদের সঙ্গেই জমে গেল।

সোডা এলো, বরফ এলো, হুইস্কি এলো, কয়েক প্লেট খাবারও এল। খুব একচোট হৈ-চৈ হল। অ্যানসন রাত আটটা নাগাদ আড্ডা শেষ হতে ফিরে এল। সে বিছানায় শুয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিলো।

একটু বিশ্রাম করে মাথাটা ঠাণ্ডা হল, নেশার ঘোরও কাটল। উঠে সে চোখে-মুখে জল দিয়ে স্যুটকেস খুলে রিভলবার বের করলো। তার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো।

সে ভাবলো এরকমই হয়। টাকা রোজগারের শেষ রাস্তাটাও যখন অন্ধকার কানা গলিতে হারিয়ে যায়, পকেট ঝাড়লেও যখন আর একটা আধলাও বেরোয় না তখন মানুষ মাত্রেই ভয়ঙ্কর হয়। খুনের নেশায় মেতে উঠে। আমিও তো চেয়েছিলাম এমনই একটা নেশায় মাততে। আঃ, কতদিনের ইচ্ছে, কত বছরের স্বপ্ন, টাকা টাকা টাকা আরো আরো টাকা। এখন আর চিন্তার কারণ নেই। মেগ তার পাশে রয়েছে, ক'দিন পরেই আসবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ব্যস আমায় আর কে পায়। এই বিশাল পৃথিবী, এই বিশ্ব চরাচর, আকাশ-বাতাস, সমুদ্র সব আমাদের!

কিন্তু টাকা হাতে রাখতে পারবো তো, না, স্বভাবটা একটু পাল্টাতে হবে। আর নাই বা পাল্টালাম, সব শেষ হতে ছ'মাস একবছর তো লাগবে। তারপর আছে মেগ। ওঃ চাবুক।

হ্যারি ওয়েবার মাত্র দু'বছর হলো কাজ করছে ক্যালটেক্স সার্ভিস স্টেশনে। নাইট ডিউটি। ঝুট ঝামেলা তেমন নেই। ছিমছাম কাজ।

রাত একটা থেকে সকাল সাতটা অবধি তার কাজ। এই ছ-ঘণ্টায় সব মিলিয়ে বেশী হলে দু-তিনখানা গাড়ি আসে। সবদিন তাও আসে না। কোনো কোনো দিন একখানা।

তা গাড়ি আসুক না আসুক, হ্যারির কোনো মাথাব্যথা নেই। মাস গেলে মাইনের টাকা হাতে পেয়ে সে কয়েকখানা রহস্য গল্পের বই কিনে নেয়। তার রাতের খোরাক হিসাবে এক একখানা গল্পের বই যাকে বলে দারুণ, দুর্দান্ত।

যথারীতি সে রাতেও সে খুলে বসেছে একখানা জমজমাট রহস্য-উপন্যাস। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এগিয়ে যাচ্ছে। গল্পটা জমেছে বেশ। আঃ এ সময় এক কাপ কফি পেলে খুব ভাল হত।

সরঞ্জাম সব হাতের কাছেই। বই মুড়ে রেখে কফি তৈরী করলো সে। ঘড়ি দেখলো, চারটে

বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে সে আবার বই-এর পাতায় মনোনিবেশ করলো।

হঠাৎ কে এলো রে বাবা! কাচের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। একখানা পা, আরেকখানা পা, ওরে বাবা হাত থেকে বইখানা পড়ে গেল। কাপটা আগেই টেবিলে নামিয়ে রেখেছিলো। নয়তো ওটাও হয়তো হাত ফস্‌কে পড়ে যেতো।

যে লোকটি দরজা ঠেলে ঢুকলো তার গায়ে একটা বিরাট ওভারকোট, মাথায় কাত করে পালকের টুপি বসানো। একদিকে চোখটা টুপিতে পুরো ঢাকা পড়েছে। মুখের নীচটা লাল একখানা রুমালে আড়াল করা। ডানহাতে তার একটা ছোট রিভলভার তার নলটা হ্যারির দিকে তাক করা।

এক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। লোকটি হঠাৎ হিস্‌হিস্‌ করে উঠলো, চালাকির চেষ্টা করো না। চালাকি করেছো কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে সিন্দুকটা খোলো।

হ্যারি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল বলল যাচ্ছি।

লোকটা তিন লাফে বাথরুমের সামনে গেল। লাথি মেরে দরজা খুললো। তারপর হ্যারির দিকে ফিরে রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করলো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও সিন্দুক খোলো।

হ্যারি এক টানে টেবিলের ড্রয়ার খুলে রাখল। ড্রয়ারে ৪৫ বোরের ছোট্ট একটা অটোমেটিক। পাম্প কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এটা অফিসে রেখেছেন। হ্যারি ভাবলো যে রিভলভারটা তুলে নেবো নাকি।

অ্যানসন রিভলভার তুলে গর্জন করে উঠলো খবরদার হাত উপর করো নয়তো গুলি করে দেবো।

হ্যারি কাঁপতে কাঁপতে মাথার উপর হাত তুললো। এক-পা এক-পা করে পেছোতে পেছোতে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালো।

এগিয়ে এসে অ্যানসন ড্রয়ার থেকে অস্ত্রটা তুলে নিল। নিজের জায়গায় ফিরে গেল। যাও এবার গিয়ে সিন্দুক খোলো। চালাকির চেষ্টা করেছো কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো, যাও।

প্রতিবাদ করা নিরর্থক। সুবোধ বালকের মতো পকেট থেকে চাবি বের করলো হ্যারি। এগিয়ে গিয়ে সিন্দুক খুললো।

অ্যানসন খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর চাপা গর্জন করলো, যাও দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও গিয়ে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, নড়াচড়ার চেষ্টা কোরো না।

হ্যারি আপত্তি করলো না, এগিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

অ্যানসন সিন্দুকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলো। একটা ছোট্ট স্টিলের বাক্সের ডালা খুলল। বাক্স বোঝাই নোটের কাঁড়ি—পাঁচ, দশ, একশো তাড়াতাড়ি মুঠো মুঠো নোট তুলে পকেটে পুরতে শুরু করলো সে। এমন সময়...

কাছাকাছি কোথাও যেন একটা মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

অ্যানসনের বুকটা ধক্‌ করে উঠলো। খেয়েছে, ট্রাফিক পুলিস টহল দিতে বেরিয়েছে, এ দিকেই হয়তো আসছে।

অ্যানসন তাড়াতাড়ি হাত চালালো। বাকী নোটগুলো পকেটে পুরলো। স্টীলের বাক্সটা ভেতরে ঢুকিয়ে সিন্দুকের দরজা বন্ধ করলো। তারপর এক লাফে গিয়ে সে বাথরুমে ঢুকলো, হ্যারির দিকে রিভলভার তুলে চাপা গর্জন করে উঠলো, যাও চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ো। সাবধান আমাকে ফাঁসিয়েছো কি গেছো। তোমাকে আর আস্ত রাখবো না। যাও চুপচাপ গিয়ে বসো। হ্যারি ডেস্কের দিকে গুটিগুটি এগোলো, এক ঝলক আলো এসে পড়লো দরজার কাচ ভেদ করে। মোটর সাইকেলটা থামলো এসে অফিস ঘরের সামনে, চাপা-গর্জনে ইঞ্জিন গজরাতে লাগলো।

অ্যানসন ঘেমে উঠলো। বাথরুমের আধখোলা দরজার পাশ থেকে হিস্‌হিস্‌ করে উঠলো, গোলমাল কিছু হলে আগে কিন্তু তোমাকেই খতম করবো ছোকরা, মনে রেখো। দরজাটা আর একটু ঠেলে দিলো সে। হ্যারিকে আর দেখা গেল না। শুধু ঘরের আলোকিত অংশে সীমারদ্ধ থাকলো।

অ্যানসন দরজার আড়ালে অদৃশ্য হতেই হ্যারি একটা পেনসিল তুলে নিয়ে ডেস্কের ওপরে একখণ্ড কাগজে লিখলো, সাবধান, বাথরুমে রিভলভার হাতে ডাকাত।

এক লালমুখো পুলিস দরজা ঠেলে ঢুকলো। ভোরের এই সময়টায় এ অঞ্চলে সে নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায়। চারটে নাগাদ পাম্পে এসে এক কাপ কফি খেতে খেতে হ্যারির সঙ্গে বসে বসে জমিয়ে খোশগল্প করে।

ঘরে ঢুকে সে রোজকার মতো হাঁক পাড়লো, এই যে হ্যারি, কফি তৈরী তো?

অন্ধকার বাথরুমের চারপাশে তাকালো অ্যানসন। নাঃ এখান থেকে সটকে পড়ার কোনো উপায় নেই। বেরোবার ঐ একটি মাত্র পথ, অফিস ঘরের ভেতর দিয়ে। দেখা যাক্ কি হয়।

হ্যারির গলা শোনা গেল, দিচ্ছি, এখুনি তৈরী করে দিচ্ছি।

হ্যারি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো, টম সেই পুলিসটা হাতের দস্তানা খুলে ডেস্কের ওপর রাখলো। হ্যারি আঙুল দিয়ে ডেস্কের কাগজটা তাকে দেখালো।

টম স্যাক্কুয়িস্ট চেহারায় যেমন মোটাসোটা বুদ্ধিতেও তাই। হ্যারির আঙ্গুলের ইশারা দেখেও তার মগজে কিছু ঢুকলো না। সে হেড়ে গলায় বললো—এটা আবার কি? কাগজে কি লিখে রেখেছো, আমাকে পড়তে বলছো।

অ্যানসন প্রমাদ গুনলো, হুম, ছেলেটা তাহলে বেইমানি করেছে! না আর লুকিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। বেইমানির শাস্তি দিতে হবে।

দরজা খুলে সে বেরিয়ে এলো। হ্যারির চোখ কপালে উঠে গেল। টম তখনও ঝুঁকে পড়ে কাগজের লেখাটা দেখছে। দেখা শেষ করে সে ঘুরে দাঁড়াল।

অ্যানসন গর্জন করে উঠলো—খবরদার। সে রিভলবার তুলে তাক করলো টম-এর দিকে।

টম ছোট ছোট চোখে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে অ্যানসনকে দেখলো। তার লাল মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল।

অ্যানসন আবার হুঙ্কার দিলো সাবধান আর এক পা এগোলেই গুলি করবো। যাও দু'জনে দেয়ালে গিয়ে দাঁড়াও।

হ্যারি পায়ে পায়ে পেছোলো। দেয়ালে পিঠ রেখে সে স্থির হলো। টম নড়লো না। একই ভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সে ভ্রূ কোঁচকাল, অতো সহজে নিস্তার পাবি না উল্লুক। দে ভালোয় ভালোয় আমাকে রিভলবারটা দিয়ে দে।

সে হাত বাড়ালো, ডাকাতি করতে এসেছে ডাকাতি করার আর জায়গা পাসনি। বদমাস কোথাকার।

সাহস দেখো। অ্যানসন দপ্‌করে জ্বলে উঠলো। তার দৃষ্টিতে আগুন ঝরে পড়লো। মোটা থলথলে মাংসের তাল। সে তাকে যা খুশি বলছে হাত বাড়িয়ে এমনভাবে ডাকছে যেন সে একটা পোষা কুকুর।

ট্রিগারে শক্ত হয়ে অ্যানসনের আঙুল চেপ্টে বসল। বোকা গাধাটা এক পা এগোলো, অ্যানসন ট্রিগারে চাপ দিলো—বুম, এক ঝলক আগুন, অতবড় চেহারার লোকটা নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

অ্যানসন স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। না এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

যেন কিছুই হয়নি এমন ধীর মন্থর পায়ে সে দরজার দিকে এগোল। কি মনে হতে থমকে দাঁড়াল। টেবিলের ওপরে টেলিফোনের তারটা হ্যাঁচকা টানে ছিড়ে ফেললো। রিসিভারটা দেয়াল লক্ষ করে ছুঁড়ে মারলো। হ্যারি ভয়ে দু-হাত দিয়ে মাথা ঢাকলো।

অ্যানসন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে তার গাড়িতে উঠলো। তারপর মৃদু হেসে সেলফে চাপ দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে অ্যানসন এর প্রথম কাজটা হল জো ডানকান-এর নামে এক হাজার পঁয়তাল্লিস ডলারের একখানা চেক লেখা। এক হাজার ডলার আসল এবং বাকীটা সুদ। চেকখানি খামে পুরে সে মুখ বন্ধ করলো। তারপর এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে মেগ-এর নম্বর

ডায়াল করলো।

ন'টা বাজতে কুড়ি, মেগ কি ঘুম থেকে উঠেছে। ফোন বেজেই যাচ্ছে। না ঐ তো মেগ ফোন ধরেছে।

মেগ বলল, হ্যালো কে বলছেন?

শোন আমি আজ বিকেলে যাচ্ছি। ধার করা জিনিসটা ফেরৎ দিতে যাবো, আজ বিকেলে তুমি থাকবে তো?

ওর জন তুমি, আমি ভাবলাম কে না কে কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গালে তো?

বেশ করেছি। আগে আমার কথার জবাব দাও, বিকেলে থাকছো তো?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই থাকবো, কেন থাকবো না।

ঠিক আছে। তিনটে নাগাদ আমি যাবো। ছাড়ছি। ফোন রেখে দিলো অ্যানসন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সে গেলো প্রু টাউনে। সেখানকার ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্টে নগদ এক হাজার ডলার জমা দিয়ে বললো, টাকাটা যেন দুপুরের মধ্যেই ব্যাঙ্কে ব্রেন্ট শাখায় তার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে ডানকানকে লেখা খামটা সে ডাক-বাক্সে ফেললো।

গোটা পাঁচেক ফোন করার দরকার ছিল। একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে কাজটা সারলো। কাজ মোটামুটি এগোলো। এক সম্পন্ন জোতদার দশ হাজার ডলারের একটা বিমা করতে রাজী হলো। দীর্ঘ কথা কাটাকাটির পর আরো দু'জন নিমরাজী হল। বেলা বাড়তে একটা হোটেলে ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলো।

খেতে খেতে সদ্য কেনা প্রু টাউন গেজেটের দুপুরের সংস্করণে চোখ বোলাতে লাগল অ্যানসন হুঁ এইতো, পেট্রোল পাম্পের ডাকাতির কাহিনীটি বেশ ফলাও করে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছে। টম স্যাঙ্কুয়িস্টকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তার বাঁচার আশা নেই বললেই চলে।

খবরের সঙ্গে একটা ছবিও ছাপা হয়েছে হ্যারি ওয়েবার আঙুল দিয়ে একজন পুলিসকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছে। ব্রেন্ট-এর হোমিসাইড বিভাগের কর্তা জেনসনও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

অ্যানসন খবরের কাগজ মুড়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলো। খাবারে মন দিলো। তার মুখে রুচিটা আবার ফিরে এসেছে, তাই আরও কিছু খাবারের অর্ডার দিল অ্যানসন।

পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে রেস্তোরাঁর ওয়েটার সবিস্তারে রঙ বুলিয়ে পেট্রোল পাম্প-ডাকাতির-লোমহর্ষক বিবরণ বিবৃত করল। আশেপাশের টেবিলেও চাপা-গুঞ্জন। সবাইকেই এই ডাকাতির ঘটনাটা ভাবিয়ে তুলেছে।

অ্যানসন খাবার শেষ করে বিল চুকিয়ে উঠল।

তার ভাবভঙ্গিতে এতটুকু অস্বাভাবিকতার চিহ্ন নেই। অন্যান্য দিনের মতোই স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক তার আচরণ।

অ্যানসন গাড়িতে গিয়ে বসল। ইঞ্জিন চালু করে এক সেকেন্ড ভাবলো যে এক মক্কেলের সঙ্গে গাড়ি—ইনসিওরের ব্যাপারে দেখা করার দরকার ছিলো, না থাক। আজ আর নয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো। না আজকে না, প্রায় তিনটে বাজে মেগ তার অপেক্ষায় বসে থাকবে সুতরাং অ্যানসন গাড়ি ছাড়লো।

কাল রাতের ঘটনাগুলো পরপর ছবির মতো মনের পর্দায় উঁকি মারছে। পুলিস কি আমাকে ধরতে পারবে। পারবে না বলেই তো মনে হয়। কারণ হ্যারি ডাকাতের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে অ্যানসনের ধারে কাছ দিয়েও তা যায় না। হ্যারি বলেছে যে ডাকাতটা গাট্টাগোট্টা চেহারার, বেশ লম্বা কিন্তু অ্যানসন দুটোর কোনোটাই নয়। এদিকে সেই পুলিসটাও মর মর, ওর পক্ষেও কিছু বলা সম্ভব নয়।

টাকা পয়সা নিয়ে ফেরার পথে এক জঙ্গলে গাড়ি থামিয়ে সে কোট আর টুপিটা ফেলে দিয়েছে। নোটগুলো গুনে দেখেছে। সব মিলিয়ে আয় হয়েছে নগদ তিন হাজার ছশো সত্তর ডলার, তার

প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী।

অথচ কি আশ্চর্য! অ্যানসন একটুও চঞ্চল হয়নি। মুহূর্তের উত্তেজনায় এতটুকু বিচলিত হয়নি। ঠাণ্ডা মাথায় ধাপে-ধাপে সে এগোচ্ছে—এগোচ্ছে, এগিয়ে চলেছে।

নুড়ি-বিছানো পথ পার হয়ে অ্যানসন গাড়ি থামালো দরজার গোড়ায়। দরজা খুলে নামলো মেগ যেন তার অপেক্ষাতেই বসে ছিল। দরজা খুলে দিয়ে মৃদু হাসল সে।

মেগ বলল, এসো। ভেতরে এসো। অ্যানসন ঢুকে মেগ-এর চোখে চোখ রাখলো, কেমন যেন বিবর্ণ, গম্ভীর তার চোখের দৃষ্টি।

মেগ দরজা বন্ধ করে তার দিকে ফিরে তাকাল। রেডিওতে একটু আগে বললো সেই পুলিসটা নাকি মারা গেছে।

অ্যানসন শোবার ঘরে ঢুকে সোফায় বসে হাই তুলতে লাগল।

মেগ বলল তুমি শুনছো, আমি কি বললাম, সেই পুলিসটা মারা গেছে।

অ্যানসন স্থির চোখে মেগ-এর দিকে তাকাল। মেগ-জানালার কাছেঁ দাঁড়িয়েছে তার চোখের তারায় ভয়। এই তো সবে শুরু। একজন গেছে, আর একজন যাবে, এর পর যাবে বারলো।

সে হাসলো, কি হলো কি? একটা পুলিস মরেছে তাতে তোমার কি?

আমার কি? মেগ ফিস ফিস করে বলল, তুমি তুমিই তাকে খুন করেছো।

বেশ করেছি। এই বলে অ্যানসন ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাতে লাগল। ইস্ মেয়েটা যাচ্ছেতাই নোংরার একশেষ। সে মনে মনে ভাবলো। সে দেখলো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়েছে সেই প্লেটগুলো এখনও সরানো হয়নি, ডিমের খোসাগুলো মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। খানিকটা জেলি টেবিলে পড়ে আছে। মাছি উড়ছে ভনভন করে। কফির কাপের তলানিটুকু ঘন কালো দাগ ধরিয়ে রেখেছে কাপের চারপাশে।

অ্যানসন ব্যাগ খুলে রিভলবারটা বের করলো, তারপর সেটাকে রুমাল দিয়ে ভাল করে মুছলো। তারপর রুমাল দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখলো ড্রয়ারের সেই কাঠের বাক্সটায়। পাঁচটা কার্তুজও একই রকম ভাবে মুছে রুমালে ধরে বাক্সে রাখলো। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করে সোফায় এসে বসে একটা সিগারেট ধরালো।

এতোক্ষণ মেগ একটাও কথা বলেনি। এবার মুখ খুললো, রিভালবার পরিষ্কার করেছো?

করেছি। তোমার স্বামী বুঝতেও পারবে না।

কিন্তু কার্তুজ যে ছয়ের জায়গায় পাঁচটা হয়ে গেল।

সে কে আর দেখছে।

তাহলে সত্যি সত্যিই তুমি পুলিসটাকে...

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মেরেছি বেশ করেছি। এই শুরু এখনো অনেক বাকী, অ্যানসন বললো। তারপর উঠে মেগকে ধরে তার বুকের কাছে টেনে নিল। তার মুখে ক্রুর-হাসি ফুটে উঠলো, আমি আর একা নই মেগ, যা কিছু করেছি, দু'জনের জন্য, তোমার আর আমার জন্য। তুমিও আছো আমার সঙ্গে...পাপের ভাগ তুমিও পাবে। নাও মুখ তোলো একটা চুমু খাই।

মেগ একটু ইতস্ততঃ করলো।—চোখ বুঝলো। আবেগে শরীর এলিয়ে দিলো অ্যানসনের বুকে। অ্যানসন মেগকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে মেঝেয় শুইয়ে দিলো। তার চোখের দৃষ্টিতে বন্যতা ফুটে উঠলো।

মেগ মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মেগ এবার তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বল দেখো যে কাজে আমরা নেমেছি, কাজটা মোটেই সোজা নয়। তাই তুমি যাতে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না পড়, সেইজন্যই সবকিছু জানতে হবে। বলো আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না। ম্যাডক্স-এর আগে আমাকেই সবকিছু জানতে হবে।

বাঃ লুকোবো কেন। মেগ বলল, এছাড়া ম্যাডক্স জানলোই বা কি?

তোমার ভুত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান। সবই সে জানতে পারবে। ম্যাডক্সকে তো তুমি জান না। টাকা দাবী করে দরখাস্ত করার সঙ্গে তুমি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসবে। তোমার যত জবরদস্ত অ্যালিবাই থাকুক না কেন ম্যাডক্স তোমাকে ছাড়বে না। তোমার উপর তার সন্দেহ এতটুকু কমবে

না। তাই বলছি অতীত সম্বন্ধে যদি তোমার কোন গোপন কথা থাকে তাহলে আমাকে সব খুলে বলো।

বলার মত আমার কিছু নেই। কি বলবো?

কোনোদিন তোমার নাম পুলিসের খাতায় ওঠেনি তো?

মেগ প্রচণ্ড রেগে বলল, না ওঠেনি।

কোনো অপরাধ?

অপরাধ আবার কি? একবার জোরে গাড়ি চালিয়েছিলাম।

বিয়ের আগে তুমি কি করতে?

একটা হোটেলের রিসেপশনিস্ট ছিলাম।

কোন হোটেলে?

লসএঞ্জেলস্-এর কনাট আর্মস্ হোটেল।

হোটেলটা ভাল তো। মানে এক-দু ঘণ্টার জন্য ভাড়া দিয়ে মোটা রোজগারের হোটেল নয় তো।

না না তা হবে কেন?

বেশ, তার আগে কি করতে?

একটা নাইট ক্লাবে কাজ করতাম।

কি কাজ?

ওই সবাই যা করে লোকজনদের সঙ্গে নাচা, খাবার টেবিলে সঙ্গ দেওয়া।

দেখো মেগ, একটা বিষয়ে কিন্তু আগে থেকেই সাবধান করে দি, আমাকে যা যা বললে এর বাইরে চোখে পড়ার মতো কোনো অন্যায় তুমি কোনোদিন করোনি তো?

কি বিপদ বলছি তো কিছু করিনি।

না করলেই ভালো, আমার আর কি, তোমার বিপদ তুমিই বুঝবে।

হ্যাঁ আমিই বুঝবো। তোমার ম্যাডক্স এসব প্রশ্ন করতে এলে মজা দেখিয়ে দেবো।

জিজ্ঞেস যে করবেই, এমন কোন কথা নেই। তবে ঐ যে বললাম, একবার তার মাথায় সন্দেহের ভুত চাপলে এসব না জেনে সে ছাড়বে না। একেবারে অন্দিসন্দি সব ওলট-পালট করে দেখবে। তারপর সে সিদ্ধান্ত নেবে। ঠিক করবে তোমার দাবী মেটানো উচিত কিনা। যদি না হয় তার টাকা তার কাছেই রইল, তোমার হাতে আর এল না। আমাদের সব পরিশ্রম জলে গেলো।

মেগ জানলা দিয়ে আকাশ দেখলো। তারপর চিত হয়ে শুলো। এতো গণ্ডগোল আছে জানলে এসব ঝামেলায় যেতে রাজী হতাম না জন।

এখনও সময় আছে। অ্যানসন উঠে বসলো। ইচ্ছে হলে এখনও তুমি ফিরে যেতে পারো। কিছু দরকার নেই এসব করার। জলে জল থাক। মাছে মাছ। আর যদি এগোতেই চাও, তাহলে আমাকে আগে ভাগে সব খুলে বলো। নাইট ক্লাবে কাজ করার আগে তুমি কি করতে।

কিছু না, মায়ের সঙ্গে থাকতাম।

বারলোর সঙ্গে বিয়ের পর এই এক বছরের মধ্যে কোনো ভালবাসার লোকজন জুটিয়ে বসোনি তো?

মেগ হেসে বলল, হ্যাঁ জুটিয়েছি, তোমাকে মিঃ জন অ্যানসনকে।

আমার কথা বলছি না। আমরা দু'জনেই কম-বেশী বুদ্ধিমান। চোখ-কান সজাগ রেখে আমরা দু'জনেই চলতে পারবো। কিন্তু আমি ছাড়া তোমার আর কোন পুরুষ বন্ধু নেই তো?

না—কেউ নেই।

দেখো ভেবেচিন্তে বলো ম্যাডক্স যদি টের পায় তাহলে কিন্তু সে তাকেও ছেড়ে কথা বলবে না। যে স্বামী মোটা টাকার জীবনবীমা করার পর মরে, ম্যাডক্স ধরেই নেয় সেই স্ত্রীটির একটা প্রেমিক আছে এবং সে প্রেমিকই হল এই হঠাৎ মৃত্যুর কারণ।

তার যা ইচ্ছে সে ভাবুক আমার কোন প্রেমিক নেই।

বেশ! এবার তুমি বলো, তোমার স্বামীর প্রতি তোমার এই যে বিদ্বেষ, এই ঘৃণা, এ সম্বন্ধে

আমি ছাড়া আর কে কে ওয়াকিবহাল। ধরো কোনোদিন তোমাদের দু'জনের হয়তো কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। কেউ হয়তো সেকথা আড়ি পেতে শুনে ফেলেছে।

না না তা কিভাবে শুনবে, এদিকে কেউ আসেই না।

তোমার স্বামী এ সম্বন্ধে কাউকে বলেছে?

না? ঘরের কথা বাইরের লোককে বলার লোক সে নয়।

বেশ, শুনে তো মনে হচ্ছে অসুবিধের কিছু নেই। অবশ্য সবটুকু নির্ভর করছে, তুমি আমাকে কতখানি সত্যি কথা বলেছ, তার ওপর। এখন নয়। পরে বুঝবে, এসব প্রশ্ন কত দরকারী, ম্যাডক্স একবার পেছনে লাগলে প্রশ্নে প্রশ্নে তোমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলবে। যা যা বললে সব সত্যি তো?

উঃ কি যন্ত্রণা, কতবার বলবো সত্যি সত্যি সত্যি—। তুমি আর আমাকে জ্বালিও না দয়া করে আমাকে এবার ক্ষমা দাও।

বেশ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটি সিগারেট ধরালো অ্যানসন। গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে অ্যানসন বলল, আগামীকাল রাতে তোমার স্বামী বাড়ী থাকবে তো।

সোম আর বৃহস্পতি ছাড়া সব রাতেই ও বাড়িতে থাকে।

আমি তাহলে কাল রাত সাড়ে আটটায় এখানে আসবো। ঠিক সাড়ে আটটায়, কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেবে। তোমার স্বামী খুললেই বিপদ। আমাকে হয়তো দোরগোড়া থেকেই ভাগিয়ে দেবে। ইনসিওর করার কথা বলতে হলে আমাকে অন্ততঃ ভেতরে তো ঢুকতে হবে। বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁহাতক আর বকবক করা যায়।

সে তুমি ভেতরেই ঢোকো আর যাই করো, ফিলকে দিয়ে ইনসিওর করানো অতো সোজা নয়। সে তোমাকে পাত্তাই দেবে না।

অ্যানসন উঠে দাঁড়ালো বলল, সে সব পরের কথা। তুমি ঠিক সাড়ে আটটায় আমাকে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকাবে। তারপর দেখা যাবে, কিভাবে কি করা যায়।

মেগ উঠে দাঁড়ালো, জন, সত্যিই তুমি সেই পুলিসটাকে গুলি করেছো?

অ্যানসন নীচু হয়ে অ্যাটাচি তুলে নিল, বলল আমি তো তোমাকে বলেছি মেগ যা যা হচ্ছে শুধু দেখে যাবে প্রশ্ন করবে না। টাকার দরকার ছিল প্রিমিয়াম দিতে হবে। তাই টাকা সংগ্রহ করেছি। যেভাবেই করে থাকি তোমার তা জানার দরকার নেই। খুঁচিয়ে অনর্থক ঘা বাড়াতে এসো না।

অ্যানসন আর দাঁড়ালো না। বড় বড় পা ফেলে ঘর পেরিয়ে বাইরে এলো। গাড়িতে উঠে গাড়ি ছাড়ল। ইঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যেতেই মেগ ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল। ও পাশে কেউ ফোন ধরল না। আজ মঙ্গলবার। সকাল থেকেই আবহাওয়াটা ভালো। অনেকক্ষণ আগে সন্ধ্যে উতরে গেছে। পুব আকাশে থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ।

অ্যানসনের মেজাজটা বেশ শরীফ। শুভ কাজে বেরিয়েছে। রাত আটটা বেজে কুড়ি। আর দশ মিনিট পরেই তার সঙ্গে বারলোর দেখা হবে। মেগ বলেছে বারলো তাকে পাত্তা দেবে না। দেখা যাক। কদ্দুর কি হয়। অমন ঢের ঢের লোক দেখেছে অ্যানসন, জেদী, গোঁয়ার বদরাগী সব। তার কথার তোড়ে সবাই বশ মেনেছে, আপত্তি করতে পারেনি। অবশ্য প্রথম প্রথম লেজে খেলিয়েছে অনেকক্ষণ। তা এমন হয় প্রথম প্রথম সকলেই একটু লেজে খেলায়, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় বারলোর বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লো অ্যানসন। যথারীতি মেগই দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকলো, অ্যানসন বসবার ঘরে এলো। বারলো সোফার এক কোণে বসে কাগজ পড়ছিল। অ্যানসনকে দেখেই কাগজ মুড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একরাশ বিরক্তি নিয়ে সে প্রশ্ন করল, কে? কি চাই?

অ্যানসন তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় নিজের পরিচয় দিয়ে দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো।

শুনে হাতের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বারলো। বিকৃত স্বরে বললেন, ওসব বীমা টিমা

করাতে আমার ভালো লাগে না মশাই, কোনোদিন করাইনি, করাবো না। আপনি শুধু শুধু বাজে সময় নষ্ট করছেন। পথ দেখুন।

মিঃ বারলো, পথ তো দেখবোই। হেসে অ্যানসন বলল, এলাম সেই সুদূর ব্রেন্ট থেকে মনে কত আশা নিয়ে, কেন আপনার বীমা করতে হবে তা নিয়ে আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলি।

না মশাই। লাভহীন বাণিজ্যের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। আর মেগ তোমাকেও বলিহারি এদের ঢুকতে দাও কেন? কতদিন না বলেছি যে সেলস্‌ম্যানদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ধপ্ করে সোফায় বসে আবার কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলেন বারলো।

মেগ এবং অ্যানসন পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করল, মেগের চোখে কৌতুক। কি বলিনি তখন?

কিন্তু অ্যানসন এত সহজে হার মানবার পাত্র নয়, তার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স করপোরেশনের সে একজন প্রখ্যাত সেলস্‌ম্যান। তার তো হতাশ হলে চলবে না।

খবরের কাগজে মুখ ঢাকা বারলোর উদ্দেশ্যে সে বলল। ঠিক আছে আপনি যখন এত বিরক্ত বোধ করছেন তখন এখানে আমার থাকা আর শোভা পায় না। এখানে আসতামও না কোনো দিন, নেহাত উনি বললেন।

বারলো কাগজ নামিয়ে মুখ কুচকে বলল, কে? কে বললো?

আপনাদের মিঃ হ্যামারস্টেন। ওর কাছে গিয়েছিলাম।

কোম্পানির কাজে তা কথায় কথায় উনি আপনার আর কয়েকজনের নাম বললো। অ্যানসন মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করলো। সৌভাগ্যক্রমে হ্যামারস্টেন-এর নামটা তার জানা, ফ্রামলের দোকানের ম্যানেজার মিঃ হ্যামারস্টেন। দোকানের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীর কাছে দোকানের ম্যানেজারের নামের ইঙ্গিত দেওয়া কম অর্থবহ নয়। কে আর যাচ্ছে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে দেখতে।

কাজ হলো, বারলো কাগজ সরিয়ে রেখে ঢোঁক গিলে বলল. মিঃ হ্যামারস্টেন বলেছেন আমার নাম?

হ্যাঁ বলেছেনই তো। আপনার সম্বন্ধে ওর ভাবনাচিন্তা কিছু মাত্র কম না।

বারলো এক মিনিট মাথা নীচু করে কি ভাবলো। তারপর মুখ তুলে মৃদু স্বরে বলল, মাফ করবেন বীমা করা আমার সাধ্যের বা ইচ্ছার বাইরে। কিছু মনে করবেন না। ধন্যবাদ।

অ্যানসন উঠে দাঁড়াল, বলল না না মনে করবার কি আছে। সব আশা কি আর পূর্ণ হয়। ঠিক আছে চলি। শুধু শুধু আপনার খানিকটা সময় নষ্ট করলাম।

বারলো উঠে দাঁড়ালো। সে বলল মানে দেখুন আপনাকে কি বলতে কি বলে ফেলেছি আসলে সারাদিন খেটেখুটে আর মেজাজ বলে কিছু থাকে না।

অ্যানসন হো হো করে হেসে উঠল। বলল জানি জানি কাজকর্ম তো আমারও সারাদিন করতে হয়। আমাদের পক্ষেই সব সময় মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে উঠে, এই সেদিনের কথাই ধরুন না কেন, রাস্তায় এক ছোকরা খুব চেপে ধরলো, কি না একটা ইনসুরেন্স করাতে হবে। কাণ্ড ভেবে দেখুন, দু-কথা শুনিয়ে দিলাম।

অ্যানসনের বলার ধরণেই হোক বা যে কোনও কারণে বারলো হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তিনি দরজার দিকে এগোলেন। অ্যানসনও তার পিছনে এগোল। তারপর দরজার সামনে থমকে বলল আপনার বাগানটা কিন্তু দারুণ দিনের আলোয় একবার বাগানটা দেখতে পেলে বর্তে যেতাম।

বারলো থমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আপনার বাগানের শখ আছে নাকি?

আছে মানে ছিল এক সময় সবই ছিল। আমি বলতাম শখ মা বলতেন নেশা। কার্মেলে আমাদের বাগানে এই অ্যাতো বড় বড় একেকটা গোলাপ ফুটতো। তবে হ্যাঁ আপনার গোলাপের মত অত বড় নয়। এখন শখ থাকলেও উপায় নেই। ভাড়া-বাড়িতে শখের গোলাপ চাষ করার মেজাজই পাই না।

না, না, টবে আবার গোলাপ চাষ হয় নাকি? তবে চলুন না, আপনাকে বাগানটা একবার দেখিয়ে

দি। দাঁড়ান এক মিনিট। এই বলে বারলো দেয়ালের একটা কাঠের বাক্সের ডালা খুলে একসারি সুইচ টিপলেন। বাগান আলোয় ঝলমল করে উঠল। দরজা খুলে দু-জনে বাইরে এল।

বাঃ অপূর্ব, চমৎকার। অ্যানসন অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো বাগানখানির দিকে। এ যেন এক স্বপ্নের রাজ্য। ছেলেবেলার গল্পে পড়া পরীর দেশ। এখানে-সেখানে ঝোপে-ঝাড়ের আড়ালে লুকোনো জায়গা থেকে বাগানের প্রতিটা অংশে আলো পড়েছে। প্রতিটা ফুল যেন আলো ছড়াচ্ছে। একপাশে মাঝারি আকৃতির একটা পুকুরে নীল স্বচ্ছ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে রঙ-বেরঙের কয়েকটা মাছ।

বাগান সম্পর্কে অ্যানসনের কোনদিনই কোন আগ্রহ নেই। নেহাত বলতে হয় তাই বানিয়ে বানিয়ে গোলাপ ফুল সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু এই বাগানের আশ্চর্য সুষমা দেখে সে সত্যি সত্যিই অবাক না হয়ে পারলো না। সে মুগ্ধ হয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। একসময় বারলোই নীরবতা ভাঙ্গল, এসব আমার নিজের হাতে করা, এই আলো, ফোয়ারা, ফুল, কাঁটা-ঝোপ সব আমার বহুদিনের সাধনার ফল।

অ্যানসন বিড়বিড় করে বলে উঠল ; আপনার এই কায়দাটা রপ্ত করতেই তো আমার পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে যাবে।

আমারও কম দিন লাগেনি মিঃ অ্যানসন। বারলো বলল, অনেক দিন লেগেছে আমার এসব শিখতে, কিন্তু আপনি বলুন কি বা এমন লাভ হল এসব শিখে। ফ্রামলের দোকানের একটা সাধারণ মাস মাইনের চাকরী ব্যস্। প্রয়োজন আমার কোনোদিন মিটলো না।

এইতো, এইতো উপযুক্ত সময়। এসময়ই সুতো গোটাতে হবে।

অ্যানসন অবাক চোখ করে বারলোর দিকে তাকাল—কেন সামান্য চাকরী আপনি করতে গেলেন মিঃ বারলো? আপনার এত ক্ষমতা স্রেফ বাগান করে আপনি দু'হাতে পয়সা রোজগার করতে পারতেন।

বারলো দু-হাত নেড়ে একটা রাগতঃ ভঙ্গি করলো, বলল, আমি বুঝি ভাবিনি সেসব। কিন্তু ভাবনাই সার। মূলধন কোথায় যে ব্যবসা করবো। তাছাড়া বিয়ে-থা করেছি। দুমদাম করে কিছু একটা করলে যদি শেষমেস ঝামেলায় পড়ে যাই তখন ঠেলা সামলাবে কে মশাই। একটা পয়সা খরচ করার আগে এখন আমাকে তিনবার ভাবতে হয়। তাছাড়া আমার আছেই বা কি?

কেন আপনার এই বাগান আছে। এই বাগান দেখে যে কোনও ব্যাঙ্ক আপনাকে যেচে এসে টাকা দিয়ে যাবে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন?

বলিনি আবার, বলা কওয়া সব আগেই শেষ। বারলোর চোখে হতাশার ছায়া পড়লো।

ব্যাঙ্ক আমাকে একটা আধলাও দেবে না। টাকা ধার দিতে গেলে তারা জামিন চায়। আমার হয়ে কেই বা জামিনে দাঁড়াবে। তাছাড়া এই বাড়ীর দলিল জমা রেখে টাকা নেবো সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। বাড়ীটা আমার মায়ের আমল থেকেই বন্ধক আছে।

অ্যানসন পুকুরের কাছে এগিয়ে গেলো। গুটিগুটি বারলোও এলেন, লাল নীল মাছের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যানসন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলল, এমন সুন্দর আপনার হাতের কাজ, এত নিপুণ কারিগর আপনি, আচ্ছা মিঃ বারলো, ব্যবসা শুরু করতে আপনার ঠিক কত টাকার প্রয়োজন? প্রু টাউনের নামকরা টাকা পয়সাওয়ালা অনেক লোকজনের সঙ্গে আমার খাতির আছে। আর কিছু না পারি কয়েকটা মোটামুটি ভালো যোগাযোগ অন্ততঃ আপনাকে করিয়ে দিতে পারবো। এখন বলুন তো ঠিক কত হলে আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন?

বারলোর মুখের রঙ মুহূর্তে বদলালো। চোখে ফুটল সলজ্জ বিনয়ী ভাব, ছি ছি, আপনাকে সেই থেকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি ; চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কিছু আলোচনা হয়। একটু কফি খেতে নিশ্চয়ই আপনার কোনো আপত্তি হবে না।

বারলো তাকে হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই সোফায় এনে বসালো। সোফায় বসতে গিয়ে আড় চোখে মেগের দিকে তাকিয়ে অ্যানসন বিজয়ীর হাসি হাসল।

মঙ্গলবার বারলোকে পাঁচ হাজার ডলারের বীমা করতে রাজী করার পর সাত দিন কেটে গেছে।

এরমধ্যে একদিন বীমা কোম্পানির ডাক্তার স্টিভেন্স-এর কাছে বারলোর ডাক্তারী পরীক্ষাটাও হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে স্টিভেন্স কোন ত্রুটি ধরেননি। তিনি লিখে দিয়েছেন বীমাকারী ফিলিপ বারলো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

বারলোকে রাজী করাতে অ্যানসনের মঙ্গলবার আরো একঘণ্টা লেগেছে। অ্যানসন ধীরে-সুস্থে যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়েছে কিভাবে ব্যাঙ্কের কাছে বীমার পলিসিখানা জমা দিয়ে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন কত সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। আর বিশেষ করে, বারলো যখন এক নিপুণ উদ্যান-শিল্পী। কথাটায় বারলো খুবই সন্তুষ্ট, এমন অদ্ভুত বিশেষণ তিনি এর আগে কখনও শোনেননি।

তখন ব্যাঙ্কে একবার খবর দিলেই হলো বাকী যা যা করার তারাই করবে। সব শুনে-টুনে বারলো যাকে বলে একেবারে হতবিহ্বল। হাতের কাছে সব ঠিকঠাক থাকলে তিনি তক্ষুনিই সইসাবুদ যা করার করে দিতেন। ডাক্তারী পরীক্ষার কথাটা বলে কোনোক্রমে তাকে সে যাত্রা ঠেকিয়ে দেওয়া গেল।

তবে হ্যাঁ গণ্ডোগোল বেঁধেছিল অন্য জায়গায়। ধার পেতে গেলে দু-বছরের প্রিমিয়াম বাবদ প্রথম চোটেই মোট একশো পঞ্চাশ ডলার দিতেও বারলো নিমরাজী হয়েছিলেন। কিন্তু ধার পেতে একবছর অপেক্ষা করতে হবে শুনে তিনি যারপরনাই অবাক হয়েছিলেন। মিঃ অ্যানসন, সে কি, ধার পেতে গেলে আমাকে একবছর অপেক্ষা করতে হবে বলেন কি?

অ্যানসন বলেছিল পুরো একবছর হয়তো নাও লাগতে পারে হয়তো কিছু আগেই আপনি পেতে পারেন তিন হাজার ডলার। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। এইতো একটু আগেও আপনি বলছিলেন যে টাকা টাকা করে এতদিন কম চেষ্টা করেন নি। এতো দিন যখন কেটেই গেল তখন আর একটা বছর কাটতে অসুবিধে কি? না হয় আর এক বছর পরেই আপনার স্বপ্ন সার্থক হবে।

একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে বারলো রাজী হলেন সত্যিই তো, একটা বছর আর ক'টা দিনই বা। দেখতে দেখতে বারোটা মাস চোখের সামনে কেটে যাবে।

হ্যাঁ আর একটা কথা, অ্যানসন বলছিলো, আপনি যদি আপনার প্রথম প্রিমিয়ামের টাকাটা নগদে দেন, তাহলে শতকরা পাঁচ টাকা হারে আপনি ছাড় পাবেন। আপনারও দু'পয়সা সাশ্রয় হবে, আমারও কাগজপত্রের ব্যাপার অনেকখানি কমবে।

এ যুক্তিটাও বারলোর বেশ মনঃপুত হল। তিনি আপত্তি করলেন না।

এই সাক্ষাৎকারের পর সাত দিন অতিবাহিত হয়েছে। আজ বুধবার। অ্যানাকে অ্যানসন একটু আগে ভাগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে। একাকী সে অফিস ঘরে বসে পরবর্তী কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করছে।

অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে সে একটা সিগারেট ধরালো। আলমারী খুলে পলিসির কাগজ বের করে বসলো টাইপ টেবিলে।

একখানা পলিসিতে টাকার অঙ্কের ঘরে সে টাইপ করলো পাঁচ হাজার ডলার। তার অবর্তমানে টাকার দাবীদার তার স্ত্রী মিসেস ফিলিপ বারলো। দ্বিতীয়টাতেও একই কথা টাইপ করলো অ্যানসন। শুধু তৃতীয় এবং চতুর্থ পলিসি দুটোতে টাকার অঙ্কের ঘরে একটা শূন্য বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার করলো। আনুপাতিক হারে প্রিমিয়ামের হারও বদলালো। অন্যান্য সবকিছু একই রকম থাকলো।

চালাকিটা বারলো ধরতে পারবেন বলে মনে হয় না। যদি ধরেও ফেলেন, বলতে হবে যে টাইপের ভুলের জন্যই এ কাণ্ড হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার। মেগ-এর একলা থাকার রাত। একবার যাবো কি? অ্যানসন ভাবলো, নাঃ থাক। এখন দেখা সাক্ষাতের বহরটা একটু কমাতে হবে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। রয়ে-সয়ে বিচার বিবেচনা করে এখন পা ফেলতে হবে। ক'টা দিনই বা আর, ছ-মাস মানে মোট একশো আশি দিন। হোক, এ ক'টা দিন দাঁতে দাঁত চেপে কাটিয়ে দিতেই হবে। ছ-মাস পর আর কে পায় আমাকে। একেবারে যাকে বলে অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা, পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক পঁচিশ হাজার ডলার এবং মেগ, ওঃ যেন চাবুক।

অ্যানসন ফোন তুলে ডায়াল করলো। মেগ ফোন ধরল, অ্যানসন বলল এদিকের কাজ আমার শেষ। কাল বাদে পরশু তোমাদের বাড়ী যাবো, সই-সাবুদ করিয়ে আনতে। দেখলে তো সেদিন বলেছিলাম পারবো, ঠিক পারলাম। জন অ্যানসন নিজের ওজন না বুঝে কাউকে কিছু বলে না।

মেগ-এর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের ছোঁয়া লাগল, সে বলল তুমি বলছ যে সব ঠিক ঠিক হবে।

অসুবিধে আর কিসের?

তবু—

ওসব তবু-ফবু বাদ দাও। বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট কোরো না।

আচ্ছা, ফিল সই করার পর তুমি কি করবে, দাঁড়াও বাপু আগে সইটা করাই। কি করবো সেটা না হয় পরেই ভাবা যাবে। ছাড়ছি কেমন, ছেড়ে দিল অ্যানসন।

আচমকা বারলোর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সবে ছ'টা বেজেছে। ভোরেব রোদ এখনও তেমন কাটেনি। আকাশ মেঘলা। বালিশটা ঘামে ভিজে চপচপ করছে।

বারলো চারিদিক সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। হিংস্র পশুর মতো ক্রুর ভয়াল তার দৃষ্টি।

অবশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন নাঃ সন্দেহের বা ভয়ের কিছু নেই। তাঁর একক বিছানাটাতে তিনি আবার নড়ে-চড়ে শুলেন।

আজ বৃহস্পতিবার।

সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে সোম আর বৃহস্পতি এই দু'টো দিনই তাঁর খুব প্রিয়। এই দু'দিন বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে হয় তাঁকে। নৈশ-বিদ্যালয়ের ঝামেলাটুকু মিটে গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত। বাকী রাতটুকু বারলোর হাতের মুঠোয়।

আজ স্কুলের ঝামেলা মিটলে তিনি জেসনস্ গ্লেনে যাবেন। এখানে-সেখানে বড় বড় ঝোপে ঝাড়ে ঢাকা নদী তীরের এই উপত্যকাটি তরুণ-তরুণীদের নিভৃতে প্রমোদ-বিহারের আদর্শ পীঠস্থান। গাড়ীতে বসেই ছোঁড়াছুঁড়িগুলোর একেবারে বেলেল্লাপনার চরমে ওঠে। এ-অবধি আড়ি পেতে এরকম একাধিক একান্ত-গোপন দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্যর্থকাম এই পুরুষটির এসব কিছু দেখেই আনন্দে ক্রোধে, রোমাঞ্চে মুহুর্মুহু তাঁর শরীর শিহরিত হয়, মনে পুলক জাগে।

সে সব দৃশ্য তার কল্পনায় একের পর এক ভেসে উঠল। তাঁর মুঠো শক্ত হলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো। এদের শাস্তি দিতে হবে, চরম শাস্তি। ভীরু-কাপুরুষ সব। সাহস নেই, ক্ষমতা নেই, সাধ্য নেই, লুকিয়ে-চুরিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে বন বাদাড় খুঁজে বেড়ায় প্রেম করতে। সব ইতরের বাচ্চা, আধো আধো কথা বলে শুয়ে গড়াগড়ি খেয়ে ক্রোধে উত্তেজনায় তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। গায়ের চাদর টান মেরে খুলে ফেলে দিলেন। বিছানা থেকে নেমে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। একমাথা কালো চুলে ছাওয়া ভ্রূকুটি কুটিল প্রতিবিম্বটি যেন তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। তিনি আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। পকেট থেকে চাবি বার করে ডালা খুললেন। তৃতীয় তাকে রাখা ৩৮ বোরের ছোট রিভলবারটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। বিভলবারের পাশে একটা সাদা স্নানের টুপি। টুপিটা তুলে মাথায় পরলেন বারলো : দুটো রবারের পিণ্ড মুখে চালান করে জিভ দিয়ে ঠেলে মুখের দু'পাশে চালান করে দিলেন। তারপর রিভলবারটি তুলে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে আবার দাঁড়ালেন।

এবার আর ভ্রূকুটি কুটিল নয়, চেহারা একেবারে পুরো পরিবর্তিত। সেই বদ-মেজাজী, রুক্ষ স্বভাবের পরিচিত বারলোর বদলে এসে দাঁড়িয়েছেন এক নতুন বারলো। তাঁর মাথা জোড়া বিরাট টাক, গাল দুটো ভরাট। রহস্য মাখা দুটো চোখ, হাতে রিভলভার। অদ্ভুত এক চিলতে হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁট ছুঁয়ে। নিরেট ইস্পাতের কালো নলটাকে মুখের কাছে তুলে তিনি একটা চুমু খেলেন।

আর বেশিদিন নয়, অদূর ভবিষ্যতে কোনো একদিন এই নল থেকে বেরিয়ে আসবে ঝলকে ঝলকে আগুন, কেউ না কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

পরিতৃপ্তির আনন্দে বারলোর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রিভলবারটিকে পরম স্নেহে বুকে চেপে ধরলেন তিনি।

আলমারির কাছে ফিরে গিয়ে একে একে সবকিছু তিনি যথাস্থানে রেখে দিলেন। রিভলবার, মাথার টুপি, রবারের পিণ্ড-সব। দরজায় চাবি বন্ধ করে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চারপাশে তাকালেন।

তারপর শিস্ দিতে দিতে গিয়ে ঢুকলেন বাথরুমে।

কুড়ি মিনিট পর স্নান এবং ক্ষৌরকর্ম সেরে পোষাক পরে তিনি বেরিয়ে এলেন। আলমারিটি আবার খুলে স্নানের টুপি এবং রবারের পিণ্ড দুটোকে পকেটে চালান করলেন। রিভলবারটা হাতে নিয়ে ঘুরেফিরে দেখে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দরজা ভেজিয়ে দিলেন তিনি, পাশে মেগ-এর ঘরের দরজায় অনেকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু মেগ্-এর মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনি একতলায় নামলেন। ব্রেক্‌ফাস্টের ডিমটা সেদ্ধ করতে হবে, রুটি সেঁকে কফির জল চাপিয়ে দিতে হবে।

মেগ এসবের কিছুই জানলো না। সে তখন ভোরের হালকা বাতাসে ভেসে কোথায় কত দূরের এক নাম না-জানা স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে গেছে।

আজ জেসনস্ গ্লেনে তেমন ভিড় নেই। সন্ধ্যে থেকে অঝোর-ঝরা বৃষ্টি। মাত্র দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দূরে গাছের নীচে। একটা ক্যাডিলাক, অপরখানি বহুকালের পুরোনো রঙ-চটা বুইক।

দুটো গাড়ির মধ্যে দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ। মাঝামাঝি জায়গায় এক ঝোপের নিরাপদ-আশ্রয় নিলো বারলো। বৃষ্টিটা একটু কমেছে। দুটো গাড়ির আরোহীদের অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

হঠাৎ মহিলা কণ্ঠের মৃদু প্রতিবাদ ভেসে এলো। না, না, ডেক না, ছিঃ ছিঃ কি করছো তুমি—

চকিতে কান খাড়া করলেন বারলো। চোখের দৃষ্টি প্রথমে ক্যাডিলাক, তারপর বুইকের ওপর স্থির করলেন, বুইকের কাচের আড়ালে দুটো ছায়া যেন নড়ে উঠলো। নিঃশব্দে চার হাত পায়ে ভর করে বারলো কালো কাঁকড়ার মতো এগিয়ে গেলেন। বুইকের পিছনে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসলেন।

ওপাশের ক্যাডিলাক থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি তরুণ বুইকের আরোহীটিকে বললো, ওসব রাগ ফাগ নয় দোস্ত। মেয়েরা প্রথম প্রথম ওরকম বলেই থাকে। তার সঙ্গের মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ক্রোধে উত্তেজনায় বারলো থরথর করে কাঁপতে লাগল। তাঁর মুখের চেহারা ঘৃণায় কুটিল হয়ে উঠল।—ইস্... বড় আফসোস। রিভলবারটা এখন সঙ্গে নেই, থাকলে এখনই এই ইতরগুলোর ছেনালিপনার যোগ্য শাস্তি দেওয়া যেতো।

বৃষ্টিটা আবার বাড়লো। জলের বড় বড় ফোঁটায় সারা শরীর তাঁর ভিজে গেলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না তিনি। একইভাবে উবু হয়ে বসে রইলেন। রক্তলোলুপ হিংস্র জন্তুর মতো তাঁর মুখের চেহারা বীভৎস হয়ে উঠলো।

গাড়ির মেয়েটার অস্ফুট গোঙানি শোনা গেল। গাড়িটা ভয়ঙ্কর ভাবে দুলতে লাগল। বারলো অদম্য—আক্রোশে ঘামছে, দু'মুঠো মাটি তুলে নিলেন।

টেবিলে একগাদা কাগজপত্র ছড়ানো। প্রিমিয়াম নোটিশ পাঠাতে হবে অনেকগুলো। সিগারেট জ্বলছে দু'আঙুলের ফাঁকে। অ্যানসন তার নৈমিত্তিক কাজে ডুবে আছে।

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল।

অ্যানা ফোন তুলল, অ্যানসন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এসময় ফোন। মেগ নয়তো।

না মেগ নয়। রিসিভারে হাত চেপে অ্যানা প্রায় ফিসফিস করে বললো, মিঃ ম্যাডক্স আপনাকে ডাকছেন।

বুকে যেন হাতুড়ি পিটতে শুরু হল। মুহূর্তে রক্তশূন্য হলো অ্যানসন-এর মুখ। সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে সে একবার মুখের স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। তারপর উঠে এসে ফোন ধরল—অ্যানসন বলছি।

ও প্রান্ত থেকে ভারী নিখাজ গলার স্বর ভেসে এল। এখানে আপনাকে একবার আসতে হবে মিঃ অ্যানসন, কাল হাতে কাজ কর্ম কেমন'?

তেমন কিছু নয়, যাবো খন। বিশেষ কিছু...

বিশেষ কিছু না হলে আপনাকে কি এখানে মুখ দেখাতে আসতে বলছি? ঠিক দশটায় চলে আসুন। ছাড়লাম। তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

ফোন রেখে অ্যানসন ফিরে গেলো নিজের ডেস্কে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা থেকে আর একটা নতুন সিগারেট ধরালো।

তিন দিন আগে বারলোর পঞ্চাশ হাজার ডলারের পলিসিটা হেড অফিসে পৌঁছে গেছে। যতদূর মনে পড়ছে সই সাবুদ বা অন্যান্য লেখাজোকার কাজে কোন ত্রুটি নেই। তাহলে ম্যাডক্স আবার তলব পাঠালো কেন? কিছু চালাকী কী ধরা পড়েছে?

অ্যানসনের হাতের তালু ঘেমে উঠলো, সে পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছলো। মিঃ ম্যাডক্স-এর জরুরী তলব কেন?

অ্যানার প্রশ্নে তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে ঘাড় নাড়লো, কি জানি কিছু তো বুঝতে পারছি না। সাত-পাঁচ নানারকম চিন্তা মনে আসছে। অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। তবু...

অ্যানা মৃদু হেসে বলল, চিন্তার কিছু না থাকলেই হলো।

অ্যানসন নীচু হয়ে একটা প্রিমিয়াম নোটিস তুলে নিল। তার মন চঞ্চল। একের পর এক চিন্তা মাথায় আসছে। ব্যাপারটা কি? বারলো এখনও মরলো না অথচ ম্যাডক্স আগে থেকেই সাত-পাঁচ ভাবতে শুরু করে দিল। নাঃ এই লোকটার সব ব্যাপারেই তড়িঘড়ি।

হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে নিভিয়ে দিল অ্যানসন। ভাবলো বরং এই ভালো যা ওর জানার এখনই জেনে নিক। বারলো মরলে জলঘোলা বেশী হবে। তার চেয়ে আগেভাগেই সব চুকে যাক। তেমন তেমন বুঝলে, এ ব্যাপারে এখানেই ইতি। দরকার নেই বাবা, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। আগে থেকেই যা হবার হয়ে যাক। পরে আর ফেরার পথ থাকবে না।

উঃ লোকটা যেন একটা আপদ, একটা জ্যান্ত রাহু, সাক্ষাৎ শনি। এতো বয়েস হলো, তবু হতভাগাটা মরে না। ওর ওপর যমেরও বোধহয় অরুচি ধরে গেছে।

।। চার ।।

ম্যাডক্স-এর অফিস-ঘরের বাইরেই একটি ছোট কামরায় বসে তাঁর সেক্রেটারী মিস প্যাটি একমনে টাইপ করছিল। অ্যানসন-এর পায়ের শব্দে সে চোখ তুলে তাকালো, আরে মিঃ অ্যানসন! ওঃ কত দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা। ভুলেও কি এপথ একবার মাড়াতে নেই। তারপর খবর-টবর কি? কেমন আছেন, কাজকর্ম কেমন চলছে?

প্যাটিকে ন্যাশানাল ফাইডেলিটির সব সেলস্‌ম্যানই পছন্দ করে। রূপও যেমন, গুণও তেমনি, আচার-ব্যবহার ভদ্র বিনয়ী। হেসে ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলে না। কার কি অসুবিধা, কিভাবে তা মেটাতে হবে, ম্যাডক্স কিরকম কি করতে পারেন। কিরকম ভাবে কথা বললে তিনি চটবেন না, এ সব ব্যাপারে প্যাটির পরামর্শ এর সাহায্যে অপরিহার্য? সত্যিই মেয়েটা ভালো।

খবর সবই ভালো। অ্যানসন প্যাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কিন্তু ব্যাপারটা কি? এত জরুরী তলব কেন?

ওই যে সেই ভোদেক্স-এর গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট। ওর ইচ্ছে দাবীটা এড়ানো। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের জন্যই আপনাকে ডাকা।

এই তা হলে ব্যাপার? অ্যানসন বুক ভরে নিশ্বাস নিল, এতক্ষণে হাফ ছেড়ে গেল বাবা। এদিকে যে সাত-পাঁচ কত কি ভেবে কাল থেকে মাথা খারাপ করে মরছি।

দাবী মেটাবে না মানে কি, না মিটিয়ে কোথায় যাবে? ভোদেক্স মাতাল হতে পারে, তা বলে তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। টাকা আমাদের দিতেই হবে।

আপনি তো সবই জানেন, আপনাকে আর নতুন করে কি বলবো। টাকা না দিতে পারলেই উনি খুশী। টাকা ওর গায়ের মাংস। প্যাটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের বোতামে চাপ দিল, স্যার, মিঃ

অ্যানসন এসেছে।

ভারী গলায় আদেশ এল—এখনি পাঠিয়ে দাও।

প্যাটি মিষ্টি করে হেসে বলল, যান ঢুকে পড়ুন। সিংহের খাঁচায় ড্যানিয়েলের গল্পটা সব সময় মনে রাখবেন। ড্যানিয়েল সিংহ দেখে কিন্তু এতোটুকু ঘাবড়ে যায়নি। সিংহ ও তাই তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি। ঘাবড়াবেন না। মিঃ ম্যাডক্স মানুষ, বাঘ ভাল্লুক না।

নিজে যা বোঝেন, ভাল ভাবেন, তাই নিয়ে নিঃসঙ্কোচে একচোট লড়ে যাবেন ব্যস্ আর কি?

অ্যানসন্ চেষ্টা করে একটু হাসল, তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলো ম্যাডক্স-এর ঘরে।

ম্যাডক্স বিরাট ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন। চারপাশে তাঁর স্তূপীকৃত ফাইলের রাশি। মেঝেয় চেয়ারের ওপর সব জায়গায় শুধু ফাইলের ছড়াছড়ি। দেখে মনে হয় পৃথিবীতে ফাইল ছাড়া এ লোকটা আর কিছুই জানে না।

মিঃ ম্যাডক্স একখানা পলিসি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলেন। ডান হাতের মোটা দু আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা জলন্ত সিগারেট। মাথার কাছাকাছি ধূসর চুল, লাল মুখে প্রছন্ন ভ্রূকুটি, মোটা সোটা চেহারা চওড়া কাধ, মর্মভেদী সজাগ দৃষ্টি, পরণে দামী পোশাক। লোকটা সব মিলিয়ে কিন্তু তেমন লম্বা চওড়া নয়। বরং কাঁধ বা চেহারার তুলনায় ছোট-খাট। একটু ঢিলেঢালা, অগোছালো স্বভাবের মানুষ, কথা বলতে বলতে মাথার অবশিষ্ট চুল ক'গাছিতে আঙুল চালানো তাঁর বরাবরকার অভ্যাস।

অ্যানসনকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলেন ম্যাডক্স। 'বসুন, এই বদমাইস ভোদেক্সকে নিয়ে তো মহা মুশকিল হল দেখছি। ব্যাপারটা হলো, ব্যস্ শুরু হলো গাল-মন্দ, দেশের তাবৎ বীমাকারী ব্যক্তির আদ্যশ্রাদ্ধ শুরু করলেন তিনি। অ্যানসন বসে বসে নীরবে সব শুনলো।

মিনিট কুড়ি ধরে একনাগাড়ে তাঁর এই বকবকানি চলল। তারপর বক্তৃতা শেষ করে সিগারেটের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন অবশ্য একটা ব্যাপার বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না যে টাকা আমাদের দিতেই হবে।

ওঃ চল্লিশ হাজার ডলার। আমার মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আপনারা সেলস্ম্যানরাই তো আমার সর্বনাশ করবেন দেখছি। ইনসিওর করার আগে একবাবও ভেবে দেখলেন না যে লোকটা নেশারু, পাঁড়-মাতাল। মদে সব সময় চুর হয়ে থাকে। তা সেসব দেখবেনই বা কেন?

আপনাদের নজর কেবল কমিশনেব দিকে। কমিশন পেলেই সব চুকে-বুকে গেল। ছি ছি সামান্য একটু ভুলের জন্য কোম্পানির নগদ চল্লিশটা হাজার ডলার একেবারে জলে গেল।

এতক্ষণে অ্যানসন মুখ খুলল। আমার দোষটা কোথায়। আমার কাজ ইনসিওর করানো। ভুল যদি কিছু হয়েই থাকে তাহলে ডাক্তার সিভেন্স গিয়ে ধরুণ। ভোদেক্সকে পরীক্ষা করে তিনি সার্টিফিকেট দেওয়ার পর আমি তাকে দিয়ে সই-সাবুদ করিয়েছি। এক পাও নিয়ম না মেনে এগোইনি। অবশ্য কোম্পানির প্রচলিত নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে যদি কিছু বলার থাকে তাহলে—অ্যানসন আড়চোখে তাকাল 'তবে আমাকে নয়, আপনি বরং মিঃ বারোজকে গিয়ে বলুন নিয়ম-টিয়ম সব পাল্টে ফেলতে।

সে ইচ্ছে করেই মিঃ বারোজের নামটা বলল। ম্যাডক্স-এর মতো লোককে কাবু করতে হলে এরকম দু-চারটে নাম সব সময় ঠোঁটের গোড়ায় রাখতে হয়।

মিঃ বারোজ—ন্যাশনাল ফাইডেলিটির প্রেসিডেন্ট। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের ওই একটি মাত্র লোককে ম্যাডক্স সমীহ করে কথা বলেন।

ম্যাডক্স হাত তুলে বললেন, ব্যস্ ব্যস্ আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না। কাকে কি বলা দরকার সেটা আপনার চেয়ে আমি কিছু মাত্র কম বুঝি না। আর স্টিভেন্সকেও বলিহারি যাই, এত বয়েস হল, এত রোগী ঘাটলো অথচ লোকটা যে একটা পাঁড় নেশারু সেটা একবারও তার মাথায় ঢুকল না।

অ্যানসন দৃঢ়তা সহকারে বলল যে ভোদেক্স মোটেই নেশারু নয়। অ্যাকসিডেন্টের দিন সে মদ খেয়েছিল ঠিকই, হয়তো একটু বেশী খেয়েছিল। তাই বলে আপনি তাকে নেশারু বলতে

পারবেন না।

যাকগে ওসব বাদ দিন, এখন বলুন কাজ-কর্ম কেমন চলছে।

চলছে মোটামুটি। এ মাসটা তেমন সুবিধার নয়। টাকা অনেকেই দিয়ে রেখেছিল কিন্তু মুঠো খুলছে না কেউ।

খুলছে না বললে শুনবো না, হাত বাড়িয়ে টেবিলের স্তূপীকৃত পলিসির মধ্যে থেকে একখানা পলিসি তিনি তুলে নিলেন। কিসে যে আপনাদের আশ মিটবে স্বয়ং ভগবানও বোধহয় তা—ঠিক করে বলতে পারবেন না। এইতো ফিলিপ বারলোর এই পলিসিটা এটা তো আপনিই করিয়েছেন। জপিয়েছেন তো ভালই দেখছি, পাঁচ নয় দশ নয় একেবারে পঞ্চাশ হাজার ডলার।

ওঃ সেই বারলোর পলিসিটা, অ্যানসনের মুখের রেখা এতটুকু বদলালো না। যেহেতু ভাগ্যটা নেহাৎ ভালো তাই হয়েছে। একদিন চিঠি পাঠাল, দেখা করতে গেলাম ; ব্যস্ মাছ চারে এলো।

চার মানে বেশ বড়-সড় চার বলুন। একেবারে পঞ্চাশ হাজার। পলিসিটা টেবিলে রেখে তিনি অ্যানসনের দিকে তাকালেন 'তা আপনার এই বারলো মহাশয়টা কি করেন?

গেদো বাংলায় মালী, শুদ্ধ বাংলায় উদ্যানশিল্পী, সহজ-সরল ভঙ্গিতে অ্যানসন তাঁর দিকে তাকান, সত্যি কথা বলতে কি, ওর মতো বাগানের কাজ জানা লোক আমি জীবনে দুটো দেখিনি মিঃ ম্যাডক্স। ফ্রামলের দোকানের পুষ্পবিভাগের উনিই সর্বেসর্বা, ওর বাড়ীতে যা একখানা বাগান আছে, দেখলে চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়। আহা কি একখানা নিপুণ হাতের কাজ—অনেক বাগান দেখেছি কিন্তু এত সুন্দর না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে বাগানের আমি কিছু বুঝিও না, বুঝতে চাইও না। আমি শুধু বুঝি কাজ—কাজের পর কাজ ব্যস্। তা, যে লোকটা সামান্য একটা চাকরী করে সে হুট করে এত দামের বীমা করতে গেল কেন?

কেন আবার, টাকার জন্য। স্বাধীন ব্যবসা করবে, টাকা পয়সা তেমন নেই। পলিসি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেবে এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তা লোকটার মাথা আছে। বছর দুয়েকের মধ্যে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।

দাঁড়ালে তো ভালই, না দাঁড়িয়ে যদি শুয়ে পড়ে, হঠাৎ পটল তোলে, তাহলেই গেছি। আবার পঞ্চাশ হাজারের ধাক্কা।

ওর হঠাৎ পটল তোলার কোনও সম্ভাবনা নেই। স্টিভেন্স পরীক্ষা করে ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট দিয়েছেন।

স্টিভেন্সের কথা আর আমাকে বলবেন না। ও একটা আস্ত হাতুড়ে না হলে একটা লোক মাতাল ও কেন পরীক্ষা করে বুঝতে পারে না।

অ্যানসন কোনও জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরালো। ম্যাডক্স আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তা মরলে টাকা পাবে মিসেস বারলো, জানতে পারি ইনি কে? ওঁর স্ত্রী নাকি?

হ্যাঁ। অ্যানসনের বুকের স্পন্দন বাড়লো।

তা ইনি কেমন?

কেমন মানে দেখতে কেমন?

হ্যাঁ সবাইকেই চিনে রাখা দরকার। এক দোকানের সামান্য মাইনের চাকুরে এত বড় টাকার বীমা করল দুম করে স্বভাবতই মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে। কেমন তিনি?

ভালোই মানে মোটামুটি চলনসই। বছর সাতাশেক বয়েস। ওনার সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। যতটুকু দেখেছি মনে হয় ওরা দু'জনে সুখী।

পলিসিটা ম্যাডক্স আবার হাতে তুলে নিলেন। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘাড় তুলে বললেন প্রিমিয়ামের এতগুলো টাকা উনি নগদে দিলেন?

হ্যাঁ দিলেন। ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা রাখা উনি একেবারেই পছন্দ করেন না। বাড়িতেই রাখেন। কোন কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

না গণ্ডগোল নয়। তবে নগদে অতগুলো টাকা। মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে।

অ্যানসন মাথা নীচু করে টাইটা ঠিক করল। ম্যাডক্স গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তাহলে ব্যবসার জন্য পলিসি বন্ধক রেখে উনি টাকা পেতে চান, এই তো?

আমাকে তো সেইরকমই বললেন?

কি যেন করবেন? বাগানের ব্যবসা। হ্যাঁ, বাগানের ব্যবসা মানে কিন্তু দু-চার পয়সার ব্যাপার নয়। দস্তুরমতো অনেক টাকার দরকার, জমি কেনো, চারা বড় করার জন্য বাড়ি বানাও, মেসিন কেনো, এটা কেনো ওটা কেনো সে একেবারে হাজারো বায়নাক্কা, আমার সব মনেও নেই।

তা—ওর মোট কত মূলধন দরকার?

কি জানি আমাকে যেচে কিছু বলেনি, আমিও জানতে চাইনি। আমাকে বললেন বীমা করাতে চাই আমিও কথা বাড়ালাম না। করিয়ে দিলাম, চুকে গেল ঝামেলা।

হ্যাঁ তা তো ঠিকই। আপনার আর কি? আপনার কাজ যেহেতু বীমা করানো সেহেতু বীমা করিয়ে দিয়েই আপনি খালাস।

অ্যানসন বলল, এটুকুর বেশী আমি করতে যাবোই বা কেন? যা মাইনে আপনারা দেন তাতে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। যাই হোক এখন যেতে হবে আর কোন কথা আছে?

ম্যাডক্স অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন না আর কোন কথা নেই। তাহলে আজ চলি। পরে আবার দেখা হবে।

ম্যাডক্স যন্ত্র চালিতের মতো ঘাড় নাড়ল। অ্যানসন গটগট করে বেরিয়ে গেল। তিনি চোখ ফেরালেন। চোখ গিয়ে পড়ল বারলোর পলিসিটাব ওপর। তিনি সেদিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার কপালে একের পর এক—চিন্তার রেখা ফুটে উঠল, হঠাৎ কি মনে হতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের বোতামে চাপ দিলেন, হারমাস কোথায়?

প্যাটি বললো, এখানেই আছেন। পাঠিয়ে দেবো।

হ্যাঁ তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।

ঠিক তিন মিনিট পর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন, স্টিভ হারমাস, ম্যাডক্স-এর দাবী পূরণ দপ্তরের প্রধান তদন্তকারী। লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারা। চওড়া কাঁধ। বছর তেত্রিশেক বয়েস। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুখখানা লম্বা ঘোড়ার মতো। দেখলেই বোঝা যায় হারমাস একটি পাকা ধুরন্ধর।

সবদিক থেকেই হারমাস ম্যাডক্স-এর ভারী প্রিয়, শুধু তাঁকে একটি মাত্র কারণে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। হারমাস ম্যাডক্স-এর এক প্রিয় সেক্রেটারীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। এটা যে কতবড় অপরাধ তবুও তিনি হারমাসকে ভালবাসেন, লোকটার তদন্ত করার কায়দা আছে বটে।

হারমাস একটা চেয়ারে বসে ম্যাডক্স-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ব্যাপার জরুরী তলব কেন?

বারলোর পলিসিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মিঃ ম্যাডক্স বললেন, এই নাও এটা দেখো।

হারমাস ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পলিসিটা দেখলেন। তারপর চোখ তুলে বললেন, হুম্ একেবারে ছবির মতো, অ্যানসন জপিয়েছে বেশ।

ম্যাডক্স চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে হাসলেন। ঠিক পুরোপুরি ছবির মতো নয় হারমাস। বারলো প্রু টাউনে ফ্রামলের দোকানের সামান্য মাইনের একজন চাকুরে। হঠাৎ দুম করে পঞ্চাশ হাজারী বীমা সে করতে যাবে কেন? পলিসিটা তুমি নিয়ে যাও। একবার এ বিষয়ে খোজখবর করো।

হু, ব্যাপারটা যেন একটু গোলমেলে ঠেকছে।

গোলমেলে তো বটেই তিনি যদি দয়া করে হঠাৎ একদিন পটল তোলেন। ব্যস্ সোজা পঞ্চাশ হাজারের ধাক্কা। অ্যানসনকে বেশ সুন্দর বুঝিয়েছে বাগানের ব্যবসা করার জন্য নাকি পলিসি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নেবে। বেশ সে না হয় মানলুম, যে, সে ব্যবসাই করবে কিন্তু বাগানের ব্যবসার জন্য পঞ্চাশ হাজার কিসে লাগবে?

টাইটা ঠিক করে হারমাস মাথা চুলকোলেন। কোন জবাব দিলেন না। ম্যাডক্সকে তিনি ভালভাবেই জানেন, তিনি এখন নিজের মনেই কথা বলছেন প্রশ্নের জবাব তিনি শুনতে চান না।

সুতরাং বুঝতেই পারছো যে সন্দেহের পোকা আমার মাথায় ঢুকেছে। কেমন যেন একটা জাল

জোচ্চুরির গন্ধ পাচ্ছি। তুমি দেখো, যা করবার করো। সন্দেহ মোচনের ভার আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।

হারমাস মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা মিঃ ম্যাডক্স আপনার সন্দেহের ছোঁয়াচ লাগেনি, এমন কোনো পলিসি আপনি কোনোদিনও চোখে দেখেছেন কি?

দেখেছি, নামমাত্র কয়েকটা, আঙুলে গুণে তার সংখ্যা বলে দেওয়া যায়। এখন শোনো এই পলিসিটার ব্যাপারে তোমাকে কি কি করতে হবে। প্রথমেই জানতে হবে বারলো কে, সে কিরকম লোক। টাকা পয়সা কেমন আছে ইত্যাদি।

এরপরেই আসছে তাঁর স্ত্রী। এর সম্বন্ধে আমার আগাপাস্তলা রিপোর্ট চাই। তুমি বরং এক কাজ করো, তোমার সেই জানাশোনা ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এদের পিছনে ভিড়িয়ে দাও। তুমি তোমার মতো করে অনুসন্ধান করো, তারা তাদের মতো করুক। যেমন যেমন করে আসবে সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। হারমাস উঠে দাঁড়ালেন বললেন ঠিক আছে দেখি কতদূর কি করা যায়।

ম্যাডক্স আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন—পঞ্চাশ হাজার। যার পাঁচ হাজার করার কথা সে করে পঞ্চাশ হাজার। প্রিমিয়ামের অতগুলো টাকাও নগদে দেয় কেন?

কেন তা এখনই কিভাবে বলবো। ক'টা দিন যাক খোঁজ খবর করি। তারপর আপনি আপনার কেনর জবাব পাবেন। চলি?

বড় বড় পা ফেলে হারমাস চলে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে ম্যাডক্স কিছুক্ষণ অন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে আর একখানা পলিসি তুলে নিলেন।

হেড-অফিস থেকে নিজের ফ্লাটে ফিরতে ফিরতে দশটা বেজে গেল। খাওয়াদাওয়ার কাজ ওখানেই চুকিয়ে এসেছে। শরীর ভীষণ ক্লান্ত। এখন শুয়ে স্রেফ টেনে ঘুম। সুতরাং পোষাক ছেড়ে শোবার তোড়জোড় করছে অ্যানসন এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল।

অ্যানসন একটু অবাক হল এত রাত্তিরে কে এল? সে গিয়ে দরজা খুলল। দরজার ওপাশে—এক মহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁর পরনে কালো কোট সবুজের ওপর হলদে ডোরাকাটা একখানা ওড়নায় মুখ ঢাকা, অ্যানসন দরজা খুলতেই সে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো ঘরে।

চাপা গলায় সে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও।

মেগ তুমি! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলো অ্যানসন। মুখের ওড়না খুলে ফেলল মেগ। অ্যানসনের বিস্ময় তখনো কাটেনি। সে মেগ-এর দিকে অবাক চোখে তাকাল, তুমি এখন এখানে?

না এসে পারলাম না। সারাদিনে তোমাকে অনেকবার ফোন করেছি। একবারও পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে চলে এলাম।

কেউ এখানে তোমাকে ঢুকতে দেখেনিতো? মেগ-এর হাত থেকে কোটটা নিয়ে সে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। দেখো মেগ, আমাদের দু'জনকে এখন একসঙ্গে দেখার কিন্তু অনেক বিপদ।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে মেগ বলল, আমি জানি তোমার কোন ভয় নেই কেউ আমাকে ঢুকতে দেখেনি। তাছাড়া দেখলেই চিনতে পারবে না। একপা এগিয়ে এসে অ্যানসনের একটা হাত ধরে মেগ বলল, জন তুমি কি আমাকে দেখে খুশী হওনি?

অ্যানসন নিবিড় ভাবে মেগকে বুকে টেনে নিলো। তার কপালে তপ্ত-চুম্বন এঁকে দিলো।

মেগ আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিল। তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে অ্যানসন। অফিসে ফোন করে আমি একেবারে হয়রান।

অফিসে! তুমি করছো কি, অফিসে ফোন করতে তোমাকে আমি বার বার বারণ করেছি। আমাদের এখন সবদিক থেকে সতর্ক হতে হবে টাকা পাই না পাই আমরা যে পরিচিত একে অপরকে ভালবাসি, এখন কাউকেই বুঝতে দেওয়া চলবে না। আর তুমি এদিকে এই কাণ্ড করেছো।

ওকথা বাদ দাও। এখন বলো কতদূর কি এগিয়েছো?

অ্যানসন সেদিনের ম্যাডক্স-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের আগাগোড়া ঘটনাই বিবৃত করল, মেগ মন দিয়ে সব শুনল।

অ্যানসন কাহিনীর যবনিকা টানলো তবে হ্যাঁ, ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি ম্যাডক্সকে

মোটামুটি সন্তুষ্টি দিতে পেরেছি। ও আর এ নিয়ে জল ঘোলা করবে না।

মাথা নীচু করে দু'হাতের দিকে তাকাল মেগ জন তুমি ফিলকে কবে—

এখন নয় মেগ। এত তাড়াতাড়ি নয়। এখনও চার-পাঁচ মাস আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। চার পাঁচ মাস। মেগ টেনে টেনে বলল।

তাতো বটেই এ ক'মাস ধৈর্য্য ধরে না থাকলে অসুবিধা আছে। বুঝতে পারছো না বীমা করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বীমাকারীকে মরতে দেখলে স্বভাবতই সবার মনে সন্দেহ হবে। ম্যাডক্স-এরও হবে। অবশ্য চার-পাঁচ মাসও অনেক কম সময়। তবু, কয়েক সপ্তাহের চেয়ে কয়েকটা মাস মন্দের ভালো তো বটেই।

তুমি ওকে কি ভাবে মারবে? স্থির দৃষ্টিতে মেগ যেন অ্যানসনের মনের কথাটা বুঝতে চাইল।

এখনও কিছু ভাবিনি। সেই পুকুরে ডুবিয়ে মারার মতলবটা তেমন কাজের হবে না। ধরো আমি ওকে মেরে পুকুরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় বাড়ীর সামনের রাস্তায় কেউ না কেউ এসে পড়লো। ব্যস্ ফাঁসির দড়ি বা গ্যাস চেম্বারের ব্যবস্থা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলা। তাই যা করতে হবে বাড়ির মধ্যে, ভেতরে।

মেগ ভয়ে কেঁপে উঠল, বাড়ির মধ্যে!

হ্যাঁ। তবে কিভাবে কি করবো, এখনও ভাবিনি। ভেবে-চিন্তে একটা কিছু খাড়া করে নিই, তারপর তোমাকে জানাবো।

কিন্তু সত্যিই কি আমাদের অতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

মেগ দেখো এটা তাড়াহুড়োর কাজ না। তড়িঘড়ি করতে গেলেই সব মাটি। অপেক্ষা আমাদের করতেই হবে পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য, না হয় কিছুদিন অপেক্ষা করলাম।

হ্যাঁ তা ঠিক, কিন্তু কিভাবে কি করবো সে সম্বন্ধে সত্যিই কিছু ভাবোনি?

তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো? বিরক্ত হয়ে অ্যানসন বলল, বারবার একথা বলছো। বলছি তো এখনও কিছু ভাবিনি। এত অধৈর্য হওয়ার কোনো কারণ আছে কি? তুমি তো বলেছিলে যে ওকে দিয়ে ইনসিওর করাতে পারবো না। দেখলে তো বাজে কথা বলার লোক অ্যানসন নয়, সে নিজের ওজন বুঝে কথা বলে। সে ইনসিওর করল কিনা?

না না আমি সে কথা বলছি না। সেদিক দিয়ে তো তোমার কেরামতি আছেই। যা হোক এবার আমাকে যেতে হবে।

অ্যানসন যেন আকাশ থেকে পড়লো, তার মানে চলে যাবে কেন? আজ তোমার স্বামী বাড়ীতে থাকবে না তাহলে এত তাড়াহুড়ো কেন, আজ রাতটুকু এখানে থেকে যাও। কোট খোল।

না জন প্লিজ আমাকে তুমি থাকতে অনুরোধ কোর না। মেগ গলার স্বর জড়িয়ে বলল। ফিলকে আগে থেকেই কথা দিয়েছি আজ ওর স্কুল দেখতে যাবো। সকালবেলা ওর সঙ্গে এখানে এসেছি। তোমাকে ধরার জন্য সারাটা দিন ফোন করে করে মিথ্যে হয়রান হলাম। তুমি থাকলে কত ভাল হত। সারাদিন দু'জনে একসঙ্গে থাকা যেত।

অ্যানসন উঠে এক পা এগোল। মেগ-এর হাত ধরে টানলো। মেগ হাত ছাড়িয়ে বলল না জন আজ আমাকে যেতেই হবে।

যেয়ো না মেগ, যেয়ো না। অ্যানসন অনুনয়ের সুরে বললো যে, হয়তো আর কোনদিন এইভাবে তোমাকে কাছে পাব না। এসো কাছে এসো।

জন অবুঝ হয়ো না। মেগ দরজার দিকে এগোল। এখানে আমার আসার কথা নয়। তবু এসেছি তোমাকে দেখতে, হচ্ছে হলো তাই। কিন্তু এখন না গিয়ে উপায় নেই।

এরপর মেগ আর দাঁড়াল না। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। উঁকি মেরে একবার চারিদিকে দেখলো। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বন্ধ দরজায় ওপাশ থেকে ভেসে এলো জুতোর শব্দ। অ্যানসন বিমূঢ়ের মতো একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

অ্যানসন-এর বাড়ির সামনে রাস্তার অন্ধকারে একপাশে একখানা কালো বুইক দাঁড়িয়ে আছে। চালকের আসনে গেলার হেগান। ঠোঁটের কোণে তার জ্বলন্ত সিগারেট। হাঁটুর ওপর দু'হাত

রেখে সে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে।

মেগকে বেরিয়ে আসতে দেখে চাবি ঘুরিয়ে সে ইঞ্জিন চালু করলো। বাঁদিকের দরজা খুলে গেল। মেগ এসে গাড়িতে উঠলো। দরজা বন্ধ করে গেলার গাড়ি ছাড়লো।

গেলার গিয়ার বদল করে বলল—তারপর অ্যানসন কি বললো?

বললো এখনও চার পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হবে।

চার পাঁচ মাস—তোমার মাথাটাথা একেবারেই গেছে। বলেছে সপ্তাহ, শুনেছ মাস।

জেরী, মাথা আমার ঠিকই আছে। সপ্তাহ বললে সপ্তাহই শুনতাম। বললো চার পাঁচ মাসের আগে কিছু করা সম্ভব নয়। করলে নাকি বীমা কোম্পানির সন্দেহ বদ্ধমূল হবে।

ওর মুণ্ডু। গেলার গর্জন করে উঠল। ওসব সন্দেহ-ফন্দেহ ছাড়ো। যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। অতোদিন বসে থাকা আমার চলবে না। এ মাসের মধ্যেই আমার টাকা চাই।

আড়চোখে মেগ গেলার-এর দিকে তাকালো, বেশ তো তুমি নিজেই বরং একদিন ওর সঙ্গে দেখা করে বলে এসো গিয়ে তোমার কথা।

গেলার তার দিকে কটমট করে তাকাল। মেগ মুখ ফিরিয়ে নিল। রাগে আর কিছু করতে না পেরে গেলার অ্যাকসিলেটরে চাপ দিল। স্পীডোমিটারের কাঁটাটা এক লাফে উঠে এলো একশোয়। গাড়ি তীরের বেগে ছুটে চললো।

রাস্তা ফাঁকা। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো যেন বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। কেউ কোন কথা বললো না। বাকী পথটুকু নিঃশব্দেই কাটলো।

বারলো বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি এসে থামলো। গেলার সোজা গাড়ি নিয়ে গিয়ে গ্যারেজে তুললো।

মেগ চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললো। জানলার খড়খড়ি নামিয়ে দিলো। গেলার এলো একটু পরে।

দু'জনে গেলো বসবার ঘরে। অগ্নিকুণ্ডে দু-খানা কাঠ গুঁজে দিয়ে মেগ ভেতরে এলো। পোশাক পাল্টে একটু পরে এক বোতল হুইস্কি আর দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো। গেলার একটা সিগারেট ধরালো। মেগ বোতল খুলে গ্লাস দুটো পূর্ণ করে একটা গেলারকে দিল আর একটা নিজে নিয়ে বসলো গিয়ে সোফায়।

গ্লাসে এক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে গেলার মেগ-এর দিকে তাকাল। শোনো মেগ তোমাকে কায়দা বদলাতে হবে। ওরকম পুতু পুতু করলে চলবে না। যেমন করেই হোক এক মাসের মধ্যেই আমার টাকা চাই। অ্যানসনকে এর মধ্যেই যা কিছু করার করতে বাধ্য করাই হবে তোমার কাজ। যদি তা করতে পারো তাহলে তোমার আমার সম্পর্ক থাকবে আর না হলে পায়ে মাথা খুঁড়ে মরলেও আর তুমি আমাকে পাবে না।

মেগ-এর মুখ বিবর্ণ হল। মুখ কালো হয়ে গেল। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল কোনো উপায় নেই জেরী। বিশ্বাস কর আমার অ্যানসনকে ভয় করে, ওকে সামলানো আমার পক্ষে মাঝে-মধ্যে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

থামো থামো গেলার ধমকে উঠল। ওসব নাকী কান্না আমি শুনতে আসিনি, যা বললাম তাই করবে কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনবো না।

মেগ চোখে-মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো গেলার-এর দিকে। বলল, তুমি জানো, সেই পেট্রোল-পাম্পের—পুলিস সেই যে গুলি খেয়ে মরলো, ওকে অ্যানসনই মেরেছে।

অ্যানসন মেরেছে! কে বললো তোমাকে? ওসব গল্প আমাকে বলতে এসো না।

মেগ প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলল, না না গল্প নয়। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। পুলিসটাকে ও ফিলের রিভলবার দিয়ে গুলি করেছে।

গেলার অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। তাহলে এতক্ষণে বুঝলাম এই ব্যাপার। দুয়ে দুয়ে চার, ওখান থেকে টাকা হাতিয়ে ওদের টাকা শোধ করেছে—তাই তো ভাবি যে ও এত টাকা পেলো কোত্থেকে। আচ্ছা তাহলে হাবামীটা এর মধ্যেই হাত পাকিয়ে

ফেলেছে। পুলিস খুন করে ডাকাতি করেছে।

সেই জন্যই তো আমি বলছি মেগ গেলার-এর পাশে সরে এলো, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো, অ্যানসন খুনী। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। উঃ ওর চোখের দৃষ্টি কি ভয়ঙ্কর। সব সময় যেন ঘুরছে। তুমি এখন থেকেই সাবধান হও জেরী। ওকে বিশ্বাস নেই কি করতে কি করে বসে। ওকে আমাদের কাজে লাগানোই ভুল হয়েছে।

কিছু ভুল হয়নি। হাতের পানীয় এক নিঃশ্বাসে গলাধঃকরণ করে গেলার বললো। ওকে দিয়েই আমাদের কাজ হবে। ও বারলোকে দিয়ে ইনসিওর করিয়ে তারপর ছাড়লো। ও কাজের লোক।

অবশ্য এছাড়া ওর উপায়ই বা কি? শ্যাম বার্নস্টেন এর অর্থ হাজার ডলার এদিক ওদিক খুচ-খাচ আরো কতো ধার, টোপ না গিলে ও কোথায় যাবে। দাও বোতলটা এদিকে দাও।

মেগ বোতল এগিয়ে দিলো। গেলার গলায় উপুড় করে ঢাললো। বললেন, ওর কাছে এখনো রিভলবারটা আছে নাকি।

না, পরদিনই ফেরত দিয়ে গেছে। কতদিনে চেষ্টা করলাম তোমাকে ফোন করতে। রোজই শুনি তুমি নাকি কোথায় গেছ।

খুনে, পুলিস খুন্ করেছে। না, আগে জানলে ওর সঙ্গে সেদিন ওরকম ব্যবহার করতাম না।

খুনে, বলা যায় না, যাকগে ওসব কথা ছাড়ো এখন বলো টাকাটার ব্যাপারে কি ঠিক করলে। এ মাসের শেষেই আমার দরকার। জীবনে এই একটা সুযোগই এসেছে। সুযোগ বারবার আসে না। একটা এলে একবারেই কাজে লাগাতে হয়।

আজ সকালে জো আমাকে বলেছে যা করবার যেন তাড়াতাড়ি করি। আর এক হারামির বাচ্চা জোকে টাকা নিয়ে সাধাসাধি করছে। জো তাকে এ মাসটা অপেক্ষা করতে বলেছে। ওর একান্ত ইচ্ছে আমাকে পার্টনার করেই ব্যবসায় নামে। পঁচিশ হাজার ডলার আমার লাগবে। এ মাসের মধ্যে না দিতে পারলে ও সেই লোকটার সঙ্গেই ব্যবসা ফাঁদবে।

কিন্তু অপেক্ষা না করে আমাদের উপায় কি জেরী। তুমি একটু ভেবে দেখো প্লিজ।

গেলার কোন কথা বললো না। একদৃষ্টে সে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ গেলার মুখ ফেরাল। তার চোখ যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল, হাঁ আমিই ফিলকে খুন করবো। এখন আর অসুবিধে কি। ইনসিওর হয়ে গেছে। সব চেয়ে ঝামেলার কাজটাই খতম। অ্যানসন-এর অপেক্ষায় হাঁ করে বসে না থেকে আমি নিজেই যা করার করবো। তারপর পবের কথা পরে।

মেগ—চিৎকার করে উঠলো 'না', সে দু'হাতে গেলারের হাত চেপে ধরলো না, আমি তোমাকে কিছুতেই এ কাজ করতে দেবো না। তোমাকে হারিয়ে আমি বাঁচবো না জেরী। বিশ্বাস করো, তার চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

গেলার তাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। যাও যাও। ওসব মেকী কান্নায় কোনো ফল হবে না। হয় ঝেড়ে কাশো, না হয় আমি যা বললাম মেনে নাও। পাঁচ মাস অপেক্ষা করা আমার পোষাবে না।

মেগ বলল, আচ্ছা বেশ, আমাকে ক'টা দিন ভাবতে সময় দাও। আমি...

ভাবো আর না ভাবো, আমার কথা আমি বললাম। গেলার উঠে দাঁড়াল, অ্যানসন না করলে কাজটা আমাকেই করতে হবে, যদি তাও না পারি, তাহলে আমাকে অন্য কোথাও টাকার খোঁজ করতে হবে। তাহলে আমি আর নেই।

ওঃ তখন কত মেজাজ! কি একখানা কায়দা আমি আবিষ্কার করেছি। কত মুরোদ তাতো আমার বোঝা হল। তোমাকে চিনতে আমার আর বাকী নেই। একটা দেহ সর্বস্ব রাস্তার মেয়ে। তোমার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দরী মেয়ে আমাকে পাবার জন্য ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। শোন যা করবার তাড়াতাড়ি করো। এবার কিন্তু আর হাজার কান্নাকাটি করলেও আমাকে আর পাবে না। কথাটা মনে রেখো।

মেগ ডুকরে কেঁদে উঠল, না না অমন বোল না জেরী। আমি করবো। করবোই। যেভাবে পারি, এ মাসের মধ্যেই করবো। তোমাকে ছাড়া আমার আর কিছু নেই তো।

আগে দেখা যাক কতদূর কি করতে পারো তারপর নয় আবার নতুন করে ভাবা যাবে, এই বলে গেলার দরজার দিকে এগোল চলে যাওয়ার জন্য।

মেগ অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল, তুমি চলে যাবে, কতদিন তোমাকে দেখিনি, এছাড়া ফিল আজ রাতে বাড়ী ফিরবে না।

না ফিরবে তো আমার কি। ভাবো কি তুমি। তোমার রূপ—এখনও ঝবে পড়ছে? তোমার জন্য গেলার হেগান হাঁ করে বসে আছে? ফুঃ আমার অন্য কাজ আছে। আমি চললাম। তুমি আগে অ্যানসনকে সামলাও। তারপর আমার দিকে নজর দিয়ো।

গেলার-এর বুকে মেগ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু গেলার তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেগ সোফার ধার ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল। গেলার-এর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সোফায় বসে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। গেলার, গেলার আবার চলে যাবে। না না গেলার ছাড়া আমার জীবন বৃথা।

মেগ হুইস্কির বোতলটা তুলে উপুড় করে গলায় ঢাললো। প্রচণ্ড প্রদাহ তার কণ্ঠনালী ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। তারপর সে আক্রোশে খালি বোতলটা দেয়ালে ছুঁড়ে মারল।

গেলার হেগান-এর সঙ্গে যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ, অনেক অনেক দিন আগে, হ্যাঁ মেগ স্মৃতির পাতা উল্টে চললো, হাঁ তিন বছরই তো কিন্তু ভাবলে মনে হয়, কত যুগ পার হয়ে গেল।

হলিউডের সেই ছোট্ট রেস্তোরাঁয় হেগানকে দেখে প্রথম দিনই তার রক্তে ঝড় বয়ে গেছিল। সেখানে তার সামান্য চাকরি। মালিক ইচ্ছে করেই ছেলে ওয়েটার রাখেনি। মেয়ে রাখলে দু-পয়সা বেশী রোজগার হয়—নেহাৎ কৌতুহলের বসেও দু-চারজন খদ্দের ঢুকে পড়ে। মেগ সেই রেস্তোরাঁর মেয়ে ওয়েটার। সেখানে তার ম্যানেজার বেনি হার্তজ-এর সঙ্গে গেলার এসে ঢুকলো।

মেগ অবাক হল, লোকটা কে! এমন সুঠাম চেহারা এমন সবল পৌরুষ, এমন সুন্দর বন্যতা, লোকটা কে? মেগ চঞ্চল হল। মেনু-কার্ড নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো ওদের টেবিলের দিকে।

লোকটা খাবারের অর্ডার দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অকারণে আবার তার দিকে চোখ তুলে দেখছিল। যে ক'বার চোখে চোখ পড়েছে মেগ-এব শরীরে বেশ শিহরণ ফেলে গেলো। পানীয়ের তালিকা সে সবে উল্টেছে, সঙ্গের লোকটা বলে উঠল, শুধু কফি আর কিছু না।

সে তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। কফিতে আমার চলবে না। আমার হুইস্কি চাই।

লোকটি বিদ্রূপের সুরে বলল, তা চলবে কেন, মেয়েমানুষ আর মদ তোমার এতবড় সর্বনাশ করলো, পাওনা খেতাব আর একজন ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আর তুমি বসে এখানে হুইস্কির অর্ডার দিচ্ছো। কি আমার মুষ্টিযোদ্ধা রে! দাও ওকে, বোতল বোতল হুইস্কি দাও। ও এখন থেকে মানুষের বদলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বোতলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আহা আমার ক্যালিফোর্নিয়ার লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন, গেলার হেগান। সে উঠে দাঁড়াল, তার চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়লো একরাশ ঘৃণা। শোনো গেলার, তোমাকে আমার আর দরকার নেই, ভেবেছিলাম যে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে তোমাকে একদিন বসাবো। কিন্তু কাজ কিছু হল না। ভাবনাই সার। আজ থেকে তোমার পথ তুমি দেখো, আমার পথ আমি। তোমার মতন অমন বাহাদুর রাস্তা-ঘাটে গণ্ডায় গণ্ডায় মিলবে, তাদেরই একটাকে আবার শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো। তোমার পেছনে অনর্থক ঘোরা-ঘুরি করে সময় কাটালে আমার চলবে না। আমাকে যে টাকা দেবে, আমি তার পোষা কুকুর। আমি ব্যবসা করতে নেমেছি। চলি বলে সে গেলারকে রেখে চলে গেল। চোখ নামিয়ে গেলার মেগ-এর দিকে তাকাল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখে প্রজ্বলিত ক্রোধ, সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা অসহায় অবস্থা। আহা এত শক্তসামর্থ্য লোকটাকে একটা রোগা টিঙটিঙে লোক যা নয় তাই অপমান করে গেল। এখন না হয় পারেই না, সব মানুষের শক্তি বা সামর্থ্য কি সবসময় একরকম থাকে, যখন পারতো তখন ক্যালিফোর্নিয়ার ভোজবাজি দেখিয়েছে। এখন পারে না কোত্থেকে আর দেখাবে।

মেগ-এর লোকটার ওপর কেমন যেন মায়া হলো। সে এগিয়ে গিয়ে গেলারের হাত ধরলো,

একটু বসতে বলে দৌড়ে নিজের ঘর থেকে এক বোতল হুইস্কি এনে দিল। ব্যস সেই থেকেই গেলার তার হল। রাতে নিজের ছোট্ট ফ্ল্যাটে গেলার-এর নির্দয় বন্য লালসার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সে সুখী হল।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে পাশে মেগকে দেখে গেলার যার পর নাই অবাক হল। আস্তে আস্তে তার সব ঘটনা মনে পড়ল। সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল, যাক খাওয়া থাকার চিন্তাটা তো ঘুচলো। ঘুষোঘুষি করে প্রতিপক্ষকে হারাবার ক্ষমতা যে তার নেই একথা গেলার ভালমতোই জানতো। মেনি হাউজ কাল ওভাবে অপমান করাতে গেলার মনে মনে খুবই রেগে গেছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেনি কারণ সে জানতো যে মেনি একটা কথাও মিথ্যে বলছে না। ক্যালিফোর্নিয়ার সেই মুষ্টিযোদ্ধা গেলার হেগান সরে গেছে, তার জায়গায় নতুন হেগান জন্ম নিয়েছে, যে জানে শুধু দুটো জিনিষ, মদ আর মেয়েমানুষ।

আপাততঃ দুটো চিন্তাই মিটলো। মদের খরচ জোগানোর জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। অপরপক্ষে মেয়েটাও বেশ লড়িয়ে। দেখা যাক ক'টা দিন, অবস্থা কি দাঁড়ায়। মনে তো হচ্ছে মেয়েটা মজেছে। যার কাছে যার যার মজে, মন যে ক'দিন মজিয়ে রাখা যায় সে ক'দিনই লাভ।

এমনভাবে দু-সপ্তাহ কাটল। বাড়িতে যতটুকু সময় মেগ থাকে একেবারে আঠার মতো গেলার-এর দেহের সঙ্গে আটকে থাকে, গেলারও কোনো আপত্তি করে না। নিত্য-নতুন কায়দায় একের পর এক স্বপ্নের জাল বুনে চলে সে। মেগ যেন সুখের সাগরে ভেসে যেতে লাগল।

দু-সপ্তাহ পরে গেলার মুখ খুললো। সে মেগকে বোঝাল যে রেস্তোরাঁয় সামান্য চাকরীতে ক-পয়সাই বা আসে, তার চেয়ে স্বাধীনভাবে দু'পয়সা বেশি রোজগারের ধান্দা দেখা ভালো।

স্বাধীনভাবে মানে হল মেগ-এর একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি দেহের বিনিময়ে অর্থোপার্জন। দেহ বিক্রীর প্রয়োজন নেই। শুধু মাছ জালে তোলা, তার কাছ থেকে তারপর যতদূর সম্ভব নিংড়ে নেওয়া। তারপর সে যখন মেগ-এর দিকে হাত বাড়াতে আসবে, তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করবে তখন হেগান এগিয়ে আসবে। মারের ভয় দেখিয়ে, দরকার পড়লে দু-ঘা মেরে তাকে বিদেয় করবে। টাকায় টাকা আয় হবে, অথচ আসলে কিছুই যাবে না। এমন ব্যবসা কি দুনিয়ায় দুটো আছে?

মেগ-এর সঙ্গে সরল বিশ্বাসে কারচুপি খেললো। রেস্তোরাঁর চাকরি ছেড়ে সে পথে নামলো। খদ্দের ভালই পেলো। টাকাও আসতে লাগলো অনেক। সে যাবতীয় রোজগার গেলার-এর হাতে তুলে দিল। গেলার রোজই টাকা পয়সা নিয়ে জুয়োর আড্ডায় যেতো। মেগ প্রতিবাদ করতো না। গেলার বলতো যে টাকা দু-গুণ চারগুণ করার এমন উপায় নাকি দুনিয়ায় আর দুটো নেই।

কিন্তু দ্বিগুণ তো দূরের কথা সে যে টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতো তা কোনদিনই ফিরতো না। একদিন, দু-দিন, পনেরোদিন, এবারে মেগ একটু চঞ্চল হলো।

তাইতো টাকার নামে টাকা যায়, খাটুনিও যায় প্রচুর, কিন্তু লাভ তো কিছুই হচ্ছে না। মেগ কোথায় নেমে এসেছে। গেলারের জন্য সে রক্তজল করে পয়সা রোজগার করছে কিন্তু গেলার তাকে কি দিলো, কতগুলো মিথ্যে আশা। নাঃ ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হচ্ছে।

রাতে গেলার জুয়োর আড্ডায় বেরিয়ে যাবার পরে মেগ শুয়ে পড়তো। পরে গেলার কখন কি অবস্থায় ফিরতো সে জানতে পারতো না।

সেদিন সে আর ঘুমালো না। গেলার বেরিয়ে যাবার পর সে জেগে রইল। দেখা যাক আজ গেলার কি অবস্থায় ফেরে।

রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে। জানলার কাছে বসে বসে একটু ঝিমুনির মতো এসেছে। হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

একখানা গাড়ি এসে তার বাড়ির উল্টো দিকে থামলো। গেলার টলতে টলতে গাড়ি থেকে নামলো। নেমে ফের গাড়ির জানলা পথে মাথা গলিয়ে অনেকক্ষণ কার সঙ্গে কথা বললো। তারপর হাত নাড়তে নাড়তে হাঁটতে লাগলো। গাড়ি ছাড়লো।

ল্যাম্প-পোস্টের ম্লান আলোয় মেগ দেখলো, গাড়ির পেছনের আসনে বসে একটা মেয়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে গেলার-এর দিকে তাকিয়ে সে হাত নাড়ছে।

মেগ স্থির হয়ে একইভাবে বসে রইল। দু'ফোঁটা জল মুক্তোবিন্দুর মতো তার চোখে চিকচিক করতে লাগল। সিঁড়িতে গেলার-এর পায়ের শব্দ শোনা গেল। মেগ হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছলো।

গেলার ঘরে এসে ঢুকলো। মেগকে জেগে থাকতে দেখে একটু অবাক হল। উঠে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিলো মেগ। দেখলো গেলার-এর জামার কলারের কাছে লিপস্টিকের দাগ, বুকের কাছে দু'চারটে লম্বা চুল লেগে আছে।

এই তাহলে তোমার জুয়ো খেলা, মেগ স্থির দৃষ্টিতে তাকালো গেলার-এর দিকে। আমার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে আমারই রোজগারের টাকায় তুমি ফূর্তি করছো। মদ, মেয়েমানুষ নিয়ে আনন্দ করছো। বাঃ এই না হলে পুরুষ মানুষ!

গেলার-এর নেশা ছুটে গেল। সে ধরা পড়ে গেছে দেখে প্রতিবাদ করলো না। বরং রাগে চীৎকার করে উঠল। বলল বেশ করেছি। আরো করবো। ডুবে ডুবে জল খাও, ভাবো তোমার মত কেউ টের পায় না। দ্যাখো কথাটা অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমার মত মেয়েছেলের আমার আর দরকার নেই। জেগে যখন ছিলে, নিশ্চয়ই দেখেছো, ওই মেয়েটার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, অনেক টাকাও আছে। এরকম একটা দুটো নয় গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে আমাকে পাবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। আমি চললাম। আমাকে আর পাবে না।

গেলার বেরিয়ে গেল। স্থির ভাবে মেগ দাঁড়িয়ে রইল। এরকম পরিণতির কথা সে ভাবেনি। এর জন্য সে তৈরীও ছিল না। দুঃখে-অভিমানে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। গেলার-এর প্রতি অভিমানে তার বুকটা ফেটে গেল।

মেগ আর ক'দিন বেরোল না। সে ভেবেছিল গেলার হয়তো ফিরে আসবে। মুহূর্তের উত্তেজনায় সে যা বলেছে, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে আবার মেগ-এর সঙ্গে থাকবে, তার হৃদয় ভালবাসার রঙে পূর্ণ করে রাখবে।

কিন্তু না গেলার ফিরলো না, হতাশায় বেদনায় অপমানে অভিমানে মেগ মরমে মরে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে আর জীবনে গেলার-এর কাছে ফিরে যাবে না। সে নিজেকে তিলে তিলে শেষ করবে।

সাতদিন পরে চোখের জল মুছে মেগ উঠল। সস্তা পাউডারে চোখের কালিটালি ঢাকলো। সস্তা ফিনফিনে পোষাক পরলো। তারপর হাত ব্যাগ নিয়ে সে পথে বেরোল।

এক টেলিফোন বুথে ঢুকে সে এক মক্কেলকে ফোন করল। সেই মক্কেলটা এক মধ্যবয়স্ক বিগতদার ব্যবসায়ী। সে এর আগে দু'বার মেগ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। দু'বারই গেলার-এর তাড়নায় প্রচুর অর্থ খেসারত দিয়ে সে হতোদ্যম হয়ে ফিরে এসেছে। এবার মেগ নিজেই ফোন করে গেলার যে নেই একথা জানাতে সে নিশ্চিন্ত হল। বললো মেগ যেন অবিলম্বে তার হোটেলের নির্দিষ্ট কামরাটিতে চলে আসে।

হোটেলে পৌঁছে তার কামরায় যাবার আগে মেগ ঢুকলো মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বাথরুমে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডারের তুলিটা বোলাতে বোলাতে হঠাৎ তার দৃষ্টি স্থির হল। সামনের টেবিলে একটা সুন্দর চামড়ার ব্যাগ। কে যেন ভুল করে ওখানে ফেলে রেখে গেছে।

মেগ ব্যাগটা তুলে নিলো। বোতাম টিপে খুললো। মুহূর্তে রুদ্ধ-বিস্ময়ে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ব্যাগের মধ্যে এক তাড়া পঞ্চাশ ডলারের নোট। সব মিলিয়ে কম করে হাজার পাঁচেক তো হবেই।

ব্যাগটা বন্ধ করে সে ব্যাগটা নিজের হাতেই রাখলো। নিজের ব্যাগ রাখলো আয়নার সামনে। একটা শিহরণ তার শরীরে খেলে গেল। এবার এত টাকা দেখলে নিশ্চয়ই গেলার আর তাকে অপমান করতে পারবে না। সে তার সঙ্গে আবার এসে থাকবে।

সে দ্রুত পদক্ষেপে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। এক সুবেশ মহিলা ও পাশে দাঁড়িয়ে। মেগ-এর হাতে ব্যাগটি দেখেই তিনি হাউমাউ করে চেঁচামেচি শুরু করলেন।

ব্যস তারপর যা হবার তাই হলো। লোকজন, হোটেলের ম্যানেজার, থানা পুলিস, বিচারে তিনশো ডলার জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের জেল হল মেগ-এর। আদালতের ভিড়ের মধ্যে সে বারবার একটা চেনা মুখ খুঁজলো। তার গেলার, কিন্তু না গেলার এল না। এ সময় তিনশো ডলার হাতে থাকলেও জেলটা এড়ানো যেত। কিন্তু সঞ্চয় হিসাবে গেলার তাকে একটা টাকাও রাখতে দেয়নি। সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে গেছে দু-হাতে।

তিনমাস পর জেল থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছু সম্বল করে সে লস এঞ্জেলস ছাড়লো। সোজা এল স্যান ফ্রান্সিসকোর প্রু টাউনে। লস এঞ্জেলস-এ থাকতে সে শুনেছিল প্রু টাউন শহরটি বেশ বর্ধিষ্ণু। এখানে পয়সা নাকি উড়ে বেড়ায়।

মেগ অফিস পাড়ায় তিনতলার ওপর ছোট একখানা ঘর ভাড়া নিল। কিন্তু পর দিন থেকেই তার ভাগ্য খারাপ। শীত পড়লো সে বছর সবচেয়ে বেশি। খবরের কাগজে লিখলো, এমন শীত নাকি গত পঞ্চাশ বছরেও পড়েনি।

সুতরাং কাজকর্ম যথারীতি প্রায় বন্ধই রাখতে হলো। শীতে রাস্তার লোক পর্যন্ত বেরোয় না, খদ্দের জুটবে কোত্থেকে। সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো।

কিন্তু না, এভাবে তো পারা যায় না। শীত আছে, বরফ আছে, সব সত্যি। কিন্তু ক্ষিধেও তো আছে। আধপেটা খেয়ে কাহাতক আর থাকা যায়। একদিন তো তাই মরীয়া হয়ে সবকিছু অগ্রাহ্য করে মেগ বেরিয়ে পড়লো।

পথ জনমানবহীন। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে একটানা, উত্তুরে বাতাস যেন মেরুদণ্ড অবধি হিম করে দিচ্ছে, রাস্তার বাতিগুলো ম্লান, নিষ্প্রভ, তেমন কিছু শীতের পোষাক মেগ পরেনি। সব শরীরটা তার মুহুর্মুহু কাঁপছে। এগোতে কষ্ট হচ্ছে।

সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একজন লোক এদিকে আসছে। মাথায় কান অবধি ঢাকা কালো টুপি, পরনে কালো ওভারকোট। পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে সে বড় বড় পা ফেলে এদিকে হেঁটে আসছে।

মেগ দাঁড়িয়ে পড়লো। বাতি স্তম্ভে হেলান দিয়ে দেহের প্রতিটা প্রত্যঙ্গে কামনার জোয়ার তুলে মনোহারী ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। শীত, তুষার উত্তুরে হাওয়া সব সে মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল।

লোকটা তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে তাকাল। মেগ মৃদু হেসে ফিসফিস করে বললো কি চাই নাকি?

একমুহূর্ত নীরব। লোকটা ভ্রু কোঁচকালো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল চাই, চলো।

মেগ শিউরে উঠল। লোকটার চোখ দুটো যেন কেমন। কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ঐ ছোট দুটো চোখে। পাগল-টাগল নয়তো।

কিন্তু না এখন ওসব চিন্তা করার সময় নেই। একজন খদ্দের পাওয়া গেল। এই যথেষ্ঠ। দু'জনে পাশাপাশি এগোতে লাগলো। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো মেগ। মনোহারী ভঙ্গিতে আহ্বান জানাল এসো।

লোকটা নড়ল না। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। গায়ের কোটটাও খুললো না। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল মেগ-এর-চোখে।

কই, এসো। মেগ চঞ্চল হলো, দাঁড়িয়ে কেন? দাঁড়িয়েই ভালো। আমি চলে যাবো। তবে যাবার আগে তোমার সঙ্গে ক'টা কথা বলে যেতে চাই।

কথা!

হ্যাঁ। কথা বলার মতো আমার কেউ নেই।

কিন্তু কথাই বলো আর যাই করো, টাকা না দিয়ে কিন্তু যেতে পারবে না।

সে কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলো। তিনখানা করকরে দশ ডলারের নোট বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল এই নাও তোমার টাকা আগামই দিলাম।

মেগ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। তিরিশ ডলার! নোট ক'খানা কুড়িয়ে সে পকেটে রাখলো। বললো বলো। কি বলবে?

কাঠের অভাবে ঘরের কোণে একটা তেলের স্টোভ জ্বলছে। দরজা-জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও

ঘর বেশ ঠাণ্ডা। বিবর্ণ ময়লা কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিলো মেগ। তারপর বালিশে কনুই রেখে অর্ধেক শুয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

সে অনেক কথাই বললো। তার নাম নাকি ফিলিপ বারলো। এই পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। মা ক'দিন আগে মারা গেছে। সে নিঃসঙ্গ একলা। তার বাড়ি আছে। বাগান আছে। ছোট পুকুর আছে। সে ফ্রামলের দোকানে চাকরি করে, ইত্যাদি অজস্র কথা।

শুনতে শুনতে মেগ-এর চোখে তন্দ্রার ঘোর এল। বারলো আরো কি বললো, সে কিছু শুনলো, কিছু শুনলো না। কম্বলের গরমে আরামে আয়েশে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো। মেগ ধড়মড় করে উঠে বসলো। স্টোভটা কখন যেন নিভে গেছে। ঘরে কুয়াশার মতো ম্লান নিষ্প্রভ ভোরের আলো। বারলোকে সে দেখতে পেল না। তবে কি সে—না, পকেটে হাত দিয়ে মেগ নিশ্চিন্ত হল। তিরিশ ডলার পকেটে ঠিকই আছে। বারলো নিয়ে যায়নি।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কপালের শিরা দুটো দপদপ করছে। গরম নিঃশ্বাস পড়ছে নাক দিয়ে। জ্বর হল নাকি। কনকনে অমন ঠাণ্ডায় বাইরে বেরোনোটা ঠিক হয়নি। সমস্ত শরীর যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। উঃ কি যন্ত্রণা। মেগ চোখ বুঝল।

সে একই ভাবে বিছানায় শুয়ে রইল। বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো। সন্ধ্যা নামলো। উঠে আলো জ্বালবে, এমন ক্ষমতাও তার নেই। সে বেহুঁশের মতো বিছানায় পড়ে রইল।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো মেগ, পারলোনা। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব তার শরীরে। সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

কে যেন তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তার চেহারা ধোঁয়ার মত। এ তো বারলো। সে কি যেন বললো। মেগও কিছু বলতে গেল। তার ঠোঁট নড়ল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। বারলোর শীতল একখানা হাত তার শরীরের ওপর এসে পড়ল। সে অবসাদে চোখ বুজল।

স্ট্রেচারে করে কে বা কারা যেন তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, মেগ জ্ঞান হারাল।

দু'দিন পর জ্ঞান ফিরল। সে শুয়ে আছে হাসপাতালের এক বিছানায়। নার্সকে জিজ্ঞেস করে জানলো, বারলো তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তিনি রোজ একবার করে এসে নিয়মিত খবর নিয়ে যান।

হাসপাতালে তার দশদিন কাটল। নানারকম ওষুধ, ইনজেকশন কত কি। বারলো রোজ নিয়মিত আসতেন। কোন কথা বলতেন না। বিছানার পাশের টুলটাতে বসে স্থির-অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তারপরে একসময় উঠে চলে যেতেন।

মেগ ভাবতো লোকটা যেন কেমন। আসলে যেচে দয়া দেখানো অনেকের স্বভাব থাকে, এরও বোধহয় তাই। তবে এটা ঠিক হাসপাতালে এনে সে মেগ-এর খুবই উপকার করেছে। এজন্য মেগ তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওটুকুই। তার পক্ষে ওকে ভালবাসা আদৌ সম্ভব নয়। একবার যে হৃদয়ের অর্ঘ্য সে গেলার-এর পদমূলে সমর্পণ করেছে, সে হৃদয়ে আর অন্য পুরুষের স্থান নেই। আচ্ছা গেলার এখন কোথায় আছে। কেমন আছে। যেখানেই সে থাকুক ভাল থাকুক। তাহলেই মেগ খুশি।

দশ দিনের দিন ঘুম ভেঙে উঠেই মেগ বুঝলো, তার রোগ মুক্তি হয়েছে, সে সুস্থ। খুশিতে উঠে বসলো সে বিছানার ওপর। সে সুস্থ সবল, আবার বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু বাড়ি—বাড়ি মানে তো সেই অন্ধকূপ, আলো বাতাসহীন দমবন্ধ পরিবেশ, না, না এর চেয়ে সারাজীবন রোগী হয়ে এখানে পড়ে থাকা অনেক ভালো। সে বিষণ্নমনে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

দিনের আলো নিভে এলো, সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় বারলো এলো। মেগ-এর আরোগ্যের খবর তিনি আগেই ডাক্তারের মুখে শুনে এসেছেন। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি, হাতে একগুচ্ছ জিনিয়া ফুল।

তিনি বিছানার পাশের টুলটাতে এসে বসলেন। মেগ-এর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিলেন।

মেগ মাথা নীচু করল, ফুলের একটা পাপড়ি দু-আঙ্গুলে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো আপনি যা করলেন আমার জন্য, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার ঋণ আমি...

হাত তুলে তাকে থামালেন বারলো। দাঁড়াও দাঁড়াও ওসব ঋণ টিনের কথা তুলছো কেন। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, দেখার কেউ নেই। এনে তুললাম হাসপাতালে। কৃতজ্ঞতা দেখাতে হলে ডাক্তারকে দেখাও কারণ আমি তোমাকে সারিয়ে তুলিনি, যা করেছেন ডাক্তার করেছেন। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন দেখো মেগ এই বিরাট পৃথিবীতে আমি একলা, তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, আমরা দু'জন নিঃসঙ্গ মানুষ এবার থেকে একসঙ্গেও তো থাকতে পারি, বিয়ে করে সংসার পাততে পারি। কথাটা একটু ভেবে দেখো।

মনের এই অবস্থায় বারলোর এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি মেগকে বড় বিচলিত করলো। একমুহূর্ত সে ভাবলো, তারপর মুখ তুলে বলল আমি রাজি, চলো আমাকে নিয়ে চলো।

ফেরার পথে সেদিন আরও অনেক কথাই মেগ ভাবলো যে মুহূর্তের বিবেচনায় সে রাজি হয়েছে ঠিকই, তবু একেবারে অন্যায় কিছু একটা করেনি। কারণ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য বিয়ে অতি আবশ্যক। বিয়ের পর যদি মতের মিল না হয় তাহলে দরজা তো খোলাই আছে। ভাবনা কিসের। বিবাহ-বিচ্ছেদ করাটা আজকালকার দিনে এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

বারলো মাত্র সাতদিনের বিজ্ঞপ্তিতে বিয়ের এক বিশেষ অনুমতি পত্র জোগাড় করল। বিয়ে হয়ে গেলো, আড়ম্বর বা অনুষ্ঠান কিছুই হল না। মেগ খানিকটা নিশ্চিন্ত হল, সুখী হল।

বারলোর বাড়িটা প্রথম ক'দিন খুবই ভালো লাগলো মেগ-এর। অমন সুন্দর বাগান, শহরের এক প্রান্তে নির্জন-নিরালা পরিবেশে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। সব মিলিয়ে তার বেশ ভালোই লাগল।

কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে যেতে খুব একটা দেরী হল না। তার স্বপ্নের প্রাসাদ যেন একটা দমকা বাতাস এসে ভেঙে দিয়ে গেলো। বিয়ের পঞ্চম রাতেই ঘটনাটা ঘটলো। মেগ বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো।

পঞ্চম রাতটি তাদের প্রথম মিলনের রাত। স্বপ্ন...না, স্বপ্ন তেমন কিছু নেই। মিলনের সব রকম আনন্দের সঙ্গেই মেগ পরিচিত। তাও বারলোকে নিবিড় করে জানার, পাবার কৌতূহল তো একটা আছেই।

মেগ সেকথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠে। উঃ সে কি বীভৎস, কি ভয়াল-ভয়ঙ্কর। বারলো যেন একটা পশু, একটা দানব,....

মিলনের প্রথম রাত সেই পশুর হাতে সঁপে দিয়েই কাটলো। প্রথম দিকে যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে রইল মেগ। তারপর একসময় বারলোর অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে তার কবল থেকে কোনোক্রমে নিজেকে মুক্ত করে পাশের ঘরে গেল। ভয়ে সে সারা রাত ঘুমাতে পারলো না।

শুরুতেই শেষ, সেই থেকেই এই ব্যবস্থা, দু'জনের ঘর আলাদা, আলাদা। কেউ কারোর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেউ কারোর দিকে চোখ তুলে তাকায় না অবধি। দু-একটা কথাবার্তা বলার দরকার হলে আকারে ইঙ্গিতেই সারে।

কয়েকমাস এমনভাবেই কেটে গেলো। মেগ মনে মনে অধৈর্য্য হয়ে উঠল। একলা বাড়িতে বন্দী না থেকে মাঝে মাঝে বেরোতে শুরু করল।

এমনই একদিন সে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে ব্রেন্ট-এ গেছে। কেনাকাটা শেষে দোকান থেকে বেরিয়ে সে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে এসে দাঁড়াল গেলার হেগান।

গেলারকে দেখেই মেগ-এর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। একরাশ কান্না এসে গলার কাছে দলা পাকিয়ে রইল। মেগ-এর চোখ ফেটে জল এল। সে চোখ তুলে তাকাল।

এই তো পুরুষ। অটুট স্বাস্থ্য। দেহের আনাচে-কানাচে যৌবন টগবগ করে ফুটছে। এই গেলার-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে কত না শান্তি পেয়েছে মেগ। গেলার তার প্রেমের

পুরুষ।

একঘণ্টা পরে। দু'জনে গেলার-এর খাটে পাশাপাশি শুয়ে আছে। গেলার তাকে এক হাতে জড়িয়ে আছে। সে গেলার-এর প্রশস্ত বুকে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পরম শান্তিতে চোখ বুজে রয়েছে।

মেগ জেলে যাবার অভিজ্ঞতা থেকে বারলোর সঙ্গে প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা সব কথাই গেলারকে বলেছে। কিছু গোপন করেনি, একটুও বাড়িয়ে বলেনি। এখন সে আর বারলো কিভাবে থাকে তাও বলেছে।

সেদিন আরো অনেকক্ষণ পর আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে মেগ বিদায় নিল।

সেই শুরু। দু'জনে আবার ঘনিষ্ঠ হলো। মনের কাছাকাছি এলো। মেগ গেলারকে পেয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়। প্রায় রোজ দু'জনের দেখা হতে লাগলো।

একদিন দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। মেগ আরামে—আয়েসে চোখ বুজে শুয়ে আছে। এমন সময় গেলারই কথাটা তুললো।

বারলোর জীবনের বিনিময়ে এক বীমা কোম্পানির সেলসম্যানকে দাবার ঘুঁটির মতো চালিয়ে কিভাবে অনেক টাকা রোজগার করা যেতে পারে, সে কথা সে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলো। মেগ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলো। বারলোর প্রতি এখন তার দয়া মায়া চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। সুতরাং, রাজি হতে অসুবিধে কি? সে রাজি হল।

হুইস্কিটা এখনও জলন্ত আগুনের মতো শরীরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতের ওপর থুতনি রেখে মেগ ভাবলো, একটা কিছু এখন অবশ্যই করা দরকার। আবার যদি গেলারকে হারাই তাহলে আমি বাঁচবো না। গেলার ছাড়া আমার জীবনের কোনো মানেই হয়না। অমন উদ্দাম প্রেম, না না একটা কিছু ফন্দী বের করতেই হবে। আমি গেলার-এর জন্য সব করতে পারি। হ্যাঁ দরকার হলে মরতেও পারি।

বারলো ঝোপের আড়ালে আড়ালে হেঁটে এগোলেন। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ জরীপ করতে করতে এগোচ্ছেন। হঠাৎ তার চোখ উজ্জ্বল হল। তিনি চমকে দাঁড়ালেন ঐ তো গাছের নীচে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় কোনো গাড়ি বা জন—মানসের চিহ্নমাত্র নেই।

রাত সোয়া দশটা। ভিড়টা এখনো তেমন জমেনি। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ির পর গাড়ি আসতে শুরু করবে। প্রতিটা ঝোপের আড়ালে থাকবে একটা করে গাড়ি। আর একজোড়া তরুণ তরুণী। আর তারা চমকে উঠবে উল্লাসে। আমি তাদের উল্লাসের বারোটা বাজাবো।

গাড়িটা থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে। বারলো চারপাশে আর একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেরালেন। নিঃশব্দে স্নানের টুপি মাথায় পরলেন, গালে রবারের গোলক দুটো চালান করে দিলেন, তারপর রিভলভারের ট্রিগারে হাত রেখে নিঃশব্দে এগোলেন। কাঁকড়ার মতো সতর্ক অথচ ভয়াল ভঙ্গিতে।

হাপরের মতো বুকটা উঠানামা করছে। বারলো পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন। আজ একটা ফয়সালা অর্থাৎ হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

।। ছয় ।।

শোবার ঘরের দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো বারলো। ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত সাড়ে ন'টা। রবিবার। মেগ নীচের তলায় বসে টেলিভিশন দেখছে। এতক্ষণ ছিলেন নীচে। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে চলে এসেছেন। মেগ নিস্পৃহভাবে একবার ঘাড় তুলে তাকিয়ে আবার টেলিভিশনের দিকে মন দিয়েছে।

যাক ভালোই হল। টেলিভিশন দেখুক না দেখুক ভারি বয়ে গেলো। আসলে ও নীচের তলায় রয়েছে এটাই শান্তি। এখন বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যাবে।

বারলো দেয়াল আলমারী খুললেন। স্নানের সাদা টুপি, রবারের দুটো গোলক, এবং রিভলভারটি নিয়ে পকেটে পুরলেন। ঠোঁটের কোণে তার ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। আলমারির ডালা বন্ধ করে

তিনি চাবি আটকালেন।

বারলো চোরের মতো চুপিচুপি ঘরের বাইরে এলেন। দরজার গায়ে তালা আটকালেন। তারপর নিঃশব্দে মৃদু পদ-সঞ্চারে ধাপে ধাপে চোরের মত চুপিচুপি ঘরের বাইরে এলেন নিঃশব্দে মৃদু পদ-সঞ্চারে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন। বসবার ঘরের দরজায় কান পাতলেন। সেই পপ্ গায়কটা এখনও সরু গলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে চলেছে। তিনি ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির বাইরে এলেন।

বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। বারলো গাড়ি নিলেন না। গাড়ির শব্দ শুনলে মেগ হয়তো বুঝতে পারবে। বরং এই ভালো, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় হেঁটে গ্রিন হিলে পৌঁছতে তার কতটুকু সময়ই বা লাগবে। আজ আর জেসনস্ গ্লেন নয়, আজ গ্রিন হিল...পাহাড়ের আড়ালে ছোট্ট এক ফালি উপত্যকা। তরুণ-তরুণীদের আর এক রমণীয় লীলাক্ষেত্র, আঃ দারুণ হবে।

বারলো অন্ধকারে গা মিশিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট একনাগাড়ে হেঁটে পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলো। তারপর সামনের চড়াইটা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঘন গাছপালা ঝোপঝাড় ঘেরা সুন্দর উপত্যকাটিতে।

আজ সোমবার। অ্যানসন সকাল থেকেই প্রু টাউনে যাবার তোড় জোড় করছে। দুপুর নাগাদ ফোন এলো।

অ্যানা ফোন তুলল, কাকে চাই? হ্যাঁ উনি এখানেই আছেন ওনাকে দিচ্ছি। অ্যানসনের দিকে তাকালো অ্যানা, আপনার ফোন, মিসেস টমসন না কি যেন একটা নাম বললেন।

অ্যানসন এগিয়ে এসে রিসিভার তুললো বলুন।

জন আমি মেগ বলছি।

অ্যানসন চমকে উঠল, মেগ! ভয়ার্ত চোখে অ্যানার দিকে তাকাল, অ্যানা মাথা নীচু করে মেশিনে কাগজ পরাচ্ছে। দেখো কাণ্ড। সেদিন বারণ করা সত্বেও আফিসেই আবার ফোন। রিসিভারটা শক্ত হাতে চেপে ধরলো অ্যানসন কানের সঙ্গে, হ্যাঁ বলুন বুঝেছি, আপনার জন্য কি করতে পারি মিসেস টমসন।

আজ রাতে অতি অবশ্য একবার বাড়িতে এসো ভীষণ দরকার।

আচ্ছা যাবো খন, আচ্ছা ছাড়ছি—ধন্যবাদ, অ্যানসন ফোন নামিয়ে রাখলেন।

টেবিলে ফিরে কাগজপত্র গুছিয়ে তৈরী হল সে। অ্যানাকে বলল যে রাতে ফেরা আর সম্ভব হবে না। সে পরদিন সকালে ফিরবে।

অ্যানসন অ্যাটাচিটা নিয়ে অফিস থেকে বেরোল। গাড়িতে বসে ইঞ্জিন চালু করলো। গাড়ি ছুটে চললো চওড়া রাস্তা ধরে।

মার্লবোরো হোটেলে লাঞ্চ খেতে ঢোকার আগে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ কেনার জন্য রাস্তার পাশের এক দোকানের সামনে অ্যানসন গাড়ি থামাল। কেনাকাটা হয়ে গেলে দাম মেটানোর সময় কে যেন পেছন থেকে তার নাম ধরে ডাকল।

অ্যানসন ফিরে তাকাল। ললির সঙ্গে চোখাচুখি হল। তার চোয়াল শক্ত হল। মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হল।

এই সেই ললি। আমি একদিন এর প্রেমেই হাবুডুবু খেতাম। ওঃ দিনের আলোয় কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে।

ওঃ অসহ্য। কাউন্টারে দাম মিটিয়ে জিনিষের ছোট প্যাকেট সে পকেটে পুরলো। তারপর পেছন ফিরে বলল ললি কি খবর কেমন আছো?

ভালো, তুমি কেমন?

ঐ একরকম। আচ্ছা চলি, আমার একটু তাড়া আছে বলে অ্যানসন পা বাড়ালো।

বাড়িতে থাকবে তো? আজ রাতে যাবো নাকি?

না আজ থাকছি না। ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমাকে ফোন করব। চলি।

ললি এগিয়ে এসে অ্যানসনের হাত চেপে ধরলো, তোমার কি হয়েছে জন। আমাকে দেখলেই

এড়িয়ে যাও কি ব্যাপার? অথচ আগে সপ্তাহে একবার আমাকে না পেলে..

হ্যাঁ পাগল হয়ে যেতাম এই তো? অ্যানসন হাত ছাড়িয়ে বলল, আজকাল কাজের চাপ বড্ড ললি। তাই দেখা সাক্ষাৎ করার আর সময় হয় না।

সে আর দাঁড়ালো না। ললির ছোঁয়া বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল। তারপর ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি ছাড়লো।

মার্লবোরো হোটেলের সামনে গাড়ি...

সে সোজা গিয়ে ঢুকলো রেস্তোরাঁয়। হ্যারী ডেভিস তাকে দেখে হাত তুললো। সে এগিয়ে গিয়ে হ্যারীর টেবিলে ওয়েটারকে খাবারের অর্ডার দিলো।

ছোটখাটো চেহারার মধ্যবয়সী এই হ্যারী ডেভিস বেশ আমুদে প্রকৃতির লোক। কোন এক তেল কোম্পানীর সে সেলস্ম্যান। পথেঘাটে তার সঙ্গে অ্যানসনের প্রায়ই দেখা হয়ে যায়। দেখা হলেই এটা-ওটা নিয়ে বেশ জমজমাট গল্প ফেঁদে বসে। সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায় কেউ বুঝতেও পারে না।

হ্যারী আজও যথারীতি গল্প করতে থাকলো। উত্তরে অ্যানসন শুধু হুঁ হুঁ করলো। তার এখন গল্পে মন নেই। মেগ-এর ফোনের কথাগুলো এখনও তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যারীর সঙ্গে আজ দেখা না হলেই মনে হয় ভাল হত।

খাবার এল। অ্যানসন মাথা নীচু করে খেতে লাগল। মুরগীর মাংসের একটা বড় টুকরো মুখে পুরে বলল দিনকাল বড় খারাপ হে অ্যানসন। এতদিন-এ শহরটা নিঝঞ্ঝাট ছিল এখন দেখছি এখানেও নিশ্চিন্তে থাকা যাবে না।

অ্যানসন মুখ তুলে বললো কেন কি হলো?

কি হলো মানে? কি হলোনা তাই বল। দশ দিনের মধ্যে দু-দুটো খুন। পুলিস বিভাগের একটা বড়রকম রদবদল হওয়া দরকার। দিনের পর দিন খুন খারাপী বেড়ে যাবে অথচ পুলিস নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে, এটা তো আর বরদাস্ত করা যায় না।

কে আবার খুন হল?

দেখো কাণ্ড! তুমি কি কাগজ-টাগজ পড়াও আজকাল ছেড়ে দিলে নাকি? আজ সকালের কাগজ পড়নি?

না।

তাহলে আর কোথা থেকে জানবে। কাল রাতে গ্লিন হিলে এক ছোকরা গুলি খেয়ে মরেছে। বান্ধবীকে নিয়ে সে বেড়াতে গিয়েছিল সেখানে। গাড়িতেই বসেছিল। এমন সময় গাড়ির খোলা দরজা পথে হঠাৎ করে আততায়ী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি করে ছেলেটিকে মেরে ফেলে। তারপর মেয়েটাকে টেনে নামিয়ে ধর্ষণ করে। ওঃ মেয়েটাকে যা অত্যাচার করেছে না, বেচারীকে হাসপাতালে দিতে হয়েছে। ছেলেটাকে আমি চিনতাম জানো।

ওদের তিন বছরের প্রেম, আর ক'দিন বাদেই ওরা বিয়ে করতো। পুলিস যথারীতি একটা সূত্রও আবিস্কার করতে পারেনি। আততায়ীর চেহারার একটা বর্ণনা অবশ্য তারা মেয়েটির কাছ থেকে পেয়েছে। আমার মনে হয় পেট্রোল পাম্পের সেই খুন এবং এই খুন এ দুটো একই লোকের কাজ। পুলিসের বড়কর্তা জেনসন তো একেবারে আদা জল খেয়ে লেগেছেন এ দুটো রহস্যের কিনারা করার জন্য।

অ্যানসন আড়চোখে হ্যারীর দিকে তাকিয়ে বলল পেট্রল পাম্পের সেই খুনেটার তো কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি এখনো তাই না?

হ্যারী বলল না এখনও কিছু করা যায়নি। কেউ কেউ বলছে দু'জন খুনী আলাদা লোক। আবার কেউ কেউ বলছে ওরা একই লোক। আমি নিজেও বড় ভাবনায় পড়েছি ভাই। ব্যাপারটা কি জানো, হ্যারী শূন্য চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকাল, আসল ব্যাপার হল আমারও বাড়িতে উঠতি বয়েসের মেয়ে, কপালে তার কি আছে ভগবান জানেন। এই বিকৃত কাম পুরুষ গুলোর এক অদ্ভুত মনস্তত্ব। একজনকে ধর্ষণ করে এদের চাহিদা মেটে না। এদের দরকার হয় নিত্য নিত্য নতুন খোরাক।

হুঁ, তা তো ঠিকই বলে অ্যানসন উঠে দাঁড়াল তারপর বিল মিটিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো। হ্যারীর দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে, বাড়িতে তার উঠতি বয়েসের মেয়ে কিন্তু অ্যানসনের ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই, তার মনে এখন অন্য চিন্তা, এক মাত্র চিন্তা মেগের সেই টেলিফোন বার্তা 'আজ রাতে অবশ্য একবার এসো, ভীষণ দরকার'। তা সেই ভীষণ দরকারটা কি?

ওঃ আমায় কি ভীষণ ভাবনায় না ফেলেছিলে মেগ দরজা খুলতে অ্যানসন বলল, আমি তো ভেবে ভেবে অস্থির। তা সেই ভীষণ দরকারটা কি?

বলছি, আগে ভেতরে এসো।

দু'জনে বসবার ঘরে এলো। সোফায় বসলো পাশাপাশি।

এবার বলো কি সংবাদ?

জন, মেগ অসহিষ্ণু চোখে অ্যানসনের দিকে তাকাল, আমাদের এতো ভাবনা চিন্তা পরিশ্রম সব বোধহয় নিরর্থক হতে চললো। আমরা শিগগিরই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

সেকি চলে যাবে কেন?

যেতে হবে তাই যাবো। কাল রাতেই ফিল আমাকে কথাটা বললো। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে ফ্লোরিডায় গিয়ে উঠবো।

অ্যানসন অধৈর্য হয়ে বললো ফ্লোরিডা, তুমি একি বলছো মেগ?

যা সত্যি তাই বলছি। মেগ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো হাডসন না কে যেন একজন তার নাকি ফ্লোরিডায় বিরাট ফুলের বাগান পরশু না কবে সে ফ্রামলের দোকানে এসেছিল। সেখানেই তার ফিল-এর সঙ্গে আলাপ। ফিলকে পার্টনার করে বিরাট এক ব্যবসা ফাঁদতে সে নাকি খুব ইচ্ছুক। ফিলের টাকা পয়সা কিছুই লাগবেনা। ওতো উত্তেজনায় একেবারে ছটপট করতে শুরু করেছে। এমন সুযোগ নাকি লাখে একটা মেলে না। ব্যবসায় ব্যবসা হবে, অথচ ঝুঁকি কিছু নেই। তাই আমরা চলে যাবো।

কবে?

এ মাসের শেষাশেষি। ফ্রামলের দোকানেও ইতিমধ্যেই চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ আর একটা কথা আমাকে ফিল বলছিল যে ইনসিওরটা নাকি ও বাতিল করে দেবে। যখন ব্যবসার জন্য আর টাকাই লাগছে না তখন অনর্থক আর বোঝা টেনে লাভ কি?

ওর সঙ্গে তুমিও যাবে তাই না?

মেগ ম্লান হেসে বললো, যাবো নাতো কি করবো, তোমাকে পেয়ে আমার সব চিন্তা ঘুচে গিয়েছিলো জন, কিন্তু না, দেখছি আমার কপালটাই খারাপ, যাহা চাই তা ভুল করে চাই।

অ্যানসন দু-হাতে তাকে বুকে টেনে নিলো। তপ্ত চুম্বন এঁকে দিলো তার ভেজা দুই চোখের পাতায়। না না মেগ তাকে ছেড়ে ফ্লোরিডায় চলে যাবে এ অসম্ভব, ভাবাই যায় না। যে কোন উপায়ে তাকে রাখতেই হবে। তাছাড়া তারা চলে যাবার সাথে সাথে পঞ্চাশ হাজার ডলারের আশাও নিশ্চিহ্ন হবে। না ওদের যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। যে কোনও মূল্যে।

মেগ ধীরে ধীরে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির ভাবে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো ঘরের এদিক থেকে ওদিক। তার চোখের দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য, মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মেগ, তাহলেই দেখো বিনা কারণে আমি তোমাকে ফোন করিনি।

কি করবো কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। আচ্ছা জন এখানে থাকতে থাকতেই ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। দেখো না। একটু ভেবে চিন্তে এ মাসের শেষাশেষি যদি কিছু একটা করা যায়।

দাঁড়াও দাঁড়াও। আমাকে ভাবতে দাও। আচ্ছা-এ মাস শেষ হতে এখনও কতদিন বাকি আছে?

আঠারো দিন।

অ্যানসন ঘাড় নাড়লো তাহলে অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। মাত্র এই ক'টা দিনে কিছু করার উপায় নেই। ম্যাডক্স।

সবসময় শুধু ম্যাডক্স ম্যাডক্স! আচ্ছা ম্যাডক্স ছাড়া তোমার কি আর কোন কথা নেই।

মেগ উপায় নেই কারণ যা কিছু করি না কেন, ম্যাডক্স সব কিছুর মধ্যেই থাকছে।

কিন্তু, কিন্তু এ ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই জন। এ মাসের মধ্যে যদি কিছু করতে পারা যায় তাহলে ভালো না হলে তো আশা আমাদের ছাড়তে হবে। তুমি বিশ্বাস করো জন, পঞ্চাশ হাজাব ডলারের জন্য যে কোনও ঝুঁকি নিতে আমি তৈরী।

কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে কি হবে? কোথায় পাঁচ মাস আর কোথায় আঠারো দিন, না না-এ একেবারেই অসম্ভব। আমি তো কোন কিনারাই পাচ্ছি না।

মেগ বুক ভরে শ্বাস নিলো। যাক এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল,চলে যাবার গল্পটা সত্যি সত্যিই অ্যানসন বিশ্বাস করেছে। ওঃ এতদিন ধরে তাকে কম ভাবতে হয়েছে। ভেবে ভেবে তবে না এরকম একটা গল্প খাড়া করা গেছে। মেগ গেলারকে বেঁধে রাখার জন্য সবকিছু করতে পারে। গেলার তার জীবন, তার স্বপ্ন, আশা, ভবিষ্যত।

মেগ ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে ধীরে সুস্থে ভাবতে হবে। আজ রাতটা যদি এখানে থাকি তাহলে তোমারকি কোনও অসুবিধে হবে?

না না অসুবিধে আর কি? তুমি থাকবে এতে আর বলার কি আছে। মেগ বিলোল কটাক্ষে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বলল, এগিয়ে এসে দু'হাতে অ্যানসনের গলা জড়িয়ে ধরল। অ্যানসনের হাত তার শরীরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘৃণায় বিরক্তিতে মেগ বারবার শিউরে শিউরে উঠল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। খোলা জানলা দিয়ে ঘরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো। মেগ নিঃসাড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল।। তিনটে বাজে। অ্যানসন-এর চোখে ঘুম নেই। একের পর এক চিন্তা তার মনে এসে ভিড় করছে।

হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা খেলে গেলো। তাইতো হ্যারী ডেভিস যে কি বলেছিল, হ্যাঁ মনে পড়েছে হ্যারী বলেছিল ব্যাপারটা কি আমার বাড়িতেও উঠতি বয়েসের মেয়ে আছে। তার কপালে কি আছে ভগবান জানেন। এই বিকৃত কাম মানুষগুলোর এক অদ্ভুত মনস্তত্ব, একজনকে ধর্ষণ করে এদের আশা মেটে না। এদের দরকার এখন আরো খোরাক নিত্য নতুন নতুন মেয়ে।

তা এ মতলবটা তো খারাপ না।

অ্যানসন ধড়মড় করে উঠে বসল, মেগকে ঠেলা দিলো, এই মেগ ওঠো ওঠো।

মেগ চোখ মেলে আড়মোড়া ভেঙে অ্যানসন-এর দিকে তাকাল। ওঠো ওঠো, হয়ে গেছে সব ঠিক হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি ওঠো।

মেগ উঠে বসল, বলল কি, কি হয়ে গেছে। অ্যানসন-এর চোখে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

কালকের খবরের কাগজটা কোথায়?

আছে নীচের তলায়, কেন, কি দরকার?

সেটা ঝটপট নিয়ে এসো, আর একটু কড়া করে কফি করো। হয়ে গেছে আর চিন্তার কোন কারণ নেই।

মেগ-এর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। সে উঠে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দরজার দিকে এগোল।

তাড়াতাড়ি যাও। অতো ভেবে চিন্তে হাঁটার সময় এটা না। যাও পরে অনেক ভাবনা চিন্তার সময় পাবে, অ্যানসন বিছানায় উঠে বসল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগল।

মেগ কয়েক মিনিট পরে এলো। তার হাতে কফির ট্রে। ট্রে-র ওপরে খবরের কাগজখানা ভাঁজ করা। ছোঁ মেরে অ্যানসন কাগজটা তুলে নিল। চোখের সামনে মেলে ধরে জোরে জোরে প্রথম পৃষ্ঠার বিশেষ খবরটা পড়তে লাগল।

কাপে পট থেকে কফি ঢালতে ঢালতে মেগ চোখ তুলে বলল কি ব্যাপার কি পড়ছো?

অ্যানসন হাত তুলে তাকে কথা বলতে বারণ করল। তারপর আগাগোড়া সংবাদটি পড়ে কাগজ ভাঁজ করে রেখে সে মুখ তুললো। ব্যস আর কোনো চিন্তা নেই। সব ঝামেলা চুকে গেল। এই দেখো। কাগজটা সে মেগ-এর দিকে বাড়িয়ে দিলো। মেগ হাতে নিয়ে কাগজ মেলে ধরলো তার চোখের সামনে। বললো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কি আশ্চর্য্য বুঝতে না পারার কি আছে। অ্যানসন কফির কাপ তুলে নিল। ওই যে, সেই বিকৃতকাম আততায়ী কর্তৃক যুবক নিহত, যুবতী ধর্ষিত, ওইটা আগাগোড়া পড়।

সংবাদটা মেগ আগাগোড়া পড়লো। শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রেখে অ্যানসন একটা সিগারেট ধরালো। মুখে ফুটে উঠলো আত্মপ্রসাদের হাসি।

মেগ পড়া শেষ করে চোখ তুলতে অ্যানসন বলল, একে বলে মাথা, বুঝলে?

ভেবে ভেবে কেমন একখানা বের করেছি। বিকৃতকাম ধর্ষণকারী পুরুষ, সহজে ওদের আশ মেটেনা। দিনের পর দিন লোভ ওদের বেড়েই চলে। এই আততায়ীটিই হবে আমাদের দাবার বোড়ে। বারলোকে খুন করে সে তোমাকে ধর্ষণ করবে। ম্যাডক্স তো কোন ছার। স্বয়ং ভগবান এলেও এবার আর অবিশ্বাস করতে পারবে না।

আমাকে ধর্ষণ করবে, আমি তো ছাই কিছু বুঝতেই পারছি না। প্লিজ জন, একটু ভেঙে বলো।

ভেঙে বলার আর আছেটা কি। সবই তো খবরে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে। অ্যানসন সিগারটে এক দীর্ঘ টান দিলো একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো, পুলিস গুলো সব তরুণ-তরুণীদের এখন থেকে সাবধানে থাকতে বলেছে। তাদের ধারণা এই যৌন বিকারগ্রস্ত আততায়ী হয়তো আবার কাউকে আক্রমণ করতে পারে। এর মানে হল এই, পুলিস আর একটা আক্রমণের আশায় আছে। আমাদের পক্ষেও এটুকুই যথেষ্ট। উত্তেজনায় বিছানার উপর পা মুড়ে বসলো অ্যানসন, মেয়েটা পুলিসেব কাছে আততায়ীর যে বর্ণনা দিয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারি আততায়ী বেঁটে, মুখ চ্যাপ্টা, চোখের দৃষ্টি ক্রুর। পরনে ছিল তার কালো ওভারকোট কান অবধি নামানো কালো টুপি। মেয়েটির সঙ্গে হাতাহাতি করতে গিয়ে মাথার টুপি খসে পড়ে এবং তার মাথাজোড়া টাক প্রকাশ হয়ে পড়ে। একেবারে ছবির মতো বর্ণনা। তোমাকে-এর প্রতিটা শব্দ হুবহু মুখস্থ করে ফেলতে হবে। এই লোকই তোমার স্বামীকে গুলি করবে এবং তোমাকে ধর্ষণ করবে। পুলিস যখন আততায়ীর চেহারা জানতে চাইবে তুমি তাদের হুবহু এই বর্ণনা দিয়ে দেবে। ব্যস ঝামেলা চুকে গেল। পুলিসের মনে আর সন্দেহের চিহ্নমাত্র থাকবে না। আমরা বিনা ঝামেলায় পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক হয়ে যাবো।

মেগ অবাক চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার মুখে কথা বেরোল না।

অ্যানসন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সেদিন তুমি না বলেছিলে, এ মাসের শেষাশেষি তোমাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী। তারিখটা কতো? কি বার?

আর তিনদিন পর শুক্রবার। মেগ বিমুখের মতো বললো কেন এটা জেনে কি হবে?

অ্যানসন বিড়বিড় করে বলল মোটে চারদিন। চারদিন মাত্র সময়, ঠিক আছে ওতেই হবে।

ওইদিন তোমাকে নিয়ে বাইরে ডিনার খেতে যেতে তুমি বারলোকে বাধ্য করবে। ডিনারের পর বায়না ধরবে। দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য কোন নির্জন স্থানে তোমাকে নিয়ে যেতে। হ্যাঁ ঠিক! গ্লিন হিল নয় তুমি ওকে জেসনস্ গ্লেনে যাবার কথা বলবে। আমি ওখানে থাকবো। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো।

তাবপর, মেগ জানতে চাইল। যেন বহুদূর থেকে তার গলার স্বর ভেসে এলো।

তারপর আর কি। অ্যানসন আঙুল দিয়ে খবরের কাগজ দেখালো এই ঘটনাই ঘটবে।

তার মানে ফিলকে তুমিই গুলি করবে?

আলবাত। আমি ছাড়া আর কে করবে, শুধু তাই নয় গুলি করার পর তোমাকে আমি আক্রমণ করবো, ধর্ষণ করবো। মেগ দ্যাখো, সত্যি কথা বলতে পঞ্চাশ হাজার ডলার—তা অমনি অমনি আকাশ থেকে টুপ করে তোমার কোলের ওপর পড়বে না। এরজন্য তোমাকে কসরত করতে হবে। তোমার অবস্থা এমন হওয়া দরকার, যাতে পুলিশ বা ম্যাডক্স কারুর মনেই তিলমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হয়। তাদের যেন বুঝতে অসুবিধা না হয় যে সেই বিকৃতকাম কোন বিকারগ্রস্ত আততায়ীই

তোমাকে আক্রমণ করেছে। তারপর আততায়ীর চেহারা সম্পর্কে তোমার নিখুঁত বর্ণনা, ব্যস, কেল্লাফতে সুড়সুড় করে পঞ্চাশ হাজার ডলার গড়িয়ে আসবে।

কিন্তু আমি বলছিলাম—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তুর স্থান নেই মেগ। অ্যানসন ঘাড় নাড়লো, ফ্লোরিডায় চলে যাবার আগে একমাত্র এভাবেই আমাদের কাজ হাসিল করা সম্ভব। এছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। অন্ততঃ ম্যাডক্সকে এই একটা মাত্র উপায়েই বোকা বানানো যেতে পারে। অন্য যেভাবেই করিনা কেন, তাকে ফাঁকি দেওয়া যাবেনা। আমাদের এই পরিকল্পনার একটা চালাকি আছে। পুলিস যা আশা করে আমরা তেমনই করছি নতুন কিছু না।

মেগ অধৈর্য হয়ে,.বলল জন তোমার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু অন্য কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ধরো যদি সেদিন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির মধ্যে ফিল মোটেই জেসনস্ গ্লেনে যেতে রাজি হবে না।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলোনি। তবে আমরা আশা করবো, বৃষ্টি হবে না। হলে তখন আর উপায় নেই। এখানে এই বাড়িতেই তখন যা করার করতে হবে।

তখন তোমাকে অন্য গল্প করতে হবে। বলবে, কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো। তোমার স্বামী দেখতে গেল, তুমি ওপর থেকে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেলে। তারপর সেই উন্মাদ তোমার ঘরে এসে ঢুকলো, তোমাকে আক্রমণ করলো, এই হবে তখনকার গল্প। অবশ্য জেসনস্ গ্লেনে হলেই সুবিধে হয়, এখানে হলে একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে।

আর একটা কথা ধরো সেই লোক শুক্রবার রাতের আগেই ধরা পড়লো। এদিকে আমরা কিছু জানতেও পারলাম না। সেরকম অবস্থায় পুলিসের কাছে কাগজের মতো বর্ণনা দিতে গিয়ে তো বোকা বনতে হবে।

ঠিক, এটা মাথায় আসেনি। বেশ ভালকথা মনে করিয়ে দিয়েছো। এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমাকে আরো ভাবতে হবে। মোটামুটি খসড়া পরিকল্পনা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম। যেটুকু পাল্টাবো, তোমাকে পরে জানাবো। আচ্ছা বেশ তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর পুলিসের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতাও তোমার থাকবে না। এর মধ্যে আমি খোঁজখবর নিয়ে জানবো সেই লোক ধরা পড়েছে কিনা। যদি ধরা পড়ে, আমি তোমাকে লাল ফুলের গুচ্ছ পাঠাবো। যদি ধরা না পড়ে থাকে, তবে পাঠাবো গোলাপের তোড়া।

যদি লাল ফুল পাঠাও, অর্থাৎ সে যদি ধরা পড়ে, তাহলে কি বলবো?

কি আর বলবে, যে কোন একটা লোকের বর্ণনা দিয়ে দেবে। এরকম তো প্রায়ই দেখা যায় একজন দুর্বৃত্ত একটা কাজ করার পর অন্য দুর্বৃত্তিরাও সেই কাজ করতে উৎসাহিত হয়। সুতরাং অন্য লোকের বর্ণনা দিলে পুলিসের মনে করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ ধরা না পড়লে ভালো। তাহলে সব একেবারে নিঝঞ্ঝাট হয়ে যায়।

মেগ অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। অ্যানসন বলল কি ভাবছো তুমি?

না তেমন কিছু নয়। মেগ অ্যানসনের চোখে চোখ রাখলো। ঐ যে তুমি বললে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর আমার কথা বলার মতো শক্তি থাকবে না। ওকথা কেন বললে?

বাঃ সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ, আরে বাবা এতক্ষণ ধরে তাহলে কি বললাম। কাগজেই বা কি পড়লে তুমি। বদমাইশটা মেয়েটাকে তাড়া করতে করতে অনেক দূর নিয়ে গেছে, তাকে পিটিয়ে প্রায় আধমরা করেছে, তারপর তাকে ধর্ষণ করেছে।

মেয়েটির অবস্থা এখন সাংঘাতিক, এসব তো কাগজেরই খবর। তোমারও তো এরকমই হবে। অভিনয় বা ভান করার আর দরকার হবে না। আর তাছাড়া অভিনয় করলেই তো আর পার পাওয়া যাবে না, ম্যাডক্স তো ডাক্তারের রিপোর্ট দেখতে চাইবে। যখন দেখবে, সত্যিই তুমি ধর্ষিত হয়েছ তখনই সে স্থির নিশ্চিত হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো আগাগোড়া ব্যাপারটা তোমারই হাতে। তুমি যদি রাজি হও সবকিছু সামলাতে পারবে বলে ভরসা দাও তবেই হবে। তা না হলে সব মাটি।

মেগ উঠে জানলার কাছে গেল। মাঠের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনের গোপনে একটা ভয়, একটা আতঙ্ক এসে তিলে তিলে দানা বাঁধতে লাগলো। দূর থেকে যেন ভেসে এলো গেলার-

এর কণ্ঠস্বর...

এ মাসের মধ্যেই আমার টাকা চাই। তোমার কাজ হবে, অ্যানসনকে এর মধ্যেই যা কিছু করার করতে বাধ্য করা। যদি তা করতে পার তাহলে তোমার আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে। নাহলে ব্যস্, পায়ে মাথা খুঁড়ে মরলেও আমাকে আর তুমি পাবে না।

তার চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। গেলার জেরী প্রিয়তমা আমার, তোমাকে আমি হারাতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না। তোমার জন্য আমি যে কোন দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নেবো। তুমি আমার, আমারই।

হাতের পিঠে চোখের জল মুছে ঘুরে দাঁড়াল মেগ। ম্লান হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে, ঠিক আছে জন, ঠিক আছে, তোমার জন্য আমি সব করবো। সব...

বুক থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেলো অ্যানসন-এর। সে আরামে বালিশে মাথা রাখলো। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললো পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আমি এখানে আসবো। খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়ে সেদিন বিশদ আলোচনা হবে, তাহলে তুমি কথা দিচ্ছ। তোমার স্বামীকে নিয়ে তুমি শুক্রবার বেরোচ্ছো, জেসনস্ গ্লেনে যাচ্ছো।

হ্যাঁ যাবো, ওকে রাজি করানোর ভার আমার।

অ্যানসন নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিলো, তাহলে এসো দেবী আমার, পঞ্চাশ হাজারী দেবী, আমার হৃদয়ে এসো অধিষ্ঠিতা হও।

মেগ অনিচ্ছা সত্বেও এগোলো। অ্যানসনের আলিঙ্গনে ধরা দিলো।

অ্যানসনকে লিফট্ থেকে বেরোতে দেখে জাড্ জোন্স উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে অভিবাদন করলো। জোন্স অ্যানসনের অফিস বাড়ির নৈশ প্রহরী। গাট্টাগোট্টা শক্ত সবল চেহারার পুরুষ।

জাড্ মাথা তুলে বললো গুড ইভনিং মিঃ অ্যানসন। আপনার কি আজ বেশি রাত হবে কাজ সারতে?

কাজের চাপ ক'দিন হল বেড়েছে। দেরী হতে পারে। চট করে যা হোক দুটো খেয়ে আসি। ফিরে এসে আবার কাগজপত্র নিয়ে বসবো। বড়জোর এগারোটা অবধি থাকবো। আলো জ্বলতে দেখে তুমি আবার ভেবো না যে আমার ঘরে চোরটোর ঢুকে পড়েছে।

না, না, মিঃ অ্যানসন কি যে বলেন, তা কেন ভাবতে যাবো। জোন্স-এর মুখে বিগলিত হাসি ফুটে উঠল। আপনি বললেন ব্যস, আপনাকে আর বিরক্ত করতে যাবো না।

জোন্সকে অ্যানসনের হাতে রাখতে হয়েছে। সে এখন না হয় নিপাট ভালোমানুষ, আগে কোনো কোনো দিন টাকা পয়সার ঘাটতি পড়লে রাস্তা থেকে সস্তা মেয়েদের অফিসেই নিয়ে আসতো অ্যানসন। জোন্স দেখেও দেখত না। বড়দিনে বা অন্যান্য বিশেষ উৎসবের দিনে সে জোন্সকে দু'হাত ভরে বকশিস দিতো। ওতেই জোন্স সন্তুষ্ট।

অ্যানসন চোখ তুলে তাকাল, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পাঁচ ডলারের একখানা নোট তুলে বললো নাও এটা ধরো জোন্স, ক'দিন ধরেই দেখছি রোজ তুমি একই শার্ট পরে অফিসে আসছ। একটা নতুন শার্ট কিনে নিও।

জোন্স নোটটা নিয়ে হেসে একটা বিরাট সেলাম ঠুকলো। অ্যানসন বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে গাড়ি ছাড়লো।

লুইসির ছোট রেস্তোরাঁর এক কোণে বসে খাবার খেতে খেতে আগাগোড়া পরিকল্পনাটা মনে মনে অ্যানসন পর্যালোচনা করলো। বারবার নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করলো। মেগ-এর ঝঞ্ঝাটের কিছু নেই। তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। তবে হ্যাঁ, আমারও যথেষ্ট সাবধানে থাকতে হবে। সন্দেহের ছোঁয়াচ যেন আমার গায়েও না লাগে।

অ্যানসন খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরে এলো। নিজের ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরালো। চেয়ারে শরীর এলিয়ে একমুহূর্ত চিন্তা করে স্থির করলো তার পরের কার্যপদ্ধতি।

জোন্স-এর রুটিন তার মুখস্থ। রাত দশটার প্রথম চক্করে বেরোয় সে। লিফটে উঠে এককে তলা ঘুরে ঘুরে দেখে। তারপর সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিজের ঘরে ফিরে আসে। দ্বিতীয়বার

বেরোয় সোয়া একটায়।

অ্যানসন অ্যাসট্রেতে সিগারেট নিভিয়ে সোজা হয়ে বসলো। টেপ রেকর্ডারে নতুন এক রীল ফিতে লাগাল। মাইক্রোফোন এনে রাখলো টাইপ মেসিনের সামনে। তারপর সুইচ টিপে চালু করে টাইপ করা শুরু করল। প্রায় একঘণ্টা ধরে অ্যানসন এলোপাথাড়ি হাত চালাল। কতগুলো অর্থহীন খট্‌খট্‌ শব্দ ধরা পড়লো টেপ রেকর্ডারের ফিতেয়।

দশটা বাজার কিছুক্ষণ পর লিফটের শব্দ শোনা গেলো। জোন্স বেরিয়েছে তার পরিক্রমায়। এবার আরো তাড়াতাড়ি হাত চালান অ্যানসন। কিছু সময় পর আবার লিফটের শব্দ হতে সে বুঝলো, জোন্স ওপর তলায় গেলো। টাইপ করা বন্ধ করে সে টেপ বন্ধ করলো। সযত্নে রীলটা খুলে রেখে দিলো ড্রয়ারে। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করলো। সোজা সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এসে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছাড়ল।

ললি চা চা ক্লাবের বারে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে কোণের এক টেবিলে একলা বসে আছে। বসে বসে পায়ে খিল ধরে গেছে। ওঃ একটা ঘণ্টা পার হয়ে গেল, খদ্দের এখনো জুটলো না। হঠাৎ ঘৃণায় চোখ ছোট ছোট করে সে দরজার দিকে তাকাল। বেরিল হরসি এসে গটমট করে ঢুকলো। বেরিল কি জেল্লাই না দিয়েছে। লাল রঙের কোট, কানে বড় বড় কানপাশা, জো ডানকানকে একেবারে হাতের পুতুল করে রেখেছে। তার দু-চক্ষের বিষ এই বেরিল হরসি। খদ্দের ভাগানো এই হতচ্ছাড়িটাকে দেখলেই ঈর্ষায় তার শরীর রি রি করে ওঠে।

বেরিল কিন্তু এসব দেখেও দেখে না। সে একটু বেপরোয়া ধরনের, এই মেয়েটার সঙ্গে কারোর অসদ্ভাব নেই। সে ললিকে দেখে যথারীতি হাত তুলল। এগিয়ে এসে বসলো তার মুখোমুখি চেয়ারে।

তারপর? সে বললো একেবারে একলা কি ব্যাপার?

একজনের আসার কথা—বসে আছি। ও হ্যাঁ, তারপর তোমার কেমন চলছে বলো।

ভালো, এখন জোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ ভালোকথা, তোমাকে আজকাল অ্যানসনের সঙ্গে দেখি না। ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে নাকি? না, ঝগড়া ঝাঁটির কি? আমিই আর যাই না। যার পকেটে দু-পয়সা নেই যে এক গ্লাস হুইস্কি অবধি কিনে খাওয়াতে পারে না, তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কিসের? ওকে আমিই ভাগিয়ে দিয়েছি।

আবোল-তাবোল কি বকছ, বাঁকা ভ্রু তুলে বেরিল বলল অ্যানসনের টাকা নেই, টাকা না থাকলে জো-র হাজার ডলার সে সুদ সমেত ফেরৎ দেয় কিভাবে? তুমি জানো না অ্যানসন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। পেয়ে তোমাকে ভাগিয়ে আর কাউকে নিয়ে আটকে পড়েছে। পতঙ্গের পাখা গজিয়েছে।

বেরিল নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

বেরিল-এর হাসির শব্দটা যেন ললির মস্তিষ্কের কোষে কোষে আগুন ছড়ালো। তাইতো, অ্যানসন হাজার ডলার শোধ করলো কোত্থেকে। টাকা না থাকলে কেউ হাজার ডলার বের করতে পারে। ও টাকা পেল কোত্থেকে, কত পেলো।

ললি গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠল। হ্যালো কে কথা বলছেন?

জেরী...আমি মেগ।

বলো, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো।

অ্যানসন রাজি হয়েছে, সব ঠিকঠাক। এই সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভাল হত।

গেলার নড়েচড়ে বসল। সব ঠিকঠাক? কাজটা কবে হচ্ছে?

শুক্রবার, ও বৃহস্পতিবার এখানে আসছে। তার আগেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ঠিক আছে কাল আমি যাবো। ছাড়ছি। গেলার ফোন নামিয়ে রাখল।

পাশের মেয়েটা পাশ ফিরে বলল, মনে হল যেন মেয়েছেলের গলা, কে কথা বলছিল?

গেলার বিছানায় শুয়ে তাকে দু'হাতে বুকের কাছে টেনে নিল। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল আমার মাগো মা, মার সঙ্গে কাল একবার দেখা করতে যাবো। কতদিন মাকে

দেখিনি।

মা? তোমার আবার মা আছে নাকি? বাঃ আছে না। সে তাকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো, মা না থাকলে আমি হলাম কোত্থেকে। দুষ্টু কোথাকার তুমি কিছু জানো না, গেলার তার থুতনি ধরে নেড়ে দিল। বুকের ওপর উঠে বসল।

দরজা খুলে ম্যাডক্স-এর কামরায় ঢুকে প্যাটি দেখলো ম্যাডক্স অভিনিবেশ সহকারে একখানা পলিসির ওপর ঝুঁকে রয়েছেন।

সে একটু ইতস্ততঃ করলো, বললো ঠিক আছে, আপনি এখন ব্যস্ত আমি বরং পরে আসবো।

ম্যাডক্স মুখ তুলে বললো কেন? কি দরকার বলো।

বারলোর ব্যাপারে সেই ডিটেকটিভ এজেন্সি রিপোর্ট পাঠিয়েছে। আপনি কি রিপোর্টটা এখন দেখবেন?

বারলো...তিনি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, সেই মালী থুড়ি বাগান ব্যবসায়ী, হ্যাঁ নিশ্চয়, এখনই দেখবো। তুমি দেখেছ নাকি।

দেখেছি। সংবাদগুলো বেশ চমকপ্রদ। আপনার ভাল লাগবে। সে হাতের ফাইলটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলো। স্বামীটির বিষয়ে তেমন কিছু নেই। যা কিছু খবর সব ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে, আহা কি একখানা জিনিস!

জিনিস! সে আবার কি?

দেখুন পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো প্যাটি।

ম্যাডক্স একটা সিগারেট ধরালেন। পর পর কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর ফাইল খুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে সেই আশ্চর্য রিপোর্ট পড়তে লাগলেন।

।। সাত ।।

অ্যানসন বৃহস্পতিবার সকালে ল্যামবস্‌ভিলের এক বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম বিক্রীর দোকানে গেল। অনেক দেখেশুনে একটা ছোট্ট বৈদ্যুতিক ঘড়ি সে কিনল।

কাউন্টারের বিক্রেতাটি এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে এক ছোটখাটো বক্তৃতাই দিয়ে বসল। ঘড়িটা এক অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ঘড়ি। যে কোনো বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র আপনার প্রয়োজনীয় সময়ে চালু করা বা বন্ধ করা এর কাজ। ধরুন রাত দশটায় আপনি রেডিওর কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান শুনতে চান। ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে রেখে ঘড়িটা রেডিওর প্লাগে আটকে দিন। ব্যস্, আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। দশটা বাজলে রেডিও আপনা-আপনি চালু হবে। আপনি অনুষ্ঠান শুনতে পাবেন।

সকালে যদি কফির জল গরম করতে হিটার চালাতে চাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে। ঘাড় নাড়লো বিক্রেতাটি, আমি নিজেও ঐ কাজের জন্যই একটা ঘড়ি বাড়িতে নিয়ে গেছি।

দুপুরে মার্লবোরো হোটেলে লাঞ্চ সারতে গিয়ে দেখা জেফ ফ্রিসবির সঙ্গে। ফ্রিসবি প্লু টাউন গেজেট-এর একজন সাংবাদিক।

দু-গ্লাস হুইস্কির অর্ডার দিয়ে অ্যানসন তার মুখোমুখি বসল। বলল, তারপর কেমন আছো বলো। কাজকর্ম কেমন চলছে?

আর বোলো না। ফ্রিসবি ঘাড় নাড়লো, দু-দুটো খুন নিয়ে চারদিক তোলপাড়। সম্পাদক জোর তাগাদা মারছে, রোজই-এ সম্বন্ধে দু-কলম লেখা চাই। দেখো কাণ্ড! একদিন দু'দিন না হয় একটা বিষয় নিয়ে দু-চার কলম লেখা যায়। রোজ রোজ লেখার মতো এত মাল-মসলা কোথায় পাবো বলতো?

ওয়েটার পানীয় দিয়ে যেতে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে অ্যানসন চুমুক দিলো। পুলিস তো এখনও কিছুই করে উঠতে পারলো না। উন্মাদটা বেশ খোশমেজাজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বলো?

কি জানি পুলিসের খবর পুলিসই জানে। বড়কর্তা জেনসন একটা আস্ত পাকা মাল। ভেতরে ভেতরে কি করছে কাউকে তা আগে থাকতে জানতে দেবে না। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একদিন

তার কথা হচ্ছিলো। আমাকে বললো, পেট্রোল পাম্পের ডাকাত নির্ঘাত বাইরের কোনো লোক, কিন্তু এই উন্মাদটা এখানকারই কেউ। তার ধারণা সেরকমই।

এরকম অদ্ভুত ধারণার কারণ?

কারণ এই যে, বাইরের কোনো লোকের পক্ষেই গ্লিন হিল সম্বন্ধে খবরাখবর জানা অসম্ভব।

তা বেশ তো, খুঁজে খুঁজে শহরের টাকমাথা লোকগুলোকে একদিন ধরে আনলেই হয়।

তা অবশ্য হয়, তবে জেনসন-এর ধারণা মেয়েটা আততায়ী সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছে, সেটা পুরোপুরি ঠিক নেই। ভয়ে-আতঙ্কে কি দেখেছে। এমনও হতে পারে, আততায়ীর মাথায় হয়তো লালচে কিংবা সাদা ধবধবে চুল ছিলো এবং জ্যোৎস্নার আলোয় তা দেখেই টাক বলে মনে হয়েছে।

তা বেশ তো, তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। লালচে আর ধবধবে সাদা চুলের লোকগুলোকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। ঐদিন ঐসময় তাদের মধ্যে কে কি করছিলো। আর কি প্রমাণ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যস, ঝামেলা মিটে গেলো।

তা তোমার মাথার চুলও তো লালচে, ফ্রিসবি চোখ টিপে হাসল, তুমি ঐদিন ঐসময় কোথায় ছিলে?

অ্যানসন হো হো করে হেসে উঠল বলল আমার ওসব করার সময় কোথায়? যা কাজের চাপ আজকাল, দশটা কোন কোন দিন রাত এগারোটাও বেজে যায়।

তাছাড়া তোমার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি নয় মুচকি হেসে বলল ফ্রিসবি, অতএব তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।

অ্যানসন তার বলার ধরন দেখে আবার হেসে উঠলো।

ফ্রিসবি শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস সরিয়ে রেখে বললো মেয়েটা বেঁচে ফিরেছে এই যা রক্ষে। আচ্ছা আজ উঠি। আমার আবার দু-কলমের মসলা জোগাড় করতে হবে। চলি আজ।

অ্যানসন-ফ্রিসবি চলে যেতে রেস্তোরাঁয় গেল। খাবারের টেবিলে বসে খাবার খেতে খেতে সে ভাবলো যাক বাবা, উন্মাদটা এখনো তাহলে ধরা পড়েনি। তবে হ্যাঁ শুক্রবার রাত আসতে এখনও অনেক বাকি। তার মধ্যে যদি ধরা পড়ে। যাক গে যা হবার হবে, যদির কথা ভেবে এখনই মন খারাপ করার কিছু নেই।

অ্যানসন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হোটেলের টেলিফোন বুথে ঢুকলো। কয়েকটা জরুরী টেলিফোন সারল। তারপর বেরিয়ে ধীরে-সুস্থে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে সময় কাটিয়ে সে গাড়ি ঘোরালো বারলোর বাড়ির দিকে।

নুড়ি বিছানো পথ বেয়ে গাড়ি এনে সোজা গ্যারেজে তুলল অ্যানসন। কড়া নাড়তে না নাড়তেই দরজা খুলে গেলো। মেগ ম্লান হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

বসবার ঘরে এসে দু'জনে সোফায় বসল।

অ্যানসন ঘরের মৃদু আলোয় লক্ষ্য করলো মেগ-এর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ। চোখের কোলে কালির ছাপ। কি ব্যাপার!

মেগ-এর একটা হাত অ্যানসন তার হাতে তুলে নিল বলল মেগ কি হয়েছে। তোমার কি শরীর খারাপ, নাকি কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

মেগ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো বলল গণ্ডগোল, তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরে পড়লো। এখন আবার আমাকে ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞেস করছো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি। ন্যাকা, সারাদিন কি দুশ্চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তা তুমি কেন বোঝ না। ঘুমুতে পারি না, শান্তি মতো খেতে পারি না একমিনিট একজায়গায় বসতে পর্য্যন্ত পারি না। আজ বাদে কাল যাকে খুন করবো তার সঙ্গে এক বাড়িতে এক ছাদের নীচে আছি. ওঃ, এ যে কি যন্ত্রণা এ তুমি বুঝবে না, কোনোদিন বুঝবে না।

মেগ, সবই আমি বুঝলাম। কিন্তু এখন তো আর ফেরার পথ নেই। সে মেগ-এর পিঠে হাত বোলাল, এখন তোমাকে মন থেকে ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। মন শক্ত করতে হবে।

আমি এখনও ভাবতে পারছি না যে কাল রাতে ফিল মরবে।

ভাবতে না পারার কি আছে মেগ! জেসনস্ গ্লেন অবধি ওকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমার। একবার যদি ওখানে ওকে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে ব্যস, আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তারপর যা করার আমিই করবো।

আমি পারবো নিয়ে যেতে পারবো। মেগ টলতে টলতে উঠে জানালার কাছে গেল, ডিনারের পর ওকে নিয়ে জেসনস্ গ্লেনে যাবোই।

আচ্ছা এবার একটা দরকারী কথা বলি মন দিয়ে শোনো। কাল আমি জেসনস্ গ্লেনে গিয়েছিলাম। ঢোকার মুখে আধ মাইলটাক আগে রাস্তার পাশে এক টেলিফোন বুথ আছে। ঐ বুথে আমি অপেক্ষা করবো। তুমি আমাকে ফোন করে আগেই জানিয়ে দেবে যে তোমরা যাচ্ছো কিনা। যদি কোনো গণ্ডগোল হয়, যদি বারলো ডিনার খেয়ে সোজা বাড়ি চলে আসতে চায়, তাও আমাকে জানিয়ে দেবে। মানিব্যাগ খুলে এক টুকরো কাগজ বের করে সে মেগ-এর দিকে এগিয়ে ধরলো। এটা সেই বুথের টেলিফোন নম্বর। নাও এটা কাছে রেখে দাও।

কাগজটা ভাঁজ করে মেগ তার হাত ব্যাগে রাখলো।

আর হ্যাঁ অ্যানসন বললো, ওখানে গিয়ে গাড়ি থেকে বেরিও না কিন্তু। শুধু দরজার কাঁচ নামিয়ে রেখো। সে একটা সিগারেট ধরালো তারপর বলল ওকে কায়দা করার পরে পড়তে হবে তোমাকে নিয়ে। উপায় নেই। মেগ একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে, কাজে কোনরকম ত্রুটি আমি রাখতে চাইনা। দাঁতে দাঁত চেপে সবকিছু মানিয়ে নিতে হবে। আমাকে দোষ দিও না ম্যাডক্সকে স্থির নিশ্চিত করার জন্যই এ কাজ করতে হবে। এটা যে কোনোরকম ভান-ভনিতা নয়, ডাক্তারের রিপোর্টে সেটা পরিস্কার লেখা থাকা দরকার।

মেগের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সে কোনোক্রমে ঘাড় নেড়ে বললো হ্যাঁ বুঝেছি, তারপর?

তারপর কষ্টেসৃষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোমাকে আসতে হবে আধমাইল, বড় রাস্তা অবধি। সেখানে অজ্ঞানের মতো চুপচাপ পড়ে থাকবে। কারুর না কারুর নজরে ঠিক পড়ে যাবেই। গাড়ি থামিয়ে তারাই তোমাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। অজ্ঞানের মতো পড়ে থেকো। আমি ফুল পাঠাবো তারপর মুখ খুলবে। যদি দেখো লাল ফুল তাহলে বুঝবে উন্মাদটা ধরা পড়েছে, আর যদি দেখো গোলাপ তাহলে নিশ্চিন্তে কাগজের সেই লোকটার বর্ণনা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাবে। মেগ-এর হাতে একটুকরো কাগজ বের করে সে দিল বলল এতে আমাদের কল্পিত উন্মাদের বর্ণনা আছে। পড়ে আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলো। কাগজের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে যেন গুলিয়ে ফেল না।

তারপর?

তারপর আর কি? আপাততঃ তোমাকে এটুকুই করতে হবে। খবরদার, ফুল না দেখে কিন্তু ভুলেও মুখ খুলোনা। ডাক্তার অবশ্য তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পুলিসকে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেবে না। সুতরাং সেদিক থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত।

মেগ অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বল্ল তুমি বলছ যে কোন ভয় নেই। সব ঠিকঠাক হবে আমরা টাকা পাবো।

অ্যানসন সোফায় চাপড় মেরে বললো আলবাত পাবো। একেবারে ছবির মতো নিখুঁত পরিকল্পনা। কোথাও এতটুকু ভুল নেই।

কাগজে তোমাদের খবর ছাপা হবে। দেশের সমস্ত লোক তোমার দুঃখে সমবেদনা জানাবে। ম্যাডক্স এরকম অবস্থায় আর বেগড়বাই করতে পারবে না। করলে ওরই ক্ষতি। ওবই কোম্পানির দুর্নাম রটবে। সংবাদ প্রকাশের দিকটা আমি দেখবো। ও ব্যাপারে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

আর বিশ্বাস করার দরকার নেই। দিন পনেরো পরে যখন তুমি পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক হবে, তখন একেবারে বিশ্বাস করে ফেলবে। আঃ ভাবতেও ভাল লাগছে, পনেরো দিন পরে পঞ্চাশ হাজার তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, মেগ আকাশের চাঁদ আমি তোমার পায়ে এনে দেবো,

নাটকীয় ভঙ্গিতে অ্যানসন বলে উঠল।

সে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। মেগ ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অ্যানসন এগিয়ে গেলে আলমারীর কাছে বলল দেখো কাণ্ড, এক্ষুণি ভুলতে বসেছিলাম আর কি। রিভলভারটা নেবার কথা একেবারে ভুলে গেছিলাম। ওটা না নিলে তো কাজই হবে না। ড্রয়ার খুলে কাঠের বাক্সটা থেকে সে রিভলভার এবং কার্তুজ বের করলো। পকেটে পুরলো। তারপর মেগ-এর দিকে ফিরলো।

মেগ স্থির দৃষ্টিতে অ্যানসনের-চোখে তাকাল। এবার তুমি যাও, জন। ফিল আজ বাড়িতে থাকবে। বলে গেছে, ন'টা নাগাদ ফিরবে।

অ্যানসনের দু-চোখে আগুন ঝরে পড়ল। সে বলল ফিরবে কেন আজ তো বৃহস্পতিবার।

ফ্লোরিডায় যাবে বলে স্কুল ও ছেড়ে দিয়েছে। দোকান থেকে বেরিয়ে ও যাবে সেই ব্যবসায়ীর কাছে। তারপর বাড়িতে আসবে। তুমি আর দেরী কোরো না জন যাও প্লিজ। আর দেরী করলে হয়তো পথেই তোমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে।

অ্যানসন ছোট ছোট চোখে মেগ-এর দিকে তাকাল বলল টাকা পাওয়ার আগে থেকেই গড়বড় শুরু করলে মেগ। আমাকে বোকা বানাচ্ছো।

ছিঃ ছিঃ জন এ তুমি কি বলছো। তোমাকে বোকা বানিয়ে আমার কি লাভ? সত্যি বলছি বিশ্বাস করো, ফিল একটু পরেই ফিরে আসবে।

ফিল...ফিল...ফিল...! এ ছাড়া কি তোমার অন্য কোনও কথা নেই। যে লোকটা আজ বাদে কাল আর...

প্লিজ জন, তুমি এখন যাও।

আচ্ছা বেশ, চললাম। ফোনের কথাটা যেন মনে থাকে। আমি বুথে বসে থাকবো। কোন ভয় নেই, মাথা ঠাণ্ডা রেখে যা করার করবে।

মেগ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। কঠিন গলায় বললো জন আর দেরী করো না।

অ্যানসন স্থির দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একটু পরে তার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

শব্দ মিলিয়ে যেতে গেলার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এতক্ষণ যেসব কথাবার্তা হলো, তার একটিও তার কান এড়ায়নি।

মেগ গেলারকে দেখে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গাল বেয়ে তার জলের ধারা নামলো।

গেলার থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে বলল, মেগ আবার কি রঙ্গ শুরু করলে বলোতো, কোথায় অ্যানসনকে একটু ভালোবাসবে, গরম করবে তা না, এখন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছো। কত ভালো ছেলে, এতো ভালোবাসা, আর তাকে তুমি ও'ভাবে তাড়িয়ে দিলে।

উত্তরে মেগ আরও শক্ত হাতে তার শরীর জড়িয়ে ধরলো।

শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা। অ্যানা গারভিল টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ার তুলে টাইপ মেশিনে ঢাকনা পরালো। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে অ্যানসনের দিকে তাকাল। চলি মিঃ অ্যানসন গুডনাইট।

নাইট। আমার আজ আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে। ক'টা জরুরী চিঠি লেখার আছে।

তাহলে তো আমাকেও থাকতে হয় আপনার কখন কি দরকার হয়।

না না, সেজন্য তোমার থাকার দরকার নেই, আমি নিজেই করে নেবো সব। তেমন কিছু একটা জরুরী কাজ নয়।

অ্যানসন চোখ টিপে মুচকি হাসল, আসলে বাড়িতে ভাববার তেমন কেউ তো নেই, বাড়ির টানও তাই কম।

অ্যানা মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলো। তার জুতোর শব্দ টানা বারান্দার প্রান্তে মিলিয়ে যেতেই অ্যানসন টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ারে তুললো। পকেট থেকে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ঘড়ি বের করে চোখ বুজে ঘড়ি চালু করার নিয়মটা একবার মনে মনে পর্যালোচনা করলো তারপর

উঠে গিয়ে সে দেয়ালের প্লাগে ঘড়িটা লাগিয়ে দিল।

ঘড়ির দু-পাশে দুটো লম্বা তার। তারের জন্য একটা করে প্লাগ। একটা প্লাগ টেপ রেকর্ডারে আটকে আর একটা প্লাগ সে টেবিল ল্যাম্পের সুইচ বোর্ডে আটকে দিলো। তারপর ঘড়ির কাঁটা দুটো ঘুরিয়ে পাঁচ'টা পঞ্চাশ মিনিটে এনে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

হাত ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা পঞ্চাশ বাজতেই টেবিল ল্যাম্প দপ করে জ্বলে উঠলো। টেবিল ল্যাম্প, টেপ রেকর্ডারটা আপনা আপনি ঘুরতে শুরু করলো। টাইপে খটখট শব্দ শোনা গেল। কালকের সেই শব্দ।

হঠাৎ শুনলে মনে হয় কেউ যেন খুব মন দিয়ে পাতার পর পাতা টাইপ করে চলেছে। বিরাম বিহীন অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ তার গতি। বাঃ চমৎকার! আসল নকলের ফারাক বোঝার জো নেই। একেবারে নিখুঁত, নিপুণ কাজ। সুইচ টিপে অ্যানসন টেপ বন্ধ করলো।

এবার কাঁটা ঘুরিয়ে সে ঘড়িতে সাড়ে ন'টা করলো। টেপের রীল উলটো দিকে ঘুরিয়ে আবার শুরুর মুখে আনলো। তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে একতলায় এলো।

বেরোবার মুখে জাড্ জোন্স-এর সঙ্গে দেখা। জোন্স কাগজ পড়ছিল। অ্যানসনকে দেখে কাগজ ভাঁজ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে সে মুখ তুলে তাকাল।

অ্যানসন বললো, আজ আবার আমার একটু বেশি রাত অবধি কাজ করতে হবে জোন্স। তোমাকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম।

ঠিক আছে মিঃ অ্যানসন। মুচকি হাসলো জোন্স, জানিয়ে ভালোই করলেন। নয়তো দরজায় ধাক্কা দিয়ে আপনাকে শুধু শুধু অনর্থক বিরক্ত করতাম।

তুমি যা ভাবছো তা নয় হে জোন্স। অ্যানসন হাসলো। আজকাল একেবারে পাকা সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। ওসব পাট আজকাল প্রায় তুলেই দিয়েছি। মাইরি বলছি, আজ কাজই করবো। যাই চটপট ডিনারটা সেরে আসি।

ঘরের চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তো। না ভুল করে দরজাতেই আটকে রেখে যাচ্ছেন?

না, না, ভুল করিনি, চাবি সঙ্গেই আছে।

অ্যানসন নামমাত্র খাবার খেলো। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে এলো। বারলোর রিভলভাবে ছ'টা কার্তুজ ভরলো। তারপর প্যান্টের পকেটে রিভলভার নিয়ে সে ফিরে এলো অফিসে।

অ্যানসন গাড়ি ভেতরে ঢোকাল না। রাস্তার পাশে এক গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে রাখল। ঢোকার মুখে জোন্স-এর সঙ্গে দেখা। তার ঘরের বড় দেয়াল ঘড়িটায় তখন আটটা বেজে কুড়ি।

জোন্সকে সে বললো, এলাম। বড়জোর এগারটা অবধি থাকবো। তারপরই সোজা বাড়ি চলে যাবো।

জোন্স-এর স্বরে উদ্বেগ ঝরে পড়লো, এই ক'দিনেই যা শরীরের হাল করেছেন, এতো খাটবেন না মিঃ অ্যানসন, শেষে বড় অসুখ-বিসুখ একটা আবার না হয়ে বসে।

আরে না না, অসুখ হওয়া অতো সোজা নয়। চলি, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এগিয়ে গিয়ে অ্যানসন লিফটে উঠলো।

যথারীতি সে চারতলায় নামলো। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে চোরের মতো চুপিচুপি নেমে এল সিঁড়ি পথে একতলায়। জোন্স-এর অফিস ঘরটা ওদিকে লিফটের মুখোমুখি। সিঁড়িটা বাড়ির একবারে ডানদিক ঘেঁষে। খিড়কি দরজার মতো একটা দরজা আছে সিঁড়ির সোজাসুজি। সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে অ্যানসন রাস্তায় উঠে এল।

গাড়িতে বসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইঞ্জিন চালু করলো।

গাড়ি ছুটে চললো ঝড়ের বেগে।

অ্যানসন জেসনস্ গ্লেন-এর আধ মাইল আগে টেলিফোন বুথের পাশে গাড়ি থামাল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে হেডলাইট নেভালো। তারপর সীটে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো। হাতে এখনও অনেক সময়।

পকেটের কাপড় ভেদ করে রিভলভারের স্টীলের চোঙটা শরীরে এক শীতল অনুভূতি

জাগাচ্ছে। একটু পরেই এই রিভলভার উষ্ণ ক্রোধে ফেটে পড়বে। আঃ তারপরেই শান্তি। সেই দিনের প্রতীক্ষা টাকা, মেগ, সুখ।

দশটা বাজতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকি। আর একটা সিগারেট ধরালো অ্যানসন। গাড়ি থেকে নামলো। বুথে ঢুকে ছোট্ট পাথরের চেয়ারটিতে বসলো।

সময় সেকেন্ড মিনিট ধরে এগিয়ে চললো। বসে বসে একের পর এক সিগারেট শেষ করলো। তাইতো এখনো ফোন আসছে না কেন। তাহলে কি বারলোকে এখানে আনা সম্ভব হল না। দশটা প্রায় বাজে।

ক্রি-রি রিং-ক্রি রি-রিং

অ্যানসন এক লাফে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল। সজোরে কানের সঙ্গে চেপে বলল হ্যালো।

বারলো এরকম অনুরোধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। মেগ একেবারে নাছোড়বান্দা, তাকে নিয়ে আজ বেরোতেই হবে। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর এই দিনটা নাকি মেগ চিরস্মরণীয় করে রাখতে চায়।

বারলো সকালে একা একা বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন এমন সময় মেগ এসে উপস্থিত। তার হাতে ধূমায়িত কফির ট্রে। মুখে মৃদু হাসির ঝিলিক।

বারলো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন হলো তিনি একা একাই ব্রেকফাস্ট সারেন। মেগ ভুলেও তাকে সঙ্গ দিতে আসে না। আজ শুধু সঙ্গ নয়। একেবারে দু কাপ ধূমায়িত কফির সঙ্গে মিষ্টি-মধুর হাসি, কি ব্যাপার!

একটা কাপ বারলোর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপে ছোট করে চুমুক দিল মেগ। এগিয়ে এসে গা ঘেষে দাঁড়ালো, আদুরে গলায় বললো, কতদিন আমরা একসঙ্গে বেরোইনি। বাড়িতে সারাদিন একা একা থাকি। তুমি একদিনও জানতে চাও না, যে মরে গেছি না বেঁচে আছি। আজ আমি কোনো ওজর শুনবো না আমাকে নিয়ে বেরোতেই হবে।

আজ হঠাৎ! বারলো একটু সরে বসলেন। মাথা নীচু করে কফির কাপে চুমুক দিলেন।

বাঃ এর মধ্যেই ভুলে গেলে। আজ যে আমাদের বিয়ের তারিখ। মেগ সোফায় বসে পড়লো, ঘনিষ্ঠ হয়ে বারলোর পায়ে নিজের পা ঘষলো।

বেরোলেই তো গাদা গুচ্ছের পয়সা নষ্ট। মুখ না তুলে মাথা নীচু করে বললেন, টাকাকড়ি টানাটানি, মাসের শেষ।

হোক গে মাসের শেষ। আজ কোন অজুহাতই আমি শুনবো না। আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে বেরোবো, ঘুরবো। ডিনার খাবো, মদ খেয়ে মাতাল হবো, তারপর শেষ রাতে বাড়িতে ফিরবো। এই আমার আজ রাতের রুটিন। বিকেলে একেবারে সেজেগুজে নামবো। তুমি তৈরী থেকো। মেগ উঠে দাঁড়াল। এখন যাই। অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে।

বারলোর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হিল্লোল তুলে সিঁড়ির দিকে এগোল মেগ, বারলো একই ভাবে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে তার স্তম্বিৎ ফিরে এলো।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটের ধোঁয়াতে একের পর এক চিন্তার জাল রচনা করে চললেন।

না মেগ-এর সম্বন্ধে আমার আর কোন মোহই নেই। আমার কাছে ও এখন মৃত একটা অচল মাংসের তাল। ও আর আমাকে কি সুখই বা দেবে। বরং সেই মেয়েটা, তার ভয় চকিত, করুন আর্তনাদ অতুলনীয়, অমন সুখ আমি কোনোদিনও পাইনি।

তবে হ্যাঁ বেরোতে যখন চাইছে, মুখ ফুটে যখন একবার বলেইছে কথাটা, তখন আপত্তি করা আর ঠিক হবে না। কে জানে বাবা, কি ভাবতে শেষে কি ভেবে বসবে। আচ্ছা খুনটা যে আমিই করেছি সেকথা আবার মেগ জানতে পারেনি তো।

অবশ্য জানার কোনও উপায়ও নেই। ছদ্মবেশটা দারুণ, কাগজের বর্ণনার সঙ্গে আমার কোন জায়গায় এতটুকু মিল নেই। তাছাড়া, রিভলভার টুপি এবং সেই রবারের পিণ্ড দুটো, সবই মোক্ষম

জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি খাটের নীচে মেঝের কাঠ সরিয়ে সেই গোপন কুঠুরিতে। কারোর বাবার সাধ্য নেই সে জায়গা থেকে পায়। ইচ্ছে করেই ওগুলো নষ্ট করিনি কারণ আবার দরকার হবে. হয়তো কোনোদিন ঐ টুপি. ঐ পোষাক, ঐ রিভলভারের সাহায্য আমাকে নিতে হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে যে ভীরু কাপুরুষরা প্রেম প্রেম খেলে তাদের আমি বারোটা বাজাবো।

নাঃ মেগই আজ সবকিছু গোলমাল করে দিল। কোথায় ভেবে রেখেছিলাম আজ একটু জেসনস্ গ্লেনটা টহল মেরে আসবো, তা না ওকে নিয়ে বেরোতে হবে। বিবাহ বার্ষিকী স্মরণীয় করতে হবে। নিকুচি করেছে বিবাহ বার্ষিকীর।

বারলো উঠে দাঁড়ালেন। ঘৃণায়-বিরক্তিতে তার মুখের রেখা পাল্টালো। নিঃশব্দে তিনি নিজের ঘরের দিকে এগোলেন।

প্রায় একরকম জোর করেই মেগ তাকে কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁয় নিয়ে এসেছে। এখানে খাবারের দাম এমনিতেই বেশি।

খাবারও এমন কিছু ভাল নয়। তবু কেন যে মেগ এখানে এল, শুধু শুধু কতগুলো টাকা দণ্ড যাবে, আর কিছুই না।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলো। দু'জনে এসে বসল রেস্তোরাঁর গায়ে লাগানো ছোট্ট পানশালায়। মেগ একাই প্রায় এক বোতল হুইস্কি খেল।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার পা টলছে। চোখ আরক্ত, শরীরে একটা আলগা ভাব। এক পা এগিয়ে এসে সে বারলোর হাত ধরল। চলো, এখানে আর না এখন জেসনস্ গ্লেনে যাবো, ওঠো, না বলো না।

বারলোর মন ঘৃণায় ভরে গেলো। রস একেবারে উথলে উঠেছে। রাগ সামলে বারলো তাকে বলল না এখন আর কোথাও না, বাড়ি চলো আমার ঘুম পাচ্ছে।

মেগ মায়া মদির চোখে বারলোর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যেন একটা কি, আজকের দিনে কোথায় একটু রোমান্টিক হবে, আমাকে আদর করবে তা না কেবল বাড়ি যাবো আর বাড়ি যাবো, না এখন আমি বাড়ি যাবো না।

বারলো দৃঢ়স্বরে বললো আমি যাবো, তোমার সঙ্গে রোমান্টিক হবার চেয়ে। যাকগে বাড়ি চলো। মদ খেয়ে মাতলামি করার জায়গা এটা নয়।

মেগ জড়ানো স্বরে বললো মাতলামি করছি নাকি? বেশ তাহলে তাই, আমি মাতাল তোমার মতো সাধু নই, হল তো, এখন চলো আর দেরী কোরো না, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না।

না, বাড়ি ছাড়া আমি আর কোথাও যাবো না। তিনি ইতস্ততঃ করে বললেন যে, এছাড়া ওখানে তো সবাই লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করতে যায়। ওখানে আমরা গিয়ে কি করবো?

আমরাও প্রেম করবো, মজা লুটবো প্লিজ চলো, বেশ তুমি না যাও আমি একলাই যাবো। রাস্তা থেকে যাকে হোক একজনকে গাড়িতে তুলে নেবো, তার সঙ্গে মজা লুটবো। বলতে বলতে মেগ খিলখিল করে হেসে উঠল।

বারলোর শরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠল।

তার চোয়াল শক্ত হল, বেশ তোমার যা করার করো, আমি চললাম।

মেগ উঠে দাঁড়ালো. আমিও চললাম। তবে তুমি যাবে হেঁটে, আমি যাবো গাড়িতে।

বারলো অনিচ্ছায় বসে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন যখন নাছোড়বান্দা, তখন আর আপত্তি করে লাভ নেই। যাওয়া যাক ওর সঙ্গে। বরং জায়গাটা এই তালে দেখে আসা যাবে যে ক-খানা গাড়ি আসে, লোকজন কেমন হয়, মন্দ কি?

তিনি মেগ-এর চোখ এড়িয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন বেশ চলো তবে বেশিক্ষণ কিন্তু ওখানে থাকা যাবেনা।

মেগ খুশীতে ঝলমল করে উঠল, বলল একটু বোসো, আমি চট করে বাথরুম থেকে একটু ঘুরে আসি। সে আর দাঁড়ালো না বাথরুমের দিকে ছুটে গেল।

বাথরুমটা ভেতরে। রেস্তোরাঁ এবং পানশালা দুটোর জন্য এই একটাই বাথরুম। দু'দিক থেকেই ঢোকার দরজা আছে।

পানশালার দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে মেগ রেস্তোরাঁর দিকের দরজা খুলে বেরলো। দু-পা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন বুথে ঢুকলো।

হ্যালো, অ্যানসন-এর স্বরে একরাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়লো কে, মেগ?

হ্যাঁ, শোন, আমরা যাচ্ছি, এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি।

ঠিক আছে। এসো আমি আছি। ফোন নামিয়ে রাখলো অ্যানসন।

সে বুথ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। ইঞ্জিন চালু করে পাকা-রাস্তা ছেড়ে গ্লেন-এর কাঁচা রাস্তায় উঠতে লাগল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মনে নিদারুণ উৎকণ্ঠা। আরো খানিকটা উঠে বিস্তৃত উপত্যকাটিতে পৌঁছল সে। দুটো উঁচু ঝোপের আড়ালে গাড়ি থামালো। ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিভিয়ে গাড়ি থেকে নামলো, তারপর বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে এগোল উপত্যকটা ঘুরে ফিরে জরীপ করতে।

নীচে, অনেক দূরে শহর। আলোর মালায় যেন তার অন্ধকারের ঘোমটা খসে পড়েছে। সলজ্জ বিনম্র মুখে সে যেন তাকিয়ে আছে চোখ মেলে। গাড়ির হেডলাইটের তীব্র-আলোয় মাঝে মাঝে সেই লাজরক্ত রূপটি চঞ্চল হয়ে উঠছে। পরমুহূর্তেই অন্ধকার এসে তার চোখ ঢাকছে।

একদিকে যখন এই চাঞ্চল্য, আর একদিকে তখন স্থির নির্জনতা। জেসনস্ গ্লেন আজ অন্ধকার। একটা গাড়ি নেই, একটা মানুষ নেই, নেই এতোটুকু ফিসফিসানি। সব যেন কেমন শান্ত, স্তব্ধ। সাধারণতঃ কোনদিনই এরকম হয় না অন্ততঃ পনের কুড়িখানা গাড়ি প্রত্যেকদিনই আসে। কিন্তু আজ অন্য রকম, পুলিসের ফরমান শোনার পর কেউই আর সাহস করে এদিকে আসেনি। তা, না এসে একপক্ষে ভালই করেছে, অ্যানসন বেঁচে গেছে। যোগাযোগটা যাকে বলে একেবারে মনিকাঞ্চন যোগ।

অ্যানসন একচক্কর ঘুরে এসে এক ঝোপের আড়ালে উবু হয়ে বসলো। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে প্রস্তুত হয়ে রইল।

সে হঠাৎ আপন মনেই হেসে উঠলো। আঃ জব্বর একখানা অ্যালিবাই তৈরী করে অফিসে রেখে এসেছি। আমার অনুপস্থিতিতেই সেখানে আমার কাজের শব্দ হচ্ছে। ব্যস্ত অ্যানসন সেখানে পাতার পর পাতা টাইপ করেই চলেছে। দরজার ফাঁকে টেবিল ল্যাম্পের আলো পড়ায় জাড্ জোন্সও ধোঁকা খাবে। ভুলেও ভেবে উঠতে পারবে না, শব্দটা টাইপের না টেপ রেকর্ডারের।

কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁ থেকে এখানে আসতে মিনিট তিরিশেক তো লাগবেই। সাড়ে আটটার আগে কিছুতেই ওদের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয়। তা ঠিক আছে, আসুক ওরা ধীরে-সুস্থে, আমি এখানে একই ভাবে বসে থাকবো। ওরা না এসে পৌঁছান অবধি এক পাও নড়ছি না।

আঃ, সেই দৃশ্যটা কি দারুণই না হবে। ট্রিগারে একটু চাপ, বুম, একটা আগুনের হলকা, বারলো লুটিয়ে পড়বে গাড়ির মেঝেয়। ওঃ অতুলনীয়, জীবন এবং মৃত্যু জীবিত এবং মৃত, এক মুহূর্ত আগেকার জীবিত বারলো এক মুহূর্ত পরে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়বে, পৃথিবীর সমস্ত পাখি একসঙ্গে তাদের স্বরে কিচির-মিচির করেও তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে না। বারলো আর জাগবে না।

কি অদ্ভুত! এত কথা ভাবছি, বারলোকে খুন করার কথা ভাবছি, তবু আমার এতটুকু ভাববৈষম্য হচ্ছে না। ঠিক সেই পুলিসটার মতো, ওকে মারতেও আমার এতটুকু হাত কাঁপেনি। রিভলভার তুলেছি, ট্রিগার টিপেছি, ব্যস্ অতবড় জোয়ানটা মুখ থুবড়ে পড়লো। অত তেজ, অত হম্বিতম্বি, সব একেবারে গলে জল হয়ে গেল।

অ্যানসন হঠাৎ চমকে উঠল। কান খাড়া করল। দূরে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, গাড়িটা এদিকেই আসছে...ওরা আসছে...

অ্যানসন শক্ত হাতে রিভলভার চেপে ধরলো। দাঁতে দাঁত ঘষলো। কপালে তার জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা বাঁক পেরোতেই গাড়ির আলোটা অন্ধকার কেটে এগোল।

ভাগ্য, একেই বলে ভাগ্য। তার থেকে মাত্র কুড়ি হাত দূরেই গাড়িটা এসে থামলো। পুরনো আমলের রংচটা একখানা বুইক। তার আরোহী মাত্র দু'জন, ফিলিপ বারলো এবং মেগ।

বারলো বলল দ্যাখ চারিদিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ , আমরা ছাড়া এখানে আর জনপ্রাণীর

চিহ্ন নেই।

গাড়ির কাচ নামানো। মৃদু বাতাসে ভর করে বারলোর প্রতিটি কথা অ্যানসনের কানে ভেসে এলো।

চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বারলো মেগ-এর চোখে তাকাল। দেখো চারদিক কেমন নিরব শুনসান, তার কথা শেষ না করেই তিনি একদৃষ্টে মেগ-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন কি আশ্চর্য, এতক্ষণে এই সহজ-সরল কথাটাই আমার মাথায় ঢোকেনি। মেগকে তো আমি এখন নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারি। কেউ জানবে না, কাকপক্ষীটিও টের পাবে না। এমন সুবর্ণ সুযোগ কি আর কোনোদিন আসবে।

কিন্তু আমি ওর সঙ্গে আছি। সেক্ষেত্রে আমার কিছু হবে না অথচ ও মরবে, এটাই বা কেমন দেখায়। সবাই ভাববেন বা কি? মেগের মৃত্যুতেই তারা বুঝে নেবে যে আরেকটা খুন কে করেছে? না, বরং এখন থাক।

অ্যানসন মাটির সঙ্গে মিশে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলো। গাড়ির কাছে এসে থামল। ঘাড় তুলে উঁকি মেরে দেখলো। হ্যাঁ এখান থেকে বারলোর মাথাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মেগ-এর গলা শোনা গেল কই আমাকে আদর করো। বারলোর কাঁধে মাথা রেখে সে তাকালো জানালার দিকে, হঠাৎ গলা চিরে এক তীক্ষ্ণ চীৎকার বেরিয়ে এল তার, না মেরো না প্লিজ মেরো না।

বারলো চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো, অ্যানসন ট্রিগারে চাপ দিল।

বারলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। দু-হাতে মুখ ঢেকে মেগ চীৎকার করে উঠল না-না-না—

অ্যানসন রিভলভার পকেটে রেখে এক পা এগোল, এক টানে গাড়ির দরজা খুলে ফেললো। মেগ দু'হাতে বাধা দেবার চেষ্টা করলো।

অ্যানসন তার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে গাড়ি থেকে নামালো। তারপর...

রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো মেগ-এর আর্তনাদে। ক'টা নিশাচর প্রাণী ডানা ঝাপটালো। একটা শকুন কাঁদতে লাগল।

।। আট ।।

বড় বড় পা ফেলে তাঁর কামরায় ঢুকলেন স্টিভ হারমাস। দরজার পাশের পেরেকে টুপিটা রাখলেন, তারপর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কাল রাতে তিনি এবং তার স্ত্রী হেলেন এক পার্টিতে গিয়েছিলেন। পান-ভোজন একটু বেশীই হয়েছে, শরীরটা আজ তাই তেমন জুতসই নয়।

হারমাস গালে হাত ঘষলেন। একটা হাই তুললেন, তাকালেন টেবিলের দিকে। যথারীতি একগাদা ফাইলপত্র এসে জমা হয়েছে।

নাঃ এই বুড়োটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কি চোখেই সে আমাকে দেখেছে। রাজ্যের ফাইল রোজ নিয়মিত পাঠিয়ে দেবে। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সুচিন্তিত অভিমত দিতে হবে। শালার অভিমতের নিকুচি করেছে।

টেবিলের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সবুজ বাতিটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। চাবি টিপতেই ভেসে এলো ম্যাডক্স-এর সেই কণ্ঠস্বর—একবার এখনি আমার ঘরে এসো।

আলো নিভে গেল। হারমাস বিরক্তির দৃষ্টিতে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিলেন। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে অলস-মন্থর পায়ে এগোলেন দরজা পেরিয়ে ম্যাডক্স-এর ঘরের দিকে।

প্যাটির সঙ্গে ঢোকবার মুখে চোখাচুখি হতে প্যাটি হেসে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার মিঃ হারমাস? অমন প্যাঁচার মত মুখ করে আছেন কফির সঙ্গে মাছি গিলে ফেলেছেন নাকি?

হারমাস হেসে বললেন, আর বোলো না, চেয়ারে এসে বসতে না বসতেই, একবার এসো

আমার ঘরে এখুনি, কি ব্যাপার বলো তো?

ঠিক বলতে পারলাম না। এইতো, মিনিট পাঁচেক আগে সকালের খবরের কাগজ দিয়ে এলাম ওঁর টেবিলে, কি জানি আবার কি হলো?

যাই দেখি গিয়ে। গলার স্বর শুনে মনে হল, ব্যাপার গুরুতর। কপালে আজ আমার অনেক ভোগান্তি আছে। এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ম্যাডক্স-এর কামরায় হারমাস ঢুকলেন।

ম্যাডক্স ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন। কপালে তাঁর চিন্তার বলিরেখা, দু-আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, চারপাশে ফাইলের স্তূপ। সবে সকাল সোয়া ন'টা, অথচ দেখে মনে হয় যেন কতকাল ধরে একনাগাড়ে ম্যাডক্স কাজ করে চলেছেন।

হারমাসকে একনজর দেখে তিনি খবরের কাগজটা হারমাসের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। নাও এটা বসে বসে দ্যাখ।

বিপরীত দিকের একখানা চেয়ারে বসে হারমাস চোখের সামনে কাগজখানা মেলে ধরলো। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লেখা সংবাদ শিরোনামটি সহজেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

উন্মাদের নতুন আক্রমন, আবার খুন, আবাব শ্লীলতাহানি, আগেব ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

হারমাস চোখ তুলে একনজর ম্যাডক্স-এর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নীচু করে পড়ায় মনোনিবেশ করলেন।

পড়া শেষ করে তিনি অবাক চোখে তাকালেন, ফিলিপ বারলো তার মানে আমাদের প্রু টাউনের সেই মক্কেল।

হ্যাঁ সবেমাত্র দশ দিন হল পঞ্চাশ হাজার ডলারের বীমা করিয়েছে। আর এখন ভগবানের ক্ষেতে পটলের চাষ করতে চলে গেলো।

হুঁ, তাই তো দেখছি, এখানে আর ক্ষেত খুঁজে পেলো না। গুলি একেবারে মাথার খুলি এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। বউকে ধর্ষণ করেছে, ছিঃ ছিঃ পুলিসগুলো এত দিনেও একটা সুরাহা কিছু করতে পারলো না। বউয়ের অবস্থা ভাল না, বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

ম্যাডক্স খেঁকিয়ে উঠে বললেন থাক থাক ওগুলো আর আমাকে পড়ে শোনাতে হবে না। পড়াশুনা আমারও কম জানা নেই, ওই খবরগুলো আমি ভাল করেই পড়েছি। এখন যা বলি শোনো।

দশদিন আগে বীমা করিয়ে যে লোকটা এমন হুট করে মারা যায়, তার মৃত্যুতে স্বভাবতঃই আমার সন্দেহ জাগে। আমার কাছে ব্যাপারটা আদৌ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

আপনার কাছে সুবিধের না মনে হলেও করার কিছু নেই। একথা নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারেন না যে লোকটা ইনসুরেন্সের টাকার লোভে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে।

কি জানি, আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। লোকটার সই-এর কালি এখনও ভালভাবে শুকলো না, না হারমাস গতিক সুবিধের ঠেকছে না।

অসুবিধের বা কি? এই তো দেখুন না, খবরে পরিষ্কার লিখেছে যে ওর স্ত্রীর চোয়ালের হাড় সরে গেছে। এমন অবস্থায়—

গুলি মারো তোমার অবস্থায়। অমন কবে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাইয়ে দেবার আশ্বাস কেউ আমাকে দিক না। আমিও নিঃশব্দে দশবার ধর্ষিত হয়ে দু-চোয়ালের হাড় সরিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে শুয়ে থাকবোখন। সুতরাং ওসব গাল-গল্প আমাকে শুনোতে এস না। আমি গত বিশ বছব ধরে এমন ঘটনা কম দেখিনি। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে একটা সিগারেট ধরালেন ম্যাডক্স, ঘন ঘন কয়েকটা টানে ধোঁয়ার জাল রচনা করলেন। তারপর ছাইদানে আধ খাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে তাকালেন হারমাস-এর চোখে, তুমি বোধহয় জানোনা, সেই ডিটেকটিভ এজেন্সী কি একখানা রিপোর্ট পাঠিয়েছে বারলোর স্ত্রী সম্বন্ধে। পড়লে বুঝতে পারবে, অমন মেয়েমানুষের পক্ষে টাকার জন্য কোনো কিছু করাই অসম্ভব নয়। তদন্তে নামার আগে, হ্যাঁ ভালো কথা, এই খুনের ব্যাপারে আমাদের কোম্পানীর হয়ে তদন্ত তোমাকেই করতে হবে।

মুখ ব্যাজার করে হারমাস অন্যদিকে তাকালেন, কই রিপোর্টটা কোথায় দিন।

দিচ্ছি। তার আগে কয়েকটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। আমাদেব যা কিছু করার খুব

তাড়াতাড়ি করতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে আজই ব্রেন্ট-এ চলে যাও। সেখানে গিয়ে পুলিসের বড়কর্তা জেনসন্-এর সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলো আমার এই ব্যাপারটায় সন্দেহ আছে। তোমার কাজে সে যেন সবরকম সাহায্য করে এই আমি চাই। জেনসন্ লোক ভালো। তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না। সে তোমাকে খুশী মনেই মেনে নেবে। জেনসন্ হাসপাতালে গিয়ে যখন মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবে তুমি তখন থেকো। সব সময় চোখ কান খোলা রাখবে। অ্যানসনের সঙ্গে দেখা করে বলবে বারলোর স্ত্রী দাবী পূরণের দরখাস্ত করলে আমি লড়ে যাবো। সহজে ছাড়বো না। খবরদার খবরের কাগজওলারা যেন কিছু জানতে না পারে। জেসনস্ গ্লেন-এ গিয়ে ঘটনাস্থলে একবার চোখ বুলিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, স্ত্রীটি হাসপাতালে থাকাকালীন ওদের বাড়িটা এক ফাঁকে গিয়ে দেখে এসো, তুমি যে বাড়িতে যাবে সেটা যেন জেনসন্ না জানতে পারে।

এতক্ষণ বেশ তো হচ্ছিল। আবার বাড়ির ব্যাপারটা আনলেন কেন?

কেন আনলাম ঠিক বলতে পারি না। তবে একটা জিনিস বুঝি, পাত্র-পাত্রীর বাড়ির চেহারা দেখলে অনেক কিছু বোঝা যায়। তুমিও হয়তো অস্বাভাবিক কিছু না কিছু একটার সন্ধান সেখানে পেতে পারো।

ঠিক আছে, উঠে দাঁড়ালেন হারমাস, তাহলে আজই আমি রওনা হই। গিয়ে জেনসন্-এর সঙ্গে দেখা করি।

হ্যাঁ তাই যাও আর ডাক্তার-এর রিপোর্টটাও সংগ্রহ করো। সত্যি সত্যিই মেয়েটা ধর্ষিত হয়েছে নাকি সেটা আগে জানা দরকার।

ডাক্তারের রিপোর্টে আর নতুন কি বলবে। খবরের কাগজে এক জায়গায় হাত দেখিয়ে হারমাস বললো এই তো এখানেই তো সব ছবির মতো পরিষ্কার।

ম্যাডক্স তাকে হাত তুলে থামালেন আর তার চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। খবরের কাগজে তো রোজ কত খবরই বেরোয়। সব খবর কি সত্যি হয়, বিশ্বাস করার মতো হয়? সুতরাং ওসব বাজে ওজর ছাড়ো। ডাক্তারের রিপোর্ট আমার চাই-চাই।

সকাল ন'টা বেজে পাঁচ। অ্যানা গারভিন অফিসঘরে ঢুকে রীতিমত অবাক হল অ্যানসনকে দেখে। একি আমি কি দেরী করে ফেললাম না আপনি বেশী সকাল সকাল এসে গেছেন।

অ্যানসন আজ সকাল সকালই চলে এসেছে। অ্যানা আসার আগে স্বয়ংক্রিয় ঘড়িটা খুলে টেপটা সরিয়ে রেখেছে।

অ্যানার কথায় মৃদু হাসলো সে, না না তুমি ঠিক সময় এসেছো। আমিই আজ একটু আগে আগে চলে এলাম। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলো অ্যানসন, সকালের কাগজ দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বেচারা বারলো, এই সেদিন তার ইনসিওর করালাম। বড় দুঃখের সংবাদ।

হ্যাঁ, কাগজে দেখলাম। সত্যি, ভাবতেও খারাপ লাগে। আমার তো রীতিমত ভয় ধরে গেছে। রাত্রে আর বাড়ির বাইরে আমি এক পাও বাড়াচ্ছি না। মাথা নীচু করে ড্রয়ার থেকে অ্যানা কাগজপত্র বের করলো।

অ্যানসন এগিয়ে এসে ফোন করলো প্রু টাউন গেজেট-এর অফিসে। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই সে লাইনটা সাংবাদিক জেফ ফ্রিসবির টেবিলে দিতে বলল।

কয়েক মুহূর্ত পর ফ্রিসবির গলা শোনা গেল হ্যালো কে বলছেন?

আমি অ্যানসন বলছি। শোনো জেফ, মৃত ফিলিপ বারলো সম্বন্ধে তুমি আজ কাগজে যতটুকু লিখেছো, সেটুকুই সব নয়। আরও আছে আমি বলি শোন, তেমন দরকারী মনে হলে খবরটা ছাপিয়ে দিতে পারো, বারলোকে দিয়ে এই দিন দশেক আগে হলো আমি এক জীবনবীমা করিয়েছিলাম। টাকার অঙ্কটা নেহাৎ কম নয়, পঞ্চাশ হাজার ডলার। খবরটা কালকের কাগজে ছেপে দিও।

ছাপবো নিশ্চয়ই, এত বড় একটা খবর না ছেপে পারি। পঞ্চাশ হাজার, বাপরে বাপ, এত একেবারে এককাঁড়ি টাকা। মিসেস বারলো দেখছি রাতারাতি লাখপতি হয়ে যাবেন। খুব ভালো

বলে খবরটা দিয়ে, ধন্যবাদ।

পুলিস এখনও কাউকে ধরতে পারেনি, তাই তো?

হ্যাঁ, জেনসন্ একেবারে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। এখনও পর্যন্ত কোনো সূত্রই আবিষ্কার করতে পারেনি।

মিসেস বারলো কেমন আছেন?

ভালো না। ডাক্তার এখনও কাউকে তাকে দেখতে দিচ্ছে না। নতুন কিছু খবর পেলে জানিও। শত হলেও বারলো আমার মক্কেল। তার সম্বন্ধে তোমাদের পাঁচজনের চেয়ে আমি একটু বেশি রকমই আগ্রহী।

খুবই স্বাভাবিক। মক্কেল বলে কথা। তা মিসেস বারলোকে কবে নাগাদ টাকা দিচ্ছ। দাঁড়াও, আগে সুস্থ হোক। দাবী পূরণের দরখাস্ত করুক তারপর তো টাকা দেওয়ার প্রশ্ন আসছে। তবে আমাদের তরফ থেকে খুব একটা দেরী হবে না।

সে যাই হোক, সব খবরই আমাকে জানিও। তবে ওগুলো তো কম দরকারী নয়। বারলোদের সম্পর্কে লোকেরা এখন উৎসাহী। যা ছাড়বো, তাই একেবারে চেটেপুটে নেবে। আমিও তেমন কিছু খবর পেলে তোমাকে জানাবো।

অ্যানসন বলল ঠিক আছে ছাড়ছি, তারপর ফোন রেখে দিল।

অ্যানা ঘাড় তুলে বললো মিসেস বারলো কেমন আছেন?

অ্যানসন গম্ভীর মুখে ঘাড় নেড়ে বলল ভালো না।

কি সাংঘাতিক। মক্কেলের স্ত্রী হিসাবে ওকে এ সময় আমার সাহায্য করা উচিৎ। কিন্তু কিই বা করবো। কি ভাবতে কে কি ভাববে কে জানে। যাকগে আগ বাড়িয়ে কিছু করার দরকার নেই। বরং আমার তরফ থেকে ওকে কিছু ফুল পাঠিয়ে দিই। তুমি এক কাজ করো অ্যানা, ডিভন্স্-এর দোকানে একটা ফোন করে বলে দাও, ওরা যেন একডজন গোলাপ হাসপাতালে মিসেস বারলোর কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাড়ি যাবার সময় আমি দাম মিটিয়ে দেবোখন।

ব্রেন্ট হোমিসাইড বিভাগের কর্মকর্তা লেফটেনান্ট ফ্রেড জেনসন্‌কে ঠিক পুরোপুরি পুলিশ বলা যায় না। একটু ঢিলেঢালা স্বভাবের আমুদে প্রকৃতির এই লোকটা ব্যবহারে অতি সজ্জন। তার চোখের দৃষ্টিতে অন্যায় বা অপরাধ ততটা চট করে ধরা পড়ে না সত্যি কিন্তু তা বলে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন না।

সেদিন সবে নিজের কামরায় একখানা ফাইল খুলে বসেছেন তিনি, এমন সময় দরজা ঠেলে স্টিভ হারমাস ঘরে ঢুকলো।

ফাইল থেকে চোখ তুলে একবার হারমাসকে দেখলেন জেনসন্। তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল বললো, বলো হারমাস তোমার জন্য কি করতে পারি?

হারমাস-এর সঙ্গে আগেও দু-একটা কাজ তিনি করেছেন। দু'জনেই তাই দু'জনের পরিচিত. বন্ধুত্বের একটা ক্ষীন সূত্রও কাজের ফাঁকে দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছে।

হারমাস একখানা চেয়ার টেনে বসলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর তাকালেন জেনসন্-এর চোখে। ম্যাডক্স আমাকে পাঠিয়েছেন। ফিলিপ বারলো আমাদের মক্কেল। পঞ্চাশ হাজার ডলারের বীমা করিয়েছে সে আমাদের কোম্পানির কাছে। আর ম্যাডক্স যথারীতি সরষের মধ্যে ভূত খুঁজে পেয়েছেন।

ম্যাডক্সকে জেনসন্ ভালোভাবেই চিনতেন। মৃদু হাসলেন তিনি হারমাস-এর কথায়, এখানে আর ম্যাডক্সকে খাপ খুলতে হবে না। বন্ধু, একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ। পাঁচদিন আগে ঘটেছে প্রথম ঘটনা, পাঁচদিন পর হল তার পুনরাবৃত্তি। ব্যস্, ঢুকে গেল ঝামেলা। আমাদের মধ্যে এক উন্মাদ এসে ঢুকেছে। সেই এসব করছে। আমরা তাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আজ না হয় কালকে ধরা পড়বেই। ম্যাডক্সকে গিয়ে সব কথা বোলো।

হারমাস ভ্রূ নাচিয়ে বললেন, বললেই তো আর হবে না বন্ধু ঘটনাটির মধ্যে ম্যাডক্স অনেক জটিল বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন। এমন কি একথাও তিনি বলেছেন, পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য

মিসেস বারলো নাকি তার স্বামীকে মেরে কাউকে দিয়ে নিজেকে ধর্ষণ করিয়েছে। সুতরাং...

নাঃ বুড়োর মাথাটা দেখছি একেবারেই গেছে। দুহাত তুলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন জেনসন্, এক কাজ করো ওকে যত তাড়াতাড়ি পারো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। নইলে...

মিসেস বারলোর সঙ্গে তোমাদের কিছু কথা হয়েছে নাকি। হারমাস প্রসঙ্গ পাল্টালেন।

না, হলো আর কোথায়। হাসপাতালের ডাক্তার মিঃ হেনরীকে ফোন করেছিলাম, উনি আমাকে সন্ধে ছ'টার পর যেতে বললেন।

বেশ আমাকে ঐ সময় সঙ্গে নিয়ে যেও। ম্যাডক্স সব সময় চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছেন, দেখি মিসেস বারলোর কথাবার্তা থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যায় কিনা। যাই বলো বাবা পঞ্চাশ হাজার ডলার কিছু কম টাকা নয়।

না, না, তা তো ঠিকই। তবে এক্ষেত্রে ম্যাডক্স মিথ্যে জল ঘোলা করছেন। আরে ভাই, সব কিছুই যদি হিসেবে মিলতো, তাহলে তো আর কথাই থাকতো না।

ঠিক, তুমি খাঁটি কথা বলেছো। একটুও মিথ্যে বলোনি। আমিও ম্যাডক্সকে বারবার বলেছি, কেন অনর্থক হিসেব মেলাতে চাইছেন, কিন্তু বলেও নিজেই আবার তদন্তে ছুটে এসেছি। কি জানি অন্যান্য বারের মতো এবারও যদি ওর হিসেব মিলে যায়।

জেনসন্ চকিতে চোখ মেলে হারমাস-এর দিকে তাকালেন। হারমাস মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন। জেনসন্ বললেন তার মানে তুমি বলতে চাইছো, এই খুনের ব্যাপারে মিসেস বারলোর হাত আছে।

হাত আছে না পা আছে জানি না, আগে তার সঙ্গে কথা বলি, ডাক্তারের রিপোর্টটা দেখি, তবে আমার মতামত বলবো।

ছাই বলবে, অনর্থক সময় নষ্টই সার হবে। একটা জিনিস কেন তোমার মাথায় ঢুকছে না হারমাস, খুনীর প্রচণ্ড আঘাতে তার চোয়ালের হাড় সরে গেছে, এর মধ্যে কোন ভান-ভনিতা নেই। এছাড়া...

এছাড়াও তিনি ভীষণভাবে ধর্ষিতা হয়েছেন। এই তো? হারমাস হাসল, জানো ম্যাডক্স কি বলেছেন, তিনি বলেছেন পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য তিনি নিজে অমন দশবার ধর্ষিত হতে বা দু-চোয়ালেরই হাড় সরাতে রাজি।

একটু ইতস্ততঃ করে হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে নিভিয়ে দিলেন জেনসন্। আসলে তোমার ম্যাডক্স চান না, টাকাটা কোম্পানির হাত ছাড়া হোক, তাই এত বায়নাক্কা। মিসেস বারলো একবার বলে দিন, উনি টাকা চান না, ব্যস্ দেখবে এই ঘটনা সম্বন্ধে রাজ্যের গাল গল্প উনি নির্বিচারে মেনে নেবেন।

উত্তরে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন হারমাস, এবার আমাকে যেতে হচ্ছে। তাহলে ঐ কথাই রইলো, ছ'টার একটু আগে আমি এখানে আসবো, তারপর দু'জনে মিলে হাসপাতালে যাবো, চলি।

হারমাস পুলিস হেডকোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে সোজা গেলেন অ্যানসন-এর অফিসে।

অ্যানসন ঘরেই ছিল। এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলেন তার সঙ্গে। মৃদু হেসে বললেন কি চিনতে পারছেন তো?

অ্যানসন বিপরীত দিকের চেয়ার দেখিয়ে বলল, কেন পারবো না মিঃ স্টিভ হারমাসকে ভোলা কি এত সহজ। বারলোর মৃত্যু সত্যিই মর্মন্তুদ।

হারমাস ঘাড় ফেরালেন। চোখাচোখি হলো তার অ্যানার সঙ্গে। অ্যানা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল।

হারমাস একটু নড়েচড়ে বসলেন। হ্যাঁ মৃত্যুটা খুব দুঃখজনক তো বটেই তবে বলছিলাম কি, যদি নিরিবিলিতে কোথাও গিয়ে কফি খাওয়া যেত।

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অ্যানসন উঠে দাঁড়ালো, এ বাড়ির উল্টো দিকেই একটা ভালো কাফে আছে, চলুন। অ্যানার দিকে তাকালো সে, অ্যানা আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। কেউ এলে একটু অপেক্ষা করতে বোলো।

কিছুক্ষণ পর কাফের একটি নিভৃত কোণে মুখোমুখি বসে কফির কাপে এক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে অ্যানসন মুখ তুললো, ম্যাডক্স তাহলে যুদ্ধই ঘোষণা করলেন।

মিঃ অ্যানসন, যুদ্ধ তিনি তাদের সঙ্গেই করেন, যারা তাঁর সঙ্গে বুদ্ধির শক্তিতে সমান পাল্লা দিতে পারে। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে হারমাস তার দিকে তাকালেন, এটা অনুমান মাত্র। তাঁর ধারণা, মিসেস বারলো নিজেই স্বামীকে খুন করে কারো সাহায্যে ধর্ষিতা হয়েছেন।

আপনি অবিলম্বে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, নিশ্চয় ওর পেটের ব্যামো হয়েছে মিঃ হারমাস। অ্যানসনের ঠোঁটের কোনে শ্লেষের হাসি খেলে গেল। টাকা ওকে দিতেই হবে। না দিয়ে এবার কিছুতেই পার পাবেন না। আর দিতে আপত্তিই বা কিসের? আমাদের এত বড় কোম্পানি, আমাদের কাছে পঞ্চাশ হাজার ডলার তো নস্যি। এদিকে টাকা না দিলে খবরের কাগজওয়ালারা দারুণ তোলপাড় কাণ্ড করবে। কোম্পানীর বদনাম হবে, সব দিক দিয়েই ক্ষতি, কি দরকার বাবা ঝামেলা না করে টাকাটা দিয়ে দিলেই তো হয়।

তা অবশ্য যায়। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝলাম না মিঃ অ্যানসন, খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের এত ভিতরের খবর কি করে জানলেন। আপনি কি ওদের কিছু বলেছেন?

বলবো না কেন? অ্যানসন বলল এটা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার একখানা জবরদস্ত খবর। এ শহরের সবাই মোটামুটি আমাকে চেনে। বারলোকে দিয়ে যে আমি বীমা করিয়েছি, একথাও কারোর অজানা নেই। সুতরাং এ অবস্থায় আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। আমার বদনাম তো হবেই, কোম্পানিরও সমূহ বিপদের আশঙ্কা। টাকাটা দিলে লোকে নিশ্চিন্ত হবে, বলবে না এরা টাকা ঠিক ঠিক দেয়, মিঃ অ্যানসনের কাছে বীমা করিয়ে সুবিধে আছে। ব্যবসা আমাদের বেড়ে যাবে।

কিন্তু...একাজটা আপনি ভালো করেননি মিঃ অ্যানসন। খবরের কাগজের হাতে খবর তুলে দেওয়া, এটা ম্যাডক্স একেবারেই সুনজরে দেখবেন না।

কেন? না দেখার কি?

কারণটা তো আপনাকে বললাম, তিনি মনে করেন, আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা সাজানো, ছকে ফেলা ঘটনা। তাই...

অ্যানসন হাত তুলে থামালো তাঁকে, মৃদু হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো, আসলে তফাৎটা কোথায় জানেন মিঃ হারমাস, আপনি কাজ করেন ম্যাডক্স-এর হয়ে, আর আমি কাজ করি এ অঞ্চলের তিনটে শহরের সমস্ত অধিবাসীদের হয়ে। ওঁর মতলব মতো আমাকে যদি চলতে হতো, তাহলে বহুদিন আগেই এখানকার অফিসে লালবাতি জ্বালতে হতো। বলুন ঠিক কি না? ওঃ অসহ্য। বয়েস হয়ে গেলো, তবু বুড়ো হাবড়াটার চাকরী ছাড়ার নাম নেই। আর কতদিন যে ওঁর জ্বালায় এভাবে প্রতি পদে পদে আমাদের জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে, কে জানে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। হারমাস কাপে নতুন করে কফি ঢাললো। দু'চামচ চিনি মেশাল। তারপর দীর্ঘ এক চুমুক দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। গোড়া থেকেই বারলোর পলিসিটা নিয়ে ওঁর মনে খুঁতখুতুনি। উনি এক ডিটেকটিভ এজেন্সিকে লাগিয়ে দিলেন মিসেস বারলোর সম্বন্ধে খোঁজখবর করার জন্য। তাঁরা দশ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠিয়েছে। তাঁরা জানিয়েছে যে মেয়েটা নাকি এক নম্বরের জাহাবাজ। টাকার জন্য সে না করতে পারে এমন কাজ নাকি ভূ-ভারতে নেই।

অ্যানসন চকিতে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো। কাশতে কাশতে কাপ নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকালো হারমাস-এর চোখে, রিপোর্টে কি আছে?

জানি না, কেন না এখনও দেখার সুযোগ হয় নি। তবে মনে হয় পুরো রিপোর্টটাই খুব একটা সুবিধের নয়।

আপনার এই ম্যাডক্স উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ, বিরক্তির চিহ্ন অ্যানসনের মুখে সুস্পষ্ট হল। একটা মেয়ে সে আক্রান্ত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে, তার স্বামীকে হারিয়েছে, কোথায় তার জন্য সহানুভূতি হবে তা না উনি রিপোর্ট খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

জেনসন্ আর আপনার বক্তব্য মোটামুটি একই ধাচের, কথা কি জানেন মিঃ অ্যানসন, হারমাস তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তবু একটা কথা ম্যাডক্স-এর সঙ্গে দশ বছর হলো কাজ করছি। এতদিন এমন একটা ঘটনাও আমার চোখে পড়লো না, যে ম্যাডক্স কোনো পলিসি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার পরও সেই পলিসিটা সাচ্চা বলে প্রমাণিত হল।

কোনদিন হয়নি বলে যে আজও হবে না, এরকম কোন নিয়ম নেই। আসলে ওসব সস্তা চমক, নাম কেনার সস্তা চেষ্টা। অ্যানসন ক্রোধে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল। ঐ ম্যাডক্সই দিনে দিনে আমাদের কোম্পানিকে লাটে তুলবে। আমি বলে দিলাম পরে মিলিয়ে নেবেন। পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাদের কাছে কি? এত বড় কোম্পানি।

আমাদের কাছে একটা পঞ্চাশ হাজার সত্যিই সামান্য মিঃ অ্যানসন কিন্তু যে লোকটার সারা বছরে এরকম হাজার দুয়েক পঞ্চাশ হাজারী ঠেলা সামলাতে হয়, তার কাছে এর গুরুত্ব কিন্তু কম নয়।

অ্যানসন একমুহূর্ত নীরব থেকে কাঁধ ঝাঁকালো, ঠিক আছে আপনারা যা ভাল বোঝেন মিঃ হারমাস। আমাকে যা বলবেন, আমার আর কি?

হারমাস প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন যে মিঃ বারলোর বাড়িটা কোথায় বলুন তো।

কেন? শহরতলীর এক নির্জন পরিবেশে।

আমাকে যে ওখানে যেতে হবে মিঃ অ্যানসন।

হারমাস উঠে দাঁড়ালেন। চলুন না আপনিও সঙ্গে চলুন। দু'জনে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

কিন্তু ওই বাড়িতে যাবেন কেন? ওখানে কি আছে?

হারমাস স্থির দৃষ্টিতে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল বলল কি আছে জানি না, ম্যাডক্স আমাকে যেতে বলেছেন যেতে আমাকে হবেই।

যেতে হবে বললেই তো আর হবে না। ওরা কেউ বাড়িতে নেই। চোরের মতো অন্যের বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে, এটা কেমন মিঃ হারমাস?

আরে চলুন চলুন। একা গেলে আমাকে চোর বলা সাজতো। আপনাকে তো সাক্ষী হিসাবে নিয়ে যাচ্ছি, আমার চুরির অপরাধ মেটাতে আপনি একাই যথেষ্ট।

অ্যানসন একটু দোনামোনা করে উঠে দাঁড়াল। বিল মিটিয়ে কাফে থেকে দু'জনে বেরিয়ে অ্যানসনের গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি ছুটলো হাওয়ার বেগে।

বাঃ খুব সুন্দর চমৎকার! নুড়ি বিছানো পথের দু'দিকে বাগানের দিকে তাকিয়ে হারমাস মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠলেন।

অ্যানসন গিয়ার পালটে গাড়ি থামাল, হ্যাঁ বাগানটা সত্যিই খুব সুন্দর।

মিঃ অ্যানসন শুধু সুন্দর বললেই যথেষ্ট হয় না। আমার জীবনে এমন নিপুন হাতের কাজ আমি কোনোদিনও দেখিনি, লোকটা নিঃসন্দেহে প্রতিভাধর। বাপরে বাপ কি বিরাট এক একখানা গোলাপ। ইস্ হেলেন যদি সঙ্গে থাকতো।

গাড়ি থেকে নেমে তিনি কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাল নীল মাছের খেলা দেখলেন, বিরাট ডালিয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে অ্যানসনের কাছে ফিরে এলেন। বললেন, না মিঃ অ্যানসন এটা একটা ছবির মতো, না না, ছবিতেও এমন মনোহর দৃশ্য আমি খুব কম দেখেছি। তিনি ঘাড় তুলে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন কিন্তু এটা কেমন হল, এমন সুন্দর বাগানের পাশে একখানা পলেস্তারা ঘসা জরাজীর্ণ বাড়ি। বারলোর বোধহয় বাড়ির প্রতি তেমন টান ছিল না তাই না।

অ্যানসন সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে এগোল। আর পেছন পেছন হারমাসও এলেন। পকেট থেকে কি একটা বের করে দরজার চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে একটু চাপ দিলেন। খট্ করে একটা শব্দ হল। দরজা খুলল।

ভেতরে যাওয়া কিন্তু ঠিক হচ্ছে না মিঃ হারমাস। শেষ বারের মতো অ্যানসন তাকে সাবধান করলেন, এরকম অনুমতি না নিয়ে...

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, হারমাস ততক্ষণে বড় বড় পা ফেলে দরজা ডিঙ্গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হলঘরে, তারপর সেখান থেকে সটান বসবার ঘরে। অ্যানসন তার পিছন পিছন এল।

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে হারমাস ফিরলো অ্যানসনের দিকে বাঃ এ তো দেখছি বেশ মজার ব্যাপার। বাইরে অমন সুন্দর বাগান আর ভেতরে ঘরের মেঝেয় আধ ইঞ্চি পুরু ধুলো। বারলো কি ঘরেও বাগান করবেন ভেবেছিলেন নাকি। নিজের রসিকতায় নিজেই ঘর ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি, নাঃ মেয়েটা দেখছি নোংরার একশেষ! বোধহয় ঝাঁটা হাতে নিতেও শেখেনি।

অ্যানসন কোন কথা বললো না। হারমাস এগিয়ে গেলেন টেবিলের টাইপ মেশিনটার দিকে, একরাশ টাইপকরা কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, হুঁ দেখছি লেখাপড়ারও কিছু অভ্যাস ছিল। তা অভ্যাসটা কার স্বামীর না স্ত্রীর?

জানিনা। কিন্তু মিঃ হারমাস, অমনভাবে ওদের ব্যক্তিগত কাগজপত্র দেখাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আপনি...

হারমাস হঠাৎ একখানা চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসে পড়লেন। এক একখানা কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তার চোয়াল শক্ত হল, মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠল। অ্যানসন একটা ঢোক গিললো, এখানে অনধিকার প্রবেশ, বেশীক্ষণ...

ধীরে বন্ধু ধীরে। হারমাস তার কথা মাঝপথে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন, এখানে আমি তদন্ত করতে এসেছি, আপনার কাছ থেকে উপদেশামৃত নিতে নয়। আপনি বরং গাড়িতে গিয়ে বসুন বাগানের শোভা দেখুন। আমাকে নিজের মতো কাজ করতে দিন। প্লিজ বিরক্ত করবেন না।

অ্যানসন একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। আরো মিনিট পাঁচেক পর টাইপ করা কাগজগুলো মুড়ে পকেটে রেখে হারমাস উঠে দাঁড়ালেন।

অ্যানসন যেন খুব অবাক হয়েছে এমনভাবে বলল মিঃ হারমাস কাগজগুলো আপনি নিয়ে চললেন?

হারমাস ছোট করে ঘাড় নাড়লেন, বুঝলেন মিঃ অ্যানসন ম্যাডক্সকে কখনো কখনো আমার দেবতা বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। সত্যি অদ্ভুত ওর ক্ষমতা! আমাকে যখন এই বাড়িতে এসে ঘুরেফিরে সব দেখে যেতে বললেন আপনার মতো আমিও তখন অবাক হয়েছিলাম, প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু দেখুন এসে কত ভালই না হল। যে কাগজগুলো পকেটে পুরলাম ওতে কি আছে জানেন? ওতে আছে মিসেস বারলোর লেখা একটা গল্প। এক প্রেমিক প্রেমিকার ইনসুরেন্স কোম্পানীকে প্রতারনা করার চমৎকার একটা পরিকল্পনা। প্রেমিকটি বিমানবন্দরের টিকিট ক্লার্ক, বাঃ চমৎকার। ম্যাডক্স এগুলো দেখে ভারী খুশী হবেন। গল্পটা দেখে বোঝা যায় মিসেস বারলোর মনে আগে থেকেই ইনসুরেন্স কোম্পানীকে প্রতারনা করবার একটা মতলব ছিল। আমাদের পক্ষে গল্পটা পেয়ে সুবিধেই হলো, উনি দাবী পূরণের দরখাস্ত করলে এটা দেখিয়ে ওর মনের অবস্থা বুঝিয়ে লড়ে যাবার একটা সুযোগ আমার হবে।

অ্যানসন হঠাৎ হো হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল। এটা আপনি কি রকম বললেন মিঃ হারমাস, আপনার মতো বিচক্ষণ একজন লোক, কতরকম গল্পই তো লোকে লেখে, তাই বলে কিন্তু...হারমাস তার কথা না শুনে ঘরের এক কোণে চলে গেছেন, বাধ্য হয়েই তাকে থামতে হলো।

দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে একটা বাঁধাই সার্টিফিকেট মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতে হারমাস বললেন, তাহলে বারলো পিস্তল চালাতেও জানতেন। স্মল আর্মস অ্যান্ড টারগেট্ ক্লাব পিস্তল চালনায় প্রথম হবার জন্য তাঁকে এই সার্টিফিকেটটা দিয়েছে।

অ্যানসন তাড়া দিলো, বেশ ভালো, এবার চলুন, কেউ দেখে ফেললে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে।

মিঃ অ্যানসন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এমন নিরিবিলি জায়গা কে এখানে আসবে? হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, যে লোকটা পিস্তল চালনায় এমন দক্ষ, তার নিশ্চয়ই নিজের একটা পিস্তল আছে ঠিক কিনা?

থাকলেই বা তা দিয়ে আমাদের কি দরকার?

দরকার, তা দরকার তো আছেই, ঘুরতে ঘুরতে দেয়াল আলমারীর কাছে গেলেন হারমাস। এক টানে দেরাজ খুলে ফেললেন, এই তো পিস্তলের বাক্স। কাঠের বাক্সটা সমস্ত খুলে তিনি তার ডালা খুলে ফেললেন, কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলেন, দোয়াত আছে কালি নেই! কার্তুজ আছে, চোঙ পরিষ্কার করবার ব্রাশ আছে, অথচ পিস্তলটা নেই। পিস্তলের খাপও আছে অথচ আসল মালটাই হাওয়া।

আপনি কি প্রশ্নটা আমাকে করছেন না নিজের মনে কথা বলছেন? অ্যানসন অসহিষ্ণু গলায় বলল।

না না আপনাকে নয়, একে বলে স্বগতোক্তি,আত্মকথা। এখানে আরো কিছুক্ষণ আমাকে থাকতে হচ্ছে, বাড়িটা বেশ মজার, আপনি অনর্থক কেন এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন মিঃ অ্যানসন, যান না গাড়িতে গিয়ে দু-দণ্ড আরাম করে বসুন না।

না, এগিয়ে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের সামনের সোফায় বসে পড়লো অ্যানসন, আমি এখানেই থাকি। আপনার যদি কিছু দরকার হয়—

হারমাস ততক্ষণে দেরাজ বন্ধ করে এগিয়ে গেছেন সিঁড়ির দিকে। পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন।

।। নয় ।।

আরো দেড় ঘণ্টা পর বারলোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে হারমাস এবং অ্যানসন ফেরার পথ ধরলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। অবশেষে প্রথম কথা বললেন হারমাস, দেখুন মিঃ অ্যানসন ম্যাডক্সকে আপনি বুড়ো হাবড়াই বলুন আর যাই বলুন লোকটার মাথা আছে। একবার ভেবে দেখুন, সাধারণ একটা কেরাণী, ফুলের দোকানের সামান্য মাইনের চাকরী সেই লোকটাই যখন হঠাৎ করে পঞ্চাশ হাজার ডলারের এক জীবনবীমা করিয়ে বসে তখন তো স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে। ম্যাডক্স তো আগেই সন্দেহ করেছিলেন। আজ ওদের বাড়ী দেখে সন্দেহটা আমার মনেও বদ্ধ মূল হল।

অ্যানসন গিয়ার পাল্টে গাড়ির গতিবেগ একটু বাড়ালো, একটা জিনিস আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ হারমাস, ওর ইনসিওর করার কারণটা একবার দেখুন। স্বাধীন ব্যবসা করবেন, পলিসি জমা রেখে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন, তাই এই বীমা, এসব কথা আমি আগেই মিঃ ম্যাডক্সকে বলেছি। তাছাড়া, আমারই বা কী করার থাকতে পারে বলুন, আমি তো আব যেচে যাইনি ওদের বীমা করতে।

সে তো ঠিকই। একশোবার ঠিক। তবে, হারমাস আড় চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বললেন এত সাধারণ রোজগারের একটা লোক এত টাকার বীমা করালেন। সইসাবুদ করার আগে একটু ভাল করে ভেবে দেখলে পারতেন।

কি আর ভাববো বলুন তো, যাওয়া মাত্রই বাগান দেখিয়ে বলল বীমা করানোর উদ্দেশ্যটা কি। প্রথম প্রিমিয়ামের টাকাটা পর্যন্ত নগদ দিতে রাজী হলো, আমার আর আপত্তি করার কারণ রইল না।

পুরো টাকাটাই নগদে দিল?

হ্যাঁ?

বাড়ী দেখে তো মনে হয় না, অত টাকা নগদ বের করার ক্ষমতা ওর ছিল।

অত জানিনা মশায়, যা ভালো বোঝেন করুন। এই নিয়ে জলঘোলা করুন, ঘোট পাকান, যা খুশি তাই করুন গিয়ে। আমার অষ্টরম্ভা। আমি সাতে পাঁচে নেই।

না না সে তো ঠিকই থাকতে যাবেনই বা কেন? সে যাকগে এবার মিসেস বারলো সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। মহিলাটি কেমন?

আমি তার কি জানি? অ্যানসন ঠোঁট উল্টে বললো, দেখতে ভালো, বয়েস অল্প, এছাড়া আর

কিছুই আপনাকে বলতে পারবো না।

স্বামী স্ত্রীর বেশ মিল ছিলো, কি বলেন?

হ্যাঁ তা ছিল বৈকি, বেশ মিল ছিল।

তাই নাকি? তা কি দেখে বুঝলেন সদ্ভাব ছিল?

অ্যানসন প্রমাদ গুনলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। হুঁ হুঁ বাবা, হতে পারো তুমি ম্যাডক্স-এর পেয়ারের লোক, আমিও কমতি যাই না। আমাকে তুমি শত চেষ্টা করেও টুপি পরাতে পারবে না, তুমি যদি থাকো ডালে ডালে, আমি থাকবো পাতায় পাতায়।

অ্যানসন স্থির দৃষ্টিতে সামনের রাস্তা দেখলো। বললো, ঠিক কি দেখে বুঝলাম জানিনা। তবে দেখে মনে হল তাই বললাম। এছাড়া একদিন মিঃ বারলোও কথায় কথায় ওর স্ত্রীর খুব সুখ্যাতি করছিলেন।

মিঃ অ্যানসন আপনি ঠকেছেন। বারলোর কথায় বিশ্বাস করে আপনি আসল রহস্য ধরতে পারেন নি। দোতলায় কোনো দিন গেছেন কি?

না, কেন?

গেলে বুঝতেন বারলো আপনাকে কি ধোঁকাই না দিয়েছে। ওরা দু'জন আলাদা ঘরে শুতো।

বারলোর বিছানার চাদরটা বোধহয় বছর খানেক হলো কাচা হয়নি। তাছাড়া একটু দোনামনা করে হারমাস বললো, লোকটা ছিল এক নম্বরের বিকৃতকামী। ওর ঘরে আমি কখানা বাজে ধরনের বই পেয়েছি।

কি জানি হতে পারে। আমার তো ধারণা ছিলো, দু'জনেই বেশ সুখী।

আপনার ধারণা ভুল মিঃ অ্যানসন। বিয়ে তো এখনও করেননি, করলে বুঝতেন। যে স্ত্রী স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সহস্র কাজের ফাঁকেও সে ঘর-দোর নিখুঁতভাবে গুছিয়ে রাখে। অমন শুয়োরের খোঁয়াড় করে রাখে না।

হতে পারে, আবার এও হতে পারে যে মিসেস বারলো ঘরদোরের কাজ তেমন জানেন না। সব মেয়েই তো আর একরকম হয় না।

এখনই এত যুক্তি—তর্কের অবতারনা আমি করতে চাই না মিঃ অ্যানসন। আগে ডিটেকটিভ এজেন্সির সেই রিপোর্টটা পড়ি, তারপর এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে তর্ক করবো।

তখন থেকে খালি রিপোর্ট রিপোর্ট করছেন, কি আছে রিপোর্টে?

এখনও দেখিনি। ম্যাডক্স দেখেছেন, উনি সব জানেন।

গাড়ি এসে মার্লবোরো হোটেলের সামনে থামলো। হারমাস গাড়ি থেকে নামলো।

অ্যানসন হাসলো, আমার তো আর থাকার উপায় নেই, আধ ঘণ্টা বলে বেরিয়ে কত দেরী হয়ে গেল বলুন। আমি যাই, কাজকর্ম অনেক বাকী পড়ে আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, আমার জন্য ভাববেন না। খানিকটা বিশ্রাম করে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যাবো জেনসন্-এর অফিসে। ওখান থেকে ওর সঙ্গে হাসপাতালে যাব। মিসেস বারলোকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে, ঠিক আছে আপনি তাহলে আসুন। দু'জন করমর্দন করলেন, আচ্ছা আবার দেখা হবে, কতদূর কি এগোলো, সময় মতো আপনাকে সব জানাবোখন।

মৃদু হেসে হাত নেড়ে অ্যানসন গাড়ি ছাড়লো। হারমাস একদৃষ্টে তার গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হোটেলের রিসেপশনিষ্ট-এর দিকে এগোলেন।

হোটেলের বিপরীত দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে যে ললি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

অ্যানসন গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলো। সঙ্গের লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার গমন পথের দিকে, তারপর ধীর পায়ে এগোল। রিসেপশনিষ্ট টম নর্ডলির ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো, এই যে টম ব্যস্ত নাকি?

টম ঘাড় তুলে একবার ললিকে দেখলো তারপর বলল হ্যাঁ তা একটু ব্যস্ত বইকি, কেন দরকার কি?

দরকার মানে, ব্যাগ খুলে এক ডলারের একখানা নোট বের করে ললি তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঐ রোমিওটি কে, সেটা বলতে পারবে?

টম হাত বাড়িয়ে খপ্ করে নোটটা চেপে ধরে বলল, উনি স্টিভ হারমাস, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্সের তদন্ত বিভাগের বড়কর্তা। ললি, ওদিকে তোমার বিশেষ সুবিধে হবে না বড় শক্ত চাঁই।

তদন্ত বিভাগ? ললি ভ্রূ নাচিয়ে বলল, পুলিস-টুলিস নাকি?

না, পুলিস না, তবে পুলিস বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বারলো হত্যা রহস্যের কিনারা করতে এখানে এসেছেন।

হুঁ, হত্যা রহস্যের তদন্তে যখন এসেছেন তখন তো পুলিসই।

ঐ হলো আর কি যাহা বাহান্ন তাহাই তিপ্পান্ন।

ঠিক আছে, চলি। পরে আবার দেখা হবে। দরজার দিকে এগোল ললি। টম হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রু টাউন হাসপাতালের ডাক্তার হেনরী প্রবীন এবং বিচক্ষণ চিকিৎসক। মাথার চুল তার ধবধবে সাদা, মুখে বয়েসের রেখা সুস্পষ্ট। জেনসন্ এবং হারমাসকে দেখে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন।

ইনি মিঃ হারমাস, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্সের তদন্ত বিভাগের প্রধান। চেয়ারে বসতে বসতে জেনসন্ বললো, বারলো এদের কাছে কোম্পানীর বীমা করিয়েছিলেন। তাই...

হারমাস হাত তুলে বললেন, এক মিনিট, পাছে হেনরী ভুল করে তাকে আবার অন্য কিছু ভেবে বসেন তাই আগেই তিনি সাবধান হলেন বললেন যে, আমি তদন্ত করতে এসেছি ঠিকই তবে একা একা কিছু করবো না যা করার জেনসন্-এর সঙ্গে মিলে মিশেই করবো। কোম্পানীর যাবতীয় দাবী সম্পর্কিত পলিসির তদন্ত করাই আমার কাজ। বারলোর পলিসি সম্পর্কে এখনও কোন দাবী আমাদের দপ্তরে পৌঁছয় নি। তবু আগে থেকে যতটা সম্ভব সতর্ক হওয়া দরকার। তাছাড়া পলিসির অঙ্কটাও নেহাত কম নয়। পঞ্চাশ হাজার ডলার। মাত্র দশদিন আগে তিনি বীমা করিয়েছিলেন। দশদিন পরেই এই দুর্ঘটনা। তা দুর্ঘটনা হোক আর যাইহোক, টাকা তো আমাদের দিতে হবে। সুতরাং দাবীর যথার্থতা সম্বন্ধে আগে ভাগেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে রাখা ভালো। কি বলেন ঠিক কিনা।

হ্যাঁ ঠিকই কিন্তু মুশকিল হল, হেনরী দু-হাত তুলে এক অসহায় ভঙ্গী করলো, আমিতো এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে এত সব বলার কারণই বা কি?

হারমাস বললেন কারণ এই মিঃ হেনরী, দাবী পূরণের আগে আমাদের স্থির নিশ্চিত হতে হবে যে মিসেস বারলো সত্যি সত্যিই ধর্ষিতা হয়েছিল কি না এ সম্পর্কে আপনার রিপোর্ট আমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান।

হেনরী ব্যস্ত হলেন। ও এই কথা। তা বেশতো রিপোর্ট দেবোখন। মিসেস বারলো যথার্থই আক্রান্ত হয়েছিলেন। চোয়ালের হাড় তার সরে গেছে। তাছাড়া তাকে খুব বাজেভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, বরং আপনারা যদি বলেন তাহলে ওর কাছ থেকে জেনে ঘটনার যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার বিবরণ আমার রিপোর্টে ঢুকিয়ে দেবো।

না, না, অতো খুঁটিনাটির দরকার নেই। আপনার রিপোর্টটুকুই যথেষ্ট। তা এখন কি আমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

হ্যাঁ, পারেন। চলুন আমিই নিয়ে যাই আপনাদের। তবে একটা অনুরোধ, কথা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সারতে পারেন ততই ভালো। কারণ অবস্থার এখনও তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। এছাড়া মানসিক আঘাতও কম নয়।

বুঝেছি, আমাদের অতটা অবিবেচক ভাববেন না মিঃ হেনরী। জেনসন্ উঠে দাঁড়ালো, শুধু কিভাবে কি ঘটেছে, আততায়ীব চেহারার বর্ণনাটুকু জেনেই আমরা চলে যাবো। বেশী প্রশ্ন করে ওকে বিরক্ত করবো না।

ডাক্তারের পেছন পেছন দু'জন এসে এক কেবিনে ঢুকলেন। ঘরের এক কোনের টেবিলে ওষুধপত্র এটা সেটা। মাঝখানে একটা দুধ-সাদা শয্যায় শুয়ে আছেন এক মহিলা। তার চোখ দুটো বোজা, বালিশের সাদা ঢাকনা ছাপিয়ে একমাথা পিঙ্গল চুলের রাশ রয়েছে এলিয়ে, সাদা চাদর

বুক অবধি ঢাকা।

দরজার কাছে জেনসন্ এবং হারমাসকে দাঁড় করিয়ে রেখে হেনরী বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বললেন, মিসেস বারলো, পুলিস দপ্তরের মিঃ জেনসন্ এসেছেন আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে। আমি ওকে বলেছি, আপনাকে ওরা বেশি বিরক্ত করবেন না। আপনি কি এখন কথা বলতে পারবেন?

মেগ ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। বললো পারবো। এখন একটু সুস্থ বোধ করছি।

জেনসন্ এক পা এগিয়ে এসে বললো আপনাকে এ সময় বিরক্ত করতে আসার জন্য দুঃখিত মিসেস বারলো, কিন্তু কি করি উপায় নেই। পুলিস হিসাবে যেটুকু করার তা তো আমাকে করতেই হবে। অবশ্য আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না। দু-একটা প্রশ্ন করে চলে যাবো। আমাদের এখন বলুন, যে লোকটা আপনাকে আক্রমণ করেছিল তাকে কেমন দেখতে।

মেগ চোখ বুজলো। তারপর চোখ খুলে সে পাশের টেবিলটার দিকে তাকাল। টেবিলের উপর একগুচ্ছ তাজা গোলাপ।

"গোলাপ দেখেই অ্যানসনের কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল। যদি গোলাপ পাঠাই, তাহলে বুঝবে উন্মাদটা এখনো ধরা পড়েনি"। অতএব মেগ বলল লোকটা বেঁটে, মোটা। মাথায় মস্ত টাক।

হুঁ সবই মিলে যাচ্ছে। এ নির্ঘাত সেই হতভাগাটা। জেনসন্ বললেন, আচ্ছা মিসেস বারলো, কিভাবে আপনি বুঝলেন যে লোকটার মাথায় টাক?

একটু বিরতি। মেগ আবার চোখ বুজল। তারপর যেন স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে সে এমনভাবে বললো, ধস্তাধস্তির সময় ওর মাথার টুপিটা খুলে গিয়েছিল, তখনই দেখলাম, একেবারে তেল চুকচুকে টাক।

আচ্ছা পরনে কি ছিল?

কালো কোট আর কপাল ঢাকা কালো টুপি। জেনসন্ ঘাড় নাড়লো, আপাততঃ এটুকুই যথেষ্ট মিসেস বারলো। আপনি বিশ্রাম করুন।

হারমাস এতোক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেগকে দেখছিলেন। বাঁ দিকের গালে চোয়ালের কাছে রক্ত জমে আছে। বাঁ চোখটা জখম হয়েছে, ফুলে আছে। নীচের ঠোঁটটা একটু কাটা। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলাকে বেশ শক্ত হাতেই আঘাত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন ভানভনিতা নেই। তবে হ্যাঁ এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ওর সৌন্দর্য কিন্তু এতটুকু নষ্ট হয়নি। মিসেস বারলো অবশ্যই বেশ সুন্দরীর পর্যায়ে পড়েন।

জেনসন্ প্রশ্ন শেষ করতেই হারমাস এগিয়ে গেলেন। মিসেস বারলো আমার একটা প্রশ্ন, আপনি ও আপনার স্বামী সেদিন জেসনস্ গ্লেনে গেলেন কেন?

নীল চাখ দুটো তুলে মেগ হারমাস-এর দিকে তাকালো বললো ফিল ছাড়লো না, যেতে চাইল, আমাদের বিবাহ বার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে চাইলো। প্রথমে নিয়ে গেল কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁয়, সেখান থেকে জেসনস্ গ্লেন-এ, তার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে চোখ ঢাকল।

হেনরী ব্যস্ত হয়ে বললেন, ব্যস্ ব্যস্ এই অবধি, দয়া করে আর ওকে বিরক্ত করবেন না। ওকে একা থাকতে দিন।

হাত ধরে জেনসন্ এবং হারমাসকে একরকম জোর করেই তিনি নিয়ে এলেন বাইরে। দরজার এপাশে এসে হারমাস একবার ঘাড় ফেরালেন। মেগ একই ভাবে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে।

লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে এগোতে এগোতে জেনসন্ বললেন আততায়ী নিঃসন্দেহে সেই লোক। শুয়োরটাকে এখনও ধরা গেলো না। কে জানে, আবার কবে কি করে বসে, চলো বারলোকে গিয়ে একবার দেখে আসি।

কিন্তু বারলোকে দেখে কি হবে হারমাস?

লাভ বইকি, অমন একখানা জিনিসকে পঞ্চশরে গাথলেন যিনি, তাকে তো চোখে দেখাও ভাগ্যের কথা হে জেনসন্। চলো চলো দেখেই আসি একঝলক।

মর্গের নিগ্রো ভৃত্যটি সাদা চাদর সরিয়ে তাদের ডাকলো, আসুন দেখে যান, অবশ্য দেখার কিই বা আর আছে?

জেনসন্ আগেই দেহটি দেখেছিলেন। তিনি আর এগোলেন না। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়ে তিনি মনের বিরক্তি চাপা দিলেন।

হারমাস পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন মৃতদেহটির দিকে। তারপর ভৃত্যটিকে মৃতদেহ ঢাকতে বলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর তাকালেন জেনসন্-এর দিকে, বললেন আচ্ছা যে গুলি খেয়ে উনি মরেছেন সেই গুলিটা সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট পেয়েছ?

না, এখনও পাইনি?

পেতে কত দেরী হবে?

ফিরে গিয়েই পেতে পারি।

তাহলে চলো, আর দেরী করে লাভ নেই। রিপোর্টটা আমার দরকার।

কারনারের অফিসে ঢুকে ব্যালিস্টিক দপ্তরে ফোন করলেন জেনসন্। হারমাস চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, একটা হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছি না। অমন রূপসী বউ, বারলোর কি দেখে সে মজলো?

এতে আর অবাক হবার কি আছে। কথায় আছে যার যেখানে মজে মন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি ঠিক আছে টেড ধন্যবাদ, আমি যাচ্ছি হ্যাঁ এখুনি যাচ্ছি। ফোন নামিয়ে রেখে অবাক চোখে হারমাসের দিকে তাকাল জেনসন্। জানো কি বললো? বললো বারলো এবং সেই আগের লোকটি দু'জনেই নাকি মরেছে ৩৮ বোরের পিস্তলের গুলিতে। তবে হ্যাঁ দুটো পিস্তল দু-রকমের। তাছাড়া গুলি দুটোও আলাদা। তা তুমি এসব আন্দাজ করলে কিভাবে।

কি জানি কেমন যেন মনে হল। ব্যাপার গুরুতর জেনসন্, ভারী গুরুতর। অবশ্য এটুকু সূত্রই আমাদের রহস্য সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট সহায়। এমনও হতে পারে আমাদের এই টাকমাথা বন্ধুটার দুটো ৩৮ বোরের বন্দুক আছে। দুটোই হয়তো সে দু'বারে ব্যবহার করেছে, কিন্তু যতদূর মনে হয়...

অ্যানসন সন্ধ্যে ছ'টা অবধি একনাগাড়ে কাজ করল। ছ'টা বাজতে কাগজপত্র গুটিয়ে উঠে পড়লো। গাড়ি নিয়ে সোজা গেল মার্লবোরো হোটেলে। হোটেলের গ্যারেজে গাড়ি তুলে কাঁচ বন্ধ করতে করতে তার মনে হাজার চিন্তা এসে ভিড় করল।

জেনসন্ আর হারমাস হয়তো এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন হাসপাতালে, মেগকে জেরায় জেরায় অস্থির করে তুলেছে। এ সময় হাসপাতালে থাকতে পারলে ভাল হত। মেগ পারবে তো সব গুছিয়ে বলতে। তবে যতদূর মনে হয় পারবে। কারণ মেগ পারে না পৃথিবীতে এমন কাজ নেই।

আর ঐ এক রিপোর্ট। রিপোর্ট রিপোর্ট করে হারমাস একেবারে কানের পোকা বের করে দিলো। কি এমন আছে ঐ রিপোর্টে! মেগ কি তাহলে আমার কাছে কিছু চেপে গেছে। ম্যাডক্স কি জেনে গেছে যে মেগ-এর পিরিতের লোকটা কে?

হুঁ, হতেই হবে। বারলোর সঙ্গে যখন মেগ এক ঘরে থাকতো না তখন নিশ্চয়ই মেগ-এর একজন নাগর আছে, আলবাৎ আছে। মেগ তাকে বরাবর ধোঁকা দিয়েছে। তা বোকামো নিজেও তো কম করেনি, ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল আছে একথাটা বলে সে ঠিক করেনি। যখন দু'জনের আলাদা ঘরে থাকার ব্যাপারটা মনেই ছিল না।

জন...

অ্যানসন চমকে ঘাড় ফেরালো। ললি এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে তার পাশে, তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

অ্যানসন অন্য দিকে মুখ ফেরালো এই যে ললি, খবর-টবর ভালো তো। আমাকে আবার এখুনি বেরোতে হবে। জরুরী কাজ আছে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। ঠিক আছে পরে একদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব। ললি এক পা এগিয়ে এসে খপ্ করে তার হাত চেপে ধরে

বললো ওসব গল্প অনেক শুনিয়েছো অ্যানসন, একই গল্প শুনতে রোজ বিশ্রী লাগে। আজ আমি তোমার কোন আপত্তিই শুনবো না। আজ সারারাত তোমার সঙ্গে থাকবো, নেশা করবো, ফূর্তি করবো, তারপর তোমার ভর্তি মানিব্যাগ বেশ খানিকটা হালকা করে তবে বাড়ি যাবো।

যাও যাও। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল অ্যানসন, রাস্তার মেয়ে, রাস্তায় এসব ন্যাকামি মারাও গিয়ে। এটা তোমার বেশ্যাখানা নয়। বড় বড় পা ফেলে সে হোটেলে ঢুকল। চাবির বোর্ড থেকে চাবি নিয়ে লিফটে উঠলো।

নির্বাক ললি তাকিয়ে রইল একভাবে। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো তার দু-ফোঁটা অশ্রু। ব্যাগ থেকে ছোট রুমালটা বের করে সে চোখের জল মুছলো, তাকালো আবার লিফটের দিকে। ঠোঁটের কোনে এবার তার ফুটে উঠল কুটিল হাসি। ধীর পদক্ষেপে হোটেলের চত্বর ছেড়ে সে বাইরে এল।

হাতের ফাইলটা বন্ধ করে ডেস্কের এপ্রান্তে ছুঁড়ে দিলেন ম্যাডক্স। সেটা গিয়ে পড়লো মেঝেয়। সেদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর টেনে নিলেন আর একটা ফাইল।

ডেস্কের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সবুজ বাতিটা জ্বলে উঠলো। বোতাম চেপে ম্যাডক্স বললেন কে?

আমি প্যাটি, স্যার। মিঃ হারমাস এসেছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কথা ক'টা বলেই তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন, অ্যাঁ কে এসেছে বললে, হারমাস? এখুনি পাঠিয়ে দাও তাকে...এই মুহূর্তে।

হারমাস দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। সকাল সোয়া নটা। সারা রাত সমানে গাড়ি ছুটিয়ে সবে ভোর রাত নাগাদ এসে পৌঁছেছেন তিনি সানফ্র্যানসিসকোয়। ঘুম হয়েছে মোটে পাঁচ ঘণ্টা। শরীরটা তাই ম্যাজম্যাজ করছে।

ম্যাডক্স মুখ তুলে বললেন কি চলে এলে যে?

আসতে বাধ্য হলাম। হারমাস বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন ওদিকের গতিক সুবিধের নয়। অনেক চমকপ্রদ খবর আছে। আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে এলাম। এক এক করে বলে যাই আপনি শুনুন। বারলো এবং তার স্ত্রী দু'জনে আলাদা ঘরে শুতো। বারলো লোকটা খুব অদ্ভুত প্রকৃতির। ওর ঘরে নানারকম বাজে বই পেয়েছি। মিসেস বারলো সত্যি সত্যিই ধর্ষিত হয়েছে। এই নিন ডাক্তারের রিপোর্ট। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে হারমাস ম্যাডক্স-এর দিকে এগিয়ে দিলেন। হাসপাতালে যাবার আগে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে একেবারে গা ঘিনঘিন করে উঠলো। অমন নোংরা পরিবেশে কোনো মানুষ থাকতে পারে। মর্গে গিয়ে বারলোকে দেখে এলাম। অতি কুৎসিত একজন পুরুষ। তাকে কেন যে মিসেস বারলোর মতো সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে গেল সেটা একটা রহস্য।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে মৃদু হেসে ম্যাডক্স বললেন থেমো না তারপর...

তারপর মিসেস বারলোর আবার ছোট গল্প লেখার সখ। তাঁর লেখা গল্পের একটা খসড়া আমার হাতে এসেছে। গল্পটা এক ইনসুরেন্স কোম্পানিকে ধোকা দিয়ে বেশ কিছু টাকা হাতাবার কাহিনী। পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে তিনি ম্যাডক্স-এর দিকে এগিয়ে দিলেন। সময় পেলে একবার পড়ে দেখবেন। বেশ মাথা খাটিয়ে বের করেছে একখানা।

ম্যাডক্স কোটের পকেটে কাগজগুলো চালান করে দিয়ে হারমাস-এর দিকে তাকিয়ে বললো তারপর।

বারলো পিস্তল চালনায় ওস্তাদ ছিল। ৩৮ বোরের একটা পিস্তলও ছিলো। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেটার হদিশ আমি পাইনি। বারলো এবং গ্লিন হিল-এর সেই লোকটা দু'জনেই খুন হয়েছে ৩৮ বোরের পিস্তলের গুলিতে। তবে দুটো গুলি আলাদা। মিসেস বারলো আততায়ীর চেহারার এক বর্ণনা দিয়েছেন। সেই আগের খুনের পর খবরের কাগজের বর্ণনার সঙ্গে তার বর্ণনা একদম হুবহু মিলে গেছে।

উত্তেজনায় ম্যাডক্স-এর চোখ চকচক করে উঠল। নীচু হয়ে ড্রয়ার খুলে একখানা ফাইল বের করে তিনি এগিয়ে দিলেন হারমাস-এর দিকে, এটা নিয়ে যাও। আগাগোড়া পড়ে তারপর আবার এসো তখন আরো কথা হবে।

হারমাস ফাইলটা তুলে নিয়ে বললেন যে আর একটা কথা, ইতিমধ্যেই অ্যানসন খবরের কাগজওলাদের সব জানিয়ে টানিয়ে বসে আছে। এতে আমাদের তরফের অসুবিধে হল এই যে যখনই আমরা মিসেস বারলোর দাবী অস্বীকার করবো সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলো ফলাও করে তা ছেপে দেবে। আমাদের দুর্নাম দশ দিকে একেবারে মুখর হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই ওখানে মহিলাটির পক্ষে জনমত তৈরী হতে শুরু করেছে।

ম্যাডক্স হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, ঘাবড়াও মৎ। যে সব মূল্যবান বিবরণ ফাইলটাতে আছে তার যে কোন একটা অংশ কাগজে ছেপে দিলে তোমার জনমত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। আরে বাবা এ চোখ কখনও ভুল করে না। ভুয়ো ইনসিওরগুলো টেবিলে এলেই কেমন যেন একটা বাজে গন্ধ নাকে এসে লাগে। সুতরাং কোন চিন্তা নেই। আগে বাড়ো, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও। জয় আমাদের হবেই।

অতি কষ্টে বাঁদিকে একটু ঘুরে জো ডানকান রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। ডান হাতের পেনসিলটা দিয়ে ভুঁড়ি চুলকোতে চুলকোতে সে ঘাড় তুলে তাকালো গেলার-এর চোখে, আজ কত তারিখ খেয়াল আছে তো?

গেলার দু'হাতে আড়াল করে দেশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালো, একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো, তারপর তাকাল সিলিংয়ের দিকে খেয়াল রেখে আমার লাভ?

গেলার লাভ-লোকসানের হিসেব দিতে পারবো না, তবে এটুকু বলতে পারি, আগামী পাঁচদিনের মধ্যে পঁচিশ হাজার ডলার দিতে পারলে তোমারই মঙ্গল, নয়তো এই শেষ, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ওঃ টাকা টাকা করে দেখছি একেবারে জ্বালিয়ে মারলে। বলছি তো দেবো, ধার করে দিতে হলেও দেবো।

ধার? অতো টাকা তোমাকে কে ধার দেবে?

হুঁ হুঁ বাবা, গেলারকে অতো কাঁচা ছেলে ভেবো না। আমার দিনকাল এখন বেশ ভালই যাচ্ছে। একেবারে তুঙ্গে বৃহস্পতি। হাতের কাছে রাখা প্রু টাউন গেজেটখানা তুলে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার খবরখানায় টোকা দিয়ে বলল, এই তো তোমার সেই রোজগেরে বউ, দেখছি একেবারে শেষ করে দিয়েছে। তা সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কিভাবে তোমাকে টাকা দেবে।

দেবে দেবে। হাসপাতালেই থাকুক, কি চুলোর দোরেই থাকুক, টাকা ও আমাকে দেবেই। স্বামীর পঞ্চাশ হাজার কয়েক দিনের মধ্যেই ওর হাতে আসছে। সে উঠে দাঁড়াল, চলি। আরো দু-একটা ধান্দা আছে, দেরী করলে লোকসান হয়ে যাবে। গেলার বড় বড় পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জো তার গমন পথের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর টেলিফোন তুলে ডায়াল ঘোরাল ৯—৮—৬—৭...

।। দশ ।।

হারমাস সেদিন সন্ধ্যের একটু আগেই প্রু টাউনে ফিরে এলো। সকালে ঘণ্টা দুয়েক ম্যাডক্স-এর ঘরে কাটিয়ে এসেছেন। সেই রিপোর্টটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কি করতে হবে, কিভাবে কোন পথে এগোতে হবে, এ বিষয়ে ম্যাডক্স কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে হারমাস ফিরে এসেছে প্রু টাউনে।

হোটেলে তার নির্দিষ্ট কামরায় এসে হাতের ব্যাগটা রেখে তিনি আবার বেরোলেন। সোজা এলেন কোর্ট রোড হাউস রেস্তোরাঁয়।

শহর থেকে মাইল তিনেক দূরের এই রেস্তোরাঁ, আধুনিক সাজ-সজ্জায় কেতা দুরস্ত। শহরের

অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। খাবার-দাবার খুব একটা আহামরি নয়। বরং খাবার আন্দাজে দাম বেশী।

হারমাস রেস্তোরাঁ সংলগ্ন পানশালায় এসে বসলেন। পানশালাটি প্রায় ফাঁকা তখনও ভিড় জমতে শুরু করেনি। হাতের ইশারায় পানশালার একমাত্র নিগ্রো ওয়েটারকে ডেকে হুইস্কির অর্ডার দিলেন তিনি। বললেন, রেস্তোরাঁয় যেন তারজন্য একটি টেবিল আগে থেকেই সংরক্ষিত করে রাখার ব্যবস্থা হয়।

ওয়েটার চলে যেতে টেবিলের ওপর থেকে সেদিনের প্রু টাউন গেজেটের সান্ধ্য সংস্করণখানি তুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন হারমাস। প্রথম পৃষ্ঠায় বারলো খুন সম্পর্কিত হাজারো খুঁটিনাটি খবর। পঞ্চাশ হাজার ডলার ইনসুরেন্সের খবরটাও বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

ওয়েটার পানীয় নিয়ে ফিরে এল। হারমাস কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে খানিকটা আত্মগতভাবেই বললেন ওঃ কি সাংঘাতিক। নিশ্চিন্তে কোথাও যে বেড়াতে যাবো আজকাল তারও উপায় নেই।

টেবিলে গেলাস এবং বোতল সাজাতে সাজাতে ওয়েটারটা মাথা নাড়লো, তা যা বলেছেন। ওরা যখন ঘটনার আগে এখানে বসে হুইস্কি খাচ্ছিলেন তখন কি একবারও ভেবেছি...

কারা? তুমি কাদের কথা বলছো?

কাদের আবার, ঐ বারলো আর তার বউ। দু'জন তো ঘটনার রাতে এখানে এসেছিলেন।

তাই নাকি আশ্চর্য! গেলাস তুলে হারমাস ছোট চুমুক দিলেন। কি দুঃখের ব্যাপার। তা যাবি যা, জেসনস্ গ্লেন-এর মতো অমন নির্জন জায়গায় কেন? আরও তো কত ভাল ভাল ঘোরবার জায়গা আছে।

বেচারা স্বামীটি ঠিক এই কথাই সেদিন বলেছিলেন তিনি কিছুতেই যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হল। এক নাগাড়ে বিশ মিনিট ধরে তক্ক চলল। তারপর তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন। অমন সুন্দরী বউ একবার বললে হাজার দশেক কানমলা খেতেও আপত্তি হবার কথা না।

তাহলে জেসনস্ গ্লেন-এ যাবার তেমন কিছু ইচ্ছে বারলোর ছিল না, তাই তো?

তা কথাবার্তা শুনে তো আমার সেরকমই মনে হলো, রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে দু'জনে এখানে এলেন হুইস্কি খেতে। রাত তখন সাড়ে ন'টার মতো হবে। কথায় কথায় দু'জনের শুরু হলো তক্ক। দু'জনেই গলা তুলে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। আমি তো ভয়ে অস্থির, শেষ অবধি না হাতাহাতি শুরু হয়। তা ততদূর আর গড়ালো না। বারলো শেষে নিমরাজী গোছের হলেন। মিসেস বারলো তাঁকে বসিয়ে রেখে গেলেন মেয়েদের বাথরুমে। মিনিট দশেক পর সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। তারপর দু'জন হাত ধরাধরি করে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

ইস্! মিসেস বারলো যদি স্বামীর কথা একবারও শুনতেন। মেয়েদের এই জন্যই লাই দিয়ে মাথায় তুলতে নেই। তুললেই বিপদ, কেউ বাঁচাতে পারবে না। গেলাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু এক চুমুকে শেষ করে হারমাস উঠে বলল যাই, খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে আসি। বেশি রাত করে কি লাভ? বিল মিটিয়ে বড় বড় পা ফেলে তিনি রেস্তোরাঁর দিকে গেলেন।

খাবার টেবিলের দিকে না গিয়ে রেস্তোরাঁর দিকের দরজা পথে তিনি মেয়েদের বাথরুমের দিকে এগোলেন। একজন নিগ্রো পাহারাদার তাকে বাধা দিলো।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে পাঁচ ডলারের একখানা নোট বের করলেন হারমাস, চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, টেলিফোন বুথটা কোথায়?

সে ছোঁ মেরে নোটখানা নিয়ে পকেটে পুরলো, দাঁত বের করে হেসে বলল পাশেই স্যার। ডায়াল ঘোরালে লাইন পাওয়া যায় না অপারেটরকে বলতে হয়।

অপারেটরের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারো? হারমাস পকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে তার হাতে দিলেন। একখানা পাঁচ ডলারের নোটও সেই সঙ্গে দিলেন, এটা কিন্তু তোমার নয় ওর। ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার খুব দরকার।

ঠিক আছে স্যার। কার্ডখানায় চোখ বুলিয়ে সে মুখ তুললো, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে

দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন। একটু এগিয়ে একটি ছোট ঘরের দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো। তার পেছনে পেছনে হারমাসও ঢুকলেন।

টাইপ মেসিনের সামনে তন্বী এক যুবতী বসে আছে। হাতের নাগালের মধ্যে তার টেলিফোনের সুইচবোর্ড। চুলের রং তামাটে, নিখুঁত সুন্দর মুখ। ওরা দু'জন ঘরে ঢুকতে সে মুখ তুলে তাকাল। নিগ্রোটি এগিয়ে এসে হাতে কার্ড এবং পাঁচ ডলারের নোটখানা দিয়ে কি যেন বলল মিস মে কে। তারপর হারমাসের দিকে তাকিয়ে বলল আমাদের মিস মে খুব ভাল মেয়ে, আপনারা কথা বলুন স্যার, আমার একটু কাজ আছে, আমি যাই। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এগিয়ে গিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বসল হারমাস। একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন। মিস মে বিশেষ কিছু নয়, একটা ছোট্ট খবরের জন্য আপনার কাছে এসেছি। আচ্ছা বুথ থেকে যে সব ফোন রোজ বাইরে যায়, তার কোনো বিবরণ কি আপনি রাখেন?

বিবরণ, মানে?

মানে এই ধরুন কি কি নম্বর আপনার কাছে চাওয়া হল, কতক্ষণ কথা বললো, লাইন পেল কিনা ইত্যাদি।

রাখি, কিন্তু ব্যাপারটা কি, পুলিসের ঝঞ্ঝাট নাকি? না না, সে সব কোন ঝামেলা নেই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। খবরটা খুবই সাধারণ, গত ত্রিশে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ এক মহিলা এখান থেকে একটা ফোন করেছিলেন। সেই ফোনের বিবরণটুকু আমার চাই।

হাত বাড়িয়ে সুইচ বোর্ডের পাশের তাক থেকে একটা ছোট্ট নোটবই নিয়ে এলো সে। পাতা উলটে ত্রিশে সেপ্টেম্বরের পৃষ্ঠাটি বের করল। আগাগোড়া পৃষ্ঠাটায় চোখ বুলিয়ে সে মুখ তুললো, হুঁ পেয়েছি মনে হচ্ছে। এটাই সেটা। মেয়েছেলের গলার ফোন বলে এখনো মনে আছে। তাছাড়া সে রাতে তেমন একটা ব্যস্ত ছিলাম না। সন্ধ্যে থেকে মাত্র চারটে লাইন চাওয়া হয়েছিল। প্রথম তিনটে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে, চতুর্থটা ন'টা চল্লিশ নাগাদ। নম্বরটা হল—কিন্তু পাঁচ ডলারে তো এতো কথা বলা যায় না।

মানি ব্যাগ খুলে আর একখানা পাঁচ ডলারের নোট এগিয়ে দিলেন হারমাস। মে নোটটা নিয়ে ব্যাগে পুরলো। মৃদু হাসল তারপর বলল নম্বরটা হলো, এমউড ৬৮০০৯।

আচ্ছা এক কাজ করুন এটা ছাড়া বাকি নম্বর তিনটেও আমাকে একটা ছোট কাগজে টুকে দিন।

মে টুকে দিলো। কাগজটা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে হারমাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খাওয়া শেষ হলে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করলেন তিনি জেনসনকে।

জেনসন্ ঘরে নেই ফোন ধরল একজন সার্জেন্ট। নিজের পরিচয় দিয়ে হারমাস তাকে বললো, আচ্ছা এমউড ৬৮০০৯ এই নাম্বারের ফোন যেখানে আছে তার ঠিকানাটা চাই।

সার্জেন্ট বলল এক মিনিট দেখে বলছি।

কিছুক্ষণ পরে ওপাশ থেকে সাড়া মিললো ফোনটা একটা টেলিফোন বুথের। ৫৭ নং হাইওয়ের পাশেই বুথটা।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ, রাখছি। হারমাস ফোন নামিয়ে রেখে দিলো।

রাত দশটা নাগাদ হারমাস জেনসন্-এর অফিসে গেলেন। জেনসন তখন ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। হারমাসকে দেখে সংক্ষিপ্ত দু-চার কথার কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে রেখে তিনি মুখ তুললেন, বলো কি খবর?

ম্যাডক্স-এর সঙ্গে কথা বলে এলাম। আমাকে সহযোগিতার জন্যে তিনি তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এখন বলো এদিকের সমাচার কি?

অত্যাধিক পরিশ্রম আর ক্লান্তির চিহ্ন জেনসনের চোখে মুখে। দু-আঙুলে কপালের শিরা টিপে ধরে বললো—এদিকের সমাচার, কিছুদিন আগে সেই ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্পের পুলিশ টম স্যাঙ্কয়িস্ট সেই রিভালভারের গুলিতে মরেছিল সেই একই রিভালভারের গুলিতে বারলোও মরেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন হারমাস, তারপর?

তারপর আর কি, আমরা শহরের সব টাক-মাথা লোকের খোঁজে উঠে পড়ে লেগেছি, সেই রিভালভারের খোঁজও চালিয়ে যাচ্ছি। আমার দপ্তরের প্রায় সব লোককেই এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

আচ্ছা জেনসন্, পেট্রোল পাম্প থেকে কতটাকা ডাকাতি হয়েছিল, বলো তো?

তিন হাজারের কিছু বেশি।

ডাকাতের কোনো বর্ণনা...

হ্যাঁ, হ্যাঁ লম্বা, কোট পরা-ও ভালো কথা ক'দিন আগে মার্লবোবো হোটেলের ম্যানেজার আমায় এক ডায়েরি করে গেছে, তাদের হোটেল থেকে একটা ওভারকোট আর একটা টুপি নাকি চুরি গেছে। টুপিটা পালকের। ডাকাতের মাথাও নাকি পালকের টুপি ছিল। আগে ভেবেছিলাম ডাকাতটা বাইরের লোক। হাইওয়ে ধরে মোটরে যাবার সময় সেটা থামিয়ে ডাকাতি করে চম্পট দেয়। কিন্তু এখন দেখছি সেসব না, ডাকাতটা শহরেরই কেউ।

ডাকাতের বর্ণনাটা তুমি কার কাছে পেয়েছো।

পাম্পের কর্মচারী হ্যারি ওয়েবার-এর কাছ থেকে। এমনও হতে পারে যে চোখের সামনে খুন, লুঠতরাজ দেখে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কি বলতে হয়তো তাই কি বলে বসেছে। হয়তো ডাকাত এবং আমাদের সেই টাক-মাথা উন্মাদ একই লোক।

হতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়।

শোনো এক কাজ করা যাক। আগামীকাল সকালে আমাকে নিয়ে একবার তুমি জেসনস্ গ্লেন-এ চলো। আমার মাথায় একটা মতলব আছে। দেখি, কতদূর কি কবতে পারি। না হয় অনর্থক তোমার খানিকটা সময়ই নষ্ট হবে।

না, না, সময় নষ্ট কিসের। ভালোই হল আমার নিজেরও একবার ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল। তা তোমার মতলবটা কি?

ধীরে বন্ধু ধীরে। হারমাস উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবে, তাহলে ওই কথাই রইলো, কাল সকালে আমরা যাচ্ছি। চলি, মৃদু হেসে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বড় রাস্তা ছেড়ে গ্লেন-এর ধুলো মাটির পথের দিকে সবে গাড়ির মোড় ফিরিয়েছেন জেনসন্, হারমাস হাত তুললেন থামো থামো।

জেনসন্ সজোরে ব্রেক চেপে গাড়ি থামালেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন হারমাস এব দিকে।

হারমাস হেসে বললেন খেলা তো এখান থেকেই শুরু হে? তোমার গাড়ির চাকায় আগেকার পায়ের ছাপ-টাপ মুছে যাবার আগে একবার রাস্তাটা পায়ে হেঁটেই পরখ করে দেখি।

প্রস্তাবটা বেশ যুক্তিযুক্ত। দু'জনে নামলেন। আগাগোড়া মাটির রাস্তা। কাদা তখনো শুকোয়নি। কয়েক পা এগিয়েই নরম মাটিতে চাকার ছাপ দেখা গেলো।

বাঃ বাঃ মেঘ না চাইতেই জল। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন হারমাস, এরকম দাগ যদি ঘটনাস্থলের আশেপাশে কোথায় পাওয়া যায় তাহলে বুঝবো, আমাদের সময় শুধু শুধু নষ্ট হচ্ছে না। দাগটা ভালো করে দেখো, চাকার বাঁ দিকটা প্রায় ক্ষয়ে গেছে। সুতরাং এ দাগ আবার দেখলে না চেনার কোন কারণই নেই।

জেনসন্ ভালো করে দাগটা পরীক্ষা করে মুখ তুললো হুঁ তা অবশ্য নেই কিন্তু.

এখানে আর কিন্তু নয় চলো এগোই।

দু'জনে ফিরে এসে গাড়িতে বসলেন। জেনসন্ গাড়ি ছাড়লেন। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া সরু রাস্তা ধরে উঠতে লাগলো গাড়ি। অবশেষে একসময় উপত্যকায় এসে গাড়ি থামিয়ে দু'জনে নামলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর চাকার দাগ নজরে এলো। জেনসনই দাগটা প্রথম দেখলো। হারমাসকে তিনি চীৎকার করে ডাকলেন এদিকে এসো হারমাস, পেয়েছি।

ছুটতে ছুটতে হারমাস এলেন, আলবাত পেতেই হবে, কই দেখি।

হারমাস হুমড়ি খেয়ে দাগের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভালো করে দেখে ঘাড়

নাড়লেন। বুঝলে জেনসন্ আততায়ী গাড়িটাকে এই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। এমনভাবে রেখেছিল যাতে চট্ করে নজরে না পড়ে।

সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু ওটা যে খুনীর চাকার দাগ সেটা বুঝলে কি করে?

কিভাবে বুঝলাম তার ব্যাখ্যা অবশ্য আমি করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারি আমার যুক্তির পক্ষে আমি আমার এক মাসের মাইনে বাজি রাখতে পারি। তোমার মনে আছে মিসেস বারলোকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন যে তার স্বামীই তাকে এখানে আনতে বাধ্য করেছিল।

হ্যাঁ মনে থাকবে না কেন?

আমি কাল কোর্ট রোড হাউস রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম। পানশালার নিগ্রো ওয়েটারটির সঙ্গে অনেক কথাই হলো। সে বললো বারলো মোটেই গ্লেন-এ আসতে চায়নি, মিসেস বারলোই আগাগোড়া পীড়াপীড়ি করেছিলেন এখানে আসার জন্য এবং স্ত্রীর কথাতেই তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে আসতে রাজী হন। স্বামীকে রাজী করাতে গিয়ে দু'জনের তর্কাতর্কি নাকি একসময় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সে যা হোক। বারলো রাজী হতে মিসেস বারলো গিয়ে ঢুকলেন মেয়েদের বাথরুমে এবং মিনিট দশেক পর দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেরোলেন।

বাথরুমে গিয়ে দশ মিনিট কাটানোর কোন মানেই হয় না। আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ হল।

তাহলে কি উনি টেলিফোনে কারো সঙ্গে কথা বলেছিলেন। গেলাম অপারেটরের ঘরে। অপারেটার বলল, রাত ন'টা চল্লিশ নাগাদ তার কাছে এমউড ৬৮০০৯, এই লাইনটি চাওয়া হয়েছিল। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম, নম্বরটা এখানে আমার একটু আগে দেখা বড় রাস্তার পাশের টেলিফোন বুথের নম্বর। সুতরাং দুয়ে দুয়ে চার। ম্যাডক্স এক্ষেত্রেও যথারীতি নির্ভুল। যতদূর মনে হয় মিসেস বারলো এবং তার প্রেমিক দু'জনে মিলে বারলোকে খুন করেছে। প্রেমিকটি আগে থেকেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। ফোনে তাকে মিসেস বারলো আসার খবর দেয়। সে ঝোপের আড়ালে গাড়ি লুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। এবং ওরাও যায়, পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে বারলোকে হত্যা করে।

তারপর সেই প্রেমিকটি প্রেমিকাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চোয়ালের হাড়ে ঘুঁষি মেরে সরিয়ে দিয়ে ধর্ষণ করে, এই তো তুমি বলতে চাও? না হারমাস, এটা একেবারে ছেলেমানুষী যুক্তি হয়ে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমি তর্ক না করে ম্যাডক্স-এর কথার পুনরাবৃত্তি করবো। তিনি আমাকে বলেছেন, পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য তিনি অমন ধর্ষিত ও আক্রান্ত হতে রাজী।

সে তোমার ম্যাডক্স রাজী হতে পারেন কিন্তু একজন মহিলার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

সম্ভব বন্ধু সবই সম্ভব। ডিটেকটিভ এজেন্সির সেই দশ পৃষ্ঠা রিপোর্টটা এখানে আসার আগে আমি পড়ে এসেছি। আচ্ছা, মেয়েতো নয় একখানা চীজ। জেল বলো, বেশ্যাবৃত্তি বলো, সব দিক দিয়েই সমান ওস্তাদ। বারলোকে বিয়ে করার আগে রাস্তায় রাস্তায় খদ্দের কুড়িয়ে বেড়াত। ম্যাডক্স ঠিকই বলেছেন ওর মতো মেয়ের পক্ষে টাকা রোজগারের জন্য অসাধ্য কিছুই নেই।

তাহলে তুমি বলছো সেই উন্মাদ যৌনবিকারগ্রস্ত লোকটাই ওর প্রেমিক?

না, আমার মনে হয়, পেট্রোল পাম্পের খুন এবং বারলো খুন এ দুটো সেই প্রেমিকটিরই কাজ। বারলোর খুনের সময় উন্মাদের কাণ্ডকারখানাটাকে সে মূলধন করেছে। এজন্যই পাম্পের সেই পুলিস এবং বারলো, এরা দু'জন একই পিস্তলের গুলিতে মারা গেছে।

হারমাস, তবুও একটা কিন্তু থেকে যায়। পঞ্চাশ হাজার ডলার যার হাতের মুঠোয় সে তিন হাজার ডলারের জন্য ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে যাবে কেন?

হ্যাঁ তা ঠিকই। এখনও অনেক জট খোলা বাকি আছে। সব একে একে ছাড়াতে হবে। এক কাজ করা যাক। চলো, আমরা আবার মিসেস বারলোর কাছে যাই। উনি এর মধ্যেই একবার মিথ্যে বলেছেন, আর একবার দেখাই যাক।

বেলাশেষের ম্লান রোদ ঘরের দেয়ালে ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি এঁকেছে, আলোর আলপনা, মেগ জানালায় বসে আছে। তার মুখে রোগভোগের ক্লান্তি, শরীরে অবসাদ। হারমাস এবং জেনসন্ এসে ঘরে ঢুকলেন।

মিসেস বারলো আপনাকে আর একটু কষ্ট দিতে এলাম। জেনসন্ কোনোরকম ভূমিকা না করে বললো, শুনলাম দু-এক দিনের মধ্যেই নাকি আপনি এখান থেকে ছাড়া পাবেন।

মেগ-এর নীল চোখের তারা একটু কেঁপে উঠল, দু'জনের চোখে দৃষ্টি বুলিয়ে সে মাথা নীচু করলো। হ্যাঁ, ডাক্তার আমাকে বলেছেন।

হারমাস এক পা এগিয়ে এলেন, মাথা নীচু করে দু হাতের তালু দেখলেন। বললেন মিসেস বারলো আপনি সেদিন বলেছিলেন আপনি এবং মিঃ বারলো কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁয় নৈশভোজ শেষ করে গিয়েছিলেন জেসনস্ গ্লেন-এ। আপনার স্বামীই নাকি আপনাকে যেতে বাধ্য করেন, কি তাই তো?

হ্যাঁ।

আপনার কি গ্লেনে যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না?

না ছিল না। আমি বারবার তাকে বলেছিলাম, জায়গাটা নিরাপদ না, ভালো না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। হেসেই উড়িয়ে দিলো আমার কথা। নেশা আমরা দুজনেই করেছিলাম। কিন্তু ফিল-এর নেশাটা সেদিন বোধহয় একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল।

হারমাস চোখ তুলে তাকালো তাহলে ওর ইচ্ছাতেই আপনারা গিয়েছিলেন। আপনার তেমন কোন ইচ্ছেই ছিল না।

না ছিল না। চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিলো মেগ।

বেশ, আর একটা প্রশ্ন, জেসনস্ গ্লেন-এ পৌঁছে আপনারা কি কোনো গাড়ি বা অন্য কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?

না, তখন কেউ ছিল না।

পৌঁছবার কতক্ষণ পর আপনারা আক্রান্ত হন?

মিনিট পাঁচেক কি দু-এক মিনিট বেশীও হতে পারে।

যদি আগাগোড়া ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন সুবিধে হয় আমাদের।

আমি আর ফিল কথা বলছিলাম হঠাৎ একঝলক আগুন, শব্দ, ফিল মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। চোখ তুলেই আমি দেখতে পেলাম সেই লোকটাকে। আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে আমাকে নেমে আসতে বললো। নেমেই আমি এলোপাথাড়ি ছুটলাম। কিন্তু লোকটা তিন লাফেই পেছন থেকে এসে আমাকে জাপ্‌টে ধরলো। বাধা দেবাব চেষ্টা করলাম, বেপরোয়া হাত-পা ছুঁড়লাম। ওর টুপিটা মাথা থেকে খসে পড়লো, তখনই মাথা জোড়া টাকটা চোখে পড়ল।

মিসেস বারলো এক মিনিট। জেনসন্ হাত তুললেন, টাকের ব্যাপারটা আচ্ছা এমন তো নয় যে লোকটা খুব ফরসা মাথার চুল ধবধবে সাদা চাঁদের আলোয় আপনার হয়তো টাক বলে মনে হয়েছে।

না, ভুল আমার হয়নি, লোকটার মাথা জোড়া টাক।

আবার তাকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?

হ্যাঁ কেন পারবো না। পারবো।

বেশ তারপর কি হলো?

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো। পিস্তলের গুঁতো দিয়ে সে আমার মুখে আঘাত করলো, তারপর ভয়ে উত্তেজনায় দু-হাত মুঠো করলো মেগ. জ্ঞান হতে দেখি, আমার জামা-টামা সব ছেঁড়া। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। টলতে টলতে উঠে গাড়ির কাছে এলাম, ফিল একই ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। কোনোক্রমে এলাম বড় রাস্তায় আমি। তারপর আর পারলাম না, ব্যস্, এটুক্ ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নেই। পরে জ্ঞান হতে চোখ মেলে দেখি, এই ঘরের বিছানায় আমি শুয়ে। শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা।

মেগ থামতে ঘরে নামলো এক অখণ্ড নীরবতা। হারমাস মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন

কয়েক মুহূর্ত, তারপর মুখ তুলে বললেন মিসেস বারলো, মৃত্যুর দশদিন আগে আপনার স্বামী পঞ্চাশ হাজার ডলারের এক বীমা করিয়েছিলো আমাদের কোম্পানির কাছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি; তাহলে নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু হবে না। জানেনই তো এরকম পরিস্থিতিতে স্বভাবতই মনে কিছু প্রশ্ন আসে, আর প্রশ্ন এলেই তার...

আর প্রশ্ন করে কি হবে। মেগ-এর গলার স্বর করুন শোনাল, যে গেলো তাকে তো আর ফেরাতে পারবো না।

সবই বুঝি মিসেস বারলো। তবু তদন্তের খাতিরে আমার এ ধৃষ্টতাটুকু আপনি ক্ষমা করবেন। আচ্ছা মিসেস বারলো আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীকে খুব ভালবাসতেন তাই তো?

সে কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে মিঃ হারমাস।

না, তা নয়। তবে আপনারা কি স্বামী স্ত্রীর মতোই বসবাস করতেন?

প্রশ্ন শুনে মেগ-এর চোখে আগুন ঝরে পড়লো। সে বলল মিঃ জেনসন্ প্লীজ আপনার এই চালাক সাথীটি ক্রমশই আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছেন, এসব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

ঠিক বলেছেন মিসেস বারলো, একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। হারমাস বললেন আমি জানি, এসব প্রশ্ন অত্যন্ত ব্যক্তিগত। উত্তর দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবু, ঐ যে বললাম, তদন্তের খাতিরে এমন দু-একটা অন্যায় প্রশ্ন আমাদের না করে উপায় নেই। সে যাকগে, এখন বলুন, মিঃ বারলোর সঙ্গে কি সেদিন তার পিস্তলটা ছিল?

না, মেগ-এর চোয়াল শক্ত হল, কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

এমনিই, আমার দু-একজন পিস্তল-চালক বন্ধু যখন কোথাও বেড়াতে যান, সঙ্গে সব সময় পিস্তল রাখেন। তা আপনার স্বামীর অমন অভ্যাস ছিল নাকি?

ছিল না বলেই তো জানি, তবে ইদানিং যদি অবশ্য...

পিস্তলটা কি বাড়িতেই আছে?

জানি না, কিন্তু ফিল-এর কথা এর মধ্যে আসছে কেন?

প্রয়োজন আছে বলেই আসছে, মিসেস বারলো বিনা প্রয়োজনে আপনার মতো অসুস্থ কোন মহিলাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিরক্ত করা যে ঠিক না এটুকু জ্ঞান অন্তত আমার আছে। তাহলে পিস্তলটা বাড়িতেই পাবো?

না পাবেন না, ফিল অনেকদিন আগেই কাকে দিয়ে দিয়েছে।

দিয়ে দিয়েছেন! কাকে দিয়ে দিয়েছেন?

কাকে জানি না। হয়তো বিক্রী করে দিয়েছে, তিনি কতদিন আগে একথা বলেছিলেন?

ঠিক মনে নেই।

কতদিন? একমাস...ছমাস?

ছ-মাস নয়। একটু ভাবলো ন-দশ মাস হবে হয়তো।

ঠিক আছে মিসেস বারলো। আপাততঃ এটুকুই। পরে আবার দেখা হবে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে জেনসন্-এর কোমরে কনুই দিয়ে খোঁচা দিলো হারমাস, কি কেমন দিলাম। হুঁ হুঁ বাবা, স্টিভ হারমাসের পাল্লায় পড়েছো এত সহজে ছাড়াছাড়ি নেই। আমাদের এখন প্রথম কাজ ওর প্রেমিকটিকে খুঁজে বার করা।

হারমাস পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঠেকালেন। হঠাৎ জেনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন ওর সেই প্রেমিক যুবক নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে যেত। আর বাড়িতে যা ধুলো তাতে নিশ্চয়ই হাতের ছাপ পড়ে থাকবে। তুমি লোক পাঠিয়ে দাও। ওরা গিয়ে যতগুলো হাতের ছাপ পায় তুলে আনুক। পিস্তলের বাক্সটারও ছাপ নিতে বলো।

জেনসন্ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। দু'জনে মিলে হোটেলে এলো। হারমাস বললো ও ভালো কথা প্লু টাউনে স্মল আর্মস্ ক্লাবটা কে চালায় হে? তাকে পাবোই বা কোথায়?

ক্লাবেই পাবে। সাইকামুর স্ট্রীটে ক্লাব। হ্যারি সিমুর সম্পাদক।

হারমাস গুডনাইট জানিয়ে হোটেলে ঢুকে গেলেন।

হারমাস নিজের কার্ডখানা এগিয়ে দিলেন। হ্যারি সিমুর চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত মিলিয়ে বললেন, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

বিশেষ কিছু নয় মিঃ ফিলিপ বারলোর রিভলভার সম্পর্কে দু-একটা সংবাদ আমাকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। শুনলাম বারলো নাকি তার রিভলভারটা ন-দশ মাস আগে কাকে দিয়ে দিয়েছেন, আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন?

সিমুর বলল, দিয়ে দিয়েছে! একথা আপনাকে কে বললো, সে তো রিভলভার হাতছাড়া কববার লোক নয়। তারতো একজোড়া রিভলভার ছিল। ৩৮ বোরের অত ভালো রিভলভার সচরাচর দেখা যায় না। একটা রিভলভার আমি ওর কাছ থেকে গত সপ্তাহে নিয়েছিলাম।

আচ্ছা মিঃ সিমুর আপনাদের টিপ পরীক্ষার জায়গা কোনটা? সেখানে বারলো যে পিস্তলটা দিয়ে টিপ পরীক্ষা করেছিলেন তার কয়েকটা কার্তুজ কি এখনও খুঁজে পেতে পারি।

হ্যাঁ হ্যাঁ কেন পাওয়া যাবে না।

ঠিক আছে ধন্যবাদ।

।। এগারো ।।

অফিসের কাজে অ্যানসন প্রু টাউনে এসেছিল। কাজ সারতে বেলা গড়ালো। সেদিন সে মার্লবোরো হোটেলেই রাতটা কাটাবে বলে ঠিক করল।

এখনও দু-একটা কাজ বাকি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলেই মেগকে মনে করিয়ে দিতে হবে বারলোকে দেওয়া সেই পাঁচ হাজারের পলিসি দুটো সে যেন নষ্ট কবে ফেলে।

হুঁ হুঁ বাবা, কোন দিক থেকে এতটুকু ভুল কেউ পাবে না। একেবারে ছবির মতো কাজ। ম্যাডক্স তো কোন্ ছার, ভগবানও আমাকে কব্জা করতে পারবে না।

বেচারা জেনসন্ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গো এখনও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই টাক মাথা উন্মাদটাকে।

সবই ভালো। সব দিকই একেবারে নিখুঁত। শুধু একটা ব্যাপারে মনটা একটু খচখচ করে, মেগ-এর সম্বন্ধে কি এমন রিপোর্ট ওরা পেল।

এরপর অ্যানসন হারমাসের সঙ্গে দেখা করতে গেল। হারমাস বলল মিঃ অ্যানসন এদিকে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। বীমার ব্যাপারটা একেবারে ধাপ্পা, মিসেস বারলো তার প্রেমিকের সাহায্যে বারলোকে খুন করেছেন। উন্মাদের ঘটনাটা একটা ধোঁকা।

অ্যানসন ভাবলেশহীন চোখে হারমাসের দিকে তাকালো। যথার্থ লোকটার মাথা আছে বলতে হবে, ভেবে ভেবে ঠিক বের করেছে দেখছি। কিন্তু ভুলটা আমার কোথায় হল। যাই হোক কায়দা করে যুক্তি-তর্কের অপব্যবহার না করে ওকে অন্যরকম বোঝাতে হবে।

অ্যানসন স্থির চোখে হারমাসের দিকে তাকিয়ে বলল না মিঃ হারমাস, আপনার যুক্তিটা বড় কষ্ট কল্পিত। ম্যাডক্স-এর মতো আপনিও দেখছি অন্ধকার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। আপনি বললেই তো আর হবে না।

মিঃ অ্যানসন, কল্পনা শক্তি আমার একটু চিরকালই বেশি। মিসেস মেগ বারলোর অতীত ইতিহাস পড়লে আপনিও বুঝতেন মিঃ অ্যানসন।

অ্যানসন নড়ে-চড়ে বলল কি সেই ইতিহাস।

অতীব বিচিত্র সেই ইতিহাস। অতীত জীবনে উনি বেশ্যাবৃত্তি করতেন। ওর একজন প্রাণের নাগর ছিল তার জন্য উনি অনেক কিছুই করেছেন, অবশ্য নাগরটি কে জানি না। শেষমেষ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। এবং তারপর জেল হয় ছ'মাস। জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন নাগর বেপাত্তা। মনের দুঃখে শেষে বারলোকে বিয়ে করলেন। তারপর একদিন আবার সেই নাগরের সঙ্গে দেখা হল। দু'জনে মিলে শুরু হল শলা-পরামর্শ। বারলোকে দিয়ে ইনসিওর করিয়ে তাকে খুন করে টাকা হাতাবার মতলব করলেন দু'জনে।

অ্যানসন মৃদু হেসে বলল বাঃ চমৎকার। গল্পটা শুনে মনে হল সিনেমা দেখছি। এর একটি ঘটনাও আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?

যদি বলি পারবো।

পারলেও কোন ফল হবে না, আদালত এসব মেনে নেবে না। টাকা আপনারা দেবেন কিনা সে আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু না দিলে আমার বদনাম। ভবিষ্যতে যেই যাবো কারোর বীমা করাতে অমনি সে বলবে লোকটা অপয়া, এর হাতে বীমা করিয়ে লাভ নেই, টাকা পাওয়া যাবেনা।

সবই মানলাম, কিন্তু জেনেশুনে ভুয়ো দাবী কিভাবে মেটাবো বলুন মিঃ অ্যানসন।

এটা যে ভুয়ো তার প্রমাণ মিসেস বারলো অনেক মিথ্যে কথা বলেছেন। প্রথমতঃ উনি বলেছেন যে মিঃ বারলো ওকে জেসনস্ গ্লেনে নিয়ে গেছিলেন। আসলে তা নয়। উনিই নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ওরা স্বামী স্ত্রীর মতো এক ঘরে থাকতেন না।

অ্যানসন সিগারেটটা ঘন ঘন টান দিতে লাগলো।

হারমাস বললেন গ্লেন-এ গিয়ে টেলিফোন বুথের সামনে আমি গাড়ির চাকার দাগ দেখেছি। একই দাগ ঘটনাস্থলেও পাওয়া গেছে। ঐ দাগের সঙ্গে যার চাকার দাগ মিলবে সেই ওর প্রেমিক ও খুনী।

কিন্তু চাকার দাগও অন্য কারোর হতে পারে মিঃ হারমাস।

তা পারে কিন্তু দাগ ছাড়াও আরও কিছু আছে মিঃ অ্যানসন। আপনি জানেন কিনা জানিনা বারলো ছিলেন পিস্তল চালনায় ওস্তাদ। তার দুটো ৩৮ বোরের পিস্তল ছিল। একটাও কিন্তু আমরা তার বাড়িতে খুঁজে পাইনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে বারলো তার নিজের পিস্তলের গুলিতেই মরেছেন। এছাড়া ঐ একই পিস্তলের গুলিতে পেট্রোল পাম্পের পুলিস টম স্যাঙ্কুয়িস্টও মরেছে।

অ্যানসনের মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল, চোখে আতঙ্কের ছাপ। সে বলল মিঃ হারমাস আপনি দেখছি এসবের জন্য খুব পরিশ্রম করছেন। তা আপনি কি মনে করেন বারলোই প্রিমিয়ামের টাকা দেওয়ার জন্য পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি করেছে।

হতে পারে।

আচ্ছা মিসেস বারলোর প্রেমিকটি কে জানেন নাকি?

এখনও জানিনা তবে খোঁজ খবর চলছে। জেনে যাবো।

অ্যানসন বলল তবে আপনাদের সব কথাই তখন মানবো যখন প্রমাণ পাবো। আজ চলি পরে আবার দেখা হবে।

অ্যানসন চলে যাবার পর, হারমাস ব্রেকফাস্ট শেষ করে সবে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরেছেন, জেনসন্ এসে তার ঘরে ঢুকলেন।

জেনসন্ বলল বুঝলে হারমাস তোমার মতলবটা ভালই কাজ দিয়েছে। সারা বাড়ি চষে আমরা দু-রকমের হাতের ছাপ পেয়েছি। একটা গেলার হেগান-এর সঙ্গে মিলে গেছে। আমাদের খাতায় তার নাম আছে। সে অতীতে লস এঞ্জেলসে থাকতো, মিসেস বারলোও অতীতে সেখানে থাকতেন। অতএব গেলারই মিসেস বারলোর সেই নাগর। কিন্তু আর একটা ছাপ নিয়েই যত মুশকিল। সে ছাপের সঙ্গে আমাদের খাতায় কোন ছাপ মিলছে না।

পিস্তলের বাক্সে কোন ছাপ পেয়েছো কি?

পেয়েছি। তবে গেলারের নয় অন্য ব্যক্তিটির। আমি গেলারের কাছে যাবো, তুমি যাবে নাকি?

গেলার চেয়ারে শরীর এলিয়ে বললো। আপনারা মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন লেফটেন্যান্ট। এখানে আপনাদের সুবিধে হবে না।

জেনসন্ দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন গত একুশে সেপ্টেম্বর রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে?

মনে নেই।

ভালো করে ভেবে বলো।

একটু ভেবে বলল আমি সেদিন ছিলাম ল্যাম্বস্ভীলে, জো ডানকান-এর সঙ্গেই সারাটা দিন ছিলাম।

রাত্রিবেলায় একটা মেয়ের সঙ্গে ছিলাম তার নাম কিট লিটম্যান।

তিরিশে সেপ্টেম্বর কোথায় ছিলে?

জুয়ো খেলছিলাম, আরো চারজন বন্ধু সাক্ষী আছে।

মিসেস বারলোর সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

মিসেস বারলো! সে আবার কে?

বারলোর বাড়িতেও তুমি কোনোদিন যাওনি তাই না?

বাড়িতে কেন! সেখানে আমি যেতে যাবোই বা কেন?

কেন যাবে বা গেছো, তুমিই জানো। তোমার হাতের ছাপ বাড়ির সব জায়গায় পাওয়া গেছে।

সত্যি কথা বলো মেগের সঙ্গে তোমার পরিচয় কত দিনের?

অনেক দিনের, বারলো মারা গেছে আর ঢাকবার কোন মানেই হয় না। বিয়ের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তা মেগ হঠাৎ করে বারলোকে বিয়ে করে বসলো। মাঝে আর সাক্ষাৎ ছিল না। ক'মাস আগে আবার দেখা। টেনে বাড়িতে নিয়ে গেলো। এরপর সময় পেলে মাঝে মাঝে যেতাম, বারলোকে লুকিয়েই যেতাম। বোঝেনই তো পুরোনো প্রেম।

বাড়িতে আর একটা লোকের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, জানো লোকটা কে?

না, আমি তো জানতাম আমি একাই নাগর। আরও কেউ ছিল নাকি?

তোমার গাড়িটা কোথায়?

বাইরে ঘন নীল রং দেখলেই চিনতে পারবেন।

অ্যানসন শেল সার্ভিস স্টেশনে গাড়ি থেকে নামলো। অফিস ঘরে জ্যাক হর্নবি বসে আছে।

অ্যানসন বলল জ্যাক গাড়ির টায়ারগুলো পাল্টে চারটে ফায়ার স্টোন লাগিয়ে দাও। কতক্ষণ লাগবে পাল্টে দিতে?

কত আর, ঘণ্টা খানেক।

বেশ তাহলে আমি বসছি। কাজ শেষ হলে তবে যাবো।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মেরিওয়েদারের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে হারমাস বলল শুনলাম মিঃ ফিলিপ বারলো আপনাদের ব্যাঙ্কেই টাকা পয়সা রাখতেন। তা বীমার ব্যাপারে উনি কি আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছিলেন। শুনলাম ব্যাঙ্কের কাছে পলিসি বন্দক রেখে টাকা ধার করার জন্যই উনি বীমা করিয়েছিলেন।

হ্যাঁ আমাকে উনি সেই রকমই বলেছিলেন।

ওর কত টাকা ধার নেওয়ার দরকার ছিল এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?

হ্যাঁ তিন হাজার ডলার। আমি দেবও বলেছিলাম।

কিন্তু আমি শুনেছিলাম যে ওর আরও বেশি টাকার দরকার ছিল।

দরকার থাকলেই তো হবে না পাঁচ হাজারের পলিসিতে আর কত টাকা ধার দেওয়া যায়।

পাঁচ হাজার না তো, উনি তো পঞ্চাশ হাজারের বীমা করিয়েছিলেন।

আপনি ভুল করছেন মিঃ হারমাস। মিঃ বারলো পাঁচ হাজারের পলিসি করিয়েছিলেন তার জন্য উনি নগদে প্রিমিয়াম দেবেন বললেন কারণ নগদে প্রিমিয়াম দিলে আপনারা পাঁচ শতাংশ ছাড় দেন।

কিন্তু আমরা তো কোনো ছাড় দিই না।

কিন্তু বারলো নিজে আমাকে বলেছেন যে কি যেন নাম আপনাদের কোম্পানীর সেলস্‌ম্যানের ও হ্যাঁ মিঃ অ্যানসন তিনিই নাকি ছাড়ের কথা বলেছেন।

আচ্ছা বারলো সেদিন কত ডলার তুলেছিলেন।

দেড়শো ডলার।

আশ্চর্য্য! পাঁচ হাজার ডলারের প্রিমিয়াম ঠিক দেড়শো ডলার।

হারমাসের কপালে চিন্তার রেখা ফুটছিল। সে মেরিওয়েদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে

ফিরে এলো। ঘরের চাবি নিয়ে এগোতে যাবেন হারমাস, রিসেপশনিস্ট টম নড্‌লি বললো আপনার সঙ্গে এক মহিলা দেখা করতে চান।

মহিলা, কে? কি নাম তার?

ফে ললি। মেয়েটা ভালো না।

সে কোথায়?

পানশালায় বসিয়ে রেখেছি।

হারমাস পানশালায় ঢুকে দেখলেন এক কোণে একটা মেয়ে বসে আছে।

হারমাস বললেন আমার সাথে কি দরকার।

আমি ফে ললি, আপনি তো ন্যাশনাল ফাইডেলিটির লোক। আমি আপনাকে কিছু খবর দিতে পারি।

হ্যাঁ বলুন কি খবর। খবর শুনতে আমি সব সময়েই আগ্রহী। বলুন কত দামের খবর।

না না দাম টাম লাগবে না। শুধু মনটাকে একটু হালকা করতে চাই।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি ঐ আপনাদের কোম্পানীর সেলস্‌ম্যান শঠ, প্রতাবক ঐ জন অ্যানসন সম্বন্ধে তদন্ত করতে চাই।

বলুন আপনার কি বক্তব্য।

ললির চোখদুটো জ্বলে উঠলো। সে টেবিলের ওপর হাত মুড়ে সামনে ঝুঁকে পড়লো। তারপর ফিসফিস করে কথা শুরু করল।

।। বারো ।।

বুদ্ধিটা হারমাসের মাথাতেই এলো। বললো এক কাজ করো জেনসন্ মিসেস বারলো বাড়ি ফেরাব আগেই আমরা আর একবার ওদের বাড়িটা তল্লাশি করে আসি।

কিন্তু কি জন্য তল্লাশি?

বাঃ পিস্তল দুটো খুঁজতে হবে না?

বারলোর বাড়িতে গিয়ে বারলোর ঘরখানা দু'জনে আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলেন।

হারমাস কার্পেট তুলে মেঝের প্রতিটা অংশ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করলো। হঠাৎ একখানা কাঠ হাতের চাপে সরে গেল। হারমাস পকেট থেকে টর্চ বের করলেন। হাত ঢুকিয়ে কুঠুরি থেকে একে একে সব ক'টা জিনিসই তিনি বার করে আনলেন। ৩৮ বোরের রিভলভার, রবারের দুটি পিণ্ড এবং একটি সাদা স্নানের টুপি।

তিনি স্নানের টুপিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন টাক মাথা উন্মাদ, তারপর জেনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন আমার হিসেবে একটুও ভুল হয়নি। বারলোই তোমার সেই গ্লিন হিল-এর খুনী। এই তার অস্ত্র আর ছদ্মবেশ।

জেনসন্ পুলিস দপ্তরে ফোন করলেন। লোকজন এসে পলিথিনের প্যাকেট, টুপি, রবারের পিণ্ড নিয়ে চলে গেল। ব্যালিস্টিক-রিপোর্টে জানা গেল এই অস্ত্র দিয়েই গ্লিন হিল এর হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছিল।

তখন সন্ধ্যে ছ'টা। অ্যানসন অফিস থেকে বেরোতে যাবে হারমাস এসে ঢুকলেন।

হারমাস বলল আমি শুনলাম মিঃ বারলোকে নাকি আপনি বলেছিলেন যে নগদে প্রিমিয়াম দিলে পাঁচ শতাংশ ছাড় পাওয়া যায়।

না মিঃ হারমাস আমি ছাড়ের কথা ভুলেও বারলোকে বলিনি। আর বলবোই বা কেন? কোম্পানীর নিয়মের বাইরে কথা বলবার এক্তিয়ার তো আমার নেই।

কিন্তু মেরিওয়েদার তো বলেছেন যে বারলো নাকি পাঁচ হাজারের বীমা করেছেন এবং এর প্রিমিয়াম দেবার জন্য দেড়শ ডলার ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন।

আমি অতোশত জানি না মশায়। একটা চিঠি পেলাম, গেলাম দেখা করতে। তিনি বললেন

পঞ্চাশ হাজারের বীমা করাবেন, করালাম। হতে পারে উনি পরে মত বদলে বেশি টাকার পলিশি করার সিদ্ধান্ত নেন।

আচ্ছা মিঃ অ্যানসন আপনাকে দেখা করতে বলার সেই চিঠিটা সেটা একটু দেখাবেন।

দুঃখিত মিঃ হারমাস। কাজ শেষ হয়ে গেলে চিঠিগুলো আর আমরা রাখি না।

আচ্ছা মিঃ অ্যানসন গত তিরিশে সেপ্টেম্বর রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

কেন, এ প্রশ্ন কেন?

এমনিই জানতে ইচ্ছে করছে।

একটা ডাইরি বের করে পাতা উল্টে অ্যানসন বললে তিরিশে সেপ্টেম্বর আমি অফিসেই ছিলাম। রাত এগারোটা অবধি একটানা কাজ করেছি। তারপর বাড়ি ফিরে গেছি। বিশ্বাস না করলে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

না না, তা কেন করতে যাবো। দেখুন মিঃ অ্যানসন ভেবে চিন্তে দেখলাম টাকা দিতে আমরা বাধ্য। আপনার কথাই ঠিক। জেল খেটেছে বলে টাকা আটকানো ঠিক হবে না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো টাকাটা না দিলে এখানকার ব্যবসা আমাদের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ম্যাডক্স আসুক আমি দরকার হলে তার সঙ্গে লড়ে যাবো।

ম্যাডক্স এখানে আসছেন নাকি, কবে?

আজ সন্ধ্যায়। আচ্ছা আপনি আজ বাড়িতে থাকবেন তো?

হ্যাঁ কাজ শেষ করে বাড়িতেই যাবো।

হারমাস উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ওঃ আপনাদের এখানকার দোকানদার গুলো দেখছি জিনিসপত্রের গলাকাটা দাম নেয়। নইলে দেখুন এই একটা পেপার ওয়েট, এই বলে একটা পলিথিনে মোড়া পেপার ওয়েট বার করে অ্যানসনের হাতে দিল, বলল দেখে বলুন তো এটার কত দাম হতে পারে।

পলিথিনের মোড়ক খুলে অ্যানসন পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে দেখে বলল কত আর বড়জোর দশ ডলার।

আর বলছি কি মশাই, কান মূলে একুশটি ডলার নিল। বলে মোড়কটা অ্যানসনের কাছ থেকে পকেটে পুরে হারমাস গুডনাইট জানিয়ে বিদায় নিলেন।

অ্যানসন ভাবলেন ছিঃ ছিঃ মেগ কি কাণ্ডটাই না করলো। আমাকে লুকিয়ে...আগে জানলে এ পথে আর পাই বাড়াতাম না।

একটু পরে ঘরে ঢুকলো জাড্ জোন্স।

আরে জোন্স কেমন আছো?

আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল।

কাল বললে হয় না।

না। মিঃ অ্যানসন আপনি স্টিভ হারমাসকে চেনেন তো। একটু আগে উনি আপনার সম্বন্ধে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করছিলেন।

আমার সম্বন্ধে।

আমি ওকে বলে দিয়েছি যে তিরিশ তারিখ রাত এগারোটা অবধি আপনি অফিসেই ছিলেন টাইপ করছিলেন, কি ঠিক বলিনি?

হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছো। বেশ এটা না হয় কাটালো। কিন্তু পুলিসের লোক আসলে কি বলবো?

একই কথা বলবে।

কিন্তু পুলিসের কাছে মিথ্যে বলার যে অনেক অসুবিধা। সে রাতে তো আপনি অফিসে ছিলেন না।

এ কথা কেন বলছ জোন্স?

সে রাতে সিগারেট খেতে গিয়ে দেখি যে প্যাকেটটা খালি। ভাবলাম যাই আপনার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে আসি। দরজা ধাক্কালাম, নাম ধরে ডাকলাম সাড়া নেই। তারপরে সঙ্গের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম দেখি আপনি নেই। টেপ চলছে। ওঃ শব্দখানা দারুণ।

অ্যানসনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। ফাঁসির দড়ি আর এড়ানো গেল না।

অ্যানসন ম্লান হাসল। তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে বারলোর মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।

সে জানি, আপনি ভদ্রলোক আপনি খুনের ব্যাপারে থাকবেনই বা কেন, এবার কিন্তু আমি পুলিসের কাছে সত্য কথাই বলবো। তা আপনার তাতে কোনো অসুবিধে হবে কি?

হ্যাঁ তা একটু অসুবিধে হবে বৈ কি, আসলে একজন গৃহবধূর সঙ্গে লটপট চলছে বুঝলে।

বুঝলাম, আসলে মেয়েদের ব্যাপারে ভাগ্যটা আপনার বরাবরই ভালো। ঠিক আছে আমি নয় একটু ভেবে দেখি পুলিসের কাছে কি বলবো।

অ্যানসন বলল এক কাজ করো জোন্স তোমাকে আমি একশো ডলার দিচ্ছি তুমি বরং ব্যাপারটা ভুলে যাও।

ভুলে যেতে তো আমিও চাই কিন্তু আমার এক হাজার চাই তাহলে ভুলে যেতে পারি, কারণ বউ অসুস্থ তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা চাই। তাহলেই আমি সব ভুলে যাবো।

না জোন্স ব্ল্যাকমেল করতেই এসেছে। অ্যানসন বলল আমি হাজার ডলার কোথা থেকে পাবো।

না মিঃ অ্যানসন ওর কম আমার হবে না। ঠিক আছে, অ্যানসন ইতস্ততঃ করলে দিন দু'য়েক সময় দাও আমাকে, আমি তোমায় হাজার ডলারই দেবো।

অ্যানসনের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। এরপর সে গেলো হর্নবির দোকানে গাড়ির চাকার দাম মেটাতে।

হর্নবি বললো পুলিস এসে জানতে চাইছিল কে চাকা পাল্টেছে কবে পাল্টেছে, আমি আপনার কথা বললাম।

ভালই করেছ বলেছো।

ম্যাডক্স বলল দ্যাখো অ্যানসনকে আমি কোনোদিনই সুনজরে দেখিনি। সব সময় ওর চোখ যেন জুলজুল করছে।

জেনসন্ একটা সিগারেট ধরালো। হারমাসও চুপ করে রইল তারা দু'জন এখন শ্রোতা, ম্যাডক্স বক্তা।

ম্যাডক্স বলল, তাহলে আমরা জানলাম, মিসেস বারলোর শোবার ঘরে অ্যানসনের অবাধ যাতায়াত ছিল। বারলোর রিভলভারের বাক্সটায় তার হাত পড়েছিল। ফে ললি আমাদের বলেছে মেয়েমানুষ আর ঘোড়ার পিছনে টাকা উড়িয়ে অ্যানসন নিঃস্বহায় হয়ে পরেছিল। বাজারে অনেক দেনাও করেছিল। মনে হয় মেগই অ্যানসনকে রিভলভার দেয় সেই রিভলভার দিয়ে অ্যানসন পেট্রল পাম্পে ডাকাতি করে বারলোর প্রিমিয়াম ও নিজের দেনা শোধ করে। গাড়ির চাকাও অ্যানসন বদল করেছে। যাও অ্যানসনকে অ্যারেস্ট করো।

না, ওকে অ্যারেস্ট করার আগে আমাদের আরো ভাবতে হবে। অন্যভাবে কায়দা করে ওকে ধরতে হবে। আপনি গিয়ে মিসেস-বারলোর দাবীটা মিটিয়ে দিন।

কি বলছ হারমাস?

হারমাস বলল অ্যানসনকে আমি বলেছি আমরা মিসেস বারলোর দাবী পূরণের চেষ্টা করবো, আর বললেই তো আপনাকে টাকা দিতে হচ্ছে না। শুধু মুখে বলুন।

তারপর।

তারপর আর কি নাটক জমবে। মেগ অ্যানসনকে একটা পয়সা দিতেও রাজী হবে না।

ঝগড়া ঝাটি হাতাহাতি চলবে, আমরা বারলোর বাড়ীর গোপনস্থানে ছোট মাইক্রোফোন আর টেপ রেখে আসবো, ব্যস খেল খতম। তখন আর ওরা ছাড়া পাওয়ার পথ পাবে না।

ম্যাডক্স-এর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল বুঝলে জেনসন্ এই জন্যই আমার হারমাসকে এত ভাল লাগে।

অ্যানসন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সারা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল অ্যানসন দৌড়ে গেল।

হ্যালো, হারমাস বলছি। ম্যাডক্স মিসেস বারলোকে টাকা দিতে রাজী হয়েছেন।

ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। মনটা বেশ হালকা লাগছে।

স্বাভাবিক, আপনারই তো মক্কেল, আচ্ছা খাওয়াটা কিন্তু পাওনা রইল, এখন ছাড়ছি।

মেগ হাতের শিকটা দিয়ে আগুনটা একটু খুচিয়ে দিল। ঘরটা ক্ষণিকেব জন্য উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল।

মেগ ঘবের চারিদিকে তাকাল। একদিনে ঘরটা একটুও বদলায়নি। এখন শুধু সে আর গেলার।

বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা এখানে চলে এসেছে, এসেই গেলারকে ফোন করেছে। সে দশটা নাগাদ আসবে।

গেলার এলে সে গেলারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করল, গেলার তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল টাকা কবে পাচ্ছো?

জানি না।

অ্যাটর্নীকে ফোন করেছিলে?

না।

মেগ মুখ তুলে বলল—কিন্তু অ্যানসন তার কি হবে।

কিছুই হবে না। আগের মতই ইনসিওর করাবে। মেয়ে আর ঘোড়ার পিছনে টাকা ওড়াবে, সে পরে ভাবা যাবে।

না, পরে নয় জেরী, অ্যানসন বলো আর টাকা বলো দুই-ই তোমার, তুমিই সামলাবে আমি পারবো না।

টাকা পেলে তুমি সব টাকা আমার হাতে তুলে দেবে। ও এলে ওকে এক পয়সাও দেবো না।

না অত সহজে হবে না জেরী ও একটা খুনে, দু-দুটো খুন করলো।

খুন করা যেন মুড়ি মুড়কি না? চুপ করো বলছি তখন থেকে শুধু এক কথা। দেবো ঘা কতক লাগিয়ে আর যদি বেশী প্যানপ্যান করো তো।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। গেলার বললো এসময় আবার কোন নাগর এলো।

যাও দেখে এসো গিয়ে।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল। আগন্তুক অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে।

অ্যানসন ফটকের বাইরে গাড়ি রেখে নুড়ি বাঁধানো পথ ধরে এগোল। বাগানে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকটা গাছে ফুল ফুটেছে, সে যেন ফুটতে হয় তাই ফোটা। সেই দীপ্তি আর নেই। মাথা চাড়া দিয়ে আগাছাও কিছু উঠেছে।

রাত সাড়ে এগারোটা। বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। সে এগিয়ে কড়া নাড়ল। কয়েক মুহূর্ত নীরব কোনো সাড়া নেই। তারপর মেগ দরজা খুলে দিল। মেগ দাঁড়িয়ে রইল দরজার ওপাশে।

সেই প্রথম দিনের মেগ, তার স্বপ্নের রাণী। শুধু সেদিনের নীল চোখের কোলে আজ ক'দিন আগেকার দুর্ঘটনার ক্ষতচিহ্ন।

মেগ বলল এমন অসময়ে তুমি! না না তুমি, এখন যাও বলে দরজা বন্ধ করতে গেল।

অ্যানসন হাঁটু দিয়ে এক গোত্তা মারল মেগের পেটে, মেগ ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। অ্যানসন ঘরে ঢুকলো। তারপর বসার ঘরে ঢুকল।

দেখল দুটো খালি গ্লাস টেবিলে পড়ে রয়েছে। বুঝতে পারল যে সে ছাড়াও আরও একজন বাইরের কেউ এ বাড়ীতে আছে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে সন্তর্পনে দু-আঙুলে রিভলভারের নলটা আবার স্পর্শ করলো।

পায়ে পায়ে মেগ এসে ঘরে ঢুকল, তার চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক, চোয়াল শক্ত। মেগ জানলা বন্ধ করে বলল তুমি কি চাও?

অ্যানসন মেগের দিকে তাকিয়ে বলল মেগ তুমি তাহলে আগাগোড়া আমাকে ধোঁকা দিয়েছো। তুমি বেশ্যা, জেল ফেরত কয়েদী জানলে এতদূর এগোতাম না।

তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

না। আমাদের বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি। তুমি কি জানো তোমার এই অন্যায়, অতীত ইতিহাস সব কিছু জানা সত্ত্বেও কোম্পানী আগামীকাল তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিচ্ছে।

মেগ কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। সে অ্যানসনের দিকে তাকাল। তারপর বুক ভরে শ্বাস নিল।

অ্যানসন বলল তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মেগ এই কাজে নামার আগে আমাদের মধ্যে শর্ত ছিল যে আমি বারলোকে দিয়ে ইনসিওর করাবো, তাকে খুন করবো তারপর টাকা পেলে অর্ধেক টাকা সমেত তুমি আমার হবে। কিন্তু এখন আমি শুধু অর্ধেক টাকা চাই। তোমাকে চাই না। মেগ এর চোখে ঘৃণার ছায়া নামলো। এখন আর অ্যানসনকে তার ভয় নেই। তার কাছেই আছে গেলার। সে বলল—তুমি একটা আধলাও পাবে না। যা করবার করতে পারো।

অ্যানসন বলল—বোকামি কোরো না মেগ। আমার টাকা আমাকে দিতে তুমি বাধ্য, যদি না দাও তাহলে...

রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল। গেলার হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল, এই যে দোস্ত তা মেয়েদের ওপরে না করে আমার সঙ্গে এসো না সমানে সমানে হয়ে যাক।

গেলার এগিয়ে এলো। মেগ ধীরে ধীরে পিছলো। অ্যানসন অবাক চোখে গেলারকে দেখলো, ও তাহলে এই ব্যাপার।

অ্যানসন বলল বীর গেলার হেগান এবং শ্রীমতী মেগ বারলো বাঃ জুটিটা দেখছি বেশ। তোমাকেই পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে বারলো হত্যার অপরাধে।

ছিঃ ছিঃ অমনভাবে বোলনা, প্রথমে সেই রকমই মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমার জব্বর অ্যালিবাই এর সামনে আর তারা মুখ খুলতে পারেনি। এখন তারা অন্য পথ ধরেছে। তোমারও তো সে রাতের জব্বর অ্যালিবাই আছে তাই না?

আমার কথা আমাকেই ভাবতে দাও। শোন পঁচিশ হাজার ডালার আমার চাই। কারণ শুরু থেকে কাজটা আমাকেই করতে হয়েছে। সুতরাং পঁচিশ হাজার আমি পেতেই পারি।

গেলার হো হো করে হেসে বলল, পঁচিশ হাজার, শোনো দোস্ত, তোমার খেল খতম। জন অ্যানসন আমাদের কাছে এখন একটা মাটির ঢেলা, ইচ্ছে হলে পায়ে চেপে গুঁড়িয়ে দিতে পারি, ছুঁড়ে ফেলতে পারি।

অনর্থক টাকার আশা কোরো না। সত্যি কথা বলতে গেলে সবই মেগ এর কৃতিত্ব, টাকাও তাই পুরোটা ওর।

অ্যানসন বলল—মেগই তাহলে সব করেছে, সব ওরই প্রাপ্য।

আলবাত। তুমি কি ভাবো সবাই তোমার মত ভেড়া?

মেগ বলল আঃ জেরী কি আবোল—তাবোল বকছো আর এত কথার দরকারই বা কি?

দরকার আছে বৈকি মেগ। ছাগলটাকে সব বুঝিয়ে দিই, তা দোস্ত টাকার কথা ভুলে যাও পরে দেখা হলে তোমাকে নয় একটা সিগারেট কিনে দেবো।

কিন্তু পুলিস তোমাকে ধরলো কি ভাবে? কেনই বা ভাবলো যে তুমি বারলোকে খুন করেছো।

দেখো কাণ্ড তাও জানো না। ওরা যে এ বাড়ীতে এসে হাতের ছাপ, টাকা সব তুলে নিয়ে গেছে। বসার ঘর, শোবার ঘর, দেয়াল আলমারী কিছু বাদ দেয়নি। আমার হাতের ছাপ তারা এখান থেকেই পেয়েছে। তোমারটাও পেয়েছে হয়তো। তা পেল তো বয়েই গেল। আমার ভাল অ্যালিবাই আছে।

অ্যানসন বলল শোবার ঘরের ছাপও ওরা নিয়ে গেছে।

জেনসন্ তো সেরকমই বলল। অ্যানসনের হঠাৎ মনে হলো যে সে বড় অসহায়। সে যেন ভীষণভাবে ঠকে গেছে। হারমাস-এর কথা তার মনে পড়ল। সেদিন সেই পেপার ওয়েটটা আমাকে দেখতে দিল। আমিও কিছু না ভেবে হাত দিলাম। তাতে আমার হাতের ছাপ পড়েছে।

পুলিশ দপ্তরে আমার হাতের ছাপ। মেগের ঘরে কয়দিন আমিও রাত কাটিয়েছি সেখানেও হাতের ছাপ পড়েছে। এছাড়াও আমার বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে আরও প্রমাণ আছে। গাড়ির চাকা পাল্টাবার ব্যাপার। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বিবৃতি। এখন আর ম্যাডক্স এর বুঝতে বাকী নেই। কে মেগ এর প্রেমিক।

তাঁর মস্তিস্কের কোষে কোষে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়ল।

দু-হাতে মাথার চুল মুঠো করল অ্যানসন, ধপাস্ করে সোফায় বসে পড়ল।

ইস্ কি বোকামিই না করেছি, হারমাস আগামীকাল টাকা দেবে বললো অমনি আমি ছুটে এলাম। আসবো যে এত জানা কথা, ম্যাডক্স আর হারমাস নিশ্চয়ই তা বুঝে আগে থেকে কোন ব্যবস্থা নিয়েছে, আমিও তাতে ধরা দিয়েছি।

সে ভয় মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে কি যেন খুঁজতে লাগল। গেলার এবং মেগ অ্যানসনের ব্যাপার দেখে অবাক হল। অবশেষে গেলার বলল দেখো বন্ধু....

অ্যানসন তাকে হাত তুলে থামতে বললো। উঠে ঘরের প্রতিটা অংশ পরীক্ষা করতে লাগল। সে দেয়াল আলমারীর দরজা খুলে, রান্নাঘরে ঢুকে সব জায়গা পরীক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে জিনিসটা খুঁজে পাওয়া গেল। জানলার পাশের টেবিলে রাখা রেডিওর কাচের পেছনে রয়েছে ছোট মাইক্রোফোনটা, সরু ফিতের মতো কালো জানলা গলে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেছে।

অ্যানসন একদৃষ্টে মাইক্রোফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল। আর না, খেল খতম। ম্যাডক্সকে বোকা বানাতে গিয়ে আমি ফাঁসির দড়ি গলায় পরলাম।

গেলার বলল, বড়ো নাটক শুরু করলে দেখছি। তোমার কি হল?

অ্যানসন তাকে হাত তুলে থামতে বলে তাকে ইশারায় মাইক্রোফোনটা দেখাল। গেলার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

গেলার যেন বিশাক্ত সাপের মুখে পড়েছে। সে হাঁ করে মাইক্রোফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

মেগ এগিয়ে এসে উঁকি মারল। তার মুখ থেকে প্রবল চীৎকার বেরিয়ে এলো।

অ্যানসন বলল আর কোনো উপায় নেই। আমরা ধরা পড়ে গেছি। গেলার, ম্যাডক্স বড় চালাক হে। কেমন ফাঁদটি পেতেছে। আর আমরা ফাঁদে পা দিয়েছি।

গেলার বলল আমার কিছু হবে না। তোমাদের যা হবার হবে। কারণ আমার অ্যালিবাই জব্বর।

অ্যানসন বলল বুঝলে মেগ পাপ কখনও চাপা থাকে না। ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে আমরা বড় অসহায়। টেপরেকর্ডারে সব ধরা পড়ে গেছে। আমাদের কথা বার্ত্তাই আমাদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাবে।

তবে ফাঁসির দড়ি পরবার আগে আমি নিজেই নিজেকে মুক্তি দেব এই বলে অ্যানসন নিজেকে গুলি করল। তাব মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল।

এ কফিন্ ফ্রম হংকং

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

বিকেল বেলা, ঠিক ছ'টা বেজে দশ মিনিট। ঠিক এই সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সারাটা দিন কোন দর্শনার্থী না আসায় খুব বাজে কেটেছে। একটা পয়সার মুখ দেখিনি। এমন কি জরুরী চিঠির খামের মুখগুলো আটকাবারও ইচ্ছা হচ্ছিল না। এমনি একটা সময়ে হঠাৎ রিসিভারটা বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে বললাম—'নেলসন রায়ান'। গলার স্বরটা যথাসম্ভব আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করলাম।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতায় কাটলো। টেলিফোন লাইনে খুব আস্তে আস্তে একটা শব্দ আমার কানে আসছিল, শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল। মনে হল শব্দটা একটা এরোপ্লেন স্টার্ট নেওয়ার। কিছু অস্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পেলাম, তারপরই সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম বুথের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—মিঃ রায়ান? গম্ভীর পুরুষকণ্ঠ।

—ঠিকই ধরেছেন।

—আপনি একজন প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টিগেটর?

—এবারও আপনার অনুমান ঠিক।

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। শুনতে পেলাম ভদ্রলোক গাঢ় নিঃশ্বাস খুব আস্তে আস্তে ফেলছেন। মনে হল আমার কথা খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। হাতে সময় খুব কম। আমি আপনাকে কিছু কাজ দিতে চাই, করে দিতে হবে।

লেখার জন্য প্যাডটা টেনে নিলাম।

—আপনার নাম আর ঠিকানা বলুন, আমি বললাম।

—জন হার্ডউইক, ৩৩ নং কনট্ বুলেভার্ড।

তাড়াতাড়ি নাম ঠিকানা প্যাডে লিখে প্রশ্ন করলাম—ঠিক কি ধরনের কাজ আমাকে করতে হবে মিঃ হার্ডউইক?

—আমার স্ত্রীর ওপর আপনাকে নজর রাখতে হবে। আবার একটা এরোপ্লেন স্টার্ট নেবার শব্দ পেলাম। আবার নীরবতা। মিঃ হার্ডউইক কিছু বললেন, কিন্তু জেট ইঞ্জিনের আওয়াজে তাঁর কথা শুনতে পেলাম না।

—আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ হার্ডউইক। যতক্ষণ না এরোপ্লেনের শব্দ মিলিয়ে গেল, উনি চুপ করে রইলেন। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বললেন, আমাকে ব্যবসা সূত্রে মাসে দু'বার নিউইয়র্ক যেতে হয়। আমার মনে হয় আমি যখন বাড়ি থাকি না, বাইরে যাই তখন আমার স্ত্রীর চালচলন ঠিক...। যাই হোক, আমি চাই আপনি তার ওপর নজর রাখুন। আমি পরশু অর্থাৎ শুক্রবার ফিরে এসে আপনার কাছে জানতে চাই, আমি যখন থাকিনা সে কি কি করে। তা আপনার দক্ষিণা কত বলুন?

আমি ঠিক এই ধরনের কাজের আশা করছিলাম না। যাই হোক, শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে এটা খারাপ কি?

—আপনি কি করেন, মিঃ হার্ডউইক? প্রশ্ন করলাম। খানিকটা অধৈর্যের সুরে বললেন, আমি হেরন-এ আছি।

হেরন করপোরেশন প্রশান্ত মহাসাগরের এই উপকূল অঞ্চলে একটা নামজাদা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। প্যাসাডেনা শহরের সমৃদ্ধির এক চতুর্থাংশ এরই দান।

—প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ডলার হিসেবে আর যা খরচপত্র হবে—আমার রেট যা তার দশগুণ বাড়িয়ে বললাম।

—ঠিক আছে। আপনি কাজ শুরু করুন। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাকে তিনশ ডলার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার কাজ, আমার স্ত্রী কোথায় কোথায় যায়, তার গতিবিধির ওপর নজর রাখা। সে যদি বাড়ি থেকে কোথাও না যায়, তাহলে কে কে তার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে আসে, আমি তাও জানতে চাই।

তিনশ ডলারের জন্যে এর চেয়ে অনেক কষ্ট করা যায়। বললাম—করবো। কিন্তু দয়া করে একবার আসতে পারেন না, মিঃ হার্ডউইক। আমি আমার মক্কেলের সঙ্গে সামনাসামনি একবার আলাপ করতে পারলে খুশী হতাম।

—আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার হাতে সময়ের খুবই অভাব। আমি এখনই নিউইয়র্ক চলে যাচ্ছি। তবে শুক্রবার ফিরে এসে আমি অবশ্যই দেখা করব আপনার সঙ্গে। আর আমার এই অনুপস্থিতির সময়টুকুতে আপনি আমার স্ত্রীর ওপর কড়া নজর রাখবেন। এ ব্যাপারে আমি আপনার ওপর ভরসা করতে পারি তো?

—অবশ্যই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। খানিকক্ষণ থামলাম। এবার টেলিফোনে একটা এরোপ্লেন নামার আওয়াজ পেলাম।

—মিঃ হার্ডউইক, আমি আপনার স্ত্রীর কোন বর্ণনা এখনো পাইনি।

—বললাম তো, ৩৩ নং কনট্ বুলেভার্ড আমার ঠিকানা। আর আমার সময় নেই। আমি যাচ্ছি। ছাড়ছি, শুক্রবার দেখা হবে। লাইন কেটে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ডেস্কের ওপর রাখা সিগারেট ধরিয়ে বেশ খানিকটা ধোঁয়া টেনে ওপর দিকে ছেড়ে দিলাম।

বছর পাঁচেক হল আমি এই অনুসন্ধানকারী পেশায় কাজ করছি। এর মধ্যে বেশ কিছু ক্ষ্যাপাটে মক্কেল আমাকে সামলাতে হয়েছে। হার্ডউইকও হয়ত এদের মত আর একজন। আবার নাও হতে পারে। মনে হয় লোকটা খুব চাপের মধ্যে আছে। হয়ত বেশ কয়েক মাস ধরেই বউয়ের সন্দেহজনক চালচলনে উদ্বিগ্ন। হয়ত বুঝে উঠতে পারছিল না কি করবে। শেষ-মেষ এবারে বাইরে যাবার আগে ঠিক করে ফেলেছে ব্যাপারটা জানতে হবে। একটা সদা উদ্বিগ্ন, অসুখী লোক এছাড়া আর কিবা করতে পারে। সে যাই হোক এই বেনামী মক্কেল আর কাজটার কথা ভেবে আমার কিন্তু খুব একটা ভাল লাগছিল না। যার টাকায় কাজ করব, তাকে দেখলাম না, যার ওপর নজর রাখতে হবে তার বিষয়ে কিছু জানলাম না, ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ নয়। আমি চাই যার হয়ে কাজ করব, তার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকবে। ব্যাপারটা তড়িঘড়ি ঠিক করলেও মনে হচ্ছে, এর পেছনে গভীর কোন মতলব কাজ করছে।

এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ভাবছি, এমন সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পেলাম। কেউ পা দিয়ে দরজাটায় ধাক্কা মারলো আর দরজাটা খুলে গেল।

একজন পত্রবাহক টেবিলে একটা মোটা খাম রেখে, আমার সই করার জন্যে হাতের খাতাটা এগিয়ে দিল।

লোকটা বেঁটেখাটো। মুখে হাজার দাগ। আমি যখন সই করছিলাম তখন সে আমার অফিস ঘরটা চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। আধা অন্ধকার, স্যাঁতস্যাতে, এককোণে বইপত্তর রাখার টেবিল, রঙওঠা এই ডেস্ক, একটা নড়বড়ে চেয়ার আর দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার।

লোকটা যাবার পর খামটা খুলে দেখি দশ ডলারের তিরিশটা নোট আর একটা ছোট চিরকুট—প্রেরক ঃ জন হার্ডউইক, ৩৩ নং কনট্ বুলেভার্ড, প্যাসাডেনা।

প্রথমটায় আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম কারণ আমি বুঝলাম না যে লোকটা এত তাড়াতাড়ি টাকা পাঠালো কি করে? তারপর ভাবলাম যে হার্ডউইকের নিশ্চয়ই এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার কোম্পানীর সঙ্গে এরকম টাকাপয়সা পাঠাবার বন্দোবস্ত আছে। আমাকে টেলিফোন করার পর

ওদেরও টাকা পাঠাবার জন্য ফোন করে দিয়েছে। আর ওদের অফিস তো আমার অফিস যে ব্লকে তার উল্টোদিকে।

টেলিফোন গাইডটা নিলাম হার্ডউইকের নাম খোঁজবার জন্যে, কিন্তু পেলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে বইয়ের টেবিলে স্ট্রীট ডাইরেক্টরীটা দেখতে লাগলাম উল্টে-উল্টে। দেখা গেল, ৩৩ নং কনট্ বুলেভার্ডে জন হার্ডউইকের নাম নেই, সেখানে থাকেন জ্যাক মায়ার।

ব্যাপারটা কি? প্রথমেই যে চিন্তাটা আমার মাথায় এলো সেটা এইরকম, কনট্ বুলেভার্ড শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে অন্ততঃ তিন মাইল ভেতরে পালমা পর্বতের ওপর একটা জায়গা। শহরের ওপরের বড় রাস্তাটা দিয়ে একটা মাঝারি রাস্তা বেরিয়ে বুলেভার্ডের দিকে গিয়েছে। এখানে লোকেরা সাধারণতঃ ছুটি কাটাতে আসে। জন, হার্ডউইকের মত হেরন কর্পোরেশনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্ভবতঃ এখানে সাময়িকভাবে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে আছেন, পরে নিজে বাড়ি করে উঠে যাবেন।

বুলেভার্ডে আমি কিছুদিন আগে একবারই গেছি। যুদ্ধের ঠিক পরে এই এলাকাটার একটু উন্নতি হয়েছে, তবে দেখার মত বিশেষ কিছু নেই। সব বাড়িগুলো অর্ধেক ইঁটের, অর্ধেক কাঠের তৈরী ছোট ছোট বাংলো টাইপের। তবে এখানকার সমুদ্র, দূরের শহরের দৃশ্য আর নির্জনতা সত্যিই উপভোগ করার মত।

আমাকে যে কাজটা করতে হবে সে সম্বন্ধে ভাবতে আমার খারাপ লাগছে। যে মহিলার ওপর নজর রাখবো তাকে কোনদিন চোখে দেখিনি বা তার সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। যদি তিনশ ডলার না পাঠাতো তাহলে হার্ডউইকদের না দেখে কাজটা শুরু করতাম না। কিন্তু টাকাটা নেবার জন্যে আমাকে কাজটা শুরু করতেই হবে।

উঠে পড়ে অফিসের দরজায় তালা লাগালাম। করিডোর দিয়ে হেঁটে লিফটের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

আমার পাশের ঘরটায় একজন কেমিস্টের অফিস, এখনও শুনছি জোরে জোরে সেক্রেটারিকে ডিক্টেশন্ দিচ্ছেন। ভদ্রলোক ব্যবসার জন্যে খুব লড়ে যাচ্ছেন।

লিফটে করে নেমে এসে সামনের রাস্তা পেরিয়ে কুইক স্ন্যাকস বার-এ ঢুকলাম। সাধারণতঃ আমি এখানেই খাই। কাউন্টারের ছেলেটা স্প্যারো আমাকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। অর্ডার দিলাম। বললাম, চট্পট্ কিছু হ্যাম আর চিকেন সান্ডউইচ পাঠাও।

স্প্যারো রোগা, লম্বা, চুলগুলো সাদা। লোকটা খারাপ নয়। আমি মাঝে মাঝে আমার জীবনে ঘটেনি এমন সব দুঃসাহসিক ঘটনা ওকে বলি, আর ও খুব অবাক হয়ে শুনতে থাকে। আমার কাজ সম্বন্ধে ও খুব আগ্রহী।

—আজ রাতে কি আপনার কোন কাজ আছে, মিঃ রায়ান? স্যান্ডউইচ তৈরী করতে করতে ও জিগ্যেস করল।

—নিশ্চয়ই কাজ আছে। আজ রাতে আমার এক মক্কেলের বউ-এর ওপর নজর রেখে কাটাতে হবে। মেয়েটা যাতে কোন বদমাইশের পাল্লায় না পড়ে।

—তাই নাকি? তা তাকে দেখতে কেমন? স্প্যারোর চোখ দুটো আগ্রহে চক্চক্ করে উঠল।

—তুমি এলিজাবেথ টেলরকে দেখেছো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,

—মেরিলীন মুনরোকে?

—নিশ্চয়ই! উত্তেজনায় ওর কণ্ঠনালী লাফাতে লাগলো।

আমি একটু হেসে বললাম, ওকে এদেরই মতো দেখতে।

স্প্যারো একটু হক্চকিয়ে চোখ পিট্পিট্ করলো। পরে আমি মজা করছি বুঝতে পেরে বলল, খুব যে আমাকে ঠকাচ্ছেন, অ্যাঁ।

—তাড়াতাড়ি কর স্প্যারো, আমাকে এখন রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হবে।

কাগজ মুড়ে স্যান্ডউইচগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে সে বলল, দেখুন মিঃ রায়ান পয়সা-কড়ি না পাওয়া গেলে ফালতু কোন কাজ করতে যাবেন না।

সাতটা বেজে কুড়ি। গাড়ি চালিয়ে কনট্ বুলেভার্ডে এলাম। খুব একটা তাড়াহুড়ো করতে হয়নি। যখন পৌঁছোলাম দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। এখন সেপ্টেম্বরের শেষ।

কনট্ বুলেভার্ডের বাংলোগুলো রাস্তার ধারেই। সব বাড়ির সামনেই দেখলাম কিছু ঝোপ-ঝাড় আর ফুল গাছের ঝাড়। আমি খুব আস্তে গাড়ি চালিয়ে ৩৩ নং বাড়িটা পেরিয়ে এলাম। বাড়ির সামনে ডাবল দরজা। প্রায় কুড়ি গজ দূরে রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে গাড়িটা থামালাম। সেখান থেকে সমুদ্রটা খুব সুন্দর দেখা যায়। ইঞ্জিন বন্ধ করে আমি ড্রাইভারের সীট ছেড়ে পেছনের সীটে এসে বসলাম, যাতে ঐখান থেকে ডাবল দরজাটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাই।

এখন ঠায় বসে থেকে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই, আর এতে আমার আপত্তিও নেই। আমার মত এই বৃত্তির লোকেদের ধৈর্যই হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় বিশেষ কিছু ঘটল না। তিন চারটে গাড়ি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। ড্রাইভারেরা আমার দিকে এক নজর তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। সারাদিন খেটে-খুটে পরিশ্রান্ত হয়ে তারা বাড়ি ফিরছে। আমাকে দেখে সবাই হয়তো ভাবছে কোন বান্ধবীর জন্যে অপেক্ষা করছি। এটা আমাকে দেখে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছিল না যে মক্কেলের বউয়ের ওপর নজর রাখতে এখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছি।

একটা মেয়ে টাইট স্ল্যাকস আর সোয়েটার পরা আমার গাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওর সামনে লাফিয়ে লাফিয়ে একটা লোমওলা কুকুর এগোচ্ছিল। মেয়েটা আমার দিকে তাকাতে আমি অবহেলা ভরে ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালাম আর মেয়েটাও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাত ন'টার মধ্যে বেশ অন্ধকার নেমে এলো। আমি সঙ্গে আনা স্যান্ডউইচগুলো খেয়ে নিলাম। আর সঙ্গে একটা হুইস্কির বোতল ছিল। বের করে এক ঢোক গিলে নিলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এবার ক্লান্তি আসছে। এর মধ্যে ৩৩ নং বাড়িতে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখলাম না। তবে এখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসায় নজর রাখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তাই গাড়ি থেকে নেমে আস্তে আস্তে গেটের কাছে এসে ডাবল দরজার একটা খুলে ভেতরে উঁকি মারলাম। দেখলাম বেশ সুন্দর একটা বাগান, দু-দিকে সুন্দর সুন্দর ফুলগাছের মধ্য দিয়ে রাস্তাটা সোজা বাংলো অবধি চলে গেছে। বাংলোর সামনে একটা সুদৃশ্য লন। বাংলোর সামনে বারান্দাটা নজরে এল।

বাংলোর ভেতরে কোন আলো জ্বলছিল না। মনে হল বাড়িতে কেউ নেই। নিশ্চিত হবার জন্যে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে বাংলোর পেছন দিকটাও ঘুরে এলাম। না, কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না।

কেমন হতাশ বোধ করে আবার গাড়িতে ফিরে এলাম। মনে হয় যে মুহূর্তে কর্তা এয়ারপোর্টে গিয়েছে, গিন্নীও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। যাই হোক, রাত্রিতে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এই আশায় গাড়িতে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি আছে? কথা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনশ ডলার পাঠিয়ে দিয়েছে ভদ্রলোক। কিছু তো আমাকে করতেই হবে।

অপেক্ষা করতে করতে রাত তিনটে নাগাদ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরের সূর্যের আলো কাঁচের ভেতরে দিয়ে চোখে এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভাবলাম ইস্! অন্ততঃ তিনটে ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। এ সময়টায় আমার আরো সজাগ থাকা উচিৎ ছিল।

রাস্তায় নেমে এসে দেখলাম, একটা দুধের ভ্যান থেকে বোতলে ভরা দুধ নিয়ে বাড়ি বাড়ি দিচ্ছে। দেখলাম লোকটা ৩৩ নং বাড়ি ছাড়িয়ে আমার উল্টোদিকে ৩৫ নং বাড়িতে ঢুকল।

লোকটা বেরিয়ে এলে আমি ওর পাশে পাশে চলতে লাগলাম। লোকটার বেশ বয়স হয়েছে। ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার সারা শরীরটা দেখল। হাতে তারের জাল দিয়ে তৈরী দুধের বোতল রাখার ঝুড়িটা ঝুলিয়ে একটু হেঁটে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

—তুমি ৩৩ নং বাংলোতে দুধ দিতে ভুলে গেছ। আমি বললাম।

—ওরা এখানে কেউ নেই। কী ব্যাপার? ওদের ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখছি। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ও জবাব দিল।

লোকটার কথাবার্তার কায়দা শুনেই বুঝলাম, একে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে কথা বার করা যাবে না। তাই পকেট থেকে আমার কার্ডটা বার করে ওর হাতে দিলাম। কার্ডটা উল্টে-পাল্টে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটু হেসে কার্ডটা ফেরত দিল।

—৩৩ নং বাড়ির লোকজন সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?

—জানি বৈকি। কিন্তু ওরা মাসখানেকের জন্যে বাইরে গেছে।

—ওরা কারা?

—মিঃ এবং মিসেস মায়ার।

—কিন্তু আমি জানি এই বাংলোতে এখন মিঃ এবং মিসেস হার্ডউইক থাকে।

লোকটা ঝুড়িটা মাটিতে রেখে হাত দিয়ে টুপিটা পেছনে হেলিয়ে বলল, এখন এই বাড়িতে কেউ থাকে না স্যার। আমি একাই এখানকার সব বাড়িতে দুধ দিই। এই মাসে আমি ৩৩ নং বাড়িতে দুধ দিচ্ছি না কারণ বাড়িতে কেউ নেই।

—তাই নাকি? আচ্ছা মিঃ এবং মিসেস মায়ার অন্য কাউকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে যাননি তো?

—আমি আট বছর ধরে এই মায়ার পরিবারকে দুধ দিচ্ছি। আজ পর্যন্ত ওরা কাউকে এই বাড়ি ভাড়া দেয়নি। আর প্রত্যেক বছরের এই মাসটায় ওরা বাইরে থাকে বলে জানি। লোকটা দুধের ঝুড়ি তুলে নিয়ে ভ্যানের দিকে পা বাড়ায়।

—তুমি এই এলাকায় জন হার্ডউইক বলে কাউকে চেনো না?

—না স্যার, আমি এই এলাকার প্রত্যেককে চিনি। জন হার্ডউইক বলে কাউকে চিনি না। এই কথা বলে লোকটা দ্রুত পায়ে ভ্যানের দিকে গেল আর গাড়িটাকে ৩৭ নং বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল।

বাড়ির নম্বরটা আমি ঠিক শুনেছি তো? হ্যাঁ! ভুল তো হবার নয়। কারণ হার্ডউইকের পাঠানো চিরকুটেও তো এই একই নম্বর লেখা ছিল।

৩৩ নং বাড়ির একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ভোরের আলো সারা বাংলোতে আবছা ছড়িয়ে পড়েছে। রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট সবকিছু দেখতে পাইনি। দরজা জানলা সাটার সমেত বন্ধ। প্রাণের স্পন্দন এখানে পেলাম না।

হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল! আচ্ছা এই রহস্যময় হার্ডউইক কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাকে তিনশো ডলার দিয়ে অফিস থেকে বের করে আমাকে বুনো হাঁসের পেছনে ছোটাল! আমাকে ভয় পাবার মতো, এতখানি গুরুত্ব দেবার মতো রহস্য-সন্ধানী আমি নই।

যাই হোক এখন আমার দাঁড়ি কামানো, স্নান করা বা ঝিমুনিভাব কাটানোর জন্যে এক কাপ কফি খেতে অফিস যাওয়া ভীষণ ভীষণ জরুরী।

ছুটে গিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। পাহাড়ী রাস্তা ফাঁকা থাকায় সাতটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে গেলাম। লবির সামনে দারোয়ানটা আমার দিকে একটা নীরস চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে সরে গিয়ে ঝাঁট দিতে লাগল। এই লোকটা কাউকেই পছন্দ করেনা। নিজেকেও নয়।

পাঁচতলায় পৌঁছে দ্রুত পায়ে আমার পরিচিত ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম। দেওয়ালের ফলকে লেখা ঃ

নেলসন্ রায়ান—অনুসন্ধানকারী। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলতে যাব, হাতলে হাত দিয়ে বুঝলাম দরজা খোলা। একটু ঠেলা দিলাম, দরজা খুলে গেল। আমার মূল অফিস ঘরের বাইরের ঘর এটা। দর্শনার্থীদের বসার জন্য কয়েকটা মোটামুটি সুন্দর চেয়ার, ছোট একটা টেবিলে কয়েকটা ম্যাগাজিন, মেঝেতে এক চিলতে কার্পেট দেখলেই মনে হবে কাউকে প্রবেশের জন্যে সব সময় আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

দেখলাম, ভেতরের ঘরের দরজা হাট করে খোলা, অথচ এটাও আমি কাল চাবি দিয়ে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ দেখি, আমার মক্কেলের চেয়ারে খুব মিষ্টি একটা চীনা মেয়ে বসে আছে। হাত দুটো

ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখা। পরনে সবুজ ও সাদা ফ্রক। সুন্দর পা দু'টা অনাবৃত চোখ দুটো শান্ত, নিশ্চল। বাঁ-স্তনের ঠিক নীচে সরু একটা রক্তের ধারা নেমে গেছে। দেখে মনে হল খুব কাছ থেকে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ওকে গুলি করা হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় মেয়েটা সামান্যতম আতঙ্কিত হবারও সুযোগ পায়নি।

জলে ভেসে যাবার মতো আলতো পায়ে ঘরে এসে ঢুকলাম। মুখটা স্পর্শ করে দেখি ঠাণ্ডা ; বেশ কয়েকঘণ্টা আগে মারা গেছে।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে পুলিশকে একটা টেলিফোন করতে এগিয়ে গেলাম ফোনের দিকে। রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালাম।

।। দুই ।।

পুলিসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমি আমার এই এশীয় আগুন্তককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এক নজরে দেখে মনে হল মেয়েটার বয়স তেইশ-চব্বিশ এবং বেশ পয়সাওলা ঘরের মেয়ে। জামাকাপড় গুলো বেশ দামী, জুতোটা একেবারে নতুন। শরীরে একটা চেকনাই আছে। হাতের নখগুলো সযত্নে লালিত, চুলগুলো ভারী সুন্দর আর পরিপাটি। মেয়েটার সঙ্গে কোন ভ্যানিটি ব্যাগ বা ঐ ধরনের কিছু না থাকায় ওর পরিচয় পাবার কোন উপায় ছিল না। আমার মনে হয় হত্যাকারী ওটা নিয়ে গেছে। এরকম একটা মেয়ে হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া বাইরে বেরিয়েছে, এটা ভাবা যায়?

নাঃ। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে মনে হল, কস্মিনকালেও একে কোথাও দেখিনি। পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে না করতেই সিঁড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। মনে হল, একদলা চিনির ওপর এক ঝাঁক পিঁপড়ে ছুটে আসছে।

সবশেষে ঘরে ঢুকল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লেফটেন্যান্ট ড্যান রেটনিক। গত চার বছরে লোকটার সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। সারা শরীরে ধূর্ততা মাখা, ছোটখাট রোগা চেহারা। লোকটার আজ এই পদে উন্নতির পেছনের কারণ, ও এই শহরের মেয়রের শালা। এক পুলিশ অফিসারের পদে লোকটা একেবারেই বেখাপ্পা। তবে ওর ভাগ্য ভাল, এই শহরে ও আসার পর থেকে বড় রকমের কোন অপরাধ ঘটেনি। সম্ভবতঃ ওর আমলে এটাই প্রথম খুনের কেস।

একটা কথা এর সম্বন্ধে আমার বলা উচিত। ওর মাথায় বাচ্চাদের 'ক্রস ওয়ার্ড-পাজল' সমাধান করার মত বুদ্ধি না থাকলেও ঠাটেবাটে একেবারে পাক্কা পুলিশ অফিসার। এখন এমনভাবে ঘরে এসে ঢুকল যেন সব কিছু পায়ে মাড়িয়ে একটা সামান্য কেস দেখতে আসছে। সঙ্গে সার্জেন্ট পুলস্কি।

সার্জেন্ট পুলস্কি মোটাসোটা লালচে চেহারার। ছোট ছোট চোখ। হাতের মোটা পাতা দুটোকে ও সব সময় মোচড়ায়—যেন যাকেই সামনে পাবে তার চোয়ালটা হাত দিয়ে মুচড়ে ভেঙে দেবে। বুদ্ধিসুদ্ধিও ভোঁতা। তবে পেশীশক্তি দিয়ে সেই ঘাটতিটা পুষিয়ে নেয়।

দু'জনের কেউ আমার দিকে তাকাল না। মৃত দেহটার দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ধরে সেটা দেখলো তারপর পুলস্কি হাঁটু মুড়ে বসে মৃতদেহটার পাশে কিছু পরীক্ষা করল। আমি রেটনিককে নিয়ে বাইরের ঘরে এলাম।

ওকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। আমার ডেস্কের ওপর বসে পা দুটো দোলাতে দোলাতে বলল, আচ্ছা বলতো মেয়েটা কি তোমার কোন মক্কেল।

—না, মেয়েটাকে আমি চিনি না তোমরা এখন যেমন দেখছ, আমিও সকালে ঘরে ঢুকে ঐরকমই দেখেছি।

—হুঁ, নিভে যাওয়া চুরুটটা দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করল. তুমি কি রোজই এত সকালে অফিস খোল?

তখন আমি কোন কিছু গোপন না করে, গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা বললাম। পুলস্কিও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে আমার সমস্ত কথা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনল।

—সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমি বাংলো ফাঁকা দেখেই এখানে ফিরে এসেছি। আমার মনে হয়েছিল কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক এরকমটা হবে আশা করিনি।

—ওর হাত ব্যাগটা কোথায়? রেটনিক প্রশ্ন করল।

—জানি না। আপনারা আসার আগে আমিও ব্যাগটা চারিদিকে খুঁজেছিলাম, আমারও মনে হয় ওর সঙ্গে কোন ব্যাগ ছিল। তবে আমার অনুমান হত্যাকারীরা ব্যাগটা নিয়ে গেছে।

রেটনিক আমার দিকে তাকাল। তারপর নিভে যাওয়া চুরুটটা দু-বার কপালে ঠুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, ওর সঙ্গে কী এমন ছিল, যার জন্যে ওকে খুন করতে হল?

এই হল রেটনিক। কত সহজে, তাড়াতাড়ি এই সরল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। আমি পুলিশকে ফোন করার সময়েই ভেবেছিলাম যে প্রথম সন্দেহটা আমার ওপরই পড়বে।

—যদি ওর সঙ্গে কোহিনূর হীরেও থাকত তবু আমি এমন বুদ্ধু নই যে ওকে এখানে খুন করব। খুব ধীরে ধীরে বললাম, ও যেখানে থাকে, আমি সেই জায়গা খুঁজে বের করে সেখানেই ওকে...।

—আচ্ছা। ঠিক আছে, তবে আমাকে বোঝাও ও এখানে কি করতে এসেছিল আর দরজায় তালা লাগানো সত্ত্বেও ও ঘরে ঢুকল কী করে?

—ঠিক বলতে পারবো না, তবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

—বেশ, বলো তোমার আন্দাজটা?

—আমার মনে হয় মেয়েটার আমার সঙ্গে কোন দরকার ছিল। জন হার্ডউইক নামের সেই লোকটা, অবশ্য জানি না ওটা ওর আসল নাম কিনা—আমার সঙ্গে মেয়েটার দেখা হোক এটা চায়নি। এটা আমি জানিনা ও কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। এটা আমার ধারণা মাত্র।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম ; হার্ডউইক আমাকে একটা ফল্‌স ফোন করে একটা খালি বাংলো পাহারা দিতে পাঠিয়ে নিশ্চিত ছিল যে আমি ঐ সময় অফিসে থাকবো না। ঠিক ঐ সময়েই মেয়েটা আমার চেম্বারে আসবে। ইতিমধ্যে ও আমার চেম্বারে ডেস্কের ওপর বসে রইল। আর আমার তালাগুলোর কোন বিশেষত্ব নেই। সাধারণ বাজারে ও-গুলো কিনতে পাওয়া যায় কাজেই ওর তালা খুলতে কোন অসুবিধাই হয়নি। মেয়েটার চোখে মুখে আতঙ্কের কোন চিহ্ন নেই দেখে আমার মনে হয় ও লোকটাকে চিনত না। ভেবেছে আমিই বসে আছি। আর তারপর মেয়েটা এসে বসে ওর সব কথা বলেছে। আর তখন লোকটা কাছ থেকে খুব দক্ষতার সঙ্গে ওকে গুলি করেছে। এত তাড়াতাড়ি সেটা ঘটেছে যে ওর মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

রেটনিক পুলস্কিকে বলল, খুব সাবধানে থেকো পুলস্কি। এর যা মাথা তাতে তোমাদের আর খুব বেশিদিন করে খেতে হবে না। পুলস্কি দাঁত থেকে কিছু খুঁটে বের করে আমার গালিচার ওপর থু থু করে ফেলছিল। ও কোন মন্তব্য করল না। চুপ করে থাকা ওর কাজ আর এ ব্যাপারে ও একজন পেশাদারী শ্রোতা।

রেটনিক কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, তোমার এই ধারণাগুলো যে আজগুবি তা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঐ লোকটা তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল। ঠিক তো? এয়ারপোর্ট এখান থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে। তুমি যদি সত্যিই বলে থাকো, তবে তোমার কথা অনুযায়ী তুমি ছ'টার পর অফিস থেকে বেরিয়েছো। এবার তুমি তো জানো বিকেলে ঐ রাস্তায় ট্রাফিকের যা অবস্থা তাতে ও কিছুতেই তোমার অফিসে সাড়ে সাতটার আগে পৌঁছতে পারে না। আর মেয়েটিও জানত বিকেলে তোমার ওখানে পৌঁছনো অনেক সময়ের ব্যাপার, সুতরাং ও তোমাকে একটা টেলিফোন না করে আসবেই না।

—ও যে টেলিফোন না করে এসেছে এটা কে জানে? হয়ত হার্ডউইক সেই সময় আমার অফিসে চলে এসেছে, আর আমি সেজে ওকে বলেছে, আমার এখানে সোজা চলে এসো।

ব্যাপারটা যে এরকমও হতে পারে এটা চিন্তা করে চুরুট কামড়াতে কামড়াতে গুম হয়ে রইল রেটনিক।

এমন সময় একজন মেডিক্যাল অফিসার, দু'জন শববাহী হাতে স্ট্রেচার নিয়ে দরজায় উঁকি দিল।

রোগা, ফ্যাকাশে মুখের মেডিক্যাল অফিসার মৃতদেহ পরীক্ষা করার জন্যে তার লোকজন নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

রেটনিক তার হীরের টাই-পিন ঠিক করতে করতে বলল, ঠিক আছে মেয়েটা একে হলদে চামড়া, তায় সুন্দরী সুতরাং কারোরই চোখ এড়াতে পারেনি, ওর-খোঁজখবর ঠিক পেয়ে যাব। আর ঐ লোকটার কি নাম হার্ডউইক, ও তোমার সঙ্গে কবে দেখা করবে বলেছিল?

—আগামীকাল, শুক্রবার।

—তোমার কি মনে হয় ও দেখা করবে?

—সম্ভাবনা কম।

—হুঁ, মাথা নাড়ল রেটনিক, তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘোঁৎ করে উঠল, তোমার চেহারা তো দেখছি ঝোড়ো কাকের মতো? যাও কফি-টফি খেয়ে এসো। আর শোন! কারোর সঙ্গে এ-ব্যাপারে বেশি কথা বলবে না। আমি আধঘণ্টা পরে আবার তোমার সঙ্গে বসব।

—হ্যাঁ, একটু কফি খাবো, আর বাড়ি গিয়ে একটু স্নান করবো।

—না, তোমার আর কোথাও যাওয়া চলবে না, শুধু কফি খেয়ে চলে আসবে।

আমি লিফটে নীচে নেমে তাড়াতাড়ি "কুইক-স্ন্যাক্স বার"-এর দিকে এগোলাম। এখন সকাল আটটা বাজে কুড়ি। অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিসের গাড়ি ঘিরে জিজ্ঞাসু মানুষের ভিড়।

আমি বুঝলাম পুলিশ প্রহরায় আমাকে কফি খেতে হবে।

আমাকে দেখেই "বার"-এর স্প্যারো উদ্বিগ্নভাবে এগিয়ে এলো আপনার ওখানে কি হয়েছে মিঃ রায়ান। চাপা হিস্‌হিসে গলায় ও জিজ্ঞেস করল।

—খুব তাড়াতাড়ি এক কাপ কালো কফি কড়া করে বানাও আর হ্যামের ওপর দুটো ডিম ফেলে ভেজে দাও। বারের বাইরে দরজার কাছে দুটো সাদা পোষাকের পুলিশ দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

স্প্যারো আর কথা না বাড়িয়ে নিজের মনে প্রশ্নগুলোকে চাপা দিয়ে কফি তৈরী করতে লাগল।

ডিম ভাঙতে ভাঙতে আমার দিকে তাকিয়ে দোনামোনা করতে করতে জিজ্ঞাসা করলো, ওখানে কি কেউ মারা গেছে মিঃ রায়ান?

বাইরে অপেক্ষমান পুলিশটাকে নজরে রেখে জিজ্ঞেস করি, তুমি রাত্রে ক'টার সময় দোকান বন্ধ কর স্প্যারো?

—ঠিক দশটায়। এবার কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে ও জিজ্ঞেস করল রাস্তার ওখানে কি হচ্ছে বললেন না তো?

—একটা চীনা মেয়ে খুন হয়েছে। কফিতে চুমুক দিলাম। সত্যি কফিটা স্প্যারো দারুণ বানিয়েছে। খুব গরম আর কড়া। আবার বললাম, আর সেটা আমার অফিসের মধ্যেই। আধঘণ্টা আগে দেখে এসেছি।

উত্তেজনায় ওর কণ্ঠনালী লাফাতে লাগল।

—সত্যি বলছেন, খুন?

—ভগবানের দিব্যি। আর এক কাপ কফি দাও। আগের কাপটা এগিয়ে দিলাম।

—একটা চীনা মেয়ে? এরকম একটা খুনের ঘটনা শুনে ও রীতিমত উত্তেজিত।

—হ্যাঁ, এর বেশি কিছু প্রশ্ন কর না। এছাড়া তুমি যা জান আমিও তাই জানি। আচ্ছা, কাল আমি যাবার পর কোন চীনা মেয়েকে আমার অফিস ব্লকে ঢুকতে দেখেছো?

—কাপে কফি ঢালতে ঢালতে মাথা নেড়ে ও বলল, কাল সন্ধ্যার পর দোকানে একদমই ভিড় ছিল না। আমি দোকান বন্ধ করার আগে কেউ ঢুকলে অবশ্যই দেখতে পেতাম।

এবার আমি অল্প অল্প ঘামতে লাগলাম। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আমার একটা অ্যালিবাই আছে। যখন ঐ মেয়েটা কুকুর নিয়ে আমার গাড়ির পাশ দিয়ে গেছে, মনে হয় তখনই মেয়েটা আমার অফিসে ঢুকেছে। তারপর থেকে আমি একা সেই মিঃ মায়ারের খালি বাড়ি পাহারা দিয়েছি।

—আচ্ছা আমি তোমার দোকানে খেয়ে যাওয়ার পর থেকে তোমার দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অপরিচিত কাউকে আমার অফিস্ বাড়িতে ঢুকতে দেখেছো?

—না সেরকম কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। দারোয়ান অন্য দিনের মতো ন'টায়

তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে হ্যাম দিতে দিতে ও জিজ্ঞেস করল, কে মেরেছে ওকে?

—জানি না। হঠাৎ আমার ক্ষিদের ইচ্ছেটা একদম চলে গেল। ঘটনার ছবি এখন পর্যন্ত যা, তাতে রেটনিকের মাথাকে সে ভাবে সব ব্যাপার পরিষ্কার করে না দিলে ও আমার পেছনে লেগে থাকবে। আমি বললাম, আমার মনে হয় এই পথ দিয়ে মেয়েটা কাল ঠিকই গেছে, তুমি খেয়াল করনি।

—তা অবশ্য হতেও পারে। আমি তো জানলার দিকে সবসময় তাকিয়ে বসে থাকিনা।

দুটো লোক ঢুকে ব্রেকফার্স্টের অর্ডার দিয়ে স্প্যারোকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে ওখানে?

স্প্যারো জবাব দিলো, জানি না।

দু'জনের মধ্যে একজন মোটা, গায়ে 'ব্রান্ডো' জ্যাকেট, সে বলল, কাকে যেন একেবারে ঝেড়ে দিয়েছে। সে জন্যই তো ঐ অ্যাম্বুলেন্স, দেখলে না?

—ক্ষিদের ইচ্ছেটা চলে যাওয়ায় খাবারের প্লেটটা সরিয়ে উঠে পড়লাম।

—দরজা দিয়ে বেরোতেই পাহারারত পুলিশটা আমার পিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলাম, অফিসে, কেন? তোমার কি তাতে অসুবিধে আছে?

—যতক্ষণ না লেফটেন্যান্ট আপনাকে ডাকছেন, ততক্ষণ আপনি ঐ গাড়িটায় গিয়ে বসুন।

বুঝলাম তর্ক করে লাভ নেই। সামনের একটা পুলিসের গাড়ির পিছনের সীটে গিয়ে বসলাম। কৌতূহলী এক দঙ্গল লোক আমাকে দেখতে এসে ভিড় জমাতে লাগল। আমি ওদের উপস্থিতি অবজ্ঞা করতে একটা সিগারেট ধরালাম।

সিগারেট খেতে খেতে আমি ঘটনার পূর্বাপর চিন্তা করতে লাগলাম। বুঝলাম বেশ প্ল্যান করেই আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে স্ট্রেচারে মেয়েটাকে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

মনে হল, একটা ছোট মেয়ে ঘুমিয়ে আছে আর ভিড়ের লোকজন যথারীতি 'ইস্', 'আঃ'—এই সব দুঃখসূচক শব্দগুলো করতে লাগলো।

মেডিক্যাল অফিসার ভদ্রলোক নেমে এলেন এবং নিজের গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।

খানিক পরে ওপরের এক দঙ্গল পুলিশ নেমে এল। ওদের মধ্যে একজন আমার পাহারাদারকে ইশারায় কি যেন বলল। সব পুলিশই এবার গাড়িতে উঠে ওদের গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

—এবার নেমে আসুন, আপনাকে ডাকছে। পাহারারত পুলিশটা বলল।

আমি নেমে রাস্তা পার হচ্ছি তখন মিঃ ওয়েডে সেই ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট ভদ্রলোক, তিনি তাঁর গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে লিফটে উঠলেন।

ভদ্রলোকের বয়স আমার চেয়ে চার বছর কম হবে। অ্যাথলিটদের মতো বড় সড় চেহারা, ক্ষিপ্র, স্মার্ট। ক্রু কাট চুল, রোদে পোড়া চামড়া। লিফটে উঠতে উঠতে খুব কম সময়ের মধ্যে অল্প কথা হয়।

আমি একেও রং-চড়িয়ে বেশ দুঃসাহসিক দু-একটা কাহিনী শুনিয়েছি এবং সেগুলো ও বেশ উপভোগ করেছে। আমার এই বৃত্তি সম্বন্ধে ইনিও বেশ আগ্রহী।

—ওপরে কি হচ্ছে? লিফট্ মাটি ছেড়ে পাঁচ তলায় ওঠার সময় ও জিজ্ঞেস করল।

—সকালে অফিসে গিয়ে দেখি আমার ঘরে একটা চীনা মেয়ের মৃতদেহ! পুলিশ তাই এই ব্যাপারে খুব উত্তেজিত।

—মৃতদেহ? ভদ্রলোকের ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, মনে হয় কেউ গুলি করেছে।

খবরটায় ভদ্রলোক চমকে গেলেন—গুলি করেছে? তার মানে খুনের কেস?

—তাইতো মনে হয়। ফ্যাকাশে হাসি হেসে বললাম।

—হুঁ, কে মারল বলুন তো?

—সেটাই তো কথা। কাল রাত্তিরে আপনি কটার সময় দোকান বন্ধ করেছেন? আমি যখন বেরোই তখনও কি আপনি অফিসে ছিলেন?

—এই ন-টা নাগাদ দারোয়ান এসে বন্ধ করে দিল আর আমিও তখন চলে গেলাম।

—ঐ সময়ের মধ্যে কোন গুলির আওয়াজ পাননি?

—না, ভগবানের দিব্যি!

—আচ্ছা, যখন আপনি বেরোলেন অফিস থেকে, তখন কি আমার ঘরে কোন আলো জ্বলছিল?

—না তো, আপনি তো কাল ছ'টায় চলে গেলেন?

—হুঁ।

তাহলে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে রাত ন'টার পর খুন করা হয়েছে, সুতরাং আমার অ্যালিবাই তো এখন ভিজে মুরগীর চেয়েও দুর্বল।

লিফট্ এসে থামল। সেই সময় সার্জেন্ট পুলস্কি আর দারোয়ানটা আমার অফিস থেকে বেরিয়ে এল। দারোয়ানটা আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন চোখের সামনে একটা দু-মাথাওলা রাক্ষস দেখছে। ওরা আমাকে পাশ কাটিয়ে লিফটে্ উঠে নেমে গেল।

—আমার মনে হয় এখন আপনাকে বেশ ব্যস্ত থাকতে হবে। ঠিক আছে, যদি কোন প্রয়োজন হয় ডাকবেন।

—ধন্যবাদ, নিশ্চয়ই ডাকবো।

আমার অফিসের দরজার কাছে পুলিশ দাঁড়িয়ে। তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

লেঃ রেটনিক ডেস্কের পিছনে আমার চেয়ারে বসে। আমার দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে মক্কেলদের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে ইশারা করে বসতে বললেন।

ঐ চেয়ারটাতেই মেয়েটা বসেছিল। খুব হাল্কা রক্তের দাগ দেখে আমি চেয়ারে না বসে হাতলটায় বসলাম।

—তোমার বন্দুকের পারমিট আছে? রেটনিক প্রশ্ন করল।

—আছে।

—কী বন্দুক?

—একটা পয়েন্ট থ্রী-এইট পুলিশ স্পেশাল।

—দাও। হাত বাড়াল।

—ডান দিকের ড্রয়ারের ওপরের খাপে আছে।

আমার দিকে তাকিয়ে থেকে খানিকক্ষণ পর বলল, না নেই। আমি তোমার সারা ড্রয়ার খুঁজে দেখেছি।

আমার ঘাড় দিয়ে ঠাণ্ডা ঘাম শিরশির করে নামছে। কোনমতে নিজেকে ঠিক করে বললাম, ওখানেই তো থাকার কথা।

রেটনিক তার শুয়োরের চামড়ায় বাঁধানো সিগারেট কেস থেকে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু টান মেরে বলল, মেয়েটাকে পয়েন্ট থ্রী এইট দিয়েই মারা হয়েছে আর মেডিকেল অফিসারের অভিমত অনুযায়ী সেটা ঘটেছে আজ ভোর তিনটে নাগাদ। রায়ান, সত্যি বলে ফেল। কেন শুধু শুধু জল ঘোলা করছ? বল মেয়েটার ব্যাগে কী ছিল?

মেজাজ এবং গলা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, মিঃ রেটনিক আমাকে দেখে এতটা বুদ্ধু মনে হয় জানি না। তবে মেয়েটার ব্যাগে কুবেরের ধন থাকলেও আমি তাকে আমার মক্কেলের চেয়ারে বসিয়ে খুন করে, আপনাদের খবর দেব অতটা গবেট আমি নই।

—জানি না। হয়ত তুমি জুৎসই একটা অ্যালিবাই তৈরী করে তারপরেই এই কাজে নেমেছো।

—আর যদি আমিই ওকে খুন করতাম তবে আমার অ্যালিবাইটা রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত রাখতাম না। ভোর তিনটে পর্যন্তই করে রাখতাম। আপনাকে তো কালরাত্তিরে আমি কী করেছি সব বিস্তারিত জানিয়েছি।

রেটনিক নিজের বুদ্ধিতে শান দেওয়ার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার চারপাশে গোমড়া মুখে পায়চারী করতে লাগল।

—ভোর তিনটের সময় ঐ মেয়েটা তোমার এখানে কি করছিল?

—তাহলে আমাকে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলতে হয়।

—দেখ রায়ান, খানিক উত্তেজিত অথচ অন্তরঙ্গ গলায় রেটনিক বলল, আমাদের শহরে গত পাঁচ বছরে কোন খুনের কেস পাইনি। এখন সাংবাদিকরা এই ঘটনায় ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের দেবার মত বিশ্বাসযোগ্য গল্প তো আমার চাই। ঠিক আছে তুমি অনুমান করে কি বলবে বলছিলে বল, আমি শুনব। আমার কাছে এখন পর্যন্ত যা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাতে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি। কিন্তু তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, তুমি প্রমাণ কর আমার ধারণা ভুল। বল, কি বলবে।

—ধরা যাক, মেয়েটা সানফ্রান্সিসকো থেকে এসেছে এবং এটাও ধরে নেওয়া যাক যে ওর খুব জরুরী কিছু আমাকে বলার ছিল। হয়তো বলবেন, সানফান্সিসকোতে কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে পারত। পারতো, কিন্তু ধরে নিন আমার এখানেই আসছিল এবং ঠিক ছিল কাল রাত সাতটা নাগাদ প্লেনে করে ও চলে আসবে। তখন আমি থাকব কিনা এই ভেবে হয়তো ও ওখান থেকেই একটা ফোন করল। আর আমাকে তাড়িয়ে হার্ডউইক আমার চেয়ার থেকে ফোন ধরল। ফোনে মেয়েটা জানাল যে ও প্লেনে রাত তিনটের সময় আসছে। হার্ডউইক জানাল যে ও যেন সোজাসুজি অফিসে চলে আসে। ও অপেক্ষা করবে।

মেয়েটা এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা এসে হার্ডউইককে আমি মনে করে সব কথা খুলে বলল। ও সেগুলো শুনল এবং গুলি করল।

—তোমার বন্দুক দিয়ে?

—হ্যাঁ, আমার বন্দুক দিয়ে।

—এই বাড়ীর প্রবেশ দ্বার ন'টায় বন্ধ হয়, তাছাড়া দরজার তালাও ভাঙা হয়নি। হার্ডউইক বা মেয়েটা ঢুকল কিভাবে?

—আমি অফিস ছাড়ার পরে এবং দারোয়ান দরজা বন্ধ করার আগেই হার্ডউইক ঢুকে পড়ে। মেয়েটা আসার সময় নীচে নেমে দরজার 'ইয়েল লক' খুলে ওকে ঢুকিয়ে নিয়েছে। এই লক ভেতব থেকে খুলতে কোন অসুবিধাই হয়নি।

—সিনেমার জন্য গল্প লিখো, কাজ হবে, তেতো হাসি হেসে রেটনিক বলল। তুমি কি জুরীদের সামনে এই গল্প বলবে?

—অবশ্যই। আমার ধারণাটা যাচাই করতে হলে এয়ারপোর্টের ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে খোঁজ নিলেই ব্যাপারটা জানা যাবে।

—ঠিক আছে, ধরে নিলাম তুমি যা যা বললে সব ঠিক। শুধু ঐ বানানো হার্ডউইকের জায়গায় তুমি...। ধূর্ত হাসি হেসে রেটনিক বলল।

—মিঃ হার্ডউইক যে বানানো কোন লোক নয়, এটা আপনি 'এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার সার্ভিস'-এ খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। রাত্রে ওদের মাধ্যমে আমি তিনশ ডলার পাই। আর সে রাতে সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত ৩৩ নং কনট্ বুলেভার্ডের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম সেটাও খোঁজ নিন। রাত দুটো নাগাদ একটা গাড়ি যায়, জানি না ড্রাইভার আমাকে লক্ষ্য করেছে কিনা। তবে সকাল ছ'টায় দুধওলা লোকটার সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে।

—আমি শুধু জানতে চাই রাত একটা থেকে আজ ভোর চারটে অবধি তুমি কোথায় ছিলে?

—৩৩ নং বুলেভার্ড রোডের বাড়ির সামনে।

রেটনিক কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, দেখি তোমার পকেটগুলো।

আমি কোন কথা না বলে পকেট উল্টে যা ছিল বের করে দিলাম। রেটনিক যখন আগ্রহভরে সেগুলো দেখছে, বললাম, মেয়েটার থেকে কিছু নিয়ে থাকলে সেটা পকেটে নিয়ে বেড়াতাম না।

উঠে দাঁড়াল রেটনিক। বলল, শহর ছেড়ে কোথাও যাবে না। আমি আরও কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করে তোমায় দেখব। গট্‌গট্ করে চলে গেল ও।

টেবিল থেকে জিনিষগুলো তুলে পকেটে রেখে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার বিরুদ্ধে একটা জোরালো কেস সাজাতে রেটনিককে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নতুন সূত্র বার করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে প্রকৃত খুনী এই কেসটায় আমাকে ভাল করে জড়াতে চাইছে। আমার বন্দুকটা হাওয়া হয়ে যাবার একটাই কারণ, ওটা খুনী এমন জায়গায় রেখে দিয়েছে যেটা

রেটনিকের হাতে পড়বে আর আমার ওপর আরও বেশী সন্দিহান হয়ে উঠবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। নাঃ অনেক কাজ আছে। এভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক হবেনা।

অফিসের দরজা বন্ধ করে লিফটের দিকে এগোতে দেখলাম, রেটানিক মিঃ ওয়েডের সামনে বসে আছে। অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। চুলোয় যাক্।

নীচে নেমে দুটো পুলিশকে পেরিয়ে রাস্তায় নেমে গাড়ীতে উঠে বসলাম।

আমার মধ্যে উত্তেজনা এবং ভয় দুটোই কাজ করছে। হঠাৎ এক ঢোক হুইস্কির জন্যে তেষ্টা অনুভব করলাম। সাধারণতঃ সন্ধ্যে ছ'টার আগে আমি ড্রিংক করি না। কিন্তু আজকের দিনটা ব্যতিক্রম। সামান্য ঝুঁকে সীটের সামনের খুপরী থেকে বোতলটার জন্যে হাত বাড়ালাম। কিছু একটাতে হাত ঠেকতেই মনে হল আমার সারা শরীরের রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে, সারা শরীর ভয়ে অবশ হয়ে এল

খুপরীর মধ্যে আমার পয়েন্ট থ্রী-এইটটা আর একটা টিক্‌টিকি চামড়া রং-এর হাতব্যাগ।

বিহ্বল হয়ে বসে রইলাম। মাথার চিন্তাগুলো সব এলেমেলো হয়ে গেল। কোন সন্দেহ নেই, হাত ব্যাগটা ঐ চীনা মেয়েটারই।

।। তিন ।।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারের পেছনের দিকটা আট ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এখানে পুলিসের টহলদারী গাড়ি, রায়ট স্কোয়াড ট্রাক এবং খুব জরুরী কাজের জন্য দ্রুতগামী গাড়িগুলি মজুদ থাকে।

দেওয়ালের একদিকে লাল অক্ষরে বড় বড় করে কতগুলো কথা লেখা আছে—যার অর্থ হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র পুলিসের গাড়ি দাঁড় কবানো যাবে।

খোলা গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে আমি আস্তে আস্তে টহলদারী গাড়ির পাশে গাড়িটা দাঁড় করালাম। নামতে যাচ্ছি এমন সময় একটা লালমুখো আইরিশ বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে বলল, এখানে কি লেখা আছে পড়তে জানো না? কি ব্যাপার, অ্যাঁ?

—কোন ব্যাপারই নয় আর পড়তেও জানি।

ও আমাকে কিভাবে আক্রমণ করবে ঠিক করতে মুখটা হাঁ করে রইল। ও কিছু বলার আগেই মৃদু হেসে গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, ডিটেকটিভ, লেঃ রেটানিক মানে আমাদের মেয়রের শালা আমাকে এখানে গাড়ি পার্ক করতে বলেছে। ইচ্ছে হলে জিজ্ঞেস করতে পারো, তবে যদি গালাগালি খাও তো আমাকে দোষ দিও না।

পুলিশটা ভড়কে গিয়ে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

মিনিট কুড়ি গাড়িতে বসে থাকার পরে একটা গাড়ি এসে থামল। রেটনিক গাড়ি থেকে নেমে হেড কোয়ার্টারের ধূসর বাড়িটার দিকে হাঁটা লাগাল।

—লেফটেন্যান্ট..

আমি খুব আস্তে ডাকলেও শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন এইমাত্র কেউ ওর ঘাড়ে লোহার ডাণ্ডা মেরেছে। দ্রুত পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

—কি ব্যাপার, এখানে কেন?

—এই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

—হুঁ। কয়েক সেকেন্ড ভাল করে দেখে বলল, তা আমি তো এসে গেছি, কি বলার আছে বল।

আমি গাড়ি থেকে নামলাম।

—আপনি আমাকে খুব ভাল করে সার্চ করলেন, কিন্তু আমার গাডিটা সার্চ করতে ভুলে গেছেন।

রেটনিক শক্ত হয়ে নাকের পাটা দুটো ফুলিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

—কেন তোমার গাড়ি সার্চ করতে যাব কেন?

—আপনি তো জানতে চাইছিলেন যে ঐ হলুদ-চামড়ার মেয়েটার হাতব্যাগে কি আছে যার জন্যে আমি ওকে আমার অফিসে খুন করেছি। তাই তো? তা আমি ভেবেছিলাম আমাকে সার্চ

করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গাড়িটাও সার্চ করবেন, একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার যা করে আর কি! যাক গে; তা এখন আমি আমার গাড়িটা এনেছি আপনাকে একজন বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার হবার সুযোগ দেবার জন্যে।

রাগে রেটনিকের মুখ লাল হয়ে গেল।

—শোন, শুয়োরের বাচ্চা। তোমার মত ছুঁচো গোয়েন্দাদের কাছ থেকে বড় বড় বাত শুনতে চাই না। আমি পুলস্কিকে পাঠাচ্ছি। তোমাকে কী করতে হয় দেখাবে। তোমার হাড়-মাস এক করা উচিত।

—তার আগে গাড়িটা একবার পরীক্ষা করলে মনে হয় ভাল হবে। এই ভেতরের কুঠুরিটা দেখুন, তাতে মনে হয় আপনার অনেক সময় বাঁচবে। গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা খুলে দাঁড়ালাম।

ঝুঁকে পড়ে ও ভেতরের কুঠুরিটা পরীক্ষা করতে লাগল, আমি ওর প্রতিক্রিয়া উপভোগ করতে লাগলাম।

ওর চোখে মুখে যে রাগ ভাবটা ছিল সেটা চলে গেল। বন্দুক, হাতব্যাগ কোন কিছু স্পর্শ না করে, কিছুক্ষণ ধরে জিনিষ গুলো দেখলো। তারপর আমার দিকে তাকাল।

—বন্দুকটা তোমার?

—হ্যাঁ।

—হাত ব্যাগটা মেয়েটার?

—সেটা বলে দিতে হবে কি?

আমাকে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। বুঝলাম বেশ ঘাবড়ে গেছে।

—ঠিক আছে। ওসব কথা ছাড়ো। চলো, তুমি যে ওকে খুন করেছো, সেটা স্বীকার করে বিবৃতি দেবে।

—আমি তো তোমাকে ব্যাপারগুলো যেভাবে ঘটেছিল, ঠিক সেভাবে বলেছি, এখন তুমি এগুলো কিভাবে নেবে তোমার ব্যাপার!

গেটের পাহারারত পুলিশটাকে রেটনিক ইশারা করে ডাকল, তারপর তাকে পুলস্কিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলল।

ইতিমধ্যে রেটনিক মেয়েটার হাতব্যাগ আর বন্দুকটা স্পর্শ না করে বেশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

—আমি তোমাকে দু-বার বাঁচার সুযোগ দেব না, রেটনিক বলল।

—গাড়িতে যেগুলো পেয়েছি, সেগুলো তোমাকে দেখাতে না আনলে নিশ্চয়ই দু-বার সুযোগ নেওয়ার প্রশ্ন আসতো না। কিন্তু যেহেতু আমি এসেছি দু'বার, বাঁচার সুযোগ আমাকে নিতেই হবে।

—তুমি কি সব সময় গাড়ি চাবি দিয়ে রাখ? একদৃষ্টে চেয়ে রেটনিকের প্রশ্ন। বুঝলাম ওর ব্রেন কাজ করছে।

—হ্যাঁ, তবে একটা ডুপ্লিকেট চাবি আমি বন্দুকটা যে ড্রয়ারে থাকে সেখানে রাখি, আমি যদিও খুঁজে দেখিনি, তবুও বাজি ধরে বলতে পারি ঐ চাবিটা ওখানে এখন নেই। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গাল চুলকোতে চুলকোতে রেটনিক বলল, তোমার আন্দাজই ঠিক। আমি দেখেছি ড্রয়ারে কোন চাবি নেই।

পুলস্কি এসে দাঁড়ালো। রেটনিক বলল, এই গাড়িটা ভাল করে সার্চ কর। তবে বন্দুক আর হাতব্যাগটা সাবধানে রাখবে। তুমি বরং লেসনিকে ডেকে বন্দুকটা ওকে নজরে রাখতে বলো।

এরপর আমাকে ইশারা করতে আমরা সিঁড়ি পেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে এগোতে লাগলাম।

প্যাসেজের শেষে করিডোর। এখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে মুরগীর খাঁচার মত একটা ঘর। তাতে একটা ডেস্ক, দুটো চেয়ার, একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট আর একটা ছোট জানালা। দেখলে মনে হবে কোন অনাথ আশ্রমের কমনরুম।

ডেস্কের পেছনের চেয়ারে নিজে বসে আমাকে সামনের চেয়ারটায় বসতে বলল।

—এইটা আপনার অফিস? ভেবেছিলাম মেয়রের শালার অফিসে আরও কিছু থাকবে।

আমার অফিস নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। এখন ভাবো ঐ বন্দুকটা যদি তোমার হয় আর ব্যাগটা মেয়েটার হয়, তাহলে তোমার কি হবে! ধরে নিতে পারো তুমি মরেছ। এতে কোন ভুল নেই।

চেয়ারে আরাম করে বসতে বসতে বললাম, তাই নাকি! দেখুন প্রায় দশ মিনিট কিংবা তার বেশি সময় ধরে আমাকে প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। যদি আমি ঐ বন্দুক আর হ্যান্ডব্যাগ সমুদ্রে ফেলে দিতাম কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলতাম, তাহলে লেফ্‌টেন্যান্ট, আপনার মতো বুদ্ধিমান পুলিশ বাহিনীর সাধ্য হতো না ওগুলো খুঁজে বের করা। তাই আমার উদ্দেশ্যটা বুঝুন, আমি চাই এই খুনের একটা কিনারা হোক।

—কী বলতে চাইছো তুমি?

—আমি এগুলো লোপাট করিনি এইজন্য যে সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে প্ল্যানমাফিক। গাড়ির জিনিষগুলো এইজন্য দেখালাম যে না দেখালে কেসটার কিনারা করতে আপনার অসুবিধা হবে।

—তা এই বন্দুক আর হ্যান্ড ব্যাগটা দেখে কি হলো?

—আপনি শুধু আমার দিকেই চোখটা নিবদ্ধ রাখবেন না। এগুলো থেকে আপনি কোন সূত্র পেতে পারেন। আসল খুনী তো এটাই চায় আমাকে খুনী বানিয়ে নিজে পেছন থেকে দেখবে, আপনি আমার পেছনে ধাওয়া করছেন।

রেটনিক কিছুক্ষণ ঝিম মেরে তারপর সিগারকেস থেকে চুরুট বের করে একটা আমাকে দিল। যদিও চুরুট খেতে আমার ভাল লাগেনা, তবুও আস্তে আস্তে টানতে লাগলাম।

—ঠিক আছে রায়ান, আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম, ভেবেছিলাম মেয়েটাকে তুমিই মেরেছো, তাহলে আমার কাজকর্ম অনেক হালকা হয়ে যেত। এখন আর সেটা ধরা যাচ্ছে না। যাই হোক, আমি এখন আর তোমাকে খোঁচাব না।

আবার বলতে লাগল রেটনিক, তবে হ্যাঁ, শালা, বাস্টার্ড বড়সাহেবকে তো জানো, ও শালাকে বোঝানো একটা ঝামেলার ব্যাপার! হাতের কাছে জেলে ভরার মত একটা লোক থাকতে মনে হয় না ধৈর্য ধরে কিছু শুনবে বলে।

ব্যাপারটা ঠিকই, আমি চুপ করে রইলাম।

রেটনিক জানলার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা চিন্তা করছে।

—তোমাকে নিয়ে যে কি করব, তাই ভাবছি। এই বলে ফোনের দিকে হাত বাড়াল।—এজন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে কারোর গলা পেয়ে রেটনিক বলল, শিগগীর চলে এস, দরকার আছে।

কিছুক্ষণ পর বেশ ঝক্‌ঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত এক যুবক ঘরে ঢুকলো।

রেটনিক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমাকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে নেলসন রায়ান একটা টিকটিকি। একে আমার পরে দরকার পড়বে, তুমি একে সঙ্গ দাও। এরপর ওকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে প্যাটারসন, নতুন জয়েন করেছে। একে নষ্ট করে দিও না।

আমরা করিডোর দিয়ে কিছুটা হেঁটে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলাম। সারা ঘরে জীবাণুনাশক ওষুধের গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি জানলার ধারে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। প্যাটারসন ডেস্কের কোণায় ঠেকা দিয়ে দাঁড়ালো।

—আরাম করে বসা যাক। আমি বললাম। এখানে হয়ত কয়েকঘণ্টা বসে থাকতে হবে আমাদের। জানেন তো আপনার বস্ আমাকে একটা চীনা মেয়েব খুনী বলে চালাতে চেষ্টা করছে, যদিও সেটা প্রমাণ করার সুযোগ নেই। চোখ কুঁচকে তাকালো প্যাটারসন।

ওকে একটু খোলামেলা করার জন্যে রেটনিকের আধপোড়া চুরুটটা দিয়ে বললাম, এটা মিউজিয়ামে রাখার মত জিনিষ। রেটনিকের স্টকের মাল। তোমার সংগ্রহশালার জন্যে এটা নেবে?

প্যাটারসনের মুখটা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে আসছে, বলল, দেখুন আমরা বস্‌দের নিয়ে

এরকম...

—ব্যস্ ব্যস্। ঠিক আছে। আমি তোমার বস্‌দের প্রতি অসম্মানজনক কিছু বলেছি, এটা স্রেফ মজা করার জন্যে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ও হেসে আরাম করে বসল।

লাঞ্চের সময় একটা পুলিশ আমাদের থালায় করে মাংস আর জীন দিয়ে গেল। অল্প বয়সের প্যাটারসনের খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল ওর বেশ ভাল লেগেছে আর খিদেও পেয়েছে। আমি থালাটা নাড়াচাড়া করে ফেরৎ পাঠালাম।

এরপর প্যাটারসন এক প্যাকেট তাস বের করল। আমরা দেশলাই দিয়ে রামি খেললাম।

ওর পুরো দেশলাই বাক্স জিতে নেওয়ার পর ওকে দেখিয়ে দিলাম ওকে আমি কিভাবে ঠকাচ্ছিলাম। ওকে বেশ মনমরা দেখাল। তারপর ওকে এই খেলার চুরি বিদ্যেটা শিখিয়ে দিলাম। ও উৎসাহী ছাত্রের মত ব্যাপারটা শিখে নিল।

রাত আটটা নাগাদ সেই পুলিশটাই আবার সেই একই খাবার নিয়ে এল। এতখানি সময়ের মধ্যে এমন একটা অবসাদ এসে গেছে যে সমস্ত খাবারটা আমরা বিরক্তি কাটাবার জন্য খেয়ে নিলাম।

খাওয়ার পর আমরা আবার 'রামি' খেলতে বসলাম। এবার প্যাটারসন আমাকে ঠকিয়ে পুরো বাক্সটাই জিতে নিল। একেই বলে "গুরু মারা বিদ্যে"।

মাঝ রাত নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে প্যাটারসন ও-ধারের কথা শুনল।

তারপর বলল, হ্যাঁ স্যার।

টেলিফোন রেখে বলল, লেঃ রেটনিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। চলুন যাই।

আমরা এতক্ষণ বেশ কথাবার্তা বলছিলাম। কিন্তু আমরা বিচ্ছেদের আগে কথা বলা বন্ধ করেছি।

দু'জনে করিডোর দিয়ে হেঁটে রেটনিকের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

রেটনিক বেশ ক্লান্ত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একটা চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বসতে বলল। প্যাটারসন চলে গেল।

বেশ কিছু সময় আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—তুমি খুব ভাগ্যবান লোক, বুঝলে রায়ান। আমি মনে করিনা খুনটা তুমি করেছো কিন্তু আমি নিশ্চিত বড়সাহেবের কাছে তোমাকে নিয়ে গেলে তোমার বাপও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

গত পনের ঘণ্টা আমি এই বাড়িতে কাটিয়েছি। সত্যি বলতে কি এতক্ষণ আমি বেশ একটা অস্বস্তিকর ভয়ের মধ্যে ছিলাম।

রেটনিকের কথা শুনে আমি বেশ বড় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

—তাহলে আপনি বলছেন আমি ভাগ্যবান।

—'হ্যাঁ'। চেয়ারে বেশ হেলিয়ে বসে একটা চুরুটের জন্যে প্যাকেট হাতড়াতে গিয়ে খেয়াল হল তার দাঁতের ফাঁকে একটা নিভে যাওয়া চুরুট আটকানো। সেটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে বাস্কেটে ফেলে দিল। তারপর বলল, দেখ্ গত চোদ্দ ঘণ্টা আমার টিম এই ঘটনার পেছনে খাটছে। আমরা একজন সাক্ষী পেয়েছি যে তোমাকে ভোর আড়াইটে নাগাদ তোমায় গাড়িতে বুলেভার্ডে দেখেছে। সাক্ষী একজন অ্যাটর্নী। বড়সাহেবের সঙ্গে ওর অনেকক্ষণ ধরে খচাখচি চলছে। সুতরাং এই সাক্ষীই বড় সাহেবের উল্টোপাল্টা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদ সাধবে। তাহলে ধরে নিচ্ছি তুমি খুন করনি।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা খুনটা কে করতে পারে এ ব্যাপারে কি আপনার কোন আইডিয়া আছে?

—না। এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সে যেই হোক এখনও পর্যন্ত কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। খুব প্ল্যানমাফিক কাজটা হাসিল করেছে।

—চীনা মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন।

—ও, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মেয়েটার ব্যাগে সাধারণ টুকিটাকি জিনিষ ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে খোঁজ

নিয়ে জানতে পারলাম ও হংকং থেকে এসেছে। নাম জো-অ্যান-জেফারসন। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য হচ্ছে মেয়েটা লক্ষপতি তেলের ব্যবসায়ী উইলবার জেফারসনের পুত্রবধূ। স্বামীর নাম হেরম্যান জেফারসন। বছর খানেক আগে ওদের হংকং-এ বিয়ে হয়। তারপর হঠাৎ মোটর দুর্ঘটনায় হেরম্যানের মৃত্যু হয়। তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্যে মেয়েটা এখানে নিয়ে আসছিল।

—কেন? আমি রেটনিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

—বৃদ্ধ জেফারসন চেয়েছিলেন ওঁদের পারিবারিক কবরখানাতেই ওদের ছেলেকে সমাহিত করা হোক।

উনি মৃতদেহটা এখানে আনার জন্যে টাকাও পাঠিয়েছিলেন।

—তারপর মৃতদেহটার কি হল?

—সেটা ওঁর আদেশে একজন এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে গেছে। দেখ গিয়ে, এখন ওটা জেফারসনের বারান্দায় রেখে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

—আপনি নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন? রেটনিক খুব ক্ষেপে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, আমার কাজের ব্যাপারে তোমার থেকে জ্ঞান শুনতে চাইনা। আমি নিজে গিয়ে কফিনটা দেখে এসেছি, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও। সব ঠিক আছে। মেয়েটা হংকং থেকে রাত দেড়টার সময় এয়ারপোর্টে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা তোমার অফিসে যায়। একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছিনা যে, মেয়েটা এখানে এসে সোজা তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেল কেন? এবং খুনীই বা জানতে পারল কী করে যে ও তোমার কাছেই যাচ্ছে? তোমার সঙ্গে ওর কি কথাই বা ছিল?

—আমারও তো ঐ একই প্রশ্ন। আর তাছাড়াও যদি হংকং থেকে এসে থাকে আমার কথা জানলই বা কী করে? আমি বললাম।

—তুমি বলেছিলে না তোমার ধারণা মেয়েটা সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ তুমি যখন অফিসে ছিলে না ফোন করেছিল। সেটা খাটছে না। কারণ মেয়েটা সেই সময়ে প্লেনে। আর যদি সে চিঠি লিখে কোন যোগাযোগ করত, তবে আমরা কিছু জানতে পারতাম।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, আচ্ছা ধরা যাক মেয়েটা এয়ারপোর্টে এসে হার্ডউইকের সাক্ষাৎ পেল। কারণ সে আমাকে ছ'টায় ফোন করেছিল। আবার এটাও ধারণা করতে পারি যে হার্ডউইক মেয়েটা আসা পর্যন্ত এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করল এবং সে নিজেকে আমি বলে পরিচয় দিল। তারপর মেয়েটার কফিন খালাসের সময়টুকুতে আগে আমার অফিসে গিয়ে পৌঁছল। আর বাইরের দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেয়েটার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

আইডিয়াটা রেটনিকের মনঃপুত হল না। অবশ্য আমার নিজেরও হয়নি।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে ওর দেখা করার প্রয়োজনটা কি ছিল? বেশ অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করল।

—এর উত্তর জানা থাকলে আমরা উভয়ে উভয়কে একই প্রশ্ন করে চলতাম। যাকগে মেয়েটার মালপত্রের খোঁজ নিয়েছেন?

—হুঁ। এয়ারপোর্ট ছাড়ার আগে ও নিজের মালপত্র পরীক্ষা করে দেখেছিল। তেমন কিছু না, একটা সাধারণ স্যুটকেশে কিছু জামাকাপড়, একটা ছোট বুদ্ধমূর্তি আর কয়েকটা জার্স স্টিক।

—আপনি মিঃ জেফারসনের সঙ্গে দেখা করেছেন?

মুখটা বিকৃত করে বলল, করেছি। উঁচু মহলের সঙ্গে আমার ওঠা-বসা আছে বলে ব্যাটা আমাকে দেখলে জ্বলে যায়। বুঝলে প্রতিপত্তিশালী পরিবারে বিয়ে করার এই জ্বালা। আমার বড় শালার সঙ্গে জেফারসনের সম্পর্ক দা আর কুমড়োর। হতভাগা বলে কি আর যদি আমি তাড়াতাড়ি ওর পুত্রবধূর খুনীকে ধরতে না পারি, তবে ও আমাকে বিপদে ফেলবে। আর ইচ্ছে করলে আমাকে বিপদে ফেলতেও পারে।

—এ ব্যাপারে ও আমাদের সাহায্য করবে?

—একদম না।

—আচ্ছা সেই 'এক্সপ্রেস মেসেঞ্জার'-এর খোঁজ নিয়েছেন? সে হয়ত খুনীকে দেখে থাকতে পারে।

রেটনিক এবার বেশ খচে গিয়ে বলল, দেখ টিকটিকি তুমি নিজেকে যত বড় গোয়েন্দা বলে

ভাব, তার অর্ধেকও তুমি নও। আমি সবরকম খোঁজ করেছি ঐ অফিসের বুড়ো কেরানীগুলো খেয়াল করেনি টাকাটা কে দিয়ে গেছে আর একটা ব্যাপার, টাকার খামটা চারটের সময় পাঠানো হয়েছিল এবং নির্দেশ ছিল যে তোমাকে যেন ছ'টা পনেরর সময় দেওয়া হয়।

—হেরন কর্পোরেশনে খোঁজ নিয়েছেন, হার্ডউইক নামের কেউ কাজ করে কিনা।

—ঐ নামের কেউ ওখানে কাজ করে না। অনেক হয়েছে আজ। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এবার বিছানায় চললাম, কাল কথা হবে।

আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

রেটনিকের চোখ ঢুলুঢুলু। তবুও ওঁকে আর একটা প্রশ্ন করলাম।

—খুনটা কি আমার বন্দুক দিয়েই করা হয়েছে?

—হ্যাঁ, তবে হাতের ছাপ বন্দুকে কিংবা গাড়িতেও পাওয়া যায়নি। ব্যাটা একটা বাস্তু ঘুঘু। তবে একটা ভুল নিশ্চয়ই ও করেছে। সব খুনীরাই করে।

—সব খুনীরা নয়, কেউ কেউ। আমি বললাম।

—রেটনিক বলল, যাক গে সে সব কথা, আমি তোমাকে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছি, এবার আমার দরকারে আমি তোমার সাহায্য চাই। নতুন কোন আইডিয়া মাথায় এলে বোল। আমার আরো নতুন নতুন আইডিয়া দরকার।

—নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ। আমার যথাসাধ্য সাহায্য আমি আপনাকে করব।

নীচে নেমে এসে, গাড়িতে চড়ে, ঘরে এসে ঘুমে ঢলে পড়লাম।

।। চার ।।

পরদিন সকাল ন'টায় অফিস পৌঁছে দেখি ঢোকার মুখে কয়েক জোড়া খবরের কাগজের লোক অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে প্রথমেই প্রশ্ন করল, কাল সারাদিন আমি কোথায় ছিলাম, তারপর খুনের ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করতে আমি ওদের নিরাশ করলাম।

আমি সকলকে আমার অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম এবং জানালাম কাল সারাদিন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ছিলাম। খুনের ব্যাপারে তাদের চেয়ে আমি বেশি কিছু জানিনা। চীনা মেয়ে কি জন্যে এসেছিল, কি করে আমার ঘরে ঢুকল আমার কোন ধারণাই নেই। তারপর আধঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে তারা চলে গেল।

ডাকবাক্সটা খুলে বেশিরভাগ চিঠিই পড়ে আবর্জনা বাস্কেটে ফেলে দিলাম। একটা চিঠি এসেছে পামা মাউন্টেন থেকে এক ভদ্রমহিলা লিখেছেন তার কুকুরকে কে বিষ খাইয়েছে তাকে ধরে দেওয়ার জন্যে।

ঠিক এমনই সময় দরজায় কে টোকা দিল।

আমি তাকে ভিতরে আসতে বললাম। মিঃ ওয়েডে ভেতরে এল।

আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধহয়। যদিও এটা আমার কোন ব্যাপার নয় তবুও কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করছি, পুলিশ জানতে পেরেছে খুনী কে?

—না। আমি বললাম।

—একটা কথা বলার ছিল। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, অবশ্য এতে আপনার কোন সাহায্য হবে কিনা জানি না। সেদিন সাতটা নাগাদ, আপনার টেলিফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বেজেছিল।

—আমার ফোন সব সময়ই বাজে। তবে আপনাকে ধন্যবাদ। বলা যায় না এটাও একটা দরকারী খবর হতে পারে। আমি মিঃ রেটনিককে জানাবো।

ওয়েডে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, আমি ভাবলাম এসব খুনের কেসে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে একটা ব্যাপার সবাই জানতে চাইছে যে মেয়েটা আপনার ঘরে ঢুকল কি করে। এটা আপনাকে একটু অসুবিধেয় ফেলবে বলে মনে হয়।

—না, একটুও না। খুনী আগে থেকেই আমার অফিসে ঢুকেছিল এবং মেয়েটাকে ঢুকিয়েছে।

—তবে তো ভালই। আচ্ছা মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু জানা গেল?

—ওর নাম জো-অ্যান-জেফারসন। হংকং থেকে এসেছিল।

—জেফারসন? আমি একজন হেরম্যান জেফারসনকে জানি যে হংকং-এ গিয়েছিল। ও আমার স্কুলের পুরোন বন্ধু।

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ডেস্কের ওপর পা'টা ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, তা আপনি এখন বসুন। আর বলুন হেরম্যান সম্বন্ধে কি জানেন। মেয়েটা ওরই স্ত্রী।

ওয়েডে চমকে উঠল। বসে পড়ে বলল, হেরম্যান চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল?

—তাইতো মনে হচ্ছে।

আমি চুপ করে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, অবশ্য চীনা মেয়ে তো কি? আজকাল তো শুনেছি চীনা মেয়েরা খুবই আকর্ষণীয়া হয়। কিন্তু হেরম্যানের বাবা এটাকে কিভাবে নেবে। আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে জিজ্ঞেস কবল, এখানে ও কী করতে এসেছিল?

—ও ওর স্বামীর মৃতদেহ এখানে কবর দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসছিল।

এবার ও চমকে শক্ত হয়ে গেল।

—তার মানে হেরম্যান মারা গেছে?

—গত সপ্তাহে...এক মোটর দুর্ঘটনায়।

বোবা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। মনে হল যা শুনল তার কিছুই বুঝতে পারছে না। খালি উচ্চারণ করল, "হেরম্যান...মারা গেছে উঃ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ওর বাবা এ খবর পেলে কি দুঃখ পাবেন।"

—হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই। আপনি কি ওদের ভালভাবে জানেন?

—ভালভাবে? না সেভাবে নয়। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। ও চিরকালই একটু চঞ্চল প্রকৃতির ছিল। একটা না একটা কিছু নিয়ে ঝামেলা পাকাত। মেয়েদের পেছনে গাড়ি ছোটাত। সে সময় ওকে আমার খারাপ লাগত না। এরপর আমি কলেজে ভর্তি হলাম। ওর কোন পরিবর্তন হল না। সেই মদ্যপান, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি, অকাজ-কুকাজ বেড়েই চলতে লাগল। তারপর ওর সঙ্গে আমি মেলামেশা ছেড়ে দিলাম। পরে ওর বাবা ওকে পূর্ব-দিকের কোন দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বছর পাঁচেক আগের কথা। তারপর পায়ের ওপর পা-টা তুলে বলল, শেষে ও একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল? এটা কিন্তু ওর পক্ষে খুবই আশ্চর্য ঘটনা।

—কিন্তু এটাই ঘটেছে।

—ও একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে? অবশ্য ও যেভাবে গাড়ি চালাত, তাতে তো যে কোন সময়েই ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারত। এতদিন যে গাড়ি চালাতে পেরেছে, সেটাই মহা আশ্চর্যের। ঘটনাটা শুনে এত খারাপ লাগছে। কিন্তু মেয়েটা খুন হল কেন?

—সেটাই তো পুলিশ খুঁজে বের করতে চাইছে।

—আমি খালি ভাবছি মেয়েটা আপনার কাছে এলো কেন? এটা একটা রহস্য নয কি?

ভদ্রলোকের এই অযাচিত কৌতূহলে আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, হ্যাঁ।

ও-ঘরে ফোনের আওয়াজ পেলাম। ও উঠে দাঁড়ালো।

—দেখুন তো আমি আপনার কত সময় নষ্ট করলাম। দুঃখিত। যাই হোক হেরম্যান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনে করতে পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে এসে জানিয়ে যাবো। এখন চলি।

আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করলাম। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

চেয়ারের গদীতে গা ডুবিয়ে মিঃ ওয়েডে এতক্ষণ যা বলে গেল সেগুলো চিন্তা করছিলাম. এমন সময় ফোনটা বেজে উঠতে রিসিভারটা তুললাম।

—মিঃ জে, উইলবার জেফারসনের সেক্রেটারী বলছি। একটা মেয়েলী, সুন্দর, পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, শুনতে বেশ ভাল লাগে। আপনি কি মিঃ রায়ান?

—হ্যাঁ। আমি জবাব দিলাম।

—মিঃ জেফারসন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি কি আজ বিকেল তিনটে নাগাদ

একবার আসতে পারবেন?

আমি উৎসাহিত হয়ে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেজিস্টার টেনে নিয়ে দেখলাম বেশির ভাগ পাতাই সাদা। তার মানে আজ তিনটের সময় কোন কাজ নেই। এমন কি, এ সপ্তাহটাই আমার কাজহীন কাটবে অর্থাৎ কাজ নেই।

বললাম, ঠিক আছে যাবো।

—বীচ ড্রাইভে সমুদ্রের দিকে মুখ করা শেষ বাড়িটা। কোন অসুবিধা হবে না তো? বাড়ির নাম 'বীচ-ভিউ'।

—আচ্ছা। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবো।

—ধন্যবাদ। ওদিকে টেলিফোন রেখে দিল।

মেয়েটার গলার আওয়াজ আমার কানে বাজছে। গলা শুনে মনে হল যুবতী। অবশ্য গলা শুনে চেহারা আন্দাজ করলে অনেক সময় ঠকতে হয়। রিসিভার রেখে দিলাম।

পাশের ঘরে মিঃ ওয়েডে মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত। সারাদিন টেলিফোন বেজেই চলেছে, তার সঙ্গে টাইপ রাইটারের খট্‌খট্ শব্দ। সন্দেহ নেই, ভদ্রলোক আমার মতো নিষ্কর্মাভাবে কাটাচ্ছে না। পকেটও ভারি হচ্ছে। আমার পকেটে অবশ্য রহস্যময় মিঃ হার্ডউইকের দেওয়া তিনশ ডলার রয়েছে।

বেলা একটার সময় কুইক-স্ন্যাক্সবার-এ খেতে গেলাম। দেখলাম দোকানে খুব ভিড়। স্প্যারোর মুখ দেখে মনে হল খুনের ঘটনাটা এখনও পর্যন্ত কতখানি এগোল জানার জন্যে খুবই কৌতূহলী। কিন্তু কথা বলার সুযোগ ও পেল না। আমি খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

তারপর গাড়ি নিয়ে গেলাম বীচ ড্রাইভ-এ। প্যাসাডেনা সিটির মতো বর্ধিষ্ণু এলাকা। ধনী, অবসরপ্রাপ্ত লোকেরা শহরের ভীড় এড়িয়ে একটু নিরিবিলিতে এখানে বাস করে।

—তিনটে বাজার কয়েক মিনিট আগেই আমি বীচ-ভিউ এর ফটকে পৌঁছালাম। প্রায় চল্লিশ গজ ভেতরে গাড়ি চালিয়ে বাড়ির সামনে গাড়ি থামালাম।

বাড়িটা পুরোনো ঢং-এর এবং বড়সড়। সাদা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সামনে এসে বেল বাজালাম।

বেল টেপার কয়েক মিনিট পর ফ্যাকাসে মুখের এক বাটলার এসে প্রশ্নসূচক ভঙ্গিমায় ভ্রূ তুলে আমার দিকে তাকাল।

—নেলসন রায়ান, আমার এখানে আসার কথা ছিল। আমি বললাম।

বাটলারের ইঙ্গিতে আমি ওর পেছন পেছন চললাম। অন্ধকার হলঘরে কিছু পুরোনো আসবাবপত্র। ওটা পেরিয়ে একটা ছোট ঘর ; কয়েকটা চেয়ার আর টেবিল। টেবিলে ম্যাগাজিন। লোকটা আমাকে বসতে বললেও আমি পায়চারী করতে করতে সমুদ্রের শোভা দেখছি। এমন সময়ে একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

বয়স আটাশ থেকে ত্রিশ-এর মধ্যে। লম্বা, কালো, সুন্দরী। চোখ দুটো কালচে নীল, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। গাঢ় নীল পোষাকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

—আপনাকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত মিঃ রায়ান। ঈষৎ মিষ্টি হেসে বলল, মিঃ জেফারসন এখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত।

—আপনি কি তাঁর সেক্রেটারি?

—হ্যাঁ, আমার নাম জেনেৎ ওয়েস্ট। আসুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। পুরোনো সেকেলে ঘর। সুন্দর বসার ব্যবস্থা। দুটো বড় জানলা খোলা। দূরে গোলাপ বাগান দেখা যাচ্ছে।

মিঃ উইলবার জেফারসন একটা চাকা লাগানো বেড চেয়ারে বসে আছেন। ভদ্রলোক লম্বা, রোগা, খাঁদা নাক, গায়ের রং হলদে হয়ে যাওয়া পুরোনো হাতির দাঁতের মত, মাথায় সাদা নরম চুল, হাতদুটো রোগা এবং শিরা ওঠা। পরণে সাদা লিনেন সুট, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো। আমি ঘরে ঢুকতে আমার দিকে তাকালেন।

—ইনি মিঃ রায়ান, বলে আমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে জেনেৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—এই চেয়ারটায় বসুন, বলে জেফারসন তাঁর খুব কাছে একটা চেয়ার দেখালেন। আবার বললেন, আমার শ্রবণশক্তি ইদানিং একটু কমে গেছে, সুতরাং একটু জোরে কথা বলবেন। আমি বছর ছয়েক হলো ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি, আপনি যদি চান তো খেতে পারেন।

আমি বসলাম কিন্তু সিগারেট ধরালাম না।

—আমি আপনার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছি, কিছুক্ষণ নীরবতার পর উনি বললেন। আমি শুনেছি আপনি সৎ, নির্ভরযোগ্য ও বুদ্ধিমান। উনি খুব নিবিষ্ট মনে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন।

আমার সম্বন্ধে এই খোঁজ খবর তাঁকে কে দিয়েছে জানতে ইচ্ছে হলেও বিনীত মুখে চুপ করে বসে থাকলাম।

—আমি আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি কারণ যে লোকটা আপনাকে ফোন করেছিল এবং আপনার অফিসে চীনা মেয়েটাকে কিভাবে মৃত অবস্থায় দেখলেন, এই পুরো ঘটনাটা মুখ থেকে শুনতে চাই।

লক্ষ্য করলাম উনি 'আমার পুত্রবধূ' বললেন না এবং 'চীনা মেয়েটা' বলার সময় ওঁর মুখের দু-পাশে ঘৃণায় কুঁচকে গেল। অবশ্য অনুমান করা যায় তাঁর মতো প্রাচীনপন্থী ধনী ব্যক্তি তাঁর একমাত্র পুত্র অন্য জাতের বা এশীয় দেশের মেয়েকে বিয়ে করলে তাঁর আপত্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

আমি পুরো ঘটনাটা তাঁকে বেশ জোর গলায় শোনালাম। আমার কথা শেষ হলে উনি বললেন, ধন্যবাদ মিঃ রায়ান। আপনার সঙ্গে মেয়েটি কেন দেখা করতে এসেছিল, সে ব্যাপারে আপনি কোন আন্দাজ করতে পারেন কী?

—না, আমার কোন ধারণা নেই।

—ওকে কে মেরেছে, সে ব্যাপারে কিছু আন্দাজ করতে পারেন?

—না। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, তবে যে লোকটা নিজেকে হার্ডউইক বলেছে, সে হতে পারে কোন ভাবে এই খুনের সঙ্গে জড়িত।

—আমার রেটনিকের ওপর একদম বিশ্বাস নেই। ও একটা গাধা, বুদ্ধু। ঐ পদে চাকরি করার ওর কোন যোগ্যতাই নেই। তবে যে আমার পুত্রবধূকে খুন করেছে আমি তাকে ধরতে চাই। তারপর নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না। আজ সে মৃত, এখন বুঝতে পারছি আমি যদি আরও একটু ধৈর্যশীল হতাম, তবে হয়ত ঘটনাটা এরকম হতো না। আমি এটাও জানি যে আমার ধৈর্যের অভাব দু'জনের মধ্যে একটা ফাঁক সৃষ্টি করেছিল। ওকে যদি আরও একটু বুঝতে চেষ্টা করতাম তবে ও এতটা অশান্ত হতো না। যাকে ও বিয়ে করেছিল আমি জানি ও বেঁচে থাকলে খুনীর শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত ও শান্ত হতো না। আমার ছেলে এখন মৃত, সুতরাং ওর স্ত্রীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা আমার দায়িত্ব। এতে আমি সফল হলে বুঝবো মৃত পুত্রের জন্য এটুকু অন্ততঃ করলাম।

এরপর জেফারসন বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ জানলার দিকে চেয়ে রইলেন। দুঃখী মুখ, কিন্তু বোঝা যায় এই কাজে উনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখুন মিঃ রায়ান, আমি বৃদ্ধ। একটুতেই হাঁপিয়ে যাই। এই দুর্বল শরীরে খুনীকে খুঁজে বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। খুনটা যখন আপনার অফিসেই হয়েছে আশা করি এ কেসটা নিতে আপনি আগ্রহী সুতরাং খুনীর অভিসন্ধি আপনাকেও এই কেসে জড়ানো। আপনি কি কাজটা নেবেন? আমি আপনাকে আপনার পরিশ্রমের পুরো মূল্য দেব।

আমি বললাম, এ ব্যাপারে পুরো তদন্ত এখন পুলিসের হাতে। শুধু তারাই খুনীকে খুঁজে বের করতে পারে। তাছাড়া খুনের কেস একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কাজের আওতার বাইরে। রেটনিক এটা চাইবে না যে বাইরের কেউ এ কেসটায় হাত দিক বা কোন সাক্ষীকে প্রশ্ন করুক। আপনি আমাকে টাকা দিলেও আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না মিঃ জেফারসন।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন বলে মনে হল না, বরং তাঁর চোখেমুখে একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব ফুটে উঠল।

—আমি জানি। তবে রেটনিকের ওপর আমার কোন ভরসা নেই। ওকে বলেছিলাম হংকং-এ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে একটা কেবল করতে যাতে মেয়েটা সম্বন্ধে আরও বিশদ কিছু জানা যায়। আমার ছেলের চিঠি থেকে আমি শুধু এটুকু জানি যে ও একজন রেড চায়নার উদ্বাস্তু। বছর খানেক আগে ও আমাকে চিঠি লিখেছিল যে ও একটা চীনা উদ্বাস্তুকে বিয়ে করছে। আমি বোকার মত এই বিয়েতে অমত করেছিলাম আর তারপর কোন চিঠিপত্তর পাইনি। একটা গাঢ় নিঃশ্বাস ফেললেন।

—আপনার কি মনে হয় বৃটিশ পুলিশ মেয়েটির সম্বন্ধে আরও বিশদ কিছু জানাতে পারবে? আমি প্রশ্ন করলাম।

উনি মাথা নাড়লেন এবং বললেন, সে সম্ভাবনা আছে, তবে জোর দিয়ে বলতে পারি না। প্রত্যেক বছর কয়েক হাজার রিফিউজি-হংকং-এ আসে। এদের পরিচয়পত্র বা কাগজপত্রও থাকেনা। হংকং-এ অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকায় ওখানকার অবস্থার অনেককিছু জানি আমি। যতদূর জানি রেডচায়না থেকে নৌকোতে এই উদ্বাস্তুদের 'মাকাউ' পর্তুগীজ এলাকায় চালান দেওয়া হয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জন্যে এরা মাকাউতে জায়গার অভাবে হংকং-এ চলে আসে নৌকো করে। সেখানে ব্রিটিশ পুলিশ তাদের নৌকোকে তাড়া করলে ঐ উদ্বাস্তু নৌকোগুলো ওখানকার সাধারণ মাছধরা নৌকো গুলোর সঙ্গে মিশে যায়। দুটো নৌকোই প্রায় একই রকম দেখতে। পুলিশের পক্ষে তাদের খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া ঐ পুলিশরা ওদের ওপর বেশ সহানুভূতিশীল কারণ ওরাও একসময় ঐরকম ভয়ঙ্কর রাত্রি কাটিয়েছে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে। নৌকোগুলো যখন হংকং এর সমুদ্র সীমানার মধ্যে ঢুকে যায় তখনই রিফিউজি খোঁজা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ মনে করে এরা সব হারিয়েছে, এদের আবার ফেরৎ পাঠানো অমানুষিক ব্যাপার। তখন বৃটিশ পুলিশ এদের কাগজপত্র দিয়ে নতুন পরিচয় তৈরী করে। কাজেই এদের আসল নাম-ধাম জানার কোন উপায় থাকে না। হংকং-এ ঢোকামাত্র নতুন জীবন শুরু হয় এদের। আমার পুত্রবধূও এদেরই একজন। এখন যতক্ষণ না এর প্রকৃত পরিচয় জানা যাচ্ছে, ততক্ষন খুনী কে, উদ্দেশ্য কি ছিল কিছুই জানা যাবে না। তাই আমি বলি তুমি হংকং চলে যাও এবং দেখ এর সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর আনতে পার কিনা। রেটনিক বা বৃটিশ পুলিশ-এ ব্যাপারে খুব একটা গা করবে না। খরচপাতি সব আমার। তোমার কি মত?

আইডিয়াটা মন্দ নয়, তবে কতটা সফল হতে পারবো সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

—আমি যাবো, তবে মনে হয় খুব একটা সুবিধে করতে পারবো না। যতক্ষণ না ওখানকার হালচাল বুঝছি কিছুই বলা যাচ্ছে না। যাই হোক দেখা যাক্।

—তুমি আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বল। সে তোমাকে কতকগুলো চিঠি দেখাবে, আমার ছেলের লেখা। তোমার কাজে লাগতে পারে। যাই হোক যথাসাধ্য চেষ্টা কর। ডানদিকের বারান্দা ধরে চলে যাও, তিন নম্বর ঘরে আমার সেক্রেটারিকে পেয়ে যাবে।

আপাততঃ উনি বিদায় করতে চাইছেন আমাকে, এটা বুঝে উঠে দাঁড়ালাম।

—আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি এক্ষুণি যেতে পারছি না। কেননা রেটনিকের জিজ্ঞাসাবাদ এখনও শেষ হয়নি। কাজেই ওর কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল না পেলে আমি কোথাও যেতে পারছি না।

উনি মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে। আমি দেখব রেটনিক যাতে তোমাকে কোন বাধা দিতে না পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি চলে যাও।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের চোখদুটো দেখে মনে হলো বিগত দিনের ঘটনাগুলি স্মরণ করে বেদনায় পাথর হয়ে গেছেন।

অফিস ঘরের মত সাজানো একটা বড় ঘরে জেনেৎ ওয়েস্টকে খুঁজে পেলাম। সামনের ডেস্কের ওপর ছড়ানো একগোছা চেকবই, একগোছা বিল। আমি ঢুকতেই মদিরতাময় চোখ দিয়ে ইশারায় আমাকে বসতে বললো।

—আপনি কি হংকং যাচ্ছেন, মিঃ রায়ান, চেক বইটা ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। বুঝলাম ও আমাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছে।

—হ্যাঁ, যাব তো ভাবছি, তবে এক্ষুনি নয়। ভাগ্য ভাল হলে এ-সপ্তাহের শেষের দিকে যেতে পারব বলে আশা রাখি।

—আপনাকে তাহলে স্মল পক্স টীকা নিতে হবে, কলেরার টীকা নেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ, তবে ওটা বাধ্যতামূলক নয়।

—আমার এসব নেওয়া আছে, এজন্য চিন্তা করবেন না। সিগারেটের বাক্স এগিয়ে দিলাম, ও মাথা নাড়ল, আমি একটা ধরালাম তারপর বাক্সটা পকেটে ভরে রাখলাম। বললাম, মিঃ জেফারসন, ওনার ছেলের লেখা কিছু চিঠিপত্র আপনার কাছে আছে বলছিলেন, ওগুলো আমাকে দিন, এছাড়া সামান্য কোন খবরের সূত্র পেলে আমাকে জানাবেন তাহলে মিছিমিছি সময় নষ্ট হবে না।

—আমি সবকিছু আপনার জন্যে রেডি করে রেখেছি, বলে ড্রয়ার খুলে গোটা ছয়েক চিঠির গোছা আমাকে দিল।

—হেরম্যান বছরে একটার বেশি চিঠি লিখত না। ঠিকানাটা ছাড়া আর কোন খবর চিঠি থেকে পাবেন বলে মনে হয় না।

চিঠিগুলো এক ঝলক দেখে নিলাম, খুব সংক্ষিপ্ত এবং প্রত্যেকটাতেই টাকা পাঠানোর জন্যে জরুরী অনুরোধ। প্রথম চিঠিটার তারিখ পাঁচ বছর আগেকার এবং প্রত্যেকটা চিঠি একবছর অন্তর লেখা হয়েছে। শেষ চিঠিটাই আমাকে আগ্রহী করল।

সেলেশিয়াল এম্পায়ার
হোটেল,
ওয়ান্‌চাই।

প্রিয় বাবা,

এখানে আমার সঙ্গে একটা চীনা মেয়ের আলাপ হয়েছে নাম জো-অ্যান। খুব শীঘ্রই একে বিয়ে করছি। মেয়েটা রেড চায়নার উদ্বাস্তু, সংগ্রামী, সুন্দরী, স্মার্ট। আমার মনে হয় খবরটা তোমাকে সুখী করবে না। তুমিই আমাকে শিখিয়েছো নিজের জীবন নিজেরই চালান উচিৎ। সুতরাং আমি ওকে বিয়ে করে সুখী হতে চাই। একটা ঘর খুঁজছি কিন্তু ভীষণ দামী। তাই ঠিক করেছি বিয়ের পর কিছুকাল হোটেলে থাকব। পরে আমার একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছে আছে।

আশা করছি তুমি আমাদের আশীর্বাদ করবে। যদি মনে কর বাড়ি কেনার জন্যে একটা চেক পাঠাবে তাহলে অবশ্যই ভাল হয়।

তোমার—
হেরম্যান।

চিঠিটা নামিয়ে রাখলাম।

—এটাই হেরম্যানের লেখা শেষ চিঠি। জেনেৎ কথাগুলো খুব আস্তে আস্তে বলল। —মিঃ জেফারসন খুব রেগে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারের মাধ্যমে এই বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপর আর কোন চিঠি বা কোন খবর পাঠায়নি। এই দিন দশেক আগে এই চিঠিটা এসেছে বলে জেনেৎ একটা চিঠি আমাকে এগিয়ে দিল। হাতের লেখা খুব বাজে। কষ্ট করে পড়তে হল।

সেলেশিয়াল এম্পায়ার
হোটেল,
ওয়ান্‌চাই।

মিঃ জেফারসন,

গতকাল এক মোটর দুর্ঘটনায় হেরম্যান মারা গেছে। ও প্রায়ই বলত ওকে যেন আপনাদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। আমার কাছে একদম টাকাপয়সা নেই, আপনি যদি কিছু টাকা পাঠান তবে ওকে আপনার ওখানে নিয়ে গিয়ে ওর ইচ্ছামতো জায়গায় সমাধি দিতে পারি। এখানে ওকে কবর দেবার মতো পয়সাও আমার কাছে নেই।

জো-অ্যান-জেফারসন।

চিঠিটা পড়ে সহজেই অনুমান করতে পারলাম কী ভীষণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল।

—তারপর কী হল?

জেনেৎ তার সোনার ফাউন্টেন পেন দিয়ে ডেস্কের ওপর কাল্পনিক আঁকিবুকি কাটতে লাগল।

—মিঃ জেফারসন এই চিঠি পেয়ে ভেবেছিলেন চিঠিতে যা লেখা আছে তা সত্যি নয়। তাঁর ছেলে মারা যায়নি, মেয়েটা পয়সার জন্যে এই মিথ্যে-কথা লিখেছে। আমি হংকং-এ আমেরিকান কনসুলেটে ফোন করে জানতে পারি সত্যিই হেরম্যান মারা গেছে। জেফারসন তখন আমাকে বললেন মেয়েটিকে একটা চিঠি লিখে দিতে যে সে মৃতদেহটা পাঠিয়ে দেয়। মেয়েটির আসার কোন দরকার নেই। ওখানেই সে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে টাকা পাবে। সে ব্যবস্থা উনি করবেন। কিন্তু জানেন তো ও নিজেও চলে এসেছিল, যদিও এখানে এসে পৌঁছয়নি।

—আর হেরম্যানের ডেডবডি? ওটা কোথায়?

—আছে, পরশু সৎকারের সব কাজ করা হবে।

—রুজি রোজগারের জন্য হেরম্যান হংকং-এ কী করত?

—সেটা আমরা ঠিক জানিনা। প্রথম ওখানে যখন যায় তখন ওর বাবা একটা রপ্তানী-বাণিজ্য ফার্মে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের চাকরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছ-মাস পরে হেরম্যান সে চাকরী ছেড়ে কি করত তা তার বাবাকে জানায়নি। শুধু প্রত্যেক বছর টাকার জন্য অনুরোধের চিঠি আসত।

—ও যা টাকা চাইত, জেফারসন কি তাই পাঠাত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও যখনই যা টাকা চেয়েছে, তখনই সেই টাকা পাঠানো হয়েছে।

—এই চিঠিগুলো দেখে মনে হচ্ছে হেরম্যান বছরে একবারই টাকা চাইত। এক সঙ্গে কি ও অনেক টাকা চাইত?

—না, পাঁচশো ডলারের বেশী কখনও চায়নি।

—পাঁচশো ডলারে তো সারা বছর চলে না। ওর নিশ্চয়ই অন্য কোন রোজগার ছিল।

—হ্যাঁ, তাইতো মনে হয়।

—ঠিক আছে, দেখা যাক। বলে আমি যে প্রশ্নটা করব বলে ভাবছিলাম, সেটা করে ফেললাম।

—আপনি কি হেরম্যানকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন?

—সঙ্গে সঙ্গে জেনেৎ-এর চোখেমুখে চাপা রাগ কয়েক মুহূর্ত ভেসে উঠল আর তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেল।

—কেন? হ্যাঁ...হ্যাঁ অবশ্যই। আমি মিঃ জেফারসনের সঙ্গে আট বছর ধরে আছি, হংকং-এ যাবার আগে হেরম্যান এখানেই থাকত। হ্যাঁ, ওকে আমি জানতাম।

—কেমন লোক ছিল? ওর বাবা বলছিলেন ওর স্বভাবটা বন্য ছিল। কিন্তু এখন উনি ভাবছেন যে ওকে একটু বোঝার চেষ্টা করলে হয়তো এতটা বন্যতা ওর মধ্যে আসত না। আপনার কী মনে হয়?

জেনেৎ-এর চোখ-মুখ জ্বলে উঠল। বোঝা গেল ওর ভেতরে কঠোরতাও আছে।

—মিঃ জেফারসন ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুবই মর্মাহত হয়েছেন। বেশ ধরা গলায় বলল সে। সুতরাং এই মুহূর্তে আরও আবেগপ্রবণ। হেরম্যান লম্পট ছিল। ও ওর বাবার এমনকি আমার টাকাও চুরি করেছিল। মিঃ জেফারসন খুবই সুন্দর মানুষ, কোন নীচ কাজ করেননি। ওর ছেলে এমন কী করে হয়, আমি ভেবে পাইনা।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—আমি মিঃ জেফারসনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।

জেনেৎ সই করা চেকগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে একটা টেনে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, মিঃ জেফারসন আপনাকে আগাম কিছু টাকা দিতে বলেছেন। আপনি যাবার দিন জানালেই আমি প্লেনের টিকিট কেটে রাখব। আপনার যদি আরও টাকার দরকার লাগে আমাকে জানাবেন।

আমি চেকটার দিকে তাকালাম। এক হাজার ডলারের চেক।

—আমার রেট অত বেশী নয়। তিনশ ডলারই যথেষ্ট। আমি বললাম।

—মিঃ জেফারসন আপনাকে এই টাকাই দিতে বলেছেন। জেনেৎ বলল।

—ভাল কথা। টাকা কেউ দিতে চাইলে আমি অবশ্য অস্বীকার করিনা। দিন। চেকটা নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি মিঃ জেফারসনের সবকিছু দেখাশোনা করেন?

—আমি ওর সেক্রেটারি। ধারালো সংক্ষিপ্ত জবাব।

—হুঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি কবে যেতে পারব জানতে পারলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

দরজার দিকে এগোতে যাচ্ছি, এমন সময় জেনেৎ জিজ্ঞাসা করল, ওকে কি দেখতে খুব সুন্দর ছিল?

প্রথমটায় আমি ধরতে পারিনি, কি বলতে চাইল। শান্তভাবে চেয়ারে বসে থাকলেও ওর সারা মুখে কৌতূহলের অভিব্যক্তি।

—কাকে? হেরম্যানের স্ত্রীকে? হুঁ, সুন্দরীই তো মনে হল। অনেক চীনা মেয়ের মতো এও সুন্দরী ছিল এমনকি মারা যাবার পরও।

—হুঁ। চোখটা নামিয়ে উত্তর দিল।

কলম টেনে নিয়ে সে আবার চেক সই করতে লাগল।

যাইহোক আমি এগোলাম।

হলের কাছে এসে দেখি বাটলারটা অপেক্ষা করছে। আমাকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো এবং চুপচাপ পথ দেখিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে এগোলাম। জেনেৎ-এর শেষ প্রশ্নটায় এটা মোটামুটি নিশ্চিত হলাম যে জেনেৎ এবং হেরম্যান উভয়ে প্রণয়াসক্ত ছিল। হেরম্যানের বিয়ে এবং মৃত্যু দুটোতেই জেনেৎ সমান আঘাত পেয়েছে।

গাড়ি চালিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে চলে এলাম। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রেটনিকের ঘরে ঢুকে দেখি চেয়ারে বসে অভ্যেসমত পোড়া চুরুট চিবোচ্ছে।

—তোমার সঙ্গে বকবক করে নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে আছে? দরজাটা বন্ধ করে ওর ডেস্কের সামনে যেতে বলল, কি দরকার?

আমি বললাম, মিঃ জেফারসন আমাকে ঐ ব্যাপারে বলতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ভাবলাম এটা আপনাকে জানানো উচিত।

ওর মুখ শক্ত হয়ে গেল।

—তুমি যদি তদন্তের কাজে কোনরকম ঝামেলা কর তো আমি তোমার লাইসেন্স বাতিল করাব। এই সাবধান করে দিচ্ছি। খানিক থেমে আবার বলল, কত টাকা দিচ্ছে তোমাকে?

—যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে। আর আপনার কাজে ঝামেলা করার মত সুযোগ পাওয়ার আগেই আমি হংকং চলে যাচ্ছি।

—কোথায়? হংকং? এঃ, দরকার হলে তো আমিই যেতে পারতাম। সেখানে গিয়ে কি পাবে, বল তো?

—মিঃ জেফারসন চাইছেন যে মেয়েটার আসল পরিচয় বা তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভালভাবে জেনে এগোলে কেসটার সুরাহা করা যাবে। ওঁর ধারণা ঠিকও হতে পারে।

অস্থিরভাবে বলপেনটা নাড়াচাড়া করে রেটনিক বলল, ওখানে গিয়ে লাভ কিছু হবে না। শুধু টাকা আর সময়ের অপব্যবহার। অবশ্য টাকা পেলে তোমার কিছু যায় আসে না।

আমি একটু ফিচেল হাসি হেসে বললাম, ঠিকই, ওঁর বাজে খেয়াল মেটাবার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে। আর আমারও নষ্ট করার মত অফুরন্ত সময় আছে। বলা যায় না, হয়তো এর থেকেই আমার ভাগ্য খুলে যেতে পারে।

—আমাকে মেয়েটার সম্বন্ধে জানতে হংকং-এ যেতে হয়নি। আর আমি যতটা জানি তুমি হংকং গিয়েও জানতে পারবেনা। আমি শুধু একটা 'কেবল' করে সব খবর পেয়ে গেছি।

—কি কি খবর পেলেন?

—মেয়েটার নাম জো-অ্যান-চিয়াং। বছর তিনের আগে ও ম্যাকাউ থেকে এসে হংকং-এ নামার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ছ-সপ্তাহ জেলে থাকার পর ওকে কাগজপত্র দেওয়া হয়। তারপর থেকে ও 'প্যারোডা ক্লাবে' রাত্রে নাচত। সুতরাং মনে হয় ও ছিল একটা বেশ্যা।

জানলার দিকে তাকিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে আবার শুরু করল, গত একুশে সেপ্টেম্বর ও হেরম্যানকে বিয়ে করে আমেরিকান.কনসুল থেকে। তারপর ওরা 'সেলেশিয়াল হোটেল' নামে একটা চীনা হোটেলে থাকত। জেফারসন কোন রোজগার করত না। মেয়েটা যা আনত আর বুড়োর কাছ থেকে ছোকরা যা হাতাতে পারত তাতেই চলতো ওদের। এবছর ছ'ই সেপ্টেম্বর ছেলেটার মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। মেয়েটা তখন ওর ডেডবডি এখানে আনার জন্য আমেরিকান কনস্যুলেটে আবেদন জানায়। এই তো ঘটনা। এর জন্য হংকং যাওয়ার কি দরকার?

—আমাকে ওখানে যাওয়ার জন্যে টাকা দেওয়া হয়েছে আর এখানে থেকে আপনার কাজের কোন ঝামেলা করতে চাইনা।

শয়তানের মতো হেসে ও বলল, আমার কাজে ঝামেলা...? তোমার ঝামেলা করার মত ক্ষমতা কতটুকু? কি হে টিকটিকি? জানো আমি ইচ্ছে করলেই তোমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারি।

আমি চুপ করে ওর কথাগুলো শুনে গেলাম আর ভাবলাম এ ধরণের লোকগুলো নিজেদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ব্যাটা সেরকমই ভাবুক।

কিছুক্ষণ পর বললাম, যাক, কেস কতদূর এগোলো? আরও নতুন কিছু জানতে পারলেন?

—নাঃ। একটা জিনিষ আমার মাথায় ঢুকছে না, ও ভোর তিনটের সময় তোমার অফিসে এসেছিল কেন?

—ঠিক। হয়তো হংকং গেলে এর উত্তর পাবো। একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে আবার বললাম, বৃদ্ধ জেফারসনের প্রচুর সম্পত্তি। এর উত্তরাধিকারী ছিল হেরম্যান। এখন হেরম্যানের মৃত্যুতে ওর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জো-অ্যানই। এখন আমাকে দেখতে হবে যে, এমন কেউ কি আছে যে, অ্যানকে সরিয়ে দিতে পারলে সেই হবে ঐ সম্পত্তির মালিক। কে-সে? এটা জো-খুন এর একটা মোটিভ হতে পারে।

রেটনিক মাথা নাড়ল। হুঁ, তোমার এই আইডিয়াটা চিন্তা করার মত।

—আপনি কি বুড়োর সেক্রেটারি জেনেৎ-এর সঙ্গে কথা বলেছেন? যদি জেফারসনের মৃত্যুর পর ও কিছু টাকা-পয়সা পায়, আমি তাতে আশ্চর্য হবনা। আমার মনে হয় একসময় হেরম্যানের সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। তিনটের সময় মেয়েটা যখন খুন হয় জেনেৎ সেই সময় কোথায় ছিল, সেটা একবার খোঁজ করতে পারেন।

—সেটা কিভাবে করব? বুড়োর তো সব ব্যাপারেই জেনেৎ। এখন আমি যদি ওর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারি তবে ও আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। আমি সেটা করবনা। তারপর আশাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, তুমি কি করে জানতে পারলে জেনেৎ বুড়োর ছেলের সঙ্গে প্রেম করত?

—কথা বলে। একসময় ওর মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার মনেহয় ও খুনের ব্যাপারে আরও বেশী কিছু জানে, এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন কিছুই জানেনা। খোঁজ নেবেন আরও ওর কোন বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা।

—ওসব খবরে আমার দরকার নেই। আমার খালি একটা খবর দরকার মেয়েটা তোমার অফিসে কেন এসেছিল। ব্যাস! এটা জানতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান করে ফেলব।

—আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কখন করছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে ছেড়ে দিলে ভাল হয়।

—আগামীকাল দশটায়। কাল অবশ্যই তুমি এখানে আসবে। বলপেন, দিয়ে ব্লটিং পেপার ফুটো করতে করতে বলল, তবে খেয়াল থাকে যেন কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।

মনে মনে ওকে মুখ ভেংচে বেরিয়ে এলাম।

অফিসে ফিরে এলাম। ঘরের দরজা খুলতে যাবো এমন সময় হঠাৎ একটা আইডিয়া মাথায় আসতে হেঁটে মিঃ জে. ওয়েডের ঘরে টোকা মেরে ঢুকে গেলাম।

বেশ বড় অফিস। সুন্দর আসবাবপত্র। টেবিলে রয়েছে একটা টেপরেকর্ডার, একটা টেলিফোন আর একটা পোর্টেবল টাইপ রাইটার।

ডেস্কের সামনে ওয়েডে বসে পাইপ টানছে। হাতে কলম, সামনে কাগজ।

ওয়েডের ডানদিকের দরজা দিয়ে টাইপরাইটারের টক্ টক্ শব্দ আসছে।

ঘরটা আলো-বাতাস যুক্ত। দেখলেই বোঝা যায় ভাল পসার করেছে। আমার মত একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের চেয়ে ওর পয়সা খরচ করার ক্ষমতা অনেক বেশী।

—আরে, আসুন আসুন। আমাকে দেখে বেজায় খুশী। গদিমোড়া একটা চেয়ারে বসতে বলল।

আমি এগিয়ে এসে চেয়ারে বসলাম।

—আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি। ও ওর সোনার ওমেগা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, কি খাবেন বলুন? ছ'টা বাজে, একটু স্কচ্ হয়ে যাক্।

আমাকে আপ্যায়নের জন্যে ভদ্রলোক বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি সম্মতি জানালাম। খুব তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করে গ্লাসে ঢালল। বরফ নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করল। বললাম আমি এই জিনিস 'নীট' খাই এবং এখনও বেঁচে আছি, বলে দু'জনে হেসে পানীয়টা খেলাম। ভাল স্কচ।

—সেদিন আপনি হেরম্যানের সম্বন্ধে বলেছিলেন। আপনার যদি তার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা থাকে তাহলে বলতে পারেন। আমি সেই খোঁজেই এসেছি। যে কোন বিষয় জানালে আমার কাজে আসবে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়ই বলে আগ্রহী দৃষ্টি হেনে বলল, কোন্ ব্যাপারে জানতে চান বলুন!

আমি মুখে একটা হাসি ফোটালাম যার মানে আমি কোন্ ব্যাপারে জানতে চাইছি আপনি বেশ ভাল করেই জানেন। এই ধরণের লোকদের এই ভাবেই কাৎ করতে হয়।

মুখে বললাম, সেটা আমি কি করে বলি? যেকোন খবরই সমান প্রয়োজনীয়। যেমন ধরুন ওর চরিত্র। মেয়েদের ব্যাপারে ও কেমন ছিল?

—মেয়েছেলে নিয়ে তো একেবারে নোংরা ছিল।

ওয়েডের চোখে একটা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ দেখলাম।

—যৌবনে মেয়েছেলে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি সবাই করে। কিন্তু ও ছিল একেবারে নোংরার হদ্দ। ওর বাবার যদি এ শহরে প্রতিপত্তি না থাকত, তবে তো এতদিনে ওর নামে অনেক স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে যেত।

—বিশেষ কোন মেয়ের সঙ্গে ওর কিছু? আমি প্রশ্ন করলাম।

একটু ইতস্ততঃ করে, আমি কারোর নাম ঠিক বলতে চাইনা, তবে ওর বাবার সেক্রেটারি জেনেৎ ওয়েস্ট-এর সঙ্গে ছিল। মেয়েটা...আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বলল, মাপ করবেন ভাই, আমার বলা উচিৎ হবেনা। এসব ঘটেছিল বছর ন'য়েক আগে। হেরম্যান আমাকে বলেছিল।

দুঃখিত মুখে বললাম, আপনার দেওয়া সামান্য সংবাদ থেকে খুনের কিনারা করতে পারি। দেখুন বলবেন কি বলবেন না সেটা আপনার বিবেচনা।

কাজ হল আমার কথায়। ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলল, ঠিক আছে, নিশ্চয়ই এটা আমার বলা উচিত। মাথায় হাত বুলিয়ে এমন একটা ভাব দেখাল, যেন কোন সত্যবাদী এবং নির্মল চরিত্রের এক ভদ্রলোক কিছু বলছেন।

—ন-বছর আগে জেনেৎ আর হেরম্যানের মাখামাখি সম্পর্ক ছিল। একটা বাচ্চাও হয়। হেরম্যান জেনেৎকে কাটানোর চেষ্টা করলে জেনেৎ ওর বাবাকে সব কথা বলে দেয়। বাবা রেগে যান এবং জেনেৎ-কে বিয়ে করতে বলেন। এই প্রস্তাব হেরম্যান সরাসরি উড়িয়ে দেয়। বাচ্চাটা অবশ্য পরে মারা যায়। মনে হয় মেয়েটার ওপর ভদ্রলোকের খুব মায়া হয় এবং ওকে প্রাইভেট

সেক্রেটারি করে নেন। ভদ্রলোক হয়তো ভেবেছিলেন বাড়িতে জায়গা দিলে ছেলের মনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু যখন বুঝলেন সে সম্ভাবনা নেই তখন তিনি ছেলেকে পূর্বদেশে পাঠিয়ে দিলেন। তখন থেকে জেনেৎ ঐ বুড়োর কাছেই আছে।

—মেয়েটা বেশ আকর্ষণীয়া না? আশ্চর্য লাগছে মেয়েটা এখনও বিয়ে করেনি কেন?

—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বৃদ্ধ ভদ্রলোক হয়তো তা চাননি। কারণ তিনি মেয়েটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাছাড়া ওঁর মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির ভার মেয়েটার ওপরই মনে হয় বর্তাবে।

—তাই নাকি! অনেক কষ্টে আগ্রহ দমন করলাম এবং বললাম—নিশ্চয়ই ওঁর আরো কোন নিকট আত্মীয় আছে।

—না, আমি ওদের পরিবারকে অনেকদিন ধরে জানি। হেরম্যান একসময় আমাকে বলেছিল, ওদের পরিবারে আর কোন দাবীদার না থাকায় ওর বাবার সম্পত্তির অধিকারী ও একাই। আমি বাজী রেখে বলতে পারি, বুড়োর মৃত্যুর পর জেনেৎ ওর সম্পত্তির কোন ভারী একটা অংশ বাগাবে।

—হুঁ, মেয়েটার ভাগ্য ভাল। কারণ হেরম্যানের স্ত্রী বেঁচে নেই ভাগ বসাবার জন্যে।

—না, ও বেঁচে থাকলেও চীনা বলে ভদ্রলোক ওকে কিছু দিয়ে যেতেন না।

—তা না দিলেও তো ও হেরম্যানের স্ত্রী হিসেবে দাবী করতে পারত, জজসাহেব একটু দয়ালু হলে কিছু অংশ ও অবশ্যই পেত।

ওয়েডের ডানদিকের দরজা খুলে একটা মেয়ে ঢুকল। এক গোছা চিঠি রেখে চলে গেল। আমি বললাম, যাক্ অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি চলি। আবার দেখা করব।

—নতুন কিছু জানা গেল? পুলিশ কি নতুন কিছু সূত্র পেয়েছে?

—না আগামীকাল জুরীদের সামনে অনুসন্ধানের কাগজপত্র দেওয়া হবে। মনে হয় জুরীরা রায় দেবেন যে, কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি মেয়েটাকে খুন করেছে। খুব প্ল্যানমাফিক খুনটা করা হয়েছে।

—যদি কিছু করতে পারি...আমাকে জানাবেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে সব জানাবো।

আমার অফিসে এসে রেটনিককে ফোন করলাম। জেনেৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞাত খবর সব জানালাম।

—ব্যাপারটা পুরোপুরি আপনি দেখছেন। আমি বললাম—আপনার জায়গায় আমি থাকলে কিন্তু জো-অ্যানের খুনের সময়ে জেনেৎ কোথায় ছিল খোঁজ নিতাম।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে ভারী নিঃশ্বাস ফেলে রেটনিক বলল, আমি আমার জায়গায় আছি।

ও আবার বলল, কাল অনুসন্ধান ঘরে ঠিক সময়মত এসো দয়া করে, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে আসতে ভুলো না কিন্তু।

রেটনিক বলে চলল, করোনার জজ খুব সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভীষণ হৈ-চৈ করে। শালা একটা কুক্কুরীর বাচ্চা।

টেলিফোন রেখে দিল।

আমিও রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

।। পাঁচ ।।

যেমন ভেবেছিলাম, করোনার কোর্টে বিচারের মাধ্যমে অনুসন্ধান কোনোরকম হট্টগোল ছাড়াই শেষ হল। মোটা কুতকুতে একটা লোক নিজেকে জেফারসনের অ্যাটর্নী বলে রেটনিককে পরিচয় দিল। জেনেৎকে গাঢ় রং-এর পোশাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাকে ও যা যা বলেছিল, মোটামুটি সেগুলোই করোনার জজকে ও বলল। রেটনিক ওর কথা বলল। আমি আমারটা বললাম। জজ পুলিশকে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে বলল। আমার মনে হয় একটা চীনা উদ্বাস্তু মারা গেছে বলে কেউ তেমন গা করছে না। জজ কোর্ট থেকে চলে গেলে আমি রেটনিকের

কাছে গেলাম।

—তাহলে এখন তো আর আমার শহর ছেড়ে যেতে কোন বাধা নেই?

—না, না, তোমাকে এখন আটকে রাখার দরকার নেই।

ঘরের এক কোণে জেনেৎ জেফারসনের অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলছিল। সেদিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, খবর নিয়েছিলে সেদিন রাত্রে ঐ মেয়েছেলেটা বিছানায় বা অন্য কোথায় ছিল?

—সেটাতো আপনার এক্তিয়ার। আমি বললাম—যান না, ওকে জিজ্ঞেস করুন। সঙ্গে ওর অ্যান্টর্নী আছে। এটাই তো ভাল সময়।

রেটনিক মুচকি হাসল।

—আমার অত গরজ নেই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, যাও বুড়োর পয়সায় ক'দিন ফুর্তি করে এসো। ওখানে ওরকম বাজারের অনেক মেয়েছেলে পাওয়া যায়, তারা বেশ আনন্দও দিতে পারে।

রেটনিক চলে যাবার পর আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। জেনেৎ যখন দরজার দিকে এগোচ্ছে ওকে পাকড়াও করলাম।

—আগামীকাল যেতে পারি। কোন প্লেনে রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে?

চোখের দৃষ্টি সহজ হল। হ্যাঁ মি রায়ান আমি আজ সন্ধ্যায় আপনার টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখব। আপনার আর কিছু দরকার হবে?

—হ্যাঁ, মানে হেরম্যানের ফটোগ্রাফ দরকার। দিতে পারবেন?

—ফটোগ্রাফ? ও অবাক হলো।

—ওটার প্রয়োজন হতে পারে। আমি মর্গ থেকে ওর স্ত্রীর একটা ফটো নিয়ে নেব।

—আচ্ছা। দেব আপনাকে একটা।

—আজ সন্ধেবেলা আমরা যদি রাত আটটা নাগাদ 'এ্যাক্টর বার'-এ দেখা করি কেমন হয়?

—ঠিক আছে আটটার সময়।

—ধন্যবাদ। এতে আমার অনেক উপকার হবে।

—মিষ্টি হেসে চলে গেল জেনেৎ।

দেখলাম দু-সীটের জাগুয়ারটা নিজেই ড্রাইভ করে চালিয়ে চলে গেল।

ওর দিকে অত নজর দিও না, আমি নিজেকে নিজে বললাম।

অফিসে ফিরে এলাম।

আপাততঃ আমার হাতে এমন কিছু কাজ নেই যে কয়েক সপ্তাহ বাইরে কাটালে এমন কিছু অসুবিধা হবে।

ভাবছিলাম বাইরে গিয়ে স্যান্ডউইচ খেয়ে আসি। এমন সময় টোকা মেরে ওয়েডে এসে ঢুকল।

—আমি আপনাকে আটকাবো না। আমি শুধু জানতে এলাম হেরম্যানের সৎকারের কাজ কখন হবে, আমার সে সময়ে থাকা উচিত।

—আগামীকাল। কিন্তু সময়টা তো জানিনা।

—ও। ঠিক আছে, আমি মিস ওয়েস্টকে ফোন করে জেনে নেব। না গেলে ওরা হয়তো কিছু মনে করবে।

—আমি আজ সন্ধ্যেতে মিস ওয়েস্টের সঙ্গে দেখা করছি, আপনি বললে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি।

—তাহলে তো ভালই হয়। ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার পক্ষে জিজ্ঞেস করাটা কেমন অস্বস্তিকর।

—ঠিকই তো। আমি বললাম।

—করোনার কোর্টে বিচারের কি হল?

মুলতুবি করে রেখেছে। একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে বললাম, আমি কাল হংকং যাচ্ছি।

—আপনি? তাই নাকি? যান ভালই লাগবে। এই খুনের কেসের ব্যাপারে যাচ্ছেন?

—নিশ্চয়ই। আপনার বন্ধুর বাবা আমাকে পয়সা কড়ি দিয়ে নিয়োগ করেছেন। কাজেই আমি যাচ্ছি।

—বাঃ। ওখানে আমারও অনেকদিনের যাবার ইচ্ছে। আপনার ভাগ্য দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

—আমার নিজের ওপরই হিংসে হচ্ছে।

—যান আপনার মুখে সব কিছু শুনব। গেলে ও ব্যাপারে কিছু জানতে পারবেন বলে মনে হয়?

—জানি না। দেখি চেষ্টা করে।

—হুঁ, তাহলে আপনি মিঃ জেফারসনের সঙ্গে দেখা করেছেন? কেমন লাগলো ভদ্রলোককে?

—মন্দ নয়? খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। অবশ্য উনি বেশীদিন বাঁচবেন বলেও মনে হয়না।

—হুঁ। সত্যিই, বয়স তো অনেক হল। ছেলের মৃত্যুর শকও তো পেয়েছেন। এগোতে এগোতে বললেন, ঠিক আছে, চলি। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জন্যে কিছু করতে হলে বলবেন।

—না, ধন্যবাদ। আমি অফিস বন্ধ করে যাবো।

—ঠিক আছে। ফিরে এলে একদিন সময় দেবেন। ড্রিংকস নিয়ে বসে আপনার গল্প শুনব। আপনি সৎকারের কথাটা জানতে ভুলবেন না।

—না, না। আমি কাল আপনাকে জানিয়ে দেব।

বিকেলে গাড়ি চালিয়ে পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে চলে এলাম। রেটনিককে বলা ছিল ও মর্গ থেকে জো-অ্যান-এর একটা ফটো তুলিয়ে রেখেছিল। ফটোটায় অ্যানকে জীবন্ত মনে হচ্ছে। গাড়িতে বসে ফটোটা খুঁটিয়ে দেখছিলাম। মর্গের পরিচারকের কাছে অ্যান-এর সৎকারের ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলাম। বলেছিল, আগামী পরশু জেফারসনের খরচে 'উডসাইড্ সিমেট্রি-তে কবর দেওয়া হবে। তার মানে ওদের পারিবারিক কবর এলাকায় ওকে কবর দেওয়া হচ্ছে না।

ছ'টার সময় অফিসে তালা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। একটা ব্যাগে কয়েক সপ্তাহের দরকারী জিনিস গুছিয়ে সোজা 'এ্যাক্টর বার'-এ গিয়ে হাজির হলাম। ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী।

আমার ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা তখন জেনেৎ এল। খুব সুন্দর সেজেছে।

আমি কোণের দিকে একটা টেবিলের সামনে বসেছিলাম। ও আমার দিকে এগিয়ে আসার সময় দেখলাম বারের সমস্ত পুরুষ তাকিয়ে দেখছে। প্রথমে দু চারটে কথা বলার পর আমি ওর জন্যে ভোদ্‌কা-মার্টিনী আর আমার জন্যে স্কচ অর্ডার দিলাম।

ও আমাকে প্লেনের টিকিট আর একটা চামড়ার সুন্দর মানিব্যাগ দিল।

—কিছু হংকং ডলার এর মধ্যে আছে। উপকারে আসবে ওখানে গেলে। ওখানে আপনার থাকার জন্যে একটা টেলিফোন করে দেব।

'দি পেনি সুলার' আর 'মিরমো' হচ্ছে ওখানকার সবচেয়ে ভাল হোটেল, জেনেৎ বলল।

—ধন্যবাদ। কিন্তু আমি চেষ্টা করব হোটেল 'সেলেশিয়াল এম্পায়ার'-এ থাকতে।

খানিক সচকিত হয়ে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—ফটোর কথা আপনাকে বলেছিলাম, মনে আছে?

ওয়েটার এসে পানীয় দিয়ে গেল। জেনেৎ ওর হাতব্যাগ থেকে আমাকে একটা খাম দিল। হাফ পোস্টকার্ড সাইজের ফটো। মুখে অল্প হাসি, চোখে অসীম ধূর্ততা। দেখতে মোটেও সুন্দর নয়, মোটা ভুরু, চোয়াড়ে চেহারা, ছোট মুখ, ভাঙা চোয়াল।

আমি বেশ অবাক হলাম। কারণ হেরম্যানকে এরকম দেখতে হবে ভাবতে পারিনি। এরকম চেহারার লোকেরা ভীষণ ক্রুর হয় এবং নোংরা কাজকর্ম করতে পারে। জেনেৎ-এর ওর সম্বন্ধে বলা কথাগুলো মনে পড়ল।

আমি চোখ তুলে দেখলাম ও আমাকে লক্ষ্য করছে।

—হুঁ, আপনার কথাগুলো আমার মনে পড়ছে। একে জেফারসনের ছেলে বলে মনে হয়না।

জেনেৎ চুপ করে রইল। আমি হেরম্যানের ফটো ব্যাগে ঢুকিয়ে জো-অ্যান-এর মর্গ থেকে তোলা ফটোটা বের করলাম।

জেনেৎকে ফটো দেখিয়ে বললাম, আপনি জানতে চেয়েছিলেন মেয়েটাকে দেখতে কেমন, এই দেখুন ওর ফটো এনেছি।

অনেকক্ষণ ধরে ও ফটোটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল না। আলোতে ওর মুখটা দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তারপর ফটোটা নিয়ে দেখতে লাগল, দেখলাম ওর চোখ-মুখ অভিব্যক্তিহীন। তারপর ফটোটা আমাকে ফেরৎ দিল।

—হুঁ, ওর গলার স্বর ভারী হয়ে গেছে। দুজনে দুটো গ্লাস নিয়ে পান করলাম।

আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, আপনি বলেছিলেন না আগামীকাল হেরম্যানের সৎকার?

—হ্যাঁ।

—হেরম্যানের এক বন্ধুর নাম জে. ওয়েডে, আমার অফিসের পাশেই ওর অফিস। হেরম্যানের সঙ্গে একই স্কুলে পড়াশুনা করেছে। ও সৎকারের সময়টা জানতে চেয়েছে।

দেখলাম জেনেৎ বেশ শক্ত হয়ে গেল।

—মিঃ জেফারসন এবং আমি ছাড়া, হেরম্যানের কোন বন্ধুকে ওখানে আমার চাইছি না।

—ঠিক আছে, আমি বলে দেব। ও কিছু ফুল পাঠাতে চাইছিল।

—ওখানে ফুল পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। এবার আমি চলি। মিঃ জেফারসন আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি আপনার জন্যে আর কিছু করতে পারি?

ওর এই কথা শুনে আমি বেশ একটু হতাশ হলাম। মনে এই আশা নিয়ে এসেছিলাম যে ওর সঙ্গে আলাপ করে ওকে একটু ভালভাবে জানব। কিন্তু সে সুযোগ আর কোথায় দিল। এই তো হাল।

—না ধন্যবাদ। প্লেন কখন ছাড়বে?

—এগারোটায়, আপনি সাড়ে দশটার মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাবেন।

—ধন্যবাদ।

জেনেৎ এগিয়ে যেতে আমি ওয়েটারের হাতে দু-ডলার গুঁজে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

বার-এর ঠিক উল্টোদিকে জাগুয়ারটা দাঁড় করানো। আমি তো অন্ততঃ একশ গজ দূরে গাড়ী পার্ক করতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, জেফারসনের এই শহরে বেশ প্রতিপত্তি আছে।

—গাড়ীর সামনে এসে ও একটু হাসল। তারপর বলল, আশা করি আপনি আপনার কাজে সফল হবেন। যাবার আগে যদি কিছু প্রয়োজন হয় তো একটা টেলিফোন করবেন।

—আচ্ছা, আপনি কাজের বাইরে কি আর কিছু জানেন না। একটু হেসে বললাম, প্রাইভেট সেক্রেটারিও তো কাজের সময়ের বাইরে একটু সহজ হতে পারেন।

—ওকে ক্ষণিকের জন্যে অবাক হয়ে যেতে দেখলাম। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কোন কথা না বলে পরিচ্ছন্নভাবে গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল।

—গুডনাইট, মিঃ রায়ান। গাড়ী স্টার্ট করে সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ, ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে ডিনার খাব। কিন্তু কিছু করার নেই।

ধুস শালা! মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। আমার যে পাঁচ-ছ'টা মেয়ের সংগে আলাপ আছে, তাদের কাউকে ডেকে ডিনার খেয়ে নেব। নাঃ ওয়েস্টের জায়গায় কাউকে মনে ধরল না। ঠিক করলাম, স্যান্ডউইচ খেয়ে, টেলিভিশন দেখে সময় কাটাবো।

একটু হেঁটে স্নাক্স বারে ঢুকলাম বাজনা বাজছে। ঢোকার মুখে দুটো মেয়ে আমার দিকে ঢলঢলে চোখে ফিরে তাকালো। জিন্‌স প্যান্ট, সোয়েটার পরে বসে আছে। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে ঢুকে একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম।

বীফ আর হ্যাম-স্যান্ডউইচ খেয়ে ভাল লাগলো না। হেরম্যান আর অ্যানের ফটো দুটো বের করে দেখতে লাগলাম। মনে হল দু'জনের মধ্যে সবদিক থেকে অমিল। আমি ভাবলাম, জেনেৎ এরকম একটা লোককে কি করে ভালবাসল?

আকাশ-পাতাল চিন্তা করে ফটো নিয়ে উঠে পড়লাম। স্যান্ডউইচের দাম মিটিয়ে রাস্তায় নামতে কানে এলো মেয়েদুটো আমাকে দেখে হাসছে আর ক্যাবলা বলে আওয়াজ দিল। দিক্!

গাড়ী চালিয়ে আমার ডেরায় ফিরে এলাম। একটা অ্যাপার্টমেন্টের ওপরের তলায় একটা বড়সড় লিভিংরুম, একটা ছোট বেডরুম আর কিচেন নিয়ে আমার ডেরা। প্যাসাডেনা সিটিতে আসার পর থেকে এখানেই আছি। এখানে ভাড়া সস্তা এবং সবদিক থেকে সুবিধাজনক। বাড়ীতে কোন লিফট্ নেই। তাতে আমার ক্ষতি কিছু নেই। পাঁচতলায় উঠতে নামতে আমাকে যে সিঁড়ি ভাঙতে হয়, তাতে আমার শরীরটা বেশ ফিট থাকে।

তালা খুলে লিভিং রুমে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করার আগে লোকটাকে আমি দেখতে পাইনি ঘরটা অন্ধকার বলে। লোকটার গায়ে কালো পোষাক।

আমার ঘরের উল্টোদিকে নিওন আলোয় গুঁড়ো সাবানের বিজ্ঞাপনের প্রতিফলনে ওকে দেখতে পেলাম।

জানলার ধারে আমার প্রিয় হাতলওলা চেয়ারে ও বসেছিল। একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তোলা। কোলের ওপর খবরের কাগজ। যেন আরাম করে কোলের ওপর হাতদুটো রেখে বসে আছে।

আমি হঠাৎ ওকে দেখে চমকে গেছি। হাতের কাছের সুইচটা তাড়াতাড়ি জ্বেলে দিলাম। আঠারো উনিশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে। চেহারা, কাঁধদুটো বেশ শক্তসমর্থ। কালো চামড়ার জ্যাকেট পরা, মাথায় কালো উলের টুপী। গলায় রুমাল বাঁধা।

ঠিক এই ধরণের ছেলেগুলোকে রাত্রে বার-এর সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। বাস্তবিকই রাস্তার জঘন্য প্রকৃতির ছেলে।

ছেলেটার চোখ দুটো ভাবলেশহীন। দেখলেই বোঝা যায় মদ্যপ, ধূমপায়ী, খুন করতে কোন দ্বিধা করেনা। ডানদিকের কানটা নেই। কানের ডগা থেকে থুতনী পর্যন্ত কাটা দাগ। এরকম ভয়ঙ্কর কুৎসিত দর্শন লোক আমি আগে কখনও দেখিনি।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমার গা ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠল।

—এই শালা, বেশ্যার বাচ্চা। আমি তো ভেবেছিলাম তুই ফিরবি না, মোটা ঘড়ঘড়ে গলায় ও বলল। আমার পিস্তলটা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে কোথাও পড়ে আছে। এখন বুঝতে পারছি ওটা থাকলে উপকারে আসত।

—এখানে তুমি কি করছ?

—আরাম করছিরে কুত্তার বাচ্চা। বোস্, তোর সঙ্গে কথা আছে। একটা চেয়ার দেখাল আমাকে।

লক্ষ্য করলাম ওর হাতে কালো সুতীর দস্তানা। আমার শরীরে ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম এ বোধহয় ভাড়াটে খুনী। আমাকে খুন করতে এসেছে। কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ওর নিজের ওপর খুব আস্থা আছে।

গলায় যথাসম্ভব জোর এনে ভারী গলায় বললাম, আমি তোমাকে বেরিয়ে যাবার জন্যে দু সেকেন্ড সময় দিলাম। না গেলে এ ঘর থেকে তোমায় ছুঁড়ে ফেলে দেব।

ও নাকটা দস্তানা দিয়ে ঘষতে ঘষতে ফিচকে হাসি হাসতে লাগল। হাত থেকে ওর কাগজটা পড়ে গেল মেঝেতে আর দেখলাম ওর কোলের ওপর পয়েন্ট ফোর-ফাইভ পিস্তল। একটা বারো ইঞ্চি মত লম্বা ধাতুর নল-এর ব্যারেলের সঙ্গে আটকালো।

—চুপ শুয়োরের বাচ্চা। খ্যাঁক করে উঠল। আমি জানি তোর একটা রডও নেই। পিস্তলটা হাতে নাচাতে নাচাতে নলটা চেপে দিল, ব্যস্। এখন গুলি চালালেও কোন শব্দ হবেনা। এতে তিনটে গুলি আছে। অবশ্য তোর জন্যে একটাই যথেষ্ট।

আমি ওর দিকে তাকালাম। বদমাশটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাবপর আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে সামনে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। দু'জনের মধ্যে দূরত্ব ছ-ফুটের। ওখানে বসেই ওর ঘামের আর তামাকের নোংরা গন্ধ আমার নাকে ভেসে এল।

—কী চাই তোমার? আমি বললাম।

—এখনও তোর বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে? কীরে কুত্তার বাচ্চা? কিন্তু আমি তোকে বাঁচতে দেবনা। মরতে তোকে হবেই।

সাপের মত ঠাণ্ডা চাউনী, ফোলা ফ্যাকাসে চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল।

—কেন আমি মরবো? একটা কিছু বলার জন্যে বললাম, কেন আমি তো বেশ ভালই আছি।

—না, ভাল থাকতে পারবি না। পিস্তলটা আস্তে আস্তে আমার দিকে ঘুরিয়ে বলল, কটা মেয়ের সঙ্গে তোর ভাব আছে বল?

—বেশ কয়েকজন—কেন?

—এমনি, ধর তোকে যদি এখন এই পিস্তলটা দিয়ে ঝেড়ে দিই, ক'টা মেয়ে কষ্ট পাবে?

—দু-একজন পেতে পারে। দেখ এসব উল্টোপাল্টা কথার অর্থ কি? তোমার সঙ্গে আমার কি কোন ঝগড়া আছে? তাহলে তুমি আমার পেছনে কেন লেগেছ?

—সে সব কিছু নয় রে হারামী। ওর রক্তহীন কোঁচকানো ঠোঁট কামড়ে শয়তানী হাসি হেসে বলল, তোকে দেখতে তো বেশ ভাল, আস্তানাটাও ভাল, যখন আসিস্ তখন তোকে লক্ষ্য করছিলাম—গাড়িখানাও তো বেশ জব্বর।

আমি গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

—তোমার পিস্তল বরং সরিয়ে রাখো। এ কথায় কোন কাজ হবে না জেনেও বললাম, এসো আমরা স্কচ পান করি।

—আমি মদ খাই না।

—ভাল। মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় যে বলি মদ খাই না। তা আজ তোমার সম্মানে একটু হয়ে যাক।

মাথা নাড়ল ছোকরা। শালা এটা কি ড্রিঙ্কিং পার্টি?

এই সমস্ত আজেবাজে কথাবার্তা চালিয়ে আমি ঠিক করে নিয়েছি কি করব। ছোকরা আমার সমান লম্বা। প্রথমেই যদি লাফ মেরে ওকে একটা আঘাত করি, তাহলে মনে হয় ওর সঙ্গে যুঝতে পারব। কিন্তু ওর কাছে পিস্তল আছে।

—তাহলে এটা কিসের পার্টি? প্রশ্ন করে আমি আমার ডান পা-টা একটু এগিয়ে দিলাম। এমন পোজিশন নিলাম যাতে সুযোগ পেলেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

—গুলি ছোঁড়ার পার্টি রে হারামীর বাচ্চা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল।

—কাকে গুলি মারা হবে?

—তোকে রে বুদ্ধু।

আমি ঘামতে লাগলাম। জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু জীবন মৃত্যুর মাঝখানে এমনটি আগে কখনও হয়নি। ঠিক করলাম, ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিলে ভীরুতা আরো চেপে বসবে। বললাম, কিন্তু কেন গুলি করবে বলবে তো!

—জানি না। আর আমার জানার দরকারও নেই। আমার কিছু পয়সা পাওয়া নিয়ে কথা।

আমার সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। জিভ শুকিয়ে কাঠ।

—আমাকে মারার জন্যে তোমাকে টাকা দেওয়া হয়েছে? তাই না?

—হ্যাঁ, তাই। টাকা ছাড়া তোকে আমি মারতে যাবো কেন?

কম্পিত গলায় আমি বললাম, ঘটনাটা আমাকে সব খুলে বল। আমাদের হাতে অনেক সময় আছে। কে তোমাকে পাঠিয়েছে। আমাকে খুন করে তোমার কি হবে?

—আমি জানি না, যাঃ। কোন কাজকর্ম ছিল না, ধান্দায় ঘুরছিলাম। একটা কুত্তা শালা এসে বলল, তোর এখানে আসতে হবে, তোকে হাপিস করতে পারলেই পাঁচশ ডলার দেবে। একশ ডলার দিয়েছে আর চারশো কাজ হাসিলের পর। তাই তোর এখানে এসেছি।

—লোকটা কে?

—বলব না রে শালা। সে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। ও শালা রাস্তার কোন পাবলিক। মাথায় একটা গুলি ঝাড়ব, চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে।

—লোকটাকে দেখতে কেমন? মরীয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

হঠাৎ ও হিংস্রভাবে আমার দিকে তাকাল। পিস্তলটা আমার কপালে টিপ করে হিংস্র স্বরে

বলল, সেটা জেনে তোর কাজ কি? তোর সময় শেষ, সেটাই চিন্তা কর। আমি বুকে বল এনে, মন শক্ত করে বললাম, পাঁচশো ডলার কি যথেষ্ট? আমি তোমাকে হাজার ডলার দোব। বন্দুকটা নামিয়ে নাও।

চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কাউকে কথা দিলে কথার খেলাপ করিনা।

ঠিক সেই সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল। এদিকে আমিও গত কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে আমার কর্মপন্থা ঠিক করে নিয়েছি। টেলিফোনের আওয়াজে খানিকটা চমক ভেঙে ও চোখ কুঁচকে ফোনের দিকে তাকাল।

আমি আমার মাথা ওর মুখের দিকে আর হাতটা ওর পিস্তলের দিকে লক্ষ্য করে শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ ঠিক রকেটের মত ছিটকে ওকে আঘাত করলাম। আমার শক্ত মাথা ওর নাকে আর মুখে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। একই সঙ্গে বিশাল ওজনের একটা ঘুষি চালালাম ওর পিস্তল ধরা হাতে। ও সশব্দে চেয়ার নিয়ে পড়ে গেল। আমি একটু সরে গেলাম।

ঐ আচমকা আঘাতে ও রীতিমত ঘাবড়ে গেছে, না হলে ও আমাকে ওর মজবুত দু-হাত দিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারতো। ঐ ঘুঁষিতেও ওর হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল না। ও ওঠার আগেই আমি খাঁড়া বসাবার কায়দায় ওর দুটো কাঁধে পরপর দুটো ঘুঁষি চালালাম। ওর হাতদুটো আলগা হয়ে পিস্তলটা মেঝেতে পড়ে গেল। আমি নীচু হয়ে তুলতে যেতেই ও বিদ্যুৎবেগে আমার চোখের ওপর ঘুঁষি চালাল। ঠিক যেন হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে আমি ছিটকে পড়লাম।

আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। কয়েক সেকেন্ড বাদে স্বাভাবিক হতে দেখি ও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, ওর নাক মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরছে। ও আমার মাথা লক্ষ্য করে লাথি চালাল।

আমি দু-হাত দিয়ে লাথি আটকাবার চেষ্টা করলাম এবং একটু গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি, মাঝখানে মেঝের ওপর পড়ে আছে পিস্তল।

ও ক্রুদ্ধ কুকুরের মত চীৎকার করে উঠল। কিন্তু নীচু হয়ে ভুল করেও পিস্তলটা তোলার চেষ্টা করলনা। ও জানত তাহলে আমি ওকে লাথি মেরে গুঁড়ো করে দেব। কাজেই ও ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত তেড়ে আসতেই আমি ওর মুখে সজোরে একটা ঘুঁষি চালালাম। ও ছিটকে আমার একটা ঝোলানো ছবির ওপর গিয়ে পড়ল।

আমি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে মাথা দিয়ে ওর মুখে, নাকে আঘাত করলাম এবং পর পর ছ-খানা ঘুঁষি ওর পেটে মারলাম। ও ঘুঁষিগুলো খেয়ে একটু নরম হয়ে গেল আর ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর আবার কতকগুলো ঘুঁষি চালাতেই দেখি ওর হাতে চক্‌চকে একখানা ছুরি। চোখে খুনীর দৃষ্টি।

কী বীভৎস দেখতে হয়েছে লোকটাকে। নাক, মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে জমে আছে। আমি কয়েক পা পিছিয়ে এলাম, ওর খ্যাপা কুকুরের মত তাড়া খেয়ে।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকতেই এক ঝটকায় গায়ের কোট খুলে বাঁ হাতটা পুরো জড়িয়ে নিয়ে, ছুরি তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেটা এগিয়ে দিলাম। ছুরিটা আমার কোটে জড়িয়ে গেল। আমি ঠিক সেই মুহূর্তে একটা নিখুঁত, সময়মুত ও কার্যকরী একখানা ঘুঁষি মারলাম ওর চোয়ালে। ওর মুখে একটা কঁক্ করে আওয়াজ বেরোল। একটু ঝুঁকে পড়তেই ঘাড়ে একটা। ছুরিটা খসে পড়ল। আমি বিদ্যুৎবেগে লাথি মেরে ছুরিটা মেঝের অন্যপ্রান্তে সরিয়ে দিলাম। ও মেঝেতে পড়ার সময়ে ওর চোয়ালে আর একখানা বিশাল ঘুঁষি মারতেই একটা বিশাল শব্দ করে কার্পেটের ওপর থুতনী রেখে ও আছড়ে পড়ল।

দেওয়াল ধরে ঝুঁকে কুকুরের মত হাপাচ্ছিলাম। শরীরে কোন জোর নেই। এরকম ঘুঁষি কাউকে কোনদিন মারিনি বা খাইনি। হঠাৎ দড়াম করে একটা আওয়াজ হল। দেখি দরজা খুলে দুটো পুলিশ ঢুকলো হাতে বন্দুক।

—কী ব্যাপার! সমস্ত ব্লকটাকে কাঁপিয়ে কী ধরণের মারপিট হচ্ছে অ্যাঁ? একটা পুলিস ঝাঁঝিয়ে উঠল।

পুলিস দুটো ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানটা মেঝের ওপর গড়িয়ে গিয়ে ওর পিস্তলটা তুলে

নিল। তখনও ওর চারশো ডলার আয় করার ইচ্ছে ছিল। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল কিন্তু গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেওয়ালের প্লাস্টারের চাপড়া ভেঙ্গে পড়ল।

একটা পুলিশ ওকে গুলি করল। আমি চীৎকার করে বাধা দিতে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে ছোকরা শেষ। হাতটা তুলেছে আমাকে দ্বিতীয় গুলি মারবে বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

সামনের বোর্ডে "নো-স্মোকিং" লেখা জ্বলে উঠতেই আমার পাশের সহযাত্রী একটু ঝুঁকে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের মাথায় চক্‌চকে টাক, বেশ মোটা চেহারা। বাঃ! এই তো আমরা হংকং পৌঁছে গেলাম। ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, কিন্তু তার বিরাট মাথা ডিঙিয়ে আমার পক্ষে বাইরেটা দেখা সম্ভব ছিলনা, তাই বেল্ট বাঁধতে ব্যস্ত হলাম। ভদ্রলোক আবার বললেন, ওরা বলেছিল যে এটা নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। জানিনা ওদের কথা কতটা সত্যি।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক বেল্ট বাঁধতে ঝুঁকে পড়তে আমি ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে জানলার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সবুজ পাহাড়, নীল সমুদ্রের জলে সূর্যের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে—সমুদ্রে বেশ নৌকো ভাসছে। মোটা ভদ্রলোক যিনি হনলুলু থেকে আমার সহযাত্রী ছিলেন, প্লেন রানওয়েতে নামতে ও তার ক্যামেরা, ব্যাগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

—আপনি কি "পেনিনসুলা" হোটেলে থাকছেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

—না, আমি ওখানে থাকছিনা।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কউলুন তো বেশ ভাল জায়গা। ভাল হোটেল, দোকানপাট সবই এখানে আছে। আপনি কি ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কাজে এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা সেজন্যই এখানে থাকছেন না? আমি মৃদু হাসলাম। ভ্রমণটা বেশ ভালই লাগল, একটু লম্বা বটে কিন্তু বেশ উপভোগ্য।

কাস্টমস্-এর ঝামেলা পেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে কোলাহলমুখর এয়ারপোর্টের ব্যস্ত এলাকায় এসে দেখি সেই মোটা ভদ্রলোক হোটেল-বাস এ উঠছেন। উনি আমাকে হাত নাড়লেন, আমিও হেসে হাত নাড়লাম।

প্রায় আধডজন বয়স্ক, শুকনো চামড়ার, হলদেটে রং-এর রিক্সাওয়ালা একসঙ্গে চীৎকার করে আমাকে ডাকতে লাগল। কী করবো ভাবছি। এমন সময় বেঁটে একটা মোটাসোটা চীনা এসে ঝুঁকে অভিবাদন জানাল। মাফ করবেন, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনার কি ট্যাক্সি লাগবে?

—আমি ওয়াঞ্চাতে যাব, সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে।

—আচ্ছা ওটা তো দ্বীপের ওপর। আপনি তাহলে ট্যাক্সি নিয়ে ফেরিঘাটে গিয়ে ওখান থেকে নৌকো করে ওয়াঞ্চাই চলে যান। ফেরিঘাটের উল্টোদিকেই আপনার হোটেল।

—অশেষ ধন্যবাদ। আমি বললাম, ড্রাইভারেরা কি ইংরাজী বুঝতে পারে?

—হ্যাঁ, অল্পসল্প ইংরেজী সবাই বুঝতে পারে, বলে ইশারা করে একটা ট্যাক্সি ডাকল। লোকটার পিছু পিছু আমি ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলাম। ড্রাইভার একজন রোগা চীনা, জামাকাপড় নোংরা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল।

—এ আপনাকে ফেরিঘাটে নিয়ে যাবে স্যার! ভাড়া হংকং ডলারে ছয় ডলার। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমেরিকান এক ডলার হংকং-এর ছয় ডলারের সমান। লোকটা সামান্য হেসে বলল, আপনার হোটেল খুঁজতে কোন অসুবিধা হবে না।

বললাম, ফেরিঘাটের ঠিক উল্টোদিকে?

একটু ইতস্ততঃ করে সোনা বাঁধান দাঁত বের করে হেসে লোকটা বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনি যে হোটেলে যাচ্ছেন সেখানে আমেরিকানরা সাধারণতঃ থাকেনা, বেশীর ভাগ

আমেরিকানরা 'গ্লুসেস্টার' নয় 'পেনিনসুলা'য় থাকে।

—ঠিকই বলেছেন। আমি একটু হেসে বললাম. তবে আমি ওখানেই উঠবো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

—আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আমাকে দিল। এখানে আপনার একজন গাইডের প্রয়োজন হতে পারে। আপনি শুধু একটা ফোন করলেই...।

—অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে থাকবে। কার্ডটা ওর হাত থেকে নিয়ে ঘড়ির চেনের তলায় রাখলাম। লোকটা অভিবাদন করে চলে গেল। আমি ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম।

প্লেনে আসতে আসতে আমি হংকং-এর ভৌগলিক বিবরণ দেখে নিয়েছিলাম। কাই-তাক এয়ারপোর্ট কউলুন উপদ্বীপে অবস্থিত। প্রণালী পার হলে হংকং দ্বীপ। ফেরিতে মিনিট পাঁচেক পার হতে লাগে। ওয়াঞ্চাই যেখানে হেরম্যান থাকত, সেটা হংকং-এর সমুদ্র এলাকার একটা শহর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফেরিঘাটে পৌঁছে, কউলুন-এর এই সমুদ্র এলাকায় এসে দেখি গাদা গাদা কুলি বিশাল বিশাল মোট বয়ে নিয়ে চলেছে। কেউ ট্রাফিক মানছে না। চেঁচামেচি হৈ-হট্টগোল। বড় বড় আমেরিকান গাড়ি চলছে, মালিক চীনা ব্যবসায়ীরা। কিছু কুলি দু-চাকার ঠেলায়, কিছু কুলি বাঁশের টুকরোতে মোট ঝুলিয়ে দু'জনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দোকানের সামনে ভীষণ ভীড়, চীনা পুরুষ-মহিলা দাঁড়িয়ে কাঠি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কিছু খাচ্ছে। কিছু নোংরা জামাকাপড় পরা, রোগা বেঁটে চীনা ছেলেমেয়ে পিঠে বাচ্চা বাঁধা, রাস্তার একধারে খেলা করছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, এখানে একশজন চীনা পিছু একজন ইউরোপীয়ান। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে একটা বোটে গিয়ে বসলাম। বোটে চীনা ব্যবসায়ী, আমেরিকান ট্যুরিস্ট আর কিছু চীনা মেয়ে বসেছিল।

আমি বোটের একধারে একটা সীটে বসে হংকং-এর দিকে রওনা হলাম। আমি আরাম করে বসে আগের ঘটনাগুলো স্মরণ করতে লাগলাম। মনে হল, অনেকক্ষণ হল আমি প্যাসাডোনা সিটি ছেড়ে এসেছি। অবশ্য আমার এখানে আসা বেশ কয়েকদিন পিছিয়ে গেছিল কারণ আমার ঘরের সেই ভয়ঙ্কর অতিথি। রেটনিককে শুধু বলেছি, আমি ঘরে ঢুকেই লোকটাকে দেখতে পাই এবং ও আমাকে মারতে আসে তখন আমিও ওকে মারি। হাতে সাইলেন্সার পিস্তল ছিল। সম্ভবতঃ ছিঁচকে চোর হবে হয়তো। রেটনিক আমার কথা বিশ্বাস করেনি। বলেছিল, গাধা ছিঁচকে চোর সাইলেন্সার পিস্তল নিয়ে কারোর ঘরে ঢোকে না।' আমি মনে মনে হেসে আমার কথাতেই অটল ছিলাম। যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও অবশেষে হংকং-এ এসে পৌঁছেছি।

আমি স্থির নিশ্চিত ঐ খুনেটাকে যে পাঠিয়েছিল সে সেই রহস্যময় হার্ডউইক। আমি আর একটা পয়েন্ট থ্রি এইট 'পুলিশ স্পেশাল' কিনেছি সেটা ভবিষ্যতে কখনও কাছ ছাড়া করবনা।

বোটটা ফেরিঘাটে নামার জায়গায় গিয়ে পৌঁছাল। সব যাত্রীই নামার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওয়াঞ্চাই শতকরা একশ ভাগ চীনা শহর। দু'জন আমেরিকান খালাসী ছাড়া সবাই চীনা। প্রচুর সুন্দর দেখতে চীনা মেয়ে, তাদের কালো চোখের তারায় আমাকে আমন্ত্রণ জানাল।

একপাশে ছড়ির দোকান আর একপাশে বাচ্চাদের খেলনার দোকান, দুটো দোকানের মাঝখান দিয়ে সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে ঢোকার রাস্তা।

হোটেলে ঢুকলাম। রিসেপশনে একজন বৃদ্ধ চীনা বসে আছে মাথায় টুপি, গায়ে কালো কোট, থুতনীতে সাদা দাড়ি। বাদামের মত দুটো চোখ, তাতে নির্জীব দৃষ্টি।

—আমার একটা ঘর চাই। ব্যাগটা রেখে বললাম। আমার জামাকাপড় খুব একটা ভাল ছিল না। প্লেনের ধকলে নষ্ট হয়ে যাওয়া জামাকাপড় দেখে আমাকে খুব পয়সাওয়ালা মনে হচ্ছিলনা।

অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে খুব নিরাসক্তভাবে আমার সামনে একটা বাঁধানো খাতা আর পেন রাখল। আমি যথাযথ জায়গায় আমার নাম, ঠিকানা লিখে ফেরৎ দিলাম, লোকটা একটা চাবি বোর্ড থেকে নিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল।

—দশ ডলার। একটু থেমে বলল, সাতাশ নম্বর ঘর।

চাবিটা আমি তুলে নিলাম। লোকটা ডানদিকের পথ দেখিয়ে দিতে আমি সরু পথটা ধরে এগিয়ে

গেলাম। পাশের একটা ঘর থেকে এক আমেরিকান খালাসী বেরিয়ে এল। রাস্তাটা খুব সরু। ওর পেছনে মোটাসোটা ছোট স্কার্ট পরা চীনা মেয়ে। সারা মুখে বিরক্তির ছাপ। আমি সব কিছু পেরিয়ে অবশেষে সাতাশ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম।

একটা দশফুট বাই দশফুট ঘর। একটা চেয়ার, দুটো বিছানা, দেওয়ালে একটা কাপবোর্ড, মেঝেতে এক চিলতে কার্পেট, ঘরে একটা জানলা।

ব্যাগ রেখে বিছানায় বসলাম, বিছানাটা শক্ত। খুব ক্লান্ত লাগছিল। এখন মনে হচ্ছে 'গ্লুসেস্টার' বা 'পেনিনসুলা' হোটেলে থাকলেই হত। ওখানে ডি-লুক্স শাওয়ারে চান করে, বরফ দিয়ে বীয়ার খেয়ে আরাম করা যেত। কিন্তু আমি তো আরাম করতে আসিনি। এসেছি কাজে। কিছুক্ষণ জিরিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে খানিকটা ভাল লাগল। হোটেলটা বেশ ঠাণ্ডা। ট্রাফিকের মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। হাতের ঘড়িতে দেখলাম ছ'টা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। ঘড়ির স্ট্র্যাপের নীচে রাখা গাইড কার্ডটা বের করলাম। 'ওয়ন-হপ-হো'। ইংরেজী বলিয়ে গাইড। নীচে টেলিফোন নম্বর দেওয়া। মানিব্যাগে রাখলাম।

তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি আমার উল্টোদিকের ঘরে একটা চীনামেয়ে দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরের গঠন ভারী সুন্দর, চক্চকে কালো চুলে একটা বিনুনী। সাদা টাইট ব্লাউজ পরনে, নীচে নীল রঙের চাপা স্কার্ট। সারা দেহে যৌবনের প্রাচুর্য। যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

—হেই মিস্টার। বেশ বড় করে একমুখ হেসে বলল, আমি লেইলা, তোমার নাম কি?

—নেলসন রায়ান। দরজায় চাবি দিতে দিতে বললাম, শুধু নেলসন বললেই হবে। তুমি কি এখানেই থাক?

—হ্যাঁ। নরম দৃষ্টিতে আমার সারা শরীরটা তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, এখানে খুব কম আমেরিকানরা থাকে, তুমি কি থাকবে নাকি?

—সেই রকমই ইচ্ছে আছে। তুমি এখানে কতদিন আছ?

—আঠারো মাস। মেয়েটার অদ্ভুত উচ্চারণে ওর কথা বোঝার জন্যে আমাকে খুব মন দিয়ে শব্দ ক'টা শুনতে হচ্ছে। ও হেসে কি বলতে চাইল আমি বুঝলাম, যখন আরাম করার ইচ্ছে হবে, তখনই আমার ঘরে চলে এসো। কেমন?

হকচকিয়ে উত্তর দিলাম, ঠিক আছে মনে থাকবে।

একটু দূরে ভেতর দিকে একটা দরজা খুলে বেঁটেমত একজন লোক মনে হল ফরাসী নয় ইতালীয় আমাকে অতিক্রম করে চলে গেল। পিছনে অল্পবয়সী একটা চীনা মেয়ে। মেয়েটার বয়স বড় জোর ষোল। এটা যে কী ধরনের হোটেল বুঝতে আর বাকী রইল না আমার। লেইলা খুব শান্ত স্বরে বলল, তুমি আমার ঘরে কি এখুনি আসবে? একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। বললাম, না ঠিক এখন নয়। এখন একটু ব্যস্ত আছি।

—আমেরিকান ভদ্রলোকেরা সবসময়ই ব্যস্ত থাকে। ও বলল, তাহলে আজ রাত্রে আসবে তো?

—আমি তোমাকে জানাব।

মেয়েটা ক্ষেপে গেল।

—এটা কোন কাজের কথা নয়। হয় বল আসবে, না এলে বল আসবে না।

—সে তো ঠিক কথাই। এখন আমার জরুরী কাজ আছে। বলেই আমি প্যাসেজ দিয়ে তাড়াতাড়ি লবিতে চলে এলাম। দেখি সেই ক্লার্ক ধ্যানে রয়েছে।

রাস্তায় এলাম। রিক্সাচালক ছেলে আমাকে দেখে ছুটে এল।

—পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলো। সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা ছুটল। প্রতি মুহূর্তে আমার ভয় করছিল এই বুঝি বিশাল ট্রাক আমাকে চাপা দিয়ে দেবে। গাড়িগুলো কোন গ্রাহ্য না করে যেন গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

অবশেষে হংকং সেন্ট্রাল পুলিশ স্টেশনে সশরীরে এসে নামলাম। দেখি অক্ষত অবস্থাতেই আছি।

গেট দিয়ে ঢুকে এক সার্জেন্টকে মোটামুটি কাজের কথাটা বোঝাতে সে একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অফিস দেখিয়ে দিল। ঘরে চীফ ইন্‌সপেক্টর বসে আছেন। বয়স্ক, সাদা চুল, বড়সড় মিলিটারী গোঁফ। আমি ওকে আমার পরিচয় দিতে উনি নিজের পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোকের নাম ম্যাকার্থী। উচ্চারণ স্কটিশ।

—জেফারসন? শরীরটা হেলিয়ে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো? কয়েকদিন আগে প্যাসাডোনা সিটি থেকে এই ব্যাপারে একটা খোঁজ চেয়ে পাঠিয়েছিল। আমি নিজে সেটার উত্তর পাঠিয়েছি। লোকটা আপনার কে হয়?

আমি জানালাম আমি ওর বাবা মিঃ জে. উইলবার জেফারসনের হয়ে কাজ করতে এসেছি। আপনি এ ব্যাপারে যা কিছু জানাতে পারবেন তাতেই আমার কাজ হবে। হেরম্যান ও তার স্ত্রী মিস অ্যানের সম্বন্ধে সামান্যতম কোন খবরও আমার কাজে আসতে পারে।

—আপনি বরং আমেরিকান কনস্যুল অফিসে যান। ওরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। পাইপে আগুন দিয়ে সুগন্ধী ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমি ওর ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানিনা। শুধু এটুকুই জানি একটা মোটর দুর্ঘটনায় ও মারা গিয়েছিল। সেটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?

—দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটেছিল?

—ভিজে রাস্তায় খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ির মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। গাড়িতে আগুনও ধরে গিয়েছিল। আমরা যখন দেখতে পাই তখন আর কিছু করার ছিল না।

—ওর সঙ্গে কেউ ছিল কি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—না।

—ও কোথায় যাচ্ছিল?

ম্যাকার্থী চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

—তা জানি না। দুর্ঘটনা ঘটেছিল কউলুন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, নিউটেরিটোরী'তে। কাজেই ও যেখানে খুশী যেতে পারত।

—ওকে কে সনাক্ত করেছিল?

একটু নড়ে বসল। মনে হল কষ্ট করে ধৈর্য রাখার চেষ্টা করছে।

—ওর স্ত্রী।

—লোকটার এখানে কি ভাবে চলত? মানে ও কী করত বলতে পারেন?

—সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এখানে কেউ নিজে থেকে গণ্ডগোল না পাকালে আমরা তার পেছনে লাগিনা। জেফারসন সেরকম কোন গণ্ডগোল করত না। আর যতটুকু জানি তাতে তাকে সুনাগরিক বলা যায় না। ওর স্ত্রী অনৈতিক উপায়ে...মানে বুঝতেই পারছেন, যা রোজগার করত তাতেই ওদের চলত। আর পুলিশ এতে হস্তক্ষেপ করত না। কারণ একদম নিরুপায় ছাড়া আমরা আমেরিকান নাগরিকদের পেছনে লাগিনা।

—যদি দয়া করে মেয়েটার সম্বন্ধে কিছু বলেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিরক্ত মুখে বলল, সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটা ছিল একটা গনিকা। আসল কথা কি জানেন এই রিফিউজি মেয়েগুলো এখানে এসে পেটের ভাতের রোজগার করতে এই আদিম এবং সহজতম বৃত্তিটাই বেছে নেয়। আমরা আস্তে আস্তে এটা কমাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাজটা কি অত সহজ?

—মেয়েটা কেন খুন হয়েছিল, সে ব্যাপারে খোঁজখবর করতে এসেছি।

ম্যাকার্থী মাথা নেড়ে বলল, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবোনা। সামনে একগাদা ফাইলের দিকে চেয়ে বলল, আমি যা জানাবার মিঃ রেটনিককে জানিয়ে দিয়েছি। নতুন করে আপাততঃ আমার কিছু জানানোর নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—ঠিক আছে ধন্যবাদ। একটু ঘুরে দেখি কিছু জানতে পারি কিনা।

—দেখুন, তবে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।

সামনের কাগজগুলো নিজের দিকে টেনে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল।

—যদি আমার কিছু করার থাকে। ওর সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে এলাম।

কুইন্স রোড এখন বেশ ব্যস্ত। প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। এখন আমেরিকান কনস্যুল খোলা পাব কিনা সন্দেহ আছে। নতুন কোন সংবাদ পেতে হলে আমাকে নিজেকেই সবদিক খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু কোন্ জায়গা থেকে শুরু করব, সেটা ঠিক করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে।

আধঘণ্টার মত শহরটা ঘুরে দেখলাম। এখানকার লোকজন, আবহাওয়া খানিকটা ভাল লেগে গেল আমার। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম কিছু পান করা যাক।

ওয়াঞ্চাই বেলাভূমির বিশাল এলাকা জুড়ে ছোট ছোট 'বার'। আমি একটা বড়সড় বার দেখে ঢুকে পড়লাম। বক্স-এ খুব হৈ-চৈ গানের বাজনা বাজছে। অনেক আমেরিকান খালাসী এখানে বীয়ার খাচ্ছে। চীনারা নিজেদের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছে। লম্বা একটা বেঞ্চে একগাদা চীনা মেয়ে নিজেদের মধ্যে কলকল করে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে খুব জোরে হেসে উঠছে। ওয়েটার এল। আমি 'স্কচ' আর 'কোক'-এর অর্ডার দিলাম। ছেলেটা সেগুলো দিয়ে যেতেই দেখি আমার সামনের চেয়ারে কোণা থেকে একটা মাঝবয়সী চীনা মহিলা এসে বসল।

—শুভসন্ধ্যা। আমার শরীরটা তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলল, আপনি কি এই প্রথম হংকং-এ বেড়াতে এসেছেন?

—হ্যাঁ। আমি বললাম।

—আমি যদি আপনাকে সঙ্গ দিই, কিছু মনে করবেন?

—মোটেই না। আপনার জন্যে কি পানীয় নো'ব বলুন।

—শুধু একগ্লাস দুধ। মহিলাটি হেসে বলল।

আমি ওয়েটারকে হাতের ইশারায় ডাকতে ও যেন বুঝে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক গ্লাস দুধ দিয়ে গেল।

—এখানকার খাবার খুব ভাল, খিদে পেলে খেয়ে নিতে পারেন। দুধে চুমুক দিল।

—না, এত তাড়াতাড়ি আমি খাইনা। আপনি দুধ ছাড়া অন্য কিছু কড়া পানীয় খাবেন না?

—না। আপনি কি 'গ্লুসেস্টারে' উঠেছেন? ওটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল হোটেল।

—হ্যাঁ। সেরকমই তো শুনেছি। আমার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনার কোন সুন্দরী মেয়ে লাগবে না। আমার হাতে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। ওদের সুন্দর ফিগার। আপনি বললেই আমি একটা ফোন করে দেব ওরা এখানে চলে আসবে আপনার যাকে পছন্দ হবে বলে দেবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

—ধন্যবাদ। আমার এখন দরকার নেই। আচ্ছা এই মেয়েদের জোগাড় করতে আপনার অসুবিধা হয়না?

মহিলা হাসল। অসুবিধা? হয়, তবে মেয়ে জোগাড় করতে নয়। এখানে অনেক মেয়ে আছে যারা অল্প পয়সার বিনিময়ে পুরুষদের মনোরঞ্জন করে থাকে।

সেলেশিয়াল হোটেল থেকে এই 'বার' এর দূরত্ব কয়েকশো গজ। খুব সঙ্গত কারণেই আমার মনে হল, এই মহিলাই হয়তো স্থানীয় গনিকাদের নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং জো-অ্যানকে চিনতে পারে। বললাম, আমার এক বন্ধু গত বছর এখানে এসেছিল। একটা মেয়েকে তার খুব ভালো লেগেছিল। তার নাম জো-অ্যান। তার সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছে আছে। আপনি তাকে চেনেন?

কয়েক মুহূর্ত চেয়ে একটা অবাক হবার ছাপ দেখলাম। তারপর টেবিলে টোকা মেরে বলল, হুঁচিনি। নিশ্চয়ই চিনি। আপনি বলেন তো এখুনি টেলিফোন করতে পারি। ওকে আপনার পছন্দ হবেই।

আমি আমার অবাক হবার ছাপ লুকোতে চেষ্টা করে বললাম, হ্যাঁ, টেলিফোন করুন না।

—আমার মেয়েদের মধ্যে ও সবচেয়ে সুন্দরী। তবে ও বাড়িতে ওর মা-বাবার সঙ্গে থাকে। তাই ওর সঙ্গে একটা হোটেলে যেতে হবে। আপনি ওর জন্যে তিরিশ হংকং ডলার, ঘরের জন্যে দশ হংকং ডলার আর, একটু হেসে বলল, আমার জন্যে মাত্র তিন হংকং ডলার দিন।

—ঠিক আছে। তারপর হেসে বললাম, আমি কি করে বুঝবো যে এই মেয়েটি জো-অ্যান।

ওতো অন্য কেউ হতে পারে?'

আমাকে খুব নিবিষ্টভাবে দেখে বলল, আপনি তামাশা করছেন? ওতো জো-অ্যান। তাছাড়া আর কে হবে?

—ঠিকই তো। আমি তামাশা করছিলাম।

—আমি একটা টেলিফোন করে আসি। দেখলাম মহিলা কাউন্টারের পাশে যেখানে টেলিফোন থাকে, সেখান থেকে ফোন করছিল।

ইতিমধ্যে একজন আমেরিকান খালাসী এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। ও হাত সরিয়ে চুপ করতে বলল। লোকটা আমাকে দেখে চোখ টিপল, আমিও পাল্টা চোখ টিপলাম। মহিলা রিসিভার রেখে দিল। বার-এর সকলে বুঝল আমি একটা মেয়ে বুক করলাম। এটা এখানে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা আর সকলেই এতে খুশী। মহিলাটি আমার কাছে এসে বলল, দশ মিনিটের মধ্যে ও আসছে। ও এলে আপনাকে জানিয়ে দেব।

মিনিট পনের পর বার-এর দরজা খুলে একটা চীনা মেয়ে ঢুকল। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল। পরনে কালো-সাদা ডোরা ইউরোপীয়ান পোষাক। লাল ফিতের হ্যান্ডব্যাগ। মেয়েটা খুবই আকর্ষণীয়া। মেয়েটা চীনা মহিলার দিকে তাকাতে সে চোখ দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল। ও আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল। খালাসীগুলো সিটি মারল। ও বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে ওদের দিকে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল।

—হ্যালো। তোমার নাম কি?

—নেলসন। তোমার নাম?

—জো-অ্যান।

—জো-অ্যান কি? আমি বললাম। মেয়েটা টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে নিয়ে বলল, কী আবার। জো-অ্যান শুধু।

—উয়ং-চিয়াং নয়?

মেয়েটা চট করে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, হ্যাঁ ওটাই আমার নাম। তুমি জানলে কি করে?

ও মিথ্যে কথা বলছে বুঝেও বললাম, গতবছর আমার এক বন্ধু এখানে এসেছিল, সে তোমার কথা খুব বলেছে।

—আমি খুব খুশী। বলে মেয়েটা তার ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেটটা রাখল। আমি আগুন দিলাম। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমাকে তোমার পছন্দ?

—নিশ্চয়ই।

—চল তাহলে আমরা যাই।

—চল।

—আমাকে তিন ডলার দাও, মাদামকে দিতে হবে।

আমি ওকে তিন ডলার দিলাম। সেই মহিলা আমাদের এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল। টেবিলের কাছে এসে বলল, ওকে পেয়ে খুশী হয়েছেন তো?

—নিশ্চয়ই। কে না হত?

ওর কাছ থেকে তিন ডলার নিয়ে বলল, আবার আসবেন। আমাকে এখানেই পাবেন।

মেয়েটা আগে আগে। আমি পেছনে যাওয়ার সময় খালাসীগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। ওদের একজন আঙুল দিয়ে একটা বাজে ইঙ্গিত করল। সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

—আমি একটা পরিষ্কার হোটেল জানি। ও বলল।

—আমিও জানি। চলো সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে আমি থাকি, সেখানে চলো। আমি বললাম।

—আমার হোটেলটা আরও ভাল।

—ঠিক আছে, আমারটাতেই চলোনা। বলে ওর কনুই ধরে কোলাহলমুখর রাস্তায় ঠেলে

দিলাম। আমার হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

মেয়েটা গায়ে গা ঠেকিয়ে চলতে লাগল। ওর চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ, দৃষ্টিটা উদাসীন। গায়ে দামী পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে। হোটেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ও পেশাদারী কায়দায় ওর নিতম্ব দোলাচ্ছিল। আমার চোখ যেন বেশী করে সেদিকেই চলে যাচ্ছিল।

বৃদ্ধ রিসেপশন ক্লার্ক আমাদের চোখ চেয়ে একবার দেখে আবার ঝিমোতে লাগল। প্যাসেজ দিয়ে এগোতেই দেখি লেইলা ওর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নেলপালিশ লাগাচ্ছে। আমি ওকে অবজ্ঞা করে দরজা খুলে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে হুড়কো দিলাম। মেয়েটা ঢুকেই আমাকে বলল, তুমি যদি আমাকে পঞ্চাশ ডলার দাও, তবে আমি তোমাকে খুব ভালভাবে আনন্দ দেব।

মেয়েটা ওর ফ্রকের চেন খুলে ফেলল। আমি বাধা দেবার আগেই ওর দেহের উর্দ্ধাংশের পোষাক খুলে ফেলল।

—একটু আরাম কর। আমার তাড়াহুড়ো কিছু নেই। পকেট থেকে ম্যানিব্যাগ বার করতে করতে বললাম। আমি জো-অ্যানের ফটোটা বের করে ওকে দিলাম। ওর ফর্সা, গোলগাল মুখে হতবুদ্ধি ফুটে উঠল। তারপর চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা কি?

—জো-অ্যান-উইং-চিয়াং এর ফটো। ও আস্তে আস্তে উঠে জামাকাপড় পড়ে বিরক্তি ভরে বলল, আমি কি করে জানব যে তোমার কাছে ফটো আছে। মাদাম তো বলল, ওকে কেমন দেখতে তুমি নাকি ওকে চেননা।

—তুমি একে চেন?

—বিছানায় ওর ভারী নিতম্ব পেতে বসল।

—না আমি চিনি না। অধৈর্য্যের স্বরে বলল, তুমি কি আমায় টাকাটা দেবে?

আমি পাঁচটা দশ ডলারের নোট ওকে দেখিয়ে বললাম, মেয়েটা একটা আমেরিকান ছেলেকে বিয়ে করেছিল, তার নাম হেরম্যান জেফারসন। হেরম্যানকে তুমি চিনতে?

একটু হেসে মেয়েটা বলল, হ্যাঁ একবার ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তারপর আবার জো-অ্যানের ফটোটার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু একে এমন দেখাচ্ছে কেন? মনে হচ্ছে ও মরে গেছে?

—হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছো। ও মারা...যেন ওর হাতে কিছু কামড়ে দিল। তাড়াতাড়ি ফটোটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মরা লোকের ছবি দেখলে দিন খারাপ যায়। আমার টাকাটা দিয়ে দিলে চলে যেতাম।

আমি তখন হেরম্যানের ফটোটা ওর মুখের সামনে ধরে বললাম, এটাই তো ওর স্বামীর ফটো?

মেয়েটা এক ঝলক ফটোটা দেখে বলল, না, আমার ভুল হয়েছে। আমি একে কখনও দেখিনি। আমার টাকাটা দিলে চলে যাই।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ফালতু সময় নষ্ট হচ্ছে। ও আমাকে কিছু বলবে না। ওকে টাকাগুলো দিয়ে দিলাম। ও ব্যাগে টাকাগুলো রাখতে রাখতে বলল, আমি ওর সম্বন্ধে কিছু জানিনা। টাকাটার জন্যে ধন্যবাদ। দরজার হুড়কো খুলে ও বেরিয়ে গেল।

ভাবলাম ফালতু টাকাটা গেল। আবার অন্য জায়গায় খোঁজ করতে হবে। আমার নিজের টাকা হলে কষ্টটা আরো বেশী হতো। যেহেতু জেফারসনের টাকা খরচ করছি, তাই গায়ে বেশী লাগল না।

।। দুই ।।

একটু গড়িয়ে উঠে পড়লাম। খিদে পাচ্ছে। ঠিক করলাম বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি। দরজা খুলতেই দেখি লেইলা আগের পোষাক পরিবর্তন করে উদাস দৃষ্টিতে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উজ্জ্বল লাল আর সোনালী পোষাক পরেছে। চুলে খোঁপা তাতে ফুলের রিং লাগিয়ে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

—মেয়েটাতো বেশীক্ষণ থাকল না। ও বলল, কী ব্যাপার। তাছাড়া আমি থাকতে ওকে নিয়ে এলে কোন্ দুঃখে?

—একটা কাজের ব্যাপারে শুধু কয়েকটা কথা বলার জন্যে ওকে এখানে এনেছিলাম।

—কী কথা? ওর কণ্ঠে সন্দেহ।

—এই এটা-সেটা। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বেঁটে হলেও ওকে খুব আকর্ষণীয় লাগছে। বললাম, চলো দু'জনে কোথাও ডিনার করে আসি। ওর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

ও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঘরে ঢুকে ওর হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে চলে এল। বলল, খুব ভাল কথা। চল তোমাকে আমি একটা ভাল রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব। আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমরা অনেক কিছু খাব কিন্তু তোমার বেশী খরচাও হবেনা। ও প্রায় লাফাতে লাফাতে প্যাসেজ পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে চলে এল। রিসেপশন ক্লার্ক রোগা হাতে বেশ তাড়াতাড়ি, একটা ক্যালকুলেটরে হিসাব কষতে ব্যস্ত। বৃদ্ধ আমাদের দিকে তাকালনা।

লেইলা রাস্তা পেরিয়ে একটা ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা ফেরি পর্যন্ত একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাব। রেস্তোরাঁটা ওদিকে কউলুন-এ।

ট্যাক্সি করে ফেরিঘাটে এলাম। একটা ভীড় বোটে চাপলাম। সারাক্ষণ লেইলা বকর বকর করে গেল। চীনেরা নাকি মুভি দেখতে ভালবাসে। সত্যিই, আমি দেখলাম একটা শো-হাউসের সামনে ভীষণ ভীড়।

ওপারে পৌঁছে লেইলা আমাকে নাথান রোড ধরে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে লাগল। এই হাঁটাতে ওর খিদে বেশ বাড়বে। ফুটপাতের গা বেয়ে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে আমার হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কউলুনের এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা হল। এত বিচিত্র রঙের নিওন আলোর বিজ্ঞাপন আমি কোথাও দেখিনি।

অবশেষে রেস্তোরাঁতে পৌঁছলাম। রেস্তোরাঁর বাইরেটা আলোকিত এবং বেশ ভীড়। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নর্দমার ধারে খেলা করছে।

—চল আমরা এখানেই খুব ভাল খাবার পাই। রেস্তোরাঁর দরজা খুলে ধরল লেইলা। সঙ্গে সঙ্গে গমগমে, বেশ উত্তেজিত কিছু চীনা স্ত্রী-পুরুষের গলার আওয়াজ কানে এসে ধাক্কা মারল। কিন্তু যারা খাচ্ছে তাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যেকটা কেবিনের সামনে ভারী পর্দা ঝোলানো। বেশ জোরে একটা গান বাজছে আর সেই সঙ্গে টুংটাং কাপ-ডিসের আওয়াজ।

রেস্তোরাঁর মালিক একটা কেবিনের পর্দা তুলে ধরে লেইলার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমরা ঢুকে যেতে পর্দা নামিয়ে চলে গেল।

লেইলা বেশ আরাম করে বসে বসে বলল, আমি অর্ডার দেব। প্রথমে আমরা চিংড়িমাছ ভাজা খাব, তারপর একটা স্যুপ। তারপর 'বেগার-চিকেন'—এটা এখানে খুব ভাল ক'রে। তারপর দেখব, আর কী খাওয়া যায়। তবে চিংড়িমাছটা আগে খাব।

ওয়েটারকে দ্রুত ক্যান্টনীজ ভাষায় অর্ডার দিয়ে টেবিলে রাখা আমার হাতটা ওর হাতে তুলে নিল।

—আমি আমেরিকান ভদ্রলোকদের খুব ভালবাসি। এদের বেশ পৌরুষ আছে আর বিছানায় এদের আমার ভীষণ ভাল লাগে। তাছাড়া এদের হাতে পয়সাও তো প্রচুর।

—তুমি যা যা বললে তার কোনটাই আমার নেই। পরে কিন্তু হতাশ হতে হবে। তুমি এখানে কতদিন আছো?

—তিন বছর। আমি একটা রিফুইজী, ক্যান্টন থেকে এসেছি। আমার খুড়তুতো ভাইয়ের নৌকো করে ম্যাকাউ গেছি। সেখান থেকে আমি এই হংকং-এ এসেছি।

ওয়েটার আমাদের গরম গরম চীনা মদ এনে দুটো গ্লাসে ঢেলে দিল। ঐ কড়া মদে চুমুক দিতে দিতে বললাম, তুমি বোধহয় জো-অ্যান-উইং-চিয়াংকে চিনতে পাব। ঐ মেয়েটাও তো একটা রিফিউজী ছিল।

ও একটু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ ওকে আমি ভালভাবে চিনি। তুমি ওকে চিনলে কি করে?

—না, ওকে আমি চিনিনা।

এই সময়ে ওয়েটার একটা বড় পাত্র করে বড় বড় সোনালী রং-এর চিংড়িমাছ ভাজা দিয়ে

গেল। কাঠি দিয়ে একটা চিংড়ি গেঁথে সেটাকে সস্-এ ডোবাতে ডোবাতে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি ওর নামটা জানলে কি করে?

—আমার দেশের বাড়ির এক বন্ধুর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল। তোমার সঙ্গে ওর কখনও আলাপ হয়েছিল? ওর নাম হেরম্যান জেফারসন। আমি বললাম, একটা চিংড়ি কাঠি দিয়ে তুলতে গিয়ে সেটা টেবিলক্লথের ওপর পড়ে গেল। আবার নড়বড় করতে করতে চেষ্টা করে সেটা গেঁথে সাবধানে মুখে তুললাম। ভীষণ সুস্বাদু।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ও খুব চটপট্ অবিশ্বাস্য দ্রুত হাতে খাচ্ছে। বলল, জো-অ্যান আর আমি একই সঙ্গে ক্যান্টন থেকে পালিয়ে আসি। ওর ভাগ্য ভাল ছিল তাই একজন আমেরিকানকে ও বিয়ে করে যদিও এখন সে মৃত।

ওয়েটার এবার ফ্রায়েড রাইস দিয়ে গেল। ডিম ভাজা, হ্যামের টুকরো, চিংড়ি ভাজা এইসব দিয়ে মেশানো, সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। লেইলা খানিকটা ওর পাত্রে নিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে লাগল। আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠছিনা।

—ও কি জো-অ্যানকে নিয়ে তুমি যে হোটেলে আছ সেই হোটেলে থাকত? আমি প্রশ্ন করলাম।

কাঠি দিয়ে রাইস মুখে তুলতে গিয়ে টেবিলে ছড়ালাম।

লেইলা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

ওর প্লেটের চিংড়িভাজা শেষ। ফ্রায়েড রাইস অর্ধেক উদরস্থ হয়েছে। খুব কম সময়ের মধ্যে বেশী খাবার পেটে চালান দেওয়ার কায়দাটা ভালই রপ্ত করেছে।

—বিয়ের পর তিনমাস ওরা আমার পাশের ঘরটায় থাকত। তারপর হেরম্যান চলে যায়। একপাত্র সুন্দর হাঙরের স্যুপ এলো।

—ও চলে গেল কেন? আমি প্রশ্ন করলাম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বোধহয় অ্যানকে আর প্রয়োজন ছিল না তাই।

—চামচে করে স্যুপ খেতে খেতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? ওকে প্রয়োজন ছিল না কেন?

লেইলা আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, ও তো জোকে বিয়ে করেছিল শুধু ওর পয়সায় খেয়ে পরে থাকার জন্যে। তারপর যখন নিজে রোজগার করতে আরম্ভ করল তখন আর ওকে কি প্রয়োজন?

—মেয়েটা ওকে কিভাবে খাওয়াত পরাত? উত্তর কি আসবে জেনেই জিজ্ঞেস করলাম।

—কী করে আবার, এই আমার মতো পুরুষদের মনোরঞ্জন করে। খুব শান্তভাবে ও তাকাল। এছাড়া আর আমাদের পয়সা রোজগারের অন্য রাস্তা কোথায়?

তারপরেই পর্দার ফাঁকে ওয়েটারকে দেখা গেল হাতে একটা মাদুর। আর মাদুরটা মেঝেতে বিছিয়ে একটা বড় পাত্রে বিশাল আকারের উটপাখীর ডিমের মত কিছু একটা এনে সেটা মাদুরে রাখল।

এবার লেইলা আমাকে বোঝাতে লাগল, প্রথমে মুরগীটাকে নানারকমের মশলা মাখিয়ে পদ্মপাতায় জড়িয়ে, তার চারপাশে মাটি লেপে সেটাকে পাঁচঘণ্টা ধরে পোড়ানো হয়।

জিনিষটা যে কি, আমার বোধগম্য হল। ওয়েটার ছেলেটা একটা হাতুড়ি দিয়ে ডিমটা ফাটাতেই তার ভেতর থেকে সুগন্ধীযুক্ত পদ্মপাতা জড়ানো মুরগীটা বেরোল। ছেলেটা তাড়াতাড়ি পদ্মপাতা ছাড়িয়ে মাংসটা সেই পাত্রে রাখল। মাংসটা এত ভাল তৈরী হয়েছে যে হাড় থেকে মাংসটা আপনা-আপনি ছেড়ে গেল। ছেলেটা মাংসগুলো আমাদের পাত্রে যত্নের সঙ্গে চামচে করে তুলে দিল।

লেইলার কাঠি আবার দ্রুতবেগে ওঠানামা করতে লাগল। আমি খেতে থাকলাম। এত সুস্বাদু খাবার আমি আগে কখনও খাইনি। ও খানিকটা মাংস মুখে পুরে বলল, এই হল 'বেগার চিকেন'।

আমি ওর খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম এখন ওকে প্রশ্ন করে ওর খাওয়ার মনোসংযোগ নষ্ট করবনা।

আমি ততক্ষণে হাত গুটিয়ে নিয়েছি। ও আবার মাশরুম, বাঁশের কোঁড়কের তরকারী আর জলপাই কেকের অর্ডার দিল। আমি সিগারেট ধরিয়ে আরও মিনিট কুড়ি ধরে ওর খাওয়া দেখছিলাম। অবশেষে ওর চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ দেখতে পেলাম। এই পরিমাণ খেয়েও যে এত সুন্দর ফিগার রাখতে পারে, সত্যিই তাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

ও আমার থেকে একটা সিগারেট চেয়ে দুটো ঠোঁটের মাঝখানে রাখল আর আমি ওটা ধরিয়ে দিলাম। ও একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, চল এবার আমরা হোটেলে ফিরে যাই। ওখানে আমরা একটু ভালবাসাবাসি করব। ওর হাসিতে কামনার স্পষ্ট আমন্ত্রণ। ও বলল, এই সুন্দর খাওয়া-দাওয়া করার পর ওটাই ভাল লাগবে।

আমি বললাম, এই তো সবে সন্ধ্যে, এখন তো সারারাত পড়ে আছে, তাই না! তুমি বরং হেরম্যান আর অ্যানের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলো। তুমি বলছিলে অ্যানকে বিয়ে করার পর হেরম্যান রোজগার করত। ও কী করত?

লেইলার মুখ দেখে বোঝা গেল, হেরম্যানকে নিয়ে আলোচনায় ও বিরক্তিবোধ করছে।

—সে আমি জানি না। একদিন দেখলাম ও ঘরে বসে একা একা কাঁদছে। জিজ্ঞেস করায় ও বলল, হেরম্যান ওকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন ও নিজে রোজগার করছে সুতরাং জো-কে আর দরকার নেই।

—রোজগারটা কীভাবে করত? সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—কেন বলবে? তাছাড়া আমার জানারই বা কি দরকার?

—হেরম্যান কি আবার ফিরে এসেছিল?

—ঐ মাঝে মাঝে এসে রাত কাটিয়ে চলে যেত। লেইলা মুখে একটা ভঙ্গী করে বলল।

—ও চলে যাবার পর অ্যান কি করত?

—কী আবার করবে। আগে যা করত তাই! ভদ্রলোকদের মনোরঞ্জন। তাছাড়া আর কী? পেটের জন্যে তো পয়সা দরকার?

—কেন? ও যখন হেরম্যানের স্ত্রী ছিল, তখন হেরম্যান যা রোজগার করত, তার কিছু তো দিত?

—কিছু দিত না।

—জো-অ্যানকে ছেড়ে যাবার পর হেরম্যান কোথায় থাকত? তুমি জান?

—রিপাল্‌স্ উপসাগরের তীরে এক চীনা জুয়াড়ীর বিরাট অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিল। জায়গাটা আমি দেখেছি। খুব সুন্দর, বড় বাড়ি দুধের মত সাদা রঙ। একটা ছোট ঘাট ও বোট ছিল।

—জো কি সেখানে কখনও গিয়েছিল?

—না, না। হেরম্যান ওকে কখনও যেতে বলেনি। ওয়েটার এসে বিল দিয়ে গেল। খাবারের দাম অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। আমি দাম মেটালাম। লেইলা সুখী-সুখী মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি খুশী হয়েছো তো?

—হুঁ-উ। খুব। খাবারগুলো ভাল। আমি বললাম।

—চল হোটেলে গিয়ে আমরা একটু আরাম করি।

হংকং-এর আবহাওয়াটাই এমনি। না চাইতেই এরা সব দিয়ে বসে থাকে। তাছাড়া আমি কখনও চীনা মেয়েকে নিয়ে শুইনি। মনে হল, অভিজ্ঞতা হলে কেমন হয়!

—ঠিক আছে। চলো হোটেলেই ফেরা যাক!

বেরিয়ে ব্যস্ত রাস্তায় নামলাম। চারিদিকে অন্ধকার নেমেছে। নাথান রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও বলল, তুমি আমাকে নিশ্চয়ই একটা উপহার দেবে?

আমার একটা হাত ওর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একটা নিশ্চিন্ত হাসি হেসে লেইলা বলল।

—নিশ্চয়ই, এই কথাটা আমিই তোমাকে বলব বলে ভাবছিলাম। তা বল কি নেবে?

—চল আমি দেখাব।

একটু এগিয়ে একটা বাজারে এসে পৌঁছলাম। সবকটা দোকান আলো দিয়ে সুন্দর করে

সাজানো। প্রত্যেক দোকানেই হাসিখুশি সেলস্‌ম্যান দাঁড়িয়ে।

—আমি একটা আংটি কিনব, যেটা দেখলেই তোমার কথা মনে পড়বে। খুব দামী কিছু চাই না।

আমরা একটা জুয়েলারী দোকানে গেলাম। লেইলা একটা জেড-এর নকল আংটি পছন্দ করল। দশ মিনিট দর কষাকষির পরে লেইলা ওটা চল্লিশ হংকং ডলার থেকে পঁচিশ হংকং ডলারে রফা করল। আমি দাম দিয়ে দিলাম। তারপর আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলাম।

ফেরি পেরিয়ে এসে হাত তুলে যখন একটা ট্যাক্সি ডাকছিলাম, ঠিক সেই সময় লেইলা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। আমি ট্যাক্সি ডাকতে ট্যাক্সিটা যেই আমাদের পাশে এল, দেখি তিনটে গাঁট্টাগোট্টা চীনা ছেলে কালো স্যুট পরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ড্রাইভারের সঙ্গে কিছু কথা বলে আমার কাছে ভুল ইংরাজীতে মাফ চাইল, যেন আমি ট্যাক্সিটা ডেকেছি ওরা বুঝতে পারেনি। তারপর ওরা অন্য একটা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আমার পাশে যখন তাকালাম, দেখি লেইলা নেই। চারিদিকে তাকালাম। কোথাও নেই।

।। তিন ।।

মিনিট পনের এদিক-সেদিক খুঁজলাম। ফেরিঘাটে গেলাম, ওখানেও লেইলা নেই। আমার ভেতরে একটা ভয় ঘুরপাক খেতে লাগল। ট্যাক্সি ডেকে হোটেলে ফিরলাম।

রিসেপশনে সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, লেইলা ফিরেছে?

কোনরকমে একটা চোখ খুলে বলল, 'নো স্পিক ইংলিশ'। আবার চোখ বুজল। আমি ঘরে এলাম। লেইলার ঘরের দরজার হাতল ঘুরিয়ে ওর ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দেখলাম, লেইলা কোথাও নেই।

আমার ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভীষণ গরম আর দমচাপা ভাব নিয়ে জেগে উঠলাম। সূর্যের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ঘড়ি দেখলাম। আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। তারপরেই গেলাম লেইলার ঘরের দিকে। ফাঁকা ঘর। একটা শিরশিরে ভয় আমার মেরুদণ্ড বেয়ে উঠতে লাগলো। আমার মনে হল, ও আমাকে ছেড়ে স্বেচ্ছায় পালিয়ে যায়নি ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর যে খারাপ কিছু ঘটেছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অনুমান করলাম, কেউ হয়তো জানতে পেরেছে যে লেইলা আমাকে অনেক কিছু বলে দিচ্ছিল।

মনে মনে স্থির করলাম এখন কী করা উচিত। পরিষ্কার একসেট জামাপ্যান্ট পরে দরজায় তালা লাগিয়ে সিঁড়ির কাছে এলাম। একটা চীনা ছেলে, সম্ভবতঃ ঐ বৃদ্ধের নাতি কাউন্টারে বসে আছে।

লেইলা গতকাল রাত্রে ওর ঘরে ফেরেনি। বলতেই ছেলেটা কেমন বিব্রত বোধ করে মাথা নোয়াল। সম্ভবতঃ কিছু বোঝেনি।

নীচে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে 'পুলিশ হেডকোয়ার্টার'-এ এলাম।

সৌভাগ্যক্রমে ম্যাকার্থীকে পেয়ে গেলাম। দেখি ও গাড়ি থেকে নামছে। ও আমাকে পুলিশ ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। দু-মগ কড়া চা নেওয়া হল। আমি ওকে গতরাতের পুরো ঘটনাটা বললাম।

ও ব্যাপারটাকে কোন পাত্তাই দিলনা। ওর ঠাণ্ডা চাউনি এবং 'এটা কোন ব্যাপারই নয়' ধবণের মুখভঙ্গি আমার রক্তচাপ বাড়িয়ে দিল।

—কিন্তু মেয়েটার কিছু একটা হয়েছে। এতে কোন ভুল নেই। এক সময় আমার পাশে ছিল, হঠাৎ দেখি নেই। আর হোটেলেও ফিরে আসেনি। আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম। ও ওর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, একটা কথা বলি শুনুন, এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবেন না। গত পনের বছর এখানে এই মেয়েগুলোকে নিয়ে কাজ করছি। ওরা আজ এখানে কাল সেখানে। হয়তো আপনার চেয়ে শাঁসালো পার্টি দেখে কেটে পড়েছে।

আমি আরও কিছুটা চা খেয়ে অসহায়ের মতো বললাম, কিন্তু আমার ব্যাপারটা আলাদা।

হোটেলে ফেরার সময় ও আমাকে কতকগুলো কথা বলছিল। ওকে মনে হয় কিডন্যাপ করা হয়েছে।

—কী কথা বলছিল? ম্যাকার্থী জিজ্ঞেস করল।

—আমি একটা খুনের কিনারা করার চেষ্টা করছিলাম। ও আমাকে অনেকগুলো খবর দিচ্ছিল।

ম্যাকার্থী তখন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, যে লোকটা আমেরিকায় খুন হয়েছে, সে ব্যাপারে ও এখানে আপনাকে কি খবর দেবে?

—ও আমাকে বলছিল, হেরম্যান জেফারসন রিপাল্‌স্ উপদ্বীপের কিনারায় একটা অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিল। ও নাকি বিয়ের তিনমাস পর থেকে অনেক পয়সা রোজগার করছিল আর এজন্য ওর স্ত্রী জো-অ্যানকে ছেড়ে চলে যায়।

—ম্যাকার্থী হেসে বলল, আপনাকে কি বলব বলুন তো? একটা বেশ্যা কি বলল, আর আপনি সেটা বিশ্বাস করছেন?

—বুঝলাম। কিন্তু রাত্রে শুধু শুধু ও আমাকে বোকা বানাচ্ছিল?

—একটা বেশ্যার কাজই তো রাত্রে বাইরে কাটানো। ম্যাকার্থীর সোজা জবাব।

—আপনার এমন আমেরিকানদের জানা আছে কি যারা রিপাল্‌স্ উপদ্বীপে থাকে?

—বেশ কয়েকজন।

—আপনি একটু খবর নেবেন, ওখানে হেরম্যান কোন বাড়িভাড়া নিয়েছিল কিনা।

—নেয় নি, নিলে জানতে পারতাম।

—তাহলে মেয়েটা আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছিল?

—ঠিক তাই। আর সেটাই আমার বক্তব্য, আমি আর শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে উঠে পড়লাম। বললাম, ধন্যবাদ, আমি আবার আসব।

—আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হব।

একটা ট্যাক্সি ডেকে হোটেলে ফিরে দেখি সেই বৃদ্ধ আবার নিজের জায়গায় এসে গেছে। আমাকে দেখে মাথা নামিয়ে নিল। কিন্তু আমার ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছে হল। কিন্তু ও যে ইংরেজী বোঝে না। আমার এয়ারপোর্টের সেই ইংরেজী বলিয়ে 'ওয়ং'-এর কথা মনে পড়ল। ও নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আর ওর কার্ডটা আমার কাছে আছে।

আমার ঘরে এলাম। লেইলার ঘরের দরজার হাতল ঘুরিয়ে ধাক্কা মারলাম। তালা দেওয়া। টোকা মেরে কান পেতে কোন শব্দ পেলাম না। নিজের ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দরজায় আস্তে টোকা মারার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল, ঘড়িতে দশটা বেজে কয়েক মিনিট। দরজা খুললাম। সেই চীনা ছেলেটা দুর্বোধ্য কিছু একটা বলে প্যাসেজ দেখাল। আমি ওকে অনুসরণ করে রিসেপশন কাউন্টারে এলাম। ম্যাকার্থী আমাকে ফোন করেছে।

ম্যাকার্থী অপর প্রান্ত থেকে বলল, আপনি যে মেয়েটার কথা বলেছিলেন, তাকে আপনি জেড-পাথরের একটা আংটি কিনে দিয়েছিলেন, তাইতো সকালে বললেন? আমার হাত পা শক্ত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ একটা নকল জেডের। আমি বললাম।

—আপনি শিগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি নিয়ে চ্যাথাম রোড পুলিশ স্টেশনে চলে আসুন। জায়গাটা কউলুন-এ। ওরা একটা মেয়ের কথা বলছে, তার হাতে জেডের আংটি রয়েছে।

—ওকি মারা গেছে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ, ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ওখানে সার্জেন্ট হ্যামিশের সঙ্গে দেখা করে ওকে সনাক্ত করতে পারেন।

—উনিও কি স্কটিশ? আমি কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করলাম।

—ঠিকই ধরেছেন, এখানে পুলিশ ফোর্সে প্রচুর স্কটিশ আছে।

—হুঁ, স্কটল্যান্ডবাসীদের জন্যে এটা একটা সুখবর।

মিনিট চল্লিশ বাদে চ্যাথাম রোড পুলিশ স্টেশনে পৌঁছলাম। লবিতে ফ্রেমে বাঁধানো একগাদা মর্গে তোলা চীনা স্ত্রী-পুরুষের ফটো। নীচে ইংরেজী আর চীনা ভাষায় এদের সনাক্ত করার আবেদন।

ঢোকার মুখে একজন যুবক সার্জেন্ট, মুখ শক্ত, টানটান, মাথায় ঢেউ খেলানো চুল। বসে ফাইলে কিছু কাজ করছে। ইনিই সার্জেন্ট হ্যামিশ। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে লাশটা দেখতে চাইলাম।

ক্ষয়ে যাওয়া কম দামী পাইপে তামাক ভরতে ভরতে, আমার কথায় কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে বলল, হ্যাঁ, কাল রাত দুটো নাগাদ প্রণালী থেকে একটা ফেরি স্টীমার ওর লাশটা দেখতে পায়। শরীরে বিশেষ কিছুই নেই।

সার্জেন্ট উঠে দাঁড়াল।

তারপর সার্জেন্ট গল্পচ্ছলে বলল, এই লোকগুলো সবসময় নিজেদের মারছে। রোজ অন্ততঃ আধডজন করে এদের লাশ পাচ্ছি। চীনারা মনে হয় নিজেদের জীবন নিয়ে একদম চিন্তা করেনা।

প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে মর্গের উঠোনে পড়লাম। ভেতরে দেখি বেশ কয়েকটা লাশ ঢাকা দেওয়া তার মধ্যে একটা লাশের রবারের চাদরের কোণা তুলে হাতড়ে-হাতড়ে একটা ফ্যাকাসে হাত বের করল। হাতের আঙুলে নকল জেডের একটা আংটি।

সার্জেন্ট হ্যামিশ খানিকটা হাল্কা গলায় বলল, ব্রেকফাস্টে শুধু ডিম আর বেকন খেয়েছি। এখন আপনি যদি এই আংটি দেখে সনাক্ত করতে পারেন, তবে এই সময়ে দৌড়ঝাঁপ-এর হাত থেকে বেঁচে যাব।

আমি আংটিটা আর ছোট পাতলা হাতটা দেখে বললাম, হ্যাঁ এই সেই আংটি।

সার্জেন্ট হাতটা চাদরের নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ, আমি চীফ ইন্‌সপেকটরকে জানিয়ে দেব।

আমি একটু এগিয়ে গিয়ে চাদরটা তুলে লেইলার শরীরের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল দেখলাম। ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। ওকে বিদায় জানালাম।

কালকের রাতের ঘটনা সব মনে পড়তে লাগল। ওর সঙ্গে আলাপ আমার বেশীক্ষণের নয়, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার মনে হল, আমি প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় একজনকে হারালাম।

ফেরি পার হবার পর দেখি আমার জন্যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা মিঃ ম্যাকফারসন অপেক্ষা করছে। আমরা জীপে চড়ে হোটেলে এলাম। জড়ানো চীনা-ভাষায় রিসেপশন্ ক্লার্ককে কিছু বুঝিয়ে লেইলার ঘরের চাবি নিল।

ম্যাকফারসন চাবি দিয়ে লেইলার ঘর খুলে ভেতরে ঢুকে পেশাদারী চোখে সব কিছু দেখতে লাগল। কাপবোর্ডে তিনটে জামা আর ড্রয়ারের ওপর একসেট অন্তর্বাস পড়ে আছে। আমি প্যাসেজে দাঁড়িয়ে লেইলার সম্পত্তি দেখতে লাগলাম।

কাপবোর্ডের তলায় উঁকি মেরে কুঁজো হয়ে আঙুল ঢুকিয়ে খুব সাবধানে একটা টিনের পাতলা টুকরো বের করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, হুঁ যা ভেবেছি তাই। জানো এটা কি? টিনের চাকতিটা দেখিয়ে আমাকে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল।

—না, আপনি বলুন। আমি বললাম।

সে আবার কুঁজো হয়ে কাপবোর্ডের তলা থেকে একটা আধপোড়া মোমবাতি বের করে চাকতিটা এক হাতে ধরে বলল, মেয়েটার হেরোইনের নেশা ছিল। এই নেশাতেই সপ্তাহে গড়ে আধডজন মারা যায়।

—আপনি এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন কি করে?

—এই দুটো জিনিষ কারোর কাছে থাকলেই বুঝবেন হেরোইনের নেশা আছে। ম্যাকফারসন বলে চলল, কিভাবে নেশা করে জানেন? এই চাকতিটায় হেরোইন রেখে তলায় মোমবাতি ধরে যে ধোঁয়াটা হয়, সেটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানে। আমাদের গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বোকামীর কাজ হল আফিম খাওয়া বন্ধ করা। আরে বাবা, এইভাবে যারা আফিম খেত তাদের একটা ঘর, একটা বিছানা, আর খরচসাপেক্ষ সাজ-সারঞ্জাম লাগত। আমরা তাড়া করলে অনেকে ভয়ে পাইপ ভেঙে ফেলত। পরে আবার একটা কেনাও কষ্টসাধ্য ছিল। আমরা ভাবলাম আইন করে নেশা কমাব, আর এই নেশাখোরগুলো দেখল আফিমের বদলে হেরোইনের নেশায় একটা চাকতি আর

মোমবাতি হলেই চলবে। এখন যে কোন জায়গায় বাসে, ট্রামে, সিনেমা হলে যেখানে ইচ্ছে এই বিষ টানতে পারে। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই দেখতে পাবেন এমন-এমন জায়গা যেখানে আপনি ভাবতেও পারেন না, সেইসব জায়গায় হঠাৎ মোমবাতি জ্বলে উঠল। বুঝবেন ওখানে হেরোইন টানা হচ্ছে। আফিম বন্ধ না করলে এই নেশাখোরগুলোকে হেরোইন খেয়ে মরতে হতো না।

আমি চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, আপনার এই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমি বিশ্বাস করিনা ও আত্মহত্যা করেছে, আমার দৃঢ় ধারণা ওকে খুন করা হয়েছে এবং পরিকল্পনামাফিক ঐ দুটো জিনিষ আপনাকে ধোঁকা দেবার জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

ম্যাকফারসনের মুখের কোন ভাবান্তর হলনা। খানিকটা আমুদে গলায় বলল, চীফ বলছিলেন, আপনি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আমি Chandler পড়েছি, Hammet-ও পড়েছি। ওগুলো সব ফিকসন্, এটা বাস্তব।

—ভাল কথা। আপনি যা বোঝেন সেটাই ঠিক।

খুব নিরাসক্ত গলায় ও আমাকে প্রশ্ন করল, ওকে যে খুন করা হয়েছে, এটা আপনি কেন মনে করেছেন?

—সেটা আপনাকে বোঝান আমার কম্ম নয়। যাক্ ওর জিনিষপত্রগুলো কি করবেন? আমি বললাম।

—পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবো, যদি কেউ দাবী করে। সস্তা স্যুটকেসে ওর জামা কাপড়গুলো ভরতে ভরতে বলল, আমরা রোজ যে পরিমাণ এই কেস নিয়ে কাজ করি, আপনি করলেও এ ব্যাপারে আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করতেন না।

—ঠিক বলেছেন আমারও তাই ধারণা।

ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি ধারণা আপনার?

—যে লোকেরা ওকে খুন করেছে, তারাও চায়না আপনি আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন। তাই না?

ও হেসে বলল, রোজ শ'য়ে-শ'য়ে এই কেস ঘাঁটছি।

আমার আর ওর বক্‌বকানি ভাল লাগছিল না। ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললাম, যাক্ আমি এখন এখানে আরও কয়েকদিন আছি, প্রয়োজন হলে আসতে পারেন।

ম্যাকফারসন কেমন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে প্রয়োজন? কেন?

—দু'জনে মিলে একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প তো পড়তে পারি।

মুখের ওপর দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

।। চার ।।

আমার মনে হল এবার মিঃ জেফারসনের কিছু টাকা খরচ করার সময় হয়েছে। রিসেপশনের ঐ বৃদ্ধটাকে যদি কিছু ডলারের লোভ দেখান যায়, তাহলে ও আমাকে ম্যাকফারসনের চাইতে বেশী কিছু সময় দেবে।

ম্যাকফারসন হোটেল ছেড়ে চলে যেতে আমি কাউন্টারে গেলাম টেলিফোন করতে। অনুমতি পেলাম। ওয়ং-হপ এর নম্বর ডায়াল করতে সঙ্গে সঙ্গে ওকে পেলাম।

আমি বললাম, আমাকে মনে পড়ছে। আপনি এয়ারপোর্টে আমাকে কার্ড দিয়েছিলেন। আমার একজন দো-ভাষীর প্রয়োজন।

—এ কাজটা আমি করতে পারলে খুশী হব। উত্তর এল,—তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে সাংহাই এ্যান্ড হংকং ব্যাংক-এর সামনে চলে আসুন।

ও সম্মতি দিতে বললাম, আমার একটা গাড়ীর দরকার হবে।

হো জানাল, আমার যা কিছুই প্রয়োজন ও খুব আনন্দের সঙ্গে তা যোগান দেবে এবং ওকেও আমি সর্বক্ষণের জন্য "ইংরেজী-বলিয়ে গাইড"-হিসাবে পেতে পারি।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ব্যাংকের বাইরে ওয়ং হপ-এর জন্যে অপেক্ষা

করতে লাগলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে মিঃ হো চক্‌চকে একটা প্যাকার্ড গাড়ী চালিয়ে এল। বলল, ওকে ওয়ং বলে ডাকলেই ও খুশী হবে।

গাড়ীতে উঠে ওর পাশে বসলাম। আমি বললাম, আমি আমার হোটেলের রিসেপশান ক্লার্কের কাছে থেকে কতকগুলো খবর জানতে চাই, ও ইংরাজী জানে না। আমি একজন প্রাইভেট ইন্‌-ভেস্টিগেটর। একটা কেসের ব্যাপারে এখানে এসেছি। ও খুশীতে ডগমগ হয়ে ওর সোনালী দাঁত বের করে হেসে বলল, এতদিন আমি ডিটেকট্‌টিভ গল্পই পড়েছি, এখন একজন ডিটেক্‌টিভ দেখে আনন্দ পাচ্ছি।

আমি পকেট থেকে পঞ্চাশ হংকং ডলার ওর হাতে দিয়ে বললাম, আপনার সারাদিনের ফী হিসেবে এটা হবে তো? আপনাকে আমার সারাদিনের জন্যে দরকার লাগতে পারে।

ওয়ং বলল যে এতে নিজে খুশী কিন্তু গাড়ীর জন্য আলাদা আরও কিছু দিতে হবে। আমি আর দরাদরি না করে ওর প্রয়োজন অনুভব করে ওকে আরও কিছু ডলার দিয়ে, গাড়ী নিয়ে হোটেলে এলাম। গাড়ী দাঁড় করিয়ে রিসেপ্‌শনে এলাম। কাউন্টারের বৃদ্ধ ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। আমি বললাম, ওকে বলুন আমি ওকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই, তার জন্যে ও আমাকে সাহায্য করলে আমি ওকে পয়সা দেব। এটা এমনভাবে বলুন যাতে ও কিছু মনে না করে।

আমি ইতিমধ্যে পকেট থেকে পাঁচটা দশ ডলারের নোট বৃদ্ধকে দেখিয়ে মুড়ে রাখলাম। বৃদ্ধ লোভার্ত দৃষ্টিতে নোটগুলোর দিকে চেয়ে ওয়ং-এর মাধ্যমে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত বলে জানাল।

আমি জো-অ্যানের মর্গের ফটোটা বের করে ওয়ংকে বললাম, এটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করুন মেয়েটাকে ও চেনে কিনা।

ফটোটা একদৃষ্টে দেখে ওয়ং-এর সঙ্গে কিছু দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলল। ওয়ং আমাকে জানাল যে, মেয়েটা এই হোটেলেই থাকত। দিন পনের আগে হোটেলের বিল না মিটিয়েই চলে গেছে। আমি কি সেই বিলটা মিটিয়ে দেব?

আমি জানালাম, না।

আরও প্রশ্ন করায় ওয়ং জানাল, মেয়েটা একটা আমেরিকানকে বিয়ে করে। সেও ওর ঘরেই থাকত। ভদ্রলোকের নাম ছিল হেরম্যান জেফারসন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটা মোটর দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিল না মিটিয়েই ও চলে যায়।

তখন আমি হেরম্যানের একটা ফটো বের করে ওয়ং-কে বললাম জিজ্ঞাসা করুন এঁকে চেনে কিনা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফটোটা দেখে বৃদ্ধ বলল ওয়ং-এর মাধ্যমে, এই ভদ্রলোকই সেই আমেরিকান যে মেয়েটার সঙ্গে একই ঘরে থাকত।

—লোকটা এখানে কতদিন ছিল?

ওয়ং মারফৎ বৃদ্ধ জানাল মরার আগে পর্যন্ত।

এই প্রথম ও মিথ্যে বলল। লেইলা বলেছিল যে প্রায় মাস কয়েক আগে এই হোটেল থেকে ও চলে গিয়েছিল। কিন্তু এর কথানুযায়ী হেরম্যান এখানে তিন সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ওর মৃত্যু পর্যন্ত এখানে ছিল।

—কিন্তু আমি শুনেছিলাম জেফারসন এখানে মাত্র তিনমাস ছিল। তারপর স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। আর সেটা ন-মাস আগের ঘটনা।

ওয়ং তারপর বৃদ্ধের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে অনেক কথা বলল। তারপর ওয়ং বলল, ও একেবারে নিশ্চিত যে আমেরিকান ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এখানে ছিল।

আমি ভাবলাম, তবে কি লেইলা মিথ্যে বলেছিল? ওয়ংকে বললাম, বলুন লেইলা বলেছে জেফারসন এখান থেকে ন'মাস আগে চলে গেছে, এও বলুন ও মিথ্যে বলছে।

ওয়ং ক্যান্টনীজ ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালানোর পর জানাল, ও মিথ্যে বলছে না স্যার। জেফারসন রোজ গভীর রাতে আসত আর ভোরে বেরিয়ে যেত। সেই জন্য লেইলা ওকে দেখেনি আর ভেবেছে জেফারসন চলে গেছে।

—জেফাবসন এখানে রোজগার করত কীভাবে? আমি একথা জিজ্ঞেস করতে উত্তর এল জানে না।

—কোন ইউরোপীয় ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত?

—এবারও উত্তর না।

—জো-অ্যানের কোন বন্ধু ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত?

—না।

আমি উত্তেজিত এবং হতাশ হলাম। কার কথা যে সত্যি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কোন থই খুঁজে পাচ্ছি না।

জিজ্ঞেস করলাম খুব হাল্কাভাবে, আচ্ছা জো- অ্যান কি যাবার সময় কোন জিনিষপত্র ঘরে ফেলে গেছে?

—না, কিছুই রেখে যায় নি।

আমি এবার ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, তাহলে কি ও চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র নিয়ে, বিল না মিটিয়ে চলে গেল?

ওয়ং আমার কথার যুক্তি বুঝতে পেরে বৃদ্ধকে খেঁকিয়ে উঠল। খানিকটা আমতা আমতা করে বৃদ্ধ বলল যে, একটা সুটকেশ ফেলে গেছে, ভাড়া বাকী আছে বলে সেটা জমা রেখেছে।

আমি সুটকেশটা দেখতে চাওয়ায় বৃদ্ধ লেইলার পাশের ঘরের দরজা খুলে খাটের তলা থেকে একটা নকল চামড়ার সুটকেশ বের করল। আমি ওদের দু'জনকে বাইরে দাঁড়াতে বলে দরজায় ছিটকিনি তুলে সুটকেশের সস্তা তালায় একটু চাপ দিতেই তালাটা খুলে গেল। দেখলাম কয়েকটা দামী কাপড়জামা আর কিছু টুকিটাকি। সেগুলোর তলায় একটা সাদা খাম পেলাম। খুলে তার ভেতর দেখলাম জেনেৎ ওয়েস্টের দেওয়া ফটোগ্রাফের অনুরূপ একটা হেরম্যানের ছবি। তলায় লেখা, আমার স্ত্রী—জো-অ্যানকে। হয়ত হেরম্যান দু'জনকেই ঐ একই ফটোগ্রাফ দিয়েছে।

যাইহোক, লেইলা এবং রিসেপ্‌শন ক্লার্কের মধ্যে যে কেউ একজন মিথ্যে বলছে, লেইলা কেন মিথ্যে বলবে?

চিন্তা করে দেখলাম এই ছোট, নোংরা হোটেলে থেকে আমার দরকারী কোন সূত্রের সন্ধান পাবনা। আমাকে এই রহস্যের সূত্রের জন্যে অন্য কোথাও যেতে হবে।

দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলাম ওয়ং সিগারেট খাচ্ছে দাঁড়িয়ে আর বৃদ্ধ নেই, হয়ত কাউন্টারে ফিরে গেছে।

—আপনার সব কাজ ঠিকমত হয়েছে তো স্যার? ওয়াং-এর প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ তবে শুনুন ওয়ং, আমি এখানে থাকবনা। রিপালস্ উপসাগরের কাছে কোন হোটেল পাওয়া যাবে?

একটু অবাক হয়ে ও বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ রিপালস্ বে হোটেল ওখানে খুব সুন্দর। আপনি বললেই ব্যবস্থা করতে পারি।

—যদি পারেন এক্ষুনি আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

—একটা ব্যাপার স্যার। হোটেলটা কিন্তু চলতি পথের বেশ দূরে। কউলুন ঘুরতে গেলে হোটেলটা আপনার পক্ষে খুব একটা সুবিধাজনক হবে না।

—সেজন্য আমি ভাবছি না। আপনি বৃদ্ধকে এখনই আমার বিল রেডি করতে বলুন। আর ঘরটাও চেক করে নিক্।

—আপনি লোকটাকে আর প্রশ্ন করবেন না? ওয়ং প্রশ্ন করল।

—না। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাব।

মিনিট তিরিশ পর আমরা প্যাকার্ড গাড়ীতে চড়ে রিপাল্‌সের দিকে রওনা হলাম।

।। পাঁচ।।

রিপাল্‌স্ উপসাগরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে পাহাড় ঘেরা এলাকা, নীল সমুদ্রের জল আমাকে মুগ্ধ করল। হোটেলটাও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বেশ মানানসই। এমন সুন্দর জায়গা আমি

খুব কম দেখেছি।

ওয়ং আমাকে হোটেলের যে ঘরটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। প্যাকার্ড গাড়ীটা রেখে বলে গেছে যে কোন প্রয়োজনে তাকে ডাকলে সে খুশী হবে!

এরপর জিনিষপত্র গুছিয়ে টেলিফোন গাইডে কোথাও হেরম্যান জেফারসনের নাম পেলাম না। রিসেপ্‌শনে ক্লার্কও তার নাম শোনেনি বলে জানিয়ে দিল।

"একটা ভাল হোটেলের বয় সমস্ত খবর রাখে"—এই প্রবাদ মনে রেখে আমার রুম বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম সে এমন অট্টালিকার খবর জানে কি যার প্রান্ত ধাপে ধাপে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে, যেখানে ছোট একটা ঘাট এবং একটা বোটও আছে।

একটু চিন্তা করে সে বলল, "আপনি লিনফান-এর বাড়ীর কথা বলছেন? এখন সে বাড়ীতে মিঃ এনরাইট আর তার বোন থাকেন। তারাও আমেরিকান।

—ঐ বাড়ীতে মিঃ হেরম্যান জেফারসন বলে কেউ থাকত বলে তুমি শুনেছো? আমি জিজ্ঞেস করলাম। ও মাথা নেড়ে বলল যে সে জানে না।

বীচ-এ গিয়ে পেডালো ভাড়া করে ভাসতে ভাসতে পুরো উপকূল এলাকাটা দেখতে লাগলাম। লিন-ফান-এর বাড়ীটা আলাদাভাবে চিনে নিতে আমার অসুবিধা হল না। সমুদ্রের মধ্যে উঁচু জমি আলাদা হয়ে আছে।

আমি পেডালো চালিয়ে বাড়ীটার দুশো গজের মধ্যে এসে থেমে বাড়ীটা ভাল করে দেখতে লাগলাম। হেরম্যান সত্যিই কি এত পয়সা রোজগার করেছিল যে এত বড় বাড়ী ভাড়া করেছিল? নাকি লেইলাকে অ্যান মিথ্যে কথা বলেছিল?

হঠাৎ আমি সচকিত হলাম। বাড়ীটার সবচেয়ে উঁচু ঘরটায় দুটো বিন্দু। আমি মিনিট দশেক ধরে পেডালো চালিয়ে বুঝলাম, খুব শক্তিশালী লেন্স দিয়ে দুটো চোখ আমাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। সূর্যের আলোয় লেন্স দুটো আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। পেডালো ঘুরিয়ে নিলাম বীচ-এর দিকে।

এক ঝলক তাকিয়ে দেখে বুঝলাম বিন্দু দুটো এখনো আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে। আমি মুখে টুরিস্ট টুরিস্ট ভাব ফুটিয়ে ভাবলাম এত চিন্তা করার কি আছে? সুন্দর বাড়ী তাই দেখছিলাম। যুক্তিটা নিজেই মানতে পারলাম না। অতএব হোটেলে ফিরে এলাম।

।। ছয়।।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ বীচ-এ এলাম। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে বালির ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। হেরম্যান, ওয়েস্ট, বৃদ্ধ জেফারসন, অ্যান, লেইলাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম তখনকার মতো। একটু ঝিমুনি ভাব এসেছিল, খুব কাছে পদশব্দ শুনে চোখ খুললাম। দেখলাম লম্বা, স্লিম, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, বিকিনী পরা একটা মেয়ে আমাকে পেরিয়ে গেল। বীচে শুয়ে থাকা সকলে আগ্রহের সঙ্গে ওকে দেখছে।

তপ্ত বালির ওপর দিয়ে মেয়েটা সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। ওর ফিগারটা চুম্বকের মত আমাকে আকর্ষণ করছিল। লক্ষ্য করলাম রোদটুপীটাকে অবহেলাভরে বালিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জলে নেমে, দক্ষতার সঙ্গে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে বিশাল একটা পাথরের চাইয়ের ওপর গিয়ে উঠল। ওকে নির্জন এলাকার রাণী বলে মনে হতে লাগল। ওর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে আমার মন অস্থির হয়ে ওঠায় আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। ছোট ছোট আকর্ষণীয় স্টোকে এগোতে লাগলাম। পাথরের কাছে এসে ওকে বললাম, যদি আমি এই সুন্দর নির্জনতাকে ভেঙে থাকি তো বলুন সাঁতরে অন্যদিকে চলে যাই।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আমিও ওকে বেশ কাছ থেকে দেখে বুঝলাম বহু পুরুষের সঙ্গলাভের অভিজ্ঞতা এই মেয়ের আছে। চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে—এই ধরণের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গ লাভের জন্যে খুবই আগ্রহী।

ও কামোত্তেজক গলায় হেসে বলল, আমি বরং আশায় আছি কেউ এসে আমাকে সঙ্গ দেবে। আপনি কে? মনে হচ্ছে আজই উড়ে এসেছেন? তাই নয় কি?

—আমার নাম নেলসন রায়ান। বিখ্যাত ইংরেজ অ্যাডমিরালের নামানুসারে আমার বাবা

আমার নাম রেখেছেন। তিনি অ্যাডমিরাল নেলসনের অন্ধ ভক্ত ছিলেন।

মেয়েটা পাথরের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, আমি স্টেলা এনরাইট। এখানেই থাকি। নতুন নতুন মুখ আমার ভাল লাগে। আপনি কি এখানে অনেকদিন থাকবেন?

এই মুহূর্তে আমি ভাবতে লাগলাম এটা আমার সৌভাগ্য নাকি বিস্ময় আমার সামনে অপেক্ষা করছে! যে লোকটা লিমফোনের বাড়ী ভাড়া নিয়েছে তার বোন আমার সামনে?

বললাম, সপ্তাহখানেক থাকব।

আমি ওয়াটার প্রুফ পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ওকে দিলাম। দু'জনে সিগারেট ধরালাম। বললাম, এই সুন্দর জায়গায় বাস করা তো ভাগ্যের ব্যাপার!

—ধন্যবাদ। এখন আবহাওয়া খুবই সুন্দর, কিন্তু গ্রীষ্মকালটা খারাপ। সিগারেটের ধোয়া উড়িয়ে বলল, আমার দাদা হংকং-এর ওপর একটা বই লিখছে। আমি দাদার দেখাশোনা করি। মাথাটা একটু তুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি হোটেলে আছেন?

—হ্যাঁ। আপনাদের এখানে বাড়ী আছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—আমরা একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি, যেটা একটা চীনা গ্যাম্বলারের।

—লিনফান?

ও বেশ অবাক হয়ে বলল, ঠিক ধরেছেন, আপনি এত সব জানলেন কি করে?

—আমি শুনেছিলাম। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমি ভেবেছিলাম ওটা হেরম্যান জেফারসন ভাড়া নিয়েছে।

ও ভুরু তুলে আমার দিকে তাকাল।

বোঝা গেল কথাটা সত্যিই ওকে অবাক করেছে, হেরম্যান জেফারসন? আপনি তাকে জানলেন কিভাবে?

—আমি যে শহরে থাকি, ও সেই শহরের ছেলে।

—ও। হেরম্যান তো একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

—হ্যাঁ। সেরকমই শুনেছিলাম। আপনি তাকে চিনতেন?

—হ্যারি, আমার দাদা ওকে চিনত। আমি ওকে দু-একবার দেখেছি। তাহলে আপনি ওকে চিনতেন? হ্যারি শুনলে খুব খুশী হবে। লোকটার মৃত্যুটা খুবই দুঃখজনক, ওর চীনা স্ত্রীর পক্ষেও এটা দুঃখের।

—আপনি ওর স্ত্রীকে চেনেন?

—ঠিক চিনি বলতে পারিনা। তবে দেখেছি।

টুসকি মেরে সিগারেটের ছাই ফেলে বলল, কিছু চীনা মেয়ে সত্যিই আকর্ষণীয়। কিন্তু হেরম্যান যে খুব নীচে নেমে গিয়েছিল তা ঐ মেয়েটার জন্যেই। ঐ মেয়েগুলো ওরকমই হয়। কথাগুলো তেতো, কিন্তু মিষ্টি মোড়কে জড়ানো। এটা আমার কান এড়াল না।

ও বলতে থাকল, হেরম্যানের মৃতদেহ নিয়ে ও আমেরিকা চলে গেছে। আমার তো মনে হয় ওখানেই থেকে যাবে, আর আসবে না কারণ হেরম্যানের বাবা শুনেছি লক্ষপতি। সুতরাং মেয়েটার ভার নেবেন।

আমি আর একটু হলেই বলে দিতাম অ্যান মরে গেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে জিজ্ঞেস করলাম, আমি শুনেছিলাম যে হেরম্যান নাকি অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় হঠাৎ। তারপর ওর স্ত্রীকে আপনারা এখন যে বাড়ীটায় ভাড়া আছেন সেটা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়?

স্টেলা মাথা তুলে ভ্রূকুটি করল।

—বাঃ কে আপনাকে এসব অদ্ভুত গল্প বলেছে?

—হয়তো কেউ একজন বলেছিল। তারপর হালকা গলায় বললাম, কেন ঘটনাটা কি সত্যি নয়?

—না একেবারেই না। আরাম করে শরীর বিছিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, সত্যি কথা বলতে কি হেরম্যান খুব একটা ভাল লোক ছিল না। আমি ওকে পছন্দ করতাম। জংলী স্বভাবের ছিল। কিন্তু হ্যারিকে ও আনন্দ দিত। ওর কোন কালেই পয়সাকড়ি ছিল না। ও নাকি

ওর চীনা স্ত্রীর পয়সায় খেত। তাহলে ও এ বাড়ী কি করে ভাড়া নেবে? কে বলেছে আপনাকে এই কথা?

একটা দ্রুতগামী মোটর বোটের ইঞ্জিনের শব্দে আমরা সচকিত হয়ে দেখলাম, একটা স্পীডবোট সাদা ফেনা ছড়িয়ে আমাদের দিকেই আসছে।

—ঐ যে হ্যারি আসছে। স্টেলা উঠে দাঁড়িয়ে বোটটার দিকে হাত নাড়তে লাগল।

বোটটার গতি কমে ইঞ্জিন বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম। পাথরের গায়ে এসে বোটটা থামল। একজন হাফপ্যান্ট পরা, রোদে পোড়া, সবুজ-সাদা ডোরাকাটা শার্ট পরা লোক স্টেলার দিকে চেয়ে হাসল। মুখ দেখে মনে হয় ইনি বেশ স্বচ্ছল আর চামড়ার নীচে সরু নীল শিরা দেখে বোঝা যায় ইনি মদ্যপান একটু বেশীই করে থাকেন। আমার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে স্টেলাকে বলল, ভাবলাম লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। তা তোমার এই বয়ফ্রেন্ডটি কে?

—ইনি নেলসন রায়ান। জেফারসনের সঙ্গে এর পরিচয় ছিল।

তারপর স্টেলা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার দাদা, হ্যারি। আমরা দু'জন-দু'জনকে অভিবাদন করলাম।

—আপনি হেরম্যানকে জানতেন? তাহলে খুব ভাল হল। আপনি এখানে ক'দিন আছেন?

—দিন সাতেক। আমার দুর্ভাগ্য আমি এখানে বেশীদিন থাকতে পারছিনা।

—শুনুন। আজ যদি আপনার কোন এনগেজমেন্ট না থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে আপনি ডিনার করবেন? আমি এখানেই আপনাকে বোটে তুলে নেব। এটাই আমাদের ওখানে যাবার একমাত্র পথ। কি আসবেন তো?

নিশ্চয়ই। এ তো খুব ভাল কথা। তবে কি, আপনাকে আমাকে নিতে এসে আর কষ্ট করতে হবেনা। আমি নিজেই চলে যাবো।

—আরে তাতে কি? ঠিক আটটার সময় বীচে আসবেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। তারপর ডিনার খেয়ে আমরা এই বোটে একটু বেড়াব। দেখবেন কী সুন্দর লাগে। স্টেলার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি এখন যাবে?

—আমাকে আগে বীচ-এ নিয়ে চল, আমি টুপিটা ফেলে এসেছি।

স্টেলা বোটে চড়ে বসল। আমি ওর রোদে পোড়া সুঠাম পিঠ থেকে চোখ সরাতে পারলামনা। ও হঠাৎ পেছন দিকে তাকাতে আমি ধরা পড়ে বিব্রত বোধ করলাম। ও হাসল, যেন আমার মনের ভাষা বুঝতে পেরেছে। হাত নেড়ে বলল, চলি আজ রাত্রে দেখা হচ্ছে, হ্যারি আমাকে দেখে মাথা ঝাঁকাল। আমি হাসলাম। বোটটা এগোলো।

আমি সিগারেট ধরিয়ে জলে পা দুটো ডুবিয়ে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম। আধঘণ্টা সূর্যের উত্তাপে শরীরটা শুকিয়ে এখন বেশ খিদে অনুভব করলাম। সাঁতার কেটে বীচে ফিরে এলাম।

ঠিক আটটায় নীচে পৌঁছলাম। কয়েক মিনিট বাদে স্পীড বোটটা দেখা গেল, একজন স্বাস্থ্যবান চীনা ড্রাইভার আমাকে হাত ধরে বোটে উঠতে সাহায্য করল আর বলল, মিঃ এনরাইট আসতে পারেন নি, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

কয়েক মিনিটেই লিমফানের বাড়ী পৌঁছে গেলাম।

বোট থেকে নেমে সিঁড়ি পেরিয়ে উঁচু জমিতে এলাম। জায়গাটা সুন্দরভাবে সাজান। স্টেলা ইভনিং ড্রেস পরেছে। ফ্রকটা লো-কাট। একটা বাঁশের আরাম কেদারায় বসে হুইস্কি খাচ্ছে ও মুখে সিগারেট। পাশে একজন চীনা পরিচারক ওর হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। হ্যারিকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

—আপনি এসে গেছেন। হাতের হুইস্কির গেলাসটা নামিয়ে আমাকে স্বাগত জানালো। কি খাবেন বলুন?

আমি স্কচে সোডার কথা বলাতে সঙ্গে সঙ্গে পানীয় এসে গেল।

—হ্যারি এখনই এসে পড়বে। আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন তাহলে আপনাকে ভালভাবে

দেখতে পাবো।

আমি বসে বিশ্রামকক্ষটি ভালভাবে দেখতে লাগলাম। ঘরটা চীনা স্টাইলে সাজানো, দামী দামী আসবাব রয়েছে। দেওয়ালে লাল সিল্কের পর্দা। মাঝখানে বড় কালো রঙের ডাইনিং টেবিল। ডিনারের খাবার সব প্রস্তুত।

—আপনাদের এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি হেসে বললাম।

—হ্যাঁ। জায়গাটা সত্যিই ভাল। ভাগ্য ভাল ছিল বলে এ জায়গাটা পেয়ে গেছি, আগে কউলুনে একটা বাড়িতে থাকতাম। মাত্র কয়েক সপ্তাহ এখানে এসেছি। তবে ওটার তুলনায় এটা অনেক ভাল।

—আপনারা আসার আগে এখানে কে ছিল?

—মনে হয় না কেউ ছিল। এর মালিক ম্যাকাউতে থাকে। উনি তো এই সেদিন ঠিক করলেন যে বাড়িটা ভাড়া দেবেন।

ঠিক এই সময়ে এনরাইট এল। আমরা করমর্দন করে মুখোমুখি বসলাম।

দু-চারটে সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর হ্যারি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে ব্যবসায়ের ব্যাপারে এসেছেন?

—না। আমি ছুটি কাটাতে এসেছি। সপ্তাহ খানেক ছুটি পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

—যাক ভাল করেছেন। তারপর খুব অন্তরঙ্গ গলায় বলল, স্টেলা বলছিল, আপনি নাকি প্যাসাডোনা সিটি থেকে এসেছেন। তাহলে আপনি হয়তো হেরম্যান জেফারসনকে চিনে থাকবেন?

—হ্যাঁ। আমি ওর চেয়ে ওর বাবাকে ভালভাবে জানি। ভদ্রলোক আমি এখানে আসছি শুনে আমাকে হেরম্যানের ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর নিতে বলেছেন।

হ্যারি আমার দিকে বেশ আগ্রহভরে তাকিয়ে বলল, তাই নাকি? কী ধরনের খোঁজ খবর?

—দেখুন ও প্রায় পাঁচবছর এখানে আছে। এরমধ্যে ওর বাবাকে চিঠিপত্র লিখত না বললেই চলে। শুধু ও চীনা মেয়েকে বিয়ে করছে জানিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিল। তাতে ওর বাবা খুব আঘাত পেয়েছিলেন। আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলাম। হ্যারি স্টেলার দিকে তাকাল আর মাথা নাড়াল, খুব স্বাভাবিক।

—দেখুন মিঃ এনরাইট আমার মনে হয়, ভদ্রলোক ওর জীবিতকালে ওর জন্যে কিছু করতে পারেননি বলে খুব কষ্ট পেয়েছেন। ও এখানে কীভাবে রোজগার করত, সে ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?

—আমার মনে হয়না ও কিছু করত। ছেলেটা বেশ রহস্যময় ছিল। আমি ওকে পছন্দ করলেও অনেকেই ওকে ভালমনে নিতে পারত না। আমার বোন স্টেলা তো ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। স্টেলা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, বেশী বাড়িয়ে বোলনা। আমি ওকে দেখতে পারতাম না শুধু এই কারণেই, কেন না ও ভাবত সব মেয়েই বুঝি ওর প্রেমে পড়ে গেছে। এই ধরণের লোকদের আমি পছন্দ করিনা। এনরাইট বেশ জোরে হেসে উঠল।

—ঠিক আছে তুমি ওর প্রেমে পড়নি। মনে হয় ও টক আঙুর ছিল। মিঃ এনরাইট বলল।

—তাহলে তোমার কোন নীতির বালাই নেই, যে কেউ তোমাকে আনন্দ দিলেই তুমি তাকে পছন্দ করে নাও। স্টেলা বলল।

একজন পরিচারক এসে বলল ডিনার প্রস্তুত। আমাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল। আমরা ডিনাররুমে ঢুকলাম।

খুব ভাল চীনা খাবার পরিবেশিত হলো। আমার খেতে খুব ভাল লাগছিল। স্টেলাকে একটু অন্যমনস্ক লাগছিল।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ মুহূর্তে, হঠাৎ স্টেলা প্রশ্ন করল, মিঃ রায়ান, আপনাকে কে বলেছিল হেরম্যান এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল?

ওর কথা শুনে মিঃ এনরাইট খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হেরম্যান এই বাড়ি ভাড়া

নিয়েছিল? ঈশ্বরের দিব্যি। আপনাকে কেউ বলেছিল এই কথা?

আমি বললাম, একটা চীনা মেয়ে। সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেল, যেখানে হেরম্যান ভাড়া থাকত, সেই হোটেলে মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ওই বলেছিল।

—আশ্চর্য। স্টেলা ভুরু কুঁচকে বলল, এরকম বাজে কথা বলার অর্থ কি? আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। বললাম, জানি না, হয়ত ও মিথ্যে বলেছিল।

হঠাৎ আমার মনে হল, মিনিট খানেক হল কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললাম, আমি ওকে হেরম্যানের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি এও বলেছিলাম সে কিছু বললে ওকে টাকা দেব। সেই লোভে হয়তো এইসব মিথ্যা বলেছে।

—আমার ঠিক উল্টোদিকের বিরাট আয়না দিয়ে আমার পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে আর আয়নার ভেতর দিয়ে দেখলাম একটা শক্তসমর্থ চেহারার চীনা ইউরোপীয় স্যুট পরা আমাকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। আমি আয়না দিয়ে তাকাতে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। হতেই লোকটা অন্ধকারে মিশে গেল। বিপদের গন্ধ পাওয়া সত্ত্বেও আমার চোখে-মুখে সেটা বুঝতে দিলাম না। ও যে আমায় লক্ষ্য করছে আমি দেখেছি সেটা ঝেড়ে ফেলার জন্যে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বললাম, যাকগে বাদ দিন ও নিশ্চয়ই আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিল।

চীনারা বিশেষ করে চীনা মেয়েরা ভীষণ মিথ্যে কথা বলে। পৃথিবীতে এরা এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। আমার দিকে গভীর ভাবে চেয়ে এনরাইট বলল।

আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, তাই নাকি? আচ্ছা।

স্টেলা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল, চলুন, আমরা একটু টেরেসে গিয়ে বসি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে স্টেলা বলল, আপনি কি একটু ব্রান্ডি নেবেন?

আমি বললাম, না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সেই ছেড়ে যাওয়া জায়গায় আবার এসে বসলাম। মাথার ওপরের চাঁদের আলো সমুদ্রের ওপর পড়ে একটা মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

আমাকে কয়েকটা টেলিফোন করতে হবে। দয়া করে অনুমতি দেন তো কাজটা সেরে আসতে পারি। আপনারা একটু বসুন। তারপর আমরা বোটে করে বেড়াব। আপনার আপত্তি নেই তো? এনরাইট আমার দিকে চেয়ে বলল।

আমি স্টেলার দিকে চেয়ে বললাম, আপনি বেড়াতে যাবেন তো? তাহলে আমার আর আপত্তি কোথায়?

—হ্যাঁ, আমি যাবো। কেমন একটা হতাশ গলায় স্টেলা বলল, হ্যারি তো ওর বোট ছাড়া কিছুই জানে না।

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে হ্যারি চলে গেছে। স্টেলা আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম।

—একদিক থেকে কিন্তু মেয়েটার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। সতৃষ্ণ কণ্ঠে স্টেলা বলল, আমি ওর দিকে তাকালাম। হেরম্যানের বাবা তো খুব ধনী, আমার তো মনে হয় ওর বাবা পুত্রবধূকে দেখবে।

—কিন্তু ওর স্বামী মারা গেছে, আমি বললাম।

এখনো ঠিক করে উঠতে পারছিনা, জো-অ্যান মারা গেছে বলব কিনা।

একটু অসহিষ্ণুভাবে স্টেলা বলল, তাতে তো বরং ভালই হয়েছে। এখন ও মুক্ত, স্বাধীন। শ্বশুরের কাছ থেকে ইচ্ছেমত টাকাপয়সা পাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা ও নিউইয়র্ক যেতে পেরেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, আমার নিউইয়র্ক যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

—আপনারা নিউইয়র্ক থেকে আসছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—হু-ম-ম। একবছর হলো, দেশে ফেরার জন্যে আমি ভীষণ কাতর।

—আপনি কেন চলে যাচ্ছেন না? আপনি তো ইচ্ছে করলেই যেতে পারেন। এখানে যে থাকতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই। আমি ওর মনের কথা জানবার জন্যে বললাম।

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, না তা নেই ঠিকই। তবে চিরকাল

দাদার সঙ্গে থেকে থেকে একসঙ্গে থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে। কাজেই...তারপরেই কথা পাল্টে দূরে পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, চাঁদনী রাতে কি সুন্দর দৃশ্য না?

আমি ভাবলাম ও বারবার এমন প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছে কেন? আমি অবশ্য এনরাইট আসার আগে পর্যন্ত ওর তালে তাল মিলিয়ে প্রকৃতির প্রশংসা করে গেলাম।

হ্যারি এসে গেল। বলল, চলুন যাওয়া যাক্। এবারডীন কেমন লাগবে? ওটা এখানকার জেলেদের গ্রাম। খুব সুন্দর জায়গা।

—চলুন। আমরা এসে বোটে উঠলাম। এনরাইট চালাতে লাগল। আমি আর স্টেলা পিছনের আসনে বসলাম। বোটটা গর্জন করে সমুদ্রে ভাসল।

ইঞ্জিনের বিকট শব্দের জন্যে আমরা কথা বলতে পারছিলাম না। স্টেলা বিষণ্ণ মুখ করে চুপচাপ সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল। মনে হচ্ছে, কোন দুঃখজনক ঘটনা মনে মনে চিন্তা করছে। আমি এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা ও তথ্যগুলো মনে মনে ভাবতে লাগলাম। এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না লেইলা মিথ্যা বলেছে বলে। নাকি এনরাইটরাই আমার কাছে কিছু গোপন করতে মিথ্যে বলছে। নয়তো এরা সঠিক তথ্য জানেনা।

আমরা পৌঁছে গেলাম এবারডীন গ্রামে। ঘাটের মুখটা ছোট বড় নৌকোয় ভর্তি। ঘাটে নামার কোন জায়গাই নেই। এনরাইট ঘাট থেকে বেশ দূরে বোটটা নোঙর করল। এরপর আমরা স্যাম্পান করে পার হয়ে এলাম। স্যাম্পান—তলাটা চ্যাপ্টা—একরকমের ছোট নৌকো। এরপর আমরা খানিকক্ষণ ঐ জেলেদের গ্রামটায় ঘুরলাম। চীনারা তাদের ছোট ছেলেমেয়েদেব নিয়ে বেড়াতে এসেছে। চাঁদের আলোয় গ্রামটার সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল।

স্টেলা জানাল ও ফিরতে চায়। কারণ ও ক্লান্তবোধ করছে। আবার আমরা স্যাম্পান চেপে ফিরে এলাম। আসতে আসতে স্টেলা বলল, আপনি এখানকার দ্বীপগুলো যদি না দেখে থাকেন তবে একটা ফেরি নৌকো নিয়ে নেবেন।

—না এখনো দেখিনি।

—কাল যদি আপনার কোন কাজ না থাকে তো বলুন। আমি কাল সিলভার মাইনে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব। ওখানে একটা জলপ্রপাত আছে, ওটা দেখে আসতে পারবেন, খুব ভাল লাগবে। তারপর আমরা একসঙ্গে ফিরে আসব।

—খুব ভাল কথা, আমি রাজী।

—আমার বোন বড় দয়ালু। হ্যারি বলল, আমরা যখন প্রথম এখানে আসি তখন এক মহিলা আমাদের কাছে কাজ করত। এখন সে অবসর নিয়ে সিলভার-মাইনে থাকে। স্টেলা মাঝে-মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করে জিনিষপত্র দিয়ে আসে।

আবার আমরা বোটে চড়লাম। বোট ছাড়তেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। মিনিট কুড়ি পর স্টেলাদের বাড়ি পৌঁছলাম। স্টেলা ঘাটে নেমে গেল। হ্যারি আমাকে বীচে পৌঁছে দেবে বলল।

—শুভরাত্রি। একটু হেসে স্টেলা বলল, ফেরি বোট দুটোর সময় ছাড়ে, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

এই সুন্দর সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গ পেয়ে আমি খুশী হয়ে স্টেলাকে ধন্যবাদ জানালাম। দু'জনে দু'জনের দিকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালাম। ইঞ্জিন আবার গর্জে উঠল।

বীচে নামার মুখে হ্যারি জিজ্ঞেস করল, আপনি কবে ফিরছেন?

—এই হপ্তাখানেক পরে। ঠিক বলতে পারছি না।

—ঠিক আছে। আশা করি আবার আসবেন। আপনার সঙ্গ খুব ভাল লাগল আমার, আমরা উভয়ে করমর্দন করলাম।

হ্যারি বোট চালিয়ে চলে গেল। আমি ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

আস্তে আস্তে হেঁটে হোটেলে ফিরতে লাগলাম। আমি কিছুতেই সেই আয়নার ভেতর দিয়ে তাকানো চীনা লোকটাকে ভুলতে পারছিনা। ওর সেই চাউনি এখনও আমার চোখে ভাসছে।

আমার সহজাত অনুভূতি বলল—সাবধান। বিপদ আসছে।

।। সাত ।।

পরদিন সকালে আমি আমেরিকান কনস্যুল-এর থার্ড সেক্রেটারির অফিসে চলে এলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হল। অনেক ঝামেলা, অন্যান্য কর্মীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ওর ঘরে ঢোকার সৌভাগ্য হল।

ভদ্রলোক বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তেল চক্চকে চেহারা। অফিস ঘরটা কূটনৈতিক গুরুগম্ভীর আলোচনা করার জন্যে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সেইভাবে সাজানো হয়েছে। আমার ভিজিটিং কার্ডটা না ছুঁয়ে, চোখ কুঁচকে একবার তাকাল। যেন ওটা ছুঁলে দুরারোগ্য কোন ব্যাধি থেকে আর নিস্তার নেই।

নিজেই উচ্চারণ করল 'নেলসন রায়ান'...প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। তারপর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

—আমি মিঃ জে-উইলবার জেফারসনের হয়ে কাজ করছি। দিন সতের আগে ওর ছেলে হেরম্যান জেফারসন এখানে একটা মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সে ব্যাপারে আমি কিছু অনুসন্ধান করতে এসেছি।

—হুম, তা আমাকে কি করতে হবে? একটা সিগারেট ধরিয়ে ভদ্রলোক বললেন।

—ও হংকং-এর বাসিন্দা ছিল। সুতরাং আমার মনে হয়, ওর নাম নিশ্চয়ই এখানে রেজিস্ট্রি করা ছিল। আমি বললাম।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—আপনি ওর শেষ ঠিকানাটা দিতে পারেন? ভদ্রলোকের চোখের চাউনি স্বাভাবিক হল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা আমি একটা কথা বলছি, সেটার কি কোন প্রয়োজন আছে? ওটা মরা ফাইল, ভল্টে চলে গেছে। ওখান থেকে বের করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

—বাঃ। আমি কি মিঃ জেফারসনকে গিয়ে একথা বলব যে সময় লাগবে বলে এই সামান্য সাহায্য আমেরিকান কনস্যুল-এর সেক্রেটারি একজন আমেরিকানের জন্যে করতে পারেনি।

মনে হল, জেফারসনের নামটা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে থার্ড সেক্রেটারি নড়ে চড়ে বসল। উঁচু মহলে জেফারসনের দহরম-মহরম সম্বন্ধে সজাগ হল। তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে, মিস্ ড্যাভেনপোর্ট? শুনুন, হেরম্যান জেফারসনের ফাইলটা...হ্যাঁ...হ্যাঁ, হেরম্যান জেফারসন।

—রিসিভার রেখে আমার থেকে কোটিপতি মিঃ জে. উইলবার জেফারসনের খোঁজ নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন তিনি?

—ভালই আছেন। পা বাড়িয়েই আছেন। যখন দরকার পড়বে পাছায় লাথি মারবেন। ভদ্রলোকের পা দুটো বেশ লম্বা, জুতোজোড়াও বেশ ভারী।

থার্ড সেক্রেটারির নাম হ্যারিস উইলকক্স। আমার দিকে তাকিয়ে মিট্মিট্ করে হাসতে লাগল।

—ভালই বলেছেন। উনি কিন্তু অনেকদিন বেঁচে আছেন। হয়তো দেখব আমরা যখন কবরে যাবো তখনও উনি বেঁচে আছেন।

দরজা খুলে মিস্ ড্যাভেনপোর্ট ঢুকল। পাতলা ছিমছাম চেহারা, বয়স বছর পঁচিশেক। একটা পাতলা, হয়তো কিছুই নেই, ফাইল টেবিলের ওপর রেখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর মেয়েটা ওর নিতম্ব দুলিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা দুজনেই ওর যাওয়া লক্ষ্য করলাম।

ও বেরিয়ে যাবার পর উইলকক্স খানিকটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, দেখুন প্রায় সব কাগজপত্র ওর ডেডবডির সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এখানে কি পাওয়া যায় দেখি। ফাইল খুলে বলল, হ্যাঁ এই নিন, ওর শেষ ঠিকানা ছিল সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেল। হংকং-এ এসেছিল তেসরা সেপ্টেম্বর উনিশশো ছাপান্ন সালে এবং সেই থেকেই ঐ হোটেলেই থাকত। গত বছর একটা চীনা মেয়েকে বিয়ে করেছিল। ও কাগজটা দেখার সময় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা ও এখানে জীবিকা নির্বাহ করত কিভাবে?

—এখানে তো লেখা আছে যে ও এদেশে এসেছিল একজন রপ্তানীকারক হিসেবে। তবে আমার মনে হয় না ও কিছু করত বলে, আর ও সুস্থ জীবন-যাপন করত না।

—আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে জেফারসন রিপাল্স্ উপসাগর তীরে একটা বিশাল

অট্টালিকা ভাড়া করেছিল।

উইলকক্স আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বল্ল, তাই নাকি? তাহলে তো ও ঠিকানা পরিবর্তন করে সেটা রেজিস্ট্রি করত। না, না। আপনি কি সঠিক জানেন? কোন অট্টালিকা?

—লিমফান-এর বাড়িটা।

—ওঃ। না, না মিঃ ব্রায়ান। ঐ বাড়িটার ভাড়া ব্রিটিশ মুদ্রায় এখন মাসে অন্ততঃ চারশো পাউন্ড। অত পয়সা ওর ছিলনা।

—এখন ঐ বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন মিঃ হ্যারি এনরাইট। ওর বোনকে নিয়ে থাকেন। আমি বললাম। ও মাথা নাড়ল আর ওর চোখে মুখে বেশ উৎফুল্ল ভাব দেখলাম।

—হ্যাঁ আমি জানি। মিঃ এনরাইট তো এক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন। তার নামটা আমার মনে নেই। মিঃ এনরাইট একজন সজ্জন ব্যক্তি। ওর বোনও আমার মনে হয় হংকং-এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়া মহিলা!

—আমার মনে হয় এনরাইট ভাড়া নেবার আগে বাড়িটা খালি ছিল। আমি বললাম।

—না না, ওর আগে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন, আমি শুনেছি।

—জেফারসনের সঙ্গে চীনা মেয়েটার কি সত্যিই বিয়ে হয়েছিল?

—নিশ্চয়ই! এখানেই ওদের বিয়ে হয়েছিল, আপনি চাইলে আমি ওদের ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি দেখাতে পারি।

—খুব ভাল কথা। ওটা আমি দেখতে চাই।

ও আবার টেলিফোন করে মিস্ ড্যাভেনপোর্ট-কে সার্টিফিকেটটা আনতে বললেন। আমরা ওর আসার-জন্য অপেক্ষা করছি। মিঃ উইলকক্স বলল, মেয়েটাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছোট্ট, সুন্দর, কফিন পাঠাবার জন্য সব কাগজপত্র তো আমিই করে দিয়েছিলাম। এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। ওকে সত্যিই দুঃখিত দেখাল। আবার বলল, মেয়েটার জন্য আমার কষ্ট হয়।

মিস্ ড্যাভেনপোর্ট খুব আস্তে ঘরে ঢুকে সার্টিফিকেটটা দিয়ে তার নিজস্ব মরাল-গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা দু'জনেই ওর যাওয়ার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। তারপর দু'জনের চোখাচোখি হতেই উইলকক্স তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ডেস্কের ওপর দিয়ে আমার দিকে সার্টিফিকেটটা বাড়িয়ে দিল।

সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখলাম একবছর আগে জেফারসনের সঙ্গে জো-অ্যান-এর বিয়ে হয়। বিয়েতে সাক্ষী ছিলেন ফ্রাংক বেলিং এবং মু-হাই-তন।

—এই ফ্রাংক বেলিং ভদ্রলোক কে? আমি সার্টিফিকেটটা দেখিয়ে উইলকক্সকে প্রশ্ন করলাম।

ও মাথা নেড়ে বলল, জানিনা। হয়তো জেফারসনের কোন বন্ধু হবে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ইংরেজ। ওদের রেকর্ড আমাদের এখানে থাকে না।

—আর এই মেয়েটা? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—জো-অ্যান-এর বান্ধবী হয়তো।

কলমের পেছন দিয়ে ওর পোর্সিলিন-এ বাঁধানো দাঁত ভেতরে ঠেলে দিয়ে একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর ঘড়ি দেখল।

ওর কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই—এই চিন্তা করে উঠে দাঁড়ালাম।

—ধন্যবাদ। আমি আর আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না।

ও হেসে জানাল যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে ও খুব খুশী হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হল, আরো খুশী হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি তাই।

দরজার সামনে এসে প্রশ্ন করলাম, আপনার সঙ্গে হেরম্যান জেফারসনের কখনও আলাপ হয়নি?

—না। ওর বেশী মেলামেশা ছিল চীনাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে ওব কোন মেলামেশা ছিল না।

কনস্যুলেট ভবন থেকে প্যাকার্ড গাড়ির দিকে আসতে আসতে দেখলাম, একটু দূরে উর্দিপরা দুটো পুলিশ একটা ভিখিরী মেয়ে আর একটা রোগা বাচ্চাকে রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এই দ্বীপে প্রতি বছর লাখ খানেক রিফিউজি আসছে, তাই এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে এ দৃশ্য কোন দাগ কাটছে না। কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

গাড়িতে গিয়ে বসলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কি সূত্র পেলাম মনে মনে তা ভাবতে লাগলাম। তেমন কিছুই নয় তবে আমাকে চীনা মেয়ে মু-হাই-তন আর ফ্রাংক বেলিংকে খুঁজে বের করতে হবে আর কথা বলতে হবে।

গাড়ি নিয়ে সেন্ট্রাল পুলিশ স্টেশনে এসে চীফ ইন্‌সপেক্টর মিঃ ম্যাকার্থীর সঙ্গে কথা বলতে চাওয়াতে আমাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হল। তারপর ঢুকতে পেলাম ওর ঘরে। ম্যাকার্থী ওর পাইপ পরিষ্কার করছিল। আমি ঘরে ঢোকাতে ও আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। তারপর পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, বলুন এই সকালে আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

—আমি ফ্রাংক বেলিং নামে একজনকে খুঁজছি। ওকে আমি কিভাবে পাবো বলতে পারেন?

ম্যাকার্থী পাইপ জ্বেলে আমার দিকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। চোখদুটো সজাগ।

—ফ্রাংক রেলিং? এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে আপনি আগ্রহী কেন?

—দরকার আছে। হেরম্যান জেফারসনের বিয়েতে ও সাক্ষী ছিল, আপনি ওকে চেনেন?

—হুঁ, চিনি। ও তাহলে হেরম্যানের বিয়েতে সাক্ষী ছিল!

—হুম...। আপনি জানেন ও কোথায় আছে?

—আমি আপনাকে সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম, মনে পড়েছে?

ও একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, আচ্ছা, আচ্ছা। বেলিং-কে ধরার জন্য আমরা খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি। ও একটা মাদকদ্রব্য চোরা-চালান সংস্থার সভ্য। আমরা যখনই ওকে ধরব বলে ঠিক করেছি, ও হাওয়া হয়ে যায়। এখন ও হয় ম্যাকাউ নয় ক্যান্টন-এ পালিয়েছে।

—তাহলে ঐ জায়গাগুলোতে আপনারা খোঁজ করছেন না কেন?

—ম্যাকাউতে করেছি, কিন্তু ক্যান্টনে খোঁজ নেবার মত সুযোগ সুবিধা আমাদের নেই।

আমি চেয়ারে একটু আরাম করে বসলাম।

—লোকটা কি ইংরেজ?

—হ্যাঁ,...ও একজন ইংরেজ। ও যে মাদক দ্রব্য চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এ মাসের প্রথম তারিখে আমাদের ইনফর্মাররা খবর দিয়েছিল মাল আসছে। বেলিং কয়েক সপ্তাহ আগেও ক্যান্টন থেকে প্রচুর চালান করা হেরোইন এখানে খালাস করার ব্যবস্থা করত। যাই হোক, ইনফরমারের কথানুযায়ী আমরা ওকে ধরার সব ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ও সেটা আগেই জানতে পেরে ক্যান্টন কিংবা ম্যাকাউতে পালিয়ে যায়।

—এ মাসের প্রথম তারিখ...অর্থাৎ জেফারসনের মৃত্যুর দু'দিন আগে...।

—হতে পারে। আপনি কি এটাকে বিশেষ কোন ঘটনা বলে মনে করছেন?

—আমি শুধু যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাড় করে চলেছি। আচ্ছা ওর বিয়ের আর একজন মহিলা সাক্ষী মু-হাই-তন, এর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

—না। ম্যাকার্থী বলল।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, এইসব মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারীদের সঙ্গে জেফারসনের কোন যোগাযোগ ছিল বলে আপনার কিছু জানা আছে?

—থাকতে পারে। বেলিং-এর সঙ্গে যখন ওর বন্ধুত্ব ছিল তখন এই ব্যাপারে জড়িত থাকলেও থাকতে পারে।

—মেয়েটার ব্যাপারে কোন খোঁজখবর দিতে পারেন না?

—দেখবো। রেকর্ড খুঁজে দেখে জানাব। আপনি 'রিপাল্‌স্ বে' হোটেলে উঠে গেছেন?

—হ্যাঁ। বেশ আরাম করে বসেই উত্তরটা দিলাম।

কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে ম্যাকার্থী বলল, এই আপনারা মানে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটররা আছেন ভাল। সব খরচ তো মক্কেলের তাই না?

মৃদু হেসে আমি ম্যাকার্থীর থেকে বিদায় নিলাম। জানিয়ে দিলাম দরকার পড়লে আবার

আসব।

কুইনস রোড সেন্ট্রাল-এর ভীড় ঠেলে গাড়ির কাছে এলাম। গাড়ি চালিয়ে সোজা ওয়াঞ্চাই সমুদ্র এলাকায় সেই 'বার'-এ এলাম। যে বারের 'মাদাম' আমার থেকে একগ্লাস দুধ খেতে চেয়েছিল।

বারটা মোটামুটি খালি। কাউন্টারে দু'জন ওয়েটারের মধ্যে একজন আমাকে চিনতে পেরে সোনালী দাঁত বের করে এগিয়ে এল।

—সুপ্রভাত স্যার। আপনি আবার আসায় খুশী হলাম। পানীয় দেব না লাঞ্চ করবেন?

—রাম আর একটা কোক দাও। আমি বললাম। —মাদাম কোথায়?

বার-এর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, যেকোন সময় এসে যেতে পারে স্যার?

আমাকে পানীয় দিয়ে গেল। আমি আধঘন্টা ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। এমন সময় মাদাম ঢুকে কাউন্টার থেকে আমাকে হাত নাড়ল। আমিও হাত নাড়াতে মাদাম আমার সঙ্গে করমর্দন করল এবং বসল।

—আপনাকে আবার দেখে আমি খুশী হলাম। আশা করি সেই মেয়েটা আপনাকে সেদিন আনন্দ দিতে পেরেছে।

আমি তেতো হাসি হাসলাম।

—সেদিন আপনি আমাকে ঠকিয়েছিলেন। আপনি জানতেন মেয়েটা জো-অ্যান ছিল না।

একজন ওয়েটার মাদামের সামনে একগ্লাস দুধ রেখে চলে গেল।

—ওটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। তবে ও তো জো-অ্যানের চেয়েও আকর্ষণীয় ছিল। আমি ভেবেছিলাম এতে আপনি কিছু মনে করবেন না।

—যাক্ এবার আমি আর একজন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। মু-হাই-তন। আপনি তাকে চেনেন?

হঠাৎ ওর মুখ ফ্যাকাশে, ভাবলেশহীন হয়ে গেল। তারপর বলল, এ মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল। আপনার খুব পছন্দ হবে।

তবে একটা কথা। ওকে প্রমাণ করতে হবে যে ও মু-হাই-তন। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন, কিছু কথা আছে।

মাদাম কিছুক্ষণ চিন্তা করল।

—ঠিক আছে। প্রমাণ করবে। আপনি কি এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে চান?

—না এখনই নয়। আজ রাত আটটার সময় আপনি ওকে এখানে আনতে পারবেন?

মাদাম মাথা নাড়ল।

—শুনুন মাদাম, মেয়েটা যদি সত্যিই মু-হাই-তন হয় এবং আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে তবে আমি আপনাকে পঞ্চাশ হংকং ডলার দেব।

—ঠিক আছে সঠিক মেয়েকেই আপনি পাবেন এবং ও আপনার সঙ্গে সহযোগীতা করবে।

আমি পানীয় শেষ করলাম এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিক, আজ রাত আটটায়। আমি কিন্তু ঠিক জানতে পারব মেয়েটা আসল কিনা। কাজেই আগের বারের মত।...

মাদাম হাসল।

গাড়ি চালিয়ে 'রিপাল্‌স্-বে'-তে ফিরে এলাম। সারাদিনটা নেহাৎ বৃথা কাটল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

ফেরি বোটের প্রথম শ্রেণীর ডেকের রেলিং-এ ঝুঁকে আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের লোয়ার ডক্-এ ওঠার জন্যে মারামারি, ঠেলাঠেলি দেখছিলাম।

বেশ আকর্ষণীয় দৃশ্য। প্রত্যেক যাত্রীই, এর সকলেই চীনা, এমন তাড়াহুড়ো করছে, যেন বোটটা এখুনি ছেড়ে দেবে, যদিও ওটার ফেরি ছাড়তে এখনও পনের মিনিট বাকী। কুলীরা জেটিব তক্তার ওপরে এমন ঠেলাঠেলি করছে যেন এই ভীড় বোটের কামরায় উঠতে না পারলে তাদের

জীবনই বৃথা। চীনা মেয়েরা, পিঠে বাচ্চা বাঁধা সঙ্গে অল্প বয়সের কিছু শিশু জেটির তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে বোটে ওঠার চেষ্টা করছে। একটা অর্ধ-উলঙ্গ চীনা জোয়ান, ভারী মাল বয়ে তার কাঁধটাই ঝুলে গেছে একপাশে, ঐ ঝোলা কাঁধেই মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুটো চীনা পুলিশ বেল্টে হাত লাগিয়ে সহনশীলতার সঙ্গে এই দৃশ্য দেখছে। আমি চোখ ফিরিয়ে প্রথম শ্রেণীর সহযাত্রীদের দিকে তাকালাম, দু-একজন করে ঢুকছে, কিন্তু স্টেলার কোন চিহ্ন নেই। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ও খুব তাড়াতাড়ি আসবে না বা খুব দেরী করবে না। শেষ সময়ে আসবে।

একটা চীনা লোক, খুব ভাল স্বাস্থ্য, পরণে কালো স্যুট, একটা ভারী ব্রিফকেস নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ওঠার জন্যে জেটির তক্তার ওপর দাঁড়াল। লোকটাকে দেখেই আমার এনরাইটদের বাড়িতে আয়নায় দেখা লোকটার কথা মনে পড়ল।

লোকটার বয়স চল্লিশের মধ্যে, শরীর বেশ মজবুত, জিমন্যাস্টদের মত স্বচ্ছন্দে হাঁটাচলা করতে পারে।

আমি মনে মনে ভাবলাম ও হয়তো আয়নায় দেখা লোকটা নাও হতে পারে। সব চীনাদেরই তো একরকম দেখতে। লোকটা আমাকে পেরিয়ে, সীটে বসে একটা খবরেব কাগজ খুলে নিজেকে আড়াল করল।

বোট ছাড়ার ঠিক এক মিনিট আগে স্টেলাকে দেখতে পেলাম। পরনে আপেল-সবুজ সুতীর পোষাক, হাতে একটা বেতের ঝুড়ি। আমাকে দেখে হাত নাড়ল। ওই ছিল বোটের শেষ যাত্রী।

আমি গিয়ে ওর হাত থেকে ঝুড়িটা নিলাম। ও ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বোট ছেড়ে দিল।

—হ্যালো স্টেলা। আমি বললাম।

—হ্যালো। আমি ঠিক সময়েই এসে গেছি।

আমরা ডেকের বেঞ্চ-এ বসে কথাবার্তা বললাম। ব্যক্তিগত কোন কথা উঠল না এমনকি জেফারসনের নামও উচ্চারিত হল না। স্টেলা জিজ্ঞেস করল সারাদিনটা আমি কিভাবে কাটিয়েছি। আমি বললাম, র‍্যুরা দেখে কাটিয়ে দিয়েছি।

—আমরা এসে গেছি। বোটটা সিলভার মাইন জেটিতে এসে লাগলে স্টেলা বলে উঠল, এই জিনিষগুলো এখানে আমার প্রিয় সেই বৃদ্ধাকে দিয়ে আসতে হবে। একটু কথাবার্তা বলে দেড়ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো। আপনি জলপ্রপাতটা দেখে আসুননা। এটা এখানকার একটা দেখার মত জায়গা।

—হ্যাঁ, আমি দেখতে যাবো। আমরা কখন এখানে এসে মিলিত হবো?

—ফেরার বোট পাওয়া যাবে ঠিক ছ'টায়। ঐ সময়ই মিলিত হবো।

স্টেলা আমাকে জলপ্রপাত যাবার পথনির্দেশ দিল।

—এই পথ দিয়ে সোজা গেলে বাটারফ্লাই পাহাড়, তারপর একটা ব্রীজ দেখতে পাবেন, সেটা পেরোলেই আরেকটা ব্রীজ। এই দ্বিতীয় ব্রীজটার পরেই জলপ্রপাতটা দেখতে পাবেন। এটা সত্যিই দেখার মত জায়গা।

—ঠিক আছে। আমি ঠিক দেখে নেব। আমি হেসে জবাব দিলাম।

আমি ওর চলে যাওয়া লক্ষ্য করলাম। ঘাট পেরিয়ে দূরে এক সারি জীর্ণ বাড়ির দিকে নয়ন-মনোহর ভঙ্গীতে হেঁটে চলে গেল। তারপর আমি চারদিকে তাকিয়ে সেই চীনা লোকটাকে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না। আমাদের সঙ্গেই তো নামল। এর মধ্যে ও কোথায় গেল?

এখন থেকে ছ'টা পর্যন্ত আমাব কিছু করার নেই। পরিষ্কার আবহাওয়া, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, কোন তাড়া নেই, তাই স্টেলার দেওয়া পথনির্দেশ ধরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে একটা গ্রাম পেরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার ডানদিকে বাটারফ্লাই পাহাড়। তারপর দুটো ব্রীজ পেরোলাম।

জলপ্রপাতটার কাছে চলে এলাম। সত্যিই প্রশংসা করার মতো প্রপাত। ফিরে যাওয়া মনস্থ করলাম। আর ঠিক সেই সময়ে কানের পাশ দিয়ে ভীমরুলের মত আওয়াজ করে কিছু একটা বেরিয়ে গেল এবং তারপরেই একটা রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লাম। এই কায়দাটা আমি সেনাবাহিনীতে থাকার

সময় শিখেছিলাম। পরক্ষণেই আবার গড়িয়ে রাস্তার ধারে আসতেই আবার গুলির আওয়াজ। কিছুটা ধুলো উড়ে এলো।

আবার গড়িয়ে পাশের ঘন ঘাসের ওপর গিয়ে পড়তেই রাইফেলের গুলি এসে পড়তে লাগল। মাথার খুব কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় খতম করে দিয়েছিল।

নিজের বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পাচ্ছি। ভয়ে ঘেমে চান হয়ে গেছি। দেরী না করে গড়িয়ে একটা পাথরের আড়ালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

অনেকক্ষণ কিছু ঘটল না। আমিও একটু ধাতস্থ হলাম। যে আমাকে গুলি করছে মনে হয় সে টেলিস্কোপিক লেন্স ব্যবহার করেছিল। কেননা গুলির আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে সিকি মাইল দূর থেকে ছোঁড়া হচ্ছে।

আমার পয়েন্ট থ্রী এইট রিভালভারটা না আনার জন্যে নিজেকে গালাগাল দিলাম। আমি খুব সাবধানে মাথা তুলে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা কবলাম, পালাবার কোন রাস্তা আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। আমি মাথা নামিয়ে নিলাম। তাহলে ওরা দু'জন আছে। শেষ গুলিটা আমার পেছন থেকে এসেছে।

আমার পোষাক দেখে ওরা বুঝেছে যে আমার সঙ্গে অস্ত্র নেই। ওরা দু'জনেই সশস্ত্র।

খুব আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে বড় ঘাসগুলোর ভেতর দিয়ে সাপের মত পাহাড়ের তলদেশের দিকে মিনিট পাঁচেক ধরে এগোতে লাগলাম। এবার খুব সন্তর্পণে মাথা তুলতেই মাথার পাশ দিয়ে একটা বুলেট চলে গেল। আবার সটান হলাম। আস্তে আস্তে আগের জায়গাটা ত্যাগ করলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ! প্রায় সেই মুহূর্তে আমার আগের জায়গাটায় একটা বুলেট ছুটে এল এবং একটা রাইফেলের ফায়ারের আওয়াজ পেলাম।

আমি আবার ডানদিকে একটু একটু করে সরতে লাগলাম। এরপর বড় ঘাস আর নেই। এরপর উপত্যকা অঞ্চল।

আমি মাথা না তুলে মাটিতে কান চেপে ভারতীয় কায়দায় শুনতে চেষ্টা করলাম। প্রথম কয়েক মিনিট পেরোবার পর আমার ডাইনে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে আমার দিকে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে শুনতে পেলাম। খুব শীগগির ও এসে পড়বে।

আমি ভাবলাম মৃত্যুর কাছে এবার আমায় আত্মসমর্পণ করতেই হবে। নিজেকে কেমন অক্ষম মনে হল। পরক্ষণেই মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে প্রথমে ডানদিকে তারপর বাঁ-দিকে লাফ দিলাম। উদ্দেশ্য ছিল লোকটাকে বোকা বানানো। সফল হলাম। রাইফেলটা গর্জে আমার কয়েক গজ দূর দিয়ে গুলিটা চলে গেল। আমার সামনের ঘাসে একটা নড়াচড়া দেখলাম। প্রায় ছ-গজ দূরে।

হামাগুড়ি দিচ্ছি। দেখি চীনা, নীল জামা, ট্রাউজার, মাথায় কালো টুপি পরা একটা লোক আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। লোকটা বেঁটেখাটো কিন্তু মজবুত। হাতে ধরা ছুরি। আমি ওকে কোনরকম সুযোগ না দিয়ে লাফিয়ে ডান হাত দিয়ে ছুরিটা, বাঁ-হাত দিয়ে লোকটার গলাটা জাপটে ধরলাম।

আমি কাঁধ দিয়ে ওর বুকে একটা ঝাপটা ঝাড়লাম। ও সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। ও আঙুল দিয়ে আমার চোখ খামচে দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু আমি আমার মাথা দিয়ে ওর মুখে মারলাম এক ধাক্কা। ও 'গোঁক্' করে উঠল। ওর ওজন আমার অর্ধেক, শক্তিও তাই। ওর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে ওর গলায় চাপ দিতে লাগলাম। ওর সারা শরীরটা যতক্ষণ না পর্যন্ত মোচড় দিয়ে চোখ উল্টে ঠাণ্ডা হল, ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়লাম না। ও নেতিয়ে পড়লে আমি কয়েক গজ দূরে গড়িয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলাম চীনাটার শরীর অল্প-অল্প নড়ছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে গিয়ে ওর শরীরটা দিয়ে আমার শরীরটা আড়াল করে শুয়ে রইলাম।

আগের মারামারিতে ওর মাথা থেকে টুপিটা খুলে গিয়েছিল। ওর মাথায় টুপি না থাকায় ওকে আমি বলে ভুল করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুমান সত্যে পরিণত হল। রাইফেলে গুলি ছোঁড়ার শব্দ পেলাম। চীনাটার দেহটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেতিয়ে পড়ল। ওর নিথর, নিস্পন্দ

দেহটা শুইয়ে দিয়ে আবার আমি হামাগুড়ি দিয়ে পনের গজ দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। হয়তো অপেক্ষা করতে করতে লোকটার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। অবশেষে ও এল।

নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা নিয়ে ও এগোচ্ছে। দু-হাতে ধরা রাইফেল। আমার দিকেই মুখ ফেরানো। মস্ত, সুগঠিত চেহারা। পরনে কালো সিটি স্যুট। এই সেই এনরাইটদের আয়নায় দেখা লোকটা।

ওকে আসতে দেখে আমার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল। আমি বুঝলাম স্টেলার এই নির্জন দ্বীপে আসার প্রস্তাবটা, বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো এ-সবই একটা পরিকল্পিত ফাঁদ। এই ফাঁদের থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলাম হামাগুড়ি দিয়ে। হাতে ছুরি আছে বটে কিন্তু রাইফেলের সঙ্গে ছুরি! হাতের কাছে একটা পাথর পেয়ে নিয়ে রাখলাম।

লোকটা এবার আমার খুব কাছে, আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি ডান হাতে পাথর আর বাঁ-হাতে ছুরি নিয়ে অপেক্ষা করছি।

আমার ধারণা মত ও ওর মরা দোসরকে আগে দেখতে পেল। ঝুঁকে ওকে দেখতে লাগল। একটা অস্ফুট আওয়াজ করল মুখে। তারপর চোয়াল শক্ত করে, রাইফেলটা বাগিয়ে আমাকে লক্ষ্য করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি পাথরটা ছুঁড়লাম। ও গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু পাথরের ধাক্কায় নিশানা সঠিক হল না। গুলিটা আমার কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাথরটার একটা কোণা লেগে ওর হাত থেকে বন্দুকটা খসে পড়ল। ও নীচু হয়ে ওটা কুড়িয়ে নেবার আগেই আমি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ও দু-পায়ে ভর দিয়ে ধাক্কাটা সামলালো। আমি উল্টে পড়লাম। ও দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমাকে ধরার চেষ্টা করল। ইস্পাতের মত আঙুল। আমি সর্বশক্তি দিয়ে ওর তলপেটে মারলাম এক লাথি। ওর হাতটা নরম হতেই এক লাফ মেরে পাহাড়ের দিকে গিয়ে পড়লাম। খেয়াল পড়ল ছুরিটা আমার হাতে নেই। কাজেই আবার গড়িয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর ছুটে আসার আওয়াজ পেলাম। যেন বুনো শুয়োর গাঁক্ গাঁক্ করে ছুটে আসছে। আমি গড়ানো বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে রাইফেল নেই দেখে আমি পাহাড়ের দিকে ছুট লাগালাম।

লোকটা আমার পেছনে উর্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। ও যখন আমার খুব কাছে তখন আমি থেমে গিয়ে ওর মুখ লক্ষ্য করে এক লাথি মারলাম। ও নিজেকে সামলাবার কোন সুযোগই পেল না। গড়িয়ে পড়ল। ও গড়িয়ে পড়ার মুখে আমি একটা বড় পাথর তুলে ওর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। ওর মাথার পেছনটা ফেটে গল্‌গল্ করে রক্তের ফোয়ারা ছুটল। হয়তো ওব মাথার খুলি গুঁড়ো হয়ে গেছে। ও গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ঠিক যেন একটা কাদার তাল। যাক্‌গে, আমি আর চিন্তা করছি না। আমাকে আর জ্বালাতন করতে আসবেনা।

বুক ভরে দম নিয়ে সিলভার লাইন জেটির দিকে হাঁটা দিলাম। কাঁধটা জ্বালা করছে। পাহাড় থেকে নেমে রাস্তায় এলাম।

।। দুই ।।

ঠিক আটটায় ওয়াঞ্চাই এলাকার বার-এ গিয়ে ঢুকলাম। এর আগে আমি স্নান করেছি। ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়েছি। আমার সৌভাগ্য তেমন ক্ষতিকর কিছু হয়নি।

বার একেবারে ভর্তি। খালাসীরা মদের গ্লাস নিয়ে হৈ-চৈ করছে, চীনা ছেলেমেয়েরা কেউ গল্প করছে, কেউ নাচছে।

বক্সে কান ফাটানো আওয়াজে গান বাজছে। আমি ভেতরে ঢুকে চারিদিকে তাকালাম। চীনা মাদাম ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে একটা কেবিনে নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি বসে চোখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি খাবেন বলুন?

—একটা স্কচ...আপনি?

আমি আপনার জন্যে স্কচ বলছি। মাদাম নাচিয়েদের পেছন দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

মিনিট পাঁচেক পর একটা ওয়েটার আমাকে স্কচ আর সোডা দিয়ে গেল। আরও মিনিট দশেক পরে চিন্তিত মুখে মাদাম ফিরে এসে চেয়ারে বসল।

—মু-হাই-তন আপনার সঙ্গে দেখা করবে, তবে এখানে নয়, আপনাকে ওর ঘরে যেতে হবে।

আবার ফাঁদ? একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। আসল কথা বিকেলের ঐ ঘটনার পর আমি একটু দুর্বল হয়ে গেছি। অবশ্য এখন আমি স্যুট পরে, পয়েন্ট-থ্রী-এইট যন্ত্রটা সঙ্গেই এনেছি। বুকে অনেকটা জোর আছে।

বুকের ঐ জোরের সঙ্গেই বললাম, কোথায় আছে ও?

—খুব দূরে নয়। আমি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, মাদাম বলল।

—ঠিক আছে। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো ওই আসল মেয়ে?

—ওর সঙ্গে কাগজপত্র আছে, আপনাকে দেখাবে। আপনি যাকে চাইছেন, ও ঠিক সেই মেয়ে।

—তাহলে আমি এক্ষুনি যাবো। আমি বললাম।

—নিশ্চয়ই। ও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমি তাড়াতাড়ি পানীয় শেষ করে উঠলাম।

—আমি ওর সঙ্গে যদি কথা বলে সন্তুষ্ট হই যে ও সেই মেয়ে যাকে আমি খুঁজছি, তাহলে আপনাকে পঞ্চাশ হংকং ডলার দেব।

মহিলা শক্ত মুখে হাসল।

—ঠিক আছে। চলুন, ট্যাক্সি করে দিই।

আমি অপেক্ষা করলাম। মহিলা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল আর আমাকে বলল, ট্যাক্সিওলা জানে আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে। ওর ঘরটা সবচেয়ে উঁচু তলায়। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

আমি ওকে ধন্যবাদ দিয়ে বার-এ অপেক্ষা করতে বললাম।

ট্যাক্সিচালক আমাকে দেখে হাসল। আমি গা না করে ভেতরে গিয়ে বসলাম। মিনিট ছয়েকের মধ্যে একটা গয়নার দোকানের সামনে এসে থামল। চালক তার পাশের একটা দরজা দেখিয়ে দিল। ট্যাক্সি চলে গেল।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। দশ-পা এগোলো একটা লিফট্‌। আমি লিফট্‌ চালিয়ে একেবারে উঁচু তলায় গেলাম। পিস্তলটা একবার দেখে নিলাম। কয়েক পা এগিয়ে একটা দরজা দেখতে পেয়ে বেল টিপলাম।

একটু দেরীতে একটা চীনে মেয়ে দরজা খুলে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

মেয়েটা লম্বা, স্লিম এবং সুন্দরী। একটা ক্রীম রঙের এমব্রয়ডারী করা সিল্ক জামা পরা, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। মাথায় ফুল গোঁজা।

—আমি রায়ান। মনে হয় তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছ?

মেয়েটা সুন্দর ঝক্‌ঝকে দাঁতে হেসে বলল, হ্যাঁ, আসুন। ভেতরে আসুন।

ঘর বড়, সুন্দর ফুলে সাজানো। আধুনিক ওক কাঠের আসবাব। জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

—তুমি মু-হাই-তন? মেয়েটা দরজা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে এলে প্রশ্ন করলাম।

মেয়েটা চেয়ারে বসে বলল, হ্যাঁ আমার নাম। হাতদুটো ভাঁজ করে কোলে বাখা।

—আমি কী করে জানবো তুমি সত্যিই মু-হাই-তন কিনা?

আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে টেবিলের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, আমার সব কাগজপত্র ওখানে আছে।

আমি ওর পরিচয়পত্র দেখলাম। পাঁচ বছর আগে হংকং-এ এসেছে। জীবিকা—নর্তকী। বয়স—তেইশ। আমি ওর ঠিক উল্টো দিকে বসলাম।

—তুমি হেরম্যান জেফারসনকে চিনতে?

—হ্যাঁ চিনতাম। হপ্তা-দুয়েক আগে ও মারা গেছে।

—ওর বউকে চিনতে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—অবশ্যই। আমি ওদের বিয়েতে সাক্ষী ছিলাম।

—তুমি জান হেরম্যান জীবিকা অর্জন করত কিভাবে?

—আমার মনে হয় আমি আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। দয়া করে বলবেন আপনি কে এবং কী জন্যে আমার কাছে এসেছেন?

—আমি হেরম্যানের বাবার হয়ে অনুসন্ধান করতে এসেছি। উনি জানতে চান ওঁর ছেলে এখানে কী ভাবে জীবনযাপন করত।

ভুরু তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ও জিজ্ঞেস করল, কেন?

—তা জানি না। উনি আমাকে টাকা দিয়েছেন, এইসব খবর সংগ্রহের জন্যে। তুমি কিছু খবর দিলে তোমাকেও টাকা দেব। মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল।

—আপনি আমায় কত টাকা দেবেন?

—সেটা নির্ভর করছে তুমি আমাকে কী রকম খবর দাও তার ওপর।

—আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ও কি করত? একটু তেতো হেসে বলল, ও কিছুই করত না। জো-অ্যান-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খেত।

—লেইলা বলে কোন মেয়েকে চেনো?

—হ্যাঁ। ও তো জো-অ্যানের সঙ্গেই থাকত।

—লেইলা আমাকে বলেছিল হেরম্যান রিপাল্‌স্‌ উপসাগরের কাছে একটা অট্টালিকা ভাড়া করে থাকত। সত্যিই কি ও অট্টালিকা ভাড়া করেছিল?

মেয়েটা হো হো করে হেসে বলল, জেফারসন সেলেশিয়াল হোটেলের ভাড়াই দিতে পারত না। একটা অকর্মার ধাড়ি...ভিখিরী।

—আমি শুনেছিলাম ও মাদকদ্রব্য চোরাচালান করত?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মুখটা শক্ত হয়ে গেল। তারপর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে একটু সহজ হয়ে বলল, এসব চোরাচালানের ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা।

—আমি বলছিনা যে তুমি এসব কর। তুমি শুনেছ, ক্যান্টন থেকে হেরোইন হংকং-এ চালান হয়?

—না। মেয়েটা বলল।

—ফ্র্যাংক বেলিং কিন্তু এই চোরাচালান করত।

—আমি এ ব্যাপারে কিছু জানিনা। ও আমাকে খুব গভীর ভাবে লক্ষ্য করতে করতে বলল।

—তুমি বেলিংকে চিনতে, তাই না?

—আমি একবার মাত্র ওকে দেখেছিলাম, জেফারসনের বিয়েতে।

—ও কি জেফারসনের বন্ধু ছিল?

—বোধহয়, ঠিক জানি না। আমি কিছু জানি না এ ব্যাপারে।

—আমি এও শুনেছি বিয়ের পর জেফারসন ওর বৌকে ছেড়ে রিপাল্‌স্‌ উপসাগরের ঐ বাড়িতে চলে যায়।

মেয়েটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

—বললাম তো মরার আগের দিন অবধি হেরম্যান সেলেশিয়ালেই থাকত জো-অ্যানের সঙ্গে। ও কোনদিন রিপাল্‌স্‌ যায়নি।

আমি ওকে সিগারেট দিতে গেলাম। ও নিলো না। ভাবলাম এ প্রসঙ্গে আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। সবাই একই কথা বলছে, শুধু লেইলা ছাড়া। তবে আমি এটাই ধরে নিতে পারি লেইলা মিথ্যে বলেছে।

—ঠিক আছে। আমরা জো-অ্যানকে নিয়ে আলোচনা করি। তুমি ওকে ভালভাবে চিনতে?

—হ্যাঁ। ও আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল। ও আমেরিকা চলে যেতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আশা করছি খুব শিগগির চিঠি পাব। ও বলে গেছে আমার জন্যে ও কিছু করতে পারলে জানাবে। আমিও তাহলে আমেরিকা চলে যাবো।

আমি ভাবলাম এবার খোলাখুলি ভাবে আলোচনা দরকার।

—তুমি তাহলে শোননি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—শুনব...কী?

—ও মারা গেছে।

ও ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। হতবিহ্বল হয়ে বুকে হাত ঠেকাল। অভিনয় নয় সত্যিই ও ভয়ানক শক পেয়েছে।

—মারা গেছে? কী করে? কি হয়েছিল?

—প্যাসাডোনা সিটিতে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ও খুন হয়। ওর চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ।

—আপনি মিথ্যে বলছেন।

—আমি সত্যিই বলছি। পুলিশ ওর খুনীকে ধরার চেষ্টা করছে।

ও কান্নামিশ্রিত গলায় বলল, বলে যান। দয়া করে আমাকে সব বলুন।

—ব্যাপারটা একটু সহজভাবে নাও। আমি বললাম, আমার খুব খারাপ লাগছে কেননা দুঃখজনক খবরটা আমিই তোমাকে দিয়েছি। আমি নিজেও খুনের ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করছি, আর তুমি আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য কর। এখন শোন...।

কথার মাঝখানে ও হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পাশের ঘরে চলে গিয়ে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লিফটে করে পরের তলায় নেমে চুপচাপ অপেক্ষা করলাম। কয়েক মিনিট পরে ওর ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। খানিকক্ষণ পর আবার দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলায় এসে ওর দরজায় কান পাতলাম। কিছুক্ষণ পর টেলিফোন ডায়ালের শব্দ এবং তারপর খুব নীচু গলায় চট্‌পট্ কাউকে কিছু বলার আওয়াজ পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে কোলাহলমুখর রাস্তার উল্টোদিকে এলাম। সেখানে একটা ক্যামেরার দোকানের শো-কেস-এ খুব কম দামী একটা ক্যামেরা দেখার ছল্ করে কাঁচে মু-হাই-তন-এর বাড়ির দরজার প্রতিচ্ছবির দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করেও সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন চলে যাব ভাবছি, ঠিক তখনই দেখলাম ও পোষাক পরিবর্তন করে, কালো কস্টিউম্ আর ট্রাউজার পরে, রাস্তায় এসে খুব সন্তর্পণে এদিক-ওদিক চেয়ে সমুদ্র এলাকার দিকে হাঁটা লাগাল। আমিও ওকে অনুসরণ করে চললাম। ও একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে ড্রাইভারকে কিছু বলল, তারপর ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

আমারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। স্ট্যান্ডের দ্বিতীয় ট্যাক্সির ড্রাইভারকে মোটামুটি ভাবে ইংরেজীতে বোঝাতে পারলাম যে সামনের ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে ওকে আমি কুড়ি হংকং ডলার দেব। ট্যাক্সিতে চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার জোরে ছেড়ে দিল, মু-হাই-তন এর থেকে আমার ট্যাক্সিটা গজ পঞ্চাশেক দূরে।

ওর ট্যাক্সিটা 'স্টার ফেরি স্টেশনে' এসে থামল, ও ট্যাক্সি থেকে নেমে এগোতে থাকল, আমিও ওর পেছন পেছন ঘাটে এলাম। ও ফেরিঘাটের থার্ড ক্লাসে, আমি ফার্স্ট ক্লাসে উঠলাম। বোট আমাদের কউলুন সিটি জেটিতে নামিয়ে দিল। সামনেই কাই-তাক এয়ারপোর্ট।

ফেরিঘাট থেকে ও একটা রিক্সা নিল। আমি ভাবলাম এই ভীড় রাস্তায় হেঁটে গেলেই বোধহয় ওকে চোখেচোখে রাখতে পারব। কিন্তু এটা আমার খুব ভুল হল। ওর রিক্সা চালক খুব জোরে রিক্সা চালাচ্ছিল, ওকে লক্ষ্য রাখতে ঐ ভীড় রাস্তার মধ্য দিয়ে আমাকে ছুটতে হচ্ছিল। চীনারা হয়তো ভাবছিল আমি একটু ক্ষ্যাপাটে, যাইহোক, ওকে ধরলাম অতি কষ্টে।

একটা সরু রাস্তার সামনে রিক্সা থেকে নেমে ও একটা সরু নোংরা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি জানতাম এই রাস্তা দিয়ে পাঁচিলঘেরা কউলুনের পুরোনো শহরে যেতে হয়।

বস্তুতঃ হংকং-এর এই এলাকাটা রেড চীনাদের একটা বড় ঘাঁটি। ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে খুনী, অপরাধী, নেশাখোরদের আস্তানা ছিল। অবস্থা এখন আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাওয়ায় দিনরাত পুলিশ এখানে টহল দেয়। ইউরোপীয়রা এখানে ঢুকতে পারেনা বা আসতেও চায়না।

আমি ওর পেছন পেছন চললাম। ঐ সরু নোংরা গলিতে হঠাৎ লুকিয়ে পড়া সম্ভব ছিল না।

ও পেছন ফিরলেই আমাকে দেখতে পেত কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাকায়নি। আমি ওর থেকে গজ কুড়ি পেছনে ছিলাম। নেশাগ্রস্ত চীনাগুলো আমার দিকে একবার করে তাকিয়ে এমনভাবে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল যেন আমি অস্পৃশ্য।

হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটা একটা দরজার সামনে এসে থামল। তারপর দরজাটায় ধাক্কা মেরে ঢুকে গেল ভেতরে। আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম। বেশ কিছু চীনা আমাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। যদিও ওদের মুখগুলো নেশাগ্রস্থ, ফ্যাকাসে। আমার মনে হচ্ছিল এরা শুধু শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েই আছে। ঠিক দেখার দৃষ্টি দিয়ে দেখছে না। তবু একটা ভয়ের স্রোত আমার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল।

আমিও ঠেলা মেরে দরজাটা খুললাম। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। একটা মেয়ের অস্পষ্ট গলা আমার কানে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলাম।

আমার ঠিক সামনের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটা লোকের গলা শুনতে পেলাম, দেখ শালী, হলদে চামড়ার বাচ্চা, যদি মিথ্যে বলিস আমি তোকে মেরে ফেলব। উচ্চারণটা আমেরিকান।

—লোকটা আমাকে তাই বলেছে, মু-হাই-তনের কাঁপা গলার স্বর শুনলাম। ও বলছে, লোকটা আমাকে বলেছে, প্যাসাডোনা সিটিতে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ও খুন হয়।

আমার ঠিক পেছনে খুব ঠাণ্ডা, ভারী চীনা গলার আওয়াজ পেলাম, একদম নড়বেন না, মিঃ রায়ান। স্বরটা শুনে আমি লোকটাকে চিনতে পারলাম না।

আমি না নড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

—দয়া করে কোন বেয়াড়াপনা না করে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকুন। আপনার পেছনে আমার হাতে একটা পিস্তল আছে। আমি এক-পা এগিয়ে দরজায় একটা ঠেলা মারলাম, দরজা খুলে গেল।

একটা নোংরা খালি ঘর। একদিকে কাঠের বেঞ্চ। আর এক কোণে একটা প্যাকিং বক্স-এর ওপর একটা পোড়া কেটলী আর কতগুলো নোংরা চায়ের কাপ। দেওয়ালে একটা হুকে একটা তোয়ালে, ঠিক তার তলায় একটা বেসিন।

ঘরের মেঝেতে চোখ পড়তে দেখি মু-হাই-তন আর একজন রোগা, খর্বুটে চেহারা, পরনে ময়লা চীনাদের পোশাক, মাথায় কালো টুপী পরা একজন ইউরোপীয় লোক বসে। আমাকে দেখে মু-হাই-তন চীৎকার করে উঠল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ চেপে ধরে এক ঠেলা মেরে আমার পায়ের কাছে ফেলে দিলো।

—চুপ খচ্চরী। মেরে ফেলব। তারপর আমার পেছনের লোকটাকে বলল, তুমি একে এখানে এনেছো কেন? যাও বেরিয়ে যাও।

—আপনি আরো ভেতরে ঢুকে যান মিঃ রায়ান। আমার পেছনের লোকটা বলল। আমি আমার পিঠে পিস্তলের স্পর্শ পেলাম।

মেয়েটা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এক দৌড়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। আমার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে কয়েকবার তাকিয়ে গেল।

আমি কথামতো আরো ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। লোকটা আমার দিকে একদৃষ্টে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি এক ফাঁকে পেছন ফিরে আমার পেছনের লোকটাকে দেখে নিলাম। ওয়ং-হপ-হো, আমার সেই ইংরেজী বলিয়ে গাইড যেন অনুতপ্ত হয়েছে, সেইভাবে মৃদু হাসল। ওর ডানহাতে ধরা পয়েন্ট-ফোর-ফাইভ কোল্ট রিভালভার আমার পিঠে ঠেকান।

আমার সামনের লোকটা অত্যন্ত নোংরা দেখে মনে হল অর্ধভুক্ত এবং অসুস্থ। দাড়ি কামায় নি, গা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ঐ লোকটা ওয়ংকে বলল, দেখ ওর কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা।

ওয়ং আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গা খুঁজে আমার রিভালভারটা বের করে নিল, তারপর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

আমার মনে হল আমার সামনের লোকটা ফ্রাংক বেলিং। এছাড়া অন্য কেউ নয়।

না তো?

—মেয়েটা এখনও ওর ঘরে ফিরে আসেনি, তবে আমরা ওর ঘরের ওপর নজর রাখছি এবং অন্যত্রও খুঁজছি। আমার দিকে চেয়ে ম্যাকার্থী বলল।

—আপনার কাছে ফ্রাংক বেলিং-এর কোন ফটো আছে? আমার মনে হচ্ছে ঐ লোকটা একজন আমেরিকান, ও বেলিং নয়। আমি বললাম।

ম্যাকার্থী আগের তুলনায় একটু বেশিই আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার খুলে পেটমোটা একটা ফাইলের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে হাফ-প্লেট সাইজের একটা ফটো আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। ফটোটা দেখে আমি একেবারে 'থ' মেরে গেলাম। এ একেবারে সেই ফটো যা আমাকে জেনেৎ ওয়েস্ট দিয়েছিল। যে ফটোটা দেখিয়ে জেনেৎ বলেছিল এই হচ্ছে হেরম্যান জেফারসন।

—আপনি কি নিশ্চিত যে এ ফ্রাংক বেলিং?

ম্যাকার্থী আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, তা নয় তো কি? এটাই তো ওর পুলিস ফটোগ্রাফ। আমরা ওকে ধরার যখন ঠিক করেছিলাম, তখন কাগজেও এর অনেক কপি বেরিয়েছিল। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ফ্রাংক বেলিং।

—কিন্তু আমি যার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তার সঙ্গে এর তো কোন মিল নেই। ও নিজেকে বলেছিল ফ্রাংক বেলিং।

ম্যাকার্থী খানিকটা চা খেয়ে পাইপ ভরতে ভরতে আমার দিকে খানিকটা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তাহলে যার সঙ্গে আপনি কথা বললেন ও কে ছিল?

আমি বললাম, আপনি কোনদিন হেরম্যানকে দেখেছেন?

ম্যাকার্থী বলল, হ্যাঁ...কেন?

—ওর ফটোগ্রাফ আপনার কাছে আছে?

—না...ওতো আমেরিকান নাগরিক। ওর ফটো আমরা কেন রাখতে যাবো?

—আপনি দয়া করে বলুন...ওকে দেখতে কেমন ছিল?

—রোগা, পাতলা, বেশ চোখা চেহারা, বালি রং-এর চুল, ম্যাকার্থী খুব চট্‌পট্‌ জবাব দিল।

—যে রকম বিবরণ দিচ্ছেন, তাতে যে লোকটা নিজেকে বেলিং বলে পরিচয় দিয়েছে, তার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে।

ম্যাকার্থী কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর গম্ভীর ভাবে বলল, জেফারসন মারা গেছে। পথ দুর্ঘটনায় ওর মৃত্যু হয় এবং ওর মৃতদেহ আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—আমি বলছি, জেফারসন বেঁচে আছে। অন্ততঃ দু-ঘণ্টা আগেও ও বেঁচে ছিল, আপনার বর্ণনার সঙ্গে ওর চেহারা হুবহু মিলে যাচ্ছে। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম।

—কিন্তু...মোটর গাড়িতে যে দেহটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা তো জেফারসনের সঙ্গে মিলে...অবশ্য দেহটা যেভাবে পুড়ে গিয়েছিল তাতে বোঝা মুশকিল ছিল। কিন্তু ওর স্ত্রী ওর আংটি আর সিগারেট কেস দেখে ওকে সনাক্ত করে। আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস না করার কোন কারণ দেখছি না যে ওই জেফারসন্ ছিল।

—ঠিক আছে, আমি যে লোকটার সঙ্গে কথা বলেছি, ধরলাম ও যদি জেফারসন না হয়, তবে ও কে ছিল? আমি প্রশ্ন করলাম।

—আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? আমি তো বলেছি জেফারসন যে বেঁচে আছে, এমন ধারণা করার কোন কারণ এখনও পর্যন্ত দেখছিনা।

—আপনি বললেন রোগা, লম্বা, বালি রং-এর চুল...,আমি বললাম। তারপর একটু চিন্তা করে বললাম, ডান হাতের একটা আঙুল একটু বাঁকা ছিল, হয়ত কখনও ভেঙে গিয়েছিল, ঠিকমত সেট্‌ করা হয়নি, তাই...।

—ঠিক, ঠিক, এই জেফারসন—হ্যামিশ বলল। আমি অফিসে আসার পর ওকে এই প্রথম কথা বলতে শুনলাম। ও বলল, ঐ বাঁকা আঙুলের কথা আমার মনে পড়েছে, ও নিশ্চয়ই জেফারসন।

ম্যাকার্থী ওর পাইপে গভীর একটা টান দিল।

—তাহলে কার ডেডবডি কবর দেওয়া হল? খুব অস্বস্তিভরে বলল, কার বডি আমেরিকা পাঠানো হল?

—আমার ধারণা ফ্রাংক বেলিং-এর বডি পাঠানো হয়েছে। আমি বললাম, কোন বিশেষ কারণে জেফারসন নিজেকে ফ্রাংক বেলিং বলে আমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল।

—কিন্তু, কেন সে তা করবে?

—সেটা আমি বলতে পারছিনা। মাথায় হাত বোলাতে গিয়ে যন্ত্রণাটা চাড়া দিয়ে উঠল। উঃ বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ঠিক আছে। চীফ ইন্সপেক্টর, আমি উঠছি, আমার এখনই বিছানায় যাওয়া দরকার। আমার মাথায় মনে হচ্ছে বেড়ালে আঁচড়াচ্ছে।

—আচ্ছা। আপনি আগে ওয়ং-এর একটু বিবরণ দিন।

—ঐ একই রকম ; আর সব চীনারা যেমন দেখতে হয়। আঁটসাট, ঠোঁটে ভারী চেহারা, সোনা বাঁধানো দাঁত।

—হুঁ, ঠিক আছে। আমরা যেমন ওদের সবাইকে এরকম দেখি, ওরাও তেমনি আমাদের সবাইকে এরকম দেখে।

তারপর হ্যামিশকে বলল, যত লোক লাগে নিয়ে ওর ডেরায় গিয়ে ওকে তন্নতন্ন করে খোঁজ, পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না, তবু প্রাণপণ চেষ্টা চালাও। আমাকে বলল, মিঃ রায়ান, আপনি আমাদের ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় যান।

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যামিশের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

—ঐ আড্ডায় জেফারসনকে খোঁজা আর একটা অশরীরীকে খোঁজা একই ব্যাপার। ওখানে কিচ্ছু বোঝা যায় না, হয়ত দেখব জেফারসন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমি জানতেই পারব না। হ্যামিশ তেতো গলায় বলল।

—আরে ভাই লড়ে যান না। কিছু তো পেয়েও যেতে পারেন।

বুঝলাম, হ্যামিশ আমাকে মনে মনে বেশ কিছু গালি দিল। যাই হোক, ওকে বিদায় জানিয়ে আমি এসে উঠলাম আমার প্যাকার্ড গাড়িটায়। চলে এলাম 'রিপাল্‌স্ বে'-তে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থা আমার।

লিফট্ চালিয়ে পাঁচতলায় এলাম। ঘরের দিকে এগোতে এগোতে নাইট-বয়টাকে দেখতে পেলাম। মৃদু হেসে আমাকে ঘরের চাবি দিল। আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বসার ঘরে এসে জ্যাকেটটা খুলে ফেললাম। এয়ার কন্ডিশনটা চালিয়ে একটু আরাম বোধ করলাম। এই হোটেলে বসার ঘর আর শোবার ঘরের মাঝখানে একটা পর্দার ব্যবধান আছে। হোটেলের সব ঘরেই এই ব্যবস্থা। পর্দা সরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি আলো জ্বলছে।

একটা মেয়ে আমার বিছানায় শুয়ে আছে। মেয়েটা স্টেলা এনরাইট। সোনালী আর কালো রং-এর ককটেল ড্রেস পরা, বিছানার পাশে ওর দামী জুতো পড়ে রয়েছে।

প্রথমে ওকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল ও মারা গেছে। তারপর ভাল করে লক্ষ্য করতে দেখি, না, ওর বুক ওঠানামা করছে। ওর দিকে তাকিয়ে দুটো জিনিষ ভেবে অবাক হলাম, এক, ও এখানে কি করছে? দুই,আমার ঘরে ঢুকল কী করে? পরক্ষণেই মনে পড়ল হাসি মাখানো মুখের নাইট-বয়টাকে, স্টেলা নিশ্চয়ই ওকে পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করেছে।

অল্পক্ষণ পরেই ও চোখ মেলে তাকালো আর পা দুটো ঝুলিয়ে উঠে বসল।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ রায়ান,—স্টেলা হেসে বলল। ঘুমিয়ে পড়ব বলে ভাবিনি আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি দুঃখিত।

—আপনি কি অনেকক্ষণ ধরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? কিছু বলতে হয়, তাই বললাম। দেখলাম ও উঠে জুতো পড়ল, হাত দিয়ে চুল ঠিক করে বসার ঘরে এলো।

—আমি এখানে সেই দশটা থেকে বসে। আপনার জন্যে আমার চিন্তা হচ্ছিল। আশা করি আপনার এখানে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না। স্টেলা হেসে বলল।

আমি কিছু বলার আগেই ও আবার তাড়াতাড়ি বলল, আপনার কী হয়েছিল? আমি তো প্রায়

ফেরিটা মিস্ করে ফেলেছিলাম আরকি। আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করলেন না কেন?

—আমার একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, আমি বললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমারসেই চীনা দুটোর, একটার হাঁতে রাইফেল আর একটার সঙ্গে ছুরির কথা মনে পড়ল।

—এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সিলভার মাইন উপসাগরে যাওয়ার প্রোগ্রামটা কি আপনি ঠিক করেছিলেন?

ও আমার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল। চোখ, মুখে ভাবখানা যেন কিছুই বুঝছে না।

—আমিই প্রোগ্রামটা করেছিলাম...। আপনি ঠিক কি বঁলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না।

—না বোঝার মত কোন শক্ত ব্যাপার এটা নয়। আপনিই আমাকে বলে জলপ্রপাতটা দেখতে পাঠালেন। এটা কি আপনিই ঠিক করেছিলেন? নাকি অন্য কারোর পরামর্শে আমাকে এটা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন? আমি কঠিনভাবে বললাম।

স্টেলা চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেন এই প্রশ্ন করছেন। প্রোগ্রামটা আমার দাদা করেছিল। আমার দাদাই বলেছিল আপনাকে ওখানে আমন্ত্রণ জানাতে। ও আরও বলেছিল আপনি একা থাকেন, সুতরাং আপনাকে সঙ্গ দিলে আপনার ভালই লাগবে।

—উনি কি সত্যিই আপনার দাদা?

একথা শুনে স্টেলার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। আমার দিকে একবার তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ও কিছু বলল না দেখে প্রশ্নটা আবার করলাম।

—আপনি...এমন একটা প্রশ্ন করছেন যে...আমার দিকে না তাকিয়েই ও বলল, আপনি এরকম প্রশ্ন করছেন কেন?

তার কারণ আপনাদের দু'জনের মধ্যে কোন মিল নেই। আমি বললাম, আমি ভেবে পাচ্ছি না যে আপনার মতো একটা মেয়ে দাদার সঙ্গে থাকতে চাইবে কেন?

আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি যেন ভেবে বলল, না ও আমার দাদা নয়। আমার সঙ্গে ওর পরিচয় গত কয়েক মাসের। এখন মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় না হলেই বোধহয় ভাল হত।

আমি আমার প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে ওকে একটা দিলাম আর নিজে একটা ধরালাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসে ও একটা বড় টান দিল। আমি আমার শোবার ইচ্ছে ত্যাগ করলাম।

—আপনার সঙ্গে ওর আলাপ হয় কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সিঙ্গাপুরে। আমি ওখানে একটা নাইট ক্লাবে ক্যাবারে নাচতাম, নিউইয়র্ক থেকে কাজ করতে করতে ওখানে যাই। হঠাৎ একদিন ঐ নাইট ক্লাবে পুলিস হানা দিল আর আমি টাকা-পয়সা কিছুই পেলাম না। একেবারে অকূলে ভাসলাম। ও চোখ বুঁজে বলে যেতে লাগল। এমন বিপদের দিনে আমি হ্যারিকে পেলাম। ও কয়েকবার ঐ ক্লাবে আমার নাচ দেখেছে। ও আমাকে ওর সঙ্গে থাকার প্রস্তাব দিল। ওর টাকাপয়সা এবং অন্যান্য আকর্ষণে ওর প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে গেলাম। তখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকতে লাগলাম। ম্যাকরিচি রিজার্ভয়ের পাশে ওরবাংলোটা ছিল ছিমছাম সুন্দর। আমরা ওখানে বেশ ভালই ছিলাম। তা হলেও আমি দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। ও একবার চোখ খুলে সিগারেটটা দেখে নিল। কিন্তু হ্যারি আমাকে যাওয়ার ভাড়া দিল না। এমন সময় হঠাৎ ও এখানে মানে হংকং-এ চলে এল। আমার জন্যে একটা জাল পাসপোর্ট যোগাড় করল। আমরা সেই থেকে ভাই-বোন এই পরিচয়ে বসবাস করতে লাগলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আমি এখনও বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আপনি আমাকে টাকাটা ধার দেবেন? কথা দিচ্ছি কয়েকমাসের মধ্যে শোধ করে দেব।

—হ্যারি ফল্স পাসপোর্ট কিভাবে জোগাড় করল?

ও মাথা নাড়ল। বলল, সে সব আমি জানি না। আপনি আমাকে টাকাটা ধার দেবেন কিনা বলুন।

—আমি এভাবে টাকা ধার দিইনা।

—ঠিক আছে, আমার ওপর আপনার ভরসার অভাব থাকলে আমরা একসঙ্গে ফিরব, বলে ও হাসল। কেন যেন মনে হল ও ভয় পেয়েছে। ওর চোখ-মুখে সেইরকম একটা ভাব। তারপর আবার.ও বলল, আর আমি... এই টাকার উপযুক্ত দাম দেবার চেষ্টা করব। আমি কি বলতে চাইছি, আশা করি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।

—এখন আমি একটু ড্রিঙ্ক করব। আমি বললাম। আপনার জন্যে কিছু বলব? আমি প্রশ্ন করলাম।

ও চেয়ারে তাড়াতাড়ি খাড়া হয়ে বসে চোখ বড় বড় করে বলল, না, না, এ ঘরে কাউকে আসতে দেবেন না। আমি চাই না কেউ জানুক আমি এ ঘরে আছি।

—নাইট বয়টা জানে, ওই তো আপনাকে এ-ঘরে ঢুকতে দিয়েছে, তাই না?

—না। আমি আপনার ঘরের নম্বর জেনে বোর্ড থেকে চাবি নিয়ে এসেছি। দুটো চাবি ছিল, ও জানে না আমি এখানে আছি।

আমি আমার মাথার যন্ত্রণা ভুলে গেলাম।

আমি বললাম, আপনি কেমন একটা ভয় পাচ্ছেন, যেন?

চেয়ারে ও আরাম করে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল, কই, নাতো, আমি ভয় পাচ্ছিনা। আমি এখান থেকে দূরে চলে যেতে চাইছি। আমার বাড়ির জন্যে ভীষণ মন খারাপ করছে।

—হঠাৎ এখনই আপনি বাড়ির জন্যে এত উতলা হচ্ছেন কেন?

—আপনি এত প্রশ্ন করবেন না। আপনি আমায় টাকাটা দেবেন? আপনি যদি টাকাটা দেবেন বলে কথা দেন, তাহলে এখনই আপনার সঙ্গে শোব। স্টেলা বলল।

—টাকাটা আমি আপনাকে দেব, যদি আপনি হ্যারি এনরাইটের সম্বন্ধে আমাকে সব জানান।

একটু ইতস্ততঃ করে ও বলল, আমি ওর সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানি না। সত্যি বলছি, ও খুব ফুর্তিবাজ...হৈ চৈ করে থাকার লোক।

আমার পক্ষে ধৈর্য ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, ঠিক আছে, আপনি যদি এনরাইটের সম্বন্ধে এটুকুই জানেন, তাহলে আপনাকে টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমি টেলিফোনের দিকে যেতে যেতে বললাম, আমি এখন ড্রিংক অর্ডার দিচ্ছি। সেটা খেয়ে আমি বিছানায় যাবো এবং একা। সুতরাং ওয়েটার আসার আগে আপনি ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

—না, দাঁড়ান। স্টেলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

আমি টেলিফোনে এক বোতল স্কচ আর বরফ আমার ঘরে দিয়ে যেতে বললাম।

আমি রিসিভার রাখতেই ও বলে উঠল, আমি হ্যারি সম্বন্ধে যা জানি বললে, আপনি সত্যিই আমাকে টাকাটা দেবেন?

—হ্যাঁ, সেইরকমই বলেছিলাম। আমি বললাম।

—আমার মনে হয় ও একজন মাদক দ্রব্যের স্মাগলার। ও খুব অস্বস্তির সঙ্গে হাত কচলাতে কচলাতে বলল।

—আপনার এরকম মনে হল কেন?

—লোকজন ওর সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে আসে। সিঙ্গাপুরে থাকার সময়ও দেখেছি। ও প্রায়ই ডকে গিয়ে খালাসীদের সঙ্গে দেখা করত। পুলিসের সন্দেহ হওয়ায় আমাদের বাংলোতে রেইড করেছিল, যদিও তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পায়নি। যাই হোক, এখানেও লোকজন আসে রাত্রে এবং তারা সকলেই চীনা।

—আপনারা আসার আগে জেফারসন ঐ বাংলোতে থাকতো?

—হ্যাঁ। আমাকে হ্যারি একথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। জেফারসন মারা গেলে হ্যারিকে ওর জায়গায় সিঙ্গাপুর থেকে আনা হয়। মাদক দ্রব্য আনা এবং পাচারের জন্য আমাদের বাংলোটা উপযুক্ত জায়গা।

দরজায় মৃদু একটা টোকা পড়ল।

—ওয়েটার এসে গেছে, আমি বললাম। আপনি বাথরুমে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

স্টেলা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পর আমি গিয়ে দরজা খুললাম।

দরজার বাইরেই হাসি হাসি মুখে হ্যারি এনরাইট দাড়িয়ে। ওর হাতে একটা পয়েন্ট থ্রী এইট অটোমেটিক রিভালভার আমার দিকে তাক করা।

—নড়ার চেষ্টা করনা, টিকটিকি। ও বলল, হাত দুটো তুলে দাঁড়াও। ঘরে ঢোক।

আমি হাত তুলে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

—কোন হৈ-চৈ করার চেষ্টা কর না। ওয়েটারকে বলেছি তুমি মত বদল করেছ। কাজেই ও আর এখন আসবে না। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে, বসতে পারিতো? আমি বললাম উত্তেজনাটা আমার পক্ষে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আমি বসে হ্যারিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ওর মুখে স্থির হাসি, চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা এবং ভয় জাগানো। আমি সতর্ক হলাম। রিভালভারটা শক্ত হাতে ধরা আর তাক করা আমার দু-চোখের মাঝখানটায়।

এনরাইট বলল, তুমি বেশ স্মার্ট এবং একটু বেশিই স্মার্ট। গত তিন সপ্তাহ ধরে আমি যা খুঁজছি সেটা তুমি আমার আগেই পেয়ে গেছো?

—কি সেটা? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—তুমি জেফারসনকে খুঁজে বের করেছো। ঐ কুত্তার বাচ্চাটাকে আমি কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারছিলাম না। শেষে তোমার ওপর নজর রাখতে রাখতে ওর খোঁজ পেলাম। উঃ! আমি ওর জন্যে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।

—যাই হোক আমি তো তোমাদের পেছনে লাগিনি। তুমি দয়া করে পিস্তলটা সরাবে? আজ সারাটা দিন আমার খুব খাটুনী গেছে, এরপর ওটার ধকল...। হ্যারি তবুও পিস্তল না সরিয়ে ঘরের ভেতরে একটা চেয়ারে এসে বসল যে চেয়ারটায় কয়েক মিনিট আগে স্টেলা বসেছিল।

—পিস্তলের জন্যে কিছু চিন্তা কোরনা। উল্টো-পাল্টা কিছু না করলে পিস্তলও তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করবে না। এখন বল, পুলিসকে তুমি কী বলেছো? হ্যারি প্রশ্ন করল।

—পুলিসকে আমি কিছু বলেছি এটা তুমি ভাবছো কেন? আমি বললাম।

—যে মুহূর্তে তুমি পেডালো নিয়ে আমার ভিলার সামনে ঘুরতে ঘুরতে আগ্রহ দেখিয়েছিলে, সেই মুহূর্তে থেকে আমাদের লোকেরা তোমার ওপর থেকে চোখ সরায়নি। হ্যারি বলল।

—'আমাদের লোকেরা' মানে তোমাদের ঐ মাদকদ্রব্য চালানকারী লোকেরা?

—হ্যাঁ। এটা খুব বড় ব্যাপার...তোমার পক্ষে তো খুবই বড়। আমি ভেবেছিলাম লোক দুটো তোমাকে ঘাবড়ে দিয়েছে। অবশ্য দিলে ভাল হত না। তুমি যে জেফারসনকে খুঁজে বেড়াচ্ছো সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি।

—না, জেফারসনকে আমি খুঁজছিলাম না...আমি ভেবেছিলাম ও সত্যি সত্যিই মারা গেছে। আমি বললাম।

—আমরাও তাই ভেবেছিলাম। হারামীটা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। আমরা বেলিংকে খুঁজছিলাম। তারপর তোমার পিছু নিয়ে আমরা জেফারসনকে পেয়ে গেলাম।

আমি ভাবছিলাম স্টেলা বাথরুমে এখন কি করছে। ওর দিকে চেয়ে বললাম, তাহলে তোমরা ওকে পেয়ে গেছ?

ক্রুর হেসে হ্যারি জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা ওয়ং-কেও পেয়েছি।

—ওয়ং কে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—ওয়ং আমাদের দলের একজন দলছুট চামচা। ও ব্যাটা জেফারসনের চামচাগিরি করছিল। ঠিক এই মুহূর্তে ওদের আচ্ছা করে দলাই-মলাই করা হচ্ছে। তারপর ওদের শরীরের অবশিষ্ট সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

—ওরা তোমার কী করেছে?

—দলছুটদের আমরা এইভাবেই শাস্তি দিই। এনরাইট বলল, এবং তুমি সেটা ভেবেই বল, পুলিসকে তুমি কি বলেছো?

—ওরা যা জানে, তার থেকে নতুন কিছুই না। আমি বললাম।

আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে ও উঠে দাঁড়াল।

—ঠিক আছে চল আমরা কিছুটা হেঁটে গাড়িতে উঠব। তুমি যদি পালাবার চেষ্টা কর, জেনে রাখবে সেটাই তোমার শেষ চেষ্টা। আমার চারজন লোক বাইরে অপেক্ষা করছে। ওদের প্রত্যেকের কাছে ছোরা আছে। ওরা চল্লিশ গজ দূর থেকেও লোক খুন করতে পারে। আর তোমার মৃত্যুর খবর কেউ পাওয়ার আগেই ওরা কয়েক শো মাইল দূরে চলে যেতে পারে। এটা মনে রেখে চুপচাপ এগোও।

—চুপচাপ হেঁটে গাড়ির দিকে চললাম।

তারপর কোথায় যাব? প্রশ্ন করতে এনরাইট মিচকে হেসে বলল, এখনই এত চিন্তা করার কি আছে, চল দেখতেই পাবে। এস।

দরজার সামনে গিয়ে দরজা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে হ্যারি বলল, নাইট বয় তোমাকে কোন সাহায্য করবে না। ও আমার হয়ে কাজ করছে। কাজেই বোকার মত কিছু কোর না। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামব। ওখানেও চারিদিকে আমার লোকেরা রয়েছে। বেঁচে থাকতে চাইলে ভালমানুষের মত এগিয়ে চল।

প্যাসেজে বেরিয়ে এলাম। এনরাইট ওর পিস্তল পকেটে ভরে নিয়েছে, কিন্তু হাতে ধরা। আমরা কয়েক পা এগিয়ে সিঁড়ির মুখে এলাম।

এনরাইট বলল, সিঁড়ি দিয়ে নাম, আমি তোমার পেছনে আছি।

চারধাপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে লবিতে এসে দেখলাম লবি একবারে ফাঁকা। লাউঞ্জিং চেয়ারে দু'জন বসে, তার মধ্যে একজন সার্জেন্ট হ্যামিশ অন্যজনকে আমি আগে দেখিনি। ওদের দেখেই আমি ইচ্ছে করে কার্পেটে পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম। সেই মুহূর্তে পেছনে একটা রিভলভার গর্জে উঠল। পর মুহূর্তেই বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দের সঙ্গে শুনতে পেলাম, আমার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক গুলি পেছন দিকে চলে গেল। আমি মড়ার মতো শুয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে জুতোর আওয়াজে চমক ভাঙল।

—উঠে পড়ুন। হ্যামিশ বলল। একটু গড়িয়ে গিয়ে চিৎ হলাম। মাথাটায় কেমন ঘোর লেগে আছে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

—দেখলাম, আমার ঠিক পেছনেই এনরাইট চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বুলেটে মুখটা ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত বেরিয়ে গড়িয়ে গেছে। জ্যাকেট দিয়ে তখনও অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম ও মারা গেছে।

—ওকে মেরে ফেলতে হল? হ্যামিশকে বললাম।

—না মারলে ও আপনাকে মারত, নিরাসক্তভাবে জবাব দিল। হয়তো আমাকেও মেরে ফেলত।

—এদের দলের আরও কয়েকজন এখানে আছে, আর পাঁচতলার নাইট বয়ও এদেব দলের লোক। আমি বললাম।

অন্য পুলিসটা লিফটের দিকে এগোতেই হ্যামিশ বলল, আর সবাইকে ধরার ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি। আমাদের টেলিফোন করল মেয়েটা কে?

আমি ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—একটা মেয়ে ফোন করেছিল? আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ, তা না হলে আমরা কী করে জানব এখানে কি হতে চলেছে। একটু উত্তেজিত হয়ে হ্যামিশ আবার জানতে চাইলো, একটা মেয়ে ফোন করেছিল, মেয়েটা কে?

—ঠিক বলতে পারব না। কেউ একজন হবে হয়ত।

—প্রায় আধ ডজন চীনা পুলিস লবিতে নেমে এল। হ্যামিশ ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার দিকে তাকাল।

—চলুন, হ্যামিশ আমাকে বলল, আপনাকে সব ঘটনা চীফ ইন্সপেক্টরকে বলতে হবে।

চীনা পুলিসগুলো এনরাইটের মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসের জীপে গিয়ে উঠলাম।

।। চার ।।

পুলিস হেডকোয়ার্টারে এসে একটা ঘরে আমি ঘণ্টা তিনেক আটকে রইলাম। ঘরটায় একটা কোচ ছিল, আমি সেটায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর চারটে নাগাদ ঠেলা খেয়ে ঘুম ভাঙল, দেখি হ্যামিশ, ওকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

—আসুন। ও বলল।

ওঠার সময় মাথার যন্ত্রণাটা টের পেলাম। কঁকিয়ে উঠলাম, বললাম, কী হবে এখন?

—চীফ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রস্তুত। তাছাড়া আপনি একাই বা ঘুমোবেন কেন? হ্যামিশ বলল।

ম্যাকার্থী ঘরে বসে বসে পাইপ টানছে। হাতের কাছে এক কাপ চা। একটা পুলিস অফিসার আমাকেও এককাপ চা দিয়ে গেল। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। ম্যাকার্থী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে লাগল।

—জল পুলিস একজনকে ধরেছে, সে এনরাইটের স্পীডবোট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ম্যাকার্থী বলল। অনেক ঝামেলার পর, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

—লোকটা কি আমেরিকান?

—না, না—চীনা ক্যান্টনের লোক। আপনি যেহেতু জেফারসনের কেসটা দেখছেন, আপনাকে এটা জানিয়ে রাখা ভাল।

—ধন্যবাদ, জেফারসনকে কি পাওয়া গেছে?

—আধঘণ্টা আগে ওর মৃতদেহ উপসাগরে পাওয়া গেছে। ম্যাকার্থী আমাকে জানালো।

ম্যাকার্থী আবার ক্লিষ্ট হেসে বলল, আমার মনে হয় ও প্রথমবারে মারা গেলেই ভাল হতো। কারণ মেরে ফেলার আগে ওর ওপর প্রচণ্ড দৈহিক অত্যাচার হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে এখন অনেকটা পরিষ্কার। কী রকম বলছি, জেফারসন এখানে আসার পর থেকে জো-অ্যানের অসামাজিক উপায়ে রোজগারের পয়সায় দিন কাটাত। মেয়েটাকে ও বিয়ে করেছিল হয়ত ওর মুখ বন্ধ করার জন্যে। যাই হোক, ফ্রাংক বেলিং এর সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক সপ্তাহ পরে ও জো-অ্যানকে বিয়ে করে।

বেলিং মাদক চালানের এক নম্বর পাণ্ডা। ও রিপাল্‌স্‌ বের ভিলাটা লিম-ফানের কাছ থেকে ভাড়া নেয়, কিন্তু কী কাজের জন্যে ভিলাটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা লিন-ফান হয়ত জানত না। তবে এ ব্যাপারে আমি খোঁজ নিচ্ছি। ভিলাটার একটা ঘাটে, একটা স্পীডবোট রয়েছে, জায়গাটা নির্জন, সুতরাং ঐ ভিলাটা মাল চালান নেওয়ার পক্ষে খুবই আদর্শ স্থান। কিন্তু জায়গাটা কিছুদিনের মধ্যে বেলিং-এর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। আমরা ওকে অ্যারেস্ট করার সমস্ত ব্যবস্থা নিতে লাগলাম। এটা জানতে পেরে ও ঠিক করল ও ক্যান্টনে পালিয়ে যাবে। আর ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবে।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভিলাতে মাল এনে সেটা নেবার জন্যে জেফারসনকে ও বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক করল। তা ওখানে গিয়ে জেফারসন বেশ আরামেই রইল যার জন্যে জো অ্যানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন হল না। বেলিং ক্যান্টনে গিয়ে দু-হাজার আউন্স হেরোইন পাঠাবার ব্যবস্থা করল। একদিন রাত্রে বেলিং এসে জেফারসনকে বোঝাল মালটা কিভাবে দিতে হবে।

জেফারসন ভাবছিল এই মালটা যদি ও হাত সাফাই করতে পারে তাহলে তার ভাগ্য ফিরে যাবে। কিন্তু পালাবে কি করে! ওদের সংগঠন যে বেশ শক্তিশালী সেটা ও জানত। যাই হোক, বলা যায় ভাগ্য ওর সহায় ছিল। হেরোইন এল, সেটা ভিলাতে মজুত করা হল। তারপর বেলিং আর জেফারসন গাড়ি নিয়ে লেকিপাস-এর দিকে চলল। ওখান থেকে ক্যান্টনে কেটে পড়া সোজা। কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় বেলিং মারা গেল। জেফারসন চালাকি করে নিজের আংটি আর সিগারেট কেস

ওর পকেটে ঢুকিয়ে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। দুর্ঘটনাটা ভোরবেলা একটা নির্জন এলাকায় ঘটেছিল বলে জেফারসনের কোন অসুবিধা হয়নি। একটা সাইকেল চুরি করে ভিলায় ফিরে এসে হেরোইনটা সরিয়ে সম্ভবতঃ সেলেশিয়াল এম্পায়ার হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। খানিকটা অনুমান করে বলছি যে, ওখানে ও জো-অ্যানকে বুঝিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে বেলিং-এর মৃতদেহ সনাক্ত করতে বলে। তারপর ও কউলুনের দেওয়াল ঘেরা শহরে আশ্রয় নেয়।

—ও এটা করল কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

—আসলে কাজটা ঝোঁকের মাথায় খুব তড়িঘড়ি করে করেছে। একটা সুযোগ নিতে গিয়ে বুঝল, ও ফেঁসে গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওরা দলের লোকেরা হেরোইনের খোঁজে ভিলায় গিয়ে দেখে সেটা হাওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ওর বেলিংকে সন্দেহ করে ও ওর খোঁজে নেমে পড়ে। জেফারসনের সৌভাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত দলের লোকেরা বেলিং-এর পিছনে ছুটবে, ততক্ষণ ওর রাস্তা পরিষ্কার। কিন্তু ওকে হংকং থেকে পালাতে হবে। দেখা গেল, সেটা ওর পক্ষে অসম্ভব। ধরে নেওয়া হয়েছে ও মারা গেছে, কাজেই একটা জাল পাসপোর্ট-এর ব্যবস্থাও করতে পারেনি। কাজেই ও নিজের ফাঁদে আটকা পড়েছিল!

—হেরোইনটা কী হল?

ম্যাকার্থী চোখ কোঁচকালো।

—আমার মনে হয়না ওটা আমরা পাব বলে। জেফারসনের বডি দেখে আমরা নিশ্চিন্ত যে ওকে মেরে ফেলার আগে ওর ওপর প্রচুর অত্যাচার করা হয়েছে এবং ওরা জেনে নিয়েছে হেরোইনটা কোথায় লুকোনো আছে। ম্যাকার্থী বলল।

—কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে জো-অ্যান কেন বেলিং-এর দেহ জেফারসনের বাবার কাছে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলাটা নিল। আমি বললাম।

—ওর হংকং থেকে চলে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পয়সা কড়ি ছিলনা। বডিটা আনার মওকায় ও শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা পেয়েছিল। ম্যাকার্থী বলল।

—হুঁ...এটা হতে পারে। আচ্ছা ওয়ং কে?

—সেও ওদের দলের লোক। তবে জেফারসনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ভুল করেছে।

—এয়ারপোর্টে ওয়ং আমাকে পাকড়াও করে। আচ্ছা আমি যে আসছি, ও জানল কী করে? ও খবরটা পেল কার কাছ থেকে? ওকে যখন আমি দো-ভাষী নিয়োগ করলাম ও আমাকে তাড়াতাড়ি কউলুন থেকে কাটিয়ে দিল। অবশ্য ও চাইছিল আমি যাতে জেফারসনের থেকে দূরে থাকি। লেইলার সঙ্গে দেখা না হলে আমি এনরাইটের কোন খোঁজই পেতাম না।

—মিঃ জেফারসন কি ওর ছেলের বডি ফেরৎ চাইবেন? ম্যাকার্থী জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, তাইতো মনে হয়। আমি আমেরিকান কনস্যুলেট-এ মিঃ উইলকক্স-এর সঙ্গে দেখা করে সব কাগজ পত্রের ব্যবস্থা করে রাখব। ওয়ং-এর বডি পাওয়া গেছে?

—এখনও জলে খোঁজ হচ্ছে। যে চীনাটাকে আমরা ধরেছি সে বলেছে দু'টো দেহই এক জায়গায় ফেলা হয়েছে।

আমি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

ম্যাকার্থী পাইপ দিয়ে নিজের নাকটা ঘষতে ঘষতে বলল, হ্যাঁ, একটা কথা, আপনি বোধহয় জানেন না সিলভার মাইন উপসাগরীয় অঞ্চলে একটা চীনার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মাথার ঠিক মাঝখানে কেউ লী এনফিল্ড রাইফেল দিয়ে গুলি করেছে, আপনি এ-ব্যাপারে কিছু জানেন?

—তাই নাকি? আর্মির চাকরি ছাড়ার পর থেকে আমি লী এনফিল্ড-এ হাত দিইনি।

—আমি বলছি না গুলিটা আপনি ওকে করেছেন। আপনি তো কাল বিকেলে ওখানে গিয়েছিলেন?

—হাঁ গিয়েছিলাম ওখানকার জলপ্রপাতটা দেখতে।

—ঠিক ওখানেই বডিটা পাওয়া গেছে।

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

—আপনি কোন গুলির আওয়াজ পাননি?

—না।

ম্যাকার্থী একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, অবশ্য আমি জানতাম যে আপনি জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমাকে জানাতেন।

—ঠিক বলেছেন।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর আবার ওর পাইপ ভরতে ভরতে ম্যাকার্থী বলল, এনরাইটের একটা বোন ছিল। বেশ সুন্দরী, আপনি জানেন ও কোথায়?

আমি বললাম, হয়তো ওদের ভিলাতে ঘুমুচ্ছে, যেটা এই মুহূর্তে আমার ভীষণ দরকার।

—ওখানে নেই...আমরা খোঁজ নিয়েছি। আপনি ওকে শেষ কোথায় দেখেন?

—ফেরি বোটে—সিলভার মাইনে যাবার সময়। যে মেয়েটি আগে ওদের বাড়ি কাজ করত তার জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা এক বোটেই ছিলাম।

—তারপরে ওকে দেখেন নি?

—না।

—আমাদের ধারণা, ঐ মেয়েটিই আমাদের ফোন করেছিল এবং সেটা আপনার ঘর থেকে।

—হতে পারে। ওর স্বভাব খুব ভাল। আমি বললাম।

ম্যাকার্থী হঠাৎ হেসে উঠে বলল, ঠিকই ধরেছেন মিঃ রায়ান। আমরা ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওর নাম স্টেলা মে টাইসন। সিঙ্গাপুরে এক নাইট ক্লাবের নর্তকী ছিল। ঘটনাচক্রে এনরাইটের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর একটা জাল পাসপোর্ট বানিয়ে এখানে আসে।

—তাই নাকি?

—ও যখন ফোনটা করে তখন আমরা এটা নির্দিষ্ট করি ওটা হোটেল থেকে এসেছে এবং হোটেল থেকে জানতে পারি ওটা আপনার ঘরের বাথরুম থেকে করা হয়েছে। দশটার সময় ওকে আপনার ঘরে যেতে দেখাও গেছে এবং এখনও হয়ত ও আপনার ঘরেই আছে।

—থাকতে পারে। ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। একটু বিব্রত ভাবে আমি বললাম, কি করে আশা করেন ওকে আপনাদের হাতে তুলে দেব?

—কিন্তু পুলিস অফিসারের কাছে মিথ্যে বলাটাও ঠিক নয়। যাইহোক আপনার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এবং মাদকপাচারকারী দলটি ধরতে সাহায্য করার জন্যে ওকে আমরা ক্ষমা করার কথা চিন্তা করতে পারি। কিন্তু আপনি ওকে বলে দেবেন যেন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই স্থান ছেড়ে চলে যায়। তারপরেও ও এখানে থাকলে আমরা অন্য ব্যবস্থা নেব।

—ধন্যবাদ, ওকে আমি বলে দেব। মিঃ ম্যাকার্থী আমিও এবার চলে যাচ্ছি। এখানে যে কাজে এসেছিলাম, তা বোধহয় শেষ হয়েছে। এখন আমার কাজ জো-অ্যানকে কে খুন করল খুঁজে বের করা। তবে, সে লোক প্যাসাডোনায় আছে। এখানে যে সব সূত্র পেলাম, তার ভিত্তিতে ওটার সমাধান করা যাবে। তাহলে এখন আমি চলি।

—ঠিক আছে। ম্যাকার্থী বলল।

—এখন হোটেলে গিয়ে স্নান করে লম্বা ঘুম দিতে হবে।

—তবে মেয়েটা যদি এখনও আপনার ঘরে থাকে, তাহলে আপনাকে বেশিক্ষণ ঘুমতে দেবে কিনা সন্দেহ আছে। ম্যাকার্থী ফিচেল হাসি হেসে বলল।

—আপনার আন্দাজের তুলনা হয়না। আমার হোটেলে যাবার জন্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারেন?

ম্যাকার্থী হ্যামিশের দিকে তাকাল।

—একটা গাড়ি করে ওকে তাড়াতাড়ি হোটেলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা কর। ওর একটু বেশিই তাড়া আছে। ও একটা ফাইল টেনে নিল।

হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন মাথার ওপর সূর্যদেব উঁকি মারছেন। করিডোরে অন্য একটা চীনা ছেলে আমাকে চাবি দিল। আমি ঘর খুলে দেখলাম ঘরে আলো জ্বলছে আর স্টেলা একটা আরাম কেদারায় বসে ঝিমোচ্ছে। আমাকে দেখেই ভয়ে তাকাল।

—আরাম করুন, এখন আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি বললাম।

—আমি বাইরে গুলির আওয়াজ পেয়ে ভাবলাম ওরা বোধহয় আপনাকে মেরে ফেলেছে। আমি আর একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম আর বললাম,

—আপনার জন্যে খুব জোর বেঁচে গেছি।...ধন্যবাদ।

—প্রথমে খুব ভয় পাচ্ছিলাম, যদি টেলিফোন করার শব্দটা ও পায়।

—যাক! আমার ভাগ্য এবং আপনিও শুনুন। আপনাকে এখান থেকে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চলে যেতে হবে। ভাড়ার টাকাটা আমি দেব। পুলিস কোন ঝামেলা করবে না। আপনি আপনার নিজের পাসপোর্ট ব্যবহার করবেন। ওটা আছে তো?

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে স্টেলা বলল, হ্যাঁ আছে। আর হ্যারি?

—ও মারা গেছে। ভালই হয়েছে তা না হলে সারাজীবন জেলে পচতে হতো।

স্টেলা ডুকরে উঠল।

—মারা গেছে? উঃ!

—হ্যাঁ, মারা গেছে। আমাকে এখন একটু ঘুমতে হবে। আমি বাথরুমে যাচ্ছি। আপনি আমার বিছানাটায় শুতে পারেন, আমি শোফাটায় শোব।

বাথরুমে স্নান করলাম বেশ ভাল করে। তারপর পাজামা পরে বাইরে এলাম। বেশ ভাল লাগছে। স্টেলা তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর সব জামাকাপড় বিছানার পাশে পড়ে রয়েছে। একটা পাতলা চাদরে ঢাকা ওর শরীর। ও হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল, বিছানায় শুয়ে আলো নিবিয়ে দিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

।। এক ।।

বাঃ! এই তো সেই পরিচিত গন্ধ। ঘাম, জীবাণুনাশকের চেনা গন্ধ। ভারী জুতো পরা লোকজনের চলাফেরার শব্দ।

আমি ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রেটনিকের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দরজায় টোকা মারলাম।

একজন গম্ভীর গলায় কিছু বলতে হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

রেটনিক ডেস্কে বসে কাজ করছে, পুলস্কি দেশলাই কাঠি চিবোচ্ছে হেলান দিয়ে।

দু'জনেই কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। রেটনিক টুপীটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য না করে কথাগুলো হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল। বলল, ভাল একটা চমক পাওয়া গেল। ইস্, তুমি এখানে আসবে জানলে তোমার সম্মানে শহরের ব্যান্ডটা বাজানোর ব্যবস্থা করতাম। যাক্, বস। চীনা মেয়েদের কেমন লাগল?

—ঠিক বলতে পারব না। কাজের ঠেলায় ওদের দিকে তাকাতে সময় পাইনি। তা আপনার এদিকে খবর কি? খুনের কেসটার কোন হদিশ পেলেন?

রেটনিক ওর চুরুট বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল।

—নাঃ। এখনও কিছু হয়নি। তুমি কিছু পেয়েছো।

—বোধহয় কিছু পেয়েছি...আপনি কোন হদিশ করতে পারেন নি?

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল।

—আমরা এখনও হার্ডউইককে ধরার চেষ্টা করছি। তুমি কী কী পেয়েছো?

—জো অ্যান যে মৃতদেহটা এখানে এনেছিল ওটা হেরম্যান জেফারসনের ছিলনা।

ও বেশ ধাক্কা খেল। চুরুটের ধোঁয়া গলায় আটকে বিষম খেল। তারপর রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে আমার মুখের দিকে ছলছলে চোখে তাকাল।

—দেখ টিকটিকি, যদি উল্টোপাল্টা খবর দিয়ে স্মার্ট হবার চেষ্টা কর, তবে আমি তোমায় ছাড়ব না।

—হেরম্যান জেফারসন মাত্র দু'দিন আগে খুন হয়েছে। তারপর ওর বডি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ পুলিস সেটা জল থেকে উদ্ধার করেছে। এই সপ্তাহের শেষে বডিটা প্লেনে এখানে আসছে।

—আশ্চর্য, তবে ঐ কফিনে কার বডি ছিল?

—বৃটিশ স্মাগলার ফ্রাংক বেলিং বলে একটা লোকের...আপনি তাকে চিনবেন না।

—তুমি কি বুড়ো জেফারসনের সঙ্গে দেখা করেছ?

—না। এখনও করিনি। নোঙর তো প্রথম আপনার এখানেই ফেলতে হয়, তারপর অন্য জায়গায়।

রেটনিক পুলস্কির দিকে তাকাল। পুলস্কি ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রেটনিক বলল, ঠিক আছে, তোমার ওখানকার পুরো ঘটনা আমাকে খুলে বল। দাঁড়াও এক মিনিট আমি সব লিখে নেব। টেলিফোন তুলে স্টেনোগ্রাফারকে ডাকাল, তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

একজন পাতলা চেহারার পুলিস এসে চেয়ারে বসে নোটবুক খুলে একবার রেটনিকের দিকে তাকাল তারপর আমার দিকে।

রেটনিক বলল, আরম্ভ কর। কিন্তু মনে রেখো একটাও যদি মিথ্যে বলেছো তো তোমার জন্মের ঠিক থাকবে না বলে দিচ্ছি। আর কিছু যেন বাদ না পড়ে।

আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল।—আপনার কাছ থেকে আমি অশ্লীল কথা শুনতে আসিনি। জেফারসন আপনাকে দুরমুশ করার জন্যে তৈরীর হয়ে আছে, আমার একটা কথা আপনাদের সকলকে শায়েস্তা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পুলস্কি ঘোঁৎ করে এগিয়ে আমাকে মারতে এলো। স্টেনোগ্রাফার পুলিসটাও ক্ষেপে উঠে দাঁড়াল। আমিও শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

রেটনিক দাঁড়িয়ে পুলস্কিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

—চুপ। পুলস্কিকে খেঁকিয়ে উঠে বলল, বসো, বসো। এই কথায় এত রেগে যাবে বুঝতে পারিনি। এবার যাক্, তোমার স্টেটমেন্ট দাও।

আমি ওর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। ও আমার দিকে না তাকানোর ভান করল। একটু মাথা ঠাণ্ডা হলে একটা সিগারেট ধরিয়ে হংকং-এর পুরো ঘটনাটা বললাম। শুধু এটা বললাম না যে আমি আর স্টেলা নিউইয়র্ক অবধি একসঙ্গে এসেছি। তারপর আলাদা হয়ে যাই, তখন এই বিচ্ছেদের সময় দু'জনেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ও নিজের পরিবেশে চলে এসেছে, সেজন্যে ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখার কোন অর্থ হয়না। ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে এজন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি ওকে আমার নিজের টাকা থেকে দুশ ডলার দিয়েছি যাতে ও নতুন করে কিছু শুরু করতে পারে। ও অশ্রু উদ্গত কণ্ঠে আমাকে বিদায় জানিয়েছে। ব্যস্, এই ছিল আমাদের শেষ দেখা।

এই সময়ের মধ্যে রেটনিক দুটো চুরুট শেষ করেছে। স্টেনোকে লেখাটা টাইপ করে আনতে বলল। পুলস্কি-কেও ইশারায় বাইরে যেতে বলল।

—কিন্তু ঐ চীনা মেয়েটা, জো-অ্যান কেন খুন হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তাই না? রেটনিক বলল।

—হুঁ। তাই তো আমিও ভাবছি।

রেটনিক বলল, আমাদের ঐ কফিনটা খুলতে হবে। তবে বুড়ো জেফারসন হয়তো এটা পছন্দ করবেন না।

—কেন করবেন না? কফিনে তো আর ওঁর ছেলের লাশ নেই। আমি বললাম।

—তা নেই...তবে ওদের ফ্যামিলি ভলট খুলতে হবে তো...রেটনিক বাধো বাধো গলায় বলল।

—সেটা চিন্তা করবেন না। সে আমি ব্যবস্থা করব। আমি বললাম।

রেটনিক কেমন হতাশভাবে বলল, খবরের কাগজগুলো রসিয়ে রসিয়ে লেখার মত একটা বিষয় পাবে। ওরা একটা ঝামেলাও পাকাতে পারে।

—তা পারে।

টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে বলল, দেখ রায়ান, এই নিয়ে কোন ঝামেলা হোক তা আমি চাই না। আর এজন্য আমি তোমার ওপর অনেকটা নির্ভর করতে পারি। কফিনটা আমাদের একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল।

আমি বললাম, ঠিক আছে মিঃ রেটনিক, আমি চলি। মিঃ জেফারসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—আমি তোমার টেলিফোনের আশায় বসে রইলাম। উনি মত দিলেই আমি গিয়ে কফিনটা খুলব।

—ঠিক আছে।

—একটা কথা মনে রেখো, পুলিস কোয়ার্টারে তোমার সত্যিকারের একজন বন্ধু রইল। দরকার পড়লে সব সময়ই সাহায্য পাবে।

—বুঝলাম। আপনি আমাকে দেখলে আমিও আপনাকে দেখব, তাহলে দু'জনেরই ভাল হবে। তাই না?

গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ গুম মেরে চিন্তা করলাম। আগে অফিসে যাব।

অবশ্য অফিসটা এখনও যদি থেকে থাকে। তারপর ওখান থেকে জেনেৎ ওয়েস্টকে ফোন করে জেনে নেব বিকালে মিঃ জেফারসনের সঙ্গে কথা বলা যাবে কিনা।

গাড়ি চালিয়ে অফিসে এসে লিফটে করে ওপরে উঠে আমার ঘরের দরজা খোলার সময় শুনতে পেলাম, মিঃ ওয়েডে গম্ভীর গলায় ডিকটেশন্ দিচ্ছে। মেঝের ওপরে পড়ে থাকা অনেকগুলো চিঠি তুলে ডেস্কের ওপর রাখলাম। ঘরটায় একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। দেখে জানলাগুলো খুলে দিলাম। পরিষ্কার বাতাস ঢোকায় নিশ্বাস নেওয়া বেশ সহজ হল এবং ওয়েডের গলা আরও স্পষ্ট শোনা গেল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ওর কথাগুলো শুনলাম। অ্যাডহেসিভ-প্লাস্টার-এর ওপর একটা ডিকটেশন দিচ্ছে। তারপর চিঠিগুলো খুলে দেখলাম দু-তিনটে ছাড়া সবগুলোই মামুলি চিঠি। কাজের চিঠিগুলো রেখে বাকিগুলো ফেলে দিলাম মেঝের ঝুড়িতে।

টেলিফোনের কাছে গিয়ে জেঃ উইলবার জেফারসনের বাড়ি ডায়াল করলাম। লাইনে জেনেৎ-এর গলা পেলাম।

—হ্যালো, আমি মিঃ জেফারসনের সেক্রেটারি কথা বলছি। আপনি কি মিঃ রায়ান কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, মিঃ জেফারসনের সঙ্গে কি আজ দেখা করতে পারি?

—নিশ্চয়ই। আজ বিকেল তিনটে নাগাদ আসুন।

—ঠিক আছে। যাবো।

—কিছু পাত্তা করতে পারলেন? ওর গলা শুনে বোঝা গেল না যে ও কতটা অধীর।

—ওখানে গিয়ে বলব। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ডেস্কের ওপর একটা পা তুলে ঘড়ি দেখলাম, এখন একটা বাজতে কুড়ি। অল্প অল্প খিদে পাচ্ছে। এখন আর হংকং-এ নেই, কাজেই সুস্বাদু চীনে খাবার আর পাবো না। এখন আবার সেই স্প্যারোর স্যান্ডউইচ। যাই হোক, পেটে কিছু একটা দিতে হবে, এই ভেবে স্প্যারোর স্ন্যাক-বার-এ গেলাম। মিনিট কুড়ি ধরে হংকং-এর চীনা মেয়েদের সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে বলে ওকে চাঙ্গা করে রাখলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি গেলাম। সেখানে দাঁড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, জামাকাপড় পাল্টে গাড়ি নিয়ে মিঃ জেফারসনের বাড়ি এলাম।

বাটলারটা চুপচাপ আমাকে জেনেৎ ওয়েস্ট-এর অফিস ঘরে নিয়ে গেল। জেনেৎ কি যেন লিখছিল।

—আসুন, মিঃ রায়ান, বসুন। ও বলল।

আমি ওর পাশের একটা চেয়ারে বসলাম। বাটলারটা 'হ্যামলেট' নাটকের ভূতের মত মিলিয়ে গেল।

কাজ বন্ধ করে কোলের ওপর দুটো হাত রেখে সাগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

—আপনার ওখানে যাওয়া কতটা সার্থক হলো? মিঃ জেফারসন মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে যাবেন।

—হ্যাঁ। মোটামুটি কাজ হয়েছে। আমি মানিব্যাগ থেকে ফ্রাংক বেলিং-এ ফটোটা বের করে ডেস্কের ওপর ওর সামনে রাখলাম।

ফটোটা ও দেখতে লাগল।

—আপনি বলেছিলেন এটা হেরম্যান জেফারসনের ফটো। এটা আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন মনে আছে?

—আমি এই ছবিটা জেফারসনকে দেখাব। বলব, আপনি বলেছিলেন এটা তাঁর ছেলের ফটো।

জেনেৎ চোখ নীচু করে বলল, ও কি মারা গেছে?

—হেরম্যান? হ্যাঁ, এখন ও মারা গেছে।

লক্ষ্য করলাম, ওর চোখে মুখে বেদনার ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। নিশ্চল হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে চোখ তুলল। মুখে চোখে সব হারানোর বেদনার ছাপ।

—কি হয়েছিল? ও জিজ্ঞাসা করল।

—আপনি জানতেন যে ও মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

—হ্যাঁ। আমি জানতাম। জেনেৎ বলল।

—যাই হোক, ওদের সঙ্গে ওর ঝামেলা বাধে—ওদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আপনি জানতেন কী করে?

—ও আমাকে সব বলেছিল। ক্লান্ত ভাবে জেনেৎ জবাব দিল। ও আরও বলল, আসলে কি জানেন আমি এমন বোকা যে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। আর ও আমার বোকামীর সুযোগ নিত। আমার মত বোকারা যারা এই ভুল করে তারা আমারই মত কষ্ট পায়।

—আপনি এই ফটোটা আমাকে দিয়ে কেন বলেছিলেন এটা জেফারসনের ফটো?

—শুধুমাত্র মিঃ জে. জেফাবসনকে মানসিক কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যে। ওর মতো একজন ভদ্রলোকের ছেলে এমন একটা নোংরা ব্যাপারে জড়িত রয়েছে, এটা যেন উনি না জানেন—এটাই আমি চেয়েছিলাম।

—আপনি এই ফটোটা কোথায় পেয়েছিলেন?

—এটা আমাকে হেরম্যান পাঠিয়েছিল। যদিও ওর বাবাকে বছরে একটা চিঠি দিত, আমাকে কিন্তু প্রায়ই চিঠি দিত। একটু ভেবে তারপরে বলল, আপনাকে পুরো ব্যাপারটা আমার বলা উচিত। কয়েক বছর আগে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের দু'জনের একটা বাচ্চাও হয়েছিল। যদিও জানতাম ও একটা অপদার্থ, তবুও আমি ওকে ভালবাসতাম। সেটা বুঝেই ও সুযোগ নিত। ও আমাকে প্রায়ই অনেক ফটো পাঠাত।

হঠাৎ একদিন ও বেলিং-এর এই ফটোটা পাঠিয়ে লিখল, এই লোকটার সঙ্গে ও একটা ব্যবসা করতে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ও যে মিথ্যে বলছে না সেটা প্রমাণ করতে বেলিং-এর ফটোটা পাঠিয়েছিল। যাই হোক, ও এক হাজার ডলার চেয়েছিল, নতুন করে ব্যবসা করার জন্যে। আমি দিইনি। তারপর ওর কাছ থেকে একটা সাংঘাতিক চিঠি পেলাম—ও ভীষণ বিপদে পড়েছে। ওর চিঠি পড়েই আমি বুঝেছিলাম ওর বিপদের গুরুত্বটা। ও লিখেছিল যে ও একটা চোরা-চালানের দলের সঙ্গে আটকে পড়েছে। ওই দলের লোকেরা ওকে খুন করে ফেলতে চাইছে। সেজন্য ও কোথাও গা ঢাকা দিচ্ছে।

তখনই ও লিখেছিল, বেলিং মারা গেছে কিন্তু লোকে জানে যে ও মারা গেছে। ওর স্ত্রী বেলিং-এর বডি নিয়ে এখানে আসছে। এভাবেই ওখানকার লোককে বোঝান যাবে যে ও মারা গেছে। তাহলে দলের লোকেরা আর ওর খোঁজ করবে না। ও যে এত নীচে নেমে গেছে, দেখে আমি সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি চাইনি মিঃ জেফারসন এই আসল সত্যিটা জেনে কষ্ট পাক। তাই এটা...বোধহয় ঠিক হয়নি...তবুও আমি করেছিলাম।

আমি কিছু বললাম না।

ও আবার বলল, ও আমাকে একটা চীনা লোকের ঠিকানা দিয়েছিল। তার নাম ওয়ং হপ হো। আমাকে বলেছিল, কোন বিপদে পড়লে আমি যেন একে চিঠি লিখে জানাই। যখন জো-অ্যান খুন হল এবং দেখলাম মিঃ জেফারসন আপনাকে ওখানে পাঠাচ্ছে, তখন আমি ওয়ংকে চিঠি লিখে সব জানালাম এবং সাবধান করে দিলাম। ওকে আমি বলেও দিয়েছিলাম যে আপনাকে আমি বেলিং-এর ফটোটা দিয়েছি। মিঃ জেফারসন যাতে ব্যাপারটা না জানেন, এজন্য। সত্যি বলতে কি আমি একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম।

—এখন তো তাহলে ওকে সব কথা জানাতে হবে এবং পুরো ঘটনাটা তাঁর জানা উচিত।

—কী দরকার? জেনেৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ওঁর ছেলে কোন রকম অসৎ সঙ্গে ছিলনা, এটা জেনেই ওঁকে মরতে দিন না!

—সেটা আর এখন সম্ভব নয়। কারণ কফিনটা খুলতে হবে। আর এজন্য পুলিস আসছে। ব্যাপারটা আর চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

আমি বললাম, অবশ্য আমি চেষ্টা করব যাতে এই কেসে আপনি জড়িয়ে না পড়েন। এটুকুই মাত্র করতে পারি।

এমন সময় দরজায় একটা টোকা দিয়ে বাটলার ঢুকল।

মিঃ জেফারসন আপনার সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। সে বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন?

আমি রাজি হয়ে মিঃ জেফারসনের ঘরে গেলাম। উনি সেই বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছেন। মনে হল, ওকে আগে যখন দেখে যাই, তারপর থেকে উনি আর নড়েননি।

আমাকে দেখে হাত দিয়ে ওঁর কাছের একটা চেয়ারে বসতে বললেন, আমি বসলাম।

—তারপর ইয়ংম্যান ফিরে এসেছো। বেশ, আমি নিশ্চয়ই আশা করব তুমি আমার জন্যে কিছু খবর এনেছো।

—হ্যাঁ...তবে অভ্যর্থনা জানানোর মত কোন খবর আমি আনিনি। আপনি আমায় হংকং পাঠিয়েছিলেন খুনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা জেনে আসার জন্যে, আমি যথাসম্ভব তা জেনে এসেছি। আমি বললাম।

আমাকে ভালভাবে লক্ষ্য করে উনি কাঁধ ঝাঁকালেন।

—ঠিক আছে, বল কী খবর আনলে?

মোটামুটি গুছিয়ে আমি হংকং এর ঘটনাগুলো পরপর বললাম। ওর ছেলের সম্বন্ধে যা জেনেছিলাম তাও বললাম। তবে ও কিভাবে মারা গেছে সেটা না বলে শুধু বললাম পুলিস ওর ডেডবডিটা সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেছে।

উনি চুপচাপ সব শুনলেন। একটি কথাও বললেন না, যতক্ষণ না আমি শেষ করলাম।

—তাহলে এখন কী হবে? আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

—পুলিস কফিনটা খুলতে চাইছে। এবং ভল্ট খোলার জন্যে আপনার অনুমতি চাইছে। আমি বললাম।

—ঠিক আছে, ভল্ট-এর চাবি মিস্ ওয়েস্ট-এর কাছে পাবে।

—আপনার ছেলের বডি আমি এখানে আনার ব্যবস্থা করেছি। এ সপ্তাহের শেষে সেটা এসে পড়বে।

—ধন্যবাদ। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলেন।

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ বসে রইলাম। উনি সামনের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

—হেরম্যান এত নীচে নেমে যেতে পারে, আমি ভাবতেই পারিনি। মাদকদ্রব্যের চোরাচালান পৃথিবীর জঘন্যতম পেশা। জানোয়ার!

আমি চুপচাপ রইলাম।

—যাক্, ও মরেছে ভালই হয়েছে। উনি বলে চললেন, ওর স্ত্রীকে কে খুন করেছে, সেটা বের করেছো? মিঃ জেফারসন বললেন।

—না। সেটা এখনও সম্ভব হয়নি।

আপনি কি চান সেটা আমি বের করি?

—নিশ্চয়ই। কেন নয়? তোমার টাকা পয়সা যা কিছু প্রয়োজন হবে ওয়েস্টকে বলবে। এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। ওকে কে খুন করল, এটা বের করতেই হবে।

—ঠিক আছে। আমি তাহলে ভল্টের চাবিটা নেব। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর একটা কথা আপনার ছেলে মারা গেছে। এখন আপনার উত্তরাধিকারী কে হবে?

চোখ কুঁচকে মিঃ জেফারসন আমার দিকে একবার দেখলেন। তারপর বললেন আমার সম্পত্তি কে পাবে, সেটা জেনে তুমি কী করবে?

—ব্যাপারটা যদি গোপন কিছু হয়, তাহলে ক্ষমা চাইছি।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন।

—না। তেমন কিছু নয়, গোপন কিছু নয়, তবে তুমি এটা জানতে চাইছ কেন? উনি বললেন।

—হেরম্যানের স্ত্রী বেঁচে থাকলে আপনার উইলে নিশ্চয়ই ওর নাম থাকত। তাই না? আমি বললাম।

—অবশ্যই। আমার পুত্রবধূ সে—সুতরাং সে নিশ্চয়ই আমার সম্পত্তির অংশ পেত।

—কতটা অংশ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আমার সম্পত্তির অর্ধেক।

—তাহলে তো অনেক টাকা। আর বাকি অর্ধেক? আমি ওনার চোখের দিকে চেয়ে রইলাম।

—মিস্ ওয়েস্ট। মিঃ জেফারসন বললেন।

—তাহলে মিস্ ওয়েস্ট এখন পুরো অংশটাই পাবেন।

মিঃ জেফারসন চিন্তিত মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—হ্যাঁ তাই, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তুমি এত কৌতূহল দেখাচ্ছো কেন?

—কৌতূহলী হওয়াই তো আমার পেশা। বলে আমি চলে এলাম।

জেনেৎ ওর ডেস্কে বসে কাজ করছিল। আমাকে দেখে চোখ তুলে দেখে ঠাণ্ডা গলায় বলল,

—আসুন, মিঃ রায়ান।

আমি বললাম, ভল্টের চাবিটা আমাকে দিতে হবে। পুলিস কফিনটা খুলে দেখবে। আমি রেটনিককে বলেছি চাবিটার ব্যবস্থা আমি করে দেব। মিঃ জেফারসনও কোন আপত্তি করেননি।

ড্রয়ার খুলে জেনেৎ চাবিটা আমাকে দিল। আমি ওকে পুরো ঘটনাটা বললাম এবং চাবিটা পকেটে ঢুকিয়ে বললাম, ব্যাপারটা উনি সহজভাবেই নিয়েছেন।

জেনেৎ মাথা নাড়ল। তারপর বলল, তাহলে এখন কী হবে?

—আমার পরবর্তী কাজ এখন জো-অ্যানের খুনীকে খুঁজে বের করা।

—এটা কী করে করবেন? জেনেৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল।

—সব খুনের পেছনেই একটা মোটিভ থাকে। এবং আমি নিশ্চিত যে অ্যানের খুনের পেছনেও মোটিভ আছে। সেই মোটিভটা কী তাও আন্দাজ করতে পারছি। যাক্ আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। কাজ হয়ে গেলে চাবিটা দিয়ে যাবো।

চলে এলাম। বাটলারটা বোবার মত আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। গাড়িতে ওঠার আগে একবার বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখলাম জেনেৎ ওয়েস্টের পর্দায় একজনের ছায়া সরে গেল।

জেনেৎ আমার চলে যাওয়া লক্ষ্য করছিল।

।। দুই ।।

লেফটেন্যান্ট রেটনিক এবং সার্জেন্ট পুলস্কি দু'জনে পুলিসের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে সমাধি ক্ষেত্রে ঢুকল।

—পৃথিবীতে যে জায়গা দেখতে আমার সবচেয়ে ঘেন্না করে সেটা এখন আমায় দেখতে হচ্ছে। রেটনিক দাঁতে চুরুট চেপে বলল।

—আমাদের সবাইকেই একদিন এখানে আসতে হবে। আগে অথবা পরে এটাই তো ভবিষ্যত

এবং চিরস্থায়ী ঠিকানা। আমি বললাম।

—সেটা আমি জানি তোমাকে আর শেখাতে হবে না। আমাকে খেঁকিয়ে উঠল।

দরজা দিয়ে ঢুকে সামনের রাস্তা দিয়ে আমরা এগোচ্ছিলাম। আমাদের দু'দিকে সুদৃশ্য অনেকগুলো স্তম্ভ।

—ঐ দিকে। পুলস্কি বলে উঠল, ঐ সারির চার নম্বরটা। আম'রা নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে খুব সুন্দর একটা সমাধির কাছে এলাম। দেখলেই বোঝা যায় বেশ খরচ করা হয়েছে এর পেছনে।

—এইটা, পুলস্কি বলল।

আমি পকেট থেকে চাবিটা বের করে ওকে দিলাম।

—জেফারসন তোমাকে কী বলল? পুলস্কি স্তম্ভের দরজা খোলার সময় আমাকে রেটনিক জিজ্ঞাসা করল, ও নিশ্চয়ই আমার নামে তোমাকে কিছু বলেছে।

—একী! ভয়ার্ত গলায় পুলস্কি চীৎকার করে উঠল। আমাদের আগে এখানে কেউ এসেছিল।

রেটনিক আর আমি দেখলাম, ভল্ট-এর দরজায় একটা ঠেলা মারতেই ওটা খুলে গেল। কোন বড় ধরনের লিভার দরজা আর তালার মাঝখানে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে তালা ভাঙা হয়েছে। দরজার পাশের পাথরে ফাটল ধরেছে।

—কেউ কিছু ছুঁয়োনো। রেটনিক বলল, আমরা এখান থেকেই দেখি।

ভল্ট এর মধ্যে ফ্লাশ লাইট ফেলতেই দেখা গেল চারটে সেলফ, তাতে চারটে কফিন। একেবারে নীচের সেলফের কফিনের ঢাকনাটা খোলা। ঢাকনাটা দেওয়ালে লাগানো। কফিনের ভেতরটা ভালভাবে দেখলাম, ওখানে লম্বা একটা সীসার পাত পড়ে রয়েছে, আর কিছু নেই।

রেটনিক বলল, দেখেছ! কেউ বডিটা চুরি করে পালিয়েছে।

—হয়ত আদৌ কোন বডি ছিলনা, এতে। আমি বললাম। আমার দিকে ফিরে রেটনিক অধৈর্যভাবে খেঁকিয়ে উঠল। রাগে থমথমে মুখ।

—কী বলতে চাও কি তুমি। আর কত তুমি জান, যা আমাকে বলনি?

—আমি যা জানতাম সব বলেছি। শান্তভাবে বললাম, তাই বলে মগজটা খাটাবো না, তা তো হয়না।

জ্বলজ্বলে চোখে পুলস্কির দিকে তাকিয়ে রেটনিক বলল, এই কফিনটা বের করে হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দাও পরীক্ষা করার জন্যে। হাতের ছাপটাপ পাওয়া যেতে পারে। ততক্ষণে আমি আর এই চালাক টিকটিকি একটু ঘুরে আসছি।

তারপর আমাকে খামচে ধরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাইরে নিয়ে এল। পুলস্কি পুলিস হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

পুলস্কির থেকে একটু দূরে একটা সমাধির ওপর বসে রেটনিক বলল,

—বল টিকটিকি,—কী ছাইপাঁশ তোমার মগজে এসেছে বল।

—আমার মগজে এখুনি কিছুই আসেনি। আপনার কি একবারও ভেবে অস্বস্তি হচ্ছে না যে, আপনি এখন কোন মৃতা স্ত্রী অথবা কারুর স্বামী বা মায়ের ওপরে বসে আছেন।

—আমি কোথায় বসে আছি, সেটা ভাবার মত অবস্থা এখন আমার নেই। আজ সকালে মেয়র আমাকে ফোন করেছিল।... আমার সেই প্রভাবশালী শালা...বুঝেছ? জানতে চেয়েছে আমি কবে নাগাদ এই খুনের কেসটা সমাধান করছি। রাগে চুরুটটা কামড়াতে কামড়াতে বলল, বুঝলে কিনা! আমার আপন শালা, সেও আমার ওপর চাপ দিচ্ছে।

আমি চুপ থাকলাম।

—তোমার কেন মনে হল, কফিনটা ফাঁকা ছিল?

—এটা আমার ধারণামাত্র। বেলিং-এর দেহ তো পুড়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। কোনভাবে ওর দেহ সনাক্ত করা যাবেনা। সুতরাং ওটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ায় কি লাভ? জেফারসনের বডি ওতে ছিলনা। ভারী করার জন্যে কিছু সীসা ওতে ভরে পাঠানো হয়েছে।

রেটনিক গুম হয়ে রইল।

—তাহলে তালা ভেঙে খোলার কি দরকার ছিল?

ও প্রশ্ন করল।

—তা অবশ্য ঠিক। হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো। আমি লাফিয়ে উঠে নিজের হাতে ঘুঁসি মেরে বললাম, ইস্! কী বোকার মত এতক্ষণ ভাবছিলাম। ঠিক ঠিক। একদম সোজা ব্যাপার। প্রথমেই এটা চিন্তা করা উচিত ছিল আমার।

রেটনিক আমার দিকে তাকিয়ে গরগর করতে লাগল।

—কী নিজের মনে বকছ?

—হেরোইন। কফিনের মধ্যে হেরোইন ছিল। আমি বলললাম। দু-হাজার আউন্স! আর এটাই তো লুকোনোর পক্ষে নিরাপদ জায়গা।... এবং হংকং থেকে স্মাগল করার সবচেয়ে ভাল পথ!

রেটনিক আমার কথা শুনে লাফিয়ে উঠল।

এরপর আমি বলে যেতে লাগলাম, জেফারসন হেরোইন নিয়ে গা ঢাকা দিল। কিন্তু খুব শীগগিরই ও বুঝতে পারল ও নিজের জালে নিজেই ধরা পরেছে। প্রথমতঃ ও হংকং ছেড়ে যেতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ দলের লোকেরা ওকে ছাড়বে না। অত টাকার হেরোইন! কাজেই ও দলের লোককে বোঝাতে চাইল যে ও মারা গেছে। অবশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। জো-অ্যানকে দিয়ে ওর বাবাকে টাকা পাঠাতে বলেছিল যাতে করে ওর বডি আমেরিকায় ফেরৎ আনা যায়। ওর কাছে টাকা-পয়সা নেই, কাজেই বাপের টাকায় কফিনটা খালাস করে নিতে হবে। আর মনে হয় কফিনে প্রথমে বেলিং-এর বডি ভরে সেটা আমেরিকান কনস্যুলের অনুমতি আদায় করে। তারপর কোন এক সময় বডিটা সমুদ্রে ফেলে ঐ জায়গয় হেরোইনটা ভরে নেওয়া হয়, সঙ্গে সীসা। জেফারসন নিজে হংকং-এ আটকে পড়লেও ও নিশ্চিত ছিল যে ওর স্ত্রী হেরোইন নিয়ে আমেরিকা পৌঁছে গেছে।

রেটনিক খুব আশার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু মালটাকে সরালো কে?

—সেটা এখনও আমি ঠিক বলতে পারছি না। ম্যাকার্থী বলেছিল, জেফারসনের বডি যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল তাতে বোঝা গিয়েছিল, ওকে মারার আগে ওর ওপর সাংঘাতিক রকম শারীবিক অত্যাচার করা হয়। সেই সময় হয়তো ও সত্যি কথাটা বলে ফেলে। তখন ওর দলের কাউকে এখানে পাঠানো হয়, কফিনটা ভেঙে মালটা সরিয়ে ফেলার জন্যে। সঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

রেটনিকের মুখ অন্ধকার থেকে আলোয় আসার মত উজ্জ্বল হল।

—ব্যাপারটার মোটামুটি একটা হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। যাকগে এ নিয়ে আর আমার মাথাব্যথা নেই। হেরোইনের ব্যাপারটা 'নারকোটিক' ডিপার্টমেন্টের কাজ, ওরা বুঝবে।

—কিন্তু এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, চীনা মেয়েটা আমার অফিসে কেনই বা এসেছিল আর কেনই বা খুন হল? আমি বললাম।

রেটনিকের সেই উজ্জ্বল মুখ নিমেষে ম্লান হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, এটাও একটা চিন্তার ব্যাপার।

—আমি অবশ্য একটা আইডিয়া নিয়ে এগোচ্ছি যে, হেরোইনের সঙ্গে এই খুনের কোন সম্পর্ক নেই। আমি বললাম,

বেঁচে থাকলে জো-অ্যান বৃদ্ধ মিঃ জেফারসনের অর্ধেক সম্পত্তি পেত। আজ বিকেলে এ খবরটা ওনার থেকে পেলাম। কিন্তু জো-অ্যানের মৃত্যুতে পুরো সম্পত্তিই পাচ্ছে মিস্ জেনেৎ ওয়েস্ট।

রেটনিক চোখ কুঁচকে তাকাল।

—তার মনে জেনেৎ ওয়েস্ট মেয়েটাই ওকে খুন করেছে? রেটনিক আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল।

—না, এখনও তা মনে করিনা। তবে দশ লক্ষ ডলারের মালিক জেনেৎ হতে পারে এটা ও চিন্তা করে। ওর কোন উচ্চাকাঙ্খী বয়ফ্রেন্ড থাকতে পারে। তবুও মেয়েটা কেন আমার অফিসে এলো, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।

রেটনিক নিস্পৃহভাবে বলল, ঠিক আছে আমি খবর নেব ওর কোন বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা।

এমন সময় পুলস্কি ওকে ডাকল।

—ঠিক আছে টিকটিকি, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখ—এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

সেরে ফেলতে হবে। বলে রেটনিক পুলিশের গাড়ির দিকে ছুটল। পুলস্কির হাতে পুলিশ টেলিফোনের মুখটা চেপে ধরা।

আমি গাড়ি চালিয়ে অফিস ব্লকের সামনে চলে এলাম। সাড়ে পাঁচটা বাজে। ঘরে ফিরতেও ইচ্ছে করছে না, আবার অফিসেও কিছু করার নেই। দরজার তালা খুলে বাইরের ঘরটায় বসলাম। তারপর বড় ঘরের তালা খুলে ঢুকে একটা সিগারেট ধরালাম।

জেনেতের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। যে লোকটা হার্ডউইক বলে পরিচয় দিয়েছিল সে কি জেনেৎ-এর বয়ফ্রেন্ড? এবং ঐ লোকটাই কি জো-অ্যানকে খুন করেছে? তাই যদি হয় তবে আমার অফিসটাকে বেছে নিয়ে আমাকে এই খুনের ব্যাপারে জড়াবার কারণ কি?

জেনেৎ এই খুনের সঙ্গে জড়িত এটা মন থেকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিলাম না। ওর সঙ্গে কথা বলে ওকে ওই ধরনের মেয়ে মনে হয়নি। আবার দশলক্ষ ডলারের হাতছানি! ওর বয়ফ্রেন্ড হয়ত ওকে কিছু না জানিয়ে এটা করেছে।

জো ওয়েডের গলা শুনতে পেলাম। আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। ও বলল, আমি এখন চলে যাচ্ছি। কাল সকালে দেখা হবে। জানলা দিয়ে ওর গলা ভেসে এল। তারপর বুঝলাম ও বেরিয়ে গেল। ওয়েডে ভারী পা ফেলে লিফটের দিকে গেল ও লিফটে করে নেমে গেল।

আমি আবার চিন্তায় ডুবে গেলাম।

ঠিক কিভাবে এগোবো এটা ভাবতে ভাবতে ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে। এমন সময় দূরে একটা প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ পেলাম এবং এটা আস্তে আস্তে খুব জোর হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল। আমি চেয়ারের ওপব লাফিয়ে উঠলাম। তারপরেই একটা জেট প্লেনের রানওয়ে ছাড়ার আওয়াজ। আমার মনে হল এটা একদম সেইরকম আওয়াজ, যখন আমি হার্ডউইকের সঙ্গে কথা বলার সময় ফোনের ভেতর দিয়ে শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোনে কান পাতলাম। একটা ব্যস্ত এয়ারপোর্টের শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা যে কোথা থেকে আসছে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। উত্তেজনায় আমার বুক দপ্‌দপ্ করতে লাগলো। আমি আস্তে আস্তে ওয়েডের ঘরের হাতল ঘুরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম।

ওয়েডের সেই চশমাধারী, ইঁদুরমুখো সেক্রেটারি একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে ওরই ডেস্কে বসে কাজ করছে। লাউডস্পীকার দিয়ে ব্যস্ত এয়ারপোর্টের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

—আমি ভাবলাম, আপনাদের অফিসটা বোধহয় একটা ব্যস্ত এয়ারপোর্ট হয়ে গেছে। আমি বললাম।

আমাকে দেখে সেক্রেটারির মুখ সাদা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করল। আমি হেসে ওকে অভয় দিলাম।

—আপনি এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আমি বললাম, শব্দটা শুনে কৌতূহল হল তাই এলাম।

—না...মানে, টেপটা একটু চালিয়ে দেখছিলাম। মিঃ ওয়েডে তো বাড়ি চলে গেছেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে এটা আর একবার চালান না, রেকর্ডিংটা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি আর একবার শুনি।

—না, সেটা বোধহয় ঠিক হবেনা। মিঃ ওয়েডে এটা পছন্দ করবেন না।

—না, না, উনি কিচ্ছু মনে করবেন না। আমি ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, বেশ দামী মেসিন—তাইনা?

রিউইন্ড বাটনটা টিপতেই রেকর্ডারটা চালু হয়ে গেল, তখন প্লে-ব্যাক বাটন টিপে এয়ারপোর্টের পরিষ্কার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেশ কয়েক মিনিট ধরে আওয়াজটা শুনে টেপটা বন্ধ করলাম। মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসলাম।

সুতরাং...আমি নিশ্চিত যে জন হার্ডউইককে আমি খুঁজে পেয়েছি। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

এই মেয়েটার সামান্য কৌতূহল আর আমার ভাগ্য এই দুটোর জন্যেই এটা সম্ভব হল।

—মিঃ ওয়েডে তো কালকের আগে আসছেন না? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—না।

—ঠিক আছে। আমি কালই ওর সঙ্গে দেখা করে নেব। অফিসে ফিরে এসে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলাম উত্তেজনায় আমার হাত থর্থর্ করে কাঁপছে।

আধ ঘণ্টা ধরে বসে রইলাম। ছ'টার একটু পরে ওয়েডের সেক্রেটারি মেয়েটা অফিস বন্ধ করে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। যতক্ষণ না লিফট্ এবং এই তলার সব লোক নেমে চারিদিক চুপচাপ হল আমি ঠায় বসে রইলাম। তারপর উঠে প্যাসেজের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, কোন ঘরে আলো জ্বলছে না, কেউ কোথাও নেই। এখন এই তলায় শুধু একা আমি।

আমার ড্রয়ার খুলে একগোছা চাবি পকেটে পুরলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম। এক মিনিটের মধ্যে চাবি ঘুরিয়ে মিঃ জেঃ ওয়েডের ঘরের তালা খুলে ফেলে চারদিকে তাকালাম. একদিকে দেওয়ালে একটা সবুজ রং এর স্টীলের ফায়ার প্রুফ কাপ বোর্ড রয়েছে। তালাটা দেখলাম। আমার কাছে যে চাবিগুলো আছে সেগুলো দিয়ে এই তালাটা খোলা যাবে না। অফিসে ফিরে গিয়ে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এলাম। আবার ঢুকে ওয়েডের ঘরে তাল: দিয়ে দিলাম।

মিনিট পনের চেষ্টা করার পরেও যখন তালাটা খুলতে পারলাম না, তখন ভাবলাম তালাটা ভেঙে ফেলতে হবে। আবার তালা না ভাঙারই সিদ্ধান্ত নিলাম। অন্য ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরে রয়েছে একটা ডেস্ক, একটা ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা টাইপ রাইটার একটা চেয়ার। ফাইলিং ক্যাবিনেটটা খুঁজলাম। কিন্তু কিছু কাগজ-পত্র ছাড়া সেখানে আর কিছুই পেলাম, না।

আমি যা খুঁজছি সেটা এই অফিসে যদি থাকে তো এই কাপ-বোর্ডেই আছে।

এয়ার পোর্টের শব্দ রেকর্ড-করা টেপটা নিয়ে নিলাম এবং ডেস্কের ড্রয়ার থেকে আর একটা টেপ বের করে সেখানে রেখে দিলাম। ওর ঘরের সব আলো নিবিয়ে, দরজা খোলা রেখে আমার অফিসে চলে এলাম।

টেপ রেকর্ডারটা একটা গোপন জায়গায় রেখে টেলিফোন গাইড খুঁজে মিঃ ওয়েডের বাড়ির নম্বর বের করলাম। ওর বাড়ি লরেন্স অ্যাভিন্যু-তে এই অফিস থেকে গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের পথ। ওর টেলিফোন নাম্বার ডায়াল করে কোন উত্তর পেলাম না।

একবার ভাবলাম রেটনিককে খবরটা দেব কিনা। না, ব্যাপারটা আপাততঃ নিজের হাতেই থাক। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। যাই হোক, ওয়েডের সঙ্গে কথা বলার পর রেটনিককে জানাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

অনেকবার ডায়াল করার পর, রাত ন'টা নাগাদ লাইন পেলাম। ও- প্রান্তে মিঃ ওয়েডের গলা পেলাম।

—আমি নেলসন রায়ান বলছি। আমি বললাম।

—কী ব্যাপার বলুন। খুব অবাক হয়ে গিয়ে বলল, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি? আপনার বেড়ানো কেমন হল?

—ভাল...আমি অফিস থেকে বলছি। আমি একটা জিনিষ ভুলে ফেলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, আপনার ঘরের দরজা খোলা আর আলো নেভানো। আপনার মেয়েটিও নেই, মনে হয় ও তালা দিতে ভুলে গেছে। আমি কি দারোয়ানকে বলব আপনার ঘরে তালা দিয়ে দেবে?

টেলিফোনেই ওর চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।

—আশ্চর্য! অনেকক্ষণ বাদে ও বলল, ঠিক আছে, আমি আসছি।

—দেখে মনে হচ্ছে, চুরির ধান্দায় কেউ আপনার ঘরে ঢুকেছিল।

—চুরি করার আর কী আছে? ঠিক আছে, দেখছি আমি।

—আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে আমি দারোয়ানকে বলে ঘর বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—না...ধন্যবাদ। আমি যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি না, ও কী করে ঘরে তালা দিতে ভুলে গেল! ও তো এরকম ভুল কখনও করেনি।

—হয়তো কারোর প্রেমে পড়েছে—আমি হেসে বললাম, তাহলে এবার আমি ফোন রাখছি—আমাকে আর কিছু করতে হবে না তো?

—না, না। টেলিফোন করার জন্য ধন্যবাদ।

—তাতে কী হয়েছে...।

আমার ঘরের আলো নিবিয়ে দরজায় তালা দিয়ে পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে ওয়েডের অফিসে গিয়ে ঢুকলাম। ওর সেক্রেটারির ডেস্কে বসে পিস্তলটা রেডি করে আমার পাশে ডেস্কের ওপর রাখলাম।

মিনিট দশেক পর লিফট্রে ওপরে ওঠার শব্দ পেলাম। ডেস্ক থেকে উঠে পিস্তলটা হাতে নিয়ে দবজার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে শুনতে লাগলাম প্যাসেজে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসার শব্দ। ওয়েডে ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালালো। আমি ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ও ঘরের চারদিকে তাকিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে আমি যে ঘরে আছি, সেই ঘরের দরজা খুলল। আমি আরো দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেলাম। তারপর এক ঝলক ঘরের ভেতর দেখে গিয়েই ও তারপর বাইরের ঘরে এল। তারপর চাবির গোছার শব্দ পেলাম এবং তারপর একটা তালা খোলার শব্দ। আন্দাজ করলাম, ও কাপবোর্ডের তালা খুলল।

আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ওয়েডে কাপবোর্ডের পাল্লা খুলে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে আছে। তাতে ঠাসা বোতল, বাক্স এবং অন্যান্য রাসায়নিক জিনিষের স্যাম্পল।

—হেরোইনটা কি এখানে আছে? খুব ঠাণ্ডা গলায় আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ওয়েডে চমকে আমার দিকে তাকাল। তারপর ওর মুখটা সাদা হয়ে গেল। আমি পিস্তলটা অল্প তুললাম, যাতে ও দেখতে পায়। আস্তে আস্তে ও উঠে দাঁড়াল।

—আপনি এখানে কী করছেন? ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

—আমি কাপবোর্ডের তালাটা খোলার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। ওর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, সুতরাং ভাবলাম আপনি যদি নিজে এসে এটা খুলতে আমাকে সাহায্য করেন! ওখান থেকে সরে দাঁড়ান, কিছু করার চেষ্টা করবেন না।

—কিন্তু কেন? স্খলিত পায়ে ওয়েডে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে, দু-হাতে মুখ ঢাকল।

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একদম নীচের তাকে প্রায় পঞ্চাশটা নিখুঁত ভাবে প্যাক করা পার্সেল পড়ে আছে।

—ঐগুলিই তো জেফারসন নিয়ে লুকিয়েছিল? ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ও পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে মাথা নাড়ল।

—হ্যাঁ আপনি কি করে জানলেন?

—আপনার টেপ-রেকর্ডারে এয়ারপোর্টের শব্দ টেপ করা ছিল, সেটা আপনি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। আপনার মেয়েটা একবার ভুল করে ওটা চালালে আমি শুনতে পেয়ে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারি।

—আমার বড় ভুলো মন। সব কাজেই একটা না একটা ভুল থেকে যায়। ক্লান্ত স্বরে ওয়েডে বলল। আপনি যখন হংকং যাওয়ার কথা বললেন, তখনই বুঝেছিলাম, আমার শেষ সময় এসে গেছে। কেননা আমি জানতাম কোথাও না কোথাও একটা ভুল করে ফেলব। আপনার যাওয়ার সব ঠিক দেখে লোক দিয়ে আপনাকে খুন করার চেষ্টা করি, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। আমি বুঝলাম এবার আমাকে ধরা পড়তেই হবে।

—আমি ভেবেছিলাম জেফারসনের সেক্রেটারি জেনেতও এর সঙ্গে জড়িত। কারণ ওরও একটা মোটিভ আছে। আমি বললাম।

—আমি আশা করেছিলাম, আপনি ওকেই ধরবেন। ও বলতে লাগল, সেইজন্যই আমি জেফারসনের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা অত জোর দিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু আমি এটাও ভেবেছি যে হংকং-এ গিয়ে যদি আপনি জেফারসনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তাহলে আমি ধরা পড়বই।

—আপনি জানলেন কিভাবে জো-অ্যান এখানে হেরোইন নিয়ে আসছে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সব বন্দোবস্ত ছিল। জেফারসন সম্বন্ধে আপনাকে একটি ছাড়া সবই সত্যি বলেছি। আমি বলেছিলাম ওকে আমি ঘেন্না করি, কিন্তু আগাগোড়াই আমরা ভীষণ বন্ধু, যোগাযোগও ছিল। গত

দু-বছর আমার ব্যবসা ভাল চলছিল না। আর ব্যবসা করার মত মানসিক অবস্থাও আমার নেই।

এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার খুব মিল। টাকা পয়সার জন্যে আমি যখন ক্ষেপে উঠেছি, এমন সময় হেরম্যান লিখল যে ওর কাছে বেশ কিছু হেরোইন আছে। আমি কিনব কিনা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট হিসাবে হেরোইনের ব্যবসার কতকগুলো চ্যানেল আমার জানা ছিল। কাজেই রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু টাকা আমার কাছে নেই, অবশ্য জেফারসনও আমাকে বোকার মত জানিয়েছে যে ও হংকং-এ আটকে পড়েছে। দলের সঙ্গে বেইমানি করতে গিয়ে ওর ঐ অবস্থা। জো-অ্যান টাকা জোগাড় করে একটা ফলস্ পাসপোর্টের ব্যবস্থা না করতে পারলে ও হংকং ছেড়ে পালাতে পারবে না। আমার সুযোগ এল। আমিও লিখলাম অ্যানকে দিয়ে হেরোইনটা পাঠাতে। টাকা এখানে আমি দিয়ে দেব। ঠিক ছিল অ্যান এয়ারপোর্ট থেকে মালটা নিয়ে সোজা এখানে চলে আসবে, আমি দাম মিটিয়ে দোব। তখন থেকেই আমার চিন্তা মেয়েটাকে খুন করতে পারলেই, পয়সা কড়ি না দিয়েই মালটা আমার হস্তগত হবে।—চোখ নীচু করে নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর বলল, ওকে খুন করা শক্ত কাজ কিছু নয়। তবে বডিটা কি করব? তখন ঠিক করলাম, এটা আপনার অফিসে হয়েছে এটা বোঝালে পুলিস ভাববে ও আপনার মক্কেল। পুলিস আপনাকে জড়াবে, আর আমি মাঝখান থেকে পরিষ্কার, তবে ও যখন আসবে তখন আপনাকে অফিস থেকে সরাতে হবে। তাই ঐ এয়ারপোর্টের শব্দ করে ফোন করলাম। কারণ এয়ারপোর্টে যাচ্ছি এটা জানালে অসুবিধা হতে পারে।

তাই ঐ টেপের ব্যবস্থা করেছিলাম। এবং আমি দেখা না করার একটা জুতসই কৈফিয়ৎও দিয়েছিলাম। আপনি চলে যাওয়ার পরে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম।...ও আর আসে না, অবশ্য ও কোন্ প্লেনে আসবে সেটা আমি জানতাম না। শেষে ও এল। আমাকে বিশ্বাস করে বলল, হেরোইনটা কফিনের ভেতর আছে। আমি খুব কাছ থেকে ওকে খুন করি। মেয়েটা খুব সুন্দর ছিল। আপনার অফিস থেকে একসময় পিস্তলটা নিয়ে আসি। ও যখন কথা বলছিল তখন ওর নজর এড়িয়ে ডেস্কে রাখি। শেষে ও যখন টাকা চাইল কোনরকম দেরী না করে ওকে গুলি করি। তারপর ওকে তুলে আপনার অফিসে নিয়ে যাই। যাক্ ব্যাপারটা এখন শেষ। তারপর থেকে এক রাত্তিরও আমি ঘুমতে পারিনি। মালটাও বেচতে পারিনি। ঐ তো ওখানে সব রয়েছে। আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আপনি আসার পর আপনার সঙ্গে দেখা করার মত স্নায়ুর জোরও আমার ছিল না।

আমার দিকে তাকিয়ে ওয়েডে বলল, এখন আপনি কি করবেন?

আমার ওর জন্য কোন দয়া নেই। ও আমাকে খুনের কেসে ঝোলাতে চেয়েছে। আমাকে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করতে চেয়েছে। আমি ওকে ক্ষমা করতে পারিনা। সাংঘাতিক লোভে ও ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে খুনটা করেছে। এবং নিজের বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অবশ্য বন্ধুও ঐ একই পর্যায়ের।

—আপনি কি মনে করেন? আপনার সব ঘটনা পুলিসকে বলতে হবে। আমি বললাম।

টেলিফোন ডায়াল ঘোরালেই ওয়েডে দরজার দিকে এগোল। আমি ইচ্ছে করলেই ওর পায়ে গুলি করে থামাতে পারতাম কিন্তু করলাম না কারণ ও বেশীদূর যেতে পারবে না। আর রেটনিক না আসা পর্যন্ত হেরোইন আমাকেই পাহারা দিতে হবে।

পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোনে ব্যাপারটা জানিয়ে বললাম এক স্কোয়াড পুলিস নিয়ে যেন রেটনিক তাড়াতাড়ি আসে। টেলিফোন রাখার সময় লিফট্ নামার শব্দ পেলাম। পুলিস আধঘণ্টার মধ্যে ওয়েডেকে খুঁজে বের করল। বীচ-ড্রাইভে ওর গাড়িতে সায়ানাইড ক্যাপস্যুল খেয়ে ও তখন পরলোকে। কেমিস্ট হয়ে ও এই সুবিধেটা পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ও সব জ্বালা মেটাতে পেরেছে। সব ঘটনা রেটনিক আমার মুখে শুনে তেঁতো মুখে আমার দিকে তাকাল।

—দেখুন, আমি ভেবেছিলাম জেফারসনের সেক্রেটারী এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ওয়েডে যদি টেপটা না রেখে যেত তাহলে ওকে ধরতে পারতাম কিনা জানি না।

রেটনিক আমাকে চুরুট দিল।

—দেখ রায়ান। এই কেসের কৃতিত্বটা আমি নেব। আমার বাজারে একটা সুনাম আছে। তোমার নেই। তবে ভবিষ্যতে তোমাকে আমি সাহায্য করব কথা দিচ্ছি, এটা এখন বাজারে ছেড়ে

আমি আমার পাবলিসিটি করতে চাই।

—আপনি আমাকে দেখলে আমি আপনাকে দেখব। বললাম, তবে একটা কথা খেয়াল রাখবেন লেফটেন্যান্ট। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চাইবেন ব্যাপারটা চাপা থাকুক। কারণ ওর ছেলে স্মাগলার কেউ না জানুন, এটাই চাইবেন। কাজেই ওনার কৃপা দৃষ্টিতে পড়তে চাইলে ব্যাপারটা চেপে যান। পাবলিসিটির কথা ভুলে যান। আপনার ভাগ্য ভাল ওয়েডে মারা গেছে।

রেটনিক মেঝের দিকে তাকিয়ে গুম মেরে কিছু চিন্তা করতে লাগল।

আমি নীচে নেমে এলাম। পুরো ঘটনাটায় একজনের জন্যে আমি দুঃখ অনুভব করলাম—সেই মিষ্টি মেয়ে লেইলা।

ওর কথা চিন্তা করতে করতে রাস্তা পেরিয়ে আর একবার একা একা রাতের খাওয়ার জন্যে স্প্যারোর স্ন্যাক্স বার-এ গিয়ে ঢুকলাম।

পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলেন। ওর দিকে আমি ছুটে গেলাম এবং বারবার ভদ্রমহিলার

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত